Goto List

SANKHIPTA ISLAMI BISHWAKOSH

(The Shorter Encyclopaedia of Islam)

1st Volume

..

الـموسـوعـة الاسـلامـيـة الـمـوجـزة
بـاللغة الـبـنـغـاليـة

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

[প্রথম খণ্ড]

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Goto List

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ
[প্রথম খণ্ড]

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত

ইফাবা প্রকাশনা : ১০০৪/৪
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৩
ISBN : 984-06-0252-7

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৮২

পঞ্চম সংস্করণ
মে ২০০৭
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪
রবিউস সানি ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

SANKHIPTA ISLAMI BISHWAKOSH (The Shorter Encyclopaedia of Islam—1st Vol) : in Bangla, compiled and edited by the Board of Editors and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068. May 2007

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 300.00 ; US Dollar : 10.00

Goto List

মহাপরিচালকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ্! রাহমানুর রাহীম আল্লাহ্ পাকের অশেষ রহমতে 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ'-এর প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইতে যাইতেছে। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আমাদের এই অব্যাহত সাফল্য প্রদানের জন্য জানাইতেছি অসংখ্য শোক্র ও সুজুদ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য একত্রে সংকলন করিয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট পরিবেশন করার উদ্দেশ্যে বিশ্বকোষ প্রণীত হইয়া থাকে। বিশ্বের যেখানেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন হইয়াছে, সেখানেই বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগ দেখা যায়। ইহার আবশ্যকতা অতীতেও অনুভূত হইয়াছে, এখনও হইতেছে। বর্তমানে ইহার প্রয়োজন আরও ব্যাপক এবং গভীর এই কারণে যে, মানব জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা ও বিভাজন নিত্য বাড়িয়া চলিয়াছে; এখন আর পৃথক পৃথকভাবে সকল বিষয়ের পুঁথি-পুস্তক অধ্যয়ন, আগ্রহ থাকিলেও, সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই জন্য একটি মাত্র সংকলনে বিধৃত তথ্যাবলী হাল-আমলের পাঠকদের জন্য অনেক বেশি উপযোগী। বিশেষ করিয়া যাঁহারা গবেষক, সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী তাঁহাদের জন্য বিশ্বকোষের উপযোগিতা একান্তভাবে স্বীকৃত।

বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের সার-সংগ্রহ লইয়া যেমন বিশ্বকোষ প্রণীত হইয়াছে, তেমনি কোন একটি মতাদর্শ কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন একটি শাখার প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য লইয়াও বিশ্বকোষ প্রণীত হইয়া থাকে। ইসলামী বিশ্বকোষ ইসলাম সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যে সমৃদ্ধ হইয়া ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইসলাম কেবল একটি জীবন-দর্শন নয়; ইহা একটি সমাজ-ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও। আদিকাল হইতে ইসলাম মানুষের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে বিপুল অবদান রাখিয়াছে। শিল্পে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, দর্শনে, অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ইসলামের অবদান মৌলিক, ব্যাপক ও বিচিত্র। বহু শতাব্দীর পরিক্রমায় সৃষ্ট এই সব অবদান মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে—মুদ্রিত পুঁথির পৃষ্ঠায়, পাণ্ডুলিপিতে, স্থাপত্য নিদর্শনে, নানা সংগঠনে ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে। পৃথক পৃথকভাবে যে কোন একটি বিষয় অধ্যয়নে যে কোন জিজ্ঞাসু পাঠক তাঁহার সমগ্র জীবন কাটাইয়া দিতে পারেন। এই ধরনের বিশাল ক্ষেত্রের মূল কথা ও তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া বিশ্বকোষে সংকলন করা হইয়া থাকে। ইসলামী বিশ্বকোষও এই ধরনের একটি অত্যাবশ্যক সংকলন। ইংরেজি ও আরবিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলিত এবং প্রকাশিত হইলেও বাংলা ভাষায় ইহার অভাব দীর্ঘদিন যাবত অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস্ কতৃর্ক একটি বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রায় ষোল কোটি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলায় বর্তমান ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের পূর্বে এই জাতীয় কোন সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

এই অভাব পূরণের জন্যই বাংলা একাডেমী ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে লাইডেন হইতে প্রকাশিত 'Shorter Encyclopaedia of Islam' নামক সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষটির অনুবাদ প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। নানা কারণে বাংলা একাডেমীর পক্ষে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী কর্তৃক অনূদিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের পাণ্ডুলিপিটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। মূল 'Shorter Encyclopaedia of Islam'-এর সংকলিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধগুলির লেখক প্রায় সকলেই অমুসলিম; এই কারণে এই বিশ্বকোষের হুবহু অনুবাদ গভীরভাবে পরীক্ষা না করিয়া প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয় নাই। পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও অমুসলিম লেখকদের ইসলাম বিষয়ক রচনায় সঙ্গত কারণেই ভুল-ত্রুটির অবকাশ থাকিয়া যায়। এই জাতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে পাণ্ডুলিপিটি যাহাতে যথাসাধ্য মুক্ত হয় সেইজন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই দেশের বিশিষ্ট ইসলামী

পণ্ডিতদের সমন্বয়ে একটি সম্পাদনা বোর্ড গঠন করে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিয়োজিত এই বোর্ড পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন ও বিয়োজন সাধন করেন। কতিপয় নতুন নিবন্ধ সংযোজন করিয়া বিশ্বকোষটিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করা হয়। অতঃপর অনেক আয়াস ও পরিশ্রমের ফসল বাংলা ভাষায় বহু আকাঙ্ক্ষিত এই প্রথম 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ' ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের মে ও জুন মাসে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা মহলে বিপুল সাড়া পড়িয়া যায় এবং অল্প দিনের মধ্যেই মুদ্রিত সমুদয় কপি নিঃশেষ হইয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সীমিত কলেবরে ও স্বল্প সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় ইহাতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। ফলে পরবর্তীকালে অতিরিক্ত নিবন্ধ সংযোজন করিয়া 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট' নামে ইহার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণও প্রকাশ করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর বিভিন্ন দৈনিকসহ নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং উৎসাহী বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার পক্ষ হইতে প্রাপ্ত মতামত, সমালোচনা ও পরামর্শের আলোকে ইহাকে পুনর্বার পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে এবং 'পরিশিষ্ট' হিসাবে প্রকাশিত ক্ষুদ্রতর সংস্করণটিকে ইহার অংগীভূত করা হইয়াছে। ফলে বর্তমানে সংস্করণটি ইহার সাবেক সংস্করণ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভুল ও সমৃদ্ধ হইয়াছে।

বর্তমান ইসলামী বিশ্বকোষটি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহার কলেবর নেহায়েত ক্ষুদ্র নহে। এই জাতীয় গ্রন্থের সম্পাদনা ও প্রকাশনা স্বভাবতই দুরূহ ব্যাপার। তাই পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশের এই শুভ মুহূর্তে বিশ্বকোষের নিবন্ধমালার লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে আমার সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ জানাইতেছি। এতদসংগে প্রকাশনা পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রেস ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ, অধিকন্তু ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশে সহযোগিতা দানকারী অন্য সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ্ পাক সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই ইহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। ফলে পাঠকবৃন্দের পক্ষ হইতে ইহার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশের জন্য ঘন ঘন তাকিদ আসিতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম খণ্ডটির পঞ্চম সংস্করণ আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে দেখিয়া গভীর তৃপ্তি অনুভব করিতেছি।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা আরয করিতে চাই যে, বর্তমান বিশ্বে ইসলাম একটি জাগরণমূলক শক্তি হিসাবে সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ইহার চর্চা পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে ইসলামী জ্ঞান-সাধনায় ইসলামী বিশ্বকোষের গুরুত্বও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সেইক্ষেত্রে ইহার প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করিবে। বৃহত্তর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আটাশ খণ্ডে প্রকাশিত একটি বৃহদাকার ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছিল। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। আমরা আনন্দিত যে, ইতিমধ্যেই বৃহত্তম ইসলামী বিশ্বকোষের সকল খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র রহমত এবং পাঠক-পাঠিকাদের দু'আ আমাদের সাফল্যকে অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করিবে।

পরিশেষে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-এর এই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণটি বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের ইসলাম বিষয়ে নানাবিধ জিজ্ঞাসা পূরণে কিছুমাত্র সহায়ক হইলেও আমরা আমাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। আল্লাহ্ হাফিজ!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মে ২০০৭
ঢাকা

প্রকাশকের কথা

পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ রহমতে 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ'-এর প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

বাংলা ভাষা চর্চার প্রায় হাজার বৎসর এবং এতদঞ্চলে ইসলাম আগমনের হাজার বৎসরেরও অধিক কালের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম ইসলামী বিশ্বকোষের মতো একটি অনন্য ও অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রকাশনা সংক্ষিপ্তাকারে হইলেও নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইসলামী বিশ্বকোষের মতো একটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংকলনের জন্য বহু পূর্বেই পদক্ষেপ গ্রহণ প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, ইহার জন্য অতীতে সেই পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হইয়া উঠে নাই। অবশেষে অনেক বিলম্বে হইলেও এই দেশের কতিপয় বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ইসলামপ্রিয় মনীষীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলা একাডেমীর মাধ্যমে এই ধরনের একটি সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং দীর্ঘ প্রায় আট বৎসরের নিরন্তর প্রয়াস ও সযত্ন চেষ্টা-সাধনায় ইহার একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত সম্পন্ন হয়। নানা কারণে ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশ বাংলা একাডেমীর পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় পাণ্ডুলিপিটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে হস্তান্তর করা হয়। অতঃপর ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে পাণ্ডুলিপিটি ১৯৮২ সালের মে ও জুন মাসে ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ হইতে 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ' নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আগ্রহী পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ইহার সমুদয় কপি ফুরাইয়া যায়। ইহাতেই প্রমাণিত হয়, এই ধরনের একটি অত্যাবশ্যক সংকলনের প্রয়োজনীয়তা বাংলাভাষী পাঠক কত তীব্রভাবে অনুভব করিতেছিলেন।

এতদভিন্ন সেই সময়কার জাতীয় দৈনিক ও বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকীগুলি ইহাকে অভিনন্দিত করিয়াছে এবং ইহার সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য রাখিয়াছে। সেই সঙ্গে সরাসরি ও পত্র-পত্রিকা মারফত সুধী-পাঠক প্রথম সংস্করণের কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ফলে এই ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সত্বরই ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং ৬৯টি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ সহযোগে 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট' (Supplement) প্রকাশ করা হয়। অতঃপর পাঠক-পাঠিকাদের তরফ হইতে প্রাপ্ত এবং পত্র-পত্রিকায় প্রতিফলিত মতামত ও যৌক্তিক সমালোচনার আলোকে ইহার পুনঃসম্পাদনা ও পরিমার্জনা আবশ্যক হইয়া পড়ায় পরবর্তীতে তাহা পরিমার্জন করা হয়।

বিশ্বকোষের মতো একটি গ্রন্থের অনুবাদ, সংকলন, সম্পাদনা ও মুদ্রণ কর্মের জন্য প্রভূত পরিশ্রম, সাধনা ও সময়ের প্রয়োজন। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-এর প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশের এই শুভ মুহূর্তে তাই সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত যাঁহারা ইহার উদ্যোগ গ্রহণ, অনুবাদ, সংকলন, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, প্রকল্পের পক্ষ হইতে তাঁহাদের সকলকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রধানত লাইডেন হইতে প্রকাশিত Shorter Encyclopaedia of Islam-কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া ইহার অনুবাদ ও সংকলনকার্য চলে এবং পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত উর্দু দাইরাতু'ল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যা ঃ (দা. মা. ই.) গ্রন্থটি ইহাকে

সমৃদ্ধ করিতে সাহায্য করে। **সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ**-এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশের মুহূর্তে আমরা উল্লিখিত দুইটি সংকলনের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকটও আমাদের সুগভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে আমরা জানাইতে চাই যে, **সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের** এই সংস্করণটিকে সমৃদ্ধ, নির্ভুল ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া প্রকাশের জন্য আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছি। তৎসত্ত্বেও কোনও ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে সুধী পাঠকবৃন্দ আমাদের গোচরে আনিলে পরবর্তী সংস্করণে তাহা সংশোধন করা হইবে ইনশাআল্লাহ্।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Goto List

ভূমিকা

বিশ্বকোষের উদ্দেশ্য ও ক্রমবিকাশ

বিশ্বকোষ বিশ্বজগতের যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। ইংরেজী Encyclopaedia-কে বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ বলা হয়। Encyclopaedia গ্রীক শব্দ enkyklios (বৃত্তাকারে বা চক্রাকারে) paideia (শিক্ষা) হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার অর্থ দাঁড়ায় বিদ্যাশিক্ষা-চক্র বা পরিপূর্ণ জ্ঞান-সংগ্রহ।

জ্ঞানের সমুদয় শাখার ব্যাপক পরিচয় যে গ্রন্থে সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হয় তাহাকে প্রায়শ সাধারণ বিশ্বকোষ বলা হয়। তেমনি কোন এক বা একাধিক সমজাতীয় জ্ঞানশাখার তথ্য সংকলনকে সেই বিশেষ জ্ঞানশাখার বিশ্বকোষ নাম দেওয়া হয়। সন্ধানকার্যে সুবিধার জন্য বর্তমানে বিশ্বকোষের প্রবন্ধগুলির শিরোনাম অভিধানের শব্দাবিন্যাসের মত বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত থাকে এবং 'হাওয়ালা' (reference)-রূপে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া কখনও কখনও বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে শ্রেণীক্রম অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত হয়। প্রাচীন বিশ্বকোষগুলি প্রায় সবই শেষোক্ত ধরনের অর্থাৎ শ্রেণীক্রমে বিন্যস্ত এবং সাধারণত বিদ্যার্থীদের পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন বিশ্বকোষকারগণ

প্রাচীন গ্রীসে প্লেটোর শিষ্যদ্বয় স্পিউসিপ্পাস (Speusippus,আনু. ৩৩৯ খৃ, পূ.) এবং এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খৃ. পূ.) উভয়েরই বিশ্বকোষ প্রণেতা বলিয়া খ্যাতি আছে। স্পিউসিপ্পাস রচিত উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষয়ক বিশ্বকোষের কিছু খণ্ডিত অংশমাত্র রক্ষা পাইয়াছে। বহু গ্রন্থ রচয়িতা এরিস্টটল শিষ্যদের ব্যবহারের জন্য তাঁহার সময়ে পরিজ্ঞাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তথ্যাবলী বিষয় পরম্পরানুক্রমে কতকগুলি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

প্রাচীন রোমের খ্যাতনামা বিদ্বান মার্কাস টেরেন্টিয়াস ভ্যারো (Marcus Terentius Varro, ১১৬-২৭ খৃ. পূ.) সাহিত্য, অলঙ্কার, গণিত, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য সম্বলিত Disciplinarum Libri IX নামে বিশ্বকোষ রচনা করেন। তাঁহার দর্শন-বিষয়ক De Farma Philosophiae Libri III এবং সাত শত গ্রীক ও রোমানের জীবনী সংকলন গ্রন্থ Imagines বিশেষ প্রসিদ্ধ। রোমের "সবজান্তা" পণ্ডিত Pliny the Elder (২৩-৭০ খৃ.) Historia Naturalis নামে একটি বিরাট বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ ৩৭ খণ্ডে সংকলন করেন। ইহাতে কয়েক শত গ্রন্থকারের রচনা হইতে সংগৃহীত বহু তথ্য ও কাহিনীর সমাবেশ রহিয়াছে। এই গ্রন্থে অনুসৃত পদ্ধতির সহিত আধুনিক বিশ্বকোষ রচনা-ধারার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। কালজয়ী বিশ্বকোষগুলির মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

মধ্যযুগে সেভিল (Seville)-এর বিশপ Isidore (আনু. ৫৬০-৬৩৬ খৃ.) তাঁহার রচিত Originum sive. Etymologiarum Libri XX গ্রন্থে তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তথ্যাদি সঙ্কলন করেন। 'ঈসা ইবন য়াহ্য়্যা আল-জুরজানী (মৃ. ১০১০ খৃ.) প্রাচ্যের খ্যাতনামা চিকিৎসা বিশারদগণের অন্যতম। তিনি চিকিৎসা বিষয়ে 'আরবীতে "আল-মিআঃ ফি'স্-স্নাআ'আতি'ত্-তিব্বিয়্যাঃ" নামে একশত খণ্ডে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। তিনি ইব্ন সীনাা (৯৮০-১০৩৭ খৃ.) ও আল-বীরূনীর (৯৭৩-১০৪৮ খৃ.) শিক্ষক ছিলেন। ফরাসী দেশীয় Vincent of Beauvais (আনু. ১১৯০-১২৪৬ খৃ.) তাঁহার রচিত Bibliotheca Mundi or Speculum Majus গ্রন্থে ১৩শ শতাব্দীর সমুদয় বিদ্যা সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। William Caxton-এর Myrrour of the World (১৪২২-১৪৯১ খৃ.) উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ এবং ইহা সর্বপ্রাচীন ইংরেজী বিশ্বকোষগুলির অন্যতম। ফ্লোরেন্সের অধিবাসী Brunetto Latini (আনু. ১২১২-১২৯৪ খৃ.) ফরাসী ভাষায় বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানির ইতালীয় অনুবাদ Li Livers don Tresor.

সর্বপ্রথম যে সব গ্রন্থের নামে Encyclopaedia শব্দটি আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, জার্মান অধ্যাপক Johann Heinrich Alsted (১৫৮৮-১৬৩৮ খৃ.)-এর ল্যাটিন ভাষায় রচিত Encyclopaedia Septemtomis

Distincta তাহাদের অন্যতম। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। খৃষ্টীয় ১৭ শতক ও ১৮ শতকের গোড়ার দিকে বিশ্বকোষ রচনার ধারা বিষয়ানুক্রমিক পদ্ধতি হইতে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হইতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ Johann Jacob Hafmann-এর Lexicon Universal (১৬৭৭-১৬৮৩ খৃ.)-এর নাম করা যাইতে পারে।

ইংরেজী ভাষায় প্রথম বর্ণানুক্রমিক বিশ্বকোষ হইতেছে John Harris (অনু. ১৬৬৭-১৭১৯ খৃ.) কৃত Lexicon Technicum (১৭০৪-১৭১৯ খৃ.)। গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক এই বিশ্বকোষটিতে বিশেষজ্ঞ, প্রবন্ধকারদের নাম ও গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত রহিয়াছে। ইহার পর উন্নত ধরনের বিশ্বকোষ হিসাবে Ephraim Chambers's Cyclopaedia (১৭২৮ খৃ.) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বহু বিশেষজ্ঞের রচিত প্রবন্ধ সঙ্কলনের পদ্ধতি এবং প্রতি-বরাত (cross reference) সংযোজনের নীতি গৃহীত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত ভাষায় অসংখ্য সাধারণ ও বিশিষ্ট বিশ্বকোষ রচিত হইয়াছে। সব দিক দিয়া বিচার করিলে ইংরেজী ভাষায় রচিত বিভিন্ন ধরনের বহু সাধারণ বিশ্বকোষের মধ্যে Encyclopaedia Britannica (১৭৬৮-১৭৭২ খৃ., প্রথম সংস্করণ, ৩ খণ্ডে; ১৯২৯ খৃ., চতুর্দশ সংস্করণ, ২৩ খণ্ডে, ১৯৭৮ খৃ., পঞ্চদশ সংস্করণ ৩০ খণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রিত) এবং Encyclopaedia Americana (১৮২৯ খৃ., পৃথম সংস্করণ ১৩ খণ্ডে; ১৯৭৯ খৃ. সংস্করণ ৩০ খণ্ডে)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। বিশিষ্ট বিশ্বকোষগুলির মধ্যে Encyclopaedia of Religion and Ethics, 12 vols. & Index. ed James Hastings, Oxford Companion to English Literature ed. Paul Harvey; Encyclopaedia of World Art, ed. Massimo Pallotino, Encyclopaedia of the Social Sciences, 15 vols, ed. Edwin R.A. Seligman, Encyclopaedia of World Politics, ed. Walter Theimer; Pears Medical Encyclopaedia, ed. J.A.C. Brown; The Universal Encyclopaedia of Mathematics with Foreword by James R. Newman; Larouse Encyclopaedia of World Geography; Larouse Encyclopaedia of Earth of Astronomy, of Pre-Historic and Ancient Art, of Byzantine and Medieval Art, of Renaissance and Baroque Art, of Ancient and Medieval History, of Modern History, of Mythology বিশেষ প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়।

মুসলিম বিশ্বকোষ প্রণেতাগণ

কু'র্আন মাজীদ বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিদানের এবং আল্লাহ্‌র অপূর্ব সৃষ্টি অনুধাবনের জন্য বিশেষ তাকীদ দিয়াছে, ইহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাচীন মুসলিম জ্ঞান-তাপসগণ অনেকেই বিশ্বকোষ জাতীয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন। মধ্যযুগে ইসলামী দুনিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল; 'আরবী ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকে বিভিন্ন বিষয়ে 'আরবী ভাষায় বিশ্বকোষ [দাইরাতু'লমা'আরিফ বা মাওসূ'আত (موسوعات) রচনা আরম্ভ হয়। খ্যাতনামা দার্শনিক ও চিকিৎসক আবূ বাক্র মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন যাকারিয়্যা *আর্-রাযী (২৫১/৮৬৫-৩১৩/৯২৫)* 'কিতাবু'ল্-হ়াবী' নামে চিকিৎসা বিষয়ক একটি বিরাট বিশ্বকোষ রচনা করেন। ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশ্বকোষখানির ৩য় সংস্করণ ১৯৫৫ খৃ. হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্য) ছাপা হয়। কর্ডোভাবাসী আবূ 'উমার মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন আহ়্মাদ ইব্‌ন 'আব্দ রাব্বিহী (২৪৫/৮৬০-৩২৮/৯৪০) "আল-'ইক়্দু'ল-ফারীদ" নামে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানা ২৫ খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতি খণ্ডে এক একটি মণিমুক্তার নামে নামকরণ করা হয়। ইহাতে বক্তৃতা, কবিতা, ছন্দ ও অলংকারশাস্ত্র, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ে বহু দার্শনিক ও সাহিত্যিকের রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বিখ্যাত দার্শনিক মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন তারখান আবূ নাস্'র আল-ফারাবী (২৬০/৮৭৩-৩৩৮/৯৫০) 'ইহ়্সা'উ'ল-'উলূম' নামে একখানি সাধারণ বিশ্বকোষ রচনা করেন। ইহাতে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৯৩২ খৃ. সংশোধিত আকারে ছাপা হয়। 'উছ়্মান আমীন ইহার ২য় সং. প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহা ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে কায়রোতে প্রকাশিত হইয়াছে। "রাসাইল ইখ্ওয়ানি'স-স'াফা" গণিতবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, অধিবিদ্যা, অধ্যাত্ম বিদ্যা, কলিত জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্যার বিশ্বকোষ। গ্রন্থখানি বিভিন্ন বিষয়ে

রচিত ৫২টি পুস্তিকার সমষ্টি এবং আনু. ৩৫০/৯৬১ সনে বহু জ্ঞানী–গুণীর রচনা–সম্ভারসহ সংকলিত হয়। ইরাকের মুহ·ম্মাদ ইব্‌ন ইসহ·াক· ইব্‌ন আবী য়া'·কূ·ব আন–ন্যাদীম (মৃ. ৩৮৫/৯৯৫) 'ফিহ্‌রিস্তু'ল্‌–'উলূম' (জ্ঞান–বিজ্ঞানের সূচী) নামক ১০ খণ্ডে একটি অমূল্য গ্রন্থ–বিবরণী প্রণয়ন করেন। বহুবার ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। Boyard Dodge ইহাকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন; এই অনুবাদ The Phirist of al-Nadim শিরোনামে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে ২ খণ্ডে নিউইয়র্ক ও লণ্ডনে Columbia University Press কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

আবু·ল–ফারাজ 'আলী ইব্‌নু'ল–হু·সায়ন আল–ইস্‌·ফাহানী (২৮৪/৮৯৭–৩৫৬/৯৬৭) রচিত 'কিতাবু'ল–আগ·ানী' মুখ্যত সঙ্গীতবিষয়ক বিশ্বকোষ। ২১ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশ্বকোষখানিতে গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত রচিত যত 'আরবী কবিতায় সুর সংযোজিত হইয়াছিল তাহার উদ্ধৃতি দিয়া রচয়িতা ও সুরকারের জীবনী ইত্যাদিসহ বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানির প্রথম ২০ খণ্ড ১৮৬৬ খৃ. ও একবিংশ খণ্ড ১৮৮৮ খৃ. মিসরে ছাপা হয়।

আবূ 'আব্‌দিল্লাহ্‌ মুহ·ম্মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ আল–কাতিব আল্‌–খাওয়্যারিয্‌মী (মৃ. ৩৮৭/৯৯৭) প্রাচীন মুসলিম বিশ্বকোষ রচয়িতাদের অন্যতম। তিনি 'মাফাতীহ·'ল–'উলূম' নামে একখানি বিশ্বকোষ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, আইন, চিকিৎসা বিদ্যা, গণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র, সঙ্গীত বিদ্যা প্রভৃতি তৎকালে চর্চিত জ্ঞানের ১৫টি শাখা সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। ইহার অনেকাংশে গ্রীক ভাষা হইতে অনূদিত তথ্যের সংযোগ ঘটিয়াছে। ১৮৯৫ খৃ. লাইডেন হইতে Van Vloten ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

আবূ হ·ায়্যান 'আলী আত–তাওহ·ীদী (মৃ. ৪১৪/১০২৩) "আল–মুক·াবাসাত" নামে একটি বিশ্বকোষ বিভিন্ন বিদ্যা–সংক্রান্ত ১৩০টি বিষয়ের আলোচনা করেন। গ্রন্থখানি বোম্বাই, শীরায ও কায়রোতে প্রকাশিত হয়।

ইস্‌·মা'·ঈল আল–জুর্‌জানী (মৃ. ৫৩১/১১৩৯) রচিত 'য·াখীরাঃ আল্‌–খাওয়্যারিয্‌ম শাহী' ৯ খণ্ডে বিভক্ত চিকিৎসা বিষয়ক ফার্‌সী বিশ্বকোষ; উহাতে পরে ১০ম খণ্ড সংযোজিত হয়। সিসিলীর মুসলিম পণ্ডিত আবূ 'আব্‌দিল্লাহ্‌ মুহ·ম্মাদ ইব্‌ন মুহ·ম্মাদ আল–ইদ্‌রীসী (৪৯৪/১১০০–৫৬২/১১৬৬) 'নুযহাতু'ল–মুশ্‌তাক ফী ইখতিরাকি·'ল–আফাক' নামে একটি ভৌগোলিক বিশ্বকোষ রচনা করেন। বিখ্যাত ভূগোল বিশেষজ্ঞ য়াকূ·'ত ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ্‌ আল–হ·ামাবী (৫৭৫/১১৭৯–৬২৭/১২১৯)ও 'মু'জামু'ল–বুল্‌দান' নামে একটি ভূগোল বিষয়ক বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ১৮৬৬ খৃ. লাইপ্‌ৎসিকে (Laipzig) ছাপা হয়। এই গ্রন্থকারের 'মু'জামু'ল–উদাবা' (বা ইর্‌শাদু'ল–আরীব ইলা মা'রিফাতি'ল–আদীব) নামে সাহিত্যিকদের বিষয়ে আর একখানি বিশ্বকোষও রহিয়াছে। ইহা ১৯১৬ খৃ. Margoliouth কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইব্‌নু'ল–কি·ফ্‌তী (৫৬৮/১১৭২–৬৪৬/১২৪৮) তাঁহার 'কিতাব ইখ্‌বারি'ল–'উলামা' বি. আখ্‌বারি'ল–হু·কামা" শীর্ষক বিরাট গ্রন্থে পূর্ববর্তী ৪১৪ জন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বহু বিদ্যাবিশারদ নাস·ীরু'দ–দীন মুহ·ম্মাদ আত·তূ·সী (৫৯৮/১২০১–৬৭৩/১২৭৪) খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি গ্রীক ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। হুলাগূ খাঁ–র আদেশে তিনি মারাগ·াঃ–তে একটি পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন করেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে "আত·–তায্‌·কিরাতু'ন–নাসি·রিয়্যাঃ" নামে একখানি বিশ্বকোষ সদৃশ গ্রন্থ রচনা করেন। পারস্যের ভূগোলবিদ যাকারিয়্যা আল্‌–ক·ায্‌বী·নী (আনু. ৬০০/১২০৩–৬৮২/১২৮৩) দুইখানা বিশ্বকোষতুল্য গ্রন্থ ("আজাইবু'ল–মাখ্‌লূক·াত ওয়া গ·ারাইবু'ল–মাওজূদাত" ও "আজাইবু'ল–বুল্‌দান") রচনা করেন।

মিসরের 'আল্লামাঃ শিহাবু'দ–দীন আহ্‌·মাদ ইব্‌ন আহ·মাদ আন–নুওয়ায়রী (মৃ. ৭৩৩/১৩৩১) মিসরের মামলূক বংশীয় খ্যাতনামা বাদশাহ আন–নাসি·র মুহ·ম্মাদ ক·ালাউনের রাজত্বকালে (খৃ. ১২৯৩–৯৪, ১২৯৮–১৩০৮, ১৩০৯–১৩৪০) উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'নিহায়্যাতু'ল–'আরাব ফী ফুনূনি'ল–আদাব' নামক ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত বিশ্বকোষ গ্রন্থটি 'আল্লামাঃ নুওয়ায়রীর বিরাট কীর্তি। গ্রন্থখানি পাঁচটি প্রধান অংশে বিভক্ত : (১) জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব ও প্রকৃতি বিজ্ঞান; (২) মানবজাতি, তাহাদের প্রয়োজনাদি এবং আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ; (৩) প্রাণী জগৎ; (৪) উদ্ভিদ জগৎ (দ্রব্যগুণের আলোচনাসহ); (৫) ইতিহাস। শামসু'দ–দীন আহ্‌·মাদ ইব্‌ন মুহ·ম্মাদ ইব্‌ন খাল্লিকান (৬০৮/১২১১–৬৮১/১২৮২) একটি জীবনী বিষয়ক বিশ্বকোষ ('ওয়াফায়্যাতু'ল–আ'য়্যান ওয়া আন্‌বাই'য–যামান) সঙ্কলন করেন। ইহাতে ৮৬৫ জন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী স্থান পাইয়াছে। দিমাশ্‌ক·বাসী ইব্‌ন ফাদ্‌·লিল্লাহাহ্‌ আল–'উমারী (৭০০/১৩০১–৭৪৯/১৩৪৯) মিসরের সুল্‌ত·ান ক·ালাউনের গোয়েন্দা বিভাগে উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার রচিত

বিশ্বকোষ 'মাসালিকু'ল–আবসার ফী মামালিকি'ল–আমসার' সুপরিচিত। 'মাশাহীর মামালিক 'উব্বাদ আস–সালীব' তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ। ফিলিস্তীনী পণ্ডিত সালাহু'দ–দীন খালীল আস–সাফাদী (৬৯৬/১২৯৭–৭৬৪/১৩৬৩) তাঁহার "আল–ওয়াফী বিল–ওয়াফায়াত" নামক গ্রন্থে চৌদ্দ হাজারেরও অধিক জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মিসরীয় বিজ্ঞানী আদ–দামীরী (১৩৪৪–১৪০৪ খৃ.) একটি প্রাণী জীবন বিষয়ক বিশ্বকোষ (কিতাব হায়াতুল–গায়াওয়ান) রচনা করিয়াছেন। মিসরীয় পণ্ডিত আহ্মাদ আল–কালকাশান্দী (৭৫৬/১৩৫৫–৮২১/১৪১৮) ইতিহাস, ভূগোল ও প্রশাসন সম্পর্কে 'সুবহু'ল–আ'শা ফী সিনা'আতি'ল–ইনশা' নামে একটি বিশ্বকোষ সঙ্কলন করেন। ইহা কায়রো হইতে ১৪ খণ্ডে (১৯১৩–২২ খৃ.) প্রকাশিত হইয়াছে। তুর্কী পণ্ডিত হাজ্জী খালীফাঃ (মৃ. ১০৬১/১৬৫৮) তাঁহার 'কাশফু'জ–জুনূন' পুস্তকের জন্য বিখ্যাত। এই পুস্তকে ঐ সময়ে জ্ঞাত পৃথিবীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বুত্রুস আল–বুস্তানী (১২৩৪/১৮১৯–১৩০০/১৮৮৩), তৎপুত্র সালীম আল–বুস্তানী (১২৬৩/১৮৪৭–১৩০১/১৮৮৪) ও সুলায়মান আল–বুস্তানী (১২৭৩/১৮৫৬–১৩৪৩/১৯২৫, প্রমুখ পণ্ডিত ১৯০০ খৃ. পর্যন্ত আরবী ভাষায় 'দাাইরাতু'ল–মাআরিফ' নামক একখানি বিশ্বকোষের ১১ খণ্ড "উছ্মানিয়্যাঃ" শীর্ষক প্রবন্ধ পর্যন্ত প্রকাশ করেন। পরে ফু'আদ আকরাম আল–বুস্তানী বাকী অংশ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। খৃ. বিংশ শতাব্দীতে মুহাম্মাদ ফারীদ ওয়াজ্দী 'দাাইরাতু মা'আরিফ আল–কারনি'ল–'ইশ্রীন" নামে 'আরবী ভাষায় আর একখানি সাধারণ বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ১০ খণ্ডে সমাপ্ত। তাহা ছাড়া তিনি এই ধরনেরই 'কানযু'ল–'উলূম ওয়া'ল–লুগাত' নামে আরও একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ

বাংলা ভাষাতেও কয়েকখানি বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইয়াছে। উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিক্স্ কেরী (Felix Carey) বিদ্যাহারাবলী নামে বিশ্বকোষের দুই খণ্ড প্রকাশ করেন। প্রথম খণ্ড (Anatomy) ১৮১৯ খৃ. ১ অক্টোবর ও দ্বিতীয় খণ্ড (স্মৃতিশাস্ত্র) ১৮২১ খৃ. ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ডের এক কপি Indian National Library–তে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের এক কপি কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। ইনিই বাংলায় প্রথম বিশ্বকোষ রচয়িতার সম্মান লাভ করেন। Encyclopaedia Bengalensis বা বিদ্যাকল্পদ্রুম নামে বিশ্বকোষ রচনা করেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থখানির প্রতি পাতার এক পৃষ্ঠা ইংরেজী অন্য পৃষ্ঠা বাংলা ভাষায় রচিত। ১৮৪৭ খৃ. পর্যন্ত ইহার ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড রোমের ইতিহাস, প্রথম ভাগ; ২য় খণ্ড জ্যামিতি, প্রথম ভাগ, ৩য় খণ্ড বিবিধ, প্রথম ভাগ; ৪র্থ খন্ড রোমের ইতিহাস, ২য় ভাগ, ৫ম খণ্ড জীবনী সংগ্রহ, ১ম ভাগ; ৬ষ্ঠ খণ্ড মিসর দেশের পুরাবৃত্ত। ইহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে কতক মৌলিক আর কতক অনুবাদ।

২২ খণ্ডে সমাপ্ত 'বিশ্বকোষ' নামক গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড শ্রী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের পরবর্তী ২১ খণ্ডে ১২৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩১৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশ পায় এবং তাঁহারই সম্পাদনায় ১৩৪২–১৩৪৫ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটি কয়েক খণ্ডে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাধারণ বিশ্বকোষ 'জ্ঞান ভারতী' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৯৪০ ও ১৯৪৪ খৃ.–এ প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৪৭ খৃ. 'নবজ্ঞান ভারতী' নামে একটি ভৌগোলিক বিশ্বকোষ প্রকাশ করেন। শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৩৭০ বঙ্গাব্দে সংযোজনী খণ্ডসহ ১১ খণ্ডে বিষয়ানুক্রমে ছেলে–মেয়েদের বিশ্বকোষ 'শিশু ভারতী' প্রকাশ করেন। কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 'ভারত কোষ' নামে ৫ খণ্ডে সমাপ্ত একটি বিশ্বকোষ প্রকাশ করিয়াছেন; ইহার প্রথম খণ্ড ডঃ সুনীল কুমার দে'র সম্পাদনায় ১৯৬৪ খৃ. এবং ৪র্থ খন্ড ১৯৭০ খৃ.–এ প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশে প্রথম 'বাংলা বিশ্বকোষ'–এর প্রথম খণ্ড ১৯৭২ খৃ., দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৫ খৃ., তৃতীয় খণ্ড ১৯৭৩ খৃ. এবং চতুর্থ খন্ড ১৯৭৬ সনে প্রকাশিত হয়। চারি খণ্ডে সমাপ্ত এই মূল্যবান গ্রন্থটি খান বাহাদুর আবদুল হাকিমের সম্পাদনায় এবং ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস–এর তত্ত্বাবধানে রচিত।

ইসলামী বিশ্বকোষ

সার্থক ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছেন The Royal Netherlands Academy ; ১৯০৮ খৃ. হইতে ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহারা 'Encyclopaedia of Islam' শীর্ষক ইসলামী বিশ্বকোষ (চারি খণ্ডে সমাপ্ত) Leiden হইতে প্রকাশ করেন। এই বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ ও উহার পরিশিষ্ট হইতে ইসলামী শারী'আত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি কিছুটা সংকোচন, সংশোধন ও সংযোজনসহ, 'Shorter Encyclopaedia of Islam' নামে ১৯৫৩ খৃ. লাইডেন হইতেই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি The Royal Netherlands Academy-র পক্ষ হইতে H. A. R. Gibb ও J. H. Kramers কর্তৃক সম্পাদিত ও E. J. Brill, Leiden কর্তৃক প্রকাশিত। বর্তমানে Encyclopaedia of Islam-এর পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজ চলিতেছে এবং অদ্যাবধি ইহার ৫টি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

লাইডেন হইতে প্রকাশিত 'Encyclopaedia of Islam'-এর 'আরবী অনুবাদ মিসরে ১৯৩৩ খৃ. হইতে 'দ্যাইরাতু'ল-মা'আরিফি'ল্-ইসলামিয়্যাঃ' নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। মুহাম্মদ ছ'াবিত আল্-ফান্দী, আহ'মাদ শান্‌শারী, ইব্‌রাহীম যাকী খুর্‌শীদ ও 'আব্‌দু'ল-হ'ামীদ য়ূনুস এই কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। ইহাতে মূল প্রবন্ধগুলির অনুবাদে ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজিত হইয়াছে। এই আরবী 'দ্যাইরাতু'ল-মা'আরিফি'ল-ইসলামিয়্যাঃ' ফার্‌সী ভাষাতেও অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫০ খৃ. হইতে তুর্কী ভাষায় 'Islam Ansiklopedisi' নামে একখানি ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা শুরু হয়। এই গ্রন্থখানা লাইডেনের 'Encyclopaedia of Islam'-কে ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও সম্পাদক ইহাকে বহু মূল্যবান সংশোধন ও সংযোজন দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছেন। উর্দু ভাষাও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় লাইডেনের 'Encyclopaedia of Islam'-এর উর্দু অনুবাদ, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনসহ 'দ্যাইরা-ই-মা'আরিফ-ই-ইসলামিয়াঃ' নামে অদ্যাবধি ২০ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ সঙ্কলন

১৯৫৮ খৃ. বাংলা একাডেমী লাইডেন (Leiden) হইতে প্রকাশিত Short Encyclopaedia of Islam' শীর্ষক ইসলামী বিশ্বকোষ অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ২৯. ৯. ৫৮ তারিখে নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি ইসলামী বিশ্বকোষ উপসংঘ গঠন করেন। মাওলানা 'আবদুল্লাহিল কাফী আল্-কুরায়শী ছিলেন এই উপসংঘের প্রথম সভাপতি; তবে অসুস্থতার দরুন তিনি দীর্ঘদিন এই উপসংঘের সঙ্গে জড়িত থাকিতে পারেন নাই। ২২. ১০. ৬২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর মাহমুদ ডক্টর হুসায়নকে সভাপতি করিয়া এই উপসংঘ পুনর্গঠিত হয়। ডঃ হুসায়ন ১৯৬৩ সনে ঢাকা ত্যাগ করিলে ডঃ সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসায়ন তদস্থলে এই উপসংঘের সভাপতি মনোনীত হন। নিম্নলিখিত সুধীবৃন্দ এই পুনর্গঠিত উপসংঘের সদস্য ছিলেন ঃ

১। ডঃ সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসায়ন, অবসরপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর, সভাপতি।
২। শামসু'ল-উলামা' মাওলানা বিলায়েত হুসায়ন, সদস্য, ইসলামিক উপদেষ্টা কাউন্সিল।
৩। ডঃ সিরাজুল হক, অধ্যক্ষ, আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪। ডঃ এ. বি.এম. হাবীবুল্লাহ, অধ্যক্ষ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫। ডঃ মুফীযুল্লাহ কবীর, অধ্যক্ষ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬। সৈয়দ আলী আহসান, পরিচালক, বাংলা একাডেমী;
৭। মাওলানা আবদুর রহমান কাশগড়ী, হেড মৌলবী, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা;
৮। আহমদ হোসাইন, স্পেশাল অফিসার, শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা;
৯। মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী, লেকচারার, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা;
১০। শাহেদ আলী, ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা;
১১। অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী;
১২। আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন, সহ-সম্পাদক, বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষ, বাংলা একাডেমী।
১৩। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রধান সম্পাদক, বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষ-আহবায়ক।

সংযোজিত (co-opted) সদস্যগণ

১৪। আবদুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর অব স্কুলস, চট্টগ্রাম;

১৫। শেখ আবদুর রহীম, অধ্যাপক, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৬। শেখ শরফুদ্দীন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, আলীয়া মাদ্রাসা, ঢাকা।

এই উপসংঘের আওতাধীন একটি ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদক বোর্ডও গঠিত হইয়াছিল; ইহার সদস্য ছিলেন ঃ

১। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্;

২। ডঃ মুহম্মদ মুফীযুল্লাহ্ কবীর;

৩। মাওলানা শেখ আবদুর রহীম;

৪। শেখ শরফুদ্দীন;

৫। আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন;

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৮.৭.৬১ হইতে ১৯৬৩ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত খণ্ডকালীন সম্পাদকরূপে এবং ১.১.৬৪ হইতে পূর্ণকালীন সম্পাদকরূপে নিয়োজিত ছিলেন। পূর্ণকালীন সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন শেখ শরফুদ্দীন ও মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন। মুহাম্মদ রিযাউর রহীম পূর্ণকালীন অনুবাদকরূপে কাজ করিয়াছিলেন। খণ্ডকালীন অনুবাদকের সংখ্যা ছিল ২৩।

দীর্ঘ সাড়ে আট বৎসর কাজ করার পর এই উপসংঘ ৯.২.৬৭ তারিখ তাঁহাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। তাঁহাদের পাণ্ডুলিপিতে মোট ৫৯১টি নিবন্ধ স্থান পাইয়াছিল; তন্মধ্যে ছিল 'Shorter Encyclopaedia of Islam' হইতে ৫০৮টি নিবন্ধের অনুবাদ ও ১১১টি নিবন্ধের সংশোধন-সহ অনুবাদ, উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ ('দাইরা-ই-মা'আরিফ-ই-ইসলামিয়াঃ', পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়)-এর ৩৭টি নিবন্ধের অনুবাদ এবং ৩৫টি মৌলিক প্রবন্ধ।

নানা কারণে বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষের মুদ্রণ ও প্রকাশনা বাংলা একাডেমীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ১৯৭৬ সনে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন নিবন্ধগুলি নূতনভাবে নিরীক্ষার জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট নিম্নোক্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করেনঃ

১। আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী, অবসরপ্রাপ্ত ডি. পি. আই. এবং তদানীন্তন মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-সভাপতি;

২। ডঃ সিরাজুল হক, প্রফেসর এমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সদস্য;

৩। আহমদ হোসাইন, প্রাক্তন পরিচালক, ইসলামিক একাডেমী-সদস্য;

৪। আবু তাহির মুহাম্মদ মুছলেহ্ উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সদস্য;

৫। মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, অবসরপ্রাপ্ত ডি. পি. আই. এবং প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সাধারণ সম্পাদক।

এই সম্পাদনা পরিষদ প্রত্যেকটি নিবন্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন এবং আপত্তিকর, অসঙ্গত কিংবা ত্রুটিপূর্ণ অংশ সংশোধন বা বর্জন করেন, প্রয়োজন বোধে বহু স্থলে সংযোজনও করেন। এতদ্ব্যতীত সম্পদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ৪২টি নূতন প্রবন্ধ রচিত হয়। প্রধানত 'The Encyclopaedia of Islam' এবং উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ ('দ্যাইরা-ই-মা'আরিফ-ই-ইসলামিয়্যাঃ) গ্রন্থদ্বয়কে ভিত্তি করিয়া পরিষদ নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করেন; তবে খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত 'বাংলা বিশ্বকোষ', ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত 'কুরআনুল করীম' এবং 'Shorter Encyclopaedia of Islam' (new edition) ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্যও পর্যাপ্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত পরিষদ ২১.১.৭৮ তারিখে কাজ শুরু করেন এবং ৩১.১.৮১ তারিখে শেষ করেন। পরিষদের মোট ২৫০টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মোট ৬৯৫টি নিবন্ধ এই বিশ্বকোষে স্থান পায়।

অতঃপর ১৯৮২ সনের জুন মাসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক ৬৯৫টি নিবন্ধ সহযোগে ইহা প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইহাই ছিল প্রথম ইসলামী বিশ্বকোষ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা কর্তৃক ইহা বিপুলভাবে সমাদৃত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সীমিত কলেবরে ও স্বল্প সমাহারে প্রকাশিত হইয়াছিল বিধায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। পরবর্তীকালে অতিরিক্ত ৬৯টি নিবন্ধ সংযোজন করিয়া "সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ–পরিশিষ্ট" নামে ইহার একটি সংস্করণ ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়।

এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করিতে চাই যে, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের পর হইতে আজ পর্যন্ত বহু মূল্যবান মতামত, সমালোচনা এবং পরামর্শ সুধী পাঠক মহলের নিকট হইতে আমরা লাভ করিয়াছি। শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিকগুলিতেও প্রশংসনীয় মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। ইহার জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। ইহার আলোকে প্রথম সংস্করণে যে সকল ত্রুটি–বিচ্যুতি আমাদের গোচরে আসিয়াছে সেইগুলি আমরা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নিয়াছি। অধিকন্তু পরিশিষ্টে প্রকাশিত নিবন্ধগুলি যথাস্থানে ইহার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। ফলে নবতর এই সংস্করণটি ইহার সাবেক সংস্করণ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভুল ও সমৃদ্ধ হইয়াছে।

ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ থাকিলেও বাংলা ভাষায় এইটিই ছিল প্রথম ইসলামী বিশ্বকোষ। আশা করা যায়, প্রথম সংস্করণের ন্যায় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত এই বর্তমান সংস্করণটিও সমাদর লাভ করিবে। এতদসঙ্গে ইহা–একদিকে যেমন বাংলাভাষী মুসলিমগণের জ্ঞানানুসন্ধানে ও জ্ঞানার্জনে বিশেষ সহায়ক হইবে, অন্যদিকে তেমনই অমুসলিমগণও ইহা দ্বারা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করিয়া উপকৃত হইবেন। তদুপরি যাঁহারা ইসলামী বিষয়ে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনায় আগ্রহী কিংবা গবেষণা কর্মে অভিলাষী, তাঁহাদের জন্য এই বিশ্বকোষ মূল্যবান নির্ভরযোগ্য তথ্য–ভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহৃত হইবে এবং তদ্দরুন এই ধরনের রচনা ও গবেষণা অধিকতর উৎসাহ লাভ করিবে, ফলে সমগ্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে ইহার সুদূরপ্রসারী শুভ প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইবে।

বাংলা ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (দুই খণ্ডে সমাপ্ত) ছিল একটি প্রারম্ভিক পদক্ষেপ। ইতোমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আটাশ খণ্ডে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষের সকল খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়া সুধী পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হইয়াছে।

Goto List

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে অনুসৃত কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

১. বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি। ২. বর্ণানুক্রম। ৩. পাঠ-সংকেত ঃ শব্দ-সংক্ষেপ। ৪. নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা। ৫. বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের/সাময়িকীসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম।

বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি

'আরবী, ফারসী ও ইংরাজী (রোমান) বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ

ا = আ a	ج = জ dj, j	ز = য z	ع = '	م = ম m
ا = ই i	چ = চ c	ژ = ঝ' zh	غ = গ' gh	ن = ন n
ا = উ u	ح = হ' h	س = স s	ف = ফ f	ه = হ h
ب = ব b	خ = খ kh	ش = শ sh	ق = ক' k,q	و = ও w
پ = প p	د = দ d	ص = স' s	ك = ক k	ى = য় y
ت = ত t	ڈ = ড d́	ض = দ'/য- ḍ	گ = গ g	ے = এ ay
ث = ছ' th	ذ = য' dh	ط = ত' ṭ	ل = ল l	ء = '
	ر = র r	ظ = জ' ẓ		
	ڑ = ড় ŕ			

'আরবী স্বরচিহ্নের অনুলিখন

যবর (َ) আ, া = احد = আহ্'মদ, بشر = বাশার,

যবর + আলিফ = া حلال হ'লাল,

যবর + و = াও, يوم = য়াওম, قوم = ক'াওম,

যবর + ى = ায়, ليل = লায়ল, شيدا = শায়দা,

যের (ِ) = ই / ি ابل = ইবিল,

যের + ى = ঈ / ী عيسى = 'ঈসা, نسيم = নাসীম,

যের (ফারসী শব্দ) = এ / ে پيش = পেশ,

পেশ (ُ) = উ / ু احد = উহ'দ, كتب = কুতুব, উল্টা পেশ (ٗ) = لهٗ = লাহু

পেশ + و = ঊ / ূ قعود = কু'ঊদ, موسى = মূসা,

যবর ও তাশদীদযুক্ত ى = য়্যা بيّن = বায়্যানা, যের ও তাশদীদযুক্ত ى = য়্যি سيّد = সায়্যিদ, পেশ ও তাশদীদযুক্ত ى = য়্যু حيّ = হ'ায়্যু, যবর ও তাশদীদযুক্ত و = ওওয়া, صوّر = স'াওওয়ারা, যের ও তাশদীদযুক্ত وّ = ব্বি مصوّر = মুস'ব্বির/মুসাববির, পেশ ও তাশদীদযুক্ত وّ = ওউ تصوّف = তাস'াওউফ, যবরের পর ا সাকিন رأس = রা'স, যেরের পর ا সাকিন بئس = বি'সা, পেশের পর ا সাকিন مؤمن = মু'মিন, যবরযুক্ত و = ওয়া ولى ওয়ালী, যেরযুক্ত و = বি' وتر = বি'ত্র, পেশযুক্ত و = উ وضوء = উদূ' (উযূ-'),

খাড়া যবর ا = া قاتل قٰتل = কাতিল, اوى = আওয়া,

খাড়া যের ٖ = ী, ربه = রাব্বিহী, يحيى য়ুহ'য়ী,

অন্তে অনুচ্চারিত ة = ঃ (বিসর্গ) ঃ جنة = জান্নাঃ, জান্নাঃ, عائشة = 'আ'ইশাঃ,

শেষ বর্ণ ه সাকিন হ্ = الله = আল্লাহ্ نامه = নামাহ্।

ع = و এবং ى = যুক্ত শব্দের অনুলিখন প্রকরণ

ع = 'আ عبد = 'আব্দ و = বি' وتر + বি'ত্র

ع = 'ই علم = 'ইল্ম و وحى = ওয়াহ্'য়ি

ع = 'উ عثمان = 'উছ্মান و = উ وضو = উদূ' (উযূ-')

عا = 'আ عابد = 'আবিদ و + الف = ওয়া واجب = ওয়াজিব

عى = 'ঈ عيد = 'ঈদ و + ع ওয়া وعظ = ওয়া'জ

عو = 'ঊ عود = 'ঊদ

و = ওয়া ولد = ওয়ালাদ و + ى = ওয়ায় ويل = ওয়ায়ল

ى = য়া يهود = য়াহ্দ ى + و = য়ূ يوسف = য়ূসুফ ى + ى = য়ায় = ييئس য়ায়'আস

a. এ=া, আ া = ী ঈ U = = ঊ

بسم الله الرحمن الرحيم

আ

আইন (آئين : আঈন)—বহু পুরাতন ফার্সী শব্দ। 'আব্বাসী যুগে ইহা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। ইহা কানূন, প্রথা, দেশাচার ও নিয়ম অর্থে ব্যবহৃত হইত। আল্-ফিহ্রিস্ত, পৃ. ১১৮ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে (খৃ. অষ্টম শতাব্দী) ইব্নু'ল্-মুক'াফ্ফা' কর্তৃক সংকলিত পহ্লবী হইতে 'আরবীতে অনূদিত গ্রন্থসমূহের তালিকায় আঈননামাহ্ নামক একখানি গ্রন্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নামের অনুবাদ অনেক সময় 'আরবীতে কিতাবু'র-রুসূম করা হইয়াছে। খুদাঈনামার ন্যায় এই গ্রন্থও অর্ধ-সরকারী মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। ইহাতে সম্ভবত সাসানী শাসন ব্যবস্থা ছাড়াও উচ্চতর শ্রেণীর লোকদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ অধিকারের উল্লেখ ছিল। ইহাতে দরবারী জীবনের ও দরবারী আদব-কায়দা ও রীতিনীতির বিস্তারিত বর্ণনাও ছিল। এইজন্যই Christensen ইহাকে পুরাতন বাদশাহী কর্মসূচী (Le vieil almanach royal) নামকরণ করিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধই শিক্ষাপ্রদ ও উপদেশমূলক ছিল। ইব্ন কু'তায়বাঃ রচিত 'উয়ূনু'ল-আখ্বার নামক গ্রন্থে আঈননামার উপরিউক্ত অনুবাদের কয়েকটি উদ্ধৃতি রক্ষিত আছে। Inostranzev এই গ্রন্থে আলোচিত যুদ্ধবিদ্যা, তীরন্দাযী, পোলো খেলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গভীর-ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব যে, এই বিরাট সরকারী আঈননামার বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত বিশিষ্ট বিষয়সমূহসম্বলিত পৃথক সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা বর্তমান ছিল, যাহাতে দরবারী জীবনের শিক্ষার প্রত্যেকটি দিকের উপর পৃথক পৃথক আলোচনা ছিল। আল-ফিহ্রিস্ত-এ উল্লিখিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থের নাম পাঠ করিলে উপরিউক্ত ধারণাই জন্মে। উদাহরণ, যথা: আঈনু'র-রাম্ঈ (তীরন্দাযীর নিয়ম) এবং আঈনু'দ-দা'রূব বি'স-সাওয়ালিজাঃ (গল্ফ খেলার নিয়ম)। ইহাও ধারণা করা যায় যে, এইগুলি বৃহৎ আঈননামার খণ্ড বা তাহা হইতে সংকলিত গ্রন্থ হইবে। আল-মাস্'উদীও (তানবীহ, ১০৪ হইতে ১০৬) সাসানী আঈননামার উল্লেখ করিয়াছেন। জাহি'জ'-এর কিতাবু'ত-তাজ ফী আখ্লাকি''ল-মুলূক-এ যেখানে সাসানীদের আঈন ও আদব সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে আনুঈল-রুসূস নামক গ্রন্থেরও উল্লেখ দেখা যায় যদিও উহা হইতে সরাসরি কোন উদ্ধৃতি দেওয়া হয় নাই।

পরবর্তীকালে ফার্সীতে রচিত অন্যান্য গ্রন্থও আঈন নামে অভিহিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল ইসলামী ইতিহাস ও ইসলামী নিয়ম-কানূন ও প্রথা, যথা—আবু'ল-ফাদ্'ল 'আল্লামী কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত আকবারনামার ঐ অংশের নাম আঈন-ই-আক্বারী যাহাতে আকবরের দরবারের আদব ও রীতিনীতির বর্ণনা আছে।

কিন্তু ইসলামী আইনের লিখিত ব্যাখ্যা বাদ্শাহ আকবরের সময় হইতে শুরু হয় নাই। আল-মাওয়ারদী আশ-শাফি'ঈর আল-আহ'কামু'স-সুলত'ানিয়্যাঃ এবং তাঁহার সমসাময়িক আবূ য়া'লা আল-ফাররা আল-হ'াম্বালীর একই নামীয় (আল-আহ্'কামু'স-সুলত'ানিয়্যাঃ) গ্রন্থেও হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর এবং আরও পরবর্তী-কালের নজীর রহিয়াছে। সর্বপ্রথম ইসলামী আইন স্বয়ং নবী (স')-এর যুগেই প্রথম হি. সনে তাঁহার মদীনায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বিধিবদ্ধ ও কার্যকরী হইয়াছিল। ইহাই কোন শাসনকর্তার পক্ষ হইতে বিধিবদ্ধ ও কার্যকরীকৃত পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত আইন। এরিস্টোটলের আইন গ্রন্থ এথেন্সে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা কোন শাসনকর্তার পক্ষ হইতে কার্যকরীকৃত আইন নহে। ইহা এক ঐতি-হাসিকের অভিজ্ঞতা ও আইন সংক্রান্ত প্রথা সম্বন্ধে রচয়িতার ব্যাখ্যা মাত্র। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, নবী (স')-এর যুগের পূর্বোল্লিখিত আইনগুলিকে ইতিহাস রক্ষা করিয়াছে। উহার পাঠ ইব্ন ইসহ'াক', ইব্ন খায়ছ'ামাঃ এবং আবূ 'উবায়দের বর্ণনাপরম্পরায় বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। ৫২তম দফায় এই সংবিধানে দেশে একটি স্বতন্ত্র রাজ-নৈতিক জাতি (امة واحدة من دون الناس) প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রহিয়াছে। এই জাতি মুসলিম ও অমুসলিম প্রজা দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। তারপর পরিচালক ও পরিচালিতদের অধিকার, কর্তব্য, সুবিচার, আইন গঠন, বিদেশের সহিত সন্ধি ও যুদ্ধ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অমুসলিম প্রজাদের অধিকার ও বৈশিষ্ট্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং অপর এমন সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে বিধান ইহাতে রহিয়াছে যাহা সেই সময় মদীনার নাগরিক জীবন-ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন ছিল। সুবিচার স্থাপনের এমন একটি বৈপ্লবিক আদেশও দৃষ্টিগোচর হয় যে, বিচারক 'আদালতের কাজ শুধু সত্য প্রকাশের জন্যই করিবেন না বরং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য করিবেন এবং অধিকার প্রদান ব্যক্তি বিশেষের কাজ নহে বরং উহা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীনের কাজ। আইন রচনার কাজে প্রথা ও দেশাচারের এবং পঞ্চায়েতের মত প্রদানের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় বিধানদাতাকে প্রত্যেক ব্যাপারে (তোমরা যে-কোন বিষয়ে মতভেদ কর - مهما اختلفتم فيه) আইন গঠন ও আদেশ প্রদানের অধিকারপ্রাপ্ত ও ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

আধুনিক যুগে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের লিখিত সংবিধানের রচনা শুরু করা হয় তুর্কী সুলতানগণ কর্তৃক। রাজনৈতিক পরাধীনতার ফলে মানসিক পরাধীনতা সৃষ্টি হওয়ায় কতকগুলি মুসলিম রাষ্ট্রে পাশ্চাত্য নীতিকে ভিত্তি করিয়া সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরী করা হয়। কিন্তু ক্রমশঃ ঐগুলির অনৈসলামিক অংশগুলির সংশোধনের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Inostranzev, Sasanidskie Etiudi, সেন্ট পিটার্সবুর্গ ১৯০৯ খৃ., ২৫ হইতে ৭০ পৃ.; (২) F. Gabrieli, 'Lopera di Ibn al-Muqaffa' RSO (১৯৩২ খৃ) বিশেষতঃ পৃ. ২১৩ হইতে ২১৫; (৩) মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ্, আল-ওছাইকু'স-সিয়াসিয়্যাঃ, ১ সংখ্যক ওছীকাঃ ও সেখানে বর্ণিত সূত্র; (৪) উক্ত গ্রন্থকার, 'আহ্‌দে নাবাবী কা নিজামে হুকুমরানী, ২য় সং, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) পৃথিবীর সর্বপ্রথম সংবিধান শিরোনামা; (৫) উক্ত গ্রন্থকার The First written constitution of the world, Islamic Review (আগস্ট হইতে নভেম্বর ১৯৪১ খৃ.), ওকিং ১৯৪১ খৃ. (দা.মা.ই.)।

'আইশা, 'আইশাঃ দ্র. 'আয়িশা।

আওতাদ (اوتاد : একবচন وتـد)—শাব্দিক অর্থ **কীলক,** যথা তাঁবুর কীলক, অশ্বকে বাঁধিয়া রাখিবার কাজে ব্যবহৃত **কীলক** (কুরআন, ৩৮ : ১২; ৮৯ : ১০)। রূপক হিসাবে অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তিগণ বা রাজদরবারের অমাত্যগণ বুঝায়। সূফীদের পরিভাষায়, আধ্যাত্মিক জগতের কর্তৃত্বসম্পন্ন রিজালু'ল-গায়ব অর্থাৎ অদৃশ্য ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা তৃতীয় স্তরের ওয়ালী তাঁহাদিগকে আওতাদ বলা হয়। আল-'উমুদ বা স্তম্ভ নামেও তাঁহাদিগকে অভিহিত করা হয়। সর্বোচ্চ স্তরে আছেন কুত্‌ব। সূফীদের মতে ইঁহারা কুত্‌বের নেতৃত্বে বিশ্ব-জগতের তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন।

আওরঙ্গযেব (اورنگ زیب : আওরংগযীব) আবু'ল-মুজাফ্‌ফার মুহাম্মাদ মুহয়িদ্-দীন আওরংগযীব 'আলামগীর, বাদশাহ-ই-গাযী (১০২৭-১১১৮/১৬১৮-১৭০৭), মোগল সম্রাট (১০৬৮-১১১৮/১৬৫৮-১৭০৭), শাহজাহান ও মুমতায মাহাল্ল (আসাফ খানের কন্যা)-এর তৃতীয় পুত্র, ১৫ যু'ল-কা'দাঃ, ১০২৭/৩রা নভেম্বর, ১৬১৮ মালওয়া-র ধড (Dhod) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

আওরঙ্গযেব সমকালীন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সমকালীন খ্যাতনামা 'উলামা' ও জ্ঞানী লোকদের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। 'উলামা'-র সহিত আলোচনা ও বিতর্কে তিনি বরাবর আত্মপক্ষ সমর্থনে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার ফারসী রচনাবলী সম্মানের বস্তুরূপে বিবেচিত হইয়াছে। ১০৪৪/১৬৩৫ সালে আওরঙ্গযেব দশ হাজার সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত হন। তাঁহাকে জুজারসিংহ বুন্দেলা-র বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভিযানের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১০৪৫/১৬৩৬ সালে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ১০৫৩/১৬৪৪ সালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা-র সংগে তিক্ততার কারণে তিনি পদত্যাগ করেন। কিছুদিন পর আওরঙ্গযেব আবার গুজরাটের গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১০৫৫/১৬৪৬ সালে তিনি বাল্‌খ-এ বদলী হন। উজবেকদের ক্রমাগত বিরোধিতা এবং দিল্লী হইতে বাল্‌খের দূরত্ব অনেক থাকা সত্ত্বেও আওরঙ্গযেব তথায় নিজকে যুগপৎভাবে একজন সেনাপতি ও শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর নাযর মুহাম্মাদ খানের হাতে বাল্‌খের কর্তৃত্বভার ছাড়িয়া দিয়া তিনি কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

১০৫৮/১৬৪৮ সালে আওরঙ্গযেব মুলতানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তাঁহাকে পারস্যের কবল হইতে কান্দাহার পুনর্দখলের নির্দেশ দেওয়া হয়। দুইবার (১০৫৮/১৬৪৯ এবং ১০৬১/১৬৫১) তিনি কান্দাহার অবরোধ করেন, কিন্তু উদ্যোগটি খুবই কষ্টকর বিধায় তিনি পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। এইজন্য তাঁহাকে দায়ী করা যায় না অথচ তিনি কঠোরভাবে তিরস্কৃত হন। কান্দাহারে তৃতীয় অভিযান পরিচালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়া দারা শুকূহ আরও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন।

১০৬২/১৬৫২ সালে আওরঙ্গযেব দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের গভর্নর নিযুক্ত হন। তাঁহার রাজস্ব বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মুরশিদ কুলী খান স্বীয় রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাহায্যে এই বিধ্বস্ত অঞ্চলটিতে শৃঙ্খলা আনয়ন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। ১০৬৫/১৬৫৫ সালে তিনি গোলকুণ্ডা অবরোধ করেন। কিন্তু সম্রাটের আদেশক্রমে তিনি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিয়া অবরোধ তুলিয়া নিতে বাধ্য হন। গোলকুণ্ডা রাজস্ব প্রদানের অংগীকার করে। ১০৬৬/১৬৫৭ সালে আওরঙ্গযেব বিজাপুর আক্রমণ করিয়া বিদর ও কালিয়ানী পুনরুদ্ধার করেন। পুনরায় সম্রাটের আদেশে তিনি বিজাপুরের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। ইতিমধ্যে (২৭ যু'ল-কা'দাঃ, ১০৬৭/৬ সেপ্টেম্বর, ১৬৫৭) শাহজাহান অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং সম্রাটের চারি পুত্রের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার প্রশ্নে বিবাদ শুরু হয়।

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে শাহজাহানের মনোনীত উত্তরাধিকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা রাজকীয় প্রভাব-প্রতিপত্তিকে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করেন, কিন্তু তিনি রণচাতুর্য ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। বাংলার গভর্নর দ্বিতীয় পুত্র শুজা' নিজকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন এবং রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু সুলায়মান শুকূহ এবং রাজা জয়সিংহের যুগ্ম নেতৃত্বে রাজকীয় বাহিনী বাহাদুরপুরের নিকট তাঁহার পথরোধ করে। ফলে শুজা' পশ্চাদবর্তী হইয়া মুঙ্গের-এ ফিরিয়া যান। কিন্তু দারা কর্তৃক যশোবন্ত সিংহের নেতৃত্বে প্রেরিত রাজকীয় বাহিনী আওরঙ্গযেব ও মুরাদের বাহিনীদ্বয়ের সম্মিলন রোধ করিতে পারিল না। উজ্জয়িনীর নিকট আসিয়া এই দুই বাহিনী একত্র হইল এবং ধারমা নামক স্থানে রাজকীয় বাহিনীকে পরাজিত করিল (১২ রাজাব. ১০৬৮/১৫ এপ্রিল, ১৬৫৮)। ২৬ শা'বান, ১০৬৮/২৫ মে, ১৬৫৮ সালে আওরঙ্গযেব সম্রাটের প্রিয়পাত্র দারাকে আগ্রা হইতে আট মাইল দূরে সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত করেন। অতঃপর আওরঙ্গযেব তাঁহার পিতাকে আগ্রা দুর্গে নজরবন্দী করেন। মথুরার নিকট মুরাদকে গ্রেফতার করিয়া গোয়ালিয়র প্রেরণ করেন এবং পরে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় (১০৭২/১৬৬১)। আওরঙ্গযেব দ্রুত দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন এবং নিজকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তারপর তিনি দারাকে মুলতান পর্যন্ত ধাওয়া করেন। অতঃপর পূর্বদিকে শুজা'-এর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া এলাহাবাদের নিকট খাজুওয়া নামক স্থানে তিনি একা-ই তাঁহাকে পরাজিত করেন (১০ রাবী'উ'ছ-ছানী, ১০৬৯/৫ জানু, ১৬৫৯)। মীর জুমলাকে শুজা'-এর পশ্চাদ্ধাবনের কাজে নিয়োজিত করিলে শুজা' আরাকান-এর দিকে পলায়ন করেন এবং নানা দুর্ভোগের পর সেইখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। আওরঙ্গযেব আবার পশ্চিম সেক্টরে দারা-র পশ্চাতে ধাবমান হন। গুজরাটের গভর্নর শাহ নাওয়ায খানের সমর্থনে দারা আজমীরের নিকটস্থ 'দেওরায়' নামক স্থানে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করিয়া প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। তিনদিন যুদ্ধের পর (২৮ জুমাদিউ'ছ-ছানী, ১০৬৯/২৩ মার্চ, ১৬৫৯) দারা পরাজিত হন। তারপর কান্দাহারের দিকে পলায়নের চেষ্টা করিলে দারা তাঁহার বেলুচী আশ্রয়দাতা মালিক জুওয়ান কর্তৃক ধৃত হইয়া আগ্রায় নীত হন। সেখানে তাঁহাকে ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অতঃপর আওরঙ্গযেব অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হন এবং ১৪ রামাদান, ১০৬৯/৫ জুন, ১৬৫৯ দ্বিতীয়বার অভিষেক অনুষ্ঠান পালন করেন।

আওরঙ্গযেবের আমলের প্রথমার্ধ—আওরঙ্গযেবের দীর্ঘ শাসনামল প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহের একটি দীর্ঘ ফিরিস্তি; যদ্দরুন ক্রমে ক্রমে মোগল সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাঁহার অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের আমলে সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তাঁহার সেনাপতি মীর জুমলা নিজের জীবনসহ অসংখ্য জীবনের বিনিময়ে আসাম ও কুচবিহার অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু চার বৎসরের মধ্যেই এই অঞ্চল হস্তচ্যুত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে পাঠানগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। য়ূসুফযাঈগণ তাহাদের নেতা ভাগুর-এর নেতৃত্বে ১০৭৭/১৬৬৭ সালে বিদ্রোহ শুরু করে। আফ্রীদিগণ ১০৮৩/১৬৭২ সালে আজমাল খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সম্রাট নিজে হ'াসান আব্দাল (রাওয়ালপিণ্ডী জিলা)-এ অবস্থান গ্রহণ করিলেও রাজকীয় বাহিনী এই সব বিদ্রোহ দমনে আশ্চর্যজনকভাবে ব্যর্থ হয়। ফলে ১০৮৫/১৬৭৫ সালের পূর্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। ম্যারওয়ার-এর রাজা যশোবন্ত সিংহ মৃত্যুবরণ (২৫ শাওওয়াল, ১০৮৯/১০ ডিসেম্বর, ১৬৭৮) করিলে রাজপুতগণ বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ শুরু করে। আওরঙ্গযেব নিজে অভিযান পরিচালনের সুবিধার্থে আজমীরে অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু সম্রাটের পুত্র যুবরাজ আকবর বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সাম্ভাজী (Sambhadji)-র পক্ষে যোগদান করিলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে।

এই সময় দাক্ষিণাত্যে শাহ্জী ভোঁসলা-র পুত্র শীবাজী-র অধীনে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান ঘটে। সম্রাট তাঁহার পিতৃব্য শায়েস্তা খানকে শীবাজী-র বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শায়েস্তা খান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। তবে তাঁহার স্থান গ্রহণকারী সেনাধ্যক্ষ রাজা জয়সিংহ শীবাজীকে তাঁহার ৩৭টি কিল্লার মধ্যে ২৩টি ছাড়িয়া দেওয়ার শর্তে একটি (পুরন্দর) চুক্তি স্বাক্ষর (যু'ল-কা'দাঃ/যূ'ল-হি'জ্জাঃ, ১০৭৫/জুন, ১৬৬৫) করিতে বাধ্য করেন। শীবাজী একবার আওরঙ্গযেবের দরবারে গমন করেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাকে মাত্র একজন পাঁচ হাযারী (পাঁচ হাযার সৈন্যের অধিনায়ক)-এর মর্যাদা দেওয়া হইবে। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া শীবাজী হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা-জনিত মূর্ছার ভান করিলেন এবং কৌশলে পলায়ন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। ১০৮০/১৬৬৯ সালে শীবাজী ক্রমাগত মোগল বিরোধী অভিযান শুরু করেন। তিনি ১০৮১/১৬৭০ সালে পুনরায় সুরাট লুণ্ঠন করেন এবং চৌথ (এক-চতুর্থাংশ কর) আদায়ের জন্য মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ চালাইতে থাকেন। শীবাজী তাঁহার সৈন্যসামন্ত লইয়া পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থান করিতেন এবং গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিয়া মোগল বাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেন। আওরঙ্গযেব শীবাজীকে 'পার্বত্য মূষিক' বলিয়া অভিহিত করিতেন। ১০৮৫/১৬৭৪ সালে শীবাজী নিজকে রাজ ক্ষমতায় অভিষিক্ত করেন এবং ১০৯১/১৬৮১ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু ইতিমধ্যেই দাক্ষিণাত্যের শাসনব্যবস্থা গুরুতরভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে। অন্যপক্ষে রাজা জয়সিংহসহ আওরঙ্গযেবের খ্যাতনামা কর্মচারিগণ বিজাপুরের বিরুদ্ধে অভিযানে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। সুতরাং সম্রাট বুরহানপুরের দিকে অভিযান পরিচালনা করিবার সংকল্প করিলেন। উত্তর ভারতে ফিরিবার সুযোগ আর কখনও তিনি পান নাই।

আওরঙ্গযেবের আমলের শেষার্ধ—এই সময় সামরিক ও বেসামরিক শক্তির ক্রমাগত দুর্বলতা সত্ত্বেও আওরঙ্গযেব তিনটি সাম্প্রতিক লক্ষ্য অর্জনে আশু সফলতা লাভে করেন : ১। ছয় মাস অবরোধের পর বিজাপুরের সুলত'ান সিকান্দার 'আদিল শাহ আত্মসমর্পণ করেন (২৩ শাওওয়াল, ১০৯৭/১২ সেপ্টেম্বর, ১৬৮৬)। ২। আট মাস অবরোধের পর গোলকুণ্ডা জয় করেন (২৪ যু'ল-কা'দাঃ, ১০৯৮/২১ সেপ্ট., ১৬৮৭)। ৩। শীবাজীর পুত্র সাম্ভাজীকে বন্দী এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় (২৬ শা'বান, ১১০০/১৫ জুন, ১৬৮৯)। কিন্তু এই ত্রিবিধ সফলতার পরও দাক্ষিণাত্য আওরঙ্গযেবের পরাপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে নাই। মারাঠা সংগ্রাম আওরঙ্গযেবের মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। শীবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠাদের কেন্দ্রীয় প্রশাসন দুর্বল হইয়া পড়ায় স্বাধীন সামন্তরূপে মারাঠা সর্দারদিগের যত্রতত্র লুণ্ঠন এবং অরাজকতার পথ উন্মুক্ত হইল। তাহারা ছিল একাধারে সাহসী যোদ্ধা এবং ডাকাত। তাহাদের সাহায্য এবং সহায়তায় "মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় সকল গোত্র বিশেষভাবে সম্রাটের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে আইন-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হইল।" এইমাত্র একটি কিল্লা দখল করা হইল, কিছুক্ষণ পর তাহা হস্তচ্যুত হইল। এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। সম্রাটের কর্মকর্তাগণ এমতাবস্থায় লুণ্ঠনকারী মারাঠা সর্দারদের সহিত পৃথক পৃথকভাবে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী হইয়া উঠেন। কারণ কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। চুক্তির কোন মর্যাদাও লুণ্ঠনকারীদের কাছে ছিল না। এই গোলযোগপূর্ণ অবস্থায় ২৭ যু'ল-কা'দাঃ, ১১১৮/২রা মার্চ, ১৭০৭ সালে আওরঙ্গযেব ইন্তিকাল করেন।

ধর্মনিষ্ঠার জন্য আওরঙ্গযেব বিশেষভ .ব খ্যাত ছিলেন। এইজন্য তিনি 'যিন্দাপীর' আখ্যায় অভিহিত হইতেন। তিনি জনগণের নৈতিক অধঃপতন রোধের জন্য নৃত্য-গীত, বেশ্যাবৃত্তি এবং মাদক সেবন নিষিদ্ধ করেন। ঐতিহাসিক লেনপুল (Lane Poole) তাঁহার এই ব্যবস্থাকে "হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর ন্যায় নবী বা থিউডোরিস (Theodoris) -এর ন্যায় নরপতির কাজ" বলিয়া অভিহিত করেন। হিন্দুদের প্রতি আকবরের পক্ষপাতমূলক নীতির ফলে যে অশুভ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, বিশেষতঃ মুসলিমদের ধর্মীয় জীবন ও অনুভূতির ক্ষেত্রে, সেই পরিস্থিতির নিরসনকল্পে আওরঙ্গযেব যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহা কদর্য করার এবং তাহার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাইবার জন্য লোকের অভাব ছিল না। ন্যায়পরায়ণ আদর্শ নরপতিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। আকবরের সময় মুসলমানদের ধর্মাচারে যেসব অমুসলিম রীতি-পদ্ধতি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই সব দূর করিবার দিকে আওরঙ্গযেব বিশেষ মনোযোগী হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় তত্ত্বাবধানে ইসলামী শারী'আত সম্পর্কীয় একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ সংকলনে ব্রতী হন। এই সংকলনটিই 'ফাতাওয়া-ই-'আলামগীরী' নামে খ্যাত। সংকলনটি আজও প্রামাণ্য ফাত্ওয়া গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত।

ব্যক্তি জীবনে আওরঙ্গযেব সাদাসিধা অনাড়ম্বর জীবন যাপনে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি টুপি সেলাই ও কু'রআন শারীফ নকল করিয়া উপার্জিত অর্থে সহজ সরল জীবন যাপন করিতেন এবং পরম নিষ্ঠার সহিত স'ালাত ও স'াওম পালন করিতেন এবং আল্লাহ্র ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। সিংহাসনে আরোহণের পরপরই মুদ্রার উপর খোদিত 'কালিমাঃ' তুলিয়া দেন এই আশংকায় যে, উহার অবমাননা হইবে। ১৬৭০ খৃ. তিনি পুনরায় জিয্য়া (দ্র.) প্রবর্তন করেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, আড়ম্বরহীন জীবন যাপন, ন্যায়ানুগ শাসন পরিচালনা এবং ইসলামের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগের জন্য তিনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁহার বহু বিজয় অভিযানের ফলে সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পাইলেও তাঁহার মৃত্যুর পরপরই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।

খাফী খান "সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, প্রজাসাধারণের হয়রানী, সরকারী আদর্শের প্রতি কর্মকর্তাদের অনীহা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতাকে" পতনের কারণ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জালাল ত'বাতা'বাঈ, বাদশাহ-নামাহ, লক্ষ্ণৌ, ১৮১২; (২) স'ালিহ', 'আমাল-ই-স'ালিহ' (Bibliotheca Indica); (৩) ওয়াকি'আত-ই-'আলামগীরী, (সায়্যিদ জা'ফর হ'াসান সম্পাদিত) আলীগড়; (৪) 'আলামগীর-নামাহ (Bibliotheca Indica); (৫) ওয়াকা'াই'-ই-নি'মাত খান 'আলী, লক্ষ্ণৌ এবং কানপুর; (৬) নি'মাত খান 'আলী, জাঙ্গনামাহ, লক্ষ্ণৌ এবং কানপুর; (৭) মা'আছি'র 'আলামগীরী (Bibliotheca Indica); (৮) আহ'কাম-ই-'আলামগীরী (যদুনাথ সরকার অনূদিত); (৯) খাফী খান, মুনতাখাবু'ল-লুবাব (Bibliotheca Indica); Bernier, Travels; (১০) Manucci, Storia do-Mogor, ১৬৫৬-১৭০৮ (W. Irvine সম্পাদিত); (১১) যদুনাথ সরকার, History of Awrangzeb; (১২) মাওলানা শিবলী, আওরঙ্গযীব 'আলামগীর (উর্দূ); (১৩) Lane Poole, Awrangzeb; (১৪) জা'হীরু'দ-দীন ফারুক'ী, আওরঙ্গযীব, Sir J. N. Sarkar, Anecdotes of Awrangzeb; (১৫) বাংলা বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১০২-৩।

W. Irvine-(Mohammad Habib) (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আকবর (اکبر : আকবার)—আবু'ল-ফাত'হ' জালালু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ, হিন্দুস্তানের তীমূর বংশীয় তৃতীয় সম্রাট। ১৫৪২ খৃ.-এর ১৪ ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাবের কালানূরে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন ও তদীয় পুত্র সালীমের (জাহাঁগীর) জন্য সিংহাসন রাখিয়া ১৬০৫ খৃ.-এর ১৬ অক্টোবর আগ্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি আমীর তীমূর বারলাস-এর (১৩৩৬—১৪০৫) বংশধর, বাবরের পৌত্র এবং হুমায়ূন ও হ'ামীদাঃ বানূর পুত্র। হ'ামীদার পিতা ছিলেন একজন পারসিক পণ্ডিত; তিনি বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার জীবিত পুত্রদের মধ্যে কনিষ্ঠ হিন্দালের অধীনে চাকুরি করিতেন।

ইতিহাসের একটা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শতাব্দীতে পিতার নির্বাসনকালে আকবরের জন্ম এবং তিনি এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নরপতি। কেবল য়ুরোপেই তখন মানসিক আলোড়ন দেখা দেয় নাই, হিন্দুস্তানেও একটা পরিবর্তনকামী আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করিতেছিল। ইহার নিদর্শন হিসাবে কবীরপন্থী, রওশনী ও স'ূফীবাদের নাম করা যাইতে পারে। শায়খ মুবারাক নাগোরী ছিলেন স'ূফীবাদের প্রতিনিধি ও আকবরের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী।

ইহা সুপ্রমাণিত সত্য যে, তাঁহার মানসিক তৎপরতাপূর্ণ দীর্ঘ জীবনে তিনি লেখাপড়ার কৌশল আয়ত্ত করেন নাই। তিনি একটি ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারের লোক; কেবল শিক্ষিত পুরুষ সমাজেই তাঁহার কাল কাটিত না, তিনি অন্ততঃ দুইজন বিদুষী, কৃতবিদ্য মহিলার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; ইঁহারা হইতেছেন তাঁহার বেগম সালীমাঃ সুলত'ানাঃ ও ফুফু গুলবদন বেগম। এমতাবস্থায় তাঁহার নিরক্ষরতা আরও অদ্ভুত মনে হয়। তাঁহার পিতার অনিশ্চিত অবস্থা ও দীর্ঘসূত্রী স্বভাব বাল্যে তাঁহার বিদ্যাভ্যাসের অভাবের হেতু হইতে পারে। তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক, জ্ঞান-স্রোতা ও জ্ঞানের অন্ততঃ একটা শাখার—ধর্মের শিক্ষার্থী; এমতাবস্থায় শুধু স্মৃতির উপর তাঁহার নির্ভরতা অত্যন্ত কৌতূহলের ব্যাপার।

তাঁহার সামরিক সফলতার দীর্ঘ কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করা চলে না। সিংহাসনারোহণের কালে তাঁহার কতটুকু রাজ্য ছিল, ইহার তুলনায় মৃত্যুকালে কতটুকু ছিল, তাহা বর্ণনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। ১৫৫৫ খৃ. জানুয়ারীতে তিনি পিতার সঙ্গে কাবুল হইতে হিন্দুস্তান আগমন করেন এবং সিকান্দার সূরের সহিত সিরহিন্দে ২২শে জুনের চূড়ান্ত সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। ইহার ফলে দিল্লী ও আগ্রা পুনরায় তিমূরীদের হাতে আসে। পিতার মৃত্যুকালে (জানুয়ারী ২৪, ১৫৫৬ খৃ.) তিনি তাঁহার অভিভাবক বায়রাম খাঁ বাহাদুরের সঙ্গে পাঞ্জাবে সিকান্দারের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। সেদিন তিনি শুধু পাঞ্জাবের একটা ক্ষুদ্র অংশের মালিক ছিলেন। হিমূ আগ্রা কাড়িয়া লন, তাঁহার সেনাপতি দিল্লী খালি করিয়া দেন। হ'ারাম বেগম ও সুলায়মান আল-বাদাখ্শী কাবুল অধিকার করেন। তাঁহার বয়স তখন ১৪ বৎসর। ১৬০৫ খৃ. তিনি যখন সাম্রাজ্য-ভার ত্যাগ করেন, তখন পুত্র সালীমের জন্য সমগ্র উত্তর ভারত, কাবুল, কাশ্মীর, বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের এক বৃহদাংশের স্থায়ী উত্তরাধিকার রাখিয়া যান।

সৈনিক হিসাবে শ্রেষ্ঠ হইলেও শাসক হিসাবেই তিনি সর্বোচ্চ খ্যাতি লাভ করেন। হিন্দু তোডরমল তাঁহার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তিনি এগুলি কার্যকরী করেন এবং অক্লান্তভাবে এগুলির পিছনে লাগিয়া থাকেন। দুর্বল প্রজাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার বেলায়ও তিনি তাহাই করেন। তিনি অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণু ও উদার ছিলেন। তাঁহার প্রিয় আদর্শবাক্য 'সকলের সহিত শান্তি'—এই উদারতার প্রতিরূপ। তিনি তাঁহার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজাদের অনুকূলে রাজ্য শাসন করেন এবং তাঁহাকে কয়েকজন চমৎকার ও বিশ্বস্ত কর্মচারী যোগাইয়া হিন্দুরা ইহার প্রতিদান দেয়।

সম্ভবত শাসক হিসাবে তাঁহার প্রতিভার চেয়েও যাহা তাঁহার প্রতি লোকের মনোযোগ নিবদ্ধ করে, তাহা হইতেছে এই যে, তিনি ঐতিহ্যগত ইসলাম ত্যাগ করিয়া দীন-ই-ইলাহী (তাওহ'ীদ-ই-ইলাহী) (Ashirbadi Lal Srivastava, Akbar the Great, vol. I, Agra 1972, P. 286) নামে একটি নূতন ধর্ম প্রচার করেন। ইহা অবিমিশ্র আস্তিক্যবাদ। ইহাতে বিভিন্ন ধর্মের উপাদান ছিল বলিয়া মনে হয়। মানুষ প্রতীকের আকাঙ্ক্ষা করে, এইজন্য তিনি সূর্য বা ইহার পার্থিব প্রতিরূপ অগ্নিকে প্রতীকরূপে গ্রহণের ব্যবস্থা দেন। তিনি পৌরোহিত্যবাদের অনুমতি দেন নাই এবং বিশুদ্ধ ও সরল জীবন যাপন শিক্ষা দেন।

দরবারী মহলের বাহিরে এই নয়া ধর্ম কি পরিমাণ লোকের কতটুকু আন্তরিক আনুগত্য লাভ করে, এখন তাহা বলা কঠিন। এই ধর্মের অনুসারীরূপে ১৮ জনের নাম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইঁহাদের অধিকাংশই সাহিত্যিক ও কবি; কেবল একজন ছিলেন বড় আমীর, তাঁহার নাম 'আযীয কূকা।

বলা হয়, শায়খু'ল-মুবারাক আন-নাগোরী ও তাঁহার পুত্রদের উপর স'ূফী-মতের প্রভাব আকবরের ইসলাম হইতে বিপথে গমনের জন্য দায়ী। গোঁড়া, সাম্প্রদায়িক ও অনুদার তার্কিকদের কলহ বিদ্বেষে তিনি বিরক্ত হইয়া পড়েন। তিনি একজন রাজপুত রমণীকে (সালীমের মাতা) বিবাহ করেন এবং পুরোহিতদের নিকট হিন্দু ধর্মশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অধ্যয়ন করেন, হিন্দু শাস্ত্র-পুস্তকগুলি তিনি নিজের জন্য অনুবাদ করাইয়া লন। তাঁহার চতুর্দিকে স'ূফী চিন্তাধারা ছিল প্রবল এবং পারসিকেরা ছিল তাঁহার গৃহস্থালীরই অন্তর্ভুক্ত। পারসিকদের

সূর্যপূজা তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি অর্জন করে। রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্ট ধর্মের প্রতিও তিনি সশ্রদ্ধ মনোযোগ দেন। শায়খ নূরু'ল-হ'াক্'ক'-এর মতে, সম্রাট সমস্ত ধর্মের ভাল দিক গ্রহণের চেষ্টা করেন এবং ইহার সহিত সরল আচরণের নীতিমালা যোগ করেন। মুসলিম জনগণ আকবরের এই নূতন ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে। শায়খ আহ্'মাদ আস-সিরহিন্দী (দ্র.) ইহার বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং আকবর ও জাহাঁগীরের সময়কালে এই কারণে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ফলে এই ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবু'ল-ফাদ্'ল 'আল্লামী, আক্‌বার নামাহ্; (২) 'আবদু'ল-ক'াদির বাদায়ূনী, মুন্‌তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ; (৩) শায়খ নূরু'ল-হ'াক্'ক, যুব্‌দাতু'ত-তাওয়ারীখ, দাবিস্তানু'ল-মায'াহিব; (৪) শামসু'ল-'উলামা মাওলাব'ী মুহ'াম্মাদ হ'সায়ন, দারবারে আকবারী (লাহোর ১৮৯৮); (৫) Blochmann, Ain-i-Akbari; (৬) Count von Noer, Kaiser Akbar (Leipzig) French and (revised) English Translations; (৭) Elphinstone, History of India; (৮) Father Goldie, Missions to the Great Moghul (Dublin 1897); (৯) H. Beveridge, Notes on General Maclagan's papers (Journ. As. Soc, Bengal. 1896); (১০) Malleson, Akbar (Rulers of India Series); (১১) Tennyson, Akbar's Dream; (১২) R. Grousset, Figures de proue. Paris 1948.

আকরম খাঁ, মোহাম্মদ (محمد اکرم خان : মুহ'াম্মাদ আকরাম খান, ১৮৬৯-১৯৬৮) মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক, আযাদী আন্দোলনের নাক'ীব, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, শ্রেষ্ঠ 'আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক, ধর্মপ্রচারক, বাগ্মী ও একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন।

তিনি ১৮৬৯ সালের জুন মাস, মুত'াবিক' ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ২৪শে জৈষ্ঠ্য চব্বিশ পরগণা জেলার হাকীমপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত 'আলিম ও মুজাহিদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে তিনি জিহাদী প্রেরণার উত্তরাধিকারী হন এবং এই প্রেরণাই আগাগোড়া তাঁহার জীবনকে নব নব উদ্যোগ ও প্রেরণার দিকে পরিচালিত করে। তাঁহার পিতা গ'াযী 'আবদু'ল-বারী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুজাহিদ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া গ'াযীর গৌরব অর্জন করেন। আকরম খাঁর বয়স যখন এগার বৎসর তখন তাঁহার পিতা ও মাতা মারা যান এবং তিনি নানার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। স্থানীয় এক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাঁহার ঝোঁক ছিল না। 'আরবী ভাষার মাধ্যমেই তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভে আকৃষ্ট হন। ১৮৯৬ সালে তিনি কলিকাতা 'আলিয়াঃ মাদ্‌রাসায় প্রবেশ লাভ করেন এবং এই প্রতিষ্ঠান হইতেই এফ. এম. (ফাইনাল মাদ্‌রাসা) পরীক্ষা পাস করেন। ছাত্রজীবনেই তাঁহার মনে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। সেই সময় কিছু সংখ্যক অমুসলিম লেখক ইসলামের বিদ্বেষপ্রসূত নানা অপবাদ রটনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ও বিবৃতির মধ্য দিয়াই মওলানার সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত হয়। স্যার সায়্যিদ আহ'মাদ খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (১৮৮৬) 'নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন' তাঁহার এই মানসিক পটভূমি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁহার এই চেতনার প্রথম অভিব্যক্তি দেখা যায় ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত (১৯০৬) উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে। তিনি তখন ছাত্র। এই সম্মেলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গঠন করেন। এই সম্মেলনের শেষ পর্বে ৩০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি রাজনৈতিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মওলানা এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগদানের গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন।

ছোটবেলা হইতে সংবাদপত্র পাঠে আকরম খাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ইহার মাধ্যমে তিনি রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলিম সমাজ অনুন্নত ও অধঃপতিত, অথচ মুসলিম সমাজের উন্নয়নের দিশারী কোন সংবাদ-পত্র নাই। ১৯০৪ সালে কুষ্টিয়াবাসী 'আবদুল্লাহ নামক জনৈক বিদ্যোৎসাহী কলিকাতায় 'মোহাম্মদী' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিছুকাল পর তাহা বন্ধ হইয়া যায়। মওলানা-র চেষ্টায় পত্রিকাটি ১৯১০ সালে পুনঃপ্রকাশিত হয়। তিনি স্বয়ং ইহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং ইহার মাধ্যমে রাজনীতি পর্যালোচনা, সাহিত্যচর্চা ও ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সারগর্ভ লেখার কল্যাণে অজ্ঞ এবং আত্মবিস্মৃত মুসলিম সমাজে স্বাধীন চিন্তা ও জাতীয় অনুভূতির সূচনা হয়।

তদানীন্তন বাংলার ইসলামী চিন্তাবিদদের প্রচেষ্টায় ১৯১৩ সালে বগুড়ার 'ধানিয়া' গ্রামে 'আঞ্জুমান-ই-'উলামা'-ই-বাংগালা' গঠিত হয়। ইহার উদ্যোক্তা ও প্রথম সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী (দ্র)। আকরম খাঁ ছিলেন ইহার সাধারণ সম্পাদক। ১৯১৪ সালে এই আঞ্জুমানের মুখপত্র মাসিক "আল-ইসলাম" প্রকাশিত হয়। মাও-লানা মুনীরুয্‌যামান ইসলামাবাদী (দ্র.) ছিলেন ইহার সম্পাদক। আকরম খাঁ ছিলেন প্রকাশক ও যুগ্ম সম্পাদক। সাময়িকীটি পাঁচ বৎসর যাবত যথারীতি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে আকরম খাঁ তাঁহার চিন্তাধারার স্বচ্ছতা, স্বাতন্ত্র্য ও বলিষ্ঠতার পরিচয় দেন এবং মুসলিম সমাজকে ইসলামী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

১৯১০ হইতে ১৯১৮ এই আট বৎসর এই উপমহাদেশের রাজ-নৈতিক অংগনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৯০৫-১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন, ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলন, ১৯১৪ সালে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস)-এর কন্‌ফারেন্স, ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত লীগ কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ আন্দোলন; উপরিউক্ত প্রত্যেকটি অধিবেশন ও আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া আকরম খাঁ রাজনীতিকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর আরম্ভ হয় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলনে (১৯১৯-২১) আকরম খাঁ সক্রিয় ও সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন। এই আন্দোলন উপলক্ষে তিনি 'আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের (মুহ'াম্মাদ 'আলী ও শাওকাত 'আলী) সহকর্মীরূপে সারা ভারত সফর করেন। তিনি বাংলাদেশ খিলাফত কমিটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। এই সময় তিনি বংগীয় কংগ্রেস কমিটি, নিখিল ভারত খিলাফত কমিটি, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ-স্থানীয় কর্মীরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। খিলাফত আন্দোলনকে জোর-দার করার উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালের ২১শে মে তিনি উর্দু দৈনিক 'যামানাহ' প্রকাশ করত ইহার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই

পত্রিকাটির প্রকাশনা প্রায় চারি বৎসর অব্যাহত থাকে। বিশ্ব-মুসলিম সম্পর্ক স্থাপনে ইহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্য আকরম খাঁ ১৯২১ সালে 'সেবক' নামক একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। একই সময়ে তিনি কিছুদিন সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, দৈনিক যামানাহ (উর্দু) ও দৈনিক সেবক—মোট তিনটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং সাংবাদিকতার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং তদানীন্তন ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

স্বাধীন ও নির্ভীক মতামত প্রকাশের দরুন 'সেবক' সরকারের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয় এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে মওলানাকে এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তখন হইতে 'সেবক' কিছুদিন বন্ধ থাকে। জেলখানায় থাকা অবস্থায় তিনি কু'রআনের ত্রিশতম পারা (عم)-এর বঙ্গানুবাদ করেন। ১৯২২ সালে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি 'সেবকে'র পুনঃপ্রকাশ শুরু করেন। কিছু দিন পর পত্রিকাটির অপমৃত্যু ঘটে। তাই তিনি সাপ্তাহিক মোহাম্মদীকে অবলম্বন করিয়াই মসীযুদ্ধ অব্যাহত রাখেন।

১৯২৩ সালে আকরম খাঁসহ অন্যান্য মুসলিম নেতা কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা চিত্তরঞ্জন দাসের সংগে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে অভিহিত হয়। যথাযথভাবে কার্যকরী করা হইলে ইহাতে বাঙ্গালী মুসলমান বিশেষভাবে উপকৃত হইত। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' গঠনে মওলানা সাহেবের সক্রিয় ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। কিন্তু দেশবন্ধুর মৃত্যুতে (১৯২৫) এবং কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাবের ফলে এই প্যাক্ট কার্যকরী হইতে পারে নাই।

১৯২৭ সালে মওলানা সাহেবের সম্পাদনায় কলিকাতায় মাসিক মোহাম্মদী প্রকাশিত হয়। উন্নতমানের ও প্রথম শ্রেণীর একখানা সাহিত্য পত্রিকা ও ামী সাময়িকীরূপে ইহা স্বীকৃতি লাভ করে এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক আন্দোলন অগ্রসর হইতে থাকে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পত্রিকাটি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১৯২৯ সালে তদানীন্তন বৃটিশ-ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় সুপারিশসম্বলিত নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক মুসলিম নেতা কংগ্রেসী হিন্দু নেতাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং কংগ্রেস হইতে সরিয়া আসিতে শুরু করেন। সি. আর. দাসের মৃত্যুর পর হইতে বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতি কংগ্রেস নেতাদের বিরূপ মনোভাব দেখিয়া তিনি মুসলিমদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং কংগ্রেসের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হয়। স্যার 'আবদু'র-রাহ'ীম ও আকরম খাঁ যথাক্রমে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত হন। এই সমিতি ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি নাম ধারণ করে। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে বাংলার মুসলিম রাজনীতিকগণ 'বেঙ্গল ইউনাইটেড পার্টি' গঠন করেন। সেই সময় মওলানা কৃষক প্রজা পার্টি ত্যাগ করিয়া এই পার্টিতে শামিল হন। ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগের সভাপতি মুহ'াম্মাদ 'আলী জিন্নাহ' কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার অনুরোধে পরবর্তীকালে 'বেঙ্গল ইউনাইটেড পার্টি' মুসলিম লীগ-এর অঙ্গে পরিণত হয়। এই সময় অপরাপর মুসলিম নেতার সঙ্গে মওলানাও মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৩৭-এর নির্বাচনে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

ইতিপূর্বে ১৯৩৬ সালের ৩১শে অক্টোবর আকরম খাঁ 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া বাংলা ও আসামের অনুন্নত মুসলিম সমাজের মধ্যে জাগরণ ও আত্মসচেতনতা সৃষ্টি আরম্ভ করেন। ১৯৪০ সালে লাহোরে গৃহীত 'পাকিস্তান প্রস্তাব'-এর প্রতি তিনি সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং 'দৈনিক আজাদ'-এর ছত্রে ছত্রে আযাদী আন্দোলনের বাণী প্রচার করিতে থাকেন। দেশ বিভাগের পর তিনি ১৯৪৮ সালে কলিকাতা হইতে তাঁহার 'আজাদ' ও 'মোহাম্মদী' লইয়া ঢাকায় হিজরত করেন। তাঁহার 'দৈনিক আজাদ' বাংলা ও আসামের সাংবাদিকতার ইতিহাসে মুসলিম জাগরণের একটি অনন্য দিশারী। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বিতাড়নের পিছনে ইহার অবদান অপরিসীম। তিনি ছিলেন নির্ভীক সাংবাদিক। আযাদী আন্দোলন ও জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে তিনি ভাস্বর হইয়া থাকিবেন।

আকরম খাঁ ছিলেন প্যান-ইসলামে বিশ্বাসী। এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই তিনি খিলাফত আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এবং ত্রিপলী ও বলকান যুদ্ধের সময় তুরস্কের স্বার্থে লেখনী ধারণ করেন। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের পরম ভক্ত। এই মনোভাব লইয়াই তিনি পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মুহ'াম্মাদ আয়্যুব খানের অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন।

আকরম খাঁ প্রচলিত বিদ'আতসমূহ যথা: পীরপূজা, কবর পূজা এবং অন্যান্য রসম, যথা: মাতম, সিয়ম, চেহ্লাম ইত্যাদির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহ্লাব'ীর পথ অনুসরণ করিয়া বাংলার মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন করা এবং খাঁটি ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা। স্যার সায়্যিদ আহ্'মাদ ও তাঁহার সহযোগীরা যেভাবে 'তাহযীবু'ল-আখ্লাক' পত্রিকার মাধ্যমে উত্তর ভারতে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন তেমনি আকরম খাঁ 'মোহাম্মদী'র পাতায় পাতায় মুসলিম বাংলার সামাজিক গলদ শোধরাইবার চেষ্টা করেন। এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ ও মাওলানা কারামাত 'আলীর যোগ্য উত্তরসূরি।

কেবল পত্র-পত্রিকাই নহে, বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করিয়াও তিনি সংস্কার-অভিযান অব্যাহত রাখেন। 'সমস্যা ও সমাধান' নামক পুস্তকে তিনি মুসলিম সমাজের সমস্যাবলী বিশ্লেষণ করিয়া ইসলামের নিরিখে সেই সবের সমাধান খুঁজিয়া বাহির করার প্রয়াস পান। 'তাফসীরুল কোরআন' শীর্ষক গ্রন্থে তাঁহার এই সংস্কারমূলক মনোভাব ফুটিয়া উঠে। জীবন সায়াহ্নে তিনি 'মোছলেম বাংলার সামাজিক ইতিহাস' লিখিয়া বিজাতীয়দের সংস্পর্শে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট দোষত্রুটি জাতির সামনে তুলিয়া ধরেন।

ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন প্রসার লাভ করুক ইহাই ছিল মওলানার কাম্য। তিনি বিদেশী তাহযীব-তামাদ্দুনের অন্ধ অনুকরণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার মতে, সামাজিক জীবন ধর্মীয় জীবন হইতে আলাদা নহে, ধর্মীয় জীবনও জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে আলাদা নহে। তাঁহার ধর্মীয় ভাবধারা ছিল অনেকটা স্যার সায়্যিদ, মুফ্তী 'আবদুহ্ ও রাশীদ রিদ'া-র চিন্তাধারাসদৃশ। ইঁহাদের ন্যায় তিনিও যুক্তিবাদ, মুক্তবুদ্ধি ও ইজ্তিহাদের প্রবক্তা ছিলেন। এইজন্যই কু'আন-হ'াদীছে'র ব্যাখ্যায় অনেকটা মুজ্তাহিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবধারার দিক হইতে মওলানাকে বাংলার স্যার সায়্যিদ বলা যায়। ইসলাম নিশ্চল নহে বরং প্রগতিশীল—মওলানা ছিলেন এই সত্যের বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁহার মতে—যুগ, দেশ, স্তর ও অবস্থা নির্বিশেষে সমগ্র

মানব সমাজের জন্য এই স্থায়ী, শাশ্বত ও আদর্শভিত্তিক ব্যবস্থাই হইল ইসলাম। স্যার সায়্যিদের ন্যায় মওলানাও ইসলাম ও প্রকৃতিকে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইসলাম স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়াই তিনি প্রাকৃতিক বিধি-বিধানের আলোকে কু'রআন-এর মর্ম অনুধাবনে প্রয়াস পান। মওলানা ছিলেন অন্ধ অনুকরণের দুশমন। তিনি কু'রআন-হ'াদীছে'র উদ্ধৃতি দিয়া ইজ্‌তিহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেন। তিনি বলিতেন, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব এবং পূর্বসূরিদের অন্ধ-অনুকরণের ফলে মানুষের জ্ঞান, বিবেক ও স্বাধীন চিন্তাধারা বিকৃত ও বিপথগামী হইয়া পড়ে।

স্যার সায়্যিদের সংগে মওলানা-র মতের কত ঘনিষ্ঠ মিল রহিয়াছে, তাহা উভয়ের রচিত তাফ্‌সীর পাঠ করিলেই সহজে উপলব্ধি করা যাইবে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে মওলানা-র অবদান এই যে, জাতিকে অন্ধ অনুকরণের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে তিনি অবহিত করেন। আধুনিক শিক্ষিত লোকদের কাছে কু'রআন-কে তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন মওলানা প্রবলভাবে অনুভব করেন। মওলানা সাহেব তাঁহার জোরদার লেখনীর মাধ্যমে খ্রীস্টান মিশনারীদের অনেক ইসলাম-বিরোধী হামলা প্রতিরোধ করেন। 'বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খ্রীস্টান ধর্ম' নামক পুস্তক লিখিয়া তিনি খ্রীস্টানদের অপপ্রচারণা প্রতিহত করেন এবং তাহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করেন।

মওলানা কেবল সাংবাদিক, রাজনৈতিক, ধর্ম প্রচারক ও সংস্কারকই ছিলেন না, একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিকও ছিলেন। তিনি অবিরাম ষাটটি বৎসর পশ্চাদপদ মুসলিম জাতির চৈতন্যোদয়ের জন্য সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন; তাঁহার সাহিত্য ছিল ইসলাম কেন্দ্রিক। ইসলামী চিন্তাবিদ, নির্ভীক সাংবাদিক ও সুসাহিত্যিকরূপে মওলানা সাহেব ছিলেন উপমহাদেশে প্রখ্যাত ও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েক-জন কবি সাহিত্যিক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৩৮৫-৪২৩; (২) নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, এমাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ. ২৬৮; (৩) সওগাত, ৫৮ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক, ঢাকা, ১৩৮৩, পৃ. ৪৮৭—৮৮।

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

'আকিল (عاقل ঃ 'আকি'ল) পূর্ণ মানসিক ক্ষমতাবিশিষ্ট। মুসলিম আইনগ্রন্থসমূহে অধিকাংশ সময় বালিগ' অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত—এই বিশেষণের সহিত 'আকি'ল সংযুক্ত থাকে। এই প্রকার ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যে-কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিবার অধিকারী। এই জন্যই ফাক'ীহ্‌গণ 'আকি'ল-বালিগ' ব্যক্তিকে সংক্ষেপে মুকাল্লাফ বলেন; অর্থাৎ যে ব্যক্তি আইনত প্রদত্ত দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে বাধ্য এবং যাহার প্রতি শারী'আতের আদেশ ও নিষেধগুলি সাধারণ-ভাবে প্রযোজ্য, এমন ব্যক্তিই মুকাল্লাফ; তাহার পক্ষে সুস্থ বুদ্ধি-সম্পন্ন এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া আবশ্যক।

দুরূজ এবং অপর কতিপয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 'আকি'ল (ব. ব. 'উক্ক'াল) শব্দ দ্বারা যাহারা সেই সম্প্রদায়ে দীক্ষাপ্রাপ্ত ও পারদর্শী শুধু তাহাদিগকেই বুঝায়। ইহার বিপরীত জুহ্‌হাল (এক বচন জাহিল), ইহারাই সংখ্যাগুরু। দ্র. দুরূজ প্রবন্ধ।

'আকিলা (عاقلة ঃ 'আকি'লাঃ) কেহ অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করিলে ইসলামী আইন অনুযায়ী তাহার যে-সকল পুরুষ আত্মীয়কে হত্যাকারীর পক্ষ হইতে রক্তের মূল্য ('আক্'ল) দিতে হয় তাহাদিগকে সমষ্টিগতভাবে 'আকি'লাঃ বলা হয়। এই বিধানটি হযরত (স')-এর একটি মীমাংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। একদা হুয'ায়ল গোত্রের দুইজন রমণীর মধ্যে ঝগড়া বাধিলে তাহাদের একজন অপরজনকে প্রস্তর দ্বারা তলপেটে আঘাত করায় গর্ভাবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটে। অচিরে অন্য রমণীটিরও মৃত্যু ঘটিলে হযরত (স') সিদ্ধান্ত করেন যে, রীতি অনুযায়ী তাহার আত্মীয় ('আকি'লাঃ বা 'আস'াবাঃ) বা জ্ঞাতিগণকে নিহত রমণীর আত্মীয়দিগকে রক্তের-মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

আরবের আদি প্রথা অনুসারে সমগ্র গোত্রই নরহত্যার ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য ছিল। (Robertson Smith, Kinship and Marriago in early Arabia, p. 53; O. procksch, Ubor die Blutrache bei den vorislamischen Arabern, p. 56 প.)। ইচ্ছাপূর্বক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যায় কোনই পার্থক্য করা হইত না। মুসলিম আইনে কেবল অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার জন্যই আত্মীয়দের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাইতে পারে। উপরিউক্ত হ'াদীছে'র বিবরণ অনুযায়ী হুয'ায়লী রমণীকে তাহার শত্রু অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিয়াছিল। 'আকি'লাঃ অর্থাৎ রক্তমূল্য দিতে বাধ্য কাহারা—এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, অধিকাংশ মুসলিম 'আলিম কেবল দুষ্কৃতকারীর পুরুষ আত্মীয়-দিগকেই 'আকি'লাঃ বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু হ'ানাফীদের মতে পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দরুন কেবল পরিবারের লোকেরা নহে, বরং যে সকল লোক পরস্পরের সাহায্য করিতে বাধ্য (যথা দুষ্কৃতকারী যে সংঘের লোক তাহার অন্যান্য সদস্য, তাহার প্রতিবেশীবর্গ অথবা শহরের একই অংশের বাসিন্দাগণ) তাহাদের সকলকে ক্ষতিপূরণের অংশ দানে বাধ্য করা উচিত। তাঁহারা দ্বিতীয় খলীফার প্রদত্ত দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের মতবাদ সমর্থন করেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা) বিভিন্ন জেলায় মুসলিম সৈনিকদের তালিকা (দীওয়ান) প্রস্তুত করার আদেশ দিয়াছিলেন। ঐ সকল দীওয়ানে যাহাদের নাম থাকিত, তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করিতে এবং তাহাদের দলের কেহ নরহত্যা করিলে তাহারা সকলেই রক্তের মূল্যের অংশ দানে বাধ্য ছিল। 'আকি'লাকে তিন বৎসর সময়ের মধ্যে টাকা শোধ করিতে হয়। নির্ধারিত মূল্যের অঙ্ককে 'দিয়াত্' (তু. দিয়াত্) বলা হয়। প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিজ অংশে কত টাকা দিবে, এই প্রশ্নেরও বিভিন্নরূপে মীমাংসা করা হইয়াছে। হ'ানাফীদের মতে কাহারো পক্ষে তিন বা উর্ধ্বপক্ষে চারি দিরহামের অধিক দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শাফি'ঈদের মতে অবস্থাপন্ন লোকদের নিকট হইতে অর্ধ দীনার বা ৫ দিরহাম দাবী করা যাইতে পারে। মালিকী ও হ'াম্বালীদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সাধ্যানুযায়ী অর্থদানে বাধ্য। এই সকল বিধানের সহিত সময়, সমাজ এবং মুদ্রামূল্যের সম্পর্ক সুস্পষ্ট। দুষ্কৃতকারীর আদৌ কোন আত্মীয় না থাকিলে সরকারী কোষাগার হইতে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বুখারী, সাহ'ীহ্'; (২) ক'াসত'াল্লানী, ১০খ, ঃ ৭৭ প,; (৩) শাওকানী, নায়লু'ল-আওত'ার, ৬খ, ৩৬৯-৩৭৬; অন্যান্য হ'াদীছ' সংকলন এবং বিভিন্ন মায্‌'হাবের ফিক'হ্ গ্রন্থাবলী ভিন্ন আরো দেখুন; (৪) মাওয়ার্‌দী দিমিশ্‌ক'ী, রাহ'মাতু'ল-উম্মাঃ ফী ইখতিলাফি'ল-আইম্মাঃ, বুলাক' ১৩০০, পৃ. ১৩৪; (৫) J. Kresmarik, in ZDMG, lviii. 551--556; (৬) Freytag, Einleiturg in das Studium der arab. Sprache, p

192 ; (৭) E. Sachau, Muhamm. Recht nach schatut Lehre, p. 761. 771—3 ; (৮) M. B. Vincent, Etudes sur la loi Musulmane, (Rite de Malek). Legislation criminlele,- p. 83. 114 প. ; (৯) Th. W. Juynboll, Handleiding. 3rd ed. p. 302. 321.

'আকীকা (عقيقة : 'আক'ীক'াঃ) শিশুর জন্মের পর সপ্তম দিবসে নামকরণ ও কেশমুণ্ডন উপলক্ষে পশু কুরবানীর নাম। ইসলামী বিধান অনুযায়ী সেদিন নবজাতকের নাম রাখা, তাহার চুল কাটা ও কু'রবানী দেওয়া সুন্নত। সপ্তম দিনে 'আক'ীক'াঃ করা না হইলে শিশু বয়স্ক হইলে নিজেও তাহা করিতে পারে। 'আক'ীক'ার পশুর গোশ্‌তের তিন ভাগের এক ভাগ দরিদ্র ও দুঃস্থদের মধ্যে, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরিত হয় ও এক ভাগ সন্তানের পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়গণ গ্রহণ করেন।

প্রাচীনতর 'আলিমদের কেহ কেহ (দাঊদ আজ'-জ'াহিরী প্রভৃতি) 'আক'ীক'াকে অবশ্য করণীয় (ওয়াজিব) বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) ইহাকে শুধু পুণ্যজনক (মুস্তাহ'াব) বলিয়া বিবেচনা করেন।

শিশুর কর্তিত কেশকেও 'আক'ীক'াঃ বলে ; শারী'আতে এই চুলের ওজনের সমান রৌপ্য দান করিতে নির্দেশ দান করা হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে খাত্‌না, য'াবিহ' প্রভৃতি ইব্‌রাহীমী প্রথার ন্যায় 'আক'ীক'াও একটি প্রাচীন প্রথা। হযরত (স') 'আক'ীক'াতে বালকের জন্য দুইটি এবং বালিকার জন্য একটি মেষ বা ছাগ কু'রবানী করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

Doughty-র মতে (Travels in Arabian Deserta, ১খ, ৪৫২) 'আক'ীক'াঃ 'আরব মরুভূমিতে সর্বাধিক অনুষ্ঠিত উৎসব-সমূহের অন্যতম

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বুখারী, সাহ'ীহ' ; (২) মিশ্‌কাত, পৃ. ৩৬৩ এবং অন্যান্য হ'াদীছ' সংগ্রহসমূহ ; (৩) বাজূরী (কায়রো ১৩০৭) ২খ, ৩১১ প. ও অন্যান্য ফিক্‌'হ গ্রন্থ ; (৪) দিমিশ্‌ক'ী, রাহ'মাতু'ল-উম্মাঃ ফী ইখ্‌তিলাফি'ল-আইম্মাঃ (বুলাক' ১৩০০) পৃ. ৬১ ; (৫) J. Wellhausen. Raste arabischen Heidentums (2nd ed.), p. 174 ; (৬) do., Die Ehe bei den Arabern in N. G. W. Gott., 1893. p. 459 ; (৭) W. Robertson Smith, Kinship and marriage in early Arabia, p. 152 প. ; (৮) Th. Noldeke, in ZDMG xl. 184 ; Freytag Einleitung in das Studium der arab. Sprache, p. 212.—এই প্রধান উৎপত্তি সম্পর্কে দেখুন (১০) G. A. Wilken, Uber das Haaropfer etc., p. 92 (Revue coloniale internationale, 1887, i. 318. —ইন্দোনেশিয়ায় 'আক'ীক'াঃ সম্পর্কে দেখুন (১১) C. Snouck Hurgronje. De Atjehers, i. 423 (-The Achehnese, i. 384) ; (১২) van Hasselt. Midden-Sumatra. 269 প. ; (১৩) Matthes, Bijdragen tot de ethnologie van Zuid-Celebes, p. 67.

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'আকীদা (عقيدة : 'আক'ীদাঃ ব.ব. 'আক'াইদ) ধর্ম-বিশ্বাস ; বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি (শাহাদাঃ)। মুসলিম সাহিত্যে 'আক'াইদমূলক গ্রন্থসমূহের মধ্যে ফিক্‌'হ আক্‌বার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার রচনা ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর প্রতি আরোপিত হয়। ইহার প্রধান বিষয়বস্তু তাঁহার নিজস্ব রচনা—এই কথা বলা যাইতে পারে। দশটি বিষয় এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এইগুলি প্রধানতঃ খারিজী, ক'াদারিয়্যাঃ, শী'আঃ, জাহ্‌মিয়্যাঃ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতের খণ্ডনমূলক। এই কারণে এই গ্রন্থে সুন্নী সম্প্রদায়ের স্বীকৃত প্রধান মতগুলি স্থান পায় নাই। ইহাতে আল্লাহ্ ও হযরত মুহ'াম্মাদ (স') সম্বন্ধে কোন দফা নাই ; রচনা ধারাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ইহার কয়েকটি দফা নির্ভরযোগ্য হ'াদীছে'ও পাওয়া যায়। প্রাচীনতম এই গ্রন্থের অনুবাদ নিম্নরূপ : ১ম দফা—পাপের দরুন আমরা কাহাকেও কাফির বিবেচনা করি না, তাহার ঈমানও অস্বীকার করি না। ২য় দফা—যাহা ন্যায়সঙ্গত আমরা তাহার নির্দেশ দেই ও যাহা অন্যায় তাহা নিষেধ করি। ৩য় দফা—তোমরা যাহা পাইয়াছ, তাহা সম্ভবত তোমরা হারাইতে না, আর তোমরা যাহা পাও নাই তাহা সম্ভবত তোমরা পাইতে পারিতে না। ৪র্থ দফা—আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল (স')-এর কোন সাহ'াবীকে অমান্য করি না ; তাঁহাদের মধ্যে কাহারও প্রতি এককভাবে আনুগত্যও প্রকাশ করি না। ৫ম দফা—আমরা 'উছ'মান ও 'আলী (রা)-এর ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট ছাড়িয়া দিয়াছি ; প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয় তিনিই অবগত আছেন। ৬ষ্ঠ দফা—ইসলামে অন্তর্দৃষ্টি, জ্ঞান ও আইনের ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। ৭ম দফা—উম্মাহ্‌র মতানৈক্য আল্লাহ্‌র দয়ার নিদর্শন। ৮ম দফা—যে সকল বিষয়ের উপর বিশ্বাস করিতে বাধ্য সে সকল বিষয়ের উপর বিশ্বাস করে বটে ; কিন্তু যদি বলে, মূসা ও ঈসা (আ) রাসূল ছিলেন কিনা তাহা আমি জানি না, তাহা হইলে সে কাফির। ৯ম দফা—যে কেহ বলে, আল্লাহ্ আসমানে আছেন না পৃথিবীতে আছেন, তাহা আমি জানি না, সে ব্যক্তি কাফির। ১০ম দফা—যে কেহ বলে, আমি কবরের 'আয'াবের কথা জানি না, সে জাহ্‌মিয়্যাঃ সম্প্রদায়ভুক্ত ; সে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে।

রচনার তারিখ অনুযায়ী পরবর্তী 'আক'ীদাঃ গ্রন্থ ওয়াসি'য়্যাতু আবী হ'ানীফাঃ। ইহার রচনা ইমাম আবূ হ'ানীফার সমসাময়িক নহে বরং ইহার বিষয়বস্তু আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বালের (মৃ. ২৪১/৮৫৫) মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার রচনাকালে যে সমস্ত প্রশ্ন সর্বাধিক আলোচনার বিষয় ছিল সেই সম্বন্ধে ইহাতে ২৭টি দফা সন্নিবিষ্ট আছে ; উহাদের অনেকগুলিই মোটামুটি বিস্তারিতভাবে আলোচিত। দফাগুলি যথা : ঈমানের প্রকৃতি, কর্মের সহিত ঈমানের সম্পর্ক, ক'াদার, স্রষ্টার নররূপ কল্পনা (anthropomorphism), মু'তাযিলীদের মতের মুকাবিলায় কু'রআনের প্রকৃতি, কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পর্কিত প্রশ্ন, কতিপয় পারলৌকিক ব্যাপারের আলোচনা প্রভৃতি।

ওয়াসি'য়্যাত নাহ্'ক এই 'আক'ীদা' গ্রন্থে সমাজের যবানী বক্তব্য পেশ করা হইয়াছে। যথা : অনেক দফারই প্রারম্ভে আছে, "আমরা স্বীকার করি যে .... ।" আবূ হ'ানীফার ফিক্'হ আক্‌বারের ন্যায় এই গ্রন্থটিতেও সুন্নী বিশ্বাসের সবগুলি বিষয় বিধৃত হয় নাই ; আল্লাহ্ ও হযরত মুহাম্মাদ (স') সম্পর্কে কোন প্রবন্ধ ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

দ্বিতীয় ফিক্'হ আক্‌বার নামে আরেকটি 'আক'াইদ গ্রন্থ রহিয়াছে। ইহার অনেক ভাষ্য লিখিত হইয়াছে ; ইহাই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সুশৃঙ্খল-ভাবে লিখিত 'আকী'দাঃ গ্রন্থ। ইহাতে প্রধানত আল্লাহ্‌র স্বরূপ (য'াত-essence) ও তাঁহার চিরন্তন গুণরাজি সম্বন্ধে মু'তাযিলীদের

সহিত বিতর্ক প্রতিফলিত হইয়াছে। তদানীন্তন সুধী সমাজে যেই সকল মতবাদ প্রচলিত ছিল তদনুযায়ী এবং আল-আশ্'আরীর সূত্র অবলম্বনে আল্লাহ্র চিরন্তন গুণরাজির ব্যাখ্যা ইহাতে করা হইয়াছে। আমোদের নর-রূপ প্রশ্নে হ'াম্বালী সূত্র 'বিলা কায়ফ' অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে (দ্র. ৪র্থ দফা)। তানযীহ্ শব্দটি ব্যবহৃত না হইলেও পবিত্রতা বিষয়ের প্রবর্তন নূতন (দ্র. ৩য় দফা); নিয়তিবাদ লঘু আকারে রক্ষিত হইয়াছে (আশ্'আরিয়া কাসব, ৬ষ্ঠ দফা); নবীদের নিষ্পাপত্ব ইহাতে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হইয়াছে (৮, ৯ দফা), পয়গ'াম্বরদের মু'জিযার মত ওলীদের অলৌকিক কার্যাবলীকেও সত্য বলা হইয়াছে (১৬তম দফা)। এই 'আক'ীদাঃ গ্রন্থটিকে সঠিকরূপে আল-আশ্'আরীর প্রতি আরোপ করা না চলিলেও ইহা অনেকটা এই ধর্মতত্ত্ববিদের প্রতি আরোপিত মতসমূহ প্রকাশ করে, এই কথা বলিতে পারা যায়। সম্ভবত ইহার রচনাকাল খৃ. দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

ওয়াসিয়্যাতু আবী হ'ানীফায় ও তদধিক দ্বিতীয় ফিক্'হ আক্-বারে ইসলামী 'আক'াইদের আলোচনায় প্রধানত আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তাঁহার গুণাবলী, কু'রআনের প্রকৃতি বিষয়ক আলোচনায় 'ইল্মু'ল-কালামের প্রারম্ভিক পর্যায় রূপলাভ করে। খৃস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে 'আক'াইদের আলোচনায় দার্শনিক রীতির প্রয়োগ আরম্ভ হয়। 'আক'াইদের সুশৃঙ্খল বিন্যাসের ব্যাপারে এরিস্টোটলের ত্রয়ী (triad) অর্থাৎ ওয়াজিব (অবশ্যম্ভাবী,) মুম্কিন বা জাইয (সম্ভাব্য) এবং মুসতাহ'ীল (অসম্ভব)—তর্ক বিজ্ঞানের এই তিনটি শ্রেণীবিভাগ ব্যবহার করা হয়, মূল সত্তা (جوهر essence) এবং আকস্মিক সংযোজনী عرض (accident)—এই সকল দার্শনিক পরিভাষাও ব্যবহৃত হয়। ইহাতে দার্শনিক চিন্তাধারার অনুসারীদের সমক্ষে দার্শনিক আঙ্গিকে 'আক'াইদের উপস্থাপন সুবিধাজনক হয়। 'আক'া-ইদের এই ক্রমবিকাশ ঘটে আল-বাগ'দাদী (মৃ. ৪১৮/১০২৭), ইব্ন হ'াযম (মৃ. ৪৫৬/১০৬৪) ও আল-গ'াযযালী (মৃ. ৫৩৫/১১১১) প্রভৃতি ধর্মতত্ত্ববিদ এবং আল-ফারাবী (মৃ. ৩৩৯/৯৫০) ও ইব্ন সীনা (মৃ. ৪২৮/১০৩৭) প্রভৃতির ন্যায় দার্শনিকদের হস্তে। সংক্ষিপ্ত আকারে 'আক'াইদের বিশ্লেষণ প্রথম পাওয়া যায় আবূ হ'াফ্স' 'উমার আন্-নাসাফীর (মৃ. ৫৩৭/১১৪২) প্রশ্নোত্তরমালায় এবং ইহার সম্পূর্ণ নমুনা হইল ইমাম শাফি'ঈর প্রতি আরোপিত ফিক্'হ আকবার (৩য়)। ইহা ও 'আক'াইদ নাসাফী একই যুগের হইতে পারে। সম্ভবত এই শ্রেণীর 'আক'ীদার বিশুদ্ধতম দৃষ্টান্ত হইবে আস-সানূসী-র (মৃ. ৮৯৫/১৪৯০) উম্মু'ল-বারাহীন।

গদ্যে ও পদ্যে অজস্র প্রশ্নোত্তরমালা ছাড়াও 'আক'ীদাঃ সম্পর্কে বড় বড় পুস্তক লিখিত হইয়াছে। আল-ঈজীর (মৃ. ৭৫৬/১৩৫৫) মাওয়াকি'ফ ইহার একটি দৃষ্টান্ত। ইহাতে সমগ্র 'আক'াইদ শাস্ত্র ও ইহার বিভিন্ন অংশের সুষম ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইয়াছে।

আল্-আশ্'আরীর হস্তে 'আক'াইদের সহিত যুক্তির সংযোগের যে সূচনা হয় ইহার এক শক্তিশালী বিরোধীরূপে দেখা যায় আল-গ'াযযালীকে। তাঁহার মত পরিবর্তনের পূর্বে রচিত আল্-ইক্'তিস'াদ ফি'ল-ই'তিক'াদ গ্রন্থে আশ্'আরীয় পদ্ধতি অনুসৃত হইলেও মত পরিবর্তনের পরে তিনি ধর্মের সহিত দর্শন ও 'আক'াইদের যুক্তি-ভিত্তিক আলোচনার সমন্বয় সাধনের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার প্রতিবাদ যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতির বিতাড়নে সমর্থ হয় নাই ঠিক; এতদসত্ত্বেও বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার গ্রন্থাবলী অন্তরের ধর্মের বিকাশ সাধনে প্রভূত সহায়তা করে। অন্তরের ধর্ম নামটিও তাঁহারই দেওয়া।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিক্'হ্ আক্বার, আল-মাতুরিদীর অপ্রামাণ্য ভাষ্যসহ ১৩২১ হি. হায়দরাবাদে মুদ্রিত ; (২) ওয়াসি'য়্যাতু আবী হ'ানীফাঃ, মুল্লা হ'সায়ন ইব্ন ইস্ক'ান্দার আল-হ'ানাফীর ভাষ্যসহ একই সংগ্রহে (মুদ্রিত) ; (৩) ফিক্'হ্ আক্বার, আবু'ল-মুন্তাহার ভাষ্যসহ একই সংগ্রহে (মুদ্রিত) ; (৪) মুল্লা 'আলী আল-ক'ারীর ভাষ্যসহ ১৩২৭ হি., কায়রোতে মুদ্রিত ; (৫) আশ্-শাফি'ঈ, ফিক্'হ্ আকবার (GAL., Suppl. i. 305); আস-সামারক'ান্দী (ইসহ'াক' ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল), আবু'ল-ক'াসিম, আস্-সাওয়াদু'ল-আ'জ'াম (বুলাক' ১২৫৩). আস্-সামারক'ান্দী (আবু'ল-লায়ছ' নাস্'র ইব্ন মুহ'াম্মাদ) ; (৬) 'আক'ীদাঃ, ed. A. W. Th. Juynboll, in TTLV. 4th Ser., vol. v (1881), p. 215—231, 267—274 ; (৭) 'আবদু'ল-ক'াহির আল-বাগ'দাদী, উসূ'লু'দ-দীন (ইস্তাম্বুল ১৯২৮); আল-আশ্'আরী, কিতাবু'ল-ইবানাঃ 'আন্-উসূ'লি'দ-দিয়ানাঃ, হায়দরাবাদ, ১৩২১ ; (৮) আত্'-ত'াহ'াবী, বায়ানু'স্-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ, হ'ালব ১৩৪৪ ; (৯) সুস্পষ্ট ভাষ্যসহ মক্কা ১৩৪৯ ; A German translation by J. Hell, Von Mohammed bis Ghazali, Jena 1915. p. 39. প. ; (১০) আল-গ'াযযালী, ইহ্'য়াউ 'উলূমি'দ-দীন, ১ম ভাগ, ২য় অধ্যায় ; (১১) ক'াওয়াইদু'ল-'আক'াইদ ; German translation by H. Bauer. Die Dogmatik Al Ghazali's nach dem II. Buehe seines Haupt werkes (Halle a/d Saale 1912) ; (১২) আবূ হ'াফ্স' 'উমার আন-নাসাফী, 'আক'াইদ, ed, Cureton. The pillar of The creed (London 1843, No. 2) ; (১৩) আল-ঈজী, মাওয়াকি'ফ, কন্সটান্টিনোপল ১২৪২ ; (১৪) আস-সানুসী, উম্মু'ল-বারাহীন ; (১৫) আল-ফাদ্'লী, রিসালাঃ ফী-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (কায়রো, ১৩২০) ; (১৬) D.B. Macdonald, Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory (New York 1903) ; (১৭) E. Sell, the Faith of Islam (London and Madras 1880) A. J. Wensinck, The Muslim creed (Cambridge 1932).

A. J. Wensinck. (S.E.I)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আখিরাত (آخرة : আখিরাঃ)—ইহা আখির শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। অর্থ, সকলের পর, সর্বশেষ। শব্দটি কু'রআন মাজীদে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষ্যকারদের মতে ইহা আসলে الدار الآخرة (পরকাল) অর্থাৎ শেষ আবাস, উহার বিপরীত শব্দ হইতেছে الدنيا অর্থাৎ নিকটতর বা নিকটতম আবাস বা জীবন অর্থাৎ বর্তমান জগৎ। আখিরাত শব্দের প্রতিশব্দ معاد মা'আদ। এই বৈপরিত্য دار البقاء (অর্থাৎ চিরস্থায়ী জীবনের আবাস) এবং دار الفناء (অর্থাৎ ধ্বংসশীল আবাস) হইতেও প্রকাশ পায়। أ-ج-ل (أجل) ও ع-ج-ل (عجل) ধাতুগুলি হইতেও যথাক্রমে এই অর্থগুলি পাওয়া যায়। আখিরাত দ্বারা পরলোকে সুখ-দুঃখ হিসাবে মানবাত্মার অবস্থাও বুঝায় এবং উহার বিপরীত দুন্য়া শব্দের অর্থ হইতেছে ইহজগতে মানুষের ভোগের অংশ, বিশেষভাবে জাগতিক জীবন ও আনন্দ প্রভৃতি। অধিকন্তু পারিভাষিক রঙে রঞ্জিত ধর্মীয় দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা এবং

দার্শনিক ব্যাখ্যার ভিত্তি এই অর্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত; যথাঃ পুনরুত্থান, মৃতের অবস্থা—তাহা দৈহিক হউক বা দেহ ব্যতিরেকেই হউক। দার্শনিকদের পরিভাষায়, যাহারা দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নহে, আখিরাত বলিতে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান বুঝায় (দ্র. কিয়ামত)।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) Lane' Lexicon উক্ত নামীয় শব্দ; (২) থানাব'ী, কাশ্শাফ, ইস্তিলাহি'ল-ফুনূন, Ed. Spre nger. উক্ত নামীয় শব্দ; (৩) আল-গ'াযযালী, ইহ'য়াউ 'উলূমি'দ-দীন, ৪০শ গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রবন্ধ; (৪) ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী মুহ'াস্'সি'ল, রুকন ৩, কি'স্ম ২। (দা. মা. ই.)

A. S. Tritton (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

আখিরী চাহার শম্বা (آخرى چهار شنبه) 'আরবী স'াফার মাসের শেষ বুধবার। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মুসলিমগণ এই দিবস পালন করেন। আখিরী চাহার শম্বা সম্বন্ধে কথিত হয় যে, নবী (স') এই দিন তাঁহার পীড়ায় কিছু উপশম বোধ করিয়াছিলেন এবং গোসল করিয়াছিলেন। এই দিনের পর আর তিনি গোসল করেন নাই। কারণ এই দিনের পর তাঁহার পীড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে রাবী' আল-আওওয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

হযরত (স')-এর পীড়া শুরু হয় স'াফার মাসের বুধবার হইতে। কিন্তু পীড়াকাল এবং ইন্তিকালের তারীখ নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে বর্ণনাগুলি বিভিন্ন। দেখুন, সীরাতু'ন-নাবী, ১/২খ, ১৭১। উহাতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। এই সমস্ত বর্ণনায় ইন্তিকালের তারীখ ১২; ২রা এবং ১লা রাবী'উল-আওওয়াল বলা হইয়াছে। এই তারীখগুলির মধ্যে ১লা রাবী'উ'ল আওওয়ালকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। হযরত (স')-এর ওফাতের এই তারীখটিই অধিক গ্রহণীয়। ইহাতে আখিরী চাহার শম্বার তারীখ হইবে ২৫শে স'াফার। (দ্র. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক লিখিত আখিরী চাহার শম্বাঃ ও তদীয় মুদ্রিত প্রবন্ধ, মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ বাং, পৃ. ৭৯)। অধিকাংশ বর্ণনানুযায়ী পীড়ার মোট সময় ১৮ই স'াফার বুধবার হইতে শুরু করিয়া ১৩ দিন হয়। (দ্র. ইব্ন হিশাম, পৃ. ৯৯৯। ইহাতে আছে যে, পীড়া শুরু হয় স'াফারের কয়েক রাত্রি বাকী থাকিতে অথবা রাবী'উ'ল-আওওয়াল মাসেই হয়)। পীড়াকালে, যতদিন যাতায়াতের শক্তি ছিল, ততদিন তিনি মসজিদে গিয়া স'লাত পড়াইতেন। এমনও হইয়াছে যে, হযরত 'আলী (রা) ও হযরত 'আব্বাস (রা) তাঁহাকে ধরিয়া মসজিদে আনিতেন। (হ'াবীবু'স-সিয়ার, ১/৩খ, ৭৯ পৃ. উল্লিখিত হইয়াছে যে, পীড়াকালে তিনি দুইবার মিম্বরে গিয়াছিলেন। দেখুন, ইব্ন হিশাম, সীরাঃ ১০০ পৃ.।)

আখিরী চাহার শম্বা প্রতিপালনের কোন নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় ভিত্তি পাওয়া যায় না। এই দিনে লোকেরা গোসল করে, নূতন বস্ত্র-পরিধান করে এবং খুশবু লাগায়। দিল্লীর বাদশাহী কেল্লায় এই উৎসব উপলক্ষে দরবার বসিত। উহাতে শাহযাদা ও আমীরগণ শরীক হইতেন। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন, ফারহাঙ্গে আস'ফিয়াঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১খ, ১৩৬; আখিরী চাহার শম্বা প্রবন্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী: উপরে বর্ণিত গ্রন্থগুলি ছাড়া (১) ইব্ন হিশাম, সীরাত রাসূলিল্লাহ পৃ. ৯৯৯; (২) শিবলী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, ১/২খ, ১৭১; (৩) জা'ফার শারীফ দাক্কানী, ক'ানূনে ইসলাম, ইংরাজী অনুবাদ G. A. Herklots, Madras, ১৮৬৩ খৃ, সূচী; (৪) ফারহাঙ্গে আস'-ফিয়াঃ, (৪) দিল্লী ১৯১৮ খৃ. ১খ, ১২৬; (৫) J. T. Platt, A Dictionary of Urdu etc., آخرى শব্দ; (৬) E. D. Sell, The Faith of Islam, ১৯০৭, সূচী; (৭) Garcin de Tassy, 'L'Islamime d'apris le Coran পৃ. ৩৩৪ প.।

আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

আগা খান (آغا خان): আগ'া খান, অধিকতর শুদ্ধ আক'া খান), নিযারী ইসমা'ঈলীদের ইমামের সম্মানসূচক উপাধি। এই উপাধি সর্বপ্রথম লাভ করেন আগ'া হ'াসান 'আলী শাহ। ইমামতের এই ধারায় আজ পর্যন্ত চারি জন আগ'া খান উপাধি লাভ করিয়াছেন।

প্রথম আগ'া খান: হ'াসান 'আলী শাহ (মৃ. ১৮৮১ খৃ.)। ইনি ইরানের ফাতহ' 'আলী শাহ্ ক'াচারের (মৃ. ১৮৩৪ খৃ.) প্রিয়পাত্র এবং জামাতা ছিলেন। পিতা খালীলুল্লাহ্ নিহত (১৮১৭ খৃ.) হওয়ার পর তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। শাহ্ তাঁহাকে কিরমান প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সেখানে তিনি খুব বুদ্ধিমত্তা, উদারতা অথচ দৃঢ়তার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মুহ'াম্মাদ শাহ্ ক'াচারের (মৃ. ১৮৪৮ খৃ.) রাজত্বকালে দরবারী চক্রান্তের জালে পড়িয়া হ'াসান 'আলী শাহ বিদ্রোহ করেন, কিন্তু পরাজিত হন এবং ১৮৪১ খৃ. সিন্ধুদেশে আগমন করেন। এখানে তিনি ইংরেজ সেনাপতি স্যার চার্লস নেপিয়ারকে সিন্ধু যুদ্ধে (জানু. ১৮৪৩) বিশেষ সাহায্য করেন। অবশেষে তিনি বোম্বাইয়ে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ১৮৪৮ খৃ. হইতে বৎসরাধিক কাল তিনি বাঙ্গালোরে বসবাস করিয়াছিলেন, এই সময় ছাড়া ইসমা'ঈলী খোজাদের ইমামের কেন্দ্র বোম্বাইতেই ছিল।

দ্বিতীয় আগ'া খান: ইনি প্রথম আগ'া খানের পুত্র 'আলী শাহ (মৃ. ১৮৮৫ খৃ.)। তিনি তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় আগ'া খান: স্যার সুলত'ান মুহ'াম্মাদ শাহ। ইনি তাঁহার পিতা দ্বিতীয় আগ'া খান 'আলী শাহের একমাত্র পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৭ আগস্ট, ১৮৮৫ খৃ. ইমামতের মসনদে আসীন হন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ধরনেরই উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃ. তিনি আলীগড় কলেজে যান। এখানে স্যার সৈয়দ আহ'মাদ খান তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ১৮৯৮ খৃ. আগ'া খান সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডে যান এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাত করেন।

স্যার আগ'া খান ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে খুবই আগ্রহশীল ছিলেন। ১৯০৩ খৃ. তিনি ভারতে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। ১৯০৬ খৃ. (ঢাকায়) নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়। ১৯০৭ খৃ. হইতে ১৯১৪ খৃ. পর্যন্ত আগ'া খান উহার সভাপতি ছিলেন। ১৯১০ খৃ. তিনি ত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া আলীগড় মুসলিম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার সুযোগ দান করেন। স্যার আগ'া খানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল, ভারতের মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকারের দাবী লইয়া লর্ড মিণ্টোর নিকট যে প্রতিনিধিদল গিয়াছিল, তিনি উহার নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। ইহারই ফলে মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কারে মুসলিমগণ এই অধিকার লাভ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুর্কী সরকারের প্রতি বিজয়ী সম্মিলিত শক্তিসমূহের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদে প্রায় ১৮০০০ ভারতীয় মুসলিম হিজরাত করিয়া সীমান্ত অতিক্রম করত আফগানিস্তানে চলিয়া যায়। স্যার আগ'া খান তাহাদিগকে এই মারাত্মক কার্য হইতে বিরত করিতে খুবই চেষ্টা করেন। ঐ লোকগণ দেশের বাহিরে গিয়া খুবই বিব্রত হইয়া পড়ে এবং অবশেষে নিরাশ্রয়

অবস্থায় দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। তিনি তাহাদিগকে দেশে পুনর্বাসন করিতে যথেষ্ট সাহায্য করেন। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে অনুষ্ঠিত ভারত-শাসন সম্পর্কিত গোল-টেবিল বৈঠকগুলিতেও তিনি মুসলিমগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে জি. সি. আই. ই. ; জি. সি. এস. আই. ; জি. সি. ভি. ও., কে. সি. আই. ই. প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেন।

স্যার আগা খান ১৯৩২ খৃ. ও তৎপরবর্তী জাতিসংঘের অস্ত্র সংবরণ সম্মেলনগুলিতে ভারত উপমহাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৭ খৃ. তিনি জাতিসংঘের সভাপতিও নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে তিনি রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা পরিত্যাগ করেন।

স্যার আগা খান তাঁহার উদারপন্থী মতবাদের জন্য আন্তর্জাতিক নাগরিক ছিলেন। ১৯২৪ খৃ. ভারত গভর্নমেন্টের কাউন্সিল অব স্টেট তাঁহাকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়ার সুপারিশ করে। সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রে তাঁহার বিশেষ সম্মান ছিল। ১৯৪৯ খৃ. ইরান সরকার তাঁহাকে ইরানী জাতীয়তা প্রদান করেন এবং "His Royal Highness" এই সম্মানসূচক আখ্যা প্রদান করেন।

আগা খান সর্বদাই একটি মর্যাদাসম্পন্ন প্রচারধর্মী দলের সহায়ক ছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় সহস্র সহস্র অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তিনি নিম্নশ্রেণীর প্রায় ৪০,০০০ হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছেন। আগা খানের মুরীদগণকে ইসমা'ঈলিয়াঃ বলা হয়। ইহাদের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি। ইহারা সমস্ত পৃথিবীতেই ছড়াইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, চীন, মালয়, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ইহাদের বাস। আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ায়ও তাঁহার অনুসরণকারী বর্তমান রহিয়াছে। বাংলাদেশ ও ভারতে ইহাদিগকে খোজা বলা হয়। ইহারা আগা খানকে ইমাম বলিয়া স্বীকার করে। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এই বিশেষ সত্য-পথ প্রদর্শনের জন্য এমন একজন ইমামের প্রয়োজন যিনি নবী করীম (স') -এর সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে ইমামতের ধারাভুক্ত থাকিবেন। এই ধারার প্রথম ইমাম হযরত 'আলী (রা)। তাঁহার নিকট হইতেই এই ধারা শুরু হইয়া আগা খান পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। স্যার আগা খান ঐ ধারার ৪৮তম ইমাম ছিলেন। ইসমা'ঈলীগণ প্রথম তিন খলীফাকেও খুব সম্মান করেন এবং তাঁহাদিগকে খলীফা বলিয়া স্বীকার করেন।

১৯৩৫ খৃ. দুইবার স্যার আগা খানের পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তি উৎসব সুবর্ণজয়ন্তী (Golden Jubilee) পালন করা হয়। প্রথমে বোম্বাইয়ে এবং পরে নাইরোবীতে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। এই উভয় অনুষ্ঠানেই তাঁহাকে স্বর্ণ দ্বারা ওজন করা হয়। ১৯৪৬ খৃ. মার্চ মাসে তাঁহার হীরক জয়ন্তী (Diamond Jubilee) বা ষষ্টিতম বর্ষ-পূর্তি জয়ন্তী উৎসব বোম্বাই ও আফ্রিকার দারুস্-সালামে পালিত হয়। এই উৎসবে তাঁহাকে হীরক দ্বারা ওজন করা হয়।

তাঁহার সপ্ততিতম বর্ষোপলক্ষে ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ খৃ. প্লাটিনাম জয়ন্তী পালিত হয়। এই সময় তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানস্থ তাঁহার মুরীদগণ তাঁহাকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ধাতু প্লাটিনাম দ্বারা ওজন করেন। যে সমস্ত স্বর্ণ, হীরক ও প্লাটিনাম দ্বারা তাঁহাকে ওজন করা হইয়াছিল, ইহার সমস্তই তিনি তাঁহার মুরীদগণের উন্নতি ও কল্যাণার্থে ফেরত দেন।

ঘোড়দৌড়ের প্রতি স্যার আগা খানের আকর্ষণ ছিল। উহা তাঁহার একটি ব্যবসাও ছিল। তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে অশ্বের বংশ তালিকা নির্ধারণ করিতেন। তিনি ছিলেন পশ্চিমের ঘোড়দৌড় মাঠের বাদশাহ। কিন্তু তিনি কখনও শর্ত আরোপ করিতেন না। পাঁচবার তিনি ডার্বি জিতিয়াছিলেন। পৃথিবীতে উহার তুলনা পাওয়া যায় না। ১৯৫২ খৃ. যখন তিনি পঞ্চমবার ডার্বির ঘোড়দৌড়ে কৃতকার্য হন, তখন পুরস্কারের সমস্ত টাকা তিনি ইউরোপের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শর্তে দান করেন যে, উহা দ্বারা সেখানে ইসলামী শিক্ষার একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে। আমোদজনক খেলাধূলায় উৎসাহ বর্ধনের জন্যও তিনি সমস্ত পৃথিবীতেই মোটা মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়াছেন।

স্যার আগা খানের চারি স্ত্রী ছিল। প্রথম বিবাহ তাঁহার এক পিতৃব্য কন্যার সহিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় যথাক্রমে Theresa Magliano ও অঁাদ্রে য়োষেফিন জিওনী কারোঁকে বিবাহ করেন। ১৯৪৫ খৃ. তিনি য়িবেৎ লাবুরিস (ইসলামী নাম উম্মু হাবীবাঃ)-কে শেষ বিবাহ করেন। ইনি সাধারণত 'মাতা সালামাত' উপাধিতেই বিখ্যাত। শাহযাদা 'আলী খান (মৃ. ১৯৬০) তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত। স্যার আগা খান ১৯৫৭ খৃ. ১১ জুলাই সুইজারল্যাণ্ডের Versoin নামক স্থানে পরলোক গমন করেন। তাঁহাকে মিসরে আনিয়া উস্ওয়ানে দাফন করা হয়।

চতুর্থ আগা খান : হিজ হাইনেস শাহ কারীম আল-হুসায়নী। ইনি মরহুম শাহযাদা 'আলী খানের পুত্র এবং তৃতীয় আগা খান মরহুম সুলতান মুহাম্মাদ শাহের পৌত্র। ১৯৩৬ খৃ. ১৩ ডিসেম্বর জেনেভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সুইজারল্যাণ্ড ও আমেরিকায় তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানের সহিত ব্যাচেলারস্ ডিগ্রী পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। তিনি ইসলামী স্থাপত্যশিল্প, চিত্রশিল্প এবং খেলাধূলায় বিশেষ উৎসাহী।

তৃতীয় আগা খান তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই পৌত্র শাহযাদা কারীম খানকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। পিতামহের মৃত্যুর পর শাহযাদা কারীম মাত্র বিশ বৎসর বয়সে ১৯৫৭ খৃ. ১১ জুলাই চতুর্থ আগা খান হিসাবে ইসমা'ঈলী সম্প্রদায়ের ৪৯তম ইমাম পদে অধিষ্ঠিত হন। এই দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই ইংলণ্ডের রাণী তাঁহাকে হিজ হাইনেস উপাধিতে এবং ইরানের শাহানশাহ হিজ রয়েল হাইনেস উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৯ খৃ. তিনি সারাহ নাম্নী এক অভিজাত বংশীয়া ইউরোপীয় মহিলার পানিগ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর সারাহ-এর নামকরণ হয় শাহযাদী সালীমাঃ।

বয়সে নবীন হইলেও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত চতুর্থ আগা খান অসাধারণ প্রজ্ঞা ও যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাঁহার অনুসারী বিশ্বের প্রায় দুই কোটি ইসমা'ঈলী সম্প্রদায়ের মুসলমানদের প্রতি আপন দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আগা খান, Indiain transition. লণ্ডন ১৯১৮ ; (২) সরদার ইক্‌বাল 'আলী শাহ, The Prince Aga Khan, লণ্ডন ১৯৩৩ ; (৩) স্যার নাওরাজী এম, দুমসিয়া, Aga Khan and his Ancestors, বোম্বাই ১৯৩৯ ; (৪) Dr. Zaki and Prince Aga Khan, Glimpses of Islam, লাহোর ১৯৪০ ; (৫) হাবীব ভীভ কেন্‌জী, The Aga Khan and Africa, ডারবান (দক্ষিণ আফ্রিকা) ১৯৫০ ; (৬) Message of Prince Aga Khan to Pakistan and World of Islam, সুলতান 'আলী আল-আফরীকী কর্তৃক মুদ্রিত ; ইহাতে করাচীর বক্তৃতাও রহিয়াছে, ১৯৫২ ; (৭) Harry J. Greenwell, His Highness the Aga Khan, Imam of the Ismailis, লণ্ডন ১৯৫৩ ; (৮) Stanley Jackson, Aga Khan—Prince, Prophet and Sportsman. লণ্ডন,

১৯৫৩; (৯) ক'য়্যুম মুলুক, Prince Aga Khan, Guide, Friend and Philosopher of the World of Islam, করাচী ১৯৫৪; শের 'আলী 'আলী দীনাহ্ Platinum Jubilee Souvenir করাচী ১৯৫৪; (১০) মুহ'ম্মাদ আমীন যুবায়রী, Prince Aga Khan, করাচী ১৯৫১; (১১) মুহ'সিন সা'ঈ, আগ'া খান মাহ'াল্লাতী (পৃ. ১৫০) তিহরান ১৯৫০; (১২) শের 'আলী 'আলী দীনাহ্, তারীখে ইমামাত, (পৃ. ৪৮০) করাচী ১৯৫২; (১৩) এ. জি. চনারা, নূর আল-মুবীন, বোম্বাই, ১৯৫০, ১ হইতে ১০ম সংখ্যা পর্যন্ত ইংরেজীতে, ১১শ সংখ্যা উর্দূতে, ১২শ সংখ্যা ফারসীতে, ১৩শ সংখ্যা সিন্ধীতে এবং ১৪শ সংখ্যা গুজরাটীতে; (১৪) Encyclopaedia of Islam উক্ত প্রবন্ধ; (১৫) Encyclopaedia Americana, নিউইয়র্ক, শিকাগো ১৯৪৯, ১ম, ২২৬-২৩৭; (১৬) Encyclopaedia Britannica 1961, 1 : 344—345; (১৭) Britannica Book of the Year (1961) পৃ. ৫১০।

শের 'আলী দীন ও সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

আত্হার আলী (اطہر علی : আত্'হার 'আলী, আলহ'াজ্জ, হ'াফিজ', মাওলানা, মুহ'ম্মাদ) বাংলাদেশের প্রখ্যাত 'আলিম, সূ'ফী ও সমাজ সংস্কারক। আনুমানিক বাংলা ১৩০১/১৮৯৪ সনে সিলেট জিলার বিয়ানী বাজারের এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাং ১৩৮৩/১৯৭৬ সনে ময়মনসিংহে তাঁহার ইন্তিকাল হয়। সেইখানকার জামি'আঃ ইসলামিয়্যাঃ প্রাঙ্গণে তাঁহাকে দাফন করা হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। দীনী শিক্ষালাভের প্রবল স্পৃহা তাঁহার মধ্যে বাল্যবয়স হইতেই পরিলক্ষিত হয়। দেশে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য উত্তর ভারতের মুরাদাবাদ গমন করেন। তথা হইতে রামপুর ও পরে প্রখ্যাত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারু'ল 'উলূম দেওবন্দ (দ্র.) হইতে অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত হ'াদীছ' ও তাফসীরশাস্ত্রে উচ্চ সনদ লাভ করেন। সেইখানে তিনি 'আল্লামাঃ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, 'আল্লামাঃ শাব্বীর আহ'মাদ 'উছ'মানী (দ্র.)-র মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের সাহচর্য লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর দীর্ঘদিন সিলেট ও কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। অতি প্রখর স্মরণশক্তি বলে অধ্যাপনার কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি মাত্র তিনমাস সময়ে সম্পূর্ণ কু'রআন মাজীদ হি'ফ্জ' করিয়াছিলেন। হ'াকীমু'ল-উম্মাঃ মাওলানা আশরাফ 'আলী থানাব'ী (দ্র.)-এর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া তিনি তাস'াওউফের তা'লীম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশিষ্ট খলীফাগণের মধ্যে তিনি অন্যতম।

সেই যুগে ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ পূর্বস্থ ভাটি ও হাওর অঞ্চল শিক্ষাদীক্ষায় বিশেষত ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ছিল। কিশোরগঞ্জ মহকুমার কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির আমন্ত্রণে ও তাঁহার মুরশিদ হযরত থানাব'ীর অনুমতিক্রমে তিনি কিশোরগঞ্জে চলিয়া আসেন এবং সেখানে শিক্ষাদান ও সমাজ সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় কিশোরগঞ্জ শহরে একটি সুবৃহৎ মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ আমলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় এই মসজিদটি রক্ষাকল্পে কয়েকজন মুসলিম শহীদ হইয়াছিলেন। এই কারণে এই মসজিদটি আজও 'শহীদী মসজিদ' নামে পরিচিত। প্রতিদিন ফজরের পরে ইহাতে তিনি ধারাবাহিকভাবে কু'রআন মাজীদের তাফসীর বর্ণনা করিতেন। কিছুদিন পর সেই মসজিদ সংলগ্ন স্থানে জামি'আঃ ইমদাদিয়্যাঃ নামে উচ্চ মানের একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। সম্ভবত বাংলাদেশে দেওবান্দী নিস'াব অনুসরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এই জামি'আ-র পাঠ্যসূচীতেই বাংলা, ইংরেজী, অংক, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রাপ্তদের বেকারত্ব তাঁহাকে খুবই পীড়া দিত; তাহাদিগকে স্বাবলম্বী হিসাবে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে তিনি জামি'আঃ ইমদাদিয়্যার পাঠ্যক্রমে সেলাই, বয়ন, টাইপ রাইটিং, টেলিগ্রাফী ইত্যাদি কারিগরী ও অর্থকরী শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে প্রবল বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং বহু দুষ্প্রাপ্য কিতাব সংগ্রহ করিয়া জামি'আঃ ইমদাদিয়্যার গ্রন্থাগারকে তিনি আকর্ষণীয় গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের পরিধি ছিল খুবই সংকীর্ণ। এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে তিনি 'গবেষণা ও প্রচার দফ্তর' নামে আলাদা একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ হইতে "আল-মুনাদী" নামে বাংলায় একটি ইসলামী মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় এবং কয়েকটি গবেষণামূলক পুস্তক রচিত হয়। তাঁহার উৎসাহে আরও বহু ইসলামী শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়। বাংলাদেশের প্রায় তিন সহস্র ক'াওমী (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত) মাদ্রাসাকে (দ্র.) একই কেন্দ্রের আওতাভুক্ত করিয়া উহাদের পাঠ্যক্রম, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদির মান উন্নয়নের প্রাথমিক প্রচেষ্টা তিনিই চালাইয়া গিয়াছিলেন। মূলত তাঁহারই প্রচেষ্টার ধারা অনুসারে ১৯৭৮ খৃ. বি'ফাকু'ল-মাদারিসি'ল-ক'াওমিয়্যাঃ আল-'আরাবিয়্যাঃ' নামে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রাজনীতিকেও তিনি এড়াইয়া চলেন নাই। তিনি ইহাকে 'ইবাদাতের ন্যায় মনে করিতেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হইতে শুরু করিয়া তাঁহার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত সামঞ্জস্যবিশিষ্ট প্রতিটি আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান 'জাম্'ইয়্যাত-ই-'উলামা'-ই-ইসলাম' পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে ইহার অধীনে তাঁহারই নেতৃত্বে 'নিজ'াম-ই-ইসলাম' পার্টি গঠিত হয়। ১৯৫৪ সনে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনের সময় 'যুক্তফ্রন্ট' নামক সংগঠনের একটি শক্তিশালী অঙ্গদল হিসাবে 'নিজ'াম-ইসলাম' দল সক্রিয় থাকে। ঐ সময় তিনি তদানীন্তন প্রাদেশিক পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এক সময় এই দলের নেতা চৌধুরী মুহাম্মদ 'আলীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছিল। ১৯৫৬ খৃ. সংবিধান প্রণয়ন এবং ব্যবস্থা পরিষদে তাহা গৃহীত হওয়ার পিছনে মওলানার অবদান অনস্বীকার্য।

উক্ত সংবিধানে যে কতগুলি মৌলিক ইসলামী ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তাহার পিছনে মওলানার যথেষ্ট অবদান ছিল।

তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ও সময়নিষ্ঠ এবং সকল কাজে হযরত (স')-এর সুন্নাঃ-র পাবন্দ ছিলেন। সফরে বা গৃহে সকল অবস্থাতেই তিনি সকল দায়িত্ব পালন করিয়া ও যি'কর, স'ালাত, তিলাওয়াত ইত্যাদি রূহ'ানী উন্নতিমূলক নির্ধারিত কর্মসূচী অনুসরণ করিতেন। মওলানার পুত্র জামি'আ-র বর্তমান অধ্যক্ষ মওলানা আজ্হার 'আলী আনওয়ার-এর নিকট পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত তাস'াওউফ সংক্রান্ত পত্রসমূহ তাঁহার মেধা ও জ্ঞানের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তাঁহাকে প্রায় তিন বৎসর বিনা বিচারে অন্তরীণে থাকিতে হয়। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। অত্যধিক পরিশ্রম ও দীর্ঘ কারাভোগের দরুন তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তিনি নিরলসভাবে কাজ করিয়া যাইতেন! জীবনের শেষ অংশটি তিনি ময়মনসিংহ শহরের 'জামি'আঃ ইসলামিয়্যা' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার পিছনে ব্যয় করেন।

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

'আদ (عاد)-কু'রআনে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত একটি প্রাচীন গোত্র। কেবল এখানে সেখানে প্রদত্ত ইংগিত হইতেই তাহাদের ইতিহাস জানিতে পারা যায়। তাহারা ছিল একটি পরাক্রান্ত জাতি। হযরত নূহ' ('আ)-র যামানার অব্যবহিত পরে তাহারা বাস করিত। বিপুল সমৃদ্ধির দরুন তাহারা উদ্ধত হইয়া উঠে (কু'রআন ৭ : ৬৯ ; ৪১ : ১৫)। কু'রআনে (২৬ : ১২৮) তাহাদের বড় বড় অট্টালিকার উল্লেখ আছে। ৮৯ : ৬—৭ আয়াতে 'ইরাম' (যাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের) কথাটিতে 'ইরাম' কোন গোত্র বা স্থানের নাম হইতে পারে। বায়দ'াব'ী এবং অন্যান্য ভাষ্যকারগণের মতে নূহ' ('আ) হইতে 'আদ গোত্রের বংশ-তালিকা এইরূপ : নূহ', সাম (shem), ইরম, 'আওস, 'আদ। সুতরাং পূর্বপুরুষের নাম অনুযায়ী এই জাতির নাম 'আদ ইরম। স্থানের নাম ইরম হওয়া জনশ্রুতি মাত্র। কু'রআন ৪৬ : ২১ অনুযায়ী 'আদগণ আল-আহ'ক'াফ (বালির পাহাড়)-এ বাস করিত। তাহাদের "ভাই" হূদ ('আ) তাহাদের নিকট পয়গাম্বররূপে প্রেরিত হন। পরবর্তীকালে মক্কার লোকেরা হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, হূদ ('আ)-এর সহিতও তাহারা ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করে. এই কারণে হূদ ('আ) ও কয়েকজন ধার্মিক লোক ভিন্ন তাহারা এক ভীষণ ঝড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (৭ : ৭১ ; ৫১ : ৪১ ; ৪১ : ১৬ ; ৫৪ : ১৯ ; ৬৯ : ৬)। পরিশেষে কু'রআন ৪৬ : ২৪ তাহারা অনাবৃষ্টিতে কষ্ট পায় বলিয়া বলা হইয়াছে। এই সকল নিদর্শন হইতে পয়গাম্বরের প্রতি আরোপিত বহু উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল উপাখ্যানে আরো কত প্রাচীন উপকরণ বর্তমান আছে তাহা সঠিকরূপে বলা যায় না। প্রাচীন কবিরা 'আদকে জানিতেন একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন জাতিরূপে (ত'রাফাঃ ১খ, ৮ ; মুফাদ্'দ'ালিয়াত ৮খ, ৪০ ; ইব্ন-হিশাম, ed. Wustenfeld, ১খ. ৪৬৮ ; যুহায়র ২০—১২ ও লুক'মান প্রবন্ধ তুলনা করুন)। এইজন্যই 'আদের আমল হইতে-কথাটি প্রচলিত হইয়াছে (হ'ামাসা, Freytag সম্পাদিত, ১খ, ১৯৫, ৩৪১)। হয'ায়লীদের দীওয়ানে তাহাদের রাজাদের (৮০ : ৬) এবং নাবিগ'া-র দীওয়ানে (২৫ : ৪) তাহাদের বিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হইয়াছে। মুসলিম-উপাখ্যানে ছ'ামূদ-দের (দ্র.) সহিত (কু'দাার) আল-আহ্'মারকে সংযুক্ত করে বলিয়া যুহায়র (মু'আল্লাক'া : ৩২ শ্লোক) কর্তৃক হয'ায়লী-দের দীওয়ানে 'আদ বংশীয় আহ্'মারের উল্লেখ বিবেচনার যোগ্য। 'উমান ও হ'াদ'রামাওতের মধ্যবর্তী বিরাট বালুকাময় মরুভূমিতে 'আদ জাতির বাসস্থান নির্ধারণের ন্যায় তাহাদের সম্বন্ধে 'আরবদের বংশ-তালিকাও স্বভাবতই মূল্যহীন। 'আরবরা আর্মকে ইরাম বলিয়া সনাক্ত করিয়া থাকেন। কয়েকজন আধুনিক পণ্ডিতও এইমত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা আদৌ নিশ্চিত নহে। ইহাদের মধ্যে লথ (Loth) 'আদকে সুজাত ইয়াদ গোত্র বলিয়া সনাক্ত করেন। পক্ষান্তরে স্প্রেংগার (Oaditos) ওয়াদিয়দের মধ্যে 'আদের সন্ধান লাভের প্রয়াস পান। টলেমীর মতে ওয়াদিয়রা বাস করিত উত্তর-পশ্চিম 'আরবে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী ১খ, ২৩১ ; (২) হামদানী, সি'ফা, পৃ. ৮০ ; (৩) Sprenger, Das Leben und die Lehre des. Mohammad, i. ৫০৫—৫১৮ ; do, Die alte Geogr, Arabiens, 199 ; (৪) Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme, i. 259 ; (৫) Blochet, Le Culte d'Aphrodite-Anahita chez les Arabes du Paganisme, 1902, p. 27 প. ; (৬) Loth, in ZDMG, xxxv. 622. প. ; (৭) Wellhausen, in Gottinger Gelehrte Anzeigen, 1902, p. 596 ; (৮) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin u. Leipzig, 1926, p. 125 প. ; (৯) H. Gliddon in BASOR, no. 73 (Feb. 1939), 13 প. ।

F. Buhl (S.E.I)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'আদত (عادة : 'আদাঃ), ফার্সী, তুর্কী এবং অন্যান্য ভাষায় 'আদাত। অর্থ অভ্যাস, রীতি ; একটি আইন সংক্রান্ত শব্দ, মুস্লিমদেশে ধর্মীয় বিধানের সহিত যে সকল বিচার্য বিষয়গুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, অথচ শারী'আত আইন-নিরপেক্ষরূপে দীর্ঘকাল চালু থাকার দরুন আইনরূপে পরিগণিত হয়, ইহার নাম। ধর্মশাস্ত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনের সহিত এই অধিকারের প্রায়ই পরমিল হয়, তজ্জন্য ইহার ব্যবহারিক বৈধতা বহুদেশে বিচারাধিকারকে ঐহিক ও পারত্রিক দুই ভাগে বিভক্ত করে। বর্তমানে কয়েকটা 'আদা-আইন সংগ্রহ পাওয়া যায়। সাহিত্যে কখনো কখনো 'আদাত শব্দের পরিবর্তে 'উর্ফ বা ক'ানূন শব্দ ব্যবহৃত হয়। (আদত আইন দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) I. Goldziher, Die Zahiriten, p. 204 প. ; (২) Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr. ii, 70 প, 314 : iv, i, p. 259 প. ; (৩) T. W. Juynboll, Handleiding, পৃ. ৮ প. ; (৪) Medjelle, artt. 36—45 and commentary ; for bibliography of Indian and North-African 'ada see ; (৬) Preussische Jahrbucher 1905, p. 290—292 ; for Iodia : Customs in the Trans-Border Territories of the North-West Frontier Provinces (Journ. As. Soc. Beng., lxxiii., pt. iii, 1904, Extra Number, p. I—34) ; for North-Africa : Said Boulifa, Le Kanoun d'Adni (in Recueil de Memories et de Textes, Algiers 1905, p. 151—179 ; (৭) Decambroggio, Kanoun Orfia des Berberes du Sud-tunisien (in Revue tunisisenne, ix. 346—356).

J. Goldziher (S.E.I)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'আদত আইন—'আরবী 'আদাত (عادة : 'আদাঃ) শব্দ হইতে উৎপন্ন। (সময় সময় আকস্মিক পরিবর্তনসহ) শব্দটি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলিম জাতিগুলির ভাষায় সাধারণতঃ দেশাচার ও রীতিনীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন সমাজ বা ব্যক্তি যাহাতে অভ্যস্ত, তাহাই তাহাদের 'আদাত. এমনকি জীব জন্তরও নিজস্ব 'আদাত আছে। ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা যেইরূপ ক্ষুদ্র সমাজে জীবন যাপন করে, তাহাতে প্রত্যেকেই চিরন্তন, বা চিরন্তন বলিয়া বিবেচিত রীতিনীতি পালন করিয়া চলিলে সামাজিক ঐক্য সম্ভব হয়। সমাজ বা ব্যক্তির মনে সংশয় জাগে যদি 'আদতকে উপেক্ষা করা হয়। ইহাতে অদৃষ্টপূর্ব ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয়। ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের অনুপ্রবেশের পর হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান

বিশেষত বিবাহ ও পারিবারিক আইন সম্পর্কীয় অনুষ্ঠানাদি ইসলামে দীক্ষিত সম্প্রদায়গুলির আদাতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সাধারণ আইনের কার্যবিধিও ইসলামসম্মত বিধান দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হইয়াছে।

রাষ্ট্র ও সমাজে যেই 'আদতগুলি নাগরিকদের আইনগত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে ও যাহাদের সহিত কোন বিচার্য বিষয়ের সংশ্রব আছে, সেই 'আদাতগুলিকে পরিভাষাগত ভাবে 'আদাত আইন বলা হয়। Snouck Hurgronje সর্বপ্রথম ইহার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেন। অ-মুসলিম জাতিগুলির রীতি-রেওয়াজকেও 'আদাত আইন বলা হয়। যেই সকল এলাকায় ইন্দোনেশিয়ান আইন বলবৎ আছে সেই সকল এলাকায় 'আদাত আইন কথাটির ব্যবহার প্রসারিত। মূল ইন্দোনেশিয়া ব্যতীত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালাক্কা, ফরমোসা এবং মাদাগাস্কারেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

ইন্দোনেশিয়ায় মুসলিম জাতিগুলি তাহাদের 'আদাতের ইসলামী অংশ ও দেশজ অংশের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে প্রায়ই ওয়াকিফহাল। প্রথমোক্তগুলিকে হুকুম সরত্ (হু'কুম-ই-শারী'আত) ও শেষোক্ত-গুলিকে 'আদাত নামে অভিহিত করিয়া ইহাদের পার্থক্য প্রদর্শন করা হয়। মতবাদ হিসাবে হু'কুম-সারত্-কে বাধ্যতামূলক স্বীকার করা হইলেও কার্যত উহার যতটুকু প্রথাগত আইনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, কেবল তাহাই প্রতিপালিত হয়। উনবিংশ শতকে 'আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশের সহিত বর্ধিত যোগাযোগের ফলে ইসলামী শারী'আত ইন্দোনেশিয়ায় অধিকতর সুপরিজ্ঞাত হইলে সেখানে কয়েকটি অঞ্চলে বিশুদ্ধ শার'ঈ আইনের সুষ্ঠ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদী 'আদতপন্থী দলগুলি তাহাদের প্রাচীন প্রথা আঁকড়াইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলের সিনাংকাবাউ-এর কথা বলা যাইতে পারে। তথাকার মাতৃকেন্দ্রিক রীতিনীতিগুলি ইসলামী পারিবারিক আইনের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি বিহীন। এই বিরোধের ফলে কয়েক ক্ষেত্রে ধর্মোন্মত্ততার আকস্মিক আবির্ভাব ও কলহ-বিবাদ ঘটিয়াছে। সমাজে পরস্পরবিরোধী অবস্থার প্রভাবে অনেক সময় 'আদাত আইনেরও পরিবর্তন ঘটে। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাও ইহার প্রয়োগকে সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে।

'আদাত আইন আবিষ্কার ও সংগ্রহ করা সহজ নহে। দেশীয় শাসকদের ফরমানই হইল উহা সংগ্রহের লিপিবদ্ধ উৎস। এইরূপ কিছু সংখ্যক ফরমান পাওয়া যায়। 'আদাত আইনের বর্ণনামূলক গ্রন্থগুলিতে 'আদাত শব্দকে ব্যাপকতম অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি, উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রণালীসহ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই কারণে 'আদাত আইনের সংগ্রহ ব্যাপারে এই জাতীয় গ্রন্থের মূল্য কম। প্রচলিত তথাকথিত আইনগ্রন্থগুলি পাশ্চাত্য ধারণানুযায়ী বাস্তবে আইনগ্রন্থ নহে। আইনের অধিকর্তাগণ শাসকদের প্রভাবে এইসকল পুস্তকে নিজেদের রায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহার সহিত প্রায়শ 'আদাত আইনের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত বিচারবুদ্ধিকে তাঁহারা এই সকল পুস্তকে আইনানুগ অভিমতরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। এই কারণে 'আদাত আইনের অনুসন্ধানে এই আইনগ্রন্থগুলি বিশেষ সহায়ক নহে।

উনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকজন ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক কর্মচারী সরকারী নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে 'আদাত আইনের প্রতি কিছুটা অনুরাগ প্রদর্শন করেন। ইহার পর Snouck Hurgonje তাঁহার De Atjehers (1892-93) নামক পুস্তকে সর্বপ্রথম প্রথাগত (Customary) আইনের গুরুত্বের উপর জোর দেন। পরে Van Vollenhoven's Het Adatrecht van Nederlandsch—Indie গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়; তাহাতেই সর্বপ্রথম 'আদাত আইনকে পূর্ণাঙ্গ আইন পদ্ধতিরূপে বিবেচনা করা হয়। এই পুস্তকটি শুধু ওলন্দাজ, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলমান ও অ-মুসলমান জাতিগুলির 'আদাত আইনের আলোচনায় সীমিত। বস্তুত ভূতত্ব ও নৃতত্ব বিষয়ক প্রাচীনতর রেখার এবং সরকারী স্মারকলিপি ও দলীল-পত্রাদিতে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য পুঞ্জীভূত ছিল, প্রয়োজন ছিল তথ্য উদ্ধারের জন্য শ্রমসাধ্য খনন কাজের শ্রম স্বীকার। অবশেষে Van Vollenhoven-এর অনুপ্রেরণায় ১৯১০ হইতে ১৯৪৩ খৃ. পর্যন্ত নিয়মিতভাবে ৪২ খণ্ড Adatrechtbundels প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সিরীজের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি : (১) প্রাচীনতর বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি সহজলভ্য করা এবং (২) ইহার সহিত নবলব্ধ তথ্যের সংযোজন করা। প্রচুর মালমশলা এই গ্রন্থসিরীজে বিধৃত হইয়াছে বটে তবে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতিও ইহাতে রহিয়া গিয়াছে। এই কারণে, 'আদাত আইন সংগ্রহের ব্যাপারে এখনও আমরা এই অঞ্চলের সমাজজীবন এবং ইহার শাসন প্রণালী পর্যবেক্ষণের উপর প্রধানত নির্ভরশীল।

'আদাত আইনের উৎস অনুসন্ধানে নৃতত্বকে উপেক্ষা করা চলে না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত যেমন, শারী'আত মুতাবিক বিবাহ সম্পন্ন হইবার পরও প্রায়ই একটি অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। শারী'আতে এই বিবাহের বৈধতা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হইলেও দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ঐ অনুষ্ঠানটি বাদ দিলে উহা সামাজিকতার চাপে প্রায় অবৈধ হইয়া পড়ে। এইরূপ ক্ষেত্রে 'আদাত আইন নৃতত্বের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু যদি কোন আচরণের জন্য কাহাকেও জনসমক্ষে দণ্ড দেওয়া হয় এই অজুহাতে যে, ঐ আচরণটি আত্মিক ক্ষতি সাধন করে, তাহা হইলে এই ব্যবস্থায় 'আদাত আইনের প্রয়োগ ঘটিল, না নৃতাত্বিক অনুশাসন কার্যকরী হইল এই প্রশ্নে বিতর্ক উপস্থিত হইবে। ইহাদের পার্থক্য সহজবোধ্য নহে।

ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র 'আদাত আইনে ইসলামী বিধানের সংমিশ্রন সমানভাবে ঘটে নাই। দেশীয় করনির্ধারণ পদ্ধতির সহিত সংঘর্ষে যাকাৎ ইচ্ছাকৃত দানের অধিক মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। পারিবারিক আইন সাধারণত শারী'আতের চাহিদা অনুযায়ী পুনর্গঠিত হইয়াছে। মৃতের দাফন কাফনও শারী'আত অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। ওয়াক্'ফ-এর মত যে সকল প্রতিষ্ঠান ইসলামের সহিত আগমন করিয়াছে সেইগুলির আইনগত প্রকৃতি সাধারণত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়া থাকিতে পারে। অবশিষ্ট বিষয়াদিতে শারী'আত শাসিত অঞ্চলে প্রাক-ইসলামী রীতি সম্পূর্ণ বিতাড়িত হওয়ার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল।

১৮শ শতাব্দীতে আইনের গ্রন্থায়ন (Codification) আরম্ভ হয়। গ্রন্থায়নের গুরুত্ব পরবর্তীতেও সমভাবে অনুভূত হইয়াছিল, কারণ, এই দেশবাসীকে তাহাদের প্রথাগত আইনের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকিবার সুবিধা দেওয়ার নীতি গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু 'আদাত আইনের সন্ধান ও সনাক্তকরণ দুঃসাধ্য হওয়ায় গ্রন্থায়নের কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে ঔপনিবেশিক সরকার একটি বিচার বিভাগীয় এলাকায় প্রচলিত 'আদাত আইনের মৌলনীতি-গুলিকে সুনিশ্চিতভাবে স্থির করার চেষ্টা করেন। ওলন্দাজ ভাষায়

এইরূপ এলাকাকে বলে rechtsgauw যেখানে একই 'আদাত আইন প্রচলিত। পরবর্তীতে ওলন্দাজ শাসিত ইন্দোনেশিয়ায় স্বতন্ত্র 'আদাত আইনের ক্ষেত্ররূপে প্রায় কুড়িটি এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়। এইরূপ বিভাগসমূহে প্রচলিত 'আদাতের বিশেষ বিবরণ দেশীয় আইনজ্ঞদের দ্বারা লিপিবদ্ধ অবস্থায় বর্তমান আছে।

অধুনা ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে 'আদাত আইনের প্রতি তেমন অনুরাগ দেখা যায়না বরং উহার অধ্যয়নে অনীহা প্রকাশ পাইয়াছে ; কারণ, তাঁহারা যে সকল আধুনিক আইন-কানুন প্রবর্তনে ইচ্ছুক সেইগুলির সহিত উহার বহু স্থলে সঙ্গতি নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) C. Snouck Hurgronje. The Achenese, Leiden 1906 ; (২) C. van Vollenhoven, Het Adatrecht van Neder-landsch indie, 3 vol., Leiden 1918-1933 ; do., De Ontdekking van het Adatrecht, Leiden 1928 ; Adatrechtbundels i-xlii, The Hague 1910-43 (continued, vol. xvi and xxi contain contributions to the adat law of the Philippines) ; (৩) Pandecten van het Adatrecht, vols, i-x Amsterdem-Bandoeng 1914-36 (these are divided according to the subjects of Adat Law) ; (৪) Dictionnaire de termes de droit coutumier indonesien, Amsterdam 1934 ; (৫) B. ter Haar, Beginselen en Stelsel van het Adatrecht, 1939 (English translation by A. Schiller and A. Hoebel : Adat Law) ; (৬) J. Prins, Adat en Islamietische Plichtenleer in Indonesie, The Hague 1948.

R.A. Kern (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আদম (আঃ) (آدم : আদাম) উপনাম আবু'ল-বাশার মানব জাতির জনক ও সা'ফীয়ুল্লাহ্, আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তি, বাইবেলের আদম। কু'রআনে তাঁহার সৃষ্টি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে : "আমি সুষম শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা দ্বারা মানব সৃষ্টি করিয়াছি" (১৫ : ২৬)। উপাখ্যান অনুযায়ী জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইস্‌রাফীল ফিরিশ্‌তা পালাক্রমে পৃথিবীর সাতস্তর হইতে সাত মুঠি ধূলি সংগ্রহের জন্য আল্লাহ্‌র আদেশ পান। ধরিত্রী মৃত্তিকা দানে অস্বীকৃতা হয়। অতঃপর 'আযরাঈল একই আদেশ্ প্রাপ্ত হইয়া একজন মানুষ সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ মাটি বলপূর্বক ছিন্ন করিয়া লন। সামান্য পরিবর্তনসহ এই উপাখ্যানটি য়াহূদী সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায় (See Targum of Jerusalem to Gen. ii, 7 ; Bab. Tal. Sanhedrin, P. 38a , Pirke R. Eli'ezer, ch. i, xi). সেই মৃত্তিকা নরম করার জন্য আল্লাহ ইহার উপর কয়েকদিন বৃষ্টিপাত করেন। ফিরিশ্‌তাগণ তাহা মর্দন করার পর আল্লাহ স্বয়ং তদ্দ্বারা মূর্তি গঠন করেন। প্রাণ দানের পূর্বে তিনি উহা শুকাইবার জন্য দীর্ঘকাল ফেলিয়া রাখেন। কু'রআনের ১৫ : ২৬ আয়াতের বরাত দিয়া মাস'উদী বলেন, আদমের দেহ ৮০ বৎসর ধরিয়া আকৃতিহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকে। প্রাণহীন অবস্থায় থাকে ১২০ বৎসর। (তু. Bereshit Rabba ad Gen ii. 7, and Abot de R. Natan (ed. Schechter) p. ২২.) আদম সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তাঁহাকে সিজ্‌দা করার জন্য ফিরিশ্‌তাদের আদেশ দেন, ইবলীস (শয়তান) ভিন্ন তাঁহাদের সকলেই হুকুম তা'মীল করেন ; তাহার বিদ্রোহের দরুন ইবলীস নিজের পতন এবং পরিণামে আদমের জান্নাত হইতে চ্যুত হওয়ার কারণ হয় (২ : ৩৬, ৭ : ২৪ ইত্যাদি) (হাওয়া দ্র.)।

আদম সর্বপ্রথম পয়গাম্বর। আল্লাহ তাঁহার নিকট আসমানী প্রত্যাদেশসমূহ প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ আদমের সম্মুখে পয়গাম্বরগণ সহ মানবজাতির সমস্ত লোককে একই সঙ্গে প্রদর্শন করেন। আদমের সহস্র বৎসর জীবিত থাকার কথা, কিন্তু দাউদ অত্যল্পকাল বাঁচিয়া থাকিবেন জানিতে পারিয়া তিনি নিজের জীবন হইতে তাঁহাকে ৪০ বৎসর দান করেন, তজ্জন্য আদমের হায়াত হয় ৯৬০ বৎসর (ত'াবারী, ১খ, ১৫৬ পৃ. ; ইবনু'ল-আছ'ীর, ১খ, ৩৭ পৃ.)। বেরেশিত রাব্‌বা, টীকা আদি পুস্তক, ৩ : ৮ ও :বমিদবার রাব্‌বা টীকা গণনা পুস্তক, ৭ : ৭৮ মিলাইয়া দেখুন ; তাহাতে আদি পুস্তক ৫ : ৫ এর উপর নির্ভর করিয়া বলা হইয়াছে, আদম দাউদকে তাঁহার ৭০ বৎসর আয়ু দান করেন। বিহিশ্‌ত হইতে বাহির হইয়া আদম সরন্দীবে (লঙ্কায়) অবতরণ করেন। স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি সেখানে ২০০ বৎসর অনুশোচনায় কাটাইয়া দেন (বাবিলনীয় তাল্‌মুদ , ইরুবীন ১৮ পৃ. মিলাইয়া দেখুন)। ঐ দ্বীপে একটি পর্বত আছে। পর্তুগীজেরা উহার নাম দেয় পিকোডি আদম ('Pico-de-Adam) বা আদমের পর্বত (Adam's peak), উপাখ্যান অনুযায়ী সেখানে একটি পাথরে আদমের ৭০ ফুট দীর্ঘ পদ-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আদমের তওবা কবুল হওয়ার পর জিবরাঈল তাঁহাকে মক্কার নিকটস্থ 'আরাফাত পাহাড়ে লইয়া আসেন ; সেখানে তিনি তাঁহার পত্নীর সাক্ষাৎ লাভ করেন , ত'াবারী. ১খ, ১২২ পৃ. ও ইবনু'ল-আছ'ীর, ১খ, ২৯ পৃ. এর মতে, আল্লাহ্ আদমকে কা'বা নির্মাণের আদেশ দেন এবং জিবরাঈল তাঁহাকে হ'াজ্জের আচার-পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন। য়াহূদী বৎসর অনুসারে ৬ই সীসান শুক্রবার আদমের মৃত্যু হয়। তিনি আবু কু'বায়স পাহাড়ের (য়া'কূ'বী, ed. Houtsma, ১খ. ৫ পৃ.) পাদদেশে রত্ন গুহায় (মাগ'রাত আল-কুনূয) সমাহিত হন। অন্যান্য লেখকদের মতে তাঁহার শব প্লাবনের পর Melchizedek কর্তৃক জেরুসালেমে আনীত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, ১খ, ১১৫ প ; (২) কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া' (ed. Eisenberg), ১খ, ২৩ প. , (৩) ছ'া'লাবী, আল-'আরা'ইস্, কায়রো, ১২৯৭, পৃ. ২৩ প. ; (৪) নাওয়াব'ী (ed. Wustenf.) p. 123 প. , (৫) মাস'উদী, মুরূজ (প্যারিস সংস্করণ) ১খ, ১১৫ প ; (৬) ইবনু'ল-আছ'ীর (ed. Tornb.), ১খ, ১১ , Weil,Biblische Legenden der Muselmanner, পৃ. ১২ প. ; (৭) G. Sale, দি কু'রআন, ১খ. ৫, টীকা , ২ : ৮৩ টীকা, ৪১০ টীকা , (৮) Grunbaum, Neue Beitrage zuf semit. Sagenkunde (Leyden 1893) p. 54 প. ; (৯) ZDMG ১৫খ. ৩১ প. ; ২৪খ, ২৮৪ প. ; ২৫খ, ৫৯ প. ; (১১) J. Horovtiz Koranische Untersuchungen. Berlin. 1926., p. 58.

M. Seligsohn (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আদম বান্নৌড়ী (آدم بنوڑی : আদাম বান্নৌড়ী)—শায়খ, ইনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছ'ানী (র)-এর প্রধান খলীফাদের অন্যতম। তাঁহার জন্মস্থান ছিল কস'বা মুদঃ (?) কিন্তু তিনি বান্নৌড়ে বসবাস করিতেন। এই স্থান সারহিন্দ হইতে বার ক্রোশ দূরে। 'রাওদ'াত আল-ক'ায়্যূমিয়াঃ গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে যে, তিনি মাতৃকুলের দিক দিয়া সায়্যিদ, পিতৃকুলের দিক দিয়া পাঠান

ছিলেন। 'কিন্তু হযরত শাহ ওয়ালীয়ুল্লাহ মুহ'াদ্দিছ' দেহলাব'ী (র) লিখিয়াছেন, মুল্লা 'আবদু'ল-হ'াকীম সিয়ালকোটী ও বাদশাহ শাহজাহানের মন্ত্রী সা'দুল্লাহ্ খাঁ শায়খ আদমের সহিত সাক্ষাতের সময় জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কোন্ বংশের? ইহার উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি সায়্যিদ; কিন্তু যেহেতু আমার মাতামহ আফগ'ানী ছিলেন, এই জন্য সাধারণের নিকট আমি আফগ'ানী বলিয়াই খ্যাত হইয়াছি। ইনি শুরুতে নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্র অনুগ্রহে কু'রআন মাজীদ হি'ফ্জ' করেন ও অন্যান্য জ'াহিরী 'ইল্ম মৌখিক শিক্ষা করেন। বাদশাহী সেনাবাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করেন, পরে কোন কারণে চাকুরী ছাড়িয়া দেন। ত'ারীক'াতের শিক্ষা প্রথমে সুলত'ান হ'াজ্জী খিদ্'র রাওস'ানীর নিকট লাভ করেন। ইহার পর হ'াজ্জী খিদ'রের ইঙ্গিতেই তিনি হযরত মুজাদ্দিদ সারহিন্দী (র)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকটই ত'ারীক'াত শিক্ষা সমাপ্ত করেন। শায়খ আদম 'নিকাতু'ল-আসরার' গ্রন্থে বলিয়াছেন, হযরত মুজাদ্দিদ (র) আজমীরে আমাকে কু'রআনের প্রকৃত শিক্ষা দান করেন এবং সারহিন্দে খিলাফাত প্রদান করেন।

সুন্নাতের অনুসরনে শায়খ আদম ছিলেন অদ্বিতীয়, শারী'আত ও ত'ারীক'াতের দৃঢ়তার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার জনৈক লাহোরী বন্ধু তাঁহাকে লাহোর আসিবার জন্য আহ্বান জানান, সেই সময় বাদশাহ শাহজাহান লাহোরেই ছিলেন। তিনি পাঁচ হাজার পাঠান সমভিব্যাহারে লাহোরে পৌছিলেন। সেখানে বহুলোক তাঁহার মুরীদ হইল। প্রত্যহ আফগানিস্তান হইতে বহুলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত। বহুসংখ্যক সাক্ষাৎপ্রার্থীর আগমনের ফলে বাজারে এবং পথে চলাফিরা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। বাদশাহ তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি "মালিকু'ল-'উলামা" মুল্লা 'আবদু'ল-হ'াকীম সিয়ালকোটী ও তাঁহার ওয়াযীর সা'দুল্লাহ খাঁকে প্রেরণ করেন। শায়খ (র) তাঁহাদিগকে তাঁহার খাস কামরায় প্রবেশের অনুমতি দিলেন না। তাঁহারা বাহিরেই বসিয়া থাকিলেন। যখন তিনি খাস কামরা হইতে বাহির হইলেন তখনও ইঁহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলেন না। বাদশাহ্র নিকট গিয়া মুল্লা 'আবদু'ল-হ'াক'ীম কোন অভিযোগ করিলেন না বটে, কিন্তু ওয়াযীর তাঁহার বিরুদ্ধে খুবই অভিযোগ করেন। ইহা শুনিয়া বাদশাহ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি মুজাদ্দিদে আলফে ছ'ানীর প্রতি ভক্তি-পরায়ন ছিলেন, সেইজন্য শায়খ (র) কে কোন শাস্তি দিলেন না। শুধ আদেশ করিলেন যে, শায়খ স'াহি'ব যেন হ'াজ্জ পালনের জন্য মক্কায় গমন করেন। প্রথম হইতেই তিনি হ'াজ্জের নিয়্যাত করিয়াছিলেন। এক্ষণে বাদশাহ্র আদেশ পাইয়া হ'াজ্জ যাত্রা করিলেন। শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া বলেন, সুরাট পৌছিলে সেখানকার শাসনকর্তার নিকট বাদশাহ্র আদেশ আসিল যে, শায়খ আদমকে শীঘ্রই ফেরত পাঠাইবে; কেননা আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, এই দরবেশের এই দেশ হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার কারণে আমার রাজত্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে। শাসনকর্তা তখন স্বীয় অক্ষমতা জানাইয়া লিখিলেন যে, আপনার আদেশ পৌছিবার পূর্বেই তিনি রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই বাদশাহ্ বন্দী হইলেন।

শায়খ আদম হ'াজ্জ সমাধা করিয়া মদীনা মুনাওওয়ারায় যান। সেখানে তিনি ১৩ শা'বান, ১০৫৩ হি./২৫ ডিসেম্বর ১৬৪৩ খৃ. ইন্তিকাল করেন। তাঁহার কবর হযরত 'উছ'মান গ'ানী (রা)-এর কবরের নিকট অবস্থিত।

হযরত খাওয়াজা মুহ'াম্মাদ মা'সূ'ম যখন হ'াজ্জে গিয়াছিলেন তখন হযরত শায়খ আদমের ইন্তিকাল হইয়াছিল। যখন হযরত খাওয়াজা জান্নাতু'ল-বাক'ীতে উপস্থিত হইতেন তখন হযরত শায়খ আদমের কবরের নিকট অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং ফাতিহ'া পড়িতেন।

তিনি সহস্র সহস্র আল্লাহান্বেষীকে আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার খানক'াহে প্রত্যহ এক হাজারেরও অধিক ত'ারীক'াত প্রার্থী উপস্থিত হইতেন; তাঁহারা লঙ্গরখানা হইতে দুই বেলা খানা পাইতেন। তাঁহার একশত জন খালীফা এবং একলক্ষ মুরীদ ছিলেন।

তাঁহার কয়েকজন বিখ্যাত খালীফার নাম নিম্নে দেওয়া গেল:

(১) সায়্যিদ 'ইলমুল্লাহ্ রায়-বেরলব'ী: ইনি অত্যন্ত ধার্মিক ও সুন্নাতে নাবাব'ীর পাবন্দ ছিলেন। হযরত সায়্যিদ আহ্'মাদ বেরলব'ী তাঁহারই বংশধর।

(২) হ'াফিজ' সায়্যিদ 'আবদু-ল্লাহ আকবারাবাদী; ইনি শাহ 'আবদু'র-রাহ'ীম ফারূক'ী দেহলাব'ীর পীর ছিলেন। হযরত শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ্ দেহলাব'ীর আধ্যাত্মিক সংযোগ তাঁহার পিতার মাধ্যমে ইঁহারই সহিত ছিল।

(৩) শায়খ মুহ'াম্মাদ সুলত'ান বালয়াব'ী।

(৪) শায়খ সা'দী লাহোরী।

(৫) হ'াফিজ' সা'দুল্লাহ ওয়াযীরাবাদী।

(৬) শায়খ 'উছ'মান শাহজাহানপুরী।

(৭) খাওয়াজা মুহ'াম্মাদ আমীন। ইনি বিশ বৎসর কাল শায়খ আদমের সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন। ইনি একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খালীফাবৃন্দ ও সন্তানদের অবস্থা, বিশেষ করিয়া স্বীয় পীর হযরত শায়খ আদমের অবস্থা ও জীবনী খুব বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন। মূলত এই গ্রন্থ লিখার উদ্দেশ্যই ছিল শায়খ আদমের জীবনী রচনা।

রচনাবলী: হযরত শায়খ আদম রচিত গ্রন্থাবলী ও পুস্তিকা-সমূহের মধ্যে (১) খুলাস'াতু'ল-মা'আরিফ ১খ, ফারসী ভাষায়। (২) নিকাতু'ল-আস্রার, (এই গ্রন্থের দুইখানি পাণ্ডুলিপি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রহিয়াছে) এই দুইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; এই দুইখানি গ্রন্থ উচ্চশ্রেণীর প্রবন্ধ ও সূক্ষ্ম জ্ঞানপূর্ণ। নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি তাঁহার রচিত:

(১) উদ্'হ'ল-মায'াহিব,

(২) নাতাইজু'ল-হ'ারামায়ন। তাঁহার বাণী ও পত্রাবলী সংগ্রহ, পাণ্ডুলিপি পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) তায্'কিরাতু'ল-'আবিদীন, দিল্লী, ২খ, ১২৪; (২) খাযীনাতু'ল-আস'ফিয়া ৫৯৫; শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ মুহ'াদ্দিছ' দেহলাব'ী, আল-ইন্তিবাহ, আহমদী প্রেস, দিল্লী, পৃ. ৪; (৩) রাওদ'াতু'ল-ক'ায়্যুমিয়্যাঃ (অনুবাদ); (৪) আনফাসু'ল-'আরিফীন, মুজ্তবাঈ-দিল্লী, ১৩৩৫ হি., ১৩খ, ১৪ পৃ; (৫) হ'াকীম সায়্যিদ 'আবদু'ল-হ'ায়্যি, নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র; (৬) সায়্যিদ আবু'ল-হ'াসান 'আলী নাদ্ব'ী, সীরাত-ই-সায়্যিদ আহ'মাদ শাহীদ; (৭) মুহ'াম্মাদ হ'াসান নাক্'শবান্দী, হালাত-ই-মশায়িখে নাক্'শবান্দিয়া মুজাদ্দিদিয়্যাঃ, মুরাদাবাদ ১৩২২ হি.; (৮) মির্যা মুহ'াম্মাদ আখ্তার দেহলাব'ী, তাযকিরা-ই আওলিয়া-

ই-হিন্দ, দিল্লী ১৯২৮ খৃ., ৩খ, ১০৩ ও ১০৪ ; (৯) C. A. Storey, Persian Literature ১/২, ইশারিয়াঃ।

নাসীম আহ্‌মাদ ফারদী আমরুহী (দা.মা.ই)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

'আদ্ল (عدل), ন্যায়পরায়ণতা, এই শব্দটি মাস্‌দার, বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'আদিল অর্থাৎ ন্যায়বান, ক্রটিহীন ; তজ্জন্য ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে যাহার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য এমন লোককে বুঝায়। ইহার বিপরীতার্থক শব্দ ফাসিক ; তু. Juynboll, Handleiding tot de kennis van de Moh. wet, p. 293 প. ; Dozy, Supplement, ii. 103। মুদ্রা বিজ্ঞানে 'আদ্ল অর্থ পূর্ণ ওজনের, তজ্জন্য এই শব্দটি (অনেক সময় সংক্ষেপে ع আকারে পরিণত করিয়া) মুদ্রার উপর অংকিত করা হয় ; তাহা হইলে বুঝা যায় যে, মুদ্রার ওজন সঠিক এবং উহা চালু মুদ্রা ('আদলী)।

Anonymus (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আন্‌সার (انصار) সাহায্যকারী, মক্কা হইতে হযরত (স')-এর হিজরতের পর মদীনার যে সকল বিশ্বাসী তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও সাহায্য করেন তাঁহাদের উপাধি। তাঁহাদিগকে সময় সময় অধিকতর স্পষ্টভাবে 'আন্‌সারু'ন-নাবী' বা নবীর সাহায্যকারী বলা হয়। শব্দটি সম্ভবত নাসীর (نصير)-এর বহুবচন। সম্বন্ধপদরূপে একবচনে 'আনসারী' শব্দের ব্যবহারও প্রচলিত আছে। যেমন, আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)। কু'রআনে 'ঈসা ('আ) প্রসঙ্গে তাঁহার শিষ্যগণ সম্পর্কে 'আন্‌সারুল্লাহ (৩ : ৫১ ; ৬১ : ১৪) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশ্বাসীগণের উচিত আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়া—এই ধারণা আল্লাহ্ কু'রআনে কয়েকবারই প্রকাশ করিয়াছেন। "তাহারা পথ প্রদর্শন করিয়াছে এবং অন্য মুসলিমগণ তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে" বলিয়া কু'রআনে বিশেষ মর্যাদার সহিত মুহাজিরীন-এর সঙ্গে আন্‌সারেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। (৯-১০০)। এতদ্ভিন্ন ৯ম সূরার ১১৭ আয়াতই কু'রআনের একমাত্র বাক্যাংশ যেখানে শব্দটি মদীনার মুসলিমদের প্রতি সরাসরি প্রযুক্ত হইয়াছে।

আনসার হযরত (স')-এর অতিশয় অনুগত ছিলেন। তাহাদিগকে হযরত (স')-এর উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শত্রুদের কোনরূপ সাহায্য করিতে নিষেধ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আন্‌সার তাঁহাদের পৌত্তলিক আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হযরত (স')-কে সংবাদ দানে আদিষ্ট হন। সঙ্কটজনক অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার পর আন্‌সার সমাজ শীঘ্রই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে আরম্ভ করে। মদীনায় প্রচুর মূল্যবান যুদ্ধলব্ধ (গ'নীমাত) দ্রব্য আমদানী হইতে থাকে ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়। মক্কা অধিকারের পর আন্‌সারের অনেকে আশঙ্কা করেন যে, হযরত (স') হয়ত এখন মক্কায় থাকিয়া যাইবেন, মদীনায় আর ফিরিয়া যাইবেন না ; কিন্তু হযরত (স') আনসার যেখানে বাস করেন সেখানে বাস করিতে এবং তাঁহারা যেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেখানেই মরিতে চাহেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের ঐ আশঙ্কা দূর করেন [মুহ'ম্মাদ (স') প্রবন্ধ তুলনা করুন]।

আন্‌সারের অনেকেই ইসলামী জিহাদে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। স্পেনে অধিকাংশ 'আরব প্রধানই ছিলেন 'আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর বংশধর। হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিতের ন্যায় তিনিও ছিলেন খায্‌রাজ গোত্রের লোক এবং তিনিও তাঁহার কবিতায় হযরত (স')-এর প্রশংসা করেন।

আনসার হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর স্মৃতির ভক্ত ও হাদীছ বিজ্ঞানে অগ্রগণ্য এবং ধর্মনিষ্ঠার উত্তম আদর্শ হইয়া দাঁড়ান। এই গৌরব ছিল সময় সময় তীব্র বাক্যে প্রকাশিত মক্কাবাসীদের গর্বের প্রতি তাঁহাদের প্রত্যুত্তর। তাঁহারা এই গৌরব করিতে পারিতেন যে, নির্যাতিত মুসলমানদের অতীব সঙ্কটের সময় একমাত্র তাঁহারাই ইহাদের সাহায্য করেন এবং তাঁহাদের আচরণ হযরতের নিকট হইতে স্বীকৃতি লাভ করে।

জনশ্রুতিমতে তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল দক্ষিণ 'আরবে। সেখানে তাঁহাদের গৌরবময় অতীত বর্ণনা করিয়া তাঁহারা নিজেদের প্রাথমিক ইতিহাসের এক সুন্দর বিবরণ রচনা করেন।

বংশ তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, মা'আরিবের বাঁধ ফাটিয়া যাওয়ার পরে আওস ও গাস্‌সানীয়দের সঙ্গে খায্‌রাজগণ দক্ষিণ 'আরব হইতে হিজরত করে। প্রত্যেক গোত্রের বিভাগগুলির বংশ তালিকা 'উমার ইব্‌নু'ল-খাত্ত'াবের খিলাফাত আমলে রাষ্ট্রীয় বৃত্তির অধিকারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে লিপিবদ্ধ করা হয়। কাজেই এইগুলি মোটামুটিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আওস ও খায্‌রাজ উভয় গোত্রই হযরতের সময় কয়েকটা উপ-গোত্রে বিভক্ত ছিল।

প্রাচীন কিংবদন্তী হইতে গোত্র দুইটির য়াছ্‌রিবে (মদীনা) বসতি-স্থাপন ও য়াহূদীদের সহিত তাহাদের যুদ্ধের বিবরণ জানিতে পারা যায়। তাঁহারা য়াহূদীদিগকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পান। গাস্‌সানী ও অপরাপর য়ামানীরা তাঁহাদের সাহায্য করেন। পরবর্তীকালে তাঁহারা আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া পড়েন। খায্‌রাজগণ ছিলেন প্রথমে অধিকতর শক্তিশালী। কিন্তু হিজরতের অল্পপূর্বে বু'আছ-এর যুদ্ধে তাঁহারা আওস ও কতিপয় য়াহূদীসহ আওসদের মিত্রদের হস্তে পরাজিত হন। পরবর্তীকালে উভয় পক্ষ শক্তিসাম্যে পৌঁছে কিন্তু কেবল হযরত (স')-এর আগমনের পরেই অভ্যন্তরীণ কলহ বন্ধ হয়। বদরের যুদ্ধে যোগদানকারীদের তালিকা হইতে আমরা উক্ত গোত্রদ্বয়ের প্রতিটির যোদ্ধৃ পুরুষের সংখ্যার একটি মোটামুটি হিসাব পাই। ইব্‌ন সা'দ তৎরচিত 'তাবাক'াত'-এ (২য় খণ্ড) আওস গোত্রের ৬৩ ও খাযরাজ গোত্রের ১৭৫ জন লোকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আস-সামহূদী, খুলাস'াতু'ল-ওয়াফা' ও Wustenfeld's-এর অনুবাদ, Geschichte der Stadt Medina in Abh. G. W. Gott., vol. ix ; (২) Wellhausen, Medina vor dem Islam (Skizzen und Vorarbeiten, iv, 3—64) ; (৩) A. J. Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina, Leiden 1908 ; (৪) H. Lammens, La Mecque a la veille de l'Hegire, Bairut 1924 ; (৫) Caetani, Annali ; Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 205 প. এবং শিবলী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী প্রভৃতি হযরত (স')-এর জীবনী-সংক্রান্ত অন্যান্য গ্রন্থ দ্র.।

H. Reckendorf (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আন্‌সার বাহিনী : বাংলাদেশ আনসার বাহিনী ; বাংলাদেশে আনসার নামে একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী রহিয়াছে। ইহা দেশ রক্ষার দ্বিতীয় ব্যূহ হিসাবে কাজ করে। রাসূলুল্লাহ (স')-এর আমলে মদীনার আনসার যে ধর্মানুরাগ, দেশাত্মবোধ ও সমাজ সেবার অপূর্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শের অনুপ্রেরণায় ১৯৪৮ খৃ. (একটি অর্ডিন্যান্স বলে) এই বাহিনী গঠিত হয়। বর্তমানে এই বাহিনীর

লোকবল অনুমানিক তিন লক্ষ। তাঁহারা সকলেই অস্ত্র-চালনা ও যুদ্ধ-বিদ্যায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। এই বাহিনীর প্রধান কর্তব্য হইতেছে ঃ

(১) শান্তিপূর্ণ অবস্থায় দেশের উন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক কর্মে অংশগ্রহণ করা।

(২) দেশে শান্তি ও আইন শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজন মত পুলিশ ও সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করা।

(৩) জাতীয় জরুরী অবস্থায় সঙ্কট মুকাবিলার কাজে সামরিক বাহিনীর সাহায্য করা।

আনাস ইব্‌ন মালিক, আবূ হ'াম্‌যাঃ (রা) (انس بن مالك، ابو حمزة) সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হ'াদীছ' বর্ণনাকারী সা'হ'াবীগণের অন্যতম। হিজরতের পর তাঁহার মাতা তাঁহাকে সেবকরূপে হযরত (স')-কে প্রদান করেন। তাঁহার নিজের বর্ণনানুযায়ী তাঁহার বয়স তখন দশ বৎসর। তিনি বদরে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই। সেই জন্য তাঁহাকে বদরের যোদ্ধাদের মধ্যে গণ্য করা হয় না। হযরত (স')-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত আনাস (রা) তাঁহার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি প্রায় সকল জিহাদে যোগদান করেন। গৃহযুদ্ধগুলিতেও তাঁহার কিঞ্চিত অংশ ছিল। ৬৫/৬৮৪ অব্দে বসরায় তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর পক্ষে স'ালাতে ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌নি'ল-আশ্‌'আছ'-এর বিদ্রোহের সময় হ'াজ্জাজ হযরত আনাস (রা)-কে এই বলিয়া তিরস্কার করেন যে, তিনি পূর্ববর্তীতে যেমন উমায়্যাদের শত্রু 'আলী ও ইব্‌নু'য-যুবায়রের পক্ষ সমর্থন করেন তেমনি এখনও বিদ্রোহীদের দলভুক্ত। হযরত (স')-এর সাহ'াবীরূপে তিনি অত্যন্ত উচ্চ সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হ'াজ্জাজ তাঁহার গলায় নিজের মোহরযুক্ত একগাছা রজ্জু বাঁধিয়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই (৭২/৬৯১)। তবে কথিত আছে যে, খালীফা 'আবদু'ল-মালিক হ'াজ্জাজের এই অসম্মান-জনক কার্যের জন্য হযরত আনাস (রা)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে বসরায় হযরত আনাস (রা)-এর মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়স বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃত বর্ণনায় ৯৭ হইতে ১০৭ বৎসরের মধ্যে ছিল। সর্বাধিক বর্ণনায় তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ৯১-৯৩/৭০৯-৭১১ উল্লেখ করা হইয়াছে। আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বালের মুসনাদে তাঁহার বর্ণিত হ'াদীছে'র একটি বড় সংগ্রহ স্থান পাইয়াছে।

তাঁহার মাতার অনুরোধে মহানবী (স') তাঁহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি ও সার্বিক মঙ্গলের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার বহু সংখ্যক সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করিয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার সন্তান-সন্ততির সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১২৫ জন। তাঁহার ক্ষেতে ও বাগানে প্রচুর ফসল ও ফল জন্মিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুসনাদ, ৩খ, ৯২ প.; (২) বালাযু'রী, ৩৮১ পৃ.; (৩) ত'াবারী, ১খ, ২৪০৯, ২৫৫৯, ২৯৬০, ২খ, ৪৬৫, ৮৫৫; (৪) ইব্‌ন কু'তায়বাঃ, মা'আরিফ (ed. Wustenfold), ১৫৭ পৃ.; (৫) নাওয়াব'ী, ১৬৬ পৃ.; (৬) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, উসদু'ল-গ'াবাঃ (কায়রো ১২৮৬), ১খ, ১২৭ প.; (৭) ইব্‌ন হ'াজার, ইস'াবাঃ, ১খ, ১৩৮; (৮) ইব্‌ন খাল্লিকান, de Slane কর্তৃক অনূদিত, ২খ, ৫৮৮; (৯) দামীরা, হ'ায়াতু'ল-হ'ায়াওয়ান, ৩৫০ পৃ.. Caetani কর্তৃক উদ্ধৃত, Annali dell' Islam (ভূমিকা অধ্যায়, ২৬' ১নং টীকা)।

A. J. Wensinck (S.E.I)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আবজাদ (ابجد) মুখস্থ করার সুবিধার জন্য 'আরবী ২৮টি বর্ণমালাকে ভাগ করিয়া যে আটটি শব্দে বিন্যস্ত করা হইয়াছে, আবজাদ উহাদের মধ্যে প্রথম শব্দ। আল-মাশরিক' ('আরব ও তৎসংলগ্ন এলাকা)-এ শব্দগুলির ক্রম ও উহাদের স্বরচিহ্ন সাধারণত এইরূপ ঃ

ابجد - هوز - حطى - كلمن - سعفص - قرشت - ثخذ - ضظغ

আল-মাগ'রিবে (উত্তর আফ্রিকা, স্পেন ও পর্তুগাল) পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম শব্দের মধ্যে অক্ষরপুঞ্জের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে সেই পার্থক্য দেখান হইল ঃ

ابجد - هوز - حطى - كلمن - صعفض - قرست - ثخذ - ظغش

এই শব্দগুলির স্বরচিহ্নেও পার্থক্য রহিয়াছে। প্রাচ্য (আল-মাশরিক') ক্রমের প্রথম ছয়টি অক্ষরপুঞ্জে ফিনীশিয় ভাষার বর্ণমালার ক্রম যথাযথভাবে বর্তমান রহিয়াছে। শেষের দুইটি অতিরিক্ত অক্ষরপুঞ্জে শুধু 'আরবীতে ব্যবহৃত ব্যঞ্জন বর্ণগুলিই একত্র করা হইয়াছে। এইজন্য এই দুইটিকে روادف (বাহনের পশ্চাদাংশে আরোহনকারী) বলা হয়।

কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গীতে পরীক্ষা করিলে বর্ণমালার এই ক্রমসজ্জায় কৌতূহলের একটি মাত্র কারণ আছে। তাহা এই যে, (য়াহূদী এবং গ্রীকদের ন্যায়) প্রত্যেক অক্ষরেরই ইহার স্থান হিসাবে একটি সাংখ্যিক মূল্য নির্ধারিত করা হইয়াছিল। এই আটাশটি অক্ষরকে ৯টি করিয়া তিনটি বর্ণশ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। যথা ঃ

(১) প্রথম বর্ণ (الف) হইতে নবম বর্ণ (ط) পর্যন্ত একক সংখ্যা সূচিত হয়, যথা ঃ الف-১, ب-২, ط-৯; (২) দশম বর্ণ (ى) হইতে ১৮তম বর্ণ (ص) পর্যন্ত দশক সংখ্যা সূচিত হয়, যথা ঃ ى-১০, ك-২০, ص-৯০; (৩) ১৯তম বর্ণ (ق) হইতে ২৭তম বর্ণ (ظ) পর্যন্ত শতক সংখ্যা সূচিত হয়, যথা ঃ ق-১০০, ظ-৯০০; সর্বশেষ অক্ষর غ-এর সাংখ্যিক মান হইল ১০০০। পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং অষ্টম অক্ষরপুঞ্জের অক্ষরগুলির সংখ্যামান উল্লেখিত অক্ষরপুঞ্জ বিন্যাস-দ্বয়ের প্রেক্ষিতে পৃথক হইবে। উদাহরণস্বরূপ ঃ بسم الله الرحمن الرحيم-এর সংখ্যামান এই রূপ ঃ (ب) ২+(س) ৬০+(م) ৪০ +(ا) ১+(ل)(৩০+(ل)৩০+(ه) ৫+(ا) ১+(ل) ৩০+(ر) ২০০+(ح) ৮+(م) ৪০+(ن) ৫০+(ا) ১+(ل)৩০+(ر) ২০০+(ح) ৮+(ى) ১০+(م) ৪০=৭৮৬।

সংখ্যা হিসাবে 'আরবী অক্ষরের ব্যবহার সর্বদাই সীমাবদ্ধ ও ব্যতিক্রমরূপে হইয়া আসিতেছে, ব্যাপকভাবে ইহার ব্যবহার হয় না, কারণ, আসল সংখ্যা (দেখুন, গণিতশাস্ত্র প্রবন্ধ, ইন্‌সাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, ২য় সংস্করণ) অক্ষরের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। এতদসত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ঐগুলি এখনও ব্যবহৃত হইতেছে ঃ (১) উসতু'রলাব (Astrolabe) নামক যন্ত্রে সংখ্যাসূচক অক্ষরের ব্যবহার, (২) উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যথা ঃ জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির সন তারিখ জ্ঞাপক খণ্ড পদ্যে (শিলালিপি প্রভৃতিতে) ইহা এক বিশিষ্ট রীতিতে ব্যবহৃত হয়, ইহাকে আত্ত-তুম্মালও বলা হয় (দেখুন, গণিত ও ইতিহাস প্রবন্ধ, ইন্‌সাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ); (৩) ভাগ্য গণনা, শুভাশুভ নির্ণয় এবং কয়েক প্রকার বিশেষ উপলক্ষ্যের তারিখ লিখিবার কাজে ব্যবহার (যথা ঃ ب-২, د-৪ واو-৬, ح-৮ ইত্যাদি সংখ্যা (بدوح)। এখনও উত্তর আফ্রিকার 'ত'ালিব' (ফকীর বা যাহারা তা'ব'ীয (تعويذ) লেখা, ঝাড়ফুঁক দেওয়া প্রভৃতি কাজ করে) টোনা, টোটকা প্রভৃতি কতগুলি কাজের জন্য বিশিষ্ট

নিয়মে গাণিতিক মানের ভিত্তিতে অক্ষরের ব্যবহার করে। এই নিয়মকে ايقش বলা হয়। ايقش-এর অক্ষরগুলির ক্রমিক মান নিম্ন-রূপ : ১, ১০, ১০০, ১০০০। যাহারা এই প্রকার 'আমল করে দেশীয় ভাষায় তাহাদিগকে نقاش বলে। (৪) বর্তমান কালের রীতি অনুসারে পুস্তকের ভূমিকা ও সূচীপত্রের পত্রাঙ্ক নির্দেশে ব্যবহার; এইরূপ স্থলে য়ুরোপীয়গণ রোমীয় অঙ্ক (যথা: i, ii, v ইত্যাদি) ব্যবহার করেন।

'আরবী বর্ণমালার এই আবজাদী বিন্যাস যদিও নিশ্চিতই বহু পুরাতন, তথাপি বর্ণের ধ্বনি অথবা আকৃতির সহিত এইগুলির কোন বিশেষ সামঞ্জস্য নাই।

প্রথম ২২টি বর্ণের বিন্যাস "রা'স শামরা"য় (লাযি'কি'য়্যা বা Latakia-র নিকট অবস্থিত একটি 'আরব গ্রাম) আবিষ্কৃত একটি প্রাচীন ফলকেও রহিয়াছে। এই ফলকে খৃ. পূ. চতুর্দশ শতাব্দীর উগারীত-দের ব্যবহৃত তীরাক্ষর বর্ণমালারও তালিকা রহিয়াছে। উগারীত ভাষা প্রাচীন হিব্রু ভাষার সহিত সম্পর্কিত একটি সামীয় (Semitic) ভাষা (Ch. Visrolleaud ; 'L'abecedaire de Ras Shamra ; in GLECS, 1950, P. 57)। সুতরাং অন্তত এই আবজাদী বিন্যাসের মূলত কান'আনী হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু ইহাও সত্য যে, হিব্রু ও আরামী বর্ণমালাতেই এই বিন্যাস প্রণালী বর্তমান আছে এবং নিঃসন্দেহে 'আরবগণ হিব্রু অক্ষরগুলি এই ক্রম-বিন্যাস প্রণালীসহ উক্ত ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। অন্য দিকে 'আরবগণ অপর সামীয় ভাষাগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল; উপরন্তু তাহারা গভীর আত্মসম্মান জ্ঞান ও জাতীয় গৌরববোধের অধিকারী ছিল, তাহাদের বেশ কিছু বিশিষ্ট মানসিক প্রবণতাও ছিল। এইসব কারণে তাহারা এই বর্ণমালা বিন্যাস প্রণালীর অর্থাৎ আবজাদ প্রভৃতির (যাহা তাহারা ঐতিহ্য হিসাবে পাইয়াছিল আর যাহা তাহাদের জন্য বোধগম্য ছিল না) উদ্ভবের অপর কারণ অনুসন্ধান করিত। এই সম্পর্কে তাহারা যাহা বলিয়াছে, যতই চিত্তাকর্ষক হউক না কেন, এইগুলি কাল্পনিক কাহিনী মাত্র। একটি বর্ণনা এই : মাদ্য়ানের ছয়জন বাদশাহ 'আরবী বর্ণমালাকে তাঁহাদের নামানুসারে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। আর একটি বর্ণনা হইল—বর্ণমালার ক্রম-বিন্যাসের প্রথম ছয়টি শব্দ ছয়জন দেবতার নাম। তৃতীয় আর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, উহা সপ্তাহের দিনগুলির নাম। Sylvestre de Sacy উল্লেখযোগ্য মনে করিয়াছেন যে, এই সমস্ত বর্ণনায় শুধু প্রথম ছয়টি শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া শুক্রবারের নাম ثخذ না বলিয়া عروبة বলা হইয়াছে। এই সমস্ত সন্দেহযুক্ত বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যে, পূর্বে 'আরবী বর্ণমালায় শুধু ২২টি অক্ষর ছিল, গ্রহণযোগ্য হইবে না (J. A. Sylvestre de Sacy : Grammaire 'arabe, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, ৯ম ভাগ)। 'আরবদের মধ্যেও এমন বড় বড় ব্যাকরণবিদ, যথা, আল-মুবাররাদ, আস-সীরাফী প্রভৃতি ছিলেন যাঁহারা আবজাদ সম্বন্ধীয় এই সকল কাল্পনিক গল্প বিশ্বাস করিতেন না। ইহারা পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত মুখস্থ করিবার পক্ষে সহায়ক শব্দগুলি 'আরবী নহে।

কিন্তু এই সমস্ত কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যেও একটি কথা উল্লেখ-যোগ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক। তাহা এই যে, মাদ্য়ানের ছয় বাদশাহর মধ্যে এক বাদশাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন (كا ن ر ئيسهم)। ইনি ছিলেন كلمن, তাঁহার নাম সম্ভবত ল্যাটিন "elementum" (প্রথম, প্রাথমিক) শব্দের সহিত সম্পর্কিত ছিল।

বর্ণমালার দ্বিতীয় ক্রম বিন্যাস, যাহা এই আবজাদী বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই বর্তমান এবং বর্তমানে যাহা প্রচলিত সে সম্বন্ধে দেখুন, বর্ণমালা প্রবন্ধ (ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, ২য় সংস্করণ)।

ইহার উপর বলা যায় যে, উত্তর আফ্রিকার বিশেষণ পদ "ابو جادى" এখনও প্রাথমিক, নূতন, অপরিপক্ক (শাব্দিক অর্থে এখনও বর্ণমালার পর্যায়েই আছে) অর্থে ব্যবহৃত হয়। (তুলনা করুন, ফারসী ও তুর্কী : ابجد خوان, ইংরেজী abecedarian, জার্মান : Abeschuler)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Lane, Lex আবজাদ শব্দ ; (২) তাজু'ল-'উরূস, ا, ب, ج, د, প্রবন্ধ ; (৩) আল-ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৪-৫ ; (৪) Cantor, Vorl. nbcr Gesch. d. Math. তৃতীয় সং, ১খ, ৭০৯ ; (৫) Th. Noldeke, Die semitischen Buchsta bennamen in Beitrage zur semit. Sprachwiss, 1904, 124 ; (৬) H. Bauer, Wie ist die Reihenfolge der Buchstaben im Alphabet zustande gekommen in ZDMG. 1913 p. 501 ; (৭) G. S. Colin, De l'origine grecque des : "chiffres de Fes" et de nos "chiffres arabes" in J. A. 1933 ; (৮) J. Fevrier, Histoire de l'ecriture, 1948 p. 222 ; (৯) D. Diringer, The Alphabet, 1948 ; (১০) M. G. de Slane, Les Prolegomene's d'Ibn Khaldoun, 1 : 241—253 ; (১১) E. Westermarck, Ritual and Belief in Morocco, 1 ; 144 ; (১২) E. Doutte, Maige et religion dans : l'Afrique du Nord, p. 172—195.

G. Weil, G. S. Colin (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

'আব্দ (عبد) ক্রীতদাস, ভৃত্য।

(১) সামাজিক ও আইনগত অর্থে :

(ক) প্রাচীন 'আরবে দাস প্রথা : দাসপ্রথা একটি অতি প্রাচীন প্রথা। প্রাচীন পৃথিবীর সর্বত্রই ইহা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন 'আরবেও ইহার প্রচলন ছিল। য়াহূদী, খৃস্ট প্রভৃতি ধর্মেও দাস প্রথার সমর্থন রহিয়াছে। ইসলাম শুধু সেই সমস্ত যুদ্ধবন্দীকে দাসে পরিণত করিতে অনুমতি দেয় যাহারা মুসলিম নহে, মুসলিম দেশের প্রজা নহে অথবা মুসলিম রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিবদ্ধ অপর দেশের প্রজা নহে।

পুরুষ ক্রীতদাসকে সাধারণত 'আরবীতে 'আব্দ (বহু : 'আবীদ (عبيد) অথবা মামলূক (مملوك B.) এবং স্ত্রী দাসকে আমা: (أمة) অথবা জারিয়া: (جارية) বলা হইত।

দাসত্ব প্রথাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্মপীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। عبدى অর্থাৎ আমার দাস বা امتى অর্থাৎ আমার দাসী—এইরূপ কখন তিনি পসন্দ করিতেন না। তিনি নির্দেশ দেন যে, তাহাদিগকে হয় فتاى আমার যুবক, فتاتى আমার যুবতী বা غلامى আমার বালক বা ছোকরা—এই জাতীয় আখ্যায় সম্বোধন করিতে হইবে। (বুখারী, রাশীদিয়্যা: ১খ, ৩৪২)।

শিশু ও নারী যাহারা রাসূল (স)-এর সময়ে যুদ্ধে বন্দী হইত তাহাদিগকে মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত না করিলে প্রাচীন প্রথানুযায়ী তাহারা দাসে পরিণত হইত। এইভাবে বানূ-মুস'তা'লিকে'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহু স্ত্রীলোক মুসলিমগণের হস্তগত হয়। ইহাদের মধ্যে জুওয়ায়রিয়া বিন্‌ত আল-হ'ারিছ'ও ছিলেন। ইনি ছ'াবিত ইব্‌ন ক'ায়সের অংশে পড়েন। ছ'াবিত তাঁহাকে মুক্তিপণে মুক্তি দিতে রাযী হইলেন এবং

পণের পরিমাণও নির্ধারিত হইল। জুওয়ায়রিয়া তখন হযরত (স')-এর নিকট মুক্তিপণ আদায়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। হযরত (স') তাঁহার মুক্তিপণ দিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। তিনি হযরত (স')-এর মহানুভবতা দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন। হযরত (স') তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই অপ্রত্যাশিত শুভ পরিণয় মুসলিমগণকে বানু মুস্'তালিকে'র অন্যান্য নারী-বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, তাঁহারা চিন্তা করিলেন, হযরত (স') যে গোত্রের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইলেন সে গোত্রের কোন নারীকেই ক্রীতদাসীরূপে রাখা উচিত হইবে না।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় 'আরবে ইসলাম-পূর্ব যুগে ক্রয় সূত্রে ও লুণ্ঠন মাধ্যমে স্বাধীন লোককে বন্দী করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিবার প্রথাও ছিল। উদাহরণত, যায়দ ইব্নু'ল-হ'ারিছ'ার নাম করা যায়। যায়দ ছিল সম্ভ্রান্ত বানূ কাল্ব গোত্রের সন্তান। একদিন শৈশব কালে তাঁহার মাতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নিজ গোত্রে গমন করিতেছিলেন। এমন সময় কয়েকজন অশ্বারোহী হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমন করে। যায়দ তাহাদের হাতে বন্দী হয়। তাহারা যায়দকে মক্কার 'উকাজ' মেলায় বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করিলে হযরত খাদীজা (রা) তাহাকে ক্রয় করেন। হযরত (স')-এর সহিত খাদীজার বিবাহ হইলে তিনি যায়দকে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করেন। রাসুলুল্লাহ (স') অচিরেই তাহাকে মুক্তি দিলেও যায়দ তাঁহার নিকটই থাকিয়া যান। হযরত (স') তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ ও প্রতিপালন করেন। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কয়েকজন কাল্ব গোত্রীয় ব্যক্তি মক্কায় যায়দকে দেখিয়া চিনিতে পারেন ও তাঁহার পিতাকে এই সংবাদ দেন। যায়দের পিতা পুত্রকে মুক্ত করার জন্য দ্রুত মক্কায় উপস্থিত হইয়া হযরত (স')-কে বলিলেন, আমরা উহার মুক্তিপণ দিতেছি, আপনি উহাকে স্বাধীনতা দিন। হযরত (স') যায়দকে পিতার সহিত যাইতে অনুমতি দিলেন; কিন্তু যায়দ হযরত (স')-এর নিকট অবস্থান করাই অধিকতর শ্রেয় মনে করিলেন।

সেই সময় বহু আরবও ক্রীতদাস ছিল। কিন্তু তাহারা পূর্ব হইতেই দাসে পরিণত হইয়াছিল। ইসলাম-পূর্ব যুগে বহু কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায় ক্রীতদাস 'আরবে ছিল। ইহাদিগকে আফ্রিকা ও 'আরবের উত্তরাঞ্চল হইতে আমদানী করা হইত (Comp. G. Jacob, Altarab. Beduin-enleben, 2nd. ed. p 137; 'Antara, Mu'allaka, Verse 27, ed. Arnold, p. 153)। কথিত হয়, 'উমার (রা)-ই সর্বপ্রথম এই নীতি নির্ধারণ করেন যে, যুদ্ধবন্দীই হউক অথবা মূল্য প্রদানে ক্রয় করাই হউক, কোন অবস্থাতেই কোন 'আরবকে ক্রীতদাসে পরিণত করা যাইবে না, শুধু অন-'আরবগণই ক্রীতদাসে পরিণত হইতে পারিবে (তু. A. von Kremer, Kulturgesch. des orients unter den chalifen. i. 104)। যাহা হউক, ইসলামী শারী'আতে কোন মুসলিমের পক্ষে অপর মুসলিমকে ক্রীতদাসে পরিণত করা নিষিদ্ধ। কাজেই মুসলিম পিতামাতার জন্য সন্তান বিক্রয় নিষিদ্ধ (Comp. however, E. W. Lane, Modern Egyptians. i, ch. vii : Domestic life, the lower orders.), উত্তমর্ণও তাহার মুসলিম খাতককে ঋণের দায়ে দাসরূপে বিক্রয় করিতে পারে না। রোমান আইনে উহা সিদ্ধ ছিল। কিন্তু দাসগণ পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করিলেও (অধিকাংশই তাহা করিত) তাহারা দাস থাকিয়া যাইত। স্বাধীন ব্যক্তিকে ক্রয় সূত্রে দাসে পরিণত করা প্রথম চারি খালীফার যুগে অজ্ঞাত ছিল। অন্তত তাঁহাদের আমলে ক্রয়দ্বারা দাস সংগ্রহের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়না (Spirit of Islam, Syed Ameer Ali, London. p. 267)। কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়া দাসরূপে বিক্রয় করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, উক্ত প্রকার ক্রয় বিক্রয় আদালতে অগ্রাহ্য।

(খ) কু'রআন ও হ'াদীছে' عبد -এর ব্যবহার :

ইসলাম পূর্ব 'আরব ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের দাসগণের দুরবস্থা সম্পর্কে কু'রআনের কয়েক স্থানে আলোকপাত করা হইয়াছে; যথা, সূরাঃ ১৬ : ৭৫। অন্যদিকে কু'রআন দাসগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার আদেশ প্রদান করে (৪ : ৩৬; ১৬ : ৭১)। দাসগণকে তাহাদের স্বাধীনতা ক্রয়ের ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য যাকাত স'াদকার অর্থ ব্যয় করার ব্যবস্থা কু'রআনের ভাষায় فك رقبة ঘাড় ছাড়ান), অর্থাৎ দাসের মুক্তি একটি অতি পুণ্য কর্ম। একই অর্থে الرقاب (একবচন رقبة) অথবা تحرير رقبة কু'রআনে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনিচ্ছাকৃত হত্যার দণ্ড (৪ : ৯২), কসম ভঙ্গ করার অপরাধ পালন (৫ : ৮৯) এবং জি'হারের কাফ্ফারাঃ (দ্র.) (৫৮ : ৩)-স্বরূপ দাসকে স্বাধীনতা প্রদানের বিধান যেই সকল আয়াতে রহিয়াছে তাহাতে "রাকাবাঃ ও রিকা'ব" শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রীতদাসদের সহিত সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে যে সমস্ত আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে (২৪ : ৩১-৩৩) তাহাতে উল্লেখ হইয়াছে যে, পরিবারের অন্য সকলের সহিত দাসগণের সম্পর্ক সম্মানজনক ও বন্ধুত্বমূলক হইতে হইবে। ক্রীতদাসীদিগকে যৌনবৃত্তিতে নিয়োগ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (২৪ : ৩৩)। ২৪ : ৩৩ আয়াতে ক্রীতদাস মুক্তি প্রার্থনা করিলে তাহাকে কিতাবাঃ অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে স্বাধীনতা দানের লিখিত চুক্তির সুযোগ দিতে আদেশ করা হইয়াছে। কু'রআনের একটি অভিনব বিধানে বিবাহের ব্যাপারে মুশরিক (অংশীবাদী) স্ত্রী বা পুরুষ অপেক্ষা মুসলিম ক্রীতদাসী বা ক্রীতদাসকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে (২ : ২২১)।

প্রাক-ইসলামিক যুগে মেয়েরা সাধারণ তৈজসপত্রের শামিল ছিল। ক্রীতদাসী ছিল নিম্নতর; যৌনমিলনসহ মালিক তাহাকে সর্বপ্রকারে ব্যবহার করিত। ইসলাম প্রত্যক্ষভাবে এই প্রথা নিষিদ্ধ করে নাই, কিন্তু দাস-দাসীর বিবাহের আদেশ দিয়া (২৪ : ৩২) পরোক্ষভাবে এই প্রথার ক্রমোচ্ছেদের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। দাসী সন্তানের জননী (উম্মু'ল ওয়ালাদ দ্র.) হইয়া পড়িলে সে স্ত্রীর পর্যায়ে উন্নীত হয়।

হ'াদীছ' সংগ্রহগুলিতে সাধারণতঃ তিনটি অধ্যায়ে দাসদের বিষয়ে আলোচনা দেখা যায় : اعتاق (দাসকে মুক্তি দান), الولاء (মুক্তিদাতা ও মুক্তদাসের পারস্পরিক উত্তরাধিকার সম্পর্ক) এবং كتابة (পণের বিনিময়ে মুক্তিদানের লিখিত চুক্তি)। হ'াদীছে' ক্রীতদাসদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করা হইয়াছে। তাহারা মুসলিমগণের ভ্রাতা, যে ক্রীতদাসকে প্রহার করিবে সে ঐ দাসকে মুক্তি দিলেই তবে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইতে পারিবে। বিভিন্ন অপরাধের জন্য গোলাম আযাদ করা একটি বিশেষ নীতি। বিভিন্ন অবস্থায় দাসদের দণ্ডবিধি; দাস ক্রয়-বিক্রয় এবং তাহাদের বিবাহের ব্যাপারে যে সকল খুঁটিনাটি বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অধিকতর শৃংখলাবদ্ধভাবে এ বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে (তু. Wensinck, Handbook, s. v. Slaves., Manumission, etc)। দাসমুক্তি সম্পর্কে বর্ণিত অনেকগুলি হ'াদীছে' ক্রীতদাসী 'বারীরাঃ'-এর উল্লেখ দেখা যায়। হযরত 'আইশাঃ (রা) মুক্তিদানের

জন্য বারীরাঃ-কে ক্রয় করিতে চাহেন। তাহার প্রভু-পক্ষ এই শর্তে বিক্রয় করিতে রাযী হয় যে, মুক্তিদানের পর ولاء অর্থাৎ উত্তরাধিকারের স্বত্ব তাহাদের (প্রভু-পক্ষের) হাতেই থাকিয়া যাইবে। এই শর্তের বিরোধিতায় হযরত (স') বলেন: انما الولاء لمن اعتق (যে স্বাধীনতা দিবে উত্তরাধিকার তাহারই)। তারপর তিনি এই জাতীয় শর্তে বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া দেন। (বুখারী, রাশীদিয়্যা: ১খ, ৩৪৩ ও প.)।

(গ) শারী'আতে ক্রীতদাস সম্পর্কে বিধান:

হ'াদীছে'র ন্যায় ফিক্'হ শাস্ত্রেও বিভিন্ন অধ্যায়ে দাস সম্বন্ধে বিধানসমূহ ছড়াইয়া রহিয়াছে। অধুনা বিভিন্ন প্রধান বিষয়গুলি বিভিন্ন পুস্তিকায় সংগৃহিত হইয়াছে। (তু. Juynboll, Handleiding, p. 232 প., Bergstrasser, Grundzuge, p. 38 প., Santillana, Istituzioni, p. III প.)।

তাত্ত্বিক বিচারে ক্রীতদাসের কোন অধিকারই নাই। অন্যান্য দেশের আইনের ন্যায় মুসলিম আইন অনুসারেও তাহারা বস্তু মাত্র, তাহাদের প্রভুর সম্পত্তি। প্রভু তাহাদিগকে কতকগুলি ক্ষেত্র ব্যতীত বিক্রয়, দান, মহর প্রদান অথবা অন্য কোন ভাবে হস্তান্তর করিতে পারে। তাহারা কোন লেনদেনে পক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং তাহারা কিছু হস্তান্তর বা কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে না। মুকাতাব ইহার ব্যতিক্রম, কারণ সে অর্থ উপার্জনের অধিকারপ্রাপ্ত। তাহারা অভিভাবক বা ওয়ালী হইতে পারে না। তাহারা যাহা আয় করিবে তাহা তাহাদের প্রভুর হইবে। মুকাতাব ইহারও ব্যতিক্রম। ক্রীতদাস কোন বিচারালয়ে কোন মামলায় সাক্ষী হইতে পারে না। সে কেবল প্রভুর অনুমতিক্রমে (প্রতিনিধি বা কর্মচারীরূপে) তাহার সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন চুক্তি করিতে অথবা দায়িত্ব লইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে مأذون له বা অনুমতিপ্রাপ্ত বলা হয়।

ক্রীতদাসী ও তাহার প্রভুর মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের কোন অবকাশ নাই; কারণ, বিবাহ বন্ধন একটি সীমিত সম্পর্ক মাত্র স্থাপন করে, অথচ প্রভু দাসীর উপর সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করে। বিবাহের সহিত মহরের সম্পর্ক অপরিহার্য অথচ দাসী মহরের মালিক হইতে পারে না; অন্যপক্ষে ত'ালাক' দিলেও দাসীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইবে না। সুতরাং বিবাহ করিবার জন্য দাসীকে আযাদ করিতে হইবে। ক্রীতদাসও অনুরূপ কারণে তাহার মহিলা প্রভুকে বিবাহ করিতে পারে না। ব্যাপারটি একান্তভাবে আইনগত (technical)। ক্রীতদাসীর সহিত অপর ক্রীতদাস বা স্বাধীন ব্যক্তির বিবাহ বৈধ। ক্রীতদাস-দাসিগণ তাহাদের প্রভুর সম্মতি লইয়া বিবাহ করিতে পারে, তাহারা শুধু দুইটি পর্যন্ত (স্বাধীনই হউক অথবা ক্রীতদাসীই হউক) স্ত্রী রাখিতে পারে; কিন্তু মালিকীদের মতে তাহারা স্বাধীন পুরুষের ন্যায় চারিটি পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় ক্রীতদাসও মহর দিতে বাধ্য এবং তজ্জন্য সে উপার্জনের অনুমতি লাভ করে। ক্রীতদাসীর মহর তাহার প্রভু পায়, কারণ ক্রীতদাস-দাসী কোন সম্পত্তির অধিকার লাভ করে না। ক্রীতদাস তাহার স্ত্রীকে দুইটি মাত্র ত'ালাক' দিতে পারে। দাসী স্ত্রীর 'ইদ্দৎ স্বাধীনা স্ত্রীলোকের ন্যায়, তবে ব্যতিক্রম এই যে, কোন ক্রীতদাসীর স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার 'ইদ্দতের মিয়াদ ২ মাস ৫ দিন, ৪ মাস ১০ দিন নহে, এবং ত'ালাক' বা অন্য কোন কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে 'ইদ্দতের মিয়াদ হয় দুই কু'রূ' (দ্র. 'ইদ্দত) তিন কু'রূ' নহে। বিবাহিতা ক্রীতদাসীর গর্ভস্থ সন্তানের মালিক হইবে তাহার প্রভু।

একজন স্বাধীন ব্যক্তি শারী'আত অনুযায়ী অপর কাহারো ক্রীতদাসীকে বিবাহ করিতে পারে। এই ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, সন্তান ঐ ক্রীতদাসীর প্রভুর ক্রীতদাস হইবে। এই জন্য অধিকাংশ ফাক'ীহ-এর মতে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত শর্তেই একজন স্বাধীন ব্যক্তি ও ক্রীতদাসীর মধ্যে বিবাহ হইতে পারে:

(১) যদি সেই স্বাধীন ব্যক্তি অবিবাহিত হয়; (২) যদি স্বাধীনা স্ত্রীলোকের যোগ্য মহর দিবার সঙ্গতি তাহার না থাকে; (৩) অবিবাহিত থাকিলে তাহার পক্ষে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে; (৪) ক্রীতদাসীটি মুসলিমাঃ হইতে হইবে (৪ : ২৫)। হ'ানাফীগণ আহ্ল কিতাব অর্থাৎ খৃস্টান ও য়াহূদী ক্রীতদাসীর সহিত এই প্রকার বিবাহ সমর্থন করেন। তাঁহারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তদ্বয়কে অবশ্য পালনীয় মনে করেন না।

প্রভুর ঔরসে ক্রীতদাসীর গর্ভে সন্তান হইলে স্বাধীন পিতার অনুবর্তিতায় সন্তানও স্বাধীন হইবে। এই নীতি সর্বপ্রথম ইসলামই প্রবর্তন করে। ইসলাম-পূর্ব 'আরবে এই প্রকার সন্তান মাতার অনুবর্তীরূপে ক্রীতদাস শ্রেণীভুক্ত হইত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে খাঁটি 'আরবগণ ভাবিতেই পারিত না যে, ক্রীতদাসীরা তাহাদের প্রভু অর্থাৎ স্বাধীন সন্তান (যাহার পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে দাসী মায়ের মালিক হইতে পারে) প্রসব করিবে; ইসলামী সমাজে ক্রীতদাসী এমন কি খালীফার জননীও হইতে পারে। (দ্র, J. Wellhausen, Die Ehe bie den alten Arabern, in NGW. Gott. Phil-hist. kl., 1893, p. 440; A von kremer, পূ. স্থা. ii. 106; G. Jacob, পূ. স্থা. p. 213; Aghani, vii, 149; comp. J. L. Burckhardt, notes on the Bedouins and wahabys, London, 1831, i, 182)।

যে ক্রীতদাসীর গর্ভে তাহার প্রভুর ঔরসে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহাকে উম্মু ওয়ালাদ (ام ولد) অর্থাৎ (তাহার) সন্তানের মাতা বলা হয়। উম্মু ওয়ালাদ প্রভুর মৃত্যুর পর আপনাতেই স্বাধীনা হইয়া যায়। প্রভু তাহার উম্মু ওয়ালাদকে বিক্রয়, দান প্রভৃতি কোন প্রকারেই হস্তান্তর করিতে পারে না।

মুসলিম প্রভু শুধু তাহার মুসলিম, য়াহূদী অথবা খৃস্টান ক্রীতদাসীর সহিত সহবাস করিতে পারে (মুশরিক দাসীর সহিত নহে)। শাফি'ঈ ফাক'ীহগণ আধুনিক খৃস্টান ও য়াহূদীগণকেও যথাক্রমে 'ঈসা ('আ) ও 'উযায়র ('আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণে মুশরিক শ্রেণীভুক্ত মনে করেন। সুতরাং এই বিশ্বাস পোষণকারী য়াহূদী ও খৃস্টান দাসীর সহিত মুসলিম প্রভুর সঙ্গম নিষিদ্ধ।

ক্রয় অথবা অপর কোন সূত্রে যে ব্যক্তি কোন ক্রীতদাসীর মালিক হয়, তাহার জন্য ঐ ক্রীতদাসীটি গর্ভবতী নহে—ইহা নিশ্চিতরূপে জানার পূর্বে সহবাস নিষিদ্ধ, যেন ক্রীতদাসীর গর্ভস্থ সন্তানের পিতৃত্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে। এইজন্য এক ঋতুকাল বা ঋতুহীনা হইলে একমাস অপেক্ষা করিতে হয়। 'আরবীতে ইহাকে 'ইস্তিবরা' (استبرا) বলা হয়।

(ঘ) স্বাধীনতা প্রদান ও উত্তরাধিকার: (الاعتاق و الولاء)

ইসলামে গোলাম আযাদ করা একটী অতিশয় পুণ্য কাজ। ইহার জন্য পরকালে পুরস্কারের ব্যবস্থা রহিয়াছে। হ'াদীছে' আছে,

যে ব্যক্তি একটি মুসলিম ক্রীতদাসকে মুক্তি দিবে সে পরকালে জাহান্নামের অগ্নি হইতে উদ্ধার পাইবে (বুখারী, রাশীদিয়্যাঃ ১খ, ৩৪২)।

যদি কোন ক্রীতদাস একাধিক ব্যক্তির ইজমালী সম্পত্তি হয় এবং তাহাদের মধ্যে কেহ যদি তাহার অংশ স্বাধীন করিয়া দেয়, তবে স্বাধীনতা প্রদানকারী সক্ষম হইলে অন্য অংশীদারদের অংশের মূল্য পরিশোধ করিয়া দাসটিকে সমগ্রভাবে আযাদ করিয়া দিবে। ঐ ব্যক্তি তাহাতে সক্ষম না হইলে শুধু তাহার অংশই স্বাধীন হইবে। এই প্রকার দাসকে বিভক্ত (مبعض) দাস বলা হয়।

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, উম্মু ওয়ালাদ তাহার প্রভুর মৃত্যুতে আপনাতেই আযাদ হইয়া যায়। কোন ব্যক্তি তাহার নিকটতম কোন আত্মীয়ের দাসে পরিণত হইলে সেও আপনাতেই স্বাধীন হইয়া যায়। শাফি'ঈ মতে, এই অবস্থায় শুধু মালিকের সরাসরি ঊর্ধ্বতন (পিতা, পিতামহ ইত্যাদি) অথবা অধঃস্তন (পুত্র, পৌত্র ইত্যাদি) আত্মীয়ই দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। মালিকীদের মতে, তাহার ভ্রাতা এবং ভগিনীও মুক্তি পাইবে। হ'নাফীদের মতে, যে আত্মীয়দের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ (মুহ'াররাম) তাহাদের প্রত্যেকেই মুক্তিলাভ করিবে।

যদি কেহ তাহার ক্রীতদাসকে বলে, 'আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ হইবে' তাহা হইলে ঐ ক্রীতদাসকে মুদাব্বার (مدبر) এবং এই ব্যবস্থাটিকে তাদবীর (تدبير) বলে। হ'নাফী ও মালিকী ফাক'ীহ-দের মতে, একবার তাদবীর ঘোষণা করিলে তাহা বাতিল করা যায় না। শাফি'ঈ-দের মতে—দান, হিবাঃ (هبة) ইত্যাদি যেমন, তাদবীরও সেইরূপ বাতিল করা যায়। সুতরাং মুদাব্বারকে হস্তান্তর করা যায় এবং হস্তান্তরিত হইলে তাদবীর বাতিল হইয়া যায়। তবে এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, প্রভুর মৃত্যু হইলে তাদবীর অবশ্যই কার্যকরী হইবে যদি তাহা বাতিল না করা হয় বা দাসটি হস্তান্তরিত না হয়।

'কিতাবাত' (كتابة) আত্মক্রয় সূত্রে স্বাধীনতা লাভের উপায়। প্রাচীন 'আরবেও এই প্রথা বর্তমান ছিল (উপরে উল্লিখিত জুওয়ায়রিয়াঃ প্রসঙ্গ ও কু'রআন ২৪ : ৩৩ তুলনীয়)। ইহা স্বাধীনতা প্রদানের চুক্তিমূলক উপায়। ইহাতে ক্রীতদাস তাহার স্বাধীনতার জন্য প্রভুকে নির্ধারিত মূল্য প্রদানের অঙ্গীকার করে। তখন এই দাসকে বলা হয়, মুকাতাব (مكاتب)। শাফি'ঈদের মতে, এই পণ দুই অথবা তিন কিস্তিতে দেয়। এই চুক্তি মালিক বাতিল করিতে পারে না, ইচ্ছা করিলে মুকাতাব ইহা বাতিল করিতে পারে। মালিক ক্রীতদাসকে চুক্তিকৃত অর্থ উপার্জন করিতে দিতে বাধ্য। ক্রীতদাসও নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য থাকে। মুকাতাব হস্তান্তরযোগ্য নহে।

ক্রীতদাসকে তাহার স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায় সাহায্য করাও অতিশয় পুণ্যজনক। শাফি'ঈদের মতে, প্রভুর কর্তব্য নির্দ্ধারিত মূল্য কিছুটা হ্রাস করা। গোলাম আযাদ করার কাজে যাকাত ও অন্যান্য স'াদক'ার কিছু অংশ ব্যয় করার নির্দেশ রহিয়াছে। যদি কোন ক্রীত-দাস কিতাবাত প্রার্থনা করে এবং স্বাধীনতার পর জীবিকা উপার্জনের যোগ্যতা তাহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে মালিকের কর্তব্য তাহাকে কিতাবাতের সুযোগ প্রদান করা; মুসলিম জনগণ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য চুক্তিকৃত অর্থ তাহাকে দেওয়া, যদিও ইহা বাধ্যতামূলক নহে। 'উমার (রা), ইবন আল-জুরাইজ প্রভৃতি অনেকের মতে ইহা বাধ্যতা-মূলক (বুখারী, রাশীদিয়্যাঃ ১খ, ৩৪৭)।

যে দাস বা দাসী মুকাতাব, মুদাব্বার, মুবা'আদ' অথবা উম্মু ওয়ালাদ কোন শ্রেণীতে পড়েনা, তাহাকে কি'ন্ন (قن) বলা হয়।

স্বাধীনতা প্রদানের আইনগত পরিণাম উত্তরাধিকারের অধিকার এবং অভিভাবকত্ব (الولاء)। মুক্ত দাস মুক্তিদাতা প্রভুর অভি-ভাবকত্বাধীন থাকে। সে যদি কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মৃত্যু-প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে মুক্তিদাতা তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়। মুক্তিদাতার মৃত্যুতে তাহার পুরুষ উত্তরাধিকারী (عصبة) এই (ولاء) অধিকার লাভ করে। ক্রীতদাসীর বিবাহে তাহার প্রভুই ওয়ালী (অভিভাবক) হয়। মুক্ত ক্রীতদাস নিহত হইলে মুক্তিদাতা তাহার রক্তমূল্য পাইবে ইত্যাদি।

(২) ধর্মীয় দৃষ্টিতে عبد : কু'রআনে 'আব্দ-রাব্ব, এই সম্পর্কটি আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্কের প্রতিচ্ছবিরূপে পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হইয়াছে। عبد শব্দের অর্থ দাস বা ভৃত্য; رب-এর অর্থ ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রতিপালক প্রভু (রাব্ব দ্র.)। এই অর্থে 'আব্দ শব্দের ব্যবহার প্রাগৈসলামিক। ইসলামপূর্ব যুগে 'আব্দ শব্দযোগে গঠিত যে সকল নাম দেখা যায়, তাহাতে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই ধরনের নামের প্রথমাংশে থাকিত 'আব্দ ও দ্বিতীয়াংশে থাকিত কোন উপাস্যের নাম (তু. Wellhausen, Reste Arabischen heidentums. p. I প.)। মুসলিম জগতে সর্বাপেক্ষা বহুল ব্যবহৃত নামের অন্যতম 'আব্দুল্লাহ (عبد الله) নামটি প্রাগৈসলামিক। মুসলিম আমলে 'আব্দ এবং আমাঃ (امة) শব্দদ্বয়ের সহিত আল্লাহ্‌র বহু গুণগত নামের (আল-আস্‌মা'উ'ল-হ'স্‌না) কোন একটিকে যোগ করিয়া যথা 'আব্দু'র-রাহ'মান, 'আব্দু'ল-হ'াকীম, আমাতু'ল-বারী ইত্যাদি নাম গঠনের ভিত্তিও ঐ প্রথার উপরই স্থাপিত। এই প্রথায় মুশরিকদের নাম হইতে যেমন 'আব্দু'ল-'উয্‌যা 'আব্দু'শ-শাম্‌স ইত্যাদি। 'ইবিদ (عبد) শব্দ যোগে সিরিয়ান খৃস্টানদের নামকরণ এই শ্রেণীরই।

কু'রআনে বহুবচনে 'ইবাদ (عباد) শব্দটি নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী-গণের সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে। সূরা ২৫ : ৬৩ এবং ৪৩ : ১৯-এ ব্যবহৃত 'ইবাদু'র-রাহ'মান পরবর্তীকালে বহুল প্রচলিত 'আব্দু'র-রাহ'মান নামের প্রেরণাস্বরূপ মনে হয়। সাধারণ মুনিবের দাসত্ব এবং আল্লাহ্‌র দাসত্বে তাত্ত্বিক পার্থক্য রহিয়াছে যদিও عباد শব্দটি উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে ব্যবহৃত হয় (সূরাঃ ১০৯ দ্র.)। এই পার্থক্য عبد শব্দের ধর্মীয় অর্থ হইতেই উদ্ভূত।

সূ'ফী পরিভাষানুসারে রুবূবিয়্যা : (ربوبية)-এর বিপরীত 'উবু-দিয়্যাঃ (عبودية) শব্দটি বান্দার আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝায়; উবুদিয়্যা পর্যায়ে উন্নীত মুসলিমের আত্মা প্রশান্ত ও আত্মতুষ্ট (مطمئنة), (Dict. of Techn. Terms, p. 948)। 'উবুদিয়্যাঃ শব্দে 'ইবাদাঃ শব্দ অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ বুঝায়। 'ইবাদাঃ দ্বারা মোটামুটিভাবে শুধু শারী'আতে নির্দেশিত কর্তব্যগুলি সমাধা করা বুঝায় ('ইবাদাঃ দ্র.)। 'আব্দ—শব্দের ধর্মীয় পরিভাষাগত ব্যবহার হ'াদীছে'র একটি নিষেধাজ্ঞার রূপ লাভ করে। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, হযরত (স') বলেন, কোন প্রভু তাহার দাসকে 'আব্দী (عبدى আমার দাস) বলিবে না, বরং ফাতায়া (فتاى-আমার যুবক), বা গু'লামী (غلامى আমার বালক) বলিবে (বুখারী, রাশীদিয়্যা : ১খ, ৩৪৬)। মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌রই عبد।

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

আব্দাল (ابدال) হুলাভিষিক্ত অর্থে 'আরবী বাদাল শব্দের বহুবচন। সূ'ফীগণের মতে, ওয়ালী-দের একটি স্তর বা পর্য্যায়ের নাম। আবদাল সাধারণের দৃষ্টির অগোচর (رجال الغيب) থাকেন (তু. গায়ব প্রবন্ধ)। সূ'ফীদের বিশ্বাস, ইঁহারা বিশ্বের যথাযথ ব্যবস্থাপনার কাজে অংশগ্রহণ করেন। সূ'ফী সাহিত্যে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে ওয়ালীগণের শ্রেণী-বিন্যাস সম্বন্ধে কোন সর্বসম্মত মত দেখা যায় না। আবদালের সংখ্যার ব্যাপারেও বিভিন্ন মত দেখা যায়; যেমন, ইব্ন হা'ম্বালের মতে, তাঁহারা সংখ্যায় ৪০ জন (মুসনাদ ১ম, ১১২); হুজব'ঈরীর ধারণা, তাঁহারা ৩০০জন (কাশ্ফু'ল-মাহ্'জুব; ed. Schukovski পৃ. ২৬৯, নিকলসন কর্তৃক অনুদিত পৃ. ২১৪)। সর্বাধিক স্বীকৃত মতে, ওয়ালীগণের শ্রেণী-বিন্যাসের (১) শীর্ষস্থানে আছেন কু'তু'ব 'আজ'াম (কু'তু'ব দ্র.) আর আবদাল পঞ্চম স্তরে অবস্থান করেন। কু'তু'ব-এর নিম্নে এবং আবদালের উপরে রহিয়াছেন: (২) কু'তু'ব-এর দুইজন معاون অর্থাৎ সহকারী, (৩) পাঁচজন আওতাদ (اوتاد) বা 'উমুদ (عمود) অর্থাৎ কীলক বা খুঁটি, (৪) সাত-জন আফ্রাদ (افراد) অর্থাৎ অতুলনীয় ব্যক্তি, (৫) আবদাল। প্রত্যেক শ্রেণীর ওয়ালী একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করেন এবং বিশিষ্ট কার্যে নিযুক্ত থাকেন। যখন কোন শ্রেণীতে কোন স্থান খালী হয় তখন পরবর্তী শ্রেণীর একজনকে উন্নীত করিয়া সেই স্থান পূর্ণ করা হয়। প্রয়োজন মত পানি বর্ষণ, শত্রু-প্রতিরোধ, বিপদমুক্তি ইত্যাদি কাজ আবদালের মাধ্যমে বা তাঁহাদের সুফারিশের কল্যাণে হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। আবদাল-এর একবচন বাদাল, কিন্তু সাধারণত এক বচনে বাদীল (যাঁহার বহুবচন ব্যাকরনানুসারে বুদালা, بدلاء) ব্যবহৃত হয়। তুর্কী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় আবদাল শব্দটি অধিকাংশ সময় একবচনে ব্যবহৃত হয়। (তু. আওলিয়া)।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) G. Flugel in ZDMG, 20; 38-39, (সেখানে প্রাচীনতম গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখ রহিয়াছে); (২) Vollers, Ibid, 43: 114 প., (৩) হা'সান আল-'আদাব'ী, আন-নাফাহা'াত আশ-শায'ালিয়্যা, ২খ, ৯৯ প., (সেখানে সর্বাধিক মতসম্মত ক্রম-বিন্যাস দেওয়া আছে); (৪) A. Von Kromer, Gesch. d. herrsch. Ideen; p. 172 প.; (৫) Barges, 'vie du celebre marabout Cidi Abou 'Medien, Paris 1884, preface; (৬) Blochet, Etudes sur l'esoterisme musulman, in JA 1902, 1: 529 p. 2, 49 প.; (৭) Con-cordance de la Tradition musulmane. উক্ত প্রবন্ধ; (৮) L. Massignon, Passion d'al-Halladj, p. 754; (৯) Do. Essai, p. 112 প.; 'উছ'মানীয় শাসনকালে দরবেশদের বিভিন্ন সম্প্রদায় আবদাল এবং বুদালা শব্দকে দরবেশ অর্থে ব্যবহার করিত (উদাহরণত, খালওয়াতীয় সম্প্রদায়, তুলনা করুন যথা, য়ূসুফ ইব্ন-য়া'কূ'ব: মানাকি'ব শারীফ ও ত'ারীক'াত নামা-ই-পীরান ও মাশায়িখ-ই-ত'ারীকাত-ই-'আলিয়া খালওয়াতিয়্যা, ইস্তাম্বুল ১২৯০/১৮৭৩, পৃ. ৩৪, ইহাতে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শায়খ সুমুল-সিনান নিজ দরবেশ সম্প্রদায়কে 'আবদাল' বলিয়া সম্বোধন করিতেন)। যখন দরবেশ সম্প্রদায়ের পূর্বেকার সম্মান আর রহিল না তখন তুর্কী ভাষায় "আবদাল ও "বুদালা" শব্দ দুইটি একবচনরূপে অবজ্ঞার সহিত নির্বোধ অর্থে ব্যবহার হইতে লাগিল। বুদলা শব্দটিকে স্থূল দেহ অর্থে তুর্কী শব্দ "বুত" হইতে ব্যুৎপন্ন বলিয়া মনে করা ভুল (K. Lokotsch : Etymologisches Worterbuch der europaischen Worter Orientalischen Ursprungs, হাইডেলবের্গ ১৯২৭, পৃ. ২৮), কারণ বুলগেরীয়, সার্বীয় ও রুমানীয় ভাষাগুলিতেও 'বুদালা' এই সর্বজন-স্বীকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

H. J. Kissling (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন

'আবদুর রহীম, শেখ (عبد الرحيم شيخ): 'আব্দ আল-রাহ'ীম, শায়খ), ১৮৫৯ সালে ২৪ পরগণা জিলার বসীরহাট মহকুমার মুহাম্মদপুর গ্রামে জন্ম। নানা প্রতিকূল অবস্থায় কলিকাতা সিটি স্কুলের এন্ট্রান্স ক্লাশ পর্যন্ত পড়ার পর তাঁহার ছাত্রজীবন শেষ হয়। তিনি ১৮৮৯ সালে "সুধাকর" নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইহার পর তিনি "মিহির ও সুধাকর" নামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে তিনি "মোসলেম হিতৈষী" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রটির সম্পাদনা করেন। তিনি সাংবাদিকতা ও ধর্মগ্রন্থ রচনায় কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "হজরত মোহাম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি"। ইহা ১৮৮৭ খৃ. প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৩১ খৃ. ১৭ জুলাই পরলোক গমন করেন।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

'আবদু'র্-রাউফ দানাপুরী (عبد الرؤف داناپوری) পূর্ণনাম আবু'ল-বারাকাত মুহ'াম্মাদ 'আবদু'র্-রাউফ দানাপুরী, একদিকে যেমন একজন সুপ্রসিদ্ধ 'আলিম, অপর দিকে একজন হাকীম বা সুচিকিৎসক ছিলেন। তৎকালীন রাজনীতিতেও তাঁহার সুখ্যাতি ছিল প্রচুর।

১৮৬৬ ইং সনে তদানীন্তন ভারতের বিহার প্রদেশের পাটনা জিলার সুপ্রসিদ্ধ দানাপুর শহরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বিখ্যাত 'আলিম মাখ্দূমু'ল-মুল্ক শারফুদ্দীন য়াহ'য়া মুনীরীর নবম বংশধর ছিলেন। দানাপুরের প্রসিদ্ধ 'আলিম শাহ্ আক্বারের নিকট কু'রআন পাঠ ও প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি প্রথমে আরা জিলায় ও তৎপর উড়িষ্যা প্রদেশের কটক শহরে দারু'ল-'উলুম মাদ্রাসাতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তৎপর লাখ্নৌতে অবস্থিত প্রসিদ্ধ মাদ্রাসাসমূহে অধ্যয়নপূর্বক 'আরবী ভাষা, তাফসীর, হ'াদীছ', ফিক'হ, তর্ক ও দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে তিনি লাখ্নৌ-এর তি'ব্বিয়া কলেজ হইতে ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ 'উছ'মানিয়্যা ইউনিভারসিটিতে কিছু দিন গবেষণার কাজ করেন। ১৮৯৭ ইং সনে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং তথায় রামা-দ'ানিয়্যাঃ মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন আরম্ভ করেন এবং ইউনানী মতে চিকিৎসাও করিতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসায় বিশেষ দক্ষতার খবর চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিল। তিনি ধর্মীয় জটিল প্রশ্নের যুক্তিপ্রমাণ প্রয়োগে এমন সনিপুণভাবে জবাব দান করিতেন যে, উহা শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইত। ইহাতে তাঁহার সুনাম বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি শিক্ষকতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতার ২৯/২ নং চুনাগলিতে একটি তি'ব্বী দাওয়াখানা স্থাপন করিয়া তিনি চিকিৎসা কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। সেই সঙ্গে তিনি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ এবং কয়েকজনকে বিনা পারিশ্রমিকে হ'াদীছ' শিক্ষাদান করিতেন।

একদিকে তখনকার মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অপরদিকে ঔপনিবেশিক পরাধীনতার গ্লানি তাঁহার মনকে

বিষাক্ত করিয়া তুলিল। তিনি "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস"-এর বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিলেন, এবং অবশেষে মাওলানা আবু'ল-কালাম আযাদ, মাওলানা আযাদ সুবৃহ'ানী, সি. আর. দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ১৯২২ ইং সনে কারাবরণও করিয়াছিলেন। কংগ্রেসে থাকিয়া মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়িলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁহার মতানৈক্য আরম্ভ হইল। অবশেষে ১৯৩৩ ইং সনে তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদ হইতে ইস্তিফা দিলেন। প্রায় তিন বৎসরকাল কংগ্রেস হইতে পৃথক থাকার পর তিনি ১৯৩৬ ইং সনে মুসলিম লীগে যোগদান করিলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেন।

তিনি কলিকাতা মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন তিনি "বোর্ড অব ইউনানী ফেকাল্টি" ও "আঞ্জুমান-ই-আতি'ব্বা-ই-বাঙ্গালাঃ"-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ ইং সনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিনি যে সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া সর্বত্র প্রচারিত ও সমাদৃত হইয়াছিল।

একজন সুলেখক হিসাবেও তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার লিখিত ৬১ খানা বই উর্দুতে তাঁহার জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে আস'াহ্'হ'স্-সিয়ার (اصح السير), ইসলাম আওর মাদানী মাসাইল, তিরয়াক', আল-বুরহান, য়াদগার ও মাসাইল কু'রবানী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থাগার ও দাওয়াখানা অদ্যাবধি কলিকাতার চুনাগলিতে তাঁহার নামে বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৯৪৮ ইং সনের ২০ ফেব্রুয়ারী ৮২ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার কলিকাতায় বাসভবনে ইন্তিকাল করেন। মানিকতলার পেশাওয়ারী গোরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ

'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন 'আওফ (عبد الرحمن بن عوف) বানু যুহ্রাঃ গোত্রীয়, অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ স'াহ'াবী। ইসলাম-পূর্ব যুগে তাঁহার নাম ছিল 'আব্দ 'আম্র (আল-বুখারী, কিতাবু'ল-ওয়াকালাঃ, বাব ২)। তবে আল-ইস্তী'আব (২খ, ৩৯০)-এ পূর্বে তাঁহার নাম 'আবদু'ল-কা'বাঃ ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (আরও দ্র. বালাযু'রী, আন্সাবু'ল-আশরাফ, ১খ, ২০৩, এবং আয'-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা', ১খ, ৪৬, ৪৯)। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত (স') তাঁহার নাম রাখেন 'আবদু'র-রাহ'মান; তাঁহার উপনাম আবূ মুহ'াম্মাদ।

পিতার মত তাঁহার মাতাও ছিলেন বানূ যুহ্রাঃ গোত্রের। তাঁহারা ছিলেন চাচাত ভাই-বোন। বংশ-পরম্পরা ছিল নিম্নরূপ : 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন 'আওফ ইব্ন 'আব্দ 'আওফ ইব্ন 'আব্দ ইব্নি'ল-হ'ারিছ' ইব্ন যুহ্রাঃ ইব্ন কিলাব। তাঁহার মাতার বংশ-পরম্পরা হইল : আশ-শিফা' বিনত 'আওফ ইব্ন 'আব্দ ইব্নি'ল-হ'ারিছ'। ষষ্ঠ ঊর্ধ্বতন পুরুষ কিলাব-এর পর্যায়ে হযরত (স')-এর বংশের সহিত তাহার বংশ মিলিত হইয়াছে। এই হিসাবে তিনি হযরত (স')-এর জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন। লোক সংখ্যায় বা ধন-সম্পদে তাঁহার গোত্র বানূ যুহ্রাঃ কু'রায়শদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল না। কা'বাঃ ও হ'ারাম শারীফের তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত কোন পদ এই গোত্রের ভাগে পড়ে নাই।

ইব্ন সা'দ উল্লেখ করিয়াছেন, 'আমু'ল-ফীল অর্থাৎ আব্রাহা (দ্র.)-র অভিযানের দশ বৎসর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই হিসাবে হযরত (স') অপেক্ষা দশ বৎসরের ছোট, কিন্তু আসলে তের বৎসরের ছোট ছিলেন এবং 'উমার (রা)-এর প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। আল-ইস'াবাঃ গ্রন্থে ইব্ন হ'াজারও শেষোক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন।

তাঁহার পিতা 'আওফ ছিলেন ব্যবসাজীবী। একবার 'উছ'মান (রা)-এর পিতা 'আফ্ফান ও খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-এর চাচা ফাকি'হ্ ইব্ন মুগ'ীরাঃ সমভিব্যাহারে ব্যবসা-ব্যাপদেশে য়ামান গিয়াছিলেন। 'আবদু'র-রাহ'মানও এই সফরে পিতার সহিত ছিলেন; পথে বানূ জুযায়মাঃ গোত্রের লোকদের হাতে তাঁহার পিতা ও ফাকি'হ্ উভয়ই নিহত হন। 'আবদু'র-রাহ'মান সেই স্থানেই পিতৃহত্যার বদলা লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হযরত (স') যখন নুবুওওয়াত প্রাপ্ত হন, তখন 'আবদু'র-রাহ'-মানের বয়স ছিল সাতাইশ, কি ত্রিশ বৎসর। তিনি অত্যন্ত সৎ ও পবিত্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। এক বর্ণনা মতে, ইসলাম-পূর্ব যুগেই তিনি মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

আবূ বাক্র সি'দ্দীক' (রা)-এর আহ্বান ও প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন ত্রয়োদশতম মুসলিম। তখনও হযরত (স') আর্কা'ম (রা)-এর গৃহকে গোপন প্রচারের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করেন নাই।

আবিসিনিয়া ও মদীনা উভয়স্থানের হিজরতে 'আবদু'র-রাহ'মান (রা) শামিল ছিলেন। নুবুওওয়াতের পঞ্চম সনে আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের প্রথম দলের জনের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। দুই স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে মক্কায় রাখিয়া তিনি একাই হিজরত করেন। কিছুদিন পর তিনি আবিসিনিয়া হইতে মক্কায় ফিরিয়া আসেন এবং নুবুওওয়াতের ত্রয়োদশ সনে মদীনায় হিজরত করেন। ইব্ন ইস্হ'াক'-এর বর্ণনামতে মদীনায় হিজরাতের পর কতিপয় মুহাজির স'াহ'াবীর সহিত তিনিও খাযরাজ গোত্রের সা'দ ইব্ন রাবী' (রা)-এর গৃহে মেহমানদারী কবুল করেন। বুখারী, কিতাবু'ন-নিকাহ্', বাব ৬৮তেও এই বর্ণনার সমর্থন বিদ্যমান।

বুখারী (কিতাবু মানাকি'বি'ল-আনস'ার, বাব ১৩, মুআখাত)-তে উদ্ধৃত হইয়াছে, 'আবদু'র-রাহ'মান (রা)-এর এই উক্তি : "রাসূল (স') আমার ও সা'দ ইব্ন রাবী'-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন"—এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়ঃ বুখারী কিতাবু'ল-বুয়ু', বাব ১, এবং কিতাবু'ল-মানাকি'ব, বাব ৫০।

আনস'ার স'াহ'াবীগণের সহিত এই ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, মুহাজির স'াহ'াবীগণের সাহায্য করা। এই বিষয়ে 'আবদু'র-রাহ'মান (রা)-এর আনস'ারী ভ্রাতা সা'দ ইব্ন রাবী' একটি তুলনাহীন নজীর প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'আবদু'র-রাহ'মান বর্ণনা করেন, সা'দ ইব্ন রাবী' আমাকে বলিলেন, "আনস'ারগণের মধ্যে আমি একজন অতি সম্পদশালী ব্যক্তি। আমার অর্ধেক সম্পদ আপনাকে দিতেছি আর আমার দুই স্ত্রীর যাহাকে আপনার পসন্দ হয়, তাহাকে আমি ত'ালাক' দিব, আপনি তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন।" 'আবদু'র-রাহ'মান উত্তরে বলিয়াছিলেন, "এইগুলির আমার কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহ আপনার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদে বরকত দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই স্থানে কোন বাজার আছে কি?" সা'দ

বলিলেন, "হাঁ ক'য়নুক'া' বাজার।" 'আবদু'র-রাহ'মান পরদিন ভোর হইতেই কিছু ঘি ও পনীর লইয়া ব্যবসা করিতে শুরু করেন (বুখারী)। তাঁহার ব্যবসায় এত উন্নতি হইতে লাগিল যে, তিনি বলেন, "একটি পাথরের টুকরা হাতে লইলেও মনে হইত ইহাতে স্বর্ণ বা রৌপ্য আমার হস্তগত হইবে।" (ইব্ন সা'দ, ৮৯) একবার তাঁহার এক বাণিজ্য কাফেলা আসিলে মদীনায় আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। খাদ্য বোঝাই সাতশত উষ্ট্র উক্ত কাফেলায় ছিল (সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা', ১খ, ৫০)। ব্যবসা শুরুর কিছু-দিন পরই তিনি আনস'ারদের কু'দা'আঃ গোত্রের কন্যা সাহলাঃ বিন্ত 'আসি'মের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বুখারীর একাধিক বাবে এই বিবাহের উল্লেখ রহিয়াছে। হযরত (স') তাঁহার শরীরে বাসর অনুষ্ঠানের রং (জাফরানী রং : ইব্ন সা'দ, ৮৯) দর্শন করিয়া বলিলেন, "কি ব্যাপার?" তিনি বলিলেন, "জনৈকা আনস'ারী কন্যার সহিত আমার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।" হযরত (স') বলিলেন, "মাহ্র কি দিয়াছ?" তিনি বলিলেন, "খর্জুর বীচি পরিমাণ এক টুকরা স্বর্ণ।" হযরত (স') বলিলেন, "একটি বকরী দ্বারা হইলেও ওয়ালীমাঃ কর (সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা')।"

'আবদু'র-রাহ'মান প্রতিটি গ'াযওয়ায় হযরত (স')-এর সহিত অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (ইব্ন সা'দ, ৯০)। বাদ্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কথা বুখারীর স'াহ'ীহ'-এর মাধ্যমে প্রমাণিত। বাদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী স'াহ'াবীগণের তালিকায়ও তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে (কিতাবু'ল-মাগ'াযী, বাব ১৩)। বাদ্র যুদ্ধে তাঁহার সহিত সম্পর্কিত বহু বিবরণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে দুইটি সমধিক প্রসিদ্ধ: (ক) আবূ জাহ্লকে হত্যা করিবার জন্য কৃত-সংকল্প 'আফ্রাার দুই তরুণ আবূ জাহ্লকে চিহ্নিত করিবার জন্য তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন; (খ) পূর্ব সখ্যের কারণে 'আবদু'র-রাহ'মান 'উমায়্যা ইব্ন খাল্ফ ও তাঁহার পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন।

উহু'দ যুদ্ধের সময় হযরত (স')-এর উপর যে আক্রমণ হইয়াছিল সেই সময় কতিপয় স'াহ'াবী তাঁহার নিকটে ছিলেন; তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম (ইব্ন সা'দ, ৯০)। সেইদিন 'আবদু'র-রাহ'মান (রা)-এর শরীরের একুশটি স্থানে আঘাত লাগিয়াছিল। পায়ে আঘাতের ফলে বাকী জীবন তাঁহাকে খোঁড়া হইয়া চলিতে হইয়াছিল, (ইস্তী'আব ২খ, ৩৯১)।

শত শত মুজাহিদসম্বলিত একটি বাহিনীর নেতৃত্বে শা'বান, ৬/ডিসে., ৬২৭ সালে হযরত (স') তাঁহাকে দূমাতু'ল-জান্দাল-এ প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাত্রার সময় হযরত (স') স্বহস্তে তাঁহার মাথায় কালো বর্ণের একটি পাগড়ী পরাইয়া তাঁহার হাতে একটি পতাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন। দূমাঃ পৌঁছিয়া তিনি তিনদিন পর্যন্ত লোকদিগকে ইসলামের আহ্বান জানান; ফলে খৃস্টান-প্রধান কাল্ব গোত্রের আস'বাগ' ইব্ন 'আম্র ও তাঁহার সম্প্রদায়ের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত (স')-এর নির্দেশে আস'বাগ' দুহিতা তুমাদির-কে তিনি বিবাহ করেন। এই মহিলার গর্ভেই সুপ্রসিদ্ধ হ'াদীছ' বর্ণনাকারী আবূ সালমাঃ-এর জন্ম হইয়াছিল (ইব্ন সা'দ)। মক্কা বিজয়ের পর খালিদ ইবনু'ল-ওয়ালীদ (রা)-কে এবং হু'দায়বিয়্যার সন্ধির পর 'আবদু'র-রাহ'মানকে হযরত (স') ইসলাম প্রচারের জন্য বানূ জাযীমাঃ-র নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

স'াহ'ীহ' মুসলিমের কিতাবু'স'-স'ালাাঃ ও কিতাবু'ত'-ত'াহারাঃ-য় উল্লিখিত বিবরণ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, 'আবদু'র-রাহ'মান গ'াযওয়াঃ তাবূক-এ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসনাদ আহ্'মাদ (৬খ, ১৩০, সংখ্যা ২৬৬৫)-এর উল্লেখ আছে যে, তাবূক্-এ হযরত (স')-এর দেরী দেখিয়া একদিন তিনি ফাজ্রের স'ালাাত-এ ইমামাতের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। হযরত (স') ফিরিয়া তাঁহার পিছনে স'ালাাত আদায় করিলেন।

হযরত (স')-এর পর তিনি খালীফাঃ আবূ বাক্রের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। উসামাঃ বাহিনীকে বিদায় জানাইবার জন্য (হি. ১১) আবূ বাক্র (রা) যখন ছাউনীতে যান, 'আবদু'র-রাহ'মানও তাঁহার বাহনের লাগাম ধরিয়া পদব্রজে তাঁহার সাথে গিয়াছিলেন (আত'-ত'াবারী, ১/৪খ, ১৮৫০)।

হি. ১১ সনে আবূ বাক্র (রা) নিজে হ'াজ্জ-এ যাইতে পারেন নাই। এক বর্ণনায় ঐ বৎসর তিনি 'আবদু'র-রাহ'মান (রা)-কে আমীরু'ল-হ'াজ্জ নিযুক্ত করিয়াছিলেন (আত'-ত'াবারী, ১/৪খ, ২০১৫)। কিন্তু পরবর্তী সনে কে আমীরু'ল-হ'াজ্জ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এই সম্পর্কে মতবিরোধ রহিয়াছে। একটি বর্ণনায় জানা যায়, ঐ বৎসরও তিনি আমীরু'ল-হ'াজ্জ ছিলেন (পূ. গ্র., ২০৭৮)। হি. ১৩ সনে ইন্তিকালের পূর্বে আবূ বাক্র (রা) যখন 'উমার (রা)-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি এই বিষয়ে অন্যাদের মধ্যে 'আবদু'র-রাহ'মান (রা)-এর সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। হি. ১৩ সনে 'উমার (রা) হ'াজ্জে যাইতে পারেন নাই। তিনিও ঐ বৎসর 'আবদু'র-রাহ'মানকে আমীরু'ল-হ'াজ্জ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (পূ. গ্র., ২১৪৬, ২২১২)। 'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে 'উছ'মান (রা)-এর মত 'আবদু'র-রাহ'মান (রা)-কে খালীফার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ বলিয়া মনে করা হইত। খালীফার নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে সাধারণত এই দুইজনের মারফতই তাহা করা হইত (পূ. গ্র., ২২১২)। 'উমার (রা)-এর আমলে গঠিত সর্বোচ্চ পরিষদ (মাজ্লিসু'শ-শূরা)-এর তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং সক্রিয় সদস্য। ইব্ন সা'দ তিনজন আনসা'রীর নামের সহিত 'আবদু'র-রাহ'মানের নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

হি. ১৪ সনে যে বিরাট মুসলিম বাহিনী ইরাকে প্রেরিত হইয়াছিল 'আবদু'র-রাহ'মান ইহার দক্ষিণ বাহুর সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময় লোকেরা সম্পূর্ণ বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণের জন্য 'উমার (রা)-এর উপর চাপ দিতেছিল। কিন্তু তৎসময়ে অনুষ্ঠিত পরামর্শ-সভায় 'আবদু'র-রাহ'মান (রা) এই প্রস্তাবের বিরোধিতায় বলিয়া-ছিলেন, "আমীরু'ল-মু'মিনীন! এই দায়িত্ব আমার উপর ছাড়িয়া দিন। আপনি মদীনায় অবস্থান করিয়া সৈন্যদল প্রেরণ করিতে থাকুন। আপনার জানা আছে, আল্লাহ্ মুসলিম সেনাদলকে কিরূপ সাহায্য করিয়া থাকেন। সেনাদল যদি পরাজিত হইয়া যায়, তবে উহা আপনার পরাজয় বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু আপনি যদি উপস্থিত থাকেন, তবে পরাজিত হইলে বা শহীদ হইলে আমার আশংকা হয় যে, মুসলিমদিগের উন্নতি বন্ধ হইয়া যাইবে।" তাঁহার এই ভাষণের যৌক্তিকতা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিরাট দায়িত্ব কাহার উপর প্রদান করা যায়, তাহা চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। 'উমার (রা) এই বিষয়ে দোদুল্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময় তাঁহার নিকট নাজ্দ হইতে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্'ক'াস' (রা)-এর চিঠি পৌঁছিল। 'আবদু'র-রাহ'মান তখন এই দায়িত্বের জন্য সা'দ (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেন। সকলেই

তাহা গ্রহণ করিলেন (আত'-ত'াবারী, ১/৪খ, ২২১৩-১৫)।

য়ারমূকের যুদ্ধেও তিনি অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। এইবার তিনি 'উমার (রা)-কে সেনাপতির দায়িত্ব লইয়া যুদ্ধে শরীক হওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু অপরাপর স'াহ'াবীগণ তাঁহার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, 'উমার (রা) মদীনায় অবস্থান করিয়া সেনাদল প্রেরণ করিবেন (আল-ফারূক', ১১৫, ফুতূহ'শ-শাম-এর বরাতসহ)। এই সময় তিনি জিহাদে যোগদানের উদ্দেশ্যে শাম যাত্রা করিয়াছিলেন।

বায়তু'ল-মাক্'দিস (বা মুক'াদ্দিস) জয়ের পর যে চুক্তি হইয়াছিল, 'আবদু'র-রাহ'মান ইহাতে একজন সাক্ষী হিসাবে দস্তখত করিয়াছিলেন। হি. ১৫ সালে জাবিয়াঃ নামক স্থানে 'উমার (রা)-এর উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল (আত'-ত'াবারী, ২৪০৬)।

এই বৎসরেই দীওয়ান (সরকারী ভাতা প্রাপকদের তালিকা) প্রণয়নকালে 'আলী (রা) এবং তাঁহার প্রস্তাব ছিল, দীওয়ানের সর্বপ্রথম নাম হইবে আমীরু'ল-মু'মিনীন হযরত 'উমার (রা)-এর। কিন্তু 'উমার (রা) হযরত (স')-এর পিতৃব্য 'আব্বাস (রা)-এর নাম সর্বপ্রথম এবং হযরতের নিকট-আত্মীয়গণকে তাঁহাদের নৈকট্যক্রমে দীওয়ানে স্থান দান করিলেন (পূ. গ্র., ২৪১২)।

ত'া'উন 'আম্ওয়াস ('আম্ওয়াস নামক স্থানে সেনাছাউনীতে মহামারী)-এর সময় 'আবদু'র-রাহ'মান (রা) শাম-এ ছিলেন। 'উমার (রা) তখন রাজ্য পরিদর্শনে সারগ' নামক স্থানে পৌছেন। মহামারীর কথা শুনিয়া তিনি আর অগ্রসর না হইয়া ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু আবু 'উবায়দাঃ প্রমুখ সেনাপতিগণ ইহার বিরোধিতা করেন। 'আবদু'র-রাহ'মান (রা) হযরত (স')-এর এই হ'াদীছ'টি বর্ণনা করেন, "কোন স্থানে মহামারী দেখা দিয়াছে শুনিতে পাইলে সেইখানে যাইও না। আর পূর্ব হইতে সেইখানে অবস্থান করিলে পলায়নের উদ্দেশ্যে বাহির হইও না।" 'উমার (রা) বলিলেন, "আপনার উপর আমাদের সকলের পূর্ণ আস্থা আছে।" তিনি আল্লাহ্র শুক্র করিলেন এবং সঙ্গীদিগকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। স'াহ'ীহ' বুখারীতে (কিতাবু'ত'-তি'ব্ব) সালিম ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্র উক্তিতে দেখা যায় যে, 'আবদু'র-রাহ'মান (রা) বর্ণিত এই হ'াদীছ'টিই ছিল 'উমার (রা)-এর ফিরিয়া যাওয়ার কারণ (আত'-ত'াবারী, ২৫১৩)।

নিহাওয়ান্দ যুদ্ধের বিষয়ে পরামর্শ-সভার বৈঠকে তিনিও উপস্থিত ছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে এই যুদ্ধে আমীরু'ল-মু'মিনীনের উপস্থিতির প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন (আত'-ত'াবারী, ২৬১০)। ফাত্হ'ল-ফুতূ'হ্ (নিহাওয়ান্দ)-এর গ'ানীমাঃ বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মাস্জিদ-ই-নাবাব'ীতে রাখা হইয়াছিল। 'উমার (রা) ইহার জন্য পাহারার প্রয়োজন ব্যক্ত করিলে কতিপয় স'াহ'াবীকে লইয়া 'আবদু'র-রাহ'মান (রা) এই দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন (পূ. গ্র., ২৬৩০)। হি. ২৩ সনে 'উমার (রা) জীবনের শেষ হ'াজ্জ সম্পন্ন করেন। উম্মাহাতু'ল-মু'মিনীন [হযরত (স')-এর স্ত্রীগণ]-ও এই সফরে ছিলেন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব 'উছ'মান (রা) ও 'আবদু'র-রাহ'মান (রা)-কে প্রদান করা হইয়াছিল (স'াহ'ীহ' বুখারী, কি'তাবু জানাইস্'-স'ায়দ)। ইহার কিছুদিন পর ২৫ যু'ল্-হি'জ্জা-য় মুগ'ীরাঃ ইব্ন শু'বাঃ (রা)-এর দাস ফীরোয আবু লু'লু'-এর হাতে ফাজ্রের স'ালাতে ইমামাতকালে আমীরু'ল-মু'মিনীন 'উমার (রা) আহত হন, তিনি তখন 'আবদু'র-রাহ'মান (রা)-কে টানিয়া আনিয়া অবশিষ্ট স'ালাতের ইমামাতের জন্য দাঁড় করাইয়া দেন। 'আবদু'র-রাহ'মান (রা) সংক্ষিপ্তভাবে স'ালাত সম্পূর্ণ করিলেন (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আত'-ত'াবারী, ইব্ন সা'দ)। 'উছ'মান (রা), 'আলী (রা), সা'দ (রা), যুবায়র (রা) এবং 'আবদু'র-রাহ'মান (রা) এই পাঁচজন স'াহ'াবী 'উমার (রা)-এর মৃতদেহ কবরে রাখিয়াছিলেন।

শাহাদাতের সময় 'উমার (রা) খালীফাঃ নিযুক্তি'র উদ্দেশ্যে যে ছয়জনকে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন 'আবদু'র-রাহ'মান (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। 'উছ'মান (রা)-এর খালীফাঃ মনোনয়নের ব্যাপারে তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

হি. ২৪ সনে 'উছ'মান (রা) অসুস্থতার দরুন হ'াজ্জে শরীক হইতে পারেন নাই। তিনি সেই বৎসর 'আবদু'র-রাহ'মান (রা)-কে আমীরু'ল-হ'াজ্জ নিয়োগ করিয়াছিলেন। হি. ২৯ সনে 'উছ'মান (রা)-এর সহিত তিনিও হ'াজ্জে যোগদান করেন। সেখানে স'ালাত চার রাক'আত—না দুই রাক'আত ইহা লইয়া 'উছ'-মান (রা)-এর সহিত তাঁহার যে আলোচনা হয়, আত'-ত'াবারীতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান। 'উছ'মান (রা)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সময় তিনি 'উছ'মান (রা)-এর বলিষ্ঠ সমর্থন দান করেন ও সর্বদা তাঁহাকে সৎ-পরামর্শ দান করিতে থাকেন।

'আবদু'র-রাহ'মান (রা) ৭৫ বৎসর বয়সে (ইব্ন সা'দ) ৩১/৬৫২ সালে ইনতিকাল করেন। আল্-ইস'াবাঃ-য় মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাই অধিকতর সঠিক বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার ওয়াসি'য়্যাত অনুযায়ী (আল-ইস্তী'আব) হযরত 'উছ'মান (রা) তাঁহার স'ালাতে জানাযাঃ-য় ইমামাত করেন। বাক'ী' নামক কবরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

'আবদু'র-রাহ'মান (রা) অতি ধনশালী স'াহ'াবী ছিলেন। তাঁহার আয়ের উৎস ছিল মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য, তবে তিনি বিরাট খামার ও ভূ-সম্পত্তিরও মালিক ছিলেন। মদীনার হ'াশ্শ (ইব্ন সা'দ), বানূ নাদ'ীর (দ্র.) হইতে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ অংশ (পূ. গ্র.), জুরফ (ইস্তী'আব), এবং মক্কার পৈতৃক বাসভূমি (আযরাক'ী) ছিল তাঁহার ভূ-সম্পত্তি। শাম (দ্র.) অঞ্চলে সালীল নামক ভূমি হযরত (স') নিজে তাঁহার জন্য প্রস্তাব করিয়া গিয়াছিলেন। যেহেতু শাম তখনও বিজিত হয় নাই, সেহেতু উহা তাহার নামে লিখিয়া দিয়া যান নাই (ইব্ন সা'দ)।

তাক'ওয়া, রাসূল (স')-এর প্রতি ভালবাসা, সত্যবাদিতা, সদাচার, দানশীলতা, আত্মত্যাগ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, আমানাতদারী, বিনয়, কোমলতা, রুগ্নের সেবা, সাহস ইত্যাদি ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁহার দানশীলতা ও আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের প্রবণতা ছিল প্রবাদের মত। জাতীয় ও ধর্মীয় কাজে অনেক বিরাট অংকের অর্থ তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। তাবূকের যুদ্ধের জন্য তিনি চার-হাজার দিরহাম দান করিয়াছিলেন। দুই দুই বার তিনি চল্লিশ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ওয়াক্'ফ করিয়াছিলেন। জিহাদের জন্য পাঁচশত ঘোড়া এবং পাঁচশত উষ্ট্র দিয়াছিলেন (উস্দু'ল-গ'াবাঃ)। একবার 'উছ'মান (রা)-এর নিকট একটি ভূখণ্ড চল্লিশ হাজার দীনারে বিক্রয় করিয়া সমুদয় অর্থ বানূ যুহ্রাঃ-এর দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে এবং উম্মু'ল-মু'মিনীনগণের মধ্যে বন্টন করিয়াছিলেন (ইব্ন সা'দ)। মৃত্যুকালে তিনি পঞ্চাশ হাজার ঘোড়া আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াক্'ফ করিয়া গিয়াছিলেন এবং বাদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী স'াহ'াবীগণের প্রত্যেকের নামে চারিশত দীনার করিয়া ওয়াসি'য়্যত করিয়া গিয়াছিলেন (ঐ সময় 'উছ'মান (রা)-সহ একশত জন বাদরী স'াহ'াবী

জীবিত ছিলেন ; উস্দু'ল-গ'াবাঃ)। উম্মু'ল-মু'মিনীনগণের জন্য একটি বাগান ওয়াসি'য়্যাত করিয়াছিলেন। এই বাগানটি চার লক্ষ দিরহামে বিক্রয় হইয়াছিল। সাধারণ দান-খয়রাত ছাড়াও তাঁহার এইরূপ দানের বহু নজীর রহিয়াছে।

হযরত (স') এবং স'াহ'াবীগণের নিকট তাঁহার মর্যাদা ছিল অতি উচ্চে। তিনি ছিলেন আল-'আশারাতু'ল-মুবাশ্শারাঃ (দ্র.)-এর অন্যতম। ওয়াকি দী-র একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত (স')-এর যুগ হইতে যাঁহারা ফাত্ওয়া দিতেন, 'আবদু'র-রাহ'মান ছিলেন তাঁহাদিগের একজন (ইস'াবাঃ)। আবু বাক্র (রা)-এর খিলাফাতকালে হযরত (স')-এর মীরাছ' সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিলে 'আবদু'র-রাহ'মান (রা)-এর বর্ণিত রিওয়ায়াত অনুযায়ী উহার সমাধান করা হইয়াছিল। আবু নু'আয়ম (রা) বর্ণনা করেন : 'আবদু'র-রাহ'মান (রা) প্রমুখাৎ একটি রিওয়ায়াত বর্ণনাকালে তাঁহার সম্পর্কে 'উমার (রা) মন্তব্য করিয়াছিলেন, "العدل الرضى" অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ ও সন্তোষজনক। 'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে ফিক্'হ শাস্ত্রের যে অংশটুকু বিন্যস্ত হইয়াছিল উহাতে 'আবদু'র-রাহ'মান (রা)-এর অভিমতও স্থান পাইয়াছিল। তৎকালে জ্ঞানচর্চার জন্য মাঝে মাঝে যে সব আলোচনা সভা বসিত, উহাতে তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করিতেন। ইনতিকালের সময় 'উমার (রা) 'আবদু'র-রাহ'মান (রা) -এর সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, "তিনি সঠিক মতামত দিয়া থাকেন; আল্লাহ্র অনুগ্রহে তিনি ভ্রান্তি হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন। তিনি যদি খালীফাঃ মনোনীত হন, তবে তাঁহার নির্দেশ তোমরা মানিয়া চলিও" (আত'-ত'াবারী, ২৭৭৯)। 'আবদু'র-রাহ'মান (র)-এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তিনি অগ্নি উপাসকদের নিকট হইতে জিয্য়াঃ কর আদায় করিয়াছিলেন (বুখারী, কিতাবু'ল-জিয্য়াঃ ওয়া'ল-মুওয়াদা'আঃ মা'আ আহলি'ল-জিয্য়াঃ ওয়া'ল-হ'ারব, বাব ১)।

তিনি ২০ পুত্র ও ৮ কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন বলিয়া বর্ণনায় পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন সা'দ, ১/৩খ, ৮৭-৯৭ ; (২) আত'-ত'াবারী, নির্ঘণ্ট ; (৩) ইব্নু'ল-আছ'ীর, উস্দু'ল-গ'াবাঃ, ৩খ, ৩১৩-১৭ ; (৪) ইবন হ'াজার. আল-ইস'াবাঃ, ২খ, ৯৯৭-১০০১ ; (৫) সিয়ারু আ'লামি'ন্-নুবালা', ১খ, ৪৬-৬১ ; (৬) আয্-যারক'ানী, আল-আ'লাম ; (৭) আল-বালাযু'রী, আনসাবু'ল-আশরাফ, ১, নির্ঘণ্ট ; (৮) মু'ঈনু'দ-দীন নাদাব'ী, সিয়ারু'স্'-স'াহ'াবাঃ, ২ ; (৯) মুহাজিরীন, প্রথম খণ্ড, আ'জ'ামগড়, ১৯৫১।

সা'ঈদ আনস'ারী (দা.মা.ই.)/ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

আবদুল ওয়াহ্হাব (عبد الوهاب :—'আব্দ আল-ওয়াহ্হাব) মওলানা, ১৮৯০—১৯৭৬। প্রখ্যাত 'আলিম ও আধ্যাত্মিক নেতা, সাধারণত 'পীরজী হুজুর' নামে পরিচিত। তিনি কুমিল্লা জিলার হোমনা থানার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুন্শী আহ্সানুল্লাহ একজন ধর্মভীরু লোক ছিলেন।

নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর তিনি ঢাকার মুহ্'সিনিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। উচ্চশিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্যে তিনি দেওবান্দ গমন করেন এবং তথায় হ'াদীছ' ও ফানুনাত (মান্তি'ক', হি'কমাত ইত্যাদি) অধ্যয়ন করেন। প্রসিদ্ধ 'আলিম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হ'াদীছে' তাঁহার উসতাদ ছিলেন। প্রসিদ্ধ ক'ারী 'আবদু'ল-ওয়াহি'দ এলাহাবাদী দেওবান্দীর নিকট তিনি 'ইল্ম-ই-কি'রাআত শিক্ষা করেন। তিনি শারী'আতের জ্ঞান অর্জন করার সাথে সাথে 'ইল্ম-ই-মা'রিফাত শিক্ষার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দান করেন। এই ক্ষেত্রে 'ইল্ম অর্জনেও ব্রতী হন এবং মাওলানা জ'াফর আহ'মাদ 'উছ'মানী (র) তাঁহার উসতাদ ছিলেন। মাওলানা 'উছ'মানীর মাধ্যমে উপমহাদেশের বিশিষ্ট 'আলিম ও ওয়ালী মাওলানা আশরাফ 'আলী থানাব'ী (র) হইতেও মা'রিফাত-জ্ঞান (পত্র-বিনিময় দ্বারা) লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া যুনুসিয়্যাঃ মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। বাংলা ১৩৩৯ সনে তাঁহার প্রচেষ্টায় ঢাকার বড় কাটারায় হ'সায়নিয়্যাঃ আশরাফু'ল-'উলূম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের তিনি মুহ্তামিম (অধ্যক্ষ) ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু 'আলিম দেশ-বিদেশে ধর্মীয় কাজে ব্যাপৃত আছেন। বিদ'আত, সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথা উচ্ছেদে মাওলানার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তিনি নিষ্ঠার সহিত সুন্নাতের অনুসরণ করিতেন। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন লইয়া তিনি একটি অনাড়ম্বর আদর্শ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৯৭৬ খৃ. ২৯শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় তিনি ইন্তিকাল করেন। (ঢাকার) আজিমপুর গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ. ২৯৮ ; (২) মাসিক তাহ্যীব, ৪র্থ বর্ষ, বিশেষ উলামা স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

মুহাম্মদ মুফাজ্জল হসাইন খান

আবদুল করীম (عبد الكريم : 'আব্দ আল-কারীম) সাহিত্য-বিশারদ, ১৮৭১—১৯৫৩ খৃ., চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুনশী নূরু'দ্দীন এবং পিতামহের নাম মুহাম্মদ নবী চৌধুরী। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহা ক'াদির রাজার বংশ নামে খ্যাত। শেখ জাতীয় মল্ল বংশের আদি পুরুষ হাবিলাস মল্ল এক সময়ে চট্টগ্রামের কাছাকাছি এক দ্বীপে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ইহারই নামানুসারে এই দ্বীপের নাম হয় হাবিলাস। কয়েক পুরুষ পরে এই বংশেরই 'আবদু'ল-ক'াদির ওরফে ক'াদির রাজা হাবিলাস দ্বীপ হইতে সুচক্রদণ্ডীতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারই পৌত্র আবদুল করীমের পিতামহ মুহাম্মদ নবী চৌধুরী। আবদুল করীমের জন্মের আগেই তাঁহার পিতা ইন্তিকাল করেন। শৈশবে আবদুল করীম পিতামহ, পিতামহী, মাতা ও চাচার আদরে লালিত হন। তাঁহার দাদার বর্তমানে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় বলিয়া সম্পত্তিতে ওয়ারিছ' হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হয়। তাই পিতামহ মুহাম্মদ নবী চৌধুরী তাহার অপর পুত্র মুনশী মুহাম্মদ 'আমনু'দ্দীন চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত মাত্র এগার বৎসর বয়স্ক আবদুল করীমের বিবাহ দেন। ইহার পাঁচ বৎসর পর আবদুল করীমের মাতা ইন্তিকাল করেন।

শৈশবে আবদুল করীম বাড়ীতে 'আরবী পড়েন এবং পরে গ্রামের মধ্যবঙ্গ স্কুলে বাংলা শিখেন। অতঃপর পটিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে ১৮৯৩ সালে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর এফ. এ. পড়িবার জন্য চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে ভর্তি হন। দুই বৎসর লেখাপড়া করার পর শারীরিক অসুস্থতার কারণে পরীক্ষা না দিয়াই তাঁহাকে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হয়।

এই সময় চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে কিছুদিন চাকুরী করার পর সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজী স্কুলে অস্থায়ী প্রধান শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। অল্প দিন পরে তিনি চট্টগ্রাম প্রথম সাব-জজের আদালতে

শিক্ষানবীশ (এপ্রেন্টিস) পদে যোগ দেন। ১৮৯৭ সালে তিনি দ্বিতীয় মুন্সেফের আদালতে বদলী হইয়া পটিয়া গমন করেন।

বাল্যকাল হইতেই আবদুল করীমের পুঁথি-পত্র ও সাময়িক পত্রিকাদি পাঠে গভীর মনোযোগ ও আগ্রহ ছিল। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় হইতেই পত্রিকাদি পাঠে মন দেন এবং নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি হোপ' (The Hope), 'প্রকৃতি' ও 'অনুসন্ধান' নামক দুইখানি বাংলা সাপ্তাহিক এবং একখানি মাসিক পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। তাঁহার জীবনে একমাত্র সখ ছিল সাময়িক পত্রিকার গ্রাহক হওয়া। সাময়িক পত্রিকার জন্য তিনি এত উৎসাহী ছিলেন যে, কোথাও হইতে কোন অর্থ পাইলেই তিনি নূতন পত্রিকার গ্রাহক হইতেন। এমন কি এক সময়ে তিনি একই সংগে চল্লিশখানি পত্র-পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তিনি এই সকল পত্রিকা সযত্নে রাখিয়া দিতেন এবং মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেন।

আবদুল করীমের সাহিত্যিক জীবনে পত্রিকা পাঠের মতই আরও একটি সখ ছিল পুঁথি-পত্র সংগ্রহ ও ইহার তথ্য অনুসন্ধান করা। তিনি পুঁথি সংগ্রহের এই অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন তাঁহার পিতামহ মুহাম্মদ নবী চৌধুরীর কাছে। পিতামহ কিছু হাতের লেখা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেইগুলি দেখিয়াই আবদুল করীমের দৃষ্টি প্রাচীন সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তিনি এই সাহিত্যের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। এই গবেষণাই তাঁহাকে উত্তরকালে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেবক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়ক হয়।

পিতামহের সংগ্রহ হইতে চণ্ডীদাসের কিছু পদ সংকলিত করিয়া 'অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী' শিরোনামে অক্ষয় চন্দ্র সরকার সম্পাদিত পত্রিকায় তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কবি নবীন চন্দ্র সেন তখন আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পত্র লিখিয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন। তাঁহাদের এই বন্ধুত্ব আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি 'আলো' পত্রিকায় 'আলাওল গ্রন্থাবলীর কাল নির্ণয়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন। শরৎচন্দ্র দাস তাঁহার এই প্রবন্ধটি পড়িয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এই তরুণ কালে একজন যশস্বী লেখক হইতে পারিবেন।

তিনি যখন পটিয়ায় দ্বিতীয় মুন্সেফের আদালতে চাকুরী করিতেছিলেন, তখন নবীনচন্দ্র সেন কমিশনারের পার্সনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট হইয়া চট্টগ্রামে বদলী হন। তিনি নিজে সাহিত্যিক ছিলেন এবং আবদুল করীমের সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। তাই তিনি আবদুল করীমকে কমিশনার অফিসে এ্যাকটিং ক্লার্করূপে বদলী করাইয়া আনিলেন। ১৮৯৮ সালে আবদুল করীম এখানে যোগদান করেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। নবীনচন্দ্রের ঈর্ষান্বিত বিরোধী দল তাঁহাকে কুমিল্লায় বদলী করাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবদুল করীমের চাকরীও গেল।

এই সময় চট্টগ্রামের আনোয়ারা মধ্য ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হয়। আবদুল করীম সেই চাকুরী লাভ করেন এবং সাত বৎসর সেখানে বহাল থাকেন। তাঁহার মতে এইখানেই তাঁহার চাকুরী ও সাহিত্য সাধনার স্বর্ণযুগ কাটে। তখনকার দিনে প্রায় এমন কোন সাময়িক-পত্র ছিল না যাহাতে তাঁহার লেখা প্রকাশিত হয় নাই। এমনকি এককালে তাঁহার লেখা প্রায় ত্রিশখানি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। তাঁহার বহু লেখা 'সাহিত্য', 'সাহিত্য সংহতি', 'সুধা', 'পূর্ণিমা' 'অর্চনা', 'ভারত-সুহৃদ', 'অবসর', 'আলো', 'প্রদীপ', 'বীরভূমি', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'প্রকৃতি', 'আরতি', 'আশা', 'জ্যোতি', 'নবনূর', 'কোহিনুর', 'ইসলাম প্রচারক', 'এডুকেশন গেজেট', ইত্যাদি পত্রিকায় ছড়াইয়া রহিয়াছে।

আবদুল করীম কতকগুলি পত্রিকা সম্পাদনাও করেন। সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদনায় 'নবনূর' প্রকাশিত হয়। তিনি তাহার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। পরে সৈয়দ এমদাদ আলী অসুস্থ হইয়া পড়িলে আবদুল করীমের সম্পাদনায়ই ইহা বাহির হয়। 'সওগাত' পত্রিকাও তিনি কিছুদিন সম্পাদনা করেন। 'পূজারী' নামক একটি পত্রিকা এবং চট্টগ্রামে 'সাধনা' পত্রিকাও তিনি যোগ্যতার সহিত সম্পাদনা করেন। 'কোহিনূর' পত্রিকার সম্পাদনার সহিতও তিনি জড়িত ছিলেন।

সাহিত্য অনুশীলনীর ক্ষেত্রে আবুল করীমের প্রধান কীর্তি পুঁথি-পত্র ও প্রাচীন কবি সাহিত্যিকদের বিবরণ সংগ্রহ। তিনি এই কাজে নিরলস পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তিনি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি জিলা হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। পুঁথি সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে অশেষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু কোন প্রতিকূলতাই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়, বিশেষত মুসলিম বাংলা সাহিত্যের পরিচিতি লিখিবার জন্য আবদুল করীমের মূল্যবান সংগ্রহ ভবিষ্যৎ গবেষককে পথ নির্দেশ করিতে সহায়ক হইবে। তাঁহার কর্মস্পৃহা, উদ্যম ও উৎসাহ এত প্রবল ছিল যে, তিনি যখনই কোন পুঁথি পাইতেন, তখনই তাহা পড়া শুরু করিয়া দিতেন এবং তাঁহার পরিচায়িকা লিখিয়া রাখিতেন। কোন পুঁথি মূল্যবান মনে হইলে সেই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। এইভাবে সারা জীবন ধরিয়া এক একটি করিয়া পুঁথি পরিচায়িকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পরিচায়িকা মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যের প্রবেশ দ্বারের কুঞ্জিকা ও প্রদীপস্বরূপ।

তিনি তাঁহারই সংগৃহীত প্রায় ছয়শত হস্তলিখিত পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে দিয়া গিয়াছেন। এইগুলি পণ্ডিতদের সম্পাদনায় কোন দিন প্রকাশিত হইলে বাংলা সাহিত্যের এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হইবে। আবদুল করীমের প্রচেষ্টায় যথোপযুক্ত উপাদান সংগৃহীত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদানের সম্যক মূল্যায়ন সম্ভবপর হইয়াছে। বাংলার মুসলিমদের যে সাহিত্যিক ঐতিহ্য ছিল, তাঁহাদেরও যে নিজস্ব ঐতিহ্য-চেতনা ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ছিল, তাহা আবদুল করীমই অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার বলে বিশ্বের দরবারে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ব্যক্তি জীবনে বহু ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া এবং আজীবন অসচ্ছলতার মধ্যে থাকিয়াও তিনি ছিলেন তাঁহার সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ। বস্তুত আবদুল করীমের কর্মোদ্যমের উৎসই ছিল ঐতিহ্যবোধ ও সংস্কৃতি-প্রীতি এবং তাঁহার লক্ষ্য ছিল সেই ঐতিহ্যের সংরক্ষণ।

১৯০৬ সালে চট্টগ্রামে বিভাগীয় স্কুল ইনস্পেক্টর মৌলবী আবদুল করীমের সহায়তায় আবদুল করীম ইন্সপেক্টর অফিসে কেরানীর চাকুরী লাভ করেন। ইহার পর তিনি আর চাকুরী পরিবর্তন করেন নাই। ২৮ বৎসর এইখানে চাকুরী করিয়া ১৯৩৪ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারী অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পরও আমৃত্যু তিনি সাহিত্য সংগ্রহ ও সাহিত্য অনুশীলনীর কাজ নিরলসভাবে করিয়া যান।

বাংলার অনেক বিশিষ্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। আর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই তাঁহার সহযোগিতায় লাভবান হইয়াছে। তাঁহার উৎসাহে অনেক শিক্ষিত তরুণ সাহিত্য

সেবায় মন দিয়া সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

আবদুল করীমের রচিত নিজস্ব কোন সৃষ্টিশীল সাহিত্য বা মৌলিক গ্রন্থ নাই। তিনি প্রাচীন কবিদের অনেকগুলি পুঁথি সম্পাদনা করিয়াছেন। 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' তিনি ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক দুইজনেই মিলিতভাবে রচনা করিয়াছেন। তিনি যাহা কিছু গবেষণা করিয়াছেন তাহাই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাই তাঁহার রচনা প্রবন্ধাকারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তিনি সেইগুলি গুছাইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশের অবকাশ পান নাই। কিন্তু মৌলিক রচনা না থাকিলেও তাঁহার সম্পাদিত পুঁথিপত্র তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। এই সকলের মধ্যে তাঁহার অকৃত্রিম গবেষণা শক্তি, অপরিসীম সাধনা এবং গভীর পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় বিধৃত রহিয়াছে। তাঁহার বিচার-বিশ্লেষণ ও আলোচনায় যে যথেষ্ট মৌলিকত্ব রহিয়াছে তাহাতে কাহারও কোন দ্বিমত নাই।

কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ তাঁহার সম্পাদনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে এই বারখানি পুঁথি সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয় : (১) রাধিকার মানভঙ্গ--নারায়ণ ঠাকুর, ১৯০১ খৃ.; (২) বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ ; (৩) ঐ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৩২৩ ; (৪ সত্য নারায়ণের পুঁথি—কবি বল্লভ, ১৩২২ ; (৫) মৃগলুব্ধ—দ্বিজ রতি দেব, ১৩২২ ; (৬) মৃগলুব্ধ সংবাদ—রাম রাজা, ১৩২২ ; (৭) গঙ্গা মঙ্গল—দ্বিজ-মাধব, ১৩২৩ ; (৮) জ্ঞান সাগর—আলীরাজা ওরফে কানু ফকীর, ১৩২৪ ; (৯) শ্রী গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস--বাসুদেব ঘোষ, ১৩২৪ ; (১০) সারদা মঙ্গল—মুক্তারাম সেন, ১৩২৪ ; (১১) গোরক্ষ বিজয়--শেখ ফয়জুল্লাহ, ১৩২৩ ; (১২) আরাকান রাজ সভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, ১৩২৫।

'ইসলামাবাদ' গ্রন্থখানি সৈয়দ মুর্তজা আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আবদুল করীমের সংকলিত 'পুঁথি পরিচিতি' ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল করীম কর্তৃক প্রদত্ত 'বাংলা পুঁথির পরিচায়িকা' প্রকাশ করিয়া তাঁহার সংগৃহীত লুপ্ত খনির সন্ধান সুধী সমাজে তুলিয়া ধরে। গ্রন্থখানির একটি ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' গ্রন্থখানি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ প্রকাশ করিয়াছে। ইহা ছাড়াও তিনি পাঁচ শতাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'পুঁথি পরিচিতি' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সেইগুলির শিরোনাম ও প্রকাশকাল উল্লেখ করা হইয়াছে।

আবদুল করীমের সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯০৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্য পদে বরণ করেন এবং এক সময় তিনি ইহার সহ-সভাপতির পদও অলংকৃত করেন। পরিষদের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৩২৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৮ সালে এই সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে তিনি ছিলেন মূল সভাপতি। ১৯০৯ সালে চট্টগ্রামের সাহিত্য প্রতিষ্ঠান চট্টল ধর্মমণ্ডলী তাঁহাকে 'সাহিত্য বিশারদ' উপাধিতে ভূষিত করে। ইহার পর নদীয়ার সাহিত্য সভা তাঁহাকে 'সাহিত্য সাগর' উপাধি প্রদান করে। তিনি তৎকালীন শিক্ষিত জনগণের কাছে যে স্বীকৃতি ও সম্মান পাইয়াছেন তাহার তুলনায় এই সকল উপাধি অতি নগণ্য। বাঙ্গালী সুধী সমাজে তিনি 'সাহিত্য বিশারদ' নামেই পরিচিত।

আবদুল করীমের অবস্থা কোনদিন স্বচ্ছল ছিল না। অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন তাঁহার শরীরও কোনদিন খুব ভাল থাকে নাই। তিনি দারিদ্র্যের নিপীড়নে অনেক সময় অনেক কষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু কোনদিনই ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই এবং সাহিত্য সাধনায় রত থাকিয়া ধনোপার্জনের লোভকে তিনি ঘৃণা করিতেন। তিনি খুবই অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন, ইহাতে বিলাস ব্যসনের কোন স্থান ছিলনা। তিনি প্রকৃত পণ্ডিতের মতই 'সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

১৯৫৩ খৃ. ৩০শে সেপ্টেম্বর মুত'াবিক' ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ১৩ই আশ্বিন এই কালজয়ী মহাপুরুষ ইন্তিকাল করেন। মরণকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৩ বৎসর।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) পুঁথি পরিচিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৫৮ ; (২) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলিকাতা, ১৩০৯, ১৩১২ ; (৩) বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা ১৯৬৫ ; (৪) ধারণী, ঢাকা, ১৯৭৯ ; (৫) বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ১৫৬, ঢাকা, ১৯৭৫ ; (৬) ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা ১৯২৬ ; (৭) ডঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৪৩ ; (৮) ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১-৪খ, ঢাকা ১৯৬৮ ; (৯) মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৫৬ ; (১০) ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, ঢাকা ১৯৬৪।

ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ

'আবদু'ল ক'াদির আল-জীলী (জীলানী বা গীলানী), (عبد القادر الجيلي) তাঁহার পূর্ণ নাম মুহ'য়িদ্-দীন আবু মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী স'ালিহ' যংগী দোস্ত (র)। ইনি একজন সূ'ফী ও প্রচারক, তাঁহার নামে ক'াদিরিয়্যা ত'রীক'ার নামকরণ হইয়াছে। ৪৭০/১০৭৭-৮ সনে জন্ম ও ৫৬১/১১৬৬ সালে মৃত্যু। তাঁহার জীবন-চরিতগুলি বিবিধ কাহিনীতে পরিপূর্ণ, তবে তাহা হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। পিতৃকুলে তিনি হযরত (স')-এর দৌহিত্র হ'াসান (রা)-এর সরাসরি বংশধর ছিলেন বলিয়া দাবী করা হয়।

'আবদুল্লাহ্ আস্'-স'াওমা'ঈ-র কন্যা ফাতি'মাঃ তাঁহার জননী ছিলেন বলিয়া কথিত হয়, তাঁহারা দুইজনই দরবেশ ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম বলা হইয়াছে নীফ বা নায়ফ, উহা কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে গীলান (জীল্যান) জিলায় অবস্থিত। আঠার বৎসর বয়সে তিনি পড়াশুনার জন্য বাগ'দাদে প্রেরিত হন, সেখানে প্রথমে মাতাই তাঁহার খরচ-পত্র চালাইতেন। তিনি তিবরীযী (মৃ. ৫০২/১১০৯ খৃ.)-এর নিকট ভাষাতত্ত্ব এবং কয়েকজন শায়খ বা উস্তাদের নিকট হ'াম্বালী (মতান্তরে শাফি'ঈ) ফিক্'হ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তিনি সাধারণত হিবাতুল্লাহ্ আল-মুবারাক ও আবু-নাস'র মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-বান্না-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত হ'াদীছ' উদ্ধৃত করেন। তাঁহার ৪৮৮/১০৯৫ এবং ৫২১/১১২৭ সনের মধ্যবর্তীকালীন জীবন সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, এই সময় তিনি সম্ভবত হ'াজ্জ করেন, বিবাহও করেন, কারণ তাঁহার পুত্র কন্যার মধ্যে একজনের জন্ম ৫০৮/১১১৪-৫ সনে। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে তিনি ইমাম আবু হ'ানীফা-র কবরের খাদিম ছিলেন। আবু'ল-খায়র মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুসলিম আল-

দাব্বাস (মৃ. ৫২৫/১১৩১ খৃ.)-এর নিকট তিনি সূ'ফীবাদ শিক্ষা করেন। দরবেশ বলিয়া যথেষ্ট খ্যাতি থাকায় 'আল্লামাঃ শা'রানী-র তালিকায় তাঁহার নাম আছে। এক সাক্ষাৎকারে ইনি স্থির দৃষ্টিতে তাকাইলেই 'আবদু'ল-ক'াদির সূ'ফীমতে দীক্ষিত হইয়া পড়েন বলিয়া প্রকাশ। আবু'ল-খায়রের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে তাঁহার যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতে হয়। আবু'ল-খায়রের খানক'াহ্-র মধ্যে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তির অনুপ্রবেশ অন্যান্য শিক্ষারত সাধকদের ক্ষোভ প্রকাশের কারণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিছুকাল পরে 'আবদু'ল-ক'াদির সূ'ফী পরিচ্ছদ (খিরক'াঃ) লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন। বাগ'-দাদের বাবু'ল্-আযজ-এর নিকট হ'াম্বালী ফিক্'হের একটি মাদ্রাসা ছিল; সেই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ক'াদ'ী আবু সা'দ মুবারাক আল্-মুখারিমী তাঁহাকে খিরক'াঃ দান করেন। ৫২১/১১২৭ সনে সূ'ফী য়ূসুফ আল্-হামযানী-র (৪৪০-৫৩৫/১০৪৮-১১৪০) উপদেশে তিনি প্রকাশ্যে প্রচার কার্য আরম্ভ করেন। প্রথমে তাঁহার শ্রোতার সংখ্যা ছিল অল্প; ক্রমশ তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি বাগ'দাদের হ'াল্বা-দ্বারের বক্তৃতা কক্ষে আসন গ্রহণ করেন, কিন্তু শ্রোতার সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলায় তাঁহাকে দরজার বাহিরে যাইতে হয়। সেখানে তাঁহার জন্য একটা রিবাত' (খানক'াহ্) নির্মিত হয়। ৫২৮/১১৩৩-৪ সনে জনসাধারণের চাঁদায় পার্শ্ববর্তী অট্টালিকাগুলি মুবারাক আল্-মুখারিমী-র (সম্ভবত তখন মৃত বা অবসরপ্রাপ্ত) মাদ্রাসার এলাকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া 'আবদু'ল-ক'াদিরকে উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার কার্য প্রণালীর প্রকৃতি ছিল সম্ভবত জামালু'দ-দীন আল-জাওযীর অনুরূপ। ইবনু জুবায়র তাঁহার অতি সুস্পষ্ট বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। শুক্রবার প্রাতে ও সোমবার সন্ধ্যায় তিনি তাঁহার মাদ্রাসাতে ওয়া'জ' করিতেন, রবিবারে প্রাতে করিতেন তাঁহার খানক'াহ্য়। তাঁহার অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে দরবেশ বলিয়া বিখ্যাত, কেহ বা (যেমন জীবন-চরিত লেখক সাম'আনী) অন্যরূপ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার ধর্মোপদেশ শ্রবণে অনেক য়াহূদী ও খৃস্টান ইসলামে দীক্ষিত হয় বলিয়া কথিত আছে, অনেক মুসলমানও ইহাতে উচ্চতর জীবন লাভ করেন। বহু স্থানে তাঁহার সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে; সেই সকল স্থান হইতে তাঁহার নিকট প্রায়ই প্রচুর নায্'র-নিয়ায আসিত। ইহার দ্বারা তাঁহার ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা হইত। দেশের সকল অংশ হইতে তাঁহার নিকট আইন-সংক্রান্ত প্রশ্ন প্রেরিত হইত; তিনি সঙ্গে সঙ্গেই এইগুলির উত্তর দিতেন বলিয়া কথিত আছে। খালীফাগণ ও ওয়াযীরগণ তাঁহার অনুরক্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

'আবদু'ল-ক'াদির (র)-এর সমস্ত গ্রন্থই ধর্ম সংক্রান্ত এবং প্রধানত তাঁহার ধর্মোপদেশ বা বক্তৃতা সম্বলিত। তাঁহার রচিত নিম্ন-লিখিত পুস্তকগুলির কথা জানা যায়:

(১) আল্-গু'নয়াতু লি-ত'ালিবি ত'ারীকি'ল-হ'াক্'ক', ধর্মানুষ্ঠান ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ক পুস্তক (কায়রো-১২৮৮)। (২) আল-ফাতহু'র-রাব্বানী, ৫৪৫-৫৪৬/১১৫০-১১৫২ সালে প্রদত্ত ৬২টি ধর্মোপ-দেশ, পরিশিষ্টসহ (কায়রো ১৩০২), পাণ্ডুলিপিতে সময় সময় 'সিত্তীন মাজলিস' নাম দৃষ্ট হয়। (৩) ফুতূহু'ল-গ'ায়ব, বিভিন্ন বিষয়ে প্রদত্ত ও তাঁহার পুত্র 'আবদু'র-রায্যাক' কর্তৃক সঙ্কলিত ৭৮টি ধর্মোপদেশ; শেষভাগে তাঁহার মৃত্যুকালীন ওয়াসি'য়্যাত, পিতৃকুল ও মাতৃকুলে তাঁহার বংশ বিবরণ, হযরত আবূ বাক্র ও 'উমার (রা)-এর সহিত তাঁহার সম্পর্কের প্রমাণ, তাঁহার ধর্মমত ও তাঁহার কয়েকটি কবিতা আছে (আশ-শাত্'ত'ানাওফী-এর বাহ্জাতু'ল-আস্রারের হ'াশিয়া, কায়রো ১৩০৪)। (৪) হি'য্বু বাশাইরি'ল-খায়রাত—সূ'ফী মতে প্রার্থনা (আলেক্জান্দ্রিয়া ১৩০৪)। (৫) জালালু'ল-খাতি'র (হ'াজ্জী খালীফা কর্তৃক উল্লিখিত), ধর্মোপদেশ-সংগ্রহ; ইহার প্রথমটি ও ৫৯-তমটির তারিখ একই এবং শেষটিও দ্বিতীয় পুস্তকের ৫৭তম নং বক্তৃতা অভিন্ন; সম্ভবত ইহা একই পুস্তকের অপর নাম। (৬) আল-মাওয়াহিবু'র-রাহ'মানিয়্যাঃ ওয়া'ল ফুতূহু'র-রাব্বানিয়্যাঃ ফী মারাতিবি'ল-আখ্লাকি'স-সানীয়াঃ ওয়া'ল-মাক'ামাতু'ল-'ইরফানিয়্যাঃ, ইহা রাওদ'াতু'ল-জান্নাতের ৪৪১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত, সম্ভবত ২ বা ৩ নং পুস্তকের সহিত অভিন্ন। (৭) য়াওয়াক'ীতু'ল-হি'কাম (হ'াজ্জী খালীফা কর্তৃক উল্লিখিত)। (৮) আল-ফুয়ূদ'াতু'র-রাব্বানিয়্যাঃ ফি'ল-আওরাদি'ল-ক'াদিরিয়্যাঃ, প্রার্থনা-সংগ্রহ (কায়রো ১৩০৩)। (৯) বাহ্জাতু'ল-আস্রার ও অন্যান্য জীবন-চরিত বিষয়ক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ধর্মোপদেশ (ইণ্ডিয়া অফিসের হস্তলিখিত পুস্তকের তালিকায় ৬২২ নং পুস্তক ইহার অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি; পারসিক লেখকেরা সাধারণত এই-গুলিকে 'মালফূজ'াত-ই-ক'াদিরী' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন)।

এই সকল গ্রন্থে 'আবদু'ল-ক'াদির (র) একজন সুযোগ্য ধর্মশাস্ত্রবিদ এবং আগ্রহী, অকপট ও বাগ্মী প্রচারকরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। বহু ধর্মোপদেশ তাঁহার 'গু'নয়া'র অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে দশ ভাগে বিভক্ত ৭৩টি ইসলামী ফির্ক'া-র (ধর্ম সম্প্রদায়) বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সময় সময় তিনি মুবার্রাদ প্রভৃতি বৈয়াকরণিকের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কু'রআনের প্রাচীন ভাষ্যকার ও সূ'ফী দরবেশদের উল্লেখ অধিক করিয়াছেন। এই পুস্তকে সর্বত্র সংযতভাবে তিনি কড়াকড়ি সুন্নী মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, কু'রআনের কয়েকটি গূঢ়ার্থবোধক ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং বিশেষ পদ্ধতিতে কতকগুলি 'যি'ক্র' ৫০ বা ১০০ বার পড়িবার সুপারিশও ইহাতে করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তকের ধর্মোপদেশগুলি মুসলিম সাহিত্যের অতি উৎকৃষ্ট সম্পদ। এইগুলির মর্মবাণী হইতেছে দান-খয়রাত ও বিশ্বপ্রেম। তাঁহার বক্তৃতায় সূ'ফী পরিভাষার ব্যবহার নিতান্ত বিরল, সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে বুঝিতে খুব অসুবিধা হইবে এমন শব্দ একটিও নাই; বক্তৃতাগুলির সাধারণ আলোচ্য বিষয় হইল কিছুকাল যুহ্দ অর্থাৎ ত্যাগ ব্রত পালনের প্রয়োজনীয়তা, এই সময়ের মধ্যে সাধক যেন নিজেকে পৃথিবীর আসক্তিমুক্ত করিতে পারে, তৎপর সংসারে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিষয় ভোগ ও অন্যান্যকে দীক্ষা দান করিতে পারে। ইহলোকের পুরস্কারই হউক আর পর-লোকের পুরস্কারই হউক, প্রত্যেকটি বস্তুই হইতেছে সাধক ও আল্লাহ্‌র মধ্যে পর্দা এবং সাধকের চিন্তা কেবল আল্লাহ্‌র দিকেই ধাবিত হওয়া উচিত—এই সূ'ফী মতবাদও তাঁহার লেখার একটি প্রসঙ্গ। এমনকি নিজেদের পরিজনকে বাদ দিয়াও দরবেশদিগকে দান করার জন্য শ্রোতাদের প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বক্তা নিজের কথা খুব কমই বলিয়াছেন এবং তাহাও খুব সংযতভাবে। তিনি নিজেকে 'পৃথিবীর লোকের স্পর্শমণি' বলিয়াছেন; অর্থঃ তাঁহার শ্রোতাদের মধ্যে কে উদাসীন, কে সমুৎসুক—তিনি পৃথক করিতে পারেন। পক্ষান্তরে তিনি জোরের সহিত দাবী করেন যে, কেবল আল্লাহ্‌র অনুমতি লাভের পরেই তিনি বক্তৃতা দেন।

'আবদু'ল-ক'াদির (র) সম্পর্কে তাঁহার শিষ্য 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-বাগ'দাদী, 'আবদু'ল-মুহ'সিন আল-বাস্'রী ও

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন নাস্'র, আল-সি'দ্দীক'ী প্রদত্ত বিবরণ (আন্-ওয়ারু'ন-নাজি'র নামে অভিহিত, বাহ্‌জাতু'ল-আসরার. ১০৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) বর্তমানে পাওয়া যায় না।

সাম'আনী-র চরিতাভিধানে 'জীল' শিরোনামের নিম্নে তাঁহার নাম লিখিয়া পরে খানিকটা জায়গা খালি রাখা হইয়াছে। সাম'আনীর পুত্র তাঁহার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা রক্ষিত আছে; তাহা সম্মান-সূচক, কিন্তু উচ্ছ্বাসপূর্ণ নহে। মুওয়াফ্‌ফাকু'দ-দীন 'আবদুল্লাহ আল-মাক দিসী তাঁহার জীবনের শেষ ৫০ দিন তাঁহার সঙ্গে অতিবাহিত করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, বাগ'দাদের লোকেরা শায়খ সাহেবকে অত্যন্ত সম্মান করিত। তিনি অনেক কারামত দেখাইয়াছেন বলিয়াও তাহারা প্রকাশ করে; কিন্তু লেখক নিজে একটিও দেখেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক আবু'ল-ফারাজ ইব্‌নু'ল-জাওযী বক্তা হিসাবে তাঁহার সফলতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন; ভাবাবেগে তাঁহার কতিপয় শ্রোতার মৃত্যু ঘটে। এই লেখকের পৌত্র 'মির'আতু'য-যামান"-এ শায়খ সাহেবের কয়েকটি কারামতের কথা লিপিবদ্ধ করেন। ইব্‌ন 'আরাবী (জন্ম ৫৬০/১১৬৫ খৃ.)-এর গ্রন্থে তাঁহাকে "নায়বান, তদীয় যামানায় কু'ত্'ব (আল-ফুতূহ'াতু'ল-মাক্কিয়্যাঃ, ১খ, ২৬২ পৃ.), এই ত'ারীক'াঃ-র বাদশাহ, মানুষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারক (ঐ ২খ, ২৪ পৃ.) ও একজন মালামাতিয়্যাঃ (৩খ, ৪৪ পৃ.) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 'আবদু'ল-ক'াদির (র) মাতৃগর্ভে থাকিতেই আল্লাহ্‌র তা'রীফ করেন, এই বর্ণনাও ইব্‌ন 'আরাবীর বরাত দিয়া উদ্ধৃত করা হয়। ৭১৩ হিজরীতে (১৩১৪ খৃ.) মৃত জনৈক গ্রন্থকারের 'বাহ্‌জাতু'ল-আসরার' নামক গ্রন্থে 'আবদু'ল-ক'াদির (র) দ্বারা সম্পাদিত এমন বহু কারামাতের বিবরণ আছে যাহা বহু সাক্ষী-পরম্পরা দ্বারা সমর্থিত। তদ্দর্শনে ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ (মৃ. ৭২৮/১৩২৮ খৃ.) ঘোষণা করেন যে, বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের জন্য যাহা যাহা দরকার, এই বর্ণনাগুলিতে তাঁহার সবই রহিয়াছে; তবে অন্যেরা ততটা বিশ্বাস করেন না। অলীক কাহিনী আছে বলিয়া য'াহাবী পুস্তকখানা পাঠের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন, পক্ষান্তরে ইব্‌নু'ল-ওয়ার্‌দী (তা'রীখ. ২খ, ৭০ ও ৭১ পৃ.) তাঁহার পুস্তকে ঐসকল কাহিনী বর্ণনা করেন। শায়খের মুখে নানা দাম্ভিক উক্তি তুলিয়া দিয়া কেহ কেহ আরও অধিক বিরক্তির কারণ ঘটাইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বাহ্‌জাতু'ল-আস্‌রারে প্রথমে কথাগুলি লোকের তালিকা দিয়া বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা শায়খকে বলিতে শুনেন, "আমার পা প্রত্যেক দারব'শের গলার উপর।" অনুরূপভাবে তিনি নাকি দাবী করিয়াছেন যে, তিনি জানের সপ্তরটি দ্বারের (যাহার এক একটা স্বর্গ-মর্তের দূরত্ব অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত) অধিকারী ইত্যাদি। 'আবদু'ল-ক'াদির (র)-এর পরবর্তীকালের অনুসারিগণ যেমন ফারসী পুস্তক মাক্কাযিনু'ল-ক'াদিরিয়্যার (বৃটিশ যাদুঘরের ২৪৮ নং পাণ্ডুলিপি) লেখক প্রথমোক্ত উক্তিটির সার্বজনীন প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইহা বলা তাঁহার পক্ষে ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছে। অধিকতর ধর্মনিষ্ঠ লেখকেরা (যথা, দামীরী ১খ, ৩২০ পৃ.) ইহাতে শুধু তাঁহার উচ্চ মর্যাদারই সাক্ষ্য দেখিতে পান। 'আবদু'ল-ক'াদির (র)-এর প্রামাণ্য রচনায় এই শ্রেণীর উক্তি পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না (তবে তাঁহার প্রতি আরোপিত কয়েকটি কবিতায় অনুরূপ উক্তি আছে); এইগুলি সম্ভবত তাঁহার ভক্তবৃন্দের অতি উৎসাহের ফল। তাঁহারা তাহাকে 'দারব'শদের সুলত'ান' বলিয়া অভিহিত করেন এবং মুশাহিদুল্লাহ্, আমরুল্লাহ্, ফাদ'লুল্লাহ্, আমানুল্লাহ্, নূরুল্লাহ্, কু'ত'বুল্লাহ্, সায়ফুল্লাহ্, ফারমানুল্লাহ্, বুরহানুল্লাহ্, আয়াতুল্লাহ্, গাওছুল্লাহ্, আল-গ'াওছু'ল-আ'জ'াম এই সকল প্রশংসাসূচক শব্দাবলীর কোন একটির যোগ ভিন্ন কখনও তাঁহার নাম উচ্চারণ করেন না। বাংলাদেশের লোকেরা তাঁহাকে 'বড়পীর সাহেব' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহার সন্তানদের মধ্যে নিম্নোক্ত এগারজন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন বলিয়া বাহ্‌জাতু'ল-আসরারে উল্লেখিত হইয়াছে: 'ঈসা (মিসরে মৃ. ৫৭৩/১১৭৭-৮), 'আবদুল্লাহ্ (বাগদাদে মৃ. ৫৮৯/১১৯৩), ইব্‌রাহীম (ওয়াসিতে মৃ. ৫৯২/১১৯৬), 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব (বাগদাদে মৃ. ৫৯৩/১১৯৭), য়াহ্'য়া ও মুহ'াম্মাদ (বাগদাদে মৃ. ৬০০/১২০৪), 'আবদু'র-রায্‌যাক' (বাগদাদে মৃ. ৬০৩/১২০৭), মূসা (দামিশ্‌কে মৃ. ৬১৮/১২২১), 'আবদু'ল-'আযীয (সিন্‌জারের অন্তর্গত জিয়াল গ্রামে হিজরত করিয়া মৃ. ৬০২/১২০৫), 'আবদু'র-রাহ্'মান (মৃ. ৫৮৭/১১৯১ ও আবদু'ল-জাব্বার (মৃ. ৫৭৫/১১৭৯-৮০)। পিতা সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তির প্রসারে তাঁহার সন্তানদেরও অবদান রহিয়াছে।

সিব্‌ত ইব্‌নু'জ-জাওযীর মতে খালীফা নাসি'রের রাজত্বে তাঁহার ওয়াযীর আবূ য়ূনুসের দাবীতে 'আবদু'ল-ক'াদির (র)-এর পরিবার সাময়িকভাবে বাগদাদ হইতে নির্বাসিত হন। মঙ্গোলেরা বাগদাদ অধিকার করিলে তাঁহাদের কয়েকজন নিহত হন, কিন্তু উল্লিখিত স্বল্পকাল ভিন্ন ক'াদিরিয়্যা ত'ারীক'ার কেন্দ্র বরাবর বাগদাদেই রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) Ahlwardt 'আবদু'ল-ক'াদির (র)-এর জীবন চরিত গ্রন্থের একটি তালিকা তাঁহার Verz. der arab. Handschr., Nos. 10072-92-এ দিয়াছেন। তন্মধ্যে জীবন-চরিতসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই: (২) আশ-শাত'নাওফী, বাহ্‌জাতু'ল-আস্‌রার (কায়রো ১৩০৪); (৩) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন য়াহ্'য়া আত-তাদাফী, ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির (কায়রো ১৩০৩); (৪) মুহ'াম্মাদ আদ্-দিলাঈ, নাতীজাঃ আত-তাহ্'ক'ীক' (ফাস ১৩০৯), অনুবাদ কৃত Weir, in JRAS, 1903। এতদ্ব্যতীত (৫) সি'ব্‌ত'তু'ন-নাজি'র, ইব্‌ন হ'াজার কর্তৃক রচিত বলিয়া কথিত (Ahlwardt-এর তালিকায় নাই) E. D. Ross কর্তৃক সম্পাদিত (কলিকাতা ১৯০৩)। সম্ভবত য'াহাবী'র তা'রীখু'ল ইসলাম গ্রন্থে প্রদত্ত জীবনীই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহার অধিকাংশই ইব্‌নি'ন-নাজ্জারের (JRAS-এ প্রকাশিত ১৯০৭ পৃ. ২৬৭) বর্ণনার উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি শায়খ সানুসী 'আবদু'ল-ক'াদির (র)-এর একখানি জীবনী লিখিয়াছেন বলিয়া কথিত। যে সমস্ত আধুনিক য়ুরোপীয় লেখক 'আবদু'ল-ক'াদির (র) ও তাঁহার ক'াদিরী ত'ারীক'াঃ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা হইলেন: (৬) L. Rinn, Marabouts et Khouan (Paris 1884); (৭) A. Le Chatelier, Confreries Musulmanes du Hedjaz (Paris 1887); (৮) Depont et Coppolani Confreries religieuses Musulmanes (Algiers 1897); (৯) Carra de Vaux, Gazali (Paris 1902); (১০) W. Braune, Die Futuh al-Gaib des 'Abd al-Qadir, Berlin 1933; (১১) M.A. Aini, Un grand Saint de l'Islam, Abd al-Qadir Guilani, Paris 1938; (১২) G.W.J. Drewes and Poerbatjaraka, De mirakelen Van Abdoelkadir Djaelani, Bandoeng 1938; (১৩) Brockelmann. GAL², i 560 প.; (১৪) Suppl. i. 777 প.

'আবদু'ল-কারীম ইব্ন ইবরাহীম আল-জীলী (عبد الكريم بن ابراهيم الجيلي) বাগদাদের অন্তর্গত "জীল" নামক স্থানের বিখ্যাত মুসলিম সূফী। জন্ম ৭৬৭/১৩৬৫—৬ সনের কাছাকাছি। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সম্ভবত ৮১১-৮২০/১৪০৮-১৪১৭ সনের মাঝামাঝি হইবে। তাঁহার জীবনের কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নাই। তাঁহার গ্রন্থে তিনি শারফু'দ্-দীন ইসমা'ঈল ইব্ন ইব্রাহীম আল-জাবারতী-কে তাঁহার মুরশিদ (গুরু) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহার সঙ্গে তিনি য়ামানের অন্তর্গত যাবীদ-এ বাস করেন। এই সম্পর্কে তিনি তিনটি সনের, যথা ৭৯৬/১৩৯৩-৪, ৭৯৯/১৩৯৬-৭ এবং ৮০৫/১৪০২-৩ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মুহ্'য়ি'দ-দীন ইবনি'ল-'আরাবীর (ইবনি'ল-'আরাবী দ্র.) সূফী মতের অনুসরণ করেন এবং তাঁহার গ্রন্থাবলীর ভাষ্য লিখেন। এই ভাষ্যে তিনি কতক খুঁটিনাটি বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তাঁহার বহু সংখ্যক পুস্তকের (দ্র. Brockelmann, GAL[2], ii. 264) মধ্যে "আল-ইন্সানু'ল-কামিল ফী মা'-রিফাতি'ল-আওয়াখির ওয়া'ল-আওয়াইল" মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি ইবনু'ল-'আরাবীর নিকট হইতে "ইনসানু'ল-কামিল" বা পরিপূর্ণ মানবের ধারণা ও নামটি ধার করেন। পরিপূর্ণ মানব উচ্চতর স্তরের একটি ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ, যাহার মধ্যে দর্পণের ন্যায় প্রাকৃতিক শক্তি এবং ঐশী শক্তি—উভয়ই প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি মুহ'ম্মাদ (স')-কে (৬০তম অধ্যায়ে) এইরূপ পরিপূর্ণ মানবের প্রতীকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মানব জাতির অপর সকল ব্যক্তির আত্মার মধ্যেও ঐশী শক্তি বিদ্যমান, তবে 'আবদু'ল-কারীমের বর্ণনায় এই সকল আত্মা এক একটি 'নুস্খাঃ' (নকল, অনুকৃতি) মাত্র। সূফী উপপাদ্যগুলি বিশ্লেষণের ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই তিনি কাল্পনিক সূফী উপাখ্যানসমূহ গ্রথিত করিয়া দিয়া থাকেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি একটি "মাক'ামাঃ" জুড়িয়া দিয়াছেন। মুসলিম জগতের অধিকাংশ স্থানে বিশেষত ইন্দো-নেশিয়ায় প্রচলিত সূফী মতবাদ বিকাশের ধারায় তাঁহার গ্রন্থের প্রভাব সুপরিস্ফুট (দ্র. আল-ইনসানু'ল-কামিল প্রবন্ধ)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, GAL[2] ii. 264 : (২) Suppl. ii, 283 প.; (৩) আল-জীলী, আল্-ইনসানু'ল-কামিল, ২খ, ৪৬; (৪) হ'াজ্জী খালীফাঃ (ed. Flugel), No. 10989; India Office Cat., No. 666; (৫) Vollers Leipz. Katal., p. 69; (৬) Schreiner, in ZDMG, iii, 520; (৭) C. Snouck Hurgronje, studies in Islamic, Mysticism, Cambridge 1921, p. 77-142.

J. Göldziher (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'আবদু'ল-মুত্ত'ালিব ইব্ন হাশিম (عبد المطلب ابن هاشم) মুহ'ম্মাদ (স')-এর পিতামহ। তিনি পুত্র 'আবদুল্লাহ-এর মৃত্যুর পর পৌত্র বালক মুহ'ম্মাদ (স')-এর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মৃত সন্তান 'আবদুল্লাহ্র প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার সন্তানটি প্রশংসিত (محمد) ব্যক্তিত্বের অধিকারী হউক, এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় 'আবদু'ল-মুত্'ত'ালিব পৌত্রের নাম রাখিয়াছিলেন মুহ'ম্মাদ। 'আবদু'ল-মুত্'ত'ালিব-এর প্রকৃত নাম ছিল শায়বাঃ। তাঁহার মাতা সাল্মা ছিলেন মদীনার বানূ নাজ্জার গোত্রের মেয়ে। শায়বার পিতা হাশিমের সহিত সাল্মার এই চুক্তি হয় যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সাল্মা মদীনায় থাকিবেন। অল্পদিন পর ভ্রমণকালে হাশিমের মৃত্যু হয়। শায়বাঃ মদীনায় জন্ম-গ্রহণ করিয়া বড় হইতে থাকে। পরে তাঁহার চাচা মুত্'ত'ালিব ভ্রাতুষ্পুত্র বালক শায়বাকে মক্কায় লইয়া আসেন। মক্কার লোক অপরিচিত বালক শায়বাকে মনে করিল, সে মুত্'ত'ালিব-এর দাস। সুতরাং তাঁহার নাম হইয়া পড়িল 'আব্দু'ল-মুত্'ত'ালিব। নাওফাল নামে আব্দু'ল-মুত্'ত'লিবের এক চাচা তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন; কিন্তু তাঁহার মাতৃকুলের আত্মীয়গণ নাওফালকে উহা দিতে বাধা করেন। 'আবদু'ল-মুত্'ত'ালিব স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া রুদ্ধ শুষ্ক যম্যম কূপটি পুনর্খনন করান এবং কু'রায়শ গোত্রের অন্যান্য লোকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাহাতে নিজের মালিকানা বহাল রাখিতে সমর্থ হন। ইহার ফলে তিনি তীর্থযাত্রীদিগের মধ্যে পানি বিতরণের অধিকার লাভ করেন (দ্র. শায়বাঃ প্রবন্ধ)। আব্রাহা-র মক্কা অভিযানের সময় তিনি কু'রায়শদের শায়খ এবং তাহাদের দূতরূপে আব্রাহা-র নিকট অত্যন্ত সম্মানজনক ব্যবহার প্রাপ্ত হন। য়া'কূ'বীর গ্রন্থে (Houtsma, সম্পা. ২খ, ৮ প.) তাঁহার সম্পর্কে কতক অতিরঞ্জিত উপাখ্যান পাওয়া যায়, এমনকি তাঁহাকে ধর্ম-সংস্কারকরূপেও চিহ্নিত করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, তিনি বহু রীতিনীতির প্রবর্তন করেন, যাহা কু'রআান ও হ'াদীছে' বহাল রাখা হয়। তাঁহার উপনাম দেওয়া হইয়াছে আবু'ল-হ'ারিছ'। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আল-মাস'ঊদী তাঁহার মুরূজে (প্যারিসে সম্পা. ৪খ, ১২১) মক্কার গোত্রগুলির মধ্যে বানু'ল-হ'ারিছ' ইব্ন 'আবদি'ল-মুত্'ত'ালিব-কে বানূ হাশিম ও বানূ মুত্'ত'ালিবের অধস্তন গোত্র বলিয়াছেন, অথচ সাধারণ বংশ বিবরণ অনুযায়ী বানু'ল-হ'ারিছ' হাশিমীদের শাখা হিসাবে বানূ মুত্'ত'ালিবের সমান্তরাল স্তরের।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, ১খ, ৯৩৭ প., ৯৮০, ১০৮২ প., ১১৮৭ প.; (২) ইব্ন হিশাম, ১খ, ৩৩ প., ৭১, ৯১ প.. ১০৭ প.; (৩) ইব্ন সা'দ, ১খ, ৪৮ প.; (৪) Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, iii, p. cxliv; (৫) Wustenfeld, in ZDMG, vii 30—35; (৬) Caussin de Perceval Essai Sur l'histoire des Arabes avant l'islàmisme, i. 259; (৭) Muir, The Life of Mahomet (Ist ed.), i., p. ccli. প.; (৮) Caetani, Annali dell' Islam, i, 110—120; (৯) Buhl, Das Leben Muhammeds. p. 113 প.

F. Buhl. (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'আবদুল লতীফ, নবাব (عبد اللطيف نواب : নাওওয়াব 'আবদ আল-লাত'ীফ) ১৮২৮—১৮৯১, বাঙ্গালী মুসলিমদের অন্যতম নেতা, ফরিদপুর জিলার রাজাপুর গ্রামের ক'াদ'ী পরিবারের সন্তান। তাঁহার পূর্বপুরুষ 'আবদু'ল-ওয়াহি'দ (বা ওয়াহ'ীদ) বাদশাহ আওরঙ্গযীবের নিকট হইতে লা-খারাজ বার খাদা (১৬ বিঘায় এক খাদা) জমি প্রাপ্ত হন; ইহাতে গ্রামটি বারোখাদিয়া নামে পরিচিত হয়। ক'াদ'ী পরিবারের দ্রুত বংশবিস্তারের ফলে পারিবারিক সম্পত্তি বহু অংশে বিভক্ত হয় এবং আবদুল লতীফের পিতা ফকীর মুহাম্মদ অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া কলিকাতায় প্রস্থান করেন এবং তাঁহার আত্মীয় সদর দীওয়ানী 'আদালতের উকীল মুন্শী বাক'া উল্লাহ্-এর নিকট আশ্রয় লাভ করেন।

কলিকাতায় আবদুল লতীফের জন্ম। তিনি পিতার মধ্যম পুত্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল গফুরের সহিত তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় বিদ্যাভ্যাস করেন এবং আরবী, ফারসী ও ইংরেজীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। রাজ্য-রাজত্ব হরণকারী ঔপনিবেশিক

শাসকদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের কারণে, বিশেষত ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরোক্ষ কুফল লক্ষ্য করিয়া মুসলিম 'উলামা যখন ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন তখন মুসলিম জনগণ ইংরেজী শিক্ষা 'হ'ারাম' বলিয়া মনে করিতে লাগিল। যে কয়েকজন লোক এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন এবং অবস্থাদৃষ্টে উহা অপরিহার্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, এই দুই ভাই তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আবদুল-লতীফ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, তৎপর তিনি কলিকাতা মাদরাসায় ইংরেজী শিক্ষকের পদ লাভ করেন। সুশ্রী চেহারা, মার্জিত আচরণ ও পরিপাটি পোশাক এবং তৎসহ ইংরেজী শিক্ষার দরুন তিনি ইতিমধ্যেই উচ্চতর ইংরেজ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। ফলে বাঙ্গালার ডেপুটী গভর্নর স্যার হার্বার্ট ম্যাডক তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৫২ খৃস্টাব্দে তিনি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন। তিন মাস পরে তিনি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার Justice of the Peace নিযুক্ত হন। পরবর্তী জানুয়ারীতে তাঁহার উপর নবগঠিত কলারোয়া (পরে সাতক্ষীরা) মহকুমার শাসনভার ন্যস্ত করা হয়, কিন্তু কিছু দিন পর (১৮৫৪) তাঁহাকে হুগলী জিলার কুখ্যাত মহকুমা জাহানাবাদে বদলী করা হয়। সেখানে দুষ্কৃতিকারীদের দমনে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন, ফলে ১৮৫৯ খৃ. তিনি আলীপুরে বদলী হন। ১৮৬৪ খৃ. তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত আলীপুর পুলিশ কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন, শেষের দিকে কিছুকাল তিনি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদেও কাজ করেন। অতঃপর তাঁহাকে শিয়ালদহ পুলিশ কোর্টে বদলী করা হয় (১৮৭৭ খৃ.)। ত্রিশ বৎসর চাকুরীর পর এই পদ হইতেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন (১৮৮৫ খৃ.)।

সরকার তাঁহাকে ৫০০ টাকা হারে বিশেষ পেনশন দানের ব্যবস্থা করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি কিছুকাল ভূপালের নবাবের প্রধান মন্ত্রীর পদেও কাজ করেন।

যোগ্যতার দরুন আবদুল লতীফ অনেক বে-সরকারী পদে কাজ করার সুযোগ প্রাপ্ত হন। স্যার সায়্যিদ আহ্'মাদ (আহ্'মাদ খান দ্র.)-এর ন্যায় তিনি ছিলেন নব্য-পন্থী বাঙ্গালী মুসলিমদের নেতা। কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকায় তাঁহাদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া সায়্যিদ আহ্'মাদ খানের ন্যায় তিনিও মুসলিমদের যথেষ্ট উপকার করিতে সমর্থ হন। তিনি মুসলিম বিবাহ ও ত'ালাক' রেজেস্ট্রী আইন পাস করাইবার জন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেন। এই আইনের আওতায় কাদি' (قاضى-Marriage Registrar)-এর পদ সৃষ্টি হওয়ায় বহু বেকার 'আরবী শিক্ষিত মুসলমানের কর্মসংস্থান হয়। তিনি ছিলেন এই আইন পরিচালনার জন্য নিযুক্ত স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য। 'সেন্ট্রাল ইগযামিনেশান কমিটি', ইনকামট্যাক্সের "বোর্ড অব কমিশনার্স", আলীপুর রিফর্মেটারী স্কুলের "বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট"-এর সভ্য হিসাবেও তিনি যোগ্যতার সহিত কাজ করেন। তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ স্থাপিত হয়, সেখানে মুসলিম ছাত্রগণ এন্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষার সমমানের ইংরেজী পড়িতে পারিত। প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। হ'াজী মুহ'াম্মাদ মুহ'সিনের বিরাট ওয়াক্'ফ সম্পত্তির আয় হইতে বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা হুগলী কলেজে ব্যয়িত হইত। আবদুল লতীফের চেষ্টায় সরকারী তহবিল হইতে উক্ত পরিমাণ টাকা কলেজের জন্য বরাদ্দ করা হয়, হ'াজী মুহ'সিনের ওয়াক্'ফ সম্পত্তির আয়ের দ্বারা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও হুগলীতে তিনটি মাদ্রাসা স্থাপিত ও পরিচালিত হয় এবং মুসলিম ছাত্রদিগের বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়।

বিবাহিত দেশীয় লোকেরা খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহাদের দারান্তর গ্রহণ বৈধ করার জন্য যে আইন রচিত হয় (১৮৬৫ খৃ.) ইহার বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হইলে আবদুল লতীফের চেষ্টায় সরকার মুসলিমদিগকে এই আইনের আওতা হইতে অব্যাহতি দান করেন। তিনি কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার সংস্কার কার্যেও যথেষ্ট সহায়তা করেন।

ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের বিতৃষ্ণা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ খৃ. তিনি 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। স্যার সায়্যিদ আহ্'মাদ খান এই সমিতির এক অধিবেশনে বক্তৃতা দেন। আলীপুরে প্রথম কৃষি প্রদর্শনী (১৮৬৩ খৃ.) ও কলিকাতায় প্রথম আদমশুমারী (১৮৬৫ খৃ.) উপলক্ষে নানা গুজবের সৃষ্টি হইলে তিনি ইশ্‌তাহার জারী করিয়া তাহা প্রশমিত করেন। সায়্যিদ আহ্'মাদ বেরেলাব'ী-র নেতৃত্বে ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিলে আলিমগণ ভারতবর্ষকে "দারুল-হ'ার্‌ব" (দ্র.) ঘোষণা করেন। মুজাহিদগণ প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। এই বিপদে ইংরেজরা আবদুল লতীফের শরণাপন্ন হইলে তিনি জৌনপুরের মাওলানা কারামাত 'আলী (র)-এর নিকট হইতে এক ফাত্ওয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করেন যাহাতে ভারতবর্ষ দারু'ল-ইসলাম রূপে চিহ্নিত হয়। ফলে এক শ্রেণীর মুসলিম জনগণ কতকটা শান্ত হয় (১৮৭০ খৃ.)।

বলকান যুদ্ধের সময় (১৮৭৬ খৃ.) ভারতীয় মুসলিমগণ তুরস্কের পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের জন্য উদ্গ্রীব হইলে আবদুল লতীফ এক সভা ডাকিয়া আহত তুর্কী সৈন্যদের জন্য অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব পাস করাইয়া ও যুদ্ধে যোগদানের জন্য মহারাণীর নিকট এক আবেদন পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া আর একবার মুসলিমগণকে শান্ত রাখিতে সক্ষম হন।

প্রতিদানে ইংরেজরা তাঁহাকে নানা সম্মানে ভূষিত করিতে থাকে। তিনবার (১৮৬২, ১৮৭০, ১৮৭২ খৃ.) তিনি ব্যবস্থাপক সভার সরকারী সদস্য মনোনীত হন। ১৮৬৩ খৃ. হইতে ১৮৭১ খৃ. পর্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের ও ১৮৬৪ সন হইতে ১৮৮৫ পর্যন্ত শহরতলীর মিউনিসিপ্যালিটি-সদস্য ছিলেন। ১৮৮২ খৃ. তিনি বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও বেঞ্চের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ খৃ. তাঁহাকে খান বাহাদুর, ১৮৮০ খৃ. নবাব, ১৮৮৩ খৃ. সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

আবদুল লতীফের পিতা ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক। তিনি 'জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ' নামে ফার্সীতে বিশ্ব ইতিহাসের একখানা সংক্ষিপ্ত-সার প্রণয়ন করেন। আবদুল-লতীফ উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার এই সাহিত্যিক গুণ প্রাপ্ত হন। স্ব-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সভায় তিনি কয়েকটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি-তে যোগদান করিয়া (১৮৬০) পরে তিনি উহার কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হন। সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের তিনি ছিলেন সেক্রেটারী। পাতিয়ালার মহারাজা তাঁহার প্রভাবে ডাঃ মহেন্দ্র নাথ বিজ্ঞান সভার জন্য ৫০,০০০ টাকা দান করেন। বস্তুত বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া তিনি অমুসলিমদেরও যথেষ্ট উপকার করিয়া যান।

আবদুল লতীফের সুনাম বাংলার সীমা ছাড়াইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও বিস্তৃত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : হাবীবুল্লাহ্ বাহার প্রণীত 'নওয়াব লতীফ' ও বিভিন্ন সাময়িকী।

ডঃ এম. আবদুল কাদের

আবদুল হামিদ খান ভাসানী, পিতৃ-প্রদত্ত নাম আবদুল হামিদ খান (عبد الحميد خان : 'আব্দ আল-হামীদ খান), মাওলানা ভাসানী নামেই দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। বিপ্লবী জননেতা, জনগণের কল্যাণে নিবেদিত সংগ্রামী রাজনীতিবিদ, শিক্ষানুরাগী, বহু প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশে রাব্বানী হু'কূমাত প্রতিষ্ঠার স্বাপ্নিক। পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ধানগড়া গ্রামে ১৮৮০ সালে একটি কৃষিজীবী পরিবারে জন্ম। তিনি তাঁহার পিতামাতার তিন পুত্রের অন্যতম। তাঁহার একজন ভগ্নিও ছিলেন। আবদুল হামিদ খান ছয় বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। তাঁহার পিতা শরাফত আলী খানের মৃত্যুর অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার সকল ভ্রাতা-ভগ্নি মারা যান। আবদুল হামিদ খানের লালন-পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁহার মাতা ও চাচাদের উপর।

আবদুল হামিদ খানের অভিভাবকগণ তাঁহাকে সিরাজগঞ্জের একটি মাদ্‌রাসায় ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে চঞ্চল বালক আবদুল হামিদ খানের পক্ষে বেশী দূর লেখাপড়া করা সম্ভব হইল না। লাঠিখেলা, যাত্রা ও কবিগানের আসর তাঁহাকে মাদ্‌রাসার গণ্ডি হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইত। সেইকালে যাত্রা ও কবিগান ছিল প্রধানত প্রচারমূলক ও কোন কোন ক্ষেত্রে বৃটিশ বিরোধী। আবদুল হামিদ খানের কিশোর মন ইহাতে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হয়। ইহাতে জনগণের সুখ-দুঃখের সহিত কৈশোর হইতেই তাঁহার একাত্মতাবোধ জন্মে। এই সময়ে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় চিত্তগ্রাহী বক্তৃতার-শক্তি উপলব্ধি করেন।

তিনি যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে শৈশব হইতেই জমিদার ও মহাজনদের নির্মম শোষণ ও বঞ্চনার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। ইহাদের শোষণ ও জুলুম হইতে দেশের মজলুম ও বঞ্চিত মানুষকে বাঁচাইবার একটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁহার অন্তরে সৃষ্টি হইতে থাকে। সংগ্রামী চেতনা তাঁহাকে বিপ্লবের প্রতি আগ্রহী করিয়া তোলে। এই সময়ে স্থানীয় জমিদার মহাজনগণ তরুণ আবদুল হামিদ খানের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হইলে তাঁহার শিক্ষক মাওলানা আবদুল বাকীর পরামর্শে তিনি সিরাজগঞ্জ ত্যাগ করেন। ইহার পর শাহ সায়্যিদ ন্যাসি'-রু'দ্-দীন বাগদাদীর সাহচর্যে তিনি প্রথমে মোমেনশাহীর উপকণ্ঠে কাস্‌পা গ্রামে সাড়ে তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। অতঃপর তাঁহার সঙ্গেই তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে আসামের ধুবড়ী মহকুমার জলেশ্বর যাত্রা করেন। তিনি জলেশ্বর থাকাকালে তাঁহার মাতৃ বিয়োগ ঘটে। তাঁহার মুর্শিদ শাহ্ সাহেব ছিলেন একজন কামিল সূ'ফী; আবদুল হামিদ খানের তরুণ বয়সে শাহ সাহেবের দীর্ঘ সাহচর্য তাঁহার চিত্তকে আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত করিয়া তোলে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের জন্য আবদুল হামিদ খান ১৯০৭ খৃ. দেওবন্দ (দ্র.) যান। এইখানে দুই বৎসর অবস্থানকালে তিনি শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ্ দিহ্‌লাবী-র রাজনৈতিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হন। ১৯০৯ খৃ. জলেশ্বর ফিরিয়া আসিয়া তিনি রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। আবদুল হামিদ খান বুঝিতে পারিলেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা; মানব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল ক্রিয়াকাণ্ডই ইহার পরিমণ্ডলে পড়ে। তাই রাজনীতিকে বাদ দিয়া ইসলামের জীবন পদ্ধতি সফল হইতে পারে না। এইজন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে মানবতার মুক্তি আনয়নের জন্য তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ১৯১৮ খৃ. জীবনের প্রথম হ'জ্জ উদ্‌যাপনের পর তিনি দেশে ফিরিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে পূর্ণ উদ্যমে অংশগ্রহণ করেন। স্বরাজ আন্দোলন, কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফাত আন্দোলন তখন প্রবল। মাওলানা এই সব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়া সর্বভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হন। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তিনি জীবনের প্রথম কারাবরণ করেন ১৯১৯ খৃ.। ১৯২৩ খৃ. জলেশ্বর ত্যাগ করিয়া তিনি আসামের ভাসান চর-এ বসতি স্থাপন করেন। ভাসান চরে অবস্থানকালে তিনি কিছু কাল ঘাগমারীর গহন জঙ্গলে অতিবাহিত করেন।

প্রকৃতপক্ষে মাওলানার আসাম জীবনের সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও তামাদ্দুনিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র ছিল এই ভাসান চর। এই ভাসান চর হইতেই পরবর্তীকালে তাঁহার নামের সঙ্গে 'ভাসানী' শব্দটি যুক্ত হইয়াছে। জমিদার মহাজনের শোষণ-জুলুম, বাড়ী-ঘর উৎসাদিত ও নদী-ভাঙ্গনে সর্বহারা রংপুর, দিনাজপুর, মোমেনশাহী ও ফরিদপুর জিলার হাযার হাযার ছিন্নমূল কৃষক বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে আসামে প্রবেশ করিতে শুরু করে। কোথাও বা জঙ্গল কাটিয়া পতিত জমি আবাদ করিয়া, কোথাও বা জমি খরিদ করিয়া তাহারা আসামে বসবাস করিতে থাকে। আসামে লক্ষ লক্ষ একর জমি অনাবাদ পড়িয়া আছে—সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে এই খবর প্রচারিত হইতে থাকিলে স্বাভাবিকভাবেই বহিরাগতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আসামের বিভিন্ন জিলায় বহিরাগতরা বসতি স্থাপন করিয়া আসামকে শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রথম দিকে ইহাদের আগমন অভিনন্দিত হইলেও কালক্রমে আসামের কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ শ্রেণীটি আতঙ্কিত হইয়া উঠে এবং স্থানীয় জনসাধারণ ও আদি অধিবাসীদিগকে ইহাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিতে থাকে। সরকারকে ইহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই শ্রেণীটি চাপ সৃষ্টি করে। আসাম সরকার তখন আসামের আদি অধিবাসীদের স্বার্থে একটি 'কলোনাইজেশন স্কীম' প্রবর্তন করেন। এই স্কীম অনুযায়ী বহিরাগতরা কোথায় বসতি স্থাপন করিবে তাহা চিহ্নিত করিবার দায়িত্ব কলোনাইজেশন অফিসারের উপর অর্পিত হয়। এখান হইতেই 'লাইন প্রথার' সূচনা। ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯ তারিখের এক পত্রে দেখা যায়, কামরূপের ডেপুটি কমিশনার এক সীমারেখা টানিয়া বহিরাগতদের বাসের জন্য এলাকা চিহ্নিত করিয়া দেন। ১৯১৯-এর ৫ই মার্চ তারিখের আর একটি পত্রে দেখা যায়, নওগাঁর ডেপুটি কমিশনারও অনুরূপ নির্দেশ জারী করিয়াছেন। সংক্ষেপে ইহাই কুখ্যাত 'লাইন প্রথার' পটভূমিকা (এ. জেড. আবদুল্লাহ, লাইন প্রথার পটভূমিকা)।

বিশ-শতকের চতুর্থ দশকে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। বয়স্কদের ভোটাধিকার ভারতীয় রাজনীতি চিন্তাভাবনার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। লাইন প্রথা দ্বারা আবাদ নিয়ন্ত্রিত হইল বটে, কিন্তু সর্বহারা বহিরাগতদের আগমন ও বসতি স্থাপন স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হইল না। আইনত ভারতের যে কোন নাগরিককেরই ভারতের যে কোন প্রদেশে সম্পত্তি ক্রয় ও বসতি স্থাপনের অধিকার আছে। সর্বহারার দল বাংলাদেশ হইতে এই

অধিকারেই জীবন ও জীবিকার তাগিদে আসামের অনাবাদী ও পতিত অঞ্চলগুলিতে প্রবেশ করিতে থাকে। ইহাতে স্থানীয় কায়েমী স্বার্থান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তাহাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভীত হইয়া পড়ে এবং বহিরাগতদের নিকট জমি বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার জন্য দাবী তোলে। বহিরাগতদের শতকরা নব্বই জনই মুসলমান। ইহাদের প্রবেশ বন্ধ করিতে না পারিলে বয়স্কদের ভোটাধিকারভিত্তিক রাজনীতি তথা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আসামে মুসলিম প্রাধান্য অনিবার্য হইয়া উঠিবে—এই আশঙ্কায় তাহারা বহিরাগতদিগকে আসাম হইতে বিতাড়নের জন্য 'বংগাল খেদা' আন্দোলন শুরু করে এবং সর্বত্র লাইন প্রথা প্রবর্তনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। ফলে গহন অরণ্য সাফ করিয়া, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের সাথে মরণপণ লড়াই করিয়া যাহারা আসামের পতিত, মনুষ্যবাসের অনুপযোগী অঞ্চলগুলিকে ধনেধান্যে সোনার এলাকায় রূপান্তরিত করিয়াছিল, তাহারা ইতিহাসের জঘন্যতম নির্মমতার শিকার হইয়া পড়িল। মাওলানা ভাসানী এই বিপন্ন মানবগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার জন্য অমিতবিক্রমে সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই সংগ্রামের শুরুতে ইহাদিগকে সংগঠিত করিয়া একটি দুর্বার রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করা ছিল তাঁহার সংগঠনী প্রতিভা ও নেতৃত্বের এক অনন্য নিদর্শন (পূ. দ্র.)।

এই সময় আসামের গৌরীপুরের হিন্দু মহারাজা তাঁহার জমিদারীতে গরু জবাই বন্ধ করিয়া দিলে মাওলানা ভাসানী মুসলমানদের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার রক্ষাকল্পে তুমুল আন্দোলন শুরু করেন এবং লাইন প্রথা ভঙ্গ করেন। ১৯৩৮ হইতে ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন চলিতে থাকে। মাওলানা ছিলেন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। তাঁহার ডাকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ লাইন প্রথার বিরুদ্ধে সারা প্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে এবং মাওলানাসহ হাজার হাজার কর্মী কারাবরণ করেন। আসামে তখন কংগ্রেসী শাসন চলিতেছে। সিলেটে কোতয়ালী থানায় লীগ পতাকা উত্তোলন করিতে গিয়া আজিমউল্লাহ নামক এক কর্মী কংগ্রেসী সরকারের গুলীতে শহীদ হন।

মজলুম মানুষের স্বার্থ ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তিনি জীবনে বহু সম্মেলন সংগঠন করেন। ভাসান চরের ১৯২৩ খৃ.-র সম্মেলন ইহাদের অন্যতম। তখন হইতেই তিনি ভাসান চরের মাওলানা তথা 'মাওলানা ভাসানী' নামে পরিচিত হইয়া উঠেন। তাহার পরবর্তী সম্মেলনগুলির মধ্যে সিরাজগঞ্জের ঐতিহাসিক কাওয়াখোলা সম্মেলন (১৯৩২), গোড়াবাড়ী সম্মেলন (১৯৪৬), কাগমারী সম্মেলন (ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭), মহীপুর ও সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের টোবাটেকসিং সম্মেলন (১৯৭০), পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা ও কৃষ্টি সম্মেলন (১৯৭১), সন্তোষে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সম্মেলন (৯ জানুয়ারী, '৭১), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (১২ ডিসেম্বর, '৭৩) ও চাষী সম্মেলন (৭-১২-৭৫) এবং তাঁহার জীবনের সর্বশেষ 'খোদায়ী খিদমতগার' সম্মেলন (২৩-১১-৭৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা ভাসানী আসামে বসতি স্থাপন করিলেও রাজনৈতিক কারণে ও কার্যব্যাপদেশে তিনি বিভিন্ন সময়ে বর্তমান বাংলাদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, দিল্লী, বোম্বাই, দেওবন্দ, রামপুর, আমরুহা, লাহোর, ভূপাল প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিয়াছেন। তিনি একাদিক্রমে এগার বৎসর আসাম আইন সভার সদস্য ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় আসাম প্রাদেশিক পরিষদে বাঙ্গালীদের জন্য নয়টি আসন সংরক্ষিত হয়। তিনি আসামে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, পশু হাসপাতালসহ তেত্রিশটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তাঁহার ভক্তরা ঘাগমারীর নামকরণ করেন 'হামিদাবাদ'।

কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক চরিত্রে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি ১৯৩৬ খৃ. কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছেদ করেন। ১৯৩৫ খৃ. আমরুহার 'উলামা সম্মেলনের পর তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৩৭ খৃ. হইতে আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি থাকাকালে তাঁহার নেতৃত্বের প্রভাবে আসাম মুসলিম লীগ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণের এক দুর্বার আন্দোলনের কেন্দ্র হইয়া উঠে। ১৯৪০ খৃ. ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলনে যোগদানের পর তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ঐ বৎসরই তিনি দ্বিতীয়বার হাজ্জ করেন। ১৯৪৬ সনে পাকিস্তান অথবা ভারতভুক্তির ব্যাপারে সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গণভোটে সিলেট পাকিস্তানের সাথে যোগ দেয়, এই সময় সিলেটে যে অভূতপূর্ব গণজাগরণ দেখা গিয়াছিল তাহার মূলে ছিল মাওলানার দীর্ঘ দিনের শ্রম এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও মাওলানা ভাসানী আসামে অবস্থান করিতেছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই আসামের কংগ্রেসী বরদলই সরকার মাওলানাকে কারারুদ্ধ করে। ১৯৪৭ খৃ.-র শেষ দিকে তাঁহাকে আসাম হইতে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪৮ খৃ.-র প্রথমদিকে তিনি পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল পূর্ব বঙ্গে আগমন করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থ হইলে তাঁহার নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে এক রাজনৈতিক সংগঠন গঠিত হয় (১১ই অক্টোবর, ১৯৪৯)। তিনি এই সময় সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিছুদিন পর তিনি গ্রেফতার হন (১৬ই অক্টোবর, ১৯৪৯)। কয়েক মাস পর জেলখানায় অনশন ধর্মঘট শুরু করিলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় (১৯৫০)। ১৯৫২ খৃ. ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের অভিযোগে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন। খিলাফতে রব্বানী পার্টির চেয়ারম্যান জনাব আবুল হাশিম সারা পূর্ব পাকিস্তান সফরের পর ময়মনসিংহে আসিয়া প্রতিক্রিয়াশীল জনগণ বিরোধী মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানান। ১৯৫৩ খৃ. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (দ্র.) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (দ্র.) ও মাওলানা ভাসানী সম্মিলিতভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। অতঃপর সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয় (১৯৫৪) এবং পূর্ব বঙ্গে মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটে। এই বৎসরই মাওলানা ভাসানী য়ুরোপ সফর করেন এবং স্টকহোম শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন।

১৯৫০ খৃ. আওয়ামী মুসলিম লীগ হইতে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়, আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষিত হয়। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে একমত হইতে না পারিয়া তিনি আওয়ামী লীগ ত্যাগ করিয়া প্রথমে কৃষক সমিতি (১৯৫৬) এবং পরে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি [(ন্যাপ) (জুলাই, ১৯৫৭)] গঠন করেন। ১৯৫৮ খৃ. ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিলে তিনি অন্তরীণ হন। মুক্তি লাভের পর তিনি মহাচীন সফর করেন (১৯৬৩) এবং পর বৎসর হাভানায় বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন (১৯৬৪)। ঐ বৎসরই জানুয়ারী মাসে তিনি প্রেসিডেন্ট আয়ুব প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রের স্থলে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের ডাক দেন। পরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী প্রার্থী হিসাবে তিনি মুহতারামাঃ ফাতিমাঃ জিন্নাহ্‌র নাম প্রস্তাব করেন। ১৯৬৮-৬৯ খৃ.-র তদানীন্তন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনেও মাওলানা ভাসানী নেতৃত্ব দান করেন। এই

আন্দোলন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের পতনকে ত্বরান্বিত করে। পরে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করার ইঙ্গিত দেন (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭০)।

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী সামরিক সরকার সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালাইলে তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া (১৬ই এপ্রিল, ১৯৭১) ভারতে যান এবং সেইখানে প্রায় নয় মাস তাঁহাকে নজরবন্দী অবস্থায় কাটাইতে হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন (২২শে জানুয়ারী, ১৯৭২)। তৎকালীন সরকারের ক্রিয়াকলাপে ও প্রশাসনিক ব্যর্থতায় মাওলানা ভাসানী বিক্ষুব্ধ হন এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। এই আন্দোলনের মুখপত্রস্বরূপ তিনি 'হক-কথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি দেশবাসীর সামনে তুলিয়া ধরেন যে, ভারত স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতার নামে বাংলাদেশকে শোষণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত অবাধ চোরাচালানের মাধ্যমে এদেশের সম্পদ ভারতে পাচার হইয়া যাইতেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আওয়ামী লীগ কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষা উচ্ছেদের ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের নাম হইতে ইসলাম ও মুসলিম শব্দ তুলিয়া দেওয়া, রেডিও-টেলিভিশনে কুর'আন তিলাওয়াত বন্ধ করা প্রভৃতি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মাওলানা ভাসানী জোরালো প্রতিবাদ করেন। এই সকল কারণে তদানীন্তন সরকার তাঁহাকে সন্তোষে গৃহবন্দী করিয়া রাখে। গৃহবন্দী থাকাকালে দলীয় রাজনীতি ত্যাগ করিয়া তিনি তাঁহার আজীবন লালিত জীবন দর্শনের বাস্তব রূপায়ণের জন্য 'হ'কূমাত-ই রাব্বানীয়া' সমিতি গঠন করেন (১৯৭৪)। রাব্বানী দর্শনের দার্শনিক 'আল্লামাঃ আলাদ সুবহানী (র.)-এর নিকট মাওলানা ভাসানী পাকিস্তান আন্দোলনের শুরুতে এই দর্শনের ভিত্তিতে একটি শোষণহীন ইসলামী সমাজ কায়েমের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন (১৯৪৬)। তরুণ বয়স হইতেই মাওলানা ইসলামকে একটি সাম্যবাদী, শোষণ ও জুলুম বিরোধী সামগ্রিক জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। সর্বহারাদের মুক্তির সংগ্রামে মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলির নিস্পৃহতার দরুন তিনি বামপন্থীদেরকে সংগঠিত করিয়া সংগ্রাম পরিচালনা করেন। বামপন্থিগণ ব্যর্থ হইলে তিনি তাঁহার জীবনের শেষ পর্যায়ে রাব্বানী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য উপরিউক্ত সমিতি গঠন করেন। তিনি বলিতেন, "সব কিছুরই মৌসুম আছে। পুঁজিবাদের উপর সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এখন সমাজতন্ত্রের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সময় উপস্থিত।" ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সন্তোষে তাঁহার সহচর ও কর্মীদের প্রথম বৈঠকে তিনি প্রকাশ্যে তাঁহার এই অভিমত ব্যক্ত করেন। ইতিপূর্বে চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লবের মহানায়ক মাও-সে-তুং-এর সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি মাও-সে-তুং-কে বলিয়াছিলেন, জীবনের রূহ'ানী দিক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানকে বাদ দিয়া বিপ্লব কখনও চিরস্থায়ী সাফল্য লাভ করিতে পারে না। মাওলানা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রস্তাবে মাও-সে-তুং একটা বিশ্বধর্ম সম্মেলন আহ্বানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্টকহোম এবং কিউবার বিশ্বশান্তি সম্মেলনে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ইসলামের দর্শন এবং বাণী বিশ্বে স্থায়ী শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে। তাঁহার হ'কূমাতে রাব্বানীয়া সমিতির প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁহার জীবন-দর্শন রূপায়ণের পরিণত পদক্ষেপ। সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে মাওলানা ঘোষণা করেন :

"হুকূমতে রব্বানিয়ার মূলকথা—আল্লাহ্‌র দোস্ত আমাদের দোস্ত, আল্লাহ্‌র দুশমন আমাদের দুশমন। এই সমিতি সমাজতন্ত্রবাদীদের মত কেবল লা ইলাহা-ই কায়েম করিবে না, সেখানে ইল্লাল্লাহ্‌র বীজও বপন করিবে। তাহাদের কোন কাজে আত্মতুষ্টি অর্থাৎ নফসানিয়ত থাকিবে না..। এই সমিতি যেমন হক্কুল্লাহ আদায় করিবে ঠিক তেমনি হক্কুল এবাদও করিয়া যাইবে। ..তাই এই সমিতি মানুষের যেমন বৈষয়িক উন্নতি ঘটাইবে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আত্মিক শক্তির বিকাশও ঘটাইবে। ..আল্লাহ্ 'রব' গুণে গুণান্বিত হইয়া শুধু সৃষ্টিই করিয়া যাইতেছেন না, সব কিছুকেই বিশেষ উদ্দেশ্যে লালন-পালন করিতেছেন। স্রষ্টার এই পালনবাদের আদর্শই হইল রবুবিয়ত। সকল কর্মসূচী ও পরিকল্পনায় রবুবিয়তের আদর্শ যে রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা হইবে তাহাই হুকূমতে রব্বানিয়া। সে রাষ্ট্রে থাকিবে স্রষ্টার পালনবাদ—মানুষের শাসনবাদ নহে" (দ্র. মওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন, ৭০-৭১ পৃ.)। তাঁহার এই আদর্শ প্রচারের জন্য তাঁহার সম্পাদনায় 'World Peace' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১৯৭৫)।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সীমান্তে দুষ্কৃতিকারীদের হামলা শুরু হইলে (জানুয়ারী, ১৯৭৬) মওলানা ভাসানী সীমান্ত সফর করিয়া জনগণকে এই হামলা প্রতিহত করার জন্য সংগঠিত করেন। ভারত কর্তৃক একতরফা ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির অভাবে যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি ঐতিহাসিক ফারাক্কা মিছিল সংগঠিত করেন এবং নিজে মিছিল পরিচালনা করেন (মে, ১৯৭৬)। ১৩ নভেম্বর, ১৯৭৬ খৃ. মাওলানা তাঁহার জীবনের সর্বশেষ সংগঠন খোদায়ী খিদমতগার সম্মেলনে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির খিদমতের এক ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী কর্মসূচী পেশ করেন। খোদায়ী খিদমতগার সম্মেলনের কয়েকদিন পর হাজ্জ করিবার জন্য তিনি মক্কা শরীফ রওয়ানা হইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু হাজ্জে আর যাওয়া হইল না—মাত্র চারদিন পর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৯৬ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। পরদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কয়েক লক্ষ শোকাভিভূত ভক্ত ও অনুরাগীর উপস্থিতিতে মারহূমের সালাত-ই-জানাযাঃ অনুষ্ঠিত হয় এবং পূর্ণ সামরিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঐদিনই তাঁহাকে তাঁহার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী সন্তোষে দাফন করা হয়।

বাংলাদেশে মাওলানা ভাসানীর গঠনমূলক ও স্থায়ী কীর্তিগুলির মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ 'আলী কলেজ (কাগমারী), হাজী মুহসিন কলেজ (মহীপুর, বগুড়া), হাক্কুল-'ইবাদ মিশন, শেরে বাংলা হাসপাতাল (সন্তোষ), নজরুল সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একাডেমী ও ছাত্রাবাস (সন্তোষ), সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইহার অধীনস্থ নার্সারী স্কুল, বালক উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল কলেজ, পীর শাহ জামান পশু হাসপাতাল, উইভিং স্কুল, সেরিকালচার প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা ভাসানী প্রথম বিবাহ করেন ১৯২৫ খৃস্টাব্দে বগুড়ার পাঁচবিবি থানার বীর নগর গ্রামে। ইহার পর তিনি আরও দুইবার বিবাহ করেন। কিন্তু দুইজনই মাওলানা ভাসানীর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী আলেমা ভাসানী মাওলানার সন্তোষের বাড়ীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার প্রথম ও তৃতীয় স্ত্রীর

গর্ভের সন্তানাদি রহিয়াছে। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন খুবই স্নেহপরায়ণ, সদালাপী ও হাস্যরসিক। তিনি আদর্শিক ব্যাপারে কঠোর এবং আপোসহীন ছিলেন। মাওলানা ভাসানী সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে আগমনের পর হইতে সন্তোষেই বসবাস করিতে থাকেন। ঐতিহাসিক চারাবাড়ী সম্মেলনের পর (১৯৪৬) তিনি পীর শাহ্ যামান দীঘি দখল করেন। পরগনা খোশনোদপুরে যাহা সন্তোষ নামে পরিচিত হয় উহা ছিল একটি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি। ঐ এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য ঐ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করিয়া পীর শাহ যামানকে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরে ষড়যন্ত্র করিয়া উহা প্রভাবশালী এক হিন্দু পরিবার দখল করিয়া লয় এবং সন্তোষে জমিদারীর পত্তন করে। মাওলানা ভাসানী এই ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য ইসলামী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন।

মাওলানা ভাসানী দীর্ঘদিন রাজনীতি করিয়াছেন, আন্দোলন করিয়াছেন ও বহু বৎসর তিনি আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁহার আন্দোলনের ফলে অনেক সরকারের উত্থান-পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু ধন-লালসা ও পদের মোহ মাওলানাকে কখনো স্পর্শ করিতে পারে নাই। মহানবী (স)-এর সরলতার আদর্শকে তিনি জীবনে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। আজীবন তিনি পর্ণকুটিরে বাস করিয়াছেন; লুংগী, খদ্দরের পাঞ্জাবী আর তালপাতার আঁশের টুপি পরিয়া তিনি সকল মহলে বিচরণ করিয়াছেন ও বিদেশের রাষ্ট্রদূতগণকে তাঁহার কুটিরে অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন। ইসলামী সরলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মাওলানা ভাসানীর সান্নিধ্যে আসিয়া প্রবল প্রতাপশালী শাসকেরাও শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়াছেন। কথায় নহে, কাজে ও আচরণে ইসলামী জীবনাদর্শকে তিনি জীবনে প্রতিফলিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

উপমহাদেশের ইতিহাসে মাওলানা ভাসানী এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আরেফিন বাদল (সম্পা.), মওলানা ভাসানী, ১ম সং, ধানসিড়ি প্রকা., ঢাকা ১৯৭৭ খৃ. (২) ফিরোজ-আল-মুজাহিদ, মাওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন, ১ম সং., ঢাকা ১৯৮২ খৃ. (৩) 'মজলুম জননেতা', সচিত্র স্বদেশ, জাকিউদ্দিন আহমদ (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ঢাকা; (৪) আবুল কাশেম এডভোকেট (সম্পা.) নব জাগরণ, মাওলানা ভাসানীর ৬ষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকীতে প্রকাশিত 'ভাসানী স্মরণে' সংখ্যা, ঢাকা-১৭; (৫) এ. জেড. আবদুল্লাহ্, লাইন প্রথার পটভূমিকা, সিলেট ১৯৪৬; (৬) মাওলানা ভাসানী, রবুবিয়তের ভূমিকা সন্তোষ, টাঙ্গাইল; (৭) ঐ লেখক, তোমরা রব্বানী হইয়া যাও, সন্তোষ, টাঙ্গাইল; (৮) ঐ, সাপ্তাহিক হক-কথা, ১৭ সংখ্যা, ১৭ নভেম্বর, সন্তোষ, টাঙ্গাইল ১৯৭৮; (৯) খন্দকার ইলিয়াস, ভাসানী যখন ইউরোপে, ২য় সং., মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৭৮; (১০) দৈনিক দেশ, ১৭ নভেম্বর, ঢাকা ১৯৮০; (১১) আবদুল হামিদ খান ভাসানী (সম্পা.), ওয়ার্ল্ড পীস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল, মার্চ, ১৯৭৫।

শাহেদ আলী
ও
আবু সাইদ মুহাম্মদ ওমর আলী

'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার ইবনি'ল-খাত্তাব (عبد الله بن عمر بن الخطاب) দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র, হযরত (স)-এর সর্বাপেক্ষা সম্মানিত সাহাবীদের অন্যতম, সাধারণত ইবনু 'উমার নামে পরিচিত, হিজরতের কয়েক বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম যায়নাব বিনত মায'উন। তিনি বাল্যকালে পিতার সহিত একই সময়ে ইসলামে দীক্ষিত হন। অল্পবয়স্ক বলিয়া হযরত (স) তাঁহাকে বদ্‌র ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন নাই, কিন্তু তিনি খন্দকের যুদ্ধে যোগদান করেন এবং হযরত (স)-এর সহিত পরবর্তী সমস্ত যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালেও সামরিক অভিযানের বেলায় প্রায়ই তাঁহার নাম উল্লিখিত হয়। সর্বপ্রথম তিনি 'আরবের অভ্যন্তরে বিদ্রোহী গোত্রগুলির বিরুদ্ধে খালিদ ইবনু'ল-ওয়ালীদের অভিযানে তাঁহার অনুগমন করেন, অতঃপর তিনি নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে যোগদান করেন (২১/৬৪২)। হযরত 'উছমান (রা) মিসরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা 'আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দ ইবন আবী সারাহ্-এর সাহায্যার্থে এবং উত্তর আফ্রিকার অবশিষ্ট অঞ্চল আয়ত্তাধীন করার জন্য মদীনা হইতে যে সাহায্যকারী সৈন্যদল প্রেরণ করেন, তিনিও তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে ৩০ হি. (৬৫০-১ খৃ.)-তে সা'দ ইবনু'ল-'আস-এর অধীনে তিনি তাবারিস্তানে গমন করেন, ৪৯/৬৬৯ সালে য়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার নেতৃত্বে বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি পরম নিষ্ঠার সহিত নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন। 'উমার (রা) যখন তাঁহার মৃত্যুশয্যায় নূতন খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয়জন বিশস্ত সাহাবীকে নিয়োগ করেন, তখন তিনি স্বীয় পুত্র 'আবদুল্লাহ্কে তাঁহাদের পরামর্শদাতা মনোনীত করেন। ৩৮/৬৫৮-৯ সনে 'আলী ও মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যে বিদ্যমান বিবাদ মীমাংসার জন্য দুমাতু'ল-জান্দাল-এ যে সালিশী সমাবেশ হয়, তিনি তাহাতে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু নিজে খিলাফতের দাবীদার ছিলেন না। তবে, আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) অন্যতম যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব বিবেচিত হয় নাই। 'উছমান (রা)-এর শাহাদাতের পর 'আলী (রা) তাঁহাকে বায়'আত গ্রহণ (আনুগত্য স্বীকার) করিতে বলিলে তিনি দৃঢ়তার সহিত তাহাতে অস্বীকৃতি জানান এবং ঘোষণা করেন, মুসলিম জনগণ যখন তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে, কেবল তখনই তিনি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবেন। পরবর্তীকালে মু'আবিয়া (রা) তাঁহার পুত্র য়াযীদের জন্য বায়'আত দাবী করিয়াও তাঁহার নিকট হইতে একই উত্তর প্রাপ্ত হন। কিন্তু য়াযীদ খিলাফতের মসনদে উপবেশন করিলে ইবন 'উমার তাঁহার আনুগত্যের হলফ করেন। ব্যক্তিগতভাবে 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ লোক; মহৎ ও নিঃস্বার্থপর চরিত্রের জন্য তিনি সর্বত্র উচ্চ সম্মান পাইতেন। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের একজন সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি-হিসাবেও তিনি শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার পুত্রগণ ও অন্যান্য শিষ্যের মারফত তাঁহার বর্ণিত হাদীছসমূহ উত্তরকালে অনুসন্ধানকারীদের হস্তগত হয়। সাধারণভাবে প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী ৭৩/৬৯৩ সনের প্রথম দিকে বা ৭৪ হিজরীতে হাজ্জের পর ৮৪ বৎসর বয়সে মক্কায় তিনি ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন সা'দ, ৩ : ১ম খণ্ড, ভূমিকা, ৪/১ : ১০৫ প., তাবারী, ১ : ১৩৫৮ প.; নাওয়াবী পৃ. ৩৫৭; (২) Muir, The Caliphate, its Rise, Decline and Fall. (new ed. of Weir); (৩) Wellhausen, Muhammed in Medina : Baladhuri; (৪) Mas'udi, Murudj, iv; (৫) Lammens, Etudes sur le regne du calife omaiyade Mo'awia I (MFOB 1908); (৬) Further bibliography by Caetani and Gabrieli, Onomasticon Arabicum, ii. 986.

K. V. Zettersteen (S-E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'আবদুল্লাহ্ ইবনু ওয়াহ্‌ব আর-রাসিবী (عبد الله بن وهب الراسبى : আবদ আল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব আল-রাসিবী) জনৈক খারিজী, ক্রমাগত সিজদার দরুন কপালে কড়া পড়ায় তিনি 'কড়াপড়া লোক' (ذو الثفنة) নামে অভিহিত হন। আদি খারিজীদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ্ ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, তজ্জন্য তাঁহার অনুচরেরা 'আলী (রা) হইতে পৃথক (খারিজ) হওয়ার পর ৩৭/৬৫৮ সনে তাঁহাকে তাহাদের ইমাম মনোনীত করে। সেই বৎসরই নাহ্‌রাওয়ান-এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুবার্‌রাদ, কামিল, পৃ. ৫৮৮ প.; (২) তাবারী, ১খ, ৩৩৬৩ প.; (৩) দীনাওয়ারী (Girgas and Rosen সম্পা.), পৃ. ২১৫ প.; (৪) Brunnow, Die Charidschiten, পৃ. ১৮ প.; (৫) Wellhausen, Die religios-politischen Oppositions-parteien, p. 17 প.

'আবদুল্লাহ্ ইবনু মায়মূন (عبد الله بن ميمون : 'আব্দ আল্লাহ্ ইব্‌ন মায়মূন) হিজরী চতুর্থ (খৃ. দশম) শতাব্দীর পূর্বেকার নহে—এইরূপ ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী ইনি শী'আ সম্প্রদায়ের একজন প্রচারক। তিনি ইস্‌মা'ঈলী আন্দোলনের প্ররোচনা যোগাইয়াছিলেন এবং উহার সংগঠক ছিলেন। উহার প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়াছিল কারামত়ী (দ্র.)-দের বিদ্রোহ ও পরবর্তীকালে ফাতিমী শক্তির অভ্যুদয়ে। তাঁহার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বহু বিবরণের সারমর্ম এই যে, আল-আহওয়ায-এ তাঁহার জন্ম, তাঁহার পিতা ছিলেন সেখানে একজন পান-পাত্র নির্মাতা (ক'দ্দাহ়')। বার্দেসানিয়্যা, খাত্‌ত়াবিয়্যা (দ্র.) প্রভৃতি নানা প্রকার ধর্মমতের প্রভাবে পড়িয়া তিনি একটি নিজস্ব ধর্মীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং অল্পসংখ্যক গুপ্ত প্রচারকের সাহায্যে গোপনে প্রচারকার্য চালাইয়া এমন একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক মিত্রদল প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা কোন একজন 'আলী বংশধরের আনুগত্যের নীতি স্বীকার করিত। 'আস্‌কার মুক্‌রাম নামক স্থান ও বসরায় প্রচার কার্যের পর তিনি সিরিয়ার অন্তর্গত সালামিয়্যা-য় গমন করেন। সেখানে ২৬১ হিজরীর (৮৭৫ খৃ.) দিকে তাঁহার মৃত্যু ঘটে বলিয়া অনুমিত হয়। স্বয়ং সেই প্রস্তাবিত 'আলী বংশধরের স্থান অধিকার করিয়া দলের নেতৃত্ব লাভই ছিল তাঁহার প্রকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তিনিই ফাতিমী বংশের প্রকৃত জন্মদাতা, ইহাই ছিল সাধারণ বিশ্বাস। প্রকৃত প্রস্তাবে ফাতিমীদের আদি পুরুষ ছিলেন সালামিয়্যারই বাসিন্দা। W. Ivanow-এর সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খুব সম্ভব এই লোকটির জীবন কাহিনী কাল্পনিক উপাখ্যান ভিন্ন আর কিছুই নহে; কোন ব্যক্তিকে সনাক্ত করিবার বেলায় ভ্রমবশত কিম্বা শী'আদের মধ্যে দলীয় কোন্দলের দরুন এইরূপ উপাখ্যানের সৃষ্টি হইতে পারে। এই উপাখ্যানের প্রাচীনতম উৎস হইতেছে ইবনু'র-রাযযাম; তিনি হিজরী চতুর্থ (খৃ. দশম) শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক ও ফিহ্‌রিস্তে প্রদত্ত বিবরণের মূল বর্ণনাকারী। শী'আ সম্প্রদায়ের হাদীছ সংগ্রহে, বিশেষত আল-কুলিনী-র "কাফী"-তে দেখা যায় যে, মায়মূন ও তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ্ ছিল ইমাম মুহ়াম্মাদ আল-বাকির, তৎপুত্র জা'ফার আস়-স়াদিকে'র বিশ্বস্ত অনুচর এবং তাঁহারাই শেষোক্ত ইমামের বহু বাণীর মূল সূত্র। মায়মূন ও তাঁহার পুত্র বানূ মাখ্‌যূম-এর অন্তর্ভুক্ত ও আশ্রিত (মাওলা) ছিল বলিয়া কথিত আছে। 'আবদুল্লাহ্ ছিল জা'ফার আস়-স়াদিকে'র সমসাময়িক। সম্ভবত ১৬৫ হিজরীতে (৭৮০ খৃ.) তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার উপনাম "ক'দ্দাহ়'", অর্থ পেয়ালা (ক'দহ়') নির্মাতা বা পেয়ালা সম্পর্কীয় কোন কর্মের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা সম্ভবত শরদণ্ড প্রস্তুতকারী এবং ইহাই ক'দ্দাহ়' শব্দটির অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যাখ্যা। (তু. তূসী-র শী'আ গ্রন্থাবলীর তালিকা, ৪২৫ নং)। 'মায়মূন' ছিল জা'ফারের পুত্র ইসমা'ঈল, তৎপুত্র মুহ়াম্মাদের ডাক নাম; এই মায়মূনের নাম হইতে একটা ধর্ম সমাজের নাম হয় মায়মূনিয়্যা। এই মায়মূনিয়্যা সমাজের অস্তিত্ব হইতে একটি ধর্মনৈতিক আন্দোলনের সহিত মায়মূন ও তাঁহার পুত্রের সংস্রবের কাহিনী উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে। এই মুহ়াম্মাদের পুত্রের নামও ছিল 'আবদুল্লাহ্। খাত্‌ত়াবিয়্যাদের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক খোদ আবু'ল-খাত্‌ত়াবের দলের উপর ইবনু'ল-ক'দ্দাহে'র কাল্পনিক উপাখ্যান গঠনের ফল হওয়া বিচিত্র নহে। ইমাম জা'ফারের সহিত আবু'ল-খাত্‌ত়াবের বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক ছিল; কিন্তু সুন্নীদের ন্যায় গোঁড়া শী'আরাও তাঁহার জীবন ধর্মান্ধতা ঘৃণা করিতেন, তজ্জন্য পরবর্তীকালে জা'ফার তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। 'আবদুল্লাহ্ নামক কোন এক বার্দেসানীর সহিত ভুল সনাক্তকরণের ফলে উদ্ভূত ভ্রান্ত ধারণার বশে 'আবদুল্লাহ্‌কে (অনেকটা প্রচলিত ধর্ম-বিরোধী বা দ্বৈতবাদী) বার্দেসানীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; প্রাথমিক কিংবদন্তীতে ইমাম জা'ফারের বিরুদ্ধবাদী হিসাবে ইহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পরিশেষে 'আবদুল্লাহ্‌র জীবন-বৃত্তান্তে প্রদত্ত কতগুলি খুঁটিনাটি বিবরণ ইসমা'ঈলীদের সপ্তম ইমাম ইসমা'ঈলের বংশধরদের কর্মতৎপরতার আলোকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ইসমা'ঈলী মতবাদ এবং ক'রামাত়ী ও ফাতিমী আন্দোলনের উৎপত্তি-পূর্বে যত অস্পষ্ট বলিয়া অনুমিত হইত, ঐ সকল তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা তদপেক্ষাও অধিকতর অস্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মায়মূন হইতে ফাতিমীদের উদ্ভবের কাহিনী আর কিছুতেই সমর্থন করা চলে না। (ইসমা'ঈলিয়্যা দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) W. Ivanow, The alleged Founder of Ismailism, বোম্বে ১৯৪৬; (২) ফিহ্‌রিস্ত, Flugel সম্পা, পৃ. ১৮৬ প.; (৩) নিজ়া'মু'ল-মুল্‌ক, সিয়াসাত নামাহ্, পৃ. ১৮৪; (৪) মাক্‌রীযী, খিত়াত়', ১খ, পৃ. ৩৯১ প.; (৫) ইবনু'ল-আছ়ীর (Tornberg সম্পা.), ৮ : ২১ প.; (৬) de Sacy, Expose de la religion des Druses, Preface; (৭) de Goej, Memoire Sur lex Carmathes du Bahrain et les Fatimites, Leiden 1880; (৮) B. Lewis, The Origins of Ism'ilism, Cambridge 1940.

Anonymus (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'আবদুল্লাহ্ ইবনু'য্‌-যুবায়র (عبد الله بن الزبير) ইনি যুবায়র ইবনু'ল-'আওওয়াম (রা) ও আবূ বাক্‌র (রা)-এর কন্যা আস্‌মা (রা)-এর পুত্র ছিলেন। হিজরতের ১ম বৎসর কু'বা-য় জন্মগ্রহণ করেন (ইকমাল ৬০৪)। ইনি মুহাজির সম্প্রদায়ের মধ্যে জাত প্রথম সন্তান। মাতা-পিতা উভয় কুলের সহিত রাসূল (স)-এর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

তিনি বাল্যকালেই পিতার সহিত য়ারমূক-এর যুদ্ধে (রাজাব. ১৫/আগস্ট. ৬৩৬) উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পিতা যখন মিসরে 'আমর ইবনু'ল-'আস়-এর বাহিনীতে যোগদান করেন, তখন (১৯/৬৪০) তিনিও তাহাতে যোগদান করেন। তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী সারাহ্'-এর সঙ্গে (২৬-৭/৬৪৭) বায়যান্টাইন এবং 'ইফ্রিকিয়্যা' অভিযানেও যোগদান করেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা করিয়া এই অভিযানের ও ইহাতে জয়লাভের

সুসংবাদ প্রদান করেন (আগ'ানী, ৬খ, ৫৯, পরবর্তী বর্ণনাগুলিরও ভিত্তি ইহাই)। তিনি সা'ঈদ ইবনু'ল-'আস'-এর সঙ্গে উত্তর পারস্য অভিযান (২৯-৩০/৬৫০)-এ যোগদান করেন। কু'রআন মাজীদ সমীক্ষণ কার্যে অন্যতম ব্যক্তি হিসাবে হযরত 'উছ'মান (রা) তাঁহাকেও নিয়োজিত করেন (Gesch. des. Qorans, ii : 47—55)। হযরত 'উছ'মান (রা)-এর শাহাদাতের পর তিনি তাঁহার পিতা ও 'আইশা (রা)-এর সহিত বস্'রায় গমন করেন ও 'উষ্ট্রের যুদ্ধে' 'আলী (রা)-র বিপক্ষে পদাতিক বাহিনীর সেনাপতিত্ব করেন (১০ জুমাদা'ছ'-ছ'ানিয়া, ৩৬ হি./৪ ডিসেম্বর, ৬৫৬ খ.)। যুদ্ধের পর তিনি হযরত 'আইশা সহ মদীনায় ফিরিয়া আসেন। ইহার পর তিনি এই গৃহযুদ্ধে আর অংশ গ্রহণ করেন নাই।

মু'আবি'য়া (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি নিরপেক্ষ থাকেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে য়াযীদের আনুগত্য অস্বীকার করেন। ৬০/৬৮০ সনে মু'আবি'য়ার মৃত্যু হইলে তিনি ও হু'সায়ন ইব্ন 'আলী (রা) য়াযীদের হাতে বায়'আত করিতে অস্বীকার করেন এবং মার্ওয়ানের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মক্কায় চলিয়া যান। হু'সায়ন (রা) কারবালায় শহীদ হইলে ইব্ন যুবায়র খিলাফতের দাবীদাররূপে সমর্থন সংগ্রহ করিতে থাকেন। তাঁহাকে গ্রেফতার করার জন্য 'আমর-এর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরিত হয়। 'আমর পরাজিত ও নিহত হন (৬১/৬৮১)। তখন ইব্ন যুবায়র ঘোষণা করিলেন, য়াযীদকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। মদীনার আনস'ার তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা 'আবদুল্লাহ ইব্ন হ'ানজ'ালাকে (ইব্ন সা'দ, ৫খ, ৪৬-৯) তাঁহাদের নেতা নির্বাচিত করিলেন। য়াযীদ মুসলিম ইব্ন 'উক্'বাঃ-র অধীনে একটি সিরীয় বাহিনী মদীনার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই বাহিনী মদীনাবাসীকে হ'াররার-র যুদ্ধে (২৭ যু'ল্হি'জ্জাঃ, ৬৩/২৭ আগস্ট, ৬৮৩) পরাজিত করে ও মুসলিমের মৃত্যু সত্ত্বেও মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয় (২৬ মুহ'াররাম, ৬৪/২৪ সেপ্টেম্বর, ৬৮৩)। তাহারা মক্কা অবরোধ করে। ৬৪ দিন পর য়াযীদের মৃত্যু সংবাদে অবরোধের অবসান হয়।

সিরিয়ার পরবর্তী গোলমাল ও গৃহযুদ্ধ ইব্ন যুবায়রের পক্ষে একটি সুযোগ ছিল। তিনি নিজকে আমীরু'ল-মু'মিনীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সিরিয়ার উমায়্যা বিরোধিগণও মিসর, দক্ষিণ 'আরব, কূফা এবং খুরাসানের অধিবাসিগণ তাঁহাকে খলীফা বলিয়া স্বীকার করিল (ইক্মাল)। ইরাক জয় (৭২/৬৯১) করিবার পর 'আবদু'ল-মালিক হ'াজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফকে মক্কায় প্রেরণ করেন। ছয়-মাসাধিক কাল মক্কায় অবরুদ্ধ থাকিবার পর ইব্ন যুবায়র তাঁহার মাতার পরামর্শে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া (১৭ জুমাদা'ছ'-ছ'ানিয়া ৭৩/৬৯২) বীরের ন্যায় শাহাদাত বরণ করেন। তাঁহার মৃতদেহ কয়েক দিন ঝুলাইয়া রাখা হয়। অতঃপর খলীফা 'আবদু'ল-মালিকের আদেশে লাশ তাঁহার মাতার হস্তে সমর্পণ করা হইলে তিনি তাঁহাকে মদীনায় স'াফিয়্যা-র গৃহে দাফন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আগ'ানী, ৬খ, ৫৯ ; (২) Brockelmann, Gesh. des Qorans ii, 47—55 ; (৩) ইব্ন সা'দ, ৫খ, ৪৬-৯ ; (৪) ইকমাল, পৃ. ৬০৪ ; (৫) ইস'াবাঃ, ৪খ, ৬৯ পৃ., (৬) ত'াবারী, ৭খ, ২০২ পৃ. ; (৭) ইবন কাছ'ীর, ৮খ, ৩২৯ পৃ. ; (৭) উসদু'ল-গাবাঃ, ৩খ, ১৬১ প.।

আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

'আবদুল্লাহ ইব্নু'ল-'আব্বাস (عبـــد الله بن العباس : 'আব্দ আল্লাহ্ ইব্ন আল-'আব্বাস), উপনাম আবু'ল-'আব্বাস। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর পিতৃব্য 'আব্বাস (রা)-এর পুত্র। তাঁহার মাতা লুবাবাঃ বিন্তু'ল-হ'ারিছ'। ইনি রাসূল (স')-এর পত্নী হযরত মায়মূনা-র ভগ্নী ছিলেন। রাসূল (স')-এর হিজরতের দুই বা তিন বৎসর পূর্বে যখন তিনি বানূ হাশিমের সহিত আবূ ত'ালিবের উপত্যকায় (شعب) আটক ছিলেন, তখন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী (র)-এর মতে 'আব্বাস (রা)-এর পূর্বেই তিনি ও তাঁহার মাতা ইসলাম গ্রহণ করেন। (দ্র. আব্বাস ইব্ন 'আব্দু'ল-মুত্ত'ালিব)। 'উছ'মান (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি খ্যাতি লাভ করিতে থাকেন। খলীফা ৩৫/৬৫৫-৬ সনে তাঁহাকে আমীরু'ল-হ'জ্জাজ নিযুক্ত করেন। হ'াজীদের নেতা হিসাবে মক্কায় অবস্থান করিতে থাকায় 'উছ'মান (রা) বিদ্রোহীগণ কর্তৃক নিহত হওয়ার সময় তিনি মদীনায় ছিলেন না। খলীফা 'আলী (রা) তাঁহাকে বসরার প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রায়ই দূতের দায়িত্ব অর্পণ করিতেন। সি'ফ্ফী.নর যুদ্ধের পরিণতিতে 'আলী (রা) খিলাফত সমস্যার সমাধানের জন্য যখন حكم বা বিচারক নিযুক্তির ব্যবস্থা মানিয়া লইতে বাধ্য হন, তখন তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কেই তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার অনুসারীদের কেহ কেহ আপত্তি করিলে তিনি আবূ মূসা আল-আশ্'আরী (রা)-কে মনোনয়ন দান করেন। যাহা হউক, ইব্ন 'আব্বাস (রা) দূমাতু'ল-জান্দালের বৈঠকে আবূ মূসা (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। হযরত 'আলী (রা)-এর শাহাদাতের পর ইনি মু'আবি'য়া (রা)-কে সমর্থন দান করেন। কিন্তু মু'আবি'য়া (রা) তাঁহার পুত্র য়াযীদ-কে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করার ইচ্ছা করিলে তিনি প্রতিবাদ করেন। শেষ জীবনে তিনি দৃষ্টিহীন হইয়া যান (ইক্মাল)। তিনি ত'ায়েফে ৬৮/৬৮৭-৮ (ভিন্ন মতে ৬৯/৭০) সনে ৭১ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

'আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁহার রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য খ্যাতিমান নহেন বরং তিনি কু'রআন, হ'াদীছ' ও ফিক্'হ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্যই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে 'জাতির মহাজ্ঞানী' (حبــر الأمة) বলা হইত। হ'াদীছে তাঁহার কু'রআন ও সুন্নায় গভীর পাণ্ডিত্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি رأس المفسرين "কু'রআন ব্যাখ্যাকারীদের শীর্ষ'রূপে খ্যাত। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এই মহা ধীশক্তিসম্পন্ন বালকের প্রতিভার পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। 'উমার (রা) তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য নিজ মজলিসে তাঁহাকে বয়োবৃদ্ধ স'াহ'াবীদের সহিত সম্মানের আসন প্রদান করিতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। ইনি 'আবদুল্লাহ্ নামক পাঁচ জন মহাপণ্ডিত স'াহ'াবীর অন্যতম এবং কু'রআন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। (ইক্মাল)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বুখারী (ed. Krchl), ১খ, ৩৩৯, ৩৪১ ; (২) ইব্ন সা'দ, ২খ, ১১৯-১২৪ ; (৩) ত'াবারী, ১খ, ৩০৪০, ৩২৭৩, ৩২৮৫ প., ৩৩১২, ৩৩২৭, ৩৩৩৩, ৩৩৫৪, ৩৩৮৫ প., ৩৩১২, ৩৩২৭, ৩৩৩০, ৩৩৫৪, ৩৩৫৮ প., ৩৪১২, ৩৪১৪, ৩৪৫৩, ৩৪৫৫ প., ২খ, ২, ৭, ১৭৬, ২২৩ ; ৩খ, ২৩৩৫-২৩৩৮ ; (৪) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৪খ, ৩৫৩ প., ৩৮২ ; (৫) য়া'কু'বী, ২খ, ২০৪, ২২০, ২২১, ২৫৫ ; (৬) de Goeje, in ZDMG xzxviii. ৩৯২ প. ; (৭) Wellhausen, Das arab. Reich und sein Sturz, পৃ. ৬৯ প. ; (৮) লেখক, Reste Arabischen Heiden tums, ২য় সং, পৃ. ১৪ ; (৯) ইব্ন হ'াজার, ইস'াবাঃ, ২খ, ৮০২-৮১৩ ; (১০) নাওয়াব'ী, পৃ. ৩৫১-৩৫৪ . (১১) Sprenger, Das Leben

und die Lehre des Mohammad, iii. cvi-cxv ; (১২) Caetani, Annali dell' Islam, ১খ. ৪৭-৫১ ; (১৩) ওয়ালীয়ু'দ-দীন, ইক্‌মাল, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর নামে প্রচলিত তাফসীর সম্পর্কে দ্র. (১৪) Brockelmann, GAL, Suppl, ১খ, ৩৩১ ; (১৫) Goldziher, Richtungen der Islamischen Koranauslegung, ৬৫-৭৪।

F. Buhlls (E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

'আবদুল্লাহ ইবনু'ল-মুবারাক (عبد الله بن المبارك) প্রসিদ্ধ হ'াদীছ'বেত্তা ও হ'াদীছ' বর্ণনাকারী।

১১৮ হি. মার্ব' (مرو)-এ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যশিক্ষা সমাপ্তির পর হিশাম ইবন 'উরওয়াঃ (৬১—১৪৬ হি.), ইমাম মালিক (৯৫—১৯৯ হি.), সুফয়ান আছ'-ছ'াওরী (৯৯—১৬১ হি.) শু'বাঃ (৮২—১০৪ হি.), আওযা'ঈ প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহ'াদ্দিছ'গণের নিকট হ'াদীছ' শিক্ষা করেন ও বর্ণনা শোনেন। কয়েকবার বাগদাদ আগমন করেন ও সেখানে হ'াদীছ' শিক্ষা দেন। ইনি অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন। এইজন্য সূ'ফীগণ কর্তৃক তাঁহার সম্বন্ধে বহু ভিত্তিহীন গল্প রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। তিনি ১৮১ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইকমাল ফী আসমাই'র-রিজাল, মিশকাতু'ল-মাসাবীহ'-এর পরিশিষ্ট, পৃ. ৬০৮—৯ ; (২) ইবন কাছ'ীর, ১০খ, ১৭৭।

আবদুল্লাহিল কাফী, মাওলানা মুহাম্মাদ (مولانا محمد عبد الله الكافى : মাওলানা মুহ'াম্মাদ 'আবদ 'আল্লাহ আল-কাফী), উত্তর বঙ্গের আহ্‌ল হ'াদীছ' জামা'আতের বিশিষ্ট 'আলিম মাওলানা 'আবদু'ল-হাদীর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহিল-কাফী ১৯০০ খৃ. সনে জন্মগ্রহণ করেন। মাতার নাম উম্মু সাল্‌মাঃ। পিতার নিকট ফারসী ও 'আরবীতে প্রারম্ভিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা 'আবদুল্লাহি'ল বাকীর নিকট এবং পারিবারিক মাদ্‌রাসায় 'আরবী ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের পর তিনি কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় এংলো-পারসিয়ান বিভাগ হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেন্ট জেভিয়ারস্ কলেজে বি. এ. ক্লাসে অধ্যয়নের সময় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা বর্জন করিয়া তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

১৯২১ খৃস্টাব্দে তিনি মওলানা আকরম খানের উর্দু দৈনিক 'যামানাঃ'-র সম্পাদনা বিভাগে যোগদান করেন। মওলানা আকরম খানের কারাভোগকালে তিনি দক্ষ হস্তে সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।

১৯২২ সালে মাওলানা 'আবদুল্লাহিল-কাফী 'জাম'ইয়াতু 'উলামা-ই-বাংগালাঃ" নামক প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নিজ পরিচালনায় তিনি সাপ্তাহিক "সত্যাগ্রহী' প্রকাশ করেন।

১৯২৬ খৃস্টাব্দে শহীদ সুহ্‌রাওয়ারদী-র সহকারীরূপে তিনি Independent Party-র সংগঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন ও উহার সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। একই সঙ্গে তাঁহার তাব্‌লীগ'ী বা ইসলাম প্রচারের তৎপরতাও চলিতে থাকে। ১৯২৯ খ. পর্যন্ত সারা বাংলায় বহু তাবলীগ'ী জলসায় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি কু'রআন ও সুন্নাহ্‌র বাণী প্রচার করেন এবং শির্‌ক ও বিদ্'আতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যান। এই সময়ে তিনি আহ্‌ল হ'াদীছ' জামা'আতের অভ্যন্তরীণ সংশোধন এবং সংগঠন কার্যেও তাঁহার কর্মপ্রতিভা নিয়োগ করেন। সিরাজগঞ্জ মহকুমার কামারখন্দ 'আলিয়া মাদ্‌রাসাঃ এবং জামালপুর জিলায় বালিজুড়ী মাদ্‌রাসাঃ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাঃ-সমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কংগ্রেস পরিচালিত আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি ১৯৩১-৩২ সালে রাজদ্রোহিতামূলক ভাষণ দানের অভিযোগে দুইবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। অতঃপর মওলানা কাফী সক্রিয় রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে ধর্ম-চর্চা, গ্রন্থ রচনা এবং আহ্‌ল হ'াদীছ' জামা'আতের সংগঠন-উন্নয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

অগণিত ধর্মসভায় ভাষণদান এবং বৈঠকী আলোচনার মাধ্যমে সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম সমাজ এবং বিশেষভাবে আহ্‌ল হ'াদীছ' জামা'আতকে তিনি ধর্মীয় চেতনায় ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন। এতদ্ব্যতীত প্রধানত তাঁহারই উদ্যোগে ১৯২৯ খৃ. বগুড়া শহরে বগুড়া জিলা আহ্‌ল হ'াদীছ' কন্‌ফারেন্স এবং ১৯৩৫ খৃ. রংপুর জিলার হারাগাছ বন্দরে উত্তরবঙ্গ আহ্‌ল হ'াদীছ' কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ খৃ. তাহার সভাপতিত্বে পাবনা জিলা আহ্‌ল হ'াদীছ' কন্‌ফারেন্স এবং ১৯৪৬ খৃ. হারাগাছ বন্দরে নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহ্‌ল হ'াদীছ' কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত কনফারেন্সে "নিখিল বঙ্গ ও আসাম জাম'ইয়াত আহ্‌ল হ'াদীছ'" গঠিত হয় এবং তিনিই উহার সভাপতি নির্বাচিত হন। কলিকাতায় জাম'ইয়াতের দফতর স্থাপিত হয়। ১৯৪৮ সালে পাবনা শহরে উক্ত দফতর স্থানান্তরিত হইলে তিনি পাবনাতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

১৯৪৯ খৃ. তাঁহার চেষ্টায় জাম'ইয়্যাতের পক্ষ হইতে "আহ্‌ল হ'াদীছ' প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ" নামে একটি মুদ্রণালয় ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং উক্ত সালেই জামই'য়্যাতের মুখপত্ররূপে তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদনায় মাসিক "তরজুমানুল-হাদীছ'" আত্মপ্রকাশ করে। সেই সালেই তাঁহার সভাপতিত্বে রাজশাহীতে পুনরায় নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহ্‌ল হ'াদীছ' কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

এই সময় হইতে ১৯৫৬ খৃ. পর্যন্ত পাবনা হইতে নিয়মিত ভাবে মাসিক তরজুমানুল-হাদীছ' প্রকাশ ছাড়াও মওলানার নেতৃত্বে তদানীন্তন পাকিস্তানে প্রকৃত ইসলামী শাসন প্রবর্তনের আন্দোলন জোরদার হইয়া ওঠে। ১৯৫৫ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার উদ্যোগে তদানীন্তন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলবী তমীযুদ-দীন খানের সভাপতিত্বে পাবনায় প্রদেশের বিভিন্ন ইসলামী দলের সমবায়ে এক ঐতিহাসিক "ইসলামী ফ্রন্ট কন্‌ফারেন্স" অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৬ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে জাম'ইয়্যাত প্রেস ও তরজুমানের দফতর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এই সময় হইতে মৃত্যু অবধি জাম'ইয়্যাতের কর্মক্ষেত্রের প্রসার, সংগঠন এবং তৎসহ ইসলামী দলসমূহের ঐক্য সাধনের জন্য তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়করূপে ১৯৫৭ খৃস্টাব্দে ৭ অক্টোবর তাঁহার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'আরাফাত' আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৮ খৃ. তাঁহার উদ্যোগে ঢাকার নাজিরা বাজারে 'মাদ্‌রাসাতুল-হ'াদীছ'' নামে একটি ধর্মীয় শিক্ষাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামী বিষয়ে তাঁহার রচিত বহু পুস্তক-পুস্তিকা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে— (১) পাকিস্তানের শাসন সংবিধান, ১২২ পৃ., পাকিস্তানে প্রবর্তনযোগ্য ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ও উহার বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা, পাবনা। (২) নুকূওত-ই মুহাম্মদী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ পাবনা, ৩২৬ পৃ.। (৩) ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, ডিসেম্বর, ঢাকা, পৃ. ১৭৮।

উপরে উল্লেখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়া তরজুমানুল-হাদীছ (১৯৪৯-৫৯)-এ ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, তামাদ্দুন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'আরাফাতে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধের সংখ্যাও নগণ্য নহে। কু'রআন ও হ'াদীছে'র তরজমা এবং খুলাফা' রাশিদীনের আদর্শ সম্পর্কিত রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি সূরা' ফাতিহার তাফ্সীর। তরজুমানের মোট ৫১৪ পৃষ্ঠায় ৫৮ কিস্তিতে এই তাফসীর প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার জীবন ব্যাপী ধর্মীয় সাহিত্য সাধনা ও গবেষণার স্বীকৃতি-স্বরূপ ১৯৫৯ খৃ. বাংলা একাডেমী তাঁহাকে সাহিত্য পুরস্কার প্রদানে সম্মানিত করে।

দেশ ও মিল্লাতের খিদমতে উৎসর্গিতপ্রাণ, চিরকুমার মওলানা 'আবদুল্লাহিল-কাফী ১৯৬০ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুন এই মরজগত হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। দিনাজপুর নূরুল-হুদা গ্রামে পিতা, মাতা ও ভ্রাতার কবরের সাথে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সাপ্তাহিক সত্যাগ্রহী, মাসিক তরজুমানুল-হাদীছ ও 'আরাফাতের পুরাতন সংখ্যাসমূহ। (২) অধ্যাপক আ. কা. মুহম্মদ আদমুদ্দীন সঙ্কলিত সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

মোহাম্মদ আব্দুর রহমান

'আবদুল্লাহিল বাকী, মাওলানা মুহাম্মদ (مولانا محمد عبد الله الباقي : মাওলানা মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহি'ল-বাকী) মাওলানা আবদুল্লাহিল-কাফীর সহোদর, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত নিঃস্বার্থ সমাজ সেবক এবং আদর্শনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ। তাঁহার পিতা মাওলানা 'আবদুল-হাদী ছিলেন একজন মুহ'াক'কি'ক' 'আলিম এবং সমাজ সংস্কারক।

মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহিল-বাকী ১৮৮৬ খৃ. স্বীয় মাতুলালয়ে বর্ধমান জিলার টুব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রংপুর জিলার বদরগঞ্জ থানার অধীনে আলবাড়ী মাদ্রাসায় পিতার সান্নিধ্যে এবং মাওলানা 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব নাবীনা দেহ্লাব'ীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর উত্তর ভারতের কানপুর মাদ্রাসায় ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ এবং 'আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ১৯০৬ খৃ. পিতার মৃত্যুর পর মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে উত্তর বঙ্গের বিরাট আহ্ল হ'াদীছ' জামা'আতের নেতৃত্বভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়।

বাংলার 'আলিম সমাজ ও মুসলিম জনগণের জড়তা ও দুর্দশা দর্শনে তাঁহার আত্মা ব্যথিত হইয়া উঠে। তাই তিনি তদানীন্তন দেশবরেণ্য 'আলিম ও নেতা মওলানা মোহাম্মদ আক্রম খাঁ, মওলানা মুনীরুয্-যামান ইসলামাবাদী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখের সহযোগিতায় 'আঞ্জুমান 'উলামা বাঙ্গালা'-র প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন এবং উহার কর্মতৎপরতায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

১৯১৯ খৃ. বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিক্ষোভ যখন খিলাফত আন্দোলনের আকারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন বাংলাদেশে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দানে যাঁহারা আগাইয়া আসেন, মাওলানা 'আবদুল্লাহিল-বাকী ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন দিনাজপুর জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩২ খৃ. তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্য দুইবার কারাবরণ করেন।

শেষবার জেল হইতে বাহির হইয়া মাওলানা 'আবদুল্লাহিল-বাকী প্রজা আন্দোলনে যোগদান করেন। প্রজা পার্টির মনোনীত প্রার্থীরূপে তিনি ১৯৪৩ খৃ. ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে তিনি নিখিলবঙ্গ কৃষকপ্রজা সমিতির সহকারী সভাপতি এবং পরে সভাপতি নির্বাচিত হন।

মাওলানা সাহেব ১৯৪৩ খৃ. মুসলিম লীগে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান পূর্বক পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৬ খৃ. বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান অর্জনের পর তিনি যুগপৎ পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ এবং পাকিস্তান গণপরিষদ-এর সদস্যরূপে কাজ করেন। তিনি বিভাগপূর্ব বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কিছুকাল প্রেসিডেন্ট পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পাকিস্তান মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্যও নির্বাচিত হন।

মাওলানা বাকী-র রাজনৈতিক জীবনের মূল আদর্শ, ছিল নিঃস্বার্থ দেশ সেবা এবং এইজন্যই তিনি সকল মহলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রথম গণপরিষদে গৃহীত আদর্শমূলক প্রস্তাব এবং মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে কু'রআন ও সুন্নাহ্কে পাকিস্তানের ভাবী শাসনতন্ত্রে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়ার কথা হয়। উহার মূলে মাওলানা 'আবদুল্লাহিল-বাকী এর সংগ্রামী অবদান অনস্বীকার্য।

মাওলানা 'আবদুল্লাহিল-বাকী তাঁহার কর্মজীবনের বৃহত্তর অংশ রাজনীতির চর্চায় ব্যয়িত করিলেও ধর্মীয় ও জামা'আতী কার্যক্রম এবং সাহিত্য-চর্চা হইতে নিজেকে নির্লিপ্ত রাখেন নাই। তিনি ১৯২৯ খৃ. বগুড়া জিলা আহ্ল হাদীছ কন্ফারেন্সে এবং ১৯৩৫ খৃ. রংপুর জিলার হারাগাছে অনুষ্ঠিত উত্তর বঙ্গ আহ্ল হাদীছ কন্ফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বরাবর অধুনালুপ্ত 'আঞ্জুমান আহ্ল হাদীছ বাঙ্গালাঃ ও আসাম'-এর কার্যকরী সংসদের সদস্য এবং কখনও কখনও সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে হারাগাছে অনুষ্ঠিত আহ্ল হাদীছ কনফারেন্সে যোগদান করিয়া তিনি নিখিলবঙ্গ ও আসাম জাম'ইয়্যাত (পরে পূর্ব-পাকিস্তান জাম্'ইয়্যাত) আহ্ল হাদীছ-এর গোড়াপত্তনে বিশেষ সহায়তা করেন।

অক্লান্ত জ্ঞান সাধক মওলানা 'আবদুল্লাহিল-বাকী-এর 'আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। দর্শনশাস্ত্র এবং ইতিহাসেরও তিনি ছিলেন উৎসাহী পাঠক। তিনি শেষ বয়সে ইংরাজী শিক্ষা করেন। প্রসিদ্ধ 'আল-ইসলাম' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার গবেষণামূলক ইসলাম বিষয়ক প্রবন্ধরাজি বাংলার ইসলামী সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।

১৯৫২ খৃস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর মাওলানা বাকী ইন্তিকাল করেন। তাঁহাকে তাঁহাদের পারিবারিক গোরস্তানে তাঁহার পিতামাতার কবরের পার্শ্বে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) তরজুমানু'ল-হাদীছ, ৩য় বর্ষ, ১১/১২শ সংখ্যা,

২ ডিসেম্বর, ১৯৫২ এবং পরবর্তী কয়েক দিবসের দৈনিক আজাদ, মিল্লাত, সংবাদ, Morning News প্রভৃতি সংবাদপত্র। (২) অধ্যাপক আ. কা. মুহম্মদ আদমুদ্দীন সংকলিত সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, ১ম, ২য় সংখ্যা।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

'আব্বাস আলী (عباس على ; 'আব্বাস 'আলী) মাওলানা ইং ১৮৫৯/বাং ১২৬৬ সালে তদানীন্তন বঙ্গ প্রদেশের চব্বিশ-পরগণা জিলার বসিরহাট মহকুমার অত্যন্ত অনুন্নত, শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাৎপদ চণ্ডীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম তমীযু'দ-দীন। তিনি কিছুকাল গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তাঁহার চাচা বিখ্যাত ওয়া'ইজ (واعظ) ও মুহ'াদ্দিছ' মাওলানা মুনীরু'দ-দীনের নিকট 'আরবী, ফারসী ও উর্দু শিক্ষা করেন। বহু বৎসর যাবৎ তদানীন্তন বাংলার বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় শিক্ষালাভ করিয়া অবশেষে টাঙ্গাইলের করটিয়া জমিদার বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং বিখ্যাত মুহ'াদ্দিছ', 'আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত মাওলানা 'আবদু'র-রাহ'মান কান্দাহারীর নিকট ১৫ বৎসর কাল 'আরবী সাহিত্য, কু'রআন, হ'াদীছ' ও তাফসীর অধ্যয়ন করেন। অতঃপর উক্ত মাদ্‌রাসাতেই ১৫ বৎসর কাল শিক্ষকতা করার পর তিনি স্বীয় বাসভূমিতে আসিয়া অজ্ঞ, মূর্খ কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীকে ইসলামী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন। চব্বিশ পরগণা, যশোর, খুলনা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি জিলার বহু লোক তাঁহার হস্তে বায়'আত গ্রহণ করেন।

ইসলামী পুস্তকাবলীর অভাব পূরণের জন্য তিনি তৎকালীন প্রচলিত পুঁথির ভাষায় বই লিখিতে আরম্ভ করেন। তাওহ'ীদ শিক্ষা দিবার জন্য তিনি "বারকু'ল-মুওয়াহ'হি'দীন" (برق الموحدين) শীর্ষক পুস্তক এবং মাসাইল শিক্ষার জন্য 'মাসাইল দ'ারূরীয়্যাঃ' সংকলন করেন। এই পুস্তকদ্বয়ে কু'রআন ও হ'াদীছে'র 'আরবী উদ্ধৃতি থাকায় মুদ্রণ সমস্যার সমাধান কল্পে তিনি কলিকাতার তাঁতী বাগান নিবাসী হাজী 'আবদুল্লাহ্‌র সহায়তায় নূর 'আলী লেনে, 'আলতাফী প্রেস' নামক মুদ্রণালয় স্থাপন করেন। উক্ত প্রেসে তিনি তাঁহার লিখিত পুস্তকদ্বয় এবং তৎপূর্বে তাঁহার চাচা মাওলানা মুনীরু'দ-দীন সাহেব লিখিত পুস্তক 'মুনীরুল-হুদা'র মুদ্রণ ব্যবস্থা করেন। মুসলিম জনগণের মধ্যে জিহাদের অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য তিনি ঐতিহাসিক সিরিয়া, ইরাক এবং মিসর বিজয়ের উপর ভিত্তি করিয়া তিনখানি পুস্তক রচনা এবং জুমু'আর খুত'বাঃ প্রণয়ন করেন। এই সকল পুস্তকের ভাষা ইসলামী ভাবধারায় রঞ্জিত ছিল। উপরোক্ত আলতাফী প্রেসে পুস্তকগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল।

তখনকার দিনে বাংলার বিরাট মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে 'মোসলেম হিতৈষী' (সাপ্তাহিক) ও 'মিহির-সুধাকর' (মাসিক) নামক মাত্র দুইখানি সংবাদপত্র ছিল। হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত বহু সংখ্যক সংবাদপত্রের তুলনায় এই দুইখানি পত্রিকা ছিল খুবই নগণ্য এবং ইহাদের গ্রাহক সংখ্যাও ছিল খুবই সীমিত। মুসলিম সমাজের এই বিরাট অভাব দূরীকরণার্থ তিনি 'মোহাম্মদী' নামক দুই পাতাবিশিষ্ট একটি মাসিক পত্রিকা উক্ত প্রেস হইতে প্রকাশ করিতে থাকেন। কিছুদিন পর উহাকে সাপ্তাহিক-এ পরিণত করেন এবং উহার কলেবর ও প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার মানসে চব্বিশ পরগণা জিলার হাকিমপুর গ্রাম নিবাসী জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খানকে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। তৎকালে বাংলা ভাষায় পূর্ণ কু'রআন মাজীদের কোন মুসলিমের কৃত অনুবাদ ছিল না—বরং এক শ্রেণীর 'আলিমগণ অন্য কোন ভাষায় কু'রআনের অনুবাদ কতকটা অনভিপ্রেত বা অবাস্তব কর্ম মনে করিতেন। মুসলিমগণ ব্রাহ্ম সমাজ সদস্য গিরিশ চন্দ্র সেনের কৃত কু'রআনের বাংলা অনুবাদ অথবা খৃস্টান মিশনারীদের বিকৃত বাংলা তরজমা পড়িতে বাধ্য হইত। তৎকালে মওলবী ন'ঈমু'দ-দীন সাহেব কু'রআনের কয়েক পারার তাফসীরসহ বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকার ভার মওলানা আকরম খাঁ-র উপর অর্পণ করিয়া মরহুম 'আব্বাস 'আলী কু'রআন মাজীদের পূর্ণ ত্রিশ পারার বাংলা অনুবাদ করিতে এবং হ'াদীছে'র আলোকে তাহার টীকা লিখিতে মনোনিবেশ করেন। এই কাজে তাঁহাকে কয়েক বৎসর পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এককভাবে আলতাফী প্রেস পরিচালনা, মোহাম্মদী কাগজের প্রকাশনা ব্যয় বহন ও বহু সংখ্যক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনের দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁহাকে যে অবিরাম পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, উহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। শেষ বয়সে তিনি পল্লী জীবনে ফিরিয়া যান। কিন্তু সেখানেও তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধাবস্থায় বহু পরিশ্রমে নিজ গ্রামে তিনি একটি ইসলামী মাদ্‌রাসাঃ স্থাপন করেন এবং দেশ-বিদেশের দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বিনা ব্যয়ে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

দেশবাসীর যাতায়াতের সুব্যবস্থা করিবার গরজে তিনি বসিরহাট লোকাল বোর্ডের সদস্য পদ এবং স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। বর্তমান মসলন্দপুর তেতুঁলিয়া রোড নামক বিরাট রাস্তাটি তাঁহার অমর কীর্তি। এই রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহের সময় তাঁহাকে এক জমিদার তনয়ের বন্দুকের গুলীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর ৭৩ বৎসর বয়সে ইং ১৯৩২ সালে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

তিনি মায'হাবী কোন্দল পসন্দ করিতেন না, প্রচলিত চারি মায'-হাবের কোন একটিকে মানিয়া অন্য তিনটির প্রতি তাচ্ছিল্য বা বিরূপ ভাব প্রদর্শন করিতেন না। একাধারে তিনি নিজেকে মুহ'াম্মাদী, আহ্‌ল হ'াদীছ' ও আহ্‌লু'স-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতভুক্ত বলিয়া প্রচার করিতেন, যাহাতে তাঁহার অনুসারিগণ মায'হাবী দলাদলি ভুলিয়া যায়। এইরূপ দলাদলির অবসান ঘটানই ছিল তাঁহার জীবনের সাধনা। এই ঐক্য সাধনায় প্রথম জীবনে তাঁহাকে বহু বিপদের সম্মুখীন এবং বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি বহুলাংশে সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন। বসিরহাট ও বারাসাত মহকুমায় হ'ানাফী, মুহ'াম্মাদী, শী'আ ও ফাক'ীর প্রভৃতি সম্প্রদায় ও মায'হাবের লোক তাঁহাকে আপনজন মনে করিয়া ভক্তি করিতেন। কেবল মুসলমানদের মধ্যে নহে, বরং আপন অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যেও তিনি ঐক্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ইন্‌তিকালের পর বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি হিন্দুগণ শ্রদ্ধার সহিত আজও তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া থাকেন।

মোঃ আবদুল মান্নান আল-আযহারী

'আব্বাস ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুত্ত'ালিব (عباس بن عبد المطلب) উপনাম আবু'ল-ফাদ'ল, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর চাচা। তাঁহার মাতা ছিলেন আন-নাম্‌র বংশের মহিলা, তিনিই সর্বপ্রথম রেশম ও কিংখাব নির্মিত গি'লাফে কা'বাঃ গৃহ আবৃত করার

প্রথা প্রবর্তিত করেন। কথিত আছে, একবার বাল্যে 'আব্বাস (রা) হারাইয়া গিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার মাতা মানত করেন যে, ছেলেটিকে পাওয়া গেলে কা'বা:কে গি'লাফ মণ্ডিত করিবেন। 'আব্বাস (রা)-কে পাইয়া তিনি তাঁহার মানত পূর্ণ করেন। ইব্‌ন হ'াজারের মতে তিনি হযরত (স')-এর মাত্র দুই বৎসরের বড়। তিনি সওদাগরী করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। ইবন হিশাম (৯৫৩ পৃ.) ও ত'াবারীর (১খ, ১৭৩৯ পৃ.) মতে তিনি প্রাচীন রাজবংশীয়দের ন্যায় জাঁক-জমকের সহিত বাণিজ্য সফরে বাহির হইতেন। উত্তরাধিকারসূত্রে 'আব্বাস (রা) মক্কায় আগত তীর্থযাত্রীদের মধ্যে পানীয় সরবরাহের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। যমযম কূপের পানির সহিত তিনি তাঁহার ত'াইফস্থিত বাগানে উৎপন্ন কিসমিস মিশাইয়া দিতেন। রাসূল (স') ইসলাম প্রচারে অগ্রসর হইলে বিন্দুমাত্র বিরোধিতা না করিয়া তিনি পরোক্ষে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। কাহারও মতে তিনি মনে-প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করিলেও জাগতিক কারণে যতদিন প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন, ততদিন তাহা গোপন রাখিয়াছিলেন। আবূ ত'ালিবের মৃত্যুর পর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্ষক হইয়া দাঁড়ান। হ'াজ্জের সময় মাদ'রিববাসী নবদীক্ষিত মুসলিমগণের সহিত 'আক'াবাঃ নামক স্থানের গোপন নৈশ সম্মেলনে তিনি হযরত (স')-এর পক্ষে কতেক প্রজ্ঞাময় কথা বলেন, ইহার উল্লেখ হ'াদীছে' আছে। অনিচ্ছাকৃত-ভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বদরের যুদ্ধাভিযানে যোগদান করিয়া তিনি বন্দী হন এবং ফিদ্‌য়াঃ প্রদানে মুক্তি লাভ করিয়া মক্কায় ফিরিয়া যান। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি সহানুভূতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। সপ্তম হিজরীতে (৬২৮-৯) মুহ'াম্মাদ (স') 'উমরা সম্পাদনের জন্য মক্কা গমন করিলে 'আব্বাস (রা) তাঁহার শ্যালিকা বিধবা মায়মূনাকে তাঁহার নিকট বিবাহ দেন। পর বৎসর হযরত (স')-এর মক্কা অভিযান শহরের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই আবূ সুফ্‌য়ান সহ 'আব্বাস (রা) তাঁহার সহিত যোগদান করেন। হ'াজ্জ মৌসুমে পানি-সরবরাহের যে অধিকার 'আব্বাস (রা)-এর ছিল, মক্কা বিজয়ের পর হযরত (স') তাঁহার সেই অধিকার বহাল রাখেন। হ'নায়নের যুদ্ধে তিনি হযরত (স')-এর পার্শ্বে ছিলেন, ছত্রভঙ্গ মুসলিম বাহিনীকে পুনরায় পতাকাতলে একত্রিত করিবার ব্যাপারে তাঁহার উচ্চ কণ্ঠ যথেষ্ট সাহায্য করে। তাঁহার বিস্তর ধন-সম্পদও সংকটকালে হযরত (স')-এর সহায়ক হইয়াছিল। মক্কার কুসীদ (الربا) ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বিদায় হ'াজ্জের প্রসিদ্ধ ভাষণে অন্ধকার যুগের কুসীদ (ربا الجاهلية) রহিত ঘোষণা করিয়া হযরত (স') দৃষ্টান্ত স্থলে স্বগোত্রীয় 'আব্বাস (রা)-এর প্রাপ্য সুদের দাবী সর্বসাকুল্যে বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত (স')-এর মৃতদেহের গোসলের কাজেও তিনি শরীক হন। ইহার পরে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। হযরত 'উমার (রা) কর্তৃক প্রবর্তিত বৃত্তি ব্যবস্থায় বায়তুল মাল হইতে তিনিও একটি বৃত্তি লাভ করেন। এই খলীফার শাসনকালে মদীনার মসজিদের আয়তন বৃদ্ধির জন্য 'আব্বাস (রা) নিজের গৃহ দান করেন। তিনি হযরত 'উমার (রা)-কে পারসিকদের বিরুদ্ধে স্বয়ং রণাঙ্গণে গমন হইতে নিবৃত্ত রাখেন বলিয়া কথিত আছে। হযরত 'উমার (রা)-এর উত্তরাধিকারী নির্বাচনে কোন অংশ গ্রহণ না করার জন্য তিনি হযরত 'আলী (রা)-কে উপদেশ দেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৩২ হিজরীর ১২ রাজাব শুক্রবার (৬৫২-৩ খৃ.) ৮৮ বৎসর বয়সে মদীনায় তাঁহার মৃত্যু হয় ও জান্নাতুল বাকী'তে তিনি সমাহিত হন। 'আব্বাসী খলীফাগণ তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ্‌র বংশধর।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন হিশাম ; (২) ইব্‌ন-হ'াজার, ২খ, ৬৬৮ ; (৩) নাওয়াব'ী, তাহ্‌য'ীবু'ল-আস্‌মা,' ৩৩১ পৃ. ; (৪) ত'াবারী, ১ম, পূর্বোক্ত ; (৫) বালাযু'রী, ফুতুহ''ল-বুলদান, ৬, ২৮, ৫৬, ২৫৫ ; (৬) য়া'কূ'বী (ed. Houtsama), ২খ, পৃ. ৪৭ ; (৭) ওয়াকি'দী, কিতাবু'ল-মাগ'াযী (ed. Wellhausen), (৮) ইবন সা'দ, ৪খ, ১-২১ ; (৯) Goldziher Muhamm. Stud. ii. 108 প. ; (১০) Noldeke in ZDMG, lii. 21-27, (১১) Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 247 প., 306 প. ; (১২) ইক্‌মাল, 'আব্বাস ইবন 'আবদু'ল-মুত্ত'ালিব প্রবন্ধ।

F. Buhl. (S. E. I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আবরাহাঃ (ابرهة) খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ 'আরবের একজন খৃস্টান বাদশাহ। ইসলামের ইতিহাসে তাঁহার প্রসিদ্ধি এইজন্য যে, তিনি একটি য়ামানী বাহিনী লইয়া রাসূল (স')-এর জন্ম বৎসরে অর্থাৎ ৫৭০ খৃ. মক্কা আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন (দ্র. সূরাঃ ফীল)।

আবরাহা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য Procopius [বায়-যানটিয়াম সম্রাট জাস্টিনিয়ন (রাজত্বকাল : ৫২৭—৫৬৫)-এর দরবারী ঐতিহাসিক]-এর গ্রন্থসমূহ ও হি'ময়ারী প্রাচীন লিপিসমূহের তথ্য অবগত হওয়া দরকার। Procopius-এর মতে আবিসিনীয় সম্রাট Hellestheaios (ইস্তাম্বুলের লিপিতে عل‌ص‌ح 'L' SHH সংখ্যা ৭৬০৮ পুনরুক্ত) ৫৩১ খৃ.-এর কয়েক বৎসর পূর্বে দক্ষিণ আরব আক্রমণ করেন, তিনি সেখানকার বাদশাহকে হত্যা করেন এবং তদস্থলে Esimiphaios (লিপির SMYF-سميفع) নামক একজনকে নামেমাত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া নিজে আবিসিনিয়ায় চলিয়া যান। উহার পর আবিসিনিয়ার পলাতক সৈন্যগণ, যাহারা দক্ষিণ 'আরবে রহিয়া গিয়াছিল তাহারা Esimiphaios-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাহার স্থানে আব্‌রাহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। এই আব্‌রাহা আসলে 'আদুলিস (আবিসিনিয়ার একটি বন্দর)-এর বায়যান্‌তীয় একজন বণিকের ক্রীতদাস ছিলেন। আবিসিনীয় সম্রাট Hellastheaios বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযান প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয় এবং আব্‌রাহা রাজা থাকিয়া যান। বায়যানটিয়াম সম্রাট Justinian আব্‌রাহাকে ইরান আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়, কারণ আব্‌রাহা অল্প কিছু দূর উত্তর দিকে আসিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। যতদিন Hellastheaios জীবিত ছিলেন ততদিন আব্‌রাহাঃ আবিসিনিয়াকে কর দিতে অস্বীকার করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার স্থলাধিকারীকে কর দিতে সম্মত হন।

আব্‌রাহার দীর্ঘ একটি লিপিই আমাদের প্রধান উৎকীর্ণ লিপি-সূত্র। ইহা মা'আরিব-এর বাঁধের দেয়ালে লাগানো রহিয়াছে (Corpus inscr. Sem 8 : ৫৪১)। এই লিপিতে একটি বিদ্রোহ দমনের উল্লেখ আছে। ইহা সাবা'ঈ অব্দের ৬৫৭ সালে অর্থাৎ ৫৪০—৫৫০ খৃ. মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত এই লিপিতে বাঁধ মেরামতের কথাও উল্লেখিত হইয়াছে—যাহা সেই বৎসরেই কিছুকাল পরে করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আবিসিনিয়া, বায়যান-টিয়াম, ইরান, হ'ীরা—এই সমস্ত দেশের এবং গ'াসসান গোত্র প্রধান হ'ারিছ' ইব্‌ন জাবালাঃ-এর দূতগণের অভ্যর্থনা ও তৎপরবর্তী বৎসর মা'আরিব বাঁধের মেরামত শেষ হওয়ার কথাও উহাতে রহিয়াছে। আর একটি লিপি (Ryckmans ৫০৬ দ্র. 'le Museon ১৯৫৩, ২৭৫-২৮৪), যাহা upper ওয়াদী' উপত্যকার পূর্বে মুরায়গ'ান নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ৬৬২ সাবা'ঈ

অধ্যে আবরাহার উত্তর 'আরবের মা'আদ গোত্রকে পরাজিত করার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু Martarium Arthae গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ৫২৫ খৃ. দ্বিতীয় আক্রমণ এবং যূ-নুওয়াসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আল-আস'বাহ'ঃ (Procopius যাহাকে Hellesthcaios নামে অভিহিত করেন) আবরাহাকে য়ামানে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। আবরাহা gregontius কে জ'াফার এর বিশপ নিযুক্ত করেন। এই বিশপ রচিত হি'ময়ার-এর জন্য আইন Leges Homeritarum-এ অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। 'আরব ঐতিহাসিকগণও প্রায় অনুরূপ কথাই বলেন। তবে তাঁহাদের বর্ণনা অধিকতর খুঁটিনাটি-বহুল ও যুক্তিসঙ্গত। তাঁহাদের মতে আবরাহা সা'ন'আয় একটি গির্জা নির্মাণ করিয়া য়ামানের 'আরবদিগকে মক্কার পরিবর্তে সেখানে হ'াজ্জ করিতে আসিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা অস্বীকার করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আবিসিনীয় সম্রাটের নিকট হইতে হাতী আনয়ন করেন এবং ৫৭০ খৃ. মক্কা আক্রমণ করেন। যে সমস্ত 'আরব গোত্র বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল তাহাদিগকে তিনি পরাজিত করিলেন এবং হ'ারামের নিকট আল-মুগ'াম্মাস নামক স্থানে অবতরণ করিলেন। আবরাহার আদেশে হস্তী বাহিনী কা'বা আক্রমণে উদ্যত হইল, কিন্তু হস্তী অগ্রসর হইল না। এই হস্তী বাহিনীর পরিণাম কি হইল, তাহা কু'রআন মাজীদের সূরা আল-ফীলে বর্ণিত আছে, যাহার মর্ম এই : (হে নবী!) আপনার কি জানা নাই যে, আপনার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তাহাদের চক্রান্ত কি তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়া দেন নাই? এবং তিনি তাহাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল প্রেরণ করিলেন, যাহারা তাহাদের উপর কঙ্কর জাতীয় প্রস্তরসমূহ নিক্ষেপ করিতেছিল। অনন্তর আল্লাহ্ তাহাদিগকে চর্বিত তৃণতুল্য করিয়া দিলেন।

খৃস্টান লেখকগণ আবরাহার মক্কা অভিযানকে একটি কিংবদন্তী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন এবং উহার সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু এই ঘটনাটির প্রতিবাদ বর্তমান খৃস্টানগণ অপেক্ষা মক্কার পৌত্তলিকগণই অধিকতর উত্তমরূপে করিতে পারিতেন। নবী (স')-এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথমদিকে ঐ ঘটনার বহু চাক্ষুষ সাক্ষী বর্তমান ছিল। কু'রআনকে নানাভাবে সমালোচনা ও উপহাস করার অসংখ্য কাহিনী (১৫ : ৯৫ ; বালাযু'রী, আনসাব, ১খ, ১২৫-১৫০, ইব্ন হ'াবীব : আল-মুহ'াব্বির ১৫৮—১৬০) বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রতিবাদ নানা প্রকারের, কিন্তু সূরা আল-ফীল সম্পর্কে কেহ কখনো কোন কথা বলে নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সুলায়মান নাদব'ী, আরদু'ল-কু'রআন ১খ, ৩১৬, প্রথম সং, (২) মুহ'াম্মাদ হ'ামীদুল্লাহ্, রাসূলে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দেগী, (৩) জাওয়াদ 'আলী, কিতাবু'ল-আবরাহা (আল্-মাজ্মা'উ'ল-'ইল্ম আল-'ইরাক'ী পত্রিকায় ১৩৭৫/১৯৫৬, ৪খ, ১৮৬-২১৯); (৪) নাবীহ মু'আয়্যিদ আল-'আজ'াম, রিহ'লাৎ ইলা বিলাদি'ল-'আরাব আস-সা'ঈদাঃ, কায়রো ১৯৩৫ খৃ, (৫) আল-আযরাক'ী, আখবার মাক্কা, ৮৮ (য়ুরোপীয় সং); (৬) ইব্ন-হিশাম, সীরাত-ই-রাসূলিল্লাহ্, ২৮-৪১, ১৭৮ (য়ুরোপীয় সং); (৭) ত'াবারী, তা'রীখ ১খ, ৯৩০-৯৪৫ ; (৮) ঐ, তাফ্সীর, সূরাঃ আল-বুরূজ ও সূরাঃ আল-ফীল ; (৯) ইব্ন কাছ'ীর, তাফসীর ৪খ, ৪২৫ ; ৫৪৯ প. ; (১০) য়াকূ'ত, মু'জামু'ল-বুলদান ("মা'আরিব" প্রবন্ধ) ; (১১) আবু'ল-ফারাজ আল-ইস'বাহানী, আল-আগ'ানী (প্রথম সং), ১৬খ, ৭২ ; (১২) আল-হামদানী, আল-ইকলীল, যথাস্থানে ; (১৩) সমকালীন কবিগণ (ক'ায়স ইবনি'ল-খাত'ীম) দীওয়ান, ed. Kowalski ক'াস'ীদাঃ ১৪ ; (১৪) মায়হ'' দীওয়ান নাবীগ, কুয়েত ১৯৬২, ৩৩৫ পৃ.) ক'ায়স ইব্নি'ল-আসলাত, সীরাত ইব্ন হিশামে উদ্ধৃত পৃ. ৩৯, ১৭৮ ; (১৫) 'আবদুল্লাহ্ ইব্নি'ল-যিব'আরী, সীরাত ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৯ ; (১৬) Jaques Rykmans, L'Institution monarchique en Arabie meridionale avant l'Islam. 239-245, 320-325 ; (১৭) J. Rykmans Suppl. in Museon, 1953, 66 : 339-342 ; (১৮) G. Ryckmans Inscriptions sud-arabes in Musoon. 66/267-317 ; (১৯) Glaser. Zwei Inschriften in Mitt d. Vorderasiat. Gesoll 1897 p. 360-488 ; (২০) Th. Noldeke, Geschichte der Perser und Araber Z. Zeit d. Sassaniden. লাইডেন, ১৮৭৯, (২১) A.F.L. Beeston, Notes on Mureighan Inscription BSO(A) S, 16/2 : 389-392 ; (২২) Lippens, Expedition en Arabie Centrale, Paris 1956 ; (২৩) A. Jamme, Classification descriptive general des inscriptions Sud-arabes 1948 ; (২৪) Ahmed Fakhry, An Archaeological Journey to Yemen, তিন খণ্ড, কায়রো, 1952 ; (২৫) Conti-Rossini, Storia d'Etiopia, 186—195 ; (২৬) Procopius, De bello persico, Part 1. ch. 20.

মুহ'াম্মাদ হ'ামীদুল্লাহ (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

আবুল হাশিম (ابو الهاشم : আবু'ল হাশিম), জন্ম ১৯০৫ খৃ. ২৭শে জানুয়ারী পশ্চিম বংগের বর্ধমান জিলায়। তাঁহার পিতা মৌলবী আবুল কাসিম একজন প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। নওয়াব আবদুল জাব্বার ছিলেন তাঁহার পিতামহ। বিহারের বিখ্যাত কামিল পুরুষ পীর বাসরু'দ্দীন তাঁহার পূর্বপুরুষ ছিলেন।

আবুল হাশিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. এবং বি. এল. পাস করেন। শৈশবে বিশিষ্ট 'আলিমদের তত্ত্বাবধানে তিনি ধর্মবিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। তরুণ বয়স হইতেই তিনি ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক এবং গভীর অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন এবং যুগপৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, আধুনিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, জীব-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ও ইতিহাস পাঠে ব্রতী হন। এই অধ্যয়নের ফলে ইসলামের মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। তিনি এক স্বচ্ছ ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হন। পরবর্তীকালে তাঁহার সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কার্যকলাপে তাঁহার এই অনন্য মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভিব্যক্তি ঘটে।

আবুল হাশিম ১৯৩৬ খৃ.-এ প্রথম অখণ্ড বংগের আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ খৃ.-এ তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪১ খৃ.-এ তিনি বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়াকিং কমিটির সদস্য এবং ১৯৪৩ খৃ.-এ বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি রাব্বানী দর্শনের ব্যাখ্যাতা মাওলানা আযাদ সুব্‌হ'ানী (র.)-র আহ্বানে খুলাফা'-ই-রাশিদার আদর্শে এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নূতন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তোলেন মুসলিম লীগের প্লাটফরম হইতে। ইসলামী আন্দোলনের জন্য কর্মী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি কু'রআন প্রচার

প্রবর্তন করেন এবং তিনি নিজেই শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহাতে মুসলিম তরুণদের মধ্যে নব-জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায় এবং সারাদেশে শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে এক নব চেতনার সূচনা হয়। ইসলামের এই রূপকে লক্ষ্য হিসাবে সম্মুখে রাখিয়াই আবুল হাশিম পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ফলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তান আন্দোলন একটি গণ আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। আবুল হাশিম তাঁহার পরিচালিত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তাঁহার নিজের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' নামক একটি চিন্তামূলক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি বৃটিশ ভারতের বিধান-সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক মত, আইন সভা, আদর্শিক আলোচনা সভা এবং ঘরোয়া বৈঠকে আবুল হাশিম তাঁহার সুগভীর প্রত্যয়, অপূর্ব বাগ্মিতা ও ক্ষুরধার যুক্তির দ্বারা প্রতিপক্ষকে সহজেই জয় করিয়া নিতে পারিতেন।

১৯৪৭ খৃ.-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পশ্চিম বংগের অসহায় মুসলমানদের নেতৃত্বদানের জন্য ভারতে থাকিয়া যান। পরে তাঁহার বাড়ীঘর পোড়াইয়া দেওয়া হইলে তিনি রিক্ত অবস্থায় ১৯৫০ খৃ.-এ পাকিস্তানে হিজরত করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ক্ষীণ দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। ১৯৪৯ খৃ.-এর আগেই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়।

আবুল হাশিম তাঁহার জীবৎকালে এই দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আদর্শিক আন্দোলনের নীরব সাক্ষী হইয়া চুপ করিয়া থাকেন নাই। ১৯৫২ খৃ.-এ তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ও নেতৃত্ব দেন। এইজন্য তাঁহাকে ষোল মাস বিনা বিচারে কারাভোগ করিতে হয়। তাঁহার জেলে থাকা কালেই খিলা-ফতে রব্বানী পার্টি গঠিত হয়। ইসলামের রাব্বানী দর্শনের ভিত্তিতে একটি সুষম শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই পার্টিতে তিনি যোগদান করেন কারামুক্তির পর। ১৯৫৬ খৃ. পর্যন্ত তিনি এই পার্টির চেয়ারম্যান ছিলেন।

১৯৬০ খৃ.-এ আবুল হাশিম ঢাকার ইসলামিক একাডেমীর প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন এবং ১৯৭০ খৃ.-এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্যের অভাব সত্ত্বেও আবুল হাশিম তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় ইসলামিক একাডেমীকে এক অনন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। একাডেমীর পরিচালক হিসাবে তাঁহার মহোত্তম কীর্তি সুযোগ্য 'উলামা'র সম্পাদনায় কু'রআনের একটি নির্ভরযোগ্য বাংলা তরজমা প্রস্তুত ও প্রকাশ করা। তাঁহার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে, তাঁহার সভাপতিত্বে একটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের বোর্ড কর্তৃক এই তরজমা সম্পন্ন হয়। বাংলা ভাষায় এই তরজমা সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি পাকিস্তান সরকারের ইসলামিক আইডিওলজি কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন এবং বহু জটিল প্রশ্নের সঠিক ও যুগোপযোগী ইসলামী সমাধান নির্দেশের ব্যাপারে অগ্রণীয় ভূমিকা পালন করেন। পিতামহের জীবদ্দশায় পিতা মৃত্যুবরণ করিলে পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রী উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইত। এই অসহায় য়াতীমদের উত্তরাধিকার আইনগত স্বীকৃতি লাভের ব্যাপারে আবুল হাশিমের সক্রিয় ভূমিকা রহিয়াছে।

আবুল হাশিম অতুলনীয় সংগঠক ও বাগ্মী পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি রাব্বানিয়্যাতের একজন শক্তিশালী ব্যাখ্যাতা। ইসলামী চিন্তাধারায় রাব্বানী দর্শন একটি বিপ্লবী দর্শন। 'আল্লামা আযাদ সুবহানীর মতে, আবুল হাশিমের The Creed of Islam নামক গ্রন্থটি এই দর্শনের উপর স্থাপিত এবং গোঁড়ামী ও কুসংস্কারমুক্ত বিষয়বস্তু চিন্তার স্বচ্ছ নির্মল আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করিতেছে। তাঁহার এই অসামান্য বইটি ইসলামী চিন্তার জগতে এক মৌলিক অবদান হিসাবে স্বীকৃত। ইতিমধ্যেই বইটির বাংলা, 'আরবী ও উর্দু তরজমা হইয়াছে এবং বাংলা ও 'আরবী তরজমা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য বিখ্যাত পুস্তকঃ As I see it, In Retrospection, Arabic Made Easy, How to Begin, রব্বানী দৃষ্টিতে, ইজতিহাদ, ফারুকী খিলাফত, আত্তিলমত্যের শেষ পরিণতি, অর্থনৈতিক সমস্যা ও ইসলাম। চিন্তার জগতে এই পুস্তকগুলি মৌলিকতায় অনন্য ও অসাধারণ। আবুল হাশিম ১৯৭৪ খৃ.-এর ৫ অক্টোবর ঢাকায় ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Abul Hashim, The Creed of Islam, Dacca, 1970, (২) ঐ লেখক, In Retrospection, Dacca, 1972 ; (৩) এস. এম. মুজিবুল্লাহ, আবুল হাশিম ও তাঁর দর্শন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, বাইশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

শাহেদ আলী

আবুল হোসেন (ابو الحسن : আবু'ল হ'সায়ন) ভট্টাচার্য। ইংরেজী ১৯১৬ সালে ফরিদপুর জিলার গোসাইর হাট থানার দাসের জঙ্গল গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শশীকান্ত ভট্টাচার্য। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের নাম ছিল সুদর্শন ভট্টাচার্য। দাসের জঙ্গল গ্রামের পাঠ-শালাতেই তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ১৯৩৭ সালে ২১ বৎসর বয়সে সুদর্শন ভট্টাচার্য ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার ইসলামী নাম রাখা হয় আবুল হোসেন, কিন্তু পৈতৃক পদবী 'ভট্টাচার্য' যুক্ত করিয়া তিনি সব সময় নিজের নাম লিখিতেন এবং বলিতেন, "যাঁরা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে থাকেন তাঁহাদের সকলেই হিন্দু জাতির তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত, এটা যে সর্বাংশে সত্য নয় তা প্রমাণ করার জন্য নিজ নামের শেষে আমি হিন্দু পদবী ব্যবহার করি।"

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য কেন ইসলাম গ্রহণ করিলেন ইহার বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে তাঁহার নিম্নোক্ত দুইখানা পুস্তকে, 'আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করিলাম' এবং অপরটি 'আমি কেন খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করিলাম না'। শিশুবয়সেই তাঁহার মনে বিশ্বস্রষ্টার সংখ্যা সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। তিনি যখন পাঠশালাতে লেখাপড়া করিতেন তখন পাঠশালায় এক মুসলমান শিক্ষকের প্রভাব তাঁহার উপর পড়ে। সেই শিক্ষক একদিন শিশু সুদর্শন ভট্টাচার্যকে এক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "কর্তা বেশী হলে গোলমাল বাধে। সারে জাহানের কর্তা একজনই। আমরা মুসলমানরা সব কিছুর মূল হিসাবে একজন কর্তাকেই মানি। তুমি একজনকে খুঁজতে চেষ্টা করবে।" তাঁহার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের এই কথা তাঁহার শিশু মনে শিকড় গাড়িয়া বসিল এবং তাঁহার জিজ্ঞাসা প্রবল হইয়া উঠিল। এই ব্যাকুলতাই তাঁহাকে বিভিন্ন খৃস্টান ও মুসলিম পণ্ডিতদের সান্নিধ্যে টানিয়া আনে। অবশেষে ইসলামের মধ্যেই তিনি তাঁহার জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজিয়া পান।

তিনি মরহুম মওলানা আকরম খাঁর সান্নিধ্যেও আসেন। মও-লানা আকরম খাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ও পরামর্শ আবুল হোসেনকে

ইসলাম কবুল করিতে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

ইসলাম গ্রহণের পর আবুল হোসেন ভট্টাচার্য রংপুর জিলার মহিমাগঞ্জ 'আলিয়াঃ মাদ্রাসায় দীনী শিক্ষা লাভ করেন। পাইবান্ধায় অবস্থানকালে তিনি সেইখানে 'নও-মুসলিম তবলীগ জামাত' নামে একটি সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালীন বৃটিশ সরকার এবং হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রবল বিরোধিতার ফলে সেই প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায় এবং তিনি কলিকাতা চলিয়া যাইতে বাধ্য হন।

১৯৪৬ খৃ. তিনি মালদহ জিলায় মহকুমা প্রচার কর্মচারী হিসাবে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। ১৯৪৭ খৃ. ভারত বিভাগের সাথে সাথে আবুল হোসেন ভট্টাচার্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলিয়া আসেন। ১৯৭৪ খৃ. গণ সংযোগ কর্মকর্তা হিসাবে বাংলাদেশ কৃষি তথ্য সংস্থা হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৬৮ খৃ. ঢাকায় 'ইসলাম প্রচার সমিতি' নামে একটি সংগঠন তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আবুল হোসেন ভট্টাচার্য এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। দেশের ১৫টি স্থানে এই সমিতির শাখা কার্যালয় রহিয়াছে। দরিদ্র নও-মুসলিম এবং অমুসলিমদিগকে বিনা মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন জিলায় এই সমিতির ১৭টি চিকিৎসা কেন্দ্র কাজ করিয়া যাইতেছে। উপজাতীয় কতিপয় মেধাবী ছাত্রকে এই সমিতি নিয়মিত শিক্ষা-ভাতা প্রদান করিতেছে।

সমিতির প্রধান কার্যালয়ে নও-মুসলিমদের দীনী শিক্ষা ও আখ্‌লাক্‌ গঠনের জন্য স্থায়ী একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রহিয়াছে। সেইখানে একটি ছাত্রাবাসও আছে।

ইসলাম প্রচার সমিতি মুখ্যত নও-মুসলিমদের মুসলমান সমাজে পুনর্বাসিত করিবার লক্ষ্যে গঠিত হইলেও আবুল হোসেন ভট্টাচার্য এই সমিতিকে একটি চার দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সম্প্রসারিত করেন। প্রথমত, নও-মুসলিমদের পুনর্বাসন; দ্বিতীয়ত, অমুসলমানদের মধ্যে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়া, তৃতীয়ত, খৃস্টান মিশনারীদের ভ্রান্ত প্রচারণার মুকাবিলা করিয়া উপজাতীয় ভাইদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলিয়া ধরা এবং চতুর্থত, সমাজ সেবামূলক তৎপরতা। চারিটি ক্ষেত্রেই ইসলাম প্রচার সমিতি পূর্ণোদ্যমে কাজ করিয়া যাইতেছে। ইসলাম প্রচার সমিতির মাধ্যমে তিনি বহু নও-মুসলিমকে পুনর্বাসিত করিয়াছেন। ১৯৮৩ সালের ১৬ জানুয়ারীতে ইসলাম প্রচার সমিতির সফর প্রোগ্রাম শেষ করিয়া রংপুর হইতে ঢাকা আসিবার পথে নগর-বাড়ীর নিকটে এক মোটর দুর্ঘটনায় আবুল হোসেন ভট্টাচার্য মারাত্মকভাবে আহত হন। সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহাকে পি. জি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েকদিন পি.জি.-তে থাকার পর তিনি বেশ সুস্থ হইয়া উঠেন এবং বাসায় চলিয়া যান। পরে আবার তাঁহার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতে থাকে। ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত রাবিতাঃ হাসপাতালে তাঁহাকে ভর্তি করা হয়, কিন্তু তাঁহার অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটিল না। ১৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার, ১৯৮৩ সালে বিকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। ১৯ তারিখে প্রথমে কলাবাগান খেলার মাঠে ও পরে বায়তুল মুকাররমে তাঁহার সালাত-ই-জানাযাঃ অনুষ্ঠিত হয়। বনানী গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য যেমন সুবক্তা ছিলেন তেমন ছিলেন একজন শক্তিমান লেখক। তিনি ১১ খানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য পুস্তকের একটি তালিকা প্রকাশকালসহ নিম্নে দেওয়া হইল:

(১) বিশ্বনবীর বিশ্বসংসার (১৯৪৬); (২) রোকাতত্ত্ব (১৯৪৬); (৩) মরুর ফুল (কাব্য) (১৯৪৬); (৪) আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করিলাম (১৯৭৬); (৫) আমি কেন খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করিলাম না (১৯৭৭); (৬) একটি সুগভীর চক্রান্ত ও মুসলমান সমাজ (১৯৭৭); (৭) কারবালার শিক্ষা (১৯৭৮); (৮) উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (১৯৮০); (৯) নবী দিবস (১৯৮১); (১০) ইতিহাস কথা কয় (১৯৮১); (১১) আর্তনাদের অন্তরালে (১৯৮০)।

সালেহ উদ্দিন আহমদ

আবূ 'উবায়দা ইবনু'ল-জার্‌রাহ্‌ (ابو عبيدة بن الجراح) যে দশজন সাহাবী জান্নাতে যাইবেন বলিয়া হযরত মুহাম্মাদ (স) বিশেষভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেন বলিয়া বর্ণিত আছে ('আশারাঃ মুবাশ্‌শারাঃ দ্র.) তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার সঠিক নাম 'আমির ইবন 'আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌নি'ল-জার্‌রাহ্‌। তিনি বানু'ল-হারিছ পরিবারের লোক। তিনি প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করিয়া বীরত্ব ও নিঃস্বার্থপরতার জন্য খ্যাতিলাভ করেন। তজ্জন্য হযরত (স) তাঁহাকে আল্‌-আমীন উপাধি দেন। উহুদের জিহাদে তিনি হযরত (স)-এর সাহায্যার্থে ছুটিয়া যান। সকল অভিযানে তিনি হযরত (স)-এর সঙ্গী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি অভিযানে তিনি সৈন্য পরিচালনাও করেন। পরবর্তীকালে নাজ্‌রান-এর যে সকল গোত্র হযরত (স)-এর আনুগত্য স্বীকার করে, তাহাদিগকে ইসলামী রীতিনীতি শিক্ষাদানের জন্য তথায় প্রেরিত হন। প্রথম খলীফা নির্বাচনে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। একদল সৈন্যের সেনাপতিরূপে তিনি আবূ বাক্‌র (রা) কর্তৃক সিরিয়ায় প্রেরিত হন। 'উমার (রা) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি সিরীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন এবং তিনি দামিশ্‌ক, হিম্‌স (এমেসা), এন্টিয়ক, আলেপ্পো প্রভৃতি জয় করেন। ১৮/৬৩৯ 'আমওয়াসে মহামারীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। দামিশ্‌কের জামি' আল্‌-জাররাহ্‌-তে তাঁহার সমাধি অবস্থিত বলিয়া কথিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) ইব্‌ন-সা'দ, ৩খ, ২১৭ প.; (২) ইব্‌নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবাঃ, ৩খ, ৮৪; ৫খ, ২৪৯; (৩) Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, i. 432 প., (৪) Lammens. Le Triumvirat Abou Bakr, 'Omar, et Abou 'Obaida, dans MFOB, iv. p. 113 প.

Anonymous (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আবূ জাহ্‌ল (ابو جهل) প্রকৃত নাম আবু'ল-হাকাম 'আম্‌র ইবন হিশাম ইবনি'ল-মুগীরাঃ, তাহার মাতার নাম অনুসারে ইব্‌ন আল-হানজালিয়াঃ নামেও সে অভিহিত হইত। মক্কার বিখ্যাত কুরায়শ গোত্রের মাখ্‌যূম পরিবারের সে ছিল একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। এক হাদীছ অনুযায়ী সে এবং হযরত (স) ছিলেন প্রায় সম বয়স্ক। মক্কার অভিজাতদের মধ্যে সে ছিল হযরত (স)-এর অন্যতম ঘোর শত্রু। সে স্বয়ং হযরত (স)-কে গালিগালাজ সহ নানাভাবে নির্যাতন করিত, কেবল অলৌকিক ব্যাপার দর্শন দ্বারা নিবৃত্ত হওয়াতেই তাঁহার দৈহিক ক্ষতি করে নাই, কতিপয় ভাষ্যকারের মতে কুরআনের ৯৬তম সূরার ৬ষ্ঠ ও তৎপরবর্তী আয়াতেও তাহার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। হযরত (স) প্রদত্ত দুযখের বিবরণকে উপহাস করায় তাহার সম্পর্কে কুরআনের ১৭:৬০ ও ৪৪:৪৩ আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত (স)-এর হিজরতের অল্প পূর্বে অনুষ্ঠিত কুরায়শদের সভায় সে মক্কার প্রত্যেক পরিবারের লোক দ্বারা হযরত (স)-কে হত্যা

করার পরামর্শ দেয়। হিজরাতের পর সে হ়াম্যাঃ-এর নেতৃত্বে প্রেরিত একদল সৈন্যের সম্মুখীন হয়, কিন্তু তখন কোন যুদ্ধ হয় নাই। তবে তাহারই শত্রুতা ও কলহপ্রিয়তার দরুন বদরে বাস্তবিকই একটা যুদ্ধ হয়। এই উপলক্ষে 'উৎবা ইবন রাবী'আঃ তাহাকে উপহাস করিয়া সুবাসিত নিতম্বযুক্ত ব্যক্তি নাম দেন। হ়াদীছ় অনুসারে যুদ্ধের পূর্বে সে প্রার্থনা করে যে, রক্তের বন্ধন কর্তনের ব্যাপারে যে সর্বাপেক্ষা অধিক দায়ী, সে ধ্বংস হউক। এতদ্বারা সে নিজের ধ্বংসই ডাকিয়া আনে। যুদ্ধে সে মু'আয় ইবন 'আমর ইবনি'ল-জামূহ় ও মু'আওবি'য় ইবন-'আফ্‌রা কর্তৃক মারাত্মকরূপে আহত এবং 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ কর্তৃক নিহত হয়। তাহার মৃতদেহ দর্শনে হযরত (স') তাহাকে তাহার জাতির ফির'আওন বলিয়া অভিহিত করেন। মৃত্যুর পর মক্কাবাসীরা তাহার শোকগাঁথা রচনা করে। ইহাতে তাহারা তাহাকে মক্কার সর্দার, মহানচেতা, উদার লোক, শিষ্ট এবং চির নির্লোভ-ইত্যাকার গুণে চিত্রিত করে। হযরত 'ইক্‌রামাঃ তাহার পুত্র এবং রাসূল (স')-এর একজন বিখ্যাত সাহ়াবী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন হিশাম, ইব্‌ন সা'দ, ৩খ, ৫৫; ৮খ, ১৯৩; (২) ত়াবারী, ৯; (৩) য়া'কূবী, ২খ, ২৭; (৪) নাওয়াবী, ৬৮৬ পৃ.; (৫) Sprenger, Das Leben and die Lehre des Moham-mad, ii. 115; (৬) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, P. 169; 243.

F. Buhl (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আবূ ত়ালিব (ابو طالب) 'আবদ মানাফ ইব্‌ন 'আব্দু'ল-মুত্তালিব হযরত (স')-এর চাচা। পিতা 'আব্দু'ল-মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তিনি য়াতীম ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত (স')-এর ভার গ্রহণ করেন। হ়াদীছে়র বর্ণনানুসারে হযরত (স') তাঁহার বাণিজ্য যাত্রায় সঙ্গী হইতেন। আবূ ত়ালিব ছিলেন দরিদ্র। তাঁহার পরিবারে বহু লোকজন ছিল। হযরত (স') তাঁহার পুত্র 'আলীকে স্বগৃহে লালন-পালন করিয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন বলিয়া বর্ণিত আছে। হযরত (স')-এর ইসলাম প্রচারের দরুন মক্কাবাসীরা তাঁহাকে উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দেন এবং মক্কাবাসীদের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই পিতৃব্যসুলভ কর্তব্য ত্যাগে সম্মত হন নাই। আবূ লাহাব ভিন্ন অন্যান্য হাশিমীগণও আবূ ত়ালিবের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। ইহার পরিণামে কু'রায়শরা তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করিলে তাঁহারা শহরের যে অঞ্চলে বাস করিতেন (আবূ ত়ালিবের উপত্যকা); সকলেই সেখানে চলিয়া যান এবং সেখানে বেশ কিছুকাল খুব দুরবস্থার মধ্যে বাস করেন। হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে ও পয়গাম্বরী লাভের দশ বৎসর পর এই মহান ও বিশ্বস্ত পিতৃব্যের মৃত্যু হযরত (স')-কে খুবই আঘাত দিয়াছিল। একটি হ়াদীছে় তাঁহাকে কু'রায়শদের সায়্যিদ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। একাধিক ক়াসীদাঃ তাঁহার রচিত বলিয়া বর্ণিত আছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, না কাফির অবস্থায়ই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, এই প্রশ্ন পরে বিশেষ আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থাকিয়াও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ইহাই সাধারণত গৃহীত, নিঃসন্দেহ ও অভ্রান্ত মত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত়াবারী, ১খ, ১১২৩, ১১৭৪ প., ১১৯৯; (২) ইব্‌ন হিশাম (ed. Wustenfeld), ১খ, ১১৫; ১৬৭ প. ১৭২ প.; (৩) ইব্‌ন-হ়াজার, ইস়াবাঃ ৪খ, ২১১—২১৯. (৪) Caetani, Annali del Islam i. 308; (৫) Goldziher, Muhamm. Stud., ii-107; (৬) Noldeke, in ZDMG, lii. 27 প; (৭) F. Buhl, Das Leben Nuhammeds, P. 115—118, 171, 175 181.

আবূ দাউদ আস-সিজিসতানী (ابو داؤد السجتاني)

আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌নু'ল-আশ'আছ় একজন হ়াদীছ় বিশারদ (মুহ়াদ্দিছ়)। তিনি ২০২/৮১৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি বহু দূর দেশে পরিভ্রমণ করেন এবং জ্ঞান ও তাক'ওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পরিশেষে তিনি বসরাতে বসবাস স্থাপন করেন এবং এই কারণেই অনেকে ভুলবশত ধারণা করিয়া থাকেন যে, তাঁহার সম্পর্ক বসরার নিকটবর্তী সিজিস্তান (অথবা সিজিস্তানাঃ) নামক একটি গ্রামের সহিত—সিজিস্তান প্রদেশের সহিত নহে। তিনি শাওওয়াল, ২২৫/ফেব্রু., ৮৮৯-তে ইনতিকাল করেন।

আবূ দাউদ-এর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইল কিতাবু'স-সুনান, যাহা সুন্নী মুসলিমগণ কর্তৃক গৃহীত ছয়টি হ়াদীছ় গ্রন্থ (সিহ়াহ় সিত্তাঃ)-এর অন্যতম গ্রন্থ। কথিত আছে, তিনি এই গ্রন্থখানি আহ়মাদ ইব্‌ন হ়াম্বাল-এর নিকট পেশ করিলে তিনি ইহা অনুমোদন করেন। ইব্‌ন দাসাঃ (এই গ্রন্থের জনৈক রাবী) বলেন, আবূ দাউদ দাবী করেন যে, ৪৮০০ হ়াদীছ়সম্বলিত এই গ্রন্থখানি তিনি পাঁচ লাখ হ়াদীছ় সমষ্টি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং উহাতে কেবল ঐ সকল হ়াদীছ় স্থান পাইয়াছে যাহা স়াহ়ীহ় অথবা স়াহ়ীহ় বলিয়া অনুমিত কিংবা স়াহ়ীহ় হ়াদীছ়সমূহের নিকটবর্তী। তিনি আরও বলিয়াছেন, "যেই সকল হ়াদীছ় অত্যন্ত দুর্বল উহাদের বর্ণনা এই গ্রন্থে আমি স্পষ্টভাবে প্রদান করিয়াছি এবং যে সকল হ়াদীছ় সম্পর্কে আমি কিছু বলি নাই উহা উত্তম (স়ালিহ়), যদিও উহার কোন কোন হ়াদীছ় অন্য কোন হ়াদীছে়র তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ।" ইহা ঐ সকল মন্তব্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে যাহাতে তিনি হ়াদীছ় সম্পর্কে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় স়াহ়ীহ়-এর শুরুতে এক ভূমিকা লিখেন যাহাতে তিনি সমালোচনার কিছু সাধারণ নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা পেশ করেন, কিন্তু আবূ দাউদ হইলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হ়াদীছে়র বিস্তারিত টীকা লিখেন। ফলে তাঁহার শিষ্য তিরমিযী-র জন্য উক্ত হ়াদীছ়সমূহের উপর পৃথকভাবে ও সুষ্ঠু বিন্যাসের সহিত সমালোচনা ও পর্যালোচনার পথ সুগম হয়, যাহা তিনি স্বীয় গ্রন্থে স্থান দেন। আবূ দাউদ এমন অনেক রাবীর নিকট হইতে হ়াদীছ় বর্ণনা করেন যাঁহাদের উল্লেখ স়াহ়ীহ় হ়াদীছ় গ্রন্থদ্বয়ে (বুখারী ও মুসলিম) নাই, কেননা তাঁহার নীতি হইল সেই সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে যাঁহাদের সম্পর্কে অবিশ্বস্ততার কোন যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার সংকলনের সাধারণ নাম হইল 'সুনান' যাহাতে ফারয, মুবাহ় ও হ়ারাম বিষয়সমূহ স্থান পাইয়াছে এবং তাঁহার এই সংকলন উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আবূ সা'ঈদ আল-'আরাবী বলেন, যে ব্যক্তি কু'রআান ও এই গ্রন্থ ব্যতিরেকে কিছুই জানেন না, তিনিও একজন বড় 'আলিম বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ বলেন, হ়াদীছ় বিশারদগণ বিনা দ্বিধায় এই গ্রন্থখানি গ্রহণ করেন যেমন তাঁহারা কু'রআান গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু

আশ্চর্যের বিষয় হইল যদিও হি. ৪র্থ শতাব্দীর অনেক মনীষী এই গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, তবুও ইবনু'ন-নাদীমের আল-ফিহ্‌রিস্ত-এ উহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য উহাতে আবূ দাঊদ কেবল তাঁর পুত্রের পিতা হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। পরবর্তী যুগের লোকেরা এই গ্রন্থের কিছু কিছু সমালোচনা করিয়াছেন। যেমন, আল-মুনযিরী (মৃ. ৬৫৬/১২৫৮), যিনি আল-মুজতাবা নামে এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত-সার প্রস্তুত করেন, এমন কিছু হ'াদীছে'র সমালোচনা করেন যাহার সহিত টীকা সংযোগ করা হয় নাই এবং ইবন কা'য়্যিম আল-জাওযিয়াঃ আরও কিছু অতিরিক্ত সমালোচনা করেন। যদিও উক্ত গ্রন্থে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবুও উহার প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়। উক্ত সুনানটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন বর্ণনায় এমন সব হ'াদীছ' পাওয়া যায় যাহা অন্য বর্ণনায় পরিদৃষ্ট হয় না। আল-লু'লু'ঈ-র বিবরণটি বিশেষভাবে সমাদৃত। প্রাচ্যে সুনানখানি একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে (দ্র. Brockelmann)। আবূ দাঊদ কর্তৃক সংকলিত আর একটি মুরসাল হ'াদীছে'র ক্ষুদ্র সংকলন আছে যাহা কিতাবু'ল-মারাসীল নামে কায়রো হইতে ১৩১০/১৮৯২ সনে প্রকাশিত হয়। আবূ দাঊদ লিখিত সুনানের উপর কয়েকখানি ভাষ্য গ্রন্থ:

(১) মুহ'াম্মাদ আশরাফ 'আজ'ীমাবাদী প্রণীত 'আওনু'ল-মা'বূদ (عون المعبود), ১৩২৩ হি. (ভারত); (২) আবু'ল-হ'াসানাত মুহ'াম্মাদ কৃত ভাষ্য, ১৩১৮ হি. (লক্ষ্ণৌ); (৩) আল্লামাঃ খালীল আহ'মাদ সাহারানপুরী কৃত বায্‌লু'ল-মাজহূদ (بذل المجهود); (৪) খাত'ত'াবী (মৃ.৩৮৩ হি.) কৃত মা'আলিমু'স-সুনান (معالم السنن); (৫) আস্-সুয়ূত'ী কৃত মিরক'াতু'স-সু'উদ (مرقاة الصعود)।

আবূ দাঊদের পুত্র আবূ বাক্‌র 'আবদুল্লাহ (মৃ. ৩১৬ হি.) একজন উচ্চস্তরের মুহ'াদ্দিছ' ছিলেন, যিনি কিতাবু'ল-মাস'াবীহ' গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) Brockelmann, I, 168 প; (২) S. I., 266 প.; (৩) ইবন খাল্লিকান, সংখ্যা ২৭১; (৪) ইবনু'স'-স'লাহ', 'উলূমু'ল-হ'াদীছ', আলেপ্পো, ১৩৫০/১৯৩১, পৃ. ৩৮-৪১; (৫) ইবন হ'াজার, তাহয'ীবু'ত-তাহয'ীব, ৪খ, ১৬৯-১৭৩; (৬) নাওওয়াব'ী, তাহয'ীবু'ল-আস্‌মা' (Wustenfeld), পৃ. ৭০৮-৭১২; (৬) হ'াজ্জী খালীফাঃ, সংখ্যা ৭২৬৩; (৮) Goldziher, Muh. Stud, ii. 250 প., 255 প.; (৯) W. Marcais in JA, 1900 খৃ. PP. 330, 502 প.; (১০) J. Robson, in MW, 1951 খৃ. pp 167 প.; (১১) ঐ. in BSOS, 1952 খৃ., 579 প.; (১২) আয'-য'াহাবী, তায্‌কিরাতু'ল-হ'ফ্‌ফাজ', ২খ, ১৫৩; (১৩) ইব্‌ন 'আসাকির, তাহয'ীব, ৬খ, ২৪৪; (১৪) ত'াবাক'াতু'ল-হ'ানাবিলাঃ, পৃ. ১১৮; (১৫) তা'রীখ বাগ'দাদ, ৯খ, ৫৫; (১৬) আল-য়াফি'ঈ, মিরআতু'জ-জানান, ২খ, ১৮৯; (১৭) আয'-য'ারী'আঃ, ১খ, ৩১৬; (১৮) ইবনু'ল-'ইমাদ, শায'ারাতু'য'-য'াহাব, ২খ, ১৬৭; (১৯) ইব্‌ন কাছ'ীর, আল-বিদায়াঃ ওয়া'ন-নিহায়াঃ, ১১খ, ৫৪; (২০) শাহ 'আবদু'ল-'আযীয, বুসতানু'ল-মুহ'াদ্দিছ'ীন, পৃ. ১১৮; দা.মা.ই., খণ্ড ১।

J. ROBSON (E. I.)/মুহাম্মদ ইসলাম গনী

আবূ নসর মুহাম্মদ ওয়াহীদ, শাম্‌সু'ল-'উলামা' (ابو نصر محمد وحيد ، شمس العلماء): আবূ নাস্'র মুহ'াম্মাদ ওয়াহ'ীদ) তদানীন্তন বৃটিশ ভারতের আসাম প্রদেশে (সিলেট শহরে) ১৮৭২ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হইতে ১৮৯২ সনে এনট্রান্স পাস করেন, অতঃপর সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ হইতে ফার্স্ট আর্টস (উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষা পাস করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. (সম্মান)-তে ভর্তি হন এবং তথা হইতে ১৮৯৭ খৃ. 'আরবীতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তদানীন্তন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী একজন খ্যাতনামা 'আলিম এবং তাঁহার শ্বশুর শামসু'ল-'উলামা' 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাবের নিকট 'আরবী, ফার্সী ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা 'আবদু'ল ওয়াহ্‌হাব সিলেটে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং মাওলানা ওয়াহীদ তাঁহার শিষ্যত্বে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

খৃ. ১৯০১ সনে তিনি গৌহাটি কটন কলেজের 'আরবী ও ফারসীর অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৯০৫ খৃ. তিনি ঢাকা সরকারী সিনিয়ার মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর তাঁহারই পরিকল্পনানুযায়ী মাদ্‌রাসাটি (তদানীন্তন বাংলা প্রদেশের চট্টগ্রাম, হুগলী ও রাজশাহীতে অবস্থিত অপর তিনটি মাদ্‌রাসাসহ) পুনর্গঠিত হয়। অতঃপর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও হুগলীতে অবস্থিত তিনটি মাদ্‌রাসা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ পর্যায়ে উন্নীত হয়। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমান কবি নজরুল সরকারী কলেজ)-এর অধ্যক্ষ পদে বহাল থাকেন।

১৯২১ খৃ. তিনি ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে (I. E. S.) উন্নীত এবং শামসু'ল-'উলামা' উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯০৫ খৃ. যখন তিনি ঢাকা সিনিয়র মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন তখন ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের শিক্ষার সন্তোষজনক ব্যবস্থা কি হইবে উহা ছিল একটি জটিল এবং বহু বিতর্কিত বিষয়। মুসলিম শাসন আমলের মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলিম যুবকগণের কর্মক্ষেত্র তখন অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল; কারণ বৃটিশ ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে লব্ধ বিদ্যাই যোগ্যতার মাপকাঠিরূপে নির্ধারিত হইয়াছিল—'আরবী ও ইসলামী শিক্ষার কোন স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু মুসলিম সমাজ বৃটিশ শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্ম বিবর্জিত (বা Godless) শিক্ষা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অথচ অপর সম্প্রদায়গুলি এই ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। অন্যপক্ষে সরকারী আনুকূল্য হইতে বঞ্চিত তদানীন্তন বাংলা প্রদেশের মাদ্‌রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সরকার মাদ্‌রাসার যুগোপযোগী সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করিল না বরং মাদ্‌রাসার প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিল। ফলে মুসলিম সম্প্রদায় শিক্ষায় পশ্চাৎপদ হইতে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপর সম্প্রদায়ের পিছনে পড়িতে লাগিল। এই পরিস্থিতি মাওলানা ওয়াহীদকে ব্যাকুল করিল। মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের পরিকল্পনা তৈরীর প্রস্তুতিস্বরূপ প্রাচ্য বিদ্যার প্রধান কেন্দ্র-গুলি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক (পূর্ববংগ ও আসাম) সরকারের মনোনয়নক্রমে তিনি সফরে বাহির হইলেন। মিসরে উপনীত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহার সফরসূচী অনুমোদন করে নাই। যথাপ্রাচ্যে তখন বৃটিশ বিরোধী প্যান-ইসলামিজম তৎপরতা

জোয়দার ছিল এবং ভারতে ইহার সংক্রমণ বৃটিশ শাসকদের অনভিপ্রেত ছিল। সুতরাং অনুমিত হয় যে, রাজনৈতিক কারণেই মাওলানা ওয়াহীদের মনোনয়ন বাতিল হইয়াছিল। অগত্যাপক্ষে মাওলানা ছুটির দরখাস্ত করিয়া নিজ ব্যয়ে মিসর, সিরিয়া, লেবানন, তুরস্ক, ইটালী ও ফ্রান্সে তাঁহার প্রায় ছয় মাসব্যাপী সফর সমাপ্ত করিলেন।

দেশে ফিরিয়া তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের একটি প্রকল্প রচনা করেন। ইহার মর্মকথা ছিল—ইসলামী শিক্ষার সহিত ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন, যাহাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক লাভ করিতে গিয়া কোন মুসলিম শিক্ষার্থীকে তাঁহার ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিতে না হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাই ছিল মাওলানা ওয়াহীদের শ্রেষ্ঠ অবদান এবং ইহাকে সার্থক করিবার জন্য তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়াছিলেন। এই কাজে মাওলানার প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং সহযোগী ছিলেন মরহুম নওয়াব সলীমুল্লাহ, নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদা, নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী এবং জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ। তদুপরি বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত বহু মাদ্রাসা পুনর্গঠিত মাদ্রাসার রূপ পরিগ্রহ করিয়া সরকারী সাহায্য লাভ করে। বিশিষ্ট কয়েকটি সরকারী এবং বেসরকারী মাদ্রাসাকে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত করা হয়। ১৯২১ খৃস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাতে 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ নামক একটি বিভাগ যুক্ত করা হয় এবং পুনর্গঠিত মাদ্রাসার ছাত্রগণ ইসলামিক ইন্টার-মিডিয়েট (উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষা পাসের পর যেন এই বিভাগে ভর্তি হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ও এম. এ. ডিগ্রী লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য এই বিভাগের পাঠক্রমকে তদুপযোগী করিয়া বিন্যস্ত করা হয়। মাওলানা ওয়াহীদই অতিরিক্ত কর্তব্যরূপে ১৯২১ হইতে ১৯২৩ খৃ. পর্যন্ত এই বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহার সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন।

এই শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণে বহু রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের শিক্ষার্থী যুগপৎভাবে ইসলামিক এবং আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের সুযোগ লাভ করেন।

তিনি বহু বৎসর যাবত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়ার ফেলো এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট, একাডেমিক কাউন্সিল ও একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। কিছুকাল তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টেরও সদস্য ছিলেন। ১৯১৪-১৫ খৃস্টাব্দে যখন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় তখন তিনি উহার 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন।

চাকুরী জীবনের প্রারম্ভ হইতে মাওলানা ওয়াহীদ মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কার আন্দোলনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৩৭ খৃ. হইতে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কার কমিটির সদস্যরূপে স্থান লাভ করেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল: (১) Earle কনফারেন্স—১৯০৭-৮; (২) মাদরাসা কমিটি ১৯০৯-১৩; (৩) Mohammedan Education Advisory (Hornell) কমিটি ১৯৩১—৩৪; (৪) East Bengal Educational Systems Reconstruction (Akram Khan) কমিটি—১৯৪৯-৫১।

পুনর্গঠিত মাদ্রাসার পাঠক্রমের চাহিদা পূরণের জন্য আধুনিক আঙ্গিকে সরল এবং বাহুল্য বর্জিত ভাষায় পাঠ্যপুস্তক সংকলনে তাঁহার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। তাঁহার আদর্শ এবং সক্রিয় সাহায্য তাঁহার সহধ্যায়িগণকেও এই কাজে বিস্তর অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল। তাঁহার উৎসাহ-উদ্দীপনায় ঢাকায় স্বরচিত 'আরবী কবিতার আসর (মুশা'আরাঃ) বসিত।

১৯২৭ খৃ. তিনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং সিলেটে বাস করিতে থাকেন। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে তিনি আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত এবং শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের সমাপ্তিতে ১৯৫৩ খৃ. ৩১ মে, ৮১ বৎসর বয়সে ঢাকায় মাওলানা ওয়াহীদের ইন্তিকাল হয় এবং নারিন্দা শাহ্ সাহেব বাড়ীর গোরস্তানে তিনি সমাধিস্থ হন।

মাওলানা ওয়াহীদ কর্তৃক সম্পাদিত 'আরবী সাহিত্য পুস্তকের কয়েকটি আধুনিক সংকলনের নাম নিম্নে দেওয়া হইল:

১। মিরক'াতু'ল-আদাব,
২। বাকূরাতু'ল-আদাব,
৩। সালাসিলু'ল-কি'রাআত,
৪। মাদারিজু'ল-কি'রাআত, ১ম ও ২য় খণ্ড,
৫। নুখাবু'ল-'উলুম, ১ম ও ২য় খণ্ড।

আবূ বকর সিদ্দীকী (ابو بكر صديقي: আবূ বাক্র সি'দ্দীক'ী) মাওলানা, শাহ (র), হুগলী জিলার ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন (জন্ম সন সম্বন্ধে মতভেদ আছে, সন ১২৫৩ ব., সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, প্রধান সম্পা. সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭৬, খৃ., পৃ. ৪৩; সন ১২৬৫ ব., এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, ফেনী ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ৩৫; সন ১২৬৩ হি. মুহ'াম্মাদ মুত'ী'উর-রাহ'মান, আঈনা-ই-ওয়ায়সী, পাটনা ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ২৪২; দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ, হাকীকতে ইনসানিয়ত, রাজশাহী, ১৩৯০ হি., পৃ. ৩)। তিনি প্রথম খালীফাঃ আবূ বাক্র সি'দ্দীক' (রা)-এর বংশধর। তাঁহার এক পূর্বপুরুষ মানসূ'র বাগ'দাদী ৭৪১/১৩৪০ সালে বঙ্গদেশে আসেন এবং হুগলী জিলার মোল্লাপাড়া গ্রামে বাস করেন (ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ইসলাম প্রসঙ্গ, ঢাকা ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ১১৭-২৬)। মানসূ'র বাগ'দাদীর অধস্তন অষ্টম পুরুষ মুস'ত'াফা মাদানী ছিলেন শায়খ আহ'মাদ সিরহিন্দী (র., মৃ. ১০৩৪/১৬২৪)-এর তৃতীয় পুত্র মা'সূ'ম রাব্বানী-র মুরীদ। কথিত আছে, মা'সূ'ম রাব্বানীর অন্যতম মুরীদ ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গযেব (মৃ. ১১১৮/১৭০৭)। তিনি মুস'ত'াফা মাদানীকে মেদিনীপুর শহরে একটি মস্জিদ সংলগ্ন মহল ও বহু লা-খারাজ (নিষ্কর) সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন (ইসলাম প্রসঙ্গ)।

আবূ বকর সিদ্দীকীর বয়স যখন মাত্র নয় মাস, তখন তাঁহার পিতা 'আবদু'ল-মুক্'তাদির ইন্তিকাল করেন (১২৬৬ ব.)। তাঁহার মাতা মাহ'ব্বাতু'ন-নিসা'র আগ্রহে ও যত্নে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। সিতাপুর মাদ্রাসা ও পরে হুগলী মুহ'সিনিয়্যাঃ মাদ্রাসায় তিনি অধ্যয়ন করেন। শেষোক্ত মাদ্রাসা হইতে তিনি কৃতিত্বের সহিত জামা'আত উলা (ফাদি'ল) পাস করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা সিন্দুরিয়া পট্টির মস্জিদে হ'াফিজ' জামালু'দ্-দীন-এর নিকট তাফ্সীর, হ'াদীছ' ও ফিক্'হ অধ্যয়ন করেন। হ'াফিজ' সাহেব শহীদ সায়্যিদ আহ'মাদ বেরেলাবী (র. মৃ. ১২৪৬/১৮৩১)-এর খালীফাঃ ছিলেন। কলিকাতা নাখোদা মস্জিদে মাওলানা বিলায়াত (র)-এর নিকট তিনি

মানতি'ক', হি'ক্মাঃ (গ্রীক বিজ্ঞান) ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ২৩/২৪ বৎসর বয়সে তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মদীনা গমন করেন। তথায় হা'দীছ' অধ্যয়ন করেন এবং রাওদাঃ-মুবারাক-এর খাদিম, বিখ্যাত 'আলিম আস-সাইয়িদ আমীন রিদ'ওয়ান-এর নিকট হইতে ৪০টি হা'দীছ' গ্রন্থের সনদ লাভ করেন (হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ. ৪; বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃ. ৩৬; আবু কাসেম মোহাম্মদ ইসহাক, ফুরফুরার পীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীকী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১৯৮০, পৃ. ১০-১১)। তৎপর দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া একাদিক্রমে ১৮ বৎসর তিনি ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন (ফুরফুরার পীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীকী, পৃ. ১১)।

পাঠ্যাবস্থাতেই 'ইবাদাত-বান্দেগীর প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল। রাত্রি জাগিয়া তিনি যি'ক্র করিতেন। শারী'আতের হু'কুম-আহ্'কাম সাধ্যমত পালন করিতে তিনি অতিশয় যত্নবান ছিলেন। এইভাবে যখন তিনি নিরলস সাধনায় রত ছিলেন, তখন কলিকাতায় বিখ্যাত ওয়ালী শাহ সূ'ফী ফাতেহ' 'আলী (র., মৃ. ১৩০৪/১৮৮৬)-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আবূ বকর সিদ্দীকী তাঁহার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন এবং নিষ্ঠার সহিত 'ইল্ম-ই-মা'রিফাঃ শিক্ষা করেন। তিনি সূ'ফী ফাতেহ' 'আলীর একজন প্রধান খালীফাঃ ছিলেন। ফিক্'হ শাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন ফিক্'হী মাস্'আলার সঠিক উত্তর জিজ্ঞাসা মাত্রই তিনি কিতাব না দেখিয়া বলিয়া দিতেন। কথিত আছে, স্বপ্নে তিনি হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর নিকট কিছু দীনী মাস্'আলাঃ শিক্ষা করিয়াছিলেন (বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃ. ৩৭)। তিনি দুইবার (১৩১০ ও ১৩৩০ ব.) হা'জ্জ আদায় করেন। শেষ বারের হা'জ্জে তাঁহার সঙ্গে প্রায় ১৩০০ জন মুরীদও ছিলেন (পূ. গ্র., পৃ. ৩৮)। তৎকালে বঙ্গদেশের হা'জ্জ যাত্রীদিগকে বোম্বাই যাইয়া জাহাজে আরোহণ করিতে হইত। ফলে তাঁহারা বিশেষ দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইতেন। তাঁহারই চেষ্টায় বাঙ্গালী হা'জ্জীদের জন্য কলিকাতা হইতেই জাহাজের ব্যবস্থা করা হয় (ফুরফুরার পীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীকী, পৃ. ৩৬—৩৭)।

তিনি একজন কামিল পীর ছিলেন। বঙ্গদেশের প্রতি এলাকায় এবং বাহিরেও তাঁহার অনেক মুরীদ রহিয়াছেন। তাঁহার মতে, শারী'আত ব্যতীত মা'রিফাত হয় না। 'ইবাদাত-বান্দেগীতে, কাজ-কর্মে, চাল-চলনে, আচার-অনুষ্ঠানে, রীতি-নীতিতে, মোটকথা সকল ব্যাপারে যিনি শারী'আতের অনুবর্তী হন, তিনিই পীর হইতে পারেন। তিনি বলিতেন, কেবল পীরের বংশেই যে পীরের জন্ম হইবে, এমন কথা কিতাবে নাই। যে বংশেরই হউক না কেন, যিনি শারী'আত ও মা'রি-ফাত ইত্যাদিতে কামিল হইবেন, তিনিই পীর হইতে পারিবেন (রুহুল আমীন হযরত পীর সাহেব কিবলার বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ২৪৬-৪৭; হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ. ১৮-১৯)।

তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। বাংলা ও আসামের শহরে-গ্রামে তিনি বহু ধর্মসভায় ওয়া'জ'-নাস'ীহ'ত করিয়াছেন. বিদ্'আতপন্থী ও বে-শার'আ পীর-ফাক'ীরদিগের বিরুদ্ধে তিনি মৌখিক প্রচার ও লেখনীর মাধ্যমে বিরামহীন সংগ্রাম করিয়াছেন। তৎকালে 'আলিমগণ সাধারণত বাংলা শিখিতেন না এবং বাংলা ভাষায় কিছু লিখিতে আগ্রহী ছিলেন না। সহজ সরল বাংলা ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিয়া শারী'আতের বিধি-বিধান তথা ইসলামী বিষয়াদির উপর বই পুস্তক রচনা করিতে তিনি তাঁহার 'আলিম ও ইংরেজী শিক্ষিত মুরীদগণকে উৎসাহিত করেন। ফলে* রুহুল আমীন (মৃ. ১৯৪৫), মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (র.), আবদুল হাকীম (বিখ্যাত তাফসীর-কার), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (র.) প্রমুখ আরও অনেকে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার অনুমোদনক্রমে অথবা তাঁহার নির্দেশে লিখিত এই ধরনের কিতাব-পুস্তকের সংখ্যা হাযারের অধিক হইবে। মাওলানা রুহুল আমীন একাই প্রায় ১৩৫ খানা পুস্তকের রচয়িতা। তাঁহার নির্দেশে লিখিত বা অনুমোদনপ্রাপ্ত কয়েকখানা বইয়ের নাম উল্লেখ করা যায়। যথা, আকায়েদে ইসলাম, এছমে তাহা-ওউক, ছিরাজুছ-ছালেকীন, পীর-মুরীদতত্ত্ব, বাতেল দলের মতামত, নছী-হতে সিদ্দীকীয়া, ফাত্ওয়া সিদ্দীকীয়া, তালিমে তরীকত, এরশাদে সিদ্দী-কীয়া ইত্যাদি। তরীকত দর্পণ বা তাছাওউফ তত্ত্ব বইটি আবূ বকর সিদ্দীকীর মুখ নিঃসৃত বাণী-সংগ্রহ (হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ. ৯৬-৯৭)। তিনি নিজেও একজন সুলেখক ছিলেন। পত্র-পত্রিকায় তাঁহার বহু বিবৃতি, কিছু প্রবন্ধ ও লিখিত ভাষণ প্রকাশিত হইয়াছে (দ্র. শরীয়তে এসলাম, আল-এসলাম ও সুন্নত অল-জামাত পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলি)। তাঁহার রচিত তারিখুল ইসলাম (বাংলা), ফা'ওয়াইদ'ল হা'রা' (উর্দু) এবং অছীয়ৎনামা (বাংলা) প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আল-আদিল্লাতু'ল-মুহ'াম্মাদিয়্যাঃ নামে 'আরবীতে একটি কিতাবও রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা প্রকাশিত হয় নাই [দ্র. ফুরফুরা শরীফের হযরত পীর সাহেব (র)-এর মত ও পথ, পাবনা হইতে রমযান আলী কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ৬; বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃ. ৪১-৫১]।

মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। মাদরাসার পাঠ্য তালিকার সংস্কারের জন্য তিনি দাবী জানান। যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করিতে তিনি মুসলমানদিগকে উপদেশ দেন, বিশেষত ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি তিনি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মুসলিম বালক-বালিকাদিগকে ইব্তিদাঈ তা'লীম (প্রাথমিক শিক্ষা) ইসলামী ত'ারীকা অনুযায়ী ও ইসলামী পরিবেশে দেওয়ার জন্য তিনি জোর তাকীদ করেন। তাঁহার মতে নারী-শিক্ষাও জরুরী, তবে পর্দার সহিত তাহা-দের জন্য বিশেষত উচ্চশ্রেণীর বেলায় পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে তিনি উপদেশ দেন (হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ. ৬৬-৭৪, ১৪০; শরিয়তে এসলাম পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)। তাঁহার চেষ্টায় বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রায় ৮০০ মাদ্রাসা ও ১১০০ মস্জিদ স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার নিজ গ্রামে তিনি একটি 'ওল্ডস্কীম' ও একটি 'নিউস্কীম' মাদ্রাসা এবং একটি ভাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (পূ. গ্র., পৃ. ৬৫-৬৬)। ১৯২৮ সালে কলিকাতা 'আলিয়াঃ মাদ্রাসা-র প্রথম গভর্নিং বডি (Governing Body) গঠিত হয়। তিনি উহার সদস্য ছিলেন (আবদু'স-সাত্তার, তারীখ-ই-মাদ্রাসা-ই-'আলিয়াঃ, ঢাকা ১৯৫৯, পৃ. ৮৪--৮৫)।

সমাজ সংস্কারক হিসাবে আবূ বকর সিদ্দীকীর অবদান রহিয়াছে। তিনি মুসলিম সমাজ হইতে শির্ক, বিদ্'আত ও অনৈসলামী কাজকর্ম দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। তাঁহার পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৩১৭/১৯১১ "আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় (আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্রিকা, বাংলা একাডেমী ১৯৬৯, পৃ. ১২৫)। ইহার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে ছিল মুসলিমগণকে হিদায়াত করার জন্য ওয়া'জ'-নাস'ীহ'ত-এর ব্যবস্থা করা, খৃস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপের প্রতিবিধান করা

ও অমুসলিমদিগের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা। এই আঞ্জুমানের প্রচেষ্টায় বেশ কিছু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল (ইসলাম দর্শন, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৭; মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃ. ৩২৫)। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই আঞ্জুমানের সভাপতি ছিলেন।

জাম্'ইয়্যাত-ই-'উলামা-ই-হিন্দ ১৯১৯ খৃ. প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার একটি শাখা জাম্'ইয়্যাত-ই-'উলামা-ই-বাঙ্গালাঃ (ও আসাম)। মাওলানা সিদ্দীকী শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন এবং আযাদী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার এক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন, "শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারেফাতে পূর্ণরূপে আমল করিয়া দেশ ও কাওমের খেদমতের জন্য আলেমদিগকে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতিতে যোগ দেওয়া আবশ্যক" (শরিয়তে এসলাম, ১০ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩৪২)। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে আলেমদিগের সরিয়া পড়িবার জন্য আজ মুসলিম সমাজে নানাবিধ অন্যায় ও বে-শরা কাজ হইতেছে" (পূ. সা.)।

কলিকাতায় ১৯২৬ খৃ. জাম্'ইয়্যাত-ই-'উলামা'-ই-হিন্দের বার্ষিক সভায় অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হইলে তিনি উহার বিরোধিতা করেন; তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট ও মহাক্ষতি সাধিত হইতেছে। স্বরাজ স্বাধীনতা সকলের কাম্য, উহা লাভ করিবার জন্য পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করা অবশ্য প্রয়োজন, নতুবা তাহার ফল হইবে ভয়ংকর বিষময়। ভারতের মুসলমানগণ এই বিষয়ে বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। তাহারা সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষায় নিতান্ত পশ্চাৎপদ। সুতরাং তাহাদিগকে শিক্ষা, সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত করিতে হইবে, নতুবা মহাসর্বনাশ অনিবার্য। আইন অমান্য আন্দোলন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকা বিশেষ প্রয়োজন। (শরিয়তে এসলাম, ৫ম বর্ষ, আষাঢ় সংখ্যা, পৃ. ১৪২-৪৩।) ১৯৩৮ খৃস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি তাঁহার মুরীদান, মু'তাকি'দীন ও সাধারণ মুসলিমগণকে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদিগের পক্ষে ভোট দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন (ছুন্নত অল জামাত পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫৩; হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ. ২৪৩)।

জাম্'ইয়্যাতের সভাপতি হিসাবে তিনি সা'উদী 'আরবের সুলত'ান 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন সা'উদকে শারী'আত বিরোধী কার্যাদি রোধ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করিয়া ১৩৫১ হি.-তে পত্র লিখেন। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আরও চেষ্টা করা হইবে বলিয়া বাদশাহ তাঁহার পত্রের জবাব দিয়াছিলেন (হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ. ১১৫-১৭)।

তৎকালীন সমাজে সংবাদপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি এই কথাটি ভালভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বেশ কিছু পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আর্থিক সংকটে পতিত হইয়াছে, এমন অনেক পত্রিকাকে তিনি নিজ তহবিল হইতে অথবা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সাহায্য করিয়াছেন (হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ. ২১)। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল উহার কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হইল : (১) মিহির ও সুধাকর (সাপ্তাহিক), সম্পা. শেখ আবদুর রহিম, ১ম প্রকাশ, ১৮৯৫; (২) নবনূর (মাসিক), সম্পা. সৈয়দ এমদাদ আলী, ১ম প্রকাশ, ১৯০৩; (৩) মোহাম্মদী (সাপ্তাহিক), সম্পা. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ১ম প্রকাশ, ১৯০৮; (৪) সোলতান (সাপ্তাহিক), পরবর্তীকালে দৈনিক, সম্পা. প্রথমে রেয়াজুদ্দীন আহমদ ও পরে মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ১ম প্রকাশ, ১৯০২; (৫) মুসলিম হিতৈষী (সাপ্তাহিক), সম্পা. শেখ আবদুর রহীম, ১ম প্রকাশ, ১৯১১; (৬) ইসলাম দর্শন (মাসিক), আঞ্জুমান ওয়ায়েজীনের মুখপত্র, সম্পা. মোহাম্মদ আবদুল হাকীম ও নূর আহমদ, ১ম প্রকাশ, ১৯২০; (৭) হানাফী (সাপ্তাহিক), সম্পা. মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ১ম প্রকাশ, ১৯২৬; (৮) শরিয়তে এসলাম (মাসিক), সম্পা. আহমদ আলী এনায়েতপুরী, ১ম প্রকাশ, ১৯২৬।

তাঁহার খালীফাদের সংখ্যাও অনেক। ইঁহারা তাঁহার অনুসরণে কাজ করিয়া গিয়াছেন। ফলে তাঁহার ইন্তিকালের পরও তাঁহার আরব্ধ কাজে ছেদ পড়ে নাই। তাঁহার পাঁচ পুত্র; প্রথম পুত্র শাহ সূফী আবূ নসর মুহাম্মদ আবদুল-হাই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। পুত্ররা সকলেই 'ইল্ম-ই-শারী'আতে জ্ঞানসম্পন্ন এবং তাঁহার খালীফাঃ ছিলেন।

তিনি ১৯৩৪ খৃ. হইতে বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। ১৯৩৮ খৃ. তাঁহার আরও কিছু রোগ দেখা দেয়। ফলে তিনি ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়েন। তখন তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা গমন করেন এবং সেইখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে তিনি ফুরফুরায় ফিরিয়া যান। ১৯৩৯ খৃ. মার্চ মাসের ৫, ৬ ও ৭ তারিখের ঈস'াল-ই-ছ'ওয়াব অনুষ্ঠানে হাযার হাযার ভক্তের সঙ্গে তিনি নিয়মমাফিক দেখা সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহাদিগকে যথারীতি তা'লীম দেন। তিনি মাহ্'ফিলের আখিরী মুনাজাতও পরিচালনা করেন। ২৫ মুহ'াররাম, ১৩৫৮ হি./৩ চৈত্র, ১৩৪৫ ব./১৭ মার্চ, ১৯৩৯ খৃ. শুক্রবার প্রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ফুরফুরার মিয়াপাড়া মহল্লায় তাঁহাকে দাফন করা হয়। এখনও প্রতি বৎসর ফাল্গুনের ২১, ২২ ও ২৩ তারিখে সেইখানে ঈসাল-ই-ছ'ওয়াব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শাহ আবূ বকর সিদ্দীকী সেই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ হাদী ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে সেই যুগের অন্যতম মুজাদ্দিদ বলিয়াও আখ্যায়িত করিয়াছেন (হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ. ১২৫)। তাঁহার কিছু কারামতেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (পূ. গ্র., পৃ. ১৮৫-১৯১)।

গ্রন্থপঞ্জী : নিবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাদি ও সাময়িকীসমূহ এবং

(১) হুমায়ুন আবদুল হাই, মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ১২৪-২৫, ১৩৩-৩৯, ৩১৭-৩৮, ৩৯৯-৪০০; (২) মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৪৩৮।

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন

আবূ বাক্র-সিদ্দীক (أبو بكر الصديق) (রা) ইসলামের প্রথম খালীফা; অপর নাম 'আতীক'। হাদীছে ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল 'আবদুল্লাহ। তাঁহার পিতা 'উছ'মান, অপর নাম আবূ কুহ'াফাঃ ও মাতা উম্মু'ল-খায়র সাল্মা বিন্ত স'াখ্র। উভয়েই মক্কার কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তায়ম ইব্ন মুররাঃ পরিবারের লোক। প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী আবূ বাক্রের বয়স ছিল হযরত (স')-এর চেয়ে তিন বৎসর কম। তিনি ছিলেন মক্কার একজন ধনবান বণিক ও হযরত (স')-এর প্রাচীনতম সমর্থকদের অন্যতম। অনেকের মতে পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম মুসলমান।

তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইলাহী প্রত্যাদেশ (ওয়াহ'য়ি)-এর নির্বাচিত মাধ্যম বলিয়া হযরত (স')-এর প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস। হযরত (স')-এর মি'রাজের বিবরণ শুনিয়া কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে; হ'দায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে হযরত (স')-এর আচরণ কিভাবে গ্রহণ করিবে অনেকেই বুঝিতে পারিতেছিল না; কিন্তু হযরত (স)-এর উপর আস্থায় আবু বাক্‌র (রা) তখনও ছিলেন অবিচল। ইব্‌ন ইসহ'াক'-এর মতে, এই অবিচল বিশ্বাসের দরুনই তিনি "আস'-সি'দ্দীক'" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইসলামের ঐতিহাসিক বিবরণগুলির আদ্যান্ত এই উপাধি তাঁহার নামের সহিত জড়িত রহিয়াছে। তিনি ছিলেন নম্র প্রকৃতির লোক। কু'রআান পাঠের সময় তাঁহার অশ্রু নির্গত হইত। তাঁহার কন্যা বলিয়াছেন, হিজরতের সময় হযরত (স')-এর সঙ্গে যাইতে পারিবেন শুনিয়া তিনি আনন্দে ক্রন্দন করেন। তিনি ছিলেন সরল ও চিন্তাশীল লোক।

হযরত (স')-এর শিক্ষার বিশুদ্ধ নৈতিক উপদেশসমূহ তাঁহার মনে তীব্র অনুভূতি জাগায়। বহু ক্রীতদাস খরিদ করিয়া মুক্তিদান ও অন্যান্য অনুরূপ কার্যদ্বারা তিনি ইহার প্রমাণ দেন। ইসলামের খাতিরে কোন আত্ম-ত্যাগই তাঁহার নিকট খুব বড় বলিয়া মনে হইত না। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, তাঁহার ৪০ হাযার দিরহাম মূল্যের সম্পত্তির মধ্যে তিনি মদীনায় মাত্র ৫ হাযার দিরহাম লইয়া যাইতে সমর্থ হন। ভীষণতম বিপদের মধ্যেও তিনি বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার বন্ধু ও শিক্ষকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকেন। সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় সময়ে যে অত্যল্প সংখ্যক লোক আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন নাই, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। বানূ হাশিমকে মক্কা সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা হইলে তখনকার মত কেবল একবার তিনি বিচলিত হন বলিয়া কথিত আছে। তজ্জন্য তিনি মক্কা ত্যাগ করেন, কিন্তু জনৈক প্রতিপত্তিশালী মক্কাবাসীর আশ্রয়ে শীঘ্রই ফিরিয়া আসেন। তাঁহার এই রক্ষক তাঁহাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ত্যাগ করিলেও তখনও তিনি মক্কা শহরে অবস্থান করেন। তাঁহার জীবনের চরম গৌরবের দিন আসে যখন হযরত (স') মদীনায় হিজরাত করার সময় তাঁহাকে স্বীয় সঙ্গী হিসাবে মনোনীত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা আল-কু'রআানে 'দুই জনের মধ্যে দ্বিতীয়' (৯ : ৪০) আখ্যায় তাঁহার নাম অমর করিয়া এই আত্মত্যাগী মহান ভক্তকে পুরস্কৃত করেন। পুত্র 'আব্‌দু'র-রাহ'মান ব্যতীত তাঁহার পরিবারের অন্যান্য সদস্যও মদীনায় হিজরাত করেন। 'আব্‌দু'র-রাহ'মান কাফির থাকা অবস্থায় বদ্‌রে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন। পরিশেষে তিনিও ইসলামে দীক্ষিত হইয়া মদীনায় হিজরাত করেন। এই নূতন আবাসে আস-সুন্‌হ' শহরতলীতে আবু বাক্‌র (রা) অনাড়ম্বর গৃহস্থালি স্থাপন করেন। হিজ্‌রাতের পূর্বে ৬২০ খৃ. হযরত (স') তাঁহার কন্যা 'আাইশার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের মাধ্যমে উভয়ের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। আবু বাক্‌র (রা) প্রায় সর্বদাই হযরত (স')-এর সঙ্গে থাকিতেন এবং তাঁহার সমস্ত অভিযানে তিনি তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। পক্ষান্তরে তাঁহাকে কদাচিৎ সামরিক অভিযানের পরিচালক নিযুক্ত করা হইত। তাবুক অভিযানে তাঁহার উপর পতাকা ধারণের ভার অর্পিত হয়। কিন্তু নবম হিজরীতে (৬৩১ খৃ.) হযরত (স') তাঁহাকে হ'জ্জ পরিচালনা করিতে আমীরু'ল হ'জ্জ হিসাবে মক্কায় প্রেরণ করেন। হ'াদীছে'র বর্ণনানুসারে এই উপলক্ষে 'আলী (রা') কাফিরদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের আয়াত পাঠ করিয়া শোনান। হযরত (স') অসুস্থ হইয়া পড়িলে তৎপরিবর্তে আবু বাক্‌র (রা)-এর উপর মসজিদে নাবাব'ীর জামা'আতে ইমামাত করার ভার ন্যস্ত হয়। ৮ই জুন ৬৩২ খৃ. হযরত (স')-এর ইন্তিকাল হইলে 'উমার (রা) ও তাঁহার বন্ধুগণ আবু-বাক্‌র (রা)-এর এই সম্মানের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের প্রধানরূপে তাঁহার নাম প্রস্তাব করেন। তিনি কোনরূপেই সমাজে কোন নূতন ধারণা বা নীতির প্রবর্তন করেন নাই। তিনি হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর চতুষ্পার্শ্বে যে সকল প্রতিভা সমবেত হন, তাঁহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হন। সরল অথচ দৃঢ় চরিত্র বলে তিনি হযরত (স)-এর প্রতিরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হন। সর্বাপেক্ষা কঠিন ও বিপজ্জনক সময়ে নবীন মুসলিম সমাজের পরিচালনা করেন এবং মৃত্যুকালে উহাকে এত মযবুত ও দৃঢ় অবস্থায় রাখিয়া যান যে, উহা শক্তিশালী ও প্রতিভাবান 'উমার (রা)-এর খিলাফাত পরিচালনার পথ সুগম করে।

প্রথমে তিনি হযরত (স')-এর মৃত্যুর পর 'আরবের আশঙ্কাজনক অবস্থা সত্ত্বেও যুবক উসামাঃ-এর অধীনে জর্ডান নদীর পূর্বাঞ্চলে পূর্ব নির্ধারিত একটি অভিযান প্রেরণ করিয়া হযরত (স')-এর আদেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের প্রমাণ দেন। ইতিমধ্যে চতুর্দিকস্থ জনপদের গোত্রগুলি মদীনার রাজনৈতিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে আরম্ভ করে। আবু বাক্‌র (রা) তাহাদের যাকাত নাকচের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। উসামাঃ বাহিনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি যু'ল-ক'াস্‌সা-র বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং প্রতিভাশালী সেনাপতি খালিদ ইব্‌নু'ল-ওয়ালীদ্‌কে আবু বাক্‌র (রা) সেনাদলের পরিচালক নির্বাচন করেন। খালিদ আসাদ ও ফাযারা-কে আল-বুযাখাঃ-তে পরাজিত ও তামীম গোত্রকে পদানত করেন, পরিশেষে আল-য়ামামাঃ-এ আল-আক্‌রাবাঃ-এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বানূ হ'ানীফা-কে ইসলামী শক্তির অধীনে আনয়ন করেন। যুদ্ধে তাঁহার এই সাফল্যের দরুন অন্য সেনাপতিদের পক্ষে বাহ্‌রায়ন ও 'উমানের বিদ্রোহ দমন সম্ভবপর হয়, পরিশেষে 'ইক্‌রিমাঃ ও আল-মুহাজির য়ামান ও হ'াদ্‌রামাওত পুনরায় মদীনা রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করেন। হযরত (স')-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আবু বাক্‌র (রা) পরাজিত গোত্রগুলির সহিত সদয় ব্যবহার করেন এবং এইভাবে রাজ্যে পুনরায় শান্তি স্থাপন করেন। এক বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যেই 'আরব-ভূমিতে অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি খালিদ ও অন্যান্য পরীক্ষিত সেনাপতিগণকে রোমক ও পারসিকদের পুনঃ পুনঃ ইসলামী রাষ্ট্রে আক্রমণ রোধ করার জন্য পারস্য ও বায়যান্টিয়াম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

স্বল্পকালীন শাসনকালের মধ্যেই আবু বাক্‌র (রা) উভয় রণাঙ্গনে 'আরব বাহিনীর প্রথম বিরাট বিজয় দর্শনে পরিতোষ লাভ করেন। পারস্যের আল-হীরাঃ বিজিত হয় ৬৩৩ খৃ. মে অথবা জুন মাসে। আর ফিলিস্তীনের আজনাদায়ন যুদ্ধে জয়লাভ হয় ৬৩৪ খৃ.; শেষোক্ত সফলতার অল্প পরেই ১৩ হি. ২২ জুমাদা'ছ-ছ'ানী/২৩ আগস্ট, ৬৩৪ খৃ. তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হযরত (স')-এর পার্শ্বে তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়। তাঁহার স্বল্পকাল ব্যাপী নেতৃত্ব প্রধানত যুদ্ধেই অতিবাহিত হয়; কাজেই তখন সাধারণ জীবন যাত্রায় কোন যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয় নাই। কু'রআান সংরক্ষণে তাঁহার অবদান সম্পর্কে "আল-কু'রআান" প্রবন্ধ দ্র.। খালীফাঃ নিযুক্ত হওয়ার পরও তিনি অনাড়ম্বরভাবে প্রথমে আস-সুন্‌হ'স্থিত তাঁহার স্বগৃহেই বাস করিতেন। পরে দূরত্বের দরুন কাজের অসুবিধা হওয়ায় শহরের মাঝে সরিয়া আসেন। তাঁহার বিনয় এবং

রাষ্ট্রের অর্থে নিজে অর্থশালী হওয়ার প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা সম্পর্কে হা'দীছে' বহু বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহার চেহারারও সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে; তিনি ছিলেন ছিপছিপে গঠনের লোক, একটু নুইয়া চলিতেন। তাঁহার ঢিলা-ঢালা পোশাকে উপেক্ষার চিহ্ন সুপরিস্ফুট ছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল ছিল কিঞ্চিৎ অপ্রশস্ত, কপাল ছিল উচ্চ, চক্ষুদ্বয় কোটরাগত, চুল অকালপক্ক এবং শ্মশ্রু মেহদী রঞ্জিত। তাঁহার সরু হাতের রগগুলি শিরাময় হইয়া ফুলিয়া থাকিত। ভিন্ন উপলক্ষে তিনি যে সকল বক্তৃতা দেন, তাহার কতকগুলি ইতিহাসে রক্ষিত আছে (Wustenfeld সম্পাদিত ইবন হিশাম, ১০১৭ পৃ.; ত'াবারী ১খ, ১৮৪৫ পৃ.; মুবাররাদ, কামিল, পৃ. ৫ প. দ্র.)। এই সকল বক্তৃতা হইতে তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব উপলব্ধি করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হিশাম, পৃ. ২৪৫ প., ২৬৪, ৬৯২, ৯১৯ প.; (২) ইবন-সা'দ, ৩ (ক) ১১৯-১৫২, ২০২, ২০৮; (৩) ত'াবারী, ১খ, ১১৬৫ প., ১৪৯৬, ১৮২৭, ১৮৮৬, ১৮৯০, ২১২৭ প.; (৪) ইবন-হ'াজার, ইস'াবাঃ, ২খ, ৮২৮-৮৩৫, ৮৩৯; (৫) নাওয়াব'ী, পৃ. ৬৫৬-৬৬৯; (৬) বালাযু'রী পৃ. ৯৬, ৯৮, ১০২, ৪৩০; (৭) মাস্'উদী, মুরূজ ৪খ, ১৭৩—১৯০; (৮) Noldeke-Schwally, Gesch. d. Qorans, ii, 81 প.; (৯) Noldeke, in ZDMG lii. 19 প; (১০) Sachau, in Sb. Pr. Ak. Wiss., 1903, i 16-37; (১১) Caetani, Annali, 1111, 81—119; (১২) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, P. 150 প. , 337 প.।

F. Buhl (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আবূ যা'ররর আল-গি'ফারী (রা) (ابوذر الغفاری) প্রখ্যাত বিপ্লবী সা'হ'াবী। মৃ. ৩২/৬৫২-৫৩-এ মদীনার সন্নিকট রাবাযা'ঃ নামক মরুপল্লীতে। আবূ যা'ররর তাঁহার কুনিয়াত বা উপনাম। এই নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। আসল নাম জুনদুব ইবন জুনাদাঃ। কোন কোন ঐতিহাসিক আসল নাম 'বুরায়র' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (ইবন হিশাম, সীরাত, পৃ. ৩৪৫)। তাঁহার গোত্র বানূ গি'ফার-এর আদি পুরুষ ছিলেন গি'ফার ইবন মালীল ইবন দামীর। ঊর্ধ্বতন পঞ্চদশ পুরুষ পর্যন্ত বানূ গি'ফার ও কু'রায়শ একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গি'ফার গোত্রের লোক বলিয়া আবূ যা'ররকে আল-গি'ফারী (রা) বলা হয়। তাঁহার মাতার নাম রামলাঃ বিনতু'ল-রাক'ীক'াঃ।

তিনি সত্যানুরাগ, অসত্যের মুকাবিলায় ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা এবং বিলাসস্পৃহামুক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া হযরত (স') তাঁহাকে 'মাসীহু' হাযি'হি'ল-উম্মাঃ (مسیح هذه الامة : এই উম্মাতের 'ঈসা মাসীহ') বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার উপাধি ছিল 'শায়খু'ল-ইসলাম'।

হযরত (স')-এর নুবুওয়াত ঘোষণার পূর্বে যে কতিপয় ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তি নিজদিগকে দীন-ই-হ'ানীফের উপর প্রতিষ্ঠিত ও জাহিলী কুসংস্কার এবং মূর্তিপূজা হইতে মুক্ত রাখিয়া দীন-ই-হ'াক্ক'-এর অন্বেষায় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আবূ যা'ররর (রা) অন্যতম। এই সময়ও তিনি স'ালাত আদায় করিতেন। হ'ারাম মাস সমূহের (الاشهر الحرم) মর্যাদা লংঘন করিত বলিয়া তিনি তাঁহার গোত্রের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছিলেন (ইমাম মুসলিম, সাহ'ীহ'; ইবন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৪ খ, ২১৯-৩৭)।

হযরত (স')-এর আবির্ভাবের কথা জানিতে পারিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার ছোট ভাই আনীস (রা)-কে হযরত (স') সম্পর্কে খোঁজ খবর লওয়ার জন্য মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরে নিজেই তথায় গমন করেন এবং 'আলী (রা. দ্র.)-এর মাধ্যমে [বর্ণনান্তরে আবূ বাক্র (রা. দ্র.)] হযরত (স')-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। মানাযি'র আহ'সান গ'ীলানীর মতে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম (মানাযি'র আহ'সান গ'ীলানী, আবূ যা'ররর গি'ফারী, দেওবন্দ, ১৯৫৬, পৃ. ৪৭)। তিনি মক্কার কাফিরদিগের নির্যাতন ও অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া কা'বাঃ শারীফের চত্বরে গিয়া ঈমানের ঘোষণা দিয়াছিলেন। পরে তিনি হযরত (স')-এর নির্দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বীয় গোত্রে ফিরিয়া যান। তাঁহার প্রচেষ্টায় তাঁহার মাতা, ভ্রাতা আনীস, বানূ গি'ফার ও পার্শ্ববর্তী গোত্র বানূ আস্‌লাম ইসলামে দীক্ষিত হয়।

৫/৬২৬-২৭ সালে আবূ যা'ররর মদীনায় হিজরত করেন এবং হযরত (স')-এর সংসর্গে বসবাস করিতে থাকেন। তাবূক যুদ্ধে (৯/৬৩০-৩১) তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছেন। যা'াতু'র-রিক'া' (ذات الرقاع) যুদ্ধে গমনকালে হযরত (স') তাঁহাকে স্বীয় খালীফাঃ হিসাবে মদীনার আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হযরত (স')-এর ইনতিকালের পর 'উমার (রা) (দ্র.)-এর খিলাফাত কাল পর্যন্ত তিনি মদীনায় অবস্থান করেন এবং হযরত 'উছ'মান (রা)-এর খিলাফাতের প্রারম্ভে সিরিয়া গমন করেন।

আবূ যা'ররর (রা) সম্পদ পুঞ্জীভূত রাখার বিরোধী ছিলেন। মুহ'াদ্দিছ' ইবন 'আবদি'ল-বার্র উল্লেখ করেন: আবূ যা'ররর (রা) হইতে এমন বহু বক্তব্য বর্ণিত আছে, যদ্দ্বারা মনে হয় যে, তাঁহার মতে পানাহার এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যতীত যে কোন সম্পদ সঞ্চয় ও পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিলে কু'রআনের ৯ : ৩৪-৩৫ আয়াত মুতাবিক সঞ্চয়কারী শাস্তির যোগ্য হইবে। সুতরাং তিনি উক্ত আয়াতের আলোকে সকল সঞ্চয়কারীরই নিন্দা করিতেন (মানাযি'র আহ'সান গ'ীলানী, আবূ যা'ররর গি'ফারী, দেওবন্দ, ১৯৫৬, পৃ. ১১৪)। তবে তিনি সম্পদে ব্যক্তি মালিকানার বিরোধী ছিলেন না। ত'াবাক'াত-ই-ইবন সা'দ-এ উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি নিজে ফসলের মাঠ, বাগান ও বহু উট-বকরীর পালের মালিক ছিলেন। এমন কি বায়তু'ল-মাল হইতে প্রাপ্ত ভাতা দিয়া এক বৎসরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করিয়া রাখিতেন (ইবন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৪খ, ২১১-২৩৬)। তাঁহার সম্পদ অভাবী জনের প্রয়োজন মিটাইতেই সংরক্ষিত থাকিত। একবার জনৈক অভাবীকে তাঁহার সম্পদের শ্রেষ্ঠ উটটি দিতে ইতস্তত করায় তিনি তাঁহার এক শাগ্রিদকে খিদমত হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ের পর অনারবদের সংস্পর্শে ক্রমান্বয়ে মুসলিমদের মধ্যেও, বিশেষত সিরিয়া ও ইরাক অঞ্চলে বসবাসরত নব্য মুসলিমদের মধ্যে বিলাসপ্রিয়তা ও সম্পদ সঞ্চয় করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। এতদ্দর্শনে আবূ যা'ররর (রা) একান্ত ক্ষুব্ধ হন। সিরিয়ায় তিনি ৯ : ৩৪-৩৫ আয়াতের আলোকে সম্পদ সঞ্চয় করার বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক করিতে আরম্ভ করেন। এই বিষয়ে সিরিয়ার তৎকালীন শাসনকর্তা মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর সহিত তাঁহার বিরোধ বাধে। খালীফা-র অনুরোধে আবূ যা'ররর (রা) মদীনায় ফিরিয়া আসেন। মদীনায়ও তাঁহার নিকট এত লোকের ভীড় হইতে

থাকে যে, তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন এবং 'উছ্‌মান (রা)-এর সহিত পরামর্শক্রমে মদীনার অদূরবর্তী রাবাযাঃ নামক মরুপল্লীতে চলিয়া যান। এই সম্পর্কে তিনি নিজে বর্ণনা করেন : "আমি সিরিয়ায় ছিলাম। সেইখানে কু'রআনের কান্‌য সম্পর্কিত একটি আয়াত...-এর বিষয়ে মু'আবি'য়ার সহিত আমার মতানৈক্য হয়। তিনি বলেন, উক্ত আয়াত য়াহূদী-নাস'ারা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। আমি বলিলাম, য়াহূদী-নাস'ারা এবং আমাদের সকলের সম্পর্কেই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। ...তিনি আমার নামে অভিযোগ করিয়া 'উছ্‌মান (রা)-এর নিকট পত্র লিখেন। 'উছ্‌মান (রা) আমাকে মদীনায় আসিতে লিখিলে আমি মদীনায় চলিয়া আসি। এইখানে আমার নিকট এত লোকের ভীড় হয় যেন পূর্বে তাহারা আমাকে দেখে নাই। 'উছ্‌মান (রা)-এর নিকট বিষয়টি বলা হইল। তিনি আমাকে বলিলেন, 'ইচ্ছা হইলে আপনি একান্তে চলিয়া যাইতে পারেন। ইহাতে মদীনার নিকটে থাকিতে (ও লোকের উপকার করিতে) পারিবেন।' অতঃপর আমি মদীনা ছাড়িয়া এই স্থানে (রাবাযা) চলিয়া আসি।" (ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৪খ, ২২৬)।

এই রাবাযা'তেই তাঁহার ইন্‌তিকাল হয়। প্রখ্যাত স'াহ'াবী 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌'উদ (রা) তাঁহার জানাযায় ইমামাত করেন। বহু হ'াদীছ' (২৮১) আবূ য'ার্‌র (রা) বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩১টি হ'াদীছ' বুখারী ও মুসলিম-এর স'াহ'ীহ'-এ স্থান লাভ করিয়াছে। তিনি যদিও বদ্‌র যুদ্ধে শরীক ছিলেন না, তবুও 'উমার (রা) বদরে অংশ গ্রহণকারী স'াহ'াবীদের সমান ভাতা (পাঁচ হাযার দিরহাম) তাঁহাকে প্রদান করিতেন (ইস'াবাঃ, পৃ. ৬৫)। তাঁহাকে ইব্‌ন মাস্‌'উদের সমতুল্য স'াহ'াবী বলিয়া মনে করা হয়। হযরত (স') বলিয়াছেন : আবূ য'ার্‌র অপেক্ষা সত্যবাদী কাহাকেও আকাশ ছায়া দেয় নাই এবং পৃথিবী ধারণ করে নাই (ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, বৈরুত, (মুদ্রণ-তারিখ বিহীন), ৪ খ, ২১৯-২৩৭ ; (২) ইব্‌ন কু'তায়বাঃ (Wustenfeld সম্পা.), পৃ. ১৩ ; (৩) আল-য়া'কূ'বী, ২ খ, ১৩৮ ; (৪) আল-মাস'উদী, মুরূজ, ৪খ, ২৬৮-৭৪ ; (৫) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব, হায়দারাবাদ, হি. ১৩৪৬, পৃ. ৮২ প., ৬৪৫ প. ; (৬) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, উস্‌দু'ল-গ'াবাঃ, ৫ খ, ১৮৬-৮৮ ; (৭) ইব্‌ন কাছ'ীর, আল-বিদায়াঃ, ৭ খ, ১৫৫-১৬৪ ; (৮) আন্‌-নাওয়াব'ী, তাহ্‌য'ীবু'ল-আসমা' (Wustenfeld মুদ্রণ), পৃ. ৭১৪ প. ; (৯) আয'-য'াহাবী, তায'কিরাতু'ল-হ'ুফ্‌ফাজ', ১খ, ১৭ প. ; (১০) ইব্‌ন হ'াজার, ইস'াবাঃ, কায়রো, ১৩৫৮/১৯৩৯, ৪খ, ৬৩ প. ; (১১) ঐ লেখক, তাহ্‌য'ীবু'ত-তাহ্‌য'ীব, ১২খ, ৯০ ; (১২) আদ-দিয়ারবাক্‌রী, তারীখু'ল-খামীস, ১ম মুদ্রণ, হি ১৩০২, ২ খ, ২৮৮ ; (১৩) শাহ মু'ঈনু'দ-দীন, মুহাজিরীন, ২৬৮-৯০ ; (১৪) মানাজি'র আহ'সান গ'ীলানী, সাওয়ানিহ' আবূ-য'ার্‌র আল-গি'ফারী, দেওবন্দ, ১৯৫৬ ; (১৫) ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন ও হযরত আবূ যর গিফারী (রা), ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর, ১৯৮২ ; (১৬) দা. মা. ই., লাহোর, ১ম মুদ্রণ, ১৩৮৪/১৯৬৪, ১খ, ৮০৬।

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

আবূ লাহাব (ابو لهب) অর্থ অগ্নিশিখার জনক ; মুহ'াম্মাদ (স')-এর চাচা ও ক্রোধান্ধ শত্রুর উপনাম (১১১ : ১)। তাহার শরীরের রং ছিল অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল, সেহেতু তাহার পিতা তাহাকে এই নামে ডাকিতেন। তাহার প্রকৃত নাম 'আবদু'ল্ 'উয্‌যা ইব্‌ন 'আবদু'ল-মুত্‌ত'ালিব। এই লোকটি ছিল মক্কায় হযরত (স')-এর সর্বাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু। তাহার স্ত্রী উম্মু জামীল বিন্‌ত হ'ার্‌ব ইব্‌ন উমায়্যা ছিল হযরত (স')-এর শত্রুদের প্রসিদ্ধ নেতা আবূ সুফ্‌য়ানের ভগিনী। হযরত (স')-এর প্রতি শত্রুতার পরিণামে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের শাস্তি এবং চরম অবমাননার উল্লেখ করা হইয়াছে সূরাঃ লাহাবে। সূরাটির তরজমা এইরূপ : (১) আবূ লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হউক, সে নিজেও ধ্বংস হউক, (২) তাহার ধন-সম্পদ এবং সে যাহা উপার্জন করিয়াছে, তাহাতে তাহার কোন উপকার হয় নাই, (৩) সে শীঘ্রই শিখাযুক্ত অনলে প্রবেশ করিবে, (৪) আর তাহার স্ত্রী, সেই কাষ্ঠ বহনকারিণী, (৫) তাহার গলায় পড়িবে খর্জুরের আঁশের রজ্জু।

উক্ত সূরার শানে নুযূল হিসাবে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, "তোমার নিকট-আত্মীয়গণকে সতর্ক কর" (২৬ : ২১৪), এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত (স') স'াফা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া তাঁহার নিকট-আত্মীয়গণকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহারা সমবেত হইলে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, যদি আমি বলি, এই পাহাড়ের আড়ালে শত্রুরা তোমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে, তোমরা কি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না? তাহারা সমস্বরে বলিল, অবশ্যই বিশ্বাস করিব, কারণ তুমি ত কখনও মিথ্যা বল না। তখন হযরত (স') তাহাদিগকে তাহাদের দুষ্কর্মের আসন্ন পরম শাস্তির কথা শুনাইলেন। তখন আবূ লাহাব বলিল, "তুমি উচ্ছন্নে যাও (تبا لك)! এই জন্যই কি তুমি আমাদিগকে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছ?" এই উপলক্ষে সূরাঃ লাহাব অবতীর্ণ হয়। ইব্‌ন ইসহ'াক' প্রদত্ত বিবরণও প্রায় এইরূপ। ইবন হিশাম কর্তৃক উদ্ধৃত ইব্‌ন ইসহ'াকে'র অন্য এক বর্ণনানুযায়ী কোন এক উপলক্ষে হিন্দ বিন্‌ত 'উত্‌বার সম্মুখে অভিসম্পাতসূচক (تبا) শব্দ উচ্চারণ করিয়া আবূ লাহাব হযরত (স')-এর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে। 'সূরাঃ লাহাব মক্কায় অবতীর্ণ প্রাচীনতম সূরাগুলির অন্তর্ভুক্ত। Noldeke-ও এই মত প্রকাশ করেন।

আবূ লাহাব অসুস্থতার কারণে (মতান্তরে দুঃস্বপ্নজাত কারণে) বাদ্‌রের যুদ্ধে যোগদান করে নাই, পরিবর্তে তাহার গোলাম 'আস'ী ইব্‌ন হিশামকে যুদ্ধে প্রেরণ করে। এই ব্যক্তিকে আবূ লাহাব ঋণের দায়ে ক্রীতদাসে পরিণত করে। বাদ্‌র যুদ্ধের মারাত্মক পরিণামের সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া সে সংবাদদাতা ও তাহার স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করে। এই যুদ্ধের অল্প দিন (ইব্‌ন হিশামের মতে ৭ দিন) পরই বসন্ত-রোগে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পুত্রেরা ভয়ে তাহার মৃতদেহ স্পর্শ করে নাই ; ইহাতে পচন ধরিলে তাহারা অতীব অবজ্ঞার সহিত মৃতদেহটিকে লাঠির সাহায্যে ঠেলিয়া দূরে লইয়া গিয়া মাটি চাপা দেয়। আবূ লাহাবের স্ত্রী মুহ'াম্মাদ (স')-এর কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইত। এই জন্য রূপক অর্থে তাহাকে حمالة الحطب (Lanes, Lexicon) বলা হইয়াছে। বাস্তবে সে কাঁটাযুক্ত কাঠ কুড়াইয়া তাহা হযরত (স')-এর যাতায়াতের পথে ছড়াইত। খেজুরের আঁশে পাকানো রজ্জুতে বাঁধিয়া সে কাঠ বহন করিত। একদিন কাঠের বোঝার সেই রজ্জু দুর্ঘটনা-ক্রমে গলার ফাঁস হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটায়।

আবূ লাহাব বিরাট-বপু, স্থূলকায়, প্রচুর বিত্তশালী, অলস ও ক্রোধ-পরায়ণ লোকরূপে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার পুত্র 'উত্‌বাঃ হযরত (স')-এর এক কন্যা বিবাহ করে। কিন্তু হযরত (স') নিজেকে নবী বলিয়া ঘোষণা করিলে 'উত্‌বাঃ তাঁহার কন্যাকে ত'ালাক' দিয়া নিজে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৬৯, ২৩১ প., ২৪৪, ৪৩০, ৪৬১ ; (২) ত'াবারী, ১খ, ১১৭০, ১২০৪ প., ১৩২৯ ; ৩খ, ২৩৪৩,

(৩) ওয়াকি'দী, কিতাবু'ল-মাগ'াযী (ed. Wellhausen) পৃ. ৪২, ৩৫১ ; (৪) বায়দ'াবী, সূরাঃ ১১১ ; (৫) ত'াবারী, (তাফসীর) ৩০খ, ১৯১ প., ; (৬) বাগ'াবী (তাফসীর), বুখারী ও ওয়াকি'দী in Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, ১, ৫২৬ ; (৭) Noldeke-Schwally, Gesch. d. Qorans, ১খ, ৮৯ প., (৮) A. Fischer, Die wert der vorhandenen Koran-Ubersetzungen und Sura ১১১, in Berichte u. d. Verh. d. Sachs. Ak. d. Wiss., ৮৯, ১৯৩৭, Heft. ২ ; (৯) F. Buhl, Das Leben Muhammeds p. 168.

Barth (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আবূ সুফ্য়ান (ابو سفيان) আবূ সুফ্য়ান বা আবূ হ'ান-জ'ালাঃ (ابو حنظلة) ইব্ন স'াখ্র ইব্ন হ'ার্ব ইবন উমায়্যাঃ কু'রায়শ বংশীয় 'আব্দ মানাফ গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত, মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, মক্কার অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন নেতা। তাঁহার মৃত্যু সন (৩১/৬৫১-২) সম্পর্কীয় সাধারণত গৃহীত বর্ণনানুযায়ী তিনি হযরত (স') হইতে কয়েক বৎসরের (কোন বর্ণনায় দশ বৎসরের) বড় ছিলেন। তিনি ছিলেন ধনবান ও সম্ভ্রান্ত একজন বণিক। বহুবার তিনি মক্কার সওদাগরী কাফিলার নেতৃত্ব দেন। অধিকাংশ বড় বণিকের ন্যায় তিনি হযরত (স') প্রবর্তিত আন্দোলনের প্রতি বৈরী ভাব অবলম্বন করেন। তাঁহার কন্যা উম্মু হ'াবীবাঃ হযরত (স')-এর জনৈক অনুচরকে বিবাহ করিয়া স্বামীর সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

তাঁহার অমতে হইলেও তিনি বদ্‌র যুদ্ধের অন্যতম কারণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকারী বাণিজ্য কাফিলার নিরাপত্তার জন্য আবূ সুফ্য়ান মক্কাবাসীদের কাছে সাহায্য চাহিয়া পাঠান। যে মক্কাবাহিনী ঐ কাফিলার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় তাহারা আবূ সুফ্য়ানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদীনার উপর আঘাত না হানিয়া প্রত্যাবর্তনে রাজী হইল না। কাফিলাসহ নিরাপদ দূরত্বে আগমনের পর তিনি এই বাহিনীকে বিনাযুদ্ধে মক্কায় ফিরিতে আদেশ দিয়াছিলেন। বদ্‌রের যুদ্ধে আবূ সুফ্য়ানের জ্যেষ্ঠ পুত্র হ'ানজ'ালাঃ নিহত হয়। অপর এক পুত্র 'আম্‌র বন্দী হয়, তবে বন্দী-বিনিময় প্রথানুসারে পরবর্তীকালে হযরত (স')-এর জনৈক অনুচরের মুক্তির বিনিময়ে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়; এই স'াহ'াবী হ'াজ্জ্ করিতে গিয়া আবূ সুফ্য়ানের হাতে পড়িয়াছিলেন।

বদ্‌র যুদ্ধের পর আবূ সুফ্য়ান মক্কাবাসীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প ঘোষণা করেন। এই প্রতিজ্ঞানুযায়ী তিনি গ'াযওয়াতু'স-সাব'ীক' (غزوة السويق) নামে অভিহিত অভিযান পরিচালনা করেন। হযরত (স') স'াহ'াবীগণকে লইয়া ময়দানে উপস্থিত হইবার পূর্বেই আবূ সুফ্য়ানের বাহিনী কিছু রসদ ফেলিয়া চলিয়া যায়। এই রসদের মধ্যে কয়েক বস্তা ছাতু অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া ইহা "গ'াযওয়াতু'স-সাব'ীক'" নামে অভিহিত হয়।

পর বৎসরে সংঘটিত উহ'দের যুদ্ধের শেষের দিকে হযরত (স')-এর আদেশ ভুলিয়া পশ্চাত-রক্ষিগণ জয় চূড়ান্ত হইয়াছে মনে করিয়া নিজেদের স্থান ত্যাগ করিলে মুসলিম বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং হযরত (স') নিজেও আহত হন। ইহাতে আবূ সুফ্য়ান ও মক্কাবাসীরা অত্যন্ত উল্লসিত হইয়াছিল। বিক্ষিপ্ত মুসলিম সেনা পুনরায় সংগঠিত হইয়া উঠিলে আবূ সুফ্য়ান হযরত (স') ও তাঁহার অনুসারিগণকে সম্বোধন করিয়া পরবর্তী বৎসর বদ্‌র প্রান্তরে আবার যুদ্ধ হইবে, এইরূপ প্রকাশ্য ঘোষণার পর যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। পর বৎসর হযরত (স') যথাসময়ে বদ্‌র প্রান্তরে উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু মক্কাবাসীরা উপস্থিত না হওয়ায় যুদ্ধ হয় নাই। পূর্ববর্তী দুইটি যুদ্ধের ফলাফল আবূ সুফ্য়ান ও মক্কাবাসীদের মনোবল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। এইজন্য আবূ সুফ্য়ান আত্ম সংঘর্ষ এড়াইয়া বেদুইন গোত্রসমূহ এবং মদীনার য়াহূদীদের সহায়তায় শক্তিশালী অভিযান গঠনের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

৫ম হি. (৬২৭) সনে খন্দকের যুদ্ধের সময় যে বিরাট সম্মিলিত বাহিনী মদীনার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়, আবূ সুফ্য়ান ইহার একাংশ পরিচালনা করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে অবরোধের নৈরাশ্যব্যঞ্জক অবস্থা দর্শনে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে তিনি তাঁহার সৈন্যদলকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন; অচিরেই সমগ্র বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

৬ হি. সনে 'উম্‌রার উদ্দেশ্যে মক্কার পথে হযরত (স') তাঁহার অনুচরবৃন্দ সহ হ'দায়বিয়্যা পৌঁছিলে তথায় যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তাহাতে আবূ সুফ্য়ানের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় নাই। অতঃপর কু'রায়শ যখন তাঁহাদের মিত্র বানূ বাক্‌রকে হযরত (স')-এর মিত্র খুয'া'আঃ-র উপর অতর্কিত আক্রমণের জন্যে গোপনে সাহায্য সহায়তা করিয়া উক্ত সন্ধি ভঙ্গ করিল, তখন আবূ সুফ্য়ান মক্কার পরিণাম সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া ব্যাপারটির আপোস রক্ষা করিবার জন্য মদীনায় গমন করিয়াছিলেন বটে, তবে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। মক্কা বিজয়ের গোড়ার দিকে হযরত (স') সাধারণ নিরাপত্তার যে ঘোষণা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি ঘোষণা এই ছিল যে, আবূ সুফ্য়ানের গৃহে যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহারা নিরাপদ থাকিবে। দূরদর্শী নবী (স') এই ঘোষণা দ্বারা আবূ সুফ্য়ানের হৃদয় জয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

মক্কা বিজয়ের দিন আবূ সুফ্য়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে আবূ সুফ্য়ান হযরত (স')-এর সঙ্গে গমন করেন। জয়লাভের পর আবূ সুফ্য়ানের চিত্তজয়ের জন্য হযরত (স') তাঁহাকে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।

ত'াইফ অবরোধের সময় (ত'াবারীর মতে য়ারমূকের যুদ্ধে, ১খ, ২১০২ পৃ.) আবূ সুফ্য়ানের একটি চক্ষু নষ্ট হয়। আবূ বাক্‌র (রা) তাঁহাকে নাজরান ও হিজাযের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন (দ্র. বালাযু'রী, ed. de Goeje, ১০৩ পৃ.; ইব্ন হ'াজার, ইস'াবাঃ, ২খ, ৪৭৭ প.)। সচরাচর গৃহীত বর্ণনানুযায়ী ৮৮ বৎসর বয়সে (৩১/৬৫১-২) তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ তাঁহার মৃত্যু তারিখ ৩২, ৩৩ বা ৩৪ হি. (৬৫২-৫৫ খৃ.) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী ১খ ; (২) ইব্ন হিশাম, ১খ, ৪৬৩ প., ৫৪৩ প., ৫৮৩, ৬৬৬, ৭৫৩, ৮০৭, ৯৯৩ ; (৩) ইব্ন সা'দ, ৮খ, ৭০ ; (৪) বালাযু'রী, পৃ. ৫৬, ১৩৫ ; (৫) ইব্ন হ'াজার, ইস'াবাঃ, ২খ, ৪৭৭ প. ; (৬) নাওয়াব'ী, পৃ. ৭২৬ ; (৭) মাস'উদী, মুরূজ, ৪খ, ১৭৯ প., ; (৮) Caetani, Annali ১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড, সূচী দ্র. ; (৯) F. Buhl, Das Leben Mohammeds. পৃ. ২৩৯ প., ৩০৬ প.)।

F. Buhl (S. E. I)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আবূ হ'ানীফাঃ (ابو حنيفة) আন-নু'মান ইবন ছা'বিত ইব্ন যূত'া ইরাকের নেতৃস্থানীয় ফাক'ীহ্। তাঁহার নামানুসারে হ'ানাফী মায্‌হ'াবের নামকরণ হইয়াছে (হ'ানাফী দ্র.)। ৮১/৭০০ সনে কূফায় তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতামহ কাবুলে বন্দী হইয়া দাসরূপে কূফায় নীত হন। পরে তিনি মাওলা অর্থাৎ আশ্রিত

রূপে তায়মুল্লাহ্ গোত্রের সহিত যুক্ত হন। কয়েকজন জীবন-চরিত লেখকের মতে তিনি পারস্যের প্রাচীন রাজাদের বংশধর। আন-নাওয়াক'ী লিখিয়াছেন যে, হযরত 'আলী (রা) তাঁহার পিতা ছ'াবিত ও তাঁহার বংশধরদের জন্য দু'আ করেন, ইহাতে মনে হয়, ছ'াবিত সম্ভবত 'আলী (রা)-এর বংশধরদের সমর্থক ছিলেন।

আবূ হ'ানীফাঃ (র) সমগ্র জীবন ফিক্'হ্ চর্চায় অতিবাহিত করেন, তাঁহার মজলিসে বিপুল সংখ্যক শ্রোতৃসমাগম হইত। তিনি কাপড়ের ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। পরবর্তীকালে যাঁহারা তাঁহার জীবন-চরিত রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লিখিয়াছেন যে, কূফার উমায়্যাঃ শাসনকর্তা য়াযীদ ইব্ন 'উমার ইব্ন হুবায়রাঃ ও পরে খালীফা আল-মানসূ'র তাঁহাকে ক'াদ'ীর প্রদ দানের প্রস্তাব করিলে তিনি দৃঢ়তার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। এই অস্বীকৃতির দরুন তাঁহাকে দৈহিক শাস্তি ও কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়, ফলে ১৫০/৭৬৭ সনে কারাগারে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সেই যুগের যে সকল ধার্মিক লোক অধার্মিক রাজাদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাদের সম্পর্কেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় (Goldziher, Muh. stud. ২খ, ৩৯)। যায়দিয়্যা সূত্র হইতে তাঁহার কারাবাস ও মৃত্যুর অপর একটি কারণ জানা যায়; আবূ হ'ানীফাঃ (র) ছিলেন যায়দিয়্যাঃ ইমাম ইব্রাহীম ইব্ন মুহ'াম্মাদের সমর্থক; তিনি ১৪৫/৭৬০ সনে 'আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বসরায় বিদ্রোহপতাকা উত্তোলন করেন (Van Arendonk, De opkomst van het Zaidietische imamaat, p. 288)। খুব সম্ভব, কূফায় 'আলী বংশীয়দের সমর্থক পরিবারে জন্ম-হেতু প্রথমে আবূ হ'ানীফাঃ (র) 'আব্বাসীদের প্ররোচিত বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিতেন; কিন্তু পরে 'আলী (রা)-এর পরিবারের সমর্থকদের মত তিনিও হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং নূতন রাজবংশের বিরুদ্ধবাদী হইয়া যান।

আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর কোন প্রামাণ্য লেখা বর্তমান নাই। তথাপি আইনগত প্রশ্নে প্রামাণ্য ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার প্রভাবের ফলে ইরাকী ফিক্'হী মায্'হাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। ফিক্'হ সংক্রান্ত ব্যাপারে কু'র-আন, হ'াদীছ' ও ইজ্মা'-এর আলোকে বিপুল পরিমাণে ব্যক্তিগত মত (রায়) ব্যবহার করার যেই যুক্তিবাদ হ'ানাফী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য আবূ হ'ানীফাঃ (র) স্বয়ং উহার প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারেন। কিন্তু বরাবর তিনি হ'াদীছ' উপেক্ষা করেন বলিয়া পরবর্তীকালের হি'জাযী আলিম-গণ তাঁহার যে তীব্র সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন। তিনি যে সকল হ'াদীছে'র ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করেন, "মুস্নাদু আবী হ'ানীফাঃ" সেই হ'াদীছ'গুলির সংগ্রহ; তাঁহার শাগির্দ্ ও পরবর্তী-কালের হ'ানাফীরা ইহা সঙ্কলন করেন। কেবল একখানি নহে, বরং এই প্রকারের বহু মুসনাদের উল্লেখ করাই শ্রেয়; ইহাদের প্রায় দশ-খানা অদ্যাপি বর্তমান আছে (GAL, Suppl. i. 286-7)। তাঁহাদের উস্তাদ যে সকল হ'াদীছ'কে দলীল রূপে ব্যবহার করিতেন, বিরুদ্ধ-বাদীদের নিকট সেইগুলি সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে হ'ানাফীদের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় এই মুস্নাদগুলি সঙ্কলিত হয় (Goldziher. Muh. Stud. ii. 230)।

ইসলামী 'আক'াইদের উপরও আবূ হ'ানীফাঃ (র) যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বিশেষত, মাতুরীদী মায'হাব এবং এই মায'হাবের প্রসিদ্ধ প্রবক্তাগণ সামারক'ন্দে আবূ হ'ানীফার 'আক'াইদ সম্পর্কীয় ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন। আবূ হ'ানীফাঃ-কৃত মাত্র একখানা প্রামাণিক দলীল অর্থাৎ 'উছ'মান আল-বাত্তীকে লিখিত তাঁহার একখানা পত্র (অসম্পাদিত) আমাদের হস্তগত হইয়াছে; এই পত্রে তিনি মার্জিতভাবে তাঁহার মতের সমর্থন করেন।

ইব্ন নাদীম-এর "ফিহ্রিস্ত" এবং পরবর্তী জনশ্রুতি অনুযায়ী "ফিক্'হ্ আক্বার" (২য়) নামক যে গ্রন্থটি ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) কর্তৃক রচিত হয়, তাহাতে কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তির প্রারম্ভিক অবস্থায় ইসলামী 'আক'াইদের রূপরেখা যেমন ছিল তাহাই বিধৃত হইয়াছে। ইহা সম্ভবত খৃস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত। আরও একখানা স্বতন্ত্র "ফিক্'হ্ আক্বার" (১ম) একখানা ভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত (মূল ও ভাষ্য ১৩২১ সনে হায়দরাবাদে মুদ্রিত) অবস্থায় রহিয়াছে; বিশুদ্ধ মূল গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয় নাই। একই নামের অপর গ্রন্থটি হইতে পৃথক করিবার জন্য ইহাকে ফিক্'হ আকবার (১ম) বলা হয়। ইহার মূল কথাগুলিকে ভাষ্য হইতে পৃথক করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে খারিজী, ক'াদারী, শী'আঃ ও জাহামীদের 'আক'াইদের বিপরীত সুন্নী মতানুযায়ী ঈমানের দশটি দফা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় একটি পুস্তক হইল ফিক্'হ আব্সাত' (অসংকলিত) যাহার মধ্যে ফিক্'হ্ আক্বার (১ম) অন্তর্ভুক্ত। আবূ হ'ানীফাঃ (র) তাঁহার শাগির্দ আবূ মুত'ী' 'আল্-বাল্খীর (মৃ. ১৮৩/৭৯৯) প্রশ্নাবলীর উত্তরে যে সকল সূক্ষ্ম 'আক'াইদ সম্পর্কীয় প্রশ্নের ব্যাখ্যা করেন, এই পুস্তকটিতে সেই সকল ব্যাখ্যা রহিয়াছে। একটি ব্যতীত ফিক্'হ্ আক্বার (১ম) এর সমস্ত দফা ইহাতে পাওয়া যায়।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে, রচনা সম্পর্কে না হইলেও ফিক্'হ্ আক্বার (১ম)-এর বিশ্লেষণের সূত্র এবং ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। অনতিকালেই সেই দশ দফার আরও বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। "ওয়াস'ীয়্যাতু আবী হ'ানীফাঃ" নামক এক খানা স্বতন্ত্র পুস্তকে ইহা সম্পন্ন করা হয়। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ইহা শিষ্যদের প্রতি আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর অন্তিম ওয়াসি'য়্যাত রূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "ফিক্'হ্ আবসাত'"-এ "ফিক্'হ্ আকবার" (১ম)-এর নয়টি দফার ব্যাখ্যা ছাড়াও তখনকার দিনে বিতর্কিত কয়েকটি আক'াইদমূলক প্রশ্নে আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর উক্তির উল্লেখ আছে। তাঁহার "কিতাবু'ল-'আলিম ওয়া'ল মুতা'আল্লিম"-এর কয়েকটি উদ্ধৃতিমাত্র রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই কিতাবের উদ্ধৃতি ও আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর প্রতি আরোপিত অন্যান্য লেখাগুলি কয়েকটি সংগ্রহে রচিত হয়; সবগুলি একই বিষয়ে লিখিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, তা'রীখু বাগ'দাদ, ১৩খ, ৩২৩-৪২৫; (২) আল-আশ'আরী, মাক'ালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন, ১খ, ১৩৮-৯; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, ৭৩৬ নং (transl. de Slane, ৩খ, ৫৫৫-৫৬৫); (৪) A.V. Kremer, Culturgesch, des Orients unter den Chalifen, i. 491—497; (৫) I. Goldziher, Sitz. Ber. Wien, xxviii, 500, প.; (৬) do. Die Zahiriten, p. 3, 12 প.; (৭) Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr, ii. 46, 55, 312 প., 323; (৮) A. Sprenger, Zeitschr, fur virgl. Rechtswissenschaft, x. 15 প.; (৯) F. Kern, MSOS As., 1916 p. 141 প.; (১০) Wensinck, The Muslim Creed, Cambridge 1932; (১১) J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1950; (১২) Brockelmann, GAL^2 i. 176 প.; (১৩) Suppl. i. 284 প.।

T.W. Juynboll and A.J. Wensinck (S.E.I)/
ডঃ এম. আব্দুল কাদের

আবূ হুরায়রাঃ (ابو هريرة), রাসূল (স')-এর অন্যতম সহচর এবং তাঁহার বাক্য ও কর্মের উৎসাহী প্রচারক।

তিনি দক্ষিণ 'আরবের আয্দ্ গোত্রের সুলায়ম ইব্ন ফাহ্ম বংশোদ্ভূত। "আবূ হুরায়রাঃ" উপনামে তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁহার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী বর্ণনা দৃষ্ট হয়। অধিকতর বিশ্বস্ত বিবরণ মতে তাঁহার নাম 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন স'াখ্র (নাওয়াব'ী, Wustenfeld সংকলিত, ৭৬০ পৃ.) অথবা 'উমায়র ইব্ন 'আমির (ইব্ন দুরায়দ, কিতাবু'ল-ইশ্তিক'াক', ২৯৫ পৃ.)। বিড়ালের প্রতি স্নেহাধিক্যের জন্য তিনি আবূ হুরায়রাঃ (অর্থাৎ ছোট বিড়ালের পিতা) নামে অভিহিত হন। এই উপনামের জনপ্রিয়তা তাঁহার আসল নামটিকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়।

আবূ হুরায়রাঃ (রা) হু'দায়বিয়্যার সন্ধি এবং খায়বার (৭/৬২৯) যুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে মদীনায় আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসরের মত। তখন হইতে তিনি রাসূল (স')-এর পবিত্র সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং "আস'হ'াবু'স্'-সু'ফ্ফাঃ"-র অন্তর্ভুক্ত হন।

প্রথম দিকে তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকু পরিমাণ মজুরের কাজ করিতেন। যথা, জঙ্গল হইতে জ্বালানি সংগ্রহ, মনিবের উটের রশি টানিয়া চলা ইত্যাদি। কিন্তু পরে রাসূল (স')-এর খিদমতের প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ মানসে এবং তাঁহার পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী শোনার ঐকান্তিক আগ্রহে আবূ হুরায়রাঃ (রা) সর্বদা ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামী হন, এমন কি তিনি প্রায়ই হযরত (স')-এর উযূ এবং শৌচের জন্য পানির পাত্র লইয়া আনাইয়া যাইতেন (আবূ দাঊদ), হ'াজ্জ এবং জিহাদে তাঁহার অনুগামী হইতেন।

রাসূল (স') যে-খাদ্য হাদিয়্যা (উপহার) পাইতেন, প্রায় সময়ই তাহা আস'হ'াবু'স্'-সু'ফ্ফার মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন। আবূ হুরায়রাঃ (রা)-এর ভাগে যতটুকু পড়িত, অত্যন্ত অপর্যাপ্ত হইলেও তাহা খাইয়াই তিনি দিন কাটাইয়া দিতেন। স'াহ'াবীগণ তাঁহাকে কখনও ক্ষুধায় কাতর দেখিলে নিজেদের গৃহে ডাকিয়া আনিয়া আহার করাইতেন। একদা জা'ফার ইব্ন আবী ত'ালিব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান, কিন্তু ঘরে কিছু না থাকায় ঘি-এর শূন্য পাত্রটি হাযির করিলেন। আবূ হুরায়রাঃ (রা) তাহাই চাটিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াস পাইলেন। অনেক সময় শুধু খেজুর আর পানি খাইয়াই তিনি দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতেন। কখনও কখনও পেটে পাথর বাঁধিয়া শুইয়া থাকিতেন, কিন্তু কোনদিন কাহারো নিকট কিছু চাহিতেন না। এই শ্রেণীর স'াহ'াবীগণের সম্পর্কে ২ : ২৭৩ আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে।

আবূ হুরায়রাঃ (রা) সর্বাপেক্ষা অধিক হ'াদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত হ'াদীছে'র মোট সংখ্যা ৫৩৭৫ (পাঁচ হাযার তিনশত পঁচাত্তর)। তন্মধ্যে স'াহ'ীহ' বুখারী এবং স'াহ'ীহ' মুসলিম—উভয় গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে মোট ৩২৫টি হ'াদীছ', একক ভাবে বুখারীতে রহিয়াছে ৭৯টি আর মুসলিমে ৭৩টি হ'াদীছ' (ইব্ন হ'াজার 'আসক'ালানী, 'তাক'রীবু'ত-তাহ্য'ীব, হ'াশিয়্যাঃ, পৃ. ৪৪৯)।

স'াহ'াবীদের যুগেই আবূ হুরায়রাঃ (রা) কর্তৃক অপর সকলের অপেক্ষা অধিকতর হ'াদীছ' বর্ণনা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। উত্তরে আবূ হুরায়রাঃ স্বয়ং বলেন : "আমার সম্বন্ধে অভিযোগ, আমি কেমন করিয়া এত অধিক সংখ্যক হ'াদীছ' বর্ণনা করি। ইহার কারণ, মুহাজিরগণ যখন তাঁহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের, আর আনস'ার যখন তাঁহাদের ক্ষেত-খামারের কাজে বাহিরে থাকিতেন, তখন কেবল আহার ইত্যাদির সময় বাদে আমি হযরত (স')-এর সাহচর্যে থাকিতাম, তাঁহার হ'াদীছ' শুনিতাম ও মুখস্থ করিয়া লইতাম।"

আবূ হুরায়রাঃ (রা)-এর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত হ'াদীছ'টি প্রণিধানযোগ্য। একদা আবূ হুরায়রাঃ (রা) রাসূল (স')কে বলিলেন : আমি আপনার নিকট বহু হ'াদীছ' শুনি, কিন্তু ভুলিয়া যাই। রাসূল (স') তাঁহাকে বলিলেন : তোমার গায়ের চাদর মেলিয়া ধর। তিনি উহা মেলিয়া ধরিলেন, আর রাসূল (স') কথা বলিয়া গেলেন। অতঃপর হযরত (স')-এর নির্দেশে আবূ হুরায়রাঃ (রা) চাদরটি গুটাইয়া লইয়া নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। আবূ হুরায়রাঃ (রা) বলেন, অতঃপর আমি আর কোন দিন কোন হ'াদীছ' ভুলি নাই। সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ এই হ'াদীছ'টি বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হ'াদীছ' গ্রন্থে এবং রিজাল (হ'াদীছ' বর্ণনাকারীদের জীবনী-গ্রন্থ)-এর কিতাবসমূহে স্থান লাভ করিয়াছে।

কোন স'াহ'াবী আবূ হুরায়রাঃ (রা)-এর উপরোক্ত উক্তির প্রতিবাদ করেন নাই। তিনি বলিতেন : 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) ব্যতীত আমার চেয়ে অধিক হ'াদীছ' আর কেহই জানে না (বুখারী)। কিন্তু ইব্ন 'আম্র (রা) বলিয়াছেন : হ'াদীছে' আবূ হুরায়রাঃ (রা) আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন। স্বয়ং 'উমার (রা) সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রাঃ হ'াদীছ' শ্রবণের অধিকতর সুযোগ লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল (ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবাঃ)।

আবূ হুরায়রাঃ (রা)-এর একটি অভ্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হ'াদীছ' বর্ণনার পূর্বে বরাবর রাসূল (স')-এর এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হ'াদীছ' বর্ণনা করিবে, সে জাহান্নামের আগুনে তাহার বাসস্থান রচনা করিবে।"

রাসূল (স')-এর নিকট হইতে সরাসরি হ'াদীছ' শ্রবণ ছাড়াও আবূ হুরায়রাঃ (রা) বিশিষ্ট স'াহ'াবীগণের মধ্যে আবূ বাক্র, 'উমার, ফাদ'ল ইব্ন 'আব্বাস, উবায়্য ইব্ন কা'ব, উসামাঃ, কা'ব আল-আহ'বার, 'আইশাঃ সি'দ্দীক'াঃ (রা) প্রমুখ হইতে হ'াদীছ' গ্রহণ করেন এবং উহা বর্ণনা করিয়াছেন। অপর পক্ষে বুখারীর বর্ণনা মতে আটশত রাব'ী তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ' গ্রহণ করিয়াছেন। স'াহ'াবীগণের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস, ইবন 'উমার, জাবির, আনাস, ওয়াস'ীল ইবন আস'কা (রা) প্রমুখ তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ' শুনিয়াছেন। অনেক সময় হযরত 'উমার, 'উছ'মান, 'আলী, ত'ালহ'া ও যুবায়র (রা) প্রয়োজনে তাঁহার কাছে হ'াদীছে'র অনুসন্ধান করিতেন। তাঁহার নিকট যে সকল তাবি'ঈ (দ্র.) হ'াদীছ' শুনিয়াছেন, ইব্ন হ'াজার আসক'ালানী "আল ইস'াবা"-য় তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি সুদীর্ঘ তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রাঃ (রা)-এর দেহের রং ছিল গৌর ; অপর এক বর্ণনায় কিঞ্চিত গৈরিক, দুই কাঁধ ছিল প্রশস্ত, মেযাজ বিনম্র, ভাল কাজে তিনি ছিলেন উদ্যোগী, মেহমানদারীতে তিনি ছিলেন অগ্রণী। রাসূল (স')-এর সময়ে সংসার বিরাগীরূপে চরম দারিদ্র্যে দিন কাটাইলেও পরবর্তী জীবনে তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হন, সন্তান-সন্ততির পিতা এবং ধন-সম্পদের অধিকারী হন। প্রাচুর্যের সময় অভাবের কথা স্মরণ করিয়া তিনি আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। আবূ হুরায়রাঃ (রা) অতি ধর্মভীরু এবং রাসূল (স')-এর সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন।

ইসলামী শারী'আতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি এবং বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার 'উমার (রা)-এর গভীর আস্থা ছিল। তিনি তাঁহাকে বাহ্‌রায়ন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, অর্থ সঞ্চয়ের অপবাদে তাঁহাকে বরখাস্ত করেন। যথাবিহিত অনুসন্ধানের মাধ্যমে সন্দেহ দূর হইলে পরে তাঁহাকে পুনরায় উক্ত পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান, কিন্তু আবূ হুরায়রাঃ (রা)-এর আহত আত্মসম্ভ্রমবোধ উক্ত পদ পুনঃ গ্রহণে তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া তোলে। ফলে তিনি তাহা প্রত্যাখান করেন। মু'আবি'য়ার খিলাফাত যুগে মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান আবূ হুরায়রাঃ (রা)-এর হ'াদীছ' কণ্ঠস্থ রাখিবার অদ্ভুত শক্তি এবং হুবহু বর্ণনার আশ্চর্য ক্ষমতা অজ্ঞাতে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন।

হযরত 'উমার (রা) হইতে মু'আবি'য়া পর্যন্ত প্রত্যেক খালীফা তাঁহার নিকট হ'াদীছ' অনুসন্ধান করিতেন এবং স'াহ'াবী ও তাবিঈ'গণ যে কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাঁহার নিকট যাইতেন। ইহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আবূ হুরায়রাঃ (রা) ছিলেন একজন শারী'আতবিদ প্রজ্ঞাশীল এবং মুহ'াক্'কি'ক' (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানী) ফাক'ীহ। তাঁহার সরলতা, সততা এবং বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত। পরবর্তীকালে কেহ কেহ তাঁহাকে "গ'ায়র ফাক'ীহ" (অন্তর্দৃষ্টিহীন) আখ্যা দান করিয়াছেন এবং বর্তমানে যাহারা হ'াদীছে'র গুরুত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা আবূ হুরায়রাঃ (রা) হইতে বর্ণিত হ'াদীছে'র সংখ্যাধিক্যের জন্য তাঁহার হ'াদীছ' সাধারণত অগ্রাহ্য মনে করেন। কিন্তু ইহার পশ্চাতে কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি নাই। বস্তুত রাসূল (স')-এর বহু গুরুত্বপূর্ণ হ'াদীছ' তথা ইসলামের বহু অমূল্য শিক্ষার প্রচারে তাঁহার অতুলনীয় ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সহিত চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহার বর্ণিত হ'াদীছ'সমূহ অগ্রাহ্য করিলে ইসলামী শারী'আতে বড় একটি শূন্যতার সৃষ্টি হইবে।

তাঁহার মৃত্যু সন সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। তিনি ৫৭, ৫৮, ৫৯ হি., সনে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল আটাত্তরের কাছাকাছি। ওয়ালীদ ইব্‌ন 'উক'বাঃ ইব্‌ন আবী সুফ্‌য়ান তাঁহার জানাযায় ইমামাত করেন। স'াহ'াবীদের মধ্যে ইব্‌ন 'উমার এবং আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী উহাতে শরীক হন। মদীনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তথা হইতে তাঁহার লাশ মদীনায় আনিয়া দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন সা'দ, ২খ. ১১৭-১১৯, ৪খ, ৫২-৬৪ ; (২) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, উস্‌দু'ল-গ'াবাঃ, ৫খ, ৩১৫ ; (৩) Sprenger, Das Leben und die Lehre des Muhammad, iii. Lxxx, iii. ; (৪) Goldziher, Abh. Zur Arabphillogie, i. 49 ; (৫) do. in ZDMG i. 487 ; (৬) D. S. Margoliouth, Mohammad, p. 352 ; (৭) মুসলিম, স'াহ'ীহ', ৫খ, ২২ ; (৮) স'াহ'ীহ' বুখারী, ফাত্‌হু'ল-বারী সহ, (৯) সি'হ'াহ' সিত্তার অন্যান্য হ'াদীছ' গ্রন্থ ; (১০) ইব্‌ন হ'াজার 'আস্‌ক'ালানী, তাক্'রীবু'ত-তাহ্‌য'ীব এবং আল-ইস'াবাঃ ফী তাম্‌য়ীযি'স'-স'াহ'াবাঃ ; (১১) 'আবদু'স-সালাম নাদ্‌ব'ী, উস্‌ওয়া-ই-স'াহ'াবাঃ।

মুহম্মদ আবদুর রহমান

'আম্‌র ইব্‌ন 'উবায়দ আবূ 'উছ্‌মান (عمرو بن عبيد ابو عثمان) প্রাচীনতম মু'তাযিলীদের অন্যতম। প্রথমে ছিলেন হ'াসান আল-বাস'রী (রা)-এর সূ'ফী সমাজের অনুবর্তী। পরে, কোন মুসলিম পাপাচরণ করিলে তাহার অবস্থা কি হইবে, এই প্রশ্নে তিনি ওয়াসি'ল ইব্‌ন 'আত'া' (রা)-র মত গ্রহণ করেন। তাঁহার সাহিত্য-চর্চা সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই, তবে তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি নৈতিক ঔৎসুক্য ও ধর্মপরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দ্বিতীয় ওয়ালীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তৃতীয় য়াযীদ খিলাফত দাবী করিলে তিনি ধর্মনিষ্ঠার তাগিদে য়াযীদের দলে যোগদান করেন। 'আব্বাসী খালীফা আল-মানসূ'রের সহিত তাঁহার অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। হ'াজ্জ হইতে ফিরিয়া আসার পর ১৪৫/৭৬২ সালে মারবান নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন কু'তায়বাঃ, মা'আরিফ (Wustenf.), ২৪৪ পৃ. ; (২) ইব্‌ন খাল্লিকান, ৫১৪ নং ; (৩) Arnold. al-Mutazilah, p. 22 প. ; (৪) মাস'উদী, মুরূজ. ৬খ, ২২১ ; (৫) Houtsma, De strijd over het dogma, p. 51. প.

Anonymoys (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'আম্‌র ইব্‌নু'ল-'আস' আস্‌-সাহ্‌মী (عمـــرو ابن العاص السهمى) হযরত (স')-এর সমসাময়িক জনৈক কু'রায়শ বংশজাত বিচক্ষণ লোক ছিলেন। কূটকৌশলে নাজ্জাশীর আশ্রয় হইতে নও-মুসলিমগণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কু'রায়শ সর্দারগণ তাঁহাকে (এবং 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আবী রাবী'আ-কে) দৌত্য কার্যের জন্য আবিসিনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। দৌত্য কাজে সফলতা লাভ হইল না, অথচ আবিসিনিয়ার খৃস্টান অধিপতি নাজ্জাশী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, 'আম্‌র (রা)-এর মনের উপর এই অভাবনীয় ঘটনাটি দাগ কাটিয়াছিল। চতুর্থ হিজরীতে সম্মিলিত 'আরব বাহিনীর (আহ্'যাব) মদীনা অবরোধ ব্যর্থ হইবার পর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন 'আম্‌র বুঝিতে পারিলেন, ইসলামের জয় আসন্ন। তিনি মদীনায় আগমন করিয়া (খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) এবং 'উছ্‌মান ইব্‌ন ত'ালহ'াঃ (রা)-এর সহিত একযোগে) ৫ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত (স') তাঁহাকে প্রথমে কয়েকটি ক্ষুদ্র পর্যবেক্ষণ অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। অবশেষে 'উমানের যুগ্ম শাসক দুই ভ্রাতা জায়ফার এবং 'আব্বাদ ইব্‌ন জুলান্‌দাঃ-এর সকাশে ইসলামের প্রতি আহ্‌বানমূলক একটি চিঠি সহকারে হযরত (স') 'আম্‌র (রা)-কে 'উমানে প্রেরণ করেন। তাঁহার নিপুণ দৌত্যকার্যে উভয় ভ্রাতা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের সহিত সম্মানজনক শর্তে সন্ধি স্থাপিত হয়। অতঃপর 'আম্‌র (রা) 'উমানের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন। হযরত (স')-এর অন্তর্ধান অবধি 'আম্‌র (রা) 'উমানেই ছিলেন। তারপর তিনি মদীনায় আসিলে আবূ বাক্‌র (রা) তাঁহাকে সম্ভবত ১২/৬৩৩ সনে ফিলিস্তীন অভিযানে প্রেরণ করেন। এই অভিযানে 'আম্‌র (রা) গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। জর্ডান নদীর পশ্চিম অঞ্চল জয় করার কৃতিত্ব বিশেষভাবে তাঁহারই। আজ্‌নাদায়ন ও য়ারমূকের যুদ্ধে এবং দিমাশ্‌ক' জয়ের অভিযানেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

হযরত 'উমার (রা)-এর সময় মিসর জয় ছিল তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব। তিনি "ফুস্‌ত'াত" (ছাউনী নগর) প্রতিষ্ঠিত করেন, যাহা পরবর্তীতে "মিস্‌র' এবং ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে "আল্-ক'াহিরাঃ" (কায়রো) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আজও পুরাতন কায়রোর মসজিদ তাঁহার নাম বহন করিতেছে। জয়ের পর হইতে 'উমার (রা)-এর সময়ে এবং হযরত 'উছ্‌মান (রা)-এর খিলাফাতের শুরুতে প্রায় চারি বৎসর যাবৎ 'আমর (রা) মিসরের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

'উছ'মান (রা) অতঃপর তাঁহাকে এই পদ হইতে অপসারিত করেন। উষ্ট্র-যুদ্ধের পর 'আলী (রা) ও মু'আবি'য়া (রা)-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি মু'আবি'য়া (রা)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন। সি'ফ্‌ফীন-এর যুদ্ধে তিনি মু'আবি'য়া (রা)-এর অশ্বারোহী সিরীয় বাহিনীর পরিচালনা করেন। যুদ্ধের গতি 'আলী (রা)-এর অনুকূল দেখিয়া তিনিই বর্শার মাথায় কু'রআনের পাতা গাঁথিয়া যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়কে আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি আহ্বানের রব তুলিবার কূটকৌশলটি উদ্ভাবন করিয়া 'আলী (রা)-এর বাহিনীতে বিভেদের সূত্রপাত ঘটাইয়াছিলেন। ইহাতে অমীমাংসিতভাবে যুদ্ধের বিরতি ঘটে। পরবর্তীতে যে সালিসী বোর্ড গঠিত হয়, তাহাতে 'আম্‌র (রা) মু'আবি'য়া (রা)-এর পক্ষে সালিস মনোনীত হন। তাঁহার কূটকৌশলে 'আলী (রা)-এর প্রতিনিধি আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) জনসমক্ষে দাঁড়াইয়া 'আলী (রা) এবং মু'আবি'য়া (রা) উভয়কেই খিলাফাতের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর 'আম্‌র (রা) 'আলী (রা)-এর অযোগ্যতার পক্ষে রায় দেন এবং মু'আবি'য়া (রা)-এর অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়া জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। ইহাতে 'আলী (রা)-এর অনুসারীদের মধ্যে বিভেদ তীব্রতর আকার ধারণ করে, বিরোধী খারিজী দলের সৃষ্টি হয় এবং মু'আবি'য়া (রা)-এর শক্তি বৃদ্ধি হয়। মিসরের তৎকালীন শাসনকর্তা ছিলেন 'আলী (রা) পক্ষীয় মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া 'আম্‌র (রা) শক্তি বৃদ্ধিতে মু'আবি'য়া (রা)-এর সহায়ক হন এবং পুনরায় মিসরের শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত হন (৩৮/৬৫৮)। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সেই পদে বহাল থাকেন।

তিনজন ধর্মান্ধ খারিজী একই দিনের ফাজ্‌রের সা'লাতের সময় 'আলী (রা), মু'আবি'য়া (রা) এবং 'আমর ইব্‌নু'ল-'আস' (রা) এই তিন ব্যক্তিকে একযোগে হত্যা করিয়া সকল দ্বন্দ্ব-কোলাহলের অবসান ঘটাইবার মানসে মদীনা, দিমাশ্‌ক ও ফুস্‌ত াতে'র মসজিদে অবস্থান গ্রহণ করে। 'আম্‌র (রা) সেইদিন অসুস্থতার দরুন খারিজাঃ ইব্‌ন হু্য'াফাকে ইমামাতের জন্য মনোনীত করেন। ফলে ইব্‌ন হু'যাফাঃ মারাত্মকভাবে আহত হন এবং 'আম্‌র (রা) বাঁচিয়া যান (৪০/৬৬১, ১৫ রামাদ'ান/২২ জানুয়ারী)।

হিজরী ৪৩ সনে ৯০ বৎসর বয়সে মিসরে এই বিচক্ষণ রণকৌশলী, দক্ষ শাসনকর্তা ও "দাহিয়াঃ আল-'আরাব" অর্থাৎ 'আরবদের কূটনীতিবিদরূপে খ্যাত 'আম্‌র (রা)-এর মৃত্যু হয়। কথিত আছে, শেষ বয়সে তিনি মু'আবি'য়ার পক্ষ অবলম্বনের জন্য অনুতপ্ত হন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন হ'াজার, ইস'াবাঃ ২খ, ১ প.; (২) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, উস্‌দু'ল-গ'াবাঃ (কায়রো ১২৮৬) ৪খ, ১১৫; (৩) নাওয়াব'ী, পৃ. ৪৭৮; (৪) বালাযু'রী, সূচী দ্র.; (৫) ত'াবারী সূচী দ্র.; (৬) ইব্‌ন সা'দ, ৩ক, ২১; (৫) Wustenfeld, Die Statthalter von Agypten (Abh. G. W. Gott., XX.); (৮) Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, vi. 51, প., 89 প.; (৯) য়া'কু'বী, সূচী দ্র.; (১০) Caetani, Annali dell' Islam; (১১) Butler, The Arab Conquest of Egypt (London 1902); (১২) S. Lane poole, A History of Egypt (London 1901) ৬; (১৩) ইব্‌ন কু'তায়বাঃ, মা'আরিফ (ed. Wustenfeld), P. 145; (১৪) G. Wiet, L'Egypte arabe (Paris 1937)।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আমিনাঃ (آمنة) নবী কারীম (স')-এর মাতা। ইহার পিতা ছিলেন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন 'আবদ মানাফ ইব্‌ন যুহরাঃ আল-কু'রায়শী এবং মাতা বার্‌রা' 'আবদু'ল-'উয্‌যা ইব্‌ন 'উছ'মান ইব্‌ন 'আব্‌দু'দ-দার। তাঁহার চাচা উহায়ব ইব্‌ন 'আবদ মানাফ তাঁহার ওলী রূপে 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আবদু'ল-মুত্ত'ালিব-এর সহিত আমিনার বিবাহ দেন (ইবন সা'দ ১/১ : ৫৮)। মনে হয় যে, বিবাহের পর কিছুদিন আমিনাঃ পিত্রালয়েই অবস্থান করিতেন। 'আবদুল্লাহ নাবী (স')-এর জন্মের পূর্বেই পরলোকগমন করেন। এক বর্ণনা মতে (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১০২) যখন হযরত আমিনাঃ অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তখন এক রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটি জ্যোতিঃ যেন তাঁহার দেহ হইতে বহির্গত হইল এবং উহাতে সিরিয়ার বুস্‌'রা শহরের মহল্লাগুলি পর্যন্ত উদ্ভাসিত হইল।

বেদুঈন ধাত্রী হ'ালীমা-র গৃহ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যতদিন তাঁহার মাতা জীবিত ছিলেন ততদিন বালক মুহ'াম্মাদ (স') মাতার নিকট মক্কায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়স্ক সন্তানকে লইয়া হযরত আমিনাঃ মদীনায় তাঁহার স্বামীর মাযার দর্শন এবং আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। মক্কায় প্রত্যাবর্তন কালে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী আব্‌ওয়া' নামক স্থানে তিনি ইনতিকাল করেন। উম্মু আয়মান নাম্নী এক পরিচারিকা সঙ্গে গিয়াছিল, সে বালক মুহ'াম্মাদ (স')-কে মক্কায় আনিয়া 'আবদু'ল-মুত'ত'ালিবের হাতে সোপর্দ করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৭০, ১০০-১০২, ১০৭; (২) ইব্‌ন সা'দ, ১/১খ, ৬০, ৭৩; (৩) ত'াবারী, ১খ, ৯৮০; ১০৭৮-১০৮১; (৪) মুস'আব আয-যুবায়রী, নাসাব্‌ কু'রায়শ, কায়রো ১৯৫৩, খৃ., পৃ. ৬২১; (৫) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াবীব আল-মুহ'াব্বার; (৬) ইবন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবাঃ, কলিকাতা, ১খ, ৭২৬, নং ১৮১৮; (৭) Caetani, Annali, ১খ, ১১৯, ১৫০, ১৫৬।

W. Montgomery (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

'আমীমু'ল-ইহ্‌'সান (عميم الاحسان) : মুফ্‌তী সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ 'আমীমু'ল-ইহ্‌'সান আল-মুজাদ্দিদী আল-বারাকাতী, ২২ মুহ'াররাম, ১৩২৯/২৪ জানুয়ারী, ১৯১১ সনে বিহার প্রদেশের মুঙ্গের জিলায় পাচনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

মুফ্‌তী সাহেবের নাম মুহ'াম্মাদ 'আমীমু'ল-ইহ্‌'সান এবং মুফ্‌তী হিসাবে তিনি পরিচিত। তিনি মুজাদ্দিদী ত'ারীক'াভুক্ত সায়্যিদ আবূ মুহ'াম্মাদ বারাকাত 'আলী শাহ সাহেবের মুরীদ ও জামাতা ছিলেন বলিয়া নিজ নামের সহিত 'মুজাদ্দিদী' ও 'বারাকাতী' এই দুইটি লাক'াব (لقب) যোগ করিতেন। তাঁহার বংশ-পরম্পরা হযরত হু'সায়ন (রা) পর্যন্ত পৌঁছায়, এই দাবীতে তিনি নিজকে হু'সায়নী সায়্যিদ বলিয়া মনে করিতেন।

মুফ্‌তী সাহেবের পিতা মাওলাব'ী হা'কীম সায়্যিদ আবু'ল-'আযীম মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-মান্নান কলিকাতার জালিয়াটুলী মহল্লায় স্বীয় বসতি, একটি মসজিদ, একটি দাওয়াখানা ও একটি হ'াল্‌ক'া-ই-যিক্‌র স্থাপন করেন। এই স্থানেই বালক 'আমীমু'ল-ইহ'সান মাত্র ৫ বৎসর বয়সে কুর'আন মাজীদ খতম করেন এবং স্বীয় চাচা শাহ্‌ 'আবদু'দ-দায়্যান সাহেবের নিকট ফারসী ও উর্দূ শিক্ষা করেন। অতঃপর কয়েকজন প্রসিদ্ধ 'আলিমের নিকট 'আরবী, কু'রআন, হ'াদীছ'

ফিক্'হ, কালাম, মান্তি'ক' এবং তাস'াওউফের শিক্ষা লাভ করেন।

১৯২৭ খৃ. পিতার মৃত্যুর পর মুফ্তী সাহেব মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তদস্থলে মসজিদ, দাওয়াখানা ও হ'াল্কা-ই-যি'ক্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কলিকাতা 'আলীয়াঃ মাদ্রাসা হইতে তিনি ১৯৩১ খৃ. ফাদি'ল ও ১৯৩৩ খৃ. কামিল (হ'াদীছ') পরীক্ষা পাস করেন। উভয় পরীক্ষাতে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

অতঃপর তিনি অবসর সময়ে বিশেষ ব্যবস্থায় শাম্সু'ল-'উলামা' মাওলানা য়াহ্'য়া সাহেবের নিকট 'ইল্ম "হায়াত" এবং শাম্সু'ল-'উলামা' মাওলানা সুল্তা'ন আহ্'মাদ কানপুরী সাহেবের নিকট "মা'কূ'লাত" শিক্ষা করেন। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সাফল্যের সহিত নাক্'শাবান্দী, মুজাদ্দিদী ত'ারীক'ার অনুসরণ করিতেন।

তিনি ১৯৩৪ খৃ. কলিকাতায় কলুটোলাস্থিত 'নাখোদা' মস্জিদের মাদ্রাসার প্রধান মুদার্রিস পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তী বৎসর তিনি ঐ মস্জিদের "দারু'ল-ইফ্তা" বা ফাত্ওয়া বিভাগের মুফ্তীর পদে নিযুক্ত হন। তদানীন্তন বাংলার প্রাদেশিক সরকার তাঁহাকে ক'াদ'ীর পদে নিযুক্ত করেন।

১৯৪৩ খৃ. তিনি কলিকাতা 'আলীয়াঃ মাদ্রাসার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং ক'াদ'ী পদ হইতে ইস্তিফা দেন।

১৯৪৭ খৃ. দেশ বিভাগের পর যখন ঢাকায় মাদ্রাসা 'আলীয়াঃ স্থানান্তরিত হয়, তখন অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে মুফ্তী সাহেবও ঢাকায় আসেন এবং ঢাকা শহরের কলুটোলার মসজিদ সংলগ্ন বাড়ীতে বসতি স্থাপন করেন। তিনি মসজিদটির সংস্কার সাধন করেন ও তৎসঙ্গে একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪৯ খৃ. পাকিস্তান সরকার তাঁহাকে ধর্মীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। ১৯৫৪ খৃ. তিনি ঢাকা 'আলীয়াঃ মাদ্রাসার হেড্ মাওলানার পদে উন্নীত হন এবং ১৯৬৯ খৃ.-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। ১৯৬৪ খৃ. হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মুফতী সাহেব ঢাকার "বায়তু'ল-মুকার্রাম" মসজিদের খাত'ীবের দায়িত্ব পালন করেন।

মুফ্তী সাহেবের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান কিতাব ও পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছিল। স্বরচিত অপ্রকাশিত কতিপয় পাণ্ডুলিপিও তাঁহার কুতুবখানায় রক্ষিত আছে। তিনি ছিলেন পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের একজন খ্যাতনামা 'আলিম, মুহ'াদ্দিছ', ফাক'ীহ্ ও মুফতী। মক্কা ও মদীনা শরীফ যিয়ারতকালে তাঁহার অসংখ্য গুণগ্রাহীর অনুরোধে কা'বার চত্বরে ও মসজিদে নাবাব'ী-তে তিনি হ'াদীছে'র দার্স প্রদান করেন। লেখা-পড়াই ছিল তাঁহার সার্বক্ষণিক কর্ম। তিনি প্রায় একশত পুস্তক-পুস্তিকার রচয়িতা বা সংকলক। অধিকাংশ পুস্তক তিনি উর্দু ভাষায় লিখেন, 'আরবী ভাষায় রচিত তাঁহার কতকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার কতিপয় মূল্যবান গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

نقد المتن و الآثار - قواعد الفقه - التشرف لا داب التصوف - فتاوى بركتيه - ادب المفتي - او جز السير - تاريخ علم الفقه - تاريخ علم الحديث - التنوير في اصول التفسير - ميزان الاخبار - سيرة حبيب الله - هدية المصلين -

মুফতী সাহেব ঢাকা শহরে কলুটোলায় অবস্থিত নিজ গৃহে ১০ শাওওয়াল, ১৩৯৪, ২৭ অক্টোবর ১৯৭৪ সনে ইন্তিকাল করেন এবং উপরোক্ত মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বের কামরায় তাঁহাকে কবরস্থ করা হয়।

ডঃ সিরাজুল হক

আমীর 'আলী, সায়্যিদ (سيد امير علی). সায়্যিদ আমীর 'আলীর জন্ম হয় ১৮৪৯ খৃস্টাব্দের ৬ এপ্রিল উড়িষ্যার কটক শহরে। তাঁহার পূর্বপুরুষদের আদি বাস ছিল ইরানে। আমীর 'আলীর পূর্বপুরুষ আহ্'মাদ আফদ'াল খান ইরান হইতে নাদির শাহের সঙ্গে সেনানায়করূপে ১৭৩৯ খৃস্টাব্দে ভারতে আসেন। নাদির শাহ ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আফদ'াল খান মোগল সম্রাটের অধীনে চাকুরী লইয়া ভারতেই রহিয়া যান। ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও আবহাওয়া তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

আফ্দ'াল খানের পুত্র সা'আদাত 'আলী খান সম্বলপুরের (মধ্যপ্রদেশ) সম্ভ্রান্ত জমিদার শাম্সু'দ-দীনের কন্যাকে বিবাহ করেন। সা'আদাত 'আলী কটকে ইউনানী মতে চিকিৎসা করিতেন। 'আরবী ও ফারসী ভাষায় ছিল তাঁহার গভীর জ্ঞান। তাঁহার অকাল মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত তিনি হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর জীবনী প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলেন। উত্তরকালে তাঁহার সুযোগ্য সন্তান আমীর 'আলী অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে এই কাজ সম্পন্ন করেন।

অতঃপর সা'আদাত 'আলী হুগলীতে চলিয়া আসিলেন। আমীর 'আলীর বয়স যখন সাত বৎসর তখন তাঁহার পিতা মারা যান। তাঁহ..দের অবস্থা সচ্ছল ছিল। আমীর 'আলী হুগলী কলেজ হইতে ১৮৬৭ খৃ. বি. এ. পাস করেন। ১৮৬৮ খৃ. তিনি ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলিম এম. এ.। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে বি. এল. পাস করিয়া আমীর 'আলী আইন ব্যবসায় শুরু করেন। সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া আমীর 'আলী ১৮৭০ খৃস্টাব্দে বিলাতে যান। ১৮৭৬ খৃ. Inner Temple হইতে ব্যারিস্টারী পাস করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। তাঁহার পূর্বে কলিকাতা হাইকোর্টে মাত্র তিনজন এই দেশীয় লোক ব্যারিস্টাররূপে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম ব্যারিস্টার। মুসলিম আইন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান তাঁহাকে ব্যবসা ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

১৮৭৪ খৃ. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের মুসলিম আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ইহার পরের বছর। ১৮৭৮ খৃ. তিনি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। পরে তাঁহাকে স্থায়ী ভাবে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়। আমীর 'আলী ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও আত্মবিশ্বাসী। ১৮৮১ খৃ. চাকুরীতে ইস্তিফা দিয়া তিনি হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে ফিরিয়া আসেন।

এই সময় হইতে তিনি তৎকালীন মুসলিম সমাজের নেতারূপে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৭৭ খৃ. তিনি 'সেন্ট্রাল নেশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন" স্থাপন করিয়া মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ সাধন করেন। এই সমিতি ভারতীয় মুসলিমদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সারা ভারতে এই সমিতির শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। আমীর 'আলী একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসর এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন। এই সমিতি প্রতিষ্ঠার আট বৎসর পরে ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেস স্থাপিত হয়।

১৮৭৭ খৃ. আমীর 'আলী বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সভ্য মনোনীত হন। ১৮৮৩ খৃ. পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। ১৮৮৩ খৃ. তিনি ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৭৬ খৃ. তিনি হুগলীর ইমামবাড়া কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘ আটাশ বৎসর যাবত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৪ খৃ. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Tagore Law Professor নিযুক্ত হন। আইনজ্ঞ হিসাবে পারদর্শিতা ও সমাজ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাঁহাকে C.I.E. উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯২১ খৃ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এল. এল. ডি. উপাধি দান করে।

১৮৯০ খৃ. আমীর 'আলী কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত হন। তিনিই কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি (ইহার পূর্বে স্যার সায়্যিদ আহ্‌মাদের পুত্র সায়্যিদ মাহ্‌মূদ ১৮৮২ খৃ. এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন)।

বিচারক হিসাবে তিনি ন্যায়পরায়ণতা ও গভীর আইনজ্ঞানের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। ১৯০৪ খৃ. চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বিলাতের বার্কসায়ারের লেমডেন নামক ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভবন ক্রয় করিয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন।

বিলাতের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াও আমীর 'আলী অধঃপতিত ভারতীয় মুসলিমগণকে ভুলিলেন না। ১৯০৮ খৃ. তিনি 'মুসলিম লীগ'-এর লণ্ডন শাখা স্থাপন করেন। প্রথম হইতেই তিনি এই শাখার সভাপতি ছিলেন। মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার প্রবর্তনের সময় এই সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। উক্ত শাসন সংস্কার ব্যবস্থায় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমীর 'আলীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

আমীর 'আলীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি পাশ্চাত্য জগতের কাছে ইসলামের মূলনীতি প্রচার ও বিশ্বে ইসলামের মর্যাদার উন্নয়ন। এই ক্ষেত্রে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান The Spirit of Islam (১৮৯১) নামক ইংরেজী গ্রন্থ। সমগ্র মুসলিম জগতে বিশেষত মিসরে ও তুরস্কে এই গ্রন্থ ইসলাম ধর্মের মূলনীতির শ্রেষ্ঠতম বিশ্লেষণরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং কয়েকটি ভাষায় উহা অনূদিত হইয়াছে। আমীর 'আলীর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'A Short History of the Saracens' ১৮৯৯ খৃ. প্রকাশিত হয়। মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গিতে ইংরেজী ভাষায় লেখা 'আরবদের ইতিহাস সম্বন্ধে ইহাই প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আইনের বিশ্লেষণে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'The Mohamedan Law' (১৮৯৪)। তিনি চার খণ্ডে 'হিদায়াঃ'-র উর্দু অনুবাদ করেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ হইল A Critical Examination of the Life and Teachings of Muhammad (১৮৭৩), The Personal Law of the Mohammedans (১৮৮০)। বিচারপতি উড্রফের (woodroffe) সহযোগিতায় তিনি লিখেন The Law of Evidence Applicable to British India, Civil Procedure Code ও A Commentary on the Bengal Tenancy Act.

১৮৮৪ খৃ. আমীর 'আলী এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁহার দাম্পত্য জীবন মধুময় ছিল। তাঁহার দুই সন্তান। জ্যেষ্ঠ সায়্যিদ ওয়ারিছ 'আলী C.I.E. (জন্ম ১৮৮৬ খৃ.) ১৯২৯ খৃ. Indian Civil Service হইতে অবসর গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র স্যার ত'আরিক' আমীর 'আলী (জন্ম ১৮৯১ খৃ.) ১৯৪৪ খৃ. কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ওয়ারিছ 'আলী ও ত'আরিক' 'আলী বিলাতে বসবাস করেন।

আমীর 'আলীর অবসর জীবনের প্রধান কীর্তি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে Red Crescent Society স্থাপন। ১৯০৯ খৃ. তিনি প্রিভি কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটির সদস্য হন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই গৌরবজনক পদ লাভ করেন। তাঁহার গভীর আইনজ্ঞান ও বিচার বিভাগে অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি প্রিভি কাউন্সিলে দুর্লভ খ্যাতির অধিকারী হন। ১৯০৪ খৃ. বিলাতের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার পর হইতে আমীর 'আলী ছিলেন বিশ্ব-মুসলিম স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী। তিনি ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিক। মুসলিমদের শিক্ষার উন্নতির জন্য আমীর 'আলী আজীবন চেষ্টা করেন। ১৮৯৯ খৃ. তিনি নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন।

এই দেশপ্রাণ নেতার শেষ জীবন অনাবিল শান্তিতে কাটে। পরিবার-পরিজন পরিবৃত অবস্থায় তিনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৩ আগস্ট ইন্তিকাল করেন। তাঁহার জানাযায় শরীক হন পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রতিনিধিগণ। ইহাদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা মুহ'ম্মাদ 'আলী, স্যার 'আব্বাস 'আলী বেগ, স্যার যি-য়াউদ্দীন আহ্‌মাদ প্রভৃতি। ব্রুক-উডের কবরগাহে তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Autobiography (Islamic culture 1934—35), Eminent Mussalmans (GA Water & Co. Madras 1926); (২) Calcutta Weekly Notes 1928, (৩) W. C. Smith, Modern Islam in India, London 1947. Index; (৪) H.R.A. Gibb, Modern Trends in Islam, Chicago 1948, Index.

সৈয়দ মুর্তজা আলী

আমীরু'ল-মু'মিনীন (امير المؤمنين) অর্থাৎ বিশ্বাসীদের নেতা। 'উমার (রা)-ই প্রথম এই উপাধি গ্রহণ করেন। মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে উমায়্যা ও 'আব্বাসী খলীফাগণ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদী যাঁহারা নিজদিগকে খিলাফতের দাবীদার বলিয়া মনে করিতেন (যথা, 'আলী-ফাতি'মাঃ বংশধরগণ) তাঁহারাও এই উপাধি গ্রহণ করেন। বাগদাদের পতন (৬৫৬/১২৫৮) না হওয়া পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদ্রতর শাসকগণ আমীরু'ল-মু'মিনীন উপাধি ধারণ করেন নাই। মুসলিম সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে এই উপাধির ব্যবহার অধিকতর দৃষ্ট হয়। রুস্তামিয়্যা, আগ্‌লাবিয়্যা, যিরিয়্যা, হ'ম্মাদিয়্যা, ৩১৬/৯২৮ সনের পর হইতে উমায়্যাগণ এবং আরও কয়েকজন ক্ষুদ্র স্পেনীয় শাসক এই উপাধি ধারণ করেন। পক্ষান্তরে আল-মুরাবিত' প্রভৃতি যে-সকল রাজবংশ 'আব্বাসীদের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন, তাঁহারা 'আমীরু'ল-মুসলিমীন' উপাধিতেই তুষ্ট থাকেন। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আল-মুওয়াহ্‌হিদূন পুনরায় আফ্রিকায় স্বাধীন খিলাফতের প্রতিষ্ঠা করিয়া 'আমীরু'ল-মু'মিনীন' উপাধি ধারণ করেন। আংশিকভাবে হ'াফস'ীয়, মারীনীয় এবং যায়্যানীয়গণও তাহাই করেন। মরক্কোর শরীফগণ বহুদিন পর্যন্ত 'আমীরু'ল-মু'মিনীন' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : M. Van Berchem, Titres califiens d'Occident (J. A. Series X., XI. 245-335) যাহাতে পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীর বরাত দেওয়া হইয়াছে।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'আযরাঈল (عزرائيل) মৃত্যুর ফিরিশতার নাম, চারিজন প্রধান ফিরিশতার (জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল এবং

আযরাঈল) মধ্যে অন্যতম। কুর'আন (৩২ : ১১) "মালাকু'ল-মাওত" অর্থাৎ মৃত্যুর ফিরিশতার উল্লেখ যেমন দেখা যায়, তেমনি জীবন হরণকারী ফিরিশতা সম্পর্কে বহুবচনে "মালাইকাঃ" (৪ : ৯৭) এবং "রুসুল" (৬ : ৬১)—এই দুইটি শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়। ৭৯ তম সূরার ১ম ও ২য় আয়াতে উল্লেখিত যথাক্রমে 'আন-নাযি'আত' এবং 'আন-নাশিতাত' সম্বন্ধে মুফাস্সিরীন বলেন, ইঁহারা জীবনহরণকারী দুই দল ফিরিশ্তা। প্রথম দলের ফিরিশতারা কঠোরভাবে পাপাচারীদের রূহ' বাহির করেন; দ্বিতীয় দল মৃদু আকর্ষণে তাহা করেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় 'আযরাঈল একমাত্র মৃত্যুর ফিরিশ্তা নহেন, বরং বহু ফিরিশতা এই কাজে নিয়োজিত। নির্দিষ্ট সময় আসিবার পূর্বে 'আযরাঈলও জানেন না কখন কাহার মৃত্যু হইবে।

ফিরিশতারা অশরীরী জ্যোতির্ময় জীব। তাঁহাদের দুই, তিন, চার কিংবা তদধিক ডানা (৩৫ : ১) আছে যদ্দ্বারা আল্লাহ্র আদেশে তাঁহারা অতি ক্ষিপ্রগতিতে সর্বত্র বিচরণ করেন। সুতরাং 'আয্রাঈলও ইত্যাকার একজন ফিরিশ্তা। য়াহূদী সূত্রে প্রাপ্ত উপাখ্যানসমূহে মৃত্যুর দূত 'আয্রাঈলের আকৃতি, অবস্থান এবং জীবন হরণ প্রণালী সম্বন্ধে বহু চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায়। যথা, চতুর্থ বা পঞ্চম আকাশে তাঁহার একটি আসন আছে যাহাতে তাঁহার একখানি পা স্থাপিত, তাঁহার অপর পা রহিয়াছে বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী সেতুর উপর; বর্ণনান্তরে তাঁহার সাত হাজার পায়ের উল্লেখ দেখা যায়; তাঁহার চারি হাজার ডানা আছে এবং সমস্ত শরীর চক্ষু ও জিহ্বায় আকীর্ণ। জীবন হরণ করিতে গিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন এবং আল্লাহ্র নির্দেশে বিভিন্ন উপায়ে সেই বাধা অতিক্রম করেন। হ'াদীছে' মূসা ('আ) সম্বন্ধে এমন একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মূসা ('আ) চপেটাঘাতে 'আযরাঈলের একটি চোখ খেতলাইয়া দিলে 'আয্রা-ঈল আল্লাহ্র নিকট নালিশ করেন। আল্লাহ তাঁহার চোখের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া দিলেন এবং মূসা ('আ)-এর কাছে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি যদি এখন মরিতে ইচ্ছুক না হন তবে তিনি একটি ষাঁড়ের পিঠে হাত রাখিতে পারেন, ষাঁড়টির যতগুলি লোম তাঁহার হাতের তলায় পড়িবে ততগুলি বৎসর তাঁহার বর্ধিত আয়ুষ্কালরূপে গণ্য হইবে। এই বার্তা শুনিয়া মূসা ('আ) জিজ্ঞাসা করিলেন "তারপর"? উত্তরে বলা হইল, "তারপর মৃত্যু", অতঃপর মূসা ('আ) তখনই মৃত্যুবরণ করিতে রাযী হইলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কু'রআন মাজীদের ৬ : ৬১, ৩২ : ১১ এবং ৭৯ : ১ আয়াতগুলির ব্যাখ্যা দ্র.; (২) M. Wolfi, Muhammedanische Escatologio, P. 11 প. ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৬৫; (৩) আল-গাযযালী, আদ-দুর্রাতু'ল-ফাখিরাঃ, ed. L. Gautier, p. 7 প.; (৪) আল-কিসাঈ, 'আজা'ইবু'ল-মালাকূত, Leiden MS. 538, Warn., পৃ. 26. প.; (৫) আত-ত'াবারী, ১খ, ৮৭; (৬) আল-মাস'উদী, ১খ, ৫১; (৭) ইবনু'ল-আছ'ীর, ১খ, ২০; (৮) আদ-দিয়ার বাক্রী, তা'রীখু'ল-খামীস (কায়রো ১২৮৩), ১খ, ৩৬; (৯) আছ'-ছ'া'লাবী, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া' (কায়রো ১২৯০), পৃ. ২৩, ২১৬ ই.; (১০) মুজীরু'দ-দীন আল হ'াম্বালী, কিতাবু'ল-উন্সু'ল-জালীল (কায়রো ১২৮৩) ১খ, ১৬ই.; (১১) আল-বুখারী, আল-জানা'ইয, বাব ৬১; (১২) মুত'াহ্হার ইব্ন ত'াহির আল-মাক'দিসী, কিতাবু'ল-বাদ্উ'ত-তা'রীখ, ed. Huart, ১খ, ১৭৫, ২খ, ২১৪; (১৩) আল-কা'ত'ীব আত-তাবরীযী, মিশকাতু'ল-মাসাবীহ', দিল্লী, ১৩৪ প.; (১৪) Bodenschatz, Kirchliche Verfassung der heutigen Juden (Erlangen 1748), iii 93; (১৫) Eisenmenger, Entckles Judenthum (Konigsberg 1711), i., Chap XIX, ii. 333.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আযাদ, আবুল কালাম, মওলানা (ابو الكلام محى الدين احمد ازاد : আবু'ল-কালাম মুহ্'য়্যি'দ্-দীন আহ্'মাদ আযাদ), 'আযাদ' তাঁহার কবি নাম। তাঁহার পরিবারে তিনটি পৃথক বংশধারা একত্রিত হইয়াছিল। এই বংশের ছিল হি'জায ও তদানীন্তন ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী পীরবংশ।

আযাদের পিতা মাওলানা খায়রু'দ-দীন অল্প বয়সেই পিতার স্নেহছায়া হইতে বঞ্চিত হন, তিনি মাতামহের গৃহেই প্রতিপালিত হন এবং তাঁহারই নিকট শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৭ খৃ.-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বেই তিনি নানার সহিত মক্কায় হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়া তাঁহার নানা ইন্তিকাল করেন। মাওলানা খায়রু'দ-দীন মক্কায় বসবাস করিতে থাকিলেন। তিনি মদীনায় বিবাহ করেন। বোম্বাই, কলিকাতা ও রেঙ্গুনে তাঁহার অসংখ্য মুরীদ ছিল। ইঁহাদের জন্যই তাঁহাকে ভারতে যাতায়াত করিতে হইত। ১২৯৫/১২৫৮ সালে নাহ্র-ই-যুবায়দার সংস্কার কাজে তিনি যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন তজ্জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৯৮ খৃ. মুরীদদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং সেখানেই ১৯০৭ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

আযাদ ১৩০৫ হি. যু'ল-হি'জ্জা/ ১৮৮৮ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক আবাস দিল্লীতে, মাতৃকুলের আবাস মদীনা মুনাওওয়ারায়, জন্ম মক্কা মুকাররমায় ক'াদওয়াহ (قدوه) মহল্লায়। এই মহল্লা হ'ারাম শরীফের বাবু'স-সালামের সহিত সংলগ্ন ছিল (তায্কিরাঃ ১ম স. ২৮৭-২৮৯ পৃ.)। পাঁচ ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে ইনিই সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। দশ বৎসর বয়সে পিতা-মাতার সহিত কলিকাতায় আসেন। এক বৎসর পর তাঁহার মাতার ইন্তিকাল হয়; সেই সময় তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দু বলিতে পারিতেন।

শিক্ষা : গৃহেই তাঁহার শিক্ষা লাভ হয়। পিতা প্রত্যেক বিষয়ে কোন একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা মুখস্থ করাইয়া দিতেন। ইহাই ছিল শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহ'াদ্দিছ' দেহ্লাভী পরিবারের শিক্ষা দানের নিয়ম। ১৯০০ খৃ. তিনি প্রচলিত পাঠক্রম অনুযায়ী ফারসী শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং ১৯০৩ খৃ. দার্স নিজ়া'ামিয়্যাঃ অনুসারে শিক্ষালাভ সমাপ্ত হয়। অতঃপর তিনি য়ুনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের "ক'ানূন" প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত সবগুলি শিক্ষণীয় বিষয় তিনি পিতার শিক্ষকতায় পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন। ইহার পর আযাদ গভীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। য়ুরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে তিনি প্রথমে ফরাসী এবং পরে ইংরেজী শিক্ষা করেন।

মওলানা আযাদ এগার বৎসর বয়স হইতেই কবিতা রচনা করিতে থাকেন। তাঁহার প্রথম জীবনের লেখা গযলগুচ্ছ 'আরমুগ'ান-ই-ফাররুখ,' বোম্বাইয়ে এবং 'খিদাঙ্গ-ই-নাজ'র' লক্ষ্নৌতে ছাপা হয়। 'নায়রঙ্গ-ই-'আলামা' নামে একখানি কাব্য-সংগ্রহ তিনি নিজে প্রকাশ করেন। এই সময় তিনি গদ্য রচনা শুরু করেন। তাঁহার প্রাথমিক প্রবন্ধগুলি 'আহ'সানু'ল-আখ্বার' ও 'তুহ্'ফা-ই-আহ'মাদিয়্যাঃ'-এ কলিকাতায় এবং 'মাখ্যান'-এ লাহোরে প্রকাশিত হইতে থাকে। ২০ নভেম্বর, ১৯০৩ খৃ. তিনি কলিকাতা হইতে মাসিক 'লিসানু'স-

সি'দ্‌ক'' প্রকাশ করিতে শুরু করেন। ইহা এক বৎসরকাল চলে। তিনি বার বৎসর বয়সে প্রথম বক্তৃতা করেন। চার বৎসর পর (১৯০৪ খৃ.) আনজুমান-ই-হি'মায়াত-ই-ইসলামের (লাহোর) বার্ষিক সভায় তাঁহার বক্তৃতা সকলের প্রশংসা লাভ করে। এই সভা উপলক্ষেই কবি হ'ালীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হ'ালী প্রথম বিশ্বাসই করিতে পারেন নাই যে, তিনি "লিসানু'স-সি'দ্‌ক"-এর সম্পাদক। মাওলানা শিব্‌লীর সহিত যখন বোম্বাইয়ে আযাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন শিব্‌লী এই তরুণকে মওলানা আযাদ রূপে স্বীকৃতি দান করিতে ইতস্তত করেন। তারপর শিব্‌লী তাঁহার প্রতি এতই আকৃষ্ট হন যে, "আন্-নাদওয়াঃ" পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করেন। অক্টোবর, ১৯০৫ হইতে মার্চ, ১৯০৬ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন (হ'ায়াত-ই-শিব্‌লী ৪৪৪ পৃ. ও মাকাতীব-ই-শিব্‌লী ১খ, ২৬৩ পৃ.)। ইহার পর তিনি কিছুকাল অমৃতসরের 'ওয়াকীল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পিতার ইন্তিকালের পর প্রায় দুই বৎসর তিনি ইরান ও ইরাকে ভ্রমণ করিয়া কাটান

১৩ জুলাই, ১৯১২ খৃ. তিনি কলিকাতা হইতে সাপ্তাহিক 'আল-হিলাল' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা ছয় বৎসর পূর্বে অমৃতসরে তাঁহার মনে উদয় হয়। ইহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল, উর্দূ ভাষায় এমন একখানি উচ্চ-শ্রেণীর পত্রিকা প্রকাশ করা যাহা কালের গতির সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে এবং চিন্তাধারা ও লেখার ক্ষেত্রে যেন একটি নূতন ধরন ও উন্নত মানের সৃষ্টি করে। বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিমগণকে স্বাধীন এবং সংস্কারমুক্তভাবে ধর্মীয় আলোচনার প্রেরণা ও চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা এবং রাজনীতিতে স্বকীয় মত ও কর্মের স্বাধীনতার দিকে তাঁহাদিগকে আহ্বান করা (আল-হিলাল, ২৪ জুন, ১৯২৭, পৃ. ২)। প্রকৃতপক্ষে আল-হিলাল উহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা-সম্ভারে, সাহিত্যিক রুচিতে, চিন্তাধারার নূতনত্বে এবং রাজনীতিমূলক মত প্রকাশে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং অতি শীঘ্রই তদানীন্তন ভারতের অতুলনীয় পত্রিকায় পরিণত হয়। উহার লেখার প্রচারমূলক ভঙ্গি অতিশয় প্রেরণাপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক ছিল। মনোরম মুদ্রণও উহাকে আকর্ষণীয় করে।

১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ খৃ. আল-হিলাল পত্রিকার জন্য দুই হাযার টাকা যামানত তলব করা হইয়াছিল। প্রথম য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে ১৬ নভেম্বর, ১৯১৪ খৃ. এই যামানত বাযেয়াফ্‌ত হওয়ায় আল-হিলাল বন্ধ হইয়া যায়। ১৩ নভেম্বর, ১৯১৫ খৃ. আল-হিলালের নামান্তর "আল-বালাগ" প্রকাশিত (এক খণ্ড, নভেম্বর, ১৯১৫-এপ্রিল, ১৯১৬ পর্যন্ত) হয়। ইহার সহিত 'দারু'ল-ইরশাদ" নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগেচ্ছু যুবকগণকে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কু'রআনের দারস্ দেওয়া হইত।

তুরস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ১ম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। ফলে তদানীন্তন ভারতের বৃটিশ সরকার তুরস্কের প্রতি আস্থাশীল বিশিষ্ট মুসলিম নেতাদের প্রতি বিরূপ হইয়া পড়ে। ১৮ মার্চ, ১৯১৬ খৃ. ডিফেন্স এ্যাক্টের ৩য় ধারা মুতাবিক তদানীন্তন বাংলা সরকার আদেশ জারি করিলেন যে, আযাদকে চারিদিনের মধ্যে বাংলার বাহিরে চলিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং আল-বালাগ ও দারু'ল-ইরশাদ বন্ধ হইয়া গেল। ইহাই ছিল সরকারের উদ্দেশ্য। আযাদ রাঁচী গেলেন। সেখানে ৫ মাস পর তাঁহাকে নজরবন্দী করা হয়। নজরবন্দী থাকা কালে তিনি সরকার হইতে কোন বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। সেই সময় দুইবার রাঁচীতে এবং তিনবার কলিকাতায় তাঁহার গৃহে তাল্লাশী চলে এবং সমাপ্ত ও সমাপ্তপ্রায় কতকগুলি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পুলিশ লইয়া যায়। যথা, 'তারীখ-ই-মু'তাযিলাঃ, "সীরাত-ই-শাহ ওয়ালীয়ুল্লাহ্", "খাস'াইস'-ই-মুসলিম", 'আমছ'ালু'ল-কু'রআন", "তারজুমানু'ল-কু'রআন" (সূরাঃ হূদ পর্যন্ত), "তাফ্‌সীরু'ল-বায়ান" (সূরাঃ নিসা' পর্যন্ত), "ওয়াহ্'দাত-ই-কা'ওয়ানীন-ই-কাইনাত", "কা'নূন-ই-ইন্তিখাব-ই-ত'াবী'ঈ আওর মা'নাবি'য়াত-ই-কাইনাত", গ'ালিবের উর্দূ দীওয়ানের সমালোচনা, শারহ-ই-জাহান, ক'াযব'ীনীর দীওয়ানের সমালোচনা ইত্যাদি। অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি এবং এতদ্ব্যতীত বহু প্রবন্ধ এবং স্মারকলিপি বিনষ্ট হয়। আযাদের ভাষায়ঃ এই পাণ্ডুলিপি সমষ্টি ছিল তাঁহার মস্তিষ্ক চালনার ফসল এবং জীবনের পুঁজি "دماغ کا حاصل اور زندگی کا سرمایہ" (আল-হিলাল, ২৪ জুন, ১৯২৭, ৩-৪ পৃ.)।

নজরবন্দী থাকাকালে তিনি রাঁচীর মুসলিমদিগকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে থাকেন। সেখানে একটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুল পরে একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত হয়। এখানে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যথা, তায'কিরাঃ (দুই খণ্ড), শায়খ আহ্'মাদ সরহিন্দীর জীবনী, (তায'কিরাঃ ২৩১ পৃ.), 'সীরাত-ই-আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (তায'কিরাঃ ১৯৬ পৃ.), "শরহ্'-ই-হ'াদীছে' গু'রবাত" (তায'কিরাঃ, ২৫৪, পৃ.)। তায'কিরাঃ ১ম খণ্ড ব্যতীত সবগুলি গ্রন্থই পরে খানা-তাল্লাশীর সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

জানুয়ারী, ১৯২০-এ তিনি নজরবন্দী হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। তখন দেশে স্বাধীনতা অর্জন ও খিলাফত রক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু হইতেছিল। ফেব্রুয়ারী, ১৯২০ খৃ. "বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কনফারেন্স"-এর সভাপতি হিসাবে তিনি "খিলাফত সমস্যা ও "জাযীরাতু'ল-'আরব" সম্পর্কে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য চূড়ান্ত কথা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। এই বক্তৃতাতে প্রথমে মুসলিমদিগকে সরকারের সহিত অসহযোগের আহ্বান জানান হয়। তারপর তিনি সর্বপ্রকারে এই আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং সাধারণভাবে প্রচার প্রচেষ্টা ছাড়াও বিভিন্ন কনফারেন্সে বক্তৃতা দেন। আন্দোলনে আহ্বানের জন্য তিনি সাপ্তাহিক "পায়গ'াম" প্রকাশ করেন।

এই সময়ে তিনি জনসাধারণের অনুরোধে ইমামাতের বায়'আত (আনুগত্য শপথ) গ্রহণ করিতে শুরু করেন। ইহার পাঁচটি শর্ত ছিল (১) সৎকার্যের আদেশ, অসৎ কার্যের নিষেধ ও ধৈর্যের উপদেশ, (২) আল্লাহ্‌র জন্য প্রেম এবং আল্লাহ্‌র জন্যই শত্রুতা, (৩) আল্লাহ্‌র আদিষ্ট কার্যে সর্বপ্রকার লোকনিন্দা উপেক্ষা করা অর্থাৎ সত্যের পথে যাবতীয় বিরুদ্ধ শক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন, (৪) আল্লাহ্ এবং তাঁহার শারী'আতকে দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক হইতে বেশী প্রিয় জ্ঞান করা (৫) সৎকার্যে আনুগত্য। তদানীন্তন ভারতের সমস্ত প্রদেশেই বায়'আত-ই-ইমামাত প্রবল বেগে শুরু হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আযাদের বন্দী থাকাকালে অবস্থার পরিবর্তনে ইহাও বন্ধ হইয়া যায়।

১০ ডিসেম্বর ১৯২১ খৃ. তাঁহাকে গ্রেফতার করা এবং তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালান হয়। ফলে তাঁহার এক বৎসরের কারাদণ্ড হয়। এই মোকদ্দমায় তিনি যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা 'কাওল-ই-ফায়স'াল' নামে খ্যাত হইয়াছিল। ইহার 'আরবী তরজমা سورة الهند السياسية (হিন্দ বা ভারতের রাজনৈতিক বিপ্লব) শিরোনামে ১৩৪১ হি. কায়রোর "আল-মানার" প্রেসে ছাপা হয়। ৬ ফেব্রুয়ারী,

১৯২৩ খৃ. তিনি জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। সেই সময় হইতে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় এবং তৎসহ জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত থাকেন। জুন, ১৯২৭ খৃ. দ্বিতীয়বার তিনি আল-হিলাল প্রকাশ করেন। উহার অর্ধেক টাইপে এবং অর্ধেক লিথোপ্রেসে ছাপা হইত (এক খণ্ড জুন হইতে ডিসেম্বর, ১৯২৭ পর্যন্ত প্রকাশ লাভ করে)। ইহাতে প্রথম পর্যায়ের আল-হিলালের ব্যতিক্রমরূপে দা'ওয়াতের স্থলে জ্ঞানচর্চাই বেশী হইত। ডিসেম্বর, ১৯২৭-এ তাঁহার রাজনৈতিক তৎপরতা অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় আল-হিলাল প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল।

মওলানা আযাদ দুইবার নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং ১৯২৩-এর পর চারিবার জেলে যান। রাঁচীর নজরবন্দী হইতে জুন, ১৯৪৫ পর্যন্ত বন্দীজীবনের দৈর্ঘ্য মোট ১০ বৎসর সাত মাস হয় (গু'বার-ই-খাতি'র, তৃতীয় সং, ৫৯ পৃ.)। তিনি ১৯৪৭ খৃ. (স্বাধীনতার পর) ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হন এবং শেষ পর্যন্ত ঐ পদেই বহাল থাকেন।

২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ খৃ. মওলানা আযাদ দিল্লীতে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁহাকে দিল্লীর জামি' মসজিদের সম্মুখস্থ ময়দানে দাফন করা হয়।

তাঁহার রচনা: (১) "লিসানু'স-সি'দক" (মাসিক) প্রায় এক বৎসর; (২) আল-হিলাল (সাপ্তাহিক), প্রথম পর্যায়ে ৫ খণ্ড জুলাই, ১৯১২ হইতে নভেম্বর, ১৯১৪ (কিছু সময়ের জন্য "আল-হিলাল" এক পাতা দৈনিক বাহির হইত, ইহাতে শুধু খবর থাকিত); (৩) আল-বালাগ' (সাপ্তাহিক আল-হিলালের দ্বিতীয় পর্যায়), এক খণ্ড নভেম্বর, ১৯১৫ হইতে এপ্রিল, ১৯১৬ পর্যন্ত; (৪) পায়গা'াম (সাপ্তাহিক), এক খণ্ড সেপ্টেম্বর, ১৯২১ হইতে ডিসেম্বর, ১৯২১; শীর্ষে মওলানাকে তত্ত্বাবধায়ক ও মাওলাব'ী 'আবদু'র-রায্যাক মলীহাবাদীকে সম্পাদক-রূপে লিখা হইত, কিন্তু পত্রিকার অধিকাংশ প্রবন্ধ মওলানাই লিখিতেন; (৫) আল-জামি'আঃ, ('আরবী, কয়েক মাস পাক্ষিক, তৎপর মাসিক), ১লা এপ্রিল, ১৯২৩ হইতে জুন, ১৯২৪ পর্যন্ত। উহারও মওলানা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং মাওলাব'ী 'আবদু'র-রায্যাক' মলীহাবাদী সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রবন্ধ মাওলানাই লিখিতেন। (৬) আল-হিলাল, (সপ্তাহিক, তৃতীয় পর্যায়)। এক খণ্ড জুন, ১৯২৭ হইতে ডিসেম্বর, ১৯২৭ পর্যন্ত; (৭) আল-মারআতু'ল-মুসলিমাঃ, রূখ বাহার প্রেস, অমৃতসর; (৮) হ'াল্লাত-ই-সারমাদ, রাহ'মানী প্রেস, দিল্লী (সর্বপ্রথম এই জীবনী ও হ'সায়ন ইব্ন মানসূ'র হ'াল্লাজ'-এর জীবনীকে একত্র করিয়া খাজাঃ হ'াসান নিজ'ামী প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি সমন্বিত গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছিলেন "খুন-ই-শাহাদাত-কে দো ক'াত্'র"; (৯) তায'কিরাঃ (প্রথম খণ্ড), আল-বালাগ' প্রেস, কলিকাতা ১৯১৯ (পরে ইহার দুইটি সংস্করণ বাহির হইয়াছে); (১০) মাস'-আলা-ই-খিলাফাত আওর জাযীরাতু'ল-'আরাব (বঙ্গীয় খিলাফত কনফারেন্স, কলিকাতা, ফেব্রুয়ারী, ১৯২০, অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ), আল-বালাগ' প্রেস, কলিকাতায়, ১৯২০-এ মুদ্রিত। কয়েক মাস পর ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ কিছু পরিবর্ধনসহ প্রকাশিত হইয়াছিল; (১১—১৩) প্রাদেশিক খিলাফত কনফারেন্সে (২৫ অক্টোবর, ১৯২১-এর আগ্রা অধিবেশনে) সভাপতির লিখিত অভিভাষণ; জাম'ইয়াতু'ল-'উলামা'-এর লাহোর অধিবেশনে (নভেম্বর, ১৯২১) সভাপতির লিখিত অভিভাষণ এবং ঐ অধিবেশনের মৌখিক বক্তৃতা, এই তিনটি পৃথকভাবে স্বরাজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, দিল্লীতে ছাপা হয়। (১৪) "ক'াওল-ই-ফায়সা'ল" (১৯২১-এর মোকদ্দমায় মওলানার লিখিত বিবৃতি), আল-বালাগ' প্রেস, কলিকাতা (ইহার 'আরবী তরজমার কথা উপরে উল্লেখিত হইয়াছে।); (১৫-১৬) দিল্লীতে আহূত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩), হিন্দুস্তান ইলেকট্রিক প্রেস, দিল্লী; অল ইণ্ডিয়া খিলাফত কনফারেন্স (কানপুর অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৯২৫ মাহ্'বুবু'ল-মাত'াবি,' মহলীওয়ালা, দিল্লী; (১৭) জামি'উ'শ-শাওয়াহিদ (মসজিদে অমুসলিমদের প্রবেশের প্রশ্ন সম্পর্কে), এই রচনা প্রথমে 'আহ্‌ল-ই-হাদীছের মা'আরিফ পত্রিকায় মে ও জুন, ১৯১৯ সংখ্যাদ্বয়ে ছাপা হয়। তারপর উহা পৃথকভাবে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। (১৮, ১৯, ২০) তারজুমানু'ল-কু'রআান, প্রথম খণ্ড, শুরু হইতে সূরাঃ আল-আন্'আাম পর্যন্ত (জাময়্যিদ বারক'ী প্রেস দিল্লী, সেপ্টেম্বর ১৯৩১), ইহার সহিত সূরাঃ আল-ফাতিহ'ার তাফ্সীর-এর কিছু অংশও ছাপা হইয়াছিল; দ্বিতীয় সংস্করণ. (যমযম্ কোম্পানী, লাহোর ১৯৪৭), উহাতে উম্মু'ল-কু'রআান নামে সূরাঃ ফাতিহ'ার সম্পূর্ণ তাফ্সীর ছাপা হয় ও তারজুমানের কতগুলি অতিরিক্ত টীকাও যোগ করা হয়; তারজুমানু'ল-কু'রআান দ্বিতীয় খণ্ড (সূরাঃ আল-আ'রাফ হইতে সূরাঃ আল-মু'মিনূন পর্যন্ত) মদীনা বারক'ী প্রেসে বিজনৌরে, এপ্রিল, ১৯৩৬-এ ছাপা হয়; তারজুমানু'ল-কু'রআান, তৃতীয় খণ্ড ও ভূমিকা, ইহাতে কু'রআান সম্পর্কে ২৪টি মৌলিক বিষয় আলোচিত হয়। এই গ্রন্থখানি গু'লাম রাসূল মিহর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৯৬১ খৃ.-এ শায়খ গু'লাম 'আলী এন্ড সন্স কর্তৃক কাশ্মিরী বাজার লাহোর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; (২১) সভাপতির অভিভাষণ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৯৪০ রামগড় অধিবেশন), ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ, এলাহাবাদ; (২২) গু'বারে খাতি'র (আহ'মাদপুর জেল হইতে মাওলানা হ'াবীবু'র-রাহ'মান খাঁ শিরওয়ানীকে লিখিত মাওলানার পত্রাবলী) প্রথম ছাপা ১৯৪৬, (প্রথম দুই সংস্করণ হ'ালী পাবলিশিং হাউস ছাপে, তৃতীয় সংস্করণ উৎকৃষ্ট কাগজে, মাক্তাবাঃ-ই-আহ্'রার প্রকাশ করে, ইহাতে আরও একটি পত্র যোগ করা হইয়াছে); (২৩) মাকাতীব (পত্রাবলী)। মাওলানার আরও কতগুলি পত্র ছাপা হইয়াছে। যথা—কারওয়ান-ই-খিয়াল, মদীনা প্রেস, বিজনৌর ১৯৪৬, আতাল্লীক'-ই-খাতু'ত' নাব'ীসী, দরবেশ প্রেস, দিল্লী, মার্চ ১৯১৬; মা'আরিফ, আ'জ'মগড়, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, ১৯৫৩; (২৪) India Wins Froedom, ইহা মাওলানার বাণী অবলম্বনে লিখিত বলিয়া বিষয়গতভাবে তাঁহার রচনার মধ্যে গণ্য হয়, ভাষাগতভাবে নহে।

আল-হিলাল ও আল-বালাগে'র অধিকাংশ প্রবন্ধ ও রচনা এবং মাওলানার বিভিন্ন বক্তৃতাবলি ছোট ছোট পুস্তিকাকারে ছাপা হইয়াছে। উহাদের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী: মওলানার বিভিন্ন পত্রিকা, সংবাদপত্র, চিঠিপত্র ও গ্রন্থসমূহ, (১) কারওয়ান-ই-খিয়াল (মাকাতীব-ই-মাওলানা আবু'ল-কালাম আযাদ ও মাওলানা হ'াবীবু'র-রাহ'মান খান শিরওয়ানী, মদীনা প্রেস, বিজনৌর, উত্তর প্রদেশ; (২) আবু সা'ঈদ বায্মী, মওলানা আবু'ল-কালাম আযাদ, ইক'বাল একাডেমী, ইত্তিহ'াদ প্রেস, বুল রোড, লাহোর; (৩) ক'াদ'ী মুহ'াম্মাদ আবদু'ল-গ'াফ্ফার, মাওলানা আবু'ল-কালাম আযাদ, ন্যাশ্নাল ইনফর-মেশন এণ্ড পাবলিকেশনস, ন্যাশ্নাল হাউস, এপলো বন্দর, বোম্বাই ১৯৪৯; (৪) আবদুল্লাহ্ বাট, আবু'ল-কালাম আযাদ, লাহোর

১৯৪৩ ; (৫) মুনশী 'আবদু'র-রাহ'মান শাহদা, মাওলানা আবু'ল-কালাম আযাদ, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী ; (৬) ম্যাকাতীব-ই-শিবলী, ১ম ও ২য় খণ্ড, আ'জমগড় ১৯২৭ ; (৭) সায়্যিদ সুলায়মান, হ'য়াত-ই-শিবলী, আ'জমগড় ১৯৪৩ ; (৮) গু'লাম রাসূল মিহির-কে লিখিত মাওলানা আযাদের পত্রাবলী ও মাওলানার সহিত আলোচনার স্মৃতি, মা'আরিফ পত্রিকা, মার্চ-১৯১৯—অক্টোবর, ১৯৩২, জানুয়ারী ও মার্চ, ১৯৩৩ অক্টোবর ; হইতে ডিসেম্বর, ১৯৫৩ ; জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ ; (৯) রাওশান বি. এ., আবু'ল-কালাম আযাদ, জয়হিন্দ পাবলিশারস, লাহোর ; (১০) A. B. Rajput, Maulana Abul Kalam Azad, Lion Press, Lahorc, 1946 ; (১১) H. L. Kumar, The Apostle of Unity, Hero Publications. 1942 ; (১২) S. Satya Murthi, Eminent Contemporaries: (M. A. E. Central) Mehadev ; Shukla Printing Press, Lucknow ; (১৩) Desai, Maulana Abul Kalam Azad, London, 1915 ; (১৪) Aspects of Abul Kalam Azad, Maktaba-i-urdu, Lahore, 1942 ; (১৫) John Gunther, Inside Asia, London, 1939 ; (১৬) Louis Ficher, Imperialism Unmasked, Bombay 1944.

গু'লাম রাসূল মিহির (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

আযাদ সুবহ'ানী (ازاد سبحانی), ১৮৯৬/৯৭—১৯৬৩/৬৪, পাক-ভারতের একজন বিখ্যাত 'আলিম, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাবিদ, খিলাফাত আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা। পূর্ণ নাম সায়্যিদ 'আবদু'ল-ক'াদীর আযাদ সুবহ'ানী রাব্বানী। পিতার নাম সায়্যিদ মুরতাদ'া 'আলী। ভারতের যুক্ত প্রদেশের বালিয়া জিলার সিকান্দারপুর গ্রামে এক সায়্যিদ পরিবারে সুবহ'ানীর জন্ম হয়।

ছাত্রজীবনে সুবহ'ানী প্রাচীনপন্থী জৌনপুর মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ফাদ'ল-ই-রাহ'মান মুরাদাবাদী হইতে তিনি হ'াদীছে'র সনদপ্রাপ্ত হন। ছাত্রজীবনেই তিনি ইসলাম ধর্ম, 'আরবী ও উর্দূ ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি জ্ঞানার্জন অব্যাহত রাখিয়া ইসলাম ধর্মে যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তজ্জন্য তাঁহাকে 'আল্লামাঃ বলা হয়। ইংরেজী ভাষায়ও তাঁহার দখল ছিল।

কর্মজীবনের প্রারম্ভে সুবহ'ানী ছিলেন মাদ্রাসার শিক্ষক। তিনি তাঁহার নিজ শহর কানপুরের ইলাহিয়্যাত মাদ্রাসায় কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং মাদ্রাসার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষক থাকাকালে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং প্রধানত তৎকালীন ভারতের প্রসিদ্ধ 'আলিম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিখ্যাত কর্মী পীর মাওলানা 'আবদু'ল-বারী ফিরাংগী মাহ'াল্লী (১৮৭৪-১৯২৬ খৃ.)-কে অনুসরণ করিতেন (Francis Robinson, Separatism Among Indian Muslims, Cambridge, England, 1979, pp. 214-15, 426)।

তিনি প্যান-ইসলাম (বিশ্ব-মুসলিম সংহতি) আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ১৯১৩—১৪ খৃ. এই আন্দোলনের পক্ষে কাজ করিয়া সুবহ'ানী রাজনীতিবিদ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি বৃটিশ শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৯১৩ খৃস্টাব্দে, ১ জুলাই কানপুর মসজিদের উযূ'-খানা ভাঙিয়া রাস্তা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত গোলযোগ আরম্ভ হয়, সুবহ'ানী ছিলেন ইহার প্রতিবাদ-আন্দোলনের প্রধান নেতা। বহু স্থানীয় মুসলিমসহ তিনি বৃটিশ সরকার কর্তৃক বন্দী হন ও কয়েক মাস যাবত কানপুরের কারাগারে অবস্থান করার পর বিচারে মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি শায়দাঈরূপে আঞ্জুমান-ই-খুদ্দাম-ই-কা'বাঃ-য় যোগদান করেন। তিনি আঞ্জুমানের কানপুর অফিসও পরিচালনা করিতেন। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে তিনি যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের বহু স্থানে আঞ্জুমান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন (পূ. গ্র., পৃ. ২১৪-২১৫, ৪২৬)

১৯১৮ খৃস্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের একাদশ বার্ষিক সম্মেলনের একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, ইহাতে 'আলিমগণ সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ করেন। ভারতের খ্যাতনামা যে দশজন 'আলিম ইহাতে অংশগ্রহণ করেন তন্মধ্যে সুবহ'ানী ছিলেন অন্যতম। তখন হইতেই সুবহ'ানী ও অন্যান্য 'আলিমগণ মুসলিম লীগের সহিত সহযোগিতা আরম্ভ করেন। কলিকাতা, আলীগড়, গোরখপুর, দিল্লী, করাচী, পাটনা, নাগপুর, আহমদাবাদ ইত্যাদি শহরে অনুষ্ঠিত লীগের বিভিন্ন বার্ষিক সম্মেলনে কানপুরের প্রসিদ্ধ নেতা হিসাবে সুবহ'ানী অংশ গ্রহণ করেন (Gail Minault, The Khilafat Movement, Delhi, 1982, p. 182 ; Syed Sharifuddin Pirzada (ed.), Foundations of Pakistan, All-India Muslim League Documents : 1906-1947, Dhaka, n. d., vol. 1. pp. 473, 554, 565)। কোন কোন সম্মেলনে তিনি সভাপতিও ছিলেন। কলিকাতার মুহ'াম্মাদ 'আলী পার্কে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মুসলিম লীগের প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতি তিনিই ছিলেন।

১৯১৯ খৃস্টাব্দে নিখিল ভারত খিলাফাত কমিটি গঠিত হইলে সুবহ'ানী ইহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে পরিগণিত হন (Robinson, Separatism, p. 215)। তিনি খিলাফাত প্রশ্নে মাওলানা 'আবদু'ল-বারী কর্তৃক প্রদত্ত 'জাযীরাতু'ল-'আরাব ফাত্ওয়া' (১৯১৯) ও 'মুত্তাফিক'াঃ ফাত্ওয়া' (১৯২০)-য় স্বাক্ষর দান করেন (Minault, Khilafat, pp. 80-81, 21, 152)। প্রথমোক্ত ফাত্ওয়ার মর্মকথা ঃ জাযীরাতু'ল-'আরাব (মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ড সিরিয়া, আনাতোলিয়া ও এশিয়া মাইনরসহ) চিরকালই মুসলিম খালীফাঃ (তখনকার জন্য তুরস্কের সুলত'ান)-র কর্তৃত্বাধীন থাকিতে হইবে। দ্বিতীয় ফাত্ওয়াটি ছিল বৈরী কাফির (বৃটিশ)-দের সহিত সর্বাত্মক অসহযোগ (স্কুল, কলেজ ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি বর্জন, খিতাব পরিহার, সেনা ও পুলিশ বাহিনীতে চাকুরী পরিত্যাগ, পণ্য বর্জন ইত্যাদি)। শেষ পর্যন্ত এই ফাত্ওয়ায় তৎকালীন ভারতের অনধিক পাঁচ শত 'আলিম স্বাক্ষর দান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে 'মুত্তাফিক'াঃ' (সর্বসম্মত) ফাত্ওয়া নামে অভিহিত করা হয়। ফেব্রুয়ারী, ১৯২০ খৃস্টাব্দে বোম্বাইতে নিখিল ভারত খিলাফাত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং সুবহ'ানী ইহার 'উলামা' অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন (Rabinson, Soparatism, p. 92)। সেই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে নিখিল ভারত খিলাফাত কনফারেন্স আবার অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতায় এবং 'আবদু'ল-মাজীদ বাদাউনী (মৃ. ১৯৩১)-এর স্থলে সুবহ'ানী ইহার সভাপতিত্ব করেন। তিনি যুক্ত প্রদেশের প্রাদেশিক খিলাফাত কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন ও জিলা খিলাফাত কনফারেন্সগুলিতে বহুবার সভাপতিত্ব করেন (ঐ, পৃ. ৩২৫)।

১৯১৯ খৃ. (নভেম্বর) যে সকল 'আলিমের প্রচেষ্টায় জাম'ইয়্যাত-

ই-'উলামা'-ই-হিন্দ প্রতিষ্ঠিত হয় সুবহ'ানী ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। জাম'ইয়্যাতের বিভিন্ন কনফারেন্সে তাঁহার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। একই বৎসর তিনি উর্দু ভাষার উন্নতিকল্পে কানপুরে হ'ালাক'া-ই-আদাবিয়্যাঃ স্থাপন করেন।

বৃটিশ শাসকদের সহিত অসহযোগ আন্দোলনের সময় সমগ্র ভারতে প্রচলিত বিচারালয় হইতে পৃথক শারী'আত-'আদালাত স্থাপনের লক্ষে "আমীর-ই-শারী'আত প্রতিষ্ঠান"-এর ধারণার সর্বপ্রথম উদ্ভাবক ছিলেন সুবহ'ানী ও মাওলানা আবু'ল-কালাম আযাদ। এই ধারণার বাস্তবায়ন আরম্ভ হয় বিহার প্রদেশ হইতে। ১৯২১ খৃ. (জুন, ২৫-২৬) পাটনায় অনুষ্ঠিত বিহার প্রাদেশিক জাম্‌'ইয়্যাত-ই-'উলামা'র অধিবেশনে বিহারের আমীর নির্বাচিত ও তাঁহার কাউন্সিল গঠিত হয়। এই অধিবেশনের বক্তৃতায় সুব্‌হ'ানী ও মাওলানা আযাদ সমগ্র ভারতের মুসলিমগণকে নির্ধারিত ধর্মীয় নেতাগণের ও একজন সর্বসম্মত কর্তৃত্বাধিকারী আমীরের অধীনে সংগঠিত করার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প পেশ করেন (Minault, Khilafat, p. 153; Robinson, Separatism, p. 329)।

রাজনীতি ইসলামের গণ্ডীর বাহিরে নহে এবং দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা 'আলিমগণের অন্যতম প্রধান কর্তব্য—এই মতবাদের শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকগণের মধ্যে ছিলেন সুব্‌হ'ানী। ১৯২১ খৃস্টাব্দে বিহারে আমীর-ই-শারী'আত প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনের সময় তিনি ঘোষণা করেন, 'উলামা'র মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা ও তাঁহাদিগকে মাদ্‌রাসার সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করা একটি অতীব প্রয়োজনীয় কাজ (Minault, Khilafat, p. 150)।

মুসলিম লীগ, খিলাফাত আন্দোলন ও জাম্‌'ইয়্যাত-ই-'উলামা'-র কনফারেন্সসমূহে সুব্‌হ'ানী বলিতেন: বৃটিশ শাসনের কারণে ইসলাম ধর্ম বিপদাপন্ন, ধর্ম রক্ষার্থ এই শাসন ধ্বংস করিতেই হইবে ও ইহার একমাত্র উপায় হইতেছে: ভারতীয় মুসলিমগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় ভারতের জন্য "পূর্ণ স্বাধীনতা" দাবী করিবে, প্রয়োজন হইলে অস্ত্রধারণ করিবে এবং ইহা ইসলামী বিধানে ন্যায়সঙ্গত। তিনি মত প্রকাশ করিলেন, ভারতীয় সৈন্যদল ও পুলিশ বিভাগে মুসলিমদের চাকুরী করা হ'ারাম, তাই এই চাকুরী হইতে তাহাদিগকে ইস্তিফা দিতে হইবে। কু'রআন ও হ'াদীছ' হইতে উদ্ধৃতি দিয়া ও প্রয়োজনমত দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া সুব্‌হ'ানী এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইতেন। (Robinson, Separatism, pp. 332, 314, 330; Minault, Khilafat, p. 182; Pirzada, Foundation, p. 565)।

খিলা:ফাত আন্দোলন দুর্বল হইয়া পড়িলে (১৯২৩-২৪ খৃ.) সুব্‌হ'ানী ভারতীয় কংগ্রেসে গান্ধীজীর সহিত মুসলিমদের পক্ষে সহযোগিতা করিতে থাকেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ভারতের বিভিন্ন শহরে তিনি আবু'ল-কালাম আযাদসহ বহু সভার আয়োজন করেন ও খুতাবান ভাষণ দেন। ১৯২৩ খৃস্টাব্দে তিনি যুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তখন হইতে তাঁহার চিন্তাধারায় সামান্য পরিবর্তন দেখা দেয়: গোঁড়া মুসলিম ভাবাদর্শের স্থলে তিনি তখন কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেন (Robinson, Separatism, pp. 337-341, 426)। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসের হিন্দু-ঘেঁষা নীতির কারণে তিনি ভারতীয় কংগ্রেস হইতে পৃথক হইয়া পড়েন। ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণকে ভারতের মুসলমানগণের ধর্মাচরণ সম্বন্ধে অবহিত করার নিমিত্ত সমুদ্রপথে তিনি কায়রো গমন করেন ও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনমাস যাবত 'আরবী ভাষায় উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। কায়রো হইতে তিনি লণ্ডন গমন করেন ও যুরোপের অন্য কয়েকটি শহর ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি আমেরিকা পৌঁছেন এবং তথায় ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। নিউইয়র্কের মুসলিম সোসাইটিতে Islam and Christianity শীর্ষক ইংরেজী ভাষায় লিখিত যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার পাণ্ডুলিপি এখনও সংরক্ষিত আছে। আমেরিকা হইতে তিনি মক্কা মু'আজ্‌জ'ামাঃ আসেন ও বাদশাহ্‌ সা'উদের বিশেষ মেহমান হিসাবে তথায় তিন মাস অবস্থানকালে তিনি সা'উদী 'আরবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার কার্যে সহায়তা করেন। অতঃপর হ'াজ্জ সমাপন পূর্বক তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে পুনরায় আত্মনিয়োগ করেন।

ভারতের কতিপয় খ্যাতনামা 'আলিম যখন জাম্‌'ইয়্যাত-ই-'উলামা'-ই-ইসলাম গঠন করেন, সুব্‌হ'ানী তখন জাম্‌'ইয়্যাত-ই-'উলামা'-ই-হিন্দ (প্রতিষ্ঠিত ১৯১৯ খৃ.) হইতে পৃথক হইয়া এই সংগঠনে যোগদান করেন ও ভারতীয় মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির দাবী আদায়ের কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি সিলেট, ময়মনসিংহ, বর্ধমান ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া এই দাবীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। এই সময় তিনি ভারতের মুসলিমদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হন ও ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় গড়ের মাঠের 'ঈদের সমাবেশে ইমামাত করিবার জন্য কংগ্রেসপন্থী মাওলানা আবু'ল-কালাম আযাদের স্থলে তাঁহাকেই মনোনীত করা হয়।

দেশ বিভাগের পর সুব্‌হ'ানী ভারতেই থাকিয়া যান ও স্বীয় মতবাদ ও চিন্তাধারা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার চিন্তাধারা 'রাব্বানী দর্শন' নামে পরিচিত। তাঁহার মতে এই দর্শন গভীর চিন্তার ফল ও পবিত্র কু'রআনের মর্মসংগত; হযরত মুহ'াম্মাদ (স.) ছিলেন রাব্বানীদের নেতা (امام الربانيين) (আযাদ সুবহ'ানী, তায্‌কিরাঃ-ই-মুহ'াম্মাদী, লক্ষ্ণৌ, তারিখ-বিহীন, পৃ. ৬; ঐ লেখক, বিপ্লবী নবী, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৮০)। রাব্বানী ভাবধারা লিপিবদ্ধ করা ছাড়াও তিনি জামা'আত-ই-রাব্বানী (جماعت ربانى) বা জাম'ইয়্যাত-ই-রাব্বানিয়্যাঃ (جمعيت ربانية) বা হ'ালাক'াতু'র-রাব্বানিয়্যীন (حلقة الربانيين) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। ইহার কেন্দ্রীয় অফিস ছিল গোরখপুরে ও স্থানীয় অফিস লক্ষ্ণৌর লালাবাগে। সুব্‌হ'ানী নিজেই ছিলেন ইহার চেয়ারম্যান। ইহার সদস্যগণ পরস্পরের সহিত সাক্ষাতকালে বলিতেন, "আমরা আল্লাহ্‌র খালীফাঃ (نحن خليفة الله)।" সুব্‌হ'ানী-র জীবদ্দশায় 'জামি'আঃ-ই-রাব্বানিয়্যাঃ' (جامعة ربانية) নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তাঁহার ধন-সম্পত্তি ইহার সংগঠনে ব্যয় করেন। তাঁহার পুত্র হ'াসান সুব্‌হ'ানী ছিলেন রাব্বানী লাইব্রেরী ও রাব্বানী অফিসের পরিচালক। তিনি রাব্বানী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'শায়খ'-ও ছিলেন। ইহার ঘর-বাড়ী এখনও বিদ্যমান আছে, কিন্তু রাব্বানী আন্দোলন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারত অপেক্ষা বাংলাদেশে ইহা অধিককাল স্থায়ী ছিল। বাংলাদেশের যে সকল মনীষী রাব্বানী দর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে আবুল হাশিম (র.) ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (র.) বিশেষ উল্লেখযোগ্য (আযাদ সুবহানী, বিপ্লবী নবী, ৩য় সং., ঢাকা ১৯৮০,

পৃ. ৭; ফিরোজ আল-মুজাহিদ, মওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন, ঢাকা ১৯৮২, পৃ. ৬৮-৭৪)।

খিলাফাত আন্দোলন স্তিমিত হইবার পর সুব্‌হ়ানী কানপুরে শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। এই সময় কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রতি তাঁহার একটু ঝোঁক পরিলক্ষিত হয় (Robinson, Separatism, p. 426), দেশ বিভাগের পর রাশিয়া সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাশিয়ানদের বিরোধিতা করা মানবতার বিরোধিতা করার সমতুল্য বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। এই কারণে কেহ কেহ তাঁহাকে কমিউনিস্ট ভাবধারার পৃষ্ঠপোষক বলিয়া অভিযুক্ত করিয়া থাকে।

হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৭ বৎসর বয়সে সুব্‌হ়ানী গোরখপুরে ইন্তিকাল করেন ও তথায় সমাধিস্থ হন। তাঁহার পুত্র হ়াসান সুব্‌হ়ানী রাব্বানী উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ভারতের 'ক়াওমী আওয়ায' পত্রিকার সম্পাদক।

সুব্‌হ়ানী কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁহার কয়েকটি নিবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত সাতটি সমধিক প্রসিদ্ধ:

(১) তায্‌কিরাঃ-ই-মুহ়াম্মাদী, বাংলা অনুবাদ, বিপ্লবী নবী, ৩য় সং., ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০; (২) তাফ্‌সীর-ই-রাব্বানী কা মুক়াদ্দিমাঃ; (৩) দি়য়াউ'ল-কু়রআন; (৪) আল-ফাল্‌সাফাতু'র-রাব্বানিয়্যাঃ; (৫) যাবূর-ই-রাব্বানিয়্যাত; (৬) সাফারনামাহ-ই-য়ুরোপ ওয়া আমেরিকা; (৭) আল-কুল্লিয়্যাত। এই গ্রন্থগুলি দাইরাঃ-ই-রাব্বানিয়্যাঃ, লক্ষ্ণৌ, কর্তৃক (তারিখবিহীন) প্রকাশিত ও ইহাদিগকে জামি'আঃ রাব্বানিয়্যার পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হইয়াছিল। সুব্‌হ়ানীর মতে, ইসলাম একটি বিপ্লবী ধর্ম ও হযরত মুহ়াম্মাদ (স) ছিলেন বিশ্বের সেরা বিপ্লবী নেতা; এই মতের আলোকে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ রচিত।

একজন সূফী 'আলিম হিসাবে সুব্‌হ়ানী তাঁহার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ইসলামের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতেন। তিনি ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর ও বিনয়ী; তিনি নিজ নামের সহিত 'গুনাহ্‌গার', 'ফাক়ীর' 'অপরাধী' ইত্যাদি বিনয়সূচক শব্দ যোগ করিতেন (সুব্‌হ়ানী, তায্‌কিরাঃ, পৃ. ৫)। বাগ্মিতা তাঁহার এক বিশেষ গুণ ছিল; অত্যন্ত তেজস্বী ভাষায় দীর্ঘ বক্তৃতাদানে তিনি সক্ষম ছিলেন, (Minault, Khilafat, p. 46)। শিক্ষকতা কাল হইতেই ক়াদিরিয়্যাঃ ত়ারীক়াঃ-র সহিত তাঁহার কিছু সম্পর্ক ছিল (Robinson, Separatism, p. 426), কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের সূফী হওয়ার চেষ্টা তিনি করেন নাই। ধন-সম্পদের প্রতি তাঁহার লোভ ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) আযাদ সুব্‌হ়ানী, তায্‌কিরাঃ-ই-মুহ়াম্মাদী, লক্ষ্ণৌ, তা. বি.,। (২) ফিরোজ আল-মুজাহিদ, মওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন, ঢাকা ১৯৮২। (৩) Abul Hashim, The Creed of Islam, Dhaka 1980; (৪) Gail Minault, The Khilafat Movement, Delhi 1982; (৫) Francis Robinson, Separatism Among Indian Muslims, Cambridge, England, 1974; (৬) Syed Sharifuddin Pirzada, Fundations of Pakistan, All-India Muslim League Documents, vol. I. Dhaka, n. d.

ডঃ মুহাম্মদ আবুল কাসেম

আযান (أذان: আয়া়ান)—ঘোষণা, শুক্রবারের জুমু'আর স়ালাত ও দৈনিক পাঁচ ওয়াক়্ত স়ালাতে যোগদানের আহ্বানসূচক বাক্য সৃষ্টির পারিভাষিক নাম। হ়াদীছ অনুযায়ী মদীনায় হিজরাতের (এক বা দুই বৎসর) পর হযরত (স) মুসলিমদের নিকট স়ালাতের সময় ঘোষণার প্রকৃষ্ট উপায় সম্পর্কে স়াহ়াবীদের সহিত আলোচনা করেন। কেহ সালাতের সময় আগুন জ্বালিবার প্রস্তাব করিলেন, কেহ বলিলেন সিঙ্গা ফুঁকিবার বা "নাক়ূস" বাজাইবার কথা (এক খণ্ড লম্বা কাঠকে তৎসংযুক্ত আর এক খণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা আঘাত করিলে যে শব্দ হয় সে শব্দে প্রাচ্যের খৃষ্টানগণ তখনকার দিনে প্রার্থনার সময় ঘোষণা করিত এবং ইহাকেই নাক়ূস বলা হইত)। তখন 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যায়দ (রা) নামক জনৈক আনসারী বলেন যে, তিনি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে মসজিদের ছাদে উঠিয়া কয়েকটি বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে মুসলিমগণকে স়ালাতে আহ্বান করিতে দেখেন। হযরত 'উমার (রা)-ও একই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণনা হ়াদীছে পাওয়া যায়। তিনিও ঐ আহ্বান প্রণালীর প্রস্তাব করেন। সকলে তাহাতে সম্মত হওয়ায় হযরত (স)-এর আদেশে এই আযান প্রবর্তিত হয়। তখন হইতে হযরত বিলাল (রা) আয়া়ান ধ্বনিতে মু'মিনগণকে স়ালাতের আহ্বান জানাইতেন এবং অদ্যাপি স়ালাতের সময় সেই আয়া়ানই দেওয়া হয়।

সুন্নী মুসলিমদের আয়া়ান নিম্নোক্ত সাতটি বাক্য লইয়া গঠিত:

১। "আল্লাহু আক্‌বার" (আল্লাহ্‌ শ্রেষ্ঠতম) চারিবার বলিতে হয়, ইমাম মালিকের মতে দুইবার।

২। আশ্‌হাদু আ'ল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য নাই) দুইবার।

৩। আশ্‌হাদু আন্না মুহ়াম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌ (আমি সাক্ষ্য দিতেছি মুহ়াম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ) দুইবার।

৪। হ়ায়্যা 'আলা'স-স়ালাঃ (স়ালাতের দিকে আইস) দুইবার।

৫। হ়ায়্যা 'আলা'ল-ফালাহ় (মুক্তির দিকে আইস) দুইবার।

৬। আল্লাহু আক্‌বার, দুইবার।

৭। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌ ভিন্ন উপাস্য নাই) একবার।

২য় ও ৩য় বাক্য দুইবার উচ্চারণের পর অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে তৃতীয় বার উচ্চারণ করাকে তারজী' বলা হয় এবং সাধারণত বিধিবদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, কেবল হ়ানাফীরাই ইহা নিষেধ করেন। প্রাতঃকালীন স়ালাতের "আস-স়ালাতু খায়রুম মিনা'ন-নাওম" (নিদ্রার চেয়ে স়ালাত উত্তম), এই শব্দগুলি আযানের ৫ম বাক্যের পর দুইবার উচ্চারণ করা হয়। শী'আ সম্প্রদায় আযানের ৬ষ্ঠ বাক্যের পূর্বে আর একটি বাক্য "হ়ায়্যা 'আলা খায়রি'ল-'আমাল" (উত্তম কার্যে আইস) যোগ করেন। শী'আরা সর্বশেষ বাক্যটি দুইবার উচ্চারণ করেন। সুন্নী ও শী'আদের আয়া়ানের মধ্যে এইটুকু পার্থক্য আছে।

আয়া়ান উচ্চারণের সময় শ্রোতারা আয়া়ানের বাক্যগুলি অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করে। তবে ৪র্থ ও ৫ম বাক্যের পরিবর্তে তাহারা "লা হ়াওলা ওয়ালা কু়ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্‌" (আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্যের কোন শক্তি বা ক্ষমতা নাই) বলে। "আস-স়ালাতু খায়রুম মিনা'ন-নাওম" বলিবার সময় শ্রোতারা বলে, 'স়াদাক়্তা ওয়া বারার্‌তা"—তুমি সত্য বলিয়াছ ও ঠিকই বলিয়াছ।

আয়া়ানের পর একটি দু'আ' পড়ার রীতি আছে যাহাতে আয়া়ানের কথাগুলিতে যে আহ্বান সূচিত হয় সেই আহ্বানকে একটি পূর্ণ পরিণত আহ্বানরূপে এবং স়ালাতকে একটি চিরস্থায়ী অনুষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি

দেওয়া হয়। সংগে সংগে মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁহার যোগ্য মর্যাদা এবং প্রতিশ্রুত উচ্চস্থান প্রদানের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয়।

আযানের কোন নির্দিষ্ট সুর নাই। বাক্যগুলির যথাযথ উচ্চারণের সহিত যে-কোন পরিজ্ঞাত সুরের সংযোগ করা যাইতে পারে (Snouck Hurgronje, Mekka. ২য় খণ্ড, ৮৭ পৃ. দেখুন)। মক্কায় যুগপৎ বিভিন্ন সুর কানে ভাসিয়া আসে; সেখানে আযান একটি অত্যন্ত উন্নত কলা। কতেক হাম্বালী 'আলিম আযানে কোন সুর সংযোগের পক্ষপাতী নহেন।

ইসলাম মুসলমানকে জামা'আত বা সংঘবদ্ধ সুষ্ঠু জীবন পরিচালনে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রশিক্ষণরূপে সংঘবদ্ধ সালাতের উপর অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। এই কারণে মুসলমান যখন গৃহে বা মাঠে সালাত অনুষ্ঠানে উদ্যত হয়, তখন তাহার পক্ষে অনুমোদিতভাবে উচ্চৈঃস্বরে আযান দেওয়া শ্রেয়, যাহাতে ইচ্ছুক শ্রোতাগণ সালাতে যোগদান করিতে পারে। মসজিদে জুমু'আঃ এবং প্রাত্যহিক পাঁচ সালাতের সময় আযান অবশ্য কর্তব্য।

দুই 'ঈদের সালাত, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সালাতের জন্য "আস-সালাতু জামি'আঃ" (সালাতের জামা'আত আসন্ন), এই একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করিয়া সালাতের জন্য আহবান করিতে হয়। এই বাক্যটি হযরত (স)-এর সময় হইতেই চালু আছে বলিয়া বর্ণিত হয় (দ্র. I-Goldziher in ZDMG 49, 315)।

ইসলামের প্রথম হইতেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আযানের বাক্যগুলির মধ্যে যে সাধারণ [illegible] পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য মাক্‌রীযীর 'খিতাত', ২য় খণ্ডে, (২৬৯ পৃ.) পাওয়া যাইবে।

মুসলিমগণ নবজাত শিশুর জন্মের পরেই তাহার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামাত উচ্চারণ করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের—যথা ঝড়, মহামারী ইত্যাদির সময় ঘন ঘন আযান উচ্চারণের রীতি প্রচলিত। তাহা ছাড়া কাহারও উপর জিনের প্রভাব পড়িয়াছে মনে হইলে কোন কোন অঞ্চলে তাহার ডান কানে আযানের বাক্যগুলি উচ্চারণ করা হয়। (Lane, Arab. Society in the Middle Ages. ১৮৬ পৃ., Snouck Hurgronje, মক্কা, ২য় খণ্ড, ১৩৮ পৃ. দেখুন)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বুখারী, সাহীহ, কিতাবু'ল-আযান (French Translation of O. Houdas and W. Marcais, i. 209 পৃ., (২) A. N. Latthews, মিশকাতু'ল-মাসাবীহ, ১৪১ প., এবং অন্যান্য হাদীছ সংগ্রহ গ্রন্থ ও ফিক্‌হ গ্রন্থ সমূহ।

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'আযাব (عذاب : 'আযাব), আল্লাহ্ বা কোন শাসক প্রদত্ত যন্ত্রণা, কষ্ট, (দৈহিক বা মানসিক) ক্লেশ, এক কথায় দণ্ড ('উকূবাঃ)। ইহাতে দণ্ড প্রদানকারীর পক্ষে তাহার ক্ষমতার প্রয়োগ যেমন সূচিত হয়, তদ্রূপ ন্যায়বিচারের প্রতি তাহার আকর্ষণও পরিলক্ষিত হয়। কু'রআনে আল্লাহর বিচারের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্যক্তি বিশেষ ও সমগ্র জাতির উপর ইহলোক ও পরলোক উভয় জীবনেই প্রযোজ্য। প্রধানত আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস, নবীদের প্রতি অবিশ্বাস ও আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে 'আযাব-এর কথা কু'রআনে উল্লিখিত হইয়াছে। (যথা, 'আদ, ফির'আউন, লূত, নূহ ও ছামূদ কাওম প্রভৃতির পরিণামের বিবরণ দ্র.)। পরকালের শাস্তি কবরেই আরম্ভ হয় ('আযাবু'ল-কাবর), এ বিষয়ে 'জাহান্নাম এবং মুনকার ও নাকীর দ্র'।

শারী'আতে শাস্তি চারি প্রকার :

১। কিসাস অর্থাৎ দৈহিক অপরাধের জন্য অনুরূপ দৈহিক শাস্তি। এই নীতি অনুযায়ী অপরাধীকে নিহত, আহত বা অঙ্গহীন করা যাইতে পারে। (কিসাস দ্র.)

২। দিয়াত বা দিয়াঃ অর্থাৎ রক্তপাত বা অংগহানির জন্য অর্থদণ্ড। বাদী কিসাসের অধিকার ত্যাগ করিলে কিংবা কিসাস গ্রহণ অসম্ভব হইলে বা উহার অনুমতি প্রদত্ত না হইলে (দিয়াঃ, দ্র.) দিয়াতের ব্যবস্থা হয়।

৩। হাদ্দ অর্থাৎ শারী'আত নির্ধারিত শাস্তি যাহা বাড়ান বা কমান যায়না। যথা, পাথর মারিয়া হত্যা করা, নির্দিষ্ট সংখ্যক বেত্রাঘাত, হস্ত কর্তন (হাদ্দ দ্র.)।

৪। তা'যীর অর্থাৎ বিচারকের বিবেচনানুযায়ী প্রদত্ত শাস্তি। ইহা কারাদণ্ড, নির্বাসন, দৈহিক শাস্তি, কর্ণমর্দন, তিরস্কার বা যে কোন প্রকার অবমাননাজনক কার্য হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিচারক অপরাধীর মুখে কালি মাখাইতে, তাহার চুল কাটাইয়া দিতে বা তাহাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাইতে পারেন ইত্যাদি (তা'যীর দ্র.)।

মুসলিম আইনে শাস্তি আল্লাহর অধিকার (হাক্কুল্লাহ্) বা মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার (হাক্কু'ল-'ইবাদ) হইতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে শাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের (বা তাহার আত্মীয়-স্বজন বা ওয়ারিছের) অধিকার ও দাবীর প্রেক্ষিতে প্রদত্ত হয়। যেমন, কিসাস প্রদত্ত হয় বাদীর ব্যক্তিগত অধিকার হিসাবে।

আল্লাহর বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত শাস্তিকে ইসলামী আইনের এক বিশেষ নীতি অনুযায়ী "হাক্কুল্লাহ্" রূপে গণ্য করা হয়। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, প্রকৃতপক্ষে তিনি বান্দার শাস্তি কামনা করেন। দণ্ড আল্লাহর অধিকাররূপে বিবেচিত হইলে অপরাধী যতদূর সম্ভব তাহার অপরাধ গোপন করিয়া অথবা তাহার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিয়া গোপন ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা বৈধ। এইরূপ অবস্থায় সাক্ষীগণের পক্ষে অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেওয়া, বিচারকের পক্ষে অপরাধীকে শাস্তি এড়াইবার সুযোগ দেওয়া, অপরাধীকে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের সুবিধা দান করা অবৈধ নহে। তবে অপরাধী যুগপৎভাবে কোন মানুষের অধিকার হরণ বা ক্ষুণ্ণ করিলে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার শাস্তি দাবী করিলে কাহারো পক্ষে অপরাধীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন বৈধ নহে।

আইনে নির্ধারিত শাস্তির (হাদ্দ) বেলায় বিচারকের কোন স্বাধীনতা নাই এবং তিনি শাস্তি প্রদান করিতে বাধ্য। শেষোক্ত শাস্তির ক্ষেত্রে অপরাধীর পক্ষে সুপারিশ করা অবৈধ, করা হইলে তাহা গ্রহণের অনুমতি নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে আসামীর অপরাধ প্রমাণের জন্য বরাবরই খুব কঠিন আইনানুমোদিত প্রমাণের প্রয়োজন। যথা, ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারিজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে আইনের বিধান এত কঠিন যে, শাস্তি প্রদান প্রায়ই সম্ভবপর হয় না। কার্যত নির্ধারিত শাস্তি কেবল একটি মাত্র নিশ্চিত ভিত্তি অর্থাৎ অপরাধীর স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে নির্ধারিত শাস্তি তাওবার শামিল।

গ্রন্থপঞ্জী : বিভিন্ন মাযহাবের ফিক্‌হ গ্রন্থগুলি ব্যতীত শাফি'ঈ মতবাদের জন্য : (১) E. Sachau., Muhamm. Recht nach Schafiitischer Lehre (Berlin 1897), p. 757-849.

(২) Snouck Hurgronje, in ZDMG, liii. 161 প. (= Verspr. Gesch. ii, 408 প.) ; (৩) do., Mr. L. W. C. Van den Berg's beoefening Van het Mohamm. recht, ii. 49-61 (= Verspr. Geschr. ii. 188-201), হ'নাফী মতবাদের জন্য ঃ (৪) J. Kresmarik, in ZDMG, (lviii 69-133, 316-360, 539-581, (৫) L. W. C. van den Berg, Le droit Penal de la Turquie (in La legislation Penale comparee, Berlin 1893) ; (৬) G. Bergstrasser, Grundzuge, des Isl. Rechts, Berlin 1935, p. 96 প. ; (৭) J. P. M. Mensing, De bepaalde straffen in het Hanbalietische recht, Leiden 1936 ; (৮) A. Von Kremer Culturgesch. des Orients unter den Chalifen, i. 459-469. 540 প. ; মালিকী মতের জন্য (৯) M. B. Vincenr, Etudes sur la loi musulmane (rite de Malek) ; (১০) Legislation Criminelle (Paris 1842) ; (১১) I. Goldziher, in Zum altesten Strafrecht der Kulturvolker, Fragen zur Rechtsvergleichung, gestellt von Th.-Mommsen, beantwortet von H. Brunner. C. S. (Leipzig 1905) p. 102 প. ; (১২) J. Kohler, in Zeitschr. fur vergl. Rechts-Wissensch., viii. 238-261, O. Procksch, Uber die Blutrache bei den vorislamischen Arabern, und Muhammeds Stellung zu ihr (Leipzig 1899) ; (১৩) J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums (2nd. ed., Berlin 1897), p. 186. প. ।

W. Juynboll (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আযার (آزر) হযরত ইবরাহীম ('আ)-এর পিতা (৬ ঃ ৭৫)। এই আয়াতে ইবরাহীম ('আ)-এর পিতারূপে আযার-এর নাম উল্লেখিত হইয়াছে, কিন্তু অন্য দুইটি আয়াতে (৯ ঃ ১১৪ এবং ৪৩ ঃ ২৬) কেবল ইবরাহীম ('আ)-এর পিতার উল্লেখ আছে, "আযার" নামটির উল্লেখ নাই, তবে একই ব্যক্তি অর্থাৎ আযারকেই নিঃসন্দেহে বোঝান হইয়াছে। মুসলিম লেখকগণ বাইবেলের বর্ণনার (Genesis 11 : 26) উপর নির্ভর করিয়া ইবরাহীম ('আ)-এর পিতার নাম বাইবেলোক্ত Terah এবং কু'রআানোক্ত (آزر)-এর মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। যথা, ইব্ন হ'াবীবের কিতাবু'ল-মুহ'াব্বারে উক্ত হইয়াছে ঃ "تارح و هو آزر" (তারাহ' অর্থাৎ আযার) এবং রাগি'বের মুফ্রাদাতে বলা হইয়াছে ঃ "তাঁহার অর্থাৎ ইবরাহীম ('আ)-এর পিতার নাম তারাহ' ছিল। উহাকে 'আরবীতে আযার করা হইয়াছে" ইত্যাদি।

তারাহ' ও আযার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য তাফসীরু'ল-মানার ৭খ, ৫২৫ পৃ. দেখুন। এই আলোচনায় সংক্ষিপ্তসার এই ঃ আমাদের মুফাস্সির, ঐতিহাসিক এবং ভাষাবিদগণের মতে, ইবরাহীম ('আ)-এর পিতার নাম ছিল তারাখ (تارخ) অথবা তারাহ' (تارح) এবং আযার ছিল তাহার উপাধি, অথবা আযার ছিল তাঁহার ভ্রাতা অথবা পিতার নাম অথবা একটি দেব মূর্তির নাম। আল-মু'জাম এবং আল-কা'রকা' হইতে বর্ণনায় দেখা যায় যে, বংশ-তালিকাবিদ এবং ঐতিহাসিকদের মতে ইবরাহীম ('আ)-এর পিতার নাম তারাখ অথবা তারাহ'। মুহ'াদ্দিছ' ও ঐতিহাসিকগণের মতগুলি উদ্ধৃত করিবার পর আল-মানারের রচয়িতা বলিতেছেন, যদি এই আযারের নাম সংক্রান্ত বিভিন্ন মতের সমন্বয় সাধন করা যায় তাহা হইলে উত্তম। নতুবা আমরা ঐতিহাসিকদের কথা ও বাইবেল-এর বর্ণনা পরিত্যাগ করিব ; কারণ ঐগুলি আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য নহে, ইত্যাদি।

কেহ কেহ বলেন, আযার ইবরাহীম ('আ)-এর দাদা বা চাচাও হইতে পারে (স্যার সায়্যিদ আহ'মাদ খাঁ, তাফসীরু'ল-কু'রআান, আগ্রা, ১৩২২ হি. ১৯০৪ খৃ., ৬ ঃ ৭৫ ; আবু'ল-কালাম আযাদ, তারজুমানু'ল-কু'রআান, দিল্লী, ১৯৩১ খৃ., ১খ, ৪৩১ ; মুহ'াম্মাদ 'আলী, The Holy Qur'an. ৬ ঃ ৭৫, টীকা ৭৯০) ; কারণ 'আরবীতে পিতামহকেও পিতা বলার রীতি আছে, অন্যপক্ষে কু'রআানে (২ ঃ ১৩৩) চাচা ইসমা'ঈল-কেও য়া'কূ'ব ('আ)-এর "آباء" বা পিতৃপুরুষের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। তবে এইরূপ ব্যবহারের জন্য একটি ইংগিতের প্রয়োজন যদ্দ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু আয়াত ৬ ঃ ৭৫ তে আযারকে ইবরাহীম ('আ)-এর "পিতা"-রূপে স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে, অথচ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার সূচক কোন ইংগিত নাই।

কু'রআান ব্যতীত বাইবেলেও আযারের মূর্তিপূজার কথা উল্লিখিত হইয়াছে (যোশুয়া ২৪ ঃ ২)। মুসলিম ও য়াহূদী উভয় সূত্রেই জানা যায় যে, আযার শুধু মূর্তিপূজক ছিল না, বরং মূর্তি নির্মাণ ও বিক্রয় করিত (দেখুন Sale, কু'রআানের ইংরাজী অনুবাদ ৭, ৯৫ পৃ. টীকা)। কু'রআান মাজীদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইবরাহীম ('আ)-এর প্রচার সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আযার প্রতিমা পূজা ছাড়ে নাই, বরং ইবরাহীম ('আ)-কে বহিষ্কার করিয়াছিল (১৯ ঃ ৪৬)। কিন্তু ইবরাহীম ('আ) তাহার পাপ ক্ষালনের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। বাস্তবে প্রার্থনা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, আযার আল্লাহ্র শত্রু (৯ ঃ ১১৪) তখন তিনি প্রার্থনা ক্ষান্ত করিলেন। খৃষ্ট ধর্মের ইতিহাসবেত্তা (Eusebius) Abram-এর পিতার নাম আথার (Athar) লিখিয়াছেন। ইহা আযারের অনুরূপ কোন হিব্রু নামের নামান্তর, 'আরবী ভাষায় প্রচলিত ছিল, যেমন হেনোক (ইংরাজী বাইবেলে Enoch) স্থানে ইদ্রীস। বাইবেলেও একই ব্যক্তির বিভিন্ন নাম দেখা যায়। যেমন, মূসা ('আ)-এর শ্বশুর Zethro, Zether, Hobob, Raguel, Reuel, দ্র. Exodus ২ ঃ ১৮, ১৮ ঃ ১ ইত্যাদি। কু'রআান (৭ ঃ ৮৫, ইত্যাদি) শু'আয়ব Reuel, Rauel (Numbers ঃ ১০/২৯) এবং উভয়ই হিব্রুতে رعوال, বাংলা অনুবাদে রূয়েল। কেহ কেহ মনে করেন, কু'রআানের ১৪ ঃ ৪১ হইতে বুঝা যায় যে, ইবরাহীম ('আ)-এর পিতামাতা উভয়েই মুসলিম ছিলেন বলিয়া ইবরাহীম ('আ) তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু আযারকে কু'রআানে স্পষ্টত পৌত্তলিক বলা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কু'রআান মাজীদ, হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহ ; (২) বাইবেল ; (৩) Jewish Encyclopaedia, 12 ; 107 ; (৪) রাগি'ব, আল-মুফ্রাদাত ফী গ'ারীবি'ল-কু'রআান ; (৫) ইব্ন হ'াবীব, কিতাবু'ল-মুহ'াব্বার ; (৬) ইব্ন মানজ়'র, লিসানু'ল-'আরাব ৫খ, ৭৬ ; (৭) ত'াবারী, তা'রীখ, ১খ, ২৫৩. প. ; (৮) কি'সাসু'ল-আনবিয়া', কায়রো ১৩৩৯. পৃ. ৫১ ; (৯) সুয়ূত'ী, কিতাবু'ল-ইত্কা'ান ৩১৮ ; (১০) ইব্ন 'আসাকির, আত-

তা'রীখু'ল-কাবীর ২খ. ১৩৪ ; (১১) S. Fraenkel in ZDMG ১০৬ : ৭২ ; (১২) A. Jeffery, Foreign vocabulary of Qur'an, ৫৩-৫৫ ; (১৩) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen 85, 86 ; (১৪) মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ, তাফসীরু'ল-মানার, কায়রো ১৩৩৭ হি., ৭খ, ৫৩৫-৫৩৮ পৃ. ; (১৫) Sale, English Tr. of the Qur'an, 95 Footnote ; (১৬) দা. মা. ই. আরবী, সং, ২/১ : ৩১।

'আবদু'ল মাজিদ দারয়াবাদী (দা. মা. ই)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

আয়াত (آية-আয়াঃ, বহুবচন আয়ি এবং আয়াত) এর অর্থ প্রকাশ্য নিদর্শন, চিহ্ন অথবা মু'জিযাঃ (অলৌকিক কার্য) অথবা কু'রআনের প্রবচন। কোন বস্তু চিনিবার উপায় বা নিদর্শন অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়। এই চিহ্ন বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। যথা, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁহার একত্ব প্রমাণের জন্য সমগ্র সৃষ্টিকে একটি নিদর্শন অথবা বিশেষ বিশেষ সৃষ্ট বস্তুকে এক একটি নিদর্শনরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। ভীতিপ্রদ ঘটনা বা বিপদাপদকেও চিহ্নিত করা হইয়াছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবার পক্ষে এক একটি আয়াত বা নিদর্শনরূপে। পয়গম্বরদের মু'জিযাঃ তাঁহাদের সত্যতা প্রমাণকারী নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত আয়াত শব্দটি উপদেশ অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। উল্লিখিত সকল অর্থে শব্দটি কু'রআনে ব্যবহৃত হইয়াছে (দেখুন : লিসানু'ল-'আরাব্ ১৮খ, ১৬৬ পৃ. 'আসি'ম, কা'মূস)। পারিভাষিক অর্থে আয়াত বলিতে সেই বাক্যকে বুঝায় যাহার একটি আরম্ভ এবং একটি সমাপ্তি আছে এবং কু'রআনের কোনও সূরার মধ্যে উহা বিদ্যমান। অন্য এক সংজ্ঞা অনুযায়ী "আয়াত কু'রআনের ঐ অংশ যাহার প্রারম্ভ পূর্ববর্তী হইতে এবং সমাপ্তি পরবর্তী হইতে বিচ্ছিন্ন।" (দেখুন, ত'াশ কুবরাযাদাঃ, মিফতাহ'সু-সা'আদাঃ, হায়দরাবাদ ১৩২৯ হি., পৃ. ২৫৩ ; মাওদূ'আতু'ল-'উলূম, ইস্তাম্বুল ১৩১৩ হি., ২খ, পৃ. ৩৮)। কিন্তু উপরোক্ত সংজ্ঞার ব্যতিক্রম কয়েকটি অক্ষরসমষ্টি পূর্ণ আয়াতরূপে স্বীকৃত। উদাহরণ : الم (২ : ১) المص (৭ : ১) এক একটি আয়াতরূপে গণ্য, অথচ الر (১২ : ১) পূর্ণ আয়াত নহে। ইহা ছাড়া, কোন পূর্ণ অর্থ প্রদান করে না এমন কতেক শব্দ-সমষ্টি পূর্ণ আয়াতরূপে গণ্য। যথা, সূরা ফাতিহা-তে الرحمن الرحيم, সূরা আর-রাহ'মান-এ مدهامتان (৫৫ : ৬৪)। হযরত (স') যেইভাবে (توقيفي) এইগুলির আবৃত্তি শুনিয়া সা'হা'বাঃ (রা)কে শিক্ষা দিয়াছেন সেইভাবে এইগুলি রক্ষিত হইয়াছে। আবার কতগুলি দীর্ঘ আয়াত অর্ধ পৃষ্ঠা (যথা ৪ : ১২) এমনকি পূর্ণ এক পৃষ্ঠা (যথা ২ : ২৮২) জুড়িয়া রহিয়াছে। (حمدی نازر : حق دینی ان دلی ج، استانبول ۱۹۳۱ ع مقدمه ص ۲۳)

আয়াতগুলি ফাসি'লাঃ (فاصلة ج فواصل) অর্থাৎ ছেদ চিহ্ন দ্বারা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া থাকে। আয়াত-এর শেষ শব্দের শেষ অক্ষরকে ফাসি'লার অক্ষর বলা হয়। যথা, সূরাঃ ফাতিহা'তে ফাসি'লার অক্ষর نون ও ميم এবং সূরাঃ বাক'ারাতে-لام - قاف - راء - باء - دال - نون - ميم

কু'রআনের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার হিসাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : মক্কী ও মদনী। এই দুইটি পারিভাষিক শব্দ সাধারণত তিনটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা, (১) ঐ সমস্ত আয়াতকে মক্কী বলা যায় যাহা হিজরতের পূর্বেই হউক বা পরে, মক্কা বিজয়কালে অথবা হ'াজ্জা'তু'ল-বি'দা'-এর সময় মক্কায় নাযিল হইয়াছিল। যে আয়াতগুলি কোন সফরে বা অভিযানকালে নাযিল হইয়াছে, উহা মক্কীও নহে, মদনীও নহে। (২) মক্কী ঐ সমস্ত আয়াত যাহা মক্কাবাসী কাহারও সহিত সম্পর্কিত কোন উপলক্ষে নাযিল হইয়াছিল এবং মদনী ঐ সমস্ত আয়াত যাহা মদীনাবাসীর উপলক্ষে নাযিল হইয়াছিল। (৩) হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ আয়াতগুলি মক্কী এবং হিজরতের পর অবতীর্ণ আয়াতগুলি মক্কাতে নাযিল হইলেও মদনী। এই মতটি গ্রহণযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আরও প্রকারভেদ আছে। যথা, হ'াদা'রী (حضرى) অর্থাৎ গৃহে অবস্থানকালে নাযিল, সাফারী (سفرى) সফরের সময়ে নাযিল, সা'য়ফী (صيفى) গ্রীষ্মকালে নাযিল, শিতায়ী (شتائى) শীতকালে নাযিল, ফারাশী (فراشى) বিছানায় শায়িত অবস্থায় নাযিল, নাওমী (نومى) ঘুমন্ত অবস্থায় নাযিল, আরদ'ী (ارضى) ভূপৃষ্ঠে নাযিল এবং সামাব'ী (سماوى) ঊর্ধ্বলোকে নাযিল (দেখুন আল-ইৎক'ান ১খ, ১০ প., থানাব'ী : কাশ্শাফু ইস্'তি'লাহা'তি'ল-ফুনূন, কলিকাতা ১৮৬২, ১খ, ১০৫ প.; মিফ্তাহ''স-সা'আদাঃ ২খ, ২৩৮ ; মাওদূ'আতু'ল-'উলূম, ২খ, ১৬ প.।

আয়াতসমূহ তন্মধ্যস্থ বিধানের স্বরূপ হিসাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, মুহ'কামাত ও মুতাশাবিহাত এবং এই বিভাগের উল্লেখ কু'রআনে (৩ : ৭) ও পাওয়া যায়। মুহ'কামাত সেই সমস্ত আয়াত যাহাদের অর্থ সুস্পষ্ট, মুতাশাবিহাত, যাহাদের অর্থ সুস্পষ্ট নহে। শেষোক্ত আয়াতগুলি الحروف المقطعات (কতগুলি সূরায় প্রথমে অবস্থিত একক অক্ষর বা অক্ষরসমষ্টির)-এর ন্যায়। উহাদের অর্থ সুস্পষ্ট নহে বলিয়া উহাদের ব্যাখ্যা একাধিক হইতে পারে। (দেখুন আল-ইৎক'ান, ২খ, ১ ; মিফ্তাহ''স-সা'আদাঃ ২খ, ২৯১ ; এবং মাওদূ' 'আতু'ল-'উলূম, ২খ, ৯১)।

রাসূল (স')-এর সময়ই আয়াতের সংখ্যা গণনা করা হইয়াছিল। কু'রআনে উক্ত হইয়াছে, "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বারংবার আবৃত্তির সাতটি আয়াত (سبعا من المثانى) এবং মহান কু'র্আন দিয়াছি" (১৫ : ৮৭)। ভাষ্যকারগণের মতে ইহাতে সূরাঃ ফাতিহা'র প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যাহা সা'লাতে বারংবার আবৃত্তি করা হয়। এই সূরায় সর্বসম্মতভাবে সাতটি (سبعا) আয়াত আছে। হা'দীছ' হইতেও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (স')-এর জীবদ্দশায় কু'রআন মাজীদের আয়াতের সংখ্যা নির্ণয় করা হইয়াছিল।

তাফসীর বায়দা'াব'ীতে বলা হইয়াছে যে, সূরাঃ বাক'ারাতে ২৮১টি আয়াত আছে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, অধিকাংশের মতে কু'রআন মাজীদের অবতীর্ণ শেষ আয়াতটি সম্বন্ধে হযরত (স') বলেন, "ইহাকে বাক'ারার ২৮০তম আয়াতের পরে সন্নিবিষ্ট কর"। 'আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের ক'ারী (قارى-কু'রআন পাঠক)গণ কু'রআনের আয়াত সংখ্যা নির্ধারণ করিয়াছেন। কূফীদের মতে সংখ্যা : ৬২৩৬ (কথিত হয় ইহা হযরত 'আলী (রা)-এর উক্তি, ইহাই সাধারণত গৃহীত মত) ; বসরাবাসীদের মতে ৬২১৬, সিরিয়াবাসীদের মতে ৬২৫০, ইসমা'ঈল ইব্ন জা'ফার মদনীর মতে, ৬২১৪ (ইহাই ইরাকীদের মত), মক্কীদের মতে, ৬২১২। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্'উদ (রা)-এর মতে, ৬২১৮ ; হযরত 'আইশা (রা) এর মতে, ৬৬৬৬। আয়াতের আরম্ভ ও শেষ কোথায়, এই সম্বন্ধে মতভেদের কারণে সংখ্যায় এইরূপ তারতম্য হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থরাজি, এতদ্ব্যতীত দেখুন (১) কু'রতু'বী, আল-জামি' ফী আহ'কামি'ল-কু'রআন, ১ : ৫৭ ইঃ ; (২)

সুয়ূত'ী. ইৎক'ান, বাব ১, ১৯, ২৮, ৫৯, ৬২, ৬৩, (৩) Fleischer, Kleiner schriften, ১খ, ৬১৯. হ'াশিয়াঃ ২ ; (৪) Jeffery, Foreign vocabulary of the Kur'an, P. 72, 73 ; (৫) A Spitaler Die Verozah-lung des Qurans ; 1935। (৬) C. A. Keller, Das Wart Othals offenbarungszeichen Gottes 1946, (৭) R. Bell, Introduction to the Quran, P. 153-154.

আহ'মাদ আতিশ (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

'আইশাঃ (**عائشة**) (রা) বিন্ত আবী বাকর (রা), রাসূল (স')-এর প্রিয় পত্নী। ইনি হিজরতের আট কিম্বা নয় বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন (৬১৩-৪)। তাঁহার মাতা ছিলেন উম্মু রূমান বিন্ত 'উমায়র ইব্ন 'আমির। হযরত 'আইশাঃ (রা)-এর নিজের কোন সন্তান না থাকিলেও তাঁহার কুন্য়া ছিল তাহার ভগিনী-পুত্র 'আবদুল্লাহ ইব্ন-যুবায়রের নামানুসারে উম্মু 'আবদিল্লাহ্। খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকালের পর 'উছ'মান ইবন মাজ'উন (রা)-এর পত্নী খাওলাঃ বিন্ত হ'াকীম (রা) হযরত (স')-এর সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করেন। হযরত (স') বিবাহ করিতে রাজী হন এবং খাওলাঃ 'আবু বাক্র (রা)-এর নিকট প্রস্তাব করেন। পূর্বে জুবায়র ইব্ন মুত'ইম-এর সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়াছিল বলিয়া আবু বাক্র (রা) ইতস্তত করিতে থাকেন। পরে স্বয়ং জুবায়র ইব্ন মুত''ইম-ই প্রস্তাবটি নাকচ করে। ফলে হযরত (স')-এর সহিতই তাঁহার বিবাহ নুবুওতের ১০ সনে অনুষ্ঠিত হয়। তখন তাঁহার বয়স ছয় কিম্বা সাত বৎসর ছিল। হিজরতের ৬/৭ মাস পর তিনি মদীনায় হযরত (স')-এর সহিত বসবাস করিতে শুরু করেন। তাহার মহর ৪০০ দিরহাম (মুসলিম-এর হ'াদীছ' অনুযায়ী ৫০০ দিরহাম, কিতাবু'ন-নিকাহ') ছিল।

হিজরী ৬ সনে (৬২৮ খৃ.) মুস'ত'ালিক' গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় 'আইশাঃ (রা) হযরত (স')-এর সঙ্গে ছিলেন। অভিযান হইতে ফিরিবার পথে যখন সমগ্র বাহিনী বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিল, তখন 'আইশাঃ (রা) তাঁহার হাওদা হইতে বাহির হইয়া দূরে মাঠে শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিতে যান। ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিতে পান যে, তাঁহার হারটি কোথাও পড়িয়া গিয়াছে। তিনি হাওদার পর্দা তুলিয়া না রাখিয়াই হারের সন্ধানে চলিয়া যান। ইতিমধ্যে যাত্রার সময় হইলে তত্ত্বাবধায়কগণ আসিয়া দেখেন হাওদা যথারীতি পরদাবৃত। তাহারা মনে করিলেন, 'আইশাঃ (রা) হাওদাতেই আছেন। সুতরাং তাহারা হাওদাটি উষ্ট্রপৃষ্ঠে উঠাইয়া দেন। তারপর কাফিলা যাত্রা শুরু করে। 'আইশাঃ (রা) ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, কাফিলা চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনি ভীত হইলেও মানসিক ধৈর্য না হারাইয়া নিজেকে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া সেখানেই বসিয়া রহিলেন। তিনি জানিতেন যে, কাফিলা যাত্রার পর কোন কিছু পড়িয়া থাকিল কিনা তাহা দেখিবার জন্য লোক নিযুক্ত থাকে। এই অভিযানে স'াফ্ওয়ান ইব্ন মু'আত্'ত'াল (রা) নামক একজন স'াহ'াবীকে হযরত (স') সেই কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'আইশাঃ (রা) কে তদনুরূপ অবস্থায় দেখিয়া স্বীয় উটটিকে বসাইয়া তিনি দূরে সরিয়া গেলেন। 'আইশাঃ (রা) হাওদায় উঠিয়া পর্দা ফেলিয়া দিলে তিনি উটের রশি ধরিয়া চলিলেন এবং অবশেষে কাফিলার সহিত মিলিত হইলেন। একমাত্র স'াফ্ওয়ান (রা)-এর সহিত ফিরিতে দেখিয়া সন্দেহের বশে মুনাফিক'গণ নানা প্রকার অপবাদ রটাইতে থাকে। মদীনায় ফিরিবার পর কথাটি ছড়াইয়া ক্রমে 'আইশাঃ (রা)-এর কানে গেলে তিনি মর্মাহত হন এবং পীড়িতাবস্থায় তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য পিতৃগৃহে প্রেরণ করা হয়। ঘটনাক্রমে এই অপবাদের গুজব অবগত হইয়া হযরত (স') অতিশয় মর্মাহত হইয়া পড়েন এবং মনঃকষ্ট ভোগ করিতে থাকেন। এই সময়ে নিছক সন্দেহবশে বিবাহিতা নারীর অপবাদ রটনাকারীর পরিণাম সম্বন্ধে কুর'আনের সূরাঃ নূরের আয়াত (২৪-১১-২৬) নাযিল হয়। হযরত (স') স্বয়ং 'আইশাঃ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হন ও তাঁহাকে সেই আয়াত পাঠ করিয়া শোনান। ইহাতে সকল প্রকার ভ্রান্তির অপনোদন হয় (বুখারী, বাবু'ল-ইফ্ক)।

হযরত (স')-এর ওফাতের সময় 'আইশাঃ (রা)-এর বয়স ছিল ১৮ বৎসর (আসমা'উ'র-রিজাল, পার., শিবলী, সীরাতু'ন-নাবী ২খ, ৪০৮)। হযরত 'আলী (রা) যখন খালীফারূপে নির্বাচিত হন তখন স'াহ'াবী (রা)-দের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে। একশ্রেণীর স'াহ'াবী (রা) মনে করেন যে, 'উছ'মান (রা)-এর হত্যাকারীগণের শাস্তি বিধান করাই খালীফার তাৎক্ষণিক দায়িত্ব। 'আইশাঃ (রা) এই মত অবলম্বন করেন এবং উষ্ট্রযুদ্ধে (১০ জুমাদা'ছ'-ছ'ানিয়্যাঃ, ৩৬/৪ঠা ডিসেম্বর, ৬৫৬) খলীফার বিরোধী দলে যোগদান করেন। যুদ্ধ জয়ের পর 'আলী (রা) 'আইশাঃ (রা)-কে সসম্মানে মদীনায় পাঠাইয়া দেন। হযরত (স')-এর ওফাতের পর তিনি প্রায় ৪৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি হি. ৫৮ সনের মঙ্গলবার ১৭ রামাদ'ান (১৩ জুলাই, ৬৭৮ খৃ.) ইন্তিকাল করেন। তাঁহাকে জান্নাতু'ল-বাক'ী'তে দাফন করা হয়।

হ'াদীছ' বর্ণনাকারীদের মধ্যে 'আইশাঃ (রা)-এর স্থান অতি উচ্চে। স্বয়ং হযরত (স')-এর বাচনিক তিনি ২২১০টি হ'াদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৭৪টি হ'াদীছ' বুখারী ও মুসলিমের সংকলনদ্বয়ে স্থান লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন নীতিগত ও ধর্মীয় বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লওয়া হইত। তাঁহার মেধা ও বিদ্যাবত্তার বিশেষ সুখ্যাতি আছে। তিনি লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন এবং তাফসীর, হ'াদীছ', সাহিত্য ও বংশাবলী সম্পর্কে তাঁহার পূর্ণ পাণ্ডিত্য ছিল। বাগ্মিতায়ও তাঁহার খ্যাতি ছিল। বহু কবির অনেক বড় বড় ক'াস'ীদাঃ তাঁহার মুখস্থ ছিল। কোন কোন লেখকের মতে তাঁহার কাছে কু'রআনের একটি নিজস্ব পাণ্ডুলিপি ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হিশাম, পৃ. ১৬৩, ৭৩১, ৯৬৬, ১০০০ পৃ. ; (২) ইবন সা'দ ৮খ. ৩৯ প ; (৩) ইব্ন হ'াজার, ইস'াবাঃ, ৪খ, ৬৯১ ; (৪) ত'াবারী, সূচী দেখুন ; (৫) মাস্'উদী, মুরূজ, ৪খ ; (৬) ইব্নু'ল-আছ'ীর, Tornb. সং, ২য়-৩য় খণ্ড ; (৭) ঐ, উস্দু'ল-গ'াবাঃ ৫খ, ৫০১ প. ; (৮) নাওয়াব'ী, পৃ. ৮৪৮ প. ; (৯) বুখারী (রাশীদিয়াঃ) ২খ, ২৯৬-৮, (১০) শিবলী, সীরাতু'ন-নাবী, ২খ, ৪০৬-৯। (১১) Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad. i. 409-416-7 : iii. 62 প. ; (১২) Muir, The Lifo of Mahomet ; (১৩) A. Muller, Der Islam im Morgen und Abendland, i, p. 133, 312 প. ; (১৩) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, P. 281, 352. ; (১৪) দা. মা. ই. ১২খ, ৭০৭ পৃ.।

আয়্যুব (ايوب) বাইবেলের Job, কু'রআনের বর্ণনায় তিনি একজন নবী, ন্যায়বান লোকদের অন্যতম এবং আল্লাহ্র এক অতি ধৈর্যশীল দাস, যাঁহাকে আল্লাহ্ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন অর্থাৎ তাঁহার ধন-সম্পদ নষ্ট এবং পরিবার-পরিজন ধ্বংস হয়।

ধৈর্যসহকারে ক্রমাগত আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনার পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ্ তাঁহাকে তাঁহার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পত্তি ফিরাইয়া দেন (২১ : ৮৩—৮৪, ৩৮ : ৪১--৪৪)। মুসলিম লেখকেরা তাঁহার সম্পর্কে যে-সকল গল্প বলিয়াছেন, এইগুলি প্রধানত বাইবেলের Book of Job ও য়াহূদীদের হাগ্‌গাদাহ্ হইতে গৃহীত। Job একজন "রূমী" এবং ঈসাউ-র বংশধর, ইহাই তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণত বর্ণিত হইয়াছে (Jemes সম্পাদিত Testament of Job, ১ম, দ্র.)। তিনি ছিলেন "আমোস" (বা "আমূস"—বানান হয়ত নির্ভুল নহে)-এর ও লূত (আ)-এর এক কন্যার পুত্র। ত'বারী কর্তৃক উদ্ধৃত জনৈক লেখকের মতে তিনি ইব্‌রাহীম (আ)-এ বিশ্বাসী এক ব্যক্তির পুত্র। অধিকাংশ মুসলিম লেখকের মতে আয়্যুব (আ)-এর স্ত্রীর নাম রাহ'মা এবং তিনি য়ূসুফ (আ)-এর পুত্র ইফরাঈম-এর কন্যা। কা'ব আল-আহ'বার প্রমুখ হ'াদীছবেত্তা আয়্যুব (আ)-এর চেহারা এবং দেহের গঠন বর্ণনায় বলিয়াছেন: তাঁহার ছিল বৃহৎ মস্তক, কুঞ্চিত কেশদাম, সুদর্শন চক্ষু, খর্ব গ্রীবা এবং তিনি ছিলেন দীর্ঘ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট দীর্ঘদেহী পুরুষ। বাইবেলের Job পুস্তকে তাঁহার ঐশ্বর্যের বর্ণনায় দেখা যায়, তাঁহার সাত হাজার মেষ, তিন হাজার উষ্ট্র, পাঁচশত জোড়া হালের বলদ, পাঁচ শত গাধা এবং বহু সংখ্যক ক্রীতদাস ছিল। তাঁহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা ছিল (Job 1 : 1-3)। বাইবেলের বর্ণনায় আরও দেখা যায়, Court of heaven-এ Lord একদিন Job-এর প্রশংসা করায় Satan বলিল, তাঁহার পরিজন এবং সম্পদ নষ্ট করিয়া দেখা হউক, তখন সে আপনাকে গালি দিবে। Lord তাহাই করিলেন, কিন্তু Job অবিচলিত রহিলেন। Satan তখন Lord কে বলিল, শারীরিক পীড়াগ্রস্ত করিয়া Job কে পরীক্ষা করুন—সে কত ধৈর্যশীল। Lord তখন Satanকে বলিলেন, "Behold, he is in thine hands, but save his life.", অর্থাৎ Job-এর জীবনটি ছাড়া সমগ্র দেহের উপর Satanকে কর্তৃত্ব দেওয়া হইল। অতঃপর Satan (smote Job with sore boils from the sole of his feet unto his crown) তাঁহার আপাদমস্তক পুঁজস্রাবী ক্ষতে ভরিয়া দিল (Job 1-2: 1-7), তখন Job আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি অভিযোগের সুরে কথা বলিলেন এবং নিজের জন্মের প্রতি ধিক্কার দিতে লাগিলেন অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পারিয়া অনুতাপ করায় প্রভু তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করিলেন এবং দ্বিগুণ সম্পদ দিলেন। Job-এর স্ত্রী প্রথম হইতে অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং প্রভুর প্রতি বিরূপাত্মক কথা বলিয়াছিলেন। কু'রআনের বর্ণনার সহিত বাইবেলের বর্ণনার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হইল যে, কু'রআনের আয়্যুব শেষ পর্যন্ত ধৈর্যশীল এবং আল্লাহ্‌র বিচারে অম্লানশীল ছিলেন (৩৮-৪৪ انا وجدنه صابرا نعم العبد انه اواب) আয়্যুব (আ) ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও অতি সদাশয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন পিতৃহীনদের সদয় অভিভাবক ও বিধবাদের রক্ষক। তিনি ছিলেন নবী; আল্লাহ্ তাঁহাকে তাঁহার দেশবাসীদের নিকট একত্ববাদ প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। কাহারও মতে এই দেশটি ছিল হ'াওরান, অন্যান্যের মতে বাছ'ানিয়া:। যাঁহারা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাঁহার মসজিদে সমবেত হইয়া একই প্রার্থনা আবৃত্তি করিতেন (তু. Baba Batra, l.c., Seder 'Olam Rabba, xxi., Bereshit Rabba, XXX. 9, Abot R. Natan ed. Schechter, p. 33-34, 164)। মুসলিম লেখকগণ বলেন, ইবলীস আয়্যুব (আ)-এর জিহ্বা, হৃদয় ও বুদ্ধি বাদে সমস্ত দেহের উপর কর্তৃত্ব লাভ করিয়া তাঁহার নাকে ফু দেয়, ফলে তাঁহার দেহ ফুলিয়া যায় ও তাহা কীটে পূর্ণ হয়। তাঁহার দেহে এত দুর্গন্ধ হয় যে, তিনি শহর ছাড়িয়া একটা গোময় স্তূপের উপর বাসা বাঁধিতে বাধ্য হন। (তু· Abot R. Natan, p. 164; Testament of Job, v.)। আয়্যুব (আ)-এর স্ত্রী নিজের ও তাঁহার হতভাগ্য স্বামীর আহার সংস্থানের জন্য কাজের খোঁজ করিতে বাধ্য হন। ইবলীস নিজের ব্যর্থতা বুঝিয়াও আয়্যুব (আ)-কে নির্যাতনের নূতন নূতন চাতুর্যপূর্ণ উপায় উদ্ভাবনে কখনও ক্লান্ত হইত না। সমুদয় উপায় ব্যর্থ হইলে ইবলীস নিজের পরাভব স্বীকার করে। অধিকাংশ মুসলিম গ্রন্থকারের মতে ইবলীস কর্তৃক ক্লিষ্ট হইবার সময় আয়্যুব (আ)-এর বয়স ছিল সত্তর বৎসর (See Bereshit Rabba, lviii. 3; lxi. 4, Testament of Job xii., সূরা: ২১: ৮৩-৮৪ সম্পর্কে বায়দাবী দেখুন, বিভিন্ন গ্রন্থকার তাঁহার ক্লেশ ভোগের মেয়াদের বিভিন্নরূপে হিসাব করিয়াছেন)। কু'রআনে (৩৮ : ৪২) শুধু সংক্ষেপে বলা হইয়াছে যে, আয়্যুব (আ) আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃত্তিকায় পদাঘাত করিলে একটি উৎস নির্গত হয়; অতঃপর তিনি উহার পানিতে স্নান করেন ও পানি পান করেন অর্থাৎ এই ভাবে তিনি রোগমুক্ত হন।

এক সময় স্ত্রীর কোন কাজে আয়্যুব (আ)-এর ক্রোধ সঞ্চার হইয়াছিল। কাজটি কি এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক হ'াদীছে'র বর্ণনায় দেখা যায় কাজটি শিরকের শামিল ছিল। আয়্যুব (আ) স্ত্রীকে শাস্তিদানের শপথ করেন, মনে হয় ইহাতে বেত্রাঘাত ও সামিল ছিল। কু'রআন (৩৮ : ৪৪) দৃষ্ট হয়, আল্লাহ্ আয়্যুব (আ)-কে বলিলেন, "একটি ঝাগড়া লইয়া তদ্বারা স্ত্রীকে প্রহার কর এবং শপথ ভঙ্গ করিও না", আল্লাহ্ আয়্যুব (আ)-কে তাঁহার কসমপালনার্থ স্ত্রীকে লঘু শাস্তি প্রদান অর্থাৎ ঝাগড়া দ্বারা আঘাত করিবার ব্যবস্থা দেন। রোগমুক্তির পরে আয়্যুব (আ)-এর যে সকল পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের বিবরণ সম্পর্কে বর্ণনাকারীরা একমত নহেন। কু'রআনের কথায় (৩৮ : ৪৩, و وهبنا له اهله و مثلهم معهم—আল্লাহ তাঁহাকে দান করিলেন তাঁহার পরিজন, আরো দিলেন সমসংখ্যক লোকজন। কাহারও কাহারও মতে আয়্যুব (আ)-এর যে সকল সন্তান বিনষ্ট হয়, তাহারাই পুনরুজ্জীবিত হয়, কিন্তু অন্যদের মতে তাঁহার স্ত্রী পুনরায় যুবতী হন এবং তাহার গর্ভে অন্য সন্তানের জন্ম হয়। সন্তান সংখ্যা বিভিন্ন বর্ণনা মতে ২৬ জন পর্যন্ত। কয়েকজন গ্রন্থকার তাঁহার জীবনকাল ৯৩ বৎসর নির্ধারিত করিয়াছেন। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, আরোগ্যলাভের পর তিনি ২০ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু অন্যদের মতে তিনি রোগভোগের পূর্বে যতকাল, পরেও ততকাল জীবিত ছিলেন। মাস'ঊদীর সাক্ষ্য এই, আয়্যুব (আ)-এর মস্‌জিদ এবং তিনি যে উৎসে স্নান করেন উভয়ই মাস'ঊদীর সময়েও বিখ্যাত ছিল। উর্দুন (জর্ডান) দেশে "নাওয়া"র অল্প দূরে উভয়ই দৃষ্ট হইত। (য়াকূ'ত, মু'জাম, ২য়, ৬৪০ পৃ. দ্র. Dair Aiyub)। এমনকি বর্তমানেও সেখানে লোক মুখে "হ'াম্মামু আয়্যুব" (আয়্যুব-এর স্নানাগার) ও উহার পার্শ্ববর্তী স্থানে "মাক'াম শায়খ সা'দ"-এর নাম শোনা যায়। পূর্বে শেষোক্ত স্থানকে "মাক'ামু আয়্যুব" বলা হইত। বিখ্যাত আয়্যুবের প্রস্তরের (স'াখ্‌রা আয়্যুব) কথাও উল্লেখযোগ্য; প্রকৃতপক্ষে ইহা ২য়

"রা'মসীস"-এর একটি মিসরীয় স্মৃতিস্তম্ভ। কৌতূহলের বিষয় এই যে, বাইবেলে (Joshua xvii এবং অন্যত্র) উল্লেখিত এন্‌রোগেলকে বর্তমানে "বি'র্ (بئــر) আয়্যূব" (আয়্যূবের কূপ) বলিয়া-অভিহিত করা হয়, (তু. Mudjir al-Din, Hist-de Jerusalem. Publ-in the Fundgruben des Orients, ii, 130).

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী ১ম, ৩৬১-৩৬৪, (২) Zotenberg. কৃত ফারসী হইতে অনুবাদ, ১ম, ২৫৫ প.; (৩) ছ'া'লাবী, আল-'আরাাইস, পৃ. ১৩৪ প., (৪) কিসাঈ, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়াা', Eisenberg সম্পা. পৃ. ১৭৯ প.; (৫) মাস'ঊদী, মুরূজ, ১ম, ৯১ প., (৬) Sale, কু'রআন, ২ : ১৩৮; (৭) Grunbaum, Neue Beitrage Zur Semitischen Sagenkunde, Leiden ১৮৯৩ পৃ. ২৬২ প.; (৮) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin ১৯২৬, পৃ. ১০০ প.।

M, Seligshm (S, E. I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আল-আর্‌ক'াম : (الأرقم), ইনি মুহ'াম্মাদ (স')-এর জনৈক স'াহ'াবী। পূর্ণ নাম ছিল আবু 'আবদিল্লাহ্ আল-আর্‌ক'াম (রা) ইবন আবি'ল-আরক'াম 'আবদ মানাাফ, ইবন আবী জুনদুব আসাদ ইবন 'আবদিল্লাহ্। তিনি ছিলেন মক্কার অন্যতম সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী ও সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মাখ্‌যূম পরিবারের লোক। তাঁহার মাতা উমায়মাঃ ছিলেন খুযাা'আঃ গোত্রের মেয়ে। আরক'াম (রা) যৌবনে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। মাখ্‌যূম গোত্র ঘোর বিরোধী হইলেও তিনি হযরত (স')-এর ভক্ত অনুরাগীতে পরিণত হন এবং নও-মুসলিম নির্যাতন কালে মুসলিমগণের মিলনায়তনরূপে ব্যবহারের জন্য তিনি স'াফাা পাহাড়ে অবস্থিত তাঁহার বাসস্থানটি হযরত (স')-এর হাতে ছাড়িয়া দেন। ইসলামের ইতিহাসে ইহা দাাবু'ল-আরক'াম (دار الارقم) নামে প্রসিদ্ধ। এইখানেই 'উমার (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পর আর গোপন প্রচারের প্রয়োজন রহিল না। তখন হযরত (স') গৃহটি প্রত্যর্পণ করেন। আনুমানিক ৬১৫-৬১৭ খৃ.-এর মধ্যবর্তী সময়ে ঘরটি উপরোক্ত কাজে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইবন হিশাাম এবং ত'াবারী কেহই এই ঘরের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই যদিও উভয়েই অবহিত ছিলেন, তবে কাল নিরূপণের উদ্দেশ্যে ত'াবারী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

আরক'াম (রা) মদীনায় হিজরত করেন। সেখানে তিনি যুরায়ক' গোত্রের এলাকায় বাস করিতেন। এইখানেও তাঁহার গৃহটি "আর্‌ক'মের গৃহ" নামে পরিচিত হয়। তিনি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে যোগদান করেন। বাদ্‌রের যুদ্ধে মাখ্‌যূমী গোত্রের "মারযুবাান" নামে পরিচিত একটি প্রসিদ্ধ তরবারী মুসলিম যোদ্ধাদের হস্তগত হয়। বংশানুক্রমিকভাবে এই তরবারীটি বিশেষ গোত্রীয় রীতি অনুযায়ী গোত্র প্রধানের নিকট হস্তান্তরিত হইত। তিনি তাহা চিনিতে পারিয়া হযরত (স')-এর নিকট হইতে চাহিয়া লন। সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক'ক'াস' (রা)-এর প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। অন্তিম বাসনারূপে তিনি সা'দ (রা) কর্তৃক তাঁহার জানাাযাঃ স'ালাাতের ইমাামাতের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। ৫৪ বা ৫৫/৬৭৪-৬৭৫ সনে ৮০ বৎসরেরও অধিক বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। এক ক্রীতদাসীর গর্ভে 'উছ্'মাান নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। এই পুত্রের বংশধরগণ দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ে এবং উহাদের একটি শাখা সিরিয়ার অধিবাসী ছিল।

মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রচারের প্রথম পর্যায়ে যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং "আর্‌ক'ামের গৃহে" হযরত (স')-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদের মর্যাদা ইসলামের ইতিহাসে সুউচ্চ। সুতরাং উক্ত গৃহে শিক্ষা লাভের সময়টি অতীব গুরুত্ব লাভ করে, স'াফাা পাহাড়ে অবস্থিত সেই গৃহটিও ছিল মর্যাদাপূর্ণ এবং তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে স্বয়ং আরক'াম (রা)-এর ব্যক্তিগত কৃতিত্ব। গৃহটি "দাারু'ল-ইস্‌লাাম" নামেও চিহ্নিত হইয়াছে। খালীফা মান্‌সূ'র-এর সময় পর্যন্ত ইহা আর্‌ক'াম (রা)-এর বংশধরদের দখলে ছিল, তাঁহারা ইহাকে এক প্রকার পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। মান্‌সূ'র তাঁহার নিজ পরিবারের ব্যবহারার্থ গৃহটিকে তাঁহার নিকট বিক্রয় করিতে আর্‌ক'াম-বংশীয়গণকে বাধ্য করেন। হাারূনু'র-রাশীদের মাতা খায়যুরাান কিছুকাল এখানে বাস করেন। তজ্জন্য ইহা "খায়যুরাানের গৃহ" নামেও অভিহিত হয়। আর্‌ক'াম (রা)-এর গৃহ নামে খ্যাত দালানটি কয়েক-বার পুনর্নির্মিত হইয়াছিল, এই তথ্যটি সেখানে প্রাপ্ত প্রস্তর ফলকে পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন সা'দ ১/৩খ, ১৭২-১৭৪, ইবনু'ল-আছ'ীর, (২) উসদু'ল-গ'াবাঃ ১খ, ৫৯ প., (৩) ইবন হ'াজার, ইস'াবাঃ, ১খ, ২০৫, (৪) ইব্‌ন হিশাম, ৪৫৭ পৃ.; (৫) Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, (৬) Caetani, Annali del' Islam, Index. দ্র.; (৭) Ali Bey, Bahgat in Bull. de ll' Inst. egypt, series 5, vol. ii., p. 68-81; (৮) Buhl, Das Leben Muhammads. P. 169. (৯) দা.মা.ই. ২খ, ৩৯৩।

H. Reckendorf (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'আরবী বর্ণমালা—উৎপত্তি মূল সামী (Semitic) বর্ণমালা হইতে। Dr. D. Deringer (The Alphabet, পৃ. ৫৭৩)-এর মতের ভিত্তিতে মূল সামী লিপির বংশাবলী নিম্নে অঙ্কিত ছকে প্রদর্শিত হইল :
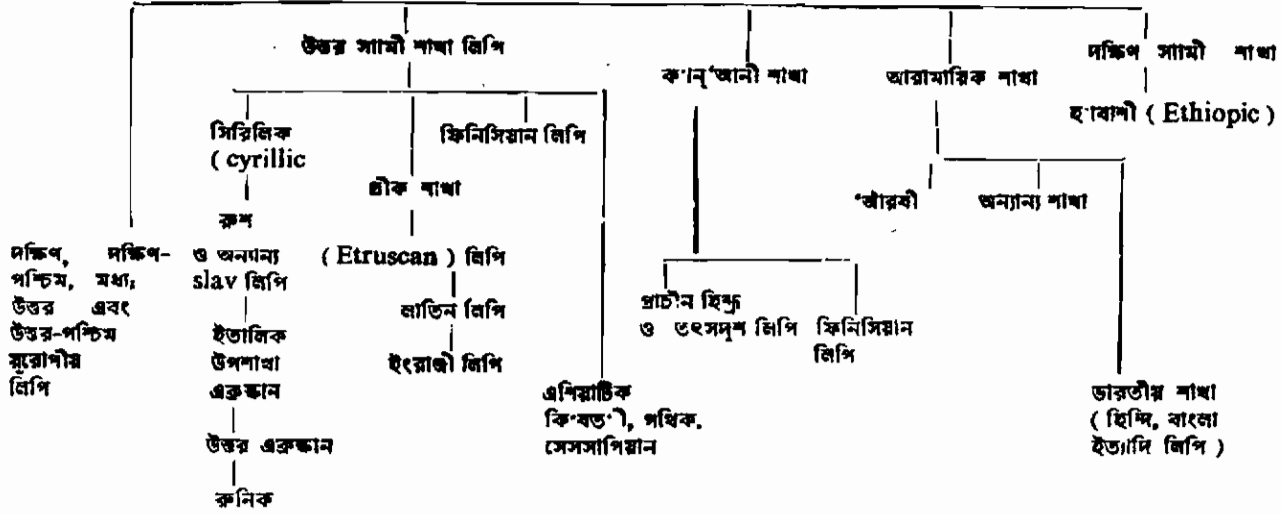
দেখা যায়, 'আরবী, ফিনিসিয়ান, হিব্রু, আরামায়িক, সুরয়ানী প্রভৃতি বর্ণমালা মূল সামী বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত। পাশ্চাত্য লিপিবিদগণ অকাট্যভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে গ্রীক, লাতিন, ইংরেজী প্রভৃতি য়ুরোপীয় বর্ণমালার উৎপত্তিও সেই মূল সামী বর্ণমালা হইতে। কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মলিপিও এই সামী বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

'আরবী বর্ণমাল আমরা ا, ب, ت, ث, ইত্যাদি ক্রমে লিখি ও পড়ি। কিন্তু ইহা 'আরবীর প্রাচীনতম ক্রম হইতে পারে না। মরক্কো ইত্যাদি দেশে প্রচলিত "মাগ'রিবী" বর্ণমালা এইরূপ (দক্ষিণ হইতে বামে) লিখিত হয়:

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش ه و ى لا

বিখ্যাত 'আরবী অভিধান আল-'আয়ন-এ বর্ণমালার ক্রম এইরূপ (দক্ষিণ হইতে বামে) :

ع ح ه خ غ ق ك ج س ش ص ض ر ز ط د ت ظ ذ ث ل ن ف ب م و ا ى

'আরিয়া,

তাহ্য'ীব, মুহ'কাম প্রভৃতি কতিপয় অভিধানেও এই ক্রম অবলম্বিত হইয়াছে। অঙ্ক সংখ্যা প্রচলনের পূর্বে 'আরবীতে আবৃজাদ (ابجد) পদ্ধতিতে সংখ্যা প্রকাশ করা হইত (দ্র. আবৃজাদ)।

এই সমস্ত হরফের নাম প্রাচীন সামী ভাষার। 'আরবী ভাষায় নামগুলি সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। কেবল নিম্নলিখিত হরফগুলিতে প্রাচীন নাম সম্পূর্ণ বা আংশিক রক্ষিত হইয়াছে (যদিও তাহাদের অর্থ 'আরবী ভাষাবিদগণের অজ্ঞাত) : আলিফ, জীম, দাল, ওয়াও, কাফ (ك), ক'াফ (ق), লাম, মীম, নুন, 'আয়ন, ফা, স'াদ, শীন।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

'আরাফা:, 'আরাফাত (عرفات' عرفـة) মক্কা হইতে প্রায় ৯ মাইল পূর্বদিকে একটি পাহাড়ের নাম, ইহাকে جبل الرحمة (করুণার পাহাড়)ও বলা হয়, ইহার সংলগ্ন প্রান্তরটি 'আরাফা: প্রান্তর নামে অভিহিত হয়। পাহাড়টি মাঝামাঝি আকারের এবং গ্রানিট-শিলাগঠিত, আপেক্ষিক উচ্চতা ১৫০-২০০ ফুট। পূর্ব দিকের প্রস্তরের সিঁড়ি শিখর পর্যন্ত গিয়াছে। যষ্ঠিতম ধাপের উচ্চতায় একটি উন্নত মঞ্চ ও তাহাতে একটি মিম্বর রহিয়াছে, এই মিম্বরে দাঁড়াইয়া প্রতি বৎসর ৯ যু'ল্-হি'জ্জা: ('আরাফার দিন) অপরাহ্নে ইমাম একটি খুত্'বা: প্রদান করেন। শিখরদেশে পূর্বে উম্মু-সালীমা: নামে একটি কু'ব্বা (গুম্বজযুক্ত ঘর) ছিল (ইব্ন জুবায়র, Wright-de Goeje, ১৭৩ পৃ.), ওয়াহ্হাবীগণ তাহা ভাঙিয়া ফেলেন। 'আলী বে ও Burton-এর গ্রন্থে এই পাহাড়ের ও সংলগ্ন প্রান্তরের চিত্র পাওয়া যায়।

'আরাফাত প্রান্তর 'আরাফাত পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত; ইহার পূর্ব প্রান্ত ত'াইফ-এর উচ্চ পর্বতমালায় ঘেরা। বৎসরে মাত্র ১ দিন (৯ যু'ল-হি'জ্জা:) হ'াজীরা হ'াজ্জের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান 'আরাফায় উকূ'ফ (وقوف স্থিতি, অবস্থান)-এর জন্য এই প্রান্তরে সমবেত হন, তখন তাঁহাদের দুই প্রস্থ সিলাইবিহীন সাদা পোশাক, তাঁহাদের অসংখ্য তাঁবুর সারি আর তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ কন্ঠ-নিঃসৃত লাব্বায়ক (لبيك) ধ্বনি এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, মর্মস্পর্শী চেতনা জাগায় এবং অনির্বচনীয় দৃশ্যের অবতারণা করে। এই প্রসংগে Burckhardt বিশেষত Snouck Hurgronje, Bilder aus Mekka ১৩শ হইতে ১৬শ অধ্যায়ের ছবিগুলি দ্র.। 'আরাফাতে উকূ'ফ বা স্থিতিকাল উল্লিখিত তারিখের (নবম) মধ্যাহ্নের (زوال) পর হইতে সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত থাকে। উচ্চৈঃস্বরে লাব্বায়ক বলা, খুত্'বা: শ্রবণ, স'ালাত আদায় ও আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা, ইহ-পরকালের কল্যাণ প্রার্থনা, কু'রআন পাঠ ইত্যাদিতে হ'াজীরা 'আরাফাতে স্থিতিকালটি ব্যয় করেন।

'আরাফা: নামের উৎপত্তি অজ্ঞাত। নামটির তাৎপর্য সম্বন্ধে বলা হয়, জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর আদম ও হ'াওওয়া ('আ) পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান এবং এখানে আসিয়া মিলিত হন ও পরস্পরের পরিচয় (تعارف) লাভ করেন, 'আরবী-গ্রন্থকারেরা আরাফা: নামের ইত্যাকার বর্ণনা করিয়া থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Wustenfeld, Die Chroniken der Stadt Mekka, i-418-419, ii-19 cte.; (২) য়াকূ'ত, মু'জাম ৩খ, ৬৪৫-৬৪৬, (৩) ইব্ন জুবায়র (ed. Wright de Goeje), p. 168-169, (৪) ইব্ন বাত'ত'া (ed. Paris), ১খ, ৩৯৭-৩৯৮, (৫) Burckhardt, Travels in Arabia; (৬) Ali Bey, Travels, i, 67 প., (৭) Burton, Pilgrimage to el-Medinah and Meccah (2nd ed.) ii. 214 প.; (৮) Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche feest, p. 141. প.; (৯) আল-বাতানূনী, আর-রিহ'লাতু'ল-হি'জাযিয়্যা:, পৃ. ১৮৬ প.; (১০) মির'আতু'ল-হ'ারামায়ন ১খ, ৩৩৫; (১১) দা. মা. ই. ১৩খ, ২৬২ পৃ.।

'আরিয়্যা: (عارية) বিনা প্রতিদানে ব্যবহারের অনুমতি, মুসলিম ফিক্'হে اعارة-এর সংজ্ঞা হইল : تمليك منفعة بلا بدل অর্থাৎ বিনা প্রতিদানে কাহাকে কোন জিনিসের ব্যবহার-লব্ধ লাভের মালিক করিয়া দেওয়া অথবা اباحة الانتفاع بملك الغيـر অর্থাৎ পরের জিনিসের লাভজনক ব্যবহার বৈধ করিয়া দেওয়া। ইহার শর্ত এই যে, عاريـة দাতা (المعير) জিনিসটি (المستعار) ব্যবহারের জন্য কোন প্রতিদান (যথা, ভাড়া) চাহিবে না, অন্য পক্ষে عاريـة গ্রহণকারী (المستعير) জিনিসটি ব্যবহারের পর মালিককে তাহা হুবহু ফেরত দিবে, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ ব্যবহারকারীর সতর্ক ব্যবহার ও রক্ষণ সত্ত্বেও যদি জিনিসটি নষ্ট হয় তাহা হইলে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে না। যে-জিনিসের লেনদেন হয় খাদ্য-র পরিমাপে (المكيل) বা ওজনে (الموزون) বা গণনার মাধ্যমে (المعدود), এই প্রকার জিনিসের اعارة হয় না, কারণ ইত্যাকার দ্রব্য ব্যবহারে ব্যয়িত হইয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) E. Sachau. Muhamm, Recht mach schafiticher Lehre, P. 457-471; (২) L. W. C. van den Berg, Principes du droit musulman selon les rites d'Abou Hanifah et de Chafit (Algiers, 1896), P. 105; (৩) G. Bergstrasser, Grundzuge d. Islam. Recht, p. 96; (৪) ফিক'হ গ্রন্থে كتاب البيوع শিরোনামে যে সকল ابواب সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে باب العاريـة দ্রষ্টব্য।

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'আলাউদ্দীন আযহারী (علاء الدين الازهارى : 'আলা'-উ'দ-দীন আল-আযহারী) প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা 'আলাউ'দ্দীন ইং ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের ৩১ মার্চ ফরিদপুর জিলার কালকিনি থানার সাহেবরামপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আল-হ'াজ্জ মুনশী 'আবদুল-করীম।

বাল্যকাল হইতে তিনি খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে 'আলিম ও ১৯৪৯ খৃস্টাব্দে ফাদি'ল পরীক্ষা প্রথম বিভাগে পাস করেন। অতঃপর উক্ত বোর্ডের অধীনে ১৯৫১ খৃস্টাব্দে ১ম শ্রেণীতে কামিল (হ'াদীছ') পাশ করেন এবং উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। দুই বৎসর অধ্যয়নের পর ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে তাখাস্'সু'স' সহ প্রথম শ্রেণীতে 'আলিমিয়্যা: ডিগ্রী লাভ করেন। তৎপর তিনি কায়রোস্থ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে ভর্তি হন এবং ১৯৫৫ খৃস্টাব্দে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেকাল্টি অব শারী'আত-এ ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে ঐ বিষয়ে তাখাস্'সু'স্' সহ 'আলিমিয়্যা:' ডিগ্রী লাভ করেন।

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশনে খণ্ড-কালীন প্রভাষক হিসাবে দুই বৎসর চাকুরী করার পর তিনি ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সহকারী অনুবাদ-অধ্যক্ষ হিসাবে বাংলা একাডেমীতে (ঢাকা) যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে ঢাকার সরকারী মাদ্রাসা-'আলিয়া-য় আধুনিক 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক পদে যোগদান করেন, পরবর্তী পর্যায়ে 'আরবী সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং উক্ত মাদ্রাসায় এডিশনাল হেড মাওলানার পদে উন্নীত হন। ইন্তিকালের (১৯৭৮) পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদে তিনি বহাল ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৈদেশিক ভাষা ইনস্টিটিউটের খণ্ডকালীন লেকচারার পদে নিয়োজিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত কর্ম জীবনে তিনি বেশ কয়েকটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক "The Theory and sources of Islamic Law for non-Muslims" ১৯৬১ খৃস্টাব্দে মাদ্রাসাঃ 'আলিয়াঃ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে রহিয়াছে : (১) 'আরবী-বাংলা অভিধান (৮০ হাজার শব্দসম্বলিত ৫ খণ্ডে সমাপ্ত); (২) বাংলা-'আরবী অভিধান (২ খণ্ডে); (৩) তাজরীদুল-বুখারী (২য় খণ্ড); (৪) আল-আযহারের ইতিহাস; (৫) কুরআন বিজ্ঞান; (৬) ইসলামের ইতিহাস, সাত খণ্ডে; (৭) উর্দু-বাংলা অভিধান; (৮) তাফসীর আযহারী; (৯) আল-আদাবু'ল-'আস্‌রী; (১০) আল-ইনশাউ'ল-'আস্‌রী; (১১) সহজ 'আরবী শিক্ষা।

বাংলাদেশে 'আরবী সাংবাদিকতার তিনি ছিলেন অগ্রদূত। তিনি এদেশে সর্বপ্রথম "আছ্‌-ছ্‌াকাফাঃ" নামে একটি মাসিক 'আরবী পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের সঙ্গে 'আরব জাহানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার ক্ষেত্রে পত্রিকাটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

তিনি ১৯৭৬ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে সোভিয়েত রাশিয়ার তাশখন্দে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-মুসলিম শান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে যোগদান করেন এবং লেনিনগ্রাডের চাবি উপহার লাভ করেন।

তিনি তাঁহার কর্মময় জীবনে বিভিন্ন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য ছিলেন। তদুপরি বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, বাংলাদেশ-লিবিয়া ভ্রাতৃসমিতি ও বাংলাদেশ সাহিত্য ও সংস্কৃতি মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

রেডিও বাংলাদেশের বহিবিশ্ব কার্যক্রম বিভাগ তাঁহার উপস্থাপনায় সর্বপ্রথম মধ্যপ্রাচ্যের জন্য 'আরবী অনুষ্ঠান প্রবর্তন করে।

তিনি সা'উদী 'আরব, মিসর, লিবিয়া, ইরাক, সিরিয়া, জর্দান, 'আরব আমীরাত, সোভিয়েট ইউনিয়নসহ বিশ্বের আরো অনেক দেশ সফর করেন। তিনি ১৯৭৮ খৃস্টাব্দে ২৭শে মার্চ ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। ঢাকার কাযী অফিস লেনস্থ স্বীয় বাসভবনের পার্শ্বেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

মুফাজ্জল হসাইন খান

আল্লাহ (الله) ইহা সৃষ্টিকর্তার ইস্‌ম যা'ত (ذات) বা সত্তা-বাচক নাম। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ্‌র কতগুলি আস্‌মা' সিফাত বা গুণবাচক নাম আছে। যথা خالق - مالك - رحيم - رحمن ইত্যাদি। উহাদিগকে আল-আস্‌মা'উ'ল-হু'স্‌না (الأسماء الحسنى) বলা হয়। আল্লাহ্‌ শব্দটি علم (Proper name) বা ব্যক্তি নাম, ইহার কোন দ্বিবচন বা বহু বচন নাই। আল্লাহ কুর'আনে নিজের সম্পর্কে পুরুষবাচক ক্রিয়া, বিশেষণ ও সর্বনাম ব্যবহার করিয়াছেন। এই নাম দ্বারা একমাত্র সেই অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকেই বুঝায়। অধিকাংশ 'আলিমের মতে, এই শব্দটি কোন বিশেষ ধাতু হইতে উৎপন্ন নহে, 'আরবী ভাষায় ইহার হুবহু অর্থজ্ঞাপক কোন প্রতিশব্দ নাই। অন্য কোন ভাষায় আল্লাহ্‌ নামের অনুবাদ হয় না। অধিকন্তু কুর'আন মাজীদে আল্লাহ নিজ পরিচয়স্বরূপ যে-সকল সত্তাবাচক, গুণবাচক, কর্মবাচক বিশেষ্য এবং বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন, সমস্তই আল্লাহ্‌ নামের মধ্যে আছে। সুতরাং "খোদা" বা "God" বা "ঈশ্বর" ইত্যাদি কোনটাই আল্লাহ্‌র সম্যক পরিচয় বহন করে না। অন্যপক্ষে আল্লাহ্‌ নামের সহিত দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ বা অংশীবাদের কোন সংস্রব নাই। কুর'আনের নির্দেশ : "আল্লাহ্‌র কতগুলি সুন্দর নাম আছে, সেইগুলি দ্বারা তাঁহাকে সম্বোধন কর" (فادعوه بها ৭ : ১৮০)। বলা হইয়াছে, আল্লাহ্‌ বলিয়া ডাক কিংবা "রাহ্‌মান" নামে তাঁহাকে সম্বোধন কর, যে নামেই ডাক না কেন, তাঁহার কতগুলি সুন্দর নাম রহিয়াছে (১৭ : ১১০)। ইহাতে মনে হয়, কোন মুসলিমের পক্ষে আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার আল-আস্‌মা'উল-হু'সনা ছাড়া অন্য কোন নামে তাঁহাকে ডাকা আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত নহে; কারণ "আল্লাহ্‌" তাওহ'ীদের সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তিরূপে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এবং আল-আস্‌মা'উ'ল-হু'স্‌নার কেন্দ্রবিন্দু।

কোন কোন ভাষাবিদের মতে ইলাহ্‌ শব্দের আদিতে আলিফ ও লাম যোগে আল্লাহ্‌ শব্দ গঠিত হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সেমিটিক ভাষাসমূহ : 'ইব্রানী, সুর্‌য়ানী, আরামী, কালদানী, হি'ময়ারী ও 'আরবী ভাষায় দেখা যায়, উপাস্য বা মা'বূদের অর্থ প্রকাশের জন্য সাধারণত যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহা আলিফ, লাম ও হা (ه) এই তিনটি অক্ষর সংযোগে গঠিত হয়। কালদানী ও সুর্‌য়ানী ভাষায় الاها (বা لاها) এবং 'ইব্রানী ভাষায় الوه ঐ মূলেরই রূপান্তর মাত্র। তবে এই উপাস্য আল্লাহ্‌ ছাড়া বহু প্রকার জীব বা পদার্থ হইতে পারে এবং যুগে যুগে হইয়া আসিয়াছে, কিংবা প্রতিমাও হইতে পারে। মুহ'াম্মাদ (স')-এর পূর্বে আল্লাহ নামটি 'আরবদের অজানা ছিল না (৩৩ : ৬৯, ২৯ : ৬১-৬৩ ইত্যাদি)। মানুষ আল্লাহ্‌র দাস, ইহাও তাহারা জানিত, 'আব্দুল্লাহ নাম হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তাহাদের ধারণা ছিল তাহাদের দেব-দেবীরা (شركاء-আল্লাহ্‌র অংশীরা) তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সহায়তা (ليقربونا الى الله زلفى) করিবে। আল্লাহ্‌কে স্বীকার করিলেও দেব-দেবীরাই পূজা আর বলি পাইত, প্রয়োজনে তাহাদের কাছেই প্রার্থনা জানান হইত। যথা, উহ'দ প্রান্তরে আবূ সুফ্‌য়ান ধ্বনি তুলিয়াছিল اعل هبل বা হুবলের জয় হউক, আল্লাহ্‌ তাহাদের কাছে বিশেষ প্রাধান্য পাইত না।

আল্লাহ্‌ একক, এই নামের কোন দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। সুতরাং অংশীবাদীদের দেব-দেবীর সম্পর্কে اله শব্দ হইতে গঠিত বহুবচন الهـة বা شركاء শব্দের ব্যবহার কুর'আনে দেখা যায়। ইসলামের মূল কালিমাঃ لا اله الا الله الخ-এর মধ্যে اله জাতীয় সব কিছুকে বর্জন করিয়া একক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস ঘোষণার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহাতে الله এবং اله-তে পার্থক্য সম্পষ্ট দেখা যায়।

আল্লাহ্‌র নামগুলিকে দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত আল্লাহ্‌র সত্তার পরিচায়ক নামসমূহ যেমন, الأول (সর্বপ্রথম বা অনাদি), الآخر (সর্বশেষ বা অনন্ত), الظاهر (প্রকাশ্য), الباطن (গোপন), الحى (চিরঞ্জীব), القدير (মহাশক্তিশালী), الصمد (অভাবমুক্ত, অমুখাপেক্ষী), العليم (সর্বজ্ঞ) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র ঐ সমস্ত নাম যাহাতে সৃষ্টির সহিত তাঁহার সম্পর্কের প্রকাশ রহিয়াছে। যেমন, তিনি الخالق - সৃষ্টিকর্তা, المصور - রূপদাতা, المحيى - জীবনদাতা, المميت - মৃত্যুদাতা, الرحمن الرحيم - অপার করুণাময় ও দয়ালু, الغفور - ক্ষমাশীল, السلام - শান্তিদাতা, التواب - অনুতাপ গ্রহণকারী ইত্যাদি।

কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্‌র কতেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন : يد - হাত, وجه - মুখমণ্ডল, عين - চক্ষু, উহাদের তাৎপর্য সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। এক পক্ষ উহাদের শাব্দিক অর্থ

গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী, ইহাতে আল্লাহ শরীরধারী জীবের সমতুল্য হইয়া যান। অন্য পক্ষের মতে হাত দ্বারা আল্লাহ্‌র শক্তি এবং মুখমণ্ডলের দ্বারা তাঁহার সত্তা (ذات) অথবা সন্তোষ (رضوان) এবং চক্ষুতে আল্লাহ্‌র দর্শনশক্তি বুঝায়। আর এক পক্ষের মতে উপরোক্ত মতদ্বয় ভ্রান্ত ; কারণ প্রথমোক্ত মতে আল্লাহ্ জীবের সদৃশ হইয়া পড়েন, এই সাদৃশ্যবাদ (تشبيه) অন্যায়। দ্বিতীয় মতে অবৈধ تاویل বা ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অন্যপক্ষে আল্লাহ্‌র হাত মুখ ইত্যাদি কিছুই নাই (تعطيل), এমন কথাও কু'রআনের খেলাফ। সুতরাং আল্লাহ যাহা নিজের সম্পর্কে বলিয়াছেন তাহাতে বিশ্বাস রাখিতে হইবে بلا كيف অর্থাৎ কোন "প্রকার" বিবেচনা বাদে। এইপক্ষ তাশ্‌বীহ, তা'ব'ীল বা তা'ত'ীল কোনটির পক্ষপাতী নহেন। আল্লাহ 'আরশ-এর উপর সমাসীন—এই কথাটিও তাঁহারা بلا كيف বিশ্বাসের পক্ষে রায় দেন।

আল্লাহ্‌র সি'ফাত আল্লাহ্‌র সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ কিনা, এই প্রশ্নে মুসলিম সমাজে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি এবং অনেক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। এক পক্ষের মতে আল্লাহ্‌র সত্তার মধ্যে সি'ফাতগুলি অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্ যেমন অবিনশ্বর (قديم)—সি'ফাতগুলিও তেমনি অবিনশ্বর। অন্যপক্ষ বলে : তাহা হইলে ত আল্লাহ্ আর একক সত্তা রহিবেন না, তাঁহার প্রতি বহুত্বের আরোপ করা হইবে। এই প্রশ্নে বিতর্ক তুলিবার ব্যাপারে গ্রীক দর্শন এবং ছদ্ম মুসলিমের (زنادقه) যথেষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে এবং ইহাতে মুসলিম সমাজের উপকার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি হইয়াছে। এই প্রকার দার্শনিক বিতর্ক বা তৎপ্রসূত সিদ্ধান্তের উপর মুসলিমদের ঈমান নির্ভরশীল নহে। কু'রআন মাজীদে আল্লাহ্ তাঁহার خلق বা সৃষ্টের সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার উৎসাহ দিয়াছেন, তাঁহার ذات সম্বন্ধে নহে। অন্যপক্ষে সসীম জ্ঞানের পক্ষে অসীমকে সম্যক উপলব্ধি করাও সম্ভব নহে।

আল্লাহ্‌র সি'ফাত বা গুণ প্রকাশক নিরানব্বইটি নাম এইরূপ :
(১) আর-রাহ'মান, পরম দয়াময় ; (২) আর-রাহ'ীম, পরম দয়ালু ; (৩) আল-মালিক ; (৪) আল-কু'দ্দূস, নিষ্কলুষ ; (৫) আস-সালাম, শান্তি-বিধায়ক ; (৬) আল-মু'মিন, নিরাপত্তাবিধায়ক ; (৭) আল-মুহায়মিন, রক্ষণ ব্যবস্থাকারী ; (৮) আল-'আযীয, প্রবল ; (৯) আল-জাব্বার, পরাক্রমশালী ; (১০) আল-মুতাকাব্বির, অহংকারের ন্যায্য অধিকারী (মানুষের অহংকার নিন্দনীয়) ; (১১) আল-খালিক', সৃষ্টিকর্তা ; (১২) আল-বারী, উন্মেষকারী ; (১৩) আল-মুসা'ওবি'র (المصور), রূপদানকারী ; (১৪) আল-গ'াফ্ফার, মহাক্ষমাশীল ; (১৫) আল-ক'াহ্হার, মহাপরাক্রান্ত ; (১৬) আল-ওয়াহ্হাব, মহাবদান্য ; (১৭) আর-রাযযাক', জীবিকাদাতা ; (১৮) আল-ফাত্তাহ', মহাবিজয়ী ; (১৯) আল-'আলীম, মহাজ্ঞানী ; (২০) আল-ক'াবিদ' (القابض) সংকোচনকারী ; (২১) আল-বাসিত', সম্প্রসারণকারী, বিস্তৃতিদাতা ; (২২) আল-খাফিদ', অবনমনকারী ; (২৩) আর-রাফী', উন্নয়নকারী ; (২৪) আল-মু'ইয্য, সম্মান দাতা ; (২৫) আল-মুযি'ল্ল, হতমানকারী ; (২৬) আস-সামী', সর্বশ্রোতা ; (২৭) আল-বাস'ীর, সর্বদ্রষ্টা ; (২৮) আল-হ'াকাম, মীমাংসাকারী ; (২৯) আল-'আদ্ল, ন্যায়নিষ্ঠ ; (৩০) আল-লাত'ীফ, সূক্ষ্ম দক্ষতাসম্পন্ন ; (৩১) আল-খাবীর, সর্বজ্ঞ ; (৩২) আল-হ'ালীম, সহিষ্ণু ; (৩৩) আল-'আজ'ীম, মহিমাময় ; (৩৪) আল-গ'াফূর, ক্ষমাশীল ; (৩৫) আশ্-শাকূর, গুণগ্রাহী ; (৩৬) আল-'আলী, অত্যুচ্চ ; (৩৭) আল-কাবীর, বিরাট, মহৎ ; (৩৮) আল-হ'াফীজ', মহারক্ষক ; (৩৯) আল-মুক'ীত, আহার্যদাতা ; (৪০) আল-হ'াসীব, মহাপরীক্ষক ; (৪১) আল-জালীল, প্রতাপশালী ; (৪২) আল-কারীম, মহামান্য ; (৪৩) আর-রাক'ীব, নিরীক্ষণকারী ; (৪৪) আল-মুজীব, প্রত্যুত্তরদাতা, প্রার্থনা গ্রহণকারী ; (৪৫) আল-ওয়াসি' (الواسع) সর্বব্যাপী ; (৪৬) আল-হ'াকীম, বিচক্ষণ ; (৪৭) আল-ওয়াদূদ, প্রেমময় ; (৪৮) আল-মাজীদ, গৌরবময় ; (৪৯) আল-বা'ইছ' (الباعث) পুনরুত্থানকারী ; (৫০) আশ-শাহীদ, প্রত্যক্ষকারী ; (৫১) আল-হ'াক্'ক', সত্য ; (৫২) আল-ওয়াকীল, তত্ত্বাবধায়ক ; (৫৩) আল-ক'াব'ী (القوى), শক্তিশালী ; (৫৪) আল-মাতীন, দৃঢ়তাসম্পন্ন ; (৫৫) আল-ওয়ালী, অভিভাবক ; (৫৬) আল-হ'ামীদ, প্রশংসিত ; (৫৭) আল-মুহ'স'ী হিসাব গ্রহণকারী ; (৫৮) আল-মুব্দী, আদি স্রষ্টা ; (৫৯) আল-মু'ঈদ, পুনঃ সৃষ্টিকারী ; (৬০) আল-মুহ্'য়ী জীবনদাতা ; (৬১) আল-মুমীত, মরণদাতা ; (৬২) আল-হ'ায়্যু, জীবিত ; (৬৩) আল-ক'ায়্যূম, স্বয়ং স্থিতিশীল ; (৬৪) আল-ওয়াজিদ (الواجد), অবধারক, প্রাপক ; (৬৫) আল-মাজিদ, মহান ; (৬৬) আল-ওয়াহি'দ, একক ; (৬৭) আস'-স'ামাদ, অভাবমুক্ত, অনন্যমুখাপেক্ষী ; (৬৮) আল-ক'াদির, শক্তিশালী ; (৬৯) আল-মুক্'তাদির, প্রবল ; (৭০) আল-মুক'াদ্দিম, অগ্রবর্তীকারী ; (৭১) আল-মুআখ্খির, পশ্চাদবর্তীকারী ; (৭২) আল-আওওয়াল, প্রথম অর্থাৎ অনাদি ; (৭৩) আল-আখির, শেষ, অর্থাৎ অনন্ত ; (৭৪) আজ'-জ'াহির, প্রকাশ্য (৭৫) আল-বাতি'ন, গুপ্ত ; (৭৬) আল-ওয়ালী, কার্যনির্বাহক ; (৭৭) আল-মুতা'আলী, সুউচ্চ ; (৭৮) আল-বার্র, ন্যায়বান ; (৭৯) আত-তাওওয়াব, তওবাঃ গ্রহণকারী ; (৮০) আল-মুন্তাকি'ম, প্রতিশোধ গ্রহণকারী ; (৮১) আল-'আফুওউ (العفو), ক্ষমাকারী ; (৮২) আর-রাউফ, কোমল হৃদয় ; (৮৩) মালিকু'ল-মুল্ক, রাজ্যের মালিক ; (৮৪) যু'ল-জালাল ওয়া'ল ইক্রাম, মহিমান্বিত ও মাহাত্ম্য-পূর্ণ ; (৮৫) আল-মুক্'সিত', ন্যায়পরায়ণ ; (৮৬) আল-জামি', একত্রী-করণকারী ; (৮৭) আল-গ'ানী, সম্পদশালী, অভাবমুক্ত ; (৮৮) আল-মুগ্'নী, অভাব মোচনকারী ; (৮৯) আল-মানি', প্রতিরোধকারী ; (৯০) আদ-দ'ার্র (الضار), অকল্যাণকর্তা ; (৯১) আন-নাফি', কল্যাণ-কর্তা ; (৯২) আল-হাদী, পথ প্রদর্শক ; (৯৩) আন-নূর, জ্যোতি ; (৯৪) আল-বাদী', অভিনব সৃষ্টিকারী ; (৯৫) আল-বাক'ী, চিরস্থায়ী ; (৯৬) আল-ওয়ারিছ', উত্তরাধিকারী ; (৯৭) আর-রাশীদ, সত্যদর্শী ; (৯৮) আস-স'াবূর, ধৈর্যশীল (তিরমিয'ী)।

উপরিউক্ত আটানব্বই নামের সহিত আল্লাহ্ নামটি যোগ করিলে নামের সংখ্যা হয় নিরানব্বই। এতদ্ব্যতীত কু'রআনে আরও ছয়টি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা,

(১) আল-আহ'াদ, এক ; (২) আর-রাব্ব, প্রতিপালক ; (৩) আল-মুন্'ইম, নি'মাত দাতা ; (৪) আল-মু'ত'ী, দাতা ; (৫) আস'-স'াদিক', সত্যবাদী ; (৬) আস-সাত্তার, দোষ গোপনকারী। আল-আস্মা'উ'ল-হ'স্নার বাংলা তরজমা প্রায় ক্ষেত্রেই ইংগিত মাত্র, পূর্ণ অর্থ প্রকাশ হয় না। আল্লাহ, আর-রাহ্'মান, আর-রাহ'ীম-এই তিনটিই সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে (কু'রআন মাজীদে সূরার শিরো ভাগে بسم الله الخ-তে এই তিনটি নামের সমাবেশ এবং পুনরুক্তি তাৎপর্যপূর্ণ)। একটি হ'াদীছে' (কু'দ্সী) আল্লাহ্ বলেন, "আমার রাহ্'মাত আমার গ'াদ'াব-কে ছাড়াইয়া গিয়াছে।" কু'র-আনে বলা হইয়াছে : "আমার রাহ্'মাত লাভের ব্যাপারে নিরাশ হইও না" (৩৯ : ৫৩)। যাহারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করে তাঁহাদের প্রতি তিনি যেমন غفور رحيم, তেমনি বিদ্রোহীদের প্রতি

شديد العقاب। আল-আসমাউ'ল-হ'সনার মধ্যে কতগুলি গুণবাচক নাম মানবের সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়। সীমিত শক্তির গন্ডিতে মানুষ আপন চরিত্রে এই গুণাবলীর অনুশীলন করিবে, আল-আসমাউ'উ'ল-হ'সনাকে তাহাদের চারিত্রিক আদর্শরূপে গ্রহণ করিবে, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল (স') মানুষকে এই শিক্ষা দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কু'রআন মাজীদ এবং হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহ; (২) A. V. Kremer, Gesch. der herrsch. Ideen des Islams (Leipzig 1868); (৩) M. Th. Houtsma, De strijd over het Dogma in den Islam tot op al-Asch'ari (Leyden 1875); (৪) Goldziher Muhammedanische Studien (Halle a. S. 1889-1890); (৫) Die Zahiriten (Leipzig 1884); (৬) Materialien zur Kenntniss der Al-mohadenbewegung in Nordafrica, (ZDMG xli, 30 প.); (৭) Die Bekenntnissformeln der Almohaden (ZDMG. xliv. 168 প.); (৮) Le livre d'Ibn Toumert (Algiers 1903); (৯) Krehl, Beitrage zur muhammedanischen Dogmatik (Sitzungsber. d. K. Sachs Ges d. Wiss., Phil.-hist. Classe, xxxvii, Leipzig 1885); (১০) Beitrage zur Charakteristik der Lehre vom Glauben im Islam (Leipzig 1877); (১১) A. de Vlieger Kitab al-Qadr (Leyden 1903); (১২) Edward Sell, The Faith of Islam (London 1896); (১৩) Th. Haarbrucker, Asch-Schahrastani's Religionspartheien und Philosophen-Schulen ubersetzt und erklart (Halle 1850-1851); (১৪) H. Steiner, Mu'taziliten (Leipizg 1865); (১৫) T. W. Arnold, The Mu'tazila (Leipzig 1902); (১৬) Shaikh Muhammad Iqbal, The Development of Metaphysics in Persia (London 1908); (১৭) G. van Vloten, Irdja (ZDMG. xlv. 181 প.); (১৮) W. Spitta, Zur Geschichte Abu l-Hasan al-Ash'ari's (Leipzig 1876); (১৯) M. Schreiner, Zur Geschichte des Ash'aritenthums (Actes du viii. Congr. Intern. des. Oriental., i. I, Leyden 1891, p. 77 প.); (২০) Beitrage zur Geschichte der theologischen Bewegungen im Islam (ZDMG, lii. 463 প., 513 প., liii. 51 প.); (২১) Grimme, Mohammed, II. Teil, Einleitung in den Koran, etc. (Munster i. W. 1895); (২২) C. de Vaux, Avicenne (Paris 1900); (২৩) S. M. Zwemer, The Moslem Doctrine of God (Edinburgh 1905), (২৪) Tj. de Boer, Die Entwicklung der Gottesvorstellung im Islam. in Die Geisteswissenschaften, I., 1913/14. P. 228 প.; (২৫) A. J. Wensinck, The Muslim Creed, (Cambridge) 1932; (২৬) L. Gardet et M. N. Anawati, Introduction a la theologie Musulmane, Paris 1948.

D. B. Macdonald (E.S.I.)/মোঃ আলাউদ্দীন আল-আযহারী

'আলী ইব্‌ন আবী তা'লিব (علی بن ابی طالب)

(রা) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর চাচাত ভাই ও জামাতা এবং চতুর্থ খালীফা। তাঁহার পিতা আবূ তা'লিব ছিলেন 'আবদু'ল-মুত্'তা'লিব ইব্‌ন হাশিমের পুত্র। 'আলী (রা)-এর ডাক নাম আবূ তুরাব, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত। তিনি হযরত (স')-এর কন্যা ফাতি'মাহ্ (রা)-কে বিবাহ করেন। তাঁহার মাতার নাম ফাতি'মাহ্ বিন্‌ত আসাদ ইব্‌ন হাশিম। তাঁহার বংশধরদের সম্পর্কে 'আলী-বংশ শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁহার বয়স কত ছিল তাহা সঠিকরূপে নির্ধারণ করা যায় না। হযরত খাদীজাহ্ (রা)-এর পরে তিনি প্রথম মুসলিম, আবূ যার্র, আল-মিক'দাদ, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) প্রমুখের মতে বুরায়দাহ্ ইব্‌নি'ল-হ'সায়ব (রা) অথবা তিনি দ্বিতীয় মুসলিম [আবূ বাক্‌র (রা)-এর পরে, মাস'উদী, তানবীহ, ed. de Goeje, p. 231, transl. by carra de vaux, p. 306]। হযরত (স') যে দশজনকে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করিবেন বলিয়া স্পষ্টভাবে সুসংবাদ প্রদান করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। 'উমার (রা) কর্তৃক তাঁহার মৃত্যু শয্যায় মনোনীত ছয়জন নির্বাচকেরও তিনি ছিলেন অন্যতম।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স') রাবী'উ'ল-আউয়াল মাসে হিজরাত করার সংকল্প করিয়া অকস্মাৎ মক্কা হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি যে গৃহে থাকিতেন তখনও সেই গৃহেই আছেন, শত্রুদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া 'আলী (রা) তাঁহার হিজরাতে সহায়তা করেন। হযরত (স')-এর নিকট যে-সকল দ্রব্য গচ্ছিত ছিল, তাহা প্রত্যর্পণের জন্যও 'আলী (রা) কয়েকদিন মক্কায় অবস্থান করেন। তিনি বাদ্‌র, উহ'দ ও খন্দক' (পরিখা)-এর যুদ্ধে যোগদান এবং তাবূক ছাড়া অন্য সমস্ত অভিযানে হযরত (স')-এর সঙ্গে গমন করেন। তাবূক অভিযানের সময় হযরত (স')-এর অনুপস্থিতিতে তাঁহার পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান এবং মদীনার শাসনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। উহ'দের যুদ্ধে তিনি ষোলটি আঘাতপ্রাপ্ত হন; তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণে খায়বারের দুর্জয় ক'ামূস দুর্গের পতন ঘটে।

হযরত (স')-এর উপর নবম সূরাহ্ (আল-বারাআহ্ বা আত-তাওবাহ্) অবতীর্ণ হওয়ার অল্প পরে উহার প্রথম তেরটি আয়াত হ'াজ্জের সময় মিনা প্রান্তরে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করার জন্য হযরত (স') তাঁহাকে প্রেরণ করেন। মুশরিকগণ হযরত (স')-এর সহিত চুক্তি ভংগ এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে। এই ঘোষণায় মুশরিকদের সহিত সমস্ত চুক্তি বাতিল ঘোষিত হইল, তাহাদিগকে চারিমাসের সময় দেওয়া হইল যাহাতে তাহারা ইসলাম গ্রহণ বা যুদ্ধ-এই দুইয়ের মধ্যে একটি অবলম্বন করিতে পারে। দশম হিজরী, মুতাবিক ৬৩১-৩২ সনে, 'আলী (রা) য়ামান-এ প্রচার সফরে গমন করেন। ইহারই ফলে হামদানী-রা ইসলাম গ্রহণ করে।

হিজরাতের বৎসরকে ইসলামী সনের প্রারম্ভ হিসাবে গ্রহণের জন্য 'আলী (রা)-ই 'উমার (রা)-কে পরামর্শ দেন। হযরত 'উছ'মান (রা)-এর ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রদেশসমূহ হইতে অভিযোগ আসিলে তাঁহার নিকট অভিযোগগুলি উত্থাপনের ভার 'আলী (রা)-এর উপর অর্পিত হয়। উছ'মান (রা) নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে শংকিত হইয়া উঠিলে 'আলী (রা) খালীফাহ্ ও বিক্ষুব্ধদের মধ্যে মধ্যস্থের কাজ করেন এবং খালীফার দাবী অনুযায়ী বিক্ষোভকারীদের নিকট হইতে তিন দিনের সময় চাহিয়া লন। 'উছ'মান (রা)-এর গৃহ অবরোধের (واقعة الدار) সময় 'আলী (রা) তাঁহার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ

করেন। 'উছ'মান (রা)-এর শহীদ হওয়ার পর তিনি খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব প্রথমে বিনীতভাবে অস্বীকার করেন, কিন্তু পাঁচ দিন পরে স'াহ'াবীদের অনুরোধে তাহা গ্রহণ করেন। ৩৫ হিজরীর ২৫ যু'ল-হি'জ্জাঃ শুক্রবার (জুন ২৪, ৬৫৬) মদীনার মসজিদে সমবেত মুসলিমগণ খালীফাঃ হিসাবে তাঁহার হাতে বায়'আত করেন। ৩৬/৬৬৫ সনে তিনি মদীনা ত্যাগ করিয়া কূফা চলিয়া যান এবং তিনি পুনর্বার মদীনায় আসিতে পারেন নাই। বসরায় গিয়া হযরত 'আইশাঃ, ত'ালহাঃ ও যুবায়র (রা) হযরত 'উছ'মান (রা)-এর হত্যাকারীদের শাস্তিবিধানের দাবীতে তাঁহার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের আয়োজন করিলে তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং "উষ্ট্রের যুদ্ধে" তাঁহাদিগকে পরাজিত করেন। বসরার বাহিরে খুরায়বা নামক স্থানে জুমাাদা'ছ'-ছ'ানী ২, ৩৬/ডিসেম্বর ৪, ৬৫৬ তারিখে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ এবং সসম্মানে তাঁহাদিগকে দাফন করেন ও শহরে প্রবেশের পূর্বে খুরায়বা-য় তিন দিন অপেক্ষা করেন। ৪০ জন বিখ্যাত মহিলাসহ একদল অনুচরের প্রহরাধীনে তিনি হযরত 'আইশাঃ (রা)-কে সসম্মানে মদীনায় প্রেরণ করেন। এক মাস পরে তিনি কূফায় প্রবেশ করেন, কোষাগারে প্রাপ্ত অর্থ তিনি নাগরিকদের মধ্যে বিলাইয়া দেন সিরিয়ায় ইপ্সিত অভিযানে যোগদানের জন্য তাঁহাদিগকে সমপরিমাণ অর্থদানের অঙ্গীকার করেন। কূফা হইতে তিনি Ctesiphon বা আল-মাদাাইন-এ গমন করেন; রাক্'ক'া নামক স্থানে ফুরাত নদী উত্তীর্ণ হন এবং সি'ফ্ফীন প্রান্তরে মু'আাবি'য়াঃ (রা)-এর সম্মুখীন হন। ৩৬ হিজরীর যু'ল-হি'জ্জাঃ হইতে ৩৭ হিজরীর স'াফার/ জুন-জুলাই, ৬৫৭ পর্যন্ত পর পর কয়েকটি যুদ্ধ হয়। 'আলী (রা) যখন প্রায় চূড়ান্ত জয়লাভ করিতেছিলেন, তখন মু'আাবি'য়াঃ (রা)-এর সেনাপতি 'আম্র ইব্নু'ল-'আাস' (রা) একটি চাতুরী অবলম্বনের পরামর্শ প্রদান করেন এবং ইহা সফল হয়। সিরিয়ার সৈন্যরা কু'রআানের পাতা তাহাদের বর্শাগ্রে বিদ্ধ এবং ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া বিপক্ষ সেনাদলকে বুঝাইতে চাহে যে, আল্লাাহ্‌র কিতাাবের ফায়স'ালাঃ অর্থাৎ সালিসী (حكم) বিচারই তাহাদের প্রার্থনীয়। ইরাকী সৈন্যদের একটি বিশিষ্ট দল এই কূটকৌশলে প্রতারিত হইয়া আল্লাাহ্‌র কালাামের প্রেক্ষিতে বিরোধীয় বিষয়ের বিচার এবং যুদ্ধ-বিরতির দাবী করে। ফলে 'আলী (রা)-এর সেনাদলে বিভেদপ্রসূত দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। তিনি বাধ্য হইয়া সালিসী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। মু'আাবি'য়া (রা) 'আম্র ইব্নি'ল-'আাস্' (রা)-কে তাঁহার সালিস (حكم) নিয়োগ করেন। পক্ষান্তরে 'আলী (রা) চাপে পড়িয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবূ মূসাা আল-আশ্'আরী (রা)-কে তাঁহার হ'াকাম মনোনীত করেন। পূর্ণ ক্ষমতা প্রদায়ক লিখিত দলীল (স'াহ'ীফাঃ) প্রাপ্ত হইয়া হ'াকামদ্বয় ৩৭ হিজরীর রামাদ'াানে/৬৫৮ খৃ. (বা Wellhausen.-এর মতে ৩৮ হি./৬৫৯ খৃ.)-এর ফেব্রুয়ারীতে মিলিত হন। 'আম্র (রা)-এর চাতুরীতে প্রতারিত হইয়া আবূ মূসাা (রা) স্বীকার করিয়া লন যে, 'উছ'মান (রা)-এর হত্যায় [যাহার সহিত 'আলী (রা)-এর যোগ ছিল বলিয়া মিথ্যা গুজব রটিয়াছিল] প্রতিকার দাবীর ন্যায্য অধিকার মু'আাবি'য়াঃ (রা)-এর আছে। সুতরাং আবূ মূসাা (রা) 'আলী (রা)-কে পদচ্যুত করার প্রস্তাব মানিয়া লন এবং তাহা সমবেত জনগণের সমক্ষে ঘোষণা করেন (ত'াবারী, ১খ, ৩৩৫৯; মাস'উদী, মুরূজ, (৪)। সেই ঘোষণা অনুসারে আবূ মূসাা (রা)-এর প্রতিবাদ সত্ত্বেও 'আম্র (রা) 'আমীর মু'আাবি'য়া (রা)-এর খালীফাঃ পদের যোগ্য ঘোষণা করেন (মাস'উদীর উক্ত পুস্তকের ৩৯৯, ৪০২ পৃষ্ঠায় পাঠান্তর দ্রষ্টব্য), অথচ মু'আাবি'য়াঃ (রা) তখন পর্যন্ত একবারও খিলাফাতের দাবী করেন নাই। এই ঘোষণায় খিলাফাতের প্রশ্নে দুর্লঙ্ঘ জটিলতা উপস্থিত হয়। এই পরিস্থিতিতে 'আলী (রা)-এর সেনাদলে আরও ভাঙনের সৃষ্টি হয়। 'আলী (রা) কেন সালিসী প্রস্তাব মানিয়া লইলেন—এই অজুহাতে অনেকে 'আলী (রা)-এর সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া তাঁহার দল ত্যাগ করে এবং 'আব্দুল্লাাহ্ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব আর-রাাসিবী-র নেতৃত্বে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। ইহাদিগকে 'খাারিজী' বলা হয়। তাঁহাদের সংখ্যা ছিল ৪০০০, তাঁহাদের ধ্বনি ছিল "লা হ'ক্‌মা ইল্লাা লিল্লাাহ্" (আল্লাাহ ছাড়া কেহই সিদ্ধান্তের মালিক নহে)। তাহারা মাদাইন দখল করিয়া সেখানে সর্বপ্রকার নৃশংসতার অনুষ্ঠান করিল। অগত্যাপক্ষে 'আলী (রা) তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় সম্মত হইলেন। তিনি নাহ্‌রওয়ান-এর দিকে অগ্রসর হইয়া খাারিজীদিগকে প্রায় নির্মূল করিলেন (৯ স'াফার, ৩৮/১৭ জুলাই, ৬৫৮); তাহাদের মধ্যে দশজন মাত্র পলাইয়া গেল। ইতিহাসে এই যুদ্ধ "ওয়াাকি''আঃ আন-নাহ্‌র" নামে পরিচিত (Brounnow, Dic Charidschiten পৃ. ১৯ প.; ত'াবারী, ১, ৩৩৮৬, মাস্'উদী, মুরূজ, ৪খ. ৪১৮; আল-মুবাররাদ, কাামিল, পৃ. ৫২৮ প.)।

অতঃপর 'আলী (রা) কূফায় ফিরিয়া গেলেন, পক্ষান্তরে, সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য মু'আাবি'য়াঃ অভিযানের পর অভিযান প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কূফায় 'আব্দু'র-রাহ'মান ইব্‌নু মুল্‌জাম আস'-স'াারিমী নামক জনৈক খাারিজী গুপ্তঘাতকের হস্তে 'আলী (রা) নিহত হইলেন। এই ব্যক্তি তাঁহার দুইজন সমবিশ্বাসীর সংগে মন্ত্রণাক্রমে নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধে নিহত তাহাদের আত্মীয়দের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ একই দিনে 'আলী (রা), মু'আাবি'য়াঃ (রা) এবং 'আম্র ইব্নু'ল-'আাস' (র)-কে হত্যার পরিকল্পনা করে। দুইজন সহযোগীর সহিত ইব্‌ন মুল্‌জাম এক সঙ্কীর্ণ পথে খালীফার আগমন প্রতীক্ষায় থাকে এবং বিষাক্ত তরবারি দ্বারা তাঁহার কপালে আঘাত করে। তরবারি তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয় (১৭ রামাদ'ান, ৪০/২৪ জানুয়ারী, ৬৬১; তু. ত'াবারী, ১খ, ৩৪৫৬ পৃষ্ঠায় আবূ মা'শার ও ওয়াাকি'দীর বর্ণনা; অন্যান্য তারিখের জন্যও ঐ সূত্র; মাস'উদী, তান্‌বীহ-এর ৩৮৭ পৃষ্ঠায় তারিখ নির্দেশ করিয়াছেন ২১শে; ঐ দিনটি ২২ তারিখ শুক্রবারের কাছাকাছি বলিয়া গ্রহণযোগ্য মনে হয়)। তিন দিন পরে 'আলী (রা) শাহাাদাত বরণ করেন ও সাধারণ কিংবদন্তী অনুসারে (অন্যান্য বর্ণনার জন্য মাস'উদী, মুরূজ ৪খ, ১৮৯, তান্‌বীহ, ৩৮৭ পৃ.) কূফার যে বাঁধ ফুরাতের প্লাবন হইতে শহর রক্ষা করিত তাহার নিকট সমাহিত হন। পরবর্তীকালে ঐখানে নাজাফ শহর প্রতিষ্ঠিত হয় (য়াাকূ'ত, মু'জাম, ৪খ, ৭৬০)। ইহার বর্তমান নাম মাশ্‌হাদু 'আলী (সংক্ষেপে মাশ্‌হাদ)। তাঁহার পুত্র আল-হ'াসান (রা)-এর মতে তখন 'আলী (রা)-এর বয়স ছিল ৫৮ বৎসর, অপর পুত্র মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-হ'ানাফিয়্যাঃ (রা)-এর মতে ৬৩ বৎসর।

সুন্নীদের মতে হযরত 'আলী (রা) ৫৮৬টি হ'াদীছ' বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে ২০টির বর্ণনায় বুখাারী ও মুসলিম একমত, বুখাারী একা অপর নয়টি ও মুসলিম একা অপর পনরটি হ'াদীছ' গ্রহণ করিয়াছেন এইগুলির বর্ণনাকারীদের মধ্যে রহিয়াছেন তাঁহার তিন পুত্র হ'াসান (রা), হ'সায়ন (রা) ও মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আল-হ'ানাফিয়্যাঃ (রা)

এবং ইব্ন মাস'উদ (রা), ইব্ন 'উমার (রা), ইব্ন 'আব্বাস (রা), আবূ মূসাা আল-আশ'আরী (রা), 'আব্দুল্লাাহ ইব্ন জা'ফার (রা), 'আবদুল্লাাহ ইব্ন যুবায়র (রা) প্রমুখ সা'হা'াবা। মদীনায় 'আলী (রা)-এর মতামত প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইত; কাজেই যে কোন জটিল প্রশ্নে তাঁহার সহিত আলোচনা হইত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। ক্ষুধার যাতনা নিবারণের জন্য একখানা ভারী পাথর পেটে বাঁধিয়া রাখিয়া তিনি নিঃশেষে দান করিতেন এবং অনুরূপ আত্মনিগ্রহের মাধ্যমে কামনা-বাসনা দমন করিতেন (আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, মুসনাদ)। পৃথিবী ছিল তাঁহার নিকট ঘৃণিত। তিনি বলিতেন, দুনিয়া গলিত মাংসসদৃশ, যে ইহার অংশপ্রার্থী—সে কুকুরের সহিতে বসতিতে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য। তিনি আরও বলেন, যাহারা এই পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া শুধু পরলোক কামনা করে তাহারাই ভাগ্যবান। মৃত্যুকালে তিনি ৬০০ দিরহাম মাত্র রাখিয়া যান।

শী'আরা হযরত আলী (রা)-কে ওয়ালী-আল্লাাহ্ বা আল্লাাহ্‌র বন্ধু বলিয়া অভিহিত করেন, অর্থাৎ তিনি ولاية (নৈকট্য, বন্ধুত্ব) রূপ আধ্যাত্মিক বন্ধনে আল্লাাহ্‌র সহিত সম্পৃক্ত। অচিরেই বি'লাায়াত শব্দটির অর্থ Sanctity (পবিত্রতা)-তে উন্নীত হয়। 'আলী (রা) বিশেষভাবে ইসলামের saint বা পবিত্রাত্মা দরবেশ—এই পরিচিতির মাধ্যমে তাঁহার ও মুহ'ম্মাদ (স')-এর মধ্যে প্রভেদ দেখান হয়; মুহ'ম্মাদ (স') ছিলেন শুধু নবী অর্থাৎ আল্লাাহ্‌র রাসূল, অগণিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত শী'আ সম্প্রদায়ের মতবাদ এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'আলী (রা)-এর সত্তায় ইমাাম, যোদ্ধা ও দরবেশ-এই তিন প্রকৃতির সমাবেশ ঘটিয়াছে, এই বিষয়ে শী'আরা একমত। তাঁহাদের মতে ইমাাম হিসাবে 'আলী (রা)-এর নিয়োগ غدير خم নামক স্থানে প্রদত্ত হযরত (স')-এর বক্তৃতায় উল্লেখিত রহিয়াছে। হযরত (স') তখন বিদায় হ'াজ্জ হইতে ফিরিবার পথে এই স্থানে অবতরণ করেন। তিনি বক্তৃতায় বলেন, "আমি শীঘ্রই আল্লাাহ্‌র আমন্ত্রণ পাইব, আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়, (এই দুইটি হইতেছে) কু'রআান ও আমার পরিজন" (সুন্নীদের মতে এই হ'াদীছ'টির পাঠ এইরূপ:

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله و سنة رسوله -

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া গেলাম, যতদিন তোমরা তাহা অবলম্বন করিয়া থাকিবে ততদিন বিপথগামী হইবে না—আল্লাাহ্‌র কিতাাব এবং তাঁহার রাসূলের সুন্নাঃ। ইতিপূর্বেই হু'দায়বিয়ার অভিযান (১৮ই যু'ল-হি'জ্জা, ৬/এপ্রিল ২৯, ৬২৮ খৃ.; মাস'উদী, তানবীহ, ৩৩৮ পৃ.; Goldziher. Muh-Stud. ২য়, ১১৬), হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মুহ'াম্মাদ (স') বলেন, "আমি যাহার বন্ধু, 'আলীও তাহার বন্ধু।" একদা হযরত (স') 'আলী, ফাাতি'মাঃ, আল-হ'াসান ও আল-হ'সায়ন (রা)-কে একত্র করিয়া নিদ্রার সময় হযরত (স') যে চাদর পরিতেন, সেই চাদর (كساء-কিসাা') দ্বারা তাঁহাদিগকে আবৃত করিয়া একটি দু'আা পাঠ করেন। এইজন্য হযরত (স')-এর এই পরিজনকে "চাদরওয়ালা" (اهل الكساء) বলা হয়। সেই সময় এই আয়াতটি (৩৩ : ৩৩) নাযিল হয়:

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهر كم تطهيرا

অর্থাৎ (হে নবী পরিবার)। সর্বপ্রকার কলুষ দূর করিয়া তোমাদিগকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করাই আল্লাাহ্‌র অভিপ্রেত (দ্র. St. Guyard, ফাতাাওয়া ইব্ন তায়মিয়্যা পৃ. ২৪, টীকা ১. JA. ১৮৭১, ও Fragments পৃ. ২১৭)। 'আবদুল্লাাহ্ ইব্ন সাবাা নামক য়ামানের জনৈক য়াহূদীই প্রথমে 'আলী (রা)-এর প্রতি খুদায়ী মর্যাদা আরোপ করে বলিয়া কথিত আছে। 'আলী আল্লাাহ্‌র অন্যতম নাম (৪: '৩৪, ৪২ : ৫১), সম্ভবত ইহার বরাত দিয়া সে 'আলী (রা)-কে বলে, "আপনিই আল্লাাহ্" এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে (Hirschfold, JRAS 1904 p. 151)। খিলাাফাত যাহার মর্যাদা সা'লাাতে ইমাামাতের তুল্য, তাহা কিরূপে নির্বাচন মারফত প্রদত্ত হইতে পারে, শী'আরা কখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস, ইমাামাত প্রদান করার অধিকার একমাত্র আল্লাাহ্‌র। আল্লাাহ্-প্রদত্ত অধিকারে বদ্ধমূল বিশ্বাসের কারণেই পারস্যবাসীদের মধ্য হইতে বিশেষভাবে শী'আ মতবাদের অনুসারী সংগৃহীত হইয়াছিল। শী'আরা 'আলী (রা)-এর নিম্নলিখিত উপাধি ও গুণবাচক নামগুলি সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার করেন: মুর্তাদ'া (আল্লাাহ্ যাহার প্রতি খুব সন্তুষ্ট), হ'ায়দার (সিংহ), হ'ায়দার-ই-কাররাার (পুনঃ পুনঃ আক্রমণকারী প্রচণ্ড সিংহ), আসাদুল্লাাহি'ল-গ'াালিব (আল্লাাহর বিজয়ী সিংহ), শের-ই য়াযদান (আল্লাাহ্‌র সিংহ), শাাহ্-ই-বি'লাায়াত (আল্লাাহ্‌র বন্ধুদের রাজা), বাশাাহ্-ই-আওলিয়াা' (দরবেশদের রাজা)। তাঁহার আরও অনেক উপাধি আছে, জান্নাতু'ল-খুলূদ-এর ৭ম তাফ্স'ীলে উহাদের তালিকা পাওয়া যায়।

'আলী (রা)-কে কেন্দ্র করিয়া, বিশেষত শী'আদের মধ্যে যে-সকল উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে যোদ্ধা ও দরবেশ হিসাবে তাঁহার দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব। বিচার ক্ষেত্রে তাঁহার রায় দাাউদ (আ) ও সুলায়মান (আ)-এর কৃতিত্বের সহিত তুলনীয়। তাঁহার বচন ও প্রবাদবাক্যগুলি সমগ্র মুসলিম প্রাচ্যে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। পারস্য কবি রাশীদু'দ-দীন ওয়াত'ওয়াত' ইহাদের মধ্যে একশতটি প্রবচন সংকলন করেন (মাত'লূবু কুল্ল ত'ালিব, Fleischer কর্তৃক সম্পাদিত ও Ali's hundert Spruche নামে অনূদিত, Leipzig ১৮৩৭)। রূমের সাল্জুক' সুলত'ান গি'য়াাছু'দ্-দীন ৩য় কায়খুসরূ-এর মন্ত্রী ফাখরু'দ-দাওলাঃ 'আলী ইব্ন হু'সায়নের আদেশে উহাদের কয়েকটি ৬৭০/১২৭১-২ অব্দে সীওয়াাসস্থ Gok-Medrese প্রাচীরে খুদিত হয় (Cl. Huart Epigr.-ar, d' Asie Mineure, p. 91 প.)। অন্য কাহারও রচিত কয়েকটি 'আরবী কবিতা 'আলী (রা)-এর প্রতি আরোপিত হইয়াছে। (Brockelmann, GAL, i 43, Goldziher, Adhandl. zur arab. Philol., i, 126, Transactions of the 9th Congress of Orient. London 1893, ii, 115)।

অতি উৎসাহী (غلاة) শী'আদের মতে 'আলী (রা) আল্লাাহ্‌র অবতার। তাঁহাদের বিশ্বাস, আল্লাাহ্ 'আলী (রা)-এর দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ (حلول) করিয়া (শাহরাস্তাানী, পৃ. ১২৩; Haarbrucker-1, 199) হযরত (স')-এর জামাতারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এই অবতারবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে নুস'ায়রীরাই সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত, (R. Dussaud, Histoire et Religion des Nosairis, ৪৫, ৫২, ৫৫, ৬৫ পৃ.; সুলায়মান, বাকূরা, ৩ পৃ.; Huart, in JA, ৭ম সিরিজ, ১৪শ সংখ্যা ২৬০ পৃ.)। এই সম্প্রদায় আজও পারস্যে 'আলী ইলাাহী' নামে পরিচিত। (Gobineau, Troisans en Asie, ৩৩৮ পৃ.) আহ্ল-ই-হাক্'ক' প্রবন্ধও দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, মাস্'উদী, দীনাওয়ারী, য়া'কূ'বী প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী ; (২) ইব্ন সা'দ, ৩/১ : ১১ পৃ. নাস'র ইব্ন মুযাহি'ম, ওয়াকি''আতু-সি'ফ্ফীন (কায়রো ১৩৬৫), (৩) আশ-শারীফ আল-মুরতাদ'া, নাহ্জু'ল-বালাগ'াঃ (বায়রূত ১৮৮৫, etc) ; (৪) নাওয়াব'ী, পৃ., ৪৩৭ প. ; (৫) মাজ্লী, মীনাতু'ল-মাজালিস, পত্র ২৭ প. ; (৬) শাহরাস্তানী, পৃ. ১২২ (Haarbrucker i. 185) ; (৭) Caetani, Annali dell' Islam, esp vol. IX. X (Rome 1926) ; (৮) G. Leve della Vida, II Califfato di 'Ali secondo il Kitab Ansab al-Asraf di ai-Baladhuri. (RSO VI, 1913, 427—507) ; (৯) Wellhausen, Die religos—politischen Oppositions-parteien im alten Islam (Abh. G. W. Gott., N. S., V-2) ; (১০) do. Das arabische Reich und sein Sturz, Chap. ii ; (১১) W. Sarasin, Das Bild Alis bei den Historikern der Sunna (Basle 1907), (১২) F. Buhl. Das Leben Muhammeds, P. 150, 192, 282, 337, D.M. Donrldson, The Shi'ite Religion, London 1933, P. 27-53 ; (১২) খারিজী প্রবন্ধও দ্র.।

Cl. Huart (S. E. I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'আলী বংশ-'আলী ইব্ন আবী ত'ালিব (রা)-এর ১৪টি পুত্র ও অন্ততঃ ১৭টি কন্যা ছিলেন। (১) হযরত (স')-এর কন্যা ফাতি'মাঃ (রা) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনিই ছিলেন 'আলী (রা)-এর একমাত্র পত্নী। তাঁহার গর্ভে জন্মলাভ করেন : আল-হ'াসান, আল-হ'সায়ন ও মুহ'াসসিন (পারস্যের শী'আদের মুহ'সিন, শৈশবেই তাঁহার মৃত্যু হয়), বড় যায়নাব, বড় উম্মু কুলছূ'ম ; (২) উম্মু'ল-বানীন বিন্ত হি'যামের গর্ভেঃ আল-'আব্বাস, জা'ফার, 'আবদুল্লাহ, 'উছ'মান (প্রথমোক্ত জন ভিন্ন সকলেই নিঃসন্তান অবস্থায় কারবালায় নিহত হন) ; (৩) লায়লাঃ বিন্ত মাস'উদ ইব্ন-খালিদের গর্ভে জন্ম : 'উবায়দুল্লাহ আবূ বাকর ; (৪) 'আসমা' বিন্ত 'উনায়স আল-খাছ'-'আমিয়ার গর্ভে য়াহ'য়া, ছোট মুহ'াম্মাদ (হিশাম ইব্ন মুহ'াম্মাদের মতে) বা য়াহ'য়া, (ওয়াকি'দীর মতে ছোট মুহ'াম্মাদ দাসী-পুত্র), 'আওন ; (৫) উম্মু হ'াবীব বিন্ত রাবী'আঃ (উপনাম আস'-স'াহ'বা, খালিদ ইব্নি'ল-ওয়ালীদ কর্তৃক 'আয়নু'ত-তামার-এ বন্দীকৃত দাসী)-এর গর্ভে 'উমার ও রুক'ায়্যা ; (৬) উমামাঃ বিন্ত আবিল-'আস'ী ইব্ন আর-রাবী' (ইহার মাতা যায়নাব ছিলেন হযরত (স')-এর কন্যা), ইহার গর্ভে দ্বিতীয় মুহ'াম্মাদ ; (৭) খাওলাঃ বিন্ত-জা'ফারের গর্ভে বড় মুহ'াম্মাদ, উপনাম ইবনু'ল-হ'ানাফিয়্যাঃ (৮) উম্মু সা'ঈদ বিনত 'উরওয়াঃ ইব্ন মাস'উদ আছ'-ছ'াক'াফীর গর্ভে উম্মু'ল-হ'াসান এবং বড় রামলাঃ; (৯) মাহ্'য়াত বিন্ত ইম্রু'ল-ক'ায়স ইব্ন 'আদী-এর গর্ভে এক কন্যা, শৈশবেই যাঁহার মৃত্যু হয় ; (১০) অজ্ঞাতনামা বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে জন্মলাভ করেন : উম্মু হানী', মায়মূনাঃ, ছোট যায়নাব, ছোট রাম্লাঃ, ছোট উম্মু কুল'ছূ'ম, ফাতি'মাঃ, উমামাঃ, খাদীজাঃ, উম্মু'ল-কিরাম, উম্মু সাল্মাঃ, উম্মু জা'ফার জুমানাঃ, নাফীসাঃ, (ত'াবারী, ১খ, ৩৪৭১ প.)।

হযরত 'আলী (রা)-এর পুত্রগণের মধ্যে নিম্নোক্ত পাঁচজন সন্তান-সন্ততি রাখিয়া গিয়াছিলেন : (১) আল-হ'াসান (রা) ; (২) আল-হ'সায়ন (রা) ; (৩) মুহ'াম্মাদ ইবনুল-হ'ানাফিয়্যাঃ (রা) ; (৪) 'উমার (রা) ও (৫) 'আব্বাস (রা) (ত'াবারী ১খ, ৩৪৭৩ পৃ. ; ওয়াকি'দী ; মাস'উদী, মুরূজ, ৫খ, ১৪৯ ; ঐ, তান্বীহ, Carra be vaux কৃত অনুবাদ, ৩৮৮ পৃ.)। আল-হ'সায়নের বংশই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। শী'আদের বারজন ইমামের শেষ নয়জন সরাসরি তাঁহার বংশোদ্ভূত। তাঁহারা হইতেছেন, (১) 'আলী যায়নু'ল-'আবিদীন, (২) মুহ'াম্মাদ আল-বাকি'র, (৩) জা'ফার আস'-স'াদিক', (৪) মূসা আল-কাজি'ম, (৫) 'আলী আর-রিদ'া, (৬) মুহ'াম্মাদ আল-জাওওয়াদ, (৭) 'আলী আল-হাদী, (৮) হ'াসান আল-'আস্কারী ও (৯) মুহ'াম্মাদ আল-মাহ্দী।

'আলী (রা) ইব্ন আবী ত'ালিবের বংশধরদের অধিক সংখ্যকই ভাগ্যবিড়ম্বিত ছিলেন। তাঁহাদের দুঃখের কাহিনীতে মুসলিম ইতিহাস পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। উমাব'ী শাসকগণ 'আলী বংশীয়গণকে নির্যাতন করেন (যেমন, ইমাম ইব্রাহীমকে হ'ার্রানে এবং যায়দ ইব্ন যায়নু'ল-'আবিদীনকে কূফায়) ; 'আব্বাসীগণ তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিয়া আহ্লু'ল-বায়ত-এর স্বার্থের প্রতি পারস্যবাসীদের সহানুভূতিকে নিজেদের কাজে লাগান। অনেককেই বিষ প্রয়োগে অপসারিত করা হয় বলিয়া কথিত আছে যথা, আল-হ'াসান (রা) ও জা'ফার আস'-স'াদিক' (র)-কে মদীনায়, মূসা আল-কাজি'ম ও মুহ'াম্মাদ আল-জাওওয়াদকে বাগদাদে, 'আলী আর-রিদ'াকে তূ'সে ; অন্যেরা খালীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধে বা জল্লাদের হস্তে মৃত্যুবরণ করেন। আল-হ'াসান (রা)-এর বংশে বহু সংখ্যক ব্যর্থকাম দাবীদারের আবির্ভাব ঘটে। যথা, 'মাগ্'রিব-এ ইদ্রীসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইদ্রীসের ভ্রাতা, মুহ'াম্মাদ আন-নাফ্স'য-যাকিয়্যা মদীনায় ১৪৫/৭৬২-৩ সনে ; তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহীম বসরায় ; হ'সায়ন ইব্ন 'আলী মক্কায় ১৬৯/৭৮৫-৬ সনে ; মুহ'াম্মাদ ইব্ন ত'াবাত'াবা ইরাকে ১৯৯/৮১৪-১৫ সনে ; মুহ'াম্মাদ ইব্ন সুলায়মান মদীনায় ; 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ বস্রায় (যায়দ ইব্ন মূসা আল-কাজি'মের সমকালীন) ; ইব্রাহীম ইব্ন মূসা য়ামানে ; আল-হ'াসান ইব্ন যায়দ ত'াবারিস্তানে ২৫০/৮৬৪ সনে ; আল-হ'সায়ন কূফায় ; ইস্মা'ঈল ইব্ন য়ূসুফ মক্কায় ; মুহাম্মদ ইব্ন যায়দ ত'াবারিস্তানে ২৮১-২৮৭/৮৯৪-৯০০ সনে ; আহ'মাদ ইব্ন মু'হ'াম্মাদ দক্ষিণ মিসরে, হ'াসান ইব্ন 'আলী ত'াবারিস্তানে ৩০১/৯১৩-৪ সনে ইত্যাদি।

আল-হ'সায়নের বংশধরেরা তাঁহাদের ধর্মনিষ্ঠা, পবিত্রতা ও নির্মল নৈতিক চরিত্রের জন্য খ্যাতিলাভ করেন। এই বংশে বিদ্রোহীদের অভ্যুদয় হয় কম। উপরিউক্ত যায়দ ইব্ন মূসা ভিন্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন জা'ফার আস'-স'াদিক' ২০০/৮১৫-৬ সনে মক্কায় বিদ্রোহী হন। অন্যান্য বিদ্রোহী হইতেছেন আল-হ'সায়ন আল-আফ্ত'াস মদীনায় ; মুহ'াম্মাদ ইব্ন ক'াসিম খুরাসানে (২১৯/৮৩৪) ; আল-হ'াসান আল-কারকী ক'াযব'ীনে (২৫০/৮৬৪) ; মুহ'সিন ইব্ন জা'ফার ওরফে ইব্ন রিদ'া দামিশকে।

ইদ্রীসীরা নিশ্চিতই 'আলী (রা)-এর বংশধর (আল-হ'াসান (রা)-এর শাখা) ; ফাতি'মী ও আল-মুওয়াহ্'হি'দগণের ব্যাপার তত নিশ্চিত নহে। 'আলী (রা)-এর বংশের যে সকল লোক নিপীড়িত হইয়া মৃত্যুবরণ—করেন, মাস্'উদী, মুরূজ, ৭খ, ৪০৪ পৃষ্ঠায় তাঁহাদের একটা তালিকা পাওয়া যায়। উমায়্যাদের মধ্যে কেবল ২য় 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীযই নবী-বংশের জন্য বিবেকের দংশন অনুভব করেন। তাঁহারা তাঁহাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া তিনি ফাতি'মার পক্ষে 'আলী (রা)-এর যে সকল বংশধর মদীনায় বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ১০,০০০ দীনার বিতরণ করেন (মুরূজ, ৫খ, ৪২১)।

'আব্বাসীদের মধ্যে আল-মা'মূন উপরিউক্ত ৮ম ইমাম 'আলী আর-রিদা'-কে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু আল-মুতাওয়াক্কিলের সময় হইতে আবার নির্যাতন শুরু হয় এবং আল-মুন্তাসি'রের আমল পর্যন্ত বহাল থাকে। আল-মুতাওয়াক্কিল কারবালাতে আল-হুস'ায়ন (রা)-এর কবর বিধ্বস্ত করিয়া দেন ও তথায় লুণ্ঠন চালান।

বর্তমানে হযরত 'আলী (রা)-এর বিপুল সংখ্যক বংশধর মুসলিম জগতের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছেন। সায়্যিদ বা শারীফ উপাধির ব্যবহার ও সবুজ পাগড়ী পরিধানের অধিকার দ্বারা অন্যান্য মুসলিম এবং তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। নিদর্শনপত্র বা বংশ-তালিকা (شجرة বা সিল্সিলাঃ নামাহ্) দ্বারা ন্যূনাধিক অভ্রান্তরূপে তাঁহাদের বংশ প্রমাণিত হয়। 'উছ'মানীয় সাম্রাজ্যে তাঁহারা ছিলেন 'নাক'ীবু'ল-আশ্রাফ, ('আলী বংশধরদের পরিদর্শক)-এর কর্তৃত্ব ও পর্যবেক্ষণের অধীন। সুলত'ান ২য় বায়াযীদ এই পদ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রত্যেক বড় নগরেই একজন নাক'ীবু'ল-আশ্রাফ থাকিতেন। তিনি নিদর্শনপত্র নিয়ন্ত্রণ করিতেন। যাঁহারা তাঁহাদের জন্য প্রমাণ করিতে পারিতেন, তাঁহাদিগকে শারীফ বংশের নিদর্শনপত্র প্রদান করিতেন এবং ভুয়া শারীফ পদবীধারী অপরাধীদিগকে শাস্তি দিতেন ("শারীফ" প্রবন্ধ দ্র.)।

'আলী-বংশীয়দের মধ্যে যাঁহারা শাসক বংশের পত্তন করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন: আল-হ'াসানের শাখায়, ১। ইদ্রীসী বংশ, ইদ্রীস ইব্ন ইদ্রীস ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন ২য় হ'াসানের বংশধরগণ "মাগ্‌রিব"-এ ২৯৬/৯০৮ সন পর্যন্ত; ২। সুলায়মানী বংশ, সুলায়মান ইব্ন দাউদ ইব্ন ২য় হ'াসানের বংশধর মক্কায়, তৎপরে য়ামানে (আস-সুওয়ায়দী, সাবাইকু'য-য'হাব, ৭৭ পৃ.); ৩। সুলায়মানী বংশ, ইদ্রীস ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন ২য় হ'াসানের ভ্রাতা সুলায়মানের বংশধরগণ) "মাগ'রিবে" আস-সুওয়ায়দী, পৃ. স্থা.); ৪। বানূ উখায়-দির, মুহ'াম্মাদ আন-নাফ্সু'য-যাকিয়্যা-র ভ্রাতা মূসা আল-জাওন-এর বংশধরগণ মক্কায় ও য়ামানে, ২৫১-৩৫০/৮৬৫-৯৬১, (তু. মুনাজ্জিম-বাশী, ২খ, ৪২৯); ৫। বানূ ত'াবাত'াবা য়ামানে, ২৮৮/৯০১; ৬। হাওয়াশিম (বানূ ফালীতাঃ), 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ২য় হ'াসানের শাখায় আবূ হাশিম ইবন মুহ'াম্মাদের বংশধরগণ, ৪৬০-৫৯৮/১০৬৭-১২০২ পর্যন্ত মক্কার আমীর; ৭। বানূ স'ালিহ', একই শাখার স'ালিহ' ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন মূসার বংশধরগণ সুদানের ঘানা-তে; ৮। আমুল-এর হ'াসানীগণ, ২৫০-৩০০/৮৬৪-৯১৩; ৯। বানূ ক'াতাদাঃ, ৫৯৮/১২০১-২ হইতে ১৩৪৩/১৯২৪ পর্যন্ত মক্কায় আমীর; ১০। সা'দী শারীফগণ মরক্কোতে, ৯৫৭/১৫৫০ হইতে ১০৭০/১৬৫৯ পর্যন্ত; ১১। ফিলালী শারীফগণ, মরক্কোতে ১০৭৫/১৬৬৪ হইতে; ১২ ও ১৩। ওয়াযযানী ও কিত্তানী শারীফগণ মরক্কোতে।

শাসক বংশ স্থাপনে আল-হ'সায়নের শাখা ঃ; ১। জা'ফার আস-সাদিক'-র বংশধর, ফাতি'মী বা 'উবায়দীগণ; ২। ত'াবারিস্তান ও দায়লাম-এর হ'সায়নীগণ, ৩০১-৩১৮/৯১৩-৯৩০; ৩। অন্যান্য শাখা, দায়লামে, ৩০৪-৩৫৬/৯১৬-৯৬৭; ৪। বানূ'ল-মুহান্না, মদীনায় ৬০১/১২০৪ সনের পূর্ব হইতে (তু. মুনাজ্জিমবাশী, ২খ, ৬৬৫); ৫। রাস্সী বংশীয়গণ, কাসিম রাস্সী (মৃ. ২৪৬/৮৬০)-র অধস্তনগণ যাঁহারা ছিলেন যায়দ ইব্ন 'আলী ইব্নি'ল-হ'সায়নের শাখাভুক্ত য়ামানের সা'দা-র, ৬৮০/১২৮১ সন পর্যন্ত; ৬। ত'াবারিস্তানের যায়দীগণ, ২৫০-৩১৬/৮৬৪-৯২৮; ৭। সান্'আ-র যায়দীগণ, ক্বাসিম ইব্ন মুহ'াম্মাদের বংশধর।

যাহাদের 'আলী-বংশীয় হওয়া সন্দেহজনক ঃ ১। বানূ মূসা, মক্কায় ও মদীনায়, ৩৫০-৪৫৩/৯৬১-১০৬১; ২। বানূ হ'াম্মাদ, কর্দোভা ও মালাগায়, ৪০৭-৪৪৯/১০১৬-১০৫৭।

Cl. Huart (S. E. I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আল-আশ্'আরী আবূ মূসা (أبو موسى الأشعرى) (রা) 'আবদুল্লাহ ইব্ন ক'ায়স, একজন প্রখ্যাত স'াহ'াবী। তিনি ছিলেন য়ামান-এর অধিবাসী এবং প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি আবিসিনিয়ায় হিজ্রাত করেন এবং খায়বার জয়ের পরে ফিরিয়া আসেন, ভিন্ন মতে তিনি খায়বার অভিযানের সময় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (ইব্নু 'আবদি'ল-বার্র, ইস্তী'আব, হায়দ্রাবাদ হি. ১৩১৮, ৩৯২, নং ১৬২২; ৬৭৮-৭৯, নং ৬৭৮। হযরত (স) তাঁহাকে ১০/৬৩১-৩২ সালে মু'আয ইবন জাবাল (রা)-এর সঙ্গে য়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১৭/৬৩৮ সনে আল-মুগ'ীরাঃ ইব্ন শু'বাঃ (রা)-এর পদচ্যুতির পর 'উমার (রা) তাঁহার উপর বসরার শাসনভার অর্পণ করেন। অসন্তুষ্ট কূফাবাসীদের মতানুযায়ী 'উমার (রা) আবূ মূসা (রা)-কে ২২/৬৪২-৩ সনে কূফায় বদলী করেন। কিন্তু অচিরে নূতন শাসনকর্তাও কূফার খেয়ালী লোকদের বিরাগভাজন হইয়া পড়িলেন। কাজেই এক বৎসর পরে তাঁহাকে কূফা হইতে সরাইয়া বসরার পূর্ব পদে অধিষ্ঠিত করা হইল। অল্পকাল পরেই তিনি খালীফার নিকট অভিযুক্ত হন, কিন্তু খালীফাঃ তাঁহার কৈফিয়ত গ্রহণ করেন। তিনি সেনাপতি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। 'উমার (রা)-এর মৃত্যুর পরও আবূ মূসা (রা) বসরার শাসনকর্তার পদে বহাল থাকেন। 'উছ'মান (রা)-এর খিলাফাত লাভের কয়েক বৎসর পরে তিনি পদচ্যুত হন ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির তদ-স্থলে মনোনীত হন। তখন আবূ মূসা (রা) কূফায় বসতি স্থাপন করেন। ৩৪/৬৫৪-৫ সনে 'উছ'মান (রা) তাঁহাকে কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু খালীফার হত্যার পর এই কূফাবাসীরা 'আলী (রা)-এর পক্ষ গ্রহণ করিলে আবূ মূসা (রা) পদচ্যুত হন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁহার সর্বশেষ ভূমিকা সি'ফ্ফীনের যুদ্ধের পর 'আলী (রা)-এর পক্ষে সালিসরূপে ('আলী শীর্ষক প্রবন্ধ দ্র.)। 'আম্র ইব্ন 'আস' (রা)-এর আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি প্রথমে মক্কায় এবং পরে কূফায় চলিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর সন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রাচীনতম বর্ণনা অনুযায়ী ৪২/৬৬২-৩ বা ৫২/৬৭২ সনে কূফায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, ৪/১খ, ৭৮ প.; ৬খ, ৯; (২) য়া'কূবী ২খ, ১৩৬ প.; (৩) বালাযুরী, পৃ. ৫৫ প.; (৪) ত'াবারী, সূচী (Index) দেখুন; (৫) ইব্নু'ল-আছ'ীর, ১খ, ৯; (৬) নাওয়াবী, পৃ. ৭৫৮; (৭) মাস'উদী, মুরূজ, ৪, ৫; (৮) কিতাবু'ল-আগানী, দ্র. Guidi, Tables alphabetiques; (৯) Muller, Der Islam im Morgen-und Abendland, i. 243 প.; (১০) Muir, The Caliphate its Rise, Decline and Fall(new edition by Weir), p. 179 প.; (১১) Wellhausen, Das arabische Reich, p. 56 প.; (১২) Caetani, Annali dell' Islam, স্থা.।

K. V. Zettersteen (S.E.I)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আল-আশ্'আরী, আবু'ল হ'াসান 'আলী (أبو الحسن على الأشعرى) বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ, ২৬০/৮৭৩-৪ সনে বসরায় তাঁহার

জন্ম। তাঁহার পূর্ণ বংশ-তালিকা এইরূপ : 'আলী ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইসহ'াক' ইব্ন সালিম ইব্ন ইস্মা'ঈল ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মূসা ইব্ন বিলাল ইব্ন আবী বুরদাঃ (রা)। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত তিনি মু'তাযিলী ধর্মতত্ত্ববিদ আল-জুব্বাঈ-র উৎসাহী ছাত্র ছিলেন। তৎপর আল্লাহ্ কর্তৃক ভাগ্য নির্ধারণের ঔচিত্য সম্পর্কে এক বিতর্ক উপলক্ষে জুব্বাঈ-র সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি নিজস্ব পথ অবলম্বন করেন। কিন্তু Spitta দেখাইয়াছেন যে, উপাখ্যানটি পক্ষপাতিত্বমূলক এবং সম্ভবত হ'াদীছ' অধ্যয়নের ফলে তিনি মু'তাযিলী মতের অসঙ্গতি ধরিতে পারেন। যাহা হউক, তখন হইতে তিনি মু'তাযিলীদের মত খণ্ডন এবং সুন্নী মতের সমর্থন করিতে থাকেন এবং ধর্মনীতি বিষয়ক ও বিতর্কমূলক বহু সংখ্যক পুস্তক রচনা করেন। ফিক্'হী ব্যাপারে তিনি শাফি'ঈ মায্'হাবের অনুসারী ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি বাগদাদে অতিবাহিত করেন এবং সেখানে ৩২৪/৯৩৫ সনে মৃত্যু বরণ করেন।

ইব্ন ফুরাক্-এর মতে আল-আশ্'আরীর রচিত পুস্তকের মোট সংখ্যা প্রায় ৩০০। ইব্ন 'আসাকির তন্মধ্যে ৯১টির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আল-ইবানাঃ 'আন্‌লিউসূ'দ্-দিয়ানাঃ পুস্তকখানা তিনটি সংযোজনসহ ১৩২১/১৯০৩ সনে হায়দরাবাদে মুদ্রিত এবং W. C. Klein কর্তৃক অনূদিত (New Haven, ১৯৪০) হইয়াছে। তাঁহার রিসালাঃ ফী ইস্তিহ্'সানি'ল খাও্দ' ফি'ল কালামও মুদ্রিত হইয়াছে, (হায়দরাবাদ ১৩২৩ হি.)।

তাঁহার পুস্তকগুলির মধ্যে যেইগুলি মুদ্রিত হইয়াছে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল মাক'ালাতু'ল ইস্লামিয়্যীন (ed. H. Ritter, i-ii., Istanbul 1929-1930, in Bibliotheca, Islamica. Ia., b.)। এই পুস্তকখানা তিন ভাবে বিভক্ত : (ক) পৃ. ১—২৮৯, মুসলিম সম্প্রদায় ও মতভেদগুলির বর্ণনা (শী'আঃ খাওয়ারিজ, মুরজিআঃ, মু'তাযিলাঃ, মুজাস্‌সিমাঃ, জাহ্‌মিয়্যাঃ, দি'রারিয়্যাঃ, নাজ্জারিয়্যাঃ, বাক্‌রিয়্যাঃ, নুস্‌সাক); (খ) পৃ. ২৯০-৩০০, আস্'হ'াবু'ল-হ'াদীছ' ও আহ্‌লু'স্-সুন্নাঃ সমাজের 'আক'াইদ-এর বর্ণনা এবং আল-ক'াত্'ত'ান, যুহায়র আল-আছ'ারী ও আবু মু'আয' আত-তাওমানী-র মধ্যে সামান্য মতপার্থক্যের ব্যাখ্যা; (গ) পৃ. ৩৯১-৬১০, 'ইল্‌ম কালাম-এর প্রতিপাদ্যগুলির সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের বর্ণনা।

মুসলিম সাহিত্যে আশ'আরী-র مقالات এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ। ইহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের সম্পর্কে গ্রন্থকার মূল উৎস হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা সর্বপ্রকার উদ্দেশ্যমূলক পক্ষপাতিত্ব হইতে বিমুক্ত। ইহার রচনাশৈলী নিম্নমানের; কারণ, ইহা একটি নীরস তালিকা অপেক্ষা উন্নত কিছু নহে। "আল্-ইবানাঃ"-এর আবেগ-সম্পন্ন গ্রন্থকারের বেলায় ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। এই কারণে অনুমান করা হইয়াছে যে, গ্রন্থকার এমন বয়সে "মাক'ালাত" রচনা করেন যখন মত পরিবর্তন ও উহার প্রভাব আর সাম্প্রতিক ব্যাপার ছিল না। ভূমিকায় তিনি ঘোষণা করেন যে, ইসলাম বিরোধী মতবাদগুলির বস্তুনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ ব্যাখ্যার অভাব অনুভব করিয়াই তিনি এই গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। সম্ভবত নিরপেক্ষ হওয়ার ইচ্ছার কারণেই 'আক'াইদ সম্পর্কীয় যে-সকল বিশেষ মতবাদ তাঁহার প্রতি আরোপিত হইত বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি সেইগুলির উল্লেখে বিরত থাকেন। এ সম্পর্কে ব্যক্তি বিশেষের মত এবং তাঁহার মায্'হাবের মতবাদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে নির্ণয় করার অসুবিধা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। পুস্তকখানার তৃতীয় খণ্ড মুসলিম মুতাকাল্লিমদের ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান প্রমাণিত হইতে পারে।

মু'তাযিলী সম্প্রদায় এবং যাহারা ধর্ম বিরোধিতার জন্য সন্দেহ-ভাজন, এইরূপ নানা সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সহিত বিতর্কে যুক্তিতর্কের সার্থক ব্যবহার করিয়া বিশ্বাসমূলক মতবাদে যুক্তিতর্কের প্রয়োগের প্রতি প্রাচীনতম 'আলিমদের বিতৃষ্ণা দূর করার কৃতিত্ব আল-আশ'আরীর প্রাপ্য। কাজেই তিনি মধ্যযুগের সূক্ষ্ম বিচার-মূলক সুন্নী "কালাম" শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। যে অল্প কয়েকজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক তৎপূর্বে যুক্তির প্রয়োগে সাহসী হইয়াছিলেন, যথেষ্ট ভব্যতার অভাবে তাঁহারা তাঁহাদের বাকভঙ্গী দ্বারা প্রতিপক্ষের মনে আঘাত এড়াইতে পারেন নাই। এইজন্য আল-আশ'আরীর পদ্ধতি বিশেষভাবে শাফি'ই সমাজে গৃহীত হয় এবং তাঁহার বহু সংখ্যক ছাত্র জুটিয়া যায়। ইঁহাদের মধ্য হইতে অনেক বিখ্যাত মুতাকাল্লিমের অভ্যুদয় ঘটে। তাঁহারা 'আশ'আরীর 'আকা'ইদের সম্প্রসারণ ও বিস্তার সাধন করেন। এই সকল প্রাচীনতর আশ'আরী মতবাদীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত হইলেন : আল-বাকি'ল্লানী, ইবন-ফুরাক, আল-ইস্ফারাঈনী, আল-কুশায়রী, আল-জুওয়ায়নী, (ইমামু'ল-হ'ারা-মায়ন) ও বিশেষভাবে আল-গ'াযযালী। শাফি'ঈ মায'হাবের বাহিরে আল-আশ'আরীর মত অপেক্ষাকৃত কম স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। হ'ানাফীরা তাঁহার সমসাময়িক আল-মাতুরীদী-র মতই সমধিক পছন্দ করিতেন, তবে ইনি কেবল কতেক অপ্রধান বিতর্কমূলক ব্যাপারেই আশ'আরীর বিরোধিতা করিতেন। হ'াম্বলীরা প্রাচীন মত মানিয়া চলিতেন এবং আল-আশ'আরী মতবাদের বিরোধী থাকিয়া যান। ইব্ন হ'াযম স্পেনে আশ'আরী মতবাদের বিরোধিতা করেন। প্রথম সালজুক' তুগ্রুল বেগ-এর আমলে উযীর আল-কুন্দুরী-এর প্ররোচনায় আশ'আরী মতবাদের প্রখ্যাত শিক্ষাদাতাগণ নির্যাতন ভোগ করেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী নিজ'ামু'ল-মুল্'ক অচিরে তাঁহাদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ করিয়া দেন। বিশেষভাবে বিখ্যাত আল-গ'াযযালীর লেখার মারফতে আশ'আরীপন্থীদের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। "মাগ'রিব"-এ আল-মুওয়াহ্'হি'দ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইব্ন তুমার্‌ত ছিলেন আশ'আরীদের উৎসাহী সমর্থক। ফলে, সুন্নীদের বিদ্যালয়-সমূহে সর্বত্র আশ'আরী কালাম শিক্ষাদান করা হইত এবং প্রথমে যে বিরোধিতা ছিল, তাহা ক্রমশঃ লোপ পায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৪৪০; (২) ফিহ্‌রিস্ত (ed. Flugel). ১খ. ১৮১; (৩) শাহ্‌রাস্তানী, পৃ. ৬৫ প.; (৪) Spitta Zur Geschichte Abu'l-Hasan al As'ari's; (৫) Mehren, Expose de la Reforme de l'Islamisme etc. in Travaux de la 3eme Session du Congres des Orientalistes (St. Petersburg), p. 167 প; (৬) Schreiner, Zur Geschichte des As'aritentums, in Actes du 8eme Congres intern. des Orient. sect. Ia, p. 79 প.,; (৭) Macdonald, Development. of Muslim Theology etc., p. 187 p. 187 প.; (৮) 1 Goldziher, Beitrage zur Literaturgeschichte der Si'a in Sitz. Ber Wien, vol. lxxviii, p. 473 প., (৯) R. Strothmann, in Isl. xix., 193 প.; (১০) A. J. Wensinck, The Muslim Creed, Cambridge 1932,; (১১) A. S Tri-

tton, Muslim Theolology, London 1947 ; (১২) Brockelmann, GAL[2] i. 207 প., suppl.i. 345 প.।

K. V. Zettersteen (S.E.I)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আল-'আশারাতু'ল-মুবাশশারাঃ (العشـرة المبشرة) সুসংবাদপ্রদত্ত দশ জন। ইঁহারা জান্নাতে স্থান পাইবেন, রাসূল (স') ইঁহাদিগকে সেই সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে সামান্য মতপার্থক্য থাকিলেও নিম্নোক্তদের নাম সকল তালিকাতেই পাওয়া যায় : (১) আবূ বাক্‌র (রা) (দ্র.) ; (২) 'উমার (রা) (দ্র.) ; (৩) 'উছ'মান (রা) (দ্র.) ; (৪) 'আলী (রা) ; (৫) তালহা: (রা) ; (৬) যুবায়র (রা) ; (৭) 'আবদু'র রাহ'মান ইব্‌ন 'আওফ (রা) ; (৮) সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক'ক'াস' (রা) ; (৯) সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) এবং (১০) আবূ 'উবায়দা ইব্‌নু'ল জার্‌রাহ' (রা)।

গ্রন্থপঞ্জী (১) আবূ দাউদ, সুনান, বাব ৮ ; (২) আহ'মাদ-ইবন হ'াম্বাল, ; ১৮৭ ১৮৮ , ১৯৩ , (৩) তিরমিয'ী, মানাকি'ব, বাব ২৫ , (৪) ইবন সা'দ, ৩/১ : ২৭৯।

আশ্‌রাফ 'আলী থানাব'ী (اشرف على تهانوى) (রা) বংশ-পরিচয় ও বাল্যকাল : মুহ'াম্মাদ আশ্‌রাফ 'আলী (র) ভারতের যুক্ত (বর্তমান উত্তর) প্রদেশের মুজ'াফ্‌ফার নগর জিলার থানা ভবন নামক স্থানে হিজরী ১২৮০ সনের ৫ই রাবী'উ'ছ্‌-ছ'ানী মতান্তরে উক্ত সনের ১২ই রাবী'উল-আওওয়াল, ১৮৬২ খৃস্টাব্দের ১৪ই মার্চ (উর্দূ ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব্‌ ইসলাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৩) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুন্‌শী 'আবদু'ল-হ'াক্‌'ক' আল-ফারূক'ী ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ও উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। পৈত্রিক সূত্রে তিনি দ্বিতীয় খালীফাঃ হযরত 'উমার ফারূক' (রা) এবং মাতৃকুলের দিক হইতে চতুর্থ খালীফাঃ হযরত 'আলী মুর্‌তাদ'া (রা)-এর সহিত সম্পর্কিত। শৈশবে তিনি মীরাট জিলার এক গ্রাম্য ধাত্রীর দুধ পান করেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতা ইন্তিকাল করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অতি শান্ত ও সুশীল ছিলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ।

আশরাফ 'আলী (র) কু'রআন পাকের কয়েক পারাঃ মীরাট অধিবাসী একজন, আখুন্‌জীর নিকট এবং বাকী অংশ হ'াফিজ' হু'সায়ন 'আলীর নিকট অধ্যয়ন করেন। ফারসীতে প্রাথমিক শিক্ষা তিনি মীরাটেই সমাপ্ত করেন, অতঃপর তাহার মামা প্রসিদ্ধ ফারসী ভাষাবিদ মাওলানা ওয়াজিদ 'আলীর নিকট উচ্চতর ফারসী অধ্যয়ন করেন।

১২৯৫ হি./১৮৭৮ খৃ. তিনি দেওবন্দের বিখ্যাত মাদ্‌রাসাঃ দারু'ল 'উলূমে ভর্তি হন। তথায় তিনি 'আরবী, ফারসী ভাষা ও সাহিত্য এবং বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করেন। মেধাবলে অল্পকালের মধ্যেই তিনি ইসলামিয়াতের বিভিন্ন শাখায় অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হন। মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তিনি দেওবন্দের শিক্ষা-জীবন সমাপ্ত করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র-বিশ বৎসর। অল্প বয়সেই তিনি হ'াদীছ', তাফ্‌সীর, ফিক্‌'হ, গণিত, 'আরবী-সাহিত্য ও ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, 'ইল্‌মু'ল-আখ্‌লাক', মনস্তত্ত্ব, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র ('ইলমু'ল-মুনাজ'ারাঃ) 'ইলমু'ল-মানতি'ক' (ন্যায়শাস্ত্র), ইতিহাস, 'ইল্‌মু'ত তাস'াওউফ, 'ইল্‌মু'ল-কি'রাআত, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তৎকালীন বিশিষ্ট 'আলিম এবং ওয়ালী শায়খু'ল-হিন্দ মাওলানা 'আবদু'ল-'আলী এবং মাওলানা য়া'কূ'ব প্রমুখ বিখ্যাত সূফী উস্তাদের সান্নিধ্যে তিনি পড়াশুনা করেন। রীতি অনুসারে অধ্যয়ন সমাপ্তিতে তাঁহাকে দেওবন্দ মাদ্‌রাসার সনদ প্রদান করা হয় এবং তাঁহার মাথায় পাগড়ী (দাস্তার) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সুপ্রসিদ্ধ 'আলিম ও সূ'ফী মাওলানা রাশীদ আহ্‌'মাদ গাংগোহী (রা) স্বহস্তে এই পাগড়ী বাঁধিয়া দেন।

সনদ লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিতেই কানপুরের মাদ্‌রাসাঃ "ফুয়ূদে 'আম" হইতে তাঁহাকে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় ১৩০১/১৮৮৩ সালে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন এবং ১৩১৫/১৮৯৭ পর্যন্ত প্রায় ১৪ বৎসর অতি কৃতিত্বের সহিত কাজ করেন। ফাঁকে ফাঁকে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তদুপরি তাঁহার ওয়া'জ' (وعظ)-নাস'ীহ'াত এবং ফাতওয়া (বিধান দান করা)-র কাজও চলিতে থাকে। অগাধ পাণ্ডিত্য এবং সক্ষদর্শিতার জন্য তিনি এই উপমহাদেশে "হ'াকীমু'ল-উম্মাঃ" বা জাতির দার্শনিক আখ্যায় সুপরিচিত হন। তাঁহার অধ্যাপনাকালে দূর-দূরান্তর হইতে বহু জ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থী কানপুর মাদ্‌রাসায় আগমন করেন। উপমহাদেশের বহু স্বনামধন্য 'উলামা' ও আওলিয়া' কানপুরে মাওলানা থানাব'ীর নিকট ইসলামী 'ইল্‌ম শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে মাওলানা ইস্‌হ'াক' বর্ধমানী, মাওলানা জা'ফার আহ্‌'মাদ 'উছ'মানী, মাওলানা আহ্‌'মাদ 'আলী ফাতুহ'পুরী, মাওলানা সায়্যিদ ইস্‌হ'াক' কান্‌পুরী, মাওলানা মাজ'হারুল-হ'াক'ক' চাটগামী এবং মাওলানা হ'াকীম মুহ'াম্মাদ মুস্ত'াফা বিজ্‌নূরী-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কানপুর মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনাকালের প্রথম দিকে মাওলানা থানাব'ী (র) একবার তাঁহার পিতার সঙ্গে হ'াজ্জ সমাপনের জন্য মক্কা গমন করেন। তিনি তথায় প্রথম বার মুহাজির মাক্কী হ'াজী শাহ্‌ ইম্‌দাদুল্লাহ্‌ (র)-এর সাক্ষাত লাভ করেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৩১০/১৮৯২ খৃস্টাব্দে পুনরায় মক্কায় গমন করিয়া তাঁহার মুরশিদ মুহাজির মাক্কীর নিকট দীর্ঘদিন অবস্থান করেন এবং পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। অনন্তর মুর্‌শিদের নির্দেশক্রমে দেশে ফিরিয়া তিনি কানপুর মাদ্‌রাসায় কিছু-কাল অধ্যাপনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'ইল্‌মু'ল-মা'রিফাঃ ও তাস'াওউফ চর্চায়ও মশগুল থাকেন। কিছু দিনের মধ্যে কানপুর মাদ্‌রাসাঃ একটি আধ্যাত্মিক শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হইল। অবশেষে মাওলানা থানাব'ী (র) তাঁহার মুর্‌শিদের নির্দেশে ১৩১৫/১৮৯৭ খৃস্টাব্দে জন্মভূমি থানাভবনে ফিরিয়া যান এবং বহু পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত খান্‌ক'াহে ইম্‌দাদীয়া-য় আসিয়া উঠেন। তখন হইতে বহু আধ্যাত্মিকতার শিক্ষার্থী খান্‌ক'াহ-তে আসিয়া মাওলানা থানাব'ীর শিষ্যত্ব ও বায়'আত গ্রহণ করিতে থাকেন, এক সময় দেওবন্দের মাদ্‌রাসাঃ দারুল-'উলূমের পক্ষ হইতে তথায় অধ্যাপনার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু তিনি মুরশিদের অমতের কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। এই ভাবে মাওলানা থানাব'ী (র) শেষ জীবন পর্যন্ত থানাভবনে থাকিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় ও শিক্ষাদানে নিজেকে মশগুল রাখেন।

'ইল্‌মু'ত-তাস'াওউফ সম্পর্কে মাওলানা থানাব'ী (র) কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানব শরীরের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গে যেমন জ'াহিরী (প্রকাশ্য) শক্তি রহিয়াছে, সেইরূপ মানুষের রূহ' (আত্মা)-এর মধ্যে অনেক বাতি'নী (গুপ্ত) শক্তি নিহিত আছে। শরীর চর্চার মাধ্যমে যেমন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্তিশালী

হইয়া উঠে, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা তাঁহাদের রূহ'ানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাঁহার মতে তাসাওউফ শারী'আত হইতে আলাদা নহে, বরং শারী'আত হইতেই উহার উৎপত্তি। শারীরিক ব্যাধি হইলে যেমন ডাক্তারের পরামর্শে চলিতে হয় এবং নিজের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া যায় না, ঠিক সেইরূপ রূ'হানী রোগের জন্য রূহ'ানী ডাক্তার অর্থাৎ মুরশিদের কথা মতই চলিতে হইবে। নিজের মতে চলিলে রূহ'ানী রোগের প্রতিকার হইবে না, ইহাতে রূহ'ানী উন্নতিও সম্ভব নহে। বাহ্যিক ইস্'লাহ' বা চরিত্র শুদ্ধির পর যি'ক্‌র-আয্'কার আরম্ভ করিতে হয়। অন্যথায় যি'ক্‌রের সুফল লাভ হইবে না, বরং উহা নিষ্ফলে যাইবে। মাওলানা থানাব'ী-র মতে, কোন শায়খ বা মুরশিদের অধীনে না থাকিয়া যি'ক্‌র-আয্'কার করিলে তাহাতে বিশেষ ফল হয় না বরং মুরশিদের অধীনে থাকিয়া আধ্যাত্মিক চর্চা ও 'আমল করিলেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

মাওলানা থানাব'ী (র) বিশ্বাস করিতেন যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র বন্দেগী এবং মাখলূক'াতের খিদমতই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি এই নীতি প্রচারের জন্য উপমহাদেশের বহু জায়গায় সফর করেন এবং বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। অধিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং শেষ বয়সে নানারূপ ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করে। ফলে বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের এই বিশিষ্ট 'আলিম, বাগ্মী, চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকার ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের ১৯শে জুলাই, (১৩৬২ হিজরীর ১৬ই রাজাব) সোমবার দিবাগত রাত্রি দশটায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৮৩ বৎসর ৩ মাস ১১ দিন।

মাওলানা থানাব'ী (র)-এর অধিকাংশ কিতাবই উর্দূ ভাষায় প্রণীত, বাকী 'আরবী ও ফার্সী ভাষায় রচিত। উর্দূ ভাষায় লিখিত তাঁহার কতিপয় গ্রন্থের ও বক্তৃতার সারমর্ম অবলম্বনে ইংরেজীতে Philosophy of Islam নামে তিন খণ্ডে একখানা বই সংকলিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১৯২৮ খৃস্টাব্দে মুহাম্মাদ ইস্‌হ'াক' লাখ্‌নৌ হইতে প্রকাশ করেন এবং ২য় ও ৩য় খণ্ড মুহ'াম্মাদ য়ূসুফ কর্তৃক ১৯২৯-৩০ খৃস্টাব্দে লাখ্‌নৌ হইতে প্রকাশিত হয়। তাঁহার লিখিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ পশ্‌তু, পাঞ্জাবী, গুজরাতী, সিন্ধী ও বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার বিশিষ্ট খালীফাঃ খাজাঃ 'আযীযু'ল-হ'াসান কর্তৃক লিখিত মাওলানা থানাব'ী (র)-এর জীবনচরিত 'আশ্‌রাফু'স-সাওয়ানিহ্‌ কিতাবে তাঁহার রচিত ৬৬৬ খানা কিতাবের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হইল :

(১) বায়ানু'ল-কুরআন (উর্দূ তাফ্‌সীর); (২) হি'ফ্‌জু'ল-ঈমান; (৩) ক'াসদু'স-সাবীল; (৪) তা'লীমু'দ-দীন; (৫) আ'মাল-ই-কু'রআনী; (৬) আওরাদ-ই-রাহ'মানী; (৭) দিরায়াতু'ল-'ইস'মাত (আরবী); (৮) তাজ্‌ব'ীদু'ল-কু'রআন; (৯) হি'ফ্‌জু'ল-আরবা'ঈন ('আরবী), (১০) ফুরূ'উল-ঈমান, (১১) তাহ্'ক'ীক'-ই-তা'লীম আংরেযী, (১২) আল-ক'াওলু'ল-ফাসি'ল বায়না'ল-হ'াক্'ক ওয়া'ল বাতি'ল, (১৩) বিহিশতী যীওর, (১৪) রাফ'উ'ল-খিলাফ ফী হ'ুক্‌মি'ল-আওকাফ, (১৫) ইম্‌দাদু'ল-ফাতাওয়া, (১৬) নাশ্‌রু'ত-তি'ব্‌ ফী যি'ক্‌রি'ন-নাবী আল-হ'াবীব, (১৭) মিজাঃ আন-নুফূস ('আরবী), (১৮) ইস্'লাহ'ু'ন-নিসা', (১৯) আদাবু'ল-মু'আশারাঃ, (২০) তারবিয়াতু'স-সালিক, ২১। জামালু'ল-কু'রআন; (২২) মা'আরিফু'ল-আওয়ারিদ; (২৩) আদাবু'ত-ত'ারীক'াঃ, (২৪) আদাবু'ল-ইস্‌লাম, ২৫। ইস্'লাহ'ু'ল-নিযাম, ২৬। আস্'দাকু'র-রু'য়া, ২৭। ক'াইদা ক'াদিয়ান, ২৮। কিসওয়াতু'ন-নিস্‌ওয়াঃ; ২৯। আল-কালিমাতু'ত-তাম্মাঃ ফী-নুবুওয়াত-'আম্মাঃ, ৩০। যি'ক্‌র-ই-মাহ্'মূদ, ৩১। মাজ্‌লিসু'ল হি'ক্‌মাঃ, ৩২। হ'য়াতু'ল-মুস্‌লিমীন, ৩৩। আত-তাক্‌হ'ীর ফি'ত-তাফ্‌সীর, ৩৪। মু'আমালাতু'ল-মুস্‌লিমীন ফী মুজাদালাতি'ল-শ'ায়রি'ল-মুস্‌লিমীন, ৩৫। তাম্‌ঈযু'ল-'ইশ্‌ক' মিনা'ল-ফিস্‌ক', ৩৬। ফুতূহ'ু'ত-তা'রীখ, ৩৭। ত'ারীকু'ন-নাজাঃ, ৩৮। কালিমাতু'ল-হ'াক্'ক' ইত্যাদি।

থানাব'ী (র)-এর প্রথম গ্রন্থ 'যের ও যবর' (ফারসী মাছ্‌নাব'ী) এবং শেষ গ্রন্থ "বাওয়াদিরু'ন-নাওয়াদির"। শেষ গ্রন্থটি ১৯৪৩ সনে শায়খ মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-কারীম কর্তৃক লাখ্‌নৌ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আযীযু'ল-হ'াসান, আশ্‌রাফু'স সাওয়ানিহ্‌, চার খণ্ড, ১ম-৩য় খণ্ড, লখ্‌নৌ-১৩৫৭/১৯৩৮, ৪র্থ খণ্ড যাহার নাম খাতিমাতু'স-সাওয়ানিহ', লখ্‌নৌ ১৩৬২/১৯৪৩; (২) আবু'ল-মাজিদ দারয়াবাদী, হ'াকীমু'ল-উম্মাঃ, মুলতান, ১৩৭৫/১৯৫৬; (৩) 'আব্‌দু'ল-বারী নাদ্‌ব'ী, জামি'উল-মুজাদ্দিদীন, লখ্‌নৌ, ১৯৫০, এই গ্রন্থের ২৪-৩২ পৃষ্ঠায় সায়্যিদ সুলায়মান নাদ্‌ব'ী কর্তৃক লিখিত মাওলানা থানাব'ীর জীবনী দ্রষ্টব্য; (৪) সায়্যিদ সুলায়মান নাদব'ী, য়াদ-ই-রাফ্‌তেগাঁ, করাচী ১৯৫৬, পৃ. ২৮১-৩০১; (৫) বাংলা বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড, ঢাকা ১৯৭২-২৫৬,; (৬) Ency. of Islam, Vol. i. 701, New Edition; (৭) মুহাম্মদ সিকান্দার মোমতাজী ও আবদুল-হাক্' জালালাবাদী, হায়াতে আশ্‌রাফ (বাংলা)।

মোঃ আলাউদ্দীন আল আযহারী

'আশুরা (عاشوراء 'আশূরা') মুহ'ার্‌রাম মাসের দশম দিবস। হ'াদীছে'র বর্ণনায় দেখা যায়, মুহ'াম্মাদ (স') মদীনায় য়াহূদীদের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন, এই 'আশূরার দিন মূসা (আ) ফির'আওনের বন্দীদশা হইতে ইসরাঈল সন্তানগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং ফির'আওন সসৈন্যে ডুবিয়া মরিয়াছিল; সেই কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মূসা ('আ) এই দিনে সি'য়াম (রোযা) পালন করিয়াছিলেন এবং একই কারণে য়াহূদীরা 'আশূরার রোযা রাখে। তখন হযরত (স') বলিলেন, فنحن احق و اولى بموسى منكم অর্থাৎ তোমাদের অপেক্ষা মূসার সহিত আমাদের সম্পর্ক অগ্রাধিকারমূলক এবং নিকটতর। হযরত (স') তখন হইতে নিজে 'আশূরার রোযা রাখিলেন এবং উম্মাতকে এই দিনে সিয়াম পালনের আদেশ দিলেন (মিশকাত, বাব-صيام التطوع)। হ'াদীছে' আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা : (১) হযরত (স') স'াহ'াবাঃ (রা)-কে 'আশূরার রোযার উৎসাহ এবং আদেশ দান করিতেন; (২) কতিপয় স'াহ'াবী হযরত (স')-কে বলিলেন, য়াহূদী এবং খৃস্টানগণ 'আশুরাকে বড় মনে করে (আমরা কেন দিনটিকে গুরুত্ব প্রদান করিব?)' উত্তরে হযরত (স') বলিলেন, আগামী বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে আমি মুহ'ার্‌রামের নবম দিবসেও রোযা রাখিব; (৩) রামাদ'ানের সি'য়াম ফারদ হওয়ার পর হইতে হযরত (স') স'াহ'াবীগণকে আর 'আশূরার সিয়ামের আদেশ করিতেন না, নিষেধও করেন নাই। (৪) তবে তিনি নিজে রামাদ'ানের সি'য়ামের অনুরূপ গুরুত্ব সহকারে বরাবর 'আশূরার সিয়াম পালন করিতেন; (৫) হযরত (স') বলিয়াছেন : রামাদ'ানের সি'য়ামের পর সর্বাপেক্ষা আফদ'াল মুহার্‌রামের এই সি'য়াম (মিশকাত, বাব ঐ)।'

মূসা (আ)-এর সাফল্যে শাশ্বত ইসলামের বিজয় সূচিত হইয়াছিল, জয় আল্লাহ্র, দান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দাসের কর্তব্য—এই প্রেক্ষিতে সকল নবীতে সমভাবে বিশ্বাসী মুহ'াম্মাদ (স') এবং তাঁহার উম্মাত এই দিনটিকে মর্যাদাপূর্ণ মনে করেন। কথিত আছে, এই দিনটিতে নূহ' (আ) প্লাবনের পর জাহাজ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিয়াছিলেন। আবার এই দশম মুহ'াররামে কারবালা প্রান্তরে হযরত (স')-এর দৌহিত্র হ'সায়ন (রা) শাহাদাতবরণ করিয়াছিলেন। চরম বিষাদপূর্ণ হইলেও সত্যের পতাকাবাহী হ'সায়ন (রা)-এর এই অপূর্ব আত্মত্যাগ ইসলামের ইতিহাসে দিনটিকে আরও গাম্ভীর্যপূর্ণ করিয়াছে। সুতরাং সুন্নী, শী'আঃ সকলেই নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করে (দ্র. মুহ'াররাম)। রোযা রাখা তন্মধ্যে অন্যতম অনুষ্ঠান। যদিও কেহ কেহ এই রোযাকে ওয়াজিব মনে করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত, প্রকৃতপক্ষে ইহা নাফ্ল। "নবম" দিবসে রোযা রাখিবার অবকাশ হযরত (স')-এর জীবনে ঘটে নাই। জীবিত থাকিলে তিনি মনে হয় নবম এবং দশম উভয় দিনের রোযা রাখিতেন, ইহাতে একাধিক দিনের রোযা রাখা—যথা রামাদ'ান ছাড়া অন্য মাসগুলির শুক্লপক্ষের শেষের তিন দিনে (ايام البيض) রোযা রাখায় যে বিশেষসুন্নাত, তাহা কতকটা পালিত হইত এবং য়াহূদীদের অনুষ্ঠানের সহিত বৈসাদৃশ্য বা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইত। ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় হযরত (স') উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তোমরা নবম এবং দশম মুহ'াররামে রোযা রাখ এবং য়াহূদীদের খিলাফ কর অর্থাৎ তাহাদের মত কেবল একটি দিনের রোযা রাখিও না।

আশূরা-র উল্লেখ ১০ই মুহ'াররাম অর্থে, ইহা সুপ্রাচীন; কতকগুলি ইসলামী অনুষ্ঠান ও রীতি প্রাচীন 'আরবদের, বিশেষত হযরত ইব্রাহীম ('আ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাঁহারই নির্দেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল, হ'াদীছে' এই তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন 'আরবগণ 'আশূরার দিনে রোযা রাখিত, উক্ত সূত্রে এই কথাটিও জানা যায়। মক্কার 'আশূরার দিনে দর্শকদের জন্য কা'বার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) হ'াদীছ' সংগ্রহসমূহে স'াওমু 'আশূরা শীর্ষক অধ্যায়গুলি এবং ফিক'হ গ্রন্থসমূহে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলি; (২) Goldziher, Usages juifs d'apres la litterature des musulmans, in Rev. des Etudes, xxviii., p. 82-84; (৩) A. J. Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina, p. 121-125; (৪) Th. W. Juynboll, Handbuck des islamischen Gesetzes, p. 115 প.; (৫) Noldeke Schwally, Geschichte des Qorans i. 179, note.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আল-আস্ওয়াদ (الأسود) 'আয়হালাঃ ইবন কা'ব-এর উপাধি; ভিন্ন মতে তাঁহার নাম 'আব্হালাঃ; তিনি ছিলেন মায্'হিজ গোত্রের শাখা 'আনস-এর লোক। তাঁহার আর এক উপাধি ছিল "যু'ল্-খিমার" বা অবগুণ্ঠিত (বালাযু'রী, ১০৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত যু'ল্-হি'মার নহে)। মুহ'াম্মাদ (স)-এর মৃত্যুর অত্যল্পকাল পূর্বে তিনি দক্ষিণ 'আরবে পারসিকদের বিরুদ্ধে একটি 'আরব জাতীয় বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীরা অচিরে পারসিক কর্মচারীদিগকে বিতাড়িত করে, তৎসঙ্গে সাময়িকভাবে দক্ষিণ 'আরবে হযরত (স')-এর প্রভুত্বেরও অবসান ঘটে। কাহ্ফ খাব্বান নামক স্থান হইতে যাত্রা করিয়া আল-আসওয়াদ নাজ্রান জয় করেন এবং ভূতপূর্ব পারসিক শাসনকর্তা বায'ান-এর পুত্র শাহ্র-কে পরাজিত ও নিহত করিয়া রাজধানী স'ান-'আ'-অধিকার করেন। ফলে এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিম 'আরব তাঁহার হস্তগত হয়। নিজের দাবীকে আইনসঙ্গত রূপ দিবার প্রয়াসস্বরূপ আস্ওয়াদ নিহত শাহ্র-এর বিধবা পত্নীকে তাঁহার অনীহা সত্ত্বেও বিবাহ করেন। কিন্তু আস্ওয়াদের ক্ষমতা স্বল্পকাল মাত্র স্থায়ী হয়। ক'ায়স ইব্ন হুবায়রাঃ আল-মাক্শূহ', যিনি ছিলেন মায্'হিজ গোত্রেরই আর একজন লোক এবং যিনি ইতিপূর্বে আসওয়াদকে রাজ্য জয়ে সাহায্য করেন, তিনি এখন পরাজিত পারসিকদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ফীরোয ও দাযাওয়ায়হ্ ছিলেন পারসিকদের নেতা; তাঁহারা শাহ্রের বিধবা স্ত্রীর নিকট হইতেও কার্যকরী সাহায্য লাভ করেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী তাঁহারই সাহায্যে তাঁহারা দুর্গে প্রবেশ করিয়া পালঙ্কে শায়িত অবস্থায় আল-আসওয়াদকে হত্যা করেন। ইহা হযরত (স')-এর মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পূর্বের ঘটনা। আল-আসওয়াদের পতনে এবং অল্পকাল পরে ক'ায়স-এর ক্ষমতা লাভে মুসলিমদের কোন ইতরবৃদ্ধি হয় নাই (ক'ায়স পরে তাঁহার সাহায্যকারী পারসিকদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ক্ষমতা দখল করেন)। আল-আসওয়াদ সম্পর্কিত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, তিনি পয়গাম্বরীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন; এই বর্ণনার সন্দেহাতীত ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকায় ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বালাযু'রীর মতে তিনি ছিলেন একজন কাহিন বা ভবিষ্যদ্বক্তা এবং মুসায়লামাঃ নিজকে যেমন "য়ামামা-র রাহ্'মান"-এর দাবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, আস্ওয়াদও তেমনি নিজকে "য়ামানের রাহ্'মান" (অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাহ্'মানের বা আল্লাহ্র নামে কথা বলে) বলিয়া অভিহিত করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বালাযু'রী, পৃ. ১০৫—১০৭; (২) ত'াবারী, ১ : ১৭৯৫-১৭৯৮, ১৮৫৩-১৮৬৮; (৩) Wellhausen, Skizzen and Vorarbeiten, vi 31-37; (৪) Caetani, Annali dell' Islam. Register দ্র.। F. Buhl (S. E. I.)/ড. এম. আবদুল কাদের

আল-'আস্'র (العصر) অর্থ কাল, সময়, বিশেষত বিকাল বেলা। বস্তুত ছায়া উহার সমান, মতান্তরে দ্বিগুণ, হওয়ার পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে যে স'ালাত আদায় করা হয় তাহার নাম ইসলামী পরিভাষায় স'ালাতু'ল-'আস্'র। এই স'ালাতের গুরুত্ব খুব বেশী। অধিকাংশ মুহ'াদ্দিছ' ও ফাক'ীহ্-এর মতে এই 'আস্'র্ স'ালাতই কু'রআন (২ : ২৩৮)-এ উল্লেখিত الصلوة الوسطى' বা দিবসের প্রায় মাঝামাঝি সময়ের স'ালাত। দিন ও রাতের প্রায় মধ্যবর্তী (وسطى-স্ত্রীলিঙ্গে) বা দিবাবসানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ে দিনের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করিবার তাড়াহুড়ায় মানুষের পক্ষে 'আস'রের স'ালাতের সময় করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। এই স'ালাত সময়মত আদায় করিবার তাকীদ রহিয়াছে কু'রআনে। হ'াদীছে'র বর্ণনায় দেখা যায় যে, যাহারা এই স'ালাত হারায় তাহাদের অন্য সমস্ত 'আমল নষ্ট হইয়া যায়। অপর একটি হ'াদীছে'র মর্ম এই, যে ব্যক্তির এই স'ালাত নষ্ট হইল তাহার যেন ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন সবই ধ্বংস হইয়া গেল (বুখারী, রাশীদিয়াঃ, ১খ, ৭৮)। কু'রআনের ১০৩ সংখ্যক সূরার নাম সূরাঃ আল-'আস্'র, ইহাতে তিনটি আয়াত আছে এবং "আল-'আস'র্" শব্দে সূরাটির সূচনা।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বুখারী স'াহ'ীহ', ১খ, ৭৮; (২) কু'রআন, সূরা ১০৩; (৩) Th. W. Juynboll, Handbuch des Islam. Gesetzes, Index.

Anonymous (S.E.I)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

আস্‌হা'বু'ল উখ্‌দূদ (اصحاب الاخدود) সূরাঃ ৮৫ঃ ৪-এ উল্লিখিত "পরিখা ওয়ালাগণ"। এই আয়াতে মু'মিনদের উপর অমানুষিক অত্যাচার, যথা, স'হা'বীদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া তৃপ্তি উপভোগকারীদের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। পরিখাওয়ালাদের পরিচয় সম্পর্কে মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিবরণ এইরূপ ঃ

য়ামানের রাজা যূ-নুওয়াস (তিনি বিবিধ নামে অভিহিত হইতেন) য়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং ইহাতে অতি উৎসাহী হইয়া খৃস্টানদের উপর নির্যাতন চালাইতেন। অবশেষে তাঁহাদিগকে য়াহূদী ধর্ম ও মৃত্যু দুইয়ের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে বলিলেন। খৃস্টানরা শাহাদাৎ পসন্দ করেন। তখন রাজা একটি লম্বা পরিখা খনন করিয়া তাঁহাদিগকে তন্মধ্যে জীবন্ত দগ্ধ করেন। খৃস্টানদের সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণে এই বর্ণনার আংশিক সমর্থন এবং কাহিনীর সবিস্তার বর্ণনা পাওয়া যায়, শীতের প্রকোপ বৃদ্ধির কারণে কুশীয়গণ যখন য়ামান প্রদেশে তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে কোন শাসক পাঠাইতে অসমর্থ হইল, তখন য়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত যূ-নুওয়াস শাসন ক্ষমতা অধিকার করিলেন এবং খৃস্টানদের উপর উপরিউক্ত রূপ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তদুপরি তিনি নাজ্‌রান অবরোধ করেন এবং শহর অধিকারের পর নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া দৃঢ়চিত্ত খৃস্টান-দিগকে অগ্নি ও তরবারীর সাহায্যে ধ্বংস করেন। এই বিবরণে উখ্‌দূদ বা পরিখার কোন উল্লেখ নাই। Bet Arsham-এর Simeon এবং Boissonade-এর জনৈক বেনামা লেখক প্রদত্ত বিবরণ উক্ত বিবরণের প্রায় অনুরূপ। এই সকল ঘটনার বিবরণ ৫২৪ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে সিরিয়ায় লিখিত হয়। কাজেই ৫২৩ খৃস্টাব্দের শেষের ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়। Axel Moberg-এর মতে, নাজরানের শহীদদের সহিত কু'রআনে বর্ণিত আস্‌হা'বু'ল-উখ্‌দূদের কোন বাস্তব সম্পর্ক আছে কিনা, বলা কঠিন (তু. The Bok of the Himyarites, Lund ১৯২৪)।

আস'হা'বু'ল-উখ্‌দূদের আরো বিবরণ পাওয়া যায়। যথা, পরি-খার অগ্নিদগ্ধগণ ছিলেন দানিয়েল ও তাহার সহচরেরা (ত'াবারী, তাফসীর)। Geiger (Was hat Mohammed etc. ১৯২ পৃ.) ও Loth (ZDMG, XXXV. p. 121) এই মত খুবই সম্ভাব্য বলিয়া মনে করেন ; হ'া'লাবীর বর্ণনা মতে অত্যাচারী পরিখার লোক বলিতে বুঝায় সিরিয়ার এন্টিওকাস, পারস্যের নেবুকাডনেজার ও য়ামানের যূ-নুওয়াস। H. Grime (Mohammed, ii, 77) ও তাঁহার অনুসারী J. Harovitz (Koranische Untersuchun-gon, p. 12. 92. প.) মনে করেন যে, আস্‌হা'বু'ল-উখ্‌দূদ শুধু নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত পাপীগণকে বুঝায় এবং ইহা "আস্‌হা'বু'ল-জাহ'ীম"-এর সমার্থক।

স'াহ'ীহ' মুস্‌লিমের একটি হ'াদীছে'র বর্ণনায় দেখা যায়, কোন এক পৌত্তলিক রাজা তাহার রাজ্যের 'ঈসা (আ)-এর অনুসারী একত্ববাদী বহু মু'মিন নাগরিককে অগ্নিময় পরিখায় নিক্ষেপ করিয়া জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছিল। এই বর্ণনায় রাজা ও তাহার রাজ্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হিশাম, পৃ. ২৪ প., (২) ত'াবারী, ১খ, ৯২৫ ; (৩) সূরাঃ ৮৫ ঃ ৪ আয়াতের তাফসীর ; (৪) মাস'ঊদী মুরূজ, ১খ, ১২৯ প., (৫) Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes, i, I28 প., (৬) Noldeke, Geschichte der Arabor und Perser zur Zeit der Sasaniden (Leyden 1879), p. 185 প., (৭) Asseman-nus, Bibliotheca, orientalis, i. 364 প., (৮) Guidi, La lettera di Simeone vescovo di Beth-Arsam sopra i martiri omeriti (Memorie dell' Accademia dei Lincei, 1881, p. 471 প.), (৯) Tell, in ZAMG. XXXV. i. প., (১০) Duval, Litterature syriaque, পৃ., 136 প., (১১) হ'া'লাবী, কি'স'াস'ু'ল-আম্বিয়া', (কায়রো ১২৯৭), পৃ. ৪২৯ প., (১২) মুসলিম শারীফ, কিতাবু'য-যুহ্‌দ।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আস্‌হা'বু'ল কাহ্‌ফ (اصحاب الكهف) অর্থ "গুহা-বাসিগণ" পাশ্চাত্য দেশে আস'হা'বু'ল-কাহফ্‌-কে Seven sleepers of Ephesus. অর্থাৎ "এফিসাসের সুপ্ত-সপ্তক" আখ্যায় অভিহিত করা হয়। কু'রআনে (১৮ ঃ ৯) ইহাদের কাহিনী যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই ঃ পৌত্তলিকদের একটি শহরে কয়েকজন যুবক ছিল এক আল্লাহের অনুগত। অত্যাচারের ভয়ে তাহারা শহর হইতে দূরে নির্জন একটি গুহায় লুকাইয়া থাকে। উহার প্রবেশ পথ ছিল উত্তর দিকে যেই কারণে কদাচিৎ সূর্যের আলো গুহায় প্রবেশ করিত। গুহাদ্বারে উপবিষ্ট তাহাদের কুকুরটি সহ আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে নিদ্রামগ্ন করেন (১৮ ঃ ১৮)। লোকালয় হইতে দূরে এমন নির্জন গুহায় এই যুবকদের দীর্ঘ নিদ্রার দৃশ্যটি ছিল এমন যে, "তুমি তাহাদিগের সন্ধান পাইলে সেখান হইতে পলাইয়া যাইতে এবং তোমার হৃদয় আতঙ্কগ্রস্ত হইত।" ৩০৯ বৎসর ক্রমাগত নিদ্রার পরে নিদ্রিতেরা জাগ্রতা হইয়া তাহাদের একজনকে খাদ্য ক্রয়ের জন্য শহরে প্রেরণ করে। ইহাতে তাহাদের পরিচয় এবং তাহাদের গুহার অবস্থান প্রকাশ পায়। কু'রআনের বর্ণনায় দেখা যায়, এই যুবকদের সংখ্যা নির্ণয়ে তখনকার লোকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল ; কেহ বলিত তিনজন, কেহ পাঁচ বা সাতজন। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আল্লাহ্‌ কাহ্‌ফের ঘটনাটি অর্থাৎ ৩০৯ বৎসর যাবৎ এই যুবকগণকে ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিয়া আবার জাগ্রত করার ব্যাপারটি সংঘটিত করিয়াছিলেন (১৮ ঃ ২১)।

ঐতিহাসিক ও ভাষ্যকারেরা আরও অনেক কিছু বর্ণনা করিয়া থাকেন (ত'াবারী ১ম, ৭৭৫ পৃ., তাফ্‌সীর, খণ্ড ১৫, ১২৩ পৃ.)। বর্ণনাগুলির মর্মার্থ এইরূপ ঃ রূমের (অর্থাৎ গ্রীস বা এশিয়া মাইনরের) কোন শহরে কয়েকজন যুবক খৃস্ট ধর্ম অবলম্বন করে এবং মূর্তিপূজা করিতে অস্বীকার করে। নির্যাতনের ভয়ে তাহারা শহর হইতে পলায়ন করিয়া একটি গুহাতে লুকাইয়া থাকে। একটি কুকুরও তাহাদের সঙ্গে যায়, কোনক্রমে ইহাকে তাড়ান যায় নাই। সেইখানে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে। পৌত্তলিক নরপতি দাকি'য়ূস (দাক'ীনূস বা দ্যাকি'য়ানূস) যুবকদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য ভৃত্যবর্গসহ সেখানে উপস্থিত হন, কিন্তু কেহই গুহায় প্রবেশ করিতে পারিলনা। যাহাতে অবরুদ্ধ অবস্থায় যুবকগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, তজ্জন্য তিনি প্রাচীর নির্মাণ করিয়া গুহার মুখ বন্ধ করিয়া দেন। ইহার পর তাহারা ব্যাপারটি ভুলিয়াই যায়। একদা এক পশুপালকের আদেশে তাহার মজুরগণ গুহার প্রবেশ মুখ সংলগ্ন দেওয়াল অপসৃত করিয়া সেখানে একটি মেষের খোঁয়াড় নির্মাণ করে। মজুরেরা কিন্তু নিদ্রিত ব্যক্তিগণকে দেখিতে পাইলনা।

আল্লাহ্‌র বিধান নির্দিষ্ট-সময়ে নিদ্রিত যুবকগণ জাগ্রত হয়। উদ্বিগ্নভাবে তাহারা সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তাহাদের একজনকে রুটি ক্রয়ের জন্য শহরে পাঠায়। রুটিওয়ালা রুটির বিনিময়ে প্রদত্ত মুদ্রা চিনিতে না পারিয়া যুবকটিকে রাজার দরবারে লইয়া যায় এবং সেখানে সে সব কথা খুলিয়া বলে। তাহারা ৩০৯ বৎসর নিদ্রিত ছিল, ইতিমধ্যে সেই দেশের শাসন ক্ষমতায় এক খৃস্টান রাজা পৌত্তলিক নরপতির স্থলবর্তী হয়। এই যুবকদের পুনর্জাগরণে এই সত্যটি প্রমাণিত হইয়াছিল যে, দেহও আত্মার সঙ্গে উত্থিত হয়, অথচ কেহ কেহ এই ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করিত। এই জন্য যবকটির উপস্থিতিতে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হন। অতঃপর যুবকটি পুনরায় গুহায় প্রবেশ করিবা মাত্রই তাহার সঙ্গীদের পাশে ঘুমাইয়া পড়ে। তখন ঐ স্থানে একটি গির্জা (কু'রআানের বর্ণনায় "মসজিদ") নির্মিত হয়।

এই বিবরণটি ছিল যথেষ্ট, শুধু ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ প্রদত্ত (ত'াবারী, ১ম, ৭৭৮ পৃ.; ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, ১ম, ২৫৪ প.) একটি ভিন্নরূপ বর্ণনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্ণনাটি এই : একজন সাধুপুরুষ (apostle) উপরিউক্ত শহরে গমন করেন। তিনি নগর দ্বারে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তি দেখিতে পান। নগর প্রবেশকারী প্রত্যেককে সাষ্টাঙ্গে উহাকে প্রণাম করিতে হইত। কাজেই তিনি শহরের বাহিরে থাকিয়া যান এবং স্নানাগারের ভৃত্য-রূপে চাকুরী গ্রহণ করেন। সেইখানে প্রচার কার্য চালাইয়া তিনি যুবকদিগকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষা দেন। একদা রাজপুত্র একটি স্ত্রী-লোককে সঙ্গে লইয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে সাধু পুরুষ তাহাকে মৃদু তিরস্কার করেন। এইবার রাজপুত্র তাহার বাসনা ত্যাগে সম্মত হইল, কিন্তু পরবর্তী বারে নিরস্ত হইল না। তখন উভয়ের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি নিপতিত হয় এবং স্নানাগারে তাহাদের মৃত্যু ঘটে। ইহা রাজার কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি সাধুর গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করেন। একজন পরিচিত ব্যক্তি খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত যুবকগণসহ নিরাপত্তার জন্য সাধুকে একটি গুহায় লইয়া যায়, তাঁহাদের সঙ্গে একটি কুকুর ও ছিল। এই গুহাতে তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়েন- - - -ইত্যাদি।

সেই পৌত্তলিক রাজার নাম ছিল দাকি'য়ুস বা Decius (২৪৯-২৫১) যিনি খৃস্টানদিগকে নিপীড়ন করিতেন, আর পরবর্তী খৃস্টান রাজার নাম ছিল Theodosius II (৪০৮-৪৫০)। কু'র-আানের বর্ণনায় যুবকগণ তাঁহাদের গুহায় অবস্থান করিয়াছিল তিনশত নয় বৎসর, অন্য গ্রন্থাদির মতে তাহাদের নিদ্রাকাল ছিল ৩৭২ বৎসর। উক্ত ঘটনাস্থল কোন্‌ শহর, এই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্য সূত্রসমূহে শহরটির নাম Ephesus, কয়েকটি প্রাচ্য সূত্র অনুযায়ী ইহার নাম Afsus। আফসুস নামে দুইটি স্থানের কথা আরবদের জানা আছে; একটি এই নামে সুপরিচিত শহর, অপরটি Cappadocia তে অবস্থিত প্রাচীন শহর, Arabissus যাহা Absus নামেও অভিহিত হয় (বর্তমানে caapuz)। শেষোক্ত স্থানটিই মূল ঘটনার পটভূমি, এই মতের অনুকূলে De Goeje সাহিত্যিক প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন "الرقيم" শব্দের অর্থ কি? কু'রআানে (اصحاب الكهف و الر قيم ১৮ : ৯) এই শব্দটির উল্লেখ আছে। অনেকের মতে الرقيم কুকুরটির নাম, ভিন্ন মতে ইহা একটি "ফলক" যাহাতে যুবকদের কাহিনী উৎকীর্ণ ছিল। আরব ভৌগোলিকেরা মনে করেন, ইহা একটি ভৌগোলিক নাম। যথা, Arabissus-এর নিকটে যে গুহায় ১৩জন পুরুষের শব সংরক্ষিত হইয়াছিল, ইব্‌ন খুরদাযবিহ্‌ (১০৬ ও ১১০ পৃ.) ঐ গুহাকে আর-রাক'ীম নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি Ephesus কে যুবকদের আখ্যায়িকার দৃশ্যপট মনে করেন। পক্ষান্তরে আল-মুক'াদ্দাসী এই গুহায় আবিষ্কৃত ১৩ জন লোকের মৃতদেহ আস'হ'াবুল-কাহ্‌ফ-এর শবরূপে চিহ্নিত করিলেও জর্দান নদীর পূর্বাঞ্চলে 'আম্মানের অনতি-দূরে আর-রাক'ীম নামে একটা স্থানের কথা জানিতেন, যেখানে তিনজন লোককে কেন্দ্র করিয়া একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়; তজ্জন্য তাহাদিগকে "আস'হ'াবু'র-রাক'ীম" বলা হয়। Cler-mont Ganneau ঐ গুহা পরিদর্শন করিয়াছেন এবং উহাকে কু'রআানে বর্ণিত গুহা বলিয়া বিবেচনা করেন।

উপাখ্যানটির সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচ্যে Dionysius of Tell Mahra কৃত পঞ্চম শতাব্দীর একখানা সিরীয় পুস্তকে; পাশ্চাত্যে Holy Land সম্পর্কে লিখিত Theodosius-এর গ্রন্থে। এই সকল বিবরণে যুবকদের গ্রীক নাম দেওয়া আছে। Dionysius-এর প্রাপ্ত বিবরণ গ্রীক হইতে অনূদিত, না মূলত সিরীয় ভাষায় লিখিত এ সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যে গল্পটি ব্যাপকরূপে ছড়াইয়া আছে, এ বিষয়ে John Koch-এর পুস্তক দেখুন। তিনি ইহার একটা পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Dionysii Telmaharensis Chronici Liber primus (ed. Tullberg, p. 161 and 133); (২) Guidi Testi, orientali inediti sopra i sette dor-mienti di Efeso (Acad. dei Lincei, 1884-1885); (৩) Land, Anecdota syriaca, i. 38; iii. 87; (৪) ত'াবারী ১খ, ৭৭৫ প., (৫) ঐ, তাফ্‌সীর, ১৫খ, ১২৩ প.; (৬) de Goeje, BGA, Indices, দ্র. al-Rakim. Absus, Afsus, Tarsus; (৭) য়াকূ'ত, মু'জাম, s. iisdem vocc; (৮) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর ১খ, ২৫৪ প.; (৯) আল-বীরূনী, Chronology (ed. Sachau), পৃ. ২৯০; (১০) ক'াযব'ীনী (ed. Wustenf.), ১খ, ১৬১ প.; (১১) মাক'রীযী, Hist. des sultans mamlouks (transl. of Quatremere), vol. i. part 2. p. 142 : (১২) Noldeke, in GGA., 1886, p. 453, (১৩) de Goeje, De legende der zevenslapers van Efeze (Versl. en Meded. Akad. Amsterdam, Letterk., Reeds 4, Deel iv.), p. 9 sq.; (১৪) John Koch, Die Siebenschlafer-legende, ihr Ursprung und ihre Verbreitung (1883); (১৫) Theodosius, De situ terrae sanctae (ed. Gilde-meister), p. 27, (১৬) দামীরী, হ'ায়াতু'ল-হ'ায়াওয়ান, দ্র. কাল্‌ব', ছ'া'লাবী, কি'স'াসু'ল-আন্‌বিয়া' (Cairo 129) প. ৩৯৪ প., (১৭) Clermont Ganneau, Etudes d' Arc-heologie orientale, iii. 295, (১৮) W. Tomaschek, Historisch—topographisches vom oberen Euphrat und aus Ost-Kappadokien (in Kiepert-Festschrift, Berlin 1898), (১৯) G. le Strange, Palestine under the Moslems, p. 274—286; (২০) cf. also Brockel-mann, in MSOS, iv. 228 und B. Heller, in Revue

des Etudes juives, xlix. 190 প. ; (২১) Huber, Beitrag zur Siebenschlaferlegende, Leipzig 1903—04 ; do., Die Wanderlegende von den Siebenschlafern (Leipzig 1910), (২২) W. Weyh, Zur Gesch. der Siebenschlaferlegende, ZDMG, lxv. 289 sqq. ; (২৩) P. Peeters, Le texte original de la passion des Sept Dormants in Anal. Bollandiana, xli 369 sqq. , (২৪) C.C. Torrey, in Oriental Studies Browne Cambridge 1922, p. 457 sqq. ; (২৫) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin 1926, p. 99, 98 sq. ; (২৬) L. Massignon, Recherche sur la valeur eschatologique des Sept Dormants, in Actes du XXe congres des Orientalistes. Louvain 1940, p. 302—303.

A. J. Wensinck(S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আস'াফ ইব্‌ন বারাখ্‌য়াা (اصف بن بر خيا) হিব্রূ নাম বিশেষ। কু'রআান মাজীদে (২৭ : ৪০) যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাকে কিতাাবের জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছিল, তাফসীরকারগণ মনে করেন যে, তিনি ছিলেন আস'াফ ইবন বারাখয়াা। ইনি হযরত সুলায়মান ('আ)-এর প্রধান পরামর্শদাতা, কর্মাধ্যক্ষ, মন্ত্রী এবং স'াহ'াবী ছিলেন, (ইব্‌ন কাছ'ীর, তাফ্‌সীর, ৩ : ৩৬৪ ; তা'রীখ, ২ : ৩৩) তাঁহারই সাহচর্যের দরুন ইনি তাওরাাত ও যাবূর-এর তাৎপর্য এবং আল্লাহ্‌র নাম ও গুণের রহস্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। ইবনু'ল-কাল্‌বী-র বর্ণনা অনুসারে আস'াফ ইব্‌ন বারাখ্‌য়াার নাম নাতুবাাঃ ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মু'হাম্মাদ ইবন হ'াবীব, আল-মুহ'াব্বার, হায়দরাবাদ ১৩৬১ হি., পৃ. ৩৯২ ; (২) ত'াবারী, তা'রীখ ১খ, ৫৮৮ হইতে ৫৯২ ; (৩) ঐ, তাফ্‌সীর, কায়রো ১৩২১ হি., ১৯।১৪ ও তৎপরবর্তী , (৪) ছ'া'লাবী, কি'স'াসু''ল-আন্‌বিয়াা', কায়রো ১২৯২ হি., পৃ. ২১৮-২৮৩ ; (৫) কিসাঈ, কি'স'াসু''ল-আন্‌বিয়াা', ed. Eisenberg, পৃ. ২৯০-২৯৩ ; (৬) G. Weil, Biblische Legenden der Musselmanner, ১৮৪৫ খৃ., পৃ. ২৬৫-২৭০ প. ; (৭) M. Grunbaum, Neue, Beitrage zur cemitischen sagenkunde, ১৮৯৩ খৃ., পৃ. ২২২ ; (৮) J. Walker, Bible Characters in the Roran, ১৯৩১ খৃ., পৃ. ৩৭ ; (৯) Jewish Encyclopaedia ; (১০) হি'ফ্‌জু''র-রাহ্'মান সিউহারাব'ী, কি'স'াসু''ল-কু'রআান, দিল্লী ১৩৬৬ হি. পৃ. ১২৮ ; (১১) সামী, ক'ামূসু'ল-আ'লাম, ১খ, ২১১।

আাসিয়াা (آسية) ফির্'আওনের স্ত্রী, ইনি সত্য ধর্মে বিশ্বাসিনী ছিলেন, বানী ইস্‌রাঈলের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা মতে আাসিয়াাঃ মূসা (আ)-এর عمه বা ফুফু ছিলেন।

আাসিয়াার নাম কু'রআানে নাই, অবশ্য "ইমরাআতু ফির'আওন" (ফির'আওনের স্ত্রী)-রূপে কু'রআানে দুই স্থানে তিনি উল্লিখিত হইয়াছেন (২৮ : ৯, ৬৬ : ১১)।

ফির্'আওন ইসরাঈল সম্প্রদায়কে দুর্বল করিবার জন্য এক সময়ে তাহাদের মধ্যে যত পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহাদিগকে হত্যা করিবার এবং কন্যা সন্তানগুলিকে জীবিত রাখিবার নির্দেশ জারী করে ; এই সময়ই মূসা ('আ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা ঘাতকের ভয়ে সন্তানকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে কাঠের বাক্সে করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। বাক্সটি ফির্'আওনের লোকের হাতে পড়িল। তাহারা শিশুর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে উঠাইয়া লইল এবং "ফির্'আওনের স্ত্রী" বলিলেন, এই শিশু আমাদের চক্ষুশীতলকারী (পুত্র) হইবে, উহাকে হত্যা করিবেন না (দ্র. মূসা)। মূসা ('আ) ঘাতকের হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন, অধিকন্তু ফির্'আওনের মহলেই তাঁহার প্রতিপালনের ব্যবস্থা হইল। সূরাতু'ত-তাহ্'রীম-এ আাসিয়াার ঈমানের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাফ্‌সীরকারগণ বলেন যে, যখন মূসা ('আ) ফির্'আওনের যাদুকরদিগকে পরাজিত করিলেন, তখন আাসিয়াাঃ তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। ইহাতে ফির্'আওন তাঁহার উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু করে। অবশেষে 'ফির্‌আওনের আদেশে আাসিয়াার উপর একটি ভারী প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়। তাফসীরকারদের মতে, তিনি এই প্রস্তরের আঘাতে নিষ্পেষিত হইবার পূর্বেই আল্লাহ্ তাঁহার আত্মাকে নিজ সন্নিধানে উত্তোলন করেন। কু'রআানে (৬৬ : ১১) কেবল বলা হইয়াছে, আাসিয়াাঃ আল্লাহ্‌র কাছে ফির্'আওনের কবল হইতে মুক্তির প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, একবার যখন আাসিয়াার উপর অত্যাচার হইতেছিল, তখন মূসা ('আ) তাঁহার আর্তনাদ শুনিয়া প্রার্থনা করিলেন যেন আল্লাহ্ আাসিয়াার দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন। তখন আল্লাহ্ আাসিয়াাকে বেহেশ্‌তে তাঁহার জন্য নির্ধারিত মহল প্রদর্শন করেন। ইহাতে তিনি মৃদু হাস্য করেন, অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার রূহ'কে নিজ সান্নিধ্যে উঠাইয়া লন।

আাসিয়াাকে বেহেশতের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীগণের মধ্যে গণ্য করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কু'রআানের ২৮ : ৯. ও ৬৬ : ১১ আয়াাতের বিভিন্ন তাফসীর, বিশেষত ; (২) ইব্‌ন 'আব্বাস, তান্‌ব'ীর, কায়রো ১৩০২ হি., ৩২৫, ৪৭৭ পৃ. ও তৎপরবর্তী ; (৩) তাফ্‌সীর ত'াবারী, কায়রো ১৩১৯ হি., ২ : ১৯-২০, ২৮ : ৯৮ ; (৪) ইব্‌ন কাছ'ীর, তাফ্‌সীর, কায়রো ১৩৪৭ হি., ৬ : ৩৩২, ৮ : ৪১৯-৪২১ প. ; (৫) ছ'নাা'উল্লাহ্ পানীপাতী, তাফসীর মাজ'াহিরী, দিল্লী তা. বি., ৭ : ১৪৫, ৭ : ৩৪৭ ; (৬) আল-আালূসী, তাফ্‌সীর, কায়রো ১৩০৭ হি., ২ : ৪৭, ২৮ : ১৬৫ ; (৭) এতদ্ব্যতীত বুখাারী, কিতাবু'ল-আন্‌বিয়াা' ; (৮) আল-হ'াকিম, মুস্‌তাদরাক, হায়দরাবাদ ১৩৪০ হি., ৪৯৭ (হ'াশিয়াাঃ) ; (৯) আয'-য'াহাবী, তাল্‌খীস', ২খ, ৪৯৬-৭ ; (১০) আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুসনাদ, কায়রো ১৩৩১ হি., ৩খ, ৬৪-৭০, ১৩৫, ১১১৩ ; (১১) ইবন কু'তায়বাঃ, আল-মা'আারিফ, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ২০ ; (১২) ত'াবারী, তা'রীখ, ১খ, ৪৪৪ : ৪৪৮ ও তৎপরবর্তী ; (১৩) ছ'া'লাবী, কি'স'াসু''ল-আন্‌বিয়াা', কায়রো ১৩০১, পৃ. ১৪৬ ও তৎপরবর্তী ; (১৪) আল-কিসাঈ, কি'স'াসু''ল-আনবিয়াা, লাইডেন ১৯২২-২৩ খৃ., পৃ. ১১৯ ও তৎপরবর্তী ; (১৫) মুহ'াম্মাদ বাাকি'র মাজলিসী, হ'ায়াাতু'ল-কু'লূব, লখ্‌নৌ ১২৯৫ হি., ৩৩৪, ৩৭৯-৮০, (১৬) ইবনু'ল-'আরাবী, আল-ফুতূহ'াত আল-মাক্কীয়াাঃ, কায়রো ১৩২৯ হি., ২খ, ৬৯ ; (১৭) Pinnock, Analysis of Scripture History, কেম্ব্রিজ, ৪৮, ৩৪০ পৃ. ; (১৮) Encyclopaedia of Islam, Second Edition, উক্ত প্রবন্ধ।

ইহ'সান ইলাাহী রানা (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

আহছান উল্লা (احسن الله : আহ্'সানু'ল্লাহ) খান বাহাদুর, খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমার নলতা গ্রামে ১৮৭৩

খৃস্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুন্শী মুহাম্মদ মফীজ উদ্দীন ধর্মপ্রাণ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আহ্ছান উল্লা নলতার মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে ও টাকীর উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯০ খৃস্টাব্দে ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী স্কুল হইতে এন্ট্রান্স, হুগলী কলেজ হইতে ১৮৯২ সনে এফ. এ., প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৯৪ খৃ. বি. এ. ও ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করেন।

আহ্ছান উল্লা ১৮৯৬ খৃ. সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন। চাকুরী জীবনের শুরুতে তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের অতিরিক্ত শিক্ষকের পদে অল্প কিছুদিন কাজ করেন। পরবর্তীকালে ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর, চট্টগ্রামের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর এবং সর্বশেষে অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। তাঁহার উপর দায়িত্ব ছিল মুসলিম শিক্ষার উন্নতি ও তদারকী। শিক্ষা বিভাগের চাকুরী-কালে তিনি মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট ছিলেন এবং বহু সংখ্যক স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্দেশীয় অফিসারদের মধ্যে খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লা সর্বপ্রথম আই. ই. এস. (Indian Education Service)-এর অন্তর্ভুক্ত হন। ইতিপূর্বে কোন ভারতবাসীকে শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেকটর পদে নিযুক্ত করা হয় নাই। তিনি ১৯২৯ খৃ. চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য (Senator) এবং পরে Syndicate-এর সভ্যও মনোনীত হন। শিক্ষা বিভাগের নানা প্রকার উন্নতি সাধন এবং চাকুরী জীবনের সৎ ও সদিচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীর জন্য তৎকালীন সরকার তাঁহাকে 'খান বাহাদুর' খিতাবে ভূষিত করেন। তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটিরও সদস্য মনোনীত হন।

খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লার সক্রিয় প্রচেষ্টায় তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের বিশেষত মুসলিম শিক্ষার বহু সংস্কার সাধিত হয়। তাঁহার প্রচেষ্টায় অনার্স ও এম. এ. পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লিখিবার পরিবর্তে রোল নং লিখিবার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের অবকাশ বিদূরিত হয়। তিনি উচ্চ মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক মাদ্রাসার শিক্ষামান উন্নীত করিয়া মাদ্রাসা পাশ ছাত্রদের কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় উর্দু ভাষা ক্লাসিক্যাল ভাষা (Classical Language)-রূপে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। তিনি সকল স্কুল-কলেজে মৌলবীর পদ সৃষ্টি করেন এবং পণ্ডিত ও মৌলবীর বেতনের পার্থক্য রহিত করেন। তিনি মক্তবের জন্য স্বতন্ত্র পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করেন এবং মুসলমান লেখকের লিখিত পুস্তক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁহার প্রচেষ্টায় স্কুল-কলেজে মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা নির্ধারিত হয়, নিউ স্কীম মাদ্রাসার সৃষ্টি হয়, মুসলমান মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হয়, টেক্সট বুক কমিটিতে মুসলিম সভ্য নিযুক্তির ব্যবস্থা হয় এবং পরীক্ষকদের মধ্যে মুসলিম পরীক্ষকের সংখ্যা, শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক কর্মচারীদের মধ্যে মুসলিম কর্মচারীর সংখ্যা, ট্রেনিং কলেজে মুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা, স্কুল-কলেজের কার্যনির্বাহী কমিটিতে মুসলিম সদস্যের ন্যূনতম সংখ্যা নির্ধারিত হয়। তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কলিকাতায় মুসলমানদের জন্য বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, মুসলিম ইন্স্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯১৪ খৃ. অবিভক্ত বাংলার গভর্নর (৩০শে জুনের ২৪৭৪ সংখ্যক রেজলিউশনে) মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে সুপারিশ পেশ করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেন। প্রাদেশিক জনশিক্ষা পরিদপ্তরের ডিরেক্টর হর্ণেল এই কমিটির সদস্য ছিলেন। খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লা এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। কমিটির সুপারিশ মুসলিম শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতিতে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখিতে সক্ষম হয়।

খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লা একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। ইসলামী সাহিত্যে তাঁহার অবদান অনস্বীকার্য। ইসলামের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের পরিচয় রহিয়াছে তাঁহার প্রবন্ধের সর্বত্র। তাঁহার রচনায় ইসলামের আদর্শ ও তত্ত্ব ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭৭। ইহার মধ্যে জীবনী-বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা ১৭, কু'রআন ও হ'াদীছ' বিষয়ক ৯, শিশু সাহিত্য বিষয়ক ১২, ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য বিষয়ক ৫, ইসলামী বিধান বিষয়ক ১৩, ইতিহাস বিষয়ক ১০, বিভিন্ন ধর্ম-বিষয়ক আলোচনা ৩, সাহিত্য বিষয়ক এবং বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা ৭। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বংগ ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য (১৯১৮), History of the Muslim World (১৯৩১), আল-ইসলাম (১৯৩০), শিক্ষাক্ষেত্রে বংগীয় মুসলমান (১৯৩১), ইসলাম রবি হযরত মোহাম্মদ (দঃ) (১৯৫২), তরীকত শিক্ষা (১৯৩১), আমার জীবন ধারা (১৯৪৬), ছুফী (১৯৪৭), সৃষ্টিতত্ত্ব (১৯৪৯), ছেলেদের মহানবী (১৯৫১), বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী (১৯৬৪), মহাপুরুষের অমিয়বাণী (১৯৫০), ইসলামের মহতী শিক্ষা (১৯৪৯), মোছলেমের নিত্যজ্ঞাতব্য (১৯৪৯), টিচারস ম্যানুয়েল (১৯১৫) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া মুসলিম লেখক-দিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি কলিকাতায় 'মাখদুমী লাইব্রেরী' ও 'এম্পায়ার বুক হাউস' প্রতিষ্ঠা করেন। আনোয়ারা ও বিষাদসিন্ধুর ন্যায় মুসলিম লেখকদের রচিত গ্রন্থাদি এই দুই প্রকাশনা সংস্থা হইতে প্রকাশিত হয়।

খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লার জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মসাধনা ও সমাজসেবা। পরবর্তীকালে তিনি একজন কামিল পীর হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। "আহ্ছানিয়া মিশন" তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বাংলা-দেশে এই মিশনের বহু শাখা রহিয়াছে। ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারী খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লা নিজ গ্রাম নলতায় ইনতিকাল করেন এবং তথায় তাঁহার মাজার রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Who's Who in India, 1911; (২) Muhammad Azizul Hoque, History and Problems of Muslem Education in Bengal, 1917; (৩) ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ, ঢাকা ১৯৪৯; (৪) ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা ১৯৪৬; (৫) খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লা, আমার জীবনধারা, ১৯৪৬; (৬) গোলাম মঈন উদ্দীন (সম্পা.) আহ্ছান উল্লা স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা, ১৯৭৮; (৭) ঐ, মহৎ জীবন, ঢাকা ১৯৭৭।

গোলাম মঈন উদ্দিন

আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (أحمد بن محمد بن حنبل), ইব্‌ন হ'াম্বাল (র) নামে পরিচিত বিখ্যাত ইসলামী ধর্ম-তত্ত্ববিদ। আরবদের শায়বান গোত্রে বাগদাদ শহরে জ° ১৬৪ হিজরীর রাবী'উ'ল-আওওয়াল/৭৮০ খৃস্টাব্দের নভেম্বরে তিনি। ১৮৩/৭৯৯

পর্যন্ত বাগদাদে অধ্যয়ন করেন। পরে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ইরাক, সিরিয়া ও হিজায হইয়া য়ামান পর্যন্ত দেশ সফর করেন। শিক্ষা জীবনে হা'দীছে'র জ্ঞান লাভই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর নিকট ফিক্'হ ও উসূ'ল ফিক্'হ অধ্যয়ন করেন (১৯৫-৯৭/ ৮১০-১৩)। 'আকা'ইদ ও ফিক্'হের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের চিন্তাধারার খাতে তাঁহার মতামত অপরিবর্তনীয়ভাবে গড়িয়া উঠে। 'আব্বাসী খালীফাঃ আল-মা'মূন, আল-মু'তাসিম ও আল-ওয়াছি'ক'-এর আমলে (২১৮-৩৪/৮৩৩-৪৯) যখন মু'তাযিলীদের 'আকীদায় বিশ্বাস স্থাপন রাষ্ট্রের বিধানে রাষ্ট্রানুগত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং যে সকল খ্যাতিমান ধর্মতত্ত্ববিদ প্রকাশ্যে এবং অকপটে "কু'রআন সৃষ্ট" এই মত ঘোষণা করিতেন না, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যখন দণ্ডবিধির অধীনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইতে থাকে, তখন ইব্ন হা'ম্বাল (র) তাঁহার মতামত প্রকাশ্যে প্রচারের তাকীদ অনুভব করেন এবং অন্যান্যদের মত তিনিও অভিযুক্ত হইয়া "মিহ্'নাঃ" (inquisition)-এর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় "তারসূস"-এ আল-মা'মূনের নিকট যখন তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন পথে খালীফার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। মা'মূনের উত্তরাধিকারীর আমলে ইব্ন হা'ম্বাল (র) ধীরস্থির চিত্তে দৈহিক শাস্তি ও কারাদণ্ড বরণ করেন। সরকারী রীতি অনুযায়ী যে কঠোর স্বীকারোক্তি দিতে হইত সেই স্বীকারোক্তিকে কিছুটা শিথিল করার প্রস্তাবও তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই। কেবল খালীফাঃ আল-মুতাওয়াক্কিলের আমলে রাজনৈতিক কারণে সুন্নীমতে প্রত্যাবর্তন অপরিহার্য হইয়া পড়িলেই ইব্ন হা'ম্বাল (র) নির্যাতন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। অতঃপর খালীফাঃ বহুবার তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন ও দরবারে আমন্ত্রণ জানান, এমন কি তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার পরিবারকে একটি বৃত্তিও দেওয়া হয়। গভীর জ্ঞান, পরম নিষ্ঠা এবং হা'দীছে'র প্রতি তাঁহার অটল আনুগত্যের খ্যাতিতে তিনি বহু শিষ্য এবং ভক্ত পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন। ২৪১ হিজরী ১২ রাবী'উ'ল-আওওয়াল। ৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩১ জুলাই বাগদাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জীবন চরিত লেখকেরা তাঁহার দাফন সম্পর্কে বহু অতিরঞ্জিত বর্ণনা দান করিয়াছেন। বাগদাদের "হা'রবিয়্যা" অঞ্চলে শহীদগণের গোরস্তানে (মাক'াবিরু'শ-শুহাদা') অবস্থিত। তাঁহার কবর বহু অলৌকিক কাহিনীর (Goldziher, Muhamm. Stud., i. 257) সহিত জড়িত হইয়া একজন দরবেশের মাযাররূপে দীর্ঘকাল জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ৭ম/১৩শ শতকের শেষভাগে তাইগ্রীস নদীর প্লাবনে তাঁহার সমাধি ধ্বংস হইলে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা স্থানান্তরিত হইয়া তৈমুর কর্তৃক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত (৭৯৫/১৩৯২-৩) "খড়ের দরজা" (Straw Gate)-র নিকটস্থ কু'রায়শ গোরস্তানে সমাহিত তাঁহার পুত্র 'আব্দুল্লাহ্-র কবরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন হইতে পুত্রের কবর ভ্রমাত্মকভাবে পিতার কবররূপে শ্রদ্ধা লাভ করিতে থাকে।

ইব্ন হা'ম্বাল (র)-এর গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁহার বক্তৃতা হইতে তৎপুত্র 'আবদুল্লাহ্-র চয়ন মাধ্যমে সংকলিত ও বহু পরিপূরক (যাওয়াইদ) সংযোজিত হা'দীছে'র বিরাট বিশ্বকোষ-রূপী "মুসনাদ" বিপুল খ্যাতি লাভ করে। ইহাতে ২৮,০০০ হইতে ২৯,০০০ হা'দীছ' স্থান পাইয়াছে (১৩১১ হিজরীতে ছয় খণ্ডে কায়রোতে মুদ্রিত; দ্র. Goldziher in ZDMG. 1., 465—506; M. Hartmann, Die Tradenten erster Schicht im Musnad des Ahmad ibn Hanbal, in MSOS, year 9, Part ii. Berlin 1906)। 'আবদুল্লাহ্ পিতার রচিত কিতাবু'য-যুহ্দ (আত্মিক সাধনা পুস্তক) গ্রন্থেও সংযোজন সাধন করেন। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা পুণ্য কর্মরূপে বরাবর মুসনাদ অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন। মুসনাদকে কেন্দ্র করিয়া অনেক সংযোজন গ্রন্থ এবং ইহাতে সন্নিবেশিত হা'দীছ'সমূহের পুনর্বিন্যাসমূলক বিস্তর সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। হিজরী দ্বাদশ (আঠার) শতাব্দী হইতে একটি ধর্মনিষ্ঠ সংসদ মদীনায় হযরত (স')-এর সমাধির পাশে বসিয়া ক্রমাগত ৫৬টি অধিবেশনে এই পুস্তকখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, এইরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায় (মুরাদী, সিল্কু'দ-দুরার, ৪র্থ, পৃ. ৬০)। মুসনাদের হা'দীছ' Wensinck-এর Handbook-এ ব্যবহৃত হইয়াছে।

মুসনাদ ভিন্ন অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে সা'লাত অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী সম্পর্কে লিখিত ইব্ন হা'ম্বাল (র)-এর كتاب الصلوة و ما يلزم فيها প্রকাশিত হইয়াছে [বোম্বাই, লিথো ছাপায়, তা. বি., ১২২৩ হিজরীতে কায়রোতে (খানজী) মুদ্রিত]। কারাগারে থাকিতে তিনি মু'তাযিলীদের অবলম্বিত তা'বীল (تأويل)-এর প্রতিবাদ করিয়া الرد على الزنادقة و الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن (যিনদীক'গণ এবং জাহামিয়্যাদের প্রদত্ত কু'রআনের "মুতাশাবিহ" আয়াতের ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যার প্রতিবাদ) নামে একখানা বিতর্কপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করেন। হা'ম্বালী মতাবলম্বীদের লেখায় প্রায়ই এই রচনার উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর আনুগত্য সম্পর্কে লিখিত كتاب طاعة الرسول নামক অন্য একখানা পুস্তক হইতেও বিস্তর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। যে-ক্ষেত্রে কোন হা'দীছ' কু'রআনের কোন আয়াতের মর্মের সহিত অনৈক্যপূর্ণ মনে হয়, এই পুস্তকে তিনি সে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি "কিতাবু'স-সুন্নাঃ"-তে (মক্কায় মুদ্রিত) 'আকা'ইদ সম্পর্কে তাঁহার মতবাদ বিশ্লেষণ করেন।

ইব্ন হা'ম্বাল (র) আইনের উদ্ভব অপেক্ষা হা'দীছে'র উৎস সন্ধানে সমধিক আত্মনিয়োগ করেন। এই কারণে ত'াবারী প্রমুখ ফিক্'হ শাস্ত্রের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় 'আলিম ইব্ন হা'ম্বাল (র)-কে নির্ভরযোগ্য ফিক্'হবিদরূপে স্বীকৃতি দান করেন না। ইহাই ত'াবারীর প্রতি হা'ম্বালপন্থীদের ক্ষোভের কারণ (Kern, in ZDMG, lv. 67; তৎসংকলিত "ইখ্তিলাফ" পুস্তকের পৃ. ১৩)। ইহা নিশ্চিত যে, ইব্ন হা'ম্বাল (র) নিজস্ব কোন ফিক্'হী বিধানমালার উদ্ভাবক নহেন, তবে তাঁহার ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তরে ফিক্'হ-এর কয়েকটি বিতর্কিত বিষয়ে তাঁহার রায় ঘোষণা করেন। দৃষ্টান্ত স্থলে দুইটি পুস্তকের উল্লেখ করা যায়: (১) "মাসাইলু'স-সা'লিহ'" (তাঁহার পুত্র সা'লিহ'-এর প্রশ্নাবলী) ও তদুত্তর এবং (২) তাঁহার ছাত্র হা'রব-এর প্রশ্নাবলীর উত্তর (ইব্ন ক'াইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ, الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية, কায়রো ১৩১৭, পৃ. ২৫১, ২৯৩ প.)।

ইব্ন হা'ম্বাল (র)-এর "ফাতাওয়া" প্রায় বিশখানা পুস্তকের সমষ্টি (Sifr; দ্র. هداية الحيارى অর্থাৎ বিভ্রান্তদের দিশারী, কায়রো ১৩২৩, পৃ. ১২১) ছিল এবং উক্ত গ্রন্থকার (ইব্ন ক'াইয়্যিম) এই ফাতাওয়া পাঠের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এমন কি, ইব্ন হা'ম্বাল (র)-এর জীবদ্দশায়ও তাঁহার কয়েকজন শাগরিদ, তাঁহার ফিক্'হী সিদ্ধান্তগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহাদের মধ্যে আবূ য়া'ক্'ব ইসহ'াক' আল-কাওসাজ ও কিছুকাল পরবর্তী আবূ বাক্র আল-খাল্লাল-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইসহ'াক' সন্দেহজনক ক্ষেত্রে উস্তাদের নিকট মৌখিক নির্দেশের আবেদন করিতেন

(যাহাবী, তায্‌কিরাতুল-হ়ুফ্‌ফাজ়, ২য় খণ্ড, ১০৫ পৃ.)। ৩১১/৯২৩-৪ সনে বাগদাদে আবূ বাক্‌রের মৃত্যু হয়। যাহাবী উপরোক্ত গ্রন্থে আবূ বাক্‌র খাল্লালের কৃতিত্ব বর্ণনা উপলক্ষে তাঁহাকে مؤلف علم احمد ابن حنبل و جامعـه و مرتبـه অর্থাৎ আহ্‌মাদ ইব্‌ন হ়াম্বালের জ্ঞানের সংকলক, সংগ্রাহক এবং সুবিন্যাসক—এই আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ইব্‌ন ক়াই্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ (মৃ. ৭৫১/১৩৫০) তাঁহার "আ'লামু'ল-মুওয়াক্‌ক়িঈন" (তাবারানী-র মু'জামু'স-স়াগীর-এর পরিশিষ্ট, ২৭১ পৃ. দ্র.) পুস্তকে আবূ বাক্‌রের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তবে নিশ্চিতই স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিয়া নহে।

ইব্‌ন হ়াম্বাল (র)-এর শিক্ষা ও নির্দেশের আওতায় যে সিদ্ধান্ত সমষ্টির উদ্ভব হয়, তাহাকে সুন্নী ইজ্‌মা'-এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত চারিটি প্রামাণ্য মায্‌হাবের অন্যতম (অর্থাৎ হ়াম্বালী মায্‌হাব)-রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আহ্‌লু'ল-হ়াদীছে'র (ফিক্‌হ দ্র.) অনুরাগী হিসাবে ইব্‌ন হ়াম্বাল (র) নিহায়েত প্রয়োজনের চাপেই কেবল "রায়"-এর কিছুটা অবকাশ স্বীকার করেন। তবে যতদূর সম্ভব তিনি হ়াদীছে'র সূত্রে প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহার ফলে তাঁহার মধ্যে হ়াদীছে'র প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ দেখা যায় এবং সময় সময় তিনি অত্যন্ত দুর্বল হ়াদীছ'কেও তাঁহার মতের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। হ়াম্বালী মায্‌হাবের ন্যায় আর কোন স্বীকৃত মায্‌হাবে "বিদ্‌'আত" এত কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হয় নাই। ইহার ফলে সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে এবং সামাজিক সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী কঠোরতার সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ পরহেযগারী বা আচার-নিষ্ঠা অপেক্ষা অধিকতর অসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়। 'আক়াইদের বেলায় তাঁহার মায্‌হাব প্রাক-আল-আশ'আরিয়্যাঃ মতবাদ আঁকড়াইয়া থাকে। মুসলমানদের মধ্যে সাধারণত প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার প্রয়োজনে এমন কি আল-আশ-'আরীকেও নিজ 'আক়াইদ বিশ্লেষণের সময় বেশ কয়েকটি ব্যাপারে হ়াম্বালী মতের সহিত আপোষ করিতে হইয়াছিল এবং তিনি প্রকাশ্যে এই কথা ঘোষণা করিতে বাধ্য হন যে, ইব্‌ন হ়াম্বালের শিক্ষার সহিত তিনি সম্পূর্ণ একমত এবং যাহা কিছু উহার বিরোধী, সবই তিনি পরিহার করেন, (ইব্‌ন 'আসাকির ; Spitta, Zur Gesch al-As'ari's, পৃ. ১৩৩)। হ়াম্বালী 'আক়াইদ-এর সারমর্ম খুব সংক্ষিপ্তভাবে 'আবদু'ল-ক়াদির জীলানী রচিত الغنية لطالب طريق الحق (অর্থাৎ সত্য পথ অনুসন্ধানকারীর জন্য পর্যাপ্ত যাহা) নামক কিতাবে (মক্কা, ১৩১৪, ১খ, ৪৮-৬৬) পাওয়া যায়।

হ়াম্বালীরা এখন ইসলামের ক্ষুদ্রতম মায্‌হাব। কিন্তু হিজরী ৮ম (খৃ. ১৪শ) শতক পর্যন্ত ইসলামী দেশসমূহে তাঁহারা আরো ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিলেন। মুক়াদ্দাসী তাঁহাদিগকে পারস্যের ইস্পাহান, রায়, শাহরাযূর ও অন্যান্য স্থানে দেখিতে পান। এই সকল স্থানে তাঁহাদের ধর্মনৈতিক জীবন-যাত্রায় নানা প্রকার বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হইত বলিয়া বোধ হয়।

হিজরী ৫ম (খৃ. ১১শ) শতাব্দীতে হ়াম্বালী মায্‌হাব 'আবদু'ল-ওয়াহি়দ আশ-শীরাযী (কিতাবু'ল-ইনসি'ল-জালীল, ২৬৩ পৃ.) কর্তৃক ও ফিলিস্তীনে প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং হি. ৯ম (খৃ. ১৫শ) শতক পর্যন্ত সেই অঞ্চলে এই মায্‌হাবের প্রতিনিধিরা বিদ্যমান ছিলেন।

মুজীরু'দ-দীন নিজে যেমন হ়াম্বালী ছিলেন, তিনি তাঁহার রচিত কিতাবু'ল-ইনসি'ল-জালীল-এ হি. ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম (খৃ. ১২-১৫) শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ফিলিস্তীনে যাঁহারা বিখ্যাত হ়াম্বালী ছিলেন তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ই সিরিয়ার তাকি়য়ু'দ-দীন ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ (৬৬১-৭২৮/১২৬৩-১৩২৮)-এর আবির্ভাবে বিপুল সাড়া পড়িয়া যায়। তিনি নতুনভাবে হ়াম্বালী 'আক়াইদের পক্ষে অর্থাৎ কু়র্‌আন ও হ়াদীছে'র তা'বীলের বিপক্ষে এবং সমস্ত বিদ্‌'আত যথা, কবর যিয়ারাতে এবং অন্যভাবে দরবেশদের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন (তু. Schreiner, in ZDMG, lii. 540-563 ; liii. 51—67)। দীর্ঘকাল যাবত প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও ইজ্‌মা'-এর বিরোধিতার ফলে তিনি নির্যাতিত হন এবং তাঁহার পতনে হ়াম্বালী মর্যাদার যথেষ্ট অবনতি ঘটে। মুসলিম জগতে তুর্কী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম জাহানের কেন্দ্রসমূহে সরকার অনুমোদিত পন্থায় নিয়োজিত ক়াদ়ী (قاضى)-গণ হ়াম্বালীসহ চারি মায্‌হাবের প্রতিনিধিত্ব করিতেন। 'উছ়মানীয় (তুর্কী)-দের প্রাধান্য হ়াম্বালী মায্‌হাবের উপরে তীব্র আঘাত হানে। তখন হইতে হ়াম্বালী মতবাদ ক্রমাগত ক্ষয় পাইতে থাকে যদিও অদ্যাবধি চারিটি সুন্নী মায্‌হাবের মধ্যে ইহা অন্যতম রূপে গণ্য। আয্‌হার মসজিদে হ়াম্বালী শিক্ষক ও ছাত্র আছেন (রিওয়াকু়'ল-হ়াম্বালিয়্যাঃ), তবে তাঁহারা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম। ১৯০৬ সালে সর্বমোট ৩১২ জন শিক্ষক ও ৯০৬৯ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৩ জন হ়াম্বালী শিক্ষক এবং ২৮ জন হ়াম্বালী ছাত্র ছিলেন। পক্ষান্তরে ১৮শ শতাব্দীতে ওয়াহ্‌হাবী (দ্র.) আন্দোলনরূপে এই মত নূতন ও সতেজ আকারে আবির্ভূত হয়। এই আন্দোলনে ইব্‌ন তায়মিয়্যার উদ্যোগের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন যুগের বিখ্যাত হ়াম্বালী শিক্ষকদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল : আবুল-ক়াসিম 'উমার আল-খারাকী (মৃ. ৩৩৪/৯৪৫-৬), তাঁহার হ়াম্বালী ফিক্‌হের সংগ্রহ গ্রন্থ বর্তমান আছে ; 'আবদু'ল-'আযীয ইব্‌ন জা'ফার (২৮২-৩৬৩/৮৯৫-৯৭৪), তাঁহার রচিত মুক্‌নি' (مقنع) কয়েক শত বৎসর যাবৎ সার-সংকলন জাতীয় গ্রন্থাদি ও ভাষ্য রচনার ভিত্তি হইয়া রহিয়াছে (মুদ্রিত : الروض المربع فى شرح زاد المستقنع, দামিশক, ১৩০৩, তু. মাশ্‌রিক, ৪ : ৮৭৯) ; আবু'ল-ওয়াফা' 'আলী ইব্‌ন 'আকীল (মৃ. ৫১৩/১১২১-২), ইনি একটি সৃষ্টিশীল সম্প্রদায়ের নেতারূপে খ্যাতি লাভ করেন ; 'আবদু'ল-ক়াদির আল-জীলী (৪৭১-৫৬১/১০৭৮-১১৬৬), তাঁহার মধ্যে একজন বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন সূফী এবং ইব্‌ন হ়াম্বাল (র)-এর একজন বিশ্বস্ত সমর্থকের সম্মিলন ঘটে ; আবু'ল-ফারাজ ইব্‌ন আল-জাওযী (৫০৮-৫৯৭/১১১৪-১২০০) ; 'আবদু'ল-গ়ানী আল-জাম্মা'ঈলী (মৃ. ৬০০/১২০৩-৪) ; মুওয়াফ্‌ফাকু়'দ-দীন ইব্‌ন কু়দামাঃ (মৃ. ৬২০/১২২৩), ইনি তাঁহার বহুল পঠিত "মুগ়নী" নামক ভাষ্যটি খারাকীকৃত সার-সংকলন গ্রন্থের (যাহা শামসু'দ-দীন ইব্‌ন কু়দামাঃ, মৃ. ৬৮২/১১৮৩-৪-এর ভাষ্য গ্রন্থের সহিত যুক্ত এবং একত্রে ১২ খণ্ডে মুদ্রিত, কায়রো হি. ১৩৪৬-৪৮) সহিত সংযোজিত করিয়া দেন ; বিখ্যাত তার্কিক তাকি়য়ু'দ-দীন ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ (উপরে দেখুন) ও তাঁহার অনুগত ছাত্র মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন ক়াই্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ (উপরে দেখুন), উভয়েই তাঁহাদের 'আক়াইদ ও মতবাদের কঠোরতার জন্য এবং যাহাদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা স্বতন্ত্র, তাঁহাদের সহিত অসহিষ্ণু তর্ক প্রবণতার জন্য খ্যাত। যাজে কায়রোর ছাপাখানাসমূহ হইতে শেষোক্ত দুইজন

শিক্ষকের রচনাবলীর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলিতে হ'াম্বালী মায'হাবের 'আক'াইদ সংক্রান্ত মতবাদের বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। ইহার পরেও হি. ১১শ/খৃ. ১৭শ শতাব্দীতে মাহ'াল্লাতু'ল-কুব্রা জিলার "বুহূত" নামক একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে কয়েকজন বিখ্যাত হ'াম্বালী পণ্ডিতের অভ্যুদয় ঘটে। তাঁহাদের মধ্যে 'আবদু'র-রাহ'মান আল-বুহূতী (মৃ. ১০৫১/১৬৪১-২) ও তাঁহার ছাত্র মুহ'াম্মাদ আল-বুহূতী (মৃ. ১০৮৮/১৬৭৭-৭৮), উভয়েই কায়রোতে বসবাস এবং অধ্যাপনা করিতেন। আযহার মসজিদে হ'াম্বালী মতবাদ শিক্ষাদানের বুনিয়াদী পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হয় আল-মিমিশ্‌ক'ী (মৃ. ১০৩৫/১৬২৫-৬) রচিত "নায়লু'ল-মাআ'রিব" (মার্'ঈ ইব্‌ন য়ূসুফ রচিত "দালীলু'ত'-ত'ালিব"-এর ভাষ্য ১২৮৮ হিজরীতে বূলাক'-এ মুদ্রিত)। মার'ঈ ইব্‌ন য়ূসুফ একজন করমান লেখক (epistolographer) রূপেও পরিচিত ছিলেন।

আবু'ল-ফারাজ 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন রাজাব (মৃ. ৭৯৫/১৩৯২-৩) ত'াবাক'াতু'ল-হ'ানাাবিলাঃ রচনা করেন। ইহা পাণ্ডুলিপি আকারে বর্তমান (Vollers. Kat Leipzig. No. 708 দ্র.)। ইব্‌ন আবী য়া'লাা (মৃ. ৫২৬/১১৩১-২) রচিত ত'াবাক'াতু'ল-হ'ানাাবিলাঃ-র দামিশ্‌কে মুদ্রিত (১৩৫০/১৯৩১) সংস্করণ এখন পাওয়া যায়। হ'াম্বালী সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে কায়রো পাণ্ডুলিপির তালিকাভুক্ত (তৃতীয় খণ্ড, ২৯৬/৩০১ পৃ.) হইয়াছে। আরও দেখুন W. M. Patton, Ahmed ibn Hanbal and the Mihna (Leyden 1897) এবং এই প্রসঙ্গে : Goldziher, in ZDMG, lii 155 প., do. Zur Gesch. der hanbalit. Bewegungen (ibid., lxii), H. Laoust, Essai sur les doctrines...d'Ibn Taimiya, Le Caire 1939, esp. p. 76 ; Brockelmann. GAL, i. 181 প. (2nd ed. i, 193), Suppl. i. 309.

I. Goldziher (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আহ্‌'মাদ খান, সায়্যিদ (احمد خان سید) সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ মুত্তাক'ী খানের পুত্র, ১৮১৭ খৃস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর দিল্লীতে জন্ম। তাহার পূর্ব-পুরুষেরা 'আরব হইতে হিরাত-এ ও সেখান হইতে আকবরের আমলে ভারতে আসেন। সায়্যিদ আহ্‌'মাদের বয়স যখন ১৯ বৎসর তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পর বৎসর (১৮৩৭) তিনি দিল্লীতে ফৌজদারী বিভাগের মুহ'াফিজ' (Record keeper)রূপে বৃটিশ সরকারে চাকুরীতে প্রবেশ লাভ করেন। ১৮৪১ খৃস্টাব্দে তিনি আগ্রা জিলার ফাতেহ্‌পুর সিক্রীতে মুন্‌সিফ বা সাব-জজ নিযুক্ত হন। সিপাহী যুদ্ধের সময় (১৮৫৭) তিনি বিজনৌর-এ মুন্‌সিফ ছিলেন। য়ুরোপীয় অধিবাসীদিগকে তিনি নিরাপদে মীরাট পাঠাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন। বৃটিশ সরকারের প্রতি অটল আনুগত্য ও অসম সাহসের জন্য তাঁহাকে প্রথমে বৃত্তি ও পরে সি. এস. আই. উপাধি দিয়া পুরস্কৃত করা হয়। ৫২ বৎসর বয়সে ১৮৬৯ সালে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে তাঁহার দুই পুত্রকে লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার স্বধর্মাবলম্বীদের মঙ্গল ও সুশিক্ষার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর গাযীপুরে একটি কলেজ স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে আলীগড়ে বদলি হইয়া তিনি একটি সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমিতি স্থাপন করেন, পরিশেষে আলীগড়ে এংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। ইহাতে তিনি অনেকের নিকট হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা মনে করিতেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার বিনাশ ঘটিবে। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের মে মাসের কলেজ শুরু হয়। ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের জানুয়ারীতে লর্ড লীটন (Lycton) বর্তমান কলেজ ভবনটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ Theodore Beeb লেফ্‌টেনান্টে কর্নেল G. Graham কৃত Life and Work of Syed Ahmad Khan (London, 1885). পুস্তকের পরিশিষ্টে এই প্রতিষ্ঠানের একটি বিবরণী দিয়াছেন। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৭৮ হইতে ১৮৮২ খৃ. পর্যন্ত ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে তিনি কে. সি. এস. আই. উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯৮ খৃ. তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি সাহিত্য চর্চায় ও কলেজের উন্নতি বিধানে অতিবাহিত করেন।

সায়্যিদ আহ্‌'মাদ (তিনি স্যার সায়্যিদ নামেও পরিচিত ছিলেন) তদানীন্তন ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক উন্নতি ও শিক্ষার অগ্রগতির জন্য জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবক্তাগণের সহিত সমঝোতার মনোভাব লইয়া তিনি তাঁহার প্রচেষ্টা চালাইয়া যান। ইহার ফলে অন্যান্য ইসলামী দলের সহিত ঘোর শত্রুতার সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ জামালু'দ-দীন আফ্‌গ'ানী প্রবর্তিত আন্দোলনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জামালু'দ-দীন ভারতে নির্বাসন দণ্ড ভোগকালে (১৮৭৯) সায়্যিদ আহ্‌'মাদের কথা জানিতে পরিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাময়িক পত্রিকা "আল-'উর্‌ওয়াতু'ল-উছ্‌ক'া"-য় জামালু'দ-দীন "দাহ্‌রী" অপবাদ দিয়া তাঁহার তীব্র সমালোচনা। করেন শী'আগণ এবং পরবর্তীকালে আহ্‌'মাদিয়াগণও তাঁহার বিরোধিতা করেন।

জীবনের প্রথম দিকে সায়্যিদ আহ্‌'মাদ খান ধর্মপুস্তক ছাড়াও ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। উহাদের মধ্যে আছ্‌'ারু'স-স'ানাাদীদ (১৮৭৭) সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত ; ইহা ভারতীয় শহরগুলির ঐতিহাসিক-পুরাতাত্ত্বিক জাতীয় বিবরণ। তাঁহার পরবর্তীকালের রচিত বহু গ্রন্থাবলীর মধ্যে Essays on the Life of Mohammad (১৮৭০) ও ১৭শ সূরাঃ পর্যন্ত কু'রআানের উর্দূ ভাষ্য "তাফ্‌সীরুল-কু'রআান" (১৮৮০-৯১) উল্লেখযোগ্য। প্রথম পুস্তকখানা অল্পকাল পরেই উর্দূতে প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ খৃ. তিনি "তাব্‌য়ীনু'ল-কালাাম" নামে বাইবেলের একখানা ভাষ্য লেখেন। ইহা এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ ও উদার মতের জন্য বিখ্যাত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) H. A. R. Gibb, Whither Islam, 1932, পৃ. 192 প., (২) H. K. Sherwani, The Political Thought of Sir Syed Ahmad Khan in Islamic Culture 1944, (৩) J. M. S. Baljon, The Reforms and religious ideas of Sir Sayyid Ahmad Khan, Leiden 1949, (৪) ইহাতে আরও গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখ আছে।

Blumhardt (S. E. I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আহ্‌'মাদ আল-বাদাব'ী সীদী (احمد البدوی سیدی) কয়েক শত বৎসর ধরিয়া মিসরের সর্বশ্রেষ্ঠ দরবেশ এবং হযরত 'আলীর বংশধর বলিয়া বিবেচিত। কথিত আছে, 'আরবে গোলমালের দরুন তাঁহার পূর্ব-পুরুষেরা "ফাস"-এ হিজ্‌রাত করেন। ফাসের যুক'াকু'ল-হ'াজার (زقاق الحجر)-এ সম্ভবত ৫৯৬ সালে (১১৯৯-১২০০) আহ্‌'মাদের জন্ম। পিতার সাত বা আট সন্তানের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মাতার নাম ফাতি'মাঃ, পিতা সম্পর্কে তেমন কিছু উল্লেখিত হয় নাই।

তাঁহার পূর্ণ নাম আহ'মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন ইবরাহীম। তাঁহার উর্ধ্বতন পুরুষদের বংশতালিকা 'আলী (রা) পর্যন্ত, এমন কি মা'আদ্ ও 'আদ্নান পর্যন্ত পৌঁছে। তাঁহার কয়েকটি ডাকনাম ছিল, তন্মধ্যে মূল গ্রন্থে কয়েকটির ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কয়েকটির হয় নাই। আফ্রিকার বেদুঈনদের ন্যায় মুখে অবগুন্ঠন (لثام) পরিতেন বলিয়া তাঁহাকে আল-বাদাব'ী বলা হইত। তাঁহাকে "আল-'আত্'ত'াব" (العطاب) বা নির্ভীক অশ্বারোহী বলা হইত। (কয়েকটি মূল গ্রন্থে এই "মাগ্'রিবী" বচনটির ভুল অর্থ করা হইয়াছে।) মূল গ্রন্থগুলিতে উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহার "আবু'ল-ফিত্য়ান" নামের পিছনেও একই অর্থের ইংগিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মক্কায় তিনি "আল-গ'াদ্'বান" অর্থাৎ ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়াও অভিহিত হইতেন। তাঁহাকে আবু'ল-'আব্বাস-ও বলা হইত। ইহা আবু'ল-ফিত্য়ান নামের তাস্'হীফ অর্থাৎ বিকৃত অনুলিপির ফল হইতে পারে। সূ'ফী হিসাবে তাঁহাকে "আল-কু'দ্স'ী", "আল-কু'ত্'ব" (ধ্রুবতারা) ও "আস'-স'াম্মাত" (নির্বাক) বলা হইত। আরও পরবর্তী সময়ে তাঁহাকে বলা হইত "আবূ ফার্রাজ" (অর্থাৎ বন্দীদের মুক্তিদাতা)।

শৈশবেই তিনি পরিজনদের সহিত মক্কায় হ'াজ্জ যাত্রা করেন। চারি বৎসর পর তাঁহারা সেখানে উপস্থিত হন। ইহার সময় নিরূপিত হয় ৬০৩-৬০৭ হিজরী (১২০৬-১১ খৃ.)। বেদুঈনদের মধ্যে তাঁহার সাড়ম্বর অভ্যর্থনার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু মিসরের নাম উল্লিখিত হয় নাই। তাঁহার পিতা মক্কায় মৃত্যু বরণ করেন ও বাবু'ল-মা'লাত-এর নিকট সমাহিত হন। পূর্ণ যৌবনে আহ'মাদ মক্কায় সাহসী অশ্বারোহী ও উৎফুল্ল উচ্ছৃংখল যুবকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। এই জন্যই তাঁহার ডাক নাম ছিল আল-'আত্'ত'াব ও আবু'ল-ফিত্য়ান। প্রায় ৬২৭/১২৩০ সনের দিকে তাঁহার মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি সাত রকম পঠন (سبعة احرف) রীতিতে কু'রআান পাঠ করিতে পারিতেন এবং শাফি'ঈ ফিক্'হও কিছুটা অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি 'ইবাদাত-বন্দেগীতে পুরাপুরি আত্মনিয়োগ করেন ও বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি মানুষের সংস্রব ত্যাগ করিয়া মৌনী হন, কেবল ইশারায় কথা বলিতেন এবং প্রায়ই ধ্যানে (وله) তন্ময় হইয়া পড়িতেন। কতিপয় গ্রন্থকারের মতে তিনি একটি স্বপ্ন দেখিয়া মক্কায় যান, অন্যান্যের মতে ক্রমাগত তিনটি স্বপ্নে তিনি ইরাক গমনে আদিষ্ট হন (শাওওয়াল, ৬৩৩/জুন-জুলাই, ১২৩৬)। আহ'মাদ আর-রিফা'ঈ (মৃ. ৫৭০/১১৭৪-৫) ও 'আবদু'ল-ক'াদির আল-জীলানী (মৃ. ৫৬১/১১৬৫-৬) দুই পুরুষ ধরিয়া সেখানে শ্রেষ্ঠ দরবেশরূপে শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ'সানের সঙ্গে আহ্'মাদ সেখানে হিজরাত করেন। তখন হইতে তাঁহার সম্বন্ধে বিবরণ উপাখ্যান-প্রধান ও অস্পষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। ভ্রাতৃদ্বয় উপরিউক্ত দুই কু'ত্'ব-এর ক'বর ব্যতীত আল-হ'াল্লাজ (মৃ. ৩০৯/৯২১-২), 'আলী ইব্ন মুসাফির আল-হাক্কারী আবু'ল-ওয়াফা'ইল (মৃ. ৫৫৮/১১৬২-৩) সহ বহু সংখ্যক দরবেশের মাযার যিয়ারাত করেন, এই সকল যিয়ারাতের ফলে আহ'মাদের ধর্মীয় সচেতনতা এক নূতন পর্যায়ে উন্নীত হয়। ইরাকে তিনি অজেয়া মহিলা ফাত্তি'মাঃ বিন্ত বার্‌রী-কে বশীভূত করেন অথচ এ যাবত ইনি কোন পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু আহ্'মাদ আল-বাদাব'ী ইঁহার বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। "জাওয়াহির" ও অন্যান্য গ্রন্থে এই ঘটনাকে উপ্যাসের রূপকাহিনীতে পরিণত করা হইয়াছে। এক বৎসর পরে (৬৩৪/১২৩৬-৭) আর একবার স্বপ্ন দেখিয়া আহ্'মাদ মিসরের ত'ান্দিতায় (ত'ানৃত'া, ত'ানৃতা) গমনে অনুপ্রাণিত হন। সেখানে তিনি আমরণ অবস্থান করেন। তাঁহার ভ্রাতা হ'াসান ইরাক হইতে মক্কায় ফিরিয়া যান। ত'ান্দিতায় আহ্'মাদের জীবনে শেষ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুগের সূচনা হয়। তাঁহার জীবন-যাপন পদ্ধতি নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে : "ত'ান্দিতায় তিনি এক ব্যক্তির গৃহের ছাদে আরোহণ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সূর্যের দিকে তাকাইয়া থাকেন, ফলে তাঁহার চক্ষুদ্বয় লাল ও প্রদাহযুক্ত হইয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দেখাইত। সময় সময় তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিতেন, অন্য সময় অবিরাম চিৎকার করিতেন। প্রায় ৪০ দিন যাবৎ তিনি পানাহার বন্ধ রাখিতেন।" ত'ান্দিতায় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁহার শত্রু-মিত্র দুই-ই জুটে। প্রদাহযুক্ত চোখের ঔষধের খোঁজে তিনি 'আবদু'ল-'আাল নামক এক বালকের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই বালক পরে তাঁহার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ও খালীফাঃ (স্থলাভিষিক্ত) হন। আহ'মাদ বহু কারামাত ও খাওয়ারিক' (خوارق = অলৌকিক-কীর্তি) প্রদর্শন করেন, মূল গ্রন্থসমূহে ইহাদের অনেকগুলির দীর্ঘ বিবরণ রহিয়াছে। তাঁহার আগমনের সময় যে সকল দরবেশ ত'ান্দিতায় জনসাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করিতেন, তাঁহারা তাঁহার উপস্থিতিতে হৃতগৌরব হইয়া পড়িলেন। হ'াসান আল-ইখ্নাঈ তাঁহাকে স্বীকৃতিদানে অসম্মত হইয়া সেই স্থান ত্যাগ করেন। স্যালিম আল-মাগ'রিবী তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করায় ত'ান্দিতায় থাকিবার অনুমতি পাইলেন। আহ'মাদ ওয়াজ্হু'ল-ক'ামার-কে অভিশাপ দেওয়ায় তাঁহার আবাস পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার সমসাময়িক সুলত'ান আল-মালিকু'জ'-জ'াহির বায়বারুস তাঁহাকে ভক্তি করিতেন ও তাঁহার পদ চুম্বন করেন বলিয়া কথিত আছে। ছাদের উপর বাস করার অভ্যাসের দরুন তাঁহার শিষ্যরা "সুত্'হি'য়্যাঃ বা আস'হ'াবু'স-সাত্'হ্'" নামে অভিহিত হইতেন। তিনি রাত্রে কু'রআান পাঠ করিতেন। দুইজন ইমাম তাঁহার সহিত স'ালাতে যোগদান করিতেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, حضوره اكثر من غيبته অর্থাৎ ধ্যান-মগ্ন অপেক্ষা তিনি সজ্ঞান অবস্থাতেই বেশী থাকিতেন। ত'ান্দিতায় এইভাবে প্রায় ৪১ বৎসর বসবাস ও কাজ করিবার পর ৬৭৫, ১২ রাবী'উ'ল-আওওয়াল (আগস্ট ২৪, ১২৭৬ অর্থাৎ সাধারণের মতে হযরত (স')-এর মৃত্যু বার্ষিকীর দিনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

তাঁহার আচার-আচরণ দৃষ্টে বিচার করিলে মনে হয়, আহ্'মাদ আল-বাদাব'ী ছিলেন একজন ধ্যানী দরবেশ। তাঁহার চিন্তার ফসল রূপে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে :

১। একটি প্রার্থনা (হি'য্‌ব), বার্লিন পাণ্ডুলিপির তালিকা, ৩য় খণ্ড, ৪১১, ৩৮৮১। ২। স'ালাত, ১২/১৮ শতাব্দীর বিখ্যাত সূ'ফী 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন মুস্'ত'াফা 'আয়দারূস (১১৩৫-৯২/১৭২২-৭৮) ফাত্হ'র-রাহ'মান নামে ইহার একখানা ভাষ্য লিখেন (কায়রো, তালিকা, ৭ম খণ্ড, ৮৮)। ৩। "ওয়াস'ায়া," প্রধানত তাঁহার প্রথম খালীফাঃ 'আব্দু'ল-'আাল-কে সম্বোধন করিয়া প্রদত্ত তাঁহার আধ্যাত্মিক উপদেশ, ইহাতে তাঁহার যে সকল বাণী ও উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা এত সাধারণ পর্যায়ের, এত কম ব্যক্তিগত এবং সর্বযুগের ইসলামী যুহ্দ্-এর মূলনীতির সহিত এত অভিন্ন এবং এইগুলির একাংশ এমন কি অন-ইসলামী সন্ন্যাসবাদ ও

সূ'ফীবাদের এত অনুরূপ যে তাহা আহ্‌'মাদ আল-বাদাব'ীর মত নৈতিক ব্যক্তিত্বের অধিকারীর আধ্যাত্মিক চিন্তার ফল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কিনা সন্দেহ।

'আবদু'ল-'আ'াল নিজের বাল্যকাল হইতেই আহ্‌'মাদকে জানিতেন এবং ৪০ বৎসর যাবত তাঁহার সঙ্গে বাস করেন। আহ্‌'মাদের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার খালীফা হন ও মুরশিদের স্মৃতিচিহ্নগুলি—যথা লাল মস্তকাবরণ, মুখাবরণ এবং লাল পতাকার মালিক হন। তিনি আহ্‌'মাদের ক'বরের উপর খানকাহ্‌ নির্মাণের আদেশ দেন। পরে তাহা বিরাট মসজিদে উন্নীত হয়। তিনি তাঁহার অনুসারীগণকে কঠোর শাসনে রাখেন ও অনুষ্ঠানসমূহের (আশা'ইর) আয়োজন করেন বলিয়া মনে হয়। ৭৩৩/১৩৩২-৩ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মনে হয়, আহ্‌'মাদের "মাওলিদ" অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা ও বিদেশে তৎপ্রতি লোকের ভক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পায়; তবে তাহা বিনা কলহে ও বিনা প্রতিক্রিয়ায় হয় নাই। বিরোধী দলের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন 'আালিম ও রাজনীতিবিদ ছিলেন, সর্বপ্রকার সূ'ফীবাদের প্রতি এবং জনগণের উপর সূ'ফীদের আধিপত্যে যাঁহাদের আপত্তি ছিল। সম্ভবত ইহাই দুইবার আল-বাদাব'ীর খালীফার হত্যাকাণ্ডের হেতু (ইবন ইয়াস, ২য়, ৬১, ১৫ প.; ৩য়, ৭৮, ১৪)। যে সকল 'আালিম প্রথমে তাঁহার বিরুদ্ধতা করিয়া পরে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহাদের মধ্যে ইবনু দাক'ীকি'ল-'ঈদ (মৃ. ৭০২/১৩০২-৩) এবং ইবনু'ল-লাব্বান (মৃ. ৭৩৯/১৩৩৮-৯)-এর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম দিকের খালীফাদের আমলেই আহ্‌'মাদের অনুসারীদের মধ্যে কলহের কথা শুনা যায়। কিছুকাল উপেক্ষিত থাকার পর ৮৫০ হিজরীতে (১৪৪৬-৭ খৃ.) "মাওলিদ" পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় (ইবন ইয়াস, ২য়, ৩০৫)। আহ্‌'মাদের একজন উৎসাহী ভক্ত ছিলেন সুলত'ান ক'া'ইত বে। ৮৮৮ হিজরীতে (১৪৮৩) তিনি আহ্‌'মাদের সমাধি পরিদর্শন করিয়া খানক'াহের সৌধটির পরিবর্ধনের আদেশ দেন (ঐ, ২য়, ২১৭, ৩০১, ১৫)। মামলূক সুলত'ানদের আনুষ্ঠানিক মিছিলে আল-বাদাব'ীর খালীফার স্থান ছিল রাজ্যের প্রধান ধর্ম-নৈতিক অমাত্যদের পার্শ্বে। শক্তিশালী তুর্কী শাসকগণ দরবেশ সমাজের কার্য-কলাপে বিরক্ত হওয়াতে, তুর্কী শাসনামলে তাঁহার বাদাব'ী-সমাজের বাহ্য জৌলুস হ্রাসপ্রাপ্ত হয় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দরুন মিসরীয় জনগণের মধ্যে আল-বাদাব'ীর সম্মান হ্রাস পায় নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি মিসরের শ্রেষ্ঠ দরবেশ ও যাবতীয় বিপদাপদে মানুষের মুক্তিদাতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। খৃস্টানদের হাত হইতে মুসলিম বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা তাঁহার সূ'ফী জীবনের গোড়ার দিককার কৃতিত্বগুলির মধ্যে অন্যতম মনে হয়, এই জন্যই তাঁহার নাম হয় "মুজীবু'ল-আসারা মিন বিলাদি'ন-নাস'ারা" (তু., ঐ, আবূ ফাররাজ)। তাঁহার সম্মানার্থে বৎসরে অন্ততঃ তিনটি "মাওলিদ" অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় ইতিহাসের দিক হইতে এগুলির তারিখ লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে মাওলিদ উৎসবের তারিখগুলি কপটিক বা সাধারণভাবে বলিতে গেলে সৌর বৎসর অনুযায়ী স্থির করা হইয়াছে। যথা, প্রধান মাওলিদ হয় "মিসরা" (আগস্ট) মাসে, মধ্যবর্তী মাওলিদ, যাহা "গুরুন্ বুলালী"র মাওলিদ নামেও অভিহিত, তাহা অনুষ্ঠিত হয় "বারমুদা" (মার্চ বা এপ্রিল মাসে) এবং সর্বাপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণটি আম্‌শীর (ফেব্রুয়ারী) মাসে, ইহা "মাওলিদু'র-রাজাবী বা রাক্‌ফু'ল-ইমামা" নামেও অভিহিত হয়। ক্ষুদ্র ও মধ্যবর্তী মাওলিদ মূলত বড় মেলা-রূপে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রধান মাওলিদের বাণিজ্যিক গুরুত্ব যেমন আছে, তদ্রূপ ইহাতে থাকে: নামা'য, প্রার্থনা, হ'ালাক, যি'ক্‌র ও ধর্মোপদেশ। এই মাওলিদ সর্বাপেক্ষা অধিক আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত একটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সমন্বয়। "রাক্‌বাতু'ল-খালীফাঃ বা রুকূবু'ল-খালীফাঃ" নামে অভিহিত শোভাযাত্রায় এই মাওলিদের পরিসমাপ্তি ঘটে। খালীফা সদলবলে গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে ত'ান্‌ত'া নগরের মধ্য দিয়া এই শোভাযাত্রা পরিচালনা করিতেন।

আল-বাদাব'ীর অনুসারীরা "আহ্‌'মাদিয়্যাঃ" নামে অভিহিত; তাঁহাদিগকে মিসরের সর্বত্র এবং বাহিরেও দেখিতে পাওয়া যায়, লাল পাগড়ী তাঁহাদের প্রতীক। "বায়য়ুমিয়্যাঃ, শিন্নাবিয়্যাঃ, আওলাদ-ই-নূহ্‌' ও শু'আয়বিয়্যাঃ"-গণ এই সমাজের শাখা বলিয়া বিবেচিত হয়। মিসরে আহ্‌'মাদ দীর্ঘকাল 'আবদু'ল-ক'াদির জীলানী, আহ্‌'মাদু'র-রিফা'ঈ ও ইব্‌রাহীমু'দ-দাসূক'ী সহ "কি'তাবাঃ" নামে অভিহিত শ্রেণীর একজন কু'ত্‌'বরূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছেন।

আহ্‌'মাদের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন 'আবদু'ল্-ওয়াহ্‌হাব আশ-শা'রাব'ী (মৃ. ৯৭৩/১৫৬৫), আল-বাদাব'ীর ন্যায় তাঁহার পরিবারও "মাগ'রিব" হইতে আসিয়া মিসরে বসতি স্থাপন করেন। আশ-শা'রাব'ী মুরশিদের নামানুযায়ী নিজেকে আল-আহ্‌'মাদী বলিয়া অভিহিত করিতেন (Vollers, cat. Leipzig, No. 363)। তিনি প্রায়ই তাঁহার সমাধি যিয়ারাতে যাইতেন, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ সূ'ফীদের অন্যতম বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং স্বপ্নে তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন (তু., Revue Africaine, xiv. [1870], ২২৯)।

আহ্‌'মাদ আল-বাদাব'ীর ব্যক্তিত্বের মাপকাঠিতে তাঁহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ণয় করা অসম্ভব। সূ'ফী এবং ওয়ালী উভয় হিসাবেই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার যুগের এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের বহু চাহিদা ও ভাবধারা পরিচ্ছন্ন রূপ লাভ করিয়াছিল। এই কথাটির প্রেক্ষিতেই কেবল তাঁহার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

সমগ্র মিসরে আহ্‌'মাদের "ওয়াসীলাঃ"-য় প্রার্থনা করা হয়। তাঁহার সম্মানার্থে আহ্‌'মাদিয়াগণ কেবল ত'ান্‌ত'ায় নহে, অনেক সময় কায়রোতে, এমন কি বিরুমবাল-এর ন্যায় ক্ষুদ্র গ্রামেও ভোজের অনুষ্ঠান করেন ('আলী মুবারাক, ৯ম, ৩৭, ২৪)। আল-বাদাব'ীর নামে যে সকল সমাধি ও ক্ষুদ্র উপাসনালয় আছে তাহাদের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। J. L. Burckhardt (Syria, p. 166) ত্রিপলীর নিকটে এই নামের একজন দরবেশের উল্লেখ করিয়াছেন. স'াফ্‌ফা-র নিকটে আছেন আর একজন (Goldziher, Muh. Studien, ii. 328; ZDPV, xi, 152, 158)। কিছুটা পৌরাণিক উপাখ্যানের মিশ্রণ থাকিলেও আহ্‌'মাদ সম্পর্কীয় জনশ্রুতিগুলি খুবই বিশ্বাসযোগ্য। আহ্‌'মাদের ভ্রাতা হ'াসান তখন মক্কায় তাঁহার সহিত বাস করিতেন কিন্তু ইরাক সফরের পর পৃথক হইয়া যান। তাঁহার সম্পর্কে এই সময়কার বিবরণ প্রাচীনতম লেখকগণ সকলেই দিয়াছেন। আল-মাক'রীযী ও ইবনু হ'াজার আল-'আসক'ালানী তাঁহার জীবনী সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন; (তু. Berlin Cat., iii. 218, ও 3350, 6; ix. 483, 10101; আস-সুয়ূত'ী ও লিখিয়াছেন (হ'ুস্‌নু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, কায়রো ১২৯৯, ১ম, ২৯৯ প.), আশ-শা'রাব'ী তাঁহার ত'াবাক'াত-এ আহ্‌'মাদের ভক্তিপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন। (কায়রো ১২৯৯ হি., লিথো মুদ্রণ ১ম, ২৪৫-২৫১)।

১০২৮ হিজরীতে (১৬১৯খৃ.) আহ্‌'মাদের "মাক'াম"-এ নিয়োজিত 'আবদু'স্‌'-স'ামাদ যায়নু'দ-দীন নামক এক ব্যক্তি বাদাব'ী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য একত্র করিয়া তাঁহার কিতাব "আল-জাওয়াহিরু'স্‌-সুন্নীয়াঃ (সানীয়াঃ) ফি'ল-কারামাত ওয়া'ন-নিস্‌বাঃ আল-আহ্‌'মাদিয়াঃ" প্রণয়ন করেন (১৩০৫ হি. কায়রোতে মুদ্রিত লিথোগ্রাফকৃত)। উপরিউক্ত উৎসসমূহ ভিন্ন তিনি কতিপয় অখ্যাত লেখকদের লেখা হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করেন। যথা, আবু'স-সু'উদ আল-ওয়াসিত'ী, সিরাজু'দ্‌-দীন আল-হ'াম্বালী, মুহ'াম্মাদ আল-হ'ানাফী ও য়ূনুস (অন্যত্র য়ূসুফ) ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ (যিনি "এবুবেক আস'-সু'ফ" নামেও পরিচিত) কর্তৃক রচিত বংশ-তালিকা (নিস্‌বাঃ) কায়রো পাণ্ডুলিপির তালিকায় উল্লিখিত (৫ম খণ্ড ১৬৭ পৃ.) আল-বাদাব'ীর যে বেনামী "নাসাব" (১২৭. পত্র) তাহা আছে সম্ভবত এই এবেবেকের রচিত। 'আব্দু'স'-স'ামাদ তাঁহার গ্রন্থে প্রথমে আহ্‌'মাদের জীবন চরিত প্রামাণ্য সূত্রসহ বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপর নূতন শাগ্‌রিদ ও খালীফাদের ভক্তি প্রকাশের বিবরণ দিয়াছেন, আহ'মাদের মৃত্যুর প্রসঙ্গে তাঁহার ভ্রাতগণ ও ভগ্নীদের শোক-গীতি প্রদান করিয়াছেন, তৎপর তিনি আহ্‌'মাদের মাওলিদ, কারামাত ও ওয়াসা'য়াঃ বিবৃত করিয়াছেন এবং তদসংগে যোগ করিয়াছেন বর্ণানুক্রমে সজ্জিত বহু ক'াস'ীদাঃ যাহাতে আহ'মাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন শিহাবু'দ্দ-আল্‌ক'ামী, শাম্‌সু'দ-বাকরী, 'আব্দু'ল-'আযীয আদ-দেরীনী (মৃ. প্রায় ৬৯০/১২৯১), 'আব্‌দু'ল- ক'াদির আল-দানোশারী এবং অন্যান্য লেখক, পরিশেষে লিখিয়াছেন তাঁহার অনুচরবর্গের বৃত্তান্ত এবং তাঁহার জীবনের প্রারম্ভিক বৎসরগুলি আটটি শব্দের কথা যেই বৎসরগুলির পরে তিনি "স'াম্মাত" (মৌনী) হইয়া যান, 'আলী আল-হ'ালাবী-র (মৃ ১০৪০/১৬৩৪-৫) "আল-নাস'ীহ'াতু'ল-'আলাব'ীয়াঃ ফী বায়ানি হ'সনিত্‌'-ত'ারীক'াতি'স্‌-সাদাতি'-আহ্‌'মাদিয়াঃ" অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক (Berlin cat., IX 484, 10104)। লেখকের প্রধান লক্ষ্য হইল আহ্‌'মাদের "যুহ্‌দ্‌বাদ" (asceticism) ও ফুক'ারা-এর প্রশংসা কীর্তন। লণ্ডনের একখানা পাণ্ডুলিপিতে (Brit. Mus. Suppl., No 639) আহ'মাদের বেনামী "মানাকি'ব" (27 fol.) বিবৃত আছে; আরো দ্র. Berlin cat., ix. 466, 10064, 7 (3 fol)। আহ'মাদ সম্পর্কে পরে প্রকাশিত একখানা পুস্তক হইল হ'াসান রাশীদ আল-মাশ্‌হাদী আল-খাফাজী কৃত আল-নাফাহ'াতু'ল-আহ্‌'মাদীয়াঃ ওয়া'ল জাওয়াহিরি'স'-স'ামাদানীয়াঃ" (কায়রো ১৩২১ হি., ৪, ৩১৬ প.)। অনেক সময় অন্যান্য কু'তু'বের সঙ্গেও আহ'মাদের কথা আলোচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে দুইজন লেখকের যথা, মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াসান আল-'আজলূনী (৮৯৯, ১৪৯৪) দ্র. Berlin Cat., i 60, 163; এবং আহ্‌'মাদ ইব্‌ন 'উছ'মান আল-শারনুবী (মৃ. ৯৫০/১৫৪৩), দ্র. ibid., iii. 226, 3471.- ইঁহাদের রচিত পুস্তকের কথা বলা যাইতে পারে। আহ'মাদ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র কবিতাও দেখিতে পাওয়া যায়, ibid., V. 29, 5432, vii., 197. 8115, 3, (1175 A. H.)। পরবর্তী বিবরণীসমূহ যথা, 'আলী মুবারাক লিখিত গ্রন্থ (১৩শ, ৪৮-৫১) প্রধানত আল-শা'রাব'ী ও 'আব্দু'স্‌'-স'ামাদের গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত। আরো দ্র. E. W. Lane, Modern Egyptians; Brockelmann, GAL, i 450, Suppl. i. 808.

আহ্‌'মাদ শাহীদ, সায়্যিদ (سيد احمد شهيد : সায়্যিদ আহ্‌'মাদ শাহীদ) (র) বেরেলব'ী, মুসলিম ভারতের সংগ্রামী ধর্মীয় নেতা, অযোধ্যার অন্তর্গত রায়বেরিলী জিলায় ১৭৮৬ খৃ. তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত 'আলী (রা)-র পুত্র হযরত হ'াসান(রা)-এর বংশ-সম্ভূত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ 'ইরফান। বেরিলীতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি লখনৌ গমন করেন। বাল্যকাল হইতেই সৈনিকসুলভ কুচকাওয়াজ ও ক্রীড়াকলাপের প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তৎপর তিনি ধর্মীয় বিদ্যা অর্জনের জন্য দিল্লী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে শাহ ওয়ালিয়্যু উল্লাহ্‌র পুত্র তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ 'আলিম শাহ 'আবদু'ল-'আযীযের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি জিহাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। ১৮১০ খৃস্টাব্দে তিনি রাজপুতনায় যান এবং আমীর খানের সৈন্যবাহিনীতে সাত বৎসর কাজ করেন। অতঃপর তিনি ধর্মীয় শিক্ষক ও সংস্কারকরূপে প্রচারমূলক পর্যটনে বাহির হন। মুসলমানদের তদানীন্তন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধঃপতনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত ছিলেন। সেইজন্য তিনি ভারতের নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া কুসংস্কার বর্জন, চরিত্র সংশোধন ও শুদ্ধ সরল ধর্মপদ্ধতি গ্রহণের আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। 'আরবের ওয়াহ্‌হাবীদের মতের সহিত তাঁহার মতের অনেকটা মিল থাকিলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে ওয়াহহাবী ছিলেন না। শীঘ্রই তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে এবং ভারতের অগণিত মুসলমান তাঁহার অনুসারী হয়। তাঁহার বিশ্বস্ত সহচরদের মধ্যে শাহ মুহ'াম্মাদ ইসমা'ঈল, মৌলবী 'আবদু'ল-হ'ায়্যি, মৌলবী মুহ'াম্মাদ য়ূসুফ উল্লেখযোগ্য। ১৮২১ খৃ. তিনি কলিকাতায় আসেন এবং তথা হইতে হ'াজ্জ যাত্রা করেন। বেশ কিছুকাল 'আরবে অবস্থানের পর ১৮২৪ খৃ. তিনি দেশে ফিরিয়া জিহাদের সক্রিয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার অনুসারিগণকে অস্ত্র চালনা শিক্ষায়ও উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহার পত্রাবলী পাঠে জানা যায়, ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করিয়া ভারতে মুসলিম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তাঁহার জিহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শিখগণ মুসলমানদের ঘোর বিরোধিতা ও ইংরেজদের সহায়তা করিত বলিয়া সামরিক কারণে তাঁহার প্রথম লক্ষ্য হইল পাঞ্জাব হইতে শিখ বিতাড়ন। কাবুল ও কান্দাহারের মুসলিম শাসকগণ তাঁহাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৮২৬ খৃ. উৎসাহী অনুচরদের এক বিরাট মুজাহিদ বাহিনী লইয়া তিনি পেশাওয়ারে প্রবেশ করেন এবং "আকোড়া খটকে" শিখ বাহিনীকে পরাজিত করেন। কিন্তু য়ার মুহ'াম্মাদ খান দুর্‌রানী ও তাঁহার ভ্রাতার দলত্যাগের দরুন "শায়দোর" যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন। ১৮৩০ খৃ. তিনি পেশাওয়ার দখলে সমর্থ হন, কিন্তু দুর্‌রানী ভ্রাতৃদ্বয় ও স্থানীয় খানদের বিশ্বাসঘাতকতায় নিরুৎসাহ হইয়া কাশ্মীর গমনে মনস্থ করিলেন। কাশ্মীরের পথে তিনি শিখ বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং বালাকোট-এর যুদ্ধে তিনি ও শাহ মুহ'াম্মাদ ইস্‌মা'ঈল শহীদ হন (১২৪৬/১৮৩১)। ইঁহারা ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত। অতঃপর সশস্ত্র সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে, কিন্তু সায়্যিদ সাহেবের সংস্কার আন্দোলন বন্ধ হইল না, তাঁহার শিষ্যগণ ভারতের নানা স্থানে প্রচার কার্য চালাইতে থাকেন। তাঁহারা ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরী না করিয়া ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েকটি পুস্তিকা সায়্যিদ আহ'মাদ কর্তৃক লিখিত বলিয়া কথিত হয়। তাঁহার শিষ্য

শাহ ইস্‌মা'ঈল ও 'আবদু'ল-হ়ায়্যি তাঁহার নির্দেশে ফারসীতে "সি'রাতু'ল-মুস্‌তাক়ীম" নামক একটি পুস্তক রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গু'লাম রাসূল মেহের, সায়্যিদ আহ্‌মাদ শাহীদ, কিতাব মানযিল ১৯৫৪ ; (২) সায়্যিদ আবু'ল-হ়াসান 'আলী নাদ্‌ব়ী, সীরাত-ই-সায়্যিদ আহ্‌মাদ শাহীদ, লখনৌ ১৯৩৯ ; (৩) রাহ্‌মান 'আলী, তায্‌কিরাঃ-ই-'উলামা'-ই-হিন্দ, লখনৌ ১৮৯৪, পৃ. ৮১ ; (৪) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রাম্‌স, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা ১৯৭৬, পৃ. ৫৫৬-৫৫৭।

এ. এম. নূরুল ইসলাম

আহ্‌মাদ, শায়খ, মুজাদ্দিদ আলফ-ই-ছ়ানী (شیخ احمد مجدد الف ثانی) তাঁহার প্রকৃত নাম আবু'ল-বারাকাত বাদ্‌রু'দ-দীন। তিনি খালীফাঃ 'উমার আল-ফারূক়(র)-এর বংশধর। পিতার নাম শায়খ 'আবদু'ল-আহ়াদ। হি. ৯৭১, ১৪ শাওয়্যাল, ১৫৬৪ খৃ. ২৬ মে, শুক্রবার ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত সারহিন্দ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

অতি অল্প বয়সে তিনি কু'রআন কণ্ঠস্থ করেন। তিনি অনেক বিখ্যাত 'আলিমের নিকট হ়াদীছ়, তাফ্‌সীর ইত্যাদি ইসলামী বিষয় অধ্যয়ন করেন। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘকাল মুগল বাদশাহ্‌দের রাজধানী আগ্রা শহরে বাস করেন। বাদশাহ্ আকবরের সভাসদ ফায়দ়ী (ফৈযী) ও আবু'ল-ফাদ্‌ল-এর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। পরিশেষে শেষোক্ত সভাসদের ইসলাম বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাইয়া শায়খ তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

আগ্রা হইতে তিনি তাঁহার জন্মস্থান সারহিন্দ প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রথমে পিতার নিকট সূ'ফী পন্থায় দীক্ষিত হন। তৎপর দিল্লীর বিখ্যাত পীর হযরত বাক়ী বিল্লাহ্‌র নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে বাদশাহ্ আক্‌বর দরবারে ও রাজ্যে নানা প্রকার ইসলাম বিরুদ্ধ কার্যকলাপের প্রবর্তন করেন। অবশেষে তিনি একাধিক ধর্মের উপাদানে রচিত দীন-ই-ইলাহী নামক এক নূতন ধর্ম প্রচার করেন। বাদশাহের এই কার্যে মুসলিম জনগণের মধ্যে, এমন কি পীর-ফকীরদের মধ্যেও নানা অনৈসলামিক বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়।

হযরত শায়খ আহ্‌মাদ (র) এই নূতন ধর্মমত ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন। তাঁহার অনেক মুরীদ (শিষ্য) জুটিল। তাঁহাদের সংস্কার তৎপরতায় মুসলিম সমাজের ধর্মীয় জীবনে এক নব চেতনার উন্মেষ হইল এবং বাদশাহ আকবর দীন-ই-ইলাহী প্রচারে বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে বাদশাহ্ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র জাহাঁগীরের সময়ে মদ্যপান এবং ইসলাম বহির্ভূত বহু ক্রিয়াকর্ম সমাজে প্রচলিত হইতে থাকে। তিনি দরবারীদিগের নিকট হইতে রাজসম্মানসূচক সিজ্‌দা গ্রহণ করিতেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আস়াফ খানের প্রভাবে শী'আঃ মতের প্রসার বৃদ্ধি পায়। শায়খ (র) এই সকল অনাচার দূর করিবার জন্য রাজপুরুষদের ও সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচার শুরু করিলেন। খান-ই-খানান মাহাব্বাত খান, ইসলাম খান, খান-ই-আ'জ়'ম প্রমুখ অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন, তাঁহার খালীফাঃ শায়খ বাদী'উদ্-দীন আহ্‌মাদ বহু সিপাহীকে মুজাদ্দিদীয়াঃ পন্থার দীক্ষিত করিলেন।

ওয়াযীর-ই-আ'জ়'মের গোপন প্ররোচনায় বাদশাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রাজাদেশে শায়খ আহ্‌মাদ (র) দরবারে হাযির হইলেন বটে, কিন্তু বাদশাহ্‌কে সিজ্‌দা করিলেন না। সভাসদগণের কথার উত্তরে বলিলেন, "এই মস্তক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও নিকট নত হইবে না।" বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে সিজ্‌দা করিতে আদেশ দিলেন। তাহাকেও তিনি নির্ভীকভাবে সেই একই উত্তর প্রদান করিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে বন্দী করিয়া গোয়ালিয়ার দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে ভক্ত আমীরগণ কাবুলের শাসনকর্তা মাহাব্বাত খানের নেতৃত্বে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজধানী আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইলেন, তখন শায়খ সাহেব (র) পত্রদ্বারা তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। অবরোধকালে শায়খের জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার নিষ্ঠা, নির্ভীক চরিত্র এবং অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ তাঁহাকে হিজরী ২য় সহস্রের "মুজাদ্দিদ"-(ধর্ম-সংস্কারক)-এর সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত করিল। এইজন্য তিনি মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফ-ই-ছ়ানী আখ্যায় সর্বত্র পরিচিত হন।

কথিত আছে, একদিন আকস্মিকভাবে জাহাঁগীর সিংহাসন হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তিনি ভীত এবং পীড়িত হইলেন, আরোগ্যলাভের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন তিনি মুজাদ্দিদের শরণাপন্ন হইলেন, তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া সসম্মানে গোয়ালিয়র হইতে দিল্লীতে আনা হইল। স্বয়ং শাহ্‌যাদাঃ শাহ্‌জাহান এবং ওয়াযীর-ই আ'জ়'ম আস়াফ খান রাজধানীর বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। রাজপ্রাসাদে উপনীত হইয়া মুজাদ্দিদ প্রথমে বাদশাহ্‌কে তাওবাঃ (অনুতাপ প্রকাশ) করিতে আদেশ করিলেন। তারপর তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অচিরে বাদশাহ রোগমুক্ত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর দরবারে সিজদার নিয়ম রদ করা হইল, ধর্মানুষ্ঠানের উপর আরোপিত বিধি-নিষেধ রহিত করা হইল, ইসলাম শিক্ষার জন্য মুসলিম প্রধান শহরে ও গ্রামে মক্‌তব ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজদরবারের নিকটে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হইল, তাহাতে বাদশাহ ও মুসলিম সভাসদগণ রীতিমত স়ালাত আদায় করিতে আসিতেন। প্রত্যেক শহরে ক়াদ়ী ও মুফ্‌তী (ধর্মীয় ব্যবস্থাপক) এবং মুহ়্‌তাসিব (অধর্ম ও দুর্নীতি দমনকারী) নিযুক্ত করা হইল।

মুজাদ্দিদ (র) অনেকগুলি ধর্মীয় পুস্তক রচনা করেন, তন্মধ্যে তাঁহার মাক্‌তূবাত (পত্রাবলী) বিখ্যাত। তিনি তেষট্টি বৎসর বয়সে ১০৩৪ হি. ২৮ স়াফার/ ১৬২৪ খৃ., ৩০ নভেম্বর বুধবার দেহত্যাগ করেন। সারহিন্দে তাঁহার মাযার তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার রচিত বিশিষ্ট দুইটি পুস্তক ঃ "মাব্দা' ও মা'আদ" এবং "মা'আরিফ-ই-লাদুন্নিয়্যাঃ।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) উর্দূতেঃ ইহ়্‌সানুল্লাহ 'আব্বাসী, সাওয়ানিহ্ 'উমরী হ়াদ্‌রাত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফ ছ়ানী, রামপুর খৃ. ১৯২৬ ; (২) মুহ়াম্মাদ 'আবদু'ল-আহ়াদ, হ়ালাত ও মাক়ামাত-ই-আহ়্‌মাদ ফারূক়ী সারহিন্দী, দিল্লী ১৩২৯ হি. ; (৩) মুহ়াম্মাদ মানজ়ূ'র (সম্পাদক), আল-ফুরক়ান পত্রিকা (মুজাদ্দিদ সংখ্যা), বেরেলী ১৯৩৮ খৃ.।

বাংলা ভাষায় ঃ এম. সিদ্দীক খান, হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী (র), ইস্ট বেঙ্গল বুক সিণ্ডিকেট, ঢাকা, ১৯৬১।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

আহ্‌মাদিয়্যাঃ (احمدیہ) পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার ক়াদিয়ান নিবাসী মির্যা গু'লাম আহ্‌মাদ ক়াদিয়ানী-র

অনুসারীদের নাম। ১৯০০ খৃস্টাব্দে ভারত সরকারের আদম-শুমারীতে তাঁহাদের অনুমোদনক্রমে একটি স্বতন্ত্র আধুনিক মুসলিম সম্প্রদায় হিসাবে তাঁহারা তালিকাভুক্ত হন। পশ্চিম পাঞ্জাবে বিশেষরূপে আহ্‌মাদিয়্যাদের সংখ্যা অধিক, তবে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশেও তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য নহে। আফগানিস্তান, ইরান, 'আরব, মিসর প্রভৃতি অন্যান্য মুসলিম দেশেও তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজী Review of Religions তাঁহাদের প্রধান মুখপত্র, ১৯০২ খৃস্টাব্দ হইতে ইহা মাসিকরূপে কা'াদিয়ান হইতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত অপর বহুবিধ সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা দ্বারাও তাহারা প্রচার কার্য চালাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তাহাদের স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি রহিয়াছে, তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা মির্‌যা গু'লাম আহ্‌মাদ প্রণীত "বারাহীন-ই-আহ্‌মাদীয়াঃ" সর্বপ্রধান। ইহার ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খৃস্টাব্দে। ইহাতে গ্রন্থকার "মাহ্‌দী"-র মর্যাদা দাবী করেন; তবে তিনি ১৮৮৯ সনের ৪ঠা মার্চের পূর্বে তাঁহার অনুসারীদের আনুগত্য দাবী করেন নাই। ইসলামের সাধারণত স্বীকৃত অনেক নীতির সঙ্গে আহ্‌মাদিয়্যাগণ মোটামুটি একমত হইলেও সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট পার্থক্য হইল নুবুওয়াত, খৃস্টতত্ত্ব, মাহ্‌দীর দায়িত্ব ও জিহাদ সম্পর্কে। 'আক'াইদ সম্পর্কীয় তাহাদের পৃথক বিতর্কিত মতটি এই যে, নবীর আগমন শেষ হয় নাই, সুতরাং হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর পরও অন্য নবী আসিতে পারে, মির্‌যা গু'লাম আহ্‌মাদ একজন নবী। তাহাদের ধারণা, হযরত 'ঈসা ('আ) দৃশ্যত মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর ঐশী বাণী প্রচারের জন্য কাশ্মীর গমন করেন। সেখানে ১২০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া কথিত আছে, শ্রীনগরে তাঁহার সমাধি অদ্যাপি চিনিতে পারা যায়; তবে উহাকে Yuz Asaf (আহ্‌মাদিয়্যাদের মতে ইহাকে বোধিসত্ত্বের অপভ্রংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা চলিবে না) নামক আর একজন পয়গম্বরের সমাধি বলিয়া ভুল করা হয়। মাওলানা মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন নামক এক ব্যক্তির উদ্যোগে ভারতে মির্‌যা গু'লাম আহ্‌মাদের বিরুদ্ধে এক ফাত্‌ওয়া প্রকাশিত হয়। উহার মর্ম এই যে, যীশু সম্বন্ধে কু'রআনে যাহা পাওয়া যায়, উক্ত মতবাদে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। কাজেই ইহাকে ধর্ম-বিরোধী মত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। মাহ্‌দী ও জিহাদ সম্পর্কে আহ্‌মাদিয়্যাগণ বলেন যে, মাহ্‌দীর কাজ হইল শান্তির কাজ এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহারের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে জিহাদ চালাইতে হইবে এবং সর্বাবস্থায় অকপটভাবে সরকারের তাবেদারী করা কর্তব্য। তাঁহাদের মত, মাহ্‌দীকে যীশু ও মুহ'াম্মাদ (স') উভয়ের অবতার ও যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে; দ্বিতীয় বা প্রতিশ্রুত "মাসীহ'"-রূপে মির্‌যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের একটি অঙ্গ। ইহার প্রথম কারণ: হিজ্‌রী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁহার আগমন সম্পর্কে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন; দ্বিতীয় কারণ: গু'লাম আহ্‌মাদ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর শক্তিতে নিজের ঐশী দাবির প্রমাণ করিয়াছেন। তাহাদের দাবী, তাঁহার ভবিষ্যতদর্শী শক্তি বিবিধ ঘটনা উপলক্ষে প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বিগত কয়েক দশকের কয়েকটি মহামারী ও ভূমিকম্প এবং তদ্দরুন ভয়াবহ ধ্বংস-ক্রিয়াই নহে—বরং নির্দিষ্ট কয়েকজন লোকের মৃত্যু সম্পর্কেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন বলিয়া কথিত আছে। লাহোরের জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু সম্বন্ধে মির্‌যার ভবিষ্যদ্বাণী সেই ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডের মারফতে সত্য প্রতিপন্ন হইলে তিনজন খৃস্টান প্রচারক মির্‌যা আহ্‌মাদের বিরুদ্ধে 'আদালতে হত্যাপরাধের অভিযোগ দায়ের করেন, কিন্তু তিনি বিচারে খালাস পান।

বার্ধক্যগত মাহ্‌দী (মির্‌যা) নেতৃত্ব পদে ইস্তিফা দিলে আহ্‌মাদিয়্যাদের কার্যকলাপ সদর আঞ্জুমান-ই-আহ্‌মাদিয়্যাঃ দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে।

১৯০৮ সনে মির্‌যা গু'লাম আহ্‌মাদের মৃত্যু হইলে তাঁহার খালীফাঃ নূরু'দ-দীন তদীয় উত্তরাধিকারী হন। ১৯১৪ সনে এই খালীফার মৃত্যু হইলে আহ্‌মাদের পুত্র মির্‌যা বাশীরু'দ-দীন মাহ্‌মূদ আহ্‌মাদ যখন ২য় খালীফা মনোনীত হন, তখন খাওয়াজা কামালু'দ-দীন ও মাওলাব'ী মুহ'াম্মাদ 'আলীর নেতৃত্বে একদল লোক এই সম্প্রদায় হইতে আলাদা হইয়া যায় এবং "লাহোর দল" গঠন করে। আদি দলটি "কা'াদিয়ানী" দল নামে অভিহিত হয়। কা'াদিয়ানী দলের মতে মির্‌যা গু'লাম আহ্‌মাদ একজন নবী ছিলেন, কিন্তু লাহোর দলের মতে তিনি একজন সংস্কারক (মুজাদ্দিদ) মাত্র। ইহাই দুই দলের মধ্যে পার্থক্য। লাহোর দল "আহ্‌মাদিয়্যাঃ আঞ্জুমান-ই-ইশা'আত-ই-ইসলাম" নামে সংঘবদ্ধ হয়। এই দল ইতিপূর্বেই পাক-ভারতের সকল প্রদেশ ও এই উপমহাদেশের বাহিরে কয়েকটি দেশে, বিশেষত ইংলণ্ড ও জার্মানীতে ব্যাপক প্রচার কার্য চালাইয়াছে। ইংলণ্ডে "ওকিং" মসজিদ হইল তাহাদের কেন্দ্র। মাওলাব'ী মুহ'াম্মাদ 'আলী ছিলেন লাহোর প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট। তিনি সূক্ষ্ম আলোচনাসহ কু'রআনের একটি ইংরেজী অনুবাদ (দি হলী কুরআন, ১ম সংস্করণ, লাহোর ১৯১৮ ইং) এবং অন্যান্য গ্রন্থসহ "দি রিলিজিয়ন অব ইসলাম" (লাহোর, ১৯৩৬) নামে একখানা বড় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুইটি গ্রন্থ বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং কু'রআনের আয়াতের কিছুটা অভিনব এবং অনৈতিহ্যগত ব্যাখ্যা (যেমন ইসলাম অর্থ শান্তির মধ্যে প্রবেশ করা) পূর্বোক্ত গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

লাহোরী দলের দৃষ্টান্তে কা'াদিয়ানী দলও অ-মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার কার্য আরম্ভ করিয়াছে। লণ্ডনে তাঁহাদেরও একটি মসজিদ আছে। তাঁহাদের ভূতপূর্ব নেতা মির্‌যা বাশীরু'দ-দীন উর্দূতে একখানা পুস্তক রচনা করেন। তাহা "Ahmadia or the True Islam" নামে ইংরাজীতে অনূদিত এবং ১৯২৪ সনে কা'াদিয়ানে প্রকাশিত হয়। ইহাদের একখানা পরবর্তী পুস্তকের নাম 8500 Precious Gems from World's best Literature, ১৯৪৩ সনে সিকান্দারাবাদে ইহার ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক, ইসলামী ও অনৈসলামী, ধর্মনৈতিক ও সাহিত্যিক রচনা হইতে চয়ন করা উদ্ধৃতি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত হইয়াছে। কা'াদিয়ানী প্রচারকেরাও অনুরূপভাবে কু'রআনের নিজস্ব অনুবাদ গ্রন্থ প্রচার করেন। খাওয়াজা কামালু'দ-দীন বহুকাল ইংলণ্ডের ওকিং মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া সফল প্রচার কার্য পরিচালনা করেন এবং কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

১৯৪৭ সনে পাকিস্তান ও ভারতের সীমানা নির্ধারণের সময় যে গোলমালের সৃষ্টি হয়, তাহাতে কা'াদিয়ানের আহ্‌মাদিয়্যাঃ সম্প্রদায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন তাঁহারা তাঁহাদের কেন্দ্র পাকিস্তানের "রাবওয়া"-য় স্থানান্তরিত করিয়াছেন। ইঁহারা মূলত মুসলিম বলিয়া গণ্য নহে; কারণ ইসলামের মৌলিক 'আক'ীদাঃ বা ধর্ম-বিশ্বাস—হযরত মুহ'াম্মাদ (স') খাতামু'ন-নাবিয়্যীন বা শেষনবী, তাঁহার

পরে আর কোন নবীর আগমন হইবে না—ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। এইজন্য দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর 'আলিমগণ তাহাদিগকে কাফির বা অমুসলমান বলিয়া ফাতওয়া প্রদান করিয়াছেন, যাহা ইসলামী আইনে ইজ্‌মা' বলিয়া গণ্য। পাকিস্তান সরকার হালে ক'াদিয়ানীগণকে একটি অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে ঘোষণা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে সা'উদী 'আরব সরকার তাঁহাদিগকে অমুসলিম ঘোষণা ও সা'উদী 'আরবে তাঁহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) H. A. Walker, The Ahmadiya Movement, Calcutta 1918; (২) L. Bouvat in JA. ccxiii (1928), p. 159 প.; (৩) Murray T. Titus, The Religious Quest of Indian Islam, Oxford 1930, p. 217 প.; (৪) H. A. R. Gibb, Modern Trends in Islam, Chicago 1947, p. 61. প.; (৫) মাওলানা মাওদূদী, কাদিয়ানী সমস্যা (বাংলা), ঐ উর্দু, ক'াদিয়ানী মাস্‌আলা; (৬) মাওলানা 'আব-দুল্লাহি'ল-কাফী আল-কু'রায়শী, নবুওয়াত-ই-মুহ'াম্মাদী; (৭) ইল্‌য়াস বারণী, ক'াদিয়ানী মায্‌'হাব ইত্যাদি।

M. Th. Houtsma (S.E.I)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আহ্‌লু'ল-কিতাব (اهل الكتاب) বা কিতাবী, যাহারা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে এবং উহার অনুসরণ করে। যেমন, য়াহূদী ও খৃস্টান যথাক্রমে তাওরাত এবং ইন্‌জীল কিতাবে বিশ্বাস করে, যদিও তাহারা এই সব আসমানী কিতাব বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ইসলামের দৃষ্টিতে আহ্‌লু'ল-কিতাব আস্‌মানী কিতাবের অনুসারী বলিয়া মুশ্‌রিক ও কাফিরদের অপেক্ষা শ্রেয়। কিতাবীগণের সহিত বিশেষ ব্যবহারের জন্য ইসলামের নির্দেশ আছে। হ'াদীছে' বর্ণিত আছে, নবী (স') বলিয়াছেন : যে মুসলমান কোন য়াহূদী বা খৃস্টানের অনিষ্ট করে, কি'য়ামাতের দিন আমিই তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব (বালা-যু'রী)। কু'রআনে মুসলিমগণের জন্য কিতাবীদের খাদ্য আহার করা এবং তাহাদের সতী নারীদিগকে বিবাহ করা বৈধ করা হইয়াছে (৫ : ৫)।

মুসলিম রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া "জিয্‌য়া" কর দিলে যি'ম্মী হিসাবে কিতাবীদের সহিত সদ্ব্যবহার করার জন্য ইসলামে নির্দেশ আছে। নবী কারীম (স') বলিয়াছেন : তাহাদের ধন-সম্পদ তোমাদের (মুসলমানদের) ধন-সম্পদের মত এবং তাহাদের রক্ত তোমাদের রক্তের মত, অর্থাৎ মুসলমানদের ধন-সম্পদ এবং জীবনের কোনরূপ ক্ষতি হইলে যেমন ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, যি'ম্মী কিতাবীদের ধন-সম্পদ এবং জীবনের কোন ক্ষতি হইলেও ঠিক সেইরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য তাঁহাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং উহাতে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটানো অবৈধ। তাঁহাদিগকে (যি'ম্মী) সর্ব প্রকারের নিরাপত্তা দান ও রক্ষা করা মুসলিম রাষ্ট্রের ধর্মীয় দায়িত্ব। তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সৈন্যদলে কাজ করিতে বাধ্য করা যায় না। তবে তাঁহাদের কেহ স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে কাজ করিলে তাহাকে জিয্‌য়া কর দিতে হয় না; দ্র. নাস'ারা ও য়াহূদ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) T. W. Juynboll, Handleiding, p. 341-346; (২) Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina (Leyden 1908); (৩) A. S. Tritton, The Caliphs and their non-Muslim Subjects, 1930; (৪) আহ্‌লু'ল-কিতাব সম্বন্ধীয় আইন সম্পর্কে J. A. 1852; (৫) Bethauser. in REJ, XXX 6 প.; (৬) R. Gottheil, Dhimmis and Moslems in Egypt (in the Old Testament and Semitic studies in Memory of W. R. Harper, Chicago 1908, ii. 351 প.); (৭) D. Kunstlinger in RO. iv (1926), p. 238-247; (৮) R. Brunschvig, Conquete de l' Afrique du Nord. in Annales de' l' Institut Etudes orientales VI (1942-47), Algiers, p. 108 প.; (৯) বিতর্কমূলক রচনাবলী : Steinschneider, Polem und apologet. Liter. in arab. Sprache, in Abh. K. M., vi., No. 3; (১০) Goldziher, in ZDMG, xxxii, 341-387; (১১) further sources in the Jewish Encyclopaedia, vi, 658; (১২) আচার-ব্যবহার সম্পর্কে : REJ, xxviii. 75 প.; (১৩) মুসনাদ, আহ্‌'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বল, ২য়, ৯৯০।

মাঃ আলাউদ্দীন আল-আযহারী

আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ' (اهل الحديث), এই সম্প্রদায়কে আস'হ'াবু'ল-হ'াদীছ' এবং আহ্‌লু'ল-আছ'ারও বলা হয়। 'আবদু'ল-ক'াহির বাগ'দাদী (মৃ. ৪২৯ হি.) আহ্‌লু'স্‌-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ-এর আলোচনা প্রসঙ্গে এই সম্প্রদায়কে আট শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণী সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন : ইহাদের তৃতীয় শ্রেণী বলিতে সেই সব লোকদিগকেই বুঝায় যাঁহারা হ'াদীছ' (দ্র.) ও সুন্নাঃ (দ্র.) সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞাত, তদুপরি হ'াদীছ' ও সনদের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণ এবং হ'াদীছ' সমালোচনার নীতিমালা সম্বন্ধেও পুরাপুরি ওয়াকিফহাল, ইহা ছাড়া তাঁহাদের চিন্তাধারায় যথেচ্ছাচারীদের ন্যায় বিদ্'আতধর্মী কাজ-কর্ম করার অপপ্রয়াসও কোন সময় স্থান লাভ করে নাই (আল-ফার্‌ক', পৃ. ৩০১)।

স্পেনদেশীয় ইব্‌ন হ'াযম আল-ফিস'াল গ্রন্থে লিখিয়াছেন : নবী (স')-এর সকল স'াহ'াবী এবং শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার পন্থাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারাই আহ্‌লু'স্‌-সুন্নাঃ। ইঁহাদিগকে সত্যানুসারী-রূপে আখ্যায়িত করা হয়; পক্ষান্তরে যাহারা ইহাদের বিপরীতধর্মী ও বিরোধী, তাহারা অসত্যের অনুসারী। আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ' ও ফিক্‌'হ্‌-বিদদের মধ্যে যাঁহারা যুগে যুগে সত্যানুসারীদের পথ অবলম্বন করিয়াছেন এবং এই যুগেও যাঁহারা সেই পথে রহিয়াছেন, তাঁহারাও "আহ্‌লু'স্‌-সুন্নাঃ" (ইবরাহীম সিয়ালকোটী তারীখ-ই-আহ্‌ল-ই-হ'াদীছ', পৃ. ৯১)।

ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ' আহ্‌লু'স্‌-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ-র অন্তর্ভুক্ত; তবে ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, আহ্‌লু'স্‌-সুন্নাঃ-র মধ্যে এমন একটি বিশেষ সম্প্রদায়েরও আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, যাঁহারা হ'াদীছ' ভিত্তিক প্রমাণ অবলম্বনে অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিতে ছিলেন অটল ও অবিচল। এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ইমাম আহ্‌'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বলের নাম সকলের উপরে। যুগের পরিবর্তন হেতু বুদ্ধি-ভিত্তিক কোন বহিরাগত উপাদান যেন ধর্মে অনুপ্রবেশ না করে, সেই দিকে তাঁহার নজর ছিল প্রখর এবং ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ। এই নীতির অনুসারিগণ ধর্মীয় বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের মত এবং বুদ্ধি-ভিত্তিক অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে আল্লাহ্‌ সর্বপ্রকার তুলনার ঊর্ধ্বে। পরবর্তী যুগের মহাপুরুষদের মধ্যে ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ ও 'আল্লামাঃ ইবনু'ল-ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ হ'াদীছ' ভিত্তিক যুক্তি অবলম্বনে অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী

ছিলেন এবং ইহার সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই প্রসঙ্গে ক'াদ'ী 'আয়্যাদ' ও 'আল্লামা শাওক'ানীর নামও উল্লেখ্য। কেহ কেহ ইব্ন হ'াযম আজ'-জ'াহিরীকেও এই নীতির অকুণ্ঠ সমর্থক মনে করেন। কিন্তু অন্য একটি মতে, আহ্ল-ই-হ'াদীছ' সম্প্রদায় হইতে তিনি কতকটা স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ধ্যান-ধারণার অধিকারী ছিলেন, কারণ তিনি ধর্মের বাহ্য দিকের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। ইহা ছাড়া যে সকল মহাপুরুষ হ'াদীছ' সংকলন ও হ'াদীছ' সমালোচনা সম্পর্কে কাজ করিয়াছেন,. তাঁহারাও আস'হ'াবু'ল-হ'াদীছ' ও আহ্লু'ল-হ'াদীছ'রূপে পরিগণিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-খাত'ীবু'ল-বাগ'দাদী, শারফু আস'-হ'াবি'ল-হ'াদীছ'; (২) ইব্ন তায়মিয়্যাঃ, নাক'দু'ল-মানতি'ক'; (৩) ঐ গ্রন্থকার, আল-কি'য়াস ফি'শ-শার'ই'ল-ইসলামী; (৪) আহ'মাদ আমীন, দ্বাজুহ'ল-ইসলাম; (৫) ঐ গ্রন্থকার, দু'হ'া'ল-ইসলাম; (৬) আহ'মাদ আদ-দিহ্লাব'ী, তা'রীখু আহ্লি'ল-হ'াদীছ'; (৭) শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ, হ'জ্জাতিল্লাহি'ল-বালিগ'াঃ, সপ্তম অধ্যায়, বাবু'ল-ফার্ক' বায়না আহ্লি'ল-হ'াদীছ' ওয়াআহ্লি'র-রায়; (৮) ইব্ন হ'াযম, আল-ফিস'াল; (৯) 'আবদু'ল-ক'াহির আল-বাগ'দাদী, আল-ফারকু' বায়না'ল-ফিরাক'; (১০) মুহ'াম্মাদ ইব্রাহীম মীর সিয়ালকোটী, তারীখ-ই-আহল-ই-হ'াদীছ'।

আবদুর রহমান

আহ্লু'স-সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আত (أهل السنـــة والجماعـــة), সংক্ষিপ্ত নাম সুন্নী। সুন্নী 'উলামা' বলেন : রাসূল (স') এবং স'াহ'াবীগণ (রা)-এর পদাঙ্ক অনুসারিগণই আহ্লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ। ইসলামের প্রথম যুগ হইতে ইহার সুস্পষ্ট অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল, তবে ইহা জামা'আত হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে 'আব্বাসী খলীফাঃ আল-মুতাওয়াক্কিল (২৩২/৮৪৭ হইতে ২৪৭/৮৬১ পর্যন্ত)-এর সময় এই মত ও পথ প্রতিষ্ঠা লাভ করে (তু. আল-বাশবীশী, আল-ফিরাক্'ল-ইসলামিয়্যাঃ, হ'াওয়াল্লাঃ মুহ'াম্মাদ আল-খা'বী, লা-সুন্নাঃ ওয়ালা-শী'আঃ, পৃ. ৬৭)।

"আহ্লু'স-সুন্নাঃ"-এর আভিধানিক অর্থ সুন্নাঃপন্থী লোক। সুন্নাঃ (সুন্নাঃ দ্র.)-এর অভিধানিক অর্থ পথ, চালচলন, রীতি ও শারী'আত। রাসূল (স') তাঁহার কথায়ও কর্মে যেই সব কাজের নির্দেশ দিয়াছেন বা যেই সব কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—সুন্নাঃ সেইসব আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ কর্মসমূহকেই বুঝায় (তাজ, সুন্নাঃ শব্দের অধীনে দেখুন)। ইমাম রাগি'ব বলেনঃ সুন্নাতু'ন্-নাবী বলিতে রাসূল (স')-এর সেই পথকে বুঝায়, যাহা তিনি কর্মজীবনে অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুন্নাঃ-র বিপরীত শব্দ বিদ্'আঃ। সুন্নাঃ-র মধ্যে খুলাফা'উ'র-রাশিদুন-এর সুন্নাঃ-ও অন্তর্ভুক্ত (আবূ-দাউদ, ৪খ, ২৮১)। হ'াদীছে' বলা হইয়াছে : 'আলায়কুম বি-সুন্নাতী ওয়া-সুন্নাতি'ল-খুলাফা' ইর-রাশিদী-না'ল-মাহ্দিয়্যীন (আহ'মাদ, আল-মুসনাদ, ৪খ, ১২৬; আবূ দাউদ, কিতাবু'স-সুন্নাঃ, অধ্যায় ৫)।

'জামা'আত-এর আভিধানিক অর্থ সম্প্রদায়; কিন্তু এই ক্ষেত্রে "জামা'আত" বলিতে স'াহ'াবা-র জামা'আতকে বুঝায়। এই বিশ্লেষণে "আহ্লু'স-সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আঃ" বলিতে সেই সম্প্রদায়কে বুঝায়, যাঁহাদের ধর্মীয় বিশ্বাস. কর্ম এবং যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু নবী (স')-এর বিশুদ্ধ সুন্নাঃ এবং স'াহ'াবী (রা)-এর পবিত্র আচার-আচরণ।

আল-বাগ'দাদী একটি হ'াদীছ'কে ভিত্তি করিয়া আহ্লু'স-সুন্নাঃ সম্প্রদায়ের একটি বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়াছেন। তাহা এই : الذين هم ما عليـــه هو واصحابـه অর্থাৎ যাঁহারা রাসূল (স')-এর পথ (সুন্নাঃ) এবং তাঁহার স'াহ'াবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনি 'আহ্লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আতকে তিহাত্তরতম সম্প্রদায় তথা আল-ফিরক'া-তু'ন্-নাজিয়াঃ (ত্রাণপ্রাপ্ত সম্প্রদায়)-রূপে গণ্য করেন; তাঁহার মতে, আহ্লু'র-রায়, আহ্লু'ল-হ'াদীছ' এবং এই দুই জামা'আতের ফাক'ীহ. ক'ারী, মুহ'াদ্দিছ' এবং মুতাকাল্লিমগণ আহ্লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আত-এর অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা আল্লাহ্র একত্ববাদ, তাঁহার সি'ফাত, নুবুওয়াত, আখিরাঃ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় 'আক'াইদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় নীতিতে একমত। প্রসিদ্ধ—ইমাম যথা, ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র), ইমাম শাফি'ঈ (র), ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র), ইমাম ছ'াওরী (র), ইমাম আওযা'ঈ (র) প্রমুখ এই সম্প্রদায়ভুক্ত (আল-ফার্ক' বায়না'ল-ফিরাক', পৃ. ১০)

ইমাম ইব্ন তায়মিয়্যাঃ-র মতে উক্ত ইমামগণের পূর্বেও আহ্লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল এবং এই জামা'আঃ বলিতে স'াহ'াবী (র)-দের জামা'আঃ-কে বুঝায় (মিন্হাজ, ১খ, ২৫৬)।

এই আহ্লু'স-সুন্নাঃ সম্প্রদায় সমস্ত স'াহ'াবাঃ, মুহাজির ও আন্স'ার (রা)-কে ন্যায়বান (عدول) মনে করেন এবং তাঁহাদের সমালোচনা হইতে বিরত থাকেন, (দ্র. আল-ফিরাক', পৃ. ৩০১)। ইঁহাদের মতে, বাদ্র যুদ্ধে যোগদানকারী সমস্ত স'াহ'াবীই বেহেশ্তী। ইঁহারা আল-'আশারাতু'ল-মুবাশ্শারাঃ (বেহেশ্তের সুখবর-প্রাপ্ত দশ ব্যক্তি)-এর প্রতি অশোভন আচরণকে হ'ারাম মনে করেন। ইঁহারা নবী (স')-এর স্ত্রীদের এবং তাঁহার বংশধরদের প্রতি সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শনের পক্ষপাতী। ইঁহারা হযরত হ'াসান (রা), হযরত হ'সায়ন (রা), হযরত হ'াসান ইব্ন হ'াসান, হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন হ'াসান, হযরত যায়নু'ল-'আবিদীন, হযরত মুহ'াম্মাদু'ল-বাকি'র, হযরত জা'ফার'স'-স'াদিক', হ'যরত মূসা আল-কাজি'ম ও হযরত 'আলীউ'র-রিদ'া এবং তাবি'ঈগণের. প্রতি সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শনের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন (আল-ফার্কু' বায়না'ল-ফিরাক', পৃ. ৩৫২-৩৫৪)।

আল-বাগ'দাদী এই সম্প্রদায়কে আট শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম শ্রেণীতে রহিয়াছেন সেইসব বিদগ্ধজন, যাঁহারা তাওহ'ীদ, নুবুওয়াত, সৎকর্মের প্রতিদানের ওয়া'দাঃ (وعد), অসৎকর্মের শাস্তির সতর্কবাণী (وعيد), ইজতিহাদ ও ইমামাত তথা মুসলিম মিল্লাতে নেতৃত্বের অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে যথার্থ ও সম্যক জ্ঞানের অধিকারী এবং যাঁহারা খারিজী দল, শী'আঃ সম্প্রদায়, প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসী ও মুতাকাল্লিমদের মত ও পথ পরিহার করিয়া চলিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ফিক'হবিদগণ, যাঁহারা কু'রআন, হ'াদীছ' ও স'াহ'াবীদের ইজমা' ভিত্তিক ইসলামী বিধি-বিধান নির্ণয়ের দায়িত্বে রত রহিয়াছেন। মালিক (র), আবূ হ'ানীফাঃ (র), আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র), শাফি'ঈ (রঃ), আওযা'ঈ (র), ছ'াওরী (র), ইব্ন আবী লায়লা (র), তাঁহাদের সহযোগিগণ এবং আহ্লু'জ'-জ'াহির (দ্র. জ'াহিরিয়্যাঃ) এই শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয় শ্রেণীতে রহিয়াছেন হ'াদীছ' শাস্ত্রের 'উলামা'। চতুর্থ শ্রেণীর আওতায় পড়েন সাহিত্য বাক্য-বিন্যাস চর্চায় রত বিদগ্ধজন, যেমন খালীল ইব্ন আহ্'মাদ, আবূ 'আম্র ইব্নু'ল-'আলা, সীবাওয়ায়হ্, আল-আখ্ফাশ, আল-আস'মা'ঈ, আল-মাযিনী এবং আবূ 'উবায়দাঃ। পঞ্চম শ্রেণীতে শামিল আছেন সেই সকল ক'ারী ও তাফ্সীরবিদ যাঁহারা পূর্বোক্ত ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী। ষষ্ঠ

শ্রেণীতে পড়েন সেইসব সূ'ফী এবং আল্লাহ্‌ভক্ত লোক, যাঁহারা উল্লিখিত মত ও পথের সমর্থক। মুজাহিদ তথা ধর্ম রক্ষায় তরবারী ধারণকারী-দের স্থান সপ্তম শ্রেণীতে। অষ্টম শ্রেণীভুক্ত হইলেন আহ্‌লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ-এর সর্বসাধারণ লোক। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০-৩০৩)।

'আহ্‌লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ এই নামটি কখন হইতে প্রচলিত হইয়াছে এই সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা কঠিন। তবে ইহা নিশ্চিত যে, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে খালীফাঃ মুতাওয়াক্কিল (২৩২ হি./৮৪৬-৮৪৭ খৃ.-২৪৭ হি./৮৬১ খৃ.)-এর আমলে এবং আবু'ল-হ'াসান আল-আশ'আরী (২৬০ হি./৮৮৩-৮৮৪ খৃ.-৩২৪ হি./৯৩৬ খ.)-র ধর্ম-দর্শন আন্দো-লনের পরেই এই নামকরণ হইয়াছিল এবং এই নামধারী দলটি ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। ইহাদের যুগেই জুমহূরু'ল-উম্মাঃ, জামা'আত এবং আহ্‌লু'স-সুন্নাঃ এই প্রকার নামের স্থলে আহ্‌লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ এই পরিভাষাটি অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে। মুহ'াম্মাদ 'আলীউ'য-যা'বী (লা-সুন্নাঃ ওয়ালা শী'আঃ, পৃ. ৭৬) আল-ফিরাকু'ল-ইসলামিয়্যাঃ গ্রন্থ লেখকের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, এই সময় মুসলিমগণ সাধারণত আবু'ল-হ'াসান আল-আশ'আরীর মায'হাব অবলম্বন করেন এবং আহ্‌লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ নামে অভিহিত হন (দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৭)।

হযরত 'উছ'মান (রা)-এর শাহাদাতবরণ, জামাল (উষ্ট্র) যুদ্ধ এবং সি'ফ্‌ফীন-এর ঘটনাবলী মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরাইয়া দেয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও দার্শনিক ভাবাপন্ন সম্প্রদায়-সমূহের সংস্পর্শে আসার ফলে ইসলামী 'আক'াইদ ও আহ'কাম সংক্রান্ত বিষয়াদিতে বিতর্কের সূচনা হয়। ইহাতে মানুষের চিন্তাজগতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং কয়েকটি স্বতন্ত্র দল জন্মলাভ করে। এই বিশৃঙ্খলার যুগে জামহূর উম্মাঃ তথা সাধারণ মুসলিমগণ নানা মত ও পথ হইতে দূরে সরিয়া থাকেন। তাঁহারা বিবাদরত দলসমূহের মতবাদকে ভ্রান্ত ইজ্‌তিহাদ জ্ঞানে সন্দেহের চক্ষে দেখেন এবং মতামত প্রকাশ হইতে বিরত থাকেন।

ইসলামের সংস্কারকগণ যুগে যুগে ইসলামী মিল্লাতকে অনৈক্য হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে আহ্‌লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ-এর নেতৃবৃন্দ মুসলিমদিগকে যত বেশী সম্ভব এই দলভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালান। যদিও মতবাদের নামটি বহকাল পরে প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু রাসূল (স')-এর নুবূওয়াতের সূচনা হইতে অধিকাংশ মুসলিম এই মতে স্থিত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের 'আলিমগণ মিল্লাতের এই ঐক্য অটুট রাখিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া ছিলেন। আল-আশ'আরীর পূর্ববর্তী আল-মুহ'াসিবী (মৃ. ২৪৩ হি. /৮৫৭ খৃ.) অনুরূপ ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করিতেন; তাঁহার মতবাদের সমর্থনে তিনি 'ইল্‌ম কালাম-এর ব্যবহার করিয়াছিলেন (আল-আশ'আরী দ্র.)। তাওহ'ীদের কালিমাঃ উচ্চারণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে কুফরের নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করার চিন্তা-ভাবনাও যুগে যুগে সংস্কারকদের মনে উদিত হইয়াছিল (আশ্‌-শাহ্‌রাস্তানী, আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহ'াল, পৃ. ১০৫)।

তৃতীয়/চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে এই সম্প্রদায়ের অনুকূলে দুইটি শক্তি-শালী আন্দোলন গড়িয়া উঠে। তন্মধ্যে একটি ছিল আশা'ইরাঃ আন্দোলন এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবু'ল-হ'াসান আল-আশ'আরী। দ্বিতীয়টির নাম ছিল আল-মাতুরীদিয়্যাঃ, ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবু মানসূ'র আল-মাতুরীদী (মৃ. ৩৩৩/৯৪৪, মাতুরীদিয়্যাঃ দ্র.)। আল-আশ'আরী ও আল-মাতুরীদী সকল মৌলিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিন্ন মত পোষণ করিতেন। কেবল কতক খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে অনৈক্য ছিল এবং তাহাও ছিল সাধারণ প্রকৃতির (জু'হূরু'ল-ইসলাম, ৪খ, ৯২)। যেই সকল প্রখ্যাত হ'ানাফী 'আলিম আল-মাতুরীদী মতের সমর্থক ছিলেন, তন্মধ্যে 'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-বায়দ'াব'ী (মৃ. ৪১৩ হি.), 'আল্লামাঃ তাফ্‌তাযানী (মৃ. ৭৯৩ হি.), 'আল্লামাঃ নাসাফী (মৃ. ৫৩৪ হি.) এবং 'আল্লামাঃ ইব্‌নু'ল-হুমাম (মৃ. ৮৬১ হি.)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আশ'আরীর 'ইল্‌ম-কালামের সহায়তায়ও একদল বিখ্যাত 'আলিম কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ইমাম আবূ বাক্‌র আল-বাকি'ল্লানী (মৃ. ৪০৩ হি.), 'আব্‌দু'ল-ক'াহির আল-বাগ'দাদী (মৃ. ৫০৫ হি.) এবং ইমাম ফাখ্‌রু'দ-দীন আর-রাযী (মৃ. ৬০৬ হি.) এই ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

আহ্‌লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ-এর 'আক'াইদ ও আহ'কাম খলীফা এবং বাদশাহগণেরও পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করিয়াছিল। 'আব্বাসী খালীফাঃ আল-মুতাওয়াক্কিল এই জন্যই মুহ'য়ি'স-সুন্নাঃ (সুন্নাঃ-র পুনরুজ্জীবন সাধনকারী) খিতাব-এ ভূষিত হন (মুরূজু'য-য'াহাব, ২খ, ৩৬৯)। মিসর ও সিরিয়ায় সুলত'ান স'লাহ'দ-দীন আল-আয়্যূবী (মৃ. ৫৮৯/১১৯৩) এবং তাঁহার মন্ত্রী আল-ফাদি'ল এই সম্প্রদায়ের মতবাদকে রাষ্ট্রীয় মতবাদের মর্যাদা প্রদান করেন। এই আমলে বিদ'আঃ রহিত করার জন্য আদেশ জারী করা হয় এবং মাদ্‌রাসায় মালিকী ও শাফি'ঈ মতাদর্শগত ফিক্'হের শিক্ষা দান শুরু হয়। (জু'হূরু'ল-ইস্‌লাম ৪খ, ৯৭)। পশ্চিম আফ্রিকা এবং স্পেনেও এই সম্প্রদায়ের মতাদর্শ রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তুমার্‌ত (৫২২/১১২৮) 'আল-মুওয়াহ্'হিদুন-এর মুখপাত্র ছিলেন এবং তিনি ইমাম গ'ায্‌যালী (র)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষমতাসীন হইয়া তিনি উস্তাদের শিক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করেন (জু'হ্‌রু'ল-ইসলাম, ৪খ, ৯৯)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) লিসান, 'আহ্‌ল সুন্নাঃ' এবং জাম'-এর অধীনে দেখুন; (২) তাজ, আহ্‌ল সুন্নাঃ এবং জাম'-এর অধীনে দেখুন; (৩) আর-রাগি'ব, মুফ্‌রাদাতু'ল-কু'রআন; 'আহ্‌ল ও সুন্নাঃ'-এর অধীনে দেখুন; (৪) আবু'ল-হ'াসান আল-আশ'আরী, মাক'ালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন; (৫) ঐ গ্রন্থকার, কিতাবু'ল-লাম', বৈরুত ১৯৫২ খৃ.; (৬) আল-বাগ'দাদী, আল-ফার্‌কু' বায়না'ল-ফিরাক'; (৭) আন-নাসাফী, আল-'আক'াইদু'ন-নাসাফিয়্যাঃ; (৮) শায়খযাদাঃ, (নাজ্‌মু'ল-ফারাইদ' ওয়া জাম্'উ'ল-ফাওয়াইদ, ১৩২৩ হি.; (৯) কামালু'দ-দীন আল-বায়াদ'ী, ইশারাতু'ল-মারাম, কায়রো, ১৯৪৯ খৃ.; (১০) আল-গ'ায্‌যালী, 'আকীদাঃ আহ্‌লি'স-সুন্নাঃ; (১১) ইব্‌ন 'আসাকির, তাবঈনু কিয্'বি'ল-মুফ্‌তারী ফী মা নুসি'বা ইলা'ল-ইমাম আবি'ল-হ'াসান আল-আশ'আরী, দামিশ্‌ক ১৩৪৭ হি.; (১২) আশ-শাহ্‌রাস্তানী, কিতাবু'ল-মিলাল ওয়া'ন-নিহ'াল; (১৩) ইব্‌ন হ'াযম, আল-ফিস'াল; (১৪) শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ, ইযালাতু'ল-খিফা', দিল্লী ১৩৩২ হি.; (১৫) আহ্'মাদ আমীন, দু'হ'া'ল-ইস্‌লাম, ৩য় খণ্ড, কায়রো, ১৯৩৬ খৃ.; (১৬) মুহ'াম্মাদ আবূ যুহ্‌রা, আল-মায'াহিবু'ল-ইসলামিয়্যাঃ, কায়রো, ১৯৬০ খৃ.; (১৭) ফাখ্‌রু'দ-দীন আর-রাযী, তা'সীসু'ত-তাক্'দীস; (১৮) সায়্যিদ সুলায়মান নাদ্‌ব'ী, রিসালাতু আহ্‌লি'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ, আ'জ'মগড় ১৩৩৬ হি.; (১৯) আবু'ল-হ'াসান 'আলী নাদ্‌ব'ী, তারীখ-ই-দা'ওয়াত ও 'আযীমাত, আ'জ'মগড় ১৯৫৫ খৃ.; (২০) আবু'ল-কালাম আযাদ, মাস্‌আলাঃ-ই-খিলাফাঃ ১৯৫০ খৃ.; (২১) আন্‌-নাসাফী, 'উম্‌দাতু'ল-'আক'াইদ;

(২২) মুল্লা 'আলী ক'ারী, শার্হ' ফিক্'হি'ল-আক্বার, লাহোর, ১৩০০ হি., (২৩) D. B. Macdonald, Develepment of Muslim Thought, (২৪) P. K. Hitti, History of the Arabs, London 1940.

আহ্লু'স্-সু'ফ্ফাঃ (اهل الصفة) অর্থ চত্বরবাসী, ইঁহারা ছিলেন একদল নিঃস্ব মুহাজির যাঁহারা হযরত (স') -এর সঙ্গে বা পরে মদীনায় হিজরত করেন। বাসস্থানের অভাবে মদীনার নব-নির্মিত মসজিদের চত্বরে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কু'র্আনে (২ : ২৭৩) এইরূপ নিরাশ্রয়দিগকে দান করার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহ দেওয়া হয়। কি'ব্লাঃ পরিবর্তনের (মক্কার কা'বাঃ-র দিকে) পরেও "সু'ফ্ফাঃ" মসজিদের দক্ষিণ দেওয়ালের নিকটে অবস্থিত থাকে (আল-বাতানুনী, আর-রিহ্'লাতু'ল-হি'জাযিয়্যা, ২য় সংস্করণ, কায়রো, ১৩২৯, তু. ২৪৪ পৃষ্ঠার সম্মুখে মুদ্রিত চিত্রের সহিত ২৫০ পৃষ্ঠার সম্মুখের চিত্র)। কালক্রমে হযরত (স') দরিদ্র মুহাজিরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হন। এতদসত্ত্বেও "আহ্লু'স্-সু'ফ্ফাঃ" একটি মর্যাদাপূর্ণ আখ্যারূপে থাকিয়া যায়; পরবর্তীকালের মুসলিমগণও তাঁহাদের সম্মান করিতেন।

আহ্লে হক (اهل حق : আহ্ল-ই-হ'াক্'ক') আল্লাহ্‌র' লোক বা সত্যের সমর্থক, পশ্চিম পারস্যের একটি গুপ্ত ধর্মসম্প্রদায়ের নাম। তাঁহাদের প্রতিবেশীরা তাঁহাদিগকে "আলী ইলাাহী" নামে অভিহিত করে, কিন্তু তাঁহাদের ধর্মনৈতিক পদ্ধতিতে 'আলী (রা) তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নহেন। কাজেই উক্ত নামটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। এই ধর্ম সমাজে ধর্ম-বিশ্বাসমূলক কোন ঐক্য নাই, ইহা বরং কতকগুলি পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত আন্দোলনের ঐক্যজোট। তাত্ত্বিক বিবেচনায় ইহাদের বারটি "খানদান বা সিল্সিলাঃ" আছে। কিন্তু এই বারটি খানদানের তালিকার বাহিরেও কতকগুলি বিভাগ আছে। যথা, "সায়্যিদ জালালী" ও "তুমারী" (এই শেষোক্ত বিভাগটি অন্যান্য দল হইতে যথেষ্ট দূরে সরিয়া গিয়াছে)। বর্তমানে "আাতশ-বেগী" দলই আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত। নিম্নের বিবরণ প্রধানত আাতশ-বেগী দালীল-দস্তাবে'য এবং জনৈক "খ্যামুশী" প্রণীত "ফির্ক'ান"-এর বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত।

'আক'াইদ : আহ্লে হকের 'আক'াইদের কেন্দ্রবিন্দু হইল "পর পর সাতটি পর্যায়ে আল্লাাহ্‌র ক্রমবিকাশ"-এ বিশ্বাস। খোদার এই সপ্ত বিকাশকে তৎকর্তৃক পরিহিত সাতটি পোষাকের সহিত তুলনা করা হয়। তাঁহাদের মতে, অবতাররূপে আল্লাহ্‌র আবির্ভাব বিশিষ্ট পোষাক (লিবাাস, জাামাঃদুন, তুর্কী-দোন) পরিহিত অবস্থায় আগমন বা স্থিতির সহিত তুল্য। প্রতিবারই আল্লাাহ্ চার (কিম্বা পাঁচ)-জন ফিরিশ্তাসহ (য়াারাান-এ-চাহাার মালাক) আবির্ভূত হন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া একটি অন্তরঙ্গ দল গঠন করেন। সারানজাম-এর পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত তালিকায় সাত অবতার ও তাঁহাদের ফিরিশতাগণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

তাহাদের মতে, অনাদি যুগে (আয়্ল) আল্লাহ্ একটি মুক্তার মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বাহিরে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন বিশ্ব-স্রষ্টা "খাাওয়ান্দগাার'-এর দেহে। দ্বিতীয় অবতারের আগমন হইল "আলী"রূপে। তৃতীয় যুগের প্রারম্ভ হইতে তালিকাটি সম্পূর্ণ মৌলিক ও আহ্লে হক মতবাদের সহিত হুবহু সাদৃশ্যপূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। প্রথম চারিটি, যুগ ধর্মীয় জ্ঞানের চারিটি পর্যায়ের সহিত তুল্য। প্রথম যুগে ধর্মীয় জ্ঞান "শারী'আঃ-এর রূপ লাভ করিল, দ্বিতীয় যুগে "ত'ারীক'াঃ"-এর, তৃতীয় যুগে "মা'রিফাঃ"-এর, চতুর্থ যুগে ইহা "হ'াক'ীক'াঃ" (প্রকৃত সত্য)-এর রূপ পরিগ্রহ করিল। ধর্ম পূর্ণত্ব লাভ করে চতুর্থ অবতার সুল্‌ত'ান "সু'হাক"-এর যুগে। আহ্লে হক সম্প্রদায়ের সকলেই তাঁহাকে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করেন। পক্ষান্তরে সুলত'ান সুহাকের উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে অনেক মতানৈক্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

তাহাদের আরও বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র মূল সত্তা যেমন সাতটা পোষাকের প্রত্যেকটিতে পরপর অবতাররূপে আবির্ভূত হয়, ফিরিশ্তারাও তেমনি পরস্পরের অবতার। তাঁহারা আল্লাহ্ হইতে নিষ্ক্রান্ত (emanate) হন। খাওয়ানদগার তাঁহাদের প্রথমটিকে সৃষ্টি করেন তাঁহার বগল হইতে, দ্বিতীয়টিকে তাঁহার নিঃশ্বাস এবং চতুর্থ ও পঞ্চমটিকে যথাক্রমে তাঁহার ধর্ম ও জ্যোতি হইতে।

ফিরিশ্তাদের সংখ্যা সাধারণত চারিজন বর্ণিত হয়। কোন কোন তালিকায় ও কোন কোন যুগে এই সংখ্যা কমিয়া তিনে নামিয়া আসে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন পঞ্চম ফিরিশতা আছেন, তাঁহার উপর বিশেষভাবে উপাসনা পরিদর্শনের ভার ন্যস্ত। এই ফিরিশ্তার প্রতীক নাম "রাম্‌য্‌বাার বা রাাম্‌যবাার" (দূত তত্ত্ববহ) এবং তাহার নারী প্রকৃতি অবিসংবাদিত। তবে রামযবারের লিঙ্গের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

পুনর্জন্মবাদ ও পরকাল তত্ত্ব : অবতারদের পুনর্বার দেহে ধারণ সম্পর্কে বিশ্বাসের তুলনা মিলে সাধারণ পুনর্জন্মের বিশ্বাসে : "মনুষ্যগণ! তোমরা মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইও না, মানুষের মৃত্যু পানিতে হাঁসের ডুব দেওয়া সদৃশ।"

মানুষকে ১০০১ বার পুনর্জন্মের চক্র অতিক্রম করিতে হয়, এই আবর্তনের মধ্যে তাহাদের কর্মফল লাভ করে। "ফির্ক'ান"-এর (১ম খণ্ড ৩২, ৩৫, ৫৭, ৬৮ পৃ.) মতে, পবিত্রতা লাভের (পাপমুক্তির) সম্ভাবনা কিন্তু মূলত মানুষের প্রকৃতিতেই সীমাবদ্ধ, যাহারা হলুদ রং-এর মৃত্তিকা (যার্দগিল) হইতে সৃষ্ট তাহারা ভাল, আর যাহারা কাল মৃত্তিকা (সিয়াহ খাক) দ্বারা সৃজিত, তাহারা মন্দ। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা পরিচ্ছদ-জগতের মধ্যে যত বেশী আবর্তিত হয় ও যত বেশী কষ্ট পায়, ততই তাহারা খোদার নিকটবর্তী হয় এবং তাহাদের জ্যোতির্ময়তা ততই বৃদ্ধি পায়। অন্যপক্ষে "কালা আদমী"-রা কখনও সূর্যের মুখ দেখিতে পাইবে না। এই সকল বিশ্বাসের পরিপূরক হিসাবে আহ্লে হক অধীরভাবে "যুগের মালিক" (Lord of Time)-এর আগমন প্রতীক্ষা করে, তিনি আসিবেন "বন্ধু"-দের বাসনা পূরণ করিতে ও "বিশ্ব"-কে পরিবেষ্টন (ইহ'াত'াঃ) করিতে।

৩. এই সকল সম্মেলনের অপরিহার্য অঙ্গ হইল উৎসর্গ ও বলিদান, "নায্'র ওয়া নিয়ায" (কাঁচা অ-রন্ধনকৃত উৎসর্গ এবং বলির জন্য প্রদত্ত পুংলিঙ্গের প্রাণী, (যথা বলদ, ভেড়া, মোরগ প্রভৃতি) অথবা "খায়র ওয়া খিদ্‌মাত" (চিনি, রুটি প্রভৃতি পক্ক বা রন্ধনকৃত খাদ্যদ্রব্য)। ফির্কানে (১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪) চৌদ্দ প্রকার রক্তপাতমূলক বা রক্তপাতহীন বলির (কু'র্বানী-ই-খুন্‌দার ও বে-খুন) ব্যবস্থা রহিয়াছে। বলির ক্রিয়া-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত। বলির পশুর হাড় হইতে মাংস পৃথক করিয়া হাড়গুলি মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হয়। রাঁধা মাংস ও অন্যান্য উপাচার উপস্থিত লোকজনের মধ্যে বিতরণ

করা হয় এবং উৎসর্গ-সূচক বাক্য (খুত্‌'বাঃ) আবৃত্তি করা হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'সাব্‌য্‌ নাম্‌দান"—সবুজকরণ অর্থাৎ পুনরুজ্জীবন, জীবন ধারণ (দ্র. টীকা, ২১০, পৃ. ৯০)।

৪. "প্রত্যেক দরবেশের যেমন একজন আধ্যাত্মিক গুরু (মুর্‌শিদ) থাকা অপরিহার্য, সেইরূপ প্রত্যেক আহ্‌লে হকের মস্তক একজন পীরকে সমর্পণ করিতে হয়।" এই অনুষ্ঠান (সার সিপুরদান)-এর সময় পঞ্চম ফিরিশতার প্রতীক পাঁচ জন লোক নবজাত শিশুকে ঘিরিয়া দণ্ডায়মান হয়। উৎসব সম্পাদক মাথার পরিবর্তে একটি মক্কাই বাদাম (জাওয-এ-বুওয়্যা) ভাঙেন। অতঃপর ইহাকে শী'আঃ বিশ্বাস ঘোষণামূলক কালিমাঃ অংকিত "হাবি'যাঃ" (শী'আঃ অধ্যুষিত খুজিস্তানের অন্তর্গত হাব'ীযাঃ নামক নগরী হইতে শব্দটির উৎপত্তি, দ্র. টীকা ২২৭, পৃ. ১০৭) নামে কথিত এক খণ্ড রৌপ্যের সঙ্গে তা'ব'ীয' (تعويذ) রূপে পরিধান করা হয়। যাহার মস্তক সমর্পণ করা হয় তাহার সহিত, যে শায়খের নিকট মস্তক সমর্পিত হয়—তাহার বংশের সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক জ্ঞাপক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের ফলে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি ও পীরের পরিবারের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

৫. নৈতিক পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে একজন (বা কয়েকজন) পুরুষের ও একজন রমণীর মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়; উহাদিগকে ভাই-ভগিনী (শারূত'-ই-ইক্‌'রার) বলা হয়। কি'য়ামাত-এর কথা স্মরণে রাখিয়া এইরূপ মিলন সংঘটিত হয় বলিয়া কথিত আছে। (টীকা, ২৩০ পৃ. ১১০); য়াযীদীদের মধ্যে প্রচলিত "আখ্‌ ও উখ্‌ত্‌ আল-আখিরাঃ"-র সহিত ইহা তুলনীয়।

৬. উপবাস কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয়, কিন্তু য়াযীদীদের সমাজের ন্যায় ইহার মিয়াদ মাত্র তিন দিন। ইহা শীতকালে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহার পরে একটি ভোজ উৎসব পালিত হয়। এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কেবল আতশ্‌বেগী-গণই উপবাস পালন করে না, কারণ "শেষ আবির্ভাবকাল নিকটবর্তী", কাজেই তাহাদের মতে উপবাস না করিয়া ভোজ উৎসব করাই উচিত।

অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তথ্যের জন্য Notes দেখুন। অনুষ্ঠানগুলি সাধারণত খাওয়ান্দাগার যুগে, বিশেষত সুল্‌ত'ান সু'হ্যাক-এর আমলে প্রতিষ্ঠিত নজীরের উপর স্থাপিত। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে তথাকথিত "মস্তক সমর্পণ"-এর বেলায় এই কথাটি প্রযোজ্য।

"ক'বালতাসান" বলিয়া কথিত যে-সকল লোক "বিয়রাজ"-এর সহিত যোগদানের চেষ্টা করিয়া প্রবল ঝটিকায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষার জন্য উপবাসের অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়। মোরগ উৎসর্গ প্রতিষ্ঠিত হয় যুবক সায়্যিদ ইস্‌কান্দার-এর স্মৃতি রক্ষার জন্য যিনি মুস্‌ত'াফা-এর পাপ মোচনের জন্য স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন। (দ্র. নোট, পৃ. ২১১ [৯১])। রাম্‌যবার ও মুস্‌ত'াফা দোদান (এই দুই ব্যক্তি সময় সময় অভিন্ন বিবেচিত হন)-এর মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, ভ্রাতৃমিলন অনুষ্ঠানটির ভিত্তি উহার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়।

ফির্‌ক'ানু'ল-আখ্‌বার—এই গ্রন্থের লেখক দীনাওয়ার-এর নিকটস্থ আয়্‌হন-আবাদ নিবাসী হ'াজী (হ'াজজী) নি'মাতুল্লাহ্‌ (১৮৭১-১৯২০)। তিনি ছিলেন "খামূশী" শাখাভুক্ত এবং তিনি প্রকৃত সত্য (হ'াক'ীক'াত) প্রকাশের সময় আসিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র নূর 'আলী শাহ (জন্ম ১৩১৩/১৮৯৫) তাঁহার পিতার একখানা জীবন-চরিত লিখেন এবং "কাশ্‌ফু'ল-হ'াক'াইক'" নামে ফির্‌কানের একটি ভূমিকা রচনা করেন। ইতিপূর্বে যাহা পরিজ্ঞাত ছিল বহুলাংশে তাহা অনুমোদন করিলেও ফির্‌ক'ান আতশবেগীদের ঐতিহ্য কিছুটা পৃথক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে এই বিবেচনায় যে, ইহাতে খাওয়ান্দাগার ও সুল্‌ত'ান সু'হ্যাকের বিশেষ মর্যাদা সংরক্ষিত রহিয়াছে, কিন্তু "সপ্ত যুগের" কোনই উল্লেখ নাই।

আহ্‌লে হকের প্রধান কেন্দ্রগুলি হইল পারস্যের পশ্চিমে, লুরিস্তানে, কুর্দিস্তানে (যুহাব-এর পূর্বদিকস্থ গুরান-দের আবাসভূমিতে কিরিন্দ নগরে) ও আযারবায়জানে (তাবরীয, মাকূ, ট্রান্সককেসিয়ার তাহাদের শাখা-প্রশাখাসহ)। পারস্যের প্রায় সর্বত্রই আহ্‌লে হকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ আছে, হামাদান, তেহরান, মাযেন্দারান, ফারস্‌ এমন কি খুরাসান-এ ও আছে, ইরাকের কির্‌কূক ও সুলায়মানীয়াঃ অঞ্চলের কুর্দ ও তুর্কোমানদের মধ্যে এবং সম্ভবত মোসু'লেও আহ্‌লে হক রহিয়াছে।

আহ্‌লে হক ও যাহারা সাধারণত 'আলী ইলাহীরূপে পরিচিত এবং নানা অবজ্ঞাসূচক আখ্যায় (যথা, "চিরাগ সুন্দরুন" বা প্রদীপ নির্বাপনকারী, "খুরুস কোশান" অর্থাৎ মোরগ যবাহ্‌কারী প্রভৃতি) আখ্যায়িত এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কি সম্পর্ক এই সম্বন্ধে, কিছু জানা যায় না বলিলেই হয়। যাহা হউক, বিচিত্র ব্যাপার এই যে, 'আইন তাব-এর 'আরাব'ী (কি'যিলবাশ)-দের মধ্যে যুহাব অঞ্চলে আহ্‌লে হক প্রচারকদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ধর্মীয় ইতিহাস : আহ্‌লে হকের অজস্র উপাখ্যান আছে যাহা অব-তাররূপে খোদার আবির্ভাবের ক্রম অনুযায়ী সজ্জিত। এই সমুদয় উপাখ্যানের সংকলন "সারানজাম" নামে পরিচিত। খাওয়ান্দগার-এর যুগ শুধু ইহার বিশ্ব-তত্ত্ব বিষয়ক উপাখ্যানের জন্যই চিত্তাকর্ষক। 'আলী-যুগ (যাহা কিছুতেই প্রধান বিষয় নহে) সম্পর্কীয় কিংবদন্তীগুলি চরমপন্থী শী'আঃদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। চতুর্থ অবতার "খোশীন"-এর যুগ বিশিষ্ট "লুর" পরিবেশে স্থান পাইয়াছে। চতুর্থ যুগ স্থান লাভ করিয়াছে সীরওয়ান নদীর নিকটস্থ গুরান (জাতির) জনপদে। সুলত'ান সু'হ্যাকের প্রতি আরোপিত বচনগুলি আহ্‌লে হকদের পবিত্র ভাষা গুরানীতে লিখিত (তু. ফির্‌ক'ান, ১ : ৩)। এই সম্প্রদায়ের বৃহত্তম মন্দিরদ্বয় "বাবা য়াদেগার" এবং "দাদিওয়ের" একই অঞ্চলে অবস্থিত। পরবর্তী যুগসমূহের পটভূমিকা আযারবায়জানে স্থানান্তরিত হয় এবং সমুদয় যুগ সম্পর্কিত "কালাম"-গুলি "আযারী তুর্কী" ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই সকল তথ্য হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, আহ্‌লে হক মতবাদের প্রচার ও ক্রমোন্নতির ক্ষেত্র হইতেছে পর্যায়ক্রমে লুরিস্তান, গুরান জাতির আবাসও আযারবায়জান।

সঠিক তারিখ পাওয়া স্বভাবতই কঠিন। সুতরাং পরিজ্ঞাত বিষয় হইতে ক্রমে অজ্ঞাত বিষয়ের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা হইল। সপ্তম অবতার "খান আতাশ" যিনি (মারাগ'ার উত্তরে) "আজরি"-তে জন্মগ্রহণ করেন এবং সাহান্দ পর্বতের উত্তর-পূর্বে হাশ্‌তারূদ জিলার আতাশ-বেগ গ্রামে সমাহিত হন, তিনি ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন বলিয়া কথিত আছে (টীকা পৃ. ৪১ [২৭])। তাঁহার যেই প্রত্যক্ষ বংশধরগণ এই বংশ-পরম্পরা রক্ষা করেন তন্মধ্যে সপ্তম পুরুষের নাম ছিল সায়্যিদ 'আবদু'ল-'আজ'ীম মির্যা (আগা বাখ্‌শ)। তিনি বিসুতুন-এর দক্ষিণে গামাসাব নদীর তীরে গারুরাবান-এ (অন্য নাম দোরু) বাস করিতেন : O. Mann সেখানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন। ১৯১৭ খৃ. তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদ হ'াসান মির্যা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। শাহ ইস্‌মা'ঈল স'াফাব'ী-র তুর্কী কবিতাগুলির জনপ্রিয়তা তাৎপর্যপূর্ণ।

"কু'তু'ব নামাঃ" নামে পরিচিত "কালাম"-এ শাহ ইস্মা'ঈল-কে তুর্কিস্তানের (অর্থাৎ আয'রবায়জান—যেইখানে তুর্কী ভাষা প্রচলিত) পীর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অবস্থা যাহাই হউক, তুর্কোম্যান গোত্রগুলির মধ্যে আহলে হক মতবাদের বিস্তার আরো পূর্ববর্তী যুগে অর্থাৎ ক'রাকো'য়ুনলু শাসকদের আমলে সংঘটিত হয় বলিয়া বোধ হয়। এই তুর্কোম্যানদের অবশিষ্ট লোকেরা, যাহারা "সাকু"র কেন্দ্রস্থলে একটি জিলায় বাস করে তাঁহারা আহলে হক সম্প্রদায়ভুক্ত। অনুরূপভাবে ট্রান্সককেসিয়ায় গান্জা অঞ্চলের ক'রাকো'য়ুনলুগণ গোরানের (গুরান) অত্যন্ত নিকটে বাস করেন। সুন্নীদের নিকট যেই জাহান শাহ (১৪৩৭-৬৭) ভয়ঙ্কর ধর্মদ্রোহীরূপে চিহ্নিত, উক্ত মহলে তিনি তাঁহার অনুসারীদের নিকট "সুলত'ানু'ল-'আরিফীন" বা তত্ত্বজ্ঞানীদের বাদশাহ নামে অভিহিত। অনেক আহলে হক শাহ ইব্রাহীমকে সুলত'ান সু'হাকের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করেন। তিনি বাগদাদে বাস করিতেন। তুর্কী কালামের লেখক কু'শচিওগ'লী ছিলেন তাহার অনুচর ফিরিশতা। তাইগ্রিসের উত্তর অঞ্চলের তুর্কোম্যানদের মধ্যে আহলে হক মতবাদ বিস্তারের জন্য সম্ভবত তিনিই দায়ী।

কিংবদন্তী মতে বিখ্যাত সুলত'ান সু'হাক ছিলেন শাহ ইব্রাহীমের অব্যবহিত পূর্ববর্তী। সুলত'ান সু'হাক শায়খ 'ঈসী ও জাফ্-এ-মুরাদ গোত্রের সর্দার হ'াসান বেগ জালদ-এর কন্যা খাতুন-ই-দাইরা-র পুত্র বলিয়া পরিচিত। কথিত হয়, তাঁহার প্রকৃত নাম সায়্যিদ 'আবদু'স-সায়্যিদ। সুলায়মা'নীয়া-র উত্তরস্থ বারিনজাঃ তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া কথিত আছে। তাউক-এর ক্যাকাঈ-দের সর্দারগণ তাঁহার প্রত্যক্ষ বংশধর বলিয়া দাবী করেন। ১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধের পরে যেই শায়খ মাহ্'মুদ নিজেকে কুর্দিস্তানের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি সুলত'ান সু'হাকের ভ্রাতার চতুর্দশ অধস্তন পুরুষরূপে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্খা করিতেন। তাহার বংশ তালিকা অনুসারে সুলত'ান সু'হাকের সময় (C. J. Edmonds-এর ব্যক্তিগত তথ্য) ১৫শ শতাব্দীর পিছনে যাইতে পারে না।

ধর্মপদ্ধতির উপাদান ঃ আহলে হক ধর্মে পরস্পরবিরোধী ভাবধারার আশ্চর্য সমন্বয় দেখা যায়। ইহার মূলে আছে চরমপন্থী শী'আঃ মতবাদ। ইহা লক্ষণীয় যে, আহলে হক বরাবরই বার ইমামের কথা বলে। কাজেই (অন্তত সরাসরি) ইহাকে ইস্মা'ঈলীয়াঃ মতবাদের সহিত যুক্ত করা উচিত হইবে না। ফির্কাান-এর বর্ণনা মতে অবতীর্ণ মূল কু'রআানের যে দশটি প্যারাঃ (جزء) গোপন করা হইয়াছে, 'সত্যধর্ম' অনুসারীরা সেই প্যারাগুলির বিষয়বস্তুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আহলে হক খাঁটি শী'আঃ মত হইতে এত অধিক দূরে সরিয়া গিয়াছে যে, উহা একটি স্বতন্ত্র ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। গু'হ্র ও নুস'ায়রীদের সহিত আহলে হক ধর্মের সাদৃশ্য দেখা যায় 'আলী (রা)-র প্রতি মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনে, কিন্তু সুলত'ান সু'হাকের ব্যক্তিত্বে 'আলী (রা) সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়িয়াছেন। আহলে হক ধর্মের অন্যান্য স্পষ্ট উপাদান হইল সু'ফী-দরবেশদের আচার অনুষ্ঠান। যথা, পীর নির্বাচন, যি'ক্র সাধন, খাদ্য বিতরণ এবং ভাই-ভগিনী মিলন।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে দেখা যায় যে, বিশেষভাবে নিম্নস্তর শ্রেণী, যাযাবর, গ্রাম্য লোক, অপেক্ষাকৃত গরীব এলাকার বাসিন্দারা, দরবেশ প্রভৃতিই আহলে হক ধর্মে বিশ্বাস করে। খুব সম্ভব, ইহা হইতেই বিচারের দিনে সুলত'ানগণ শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে—এই প্রত্যাশার উদ্ভব। পক্ষান্তরে, আহলে হক সম্প্রদায়ের আচার-আচরণের পিছনে অলৌকিকতার ছড়াছড়ি এবং লোক-কাহিনী জাতীয় উপাদানের প্রাচুর্য হইতেই পরিস্ফুট হয় সাধারণ লোকদের মধ্যে এই ধর্মের অত্যধিক আবেদনের চরিত্র। জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া "আলোকিত" ব্যক্তিদের শুদ্ধিতে বিশ্বাসের ন্যায় মুক্তার মধ্যে রক্ষিত ঈশ্বরের ধারণা ও "মানীকীয়" (Manichaean) পুনর্জন্মে বিশ্বাস পূর্ব হইতেই ইস্মা'ঈলীদের মধ্যে বর্তমান ছিল, কাজেই পুনর্জন্মে বিশ্বাস সরাসরি ভারতীয় হইতে পারে না। জীবসত্তাকে দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভবত জোরোয়াস্ট্রিয়ান ধারণার পরবর্তীকালীন বিকাশরূপ। অনুরূপ য়াহূদী অনুষ্ঠানের সহিত মোরগ বলির প্রথাটি বহুবার সংযুক্ত হইয়াছে; পক্ষান্তরে বাইবেলে উল্লিখিত নাম (দা'উদ, মূসা) কু'রআানের মাধ্যমে প্রবিষ্ট হইতে পারে। খৃস্ট ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করা উচিত হইবে না। খৃস্ট ধর্ম প্রচারকদের সহিত আলাপে আহলে হক, যিশু ও মেরীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেও এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাইবেলোক্ত নামগুলির প্রচলন সম্ভবত নিছক কু'রআানে স্মৃতিচারণের জের। এতদ্ভিন্ন আহলে হক ইহাদিগকে তাঁহাদের নিজস্ব দেবতামণ্ডলীর (Pantheon) অন্তর্গত অবতার বলিয়া গণ্য করেন। প্রীতিভোজন পর্বের জন্য (বেক্তাশী প্রভৃতি) দরবেশদের সুপরিজ্ঞাত আচার-আচরণের পশ্চাতে অধিক দূর যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। আত্মার দেহান্তরবাদে সম্প্রসারণ প্রবণতার দরুন উপাখ্যানে মালাক ত'াউস প্রভৃতি অপ্রত্যাশিত নামের উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) V. Minorsky, Materiali dl'a izuceniya persidskoy sekti "L'udi Istini" ili "Ali llahi" (in Russian with French Compilation), Moscsou 1911 (Trudi po vostokovedeniyu izdavayemiye Lazarevskim institutom, Tome xxxiii), (২) do. Notes sutla Secte de Ahle-Haqq. in RMM, xl (1920), 20-97 and xlv (1921), 205—302; (৩) [তু. the review by F. Cumont in Syria, iii (1922), 262]; (৪) do, Un traite de polemique Behai-Ahle Haqq, in JA 1921, p. 195—167; (৫) do., Etudes sur les Ahl-i Haqq, 'Toumari' Ahl-i Haqq, in RHR, xcvii (1928), 90-105; (৬) Dr. Saeed Khan, The Sect of Ahl-i-Haqq, in MW, xvii (1927), 31-42; (৭) Gordlevsky, Kara-koyuunlu, Izw. in Obscestva-izuceniya Azerbaydjama, Baku 1927; (৮) Adjarian, Gyorans and Toumarians, a newly founded religion in persia, written in English in Bulletin de le Unversite d. Erivan (French translation by F. Macler, Une religion novelle, Les Toumaris in RHR (1926). 294-307; (৯) M.F. Stead, The Ali-Ilahi Sect in Persia. in MW, 1932, p. 134—89.

আহলে-হাদীছ (اهل حديث : আহ্ল-ই-হ'াদীছ') এই পরিভাষাটি কোনো কোনো সময় আহ্লু'ল-হ'াদীছ', আস'হ'াবু'ল-হ'াদীছ', আহ্লু'স-সুন্নাঃ, আহ্লু'ল-আছ'ার, সালাফী ও আছ'ারী-এর সম অর্থে, আবার কখনও কখনও ইহা একটি বিশেষ মত, পথ ও আন্দোলন

নির্দেশ করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। এই বিশেষ নামটির সূচনা হইয়াছে এখনও দুইশত বৎসর হয় নাই। তবুও আহ্ল-ই-হ'াদীছ'-পন্থী 'আলিমগণ সেই আগেকার আস'হ'াবু'ল-হ'াদীছ' ও আহ্লু'ল-হ'াদীছ'-এর সঙ্গে নিজেদের নাম জুড়িয়া দিতেছেন। ইব্রাহীম মীর সিয়ালকোটী তারীখ-ই-আহ্ল-ই-হ'াদীছ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইমাম শাফি'ঈ (র), হাফিজ' ইব্ন হ'াজার (র) এবং অন্যান্য পূর্বসূরিগণও এই মত ও পথের উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১৩১-৩২)। অধিকন্তু তাঁহারা এই মতও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই বিশেষ ধারাটি স্বয়ং রাসূল (স')-এর সময়েও বিদ্যমান ছিল এবং পরবর্তী সময় যুগে যুগে তাহা বিরাজমান ছিল (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬)। আল-মাক্'-দিসী (মৃ. ৩৭৫ হি.) আহ্'সানু'ত-তাক'াসীম গ্রন্থে এবং ইব্ন হ'াযম (মৃ. ৪৫৬ হি.) আল-জাওয়ামি'উ'স-সীরাঃ গ্রন্থে যথাক্রমে আস'হ'াবু'ল-হ'াদীছ' ও মায্'হাব-ই-জ'াহিরী সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে কোন কোন সুধীজন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই ভাবধারাটি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আহ্লু'ল-হ'াদীছ', আস'হ'াবু'ল-হ'াদীছ' ইত্যাদি শব্দের নামগত তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাঁহাদের এই উক্তি সত্য বলিয়াই মনে হয়। তবে ইহাও লক্ষণীয় যে, মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব নাজ্দী-র কতেক ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার সামঞ্জস্য থাকায় তাঁহাদের কোন কোন বিপক্ষ দল যখন ইঁহাদিগকে তাঁহার (ইব্ন 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব) নামানুসারে ওয়াহ্হাবীরূপে আখ্যায়িত করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে ইহারা বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে একটি বিশেষ সুসংগঠিত সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজদিগকে আহ্ল-ই-হ'াদীছ' নামে নামাংকিত করেন। ইব্রাহীম মীর লিখিয়াছেন, আহ্ল-ই-হ'াদীছ'কে ওয়াহ্হাবীরূপে আখ্যায়িত করা ঠিক হইবে না, কারণ হ'ানাফী ও শাফি'ঈ মুক'াল্লিদদের সঙ্গে যেই সব ধর্মীয় বিষয়ে আহ্ল-ই-হ'াদীছে'র মতবিরোধ রহিয়াছে, শায়খ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাবের সঙ্গেও সেইসব ক্ষেত্রে তাঁহাদের মতানৈক্য রহিয়াছে (উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ১২৭)। তাঁহার ধারণা, হ'াদীছ' ও সুন্নাঃ ভিত্তিক শারী'আতের সমর্থক—এই অর্থে আহ্লু'ল-হ'াদীছ' উপাধিটি প্রত্যেক যুগেই ব্যবহৃত ছিল। শায়খু'ল-কুল্ল হযরত মিঞা সাহেব নামে পরিচিত সায়্যিদ নাজ'ীর হ'সায়ন (মৃ. ১৩২০/১৯০২) ভারতে বাস্তব ক্ষেত্রে ও চিন্তাধারার দিকে হইতে এই মতবাদকে সংগঠিত করেন এবং ইহার দৃঢ়তা সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। অতঃপর তাঁহার শত শত শিষ্য ইহাকে একটি আন্দোলনের আকারে দেশের আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া দেন।

আহ্ল-ই-হ'াদীছ'পন্থী ইতিহাস রচয়িতাগণ শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্কে বরং শায়খ 'আব্দু'ল-ক'াদির জীলানীকেও আহ্ল-ই-হ'াদীছে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া আসিতেছেন (তারীখ আহ্ল-ই-হ'াদীছ', পৃ. ১৫০)। এমনিভাবে তাঁহারা শাহ্ ইস্মা'ঈল শহীদ (র) এবং সায়্যিদ আহ'-মাদ বেরেলব'ী (র)-কেও আহ্ল-ই-হ'াদীছ'রূপে পরিগণিত করিয়া থাকেন। যদিও এই ধারণাটি বিতর্কমূলক, তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই মহাত্মনেরাই ধর্মীয় বিষয়ে হ'াদীছে'র বিশেষ ও প্রশ্নাতীত গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্র বংশে হ'াদীছ'শাস্ত্রের ন্যায় তাফ্সীর চর্চাও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহারা কু'রআন ও হ'াদীছ' উভয়ের উপর সমভাবে জোর দেন (আল-ক্বাওযু'ল-কাবীর, পৃ. ১২০)। এই প্রসঙ্গে শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্র বিশেষ উক্তি ও ইঙ্গিত অনুধাবনের জন্য আল-ফাওযু'ল-কাবীর, ফাত্হ'ল-খাবীর ও ফাত্হ''র-রাহ'মান দ্রষ্টব্য, আরো দেখুন সি'দ্দীক' হ'াসান খাঁ: ইত্হ'াফু'ন-নুবালা'।

আহ্ল-ই-হ'াদীছ'গণ নিজদিগকে আহ্লু'স্-সুন্নাঃ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। ইব্রাহীম মীরের মতে নবী (স')-এর সুন্নাঃ ও স'াহ'াবীগণের জীবন-চরিত অনুসরণ করাই ছিল আহ্ল-ই-হ'াদীছে'র নীতি। সেই কারণেই ইঁহারা আহ্ল-ই-হ'াদীছ' নামে আখ্যায়িত হইয়াছেন (পৃ. ৭৯)। ইঁহাদের বিশ্বাস, শুধু কু'রআন নয়, বরং হ'াদীছ' এবং ইসলামী আচারও শারী'আতের উৎসমূল। তাঁহারা ধর্ম ও শারী'আত বিষয়ে ব্যক্তি বিশেষের অনুকরণের সমর্থক নন। তাই এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস রচয়িতাগণ নিজদিগকে মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব নাজ্দী-র সহ-গোষ্ঠীরূপে মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন, কেননা তিনি ছিলেন ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বালের অনুসারী। পক্ষান্তরে আহ্ল-ই-হ'াদীছ' জামা'আত কোন ইমামের অনুসরণ করা জরুরী বলিয়া মনে করেন না। সায়্যিদ নাযী'র হ'সায়ন মুহ'াদ্দিছ' দেহ্লাব'ী (র) মি'য়ারু'ল-হ'াক্'ক' গ্রন্থে বলেন, 'অন্ধভাবগত যেই অনুকরণ (দ্র. তাক'লীদ) করা হয়, তাহা চারি প্রকার: এক, তাক'লীদ-ই-ওয়াজিব বা অবশ্যপালনীয় তাক'লীদ, এই তাক'লীদের স্বরূপ হইল অনির্দিষ্টভাবে আহ্লু'স্-সুন্নাঃভুক্ত মুজ্তাহিদদের মধ্যে যে-কোন একজন মুজ্তাহিদের সাধারণভাবে তাক'লীদ করা। এই সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ 'ইক্'দু'ল-জীদ গ্রন্থে বলেন, এই ধরনের তাক্'লীদ ওয়াজিব এবং 'উলামা-ই-উম্মাতের সর্বসম্মতিক্রমেও যথার্থ বলিয়া বিবেচিত। দুই, বৈধ তাক্'লীদ; এই তাক'লীদের অর্থ শারী'আতের অবশ্য পালনীয় আদেশরূপে গণ্য না করিয়া কোন নির্দিষ্ট মায'হাবের অনুসরণ করা। তিন, তাক'লীদ-ই-হ'ারাম ও বিদ্'আত; এই তাক'লীদের মর্ম হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর তাক'লীদের বিপরীত অর্থাৎ ওয়াজিব তথা অবশ্য পালনীয় গণ্য করিয়া বিশেষ কোন মায'হাবের অনুসরণ করা। চার, তাক'লীদ-ই-শির্ক; ইহার সংজ্ঞা হইল, অজ্ঞতার সময় কোন ধর্মীয় বিষয়ে মুজতাহিদ বিশেষের অনুসরণ করা, অতঃপর যেই মুজতাহিদের মায'হাব-বিরুদ্ধ, বিশুদ্ধ, অপ্রত্যাখ্যাত ও প্রশ্নাতীত হ'াদীছ' পাওয়া সত্ত্বেও কতেক পূর্বনির্ধারিত ওযর-আপত্তিজনিত দুর্বল যুক্তি দেখাইয়া সেই হ'াদীছ'কে গ্রহণ না করা অথবা অহেতুক উহার অর্থের বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধন করিয়া উহাকে মুক'াল্লিদের অনুসৃত ইমামের অনুকূলে লইয়া যাওয়া। এক কথায় মুক'াল্লিদ কর্তৃক যে-কোন ছুতায় সেই মত ও পথকে পরিত্যাগ না করা" (তারীখ-ই-আহ্লু'ল-হ'াদীছ' পৃ. ১১৯)। মুহ'াম্মাদ ইব্রাহীম মীর তদুপরি লিখিয়াছেন: "রাসূল (স')-এর বাণী অনুধাবনের জন্য মুহ'াদ্দিছ'গণ শাস্ত্র ও শারী'আতের কেবল সেই সব যুক্তি-ভিত্তিক ও সমাজ-প্রচলিত নিয়ম-কানুনের অনুসরণ করা জরুরী মনে করেন, যাহা উদ্দিষ্ট বাণী প্রনিধানের জন্য অনিবার্য। সর্বোপরি লক্ষণীয় এই যে, বিশেষ কোন শাস্ত্রের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণের—যেমন কোন কোন শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ বর্জিত হয়, তেমনি শারী'আত কর্তৃক যদি কোন শব্দের অর্থে সম্প্রসারণ বা সংকোচন সাধিত হয়, তবে মুহ'াদ্দিছ'গণও সেই ক্ষেত্রে শারী'আত অনুমোদিত অনুরূপ রদ-বদলের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী বলিয়া মনে করেন। এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা শব্দকে

ইহার আক্ষরিক বা প্রচলিত অর্থে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না" (তারীখ-ই-আহ্‌ল-ই-হ'াদীছ', পৃ. ৩০৬ ও পরবর্তী)। মোটকথা, আহ্‌ল-ই-হ'াদীছ' সম্প্রদায় ব্যক্তি বিশেষের তাক্'লীদের পূর্ণ বিরোধী। ইহা ছাড়া নিরঙ্কুশ তাওহ'ীদের ধারণায় কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে, এমন যে-কোন রীতি, নীতি বা ধর্মীয় বিশ্বাসেরও তাঁহারা বিরোধী। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, নবীগণ নিষ্পাপ, তবে তাঁহারা আল্লাহ্‌র বান্দা ছাড়া আর কিছুই নহেন। মানবীয় বৈশিষ্ট্যের ঊর্ধ্বে তাঁহারা কখনও উঠিতে পারেন না, গ'ায়ব অর্থাৎ অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে কেবল আল্লাহ্‌ই ওয়াকিফহাল। এই সম্প্রদায়ের মতে মীলাদে-মজলিস, 'উর্‌স (ওরস) অনুষ্ঠান-এই সবই বিদ্'আতের অন্তর্ভুক্ত। প্রচলিত বিদ'আতপন্থীগণ ছাড়া মায'-হাবের অনুসারিগণও এইরূপ 'আক'ীদা ও অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন।

আহ্‌ল-ই-হ'াদীছ' সম্প্রদায় ইমামের অধীনে মুক'তাদীর সূরাঃ ফাতিহ'াঃ পাঠ ও ধ্বনি সহকারে 'আমীন' শব্দটি উচ্চারণ করার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে, একই সময় তিন ত'ালাক' দেওয়া হইলে তাহা কার্যকর হইবে না, এক ত'ালাক'ই কার্যকর হইবে। নবীগণ তাঁহাদের কবরে জীবিত রহিয়াছেন—ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। কোন নবীকে হ'াযির ও নাজি'র বলিয়া মানিয়া লইতেও তাঁহারা প্রস্তুত নন। স'ালাত আদায়ের সময় তাঁহারা বুকে হাত বাঁধেন। সা'লাতে তাক্‌বীরে দুই হাত উত্তোলন করাও তাঁহাদের অন্যতম রীতি।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে আহ্‌ল-ই-হ'াদীছ' সম্প্রদায়ের মত ও পথ ভারতীয় উপমহাদেশে একটি আন্দোলনের আকারে বিস্তার লাভ করে। ফলত, দিল্লীতে "অল-ইণ্ডিয়া হ'াদীছ' কনফারেন্স" নামে একটি সংগঠন গড়িয়া উঠে। এই সংগঠনটি মক্তব-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ও মুবাল্লিগ'দের (ধর্ম প্রচারক) ওয়া'জ'-নাস'ীহ'াতের জন্য সভা সমিতি আয়োজনের মাধ্যমে আহ্‌ল-হ'াদীছ' আন্দোলনকে অধিকতর ব্যাপক করিয়া তোলে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই এই মতবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানে "জাম্'ঈয়া-ই-আহ্‌ল-ই-হ'াদীছ'" নামে দুইটি বড় বড় প্রতিষ্ঠান এবং "বঙ্গ-আসাম আহ্‌ল-ই-হ'াদীছ' জাম্'ঈয়াঃ" নামক একটি প্রতিষ্ঠান উক্ত কাজে নিয়োজিত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুস্‌নাদ, ১খ, ২৯৩, সংখ্যা ৩১৭ এবং ৬খ, ১৬, সংখ্যা ৪১৫৭ ইত্যাদি (মুদ্রণে ঃ আহ'মাদ মুহ'াম্মাদ শাকির) কায়রো ; (২) বুখারী কিতাবু'র্‌-রিক'াক', অধ্যায় ৫১ ; (৩) দারিমী, আস্‌-সুনান, মুক'াদ্দিমাঃ, দামিশক' ১৩৪৯ হি., হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ ; (৪) আস'-স'াহ'ীফাঃ, মুদ্রণে ঃ মুহ'াম্মদ হ'ামীদুল্লাহ্, হ'ায়দরাবাদ ; (৫) মুহ'াম্মাদ হ'ামীদুল্লাহ্, আক্'দাম তাদ্‌হ'ীন ফি'ল-হ'াদীছি'ন্‌-নাবাব'ী, মুদ্রণে ঃ আল-মাজ্‌মা'উ'ল-'ইল্‌মী, দামিশক' ১৩৭২/১৯৩৫ ; (৬) ইব্‌ন হ'াযম, আস্‌মাউ'স্'-স'াহ'াবাতি'র-রু'ওয়াঃ (জাওয়ামি'উ'স্‌-সীরাঃ-এর সঙ্গে মুদ্রিত, মিসর) ; (৭) য়াহ্'য়া আল-আমিরী আল-য়ামানী, আর-রিয়াদু'ল-মুস্‌তাত'াবাঃ (الرياض المستطابة) ফী জুম্‌লাতি মান রুবি'য়া (روى) ফি'স্'-সাহ'ীহ'ায়ন মিনা'স্'-স'াহ'াবাঃ, ভারতে মুদ্রিত, ১৩০৩ হি. ; (৮) ইব্‌নু'ল-জাওযী, আখ্‌বারু আহ্‌লি'র্‌-রুসূখ ফি'ল-ফিক্'হ-ওয়া'ত-তাহ্'দীছ', মিসর ১৩১২ হি. ; (৯) ইব্‌ন 'আবদু'ল-বার্‌র, জা-মি'উ বায়ানি'ল-'ইল্‌ম ওয়া ফাদ'লিহী, মুদ্রণে ঃ আল-মাত'বা'আতু'ল-মুনীরিয়্যাঃ, মিসর (উর্দু অনুবাদে 'আবদু'র-রায্‌যাক' মালীহ'াবাদী, আল 'ইল্‌ম ওয়া'ল-'উলামা', মুদ্রণে ঃ নাদ্‌ওয়াতু'ল-মুস'ান্নিফীন, দিল্লী, ১৯৫৩ খৃ.), (১০) আশ-শাফি'ঈ, আর-রিসালাঃ, মুদ্রণে ঃ আহ'মাদ মুহ'াম্মাদ শাকির, কায়রো ১৯৪০ খৃ. (ইংরেজী অনুবাদ Majid khadduri : Islamic Jurisprudence, মুদ্রণে ঃ John Hopkins Press, Baltimore, U.S.A. ; (১১) আয্'-য'াহাবী, সিয়ারু আ'লামি'ন্‌-নুবালা' ; (১২) ঐ গ্রন্থকার, রিসালাতুন ফি'র্‌-রুওয়াতি'ছ'-ছি'ক'াত, মিসর ১৩২৪ হি. ; (১৩) ঐ গ্রন্থকার, তায'কিরাতু'ল-হ'ফফাজ', ১খ, ৭০, ৭২, ৭৬ ইত্যাদি ; (১৪) আহ'-মাদ মুহ'াম্মাদ শাকির, আল-বাইছু'ল-হ'াদীছ', শার্‌হ' ইখ্‌তি-স'ারি 'উলূমি'ল-হ'াদীছ' লি ইব্‌নি কাছ'ীর, কায়রো ১৯৫৮ খৃ. ; (১৫) আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, শারাফু আস্'হ'াবি'ল-হ'াদীছ' ; (১৬) ঐ গ্রন্থকার, আল-কিফায়াঃ ফী 'ইলমি'র্‌-রিওয়ায়াঃ, ভারত মুদ্রিত, ১৩৫৭ হি. ; (১৭) ঐ গ্রন্থকার, তাক্'ঈদু'ল-'ইল্‌ম, মুদ্রণে য়ুসুফ আল-'আশ, দামিশক ১৯৪৯ হি. ; (১৮) আবূ হ'াতিম আর-রাযী, তাক'দিমাতু'ল-মা'রিফাঃ লি কিতাবি'ল-জার্‌হ' ওয়া'ত্‌-তা'দীল, হায়দরাবাদ, ১৯৫২ খৃ. ; (১৯) আবূ রিয়াঃ মাহ'মূদ, আদ'ওয়া' 'আলা'স্‌-সুন্নাতি'ল-মুহ'াম্মাদিয়্যাঃ, মুদ্রণে ঃ দারু'ত-তা'লীফ, মিসর ১৯৫৮খৃ. ; (২০) মুস'ত'াফা আস-সাবা'ঈ, আস্‌-সুন্নাতু ওয়া মাকানা-তুহা ফিত্‌-তাশ্‌রী'ই'ল-ইসলামী, কায়রো ১৩৮০ হি./১৯৬১ খৃ. (উর্দু অনুবাদ, মালিক গু'লাম আলী, সুন্নাত-ই-রাসূল, মাক্‌তাবাঃ-ই-চিরাগ-ই-রাহ্, লাহোর ১৩৭৩ হি') ; (২১) মুহ'াম্মাদ যুবায়র আস্‌-সি'দ্দীক'ী, আস্‌-সিরাজু'ল-হ'াদীছ' ফী তা'রীখি'ত-তাদ্‌ব'ীনি'ল হ'াদীছ', হায়দরাবাদ ১৩৫৮ হি. ; (২২) 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব, 'আবদু'ল-লাত'ীফ, আল-মুখ্‌তাস'ার ফী 'ইলমি'র-রিজালি'ল-আছ'র, কায়রো ১৩৮১ হি. ; (২৩) মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-আজ'ীম আর-রাম্‌যাক'ী, আল-মিনহালু'ল-হ'াদীছ' ফী 'উলূম আল-হ'াদীছ', কায়রো ১৩৬৬ হি. ; (২৪) আশ-শাওকানী, নায়্‌লু'ল-আওত'ার, কায়রো ১৯৫৭ খৃ. ; (২৫) ইব্‌ন হ'াম্‌যাঃ (ইব্‌রাহীম কামালু'দ্‌-দীন), আল-বায়ান ওয়া'ত-তাত্'রীফ ফী-আস্‌বাব উরূদি'ল-হ'াদীছ', কায়রো ১৩২৯ হি. ; (২৪) মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-'আযীয আল-খাওলী, তা'রীখ ফুনূনি'ল-হ'াদীছ', কায়রো ; (২৫) মুহ'াম্মাদ ইবন জা'ফার আল-কাত্‌ত'ানী, আর্‌-রিসালাতু'ল-মুস্‌তাত'রাফাঃ, করাচী ১৯৬০ খৃ. ; (২৬) ত'াহির আল-জাযাইরী, তাওজীহ'ন-নাজ্'র ইলা উসূলি'ল-আছ'র, মিসর ১৩২৮/১৯১০ ; জামালু'দ্‌-দীন আল-ক'াসিমী, ক'াওয়াইদু'ত্‌-তাহ'দীছ', দামিশক' ১৯৩৫ খৃ. ; (২৭) স'ুব্‌হ'ী আস্'-স'ালিহ', 'ইলমু'ল-হ'াদীছ' ওয়া মুস্'ত'ালাহি'হী, বায়রূত, ১৯৬৫ খৃ., (২৮) ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ, নাক'দু''ল-মানতি'ক', কায়রো ১২৭০/১৯৫১ ; (২৯) ঐ গ্রন্থকার, আল-কি'য়াস ফি'শ্‌-শার'ই'ল-ইস্‌লামী, কায়রো ১৩৭৫ হি. ; (৩০) মুহ'াম্মাদ 'উজ্জাজ আল-খাত'ীব, আস্‌-সুন্নাঃ ক'াব্‌লা'ত-তাদ্‌ব'ীন, কায়রো ১৩৮৩/১৯৬৩ ; (৩১) মুহ'াম্মাদ মা'রূফ আদ-দাওয়ালীবী, আল-মুদ্‌খিল ইলা'স্‌-সুন্নাতি ওয়া 'উলূমিহা, দামিশক' ১৯৫৬, খৃ., আস-সান্'আনী (মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌মা'ঈল আল-আমীর), সুবুলু'স্‌-সালাম, মিসর-মুদ্রিত ; (৩২) মুহ'াম্মাদ আস-সাম্মাহ'ী, আল-মান্‌হাজু'ল-হ'াদীছ' ফী 'উলূমি'ল-হ'াদীছ', কায়রো ১৯৫৮ ; (৩৩) ইব্‌ন খাল্‌দূন, মুক'াদ্দিমাঃ (আল-ফাস্'ল ফী 'উলূমি'ল-হ'াদীছ') ; (৩৪) আহ'মাদ আমীন, ফাজ্‌রু'ল-ইসলাম (পৃ. ২৪৪-২৯৩) ; (৩৫) ঐ গ্রন্থকার, দু'হ'া'ল-ইসলাম (২ ঃ ১০৬-২৭২) কায়রো ১৯৩৮ খৃ. ; (৩৬) আলী হ'াসান 'আবদু'ল-ক'াদির

নাজ্‌রাতুন 'আম্মাতুন ফী তা'রীখি'ল-ফিক্‌হি'ল-ইসলামী, কায়রো ১৩৫৬/১৯৩৩। (৩৭) শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগাঃ (আল-মাবহাছু'স-সাবি' বাবু'ল-ফারক বায়না আহলি'ল-হাদীছ ওয়া আস্‌হাবি'র-রা'য়); (৩৮) হাফিজ 'আবদু'ল-গানী ইব্‌ন সা'ঈদু'ল-আযদ, আল-মু'তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ ফী আস্মাই আসহাবি'ল-হাদীছ; ইহাতে কেবল সাহাবা-ই-কিরামের নাম শামিল করিয়াছেন। ইহার একটি পাণ্ডুলিপি মদীনা মুনাওওয়ারায় শায়খু'ল-ইসলামের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। দাইরাতু'ল-মা'আরিফি'ল-ইসলামিয়্যা (উরদূ), ৩য় খণ্ড, লাহোর ১৩৮৮/১৯৬৮, পৃ. ৭৭৮-৫৮৩।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

আহসান উল্লাহ [احسن الله : আহ্‌সানুল্লাহ(র)] উপাধি "হযরত কিব্‌লাঃ", উপনাম 'দরবেশ মিয়া", তিনি ঢাকা শহরের বার মাইল উত্তর-পশ্চিমে মত্তরীখোলা নামক গ্রামে বাংলা ১২০৫ সনের ভাদ্র মাসে, মতান্তরে ১২১১ সনের ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মত্তরীখোলার হযরত কিব্‌লাঃ নামেই অধিকতর পরিচিত।

কথিত আছে যে, হযরত কিব্‌লার পূর্বপুরুষগণ দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন। অতঃপর তাঁহারা তদানীন্তন বাংলার প্রসিদ্ধ সোনার গাঁ নামক স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। কালক্রমে হযরত কিব্‌লার পিতা নুর মিয়াজী ও তাহার জনৈক চাচা মত্তরীখোলায় বাসস্থান নির্মাণ করেন এবং এই স্থানেই হযরত কিব্‌লার জন্ম হয়।

বালক আহসান উল্লাহ প্রাথমিক শিক্ষা তাঁহার পিতার নিকট প্রাপ্ত হন। ৬ বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন এবং ৮ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতাও ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁহার মামার নিকট 'আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না বলিয়া তিনি স্বহস্তে পবিত্র কু'রআন ও হাদীছের কিতাব লিখিয়া যে সামান্য পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইতেন তাহা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। অতঃপর তিনি সুজাতপুরের মাওলানা নিজামু'দ-দীন সাহেবের নিকট হাদীছ ও তাফসীর পুস্তকাদি নকল করিয়া অধ্যয়ন করেন, কেননা তখনও মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলন হয় নাই। তাঁহার হস্ত লিখিত কু'রআন-কিতাব অদ্যাবধি তাঁহার পারিবারিক কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে বলিয়া জানা যায়।

'ইল্‌ম-ই-জাহিরী শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি 'ইল্‌ম-ই-বাতিনী শিক্ষা আরম্ভ করেন। এই বিষয়ে তিনি তাঁহার নানীর নিকট প্রথম সাবাক' লাভ করেন। অতঃপর স্বীয় মামাজী শাহ পীর মুহাম্মাদের নিকট 'ইল্‌ম-ই-বাতিনীর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। কালে তিনি একজন কামিল ওয়ালিয়্যুল্লাহ রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। প্রথমে তিনি চিশতিয়াঃ তারীকাঃ অবলম্বন করেন এবং পরে কাদিরীয়াঃ তরীকাঃ অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে সাকিন কালীন শাহ বাগদাদীর মুরীদ হন। অবশেষে তিনি সোনারগাঁয়ের শাহ লশকর মোল্লার নিকট চিশতিয়াঃ তারীকা'র অনুশীলন করেন এবং হিদায়াতের কাজে তৎপর হন। এই সময়ে তিনি তাঁহার মত্তরীখোলার বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ ও একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন যাহা অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায়।

হযরত কিব্‌লা জীবনে তিন বার বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় ৬৫ বৎসর বয়সে। কিন্তু বিবাহের রাত্রিতেই নব বিবাহিতা স্ত্রী কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যান। ১০ বৎসর পর তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার ৪ পুত্র ও কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। তাঁহার তৃতীয় বিবাহ হয় ৯৬ বৎসর বয়সে তাঁহার পীর খাজা (خواجه) লশকর মোল্লার ৭০ বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যার সহিত। তাঁহার এই স্ত্রী ১০৬ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন এবং চর ভাসানিয়া গ্রামে তাঁহার পিতার মাযারের পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

তিনি ১২৮ বৎসর বয়সে ১১ কার্তিক, ১৩৩৩ মুতাবিক ২৬ অক্টোবর, ১৯২৬-খৃ ইন্তিকাল করেন। হযরত কিব্‌লার বংশধরগণ বর্তমান ঢাকা শহরের নারিন্দা নামক মহল্লায় বাস করিতেছেন। এই স্থানেও একটি মসজিদ ও মাদ্রাসাঃ আছে। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার তাঁহার মুরীদগণ তাঁহার 'উরস (ঈসালে-ই-ছাওয়াব) পালন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, ফেনী ১৯৬৯, পৃ. ১১৮-১২৮; (২) এ. এফ. এম. আবদু'ল-মজীদ রুশ্‌দী, হযরত কিবলা।

আহ্‌সানুল্লাহ, খাজা, নওয়াব, স্যার (نواب خواجه احسن الله : নাওওয়াব খাওয়াজাঃ আহ্‌সানুল্লাহ), উনিশ শতকের বাংলার প্রখ্যাত মুসলিম ব্যক্তিত্ব, ঢাকার নওয়াব, বিশিষ্ট দানবীর ও সমাজসেবী। জন্ম খৃ. ১৮৪৫ সালে ঢাকার নওয়াব পরিবারে। মূল নাম আহ্‌সানুল্লাহ, বংশীয় উপাধি খাজা, সরকারপ্রদত্ত উপাধি নওয়াব ও স্যার, কাব্য-নাম শাহীন।

বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি নওয়াব খাজা আবদুল গনী (মৃ. ১৮৯৬)-র জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত জনহিতৈষী দানশীল জমিদার। তিনি পুত্রের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আহসানুল্লাহ প্রথমত মুন্‌শী রমযান আলীর নিকট কু'রআন পাঠ শিক্ষা করেন। তাঁহাদের ভাষা উর্দু থাকিলেও পরিবারে 'আরবী ও ফারসী ভাষার চর্চা ছিল। তাঁহার ফারসী ভাষার শিক্ষক ছিলেন খাজা 'আবদু'র-রাহীম। তিনি ফারসী ভাষায় চিঠিপত্র লিখিতে ও মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। তাহা ছাড়া তিনি য়ুরোপীয় শিক্ষকের নিকট ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন।

নওয়াব আহ্‌সানুল্লাহ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ধীরস্থির ও সুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। পিতা নওয়াব আবদুল গনী পুত্রের যোগ্যতায় মুগ্ধ হইয়া স্বীয় জীবদ্দশায়ই তাঁহাকে নওয়াব ইস্টেট পরিচালনার দায়িত্বভার প্রদান করেন (১৮৬৮)। আহ্‌সানুল্লাহ স্বীয় যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার ইস্টেটের অনেক উন্নতি সাধন করেন। তিনি ঢাকা জিলার গোবিন্দপুর পরগণা খরিদ করেন। ঢাকা শহরের উন্নয়নে ও মুসলিম শিক্ষার অগ্রগতিতে তাঁহার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। দানশীলতায় পিতার ন্যায় তিনিও মুক্ত হস্ত ছিলেন। তিনি মিটফোর্ড হাসপাতালের (বর্তমান মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্ভুক্ত) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৫০,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন (১৮৯৬)। চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি ঢাকা শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেন (১৯০১), ঢাকায় হুসায়নী দালান এবং সাতগম্বুজ মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন। ইহা ছাড়া ঢাকার অদূরে হাই-গুনবাড়ী মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববঙ্গের জনগণের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার জন্য ঢাকায় সার্ভে স্কুলটিকে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে তিনি ১,১২,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে ১৯০৫ সালে ইহাকে আহ্‌সানুল্লাহ স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং (বর্তমানে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) নামে অভিহিত করা

হয়। সংক্ষেপত ঢাকার মসজিদ ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির কোনটিই তাঁহার দান লাভে বঞ্চিত হয় নাই। তদুপরি তাঁহার দানে বরিশালের মহিলা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। মক্কা মুকাররামাঃ-র নাহ্র-ই-যুবায়দাঃ-র সংস্কারের জন্য তিনি ষাট হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

তিনি দীর্ঘদিন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৮৭১ সালে খান বাহাদুর, ১৮৭৫ সালে নওয়াব, ১৮৯১ সালে সি. আই. ই. (Companion of the Indian Empire), ১৮৯২ সালে নওয়াব বাহাদুর ও ১৮৯৭ সালে কে. সি. এস. আই. (Knight Commander of the Star of India) উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি দুইবার (১৮৯০, ১৮৯৯) গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

তিনি শাহীন কাব্য-নামে উর্দু কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার কাব্য-উস্তাদ ছিলেন খাজা আবদুল গাফ্ফার আখতার। দেশ ও সমাজের কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি মাঝে মাঝে শখ করিয়া কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার বেশীর ভাগ কবিতাই ছিল বন্ধু-বান্ধবদের মজলিসে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত। এইজন্য তাঁহার কবিতায় সাবলীলতা বিদ্যমান, কিন্তু ভাবগাম্ভীর্য অনুপস্থিত। তাহাতে আনন্দ, উল্লাস ও প্রাণচাঞ্চল্য আছে, কিন্তু গভীর ভাবের অভাব রহিয়াছে। তাঁহার ৭৮ পৃষ্ঠার উর্দু-ফারসী কবিতা সংকলন 'কুল্লিয়্যাত-ই-শাহীন' নামে প্রকাশিত হয়। ইহার একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, গীতিকার ও কন্ঠশিল্পী ছিলেন। তিনি কিছু ঠুমরী গান রচনা করিয়াছিলেন। শোনা যায়, তাঁহার কোন কোন ঠুমরী গান এখনও ঢাকায় গীত হয়। উর্দু ভাষায় রচিত তাঁহার 'তাওয়ারীখ-ই-খান্দান-ই-কাশ্মীরিয়্যাঃ শীর্ষক গ্রন্থটি ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এই অপ্রকাশিত গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তাঁহার নির্দেশনা ও আর্থিক সহায়তায় ১৮৮৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী "আহ্'সানু'ল-কা'সা'স" নামক একটি উর্দু সাপ্তাহিকী ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার স্থায়িত্বকাল জানা যায় নাই। ১২৭৫—৭৬ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন নামে লিখিত তাঁহার কতগুলি ফারসী পত্রের একটি অপ্রকাশিত সংকলন (পৃ. ১১৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

নওয়াব খাজা আবদুল গনী কর্তৃক ১৮৭২ সালে নির্মিত ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত নওয়াব বাড়ীর সুদৃশ্য ইমারতটি আহ্সানুল্লাহ্র নামানুসারে "আহ্সান মন্জিল" নামে আখ্যায়িত হয়।

৪ রামাদান, ১৩১৯/১৬ ডিসেম্বর, ১৯০১ সালে খাজা আহ্সানুল্লাহ ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। তিনি খাজা সলীমুল্লাহ (দ্র.) ও খাজা 'আতীকু'ল্লাহ নামক দুই পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। পারিবারিক গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. এম. এ. রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৭৭ খৃ.; (২) ড. এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৭৬ ইং.; (৩) আবুয-যোহা নূর আহমদ, উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৫ ইং.; (৪) বাংলা বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২ ইং.; (৫) আহসানুল্লাহ, তাওয়ারীখ-ই-খান্দান-ই-কাশ্মীরিয়্যাঃ, (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত); (৬) ঐ, কুল্লিয়্যাত-ই-শাহীন, পাণ্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত; (৭) মুনশী রাহ্'মান 'আলী ত'ায়শ, তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা, স্টার অব ইণ্ডিয়া প্রেস, আরা ১৯১০; (৮) ওয়াফা' রাশিদী, বাঙ্গাল মেঁ উর্দু, ইশা'আত-ই-উর্দু প্রেস, হায়দরাবাদ ১৯৫৫; (৯) ইক'বাল 'আজীম, মাশ্রিক'ী বাঙ্গাল মে উর্দু, মাশ্রিক কো-অপারেটিভ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৯৫৪; (১০) Who's Who in India, Part V. Coronation Edition, Lucknow 1911; (১১) Dr. Hasan Zaman and Dr. Sayyid Sajjad Hossain, Pakistan, An Anthology, Dhaka 1975; (১২) Kamruddin Ahmed, A Socio-Political History of Bengal, 4th edition, Dhaka 1975; (১৩) S. A. Siddiqui, The Forgotten History, Dhaka, 1974; (১৪) Ahmed Hasan Dani, Dacca, A record of its changing fortunes, Dhaka 1962.

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইক্'বাল, 'আল্লামাঃ, মুহ'াম্মাদ (علامہ محمد اقبال) পাঞ্জাবের সিয়ালকোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন শুক্রবার ৩রা যু'ল-কা'দাঃ, ১২৯৪ হি./৯ই নভেম্বর, ১৮৭৭ খৃ.। তাঁহার পূর্বপুরুষ কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইক্'বাল একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি পরীক্ষায় বরাবরই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক এবং প্রবেশিকা পরীক্ষাতে তিনি বৃত্তি লাভ করেন। ইক্'বাল যে স্কুলে পড়িতেন, ঐ সময় উহা Scotch Mission College-এ পরিণত হয়। তিনি ঐ কলেজেই ভর্তি হন। কলেজে ভর্তি হইবার সময় তাঁহার পিতা তাঁহার নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, পড়াশোনা শেষ করিয়া তিনি যেন ইসলামের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন। ইক্'বাল এই অঙ্গীকার পালন করিয়াছিলেন।

১৮৯৫ খৃ. তিনি এফ. এ. পরীক্ষা পাস করিয়া উচ্চতর শিক্ষার জন্য পাঞ্জাবের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র লাহোরের সরকারী কলেজে ভর্তি হইলেন। এইখানে একজন উপযুক্ত ও দরদী অধ্যাপক অর্থাৎ Mr. (পরে Sir) T. W. Arnold-এর শিক্ষায় ও সাহচর্যে ইক্'বাল প্রভূত জ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি ১৮৯৭ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 'আরবী ও ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি দুইটি স্বর্ণপদক লাভ করিলেন। দুই বৎসর পর তিনি কৃতিত্বের সহিত দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পাস করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইলেন।

কবি-জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে ইক্'বাল বিখ্যাত উর্দু কবি 'দাগ'-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে 'গালিব ও হ'ালী—এই দুই কবির প্রভাবে তাঁহার কবিতা গতানুগতিকতা ছাড়িয়া সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। লাহোরের 'আঞ্জুমান-ই-হি'মায়াত-ই-ইসলাম'-এর বার্ষিক সভায় ১৮৯৯ সালে ইক্'বাল সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তাঁহার কবিতা 'নালাঃ-ই-য়াতীম' (অনাথের আর্তনাদ) এবং পর বৎসরের বার্ষিক সভায় 'ঈদের নূতন চাঁদের প্রতি অনাথের উক্তি' এই শিরোনামে আর একটি করুণ কবিতা পাঠ করেন।

এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইক্'বাল লাহোরের Oriental College-এ ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অল্পদিন পর তিনি সরকারী কলেজে ইংরেজী ও দর্শন শাস্ত্রের সহকারী

অধ্যাপক পদ লাভ করেন। এই সময়ে তিনি ধনবিজ্ঞান (Economics) সম্বন্ধে উর্দু ভাষায় সর্বপ্রথম পুস্তক রচনা করেন। ১৯০৫ সালে ইক্‌'বাল বিলাতের Cambridge বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। সেখানে তাঁহার অধ্যাপকদের অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক Dr. Mc. Taggart। ইক্‌'বাল সেখানে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি জার্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পারস্যের দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ পেশ করিয়া ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এই নিবন্ধের নাম Development of Metaphysics in Persia। এই সময়ে তিনি লণ্ডনে ইসলাম সম্বন্ধে ছয়টি বক্তৃতা দেন এবং ব্যারিস্টারীও পাস করেন। তৎকালে তিনি লণ্ডনে School of Political Science-এ বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। Dr. Arnold তখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আরবীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছয় মাসের জন্য ছুটি লইলে ইক্‌'বাল তাঁহার স্থলে অধ্যাপনা করেন।

য়ুরোপে প্রবাসকালে তাঁহার ভাবরাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত হয়। এশিয়াবাসীদের ভাবুকতার সহিত য়ুরোপীদের কর্মক্রিয়তার যোগ সাধিত হয় তাঁহার চিন্তাধারায়। তখন হইতে তাঁহার কবিতায় স্থিতির নিন্দা ও গতির উচ্চ প্রশংসা শোনা যায়। তিনি য়ুরোপের জাতীয়তাবাদের অসারতা প্রদর্শন এবং ইসলামের আন্তর্জাতিকতার মহিমা-কীর্তন করিতে থাকেন। তিনি Nitsche-র Superman-অতিমানুষ এর স্থলে 'মার্দ-ই-মু'মিন' (বিশ্বাসী ব্যক্তি)-এর জয় ঘোষণা করিতে থাকেন।

তিন বৎসরের প্রবাসে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ হইয়া তিনি ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং লাহোরের সরকারী কলেজে তাঁহার পূর্বপদে যোগ দিলেন।

১৯১১ সালের এপ্রিলে আঞ্জুমান-ই-হি'মায়াত-ই-ইসলামের বার্ষিক সভায় তিনি তাঁহার বিখ্যাত উর্দু খণ্ড-কাব্য 'শিক্‌ওয়াহ্‌' (অনুযোগ) পাঠ করেন। ইহাতে অধঃপতিত মুসলিমদের-দুর্দশার জন্য তিনি দৃপ্তকণ্ঠে আল্লাহ্‌র ঔদাসীন্য এবং অপর জাতিদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষপাতিত্বের অনুযোগ করেন। অচিরেই তিনি 'জাওয়াব-ই-শিকওয়াহ' নামক আর একটি খণ্ড-কাব্যে আল্লাহ্‌র পক্ষে আল্লাহ্‌র যবানীতে উক্ত অনুযোগ খণ্ডন করেন তথা মুসলিমদের অধঃপতনের কারণগুলি বিশ্লেষণ করেন। কাব্যচর্চার পক্ষে অধিকতর সুযোগের জন্য তিনি ১৯১১ খৃ. অধ্যাপনার কার্য ত্যাগ করেন। তিনি সেই সময় মাসিক পাঁচশত টাকা বেতন পাইতেছিলেন এবং অবসরমত ব্যারিস্টারীও করিতেছিলেন। এখন নিজের সাংসারিক প্রয়োজনের জন্য তিনি কেবল ব্যারিস্টারী করিতে লাগিলেন।

১৯১১ সালে তাঁহার 'আস্‌রার-ই-খুদী' অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠার রহস্য এবং ১৯১৮ সালে 'রুমূয-ই-বেখুদী' অর্থাৎ আত্মত্যাগের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই দুই পুস্তকে ইক'বাল মানুষের ব্যক্তিত্ব (খুদী) সম্বন্ধে তাঁহার দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করেন। ১৯২০ সালে Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক R. A. Nicholson স্বীয় ভূমিকাসহ ইংরেজী ভাষায় 'আসরার-ই-খুদী'-র অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্যে ইক্‌'বালের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ১৯২১ সালে তাঁহার 'খিদ্‌'র-ই-রাাহ্‌' (পথ-প্রদর্শক-خضر) এবং পর বৎসর তাহার 'তু'লূ'-ই-ইসলাম' (ইসলামের উদয়) প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ সালে এই দুই খণ্ডকাব্য তাঁহার পূর্ব রচিত সমস্ত উর্দু কবিতা ও অন্যান্য খণ্ডকাব্যের সহিত 'বাঙ্গ-ই-দারা' (ঘণ্টাধ্বনি) নামক কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ইক্‌'বালের ফারসী ভাষায় লিখিত 'পায়াম-ই-মাশ্‌রিক' (প্রাচ্যের বাণী) ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। দেশ-বিদেশে ইহার আলোচনা ও সমাদর হইয়াছিল।

ইক্‌'বালের অন্যান্য কাব্য রচনার মধ্যে পারস্য ভাষায় রচিত 'যবুর-ই-'আজম' (অন-'আরব স্তোত্র), 'জাাব'ীদনাামাঃ' (শাশ্বত লিপি) 'পাস্‌ চে বায়াদ কার্দ' (অতঃপর কিংকর্তব্য), 'আরমুগ'ান-ই-হি'জায' (হিজাযের উপঢৌকন) এবং উর্দুতে রচিত 'বাল-ই-জিব্রীল' (জিব্রীলের ডানা) ও 'দ'ারব-ই-কালীম' (মূসার যষ্টির আঘাত) ব্যাপক সমাদর লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত রচনায় তাঁহার দার্শনিক চিন্তার ফসল ও ইসলামী ভাবের প্রকাশ, অভূতপূর্ব ছন্দের ঝঙ্কার এবং চমৎকার প্রকাশ-ভঙ্গি বিশ্ব-সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

ইক্‌'বালের রাজনীতিক চেতনা ছিল খুবই প্রখর। কিন্তু তিনি সমসাময়িক রাজনীতিতে কোন প্রধান অংশ গ্রহণ করেন নাই। রাজনৈতিক নেতা হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না।

১৯২৮ সালে আমন্ত্রণক্রমে তিনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন। এই সময়ে তিনি মাদ্রাজ, মহিশূর, হায়দরাবাদ, সেরিঙ্গাপটম এবং তৎপর 'আলীগড়ে কতকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। সেইগুলি পরে পুস্তকাকারে 'Reconstruction of Religious Thought in Islam নামে Oxford University Press হইতে প্রকাশিত হয়। তিনি মুসলিম শিক্ষা সংস্কারে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩২ সালে দ্বিতীয়বার য়ুরোপ ভ্রমণ হইতে ফিরিবার পর তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র দিল্লীর 'জামি'আঃ-মিল্লীয়াাঃ'-এর দুই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি আফগানিস্তানের আমীরকে আফগান সরকারের গঠিত এক কমিশনের সদস্যরূপে শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি Simon Commission-এর সমক্ষে সাক্ষ্য দান করেন। ঐ বৎসর ২৯শে ডিসেম্বর তিনি All India Muslim League-এর এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে তিনি তদানীন্তন ভারতের উত্তর-পশ্চিম মুসলিম অধ্যুষিত অংশে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন, কালক্রমে এই প্রস্তাব পাকিস্তান দাবীর রূপ গ্রহণ করে।

১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে তিনি লণ্ডনে 'গোলটেবিল কনফারেন্সে' যোগদান করেন। তিনি তাহাতে যথাশক্তি মুসলিম ভারতের দাবী-দাওয়া পেশ করেন। ফিরিবার পথে তিনি ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী, মিসর ও ফিলিস্তীন ভ্রমণ করেন। তিনি স্পেনের কর্দোভা, সেভিল, গ্রানাদা, তোলেদো এবং মাদ্রিদ পরিদর্শন করেন।

১৯৩৪ সালে ইক্‌'বাল শারীরিক অসুস্থতার দরুন আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। কিছু দিন পর ভূপালের গুণগ্রাহী নবাব তাঁহার জন্য মাসিক ৫০০ টাকা বৃত্তি নির্ধারণ করেন। ইক্‌'বাল আমরণ এই বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন।

১৯৩৫ সালে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। ইহাতে তিনি বড়ই অভিভূত হইয়া পড়েন। এই সময় হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

১৯৩৮ সালে ২১শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

লাহোরের বাদশাহী মসজিদের দ্বারপ্রান্তে তাঁহার সমাধি দেশ-বিদেশের ভক্তগণের যিয়ারাতের স্থানে পরিণত হইয়াছে।

পাকিস্তান সরকার ইক্বালের সাহিত্য ও সাধনা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য 'ইকবাল একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : ইংরেজী ভাষায় : (১) Abdullah Anwar Beg, The Poet of the East, Lahore 1939 ; (২) K. G. Saiyidain, Iqbal's Educational Philosophy, Lahore 1945 ; (৩) Speeches and Statements of Iqbal, compiled by "Shamloo", Lahore 1944 ; (4) Luce Claude Maitre, Introduction to the Thought of Iqbal, translated by M.A.M. Dar, Karachi ; (৫) Letters of Iqbal to Jinnah, with a foreword by M. A. Jinnah, Lahore ; (৬) S. A. Vahid, Iqbal, His Art and Thought, London 1957 ; (৭) Zulfiqar Ali Khan, A Voice from the East, Lahore 1922 ; (৮) Sheikh Akbar Ali, Iqbal, His Poetry and Message, Lahore 1932 ; (৯) Aspects of Iqbal, Lahore 1938 ; (১০) Iqbal as a Thinker (Essays by Eminent Scholars), Lahore 1944 ; (১১) Dr. Ishrat Hasan Enver, Metaphysics of Iqbal, Lahore 1944 ; (১২) Bashir Ahmad Dar, Iqbal's Philosophy of society and A Study in Iqbal's Philosophy, Lahore 1933 and 1944, respectively.

উর্দূতে লেখা : (১৩) ডঃ য়ূসুফ হ'সায়ন খান, রূহ'-ই-ইক্'বাল, হায়দরাবাদ, (দাক্ষিণাত্য) ২য় সং, ১৯৪৪ ; (১৪) প্রফেসর রাযী এবং 'আল্লামাঃ 'আরশী, নুক্'শ-ই-ইক্'বাল, লাহোর ১৯৫৬ ; (১৫) লাত'ীফ আহ'মাদ শিরওয়ানী, হ'ারুফ-ই-ইক্'বাল, লাহোর ১৯৪৭, (১৬) গু'লাম দাস্তগীর রাশীদ, আছ'ার-ই-ইক্'বাল, হায়দরাবাদ, (দাকান) ১৯৪৪ ; (১৭) ডঃ 'আরিফ বাট্টালব'ী, ইক্'বাল আওর কু'রআন, করাচী ১৯৫০ ; (১৮) সায়্যিদ ওয়াহ'ীদু'দ্দীন, রোযগার-ই-ফাক'ীর, করাচী, ২য় সং, ১৯৬৩ ; (১৯) আব্দু'স-সালামী নাদির, ইক্'বাল-ই-কামিল, আ'জামগড়, ১৯৪৮ ; (২০) ডঃ 'আশিক' হ'সায়ন বাট্টালব'ী, ইক্'বাল কী আখিরী দো-সাল, করাচী ১৯৬১ ; (২১) নায়'র হ'ায়দারাবাদী, ইক্'বাল আওর হ'ায়দারাবাদ, করাচী ১৯৬১ ; (২২) 'আতি'য়্যাঃ বেগম, ইক্'বাল, করাচী ১৯৫৬ ; (২৩) সায়্যিদ নায'ীর নিয়াযী, মাকতুবাত-ই-ইক্'বাল, করাচী ১৯৫৭ ; (২৪) লাত'ীফুল্লাহ বাদকী, হ'ায়াত-ই-ইক্'বাল, করাচী ১৯৫৭ ; (২৫) ডঃ খাজাঃ 'আব্দু'ল-হ'ামীদ ইর্ফানী, ইক্'বাল ঈরানীয়োঁ কী নাজ'র মেঁ, করাচী ১৯৫৭ ; (২৬) রাঈস আহ'মাদ নাদাব'ী, ইক্'বাল আওর সিয়াসাত-ই-মিল্লী, করাচী ; (২৭) ক'াদ'ী আহ'মাদ মির্যা আখতার, ইক্'বাল কী তান্‌ক'ীদী জাইযাঃ, করাচী ১৯৪৫ ; (২৮) ডঃ আবু-সা'ঈদ নূরু'দ-দীন, ইসলামী তাস'াওউফ আওর ইক্'বাল, করাচী ১৯৫৯ ;

বাংলায় লেখা : (২৯) ডঃ মুহ'ম্মদ শহীদুল্লাহ, ইকবাল, নূতন সং, ঢাকা ১৯৬৪ ; (৩০) ঐ লেখক, শিক্ওয়াঃ ও জওয়াব-ই-শিক্ওয়াঃ, নূতন সং, ঢাকা ১৯৬৪ ; (৩১) আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, মহাকবি ইকবাল, ৩য় সং, ঢাকা ১৯৫১ ;

ইক্'রার (اقرار), স্বীকৃতি। আসামী যদি বিচারক (ক'াদ'ী)-এর সম্মুখে স্বীকার করে যে, প্রতিপক্ষের দাবী সত্য, তাহা হইলে মুসলিম আইন অনুযায়ী আর প্রমাণের প্রয়োজন নাই, বিচারক তৎক্ষণাৎ তাঁহার রায় দিতে পারেন। স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী কোন বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিচারকের পক্ষ হইতে কোন চাপ ব্যতিরেকে ইক্'রার করিলে তবেই তাহা বৈধ বিবেচিত হইতে পারে। দোষের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য চাপ প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, এমন কি সম্ভাব্য কশাঘাতের বা নির্যাতনের ভয়ে কেহ ইক্'রার করিলে তাহাও অগ্রাহ্য। মুক'দ্দমাটি সম্পত্তি বা চুক্তি-বিষয়ক আইন সংক্রান্ত হইলে যে-ব্যক্তি দাবী স্বীকার করে তাহার স্বাধীনভাবে কার্য করার যোগ্যতা (রুশ্‌দ) থাকা চাই। কোন মুকদ্দমায় একবার সত্যতা স্বীকার করিয়া পরে সেই ইক্'রার অস্বীকার করা অবৈধ। তবে হ'াক্'কু'ল্লাহ্ (আল্লাহর হক)-এর প্রেক্ষিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ স্বীকার করিয়া পরে তাহা অস্বীকার করা অবৈধ হইবে না ('আয'াব দ্র.)।

যে সকল শিশু বিবাহজাত নহে, মুস্‌লিম আইন অনুসারে তাহাদের জন্মদাতারূপে কোন দাবীর বা পিতৃত্ব স্বীকৃতির কোনই মূল্য নাই। তবে কোন বৈধভাবে জাত শিশুর পিতৃত্ব যদি অনির্দিষ্ট থাকে এবং স্বামী স্পষ্টভাবে তাহার পিতৃত্ব স্বীকার করে, তাহা হইলে অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। শিশুর পিতৃত্ব তখন ইক্'রার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। কিন্তু স্বীকৃতি প্রকৃত অবস্থা বা আইনের প্রতিকূল হইলে চলিবে না।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও কতকগুলি অবস্থায় অন্য কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে ইক্'রার দ্বারা কাহারও বংশগত সম্পর্ক নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত : কোন বালিগ' মুসলিম পুরুষ কাহাকেও তাহার পিতা, ভ্রাতা বা চাচা বলিয়া ঘোষণা করিলেই যথেষ্ট। তবে জীবিত আছে, এমন কোন ব্যক্তির সহিত কেহ আত্মীয়তা দাবী করিলে সেই জীবিত ব্যক্তির সমর্থন চাই, যদি সে (ঐ জীবিত ব্যক্তি) নাবালিগ'ত্ব বা মানসিক ত্রুটির জন্য বৈধভাবে সমর্থন দানের অযোগ্য না হয়। ইক্'রার যদি দূরতর শ্রেণীর আত্মীয় (যথা ভ্রাতা বা চাচা) সম্পর্কে হয়, তবে যে-সকল লোকের মাধ্যমে (যথা পিতা, পিতামহ) দাবীকৃত আত্মীয়তার উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহাদের ইতিপূর্বে মৃত হওয়া শর্ত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিক্'হ গ্রন্থসমূহে ইক্'রার শীর্ষক অধ্যায়-সমূহ ; (২) C. Snouck Hurgronje, Rechtstoestand van kinderen buiten huwelijk geboren uit Inlandsche Vrouwen die den Mohammedaanschen Godsdienst belijden, (Verspr. Geschr. ii. 349—362) ; (৩) Th. W. Juynboll, Handb. d. islam. Gesetzes, S. 192 প., 314.

ইক'ামাত (اقامة), ইহা মূলত 'আরবী ক্রিয়াপদ 'قام' হইতে গঠিত একটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। ইহার অর্থ প্রতিষ্ঠিত করা, দণ্ডায়মান করা, স্থির থাকা, বসতি স্থাপন করা। ইসলামী পরিভাষায় ইহা প্রাত্যহিক পাঁচ বেলা স'ালাত এবং জুমু'আর স'ালাতের জামা'আত আরম্ভ হওয়ার ঘোষণা সূচক।

ইহা দ্বিতীয় আয'ান (দ্র.)-রূপে পরিগণিত। আয'ানে ব্যবহৃত বাক্যগুলির শেষের দিকে অর্থাৎ حي على الفلاح দুইবার বলিবার পর قد قامت الصلوة (অর্থ-এখন স'ালাত আরম্ভ হইল) দুইবার অতিরিক্ত বলিতে হয়। অতএব আয'ানের মধ্যে ব্যবহৃত বাক্যের সংখ্যা যেখানে ১৫টি, সেস্থলে হ'ানাফী'দের মতে ইক'ামাতে ব্যবহৃত বাক্যের সংখ্যা ১৭টি। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈ ও আহ্‌ল হ'াদীছ'

সম্প্রদায়ের মতে ইক'ামাতের মধ্যে ১১টি বাক্য। তাঁহারা প্রথমে আল্লাহ আক্‌বার চারবারের স্থলে দুইবার, শেষার্ধেও দুইবার, ক'াদ্ ক'ামাতি'স'-স'ালাঃ দুইবার এবং অন্যান্য বাক্য এক একবার উচ্চারণ করিয়া থাকেন। একাকী স'ালাত আদায় করিলেও ইক'ামাতের সাথে স'ালাত পড়া সুন্নাত। ইক'ামাতের উদ্দেশ্য উপস্থিত মুসল্লীগণকে স'ালাতের জামা'আত আরম্ভের সঙ্কেতদান যাহাতে তাঁহারা ক'াত'ার সোজা করিয়া সারিবদ্ধভাবে ইমামের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হন। ইক'ামাঃ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইমাম উচ্চৈঃস্বরে তাক্‌বীর উচ্চারণ করিয়া স'ালাত আরম্ভ করেন। ইমামের তাক্‌বীর শুনিবার পর মুসল্লীগণ তাক্‌বীর বলিয়া স'ালাতে যোগদান করেন। অতঃপর তাহাদিগকে প্রতি কাজে ইমামের অনুসরণ করিতে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : হ'াদীছ' ও ফিক্‌'হ গ্রন্থগুলি ছাড়াও দ্র. দিমাশক'ী, রাহ'মাতু'ল-উম্মাঃ ফী ইখ্‌তিলাফি'ল-আইম্মাঃ, বুলাক' ১৩০০, পৃ. ১৪ প.।

ইখ্‌তিয়ারু'দ্‌-দীন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন বাখ্‌তিয়ার খাল্‌জী (اختيار الدين محمد بن بختيار خلجى), বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন (১২০১ খৃস্টাব্দ, মতান্তরে ১২০২, ১২০৩, ১২০৪ খৃস্টাব্দ)। তিনি আফগানিস্তানের গরমসীর বা আধুনিক দশ্‌ত-ই-মার্গের অধিবাসী এবং তুর্কীদের খাল্‌জ গোত্রভুক্ত ছিলেন। তাঁহার বাল্যকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে অনুমান করা হয় যে, তিনি তাঁহার দেশের অন্যান্য অনেকের ন্যায় জীবিকার উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ করেন। গযনীতে সুলত'ান মুহ'াম্মাদ গো'রীর সেনাবিভাগে চাকুরী লাভে ব্যর্থ হইয়া তিনি দিল্লীতে আসেন। সেইখানে সুলত'ান কু'ত্‌'বু'দ্‌-দীনের সহানুভূতি না পাইয়া তিনি বাদাউন-এ গমন করেন। বাদাউনের তৎকালীন শাসনকর্তা মালিক হিজবারু'দ্‌-দীন তাঁহাকে একটি চাকুরী দিয়াছিলেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ইখ্‌তিয়ারু'দ-দীন এই সামান্য চাকুরীতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ফলে কিছু কাল পরে তিনি বাদাউন ত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় আসেন। অযোধ্যার মালিক হ'সসামু'দ্‌-দীন তাঁহাকে বর্তমানে মির্জাপুর জিলার ভাগবত ও ভুউলী (Bhagawat and Bhuili) পরগণার জায়গীর প্রদান এবং রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে সীমান্তরক্ষীর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। এইখানে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজাগুলির সংস্পর্শে আসেন এবং নিজে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইখ্‌তিয়ারু'দ্‌-দীন সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করত অতর্কিতভাবে অভিযান চালাইয়া প্রথমে দক্ষিণ-বিহার এবং পরে পশ্চিম ও উত্তর বাংলার অনেক এলাকা জয় করেন।

কথিত আছে, বিহার জয়ের পর ইখ্‌তিয়ারু'দ-দীন বহু ধনরত্নসহ কু'ত্‌'বু'দ্‌-দীন আয়বাকের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সুলত'ান কর্তৃক সম্মানিত হইয়া বিহারে প্রত্যাবর্তন করেন। এইবার আরও অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি নদীয়া এবং পরে লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় জয় করেন (৫৯৯/১২০২)। এই সময় বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেন নদীয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। নদীয়া অভিযানকালে ইখ্‌তিয়ারু'দ্‌-দীন দ্রুতগতিতে মূল বাহিনীকে পিছনে ফেলিয়া মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহীসহ লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হন এবং অতর্কিতে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের খবরে লক্ষ্মণ সেন দিশাহারা হইয়া নদীয়া হইতে পলাইয়া যান। এইভাবে বিনা যুদ্ধে নদীয়া মুসলমানদের অধিকারে আসে। ইতিমধ্যে মূল বাহিনীও ইখ্‌তিয়ারু'দ্‌-দীনের সহিত মিলিত হয়। তিনি লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করেন। এই লক্ষ্মণাবতীই মুসলমান আমলে লাখ্‌নৌতি নামে পরিচিত হয়। গৌড় জয়ের পর আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া তিনি বরেন্দ্র বা উত্তর বংগের অধিকাংশ অঞ্চল নিজ অধিকারে আনেন। এইভাবে তিনি পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুরের দেবকোট হইয়া রংপুর এবং পশ্চিমে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন (দ্র. মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ, ত'াবাক'াত-ই-নাসি'রী)।

ইখ্‌তিয়ারু'দ্‌-দীন প্রায় দুই বৎসরকাল তাঁহার নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকেন। অধিকৃত এলাকাকে তিনি কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করেন এবং সহযোগী সেনানায়কগণকে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা ছাড়াও তিনি লাখ্‌নৌতিতে একটি মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে মস্‌জিদ, মাদ্‌রাসাঃ ও খানক'াহ নির্মাণ করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত শুধু সামরিক শক্তির জোরে এতদঞ্চলে মুসলিম শাসন স্থায়ী হইতে পারিবে না।

তিব্বত অভিযান বাখ্‌তিয়ারের জীবনের সর্বশেষ সামরিক উদ্যোগ (১২০৬ খৃ.)। প্রায় দশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া তিনি লাখ্‌নৌতি ত্যাগ করেন এবং উত্তর-পূর্ব দিকে কয়েক-দিন চলার পর বর্ধনকোট নামে একটি শহরে পৌঁছেন। এই-খানে গোমতী নদী অতিক্রম না করিয়া তিনি আরও উত্তর দিকে একটি পাথরের সেতু পার হইয়া অগ্রসর হন এবং সেতুটি পাহারার জন্য দুইজন সেনাপতির উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। কামরূপের রাজার রাজ্যের ভিতর দিয়া তিনি তিব্বত অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। পথে স্থানীয় সৈন্যদের সহিত তাঁহার খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষ হয়। ইখ্‌তিয়ারু'দ্‌-দীন এই সংঘর্ষে জয় লাভ করিলেও তাঁহার যথেষ্ট সৈন্য ক্ষয় হইল। তিনি দেশে ফিরিবার সিদ্ধান্ত করিলেন; কিন্তু ফিরিবার পথে তাঁহার সৈন্যবাহিনী বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হইল। পাথরের সেতুটির নিকট আসিয়া দেখি-লেন শত্রুরা উহা বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার সেনাপতি-দ্বয়ও সেইখানে নাই। একই সময় পার্বত্য লোকেরা চারিদিক হইতে তাঁহার সেনাদলের উপর আক্রমণ চালায়। নিরুপায় হইয়া ইখ্‌তিয়ার সসৈন্যে সাঁতরাইয়া নদী পার হন। এই স্থানে তাঁহার বিশাল বাহিনী প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায় এবং মাত্র অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া তিনি দেবকোট ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হন। দেবকোট অবস্থানকালে তিনি রোগে আক্রান্ত হন এবং শোক ও ব্যর্থতার গ্লানিতে ভাঙ্গিয়া পড়েন। অল্পকাল পর এখানেই তিনি ইন্‌তিকাল করেন (১২০৬ খৃ.)।

ইখ্‌তিয়ারু'দ-দীনের মৃত্যুতে মুসলিম রাজ্যের বিস্তৃতি সাময়িক-ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। তবে তিনি যে সাহস, বীরত্ব ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন তাহা এই-দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মিনহাজ-ই-সিরাজ, ত'াবাক'াত-ই-নাসি'রী, ইং. অনু., ১ম খ., পৃ. ৫৪৮ প.; Sarkar, the History of Bengal, 3rd ed., vol. II, University of Dhaka, 1976; (৩) আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৬৪—৮৯; (৪) রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), প্রথম খণ্ড।

ডঃ কে. এম. মোহসীন

ইখ্‌তিলাফ (اختلاف) মতভেদ, ইজ্‌মা' (দ্র.)-এর বিপরীতার্থক, মুসলিম আইনে বিভিন্ন মায্‌হাবের বা একই মাযহাবের বিভিন্ন ইমামের মধ্যে অ-মৌলিক ব্যাপারে, যথা—ফিক্‌হ অথবা কালামের কতেক প্রতিপাদ্যে মতভেদ। কু'রআন ও হ'াদীছে'র ভিত্তিতে স্থাপিত ইসলামের মূলনীতিতে, মৌলিক 'আক'ীদাঃ (দ্র.)-তে এবং কর্তব্য ও অকর্তব্য সম্বন্ধীয় মূল আহ্‌'কামে ইখ্‌তিলাফের কোন অবকাশ নাই। 'আক'াইদ ও আহ'কামের ব্যাখ্যায় ইখ্‌তিলাফ সৃষ্টি হয় সাধারণত শাখা-প্রশাখায়। ছোটখাট মতানৈক্য স্বাভাবিক, এই মতের সমর্থনে হ'াদীছে' উক্ত হইয়াছেঃ মুসলিমদের মধ্যে ইখ্‌তিলাফ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিশেষ। এই হ'াদীছ'টি খলীফাদের কাহারো উক্তিরূপে গৃহীত; পরবর্তীতে হযরত (স')-এর প্রতিও আরোপিত হইয়াছে। ফিক্‌'হ্‌ আলোচনার প্রারম্ভ হইতে লিপিবদ্ধ এইরূপ ইখ্‌তিলাফের সমষ্টি একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-ভাণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছে। ইখ্‌তিলাফ সম্বন্ধে প্রাচীনতম গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছেঃ ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) রচিত ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) ও ইমাম আল্‌-আওযা'ঈ (র)-এর মধ্যে এবং ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ ও ইমাম আবূ লায়লা (র)-এর মধ্যে ইখ্‌তিলাফ সম্পর্কীয় পুস্তকগুলি (কায়রো, ১৩৫৭, ইমাম শাফি'ঈ (র) কৃত "আল-উম্ম" ৭খ, ৩০৩ পৃ. এবং ৮৭ পৃ.); ইরাক ও মদীনার ফাক'ীহ্‌দের মধ্যে ইখ্‌তিলাফ সম্বন্ধে ইমাম মুহ'াম্মাদ আশ-শায়বানী (র)-কৃত কিতাবু'ল-হ'াজ্জ (লখ্‌নৌ ১৮৮৮, তু. উম্ম ৭খ, ২৭৭ প.); কিতাবু ইখ্‌তিলাফি মালিক ওয়া'শ-শাফি'ঈ (উম্ম, ৭খ, ১৭৭ প.); শাফি'ঈ (র)-কৃত কিতাবু ইখ্‌তিলাফি 'আলী ও 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাস্‌'উদ (রা) (উম্ম, ৭খ, ১৫১ প.)। শেষোক্ত গ্রন্থে ইরাকীগণ 'আলী (রা) ও ইব্‌ন মাস্‌'উদ (রা) কর্তৃক গৃহীত হ'াদীছ' সম্বন্ধে যে-সকল বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করেন, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) Snouck Hurgronje, in RHR, xxxvii. 178 প. (verspr. Geschr. ii. 306 প.; (২) Goldziher, Die Zahiriten, P. 94-102; (৩) do., Vorlesungen uber den Islam. p. 51-53; (৪) do., in Beitrage zur Religionswiss., by the Society for the Study of Religions in Stockholm, i. (1913/1914), p. 115—142; (৫) F. Kern, in ZDMG., lv. 61-73 and his Introduction (Arabic) to his edition of Tabari, ইখ্‌তিলাফু'ল-ফুক'াহা' (কায়রো ১৯০২); (৬) J. Schacht, Das konstantinopler Fragment des kitab Ikhtilaf al-Fuqaha' des Abu Ga'far Muh. b. Garir al-Tabari, Leyden 1933; (৭) do., The Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford 1950); (৮) A. J. Wensinck, The Muslim Creed, Cambridge 1932, index.

J. Goldziher (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ইখ্‌লাস' (اخلاص) পরিষ্কার, খাঁটি ও নির্মল রাখা, সংমিশ্রণ হইতে মুক্ত রাখা। اخلاص الدين لله অর্থাৎ দীন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, এই অর্থে কু'রআন ৪ঃ ১৪৬, ৭ঃ ২৯, ১০ঃ ২৩, ৩৯ঃ ১১, ১৪ ইত্যাদি আয়াতে ইহার ব্যবহার হইয়াছে। ব্যবহারিকভাবে ইখ্‌লাস' শব্দটির অর্থ অখণ্ড অনুরক্তি, ইহা শির্‌ক (দ্র.) বা ইশ্‌রাক-এর বিপরীতার্থক। কু'রআনের ১১২ তম সূরাঃ আল্লাহ্‌র একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের উপর জোর দেয় এবং তাঁহার কোন সমকক্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। তজ্জন্য ইহা সূরাতু'ল-ইখ্‌লাস' অথবা সূরাতু'ত-তাওহ'ীদ নামে অভিহিত হয়।

যেই উপাসনায় আল্লাহ্‌ই একমাত্র লক্ষ্য না হয়, বরং কোন স্বার্থ বা বাসনা পোষণ (তু. Goldziher. Vorlesungen. p. 46 করা হয় সেই সবই শির্‌ক রূপে গণ্য। আল-গাযালীর মতে উপরোক্ত পারিভাষিক অর্থ ভিন্ন ইখ্‌লাস'-এর তাৎপর্য হইলঃ কোন কর্মে শুধু একটি মাত্র উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, যে ব্যক্তি শুধু লোক দেখাইবার ইচ্ছায় ভিক্ষা দেয়, অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তাহার এই কর্মটিতেও এক ধরনের ইখ্‌লাস' রহিয়াছে, তবে তাহা সত্যিকার মু'মিনের ইখ্‌লাস' নহে 'ইখ্‌লাস' এক মাত্র আল্লাহ্‌র নৈকট্য বা *সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা* এবং এই আদর্শকে যাবতীয় আনুষঙ্গিক চিন্তা হইতে মুক্ত রাখা বুঝায়। এই অর্থে ইহা رياء ও سمعة অর্থাৎ যথাক্রমে লোককে দেখান বা শোনান-এর বাসনার বিপরীতার্থক। ইখ্‌লাস' চায় যাবতীয় আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক কার্যকলাপে নিঃস্বার্থপরতা এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরক্তিতে বিঘ্ন উৎপাদক স্বার্থপর উপাদানের বিলোপ। ইখ্‌লাসে'র সর্বোচ্চ পর্যায়ে ইখ্‌লাসে'র চেতনাটিও অন্তর্হিত হইতে হইবে এবং ইহকালে বা পরকালে আল্লাহ্‌র পুরস্কারের সর্বপ্রকার চিন্তা বিসর্জন দিতে হইবে তু. আল্‌-কু'শায়রী, আর-রিসালাতু ফী 'ইলমি'ত-তাস'াওউফ, কায়রো ১৩১৮, পৃ. ১১১-৪; আল-হারাব'ী, মানাযিলু'স-সাইরীন, কায়রো ১৩২৬, পৃ. ১৬ প.; আল-গ'াযালী, ইহ'য়া', কায়রো ১২৮২, ৪খ, ৩২৩-৩৩২, ed. with Commentary of al-Murtada, Cairo 1311, x. 42 প.; transl. by H. Bauer, Islamische Ethik, l. uber Intention, reine Absicht' u. Wahrhaftigkeit etc., Halle a. S. 1916, p. 45 প.; R. Hartmann, al-kuschairis Darstellung des Sufitums (Turk. Bibl., vol. xviii) p. 15 প., 59, 60.

C. Van Aremdonk (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইছ্‌না 'আশারীয়াঃ (اثنا عشرية), যে-সকল শী'আঃ একাদিক্রমে বারজন ইমামে বিশ্বাসী তাঁহাদিগের প্রতি প্রযুক্ত আখ্যা। তাঁহাদের মতে, ইমামাত 'আলী আর-রিদ'া হইতে তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদ আত-তাক'ী, তৎপর মুহ'াম্মাদের পুত্র 'আলী আন-নাক'ী, অতঃপর তৎপুত্র আল্‌-হ'াসান আল-'আস্‌কারী আয-যাকী এবং সর্বশেষে মুহ'াম্মাদ আল্‌-মাহ্‌দী-র নিকট হস্তান্তরিত হয়, মুহ'াম্মাদ আল-মাহ্‌দী অদৃশ্য হইয়া যান, কি'য়ামাতের পূর্বে পুনরায় আসিয়া শেষ রায় দিবেন এবং পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করিবেন। বারজন ইমামের অনুক্রম নিম্নলিখিত রূপঃ

১। 'আলী আল-মুরতাদ'া; ২। আল-হ'াসান আল-মুজ-তাবা; ৩। আল-হ'সায়ন আশ-শাহীদ; ৪। 'আলী যায়নু'ল-'আবিদীন আস-সাজ্জাদ; ৫। মুহ'াম্মাদ আল-বাকি'র; ৬। জা'ফার আস'-স'াদিক'; ৭। মূসা আল-কাজি'ম; ৮। 'আলী আর-রিদ'া; ৯। মুহ'াম্মাদ আত-তাক'ী; ১০। 'আলী আন-নাক'ী; ১১। আল-হ'াসান আল-'আস্‌কারী আয-যাকী; ১২। মুহ'াম্মাদ আল-মাহ্‌দী আল-হ'জ্জাঃ।

এইভাবেই ৫ম/১১শ শতাব্দী হইতে শী'আঃদের মধ্যে সুনির্দিষ্টরূপে

রূপে ইমামাতের উত্তরাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু এই সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে সর্বদা মতৈক্য রাখিতে পারে নাই। একদা ইহারা অন্যূন একাদশটি দলে বিভক্ত ছিল; কোন দলেরই বিশেষ কোন নাম ছিল না। তাহাদের মধ্যে দলীয় মতপার্থক্যের নমুনা এই রূপ: ১। আল-হ'াসান আল-'আস্কারী মারা যান নাই, তিনি অনুপস্থিত মাত্র; ২। নিঃসন্তান অবস্থায় আল-হ'াসানের মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি মৃতদের মধ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিবেন; ৩। আল-হ'াসান তাঁহার ভ্রাতা জা'ফারকে উইল সূত্রে মনোনয়ন দান করেন; ৪। উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় জা'ফারের মৃত্যু হয়; ৫। 'আলী (রা)-র পুত্র মুহ'াম্মাদই ইমাম; ৬। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে আল-হ'াসানের এক পুত্র হয়, তাঁহাকে মুহ'াম্মাদ নামে অভিহিত করা হইত; ৭। তাঁহার বাস্তব একটি পুত্র ছিল, কিন্তু পিতার মৃত্যুর আট মাস পরে তাঁহার জন্ম হয়; ৮। আল-হ'াসান নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এবং মানুষের পাপের দরুন পৃথিবী ইমামশূন্য রহিয়াছে; ৯। আল-হ'াসানের একটি পুত্র ছিল, কিন্তু তিনি অপরিচিত থাকেন; ১০। একজন ইমামের অস্তিত্ব অপরিহার্য, কিন্তু তিনি আল-হ'াসানের বংশধর কিংবা বংশধর নহেন—তাহা জানা যায় না; ১২। 'আলী আর-রিদ'ার পর ইমামাতে ছেদ পড়িয়াছে এবং সর্বশেষ ইমামের প্রতীক্ষা করা হইতেছে; এই মতের কারণে শেষোক্ত দলের নাম ওয়াকি'ফিয়্যাঃ অর্থাৎ যাহারা ইমামের মৃত্যু সম্পর্কে তাহাদের রায় মুলতবী রাখে।

ইছ্'না 'আশারীয়াঃ সম্প্রদায়কে প্রথম দিকে ক'াত'ঈয়াঃ (قطعية) বলা হইত, কারণ তাহারা ছিল ওয়াকি'ফিয়্যাঃদের বিপরীত অর্থাৎ ইমামের মৃত্যুর বাস্তবতায় বিশ্বাসী, অথবা অন্যান্যদের মতে যেহেতু তাহারা জা'ফারের পুত্র মূসা আল-কাজি'মের পর ইমামাতের ক্রম ছিন্ন করে; উদ্দেশ্য একচেটিয়াভাবে ইমামাত তাঁহার বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। অন্যেরা মূসা-র মৃত্যুর পরে 'আলী আর-রিদ'াকে বাদ দিয়া তাঁহার (মূসার) পুত্র আহ'মাদের ইমামাত স্বীকার করে। ইহাও বলা হয় যে, 'আলী আর-রিদ'ার পুত্র মুহ'াম্মাদ তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে অত্যন্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে ইমামাতের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অন্যেরা তাঁহার ইমামাতের অধিকার স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাঁহার কোন পুত্র, মূসা—না 'আলী, তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবেন—এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। 'আলীর পরে জা'ফার ও আল-হ'াসানের উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও একই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যাহারা আল-হ'াসান আল-'আস্কারীর ইমামাত স্বীকার করিত, তাহারা মনোনীত ইমামকে একজন অজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করিত; তজ্জন্য আপত্তিকারীরা তাহাদিগকে "আল-হি'মারিয়্যাঃ" বলিয়া অভিহিত করিত। আল-হ'াসানের মৃত্যুর পরে কেহ কেহ মিথ্যা দাবীদার জা'ফার নামধারী জিনি কোন দাসীর গর্ভজাত পুত্রকে ইমামরূপে গ্রহণ করে; কারণ তাহাদের মতে আল-হ'াসান কোন সন্তান রাখিয়া যান নাই।

স'াফাব'ী শাসকগণ মূসা আল-কাজি'মের বংশধর বলিয়া দাবী করেন; তাঁহারা শী'আঃ, বিশেষভাবে ইছ্'না 'আশারীয়াঃ মতবাদকে পারস্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করেন; এখনও উহাই রাষ্ট্রীয় ধর্ম। শাহ্ ইস্মা'ঈল (৯০৬/১৫০০) তাঁহার সিংহাসনারোহণের পর আয'ারবায়জানের প্রচারকদিগকে খুত্'বায় প্রশস্তিসহ বার ইমামের নাম উল্লেখ করিতে এবং মুআয্'যি'নগণকে "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, 'আলী আল্লাহর ওয়ালী" এই শী'আঃ বাক্যটি আয'ানের সহিত যোগ করিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আদেশ দেন। সৈন্যরা যে-কোন আপত্তিকারীকে হত্যা করিতে আদিষ্ট হয়। পারস্যবাসীদের মধ্যে বার-ইমামী মতবাদ অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের মতে স্রষ্টার সহিত একাত্ম পুরুষ হিসাবে এই ইমামগণ পৃথিবীর গতি নিয়ন্ত্রিত করেন এবং উহার সংরক্ষণ ও পরিচালনা করেন, তাঁহাদের অনুসরণে সার্বিক মুক্তি, অবাধ্যতায় সমূহ বিনাশ (Gobineau, Religions et philosophies, ৬০), তাঁহাদের পরিচালনা, তাঁহাদের সুপারিশ (توسل) অপরিহার্য। তাঁহাদের জন্য বিশেষ সূত্রসম্বলিত প্রার্থনা নির্ধারিত আছে; 'আলী (রা) এবং ফাতি'মাঃ (রা)-এর কাছে রবিবার খুবই পুণ্যময়, প্রত্যেক দিনের দ্বিতীয় ঘন্টা আল-হ'াসানের কাছে, তৃতীয় ঘন্টা আল-হ'সায়নের কাছে, চতুর্থ ঘন্টা যায়নু'ল-'আবিদীনের কাছে পবিত্ররূপে গণ্য করা হয়। তাঁহাদের কবর যিয়ারাতে বিশেষ পুরস্কার লাভ হয় (মুহ'াম্মাদ রিদ'া, জান্নাতু'ল-খুলদ)।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) আল-বাগ'দাদী, আল-ফারক', পৃ. ৪৭; (২) ইব্ন হ'াষ্ম, আল-ফাস্'ল, তু. I. Friedlaender, The Heterodoxies of the shi'ites, Index; (৩) আশ-শাহ্রাস্তানী, পৃ. ১৭, ১২৮ প.(transl. Haarbrucker. p. 25, 193 প.); (৪) আবু'ল-মা'আলী, বায়ানু'ল-আদ্য়ান, সম্পা. 'আব্বাস ইক'বাল, তেহরান ১৩১২; (৫) আদ-দিয়ারবাকরী, আল-খামীস, ২খ, ২৮৬-৮; (৬) মুত'াহ্হার ইব্ন ত'াহির আল-মাক'দিসী (Pseudo-Balkhi), কিতাবু'ল-বাদ', ed. and transl. Cl. Huart, V. (1916), পৃ. ১৩২ প.; (৭) Ibn Babuye al-Kummi, কিতাবু কামালি'দ-দীন etc., আংশিক সম্পা. Moller, (Beitr Mahdi lehre des Islams, Heidelberg 1901); (৮) আল-হি'ল্লী, আল-বাবু'ল-হ'াদী 'আশার, Transl. W. M. Miller (London 1928); (৯) Goldziher, Vorlesungen, Index, দ্র. Zwolfer; (১০) D. M. Donaldson, The Shi'ite Religion, London 1933; (১১) R. Strothmann, Die Zwolfer Schi'a, 1916.

Cl. Huart (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইজতিহাদ (اجتهاد), কোন কিছু হাসিলের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা। ইসলামী পরিভাষায় শারী'আতের কোন নির্দেশ সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা ও সাধনার নাম ইজ্তিহাদ। পবিত্র কু'রআন ও সুন্নাঃ-র ভিত্তিতে কি'য়াস (দ্র.) প্রয়োগ করিয়া ইজ্তিহাদ করা হইয়া থাকে। ইসলামের প্রথম যুগে কি'য়াস এবং ইজ্তিহাদ একই অর্থে ব্যবহৃত হইত (দেখুন শাফি'ঈ, রিসালাঃ, কায়রো ১৩১২, পৃ. বাবু'ল-ইজ্মা')। যিনি ইজ্তিহাদ করেন তাঁহাকে মুজ্তাহিদ বলা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিচার-বিবেচনা ব্যতিরেকে অপরের মত মানিয়া লয়, তাহাকে মুক'াল্লিদ বলা হয়।

পবিত্র কু'রআনে বহু সংখ্যক আয়াতে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা, গবেষণা ও সাধনার নির্দেশ রহিয়াছে। হ'াদীছ' শরীফে বর্ণিত আছে: রাসূল (স') মু'আয' ইব্ন আল-জাবালকে আমীর নিযুক্ত করিয়া য়ামানে পাঠাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মু'আয'! তুমি তথায় কিভাবে বিচার-মীমাংসা করিবে?" মু'আয' উত্তর করিলেন, "আল্লাহর কিতাব অনুসারে।" রাসূল (স') বলিলেন, "যদি তুমি কু'রআনে কোন নির্দেশ খুঁজিয়া না পাও?" মু'আয' বলিলেন,

"তাহা হইলে আমি নবীর সুন্নাতের অনুসরণ করিব।" রাসূল (স') বলিলেন, "যদি তুমি সুন্নাতেও ঐরূপ কিছু না পাও?" মু'আয' বলিলেন, "তাহা হইলে আমি আমার বিবেচনা প্রয়োগে (সমাধান লাভের) যথাসাধ্য চেষ্টা করিব ও তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না।" তখন রাসূল (স') তাঁহার বক্ষে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি তাঁহার রাসূলের দূতকে তাঁহার (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন" (মিশকাতু'ল-মাস'াবীহ', দিল্লী, ৩২৪ পৃ.)। অপর এক হ'াদীছে' বর্ণিত আছে, নবী (স') বলিয়াছেন, "যদি কেহ ইজ্‌তিহাদ করিতে যাইয়া ভুলও করিয়া বসে তাহা হইলেও সে উহার জন্য একটি পুণ্য হাসিল করিবে। পক্ষান্তরে তাহার ইজ্‌তিহাদ ঠিক হইলে সে উহার জন্য দ্বিগুণ পুণ্য পাইবে।"

ইজ্‌তিহাদ সাধারণত তিন প্রকার:

১। ইজ্‌তিহাদ মুত্'লাক' বা ব্যাপক ইজ্‌তিহাদ: ইহা কোন নির্দিষ্ট মায'হাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা মাস'আলার সহিত যুক্ত নহে, বরং ধর্মীয় সমস্ত আহ'কামের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। ইহা সর্বোচ্চ প্রকারের ইজ্‌তিহাদ। এই প্রকারের ইজ্‌তিহাদের জন্য মুজ্‌তাহিদকে অবশ্যই কুর'আন, সুন্নাঃ, ইজ্‌মা' ও কি'য়াস এবং উহাদের সহিত সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে। 'আরবী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট দখল থাকা একান্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু কু'রআন ও সুন্নাঃ বর্ণিত আদেশ-নিষেধ, উহার শ্রেণীসমূহ এবং যুক্তি-প্রমাণের ধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহাকে অবশ্যই পারদর্শী হইতে হইবে। বিশিষ্ট স'াহ'াবীগণ এবং প্রথম শ্রেণীর ইমামগণই এইরূপ ইজ্‌তিহাদের অধিকারী ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শারী'আতের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া মুজ্‌তাহিদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে বরং যে মাস্'আলাঃ সম্পর্কে ইজ্‌তিহাদ করিবেন সেই সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে।

(২) ইজ্‌তিহাদ ফি'ল-মায্'হাব বা নির্দিষ্ট কোন মায'-হাবের সহিত সম্পর্কিত ইজ্‌তিহাদ: কোন মায্'হাবের প্রতিষ্ঠাতা (ইমাম) কর্তৃক প্রবর্তিত ধারা ও পদ্ধতি অনুসরণে এই প্রকারের ইজ্‌তিহাদ সাধিত হইয়া থাকে। উহা প্রথম প্রকারের ইজ্‌তিহাদ হইতে নিম্ন স্তরের। ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর অনুসরণে ইমাম মুহ'াম্মাদ ও আবূ য়ূসুফ (র) এবং ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর অনুসরণে ইমাম নাওয়াব'ী এই শ্রেণীর মুজ্‌তাহিদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(৩) ইজ্‌তিহাদ ফি'ল-ফাতওয়া অর্থাৎ বিভিন্ন ফাত্ওয়া সম্পর্কে ইজ্‌তিহাদ: এই প্রকারের ইজ্‌তিহাদে যে সকল মাস্'আলাঃ সম্পর্কে ইজ্‌তিহাদ করা হয়, মুজতাহিদের পক্ষে শুধু সেই প্রকার মাস্'আলাঃ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়াই যথেষ্ট। ইহা দ্বিতীয় প্রকারের ইজ্‌তিহাদ হইতেও নিম্নমানের। বিভিন্ন মায্'হাবের সুপ্রসিদ্ধ মুফ্‌তীগণ এই শ্রেণীর মুজ্‌তাহিদের অন্তর্ভুক্ত।

অনেক ক্ষেত্রে একই মাস'আলাঃ সম্পর্কে বিভিন্ন মুজ্‌তাহিদ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তাঁহা-দের প্রত্যেকের অভিমতই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য কিনা। ইহার সমাধান কল্পে বলা হইয়া থাকে যে, মুজতাহিদগণের অভিমত যদি পরস্পর-বিরোধী না হয় তাহা হইলে ক্ষেত্র বিশেষে উহার প্রত্যেকটিই সঠিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে পরস্পর-বিরোধী অভিমত হইলে—হ'ানাফীদের মতে, ফাত্ওয়াগুলির মধ্যে যে কোন একটির অনুসরণ করা যাইতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কোন বিষয়ে কোন মুজ্‌তাহিদের ইজ্‌তিহাদ ভুল প্রমাণিত হইলে তাঁহার পক্ষে উক্ত মত পরিহার করা একান্ত কর্তব্য।

সাধারণত মনে করা হয় যে, বর্তমান কালে ইজ্‌তিহাদের দ্বার রুদ্ধ, কাহারও পক্ষে এই যুগে ইজ্‌তিহাদ করা সম্ভব নহে। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা। কেননা, বর্তমান যুগে যদি কেহ ইজ্‌তিহাদের জন্য আবশ্যক যাবতীয় গুণ ও জ্ঞানের অধিকারী হন তাহা হইলে নির্দিষ্ট সীমা ও শর্তাধীনে ইজ্‌তিহাদ করা তাঁহার পক্ষে অবৈধ ও অসম্ভব নহে।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) কাশ্শাফ, ইস্'তি'লাহ'াতু'ল-ফুনূন, ১৯.. পৃ. ১১৮। (২) Dictionary of Islam, P. 197, 199। (৩) The Religion of Islam, p. 31-36। (৪) নূরু'ল-আন্ওয়ার, p. 46-49। (৫) উস্'ূল-ক'ারাফী, শার্হ' তান্ক'ীহ্'ল-ফুস্'ূল ফি'ল-উস্'ূল, কায়রো ১৩০৬, পৃ. ১৮ প., (৬) ঐ গ্রন্থের হ'াশিয়ায়, জুওয়ায়নী কৃত ওয়ারাক'াত-এর উপর মাহ'াল্লী কৃত শার্হ'-এর আহ'মাদ ইব্ন ক'াসিম-এর শার্হ', পৃ. ১১৪ প.। (৭) Snouck Hurgronje, Le Droit musulman, in RHR, XXXVii., বি. স্থা.। (৮) review of Sachau's Mohammedanisches Recht, in ZDMG, liii, 139. প. (Versp. Geschr. ii 369)। (৯) Juynboll, Handb. d. Islam, Ges., p. 32 প.।
D. B. Macdonald (S. E. I.)/মুহম্মদ আলাউদ্দীন আযহারী

ইজমা' (اجماع), একমত হওয়া। রাসূল (সা' -এর ইন্তিকালের পর ধর্মীয় যে কোন ব্যাপারে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুজ্‌তাহিদগণের একমত হওয়াকে পরিভাষাগতভাবে ইজ্‌মা' বলা হয়। যে চারিটি উস্'ূল বা মূলনীতি অনুযায়ী ইসলামের বিধান-সমূহ স্থিরীকৃত—ইজ্‌মা' উহাদের অন্যতম। কু'রআন এবং সুন্নাঃ-র পরেই ইহার স্থান।

পবিত্র কু'রআনের বিভিন্ন স্থানে পরোক্ষভাবে ইজ্‌মা'র প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হ'াদীছ' শরীফে বর্ণিত আছে, নবী (স') বলিয়াছেন: আমার উম্মতগণ কখনও কোন ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হইবে না। সাধারণত যে-সকল বিষয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয় উহার কোন কোনটিতে ইজ্‌মা' হইয়া থাকে। ইজ্‌মা' কোন নির্দিষ্ট পরিষদ বা কাউন্সিলে স্থির করা হয় নাই। স্বাভাবিকভাবে এবং ক্রমান্বয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুজ্‌তাহিদগণের মতৈক্যে ইহা সাধিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত উপায়ে কোন ইজ্‌মা' সাধিত হইলে উহা দলীল (হুজ্জাত)-রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। যে ইজ্‌মা' দলীলে পরিণত হয় তাহা মানিয়া চলা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। অধিকন্তু কোন ইজ্‌মা' দলীলে পরিণত হইলে উহা পরবর্তী সমস্ত যুগের জন্যই গ্রহণীয় হইবে।

ইজ্‌মা' প্রধানত দুই প্রকার: (১) ইজ্‌মা'উ'স্'-স'াহ'াবাঃ বা স'াহ'াবীগণের ইজ্‌মা'। (২) ইজ্‌মা'উ'ল-উম্মাঃ বা মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজ্‌মা'। স'াহ'াবীদের মধ্যে বিশিষ্ট মুজ্‌তাহিদগণ যে সকল বিষয়ে একমত হইয়াছেন উহাকে ইজ্‌মা'উ'স'-স'াহ'াবাঃ বলা হয়। পক্ষান্তরে স'াহ'াবীদের পরবর্তী যুগে মুসলিম সম্প্র-দায়ের বিশিষ্ট মুজ্‌তাহিদগণ যে সকল বিষয়ে একমত হইয়া-ছেন তাহাকে ইজ্‌মা'উ'ল-উম্মাঃ বলা হয়। ইজ্‌মা'উ'স্'-স'াহ'াবাকে দলীলরূপে গ্রহণ করা সম্পর্কে অধিকাংশ 'আলিম একমত হইলেও ইজ্‌মা'উ'ল-উম্মাঃ-র দলীল হওয়া সম্পর্কে 'আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কোন কোন 'আলিমের

মতে সা'হা'বীদের যুগে ইজ্মা' সম্ভবপর হইয়া থাকিলেও পরবর্তী যুগে মুসলিম জাহানের বিস্তৃতির দরুন এবং বিভিন্ন মায্'হাব ও মতবাদের সৃষ্টি হওয়ায় কোন ইজ্মা' সম্ভবপর হয় নাই। আহ্ল আল-হ'াদীছ' সম্প্রদায়ের মতে উক্ত কারণে সা'হ'াবীদের ইজ্মা' ব্যতীত অন্য কোন ইজ্মা' দলীলরূপে স্বীকার্য নহে। অন্যপক্ষে শী'আঃ সম্প্রদায় কখনও সুন্নী সম্প্রদায়ের ইজ্মা' স্বীকার করেন না। সুন্নী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুজ্তাহিদগণ যে সকল ব্যাপারে একমত হইয়াছেন উহাকে তাঁহারা ইজ্মা'উ'ল-উম্মাঃ-র গুরুত্ব দান করেন না।

ইজ্মা' সাধারণত তিন প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে : (১) ক'াওল বা কথায়, (২) ফি'ল বা কার্যে, (৩) তাক'রীর বা সমর্থনে এবং উহা যথাক্রমে আল-ইজ্মা'উ'ল-ক'াওলী, আল-ইজ্মা'উ'ল-ফি'লী এবং আল্-ইজ্মা'উ'ত্-তাক'রীরী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থান বা শহর এবং বিশেষ সম্প্রদায় ও মায'হাবের বিশিষ্ট মুজতাহিদগণের অভিমত ইজ্মা'-রূপে গণ্য হইয়াছে। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র) মদীনাবাসী 'আলিমদের ঐক্যমত ও কার্যকলাপকেই প্রধানত ইজ্মা'-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে কূফা ও বসরাবাসী 'আলিম-গণের ঐক্যমতও অনেক সময় বিশেষ ইজ্মা'-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। অধিকন্তু কখনও কখনও নির্দিষ্ট মায্'হাব এবং সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুজ্তাহিদগণের অভিমতকেও ইজ্মা'-রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা, "সুন্নী 'আলিমদের ইজ্মা', হ'ানাফী বা শাফি'ঈ 'আলিমদের ইজ্মা' ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) শাফি'ঈ, রিসালাঃ, সম্পা., কায়রো ১৩১২, পৃ. ১২৫ প.; (২) আল-ক'ারাফী, শারহ' তান্ক'ীহ'ি'ল-ফুসূ'ল ফি'ল-উসূ'ল, সম্পা., কায়রো ১৩০৬, পৃ. ১৪০ প.; আরও ঐ হ'াশিয়া, পৃ. ১৫৬; (৩) Goldziher, Zahiriten, p. 32 প.; (৪) do., Muh. studien, ii. 85, 139, 214, 284; (৫) do., vorlesungen, by index; (৬) Snouck Hurgronje, Le Droit Musulman, in RHR, xxxvii., পৃ. 15 প., 174 প. (=Verspr. Geschr. ii. 296 প., 303 প.), (৭) Juynboll, Handb. des islam Gesetzes, p. 46-49; (৮) Bergstrasser, Grundzuge des isl. Rechts, Index; (৯) 'আলী 'আব্দু'র-রাযিক', আল-ইজ্মা' ফি'শ-শারী'আতি'ল-ইসলামিয়্যাঃ, কায়রো ১৯৪৭; (১০) 'আলী কাশ্শাফ, ইস'তি'লাহ'াতি'ল-ফুনূন, পৃ. ২৩৮; (১১) Dictionary of Islam, p. 197; (১২) The Religion of Islam. p. 29-31; (১৩) নূর'ল-আনওয়ার, p. 23, উসূ'ল।

D. B. Macdonald (S. E. I.) মুহম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী

ই'তিক'াদ (اعتقاد), কোন বিষয়ে বিশেষরূপে বিশ্বাস। ইহা শুধু ইংরেজী Thinking ও জার্মান Glauben-এর অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে অথবা ইহাকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত অনুভূতির অর্থেও ব্যবহার করা হয়। শব্দটি যখন বিশেষ কোন ধর্মতাত্ত্বিক মতে বিশ্বাস সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় (Lane, Dozy, supplement) তখন ইহা 'তাস'দীক'' (কোন বস্তুকে সত্য বলিয়া দৃঢ়ভাবে গ্রহণ)-এর সমার্থক। ঈমানের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, কাহারও কাহারও মতে ইক'রার ও 'আমাল (স্বীকৃতি ও কর্ম) ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আল্-তাফ্তাযানী তৎকৃত 'আক'াইদ নাসাফী-র ভাষ্যে (সম্পা. কায়রো ১৩২১, পৃ. ৭) বলিয়াছেন যে, শারী'আতের কতক-গুলি আহ্'কামের সম্পর্ক হয় কর্মের সহিত। এইরূপ আহ্'কাম-কে فرعية (فرع-শাখা) ও عملية (عمل-কর্ম) বলা হয়। পক্ষান্তরে অপর কতকগুলি আহ্'কামের সম্পর্ক হয় বিশ্বাসের (ই'তিক'াদ) সহিত। এইগুলি اصلية (اصل-মূল) ও ই'তি-ক'াদিয়্যাঃ নামে অভিহিত হয় (দ্র. আল-বাজুরী, হ'াশিয়াঃ 'আলা শারহ' ইব্ন ক'াসিম, কায়রো ১৩২১, ১খ, ২০; হ'াশিয়াঃ 'আলা মাত্নি'স-সানূসিয়্যাঃ, কায়রো ১২৮৩, পৃ. ১১ প.; Luciani, Les prolegomenes theol. de Senoussi, p. 4 প.; Dict. of Tech. Terms, দ্র. হ'ক্ম। ফলে 'আল-ই'তিকা'-দাত অনেকটা আল-'আক'াইদ (ধর্মীয় মতবাদ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটির সূক্ষ্ম কালামী (ধর্মতাত্ত্বিক) সংজ্ঞা দান খুবই জটিল। Dictionary of Techn. Terms-এ (৯৫৪ পৃ.) শব্দটির দুইটি ব্যবহারের পার্থক্য দেখান হইয়াছে; এক অর্থে ইহা সাধারণভাবে পরিজ্ঞাত "দৃঢ় বিশ্বাস"-কে বুঝায়। ইহার অপর অর্থ "আস্থা বা নিশ্চয়তা"। প্রথম অর্থে ইহা একটি মানসিক সিদ্ধান্ত যাহা শর্তশূন্য (জাযিম), কিন্তু ইহাতে সন্দেহের অবকাশ (য়াক'বালু'ত্-তাশ্কীক)-আছে; দ্বিতীয়টিও একটি পরিপূর্ণ বা প্রবল মানসিক সিদ্ধান্ত এবং 'ইল্ম (জ্ঞান) ইহার অন্তর্ভুক্ত। 'ইল্ম আবার এমন একটা মানসিক সিদ্ধান্ত যাহা বিশ্বাস, সন্দেহ এবং মত (জ'ান্ন)-এর সহিত অসমঞ্জস। দ্বিতীয়টিকে সময় সময় "নিশ্চিত জ্ঞান" (আল-'ইল্মু'ল-য়াক'ীন) বলা হয় এবং যৌগিক অজ্ঞতা (আল-জাহালু'ল-মুরাক্কাব) ইহার বহির্ভূত। যৌগিক অজ্ঞতা এমন যে, অজ্ঞ ব্যক্তি নিজেই জানে না যে, সে অজ্ঞ। অন্যেরা প্রথম অর্থে "ই'তি-ক'াদ"-কে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন : যাহা ঘটনার অনুরূপ ও যাহা অনুরূপ নহে ('ঈমান প্রবন্ধও দেখুন)।

D. B. Macdonald (S, E. I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

ই'তিকাফ (اعتكاف), একটি ইসলামী অনুষ্ঠানের নাম। এই অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠান পালনকারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পার্থিব জীবন হইতে কিছুটা আলাদা হইয়া মসজিদে অবস্থান করিতে হয়। ই'তিকাফ করা সুন্নাত মু'আক্কাদাঃ কিফায়াঃ, যদি কোন মসজিদে কেহই ই'তিকাফ না করে, তবে সুন্নাত পরিত্যাগের জন্য মহল্লার সকলেই দায়ী হইবে, যদি একজন লোকও ইহা পালন করে তবে সকলেই দায়মুক্ত হইবে। ইহা রামাদ'ান মাসের শেষ দশ দিনে করণীয় কার্যগুলির অন্যতম। ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য পবিত্র লায়লাতু'ল-ক'াদ্র-এর তালাশ এবং ইহার পুণ্যের ভাগী হওয়া। হ'াদীছ' হইতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (স') রামাদ'ানের শেষ দশ দিন মদীনার মসজিদে ই'তিকাফ করিতেন। জীবনের শেষ রামাদ'ানে তিনি বিশ দিন ব্যাপী ই'তিকাফ করিয়াছিলেন। রামাদ'ান মাসে বিশেষত ই'তিকাফের সময় জিবরীল ('আ) কু'রআন শুনিতেন এবং শুনাইতেন; জীবনের শেষ রামাদ'ানে সম্পূর্ণ কু'রআনের আবৃত্তি দুইবার হইয়াছিল। লায়লাতু'ল-ক'াদ্র সম্পর্কে দেখুন সূরাঃ ৪৪ : ৩; ৯৭ : ১-৫। কোন্ রাত্রি লায়লাতু'ল-ক'াদ্র সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ 'আলিমের মতে রামাদ'ানের শেষ দশ রাত্রির কোন এক রাত্রিতে (বিশেষত পাঁচটি বেজোড় রাত্রির এক রাত্রিতে—যথা ২১, ২৩, ২৫, ২৭, এবং ২৯ শে রামাদ'ানে) তাহা অবশ্যই হইয়া থাকে। ই'তিকাফের সময় মসজিদ হইতে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত বাহির হওয়া নিষেধ। আহারাদি

মসজিদেই করিতে হয়। ই'তিকাফের দিনগুলি নাফ্‌ল স'লাত, কু'রআান মাজীদ তিলাওয়াত প্রভৃতি সৎকর্মে অতিবাহিত করা আবশ্যক। কু'রআানে বলা হইয়াছে, "তোমরা যখন মসজিদে ই'তিকাফ কর তখন তাহাদিগকে (স্ত্রীগণকে) স্পর্শ করিও না;" সূরাঃ ২ ঃ ১৮৭।

ই'তিকাফের সময় স'াওম আবশ্যিক, মানতের ই'তিকাফেও সিয়ামে থাকিতে হইবে, নফল ই'তিকাফে তাহার প্রয়োজন হয় না। বৎসরের যে-কোন সময় মানতের এবং নফল ই'তিকাফ করা যায়। কতক্ষণ বা কয়দিন ই'তিকাফ করিবেন, নফলের ক্ষেত্রে তাহা মু'তাকিফ-এর নিয়্যত এবং ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। মানতের ই'তিকাফ কমপক্ষে পূর্ণ এক দিনের হইতে হইবে। ই'তিকাফের মূল উদ্দেশ্য একাগ্রতার সহিত আল্লাহ্‌র-সান্নিধ্য লাভের সাধনা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হ'াদীছ' ও ফিক'হ্ গ্রন্থগুলিতে রামাদ'ান ও ই'তিকাফ শীর্ষক অধ্যায়গুলি; (২) আদ-দিমাশ্‌কী, রা'হ্‌মাতু'ল-উম্মাঃ ফী ইখ্‌তিলাফি'ল-আইম্মাঃ, বুলাক' ১৩০০, পৃ. ৫০; (৩) Th. W. Juynboll, Handbuch des Islam. Gesetzes, p. 125; (৪) A. J. Wensinck, Arabic New-year, in Verhand. d. kon. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam. Afd. Letterk., Nieuwe Reeks XXV (1925), No. 2.।

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ইত্তিহ'াদ (اتحاد), এক বা একত্রাবদ্ধ হওয়া। মুসলিম মুতাকাল্লিমগণের মতে ইত্তিহ'াদ দুই প্রকার—(১) প্রকৃত (হ'াক'ীক'ী) ও (২) রূপক (মাজাযী)। প্রথম শ্রেণীর দুইটি উপবিভাগ আছে ঃ (ক) শব্দটি যদি দুইটি বস্তুর সম্পর্কে প্রযুক্ত হয় এবং বলা হয় যে, তাহারা একে পরিণত হইয়াছে, যথা—'আম্‌র যায়দ হইয়াছে অথবা যায়দ 'আম্‌র হইয়াছে; (খ) যদি শব্দটি একটি বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হয় এবং বলা হয় যে, তাহা অন্য জিনিসে পরিণত হইয়াছে, অথচ পূর্বে উহার অস্তিত্ব ছিল না। যথা—যায়দ এমন ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছে—যে ব্যক্তি পূর্বে বিদ্যমান ছিল না। প্রকৃত অর্থে ইত্তিহ'াদ নিশ্চিতরূপে অসম্ভব। এজন্যই "আল ইছ্‌'নান লা য়াত্তাহি'দান" অর্থাৎ দুই কখনও একীভূত হয় না—এই প্রবচনের উদ্ভব হইয়াছে। 'রূপক' শ্রেণীর তিনটি উপবিভাগ আছে ঃ (ক) যখন ইত্তিহ'াদ বলিতে এক বস্তুর তাৎক্ষণিক বা ক্রম-পরিবর্তনের ফলে অন্য পদার্থে পরিণত হওয়া বুঝায়। যথা, পানি বাষ্পে পরিণত হয় (এই ক্ষেত্রে পানির বিশিষ্ট রূপ অর্থাৎ তাহার তারল্য পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং গ্যাসীয় পদার্থের বিশিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হয়) বা কালো সাদা হইয়া যায় (এক্ষেত্রে কোন বস্তুর একটা গুণ অন্তর্হিত হয় এবং অন্য কোন গুণ প্রকাশ পায়); (খ) দুইটি পদার্থের মিশ্রণে তৃতীয় বস্তুর সৃষ্টি বুঝাইলে। যথা, পানি যোগে মাটি কাদাতে পরিণত হয়। (গ) এক ব্যক্তির অন্যের আকৃতিতে উপস্থিতি বুঝাইলে। যথা, মানুষের আকৃতিতে ফিরিশ্‌তা। এই তিন প্রকারের রূপক ইত্তিহ'াদ বাস্তবিকই সংঘটিত হয়। সূ'ফীদের পরিভাষায় ইত্তিহ'াদ বলিতে যে গূঢ় মিলনের ফলে সৃষ্ট জীব স্রষ্টার সহিত এক হইয়া যায় তাহাকে অথবা এইরূপ মিলন যে সম্ভবপর—সেই মতবাদকে বুঝায়। 'হ'লূল' অর্থাৎ স্রষ্টার পক্ষে সৃষ্ট জীবরূপে আবির্ভূত হওয়া কতকটা এই নীতির অনুরূপ হইলেও মিলন ব্যাপারে এই হ'লূলের ধারণাকে সূ'ফীরা সাধারণত ধর্মবিরোধী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, হ'লূল সমজাতিত্ব-বোধক, কাজেই আল্লাহ্‌র ঐক্যের (তাওহ'ীদের) খাঁটি ধারণার সহিত সঙ্গতিহীন; কারণ তাওহ'ীদবাদ একমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কাহারও প্রকৃত (হাক'ীক'ী) অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এইভাবে বুঝিতে গেলে ইত্তিহ'াদ এমন দুইটি সত্তার অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লয়, যাহারা এক হইয়া যায়। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত গোঁড়া সূ'ফীদের মতে মানুষের সত্তা দৃশ্যমান অস্তিত্বমাত্র, উহা এক অবিনশ্বর বাস্তবতায় বিলীন (ফানাা ফি'-হ'াক্'ক') হইয়া যায়। পদার্থমাত্রই আসলে অস্তিত্বহীন। আল্লাহ্‌র নিকট হইতে উহা অস্তিত্ব লাভ করে এবং এই বিবেচনায় উহা আল্লাহ্‌র সহিত এক ('আবদু'র-রায্‌যাক' আল-ক'াশানী, আল-ইত্তিহ'াদ ইস্‌'তি'লাহ'াতু'স'-সূ'ফিয়্যাঃ, Sprenger, সম্পা., ৫ পৃ.)। শব্দটা সূ'ফীদের ওয়াহ'দাত বা তাওহ'ীদের ন্যায় সময় সময় এই মতবাদ প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত হয়। 'আলী ইব্‌ন ওয়াফাা' (শা'রানী কর্তৃক আল-য়াওয়াক'ী ওয়া'ল-জাওয়াহির, বুলাক' ১১৭৭, পৃ. ৮০ প., ১৮তে উদ্ধৃত)-এর মতে সূ'ফীদের পরিভাষায় ইত্তিহ'াদের অর্থ, "আল্লাহ্ যাহা মনস্থ করেন তাহাতে সৃষ্ট জীব যাহা মনস্থ করে তাহার বিলীন হওয়া।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Dictionary of the Technical Terms used in the Sciences of the Mussalmans, ed. Sprenger, p. 1468; (২) জুর্‌জানী, তা'রীফাত, ed. Flugel, p. 6; (৩) হুজ্‌ব'ীরী, কাশ্‌ফু'ল-মাহ'জুব, tr. by Nicholson, p. 254; (৪) মাহ'মূদ শাবিস্‌তারী, গুলশান-ই-রায, ed. by Whinfield p. 452-455; (৫) Tholuck, Ssufismus, p. 141 প.; (৬) Macdonald, The Religious Attitude and Life in Islam, p. 258.

R.A. Nicholson (S.E.I.)/ড. এম. আবদুল কাদের

'ইদ্দত (عدة : 'ইদ্দাত, 'ইদ্‌দাঃ), বিধবা অথবা ত'ালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকগণের পুনর্বিবাহের পূর্বে অপেক্ষা করিবার নির্ধারিত কাল। 'ইদ্‌দাঃ শেষ হইবার পূর্বে তাহারা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না। বিধবাদের 'ইদ্‌দাঃ চারি মাস দশ দিন (দ্র. সূরাঃ ২ ঃ ২৩৪)। প্রাচীন 'আরবদের মধ্যে শোক প্রকাশের জন্য দীর্ঘতর 'ইদ্দাত নির্ধারিত ছিল। বিধবাকে একটি ক্ষুদ্র তাঁবুতে পূর্ণ এক বৎসর কাল থাকিতে হইত। তাহাকে সাজসজ্জা ও গোসল করিতে দেওয়া হইত না (তু. J. Wellhausen, Die Ehe bei den Arabern, in Nachrichten der Kgl. Gesellsch. der wissensch. zu gottingen, 1893, p. 454 প.)। প্রাচীন 'আরবদের মধ্যে ত'ালাকে'র পর 'ইদ্‌দাঃ ছিল না। কেহ ত'ালাক'-প্রাপ্তা গর্ভবতী স্ত্রীলোককে বিবাহ করিলে বিবাহের পর স্ত্রী যখন প্রসব করিত তখন এই স্বামীই সেই সন্তানের পিতারূপে গণ্য হইত যদিও পূর্ব স্বামীই প্রকৃত পিতা। ইসলামের বিধানে সন্তানের প্রকৃত পিতাই পিতৃত্বের দাবীদার। সন্তানের পিতৃত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইবার প্রয়োজনে 'ইদ্‌দাঃ-এর মধ্যে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে অনুমতি দেওয়া হয় না। এই সময়ে স্ত্রী কোন সন্তান প্রসব করিলে ত'ালাক'দাতা স্বামীই সেই সন্তানের পিতা এবং সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব তাহারই। ত'ালাকে'র পর তিন কু'রূ' (قروء)-তে 'ইদ্‌দাঃ পূর্ণ হয়; (দুই ঋতুর মধ্যবর্তী পরিষ্কার সময়কে বলা হয় قرء। মতান্তরে দুই পরিষ্কার সময়ের মধ্যবর্তী ঋতুর সময়কে قرء বলে।

এইরূপ তিন قُرْء-তে এক 'ইদ্দাঃ হয়)। যে স্ত্রীলোকের ঋতু হয় নাই বা বন্ধ হইয়াছে, তাহার 'ইদ্দাঃ তিন মাস। ত'ালাকে'র সময় যে স্ত্রীলোক গর্ভবতী থাকে তাহাকে গর্ভস্থ সন্তানের প্রসবকাল পর্যন্ত 'ইদ্দাঃ পালন করিতে হয়। বিধবা ক্রীতদাসীর 'ইদ্দাঃ ২ মাস ৫ দিন। ত'ালাক'প্রাপ্তা ক্রীতদাসীর 'ইদ্দাঃ তিন কু'রূ'-এর স্থলে দুই কু'রূ' এবং তিন মাসের স্থানে দেড় মাস। বিবাহের পর সঙ্গমের পূর্বে ত'ালাক'প্রাপ্তা হইলে কোন 'ইদ্দাঃ পালন করিতে হয় না। কিন্তু খাল্‌ওয়াতু'স'-সাহ'ীহ'াঃ (নির্জনে স্বামী-স্ত্রীর একত্র বাস) হইলে সঙ্গম হউক বা না হউক ত'ালাক'প্রাপ্তাকে 'ইদ্দাঃ পালন করিতে হইবে।

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ইদ্‌রীস (ادريس), কু'রআন শারীফের দুই স্থানে তাঁহার উল্লেখ আছে: "এবং গ্রন্থমধ্যে ইদরীসকে স্মরণ কর। নিশ্চয় সে সত্যাশ্রয়ী নবী (সংবাদবাহক) ছিল। এবং আমি তাঁহাকে এক উচ্চ স্থানে উন্নীত করিয়াছিলাম" (১৯: ৫৬, ৫৭); "এবং ইস্‌মা'ঈল, ইদ্‌রীস ও যু'ল-কিফ্‌লকে (স্মরণ কর)। তাহারা সকলে সহিষ্ণু-দিগের মধ্যে ছিল এবং আমি তাহাদিগকে আমার রাহ'মাতে দাখিল করিয়াছিলাম। নিশ্চয় তাহারা সদাচারীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিল" (২১: ৮৫-৮৬)। তাফ্‌সীর লেখকদের মধ্যে অধিক সংখ্যকের মতে ইদরীস বাইবেলের "হনোক" (ইংরেজী Enoch, হিব্রু হেনোক, 'আরবী আখনূখ اخنوخ বা খনূখ خنوخ)। তাঁহার সম্বন্ধে য়াহূদীদের বর্ণনা সূত্রে বলা হয়: "হনোক ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিলেন। পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন" (আদি পুস্তক, ৫/২৪)। ইনি কায়ন (Cain)-এর পুত্র হনোক হইতে পৃথক নহেন (আদি পুস্তক, ৪/১৭)।

খৃস্টান ধর্মগ্রন্থ apocrypha-এ বলা হইয়াছে, "সশরীরে ইনোক লোকান্তরে নীত হইলেন যেন তিনি মৃত্যু না দেখিতে পান, তাঁহার উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া গেলেন" (ইব্রীয় ১১/৫)। Noldeke অনুমান করেন যে, ইদ্‌রীস আন্দ্রেআস (Andreas) হইতে গৃহীত (ZA xvii, 84 প.), এবং R. Hartmann আন্দ্রেআস্‌কে Alexander-এর পাচক মনে করেন, যাহাকে অমরত্ব প্রদান করা হইয়াছিল (ঐ, xxiv, 314)। Noldeke এবং Hartmann-এর উক্তি কল্পনামাত্র। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহাকে মি'রাজের রাত্রে চতুর্থ আসমানে দেখিয়া-ছিলেন বলিয়া হ'াদীছে' বর্ণিত আছে। ইব্‌ন ইস্‌হ'াক' বলেনঃ ইদ্‌রীস সর্বপ্রথম কলম দ্বারা লিখেন। কা'ব হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইদ্‌রীস এক ফিরিশ্‌তার ডানাদ্বয়ের মধ্যে বসিয়া চতুর্থ আসমানে উপনীত হন। সেখানে মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। ইব্‌ন কাছ'ীর বলেনঃ ইহা য়াহূদীদের কিংবদন্তীমাত্র। মুজাহিদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইদ্‌রীস 'ঈসা ('আ)-এর ন্যায় মৃত্যু ব্যতীত আসমানে উন্নীত হইয়াছেন। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, তিনি আদম ও শীছ' ('আ)-এর পরে এবং নূহ' ('আ)-এর বহু পূর্বে নবী হন। অন্যান্যদের অনুমান যে, তিনি ইসরাঈল বংশীয় ছিলেন (ইব্‌ন কাছ'ীর, আল-বিদায়াঃ ওয়া'ন-নিহায়াঃ, মিসর, পৃ. ৯৯—১০০)। এই দুই মতের মধ্যে ঐক্যের সমাধানের জন্য কোন কোন বিদ্বান মনে করেন যে, নূহ' ('আ)-এর পূর্ববর্তীর নাম আখনুখ, তাঁহার উপাধি ইদ্‌রীস অথবা ইসরাঈল বংশীয়ের নাম ইদ্‌রীস ও ইল্‌য়াস তাঁহার উপাধি। য়াহূদী ধর্মগ্রন্থ অনুসারে ইনোকের ন্যায় ইল্‌য়াস বা Elijah-ও সশরীরে আসমানে গমন করেন (The second book of kings. ২/১১)। ইদ্‌রীস 'আরবী 'দরস' (درس) হইতে উদ্ভূত, ইহার অর্থ পাঠ বা স্মরণ। কিন্তু যামাখ্‌শারী এবং ক'ামূস অভি-ধানকার ফীরোযাবাদী বলেনঃ এই শব্দটি অর্থ-'আরবী।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) কু'রআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহের ভাষ্য, (২) ত'াবারী, ১খ, ১৭২ প.; (৩) য়া'কূ'বী, ১খ, ৮ প., ১৬৬; (৪) মাস্‌'উদী, ১খ, ৭৩; (৫) ইবনু'ল-আছ'ীর, ১খ, ৪৪; (৬) আল্‌-কিসাঈ, কি'স'াসু''ল-আন্‌বিয়া', সম্পা. Eisenberg, পৃ. ৮১ প.; (৭) ছ'া'লাবী, কি'স'াসু''ল-আন্‌বিয়া' (কায়রো ১২৯০), পৃ. ৪৩ প.; (৮) ইবনু'ল-কি'ফ্‌ত'ী (সম্পা. Lippert), পৃ. ১ প.; (৯) দিয়ারবাকরী, তা'রীখু'ল-খামীস (কায়রো ১২৮৩), পৃ. ৬৬ প.; (১০) আবূ যায়দ, কিতাবু'ল-বাদ' ওয়া'ত-তা'রীখ (সম্পা. Huart), ৩ খ. ১১ প.; (১১) Weil, Bilische Legenden der Muselmanner, p. 62 প. (১২) I. Friedlander, Die Chadhirlegende und der Alexaderroman (Leipzig 1913), Index s. Henoch and Idris; (১৩) Thorning, Beitr. z. Kenntnis des islam, Vereinswesens etc. p. 94, 96. 268 প.

ইন্‌জীল (انجيل) 'ঈসা ('আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব, গ্রীক Evangel হইতে উদ্ভূত, অর্থ সুসমাচার। কু'রআনে উক্ত হইয়াছে, "আমি তাহাকে ('ঈসা-কে) ইন্‌জীল দিয়াছিলাম" (৫: ৪৬, ৫৭: ২৭)। কু'রআন সম্বন্ধে انزلنا, اوحينا, وصينا (অর্থাৎ যথাক্রমে "আমরা অবতীর্ণ করিয়াছি", "আমরা প্রত্যাদেশ করিয়াছি", "আমরা নির্দেশ দিয়াছি") ক্রিয়া পদগুলির প্রয়োগ যেমন কু'রআনে দেখা যায়, ইন্‌জীল (এবং তাওরাত) সম্বন্ধেও সমভাবে এই পদগুলির ব্যবহার হইয়াছে (৩: ৩, ৪২: ১৩ ইত্যাদি)। وآتينه الانجيل অর্থাৎ তাহাকে ('ঈসা-কে) ইন্‌জীল দিয়াছিলাম—এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, 'ঈসা ('আ) সরাসরি আল্লাহ্‌-র নিকট হইতে ইন্‌জীল নামক কিতাবটি ওয়াহ্'য়ি (وحى) মারফৎ লাভ করিয়াছিলেন।

New Testament কু'রআনে বর্ণিত ইন্‌জীল নহে। এই গ্রন্থের বিন্যাস, বিষয়বস্তু এবং বর্ণনাভঙ্গী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহা সরাসরি وحى নহে। প্রথমত ইহাতে রহিয়াছে চারিটি Gospel: (তথা Anglo-saxon ভাষায় God spell অর্থাৎ God-story) (ক) Gospel according to St. Matthew, (খ) according to St. Mark, (গ) according to St. Luke এবং (ঘ) accodring to St. John-এই সাধু চতুষ্টয় চারিটি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তিকায় নিজেদের জ্ঞানানুযায়ী যীশুর জন্মকথা, প্রচারের ইতিকাহিনী, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, শত্রুদের চক্রান্তে যীশুর শূলবিদ্ধাবস্থায় মৃত্যুবরণ (?) এবং অবশেষে নবজীবন লাভ করিয়া স্বর্গীয় পিতার সহিত মিলন ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন নিজেদের ভাষায়—God-এর ভাষায় নহে। অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে যীশু এবং God উভয়ের কথায় উদ্ধৃতি দেখা যায়: কিন্তু বেশীর ভাগ এই চারি Saint-এর নিজস্ব বর্ণনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, মুহ'াম্মাদ (স')-এর চারিজন অনুসারী (স'াহ'াবী কিংবা তাবি'ঈ বা তাব্'ই তাবি'ঈ) যদি চারিটি পৃথক পুস্তিকায় নবীর জন্মকথা, নুবুওয়াত প্রাপ্তি এবং প্রচার জীবন ইত্যাদি বর্ণনা করেন তবে এই পুস্তক সমষ্টিকে বা ইহার কোন একটিকে যেমন কু'রআন বলা যাইবে না, তদ্রূপ কোন Gospel বা ইহাদের

সমষ্টিকেও প্রত্যাদিষ্ট ইন্‌জীল বলার যৌক্তিকতা নাই। দ্বিতীয়ত, New Testament-এ রহিয়াছে The Acts of the Apostles বা সাধুগণের ক্রিয়াকলাপ। অনুমিত হয়, St. Luke ইহার রচয়িতা। যীশুর অন্তর্ধানের পরে ৬১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে St. Peter এবং St. Paul-এর নেতৃত্বে খৃস্ট ধর্ম তথা গির্জার অগ্রগতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। স্পষ্টত ইহা যীশুর অন্তর্ধানের অনেক পরে লিখিত হইয়াছে, যীশুর প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ নহে। তৃতীয়ত, ঐ পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে একুশটি Epistle বা চিঠি, অধিকাংশই St. Paul-এর লেখা, কতিপয় ব্যক্তির নামে এবং কিছু সংখ্যক গির্জার উদ্দেশ্যে। যীশুর বহুকাল পরে উৎসাহব্যঞ্জক ধর্মোপদেশমূলক এই চিঠিগুলি রচিত হইয়াছিল। চতুর্থত New Testament-এ সংযুক্ত হইয়াছে The Revelation of St. John—the Divine শীর্ষক একখানি পুস্তিকা, কিন্তু এই পুস্তিকার ভাষায়ও সরাসরি وحى-এর কোন অবয়ব দেখা যায় না। পুস্তিকার প্রথম শ্লোকটি এইরূপ : The Revelation of Jesus Christ which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John", পুস্তিকার শিরোনাম দেখিয়া মনে হয়, ইহাতে God-এর প্রেরিত প্রত্যাদেশ (Revelation) লিপিবদ্ধ থাকার কথা। কিন্তু পুস্তিকাভ্যন্তরে দেখা যায় John-এর কতকগুলি Greetings এবং messages, যাহা এশিয়ার সাতটি গির্জার নামে লিখিত হইয়াছিল এবং Christ-এর একটি Vision বা স্বপ্নের বিস্তারিত বর্ণনাও ইহাতে রহিয়াছে। এই পুস্তিকাটিতেও John এবং Jesus-এর কথাই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, God-এর কথা উদ্ধৃতি আকারে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং কু'রআনের অনুসারীদের মতে এই সংকলন গ্রন্থখানি কু'রআনে বর্ণিত "ইন্‌জীল" পদবাচ্য নহে। যীশুর তিরোধানের বহুকাল পরে লিখিত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত বহু পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে বর্তমান New Testament (এবং Old Testament) সংকলিত হইয়াছে। Gospel কেবল চারিটি কিংবা Epistle কেবল একুশটি নহে, বরং অনেক ছিল, কিছু সংখ্যক Gospel ও Epistle এখনও বিদ্যমান এবং কোন কোন খৃস্টান সম্প্রদায়ের মতে প্রামাণ্য। তবে বর্তমান ইংরেজী বাইবেলে তাহা প্রামাণ্যরূপে গণ্য এবং অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। খৃস্টীয় ৩২৪ অব্দে রোমান সম্রাট Constantine কর্তৃক আহূত ধর্মাধিকরণদের বৈঠকে (Council of Nicea) বহু তর্ক-বিতর্কের পরও যখন—কি কি রেকর্ড বাইবেলে স্থান লাভ করিবে তাহা সর্বসম্মতভাবে স্থির করা সম্ভব হইল না, তখন Council একটি দৈব রকমের উপায়ে এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিল (Burgon, B. D., Causes of the Corruption of the Traditional Text of the Holy Gospel, ed. Edward Miller, London 1896)। উক্ত ৩২৪ খৃ. (মতান্তরে ৩৬৭ খৃ.-এর কাছাকাছি সময়ে) বাইবেলের authorised অথবা Canonised text অর্থাৎ প্রামাণ্য এবং প্রত্যায়িত পাঠ নিরূপিত হয়। ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ নিজ নিজ প্রতিলিপি ব্যবহার করিতেন। উক্ত গ্রন্থকারের এবং আধুনিক গবেষকদের মতে যাজকগণ নিছক ধর্মরক্ষা এবং ধর্মের অগ্রগতি সাধনের সাধু সংকল্পের তাগিদে বাইবেলে বিস্তর পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিয়াছেন। কু'রআনেও ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায় (২ : ৭৫, ৫ : ১৩ ইত্যাদি)। সুতরাং ঐতিহাসিক বিচারে বাইবেল বা তদ-অন্তর্গত New Testament প্রামাণ্য প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয় না।

কু'রআনে য়াহূদী এবং খৃস্টানগণকে বলা হইয়াছে, "যতদিন তোমরা তাওরাত এবং ইন্‌জীলকে প্রতিষ্ঠিত না করিবে (حتى تقيموا التوراة و الانجيل) ততদিন তোমাদের দাবী (যে তোমরা নবীদের অনুসারী এবং কিতাবধারী সম্প্রদায়) ভিত্তিহীন গণ্য হইবে।" য়াহূদী এবং খৃস্টানগণকে অবিকৃত মূলরূপে তাওরাত ও ইন্‌জীলের শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বলা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Yusuf Ali, the Holy Quran, Text Translation & Commentary, Appendices no. II & III (On Taurat & Injil), pp. 282-287, and bibliography given there ; (২) Encyclopaedia of Religion and Ethices, V. 2, 571 প.। (৩) আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, পৃ. ১৩৩-১৪০ ; (৪) Encyclopaedia Britannica, essay on Bible ; (৪) ইব্‌ন কা'য়্যিম, হিদায়াতুল-হ'বারা ; (৬) রাহ'মাতুল্লাহ কীরানাবী, ইজ'হারু'ল-হা'ক্ক' ; (৭) আবু'ল-বাকা' ওয়া সা'লিহ' তাখ্‌রীজু'ল-আনাজীল ; (৮) দা.মা.ই., পৃ. ৩০৭-১৯।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ইন্‌সানুল-কামিল (الانسان الكامل : আল-ইন্‌সানুল কামিল)-শাব্দিক অর্থ পূর্ণ মানব। সূফীদের পরিভাষায় যে উন্নত মানব আল্লাহ্‌র সহিত আত্মিক একত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে আল-ইন্‌সানু'ল-কামিল বলা হয়। আল-কু'শায়রী-র রিসালা-য় (কায়রো ১৩১৫, পৃ. ১৪০) উদ্ধৃত আবু য়াযীদ আল-বিস্‌তা'মী (মৃ. ২৬১/৮৭৪)-র কথায় দেখা যায়, আল-ইনসানু'ল-কামিল এমন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্‌র কয়েকটি গুণবাচক নামের কিছু গুণ নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করিবার পর সেই নামগুলি হইতে অতিক্রান্ত (ফানি য়াঃ, তু. ফানা) হইয়া নিখুঁত ও পূর্ণ (আল্‌-কামিল আত-তাম্ম) মানবের পর্যায়ে উপনীত হন। আমরা এ পর্যায়ের সূফী সাধককে আল-ইন্‌সানু'ল-কামিলরূপে অভিহিত করিতে পারি। সম্ভবত সর্বপ্রথম ইব্‌ন আল-'আরাবী-র লেখায় (তু. ফুসূ'সু'ল-হি'কাম, ১ম অধ্যায়) এই আখ্যাটি দেখা যায়। 'আবদু'ল-কারীম আল্‌-জীলী (৮২০/১৪১৭ সালের কাছাকাছি সময়ে ওফাত)-কৃত সুপরিচিত পুস্তক الانسان الكامل فى معرفة الاواخر و الاوائل-এর নামেও এই আখ্যাটির ব্যবহার দেখা যায়। এই সকল গ্রন্থকার সর্বেশ্বরবাদী অদ্বৈতবাদ وحدة الوجود (Pantheistic monism)-এর উপর তাঁহাদের 'পূর্ণ-মানব' (আল-ইন্‌সানু'ল-কামিল) মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী প্রকৃত সত্তার অস্তিত্ব (وجود) একমাত্র স্রষ্টার, বাকী সকলের অস্তিত্ব আপেক্ষিকমাত্র। আল-হ'াল্লাজ (দ্র.) ইতিপূর্বেই, অবিকল একই রকম না হইলেও একটি অনুরূপ মতবাদ প্রচার করেন (Massignon সম্পা. কিতাবু'ল-ত'াওয়াসীন, ১২৯ পৃ. দ্র.)। ইব্‌নুল-'আরাবী বলেন, "আল্লাহ্‌র রূপ ও বিশ্বের রূপ উভয়ই মানব তাহার সত্তার মধ্যে একত্র করে; একমাত্র মানুষের মধ্যেই ঐশী সত্তা ও উহার সমস্ত নাম ও গুণ যুগপৎ প্রকাশ লাভ করে; মানুষ হইতেছে দর্পণ যদ্দ্বারা আল্লাহ্ নিজের নিকট পরিজ্ঞাত হন, সুতরাং মানুষই সৃষ্টির চূড়ান্ত কারণ। আমরা যেই সকল গুণ দ্বারা আল্লাহ্‌কে বর্ণনা করি, আমরা নিজেরাই সেই সকল গুণ,

আমরা তাঁহার অস্তিত্বেরই বস্তু-রূপমাত্র। আমাদের অস্তিত্বের পক্ষে আল্লাহ্ যেমন প্রয়োজনীয়, ঠিক তেমনি নিজের নিকট পরিজ্ঞাত হইবার জন্য আমরা তাঁহার জন্য প্রয়োজনীয়।"

আল-জীলী এই মতবাদের একটা পূর্ণ ও সুব্যবস্থিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তবে ইব্নু'ল-'আরাবীর সহিত কয়েকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁহার মতপার্থক্য রহিয়াছে (R. A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, ৭৭-১৪২ পৃ.)। তাঁহার যুক্তি কতকটা নিম্ন রূপ :

সত্তার সহিত নাম ও গুণ যুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে সত্তা (ذات) ও উহার নাম-গুণের মধ্যে বাস্তবে কোন পার্থক্য নাই। সত্তা বিদ্যমান থাকিতে পারে, অবিদ্যমানও হইতে পারে। বিদ্যমান সত্তা হয়ত খাঁটি সত্তা (আল্লাহ্) হইবে অথবা এমন সত্তা হইবে যাহা অবিদ্যমান বস্তুর (সৃষ্ট বস্তু) সহিত যুক্ত হইবে। অবিমিশ্র সত্তা হইতেছে নাম, গুণ ও সম্পর্ক প্রকাশ ব্যতিরেকে এক শুদ্ধ মৌলিক সত্তা। প্রকাশ প্রক্রিয়ার অর্থ হইল অবিমিশ্রতার স্তর অবরোহণ ক্রিয়ামাত্র। তাহার তিনটি স্তর রহিয়াছে : (১) আহ়াদীয়াঃ (একত্ব), (২) হু'ব'ীয়াঃ (তত্ত্ব), (৩) আনিয়াঃ (অস্তিত্ব)। শেষোক্ত স্তরে নাম ও গুণ প্রকাশ পায় যদ্দ্বারা সত্তা পরিচিত হন। অতীন্দ্রিয় জ্যোতির (তাজাল্লী) মাধ্যমে এইগুলি উদ্ভাসিত হয়। পূর্ণ মানব স্বয়ম্ভূ সত্তার নিজ হইতে নির্গমন ও নিজের মধ্যে ইহার প্রত্যাবর্তনের প্রতীকস্বরূপ। কতকগুলি ধারাবাহিক অতীন্দ্রিয় আলোকসম্পাতের মাধ্যমে পূর্ণ মানব উর্ধ্বদিকে উত্তরণ করেন, পরিণামে অবিমিশ্র সত্তার সহিত তাঁহার অস্তিত্ব একাত্ম (merge) হইয়া যায়। প্রথম (পর্যায়ে নাম হইল "নামের দীপ্তায়ন" (illumination), এই পর্যায়ে আল্লাহ্ যে নামে নিজেকে প্রকাশ করেন, সেই নামের দীপ্তিতে পূর্ণ মানব বিলীন হইয়া যায়। এই কারণে "যদি তুমি আল্লাহ্কে সেই নামে ডাক, তাহা হইলে তিনি সেই ডাকে সাড়া দিবেন, কেননা এই নামে তিনি প্রকাশমান।" দ্বিতীয় পর্যায় "গুণের দীপ্তায়ন" নামে অভিহিত হয়। সূ'ফী তাঁহার যোগ্যতা, তাঁহার জ্ঞানের প্রাচুর্য ও তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তার অনুপাতে গুণগুলি প্রাপ্ত হন। কোন কোন ব্যক্তির নিকট আল্লাহ্ "জীবন" (হ'ায়াত) গুণ মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন, কারো কারো নিকট করেন "জ্ঞান" গুণ দ্বারা, আবার কারো কারো নিকট "শক্তি" গুণ দ্বারা ইত্যাদি। তদুপরি একই গুণ বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, যথা—কেহ তাঁহার সমগ্র সত্তা দ্বারা আল্লাহ্র বাক্য (কালাম) শুনেন, কেহ তাহা মানুষের মুখে শুনেন, কিন্তু আল্লাহ্-র কথা বলিয়া ইহাকে চিনিতে পারেন, কাহাকেও এতদ্বারা ভবিষ্যত ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়। সর্বশেষ পর্যায় হইতেছে "সত্তার দীপ্তায়ন।" ইহা পূর্ণ মানবের উপর "ইলাহিয়্যাঃ (deification)-এর সীল মোহর অঙ্কিত করিয়া দেয়। তিনি হন তখন বিশ্বের মেরু (কু'ত্'ব) ও উহা রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যম, তাঁহার নিকট কিছুই গুপ্ত থাকে না, কারণ, তিনি জগতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি (খলীফা, ২ : ৩০), কাজেই মানব জাতির উচিত তাঁহাকে পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। এইভাবে একাধারে ঐশী গুণ ও মানবীয় গুণের অধিকারী হওয়ায় তিনি আল্লাহ্ ও সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে যোগসূত্রে পরিণত হন। তাঁহার সামগ্রিক বিশ্ব-প্রকৃতি (জামি'ঈয়াঃ) তাঁহাকে সৃষ্টির ক্রম-পর্যায়ে এক অদ্বিতীয় ও সর্বোচ্চ আসন প্রদান করে। আল-জীলী আল্লাহ্র গুণসমূহকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা : সত্তার গুণ (একত্ব, চিরস্থায়িত্ব, সৃজনশীলতা ইত্যাদি), সৌন্দর্যের গুণ (জামাল) মহিমার গুণ (জালাল) ও পূর্ণতার গুণ (কামাল)। সৌন্দর্য, মহিমা ও পূর্ণতার গুণ ইহকালে ও পরকালে উভয় স্থানেই প্রকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জান্নাত ও জাহান্নাম যথাক্রমে সৌন্দর্য ও মহিমার পরম প্রকাশ। কেবল নিখুঁত মানবই আল্লাহ্-র গুণ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে এবং পূর্ণ মাত্রায় স্বর্গীয় জীবনের অধিকারী হয়। সূরাঃ ৩৩ : ৭২-এর সূ'ফী ব্যাখ্যা অনুযায়ী সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত আকাররূপে মানুষ তাঁহার কার্যাবলী (microcosmic function) তাঁহার স্রষ্টার হস্ত হইতে স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছায় একটি পবিত্র আমানত (trust)-রূপে গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিটি আধ্যাত্মিক ও জড় বস্তুর প্রতীক (type) তাঁহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাঁহার অন্তর আল্লাহ্র সিংহাসন ('আর্শ) সমতুল্য, তাঁহার যুক্তি লেখনী (কালাম), সমতুল্য। তাঁহার আত্মা ফলক (আল-লাওহ়ু'ল-মাহ়ফূজ) ও তাঁহার প্রকৃতি মৌলিক উপাদানের ('আনাসি'র) অনুরূপ। তিনি আল্লাহ্র প্রতিলিপি (নুস্খাতু'ল-হ়াক্'ক')। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় হ়াদীছে'র বাণী : "আল্লাহ্ তাঁহার স্বীয় প্রতিবিম্বে আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এই মতবাদে সূ'ফী মতের উপর তাত্ত্বিক রহস্যবাদী (Gnostic) ধারণার প্রভাব দৃষ্ট হয় (তু. Bousset, Hauptprobleme der Gnosis, p. 150 প.)। আল ইন্সানুল-কামিল (পূর্ণ মানব) হইতেছেন মেনিকিয়ানদের-(Manichean) ইন্সানু'ল-ক'াদীম (অনাদি মানব) এবং ক'াব্বালা-দের আদাম ক'াদামোন (অনাদি মানব)। এমন কি সুন্নী মহলেও ইসলামের প্রাথমিক সময় হইতে নবী করীম হযরত মুহ়াম্মাদ (স')-এর সকলের পূর্বে সৃষ্ট হওয়ার মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী যুক্তিতে তিনিই যে প্রতিনিধিত্বমূলক পূর্ণ মানুষরূপে গণ্য হইবেন, তাহা ছিল অনিবার্য (See Goldziher, Neuplatonische und gnostische Elemente im Hadit, in ZA, xxii, 234 প.)। অনেক সূ'ফী প্লাটোর নির্গমন মতবাদ (doctrine of emanation) গ্রহণ পূর্বক পূর্ণ মানব মুহ়াম্মাদ (স')-কে সার্বজনীন প্রজ্ঞা (Universal Reason) অথবা ঐশী বাক্যের (Logos) সহিত অভিন্ন বলিয়া গণ্য করেন। আল-জীলী সমর্থন উক্তি করেন, মুহ়াম্মাদ (স') সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ মানব (আকমাল) এবং সকল দরবেশ ও অন্যান্য নবীগণ তাঁহার অধীন। তাঁহার মতে, প্রতি যুগে মুহ়াম্মাদ (স) একজন জীবন্ত দরবেশের ছদ্মবেশে নিজেকে সূ'ফীদের নিকট পরিচিত করেন (তু. Goldziher loc. cit., concerning the doctrine of the transmission of the nur muhammadi, প.)। নীতিগতভাবে স্বীকৃত যে, নিখুঁত মানুষকে বরাবর ধর্মনৈতিক আইন মানিয়া চলিতে হইবে। আল-জীলী বলেন : "মহান সত্তার অনুভূতি হইতেছে গূঢ় তত্ত্ব-জ্ঞান (কাশ্ফ)-এর মাধ্যমে তোমার এই কথাটি অবগত হওয়া যে, তুমিই তিনি এবং তিনিই তুমি, তবে ইহা "হ'লূল"-ও নহে, "ইত্তিহ়াদ"-ও নহে, ইহাতে দাস দাসই থাকে এবং প্রভু প্রভুই থাকেন, দাস প্রভু হয় না, প্রভুও দাস হন না।"

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত (১) মাহ়মূদ শাবিস্তারী কৃত গু'লশান-ই-রাষ, ed. Whinfield, ii., p. 312—501 ; (২) Tholuck, Ssufismus, chap. 4 ; (৩) Palmer, Oriental Mysticism, chap. 3 ; (৪) Shaikh

Muhammad Iqbal, The Development of Metaphysics in Persia, p. 150--174 ; (৫) Nicholson, The Mystics of Islam, chap. 5 ; (৬) H. H. Schaeder. in Isl. xiv (1924).

R. N. Nicholson (S.E.I)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'ইফ্‌রীত (عفريت), সাধারণ ব্যাখ্যা অনুযায়ী যে-ব্যক্তি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া তাহাকে ধূলিলুণ্ঠিত করে (عفر), যে সফলতার সহিত কার্য সিদ্ধি করে (مبالغ); যে-ব্যক্তি শয়তানভাবাপন্ন অর্থে শক্তিশালী, দুষ্ট, ধূর্ত (যামাখ্‌শারী ও বায়দ়াবী, সূরাঃ ২৭ : ৩৯-এর তাফ্‌সীর, লিসানু'ল-'আরাব, (LA. vi. 263, I. i) প., I. 14 প.; De. Sacy, হ'়ারীরী, ২, ৩৫৫ প.)। কু'রআনে হযরত সুলায়মান ('আ) এবং "সাবা"-র রাণী (বিল্‌ক'ীস)-র ইতিকাহিনী সংক্রান্ত বর্ণনায় 'ইফ্‌রীত শব্দটি একবার মাত্র উল্লিখিত (২৭ : ৩৯-عفريت من الجن) এবং বিশেষভাবে জিনদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে। আদতে ইহা ছিল শুধু একটা সাধারণ গুণবাচক পদমাত্র। সুতরাং কু'রআনের "ইফ্‌রীতুম-মিনা'ল-জিন্‌ন"-এর অনুবাদে একটি বলবান জিন বলা চলে। দামীরী-র হ'ায়াওয়ান গ্রন্থে (কায়রোতে সম্পা. ১৩১৩, ১ম খণ্ড, ১৭৯ পৃ. 1. 15 প. ২য় খণ্ড, ১০৪, 1. 22 প., জিন ও 'ইফ্‌রীত শীর্ষক অধ্যায়) উদ্ধৃত দুইটি হ'াদীছে "জিনদের মধ্যে এক 'ইফ্‌রীত"-এর উল্লেখ আছে। এইভাবে ক্রমে শব্দটি জিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। উহা বিশেষত অধিকতর শয়তান প্রকৃতি ও অনিষ্টকর জিন বুঝায়, কাজেই রাগি'ব তাঁহার 'মুফ্‌রাদাত' (৩৯৩ পৃ.) গ্রন্থে মানুষের প্রতি ইহার প্রয়োগকে রূপকে গণ্য করিয়াছেন; এমন কি ত'াবারী-ও (তাফসীর ১৯ : ২৯) শব্দটিকে জিনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে চাহেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু 'ইফ্‌রীত জিনের কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী অর্থে ব্যবহৃত হয় না, غول যেমন হয় (তু. আল-মুনাজ্জিম কৃত আকামু'ল-মারজান, আস্‌'নাফ, পৃ. ১৭; ফিহ্‌রিস্ত, শ্রেণী বিভাগ (৩০৯ পৃ. ১ : ২)। 'আফারীত বহুবচনে জিন ও শয়তান উভয়ের সাধারণ নামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এমন কি ইহার অর্থের মধ্যে "বৈরী ভাব"-ও এই ব্যবহারে তলাইয়া যায় বলিয়া বোধ হয়। The 1001 Nights (Galland MS. of xiv-th century A. D., Story of Second Shaikh, Night vii.) পুস্তকে জনৈক পরোপকারী মুসলিম মহিলা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : صارت عفريتا جنية অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি একটি জিন জাতীয় 'ইফ্‌রীতে পরিণত হইয়াছে। মিসরে সাধারণত এই শব্দটি কোন নিহত ব্যক্তির বা অপঘাত মৃত্যু বরণকারীর প্রেতাত্মাকে বুঝায় (Lane, Modern Egyptians, chap. x.; Willmore, Spoken Arabic of Egypt.[2] p. 371 প.; "Niya Salima", Harems et Musulmanes d' Egypte, chap. xiv; Sr. John, Two years residence, in a Levantine family, chap. xx.)। শব্দটি কোন "বলবান অত্যাচারী লোক"—এই মৌলিক অর্থেও টিকিয়া আছে। যথা : কায়রোতে "হ'ারাতু'ল-'ইফ্‌রীত" নামক একটি স্থানকে এক "হ'ারামী" (চোর, অসাধু ব্যক্তি)-এর এককালীন বাসস্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক এবং আধুনিক প্রয়োগ হইল শক্তিশালী, দুষ্ট, চতুর জিন অর্থে।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে যাহা দেওয়া আছে তদঅতিরিক্ত Dozy, Suppl. ii. 143, and Fleischer, Kleinere, Schr., ii. 640.

D.B. Macdonald (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইব্‌ন 'আত'াউল্লাহ্‌ (ابن عطاء الله), আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ 'আবু'ল-ফাদ'ল তাজু'দ-দীন আল্‌-ইস্কান্দারী, আশ-শায'িলী, জনৈক 'আরব সূ'ফী, ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ (র.)-এর একজন প্রবলতম বিরুদ্ধবাদী, ৭০৯ হি. ১৬ জুমাদা'ল-উখরা/১৩০৯ খৃ. ২১ নভেম্বর কায়রোর মাদ্‌রাসাঃ আল-মানসূ'রিয়্যা-তে মৃত্যু-বরণ করেন। আধ্যাত্মিক বিদ্যা ও যুহদ্‌ (আধ্যাত্মিক সাধনা) সম্পর্কে তাঁহার বহু সংখ্যক পুস্তকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইতেছে আল্‌-হি'কামু'ল-'আত'াঈয়াঃ নামক তাঁহার সূ'ফীতাত্ত্বিক বাণী সঙ্কলন। কেবল 'আরবেই নহে, বরং তুরস্কে এবং মালয় জনপদেও ইহা অদ্যাপি পঠিত হয় ও প্রায়ই ইহার ভাষ্য লিখিত হয়। স্পেনীয় সূ'ফী মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম আর-রুন্দী (মৃ. ৭৯৬/১৩৯৪) কৃত ভাষ্য (১৩০৬ সনে কায়রোতে মুদ্রিত)-সহ উহা তিউনিসের 'জামি'উ'য-যায়তুনা-য় এখনও সূ'ফী মতবাদ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে প্রামাণিক উচ্চ মানের পাঠ্য পুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হয় (REI, iv., 1930, p. 43)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সুব্‌কী, ত'াবাক'াতু'শ্‌-শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুব্‌রা, ৫খ, ১৭৬; (২) সুয়ূত'ী, হ'সনু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, ১খ, ৩০১; (৩) আলী বাশা মুবারাক, আল-খিত'াতু'ল-জাদীদাঃ, ৭খ, ৭০; (৪) Wustenfeld, Die Geschichteschreiber der Araber, no. 382; (৫) GAL[2], ii. 143 প. Suppl. ii. 145 প.।

C. Brockelmann (S.E.I.)/ডঃ এম. অবদুল কাদের

ইব্‌ন 'আরাবী (ابن عربي) 'আবূ বাক্‌র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী মুহ'য়ি'দ-দীন আল্‌-হ'াতিমী আত-ত'াঈ (হ'াতিম ত'াঈর বংশধর) আল্‌-আন্দালুসী ইনি একজন সর্বেশ্বরবাদী (وحدة الوجود Pantheistic) বিখ্যাত সূ'ফী। তাঁহার অনুসারিগণ তাঁহাকে আশ্‌-শায়খু'ল-আক্‌বার (সর্বশ্রেষ্ঠ মুরশিদ)-আখ্যায় অভিহিত করেন। আন্দালুসিয়াতে (স্পেন) তিনি ইব্‌ন সুরাক'াঃ নামেও অভিহিত হইতেন। ক'াদ'ী আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আল-'আরাবী হইতে পৃথক করিবার জন্য প্রাচ্যে সাধারণত তাঁহার নামের সহিত নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক ال ব্যবহার বাদ দিয়া তাঁহাকে "ইব্‌ন 'আরাবী" বলা হইত। ১৭ রামাদ'ান, ৫৬০/১১৬৫, ২৮ জুলাই মুরসিয়া নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। ৫৬৮/১১৭২-৩ সনে তিনি সেভিল-এ যান এবং প্রায় ৩০ বৎসর কাল সেখানে বাস করেন। সেখানে এবং সিউটা-য় তিনি হ'াদীছ' ও ফিক্‌'হ অধ্যয়ন করেন। ৫৯০/১১৯৪ সনে তিনি তিউনিস ভ্রমণ করেন এবং ৫৯৮/১২০১-২ সনে প্রাচ্যদেশে যাত্রা করেন। তিনি তথা হইতে আর ফিরিয়া যান নাই। ঐ বৎসর (৫৯৮) তিনি মক্কায় উপনীত হন। ৬০১ সনে তিনি বার দিন বাগদাদে অবস্থান করেন; ৬০৮/১২১১-২ সনে তিনি পুনরায় বাগদাদে আসেন। ৬১১/১২১৪-১৫ সনে আবার তিনি মক্কায় গমন করেন। এখানে কয়েক মাস থাকিয়া পর বৎসরের প্রথমে তিনি আলেপ্পো গমন করেন। তিনি মুসি'ল এবং এশিয়া মাইনরও ভ্রমণ করেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেখানেই তাঁহার সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িত। ধনবানেরা তাঁহাকে বৃত্তি দান করিতেন, উহা তিনি দান-খায়রাতে ব্যয় করিতেন। এশিয়া মাইনর অবস্থান-কালে তথাকার একজন খৃস্টান শাসনকর্তা তাঁহাকে একটি গৃহ দান করেন; তিনি উহা জনৈক ভিক্ষুককে উপহার দেন। পরিশেষে

তিনি দামিশ্‌কে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন; সেখানে রাবী'উ'ছ্‌-ছা'ানী ৬৩৮/১২৪০, অক্‌টোবর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। আবাল ক'াসিয়ূন-এর পাদদেশে তাঁহাকে দাফন করা হয়। পরবর্তীকালে তাঁহার দুই পুত্রকেও সেখানে দাফন করা হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে ইব্‌ন 'আরাবী নামেমাত্র তাঁহার স্বদেশবাসী ইব্‌ন হ'াযম-এর 'জ'াহিরিয়্যাঃ' মায'হাবভুক্ত ছিলেন। তিনি তাক'লীদ অর্থাৎ নির্বিচারে কোন ইমামের অনুকরণের যৌক্তিকতা অস্বীকার করেন। বিশ্বাসের ব্যাপারে তিনি "সূ'ফীবাদী" রূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইসলামের বিধি-বিধান মানিয়া চলিতেন, ইসলামী 'আক'াইদের স্বীকৃতি দিতেন, তবে তাঁহার একমাত্র পথপ্রদর্শক ছিল তাঁহার অন্তরের জ্যোতিঃ যদ্দারা তিনি বিশেষ অবস্থায় আলোকিত হইতেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তাঁহার মতে, সব-কিছুই আল্লাহ্‌র সত্তার বিকাশ, সুতরাং সমস্ত সৃষ্টিই মূলত এক। তাঁহার মতে—সব ধর্মের মূল একই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি স্বর্গীয় জ্যোতিতে (beatified) মুহ'াম্মাদ (স')-এর সন্দর্শন লাভ করেন, তিনি আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম নাম (ইস্‌ম আ'জ'াম) জানিতেন এবং প্রত্যাদেশের মাধ্যমে কীমিয়া' (alchemy)-র জ্ঞান লাভ করেন—পরিশ্রমে নহে। তিনি সিদ্দীক' (দ্র.) বলিয়া নিন্দিত হন এবং তাঁহাকে হত্যা করার জন্য মিসরে গোপন আন্দোলন হয়।

তাঁহার প্রধান গ্রন্থ আল-ফুতূহ'াতু'ল-মাক্কীয়াঃ ৫৬০ অধ্যায়ে বিভক্ত, ৫৫৯তম অধ্যায়ে সম্পূর্ণ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার রহিয়াছে। ইহাতে সূ'ফীতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে আশ্‌-শা'রানী (মৃ. ৯৭৩/১৫৬৬) ইহার একখানা সার-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। ইব্‌ন 'আরাবী তাঁহার সমসাময়িক মরমী কবি ইব্‌নু'ল-ফারিদ' (মৃ. ৬৩২/১২৩৪)-কে তাঁহার ক'াস'ীদাতু'-ত'-ত'াঈয়্যা-র ভাষ্য লিখিতে অনুরোধ করিলে কবি উত্তর দেন যে, তাঁহার নিজের রচিত ফুতূ'হ'াত-ই উহার উৎকৃষ্ট ভাষ্য। এই পুস্তক-খানা ১২৭৪ হি' সনে বূলাক'-এ ও ১৩২৯ হি. সনে কায়রোতে মুদ্রিত হয়। ফুতূহ'াতের পরেই "আল-ফুস্‌'সু'ল-হি'কাম"-এর স্থান। ৬২৭/১২২৯ সনের প্রারম্ভে দামিশ্‌কে ইহার রচনা আরম্ভ হয়, তুর্কী ভাষ্যসহ ১২৫২ হি. সনে বূলাকে' ইহা মুদ্রিত হয় এবং 'আবদু'র-রায্‌যাক' আল-ক'াশানী-র ভাষ্যসহ ১৩০৯ ও ১৩২১ হি. সনে কায়রোতে লিথো প্রেসে ইহা মুদ্রিত হয়।

তিনি আধ্যাত্মিক প্রেমমূলক কবিতার একটি ক্ষুদ্র সংগ্রহ-গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি উক্ত কবিতাগুলির গূঢ় মরমীয় অর্থের ব্যাখ্যা করেন। এই কবিতাগুলি ভাষ্যসহ ইংরেজী অনুবাদ R. A. Nicholson কর্তৃক ১৯১১ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হয় (The Tarjuman al-Ashwaq, a collection of Mystical odes, in Or. Transl. Fund, New Ser., vol. xx, London, 1911)।

১৮৪৫ খৃস্টাব্দে Flugel সম্পাদিত জুরজানী-র তা'রীফাত-এর পরিশিষ্টে সংযোজিত একটি ক্ষুদ্র সূ'ফী পরিভাষা সম্বলিত পুস্তিকা (glossary) ভিন্ন ইব্‌ন 'আরাবীর বহু সংখ্যক পুস্তকের মধ্যে একমাত্র Nicholson অনূদিত এই গ্রন্থটির য়ুরোপীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। "কিতাবু'ল-আজ্‌বি'বাঃ" নামক ঐ ক্ষুদ্র পরিভাষা মূলক পুস্তিকাখানা গ্লাসগো পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার প্রতি আরোপিত হইয়াছে। ১৯০১ খৃস্টাব্দের Journal of the Royal Asiatic Society-তে H.S. Nyberg সম্পাদিত সংগ্রহে (Kleinere Schriften des Ibn 'Arabi, Leyden 1919) পুস্তিকাখানির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

ইব্‌ন 'আরাবী কৃত রচনাবলীর মধ্যে সাকুল্যে ১৫০ খানা পুস্তক বর্তমান আছে বলিয়া জানা গিয়াছে এবং এই সংখ্যা তাঁহার রচিত গ্রন্থসংখ্যার অর্ধেক মাত্র বলিয়া কথিত হয়।

বহু 'আলিম তাঁহার পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং হ'লূল (দ্র.) ও ইত্তিহ'াদ প্রভৃতি মতবাদের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মবিরোধিতার অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার অনেক অনুচর ও উৎসাহী সমর্থক ছিল। যদিও ইব্‌ন তায়্‌মিয়্যাঃ, আত্‌-তাফ্‌তাযানী ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'উমার আল-বিক'া'ঈ প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু 'আবদু'র-রায্‌যাক' আল-ক'াশানী, 'আলী ফীরোযাবাদী (তু. হ'াবীবু'য-যায়্যাত, খাযাইনু'ল-কুতুব ফী দিমাশ্‌ক' প্রভৃতি, পৃ. ৫০, নং ২০,২) এবং আস-সুয়ূত'ী তাঁহার সমর্থকদের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সিব্‌ত' ইব্‌নু'ল-জাওযী, মির'আত (ed. Jewett), পৃ. ৪৮৭, (২) আশ্‌-শা'রানী, আল-য়াওয়াক'ীত ওয়া'ল-জাওয়াহির, কায়রো ১৩০৬ হি. পৃ. ৬-১৪ ; (৩) আল-মাক্‌'ক'ারী, ed. Dozy etc., i. 567—583; (৪) খাতিমাতু'ল-ফুতূহ'াত, সং. বূলাক' ১২৭৪ হি. ৪র্থ খণ্ড ; (৫) হ'াজ্‌জী খালীফাঃ, নির্ঘণ্ট, ৭ম, ১১৭১, (৬) Hammer—Purgstall, Literaturgeschichte d. Araber, vii. 422 প. ; (৭) von Kremer, Geschder herrsch Ideen des Islams, p. 102 প., (৮) R.A. Nicholson, The Lives of 'Umar ibnu 'l-Farid and Ibnul-'Arabi, in J R A S, 1906, p. 797 প., (৯) ঐ লেখক, A Literary History of the Arabs, p. 399 প. ; (১০) ঐ লেখক, তারজুমানু'ল-আশ্‌ওয়াক', London 1911, (১১) ঐ লেখক, The Mystics of Islam, London 1914, দ্র. নির্ঘণ্ট, (১২) M. Schreiner, Beitr. z. Gesch. d, theol. Bewegungen im Islam in ZDMG, lii, 516—525 (also published separately, p. 52 প.), (১৩) Asin Palacios, La psicologia segun Mohidin Abenarabi, in Actes du xvi Congres intern. des Orient., Algiers 1905, iii. 79—140; (১৪) ঐ লেখক, El mistico murciano Abenarabi, Madrid 1925—28; (১৫) ঐ লেখক, El Islam cristianizado, Madrid 1931; (১৬) A.E. Affifi, The Mystical Philosophy of Muhyiddin Ibnul 'Arabi. Cambridge 1939; (১৭) Goldziher. Vorlesungen, p. 171 প. and index; (১৮) Macdonald, Muslim Theology, p. 261 প. ; (১৯) Brockelmann, GAL, i. 571 প. and Suppl., i, 790 প.।

T. H. Weir (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইব্‌ন ইসহ'াক (ابن اسحاق) ইব্‌ন আবী 'আবদিল্লাহ (আবূ বাক্‌র) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌হ'াক', একজন 'আরব গ্রন্থকার এবং হ'াদীছে'র বিশেষজ্ঞ। ইনি য়াসার-এর পৌত্র, মদীনার 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ক'ায়স গোত্রের মাওলা (গোষ্ঠীভুক্ত) ছিলেন। মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইসহ'াক' মদীনায় লালিত-পালিত হন। তিনি হযরত (স')-এর জীবনী সম্বন্ধে নানা কাহিনী এবং বর্ণনা সংগ্রহে মনোযোগী হন। এই সংগ্রহের ব্যাপারে প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য বর্ণনার বাছ-বিচার না করার জন্য তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ মুহ'াদ্দিছ' ও ফাক'ীহদের

বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। বিশেষত ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস-এর সহিত এই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। ইমাম মালিক (র) তাঁহাকে শী'আঃ আখ্যায় আখ্যায়িত করেন এবং তাঁহার বর্ণিত কাহিনী ও কবিতাগুলিকে স্বকল্পিত বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ফলে তাঁহাকে মদীনা ত্যাগ করিতে হয়। প্রথমে তিনি মিসরে ও তথা হইতে ইরাকে চলিয়া যান। খলীফা আল-মানসূ'র তাঁহাকে বাগদাদ যাইতে উদ্বুদ্ধ করেন। বাগদাদেই তিনি ১৫০/৭৬৭, মতান্তরে ১৫১ অথবা ১৫২ হি. সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁহাকে ইমাম আবূ হ'ানীফার কবরের নিকট দাফন করা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (স')-এর জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিন খণ্ডে উহা সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহার প্রথম খণ্ড হইল "কিতাবু'ল-মুব্‌তাদা" (ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৯২), অথবা "মুবুতাদাউ'ল-খাল্‌ক'" (ইব্‌ন 'আদী-র বর্ণনা ইব্‌ন হিশামে, সম্পা. Wustenfeld, ii., p. viii., l. 18), অথবা "কিতাবু'ল-মাবদা' ওয়া কি'স'াসু''ল-আম্বিয়া" (আল-হ'ালাবী, আস-সীরাঃ, ২খ, ২৩৫)। দ্বিতীয় খণ্ডে হিজ্‌রত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স')-এর জীবন-চরিত বর্ণিত হইয়াছিল। তৃতীয় খণ্ডের নাম "কিতাবু'ল-মাগ'াযী"। জানা যায়, তাঁহার রচিত "কিতাবু'ল-খুলাফা" তাঁহার ঐ বৃহৎ গ্রন্থের তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা বলিয়া গণ্য হইত। Karabacek-এর ধারণা ছিল যে, তিনি ইব্‌ন ইসহ'াকে'র সীরাতু'ন-নাবীর মূল গ্রন্থের একটি পাতা Rainer-এর সংগ্রহে যুক্ত অবস্থায় পাইয়াছিলেন (দেখুন Fuhrer durch die Sammlung, ৬৬৫ সংখ্যা)। অন্য পক্ষে ইস্তাম্বুলের কোপ্‌রূলু মাদ্‌রাসার গ্রন্থাগারে রক্ষিত (১১৪০ সংখ্যক) ইব্‌ন ইসহ'াকে'র বলিয়া অনুমিত কিতাবু'ল-মাগ'াযী ইব্‌ন হিশামের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে (দ্র. Horovitz, Mitt. des Sem fur Orient Sprachen, Westas. Stud. x, p. 14)। ইহাও জানা যায় যে, আল-মাওয়ারদী-র সময় পর্যন্ত আসল গ্রন্থ পাওয়া যাইত। কারণ তিনি তাঁহার কিতাবু'ল-আহ'কামি'স-সুল্‌ত'ানিয়াঃ নামক গ্রন্থে (Enger, পৃ. ৬৫, পংক্তি ১১ প., ৬৫-৬৬, ৬৭-৬৮, (৬৯?) কিতাবু'ল-মাগ'াযী-র সেই সকল বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহা ইব্‌ন হিশামের পুস্তকে (পৃ. ৪৪৫, ৫৬১, ৫৭৭, ৮৪১) সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হইয়াছে। ত'াবারী এই গ্রন্থের ব্যাপক উদ্ধৃতি দিয়া গ্রন্থটির রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু পৃথকভাবে এই গ্রন্থের অস্তিত্ব ইব্‌ন হিশাম (দ্র.)-এর বর্ণনাতেই রহিয়াছে। ইব্‌ন হিশাম এই কিতাবের সংবাদ ইব্‌ন ইসহ'াকে'র জনৈক কূফাবাসী ছাত্র যিয়াদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ আল-বাক্কাঈ-র মাধ্যমে অবগত হন। তিনি উহার উভয় খণ্ডকে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক "কিতাবু সীরাতি রাসূলিল্লাহ"-তে একত্রিত করেন। কোথাও কোথাও পাঠ খুবই সংক্ষেপ করিয়া দিয়াছেন। হি. চতুর্থ শতকে আল-ওয়াযীর আল-মাগ'রিবী এই গ্রন্থকে বর্তমান আকারে সম্পাদনা করেন। আস্‌-সুহায়লী (মৃ. ৫০৮/১১১৪) ইহার একখানি ব্যাখ্যা রচনা করেন। আবু য'ার্‌র মুস্''আব ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মাস্‌'উদ আল-মাররাকুশী (মৃ. ফেয্‌-এ ৬০৪/১২০৭) আর একখানি ব্যাখ্যা রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) J. Fuck, Muhammad b. Ishaq, Frankfurt a. M. 1925; (২) ইব্‌ন কু'তায়বাঃ, কিতাবু'ল-মা'আরিফ (ed. Wustenfeld), পৃ. ২৪৭; (৩) ত'াবারী, য'ায়লু'ল-মুয'ায়্যাল, under the year 150, iii. 4, p. 2512; (৪) ইব্‌ন খাল্লিকান, সম্পা. Wustenfeld, সংখ্যা ৬২৩, কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ, ৬১১; (৫) য়াকূ'ত, ইর্‌শাদু'ল-আরীব, ৬খ, ৩৯৯-৪০১; (৬) Sprenger, in ZDMG, xiv. 288—290; (৭) ঐ লেখক, Leben Mohammads, iii., lxx.; (৮) Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, ii. 129 প.; (৯) Wellhausen, Mohammed in Medina p. xi.; (১০) Ranke, Weltgeschichte, v. 2, 252; (১১) Wustenfeld, Geschichtschreiber der Araber, No. 28; (১২) M. Hartmann, Der islamische Orient, i, 32 প.; (১৩) A. Fischer, Biographien von Gewahrsmannern des Ibn Ishaq, hauptsachlich aus ad-Dahabi, Leyden 1890, তু. ZMDG, xlvi. 148 প.; (১৪) Das Leben Muhammed's nach Muhammed Ibn Ishak bearbeitet von Abd al-Malik Ibn Hischam, ed. by F. Wustenfeld, Gottingen 1858—1860, anastat. reprint Leipzig 1899, reprinted Bulak ১২৯৫ হি.; (১৫) নূতন সংস্করণ, কায়রো ১৩৫৬/১৯৩৭ এবং ১৩৫৭/১৯৩৮; (১৬) ইব্‌ন ক'ায়্যিম-এর যাদু'ল-মা'আদ-এর হ'াশিয়াঃ, কায়রো ১৩২৪ হি.; (১৭) P. Bronnle, Die Commentatoren des Ibn Ishaq und ihre Scholien, Diss. Halle 1895; (সীরাঃ প্রবন্ধটিও দেখুন) (১৮) সারকীস, মু'জামু'ল মাত'বূ'আত, স্তম্ভ ১৬২৮। Commentary on Ibn Hisham's Biography of Muhammad according to Abu Dzarr's Mss, in Berlin, Constantinople and the Escorial, ed. by Paul Bronnle (Monuments of Arabic Philology, i, ii.) কায়রো ১৯১১ খৃ., দ্র. সীরাঃ প্রবন্ধ।

C. Brockelmann (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইব্‌ন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ (ابن قيم الجوزية)

তাঁহার প্রকৃত নাম শাম্‌সু'দ্‌-দীন আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র। তিনি ছিলেন হ'াম্বালী ধর্মতত্ত্ববিদ ও বিখ্যাত ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ-র ছাত্র। তাঁহার পিতা ছিলেন দামিশ্‌কের মাদ্‌রাসাতু'ল-জাওযিয়্যা-র পরিচালক (ক'ায়্যিম)। এই কারণেই তিনি ইব্‌ন ক'ায়্যিম নামে পরিচিত হন। ৬৯১/১২৯২ সনে দামিশ্‌কে তাঁহার জন্ম এবং সেখানেই ৭৫১/১৩৫০ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। "সর্ব বিষয়ে তিনি ছিলেন তাঁহার শিক্ষকের অনুগত ছাত্র; তিনি তাঁহার রচনাশৈলীও গ্রহণ করেন। এমন কি ইব্‌ন তায়মিয়্যার জীবনকালেও তিনি নিগৃহীত হন। তিনি Hebron (আল-খালীল)-এ তীর্থ যাত্রার বিরোধিতা করিলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। উস্তাদের ন্যায় তিনিও দার্শনিক, খৃস্টান ও য়াহূদীদের বিরোধিতা করেন। তিনি পুরস্কারের চিরস্থায়িত্ব (خلود) এবং শাস্তির অস্থায়িত্বমূলক মতবাদের সমর্থন করিতেন" (Schreiner, in ZDMG, liii. 56)। তাঁহার বহু সংখ্যক পুস্তকের জন্য দ্র. Brockelmann, GAL[2], ii. 128; Suppl. ii. 126 প.; also de Vlieger, Kitab al-Qadr, Materiaux pour servir a l'etude de la doctrine de la predestination dans la theologie musulmane, Leiden 1903; A. Laoust, La Traite de Droit Public d'Ibn Taimiya (Beyrouth 1943), Introd. p. xl. তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে : (১) ইজতিমা'উ'ল-জুয়ূশি'ল-ইসলামিয়্যাঃ; (২) ই'লামু'ল-মুওয়া'-ক্‌'কি'ঈন; (৩) কিতাবু'র-রূহ'; (৪) যাদু'ল-মা'আদ, (৫) আস-সিয়াসাতু'শ্‌-শার'ইয়্যাঃ, (৬) মাদারিজু'স-সালিকীন,

(৭) হিদায়াতু'ল-হ'ায়ারা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন তাগ'রীবিরদী, আন-নুজূমু'য-যাহিরাঃ; (২) ইব্ন হ'াজার, আদ্-দুরারু'ল-কামিনাঃ; (৩) ইব্নু'ল-'ইমাদ' শাযারাতু'য-য'াহাব; (৪) আবূ য়াহ'য়া, ইব্ন তায়মিয়্যাঃ; (৫) ইব্ন কাছ'ীর, আল-বিদায়াঃ ওয়া'ন-নিহায়াঃ।

Anonymous (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইব্ন খালদূন (ابن خلدون) 'আব্দু'র-রাহ'মান ও য়াহ্'য়া—দুই 'আরব ঐতিহাসিক। ইঁহারা সেভিল-এর একটি বংশের লোক, 'আরব "কিন্দাঃ" গোত্রের ওয়াইল ইব্ন হ'াজার-এর বংশধর। ইঁহাদের পূর্ব-পুরুষ খালিদ "খাল্দূন" নামে পরিচিত ছিলেন। এই খাল্দূন হইতেই তাঁহাদের বংশের নাম খাল্দূন হয়। খালিদ হিজরী তৃতীয়/খৃস্টীয় নবম শতকে আন্দালুস-এ গমন করেন। সেখানে তাঁহার বংশধরদের অনেকেই, কতক ক'ারমূনায় ও কতক সেভিলে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিযুক্ত হন। আন্দালুসে "আল্-মুওয়াহ্'হি'দূন" শাসকদের পতনের পর খৃস্টানদের ক্রমাগত বিজয়ের ফলে খাল্দূনের বংশধরগণ সিউটায় চলিয়া যান। 'আবদু'র-রাহ্'মানের প্রপিতামহ আল-হ'াসান বানূ হ'াফ্স' বংশের সুলত'ান আবূ যাকারিয়্যা-র আমন্ত্রণক্রমে বোনা-য় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। আমীর ও রাঈস (প্রধান)-গণ আল-হ'াসান ও তৎপুত্র আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। শেষোক্ত ব্যক্তির উপাধি ছিল 'আমিলু'ল-আশ্গ'াল বা প্রধান মুহ'াসিব। তাঁহাকে জেলখানায় গলা টিপিয়া হত্যা করা হয়। তৎপুত্র মুহ'াম্মাদ বানূ হ'াফ্স'-এর দরবারে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এই মুহ'াম্মাদের পুত্রের নামও ছিল মুহ'াম্মাদ। তিনি সর্বপ্রকার সরকারী পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন যেন সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানচর্চায় ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। তিনি তিউনিসেই বাস করেন এবং ৭৫০/১৩৪৯-এর মহামারীতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি তিন পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠপুত্র মুহ'াম্মাদ কোন প্রকার জ্ঞানচর্চা বা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে ছোট দুই ভ্রাতা 'আবদু'র-রাহ'মান ও য়াহ'য়া রাজনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে 'আবদু'র-রাহ'মানই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং ইব্ন খালদূন বলিতে সাধারণত তাঁহাকেই বুঝায়।

ওয়ালিয়্যু'দ-দীন আবূ যায়দ 'আবদু'র রাহ্'মান ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন আল-হ'াসান ইব্ন খাল্দূন তিউনিসে ১ রামাদ'ান, ৭৩২/২৭ মে, ১৩৩২ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫ রামাদ'ান, ৮০৮/১৬ মার্চ, ১৪০৬-এ কায়রোতে ইন্তিকাল করেন। কু'রআন হি'ফ্জ' করার পর তিনি তাঁহার পিতার ও তিউনিসের বিখ্যাত শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অতিশয় উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত ব্যাকরণ, ভাষা, ফিক্'হ, হ'াদীছ' এবং কাব্য অধ্যয়নে ব্যাপৃত হন। আবু'ল-হ'াসান মারীনী যখন ৭৪৮/১৩৪৭ সালে তিউনিস দখল করেন, তখন 'আবদু'র-রাহ'মান ঐ শাসনকর্তার দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতগণের নিকটও শিক্ষালাভের সুযোগ পান। তাঁহাদের শিষ্যত্বে তিনি তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, ফিক্'হ্ এবং 'আরবী ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান লাভ করেন। এই সময় মারীনী দরবারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত তিনি যে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ফেয্ (Fez)-এর দরবারে উচ্চপদ লাভে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। মাত্র ২১ বৎসর বয়সেই তাঁহাকে তিউনিসের বাদশাহের সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু অল্পদিন পরেই যখন শহরে বিপদাশঙ্কা বৃদ্ধি পায় তখন তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়া বিস্কারাঃ নামক স্থানে যাব-এর শাসনকর্তা ইব্ন মুয্নী-র নিকট চলিয়া যান। তারপর যখন মারীনী বংশীয় আবূ 'ইনান তিলিমসানসহ পূর্ব এলাকা দখল করিলেন তখন 'আবদু'র-রাহ'মান তাঁহার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন এবং জনৈক মারীনী সেনাপতির অধীনে একটি যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। পণ্ডিতগণের অনুরোধে সুলত'ান তাঁহাকে ফেয্-এ আসিতে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। ফলে ৭৫৫/১৩৫৪ অব্দে তিনি সেখানে গমন করিলেন এবং আবূ 'ইনানের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সেখানকার শীর্ষস্থানীয় শিক্ষকগণের নিকট বিদ্যা-চর্চাও করিতে থাকিলেন। ৭৫৭/১৩৫৬ সালে তিনি সুলত'ানের বিরাগভাজন এবং দুইবার কারারুদ্ধ হন। দ্বিতীয় বারে তিনি আবূ 'ইনানের মৃত্যু অর্থাৎ ৭৫৯/১৩৫৮ সন পর্যন্ত বন্দী থাকেন। নূতন সুলত'ান আবূ সালিম তাঁহাকে পুনরায় ৭৬০/১৩৫৯ সালে সেক্রেটারী ও পরে প্রধান ক'াদ'ী (বিচারক) পদে নিযুক্ত করেন। আবূ সালিমের হত্যার পর দুর্নামগ্রস্ত উযীর 'উমার ইব্ন 'আবদিল্লাহ্-র সময় তিনি পুনরায় কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন, তবে তাঁহাকে গ্রানাডা যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় (৭৬৩-৪/১৩৬২-৩)। এখানে তিনি আল-আহ্'মার বংশের দরবারে অবস্থান করেন এবং বিখ্যাত উযীর ইব্নু'ল-খাত'ীবের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। দুই বৎসর পর তাঁহাদের বন্ধুত্ব মন্দীভূত হইলে তিনি বিজায়া-র হ'াফ্স'ী শাসনকর্তা আবূ 'আবদিল্লাহ্-র আমন্ত্রণক্রমে সেখানে চলিয়া যান। আবূ 'আবদিল্লাহ তাঁহাকে তাঁহার "হ'াজিব" (Chamberlain) পদে নিযুক্ত করেন। সেই সঙ্গে তিনি খাত'ীবের পদ এবং ৭৬৬/১৬৬৪ সালে মাদ্রাসাঃ সংক্রান্ত একটি কর্মের দায়িত্ব পাইলেন। এই ঘটনার দ্বিতীয় বৎসরে যখন কুসান্ত'ীন-এর শাসনকর্তা বিজায়াঃ অধিকার করিলেন তখন 'আবদু'র-রাহ'মান বিস্কারাঃ চলিয়া গেলেন। অল্পকাল পরে তিনি তিলিমসান-এর 'আবদু'ল-ওয়াদী বংশের বাদশাহ দ্বিতীয় আবূ হ'াম্মূ-র সহিত পত্রালাপ করেন এবং তাঁহার নিজের বর্ণনা মতে ভ্রাতা য়াহ্'য়াকে হ'াজিব পদে নিযুক্তির জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বাদশাহের জন্য অনেক 'আরব গোত্রের সমর্থন লাভ করেন এবং তদুপরি তিউনিসের শাসক আবূ ইস্হ'াক' এবং তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী খালিদের সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইয়া দেন। ইহার পর তিনি নিজেই তিলিমসান চলিয়া যান। অল্পকাল পর যখন হতভাগ্য আবূ হ'াম্মূকে মারীনী সুলত'ান 'আবদু'ল-'আযীয রাজধানী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন তখন 'আবদু'র-রাহ'মান তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং 'আবদু'ল-'আযীয-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। যেই সময় "আল-মাগ'রিব" যুদ্ধ ও বিদ্রোহের বিপদজালে জড়াইয়া পড়ে, তখন তিনি বিসকারা-র সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল হইতে আবূ হ'াম্মূর বিরুদ্ধে 'আবদু'ল-'আযীযকে ক্রমাগত সাহায্য করিয়া যান। ৭৭৪/১৩৭২ সনে তিনি ফেয্-এ গমন করেন এবং তথা হইতে ৭৭৬/১৩৭৪ সনে গ্রানাডা যান। কিন্তু গ্রানাডার সুলত'ান মারীনীদের প্ররোচনায় তাঁহাকে তিলিমসানের হ'ুনায়ন বন্দরে প্রেরণ করেন। তিলিমসানে আবূ হ'াম্মূ পুনরায় তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি বাদশাহ্দের সংস্রব ত্যাগ করিতে সংকল্প করেন এবং ইব্ন সালামাঃ দুর্গে চলিয়া যান। এইখানে তিনি তাঁহার ইতিহাস প্রণয়ন করিতে শুরু করেন। তিনি ৭৮০/১৩৭৮

সন পর্যন্ত সেইখানে বাস করেন, ইহার পর গ্রন্থ রচনার তাগিদে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি পাঠ করার জন্য তিনি তিউনিস চলিয়া যান। ৭৮৪/১৩৮২ সনে তিনি হ'াজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু তাঁহার যাত্রা বিরতি হয়—প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়ায় (১ শা'ওওয়াল, ৭৮৪/ডিসেম্বর ১৩৮২) এবং তৎপর কায়রোতে (৯ যু'ল-ক'া'দাঃ, ৭৮৪/৪ জানুয়ারী, ১৩৮৩)। এইখানে তিনি প্রথমে জামি'উ'ল-আযহার এবং তৎপর আস্-সামহি'য়্যাঃ কলেজে অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ৭৮৬/১৩৮৪ সনে সুলত'ান আজ'-জ'াহির বারকূ'ক' তাঁহাকে মালিকী قاضى القضاة বা প্রধান বিচারক নিযুক্ত করেন। উহার অল্পকাল পরই তিউনিস হইতে কায়রো আগমনকালে জাহাজ ডুবির ফলে তাঁহার সমগ্র পরিবার এবং প্রচুর ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়। তারপর হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে কল্যাণমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৭৮৯/১৩৮৭ অব্দে হ'াজ্জও সম্পন্ন করেন। জুমাদা'ল-উলা, ৭৯০/মে, ১৩৮৮-তে তিনি কায়রো প্রত্যাবর্তন করেন। ৭৯২/১৩৭৯ সনে তিনি স'ারগ'াতমিশ মাদ্‌রাসায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৮০১/১৩৯৯ সনে তিনি পুনরায় ক'ায়রোতে যান এবং মালিকী قاضى القضاة নিযুক্ত হন, কিন্তু ৮০৩/১৪০০-এর শেষের দিকে পুনরায় পদচ্যুত হন। ৮০৩/১৪০১ সনে অপরাপর ক'াদ'ীর সহিত সুলত'ান আন্-ন্যাসি'র-এর সাহচর্যে তায়মুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দামিশ্‌ক' রওয়ানা হন। ২৩ জুমাদা'ল-উলা, ৮০৩/১৪ জানুয়ারী, ১৪০১ অব্দে ইব্‌ন খালদূনকে রজ্জুর সাহায্যে দামিশ্‌কে'র কিল্লার পাঁচিল হইতে নীচে নামাইয়া দেওয়া হয় এবং তিনি তায়মুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহিত আলাপে এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বে তায়মুর খুবই প্রভাবান্বিত হন। প্রায় দেড় মাস পর ইব্‌ন খালদূন তায়মুরের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু উহার অল্পকাল পরই ইব্‌ন খাল্‌দূনকে কায়রো প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। তখন তিনি পুনরায় ক'াদ'ী নিযুক্ত হইলেন। মধ্যে কিছুকাল বিরতিসহ তিনি তাঁহার ইন্তিকাল (২৫ রামাদ'ান, ৮০৮/১৬ মার্চ, ১৪০৬) পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন।

উল্লিখিত অবস্থাদি হইতে বুঝা যায়, ইব্‌ন খাল্‌দূন বহু গুরুত্বপূর্ণ পদের কার্যাদি পরিচালনায় যথেষ্ট কর্ম-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তিনি এক মুনিবকে ছাড়িয়া অন্য মুনিবের চাকুরী গ্রহণ করিতে কখনও ইতস্তত করেন নাই। ইহার ফলে সাধারণত পূর্ববর্তী মুনিব শত্রুতে পরিণত হইত। তিনি উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুস-এর রাজনীতিতে অত্যধিক অংশগ্রহণ করিতেন। ফলে তিনি সেই সমস্ত স্থানে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল সেইগুলি পর্যালোচনা করার ও তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার অবকাশ এবং বিশেষ যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ আল-'ইবার (কায়রো ১২৮৪ হি. ৭ খণ্ডে সমাপ্ত)-এর বিভিন্ন অংশের গুরুত্ব সমান নহে, তথাপি উহা সেই যুগ সম্বন্ধে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। যদিও এই বিরাট গ্রন্থের কোন কোন অংশে ঘটনাসমূহের বিন্যাসে ত্রুটি ও বিশ্বস্ততায় সন্দেহ রহিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও সমকালীন ইতিহাস আলোচনার জন্য অন্যান্য অংশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া যায়। "বার্‌বার"-দের ইতিহাস, আল-মাগ'রিব-এর বার্‌বার গোত্রসমূহের ইতিকাহিনী সম্বন্ধে এবং ঐ অঞ্চলের মধ্যযুগীয় ইতিহাস সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে এই গ্রন্থ চিরকালের জন্য একটি অতি মূল্যবান পথনির্দেশক হইয়া থাকিবে। এই গ্রন্থটি পঞ্চাশ বৎসর (চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ) কালের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ দর্শন, বিভিন্ন গ্রন্থচর্চা ও তাঁহার সময়ের দৌত্যকর্ম এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সংক্রান্ত সরকারী দলীলাদির গভীর অধ্যয়নের ফল। "ইহার "مقدمة বা ভূমিকায় 'আরবীয়দের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতার সকল শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। গ্রন্থকারের চিন্তার গভীরতা, বর্ণনার প্রাঞ্জলতা এবং মতের অভ্রান্ততার বিচারে ইহা নিশ্চিতই তাঁহার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং দৃশ্যত কোন মুসলিমের কোন গ্রন্থই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।" গ্রন্থকার এই ভূমিকা হি. ৭৭৯ সালে সমাপ্ত করেন (ছাপা Quatremere, প্যারিস ১৮৪৭-১৮৫৮ খৃ.; নাস'র আল-হূরীনী, মিসর ১৮৫৮ খৃ.; de Slane ইহার ফরাসী অনুবাদ করেন, প্যারিস ১৮৬২ খৃ.। স্বরচিহ্নসহ 'আরবী মূল ১৯০০ খৃ.; 'আবদু'ল-ওয়াহি'দ ওয়াফী, পরিশিষ্টসহ, কায়রো ১৯৫৭-১৯৬২ খৃ., ৪ খণ্ডে; উর্দু অনুবাদ মুক'াদ্দিমাঃ ইব্‌ন খালদূন, ইব্‌ন খালদূনের জীবনীসহ, লাহোর ১৯১০ খৃ.; উর্দু অনুবাদ, সা'দ হ'াসান খান কর্তৃক, করাচী)। কিতাবু'ল-'ইবার কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছে; এই গ্রন্থের বানূ আগ'লাব-এর শাসনসংক্রান্ত অংশ ফরাসী ভাষায় অনুবাদসহ প্যারিসে (১৮৪১ খৃ.) মুদ্রিত হইয়াছে। আল-মাগ'রিবের ইসলামী রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কিত গ্রন্থের শেষাংশ de-Slane-এর সম্পাদনায় আলজিরিয়া হইতে ১৮৪৭-১৮৫১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে য়ুরোপীয়দের আক্রমণ সম্পর্কিত অংশ ল্যাটিন তরজমাসহ (Ibn Khalduni naratio de Expeditionibus Francorum in terras Islamico subjectas নামে টুরেনবুর্গে মুদ্রিত) অস্লো হইতে ১৮৪০ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে; de-Slane-এর ফরাসী অনুবাদ, প্যারিস ১৯২৫-১৯৩৪ খৃ.; উর্দু অনুবাদ, "তাওয়ারীখ-ই-ইব্‌ন খাল্‌দূন", আহ্'মাদ হ'সায়ন, এলাহাবাদ ১৯০১ খৃ; ডঃ 'ইনায়াতুল্লাহ কৃত উর্দু তরজমা, তাওয়ারীখ-ই-ইব্‌ন খালদূন, লাহোর ১৯৬০ খৃ.; ইহার এক অংশের অনুবাদ তাওয়ারীখ-ই-আম্বিয়া' নামে ইন্তিজ'ামুল্লাহ শিহাবী করাচী হইতে ১৩৭৫ হি'-তে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিতাবু'ল-'ইবার ও মুক'াদ্দিমাঃ ব্যতীত তিনি (১) শারহ' আল-বুর্‌দাঃ, (২) আল-হি'সাব এবং (৩) আল-মানতি'ক' নামে আরও তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : 'আবদু'র-রাহ'মানের জীবনীর জন্য তাঁহার আত্মজীবনী দেখুন, (১) de-Slane in JA, 1944; (২) Hist. de Berberes, i. and tr. of the preface i., Paris 1963; অন্যান্য 'আরবী সূত্রের আলোকে; (৩) W. J. Fischel তাঁহার আত্মজীবনী সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, দেখুন Studi. Orientalis, Rome, 287-308; (৪) الضوء اللامع, ৪খ, ১৪৫; (৫) আল-মাক্'রীযী, নাফহ'ত'-ত'ীব, ৪খ, ৪১৪; (৬) আহ্'মাদ বাবা, নায়লু'ল-ইব্‌তিহাজ, পৃ. ১৭; (৭) মুহ'াম্মাদ আল-খিদ'র, হ'ায়াতু ইব্‌ন খাল্‌দূন; (৮) ত'াহা হ'সায়ন, ফালসাফাঃ ইব্‌ন খাল্‌দূন, মিসর ১৯২৫ খৃ. (৯) সাতি'' আল-হ'স্'রী, দিরাসাত 'আন্ মুক'াদ্দিমাঃ ইব্‌ন খাল্‌দূন, মিসর ১৯৫৩ খৃ.; (১০) মুহ'াম্মা ক'াম্বীর, ইব্‌ন খাল্‌দূন; (১১) উমার ফার্‌রোখ, ইব্‌ন খাল্‌দূন; (১২) 'ইনান, 'ইব্‌ন খাল্‌দূন, ১৯৪১; (১৩) W. J. Fischel, Ibn Khaldun and Tamerlane, ১৯৫২ খৃ.; (১৪) মাহ্‌দী হ'াসান, Ibn Khaldun's Philosophy of History, ১৯৫৭ খৃ.; (১৫) J. Graberg De Hemso, The Great Historical Work etc., London

1833 ; (১৬) 'আবদু'ল-কা'াদির, ইব্ন খাল্দূন-মু'আ'াশারাতী, সিয়াসী আওর মা'আশী খিয়ালাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৪৩ খৃ. ; (১৭) নিসহাত শাহ্জাহানপুরী, ইব্ন খাল্দূন কী 'আজ্'মাত আওর 'উলামা-ই-য়ূরোপ, বোম্বাই ১৯৪৪ খৃ. ; (১৮) মুহ'াম্মাদ হ'ানীফ, আফ্কার ইব্ন খাল্দূন, ১৯৫৪ খৃ. ; (১৯) আনওয়ার সা'ঈদাঃ, Political Philosophy of Ibn Khaldun, থিসিস, পাণ্ডুলিপি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর ১৯৬২ খৃ. ; (২০) Brockelmann, ii, 242—245 ; (২১) Suppl., ii, 342 ।

Alfred Bel (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ইব্ন খালাওয়ায়হ্ (ابن خالويه) অথবা ইব্ন খালূয়াহ্ আবূ 'আবদিল্লাহ্ আল-হ'সায়ন ইব্ন আহ্'মাদ (মতান্তরে মুহ'াম্মাদ) ইব্ন হ'ামদান আল-হামাদানী আশ্-শাফি'ঈ বিখ্যাত 'আরবী ব্যাকরণবিদ্ ও ভাষাতাত্ত্বিক। ইঁহার জন্ম তারিখ পাওয়া যায় না, সম্ভবত হিজরী তৃতীয় শতকের শেষ দশকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হামাদানের অধিবাসী ছিলেন। ৩১৪/৯২৬ সনে তিনি বাগদাদে যান; এইখানে তিনি ইব্ন মুজাহিদ (মৃ. ৩২৪ হি.) এবং আবূ সা'ঈদ আস-সীরাফী (মৃ. ৩৬৮ হি.)-র নিকট কু'রআন, ইব্ন দুরায়দ নিফ্ত'াওয়ায়হ (মৃ. ৩২৩ হি.), ইব্নু'ল-আন্বারী এবং আবূ 'উমার আয-যাহিদ (মৃ. ৩৪৫ হি.)-এর নিকট ব্যাকরণ ও সাহিত্য, মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাখলাদ আল-'আত্'ত'ার এবং অপরাপর 'আলিমের নিকট হ'াদীছ' অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি সিরিয়ায় গমন করেন এবং হ'ালাব-এ বসবাস করেন। আয্'-য'াহাবী-র বর্ণনা মতে, তিনি মায়্যাফারিক'ীন এবং হি'ম্স'-এও অবস্থান করেন। ব্যাকরণ সম্বন্ধে বসরা এবং কূফাবাসীদের মধ্যে মতভেদ সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এই যে, যাহার যে-সিদ্ধান্ত মনঃপূত হইবে তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন। অধ্যাপক হিসাবে তিনি খুবই খ্যাতিলাভ করেন। তিনি সায়ফু'দ-দাওলাঃ হামদানীর পুত্রের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। কবি হিসাবেও তিনি যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি আল-মুতানাব্বী-র সহিত প্রায়ই তাঁহার জোর আলোচনা হইত। ব্যাকরণবিদ ইব্ন দুরুস্তাওয়ায়হ (মৃ. ৩৪৭ হি.) তাঁহার কিতাব আর-রা'দ্দ 'আলা ইব্ন খালাওয়ায়হ্ ফিল-কুফি ওয়াল-বা'দি' (ফিহ্রিস্ত ৬৩, ছত্র ১৫) গ্রন্থে তাঁহার সব মতের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। ইব্ন খালাওয়ায়হ্ ৩৭০/-৯৮০ সনে হ'ালাবে ইন্তিকাল করেন।

Flugol তাঁহার গ্রন্থসমূহের বর্ণনা দিয়াছেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায় :

(১) কিতাব লায়সা (ليس), কায়রো ১৩২৭ হি. ; (২) কিতাব (রিসালাঃ) ফী ই'রাবি ছ'ালাছ'ীনা সূরাঃ মিনা'ল-কু'রআনি'ল-কারীম, কায়রো ১৩৬০ হি. ; (৩) শারহ' মাক্'সূ'রাঃ ইব্ন দুরায়দ, (পাণ্ডুলিপি) জাতীয় গ্রন্থাগার, প্যারিস, নম্বর ৪২৩১, ৪র্থ খণ্ড ; (৪) ছ'া'লাব-এর কতগুলি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ যাহা সুয়ূত'ী রচিত আল-আশ্বাহ ওয়া'ন-নাজ'াইর (হায়দরাবাদ ১৩১৭ হি.)-এ সংযোজিত ; (৫) দীওয়ান আবী ফারাস্-এর সংশোধন ও ভূমিকা এবং (৬) কিতাবু'র-রীহ'. দ্র. I. Y. Krachkovsky, in Islamica, 1926, পৃ. ৩৩১-৩৪৩ ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-ফিহ্রিস্ত, পৃ. ৮৪, ৩৫ পংক্তি প. ; (২) ইব্ন খাল্লিকান (ed. Wustenfeld) সংখ্যা ১৯৩ ও ৪৯, ১৩১০ হি., ১৫৭-১৫৮, tr. by de Slane, ১খ, ৪৫৩ প. ও ১০৫ ; (৩) আয্'-য'াহাবী (Cod. Warner) ৩খ, ৩৫৪ (Cat. ২খ, ১২৬ প.) ; (৪) আস-সুয়ূত'ী, বুগ্'য়াতু'ল-উ'আত (بغية الوعاة), কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ২৩১ প. ; (৫) Flugel, Die Gramm. Schulen d. Arabor, Abhandl. d. Dtsch. Morg. Gesch. ii., 23 ; (৬) Brockelmann, i, 125 ; (৭) Suppl. i., 190 ; (৮) য়াকূ'ত, মু'জামু'ল-উদাবা', ৯খ, ২০০ ; (৯) ইব্ন তাগ্'রীবির্দী, আন্-নুজূমু'য্-যাহিরাঃ, ৩খ, ৩৪০, ৪খ, ১৩৯ ; (১০) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শায'ারাতু'য'-য'াহাব, ৩খ, ৭১ ; (১১) ইব্ন কা'াদ'ী শাহ্বাঃ, ত'াবাক'াত, ১খ, ৩১৭ ; (১২) আস্-সুব্কী, ত'াবাক'াতু'শ্-শাফি'ঈয়াঃ, ২খ, ২১২ ; (১৩) ইব্নু'ল-আন্বারী, নুযহাঃ, ৩৮৩-৩৮৫ ; (১৪) হ'া'আলিবী, য়াতীমাতু'দ-দাহ্র, ১খ, ৮৮ ; (১৫) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত, ২৩৭ প. ; (১৬) Hammer-Purgstall, v, 442—444.

C. Van Arendondonk (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ইব্ন খাল্লিকান (ابن خلكان), রাওদ'াতু'ল-জান্নাত-এর গ্রন্থকার ইঁহার নামের তিন প্রকার উচ্চারণ উল্লেখ করিয়াছেন : খাল্লিকান, খুল্লাকান ও খিল্লিকান। ইহা তাঁহার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কাহারও নাম ছিল। শামসু'দ-দীন আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন খাল্লিকান আল-বার্মাকী আল-ইর্বিলী আশ্-শাফি'ঈ ছিলেন একজন 'আরব গ্রন্থকার। ইনি ১১ রাবী'উ'ছ'-ছ'ানী, ৬০৮/২২ সেপ্টেম্বর, ১২১১ অব্দে মুসি'ল-এর নিকটবর্তী ইর্বিল (Arbela)-এ জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই তিনি স্বীয় পিতা ব্যতীত উম্মু'ল-মুআয়্যাদ যায়নাব বিন্ত 'আবদি'র-রাহ'মান এবং ইব্ন মুকার্রাম আস'-সূ'ফী-র নিকট শিক্ষালাভ করেন। তারপর মুসি'লে কামালু'দ-দীন মূসা ইব্ন য়ূনুস-এর নিকট শিক্ষালাভ করেন। ইহার পর ৬২৬ হি. সনে হ'ালব-এ আল-জাওয়ালীক'ী এবং ইব্ন শাদ্দাদের নিকট এবং তারপর দামিশ্কে শিক্ষালাভ করেন। ৬৩৬/১২৩৮ সনে তিনি কায়রো যান এবং সেখানে কা'াদি'ল-কু'দা'াত য়ূসুফ ইব্ন আল-হ'াসান আস-সিনজারী-র সহকারী নিযুক্ত হন। ৬৫৯/১২৬০ সালে তিনি কা'াদি'ল-কু'দা'াত নিযুক্ত হইয়া দামিশ্কে গমন করেন, কিন্তু ৬৭৮/-১২৭৯ অব্দে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পদচ্যুত হন। পাঁচ বৎসর পর এই পদ শাফি'ঈগণের জন্য সংরক্ষিত হয় এবং দশ বৎসর পর রহিত হইয়া যায়। ইব্ন খাল্লিকান কায়রোর মাদ্রাসাতু'ল-ফাখ্রিয়্যা-র সাত বৎসরকাল অধ্যাপনা করেন। অতঃপর তাঁহাকে পুনরায় তাঁহার পূর্বপদ প্রদান করা হয়, কিন্তু মুহ'ার্রাম ৬৮০/মে ১২৮১ সনে তিনি দ্বিতীয়বার পদচ্যুত হন। ১৬ রাজাব, ৬৮১/২০ অক্টোবর, ১২৮২ শুক্রবার তিনি মাদ্রাসাতু'ল-আমীনিয়্যা-র অধ্যাপকের পদে নিয়োজিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। ৬৫৪/১২৫৬ সনে কায়রোতে তিনি তাঁহার সর্বপ্রধান গ্রন্থ وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان রচনা শুরু করেন। দামিশ্কে চাকুরীর খাতিরে কিছু সময়ের জন্য তিনি এই কাজ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন। অবশেষে ১২ জুমাদা'ল-উখ্রা, ৬৭২/৪ জানুয়ারী, ১২৭৪ তারিখে তিনি উহা সমাপ্ত করেন। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে (দেখুন, গ্রন্থ তালিকা সংখ্যা ১৫০৫ । পরিশিষ্ট সংখ্যা ৬০৭ । দেখুন Cureton, JRAS. ৬, (১৮৪১ খৃ.) : ২২৫ । Wus-

tenfeld Gott. Gel. Anz., ১৮৪১ খৃ., পৃ. ২৮৬)। যেহেতু এই শ্রেণীর প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মধ্যে অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে (দেখুন Wustenfeld, Uber die Quellen des Werkes Ibn Challikani Vitae illutrium hominum, Gott. খৃ. ১৮৩৭) সেইজন্য এই গ্রন্থটি জীবন-চরিত ও সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক (দেখুন Ibn Challikani Vitae illustrium virorum munc primum arab, Wustenfeld, Gott. ১৮৩৫ হইতে ১৮৪৩ খৃ. Vies des hommes illustres de l' Islamisme en Arabe, par Ibn khallikan, M.´G. de Slane, Paris ১৮৩৮-১৮৪২ খৃ. (শুধু ৬৭৮ সংখ্যক পর্যন্ত), বূলাক' ১২৭৫ হি. ১২৯৯ হি., কায়রো ১৩১০ হি., লিথো ছাপা, তেহরান ১২৮৪ হি., তুর্কী অনুবাদ, ইস্তাম্বুল ১২৮০ হি. ; Ibn Khallikan's Biographical Dictionary, 'আরবী হইতে de Slane কর্তৃক ৪ খণ্ডে অনূদিত, প্যারিস ও লণ্ডন ১৮৪৩/১৮৭১)। মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী (মৃ. ৭৬৪/১৩৬৩) 'ফাওয়াতু'ল-ওফায়াত' নামে ওফায়াতের পরিশিষ্ট লিখেন।

তাঁহার ভ্রাতা মুহ'াম্মাদ বাহাউ'দ-দীন, যিনি ৬৮৩/১২৮৪ অব্দে বা'লাবাক-এ কা'দ'ী থাকা অবস্থায় ইনতিকাল করেন, সম্ভবত তিনিই আত্‌-তা'রীখু'ল-আক্‌বার ফী ত'াবাক'াতি'ল-'উলামা' ওয়া-আখবারিহিম গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। দেখুন Bibl. Bodleianae Codd. Mss. Orient. Catalogus, a. j. Uri conf., প্রথম খণ্ড, ৭৪৭ সংখ্যা, Wustenfeld, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, সংখ্যা ৩৫৯।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-বিরযালী : (ইব্‌ন খাল্লিকানের নিজস্ব বর্ণনামতে) উলুগ খানীতে, An Arabic History of Gujarat, ed. Ross. ১খ. ১৮৪ ; (২) ইব্‌ন শাকির, فوات الوفيات, ১খ. ৫৫ ; (৩) য়াফি'ঈ, মির'আতু'ল-জিনান, ৪খ, ১৯৫ ; (৪) আস্‌-সুব্‌ক'ী, ত'াবাক'াতু'শ্‌-শাফি'ঈয়্যাঃ, ৫খ, ১৪ ; (৫) ইব্‌ন কাছ'ীর, আল-বিদায়াঃ, ১খ, ১১৩, (ইব্‌নু'র-রাওয়ান্দী প্রসঙ্গে, ইনি যে-ক্ষেত্রে ইব্‌ন খাল্লিকানের ওফায়াত-এর সমালোচনা করিয়াছেন) ; (৬) ইব্‌ন তাগ্‌রীবিরদী, আন-নুজূমু'য-যাহিরাঃ, ৭খ, ৩৫৩ ; (৭) আস্‌-সুয়ূত'ী, হ'সনু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, ১খ, ৩২০ ; (৮) ইবনু'ল-ক'াদ'ী, দুররাতু'ল-হিজ'াল ১খ, ৩ ; (৯) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শায'ারাত, ৫খ, ৩৭১ ; (১০) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত, পৃ. ৮৭ ; (১১) ত'াশ্‌ কুপরাযাদাঃ, মিফ্‌তাহ'স্‌-সা'আদাঃ, ১খ, ২৯ ; (১২) আল-খিত'াতু'ল-জাদীদাঃ, ১০খ, ১৭ ; (১৩) 'আবদু'ল-হ'ায়্যি লাখনাব'ী, আল-ফাওয়াইদু'ল-বাহিয়্যাঃ, ১১ ; (১৪) Quatremere, Mamlouks, I : 2, 180 প. ; ঐ লেখক, in JA. ix, 3 : 467 ; (১৫) Wustenfeld, Geschichtschreiber, no. 358 ; (১৬) Brockelmann, i, 326—328 ; (১৭) Suppl. i, 561।

C. Brockelmann (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন

ইব্‌ন জুবায়র (ابن جبير) আবু'ল-হ'সায়ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল্‌-কাত্‌তানী একজন 'আরব পর্যটক। ইনি রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৫৪০/১ সেপ্টেম্বর, ১১৪৫ সালে আন্দালুস-এর অন্তর্গত ভালেন্সিয়া-য় জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ ইঁহার জন্মস্থান শাতি'বাঃ (Jativa) নির্ধারণ করেন। তিনি ৯ (অন্য বর্ণনায় ২৭) শা'বান, ৬১৪/নভেম্বর, ১২১৭ তারিখে আলেকজান্দ্রিয়ায় পরলোকগমন করেন। তিনি তাঁহার পারিবারিক বাসস্থান শাতি'বা-য় ফিক্‌'হ ও হ'াদীছ' শিক্ষা লাভ করেন। বলা হয়, যখন তিনি গ্রানাডার শাসনকর্তা আবু সা'ঈদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মু'মিনের অধীনে সেক্রেটারী ছিলেন, তখন একবার বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মদ্য পান করিতে হয়। এই গোনাহের কাফ্‌ফারাঃস্বরূপ তিনি হ'াজ্জ করার সংকল্প করেন। তিনি ৫৭৮/১১৮৩ সনে এই উদ্দেশ্যে গ্রানাডা হইতে রওয়ানা হইয়া ত'ারীফাঃ (Tarifa)-র পথে সাব্‌তাঃ (Ceuta) এবং তথা হইতে জাহাজযোগে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছেন। খৃস্টানগণ মক্কা-যাত্রীদের পরিচিত পথ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় তাঁহাকে কায়রো, ক'াওস, 'আয়্‌যা'াব এবং জেদ্দা হইয়া সফর করিতে হয়। ইহার পর তিনি কূফা, বাগ্‌দাদ, মূসি'ল, হ'ালাব এবং দামিশ্‌ক যান। অতঃপর তিনি 'আক্‌কাঃ বন্দর হইতে জাহাজে সিসিলী রওয়ানা হন এবং ক'ারত'াজিনা-র পথে ১১৮৫ খৃস্টাব্দে গ্রানাডা প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি আরও দুইবার প্রাচ্যদেশে পর্যটন করেন, একবার ৫৮৫ হইতে ৫৮৭/১১৮৯-১১৯১ পর্যন্ত—আবার ৬১৪/১২১৭ সনে। দ্বিতীয়বারের ভ্রমণে তিনি কেবলমাত্র আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছিতে সমর্থ হন। এখানেই তাঁহার ইন্তিকাল হয়। ইব্‌ন জুবায়র তাঁহার এই পর্যটনের যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন, তাহা 'আরবী সাহিত্যের সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন গ্রন্থগুলির অন্যতম। এতদ্ব্যতীত উহা রাজা উইলিয়ামের (William the Good) সময়ের সিসিলীর ইতিহাসের জন্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেখুন 'A. Amari, Voyage en Sicile sous le regne de Guilaume le Bon, মূল 'আরবীসহ তরজমা ও হ'াশিয়াঃ (১৮৪৬ খৃস্টাব্দে) এবং ঐ গ্রন্থকারেরই রচিত Bibliotheca Arabico-Sicula, ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মূল 'আরবী উইলিয়াম রাইট (Wright) কর্তৃক ইংরাজী ভূমিকাসহ লাইডেনে (১৮৫২ খৃ.) মুদ্রিত ; নূতন সংস্করণ de Geoje কর্তৃক ১৯০৭ খৃ. ; গিব মেমোরিয়াল সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, মিসর ১৯০৮ খৃ. ; ইটালীর ভাষায় Schiaparelli কর্তৃক অনুবাদ, ইহার নাম Viaggia in Ispagna, Sicilia, Siria e Palestina Mesopotamia, Arabia Egitto etc, রোম ১৯০৬ খৃ. ; ভ্রমণ বৃত্তান্তের মূল 'আরবী "রিহ'লাতু ইব্‌ন জুবায়র" অথবা "আর-রিহ্‌'লাতু ইলা'ল-মাশ্‌রিক'" নামে ছাপা হইয়াছে ; আহ্‌মাদ 'আলী খান শাওক' "সফরনামা-ই-ইব্‌ন জুবায়র" নামে ইহার উর্দু অনুবাদ রামপুর হইতে ১৯০০ খৃ. প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্‌ন হ'াসান আশ্‌-শাদী বলেন যে, ইব্‌ন জুবায়র-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার নিজের রচিত নহে, উহা অপর কাহারও রচনা (ইহ'াত'াঃ)।

ইব্‌ন জুবায়র কবিও ছিলেন। ইব্‌ন 'আবদি'স-সালিক লিখিয়াছেন যে, তাঁহার দীওয়ান আকারে আবু তাম্মাম-এর দীওয়ানের সমান ছিল। ইবন জুবায়র তাঁহার স্ত্রীর জন্য মারছি'য়্যাঃও লিখিয়াছিলেন। উহার নাম "নাতীজাতু ওয়াজ্‌দি'ল-জাওয়ানিহ্‌' ফী তা'বীনি'ল-ক'ারীনি'স'-স'ালিহ'"। তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে তাঁহার পিতা ছাড়া যাঁহাদের নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা হইলেন : ইব্‌ন আবি'ল-'আয়শ, ইবনু'ল-উস'য়লী, ইব্‌ন য়াস্‌'উন, ইব্‌ন 'আলী আল-কু'রতু'বী, ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-বাগ'দাদী, আবু মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-হাক'ক, আবু ত'াহির আল-খুশ্‌'নী। তাঁহার শাগ্‌রিদদের মধ্যে কয়েকজন হইলেন : ইব্‌ন মুহীব, ইবনু'ল-ওয়া'ইজ', আবু তাম্মাম ইব্‌ন ইসমা'ঈল, আবু'ল-হ'াসান আল-বাজাঈ, ইব্‌ন আবি'ল-গ'ামর, ইব্‌ন 'আত'াইল্লাহ্‌ আল-ইস্কান্দারী।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Pons Boigues, Ensayo biobibliogr. p. 267 প. (further bibliography is given there); (২) Brockelmann, i. 478, Suppl. i. 879; (৩) Schreiner, Islamic Civilization; (৪) ইব্‌নু'ল-খাত'ীব, ইহ'াত'াঃ ফীআখ্‌বারি গারনাত'াঃ, মিসর ১৩১৯ হি., ২খ, ১৬৮ প.; (৫) আল-মাক'রীযী, ১খ, ৭১৪; (৬) আল-মাক্‌ক'ারী, নাফ্‌হ'ত'-ত'ীব (ed. Dozy), ১খ, ৭১৪, সংখ্যা ১৭৮; (৭) আয্-যিরিক্‌লী, আল-আ'লাম, ৩খ, ৮৫০।

ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ (ابن تيمية) ত'াকিয়্যু'দ-দীন আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন শিহাবু'দ-দীন 'আবদি'ল-হ'ালীম ইব্‌ন মাজদি'দ্-দীন 'আবদি'স-সালাম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন মুহ'ম্মাদ ইব্‌নি'ল-খাদি'র ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌নি'ল-খাদি'র ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন ত'ায়মিয়্যাঃ আল-হ'ার্‌রানী আল-হ'াম্বালী ছিলেন একজন 'আরব ধর্মশাস্ত্রবিদ ও ফাক'ীহ। সোমবার ১০ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ৬৬১/১২৬৩ সালের ২৩ জানুয়ারী তারিখে তিনি দামিশ্‌ক'-এর নিকটবর্তী হ'াররান-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশে সাত-আট পুরুষ পর্যন্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিয়া আসিতেছিল। সকলেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ সম্বন্ধে ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন : كان ابوه احد الابدال و الز هاد অর্থাৎ তাঁহার পিতা ছিলেন 'আবদাল (দ্র.) এবং পূত-পবিত্র জীবনের সাধকদের মধ্যে অন্যতম। কথিত আছে যে, এই মনীষীর পিতামহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-খাদি'র তাঁহার গর্ভবতী স্ত্রীকে রাখিয়া হ'াজ্জ করিতে গমন করেন। হ'াজ্জ সমাপনান্তে বাড়ী ফিরিবার সময় তিনি তায়্‌মাঃ নামক স্থানে একটি সুন্দরী শিশু-কন্যাকে দেখিতে পান। বাড়ী ফিরিবার পর তাঁহার নবজাত শিশু-কন্যাটিকে দেখিয়াই তাহাকে تيمية বলিয়া সম্বোধন করেন, কেননা শিশুটি তাঁহার চোখে তায়মাঃ-র সেই শিশুটির অবয়বে দেখা দিল। কালে তাঁহার এই শিশু-কন্যাটি সুশিক্ষিতা ও বহু-গুণসম্পন্না হইয়া উঠে এবং চতুর্দিকে তাহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। এই কারণে এই বংশের পুরুষ সদস্যগণ এই মহিলার নামের সহিত তাঁহাদের নাম সংযুক্ত করেন এবং "ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ" বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন (দ্র. ওয়াফায়াত, ১খ, ৫১৮-১৯, কায়রো ১৩১০ হি. ও ইব্‌ন কাছ'ীর রচিত ইখ্‌তিস'ারু 'উলূমি'ল-হ'াদীছ', পৃ. ৮৬)।

মোঙ্গলদের অন্যায় দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়া সমগ্র পরিবারসহ তাঁহার পিতা ৬৬৭/১২৬৮ সনের মধ্যভাগে দামিশ্‌কে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দামিশ্‌কে নব্য যুবক আহ'মাদ ইস্‌লামী জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁহার পিতা এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ, যথা যায়নু'দ-দীন আহ'মাদ ইব্‌ন 'আবদি'দ-দাইম আল-মুক'াদ্দাসী, নাজমু'দ-দীন ইব্‌ন 'আসাকির, যায়নাব বিন্‌ত মাক্কী প্রমুখের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁহার উস্তাদগণের নামের তালিকায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণেরও উল্লেখ পাওয়া যায় : ইব্‌ন আবি'ল-য়ুস্‌র, আল-কামাল ইব্‌ন 'আবদ, আল-কামাল 'আবদু'র-রাহ'ীম, শামসু'দ-দীন হ'াম্বালী, ইব্‌ন আবি'ল-খায়র, শারাফ ইব্‌নু'ল-ক'াওয়াস, আবূ বাক্‌র আল-হিরাব'ী, মুস্‌লিম ইব্‌ন 'আল্লান, ইব্‌ন 'আত'া' হ'ানাফী, জামালু'দ-দীন স'ায়রাফী, আন-নাজীব আল-মিক্‌দাদ এবং আল-ক'াসিম আল-ইর্‌বিলী।

য'াহাবী বলেন যে, ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই কু'রআন, ফিক্‌'হ এবং তর্কবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন এবং বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গের মধ্যে গণ্য হন। তায্‌কিরাঃ (ইব্‌ন কু'দামাঃ) গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি ১৭ বৎসর বয়সেই ফাত্‌ওয়া প্রদান ও গ্রন্থ রচনা শুরু করিয়াছিলেন। ইব্‌ন কাছ'ীর-ও আল-বিদায়াঃ-তে এই বয়সের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

বিশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ৬৮১/১২৮২ অব্দে পিতার মৃত্যুতে তিনি হ'াম্বালী ফিক্‌'হ-এর অধ্যাপকরূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। প্রতি শুক্রবারে তিনি কু'রআনের ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন। প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণের অবলম্বিত পন্থার সমর্থনে তিনি কু'রআন ও স'াহ'ীহ' হ'াদীছ' হইতে এমন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ উপস্থিত করিতেন যাহা তখনও পর্যন্ত অভিনব ছিল। কিন্তু স্বাধীন মতবাদ প্রচারের দরুন বিভিন্ন মায্‌হাবের 'আলিমগণের অনেকেই তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়ান। মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহাকে ক'াদি'ল-কু'দ'াত (প্রধান বিচারপতি)-এর পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ৬৯১/১২৯২ সনে তিনি হ'াজ্জ সমাপন করেন। কায়রোতে আল্লাহ্‌র صفات অর্থাৎ গুণাবলী সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের যে জবাব তিনি দিয়াছিলেন (৬৯৮ বা ৯৯/১২৯৯), তাহাতে শাফি'ঈ 'আলিমগণ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে যায় এবং তিনি অধ্যাপকের পদ হইতে অপসারিত হন। এতদসত্ত্বেও সেই বৎসরই তিনি মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা প্রচারের জন্য নিযুক্ত হন এবং এই উদ্দেশ্যে পর বৎসর কায়রো গমন করেন। এই পদাধিকারবলে তিনি দামিশ্‌কের নিকটস্থ শাক'হ'াব-এ মোঙ্গলদের উপর জয়লাভে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইসমা'ঈলী, নুস'ায়রী ও হ'াকিমীসহ সিরিয়ার 'জাবালু কাসারওয়ান"-এর অধিবাসী [(যাহারা 'আলী (রা) ইব্‌ন আবী ত'ালিবের ইমামাতের অধিকারে এবং তাঁহার অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করিত, স'াহ'াবীদিগকে অবিশ্বাসী বলিয়া গণ্য করিত, যাহারা নামায পড়িত না, রোযা রাখিত না, শূকরের মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করিত (মার'ঈ, কাওয়াকিব, পৃ. ১৬৫)]—ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের (৭০৪/১৩০৫) পর ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ ৭০৫/১৩০৬ সালে শাফি'ঈ ক'াদ'ী-র সহিত কায়রো গমন করেন। সেখানে তিনি সুলত'ান কর্তৃক আল্লাহ্‌র প্রতি মানবীয় গুণের আরোপ (Anthropomorphism) করার জন্য অভিযুক্ত হন। বিচারক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পরিষদের পাঁচটি অধিবেশনের পর তাঁহার দুই ভ্রাতাসহ তিনি একটি পার্বত্য দুর্গে ভূগর্ভস্থ কারাগারে (জুব্ব) বন্দী হন। সেখানে তিনি দেড় বৎসরকাল অবস্থান করেন। ৭০৭/১৩০৮ সালে ইত্তিহ'াদিয়্যাঃ (ইত্তিহ'াদ দ্র.) দলের বিরুদ্ধে লিখিত তাঁহার একখানি পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তিনি নিজ মতের সমর্থনে যে প্রমাণ উপস্থিত করেন, তাহাতে তাঁহার বিরোধীরা একেবারে নিরুত্তর হইয়া যায়। ফলে দামিশ্‌কে প্রত্যাবর্তনের শর্তে তিনি মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু দামিশ্‌কের পথে একটিমাত্র মানযিল অতিক্রম করার পর তাঁহাকে বলপূর্বক কায়রোতে ফেরত আনিয়া রাজনৈতিক কারণে "হ'ারাতুঃ আদ-দায়লাম"-এ ক'াদ'ীর কারাগারে আরও দেড় বৎসরকাল আটক রাখা হয়। তিনি এই সময়টা কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে ইসলামের নীতি শিক্ষাদানে ব্যয় করেন। তারপর অল্প কয়েকদিনের স্বাধীনতা ভোগের পর তাঁহাকে আট মাসকাল আলেকজান্ড্রিয়ার দুর্গে (বুর্জ) আবদ্ধ রাখা হয়। অতঃপর তিনি কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি সুলত'ান আন্‌-নাসি'র-এর অনুরোধে তাঁহার শত্রুদের উপর প্রতিশোধ

গ্রহণের অনুমতিমূলক ফাত্ওয়া দিতে অস্বীকৃত হইলেও এই সুলত'া-নের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাতে অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

যু'ল-ক'া'দাঃ ৭১২/১৩১৩ সনের ফেব্রুয়ারীতে তাঁহাকে সিরিয়া গমনকারী সৈন্যদলের সহিত যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। এইরূপে তিনি সাত বৎসর সাত সপ্তাহ পরে জেরুযালেম হইয়া পুনরায় দামিশ্ককে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু ৭১৮/১৩১৮ (ইব্ন হ'াজারের মতে ৭১৯ হি.) সনে সুলত'ান তাঁহাকে ত'ালাক'-এর হ'ালাফ (অর্থাৎ কোন-কাজ করিলে বা না করিলে স্ত্রীকে ত'ালাক' দেওয়ার শপথ করা) সম্পর্কে ফাত্ওয়া দিতে নিষেধ করেন। এই প্রশ্নে তাঁহার মতবাদ অপর তিনটি সুন্নী মায্'হাবের ফাক'ীহ্রা স্বীকার করেন না (ইবনু'ল-ওয়ার্দী, তা'রীখ, ২খ, ২৬৭)। তাঁহার মতে, যে ব্যক্তি এরূপ হ'ালাফ করে সে বিবাহের চুক্তি পালনে বাধ্য থাকিবে, তবে ক'াদ'ী তাঁহাকে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন।

সুলত'ানের নিষেধাজ্ঞা পালনে অস্বীকার করায় তিনি রাজাব ৭২০/আগস্ট ১৩২০ দামিশ্কের দুর্গে কারারুদ্ধ হন। ৫ মাস ১৮ দিন পরে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করা হয়। তিনি আবার যথারীতি অধ্যাপনায় তৎপর হন। কিন্তু দরবেশ ও নবীদের কবর যিয়ারাত সম্পর্কে পূর্বে (৭১০/১৩১০) তিনি যে ফাত্ওয়া দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার শত্রুরা শা'বান, ৭২৬/জুলাই, ১৩২৬ তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া দামিশ্কের দুর্গে তাঁহার অন্তরীণের ব্যবস্থা করে। তাঁহাকে কারাগারে একটি স্বতন্ত্র কক্ষ প্রদান করা হয়। তাঁহার নিরপরাধ ভ্রাতা শারফু'দ-দীন 'আবদু'র-রাহ্'মান তাঁহার সহিত স্বেচ্ছায় কারাগারে বাস করিতে থাকেন। কারাবাসের সময় তাঁহার সাহায্যে ইব্ন তায়মিয়্যাঃ আল-বাহ্রু'ল-মুহ'ীত' নামে কু'রআনের একখানি তাফ্সীর, তাঁহার প্রতিপক্ষের মতবাদের জবাবে এবং যে সকল অভিযোগে তাঁহার কারাদণ্ড হয় সেই সকল বিষয়ে পুস্তকাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার শত্রুরা পুস্তক রচনার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ধন উপাদান হইতে বঞ্চিত করে। ইহা ছিল তাঁহার প্রতি চরম আঘাত। ইহার পর স'ালাত ও কু'রআন পাঠের মাধ্যমে শান্তিলাভের চেষ্টা করিলেও তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ২০ দিন পর ৭২৮, ২০ যু'ল-ক'া'দাঃ/১৩২৮, ২৭ সেপ্টেম্বর রবি ও সোমবারের মধ্যবর্তী রাত্রে তিনি ইন্তিকাল করেন। তৎকালীন মুহ'াদ্দিছ'দের ইমাম শায়খ য়ূসুফ আল্-মিয্যী প্রমুখ তাঁহার শেষ গোসলের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতা ইমাম শারাফু'দ-দীন 'আবদুল্লাহ্র (মৃ. ৭২৭ হি.) পার্শ্বে সু'ফীদের কবরস্থানে দাফন করা হয়। এই দিবসে দোকানসমূহ বন্ধ থাকে। দামিশকের অধিবাসীরা তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখিতেন। তাঁহারা মহাআড়ম্বরে তাঁহার জানাযাঃ ও দাফন সম্পাদন করেন। প্রায় দুই লক্ষ পুরুষ ও পনের হাজার নারী তাঁহার স'ালাত-ই-জানাযায় যোগদান করেন (ইব্ন রাজাব, ত'াবাক'াত)।

তাঁহার জানাযাঃ স'ালাত চারিটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ঃ প্রথমে কেল্লার মধ্যে, অতঃপর দামিশ্কে'র বানূ উমায়্যাঃ জামি' মাসজিদে, তৃতীয়বার শহরের বাহিরে এক বিস্তীর্ণ ময়দানে এবং চতুর্থবার সু'ফীদের কবরস্থানে। কিন্তু শেষোক্ত স্থানে শুধু কয়েকজন রাজ-কর্মচারী জানাযায় শরীক হইয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন জীবনী গ্রন্থে এই জানাযা-র কোন উল্লেখ নাই। বায্যায বলেন, আমরা এমন কোন শহরের কথা জানি না যেখানে তাকি'য়্যু'দ্-দীন ইব্ন তায়্মিয়্যার ইন্তিকালের সংবাদ পৌঁছিয়াছিল অথচ তাঁহার গ'া'ই-ব্যানাঃ জানাযা-র স'ালাত পড়া হয় নাই (মাজমূ'উ'দ-দুরার, পৃ. ৪৬)। চীনের ন্যায় দূরবর্তী দেশেও তাঁহার গ'া'ইবানাঃ জানাযাঃ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল (ইব্ন রাজাব)। বর্তমানে দামিশ্কে'র সূফ'ী কবরস্থানের কবরগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অট্টালিকাসমূহ নির্মিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইব্ন তায়্মিয়্যা-র কবরটি অদ্যাবধি সুরক্ষিত আছে।

ইব্নু'ল-ওয়ার্দী (মৃ. ৭৪৯ হি.) এবং আরও অনেকে তাঁহার শোকগাথা রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের নাম ইব্ন কাছ'ীর আল-বিদায়াঃ ওয়া'ন-নিহায়াঃ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে য'াহাবী, ইব্ন ফাদ'লিল্লাহ আল-'উমারী, মাহ্'মূদ ইব্ন আছ'ীর, ক'াসিম আল-মুক্'রী, ইব্ন কাছ'ীর প্রমুখ রহিয়াছেন।

হ'াম্বালী মায্'হাবভুক্ত হইলেও ইব্ন তায়মিয়্যাঃ অন্ধভাবে ইহার সমস্ত মতের অনুসরণ করিতেন না, বরং নিজকে মুজ্তাহিদ (ইজ্তিহাদ দ্র.) মনে করিতেন। ইব্ন তায়্মিয়্যাঃ যে সকল নির্দিষ্ট সংখ্যক বিষয়ে তাক্'লীদ, এমন কি ইজ্মা' (মতৈক্য) প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহার জীবনী লেখক মার্'ঈ স্বীয় "কাওয়াকিব" (পৃ. ১৮৪) গ্রন্থে উহার কতকগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন তায়্মিয়্যাঃ তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থে এই দাবী করিয়াছেন যে, তিনি কু'রআন ও হ'াদীছে'র শাব্দিক অর্থের অনুসরণ করেন। কিন্তু মতভেদযুক্ত বিষয়ের আলোচনাকালে (বিশেষ দ্র. "মাজমূ'আতু'র-রাসাইল আল-কুব্রা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩০৭) কি'য়াস প্রয়োগ অবৈধ মনে করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার একখানা পূর্ণ রিসালাঃ (পূ. গ্র. ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৭) কি'য়াস-মূলক যুক্তি প্রয়োগের পক্ষে লিখিত।

ইব্ন তায়্মিয়্যাঃ 'বিদ'আত'-এর কঠোর সমালোচক ছিলেন। দরবেশদের প্রতি অন্ধভক্তি ও ক'বর পূজা, মাযার যিয়ারাতের প্রথাকে তিনি জোরালো ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বলিতেনঃ কেবল কা'বাঃ, বায়তু'ল-মাক'দিস আর আমার মাসজিদ (অর্থাৎ মদীনার মাসজিদ নাবাব'ী) ব্যতীত অন্য কোথাও (ছ'ওয়াবের নিয়াতে) সফর করিবে না, হযরত (স') কি একথা বলেন নাই (পূ. গ্র. ২, ৯৩)? এমন কি কেবলমাত্র হযরত (স')-এর ক'বর যিয়ারতের জন্য সফর করাও গর্হিত কাজ" (ইবন হ'াজার আল্-হায়ত'ামী, ফাতাওয়া, পৃ. ৮৭)। পক্ষান্তরে আশ-শা'বী ও ইব্রাহীম আন-নাখা'ঈ-র মতানুসরণে তিনি মনে করিতেন যে, কোন মুসলমানের কবর যিয়ারাতের জন্য যদি সফরের দরকার হয় এবং যদি যিয়ারাত কোন নির্দিষ্ট দিনে সংঘটিত হয়, শুধু তখনই তাহা অবৈধ হইয়া যায়। এই সকল শর্তে তিনি যিয়ারাতকে এমনকি সুন্নাত বলিয়া গণ্য করিতেন (স'াফিয়্যু'দ্-দীন আল-হ'ানাফী, আল-ক'াওলু'ল-জালী, পৃ. ১১৯)।

সু'ফীদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল যে, তাঁহারা দুই শ্রেণীরঃ (১) যাঁহারা ধর্মপ্রাণ, অর্থের প্রতি বিতৃষ্ণ, বিনয়ী এবং সচ্চরিত্র, ইঁহারা প্রশংসার যোগ্য, (২) যাহারা মুশ্রিক, বিদ'আতী এবং কাফির—ইঁহারা কু'রআন ও সুন্নাঃ ত্যাগ করিয়া মিথ্যা ভাষণ, ধোঁকাবাজি, ছলচাতুরী ও প্রতারণা অবলম্বন করে (আদ-দুরারু'ল-কামিনাঃ)।

ইব্ন তায়্মিয়্যাঃ কাব্য রচনাকে প্রশংসনীয় মনে করিতেন না। কিন্তু তবুও তিনি সময় সময় তাঁহার ভাবাবেগ কাব্যে প্রকাশ করিতেন। এক সময়ে তিনি কতকগুলি জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তর কাব্যাকারে

নিয়াছিলেন। জনৈক য়াহূদীর পক্ষ হইতে তাক্'দীর সম্বন্ধে লিখিত আটটি শ্লোক এক সময়ে তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি তৎক্ষণাত একই ছন্দে (طويل) ১১৯ শ্লোকে (ইব্‌ন কাছ্'ী-রের মতে ১৮৪ শ্লোকে) উহার উত্তর লিখিয়া দেন (আদ্-দুরারু'ল-কামিনাঃ)। বলা হয়, তাক্'দীর প্রশ্নে য়াহূদীর শ্লোকগুলি আসলে ছিল আস্-সাক্কাকীনী (মৃ. ৭২১ হি.)-র লেখা, ইমাম শা'রানী-র মতে স'াদ্রু'দ্-দীন কুনূব'ী-র প্রেরিত (দ্র. আল-য়াওয়াক'ীত ওয়া'ল-জাওয়াহির, পৃ. ১৬০)। বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ১টি এবং টুবিঙ্গানে সংরক্ষিত ২টি পাণ্ডুলিপির সাহায্যে উক্ত শ্লোকগুলির মধ্যে ১০৩টি সিরাজুল-হক্-এর সম্পাদনায় এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান (ঢাকা)-এর জার্নালের প্রথম সংখ্যায় ১৯৫৬ সনে প্রকাশিত হয়। রাশীদু'দ-দীন 'উমার আল-ফারানীও কবিতায় কতকগুলি হেঁয়ালি লিখিয়া ইব্‌ন তায়মিয়্যার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি ৯৯টি শ্লোকে উহার উত্তর দিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা-সংগ্রহ আল-বিদায়াঃ, সুব্‌কী-র ত'াব্‌াক'াত এবং ফাতাওয়া হ'ামাবিয়্যাঃ-তে রহিয়াছে।

ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে কু'রআনের আয়াত এবং হ'াদীছে'র শাব্দিক অর্থই গ্রহণ করিতেন। ইব্‌ন বাত্'তূ'ত'ার বর্ণনা-মতে—একদা তিনি দামিশ্‌কে'র মসজিদের মিম্বর হইতে ঘোষণা করেন, "আমি এখন যেভাবে অবতরণ করিতেছি, আল্লাহ্ও ঠিক সেইভাবে আসমান হইতে যমীনে অবতরণ করেন।" সঙ্গে সঙ্গে মিম্বরের এক ধাপ নীচে নামিয়া তিনি অবতরণের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করিলেন (বিশেষভাবে দ্র. মাজমূ'আতু'র-রাসাইলি'ল-কুব্‌রা, ১খ, ৩৮৭ পৃ.)।

বক্তৃতা ও গ্রন্থ রচনা উভয়ের মাধ্যমে তিনি খারিজী, মুর্জিআঃ, রাফিদ'ী, ক'াদারী, মু'তাযিলী, জাহ্‌মী, কার্‌রামী, আশ'আরী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সহিত সংগ্রাম করেন (রিসালাতু'ল-ফুরক'ান, দ্র. দেখুন : উপরিউক্ত মাজমূ'আঃ, ১খ, ২-এ উদ্ধৃত)। তিনি বলিতেনঃ আল-আশ্'আরী-র 'আক'াইদ শুধু জাহ্‌মী, নাজ্জারী, দি'রারী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতের সমন্বয়মাত্র। তিনি বিশেষভাবে তাক'দীর (ক'াদর), আল্লাহ্‌র নাম (اسماء), বিধান (আহ্'কাম) এবং পাপের শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত সতর্কবাণীর বাস্তবায়ন (انفاذ الوعيد) প্রভৃতি সম্বন্ধে আশ'আরী-র মতবাদে আপত্তি করেন (পূ. গ্র. ১খ, ৭৭, ৪৪৫ পৃ.)।

বহুক্ষেত্রে তিনি প্রধান ফাক'ীহ্‌দের সহিত একমত হইতে পারেন নাই; যথা : (১) তিনি তাহ্'লীল (تحليل) রীতি, অর্থাৎ অপর কোন ব্যক্তির সহিত তিন ত'ালাক'প্রাপ্তা স্ত্রীর এমনভাবে বিবাহ ঘটান যাহাতে বিবাহের (অবশ্য সহবাসের) পর এই ব্যক্তি তাহাকে ত'ালাক' দিয়া পূর্ব স্বামীর সহিত তাহার পুনর্বিবাহ হ'ালাল করিয়া দেয়, এই রীতিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। (২) তাঁহার মতে ঋতুকালে প্রদত্ত ত'ালাক' বাতিল। (৩) আল্লাহ্‌র হুকুমে যে সকল কর নির্ধারিত হয় নাই তাহা স্বীকৃতিযোগ্য বটে, তবে যে পরিমাণে ঐরূপ কর দিবে সেই পরিমাণে যাকাত হইতে অব্যাহতি পাইবে। (৪) ইজমা'-এর বিপরীত মত পোষণ করা কুফ্‌র নহে, গুনাহ্‌র কাজও নহে।

কথিত আছে যে, আস'-স'ালিহি'য়্যা-স্থ আল-জাবাল মসজিদের মিম্বর হইতে তিনি ঘোষণা করেন যে, 'উমার ইব্‌নু'ল-খাত্'ত'াব (রা) অনেকগুলি ভুল করেন; 'আল্লামাঃ তূ'সী লিখিয়াছেন যে, পরে ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ তাঁহার এই উক্তির জন্য অনুতাপ করেন (আদ-দুরারু'ল-কামিনাঃ ১খ, ১৫৪)। পক্ষান্তরে মিন্‌হাজু'স-সুন্নাঃ গ্রন্থে তিনি 'উমার (রা)-এর অজস্র সুখ্যাতি ও প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার আর একটি উক্তি এই যে, 'আলী (রা) ইব্‌ন আবী ত'ালিব ৩০০টি ভুল করেন (দেখুন আদ-দুরারু'ল-কামিনাঃ, ১খ, ১৫৪, এই গ্রন্থে ১৭টি ভুলের উল্লেখ আছে) প্রকৃতপক্ষে ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ স'াহ'াবাঃ (রা)-এর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে মনে করিতেন না, যেমন উগ্রপন্থী শী'আগণ 'আলী (রা) সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করিতেন। বস্তুত জাবাল কিস্‌রাওয়ান-এর এক চরমপন্থী শী'আঃ 'আলী (রা)-এর নিষ্পাপ হওয়া সম্বন্ধে তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন। ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপনপূর্বক প্রমাণ করিলেন যে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্'ঊদ (রা) ও 'আলী (রা)-এর মধ্যে কতকগুলি প্রশ্নে মতভেদ ঘটিলে রসূল (স') ইব্‌ন মাস'ঊদের পক্ষেই রায় দেন [এই কিস্‌রাও-য়ানীদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষকে সৈন্য প্রেরণ করিতে হয়। ইহারা মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মোঙ্গলদিগকে কয়েকবার সাহায্য করিয়া-ছিল। ইহারা প্রথম তিন খালীফা ও ইসলামের বহু ধর্মীয় নেতাকে কাফির বলিয়া জানিত]। 'আলী (রা)-এর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ ইব্‌ন তায়মিয়্যার উদ্দেশ্য ছিল না। উপরিউক্তরূপ উক্তিতে তাঁহার মূল বক্তব্য ছিল, শুধু নবীগণই নিষ্পাপ (মা'সূ'ম)। বস্তুত তিনি স'াহ'াবীগণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন এবং তাঁহাদের উন্নত ও মহান মর্যাদা স্বীকার করিতেন। তিনি তাঁহার আল-'আকীদাতু'ল-হ'ামাবিয়্যাঃ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "মুতাকাল্লিমদের ধারণা এই যে, স'াহ'াবাঃ (রা) এবং তাবি'ঈগণ সরল বিশ্বাসী ছিলেন এবং বিশ্বাসমূলক মৌলিক আয়াতগুলি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করার যোগ্যতাও তাঁহাদের ছিল না—এই ধারণা নিরেট মূর্খতার পরিণাম। হায়! যদি এই সমস্ত জ্ঞানান্ধ (মুতাকাল্লিম) জানিত যে, তাঁহারা (স'াহ'াবাঃ ও তাবি'ঈ) সন্দেহ ও অনুমানের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাসের আলোকোদ্ভাসিত জগতে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহাদের পথে সন্দেহের কণ্টক ছিল না, অনুমানের ঝোপঝাড়ও ছিল না, মান্‌তি'ক' ও দর্শনের গোলক-ধাঁধাও ছিল না,......তাঁহাদিগকে স্বয়ং রাসূল (স') সত্যের শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে অতীত ও ভবিষ্যতের বাস্তবতা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। তাঁহারা কুফ্‌র ও অবাধ্যতার অন্ধকারের মধ্যে সূর্যের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল ছিলেন। তাঁহারা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র গ্রন্থটি হস্তে ধারণ করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম দেশসমূহের সম্মুখে উৎকৃষ্টতম কর্মের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌র গ্রন্থ তাঁহাদিগের সহিত কথা বলিত এবং তাঁহাদের জ্ঞান বানূ ইসরাঈলের নবীগণের জ্ঞান অপেক্ষা কম ছিল না। ...তাঁহাদের দৃষ্টির প্রসার, চিন্তার অগ্রগতি এবং বিস্ময়কর অনুধাবন শক্তি মাপিবার কোন মানদণ্ড নাই।"

ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ আল-গ'াযালী, মুহ'য়ি'দ-দীন ইব্‌নু'ল-'আরাবী, 'উমার ইব্‌নু'ল-ফারিদ' এবং সাধারণভাবে সূ'ফীদের সমালোচনা করিয়াছিলেন। আল-গ'াযালীর আল-মুন্‌কি'য' মিনা'দ্-দ'ালাল এবং ইহ্'য়াউ 'উলূমি'দ-দীনে (যাহাতে তাঁহার মতে বহু দুর্বল হ'াদীছে'র উদ্ধৃতি রহিয়াছে) বর্ণিত দার্শনিক মতবাদ-গুলিই ছিল তাঁহার আক্রমণের লক্ষ্য। তিনি বলেন, "সূ'ফী ও

মুতাকাল্লিমগণ একই উপত্যকায় বাসিন্দা" (من واد واحد)। গ্রীক দর্শন ও উহার মুসলিম প্রতিনিধিগণ, বিশেষত ইব্ন সীনা ও ইব্ন সাব্'ঈন-কে ইবন তায়মিয়্যাঃ সর্বাপেক্ষা কঠোরভাবে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, "দর্শন কি মানুষকে অবিশ্বাসের পথ প্রদর্শন করে না? ইসলামে যে সকল বিভিন্ন ধর্মনৈতিক মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কারণ কি অনেকাংশে উহাই নহে?"

ইসলাম বিকৃত য়াহূদী ও খৃস্ট ধর্মের স্থান অধিকার করিতে প্রেরিত হইয়াছে। এই কারণে ইবন তায়মিয়্যাঃ স্বভাবতই উভয় ধর্মের সমালোচনা করিতে উদ্বুদ্ধ হন। য়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মগ্রন্থে কতকগুলি পদের অর্থ পরিবর্তনের অপরাধেও তিনি তাহাদিগকে অভিযুক্ত করেন (দেখুন দা. মা. ই. প্রদত্ত তাঁহার গ্রন্থাবলীর ৩৫, ৪০, ৪৩ এবং ৪৫ সংখ্যক গ্রন্থ)। য়াহূদীদের উপাসনাগৃহ এবং খৃস্টানদের গির্জা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিরুদ্ধেও তিনি পুস্তিকা রচনা করেন (দ্র. ঐ, সংখ্যা ৪৬)।

ইব্ন তায়মিয়্যার ইসলাম-নিষ্ঠা সম্পর্কে মুসলিম পণ্ডিতগণ একমত নহেন। যাঁহারা তাঁহাকে ন্যূনপক্ষে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী (মুল্হি'দ) বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ইব্ন বাত্'তূ'তা'ঃ, ইব্ন হ'াজার আল-হায়তামী, তাকি'য়্যু'দ-দীন আস্-সুব্কী ও তৎপুত্র 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব, 'ইয্যু'দ-দীন ইব্ন জামা'আঃ, আবু হ'ায়্যান আজ'-জ'াহিরী আল-আন্দালুসী প্রমুখ। কেহ কেহ তাঁহাকে শায়খু'ল-ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার বিপক্ষে কঠোর মন্তব্য করেন। ইহার প্রতিবাদে শামসু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র (মৃ. ৮৪২ হি.) আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইব্ন হ'াজার আল-হায়তামী-র সমালোচনার জবাবে মাহ্'মূদ আল-আলূসী (মৃ. ১৩১৭ হি.) জালাউ'ল-'আয়নায়ন গ্রন্থ লেখেন। তবে ইব্ন তায়মিয়্যার নিন্দুকগণ অপেক্ষা তাঁহার প্রশংসাকারীদের সংখ্যাই অধিক। ইঁহাদের মধ্যে তাঁহার শাগরিদ ইব্ন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ, আয্'-য'াহাবী, ইবন কু'দামাঃ, ইব্ন কাছ'ীর, আস'-স'ারস'ারী আস'-সূ'ফী, ইবনু'ল-ওয়ারদী, ইব্রাহীম আল-কূরানী, মুল্লা 'আলী আল-ক'ারী আল-হারাব'ী, মাহ্'মূদ আল-আলূসী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কেহ কেহ এমন মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইব্ন তায়মিয়্যার ইসলামী অনুভূতি রাজনৈতিক সমস্যার পথে কোথাও কখনও বিচ্যুত হইতে পারে নাই। তাঁহার সম্পর্কে এই মতানৈক্য অদ্যাপি বিদ্যমান। য়ূসুফ আন-নাব্হানী তাঁহার শাওয়াহিদ আল-হ'াক্ক্'-ফি'ল-ইস্তিগাছ'াঃ বি সায়্যিদি'ল-খাল্ক' (কায়রো ১৩২৩ হি.) গ্রন্থে তাঁহাকে কঠোরভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। আবু'ল-মা'আলী আশ-শাফি'ঈ আস-সালামী আবার তাঁহার "গ'ায়াতু'ল-আমানী ফি'র-রাদ্দ 'আলা'ন্-নাব্হানী" গ্রন্থে (কায়রো ১৩২৫ হি.) ইহার জবাব দেন। এতদ্ব্যতীত মুহ'াম্মাদ সা'ঈদ মাদ্রাজী ইব্ন তায়মিয়্যার বিরুদ্ধে "আত্-তান্বীহ বি'ত্-তান্যীহ" নামে একখানি পুস্তক লিখেন (হায়দরাবাদ ১৩০৯ হি.)। তদুত্তরে আহ্'মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আন-নাজ্দী একটি পুস্তক রচনা করেন (মিসর ১৩২৯ হি.)। যাহা হউক, ইব্ন তায়মিয়্যার বিরুদ্ধ-সমালোচকগণও তাঁহার পাণ্ডিত্য স্বীকার করিতেন। বিরুদ্ধবাদী 'আল্লামাঃ কামালু'দ-দীন আয-যামালকানী (মৃ. ৭২৭ হি.) বলেন: ইবন তায়মিয়্যাঃ হইলেন আল্লাহ্র সর্বজয়ী প্রমাণস্বরূপ (هو حجة الله القاهرة)। তিনি সমকালীন বিস্ময়কর প্রতিভা (আল-বিদায়াঃ)। আবু হ'ায়্যান (মৃ. ৭০২ হি.)-ও তাঁহার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনি বলেন, "ইবন তায়মিয়্যাঃ জ্ঞানের এমন একটি সমুদ্র যাহার তরঙ্গ-সমূহ মুক্তা বিচ্ছুরিত করিতে থাকে" (আল-ক'াওলু'ল-জালী)। ইব্ন বাত্'তূ'তা'ঃ তাঁহার মাহাত্ম্যে এত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে, বহু বৎসর ভ্রমণ করিয়া যখন তিনি জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন তখনও তাঁহার মনে ইব্ন তায়মিয়্যার মহত্ত্বের প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। তিনি লিখিয়াছেনঃ ইব্ন তায়মিয়্যাঃ ছিলেন সিরিয়ার একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি সকল বিষয়ের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন। দামিশ্ক'বাসীরা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত (ইব্ন বাত্'তূ'তা'র ভ্রমণ বৃত্তান্ত)।

ইহা সর্বজনবিদিত যে, দামিশ্কে'র হ'াম্বালী পণ্ডিতদের সহিত ওয়াহ্হাবী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতার সম্পর্ক ছিল এবং স্বভাবতই তিনি তাঁহাদের, বিশেষত ইব্ন তায়মিয়্যাঃ ও তাঁহার শাগ্রিদ ইব্ন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ (দ্র.)-র গ্রন্থাবলী দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন। এইজন্য ওয়াহ্হাবী মতবাদের মূলনীতিগুলিও উহাদের অবদান, যাহার জন্য এই মহান হ'াম্বালী ধর্মতত্ত্ববিদ্ আজীবন সংগ্রাম করেন (ওয়াহ্হাবী প্রবন্ধ দ্র.)।

ইব্ন তায়মিয়্যার যুক্তিবাদের ধারা এই: তিনি সর্বপ্রথম কু'র-আন হইতে প্রমাণ উপস্থিত করিতেন, আলোচ্য প্রশ্ন সম্পর্কিত কু'রআনের আয়াত একত্র করিয়া তাহাদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর আলোকে সমাধান খুঁজিতেন। তিনি হ'াদীছে'র রাব'ীগণের সমালোচনা করিতেন এবং রিওয়ায়াত হিসাবে উহার বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততা পরীক্ষা করিতেন। তারপর তিনি স'াহ'াবীদের কর্মপন্থা, চারিজন ফাক'ীহ্ এবং অন্যান্য বিখ্যাত ইমামের মতও আলোচনা করিতেন এবং ঐ দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি তৎকালীন প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে যাচাই করিয়াছেন।

ইব্ন শাকির লিখিয়াছেন যে, তিনি অত্যন্ত মুত্তাক'ী এবং 'আবিদ ছিলেন, আল্লাহ্র যি'ক্রে মশগুল এবং শারী'আতের বিধানের দৃঢ় অনুসরণকারী ছিলেন। সারুরাজ বলেন যে, তিনি জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করিতেন না, 'আলিমদের তৎকালে প্রচলিত জুব্বাঃ ও পাগড়ী পসন্দ করিতেন না। তিনি সাধারণ পোশাক যাহা পাইতেন তাহাই পরিধান করিতেন।

ইব্ন তায়মিয়্যার শারীরিক গঠন ও চরিত্র সম্পর্কে আয্'-য'াহাবী লিখিয়াছেনঃ তিনি সুশ্রী, গৌরকান্তি ও সদাচারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার স্কন্ধদ্বয় প্রশস্ত, স্বর উচ্চ এবং কেশ কৃষ্ণবর্ণ এবং ঘন ছিল। চক্ষু দুইটি যেন দুইটি বাকশক্তিসম্পন্ন জিহ্বা ছিল। (আদ-দুরারু'ল-ক'ামিনাঃ, ১খ, ১৫১)। তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। সারা জীবনটাই তিনি ধর্মীয় সংস্কারের সংগ্রামে অতিবাহিত করেন। কিভাবে তৎকালীন মুসলিমগণকে পবিত্র কু'রআন ও সুন্নাঃ-র দিকে আকৃষ্ট করা যায়, তাহাই ছিল তাঁহার একমাত্র প্রচেষ্টা।

ইব্ন তায়মিয়্যার ওয়া'জ' মাহ্'ফিলে বিরাট জনসমাবেশ হইত। তাঁহার উদ্দীপনাময় গ্রন্থসমূহের ফলেই মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব আন-নাজ্দী-র সংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব হয়। আধুনিক-কালে মিসরে মুফ্তী মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ, ভারতে শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ, মৌলবী 'আবদুল্লাহ গ'াযনাব'ী, নাওয়াব সি'দ্দীক' হ'াসান খান, আবু'ল-কালাম আযাদ, 'আবদু'ল-ক'াদির, মিহিরবান ফাখরী মাদ্রাজী এবং বাকি'র আগাঃ মাদ্রাজী (মৃ. ১২২০ হি.), মাওলানা 'আবদুল্লাহি'ল-কাফী, মাওলানা মুহ'াম্মাদ হ'ানীফ

ঘ্যানী মজলকোটী প্রমুখ সংস্কারক তাঁহার রচনাবলীর প্রভাবে সংস্কার প্রচেষ্টা চালান এবং সুন্নাঃ-কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। ইব্‌ন তায়্‌মিয়্যাঃ পাঁচ শত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (মু'জামু'শ্-শুয়ূখ, আদ-দুরারু'ল-কা'মিনাঃ), এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে মাত্র ১৫৯ খানার অস্তিত্ব বজায় আছে (উর্দূ দা. মা. ই. দ্র.), বাকী গ্রন্থগুলির শুধু নাম জানা যায়। ইহাদের মধ্যে ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাদী (১৬৪ পৃ.), নাওয়াব সি'দ্দীক' হা'সান খান (ইতহা'ফু'ন-নুবালা') এবং গু'লাম জীলানী বারক' ৪৮০ খানা গ্রন্থের নাম বর্ণানুক্রমে দিয়াছেন।

ইব্‌ন তায়্‌মিয়্যার গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে :

১। মাজ্‌মূ'আতু'র-রাসাইলি'ল-কুবরা, ২৮টি নিবন্ধের সমষ্টি, দুই খণ্ডে, পৃ. ৮৭৫, কায়রো ১৩২৩ হি.।

২। মাজমূ'আতু'র-রাসাইল, ৯টি নিবন্ধের সমষ্টি, (পৃ. ২২২-৯২) কায়রো ১৩২৩ হি.।

৩। মাজ্‌মূ'আতু'র-রাসাইল ওয়া'ল-মাসাইল, ২১টি নিবন্ধের সমষ্টি, ৫ খণ্ডে সমাপ্ত (পৃ. ৮৮৬), কায়রো, ১৩৪১-৪৯ হি.।

উপরিউক্ত সংকলনগুলি ব্যতীত তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি এই :

১। আস'-সা'রিমু'ল-মাস্‌লূল 'আলা শাতিমি'র-রাসূল (পৃ. ৫৯২), হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩২২ হি.।

২। কা'ইদাঃ জালীলাঃ ফি'ত্-তাওয়াস্‌সুল ওয়া'ল-ওয়াসীলাঃ, পৃ. ১৫৫, কায়রো ১৩৪৫ হি.।

৩। আল-জাওয়াবু'স'-সা'হ'ীহ' লিমান বাদ্দালা দীনি'ল-মাসীহ', ৪ খণ্ডে, কায়রো ১৩২২ হি.।

৪। কিতাবু মিনহাজি'স্-সুন্নাতি'ন-নাবাবি'য়্যাঃ ফী নাক'দি কালামি'শ-শী'আঃ, ৪ খণ্ডে, পৃ. ১১৫৫, বূলাক' ১৩২১-২২ হি.।

৫। মুওয়াফিক'াতু'স'-স'ারীহ' আল-মা'কূ'ল লি স'াহ'ীহ''ল-মানকূ'ল, উপরিউক্ত মিনহাজু'স-সুন্নার হা'শিয়াতে মুদ্রিত।

৬। রিসালাতু'ল-ইজ্‌তিমা' ওয়া'ল-ইফ্‌তিরাক' ফি'ল-হা'লাফ বি'ত'-ত'লাক', কায়রো ১৩৪২ হি.।

৭। তাফ্‌সীর সূরাতু'ল-ইখ্‌লাস', কায়রো ১৩২৩ হি.।

৮। তাফ্‌সীর সূরাতু'ন-নূর, কায়রো ১৩৪৩ হি., পৃ. ১২৬।

৯। আল-কি'য়াস ফি'শ-শার'ই'ল-ইসলাম, ফাস'স লি-ইব্‌ন ক'ায়্যিমসহ, কায়রো ১৩৪৬ হি.।

১০। আরবা'ঊনা হা'দীছ'ান্, কায়রো, ১৩৪১ হি.।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইমাম ইব্‌ন তায়্‌মিয়্যাঃ হা'দীছ'-শাস্ত্রে একমাত্র পুস্তিকা "আরবা'ঊনা হা'দীছ'ান্" ছাড়া আর কোন হা'দীছ' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। কেহ কেহ ভুলবশত তাঁহার দাদা 'আবদু'স-সালাম ইব্‌ন তায়্‌মিয়্যার রচিত 'আল-মুন্‌তাক'া মিন্ আখ্‌বারি'ল-মুস্‌ত'াফা' গ্রন্থটিকে তাঁহার নিজের রচিত হা'দীছ' গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন।

ইব্‌ন তায়্‌মিয়্যার রচিত বহু মূল্যবান অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর নানা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। (দেখুন : Brockelmann, Suppl. II, 120-126,) তন্মধ্যে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত رسالة الى الملك المؤيد ابى الفداء اسماعيل ডঃ সিরাজুল-হক্ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া Documenta Islamica inedita, Akademie—verlag, 1952 Berlin গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে পশ্চিম জার্মানীর টুবিঙ্গন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি : القاعدة المراكشية لابن تيمية ডঃ হক্ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া Arabic and Islamic Studies in honour of H. A. R. Gibb, Leiden 1965 গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ইহা ছাড়া টুবিঙ্গনে সংরক্ষিত অন্য একটি পাণ্ডুলিপি : سوال لابن تيمية ডঃ হক্ কর্তৃক ASIATIC SOCIETY OF PAKISTAN, DACCA, 1957, VOL. II-তে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত (১) আয'-য'াহাবী, তায্‌'কিরাতু'ল-হু'ফ্‌ফাজ', হায়দরাবাদ (n. d.), ৪খ, ২৮৮ ; (২) ইব্‌ন শাকির আল্‌-কুতুবী, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত, বূলাক' ১২৯৯, ১খ, ৩৫ (ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাদী কৃত তায্‌'কিরাতু'ল-হু'ফ্‌ফাজে'র জীবনীমূলক উদ্ধৃতি), ১খ, ৪২ ; (৩) আস-সুব্‌কী, ত'াবাক'াত, কায়রো ১৩২৪ হি., ৫খ, ১৮১-২১২ ; (৪) ইবনু'ল-ওয়ার্‌দী, তা'রীখ, কায়রো ১২৮৫ হি., ২খ, ২৫৪, ২৬৭, ২৭০, ২৭১, ২৭১, ২৮৪-২৮৯ ; (৫) ইবন হা'জার আল-হায়তামী, আল-ফাতাওয়া'ল-হা'দীছি'য়্যাঃ, কায়রো ১৩০৭ হি., পৃ. ৮৬ প. ; (৬) আস-সুয়ূত'ী, ত'াবাক'াতু'ল-হু'ফ্‌ফাজ', ২১খ, ৭ ; (৭) আল-আলূসী, জালাউ'ল-'আয়্‌নায়্‌ন ফী মুহা'কামাতি'ল-আহ্‌'মাদায়ন ও উহার হা'শিয়াতে, স'াফিয়্যি'দ-দীন আল-হা'নাফীর আল-ক'াওলু'ল-জালী ফী তারজামাতি'শ-শায়খ তাকি'য়্যি'দ-দীন ইব্‌ন তায়্‌মিয়্যাঃ আল-হা'ম্বালী, বূলাক' ১২৯৮ হি. ; (৮) মুহা'ম্মাদ ইবন আবী বাক্‌র ইব্‌ন নাসি'রি'দ্-দীন আশ-শাফি'ঈ, আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির 'আলা মান্ যা'আমা আন্না মান সাম্মা ইব্‌ন তায়্‌মিয়্যাঃ শায়খু'ল-ইসলাম কাফির ; (৯) মার'ঈ ইব্‌ন য়ূসুফ আল-কারমী, আল-কাওয়াকিবু'দ-দুর্‌রিয়্যাঃ ফী মানাকি'ব ইব্‌ন তায়্‌মিয়্যাঃ ইত্যাদি একটি সংগ্রহরূপে মুদ্রিত, কায়রো ১৩২৯ হি., ইব্‌ন বাত্‌'তূ'ত'াঃ, রিহ'লাঃ (প্যারিস), ১খ, ২১৫-২১৮ ; (১০) Wustenfeld, Die Geschichtschreiber der Araber, S. 197, No. 393; (১১) Goldziher, Die Zahiriten, (Leipzig 1884) p. 188—192 ; (১২) do, in ZDMG, 53. 156-157, 62 ; 25 প. ; (১৩) do. Vorlesungen uber den Islam, দ্র. Index ; (১৪) Schreiner, in ZDMG, 62 : 540 প., 53, 51 প., and REJ. 31 (1896), p. 214 প. ; (১৫) D. B. Macdonald, Development of Muslim Theology etc., p. 270—278, 283—285 ; (১৬) Brockelmann, GAL[2], 125 প. ; (১৭) Suppl. 2 : 119-126 ; (১৮) Huart, A History of Arabic Lit., 334 প. ; (১৯) ইব্‌ন হা'জার, আদ-দুরারু'ল-কামিনাঃ, ১খ, ১৪৪-১৬০ ; (২০) ইব্‌ন রাজাব, ত'াবাক'াতু'ল-হা'নাবিলাঃ ; (২১) ইব্‌ন 'ইমাদ, শায'রাতু'য'-য'াহাব, ৬খ, ৮০ ; (২২) ইব্‌ন কাছ'ীর, আল-বিদায়াঃ ওয়া'ন-নিহায়াঃ, মিসর ১৩৫৮ হি. ১৪খ, ১৩৫ ; (২৩) যাহাবী, মু'জামু'শ-শুয়ূখ ; ইব্‌ন খাল্‌দূন, আল-'ইবার, ৫ম খণ্ড ; য়ূসুফ ইব্‌ন মুহা'ম্মাদ, আল্‌-হি'ময়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ ; (২৪) নাওয়াব সি'দ্দীক' হা'সান খান, ইত্‌হা'ফু'ন-নুবালা', কানপুর ১২৮৯ হি., ২০২—২২১ ; ঐ, আল-ইত্তিক'াদু'র-রাজী' ; তাকি'য়্যি'দ-দীন সুব্‌কী, শারহ' আল-আল্‌ফিয়্যাঃ ; ইব্‌ন ফাদ'লিল্লাহ্, মাসালিকু'ল-আবস'ার ; আয'-য'াহাবী, তা'রীখু দুওয়ালি'ল-ইস্‌লাম ; ইব্‌ন 'উমার শাফি'ঈ, মানাকি'ব ইব্‌ন তায়্‌মিয়্যাঃ ; ইব্‌ন ক'ায়্যিম, ইয়ালাতু'ল-খাফা' ; (২৫) শিব্‌লী, মাক'ালাত, ৫খ, ৬৫ প., আ'জ'ামগড়

১৯৩৬; (২৬) আবু'ল-কালাম আযাদ, তায্‌কিরাঃ, (ফাদ'লু'দ-দীন আহ্'মাদ, লাহোর সংস্করণ) পৃ. ১৫৮ প.; (২৭) গু'লাম রাসূল মিহ্‌র, সীরাতু ইমাম ইব্ন তায়মিয়্যাঃ, লাহোর ১৯২৫; (২৮) গু'লাম জীলানী বার্ক', ইমাম ইব্ন তায়মিয়্যাঃ, লাহোর; (২৯) মুহ'াম্মাদ য়ুসুফ কোকন 'উমারী, ইমাম ইব্ন তায়মিয়্যাঃ, লাহোর ১৯৬০; (৩০) মুহ'াম্মাদ আবু যাহ্‌রাঃ, ইব্ন তায়মিয়্যাঃ, হ'ায়াতুহু ওয়া 'আস্'রুহু, আরাউহু ও ফিক্'হুহু, মিসর ১৯৫২; আনীস আহ'মাদ জা'ফারী কৃত উর্দূ অনুবাদ, মুহ'াম্মাদ 'আত'া'উল্লাহ হ'ানীফ-কৃত সমালোচনা ও সংযোজন, লাহোর ১৯৬১।

মুহ'াম্মাদ ইব্ন শেনের ও 'আবদু'ল-মান্নান 'উমার (দা.মা.ই.)/
আবুল কাসিম মুহ'ম্মদ আদমুদ্দীন

ইবন তুমারত (ابن تومرت) আল-মুওয়াহ্'হি'দ (الموا حد)-দের মাহ্‌দীরূপে পরিচিত, মরক্কোর প্রসিদ্ধ মুসলিম সংস্কারক; ইব্ন খাল্‌দূন-এর মতে তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল "আমৃগ'ার", বার্‌বার ভাষায় ইহার অর্থ–সর্দার। এই ভাষায় "ইব্ন তুমার্ত"-এর অর্থ "ছোট উমারের পুত্র"। তুমার্ত ছিল তাঁহার পিতার নাম; তিনি 'আবদুল্লাহ্ নামেও অভিহিত হইতেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণের নামও ছিল বার্‌বার ভাষায়। তাঁহার জন্ম তারিখ জানা যায় না, তবে তাহা ৪৭০/১০৭৭-৮ ও ৪৮০/১০৮৭-৮ সনের মধ্যেই হইবে। সূস্ নামক স্থানের অন্তর্গত ইজলি এন-ওয়ারগ'ান গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পরিজন ছিল আন্ত্'লাস পর্বত এলাকার অধিবাসী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গোত্র-গুলির মধ্যে অন্যতম গোত্র হিন্‌তাতার শাখা ইসিরুগ'ীন-এর অন্তর্ভুক্ত। ইব্ন খালদূন বলেনঃ এই গোত্রটি ছিল ধর্মনিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত এবং বিদ্যা-শিক্ষা ছিল ইব্ন তুমার্ত-এর পরম প্রিয়। তিনি যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়া নানা মসজিদে যাইতেন। সেখানে তিনি রাত্রি জাগরণ করিয়া পড়ার জন্য এত মোমবাতি জ্বালাইতেন যে, লোকে তাঁহাকে "আসাফীর" (জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড) বলিয়া অভিহিত করিত। নিছক জ্ঞান লাভের আকাঙ্খাই সম্ভবত তাঁহার প্রাচ্য ভ্রমণের কারণ; পরবর্তীকালে তিনি যে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করেন তাহা তাঁহার পূর্ব-পরিকল্পিত বলিয়া অনুমান করা কঠিন; প্রাচ্যে গিয়া তিনি যে সকল মতবাদের শিক্ষা লাভ করেন, তাহা হইতেই বরং ঐ পরিকল্পনার উৎপত্তি হয়।

মাগ'রিব ও স্পেনের একাংশে রাজক্ষমতা পরিচালনকারী আল-মুরাবিত' বংশের তখন পতনের সূচনা হয়। বিজয়ের পদচিহ্ন ধরিয়া আসে নৈতিক অধঃপতন, আর জ্ঞান লাভের জন্য তাহারা যে পাঠ্য-তালিকা অনুসরণ করিত, তাহা হইতেই তাহাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত জীবনের অগভীরতা ধরা পড়ে। মালিক ইব্ন আনাস-এর মতবাদ সেখানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রধান উৎসমূল কু'রআন ও হ'াদীছে'র স্থান অধিকার করিয়াছিল শাখা-জ্ঞানের (فروع) সাধারণ পাঠ্য পুস্তকসমূহ। প্রাচ্যে আল-গ'াযালী তাঁহার রচিত ইহ্'য়াউ 'উলূমি'দ্-দীন-এর প্রথম অধ্যায়ে কিতাবু'ল-'ইল্‌ম) এই বিভ্রান্তির তীব্র সমালোচনা করেন। কাজেই এই পুস্তকখানা গতানুগতিক ফাক'ীহ্ ও মুতাকাল্লিমগণের ঘৃণার উদ্রেক করে, কারণ তাঁহারা তাঁহাদের দলে কোন মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে সহ্য করিতেন না। তজ্জন্য আল্-মুরাবিত' আমীরদের আদেশে আল-গ'াযালীর গ্রন্থাবলীতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। আল্লাহ সম্বন্ধে অত্যন্ত অমার্জিত সাদৃশ্যবাদ (anthropomorphism বা تجسيم) প্রচলিত ছিল; কু'রআনের রূপকগুলি শাব্দিক অর্থে গৃহীত এবং আল্লাহ্‌কে মনুষ্যাবয়বে চিত্রিত করা হইত।

ইব্ন তুমার্ত স্পেনে তাঁহার ভ্রমণ আরম্ভ করেন এবং সেখানেই তিনি ইব্ন হ'াযম-এর লেখা দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকেন। অতঃপর প্রাচ্যে গমন করেন; কিন্তু তাঁহার পর্যটনের সন-তারিখ সঠিক জানা যায় না। আশ'আরী মতবাদের প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও আবু বাক্‌র আত'-তু'রতু'শী গ'াযালীর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। ইব্ন তুমার্ত তাঁহার প্রথম আলেকজান্দ্রিয়া সফরে যদি তু'র্তু'শী-র বক্তৃতায় যোগদান করিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহার চিত্তে স্থায়ী প্রভাব জন্মাইতে বাধ্য। অবশ্য আল-মার্‌রাকুশী-র বর্ণনা অন্যরূপ। অতঃপর ইব্ন তুমার্ত্ হ'াজ্জ সম্পন্ন করেন এবং বাগ'দাদে, সম্ভবত দামিশকে'ও, পড়াশোনা করেন। সেখানে তিনি গ'াযালীর ধ্যান-ধারণাগুলি আয়ত্ত করেন। পরবর্তী লেখকেরা এই প্রভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, আল-গ'াযালীর প্রভাবে ইব্ন তুমার্ত তাঁহার দেশে প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের সংস্কার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। প্রকৃতপক্ষে এই দুইয়ের কখনও সাক্ষাৎ ঘটে নাই।

উক্ত কয়েক বৎসরের অধ্যয়ন ও ভ্রমণের ফলে এই "মাগ্'রিবী" ত'ালিব (বিদ্যার্থী) সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানুষে পরিণত হন। পূর্ণাঙ্গভাবে না হইলেও তিনি এই সময়ে তাঁহার পরিকল্পনার অন্তত প্রধান কাঠামো স্থির করেন। যে জাহাজে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন তাহাতে তিনি নাবিক ও যাত্রীদের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁহার সস্নেহ তিরস্কারে তাঁহারা কু'রআন পাঠ ও সালাত আরম্ভ করে। আশ্'আরী-র মতবাদের উৎসাহী প্রবক্তারূপে তিনি ত্রিপোলিস (shakdkst) ও আল-মাহ্‌দিয়্যা-য় তাঁহার প্রচার কার্য চালাইতে থাকেন। আল-মাহ্‌দিয়্যা-য় তৎকালীন সুলত'ান য়াহ্'য়া ইব্ন তামীম ইব্ন তুমার্তকে নিজ মতবাদের সমর্থনে বক্তব্য পেশ করিতে শুনিয়া তৎপ্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। তারপর তিনি মুনাস্‌তির-এ অবশেষে বৌগী-তে প্রচারকার্য চালান। সেখানে তিনি নৈতিক আচার-ব্যবহারের অনমনীয় সমালোচকরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। তিনি আক্ষরিকভাবে রাসূল (স')-এর এই নির্দেশের অনুসরণ করেনঃ "তোমাদের কেহ দোষাবহ কিছু দেখিতে পাইলে হস্ত দ্বারা (অর্থাৎ বলপূর্বক) তাহার পরিবর্তন সাধন করিবে, না পারিলে জিহ্বা দ্বারা (অর্থাৎ কথায়) তাহা দূর করিবে, তাহাতেও না পারিলে মনে (তৎপ্রতি ঘৃণা পোষণে) তাহা করিবে, ইহাই ঈমানের ন্যূনতম দাবী।" হ'াম্মূদী সুলত'ান তাঁহার কর্তৃত্বের উপর এই হস্তক্ষেপে ক্রুদ্ধ হন, জনগণও সংস্কারকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। ফলে তিনি নিকটবর্তী অঞ্চলের উরিয়াগল (Uriagale) নামক বার্‌বার গোত্রের এলাকায় পলায়ন করেন, তাহারা তাঁহাকে আশ্রয় দান করে। এখানেই তিনি 'আব্‌দু'ল-মু'মিন নামক নাদ্রোমা-র উত্তরস্থ তাজিরাঃ অঞ্চলের অধিবাসী এক দরিদ্র শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎ পান (রাওদু'ল-কি'র্‌ত'াস-এর মতে কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের স্থান তাজিরাঃ)। ইনিই পরে তাঁহার আরব্ধ প্রচার চালাইয়া যান। তাঁহার ন্যায় 'আবদু'ল-মু'মিনও অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে প্রাচ্যে যাত্রায় উদ্যত ছিলেন, কিন্তু ইব্ন তুমার্ত তাঁহাকে নিরস্ত করেন। প্রাচ্যের গুপ্ত জ্ঞান অর্জন করেন বলিয়া ইব্ন তুমার্ত সম্পর্কে যে উপকথাটি প্রচলিত আছে, তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি যেই লোকের সন্ধান করিতেছিলেন, কয়েকটি নিদর্শন দৃষ্টে এই যুবককেই ঠিক সেই লোক বলিয়া চিনিতে পারেন, যেমন বলা হয়, গ'াযালীও গুপ্ত জ্ঞানের সাহায্যে নিজেকে ভবিষ্যৎ সংস্কারকরূপে চিনিতে পারিয়াছিলেন। ইব্ন তুমার্ত 'আবদু'ল-

মু'মিনকে প্রাচ্য যাত্রার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনুগামী হইতে উদ্বুদ্ধ করেন। অতঃপর তিনি ওয়ারসেনিস (ওয়ানশেরীশ) ও Tlemcen হইয়া মাগ'রিবে প্রত্যাবর্তন করেন। Tlemcen-এর শাসনকর্তা তাঁহাকে সেখান হইতে বহিষ্কৃত করেন। তথা হইতে তিনি ফাস এবং মিকনাসা গমন করেন। মিকনাসার অধিবাসীরা উপদেশের প্রতিদানে তাঁহাকে প্রহার করে। পরিশেষে তিনি মার্‌রাকুশ গমন করেন; সেখানে তিনি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অনমনীয়ভাবে ধর্মমত ও নৈতিক আচার-ব্যবহারের সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তুয়ারেগ ও কাবিলেস-এর মহিলাদের ন্যায় বানূ লাম্‌তূ'না-র রমণীরাও তখন বে-পরদা চলাফিরা করিত। ইব্ন তুমার্‌ত এজন্য তাহাদিগকে অপমানিত করেন. এমন কি আল-মুরাবিত' আমীর 'আলীর ভগিনী সূ্রাঃ-কে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপাতিত করেন। অধিকতর ধৈর্যশীল ও পরম সহিষ্ণু আমীর 'আলী সংস্কারককে তাঁহার প্রাপ্য শাস্তি না দিয়া বরং একটা সভা ডাকিয়া ইব্ন তুমার্‌তকে আল-মুরাবিত'-এর ফাক'ীহদের সহিত তর্কযুদ্ধে ব্যাপৃত করেন। তাঁহারা যেই সকল প্রশ্নে বিতর্কে ব্যাপৃত হন তাহার নমুনা এইরূপ: "জ্ঞানের পথ কি কোন সংখ্যায় সীমাবদ্ধ কিংবা সীমাবদ্ধ নহে? সত্য ও মিথ্যার পরিচয় লাভের পক্ষে মৌলিক কথা চারিটি—যথা: জ্ঞান, অজ্ঞতা, সন্দেহ ও অনুমান" ইত্যাদি। ফাক'ীহগণকে পরাজিত করা ইব্ন তুমার্‌তের পক্ষে কঠিন কাজ ছিল না। তবে তাঁহাদের মধ্যে মালিক ইব্ন উহায়ব নামে তাঁহারই ন্যায় পরমতে অসহিষ্ণু জনৈক চতুর স্পেনীয় লোক ছিলেন; ইনি ইব্ন তুমার্‌তকে হত্যা করার জন্য আমীরকে নিষ্ফল পরামর্শ দেন। আমীর তাঁহাকে হত্যা করিলেন না। তবে ইব্ন তুমার্‌ত আগ'মাত-এ পলাইয়া যান; সেখানে ভিন্নতর প্রশ্নে তিনি বাদানুবাদ শুরু করেন। অতঃপর সেখান হইতে তিনি আগাবিন-এ গিয়া নিয়মতান্ত্রিক প্রণালীতে তাঁহার সংস্কার কেন্দ্র স্থাপন করেন। প্রথমে তিনি শুধু কু'রআন ও হ'াদীছে'র বিরোধী রীতিনীতির সংস্কারক হিসাবে আবির্ভূত হন। স্বীয় মণ্ডলীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিপত্তি লাভের পর তিনি নিজস্ব মতবাদের ব্যাখ্যা-দানে অগ্রসর হন। তিনি ভ্রান্ত 'আক'ীদার অনুসারী রাজবংশকে জোর আক্রমণ করেন এবং তাঁহার সহিত যাহাদের মতানৈক্য ঘটিত তাহাদিগকে কাফির বলিয়া ঘোষণা করেন। ফলে তাঁহার এই কাজ কেবল পৌত্তলিক ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে নহে, অন্যান্য বিপথগামী মুসলিমের বিরুদ্ধেও জিহাদে ঘোষণার রূপ গ্রহণ করিল। তিনি 'আবদু'ল-মু'মিনসহ দশজন সহচর বাছিয়া লইলেন এবং প্রথমে "মাহ্‌দী"-র বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে পথ প্রস্তুত করার পর অবশেষে নিজের জন্যই মাহ্‌দীরূপে স্বীকৃতি আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি একটি বংশ-তালিকা উদ্ভাবন করিয়া নিজকে 'আলী (রা) ইব্ন আবী ত'ালিব-এর বংশধর বলিয়া দাবী করেন। তাঁহার মতবাদ তখন আর খাঁটি আশ্'আরিয়াঃ রহিল না; বরং ইতিপূর্বেই শী'আঃ মতের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বপ্রকার চাতুরীর সাহায্যে তিনি স্বীয় দাবীর পক্ষে সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন বলিয়া ঐতিহাসিকেরা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হারগ'াঃ গোত্রকে ও মাস্'মূদাঃ গোত্রের এক বৃহদাংশকে নিজের সমর্থকরূপে সমবেত করেন। মাস্'মূদীরা ছিল বরাবরই লাম্‌তূ'নীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। বাস্তবিকপক্ষে য়ূসুফ ইব্ন তাশুফীন তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য মাররাকুশ-এর পত্তন করেন। ইব্ন তুমার্‌ত তাঁহার সমর্থকদের জন্য বহুবিধ পুস্তিকা রচনা করেন বার্‌বার ভাষায় যাহা তিনি বেশ ভাল বলিতে পারিতেন; এই গ্রন্থগুলির একখানির নাম তাওহ'ীদ, ১৯০৩ খৃ.-এ আলজিয়ার্সে প্রকাশিত একখানি 'আরবী অনুবাদে এই গ্রন্থটি রক্ষিত আছে। বার্‌বার জাতি 'আরবীতে এতই অজ্ঞ ছিল যে, মাস্'মূদা গোত্রকে সূরাঃ ফাতিহ'াঃ শিক্ষা দানের জন্য তিনি এই সূরার এক-একটি শব্দ বা বাক্যকে এক-একজনের নামরূপে ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে ডাকিতেন। যথা—প্রথম জনকে ডাকা হইল "আল্-হ'াম্‌দু লিল্লাহ্", দ্বিতীয় জনকে "রাব্বি'ল", তৃতীয় জনকে "আল-'আলামীন" নামে ডাকিলেন ইত্যাদি। তিনি সূরাঃ ফাতিহ'ার আয়াতের ক্রমানুযায়ী তাহাদিগকে দাঁড় করাইলেন এবং সেই ক্রমে তাহাদিগের এই নূতন নামোচ্চারণ করিতে বলিলেন এবং যে পর্যন্ত তাহাদের দ্বারা এই আবৃত্তি করাইতে সফলকাম না হইলেন, সে পর্যন্ত এই নিয়মে নামোচ্চারণ ব্যবস্থা চালাইলেন। তিনি তাঁহার অনুসারীদিগকে নিয়মিতভাবে সংগঠিত করিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যে দশ ব্যক্তি প্রথমে তাঁহাকে মাহ্‌দীরূপে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে (جماعة) স্থান লাভ করিলেন। দ্বিতীয় দল গঠিত হয় ৫০ জন অনুরক্ত অনুচরকে লইয়া, উহাদিগকে তিনি المؤمنون বা الموحدون (এক আল্লাহ্-বাদী, যাহা হইতে Almohades নামের উৎপত্তি) বলিয়া অভিহিত করেন। তবে তাঁহার কর্তৃত্ব সর্বত্র স্বীকৃত হয় নাই; অন্তত তীন্‌মাল (বা তীনমিল্লাল)-এর অধিবাসীদের মধ্যে ত নয়ই। তিনি চাতুরীবলে তীন্‌মাল শহরে প্রবেশ করিয়া ১৫,০০০ লোককে হত্যা করেন, রমণীদিগকে ক্রীত-দাসীতে পরিণত করেন, বাড়ী-ঘর ও সম্পত্তি স্বীয় অনুচরদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন এবং একটি দুর্গও নির্মাণ করেন। নিকটবর্তী গোত্র-গুলি স্বেচ্ছায় বা চাপে পড়িয়া তাঁহার মতবাদে দীক্ষিত হয়। ৫১৭ হিজরীতে তিনি 'আবদু'ল-মু'মিনের পরিচালনায় আল-মুরাবিত'দের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল ভীষণরূপে পরাজিত হয় এবং ইব্ন তুমার্‌ত তীনমাল-এ অবরুদ্ধ হন। তাঁহার কিছু সংখ্যক অনুচর আত্মসমর্পণ করিতে চাহেন, কিন্তু ইব্ন তুমার্‌ত তাঁহার অনুচর 'আবদুল্লাহ আল-ওয়ানশিরীশী-এর সাহায্যে একটি কূটকৌশল অবলম্বন করিয়া পুনরায় নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। ওয়ানশিরীশ হইতে তিনি এই অনুচরটিকে আনিয়াছিলেন। অতঃপর যাহাদের আনুগত্য সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না তাহাদিগের হত্যার ব্যবস্থা করেন। ইব্নু'ল-আছ'ীর-এর মতে এইভাবে ১০,০০০ লোককে নিহত করা হয়, কিন্তু এই সংখ্যাটি স্পষ্টত অতিরঞ্জিত। স্পেনে ও আফ্রিকায় দৈনন্দিন যে অনুপাতে আল-মুরাবিত' শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল, আল-মুওয়াহ্'হি'দ দলের শক্তি প্রায় সেই অনুপাতেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইব্ন তুমার্‌ত 'আবদু'ল-মু'মিনকে মাহ্‌দীরূপে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ৫২৪/১১৩০ (অন্যান্যদের মতে ৫২২/১১২৮) সনে তাঁহার মৃত্যু হইলে 'আবদু'ল-মু'মিন পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তীন্‌মালে ইব্ন তুমার্‌তের কবর অদ্যাপি বর্তমান আছে, কিন্তু তাঁহার নামটি ইতিহাস একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে। রাওদু'ল-কি'রত'াস-এর বিবরণে দেখা যায়, ইব্ন তুমার্‌ত ছিলেন হালকা, অনুজ্জ্বল, পিঙ্গল বর্ণের সুদর্শন পুরুষ, তাঁহার চক্ষুর ভ্রূদ্বয় ছিল ছেদযুক্ত, নাসিকা ঈষৎ-বক্র, চক্ষু গভীর ও শ্মশ্রু অ-ঘন, তাঁহার হাতে ছিল একটি কৃষ্ণবর্ণ তিল। তিনি ছিলেন চতুর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। রাসূল (স')-এর হ'াদীছ' তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ধর্মনৈতিক বিষয়ে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত এবং তর্কের কলা-কৌশলের পূর্ণাঙ্গ উস্তাদ।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) ইব্নু'ল-আছ'ীর, ১০খ, ৪০০-৪০৭; (২) 'আবদু'ল-

ওয়াহিদ আল-মাররাকুশী, আল-মু'জিব (History of the Almohades, ed. Dozy), p. 128–139; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৬৯১; (৪) অজ্ঞাতনামা, আল-হ'লালু'ল-মাওশিয়্যাঃ (তিউনিস ১৩২৯), p. 78-88; (৫) ইব্ন খালদূন, কিতাবু'ল-'ইবার (বুলাক ১২৮৪), ৬খ, ২২৫-২২৯; (৬) ইব্ন আবী যার., রাওদু'ল-কির্তাস (ed. Tornberg). ১খ, ১১০-১১৯; (৭) ইব্নু'ল-খাতীব, রাক্মু'ল-হ'লাল (তিউনিস ১৩১৪), পৃ. ৫৬-৫৮; (৮) আয-যারকাশী, তা'রীখু'দ-দাওলাতায়ন (তিউনিস ১২৮৯), পৃ. ১-৫; (৯) ইব্ন আবী দীনার, আল-মু'নিস ফী আখ্বার ইফ্রীকিয়্যাঃ (তিউনিস ১২৮৬), পৃ. ১০৭-১০৯; (১০) আস-সালাবী, কিতাবু'ল-ইস্তিক্সা' (কায়রো ১৩১২), ১খ, ১৩০-১৩৯; (১১) Le livre de Mohammed ibn Toumert, ed. Luciani (Algiers 1903), with a valuable introduction by I. Goldziher; (১২) do., Materialien zur Kenntniss der Almohadenbewgung, in ZDMG, xli (1387), p. 30-140; (১৩) Bel, Les Almoravides et les Almohades (Oran 1910), p. 9—16; (১৪) Gaudefroy-Demombynes, Introduction to his transl. of Masalik al-absar of al-'Umari, Paris 1927, p. X প.; (১৫) Documents inedits d'histoire almohade, ed. E. Levi-Provencal, Paris 1928; (১৬) H. Terrasse, Histoire du Maroc, i. 261—81, Casablanca 1949; (১৭) Brockelmann, Gal², i. 506 প., Suppl. i. 697.

R. Bassat (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইব্ন বাজ্জাঃ (ابن باجة) আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন য়াহ্য়া আস-সাইগ (স্বর্ণকার) নামে পরিচিত। ইব্ন আবী উসায়বি'আঃ ('উয়ূনু'ল-আন্বা', ২খ, ৬২ মিসর ১২১৯ হি.), ইব্ন খাল্লাকান (ক'লাইদ, ৩৪৬), Brockelmann (পরিশিষ্ট, ১খ, ৮৩০) এবং ইল্বার্ট (বার্লিন গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-তালিকা, ৪খ, ৫০৬০ সংখ্যা) তাঁহার নাম ও বংশ পরিচয় ইত্যাদি বর্ণনায় তাঁহাকে ইব্নু'স-সাইগ নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শাগরিদ ইব্নু'ল-ইমাম কর্তৃক সম্পাদিত তাঁহার সর্বপ্রথম রচনা-সংগ্রহে কোথাও ইব্নু'স-সাইগ আখ্যাটি দৃষ্ট হয় না। তাঁহাকে সাধারণত ইব্ন বাজ্জাঃ বলিয়াই অভিহিত করা হয়। ইব্ন খাল্লিকান (ওয়াফায়াত, Wustenfeld, ৬৮১ সংখ্যা) এবং আল-মাক্কারী (নাফ্হু'ত-তীব, ৪খ, ১০২)-র মতে—বাজ্জাঃ ফেরেঙ্গী (স্পেনীয়) ভাষায় রৌপ্যকে বলা হয়। ইব্ন খাল্লিকান ও আল-মাক্কারী ইব্ন বাজ্জাঃ-এর নামের সহিত "আত-তাজীবী" শব্দ যোগ করিয়াছিলেন। ইহা আল-ই-তাজীবের বা তাজীব বংশের সহিত সম্পর্কিত। তাঁহারা ৫ম/১১শ শতাব্দীতে সারাগোসা (সারকাস্তাঃ)-র শাসনকর্তা ছিলেন। ইব্ন বাজ্জাঃ-র নামের ল্যাটিন আকার Avenpace। তিনি ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষের দিকে সারাগোসা-তে জন্মগ্রহণ করেন।

ইব্ন বাজ্জাঃ-র প্রথম জীবন ও শিক্ষাকাল সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। তিনি কয়েক বৎসর সারাগোসার মুরাবিতী শাসনকর্তা আবূ বাক্র ইব্ন ইব্রাহীমের মন্ত্রী ছিলেন। ইব্নু'ল-কিফ্তী ও ইব্ন খাকান লিখিয়াছেন যে, ইব্ন বাজ্জাঃ এই পদে বিশ বৎসর-কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার মন্ত্রীত্বকালের এই দৈর্ঘ্য অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। ইনি ফেয (Fez)-এ আবূ বাক্র য়াহ্য়া ইব্ন য়ূসুফ তাশুফীন-এর মন্ত্রীত্ব পদেও আসীন ছিলেন।

ইব্ন বাজ্জাঃ ছিলেন একজন খুব বড় দার্শনিক, বড় বৈজ্ঞানিক, ভাষা ও ব্যাকরণে সুপণ্ডিত, বিচক্ষণ চিকিৎসক, বিশিষ্ট কবি এবং নিপুণ বংশীবাদক। সঙ্গীতশাস্ত্রে পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার খ্যাতি প্রাচ্যদেশে ফারাবী-র খ্যাতির সহিত তুলনীয়। সুয়ূতী তাঁহাকে দর্শনশাস্ত্রে পাশ্চাত্য দেশের ইব্ন সীনা নামে অভিহিত করেন। সমস্ত ঐতিহাসিকই তাঁহার বিদ্যাবত্তা স্বীকার করেন। ইব্ন খাকান তাঁহার ক'লাইদু'ল-'ইক্য়ান গ্রন্থে তাঁহাকে যিন্দীক (ধর্মভ্রষ্ট) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন, অথচ তিনি তাঁহার অপর গ্রন্থ "মাতমাহ'ল-আনফুস"-এ ইব্ন বাজ্জাঃ-এর জ্ঞান-গরিমার প্রশংসা করিয়াছেন (য়াকূত, ইর্শাদু'ল-আরীব, cf. Margoliouth, ৬খ, ১২৪ পৃ.)।

ইব্ন বাজ্জাঃ চিকিৎসাবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রে বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইহাদের সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ও প্রাচীন সংগ্রহ অক্সফোর্ডে একটি পাণ্ডু-লিপিতে (মোট ২২২ পৃষ্ঠা, মধ্যখানের কয়েকটি পাতা পাওয়া যায় না) সংরক্ষিত আছে। ইহা নাস্খ লিপিতে কাদী হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ কর্তৃক রাবী'উ'ছ-ছানী, ৫৪৭ হি. সনে লিখিত। পাণ্ডুলিপিখানি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Edward Pocock সিরিয়া ও মুসিল অঞ্চল হইতে খৃ. ১৭শ শতাব্দীতে প্রাপ্ত হন। ইহা ইব্নু'ল-ইমামের পুঁথি হইতে নকলকৃত। ইহাতে ৩২ খানি পুস্তিকা রহিয়াছে (বড়লিয়ান, পোকক্, সংখ্যা ২০৬)।

ইব্ন বাজ্জাঃ-র গ্রন্থাবলীর একটি সংগ্রহ স্পেনেও রক্ষিত আছে। কিন্তু ইহাতে শুধু তাঁহার তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তিকাগুলি আছে। ইহার এক অংশ যু'ল-হিজ্জাঃ ৬৬৭ হি. এবং অপরাংশ ৬৭৪ হি. সনে লিখিত (ইস্কুরিয়াল, সংখ্যা ৬১২)।

ইব্ন বাজ্জাঃ-র গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাদ্বীরু'ল-মুতাওয়াহ্হিদ, আল-ইত্তিসাল এবং আল-বিদা' স্পেনীয় অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন অধ্যাপক Asin Palacios এবং কিতাবু'ন-নাফ্স ইংরেজী অনুবাদ ও টীকাসহ ডঃ মা'সূমী হাসান প্রকাশ করিয়াছেন। তাদ্বীরের এক খণ্ড খিদীবিয়্যাঃ গ্রন্থাগারে বর্তমান আছে। ডঃ 'উমার ফার্রুখ তাঁহার সংক্ষিপ্ত পুস্তক 'ইব্ন বাজ্জাঃ ওয়া'ল-ফালসাফাতু'ল-মাগ্রিবিয়্যা-এর শেষে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ইব্ন বাজ্জাঃ-র মূল গ্রন্থ তাদবীর-এর সংক্ষিপ্তসার। সম্ভবত কোনও ব্যক্তি অধিকাংশ স্থানে ইহার পাঠ পরিত্যাগ ও অনেক স্থানে পাঠ পরিবর্তন করিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মূসা হিব্রু ভাষায় তাদ্বীরের অনুবাদ করিয়াছিলেন। পরে উহার ল্যাটিন তরজমা হয়। ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের আকারে তাঁহার আরও একখানি পুস্তিকা রক্ষিত আছে। তাদ্বীরের আর একখানি হিব্রু তরজমা হইয়াছে। ইব্ন বাজ্জাঃ-র গ্রন্থসমূহের একটি সংগ্রহ বার্লিনের গ্রন্থাগারেও রক্ষিত ছিল, কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় উহার অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে।

ইব্ন বাজ্জাঃ-র রচনায় কু'রআন-হাদীছের উদ্ধৃতি এবং উহাদের শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত দেখা যায়। তাহা ছাড়া তিনি উহাদের শিক্ষাপ্রসূত নানা অভিজ্ঞতার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

তিনি গ্রীক চিন্তাধারার সহিত ইসলামী চিন্তাধারার সেতুবন্ধন রচনা করিয়াছেন। ইনি টলেমী-র গ্রন্থ আল-মাজেসত্ী-এর সংস্কার করেন। তাঁহার মতবাদই ইবন তু ফায়ল (মৃ. ৫৮১/১১৮৫) এবং ইব্ন বাত্রূহ্-এর অগ্রগমনের পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দেয় এবং জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার নূতন নূতন পথ উন্মোচন করে। তাঁহার পরিশিষ্টগুলিই ইব্ন রুশ্দ-এর জন্য এরিস্টটলের গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্তসার রচনার দ্বার উন্মুক্ত করে। ইনি রিসালাঃ 'ইল্ম আদাবি'য়াঃ (ادوية, একবচনে دواء = ঔষধ) নামে দ্রব্যগুণ (Materia Medica) সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রণয়ন করেন তাহা ইবনু'ল-বায়তা'র (ত্রয়োদশ শতাব্দী) ব্যবহার করেন। মধ্যযুগীয় ল্যাটিন গ্রন্থকারগণের উপর উহার বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। তাঁহার রচিত তাদবীর, আল-ইত্তিসা'াল, এবং "আল-বি'দা" তৎকালে য়ুরোপের বহু দূরাঞ্চলেও পঠিত হইত।

দর্শনশাস্ত্রে ইব্ন বাজ্জাঃ-র আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফারাবী ও এরিস্টটলের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি স্বাধীনভাবেও চিন্তা করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহাদের আলোচিত কতগুলি বিষয়ে সংযোজনাও করিয়াছেন। তিনি অধিবিদ্যা এবং মনস্তত্ত্বের ভিত্তি পদার্থবিদ্যার উপরই স্থাপন করেন। এই হিসাবে তাঁহাকে আধুনিক মনস্তত্ত্বের (Modern Psychology) জনক বলা যায়।

ইব্ন বাজ্জাঃ মনস্তত্ত্ব ও বুদ্ধি (Intelligence) সম্বন্ধেও সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন। চরিত্র ও বুদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক কি এবং বুদ্ধি ও কল্পনার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা—তাঁহার লেখায় এই জাতীয় আলোচনাও স্থান লাভ করিয়াছে। তিনি নৃবিদ্যার তাৎপর্য ও উহার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মানুষের স্মৃতিশক্তি একটি যৌগিক ইন্দ্রিয়। কিরূপে কল্পনাশক্তি পরিশেষে বাক্শক্তি, শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদানের উপায়ে পরিগণিত হয় তাহাও ইব্ন বাজ্জাঃ আলোচনা করিয়াছেন। ধনবিজ্ঞান এবং রাজনীতি সম্বন্ধেও ইব্ন বাজ্জাঃ আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসম্পর্কে রচিত পুস্তক বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি তাঁহার রচিত "আন-নাফ্স্" এবং "তাদ্বীরু'ল-মুতাওয়াহ্হি'দ" গ্রন্থদ্বয়ে উপরিউক্ত দুই বিষয়ে আলোচনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন বাজ্জাঃ তাসা'ওউফ সম্বন্ধেও উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার রচিত আন্-নাফ্স্ এবং তাদ্বীরু'ল-মুতাওয়াহ্হি'দ্ গ্রন্থদ্বয়ে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। Munk এবং De Boer-এর মতেও তিনি তাসা'ওউফ-এর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু 'উমার ফার্রুখ (দ্র. তাঁহার কৃত ইব্ন বাজ্জাঃ পৃ. ৪৩) এই মতকে ভ্রমাত্মক বলিয়াছেন।

ইব্ন বাজ্জাঃ তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তিনি তাহাতে আল-ফারাবীর গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন এবং কিতাবু'ন-নাফ্স-এ প্রকাশ্যত তিনি ঐ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের সহিত একমত হন যাহা এরিস্টটল স্বীয় গ্রন্থ De Anima-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন। ওয়াহ্'য়ি, ইল্হাম ও বুদ্ধির মধ্যে অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক হওয়ার ব্যাখ্যা আল-কিন্দী, আল-ফারাবী ও ইব্ন সীনা যুক্তিভিত্তিক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় ইব্ন বাজ্জাঃ-ও ইসলামী পন্থায় এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ওয়াহ্'য়ি ও ইল্হাম সম্পর্কে স্বীয় মতবাদ আল-ইত্তিসা'াল গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। যে সমস্ত পুস্তকে তিনি কামনা, বুদ্ধি, কার্যকরী বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতেও এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করিয়াছেন।

যৌবনেই ইব্ন বাজ্জাঃ পরলোকগমন করেন। চিকিৎসক ইব্ন যুহ্রের ইঙ্গিতে তাঁহার খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল, ইহাই লোকের ধারণা। বলা হয়, তিনি ৫২৫/১১৩০-৩১ সনে মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু অধিকতর নির্ভরযোগ্য সূত্রানুসারে ৫৩৩/১১৩৮ সালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে; কারণ ইব্ন বাজ্জাঃ-র রচনাবলীর যে সংগ্রহ তাঁহার শাগরিদ ইবনু'ল-ইমাম এবং ইব্ন বাজ্জাঃ-র নিকট পাঠ করেন, তাহাতে উহার লিপির তারিখ লিখিত ছিল ১৫ রামাদা'ান, ৫৩০ হি.। এই পাণ্ডুলিপির ৫৪৭ হিজরীতে প্রস্তুত একটি নকল অক্সফোর্ডে রক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Pocock, Bodleian Ms. No. 206, (২) ইব্ন বাজ্জাঃ-র গ্রন্থাবলী, ed. M. Asin Palacios, তাদ্বীরু'ল-মুতাওয়াহ্হি'দ, ১৯৪৮; (৩) রিসালাঃ আল-ইত্তিসা'াল আল-'আক'ল, রিসালাঃ আল-আন্দালুস-এ, ১৯৪২, ১-৪৭; (৪) রিসালাঃ আল-বি'দা', রিসালাঃ আল-আন্দালুস-এ, ১৯৪৩, ১—৮৭; (৫) রিসালাঃ আল-নাবাত, রিসালাঃ আল-আন্দালুস-এ, ১৯৪০; (৬) also El filosofo zaragozano Avenpace Revista de Aragon, I. vol. I, 1900, p. 193—197, 234—238, 278—281, 300—302, 338—340, vol. 2., 1901, 240—241, 301—303, 348—350, (৭) তাদবীর, ed. Dunlop, in JRAS, 1945, p. 61—81, (৮) Brockelmann, i. 460, Suppl. 830, (৯) S. Munk. Melanges, 383 প., (১০) De Boer, i. Geschichta der philosophie in Islam, 156 প., (১১) N. Morata, Avenpace in La Ciudad de dios 1924, 180—194, (১২) Leclerc, Histoire de la medicine arab, 2 : 75, 139, (১৩) ফাত্হ্ ইব্ন খাকান, কালা'ইদু'ল-'ইক্য়ান 436 প., খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, ed. Wustenfeld, 1835, ৬৮১, (১৪) ইব্ন খালদূন, তা'রীখ, বুলাক ১খ, ৫৮৮; (১৫) ইবন আবী উসায়বি'আঃ, 'উয়ূনু'ল-আনবা', ed. Muller, ২খ, ৬২; (১৬) ইব্নু'ল-কিফ্তী, তা'রীখু'ল-হুকামা', ed. Lippert, পৃ. ৪০৬; (১৭) য়াকূত, ইর্শাদু'ল-আরীব, (ed. Margoliouth), ৬খ, ১২৪-১২৭; (১৮) মাক্কারী, নাফহু'ত-তীব, ৪খ, ২০৬; (১৯) 'উমার ফার্রুখ, ইব্ন বাজ্জাঃ ওয়া-ফালসাফাঃ আল-মাগরিবিয়্যাঃ, (২০) G. Sarton, Introduction to the History of Science, ২/২ : ১৮৩।

এম. সা'গীর হাসান ও সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ইব্নু বাবাওয়ায়হ্ অথবা বাবুওয়ায়হ (ابن بابويه অথবা ابن بابويه) এই নামের উচ্চারণের জন্য দেখুন F. Justi, বা Namenbuch, ৫১), আবু জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইবনি'ল-হুসায়ন ইব্ন মূসা আল-কুম্মী, আস্-সাদূক নামে পরিচিত। ইনি চারিজন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শী'আঃ হাদীছ সংগ্রাহকের অন্যতম। ৩৫৫/৯৬৬ অব্দে যৌবনকালে তিনি খুরাসান হইতে বাগদাদ যান এবং সেখানকার বহু 'আলিম তাঁহার শাগরিদ হন। ইনি ৩৮১/৯৯১ সালে "রায়্য"-এ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য : (১) কিতাবু মান্ লা-য়াহ্দুরুহু'ল-ফাকীহ, ইহা শী'আঃ হাদীছ সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ। শী'আঃ হাদীছ সম্পর্কীয় আল-কুতুবু'ল-আরবা'আঃ

নামে খ্যাত প্রধান চারিখানি গ্রন্থের ইহা অন্যতম। [বাকী তিনখানি হইল : (ক) আবূ-জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন য়া'কূ'ব আল-কুলীনী (মৃ. ৩২৮/৯৩৯) কর্তৃক সংগৃহীত আল-কাফী, (খ) আবূ জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-হ'াসান ইব্‌ন 'আলী আত্‌'-তূ'সী (মৃ. ৪৬০/১০৬৭)-কৃত তাহ্‌য'ীবু'ল-আহ'কাম (গ) আল-ইস্‌তিব্‌স'ার]; (২) মা'আনীউ'ল-আখ্‌বার, ইহাও শী'আঃ হ'াদীছে'র একখানি সংগ্রহ.; (৩) 'উয়ূনু আখ্‌বারি'র-রিদ'া', ইহাতে আছে শী'আদের অষ্টম ইমাম 'আলী আর-রিদ'ার জীবনী, তাঁহার বাণী ও শিক্ষা; (৪) কিতাবু ইক্‌মালি'দ-দীন ও-ইত্‌মামি'ন্‌-নি'মাঃ ফী ইছ্‌'বাতি'র-গ'ায়বাঃ ও কাশ্‌ফি'ল-হ'ায়রাতি'ল-ম'ল্মাঃ, ইহা শী'আদের গুপ্ত ইমাম সম্পর্কীয় 'আক'ীদাঃ বিষয়ক গ্রন্থ। ইহার একাংশ E. Moller জার্মান ভাষায় একটি ভূমিকাসহ প্রকাশ করিয়াছিলেন (Beitrage zur Mahdilehre des Islam), প্রথম খণ্ড, Heidelberg ১৯০১); (৫) কিতাবু'ল-খিস'াল, সদুপদেশমূলক গ্রন্থ, ইরান ১৩০২; (৬) আল-মুক্‌'নি' এবং (৭) আল-হিদায়াঃ, এই দুইখানি গ্রন্থ মাজ্‌মূ'আতু'ল-জাওয়ামি'ই'ল-ফিক্‌'হিয়্যাঃ নামক সংকলনের অন্তর্ভুক্ত, তেহরানে ১২৭৬ হি.-তে ছাপা হইয়াছে। নাজাশী-কৃত কিতাবু'র-রিজাল গ্রন্থে (বোম্বাই ১৩১৭, পৃ. ২৭৬) তিনি ১৯৩ খানা গ্রন্থের তালিকা দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) ইব্‌নু'ন-নাদীম, আল-ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ১৯৬; (২) আত্‌'-তূ'সী, ফিহ্‌রিস্ত, ed. Sprenger, সংখ্যা ৬৬১, ফু. সংখ্যা ৪৭১; (৩) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আস্তারাবাদী, মানহাজু'ল-মাক'াল, তেহরান ১৩০২, পৃ. ৩০৭; (৪) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'ইসমা-'ঈল, মুনতাহা'উ'ল-মাক'াল, ১৩০২, পৃ. ২৮২; (৫) আল-'আমিলীঃ, 'আমালু'ল-'আমিল [ফী 'উলামা' জাবাল 'আমিল] ৭৬৫; (৬) আন্‌-নাজাশী, প্রাগুক্ত; (৭) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত ফী আহ'ওয়ালি'ল-'উলামা'ই'স-সাদাত, ৫৫৭; (৮) Brockelmann, 1: 187, Suppl. 1: 321; (৯) Goldziher, Abhandlungen Zur arab. Philologie, 2: 65; (১০) সারকীস, মু'জামু'ল-মাত'বূ'আত, স্তম্ভ ৪৩।

হিদায়াত হ'সায়ন (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ইব্‌ন মাজা: (ابن ماجة) আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন য়াযীদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মাজাঃ আর্‌-রাবা'ঈ আল-ক'ায্‌ব'ীনী। শাহ 'আবদু'ল-'আযীযের (মৃ. ১২৩৯ হি.) মতে তাঁহার এই নাম; কিন্তু আবূ য়া'লা খালীলী আল-ক'ায্‌ব'ীনী (মৃ.৪৪৬ হি.)-এর মতে তাঁহার নাম হইল আবূ-'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন য়াযীদ ইব্‌ন মাজাঃ, কিন্তু ইহা শুদ্ধ নহে। বলা হয়, "মাজাঃ" তাঁহার পিতার উপাধি ছিল (নাওয়াব'ী, তাহ্‌য'ীবু'ল-আস্‌মা'; ফীরোযাবাদী, আল-ক'ামূস; আস-সিন্‌দী হ'াশিয়্যাঃ সুনান ইব্‌ন মাজাঃ)। আল-ক'ামূসে দেখা যায়, "মাজাঃ" তাঁহার পিতার উপাধি নহে, বরং পিতামহের উপাধি ছিল, কিন্তু শাহ 'আবদু'ল-'আযীয ('উজালা-ই-নাফি'আঃ, মুদ্রণ মুজ্‌তাবাঈ, দিল্লী, পৃ. ২৮) বলেনঃ ইহা ভ্রমাত্মক। তিনি তাঁহার বুস্‌তানু'ল-মুহ'াদ্দিছ'ীন (পৃ. ১১২) পুস্তকে বলেন; "মাজাঃ" তাঁহার মাতার নাম ছিল। আবু'ল-হ'াসান সিন্দী (১২৩৮ হি.) তাঁহার "শারহ' আরবাঈন" পুস্তকে এবং মুর্‌তাদ'া যুবায়দী (মৃ. ১২০৫ হি.) তাঁহার "তাজু'ল-'আরূস" পুস্তকে এই কথাই লিখিয়াছেন যে, "মাজাঃ" মুহ'াম্মাদের মাতার নাম ছিল। মুহ'াম্মাদ ফুওয়াদ 'আবদু'ল-বাক'ী নিজ মুদ্রিত সুনান ইব্‌ন "মাজাঃ (কায়রো ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ১৫২০-১৫২৩) পুস্তকে বলেন : ماجة শব্দের শেষ অক্ষর ‌ه অথবা ة উভয়ই শুদ্ধ, তবে ه-ই শুদ্ধতর।

ইব্‌ন মাজাঃ 'আজামী (অনারব) বংশোদ্ভূত ছিলেন; তাঁহার কুল-পরিচয় ছিল "আর-রাব'ঈ", কারণ তাঁহার বংশ 'আরবের রাবী'আঃ গোত্রের আশ্রিত (মাওলা) ছিল। কিন্তু এই ولاء (আনুগত্য বা আশ্রয়) সম্পর্কে রাবী'আঃ ইব্‌ন নিযার-এর সহিত ছিল, কি রাবী'আঃ আল-আয্‌দ অথবা অনুরূপ অন্য কোন রাবী'আঃ গোত্রের সহিত ছিল—তাহা নিশ্চিত জানা যায় না।

ইব্‌ন মাজাঃ ২০৯/৮২৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২২ রামাদ'ান, ২৭৩/১৮ ফেব্রুয়ারী, ৮৮৬ সনে মু'তামিদ 'আলাল্লাহ্-এর খিলাফতকালে প্রাণত্যাগ করেন। ইমাম নাসাঈ (৩০৩ হি.) ব্যতীত সি'হ'াহ' সিত্তাঃ-র সংকলক সকলেরই মৃত্যু এই খলীফার আমলে সংঘটিত হইয়াছিল। মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-আস্‌ওয়াদ আল-ক'ায্‌ব'ীনী এবং আত্‌-তায়াইফী প্রমুখ কবি ইব্‌ন মাজাঃ-র মৃত্যুতে মারছি'য়াঃ (শোকগাথা) লিখেন।

ইব্‌ন মাজাঃ-এর বাল্যকাল ছিল ইসলাম জগতে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ। বিদ্যোৎসাহী মা'মূনু'র-রাশীদ এই সময়ে খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর হইতেই নবী (স')-এর হ'াদীছ' সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি 'আরব, ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও খুরাসান ভ্রমণ করেন। বিদ্যার্জনের জন্য তাঁহার ভ্রমণ ২৩০ হিজরীর পরে শুরু হয় (সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য স'হ'ীহ, ইসমা'ঈল ইব্‌ন যুরারাহ-এর জীবনী দ্র.)। এই সময়ে সর্বত্র ইস্‌নাদ (বর্ণনাকারীদের সূত্র) ও রিওয়ায়াত (বর্ণনার বিষয়) সম্বন্ধে আলোচনা এবং হ'াদীছে'র অধ্যাপনা সোৎসাহে চলিতেছিল। ইহা ছিল খলীফা আল-ওয়াছি'ক' বিল্লাহ্‌র যুগ। বিদ্যোৎসাহিতার জন্য তাঁহাকে ছোট মা'মূন বলা হইত।

ইব্‌ন মাজাঃ-র সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক তাঁহার "সুনান।" ইহাতে মোট ৪৩৪১টি হ'াদীছ' স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে ৩০০২টি অনুরূপ হ'াদীছ' সি'হাহ' সিত্তাঃ-র অন্য পাঁচটি কিতাবেও রহিয়াছে। বাকী ১৩৩৯টি হ'াদীছ' ইব্‌ন মাজাঃ-র নিজস্ব সংগ্রহ। হ'াদীছে'র ছয়-খানি নির্ভরযোগ্য (الصحاح الستة) গ্রন্থের মধ্যে ইব্‌ন মাজাঃ-এর সুনান স্থান পায় কিনা—এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সাধারণভাবে ইহা সি'হ'াহ' সিত্তাঃ-র অন্যতমরূপে গণ্য হয়; কথিত আছে, সর্ব-প্রথম আবু'ল-ফাদ'ল মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ত'াহির (মৃ. ৫০৭ হি.) এই পুস্তকটিকে সি'হ'াহ্' সিত্তা-র মধ্যে গণ্য করেন। পরবর্তী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে সুয়ূত'ী, (মৃ. ৯১১ হি.), 'আবদু'ল-গ'ানী আন-নাবুলুসী (মৃ. ১১৪৩ হি.), 'আবদু'ল-গ'ানী আল-মুজাদ্দিদী (মৃ. ১২৯৫ হি.) এবং অধিকাংশ হ'াদীছ'বেত্তা ও হ'াদীছ' বর্ণনাকারীর জীবনী লেখক ইহাকে সি'হ'াহ' সিত্তাঃ-র মধ্যে স্থান দিয়াছেন। ইহাই অধিকাংশের সিদ্ধান্ত (দ্র. আস্‌-সিন্‌দীকৃত শারহ'-সুনান ইব্‌ন মাজাঃ পুস্তকের মুক'াদ্দিমাঃ)। ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, (মৃ. ৬০৬ হি.), আন-নাওয়াব'ী (মৃ. ৬৭৬ হি.) প্রমুখ 'আলিম ইহাকে সি'হ'াহ্' সিত্তাঃ-র মধ্যে গণনা করেন নাই। কেহ কেহ পাঁচটি সংকলনকে সি'হ'াহ'রূপে গণ্য করেন, তাহাতে সুনান ইব্‌ন মাজাঃ বাদ পড়ে। আবার কেহ কেহ ইমাম মালিকের (মৃ. ১৭৯ হি.) "মুওয়াত্ত'া"-কে সুনান ইব্‌ন মাজাঃ স্থলে সি'হ'াহ'ভুক্ত করেন। যাঁহারা ইব্‌ন মাজাঃ-র সুনানকে প্রামাণ্য ছয়টি গ্রন্থের শামিল করেন না, তাঁহাদের মতে এই সুনানের কোন কোন হ'াদীছ' দুর্বল (ضعيف)

এবং বিশ্বস্ত রাবী'দের বর্ণনার সহিত সংগতিপূর্ণ নহে (মুন্কার), এমন কি, মানাকি'ব (مناقب) [যাহাতে রাসূল (স') ও স'াহ'াবী-গণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়] সম্বন্ধীয় হ'াদীছ'গুলি জাল (موضوع)। ইব্ন মাজাঃ-র সুনানে এইরূপ প্রমাণিত নহে হ'াদীছে'র সংখ্যা সম্বন্ধে কেহ বলেন : বিশটির ('আবদু'ল-'আযীয, বুসতানুল-মুহ'াদ্দিছী'ন, হ'াওয়াল: আবূ যুর'আঃ আর-রাযী, মৃ. ২৬৪ হি.) কিছু কম, কেহ বলেন দশের কিছু বেশী (ওরাতু'ল-আ'ইম্মাঃ আস-সিত্তাঃ, পৃ. ৪৬), কাহারও মতে ৩১২ (দ্র. ফুআদ 'আবদু'ল-বাকী', সুনান ইব্ন মাজাঃ, পৃ. ১৫২০)। কোন কোন 'আলিম আবার সুনান ইব্ন মাজাঃ-কে মুওয়াত্ত'া-র উপরে স্থান দিয়াছেন, কারণ ইহাতে অপর পাঁচটি স'াহ'ীহ' অপেক্ষা অনেক বেশী হ'াদীছ' রহিয়াছে যাহা মুওয়াত্ত'া-য় নাই (আস্-সাখাবী', ফাত্হ'ু'ল-মুগী'ছ', লাখনৌ, পৃ. ৪৩)। তবে সংখ্যার কথা বাদ দিয়া হ'াদীছে'র প্রামাণিকতার বিবেচনায় মুওয়াত্ত'ার স্থান সর্বসম্মতিক্রমে ইব্ন মাজাঃ-র সুনানের বহু ঊর্ধ্বে। স'ালাহু'দ্-দীন খালীল 'আলা'ঈ (মৃ. ৭৬১ হি.)-র মতে সুনান দারিমী সুনান ইব্ন মাজাঃ-র পরিবর্তে সি'হ'াহ'-এর মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত (ফাত্হ'ু'ল-মুগী'ছ', পৃ. ৩৩)। সুয়ূত'ী বলিয়াছেন, 'আল্লামাঃ ইব্ন হ'াজার 'আস্কালানী-র মতও ইহাই (তাদ্রীবু'র-রাবী', পৃ. ৫৭)। কিন্তু ইব্ন হ'াজার তাঁহার "বুলূগু'ল-মারাম" পুস্তকে সি'হ'াহ' সিত্তাঃ-র অন্যান্য পুস্তক হইতে হ'াদীছ' চয়ন করিয়াছেন কিন্তু একটিমাত্র স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও দারিমীর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই।

সুনান ইব্ন মাজাঃ-তে সন্নিবিষ্ট হ'াদীছ'সমূহের প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী (রাবী') হইতেছেন : আবু'ল-হ'াসান ইব্ন কাত্ত'ান (ابو الحسن بن قطان), সুলায়মান ইব্ন য়াযীদ, আবূ জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'ঈসা, আবূ বাক্র হ'ামিদু'ল-বাহ্রী সা'দূন এবং ইব্রাহীম ইব্ন দীনার।

সুনান ইব্ন মাজাঃ-র মূল পুস্তক বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে, যেমন দিল্লী : হি. ১২৬৩, ১২৭৩, ১২৮২ এবং ১৩০৭ ; লাহোর হি. ১৩১১ ; কায়রো হি. ১৩১৩ ; করাচী হি. ১৩৭২ ; সুয়ূত'ী, 'আবদু'ল-গ'ানী মুজাদ্দিদী এবং ফাখ্রু'ল-হ'াসান গান্গোহী কৃত ব্যাখ্যাসহ মুহ'াম্মাদ ফু'আদ 'আবদু'ল-বাকী' কর্তৃক মুদ্রিত, কায়রো ১৯৫২—১৯৫৪ খৃ.। শেষোক্ত মুদ্রণই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

সুনান ইব্ন মাজাঃ-র কয়েকটি ব্যাখ্যাও লেখা হইয়াছে, ব্যাখ্যাকারীদের নাম : 'আলী ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন নি'মাত আল-আন্দালুসী (মৃ. ৫৬৭ হি.), ইব্ন আহ'মাদ আল-'ইরাকী' আল-মিস'রী (মৃ. ৭১১ হি.), 'আলা'উ'দ-দীন মুগ'লাতাঈ (মৃ. ৭৬২ হি., ইহা অসমাপ্ত, ইহার হস্তলিখিত প্রতিলিপি তুর্কে আছে), ইব্ন রাজাব য়ুবায়রী, ইব্নু'ল-মুলাক'কি'ন (মৃ. ৮০৪ হি.) : "মিম্মা তামাস্সু ইলায়হি'ল-হ'াজাঃ 'আলা সুনান ইব্ন মাজাঃ," এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে কেবল ঐ সমস্ত হ'াদীছে'র যাহা অপর পাঁচটি স'াহ'ীহ' কিতাবে স্থান পায় নাই; দামীরী (মৃ. ৮০৮ হি.) "আদ-দীবাজাঃ ফী শারহ' ইব্ন মাজাঃ" (পাঁচ খণ্ডে কিন্তু অসমাপ্ত); সিব'ত ইব্নু'ল-'আজামী (মৃ. ৮৪১ হি.); সুয়ূত'ী (মৃ. ৯১১ হি.), মিস'বাহু'য্-যুজাজাঃ, দিল্লী ১২৮২ হি. (ইহার তাল্খীস' 'আলী ইব্ন সুলায়মান-এর নূরু মিস'বাহি'য-যুজাজা-রও মুদ্রিত হইয়াছে); দিম্য়াত'ী, তাল্খীস' নূরি'ল-মিস'বাহ', কায়রো ১২৯৯ হি.; আবু'ল-হ'াসান আস-সিন্দী (মৃ. ১১৩৮ হি.), 'আবদু'ল-গ'ানী আল-মুজাদ্দিদী (মৃ. ১২৯৫ হি.), "ইন্জাহু'ল-হ'াজাঃ" দিল্লী ১২৮২ হি.; ফাখ্রু'ল-হ'াসান গান্গোহী (ইনি সুনানের কঠিন শব্দসমূহের আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণের প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন), দিল্লী ১২৮৯ হি.; মুহ'াম্মাদ 'আলী, মিফ্তাহু'ল-হ'াজাঃ, মুদ্রণ সু'বুহ'ু'ল-মাত'াবি' লাখনৌ; ওয়াহ'ীদু'য-যামান, রাফ্'উ'ল-'উজাজাঃ, কায়রো, ১৩১৩ হি., (তাঁহারই কৃত উর্দূ তরজমা, লাহোর ১৯১০ খৃ.); মুহ'াম্মাদ হ'ায়ারবী', "মিফ্তাহু'ল-হ'াজাঃ. লাখনৌ ১৩১৫ হি.; ফু'আদ 'আবদু'ল-বাকী', শারহ'।

আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-বূস'ীরী (মৃ. ৮৪০ হি.) এবং ইব্ন হ'াজার আল-হায়তামী (মৃ. ৯৭৪ হি.) "যাওয়াইদু সুনান ইব্ন মাজাঃ 'আলা কুতুবি'ল-হ'ুফ্ফাজি'ল-খাম্সাঃ" নামে আলাদা আলাদা কিতাব সংকলন করিয়াছিলেন। ইব্ন 'আসাকির (মৃ. ৫৭১ হি.) এবং হ'াফিজ' মিয্যী (মৃ. ৭৪১ হি.) এই সুনানের হ'াদীছ' বর্ণনাকারিগণের নাম ও উহাতে উদ্ধৃত অতিরিক্ত রিওয়ায়াত একত্র করিয়াছেন। হ'াফিজ' য'াহাবী (মৃ. ৭৪৮ হি.) "আল-মুজার্রাদ ফী আসমাই রিজালি ইব্ন মাজাঃ কুল্লিহিম সিওয়া মান উখ্রিজা লাহু মিন্হুম ফী আহ'াদিস'-স'াহ'ীহ'ায়ন" এই নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন। উহাতে ইব্ন মাজাঃ-র বর্ণনাকারীদের মধ্য হইতে ঐ সকল বর্ণনাকারীর বিবরণ আছে যাহাদের কোন বর্ণনা স'াহ'ীহ' পুস্তকদ্বয়ে নাই। ইহার পাণ্ডুলিপি দামিশ্কে কুতুবখানাঃ জ'াহিরিয়্যাঃ-তে বিদ্যমান আছে। সুনান ইব্ন মাজাঃ ও ইহার ভাষ্যসমূহ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পুস্তকের পাণ্ডুলিপি যে সমস্ত স্থানে রক্ষিত আছে, Brockelmann তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সুনান ইব্ন মাজাঃ-তে ছু'লাছি'য়্যাত (যে সমস্ত বর্ণনার সানাদে নবী (স') এবং ইব্ন মাজাঃ-র অন্তর্বর্তী তিনজন বর্ণনাকারী আছেন)-এর সংখ্যা পাঁচ, অথচ সুনান আবী দাউদ এবং জামি' তিরমিযী'-তে ইহাদের সংখ্যা একটি করিয়া এবং স'াহ'ীহ' মুস্লিম ও সুনান নাসাঈ-তে একটিও নাই।

ইব্ন মাজাঃ একটি বৃহৎ তাফ্সীরও লিখিয়াছিলেন, ইহাতে কু'রআনের তাফ্সীর প্রসঙ্গে হ'াদীছ' এবং আছ'ারসমূহ (স'াহ'াবী-গণের বর্ণিত বিবরণ) ইস্নাদ (সূত্র-পরম্পরা) সহ সন্নিবেশিত হইয়াছিল। জামালু'দ-দীন মাযী "তাহ্যী'বু'ল-কামাল" গ্রন্থে ইব্ন মাজাঃ-র সুনানে উল্লিখিত হ'াদীছ'সমূহের রাবী'গণসহ ঐ তাফ্সীরে উল্লিখিত হ'াদীছ'সমূহের রাবী'গণের অবস্থাও লিখিয়াছেন। ইব্ন কাছ'ীর এবং সুয়ূত'ী ঐ তাফ্সীরের উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার তৃতীয় রচনা আত-তা'রীখ। উহা স'াহ'াবীগণের সময় হইতে লেখকের সময়ের কাল পর্যন্ত ইতিহাস। ইব্ন ত'াহির আল্-মাক্'দিসী (মৃ. ৫০৭ হি.) ক'াযুব'ীন-এ ইহার প্রতিলিপি দেখিয়াছিলেন। ইব্ন খাল্লিকান ইহাকে "তা'রীখ মালীহ'" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন কাছ'ীর ইহাকে "তা'রীখ কামিল" বলিয়াছেন। ইব্ন মাজাঃ-র তাফ্সীর এবং ইতিহাস উভয়ই বিলুপ্ত। হাজ্জী খালীফাঃ কাশ্ফু'জ'-জ'ুনূন গ্রন্থে ইব্ন মাজাঃ কৃত পুস্তকসমূহের মধ্যে তা'রীখ ক'াযুব'ীনের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহা কোন স্বতন্ত্র পুস্তক নহে বরং তাঁহার তা'রীখ পুস্তকের একটি অংশ।

ইব্ন মাজাঃ-র শিক্ষকগণের মধ্যে যাঁহাদের নাম পাওয়া যায় তাঁহারা হইলেন : আবূ বাক্র ইব্ন আবী শায়বাঃ, 'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ আল-আশাজ্জ, মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ, আবূ কুরায়ব,

হ'াম্মাদ, আহ্'মাদ ইব্ন বুদায়ল, ত'াহ্'হ্'ান, বুন্দার, মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাছ'না, আবু হ'াওর, জাওহারী, আবু ইস্হ'াক' হারাব'ী, আবু বাক্র স'াগ'াতী, আল্-আহ্'ওয়াস', আহ্'মাদ ইব্ন সিনান, হিশাম ইব্ন 'আম্মার, আবু যুর্'আঃ, হ'াতিম রাযী, দারিমী, যু'হ্লী, মাহ্'মুদ ইব্ন গ'ায়লান।

জামালু'দ-দীন মাযী তাহ্য'ীবু'ল-কামাল গ্রন্থে এবং ইবন হ'াজার তাহ্য'ীবু'ত-তাহ্য'ীব গ্রন্থে ইব্ন মাজাঃ-র শিষ্যগণের নামের তালিকা দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনু'ল-জাওযী, আল-মুন্তাজি'ম, ৫খ, ৯০ ; (২) য়াকূ'ত, মু'জামু'ল-বুল্দান, দ্র. ক'াযব'ীন ; (৩) ইবনু'ল-আছ'ীর, আল-কামিল, মিসর ১৩০১ হি., ৭খ, ১৭১ ; (৪) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, ১খ, ৪৮৪ ; (৫) আয'-যাহাবী, তায'কিরাতু'ল-হ'ফ্ফাজ', ২খ, ১৮৯ প. ; (৬) আল-য়াফি'ঈ, মির্আতু'ল-জিনান, ২খ, ১৮৮ ; (৭) ইব্ন কাছ'ীর, আল্-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ১১খ, ৫১ ; (৮) ঐ লেখক, আল-বা'ইছু'ল-হ'াছ'ীছ', মিসরে ১৩৫৩ হি., পৃ. ৯০ প. ; (৯) আল-ফীরূযাবাদী, আল-ক'ামূস, মীম জীম হা. দ্র. ; (১০) ইব্ন হ'াজার আল-'আস্ক'ালানী, তাহ্য'ীবু'ত-তাহ্য'ীব, ৯খ, ৫৩০ ; (১১) ইব্ন তাগ্'রীবিরদী, আন-নুজুমু'য-যাহিরাঃ, ২খ, ৭৬ প. ; (১২) হ'াজ্জী খালীফাঃ, কাশ্'ফু'জ'-জু'নূন, মুদ্রণ য়ালতাক'ায়াঃ, 'আমূদ ১০০ ; (১৩) ইবনু'ল-'ইমাদ, শায'ারাতু'য'-য'াহাব, ২খ, ১৬৪ ; (১৪) আল-মুর্তাদ'া আয-যুবায়দী, তাজু'ল-'আরূস ; (১৫) শাহ 'আবদু'ল-'আযীয, 'উজালা-ই-নাফি'আঃ, মুদ্রণ মুজ্তাবাঈ, দিল্লী, পৃ. ২৮ ; (১৬) ঐ লেখক, বুস্তানু'ল-মুহ'াদ্দিছ'ীন, পৃ. ১২৪ ; (১৭) সি'দ্দীক' হ'াসান খান, ইত্হ'াফু'ন-নুবালা', মুদ্রণ কানপুর, পৃ. ৮৮ ; (১৮) ঐ লেখক, আল-হি'ত্ত'াঃ ফি যি'ক্রি সি'হ'াহ' সিত্তাঃ, কানপুর ১২৮৩ হি., পৃ. ১২৮ ; (১৯) মুহ'াম্মাদ জা'ফার কাত্তানী, আর-রিসালাতু'ল-মুস্তাত্'রিফাঃ, বায়রূত, ১৩৩২ হি. ; (২০) মুহ'াম্মাদ 'আবদু'র-রাশীদ লুক্'মান, ইমাম ইব্ন মাজাঃ আওর 'ইল্ম-ই-হ'াদীছ', করাচী, ১৩৭৬ হি. ; (২১) Brockelmann, ১খ, ১৬৩ ও পরিশিষ্ট, ১খ, ২৭০ ; (২২) Ency. Isl, ১ম মুদ্রণ, লাইডেন, ২খ, ৪০০।

'আবদু'ল-মান্নান 'উমার (দা.মা.ই.)/মুহম্মদ রেযাউর রহীম

ইব্ন মাস'উদ, 'আবদুল্লাহ (عبد الله بن مسعود) ইব্ন মাস্'উদ ইব্ন গ'াফিল ইব্ন হ'াবীব ইব্ন হয'ায়ল রাসূলুল্লাহ (স')-এর একজন বিশিষ্ট স'াহ'াবী। তাঁহার জন্ম ১২ হস্তী বর্ষে (عام الفيل)। রাসূলুল্লাহ (স')-এর প্রতি প্রথম ঈমান আনয়নকারীদিগের মত তিনিও মক্কার সাধারণ শ্রেণীর লোক ছিলেন। যৌবনে তিনি 'উক্'বাঃ ইব্ন আবী মু'আয়ত'-এর পশু পালন করিয়াছেন ; এই কারণে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্'ক'াস' এক সময় কথা প্রসংগে তাঁহাকে হয'ালী গু'লাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন (আত'-ত'াবারী, ১খ, ২৮৯২)। সাধারণভাবে তাঁহাকে বানূ যুহ্রাঃ-র হ'ালীফ (মিত্র) বলা হয়, অনুরূপভাবে তাঁহার পিতাকেও। তাঁহার পিতা সম্পর্কে আমরা অন্য কিছু জ্ঞাত নহি। 'আবদুল্লাহ-র ভ্রাতা 'উক'বাঃ এবং তাঁহার মাতা উম্ম 'আব্দ (ইস'াবাঃ, 'আবদুল্লাহ) বিন্ত 'আবদি ওয়াদ্দি ইবন সাওয়া' প্রবীণ স'াহ'াবীদিগের মধ্যে গণ্য। নাওয়াব'ী (সম্পা. Wustenfeld পৃ. ৩৭০) 'উক'বাঃকে "স'াহ'াবী ইব্ন স'াহ'াবিয়াঃ" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে : একদা হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এবং আবু বাক্র (রা) কোথাও গমন করিতেছিলেন। গমন পথে 'আবদুল্লাহ-র সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় তিনি একপাল বকরী চরাইতেছিলেন। আবু বাকর (রা) ও রাসূলুল্লাহ (স') তাঁহার কাছে দুগ্ধ চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মনিবের প্রতি অবিশ্বস্ততা হইবে বিধায় তিনি দুধ দিতে অস্বীকার করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স') একটি দুগ্ধহীন ছাগী ধরিয়া তাহার ওলান স্পর্শ করিয়া হাত বুলাইতে থাকেন। ওলান ফুলিয়া উহাতে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ হয় এবং হযরত আবু বাক্র (রা) উহা হইতে দুগ্ধ দোহন করেন। তৎপর উহার ওলান পূর্ব আকৃতি ধারণ করে, তখনই ইব্ন মাস্'উদ ইসলামে দীক্ষিত হন (ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৩ খ, ১৫০—১ ; ইব্ন কাছ'ীর, আল-বিদায়াঃ, ৭ খ, ১৬২)।

তিনি নিজকে 'ছয়জনের ষষ্ঠ' (মুসলিম) বলিয়া গৌরব করিতেন। অন্যান্য বর্ণনা অনুসারে তিনি এমন সময় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন যখন রাসূলুল্লাহ (স') আরক'াম-গৃহে গমন করেন নাই। তিনি হযরত 'উমার (রা)-এর পূর্বেই ঈমান আনিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁহার বয়স ছিল ১৯/২০ বৎসর। কথিত হয় যে, মক্কা শহরে তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে কু'রআন পাঠ করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে এই কাজ হইতে বিরত রাখিতে সচেষ্ট ছিল, কারণ তাঁহার পশ্চাতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার কোন আপন গোত্র ছিল না। ফলে এই কু'রআন পাঠের জন্যেও তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হইয়াছিল। ইহা নিশ্চিত যে, তিনি হ'াবশায় হিজরত করিয়াছিলেন। এক বর্ণনামতে তিনি দুইবার হ'াবশায় হিজরত করিয়াছিলেন।

মদীনায় তিনি মস্জিদে নাবাব'ীর পশ্চাতে বাস করিতেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে এত ঘন ঘন রাসূলুল্লাহ (স')-এর গৃহে যাতায়াত করিতে দেখা যাইত যে, অপরিচিত লোকেরা তাঁহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (স')-এর পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিত। 'আবদুল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (স')-এর "জুতা, মিস্ওয়াক, শয্যা" ইত্যাদি বহন করিতেন ; সেই হিসাবে তিনি রাসূলুল্লাহ (স')-এর বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন (ইস'াবাঃ, ইস্তী'আব)। বাহ্যিক চালচলনে তিনি রাসূলুল্লাহ (স')-এর অনুকরণ করিতেন। লোকেরা তাঁহার সরু পায়ের দরুন অনেক সময় হাসি তামাশা করিত। তাঁহার কেশ ছিল দীর্ঘ ও লোহিত বর্ণ ; তিনি উহাতে কলপ লাগাইতেন না। তিনি স'ালাত আদায়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন।

রাসূলুল্লাহ ((স')-এর জীবদ্দশায় তিনি সমস্ত জিহাদে শরীক ছিলেন। বাদ্রের যুদ্ধে যখন আবু জাহ্ল মারাত্মকভাবে আহত হয় তখন তিনি তাহার মস্তক কর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স')-এর নিকট পেশ করেন। 'রিদ্দাঃ' বিদ্রোহের সময় হযরত আবু বাক্র (রা) মদীনা সংরক্ষণের ব্যাপারে শহরের দুর্বল স্থানগুলির প্রতিরক্ষায় যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। য়ারমূক-এর যুদ্ধেও তিনি শরীক ছিলেন।

হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফত কালে এবং হযরত 'উছ'মান (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে তিনি কূফার বিচার ব্যবস্থা ও বায়তু'ল-মালের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন (খাত'ীব তাবরীযী, ইকমাল, কলিকাতা, তা. বি., পৃ. ৬০৫)। কু'রআন ও হ'াদীছে' বিশেষজ্ঞ হওয়ার কারণে লোকেরা প্রায়ই তাঁহার কাছে মাস্'আলাঃ-

মাসা'ইল জানিতে চাহিত। কথিত হয় যে, ৮৪৮টি হ'াদীছ' তাঁহার যবানী বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, হ'াদীছ' বর্ণনা করিবার সময় তাঁহার দেহে কম্পন উপস্থিত হইত; এমন কি তাঁহার ললাট ঘর্মসিক্ত হইয়া যাইত। তিনি যাহাই বর্ণনা করিতেন অতি সতর্কতার সহিত করিতেন যাহাতে কোন ভুল কথা না বলিয়া ফেলেন।

ইব্‌ন মাস্‌'ঊদ (রা)-এর জীবনের শেষ দিকের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত 'উমার (রা) তাঁহাকে কূফায় নিয়োজিত পদ হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইলে কূফাবাসিগণ তাঁহাকে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি বলেন, "আমাকে যাইতে দাও। কারণ যদি ইহার দরুন বিপর্যয় ঘটে তবে আমি উহার কারণ হইতে চাহি না।" ইস্‌তী'আব এবং ইস'াবাঃ অনুসারে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা)-এর অপসারণ হযরত 'উছ'মান (রা)-এর প্রতি আরোপিত। (আনসাবু'ল-আশরাফ, জেরুযালেম ১৯৩৬ খৃ., ৫খ, ৩৬)। কথিত হয় যে, তিনি মদীনায় ফেরত আসিয়াছিলেন এবং তথায় ৩২ বা ৩৩ হি. সনে ষাট বৎসরের অধিক বয়সে ইন্‌তিকাল করেন এবং রাত্রি বেলায় বাক'ীউ'ল-গ'ারক'াদ-এ সমাহিত হন। এক বর্ণনা অনুসারে তিনি কূফায় ইন্‌তিকাল করেন।

তিনি মৃত্যু শয্যায় থাকাকালে হযরত 'উছ'মান (রা) তাঁহাকে দেখিতে যান এবং তাঁহার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি আয্‌-যুবায়র (রা)-কে স্বীয় ওয়াসি'য়্যাতের নির্বাহী (وصى) নিযুক্ত করেন।

তিনি হ'াদীছ'তত্ত্ব, ফিক্‌'হ ও 'ইল্‌ম-ই-কি'রাআতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার অধিকতর খ্যাতি হ'াদীছ'বেত্তা এবং কু'রআনের ভাষ্যকার হিসাবে। ইমাম আহ্‌'মাদ-এর মুস্‌নাদ গ্রন্থে (১খ, ৩৭৪—৪৬৬) তাঁহার বর্ণিত হ'াদীছ'সমূহ সংগৃহীত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, বৈরূত সং., তা. বি., ১৫০ প.; (২) আত'-ত'াবারী, তা'রীখ, নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্‌ন হিশাম, সম্পা. Wustenfeld, নির্ঘণ্ট, শিরোনাম; (৪) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, উস্‌দু'ল-গ'াবাঃ, শিরোনাম; (৫) ইব্‌ন হ'াজার, ইস'াবাঃ, শিরোনাম; (৬) আন-নাওয়াব'ী, সম্পা. Wustenfeld শিরোনাম; (৭) ইব্‌ন হ'ান্‌বাল, মুসনাদ, শাকির সং., ৬ষ্ঠ খণ্ড; (৮) ইব্‌ন কাছ'ীর, আল-বিদায়াঃ, বৈরূত ১৩৯৪/১৯৭৪, ৭ খণ্ড, পৃ. ১৬২; (৯) Caetani, Annali, নির্ঘণ্ট; (১০) আল-জাহি'জ', আল-বায়ানু ওয়া'ত-তাব্‌য়ীন, হারূন সং., ২খ, ৫৬; (১১) আল-বাদ'উ ওয়া'ত-তা'রীখ, ৫খ, ৯৭; (১২) ইব্‌নু'ল-জাওযী, সি'ফাতু'স'-স'াফওয়াঃ, ১খ, ১৫৪; (১২) আবূ নু'আয়ম, হি'ল্‌য়াতু'ল-আওলিয়া,' ১খ, ১২৪; (১৩) তা'রীখু'ল-খামীস, ২খ, ২৫৭।

A. J. Wensinck (দা. মা. ই.)/আবদুল হক ফরিদী

ইব্‌ন রাজাব (ابن رجب) যায়নু'দ্‌-দীন (ও জামালুদ্‌-দীন) আবু'ল-ফারাজ 'আব্‌দু'র-রাহ'মান ইব্‌ন শিহাবু'দ্‌-দীন আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন রাজাব আস্‌-সালামী আল-বাগ্‌'দাদী (অতঃপর আদ্‌-দামিশ্‌ক'ী) আল-হ'াম্বালী, ইনি বাগ্‌দাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম-সন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আল্‌-'আলীমী (মৃ. ৯২৭ হি.) লিখিয়াছেন যে, তিনি শনিবার ১৫ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ৭০৬ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ইব্‌ন হ'াজার "ইনবাহ'ল-গু'মার" (পৃ. ১১১)-এ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার জন্ম সন ৭৩৬ হি.; বোধ হয় ইহাই সঠিক। আল-'আলীমী-র অপর একটি বর্ণনাও ইহাকে সমর্থন করে। তিনি লিখিয়াছেন যে, ইব্‌ন রাজাব তাঁহার পিতার সহিত ৭৪৪ হি. সনে বাগদাদ হইতে দামিশ্‌ক' আসিয়াছিলেন। তখন তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। যদি ৭৩৬ হি. সন জন্ম-বৎসর হয়, তাহা হইলে তখন তাঁহার বয়স ৮ বৎসর হয়। এই কথার সমর্থন ইব্‌ন রাজাবের একটি বর্ণনায়ও পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, لبعت دروس شرف الدين سنه ٧٤١ ه و كنت صغيرا। (আমি শারাফু'দ্‌-দীনের শিষ্যত্বে ৭৪১ হি. তে অল্প বয়সেই যোগদান করিয়াছিলাম)। ইব্‌নু'ল-'ইমাদ লিখিয়াছেন, তিনি যখন ৭৪৪ হি. সনে পিতার সহিত বাগ্‌দাদ হইতে দামিশ্‌কে' আগমন করেন তখন তিনি অল্পবয়স্ক ছিলেন। কিন্তু যদি আল্‌-'আলীমী-র বর্ণনা মতে তাঁহার জন্ম সন ৭০৬ হি. ধরা যায়, তাহা হইলে দামিশ্‌ক' আগমন-কালে (৭৪৪) ইব্‌ন রাজাবের বয়স ৩৭/৩৮ বৎসর হয় এবং তাঁহাকে صغير বলা যায় না। ইব্‌ন হ'াজারের "আদ-দুরারু'ল কামিনাঃ"-তেও ইব্‌ন রাজাবের জন্ম ৭০৬ হি. উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার ইন্‌বাহ-তে উল্লিখিত বর্ণনার সহিত সঙ্গতিহীন। মনে হয়, "আদ্‌-দুরার"-এর নকলকারী ভুলবশত ৭৩৬-এর স্থলে ৭০৬ লিখিয়া দিয়াছেন। অনুমান, ইহার পর আস-সুয়ূত'ী য'ায়লু ত'াবাক'াতি'ল-হ'ফ্‌ফাজ' এবং আল-মাক্কী আস্‌-সাহ'বু'ল-ওয়াবিলাঃ প্রভৃতিতে আ'দ্‌-দুরার অনুসরণে ৭০৬ হি. লিখিয়াছেন। আল-'আলীমী, ইব্‌নু'ল-'ইমাদ এবং ইনবাহ্‌-তে ইব্‌ন হ'াজার-এর ব্যাখ্যার আলোকে জন্ম সন হি. ৭৩৬ই সঠিক মনে হয়। ইব্‌ন রাজাব দামিশ্‌কে ইন্‌তিকাল করেন হি. ৭৯৫ সনে, এই সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু মাস সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। ইব্‌ন হ'াজারের (আদ্‌-দুরারু'ল-কামিনাঃ) মতে রাজাব মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়; তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন ইব্‌ন ফাহ্‌দ, সুয়ূত'ী এবং শাওকানী। ইবনু'ল-'ইমাদ এবং আল্‌-'আলীমী লিখিয়াছেন, রামাদ'ান মাসে তিনি ইন্‌তিকাল করেন। ইব্‌ন হ'াজার ইনবাহ-এ এই মাসেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন রাজাব ৩২ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ : (১) য'ায়ল 'আলা-ত'াবাক'াতি'ল-হ'ানাবিলাঃ। ইহাই ইব্‌ন রাজাবের প্রসিদ্ধির সর্বপ্রধান কারণ। এই গ্রন্থখানি প্রকৃতপক্ষে হ'াম্বালী মায'হাবভুক্ত প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের চরিতমালা গ্রন্থরাজির অন্যতম। ইহাতে ইমাম আহ্‌'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল হইতে শুরু করিয়া খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত হ'াম্বালী 'আলিমগণের জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থরাজির সবগুলি গ্রন্থ বর্তমানে নাই। কতগুলির শুধু পাণ্ডুলিপিই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গ্রন্থাগারগুলিতে বর্তমান। এই গ্রন্থরাজির সর্বপ্রথম গ্রন্থ আল-খাল্লাল (মৃ. ৩১১/৯২৩) রচিত ত'াবাক'াতু'ল-আস্‌'হ'াব। ইহা পাণ্ডুলিপি আকারে আছে। অবশ্য নাব্‌লুসী (মৃ. ৭৯৭ হি.)-কৃত ইহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ছাপা হইয়াছে, (দামিশ্‌ক' ১৩৫০ হি., আহ'মাদ 'আবীদ)। ইহার পর ইব্‌ন আবী য়া'লা আল-ফার্‌রা' (মৃ. ৫২৬/১১৩২)-এর "ত'াবা-ক'াতু ফুক'াহা' আস'হ'াবি'ল-ইমাম আহ'মাদ" গ্রন্থে (৪৬০ হি.) মৃত ব্যক্তিগণের জীবনী রহিয়াছে। অতঃপর ইবনু'ল-জাওযী (মৃ. ৫৯৭/১২০১) আল-মুনতাজ'াম নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইব্‌ন রাজাব তাঁহার "য'ায়ল" গ্রন্থে ৪৬০ হি. হইতে ৭৫১ হি. পর্যন্ত কালের 'আলিমগণের জীবনী সংকলিত করেন। H.

Laoust এবং সামীয়ু'দ-দাহ্হান ইহা প্রকাশ করেন (প্রথম খণ্ড, দামিশ্ক' ১৯৫১, হি. ৪৬০ হইতে ৫৪০ পর্যন্ত)। মুসলিম 'আলিম-গণের নিকট ইব্ন রাজাবের এই গ্রন্থ অত্যন্ত সমাদৃত। আহ্'-মাদ ইব্ন নাস্'রুল্লাহ বাগ'দাদী উহার একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরী করেন। মূল গ্রন্থের বহু পাণ্ডুলিপি বর্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ইব্ন রাজাবের মৃত্যুর মাত্র ৫ বৎসর পরই লিখিত হইয়াছিল। ইহার পরবর্তী পাণ্ডুলিপি প্রায় ত্রিশ বৎসর পরের লিখিত। "কুতুবখানাঃ জ'াহিরিয়্যাঃ" দামিশ্ক (সংখ্যা, ইতিহাস ৬১) এবং কোপরুলু, ইস্তাম্বুল (সংখ্যা, ১১১৫) প্রথম খণ্ড, বাঁকীপুর সংখ্যা-২৪৩৩, দ্বিতীয় খণ্ড নাদ্-ওয়াতু'ল-'উলামা' এবং তৃতীয় খণ্ড মাক্তাবাঃ-ই-সিন্দিয়্যা-য় রক্ষিত আছে। ইব্ন রাজাবের পরও 'আলিমগণ এই ধরনের গ্রন্থ রচনা প্রচলিত রাখিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইব্ন মুফ্লিহ' (মৃ. ৮৮৩/১৪৭৮), আল-'আলীমী (মৃ. ৯২৭/১৫২১), আল-গাযযী (মৃ. ১২১৪/১৭৯৯) এবং জামীলু'শ-শাত্'ীর নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ব্যক্তির গ্রন্থে সমসাময়িক ব্যক্তিগণের জীবনী রহিয়াছে। ইব্ন রাজাবের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ যথা: (২) শার্হ' জামি' 'আবী 'ঈসা আত্-তির্মিয'ী, (৩) জামি'উ'ল-উলূম ওয়া'ল-হি'কাম ফী শার্হি' খাম্সীনা হ'াদীছ'ান্ মিন্ জাওয়ামি'ই'-ল-কিলাম جامع العلوم و الحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ভারত, তা. বি., মিসর ১৩৪৬ হি.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হ'াজার, আদ্-দুরারু'ল-কামিনাঃ, ২খ, ৩২১; (২) ঐ লেখক, ইন্বাহু'ল-গু'মার, য'ায়লু ত'াবাক'াতি'ল-হ'ানাবিলা-র বরাতে, সম্পা. সামিয়ু'দ্-দাহ্হান; (৩) আস-সুয়ূত'ী, য'ায়লু ত'াবাক'াতি'ল-হু'ফ্ফাজ', ৩৬৭; (৪) হ'াজ্জী খালীফাঃ, কাশ্-ফু'জ্'-জু'নূন, Yaltakaya, স্তম্ভ ১০৯৭; (৫) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শায'ারাতু'য'-য'াহাব, ৬খ, ৩৩৯; (৬) ইব্ন ফাহ্দ মাক্কী, য'ায়লু ত'াবাক'াতি'ল-হু'ফ্ফাজ', আল-খিযানাতু'ত-তায়মুরিয়্যাঃ, ২খ, ২২৩; (৭) হ'াবীব যায়্যাত, খাযাইনু'ল-কুতুবি'জ'-জ'াহিরিয়্যাঃ, ৩৭; (৮) যিরিক্লী, আল-আ'লাম, ৪খ, ৬৭; (৯) Brockelmann, ২খ, ১০৭; (১০) Suppl. ii, 129; (১১) হাশিম নাদ্ব'ী, তায'কিরাতু'ন-নাওয়াদির, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৫০ হি., পৃ. ১০১ প.; (১২) য'ায়লু ত'াবাক'াতি'ল-হ'ানাবিলাঃ, সামিয়ু'দ্-দাহ্হান ও Laoust সংস্করণ, দামিশ্ক ১৯৫১ খৃ., ভামহীদ।

'আবদুল-মান্নান 'উমার (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন।

ইব্ন রুশ্দ (ابن رشد) আবু'ল-ওয়ালীদ মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ্'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন রুশ্দ, য়ুরোপে Averroes নামে প্রসিদ্ধ। তিনি আন্দালুসের শ্রেষ্ঠতম 'আরব দার্শনিক ছিলেন। তিনি ৫২০/১১২৬ সনে কর্দোভায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ কর্দোভায় ক'াদ'ী (বিচারক) ছিলেন এবং কয়েকখানি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতাও ক'াদ'ীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আইন ও চিকিৎসা-বিদ্যা ইব্ন রুশ্দ নিজ জন্মস্থানেই শিক্ষা করেন। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে একজন ছিলেন আবু জা'ফার হারূন। তিনি Truxillo-এর অধি-বাসী ছিলেন। ৫৪৮/১১৫৩ অব্দে ইব্ন রুশ্দ মরক্কোতে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ইব্ন তু'ফায়ল-এর আহ্বানে গিয়াছিলেন। ইব্ন তু'ফায়ল তাঁহাকে মুওয়াহ্'হি'দপন্থী খলীফা আবু য়া'কূ'ব য়ূসুফের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। আবু য়া'কূ'ব ইব্ন রুশ্দকে নিজ তত্ত্বাবধানে রাখেন। আবু য়া'কূ'বের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ রক্ষিত আছে (দেখুন Hist. des Almohades des Marrakeche, Fagnan-কৃত অনুবাদ)। খলীফা তাঁহার কাছে জানিতে চাহিলেন বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্ব, অর্থাৎ ইহা কি চিরন্তন না ইহার কোন আরম্ভ ছিল। ইব্ন রুশ্দ বলিয়াছেন, "এই আকস্মিক প্রশ্নে আমার মনে এত ভীতির সঞ্চার হইল যে, আমি ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না।" কিন্তু খলীফা তাঁহার সংকোচ ও বাধা দূর করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং বিভিন্ন 'আলিমের মতবাদ বর্ণনা করিয়া এই বিষয়ে যোগ্যতার সহিত এত গভীর আলোচনা করিলেন যাহা বাদশাহগণের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়। ইহার পর খলীফা তাঁহাকে মূল্যবান উপঢৌকনাদি সহকারে বিদায় দিলেন।

ইব্ন তু'ফায়লই ইব্ন রুশ্দকে এরিস্টটলের ভাষ্য লিখিবার পরামর্শ দেন। ইব্ন রুশ্দ বলেনঃ আমীরু'ল-মু'মিনীন কয়েকবার অনুযোগ করিলেন যে, গ্রীক দর্শন পুস্তকাদির ভাষা কঠিন, এমনকি তাহাদের যে অনুবাদ সাধারণত পাওয়া যায় তাহাও বড় কঠিন, সেইজন্য এইগুলির টীকা-ভাষ্য লেখার ভার তাঁহার (অর্থাৎ ইব্ন রুশ্দের) গ্রহণ করা উচিত।

৫৬৫/১১৬৯ সনে ইব্ন রুশ্দ সেভিল শহরের এবং দুই বৎসর পরে কর্দোভায় ক'াদ'ী নিযুক্ত হন। এই পদের গুরুতর কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও এই সময়ে ইব্ন রুশ্দ তাঁহার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান রচনাবলী প্রণয়ন করেন। ৫৭৮/১১৮২ সনে আবু য়া'কূ'ব তাঁহাকে ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত করেন যাহাতে তিনি বৃদ্ধ ইব্ন তু'ফায়লের স্থান গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবু য়া'কূ'ব তাঁহাকে প্রধান ক'াদ'ীর পদ দান করিয়া আবার কর্দোভা প্রেরণ করেন।

আবু য়া'কূ'বের স্থলাভিষিক্ত য়া'কূ'ব আল-মান্সূ'রের শাসন-কালের প্রারম্ভেও ইব্ন রুশ্দ যথারীতি খলীফার নৈকট্য ও বন্ধুত্বের মর্যাদা লাভ করিতেন। কিন্তু নেতৃস্থানীয় 'আলিমগণের বিরোধিতার কারণে তিনি নিন্দিত হইয়া পড়িলেন এবং নাস্তিকতার নানা প্রকার অভিযোগে তাঁহাকে কর্দোভার নিকটবর্তী Lucena নামক স্থানে নির্বাসিত করা হয়। এই সময়ে (আনুমানিক ১১৯৫ খৃ.) খলীফা হুকুম দিলেন যে, চিকিৎসাবিদ্যা, অংকশাস্ত্র এবং প্রাথমিক জ্যোতি-বিদ্যার পুস্তক ব্যতীত দর্শনের সমস্ত পুস্তক পোড়াইয়া ফেলা হউক। D. Macdonald মনে করেন যে, মুওয়াহ্'হি'দ বাদশাহের এই হুকুম মোটামুটিভাবে আন্দালুসের মুসলমানগণ অর্থাৎ যাহারা বার্বারগণের তুলনায় অকপট ধর্মবিশ্বাসী ছিল, তাহাদের নিকট সন্তোষজনক বলিয়া পরিগণিত হইল। তখন খলীফা খৃস্টান-দের সহিত জিহাদে রত ছিলেন। এক অভিযান হইতে মরক্কোতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি দর্শন শিক্ষার প্রতি পুনঃ আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিলেন এবং ইব্ন রুশ্দকে নিজ দরবারে ফিরাইয়া আনিলেন (D. Macdonald, Development of Muslim Theology, New York, 1903, p. 255)। কিন্তু ইব্ন রুশ্দ নিজ পদে ও প্রতিপত্তিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। মরক্কোতে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরেই ৯ স'াফার, ৫৯৫/১০ ডিসেম্বর, ১১৯৮ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। শহরের নিকটেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ইব্ন রুশ্দের মূল 'আরবী রচনাবলীর বৃহৎ অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত পুস্তক বিদ্যমান আছে, সেগুলি হইল ঃ

(১) তাহাফুতু'ত-তাহাফুত : ইহা আল-গাযালীর প্রসিদ্ধ তাহাফুতু'ল-ফালাসিফা: পুস্তকের প্রত্যুত্তরে লেখা হইয়াছিল (তু. Miguel Asin y Palacios, Sur le sens dumot "Tehafot" dans les oeuvres d' al-Ghazali et d' Averroes, in Revue Africaine, 1906, No. 261 and 262, esp. p. 202.

(২) এরিস্টটলের 'Poetics এবং Rhetorics-এর মধ্যম আকারের ভাষ্য (Lasinio কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত ;) J. Tkac, Uber den arab. Kommentar des Averroes zur poetik des Aristoteles, Wiener Studien, 24, 70 প.।

(৩) এরিস্টটলের দর্শন পুস্তক সম্বন্ধে Alexander Afrodici-কৃত ল্যাটিন রচনার ভাষ্য (দেখুন S. Fraenkel এবং J. Freudental : ঐ)।

(৪) এরিস্টটলের "দর্শন পুস্তকের" বৃহৎ ভাষ্য, লাইডেন (Cat. Cod. Orient, নং ২৮২১)।

(৫) কিতাবু'ল-জাওয়ামি' : উহাতে সংক্ষিপ্ত ভাষ্য আছে (Guillen Robles, Catalogo Q. Bibl. Nacion, No. 37. H. Derenbourg : Notes sur les mss. arab. de Madrid, No. 37, Homenaje a D. Franc. Codera, p. 577 প.) যাহা এরিস্টটলের বিভিন্ন প্রবন্ধ, যেমন—De physica, De Coelo et Mundo, Degeneratione et corruptione, De Mateorologia, De Anima এবং আরও কয়েকটি দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের সহিত জড়িত ; আরো তু· H. Derenbourg, Le commentaire arabe d' Averroes sur quelques petits ecrits physiques d' Aristotle in Arch fur Gesch der Philos, ১৮ (খৃ. ১৯০৫), ২৫০।

(৬) ধর্ম ও দর্শনের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে দুইটি মনোজ্ঞ পুস্তিকা (Miguel Asin এবং Lean Gauthier ইহার আলোচনা করিয়াছেন)। ইহাদের একটি পুস্তিকার নাম কিতাবু ফাস্‌'লি'ল-মাক'াল। ইহাতে ধর্ম এবং দর্শনের সমীকরণের পৃষ্ঠপোষকতা করা হইয়াছে। অন্য প্রবন্ধটি কাশ্‌ফু'ল-মানাহিজ নামে এবং অন্য নামেও সুপরিচিত। M. J. Muller এই দুইটি পুস্তিকার সম্পাদনা ও জার্মান ভাষায় উহাদের অনুবাদ করিয়াছেন। এই পুস্তক "ইব্‌ন রুশ্‌দের দর্শনগ্রন্থ" এই সাধারণ নামে কায়রোতে ছাপা হইয়াছে (১৩১৩—১৩২৮ হি.)। ইহা ব্যতীত 'আরবী ভাষায় হিব্রু অক্ষরে এই সমস্ত রচনা বিদ্যমান আছে ; এরিস্টটলের Logica একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ; De generatione et corruptione, De Meteoris এবং De Anima বিষয়ে মধ্যম আকারের ভাষ্য। Perva Naturalia-এর পরিবর্তিত মূলের অনুবাদ (Bibl. Nat. Paris. Nos. 303, 317) ; De coelo, De generatione এবং De Meteoris-এর ভাষ্য (Bodleiana, Uri, Cat. codd. hebr. p. 86. Renan, Averroes, 3rd, p. 83)।

ইব্‌ন রুশ্‌দ এরিস্টটলের যেই সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত ভাষ্য লিখিয়াছেন, বলা যায় বিষয়বস্তু এক হইলেও সেইগুলি তিন শ্রেণীতে পড়ে ; যথা—বৃহদাকার ভাষ্য, মাঝারি রকমের ভাষ্য এবং সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। এই শ্রেণীবিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী করা হইয়াছিল। সংক্ষিপ্ত ভাষ্যগুলি প্রথম বৎসরের মাঝারিগুলি দ্বিতীয় বৎসরের এবং বৃহৎগুলি তৃতীয় বৎসরের উপযোগী ছিল। 'আক্‌পাইদের ব্যাখ্যার বেলায়ও এই ব্যবস্থা অনুসৃত হইয়াছে।

'আরবী ও ল্যাটিনে অনূদিত ইব্‌ন রুশ্‌দ কৃত এরিস্টটলের Second Analytics, Universe, Physics, Metaphysics এবং soul সম্বন্ধে তিন প্রকারের ভাষ্যই বিদ্যমান আছে। এরিস্টটলকৃত অন্যান্য রচনার বৃহৎ ভাষ্য বিদ্যমান নাই এবং জীববিদ্যা সম্বন্ধে কোন ভাষ্যই পাওয়া যায় না।

ইবন রুশ্‌দের কিতাবু'স-সিয়াসাঃ প্লেটোর Republic-এর একটি ভাষ্য এবং আল-ফারাবীর তর্কশাস্ত্র (মানতিক) এবং আল-ফারাবী কৃত এরিস্টটলের ভাষ্যের একটি সমালোচনা পুস্তকও তিনি লিখিয়াছেন। তিনি ইব্‌ন সীনা-র কোন কোন অভিমতের আলোচনা করিয়াছেন এবং যাহূদী ইব্‌ন তুমারত-এর কিতাবু'ল-'আক'ীদা-র পাদটীকা লিখিয়াছেন। তিনি ফিক্‌হ-এর কিতাব বিদায়াতু'ল-মুজ্‌তাহিদ ও নিহায়াতু'ল-মুক্‌তাসিদ, কায়রো, ১৩২৯ হি. এবং (উর্দু অনুবাদ : হিদায়াতু'ল-মুক্‌তাসিদ, ১ম খণ্ড, রাবওয়াহ, খৃ. ১৯৫৮) জ্যোতিষ্ক বিদ্যা এবং চিকিৎসা বিদ্যা বিষয়েও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। সামগ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে রচিত তাঁহার কুল্লিয়্যাত [Codd. Granada দেখুন Dozy, Zeitschr, ges. der Deutsch, Morgenl Ges. 36, (1882) 343 ; Petersberg ; Dorn, Cat. No. 132 and Madrid Robles, Cat. No. 132, তু. H. Derenbourg, Notes etc. No. 132 Homenaje, p. 587 প.) প্রসিদ্ধ। ইহার ল্যাটিন অনুবাদে মূল পাঠকে বদলাইয়া বিচ্ছিন্ন তথ্যগুলিকে একত্রে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে এবং ইহা মধ্যযুগে বহুকাল পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহা ইব্‌ন সীনা-র আল-ক'ানূন পুস্তকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে নাই। ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর যে সমস্ত পুস্তক মূল 'আরবীতে অথবা অনুবাদে বিদ্যমান আছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন মুহাম্মাদ য়ুনুস, ইব্‌ন রুশ্‌দ, পৃ. ১১৭—১৩৬। এই সমস্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সাধারণত এসকোরিয়ালে রক্ষিত আছে। ইহাদের সংখ্যা ৪১। অন্যান্য পুস্তকাগারে যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে তাহা সমেত বর্তমানে পৃথিবীতে ইব্‌ন রুশ্‌দের ৫২ খানি গ্রন্থ (মূল অথবা অনুবাদ) বিদ্যমান আছে। ইব্‌ন রুশ্‌দের হিব্রুতে অনূদিত পুস্তকসমূহ বাইবেলের পরে সর্বাপেক্ষা বহুল প্রচারিত।

ইবনে রুশ্‌দের দার্শনিক মতবাদ অভিনব কিছু নহে (তু. Renan, Averroes, 3rd., ed. p. 88)। ইহা গ্রীক প্রভাবান্বিত মুসলিম দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদ, প্রাচ্যে যাহার প্রবক্তা ছিলেন আল-কিন্দী, আল-ফারাবী ও ইব্‌ন সীনা এবং প্রতীচ্যে ইব্‌ন বাজ্জা। অবশ্য তিনি কোন কোন আলোচনায় এই পণ্ডিতগণের সহিত মতানৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা নিতান্ত গৌণ প্রকৃতির। মোটের উপর তাঁহার দর্শন সেই পুরাতন পদ্ধতিরই অনুসারী। তবে তাঁহার সমালোচনামূলক রচনা এবং টীকা-ভাষ্যগুলি সেই যুগের প্রেক্ষিতে খুবই প্রয়োজনীয় প্রমাণিত হইয়াছে। মধ্যযুগের পণ্ডিতগণ, বিশেষত য়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অত্যন্ত মর্যাদা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন, এমন কি মুসলিম পণ্ডিতগণের মধ্যেও তাঁহার ভাষ্যসমূহ অনুমোদন ও উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল, যদিও তাহারা তাঁহার দার্শনিক মত ও রচনাগুলিকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিপজ্জনক মনে করিতেন।

প্রাচ্যের ইসলামী দেশসমূহে মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ প্রথম হইতেই

দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ ছিলেন। আল-গাযালীর "তাহাফুত", যাহা প্রধানত আল-ফারাবী ও ইবনু সীনার-র মতবাদ খণ্ডনের জন্য লেখা হইয়াছিল, তাহা প্রাচ্যের এই দ্বন্দ্বের একটি শ্রেষ্ঠ স্মৃতিস্তম্ভ-স্বরূপ। প্রতীচ্যে এই দার্শনিক সম্প্রদায়কে সর্বপ্রথম আন্দালুসের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ আক্রমণ করেন। এই কারণে আন্দালুসের সুন্নী মুসলিমগণ ইবন রুশ্‌দের প্রতি বিরূপ ছিলেন। ১৩শ শতাব্দীতে প্যারিস, অক্সফোর্ড এবং ক্যান্টারবারির আর্কবিশপগণও অনুরূপ কারণেই তাঁহাকে অভিযুক্ত করেন।

যে সমস্ত দার্শনিক মতবাদের জন্য ইবন রুশ্‌দকে নাস্তিক মনে করা হইয়াছে, তাহা কয়েকটি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। যথা: বিশ্বের চিরন্তনতা ও আল্লাহ্‌র জ্ঞানের স্বরূপ, তাঁহার গায়বের জ্ঞান, জীবাত্মা ও জ্ঞানের সম্পূর্ণতা এবং পরকাল। এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহার মতবাদ হইতে তাঁহাকে সহজেই নাস্তিক প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতসমূহে অবিশ্বাসী ছিলেন না। এইগুলি তিনি এমন ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করিতেন যেন দর্শনের সহিত ইহাদের সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিশ্বে চিরন্তনতার প্রশ্নে তিনি বিশ্বের সৃজনতত্ত্ব অস্বীকার করেন নাই। তিনি কেবল ইহাকে ধর্মীয় ব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পৃথক করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কোন বস্তুই অনস্তিত্ব হইতে একবার মাত্র সৃষ্ট হইয়াই চিরস্থায়ী হয় না, বরং প্রতি মুহূর্তে ইহা নব নব রূপ পরিগ্রহ করে। ইহার ফলে দুনিয়া স্থায়ী রহিয়াছে অথচ ইহা সত্ত্বেও পৃথিবী পরিবর্তনশীল। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে যে, একটি সৃজনশীল শক্তি দুনিয়ার সঙ্গে থাকিয়া ইহাকে স্থায়ী রাখিতেছে এবং গতি দান করিতেছে। খগোলস্থ তারকার আকৃতিসমূহ গতির ফলেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এই গতির উৎস হইল সেই শক্তি, যাহা আদিকাল হইতে ইহাদের উপর ক্রিয়া করিতেছে। বিশ্ব চিরস্থায়ী, ইহার চিরস্থায়িত্ব সৃজনমূলক এবং গতিমূলক কারণের ফল। কিন্তু আল্লাহ এইরূপভাবে চিরস্থায়ী নহেন। তিনি কোন কারণ ব্যতীতই চিরস্থায়ী।

আল্লাহ-তত্ত্ব বিষয়ে ইব্‌ন রুশ্‌দ "আদি কারণ কেবল নিজ অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সচেতন"-এই মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। দার্শনিকগণের নিকট এই প্রাথমিক কল্পনাটি প্রয়োজনীয়। কারণ এইরূপেই আদি কারণের নিজ একক অস্তিত্ব বজায় থাকে। যদি আদি কারণের মধ্যে একাধিক অস্তিত্বের জ্ঞান থাকে তবে নিজেই একাধিকরূপে প্রতিপন্ন হইবে। এই আদি কারণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সৃষ্টবস্তু নিজ অস্তিত্বের মধ্যে থাকা প্রয়োজনীয় এবং কেবলমাত্র নিজ অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাই প্রয়োজন। এতদুভয়ের অদৃশ্য জ্ঞানের কোন সম্ভাবনাই বাকী থাকে না। ধর্মতাত্ত্বিকগণের প্রচেষ্টা ছিল দর্শনকে এই পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছিতে না দেওয়া যাহাতে দার্শনিকগণ অদৃশ্যকে অস্বীকার করিয়া নাস্তিকে পরিণত হন।

কিন্তু ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর দর্শন-ব্যবস্থা অধিকতর নমনীয় ছিল। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, আল্লাহ স্বয়ং নিজ সত্তায় বিশ্বের সমুদয় বস্তুর জ্ঞান রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান সামগ্রিক বা আংশিক কোনটাই নহে। ইহা মানবীয় জ্ঞানের ন্যায় নহে; বরং উচ্চতর পর্যায়ের জ্ঞান, যাহা আমাদের ধারণার অতীত। আল্লাহ্‌র জ্ঞান মানবীয় জ্ঞানের ন্যায় হইতে পারে না। কারণ, যদি এইরূপ হইত তবে তাঁহার জ্ঞানে অন্য লোকও শরীক হইত এবং আল্লাহ্ অদ্বিতীয় থাকিতেন না। তদুপরি আল্লাহ্‌র জ্ঞান মানুষের জ্ঞানের মত বস্তুসমূহ হইতে আহরিত অথবা তাঁহার সৃষ্ট নহে। বিপরীতপক্ষে ইহা সমগ্র বস্তুনিচয়ের কারণস্বরূপ। সুতরাং কোন কোন ধর্মতাত্ত্বিকের অভিযোগ যে, ইব্‌ন রুশ্‌দের দর্শনে অদৃশ্য জ্ঞান অস্বীকার করা হইয়াছে, ইহা সত্য নহে।

মানবাত্মা সম্বন্ধে ইব্‌ন রুশ্‌দের শিক্ষার নিন্দা করা হইয়াছে এইজন্য যে, তাঁহার মতে প্রত্যেক আত্মা মৃত্যুর পরে বিশ্ব-আত্মায় মিশিয়া যায়, সুতরাং তিনি মানবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই ধারণাও ঠিক নহে। কারণ অপরাপর দার্শনিকগণের ন্যায় ইবন রুশ্‌দের মতেও আত্মা ও চিৎশক্তি ('আক্'ল)-এর মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। চিৎশক্তি সম্পূর্ণরূপে একক। ইহার অস্তিত্ব যথার্থভাবে তখনই সম্ভব হয় যখন সার্ব-চিৎশক্তি বা সৃজনী-চিৎশক্তির সহিত ইহার সংযোগ স্থাপিত হয়। যাহাকে আমরা ব্যক্তিগত চিৎশক্তি বলি, প্রকৃতপক্ষে তাহা সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের শক্তি মাত্র যাহার মূল সৃজনী-চিৎশক্তি। এই শক্তিকে প্রতিক্রিয়াশীল চিৎশক্তি বলা হয় এবং ইহা আপনা-আপনি স্থায়ী নহে। ইহার কাজ হইল- ইহা নিজেকে চিনিবে এবং আহৃত জ্ঞানে (intellectus adaptus) পরিণত হইবে। অতঃপর ইহা সৃজনী চিৎশক্তি, যাহাতে শাশ্বত-তত্ত্ব বিরাজ করে, উহার সহিত মিলিত হয় এবং উহাতে মিলিত হইয়াই এই শক্তি অবিনশ্বরতা লাভ করে।

প্রাণ বা আত্মার ব্যাপার অন্যরূপ। দর্শনশাস্ত্র অনুসারে ইহা একটি পরিবর্ধনী শক্তি যাহা বর্ধনশীল বস্তুসমূহের জীবন ও বর্ধনশীলতার উপর ক্রিয়াশীল। ইহা এমন একটি শক্তি যাহার সংস্পর্শে জড়পদার্থ জীবন লাভ করে। ইহা চিৎশক্তির ন্যায় জড়ের গুণাবলী হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নহে; বরং ইহার বিপরীতভাবে জড়ের সহিত ইহার খুব নিকট সম্বন্ধ আছে। সম্ভবত ইহা অর্ধজড় প্রকৃতির বা জড়ের সূক্ষ্মতম আকারে অবস্থিত। আত্মা অদেহের অনুরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট এবং এই কারণে দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত। ইহা দেহের মৃত্যুতেও বর্তমান থাকে এবং স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে। কিন্তু ইব্‌ন রুশ্‌দের মতে এই শেষোক্ত ব্যাপার কেবল একটি সম্ভাবনা মাত্র। তিনি ইহা স্বীকার করেন না যে, যে আত্মা সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা করা হয় তাহার শাশ্বতত্ত্বের সন্তোষজনক প্রমাণ শুদ্ধ দার্শনিক উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে। এই কারণে এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রত্যাদেশের (ওয়াহ্'য়ির) উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে (দেখুন তাহাফুতু'ত্-তাহাফুত, পৃ. ১৩৭)।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী ইব্‌ন রুশ্‌দ সম্বন্ধে এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, তিনি দেহের পুনরুত্থান অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার শিক্ষায় উহা অস্বীকার করা হয় নাই—বরং ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাঁহার মতে,—পরকালে আমাদের যে দেহ হইবে, তাহা এই দুনিয়াতে যে দেহ আছে তাহা নহে। কারণ যাহা লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আবার যথাপূর্ব হইতে পারে না, বরং অনুরূপ আকৃতিতে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইতে পারে। ইব্‌ন রুশ্‌দ আরও বলেন যে, আমাদের পরকালের জীবন এই পার্থিব জীবনের তুলনায় উৎকৃষ্টতর হইবে। সেইজন্য এই দুনিয়ার দেহের তুলনায় সেখানকার দেহও নিখুঁত ও পরিপূর্ণ হইবে। এতদ্ব্যতীত পরকালের জীবন সম্বন্ধে যে সমস্ত কল্পিত কাহিনী ও বর্ণনাসমূহ প্রচার লাভ করিয়াছে তাহা তিনি অশুদ্ধ মনে করিতেন।

পূর্ববর্তীগণের তুলনায় এই দার্শনিক সুন্নী সম্প্রদায়ের নিকট অধিকতর নিন্দার পাত্র হইয়াছিলেন, কারণ তিনি দার্শনিক সত্য এবং ধর্মবিশ্বাস—এতদুভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে অতি সুস্পষ্টভাবে মত

প্রকাশ করেন। ইহা তিনি পূর্বে উল্লিখিত ফাস্'লু'ল-মাক'াল এবং কাশ্‌ফু'ল-মানাহিজ পুস্তকদ্বয়ে প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রথম নীতি ছিল এই যে, দর্শন অবশ্যই ধর্মব্যবস্থার সহিত অভিন্ন হইবে। ইহাই সমস্ত 'আরবী 'ইল্‌ম কালাম' (ধর্মীয়-দর্শন)-এর প্রতিপাদ্য বিষয়। এক হিসাবে বলা যায় যে, সত্য দুই প্রকারের; অন্য বিবেচনায় ইহা বলা যায় যে, প্রত্যাদেশ (ওয়াহ্'য়ি) দুই প্রকারেরঃ যথা, দার্শনিক সত্যমূলক এবং ধর্মীয় সত্যমূলক এবং উভয়ের অভিন্নতা প্রয়োজনীয়। দার্শনিকগণ দর্শনের নবীস্বরূপ। সাধারণত পণ্ডিতগণই তাহাদের শ্রোতৃমণ্ডলী। সম্ভবত তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে নবীগণের শিক্ষার বিপরীত নহে। নবীগণ বিশেষত সাধারণ মানুষের নিকট জ্ঞান প্রচার করেন। দার্শনিকগণের উচিত যে, তাঁহারা যেন সত্যকে উচ্চতর পদ্ধতিতে এবং অপেক্ষাকৃত কম আক্ষরিকভাবে উপস্থিত করেন। ধর্মীয় ব্যবস্থা দানে আক্ষরিক অর্থ এবং ইহার ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কু'রআন পাকে যদি এমন-কোন কথা পাওয়া যায় যাহা দৃশ্যত দার্শনিক অর্থে অগ্রহণীয়, তখন আমাদের অবশ্যই মনে করিতে হইবে যে, প্রকাশ্য আক্ষরিক অর্থের অন্তরালে ইহার অন্য কোন গূঢ় অর্থ আছে এবং সেই গূঢ় অর্থ অন্বেষণ করা উচিত। সাধারণ লোকের কর্তব্য হইল আক্ষরিক অর্থ অন্বেষণ করা, যথার্থ ব্যাখ্যা জ্ঞাত হওয়া কেবল তাত্ত্বিকগণের কাজ। সাধারণ লোকের উচিত, আখ্যান ও তুলনাসমূহের ঐ অর্থ গ্রহণ করা যাহা নবীগণ ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে যে গভীর এবং গুরুতর অর্থ নিহিত আছে তাহা অন্বেষণ করার অধিকার দার্শনিকের আছে। জ্ঞানীগণের সর্বদা ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁহারা যে গূঢ় অর্থ প্রাপ্ত হন তাহা সাধারণ লোকের বোধগম্য নাও হইতে পারে এবং তাহাদের নিকট তাহা প্রকাশ করা সাধারণত কাম্য নহে।

শিক্ষার্থীর বোধশক্তি অনুযায়ী ধর্মশিক্ষা দান করা উচিত, এই কথাটি ইব্‌ন রুশ্‌দ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। বোধশক্তির বিবেচনায় তিনি মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা সংখ্যাবহুল শ্রেণীর লোক হইলেন যাঁহারা প্রচারে প্রভাবান্বিত হইয়া আল্লাহ্‌র কালামে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং কেবল বক্তৃতাশক্তি দ্বারাই প্রভাবান্বিত হন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত যাঁহারা, তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাসের স্থিতি যুক্তি-প্রমাণের উপর নির্ভর করে এবং এইসব যুক্তি-প্রমাণ এমন নির্ধারিত প্রতিজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা বিনাবিচারে গ্রহণযোগ্য। তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা সংখ্যালঘু শ্রেণীর অন্তর্গত যাঁহারা, তাঁহাদের ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি এরূপ প্রমাণ-পুঞ্জের উপর নির্ভরশীল যাহা প্রমাণিত প্রতিজ্ঞাসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রোতাদের বোধশক্তি অনুযায়ী ধর্মশিক্ষা দানের এই পন্থা হয়ত ঠিক বলিয়া মনে না হইতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই ইহা রক্ষণশীল তাত্ত্বিকগণের সন্দেহের উদ্রেক করিতে পারে এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি ইব্‌ন রুশ্‌দকে কাফির বা নাস্তিকরূপে আখ্যায়িত করেন তাহা বিচিত্র নহে, কিন্তু ইব্‌ন রুশ্‌দ কাফির বা নাস্তিক ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি সুন্নী তাত্ত্বিকগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার মানসে কিছু কৌশলপূর্ণ ব্যাখ্যার সাহায্য লইতেন। ইব্‌ন রুশ্‌দ সমন্বয় মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সরল অন্তঃকরণে এই কথা বিশ্বাস করিতেন যে, একই সত্যকে বিভিন্ন আকারে প্রকাশ করা যায় এবং নিজ অতুলনীয় দার্শনিক বুদ্ধির সাহায্যে তিনি বিভিন্ন মতবাদকে এমন একটি সুসমঞ্জস রূপ দান করিতে কৃতকার্য হন যাহা অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের বুদ্ধির নিকট অবোধ্য বা অসঙ্গত মনে হয়।

১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে ইব্‌ন রুশ্‌দের ভাষ্যসমূহের হিব্রু অনুবাদ করেন নেপল্‌সের অধিবাসী Jacob ben Abba Mari Anatoli, টলেডোর অধিবাসী Judah b. Solomon Cohen Lunel, Moses b. Tibbon, Samuel b. Tibbon, Shen b. Tob. b. Joseph b. Falaquera, Kalonymus b. Kalonymus। ইব্‌ন রুশ্‌দ যেমন এরিস্টটলের ভাষ্য লেখেন, Bagnals-এর Levi b. Gerson-ও তেমন ইব্‌ন রুশ্‌দের ভাষ্য লেখেন। পাশ্চাত্যের খৃস্টান দেশসমূহে Michael Scott এবং Hohenstaufen-এর Hermann ১২৩০ এবং ১২৪০ খৃস্টাব্দে ইব্‌ন রুশ্‌দের মূল 'আরবীর এক ল্যাটিন অনুবাদ আরম্ভ করেন।

১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে Niphus এবং Zimara পুরাতন অনুবাদসমূহের কিছু কিছু সংশোধন করেন। মূল হিব্রু হইতে তরজমা করেন ত'রতুসা-র Jacob Mantino, Abraham de Balmes এবং Verona-র অধিবাসী Giovanni Franceesco Burana. Niphus (১৪৯৫-১৪৯৭ খৃ.) এবং Juntos (১৫৫৩ খৃ.) ইব্‌ন রুশ্‌দের দুইটি উত্তম ল্যাটিন অনুবাদ প্রস্তুত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন রুশ্‌দ, তাহাফু'তু'ত্-তাহাফু'ত (কায়রো ১৩০৩ হি.); (২) মার্‌রাকুশী, আল-মু'জাব, ১৭৪; (৩) ইব্‌নু'ল-'আব্বার, তাক্‌মিলাঃ, পৃ. ২৬৯; (৪) ইব্‌ন আবী উস'ায়বি'আঃ, 'উয়ূনু'ল-আন্‌বা', ২খ, ৭৫; (৫) ইব্‌নুল-'আম'আরী, আল-বায়ানু'ল-মাগ'-রিব, ১খ, ১০৪; (৬) ইবন ফার্‌হু'ন, আদ-দীবাজু'ল-মায্'হাব, ফাস ১৩১৬ হি., ২৫৬; মিসর ১৩২৯ হি., ২৮৪; (৭) আল-মাক্ক'ারী, নাফ্‌হু'ত্'-ত'ীব, সূচী; (৮) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শায'রাতু'য'-য'াহাব, ৪খ, ৩২০; (৯) M. J. Muller, Philosophie und Theologie des Averroes 'আরবী মাতান (text), মিউনিখ ১৮৫৯ খৃ., জার্মান অনুবাদ, মিউনিখ ১৮৭৫ খৃ.; (১০) Lasinio, Il Commento medio di Averroe alla Poetica di Aristotele ('আরবী ও হিব্রু, ইতালীয় ভাষার অনুবাদ), পীসা ১৮৭২ খৃ.; (১১) do, Il Testo arabo del Commento medio di Averroe alla Retorica di Aristotele, Florence 1878 A. C.; (১২) J. Freudenthal and S. Frankel, Die durch Averroes erhaltenen Frogmente Alexanders Abh. der Kgl., in zur Metaphysik des Aristoteles in Abh. der Kgl. Akad, der Wiss. Zire Berlin 1884; (১৩) কিতাবু ফালসাফাঃ, ইব্‌ন রুশ্‌দ (কায়রো ১৩১৩ হি.); (১৪) M. Horten, Die Metaphysik der Averroes nach dem Arabischen ubers, erlautert in Abh. zur philosophie und ubers .Gesch. No. 36 (Halle 1912); (১৫) do, Die Hauptlehren des Averroes nach seiner Schrift Die Widerlegung des Gazali, Bonn 1913; (১৬) Leon Gauthier, La Theorie d' Ibn Rochd sur les Rapports de la Religion et de la Philosophie, Paris 1909; (১৭) Miguel Asin y Palacios, Averroismo teologico de Santo Tomas de Aquino, in Homenaje a. D. Francisco, Codera, p. 217 : (১৮) M. Worms, Die Lehre von der Anfangslosigkeit der welt bei den mittelalterlichen

arabischen Philosophen Abh. des Ibn Rosd ubor das Problem der Weltschopfung in Beitr. Z. Gesch. dor Philos. d. Mittelalters, Bacumker and Hertling, vol. iii, Munster 1900 A. c. : (১৯) Renan, Averroes et l'Averroisme, 3rd ed. (Paris 1866 A. C.); (২০) Munk, Melanges de philosophie arabe et juive (Paris 1859), (২১) another article in Dict. des sciences philosphiques by Frank; (২২) A. F. Mehren, Etudes Sur la philosophie d' Averrois, concernant ses rapports avec celle d'Avicenne et de Gazzali, in Museon, vii ; (২৩) Forget, Les philosophes arabes et la Philosophie scolastique (Brussels 1895), (২৪) T. W. Brown, Life and Legend of Michael Scott (Edinburgh 1897) : (২৫) de Boer, Die Widerspruche der Philosophie nach al-Gazzali und ihr Ausgleich durch Ibn Rosd (Starssb 1894), (২৬) Do. The History of Philosophy in Islam, (London 1903), (২৭) D. Macdonald, Development of Muslim Theology (New York 1903), p. 255 প. ; (২৮) আনতু'ন ফারাহ', ইব্‌ন রুশদ ওয়া ফালসাফাতু'হু, (আল-ইসকান্দারিয়্যাঃ ১৯০৩ খৃ.) ; (২৯) Goldziher, Die islam u. jud. Philosophie, in Die Kultur der Gegenwart. vol. 1, ch. 5. p. 64 প.; (৩০) Brockelmann, 1, 164 প. with bibliography, Suppl., 1, 833 ; (৩১) Uberweg-Heinze, Grundriss der Geschichte der Philosophie, vol. 2. ch. 25 ; (৩২) A. G. Palencia, Historia de la Literatura Arabigo Espanola, Second Ed. p. 238, 248 ; (৩৩) Encyclopaedia Britannica, Averroes , (৩৪) আল-বানাহী, তা'রীখু কু'দা'াতি'ল-আন্দালুস, পৃ. ১১১ ; (৩৫) তাহাফুতু খাওয়াজাঃ যাদাহ্, কায়রো হইতে গাযালীর তাহাফুত ও ইব্‌ন রুশদের তাহাফুতু'ত-তাহাফুত-এর সহিত একত্রে মুদ্রিত ; (৩৬) ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ, আর্‌রাদ্দু 'আলা ফালসাফাতি ইব্‌ন রুশদ, কায়রো ১৯১০ খৃ. ; (৩৭) মা'শূক' হ'াসান খান, ইব্‌ন রুশদ ও ফালসাফা-ই-ইব্‌ন রুশদ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯২৯, ইহা Renan-এর গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ, ঐ গ্রন্থেরই ইংরাজী অনুবাদ, ডঃ নিশিকান্ত কৃত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯১৩ খৃ. ; (৩৮) শিবলী নু'মানী, আন-নাদ্ওয়া পত্রিকার ১৯০৫, মা'আরিফ, আ'জ'মগড় ১৯১৮ খৃ., মুহ'াম্মাদ য়ূনুস ফিরিঙ্গী মাহ'াল্লী, ইব্‌ন রুশদ, আ'জ'মগড় ১৩৪২ হি.।

B. Carra de vaux (দা.মা.ই.)/মুহম্মদ রেযাউর রহীম

ইব্‌ন সা'দ (ابن سعد) আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মানী' আল-বাস্'রী আয-যুহরী, বানূ হাশিম গোত্রের জনৈক মাওলা (আশ্রিত) এবং আল-ওয়াকি'দী-র সেক্রেটারীরূপে পরিচিত। ১৬৮/৭৮৪ সনে তাঁহার জন্ম এবং ২৩০/৮৪৫ সনে ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি হ'াদীছ' অধ্যয়ন করেন হুশায়ম, সুফ্য়ান ইব্‌ন 'উয়ায়নাঃ, ইব্‌ন 'উলায়্যাঃ, আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম এবং বিশেষভাবে মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আল-ওয়াকি'দী প্রমুখের নিকট। আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবি'দ-দুন্য়া ও অন্যান্য মুহ'াদ্দিছ' তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ' গ্রহণ করেন। তাঁহার মহাগ্রন্থ কিতাবু'ত-ত'াবাক'াত (আল-কুব্‌রা অর্থাৎ বৃহৎ) বিখ্যাত। ইহাতে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর (طبقات) লোকের অর্থাৎ হযরত (স')-এর, তাঁহার স'াহ'াবীদের এবং তাঁহার সময় পর্যন্ত খলীফাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বৃহত্তর ত'াবাক'াত ছাড়াও ইব্‌ন খাল্লিকান ও হ'াজ্জী খালীফাঃ তাঁহার ক্ষুদ্রতর ত'াবাক'াত (কিতাবু'ত্'-ত'াবাক'াতু'স্'-স্'াগ'রা) গ্রন্থের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ফিহ্‌রিস্তের লেখক কর্তৃক বর্ণিত সা'দ-এর কিতাব আখ্‌বারি'ন-নাবী সম্ভবত স্বতন্ত্র পুস্তক নহে, বরং হযরত (স')-এর জীবনী সম্বলিত কিতা'বুত'-ত'াবাক'াতেরই প্রথম খণ্ড। সমগ্র গ্রন্থখানা মুদ্রিত হইয়াছে এই শিরোনামে : Ibn Sa'd, Biographien Muhammeds, seiner Gefahrten und der Spateren Trager des Islams bis zum Jahre 230 der Flucht. im vereinmit C. Brockelmann, J. Horovitz, J. Lippert, B. Meissner, E. Mittwoch, F. Schwally und K. Zettersteen, herausgegeben von Ed. Sachau, Leyden 1904—1928 (vol. i. viii. 1904—1917 ; vol. ix. (indices), 1921, 1928, 1940)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৯৯ ; (২) য'াহাবী, তায্'কিরাঃ, Tab. viii., No. 14 (vol. ii. 13), (৩) ইব্‌ন খাল্লিকান, সংখ্যা ৬৫৬ ; (৪) Wustenfeld, Geschichtschreiber, No. 53 ; (৫) Brockelmann, GAL, i. 142 প. ; (৬) Loth, Das Classenbuch Ibn Sa'd, Habilitationsschrift, Leipzig 1869 ; (৭) তু. Wustenfeld, in ZDMG, iv. (1850), p. 187, and Loth, ibid., xxiii (1869), p. 593 ; (৮) Sachau, Einleitung Zu Ibn Saad, Vol. iii./i.

E. Millwoch (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইব্‌ন সীনা (ابن سينا) তাঁহার পূর্ণনাম আবূ 'আলী আল-হ'সায়ন ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ্ ইব্‌ন সীনা, ল্যাটীনে Avicenna এবং হিব্রু ভাষায় Aven Sina নামে তিনি পরিচিত। য়ুরোপে অধুনা 'ইব্‌ন সীনা' নামের প্রচলন হইতেছে। তিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী দার্শনিক, চিকিৎসক, গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ এবং মুসলিম জগতের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন, প্রাচ্যে তিনি যথার্থভাবে "আশ-শায়খু'র-রাঈস" বা প্রধান শায়খ নামে অমর হইয়া আছেন। তিনি পৃথিবীর সকল জাতির, সকল দেশের এবং সকল যুগের প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও গুণীগণের অন্যতম। ইব্‌ন আবী উস'ায়বি'আঃ-র বর্ণনানুসারে (ত'াবাক'াতু'ল-আতি'ব্বা', Ed. A. Muller, ২খ, ২ ইত্যাদি) ইব্‌ন সীনার পিতা 'আবদুল্লাহ্ "মা-ওরা'উ'ন্-নাহার"-এর সামানী আমীর ২য় নূহে'র সময়ে (৯৭৬-৯৯৭ খৃ.) নিজ প্রিয় জন্মভূমি বাল্‌খ হইতে বুখারা-য় আসেন, এবং এক উচ্চ-পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিন পরে রাজস্ব বিভাগের একটি পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে খারামশীন-এ প্রেরণ করা হয়। ইহারই নিকটবর্তী আফ্‌শানাঃ নামক গ্রামে তিনি বিবাহ করেন এবং এখানেই স'াফার ৩৭০/আগস্ট ৯৮০ সনে ইব্‌ন সীনার জন্ম হয়। ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতার সহিত বুখারায় পৌঁছেন এবং সেখানে তাঁহার শিক্ষা শুরু হয়। দশ বৎসর বয়সে তিনি কু'রআন মুখস্থ করেন। তৎপর বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট ফিক্'হ ও কালাম শিক্ষা করেন। ইহার পূর্বেই তিনি সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন বিদ্যার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সৃষ্টি হয় ইস্‌মা'ঈলীগণের সহিত মেলামেশার

ফলে ইস্‌মা'ঈলীগণ তাঁহার পিতার নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। আত্মা ও বুদ্ধি সম্বন্ধে তিনি তাঁহাদের আলোচনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন কিনা ইহা ভিন্ন কথা। ন্যায়-দর্শন, জ্যামিতি, জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞান (কিতাবু'ল-মাজিস্‌ত'ী শেষ পাঠ পর্যন্ত) তিনি 'আবূ'দুল্লাহ্‌ নাতিলী-র নিকট শিক্ষা করেন। ইনি ঘটনাক্রমে বুখারায় আসেন এবং তাঁহার পিতার নিকট অবস্থান করেন। ছাত্রের মানসিক বৃত্তি এত দ্রুত বিকাশ লাভ করিতে থাকে যে, তিনি অল্প দিনেই শিক্ষককে ছাড়াইয়া যান। এই সময়ে তিনি পদার্থবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছিলেন। শেষোক্ত বিজ্ঞানে তিনি অল্প সময়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং চিকিৎসা কার্যে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে লব্ধ জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সাধন করেন। কথিত আছে যে, যখন চিকিৎসাবিদ্যার অস্তিত্ব ছিল না, তখন হিপোক্রেটিস ইহা সৃষ্টি করেন; যখন ইহা মরিয়া গিয়াছিল, তখন গালেন ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন, যখন ইহা বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন আর্‌-রাযী ইহাকে সুসংবদ্ধ করেন, ইহা অসম্পূর্ণ ছিল, ইব্‌ন সীনা ইহাকে পরিপূর্ণতা দান করেন। আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি দিবারাত্র লেখাপড়ায় ব্যাপৃত থাকিতেন। নিদ্রাকর্ষণ অধ্যয়নে ব্যাঘাত না ঘটায় তজ্জন্য তিনি নিদ্রাপ্রতিরোধক কিছু পান করিতেন। নিদ্রিত অবস্থায়ও তাঁহার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইত, এমন কি কোন কোন প্রশ্নের সমাধান নিদ্রার মধ্যেই হইয়া যাইত। চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি প্রথমে দর্শনশাস্ত্র বুঝিতে পারেন নাই। পুনঃ পুনঃ এরিস্টটল পাঠ করিয়াও ইহা তাঁহার বোধগম্য হইল না। অবশেষে একদিন এক ব্যক্তির পরামর্শে তিনি ফারাবীর একখানি পুস্তক (আল-ইবানাঃ) নীলামে ক্রয় করেন। ইহা হইতেই তিনি সমস্ত বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে বুঝিতে পারিলেন। ইহাতে ইব্‌ন সীনার এত আনন্দ হইল যে, তিনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক সিজ্‌দাঃ করিলেন।

১৬-১৮ বৎসর বয়সে ইব্‌ন সীনা বুখারা-র শাসনকর্তা নূহ' ইব্‌ন মানস্‌'রের চিকিৎসায় পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন এবং এই সূত্রে তিনি বাদশাহী গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি তাঁহার অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও বোধশক্তির সাহায্যে বিদ্যার্জনে উন্নতি করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার এই নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত দিনগুলির অবসান ঘটিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল বিশ বৎসর। ইহার কিছুদিন পরে বুখারার সামানী শাসনকর্তারও মৃত্যু হয়। ইব্‌ন সীনা জীবনের ঘোর সঙ্কটময় অধ্যায়ের সম্মুখীন হইলেন। বুখারার শাসনকর্তার মৃত্যুতে যে রাজনৈতিক গোলযোগের সূত্রপাত হয় ইহার ফলে ইব্‌ন সীনা বুখারা ত্যাগ করেন।

১০০১খৃ. অব্দে তিনি খাওয়ারিয্‌ম পৌঁছেন। সেখানে তিনি 'আলী ইব্‌ন মা'মূনের দরবারে আবূ রায়হ'ান আল-বেরূনী, আবূ নাস'র আল-'ইরাক'ী এবং আবূ সা'ঈদ আবু'ল-খায়র প্রমুখ 'আলিম ও সূ'ফীর সহিত সাক্ষাৎ করার সুযোগ লাভ করেন। কিছুদিন খাওয়ারিয্‌ম অবস্থান করার পর তিনি 'ইরাক'-ই-'আজাম-এর দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু প্রচলিত ধর্মীয় মতের বিপরীত মতবাদ প্রকাশের কারণে তিনি গ'যনীর সুলতান মাহ'মূদের ভয়ে এইস্থানেও বেশী দিন অবস্থান করেন নাই, প্রাণভয়ে জুরজান-এ প্রস্থান করেন (১০০৯ খৃ.)। সেইখানে তিনি অতি শীঘ্র এক নূতন সংকটের কবলে পড়িলেন। ১০১৫ খৃ. সনে জুরজান হইতে "রায়"-এ যাত্রাকালে, দায়লাম-এ বুওয়ায়হ (بويه) রাজত্বের অবসানে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল—সেই অঞ্চলে অনেক কষ্ট ভোগ করেন। এই সময়ে তিনি কখনও মন্ত্রী, কখনও দার্শনিক, কখনও চিকিৎসক এবং কখনও বা উপদেষ্টার কার্য করিতেন, আবার কখনও তাঁহাকে রাজনীতিমূলক অপরাধীরূপে গণ্য করা হইত। ১০২২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি আমীর 'আলা'উ'দ্‌-দাওলাঃ আবূ জা'ফার کاکویه-এর সাহায্য লাভ করেন। ইনি স্বাধীন চিন্তা ও মতবাদের পোষক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। ইব্‌ন সীনাকে ইনি সর্বদা নিজের নিকটে রাখিতেন। এই সময়ে ইব্‌ন সীনা অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং অসুস্থ অবস্থাতেই কৃশ ও দুর্বল শরীরে ইস্‌ফাহান প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে দ্রুত তাঁহার অবস্থার ক্রমাবনতি বন্ধ হইল, কিন্তু কিছু দিন পরে যখন তিনি আবার 'আলা'উ'দ্‌-দাওলা-র সহিত হামাদান যাত্রা করিলেন তখন তাঁহার পুরাতন শূল বেদনা তীব্রভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ফলে তিনি ৪ রামাদ'ান, ৪২৮/২১ জুন, ১০৩৭ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। হামাদানে তাঁহার কবর এখনও বিদ্যমান আছে।

ইব্‌ন সীনার রচনা কার্যের আরম্ভ যদিও অল্প বয়সে হইয়াছিল, তথাপি জুরজান, হামাদান ও ইস্‌ফাহানের শাহী দরবারেই তাঁহার রচনাশক্তি পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। আবার যখন তাঁহার কর্মব্যস্ত জীবন শুরু হইল, তখন ভ্রমণ ও প্রবাস সত্ত্বেও তিনি নিজের বৃহৎ পুস্তকসমূহের সারসংক্ষেপ এবং কয়েকটি বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করিতে থাকেন। তাঁহার দৃষ্টি এত সামগ্রিক, তাঁহার কল্পনা এত ব্যাপক, শিল্প ও বিজ্ঞানে তাঁহার দক্ষতা এত পরিপূর্ণ ও গভীর ছিল যে, পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা তাঁহারই নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছিল।

রচনাবলী ঃ ইব্‌ন সীনা-র রচনাবলী গদ্য এবং পদ্য উভয়েই অনেক, অধিকাংশ 'আরবীতে এবং কিছু ফারসীতে। আশ-শিফা' অল্প বয়সের রচনা হইলেও নিতান্ত ব্যাপক প্রকৃতির। ইহার কয়েক খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে (লিথো ছাপা, তেহ্‌রান ১৩০৩ হি.), কোন কোন খণ্ডের অনুবাদ লাতীনে আছে—(Pavia ১৪৯০ খৃ. (?): ভেনিস ১৫৪৬ খৃ., Halle ১৯০৭ খৃ.)। ইহাতে তিনি সমগ্র দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র এবং অধিবিদ্যার উপর লেখনী চালনা করিয়াছেন। অতপর আন্‌-নাজাত—ইহার এক অংশ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং এক অংশ আশ্‌-শিফা' হইতে সংকলিত (রোম ১৫৯৩ খৃ., মিসর ১৩৩১ হি.)। জীবনের শেষ ভাগে তাঁহার দার্শনিক চিন্তার সংশোধনের পর তিনি আল-ইশারাত ওয়া'ত-তান্‌বীহাত পুস্তক রচনা করেন (মুদ্রণে J. Forget, ফরাসী অনুবাদসহ, Le Livre des theoremes et des avertissuments., লাইডেন ১৮৯২ খৃ.)। ইহার এক অংশ "আল-আন্‌মাতু'ছ-ছ'ামিনা'ত-তাসি'আঃ মিনা'ল-ইশারাত ওয়া'ত্‌-তান্‌বীহাত" নামে ফরাসী তরজমাসহ লাইডেনে ১৮৯১ খৃ. প্রকাশিত এবং মীখা'ঈল ইব্‌ন য়াহ্‌'য়া কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে।

বিভিন্ন পণ্ডিত আল-ইশারাতের টীকা লিখিয়াছেন, যেমন (১) ফাখ্‌রু'দ-দীন আর-রাযী ঃ লুবাবু'ল্‌-ইশারাত নামে ইনি এক সারসংক্ষেপ লিখিয়াছেন; (২) নাস'ীরু'দ-দীন তূ'সী ঃ হ'াল্লু মুশ্‌কিলাতি'ল-ইশারাত; (৩) কুত্‌'বু'দ-দীন আর-রাযী আত-তাহ'তানী ঃ আল-মুহ'াকিমাত, ইহাতে তিনি রাযী এবং তূ'সীর রচনার বিচার-বিবেচনা করিয়াছেন; (৪) খাদ্‌রু'দ-দীন মুহ'ম্মাদ আস্‌'আদ, তিনিও প্রথমোক্ত দুইজন ভাষ্যকারের পুস্তকের সমালোচনা লিখিয়া-

হেন ; (৫) ইব্ন কামাল পাশা, ইনি বাদ্রু'দ-দীনের সমালোচনার উপর একটি টীকা লিখিয়াছেন ; (৬) মীর্যা জান শীরাযী, ইনি তৃতীয় অংশের উপর একখানি টীকা লিখিয়াছেন ; (৭) সিরাজু'দ-দীন মাহ্মূদ ; (৮) বুর্হানু'দ-দীন নাসাফী ; (৯) ইব্ন কামূনাঃ ; (১০) রাফী'উ'দ-দীন আল-জীলী। ইহার পর আমীর 'আলা'উ'দ-দাওলা-র সহিত সম্প্রীতি হেতু ইব্ন সীনা হি'কমাত-ই-'আলাঈ বা দানিশ নামা-ই-'আলাঈ লিখেন। তাঁহার আর একটি পুস্তক আল-হিদায়াঃ ইসলামী চিন্তাধারার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা এবং অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার ভাষ্য ও টীকা প্রণয়নে বিভিন্ন লেখক লেখনী চালনা করিয়াছেন। আল-হিদায়া-তে ইব্ন সীনার কয়েকটি ফারসী কবিতাও আছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক "আল-ক'ানূন ফি'ত্'-তি'ব্ব" অথবা সংক্ষেপে "আল-ক'ানূন' চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞানের একটি বৃহৎ, ব্যাপক এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পরিপক্ব রচনা। ইহাতে প্রাচীন ও সমসাময়িক চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে ইসলামী আমলে লব্ধ জ্ঞান অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই কারণেই এই পুস্তক প্রকাশের পর গ্যালেন, রাযী এবং 'আলী ইব্ন 'আব্বাসের রচনাবলীর ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বত্রই পরবর্তী ছয় শত বৎসর অর্থাৎ সপ্তদশ শতক পর্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা ক'ানূনের ভিত্তিতেই হইত। প্রাচীন চিকিৎসাবিজ্ঞানের চরমোন্নতি গ্যালেনের মাধ্যমে হইয়াছিল, কিন্তু ইব্ন সীনা গ্যালেনকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনায় ইব্ন সীনা যে সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার অনুমান ইহা হইতেই করা যায় যে, তিনি "বেদনা"-র পনরটি কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। চক্ষুর আবরণের প্রদাহ বর্ণনায় তিনি মধ্যস্থিত এবং পার্শ্বস্থ আবরণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ক্ষয়রোগ একটি সংক্রামক ব্যাধি এবং এই রোগের বিস্তারে বাতাস ও পানির প্রভাব খুব বেশী। চর্মরোগের যথাযথ বর্ণনা দেওয়া ব্যতীত তিনি ধাতুগত পীড়া এবং ধাতুগত বিকৃতি, স্নায়বিক উপসর্গ—এমন কি প্রেমজনিত পীড়াও বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মানসিক ও পীড়াগত তথ্যের নিদান নিরূপণ ও উহার বিশ্লেষণ করেন। ইহাতেই মনোবিশ্লেষণের (psycho-analysis) শুরু হয়। ভেষজ দ্রব্যগুণ বিষয়ে তিনি ঔষধসমূহের যথার্থ তত্ত্ব এবং ভেষজবিদ্যায় অনুসরণীয় পদ্ধতিসমূহের একটি নক্সা তৈয়ার করিয়াছেন।

য়ুরোপে এই পুস্তক Cannon medicina নামে প্রসিদ্ধ। মুদ্রণ পদ্ধতির আবিষ্কারের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ১৪৭৬ খৃস্টাব্দে ইহা চারি খণ্ডে রোমে মুদ্রিত হয়। ইহার পরবর্তী মুদ্রণগুলি এইরূপ : রোম ১৫৯৩ খৃ. ; তেহ্রান ১২৮৪/১৮৬৭ (কেবল প্রথম খণ্ড), লিথো ছাপা, লাখনৌ ১২৯৬/১৮৭৯ (কেবল জ্বর-বিষয়ক এক খণ্ড) ; লাখ্নৌ ১২৯৮/১৮৮১ (কেবল প্রথম খণ্ড), লাখ্নৌ ১৩২৩/১৯০৫ ; বূলাক' ১২৯৪/১৮৭৭। ক'ানূন-এর লাতীন অনুবাদ সর্বপ্রথম Cremonese-এর Gherardo করেন, ভেনিস ১৫৪৪ খৃ., ১৫৮২ খৃ. এবং ১৫৯৫ খৃ. এবং কয়েক খণ্ডের অনুবাদ খৃস্টীয় ১৫ শতক শেষ হওয়ার পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছে। যথা—Milano ১৪৭৩ খৃ., Padua ১৪৭৬ খৃ., ১৪৯৭ খৃ., Venice ১৪৮৩, হিব্রু অনুবাদ, Neples ১৪৯১-১৪৯২ খৃ.।

অনেকে সমগ্রভাবে এই পুস্তকের অথবা ইহার বিশেষ বিশেষ অংশের টীকা ও সার সংক্ষেপ প্রণয়ন করিয়াছেন ; যেমন (১) ইবনু'ন-নাসীফ্, (২) ফাখ্রু'দ-দীন আর-রাযী, (৩) কু'ত্'বু'দ-দীন মাহ'মূদ, (৪) কুত্বু'দ-দীন ইব্রাহীম, (৫) সা'আদুল্লাহ্, (৬) আল-'ঈলাক'ী, (৭) আল-মুওয়াফ্ফাক' আস্-সামিরী, (৮) ইব্ন খাত'ীব, (৯) নাজমু'দ-দীন ইব্ন আল-মিনফাখ, (১০) ইবনু'ল-'আলিমাঃ, (১১) ইবনু'ল-কু'ফ্, (১২) আস-সাদীদ কাযরূনী, (১৩) ইবনু'ল-'আরাব মিস্'রী, (১৪) আল-'আমিলী, (১৫) দা'উদ আন-ত'াকী, ইনি সংক্ষেপিত ক'ানূনও প্রকাশ করেন। (১৬) আল-খুজিন্দী, (১৭) রাফী'উ'দ-দীন জাবালী, (১৮) শারফু'দ-দীন রাজ্সী, (১৯) ইব্ন আল-আবুদী, (২০) ফাখরু'দ-দীন ইবনু'স্-সা'আতী, (২১) ইব্ন জামী', (২২) জা'ফার 'আলী বাহাদুর, শারহ' ক'ানূন বু'আলী সীনা এবং টীকা, কপূরতাহ্লা ১৮৮৭ খৃ. ; (২৩) খাওয়াজাঃ রিদওয়ান আহ্'মাদ, শারহ' ওয়া তর্জমাঃ, লাহোর ১৯৫৩ খৃ., চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইব্ন সীনার দ্বিতীয় পুস্তকের নাম আল-আদ্-বি'য়াতু'ল-ক'ল্বিয়্যাঃ, কদ্সী রিফ্'আত বিলগে (Bilge) তুর্কী ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন যাহা 'আরবী মূলসহ ইব্ন সীনার নবম শতবার্ষিকীতে স্মৃতিপুস্তক হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। নাশআত 'উমার ইরদিলিপ (Irdelp) ইহার উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন।

জ্যামিতির প্রতি ইব্ন সীনার আকর্ষণ ছিল প্রধানত দর্শনমূলক। তদুপরি তিনি কয়েকটি সমস্যার উপর মনোনিবেশ করেন এবং ইউক্লিড-এর অনুবাদও করেন। রিসালাতু'য-যাওয়ায়া (رسالة الزوايا) পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার অন্তরে পরমাণুর (Atom) ধারণাও বিদ্যমান ছিল। জ্যোতিষ্ক বিদ্যায়ও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি কয়েকটি জ্যোতিষ্ক-বীক্ষণাগার স্থাপন ছাড়াও হামাদানে কয়েকটি মান-মন্দিরও নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইব্ন সীনার এই বিদ্যার প্রতি এত অনুরাগ ছিল যে, শেষ বয়সে তিনি গতিশীল পরিমাপ যন্ত্রের (Vehnior) ন্যায় একটি যন্ত্রও আবিষ্কার করেন যেন যান্ত্রিক সংযোজন নিখুঁতভাবে হইতে থাকে। পদার্থবিদ্যায় তিনি গতি, মিলন, শক্তি, শূন্যতা, অসীমতা, আলোক ও উত্তাপ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, আলোক-অনুভূতির কারণ যদি আলোক-কেন্দ্র হইতে আলোক কণা বিচ্ছুরণ হেতু হয় তবে আলোকের গতি সসীম থাকিবে। ইব্ন সীনা নির্দিষ্ট ওজনের আলোচনাও করিয়াছেন। تسع رسائل فى الحكمة و الطبيعيات নামক গ্রন্থে তিনি পদার্থবিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার পৃথক পৃথক আলোচনা করিয়াছেন। এই সংগ্রহটিতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আছে :

(১) فى الطبيعيات (পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে) ; (২) فى الاجرام السماوية (নভোমণ্ডলীয় পদার্থসমূহ সম্বন্ধে) ; (৩) فى القوة الانسانية و ادراكاتها (মানবীয় বৃত্তিসমূহ এবং ইহাদের সম্বন্ধে) ; (৪) কিতাবু'ল-হ'দূদ (সীমা-নির্দেশক বিষয়ে) ; (৫) ফী আক্'সামি'ল-'উলূ মি'ল-'আক্'লিয়্যাঃ (চিন্তামূলক বিদ্যাসমূহের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে), ইহার অন্য নাম তাক'াসীমু'ল-হি'কমাঃ ওয়া'ল-'উলূম (জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ) ; (৬) ফী ইছ'বাতি'ন-নুবুওয়াঃ (নবী প্রেরণের সত্যতা সম্বন্ধে) ; (৭) الرسالة النوروزية فى معانى الحروف الهجائية (বর্ণমালার অর্থ সম্বন্ধে প্রবন্ধ) ; (৮) ফি'ল-'আহ্দ (চুক্তি সম্বন্ধে) ; (৯) ফি'ল-আখ্লাক' (নীতিশাস্ত্র)।

আশ-শিফা' পুস্তকের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় অংশটি ফারাবী অপেক্ষা উন্নততর। শুধু তাহাই নহে, সমসাময়িক পাশ্চাত্য দেশসমূহ এই বিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, ইহা তাহা অপেক্ষাও উন্নততর। তিনি তাল-মান-লয় ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে সুর-সঙ্গীতের অসাধারণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই সূত্রে ইব্‌ন সীনা। আরও কয়েকটি ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং সুর-লহরীর বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, ধাতুসমূহের পরস্পর রূপান্তরকরণ সম্ভব নহে, কারণ ইহারা মূলত বিভিন্ন। মনে হয়, তিনি যেন ধাতুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁহারই প্রবন্ধ معدنيات (খনিজ পদার্থসমূহ) ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত য়ুরোপে ভূ-তত্ত্ববিষয়ক ধ্যান-ধারণার একমাত্র উৎস ছিল [ارسطو প্রণীত جويات এবং (১) তাঁহার নামে প্রচলিত كتاب العناصر (২) ইহার লেখক কোন মুসলমান হইতে পারেন, যাঁহার অনুবাদ 'আরবী হইতে লাতীন ভাষায় হইয়াছে, এই দুই গ্রন্থ ছাড়া]। তিনি জীবাশ্ম (fossil) সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন এবং পাহাড়-পর্বতের গঠন প্রণালী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয়ে ইব্‌ন সীনার অধিকাংশ প্রবন্ধ যাহাতে পারিভাষিক 'আরবী নামগুলির (সংজ্ঞার সহিত) লাতীন ভাষায় তরজমা রহিয়াছে, গ্রীক পণ্ডিতগণের নামের সহিত সম্পর্কিত হইয়াছে, অথচ ঐ সমস্ত ইব্‌ন সীনা-রই রচনাবিশেষ। তিনি জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ করিয়াছেন : (১) نظرى বা চিন্তামূলক (ইহার অধিকতর শাখা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হইতে অতীন্দ্রিয় বস্তুর দিকে গমনশীল; যথা—পদার্থবিদ্যা, জ্যামিতি এবং অধিবিদ্যা); (২) عملى-ব্যবহারিক (নীতিবিদ্যা, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি)। উপাদান ও আকার হিসাবে অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ; যথা—(১) উচ্চবিদ্যা (العلوم العالية) সমূহ; (২) নিম্নবিদ্যা (العلوم السافلة) সমূহ এবং (৩) মধ্য-বিদ্যা (العلوم الوسطى) সমূহ। এই বিভাগে উচ্চ-বিদ্যা বা অধিবিদ্যা-একে অন্য হইতে ভিন্ন, পদার্থবিদ্যায় ইহা পরস্পর সম্পর্কিত, আর কোন কোন বিদ্যায় ইহারা পৃথক অথবা পৃথক নয়ও। নাজাত-এ জ্ঞানের আর এক প্রকার শ্রেণীবিভাগ হইল : (১) পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান যাহা গতি এবং পরিবর্তনের অধীন; (২) গাণিতিক জ্ঞান যাহাতে পরিবর্তন এবং গতিকে বস্তু-সমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। উক্ত জ্ঞান এমন সমস্ত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত যাহা ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে।

ইব্‌ন সীনার চিন্তাধারার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় দর্শন ইহার বিকাশের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছিয়াছিল। যদিও ইব্‌ন সীনা। প্রায়শই এরিস্টটলীয় মতবাদসমূহকে বহাল রাখিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার দর্শনে আফ্‌লাতূ'নী ও নব্য-আফলাতূ'নী (Platonic and Neo-Platonic) উপাদানসমূহের সংমিশ্রণও রহিয়াছে। তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন মুক্তচিত্ত অনুসন্ধান-প্রয়াসী দার্শনিক ছিলেন যিনি সম-সাময়িক সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্মুখে রাখিয়া, বিশেষত ইসলামী অধ্যাত্মবাদের প্রেক্ষিতে নিজস্ব স্বতন্ত্র একটি চিন্তাধারা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ চিন্তাপ্রসূত মতামত অত্যন্ত বিশদভাবে বার বার অতি দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। এইগুলি বোধগম্য হওয়া দুরূহ। তাঁহার প্রতিপাদ্যগুলি দুর্বোধ্য হইলেও এমন নহে যে, আমরা এইগুলি সম্যক্ জ্ঞাত হইতে পারি না।

ইব্‌ন সীনার দর্শন

منطق বা ন্যায়শাস্ত্র : এরিস্টটলের ন্যায় ইব্‌ন সীনার সমুদয় রচনার প্রারম্ভও হইয়াছে ন্যায়শাস্ত্র হইতে। ইব্রাহীম মাদ্‌'কূর মনে করেন যে, দর্শনে তিনি এরিস্টটল অপেক্ষাও অধিকতর অগ্রসর হইয়াছেন। বরং তাঁহার দর্শন এক হিসাবে নূতন ন্যায়ের অগ্রদূত। তিনি বলেন, মান্‌তি'ক' একটি চিন্তামূলক শিল্প (الصنعة النظرية), ইহার কাজ হইল حد حقيقت এবং برهان حقيقت অর্থাৎ সঠিক সংজ্ঞা এবং সঠিক প্রমাণ পর্যন্ত দার্শনিককে পৌঁছান; কারণ যে কোন প্রকারের জ্ঞানই হউক না কেন, তাহা হয় تصور অর্থাৎ নিছক ধারণা হইবে অথবা হইবে تصديق (তাস'দীক') অর্থাৎ পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক বিবৃত সিদ্ধান্ত। তাস'দীক'-এর মাধ্যম হইল কি'য়াস (সাদৃশ্যযুক্ত)। ইহা সঠিক হইতে পারে, বেঠিকও হইতে পারে অথবা দৃশ্যত সঠিক হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে শব্দসমূহের তাৎপর্য নির্ণয় প্রয়োজনীয়। এইজন্য তিনি সম্বোধনমূলক (خطابى), বিরোধমূলক (جدلى), বিভ্রান্তিমূলক (مغالطة) এবং কুতর্কমূলক (سو فسطائى-Sophistry) প্রমাণ প্রয়োগ পদ্ধতিসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শব্দসমূহকে مفرد এবং مركب এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। مفرد দুই প্রকারের : সামগ্রিক (كلى) এবং আংশিক (جزئى); সামগ্রিক একটি كلمة বা শব্দে গঠিত, তবু ইহা ব্যাপক অর্থবোধক। আর আংশিক কেবলমাত্র একটি অর্থবোধক। সংযুক্ত শব্দ যদিও কয়েকটি পদ লইয়া গঠিত হয় তবু ইহা একটি অর্থই প্রকাশ করে।

সত্তা (ذات-Being) ও অস্তিত্বের (وجود-existence) প্রশ্নে ইব্‌ন সীনার অনুরাগ বিশেষভাবে প্রকট। তাঁহার মতে, সত্তার মৌলিক পরিচয় (ماهية) ইহার নিজ অস্তিত্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত— সত্তার বর্ণনায় কেবল এইটুকু বলা যথেষ্ট নহে যে, ইহার ماهية ইহা হইতে ভিন্ন নহে অথবা ইহার অস্তিত্বের সহিত সম্পর্কহীন নহে। এই সম্পর্কহীনতা কল্পনাই করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান, এই কথাটি বাস্তবেও সত্য এবং কল্পনাতেও সত্য। সুতরাং ত্রিভুজ হইতে এই কথাটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে ত্রিভুজ সম্বন্ধে ইহা বলা অসম্ভব হইয়া পড়িবে যে, উহা ذاتى এবং موجود উভয়ই। Porphyry-এর (ঈসাগূ'জী) গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় যেই كليات خمسة, ইব্‌ন সীনার মতে তাহা হইল এইরূপ :

(১) জিন্‌স (جنس-genus--জাতিবাচক); (২) নাও' (نوع-species--শ্রেণীবাচক); (৩) ফাস্‌'ল (فصل : বিভাজক); (৪) খাস্‌'স'াঃ (خاصة : বিশেষত্ব) এবং (৫) 'আর্‌দ' (عرض : অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য)। جنس-এর বহু প্রকারভেদ (نوع) হইতে পারে, উহাদের সংখ্যা অনির্দিষ্ট। যদি কোন বস্তুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় : "ما هو" অর্থাৎ "ইহা কি?", উত্তরে আমাদের ইঙ্গিত কোন বিশেষ نوع-এর প্রতি হইবে। জিন্‌সের উপর যেমন جنس الاجناس রহিয়াছে, তেমনি نوع-এর উপর বৃহত্তর نوع অর্থাৎ نوع الانواع রহিয়াছে। فصل একটি সামগ্রিক كلى এবং ذاتى ব্যাপার যাহা দ্বারা এক نوع হইতে অপর نوع-কে পৃথক করা যায়। خاصة এইরূপ একটি সামগ্রিক বা كلى ব্যাপার যাহা কোন এক نوع-এর কোন عرض-কে অপর عرض সমূহ হইতে পৃথক করে। عرض সামগ্রিক (كلى) হউক বা একক (مفرد) হউক, কোন অবস্থাতেই সত্তাগত (ذاتى) নহে। সেইজন্য عرض-এর মধ্যে অনেক

نوع-এর সমাবেশ থাকে, যেমন "শুভ্রতা", ইহার মধ্যে মুখ এবং চুল দুইই শামিল আছে। আবার প্রত্যেক বস্তু হয়ত হইবে عين অর্থাৎ নিজ প্রকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকিবে, অথবা মনের মধ্যে কাল্পনিক আকারে থাকিবে, অথবা থাকিবে ঐ সমস্ত শব্দসমূহে বা লিখিত কথাসমূহে যেইগুলি উহাকেই নির্দিষ্ট করে। قضية-এর বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন যে, উহা দুইটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধনির্দেশক প্রতিজ্ঞা। (قضية حملية) দ্বারা এই সম্বন্ধের সীমাহীন (مطلق) অস্তিত্ব জ্ঞাপন করা হয় এবং শর্তযুক্ত প্রতিজ্ঞা (قضية شرطية) দ্বারা উহার শর্ত-সাপেক্ষ বা সীমাবদ্ধ হওয়া বুঝায়। শর্ত সাপেক্ষ قضية হয় متصلة হইবে অথবা منفصلة হইবে। যখন ইহা দ্বারা একের সহিত অন্যের সম্পর্কের স্থিতি (ايجاب) সূচিত হয় তখন ইহাকে متصلة বলা হয়, ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ সম্পর্কের বিচ্ছেদ (سلب) বুঝাইলে منفصلة বলা হইবে। ايجاب দুই বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধের অস্তিত্ব ঘোষণা করে এবং سلب ইহার বিপরীত, ইত্যাদি। ইব্‌ন সীনা আন-নাজাত পুস্তকে নানা প্রকার قضية সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন যাহা আজ পর্যন্ত ইসলামী ন্যায়শাস্ত্রের পুস্তকসমূহে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

المادة বা সত্তার মূলের বিবেচনায় ইব্‌ন সীনা قضية-কে এইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন : (১) المادة الواجبة, যেমন মানুষের সহিত জীবত্বের সম্পর্ক আবশ্যিক, ইহার অনস্তিত্বের ধারণা অবাস্তব। (২) المادة الممتنعة, যেমন মানুষের মধ্যে প্রস্তরত্বের অবস্থা অসম্ভব, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। (৩) المادة الممكنة যেমন মানুষের পক্ষে লেখক হওয়া, ইহা কখনও ঘটে, কখনও ঘটে না।

جهة-এর বিবেচনায় قضية-এর বিভাগ তিনি এইরূপ করিয়াছেন : (১) ওয়াজিব অর্থাৎ অস্তিত্বের স্থায়িত্বমূলক ; (২) মুমতানি' অর্থাৎ অনস্তিত্বের স্থায়িত্বমূলক এবং (৩) মুম্‌কিন যাহা অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ের স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্ব সূচিত করে। যেই قضية-র মধ্যে موضوع ' محمول ' رابطة এবং جهة এই চারিটির সমাবেশ ঘটে, তাহাকে رباعية বলে। ওয়াজিব, মুমতানি' এবং মুম্‌কিন সম্বন্ধীয় এই আলোচনাই ন্যায়শাস্ত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অধিবিদ্যায় উপনীত হয়।

قضايا مطلقة ('শর্তহীন প্রতিজ্ঞাসমূহ) বিষয়ে তিনি এরিস্টটলের এবং তদীয় ভাষ্যকারগণের সহিত একমত নহেন। তিনি বিভিন্ন قضية বিষয়ে আলোচনাসূত্রে প্রথমে কি'য়াসের দুই প্রকারভেদ সাব্যস্ত করিয়াছেন : কামিল (পরিপূর্ণ) এবং গা'য়র কামিল (অপরিপূর্ণ)। আবার কি'য়াস কামিলকে আরও বিভক্ত করিয়া কি'য়াস اقترانى এবং কি'য়াস استثنائى-তে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। কি'য়াস ইক্'তিরানীতে এমন সকল مقدمات-এর সমাবেশ হয় যাহাতে সিদ্ধান্ত (نتيجة) এবং ইহার বিপরীত (نقيض) উভয়ই শামিল থাকে এবং ইস্‌তিছ্'নাঈতে কেবল সিদ্ধান্ত অথবা ইহার বিপরীত যে-কোন একটি উপস্থিত থাকে। ইক্'তিরানী কি'য়াস-সমূহের তিনটি রূপ আছে : (১) حملى (২) شرطى এবং (৩) حملى اشرطى—পরবর্তী সময়ের পণ্ডিতগণের মনোযোগ প্রধানত হা'মলী কি'য়াসসমূহের প্রতি ছিল। ইস্‌তিছ্'নাঈ কি'য়াসসমূহে ইব্‌ন সীনা প্রাথমিক যুগের পণ্ডিতগণের সহিত একমত নহেন। কি'য়াসের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ রূপ হইল برهان। ইহা দুই প্রকারের : (১) লিম্‌মী (لمى) এবং ইন্‌নী (انى)। আবার এইরূপ কি'য়াসও আছে যাহা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যিক নহে এবং সেইজন্য এইগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ (بديهيات)-রূপে গণ্য করা হয়। استقراء এবং مماثلة-এর পর্যায়ে তিনি استدلال, অনিরক্ষিত কি'য়াসসমূহ, مغالطة-সমূহ, سوفسطائى (বিভ্রান্তিকর) কি'য়াসসমূহ এবং বুরহান সম্বন্ধে সাধারণত বোধগম্য ভাষায় অভিজ্ঞতা বর্ণনা, ধারণা এবং কল্পনা ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন। দশটি মাক্'লাত (مقولات : Categories) এবং 'ইল্লাত (علة)-এর আলোচনায় তিনি জাওহার (অবিভাজ্য মৌলিক বস্তু), كم (পরিমাণ), اضافت-ইদ'াফাত (সম্বন্ধ), كيف (রকম), اين আয়্‌না (স্থান), متى মাতা (কাল), ওয়াদ'উ' (وضع : গঠন অবস্থা), ملك—মিল্‌ক (অধিকার), ফি'ল (فعل : কার্য) এবং انفعال—ইন্‌ফি'আল (আভিভবন)-এইগুলিরও বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'ইল্লাত চারি প্রকারের যথা—'ইল্লাত মাদ্দী (Material বা বস্তুগত কারণ), 'ইল্লাত সূরী (formal বা আকারগত কারণ), এবং 'ইল্লাত গা'য়াই (غائى লক্ষ্যগত বা final কারণ), 'ইল্লাত ফা'য়িলী (efficient বা গতিগত কারণ)।

পদার্থবিদ্যা : ইব্‌ন সীনা-র নিকট পদার্থবিদ্যা একটি চিন্তা-মূলক শিল্প (الصنعة النظرية)। ইহার বিষয়বস্তু হইল দ্বিবিধ : (১) বাস্তবে স্থিত বস্তুসমূহ এবং (২) ধারণাগত বস্তুসমূহ। পদার্থ-বিদ্যায় পদার্থসমূহের গতি ও স্থিতির আলোচনা করা হয়। পদার্থ-সমূহ محل অর্থাৎ স্থান বা স্বয়ং পদার্থটি এবং حال অর্থাৎ অবস্থা বা আকৃতি—এই দুইয়ের সমবায়ে গঠিত হয়। পদার্থ এবং আকৃতির মধ্যে ঐ সম্বন্ধই বিদ্যমান যাহা তাম্র ও তাম্র-নির্মিত কোন বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান। جسم (শরীরী পদার্থ) যাহাই হউক না কেন, তাহা পদার্থ এবং আকৃতির সমবায়েই গঠিত। আকৃতির অস্তিত্ব পদার্থের অগ্রগামী। ইহারই মাধ্যমে جوهر (Substance–মৌল পদার্থ) আত্মপ্রকাশ করে। عرض (Contingent farm, আকৃতি, রূপ, প্রকাশ) (ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় جنس বা مقولة) অসংখ্য এবং ইহাদের উৎস হইল পদার্থ এবং আকৃতির সম্মেলন (اتصال)। ইহা পদার্থ বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি পরিভাষা যাহা হইতে ন্যায়শাস্ত্রে মাক্'লাঃ (جنس) এবং পদার্থবিদ্যায় علة-এর ধারণার উৎপত্তি হয়। منطق হইতেই পদার্থবিদ্যায় اصول এবং قياس উভয়ের উদ্ভব হয়। মধ্যযুগে منطق-ভিত্তিক সিদ্ধান্তসমূহকে বিপজ্জনক সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করা হইয়াছিল।

প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের স্থিতি তাহাদের সত্তা (ذات) ও পূর্ণত্বসূচক গুণের (كمالات) উপর নির্ভর করে। كمالات বলিতে বুঝায় এমন সকল লক্ষ্য (Entolecheia) যাহা হইতে কোন পদার্থ (جسم) বাস্তবতা প্রাপ্ত হয়। প্রাথমিক পূর্ণতা (كمالات اولى) তাহাই, যাহার অভাবে পদার্থের অনস্তিত্ব ঘটে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পূর্ণতার (كمالات ثانية) জন্য অস্তিত্ব বা অনঅস্তিত্ব আদৌ আবশ্যিক (ضرورى) নহে। গতি (حركة) এবং শক্তির (قوة) আলোচনা করিলে গতি হইতে জড়তার (سكون) ধারণার (تصور) উৎপত্তি এবং শক্তি হইতে গতিশীলতার (حركة) ধারণার উৎপত্তি হয়। ভারোত্তোলন এবং বস্তুসমূহের প্রতিরোধ শক্তি যান্ত্রিক স্পন্দনের (حركة) সহিত সম্পর্কিত। قوة সীমাবদ্ধ এবং পদার্থসমূহ গতির বাহ্যিক নিয়মের অধীন।

প্রাকৃতিক পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয় : (১) গতি-حركة (২) স্থিতি-سكون, (৩) কাল-زمان, (৪) স্থান-مكان, (৫) শূন্যতা-

خلا, (৬) সসীমতা-تناهى, (৭) অসীমতা-لا تناهى, (৮) স্পর্শন-تماس, (৯) সংঘবদ্ধতা-التمام, এবং (১০) সম্মিলন-اتصال। ইব্‌ন সীনার মতে এইগুলি দশ মাক্‌ূলাতের (Categories) হুবহু অনুরূপ। বিশ্ব একক, বহু সংখ্যক হওয়া অসম্ভব। সৃজনী গতিও এক এবং নিজ স্বকীয়তায় আবর্তনশীল। সুপ্রতিষ্ঠিত গতিসমূহের অস্তিত্ব কেবল ভূপৃষ্ঠের উপরই। ইহা সত্ত্বেও গতি আবর্তনের অধীন। পদার্থসমূহের সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকে। সৃষ্ট বস্তুসমূহ লইয়াই সৃষ্ট জগত। পদার্থসমূহ স্থিতিশীল বা গতিশীল কোনটাই নহে। গতি ও স্থিতি উহাদের অভ্যন্তর হইতেই আপনাতে সৃষ্ট হয়। এই-রূপ অভ্যন্তরীণ শক্তি তিনটি: (১) طبعى বা প্রাকৃতিক, (২) نفسى বা সত্তাজাত এবং (৩) فلكى বা নভোমণ্ডলীয় শক্তি যাহা জাগতিক পদার্থসমূহের পিছনে অবস্থিত এবং উহাদের অবিচ্ছিন্ন গতির রক্ষক। ইব্‌ন সীনা গতি এবং কালের ধারণাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে—কাল গতি নহে, যদিও গতি ব্যতীত কালের কল্পনা করা সম্ভব নহে। তিনি অবিভাজ্য অংশসমূহের (اجزاء لا يتجزى-atoms) অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

মনোবিজ্ঞান: মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় ইব্‌ন সীনা ক্রমানুসারে উদ্ভিজ্জ মন (نفس نباتى) হইতে আরম্ভ করিয়া জীব মন (نفس حيوانى) এবং জীব মন হইতে মানব মন (نفس انسانى অথবা نفس ناطقة)-এর দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। মনোবিদ্যা সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার পুস্তকের নাম কিতাবু'ন্-নাফ্‌স।

(১) উদ্ভিজ্জ মনে বিভিন্ন শক্তি কার্য করিতেছে; যথা: খাদ্য-সংগ্রাহিনী শক্তি, বর্ধন শক্তি এবং প্রজনন শক্তি।

(২) জীব-মন দুইটি শক্তি লইয়া গঠিত। অনুভব শক্তি (القوة المدركة) এবং গতি শক্তি (القوة المحركة)। গতি শক্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত: উদ্দীপক শক্তি (القوة الباعثة) যাহার কাজ শক্তি উৎপাদন করা। ইহাতে বাসনার সংযোগ হইলে ইহাকে বলা হয় القوة الشهوقية অথবা القوة النزوعية। উপকারী কার্যের দিকে ধাবিত হইলে এ শক্তিকে القوة الشهوية এবং অপকারী কর্মের দিকে ধাবিত হইলে ইহাকে القوة الغضبية বা ক্রুদ্ধ শক্তি বলা হয়। القوة المحركة-এর দ্বিতীয় প্রকারের নাম কর্ম-শক্তি (القوة الفاعلة)। ইহা স্নায়ুমণ্ডলী এবং মাংসপেশীর উপর ক্রিয়াশীল এবং ইহাদের প্রসারণ ও সংকোচনের কারণ হয়।

(৩) মানবীয় মন নিজ প্রাথমিক অনুভূতিসমূহকে বুদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছাইবার জন্য বিভিন্ন গুণ অর্জন করে। এইগুলি বাহ্যিক হইতে পারে এবং অভ্যন্তরীণও হইতে পারে। বাহ্যিক গুণাবলীর প্রথমটি হইল মনঃসৃষ্টি (Phantasy) এবং ইহা ঐ সমস্ত দৃষ্ট-অদৃষ্ট বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট যাহা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায়। ইহার পরবর্তী গুণাবলী হইল রূপায়ণ শক্তি (القوة المصورة), কল্পনা শক্তি (القوة المخيلة) বা চিন্তা শক্তি (القوة الفكرة), ধারণা শক্তি, (القوة الواهمة), স্মরণ শক্তি (القوة الذاكرة)। ইব্‌ন সীনার মতে, এইগুলি মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সহিত সম্পর্কিত। النفس الناطقة-এর সহিত এই শক্তি সম্পর্কে দুইটি রূপ প্রকাশ পায়: (১) القوة العالمة জ্ঞান শক্তি বা চিন্তাশক্তি এবং (২) القوة العاملة বা ব্যবহারিক শক্তি [তু. Kant, অবিমিশ্র জ্ঞান (عقل محض) বনাম ব্যবহারিক জ্ঞান (عقل عملى)]। القوة العالمة পদার্থ হইতে পদার্থোত্তর স্তরের দিকে অর্থাৎ ঊর্ধ্ব জগতের দিকে গতিশীল, আর القوة العاملة নিম্নতর জগতের দিকে। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই সকল মতবাদ আত্মস্থ করিয়াছিলেন (তু. Albertus Magnatus)। জ্ঞান সম্বন্ধে ইব্‌ন সীনা বৈয়াকরণ য়াহ্'য়া (John the Grammarian)-এর ধারণাসমূহের আরো বিশদ রূপ দান করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত ব্যক্তির মতবাদ আল-কিন্দী ও ফারাবীর মধ্যবর্তিতায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মানুষের জ্ঞান যখন নিম্নতর জগত হইতে উচ্চতর জগতের দিকে উন্নীত হয়, তখন ইহা চারি পর্যায়ে বিভক্ত হয়: (১) العقل الهيولانى—জড় বা বস্তুজ্ঞান যাহা সর্বতোভাবে একটি জড়শক্তিরূপে বিরাজমান, ইহার সম্ভাবনাসমূহ সুস্পষ্ট নহে; (২) العقل بالفعل—ইহার সম্ভাবনাসমূহ পরিষ্কারভাবে আত্মপ্রকাশ করে, (৩) العقل بالملكة—ইহা নিজ সম্ভাবনা-সমূহের চরম সীমা পর্যন্ত পৌঁছায়, (৪) العقل المستفاد—ইহার ঝোঁক শুধু معقولات বা বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণাসমূহের প্রতি এবং পরিশেষে ইহা পরম সৃজনী 'আক্'ল-এর (العقل الفعال) সহিত মিলিত হয়।

روح রূহ' সম্বন্ধে ইব্‌ন সীনা অনেক দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব হইতে তত্ত্বগত (Theoretical) মনস্তত্ত্ব আলোচনার পথ ধরিয়া তিনি উহার গতিধারাকে تصوف-এর সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন: রূহ' জড়বস্তু ((مادة)' নহে; বরং صورت বা আকারেরই এক প্রকারভেদ (نوع)। রূহে'র প্রথম পরিপূর্ণতাই (كمال اول) দেহের পরিপূর্ণতা। এই অবস্থায় আমরা "ইহা কি" এই প্রশ্নের আলোচনা না করিয়া বরং "ইহা কি করে" এই জাতীয় আলোচনাই করি। তিনি বলেন: রূহ' প্রকৃতপক্ষে একটি 'বিমূর্ত বস্তু। (جوهر معنوى), ইহা প্রমাণের একটি উপায় হইল, যে-সমস্ত প্রাচীন মতবাদে রূহ্'কে সাকার বস্তুরূপে গণ্য করা হইয়াছে সেই মতবাদের পোষকদের ভ্রম নিরসন করা। দ্বিতীয় উপায় হইল, রূহ্' অশরীরী, তাহার স্বয়ংসিদ্ধ (بديهى-apriori)—প্রমাণসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করা, যেমন—যদি রূহ্' দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে অথবা শরীরের অস্তিত্বের পূর্বে ও স্বীয় অস্তিত্বের সত্যতা ঘোষণা করিতে পারে, তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা একটি বিমূর্ত বস্তু (جوهر معنوى)। রূহ্' হইতেই শরীরের গঠন এবং পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। ইহা হইতেই শরীরের অস্তিত্ব এবং ইহা দ্বারাই শরীরের কর্ম শক্তি (قوة فعالة) স্থিত থাকে। কিন্তু যখন আমরা বলি, রূহ্' একটি বিমূর্ত বস্তু, তখন প্রশ্ন উঠে, ইহা কি প্রকার, ইহা কি কোনও জড় আকৃতিবিশিষ্ট কিছু? عقل مادى বা বস্তুভিত্তিক চেতনা صورة معقولا বা জ্ঞানগম্য অবয়ব-এর অনুধাবন করিতে সক্ষম, কিন্তু কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেই রূহ্' নিজেকে নিজে জানিতে পারে। রূহে'র ইন্দ্রিয় শক্তি (ملكة)-সমূহ আছে যাহারা عقل-এর মাধ্যমে ছাড়া একে অন্যকে জানিবার ক্ষমতাসম্পন্ন নহে। যেমন অনুভূতির পক্ষে ইহা সম্ভব নহে যে, নিজেকে নিজে অনুভব করে। عقل কিন্তু নিজেকে নিজেই বোধ করিতে ও বুঝিতে পারে। কোন যন্ত্র একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত কাজ করিবে, ইহার পর অকর্মণ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু عقل সম্বন্ধে ইহা বলা যায় না। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিতে চল্লিশ বৎসর বয়সের পর হইতেই অবনতি আরম্ভ হয়, কিন্তু এই বয়সেই বোধগম্য বস্তুনিচয়ের (معقولات) অনুভব শক্তি অধিকতর পরিপক্কতা লাভ

করে। সারকথা এই যে, জ্ঞানময় সত্তা (نفس ناطقة) জড় হইতে ভিন্ন একটি جوهر ; ইহার জড়-আকৃতি নাই।

কিন্তু যদি ইহার কোন জড়-আকৃতি না থাকে, অথবা যদি ইহা কোন যন্ত্র বা মাধ্যমের মুখাপেক্ষী না হয়, তবে রূহে'র জন্য দেহের প্রয়োজন কেন হইল? ইহা এই কারণে যে, দেহের পূর্বে রূহে'র ত কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না ; যখন দেহের সৃষ্টি হইল, তখন ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়া রূহ' স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল। কিন্তু যদি রূহ' ও দেহের মধ্যে এই একটি যোগসূত্র থাকে এবং যদি ইহাও স্বীকার করি যে, দেহের পূর্বে উহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে ইহার অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্বের কি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে? প্রমাণ এই যে, রূহ' পূর্বাপর বা বর্তমান কোন অবস্থাতেই দেহের অধীন নহে, তদুপরি ইহা একটি جوهر بسيط বা অবিমিশ্র জাওহার যাহাতে ফানা' এবং বাক'া-র ন্যায় দুইটি পরস্পর বিরোধী (متضاد) ধারণা একত্র হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে একটি বিবেচ্য কথা হইল এই যে, ইব্ন সীনা রূহে'র ধারণাকে আকৃতির ধারণা হইতে পৃথক করিয়াছেন। তাঁহার নিকট রূহে'র অস্তিত্ব প্রথমত এইভাবে প্রমাণিত যে, রূহ' একটি একক যাহার কারণে সমস্ত অনুভূতি সংক্রান্ত অবস্থার পরিপূর্ণতা সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয়ত মূল (عينية)-এর বিবেচনায় দেখা যায়, সাকারের আকৃতির পরিবর্তন সত্ত্বেও ইহার অস্তিত্ব নিজ বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। মধ্যযুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে ইত্যাকার প্রমাণাদির প্রভাব ছিল খুবই বেশী।

মানুষ ও ঐশ্বরিক জগতের মধ্যে একাত্মতা (اتحاد) সম্ভব নহে, যাহা সম্ভব তাহা হইল সংযুক্তি (اتصال)। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ইব্ন সীনা বলেনঃ বস্তুসমূহের সম্পর্কচ্ছেদের (تجريد) অর্থ এই নয় যে, আমরা ইহাদের মধ্যে কোন ভিন্ন مفهوم সৃষ্টি করিতে চাহি অথবা ইহাও নহে যে, ঐগুলিকে কল্পনা (مخيلة) হইতে عقل-এর দিকে সরাইয়া নিতে চাহি। تجريد-এর উদ্দেশ্য হইল-عقل-এর মধ্যে ذاتى, كلى এবং واجب الوجود-এর অনুধাবনের যোগ্যতা সৃষ্টি করা। মুজার্‌রাদগুলির পত্তন (وضع) করা যায় না, ঐগুলিকে শুধু উপলব্ধি করা যায়। এরিস্টটল এবং ফারাবী-র সহিত তিনি এই বিষয়ে একমত নহেন যে, মানবীয় عقل যখন عقل فعال-এর সহিত মিলিত হয়, তখন عقل এবং معقول এক হইয়া যায়। যদি এইরূপ হইত, তবে আমরা চিন্তা (فكر) এবং ধারণা (تصور)-এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারিতাম না। যদি কোন ধারণার বিষয় এবং ধারণাকারী এক হইয়া যায় তবে স্পষ্টত ধারণার অস্তিত্ব নিরর্থক হইয়া যাইবে।

অধিবিদ্যা : (ما بعد الطبيعيات বা প্রাকৃতিকোত্তর অথবা যাহা জড়াতীত metaphysics)-এরিস্টটলের ন্যায় ইব্ন সীনার মতেও প্রাকৃতিকোত্তরের ভিত্তি ন্যায়শাস্ত্র (منطق)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইহা আমাদের সমযুগের গতানুগতিক মান্‌তি'ক' নহে ; বরং সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে অতি-প্রাকৃতিক লোকে পৌঁছিবার চেষ্টা। ইব্ন সীনা বলেনঃ منطق-এর সূত্রগুলি জড় এবং জড়াতীত— উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকরী। عقل-এর পৃথকীকরণ যোগ্যতাও আমরা মান্‌তি'ক'-এর সূত্রগুলি হইতেই লাভ করি। ইহাদের অভাবে এক অস্তিত্বকে অন্য অস্তিত্ব হইতে পৃথক করা সম্ভব নহে। অস্তিত্ব (وجود) এবং পদার্থ (شىء) এইরূপ দুইটি প্রাথমিক এবং بسيط مفهوم (অবিমিশ্র বোধশক্তিলব্ধ বা বোধশক্তির সহিত সম্পৃক্ত ধারণা) যাহার কোন সংজ্ঞা সম্ভব নহে। অস্তিত্ব جوهر এবং اعراض-এই দুইয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। كثير، واحد، فعل، قوة، تام، ناقص، معلول، علة، حادث، قديم এই সবই অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য (اعراض)। এই অবস্থায় ইহা বুঝা কঠিন নহে, যে, কেন বস্তু এবং আকার একে অন্য হইতে পৃথক। এই প্রকারে, যে-সমস্ত জড় পদার্থের আকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং দূরত্ব-নির্দিষ্ট, সেই সকল পদার্থের অস্তিত্বও অনুভব শক্তির আয়ত্তে আসিতে পারে। তদুপরি, যদিও জড়ের মধ্যকার দূরত্বের কারণে পদার্থ এবং আকার উভয়ই পাওয়া যায়, কিন্তু বস্তু দূরত্বের মাধ্যমে রূপ লাভ করে না, কারণ দূরত্ব নিজেই স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত থাকে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারগুলির অবস্থাও ইহাই। ইহা আপন সত্তাবলেই সংযুক্ত বা বিযুক্ত নহে। সেজন্য আমরা جسم-এর ধারণা مطلق ভাবেও করিতে পারি। কিন্তু আকারের বাহিরে এরূপ একটি জিনিসও আছে, যাহা সংযুক্ত অথবা বিযুক্ত এবং ইহাকে আমরা মাদ্দাঃ (مادة) বলিয়া থাকি। পরিমাণ (كميت) আকারেরই একটি প্রকারভেদ (نوع), কিন্তু ইহা মাদ্দাঃ-র সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এইজন্যই দূরত্ব এবং ঘনত্ব (حجم)- এই দুইয়ের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি হইতে থাকে। আকার (صورت)-এর সম্বন্ধ মাদ্দাঃ-র অনির্দিষ্ট অবস্থার সহিত। মাদ্দাঃ এবং সূ'রাত-এর মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে হইলে এই কথাটি অনুধাবন করিতে হইবে যে, আকার দূরত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি সংঘটিত (مصنوعى) বস্তু যাহা একটি রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ইহা হইতে আকারকে পৃথক করিয়া ফেলিলে মাদ্দাঃ অনির্দিষ্ট থাকিয়া যাইবে। সুতরাং মাদ্দাঃ এইরূপ একটি শক্তিও বটে যাহাতে সকল কর্মের সম্ভাবনা আছে। বস্তুত ইহা সাকার বস্তুর একটি 'ইল্লাত ত বটেই এবং কাল হিসাবে ইহার অগ্রবর্তীও, কিন্তু ইহার অস্তিত্বের 'ইল্লাত নহে। সুতরাং বিশ্বচরাচরের বিকাশের সোপানসমূহে মাদ্দাঃ শুধু সূ'রাত-ই নহে ; বরং সূ'রাত এবং মাদ্দাঃ-র সমন্বয়ে গঠিত জিস্‌ম অপেক্ষাও নিম্নতর পর্যায়ে বস্তু।

طبيعيات বা প্রাকৃতিকের বেলায় যেমন, তেমনি প্রাকৃতিকোত্তর (ما بعد الطبيعيات)-এর বেলাতেও ইব্ন সীনা কারণ চতুষ্টয় (العلل الاربعة)-এর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মাদ্দাঃ এবং সূ'রাতগত 'ইল্লাতসমূহের সম্পর্ক কেবল বাহির হইতেই, (একটির সম্পর্ক فعل-এর সহিত এবং অপরটির সম্পর্ক আকার বা هيئة-এর সহিত)। তবে فاعلى 'ইল্লাত অবশ্যই معلول-এর অগ্রবর্তী হইবে, যাহাতে علة فاعلة হইতেই معلول-এর প্রকাশ ঘটে। 'ইল্লাত غائى 'ইল্লাতসমূহের মধ্যে অন্যতম যেমন, তদ্রূপ উহা অন্য সমস্ত 'ইল্লাতেরও 'ইল্লাত ; কারণ এই 'ইল্লাতটি থাকিলেই অন্য সমস্ত 'ইল্লাত সক্রিয় হয়। বলিতে গেলে, 'ইল্লাত غائى-ই সব কিছুর কর্তা ও প্রথম গতিসঞ্চারক (محرك اول)। এমনি 'ইল্লাত চতুষ্টয় যখন পরিশেষে 'ইল্লাত غائى-এর সহিত একত্র হয়, তখন জড় জগত এবং ঐশী জগতের মধ্যে একটি যোগসূত্রের সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ একই সময়ে العلة الفاعلة অর্থাৎ সৃজনী-কারণ এবং العلة الغائية অর্থাৎ চূড়ান্ত কারণ উভয়ই। মাদ্দাঃ এবং সূ'রাত একে অন্যের কারণ নহে, বরং প্রত্যেকে ইহার নবোদ্‌গত (محدثات)-দের 'ইল্লাত। সেজন্য প্রকৃত 'ইল্লাত হইল শুধু অবশ্যম্ভাবী সত্তা (واجب الوجود) এবং এইজন্য সমস্ত জিনিসের উদ্ভব ইহা হইতেই হয়।

কিন্তু যদি একটি 'ইল্লাতের মা'লূল শুধু একটিই হয় এবং একটি হইতে একটিরই উদ্ভব হয়, তবে আধিক্যের প্রকাশ কিরূপে হইল? ইহার উত্তর এই যে, ওয়াজিবু'ল-ওয়াজূদ একই বটে এবং অবিমিশ্র (بسيط); এইজন্য ফারাবী-র বর্ণনামতে ইহা হইতে কেবল 'আক্'ল আওওয়াল-ই প্রকাশিত হইতে পারে। তবে, ওয়াজিবু'ল-ওয়াজূদের সম্পর্কে 'আক্'ল আওওয়ালের অস্তিত্ব যেমন আবশ্যিক, তদ্রূপ যথাক্রমে প্রথম عقل-এর সহিত দ্বিতীয় عقل-এর এবং দ্বিতীয়ের সহিত তৃতীয়ের সম্পর্ক এবং এইরূপে ক্রমানুসারে দশটি عقل-এর সম্পর্ক আবশ্যিক। ওয়াজিবু'ল-ওয়াজূদ (আল্লাহ)-এর সত্তায় আধিক্যের লেশমাত্রও নাই, কিন্তু আমরা উহার সহিত صفات-এর সংযোগ স্থাপন করিতে পারি।

এইজন্য প্রশ্ন উঠে, ذات বা সত্তা কি? মানতি'ক'বিদ ত ذات এবং ইহার محمول-এর মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না, অথচ ইহাতে کل অর্থাৎ সমষ্টি এবং ইহার اجزاء অর্থাৎ ব্যাষ্টি-সমূহের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তদ্রূপ পার্থক্য ذات এবং ইহার محمول-এর মধ্যেও বিদ্যমান। তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, ذات-এর বিভিন্ন সংখ্যক محمول (সি'ফাত) হইতে পারে।

ইব্‌ন সীনা৷ এবং ফারাবী উভয়ই বলেন যে, ذات এবং وجود পরস্পর হইতে পৃথক। ফারাবী-র মত, স্থিত বস্তুসমূহের (موجودات) জন্য যখন আমরা একটি ভিন্ন সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ করি তখন ইহা স্বীকার করা আবিশ্যিক হইয়া পড়ে যে, সত্তা অস্তিত্ব নহে অথবা অস্তিত্বের আনুষঙ্গিকও নহে। এমন কি ممكن বা সম্ভাব্যের ذات-ও তাহার وجود হইতে পৃথক হয়। وجود একটি عرض বা অস্থায়ী অবস্থা, ইহা ذات-এর সহিত মিলিত হয়। এইজন্য واحد مطلق (absolute one-পরম একক) عرض নহে; বরং তিনি عين ذات বা স্বয়ং সত্তা এবং এইজন্য عقل مطلق-এর সত্তায় জ্ঞান, জ্ঞানী এবং জ্ঞাত (যথাক্রমে عقل, عاقل এবং معقول) মিলিয়া এক হইয়া যায়। ইব্‌ন সীনা৷র মতে, এই 'আক্'ল মুত্'লাক' সৃষ্ট জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান নহে। তাঁহার নিজের ذات-এর অনুভূতি তাঁহার আছে এবং এই অনুভূতির ভিত্তিতে সৃষ্টির অনুভূতিও তাঁহার আছে। তিনি بالقوة অর্থাৎ তন্নিহিত শক্তিতে সমস্ত জ্ঞানায়ত্ত (معقولات) পদার্থ জগতের বাহক। তাই জ্ঞানায়ত্ত পদার্থসমূহের প্রকাশ আল্লাহ্ হইতেই হয়। তিনিই অবশ্যম্ভাবী সত্তা এবং সৃষ্টির রূপ প্রদানকারী। এই عقل فعال বা সৃজনী 'আক'ল জ্ঞানায়ত্ত আকারসমূহকে রূহ্' দান করেন এবং রূহ্' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকার (صور محسوسة)-সমূহকে বস্তুনিচয়ের পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেয়।

অস্তিত্ব এবং একত্ব যেইরূপ عرض বা অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য, كلية-ও তদ্রূপ বটে, কিন্তু এরূপ শব্দসমূহ, যাহাদের পিছনে কোন হা'ক'ীকাত (বাস্তব বস্তু) না থাকে তাহারা كليات-এর স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। كليات-এর সম্পর্ক যেমন বস্তুনিচয়ের সহিত, তেমনি মন (ذهن)-এর সহিত এবং এই দুইটি ছাড়া عقل فعال-এর সহিতও ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে।

অস্তিত্ব হয় আবশ্যিক (واجب) হইবে নতুবা সম্ভাব্য (ممكن) হইবে। মুমকিনের সত্তা ইহার অস্তিত্ব হইতে পৃথক, কিন্তু ওয়াজিবের সত্তা ইহার অস্তিত্ব হইতে পৃথক নহে। সম্ভাবনা (ইম্‌কান) এবং অস্তিত্ব (ওয়াজূদ)-কে কেবলমাত্র ذهن-এর সহিত সম্পর্কিতরূপে ধারণা করা ভুল। এইগুলি বাস্তব مفهوم بسيط (অবিমিশ্র) এবং مطلق; এইজন্য উহারা বর্ণনার (التوصيف) ঊর্ধ্বে, কারণ একের সংজ্ঞা দিতে হইলে অন্যের বরাত দেওয়ার প্রয়োজন হইবে। ওয়াজিব, দ'ারূরী, ইম্‌কান, ইম্‌তিনা' বিষয়ক আলোচনাকালে ইব্‌ন সীনা৷ দ'ারূরী (অবশ্য)-কে ওয়াজিব অপেক্ষা ব্যাপক (عام) বলিয়া মনে করিয়াছেন। ওয়াজিব কেবল অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করে, কিন্তু দ'ারূরী عدم অর্থাৎ অনস্তিত্ব এবং ضرورة অর্থাৎ প্রয়োজন—উভয়ই জ্ঞাপন করে। একইরূপে ইম্‌কানেরও দুই অর্থ আছে। ইহার এক অর্থ ইম্‌কানু'ল-'আম বা ব্যাপক সম্ভাবনা, যাহা امتناع বা অসম্ভব হওয়ার বিপরীত এবং ইহার একটি মানতি'ক'সংক্রান্ত تصور রহিয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ হইল, বিশেষ সম্ভাবনা বা ইম্‌কানু'ল-খাস'। ইহা ضرورة এবং امتناع-এই দুয়েরই نفى (নেতি)-সূচক এবং ইহার মাফ্‌হূম সরাসরি অধিবিদ্যাগত।

সম্ভব (ممكن) এরূপ একটি অস্তিত্ব, যাহার কোন 'ইল্লাত আছে, কিন্তু ওয়াজিব তাহাই যাহার কোন 'ইল্লাত নাই। আমরা ওয়াজিবকে প্রমাণিত করিতে পারি এবং তাহা এমন প্রমাণের সাহায্যে যাহাকে ইব্‌ন সীনা৷ দালীলু'ল-ইম্‌কান অর্থাৎ মুম্‌কিন-এর প্রমাণ বলিয়াছেন। দলীল এই যে, মুম্‌কিনের অস্তিত্বের প্রমাণ ইহার মধ্যে ত বর্তমান নাই, সেইজন্য এমন একটি অস্তিত্বের প্রমাণের প্রয়োজন হয়, যাহা সর্ব প্রকারের সম্ভাব্যতা হইতে মুক্ত। এমনিতেই প্রত্যেক মুমকিন অন্য কোন মুম্‌কিনের 'ইল্লাত হইবে, কিন্তু এই ধারাকে সীমাহীন বিস্তৃতি দেওয়া যাইবে না। এই কারণে সর্ব-শেষ এইরূপ একটি অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে হয় যাহা কেবল সম্ভবই (মুম্‌কিন) নহে, বরং আবশ্যিক (ওয়াজিব)-ও বটে।

যদি আল্লাহ্ কারণসমূহের কারণ (علة العلل) হন, তাহা হইলে তিনি লক্ষ্যসমূহের চরম লক্ষ্য (غاية الغايات)-ও বটেন। আবার যেহেতু শেষ কারণ (علة غائية) কোন অন্তে পৌঁছিবেই অর্থাৎ متناهى হইবে, সেইজন্য এই ধারাকে কোথাও শেষ করা দরকার। এই কারণে ইব্‌ন সীনা৷ ইহাও বলেন যে, আমাদের নিকট প্রথম প্রারম্ভ (المبدأ الاول)-এর কোন প্রমাণ নাই, তিনি নিজেই সকল اثبات-এর اثبات বা সকল প্রমাণের প্রমাণ। আমরা তাঁহাকে বুর্‌হান-এর পথে পাইতে পারি না। তাঁহার কোন 'ইল্লাত নাই, দলীলও নাই, সংজ্ঞাও নাই; বরং সমগ্র সৃষ্টি স্বয়ং তাঁহার প্রমাণ। এই পর্যায়ে আসিয়া ইব্‌ন সীনা৷র দর্শন মিলিত হয় ধর্ম এবং তাস'াওউফ-এর সহিত।

আল্লাহ্‌র গুণাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, যেহেতু ইব্‌ন সীনা৷ আল্লাহ্‌কে কারণসমূহের কারণ, চরম লক্ষ্য ও আদি প্রারম্ভ এবং অবশ্যম্ভাবী সত্তা মনে করেন, সুতরাং ইহার অর্থ এই হয় যে, তাঁহার সত্তা সর্ব প্রকারের ইম্‌কান, কু'ওওয়াত এবং মাদ্দাঃ হইতে পবিত্র। তাঁহার না আছে কোন জিন্‌স, আর না তিনি নিজে অন্য কোন জিন্‌সের মাদ্দাঃ। তাঁহার না আছে কোন আকৃতি, আর না তিনি কোন আকৃতির জ্ঞানগত উপাদান (মাদ্দাঃ মা'কূ'ল) অথবা তিনি কোন জ্ঞানগত উপাদানের জ্ঞানগত আকারও নহেন। তিনি জ্ঞানও নহেন, ইচ্ছাও নহেন কিংবা জীবনও নহেন। এইগুলি তাঁহার বুনিয়াদী সি'ফাত নহে। এই সমস্ত সি'ফাতের সহিত যদি তাঁহাকে সম্পর্কিত করা হয়, তবে তাহাতে তাঁহার একত্বের ইতর বিশেষ হয় না। কিন্তু মু'তাযিলীগণের ধারণায় এইরূপ সি'ফাতের যোগ তাঁহার ওয়াহ্'দানিয়্যাত-এর পরিপন্থী।

এরিস্টটলের মতে ঐশী সত্তার পরিপূর্ণতা তাঁহার গতিহীনতার পরিণাম এবং গতিহীনতা হইল বিশ্বচরাচরকে না জানার পরিণতি। অন্য পক্ষে ইসলামের শিক্ষা এই যে, আল্লাহ্‌র জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে। বিপরীত মতবাদ খণ্ডন করিবার জন্য মুসলিম দার্শনিকগণ নানা প্রকার প্রমাণের সাহায্য লইয়াছেন। ইবন সীনা। বলেন যে, আল্লাহ্ বিশ্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। প্রশ্ন কেবল جزئيات বা খুঁটিনাটি বিষয়ের জ্ঞান সম্বন্ধে। আর খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান عمومى বা ব্যাপকতাময়। মানুষের মনে বস্তুসমূহের জ্ঞান একের পর এক এবং প্রমাণ মাধ্যমে আসে; কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তাহা دفعة অর্থাৎ এক সঙ্গে এবং স্থান-কাল-নিরপেক্ষভাবে আসে। অন্যপক্ষে, যেহেতু ঐশী সত্তায় সমস্ত বিশ্বের জন্য একটি প্রেমানুভূতি আছে, যাহা তিনি নিজস্ব পরিব্যাপ্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই কারণে জ্ঞান তাঁহার فعالية-এর একটি বুনিয়াদও বটে, বিশ্ব-জ্ঞান তাহারই অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্যার সহজতর সমাধানের জন্য ইবন সীনা নব্য-আফ্‌লাতূনী صدور মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, আদি 'ইল্লাত অর্থাৎ আল্লাহ্ صدور বা আত্মপ্রকাশের প্রয়াসী এবং فيضان অর্থাৎ বিকাশে সম্মত রহিয়াছেন যাহাতে তাঁহার সৌন্দর্য সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়।

اخلاق (ethics) : নীতিবিদ্যা বিষয়ে ইবন সীনা। এরিস্টটলের সঙ্গে সঙ্গে আফ্‌লাতূনী এবং নব্য-আফ্‌লাতূনী দর্শনও তাঁহার দৃষ্টিপথে রাখিয়াছেন। যেহেতু অবশ্যম্ভাবী সত্তা প্রত্যেক বস্তুর প্রথম 'ইল্লাত এবং শেষ লক্ষ্য (غاية), সেইজন্য বস্তুসমূহের প্রতি তাঁহার অনাদি করুণা আছে। মন্দের উৎস হইল : (১) অজ্ঞতা, দুর্বলতা, মন্দ স্বভাব এবং অন্যান্য প্রকারের চারিত্রিক অপূর্ণতা, (২) শোক ও দুঃখ, আবিলতা, বিষণ্ণতা, মনের দাসত্ব ইত্যাদি এবং (৩) আত্মিক চাঞ্চল্য। তাক্‌দীর (অদৃষ্ট) প্রসঙ্গে তিনি "খায়রুহ্ ও শাররুহ্ মিন'ল্লাহ" অর্থাৎ অদৃষ্টের ভাল ও মন্দ আল্লাহ্ হইতে—এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন এবং এই প্রশ্নে মু'তাযিলাঃ এবং জাবারিয়্যাগণের সহিত একমত নহেন। "মন্দ" কোন শর্তশূন্য সিদ্ধান্ত (حكوم مطلق) নহে। প্লেটোর ন্যায় তিনিও বলেন যে, প্রত্যেক বস্তু হইতে তাহাই প্রকাশ পায় যাহার জন্য ইহার সৃষ্টি। এই সব সত্ত্বেও, যেহেতু আল্লাহ্‌র অনাদি করুণা-র সিদ্ধান্ত হইতে প্রথম ইল্লাতের মধ্যে অনুভূতি, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার প্রমাণ পাওয়া যায়, সেইজন্য একটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা এবং খোদায়ী 'আদালত বা ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থার প্রমাণ (ضرورى) মিলে। সক্রেটিস এবং আফ্‌লাতূন (প্লেটো)-এর ন্যায় তিনিও সৌভাগ্য (endemonia)-কেই নীতিবিদ্যার চরম উদ্দেশ্য মনে করেন। ইহার উৎস হইল 'আক্‌লু'ল-আওওয়াল-এর সহিত সম্পর্ক (اتصال)। অবশ্য সক্রেটিস এবং প্লেটোর মত তিনি বলেন না যে, নৈতিক চরিত্রের জন্য চিন্তার বিশুদ্ধতাই যথেষ্ট। তিনি চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব হইতে কর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে পৃথক করিয়াছেন; তবে তিনি যেন এই ব্যাপারে এরিস্টটলের সহিত একমত যে, নৈতিকতার লক্ষ্য হইল অভ্যাসগতভাবে সৎগুণাবলী অর্জন করা।

তাসা'ওউফ এবং শারী'আত : ইশারাত পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদ مقامات العارفين (তত্ত্বজ্ঞানিগণের স্থান) আলোচনা প্রসঙ্গে ইবন সীনা। তাস'ওউফ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। عارف বা তত্ত্বজ্ঞানী তিনিই, যিনি মানতি'ক' এবং 'ইল্‌ম-এর পথ হইতে সরিয়া আসিয়া حقيقت-এর নৈকট্য ও মিলন লাভ করিয়া عالم الهى বা আল্লাহ্‌র রাজ্যে উপনীত হন। 'আরিফগণকে কয়েকটি ঘাঁটি (مقام) পার হইতে হয় এবং তাঁহাদের বিভিন্ন স্তর (درجات) রহিয়াছে। ইহার বিভিন্ন পর্যায় আছে। زهد (অনাসক্ত জীবন), تقوى (সংযমশীলতা) এবং رياضة (কৃচ্ছ্র সাধন) قال (মৌখিক স্বীকৃতি)-কে ক্রমে حال (আত্মিক মিলনজনিত বিস্মৃতির অবস্থা)-য় পরিণত করে। প্রসিদ্ধ সূ'ফীতত্ত্ববিদ আবূ সা'ঈদ আবু'ল-খায়রের নিকট লিখিত ইবন সীনার পত্রাবলী তাস'ওউফের প্রতি তাঁহার অনুরাগের সাক্ষ্য দেয়। এই বিষয়ে তাঁহার কয়েকটি পুস্তিকাও আছে; যথা—রিসালাঃ ফি'ল-'ইশ্‌ক্, রিসালাঃ ফী মাহিয়্যাতি'স-স'লাত, কিতাব ফী মা'না'য-যিয়ারাঃ, রিসালাঃ ফী দাফ্'ই'ল-গ'ামম মিনা'ল-মাওত এবং রিসালাতু'ল-ক'াদ্‌র। প্রথমোক্ত চারিটি পুস্তিকা লাইডেন হইতে ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে এবং Mehren-কৃত ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ও মূল ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। রিসালাতু'ল-ক'াদ্‌র লাইডেন হইতে ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে حى بن يقظان-এর তুর্কী তরজমা শারফু'দ-দীন য়ালতাক'ায়া কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মূল এবং ব্যাখ্যা একত্রে ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে লাইডেন হইতে (মুদ্রণে মীখাঈল ইবন য়াহ্'য়া) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল প্রবন্ধের ভাষা রূপক-বর্ণনামূলক (رمزى), ইহাই প্রতীয়মান হয়।

ইবন সীনার ইলাহিয়্যাত বা ঐশীতত্ত্ব ফারাবী এবং রাসাইলু ইখওয়ানি'স-স'াফা-এর সমন্বয়ে গঠিত। দার্শনিক স্বীকার করেন যে, 'আক্'লের সকল পর্যায়ে ঈমান থাকা আবশ্যক। ঈমান ও 'আক'লের পরস্পর সম্পর্কের আলোচনায় তিন প্রকারের উক্তি করা যায়; যথা : (১) 'আক্'ল ও ঈমান একে অন্যের বিপরীত, সেইজন্য একটিকে অন্যটি হইতে পৃথক রাখা প্রয়োজনীয়; অথবা বলা যায় যে, (২) ঈমান 'আক্'লের পরিপূর্ণ রূপ, সুতরাং ইহা 'আক্'লকে পূর্ণতা দান করে অথবা বলা যায়, (৩) ঈমান কার্যত জ্ঞানের পরিপূর্ণতার কারণস্বরূপ হয়। ইবন সীনা। উপরিউক্ত দ্বিতীয় মতবাদের সমর্থন করেন। শারী'আত হি'ক্‌মাত বা প্রজ্ঞার বিপরীত নহে। উহাদের অস্তিত্ব পরস্পরের জন্য আবশ্যকীয়।

তিনি বলেন : রাসূলগণের মর্যাদা দার্শনিকগণের ঊর্ধ্বে এবং প্রত্যাদেশের (ওয়াহ্'য়ি) স্থান হইল এক মহান এবং উন্নত অনুভূতির অর্থাৎ একটি পবিত্র শক্তি (قوة قدسية)। ওয়াহ্'ী, ইল্‌হাম এবং رؤيا (স্বপ্ন)-এইগুলি আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞার অংশ। কিতাবু'ন-নাফ্‌স-এর শেষাংশে যে সমস্ত অভ্যন্তরীণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (حواس باطنة) উল্লেখ আছে, তাহার ইঙ্গিত ঐ পবিত্র শক্তির দিকে। এমনিতে যাহাদের অনুভব শক্তি প্রবল এমন কতেক ব্যক্তি সূক্ষ্মতম সম্পর্কসমূহ হৃদয়ঙ্গম করেন এবং ইহাও সম্ভব যে, তাঁহারা বহু ঘটনার পূর্বাভাস প্রাপ্ত হন।

শারী'আতের কাজ হইল মানব জাতির সংশোধন। ইহার কাজ দ্বিবিধ, একটি প্রশাসনিক এবং অন্যটি আধ্যাত্মিক। ইহাদের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য নবীগণের যে সমস্ত ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকে, তাহা অন্য মানুষের ইখতিয়ার বহির্ভূত। শারী'আত এবং প্রজ্ঞা (حكمة)-এর ব্যাপারে ইবন সীনা শারী'আতের নিকটতর। এইজন্য তাঁহার সমস্ত দর্শন ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ধর্মতত্ত্বের সহিত মিশিয়াছে।

পাশ্চাত্য জগতের উপর তাঁহার প্রভাব : পাশ্চাত্য জগত ইবন সীনার প্রবল প্রভাব বহুলাংশে মানিয়া লইয়াছে। প্রথমে তাঁহার

পুস্তকসমূহের অনুবাদ হইয়াছিল লাতীন ভাষায়। তৎপর এই সকল অনুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এবং উহাদের টীকা ভাষ্য প্রণয়নের মাধ্যমে তাঁহার ভাবধারা পাশ্চাত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ইহার ফলে মধ্যযুগে তাঁহার দার্শনিক মতবাদ য়ুরোপের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা, ধারণা, উদ্ভাবনা এবং জ্ঞানভাণ্ডার, এমন কি চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁহার নেতৃত্ব সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

Gundis Salinus ছিলেন প্রথম দার্শনিক যিনি ইব্‌ন সীনা৷ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এইভাবেই ইব্‌ন সীনার মতবাদের ফলে মানুষের চিন্তাধারায় যে আলোড়ন শুরু হয়, তাহাতে খৃস্টানদের দর্শনে অনুকূল এবং প্রতিকূল দুই প্রকার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। St. Thomas l'Aquini, যিনি ইব্‌ন সীনা৷ অপেক্ষা আল-গাযালী কর্তৃক অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তিনি ইব্‌ন সীনার দর্শনের সমালোচনা করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও, এমন কি ইব্‌ন রুশ্‌দের আবির্ভাব এবং রেনেসাঁর সূত্রপাত সত্ত্বেও যখন পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় পট পরিবর্তন হইতেছিল, তখনও ইব্‌ন সীনার মতবাদ নব্য-দর্শনে বরাবর অনুপ্রবেশ এবং বিস্তার লাভ করিতেছিল। তাঁহার প্রভাবের প্রথম পর্যায় ছিল যখন তাঁহার পুস্তকাবলীর অনুবাদ হইতেছিল এবং জ্ঞানিগণ পূর্ণ আগ্রহে ১২৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার মতবাদ অনুধাবন করিতেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইল যখন পোপ এরিস্টটলীয় দর্শনের পর্যালোচনা ও সূক্ষ্ম বিচারের আদেশ দেন (১২৬১ খৃ.)। তৃতীয় পর্যায় যখন টমাস প্রমুখ জ্ঞানী তাঁহার সমালোচনা আরম্ভ করেন, কিন্তু টমাস সর্বদাই ইব্‌ন সীনার দার্শনিক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন।

টলেডোর Evak Raymond স্পেনে এই উদ্দেশ্যে এক অনুবাদক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন যেন খৃস্টান জগৎ 'আরব গ্রন্থকারগণের সহিত পরিচিত হইতে পারে। তাঁহাদের অনুবাদের কাল হইল ১১৩০ হইতে ১১৫০ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি—যদিও এই অনুবাদের ধারা ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়াছিল। প্রথমে এই অনুবাদ হয় 'আরবী হইতে ক্যাস্টিলী (Castilian) ভাষায় এবং পরে Johannes Hispalensis ক্যাস্টিলী হইতে লাতিনে অনুবাদ করেন। পরে Michael Scott (মৃ. ১২৩৬ খৃ.) ইব্‌ন সীনার বেশ কয়েকখানি পুস্তক অনুবাদ করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশ হইতে ইব্‌ন সীনার চিন্তাধারা অবাধে গৃহীত হইতে থাকে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাঁহার প্রভাব শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়। এই সময়ে অধিকাংশ দর্শন পুস্তকের ভিত্তি ইব্‌ন সীনার ধ্যান-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি Roger Bacon-এর অধিকাংশ আলোচনা ইব্‌ন সীনার অনুকরণমূলক ছিল। আবার যেই সকল চিন্তাবিদ তাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার কোন কোন কথা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞানের ও চিন্তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন।

ইব্‌ন সীনার নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীও প্রকাশিত হইয়াছে : (১) الارجوزة السينائية যাহার অপর নাম الارجوزة في الطب। লাখনৌ ১২৬১ হি., (২) আস্‌বাবু হ'দূছি'ল-হ'রূফ, মিসর ১৯১৪ খৃ., (৩) আল-ইশারাঃ ইলা 'ইল্‌মি ফাসাদি আহ'কামি'ল-নুজ্জিমীন, ইহাকে রিসালাঃ ফী রাদ্দি'ল-মুনাজ্জিমীনও বলা হয়, মুদ্রণ মিহ্‌রান, লুফান ১৮৮৫ খৃ., (৪) রাফ্উ'ল-মুদ'ারি'ল-কুল্লিয়্যাঃ আনি'ল-'আব্‌দানি'ল-ইন্‌সানীয়াঃ, ইহা ইব্‌ন আবী বাক্‌রি'র-রাযী-র মানাফি'উ'ল-আগ'যি'য়াঃ পুস্তকের হ'াশিয়াতে মুদ্রিত, ১৩০৫ হি.; (৫) শিফা'উ'ল-আস্‌কাম ফী 'উলূমি'ল-হ'রূফ ওয়া'ল-আর্‌ক'াম, মিসর ১৩২৮ হি.; (৬) আল-ক'াস'ীদাতু'ল-'আয়নিয়্যাঃ, ত্রিশ চরণে একটি কবিতা, ইহা আল-ক'াস'ীদাতু'ল-গ'ায়্‌রা নামেও পরিচিত, পাথরে ছাপা ১৬৩৫ খৃ.; বোম্বাই ১৩০৬ হি.; (৭) আল-ক'াস'ীদাতু'ল-মুয্‌দাওয়াজাঃ ফি'ল-মানতি'ক', বন ১৮৩৬ খৃ.; (৮) মান্‌তিকু'ল-মাশ্‌রিক'ায়্যিন, মাত'বা'উ'ল-মুওয়ায়্যিদ, ১৩২৮ হি, ১৯১০ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবূ সা'ঈদ আল্‌-আন্দালুসী, ত'াবাক'াতু'ল-উমাম্; (২) ইব্‌ন আবী উস'ায়বি'আঃ, 'উয়ূনু'ল-আন্‌বা' ফী ত'াবাক'াতি'ল-আতি'ব্বা', কায়রো ১৮৮৩ খৃ.; (৩) ইব্‌নু'ল-কি'ফ্‌ত'ী, ত'াবাক'াতু'ল-হ'কামা', কায়রো ১৩২৬ হি.; (৪) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, কায়রো ১২৯৯ হি.; (৫) ইসলামিক ইন্‌সাইক্লোপীডিয়া, দ্র. ফারাবী গ'াযযালী, ইবন রুশ্‌দ; (৬) মুহ'াম্মাদ লুত'ফী, জাম্'উ, তা'রীখু ফালাসিফাতি'ল-ইস্‌লাম ফি'ল-মাশ্‌রিক' ওয়া'ল-মাগ'রিব, কায়রো ১৯২৭ খৃ.; (৭) T. J. de Boer, তা'রীখু ফাল্‌সাফাতি'ল-ইস্‌লাম, 'আরবী তরজমাঃ মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-হাদী আবূ রিদা', কায়রো ১৯৪৮ খৃ., এবং উর্দূ তরজমাঃ, ডক্টর 'আবিদ হ'সায়ন, মুদ্রণে জামি'আঃ মিল্লিয়্যাঃ, দিল্লী ১৯২৭ খৃ.; (৮) মুস্‌ত'াফা 'আবদু'র-রায্‌যাক' তাম্‌হীদ লি-তা'রীখি'ল-ফাল্‌সাফাতি'ল-ইস্‌লামীয়াঃ, কায়রো ১৯৪৪ খৃ.; (৯) নাওফাল আফিন্দী, যুব্‌দাতু'স্‌-স'াহ'াইফ ফী সুবুহ'াতি'ল-মা'আরিফ, বৈরুত ১৩৭৯ খৃ., (১০) মুহ'াম্মাদু'ল-বাহী, আল-জানিবু'ল-ইলাহী মিনা'ত-তাফ্‌কীরি'ল-ইস্‌লামী, কায়রো ১৯৪৫ খৃ.; (১১) ইব্‌ন সীনা৷, আশ্‌-শিফা', (১২) ঐ, আন্‌-নাজাঃ; ঐ, আল-ইশারাত ওয়া'ত-তান্‌বীহাত; (১৩) ঐ, কিতাবু'ল-ক'ানূন ফি'ত'-তি'ব্ব (দেখুন 'উছ'মান আরগান, ইব্‌ন সীনা বিবলিওগ্রাফীয়া, ইব্‌ন সীনা, Turkish Historical Society, ১৯৩৭ খৃ.)। (১৪) মুস্‌ত'াফা ইব্‌ন আহ্‌'মাদ, তাব্‌খীব (অথবা তাখ্‌বীয) আল-মাত'হূ'ন, (ইহা ক'ানূন পুস্তকের অনুবাদ, রাগি'ব পাশা কুতুবখানাঃ), (১৫) ইব্‌ন সীনা, তুর্ক তারীখ ক্রোমি কর্তৃক ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত; (১৬) মুর'আশী মুস'ত'াফা কামিল, ইব্‌ন সীনা, ইস্তাম্বুল ১৩০৭ হি.; (১৭) জা'ফার নাক'দী, ইব্‌ন সীনা, তাদ্‌বীরু'ল-মানাযিল; (১৮) আবু'দ'-দি'য়া' তাওফীক', ইব্‌ন সীনা, ইস্তাম্বুল, আবু'দ'-দি'য়া' প্রেস; (১৯) হি'ল্‌মী দি'য়া' আবি'লকিন, ইসলাম দুশিনজাহ্‌সী, ইস্তাম্বুল ১৯৪৬; (২০) ইব্‌ন সীনা, হ'ায়্য ইব্‌ন য়াক'জ'ান (তরজমাঃ শারফু'দ্‌-দীন য়াল্‌তাক'ায়া, (ইব্‌ন সীনা স্মারক গ্রন্থ, ১৯৩৭ খৃ.); (২১) জামীয়ল সালবাহ, Etude sur de metaphysique d' Avicenna; (২২) A. F. Mehren, La philosophie d' Avicenne Museon, ১৮৮৩ খৃ.; (২৩) Do., Vues theosophiques d' Avicenne, Museon, Louvain, ১৮৮৬ খৃ.; (২৪) Do., L' Allegorie mystique (হ'ায়্য ইবন য়াক'জ'ান) অনুবাদ ও টীকাসহ, Museon, Louvre, ১৮৮৬ খৃ.; (২৫) Do., L' Oseau (Kitaab al-tayr) traite, mystique d' Avicenne, Museon ১৮৮৭ খৃ.; (২৬) Do., Vues d' Avicenne Sur l'astrologie et sur le rapport de la responsibilite humaine avec le destin, Museon ১৮৮৫ খৃ., (২৭) Do., Les repports de la philosophie d' Avicenne avec l'Islam considere

comme religion revelee et doctrine sur le developement theorique et pratique de l'ame, 1882 A. D., (২৮) Haneberg, Zur Erkenntniss lehre von Ibn Sina und Albertus Magnus, Munich ১৮৬৬ খৃ.; (২৯) Samuel Landauer, Beitrage Zur psychologie des Ibn Sina, Munich, ১৮৭৩ খৃ.; (৩০) Max Horten, Das Buch der Genesung der Seele, শিফা' পুস্তকের জার্মান অনুবাদ, ১৯০৭ খৃ.; (৩১) Do., Texte zum streite Zwischen das Glauben und Wissen im Islam, (Farabi, Avicenna, Averroes), Bon ১৯১৩ খৃ.; (৩২) T. J. de Boer, Geschichte der philesophie im Islam, ১৯০১ খৃ.; (৩৩) Leon Gauthier, La philcsophie Musulmane, ১৯০০ খৃ.; (৩৪) B. Carra de Vaux, Avicenna, Paris ১৯০০ খৃ.; (৩৫) Do., Les penseurs de l'Islam, Paris ১৯২৩ খৃ; (৩৬) Vattier, La logique du fils de Sina, Paris ১৮৫৪ খৃ.; (৩৭) Forget, L' influence de la philosophie arabe sur la philosophie Scholastique, (Reveu neo-Scholastique) ৪১ পৃ. হইতে ৩৮৫ পৃ.; (৩৮) Les Arabes et l'Aristotelisme (Les : C. Huit, Annales de philosophie chretienne), Paris ১৮৯০ খৃ., ২৯ খণ্ড; (৩৯) Munk, Ibn Sina (Dictionnaire des sciences de Academie Francais), ১৮৮৫ খৃ.; (৪০) Do., Melanges de philosophie Juive et arabe, ১৮৮৬ খৃ.; (৪১) Aug. Schmolders, Essai sur les ecoles philosophique chez les Arabes et notamment sur de doctrine d' Algazzel, ১৮৪২ খৃ.; (৪২) G. Quadri, La philosophie arabe dans l' Europe medievale (Ibn Sina). আত'ালয়'ীকৃত অনুবাদ, প্যারিস ১৯৪৭ খৃ.; (৪৩) Etinene Gilson, Augustinisme Aviccnnisant (Arch. de Hist. doct. et litt. du moyen age), (৪৪) M. Goichen, La distinction de l'essence et de l'existence d' apres Ibn . Sina, প্যারিস; (৪৫) Do., Le livre de la definition d' Ibn Sina; (৪৬) Do., Lexique de la philosophie d' Ibn Sina, Paris ১৯৩৪ খৃ.; (৪৭) ইব্‌রাহীম মাদ'কুর, L' orgnon d' Aristotle dans le monde Arabe, paris ১৯৩৪ খৃ.; (৪৮) E. Gilson, Avicenne et le point de Duns Scot Arch. d' Hist. 'de med, ১৯২৭ খৃ.; (৪৯) Goichen, Une Logique la d' moderne a l' epoque medieval La logique d' Avicenne (Arch. d' hist. doct. et. litt. du moyen age), ১৯৪৮ খৃ.; (৫০) Do., La philosophie d' Avicenna et son influence en Europe medievale, ১৯৪৪ খৃ.; (৫১) Louis Gardet, Quelques aspects de la pensee avicenna (Revue thomiste, ১৯৩৯ খৃ.); (৫২) Encyclopaedie de l' Islam-এ দেখুন "হি'কমাঃ" (Huart) এবং "ইশ্‌রাক'ীয়ূন" (de Boer); (৫৩) M. S. Pinet, Compte rendu sur Avicenna. (Revue des Etudes islamiques); (৫৪) E. Gilson, Les sources greco-arabes de l' Augustinisme avicennisant (Arch. d'hist. 'doct. et litt, du moyen age 1930), (৫৫) Do, Pourquoi saint Thoms a critique saint Augustin (ঐ সংগ্রহ, ১৯৩৬ খৃ.), (৫৬) ইব্‌ন সীনার পুস্তকাবলীর তালিকা 'উছ'মান আরগীন ব্যতীত Goichon-ও প্রস্তুত করিয়াছেন কাতিব চেলেবী এবং ইব্‌ন কি'ফত'ী অনুযায়ী। দেখুন-Goichen, La philosophie d' Aviconne প্রাথমিক অংশ। কয়েকটি ভ্রম এই গ্রন্থকার Distinction de l' essence et l' existence পুস্তকে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ইব্‌ন সীনার মুদ্রিত এবং হস্তলিখিত পুস্তকসমূহের একটি পূর্ণ তালিকা G. C. Anawati, Essai de Bibliographie Avicenniene (কায়রো ১৯৫০ খৃ.)-তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; (৫৭) A., R. Nicholson, A Literary History of the Arabs, পৃ. ৩৬০ প.; (৫৮) ইব্‌ন আল-'আরাবী, ত'ারীখ্ মুখ্‌তাস'ারি'দ্-দুওয়াল, ৩২৫ পৃ.; (৫৯) ইব্‌ন ক'াত'লুবগ'া, তাজু'ত্-তারাজিম, ১৯; (৬০) আবু'ল-ফিদা', ২খ, ১৬১; (৬১) আল-বাগ'দাদী, খিযানাতু'ল্-আদাব, ৪খ, ৪৬৬; (৬২) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতু'ল্-জান্নাত, ২৪১; (৬৩) আদাবু'ল্-লুগ'াঃ, ২খ, ৩৩৬; (৬৪) লিস্'ানু'ল-মীযান, ২খ, ২৯১; (৬৫) আল-ফিহ্‌রিসু'ত্-তাম্‌হীদী, ৪৫৩, ৪৬৪, ৪৯৭, ৫১৬ হইতে ৫৬৬; (৬৬) ইব্‌ন ক'ায়্যিম আল-জাওযী, ইগ'াছ'াতু'ল-লাহ্‌ফান, মিসর ১৩৫৭ হি. ২খ, ২৬৬; (৬৭) আর-রাদদু 'আলা'ল-মানৃতি'কি'য়্যান, ১৪১ প.; (৬৮) আমীন মুরসী ইব্‌ন সীনার সমুদয় রচনাবলীর একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া ১৯৫০ খৃস্টাব্দে ইহা প্রচার করেন। ইহা দারু'ল-কুতুব আল-মিস্'রিয়্যাঃ-তে রক্ষিত আছে। আখ্‌বারু হি'মায়াতি'ল-ইস্‌লাম, ইব্‌ন সীনা নম্বর ২৫ জুন, ১৯৫৪ খৃ.; (৬৯) জামীল স'ালীবা, ইব্‌ন সীনা; (৭০) জার্‌জ সাহ'াতাঃ হ'াফ্‌ওয়ানী, মুআল্লাফাতু ইব্‌ন সীনা; (৭১) মাহ্'মূদ আল-'আক'ক'াদঃ আশ-শায়খু'র-রাইস ইব্‌ন সীনা; (৭২) বুলস মাস্'আদ, ইব্‌ন সীনা আল-ফায়লসুফ; (৭৩) হ'ামূদাঃ গ'ারাবাঃ, ইব্‌ন সীনা বায়্‌না'দ-দীনি ওয়া'ল-ফাল্‌সাফাঃ; (৭৪) আশ-শাহ্‌রাস্তানী, ৩৪৮ প.; (৭৫) হ'াজ্জী খালীফাঃ, কাশ্‌ফু'জ'-জু'নুন, মুদ্রণ য়ালতাক'ায়্যা, নং ৯৪ স্তম্ভ, ১৩১১, "ক'ানূন" শিরোনামে; (৭৬) আর-রাগি'ব. আয'-য'ারী'আঃ, ২খ, ৪৮, ৯৬ ও ৭খ, ১৮৪; (৭৭) Leclerc, ১খ, ৪৬৬; (৭৮) Brockelmann, ১খ, ৪৫২ ও suppl. ১খ, ৮১২; (৭৯) A. Muller, Der Islam, ২খ, ৬৭ প.; (৮০) Encyclopaedia of Religion and Ethics, ২খ, ২৭২ প.; (৮১) Guiseppe Gabrieli, Avicenna; (৮২) E. G. Browne, Literary History of Persia, ২খ, ১০৬—১১১ ১৯০৬ খৃ.,; (৮৩) Do., Arabian Medicine, ১৯২১ খৃ.; (৮৪) H. G. Farmer, The Arabian Influence on Musical Theory, in JRAS, পৃ. ৬১-৮০ ১৯২৫ খৃ., ও in ISIS, ৮খ, ৫০৮-৫১১; (৮৫) K. Sudholf, Planta noctis, ১৯০৯ খৃ.। ইব্‌ন সীনার 'ক'ানূন'-এ উদ্ভিদ জাতীয় একটি রোগের উল্লেখ আছে। ইহা বেশীর ভাগে স্ত্রীলোকেরই হয়। ক'ানূনের লাতীন অনুবাদে ভুলবশত বানাত (স্ত্রীলোক) শব্দকে নাবাত (গাছপালা) পড়া হইয়াছে এবং অনুবাদে ইহার প্রতিশব্দ Planta ব্যবহৃত হইয়াছে (Sarton ১খ, ৭১২); (৮৬) E. I., ৩খ, পৃ. ৯৪১ প. লাইডেন ১৯৭৯ খৃ.।

সায়্যিদ নাযির নিয়াযী (দা মা .ই.)/মোঃ রেযাউর রহীম

ইব্‌ন সীরীন (ابن سیرین) আবু বাক্‌র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন

সীরীন প্রবীণ তাবি'ঈগণের অন্যতম, হ'াসান বাস'রী [দ্র.]-র সমসাময়িক এবং হযরত আনাস ইব্‌ন মালিকের মাওলা ছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার পিতা জারজারায়া-র একজন টিন-মিস্ত্রী ছিলেন; তাঁহাকে খালিদ (রা) ইব্‌ন ওয়ালীদ 'আয়নু'ত-তামার হইতে যুদ্ধবন্দী গোলামরূপে লইয়া আসেন (معجم ما استعجم)। কিন্তু এই বর্ণনা সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ 'আয়নু'ত-তামার বিজয় ১২ হিজরীতে হইয়াছিল, অথচ তখনও ইব্‌ন সীরীনের জন্মই হয় নাই। একটি বর্ণনায় দেখা যায়, ইনি মায়সান-এর যুদ্ধবন্দী ছিলেন এবং মুগ'ীরাঃ (রা) ইহা জয় করেন। তাঁহার মাতা স'াফিয়্যাঃ হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর মাওলা ছিলেন। ইব্‌ন সীরীন দ্বিতীয় পর্যায়ের হ'াদীছ' বর্ণনাকারীদের শামিল ছিলেন এবং তিনি আবূ হুরায়রাঃ (রা), আনাস্‌ ইব্‌ন মালিক (রা) [দ্র.] ও অন্যান্য স'াহ'াবী হইতে হ'াদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বসরায় বসবাস করেন এবং তাঁহার ভগিনী হ'াফস'াঃ, ও কারীমাঃ এবং ভাই আনাস, মা'বাদ ও য়াহ্'য়া-এর ন্যায় পার্থিব বিষয়ে অনাসক্তি ও পরহেজগারীর জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন (দ্র. ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৮খ, ৩৫৫ প.)। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তিনি একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া স্বীকৃত। পরবর্তী যুগের 'আলিমগণ স্বপ্ন ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁহার নামে কয়েকটি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। যেমন মুন্‌তাখাবু'ল-কালাম ফী তাফ্‌সীরি'ল-আহ'লাম (কায়রো ১৮৬৮ খৃ.), 'আব্‌দু'ল-গ'ানী আন-নাবুলুসী কৃত তা'ছ'ীর পুস্তকের ১ম খণ্ডের হ'াশিয়াতে মুদ্রিত; কিতাবু তা'বীরি'র-রু'য়া যাহা ফিহ্‌রিস্তের ন্যায় প্রাচীন পুস্তকেও উল্লিখিত রহিয়াছে (পৃ. ৩১৬), কায়রো ১২৮১ হি., লখ্‌নৌ ১৮৭৪ খৃ., বোম্বাই ১৮৭৯ খৃ.; এবং কিতাবু'ল-জাওয়ামি', কায়রো ১৮৯২ খৃ.; বিশেষ দ্র. Hirschfeld in Verhandl. des XIII. internat. Orient. Kongresses. Hamburg, P. 307; Steinscheider, in Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesells. ঐ, পৃ. Lxviii ৩০৪, পরিশিষ্ট ২, এবং সেইখানে যেই সমস্ত পুস্তকের উল্লেখ রহিয়াছে।

ইব্‌ন সীরীনের জন্ম বসরাতে ৩৩/৬৫৩ সনের কাছাকাছি হইয়াছিল এবং তিনি বসরাতেই ৯ শাওওয়াল, ১১০/১৫ জানুয়ারী, ৭২৯ খৃস্টাব্দে ইন্‌তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন কু'ত'ায়বাঃ, মা'আরিফ, পৃ. ২২৬; (২) নাওয়াব'ী, ed. Wustenfeld, ১০৬ প.; (৩) ত'াবাক'াতু'ল-হু'ফ্‌ফাজ' ৩খ, ৯; (৪) ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৭/১খ, ১৪০-১৫০; (৫) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, ed. Wustenfeld, পৃ. ৫৭৬; (৬) ইব্‌ন কাছ'ীর, আল-বিদায়াঃ, ৯খ, ২৬৭; (৭) আল-খাওয়ান্‌সারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত, ৬৮০; (৮) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শায'রাত, ১খ, ১৩৮; (৯) য়াফি'ঈ, মির্‌আতু'ল-জিনান, ১খ, ৩৬২ প.; (১০) ইব্‌ন তাগ'রীবির্‌দী, আন-নুজূমু'য-যাহিরাঃ, ১খ, ২৯৮ Leiden ১৮৫১ খৃ.; (১১) আল-খাত'ীব, তা'রীখ ৫খ, ৩৩১ প. বাগ'দাদ মিসর ১৯৩১ খৃ.,; (১২) আবূ নু'আয়ম, হি'ল্‌য়াঃ ২খ, ৩৬৩ প.; (১৩) ইব্‌ন হ'াজ'র, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, ৯খ, ২১৪; (১৪) ইব্‌ন হ'াবীব, আল-মুহ'াব্বার, ৩৭৯, ৪৮০; (১৫) ইব্‌ন নাদীম, আল-ফিহ্‌রিস্ত, ed. Flugel, ৩১৬; (১৬) Brockelmann, ১খ, ৬৬ and suppl. I : 102, EI. 1979, 947.

(দা.মা.ই.)/মোঃ রেযাউর রহীম

ইব্‌নু'স-সুন্নী (ابن السنى) আবূ বাক্‌র আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌হ'াক' আদ-দীনাওয়ারী আশ-শাফি'ঈ ইব্‌ন আস-সুন্নী নামে পরিচিত, জা'ফার ইব্‌ন আবী ত'ালিব-এর মাওলা এবং হ'াদীছে'র বিখ্যাত 'আলিম ছিলেন। তিনি আশি বৎসরেরও বেশী জীবিত ছিলেন এবং ৩৬৪/৯৭৪ খৃস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হ'াদীছে'র জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে তিনি প্রায়ই পর্যটনে রত থাকিতেন। ইব্‌নু'স-সুন্নী অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যেমন—(১) 'আমালু'ল-য়াওম ওয়া'ল-লায়লাঃ (অথবা 'আমালু য়াওম ওয়া-লায়লাঃ, দেখুন শায'রাত); ইহাতে দিন-রাত্রির কর্ম বিষয়ে রাসূল (স')-এর হ'াদীছ' সমূহ একত্র করা হইয়াছে। এই বিষয়ে ইমাম সানাঈ, আবূ না'ঈম ইস্‌ফাহানী, সুয়ূত'ী এবং আল-মুন্‌যি'রীও হ'াদীছ' সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু ইব্‌নু'স-সুন্নীর পুস্তক অধিকতর ব্যাপক। ইহার পাণ্ডুলিপি বাঁকীপুর, রামপুর এবং বার্লিনে রক্ষিত আছে। ১ম মুদ্রণ হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, হি. ১৩১৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৮। (২) ক'ানা'আত বিষয়ে একটি পুস্তিকা। (৩) আল-মুজ্‌তাবা, সুনানু নাসাঈ-এর সার-সংক্ষেপ। হ'াদীছ' বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়াছেন।

তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে ইমাম সানা'ঈ, 'উমার ইব্‌ন 'আব্‌দান বাগ'দাদী, আবূ খালীফাঃ আল-জামাহী, আবূ 'উরূবাঃ আল-হ'াররানী, যাকারিয়্যা আস-সাজী এবং আয-যামালকানী প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হয়। 'আলী ইব্‌ন 'উমার আল-আসাদ-আবাদী, 'আবদুল্লাহ আল-ইস'ফাহানী এবং আহ'মাদ আল-কাস্‌সার প্রমুখ তাঁহার ছাত্রবর্গের কয়েকজন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) য়াফি'ঈ মির্‌আতু'ল-জানান, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ২খ, ৩৮০; (২) সুব্‌কী, ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ঈয়্যাঃ, প্রথম মুদ্রণ, ২খ, ৯৬; (৩) য'াহাবী, তায'কিরাতু'ল-হু'ফ্‌ফাজ' ৩খ, ১৫১, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য; (৪) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শায'রাতু'য'-য'াহাব, ৩খ, ৪৭; (৫) হ'াজ্জী খালীফাঃ, কাশ্‌ফু'জ'-জু'নূন, ৪খ, ২৬৮; (৬) Brockelmann, 1 : 165, Suppl. 1, 274.

'আবদু'ল-মান্নান 'উমার (দা.মা.ই.)/মোঃ রেযাউর রহীম

ইব্‌ন হ'াওক'াল (ابن حوقل) আবূ'ল-ক'াসিম (মুহ'াম্মাদ) আন-নাস'ীবী আল-বাগ'দাদী (কাশ্‌ফু'জ'-জু'নূন), বিখ্যাত 'আরব পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি রামাদ'ান ৩৩১/মে ৯৪৩ সালে বাগ'দাদ হইতে নির্গত হন বিভিন্ন দেশ ও দেশবাসীকে জানিবার এবং ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে (কিতাব সূরাতু'ল-আরদ', ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৩)। তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের প্রায় সকল মুসলিম দেশ ভ্রমণ করেন এবং তাঁহার পূর্ববর্তী পরিব্রাজক আল-জায়হানী, ইব্‌ন খুররাদায'বিহ এবং কু'দামাঃ-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলি অতিশয় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। Dozy-র মতে, তিনি ফাতি'মী খলীফাদের অধীনে গুপ্তচরের কার্য করিতেন। ভ্রমণকালে খুব সম্ভব হি. ৩৪০ সনের দিকে ইস্‌ত'াখরী-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাত লাভ ঘটে। এই ভূগোল লেখকের অনুরোধে ইব্‌ন হ'াওক'াল তাঁহার মানচিত্রগুলি ও তাঁহার গ্রন্থের সংশোধন করিয়া দেন। কিন্তু তিনি পরে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি স্বয়ং নূতন সূত্রে গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন এবং তদনুসারে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া উহাকে "আল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক" (আল-মাফাবি'য ওয়া'ল-মাহালিক)-এই নামে প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানি ৩৬৭/৯৭৭-এর পূর্বে সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই, অথচ কাশ্‌ফু'জ'-

[illegible] এই গ্রন্থকারের মৃত্যু সন নির্ণয় করিয়াছেন ৩৫০/৯৬১। de Goeje মূল 'আরবীতে Bibl. Geogr. Arab-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়াছেন (Leyden ১৮৭৩)। ইহার পূর্বে পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশনা ও আংশিক অনুবাদ সম্পর্কে উল্লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা এবং উপরিউক্ত সিরিজের প্রথম খণ্ড দেখুন। Kramers ইব্ন হা'ওক'লের "কিতাব সূরাতু'ল-আর্দ" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন (Leyden ১৯৩৮)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) P. J. Uylenbrock, De Ibn Haukalo Geographo, etc., Lugd. Bat. 1822 A. D. p. 5—17; (২) de Goeje, Die Istakhri-Balkhi Frage in ZDMG, 25, (A. D. 1871), p. 42 প.; (৩) do., Bibl. Geogr. Arab. Vol. 4, Praef., p. iv প.; (৪) Dozy, Hist. des Musulmans d' Espagne, 3 : 17, 181; (৫) Carra de Vaux, Les Penseurs d. l'Islam, 2 : 8; (৬) সু'ফী তাবাস্সুম, "মুসালমানূঁ কা 'ইল্ম-ই-জুগ'রাফীয়াঃ আওর শাওক'-ই-সিয়াহ'াত" (উর্দূ, আংশিক অনুবাদ), লাহোরে মুদ্রিত; (৭) H. Kurdian, The date of the Oriental Geography of Ibn Haukal, in JAOS, 54, (1934) 84—85, (রচয়িতা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইব্ন হা'ওক'ল-এর কিতাব ৮৯১ খৃ.-এর পূর্বেকার, খৃ. ৯০২ সনের পরে রচিত নহে); (৮) Brockelmann, 1 : 229, Suppl. 1 : 408; (৯) হা'াজ্জী খালীফাঃ, কাশ্ফু'জ-জু'নূন, মুদ্রণ : য়ালতাক'ায়া ১৯৪৩, স্তম্ভ ১৬৬৪। F. 1979, III. 786 প.

C. von Arendonk (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ইব্ন হা'জার আল-'আসকালানী (ابن حجر العسقلانى) আবু'ল-ফাদ্'ল শিহাবু'দ-দীন আহ'মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আহ'মাদ আল-কিনানী আল-'আসক'ালানী আল-মিস্'রী আল-ক'াহিরী ছিলেন শাফি'ঈ মায'হাব অবলম্বী বিখ্যাত মুহ'াদ্দিছ', ঐতিহাসিক এবং ফাক'ীহ। ইনি ১২ শা'বান, ৭৭৩/১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৩৭২ সনে মিস্র আল-'আতীক' (প্রাচীন কায়রো)-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং অতি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হন। তাঁহার পিতা নূরু'দ-দীন প্রসিদ্ধ 'আলিম এবং ফাত্ওয়া প্রদান ও অধ্যাপনার সনদপ্রাপ্ত ছিলেন। আল-'আসক'ালানী বিখ্যাত বণিক যাকিয়্যু'দ-দীন আল-খাররূবী-এর অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত হন। মাত্র নয় বৎসর বয়সে তিনি কু'রআন মাজীদ মুখস্থ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ফিক'হ ও 'আরবী ব্যাকরণের প্রাথমিক পুস্তকগুলি আয়ত্ত করেন। তারপর তিনি বেশ কিছু কাল ধরিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে থাকেন সমসাময়িক বিশিষ্ট কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট। যথা—আল-বুল্ক'ীনী ইব্নু'ল-মুলাক'কি'ন (মৃ. ৮০৪ হি.) এবং 'ইয্যু'দ-দীন ইব্ন জামা'আঃ (দেখুন, ইব্ন জামা'আঃ, ৪র্থ, উর্দূ দাইরাতু'ল-মা'আরিফ ইসলামিয়্যাঃ)-এর নিকট হা'দীছ' ও ফিক'হ অধ্যয়ন করেন, আত্-তানূখী-এর নিকট তাজ্ভী'দ শিক্ষা করেন, মুহি'ব্বু'দ-দীন ইব্ন হিশাম (মৃ. ৭৯৯ হি.) এবং ফীরূযাবাদী-র নিকট 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ৭৯৩/১৩৯০ সনের ডিসেম্বর মাসের শুরু হইতে তিনি কেবল হা'দীছ' অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজায এবং য়ামানে কয়েকবার ভ্রমণ করেন এবং ঐ সমস্ত স্থানের কয়েকজন খ্যাতনামা ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি একাদিক্রমে দশ বৎসরকাল যায়নু'দ-দীন 'ইরাক'ী (মৃ. ৮০০ হি.)-এর নিকট হা'দীছ' অধ্যয়ন করেন। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে অধিক সংখ্যক তাঁহাকে ফাত্ওয়া দেওয়া ও অধ্যাপনা করার অনুমতি দান করেন।

কয়েকবার ক'াদ'ী-র পদ প্রত্যাখ্যান করার পর অবশেষে তিনি তাঁহার বন্ধু ক'াদি'য়'ল-কুদ'াত (প্রধান বিচারপতি) জামালু'দ-দীন আল-বুল্ক'ীনির অনুরোধে তাঁহার সহকারী হইতে স্বীকৃত হন। মুহ'াররাম, ৮২৭/ডিসেম্বর, ১৪২৩ সনে তিনি ক'াদি'য়'ল-কু'দাত নিযুক্ত হন। তিনি মোট ২১ বৎসর কাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, যদিও এই মেয়াদের মধ্যে তিনি কয়েকবার পদচ্যুত এবং পুনর্বহাল হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি কয়েকটি (সাখাব'ী-র মতে ১০টি) মসজিদ ও মাদ্রাসায় তাফ্সীর, হা'দীছ' এবং ফিক'হ বিষয়ের অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সে যুগের অভ্রান্ত নির্ভরযোগ্য হা'াফিযু'ল-হা'দীছ' ছিলেন এবং তাঁহার মজলিসে বহু বিশেষজ্ঞ আগ্রহের সহিত যোগদান করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ছিলেন দারু'ল-'আদ্ল (বিচারালয়)-এর মুফ্তী, বায়বারসিয়্যাঃ কলেজের অধ্যক্ষ, জামি'উ'ল-আয্হার এবং পরে কুব্বাতু'ল-মাহ্'মূদিয়্যার খাত'ীব।

ইব্ন হা'জার কবি ও গদ্য লেখক হিসাবেও বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন এবং স্বীয় জীবদ্দশায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক তৎপরতা প্রদর্শন করেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির খুবই চাহিদার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কয়েকটি শাখায় ইসলামী জ্ঞান-চর্চার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য তৎকৃত বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাত্হ'ল-বারী ফী শার্হি'ল-বুখারী (বুলাক' হি. ১৩০০-১৩০১, দিল্লী—১৮৯০ খৃ.) তিন শত দীনার মূল্যে বিক্রয় হইত। কথিত হয়, তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৫০। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকখানির উল্লেখ করা হইল :

১। আল-ইস'াবাঃ ফী তাম্য়ীযি'স'-স'াহ'াবাঃ, মুদ্রণে মুহ'াম্মাদ ওয়াজীহ, গ'োলাম ক'াদির, 'আবদু'ল-হ'াক্কি এবং Sprenger, কলিকাতা ১৮৫৬-১৮৭৩ খৃ., এবং কায়রো ১৩২৫-১৩৩২ হি.; ২। তাহ্যী'বু'ত-তাহ্যী'ব (দিল্লী ১৮৯১ খৃ., হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩২৫-১৩২৭ হি.), ৩। تعجيل المنفعة بزوائد رجال الائمة الاربعة (হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩২৪ হি.), ৪। القول المسدد فى الذب عن المسند للامام احمد (হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩১৯ হি.), ৫। বুলূগু'ল-মারাম মিন্ আদিল্লাতি'ল-আহ্'কাম ফী 'ইল্মি'ল-হা'দীছ', লক্ষ্ণৌ ১২৫৩ হি., কায়রো ১৩৩০ হি., [উর্দূ তর্জমাঃ ও ব্যাখ্যা, লাহোর]; ৬। নুখবাতু'ল-ফিক্র ফী মুস'ত'ালাহি' আহ্লি'ল-আছ'র, এবং ৭। উহার ব্যাখ্যা নুয্হাতু'ন-নাজ'ার ফী তাওদ'ীহ' নুখবাতু'ল-ফিক্র, (মুদ্রণে Lees ইত্যাদি Bibl. Indica, New Series, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ.), ৮। الدرر الكامنة فى اعيان المائة الثامنة—হিজরী অষ্টম শতাব্দীর বিশিষ্ট লোকদের জীবনীকোষ, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৪৮-১৩৫০ হি.; ৯। ইন্বাউ'ল-গু'মর বি আব্নাই'ল-'উমর; ১০। রাফ্'উ'ল-ইস্'র 'আন কুদ'াতি মিস্'র (শেষোক্ত তিনটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির বিবরণের জন্য Brockelmann-এর 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস দেখুন); ১১। ত'াওয়ালি' আত-তাসীস ফী মা'আলী ইব্ন ইদ্রীস (ইমাম শাফি'ঈর ফযীলত সম্পর্কে), বুলাক' ১৩০১

হি.; ১২। দীওয়ান (বুলাক' ১৩০১); ১৩। ত'াক'রীবু'ত-তাহ্য'ীব, তাহ্য'ীবু'ত-তাহ্য'ীবের, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, লক্ষ্ণৌ ১২৮১-৮২ হি.); ১৪। ত'াবাক'াতু'ল-মুদাল্লিসীন (মিসর ১৩২২ হি.); ১৫। লিসানু'ল-মীযান (হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩২৯—১৩৩১); ১৬। আদ্-দিরায়াঃ ফী মুন্তাখাব তাখ্রীজ আহ'াদীছি'ল-হিদায়াঃ দিল্লী-১৮৮২ খৃ.)।

Brockelmann তাঁহার উপরোল্লিখিত গ্রন্থে ইব্ন হ'াজারের গ্রন্থগুলির বিস্তারিত বিবরণ দানের বেলায় আরও বহু গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে দ্র. Landberg, Cat. de Mss. arabes, ৩১, ৩২, ৫৩, ৬৭, ৮৮, ৯৮, ১০৬, ২২৮, ২৭৯, ৩১১; Houtsma, Cat. d'une coll. ৭৬৩, ৭৬৪, (?) ৭৮৩, Die Islam... Mss. Vollers (Leipzig), ফিহ্রাসু'ল-মাখ্ত্'ত'াত, দারু আল-কুতুব আল-জ'াহিরিয়্যাঃ, মুসুফ আল্-'আশ, দামিশ্ক' ১৯৪৭ খৃ.।

ইব্ন হ'াজার ১৮ যু'ল-হি'জ্জাঃ, ৮৫২/১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৪৪৯ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার ছাত্র আস-সাখাব'ী তাঁহার একখানি বিস্তারিত জীবনী গ্রন্থ লিখিয়াছেন, নাম: আল-জাওয়াহির ওয়া'দ-দুরার ফী তারজুমাঃ শায়খু'ল-ইস্লাম ইব্ন হ'াজার।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) আস্-সাখাব'ী, الضوء اللامع পাণ্ডুলিপি, লাইডেন (ফিহ্রিস্ত, ২য় মুদ্রণ, ২খ, ১১৭ প.) পৃ. ৩৮৯ প., মুদ্রিত গ্রন্থ ২খ, ৩৬-৪০; (২) ঐ গ্রন্থকার, ذيل على رفع الاصر পাণ্ডুলিপি, লাইডেন (ক্যাটালগ ২য় সংস্করণ, ২খ, ১৯০ প.) পত্র ১২৯, الف-১৩৩ب; (৩) Quatremere, Notice sur Ahmed Ebn Hadjar Askelani, Hist. des Sultans Mamlouks, 1/2: 209—219; (৪) ترجمة شيخ, তাহ্য'ীবু'ত-তাহ্য'ীব, ১২শ খণ্ডের (হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩২৭ হি.) শেষে প্রদত্ত ইব্ন আয়াস, بدائع الزهور, বুলাক' ১৩১১ হি., ২খ, ৭, ৯ প., আরও ১৮, ১৯, ২০, ২৮, ২৯, ৩২ প.; (৫) Brockelmann, 2: 67; (৬) Suppl. 2: 72 with Bibliography given therein.; (৭) আস-সাখাব'ী, التبر المسبوك فى ذيل السلوك, বুলাক' ১৮৯৬ খৃ., পৃ. ২৩০ প.; (৮) 'আলী মুবারাক, আল-খিত'াত' আল-জাদীদাঃ, ৬খ, (বুলাক' ১৩০৩ হি.), ৩৭-৩৯; (৯) সুয়ুত'ী, نظم العقيان فى أعيان الاعيان, ed. Hitti. New York ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৪৪-৫৩; (১০) ইব্নু'ল-'ইমাদ, شذرات الذهب فى اخبار من ذهب, কায়রো ১৩৫০-৫১ হি., ৭খ, ২৭০/২৭৩; (১১) ইব্ন হ'াজার, আদ-দুরারু'ল-ক'ামিনাঃ, ৪খ, ৪৯২; (১২) V. Rosen, Notiz uber eine merk-Wurdige arabische Handschrift, betitelt; (১৩) Fihrist, marwiyat Shaikhina Ibn Hadjar, in Bull. de' l'Academic imper. des Sciences de St. petersbourg, Vol. 26, (1880). Col. 18b-26b; (১৪) মুস'াজ্জাফাতু শায়খি'ল-ইসলাম ইব্ন হ'াজার, লাইডেন পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ১৮৫০; (১৫) সারকীস, মু'জামু'ল-মাত্'বু'আত, কায়রো ১৩৪৬ হি. স্তম্ভ ৭৭-৮১; (১৬) ইব্ন তাগ্'রিবির্দী, আন-নুজুমু'য-যাহিরাঃ, ৭খ, ৩২৬ প.; (১৭) আস-সুয়ুত'ী, হ'সনু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, ১খ, ১৫৩; (১৮) ইব্ন ফাহাদ আল-মাক্কী, লাহ'জু'ল-আল্হ'াজ', য'ায়লু ত'াবাক'াতি'ল-হ'ফ্ফাজ', ৩২৬ প., সুয়ুত'ী, য'ায়লু ত'াবাক'াতি'ল-হ'ফ্ফাজ', ৩৮০; (১৯) আশ-শাওকানী, আল-বাদ্রু'ত'-ত'ালি', ১খ, ৮৭; (২০) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত, ৯৪; (২১) ত'ালে কুপরু যাদেহ, মিফ্তাহু'স-সা'আদাঃ, ১খ, ২০৯; (২২) নাওয়াব সি'দ্দীক' হ'াসান, ইত্হ'াফু'ন-নুবালা', ১৯৩; (২৩) আস-সুয়ুত'ী, তাদ্রীবু'র-রাব'ী, ২৩২; (২৪) শাহ্ 'আবদু'ল-'আযীয, বুস্তানু'ল-মুহ'াদ্দিছ'ীন, ১১৩; (২৫) জামীল বেগ, 'উকূ'দু'ল-জাওহার, পৃ. ১৮৮; (২৬) EI. 1979, III, 776 প.।

C. Von Arendok (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ইব্ন হ'াজার আল-হায়্তামী (ابن حجر الهيتمى) শিহাবু'দ-দীন আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্ন মুহ'ম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হ'াজার আল-হায়্তামী আস্-সা'দী ছিলেন শাফি'ঈ মায্'হাবের বিখ্যাত 'আরব ফাক'ীহ, ৯০৯/১৫০৪ সনের শেষের দিকে রাজাব মাসে মিসরের আল-গ'ারবিয়্যাঃ প্রদেশের মহাল্লা আবু'ল-হায়তামে তাঁহার জন্ম। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ার পর সুপরিচিত সূ'ফী শায়খ শামসু'দ-দীন ইব্ন আবি'ল-হ'ামা'ইল (মৃ. হি. ৯৩২ ?) ও তাঁহার শিষ্য শায়খ শামসু'দ-দীন মুহ'ম্মাদ আশ্-শানাব'ী তাঁহার ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। শানাব'ী তাঁহাকে সীদী আহ্'মাদ আল-বাদাব'ী-র খান্ক'াহ্-তে ভর্তি করিয়া দেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর হি. ৯২৪ সনে তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষার জন্য আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। অল্প বয়স সত্ত্বেও তিনি যাকারিয়্যা আল-আন্সা'রী (মৃ. হি. ৯২৬), 'আবদু'ল-হ'াক্ক' আস-সুম্বাতী (মৃ. হি. ৯৩১), শিহাবু'দ-দীন আহ'মাদ আর্-রাম্লী (মৃ. হি. ৯৫৮), ন্যাসি'রু'দ্-দীন আত্'-ত'াব্লাব'ী (মৃ. হি. ৯৬৬), আবু'ল-হ'াসান আল্-বাক্রী (মৃ. হি. ৯৫২), শিহাবু'দ-দীন ইব্ন নাজ্জার আল্-হ'াম্বালী (মৃ. হি. ৯৪৯) প্রমুখ তদানীন্তন বিখ্যাত পণ্ডিতদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন, মাত্র ২০ বৎসর বয়স হইলেও ধর্মতত্ত্ব ও ফি'ক্হ-এ দক্ষতা অর্জন করেন এবং ফাত্ওয়া ও অধ্যাপনার অনুমতি লাভ করেন। আ'শ্-শানাব'ীর উদ্যোগে হি. ৯৩২ সনে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিয়া হি. ৯৩৩ সনে তিনি হ'াজ্জ যাত্রা করেন এবং পর বৎসরও মক্কায় অবস্থান করেন। মক্কায় তিনি ফাক'ীহসুলভ প্রণালীতে যে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন, মিস'রে প্রত্যাবর্তনের পরও হি. ৯৩৭ সন পর্যন্ত এই কার্যতৎপরতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। ঐ বৎসর তিনি সপরিবারে আবার হ'াজ্জ যাত্রা করেন এবং কিছুকাল মক্কায় অবস্থান করেন। হি. ৯৪৪ সনে তৃতীয় বার হ'াজ্জ করার পর তিনি স্থায়ীভাবে পবিত্র মক্কায় বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং পুস্তক রচনা ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিয়োজিত থাকেন। দূর-দূরান্তর হইতে বহু লোক তাঁহার নিকট ফাত্ওয়া লইতে আসিত। যাবীদ-এর শাফি'ঈ মুফ্তী ইব্ন যিয়াদ (মৃ. ৯৭৫ হি.)-এর সহিত তাঁহার ঘোর বিতর্ক যুদ্ধ হয়। ২৩ রাজাব, ৯৭৪/৩ ফেব্রুয়ারী, ১৫৬৭ সনে তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন ও আল-মা'আলাঃ-তে সমাধিস্থ হন।

শাফি'ই মায্'হাবের নির্ভরযোগ্য পাঠ্য গ্রন্থরূপে বিবেচিত হইত আর-রাম্লীকৃত আন-নিহায়াঃ-এর পরে এবং উহার পাশাপাশি ইব্ন হ'াজার রচিত তুহ্'ফাতুল-মুহ্'তাজ লি শারহি'ল-মিনহাজ (নাওয়াব'ী রচিত মিন্হ'াজু'ত্-ত'ালিবীন-এর ভাষ্য), বুলাক' ১২৯০ হি.। ইব্ন হ'াজার-এর অনুসারী (বেশী সংখ্যক ছিল হাদ'রামাওত, য়ামান ও হিজাযের অধিবাসী) এবং রাম্লীপন্থী (মিসর এবং শাম দেশের লোক)-দের মধ্যে প্রথম দিকে তুমুল তর্কযুদ্ধ চলিয়াছিল, কিন্তু পরে ইহাই স্বীকৃত হইল যে, রাম্লী

এবং ইব্‌ন হ়াজার উভয়েই ইমাম শাফি'ঈর মতবাদের সত্যিকারের প্রবক্তা এবং উভয়কে সমভাবে স্বীকৃতি দিতে হইবে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আল-ফাতাওয়া'ল-কুব্‌রা'ল-ফিক্‌হিয়্যাঃ (কায়রো ১৩০৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) E.I. ১৯৭৯, ৩খ, ৭৭৮ প.; (২) আল-ফাতাওয়া আল-কুব্‌রা (কায়রো ১৩০৮)-এর গ্রন্থপঞ্জী, ১খ, ৩-৫; (৩) তুহ্‌ফাতু'ল-মুহ্‌তাজ-এর মানাকি'ব (কায়রো ১৩০৮); (৪) 'আবদু'ল-ক়াদির ইব্‌ন শায়খি'ল-'আয়দারূসী, আন-নূরু'স-সাফির 'আন আখ্‌বারি'ল-ক়ারনি'ল-'আশির (কায়রো১৩৫৩), পৃ. ২৮৭-৯২; (৫) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব ফী আখ্‌বারি মান্‌ যাহাব্‌ (কায়রো ১৩৫০), ৮খ, ৩৭০-৭২; (৬) আশ্‌-শাওকানী, আল-বাদরু'ত-ত়ালি' বি মাহ়াসিন মান্‌ বা'দি'ল-ক়ারনি'স-সাবি' (কায়রো ১৩৪৮), ১খ, ১০৯; (৭) Brockelmann, GAL[2]. ii. 508 পৃ., Suppl, ii. 527-9; (৮) সারকীস, মু'জামু'ল-মাত্‌বূ'আত, (কায়রো ১৩৪৬), Coh. ৮১-৪।

ইব্‌ন হ়াযম (ابن حزم) আবূ মুহ়াম্মাদ 'আলী ইব্‌ন আহ়মাদ ইব্‌ন সা'ঈদ, একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন স্পেনীয় 'আরব পণ্ডিত, বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি ৩৮৪ হি. রামাদ়ানের শেষ তারিখে/৯৯৪ খৃ. ৭ নভেম্বর কর্দোভায় জন্মগ্রহণ করেন। নীবলা (Niebla) (তু. ইরশাদু'ল-আরীব, পৃ. ৮৮) জিলার মন্তালীশাম গ্রাম ছিল তাঁহার পরিবারের আদি বাসস্থান। তাঁহার পূর্বপুরুষদের মধ্যে তাঁহার প্রপিতামহই প্রথমে ইসলামে দীক্ষিত হন। তাঁহার পিতা শাসনকর্তা আল-মানসূ়র ও তৎপুত্র আল-মুজ়াফ্‌ফার-এর পারিবারিক তত্ত্বাবধায়ক পদে উন্নীত হন। তিনি য়াযীদ ইব্‌ন আবী সুফ্‌য়ানের জনৈক পারসিক মাওলার বংশধর বলিয়া দাবী করেন। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীর পুত্র হিসাবে ইব্‌ন হ়াযম বিভিন্নমুখী শিক্ষালাভ করেন। দরবারের পারিষদগণের মধ্যে তাঁহার যৌবন অতিবাহিত হইলেও ইহাতে তাঁহার অনুসন্ধিৎসু চিত্তের বহুমুখী বিকাশের পথ রুদ্ধ হয় নাই। ত়াওকু'ল-হ়ামামাঃ গ্রন্থে তাঁহার জীবনের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার উস্তাদ হিসাবে 'আবদু'র-রাহ়মান ইব্‌ন আবী য়াযীদ আল-আয্‌দীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ৪০০ হিজরীর পূর্বেই তিনি আহ্‌মাদ ইব্‌নু'ল-জাসূর-এর বহু বক্তৃতায় যোগদান করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক নানা গণ্ডগোলের মধ্যেও আমরা তাঁহাকে কর্দোভায় হ়াদীছ় অধ্যয়নে ব্যাপৃত দেখিতে পাই।

যেই রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে দ্বিতীয় হিশাম পুনরায় রাজক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন (৭০০/১০১০) সেই বিপ্লবের পর তাঁহার পিতার ন্যায় তাঁহাকেও নানা মর্ম-যাতনা ভোগ করিতে হয়। ৪০২ হিজরীর যু'ল-ক়া'দাঃ-র শেষের দিকে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। গৃহযুদ্ধে কর্দোভার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে এবং বালাত় মুগ়ীছ়-এ নির্মিত তদীয় পরিবারের মনোরম প্রাসাদ বার্বারদের হস্তে বিধ্বস্ত হওয়ায় ৪০৪ হিজরীর মুহ়াররাম মাসে তিনি উক্ত প্রাসাদ ত্যাগ করেন। অতঃপর আল-মেরিয়ার শাসনকর্তা খায়রান-এর সহযোগিতায়, যতদিন 'আলী ইব্‌ন হ়াম্মূদ উমায়্যাঃ বংশীয় সুলায়মানকে পরাজিত না করেন (মুহ়াররাম-৪০৭), ততদিন তিনি আল-মেরিয়ায় অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব জীবন যাপন করেন। কিন্তু উমায়্যাদের অনুকূলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া বিশ্বাসে প্রবুদ্ধ খায়রান তদীয় বন্ধু মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন ইসহ়াক়সহ তাঁহাকে কয়েক মাস কারারুদ্ধ রাখেন ও পরে উভয়কে নির্বাসিত করেন। দুই বন্ধু হি়স্‌নু'ল-ক়াস্‌র-এ আগমন করিলে তথাকার শাসনকর্তা তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। ৪র্থ 'আব্‌দু'র-রাহ্‌মান আল-মুর্‌তাদ়া ভ্যালেনসিয়ায় খলীফারূপে ঘোষিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া কয়েক মাস পরে তাঁহারা তাঁহাদের দলবল পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র পথে এই শহরে উপনীত হন। এইখানে ইব্‌ন হ়াযম অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তি সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি আল্‌-মুরতাদ়ার উযীরের পদ লাভ করেন এবং তাঁহার সৈন্যদল লইয়া গ্রানাডায় যুদ্ধ করিতে যান এবং শত্রুহস্তে বন্দী হন, কিন্তু কিছুকাল পরে মুক্তিলাভ করেন। ৪০৯ হি. সনের শাওওয়াল মাসে তিনি কর্দোভায় প্রত্যাবর্তন করেন; আল-ক়াসিম ইব্‌ন হ়াম্মূদ ছিলেন তখন সেখানে খলীফা। তিনি বিতাড়িত হইলে বিদ্যোৎসাহী 'আবদু'র-রাহ়মান (৫ম) আল-মুস্‌তাজ়হির খলীফা মনোনীত হন (৪১৪/১০২৪)। তিনি তাঁহার বন্ধু ইব্‌ন হ়াযমকে উযীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে 'আবদু'র-রাহ়মান নিহত হইলে (যু'ল-ক়া'দাঃ, ৪১৪) ইব্‌ন হ়াযম পুনরায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কতকাল তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত করা যায় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, ৪১৮/১০২৭ সনের দিকে তিনি জাটিভা-য় বাস করিতেন। আল-জায়্যানীর (য়াক়ূতে বর্ণিত) মতে—হিশাম আল-মু'তাদ্‌দ্‌-এর অধীনে তিনি পুনরায় উযীরের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার শেষ জীবনের অতি সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়।

তাঁহার সর্বপ্রথম রচনাগুলির অন্যতম গ্রন্থ ত়াওকু'ল-হ়ামামাঃ ফি'ল-উল্‌ফাঃ ওয়া'ল-উল্লাফ (ed. by D. K. Petroff, Leiden 1914; Engl. Transl. by A.R. Nykl, A book containing the Risala known as the Dove's Neckring about Love and Lovers, Paris 1931; ed. with French Transl. by L. Bercher, Algiers 1949; German Transl. by M. Weisweiler, Halsband der Taube, Leiden 1941); Dozy এই গ্রন্থের সন্ধান দিয়াছিলেন। ইব্‌ন হ়াযম ইহা রচনা করিয়াছিলেন জাটিভা-য় হি. ৪১৮ সনের দিকে (Nykl তাঁহার ভূমিকায় রচনার সময় নির্দেশ করিয়াছেন ৪১২-৩/১০২২)। এই গ্রন্থে তিনি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, চমৎকার ভাষা জ্ঞান ও চিত্তাকর্ষক কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। খুব সম্ভব প্রায় একই সময়ে তিনি 'রিসালাঃ ফী ফাদ়্‌লি'ল-আন্দালুস' নামক গ্রন্থখানি রচনা করেন, তাঁহার বন্ধু আবূ বাক্‌র মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌হ়াক়-এর নামে ইহাকে উৎসর্গ করেন এবং আল-মাক়্‌ক়ারী (সম্পা. Dozy, ২য় খণ্ড, ১০৯-১২১)-তে ইহা উল্লিখিত হয়। তিনি কয়েকখানা ঐতিহাসিক পুস্তকও (Brockelmann, GAL, supplement, ১ম, ৬৯৪-৫) রচনা করেন।

বিশেষভাবে হ়াদীছ়বেত্তা ও ধর্মতত্ত্ববিদ হিসাবেই ইব্‌ন হ়াযম বিপুল সাহিত্য কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেন। তিনি প্রথমে ছিলেন শাফি'ঈ মায্‌হাবের একজন উৎসাহী অনুসারী। কিতাবু'ল-মুহ়াল্লা-বি'ল-আছ়ার ফী শারহি'ল-মুজাল্লা বি'ল-ইক্‌তিস়ার (কায়রো ১৩৪৭-৫২) এই যুগে লিখিত গ্রন্থাবলীর অন্যতম। পরবর্তীকালে তিনি জ়াহিরিয়্যাঃ মত গ্রহণ করিয়া ইহার ভক্ত সমর্থকে পরিণত হন। উপরিউক্ত রিসালাঃ রচনার সময় পর্যন্ত তাঁহার এই মত পরিবর্তন সম্পূর্ণ হয়। সম্ভবত তাঁহার শিক্ষক আবু'ল-খিয়ার অর্থাৎ মাস'উদ্‌ ইব্‌ন সুলায়মানের শিক্ষা তাঁহার উপর কিছুটা

প্রস্তাব বিস্তার করিয়াছিল। Goldziher তাঁহার Die Zahiriten গ্রন্থে সর্বপ্রথম সম্যক্‌রূপে ইব্‌ন হ'াষ্‌ম-এর গ্রন্থ ইব্‌তালু'ল-কি'য়াস ওয়া'ল-ইস্‌তিহ্'সান ওয়া'ত-তাক্'লীদ ওয়া'ত্-তা'ল'ীল-এর সমালোচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি জোরের সহিত তাঁহার এই মত সমর্থন করেন যে, হ'াদীছ' এবং وحى-এর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইসলামী আহ্'কামের এইরূপ অনুসিদ্ধান্তগুলি অবশ্যই অগ্রাহ্য।

ইব্‌ন হ'াযমই সর্বপ্রথম 'আক'াইদে জ'াহিরিয়্যাঃ নীতি প্রয়োগ করেন। তাঁহার মতে, এক্ষেত্রেও লিখিত শব্দের (কু'রআন) মৌলিক অর্থ ও প্রতিষ্ঠিত হ'াদীছ' চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে তিনি তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবু'ল-ফাস্'ল ফি'ল-মিলাল ওয়া'ল-আহ্‌ওয়া' ওয়া'ন-নিহ'াল-এ (১৩১৭-২১ এবং ১৯২৯ সনে কায়রোতে সম্পাদিত)ইসলামের ধর্মনৈতিক দলগুলির তীব্র সমালোচনা করেন এবং বিশেষভাবে আশ্'আরীপন্থীদিগকে, বিশেষত আল্লাহ্‌র সি'ফাত সম্পর্কে তাঁহাদের মতবাদকে আক্রমণ করেন। কিন্তু কুর'আনে উল্লিখিত আল্লাহ্‌র প্রতি মানবীয় গুণাবলী আরোপক বাক্যসমূহের একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য বিধানের বেলায় তিনি তাঁহার নিজস্ব পদ্ধতি পরিত্যাগে বাধ্য হন। Asin Palacios কর্তৃক তাঁহার Abenhazam de Cordoba y su historia critica de las ideas religiosas (৫ খণ্ডে, মাদ্রিদ ১৯২৭-৩৫) গ্রন্থে একটি বিশ্লেষণমূলক সংস্করণ এবং আংশিক অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন, তৎপূর্বে Goldziher তৎকৃত Die Zahiriten গ্রন্থে প্রধান বিষয়বস্তুসমূহের আলোচনা করেন। উক্ত পুস্তকে ইব্‌ন হ'াষ্‌ম ইসলাম ভিন্ন অন্যান্য, বিশেষত য়াহূদী ও খৃস্টানদের ধর্মমতেরও সমালোচনা করেন এবং তাহাদের লেখায় স্ববিরোধিতাগুলি খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়াস পান (তু. Goldziher, Jeschurun Ztschr. fur die wiss. des Judenthums, viii. (1872). p. 76 sqq. andi n ZDMG, XXXii. p. 363 প.)। মূলত পৃথক রচনা ইহায় অন্তর্ভুক্ত করায় কিতাবু'ল-ফাস্'লের যুক্তিসঙ্গত বিন্যাস ব্যাহত হইয়াছে (তু. I. Friedlander in Or-Stud. Th. Noldeke gewidmet. i. 267 প.)। এই পুস্তকটির একটি অধ্যায়ের অনুবাদ করিয়াছেন E. Bergdolt [in ZS, IX. (1933) p. 139—146]।

ন্যায়শাস্ত্রে ইব্‌ন হ'াষ্‌ম "কিতাবু'ত-তাক্'রীব লী হ'দাদি'ল-মান্‌তি'ক'" নামক গ্রন্থ রচনা করেন, বর্তমানে ইহা বিলুপ্ত। কিতাবু'ল-ফাস্'ল-এর কয়েক স্থানে তিনি এই বিলুপ্ত গ্রন্থের উল্লেখ করেন বলিয়া বোধ হয়। এই শাস্ত্র আলোচনার সাধারণ পদ্ধতির ব্যতিক্রম বিধায় ইব্‌ন হ'াষ্‌মের এই গ্রন্থখানি পণ্ডিত সমাজের সমর্থন পায় নাই। পরিণত বয়সে লিখিত এবং জীবনের বহু ক্লেশকর অভিজ্ঞতার ফসল তাঁহার নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ কিতাবু'ল-আখলাক' ওয়া'স-সিয়ার ফী মুদাওয়াতি'ন-নুফূস। এই রচনার বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য রহিয়াছে। Asin Palacios কর্তৃক ইহা পর্যালোচিত হইয়াছিল এবং স্পেনীয় ভাষায় Los Caracteres y la conducta.-তে ইহা অনূদিত হইয়াছিল, Tratado do moral practica por Abenhazam de Cordoba (Madrid 1916), তু. also Nykl in AJSL, XI. (1923-4), 30—36।

ইব্‌ন হ'াষ্‌ম ছিলেন একজন সাহসী প্রতিদ্বন্দ্বী। "কেহ তাঁহার বিরোধিতা করিলে সে যেন প্রস্তরাঘাতে প্রতিহত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে ছিটকাইয়া পড়িত" (Ibn Haiyan in Yakut)। একটি প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী ইব্‌ন হ'াষ্‌মের কলম ছিল আল-হ'াজ্জাজের তরবারির মত তীক্ষ্ণ। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি বরাবরই সুবিচার করার প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার মতের সমর্থন লাভের ব্যাপারে তাঁহার সাফল্য ছিল অকিঞ্চিৎকর। মেজরকা দ্বীপে নিযুক্ত মুজাহিদ-এর প্রাদেশিক শাসনকর্তা আহ্'মাদ ইব্‌ন রাশীক'-এর সাহায্যে ৪৩০ সনের পরে তিনি ঐ দ্বীপে বহু অনুসারী লাভে সফলকাম হন। ৪৪০ সনের পরে কিন্তু তিনি পুনরায় মেজরকা ত্যাগে বাধ্য হন। আল-আশ্'আরী, আবূ হ'ানীফাঃ, মালিক প্রমুখ রক্ষণশীল 'আলিমের বিরুদ্ধে ধর্মবিরোধিতার অভিযোগ আনয়ন করায় তিনি ধর্মতত্ত্ববিদদের রোষে পতিত হন। তাঁহারা ইব্‌ন হ'াষ্‌মের ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের শিষ্যদিগকে সতর্ক করিয়া দেন এবং রাজন্যবর্গের মনে তৎপ্রতি সন্দেহের উদ্রেক করেন। উমায়্যাঃ বংশীয়দের প্রতি তাঁহার দৃঢ় সহানুভূতির কারণেও তিনি বিপজ্জনক প্রতিপন্ন হন। এইরূপ অবিরাম নির্যাতনের ফলে তিনি বাধ্য হইয়া মান্‌তালীশাম-এ তাঁহার পারিবারিক জমিদারীতে প্রস্থান করেন। তাঁহার পুস্তকগুলি সেভিলে প্রকাশ্যে অগ্নিসাৎ করা হয়। ইব্‌ন হ'াষ্‌ম ছোট ছোট ব্যঙ্গ কবিতায় এইরূপ কার্যের নির্বুদ্ধিতার প্রতি উপহাস প্রদর্শন করেন। তাঁহার পুত্রের বর্ণনানুযায়ী তাঁহার মোট গ্রন্থ সংখ্যা ৪০০ এবং পত্র (folio) সংখ্যা ছিল ৮০,০০০। কিন্তু এগুলির অধিকাংশই তাঁহার নিজ জিলার সীমা অতিক্রম করে নাই (ইব্‌ন হ'ায়্যান)। হি. ৪৫৬, ২৮ শা'বান মুতাবিক ১০৬৪ খৃ. ১৫ আগস্ট ইব্‌ন হ'াষ্‌ম স্বগ্রামে দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে, আল-মুওয়াহ্'হি'দ খলীফা আল-মান্‌সূ'র একবার তাঁহার সমাধিস্থলে এই মন্তব্য করেন, "সংকটে পড়িলে সকল পণ্ডিতকেই ইব্‌ন হ'াষ্‌মের দ্বারস্থ হইতে হয়।"

ইব্‌ন হ'াযমের মৃত্যুর পরেই তাঁহার শিক্ষার বিরূপ সমালোচনা তীব্র হইয়া উঠে। ৫০০ হিজ্‌রীর কাছাকাছি সময়ে ক'াদ'ী ইব্‌ন 'আরাবী তাঁহার মতের বিরোধিতায় কিতাবু'ল-ক'াওয়াসিম ওয়া'ল-'আওয়াসি'ম রচনা করেন (আলজিয়ার্স ১৩৪৬ হি.)। প্রায় এক শতাব্দী পরে মালিকী ধর্মতত্ত্ববিদ 'আবদু'ল-হ'াক্'ক' ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন হ'াষ্‌মের কিতাবু'ল-মুহ'াল্লার প্রতিবাদে কিতাবু'ল-মু'আল্লা প্রণয়ন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহার অনেক ভক্ত অনুসারী জুটে; সূ'ফী ইব্‌ন 'আরাবী তাঁহাদের অন্যতম।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) য়াকূ'ত, ইর্‌শাদ, ৫ খ, ৮৬ প.; (২) ইব্‌ন খাল্লিকান, ed. Wustenfeld, সংখ্যা ৪৫৯; (৩) ইব্‌নু'ল-কি'ফ্‌ত'ী, তা'রীখু'ল-হ'কামা', ed. Lippert, পৃ. ২৩২; (৪) ইব্‌ন বাশকুওয়াল, আস'-সি'লাঃ, সংখ্যা ৮৮৮, ৪০; (৫) আদ'-দ'াব্বী, বুগ্'য়াতু'ল-মুল্‌তামিস, সংখ্যা ১২০৪, ৪১২; (৬) 'আব্‌দু'ল-ওয়াহ'ীদ আল-মাররাকুশী, আল-মু'জিব, ed. Dozy[2], Ind., (৭) ইব্‌ন খাক'ান, মাত্'মাহ', Const. 1302, পৃ. ৫৫ প.; (৮) আল-য়াফি'ঈ, মিরআতু'ল-জানান, হায়দরাবাদ হি. ১৩৩৭-৪০, ৩খ, ৭৯-৮১; (৯) আয'-য'াহাবী, তায্'কিরাতু'ল-হ'ুফ্‌ফ'াজ', সম্পা. হায়দরাবাদ, ৩খ, ৩৪১ প.; (১০) আল-মাক্'ক'ারী, ed. Dozy a. o., ১খ, ৫১১; (১১) সা'ঈদ ইব্‌ন আহ্'মাদ আল-আন্দালুসী, ত'াবাক'াতু'ল-উমাম, ed. Cheikho, Bairut ১৯১২, পৃ. ৭৫-৭, (transl. by Blachere, Paris 1935, p. 139-141), (১২) ইব্‌ন খালদূন, মুক'াদ্দিমাঃ, ed. Paris, iii. 4, (১৩) Dozy, Script. Ar.

de Abbadidis loci, ii. 75, 130 sq. ; (১৪) do., আল-বায়ানু'ল-মুগ্'রিব, Introd., p. 64 sqq. ; (১৫) do. Hist, des Musulm. d. Espagne. nouv. ed. Leiden 1932, ii. 326—32 ; (১৬) al-Nuwairi, Historia de los Musulmanos de Espana y Africa, ed. and transl. by Remiro. Granada. 1917 ; (১৭) Schreiner, Beitr. zur Gesch. der theologischen Bewegeungen im Islam, p. 3 sqq. ; (১৮) Macdonald, Development of Muslim Theology, p. 209 sqq., 245 sqq. ; (১৯) Friedlander, The Heterodoxies, Introd. ; (২০) Horton, Die philos. Systeme der spekul, Theologen, p. 564, sqq. ; Brockelmann, GAL², i. 505 sq., 534 ; (২১) Suppl. i., 6927 ; (২২) Pons Boigues, Ensayo bio-bibliografico, no. 103. p. 130 sq. ; (২৩) G. Palencia, Historia de la literatura arabigoespanola, Barcelona 1928, p. 140-157 ; (২৪) E. Algermissen, Die Pentaleuchzitate Ibn Hazm's, Munster, 1933.

C. von Arendonk (S. E. F.)/ডঃ আবদুল কাদের

ইব্‌ন হি'ব্‌বান (ابن حبان) আবু হ'াতিম মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হি'ব্‌বান ইব্‌ন আহ্'মাদ আল-বুস্তী একজন 'আরব গ্রন্থকার এবং হ'াদীছ' বর্ণনাকারী। ইনি সিজিস্তানের অন্তর্গত বুস্ত শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর সামারক'ান্দে ক'াদ'ী নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহাকে ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করিয়া উক্ত পদ হইতে অপসারিত করা হয়, কারণ তিনি নুবুওয়াতকে জ্ঞান ও কর্মের সমাহার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন (তু. Goldziher, মা'আনিয়ু'ন-নাফ্‌স, পৃ. ৫৭)। ইহার পর নাসাল-তে এবং পরে ৩৩৪/৯৪৫ নায়সাবূরে অবস্থানের পর সামারক'ান্দে হ'াদীছ্‌শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। সেখানেই তিনি ৮০ বৎসর বয়সে ২২ শাওওয়াল, ৩৫৪/২১ অক্টোবর, ৯৬৫ ইন্‌তিকাল করেন। ইমাম নাসাঈ তাঁহার উস্তাদগণের এবং হ'াকিম তাঁহার শিষ্যগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার বৃহত্তম গ্রন্থ একখানি হ'াদীছ' সংগ্রহ। তাঁহার উদ্ভাবিত বিষয়-বিন্যাসের নিপুণতার জন্য গ্রন্থখানি বিখ্যাত। ইহার নাম কিতাবু'ত-তাক'াসীম ওয়া'ল-আনওয়া' (দ্র. ফিহ্‌রিস্ত, :খদীবি'য়্যাঃ গ্রন্থাগার, ১ খ, ২৫, দেখুন দীবাচাঃ বার্লিন, Ahlwardt, ফিহ্‌রিস্ত ১২৬৮ সংখ্যা ; সুয়ূত'ী-র বর্ণনামতে (بغية الوعاة, পৃ. ৩৬১) 'আলী ইব্‌ন বালবান আল-ফারসী (মৃ. ৭৩৯/১৩৩৮) এই গ্রন্থের সমীক্ষণ করেন। ইব্‌ন হ'াজারের হ'াশিয়াঃসহ হ'াদীছ' বর্ণনাকারিগণ সম্বন্ধে তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে, 'আরবী পাণ্ডুলিপির তালিকা সংখ্যা ১৫৭০ (দেখুন Goldziher, Muh. Stu. ২খ, ২৬৯. পরিশিষ্ট ৫)। উহাদের একখানি "কিতাবু'ছ'-ছি'ক'াত" (ইব্‌নু'ল-হ'াজার আল-হায়তামী ইহার পুনর্বিন্যাস করেন, তু. ফিহ্‌রিস্ত, ১খ, ২৩০-২৩১), অন্যখানি "মাশাহীরু'ল-'উলামা'ই'ল-আমস'ার" (তু. Leipzig পাণ্ডুলিপি, Dio Islam Hdss Voller, ৬৮৮ সংখ্যা)। অবশেষে তিনি "রাওদ'তু'ল-'উক'ালা' ওয়া নুয্‌হাতু'ল-ফুদ'ালা'" (মুদ্রিত কায়রো হি. ১৩২৮, ইহাতে তিনি তাঁহার রচিত আরো এগারখানা পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন) নামক একখানি চারিত্রিক শিক্ষামূলক গ্রন্থও রচনা করেন। (পাণ্ডুলিপি হামবুর্গে রক্ষিত, দেখুন Brockelmann, ফিহ্‌রিস্ত সংখ্যা ৯৬)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আস-সুব্‌কী, ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ঈয়্যাতি'ল-কুব্‌রা, ২খ, ১৪১ ; (২) Wustenfeld, Geschichtschreiber der Araber, no. 130 ; (৩) do., Schafiiten, no. 152 ; (৪) Brockelmann, I : 164, Suppl. I : 273 ; (৫) আয'-য'াহাবী, তায্‌কিরাতু'ল-হ'ুফ্‌ফাজ', ৩খ, ১২৫ প. ; (৬) ঐ. মীযানু'ল-ই'তিদাল, ১ খ, ৩৬১ . (৭) আস-সুয়ূত'ী, তাদ্‌রীব, ৩২ ; (৮) ইব্‌নু তাগ্'রীবিরদী, আন্‌-নুজূমু'য-যাহিরাঃ, Leiden 1855, ২খ, ৩৭২ ; (৯) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ, শায'ারাতি'য'-য'াহাব, ৩খ, ১৬ ; (১০) শাহ্ 'আব্‌দু'ল-'আযীয, বুস্‌তানু'ল-মুহ'াদ্দিছ'ীন, ৪১ প. ।

Brockelmann (দা. মা, ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ইব্‌নু'ল-আছ্'ীর (ابن الأثير) : ইরাকের জাযীরাঃ ইব্‌ন 'উমার নামক স্থানের অধিবাসী তিন ভ্রাতা এই উপনামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা 'আরবের বিখ্যাত ও সর্বাধিক সমাদৃত পণ্ডিত ও গ্রন্থকারদের মধ্যে গণ্য।

(১) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন মাজ্‌দু'দ-দীন আবু'স-সা'আদাঃ আল-মুবারাক ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ। ইনি ৫৪৪/১১৪৯ সালে জাযীরাঃ ইব্‌ন 'উমারে জন্মগ্রহণ করেন এবং মুসি'ল-এ ৩৯ যু'ল-হি'জ্জাঃ, ৬০৬/২৬ জুন, ১২১০ সালে ইন্‌তিকাল করেন ও নিজ খানক'াহ্‌তে সমাহিত হন (ইব্‌নু'ল-আছ্'ীর, কামিল, ১২খ, ১৯০)। তিনি কু'রআন, হ'াদীছ' ও 'আরবী ব্যাকরণ অধ্যয়নে অধিকতর মনোযোগী হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের নাম ইব্‌ন খাল্লিকান (ওফায়াতু'ল-আ'য়ান, সম্পা. Wustenfeld, সংখ্যা ৫২৪, বূলাক' ১২৭৭ হি., ৫৫৭ পৃ.) ছাড়াও য়াকূ'ত (ইরশাদু'ল-আরীব, সম্পা. Margoliouth, ৬খ, ২৩৮ প.) এবং Brockelmann (১খ, ৩৫৭ ; পরিশিষ্ট ১খ, ৬০৮ প.) উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ১। জামি'উ'ল-উসূ'ল ফী আহ'াদীছি'র-রাসূল প্রসিদ্ধ। ইব্‌নু'র-রাবী' ইহার একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত ২। আন্‌-নিহায়াঃ ফী গ'ারীবি'ল-হ'াদীছ' ওয়া'ল-আছ'ার ; ৩। কিতাবু'ল-ইন্‌স'াফ ফি'ল-জাম্'ই' বায়না'ল-কাশ্‌ফ ওয়া'ল-কাশ্‌শাফ—এই দুইটি গ্রন্থও বিখ্যাত। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ১৯২৬ খৃস্টাব্দে মিরাট-এ ছাপা হইয়াছে। ইব্‌নু'ল-আছ্'ীর মুসি'ল-এ ইব্‌নু'দ-দাহ্‌হানের নিকট 'আরবী ব্যাকরণ এবং বাগ'দাদে হ'াদীছ' অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিনি আমীর ক'ায়মায-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ক'ায়মায দীর্ঘকাল যাবৎ সায়ফু'দ-দীন গ'াযী-র শাসনকালে রাজ-প্রতিনিধিরূপে কাজ করেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মাস্'উদ ইব্‌ন মাওদূদ এবং নূরু'দ-দীন আর্‌স্‌লান শাহ-এর শাসনকালে ইনি প্রধান মন্ত্রীর পদে সমাসীন ছিলেন ; যদিও তাঁহার ভ্রাতা বলেন যে, তিনি উচ্চপদলাভের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু নূরু'দ-দীনের একান্ত অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মত হইয়াছিলেন। ইব্‌নু'ল-আছ্'ীর কোনও ব্যাধির কারণে পঙ্গু হইয়া গিয়াছিলেন। ইব্‌ন খাল্লিকান-এর মতে তাঁহার অধিকাংশ রচনাই এই দুর্ঘটনার পরে রচিত। তিনি তাঁহার গৃহকে সূ'ফীদের খানকাহ্‌-তে পরিণত করিয়াছিলেন।

(২) দ্বিতীয় ভ্রাতা ছিলেন 'ইয্‌যু'দ-দীন আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ। ইনি ৪ জুমাদা'ল-উলা, ৫৫৫/১৩ মে, ১১৬০ সনে জাযীরাঃ ইব্‌ন 'উমার-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩০/১২৩২-৩৩ সালে মুসি'লে ইন্‌তিকাল করেন। ইব্‌ন খাল্লিকান তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও মধুর স্বভাবে মুগ্ধ

হইয়াছিলেন। ইনি ইতিহাসশাস্ত্রে বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবু'ল-কামিল ফি'ত-তা'রীখ রচনা করেন। "তা'রীখু'দ-দাওলাতি'ল-আতাবিকিয়্যাঃ বি'ল-মূসি'ল" নামে উহার একটি অংশ de Slane-এর ফরাসী অনুবাদের সহিত ১৮৭২ খৃস্টাব্দে ch. Defre Many কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি উস্‌দু'ল-গ'াবাঃ ফী মা'রিফাতি'স-স'াহ'াবাঃ নামে মুহ'াম্মাদ (স')-এর স'াহ'াবীদের বর্ণানুক্রমিক জীবন-চরিতও রচনা করেন। ইহা কায়রোতে ১২৮০ হইতে ১২৮৬ হি. পর্যন্ত সময়ে ছাপা হইয়াছে। ইহাতে সাড়ে সাত হাজার স'াহ'াবীর জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইনি আস্‌-সাম্‌'আনী-র কিতাবু'ল-আন্‌সাব-এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আল-লুবাবাঃ ফী মা'রিফাতি'ল-আন্‌সাব—এই নামে রচনা করেন। ইমাম জালালু'দ-দীন সুয়ূত'ী (লুব্বু'ল-লুবাব) নামে এই গ্রন্থের আর একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন। ইহা ১৮৪০ খৃ.-এ Lugd Bat. Veth-এ ছাপা হইয়াছে। ইব্‌ন খাল্লিকান লিখিয়াছেন ঃ ইবনু'ল-আছ'ীরের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আসল গ্রন্থ হইতেও উত্তম। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে তাঁহার ইতিহাস "আল-কামিল"-ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ৬২৮/১২৩০-এর ঘটনাবলীতে ইহার সমাপ্তি। এই গ্রন্থ বূলাক' ১২৯০ হি., লাইডেন ১৮৫১ হইতে ১৮৭১, আয্‌হারীয়্যাঃ প্রেস, মিসর ১৩০১ হি., মুহ'াম্মাদ আফিন্দী প্রেস, ১৩০৩ হি.-তে ছাপা হইয়াছে (ইহার প্রথম অংশ সম্বন্ধে দেখুন Brockelmann, Das Verhailtuis von, Ibn-el-Athir's kamil fitt'ewarik Zu Tabaris Ahbarcrrusul Wal muluk)। 'ইয্‌যু'দ-দীন মূসি'ল ও বাগদাদে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি সিরিয়াও ভ্রমণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সমগ্র জীবন একজন 'আলিম হিসাবে জ্ঞানার্জনেই ব্যয় করিয়াছেন (দ্র. ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, সম্পা. Wustenfeld, সংখ্যা ৪৩৩; Brockelmann, ১খ, ৩৪৫; ইহাতে অন্য সূত্রও বর্ণিত হইয়াছে)।

(৩) তৃতীয় ভ্রাতা ছিলেন দি'য়া'উ'দ-দীন আবু'ল-ফাত্‌হ' নাস্‌'রুল্লাহ। ইনি ৫৫৮/১১৬২ সনে জাযীরাঃ ইব্‌ন 'উমারে জন্মগ্রহণ করেন এবং জুমাদা'ল-উখ্‌রা ৬৩৭/ডিসেম্বর ১২৩৯ বাগদাদে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির রচয়িতারূপে খ্যাত ছিলেন। ইনি অলঙ্কারশাস্ত্রে আল্‌-মাছ'ালু'স-সাইর ফী আদাবি'ল-কাতিব ওয়া'শ-শা'ইর (বূলা:ক', ১২৮২ হি., মাত'বা'উ'ল্‌-বাহিয়্যাঃ, ১৩১২ হি.) রচনা করেন। এই গ্রন্থ ইসলামী বিশ্বে অত্যন্ত প্রামাণ্য বলিয়া মনে করা হয়। তাঁহার সাহিত্যিক রচনা কিতাবু'ল-মুরাস্‌'স'া' ফি'ল-আদাবিয়্যাত, ইস্তাম্বুলে ১৩০৪ হি.-তে ছাপা হইয়াছে। ইহাই "কিতাবু'ল-মুরাস্‌'স'া' ফি'ল-আবা' ওয়া'ল-উম্মাহাত" নামে Weimur (Franco)-এ ১৮৯৬ খৃ. ছাপা হয়। এই সংস্করণে য়াকূ'তের অনুসরণে গ্রন্থটিকে তাঁহার ভ্রাতা মাজ্‌দু'দ-দীনের প্রতি আরোপ করা হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের নাম ইব্‌ন খাল্লিকান ও Brockelmann (১ ঃ ২৯৬) উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কর্মব্যস্ততার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন। আল-ক'াদ'ী আল-ফাদি'ল সুলত'ান স'লাহ়'দ্‌-দীনের নিকট তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। ৫৮৭ হি. সালে তিনি সুলত'ানের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত হন এবং শীঘ্রই তাঁহার পুত্র আল-মালিকু'ল-আফ্‌দ'াল-এর উযীর নিযুক্ত হন। যখন দিমাশ্‌ক' আল-মালিকু'ল-আফদ'ালের হস্তচ্যুত হয়, তখন দি'য়া'উ'দ-দীন জনৈক হ'াজিব অর্থাৎ প্রধান প্রাসাদরক্ষীর সাহায্যে একটি তালাবদ্ধ সিন্দুকে আত্মগোপন করিয়া অতি কষ্টে মিসরে পৌঁছেন। আল-মালিকু'ল-আফদ'াল তাঁহার পূর্বাধিকৃত এলাকার বিনিময়ে সুমায়সা-তে শাসনকর্তা নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আত্মগোপন করিয়াই থাকেন। কিন্তু এখানে তিনি অল্পদিনই অবস্থান করেন। ৬০৭/১২১০ সনে তিনি হ'লাব্‌-এর শাসনকর্তার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি এই চাকুরীও ছাড়িয়া দেন এবং প্রথমে মূসি'ল ও পরে ইর্‌বিল ও সিন্‌জারে ভাগ্য পরীক্ষা করেন। ৬১৮/১২২১ সালে তিনি মূসি'লের শাহ্‌যাদাঃ মাহ'মূদের দীওয়ান-ই-ইন্‌শা' (ফরমান রচনা ও জারী) বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। মূসি'ল হইতে বাগদাদ গমনকালে পথিমধ্যে তাঁহার ইন্‌তিকাল হয়। তাঁহার পুত্র গ্রন্থকার শারফু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ ৬২২/১২২৫ সালে যৌবনকালেই মৃত্যুবরণ করেন।

এই তিন ভ্রাতা ব্যতীত আরও কয়েকজন গ্রন্থকার ইবনু'ল-আছ'ীর নামে খ্যাত; যথা—'ইমাদু'দ-দীন আবু'ল-ফিদা' ইস্‌মা'ঈল (মৃ. ৬৯৯/১২৯৯), দ্র. Brockelmann, 1, 381 Suppl. I, 571 (5)। Abhandlungen zur arab. Philologie (১ ঃ ৭৯) গ্রন্থে Goldziher আরও একজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (দা. মা. ই. ১খ, ৪১৭ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, ed. Wustenfeld, মাজ্‌দু'দ-দীন, ৪২৪ সংখ্যক, 'ইয্‌যু'দ-দীন, ৩৪৭ সংখ্যক, মিসর ১৩১০; (২) মাজ্‌দু'দ-দীন, ১খ, ৪৪১, 'ইয্‌যু'দ-দীন, ১খ, ৩৪৭; (৩) দি'য়া'উ'দ্‌-দীন, ২খ, ১৫৭; (৪) Brockelmann, মাজ্‌দু'দ-দীন, ১খ, ৩৫৭; (৫) Suppl. ১খ, ৬০৭; (৬) 'ইয্‌যু'দ-দীন, ১খ, ৩৪৫; (৭) Suppl., ১খ, ৫৮৭; (৮) দি'য়া'উ'দ্‌-দীন, ১খ, ২৯৭; (৯) Suppl., ১খ, ৫২৩; (১০) Goldziher and Margoliouth in Brockelmann; (১১) য়াকূ'ত, ইর্‌শাদু'ল-আরীব, ২খ, ২৩৮-১৪১; (১২) আস্‌-সুব্‌কী, ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ঈয়্যাঃ, ৫খ, ১৫৩; (১৩) আস্‌-সা'ঈ, 'উন্‌ওয়ানু'ত্‌-তাওয়ারীখ, ২৯৯-৩০১; (১৪) সি'দ্দীক' হ'াসান খান, ইত্‌হ'াফু'ন-নুবালা' (১২৮৯ হি.) পৃ. ৩৪৩; (১৫) সারকীস, মু'জামু'ল-মাত্‌'বু'আত, স্তম্ভ ৩৪; (১৬) আবু'ল-ফিদা', ৩খ, ১৩৪, ত'াশ্‌ কুপ্‌রু যাদাঃ, মিফ্‌তাহু'স-সা'আদাঃ, মাজ্‌দু'দ-দীন, ১খ, ১০৯; (১৭) 'ইয্‌যু'দ-দীন, ২০৬, দি'য়া'উ'দ-দীন ১৭৮; (১৮) য'াহাবী, তায্‌'কিরাতু'ল-হ'ফ্‌ফাজ', ৪খ, ১১১।

(দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ইবনু'ল-'আরাবী (ابن العربی) আবূ বাক্‌র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ আল-মা'আফিরী আল-ইশবীলী আল-আন্দালুসী, প্রসিদ্ধ স্পেনীয় মুহ'াদ্দিছ', স্পেনের ইশ্‌বীলিয়্যা (Seville)-তে ৪৬৮/১০৭৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি পিতার সহিত প্রাচ্যদেশ ভ্রমণে আসেন এবং দামিশ্‌ক' ও বাগদাদে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া ৪৮৯/১০৯৬ সনে তিনি হ'াজ্জ সমাপন করত বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এইবার তিনি বাগদাদে ইমাম গ'াযালী ও অন্য ফাক'ীহদের নিকট ফিক'হ্‌ ও তাস'াওউফে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর তিনি পিতার সহিত মিসর গমন করিয়া কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত মুহ'াদ্দিছ'-গণের নিকট হ'াদীছ' অধ্যয়ন করেন। ৪৯৪/১১০০ সনে পিতার ইন্‌তিকালের পরে তিনি ইশ্‌বীলিয়্যায় প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ও গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য বিপুলভাবে সমাদৃত হন। তিনি হ'াদীছ', ফিক'হ্‌, তাফ্‌সীর, উস্‌'ল, ইতিহাস, 'আরবী-সাহিত্য ও ব্যাকরণশাস্ত্রে ৪০টিরও অধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহার অধিকাংশই বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। আল-মাক্‌'ক'ারী তাঁহার গ্রন্থাবলীর

এক দীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন (সম্পা. Dozy ও অন্যান্য), বর্তমানে মাত্র তিনটি গ্রন্থ মুদ্রিতাকারে বহুল প্রচলিত। (১) আহ'-কামু'ল-কু'রআন, সা'আদাঃ প্রেস ১৩৩২/১৯১৩ ; (২) 'আরিদা'তু'ল-আহ'ওয়াযী, তিরমিযী শরীফের ভাষ্য ; (৩) আল-'আওয়াসি'ম মিনা'ল-ক'াওয়াসি'ম।

ইশবীলিয়াতে কিছুকালের জন্য তিনি ক'াদ'ী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই পদে ইস্তিফা দিয়া শিক্ষা দান ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে জ্ঞান-সাধনায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। মুওয়াহ'হি'দগণ ইশবীলিয়্যাঃ অধিকার করিলে অন্যান্যের সহিত তিনি মরক্কোয় নীত হন এবং সেখানে এক বৎসরকাল কারারুদ্ধ থাকেন। মরক্কো হইতে ফেজ গমনকালে পথিমধ্যে তিনি ইন্তিকাল করেন ও ফেজ নগরীতে সমাহিত হন। মাক্'ক'ারী নিজে বহুবার তাঁহার মাযার যিয়ারাত করেন ও বহু লোক এই মাক'বারাঃ যিয়ারাত করিতে আসেন বলিয়া উল্লেখ করেন।

ইবনু'ল-'আরাবী সাধারণত সকলের নিকট হইতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিলেও হ'াদীছ'শাস্ত্রে কেহ কেহ তাঁহাকে নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতরূপে স্বীকার করেন নাই। তিনি হ'াদীছ'শাস্ত্রে ছি'ক'াঃ (বিশ্বস্ত) এবং ছ'াবাত (নির্ভরযোগ্য)-রূপে আখ্যায়িত হইলেও তাঁহার সমসাময়িক ক'াদ'ী 'ইয়াদ' ইবন মূসা (মৃ. ৫৪৪/১১৪৯, ইনি তাঁহার নিকট হ'াদীছ' শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন) বলেন যে, লোকে তাঁহার হ'াদীছ' বর্ণনার সমালোচনা করিত ; ইবন হ'াজার আল-'আসক'ালানী (মৃ. ৫৮২/১৪৪৯) তাঁহাকে দা'ঈফ (দুর্বল) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন বাশকুওয়াল, ১খ, ১১৮১ ; (২) মাক্'ক'ারী, সম্পা. Dozy ও অন্যান্য, ১খ, ৪৭৭-৪৮৯ পৃ. ; (৩) আয্'-যাহাবী, তায'কিরাতু'ল-হু'ফ্ফাজ', ৪খ, ৮৬-৯০ ; (৪) ইবন খায়র, ফিহ্‌রিসাঃ, ৫৬৭ (Bibl. Arab. Hisp, X) ; (৫) ইবন ফারহূ'ন, আদ-দীবাজু'ল-মুযাহ্‌হাব, কায়রো হি. ১৩২৯, ১৮১-৪ ; (৬) ইবন হ'াজার, লিসানু'ল-মীযান, ৫খ, ২৩৪ ; (৭) ইবনু-খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো হি. ১২৯৯ ২খ, ২৯২ (ইং অনুবাদ De Slane), ৩খ, ১২-১৪ ; (৮) ইবনু-'ইমাদ, শায'রাত, কায়রো হি. ১৩৫০ ; (৯) হ'াজ্জী খালীফাঃ, কাশ্ফু'জ'-জু'নূন (সম্পা. Flugel), সূচী নং ২০৪৫ ; (১০) Brockelmann, ১খ, ৫২৫, S. I. ৬৩২ প., ৭৩২ প. ; (১১) দা.মা.ই. ১৩৮৪/১৯৬৪, ১খ, ৬০৫।

ডঃ আইয়ুব আলী ও কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ

ইবনু'ল-ক'াসিম (ابن القاسم) আবূ 'আবদিল্লাহ 'আবদু'র-রাহ'মান ইবনু'ল-ক'াসিম আল-'উত'াক'ী, ইমাম মালিক (র)-এর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছাত্র। তিনি ২০ বৎসর তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন এবং মালিক (র)-এর মৃত্যুর পরে শ্রেষ্ঠ মালিকী শিক্ষকরূপে পরিগণিত হন। তাঁহার মাধ্যমে মালিকী শিক্ষা আল-মাগ'রিব-এ প্রসার লাভ করে; সেইখানে আজও এই শিক্ষার প্রাবল্য দেখা যায়। ১৯১/৮০৬ সনে কায়রোতে তাঁহার ইন্তিকাল হয়।

মালিকীদের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ আল-মুদাওওয়ানাঃ-র সংকলন সাধারণত ইবনু'ল-ক'াসিমের প্রতি আরোপিত হইয়া থাকে। মালিক ইবন আনাস (র)-এর মায্'হাব সম্বন্ধে আসাদ ইবনু'ল-ফুরাত-এর প্রশ্নাবলীর জবাব, যাহা ইবনু'ল-ক'াসিম দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং আসাদ ইবনু'ল-ফুরাত-ই ইহার সংকলন করিয়াছিলেন। ক'ায়রাওয়ান-এর ক'াদ'ী সাহ'নূন আবূ সা'ঈদ আত্-তানূখী (মৃ. ২৪০/৮৫৪) এই পুস্তকখানা নকল করেন। ১৮৮/৮০৪ সনে তিনি যখন ইবনু'ল-ক'াসিমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন ইবনু'ল-ক'াসিম তাঁহাকে বহু সংশোধনী প্রদান করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে সাহ'নূন সমগ্র গ্রন্থটিকে সুবিন্যস্ত করেন। কাজেই আমরা ইবন ক'াসিমের মুদাওওয়ানাঃ-য় সাহ'নূনের সংশোধন-সংযোজন মারফত ইমাম মালিক ইবন আনাসের মতবাদ ও ফিক্'হের বিবরণ পাই। পুস্তকখানা ১৩২৩/১৯০৫ সনে বিশ খণ্ডে কায়রোতে মুদ্রিত হয়। বহু মালিকী 'আলিম মুদাওওয়ানাঃ-র ভাষ্য লিখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খাল্লিকান নং ৩৭০ ; (২) ইবন খাল্লিকানের Biographical Dictionary, transl. by M. G. de Slane, Paris 1843, ii. 86 প. ; (৩) ইবন আল-গাজী, আসাদ ইবনি'ল-ফুরাত-এর জীবনী, (মা'আলিমু'ল-ঈমান, তুনিস, ১৩২০, ২খ, ২-১৭), ed. and translated by O. Houdas and R. Basset, Mission de Tunisie, 2nd part, p. 104—143 ; (৪) M. B. Vincent, Etudes sur la loi musulmane (Rite de Malek), Paris 1842, p. 38 প. ; (৫) C. Brockelmann, GAL², i. 186. Suppl. i. 299.

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইবনু'ল-জাওযী (ابن الجوزى) 'আবদু'র-রাহ'মান ইবন 'আলী ইবন মুহ'াম্মাদ আবু'ল-ফারাজ (আবু'ল-ফাদ'াইল) জামালু'দ-দীন আল-ক'ারাশী আল-বাকরী আল-হ'াম্বালী আল-বাগ'দাদী (৫১০-৫৯৭/১১১৬-১২০০) হ'াম্বালী মায্'হাবের প্রসিদ্ধ ফাক'ীহ, বহু গ্রন্থের রচয়িতা, হ'াদীছ'বিশারদ এবং প্রখ্যাত বক্তা ছিলেন। ইঁহার বংশ-তালিকা ঊর্ধ্বতন পঞ্চদশ পুরুষের পর্যায়ে গিয়া হযরত আবূ বাক্র সি'দ্দীক' (রা)-এর সহিত যুক্ত হয়।

তাঁহার "আল-জাওযী" উপনাম সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বিবরণ মতে ইহা বসরার জাওযাঃ নামে (শায'রাতু'য'-য'াহাব, কায়রো, ৪খ, ৩৩০ পৃ. জাওয দ্র.) একটি মহল্লার সহিত সম্পর্কিত (منسوب) এবং তাঁহার একজন পূর্ব-পুরুষ জা'ফার ঐ মহল্লাতেই বাস করিতেন (ইবন রাজাব আল-হ'াম্বালী, কিতাবু'য'-য'ায়ল 'আলা ত'াবাক'াতি'ল-হ'ানাবিলাঃ, খুদাবখশ লাইব্রেরী, ইস্তাম্বুল, সংখ্যা ৯১১৫, পত্র সংখ্যা ১৩০ আলিফ ; ইবনু'ল-'ইমাদ : শায'রাতু'য'-য'াহাব, উল্লিখিত স্থানে ; মির'আতু'য-যামান, ৪৮১)।

ইবনু'ল-জাওযীর জন্ম বৎসর সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে। অনুমান, তিনি ৫০৮ এবং ৫১৭ হি. সনের মধ্যে কোন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন (ইবন রাজাব, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ১৩১খ পত্র)। ইবনু'ল-জাওযীর পৌত্র তাঁহার জন্ম বৎসর ৫১০/১১২৬ সনের কাছাকাছি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (মির'আতু'য-যামান, ৪৮৩)।

ইবনু'ল-জাওযী বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার বয়স তিন বৎসর তখন তাঁহার পিতা পরলোকগমন করেন। তাঁহার

মাতা ও ফুফুই তাঁহার লালন-পালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার উস্তাদগণের মধ্যে ৭৮ জন পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা হয়। ফিক্'হ' ফাক'ীহ্দের বিভিন্ন মত, তর্কবিদ্যা এবং উস্'ল তিনি বিশেষভাবে আবূ বাক্র আদ-দীনাওয়ারী (মৃ. ৫৩২/১১৩৭-৩৮)-এর নিকট শিক্ষা করেন (দেখুন : ইব্ন রাজাব আল-হ'াম্বালী, কিতাবু'য-য'ায়ল, সম্পা. H. Laoust এবং সামী দাহ্হান, দামিশ্ক ১৯৫১, Papers of Institut Francais, দামিশ্ক, ১খ. ২২৮-২৩০)। তিনি ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেন বিশেষভাবে আবূ মানসূ'র আল-জাওয়ালীক'ী-র নিকট (মৃ. ৫৩৯/১১৪৪-৪৮, দেখুন : ইব্ন রাজাব আল্-হ'াম্বালী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১খ, ২৪৪-২৪৬; Brockelmann, ১খ, ২৮০। পরিশিষ্ট (১খ, ৪৯২) যেহেতু তাঁহার পরিবার-পরিজন তাম্রের ব্যবসায়ী ছিলেন—এইজন্য তাঁহাকে আস'-স'াফ্ফার-ও বলা হয়।

ইবনু'ল-জাওযী অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাঁহার জনৈক উস্তাদ ইব্নু'য-যাগূ'নী (মৃ. ৫২৭/১১৩৩ ইব্ন রাজাব আল-হ'াম্বালী-র পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ছাপা ঐ, ১খ, ২১৬ হইতে ২২০) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি উস্তাদের বক্তৃতা প্রদানের আসনে সমাসীন হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বয়স অল্প বলিয়া তিনি এই গৌরব লাভ করিতে পারিলেন না। ইহার পর যখন লোকে তাঁহার বক্তৃতা শুনিল, তখন তিনি জামি' আল-মানসূ'র-এ বক্তৃতা করার অনুমতি পাইলেন। তিনি মনে করিতেন যে, জ্ঞানার্জন সর্বাপেক্ষা উত্তম নাফ্ল 'ইবাদাত। এইজন্য তিনি আধ্যাত্মিক সাধনা (زهد)-র প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না, বরং তিনি পানাহারে এবং বিশেষভাবে খাদ্যবস্তু নির্বাচন ব্যাপারে মেধা তীক্ষ্ণ হওয়ার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতেন। পোশাকের প্রতিও তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

ইবনু'ল-জাওযী তাঁহার অলঙ্কারমণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার জন্য খুবই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইব্ন হুবায়রা:-এর মন্ত্রিত্বকালে তিনি তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ৫৫৫ হি. সনে আল-মুস্তান্জিদ বিল্লাহ যখন খালীফা হইলেন তখন তিনি বাগদাদের অন্যান্য পণ্ডিতের সহিত তাঁহাকেও একটি বহু মূল্যবান খিল্'আত প্রদান করেন। খালীফা আল-মুস'তাদ'ী' বিল্লাহ্ (৫৬৬-৫৭৫ হি.)-এর খিলাফতকালেও তাঁহার প্রতি খালীফার বিশেষ অনুগ্রহ দৃষ্টি ছিল। তিনি তাঁহার গ্রন্থ আল-মিস'বাহু'ল-মুদ'ী' ফী দাওলাতি'ল-মুস্তাদ'ী'-এর নামকরণ খালীফার নামানুসারেই করেন। তারপর ৫৬৮ হি. সনে অর্থাৎ মিসরে তথাকথিত ফাতি'মী বংশীয় খিলাফত বিলুপ্ত হইবার এবং 'আব্বাসী খালীফার নামে খুত্'বাঃ প্রচলিত হইবার পর তিনি "কিতাবু'ন-নাস্'র 'আলা মিস্'র" নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং উহা খালীফাকেই উৎসর্গ করেন। খালীফা বহু ইন্'আম দেওয়া ব্যতীত তাঁহাকে বাবু'ল-বাদ্র-এ বক্তৃতা করিবারও অনুমতি প্রদান করেন (য'ায়ল, ১খ, ৪০৪-৫)।

খালীফা ও উযীরগণের সহিত ইবনু'ল-জাওযীর এই সম্পর্ক অর্থোপার্জন অথবা কোন প্রকার ইহলৌকিক স্বার্থের জন্য ছিল না; বরং তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ইহা একটি স্বাভাবিক পরিণতি ছিল। তিনি তাঁহার এক পুত্র আবু'ল-ক'াসি:মের জন্য "লিফ্তাতু'ল-কাবিদ ফী নাস'ীহ'াতি'ল-ওয়ালাদ" নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (পাণ্ডুলিপি কিতাবখানা ফাতিহ', ইস্তাম্বুল, সংখ্যা ৫৭৯৪, ১৩৪৯ হি. সনে কায়রোতে মুদ্রিত) তাহাতে তিনি বলেন, "জীবিকার জন্য আমি কখনও কোন আমীরের খোশামোদ করি নাই।"

৫৭০ হি. সনে ইবনু'ল-জাওযী বাগদাদের দারুব দীনার নামক স্থানে একটি মাদ্রাসাঃ স্থাপন করেন এবং সেখানে অধ্যাপনা শুরু করেন। এই বৎসরই তিনি তাঁহার বক্তৃতায় কু'রআন মাজীদের তাফ্সীর সম্পূর্ণ করেন। ইসলামী বিশ্বের তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় বক্তৃতার (وعظ) মজলিসে সমগ্র কু'রআনের ব্যাখ্যা সমাপ্ত করেন (ইব্ন রাজাব, প্রাগুক্ত, পত্র ১৩৩ ক)। এই সময় ইবনু'ল-জাওযী খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তদানীন্তন খালীফা শুধু তাঁহারই বক্তৃতা সভায় উপস্থিত হইতেন এবং বাগদাদের অধিবাসীদের মধ্যে বিস্তর লোক নিয়মিতভাবে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত। তাঁহার বক্তৃতার প্রভাবে এক লক্ষেরও বেশী সংখ্যক লোক তাঁহার হস্তে তাওবাঃ করেন। স্বয়ং তিনি "কিতাবু'ল-কু'স্'স'াস' ওয়া'ল-মুয'াক্কিরীন" গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ হাজার য়াহূদী ও খৃস্টান তাঁহার বক্তৃতার প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করে।

অধিকাংশ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, শেষ জীবনে ইবনু'ল-জাওযী নানা বিপদাপদের সম্মুখীন হন। উহার অন্যতম কারণ এই যে, তাঁহার ও শায়খ 'আবদু'ল-ক'াদির জীলানীর পুত্র শায়খ রুক্নু'দ-দীন (মৃ. ৫৩৩/১১৬৬)-এর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়; কারণ তিনি তাঁহার জীলীর মাদ্রাসায় ইসলামবিরোধী দার্শনিক ও বিদ্দীক'দের গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন (য'ায়ল, ১খ, ৪২৫, ২৬)। ইহা ছাড়া আরও অন্য প্রভাবও কার্যকরী হইয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয়। তিনি পাঁচ বৎসর সেখানে বন্দী জীবন যাপন করেন। অতঃপর ৫৯৫/১১৯৮-৯৯ সনে তদানীন্তন খালীফা তাঁহার ধর্মপ্রাণ মাতার হস্তক্ষেপে তাঁহাকে মুক্তি দেন (আল-য়াফি'ঈ, মিরআতু'য-যামান ওয়া 'ইব্রাতু'ল-য়াক'জ'ান, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৩৮ হি. ৩খ, ৪৭৭-৮)। ইহার পর তিনি বিপুল সম্বর্ধনার মধ্যে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্বল্পদিন রোগ ভোগের পর রামাদ'ান ৫৯৭/১২০০ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যু দিবসে বাগদাদের সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ থাকে এবং সমগ্র শহর শোক-গৃহে পরিণত হয়।

মনে হয়, ইবনু'ল-জাওযীর কর্মতৎপরতার বেশীর ভাগ ছিল বক্তৃতা। তিনি মসজিদেই হউক অথবা গৃহেই হউক অথবা পথ চলাকালে উপস্থিত ক্ষেত্রেই হউক অথবা যথারীতি প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াই হউক, তাঁহার বক্তৃতায় সর্বদাই স্বীয় মায'হাবের অর্থাৎ হ'াম্বালী মায'হাবের সমর্থন করিতেন। তিনি এমন কঠোরভাবে বিদ্'আতী সম্প্রদায়ের সমালোচনা করিতেন যে, তাঁহার নিজ মায'হাবের লোকদের মনে অনেক সময় বিপদাপদের আশংকা হইত। তাঁহারা তাঁহাকে এই প্রকার কঠোরতা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি ইমাম গ'াযালীর ইহ'য়া'উ 'উলূমি'দ-দীন হইতে দুর্বল হ'াদীছ'গুলি বাদ দিয়া উহার একটি নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করেন।

গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে ইবনু'ল-জাওযী-র অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তিনি যেমন দ্রুতগতিতে বক্তৃতা দিতেন, তেমন দ্রুতগতিতেই লিখিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি ৩০০ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—যেগুলির মধ্যে কতগুলি একাধিক খণ্ডে সমাপ্ত ছিল। অধিক গ্রন্থ রচনার জন্যও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার সময় পর্যন্ত কোন মুসলিম গ্রন্থকার এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। এই সকল গ্রন্থের ইবনু'ল-জাওযীর অক্লান্ত

তালিকা ইব্ন রাজাব তাঁহার ত'াবাক'াতু'ল-হ'ানাবিলাঃ গ্রন্থের পরিশিষ্টে যুক্ত করিয়াছেন (প্রাগুক্ত, পত্র ১৩৫খ,—১৩৮খ)। ইবনু'ল-জাওযীর দৌহিত্র মির্'আতু'য্-যামান গ্রন্থে বিষয়বস্তুক্রমিক একটি তালিকা দিয়াছেন। এই তালিকায় তাঁহার আড়াই শত গ্রন্থের নাম আছে। এই গ্রন্থসমষ্টির মধ্যে যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার সংখ্যাও প্রায় একশত হইবে (দেখুন Brockelmann, ১খ, ১০৫, পরিশিষ্ট ১খ, ৯১৪ প.)।

নিম্নে ইবনু'ল-জাওযীর কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হইল :

(১) আল-মুন্তাজ'াম ফী তা'রীখি'ল-মুলূক ওয়া'ল-উমাম : ইহা একখানি সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ। ইহার প্রাথমিক অধ্যায়গুলি সংক্ষেপে ইব্ন জারীর ত'াবারী-র তা'রীখু'র-রুসুল ওয়া'ল-মুলূক হইতে গৃহীত। পরবর্তী অংশ, যাহাতে ২৫৭/৮৭১ হইতে ৫৭৩/১৫৭৭ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস রহিয়াছে, তাহা ইবনু'ল-জাওযী-র সময়ের মৌলিক ঐতিহাসিক দলীলরূপে গণ্য করা যায়। ইহাতে বিশেষভাবে খুরাসানের সালজুক'ী-দের ইতিহাস এবং 'আব্বাসী খালীফাদের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলী অপেক্ষা ঘটনার বিবরণের উপরই অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, যেমন বাগদাদে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা সংক্ষেপে বৎসরানুক্রমে বর্ণনা করিবার পর যে সমস্ত লোক, বিশেষত মুহ'াদ্দিছ' ও পণ্ডিতগণ যেই বৎসর ইন্তিকাল করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী সেই বৎসরের ঘটনারূপে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং "আল-মুন্তাজ'াম" মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝিতেন তাহা না হইয়া বৎসরানুক্রমিক জীবনী-গ্রন্থের অধিকতর নিকটবর্তী হইয়াছে। গ্রন্থখানি দশ খণ্ডে হায়দরাবাদের (দাক্ষিণাত্য) দাইরাতু'ল-মা'আরিফ আল-'উছ'মানিয়্যাঃ হইতে ১৩৫৫-১৩৫৯ হি. সালে ছাপা হইয়াছে।

(২) কিতাবু সিফাতি'স-স'াফওয়া : ইহা চারি খণ্ডে উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৩৫৫-৫৬/১৯৩৬-৩৭ সনে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে আবু নু'আয়ম ইস্'ফাহানী কৃত হি'ল্য়াতু'ল-আওলিয়া' গ্রন্থের সমালোচনামূলক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ইহাতে স্তর (ত'াবাক'াত) হিসাবে সূ'ফীদের জীবনী ও বাণী সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি প্রমাণ করেন যে, নিষ্ঠার সহিত যাঁহারা স'াহ'াবা ই-কিরামের অনুসারী—তাঁহারাই প্রকৃত সূ'ফী।

(৩) তালবীসু'ল-ইব্লীস, (কায়রো ১৯২৮) : ﻭﻋﻆ, ও উপদেশ গ্রন্থ ; ইহাতে শয়তান কিভাবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্ষতিকর কার্যগুলিকে অজ্ঞ মানুষের সম্মুখে সুন্দর, আপাতমধুর ও চাকচিক্যময় করিয়া তোলে এবং মানুষকে তাহা করিতে উদ্বুদ্ধ করে, তাহাই দেখান হইয়াছে। এই গ্রন্থে তিনি দার্শনিক, নুবুওয়াত অস্বীকারকারী খারিজী, বাতি'নী এবং এক শ্রেণীর সূ'ফীগণের ভ্রান্তি প্রমাণিত করিয়াছেন। এই প্রকারে এই গ্রন্থে বিভিন্ন ইসলামী সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা ও সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থখানি অতি উত্তম ও উপকারী। Prof. D. S. Margoliouth এই বইটির ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন (The Devil's Delusion, Islamic culture, Hydrabad 1935-39)।

(৪) আল-মাওদূ'আতু'ল-কুব্রা মিনা'ল-আহ'াদীছি'ল-মারফূ'আত (তু. GALS. 1 : 917, No. 26) : ইহা হ'াদীছে'র সমালোচনা গ্রন্থ। বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল হ'াদীছ' জাল করা হইয়াছিল তাহাও এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট গ্রন্থ।

আরবী সাহিত্যে ইবনু'ল-জাওযীর স্থান নির্ণয় করিতে হইলে বলা যায় যে, বক্তৃতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতা-গ্রন্থই এই কথার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। তাঁহার বক্তৃতার ধরন ও ভাষা মাক'ামাত আল-হ'ারীরীর সহিত তুলনীয়, কারণ গ্রন্থকার উহাতে হ'ারীরীর রাবেতীর শব্দ ও ভাবালঙ্কারই অবলীলাক্রমে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় কোথাও জড়তা বা কষ্টকল্পনার লেশমাত্র নাই। তাহা ছাড়া তিনি বক্তৃতায় এমন সব গল্পের অবতারণা করেন যাহা তাঁহার উপদেশকে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলে এবং ঐগুলির অধ্যয়নে ক্লান্তি বোধ হয় না। কিন্তু ইবনু'ল-জাওযীর অপর গ্রন্থগুলি এইরূপ নহে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই প্রশংসার যোগ্য। ইবনু'ল-জাওযী স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থগুলির রচয়িতা নহেন, সংকলকমাত্র (ইব্ন রাজাব : প্রাগুক্ত পুঁথির পরিশিষ্ট পত্র ১৩৫খ)। এই কারণেই তাঁহার স্ব-আস'হাব অবলম্বিগণও তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই মত এই যে, ইবনু'ল-জাওযী যদিও হ'াদীছ'শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনি মুতাকাল্লিমগণের উপস্থাপিত সমস্যার উত্তর জানিতেন না। এই সমালোচনা কেবল তাঁহার হ'াদীছ' সংক্রান্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার অপর গ্রন্থগুলি অতিশয় সুলিখিত এবং তাহাতে বহু মূল্যবান তথ্য রহিয়াছে। এই হিসাবে বলা যায় যে, তাঁহার প্রত্যেকটি গ্রন্থ বর্ণিত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের স্থান গ্রহণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী ছাড়াও দেখুন (১) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান (বূলাক' হি. ১২৯৯), ১খ, ৩৫ প. ; (২) আয'-য'াহাবী, ত'াবাক'াতু'ল-হ'ফ্ফাজ' (ed. Wustenfeld), 3 : 45 ; (৩) ঐ লেখক, তায্'কিরাতু'ল-হ'ফ্ফাজ' (হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য), ৪খ, ১৩৫ ১৪১ ; (৪) আল-য়াফি'ঈ, মির্-আতু'ল-জিনান, ৩খ, ৪৮৯-৪৯১ ; (৫) আস্-সুয়ূত'ী, ত'াবাক'াতু'ল-মুফাস্সিরীন, পৃ. ১৭, সংখ্যা ৫০ ; (৬) ইব্নু'ল-জাওযী, সিব্ত', মির্আতু'য্-যামান, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৯৫২, ৮/২খ, ৪৮১, ৫২৪ ; (৭) আল-খাওয়ান্সারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত, ৪২৭ ; (৮) ত'াশ কুপ্রুযাদাঃ, মিফ্তাহ'স-সা'আদাঃ, ১খ, ২৬০ ; (৯) ইব্ন কাছ'ীর, আল-বিদায়াঃ ওয়া'ন-নিহায়াঃ কায়রো, ১৩৫১-৮/১৯৩২-৩৯, ১২খ, ২৮-৩০ ; (১০) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শায'ারাতু'য্-য'াহাব, মিসর ১৩৫০ হি., ৪খ, ৩২৯ ; (১১) খায়রু'দ্-দীন আয যিরিক্লী, আল-আ'লাম, ২খ, ৪৯৯।

আহ'মাদ আতিশ (দা.মা.ই.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ইব্নু'ল-জাযারী (ابن الجزري) শামসু'দ-দীন আবু'ল-খায়র মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন য়ূসুফ আল-জাযারী, বিখ্যাত ইসলামী শাস্ত্রবিশারদ, 'আরব 'আলিম। তিনি 'ইল্ম কি'রাআতে বিশেষভাবে গণ্য। তিনি ২৫ রামাদ'ান, ৭৫১/৩০ নভেম্বর, ১৩৫০ সনে শুক্র-শনিবারের মধ্যবর্তী রাত্রে দামিশ্কে জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহিত জীবনের চল্লিশ বৎসর যাবৎ তাঁহার পিতামাতা নিঃসন্তান থাকিবার পর আবু'ল-খায়রের

জন্ম হয়। জাযীরাঃ ইব্ন 'উমার-এর নামের সহিত সম্পর্কে তাঁহাকে ইবনু'ল-জাযারী বলা হয় (الضوء اللامع)। ৭৬৩/১৩৬৩ সালে তিনি কু'রআন মাজীদ মুখস্থ করেন। কিছুদিন হ'াদীছ' শিক্ষা-লাভ করার পর তিনি ৭৬৮/১৩৬৬-১৩৬৭ সনে কু'রআন মাজীদের বিভিন্ন পাঠ অধ্যয়ন করেন এবং সাতটি কি'রাআতের শিক্ষা সম্পন্ন করেন। সেই বৎসরই তিনি হ'াজ্জ সমাপন করেন। ইহার পর তিনি কায়রো চলিয়া যান। এখানে ৭৬৯/১৩৬৭-৮ সাল পর্যন্ত তিনি কু'রআান মাজীদের ১৩টি কি'রাআতের জ্ঞানলাভ করেন। অতঃপর দামিশ্‌কে ফিরিয়া এক ভাবে হ'াদীছ' এবং ফিক্‌'হের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং আল-দিময়াত'ী-র দুই শাগরিদ আল-আবার্‌কূহী ও আল-আস্‌নাব'ী-র নিকট ঐ দুই বিষয় অধ্যয়ন করেন। 'আরবী অলঙ্কারশাস্ত্র ও উস্'ল ফিক্‌'হ অধ্যয়নের জন্য তিনি আর একবার কায়রো গমন করেন এবং ইব্ন 'আবদি'স্‌-সালাম-এর ছাত্রদের অধ্যাপনায় যোগদানের জন্য সেখান হইতে আলেকজান্দ্রিয়ায় চলিয়া যান। ৭৭৪/১৩৭৩ সনে আবু'ল-ফিদা' ইস্‌মা'ঈল ইব্ন কাছ'ীর, ৭৭৮/১৩৭৬ দি'য়া'উ'দ্‌-দীন এবং ৭৮৫/১৩৮৩ তিনি শায়খু'ল-ইসলাম আল-বুল্‌ক'ীনী-র পক্ষ হইতে ফাত্‌ওয়া প্রদানের অনুমতি লাভ করেন।

কিছুদিন কি'রাআত অধ্যাপনার পর তাঁহাকে ৭৯৩/১৩৯০-১ সালে দামিশ্‌কের ক'াদ'ী নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু যখন ৭৯৮/১৩৯৫ সনে মিসরে তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত করা হয় তখন তিনি ব্রুসা-র সুলত'ান বায়াযীদ ইব্ন 'উছ'মানের দরবারে গমন করেন। আন্‌ক'ারা-র লড়াই (৮০৪/১৪০২ শেষ ভাগে)-এর পর তায়মূর লং তাঁহাকে মা-ওয়ারা'উ'ন-নাহ্‌র এলাকার কিশ্‌শ নামক স্থানে প্রেরণ করেন এবং পরে সামারকান্দে বদলী করেন। এইখানে তিনি নানা বিষয়ের শিক্ষকতাও করিতেন, আর এইখানেই শারীফ আল-জুর্জানী-র সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শা'বান, ৮০৭/ফেব্রুয়ারী, ১৪০৫ সনে তায়মূরের মৃত্যুর পর ইব্নু'ল-জাযারী খুরাসান চলিয়া যান। অতঃপর হিরাত এবং য়াযদ সফর করিয়া শীরাযে আসিয়া কিছু কাল যাবৎ অধ্যাপনা করিতে থাকেন। অবশেষে পীর মুহ'াম্মাদ তাঁহাকে তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক'াদ'ীর পদ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি বস্‌রায় এবং তথা হইতে মক্কা ও মদীনায় (৮২৩/১৪২০) কিছুদিন অবস্থান করিবার পর পুনরায় শীরাযে চলিয়া আসেন। এখানেই তিনি শুক্রবার ৯ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ৮৩৩/৬ ডিসেম্বর, ১৪২৯ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

ইব্নু'ল-জাযারী মোট ২২ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহাদের মধ্যে ১০ খানি 'ইল্‌মু'ল-কি'রাআত সম্বন্ধে, একখানি গ্রন্থ ক'ারীগণের জীবনী-কোষ (ত'াবাক'াতু'ল-কুর্‌রা), ৪ খানি 'ইল্‌মু'ল-হ'াদীছ' সংক্রান্ত, একখানি রাসূলুল্লাহ্‌ (স')-এর জীবনী, একখানি নবী (স') ও খুলাফা' আর-রাশিদীন (রা)-এর ইতিহাস এবং বাকীগুলি বিভিন্ন বিষয়ে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াশ কুব্‌রাযাদাঃ, আশ-শাক'াইক' (ইব্ন খাল্লিকানের ওয়াফায়াত-এর হ'াশিয়ায়) কায়রো, ১৩১০, ১খ, ৩৯; (২) আস্‌-সুয়ূতী, ত'াবাক'াতু'ল-হ'ফ্‌ফাজ'; (৩) 'আবদু'ল-হ'ায়্যি লাখ্‌নাব'ী, আল-ফাওয়াইদ, কায়রো ১৩২৪, হি. পৃ. ১৪০, হ'াশিয়া ১; (৪) Wustenfeld, Die Geschichtschreiber der Araber, No. 474; J. A. ix, ৩খ, ২৫৯; (৫) Brockelmann, ২খ, ২০১; (৬) Suppl. ii., 274; (৭) Huart, Arab Lit., London 1903, p. 356; (৮) ইব্ন আল'য়াবিরদী, আল-মান্‌হালু'স'-স'াফী, ৩খ, ২৮৭; (৯) ত'াশকুপ্‌রূযাদাঃ, মিফ্‌তাহ'ু'স-সা'আদাঃ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৮ হি. ১খ, ৩৯২, ৩৯৩; (১০) সি'দ্দীক' হ'াসান খান, ইত্‌হ'াফু'ন-নুবালা', ৩৯১, কানপুর ১২৮৯/১৮৭১; (১১) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শায'ারাত, ৭খ ২০৪-২০৬; (১২) সাখাব'ী, আদ-দ'াও'উ'ল-লামি', ৯খ, ২৫৫-২৬০; (১৩) শাহ 'আবদু'ল-'আযীয, বুস্তানু'ল-মুহ'াদ্দিছ'ীন, ৮৬; (১৪) যিরিক্‌লী, 'আল-আ'লাম, ৩খ, ১৭৮।

ইব্নু'ল-ফারিদ' (ابن الفارض) 'উমার ইব্ন 'আলী (শারাফু'দ-দীন) আল-মিস'রী, আস্‌-সা'দী, ইব্নু'ল-ফারিদ' নামে পরিচিত। ইনি একজন বিখ্যাত সু'ফী কবি ছিলেন। তাঁহার পিতা হ'ামাত-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি কায়রো চলিয়া যান। সেইখানেই তাঁহার এই পুত্র ৪ যু'ল-ক'া'দা, ৫৭৭/১২ মার্চ, ১১৮২ জন্মগ্রহণ করেন। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী হ'াদীছ' ও ফিক'হ্‌ অধ্যয়ন করিবার পর তিনি সু'ফী ত'ারীক'া-র দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং মুক'াত্‌ত'াম পাহাড় অঞ্চলে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি মক্কায় সফর করেন ও সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। অতঃপর কায়রো প্রত্যাবর্তন করিয়া ৬৩২/১২৩৫ সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মুক'াত্‌ত'াম পাহাড় শ্রেণীর পাদদেশে কায়রো সন্নিহিত উচ্চভূমিতে অবস্থিত একটি নির্জন উদ্যানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার দীওয়ান (কবিতা সংগ্রহ) বিরাট না হইলেও সমস্তভাবেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রশংসিত। তাঁহার এই দীওয়ান বিশেষভাবে অধ্যয়ন এবং তদসম্পর্কে আলোচনামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তিনজন পণ্ডিত ব্যক্তি : Von Hammer (Das arabische hohe Lied der Liebe, Vienna 1854), Nallino (RSO, viii. 1—105. 501, 526, Di Matteo's Il reviewing. gran poema mistico, Rome 1917) এবং Nicholson (Studies in Islamic Mysticism, Cambridge 1921, p. 199-266), এই তিন পণ্ডিতের আলোচনা প্রধানত তাঁহার নাজ'মু'স-সুলূক নামক ক'াস'ীদা-র সহিত সম্পর্কিত। এই ক'াস'ীদাটি তা'ইয়্যাতু'ল-কুব্‌রা নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাতে ৭৫৬টি শ্লোকে কবির যাবতীয় মরমী অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাই ইব্নু'ল-ফারিদে'র সর্বপ্রধান কবিতা এবং বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষায় ইহার অসংখ্য ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে খ্যাতিমান হইয়াছে তাঁহার অপর একটি কবিতা, "খাম্‌রিয়্যা"। ইহার ছন্দের মিল অন্ত্য অক্ষর "মীম" দ্বারা রচিত। ইংরেজী ও ফরাসীতে ইহার অনুবাদ আছে। মিসরের সু'ফীগণ এখনও ইব্নু'ল-ফারিদে'র গীতি কবিতাগুলি মুখস্থ করিয়া থাকেন।

A. J. Arberry (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ইব্রাহীম (ابراهيم) ('আ) বিশিষ্ট নবীদের অন্যতম, 'আরবের কু'রায়শ গোত্রের আদি পিতা ইসমা'ঈল ('আ) (দ্র.) তাঁহার প্রথম সন্তান, ইসরাঈল (দ্র.) বংশের আদি পিতা ইস্‌হ'াক' ('আ.) (দ্র.) তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান। কু'রআনের সূরা ৬ : ৭৫-এ দেখা যায় তাঁহার পিতার নাম আযার (দ্র.)। বাইবেলে তাঁহার নাম Abraham. তিনি বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত প্রাচীন "উর" নগরের অধিবাসী ছিলেন। Old Testament অনুযায়ী ইব্রাহীম ('আ)-এর বংশ-তালিকা নিম্নরূপ : ইব্রাহীম ইব্ন ত'ারাহ, ইব্ন নাহ'র, ইব্ন সারূগ', ইব্ন আরগূ', ইব্ন ফালিগ', ইব্ন 'আবির, ইব্ন শালিখ (শালাহ'), ইব্ন ক'ায়নান, ইব্ন আর্‌ফাখশাদ,

ইবন সাম, ইবন নূহ' (ছা'লাবী, পৃ. ৪৪; ইবনু'ল-আছ'ীর, ১খ, ৬৭; Genesis ১১ : ১০-২৭ এবং Chronicles ১ : ১৭-২৭)। তিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালে তাঁহার মাতা "উশা"', "কূছ'া" নামক স্থানের একটি পর্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন, কারণ বাদশাহ নামরূদ একটি দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সমস্ত নবজাত শিশুকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে নির্দেশ দেন। এই পর্বত গুহাতে ইব্‌রাহীম জন্মগ্রহণ করেন (ছা'লাবী, পৃ. ৪৪; তাবারী, ১ : ২৫৬; যামাখ্‌শারী, ১ : ১৭২; বায়দাবী ১ : ১৩৩; ইবনু'ল-আছ'ীর, ১ : ৯৬; য়াকূত, দ্র. কূছ'া; আল-বাক্‌রী, পৃ. ৪৮৫; আল-মুক'াদ্দাসী, পৃ. ৮৬; বাবা বাছ'রা, ৯১)।

তিনি কিরূপে আল্লাহ্‌র একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্বের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ কু'রআনে রহিয়াছে। তৎকালে নামরূদ ও তাহার প্রজাবৃন্দ সকলেই মূর্তিপূজা করিত। নির্জীব মূর্তিকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করিতে ইব্‌রাহীম ('আ)-এর মন কিছুতেই রাযী হইল না। তিনি পিতাকে বলিলেন, "আপনি কি মূর্তিকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেন? আমি ত দেখিতেছি, আপনি এবং আপনার সম্প্রদায় ভ্রান্ত পথে চলিয়াছেন!" একদা রাত্রির অন্ধকারে ইব্‌রাহীম ('আ) একটি নক্ষত্র লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই আমার প্রভু।" আর যখন উহা অস্তমিত হইল তখন তিনি বলিলেন, "যাহা অস্তমিত হয় তাহা আমি পসন্দ করি না।" অতঃপর চন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ইহাই আমার প্রভু।" কিন্তু ইহাও অস্তগমন করিলে তিনি বলিলেন, "আমার প্রভু সৎপথ প্রদর্শন না করিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হইব।" অতঃপর আলোকোজ্জ্বল সূর্যকে উদিত হইতে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ইহা আমার প্রভু, ইহাই সর্ববৃহৎ।" কিন্তু যখন সেই সূর্যও অস্তগমন করিল, তখন তাঁহার মনে সত্য জ্ঞানের উদয় হইল; তিনি বলিলেন, "হে আমার ক'ওম! তোমরা যে অংশীবাদে বিশ্বাস কর আমি উহার সংস্রবমুক্ত, আমি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার দিকে আমার মুখ ফিরাইলাম" (৬ : ৭৫-৭৬)। মতান্তরে তিনি নক্ষত্র পূজার অসারতা প্রমাণের উপায়স্বরূপ একবার একটি নক্ষত্রকে, আবার চন্দ্রকে, অবশেষে সূর্যকে উপাস্যরূপে অভিহিত করিয়াছিলেন এবং শেষে উহাদের অযোগ্যতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। নামরূদের সহিত তাঁহার বিতর্কে তিনি নামরূদকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি মনে কর আল্লাহ্‌র মতন তুমিও মৃত্যু ও জীবন দিতে পার তাহা হইলে, সে-ক্ষেত্রে আল্লাহ্ সূর্যকে "মাশরিক'" হইতে উদয় করান তুমি তাহাকে "মাগ্‌'রিব-এ উদিত করিয়া দেখাও।" নামরূদ তখন হতবাক হইয়া যায়। এইভাবে তিনি স্বজাতিকে অংশীবাদের অসারতা বুঝাইয়া দিতে সফলতা লাভ করিতে পারিলেন না। একদিন শহরবাসীরা কোন উৎসব উপলক্ষে শহরের বাহিরে চলিয়া গেলে ইব্‌রাহীম ('আ) অসুস্থতার অজুহাতে শহরে রহিয়া যান এবং একখানি কুঠার লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন যেইখানে অনেকগুলি মূর্তির সম্মুখে নানা প্রকারের খাদ্য-সামগ্রীর ভোগ সাজান ছিল। তিনি মূর্তিগুলির উদ্দেশ্যে বলিলেন, "তোমরা খাও না কেন?" তারপর তিনি কুঠারাঘাতে উহাদের কোনটির হস্ত, কোনটির পা ও কোনটির মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং বৃহত্তম মূর্তিটির হস্তে কুঠারখানি রাখিয়া দিলেন। শহরবাসীরা ফিরিয়া আসিয়া এই কাণ্ড দেখিল এবং ইব্‌রাহীম ('আ)-কে ইহার জন্য অভিযুক্ত করিল। তিনি বলিলেন, "তোমাদের বড় ঠাকুর ইহা করিয়াছে। উহারা কথা বলিতে পারিলে তোমরা উহা-দিগকে জিজ্ঞাসা কর।" তখন তাহারা লজ্জায় মস্তক অবনত করিল এবং বলিল, "তুমি ত জান যে, উহারা কথা বলিতে পারে না।" তিনি বলিলেন, "তোমরা কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন বস্তুর উপাসনা কর যাহা তোমাদের কোন উপকার অথবা ক্ষতি করিতে পারে না? ধিক্ তোমাদের এবং তোমরা যাহাদের পূজা কর তাহাদের উপর!" মূর্তিভঙ্গের অপরাধে ইব্‌রাহীম ('আ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশে অগ্নিকুণ্ড স্নিগ্ধ এবং নিরাপদ স্থানে পরিণত হয় (২১ : ৫২-৭০)।

অতঃপর তিনি, পত্নী সারাঃ, ভ্রাতুষ্পুত্র লূত' ও পরিবারের অন্যান্য লোকসহ ইসলাম প্রচারার্থে তাঁহার জন্মভূমি হইতে উত্তর দিকে ফিনিশিয়া ও তথা হইতে ফিলিস্তীন এবং তথা হইতে মিসর গমন করেন। মিসরেই তিনি হাজিরাঃ-কে বিবাহ করেন। অতঃপর মিসর হইতে কান্'আন-এ প্রত্যাবর্তন করেন। হাজিরা-র গর্ভে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইস্‌মা'ঈল জন্মগ্রহণ করেন। দৃশ্যত, নিঃসন্তান ঈর্ষান্বিতা সারাঃ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে আল্লাহ্‌র আদেশে ভক্তি ও ধৈর্যের পরীক্ষাস্বরূপ বৃদ্ধ বয়সের প্রথম সন্তান (১৪ : ৩৯) ও হাজিরাকে অকুণ্ঠ চিত্তে নির্বাসনে দিয়া আসেন মরুময় মক্কায় আল্লাহ্‌র নির্দেশিত অবলুপ্ত আদি কা'বাঃ সন্নিহিত একটি স্থানে (১৪ : ৩৭)। ধু ধু সেই মরু-ভূমিতে একটি ঝরনা প্রবাহিত হইল। ইহাই সেই অফুরন্ত উৎস যাহা "যামযাম" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঝরনার উদ্ভবে জনসমাগমের শুরু হইল। আগন্তুকগণ মা ও শিশুর প্রতি আকৃষ্ট হইল (১৪ : ৩৭-(فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم) কারণ তাহারা বুঝিল, উহাদের কল্যাণেই ঝরনা প্রবাহিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে উভয়ে লালিত হইতে লাগিলেন। কিছু-কাল পরে হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) আসিয়া স্ত্রী ও পুত্রের সহিত যোগদান করিলেন। তখন ইসমা'ঈল বেশ কার্যক্ষম হইয়া উঠি-য়াছিলেন। একদিন ইব্‌রাহীম ('আ) স্বপ্নে পুত্রের কু'র্‌বানীর আদেশ-প্রাপ্ত হইলেন। ইসমা'ঈলের পূর্ণ সম্মতিতে ইব্‌রাহীম ('আ) পুত্রকে কু'র্‌বানী করিবার জন্য উদ্যত হইলেন (৩৭ : ১০২-১০৭)। "মিনা" নামক স্থানে ইব্‌রাহীম ('আ) এই মহান কু'র্‌বানীর উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া আল্লাহ্ তাঁহাকে পুত্রের স্থলে একটি পশু কু'রবানী করিতে আদেশ দেন। সেই কু'রবানীর রীতি আজও মিনায় এবং মুসলিম জগতের সর্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। ইব্‌রাহীম ('আ) পুত্র কু'রবানীর এই পরীক্ষায় (بلاء مبين) এবং আরও কতিপয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহাকে মানবের "ইমাম" মনোনীত করা হয় (২ : ১২৪)। ইস্‌মা'ঈল যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ইব্‌রাহীম ('আ) কা'বাঃ গৃহ পুনঃনির্মাণ (২ : ১২৭) করেন এবং আল্লাহ্‌র আদেশে হ'াজ্জ প্রবর্তন করেন (২২ : ২৭)।

কান্'আনে অবস্থানকালেই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী সারার গর্ভে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ইস্‌হ'াকে'র জন্ম হয় (১১ : ৭১-৭৩)। ইব্‌রাহীম ('আ) ইস্‌মা'ঈল ('আ)-কে মক্কায়, ইস্‌হ'াক' ('আ)-কে ফিলিস্তীনে (কান্'আনে) ও লূত' ('আ)-কে মরুসাগর অঞ্চলে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ইস্‌মা'ঈল ('আ) ও ইস্‌হ'াক' ('আ) ও তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যেই হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত নুবুওয়াত এবং নেতৃত্বভার অর্পিত থাকে। আল্লাহ্ ইব্‌রাহীম ('আ)-কে বলিয়াছিলেন, "আস্‌লিম" অর্থাৎ

আত্মসমর্পণ কর। ইব্‌রাহীম ('আ) বলিলেন, "নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করিলাম" (২ : ১৩১)। ইব্‌রাহীম ('আ) ছিলেন "মুস্‌লিম" এবং তাঁহার ধর্ম ছিল সনাতন ইসলাম। এই ধর্মের উপর নিষ্ঠার সহিত স্থির থাকার অর্থে তাঁহাকে "হ'নীফ" আখ্যায় ভূষিত করা হয় (৩ : ৬৬)। কু'র-আনে সেই "মিল্লাতু ইবরাহীম"-কে সর্বোৎকৃষ্ট দীনরূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, "আল্লাহ্ ইব্‌রাহীমকে খালীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু)-রূপে গ্রহণ করিলেন" (৪ : ১২৫)। ইব্‌রাহীম ('আ) এবং য়া'কূ'ব ('আ) উভয়ে তাঁহাদের বংশধরগণকে এই দীন অনুসরণ করিবার তাকীদ দিয়া যান এবং এই ইসলামই ছিল ইসহা'াক' ('আ)-এর দীন (২ : ১৩২-৩৩)। ইস্‌মা'ঈল ('আ)-এর বংশে একজন নবী প্রেরণের জন্য ইব্‌রাহীম ('আ) আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন (২ : ১২৯)। "খালীল"-এর এই প্রার্থনার ফলশ্রুতিতে মুহ'ম্মাদ (স')-এর আবির্ভাব ঘটে। তিনিও ছিলেন ইব্‌রাহীমী মিল্লাতের অনুসারী, তথা চিরন্তন তাওহ'ীদবাদী ইসলামের শেষ নবী। য়াহূদী এবং খৃস্টান যাজকগণ দাবী করিলেন যে, ইব্‌রাহীম ('আ) ও তাঁহার বংশোদ্ভব নবীরাও ছিলেন য়াহূদী অথবা নাস'ারা (২ : ১৪০)। কু'রআান তাঁহাদের এই দাবী প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে—তাহারাও ছিল মুসলিম (২ : ১৩৩; ৩ : ৬৪—৬৭)।

আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার (২ : ১২৪-انى جاعلك للناس اماما) অনুযায়ী তাওহীদভিত্তিক ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার নেতৃত্ব ইব্‌রাহীম ('আ)-এর বংশেই রহিল। এক পর্যায়ে তাঁহার সন্তান ইস্‌হ'াক' ('আ) ও তৎপুত্র য়া'কূ'ব ('আ)-এর শাখায় নেতৃত্ব অর্পিত হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে এই শাখা যোগ্যতা হারাইল। আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন : (لا ينال عهدى الظالمين) অত্যাচারীরা আমার অঙ্গীকার-প্রাপ্ত হইবে না। তখন স্বাভাবিকভাবে ইস্‌মা'ঈল বংশীয় যোগ্যতর পাত্র মুহ'ম্মাদ (স')-এর হস্তে নেতৃত্বভার তুলিয়া দেওয়া হইল। ইস্‌রাঈল বংশীয়গণ (য়াহূদী এবং খৃস্টান) যথাসাধ্য বিরোধিতা করিয়াও পরাজয় বরণে বাধ্য হইল।

ইব্‌রাহীম ('আ) ১৭৫ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে হাব্‌রূনের অন্তর্গত এক পর্বত গুহায় দাফন করা হয়। স্থানটি এখন খালীল নামে পরিচিত (য়াকূ'ত, ২ : ১৯৪) এবং বায়তু'ল-মাক'দিস হইতে ১০/১২ মাইল দূরে অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কু'রআান, উপরে উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর, (২) ছ'া'লাবী, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩১২, পৃ. ৪৩-৪৭, ৫৯; (৩) কিসা'ঈ, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া', পৃ. ১২৮-১৪৫, ১৫৩; (৪) ত'াবারী, ১খ, ২২০-২২৫; (৫) ইব্‌নু'ল-আছী'র, ১খ, ৬৭-৯৪।

J. Eisenberg & A. J. Wensinck (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আদহাম (ابراهيم ابن ادهم) ইব্‌ন মানসূ'র ইব্‌ন য়াযীদ ইব্‌ন জাবির বাল্‌খ-এর বাসিন্দা ছিলেন। গ্রীকদের বিরুদ্ধে একটি নৌযুদ্ধে অংশ গ্রহণকালে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া কথিত আছে (হি'ল্‌য়াতু'ল-আওলিয়া', ৭ম খণ্ড, ৩৮৮)। এই ঘটনা ১৬০-১৬৬/৭৭৬-৮৭৩ সনের মধ্যে কোন এক সময়ে ঘটে বলিয়া উল্লিখিত হয়। কূফা-র কবি মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন কুনাসা (মৃ. ২০৭/৮২২; তাঁহার মাতা ছিলেন ইব্‌রাহীমের ভগিনী) এই উপলক্ষে তাঁহার রচিত কবিতার কয়েকটি চরণে ইব্‌রাহীমের বৈরাগ্য, চরিত্র-মাহাত্ম্য ও ব্যক্তিগত সাহসের প্রশংসা করেন এবং উল্লেখ করেন যে, তিনি পশ্চিমের কবরে (আল-আদাবু'ল-গারবী) দাফন (আগ'ানী, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১১৩) হন। এক বিবরণ অনুযায়ী তাঁহাকে সূকী'ন নামক "রূম"-এর এক দুর্গে দাফন করা হয় (য়াকূ'ত, ed. Wustenfeld, ৩য় খণ্ড, ১৯৬)। সূ'ফী মতে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি সিরিয়ায় হিজরত করেন, সেখানেই কর্মরত থাকেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত নিজ পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। এই তথ্যগুলি হি'ল্‌য়াতু'ল-আওলিয়া'-র বর্ণিত বহু উপাখ্যান হইতে প্রমাণিত হয়। কথিত আছে যে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারাক তাঁহার খুরাসান ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইব্‌রাহীম বলেন, "সিরিয়া ভিন্ন আর কোথাও আমি জীবনে আনন্দ পাই না, সেখানে আমি আমার ফক'ীরী লইয়া শিখর হইতে শিখরে ও পাহাড় হইতে পাহাড়ে পলাইয়া বেড়াই; যাহারা আমাকে দেখে তাহারা আমাকে উন্মাদ বা উষ্ট্রচালক বলিয়া মনে করে।" তাঁহার সূ'ফী জীবনের উপাখ্যানে দেখা যায় : তিনি ছিলেন বাল্‌খ-এর যুবরাজ, শিকারের সময় একদিন অদৃশ্য কণ্ঠের সতর্কবাণীতে তাঁহাকে বলা হয়, একটি খরগোশ বা শৃগালের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য তাঁহাকে সৃষ্টি করা হয় নাই। তখন তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার পিতার জনৈক মেষপালককে নিজের অশ্ব ও সঙ্গে যাহা কিছু ছিল তৎসমুদয় প্রদান করিয়া মেষপালকের পশমী পোশাক পরিধান করেন এবং ঐহিক আড়ম্বরের পথ ত্যাগ করিয়া ধর্মনিষ্ঠার ও সূ'ফী সাধনার পথ অবলম্বন করেন (তাঁহার ভাবান্তরে অন্যান্য বিবরণের জন্য Goldziher এবং ফাওয়াতু'ল-ওফায়াত, বূলাক' ১২৮৩, ১ম খণ্ড, ৩য় পৃ. দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী শতাব্দীসমূহে এই বিবরণের ভিত্তিতে "সুলত'ান ইব্‌রাহীম" কর্তৃক সংসার ত্যাগের ঘটনা সম্পর্কে কতকগুলি রূপকথার সৃষ্টি হয়। এই রূপকথাগুলি তুর্কী, ভারতীয় এবং মালয়ী বিবরণেও দেখিতে পাওয়া যায়।

আদি চরিতকারগণের লেখায় ইব্‌রাহীমের যে সকল উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে কিংবদন্তীগুলির বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, ইব্‌রাহীম মূলত একজন বাস্তবধর্মী প্রশান্তচিত্ত সূ'ফী সাধক ছিলেন, পরবর্তী শতাব্দীতে যে অতীন্দ্রিয়বাদের (Speculative mysticism) উদ্ভব হইয়াছিল তাহার কোন চিহ্নই সেই বিবরণে দৃষ্ট হয় না। অনেক প্রাচীন সূ'ফীর ন্যায় তাঁহার খাদ্য যাহাতে শারী'আতসম্মতভাবে হ'ালাল হয় তজ্জন্য তিনি পূর্বাহ্নে সর্ব-প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। তাঁহার মতে, তাওয়াক্কুল নীতিতে বিশ্বাসের অর্থ নিজের জীবিকা অর্জনে নিশ্চেষ্ট থাকা নয়, বরং তিনি বাগানের কাজ, শস্য কর্তন, শস্য পেষণ প্রভৃতি দ্বারা নিজের ভরণ-পোষণ করিতেন। লোকে দানকার্যে অনুপ্রাণিত হইয়া তদ্দ্বারা নিজেদের মুক্তি-সম্ভাবনা বৃদ্ধি করিতে পারিবে—শুধু এই কারণে তিনি ভিক্ষা অনুমোদন করিতেন, কিন্তু জীবিকার উপায় হিসাবে তিনি ইহার নিন্দা করিতেন। তিনি বলিতেন, "দুই প্রকারের ভিক্ষাবৃত্তি আছে, কেহ লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষাবৃত্তি করে, কিংবা কেহ বলিতে পারে, 'আমি প্রায়ই মসজিদে যাই, স'ালাত আদায় করি, রোযা রাখি ও আল্লাহ্‌র বন্দেগী করি এবং আমাকে যাহা দেওয়া হয় তাহাই গ্রহণ করি—এই দুইয়ের মধ্যে শেষোক্তজনই নিকৃষ্ট। এইরূপ ব্যক্তি নাছোড়বান্দা ভিক্ষুক। কথিত আছে, যেই তিনটি উপলক্ষে ইব্‌রাহীম আনন্দ বোধ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি হইল এই যে, তিনি যে-পশমী পোশাক পরিধান করিতেন তাহাতে

এত হারপোকা হইয়াছিল যে, ছারপোকা হইতে পশমের পার্থক্য তিনি নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এই গল্পে যে বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয় তাহা মুসলিম সুহ্দ বা ফক'ীরী অপেক্ষা ভারতীয় সন্ন্যাসবাদে অধিকতর দৃষ্ট হয় (আল-কু'শায়রী, রিসালাঃ, কায়রো, ১৩১৮, পৃ. ৮৩ প.)। তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ বাণীর দৃষ্টান্তরূপে দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। যথা 'দারিদ্র্য এমনই সম্পদ যে, আল্লাহ্ ইহাকে বেহেশতে রাখেন এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র ভিন্ন আর কাহাকেও উহা প্রদান করেন না", "যে আল্লাহ্কে চিনে, তাহার নিদর্শন এই যে, সেই ব্যক্তির প্রধান প্রচেষ্টা হইবে সাধুতা ও (আল্লাহ্র প্রতি) অনুরক্তি, এবং তাহার কথা হইবে প্রধানত (আল্লাহ্র) প্রশংসা ও মাহাত্ম্য কীর্তনমূলক।" আবূ য়াযীদ আল-জুয'ামী ঘোষণা করেন যে, পরকালে আল্লাহ্র নিকট ভক্তদের চরম প্রত্যাশা হইবে বেহেশ্ত। ইহার জবাবে ইব্রাহীম বলেন, "আল্লাহ্র কসম, আমার বিবেচনায় ভক্তরা যাহাকে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলিয়া মনে করে, তাহা হইল আল্লাহ্ যেন তাঁহাদের দিকে হইতে তাঁহার অনুগ্রহ দৃষ্টি অপসৃত না করেন।" যদিও এরূপ ধ্যান-ধারণা সন্ন্যাসবাদের (asceticism) সীমা অতিক্রম করিয়া মরমীবাদ (mysticism)-এ পদার্পণের ইঙ্গিত বহন করে, তথাপি আমরা ইব্রাহীমকে উক্ত সীমা অতিক্রমকারী বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। তাঁহার মতে ধর্মের মৌলিক কথা হইল সংসার ত্যাগ ও আত্মনিগ্রহ এবং এইগুলির মধ্যেই তিনি পরিপূর্ণ শান্তি ও আনন্দের সন্ধান পান, ধ্যান-মত্ততা কিংবা আত্ম-বিস্মৃতির মধ্যে নহে।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্র ছাড়া, (১) আস-সুলামী, ত'াবাক'াতু'স'-সূ'ফিয়্যা, Brit. Mus. Ms. f, 4a; (২) আবূ নু'আয়ম আল-ইস'ফাহানী, হি'ল্য়াতু'ল-আওলিয়া', ৭খ, ৩৬৭, ৮খ, ৫৮; (৩) আল-কু'শায়রী, রিসালাঃ, কায়রো ১৩১৮, পৃ. ৯; (৪) আল-হুজ্ব'ীরী, কাশ্ফু'ল-মাহ'জুব, Transl. Nicholson, p. 103 প.; (৫) 'আত'ত'ার, তায্'কিরাতু'ল-আওলিয়া', ed. Nicholson, i., ৮৫-১০৬; (৬) জামী, নাফাহ'াতু'ল-উন্স, ed. Lees, সংখ্যা ১৪; (৭) আশ-শা'রানী, আত'-ত'াবাক'াতু'ল-কুব্রা, ১খ, ৯১; (৮) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, ed Wustenfeld, add পৃ. ১৮ প.; (৯) আল-কুতুবী, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত ১খ, ৩; (১০) A. von. Kremer, Gesch, der herrschender Ideen des Islams, p. 57 প.; (১১) Nicholson. Ibrahim b. Adham in ZA. XXVI. 215–220; (১২) Goldziher, Vorlesungen, p. 163; (১৩) E. G. Browne, A Literary Hist, of Persia, i., 425, Concerning the pictorial representation of an incident in the Legend of Ibr. b, Adham, see JRAS 1909. p. 751, and 1910, p. 167.

R. A. Nicholson (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইব্লীস (ابليس) Devil বা শায়ত'ানের আসল নাম, সম্ভবত ইহা একটি গ্রীক শব্দের (Diabolo) বিকৃত রূপ। D. Kunstlinger (Rocznik Orjentalistyczny, VI. 76 প.) শব্দটির একটি ভিন্ন ব্যুৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। 'আরব ভাষাবিদগণ বলেন : শব্দটির উৎপত্তি ب - ل - س ধাতু হইতে; "কারণ ইব্লীস আল্লাহ্র রহমত সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ (ابلس) হইয়াছে।" তাহাকে শায়ত'ান, 'আদুও'উল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ্র দুশমন অথবা কেবল 'আদুওউ-ও বলা হয়। শায়ত'ান তাহার আসল নাম নহে। তাহার আর এক নাম 'আযাযীল। ফারসী সাহিত্যে ইব্লীস-এর ব্যবহার দেখা যায়। কু'রআনে আদাম ('আ)-এর সৃষ্টির পর্যায়ে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের জন্য আদাম ও হ'াওওয়া'কে প্রলুব্ধ করার ভূমিকায় দেখা যায় (২ : ৩৪; ৭ : ১১; ১৫ : ৩১; ১৭ : ৬১; ১৮ : ৫০; ২০ : ১১৬; ৩৮ : ৭৪)। মৃত্তিকা হইতে আদামকে সৃষ্টি করার এবং তাঁহার মধ্যে রূহ' ফুঁকিয়া দেওয়ার পর আল্লাহ্ ফিরিশ্তাগণকে আদেশ করেন আদামকে সিজদা করিবার জন্য। একমাত্র ইব্লীস এই আদেশ অমান্য করে, কারণ আগুন হইতে সৃষ্ট বলিয়া সে মাটির তৈয়ারী আদামকে সম্মান করা নিজ মর্যাদাহানিকর মনে করে। এইজন্য সে বেহেশ্ত হইতে বহিষ্কৃত এবং অভিশপ্ত হয়। তবে সে কি'য়ামাত পর্যন্ত তাহার মৃত্যু মুলতবী রাখার প্রার্থনা জানায় এবং ইহা মঞ্জুর করা হয়। অধিকন্তু তাহার প্রার্থনানুযায়ী মানুষকে বিপথগামী করিবার প্রয়াসে চক্রান্ত করিবার সামর্থ্য তাহাকে দেওয়া হয়। আদাম ও হ'াওওয়া' যখন বেহেশ্তে বাস করিতেছিলেন তখন সে তাঁহাদিগকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। খৃস্টানদের কিংবদন্তীতেও (Life of Adam and Eve, 15, Kautzsch, Aprokryphen) এই ধরনের বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সব বিবরণে তাহাকে Devil, Demon বা Satan বলা হইয়াছে, ইব্লীস শব্দের উল্লেখ সেখানে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বাইবেলে (Genesis) আদাম ও হ'াওওয়া'র প্রলুব্ধকারীকে Serpent বলা হইয়াছে। প্রশ্ন হইল : ইব্লীস ফিরিশ্তাদের শামিল না জিন্নদের মধ্যে গণ্য। যামাখশারীর মতে সে জিন্ন; মালাইকাঃ শব্দটি জিন্ন এবং ফিরিশ্তা—উভয় শ্রেণীর প্রতি প্রযোজ্য (কাশ্শাফ, সূরাঃ ২০ : ১১৬)। ত'াবারী বলেন : ফিরিশ্তাদের একটি বিভাগ জান্নাঃ অর্থাৎ বেহেশ্তের রক্ষক বলিয়া তাহাদের নাম জিন্ন হইয়াছে (ত'াবারী, ১খ, ৮০)। "নারু'স-সামূম" (১৫ : ২৭) হইতে জিনের সৃষ্টি; ফিরিশ্তা "নূর" হইতে সৃষ্ট (ত'াবারী, ৮১ পৃ.)। আদিতে জিন্ন পৃথিবীতে বাস করিত। আত্মকলহে অবশেষে রক্তপাতের পর আল্লাহ ফিরিশ্তাদের একটি বাহিনীসহ ইব্লীসকে (তখন তাহার নাম ছিল 'আযাযীল অথবা আল-হ'ারিছ') বিবদমান জিন্নদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তাহারা পাহাড় অঞ্চলে বিতাড়িত হয়। আর এক বিবরণ অনুযায়ী পৃথিবীর জিন্নদের মধ্য হইতে ফিরিশ্তা বাহিনী ইব্লীসকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল (ত'াবারী, ৮৪ পৃ.)। আল্লাহ তাহাকে জিন্নদের বিচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং এই সূত্রে তাহাকে আল-হ'াকাম বলা হইত; অহঙ্কার বশে সে জিন্নদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিলে আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করেন। কিন্তু ইব্লীস কোনক্রমে পলায়ন করিয়া বেহেশ্তে আশ্রয় লাভ করে; তখন হইতে আদাম সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত সে আল্লাহ্র অনুগত দাসরূপে বেহেশ্তে বাস করে (ত'াবারী, ৮৫ পৃ., মাস'উদী, ১খ, ৫০)। ত'াবারী এক বর্ণনায় ইব্লীসকে সর্দার ফিরিশ্তাদের অন্যতম এবং জিন্নদের বাদশাহ বলিয়াছেন। কি'য়ামাতের পরে ইব্লীসকে তাহার দলবল এবং অভিশপ্ত মানবসহ জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে (যথা ২৬ : ৯৫)। ইব্লীস মানুষের সহিত বহু বিচিত্র চাতুরী খেলিয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করে; কিন্তু সত্যিকারের বিশ্বাসীরা তাহার চক্রান্তে পড়ে না (সূরা ১৭ : ৬৫, ৩৪ : ২০, ৩৮ : ৮৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্রগুলি ছাড়া ঃ (১) Weil, Biblische Legenden der Muselmanner, P. 12 প., (২) Grunbaum, Neue Beitrage zur semitischen Sagenkuhiti, p. 60 প.; (৩) 'আদ-দিয়ার বাক্রী, আল-খামীস, (কায়রো ১২৮৩); (৪) বুখারী, স'াহ'ীহ', বাব সি'ফাতি ইব্লীস ওয়া জুনূদিহি।

'ইবাদাত (عبادة ঃ ইবাদাঃ, বহুবচনে عبادات) শাব্দিক অর্থে দাসত্ব করা, ব্যবহারিক অর্থে দাসত্বের তাকীদে যে সকল অনুষ্ঠান পালন এবং সৎকর্ম সাধন করিতে হয়, সমষ্টিগতভাবে ইহাদিগকে 'ইবাদাঃ বলা হয়। 'ইবাদাঃ শব্দটি শাব্দিক অর্থে কু'রআন মাজীদে পুতুল, নক্ষত্র ইত্যাদির পূজার প্রতিও প্রয়োগ করা হইয়াছে।

ইসলামী ফিক্'হ গ্রন্থসমূহের প্রথমভাগে আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাতের আলোচনা থাকে, যথা ত'াহারাত, স'ালাত, যাকাত, স'াওম, হ'াজ্জ এবং সময় সময় জিহাদও। আল-'আব্বাদীর মতে (আল-জাওহারাতু'ন, নায়্যিরাঃ, কনস্টান্টিনোপল ১৩২৩, ১খ, ১৪৬) মাশ্রু'আত (বিধিবদ্ধ কর্ম) পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ যথা, ১। 'আক'াইদ বা বিশ্বাস-মূলক কর্ম; ২। 'ইবাদাত, দাসত্বমূলক কর্ম; ৩। মু'আমালাত, ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ঃ معارضات মালপত্র সম্পর্কে দুই পক্ষের মধ্যে বিনিময় চুক্তি, মুনাকাহ'াত বা বিবাহ নিয়ামক আইন, আমানাত বা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এক তরফা চুক্তি এবং মাওয়ারীছ' বা উত্তরাধিকার আইন; ৪। পাপের শাস্তি ('উকূ'বাত); ৫। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্ফারাত)। শেষোক্ত শ্রেণীর পরি-বর্তে ইব্ন নুজায়্ম (আল-বাহ'রু'র-রা'ইক', ১খ, ৭) ও ইব্ন 'আবিদীন (রাদ্দু'ল-মুখতার, ১খ, ৫৮) "আদাব" অর্থাৎ নৈতিক বিধানসমূহকে স্থান দিয়াছেন। 'আক'াইদ, যেমন ফিক্'হ গ্রন্থে আলোচিত হয় না, তেমনি নৈতিক বিষয়ও সাধারণত ফিক্'হের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কিন্তু প্রায় হ'াদীছ' গ্রন্থে এই দুইটি বিষয়ের স্বতন্ত্র অধ্যায় রহিয়াছে, কু'রআনেও ইহাদের উল্লেখ আছে। এই দুইটি বিষয় ফিক্'হের উল্লিখিত বিভাগের সহিত খাপ খায় না। 'ইবাদাত, মু'আমালাত, মুনাকাহ'াত, জিনায়াত, হ'দূদ ও হ'কূমাত অন্তত ৫ম শতক হইতে ফিক্'হ গ্রন্থের স্বতন্ত্র অধ্যায়ে নির্ধারিত পরিভাষায় বিন্যস্ত হইয়া আসিতেছে; তবে ফিক্'হ গ্রন্থগুলি বিভিন্ন মায্'হাবে বিভিন্ন ক্রমানুসারে সংকলিত। তৃতীয় শতক পর্যন্ত ক্রমাগত এই পরিভাষাগুলির অর্থের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যেমন হ'াদীছে' দু'আ-কে সর্বোৎকৃষ্ট 'ইবাদাত বা "আল-'ইবাদাঃ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে (তিরমিয'ী, دعوات) বাব ১); অপেক্ষাকৃত পুরাতন গ্রন্থাদিতে স'াওম ও হ'াজ্জের অধ্যায় পরবর্তীতে সংযোজিত হইয়াছে এবং অন্যান্য বিধি-বিধানের ফাঁকে ফাঁকে (যথা শায়বানী-র গ্রন্থ আল-জামি'উ'ল-কাবীর-এ এবং আবু দাউদ ও ইব্ন মাজাঃ-এর সুনান গ্রন্থদ্বয়ে) বিবৃত হইয়াছে। মু'আমালাত শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে কেবল ক্রয়-বিক্রয়ের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (নাসা'ঈ, আয়মান, বাব ৪৬, ৪৭)।

ইবাদি'য়্যাঃ (اباضية) খারিজীদের একটি প্রধান শাখা। বর্তমানে 'উমান, পূর্ব আফ্রিকা, ত্রিপোলিতানিয়া ও দক্ষিণ আলজি-রিয়ায় ইবাদি'য়্যাঃ সম্প্রদায়ের অনুসারী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের অন্যতম অনুমিত প্রতিষ্ঠাতা 'আবদিল্লাহ ইব্ন ইবাদি'ল-মুর্রী'ত-তামীমী-র নাম হইতে ইবাদি'য়্যাঃ নামটি গৃহীত। নামটির সাধারণ রূপ "আবাদি'য়্যাঃ", তবে এই সম্প্রদায়ভুক্ত সমসাময়িক লেখকেরা অনেক সময় "ইবাদি'য়্যাঃ" রূপটিকে অধিকতর নির্ভুল মনে করিয়া তাহা ব্যবহার করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য নামের মধ্যে "শুরাত" নামটি বিশেষরূপে পরিচিত।

কিংবদন্তী মতে হি. ৬৫ সনে 'আব্দিল্লাহ ইব্ন ইবাদ' খারিজী-দের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। সুতরাং ইবাদি'য়্যাঃ নামক চরমপন্থী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার কাল তৎপূর্বে বলিয়া মনে হয়। হিজ্রী প্রথম শতকের মধ্যভাগে বসরায় আবু বিলাল মিরদাস ইব্ন উদায়্যাঃ আত্-তামীমী-কে কেন্দ্র করিয়া যে খারিজী কা'আদাঃ (Quietist বা শান্তিবাদী) সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় এবং যাহা হইতে খারিজিয়্যাঃ সু'ফ্রিয়্যাঃ দলের উদ্ভব হয়, সম্ভবত তাহাদের সহিত এই সম্প্রদায়ের প্রাথমিক ইতিহাসের সম্পর্ক রহিয়াছে। হি. ৬৫ সনে 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইবাদ' আযরাকি'য়্যাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হন এবং আবু বিলালের মৃত্যুর পরে মধ্যপন্থীদের নেতা হন। শেষোক্ত দল উমায়্যাদের বিরুদ্ধে তাহাদের খুরূজ (অভ্যুত্থান)-এর ফলে বসরা ত্যাগ করে, কিন্তু ইব্ন ইবাদ' তাঁহার অনুসারিগণসহ সেখানেই থাকিয়া যান। এই ঘটনার সময় হইতে ইবাদি'য়্যাদের ইতিহাসের যে প্রাথমিক যুগের সূচনা হয় তাহাকে কিত্মান (গোপনীয়তা)-এর যুগ বলা যাইতে পারে। মূল গ্রন্থগুলি ইব্ন ইবাদ'কে প্রায়ই "ইমামু'ত-তাহ্'ক'ীক'" বা "ইমামু'ল-মুসলিমীন" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। এই উপাধি হইতে সম্ভবত ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একটি গোপন ধর্মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বা তথাকথিত "জামা'আতু'ল-মুসলিমীন"-এর নেতৃত্ব দান করিতেছিলেন। তবে ইব্ন ইবাদ' ও খালীফাঃ 'আবদু'ল-মালিকের মধ্যে নিশ্চয়ই বন্ধুসূচক সম্পর্ক থাকিয়া থাকিবে। তাঁহার মৃত্যুর সন জানা যায় না।

ইব্ন ইবাদে'র উত্তরাধিকারী আবু'শ-শা'ছা' জাবির ইব্ন যায়্দ আল-আয্দী-ও উমায়্যাদের প্রতি ইব্ন ইবাদে'র নীতি বজায় রাখেন। তিনি ছিলেন ইবাদি'য়্যাদের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং 'উমান-এর নায্ওয়া-র বাসিন্দা; ১০০ হি.-এর কাছাকাছি সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। এই জাবির ছিলেন তাঁহার সমকালীন মুসলমানদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ। তিনিই সম্ভবত এই সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম হ'াদীছ' সং-কলক। ইবাদি'য়্যাঃ মতবাদকে তিনিই সুনির্দিষ্ট রূপ দান করেন; তজ্জন্য তিনি 'উমদাতু'ল-ইবাদি'য়্যাঃ বা আস্'লু'ল-মায্'হাব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অনুরূপভাবে এই সম্প্রদায়ের যথোপযুক্ত সংগঠনের কৃতিত্বও সম্ভবত তাঁহারই প্রাপ্য। আল-হ'াজ্জাজ যখন চরমপন্থী খারিজীদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত, ঠিক সেই সময় তিনি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হন।

হিজ্রী প্রথম শতকের শেষের দিকে বসরার ইবাদি'য়্যাগণ অধিকতর চরমপন্থী হইয়া দাঁড়ায়; তাহারা মুহাল্লাবীদের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার সহিত তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটে এবং জাবিরসহ অধিকাংশ নেতা 'উমানে নির্বাসিত হন। তাঁহার শিষ্য ও উত্তরাধিকারী আবু 'উবায়দাঃ মুসলিম ইব্ন আবী কারীমা আত্-তামীমী কারারুদ্ধ হন। কিন্তু আল-হ'াজ্জাজের মৃত্যুর (৯৫ হি.) পরে তিনি ইবাদি'য়্যাদের নেতৃত্ব লাভ করেন। আবু 'উবায়দাঃ ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি একখানা হ'াদীছ' সংকলন প্রণয়ন করেন। সমস্ত মুসলিম দেশের ইবাদিয়্যাগণ তাঁহার নিকট পরামর্শের জন্য আসিত। দ্বিতীয় 'উমার-এর মৃত্যুর পরে ইবাদি'য়্যাদের জন্য যে

অনুকূল পরিবেশটি ছিল তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে; এই সময়ে তাহাদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রবণতা অনুভূত হইতে আরম্ভ হয়। আবূ 'উবায়দাঃ প্রথমে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বিভেদের আশংকা করিয়া তিনি তাঁহার মনোভাবের পরিবর্তন করেন। তবে পূর্বে আয্রাকি'য়্যাগণ যেমনভাবে শহর ত্যাগ করিয়াছিল, তিনি তাহা না করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন, যাহাতে উমায়্যাদের ধ্বংসস্তূপের উপর ইবাদি'য়্যাদের বিশ্বজনীন ইমামতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তিনি বসরায় একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। নানা দেশ হইতে আগত ছাত্রদিগকে প্রচারকের দায়িত্ব পালনের জন্য এই কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইত। উদ্দেশ্য ছিল, দলে দলে এই "হ'ামালাতু'ল-'ইল্ম" ইবাদি'য়্যাঃ সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রচার করিবে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক অনুসারী জুটিলে খু'রূজ (গণ-বিদ্রোহ) ঘোষণা করা হইবে। আবূ 'উবায়দার কর্মতৎপরতা বিরাট সাফল্য লাভ করে এবং মাত্র কয়েক বৎসর পরেই কয়েকটি মুসলিম দেশে ইবাদি'য়্যাঃ বিদ্রোহ দেখা দেয়।

আবূ 'উবায়দার (তখনও আল-মানসূ'রের খিলাফাত চলিতে-ছিল) মৃত্যুর পরে বসরায় ইবাদি'য়্যাঃ সমাজের অবনতি আরম্ভ হয়।

বসরার বাহিরে ইবাদি'য়্যাঃ সম্প্রদায় : ইরাকে (বিশেষত কূফায়) ও মেসোপটেমিয়ায় (বিশেষত মূসি'লে-Mosul) ইবাদি'য়্যাঃ সমাজের অস্তিত্ব দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। মক্কা, মদীনা এবং মধ্য 'আরবেও হিজরী দ্বিতীয় শতকে ইবাদি'য়্যাঃ সমাজ বিদ্যমান ছিল। দক্ষিণ 'আরবে ১২৮/২৯ হিজরীতে একটি ইবাদি'য়্যাঃ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তাহারা উমায়্যাদের কর্তৃত্ব হইতে কেবল হ'াদ্'রা-মাওত এবং স'ান্'আ' ছিনাইয়া লয় নাই বরং মক্কা এবং মদীনায়ও কিছুকালের জন্য বিদ্রোহের বিস্তার ঘটে। পরিশেষে ১৩০ হিজরীতে ওয়াদিউ'ল-কু'রা-র নিকটে ইবাদি'য়্যাগণ পরাজিত হয়।

'উমানে ইবাদি'য়্যাদের প্রাথমিক ইতিহাস আবূ বিলালের প্রাক-ইবাদি'য়্যাঃ দলের কর্মতৎপরতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া মনে হয়। তবে দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধে আরও প্রবলভাবে প্রচারকার্য আরম্ভ হয়। হি. ১৩২ সনে একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহের নেতা হিসাবে আল-জুলান্দা ইব্ন মাস্'উদ নামক দেশের ভূতপূর্ব শাসনকর্তার জনৈক বংশধর ইমাম নির্বাচিত হন। কয়েক বৎসর পরে 'আব্বাসিয়্যাঃ অভিযানের ফলে এই ইমামাতের পতন ঘটে; তৎপর দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে নায্ওয়া শহরকে কেন্দ্র করিয়া একটি নূতন কর্মতৎপরতা দেখা দেয়। কিছুকাল পরে এই স্থানে বসরার "মাশাইখ" প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ফলে এই অঞ্চল ইবাদি'য়্যাদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ২৮০ হি. পর্যন্ত 'উমানের ইবাদি'য়্যাগণ ছিল স্বাধীন; ঐ বৎসর পুনরায় 'আব্বাসীগণ দেশটি দখল করেন। হি. ৪০০ সনের পরে 'আব্বাসিয়্যাঃ ক্ষমতার বিলোপ ঘটে। বর্তমানে 'উমানের গাফিরী ও হিনাব'ী গোত্রগুলির প্রধান শাখাসমূহ ইবাদি'য়্যাঃ মতবাদের অনুসারী।

পূর্ব আফ্রিকার অধিকাংশ ইবাদি'য়্যাঃ এখন যাঞ্জিবারে বাস করে। খুরাসানেও (কিশাম দ্বীপ ও খুরাসানে) মধ্যযুগে এই সম্প্রদায় বিস্তার লাভ করে। 'উমান হইতে ইবাদি'য়্যাগণ তখন সিন্ধুতেও তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিত।

উত্তর আফ্রিকায় ইবাদি'য়্যাগণ কিছুকাল যাবৎ এই সম্প্রদায়ের ইতিহাসে প্রধান ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে বসরার অধিবাসী সালামা ইব্ন সা'ঈদ প্রচারক হিসাবে কায়রাওয়ানে কর্মতৎপর ছিলেন। অল্পকাল পরে ত্রিপোলিতানিয়ায় একটি ইবাদি'য়্যাঃ রাষ্ট্র গঠিত হয়, কিন্তু ১৩২ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে ইহার পতন ঘটে; তবে অধিবাসীরা ইবাদি'য়্যাঃ মতবাদে আস্থাশীল থাকিয়া যায়। বসরার সহিত এই সকল বার্বার সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে এবং আবূ 'উবায়দাঃ কর্তৃক গঠিত একদল প্রচারকের কর্মতৎপরতার ফলে ১৪০ হিজরীতে আবু'ল-খাত'ত'াব নামক এক ব্যক্তি ত্রিপোলিতানিয়ায় নূতন ইমাম নির্বাচিত হন। হাওওয়ারাঃ, নাফূসাঃ প্রভৃতি বার্বার গোত্রগুলি তাঁহার নেতৃত্বে সমগ্র দেশটি অধিকার করিয়া ১৪১ হিজরীতে সু'ফ্রিয়া বংশীয় ওয়ার-ফাজুমা-র কর্তৃত্বাধীন কায়রাওয়ান দখল করে। আবু'ল-খাত'ত'াবের ইমামাত এক বিরাট রাজ্যের উপর বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কিন্তু আওওয়ারগা-র নিকটে 'আব্বাসীয় বাহিনীর হস্তে পরাজয়ের ফলে ১৪৪ হিজরীতে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। পরবর্তীকালে ক্রমশ 'আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিরোধিতার নূতন নূতন কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। এইরূপে কায়রাওয়ানের ভূতপূর্ব ইবাদি'য়্যাঃ শাসনকর্তা 'আবদু'র-রাহ্'মান ইব্ন রুস্তাম "সূক আজ্জাজ"-এ এবং পরবর্তী কালে "তাহারত"-এ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন এবং সেইখানে কয়েকটি ইবাদি'য়্যাঃ বার্বার গোত্র তাঁহার সহিত যোগদান করে। বিভিন্ন নেতার কর্মতৎপরতার ফলে ১৫১ হিজরীতে উত্তর আফ্রিকায় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়; সু'ফ্রিয়াগণও তাহাতে যোগদান করে। ইমামু'দ্-দিফা' আখ্যায় ভূষিত আবূ হ'াতিব এই আন্দো-লনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু পরিণামে ১৫৫ হিজরীতে তিনি এক 'আব্বাসী বাহিনীর হস্তে পর্যুদস্ত হন। এই পরাজয়ের পরে তাহারত শহরটি উত্তর আফ্রিকার ইবাদি'য়্যাদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। উহার শাসনকর্তা 'আবদু'র-রাহ্'মান ইব্ন রুস্তাম ১৬০ (অথবা ১৬১) হিজরীতে ইমাম নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে ইব্ন রুস্তামের উত্তরাধিকারী 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব "আফরীকি'য়্যাঃ" ও "আল-মাগ্'রিব"-এর সমস্ত ইবাদি'য়্যাঃ জনপদ ও গোত্রাদিকে নিজের কর্তৃত্বাধীনে একত্র করিতে সমর্থ হন। বসরা ও সমস্ত প্রাচ্যের ইবাদি'য়্যাঃ দলগুলিও অনুরূপভাবে রুস্তামিয়্যাদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে। রাজনৈতিক বিভেদ ও আগ'লাবিয়্যাদের সাফল্যের ফলে তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধে তাহারত-এর ইমামাতের অবনতি ঘটে। চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধে ফাতি'মীগণ যখন অভ্যুত্থানের প্রয়াসগুলিকে নিশ্চিতভাবে দমন করিতে সক্ষম হইল, তখন ইবাদি'য়্যাগণ কিত্মান (আত্ম-গোপন)-এর অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। আল-মাগ্'রিব ও আফরী-কি'য়্যাঃ-র বিভিন্ন অংশে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইবাদি'য়্যাঃ ওয়াহ্ হাবিয়্যাঃ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তন্মধ্যে "জাবাল নাফূসা" দল ছিল সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত। তৃতীয় শতকের শেষার্ধ হইতে এই দলের নিজস্ব নেতা ছিল। পরবর্তীকালে এখানে জনৈক "শায়খ"-এর নেতৃত্বে "আয্যাবাঃ" নামীয় পরিষদ সদস্যদের দ্বারা গঠিত ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। বানূ হিলাল-এর অভিযানের (৪৪৩) পর আফ্রিকার ইবাদি'য়্যা-গণ ক্রমে ক্রমে তাহাদের বর্তমান অবনত অবস্থায় পতিত হয়। সপ্তম শতকে ইব্ন গ'ানিয়্যাঃ সাহারা-র অধিকাংশ ইবাদি'য়্যাঃ উপনিবেশ বিধ্বস্ত করেন। যে অঞ্চলগুলিতে এই দলের অস্তিত্ব বজায় থাকে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে জাবাল নাফূসা, জার্বা-

যৌগ, বিলাদু'ল-জারীদ এবং তিনটি মরূদ্যান—রিগ্', ওয়ারজলান ও মাযাব (Mzab)। আফ্রিকা ও প্রাচ্যের ইবাদি'য়্যাঃ পণ্ডিতদের মধ্যে কিন্তু বরাবরই সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইবাদি'য়্যাঃ মতবাদ পূর্ব সূদানেও প্রবেশ লাভ করে। বণিকদের দ্বারা প্রথমে ইহা আওদাগ'শ্ত-এ প্রবর্তিত হয়। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সেইখানে ইহা আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। মধ্য সূদানের উত্তর সীমান্তেও ইবাদি'য়্যাঃ উপনিবেশ ছিল। সাহিত্যিক সূত্র হইতে পঞ্চম শতাব্দীতে স্পেন ও সিসিলীতে ইবাদি'য়্যা উপনিবেশের অস্তিত্বের কথা জানিতে পারা যায়।

ধর্মবিশ্বাস ঃ সু'ফ্রিয়্যাঃ দল সহ ইবাদি'য়্যাগণ খারিজীদের মধ্যপন্থী শাখার অন্তর্ভুক্ত। তাহারা অ-খারিজীগণকে কাফির বা মুশ্রিক বলিয়া মনে করে না, তজ্জন্য তাহারা ইস্তি'রাদ' (রাজনৈতিক হত্যা) বর্জন করে। অ-ইবাদি'য়্যাদের সহিত তাহারা বিবাহের অনুমতি দেয়। রাজনৈতিক ব্যাপারে মুহ'াক্কিমাঃ (প্রথম-যুগের খারিজী)-দের মত তাহারা ইমামাতের অস্তিত্বকে শর্তহীনভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করে না। ইমামবিহীন রাষ্ট্রকে বলা হয় "কিত্মান" এবং ইহা "যু'হূর" অর্থাৎ ইমামাত ঘোষণার বিপরীত অবস্থা। বিধিবদ্ধভাবে নির্বাচিত ইমামকে ইমামু'ল-বায়্'আঃ বলে, আহ্লু'ল-কিত্মান কর্তৃক নির্বাচিত ইমামকে বলা হয় ইমামু'দ্-দিফা' ।

গণ্যমান্য লোকের পরিষদ বা শায়খদের দ্বারা গোপনে ইমাম নির্বাচিত হইতেন ও তৎপরে প্রকাশ্যে ঘোষিত হইতেন। অনেক সময় ইমামরূপে নির্বাচনের অধিকার একটি গোত্রে কিংবা একটি পরিবারে সীমাবদ্ধ থাকিত। ইমামকে কু'রআন, হযরত (স')-এর সুন্নাঃ ও আদি ইমামদের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী শাসনকার্য নির্বাহ করিতে হয়। কেহ তাঁহার ক্ষমতাকে শর্ত সাপেক্ষ করিতে চাহিলে তাহাকে ধর্মদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা হয়। এইভাবেই "নুক্কার" বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়। ধর্মমতে স্থির না থাকিলে ইমামকে পদচ্যুত করা যাইতে পারে। কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য দৃষ্টে মনে হয়, বিভিন্ন দেশে কয়েকজন ইমামের যুগপৎ অস্তিত্ব সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হইত। এতদ্সত্ত্বেও ইবাদি'য়্যাদের মধ্যে একটি সার্বজনীন ইমামাত গঠনের প্রবণতা রহিয়াছে। ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, এক প্রকারের যৌথ শাসন ব্যবস্থাও সম্ভব। ইহা অবশ্য খারিজী মতবাদের বিরোধী। সাধারণভাবে ইবাদি'য়্যাদের বিশ্বাস ও ধর্ম-তাত্ত্বিক-রাজনৈতিক মতবাদ কতকগুলি প্রধান বিষয়ে সুন্নী মতবাদের কাছাকাছি। মালিকীদের সঙ্গে তাহাদের কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি হযরত (স.)-এর সময়ে কু'রআন সৃষ্ট হওয়া সম্পর্কে তাহাদের মতবাদ (দ্র. Smogorzowski, Un poeme abadite sur certaines divergonces entre les Malikites et les Abadites, in RO, ii, 260-268)। ইবাদি'য়্যাঃ ও মু'তাযিলাদের ধর্মনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে (Goldziher, Vorlesungen, p. 207 and 259)। আল-বাক্রী ইবাদি'য়্যাঃ সম্প্রদায়কে আল-ওয়াসি'লিয়্যাঃ ইবাদি'য়্যাঃ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কিত্মানের যুগে ইবাদি'য়্যাদের মধ্যে মতভেদ ছিল প্রথমত কেবল ধর্মতাত্ত্বিক। রাজনৈতিক সংকটের ফলে পরে অন্যান্য মতভেদও দেখা দেয়। দুইটি রাজনৈতিক কারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, একটি যৌথ বা যুক্ত-শাসনব্যবস্থার প্রশ্ন, অপরটি শর্ত অরোপের প্রশ্ন (উপরে দেখুন)।

ইবাদি'য়্যাঃ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ওয়াহ্বিয়্যাঃ ছিল বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইহাই একমাত্র খারিজী দল যাহা আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছে। নামকরণ কখনও কখনও রুস্তামিয়্যা ইমাম 'আব্দু'ল ওয়াহ্হাব-এর নামানুসারে হইতে বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু ইহা খারিজী ইমাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহ্ব আর-রাসিবী-র সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। ওয়াহ্বিয়্যাঃ ভিন্ন এখন নুক্কা-রিয়্যাঃ, নাফ্ফাছি'য়্যাঃ ও খালাফিয়্যাঃ নামক ক্ষুদ্র দলগুলিই পরিজ্ঞাত বর্তমান খারিজী সম্প্রদায়। ইহারা সংখ্যায় অল্প কয়েকজন মাত্র। দ্বিতীয় শত:কর প্রারম্ভে নুক্কারিয়্যাঃ দলের সূচনা, তখন তাহারা তাহার্তের দ্বিতীয় ইমাম 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব-কে স্বীকার করিতে অসম্মত হয়। উত্তর আফ্রিকা, 'উমান এবং দক্ষিণ 'আরবে তাহাদের অনুসারী দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় শতকের প্রারম্ভে বিলাদু'ল-জারীদ-এ নাফ্ফাছি'য়্যাঃ সমাজের উৎপত্তি। তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা নাফ্ফাছ', 'মুস্ওয়াদ্দা (আগ'লাবী)-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে অবহেলার জন্য রুস্তামী ইমামকে ভর্ৎসনা করেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি জাবাল নাফূসা-য় প্রস্থান করেন। খালাফিয়্যাগণ খালাফ ইব্নু'স-সামাহ'-এর ভক্ত। ২য় শতকের শেষে তিনি নিজেকে ত্রিপোলিতানিয়ার ইমাম বলিয়া ঘোষণা করেন। গ'ারিয়্যান ও জাবাল নাফূসা-র অন্যাদি তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ইতিহাসে আরও অন্তত বারটি পৃথক পরস্পর বিরোধী দলের অস্তিত্বের সন্ধান মিলে। ইবাদি'য়্যাঃ গ্রন্থকারদের লেখারও কিছুটা শাহ্রাস্তানী-র রচনায় তাহাদের বিবরণ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইবাদি'য়্যাঃ ঐতিহাসিক সূত্রসমূহ ঃ (১) আশ্-শাম্মাখী, কিতাবু'স-সিয়ার, কায়রো ১৩০১ ; (২) আস-সালিমী, কিতাবু'ল-লুমা' আল-মুদ'ী'আঃ, কায়রো ১৩২৬ ; (৩) আল-বারাদী, কিতাবু'ল-জাওয়াহির, কায়রো ১৩০৩ ; (৪) ঐ, সিয়ারু'ল-'উমানিয়্যঃ, MS. in Lwow ; (৫) আবূ যাকারিয়া, Chronique, ed. E. Masqueray, Algiers-Paris ১৮৭৮ ; (৬) আল-বারূনী, রিসালাঃ সুল্লামু'ল-'আম্মাঃ, কায়রো ১৩২৪ ; (৭) Chronique d' ইব্ন স'াগ'ীর Sur les Imams Rustamides de Tahert, par A. de Motylinski (Actes xiv. th. Congres des Or. iii. B 3-132) ; (৮) মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ আত'ফিয়াশ আল-ওয়াহবী, রিসালাঃ শাফিয়াঃ ফী বা'দি'ত-তাওয়ারীখ, আলজিয়ার্স ১২৯৯ ; (৯) আদ-দারজী'নী, কিতাব ত'াবাকা'তি'ল-মাশাইখ MS. in Lwow ; (১০) আস্-সালিমী, তুহ'ফাতু'ল-আ'য়ান বি সীরাত আহ্ল 'উমান, ২ খণ্ড, কায়রো ১৩৪৭ ; (১১) A. de Motylinski, Bibliogr. du Mzab. Les livres de la Secte abad-hite, in Bull. de Correspondance Africaine, iii, Algiers 1885 ; (১২) Smogorzewski, Zrodia ibady-ckie do historii Islamu, Lwow 1926 ; (১৩) Badger, History of the Imams and Seyyids of Oman by Salil ibn Razik, London 1871 ; (১৪) Brunnow, Die charidschiten unter den ersten Omayyaden, Leyden 1884 ; (১৫) Wellhausen, Die rel. pol. Oppositionsparteien, Berlin 1901 ; (১৬) এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রামাণ্য ইতিহাস যথা ত'াবারী, বিশেষত ইব্ন খালদূন। ইবাদি'-য়্যাদের ধর্মমত সম্বন্ধে আশ-শাম্মাখী, কিতাবু'ল-ঈদ'াহ' ১৩০৯ ; (১৭) আল-জায়্ত'ালী ক'ানাতিরু'ল-খায়্রাত, কায়রো ১৩০৭ ; (১৮)

[illegible] ওয়া'ল-বুরহান, কায়রো ১৩০৬; (১৯) [illegible] সুন্নী, কিতাবু'ন-নীল, কায়রো ১৩০৫ (দ্র. [illegible], কিতাবু'ন-নীল-এর ভাষ্য); (২০) Zeys, Legislation Mozabite, Algiers 1886; (২১) Sachau, Muhamm. Erbrecht nach der Lehre der ibaditischen Araber, in SBPr Ak 1894; (২২) Motylinski, Les livres Sacres de la Secte abadhite, Algiers 1889; (২৩) do. L'Aqida des Abadhites in Rec. xiv th Congr. des Or.; (২৪) M. Mercier, Etude sur le waqf abadhite, Algiers 1927। আরও ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে সাধারণ মুসলিম গ্রন্থকারগণ রচিত গ্রন্থসমূহ, যথা আশ্-শাহ্‌রাস্তানী এবং আল-বাগদাদী (দ্র. Hitti, Baghdadi's Characteristics of Muslim Sects, Cairo 1924)।

ও

'ইম্‌রান (عمران) ইসলামী সাহিত্যে 'ইমরান নামে দুই ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়: (১) হযরত মূসা ('আ) ও হযরত হারূন ('আ)-এর পিতা, ইস্‌রাঈল বংশীয়, তাঁহার বংশ-তালিকা নিম্নরূপ: 'ইম্‌রান (বাইবেলে Amram, Exodus. 6 : 18, 20) ইব্‌ন য়িস্‌'হার (يصهر—Izhar; বাইবেলের বর্ণনায় Izhar- 'ইম্‌রানের ভ্রাতা, পিতা নহেন, Exodus, 6 : 18) ইব্‌ন ক'াহিছ' (Kohath, বাইবেলের বর্ণনায় ইনিই 'ইমরানের পিতা) ইব্‌ন লাব'ী ইব্‌ন য়া'কূ'ব ('আ) ইব্‌ন ইসহ'াক' ('আ) ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ('আ) (খাযিন, ১ : ২২৯; কাশ্‌শাফ, ১ : ৪২৪)। তিনি মিস্‌রের ফির'আওন (সম্ভবত দ্বিতীয় রেমেসিস, রাজত্বকাল খৃ. পূ. ১৩৫২) ১২৮৫-এর অধীনে একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার স্ত্রী য়ূকাবেদ (Yukhabid-বাইবেলে Jokhebed)-এর গর্ভে মূসা ('আ)-এর জন্ম হয়। হারূন ('আ) মূসা ('আ)-এর জ্যেষ্ঠ সহোদর। 'ইমরান ১৩৭ বৎসর জীবিত ছিলেন (ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, ১খ, ১১৯; আছ'-ছ'া'লাবী, পৃ. ৯৯; আল-কিসাঈ, পৃ. ২০১; ত'াবারী, ১খ, ৪৪৩, Exodus, 6 : 14—20)। কাহারও কাহারও মতে ৩ : ৩৩ আয়াতে آل عمران ('ইমরানের বংশধর) বলিতে এই 'ইম্‌রানকেই বুঝান হইয়াছে (কাশ্‌শাফ, ১খ, ৪২৪)। (২) 'ইম্‌রান (ইব্‌ন মাছ'ান, ভিন্নমতে আশীম) মার্‌য়াম ('আ)-এর পিতা (৬৬ : ১২—مرىم بنت عمران), তিনি হযরত দাঊদ ('আ)-এর বংশধর। তিনি জেরুযালেমের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী হ'ান্‌নাঃ বিন্‌ত ফাকূয'া-র পরিণত বয়সে সন্তানের জন্ম সম্পর্কে প্রায় নিরাশ হইয়া যাওয়ার পর তাহাদের কন্যা মারয়ামের জন্ম হয় (খৃ. পূ. ১৬)। এই মারয়ামই হযরত 'ঈসা ('আ)-এর মাতা (৩ : ৩৫—৩৭, ৪২—৪৯)। কাহারও কাহারও মতে ৩ : ৩৩ আয়াতে এই 'ইম্‌রানেরই কথা বলা হইয়াছে (ইব্‌ন কাছ'ীর, তাফসীর, ১ : ৩৫৮), কারণ পরবর্তী আয়াতসমূহে মার্‌য়াম ('আ) ও 'ঈসা ('আ)-এর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

উল্লিখিত দুই 'ইম্‌রানের মধ্যে ১৮০০ বৎসরের ব্যবধান ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (নাসাফী, মাদারিক, খাযিনের হাশিয়ে মুদ্রিত, ১খ, ২২৯), কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় ১৪০০ বৎসরের ব্যবধান ছিল (Historian's History of the World, vol. ii, p. 5প.; ঐতিহাসিক অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৭, পৃ. ২., ২৪)।

গ্রন্থপঞ্জী: ৩ : ৩৩, ৩৫ আয়াতের তাফসীর বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে: যথা (১) খাযিন, দারু'ল-মা'রিফাঃ, বৈরূত, ১ম. খণ্ড; (২) নাসাফী, মাদারিক; (৩) কাশ্‌শাফ, দারু'ল-মা'রিফাঃ, বৈরূত, ১ : ৪২৪; (৪) ইব্‌ন কাছ'ীর, তাফ্‌সীর, বৈরূত ১৯৮০, ১ : ৩৫৮-৫৯; (৫) ঐ, আল-বিদায়াঃ ওয়া'ন-নিহায়াঃ, বৈরূত ১৯৭৯, ২ : ৫৬; (৬) ছ'া'লাবী, কি'স'াসু''ল-আন্‌বিয়া', কায়রো হি. ১৩১২, পৃ. ৯১-৯২ ও ২২০; (৭) আল-কিসাঈ, কি'সাসু''ল-আন্‌বিয়া', পৃ. ১৯৩-৯৫; (৮) ত'াবারী, ১খ, ৪৪৩-৫; (৯) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, পৃ. ১১৯-২০; (১০) মুহ'াম্মাদ হি'ফ্‌জু''র-রাহ'মান সিওহারব'ী, কিস'াসু''ল-কু'রআান, দিল্লী ১৯৮০, ১খ, ৩৭০; (১১) মুহ'াম্মাদ মতিউর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৭, পৃ. ২, ২৪; (১২) Good News Bibli, United Bible Socities. 1977 3rd. Print; (১৩) Weil, Bibilio Lengenden. p. 131; (১৪). Eisenberg, Moses in der arab., Legende, Cracow 1910 p. 16; (১৫) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 12.

এ. টি. এম. মুছলেহউদ্দীন

ইমাম (امام : ইমাম, বহুবচন : أئمة—আ'ইম্মাঃ) শব্দটি কু'রআানে এক বচনে ছয়বার ও বহুবচনে পাঁচবার ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন, কিতাব (৩৬ : ১২), আদর্শ (১৯ : ১৭), পথ (১৫ : ৭৯), নেতা (২ : ১২৪) ইত্যাদি। বাস্তব জীবনে পারিভাষিক অর্থে তিনটি ক্ষেত্রে ইমাম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা:

১। জামা'আতে অনুষ্ঠিত স'ালাতের নেতাকে ইমাম বলা হয়। স'ালাতের আহ'কাম সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন যে-কোন মুসলিম ইমাম হইতে পারেন। কোন যোগ্য ব্যক্তিকে ইমামরূপে নিযুক্ত করা হয়। কোন ব্যবস্থা না হইয়া থাকিলে সমবেত মুস'ল্লীদের মধ্যে যিনি যোগ্যতম তাঁহাকে ইমামাত করিতে দেওয়াই বিধেয়। স'ালাতের ইমামাত একটি বৃত্তি বা পেশা নহে, ইহা একটি ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবেই বিবেচিত হয়। পাঞ্জেগানা স'ালাতের ইমামকে পেশ ইমাম এবং জুমু'আর স'ালাতের ইমামকে খাত'ীবও বলা হয়। পারস্যবাসীরা তাঁহাকে পীশ-স'ালাত বলেন। আদি ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় প্রত্যেক এলাকার উল্লেখযোগ্য শহরের জামি' মাস্‌জিদে ইমামাতের কর্তব্য পালন করিতেন খলীফার প্রতিনিধি (والى) ও তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ (نائب) এবং ক্ষেত্রে খলীফা স্বয়ং।

২। সুন্নীগণ সমাজের নেতা অর্থে খলীফাদের প্রতি এবং সম্মান প্রদর্শনার্থে ইসলামের বিখ্যাত 'আলিমদের প্রতি ইমাম শব্দটি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যথা সুন্নী মায্‌'হাবগুলির প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আল-গ'াযালী প্রমুখ।

৩। শী'আগণ ইমাম শব্দটিকে এত অধিক ও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন যে, এই প্রবন্ধে উহাদের সবগুলির আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব। "ইমাম"-এর স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণার ক্রমবিকাশ দীর্ঘকালব্যাপী এবং জটিল। এখানে কেবল প্রধান পর্যায়-গুলি নির্দেশ করা হইতেছে। ইমামের ধারণার মর্মকথা এই যে, কেবল 'আলী (রা) ইব্‌ন আবী ত'ালিবের কোন বংশধরই হইবেন ইসলাম জগতের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা। সকল শী'আ দলই এই বিষয়ে

একমত। এই সর্বসম্মত কথাটি বাদে সব কিছুই দীর্ঘ ও তীব্র বাদানুবাদের বিষয়।

প্রথম পর্যায়ে "ইমাম" মতবাদের মূলনীতি এই ছিল এবং যায়দী সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও ইহা প্রচলিত আছে। ইমামাতের প্রার্থীকে নিখুঁত বংশতালিকার অধিকারী হইতে হইবে, যদ্দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে যে, তিনি 'আলী (রা)-এর পুত্র হ'াসান বা হ'সায়ন (রা)-এর সরাসরি বংশধর। তাঁহার পক্ষে সাবালক হওয়া, দেহ-মনে সুস্থ থাকা, ধর্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী হওয়া এবং শাসক হওয়ার সাধারণ যোগ্যতা থাকা অপরিহার্য। তিনি অনুসারীদের দ্বারা নির্বাচিত হইতে অথবা অস্ত্রবলে ইমামাত অধিকার করিতে পারেন। শী'আদের মধ্যে একমাত্র যায়দী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হইল: একই সময়ে কয়েকজন বৈধ ইমাম বিদ্যমান থাকিতে পারেন অথবা আদৌ কোন ইমাম থাকিবেন না—এমন সময়ও আসিতে পারে; খুব সম্ভব অন্য শী'আ সম্প্রদায়গুলি এই মতের বিরোধী।

পরবর্তী পর্যায়ে ইছ্'না 'আশারীয়াঃ (اثنا عشرية) এবং ইস্মা'ঈলী ধারণার প্রতিফলনে ইমাম শব্দটি প্রধানত খলীফা শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। শব্দটি কেবল প্রাথমিক খলীফাদের প্রতিই নহে, বরং নিষ্ঠাহীন উমায়্যাঃ এবং 'আব্বাসী খলীফাদের প্রতিও প্রযুক্ত হইতে থাকে; তবে তাঁহাদিগকে "মিথ্যা ইমাম" আখ্যায় অভিহিত করা হইত। এই পর্যায়ে প্রকৃত ইমামের কর্তৃত্ব আল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। ইমামাতরূপ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলের তাব্লীগ' বা প্রচারকে অব্যাহত রাখা এবং মানবজাতিকে সুপথে চালিত করা। সুতরাং একই সময়ে একজন মাত্র বৈধ ইমাম থাকিতে পারেন। তিনি হইবেন হযরত (স')-এর কন্যা ফাতি'মাঃ (রা)-এর মাধ্যমে 'আলী (রা)-এর সরাসরি বংশধর। তিনি 'আলীর ও প্রাথমিক যুগের ইমামদের বৈধ উত্তরাধিকারী হইবেন, তিনি তাঁহার ইমামাত কেবলমাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার পিতার স্পষ্ট (নাস্'স' نص) মনোনয়নক্রমে পাইতে পারেন। তিনি সমগ্র মুসলিম জগতের শুধু পার্থিব শাসক হওয়ার একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন না, বরং ইসলামের একমাত্র সর্বপ্রধান ধর্মীয় নেতাও তিনিই। ইসলামের গূঢ়তত্ত্ব একমাত্র তাঁহারই জানা থাকে বলিয়া তিনি শেষোক্ত মর্যাদার অধিকারী। হযরত (স') তাঁহার ঘনিষ্ঠতম সহচর, আত্মীয়, বন্ধু 'আলী (রা) ইব্ন আবী ত'ালিবের সহিত বরাবরই আপন ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। হযরত (স') তাঁহার অনুসারীদিগের মধ্য হইতে এই গূঢ়তত্ত্ব অনুধাবনে অক্ষম দেখিয়া কেবল 'আলী (রা)-এর নিকট গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করেন। প্রকৃত ইমাম তাঁহার পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে এই গুপ্ত জ্ঞান লাভ করেন। কাজেই তিনি ইসলামের আইন-পদ্ধতির ভিত্তি কু'রআন ও হ'াদীছে'র চূড়ান্ত ও অবশ্য পালনীয় আহ'কাম-এর ব্যাখ্যাদানের একচেটিয়া অধিকারী। এ বিষয়ে তিনি আল্লাহ্র অলৌকিক সাহায্যের (তা'ঈদ) উপর নির্ভর করেন; কাজেই তিনি নিষ্পাপ (মা'সূ'ম)। তবে, ইমাম যে উচ্চতর লক্ষ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করেন তৎসম্বন্ধে সাধারণ মানুষ অজ্ঞ বলিয়া সময় সময় তাহাদের চোখে ইমামের কাজ ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইতে পারে।

ইমামাত সম্বন্ধে এই মতবাদ প্রারম্ভিক "গোঁড়া" শী'আদের ধারণারূপে বিবেচিত হইতে পারে। গোড়ার দিকে এই মতের ক্রমবিকাশ বহুল প্রচলিত মতের বিরোধী শী'আ ধারণার স্তর ভেদ করিয়া অগ্রসর হয়। আদি ইসলামের সহিত প্রাক-ইসলামী, প্রধানত মানী এবং মাযদাক'ী ইত্যাদি বিবিধ মরমী সম্প্রদায়ের মতের সহিত নানারূপ সংযোগের ফলে বিরুদ্ধ মতগুলির উদ্ভব হইয়াছিল। এই পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায়গুলি ছিল সাধারণত চরমপন্থী (غلاة)। বহু চরমপন্থী সম্প্রদায় তাহাদের উৎপত্তির পর অল্প সময়ের মধ্যেই লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের উপর তাহাদের মতবাদের প্রভাব অপ্রত্যাশিতভাবে স্থায়ী থাকে। সেইরূপ একটি মতবাদ 'আলী বংশধরের প্রতি নিষ্পাপত্ব আরোপ। নানা ঐতিহাসিক ঘটনা, 'আলী বংশের কতগুলি শাখার ক্রমবিলোপ, বিভিন্ন ইমামের অনুসারীদের মধ্যে মতবিরোধ, "মাহ্দী"র আগমন প্রত্যাশা ইত্যাদি কারণে কতগুলি মতবাদের উৎপত্তি হয়; যথা: সাত্র (ستر) বা ইমামের আত্মগোপন, গ'ায়বাঃ (غيبة) বা ইমামের অদৃশ্য হইয়া যাওয়া, ওয়াক'ফ (وقف) পরপর ইমামের আবির্ভাবে ছেদ পড়া ইত্যাদি, অদৃশ্য বা আত্মগোপনকারী ইমাম, প্রতীক্ষিত "মাহদী" বা "মাসীহ'" বা "ক'াইম" (জগতের শেষ পর্যায়ে "কিয়ামাত এর পূর্বাহ্নে যিনি উত্থিত হইবেন) ইত্যাদি আখ্যা লাভ করিতেন। বহুকালব্যাপী গবেষণার সাহায্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় এই ধারণাগুলিকে কু'রআন ও হ'াদীছে'র উপযোগী উদ্ধৃতির তা'ব'ীল (تاويل) বা ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

হি. ৪র্থ/১০ম খৃ.-এর দিকে গ্রীক দর্শনের সংস্পর্শে আসিয়া ইমামাতের ব্যাখ্যায় একটি নব পর্যায়ের সূচনা হয়। মানুষ যদি সৃষ্টির "মুকুট" হয় তাহা হইলে রাসূল, যিনি আল-ইন্সানু'ল-কামিল (পরিপূর্ণ মানব), তিনি হইবেন বিশ্ব-প্রকৃতির "সার বা নির্যাস"। তাঁহার মাধ্যমে আল্লাহ্র সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণশক্তি মানুষের তথা জগতের মধ্যে প্রবহমান হইবে। এই শক্তিকে প্রাচীন দর্শনে বলা হইত "আক্'লু'ল-কু'ল্"। ইহার পরিপূরক এবং ইহা হইতেই উদ্ভূত সত্তাকে "নাফসু'ল-কুল" বলিত। ইহারই অভিব্যক্তি হইল রাসূল এবং ইমাম, বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতীক, প্রত্যাদেশের কেন্দ্রবিন্দু এবং বাহক। ধর্মতাত্ত্বিক ('আক'াইদ বা কালামশাস্ত্রের) পরিভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর পোশাকে এই ধারণাগুলির নিখুঁত রূপদান করিবার জন্য বিস্তর গবেষণা ও আলোচনার আশ্রয় নেওয়া হয়।

সর্বশেষ পর্যায়ে ইমামাত সংক্রান্ত মতবাদ পারস্যে শী'আ, স'াফাব'ী বংশের উত্থানের পর আর একবার বিবর্তিত হয়। অলৌকিকতার প্রতি জনগণের আকর্ষণ এই বিবর্তনের ধারায় প্রতিফলিত হইয়াছে। সূ'ফীদের মরমী কবিতায় ইমামের মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ইমামগণ রাজ-ক্ষমতা পরিচালকদের পূর্বপুরুষরূপে গণ্য হন এবং কবিগণ পরোক্ষভাবে রাজার স্তুতি গাহিয়া রাজানুগত্য প্রকাশ এবং রাজানুগ্রহ লাভের প্রয়াস পান। নিষ্ঠাবান ধর্মতাত্ত্বিকদের মতামত উপেক্ষা করিয়া ইমামকে সূ'ফী মরমী কবিতার রূপক ও প্রতীক ব্যবহারে অনেক ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরা হয়। ইমামাত তত্ত্বের এই ধরনের পুনর্গঠনে সর্বপ্রথম ফাতি'মী ধর্মতত্ত্ববিদেরাই পূর্ণ সফলতা অর্জন করেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যাগুলি শুধু উচ্চ শিক্ষিত লোকেরাই বুঝিতে পারিতেন বলিয়া উহা গূঢ় (বাতি'নী) মত বলিয়া বিবেচিত হইত। বস্তুত উহা কেবল বুদ্ধিমান লোকদের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল। অন্যান্য শী'আ-সম্প্রদায়ের প্রধান চিন্তাবিদ সকলেই ঐ মতের দিকে কিছুটা মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকেন। নিজেদের মতবাদ বিশ্লেষণের জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ই ক্রমে ক্রমে তাহাদের নিজস্ব পরিভাষা সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহাদের ধারণাগুলি ছিল আশ্চর্যজনকভাবে অনুরূপ।

ইমামাহ্ (অথবা পারস্যবাসীর উচ্চারণে ইমামাত) মতবাদের নূতন ব্যাখ্যামতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জাগতিক শক্তি হইল খোদায়ী পরিচালনার আলো এবং তাহাই হইতেছে সৃষ্টির প্রকৃত উৎস। ইহার বাহক ইমামেরা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় একজনের পরে আর একজন আবির্ভূত হন। তাঁহাদের একজন না একজন নিয়ত পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকেন। ইমাম মুহূর্তের জন্যও পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলে ইহা তৎক্ষণাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। বিশ্বে ইমামের স্থান সূ'ফী সমাজে পীর বা মুরশিদের অনুরূপ। কেবল তাঁহার পরিচালনাধীনেই মানব সত্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও মুক্তি লাভ করিতে পারে। ইমামাতের আলোকধারা জগতে অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু মানবজাতির অজ্ঞ ও অবাধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের নিকট শাশ্বত ধর্ম প্রচারের জন্য আল্লাহ্ কালে কালে "ধর্মপ্রচার অভিযান"-এর ব্যবস্থা করেন। সুতরাং পয়গাম্বারী বা নুবুওয়াত ইমামাতের নিছক সহকারীর স্থান অধিকার করেন।

এই অর্থে হযরত 'আলী (রা) বাহ্যত হযরত মু'হাম্মাদ (স')-এর শিষ্যমাত্র হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন প্রথম পীর। খৃস্টান ধর্মশাস্ত্রে Christ ও God-এর যে সম্বন্ধ, ইমাম ও আল্লাহ্‌র মধ্যে সম্বন্ধও প্রায় তাহাই এবং ইহা বহু নিগূঢ় তত্ত্ববাদের উৎস। এই পর্যায়কে "শী'আ নব জ্ঞানবাদ" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই মতবাদটি কখনও ধর্মতত্ত্ববিদদের স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু তথাপি ইহা বিপুল শী'আ জনসাধারণের মতবাদে পরিণত হয়। ইহা শুধু যে পারস্যের 'শী'আদের উপরই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা নহে; বরং পারস্য ও ভারতীয় ইস্‌মা'ঈলীদিগকেও যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

বিভিন্ন শী'আ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ইমাম মতবাদের বহু সংখ্যক রূপের মধ্যে কার্যক্ষেত্রে দুইটি রূপ সম্পর্কে প্রায়ই ভুল বুঝাবুঝি হইত। প্রথম রূপ হইল, ইমামের আত্মার দেহান্তর গ্রহণ, তাঁহার পুনর্জন্ম ও তথাকথিত অবতারবাদে বিশ্বাস। অত্যন্ত অনুন্নত ও আদিম সম্প্রদায়গুলির চিন্তাধারায় ইত্যাকার ধারণাগুলির কদাচিৎ সন্ধান পাওয়া যায় এবং ইহার সহিত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শী'আদের কোন সম্পর্ক নাই। এই সম্পর্কে তাহাদের মতামত তাহাদের ব্যাখ্যা করার সর্বাপেক্ষা উপযোগী উপমা আধুনিক জীবন হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্বর্গীয় আলোক-প্রক্ষেপক যন্ত্র হইতে আলোক-রশ্মি ইমামের মস্তকের উপর অবিরাম ধারায় বর্ষিত হইতে থাকে, অন্যথায় তিনি মরণশীল সাধারণ মানুষ মাত্র। তাঁহার মৃত্যু হওয়া মাত্র এই রশ্মি তৎক্ষণাৎ তাঁহার উত্তরাধিকারীর মস্তকের উপর আবর্তিত হয়। ইমামাতের শাশ্বত স্বর্গীয় আলোক হইতে ইমামের আত্মা, দেহ ও ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়ত, ইমামের অলৌকিক কার্য করিবার ক্ষমতা। এ বিষয়ে সাধারণ লোকের বিশ্বাস চিরদিনই বিশেষভাবে অনমনীয়। ইমামের ঐশী মনোনয়নের প্রমাণ হিসাবে তাহারা তাঁহার নিকট অলৌকিক কার্যের দাবী করে অথবা স্বেচ্ছায় তাঁহাদের প্রতি অলৌকিক ক্ষমতার আরোপ করে। ইমাম ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সুস্পষ্ট কারণে কঠোরভাবে এরূপ ধারণার প্রতিকূলতা করিয়া থাকেন। সাধারণত প্রচলিত চরম যুক্তি হইল কু'রআনের বিখ্যাত প্রবচন (সূরা ঃ ১৭ ঃ ১১০) "আমি তোমাদের মতই মানুষ।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আন্‌-নাওবাখ্‌তী, ফিরাকু'শ-শী'আঃ, সম্পা. H. Ritter, Istanbul 1931; (২) আল্‌-আশ'আরী, মাকালাত, সম্পা. H. Ritter, Istanbul 1929-33; (৩) A. J. Wensinck, Hand-book, S. V. Imam (s); (৪) A. J. Wensinck, The Muslim Creed; (৫) মুসুফ ঈবিশ, نصوص الفكر السياسي الاسلامي ، الامامة عند السنة বৈরূত ১৯৬৬; (৬) আল্‌-খায়্যাত, আল্‌-ইন্‌তিসার, সম্পা. H. S. Nyberg, Cairo 1955; (৭) আশ্‌-শারীফ আল-মুরতাদা, আশ্‌-শাফী ফি'ল-ইমামাঃ, তেহরান ১৩০১; (৮) E. A. Salem, Political Theory and institutions of the khawarij, Baltimore 1956; (৯) M. G. S. Hodgson, The Order of Assassins, The Hague 1955.

W. Ivanow (S. E. I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইমামবারাঃ (امام باره) (ইমামদের জন্য সুরক্ষিত স্থান) পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে যে দালানে মুহ'াররাম উৎসব উদ্‌যাপিত হয় এবং যেখানে তা'যিয়াগুলি (যখন মিছিলে বহন করা হয় না তখন) রক্ষিত হয় তাহা। ইহা সময় সময় প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার পরিবারের সমাধিক্ষেত্ররূপেও ব্যবহৃত হয়। লখ্‌নৌ ও মুর্শিদাবাদের ইমামবারাঃগুলি ইহার সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত দৃষ্টান্ত। ঢাকার "হুসনী দালান"ও উল্লিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মিসেস মীর হ'াসান 'আলী, Observations on the Mussulmans of India (Oxford 1917), i, 33; (২) H. G. Keene, Handbook of Lucknow (Calcutta 1875), p. 102-103; (৩) J. H. T. Walsh, History of the Murshidabad District (London 1902), p. 76-77।

Anonymus (S. E. I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইমাম শাহ (امام شاه ঃ ইমাম শাহ্) অর্থাৎ ইমামু'দ-দীন 'আবদু'র-রাহ'ীম ইব্‌ন কাবীরু'দ-দীন হ'াসান ইব্‌ন স'াদ্‌রু'দ-দীন পারস্যের নিযারী ইস্‌মা'ঈলী সম্প্রদায়ের (ইসমা'ঈলীয়াঃ প্রবন্ধ দ্র.) জনৈক মুবাল্লিগ' ছিলেন। কিংবদন্তী মতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি গুজরাটের বহু সংখ্যক হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করেন।

তাঁহার সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বিবরণ অতি অল্পই পাওয়া যায়। তাঁহাকে প্রথম নিযারী ইস্‌মা'ঈলী প্রচারক পীর শামসু'দ-দীন বা শাম্‌স-ই-তাব্‌রীয-এর বংশধর বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু ইঁহাকে জালালু'দ-দীন রূমীর সহচর শাম্‌স তাব্‌রীয বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইনি ভারতে আগমন করেন, মুলতানে তিনি সমাহিত আছেন। তাঁহার পুত্র নাস'ীরু'দ-দীন ও পৌত্র শিহাবু'দ্‌-দীন তাঁহার স্থলবর্তী হন। শেষোক্ত জনের পুত্র পীর স'াদ্‌রু'দ্‌-দীন নিম্ন সিন্ধু এবং কচ্ছ এলাকার লোহানা গোত্রের বহু হিন্দুকে ইসমা'ঈলী মতে দীক্ষিত করেন, পরবর্তীকালে তাহারা খোজা নামে পরিচিত হয়। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী কাবীরু'দ্‌-দীন হ'াসানও একজন বিখ্যাত দারবি'শ ও প্রচারক ছিলেন। খুব সম্ভবত ৮৫৩/১৪৪৯ সনে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা তাজু'দ-দীন তাঁহার উত্তরাধিকারী হন (মৃ. ৮৭২/১৪৬৭)। ইমাম শাহ পারস্য ভ্রমণ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর দৃশ্যত শাহ্ মাহ'মূদী বেগ'রা-এর রাজত্বকালে (১৪৫৮-১৫১১) প্রচারার্থে গুজরাটে গমন করেন। তিনি আহ'মদাবাদ হইতে দশ মাইল দূরে

শীরানা-য় বসতি স্থাপন করেন ; দশম (খৃ. ষোড়শ) শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। যতদূর নির্ধারণ করা সম্ভব তাহাতে মনে হয়, তিনি তদীয় যুগের ইমামের অনুগত থাকেন ; কাজেই তাঁহাকে একটি নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী নূর বা নূর মুহাম্মাদ শাহ পরে নিজেকে ইমাম বলিয়া ঘোষণা করেন, এইভাবে ইসমা'ঈলী সমাজে ভাঙনের সৃষ্টি হয়। নূর মুহাম্মাদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের অনুচরগণকে "সৎপন্থী" বলে। গুজরাট, বারোদা ও পূর্ব খান্দেশ-এ এই সম্প্রদায়ের লোক এখনও বহু সংখ্যক বিদ্যমান, তাহারা কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ইমাম শাহ্ প্রাচীন সিন্ধী ও গুজরাটী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন ; এগুলির নয়টি রক্ষা পাইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : W. Ivanow, The Sect of Imam Shah in Gujrat (Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, 1936, p. 19—70), সেখানে প্রাচীনতর গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া আছে।

W. Ivanow (S. E. I.)/ডঃ এম. আব্দুল কাদের

ইরমিয়াঃ (ارمیه) পয়গাম্বর Jeremiah, তাঁহার নাম 'আরবীতে আরমিয়াঃ বা উরমিয়াঃরূপেও উচ্চারিত হয়; এই আকারগুলিতে সময় সময় "মাদ"ও দেওয়া হয় (ارمیاء : ইরমিয়া')।

ওয়াহ্হাব ইব্ন মুনাব্বিহ্ তাঁহার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার ভিত্তি বাইবেলের পুরাতন নিয়মে Jeremiah-এর গ্রন্থের প্রধান বিষয়গুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। পয়গাম্বরী লাভ, রাজা Judah-এর নিকট তাঁহাকে প্রেরণ, তাঁহার উপর জনগণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ, ইহাতে তাঁহার অনীহা, Juda-র উপর রাজত্ব করিবার জন্য এক ভিন্ন দেশীয় অত্যাচারীর নাম ঘোষণা, ইত্যাদিতে ক্ষিপ্ত হইয়া Jeremiah তাঁহার জামা-কাপড় ছিন্ন করেন এবং নিজ জন্মদিবসকে অভিশাপ দিতে থাকেন ; বাঁচিয়া থাকিয়া ইহা দর্শন করা অপেক্ষা তিনি বরং প্রাণ ত্যাগ করিতে চাহেন। আল্লাহ্ তখন তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁহার নিজের অনুরোধ ভিন্ন জেরুযালেম ধ্বংস করা হইবে না।

লোকের পাপের দরুন বুখ্ত নাস্'সার (Nebuchadnezzar) তখন শহরটি আক্রমণ করে। আল্লাহ্ তখন জেরুযালেমের পতন সম্বন্ধে যিরেমিয়ার অভিমত জানিবার জন্য জনৈক ফিরিশতাকে সাধারণ ইস্রাঈলীর বেশে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। লোকে কিরূপ আচরণ করিতেছিল তাহার সংবাদ লওয়ার জন্য তিনি ফিরিশতাকে দুইবার জেরুযালেমে প্রেরণ করেন। ফিরিশতা সর্বাপেক্ষা দুঃসংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া ইরমিয়াকে তাহা অবগত করান, তিনি তখন প্রাচীরের উপরে উপবিষ্ট ছিলেন। পয়গাম্বর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "হে আল্লাহ্! তাহারা সত্য পথে থাকিলে তাহাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে দিন ; কিন্তু তাহারা যদি কুপথে থাকে তবে তাহাদের ধ্বংস করুন।" তিনি এই কথা বলিতে না বলিতেই আল্লাহ্ আস্মান হইতে একটা বজ্র (সা'ইকাঃ) প্রেরণ করিলেন ; উহা বেদী ও শহরের একাংশ ধ্বংস করিয়া দিল। হতাশ হইয়া ইরমিয়া তাঁহার পোশাক ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আল্লাহ্ বলিলেন, "তুমি নিজেই ত ধ্বংসের ইঙ্গিত দিয়াছিলে।" তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আগন্তুক ছিলেন জনৈক ছদ্মবেশী ফিরিশ্তা। অতঃপর তিনি মরুভূমিতে পলায়ন করেন (তাবারী, ১ম, ৬৫৮ পৃ.)।

ইরমিয়া সম্পর্কে মুসলিম উপাখ্যানের দ্বিতীয় ঘটনা হইল বুখ্ত-নাস্'সারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ। দুর্ভাগ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করায় তিনি জেরুযালেমের কারাগারে অন্তরীণ হন, বুখ্ত-নাস্'সার তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মুক্তিদান করেন ও তাঁহার প্রতি সম্মান দেখান। কাজেই তিনি দুর্দশাগ্রস্ত অবশিষ্ট অধিবাসীদের সঙ্গে জেরুযালেমে থাকিয়া যান। তাহারা তাহাদের অনুশোচনা গ্রহণের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিতে ইরমিয়াকে অনুরোধ করিলে আল্লাহ্ পয়গাম্বরকে বলেন : তাহাদিগকে শুধু বল যে, তাহাদের এখানেই থাকিতে হইবে। তাঁহারা তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া ইরমিয়াকে সঙ্গে লইয়া মিসরে চলিয়া যায় (তাবারী, ১ম, ৬৪৬ পৃ.)। য়া'কূ'বীর মতে Nebuchadnezzar (বুখ্ত-নাস্'সার) নগরে প্রবেশের পূর্বে ইরমিয়া আল্লাহ্র অনুশাসন-সম্বলিত ফলকগুলির বাক্স (ark)-টিকে গুহায় লুকাইয়া রাখেন। তৃতীয় ঘটনা নিম্নলিখিত রূপ : জেরুযালেম বিধ্বস্ত হওয়ার পর সৈন্যদল চলিয়া গেলে ইরমিয়া একটি গাধার পিঠে চড়িয়া শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি হাতে করিয়া একটি পাত্রে দ্রাক্ষা-রস ও এক ঝুড়ি ডুমুর আনয়ন করেন। ইলিয়া (Aelia)-র ধ্বংস স্তূপে থামিয়া তিনি অস্থিরচিত্ত হইয়া পড়েন ও বলিয়া উঠেন, "আল্লাহ্ কিরূপে এই সমুদয় পুনরুজ্জীবিত করিবেন?" তখন আল্লাহ্ তাঁহার ও তদীয় গর্দভের প্রাণ হরণ করেন। একশত বৎসর অতীত হইলে আল্লাহ্ তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কতকাল ঘুমাইয়া ছিলে?" তিনি উত্তর দেন, "এক দিন।" যাহা ঘটিয়াছিল আল্লাহ্ তখন তাঁহাকে তাহা অবগত করান এবং তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই তাহার গর্দভকে পুনরুজ্জীবিত করেন ; দ্রাক্ষা-রস ও ডুমুরগুলি তখনও টাট্কা ছিল। আল্লাহ্ অতঃপর তাঁহাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন ; তিনি শহরে ও মরুভূমিতে লোকের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন (তাবারী, ১ম, ৬৬৬ পৃ.)।

প্রথম ঘটনা দুইটি সম্পর্কে বলিতে পারা যায় যে, এগুলি বাইবেলের বিবরণের পরিবর্ধন। তৃতীয়টি সূরাঃ ২ : ২৫৯ আয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত। আয়াতে বলা হইয়াছে, "যিনি একটা বিধ্বস্ত নগরীর নিকট উপনীত হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন : 'আল্লাহ্ ইহার (নগরীর) মৃত্যুর পর কিরূপে ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন?' তখন আল্লাহ্ একশত বৎসরের জন্য তাঁহাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত করেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কতকাল অতিবাহিত করিয়াছ?' তিনি উত্তর দেন, 'এক-দিন বা এক দিনের কিছু অংশ।' আল্লাহ্ জবাব দেন, 'না, একশত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছ, এক্ষণে তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে চাহিয়া দেখ, এগুলি বিকৃত হয় নাই ; আর তোমার গর্দভের দিকেও দেখ ; আমরা তোমাকে মানব জাতির নিকট নিদর্শনস্বরূপ করিব এবং অস্থিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে আমরা কিরূপে উহাদিগকে পুনরায় সংযোজিত করিব, অতঃপর উহাকে মাংসাবৃত করিব।"

কু'রআনের ভাষ্যকারগণ এই সন্দেহকারী লোকটিকে যিরিমিয়াহ্-সহ Old Testament-এর বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত সনাক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি যে, প্রকৃত উপাখ্যানে ঘটনাটি যিরিমিয়াহ-এর গ্রন্থের 'ইবদ মেলেক (Ebed Melek)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল (যিরিমিয়াহ্ প. ৩৯/১৬ ; তু. Rendel Harris সম্পা. The Paraleipomenat of Jeremiah, the Prophet। যিরিমিয়াহ্কে 'ইবদ মেলেক বলিয়া ভুল করায় স্পষ্টত আর

একটা ভুলের সৃষ্টি হইয়াছে ; য়াহূদী মতে যে সকল অমর ব্যক্তি কখনও মৃত্যুর সম্মুখীন হন নাই 'ইবদ মেলেক তাহাদের অন্যতম। মুসলিম উপাখ্যানে আল-খাদি'র (خضر) একজন অমর লোক, সম্ভবত এজন্যই ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ আল-খাদি'র নবী ইরিমিয়াহ্-এর উপাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত এই-জন্যই তাঁহার মরুভূমিতে গমনের উপর জোর দেওয়া হয়; খদ্বরের ন্যায় সেখানেও সময় সময় তিনি লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, এই বিবরণেই সমুদ্রের মুরব্বী সরকেশ ইদ্রীসের পরিবর্তে আল-খাদি'রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কু'রআনের পূর্বোদ্ধৃত আয়াতের (২ : ২৫৯) ব্যাখ্যায় বায়দ'াব'ী বলেন যে, উল্লিখিত ব্যক্তি 'উযায়র (Ezra) কিংবা খিদ'র কিংবা পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী কোন ব্যক্তি। মাওলানা মুহ'াম্মাদ আলী ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় বাইবেলের যিহিষ্কেল (Ezilauk) নবীর দিব্যদর্শনের (দ্র. যিহিষ্কেল, ৩৭ অধ্যায়) কথা বলিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত নহে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কু'রআনের সূরাঃ ২ : ২৫৯ আয়াতের উপর তাফসীরসমূহ, (২) মুজীরু'দ-দীন আল-হ'াম্বালী আল-উনসু'ল-জালীল (কায়রো ১২৮৩) ১খ, ১৩৮ প.; (৩) মুত'াহ্হার ইব্ন ত'াহির আল-মাক্'দিসী, কিতাবু'ল-বাদ' ওয়া'ত-তা'রীখ ed. Huart, iii, 114; (৪) ছ'া'লাবী, কিস'াসু''ল-আম্বিয়া' (Cairo 1290), p. 292 প.; (৫) য়া'কূ'বী, ১খ, ৭০; (৬) I. Friedlander, die Chadhirlegende und der Alexanderroman, p. 269 প.।

A. J. Wensinck (S. E. I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইরাম (ارم) একজন লোক বা গোত্রের নাম। মুসলিম "বংশ-তালিকা"-র বাইবেলের আরাম-এর ন্যায় ইহারও একই রকম স্থান : বাইবেলের 'উস' ইব্ন আরাম ইব্ন সেম ইব্ন নোয়াহ (আদি-পুস্তক. ১০-২৩, বংশাবলী ১-১৭)-এর সহিত মুসলিম "বংশ-তালিকা"-র উস' ইব্ন ইরাম ইব্ন সা।ম ইব্ন নূহে'র তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। অন্যান্য বহু তালিকার ন্যায় মুসলিম তালিকাও সম্ভবত য়াহূদী প্রভাবে ইতিহাসে প্রবেশ লাভ করে। কাজেই ইহা 'আরবে আরামিয়ানদের বিস্তার সম্পর্কে কোন নূতন তথ্য পরিবেশন করে না। নামটি নিম্নে আলোচিত "ইরামা য'াতু'ল-'ইমাদ"-এর নাম বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। ইহাই সম্ভবত আরাম-এর পরিবর্তে মুসলিমদের ইরাম বলার কারণ। জনশ্রুতিতে আরামিয়ানদের সহিত ইরামের সম্পর্ক আরও ক্রম-বিকাশ লাভ করিয়াছে। 'আদ জাতিকে ইরাম বলা হইত। 'আদ গোত্র ধ্বংস হইলে ইরাম নামটি ছ'ামূদ-এর প্রতি প্রযুক্ত হয়। তাহাদের বংশধরেরা সাওয়াদ-এর নাবাতিয়ান বলিয়া বিবেচিত হইত। মুসলিম পণ্ডিতদের ইহাও জানা ছিল যে, প্রাচীনকালে দামিশ্ক ইরাম অর্থাৎ আরাম বলিয়া অভিহিত হইত।

ارم ذات العماد (দ্র. 'আদ) কু'রআনে কেবল সূরাঃ ৮৯ : ৬-৭-এ উল্লিখিত হইয়াছে : (৬) "তোমার প্রভু 'আদ (জাতি) -এর সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা কি দেখ নাই? (৭) ইরাম য'াতু'ল-'ইমাদ যাহার অনুরূপ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নাই।" এই আয়াতগুলিতে 'আদ ও ইরাম-এর সম্পর্ক নানারূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, তাফসীরসমূহে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ইরাম-কে 'আদ-এর বর্ণনা বা অপর নাম বলিয়া ধরিয়া লইলে ইরাম-ও কোন গোত্রীয় নামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, বুঝা যায়। তাহা হইলে 'ইমাদ-কে তাঁবুর খুঁটি অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভিন্ন মতে দণ্ডগুলি ('ইমাদ) হইতেছে ইরামের অট্টালিকার বিরাট আকৃতির বিবরণ। ইরাম যদি 'আদ-এর সঙ্গে স্থানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে "ইরামা য'াতু'ল-'ইমাদ" ভৌগোলিক নাম হওয়াই অধিকতর সম্ভবপর, "স্তম্ভধারী ইরাম" অর্থে। মুসলিমদের মধ্যে ইহাই প্রচলিত মত। কিন্তু সঠিকভাবে ইহা কি বুঝায়, তদ্বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জগতেই বিপুল মতানৈক্য রহিয়াছে। য়াকূ'তের মতে সর্বাপেক্ষা অধিক গৃহীত মত হইল এই যে, "য'াতু'ল-'ইমাদ" দামিশ্কের গুণবাচক অপর নাম। কথিত আছে, জায়রূন ইব্ন সা'দ ইব্ন 'আদ এখানে বসতি স্থাপন করিয়া মর্মর স্তম্ভ শোভিত একটি শহর নির্মাণ করেন। লোথ-এর মতে, কেবল Aramaic কিংবদন্তীই ইরাম নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহার সমর্থনে তিনি এই জনশ্রুতি ব্যবহার করিয়াছেন।

সাধারণত মুসলমানদের মতে ইরাম কিন্তু দক্ষিণ 'আরবে অবস্থিত; 'আদ-এর বাসস্থানও ছিল সেখানে। ইরাম-এর দুই পুত্র, শাদ্দাদ ও শাদীদ। শেষোক্ত জনের মৃত্যুর পর শাদ্দাদ দুনিয়ার রাজাদের বশীভূত করেন। বেহেশ্তের কথা শুনিয়া তিনি 'আদন-এর অনুর্বর ভূমিতে বেহেশ্তের অনুকরণে একটি শহর নির্মাণ করান। ইহার প্রস্তরগুলি ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্যের এবং দেওয়াল ছিল মণি-মুক্তা খচিত। হূদ ('আ)-এর সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া শাদ্দাদ যখন শহরটি দেখিতে যান তখন ইরামের একদিনের পথ দূরে থাকিতে তিনি তাঁহার সমস্ত অনুচরসহ ঘূর্ণিবাত্যায় পড়িয়া নিহত হন এবং সমস্ত শহর বালুকা গর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়।

মাস'উদী (২, ৪২১) প্রদত্ত একটি জনশ্রুতিতে গল্পটি বিস্ময়কর নহে। ইরাম নির্মাণের পর শাদ্দাদ আলেকজান্দ্রিয়ার ভিত্তির উপর শহরটির প্রতিরূপ নির্মাণের বাসনা করেন। আলেকজাণ্ডার যখন আলেকজান্দ্রিয়া স্থাপন করিতে আসেন, তখন তিনি বহু মর্মর-স্তম্ভসহ একটা বিরাট অট্টালিকার নিদর্শন আবিষ্কার করেন। এগুলির একটিতে শাদ্দাদ ইব্ন 'আদ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন 'আদের একটি শিলালিপি ছিল। তাহাতে তিনি বর্ণনা করেন যে, শাদ্দাদ ইরামা য'াতু'ল-'ইমাদ-এর আদর্শে এই শহর নির্মাণ করান, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার প্রাণ হরণ করেন, কাহারও পক্ষে সাধ্যাতিরিক্ত কার্যভার গ্রহণে প্রলুব্ধ হওয়া উচিত নহে। এই কিংবদন্তী আলেকজাণ্ডারের উপাখ্যানের সহিত জড়িত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়; ঐ উপাখ্যানের বর্ণিত হইয়াছে (Pseudo-Callisthenes, সি. মুলার সম্পা. ১খ, পৃ. ৩৩) যে, আলেকজান্দ্রিয়া নির্মাণের সময় চতুষ্কোণ উচ্চ সূক্ষ্মাগ্র স্তম্ভসমন্বিত একটি মন্দির পাওয়া যায়; তাহাতে বিশ্ব শাসনকারী রাজা Sosonchis-এর একটি শিলালিপি ছিল। আলেকজাণ্ডারের উপাখ্যানের সহিত মাস'উদীর শিলালিপিতে উল্লিখিত সতর্কবাণীরও পূর্ণ সঙ্গতি রহিয়াছে। কাজেই আমরা এখানে ইরামের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে কোন কিংবদন্তীর প্রত্যাশা করিতে পারি না। তবে ইহা লক্ষণীয় যে, ত'াবারীও তাঁহার কু'রআনের ভাষ্যে ইরামকে আলেকজান্দ্রিয়ার সহিত অভিন্ন বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, জনৈক 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন কি'লাবাঃ দুইটি হারান উষ্ট্রের সন্ধানকালে দৈবাৎ প্রোথিত শহরে উপস্থিত হন এবং উহার ধ্বংসস্তূপ হইতে তিনি মু'আবিয়া-র নিকট মৃগনাভি, কর্পূর ও মুক্তা লইয়া যান। মু'আবি'য়া কা'বু'ল-আহ্'বার-কে তাঁহার নিকট ডাকিয়া আনিয়া শহরটি সম্পর্কে

জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কা'ব তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "ইহা স্তম্ভযুক্ত ইরাম না হইয়া পারে না; তাহা আপনার খিলাফতের সময় এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট লোকের দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়ার কথা।" আকৃতির বিবরণটি 'আবদুল্লাহ্‌র সহিত যথাযথরূপে মিলিয়া যায়। গ্রন্থের উপহাসের সুরে আল-মাস'উদী যে এ সমুদয় বর্ণনা করেন (মুরূজ, ৪খ, ৮৮) এখানে তাহা লক্ষণীয়। মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মতে, "ইরামা যা'তি'ল-'ইমাদ" 'আদ্‌নের নিকটে অথবা স'ান্‌'আ' ও হ'াদ্'-রামাওত বা 'আম্মান ও হ'াদ্'রামাওতের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে, ইরাম নামের গঠন দক্ষিণ 'আরবীয়; হাম্‌দানী দক্ষিণ 'আরবের ইরাম নামের একটি পাহাড় ও একটি কূপের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে Loth-এর মত খণ্ডিত হয়; তিনি শুধু আরামায়িক সূত্রই বিবেচনা করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে ইহাও সুস্পষ্ট যে, মুসলিম কিংবদন্তীতে ইরাম, আরাম গোত্র ও "ইরামা যা'তি'ল-'ইমাদ"-এর মধ্যে যে সম্পর্ক অনুমিত হইয়া থাকে, তাহা এখনও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় নাই। 'আদ ইব্‌ন ইরামের পারিবারিক কবর আবিষ্কারের কাহিনী D. H. Muller কৃত Sudarabische Studien-এ দৃষ্ট হয় (Sitzber. Akad. Wien, phil-hist. Klasse LXXXVI. 134 প.

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সূরাঃ ৮৯ : ৭ আয়াতের তাফসীর; (২) মাস'উদী, ২খ, ৪২১; ৩খ, ২৭১; ৪খ, ৮৮; (৩) ত'াবারী, ১খ, ২১৪, ২২০, ২৩১, ৭৪৮; (৪) ক'াযুব'ীনী, আছ'ার'ল-বিলাদ (ed. Wustenfeld), পৃ. ৯ প.; (৫) য়াকূ'ত, মু'জাম; (৬) দিয়ারবাক্‌রী, খামীস্ (কায়রো ১২৮৩ হি.), ১খ, ৭৬; (৭) ছ'া'লাবী, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া' (কায়রো ১২৯০ হি.), পৃ. ১২৫-১৩০; (৮) হামদানী (ed. Muller), সূচী; (৯) D. H. Muller, Die Burgen u. Schlosser, p. 418; (১০) Caussin de Perceval, Histoire, i, 14; (১১) Sprenger, Leben und Lehre Mohammads, i, 505-518; (১২) Loth, in ZDMG, XXXV. 625 প.; (১৩) J. Horovitz, Koranische untersuchungen, p. 89 প.।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'ইল্ম (علم) 'আরবীতে 'জ্ঞান' অর্থে ব্যাপকতম শব্দ। অভিধানে 'ইল্ম প্রায়ই মা'রিফাঃ ও শু'উর শব্দের সমার্থকরূপে উল্লিখিত হয় (Lane, p. 2138c), কিন্তু ব্যবহারে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ইহার ক্রিয়াপদ যখন কোন বস্তু বা প্রতিভার জ্ঞান অর্জন বুঝায়, তখন উহার এক বা একাধিক কর্ম থাকে (জার্মান kennen and wissen), কিন্তু মা'রিফাঃ হইল অজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা বা অভিনিবেশের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা। সুতরাং অবিশেষিতভাবে মা'রিফাঃ শব্দটি আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সম্পর্কে ব্যবহৃত হইতে পারে না। তথাপি আল্লাহ্ সম্পর্কে এই শব্দটির ব্যবহার বাস্তবে পরিলক্ষিত হয় বলিয়া কেহ কেহ উক্ত মতের বিরোধিতা করেন (আল-কাদ'াজী, কিফায়াতু'ল-'আওয়াম, সং. কায়রো ১৩১৫ হি., পৃ. ১১)। শু'উর-এর অর্থ উপলব্ধি, বিশেষত খুঁটিনাটি বিষয়ের উপলব্ধি, তাই শা'ইর অর্থ উপলব্ধিকারক, অনুভবকারী তথা কবি। Goldziher তাঁহার 'ফিক্'হ' প্রবন্ধে শব্দটির একটি ব্যবহারিক পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। 'ইল্ম প্রথম দিকে নির্দিষ্ট বস্তুর জ্ঞান বুঝাইত, যথা কু'রআনের 'ইল্ম, তাফসীরের 'ইল্ম ইত্যাদি এবং ফিক্'হ ছিল স্বাধীনভাবে বুদ্ধির ব্যবহারসূচক। সুতরাং বুদ্ধির প্রয়োগকারীকে বলা হইত ফাক'ীহ (ব. ব. ফুক'াহা')। কিন্তু ফাক'ীহ বলিতে এখন সাধারণ ফিক্'হবিদ বা ফিক্'হী বিধানদাতা ব্যক্তিকে বুঝান হয়। পক্ষান্তরে অর্থের সম্প্রসারণের দরুন 'ইল্ম (ব. ব. 'উলূম) "বিজ্ঞান"-এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় 'আলিম শব্দের অর্থও সম্প্রসারিত হইয়াছে। এখন জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লব্ধ ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারীকে 'আলিম বলা হয়। গ'াযালী তাঁহার ইহ্'য়া' গ্রন্থে (১খ, তৃতীয় বাব) এই অর্থ-পরিবর্তনের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। কু'রআনে আল্লাহ্ সম্পর্কীয় জ্ঞানের অধিকারী 'আলিম-এর যে প্রশংসা করা হইয়াছে সেই 'আলিম আখ্যাটি তিনি এই সকল তার্কিক ও ফিক্'হবিদের সম্পর্কে প্রয়োগ করার বিরোধিতা করিয়াছেন। তদুপরি অন্য এক বিবেচনায় 'আরিফ এবং 'আলিম-এর অর্থে বিশেষ পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে; মরমীবাদী 'আরিফ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কাশ্‌ফের বলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের দাবী করেন। সু'ফীতত্ত্বে "ইল্ম ও মা'রিফা-র মধ্যে পার্থক্যের জন্য দ্র. কু'শায়রী, রিসালাঃ, সং. কায়রো ১২৯০ হি., (যাকারিয়্যা আল-আন্‌স'ারী-র ভাষ্যসহ), ৪খ, ৬০ প.। কিন্তু 'ইল্ম যখন হইতে দর্শন ও দার্শনিকতার সংস্পর্শে আসে, তখন ইহাকে মুতাকাল্লিমদের বিশ্লেষণ পদ্ধতির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়। মুতাকাল্লিমগণ 'ইল্ম-কে এরিস্টটলীয় বুদ্ধিভিত্তিক তত্ত্বজ্ঞান (আল-মা'কূ'লাত)-এর কাঠামোতে স্থান দান করেন। এই কাঠামোতে "ইল্ম" একটি عرض বা accident (প্রাচীনতর যুক্তিশাস্ত্রবিদদের পারিভাষিক অর্থে); ইহা ইচ্ছা, ক্ষমতা ইত্যাদির সমপর্যায়ের একটি আকস্মিক গুণ; ইহা জীবনের সহিত সম্পর্কযুক্ত (مختص بالحياة) গুণাবলীর অন্যতম এবং ইহা বাসনাবিশিষ্ট নিম্নতর আত্মা (নাফ্‌স)-র বৈশিষ্ট্যাবলী (কায়ফিয়্যাত)-এর অন্তর্ভুক্ত (ঈজী, মাওয়াকি'ফ, জুরজানী-র ভাষ্যসহ, সং. বুলাক' ১২৬৬ হি.; Dictionary of Technical Terms, পৃ. ১০৬১, তু. পৃ. ১০৫৫—১০৬৬)। আল্লাহ্‌র 'ইল্ম এবং সৃষ্ট জীবের 'ইল্ম—এই দুইয়ের পার্থক্যের প্রেক্ষিতে 'ইল্ম-কে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে: চিরন্তন (ক'াদীম) জ্ঞান ও উৎপন্ন (হ'াদিছ', মুহ্'দাছ') জ্ঞান—এই দুইটির মধ্যে কোন সাদৃশ্য (শাবাহ্) নাই। উৎপন্ন জ্ঞান তিন প্রকার: (ক) বাদীহী অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিজাত জ্ঞান, (খ) দ'ারূরী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের উপলব্ধিজাত ও সর্বসম্মত বর্ণনা (খাবারে মুতাওয়াতির)-এর মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান এবং (গ) ইস্তিদ্‌লালী—অর্থাৎ যুক্তি প্রয়োগে লব্ধ জ্ঞান (তু. 'আকাইদ নাসাফী, তাফ্‌তাযানী ও অন্যান্যের ভাষ্যসহ, সং. কায়রো ১৩২৯ হি., পৃ. ১৯ প.; 'ইল্‌মের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার জন্য দ্র. জুরজানীর তা'রীফাত) (sub-voce)। 'ইল্ম ও মা'রিফা-র মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যকারী ধর্মতাত্ত্বিকগণ মিশ্র পদার্থ (مركب) ও সার্বজনীন বিষয় সম্পর্কে 'ইল্ম শব্দের ব্যবহার এবং অমিশ্র বস্তু (بسيط) ও ধারণা সম্বন্ধে মা'রিফাঃ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন (জুরজানী-র তা'রীফাতে বাসীত্' এবং তাফ্‌তাযানীকৃত নাসাফীর ভাষ্য, পৃ. ৪০ দ্র.)। ধর্মীয় অর্থে 'আমাল বা "কাজের" সহিত 'ইল্ম-এর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে আর একটি পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। যথা: (ক) 'ইল্ম নাজ'ারী অর্থাৎ তাত্ত্বিক

বস্তুকে জানা, জানা হইয়া গেলেই কর্তব্য সম্পাদিত হয়; আর (খ) ’ইল্‌ম আমালী বা ধর্মীয় কর্তব্যের (’ইবাদাত) জ্ঞান; কর্তব্যকে কার্যে পরিণত না করা পর্যন্ত এ জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না (রাগি’ব, মুফ্‌রাদাত, পৃ. ৩৪৮)। ক’য়ালী কৃত জানক’ইহ্‌ গ্রন্থে. (সং. কায়রো ১৩০৬ হি., পৃ. ১১৩) এই কথাটি ভিন্নরূপে বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করা কর্তব্য; যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে ও জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করে, তাহার প্রাপ্য হয় দুইটি আনুগত্যের পুরস্কার; যদি সে না জানে এবং কাজও না করে তবে সে দুইটি অবাধ্যতার দায়ে পড়িল, অন্যপক্ষে যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিল, কিন্তু তদ্রূপ কর্ম করিল না—তবে তাহার হিসাবে জমা পড়িল একটি আনুগত্য এবং একটি অবাধ্যতা। এই সূত্রে ’ইল্‌ম মুক্তিলাভের পক্ষে সহায়ক ঈমান কিরূপ হইতে হইবে, এই প্রশ্নের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়।

যে সকল ’উলূম অর্থাৎ কলা ও বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ (আল-’উলূমু’ল-মুদাওওয়ানাঃ) হইয়াছে, সেগুলির বর্ণনামূলক শ্রেণী বিভাগের জন্য দ্র. Dictionary of Techn. Terms, p. 2-53। ইব্‌ন খাল্‌দূন তাঁহার মুক’াদ্দিমায় (কাস্‌’ম ৫, ৬,) এই সকল ’উলূম-এর ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এবং জীবনের অপরিহার্য ক্ষেত্রগুলির সহিত এগুলির সম্পর্ক সম্বন্ধে অধিকতর ঐতিহাসিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পূর্ণতর আলোচনা করিয়াছেন (De Slane-কৃত অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৯ প.; Quatremere's text, ii. 272 প.)। একটি মৌলিক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান (’উলূম)-কে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ মাহ্‌’মূদাঃ অর্থাৎ প্রশংসনীয় এবং মায্‌’-মূমাঃ অর্থাৎ নিন্দনীয়। যেই ’উলূম ইহকাল বা পরকালের জন্য কল্যাণকর নহে সেইগুলিকে নিন্দনীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। "যে বিষয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই (ما لا يعنيه) উহা পরিত্যাগ করাতেই তাহার ঈমানের সৌন্দর্য নিহিত"—এই হ’াদীছ’টি পূর্বোক্ত শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি। কাজেই ধর্মপ্রাণ মুসলিমের উচিত যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ইহজীবনে প্রয়োজনীয় নহে এবং পারলৌকিক মুক্তির পক্ষেও সহায়ক নহে সেইগুলি পরিহার করা।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) গ’াযালী, ইহ্‌’য়া’, প্রথম পুস্তক, বাব ২; (২) ইব্‌ন খাল্‌দূন, মুক’াদ্দিমাঃ, সম্পা. Quatremere, ৩খ, ১৩৬; (৩) Goldziher, Muham. Studien. ii, 157, and review in ZDMG. lxvii. 532; (৪) হুজ্‌’বীরী, কাশ্‌ফু’ল-মাহ্‌’জূব, tr. Nicholson, p. 11.

ইল্‌য়াস (الياس) (’আ) একজন নবী, পবিত্র কু’রআনে নবীদের বর্ণনায় দুই স্থানে তাঁহার নামের উল্লেখ রহিয়াছে, ৬ঃ ৮৫, ৩৭ঃ ১২৩; ৩৭ঃ ১৩০-এ তাঁহাকে ইল্‌য়াসীন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (سلم على ال ياسين)। উল্লিখিত আয়াতে ইল্‌য়াস (’আ)-এর রিসালাত-এর ঘোষণা রহিয়াছে। তিনি ইস্‌রাঈল বংশের সেই সব নবীর অন্তর্ভুক্ত, যাঁহারা জাগতিক শান-শওকত ও ধন-দৌলত পরিহার করিয়া সাদাসিধা জীবন যাপন করিয়াছিলেন। এই সময় বানূ ইস্‌রাঈল আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া বা’ল (بعل)-এর (৩৭ঃ ১২৫) পূজারী হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাঁহার স্বজাতিকে দেবদেবীর পূজা হইতে ফিরাইয়া আনার চেষ্টা করেন এবং তাহাদিগকে সত্য ধর্মের দা’ওয়াত দেন। তিনি বলেন, "তোমরা কি সত্যধর্মে বিশ্বাসী (الا تتقون) হইবে না? তোমরা কি বা’ল (بعل)-কে ডাকিতে থাকিবে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তাকে পরিত্যাগ করিবে? আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রভু এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদেরও প্রভু (৩৭ঃ ১২৬)।" সূরা আন’আম-এ হযরত ইল্‌য়াস (’আ)-কে হযরত নূহ’ (’আ)-এর বংশধর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (৬ঃ ৮৪-৮৫)।

স’াহ’ীহ’ বুখারীতে হযরত ইব্‌ন ’আব্বাস (রা) ও ইব্‌ন মাস্‌’উদ (রা) হইতে বর্ণিত হ’াদীছে’ ইল্‌য়াস হযরত ইদ্‌রীস (’আ)-এরই নাম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (ان الياس هو ادريس, আল-আনবিয়া’, বাব ৪; আল-ক’স্‌ত’াল্লানী, ৫খ, ৩৩, মিসর, ১৩২৪ হি., এই হ’াদীছ’টিকে সনদের বিবেচনায় হ’াসান বলা হইয়াছে)। হযরত ইদ্‌রীস (’আ)-কে হযরত আদাম (’আ)-এর পরবর্তী প্রথম নবী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে (আওওয়ালু’ল-আম্বিয়া’ বা’দা আদাম, ইব্‌ন সা’দ, ত’াবাক’াত, ১/১, ১৬)। এইজন্য তাঁহার সময়কাল হূদ (’আ)-এর পূর্বে বলিয়া গণ্য করা হয়। হ’াকিম-এর মুস্‌তাদ্‌রিক গ্রন্থে বর্ণিত আছেঃ নূহ’ (’আ) ও ইদরীস (’আ)-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান এক হাজার বৎসরের (كانت فيما بين نوح و ادريس الف سنة, ২খ, ৫৪৮, হায়দারাবাদ, ১৩৪০ হি.)। আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ’আরাবী লিখিয়াছেন যে, ইদ্‌রীস (’আ) নূহ’ (’আ)-এর পূর্বপুরুষ নহেন, বরং ইস্‌রাঈলের অন্তর্ভুক্ত নবীদের মধ্যে একজন। এই প্রসঙ্গে তিনি রাসূলুল্লাহ (স’)-এর মি’রাজ গমনের প্রসিদ্ধ হ’াদীছ’টির উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন। হ’াদীছ’টিতে বর্ণিত আছে যে, ইদ্‌রীস (’আ) রাসূলুল্লাহ (স’)-কে النبي الصالح এবং الأخ الصالح বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। পরন্তু ইদ্‌রীস (’আ) যদি নূহ’ (’আ)-এর পরবর্তী নবী হইতেন, তাহা হইলে আদাম (’আ) ও ইবরাহীম (’আ)-এর মত তিনিও মুহ’াম্মাদ (স’)-কে الابن الصالح বলিয়া সম্বোধন করিতেন (আল-’আয়নী, ৭খ, ২৭ কায়রো)। কিন্তু হ’াফিজ’ ইব্‌ন কাছ’ীরের মত এই ব্যাপারে ইব্‌ন ’আরাবীর পোষকতা করেন। (আল-বিদায়া-ওয়া’ন-নিহায়া, ১খ, ১০০, কায়রো ১৩৪৮ হি.)। প্রণিধানযোগ্য, কু’রআনে ইদ্‌রীস (’আ) ও ইল্‌য়াস (’আ)-কে ভিন্ন ভিন্ন নামে পৃথক পৃথক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। ত’াবারী (১খ, ৪১, ৫২) (সম্পা. de Goeje) লিখিয়াছেন যে, ইল্‌য়াস (’আ) ইস্‌রাঈলী নবী হিয্‌ক’ীল (’আ)-এর পর প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ইহার কোন বরাত উল্লেখ করেন নাই। الياس-কে ال ياسين কেন বলা হইয়াছে? আরবী ভাষায় কি’রা’আতের অনুরূপ পার্থক্য বা রূপান্তর দৃষ্ট হয়; যথাঃ طور سيناء-এর রূপান্তর طور سينين, مهلب হইতে مهلبين। তাহা ছাড়া গোত্রভেদে শব্দের রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। যেমন اسمعيل শব্দটি বানূ আসাদ গোত্রে اسمعين এবং ميكائيل শব্দটি একজন তায়্‌মী কবির কবিতায় ميكال-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুরূপভাবে ابراهيم শব্দটি ابراهام, এবং اسرائيل শব্দটি اسرائين রূপে ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু Encyclo. Isl.-এর ইল্‌য়াস নিবন্ধের নিবন্ধকার Wensinck ছন্দ মিলের জন্য الياس শব্দটির সঙ্গে ين শব্দের সংযোগে ال ياسين শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু রূপান্তরের উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলির প্রেক্ষিতে মনে হয় ইহা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক মত। কু’রআন "মুহ’াম্মাদ (স’) কর্তৃক রচিত"—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত কথাটি রচিত হইয়াছে।

জাওয়ালীক’ীর মতে, ’ইল্‌য়াস’ একটি অনারব শব্দ। কিন্তু কেহ কেহ ভিন্নমতও প্রকাশ করিয়াছেন। ’আরবরা কোন বিদেশী

শব্দকে গ্রহণ করিলে তাহাকে সাধারণত আরবী রূপদান (معرب) করিয়া থাকেন [দা. মা. ই. (উর্দূ) ইল্‌য়াস নিবন্ধ দ্র.]। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই শব্দটির 'ইব্‌রানী (হিব্রু) রূপ, ایلیا। অথবা ایلیجاه। ইহার (Yhwa) অর্থ আমার প্রভু (য়াহূদীগণ শব্দটি আল্লাহ্‌-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন)। দাইরাতু'ল-মা'আরিফ আল-য়াহূদ (Jewish Encyclopaedia)-এ ইহার আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে, উপরিউক্ত নামের মধ্যে এই স্বীকৃতিটি নিহিত যে, এই নামের বাহক 'বা'জ'-এর পূজার বিপরীতে Yhwa-এর পক্ষে জিহাদ করিয়াছিলেন। এই নাম দ্বারা ইহাও অনুমিত হয় যে, 'ایلیجاه' নিজেই এই নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাওরাত গ্রন্থে' ایلیا'-কে, تشبی নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, کشبی নামের কোন স্থানে অথবা বংশের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ছিল। তিনি جلعاد নামক স্থানে বসবাস করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কু'রআন মাজীদ, ৬ : ৮১-৮৬ ; ৩৭ : ১২৩-১৩২ ; (২) তাফ্‌সীর ইব্‌ন কাছ়ীর (উর্দূ-অনু.) করাচী, পারা ২৩, পৃ. ৪৪ প. ; (৩) তাফ্‌সীর হা'ক্‌কানী, লাহোর ১০৫১, ৬খ, ১৫৬ প., একাদশ মুদ্রণ ; (৪) ইব্‌ন জারীর, সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ ; (৫) বুখারী, কিতাবু'স্‌-সালাত, বাব-১ ; (৬) মুসলিম, কিতাবু'ল-ঈমান, হাদীছ' ২৫৯ ; (৭) আহ'মাদ, মুসনাদ, ৩খ, ২৬ ; (৮) 'আহ্‌দ-নামা-ই-ক'াদীম, আল-মুলুকু'ল-আওওয়াল ওয়া'ছ'-ছানী ; (৯) আল-জাওয়ালীক'ী, আল-মু'আর্‌রাব, পৃ. ৮ ; (১০) ত'াবারী, সম্পা. de Goeje, ১খ, ৪১৫, ৫৪০ প. ; (১১) দিয়ারবাক্‌রী, তা'রীখু'ল-খামীস, ১খ, ১০৭ ; (১২) আছ্‌-ছা'আবী, কি'সাসু'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১২৯০ হি., পৃ. ২৩১ ; (১৩) মুহা'ম্মাদ 'আরাফা, তা'লীক'াত, দা.মা.ই. ('আরবী)-এর ইল্‌য়াস নিবন্ধ, ২খ, ৬০৫ প. ; (১৪) The Jewish Encyclopaedia, ৫খ, ১২১ প. ; (১৫) মুহা'ম্মাদ জামীল আহ'মাদ, আম্বিয়া-ই-কু'রআন, লাহোর, ২খ, ১৫২ প. ; (১৬) মুহা'ম্মাদ হি'ফজু'র-রাহ'মান সুয়ূহারবী, কি'সাসু'ল-কু'রআন, দিল্লী ১৯৫৩ খৃ., ২খ, ১২৪ প. ; (১৭) Encyclopaedia Britannica, ১৯৫০ খৃ., ৮খ, ৩৫৭ প. ইল্‌য়াস নিবন্ধ দ্র.।

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইল্‌হাম (الهام) ইহার শাব্দিক অর্থ গলাধঃকরণ করা বা করান, প্রেরণা, প্রেরণা দান, বিশোষণ করা। এইজন্য جيش لهام দ্বারা বৃহৎ সৈন্যবাহিনী এবং اللهيم শব্দ দ্বারা বিপদ এবং সংকটকে বুঝান হইয়া থাকে ; মৃত্যুকে "ام اللهيم" বলা হয়।

পবিত্র কু'রআনে এই শব্দটি মাত্র একবার উল্লেখ করা হইয়াছে : فالهمها فجورها و تقواها অর্থাৎ আল্লাহ্‌ মানুষকে পাপ-পুণ্যের জ্ঞান দান করিয়াছেন (৯১ : ৮)। ত'াবারী তাঁহার তাফ্‌সীরে (৩০খ, ১৫) ইল্‌হাম-এর দুইটি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, (১) আল্লাহ মানুষকে (نفس) পাপ-পুণ্য নির্ণয়ের শক্তি দান করিয়াছেন ; (২) আল্লাহ মানুষের মনে فجور এবং تقوى-র চেতনা সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈয়াকরণিক আল-ফার্‌রা বলেন, و هديناه النجدين অর্থাৎ আমি نفس-কে উভয় পথের নির্দেশ দিয়াছি। ইব্‌ন 'আব্বাস বলেন, আল্লাহ نفس-কে ভাল ও মন্দ উভয় পথই দেখাইয়া দিয়াছেন। ইব্‌ন কাছ়ীর লিখিয়াছেন যে, মুজাহিদ, ক'াতাদাঃ, দাহ্‌হা'াক এবং ছা'ওরীর বক্তব্যও একই। ইব্‌ন কু'তায়বাঃ বলেন, عرفها في الفطرة অর্থাৎ আল্লাহ نفس-কে স্বভাবতই সৎ ও অসৎকে চিনিবার ক্ষমতা দান করিয়াছেন। কিন্তু যামাখ্‌শারী (২খ, ৯৬১) এবং বায়দ'াবী (২খ, ৪০৫) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ نفس-কে ভাল ও মন্দের বোধশক্তি দান করিয়াছেন।

হ'াকিম-এর মুস্‌তাদ্‌রিক গ্রন্থে ইব্‌ন জাবির হইতে একটি হ'াদীছ' বর্ণিত আছে الهم اسمعيل هذا اللسان العربى الهاما। অর্থাৎ আল্লাহ ইসমা'ঈল ('আ)-কে 'আরবী ভাষা ইলহাম দ্বারা শিক্ষা দেন। ইব্‌নু'ল-আছ়'ীর (আন-নিহায়াঃ, ৪খ, ৭২) এবং মুহা'ম্মাদ ত'াহির আল-ফাত্‌তানী (মাজ্‌মা'উ বিহ'ারি'ল-আন্‌ওয়ার, ৩খ, ২৭১)-ও একটি হ'াদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন ; اسالك رحمة من عندك تلهمني بها رشدى অর্থাৎ আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি যে, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর। শারহ্‌'ল-'আক'াইদি'ন-নাসাফিয়্যাঃ (পৃ. ৪১) গ্রন্থেও একটি হ'াদীছ' বর্ণিত আছে : الهمني ربى। আমার প্রভু আমাকে ইল্‌হাম দ্বারা জ্ঞাত করিয়াছেন। আল-জুন্‌দী যিনি শারহ'ল-'আক'াইদ-এর প্রত্যেকটি হ'াদীছে'র সানাদ অনুসন্ধান করা অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও এই হ'াদীছ'টি সম্পর্কে নীরব রহিয়াছেন। ইব্‌ন খালদূন ইলহামকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রাপ্ত জ্ঞানের একটি পন্থা বলিয়া ধারণা করিয়াছেন (মুক'াদ্দিমাঃ, ২খ, ৩৩১)। ইব্‌ন হ'াযম-এর মতে ইল্‌হাম প্রকৃতির (طبيعة) সমার্থক (কিতাবু'ল-ফিস'াল, পৃ. ১৭৫) ; এবং উদাহরণস্বরূপ শুধু মক্ষিকার সহজাত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কু'রআনের (১৬ : ৬৮) আয়াতের উল্লেখ করিয়াছেন, বর্তমান যুগের মুসলিম চিন্তাবিদগণও ইল্‌হামের ব্যাখ্যা এইভাবেই করিয়াছেন।

ইমাম রাগি'ব লিখিয়াছেন যে, ইল্‌হাম-এর অর্থ কাহারও অন্তরে কোন কথা প্রবিষ্ট হওয়া এবং কাহাকেও অনুপ্রেরণা দান করা। কিন্তু ইলহাম এমন কথা সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয় যাহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে কাহারও অন্তরে উদিত হয়। ইমাম রাগি'ব বলেন, একটি হ'াদীছ' আছে, ان روح القدس نفث في روعى অর্থাৎ রূহ'ল-কু'দুস আমার অন্তরে এই কথাটি প্রবিষ্ট করাইয়াছেন (মুফরাদাত, দ্র. ل - ه - م ধাতু)। লিসানু'ল-'আরাব গ্রন্থে ইল্‌হাম সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, الالهام ما يلقى في الروع অর্থাৎ অন্তরে যাহা প্রবিষ্ট করান হয়, তাহাই ইল্‌হাম (ل - ه - م-ধাতু)।

কিন্তু ইল্‌হাম-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার সূ'ফীদের মতবাদের সহিত সম্পৃক্ত। আল্লাহ দুই প্রকারে আত্মপ্রকাশ করেন : ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন মানুষের অন্তরে বিক্ষিপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে এবং সমষ্টিগতভাবে অর্থাৎ জনগণের কল্যাণে নবীদের নিকট প্রেরিত সংবাদের মাধ্যমে। প্রথমটি ইল্‌হাম এবং দ্বিতীয়টি ওয়াহ্‌'য়ি (وحى)। সূ'ফী-সাধকদের অন্তঃকরণ অপবিত্রতাবিমুক্ত। সুতরাং ইলহাম-এর উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁহারাই ইলহাম পাইয়া থাকেন। বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের ('ইল্‌ম 'আক্‌'লী)-এর সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, ইল্‌হাম ধ্যান ও অনুসিদ্ধান্ত দ্বারা অর্জন করা যায় না ; বরং ইহা অকস্মাৎ এমনভাবে লাভ করা যায় যে, প্রাপক কিরূপে, কোথা হইতে এবং কেন ইহা ঘটিল তাহা বুঝিতে পারেন না। ইহা আল্লাহ্‌র করুণায় (فيض) নিছক একটি দান বিশেষ। ওয়াহ্‌'য়ির সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, ফিরিশতা ওয়াহ্‌'য়ি লইয়া আসেন, নবী তাঁহার দর্শন পাইতে পারেন এবং ওয়াহ্‌'য়ি-এর মাধ্যমে যে সংবাদ আসে, তাহা জনগণকে অবগত

করিবার জন্যই আসিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইল্‌হাম আসে প্রাপকের নিজের শিক্ষার জন্য। অন্তরে শায়ত্বানের প্ররোচনা (وسواس)-এর সহিত ইল্‌হাম-এর পার্থক্য প্রথমত সংঘটকের তারতম্যে; একটির সংঘটক ফিরিশ্‌তা এবং অপরটির শায়ত্বান; দ্বিতীয়ত প্রেরিত বিষয়বস্তুর তারতম্যে; একটি মঙ্গলজনক, অপরটি অমঙ্গলজনক (গ্বাযালী, ইহ্‌য়া, সায়্যিদ মুরতাদা'র ভাষ্যসহ, সম্পা. ৭খ, পৃ. ২৪৪ প., ২৬৪ প.; D. B. Macdonald, Religious Attitude and Life in Islam, পৃ. ২৫২ প., ২৭৫ প.)। ইলহামের যথার্থতা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত হইলেও ইহার মাধ্যমে প্রদত্ত জ্ঞানের নিশ্চয়তা সম্পর্কে এমন কি সূফীগণও প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকেন। হুজ্‌বীরী (কাশ্‌ফু'ল-মাহ্‌জুব, Nicholson অনূদিত, পৃ. ২৭১)-এর মতে, ইল্‌হাম আল্লাহ্‌ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান (মা'রিফাঃ) প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু গাযালী ইহার জওয়াবে সম্ভবত বলিবেন যে, কাহারো "মনে উদিত ধারণা" অর্থে ইল্‌হাম শব্দটির প্রয়োগের বিবেচনায় হুজ্‌বীরী উপরিউক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন, অন্তরে আল্লাহ্‌র আলোকসম্পাতের অর্থে তিনি এই মন্তব্য করেন নাই; কারণ ঐশী নূর একবার উপলব্ধি হইলে তাহাতে কখনো ভুল হইতে পারে না। অন্যদের মতে প্রাপকের পক্ষে ইল্‌হাম প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট হইলেও অপরের জন্য প্রমাণরূপে ইহার ব্যবহার অথবা জনগণের জ্ঞানের উৎসরূপে ইহাকে গণ্য করা যায় না; মনে হয় ইহাই নাসাফীর মত ('আকাইদ নাসাফী, তাফতাযানী ও অন্যান্যের ভাষ্যসহ, কায়রো ১৩২১ হি., পৃ. ৪০ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-কু'রআন (৯১ : ৮); (২) তাবারী, ৩০খ, ১১৫ প.; (৩) যামাখ্‌শারী, আল-কাশ্‌শাফ, Lees সংস্করণ, পৃ. ১৬১২; (৪) রাযী, মাফাতীহ', কায়রো ১৩০৮ হি., ৮খ, ৪৩৮; (৫) বায়দাবী, Fleicher সংস্করণ, ২খ, ৪০৫; (৬) 'আলী আল-হুজবীরী, কাশফু'ল-মাহ্‌জুব, পৃ. ২৭১; (৭) রাগিব, আল-মুফ্‌রাদাত, পৃ. ৪৭১; (৮) ইব্‌ন হাযম আল-আন্দালুসী, আল-ফিসাল, ৫খ, ১৭; (৯) গাযালী, ইহ্‌য়া', ৩খ, ১৭, প.; (১০) আল-'আকাইদু'ন-নাসাফিয়্যাঃ, কায়রো ১৩২১ হি., পৃ. ৪০ প.; (১২) ইবনু'ল-আছীর আল-জাযারী, আন-নিহায়াঃ, কায়রো, ১৩১১ হি., ৪খ, ৭২; (১২) আল-জুরজানী, আত্‌-তা'রীফাত, কায়রো, ১৩২১ হি., পৃ. ২২; (১৩) ইব্‌ন খালদুন, আল-মুকাদ্দামাঃ, Quatremere সংস্করণ, ২খ, ২৩১; (১৪) সুয়ূতী, আল-জামিউ'স্‌-সাগীর, কায়রো ১৩২১ হি., ১খ, ৫২; (১৫) মুহাম্মাদ তাহির আল-ফাত্তানী, মাজ্‌মা'উ বিহারি'ল-আন্‌ওয়ার, নওল কিশোর মুদ্রণালয়, ১২৮৩ হি., ৩খ, ২৭১; (১৬) 'আবদু'ল-আ'লা আত্‌-তাহানবী, কাশ্‌শাফু ইস্‌তিলাহাতি'ল ফুনূন, ১৩০৮ হি.; (১৭) Gesenius, Hebrew Lexicon, স্থা.; (১৮) Dissoulavy, Gate of the East, স্থা.; (১৯) E. I., প্রথম সংস্করণ, ২খ, ৪৬৭-৪৬৮; (২০) Dict. of Techn. Terms, p. 1308; (২১) Massignon, তাওয়াসীন, পৃ. ১২৫-১২৮।

দা.মা.ই. ৩খ, ২০৮/এ. এন. এম, মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইলাহ (إله) ও হিব্রু "এলোহ", নিঃসন্দেহে অভিন্ন। উভয়ের আদি ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের সমস্যাও একই (Encyclopaedia Biblica, iii, col. 3323 প., Brown-Driver-Briggs, Hebrew Lexicon, p. 42 প.; Fleischer, Kleinere Schr., i, 154 প.; Fischer, in Islamica, i, 390 প.)। এই প্রবন্ধে শুধু 'আরবীতে ইলাহ শব্দের ব্যবহারের কথাই বিবেচিত হইবে। প্রাক-ইসলাম মক্কাবাসীরা আল্লাহ্‌ শব্দটিকে ব্যক্তিবাচক নাম (علم) বলিয়া গণ্য করিত। ইসলামে এই মত প্রকৃতপক্ষে সার্বজনীন। যে স্বল্প সংখ্যক 'আলিম ইহাকে গুণবাচক বিশেষ্য (সিফাত) বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের যুক্তির জন্য দ্র. রাযী, মাফাতীহ', কায়রো ১৩০৭ হি., ১খ, পৃ. ৮৩, ২৪ প.। রাযী বলেনঃ আল-খালীল, সীবাওয়ায়হি এবং ইসলামী মূলনীতিসমূহের সূত্রপ্রণেতা (উসূলী)-দের অধিকাংশের মত এই যে, আল্লাহ্‌ শব্দটি مرتجل— ইহার কোন ব্যুৎপত্তি নাই। রাযী বহুবিধ যুক্তি দ্বারা এই মত সমর্থন করিয়াছেন। রাযীর বিবরণ মতে অন্যেরা আল্লাহ্‌কে সিরীয় বা হিব্রু ভাষা হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করেন। আবার কূফার কতিপয় 'আলিমের মতে ইহা আসলে আল-ইলাহ এবং বসরার কয়েকজন 'আলিমের মতে ইহার উৎপত্তি আল-লাহ্‌ হইতে, অর্থ "উচ্চ হওয়া" বা "প্রচ্ছন্ন থাকা"। অবশ্য আল-ইলাহ্‌, "নির্দিষ্ট উপাস্য", শব্দটি কার্যত ব্যক্তিবাচক নাম ও আল্লাহ্‌-এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিলেও ইলাহ শব্দটির ব্যুৎপত্তি থাকার বিষয়ে রাযীর কোন সন্দেহ ছিল না। যাঁহারা "আল্লাহ্‌" শব্দটিকে ব্যুৎপন্ন (মুশতাক্ক বা মান্‌কূল) বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বলেন যে, "আল-ইলাহ" ও "আল্লাহ্‌" অভিন্ন, প্রথমটি দ্বিতীয়টিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। "আল্‌-ইলাহ্‌"-এর "আল্‌" উপসর্গটি عهد-জ্ঞাপক বা "নির্দিষ্টতা"সূচকরূপে ধরা হইলে "আল-ইলাহ"-এর অর্থ হয়, "উল্লিখিত মা'বূদ বা "মা'বূদটি" তথা "আল্লাহ্‌" শব্দের সমার্থবোধক। আল-ইলাহ্‌ শব্দটি অত্যধিক ব্যবহারে সংক্ষিপ্ত হইয়া "আল্লাহ্‌" শব্দটিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। অনির্দিষ্ট উপাস্য অর্থে একবচনে "ইলাহ্‌ এবং বহুবচনে "আলিহাঃ"-রূপে কু'রআনে ব্যবহৃত হইয়াছে। কু'রআনে "আল্লাহ" শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে "আল-ইলাহ" শব্দের উল্লেখ নাই। যাঁহারা আল্লাহ শব্দটিকে ব্যুৎপন্ন বলিয়া দাবী করেন তাঁহারা আরও বলেন যে, "আল্লাহ্‌" শব্দটি কু'রআনে কোন কোন স্থানে "ইলাহ্‌" বা উপাস্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা, ৬ : ৩, ২৮ : ৭০ (কাশ্‌শাফ, পৃ. ৩৯৪, ১০৬৪)। ইলাহ্‌ শব্দটির আট প্রকার ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করা হয় (রাযী, ১ম, ৮৪-৮৬); বায়দাবী Fleischer সম্পা. ১খ, ৪); কিন্তু প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিত তিনটিতে পর্যবসিত হয় : ১। اله (আলাহা) "উপাসনা করিল"; ২। اله (আলিহা) অর্থাৎ হতবুদ্ধি বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল;—কেননা আল্লাহ্‌কে জানিবার প্রয়াসে মন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে; ৩। وله (ওয়ালিহা) এই শব্দের অর্থও উপরিউক্ত রূপ। اله الى (আলিহা ইলা) অর্থ আশ্রয় লাভের জন্য কাহারও নিকট যাওয়া অথবা শান্তি চাওয়া কিংবা প্রত্যাশায় থাকা।

আল্লাহ্‌ শব্দের জন্য বসরার 'আলিম সমাজ لاه (লাহা) শব্দের দুইটি অর্থ "(প্রচ্ছন্ন থাকা" বা "উচ্চ হওয়া")-এর মধ্যে যে কোন এক অর্থে ব্যুৎপত্তি নির্ণয় পসন্দ করিতেন। যামাখ্‌শারী কেবল উপরিউক্ত ১ম ও ২য়টির উল্লেখ করেন; দ্বিতীয় অর্থটিই তাঁহার পসন্দনীয়। وله (ওয়ালিহা) অধিকতর মৌলিক। এই ধরনের অর্থের অদলবদলের জন্য দ্র. মুফাস্‌সাল, Ed. Broch, p. 172, 1. 20; যাঁহারা আল্লাহ্‌ শব্দটিকে ব্যক্তিবাচক নাম অর্থাৎ "জামিদ" বলেন—

তাঁহারা ৬ঃ৩ আয়াতটির অর্থ করেন—"আর তিনিই আল্লাহ্‌ আসমানে বিরাজমান" এবং ২৮ঃ৭০ আয়াতটির অর্থ করেন—"তিনিই আল্লাহ্‌, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী ছাড়াও (১) ত'াবারী, তাফসীর, ১খ, ৪৩; হ'াশিয়াঃ, পৃ. ৫৩, ৬৩; (২) নাস্‌সাবূরীর গ'ারা'ইব, রাযী-র হ'াশিয়াঃ, পৃ. ১৮, ১৯; (৩) আবু'স-সু'ঊদ (মৃ. ৯৮২ হি.), তাফসীর, ১৭খ, ৩৫৮; (৪) আল্লাহ্‌ প্রবন্ধ; (৫) Hastings, Dict. of Religion and Ethics.

D. B. Macdonald (S.E.I.)/ড: এম. আবদুল কাদের

ইস্‌তিখারাঃ (استخارة) কোন গুরুত্বপূর্ণ কর্ম যথাঃ ভ্রমণ, বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে হিতকর সিদ্ধান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের প্রার্থনাকে দু'আ ইস্‌তিখারাঃ বলা হয়। এই পরিভাষাটি خار-খারা (خير হইতে) ক্রিয়ার বাব ইস্‌তিফ্'আল-এর মাস্‌দার, অর্থ মঙ্গল প্রার্থনা করা বা কল্যাণকর নির্দেশ লাভের প্রয়াস পাওয়া। ইস্‌তিখারাঃ কিছুটা দীর্ঘ একটি অনুষ্ঠান বা প্রার্থনা (বুখারী, তাওহ'ীদ, বাব ১০, দা'ওয়াত, বাব ৪৮, ও ইব্‌ন মাজাহ্‌, দিল্লী ১২৮২ হি., পৃ. ৯৯ প.)। রাসূল (স')-এর আমলেই ইহার সূচনা। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলিম সমালোচক ইহার যথার্থতায় সন্দেহ করিয়া থাকেন (ইব্‌ন হ'াজার আল-হায়তামী, ফাতাওয়া হ'াদীছি'য়াঃ, কায়রো ১৩০৭ হি., পৃ. ২১০)। দুই রাক'আত স'ালাত দ্বারা ইহা আরম্ভ করা হয়। ইহাতে কু'র-আনের যে যে আয়াত পড়িতে হইবে হ'াদীছে' তাহারও নির্দেশ দেওয়া আছে (নাওয়াব'ী, আয্‌'কার, পৃ. ৫৬)। 'আওফী-র লুবাবু'ল-আল্‌বাব-এ (সম্পা. Browne, ১খ, ২১০, ১২) ইস্‌তিখারার জন্য মসজিদে যাইবার রীতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তবে ইহা বাধ্যতামূলক নহে। যে কোন উদ্দিষ্ট কর্মের জন্য পৃথক ইস্‌তি-খারাঃ করিতে হয়; বহু কর্মের, যথা সারাদিনের সব কর্মের উদ্দেশ্যে প্রাতে একবার মাত্র ইস্‌তিখারাঃ করা যথেষ্ট নহে ('আবদারী, মাদ্‌খাল, ৩খ, ২৪০ প.)।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতে ইস্‌তিখারা-র প্রচলন দেখা যায়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পদস্থ ব্যক্তিরাও ইস্‌তিখারাঃ করিতেন—এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌র মান্‌জু'রী না লইয়া হ'াজ্জাজ ইব্‌ন য়ূসুফ কখনও কোন কার্যে অগ্রসর হইতেন না বলিয়া কবি 'আজ্জাজ তাঁহার প্রশংসা করেন (দীওয়ান, No. 12, 83)। 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ত'াহির যখন ইরাকের শাসনকর্তার পদে যোগদান করেন, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে যে উপদেশমূলক পত্র লিখেন, তাহাতে সমস্ত সরকারী কার্যে ইস্‌তিখারা-র তাকীদ দেখা যায় (ত'ায়ফুর, কিতাব বাগ'দাদ, পৃ. ৪৯, ৫২, ৫৩)। মুসলিম মুজাহিদগণ তাঁহাদের অভিযানের পূর্বে ইস্‌তিখারা-র মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অনুমোদন গ্রহণ করিতেন। য়াযীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার পূর্বে মু'আবি'য়াঃ (রা) ইস্‌তিখারাঃ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (আগ'ানী, ১৮খ, ৭২)। খালীফাঃ সুলায়মান যখন উপলব্ধি করেন যে, ইস্‌তিখারাঃ দ্বারা তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন সংকেত লাভ করেন নাই তখন তিনি তাঁহার পুত্র আয়ুবের উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক ফরমানটি ছিঁড়িয়া ফেলেন (ইব্‌ন সা'দ, ৫খ, ২৪৭)। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ত'াহিরকে নিয়োগের পূর্বে মা'মূন পূর্ণ এক মাস যাবৎ ইস্‌তিখারাঃ করেন (ত'ায়ফুর, পূ. স., পৃ. ৩৪)। খিলাফাত-এ অধিষ্ঠিত হইবার পর উৎসাহভরে আল-মুক্‌'তাদির চার রাক'আত ইস্‌তিখারাঃ স'ালাত আদায় করেন। নবজাত শিশুর নাম নির্বাচনের ব্যাপারে ইস্‌তিখারাঃ করার রীতিও প্রচলিত আছে বোধ হয় (Snouck Hurgronje, Mekka. ii, 139)। জটিল ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য যে মুনাজ'ারাঃ (পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাদানুবাদ) হয় তাহাকেও ইস্‌তিখারাঃ দ্বারা শক্তিশালী করা হইত, এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই (যথা নাওয়াব'ী, তাহ্‌য'ীব, সম্পা. Wustenfeld পৃ. ২৩৭)। গ্রন্থকারেরা তাঁহাদের পুস্তকের ভূমিকায় প্রায়ই ইস্‌তিখারা-র উল্লেখ করিয়া থাকেন (য'াহাবী, তায্‌'কিরাতু'ল-হু'ফ্‌ফাজ', ২খ, ২৮৮)।

হ'াদীছে' নির্দেশিত ইস্‌তিখারাঃ অনুষ্ঠানের মধ্যে অননুমোদিত নানা প্রকার আচারের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে; যথা—কাগজে সম্ভাব্য বিকল্পগুলি লিখিয়া পরীক্ষা দ্বারা ইস্‌তিখারাঃ-কে শক্তিশালী করা (ত'াবারসী, মাকারিমু'ল-আখ্‌লাক', কায়রো ১৩০৩ হি., পৃ. ১০০)। খাঁটি সুন্নী উলামা' এইরূপ অননুমোদিত কার্যের তীব্র নিন্দা করিয়া থাকেন ('আবদারী, ৩খ, ৯১ প.)। কু'রআন মাজীদ খুলিয়া বিশেষ পদ্ধতিতে ইস্‌তিখারাঃ করার রীতিও প্রচলিত হইয়াছে। পারস্যবাসি-গণ এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য গ্রন্থ, বিশেষত হ'াফিজ'-এর দীওয়ান বা জালালু'দ-দীন রূমীর মাছ্‌'নাব'ী ব্যবহার করেন। সুন্নী গ্রন্থকারেরা কু'রআনের ইত্যাকার ব্যবহারও কঠোরভাবে নিষেধ করিয়া থাকেন। একটি প্রবচনে বলা হয়; ما خاب من استخار অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইস্‌তিখারাঃ করে সে নিরাশ হয় না, و لا ندم من استشار যে ব্যক্তি পরামর্শ করে সে অনুশোচনা ভোগ করে না (ত'াবারানী, মু'জাম স'াগ'ীর, দিল্লী, পৃ. ২০৪)। চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে আবু 'আবদিল্লাহ্‌ আয-যুবায়রী একখানা কিতাবু'ল-ইস্‌তিশারাঃ ওয়া'ল-ইস্‌তিখারাঃ (নাওয়াব'ী, আত্‌-তাহ্‌য'ীব, পৃ. ৭৪৪,) রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) উপরে উল্লিখিত হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহ; গ'াযালী ইহ্‌'য়া'উ 'উলূমি'দ-দীন (বুলাক' ১২৮৯ হি.), ১খ, ১৯৭; (২) মুরতাদ'া, ইত্‌হ'াফ, ৩খ, ৪৬৭—৪৬৯ এবং ফিক্‌'হ গ্রন্থসমূহে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহ। দ্র. JA, 1861, i, 201, note 2; 1866, i. 447; (৩) Phillott, Bibliomancy, Divination, Superstitions among the Persians, in JASB, 1906, ii 399 প.; (৪) Bulletin de la Societe de Geographie d' Oran (1908) XXVIII. No. 1.

I. Goldziher (S.E.I.)/ড: এম. আবদুল কাদের

ইস্‌তিন্‌জা' (استنجاء) অর্থ পবিত্রতা অর্জন, পাক হওয়া। ফিক্‌'হ-এর কিতাবসমূহে কিতাবু'ত-ত'াহারাঃ বা আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা অধ্যায়ে ইস্‌তিন্‌জা'র পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। বাহ্য-প্রস্রাবের পর বর্ণিত পদ্ধতিতে পবিত্রতা অর্জন প্রত্যেক মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য। সপ্তাহে এবং অনুরূপ স্বাভাবিক প্রভৃতিস্বরূপ বাহ্য-প্রস্রাবের পর ইস্‌তিন্‌জা' করিয়া লইতে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস-সামিন্‌ক'ী, রাহ'বাতু'ল-উম্মাঃ ফী ইখ্‌তিলাফি'ল-আইম্মাঃ (বুলাক' ১৩০০ হি.), পৃ. ৭; (২) A. J. Wensinck, in Isl. i. 101 প.।

ইস্‌তিন্‌শাক' (استنشاق) অধিকাংশ ফাক'ীহের মতে, গু'সূল (দ্র.) এবং উদূ' (وضو) সম্পাদনকালে পানি দিয়া নাক পরিষ্কার করা সুন্নাত, কিন্তু আহ্‌'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল-এর মতে ফার্‌দ' (فرض) বলিয়া বিবেচিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আদ-দামিশ্‌ক'ী, রাহ'মাতু'ল-উম্মাঃ ফী ইখ্‌তিলাফি'ল-আইম্মাঃ (বুলাক' ১৩০০ হি.), পৃ. ৮ ; (২) আল-খাওয়ারিযমী, মাফাতীহ'ল-'উলূম, পৃ. ১০।

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইস্‌তিস্‌ক'া' (استسقاء) বৃষ্টির জন্য স'ালাত। কোন কোন অবস্থায় জরুরী কার্য হিসাবে হ'াদীছে' ইস্‌তিস্‌ক'া' স'ালাতের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ফিক্‌'হ গ্রন্থসমূহে ইস্‌তিস্‌ক'া-এর ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে এবং এই অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণও তাহাতে রহিয়াছে। এই অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইল : (১) প্রাতে শহরের বাহিরে খোলা ময়দানে দুই রাক্‌'আত স'ালাত ; (২) বাহ্য এবং বিলাসিতাবর্জিত সাধারণ পোশাক পরিধান ; (৩) স'ালাত অন্তে দুইটি খুত'বাঃ ; (৪) স'ালাতের পর দু'আর মধ্যে বৃষ্টির প্রার্থনা ; (৫) ইস্‌তিগ্‌'ফার বা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা। অনুমোদিত পুণ্যকার্য (যথা, প্রার্থনা, স'াওম, খায়রাত) দ্বারা এই স'ালাতকে পূর্ণত্ব প্রদান করা উচিত।

বৃষ্টি লাভের জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান মানব ইতিহাসের প্রাচীন প্রথা। বিভিন্ন ধর্মে এই অনুষ্ঠানের পদ্ধতি বিভিন্ন, একই ধর্মের অনুসারীরাও বিভিন্ন পদ্ধতিতে ইহা পালন করে। A. Bel (S.E.I.)

গ্রন্থপঞ্জী : বুখারী, মুসলিম, মিশ্‌কাতু'ল-মাস'াবীহ' প্রভৃতি হ'াদীছ' গ্রন্থ ও ফিক্‌'হ গ্রন্থসমূহের ইস্‌তিস্‌ক'া' সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি দ্র.।

ইস্‌তিস্‌হ'াব (استصحاب) অর্থ যোগসূত্রের সন্ধান। ইহা যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শারী'আতের বিধান নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া। শাফি'ঈ মায'হাবে ইহা বিশেষভাবে এবং হ'ানাফী মায'হাবে সীমিতভাবে স্বীকৃত। পূর্ববর্তী কতিপয় অবস্থা সমষ্টির সহিত পরবর্তী কতক অবস্থা সমষ্টির সম্পর্ক অন্বেষণ এবং সম্পর্ক পাওয়া গেলে, যে বিধান পূর্ববর্তী অবস্থাদি সম্পর্কে প্রযোজ্য হইত, তাহা পরবর্তী অবস্থাদিতেও প্রয়োগ করা, ইহাই ইস্‌তিস্‌হ'াবের উদ্দেশ্য। যেই সকল অবস্থায় কোন ফিক্‌'হী বিধান দেওয়া হয়, সেই অবস্থাগুলির পরিবর্তন সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত সেই বিধান বহাল থাকিবে—এই ফিক্‌'হী নীতি ইস্‌তিস্‌হ'াবের ভিত্তি। দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে যদি কাহারও জীবন-মরণ সম্বন্ধে সন্দেহ হয় তবে নিশ্চিতভাবে তাহার মৃত্যুর সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে জীবিতই মনে করিতে হইবে এবং যে বিধান তাহার প্রতি প্রযুক্ত হইত—ইস্‌তিস্‌হ'াব নীতিতে তাহা এখনও বহাল থাকিবে। হ'ানাফীরা কেবল পূর্বে স্বীকৃত অধিকার রক্ষার বেলায়ই ইস্‌তিস্‌হ'াব-এর নীতি প্রয়োগ করেন, পক্ষান্তরে শাফি'ঈরা এমন কি নূতন অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রেও ইস্‌তিস্‌হ'াব নীতি স্বীকার করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তি দীর্ঘদিন নিরুদ্দিষ্ট থাকা কালে হ'ানাফীগণ তাহাকে বৈধ ওয়ারিছ' (উত্তরাধিকারী) বলিয়া স্বীকার করিবেন না, কিন্তু শাফি'ঈরা স্বীকার করিবেন, কারণ তাঁহাদের মতে এমন কি তাহার অনুপস্থিতির সময়ও সে নূতন অধিকার অর্জন করিতে পারে যতদিন তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া না যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Goldziher, Das Prinzip des Istishab in der Muhammedan, Gesetzwissenschaft, in WZKM, i. 128-236, ; (২) উসূ'ল ফিক্‌'হের গ্রন্থসমূহ।

T. W. Juynboll (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইস্‌তিহ্‌সান ও ইস্‌তিস্‌লাহ্‌ (استحسان، استصلاح) যুক্তি প্রদানের এই দুইটি প্রক্রিয়া কি'য়াস (দ্র.) নীতির সহিত সম্পৃক্ত এবং উসূ'লু'ল-ফিক্‌'হের গ্রন্থসমূহে বহুল আলোচিত। দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সুতরাং মনে হয় ইহারা অভিন্ন। কেহ কখনও উহাদের মধ্যে পার্থক্যের বা পারস্পরিক সম্পর্কের সুস্পষ্ট ও বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

১। **ইস্‌তিহ্‌সান :** এই প্রক্রিয়ার অনুসারিগণ ইহার সমর্থনে কু'রআন (৩৯ : ১৮,৫৫), হ'াদীছ' (মা রাআহু'ল-মুসলিমূনা হ'াসানান ফাহুওয়া 'ইন্দাল্লাহি হ'াসানুন) ও ইজ্‌মা' প্রভৃতি যাহা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—বিরুদ্ধবাদিগণের যুক্তিতে তাহার গুরুত্ব বিশেষ কিছুই থাকে না। কাজেই উহাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, ইস্‌তিহ্‌সানের ইঙ্গিত হ'াদীছে' (যথা, বুখারী, ওয়াস'ায়া, বাব ৮) পাওয়া যায়। হ'াদীছ'টি এই—একদা রাসূলুল্লাহ (স') হ'াকীম ইব্‌ন হি'যাম (রা)-কে কিছু সামগ্রী দান করেন এবং বলেন, "হে হ'াকীম, দুনয়্যার এই সামগ্রী নিঃসন্দেহে নয়নাভিরাম ও মনোমুগ্ধকর। তবে যে ব্যক্তি অন্তরকে দানপ্রবণ রাখিয়া উহা গ্রহণ করে, তাহার জন্য উহাতে বরকত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তরে লোভ রাখিয়া উহা গ্রহণ করে তাহার জন্য উহাতে বরকত হয় না এবং তাহার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত, যে শুধু খাইতেই থাকে কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। আর দেখ, দান গ্রহণের হাত হইতে দান প্রদানের হাত শ্রেষ্ঠ।" তখন হ'াকীম (রা) বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার পরে আমি কাহারও নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করিব না।" বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (স')-এর অন্তর্ধানের পর আবূ বাক্‌র (রা) এই স'াহ'াবীকে তাঁহার প্রাপ্য দিতে চাহিলে তিনি তাহা লইতে অস্বীকার করেন। অতঃপর তিনি 'উমার (রা)-এর নিকট হইতেও নিজ প্রাপ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন 'উমার (রা) ঘোষণা করেন, "হে মুসলিমগণ! এই গ'ানীমাঃ (যুদ্ধলব্ধ মাল)-এ আল্লাহ হ'াকীমের জন্য যে প্রাপ্য হ'াক্‌ক' বরাদ্দ করিয়াছেন তাহা আমি হ'াকীমকে গ্রহণ করিতে বলিতেছি, কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছে।" এই ব্যাপারে হ'াকীম (রা)-এর আচরণ ইস্‌তিহ্‌সানের পর্যায়ে পড়িতে পারে।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ইমাম মালিক (মৃ. ১৭৯/৭৯৫) যে সকল বিষয় সম্পর্কে হ'াদীছে' কোন সুস্পষ্ট দলীল পান নাই সেইগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে ইস্‌তিহ্‌সান শব্দটি ব্যবহার করেন (ইব্‌নু'ল-ক'াসিম, মুদাওওয়ানাঃ, কায়রো ১৩২৩ হি., ১৬খ, ২১৭)। প্রায় একই সময়ে আবূ য়ূসুফ (মৃ. ১৮২/৭৯৮) বলেন, "এই বিষয়ে কি'য়াস অনুসরণে কোন না-কোন বিধান দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমি আমার মতানুযায়ী এই বিধান (ইস্‌তাহ্‌সানতু) শ্রেয় মনে করিয়াছি" (কিতাবু'ল-খারাজ, বুলাক' ১৩০২ হি., পৃ. ১৯৭)। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাধারণ পদ্ধতির (কি'য়াসের) সহিত ইস্‌তিহ্‌সানের পার্থক্য এইভাবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। পরবর্তী শতাব্দীসমূহে কোন বিধান কি'য়াসের চাহিদা হইতে পৃথক হইলে তাহাকে ইস্‌তিহ্‌সান বলা হইত।

উল্লেখযোগ্য, উসূ'ল ফিক্‌'হ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফি'ঈ নীতিগতভাবে ইস্‌তিহ্‌সান পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করেন। তাঁহার আশংকা ছিল যে, বিধান দানের ব্যাপারে যথারীতি নিরাপদ ও সাধারণভাবে স্বীকৃত নীতির বাহিরে চলিয়া গেলে যথেচ্ছা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ উন্মুক্ত হইবে। তিনি বলিতেন, "হযরত (স')-এর যে জ্ঞান পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে, তাঁহার পর সে জ্ঞান-ভাণ্ডার

ছাড়াইয়া কোন বিধান দেওয়ার অনুমতি আল্লাহ কাহাকেও দেন নাই (রিসালাঃ, বূলাক' ১৩২১ হি., পৃ. ৭০)। যদি কেহ এতদ্‌সত্ত্বেও ইস্তিহ্'সান ব্যবহার করে, সে সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক আল্লাহ্‌র কাজে জোড়াতালির ব্যবস্থা করে।"

ইস্তিহ্'সান নীতির সমর্থকবৃন্দ প্রধানত হ'নাফী মাষ'হাবের অনুসারী। তাঁহারা অর্থাৎ বায়দাব'ী (মৃ. ১০৮৯ খৃ.), সারাখ্‌সী (মৃ. ১০৯০ খৃ.), নাসাফী (মৃ. ১৩১০খৃ.), হইতে শুরু করিয়া বাহ্'রু'ল-'উলূম (মৃ. ১৮১০ খৃ.), পর্যন্ত বহু 'আলিম এই আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, "ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার বশে বা যথাবিধি চিন্তা-চর্চা না করিয়া ইস্তিহ্'সান গ্রহণ করা হয় না; বরং শারী'আতে প্রদত্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী নিছক বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় ইহা অবলম্বন করা হয়। ইহা একটি প্রচ্ছন্ন (খাফী) কি'য়াস, বাহ্য দৃষ্টিতে কি'য়াসের অনুসিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইলেও অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহা সহজাত অবস্থার প্রেক্ষিতে গৃহীত হয়। ইহা ঠিক নহে যে, তাখ্'স'ীসে'র নীতি হইতে ইস্তিহ্'সানের উৎপত্তি হয়; এবং এইভাবে উহাকে সঠিক কি'য়াসের আওতায় আনয়ন করা যাইতে পারে। ইহা বাস্তবিকপক্ষে এই সংকীর্ণ গণ্ডীর বহির্ভূত; সুতরাং ইহাকে একটি বিশেষ প্রকারের অনুসিদ্ধান্তরূপে গণ্য করিতে হইবে। সযত্ন পরীক্ষার মাধ্যমে এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অন্যান্য মায্'হাবের প্রবক্তাগণও হ'নাফীদের বর্ণিত ইসতিহ্'স্যান ব্যবহার করিয়া থাকেন। কার্যত ইহা সকল আইনবেত্তারই সাধারণ অধিকার। আল-হুমাম (মৃ. ১৪৫৭ খৃ.), ইব্‌ন আমীরি'ল-হ'াজ্জ (১৪৭৪ খৃ.), বিহারী (১৭০৮ খৃ.), বাহ্'রু'ল-'উলূম (১৮১০খৃ.) প্রমুখ পরবর্তীকালীন হ'নাফী 'আলিমগণ যেইরূপ সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে ইস্তিহ্'সানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিলে উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা বস্তুত একমত হইতে পারি। ইহার নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা না থাকায় চিন্তাধারার এই পদ্ধতি প্রথমে যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিলেও ইহাকে 'ইল্‌ম উস্'লি'ল-ফিক্'হে বিধান নির্ণয়ের বিবেকসম্মত পদ্ধতির একটি ধাপরূপে স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার প্রয়োগের সম্ভাবনা কয়েকটি নির্ভুলরূপে নির্ধারণযোগ্য ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

২। ইস্তিস্'লাহ' ঃ কি'য়াস পরিত্যাগের দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইস্তিহ'সান ও ইস্তিস্'লাহ'-এর মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে পার্থক্য অনুসন্ধান করিতে গেলে ইস্তিস্'লাহে'র যে ভিত্তি পাওয়া যায় তাহা হইল "মাস্'লাহ'াত" অর্থাৎ কল্যাণ বা জনকল্যাণ। বলা হইয়া থাকে যে, ইস্তিহ্'-সান (যাহার ভিত্তি হইতেছে "উত্তম নির্ধারণ") অধিকতর ব্যাপক।

মালিকপন্থী ইব্‌বীলী (মৃ. ১১৫১ খৃ.), ইতিপূর্বে এই বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই অধিকতর নির্দিষ্টতার দরুনই ইস্তিহ্'সানের তুলনায় ইস্তিস্'লাহ' গুরুত্ব লাভ করে। কারণ ইহা সুস্পষ্ট যে, আইন সংক্রান্ত নীতি নির্ণয় এবং ইস্তিহ্'সানের গতানুগতিক ও অস্পষ্ট মাপকাঠি অপেক্ষা মানুষের মঙ্গল বিধানের আগ্রহের ন্যায় উন্নত ধারণা অনেক বেশী সমর্থন লাভ করে এবং অপেক্ষাকৃত সহজে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। এই কারণেই সম্ভবত ইস্তিস্'লাহে'র নীতি লইয়া কোন গুরুতর বিতর্কের সৃষ্টি হয় নাই।

ইস্তিস্'লাহে'র উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস ইস্তিহ্'-সানের ন্যায় এত পুরাতন নহে। বিভিন্ন গ্রন্থকারের মতে ইমাম মালিক (মৃ. ১৭৯/৭৯৫) সর্ব প্রথম ইস্তিস্'লাহ' নীতি ব্যবহার করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহার পশ্চাতে যুক্তিও রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সাধারণ আইন এই যে, শুষ্ক (খুরমা, কিশমিশ) ফলের বদলে টাটকা (খেজুর, আঙ্গুর) ফল বিক্রয় করা চলে না (মুদাওওয়ানাঃ, ১০খ, ৯০); কিন্তু তিনি ঘোষণা করেন যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পাকা খেজুরের পরিবর্তে গাছ হইতে পাড়া হয় নাই—এইরূপ টাটকা খেজুর বিক্রয় করা যাইতে পারে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সম্পর্কে মাস্'লাহ'াঃ বা ইস্তিস্'লাহ' শব্দ আদৌ উল্লিখিত হয় নাই এবং ইহাও লক্ষণীয় যে, ইমাম শাফি'ঈ তাঁহার বিখ্যাত "রিসালা-য়" কেবলমাত্র ইস্তিহ'-সানের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। ইহা হইতে নিরাপদে অনুমান করা যায় যে, ইস্তিস্'লাহে'র বিষয়টি তাঁহার সময়ে আলোচনার যোগ্য বিবেচিত হয় নাই। তবে এমনও হইতে পারে যে, ইহা তখনও ইস্তিহ্'সানের একটি শাখারূপে গণ্য হইত এবং সেই কারণে ইহার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। এমন কি ইমাম মালিকের সময়ে এবং তাঁহার পরবর্তী যুগেও ইস্তিস্'লাহে'র ক্রমবিকাশ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় নাই। পরবর্তীকালের গ্রন্থাবলীতে এই নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ ভিন্ন যে সকল চিন্তাবিদ প্রামাণ্য ব্যক্তি হিসাবে উল্লিখিত হন, তাঁহারা বড় জোর খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক। সম্ভবত প্রাচীন এবং অদ্যাপি অপ্রকাশিত উসূ'ল গ্রন্থগুলি, বিশেষত মু'তাযিলী ও শী'আঃ গ্রন্থকারদের পুস্তকসমূহ, সম্যক্ পর্যালোচিত হইলে এই ফাঁকের কিছুটা পূরণ হইত।

ইস্তিস্'লাহ' নীতির অনুসারী বলিয়া যাহারা উল্লিখিত হন, ইমামু'ল-হ'রামায়ন আল-জুওয়ায়নী শাফি'ঈ (মৃ. ১০৮৫ খৃ.), তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। ইমাম গ'াযালীকেও (মৃ. ১১১১ খৃ.), প্রামাণ্য ব্যক্তি হিসাবে উদ্ধৃত করা হয়; তিনি গভীরভাবে এই বিষয়টি পর্যালোচনা করিয়াছেন (মুস্তাস্'ফা, বূলাক' ১৩২২ হি., ১খ, ২৮৪—৩১৫)। তিনি "মাস্'লাহ'াঃ" পরিভাষাটির সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলেন, "মানব জাতির কল্যাণের জন্য যাহা আকাঙ্ক্ষিত তাহা বিবেচনা করার নামই মাস্'লাহ'াঃ।" তাঁহার মতে এই বিবেচনার লক্ষ্য হইবে ধর্ম, জীবন, যুক্তি, বংশ এবং সম্পত্তি—এই পাঁচটির রক্ষণ। গ'াযালীর মতে ফিক্'হ-এর বিচারে সাধারণত মাস্'লাহ'াঃ ও উহার বিপরীত পাপ নিবারণ (দাফ' 'উ'ল-মাফাসিদ) উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় এবং এই কারণেই উহা সাধারণ কি'য়াসের সহিত মিলিয়া যায়। যেখানে সাধারণ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত করা চলে না এবং যেখানে সমগ্র সমাজ (দ'ারূরী, ক'াত্'ঈ, কুল্লী) জড়িত হইয়া পড়ে সেইরূপ ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক ও নিশ্চিত প্রয়োজন দেখা দিলে তখনই ইস্তিস্'লাহ' চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় নতুবা ইস্তিস্'লাহ' ব্যবহার করা চলিবে না।

গ'াযালীর পরে বায়দ'াব'ী (মৃ. ১২৮২ খৃ. বা তৎপরে), ইস্নাব'ী (১৩৭০ খৃ.), সুব্‌কী (১৩৭০ খৃ.), মাহ'াল্লী (১৪৬০ খৃ.), বান্নানী (১৭৮৪ খৃ.), প্রমুখ শাফি'ঈ ফাক'ীহ্ ইসতিস্'লাহ' নীতি সম্পর্কে নিজেদের মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ববর্তীদের, বিশেষত গ'াযালীর মত বিশদভাবে আলোচনা করেন, কিন্তু তেমন নূতন কোন অবদান রাখেন নাই। পক্ষান্তরে ইস্তিস্'লাহে'র বিভিন্ন দৃষ্টান্তকে সাধারণ নীতি-কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অবশেষে এই আগ্রহ চরমে পৌঁছে পর-

বর্তীকালের স'াদ্রু'শ্-শারী'আঃ মাহ্বূবী (মৃ. ১৩৪৬ খৃ.), তাফ্তাযানী (১৩৯০ খৃ. বা তৎপরে), ফানারী (১৫০০ খৃ.), বিশেষত ইব্নু'ল-হুমাম (১৪৫৭ খৃ.), ইব্ন আমীরি'ল-হ'াজ্জ (১৪৭৪ খৃ.) ও বিহারী (১৭০৮ খৃ.), বাহ'রু'ল-'উলূম (১৮১০ খৃ.), প্রমুখ হ'ানাফীদের উস্'ল গ্রন্থসমূহে। তাঁহাদের ব্যাখ্যা প্রায়ই জটিল। এখানে উহার বিস্তারিত বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই।

পূর্ববর্তী আলোচনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, মালিকীগণ ইস্তিস'-লাহে'র প্রধান প্রবক্তা বলিয়া বিবেচিত হন। কিন্তু এই ধারণার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া সমীচীন হইবে না। অবশ্য ইহা সত্য যে, শাতি'বী (মৃ. ১১৯৪ খৃ.) ও ক'ারাফী (১২৮৫ খৃ.) প্রমুখ মালিকী ফিক্'হবিদ এই আলোচনায় বহু দূর অগ্রসর হন। কিন্তু ইব্নু'ল-হ'াজিব (১২৪৯ খৃ.) মালিকী হইয়াও এই নীতির অন্যতম বিরুদ্ধবাদী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা কার্যক্ষেত্রে ইস্তিস্'লাহ' নীতি স্বীকার করেন, তাঁহাদের সংখ্যা মালিকী মায্'হাবের বাহিরেও বহুদূর বিস্তৃত হয়। ক'ারাফী বলেন, "অধিকতর যত্ন সহকারে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সমস্ত মায্'হাবেই ইস্তিস্'লাহ'-এর ব্যাপক প্রচলন রহিয়াছে" (শার্হ' তান্ক'ীহি'ল-ফুস্'ল, কায়রো, ১৩০৬, পৃ. ১৭০)। কতকটা শর্তসাপেক্ষে হইলেও এবং আংশিকভাবে ভিন্ন নামে শাফি'ঈ ও হ'ানাফী ইমামগণ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার আরও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে হ'াম্বালীগণের মধ্যে ইব্ন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ (মৃ. ১৩৫০ খৃ.)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সকলের শেষে হইলেও নাজ্মু'দ-দীন আত'-ত'াওফী (১৩১৬ খৃ.) গুরুত্বে কম নহেন। ইসতিস্'লাহ'-এর সমর্থকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা বড় সংস্কারপন্থী। তাঁহার রচিত রিসালাঃ ফি'ল-মাস'ালিহ' আল-মুরসালাঃ দুইবার প্রকাশিত হইয়াছে, একবার মাজমূ' রাসাইল ফী উস্'লি'ল-ফিক্'হ-এ (বায়রূত ১৩২৪ হি.), আর একবার রাশীদ রিদ'া (মৃ. ১৯৩৫ খৃ.)-এর সুপরিচিত সাময়িকী আল-মানার ১০ম খণ্ডে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, আধুনিক মুসলিমদের মধ্যেও ইস্তিস্'লাহ' নীতিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও আগ্রহের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইস্তিহ্'সান সম্পর্কে : শাফি'ঈ, রিসালাঃ (কিতাবু'ল-উম্ম-এর শুরুতে), বুলাক' ১৩২১ হি., পৃ. ৬৯ প. ; (২) গ'াযালী, আল-মুস্তাস্'ফা (দুই খণ্ড, বুলাক' ১৩২২—১৩২৪ হি.), ১খ, ২৭৪—২৮৩ ; (৩) বায়দ'াব'ী, মিন্হাজু'ল-উস্'ল (ইব্ন আমীরি'ল-হ'াজ্জ কর্তৃক রচিত আত-তাক্'রীর ওয়া'ত্-তাহ্'বীর গ্রন্থের হ'াশিয়ায় জামালু'দ-দীন আল-ইস্নাব'ীর ভাষ্য নিহায়াতু'স-সুউল, (১৩১৬—১৩১৭ হি.) ৩খ, ১৪০—১৪৭ ; (৪) তাজু'দ-দীন আস-সুবকী, জাম'উ'ল-জাওয়ামি' ; (৫) জালালু'দ-দীন মাহ'াল্লীর ভাষ্যও বান্নানী-র টীকাসহ (দুই খণ্ড, কায়রো ১২৯৭ হি.) ২খ, ২৮৮ ; (৬) পাষ্দাব'ী, কানযু'ল-উস্'ল, 'আব্দু'ল-'আযীয আল-বুখারীর ভাষ্য (কাশ্ফু'ল-আস্রার) সহ (চার খণ্ড, ইস্তাম্বুল ১৩০৭—১৩০৮ হি.), ৪খ, ২—১৪, ৪০, ৮৩ ; (৭) আবু'ল-বারাকাত আন-নাসাফী, কাশ্ফু'ল-আস্রার (শার্হ' মানারি'ল-আন্ওয়ার) মুল্লা জীওয়ান-এর ভাষ্য ও মুহ'াম্মাদ 'আব্দু'ল-হ'ালীম আল-লাখ্নাব'ীর টীকাসহ (দুই খণ্ড, বুলাক' ১৩১৬ হি.) ২খ, ১৩৪—১৩৮ ; (৮) স'াদ্রু'শ্-শারী'আঃ আল-মাহ'বূবী, শারহু'ত-তাওদ'ীহ' 'আলা'ত-তান্ক'ীহ' তাফ্তাযানীর ভাষ্য (আত-তালবী'হ') এবং ফানারী ও মুল্লা খুসরাও-এর টীকাসহ (তিন খণ্ড, কায়রো ১৩২২ হি.) ৩খ, ২—১০ ; (৯) ইব্নু'ল-হুমাম, আত-তাহ্'রীর, ইব্ন আমীরি'ল-হ'াজ্জকৃত ভাষ্য (আত-তাক্'রীর ওয়া'ত-তাহ্'বীরসহ (তিন খণ্ড, বুলাক' ১৩১৬ হি.) ৩খ, ২২৯-২৩৮ ; (১০) [মুল্লা খুসরাও], মিরক'াতু'ল-উস্'ল ইলা 'ইলমি'ল-উস্'ল, (ইস্তাম্বুল ১৩০৭ হি.), পৃ. ২৩ প. ; (১১) মুহি'ব্বুল্লাহ ইব্ন 'আবদি'শ-শুকূর (বিহারী), মুসাল্লামু'স'-সু'বূত, মুহ'াম্মাদ 'আব্দু'ল-'আলী নিজ'ামু'দ-দীন (বাহ্'রু'ল-'উলূমকৃত ভাষ্য (ফাওয়াতিহ'ু'র-রাহ'ামূত) সহ, গ'াযালীর মুসতাস্'ফা-র সহিত একত্রে দুই খণ্ডে, বুলাকে' মুদ্রিত, ১৩২২-১৩২৪ হি.) ২খ, ২৩০-২৩৪ ; (১২) ইব্ন তায়মিয়্যাঃ, মাজমূ'আতু'র-রাসা'ইল ওয়া'ল-মাসা'ইল, (পাঁচ খণ্ডে, কায়রো ১৩৪১-১৩৪৯ হি.), ৫খ, ২২ প. ; (১৩) শাতি'বী, আল-মুওয়াফাক'াত, (৪খ. কায়রো ১৩৪১ হি.), ৪খ, ১১৬-১১৮ ; (১৪) আশ্-শায়খ মুহ'াম্মাদ আল-খিদ্'রী বে, উস্'লু'ল-ফিক্'হ (২য় সং. কায়রো ১৩৫২/১৯৩৩), পৃ. ৪১৩-৪১৬ ; (১৫) 'আবদু'র-রাহ'ীম, I Principi della Giurisprudenza Musulmana, tr. Guido Cimino (Rome 1922), p. 181-184 ; (১৬) D. Santillana, Istituzioni di Dititto Musulmano Malichita, i., Rome 1926, p. 56 প.।

ইস্তিস্'লাহ' সম্পর্কে : গ'াযালী, পূর্বোদ্ধৃত, ১খ, ২৮৪-৩১৫ ; (১৭) বায়দ'াব'ী-ইসনাব'ী, পূর্বোদ্ধৃত, ৩খ, ১৩৪-১৩৯ ; (১৮) সুবকী-মাহ'াল্লী-বান্নানী, পূর্বোদ্ধৃত, ২খ, ২২৯-২৩৪ ; (১৯) মাহ্'বূবী-তাফতাযানী-ফানারী, পূর্বোদ্ধৃত, ২খ, ৩৭৪ প., বিশেষত পৃ. ৩১১-৩১৬ ; (২০) ইব্নু'ল-হুমাম-ইব্ন আমীরি'ল-হ'াজ্জ, পূর্বোদ্ধৃত, ৩খ, ১৪১-১৬৭, বিশেষত ১৫০ প ; (২১) বিহারী-বাহ্'রু'ল-'উলূম, পূর্বোদ্ধৃত, ২খ, ২৬০ প., বিশেষত, পৃ. ২৬৬ প. এবং ৩০১ ; (২২) ইব্ন তায়মিয়্যাঃ, পূর্বোদ্ধৃত, ৫খ, ২২ প. ; (২৩) শাতি'বী, পূর্বোদ্ধৃত, ৪খ, ১১০ প., বিশেষত পৃ. ১১৬-১১৮ ; (২৪) ক'ারাফী, শার্হ' তান্ক'ীহি'ল-ফুস্'ল, কায়রো ১৩০৬ হি., পৃ. ১৭০ প. ; (২৫) নাজ্মু'দ-দীন আত'-ত'াওফী, রিসালাঃ ফি'ল-মাস'ালিহ' আল-মুরসালাঃ (মাজ্মু'উ'র-রাসাইল ফী উস্'লি'ল-ফিক্'হ, বায়রূত ১৩২৪ হি., পৃ. ৩৭-৭০) ; (২৬) ঐ গ্রন্থ, রাশীদ রিদ'ার, সাময়িকী আল-মানার-এ প্রকাশিত, ১০খ, ৭৪৫-৭৭০, (তাফসীরু'ল-মানার, ৫খ, অনুসারে, কায়রো ১৩২৮ হি. পৃ. ২১২) ; (২৭) মুহ'াম্মাদ আল-খিদ্'রী, পূর্বোদ্ধৃত, পৃ. ৩৮১-৩৯২ ; (২৮) 'আবদু'র-রাহ'ীম, পূর্বোদ্ধৃত, পৃ. ১৭৫, ১৮৪ ; (২৯) Santillana, পূ. গ্র., p. 55. প.।

R. Paret (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইস্নাদ (إسناد) হ'াদীছ'বেত্তাদের নাম-পরম্পরা ; (হ'াদীছ' প্রবন্ধ, ২য় ও ৩য় অধ্যায় দ্র.)।

'ইস্মাত (عصمة : 'ইস্মাঃ) অর্থ পাপমুক্ত হওয়া। সুন্নী মতে, নবী-রাসূল (আ) গণ এবং শী'আঃদের মতে ইমামগণও মা'সূ'ম বা পাপমুক্ত। নবীপদে বরিত হওয়ার পূর্ব হইতেই নবীগণ নিষ্পাপ থাকেন, না নুবুওওয়াত-এর পর নিষ্পাপত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এই 'ইস্'মাঃ সর্বপ্রকার পাপের ক্ষেত্রে, না বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে,—এই বিষয়ে 'উলামা'র মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। মানবসুলভ সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে 'ইস্মাঃ শব্দের প্রয়োগ হয় না এবং কোন নবীও মানবসুলভ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নহেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কোন কোন সময় স'ালাতের রাক'আত-এর হিসাবে ভুল করিতেন (বুখারী, কিতাবু'স'-স'ালাত)। তিনি বলিয়াছেন, দীন সম্বন্ধে তিনি যেসব

কথা বলেন তাহা আল্লাহ্ হইতে জানিয়াই বলেন এবং তাহাতে কোন ভুল-ভ্রান্তি নাই। কিন্তু সাধারণ মানবীয় জ্ঞান ভিত্তিতে তিনি যাহা বলেন তাহার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে। তিনি তা'বীরু'ন-নাখ্ল (ফলন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পুং জাতীয় খেজুর বৃক্ষের ফুলের রেণু স্ত্রী জাতীয় বৃক্ষের ফুলে ক্ষেপণ) নিষেধ করিয়া পরে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।

নবী-রাসূলগণের 'ইস্'মাঃ সম্বন্ধে সুন্নী 'উলামা একমত। ফাখ্রু'দ্-দীন রাযী নবী-রাসূলগণের সর্বাত্মক 'ইস্'মাতের প্রধান প্রবক্তা। শী'আঃদের কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে নবী-রাসূলগণ অপেক্ষা ইমামগণের মধ্যে (উন্নততর উপাদানে তাঁহাদের সৃষ্টির কারণে) 'ইস্'মাঃ সহজাত এবং অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। ইস্লামী 'আক'াইদ-এর সমস্ত পুস্তকেই 'ইস্'মাতু'ল-আম্বিয়া' বা অনুরূপ শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ থাকে (যেমন, ইব্ন হ'াযম, মিলাল, কায়রো ১৩২১ হি., ৪খ, ১-৩১; মাওয়াকি'ফ, ed. Soe. rensen p. 220 প.)। আল্-গ'াযালী 'ইস্মাতের একটি মরমী ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন, (মীযানু'ল-'আমাল, কায়রো ১৩২৮ হি., পৃ. ১১৬)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) C. Snouck Hurgronje, Nieuwe Bijdragen tot de kennis van den Islam (Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde v. Ned-Indie, 4th ser., vol. VI, p. 41; (২) Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, p. 220-223; (৩) ঐ লেখক, in Isl. iii. 238-245; (৪) মানার, ৫খ, ১২-২১, ৮৭-৯৩; (৫) Tor Andrae, Die Person Muhammeds (Upsala 1917), p. 124-174; (৬) দা. মা. ই., ১৩খ, পৃ. ৬৬৩।

I. Goldziher (S.E.I.)/মুহাম্মদ রেযাউর রহীম

ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (سراجى اسمعيل حسين : ইসমা'ঈল হ'সায়ন সিরাজী) পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ শহরে ১৮৮০ খৃ. জন্ম। তাঁহার জন্মভূমি সিরাজগঞ্জের নামানুসারে তিনি "সিরাজী" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা সায়্যিদ 'আবদুল-করীম সাহেব প্রসিদ্ধ হাকীম (চিকিৎসক) ও ইসলাম প্রচারক ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে তিনি ভর্তি হন। তিনি বাড়ীতে মাতার নিকট কু'রআন শারীফ শিক্ষা করিতেন। মধ্য-ইংরেজী পাস করিয়া তিনি সিরাজগঞ্জের বি, এল, উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়িতে থাকেন। তখন তাঁহার মধ্যে কবিত্ব এবং বাগ্মিতার উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তিনি পত্র পত্রিকা পাঠ, বক্তৃতা, সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চা এবং প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগ দেন। এই অভ্যাসই তাঁহাকে পরবর্তীকালে সমাজসেবা ও রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করিবার উপযোগী করিয়াছিল। মেধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্য হেতু তিনি উচ্চ শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন।

১৯০৫ খৃস্টাব্দে বিখ্যাত দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও জনাব 'আব্দুর-রসূলের চেষ্টায় বিদেশী দ্রব্যাদি বর্জনের আন্দোলন আরম্ভ হয়। সেই আন্দোলনে তিনি মাতিয়া উঠেন। উৎসাহী যুবক ইসমাঈল হোসেন সিরাজী মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য তাঁহাদের অতীত গৌরব কাহিনী ও বর্তমান অধঃপতনের বিষয়ে "অনল প্রবাহ" নামক একখানা কবিতা-পুস্তক লিখেন। ইহার প্রভাবে মুসলমান সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ইংরেজ সরকার ইহা বাজেয়াপ্ত করেন এবং লেখকের দুই বৎসরের কারাদণ্ড হয়। কারামুক্তির পর তিনি ১৯১২ খৃ. ভারতের মুসলিম প্রতিনিধি হিসাবে তুরস্ক গমন করেন। এই সময়ে তুরস্ক সাম্রাজ্যের বাল্ক'ান অঞ্চলের রাজ্যগুলি তুরস্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছিল। ইসমাঈল হোসেন ১৯১৩ খৃ. দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার তুরস্ক প্রবাস সংক্রান্ত বিষয় ও সাগরপারের রোমাঞ্চকর কাহিনী "তুরস্ক ভ্রমণ" পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইসলামী জোট গঠনের আভাষ এই পুস্তকে পাওয়া যায়।

এই সময় দেশের সকল প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও গঠনমূলক আন্দোলন এবং সাহিত্য ও সংবাদপত্র সেবায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার সহায়ক "আদব কায়দা শিক্ষা" পুস্তকও তিনি লিখিয়াছেন। নারীর সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য তিনি "স্ত্রী-শিক্ষা" গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় মাসিক "নূর" পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি মাওলানা ইসলামাবাদী সাহেবের সহযোগে সাপ্তাহিক "সোলতান" পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য প্রধান গ্রন্থ : কাব্য উদ্বোধন, উচ্ছ্বাস, প্রেমাঞ্জলি, স্পেন বিজয় কাব্য, সুচিন্তা, মুসলিম সভ্যতা, তুর্কী নারী জীবন, ঈসা খাঁ, রায়নন্দিনী, তারাবাঈ।

তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ বাইশখানা কাব্য, গীতিকাব্য, উপন্যাস, নীতিকথা, গান, গযল প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি চরিত্রবান, উদার, দানশীল ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ১৯৩১ সালে ১৭ জুলাই সিরাজগঞ্জে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) এম, সিরাজুল হক, অমর জীবন কাহিনী, পাবনা; (২) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ. ৩৫৩।

মুহম্মদ রেযাউর রহীম

ইসমা'ঈল (اسمعيل) ('আ) একজন প্রসিদ্ধ নবী, বীবী হাজিরাঃ-এর গর্ভজাত হযরত ইব্রাহীম ('আ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইস্মা'ঈল শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ হইল شماء ايل (شماء অর্থ শ্রবণ করা, ايل অর্থ আল্লাহ), আল্লাহ শ্রবণ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বীবী হাজিরাঃ ও হযরত ইব্রাহীম ('আ)-এর দু'আ শ্রবণ করিয়াছেন—এই নামটি এই দিকে ইঙ্গিতবহ। আল-কু'রআনের ৩৭ : ১০১ আয়াতে ইহার ইঙ্গিত রহিয়াছে। কু'রআনের বিভিন্ন স্থানে হযরত ইস্মা'ঈল ('আ)-এর উল্লেখ রহিয়াছে : ২ : ১২৫, ১২৭, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০; ৩ : ৮৪; ৪ : ১৬৩; ৬ : ৮৬; ১৪ : ৩৯; ১৯ : ৫৪; ২১ : ৮৫; ৩৮ : ৪৮ ইত্যাদি। হযরত ইব্রাহীম ('আ)-এর ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁহার জন্ম (Genesis, 16 : 1-16)। তিনি ছিলেন কু'রায়শ ও উত্তর 'আরবের 'আদ্নান বংশীয় অধিবাসিগণের আদি পিতা। তাঁহার জন্মের অল্প কিছুদিন পর পিতা ইব্রাহীম ('আ) আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে বর্তমানে যেখানে কা'বাঃ অবস্থিত সেখানে এক জনমানবহীন মরু প্রান্তরে রাখিয়া আসেন। তিনি হাজিরাঃ-কে সামান্য খাদ্য ও পানীয় দিয়া যান (১৪ : ৩৭)। বুখারীর এক হ'াদীছে' দেখা যায়, হযরত ইব্রাহীম ('আ) যখন চলিয়া যাইতেছিলেন তখন হ'াজিরাঃ তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় তিনি তাঁহাকে ঊষর মরুতে বসবাসের জন্য ছাড়িয়া গেলেন। পানি ফুরাইয়া গেলে হাজিরাঃ অস্থির হইয়া একবার নিকটবর্তী স'াফা নামক পাহাড়ে ও পুনরায় মার্ওয়াঃ পাহাড়ে আরোহণ করিয়া চারিদিকে দেখিলেন

কোথাও পানি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা বা কোন কা'ফিলাঃ এই দিকে আগমন করিতেছে কিনা। এই প্রকারে সাতবার আরোহণ-অবরোহণ এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে আনাগোনার (سعى দ্র.) পর তিনি এক ফিরিশ্তা দেখিতে পান। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিতে পান যে, শায়িত শিশু ইস্মা'ঈলের পদাঘাতে সেই স্থানে একটি পানির ধারা বহিয়া চলিয়াছে। ইহাই যাম্যাম্ নামে খ্যাত (বুখারী. রাশীদিয়্যাঃ ১খ, ৪৭৪)। পানির আকর্ষণে সেখানে জনসমাগম হয় এবং মক্কা নামক জনপদের সৃষ্টি হয়। এই নবজাত শিশু এবং তাহার মায়ের খাতিরে আল্লাহ্ এই পানির উৎস সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, এই ধারণায় বশবর্তী নবাগত বাসিন্দাদের স্নেহদৃষ্টি তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যেমন ইব্রাহীম ('আ) দু'আও করিয়াছিলেন : فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ (১৪ : ৩৭)। তাঁহাদের যত্নে উভয়ে নিরাপদে বাস করিতে থাকেন।

ইব্রাহীম ('আ) তাঁহার প্রচার কেন্দ্র কান্'আন-এর দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। কিছুদিন পর তিনি আসিয়া দেখিলেন, ইস্মা'ঈল ('আ) কিছুটা বড় এবং পিতার সহিত চলাফিরা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তখন ইব্রাহীম ('আ) একদা স্বপ্নে তাঁহাকে কু'রবানী করিতে আদিষ্ট হন। জাগ্রত হইয়া তিনি পুত্রকে বলিলেন, "হে পুত্র আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি তোমাকে কু'রবানী করিতেছি, তুমি কি বল? তিনি বলিলেন, হে পিতা, আপনি যাহা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। আপনি, ইনশা আল্লাহ্ আমাকে ধৈর্যশীল দেখিতে পাইবেন (৩৭ : ১০২)।" পুত্রকে কু'রবানী করিবার উদ্দেশ্যে ইব্রাহীম ('আ) এক প্রান্তরে (মিনা) উপস্থিত হইলেন। ইব্রাহীম ('আ) পুত্রের গলায় ছুরি চালাইবেন—এমন সময় আল্লাহ্র তরফ হইতে আওয়ায শুনিলেন, "হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিয়াছ। আমি এই প্রকারেই সৎকর্মশীল ব্যক্তিদিগকে পুরস্কৃত করি (৩৭ : ১০১-১০৫)।" অতঃপর আল্লাহ্ ইব্রাহীম ('আ)-কে পুত্রের পরিবর্তে এক পশু দান করিলেন কু'রবানীর জন্য (৩৭ : ১০৭)। তখন হইতে ইস্মা'ঈল ('আ) য'াবীহ'ল্লাহ্ নামে খ্যাত হইলেন। মুসলিম বিশ্ব তখন হইতে একই দিবসে সেই মহান কু'রবানীর অনুষ্ঠান করিয়া থাকে আত্মোৎসর্গের প্রতীকরূপে। কু'রবানী সংক্রান্ত আয়াতে ইস্মাঈল ('আ)-এর নামটির উল্লেখ নাই। এই সুযোগে য়াহূদী ও খৃস্টান লেখকগণ তাহাদের নিকটতম পূর্বপুরুষ, সারা-র গর্ভজাত ইবরাহীম ('আ)-এর দ্বিতীয় পুত্র ইস্হা'াক' ('আ)-কে য'াবীহ'ল্লাহ্ নামে আখ্যায়িত করেন।

তাহাদের এই দাবী ভ্রান্ত, কারণ বাইবেলোক্ত "Thine only Son" (Genesis, ২২ : ২) ইব্রাহীম ('আ)-এর "একমাত্র" পুত্র নহেন। তাঁহার পূর্বে ইস্মা'ঈলের জন্ম হইয়াছিল। Genesis, ১৬ : ১৬ অনুযায়ী ইব্রাহীম ('আ)-এর ৮৬ বৎসর বয়সে ইস্মা'ঈলের জন্ম এবং Genesis, ২১ : ৫ অনুযায়ী ১০০ বৎসর বয়সে ইস্হা'াকে'র জন্ম। সুতরাং ইস্হা'াক' তাঁহার প্রথম পুত্রও নহেন; যদি হইতেন তাহা হইলে দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাকে "একমাত্র" পুত্র বলা যাইত। কু'রআনের কথায় ইস্হা'াকে'র জন্মের সুসংবাদ আসিয়াছিল প্রথম পুত্র ইস্মা'ঈলের জন্ম এবং কু'রবানী অনুষ্ঠানের পর (৩৭ : ১১২)। খালীফা 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয একদা জনৈক ইসলামে দীক্ষিত য়াহূদীকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন : য়াহূদীরা জানে, ইস্মা'ঈলই প্রকৃত য'াবীহ', তবে তাহারা আপনাদের প্রতি ঈর্ষাবশত ইহা স্বীকার করে না।

ইস্মা'ঈল ('আ) যৌবনে উপনীত হইলে ইব্রাহীম ('আ) তাঁহার সাহায্যে আল্লাহ্র প্রদর্শিত স্থানে (২২ : ২৬) বিলুপ্ত কা'বা-র পুনঃনির্মাণ করেন এবং পিতা-পুত্র উভয়ে পুনঃনির্মিত কা'বাঃকে আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করেন (২ : ১২৭)।

জুর্হুম বংশীয় একদল বণিক মক্কায় আসিয়া পানি দেখিতে পাইয়া এইখানে বসতি স্থাপন করে। হযরত ইস্মা'ঈল ('আ) এই বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার বংশধরগণ 'আরাবু'ল-মুস্তা'রিবাঃ অর্থাৎ 'আরবীভূত 'আরব্ নামে পরিচিত। কু'রায়শ এই বংশেরই একটি শাখা ও বংশানুক্রমে তাহারা কা'বাঃ, যামযাম ও ইহাদের স্মৃতির সহিত জড়িত অন্যান্য স্থান এবং প্রতিষ্ঠানের রক্ষক ও অভিভাবক হইয়া পড়ে। সর্বশেষ নবী হযরত মুহ'াম্মাদ (স) এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী, উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বলিত তাফ্সীর গ্রন্থসমূহ। (১) ত'াবারী, ১খ, ২৭৫ প.; (২) মুত'াহ্হার ইব্ন ত'াহির, কিতাবু'ল-বাদ' ওয়া'ত্-তা'রীখ, ed. Huart, ৩খ, ৬০ প.; (৩) ছ'া'লাবী, কি'সা'সু'ল-আন্বিয়া,' (কায়রো ১২৯০ হি.), পৃ. ৬৯ প., ৮৮—৯০; (৪) আবু'ল-ফিদা, ed. Fleischer, পৃ. ১৯২; (৫) ইব্ন কু'তায়বাঃ. ed, Wustenfeld, পৃ. ১৮, ৩০; (৬) Die Chroniken der Stadt Mekka, ed. Wustenfeld, স্থা.; (৭) সীরাত 'আনতার, কায়রো ১৩০৬ হি., ১খ, ৩৫-৩৮; (৮) Weil, Bibl legenden der Muselmanner, পৃ. ৮২ প.; (৯) Goldziher, Die Richtungen der islamisch en Koranauslegung, p. 79 প.; (১০) G. Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 91 প.; (১১). দা.মা.ই. ২খ, ৭২৮-২৪।

ইসমা'ঈল শাহীদ, মাওলানা (اسمعيل شهيد، مولانا) ভারতের ইসলামী সংস্কার আন্দোলন ও জিহাদের অন্যতম প্রধান নেতা। মাওলানা ইসমা'ঈল স্বাধীনতা আন্দোলনে সায়্যিদ আহ'মাদ (দ্র.)-এর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত মাওলানা শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্র পৌত্র ও শাহ 'আবদু'ল-গ'ানীর পুত্র, ১৭৭৮ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। বহু মেধাবী মুসলমান ছাত্র অধ্যয়নের জন্য মাওলানা শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্র প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় যোগদান করিত। ইসমা'ঈল শাহীদ ঐ মাদ্রাসায় শৈশব হইতে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার উস্তায' ও মুর্শিদ ছিলেন তাঁহার চাচা বিখ্যাত মুহ'াদ্দিছ' শাহ 'আব্দু'ল-'আযীয। তিনিও ইসলাম ধর্ম-শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং সায়্যিদ আহ'মাদ যখন স্বাধীনতার বাণী প্রচারের জন্য দিল্লীতে আগমন করেন, তখন তিনি তাঁহার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হন। উস্তাদ'-শাগরিদ মিলিতভাবে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। উভয়ই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। ইসমা'ঈল শাহীদ যোগ্য উস্তাযে'র নিকট তরবারি চালনা শিক্ষা করিলেন। বালাকোটের যুদ্ধে তিনিও বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের যুদ্ধে তাঁহার একটি অঙ্গুলি বন্দুকের গুলীবিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি দ্বিতীয় দিন পুরোগামী সৈন্যদের সহিত যোগদান করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকেন। ঐ সময়ে তিনি ললাটে

গুলীবিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ শাহাদাত লাভ করেন (মে, খৃ. ১৮৩১)। স্বাধীনতা আন্দোলনে সায়্যিদ আহ'মাদের পরেই তাঁহার স্মৃতি অমর হইয়া আছে। তিনি শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্র রচিত তুহ'ফাতু'ল-মুওয়াহ্'হি'দীন পুস্তকের অনুসরণে তাক্'বি'য়াতু'ল-ঈমান রচনা করেন। গোঁড়া মাওলাবী'গণ তজ্জন্য তাঁহার উপর কুফ্রের ফাত্ওয়া দেয়। কিন্তু মাওলানা কারামাত 'আলী প্রমুখ বিজ্ঞ 'আলিমগণ তাঁহার মতবাদের সমর্থন করেন। তাঁহার আর একটি বিখ্যাত পুস্তক সি'রাতু'ল-মুস্তাক'ীম।

ইসমা'ঈলীয়া (إسماعيلية) শী'আদের একটি শাখা, কয়েকটি উপদলে বিভক্ত, ইহাদের কোন কোনটির মতবাদ অন্যগুলির মতবাদ হইতে পৃথক।

(১) উৎপত্তির ইতিহাস : ১৪৮/৭৬৫ সনের অনতিকাল পূর্বে ইমাম জা'ফার'স্'-সা'াদিক'-এর পুত্র ইস্মা'ঈলের মৃত্যুর পরে শী'আদের একাংশ সম্প্রদায় হিসাবে প্রকাশ্যত ইস্মা'ঈলীয়াঃ দলের উৎপত্তি হয়। ইস্মা'ঈলের ভ্রাতা নব-মনোনীত ইমাম মূসা আল-কা'জি'মের পরিবর্তে এই দল ইস্মা'ঈলের পুত্র মুহ'াম্মাদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীবর্গকে তাহাদের ইমামরূপে স্বীকৃতি দান করে। ফাতি'মী বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'উবায়দু'ল্লাহ আল-মাহ্দীর পূর্বে ইস্মা'ঈলের বংশধরগণের নাম ও তাহাদের পরম্পরা (Sequence) সন্দেহজনক, ফাতি'মীদের প্রদত্ত বিবরণে তাহারা তিনজন—'আব্দুল্লাহ্, আহ্'মাদ এবং হু'সায়ন। পারস্যবাসী নিযারীদের মতে, তাহারা আহ'মাদ, মুহ'াম্মাদ এবং আহ'মাদ। ভারতীয় নিযারীদের মতে—আহ'মাদ, মুহ'াম্মাদ এবং 'আবদুল্লাহ্। দুরূযদের মতে, তাহারা সাতজন, ২য় ইসমা'ঈল, মুহ'াম্মাদ, আহ্'মাদ, 'আবদুল্লাহ, মুহ'াম্মাদ, হু'সায়ন ও আহ্'মাদ।

ইহা অনুমান করা সম্ভব যে, ইমাম মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইস্মা'ঈলের মৃত্যুর পরে ইস্মা'ঈলী দলে ভাঙন ধরে। দলের এক শাখা বিশ্বাস করিত, মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইস্মা'ঈল সপ্তম এবং সর্বশেষ ইমাম, তিনি কি'য়ামাতের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করিবেন। এই কারণে ইহারা সাব্'ঈয়াঃ (سبعية) বা সপ্তবাদী নামে পরিচিত হয়; পরবর্তীকালে হি. ৩য় (৯ম) শতাব্দীর শেষের দিকে তাহারা তাহাদের দলপতি "হ'ামদান ক'রমাত"-এর নামানুসারে ক'রা-মিত'াঃ (قرامطة) বা ক'রমাত'ী (দ্র.) নামে পরিচিত হয়। তাহাদের লুন্ঠন ও নৈরাজ্য সৃষ্টির কারণে ক'রমাত'ী নামটি সমগ্র মুসলিম সমাজের নিকট ঘৃণিত হইয়া পড়ে।

অন্যপক্ষে দ্বিতীয় দল অর্থাৎ ইসমা'ঈলীদের ফাতি'মী শাখা মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইস্মা'ঈলের জনৈক পুত্রকে ও পরবর্তীতে তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারীদিগকে তাহাদের ইমামরূপে গ্রহণ করে। যেহেতু ইমামগণ ছদ্মবেশে বাস করিতেন, এমনকি তাঁহাদের নাম পর্যন্ত গোপন রাখা হইত, তজ্জন্য উভয় শাখার মধ্যে অধিক পার্থক্য দৃষ্ট হইত না। এই শাখাদ্বয় খুযিস্তান ও দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত ইমামদের উচ্চাকাঙ্খা পূর্ণ করিবার বর্ধিত প্রয়াসের দরুন ২৮০/৮৯৩ সনের কাছাকাছি সময়ে এই দুই দলের মধ্যে বিভেদ প্রকটতর হইয়া পড়ে। ক'রমাত'ীরা তাহাদের পূর্ব মতবাদে অটল থাকে। তাহারা কোন ইমামকেই স্বীকৃতি দিত না এবং চিরকাল ফাতি'মী শাখার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। প্রায় দুই শতাব্দী কাল টিকিয়া থাকার পর পরিণামে তাহাদের বিলুপ্তি ঘটে।

দলটি 'আবদুল্লাহ ইব্ন মায়মূন অল্-ক'াদ্দাহ' (মৃ. ২১০/৮২৫) কর্তৃক স্থাপিত হওয়ার কথাটি একটি উপাখ্যান মাত্র। তাহাদের মতবাদ সম্ভবত প্রাথমিক যুগের শী'আদের রহস্যাবৃত (esoteric) মতবাদের স্বাভাবিক পরিণতি। ইস্মা'ঈলীয়াঃ ও ক'ার-মাতি'য়াঃ উভয় সম্প্রদায়ই বাতি'নিয়্যাঃ বা তা'লীমিয়্যাঃ নামেও অভিহিত হইত। প্রকৃত ইস্মা'ঈলী সাহিত্যে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মায়মূনের প্রায় কোন স্মৃতিই রক্ষিত হয় নাই বলিলে চলে।

হি. তৃতীয় (৯ম) শতাব্দীর শেষের দিকে খুযিস্তান, দক্ষিণ মেসো-পটেমিয়া সিরিয়া, মিসর ও য়ামানে এই আন্দোলনের বহু সংখ্যক অনুসারী জোটে এবং ইহা মাগ্'রিবে (উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা) দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে থাকে। ২৮৯—২৯১/৯০২—৯০৪ সনে যিক্-রায়া-র পুত্র য়াহ'য়া ও হু'সায়ন কর্তৃক আল-মাহদীর অনুকূলে সিরিয়া জয়ের ব্যর্থ চেষ্টার পর ইমাম 'উবায়দুল্লাহ্ মাগ্'রিব-এ পালাইয়া যান এবং সেখানে সফল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। হি. ৪র্থ (১০ম) শতক ব্যাপিয়া তীব্র প্রচার চালান হয়। ৫ম (১১শ) শতকের মধ্যভাগে ইস্মা'ঈলী মতবাদ আটলান্টিক মহাসাগর হইতে মুসলিম জগতের সুদূর পূর্ব প্রান্ত মাওয়ারা' উন-নাহার, তুর্কিস্তান, বাদাখ-শান ও ভারত পর্যন্ত প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। পারস্যেই ইহা বিশেষ-ভাবে শক্তিশালী হয়, সেখানে বিখ্যাত ইস্মা'ঈলী দার্শনিকবৃন্দের আবির্ভাব ঘটে, যথা—আবূ য়া'কূ'ব সিজিস্তানী, আবূ হ'াতিম রাযী (উভয়েই মৃ. ৩৩১ হি.), হ'ামীদু'দ্-দীন কিরমানী (মৃ. ৪১০ হি.) আল-মুআয়্যিদ শীরাযী (মৃ. ৪৭০ হি.), নাসি'র-ই খুসরাও (খস্রু) ও হ'াসান ইব্ন সা'ব্বাহ'। ইহারাই ছিলেন ফাতি'মী মতবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

ফাতি'মী সাম্রাজ্যের বাহিরে ইসমা'ঈলীগণ বিপজ্জনক রাজ-নৈতিক আন্দোলনকারীরূপে নির্যাতিত হইত। কিন্তু শী'আদের পতনের কারণ এবং বিস্ময়কর সফলতার পর ইসমা'ঈলীদের পতনের কারণ একটি—অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও নেতাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রথম গুরুতর বিভেদ সৃষ্টি হয় হ'াকিমিয়্যাঃ অর্থাৎ দুরূযদের মধ্যে, তাহারা ৪১১/১০২১ সনে আল-হ'াকিমের মৃত্যুতে বিশ্বাস করিত না এবং তাহার প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা করিত। ৪৮৭/১০৯৪ সনে আল-মুস্তানসি'র-এর মৃত্যুতে আবার যে বিভেদ জাগিয়া উঠে তাহা ভীষণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও মূল মনোনীত ইমাম নিযার সিংহাসনচ্যুত হন তাঁহার ভ্রাতা আল-মুস্তা'লীর দল কর্তৃক প্রধান সেনাপতির কর্তৃত্বাধীনে। মিসরবাসীরা কতটা নিস্পৃহ থাকে। নিযারের সমর্থকসংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। তিনি তাঁহার ভ্রাতার আদেশে ধৃত ও কারাগারে (সপুত্রক) নিহত হন। এই সংবাদে সিরিয়া ও সমগ্র প্রাচ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং প্রথম মনোনয়ন (نص)-এর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখিয়া বিপুল সংখ্যক লোক দলত্যাগ করে।

মিসরে ফাতি'মিয়্যাঃ ইমামদের শাখা বিলুপ্ত হওয়ার পর যখন ৫২৪/১১৩০ সনে আল-আমির গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন এবং তাঁহার শিশুপুত্র ও উত্তরাধিকারী আত্'-ত'ায়্যিব (ঐতিহাসিকেরা তাঁহার অস্তিত্বে সন্দিহান) গোপন আবাসে নীত হন, তখন মিসরের ইসমা'ঈলী অর্থাৎ মুসতা'লী-দের মধ্যে অনুরূপ বিভেদ দেখা দেয়। সর্বশেষ ফাতি'মিয়্যাঃ খলীফা চতুষ্টয় নিজেরাও আপনাদিগকে ইমাম বলিয়া বিবেচনা করিতেন না এবং শেষ যুগে আগমনকারী প্রতিশ্রুত ইমাম আল-ক'াইম-এর নামে খুত্'বাঃ পঠিত হইত। ফাতি মিয়্যাঃ কিংবদন্তী অনুসারে মুস্তা'লীরা এখনও

বিশ্বাস করে যে, আত্-তা'য়্যিব-এর উত্তরাধিকারী ইমামগণ কোথাও অতি সংগোপনে বাস করিতেছেন এবং যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করিবেন।

ইহার পর এই দলটি অদ্যাবধি দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে : (ক) মুস্তা'লিয়্যা:, যাহারা পরবর্তী ফাতি'মীদের নীতি মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, এবং (খ) নিযারিয়্যা: অর্থাৎ নিযার ও তাহার উত্তরাধিকারীদের দলভুক্ত লোকেরা, ইহারা পরবর্তীকালে ফাতি'মিয়্যা: মতবাদে কিছু সংস্কারের প্রবর্তন করে।

(ক) মুস্তা'লী দল তাহাদের ধর্মনৈতিক কেন্দ্র য়ামানে স্থানান্তরিত করে। সেখানে তাহারা প্রধান প্রচারক (আদ্-দা'ঈ আল-মুত'লাক') দ্বারা শাসিত হইত। মিসর ও মাগ'রিবে ইসমা'ঈলীয়া: মতবাদ অতি সত্বর অন্তর্হিত হয়, কিন্তু য়ামানে ইহা প্রায় ৫০০ বৎসর যাবৎ প্রচ্ছন্ন থাকে। ভারতে এই মতবাদের প্রচার অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং ১১শ (১৭শ) শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহার ধর্মনৈতিক কেন্দ্র গুজরাটে স্থানান্তরিত হয়। এতদসঙ্গে আর একটা বিভেদ দেখা দেয়, আহমদাবাদে ২৬তম দা'ঈ দাঊদ ইব্ন 'আজাব শাহ (মৃ. ৯৯৯/১৫৯১)-এর মৃত্যুর পর অধিকাংশ লোক (দাঊদী দল) তাহাদের ২৭তম দা'ঈ বিবেচনা করিয়া দাঊদ ইব্ন কু'তু'ব শাহের অনুসরণ করে, পক্ষান্তরে য়ামানীরা (সুলায়মানী দল) সুলায়মান ইব্ন হা'সানের প্রতি অনুরক্ত থাকে।

(খ) নিযারিয়্যা:, ইহাদের কিংবদন্তী (মোটামুটি নির্ভুল বলিয়া অনুমিত) অনুসারে নিযারের আল-হাদী নামক পুত্র তাঁহার পিতার সহিত কারাগারে নিহত হন। কিন্তু তাঁহার শিশু পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল-মুহ'তাদী-কে বিশ্বাসী ভৃত্যগণ পারস্যে (আলামূত) লইয়া যায়, সেখানে তিনি হা'সান ইব্ন সা'ব্বাহ' কর্তৃক অত্যন্ত গোপনে প্রতিপালিত হন। ৫৫৭/১১৬২ সনে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র আল-কা'হির বি আহ'কামিল্লাহ হা'সান (নিযারিয়্যা:-দের ঐতিহ্যগত বংশতালিকায় বর্তমানে তাঁহার পরিবর্তে কা'হির ও হা'সান নামক দুইজন ইমামের নাম প্রদত্ত হয়) প্রকাশ্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৭ রামাদ'ান, ৫৫৯/৮ আগস্ট, ১১৬৪ তারিখে কি'য়ামা: (القيامة) ঘোষণা করেন। তিনি তাঁহার অনুসারিগণের জন্য এমন আধ্যাত্মিক 'ইবাদাতের বিধান দেন যাহা মুক্তিলাভের পর বেহেশ্ত-প্রাপ্তদের উপযোগী এবং ইহাতে প্রকাশ্য (ظاهر) 'ইবাদাতের গুরুত্ব বিশেষ রহিল না।

আলামূতের অপর চারিজন খুদাওয়ান্দ : 'আলা'উদ্-দীন (বা দি'য়া'উ'দ-দীন), জালালু'দ-দীন, দ্বিতীয় 'আলা'উ'দ-দীন ও রুকনু'দ্-দীন খুরশাহ-এর ইতিহাস কতকটা জানা আছে (প্রকৃত সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য দ্র. E. G. Browne's Litorary History of Persia, ২খ, ৪৫৩-৪৬০)।

রুকনু'দ্-দীন খুরশাহ-এর পুত্র শামসু'দ-দীন মুহ'ম্মাদকে শিশুকালে সযত্নে লুকাইয়া রাখা হয়। তাঁহাকে ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া অথবা সূ'ফী পীরস্বরূপে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া থাকিতে হইত। জনশ্রুতি সূত্রে জানা যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কয়েকটি প্রদেশে শাসনকর্তৃত্বও লাভ করেন ও সা'ফাবী শাহ্ পরিবারে বিবাহ করেন, ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যবশত বিশদ বিবরণ ও সন তারিখ এযাবৎ অতি অল্পই জানা গিয়াছে।

শামসু'দ-দীনের পর নিযারিয়্যা: ইমামদের বংশে বিভেদ সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে কা'সিমশাহী শাখা অদ্যাপি বর্তমান আছে; এই শাখার ইমামগণ আগা খান নামে বিখ্যাত। স্যার সুলতা'ন মুহ'ম্মাদ শাহের (১৮৭৭-১৯৫৭ খৃ.) পৌত্র শাহযাদা: কারীম আগা খান (চতুর্থ আগা খান নামে পরিচিত) বর্তমানে ইমামতের পদে সমাসীন।

মুহ'ম্মাদ শাহী নামক অপর শাখা সম্ভবত ১১শ (খৃ. ১৭শ) শতাব্দীর শেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইসমা'ঈলীয়া:-দের এই অল্প পরিচিত উপদলের জন্য ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের JRAS-এ W. Ivanow রচিত A Forgotten sect of the Ismailis প্রবন্ধ দ্র.। বাদাখশান, পারস্য ও পাক-ভারতে এই শাখার ইমামদের অজস্র অনুচর ছিল; সিরিয়ার সমস্ত নিযারিয়্যা: ছিল এই শাখার লোক; কিন্তু প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে অধিকাংশ লোক কা'সিমশাহী শাখায় যোগদান করে; বর্তমানে অল্প সংখ্যক মুহ'ম্মাদ শাহী লোক মাস্'য়াফ ও কা'দমূস-এ বাস করে; তাহারা সেখানে সুওয়ায়দানিয়্যা: আখ্যায় পরিচিত।

সিরিয়ার নিযারিয়্যা:দের ইতিহাস প্রধানত পারস্যবাসীদের সামাজিক ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহাদের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নেতা সিনান রাশীদু'দ-দীন (মুহ'ম্মাদ-শাহীরা যাঁহাকে ইমাম 'আলা'উদ-দীন মুহ'ম্মাদ বলিয়া বিশ্বাস করিত, ৫৫৭-৫৮৮/১১৬২-১১৯২) ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সা'লাহ'দ-দীন-এর পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন (দ্র. Stan. Guyard, Un Grand Maitre des Assassins, in JA, 1877, p. 324-489)।

পূর্বে সিরিয়ায় ইসমা'ঈলীয়া:-দের (মুহ'ম্মাদ শাহী) অত্যন্ত সংখ্যাধিক্য ছিল; তাহারা বাস করিত তা'রতূ'স ও বানিয়াস-এর নিকটস্থ সমুদ্র উপকূলের বিস্তৃত ভূখণ্ডে, কা'দমূস' ও মাস্'য়াফ-এর পাহাড়ে এবং হা'মা'র সালামিয়্যা: ও মা'আররাতু'ন্-নু'মান প্রভৃতি অঞ্চলে। ১৯৩৬ খৃস্টাব্দের আদম শুমারী অনুযায়ী তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল ২২ হাজারের কিছু উপরে। তন্মধ্যে চারি হাজার মাত্র ছিল মুহ'ম্মাদ শাহী। তাহাদের প্রাচীন শত্রু নুস'ায়রীদের বিরুদ্ধে শেষ সময় ১৯১৯ খৃস্টাব্দের যুদ্ধে তাহাদের প্রায় সমস্ত ধর্মনৈতিক গ্রন্থসহ বিপুল ভূ-সম্পত্তি বিনষ্ট হয়।

নিযারিয়্যা:গণ ভারতে হি. তৃতীয় (নবম) শতাব্দীতে সিন্ধু ও মুলতানে ইস্মা'ঈলীয়া: প্রচারণা আরম্ভ করে এবং ফাতি'মিয়্যা:-দের রাজত্বকালে পূর্ণোদ্যমে তাহা চলিতে থাকে, বহু সংখ্যক হিন্দুও এই মতবাদে দীক্ষিত হয়। ৫ম (১১শ) শতকে মুলতান কা'রমাতি'য়্যা: ইস্মা'ঈলীদের দখলে ছিল; দুই শতাব্দী পরেও তাহারা দিল্লীতে বেশ শক্তিশালী ছিল। ফাতি'মী ইমামদের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীরা দৃশ্যত যোগ্য পরিচালকের অভাবে হয় আংশিক-ভাবে সুন্নী সম্প্রদায়গুলিতে যোগদান করে, নতুবা পুনরায় হিন্দু হইয়া যায়। য়ামানী মুস্তা'লীগণ পরবর্তীকালে দক্ষিণাঞ্চলে (গুজ-রাটে) সফলতার সহিত প্রচারকার্য চালান। পক্ষান্তরে নিযারী প্রচারকেরা ১৪শ শতাব্দীতে পারস্য হইতে পাঞ্জাব, উত্তর সিন্ধু ও কাশ্মীরে আগমন করে। তাহাদের ধর্মমত ব্যাপকভাবে সূ'ফীবাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া কিছুটা হিন্দু ধর্মমতও আত্মস্থ করিয়া লয়; এই মিশ্রিত মতবাদ সম্ভবত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে আঞ্চলিক ইসমা'ঈলী মতবাদের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। তাহারা তাহাদের রচনাদিতে হিন্দু পরিভাষা ও স্টাইল গ্রহণ করে এবং তাহাদের দলীয় মতবাদ "সৎপন্থা" বা "সত্যপথ" নামে পরিচিত হয়। পরে এই মতবাদ আরও দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেখানে এই মতবাদের

অনুসারীরা আধুনিককালে "খোজা" নামে পরিচিত হয়। ১৬শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইমাম শাহের পুত্র মুহ'ম্মাদ শাহ নিজেকে ইমাম বলিয়া ঘোষণা করিলে আর একটা বিভেদের সূচনা হয়। তাঁহার সম্প্রদায় বহুলাংশে হিন্দু ধর্মে পুনরাবর্তন করে ও বহু শাখায় বিভক্ত হয়। ইহার কেন্দ্র গুজরাটে (আহ্'মাদাবাদের নিকটে; বিশদ বিবরণের জন্য, দ্র. W. Ivanow, The Sect. of Imam Shah in Gujrat, JBRAS, 1936, p. 19-70)। খোজা সম্প্রদায় তাহাদের পারস্যবাসী ইমামদের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করে এবং তাহাদের পরিচালনায় পরবর্তীকালে বহু হিন্দু-বিশ্বাস বর্জনে সফলকাম হয়।

ইস্‌মা'ঈলীয়দের বর্তমান অবস্থান ঃ নিযারীগণকে দেখা যায় সিরিয়ার সালামিয়্যাঃ ও ত'রতূ'স (খাওয়াবী) জিলায়; ইরানের খুরাসান ও কিরমান প্রদেশে, আফগানিস্তানের জালালাবাদের উত্তরে ও বাদাখশানে, রুশ ও চীনা তুর্কিস্তানে, জায়হূ'ন নদীর উজান অঞ্চলে (upper oxus), ষারকান্দ প্রভৃতি স্থানে; পাকিস্তানের চিত্রল, গিলগিট, হুন্জা, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানে এবং ভারতের গুজরাট, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে। সারা পাক-ভারত ও পূর্ব আফ্রিকায় তাহাদের বহু উপনিবেশ প্রভৃতি রহিয়াছে। বোহ্‌রা বা ভারতীয় মুসতা'লীগণ প্রধানত গুজরাট, মধ্যভারত ও বোম্বাইয়ে বাস করে।

ধর্মমত ঃ সুন্নী ঐতিহাসিক ও বিদ্'আঃ বিরোধী লেখকদের গ্রন্থাবলী হইতে গৃহীত বর্ণনা এই যাবৎ ইসমা'ঈলীদের ধর্মমত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি ছিল, কিন্তু খাঁটি ইসমা'ঈলী লেখকদের মূল গ্রন্থাদির সহিত তুলনায় এই সকল বর্ণনা সর্বতোভাবে নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না। ঘটনাসমূহ এত বিশৃঙ্খল ও পরস্পর বিরোধী যে, সত্য উদ্ধার করিতে দীর্ঘকালের প্রয়োজন হইবে। আপাতত এই প্রসঙ্গ বাদ দিয়া মূল গ্রন্থাবলী ও দলগত কিংবদন্তীসূত্রে প্রাপ্ত প্রধান তথ্যগুলি পরিবেশন করাই সমীচীন মনে হয়।

দৃশ্যত ফাত্বি'মী-পূর্ব আমলের পুস্তক অতি অল্পই রক্ষা পাইয়াছে; কাজেই সাধারণভাবে আদি যুগের শী'আঃ মতবাদ সম্পর্কীয় তথ্যের ন্যায় আদি মতবাদ সম্পর্কেও নির্ভরযোগ্য বিবরণ তেমন পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে, কয়েকটি গূঢ়-তত্ত্ব এবং ইমামাত সম্পর্কীয় মতবাদ ভিন্ন ইছ্'না 'আশারিয়্যাঃ ধর্মমত ও অনুষ্ঠানাদি হইতে আদি ইসমা'ঈলী মতবাদের পার্থক্য ছিল নিতান্ত নগণ্য। ইহা পরস্পর নির্ভরশীল দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিল—জ'াহির এবং বাত্বি'ন। জ'াহির-এর সম্পর্ক ছিল বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদি এবং ধর্মনিষ্ঠ জীবনের সহিত এবং বাত্বি'ন ছিল পবিত্র কিতাবের অনুশাসনসমূহ এবং বিশ্বাস সম্পর্কীয় আয়াতের নিগূঢ় অর্থ সম্বন্ধীয় মতবাদ। ফাত্বি'মী ইসমা'ঈলীগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিত যে, জ'াহির ভিন্ন যেমন কোন বাত্বি'ন নাই—অনুরূপভাবে বাত্বি'ন ভিন্ন জ'াহির ও নাই।

(ক) জ'াহিরী মতবাদ ঃ ইহা ছিল ইসলামের রক্ষণশীল রূপ, বহু বিষয়ে ইছ্'না 'আশারিয়্যাঃ পদ্ধতির সহিত ইহার সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু কয়েকটা বিষয়ে ইহা ছিল সুন্নী মতবাদের অধিকতর নিকটবর্তী। স'লাত, স'ওম ও সাধারণত শারী'আ-র সমস্ত বিধান ছিল সকলের উপর এমন কি সর্বোচ্চ গূঢ় জ্ঞানের অধিকারী লোকদের উপরও বাধ্যতামূলক [বিদ্'আঃ বর্ণনাকারিগণ এই বিষয়টি উপেক্ষা করিয়াছেন)। আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত মতের পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য দ্র' Ivanow, A Creed of The Fatimids (বোম্বাই, ১৯৩৬ খৃ.)]।

(খ) বাত্বি'নী মতবাদ ঃ এই মতবাদ দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত। প্রথমটি কু'রআন ও শারী'আ-র তাব'ঈল বা ব্যাখ্যার সহিত সম্পৃক্ত; এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে নু'মান ও জা'ফার ইব্‌ন মান্‌সূ'র আল-য়ামানী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় এবং বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক অংশটি হইল হ'াক'াইক' (এক বচনে حقيقة বা পরম সত্য)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট; অন্য কথায় ইহা ছিল দর্শন ও বিজ্ঞানের ইসমা'ঈলী পদ্ধতি। ধর্মের সহিত সমন্বিত এই দর্শন ধর্মের এবং ধর্মীয় বিধানের অন্তর্নিহিত, মর্মোদ্ধারে প্রত্যাদেশের কাজ করে এবং ইমামাতকে স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানরূপে স্থাপন ও তাহাতে ফাত্বি'মীদের একচেটিয়া অধিকার প্রমাণের হাতিয়াররূপেও ইহার পত্তন করা হইয়াছিল। ইস্‌মা'ঈলী মতবাদের আদর্শও ছিল এই যে, ধর্ম এমনরূপ পরিগ্রহ করিবে যাহা তাহাতে বিশ্বাসীর শিক্ষার মান ও বুদ্ধিমত্তার স্তরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। দুরূহ দার্শনিক ও ধর্মনৈতিক মতবাদ উপলব্ধির ক্ষমতা যাহাদের নাই তাহাদের নিকট তাহা পরিবেশন করা সমীচীন নহে, এই কারণে এই সকল বিষয়ের অধ্যয়ন অবশ্যই পর্যায়ক্রমে হইবে। কিন্তু স্তরভেদে ফ্রীমেসনদের দীক্ষার ক্রমের অনুরূপ ইস্‌মা'ঈলী মতবাদে দীক্ষার পর্যায়কৃত ক্রমসম্বন্ধীয় প্রচলিত উপাখ্যানসমূহ কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়, কারণ প্রকৃত ইস্‌মা'ঈলী সাহিত্যে উহাদের চিহ্ন মাত্র নাই।

গুপ্ত ইস্‌মা'ঈলী ধর্মমতের ভীষণ অধার্মিকতা ও ইসলাম-বিরোধী প্রবণতা সম্পর্কে সাধারণত প্রচলিত কাহিনী পাঠে যে পাঠকের মন প্রভাবান্বিত হইয়াছে, তিনি হ'ামীদু'দ্-দীন কিরমানী প্রণীত রাহ'াতু'ল-'আক্'ল, আল-মু'আয়্যাদ শীরাযীকৃত কয়েকটা মরমী মাজালিস, ইব্‌রাহীম আল-হ'ামিদী প্রণীত ক'ান্‌যু'ল-ওয়ালাদ, 'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌নি'ল-ওয়ালীদ প্রণীত য'াখীরাঃ, 'ইমাদু'দ্-দীন ইদ্‌রীসকৃত যাহ্‌রু'ল-মা'আনী প্রভৃতি অত্যন্ত গোপনীয় ইস্‌মা'ঈলী গ্রন্থ পাঠে শোচনীয় রূপে হতাশ হইবেন। এই সকল গ্রন্থ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, উচ্চতম গূঢ় ধর্মতত্ত্বের মৌলিক নীতিগুলি আসলে ছিল ইসলামেরই বুনিয়াদী কথা, যেমন আল্লাহ্‌র একত্ব, মুহ'াম্মাদ (স') আল্লাহ্‌র প্রেরিত বার্তাবাহক, কু'রআন আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট কিতাব ইত্যাদিতে অটল বিশ্বাস। ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, এই গ্রন্থকারদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইসলামের মূল নীতিগুলির বিকাশ ও পরিমার্জন, যেন সেইগুলি প্রাজ্ঞ এবং বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন পর্যালোচকদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় হইতে পারে। এই দর্শন ৪র্থ (১০ম) বা ৫ম (১১শ) শতাব্দীর মুসলিম মনীষার একটি আদর্শ সৃষ্টি; কোন কোন বিষয়ে আল-ফারাবী ও আল-গ'াযালীর দর্শনের সহিত ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

এই দর্শনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উপাদান হইল নব্য-আফ্‌লাতূ'নী (Neo-Platonic) দর্শন, কিন্তু তাহা সরাসরি Enneads of Plotinus বা তাঁহার আদি ভাষ্যকারদের নিকট হইতে গৃহীত হয় নাই, বরং হইয়াছে নানা রকমের ধ্যান-ধারণা মিশ্রিত ও ভেজাল দূষিত পরবর্তীকালীন অনুলিপি হইতে। ইস্‌মা'ঈলী মতবাদ প্লোটিনাসের দর্শনের মধ্যে আল্লাহ্‌র একত্ব ও দৃশ্য-জগতের একাধিকত্বের মধ্যে সমন্বয় খুঁজিয়া পাইতে চাহিয়াছিল। দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্লোটিনাসের দার্শনিক পদ্ধতির ভিত্তি হিসাবে গৃহীত

প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞান পদ্ধতিতে বৃহৎ পরিবর্তন সাধিত হয়, বহু মতবাদ বিস্মৃতির তলে তলাইয়া যায়, অনেক গ্রীকগ্রন্থ মুসলিমদের নিকট অজ্ঞাত থাকে। পক্ষান্তরে বহু জালিয়াতির ব্যাপক প্রচলন ঘটে। এইভাবে ইস্‌মা'ঈলী প্রাকৃতিক দর্শন এবং ইহার জৈব ও অজৈব জগতের ধারণা, মনস্তত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি কতকটা এরিস্টটল এবং আংশিক নব্য-পিথাগোরীয় ও অন্যান্য প্রাচীন পণ্ডিতগণের অনুধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তাহাদের লেখায় এই সকল মূল গ্রীক-গ্রন্থের কোন উল্লেখ নাই; শুধু গ্রীক দার্শনিক (আল-হ'কামা আল-য়ূনানিয়্যাঃ)-দের অস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাইতে পারে, তাহাও নিতান্ত বিরল। পরবর্তী বিভিন্ন যুগের অপকৃষ্ট বিজ্ঞান হইতে অমার্জিত জ্যোতিবিজ্ঞান, আলকেমী ও গূঢ় রহস্যের আকারে, সংখ্যা ও অক্ষর প্রভৃতির রহস্যাত্মক ও ঐন্দ্রজালিক শক্তি বিষয়ক কল্পনা আকারে অনেক কিছুই এই দর্শনে যোগ করা হইয়াছে। মানীবাদ (Manichaeism)-এর নিদর্শন অতি ক্ষীণ, কিন্তু খৃস্ট ধর্মের প্রভাব সমধিক অনুভূত হয়, খৃস্ট ধর্মগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতির বেলায় ইস্‌মা'ঈলী গ্রন্থকারগণ বিস্ময়কররূপে প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রকৃত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন :

কেহ যদি অকৃত্রিম আদি "হ'াক'াইক'" সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার পক্ষে লাভজনক হইবে সেই বহুবার মুদ্রিত ইখ্‌ওয়ানু'স্‌-স'াফা'র বিশ্বকোষটি অধ্যয়ন করা। পরলোকগত Dieterici এই গ্রন্থখানি আংশিকভাবে পাঠ এবং অনুবাদ করিয়াছিলেন। মুস্তা'লীরা পুস্তকখানাকে দ্বিতীয় গুপ্ত ইমাম আহ'মাদ কর্তৃক সঙ্কলিত বলিয়া মনে করে। প্রায় সমস্ত হ'াক'াইক' গ্রন্থেই ইহা হইতে উদ্ধৃতি দৃষ্ট হয়।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই পদ্ধতিতে মৌলিক বা অজ্ঞাত কিছু নাই বলিলেই হয়। যে ভাবে এই সকল বিবিধ উপকরণ একত্র করিয়া ইসলামের সহিত সমন্বিত করা হইয়াছে তাহাই ইহার একমাত্র মৌলিকত্ব। এমনকি এই বিষয়ও সূ'ফী অনুধ্যানের সহিত হ'াক'াইকে'র বেশ সাদৃশ্য রহিয়াছে; উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিভাষায় এবং এই ব্যাপারে যে, সূ'ফীবাদ জোরের সহিত প্লোটিনাসের জায্‌'বাঃ বা হ'াল রীতি গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইস্‌মা'ঈলী মতে ইহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে।

লক্ষণীয় যে, মুস্‌তা'লীদের দৃঢ় বিশ্বাস তাহাদের ইমামগণই এই সমুদয় উদ্‌ঘাটন করেন, তাঁহারা ভিন্ন আর কাহারও এই জ্ঞান নাই, এমনকি বাহিরের লোকের পক্ষে ইহা অবোধ্য। বর্তমানেও বোহ্‌রা-গণ ইচ্ছা করিয়া প্রচলিত বিজ্ঞান হইতে দূরে সরিয়া থাকে, তাহারা ইহাকে ধর্মবিরোধী বলিয়া মনে করে।

ইস্‌মা'ঈলী 'আক'ীদা-র কাঠামো : হ'াক'াইক' মহাবিশ্ব ও ক্ষুদ্র বিশ্বের মধ্যে সাদৃশ্যের উপর অত্যন্ত জোর দিয়া থাকে; এই ব্যাপারে ইস্‌মা'ঈলী তাওহ'ীদকে সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত টানিয়া নেওয়া হয় এবং ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত কোন সি'ফাঃ (صفة) আল্লাহ্ (الغيب تعالى)-এর প্রতি আরোপ করা হয় না। অনাদি পূর্ব ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সেই হ'াক'ীক'ী একক (আল্লাহ্) প্রথম (সাবিক') বিকাশ (মুবদা'আহ') উৎপাদন করেন; প্লোটিনাসের পদ্ধতি অনুযায়ী ইহা 'আক্‌লু'ল-কুল্ল বা সর্বব্যাপী জ্ঞানময় আকার-প্রদ সত্তা, ইহাই কার্যত প্রথম বিশ্ব সৃষ্টিকারী (مبدع)। দ্বিতীয় বিকাশ ঘটে পূর্ববর্তীটি হইতে আর তাহাই জ্ঞানময় জীবনদায়ী সত্তা (নাফ্‌সু'ল-কুল্ল)। ইহা প্লোটিনাসের ত্রি-নীতির তৃতীয় নীতি। এখানে একটা পরিবর্তন দৃষ্ট হয়; স্পষ্টত টলেমীয় পদ্ধতির সহিত এই ধারণাটির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টায় আরও কয়েকটি 'আক্'ল যোগ করা হয়। উহারা হইতেছে বিভিন্ন স্তর (আফলাক)-এর যুক্তিগ্রাহ্য সঞ্চরমান নীতিসমূহ অর্থাৎ স্থির নক্ষত্র ও রাশিচক্র, গোলকের বৃত্ত, পঞ্চ-গ্রহ বৃত্ত এবং চন্দ্র ও সূর্যের স্তর। এই দ্বিতীয় বিকাশটি হইল পৃথিবীর ভারপ্রাপ্ত 'আক্'লু'ল-ফা''আল (কর্মময় 'আক্'ল), 'আকৃতি" (সু'রাঃ)-সমূহের বাস্তব স্রষ্টা; ইহা দ্বিতীয় (মুবদি') নামে অভিহিত হয়। প্লোটিনাসের পদ্ধতিতে নাফ্‌সু'ল-কুল্লের সমস্ত কর্তব্য ইহার নিকট হস্তান্তরিত হয়। আকৃতিগুলি বস্তুর নিম্নস্তরের (হায়ূ'লা) উপর ক্রিয়া করিয়া দৃশ্য জগৎ সৃষ্টি করে; উহাদের (আকৃতির) পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূপ রহিয়াছে; তদনুযায়ী উহাদের সৃষ্টি হয়। স্পষ্টত ইহা প্লেটোর theory of ideas-এর একটি রূপ। কিন্তু ইসমা'ঈলীরা তাহা বুঝিতে ভুল করিয়াছে। এখানে ইহা দর্শন ও ধর্মের মধ্যে সেতু রচনা করে। যদি মানুষের পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূপ, পূর্ণমানব, থাকিতে হয়, তবে তাহাকে এইখানে এই জগতেই বিদ্যমান থাকিতে হইবে, নতুবা মানব জাতি বিদ্যমান থাকিতে পারে না। আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তি, তাঁহার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহ'াম্মাদ (স') ভিন্ন এই পূর্ণ মানব আর কে হইতে পারে? মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং পূর্ণ মানব, মানবজাতির সেরা। কাজেই রাসূল (স') বস্তু জগতের 'আক'লুল-কুল্ল স্বরূপ। নাফ্‌সু'ল-কুল্ল-এর ধারক রাসূলের ওয়াসি'ী (وصى) অর্থাৎ রাসূলের ইচ্ছাকে কর্মে রূপদানকারী 'আলী ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারে না। ইমামগণ এই জগতের স্থায়ী ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সুতরাং তাহারা পরম 'আক্'ল-এর প্রতিনিধি। আত্মা যেহেতু মানুষের প্রতিকৃতি সুতরাং ইহা উচ্চতর আধ্যাত্মিক জগতের বস্তু, কিন্তু স্থিতি ও ক্ষয় (কাওন ওয়া ফাসাদ) বিশিষ্ট এই অপবিত্র বিশ্বের সহিত আত্মা জড়িত হইয়া পড়ে। নিকটতম উচ্চতর সত্তা ইমামের সহিত সংযোগ সৃষ্টি করিয়া আত্মা উর্ধ্বারোহণ ও মূল উৎসে প্রত্যাবর্তন করিয়া পরিণামে মুক্তিলাভ করিতে পারে; এই সংযোগ-পদ্ধতি হইল আল-'ইবাদাতুল-'ইল্‌মিয়্যা অর্থাৎ ইমামদের দ্বারা প্রকাশিত জ্ঞান অর্জন ও তাঁহাদের আদেশ পালন। "যে ব্যক্তি তাঁহার সময়ের ইমামকে স্বীকৃতি না দিয়া মৃত্যুবরণ করে সে কাফিররূপে মৃত্যুবরণ করে।"

মুস্তা'লী ঐতিহ্যে এই 'আক'ীদাঃ অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু নিযারীগণ ইহার সামান্য রদবদল করিয়াছে। ফাতি'মীগণ চরমপন্থী ধারণার উৎসাহ দিতেন না, প্রাথমিক ফাতি'মী সাহিত্যে ইমাম হইলেন খলীফা হইতে প্রায় অভিন্ন। ফাতি'মীগণ নিজদিগকে ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠাতা রাসূল (স')-এর সহকারী বলিয়া দাবী করিতেন। নিযারীগণ সম্ভবত সূ'ফী ধারণার শক্তিশালী প্রভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের উপর জোর দেয়, জ'াহির-এর গুরুত্ব হ্রাস করে এবং ইমামাতের জ্যোতিকে সর্বপ্রধান নীতিতে পরিণত করে। তাহারা ইমামাতের নীতি বা স্বর্গীয় পরিচালনার রীতিকে সৃষ্টির পূর্ব হইতে বিদ্যমান বলিয়া মনে করে। বিশ্ব কখনও ইমামশূন্য থাকে না, ইমাম না থাকিলে বিশ্ব তৎক্ষণাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইমাম হইতেছেন আদি ইচ্ছার প্রতিনিধি, আম্‌র, Logos বা কালিমাঃ, কু'রআনের كن বা "হও"-এর সার। এই সার ইমামে নিহিত থাকে, অন্যথায় তিনি একজন মৃত্যুশীল মানব মাত্র; ইহা نص (স্পষ্ট বাক্য)-এর মাধ্যমে পিতা হইতে কেবল পুত্রে স্থানান্তরিত

হয়। কোন ছোট বা কোন বড় ইমাম নাই (এই বিশ্বাস ফাতি'-মীর বিশ্বাসের প্রতিকূল), সকলে একই পদার্থ। ইমাম "অবতার" নহেন, ইসমা'ঈলী মতবাদে হ'লুল বা তানাসুখ-এর স্থান নাই। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর "দাওর" অর্থাৎ আমলের প্রারম্ভে প্রথম ইমাম ছিলেন 'আলী (রা) এবং তাঁহার সন্তানেরা (যু'র্রিয়াঃ) তাঁহার উত্তরাধিকারী। মুস্তা'লীগণ হ'াসান (রা)-কে প্রথম ইমাম বলিয়া মনে করে; কিন্তু তিনি কেবল তাঁহার ভ্রাতার পক্ষে কাজ করিতেছিলেন বলিয়া ইস্মা'ঈলী ইমামগণের তালিকা হইতে তাঁহাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') 'আক্'লু'ল-কুল্লরূপে থাকেন কিন্তু "হ'জ্জাঃ" নাফ্সু'ল-কুল্ল রূপে বিবেচিত হন। (ফাতি'মীদের আমলে ইনি ছিলেন বার বা চব্বিশ জন প্রধান ধর্মাধ্যক্ষের অন্যতম)। হ'জ্জাঃ সাধারণত ইমামের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সময় সময় এমনকি কোন রমণী বা শিশুও হইতে পারেন। হ'জ্জাঃ ইমাম সম্পর্কে সহজাত এবং অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী হন ও বিশ্বাসিগণকে শিক্ষাদান করেন।

প্রাচীন যুগে জ্ঞানচর্চা যখন একচেটিয়ারূপে প্রচারকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সম্ভবত কেবল তখনই ধর্মীয় নেতাদের (হ'দূদু'দ-দীন) মর্যাদা ছিল দীক্ষা গ্রহণের স্তরের সহিত সমতাপূর্ণ। হ'দূদের সংখ্যা প্রায়ই পরিবর্তিত হইত এবং বিভিন্ন পদের নামের পরিবর্তন ঘটিত। মৌলিক স্তরগুলি বরাবর ছিল মুস্তাজীব বা "দীক্ষিত", মা'যূ'ন বা শিক্ষাদানে সনদপ্রাপ্ত দা'ঈ বা প্রচারক ও হ'জ্জাঃ বা কোন একটি অঞ্চলের (জাযীরাঃ) ভারপ্রাপ্ত। ক'াদ'ী নু'মান প্রতিষ্ঠিত ও মুস্তা'লীদের দ্বারা সংরক্ষিত ফিক্'হ পদ্ধতি কখনও সমৃদ্ধি লাভ করে নাই। মুস্তা'লীদের পঞ্জিকা সাধারণ মুসলিম পঞ্জিকা হইতে পৃথক; চন্দ্রদর্শনের উপর নির্ভর না করিয়া চান্দ্র-মাসের প্রারম্ভ জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী গণনা করা হয় বলিয়া ইহা এক বা দুই দিন অগ্রগামী। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস, সংখ্যা ও অক্ষরের, বিশেষত সাত সংখ্যার রহস্যাত্মক অর্থ সম্বন্ধে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা, তাহাদের অনুধ্যানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর ইতিহাসকে সাত যুগে (দাওর) বিভক্ত করা হয়, এক একজন বড় নাবী, যথা ঃ আদাম, নূহ', ইব্রাহীম, মূসা, 'ঈসা ('আ) ও মুহ'াম্মাদ (স')—এই ছয়জন এক একটি যুগের সূচনা করিয়াছেন। জগতের অন্তিমকালে সপ্তম "ক'াইম" আগমন করিবেন বলিয়া প্রত্যাশা করা হয়। এই সকল বড় নবীর প্রত্যে-কেরই এক এক জন ওয়াসী আছেন, ইমামগণ ওয়াসী-র উত্তরাধি-কারী হইয়া থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইসমা'ঈলীদের সম্পর্কে অনেক কিছুই লেখা হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে খুব কমই সঠিক সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯২২ পর্যন্ত সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করেন L. Massignon, Esquisse d'une bibliographie Qarmate, 1922 (or Studies presented to Prof. E. G. Browne)। এই গ্রন্থ-পঞ্জীতে ক্রমাগতভাবে নূতন বইপত্র সংযোজিত করা হয় দুইটি প্রবন্ধে, রচনা (১) A.A.A. Fyzee in JBRAS, 1935 (p. 59-65) and 1936 (p. 107--109)--A summary of historical information only; (২) O' Leary, A Short History of the Fatimid Khalifate, London 1923; (৩) B. Lewis, The Origins of Isma'ilism, Cambridge 1940; (৪) S. M. Stern, The Succession of the Fatimid Imam al-Amir etc., in Oriens, ' /, 193--255; এই নোটে যে সমস্ত ইসমা'ঈলী গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে দ্র. (৫) W. Ivanow, A Guide io Ismaili Literature, London 1933. নিযারী ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে দ্র. (৬) W. Ivanow, An Ismailitic Work by Nasir-ud-din Tusi, in JRAS, 1931, p. 527-564; ইস্মা'ঈলী ফিক্'হ সম্বন্ধে দ্র. (৭) A.A.A. Fyzee, Ismaili Law of Wills, Bombay 1933.

W. Ivanow (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইসরাঈল ('আ) (اسرائيل) বানূ ইসরাঈলের প্রধান য়া'কূ'ব ('আ)-এর এক নাম। ইসরাঈলের বংশধর অর্থে বানূ ইসরাঈল পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত। ইসরাঈল শব্দটি কু'রআনে একবার মাত্র দৃষ্ট হয়। ৩ ঃ ৯৩ আয়াতে বলা হইয়াছে, "তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল নিজের জন্য যাহা হ'ারাম করিয়াছিল, তদ্ভিন্ন ইসরাঈল সন্তানদিগের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হ'ালাল ছিল।" ভাষ্যকারদের মতে ইহার অর্থ এই যে, শুধু ইসরাঈলীদের কু-কর্মের জন্যই খাদ্যের উপর নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারি হয়। তাহাদের পূর্বপুরুষ স্বয়ং শুধু উষ্ট্রের গোশ্ত ভক্ষণের বা উষ্ট্রের দুগ্ধ পানে বিরত থাকিতেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি 'ইর্কু'ন-নিসা নামক রোগে কষ্ট পাইতেন; ইহার ফলে তিনি রাতে ঘুমাইতে পারিতেন না; কিন্তু উহা তাঁহাকে দিনে ছাড়িয়া যাইত। কাজেই তিনি শপথ করেন যে, রোগ মুক্ত হইলে তাঁহার প্রিয় খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকিবেন। অন্যান্যের মতে তিনি তাঁহার চিকিৎসকদের পরামর্শে 'ইর্কু'ন-নিসা (nervus ischiadicus) উষ্ট্রের নিতম্বদেশের রসও ভক্ষণ করিতেন না, অথবা তিনি সমস্ত মাংসপেশী ('ইর্ক') আহারে বিরত থাকিতেন। শব্দটি হিব্রু "গিদ" শব্দের অনুবাদ এবং আন্-নাসা হিব্রু "নাশের" অনুলিখন। ইসরাঈলীরা যে অদ্যাপি 'ইর্কু'ন-নাসা খায় না, তাহার ব্যাখ্যা হিসাবে ইহা Genesis পুস্তক ৩২ অধ্যায়ে ফিরিশতা কর্তৃক য়া'কূ'ব ('আ)-এর উরু স্থানচ্যুতির সুপরিচিত গল্পের প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

পানাহারে য়া'কূ'ব-এর ব্যক্তিগত সংযম কিরূপে ইসরাঈলীদের জন্য বাধ্যতামূলক হইতে পারে, এই প্রশ্নটা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে পায়গ'াম্বারের স্বভাবতঃই আইনগত সমস্যা মীমাংসা-র (ইজতিহাদ দ্র.) যোগ্যতা রহিয়াছে। আর য়া'কূ'ব ('আ)ও ছিলেন একজন পায়গ'াম্বার। অন্যান্যের মতে তিনি এই আইন প্রণয়নের জন্য আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। কু'রআনে ইসরাঈল সম্বন্ধে অবশিষ্ট কথা পাওয়া যায় হযরত য়া'কূ'বের নামে। কু'রআনে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, য়া'কূ'ব ('আ) মৃত্যুশয্যায় তাঁহার পুত্রগণকে ইব্রাহীমের ধর্মে দৃঢ় থাকার জন্য সতর্ক করিয়া যান (২ ঃ ১৩২), তিনি একজন নবী ছিলেন এবং প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন (২ ঃ ১৩৬ ইত্যাদি)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) উদ্ধৃত কু'রআনের আয়াতগুলির তাফসীর; (২) ত'াবারী, ১খ, ৩৫৩ প.; (৩) য়া'কূ'বী, ১খ, ২৬ প.; (৪) ছা'লাবী, কি'সাসু'ল-আম্বিয়া' (কায়রো ১২৯০ হি.), পৃ. ৮৮ প.; (৫) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 91.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইসরাফীল ('আ) (اسرافيل) একজন প্রধান ফিরিশ্তার

নাম, হিব্রু "সেরাফিম" শব্দের সহিত এই নামের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে। পাঠভেদে সারাফীল ও সারাফীনরূপেও প্রচলিত (তাজু'ল-'আরূস, ৭খ, ৩৭৫)।

হ'াদীছে'র বর্ণনা মতে ইস্রাফীল ফিরিশ্তা শিঙ্গার মালিক (صاحب الصور), তিনি শিঙ্গা মুখে লইয়া আল্লাহ্র আদেশের অপেক্ষায় সর্বদা দণ্ডায়মান আছেন। আল্লাহ্র আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি শিঙ্গা বাজাইবেন (মিশকাতু'ল-মাস'াবীহ', কিতাবু'ল-ফিতান)। শিঙ্গার প্রথম বারের ফুৎকারে আসমান-যামীন প্রকম্পিত হইবে, উহাদের সকল অধিবাসী মূর্ছিত হইয়া পড়িবে এবং পরিণামে সব কিছু ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, দ্বিতীয় বারের ফুৎকারে সকলে পুনর্জীবিত হইবে ও দাঁড়াইয়া উঠিবে (১৮ : ৯৯; ৩৬ : ৫১; ৩৯ : ৬৮; ৭৯ : ৬, ৭)।

কা'ব আল-আহ্'বার (মৃ. ৬৫২ অথবা ৬৫৪ খৃ.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইস্রাফীল একজন সম্মানিত ফিরিশ্তা; তাঁহার চারিটি ডানা আছে: একটি পূর্বদিকে, একটি পশ্চিম দিকে, একটি দ্বারা তিনি নিজ দেহ আবৃত করেন এবং একটি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার তেজ হইতে আত্মরক্ষা করেন, তাঁহার পদদ্বয় পৃথিবীর সপ্তম স্তরের নিম্নে এবং তাঁহার মস্তক 'আরশের স্তম্ভ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

কথিত আছে যে, যু'ল-ক'ারনায়ন (র.) অাঁধারপুরীতে পৌঁছার পূর্বে ইস্রাফীল ফিরিশ্তাকে দেখিয়াছিলেন, সেখানে তিনি একটি পাহাড়ের উপর অশ্রুসিক্ত নয়নে শিঙ্গা মুখে লাগাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি এখনই শিঙ্গা বাজাইবেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কিসাঈ, 'আজাইবু'ল-মালাকূত, Ms. Leyden 538, Warner, fol. 4, প.; (২) ক'াযুব'ীনী, 'আজাইবু'ল-মাখ্লূক'াত, সম্পা. Wustenfeld, p. 56 প.; (৩) ত'াবারী, ১খ, ১২৪৮ প., ১২৫৫; (৪) আল-গ'াযালী, আদ-দুররাতু'ল-ফাখিরাঃ, সম্পা. Gautier, পৃ. ৪২; (৫) মিশ-কাতু'ল-মাস'াবীহ'; (৬) M. Wolff, Muhammed. Eschatologie, p. 9, 49; (৭) Sale, The Koran, Preliminary Discourse, p. 94; (৮) Friedlander, Die Chadhirlegende und der Alexanderroman, p. 171, 208; (৮) Lane, Manners and Customs (London 1889), p. 89.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহাম্মদ রেযাউর রহীম

ইসলাম (اسلام) س ل م ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শান্তি, আপোষ, বিরোধ পরিহার। স্বরচিহ্নের তারতম্যে বিভিন্ন আকারে একই অর্থে কু'রআনে এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন কয়েকটি শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়,

যথা :

(১) سلم —যুদ্ধবিরতির জন্য শান্তির প্রস্তাব (৮ : ৬১)।

(২) سلم —ইসলামী বিধান (২ : ২০৮)।

(৩) سلم —যুদ্ধ পরিহারের প্রস্তাব (৪ : ৯০–৯১)

(৪) سلم —শান্তি (১০ : ২৫) অথবা শান্তি কামনামূলক মুসলিম অভিবাদন (৫১ : ২৫)।

শেষোক্ত অর্থে تسلیم-এর ব্যবহার (২৪ : ২৭) হইয়া থাকে। এই ধাতু হইতে ক্রিয়াপদে اسلم— ইসলাম গ্রহণ করিল এবং কর্তৃকারকে مسلم—ইসলাম গ্রহণকারী—এই দুই পদের ব্যবহার ব্যাপক।

"ইসলাম"-এর অর্থ : (১) এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করা (২ : ১১২ اسلم وجهه لله), (২) শান্তি স্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা। দ্বিতীয় অর্থটির ব্যাখ্যায় বলা হয়, (ক) আত্মসমর্পণে আল্লাহ্র সাহিত শান্তি স্থাপিত হয় এবং তাঁহার বিরুদ্ধতা পরিত্যক্ত হয়। এবং (খ) আল্লাহ্র সৃষ্ট মানুষের সহিত একাত্মতার অনুভূতিতে, সাম্য-নীতির স্বীকৃতিতে সমাজে শান্তি-নিরাপত্তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় (من سلم المسلمون من لسانه الخ বুখারী, ২খ, ৩)।

ইসলাম একটি "দীন" (৩ : ১৮) এবং দীন (দ্র.) অর্থ পারস্পরিক ব্যবহার, লেন-দেন ইত্যাদি (كما تدين تدان) এই দীনের প্রধান উৎস কু'রআন। কু'রআনে-বিধৃত দীন-ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা যাহা স্বীকৃতি, আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাঃ, দার্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদি অপেক্ষা মানবের কর্মজীবন নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে। "ধর্ম" বা "religion" বলিতে যে-ক্ষেত্রে মুখ্যত আধ্যাত্মিক এবং পারত্রিক জীবন-দর্শন ও ক্রিয়াকর্ম বুঝায়, সেই অর্থে ইসলামকে একটি "ধর্ম" রূপে অভিহিত করিলে ইহার অনেক কিছু অনুক্ত থাকিয়া যায়।

ইসলাম মানবের চিরন্তন ধর্ম (৩ : ১৮)। ইহার মূল কথা : (ক) আল্লাহ্র একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস; (খ) য়াওমু'ল-আখিরা বা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও বিচারান্তে অনন্ত পরজীবনে বিশ্বাস, এবং (গ) 'আমাল-স'ালিহ' বা সৎকর্মে আত্মনিয়োগ। বিশ্বাসের পর্যায় (১) ফিরিশতাগণ, (২) আসমানী কিতাবসমূহ এবং (৩) সকল নবী-রাসূল, আর (৪) আল্লাহ্র সর্বময় নিয়ন্ত্রণ (তাক'দীর)-এ বিশ্বাসও উপরোক্ত তিনটি মৌলিক উপাদানের সহিত যুক্ত হয়। আদি পিতা ও নবী আদাম ('আ) হইতে শেষ নবী হযরত মুহ'াম্মাদ (স) পর্যন্ত কু'রআনে উল্লিখিত বা অনুল্লিখিত সকল নবী-রাসূল (৪০ : ৭৮) পৃথিবীর বিভিন্ন গোত্র ও জাতির কাছে (১০ : ৪৭, ১৩ : ৭, ৩৫ : ২৪), উপরোক্ত তিনটি উপাদান সম্বলিত ইসলামের প্রচার করিয়াছিলেন। এই তিনের ভিত্তিতে কু'রআন সমসাময়িক য়াহূদী, খৃস্টান, স'াবিঈ ও মাজূসী তথা অপর সকল ধর্মাবলম্বীকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছিল (২ : ৬২) এবং এই আহ্বানে সাড়া দিলে নিরাপত্তা ও মুক্তির নিশ্চয়তা দান করিয়াছিল। এখনও সে আহ্বান কার্যকর।

ইসলামী শারী'আঃ

'আমাল-স'ালিহ' সংক্রান্ত বিধান-পদ্ধতির সমষ্টি কু'রআনে শির্'আঃ এবং মিন্হাজ নামে (৫ : ৪৮) কিংবা শারী'আঃ (৪৫ : ১৮) নামে অভিহিত। শির'আঃ এবং শারী'আঃ একই ধাতু হইতে উদ্ভূত, একার্থবোধক। স্থান-কাল-পাত্রভেদে নবীদের প্রাপ্ত ও প্রচারিত শির্'আঃ বা শারী'আ-র মধ্যে কিছুটা তফাৎ ছিল। নবীদের প্রচার ও সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা বর্ণনার ক্ষেত্রে কু'রআনে দেখা যায়, নূহ' ('আ) ও তাঁহার ক'াওমের বিদ্রোহের কথা সর্বাগ্রে বর্ণিত হইয়াছে বিভিন্ন সূরা-য় (৭ : ৫৯; ১০ : ৭১ ইত্যাদি) ইহাতে অনুমিত হয়, নূহ' ('আ) সর্বপ্রথম বিধিবদ্ধ শারী'আঃ লাভ করেন। শারী'আর বিষয়বস্তু হইল : (ক) মানুষ এবং আল্লাহ্র মধ্যে 'আব্দ-মা'বূদ সম্পর্ক নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ; (খ) মানুষের সহিত অপর মানুষ ও জীবের সম্পর্ক নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং এই দুই এর পরিপ্রেক্ষিতে,

Goto List

(গ) আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এবং আল্লাহ্ কর্তৃক জীবের কল্যাণে নিয়োজিত (মুসাখ্‌খার) যাবতীয় সামগ্রীর ব্যবহার ও বণ্টন ইত্যাদিরনীতিমালা। নবীগণ যুগোপযোগী শারী'আঃ লাভ করিয়াছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নবীদের শারী'আতে কিছু প্রভেদ থাকিত, কিন্তু উপরিউক্ত মৌলিক উপাদান-ত্রয়ে (তাওহ্'ীদ, আখিরাঃ, 'আমাল স'ালিহ') কোন পরিবর্তন হয় নাই। শারী'আঃ দীনের অন্তর্ভুক্ত—দীন চিরন্তন, শারী'আঃ বিবর্তনশীল।

ইসলাম ও মুসলিম-পারিভাষিক ব্যবহার ঃ

কু'রআনের বর্ণনায় দেখা যায়, ইসলাম ও মুসলিম (ব.ব. মুসলিমূন, মুসলিমীন) শব্দদ্বয়ের পারিভাষিক ব্যবহার প্রবর্তন করেন নূহ' ('আ)-এর অন্যতম প্রসিদ্ধ বংশধর ইব্‌রাহীম ('আ) যিনি মহান জননায়ক (Great Patriarch), সংগ্রামী, সর্বত্যাগী নবী এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত শারী'আতের প্রাপক হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে বলিলেন, "اسلم" (২ ঃ ১৩১)—আত্মসমর্পণ করো; উত্তরে তিনি বলিলেন, "سلمت لرب العلمين."—আমি আত্মসমর্পণ করিলাম নিখিল বিশ্বের প্রভুর সমীপে। ইব্‌রাহীম ('আ)-এর দুই পুত্র, ইস্‌মা'ঈল এবং ইস্‌হ'াক' ('আ)—উভয়েই নবী; উভয়ের বংশে আরও নবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইস্‌মা'ঈল-শাখায় মুহ'াম্মাদ (স')-এর জন্ম, ইস্‌হ'াক'-শাখায় বানী ইস্‌রা'ঈল (য়া'কূ'বের অপর নাম) বংশীয় নবীদের উদ্ভব—যায় মূসা ও 'ঈসা ('আ)। সুতরাং তাঁহাদের সকলের ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ ছিলেন ইব্‌রাহীম ('আ) এবং ইসলাম তাঁহাদের সকলেরই পবিত্র উত্তরাধিকার; কু'রআনের বর্ণনায় "মিল্লাতু আবীকুম ইব্‌রাহীম" অর্থাৎ তোমাদের পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম-এর দীন বা মিল্লাত। ইহাই মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রচারিত ইসলাম এবং "হুয়া সাম্মাকুমু'ল-মুসলিমীন" (২২ ঃ ৭৮)—তিনিই (ইব্‌রাহীম) তোমাদিগকে "মুসলিম" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ইব্‌রাহীম ('আ)-এর বংশসম্ভূত সকল নবীই ছিলেন মুসলিম এবং তাঁহারা নিজেদের বংশধরগণকে মুসলিমরূপেই (জীবন যাপন এবং) মৃত্যুবরণ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন (২ ঃ ১৩২—১৩৩)। পরে তাঁহাদের অনুসারিগণ নবীর নামে (য়াহ্‌দা হইতে য়াহূদী, ক্রাইস্ট হইতে খৃস্টান ইত্যাদি) নিজেদের নামকরণ করেন এবং উভয় দল ইব্‌রাহীম ('আ)-কে তাঁহাদের স্বধর্মাবলম্বী বলিয়া দাবী করেন। কু'রআনের জিজ্ঞাসা, "তোমরা কি বলিতে চাও, ইব্‌রাহীম, ইস্‌মা'ঈল, ইস্‌হ'াক', য়া'কূ'ব এবং তাঁহাদের বংশধরগণ (আস্‌বাত') য়াহূদী কিংবা নাস'ারা (খৃস্টান) ছিলেন? তোমরা কি আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী (২ ঃ ১৪০)? কু'রআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে, "বরং ইব্‌রাহীম ছিলেন হ'নীফ (পরম নিষ্ঠাবান) মুসলিম, তিনি মুশরিক ছিলেন না"—বহু আয়াতে ইব্‌রাহীম ('আ)-এর এই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ঈমান ও মু'মিনের সহিত যথাক্রমে ইসলাম ও মুসলিমের সম্পর্ক সম্বন্ধে "ঈমান" দ্র.।

মেহোমেডানিজম ও মেহোমেডান ঃ

ইসলাম ও মুসলিম নামদ্বয়ের পরিবর্তে প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণ যথাক্রমে ভ্রমাত্মকভাবে অথবা অপ্রশংসনীয় উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত দুইটি নাম ব্যবহার করেন। মুসলিমগণ এই উদ্ভাবনকে প্রত্যাখ্যান শুধু নয়, বরং ইহার প্রতিবাদ করেন। শারী'আঃ বিবর্তনধর্মী বিধায় "মূসার শারী'আঃ" বা "মুহ'াম্মাদের শারী'আঃ" বলার রীতি প্রচলিত এবং শুদ্ধ, কিন্তু মুহ'াম্মাদের ইসলাম বা মেহোমেডানিজম শুদ্ধ নহে। ফার্‌সী ভাষা ও পারস্যবাসীদের প্রভাবে মুসলিম "মুসলমান"-এ রূপান্তরিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইসলামের কোন রূপান্তর হয় না।

শেষ নবী মুহ'াম্মাদ (স')-এর নুবুওয়াতে কু'রআনের মাধ্যমে ইসলামী শারী'আঃ পূর্ণত্ব লাভ করে (৫ ঃ ৩)। পূর্ববর্তী নবীদের শারী'আতের যে বিধানগুলি প্রশংসাবাদের সহিত অথবা বিরুদ্ধ মন্তব্য ছাড়া কু'রআনে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা শারী'আঃ মুহ'াম্মাদিয়্যাঃ-র অঙ্গরূপে গণ্য হইয়াছে, যথা ঃ জিহাদ (৩ ঃ ১৪৫), কি'স'াস' (৫ ঃ ৪৫); অন্যপক্ষে নিন্দাবাদের সহিত উল্লিখিত পূর্ববর্তী উম্মার ক্রিয়াকর্ম ইসলাম বহির্ভূত হইয়াছে। যথা ঃ অস্বাভাবিক যৌনকর্ম (৭ ঃ ৮১) এবং অন্যায়ভাবে অর্জিত অর্থ (سحت), সুদ, ঘুষ ইত্যাদি (৫ ঃ ৬৩)। সুতরাং ইসলাম সম্পূর্ণ নূতন বা অভিনব দীন নহে; বরং একটি সমন্বিত ক্রমবিবর্তনজাত জীবন ব্যবস্থা, যাহাতে অভিনব যুক্তিনির্ভর অনেক বিধানের যোগ হইয়াছে (পরবর্তীতে আলোচিত)। নবী কারীম (স') এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ স'াহ'াবীদের জীবনে ইসলাম বাস্তব রূপ লাভ করে। তাঁহাদের কথা, কাজ এবং অনুমোদন সম্পর্কীয় বর্ণনা হ'াদীছ' (দ্র.) নামক বিপুল সংকলন ইসলামী বিধানের দ্বিতীয় উৎস এবং কু'রআনের অনুপূরক। নেতৃস্থানীয় 'উলামা' কু'রআন ও হ'াদীছে'র আলোকে এবং যুক্তি প্রয়োগে (কি'য়াস দ্র.) যে সকল বিধান দান করিয়াছেন, মুক'াদ্দামার রা'য় দিয়াছেন বা উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান নির্দেশ করিয়াছেন—এইগুলির সমষ্টি বিশাল ফিক্'হ (দ্র.) শাস্ত্রের রূপ লাভ করিয়াছে। ফিক্'হের মধ্যে বহু বিধান সম্বন্ধে 'উলামার ঐকমত্য (ইজ্‌মা'—দ্র.) উল্লিখিত আছে। ইহাতে যুক্তি সমন্বিত মতের ভিত্তি দৃঢ় হয় এবং মুসলিমদের জন্য এইরূপ বিধান মানিয়া লওয়া অপরিহার্য বিবেচিত হয়। কি'য়াস (দ্র.) ও ইজ্‌মা' ব্যবস্থাপক প্রক্রিয়ার বিধানসম্মত রূপ পরিগ্রহ করার কারণে ইসলাম গতিশীলতা অর্জন করিয়াছে। ফলকথা, ইসলামী বিধানের উৎস চারিটি ঃ কু'রআন, হ'াদীছ', কি'য়াস ও ইজ্‌মা'। ইসলাম যুক্তিবহ জীবন-বিধান; ইহাতে অন্ধ বিশ্বাসের (dogma) স্থান নাই।

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত ঃ

১। ঈমান ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই এবং মুহ'াম্মাদ (স') আল্লাহ্‌র রাসূল—এই দুইটি বিশ্বাসের সাক্ষ্য দান (شهادتان)।

২। স'ালাত ঃ 'ইবাদাতমূলক আনুষ্ঠানিক কর্মসমষ্টি,

৩। স'াওম ঃ সুস্থ সাবালক মুসলিমের উপবাসমূলক 'ইবাদাঃ,

৪। যাকাত ঃ ধনীর সম্পদে নির্ধনদের অধিকার স্বীকৃতিমূলক অপরিহার্য এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ দান।

৫। হ'াজ্জ ঃ মুসলিমদের কি'ব্‌লাঃ মক্কার কা'বাঃ ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে প্রত্যেক সুস্থ ও সম্পন্ন মুসলিমের পক্ষে জীবনে অন্তত একবার একটি বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান এবং আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাঃ সমাপন। এতদ্ব্যতীত জিহাদ (দ্র.) ৬ষ্ঠ স্তম্ভরূপে কথিত হয়। জিহাদ অর্থ কল্যাণমূলক কর্ম-প্রচেষ্টা, অকল্যাণকর কর্মের প্রতিরোধ, জান-মাল, আবরু ও বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষার সক্রিয় প্রচেষ্টা এবং বিশ্বাসের প্রচারাধিকার রক্ষামূলক সংগ্রাম। প্রয়োজনে সংযত এবং ন্যায়নীতিভিত্তিক সশস্ত্র সংগ্রামও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রচারিত ইসলাম সমসাময়িক ধর্ম ও সমাজব্যবস্থাগুলি হইতে বহু বিষয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইসলামের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে বহু মানবগোষ্ঠী বা অপর ধর্মাবলম্বীরা ইসলামের অনেকগুলি নীতি সাকুল্যে বা আংশিকভাবে তাঁহাদের সমাজ বিধানের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে ইসলামের সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এখন

আর তেমন প্রকটভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এইরূপ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে চিহ্নিত করা হইল :

(১) ইসলামের আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীন (১ : ১), কোন বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত মানবগোষ্ঠীর উপাস্য নহেন। তিনি সর্বগুণে বিভূষিত, সর্বদোষমুক্ত, সর্বশক্তিমান, নিরাকার এবং সাদৃশ্যবিহীন সত্তা। তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার "আস্মাউ'ল-হ'স্না" (৭ : ১৮০)-য়, যাহা সীমিত শক্তির আওতায় মানবের অনুকরণীয়। সুতরাং আল্লাহ্ একাধারে মানবের উপাস্য এবং আদর্শ।

(২) ইসলামের দৃষ্টিতে কোন নবী অতি-মানব নহেন, তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী ধর্মাধিকরণরূপে অভ্রান্ত (infallible) বিধান দেওয়ার কোন অধিকার লাভ করে না, অনুসারীর পাপ মোচনের ক্ষমতা অর্জন করে না। পৌরহিত্য বা যাজকত্বের স্থান ইসলামে নাই; সুতরাং Theocracy-ও ইসলামে অবান্তর। ধর্মপুস্তক অর্থাৎ কু'রআনের অধ্যয়ন এবং ইহার ব্যাখ্যা দান কোন consecrated সম্প্রদায়ের বা কোন বর্ণের বিশেষ ইখ্তিয়ারভুক্ত নহে। বরং 'ইবাদাঃ এবং নীতিনিষ্ঠ জীবনের প্রয়োজনে কিছুটা কু'রআন শিক্ষা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বিবেচনায় ইসলাম বাধ্যতামূলক শিক্ষা-নীতির প্রবর্তক।

(৩) সকল সম্প্রদায়ের নবী-রাসূলকে, সকল নবীর প্রাপ্ত ওয়াহ্'য়ি তথা আসমানী কিতাবকে স্বীকৃতি দানের (২ : ২৮৫) মাধ্যমে ইসলাম অপূর্ব ঔদার্যের পরিচয় দেয়, দীনের ঐক্য এবং বিবর্তন-মূলক শারী'আ-র পূর্ণত্ব ঘোষণা করে (৫ : ৩), মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন এবং মানব জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য ওয়াহ্'য়িপ্রসূত জ্ঞানের অপরিহার্যতা ঘোষণা করে (৫ : ৪৪-৪৭)।

(৪) ইসলামের দৃষ্টিতে মানবসত্তা "ফী আহ্'সানি তাক্'ব'ীম" অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সৌষ্ঠবে সৃষ্ট (৯৫ : ৪); পাপের পঙ্কে তাহার জন্ম নহে, আদি পিতার পাপের বোঝাও সে বহন করে না। সে তাহার আপন কর্মের জন্য দায়ী (২ : ২৮৬), মানবসত্তা সম্মানিত (১৭ : ৭০), জ্ঞানে গুণে সে ফিরিশ্তাকে ডিঙাইয়া যাইতে পারে (৭ : ১১), সে সৃষ্টিকর্তার প্রতিভূ (خليفة) (২ : ৩০; ৬ : ১৬৬), সৃষ্টি-কর্তার আনুগত্যের সহজাত প্রবণতা (فطرة) লইয়া সে জন্মগ্রহণ করে (৩০ : ৩০; বুখারী, ২৩ : ৯৩)।

(৫) ইসলাম ইহজীবনের পর অনন্ত পারত্রিক জীবনের পক্ষে রায় দেয়, ইহাতে জন্মান্তরবাদের সমর্থন পাওয়া যায় না, মোক্ষ বা নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য সংসারত্যাগী সন্ন্যাসের ব্যবস্থা দান করে না।

(৬) ইসলাম মানবাধিকারের অভূতপূর্ব ব্যবস্থা দান করিয়াছে :

(ক) নারীর মানবিক মর্যাদা বিধান ইসলামের অবদান। সম্পত্তির মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণে সে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে; স্বামী ও পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছে (মীরাছ' দ্র.); সেক্রামেন্টের (sacrament) শৃঙ্খল হইতে মুক্তিদান করিয়া "সামাজিক চুক্তি"র (নিকাহ' দ্র.) আওতায় তাহার ব্যক্তিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; تفويض-এর শর্তে নারী বিবাহ-বিচ্ছেদের (ত'ালাক' দ্র.) অধিকার পাইয়াছে।

(খ) গোলাম ইসলামী বিধানে তাহার মানবিক মর্যাদা পাইয়াছে ('আব্দ দ্র.); গোলামকে স্বাধীনতা প্রদান ইসলামে একটি পুণ্যময় অনুষ্ঠানের রূপ লাভ করিয়াছে।

(গ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সহিত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি ইসলামের অবদান। ইসলাম সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষপাতী, এমন কি অমুসলিমদের ধর্ম-মন্দির রক্ষার দায়িত্ব মুসলিমদের উপর বর্তায়—যদি কেহ তাহা ধ্বংস করিতে উদ্যত হয় (২২ : ৪০)। কা'বায় উপাসনার অধিকারে হস্তক্ষেপকারী এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদকামী মুশরিকদের বিচারেও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে (৫ : ২, ৮)। ইসলামী আইনের শাসন (عدل) অপর ধর্মাবলম্বিগণের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নহে।

(ঘ) যুদ্ধরত বিধর্মীরও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ইসলাম। শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেই যুদ্ধ করিতে হইবে (৮ : ৬১)। যাহারা যুদ্ধরত বা যুদ্ধক্ষম নহে—যথা : অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, নারী, মঠ-মন্দিরাশ্রয়ী সাধু, তাহাদের উপর আঘাত করা নিষিদ্ধ, অযথা তাহাদের শস্য ও সম্পদ ধ্বংস করা, তাহাদের ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ করা যাইবে না। সুতরাং [অভিযান প্রেরণের সময় হযরত (স')-এর উপদেশ, হ'লাবী, ৩ : ৩৬, Muir, ৩৯৩, কিতাবু'ল-জিহাদে মিশকাতে উদ্ধৃত হ'াদীছ'গুলি দ্র.] শান্তির প্রস্তাব অবশ্য গ্রহণীয় এমনকি প্রতিপক্ষের শঠতার সন্দেহ থাকিলেও (৮ : ৬১-৬২)। শান্তির খাতিরে অসুবিধাজনক শর্তেও সন্ধির নজীর রহিয়াছে (হ'দায়বিয়্যাঃ সন্ধি দ্র.)। বিনা বিজ্ঞপ্তিতে একতরফাভাবে শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করা যাইবে না (৮ : ৫৮)। যুদ্ধরত বিধর্মী আশ্রয় চাহিলে তাহাকে আশ্রয় দিতে হইবে এবং যতক্ষণ তাহাকে তাহার পক্ষে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া না দেওয়া হয় ততক্ষণ তাহাকে আঘাত করা যাইবে না (৯ : ৬)। উৎপীড়িত মুসলিমদের সাহায্য প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া নিষিদ্ধ যদি তজ্জন্য শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হয় (৮ : ৭২)। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করিতে হইবে (৭৬ : ৮)। ফলকথা, ইসলাম অতি পরিচ্ছন্ন আন্তর্জাতিকতার ধারক ও বাহক।

(৭) ইসলামে ধন-বৈষম্য সৃষ্টিকারী শোষণমূলক সুদ (রিবা দ্র.) হ'ারাম, যাকাত (দ্র.) ওয়াজিব, উত্তরাধিকার আইন (মীরাছ দ্র.) সম্পদ-বণ্টনমূলক।

(৮) ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্র (৬ : ৫৭); প্রশাসন ব্যবস্থা খিলাফাত নীতিতে। খালীফা আইনের ঊর্ধ্বে নহে; তাঁহার কোন prerogative বা বিশেষ সুবিধা নাই; জনগণের সম্মতির (বায়'আঃ) উপর তাঁহার ক্ষমতার ভিত্তি, প্রতিনিধিত্বমূলক গণপরামর্শে সেই ক্ষমতার পরিচালন করিতে হইবে (৩ : ১৫৮; ৪২ : ৩৮)। খালীফা জনগণের আনুগত্য দাবী করিতে পারিবেন যতক্ষণ তিনি কু'রআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণে রাষ্ট্র পরিচালন করিবেন (৪ : ৫৯)। ব্যক্তির প্রাধান্য ধর্মনিষ্ঠার (তাক্'ওয়া) ভিত্তির উপর স্থাপিত (৪৯ : ১৩), কোন বর্ণ, গোত্র, বাহুবল বা উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; সুতরাং এই ব্যবস্থায় বর্ণবৈষম্য এবং জাতিভেদের স্থান নাই।

(৯) ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ করে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। ইহাতে পার্থিব জীবন এবং ধর্মীয় জীবনের মধ্যে সীমারেখা টানা যায় না। কল্যাণকর সব কর্মই 'ইবাদাঃ যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাহা করা হয়। সব কর্মের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিয়াছে ইসলামে। বিদ্রূপাত্মকভাবে জনৈক বিধর্মী সাল্মান নামক সা'হ'াবীকে বলিলেন, "তোমাদের বন্ধু (নবী) তো তোমাদিগকে এমন কি মল-মূত্র ত্যাগেরও প্রণালী (حتى الخراءة) শিক্ষা দিয়া থাকেন।" সাল্মান বলিলেন, "হ্যাঁ, তিনি আমাদিগকে কি'ব্লাঃ (দ্র.)-মুখী হইয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিতে, ডান হাত দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিতে নিষেধ করেন" (মুসলিম, মিশ্কাত, আদাবু'ল-খালা)।

ইসলামের বিস্তার : মানব জাতির ইতিহাসে ইসলামের বিস্তার ও ব্যাপ্তি অভূতপূর্ব। মুহ'ম্মাদ (স')-এর জীবদ্দশায় মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরেই প্রায় সমগ্র আরব উপদ্বীপের অধিবাসীরা হয় ইসলাম গ্রহণ করে অথবা মুসলিম রাষ্ট্রের সহিত বশ্যতা-মূলক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। হিজ্‌রতের পর হযরত মুহ'ম্মাদ (স') যে ত্রিপক্ষীয় (মুসলিম, য়াহূদী, মুশ্‌রিক) চুক্তির ভিত্তিতে মদীনাকে একটি নগর-রাষ্ট্রের রূপ দান করিয়াছিলেন, সেই চুক্তির সর্বপ্রধান নীতি ছিল পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতার সহিত শান্তি-পূর্ণ সহ-অবস্থান। একই নীতিতে পরবর্তীতে নাজ্‌রান প্রদেশের খৃস্টানদের সহিত এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে পৌত্তলিক আরবদের সহিত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহাতে বহু গোত্রপতি ও আঞ্চলিক শাসন-ক্ষমতাবানদের পদ-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইসলামে দীক্ষিত হয়। ইসলাম গ্রহণের জন্য কাহারও প্রতি শক্তি প্রয়োগ করা হয় নাই (২ : ২৫৬)। মুস-লিম সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন দ্বিধা-সংশয় থাকিবার কথা ছিল না। কিন্তু পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্য মুসলিম রাষ্ট্রের উৎপত্তিকে আরবভূমির উপর তাহাদের আধিপত্যের প্রতি হুমকীস্বরূপ মনে করিয়া কতিপয় তাবেদার 'আরব গোত্রের সহযোগিতায় মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযান-অভ্যুত্থান পরিচালনা করিতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ মূতাঃ (৭ম হি.) ও তাবূক (৯ম হি.) অভিযানের কথা উল্লেখ করা যায়। খৃস্টান বৈরি-তার প্রতিরোধের জন্য ছিল এই দুইটি অভিযান—শেষোক্তটির নেতৃত্ব দিয়াছিলেন হযরত (স') নিজে। পারস্য সম্রাটের মুসলিম রাষ্ট্রের উচ্ছেদ প্রচেষ্টা প্রতিহত হইয়াছিল হযরতের ইন্তিকালে-র পর, ফলে পারস্য সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। মুসলিমদের প্রতি শত্রুতার কারণে রোমক সাম্রাজ্য 'আরব এবং আফ্রিকা ভূখণ্ডেও তাহাদের শাসনাধীন কয়েকটি রাজ্য হারায় হযরতের পরবর্তী তিন জন খলী-ফার আমলে কিঞ্চিদধিক পঁচিশ বৎসরের মধ্যে। মুসলিম সেনা-নীর যুগপৎভাবে আত্মরক্ষার তাগিদে এবং আল্লাহ্‌র আধিপত্য (اعلاء كلمة الله, ৯ : ৪০) প্রতিষ্ঠা প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রতিপক্ষের বিপুল শক্তি এবং সমরা-য়োজন ব্যর্থ হইয়াছিল। অন্যপক্ষে পারস্য এবং রোমক সাম্রাজ্য নানা কারণে গণসমর্থন হারাইয়াছিল এবং ইসলামী সাম্যনীতি ও সুবিচারের জনশ্রুতির কল্যাণে অনেক ক্ষেত্রে বিজেতা মুসলিম সেনা-ধ্যক্ষকে বিজিত দেশের জনগণ 'ত্রাণকর্তা'রূপে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

উমায়্যা খিলাফাতকালে ক্রমে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপসমূহ, আফ্রি-কার উত্তর ও পূর্ব উপকূল, য়ুরোপের স্পেন এবং ভারতের সিন্ধু প্রদেশ ইসলামের পতাকাতলে আসিয়া পড়ে; পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্‌টিনোপল অবরোধের সম্মুখীন হয়। 'উছ'মানী খিলাফাতের সময়ে কনস্টান্‌টিনোপল বিজিত হয় এবং ইহা মুসলিম জাহানের আদর্শগত ঐক্যের প্রতীক ও ধর্মীয় নেতা বা "খালীফাতু'ল-মুসলিমীন"-এর "দারু'ল-খিলাফাঃ" বা রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। স্বল্পকালের মধ্যে ইসলামের প্রচার পরিব্যাপ্ত হয় চীনদেশে, সুমাত্রায়, ভারতে, ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, যথা সিংহল, জাভা ইত্যাদি—এমন কি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ফিলিপাইনের কোন কোন অঞ্চলে—অন্যদিকে বাল্‌ক'ান উপদ্বীপ এবং পূর্ব য়ুরোপের এক বিরাট ভূখণ্ডে যাহা বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান : প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের জ্ঞানের উৎস ছিল কেবল হস্তলিখিত কু'রআন আর প্রধানত শ্রুতির মাধ্যমে চর্চিত সুন্নাঃ বা হ'াদীছ' এবং সাহিত্য বলিতে ছিল স্মৃতি-রক্ষিত 'আরব কবিগণের কবিতামালা। তাঁহাদের জ্ঞানকেন্দ্র ছিল মদীনার মসজিদ। প্রচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিজিত দেশের সংরক্ষণ ও ও শাসন ইত্যাদির তাগিদে রাসূল (স')-এর অনুসারীরা যখন চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন, তখন বিভিন্ন স্থানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র সৃষ্টি হয়, যথা: দামিশ্‌ক, বস্‌রা, কূফা, বাগদাদ, কায়রো, কর্দোভা, ইস্তাম্বুল (কনস্টান্‌টিনোপল) ইত্যাদি এবং ব্যাপকভাবে জ্ঞানের অন্বেষণ আরম্ভ হয়। হ'াদীছ' সংগ্রহ ও সংকলন এবং হ'াদীছে'র আলোকে কু'রআনের ব্যাখ্যা দান প্রথম দিকের মুস-লিমদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগাইয়াছিল। হ'াদীছ' বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা যাচাই করিবার জন্য তাঁহারা বর্ণনা-কারীদের ব্যক্তি-জীবনের চরিতাভিধান সৃষ্টি করিতে যাইয়া তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে "ইতিহাস"-এর পথিকৃৎ হইয়া পড়েন।

ফিক্'হের কথা আগেই বলা হইয়াছে। কু'রআন সম্যক্-ভাবে বুঝিবার তাগিদে মুসলিম ভাষাবিদগণ : (১) 'আরব কবিদের কবিতা সংগ্রহ করিলেন; (২) নির্ভুলভাবে 'আরবী এবং কু'রআন লিখন-পঠনের গরযে, বিশেষত অন-'আরব মুসলিমগণের পক্ষে 'আরবী ও কু'রআন শিক্ষার সুবিধার্থে, 'আরবীর লিখন প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (যথা স্বরচিহ্ন ও বিন্দুর ব্যবহার) উদ্ভাবন করিলেন এবং (৩) 'আরবীর অলিখিত ব্যাকরণ এবং ছন্দ-প্রকরণকে বিধি-বদ্ধ, লিখিত রূপ দান করিলেন। ইহাতে 'আরবী মুসলিম জগতের সাধারণ ভাষার মর্যাদা লাভ করিল এবং ইহার আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠিত হইল; বিজিত দেশের পণ্ডিতগণ ও মুসলিমগণ 'আরবীকে তাঁহাদের ভাবের বাহনরূপে গ্রহণ করিলেন। আশ্চর্য হইলেও সত্য যে, মুসলিম জ্ঞানসাধকগণের উল্লেখযোগ্য 'আরবী রচনাবলীর মধ্যে অন-'আরবদের অবদান অধিক।

অন্যান্য ধর্মের ধর্মপুস্তকের ভাষা বহুকাল পূর্বেই মৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছে; কিন্তু কু'রআনের ভাষা 'আরবী এখনও জীবিত ভাষারূপে বিরাজমান। অধিকন্তু সমসাময়িকভাবে লিপিবদ্ধ, বহুল-ভাবে কণ্ঠস্থ, নবী (স')-এর অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে যথাযথ documentation সহকারে সংগৃহীত বলিয়া কু'রআনের ঐতিহা-সিক ভিত্তি সুদৃঢ় এবং বিশুদ্ধতা অবিসংবাদিত। এই কারণে জগৎ-বাসীর দৃষ্টিতে কু'রআনের উচ্চ মর্যাদা স্বীকৃত। সুতরাং 'আরবী-তেই কু'রআনের তিলাওয়াত হয়, তরজমার মাধ্যমে তিলাওয়াত হয় না; যদিও অনুধাবনের গরযে তরজমা, টীকা-ভাষ্য ইত্যাদির স্বাভাবিক ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাতে কু'রআন মুসলিম জগতের আন্তর্জাতিক ঐক্যের দৃঢ়তর সেতুবন্ধনরূপে কাজ করে। অন্যপক্ষে সমগ্র মুসলিম জগতে এই কু'রআন জ্ঞানানুসন্ধানের অপূর্ব প্রেরণার সৃষ্টি করে। নিজ এককত্ব এবং অপার ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আল্লাহ্ কু'রআনে বারংবার বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অন্যপক্ষে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত (مسخر) ঘোষণা করিয়া, অন্য কথায় কোন জীব বা বস্তুর প্রতি দেবত্ব আরোপজনিত ভয়-ভীতি হইতে মানুষের মনকে অব্যাহতি দান করিয়া কু'রআন তাহার অনুসারিগণকে অকুতোভয় প্রকৃতি তত্ত্বানুসন্ধানী করিয়া তোলে। ভূয়োদর্শনের জন্য কু'রআন মানুষকে পর্যটনের বিস্তর প্রেরণা যোগায়। অন্যপক্ষে নিরক্ষর নবী (النبى الامى ৭ : ১৫৮) মুহ'ম্মাদ (স') তাঁহার

অমূল্য বাণীর সাহায্যে তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণের অদম্য উৎসাহ সৃষ্টি করেন। তাঁহার কথায়ঃ জ্ঞানের কথা প্রজ্ঞাময় ব্যক্তির হারানো সম্পদরূপ; যেখানেই সে ইহার সন্ধান লাভ করিবে তাহাতে অগ্রাধিকার তাহারই (তির্‌মিয'ী-মিশকাাঃ', কিতাবু'ল-'ইল্‌ম)। ইসলামের প্রভাবে মুসলিম মনীষিগণ যেমন ইসলামী জ্ঞানমূলক অজস্র গ্রন্থ রচনা করেন, তদ্রূপ প্রকৃতি বিজ্ঞানের বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ তাঁহাদের রচিত এবং য়ুরোপেও বহুকাল যাবৎ সমাদৃত থাকে। ইসলামের প্রভাবে তাঁহারা অপরাপর জাতির, যথা, গ্রীক ও ভারতীয় পণ্ডিতগণের আহরিত জ্ঞানকে 'আরবীতে তরজমার মাধ্যমে আয়ত্ত করেন এবং নিজেদের অণ্বেষণ, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ইত্যাদির মাধ্যমে সেই সকল জ্ঞানকে সুসমৃদ্ধ, সুসংবদ্ধ করিয়া বাগদাদের জ্ঞান-গৃহ (বায়তু'ল-হি'ক্‌মাঃ) হইতে তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন বিদ্যাপীঠে বসিয়া সেই জ্ঞানের অধ্যাপনা করেন। এই সকল বিদ্যাপীঠের মধ্যে কর্দোভা অন্যতম। বিশ্বকোষের আকারে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা'র জ্ঞানকোষ রচনায় (Preface দ্র.) এবং জ্ঞানী-গুণীদের চরিতাভিধান সংকলনে ইসলামের সেবকগণ অগ্রগণ্য। যে মধ্যযুগ সাধারণত অন্ধকার যুগ বলিয়া বিবেচিত হয় সেই যুগে মুসলিম জগতের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রসমূহে বহু সংখ্যক কাতিব (লেখক) হস্তলিখিত পুস্তক নকল করিতেন। বিদ্যোৎসাহী ব্যবসায়ীরা গ্রন্থপঞ্জী রচনা (ইব্‌ন নাদীমের ফিহ্‌রিস্‌ত উল্লেখযোগ্য) করিতেন, সম্পদশালী সংগ্রাহকগণ দূর-দূরান্তর হইতে আগমন করিয়া বা অনুসন্ধানকারী পাঠাইয়া গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেন এবং নিজেদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার বা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করিতেন। নৃশংস যোদ্ধারূপে নিন্দিত তায়মূর প্রমুখ বহু মুসলিম নরপতিও গবেষণাগার স্থাপন, মান-মন্দির নির্মাণ এবং বিদ্যার্জনের সমাদর ইত্যাদির জন্য নন্দিত হইয়াছেন। ইসলামের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ঐতিহাসিকগণও এই কথাটি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন যে, ইসলামের সেবকগণ বিলুপ্তির হাত হইতে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে রক্ষা করিয়া জগতবাসীর প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন এবং মুসলিমদের জ্ঞানচর্চার ফলশ্রুতিতে য়ুরোপে Reformation-renaissance-এর সূত্রপাত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আল-কু'রআান; (২) মিশকাতু'ল-মাস'াবীহ', কিতাবু'ল ঈমান; (৩) 'সায়্যিদ আমীর 'আলী, The Spirit of Islam : (৪) মাওলানা মুহ'ম্মাদ 'আলী, The Religion of Islam; (৫) T. W. Arnold, The Preaching of Islam; (৬) Aziz Ahmed, Islamic Law : in Theory and Practice; (৭) Encyclopaedia Britannica.; (৮) Encyclopaedia Americanna, (৯) Encyclopaedia of Religion and Ethics; (১০) دائـرة معارف اسلامية، لاهور

আহমদ হুসাইন

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (المؤسسة الاسلامية بنغلاديش)ঃ

উৎপত্তির ইতিহাসঃ ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মারহ্'ম শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারী করিয়া এই ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। 'বায়তুল মোকাররম সোসাইটি' এবং 'ইসলামিক একাডেমী' নামক তৎকালীন দুইটি সংস্থার বিলোপ সাধন করিয়া এই ফাউণ্ডেশন গঠন করা হয়। প্রথমোক্ত দুই সংস্থার সমুদয় সম্পদ, দায়-দায়িত্ব এবং কর্মসূচী নবগঠিত ফাউণ্ডেশনের আওতাভুক্ত হয়। সুতরাং ঐ দুই সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাসঙ্গিকভাবেই নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

বায়তুল মোকাররম সোসাইটিঃ ঢাকায় একটি বৃহৎ মস্‌জিদ স্থাপন এবং ইহার আওতায় একটি 'দ্যারু'ল-'উলূম', একটি 'দারুল-ইফ্‌তা' (ফাত্‌ওয়া প্রদান সংগঠন) এবং একটি ইসলামী পাঠাগার পরিচালন উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে 'বায়তুল মোকাররম সোসাইটি' নামক একটি সমিতি গঠন করা হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল 'উম্‌রাও খানের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আল-হ'াজ্জ 'আবদু'ল-লাত'ীফ ইব্‌রাহীম বাওয়ানী প্রমুখ কয়েকজন শিল্পপতির উদ্যোগে উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বায়তুল মোকাররম নামক মস্‌জিদের নির্মাণের এবং প্রকল্পটির ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি বিপণিকেন্দ্র স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৬০ খৃ. ২৭ ফেব্রুয়ারী ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মারহ্'ম মুহ'াম্মাদ আয়ুব খান। সোসাইটির কর্মসূচী ছিল অত্যন্ত ব্যাপক এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, ইসলামী তাহয'ীব-তামাদ্দুনের আদর্শে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে সবপ্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা, সেবা-প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা ইসলামী গ্রন্থ ও সাময়িকী প্রকাশ, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মুসলিম বেকারদিগের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা ইত্যাদি। বায়তুল মোকাররম সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ঃ

(১) জনাব জি. এ. মাদানী (কমিশনার ওয়ার্কস, হাউজিং এবং সেটেলমেন্ট), চেয়ারম্যান
(২) „ হ'নীফ আদমজী (আদমজী জুট মিলস লিঃ), কোষাধ্যক্ষ
(৩) „ এ. যেড. এম. রিযা'-ই-কারীম (সাত্তার ম্যাচ ওয়ার্কস লিঃ), সচিব
(৪) „ এ. রায্‌য্যাক' , (আমীন জুট মিলস লিঃ) সদস্য
(৫) „ স. সাত্তার ম্যানিয়া (কারীম জুট মিলস্ লিঃ) „
(৬) „ কায়স'ার এ. মামু (অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ) „
(৭) „ এ. রাশীদ (ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান) „
(৮) „ ওয়াই. এ. বাওয়ানী (লাত'ীফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ) „

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের সমন্বয়ে সোসাইটির প্রথম ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইয়াছিল। বায়তুল মোকাররম কমপ্লেক্সের নীল-নক্‌শা প্রণয়ন করেন প্রখ্যাত স্থপতি জনাব 'আবদু'ল-হ'সায়ন থারিয়ানী, কর্ম তত্ত্বাবধানে ছিলেন তাঁহার সুযোগ্য সন্তান জনাব টি. থারিয়ানী এবং ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ছিলেন ইন্‌জিনিয়ার জনাব মু'ঈনুল ইসলাম (দ্র. 'বায়তুল মুকাররম মঞ্চ' নামক মুখপত্র, ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৬—৯)।

নানা কারণে বায়তুল মোকাররম মসজিদের নির্মাণ কাজ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। প্রেসিডেন্ট ও রাষ্ট্রপ্রধান লেফ্‌টেনেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বায়তুল মোকাররম-কে 'জাতীয় মস্‌জিদ'-রূপে ঘোষণা করেন, মস্‌জিদ ভবনের অসমাপ্ত অংশের নির্মাণের এবং মস্‌জিদের শোভা বর্ধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করিবার নির্দেশ দেন। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মহাপরিচালক এ. জেড. এম. শামসুল আলমের নিরলস প্রচেষ্টায় উপরিউক্ত কাজগুলির নীল-নক্‌শা নূতন সূত্রে তৈরী করা হয় এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মহাপরিচালক জনাব এ. এফ. এম. ইয়াহিয়া-র নেতৃত্বে মস্‌জিদের উত্তর প্রান্তের অসমাপ্ত কাজ, শোভা

বর্ধনের জন্য ফোয়ারাসহ উদ্যান রচনা ও কারুকার্যমণ্ডিত পাঁচিল নির্মাণ সমাপ্ত হয়। সরকারের গণপূর্ত বিভাগ অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত বায়তুল মোকাররম কমপ্লেক্সের যাবতীয় নির্মাণ দায়িত্ব পালন করে। মিনার ও পূর্বদিকের ডি. আই. টি. সড়কের সহিত সংযোগ রাস্তা নির্মাণ, সাহান শীতল পাথরে মণ্ডিত ও লিফ্‌ট্‌ সংস্থাপনসহ আরও কিছু কাজ এখনও বাকী রহিয়াছে। বর্তমান মহাপরিচালক জনাব এম. এ. আবদুস সোবহান এই সব কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৮৬ সালের ৭ই জানুয়ারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক অধ্যাদেশ বলে দেশের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ চট্টগ্রামস্থ আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্সকে উহার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং সকল দায়-দায়িত্বসহ ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের দায়িত্বে অর্পণ করেন। বর্তমানে উক্ত মসজিদ কমপ্লেক্সের উন্নয়ন কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে (চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ অধ্যাদেশ, ১৯৮৬; ১৯৮৬ সালের অধ্যাদেশ নং ২, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৬)।

ইসলামিক একাডেমী : তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ঢাকার কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে 'দারু'ল-'উলূম' (ইসলামিক একাডেমী) নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলার বিচারপতি হামুদুর রহমান এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং অধুনালুপ্ত ফ্রাংকলিন পাবলিকেশান্‌স-এর ডিরেক্টর এ. টি. এম. আবদুল মতীন ইহার পরিচালক নির্বাচিত হন। বায়তুল মোকাররম চত্বরের উত্তর পার্শ্বে তৎকালে অবস্থিত বয়-স্কাউট ভবনের উপর তলায় দারু'ল-'উলূমের কার্যালয় স্থাপিত হয়।

১৯৬০ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে করাচীতে কেন্দ্রীয় ইসলামিক রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় (Govt. of Pakistan Notn. No. F. 15—59—E. IV dt. Rawalpindi, March 10, 1960)। স্বাভাবিকভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবী উঠে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনাক্রমে ঢাকার দারু'ল-'উলূমকে কেন্দ্রীয় ইসলামিক রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের শাখারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় (Letter No. F. 19—1/60 CUR dt. Nov. 8. 1960)। ইহার পরিবর্তিত নাম হয় 'ইসলামিক একাডেমী ঢাকা'। অধিকন্তু ইহাকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের রূপ দেওয়া হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদাধিকার বলে একাডেমীর পৃষ্ঠপোষক থাকিতেন। একাডেমীর কর্তৃপক্ষের মধ্যে ছিল একটি উপদেষ্টা বোর্ড, বোর্ড অব গভর্নরস্ এবং একটি নির্বাহী কমিটি। বিচারপতি হামুদুর রহমান একাডেমীর প্রথম চেয়ারম্যান মনোনীত হন। ২৮ নভেম্বর, ১৯৬০ খৃ. তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মারহূ'ম মুহাম্মাদ আয়্যুব খান, প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ এবং ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাশিম (র.)-কে একাডেমীর প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত করেন।

উপরিউক্ত সাংগঠনিক বিবর্তনাদি সত্ত্বেও ইসলামিক একাডেমী ইহার কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের খুবই অপ্রতুল অনুদান হইতে কোনক্রমে একাডেমীর ব্যয় নির্বাহ হইত। পুস্তক বিক্রয় ইত্যাদি সূত্রে অর্জিত একাডেমীর নিজস্ব আয় ছিল অকিঞ্চিৎকর। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় গবেষণা এবং সভা-সেমিনার, গ্রন্থ-সাময়িকীর মাধ্যমে গবেষণাপ্রসূত তত্ত্ব ও তথ্যের প্রচার এই ছিল মূলত ইসলামিক একাডেমীর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত একাডেমীর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের মধ্যে ছিল : 'কুরআনুল করীম' শিরোনামে প্রকাশিত কু'রআনের একটি প্রামাণ্য এবং প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, The Creed of Islam' (ম্র. আবুল হাশিম) প্রমুখ কয়েকখানি ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশ, ত্রৈমাসিক 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা' এবং 'সবুজ পাতা' নামক একটি শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা প্রকাশনা, 'আরবী শিক্ষার একটি কোর্স পরিচালনা, এতদ্ভিন্ন একাডেমী বিভিন্ন উপলক্ষে ও বিষয়ে সেমিনার এবং আলোচনা সভার আয়োজন করিত।

অন্যপক্ষে বায়তুল মোকাররম সোসাইটিও ইহার কর্মসূচী বাস্তবায়নে তেমন অগ্রগতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। মসজিদ ভবন এবং বিপণিকেন্দ্র—উভয়ের নির্মাণকাজ অসমাপ্ত রহিল। গবেষণা, সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা, প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার স্থাপন ইত্যাদিতে সোসাইটি মোটেই অগ্রসর হইতে পারিল না। ১৯৭০—৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলিতে সোসাইটির কর্মকর্তাগণ স্থানচ্যুত হইলেন, বিপণিকেন্দ্রের বহু দোকান পরিত্যক্ত হইল, এবং বহুক্ষেত্রে সেইগুলি অনধিকার প্রবেশকারীদের কবলে পড়িল। অতঃপর সোসাইটির কার্যনির্বাহক কমিটি পুনর্গঠিত হইল; কিন্তু সুষ্ঠুভাবে পরিত্যক্ত দোকানগুলি পত্তন হইতে পারিল না; বরং ইহাতে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। ফলে বিপণিকেন্দ্রের আয় কমিল। সুতরাং বায়তুল মোকাররম মসজিদ পরিচালনের মধ্যেই সোসাইটির কর্ম প্রায় সীমাবদ্ধ রহিল।

১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৫ খৃস্টাব্দের ২৮ মার্চ বায়তুল মোকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমী এই দুই সংগঠনের স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত করিয়া 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' নামে একটি নূতন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম (তৎপূর্বে শিক্ষা ও সংস্কৃতি) বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইহা একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করে। ইহার পরিচালনের ভার একটি শক্তিশালী বোর্ড অব গভর্নরস-এর উপর ন্যস্ত হইল। সরকার ফাউণ্ডেশনের মহাপরিচালক এবং সচিব নিযুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। ১৯৮৩ সালের সংশোধিত অধ্যাদেশে (Ordinance No. LXVII of 1983, Notification in Bangladesh Gazette dt. 19th December, 1983; ধর্ম/উঃ ৯-৭/৮৫/৩৪৭ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন (এ্যাক্ট নং ১৭, ১৯৭৫-এর চতুর্থ সংশোধন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (অধ্যাদেশ নং ২২, ১৯৮৫)-এর ধারাতে।) বিজ্ঞাপিত বোর্ড অব গভর্নরস-এর গঠন নিম্নরূপ :

(১) চেয়ারম্যান : পদাধিকারে : ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী,

(২) ভাইস-চেয়ারম্যান : „ : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব,

(৩) সদস্য পদাধিকারে : সেক্রেটারী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,

(৪) „ „ : চেয়ারম্যান, আরবী এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

(৫) „ : „ : চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ড,

(৬) চেয়ারম্যান „ : বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন,

(৭) ভাইস্-চ্যান্সেলর „ : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,

(৮-১০) নির্বাচিত সদস্য তিনজন : ফাউণ্ডেশনের সদস্যগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত,
(১১-১৫) মনোনীত ,, পাঁচজন : প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত এবং ধর্মবেত্তাগণের মধ্য হইতে পাঁচজন সরকার কর্তৃক মনোনীত,
(১৬-১৭) মনোনীত সদস্য দুইজন : পার্লামেন্টের সদস্যগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।
(১৮) সদস্যসচিব : পদাধিকারে : ফাউণ্ডেশনের মহাপরিচালক।

ইসলামিক একাডেমী এবং বায়তুল মোকাররম সোসাইটি প্রায় একই সময়ে মূলত অভিন্ন কর্মসূচী লইয়া যাত্রা শুরু করিয়াছিল। নূতন প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউণ্ডেশন সেই কর্মসূচীকে সমন্বিত ও সম্প্রসারিত করিল। নিম্নে সেই কর্মসূচীর সার-সংক্ষেপ দেওয়া হইল :

* মস্‌জিদ, ইসলামিক সেন্টার, একাডেমী, ইন্‌স্টিটিউট ইত্যাদি স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণ বা উহাদিগকে আর্থিক সাহায্য প্রদান যাহাতে উহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়;

* সংস্কৃতি, মনন, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা;

* সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ন্যায় বিচার সংক্রান্ত ইসলামের মৌল আদর্শের প্রচার এবং প্রসারের ব্যবস্থা;

* ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে অধ্যয়ন এবং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ, অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদান, গবেষণাক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পুরস্কার এবং পদক প্রবর্তন ও প্রদান, এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা, বক্তৃতা, বিতর্ক-সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন, গবেষণা ও আলোচনাপ্রসূত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ, অনুবাদ, সংকলন, সাময়িকী এবং পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদি;

* উপরিউক্ত কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রকল্প রচনা, সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানাদিকে প্রকল্প প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে সহায়তা-সাহায্য দান এবং ফাউণ্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুকূল অন্য যে-কোন কর্মসূচী গ্রহণ।

উপরিউক্ত অধ্যাদেশ বলে বায়তুল মোকাররম সোসাইটি কর্তৃক স্থাপিত বিপণিকেন্দ্রের আয় ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের হস্তগত হয়। খিলিবণ্টনের মধ্যে ত্রুটি এবং তজ্জন্য মামলা-মোকদ্দমা সৃষ্টি এবং দোকান ভাড়ার হার খুবই নিম্ন হওয়ার দরুন ফাউণ্ডেশন ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও এই আয় এবং সরকারের অনুদান ছিল উল্লেখযোগ্য। 'কুরআন মঞ্জিল' নামক একটি মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, যাহা পরিত্যক্ত সম্পত্তিরূপে সরকারের কর্তৃত্বাধীন ছিল, তাহা ফাউণ্ডেশনকে দান করা হয়। সুতরাং ফাউণ্ডেশন সবল অথচ ধীর পদক্ষেপে ইহার কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হয়।

এই সময়ে ফাউণ্ডেশন মুসলিম বিশ্বের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'Human and Natural Resources in the Islamic Countries' (মুসলিম দেশসমূহের মানবিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদ) শিরোনামে ও. আই. সি., (Organisation of Islamic Conference)-এর উদ্যোগে সেই সেমিনার (২০—২২ মার্চ, ১৯৭৮ খৃ.) ঢাকার পুরাতন বিধান সভার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়, ইহার সাংগঠনিক দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপর। বাংলাদেশ ছাড়া ১৫টি মুসলিম দেশ হইতে আগত প্রতিনিধিগণ এই সেমিনারে যোগদান করেন। ও. আই. সি., যুক্তরাজ্যের ইসলামিক ফাউণ্ডেশন এবং ইউনেস্‌কোও প্রতিনিধি প্রেরণ করে। সেমিনারের ভাষা ছিল 'আরবী, ইংরেজী এবং ফরাসী এবং এই সেমিনারেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যুগপৎ তরজমার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঢাকায় ইহাই ছিল এ ধরনের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার। তৎকালীন মহাপরিচালক (আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী, কার্যকাল ১৬-১০-৭৭ হইতে ২৩-৭-৭৯)-এর দক্ষ নেতৃত্বে এই সেমিনার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধগুলি এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য দ্র. ড. কে. টি. হোসেন সম্পা. The Muslim World's Resources, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1983.

১৯৭৯—৮০ অর্থ বৎসর হইতে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের অগ্রযাত্রার উল্লেখযোগ্য গতি সঞ্চারিত হয়। এই সময় হইতে সরকার ফাউণ্ডেশনের প্রতি অধিকতর সক্রিয় মনোযোগ প্রদান করেন এবং উদ্যমশীল ইসলামভক্ত কর্মী জনাব আবু জাফর মুহাম্মদ শামসুল আলম-কে (কার্যকাল ২৪ জুলাই, ১৯৭৯ হইতে ৩০ জুলাই, ১৯৮২ খৃ.) ফাউণ্ডেশনের মহাপরিচালক নিযুক্ত করে। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও কর্মদক্ষতায় ফাউণ্ডেশনের পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রমে অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ এবং সাফল্য লাভ ঘটে, ফাউণ্ডেশন গ্রন্থাগারের বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়, অসম্পূর্ণ বায়তুল মোকাররম মস্‌জিদ ভবনের সমাপ্তি এবং মসজিদ-অঙ্গনের শোভাবর্ধনমূলক কাজের নীল-নক্সা তৈরী হয়, ফাউণ্ডেশনের নিজস্ব ছাপাখানার উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ হয়। ভূতপূর্ব মহাপরিচালক জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী কর্তৃক আরব্ধ বাংলায় সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলনের কাজ এই আমলে গতিশীল এবং সমাপ্ত হয়। শামসুল আলম সাহেবের উদ্যোগে ফাউণ্ডেশন কয়েকটি নূতন প্রকল্প গ্রহণ করে। যথা : (১) ফাউণ্ডেশনের শাখারূপে ঢাকায় এবং ঢাকার বাহিরে, প্রথমে বিভাগীয় সদরে ও পরে কয়েকটি জিলা সদরে, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন; (২) ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ যাহাতে মস্‌জিদের ইমামগণ ইমামাত ছাড়া মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব এবং উন্নয়ন কর্মে সক্রিয় প্রযুক্তিমূলক সহায়তা দান করিতে পারেন; (৩) মস্‌জিদ পাঠাগার স্থাপন এবং মস্‌জিদভিত্তিক সমাজকল্যাণ কার্যক্রম গ্রহণ; (৪) বাংলায় একটি বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন এবং (৫) কু'রআনের একটি বৃহৎ তাফ্‌সীর সংকলনের কাজের সূচনাও হয় এই আমলে। তখন হইতে ফাউণ্ডেশনে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং দেশ-বিদেশের 'উলামা' ও বিজ্ঞজনের দৃষ্টি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত দেশের শিক্ষিত সমাজ এবং বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতেও ফাউণ্ডেশনের মর্যাদা বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। শামসুল আলম সাহেবের পরবর্তী মহাপরিচালক জনাব আবুল কায়েদ মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া (কার্যকাল ৩১ জুলাই, ১৯৮২ হইতে ১২ এপ্রিল ১৯৮৪ খৃ.) যোগ্যতা এবং কর্মকুশলতার সহিত ফাউণ্ডেশনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কয়েকটি নূতন প্রকল্প গ্রহণ করেন, যথা : 'আমল-ই-সা'লিহ' অর্থাৎ ইসলামী মিশন প্রকল্প, মক্তব শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ, মহাসমারোহে সীরাতুন্নাবী পক্ষ উদ্‌যাপন। ইহা ছাড়া তিনি কয়েকটি সম্পাদনা বোর্ড গঠন করিয়া জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করেন। তাঁহার গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক প্রকল্পের মধ্যে রহিয়াছে আল্-কুরআনে অর্থনীতি, আল্-কুরআনে বিজ্ঞান,

ইস্‌লাম ও মুসলিম উম্মার ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান, মুসলিম বাংলার উৎপত্তি ও বিকাশ। ইয়াহিয়া সাহেবের পরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব এম. এ. সোবহান সাহেবকে ফাউণ্ডেশনের মহাপরিচালক নিযুক্ত করিয়াছেন (১২ই এপ্রিল, ১৯৮৪ খৃ.)। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা, সতর্কতা ও স্থির পদক্ষেপে ফাউণ্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া যাইতেছেন। তিনি ফাউণ্ডেশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করিয়াছেন। তিনি ফাউণ্ডেশনের শত শত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে পেনশন স্কীমসহ চাকরির বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিয়াছেন।

নিম্নে ফাউণ্ডেশনের কার্যক্রমের কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ হইল :

০ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন : ১৯৭৯—৮০ সালে চারটি বিভাগীয় এবং তিনটি জিলা সদরে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৮০-৮১ অর্থ সালে এইরূপ কেন্দ্র স্থাপিত হয় আরও তেরটি জিলা সদরে। ১৯৮৫ সালে আরো একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ফলে ফাউণ্ডেশনের শাখা দাঁড়াইল ২১টি। ভবিষ্যতে সকল জিলা সদরে ফাউণ্ডেশনের শাখা স্থাপনের পরিকল্পনা রহিয়াছে। ৪টি বিভাগীয় শাখা হইতে ৪টি শিশু-কিশোর মাসিক পত্র নিয়মিত প্রকাশিত হইত। বর্তমানে শুধুমাত্র ঢাকা বিভাগ হইতে দুইটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এবং চারটি তথ্যযান (book mobile)-এর সাহায্যে দেশের প্রত্যেক অঞ্চলে বই পরিবেশন এবং বই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১৯৮৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ২১টি শাখায় একচল্লিশ হাজারের উর্ধ্বে ইসলামী সাংস্কৃতিক আলোচনা সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির নাম পরিবর্তন করিয়া ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের শাখা করা হয়। যেমন পূর্বে বলা হইত ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, বর্তমানে বলা হয় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন চট্টগ্রাম ইত্যাদি।

০ গ্রন্থ রচনা, গবেষণা ও অনুবাদ কার্যক্রম : ১৯৮৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত তের শতের অধিক টাইটেল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া একটি সীরাতুন্নাবী গ্রন্থ রচনা, সিহ়াহ় সিত্তাঃ অর্থাৎ ছয়টি প্রামাণ্য হ়াদীছ় গ্রন্থের অনুবাদ, কু়রআন মাজীদের পূর্বতন ১৩টি এবং আধুনিক চারটি তাফ্‌সীর গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করার চেষ্টা চলিয়াছে। মৌলিক বিষয়ে বহু গবেষণামূলক পুস্তক সংকলনের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

০ ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : ১৯৭৮ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে এই প্রকল্প গৃহীত হয়। ১৯৭৮—৭৯ অর্থ সালে ৫৪১ জন ইমাম দুই দলে এক মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাঠক্রমে ধর্মীয় বিষয়াদির আধিক্য ছিল। ইহা ছাড়া পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল সমাজ সেবা, বয়স্ক শিক্ষা, পাঠাগার সংগঠন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। ১৯৭৯ খৃস্টাব্দে কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ইহার পাঠক্রমে কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ, সমবায়, কুটির শিল্প, গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যোগ করা হয়। এই সম্প্রসারিত কোর্সের উদ্দেশ্য ছিল মস্‌জিদকে সমাজের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করা এবং ইমামগণকে সর্বপ্রকার উন্নয়ন কর্মে অংশ গ্রহণের উপযোগী করা। সম্প্রসারিত কোর্সে পরীক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ফলে প্রথম দলের ইমামগণ জনসাধারণের এবং কর্তৃপক্ষের বিপুল স্বীকৃতি লাভ করেন। এই সাফল্যের কারণে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী (১৯৮০—৮৫) পরিকল্পনায় এই কার্যক্রম এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করে—লক্ষ্য স্থির হয়, দেশের সকল মসজিদের ইমামকে প্রশিক্ষণ দান করিয়া তাহাদিগকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, অন্য কথায় সমাজ উন্নয়ন কর্মকে জোরদার করা। এই কার্যক্রম বাংলাদেশকে মুসলিম বিশ্বে পথিকৃতের আসন দিয়াছে।

ইতিমধ্যে প্রায় সতর হাজার ইমামকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের কর্মলব্ধ অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট সকলের গোচরীভূত করিবার জন্য ফাউণ্ডেশন হইতে আল-ইমামত শীর্ষক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হইতেছে। চলতি তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৮৫-৮৬—১৯৮৯-৯০) আওতায় ১৫৫০০ জন ইমামের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীতে ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রহিয়াছে। ১৯৮৬-৮৭ অর্থ সালে খুলনা এবং দিনাজপুরেও অনুরূপ কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

০ গ্রন্থাগার উন্নয়ন : জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি আধুনিক ইসলামী গ্রন্থাগার স্থাপন ফাউণ্ডেশনের লক্ষ্য। বায়তুল মোকাররম ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলের কিছু রদ-বদল সাধন করিয়া গ্রন্থাগারের আয়তন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই পর্যন্ত লক্ষাধিক দেশী-বিদেশী গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। বর্তমানেও পূর্ণোদ্যমে সংগ্রহ কার্য চলিতেছে। দেশী-বিদেশী অনেক সাময়িকীও এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থাগারের স্থানাভাব দেখা দেওয়ায় গ্রন্থাগারের একটি বৃহদাকার ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। চলতি পরিকল্পনার আওতায় আরো ৩৫ হাজার দেশী-বিদেশী পুস্তক সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

০ বিশ্বকোষ সংকলন : তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব আবদুল হক ফরিদীর সভাপতিত্বে পাঁচ (পরে বর্ধিত সংখ্যক) সদস্য বিশিষ্ট একটি সম্পাদনা পরিষদ বাংলায় সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনায় (পাণ্ডুলিপি বাংলা একাডেমীর তৈরী) কাজ শুরু করে ১৯৭৮ সালের ২২ জানুয়ারী (দ্র. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ভূমিকা পৃ. ৫—৭)। ১৯৮২ খৃস্টাব্দের জুন মাসে দুই খণ্ডে এই সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় ইহাই ছিল সর্বপ্রথম ইসলামী বিশ্বকোষ। প্রকাশনা উৎসবের পর অল্পকালের মধ্যেই অপ্রত্যাশিত-ভাবে প্রথম মুদ্রণের কপিগুলি প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। পরিকল্পিত বিশ খণ্ডে সমাপ্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ইতিমধ্যে সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

মস্‌জিদ পাঠাগার : এই পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জিলায় ৩,৬৯৮ মস্‌জিদে ইসলামী পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার অধীনে আরো ৩৪০০টি মসজিদ পাঠাগার ও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ৬০০ পাঠাগারে পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা সংযোজনের কর্ম-সূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রায় প্রতিটি মসজিদে অনুরূপ পাঠাগার স্থাপনের পরিকল্পনা রহিয়াছে।

০ মস্‌জিদকেন্দ্রিক সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম : শিক্ষিত, বিশেষত মাদ্‌রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ৮০০ বেকার যুবককে এই পর্যন্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়া উপার্জনক্ষম করা হইয়াছে। প্রশিক্ষণের বিষয় যথা : ওয়েল্ডিং, রেডিও-টেলিভিশন মেরামত, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি সংযোগ ও মেরামত, দর্জির কাজ ইত্যাদি।

০ ফাউণ্ডেশনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম : পূর্বে ফাউণ্ডেশনের শাখাসমূহের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের উল্লেখ করা হইয়াছে। নিজস্ব পরি-মণ্ডলে ফাউণ্ডেশন ঢাকায় বহু সুধী সমাবেশের আয়োজন করিয়া থাকে। ১৯৮২—৮৩ সাল হইতে প্রতি বৎসর নিয়মিত সীরাতুন্নাবী পক্ষ উদ্-

স্থাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপলক্ষে সেমিনার, ওয়া'জ' মাহ'-ফিল, আলোচনা সভা, সাহিত্য সভা, শিশু-কিশোর, মহিলা ও যুব সমাবেশ, কেরাত ও আযান প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুষ্প-প্রদর্শনী এবং গ্রন্থমেলা ইত্যাদি যথেষ্ট জনপ্রিয় হইয়াছে। সেমিনারগুলিতে ইসলামী 'আক'াইদ এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রায় সব দিকের উপর, বিশেষত যুগ পরিবর্তনে উদ্ভূত বিভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিতর্কিত সমস্যাবলীর উপর আলোকপাত করিবার চেষ্টা করা হয়।

০ ইসলামী মিশন : ১৯৮৩ সালের জুলাই মাস হইতে ইসলামী মিশন প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। ইহার সেবামূলক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে চিকিৎসা, য়াতীম ও দুঃস্থ নারিগণের সেবা ও তাহাদিগকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান, দুঃস্থ ও বেকারগণকে প্রশিক্ষণ ও সুদমুক্ত ঋণ এবং বৃত্তিমূলক উপকরণ সরবরাহ করিয়া উপার্জনক্ষম করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষরতা দান এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান বিতরণ। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই এই কর্মসূচীর সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। দেশের অবহেলিত, দুর্গত এবং দুর্গম ১৪টি অঞ্চলে চৌদ্দটি মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পর্যায়ক্রমে প্রতি জিলায় মিশন স্থাপনের পরিকল্পনা রহিয়াছে। নানা প্রারম্ভিক অসুবিধা সত্ত্বেও এই স্বল্পকালের মধ্যে (৩০শে জুন ১৯৮৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত) ১১,১৮,৭৫৮ দুঃস্থ ও গরীব রোগীর চিকিৎসা করা হয়; ১৪৯৭টি দুঃস্থ পরিবারকে স্বনির্ভর কর্ম সংস্থা কর্মসূচীর আওতায় জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; ২৮৭টি মক্তব ও নৈশ বিদ্যালয়ে ৩০,১৬৪ জনকে সাক্ষরতা জ্ঞান দান ও দৈনন্দিন কাজ-কর্ম চালাইবার মত শিক্ষা দান করা হইয়াছে (functional education)। ইহা ছাড়াও সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধ এবং ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ ও ৭৭৮টি মাহ'ফিলের আয়োজন করা হইয়াছে।

এই মিশনের আওতায় আরও দুইটি কাজ শুরু করা হইয়াছে : (১) মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং (২) মুবাল্লিগ' (প্রচারক) প্রশিক্ষণ। মস্জিদ এবং দায়রাজে পরিচালিত মাকতাব (ফুরক'ানীয়্যাঃ মাদ্রাসা)-এর শিক্ষকগণকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইতেছে যাহাতে তাঁহারা কু'রআান পাঠ শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা, অংক, স্বাস্থ্যবিধি, পৌরনীতি ইত্যাদি সম্পর্কেও ছাত্রদিগকে প্রাথমিক জ্ঞান দান করিতে পারেন এবং কৃষি, পশু পালন, পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি সম্বন্ধেও কিছু ধারণা জন্মাইতে পারেন। এই পর্যন্ত ১৩০০ জন মুবাল্লিগ ও মক্তব শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইয়াছে। ইহা ইসলামী মিশনের কর্মসূচীর একটি নিয়মিত অংশে পরিণত হইয়াছে। অধিকন্তু ডাক্তার, প্রকৌশলী, প্রশাসক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের প্রশিক্ষণ গ্রহণেচ্ছু নাগরিকদিগকে মুবাল্লিগ' প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়। মিশনে কর্মরত সকল ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার বা শিক্ষক ও মুবাল্লিগ' রূপে প্রশিক্ষণ লাভ করিয়া থাকেন।

০ কু'রআান ক্যাসেট : দেশের প্রখ্যাত ক'ারীগণের কণ্ঠে কু'রআান মাজীদের কি'রাআত এবং প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীরসম্বলিত ক্যাসেট তৈরী করিয়া বিভিন্ন সূত্রে তাহা বণ্টন এবং স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করিলে দেশের সর্বস্তরে কু'রআান মাজীদের শিক্ষা বিস্তার সুগম হইবে, এইরূপ চিন্তা-ভাবনার প্রেক্ষিতে ক্যাসেট তৈরীর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হইয়াছে। তিন পর্যায়ে ক্যাসেট করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। (১) শুধুমাত্র বাংলা তরজমাসহ ক্যাসেট। (২) সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও বঙ্গানুবাদসহ ক্যাসেট, এবং (৩) ধীর গতিতে 'আরবী উচ্চারণ ও বঙ্গানুবাদসহ ক্যাসেট করা। সর্বমোট ১৮৭৫ সেট ক্যাসেট (প্রতিটি সেটে ক্যাসেট সংখ্যা ৯৫টি, প্রতিটি ক্যাসেটের দৈর্ঘ্য ৬০ মিনিট।) রেকর্ডের কাজ সম্পন্ন করা হইবে।

০ অন্যান্য কার্যক্রম : সাময়িকী প্রকাশ : (১) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা (ত্রৈমাসিক); (২) সবুজ পাতা (মাসিক, শিশু-কিশোর পত্রিকা); (৩) Islamic Solidarity (ইংরেজী, পাক্ষিক); (৪) مجلة المؤسسة الاسلامية ('আরবী, ত্রৈমাসিক) (৫) অগ্রপথিক (সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন পত্রিকা); এবং ঐতিহ্য ও নতুন চাঁদ নামে দুইটি পত্রিকা ফাউণ্ডেশনের ঢাকা শাখা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

০ চিকিৎসা : দরিদ্র রোগীদের জন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। এই পর্যন্ত প্রায় পাঁচ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে। সারা দেশে ফাউণ্ডেশনের মোট এগারটি (স্থায়ী ৮টি, ভ্রাম্যমাণ ৩টি) হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে। প্রতিদিন শত শত গরীব ও দুঃস্থ মানুষ এই সকল চিকিৎসা কেন্দ্র হইতে বিনা মূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ পাইতেছে। ইহা ছাড়া এলোপ্যাথিক এবং ইউনানী পদ্ধতিতে দরিদ্রগণকে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হইতেছে।

০ 'আরবী শিক্ষা : ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক প্রবর্তিত 'আরবী শিক্ষাদানের কোর্সটি বরাবর চালু রাখা এবং পরে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে।

০ হুকুকুল এবাদ কার্যক্রম : দুঃস্থ ও বাস্তুহারা মানুষের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচী গ্রহণ হইয়াছে। ইহার আওতায় এ পর্যন্ত ৫০০ জনের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

০ ফাউণ্ডেশন পুরস্কার : ইসলামের ও মুসলিম জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পুরস্কার প্রবর্তন করা হইয়াছে। ইসলামের মৌলতত্ত্ব, সীরাত গ্রন্থ, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চা, সৃজনশীল সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী গ্রন্থ, শিশু-সাহিত্য, অনুবাদ, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, শিল্পকলা, ইসলাম প্রচার ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে প্রতি হিজরী সনে এই পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে।

উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি বোর্ড অব গভর্নরস ফাউণ্ডেশনের আওতায় একটি হাফিজিয়া মাদ্রাসা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত।

মোহম্মদ হোসাইন—তথ্য সরবরাহ : আ. ন. ম. আবদুর রহমান

ইসহা'াক' (إسحاق) ('আ) ইনি বাইবেলোক্ত Isaac। তালমূদ (Rosh hash-shana, পৃ. ১১) অনুসারে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল Feaest of passah-এর সময়। মুসলিম কিংবদন্তী অনুসারে তাঁহার জন্ম 'আশূরা-র রাত্রিতে (আছ'-ছা'লাবী, পৃ. ৬০; আল-কিসাঈ, পৃ. ১৫০)। ইব্রাহীম ('আ)-এর নিয়ম ছিল এই যে, কোন দরিদ্র অর্থাৎ পথিক মেহমানরূপে উপস্থিত হইলে তবে তিনি তাহার সহিত আহার করিতেন। একদা কতিপয় ফিরিশ্তা মানুষের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার মেহমান হইলেন। তাঁহাদের আপ্যায়নের জন্য তিনি একটি ভর্জিত গো-বৎস তাঁহাদের সামনে উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা আহার্য গ্রহণ করিতেছেন না দেখিয়া তিনি বিস্মিত এবং কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। মেহমানগণ তাঁহাকে জানাইলেন, তাঁহারা ফিরিশ্তা; লূত' ('আ)-এর অবাধ্য উম্মাহ-কে শাস্তি দানের জন্য তাঁহারা প্রেরিত

হইয়াছেন। অতঃপর ফিরিশ্তাগণ তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী সারা-র গর্ভজাত একটি পুত্রসন্তান লাভের সুসংবাদ প্রদান করেন। সারাঃ এই সুসংবাদ শ্রবণে অতিশয় আশ্চর্যান্বিতা হইলেন, (১১ : ৬৯-৭৩), কারণ তাঁহার বয়স ছিল নব্বই এবং তাঁহার স্বামীর বয়স একশত বৎসর (Genesis, ১৭ : ১৮)। ইহার পর ইসহ়াক় ('আ) জন্মগ্রহণ করেন। বাইবেলে উক্ত হইয়াছে, ইব্রাহীম ('আ) আল্লাহ্র আদেশে ইস্হ়াক়কে কু'রবানী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন (Genesis, ২২ : ২)। কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক, কারণ উক্ত শ্লোকে Isaac-কে Thine only son বলা হইয়াছে, অথচ ইস্হ়াক়-এর জন্মের পূর্বে ইস্মা'ঈল ছিলেন only son। অন্যপক্ষে Isaac যে ইব্রাহীমের ২য় পুত্র—বাইবেলের বর্ণনায় ইহাও সুস্পষ্ট। ইসমা'ঈলের বংশধরগণই সেই কু'রবানীর আদর্শ আজ পর্যন্ত বজায় রাখিয়াছে, ইস্হ়াক় ও তৎপুত্র য়া'কূ'বের বংশধর ইহাতে শরীক নহে।

ইস্হাক ('আ) ফিলিস্তীনের হেবরন নামক স্থানে তাঁহার পৈতৃক আবাসস্থলেই বাস করিতেন (মাওদূদী, তাফ্হীমু'ল-কু'রআন, ২ : ৩৮১)। এখানে তিনি তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্তরূপে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি যথাসময়ে নুবুওয়াঃ প্রাপ্ত হন। ইঁহার পুত্র য়া'কূ'ব ('আ), বাইবেলের Jacob ইস্রাঈলীদের আদি পিতা।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আত্-তাবারী, ১খ, ২৩৪ ; (২) আল-বায়দাবী, ১খ, ২৩৩ ; (৩) আছ্-ছা'লাবী, কি'স'াসু'ল-আন্বিয়া (কায়রো ১৩১২ হি.), পৃ. ৪৮-৬০ ; (৪) আল-কিসাঈ ; (৫) আত্-ত'াবারী, ১খ, ২৭২-২৯২ ; (৬) ইব্নু'ল-আছ'ীর, ১খ, ৮৭-৮৯ ; (৭) Grunbaum, Beitrage, p. 110-120 ; (৮) Eisenberg, Abraham in der arab. Legende, 1912, p. 30-31 ; (৯) Encyclop. Hebrew, New York, v. 18, s.v. Isak; (১০) I. Goldziher, Die Richtungen der isl. Koranauslegung, Leiden 1920, p. 79 প. ; (১১) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 90. ; (১২) মাওলানা মাওদূদী, তাফহীমু'ল-কু'রআন, ২খ, ৩৫৪, ৩৮৯, ৫১০ ; (১৩) ইসমা'ঈল প্রবন্ধটিও দ্র.।

আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ইস্হাক (শাম্সু'ল-'উলামা' হ'াফিজ' মুহ'াম্মাদ ইস্হ'াক') : ইনি বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কৈথন গ্রামের এক আয়মাদার (কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ সুলত'ান কর্তৃক প্রদত্ত নিষ্কর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন; ভূমিষ্ট হন স্বগ্রাম হইতে ছয় মাইল দূরে মাতুলালয়ে ৮ই পৌষ, ১২৭২ বঙ্গাব্দ/১৮৬৫ খৃ., শুক্রবার। তাঁহার পিতা ক'াযী লুত্'ফু'ল-হুদা ঐ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ মাওলাব'ী মু'আজ্'জ'াম ছিলেন বর্ধমানের শহর ক'াযী (জিলা জজের সমতুল্য পদ)। তখন হইতে এই পরিবার কাযী পরিবাররূপে খ্যাতি লাভ করে। তাঁহার প্রপিতামহ মাওলাব'ী ত'ালাবু'ন-নাবী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 'আমলে যশোহর জিলার মুন্সি'ফ ছিলেন।

স্বগ্রামের বিশিষ্ট 'আলিম সায়্যিদ মুমতায হ'াসান-এর নিকট তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয় সাড়ে চার বৎসর বয়সে। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে তিনি কু'রআন মাজীদ পঠন সমাপ্ত করেন এবং তৎকালীন রীতি অনুযায়ী ফারসী পড়িতে আরম্ভ করেন। অসাধারণ ধী-শক্তিবলে মাত্র নয় বৎসর বয়সে তিনি তখনকার দিনের পাঠ্যসূচীভুক্ত ফারসী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যথা : গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ ইত্যাদি অধ্যয়ন শেষ করেন। অতঃপর পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে তিনি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। সেইখানেও তিনি প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেন এবং তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যরূপে ফুটিয়া উঠে নিয়মানুবর্তিতা ও সত্যবাদিতা।

তৎপর 'আরবী সাহিত্য এবং হ'াদীছ', তাফ্সীর, ফিক্'হ ইত্যাদি ইসলামী বিষয়সমূহ অধ্যয়নের জন্য তিনি মংগলকোট প্রেরিত হন। মাওলানা মুযাফ্ফারু'ল-হাক্'ক'-এর খান্কাহ-তে তাঁহার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়। ইনি এবং মাওলানা মুহ'াম্মাদের শাগরিদরূপে তাঁহার শিক্ষা শুরু হয়। অল্পকালের মধ্যে অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত এই খানক'াহ্র শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি বিহার প্রদেশের আরা জিলায় গমন করেন। সেখানে তিনি সুপ্রসিদ্ধ 'আলিম ক'াযী মুহ'াম্মাদ হ'ানীফের শিষ্যত্বে দুই বৎসরকাল থাকিয়া 'আরবী এবং ইস্লামিয়্যাতে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি হ'াকীমু'ল-উম্মাত মাওলানা আশ্রাফ 'আলী থানাব'ী (র)-এর সুপ্রসিদ্ধ মাদ্রাসাঃ জামি'উ'ল-'উলূম কানপুর-এ ভর্তি হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ভর্তি পরীক্ষায় অসাধারণ মেধার পরিচয় পাইয়া থানাব'ী সাহেব তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হন। ১৩০৫-এর ১৪ শা'বান/১৮৮৭-৮৮-তে তিনি কানপুর পৌঁছেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ১৩০৯/১৮৯১-৯২-এ অনুষ্ঠিত দাস্তার-বান্দী (Convocation) সভার সভাপতি 'আলীগড়ের মাওলানা লুত্'ফুল্লাহ্ সাহেবের হস্ত হইতে প্রাচ্য রীতি অনুযায়ী তিনি সনদ ও পাগড়ী লাভ করেন।

তৎকালীন বাংলার এই অসাধারণ মেধাবী ছাত্রটি তাঁহার বিদ্যাবত্তা এবং চারিত্রিক গুণে তাঁহার শিক্ষক মাওলানা থানাব'ী-র মন জয় করিতে সমর্থ হন। তিনি মাওলানা ইস্হাককে জামি'উ'ল-'উলূম মাদ্রাসার দ্বিতীয় মাওলাব'ী (শিক্ষক)-এর মর্যাদাপূর্ণ স্থান দান করেন এবং দারু'ল-ইফ্তা-র ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। কয়েক বৎসর পর মাওলানা থানাব'ী অধ্যক্ষের দায়িত্ব হইতে অবসর লইবার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং মাওলানা ইস্হাককেই যোগ্যতম ব্যক্তিরূপে তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত করেন। বাংগালীদের মধ্যে তিনি প্রথম এই গৌরব লাভ করেন এবং অল্পকালের মধ্যে মাওলানা ইস্হ'াক' তাঁহার দক্ষতার গুণে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। পনর বৎসরকাল মাওলানা ইস্হাক এই মাদ্রাসার শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত থাকেন; অধ্যয়নকালসহ বিশটি বৎসর তিনি কানপুরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শিক্ষকতা এবং ফাত্ওয়া প্রদান—এই দুই দায়িত্ব পালনের ফাঁকে বত্রিশ বৎসর বয়সের সময় মাত্র তিন মাসের মধ্যে তিনি কু'রআন মাজীদ কণ্ঠস্থ করিয়া স্মৃতিশক্তির এক ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মাদ্রাসার একটি অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ক্রমে ফৌজদারী 'আদালত পর্যন্ত গড়াইলে বিরক্ত হইয়া মাওলানা ইস্হাক কানপুর ত্যাগ করেন এবং কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্রাসা-র সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করেন। তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন Dr. E. Denison Ross। এই মাদ্রাসায়ও কতিপয় সহকর্মী তাঁহার প্রতি ঈর্ষাবশে তাঁহার পদোন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং পরবর্তীকালে গভর্নরের এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য নওয়াব স্যার সায়্যিদ শামসুল-হুদা খিলাফাত এবং

অন্যান্য যোগ্য আইনমত তাঁহার বিভিন্ন উপলক্ষে মাওলানার পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অগাধ জ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হন। মাওলানার প্রতি পূর্ব অবিচারের প্রতিকারস্বরূপ নওয়াব শামসুল-হুদা সাহেবের সুপারিশে তিনি ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট (বর্তমান কবি নজরুল) কলেজের প্রভাষক পদে নিযুক্তি লাভ করেন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। কিছুকাল পর তিনি এই কলেজের অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। এই চাকুরীতে থাকাকালে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ তিনি হ'াজ্জ সম্পন্ন করেন। এই বৎসরই তিনি ভারত সরকার কর্তৃক শামসু'ল-'উলামা' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।

ইসলামী 'উলূম-এর সহিত সম্পৃক্ত যে কোন বিষয়ে তিনি পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই উপস্থিত প্রয়োজনে পাঠদান বা সুউচ্চ মানের বক্তৃতা করিতে পারিতেন। মুহ'াদ্দিছ' (হ'াদীছ' বিশেষজ্ঞ)-রূপে তাঁহার সবিশেষ খ্যাতি ছিল। হ'াদীছ'বিদগণও বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁহার মুখে হ'াদীছে'র আলোচনামূলক ভাষণ শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ এবং মাহ্'ফিলের আয়োজন করিতেন। এত পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি শিশুসুলভ সরলতা এবং বিস্ময়ের সহিত বলিতেন, "আমাকেও লোকে মাওলাব'ী বলে!" অনেক লেখককে তিনি পুস্তক প্রণয়ন বা সংকলনে সাহায্য-সহযোগিতা দান করিয়াছেন, তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) سهل الوصول الى علم الاصول

কাযী আবদুর রশীদ কর্তৃক ঢাকায় প্রকাশিত, তা. বি.;

(২) الحكمة البالغة فى مكارم الاخلاق و الاداب

প্রভিন্সিয়াল প্রেস, ঢাকা ১৯২৬ খৃ.।

(৩) رسالة احسن النزل لاصحاب عرس الكل

রহমানীয়া প্রেস, ঢাকা ১৯২৪ খৃ.।

(৪) التنقيحات السنية فى تحريم الرقص و الغناء و السجدة التحية

(৫) النور اللامع (হ'াদীছ' সংকলন)

(৬) اللؤلؤ المكنون بالامثال التى تمثل بها الأمين و المأمون ('আরবী)

উল্লিখিত ৪, ৫, ৬ নং-এর পুস্তকগুলি সম্বন্ধে بزم اشرف كے چند چراغ নামক গ্রন্থে, যাহা ২ নং আজমগীর রোড, লাহোর হইতে প্রফেসার আহ'মাদ সা'ঈদ প্রকাশ করেন, ২০১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু কোথায় এবং কে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলা হয় নাই।

স্ত্রীর অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তিনি ঢাকা হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ২২ সেপ্টেম্বর কলিকাতা গমন করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় একখানা ট্রাকে চাপা পড়িয়া তিনি কলিকাতার ক্যাম্পবেল হাসপাতালে নীত হন। সেইখানেই ৬ অক্টোবর তারিখে ৭৩ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। পরদিন বর্ধমান কৈখানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মাওলানা নূরু'র রহমান, তাযকিরাতু'ল-আওলিয়া, ৬ষ্ঠ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৮২ খৃ. পৃ., ২৭৬-২৮৫; (২) প্রফেসার আহ'মাদ সা'ঈদ, বযমে আশরাফকে চান্দ চেরাগ' (উর্দু) তা. বি., ইসলামিয়া স্টীম প্রেস, লাহোর পৃ. ১৯৫-২০৫।

হাফিয মুহ'ম্মদ আবদুল হাই

ইহ্'রাম (احرام), ইহা ح-ر-م ধাতু হইতে উৎপন্ন একটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। ইহার আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ করা, হ'াজ্জ করিবার সংকল্প করা; حرم অর্থাৎ কোন পবিত্র স্থানে প্রবেশ করা। ইসলামী পরিভাষায় ইহার অর্থ বিধিবদ্ধ নিয়মে হ'াজ্জ ও 'উমরাঃ সম্পন্ন করার সংকল্প (نية) করা। নিয়মগুলি নিম্নরূপ; (১) উযূ বা গু'সূল করা আবশ্যক, তায়াম্মুম করা যথেষ্ট নহে; (২) ইযার এবং রিদা' পরিধান (পরে দেখুন); (৩) সুগন্ধি ব্যবহার; (৪) দুই রাক্'আত স'ালাত সমাপন; (৫) 'উমরাঃ বা হ'াজ্জের অথবা উভয়ের সংকল্প করা; (৬) তালবিয়াহ (পরে দেখুন) উচ্চারণ (তালবিয়াঃ) করা।

এই তালবিয়াহ উচ্চারণের দ্বারা ইহ্'রাম সম্পন্ন হয়। যিনি ইহ্'রাম করেন তাঁহাকে মুহ্'রিম বলা হয়।

উযূ অপেক্ষা গু'সূল উত্তম। ইহার পূর্বে নখ কাটা, বগলের লোম এবং গুপ্তস্থানের লোম কামাইয়া লওয়া মুস্তাহ'াব্ব। দুই খণ্ড সেলাইবিহীন সাদা কাপড়ই ইহ্'রামের পোশাক। এক খণ্ড দ্বারা নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকিতে হয়, ইহাকে ইযার বলা হয়। অন্যটি বিশেষ পদ্ধতিতে গায়ে দিতে হয়। ইহাকে রিদা' (চাদর) বলা হয়। মেয়েরা সেলাই করা কাপড় পরিধান করিতে পারে। তাহারা মুখমণ্ডল খোলা রাখিয়া সর্বাংগ আবৃত করিবে।

মীক'াতে বা ইহা অতিক্রম করিবার পূর্বে ইহ্'রাম বাঁধিতে হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দিক ও দেশ হইতে হ'াজ্জের অভিপ্রায়ে আগমনকারীদের জন্য মক্কা নগরীর কিছু দূরে বিভিন্ন স্থানে ইহ্'রাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানকে মীক'াত (ميقات, বহুবচনে مواقيت) বলা হয়। বিনা ইহ্'রামে মীক'াত অতিক্রম করিলে দণ্ডস্বরূপ دم অর্থাৎ একটি কু'রবানী করিতে হয়। মীক'াত পাঁচটি :

(১) যু'ল-হু'লায়ফাঃ (ذوالحليفة) : এই স্থানটি মক্কার উত্তরে, মদীনার দিক হইতে আগমনকারী যাত্রীদের জন্য মীক'াতরূপে চিহ্নিত হইয়াছে।

(২) যা'াতু 'ইর্ক' (ذات عرق) : ইহা ইরাকের দিক হইতে আগমনকারী যাত্রীদের মীক'াত।

(৩) আল-জুহ্'ফাঃ (الجحفة) : ইহা মিসর ও সিরিয়ার দিক হইতে আগত যাত্রীদের জন্য মীক'াত।

(৪) ক'ার্নু'ল-মানাযিল (قرن المنازل) : ইহা নাজ্‌দের দিকের যাত্রীদের জন্য।

(৫) য়ালাম্‌লাম (يلملم) : ইহা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, য়ামান প্রভৃতি এবং আরও পূর্বদিকের দেশসমূহ হইতে হ'াজ্জযাত্রীদের জন্য মীক'াত। জাহাজে যাইবার সময় য়ালাম্‌লাম পাহাড়টি দৃষ্টিগোচর হইলে হ'াজ্জীগণ ইহ্'রাম বাঁধেন। জাহাজ জিদ্দাঃ বন্দরে উপনীত হওয়ার সাধারণত দুই দিন পূর্বে পাহাড়টি দৃষ্টিগোচর হয়।

বিমানে যাঁহারা হা'জ্জে গমন করেন তাঁহারা বিমানে আরোহণের পূর্বেই ইহ্'রাম সম্পন্ন করেন; কারণ বিমান আরোহীদের পক্ষে মীক'াতের সন্ধান করা মুশকিল, অন্যপক্ষে বিমানে ইহ্'রাম বাঁধারও সুযোগ নাই।

উপরিউক্ত মীক'াত কয়টির মধ্যবর্তী স্থানসমূহের অধিবাসিগণের জন্য নির্দিষ্ট কোন মীক'াত নাই। তাঁহারা যে কোন স্থান হইতে ইহ্'রাম বাঁধিতে পারেন। সাধারণত তাঁহারা তান্'ঈম (تنعيم) নামক স্থান হইতে ইহ্'রাম বাঁধিয়া থাকেন।

নিয়্যাত কথায় কিংবা মানসিক সংকল্পে হইতে পারে। তবে হ'াজ্জী কিসের নিয়্যাত করিলেন তাহা স্পষ্ট হইতে হইবে ; (ক) হয় তিনি কেবল হ'াজ্জ করিবেন (افراد) অথবা (খ) এক ইহ্'রামে প্রথমে 'উম্রাঃ করিবেন, পরে ভিন্ন ইহ্'রামে হ'াজ্জ সমাপন করিবেন (التمتع) অথবা (গ) একই ইহ্'রামে 'উম্রাঃ এবং হ'াজ্জ উভয়ই পালন করিবেন (قران), (দ্র. হজ্জ)।

লাব্বায়ক অর্থ কাহারও ডাকে সাড়া দেওয়া। আল্লাহ্র আদেশে ইব্রাহীম ('আ) মানব জাতিকে হ'াজ্জের ডাক দিয়াছিলেন। হ'াজ্জীরা লাব্বায়ক বলিয়া সেই ঐতিহাসিক ডাকে সাড়া দেন। লাব্বায়ক-এর মর্মকথা (শব্দগুলির জন্য ফিক্'হের কিতাব দ্র.), এইরূপ : "হে আল্লাহ্। আমি তোমার আনুগত্যে অবিচল আছি, আমি তোমার দরবারে হাযির হইয়াছি। তোমার কোন শরীক নাই। সকল প্রশংসা তোমার, নি'মাতও তোমার, প্রভুত্বও তোমারই।"

ইহ্'রামের মধ্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি নিষিদ্ধ : স্ত্রী-সম্ভোগ, ঝগড়া-বিবাদ, ভ্রমণে বিচরণকারী পশু-পক্ষী শিকার করা, শিকারের জন্য কোন প্রাণী কাহাকেও দেখাইয়া দেওয়া বা শিকারে কোন প্রকার সাহায্য করা, উকুন মারা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, নখ, চুল-দাড়ির বা শরীরের কোন স্থানের লোম কাটা, মাথা ও মুখ আবৃত করা, এমন জুতা-মোজা পরিধান করা যাহাতে সমস্ত পা আবৃত হয়। পায়ের আংগুল ও গোড়ালী অনাবৃত থাকে এমন পাদুকা পরিধান করা যাইবে। 'উম্রাঃ বা হ'াজ্জের বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইবার পর মাথা কামাইয়া বা চুল ছাঁটিয়া ইহ্'রাম হইতে খারিজ হইতে হয়। অবশ্য স্ত্রীলোকদের জন্য মাথা কামাইবার বিধান নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কু'রআন, ২ : ১৯৬-২০৩ ; ৩ : ৯৬ প্রভৃতি ; (২) যাবতীয় হ'াদীছ' ও ফিক্'হ গ্রন্থ, কিতাবু'ল-হ'াজ্জ ও তদধ্যায় বিভিন্ন অধ্যায়।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/হিরাকুল শরীফ

ঈজাব (ايجاب) অর্থাৎ প্রস্তাব (চুক্তির বেলায়), কোন গৃহীত প্রস্তাবের অপরিবর্তনীয়তা সম্বন্ধে সুদৃঢ় ঘোষণা ; যেমন বলা হয়, "ক'াদ্ ওয়াজাবা'ল-বায়'" অর্থাৎ বিক্রয়-চুক্তি অবশ্য পালনীয় ও অপরিবর্তনীয় হইল। বিবাহসহ আইন-সম্পৃক্ত যাবতীয় লেন-দেনের ব্যাপারে নির্দিষ্ট আইন-ক'ানুন পালন সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যাহাতে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি না হয়। ফিক্'হ বিষয়ক কিতাবে ঈজাব ও ক'াবূ'ল (অর্থাৎ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি)-রূপে পারিভাষিক অর্থে পরিচিত পারস্পরিক ঘোষণা আইনত অপরিহার্য বলিয়া গণ্য। ভাষা এবং লোকাচার ভেদে আনুষ্ঠানিক ঈজাব এবং ক'াবূলে পার্থক্য হইয়া থাকে। ফিক্'হ গ্রন্থাদিতে এই বিষয়ে বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। দৃশ্যত কোন ঈজাব বা ক'াবূল হয় নাই অথচ স্থানীয় প্রথানুযায়ী লেন-দেন হইয়াছে, ইহাতে কোন জিনিসের হস্তান্তর বৈধ হইবে কিনা, হস্তান্তরিত দ্রব্যে গ্রাহকের মালিকানা-স্বত্ব স্থাপিত হইবে কিনা, অনেক 'আলিম এই প্রশ্নে হাঁ-বাচক উত্তর দেন ; কোন কোন 'আলিমের মতে কেবল স্বল্প মূল্যের দ্রব্যের বেলায়ই আনুষ্ঠানিক ঈজাব ও ক'াবূল ব্যতিরেকে বিনিময় বৈধ হইতে পারে। সাধারণ আদান-প্রদানে ঈজাব ও ক'াবূল অব্যাহিত বা প্রচ্ছন্ন থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : ফিক্'হ্ গ্রন্থসমূহে দ্র. বায়' অধ্যায় এবং C. Snouck Hurgronje, De Atjehers, ii, 353 (The Achehnese, ii. 320) ; তু. Indische Gids, 1884, i. 745, 753—55.

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আল-ঈজী (الايجى) 'আদু'দু'দ্-দীন 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন আহ্'মাদ ছিলেন একজন বিখ্যাত মুতাকাল্লিম, দার্শনিক এবং কতিপয় পুস্তিকার রচয়িতা। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তিকার টীকা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ আল-মাওয়াকি'ফ ফী 'ইলমি'ল-কালাম ; দর্শন ও 'আক'াইদ ইহার বিষয়বস্তু। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে 'আক'াইদ শিক্ষাদান-প্রচেষ্টামূলক "আল-'আক'াইদু'ল-'আদু'দিয়্যা" তাঁহার অপর একখানা সংক্ষিপ্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানির বহু ভাষ্য লিখিত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে দেখুন Brockelmann, G. A. L. ii. 267 প., Suppl. ii. 287 প.। আল-ঈজীর জীবনী সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়। আমরা শুধু জানি যে, তিনি ইরানের ফার্স প্রদেশের ঈজ নামক দুর্গ-শহরের বাসিন্দা ছিলেন, শীরায-এ শিক্ষক এবং ক'াদ'ী ছিলেন (দ্র. হ'াফিজ', দীওয়ান, সম্পা. Rosenzweig, iii. 242) এবং ৭৫৬/১৩৫৫ সালে ইন্তিকাল করেন।

Anonymus (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

'ঈদ (عيد) অর্থ উৎসব। 'আরব আভিধানিকগণ عود ধাতু হইতে শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং ইহাকে

[illegible] বারবার ফিরিয়া আসে—এই অর্থে ইহার ব্যাখ্যা করেন। [illegible] শব্দটি আরামী ভাষা হইতে গৃহীত। ধর্মীয় ব্যাপারে এরূপ শব্দ ব্যবহারের বহু নযীর রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সিরিয়াক 'ঈদা, 'এদা, 'ঈদ অর্থ উৎসব, ছুটির দিন। আল-কু'রআনের ৫ : ১১৪ আয়াতে "ঈদ" শব্দটির উল্লেখ আছে। 'ঈসা (আ) তাঁহার সন্দিগ্ধচিত্ত অনুসারীদের অনুরোধে আসমান হইতে খাদ্যসহ একটি দস্তরখান (مائدة) নাযিল করিবার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেন যেন পূর্বাপর সকলের জন্য সেই দিনটি পৌনঃপুনিক 'ঈদ (عيد)-রূপে পালিত হয়।

মুসলিম বৎসরে দুইটি বিধিবদ্ধ উৎসব আছে, একটি ১০ যু'ল-হি'জ্জাঃ দিবসে 'ঈদু'ল-আদ্'হা (দ্র.) বা কু'রবানীর উৎসব এবং অন্যটি ১ শাওওয়াল তারিখে 'ঈদু'ল-ফিত্'র (দ্র.) বা সি'য়াম শেষের উৎসব। উভয় উৎসবেই স'লাতু'ল-'ঈদ বা মুসলিম সমাজের সার্বজনীন স'লাত অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ওয়াজিব, মতান্তরে সুন্নাত। ইহাতে শুধু দুই রাক্'আত স'লাতের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সাধারণ স'লাতের সহিত ইহার প্রভেদ কেবল কয়েকটি অতিরিক্ত তাক্বীর-এ (প্রথম রাক্'আতে তাক্বীর তাহ্'রীমার পর তিনটি, মতান্তরে সাতটি তাক্বীর এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে রুকূ'-এর পূর্বে তিনটি, মতান্তরে কি'য়া'আতের পূর্বে পাঁচটি তাক্বীর)। স'লাতের পর ইমাম দুইটি খুত্'বাঃ দেন। এই স'লাতের জন্য বা খুত্'বার পূর্বে কোন আয'ান বা ইক'ামাত নাই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকিলে উন্মুক্ত স্থানে 'ঈদগাহে (মুস'াল্লা দ্র.) এই স'লাত উদ্যাপন শ্রেয়। প্রায়ই উন্মুক্ত 'ঈদগাহে ইহা অনুষ্ঠিত হয়, তবে অনেক সময় মসজিদেও হয়। সূর্যোদয় ও সূর্য মধ্য গগনে উপনীত হওয়ার মধ্যবর্তীকাল এই স'লাতের সময়।

উভয় উৎসব কার্যত তিন বা চারি দিন স্থায়ী হয়। মুসলিমগণ সাধারণত তখন নূতন পোশাক পরিধান করে। তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, মুবারকবাদ জানায়, আত্মীয়-বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং উপহার প্রদান করে। তাহারা কবরস্থান যিয়ারাত করে। এই সকল জনপ্রিয় পুণ্যময় রীতি 'ঈদু'ল-আদ্'হা অপেক্ষা 'ঈদু'ল-ফিত্'রে সাধারণত বেশী প্রতিপালিত হয়। রামাদ'ানের কষ্টসাধ্য সি'য়ামের সমাপ্তি উৎসব 'ঈদ অধিকতর আনন্দের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : কি'ক্হ গ্রন্থসমূহে স'লাতু'ল-'ঈদায়ন অধ্যায়; (১) Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, p. 126 প.; (২) Mittwoch, Zur Entstehungsgeschichte des islamischen Gebets und Kultus (Abhandl. d. K. Pr. Akad. d. Wiss., phil.—hist. Kl., 1913, No. 2), p. 19, 27 প., 40—41; (৩) E. W. Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians; (৪) M. d'Ohsson, Tableau general de l'Empire Othoman (Paris 1788), ii. 222—31 and 423—36; (৫) Sell, The Faith of Islam, 2nd ed. (London 1896), p. 318—26; (৬) Garcin de Tassy, Memoire sur les Particularites de la religion Musulmane dans l'Ined, 2nd ed. (Paris 1869), p. 60—71; (৭) Herklots, Qanoon-e-Islam, (London 1832), p. 261—269; (৮) Snouck Hurgronje, Het Mukkaansche Feest, p. 159 প.; (৯) ঐ লেখক, Mekka, ii. 91—97; (১০) ঐ লেখক, The Atchehnese, i. 237—244; (১১) ঐ লেখক, Het Gajoland (Batavia 1903), p. 325 প.; (১২) Doutte, Magie et Religion, chap. X.

E. Mittwoch (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'ঈদু'ল-আদ্'হা (عيد الاضحى) অর্থ কু'রবানী-র উৎসব। ইহা 'ঈদু'ল-কু'রবা বা 'ঈদু'ন-নাহ্'র নামেও অভিহিত। এই উপমহাদেশে ইহাকে বাক্'র 'ঈদ বা বাক্'রা-'ঈদ বলা হয়; তুরস্কে ইহা বুয়ুক-বায়রাম বা কু'রবান বায়রাম নামে পরিচিত। ضحية বা اضحية অর্থ উৎসর্গীকৃত পশু—যাহা এক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যাবহ' করা হয়, আত্মীয়-বন্ধু, বিশেষত দুঃস্থ-দরিদ্র (البائس الفقير, ২২ : ২৮) জনের মধ্যে যথা বিতরণ করিয়া আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক তাঁহার সান্নিধ্য (قرب বা قربان) লাভ করার চেষ্টা চালান হয়, এইরূপ সার্থক প্রচেষ্টার যে আত্মিক আনন্দ (عيد) তাহাই 'ঈদু'ল-আদ্'হা নামে আখ্যায়িত হয়। কু'রবানী উপলক্ষে সমর্থ বান্দাদের ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁহার সমর্থ-অসমর্থ সকল মেহমানের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন বলিয়া ইহাকে দি'য়াফাতুল্লাহ্ (ضيافة الله) বলা হয়। ইহা ১০ যু'ল-হি'জ্জাঃ, যেই দিন মিনা উপত্যকায় হ'াজ্জীগণ কু'রবানী করেন ও তৎপরবর্তী দুইদিনে, মতান্তরে তিনদিনে (আয়্যামু'ত-তাশ্‌রীক') অনুষ্ঠিত হয় (হ'াজ্জ ও তাশ্‌রীক' দ্র.)। এইদিনে মিনায় হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর অপূর্ব, অনুপম কু'রবানীর (৩৭ : ১০২-১০৭) অনুসরণে কেবল হ'াজ্জীদের জন্য নহে; বরং মুসলিম জগতের সর্বত্র সকল সক্ষম মুসলিমের জন্যও এই কু'রবানী করা সুন্নাত মুআক্কাদাঃ (মতান্তরে ওয়াজিব)-রূপে গণ্য। 'ঈদু'ল-আদ্'হা কু'রবানী এবং আনুষংগিক অনুষ্ঠানাদি হ'াজ্জ সমাপনরত মুসলিমদের সহিত ইসলামী দুন্‌য়ার সমস্ত মুসলিমের মনে একাত্মতার অনুভূতি জাগ্রত করে। কু'রবানী মানত করিলে ইহা অসমর্থ ব্যক্তির জন্যও অবশ্য কর্তব্য (ওয়াজিব) হয়। প্রত্যেক আযাদ মুসলিমের পক্ষে একটি দুম্বা, মেষ বা ছাগল অথবা এক হইতে সাতজনের পক্ষে একটি গরু বা উট কু'রবানী করা যায়।

কু'রবানীর পশু নির্ধারিত বয়সের হইতে হইবে ও কতগুলি দৈহিক ত্রুটি (কানা, খোঁড়া, কান-কাটা, শিং-ভাঙ্গা ইত্যাদি) হইতে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। স'লাতু'ল-'ঈদের পর হইতে কু'রবানীর সময় আরম্ভ হয়, পরবর্তী দুইদিন (মতান্তরে তিনদিন) স্থায়ী থাকে এবং শেষ দিনের সূর্যাস্তের সঙ্গে শেষ হয়। যিনি কু'রবানী করেন তিনি নিজেই যাব্‌হ' করা সুন্নাত, তাঁহার পক্ষে অন্য কেহ যাব্‌হ' করিলেও চলে। কু'রবানীর পশু যাব্‌হ' করিবার সময় সাধারণত পড়া হয় কু'রআনের দুইটি আয়াত—একটির অর্থ, "আমি আমার মুখ ফিরাইলাম যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তৎপ্রতি একনিষ্ঠভাবে এবং আমি মুশরিক নহি" (৬ : ৮০); অপরটির অর্থ, "অবশ্যই আমার স'লাত, আমার কু'রবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবই আল্লাহ্র জন্য—যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক, যাঁহার কোন শরীক নাই ইত্যাদি (৬ : ১৬৩—৬৪)। তারপর সাধারণত বলা হয়, "হে আল্লাহ্! এ পশু তুমিই দিয়াছ এবং তোমারই জন্য কু'রবানী করিতেছি, সুতরাং তুমি ইহা কা'বূল কর" ইত্যাদি। তারপর "বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলিয়া যাব্‌হ' করা হয়। "এই কু'রবানীর রক্ত আল্লাহ্র কাছে পৌঁছায় না, ইহার গোশ্‌তও না; বরং তাঁহার কাছে পৌঁছায়

কেবল তোমাদের তাক্'ওয়া" (২২ : ৩৭)। জাহিলিয়্যাঃ যুগে প্রতিমার গায়ে বলির রক্ত মাখান এবং গোশ্‌ত প্রতিমার প্রসাদরূপে বিতরিত হইত। কু'রবানী এই প্রথার মূলোচ্ছেদ করিল। আর এই তাক্'ওয়ার চূড়ান্ত অর্থ হইল মু'মিনের এই সংকল্প যে, প্রয়োজন হইলে সে তাহার সব কিছু এমন কি নিজের জীবনটিও আল্লাহ্‌র নামে কু'রবানী করিতে সদা প্রস্তুত, কারণ "আল্লাহ্ মু'মিনের জান-মাল ক্রয় করিয়াছেন জান্নাতের বদলে" (৯ : ১১১)। এইজন্য কু'রআনের এই নির্দেশ : "অনন্তর তোমার প্রতিপালক প্রভুর জন্য স'লাত আদায় কর এবং কু'রবানী কর" (১০৮ : ২)। হ'াদীছে' ইহার স্পষ্ট বিধান আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : দ্র. 'ঈদ প্রবন্ধ, ইহাতে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী ছাড়া হ'াদীছ' ও ফিক্'হ গ্রন্থে উদ্'হি'য়্যাঃ অধ্যায় দ্র.।

E. Mittwoch (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

'ঈদু'ল-ফিত'র (عيد الفطر) অর্থ রামাদ'ান-এর সি'য়াম (রূযাঃ) ভঙ্গের উৎসব। এই উৎসব ১ শাওওয়াল তারিখে উদ্‌যাপিত হয়। 'ঈদের দিনের পূর্বে যাকাতু'ল-ফিত্'র না দেওয়া হইলে এই দিন 'ঈদের স'ালাতের জন্য 'ঈদগাহে যাইবার পূর্বেই যাকাতু'ল-ফিত্'র বা স'াদাক'াতু'ল-ফিত্'র প্রদান করিতে হয়। এই স'াদাক'াঃ দুঃস্থগণকে এই 'ঈদ উৎসবে যোগদানের সুযোগ দেয়; ইহা সি'য়ামকে ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে পবিত্র করে। ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকের পক্ষ হইতে এই স'াদাক'াঃ আদায় করা ওয়াজিব। প্রধান খাদ্য গম, যব, আটা, খেজুর প্রভৃতি, এক এক স'া' (صاع) পরিমাণ (বুখারী ও মুসলিম) বা উহার মূল্য, মতান্তরে গমের অর্ধ স'া' দেওয়া ফারয-, মতান্তরে ওয়াজিব। স'া'-এর পরিমাণ সাধারণত ৩ সের ৯ ছটাক, মতান্তরে ২ সের ১২ ছটাক ধরা হয়। 'ঈদু'ল-ফিত্'রের স'ালাত-এর জন্য "ঈদ" দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী : 'ঈদ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ও ফিক্'হ গ্রন্থসমূহের যাকাতু'ল-ফিত্'র অধ্যায় দ্র.।

E. Mittwoch (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ঈমান (ايمان) দৃঢ় বিশ্বাস। ইসলামী পরিভাষায় হযরত মুহ'াম্মাদ (স') আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যে কিতাব প্রাপ্ত হন তাহাতে এবং তিনি যে পথ প্রদর্শন করেন উহাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাই ঈমান। 'আলিমদের এক শ্রেণীর মতে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত উহা মুখে উচ্চারণ করাও ঈমানের অঙ্গীভূত। মতান্তরে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস,- মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং 'আমাল স'ালিহ' অর্থাৎ সৎ কর্ম—এই তিনের সমন্বয়ে হয় ঈমান।

কু'রআন ও হ'াদীছে' যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনিবার নির্দেশ দান করা হইয়াছে, উহা প্রধানত নিম্নরূপ :

(১) আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত অন্য কোন "মা'বূদ" বা উপাস্য নাই; মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার বান্দাহ্ (দাস) ও রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করা;

(২) আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যে পরিণত করিবার জন্য ফিরিশ্‌তাগণ নিযুক্ত রহিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করা;

(৩) মানব সৃষ্টির শুরু হইতে শেষ নবী মুহ'াম্মাদ (স') পর্যন্ত আল্লাহ বিভিন্ন যুগে মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য যেই সকল কিতাব বা ধর্মগ্রন্থ নাযিল করিয়াছেন তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা;

(৪) ঐ সমস্ত ধর্ম গ্রন্থে আল্লাহ্‌র আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ মানুষের মধ্য হইতে যেই সকল নাবী (সংবাদবাহক-Prophet) ও রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাদের নুবুওয়াত-এ বিশ্বাস করা;

(৫) আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা;

(৬) ভালমন্দ নির্ধারণ (তাক্'দীর) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে বলিয়া বিশ্বাস করা এবং

(৭) শেষ বিচারের দিনে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করা।

উপরিউক্ত বিষয়গুলির প্রতি যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাকে মু'মিন বা বিশ্বাসী বলা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলিতে বা উহাদের মধ্যে কোন একটিতে অবিশ্বাস করে তাহাকে কাফির বা অবিশ্বাসী বলা হয়। ঈমান ইসলামের প্রধান ও প্রাথমিক ভিত্তি, ঈমান ব্যতীত কোন 'আমালই আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না।

কু'রআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে "ঈমান" ও "ইসলাম" একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার কোথাও কোথাও "ঈমান" ও ইসলাম" ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। ইহার মূল কারণ এই, যে-স্থানে ইসলামে উহার আভিধানিক অর্থে (মানিয়া লওয়া ও স্বীকার করা) ব্যবহৃত হইয়াছে তথায় ঈমান ও ইসলাম একার্থবোধক। পক্ষান্তরে যেখানে ইসলাম পারিভাষিক (ধর্মীয় যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান, আদেশ-নিষেধ ও রীতি-নীতি পালন) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তথায় ঈমান ও ইসলাম ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস হওয়া সম্পর্কে 'আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন 'আলিমের মতে, যেহেতু ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাসের সহিত সম্পর্কিত, সেহেতু উহাতে কোনরূপ ঘাটতি-বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। অপরপক্ষে যাঁহারা 'আমাল-কে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তৃতীয় দলটি ঈমানের বৃদ্ধি স্বীকার করেন, কিন্তু মৌলিক ঈমানের হ্রাস হওয়া স্বীকার করেন না। কু'রআনের বিভিন্ন আয়াতে ঈমানের বৃদ্ধি সম্পর্কে উল্লেখ রহিয়াছে। এক আয়াতে বলা হইয়াছে, "ইহাতে তাহাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পাইল" (৩৩ : ২২)। পূর্ণ ঈমানদারের কথা উল্লেখ করিয়া নবী (স') বলিয়াছেন, "কেহই পূর্ণ ঈমানদার হইতে পারে না যতক্ষণ আমি তাহার নিকট তাহার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানব হইতে অধিকতর প্রিয় না হই" (বুখারী, ২খ.)।

সর্বোত্তম ঈমান সম্পর্কে নবী (স') বলিয়াছেন, "ঈমানের সত্তরের ঊর্ধ্বে শাখা রহিয়াছে। উহার সর্বোত্তম শাখা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং ক্ষুদ্রতম শাখা রাস্তা হইতে কন্টকাদি বস্তু অপসারণ করা, আর লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি শাখা" (মুসলিম, ১ম খণ্ড)। যাঁহারা ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি আক্ষরিকভাবে মানেন না, তাঁহাদের মতে ঈমানের বৃদ্ধির অর্থ ঈমান সবল হওয়া এবং হ্রাসের অর্থ দুর্বল হওয়া।

ঈমানের পরিমাণ কমই হউক বা বেশীই হউক, ঈমানদার ব্যক্তি আখিরাতে এক সময় জান্নাতবাসী হইবেই। হ'াদীছ' শারীফে বর্ণিত আছে, যাহার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমানও বিদ্যমান থাকিবে তাহাকেও (জাহান্নাম হইতে মুক্তির পর) জান্নাতে স্থান দেওয়া হইবে (বুখারী, পৃ. ১১)। অপর এক হ'াদীছে' বর্ণিত আছে, নবী (স') বলিয়াছেন : যে-ব্যক্তি "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই"—এই বিশ্বাস অন্তরে রাখিয়া মরিবে সে জান্নাতবাসী

হইবে (মুসলিম, ১খ, ৪১)। অবশ্য পাপ কর্মের অনুপাতে তাহাকে প্রথমে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, যদি আল্লাহ্ চাহেন।

কাবীরাঃ গুনাহ (মহাপাপ)-এর কারণে বান্দাহ্ ঈমানহারা হইবে কিনা, সেই সম্পর্কে 'উলামার মধ্যে মতভেদ আছে। খারিজী সম্প্রদায়ের মতে, কাবীরাঃ গুনাহের কারণে বান্দা কাফির হইয়া যায়। মু'তাযিলীদের মতে, সে না মু'মিন থাকিবে আর না কাফির বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুন্নী সম্প্রদায়ের মতে, সে মু'মিনই থাকিবে। কেননা তাঁহাদের মতে ঈমান অন্তরে বিশ্বাসের ব্যাপার, আর 'আমাল ঈমানের পরিপূরকমাত্র। তাই যদি কেহ মহাপাপও করে, কিন্তু তাহার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস বা ঈমান বজায় থাকে তাহা হইলে সে মু'মিনই থাকিবে, কাফির হইবে না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কাশ্শাফ, ইস্তিলাহাতি'ল-ফুনূন, ১খ, ৯৪; (২) Dictionary of Islam, পৃ. 204-205; (৩) The Religion of Islam, পৃ. 37-47; (৪) শারহ'ল-মাওয়াকিফ, পৃ. ২৭৯-২৮০; (৫) আক'াইদ নাসাফী, পৃ. ৯০-৯৬; (৬) বুখারী ও মুসলিম।

মুহম্মদ 'আলাউদ্দীন আল-আযহারী

'ঈসা (عيسى) ('আ), বাইবেলে যাঁহার নাম Jesus Christ, এবং বাংলায় যীশু খৃস্ট বা সংক্ষেপে যীশু; 'ঈসা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ (যথা Maracci, ii. 39, Landauer, Noldeke, in ZDMG, xli. 720) বলেন, য়াহূদীগণ Jesus-কে Esau বলিত (তু. Lammens, in আল-মাশ্‌রিক', i. 334)। কিন্তু যে Esau ছিলেন Jacob-এর যমজ ভ্রাতা (Genesis 25 : 25), বোধ হয় তাঁহার সঙ্গে প্রথমোক্ত Esau-এর কোন সম্পর্ক নাই। অন্যদের (J. Derenbourg, in REJ, xviii. 126, Frankel, in WZKM, iv. 334, Vollers, in ZDMG, xlv. 352, Nestle, Dict. of Christ and the Gospels, i. 861) মতে স্বাভাবিক ধ্বনিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সুর্‌য়ানী, সিরীয় অথবা হিব্রু ভাষা Yeshu' হইতে 'ঈসা-র উদ্ভব হইয়াছে। বায়দ'াবী (বায়দ'াবী, মিসর ১৩৫৮/১৯৩৯, ১খ, ১৩৮-৩৯) ৩ : ৪৫-এর ব্যাখ্যায় এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে হিব্রু يشوع। 'আরবীতে عيسى-এর রূপ লাভ করিয়াছে। সায়্যিদ মাহ্'মূদ আলূসী (তাফ্‌সীর রূহ'ল-মা'আনী)-র মতে عيسى অর্থ সায়্যিদ বা প্রভু, উৎপত্তি পূর্বোক্ত রূপ।

কু'রআনে 'ঈসা ('আ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত : কু'রআনে 'ঈসা ('আ)-এর জন্ম সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তাহা এইরূপ : 'ইমরান-এর স্ত্রী তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানকে বায়তু'ল-মাক্'দিস-এর খিদমাত ও আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতের জন্য উৎসর্গ করিবার মানত করিলেন। কিন্তু তাঁহার জন্মিল কন্যা; তবে আল্লাহ নবজাত কন্যাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন (৩ : ৩৭)। নবী যাকারিয়্যা ('আ) লটারীর (يلقون اقلامهم) মাধ্যমে মার্‌য়ামের অভিভাবক মনোনীত হইলেন। আল্লাহ্-ভক্ত মার্‌য়াম সদা বায়তু'ল-মাক্'দিসের একটি কক্ষে (محراب) 'ইবাদাতে মশ্‌গুল থাকিতেন। যাকারিয়্যা যখনই মার্‌য়ামের কক্ষে যাইতেন তখনই দেখিতেন, তাঁহার কাছে কিছু সুস্বাদু খাবার মওজুদ রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, এই খাবার সরাসরিভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত (من عند الله)। আল্লাহ্‌র আদেশে একদিন জিব্‌রীল সুদর্শন পুরুষের (بشرا سويا) আকৃতিতে আবির্ভূত হইয়া মার্‌য়ামকে সুসংবাদ প্রদান করিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্ব-নারীকুলের সেরারূপে মনোনীত করিয়াছেন এবং তাঁহার পুণ্যময় গর্ভে আল্লাহ্‌র "কালিমাঃ" (كلمة)-রূপে জন্মলাভ করিবেন নবী 'ঈসা ইব্‌ন মার্‌য়াম ('আ)। পুরুষ সংসর্গ ব্যতিরেকে কিরূপে সন্তান হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে ফিরিশ্‌তা বলিলেন : অর্থাৎ "এমনিতেই হইবে।" আল্লাহ্ বলেন, "আমার জন্যে ইহা খুবই সহজ; আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন كُنْ (হও) বলিলেই তাহা হইয়া যায়" (৩ : ৪৭)। ফিরিশ্‌তা আরও বলিলেন, "এই সন্তান হইবে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত (وجيها—৩ : ৪৫), নাম হইবে المسيح عيسى بن مريم (Gospel-এর Messiah), আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্যতম, তিনি লোকদের সহিত বাক্যালাপ করিবেন শৈশবে (في المهد) এবং পরিণত বয়সে (و كهلا— ৩ : ৪৭); আল্লাহ তাঁহাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হি'ক্‌মাঃ, তাওরাত এবং ইন্‌জীল (৩ : ৪৭), এবং তিনি হইবেন বানূ ইস্‌রাঈল-এর নিকট প্রেরিত রাসূল" (৩ : ৪৮)।

অতঃপর মার্‌য়াম কিছু দূরে (مكانا قصيا—১৯ : ২২) পর্দা (حجاب)-র আড়ালে নির্জনবাস অবলম্বন করিলেন (ইহা সম্ভবত অপবাদ এড়াইবার জন্য; বস্তুত য়াহূদীরা অবৈধ সন্তানের মা বলিয়া তাঁহার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করিয়াছিল (৪ : ১৫৬ بهتانا عظيما) । সেইখানে একটি খেজুর গাছের ছায়ায় 'ঈসা ('আ)-এর জন্ম হয় (১৯ : ২৩)। আল্লাহ্ সেইখানে একটি নহর প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তাজা খেজুর এবং নহরের সুস্বাদু পানি খাইয়া তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে বলা হইল, কাহারও সহিত দেখা হইলে বলিবে, "আজ আমি স'াওম পালন করিতেছি, কোন মানুষের সহিত কথা বলিব না।" নবজাত সন্তানকে লইয়া মার্‌য়ামকে লোকালয়ে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলা হইল, "তুমি ত এক অদ্ভুত কাজ করিয়াছ! তোমার পিতা ত দুশ্চরিত্র ছিল না, তোমার মাতা ত ভ্রষ্টা ছিল না" (১৯ : ২৮)। মার্‌য়াম তদুত্তরে শিশুর দিকে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা বলিল, "একটি সদ্যজাত শিশুর সহিত কিরূপে আমরা আলাপ করিব?" শিশু 'ঈসা তখন বলিলেন, "আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, আল্লাহ্ আমাকে কিতাব প্রদান করিয়াছেন, নাবীর পদ দিয়াছেন, যেখানেই থাকি আমাকে তিনি বরকতময় (مبارك) করিয়াছেন, আজীবন স'ালাত অনুষ্ঠানের এবং যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়াছেন, তিনি আমাকে মায়ের সহিত শিষ্টাচারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, হতভাগ্য অত্যাচারীরূপে সৃষ্টি করেন নাই, ইত্যাদি (১৯ : ৩০-৩৩)।"

বাইবেলে 'ঈসা (আ)-এর জন্ম কথা : Mark এবং John এই দুই সাধু apostle-এর Gospel-এ যীশুর জন্মকথা পাওয়া যায় না। Matthew এবং Luke-এর Gospel-এ সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় বটে, তবে এই দুইয়ের বিবরণে মিল অপেক্ষা গরমিলই বেশী। Matthew-এর মতে যীশুর মাতা Mary ছিলেন Joseph-এর বাগদত্তা। কুমারী অবস্থায় গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় যোসেফ তাঁহাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলে স্বর্গীয় দূত স্বপ্নযোগে তাঁহাকে বলিলেন, এই গর্ভ স্বর্গীয় কারণে হইয়াছে। সুতরাং যোসেফ নিরুদ্বেগে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু প্রসবের পূর্বে তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন না। জন্মের পর তাঁহার নাম রাখিতে হইবে Jesus (ত্রাণকর্তা), স্বর্গীয়-দূত এই কথাও তাঁহাকে বলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন,

Prophet এর মাধ্যমে Lord যে ঘোষণা দিয়াছেন, এই সকল ঘটনার মাধ্যমে তাহাই বাস্তবায়িত হইয়াছে। ঘোষণাটি ছিল এই যে, "কুমারী গর্ভধারণ করিবে এবং পুত্র প্রসব করিবে যাহার নাম হইবে Emmanuel (Jesus নয় ?)-অর্থাৎ God আমাদের সঙ্গে আছেন। Judaea-র অন্তর্গত Bethlehem-এ Jesus-এর জন্ম হয়। রোমান সম্রাটের গভর্নর Herod তখন Judaea-র শাসনকর্তা। প্রাচ্য দেশীয় গণৎকার (astrologer)-গণ তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, "য়াহূদীদের ভাবী রাজার জন্মসূচক নক্ষত্রের উদয় দেখিয়া আমরা তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আগমন করিয়াছি।" হেরড য়াহূদী যাজক এবং পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, Lord-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বেতলেহেমে তাঁহার জন্মলাভ ঘটিবে এবং তিনি হইবেন য়াহূদীদের Shepherd (মেষপালক) অর্থাৎ রাজা। Herod খুবই উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি গণৎকারগণকে বেতলেহেমে নবজাত শিশুর সন্ধান লইতে বলিলেন, সন্ধান পাইলে তাহাকে বলিতে অনুরোধ করিলেন যাহাতে তিনিও শিশুটির প্রতি আনুগত্য (homage) প্রকাশ করিতে যাইতে পারেন। সেই নক্ষত্রটি গণৎকারগণকে পথ দেখাইয়া গন্তব্যস্থানে লইয়া গেল। তাহারা যথারীতি উপঢৌকনাদি দিয়া Jesus-কে প্রণতি জ্ঞাপন করিল, কিন্তু স্বপ্নযোগে নিষেধাজ্ঞা লাভ করিয়া তাহারা আর হেরডের কাছে গেল না, ভিন্ন পথে ফিরিয়া গেল। হেরড ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন বেতলেহেম এবং সন্নিহিত এলাকায় যাহাদের জন্ম এইরূপ দুই বৎসর এবং তন্নিম্ন বয়স্ক সমস্ত বালককে হত্যা করিতে হইবে। স্বপ্নযোগে জোসেফ আদেশ পাইলেন, শিশুকে ও তাহার মাতাকে লইয়া মিসরে পলাইয়া যাইতে এবং যদ্দিন হেরডের মৃত্যু না হয় তদ্দিন সেইখানে অবস্থান করিতে। হেরডের মৃত্যুর পর জোসেফ তাহাদিগকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন বটে, তবে তিনি Galilee-র অন্তর্গত Nazareth অঞ্চলে বসবাস শুরু করিলেন, হেরডের পুত্রের ভয়ে বেতলেহেমে ফিরিতে সাহস করিলেন না। এইজন্য যীশুকে Nazarene-ও বলা হয়। এই সকল ঘটনা পূর্ববর্তী নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ঘটিল (Matthew, 1 : 18 , 2 : 1—23)।

Luke-এর বর্ণনা নিম্নরূপ : গ্যালিলীর অন্তর্গত Nazareth হইতে জোসেফ তাঁহার বাগদত্তা Mary-কে লইয়া বেতলেহেম নামক city of David-এ গেলেন রোমান সম্রাটের আদেশক্রমে নাম রেজিস্ট্রীর দায়িত্ব পালনের জন্য। মেরী ছিলেন আসন্নপ্রসবা। সেইখানেই Mary-র প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। স্থানাভাবের দরুন নবজাতককে একটি পশু-খাদ্যাধারে (Manger) কাপড় জড়ানো অবস্থায় রাখা হয়। Luke-এর এই বর্ণনায় দেখা যায়, পূর্ববর্তীতে ফিরিশতা সরাসরি Mary-এর কাছে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "God আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছেন, আপনি গর্ভধারণ করিবেন এবং একটি পুত্র লাভ করিবেন, তাঁহার নাম হইবে Jesus, উপাধি হইবে Son of the Most High অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিতের পুত্র। God তাঁহাকে তাঁহার ঊর্ধ্বতন পুরুষ David (দাঊদ-'আ)-এর রাজাসন দান করিবেন, তিনি ইস্রাঈল বংশের রাজা হইবেন চিরকালের জন্য, তাঁহার রাজত্বের অবসান হইবে না।" মেরী বলিলেন, "তাহা কেমন করিয়া হইবে ? আমি ত কুমারী (virgin)।" ফিরিশতা বলিলেন, "The Holy Spirit will come upon you" অর্থাৎ পবিত্রাত্মা আপনার উপর বর্তিবে, মহামহিমময়ের ক্ষমতা আপনার উপর ছায়াপাত (overshadow) করিবে, এই কারণে নবজাতককে বলা হইবে Son of God।" এই উপলক্ষে ফিরিশতা Mary-কে আরও সংবাদ দিলেন, "তাঁহার আত্মীয়া Elizabeth (Zechariah-এর স্ত্রী) বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও অতি বৃদ্ধ বয়সে গর্ভধারণ করিয়াছেন, কারণ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি কখনও বিফল হয় না।" ফিরিশতা অন্তর্ধান হইল। স্থানীয় চারণভূমিতে ফিরিশতার মেষপালকগণের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "আজ city of David-এ তোমাদের ত্রাণকর্তার জন্ম হইয়াছে। তাহার লক্ষণ হইল এই যে, তাঁহাকে তোমরা নবজাতকের বস্ত্রাবৃত অবস্থায় একটি manger-এ রক্ষিত দেখিতে পাইবে।" কালবিলম্ব না করিয়া মেষপালকগণ ত্রাণকর্তাকে দেখিতে চলিল এবং তাঁহার প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া ফিরিল। জন্মের অষ্টম দিবসে যীশুর খাত্না (ত্বকচ্ছেদ) সম্পন্ন হইল। আবশ্যকীয় আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা সাধনের পর, মূসা ('আ)-এর বিধান অনুযায়ী আল্লাহ্‌র কাছে উৎসর্গ করিবার জন্য জেরুযালেমের উপাসনালয়ে (Temple) শিশুকে আনয়ন করা হইল, কারণ "প্রথম পুত্র সন্তান আল্লাহ্‌র মালিকানায় গণ্য হইবে" (deemed to belong to the Lord)। জেরুযালেমে অবস্থানকালে Simeon নামক এক সাধু ব্যক্তি এবং Prophetess Anna শিশুকে ভাবী ত্রাণকর্তারূপে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন এবং প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা প্রেরণের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিধানানুযায়ী সমস্ত আনুষ্ঠানিক কর্ম সম্পাদনের পর শিশুকে লইয়া তাঁহারা Nazareth-এ ফিরিয়া আসেন। ক্রমে শিশু বর্ধিত হইতে থাকেন এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ হন (Luke 1 : 26—37 , 2 : 1, 40)।

যীশুর বংশ পরিচয় : Matthew এবং Luke—এই দুই Gospel-এ যীশুর বংশ পরিচয় সবিস্তার দেওয়া হইয়াছে। তিনি Son of David, Son of Abraham-রূপে কথিত হইয়াছেন এবং বলা হইয়াছে, যীশু এবং ইব্রাহীমের মধ্যে বিয়াল্লিশ পুরুষ (Generation)-এর ব্যবধান অর্থাৎ ইব্রাহীম এবং দাঊদ ('আ)-এর মধ্যে ১৪ পুরুষ, দাঊদ এবং বেবিলনের বন্দীদশার মধ্যবর্তী সময়ে ১৪ পুরুষ এবং বন্দীদশার পর হইতে যীশুর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত আরও ১৪ পুরুষ (Math 1 : 1—17)। Matthew-তে বংশ-তালিকা অবরোহণ প্রণালীতে (যথা Abraham was the Father of Isaac, Isaac of Jacob, Jacob of Judah ইত্যাদি) বিন্যস্ত, কিন্তু Luke-এ (3 : 23-38) তাহা আরোহণ পদ্ধতিতে সন্নিবিষ্ট (যথা Jesus s/o Joseph, s/o Heli, son of Matthat ইত্যাদি)। পুরুষপরম্পরার যে-নামতালিকার উল্লেখ এই দুই Gospel-এ আছে, তাহাতে যথেষ্ট গরমিল পরিলক্ষিত হয়।

চারটি Gospel-এর কোনটিতে যীশুর জন্ম তারিখ পাওয়া যায় না। খৃস্টীয় গির্জাধিকারিগণ ২৫ ডিসেম্বর তাঁহার জন্ম তারিখ নির্দেশ এবং সেইদিন জন্মোৎসব পালন করেন। Bishop Barnes (Rise of Christianity, p. 79) বলেন, এই তারিখ অসম্ভাব্য। যীশুর শৈশব এবং কৈশোর কিভাবে অতিবাহিত হইল সেই সম্বন্ধে Luke কয়েকটি মাত্র কথা বলিয়াছেন (২ : ৪১-৫২)।

যীশুর পিতামাতা প্রতি বৎসর Passover feast উপলক্ষে জেরুযালেম যাইতেন। যীশুর বয়স যখন মাত্র বার বৎসর, তখন একবার জেরুযালেম হইতে ফিরিবার সময় দেখা গেল যাত্রীদলে যীশু নাই। সে জেরুযালেমে রহিয়া গিয়াছে, ইহা তাঁহারা জানিতে

করেন নাই। ইতিমধ্যে তাঁহারা পূর্ণ একদিনের পথ অতিক্রম করিয়াছেন। সুতরাং যীশুর পিতামাতা যীশুর খোঁজে আবার জেরুযালেম ফিরিয়া আসিলেন। তিন দিন পর দেখা গেল, যীশু temple-এ পুরোহিত ও পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ-আলোচনায় রত। যীশু যে সকল প্রশ্ন করিতেছিলেন বা প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার যে প্রজ্ঞা প্রকাশ পাইল তাহা সকলকে বিস্মিত করিল। যীশুর মাতা তাঁহাকে তাঁহার আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমাকে খুঁজিবার কি প্রয়োজন ছিল?" Wist ye not that I must be about my father's business" অর্থাৎ আপনারা কি চাহেন না আমি পিতৃ-অর্পিত কর্তব্য পালন করি? যীশুর মাতা এই কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু মনের মণিকোঠায় তাহা (আরও সকল কথাসহ) সযত্নে করিয়া রাখিলেন। এইভাবে যীশু জ্ঞানে ও আকারে এবং আল্লাহ্ ও মানুষের অনুগ্রহের মধ্যে বর্ধিত হইতে লাগিলেন।

যীশু সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব : একমাত্র Luke (3 : 33)-এ দেখা যায়, যীশু ৩০ বৎসর বয়সে তাঁহার ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, তাঁহার প্রচারকালের দৈর্ঘ্য এবং মৃত্যু (?)-কালে তাঁহার বয়স কত ছিল, একটি Gospel-এ-ও তাহা উল্লিখিত হয় নাই। বলা হয়, সমসাময়িক ইতিহাস যীশুকে কোন গুরুত্ব দেয় নাই। একে ত তাঁহার প্রচারকাল ছিল অনুমান দুই কিংবা তিন বৎসর। অন্যপক্ষে ফিলিস্তীনের গুটি-কতেক জনপদের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তাঁহার কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল (Encyclo, Britannica-Jesus প্রবন্ধ)। সুতরাং যীশু-সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য কমই পাওয়া যায়। Gospel-এর রচয়িতা-চতুষ্টয় দৃশ্যত খৃস্ট ধর্মের বুনিয়াদী কয়েকটি কথার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের বর্ণনায় যীশুর পুত্রত্ব (Sonship of God), তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, তাঁহার প্রচারের ধরন এবং বিষয়বস্তু, আর তাঁহার আত্মদানের কথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যীশুর পূর্ণ ইতিবৃত্ত সংকলন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

যীশুর ধর্ম প্রচার : বাইবেলের বর্ণনানুসারে 'Zechariah-এর পুত্র John (يحيى) the Baptist যীশু-র অগ্রদূতরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার আগমনের পথ পরিষ্কার করেন (Matthew 3 : 1)। John, বাইবেলের বর্ণনায়, Judea-র মরু অঞ্চলে (wilderness) প্রচার শুরু করিলে বিস্তর লোক তাঁহার অনুগামী হয়, তিনি তাহাদিগকে জর্ডান নদীর পানি দ্বারা baptize (পরিশুদ্ধ করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রদায়ভুক্ত) করিলেন এবং বলিলেন, "আমার পরে যিনি আসিবেন, তিনি আমা অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী। আমি তাঁহার পদদ্বয় হইতে পাদুকা খুলিয়া লইবার যোগ্য নহি। তিনি তোমাদিগকে Holy Spirit এবং আগুন দ্বারা baptize করিবেন" ইত্যাদি (Matthew, 3 : 11—12)। অতঃপর যীশু আসিয়া John কর্তৃক জর্ডান নদীর পানিতে baptized হইলেন এবং যেইমাত্র তিনি অবগাহন শেষ করিলেন, তিনি দেখিলেন স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল এবং স্বর্গীয় দূত একটি কপোতের আকারে তাঁহার উপর নামিয়া আসিল। তখন স্বর্গ হইতে একটি ধ্বনি হইল "This is my Son, my Beloved, on whom my favour rests." অর্থাৎ এই আমার পুত্র, আমার প্রিয়, যাহার উপর আমার অনুগ্রহ স্থিতি করিবে। অতঃপর Spirit তাঁহাকে মরুপ্রান্তরে লইয়া গেলেন যাহাতে তিনি শায়ত্বান দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারেন। সেখানে চল্লিশ দিবারাত্রি রোযাব্রত উপবাসে যীশু কৃশ হইয়া পড়িলেন। শায়ত্বান তাঁহাকে বলিল, "তুমি যদি আল্লাহ্‌র সন্তান হও তবে এই পাথরগুলিকে রুটিতে রূপান্তরিত হইয়া যাইতে বল।" যীশু বলিলেন, "মানুষ কেবল রুটি খাইয়া বাঁচিতে পারে না, God যাহা উচ্চারণ করেন, তাহার প্রত্যেকটি শব্দই তাহার জীবিকাস্বরূপ।" এইভাবে নানা ছলে শায়ত্বান তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করে। উত্তরেই Scripture (আল্লাহ্‌র বাণী) উদ্ধৃত করিতে থাকে। অবশেষে শায়ত্বান হার মানে এবং পলায়ন করে। মার্‌য়ামের মাতা মার্‌য়াম এবং তাঁহার বংশধরকে শায়ত্বানের কুহক হইতে রক্ষার খাতিরে আল্লাহ্‌র শরণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

Herod যখন John the Baptist-কে গ্রেফতার করে তখন যীশু Nazareth ত্যাগ করিয়া Galilee সাগরের তীরবর্তী Capernaum-এ বাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তথায় তাঁহার message ঘোষণা করিলেন : "Repent, for the Kingdom of God is upon you" অর্থাৎ অনুতাপ কর, কারণ God-এর রাজ্য তোমাদের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি Synagogue (য়াহূদীদের গির্জা)-য় এই সুসংবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে তাহাদের নানা রোগব্যাধি হইতে অলৌকিকভাবে আরোগ্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে সিরিয়াময় তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। Galilee এবং Ten towns, জেরুযালেম, Judea এবং ট্রান্সজর্ডান হইতে আগত বিশাল জনতা তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতায় আকৃষ্ট হইয়া প্রচার সফরে তাঁহার অনুগামী হইতে লাগিল। এই সময় তিনি তাঁহার Sermon on the Mount (পাহাড়ের উপর হইতে প্রদত্ত ভাষণ) দান করেন। ইহার বিষয়বস্তু ছিল "Who is truly blest" অর্থাৎ কে সত্যিকারের আশীর্বাদপ্রাপ্ত; তাহারাই আশীর্বাদ-প্রাপ্ত যাহারা আত্মাতে দীন হীন (poor in spirit), যাহারা অমায়িক প্রকৃতিবিশিষ্ট, যাহারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করে, যাহাদের অন্তর পবিত্র, যাহারা সত্যের খাতিরে নির্যাতন ভোগ করে ইত্যাদি (Matthew, 4 : 12—25, 5 : 1—10)। তিনি প্রথমত কয়েকজন ধীবরকে তাঁহার অনুসরণ করিবার আহ্বান জানান এবং তাহারা তাহাদের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগামী হয় (Matthew, 4 : 18—22)। কু'রআনের বর্ণনায় দেখা যায়, যীশু যখন অনুভব করিলেন য়াহূদীরা তাহার বিরোধিতা করিবে তখন তিনি বলিলেন, "কে আল্লাহ্‌র পথে আমার সাহায্যকারী হইবে?"

হাওয়ারীরা বলিল: نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ অর্থাৎ আমরাই হইব আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করিলাম (৩ : ৫২)। এইরূপে যীশুর প্রচার শুরু হইল।

কু'রআনে (৩ : ৪৫, ৪৮) 'ঈসা (আ)-এর কয়েকটি অলৌকিক ক্রিয়ার উল্লেখ রহিয়াছে, যথা : (ক) নবজাতকের মুখে কথা, (খ) কাদার তৈরী পাখিতে প্রাণ সঞ্চার, (গ) জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে আরোগ্য করা, (ঘ) মৃতকে জীবিত করা, (ঙ) কাহার ঘরে কে কি খাইল এবং সঞ্চয় করিল তাহা বলিয়া দেওয়া এবং (চ) আসমান হইতে খাদ্য (مَائِدَة) সরবরাহ চাহিয়া লওয়া (৫ : ১১৪), কারণ আল্লাহ্‌র ক্ষমতা এবং 'ঈসা (আ)-এর সত্যতা যাচাই করিবার জন্য হাওয়ারীগণ ইহা চাহিয়াছিল। চারিটি Gospel-এ যীশু সম্পাদিত অলৌকিক

বহু ক্রিয়ার উল্লেখ রহিয়াছে, যথা পানিকে মদ্যে পরিণত করা, ভূত ছাড়ানো (Mark 1-3; 16-9; Casting out devil, unclean spirit), অতি সামান্য খাদ্য দিয়া পাঁচ হাজার (বারান্তরে চার হাজার) অনুসারীকে পর্যাপ্ত পরিমাণ আহার করাইবার পরও বিস্তর খাদ্য অবশিষ্ট থাকা (Matth. 14 : 31-21; 15 : 32-38), বাতাস ও সমুদ্রকে তিরস্কার করিয়া ঝড় বন্ধ করা (Matth. 8 : 23-27), অন্ধাত্বতা এবং কুষ্ঠরোগ ছাড়াও অন্যান্য ব্যাধি, যথা মৃগী, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, শোথ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ইত্যাদি নিরাময় করা (Matth. 4 : 23-24)। তবে আরোগ্য লাভের শর্ত ছিল যীশুতে বিশ্বাস। দৃঢ় বিশ্বাসের বলে যীশুর মনোনীত শিষ্যগণও আরোগ্য সাধনের বিশেষ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন।

'ঈসা ('আ) কি প্রচার করিতেন? কু'রআানে তাঁহাকে তাওরাতের প্রত্যায়নকারী (مصدق) বলা হইয়াছে। বাইবেলে এই কথার সমর্থন দেখা যায়। যীশু বলেন, "কখনও মনে করিও না, আমি আইন এবং নবীগণকে উৎখাত করিতে (to abolish Law and the Prophets) আসিয়াছি,..আমি বরং উহাকে পূর্ণত্ব প্রদান (fulfil) করিব।" ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় যে সকল অনুশাসনের কথা যীশুর মুখে শোনা যায়, যেমন চুরি করিও না, হত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না ইত্যাদি পূর্বেই তাওরাতে নাযিল হইয়াছিল। যীশু কোন নূতন আইন বা জীবন-বিধান প্রবর্তন করেন নাই। তবে পূর্ববর্তী বিধানের পূর্ণত্ব প্রদান উদ্দেশ্যে তিনি কতেক উচ্চাঙ্গের নৈতিক উপদেশ দিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

যীশু বলিলেন, "আমাদের পিতৃ-পিতামহকে বলা হইয়াছিল, হত্যা করিও না," কিন্তু আমি বলি, "কেহ তাহার ভাইয়ের জন্য মনে যদি ক্রোধ পোষণ করে..তাহাকে গালি দেয়..এমন কি তাহার প্রতি অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গি করে..তাহা হইলেও তাহাকে নরকের শাস্তি পাইতে হইবে।" "কিছু উৎসর্গ (gift, sacrifice) করিতে গিয়া হঠাৎ যদি মনে পড়ে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের একটি অভিযোগ আছে, তৎক্ষণাৎ যাও এবং ভাইয়ের সঙ্গে আপোষ করিয়া আইস, উৎসর্গ পরে হইবে।" "কেহ তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করিলে আদালতে যাইবার পথেই মীমাংসা করিয়া ফেল" (Matth. 5 : 17-26)। "তোমরা শুনিয়াছ, ব্যভিচার করিও না।" কিন্তু আমি বলি, "যদি কেহ লালসাপূর্ণ চোখে কোন মেয়ের দিকে তাকাইল সে তাহার অন্তরে ব্যভিচারী হইল।" "তোমার ডান চক্ষু যদি তোমার ক্ষতিসাধন করে তাহা উপড়াইয়া ফেল, ডান হাতটি অপরাধমূলক কাজ করিলে তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দাও। সারা দেহ নরকে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা অঙ্গচ্ছেদ হইবে শ্রেয়" (Matth. 5 : 27-30)। পূর্বপুরুষগণকে বলা হইয়াছিল, "যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ (divorce) করে, তবে তাহাকে একটি পরিত্যাগপত্র (note of dismissal) দিতে হইবে।" আমি বলি, "অসতীত্ব ব্যতীত অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে সে তাহাকে ব্যভিচারে লিপ্ত করিল। পরিত্যক্ত কোন স্ত্রীকে বিবাহ করিলে সেও ব্যভিচারে লিপ্ত হইল" (Matth. 5 : 31-32)। "স্বামী আর স্ত্রী এক দেহ-বিশেষ (one flesh); God যাহাদিগকে যুক্ত করিয়াছে, মানুষ তাহাদিগকে বিযুক্ত করিতে পারে না।" তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে বলা হইয়াছিল, "শপথ ভঙ্গ করিও না।" আমি বলিব, "শপথ আদৌ করিবে না".."হাঁ অথবা না"—এই সহজ সোজা কথাটি বলিবে, ইহার অধিক শায়তানের প্ররোচনা ছাড়া কিছুই নহে" (Matth. 5 : 33-37)। তোমরা শুনিয়াছ, "চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত।" আমি বরং বলি, "যে তোমার ক্ষতি করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে নিজকে দাঁড় করিও না; যদি তোমার ডান গণ্ডে কেহ চড় মারে, বাম গণ্ডটি তাহার দিকে বাড়াইয়া দিও। যদি তোমার সার্টটির জন্য কেহ মামলা করে, তোমার কোটটিও তাহাকে প্রদান কর"..(Matth. 5 : 38-40)। তোমরা শিখিয়াছ, "প্রতিবেশীকে ভালবাস, শত্রুকে ঘৃণা কর"। আমি বলি, "শত্রুকে ভালবাস এবং উৎপীড়নকারীর মঙ্গল প্রার্থনা কর। ...তোমাকে যে ভালবাসে, শুধু তাহাকে ভালবাসিলে তুমি কি পুরস্কার আশা করিতে পার? Taxgatherer (রাজস্ব আদায়কারী) এবং heathen (মূর্তি-উপাসক)-গণও তাহা করে, তবে তোমাদের কি বৈশিষ্ট্য? তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার দয়ার যেমন কোন সীমা নাই, তোমাদের সৌজন্যেরও কোন শেষ থাকিবে না। সাবধান! ধর্মের ভড়ং করিও না। দান করিলে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া তাহা ঘোষণা করিও না ..., দক্ষিণ হস্ত যাহা করে বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পারে। স্বর্গস্থ পিতার প্রার্থনা করিবে গোপন স্থানে। ধার্মিকতার মুখোশস্বরূপ উপবাস করিবার কালে মুখ মলিন করিও না; বরং তাহা ধৌত কর এবং তাহাতে তেল মাখ। খাদ্য-পানীয় সংগ্রহের চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইও না"..ইত্যাদি। তিনি প্রচারে বিস্তর রূপকের ব্যবহার করিতেন। ধর্ম মন্দিরে (Synagogue), পাহাড়ের পাদদেশে, হ্রদের ধারে, উন্মুক্ত প্রান্তরে—যখন যেইখানে সুবিধা, সেইখানে তাঁহার প্রচার চলিত। প্রচারের ফাঁকে কখনও উপস্থিত সকলের সহিত, কখনও বিশিষ্ট শিষ্যগণকে লইয়া, আবার কখনও একাকী তিনি প্রার্থনা-উপাসনায় মনোনিবেশ করিতেন। তবে তাঁহার প্রার্থনার আনুষ্ঠানিক রূপ কি ছিল তাহা জানা যায় না।

কু'রআান এবং বাইবেল উভয়ের মতে তিনি ছিলেন ইসরাঈলী নবী। বাইবেলে উক্ত হইয়াছে, বিক্ষিপ্ত ইস্রাঈলী মেষপাল (Scattered Sheep of Israel)-কে একত্র করাই ছিল তাঁহার মিশনের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে প্রচারের দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে বলেন, "তোমরা কোন অ-য়াহূদী বসতি (Gentile Land)-র দিকে যাইও না, কোন Samaritan শহরেও প্রবেশ করিও না; বরং পথভ্রষ্ট ইস্রাঈলীগণের নিকট যাও" (Matth. 10 : 5-7)। একবার এক Canaan বংশীয় স্ত্রীলোক তাহার ছেলের উপর ভর করা Devil ছাড়াইবার জন্য যীশুর সাহায্য চাহিলে তিনি বলিলেন, "আমি কেবলমাত্র ইস্রাঈল বংশীয়দের নিকটে প্রেরিত, সন্তানের রুটি কুকুরদের মধ্যে ছড়ান ন্যায়সঙ্গত নহে।" স্ত্রীলোকটি বলিল, "কথা সত্য, কিন্তু কুকুর ত মুনিবের টেবিল হইতে পতিত টুকরা ভুক্তাবশেষ কুড়াইয়া খায়!" যীশু স্ত্রীলোকটির বিশ্বাসের জোর লক্ষ্য করিয়া তাহার ছেলেকে Devil-মুক্ত করিয়া দিলেন। Gentile-গণও বিশ্বাসের জোরে ব্যতিক্রমস্বরূপে তাঁহার প্রচারের আওতায় আসিত (Matthew, 15 : 22—28)। তিনি বলিতেন : "Love thy neighbour as thyself" অর্থাৎ প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে যদ্রূপ নিজেকে ভালবাস; তবে সত্যিকারের প্রতিবেশী কে? সেই Samaritan-ই আর্তের প্রতিবেশী, যে তাহার সেবা করিল; যাহারা সেই ভূলুণ্ঠিত আর্তকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, সেই মঠ-মন্দিরবাসী সাধু বা

Levy বংশীয় পুরোহিত—উহারা ত তাহার সত্যিকারের প্রতিবেশী নহে, অর্থাৎ Samaritan-ও বিশ্বাস বা কর্মের বলে স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হইতে পারে।

যীশুর প্রচারে ও অলৌকিক কর্মে তাঁহার প্রতি জনগণের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা দেখিয়া য়াহূদী পণ্ডিত (Doctors of Law) এবং পুরোহিতগণ শংকিত হইল। তিনি তাহাদিগকে জনসমক্ষে কপট (hypocrite), দুশ্চরিত্র, ধর্ম ব্যবসায়ী ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেন বলিয়া তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা রোমান রাজপুরুষগণের নিকট বলিত, যীশু য়াহূদীদের উপর প্রভুত্ব তথা রাজক্ষমতা অর্জন করিতে চাহে, সুতরাং সে রাজদ্রোহী। জনগণের মধ্যে তাঁহাকে হেয় করিবার জন্য তাহারা বিভিন্ন অভিযোগ আনয়ন করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, যীশু Sabbath Day (শনিবার—উপাসনা দিবস)-এর অবমাননা করিয়াছেন (ঐ দিনে তিনি এক ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছেন), যীশু মানুষের পাপ মোচন করার অধিকার দাবী করেন, জেরুযালেমের পবিত্র গৃহ ধূলিসাৎ করিয়া তিনদিনের মধ্যে উহার পুনঃনির্মাণ করিতে পারেন, যীশু এইরূপ ধৃষ্টতামূলক উক্তি করিয়াছেন, তিনি Tax-gatherer এবং পাপাচারী Pharisee-দের সহিত বসিয়া আহার করেন ইত্যাদি অভিযোগ উত্থাপন করিয়া পণ্ডিত এবং পুরোহিতগণ যীশুকে ধর্মদ্রোহিতা (blasphemy)-র দায়ে দণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিল তাহারা নানা কূট প্রশ্ন (যথা, রোমান সম্রাট Caesar-কে কর দেওয়া সঙ্গত কিনা, Sabbath day-তে কোন বৈষয়িক কর্ম বৈধ কিনা) জালে জড়াইতে গিয়া নিজেরা জড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে তাহারা আরও ক্ষিপ্ত হইয়া যীশুর প্রাণনাশের ফন্দি আঁটিতে লাগিল এবং তাঁহাকে রাজরোষে নিপতিত করিবার চেষ্টা জোরদার করিল। যীশু তাহাদিগকে অভিশপ্ত নরক-কীট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কু'রআনে বলা হইয়াছে, "বানূ ইস্রাঈলের মধ্যে যাহারা কাফির হইল, তাহারা দাঊদ এবং মার্য়াম-পুত্র 'ঈসা ('আ)-এর মুখে (لسان) অভিশপ্ত হইল" (عن-৫ : ৭৮)। যীশু ঘোষণা করিলেন, "জেরুযালেম নগর ধ্বংস হইবে এবং ইহার পবিত্র মন্দির (temple) ধূলিসাৎ হইবে" (Matth. 23 : 17, 19, 24 : 1-2)। হা'বীল হইতে যাকারিয়্যা পর্যন্ত যত লোক খুন হইয়াছে, সকল খুনের জন্য যীশু সমকালীন সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী য়াহূদীগণকে দায়ী করিলেন (Matth. 23 : 35; কু'রআন ৫ : ৩২)।

পণ্ডিত, পুরোহিত এবং উচ্চ স্তরের লোকেরা যীশুতে বিশ্বাস স্থাপন করিল না; অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যেই তাঁহার প্রচার ফলপ্রসূ হইল। তিনি বলিলেন, "জ্ঞানী-গুণীরা সত্য উপলব্ধি করিতে পারিল না, সাধারণ লোকের চোখে পড়িল। হে প্রভু! তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই" (Luke, ১০ : ২১)। তিনি বলেন, "ধনীদের পক্ষে আল্লাহ্র রাজ্যে প্রবেশ করা অপেক্ষা সূঁচের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ সহজতর হইবে" (Matth. 19 : 24)।

অনুসারিগণের মধ্যে হইতে বাছাই করিয়া বারজনকে তিনি তাঁহার disciple-রূপে মনোনীত করিলেন। তাঁহারা হইলেন : (১) Peter (আদত নাম Simon); (২) তাঁহার ভাই Andrew; (৩) James (Zebedee-র পুত্র); (৪) তাঁহার ভাই John; (৫) Philip; (৬) Bartholomew; (৭) Thomas; (৮) Matthew (tax-gatherer); (৯) James (Alphaeus-এর পুত্র); (১০) Labbaeus; (১১) Simon (zealot পার্টির সদস্য) এবং (১২) Judas Iscariot (Matth. 10 : 2)। তিনি ইঁহাদিগকে বরাবর সংগে রাখেন এবং তাঁহার সুসংবাদ (Kingdom of God বা Kingdom of Heaven) প্রচারের জন্য তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করেন। সম্ভবত ইঁহারাই কু'রআনোক্ত হা'ওয়ারী। কু'রআনে বলা হইয়াছে "যখন 'ঈসা ('আ) তাঁহার সম্প্রদায়ের কুফ্র (এবং বিরুদ্ধ মনোভাব) টের করিতে পারিলেন তখন তিনি বলিলেন, "কে আছ আমার সাহায্যকারী আল্লাহ্র (নির্দেশিত) পথে চলিবার ব্যাপারে?" হা'ওয়ারীগণ বলিল, "আমরা আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী" (نحن انصار الله, ৩ : ৫২)। সুতরাং তাঁহারা কেবল প্রচারক ছিলেন না; বরং বিপদে 'ঈসা ('আ)-এর সাহায্য করিবার দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, যীশু তাঁহাদিগকে কেবল ইস্রাঈলীদের মধ্যে প্রচার কার্য পরিচালনা করিবার নির্দেশ দেন। সর্বপ্রকার রোগব্যাধি নিরাময় করা এবং ভূত-প্রেতের আক্রমণ হইতে লোককে উদ্ধার করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদিগকে দান করেন।

Luke-এ দেখা যায়, উপরিউক্ত দ্বাদশ শিষ্য ব্যতীত তিনি আরো বাহাত্তর জনকে মনোনীত করিলেন যেন, তিনি যে সকল স্থানে যাইবেন তথায় পূর্বাহ্নে দুই-দুইজনকে অগ্রদূতরূপে প্রেরণ করা যায়। তাহাদিগকে তিনি বলিলেন, "দেখ, আমি তোমাদিগকে নেকড়ে বাঘদের মধ্যে মেষশাবকবৎ পাঠাইতেছি। তোমরা নগ্ন পদে চলিবে, টাকা-পয়সা (purse) বা সরঞ্জাম (pack) বহন করিবে না, পথে কাহারও অভিবাদনের উত্তর দিবে না; সোজা চলিয়া যাও" ইত্যাদি। কিছুদিন পর শিষ্যগণ উৎফুল্ল মনে ফিরিয়া আসিয়া যীশুকে বলিলেন, "হে প্রভু! আপনার নামের গুণে এমন কি শায়ত'ানও আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।" যীশু বলিলেন, "আমি তড়িৎ প্রবাহের মত শায়ত'ানের আকাশ হইতে পতন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি তোমাদিগকে সর্প, বিচ্ছু এবং সকল রকমের শত্রু-শক্তি পদদলিত করিবার ক্ষমতা দান করিয়াছি, কেহ কখনও তোমাদের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। তবে শায়ত'ান তোমাদের পদানত হইলে তজ্জন্য উৎফুল্ল হইও না; বরং স্বর্গে তোমাদের নাম তালিকাভুক্ত হইতেছে, তজ্জন্য তোমরা আনন্দিত হও" (Luke, ১০ : ১-২০)।

এইরূপে যুগপৎভাবে চলিল যীশুর প্রচার, ধর্মাধিকরণ ও ধর্মজ্ঞানীদের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ, তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র এবং অলৌকিকভাবে সর্বপ্রকার রোগ-নিরাময় কর্ম। অবশেষে তিনি বুঝিলেন, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে যাইতে হইবে জেরুযালেমে। তখন হইতে তিনি কয়েকবার শিষ্যদের নিকট তাঁহার আসন্ন মৃত্যু, তিনদিনের মধ্যে তাঁহার পুনরুজ্জীবন এবং অবশেষে ধরাধামে তাঁহার পুনরাগমনের কথা কখনও ইংগিতে, কখনও স্পষ্ট ভাষায় বলিতে লাগিলেন। এই সময় যীশু নিজকে বারবার Son of Man অর্থাৎ "মানুষের পুত্র" নামে অভিহিত করিতে থাকেন। সর্বশেষ নৈশ ভোজনের সময় তিনি তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যের নিকট বলেন, তাহাদেরই মধ্যে একজন তাঁহাকে মাত্র কয়েকটি (৩০টি) রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিজাতীয় (বিদেশী রোমান) শক্তির হাতে তুলিয়া দিবে এবং আর একজন পরবর্তী ঊষাগমে মোরগ ডাকিবার পূর্বেই তিনবার যীশুর সহিত তাঁহার সংস্রব অস্বীকার (disown) করিবে। যীশু এই দুই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করিলেন না। শিষ্যগণ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং প্রত্যেকেই নিশ্চিতভাবে বলিলেন, তাহার দ্বারা এমন সাংঘাতিক কাজ সম্ভব নহে। এক পর্যায়ে তিনি শিষ্যগণকে ইহাও বলিলেন যে, সংকট সময়ে

তাহারা সকলেই পলায়ন করিবে। শেষ নৈশ ভোজনের রাত্রেই দেখা গেল, Judas Iscariot একদল অস্ত্রসজ্জিত রোমান সৈন্য সঙ্গে করিয়া যীশুর আস্তানায় হানা দিল। যীশুকে চিহ্নিত করিবার জন্য পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী Judas যীশুকে সশ্রদ্ধ সম্বোধন ও চুম্বন করিল এবং রোমান সৈন্যরা যীশুকে গ্রেফতার করিল। তাহারা যীশুকে প্রথমে পুরোহিত প্রধানের নিকট, পরে রোমান গভর্নর (Pilate)-এর নিকট লইয়া গেল। ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ধর্মদ্রোহিতার দায়ে তাঁহার শূলদণ্ড (crucification) দাবী করিল, কিন্তু রাজ-পুরুষগণ লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। ধর্মাধিকরণদের জিদে ও হাঙ্গামার ভয়ে পাইলেট অবশেষে তাঁহার শূলের আদেশ দিলেন, তবে নিজকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত ঘোষণা করিলেন। বধ্যভূমির পথে এবং শূলবিদ্ধ অবস্থায় সর্বস্তরের লোক যীশুকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ক্লিষ্ট করিল। তাঁহাকে কষাঘাতও করা হইয়াছিল। দুইজন কারাবাসী অপরাধীকে যীশুর ডানে ও বামে একই সঙ্গে শূলবিদ্ধ করা হইল; ইহারাও (বর্ণনান্তরে ইহাদের মধ্যে একজন) বিদ্রূপাত্মক কথায় যীশুকে জর্জরিত করিল। তখন শত্রুরা তাঁহাকে বলিয়াছিল, "তুমি যদি God-এর সন্তান হও তবে Cross হইতে নামিয়া পড় দেখি" ইত্যাদি (দ্র. Matth. 26 : 14-75 : 27-56)।

বাইবেলের একটি বর্ণনায় দেখা যায়, শূলবিদ্ধ অবস্থায় আর্ত-চিৎকার করিয়া যীশু বলিলেন : "প্রভু, প্রভু, তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করিলে (Eli Eli, lama sabachtani)?" বর্ণনান্তরে দেখা যায়, গ্রেফতার হইবার পূর্বে তিনি প্রভুর কাছে বিপদ মুক্তির জন্য সকাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং পরিণামে প্রভুর ইচ্ছার উপর সব কিছু ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে যীশুর মৃত্যু হইলে তাঁহার এক শিষ্য (Joseph) আসিয়া Pilate-এর অনুমতিক্রমে শূলকাষ্ঠ হইতে যীশুর মৃতদেহ নামাইয়া লইল, কাফন (linen) আবৃত করিয়া একটি কবরে তাঁহাকে সমাহিত করিল এবং একটি প্রস্তরখণ্ড দ্বারা কবরের মুখ বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। ধর্মাধিকরণদের অনুরোধে কবর পাহারার ব্যবস্থা হইল যাহাতে মৃতদেহ অপসারিত না হয় এবং তৃতীয় দিবসে পুর্নজীবন লাভ করিলেও যীশু জনসমক্ষে উপস্থিত হইতে না পারেন। তৃতীয় দিবসে (রবিবার) স্বর্গীয় দূত যীশুর কবরের মুখ হইতে পাথর সরাইয়া ফেলিল। যীশুর ভক্ত শিষ্য Mary of Magdala সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্বর্গীয় দূত তাঁহাকে বলিল, "শিষ্যগণকে সংবাদ দাও, পুনরুত্থিত যীশু Galilee-তে তাঁহাদিগকে দর্শন দিবেন।" বর্ণনান্তরে দেখা যায়, যীশু সেইখানেই Mary-র সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং জেরুযালেমে আরও কয়েকজন শিষ্যকে দর্শন দান করেন।

কু'রআান জোরালো ভাষায় বলে, "তাঁহারা তাহাকে হত্যা করে নাই, ক্রুশবিদ্ধও করে নাই, বরং তাহাদের জন্য ব্যাপারটি ঘোলাটে করা (অর্থাৎ যীশুর অবয়বের অন্য একজনকে তাহাদের সামনে উপস্থিত করা) হইয়াছিল, ... ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহারা 'ঈসাকে বধ করে নাই" (৪ : ১৫৭)। St. Barnabas-এর (edited and translated from the Italian MS. in the Imperial Library at Vienna by Lonsdale and Laura Ragg with a facsimile, Oxford at the Clarendon Press 1907) Gospel-এ বর্ণিত হইয়াছে, যীশুর বিশ্বাসঘাতক শিষ্য Judas Iscariot-কেই তাহার পাপের পরিণামে হুবহু যীশুর রূপে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল এবং য়াহূদীরা তাহাকেই শূলবিদ্ধ করিয়াছিল। কু'রআানের বর্ণনায় شُبِّهَ لَهُم-এর অর্থ এ-ও হইতে পারে যে, 'ঈসা ('আ)-এর অবয়ব পরিবর্তিত হইয়াছিল; সুতরাং য়াহূদীরা তাঁহাকে যীশুরূপে সনাক্ত করিতে পারিল না, তিনি সরিয়া পড়িলেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে নিজ হিফাজতে উঠাইয়া নিলেন।

যীশু জেরুযালেম হইতে Galilee চলিয়া গেলেন এবং শিষ্য-গণকে সেখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। স্বর্গীয় দূতের মারফত (Matthew, 28 : 16)। এই স্থান হইতে (বর্ণনান্তরে Bethany হইতে : Luke, 24 : 50) তিনি মেঘের উপর ভর করিয়া তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার নিকট প্রস্থান করেন এবং একই আসনে পিতার ডান পার্শ্বে উপবিষ্ট হন। স্বর্গারোহণের পূর্বে তিনি তাঁহার এগার জন (Judas Iscariot পূর্বেই অতি ঘৃণিত মৃত্যু বরণ করিয়াছিল, কিন্তু Peter ক্ষমা লাভ করে) শিষ্যকে বলেন, "স্বর্গে এবং পৃথিবীতে আমাকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। সুতরাং তোমরা অগ্রসর হও এবং সকল জাতিকে আমার শিষ্যে পরিণত কর, Father, the son and the Holy Spirit-এর নামে লোককে baptize কর, আমি যে সকল আদেশ দিয়াছি তাহা পালন করিবার শিক্ষা তাহাদিগকে দাও। নিশ্চিত জানিও, আমি অনন্তকাল তোমাদের সহিত আছি" (Matthew, 28 : 18-20)। Mark-এর বর্ণনায় তিনি আরও বলেন, "বিশ্বাসের সহচর হইবে এই সমস্ত miracles বা অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষমতা, বিশ্বাসীরা আমার নাম উচ্চারণ করিয়া ভূত-প্রেত তাড়াইবে, তাহারা নানা অজানা ভাষায় কথা বলিবে, তাহারা সাপ লইয়া নাড়াচাড়া করিলে বা প্রাণঘাতী বিষ পান করিলেও কোন অনিষ্ট হইবে না, পীড়িতদের গায়ে হাত দিলে তাহারা নিরাময় হইবে" (Mark, 16 : 17-18)।

John-এর সর্বশেষ বাক্য এইরূপ : "যীশু আরও অনেক কিছু করিয়াছিলেন। সমস্ত কথার পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে যত বই লিখিতে হইবে পৃথিবী তাহা ধারণে অক্ষম হইবে" (John, 21-25)।

কু'রআানের আলোকে 'ঈসা ('আ)

বাইবেলের বর্ণনায় যীশু নিজকে Son of God যেমন বলিয়াছেন, তেমনি Son of Man-রূপেও প্রকাশ করিয়াছেন। যীশুর সত্তা ঐশ্বরিক (divine) না মানবিক (human), না এতদুভয়ের সমন্বয়-মূলক—এই প্রশ্নে খৃস্টানদের মধ্যে অনেক বাক-বিতণ্ডা এবং দলাদলির উদ্ভব হইয়াছে—ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও দেখা যায় না। বিবরণের জন্য Encyclo. Britannica-তে Jesus প্রবন্ধ দ্র.। বিভিন্ন আয়াতে কু'রআান 'ঈসা ('আ)-কে একজন মানুষ এবং ইন্জীল (দ্র.) কিতাবধারী নবী, অতি সম্মানিত নবীদের (اولوا العزم من الرسل) অন্যতমরূপে গণ্য করে, তাঁহার প্রতি দেবত্বের আরোপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, ত্রিত্ববাদের বিরোধিতা করে (لاتقولوا ثلاثة, ৪ : ১৭১), তাঁহাকে খৃস্টান-ত্রয়ীর একটি একক (ثالث ثلاثة) বলার প্রতিবাদ করে। কু'রআানের কথায় "لا تزر وازرة وزر اخرى" কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না অর্থাৎ ত্রাণকর্তা হইতে পারে না। খৃস্টীয় গির্জায় যীশুর Icon বা প্রতিকৃতি স্থাপিত হইয়াছে অথচ কু'রআান এইরূপ কোন প্রতিকৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ঘোর বিরোধী-(৩ : ৬৪—و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله)। আমাদের কেহ আল্লাহ্ ব্যতীত কাহাকেও যেন প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে। নাজরানের খৃস্টান ডেপুটেশনের সহিত আলোচনা অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ার পর রাসূল (স') সদলবলকে

মুবাহালাঃ (দ্র.)-এর আহ্বান জানান, কিন্তু তাঁহারা অসত্য-পন্থীদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ প্রার্থনা করাতে অমঙ্গলের আশংকায় হযরত (স')-এর আহ্বানে সাড়া দিলেন না। কু'রআনের কথা, 'ঈসা ('আ) কখনও আল্লাহ্র সন্তান হইবার দাবী করেন নাই; বরং বলিয়াছেন "انى عبد الله" (১৯ : ৩০) আমি আল্লাহ্র বান্দা। আল্লাহ্র দাসত্বে তিনি কখনও অনীহা বা ঘৃণা প্রকাশ করেন নাই (لن يستنكف المسيح ان يكون عبد الله ৪ : ১৭২)। আল্লাহ্ যখন 'ঈসা ('আ)-কে বলিবেন, "হে 'ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর। তিনি ('ঈসা) বলিবেন, "তুমিই মহিমান্বিত! যাহা বলার অধিকার আমার নাই তাহা বলা আমার পক্ষে শোভন নহে,...তুমি আমাকে যে আদেশ করিয়াছ তাহা ব্যতীত তাহাদিগকে আমি কিছুই বলি নাই, তাহা এই : তোমরা আমার ও তোমাদিগকের প্রতিপালক আল্লাহ্র 'ইবাদত কর" (৫ : ১১৬—১৭)। Gospel চতুষ্টয়েও দেখা যায়, যীশু God-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক, সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, সর্বলোকের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্নরূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। Sonship of Jesus অর্থাৎ যীশু সম্পর্কে আল্লাহ্র সন্তানত্বের দাবী খৃস্টীয় গির্জাকে বারবার দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে, এমন কি রক্তপাতও কম ঘটায় নাই। St.Barnabas-এর মতে যীশু কখনও সন্তানত্বের দাবী করেন নাই; বরং "শায়ত'ানের চক্রান্তে ধর্মনিষ্ঠার বেশে অনেকে এই ধর্মদ্রোহী মতবাদ প্রচার করিয়াছে।" একবার যীশু প্রার্থনা করিলেন, "প্রভু, এই পৃথিবী হইতে তুমি আমাকে লইয়া যাও। কারণ পৃথিবী পাগল, তারা আমাকে প্রায় God-এর পর্যায়ে তুলিয়া দিয়াছে" (Barnabas, chapter 47)। যীশু একদা বলিলেন, "আমি God-এর পুত্র—এমন কথা যাহারা আমার বাণীতে যোগ করিয়া দিয়াছে, তাহাদের উপর তোমার অভিসম্পাত হউক" (Barnabas, chapter 53)। বস্তুত St. Paul-ই এই Sonship মতবাদের প্রবর্তক এবং Paul যীশুর প্রতি দেবত্বের আরোপ করেন (Barnabas, chap. 222)। খৃস্ট ধর্মের ইতিহাস প্রণেতাগণেরও সাক্ষ্য ইহাই। কু'রআন মাজীদ ঘোষণা করে, "যাহারা বলে : ان الله ثالث ثلاثة অর্থাৎ আল্লাহ্ "তিনের এক" তাহারা কাফির। খৃস্টান জগতে এমন অনেক খৃস্টান আছেন যাঁহারা যীশু সম্বন্ধে কু'রআনের মতবাদের পোষকতা করেন এবং এমন অনেক গির্জা আছে যেখানে ত্রিত্ববাদ প্রচার করা বা ত্রিত্ববাদের ভিত্তিতে উপাসনা করা হয় না, বরং এক আল্লাহ্তে বিশ্বাসের ভিত্তিতেই অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। এই মতবাদের অনুসারিগণ আল্লাহ্তে বিশ্বাস রাখেন, যীশুকে রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করেন, Holy Ghost বা Spirit (Gabriel বা روح القدس)-এও বিশ্বাস পোষণ করেন এবং মনে করেন যীশুকে আল্লাহ্র সন্তান না বলিলে তাঁহারা অ-খৃস্টান বা ধর্মচ্যুত হইয়া যাইবেন না।

বাইবেলের বর্ণনায় যেমন দেখা যায়, পূর্ববর্তী নবীদের scripture অনুযায়ী যীশুর আবির্ভাব ঘটে, তেমনি যীশুও তাঁহার পরবর্তী নবীর আগমনের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। "আহ্'মাদ" নামে এক রাসূল আমার পর আসিবেন (৬১ : ৬), তিনি ছিলেন এই সুসংবাদের (مبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد) বাহক। হযরত (স')-এর নাম আহ্'মাদ এবং মুহ'াম্মাদ একই মূল (ح-م-د) হইতে উদ্ভূত। কবি হ'াস্সান ইব্‌ন ছ'াবিত তাঁহার কবিতায় এই নামেরও (احمد) ব্যবহার করিয়াছেন। ইসরাঈল বংশের শেষ নবী 'ঈসা ('আ) ইস্মা'ঈল বংশীয় ভাবী নবী মুহ'াম্মাদ (স')-এর শুভাগমনের সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। ইস্রাঈল বংশীয়গণ যে নুবুওয়াতের যোগ্যতা হারাইয়াছিল, বাইবেল তাহার সাক্ষ্য বহন করে—যীশু তাহাদিগকে অভিসম্পাত দেন। বহু নকল, অনুলিখন, অনুবাদের স্তর ভেদ করিয়া ইংরেজীতে অনূদিত যে বাইবেল বর্তমান মানব সমাজের সম্মুখে বিদ্যমান, তাহাতে লিপিবদ্ধ যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী এইরূপ : "এখনও তোমাদের কাছে বলিবার আমার অনেক কথা রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা এখন তাহা বহন করিতে পারিবে না। যাহা হউক যখন তিনি, the spirit of truth (গ্রীক ভাষায় লিখিত Paraclete ইংরেজী অনুবাদে Comforter হইয়াছে, অন্য অনুবাদে হইয়াছে spirit of truth; বাস্তবে যীশুর উচ্চারিত শব্দটি কি ছিল তাহা স্থির করার উপায় নাই), আসিবেন, তিনি তোমাদিগকে সকল সত্যের সন্ধান দিবেন; কারণ তিনি নিজের কোন কথা বলিবেন না; যাহা কিছু তিনি শুনিবেন তাহাই বলিবেন; এবং ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও তোমাদিগকে দেখাইবেন। তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করিবেন" (John, 16 : 12-16)। John, 14 : 16-তে আরও বর্ণিত হইয়াছে, "যদি তোমরা আমাকে ভালবাস, তোমরা আমার আদেশ মানিবে এবং আমি পিতাকে বলিব, তিনি তোমাদিগকে আর একজন (another)-কে তোমাদের advocate-রূপে পাঠাইবেন যিনি চিরকাল তোমাদের মধ্যে থাকিবেন—the Spirit of truth।" আগেই বলা হইয়াছে, "the Spirit of truth" হুবহু যীশুর কথা নহে, ইহা তরজমা মাত্র। কিন্তু এই কথাটি অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যদ্বাণীটির ব্যাখ্যা করা হয় এবং বলা হয়, ইহা মুহ'াম্মাদ (স') সম্পর্কে নহে। John, 14 : 17-তে spirit of truth-এর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে : "পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না, কারণ পৃথিবীর লোক তাহাকে দেখে নাই, তাহাকে জানেও না।" প্রশ্ন হইল তবে তিনি another (যীশুর মত আর একজন) advocate হইবেন কিভাবে? another বলার সার্থকতা কী যদি পৃথিবীর লোক তাহাকে দেখিতে না পারে, অথচ যীশুকে তাহারা দেখিতে পারিয়াছে? Holy scribes বা sacred writers অর্থাৎ পবিত্রাত্মা বাইবেল-লিপিকারগণ সদুদ্দেশ্যেও (?) বাইবেলে অনেক পরিবর্তন সাধন (Pious fraud)-এর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—খৃস্টীয় গির্জার ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় স্বয়ং ধর্মাধিকরণদের লেখায়। দৃশ্যত spirit of truth কথাগুলি তরজমা সূত্রে প্রক্ষিপ্ত। তবে প্রক্ষেপণটি সুনিপুণ হয় নাই।

উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে ভাবী নবীর যাহা বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা একমাত্র মুহ'াম্মাদ (স')-এর মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। অপর কেহ সেইরূপ দাবী করিতে পারে নাই। তিনি যে কু'রআন প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা ওয়াহ্'য়ি ব্যতীত আর কিছু নহে (ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ৫৩ : ৩), তাঁহার শিষ্যদের বর্ণনা নহে। পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সকল মূলনীতি তিনিই কু'রআনে জগদ্বাসীর সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন যাহা চিরকাল অবিকৃত থাকিবে এবং যেমনভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিল তেমনভাবে (in original—তরজমায় নহে) জগতে অধীত হইয়া আসিতেছে। তিনি যীশুর মাতাকে অপবাদমুক্ত এবং যীশুকে তাঁহার আসল রূপে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনিই Comforter (رحمة للعلمين ২১ : ১০৭)। Gospel of Barnabas (chapters 39, 44, 54.

55, 79, 220)-এ পরিষ্কারভাবে মুহ'ম্মাদ (স')-এর নামের উল্লেখ আছে। মুহ'ম্মাদ (স')-এর পর আর কোন নবী আসিবেন না (Chap. 97) ইহাও বর্ণিত হইয়াছে।

Gospel চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠিতে (যথা Matthew, 24 : 27—30) দেখা যায়, যীশু আবার এই ধরাধামে আসিবেন। Acts of the Apostles (I : 11)-এ দুই ফিরিশতা, Galilee-র যে লোকগুলি আকাশের দিকে তাকাইয়া যীশুর স্বর্গারোহণ দেখিতেছিল তাহাদিগকে বলিলেন, "এই Jesus, যাঁহাকে তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গের দিকে তুলিয়া লওয়া হইল; তাঁহাকে যেইভাবে তোমরা যাইতে দেখিলে সেইভাবে আবার তিনি আসিবেন।" তুলিয়া নেওয়া সম্পর্কে কু'রআনে আছে : رافعك الى অর্থাৎ আমি (আল্লাহ্) তোমাকে তুলিয়া লইব, (৩ : ৫৫)। অন্যত্র بل رفعه الله اليه (৪ : ১৭৫) অর্থাৎ বরং আল্লাহ্ তাঁহাকে নিজের কাছে তুলিয়া লইলেন, এই উক্তি রহিয়াছে, কিন্তু তিনি আবার আসিবেন কু'রআনে পরিষ্কারভাবে এই কথাটি নাই। তবে ইহার ইঙ্গিত কতক আয়াতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে وانه لعلم للساعة (৪৩ : ৬১) একটি। এক কি'রাআতে 'ইলমুন-এর স্থলে 'আলামুন পড়া হয়। উভয় ক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, 'ঈসা ('আ)-এর পুনরাগমন হইবে কি'য়ামাতের পূর্বে কি'য়ামতের অন্যতম লক্ষণরূপে। ৪ : ১৫৯ আয়াতে বলা হইয়াছে, "আহল কিতাব সকলেই তাঁহার ('ঈসা-র) মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, একজনও বাকী থাকিবে না।" ইহাতে বুঝা যায়, তিনি আসিবেন এবং মৃত্যুর পূর্বে সকলকে দীক্ষিত করিবেন। তাঁহার আগমন সম্বন্ধে হ'াদীছে' অনেক কথা বর্ণিত হইয়াছে। সব বিবরণের মোদ্দাকথা হইল, কি'য়ামাতের পূর্বে পৃথিবীতে তাঁহার পুনরাবির্ভাব হইবে এবং তাঁহার মৃত্যু হইবে পুনরাগমনের পর।

খৃষ্ট ধর্মে বৈরাগ্যের (monkery) যে আদর্শ দেখা যায় সে সম্পর্কে কু'রআনে বলা হইয়াছে : ورهبانية ابتدعوها - ما كتبنها عليهم الا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها- (৫৭ : ২৭) অর্থাৎ যে রাহবানিয়্যাঃ (বৈরাগ্য)-এর উদ্ভাবন তাহারা (খৃষ্টান) করিয়াছে, আমি ত তাহাদের জন্য তাহা লিখি (কর্তব্যরূপে নির্ধারণ করি) নাই; তবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে (কিছু ত্যাগধর্ম চলিতে পারে), কিন্তু তাহারা যথাবিহিতভাবে ইহা পালন করিতে পারে নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যীশু বা 'ঈসা ('আ) সংক্রান্ত আয়াতগুলির ব্যাখ্যার জন্য প্রামাণ্য তাফ্‌সীর গ্রন্থসমূহ; (২) বাইবেল, বিশেষত New Testament; (৩) Gospel of Barnabas, reprinted Bagum Aisha Bawany Waqf, P. O. Box no. 4178, Karachi-2, Pakistan; (৪) Encyclopaedia Britannica — under Jesus & Bible; (৫) Bertrand Russell, Why I am not a Christian, Allen & Unwin, London 1967; (৬) Mahammad Ali, Quran trans. & commentary, Lahore 1951; (৭) John Knox, the Man Christ Jesus, Chicago 1941; (৮) S. J. Case, Jesus : a New Biography, Chicago 1927; (৯) H. R. Mackintosh, The Doctrine of the Person of Christ, New York 1912; (১০) S. D. Margoliouth, Christ in Moh. Liter., in Dict. of Christ and the Gospels. ii : 882 পৃ.; (১১) S. M. Zwerner, Moslem Christ, Edinburgh 1902; (১২) H. P. Smith, Bible and Islam.

আহ্‌মদ হোসাইন

উওয়ায়স আল-ক'রানী (র) (اويس القرنى) (মৃ. ৩৮/৬৫৭) সর্বোত্তম তাবি'ঈ, প্রসিদ্ধ সংসারত্যাগী (যাহিদ), কামিল ওয়ালিয়ুল্লাহ ও মাতৃভক্তির সর্বজনবিদিত আদর্শ।

উওয়ায়সের পিতার নাম 'আমির। ইহাই প্রসিদ্ধ মত; কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পিতার নাম 'আম্‌র। উওয়ায়সের উপনাম আবূ 'আম্‌র। য়ামানের মুরাদ গোত্রের অন্তর্গত কারান উপ-গোত্রে তাঁহার জন্ম; তাঁহার জন্মসন অজ্ঞাত (আন-নাওয়াব'ী, শার্হ'-স'াহ'ীহ' মুসলিম, ২য় সং. বৈরূত ১৩৯২/১৯৭২, ১৬খ, পৃ. ৯৪)।

হি. ১০ সালে য়ামানের অধিবাসিগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তখন উওয়ায়স তাঁহার মাতাসহ মুসলমান হন। রাসূলুল্লাহ (স') কর্তৃক য়ামানে প্রেরিত মু'আল্লিমের নিকট হইতে তাঁহারা ঈমান ও 'আমাল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করেন ও কু'রআন তিলাওয়াতসহ বিভিন্ন প্রকারের 'ইবাদাতে মনোনিবেশ করেন। য়ামানে তাঁহার মাতা ব্যতীত অন্য কোন নিকট-আত্মীয় ছিল না। তাঁহার অনুপস্থিতিতে মাতার অসুবিধা হওয়ার আশংকায় তিনি রাসূলুল্লাহ (স')-এর সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত মদীনা আগমন করেন নাই (আল-হুজব'ীরী, কাশ্‌ফু'ল-মাহ'জূব, অনু. আর. এ. নিকলসন, লন্ডন ১৯৩৬ খৃ. পৃ. ৮৩)। রাসূলুল্লাহ (স')-এর সমসাময়িক হইলেও তিনি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই বলিয়া স'াহ'াবীদের মর্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই; তিনি তাবি'ঈ শ্রেণীভুক্ত (ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, উসদু'ল-গ'াবাঃ, কায়রো ১২৮৫—৮৭ হি., ১খ, পৃ. ১৫১)।

উওয়ায়সের বংশ পরিচয় ও আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (স')-এর বাণী অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একদা রাসূলুল্লাহ (স') 'উমার (রা)-কে বলিয়াছেন, "তাবি'ঈদিগের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির নাম উওয়ায়স। তাহার মাতা আছে। উওয়ায়সের শরীরে একটি শ্বেতচিহ্ন আছে। তোমরা তাহাকে অনুরোধ করিবে যেন সে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।" অন্য একটি হ'াদীছ' আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স') 'উমার (রা)-কে বলিয়াছেন, "উওয়ায়স ইব্‌ন 'আমির মুজাহিদগণের সাহায্যার্থে আগত য়ামানবাসীদের সহিত তোমাদের নিকট আসিবে। সে মুরাদ গোত্রের ক'ারান শাখার অন্তর্ভুক্ত। তাহার ধবল রোগ ছিল, কিন্তু (আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ' করার ফলে) এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যতীত সে ইহা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তাহার মাতা আছে ও সে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করে। সে (কোন ব্যাপারে) আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিলে আল্লাহ্ তাহা পূরণ করিবেন। তাহার দ্বারা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাইতে সক্ষম হইলে তাহা করিবে।" উপরিউক্ত হ'াদীছ'গুলি 'উমার (রা) হইতে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত (মুসলিম, স'াহ'ীহ', ফাদ'াই'লুস'-স'াহ'াবাঃ, হ'াদীছ' সংখ্যা ২২৩-২৪)। জীবনী গ্রন্থাদিতেও এই হ'াদীছ'গুলি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হইয়াছে। উওয়ায়স সম্পর্কে কোন সূত্রে কিছু না জানিয়া রাসূলুল্লাহ (স') তাঁহার সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা তাঁহার একটি মু'জিযাঃরূপে স্বীকৃত (আন-নাওয়াব'ী, শারহ', ১৬খ, পৃ. ৯৫)।

'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালেও উওয়ায়স য়ামানে বসবাস করেন। তখনও তাঁহার মাতা জীবিত ছিলেন। য়ামান হইতে মদীনায় লোক আসিলেই 'উমার (রা) জিজ্ঞসা করিতেন, "আপনাদের মধ্যে উওয়ায়স নামে কেহ আছেন কি?" একবার মুজাহিদগণের সাহায্যে আগত য়ামানবাসীদের সহিত উওয়ায়স 'উমার (রা)-এর নিকট আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর বর্ণনার আলোকে 'উমার (রা) জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাঁহাকে নিশ্চিতরূপে চিনিতে পারিলেন। তিনি উওয়ায়স সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (স')-এর বাণী তাঁহাকে শুনাইলেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুরোধ করিলেন। উওয়ায়স তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। অতঃপর 'উমার (রা) তাঁহাকে কোথায় বসবাস করিতে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কূফার কথা উল্লেখ করেন। 'উমার (রা) কূফার শাসনকর্তাকে তাঁহার জন্য পত্র লিখিতে চাহিলে তিনি বলিলেন যে, দুঃস্থ লোকদের মধ্যে থাকাই তিনি অধিক পসন্দ করেন (মুসলিম, স'াহ'ীহ', ফাদ'া'ইলু'স-স'াহ'াবাঃ, হ'াদীছ' সংখ্যা ২২৪)।

কূফায় উওয়ায়স অত্যন্ত দীন-হীনভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার পর্ণ কুটির ও জীর্ণ বস্ত্র দেখিয়া মানুষ তাঁহাকে অত্যন্ত হীন মনে করিত এবং কেহ কেহ তাঁহার সহিত ঠাট্টা করিত ও তাঁহাকে কষ্ট দিত। ছিন্ন বস্ত্র ও মানুষের পরিত্যক্ত রুটির টুকরা সংগ্রহ করিতে দেখিয়া বালক-বালিকাগণ তাঁহাকে পাগল বলিত ও লোষ্ট্রাঘাত করিত। কূফার জনৈক মুহ'াদ্দিছ' তখন হ'াদীছে'র দার্‌স দিতেন। উওয়ায়স দারসে শরীক হইতেন। প্রত্যহ দার্‌স শেষে কতিপয় লোকের সহিত উওয়ায়স আলাপ-আলোচনা করিতেন। কোন কোন সময় উওয়ায়স এমন কথা বলিতেন যাহা অন্য কোন মানুষের মুখ হইতে শ্রুত হয় নাই। একবার কয়েকদিন দারসে অনুপস্থিত থাকায় তাবি'ঈ উসায়র ইব্‌ন জাবির (র) উওয়ায়সের গৃহে গিয়া দেখিলেন যে, কাপড়ের অভাবে তিনি বাহিরে আসিতে পারেন নাই। উসায়র তাঁহাকে একখানি চাদর দান করেন। উওয়ায়সের গায়ে এই চাদরখানি দেখিলেই মানুষ বলিত, "উওয়ায়স এই চাদরখানা কোথায় পাইল?" (পূ. গ্র.)। কেহ কেহ আরও বলিত, "সে কি কাহাকেও প্রতারণা করিয়া ইহা আনিয়াছে?" (ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, উস্‌দ, ১খ, পৃ. ১৫১)। ইহাতে মনোকষ্ট পাইলেও কোমল স্বভাবসম্পন্ন সংসারত্যাগী উওয়ায়স কোন উত্তর দিতেন না।

একবার কূফা হইতে 'উমার (রা)-এর নিকট আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে এমন একজন লোক ছিল যে উওয়ায়সকে বিদ্রূপ করিত। 'উমার (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক'ারানীদের কেহ এই দলে আছে কি?" ক'ারানীর পরিচয়ে সেই বিদ্রূপকারী ব্যক্তিই হাযির হইল। 'উমার (রা) উওয়ায়স সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (স')-এর বাণীটি শুনাইলেন (মুসলিম, স'াহ'ীহ', ফাদ'া'ইলু'স'-স'াহ'াবাঃ, হ'াদীছ' সংখ্যা ২২৩)। লোকটি কূফা প্রত্যাবর্তন করিয়াই স্বগৃহে যাইবার পূর্বে উওয়ায়সের গৃহে যাইয়া তাহার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার নিমিত্ত উওয়ায়সকে বহু অনুনয় বিনয় করিল। উওয়ায়স এই শর্তে সম্মত হইলেন যে, সে তাঁহার সম্বন্ধে 'উমার (রা) হইতে শ্রুত কথাগুলি কাহাকেও বলিবে না (ইব্‌ন সা'দ, 'আত'-ত'াবাক'াতু'ল-কুবরা, বৈরুত, তা. বি., ৬খ, পৃ. ১৬২)।

উওয়ায়সের কূফা আগমনের পর বৎসর কূফার জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি হ'াজ্জে আসিয়া 'উমাকে (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 'উমার (রা) তাঁহাকে উওয়ায়স সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উওয়ায়সের নিঃস্ব অবস্থার উল্লেখ করিলেন। 'উমার (রা) তাঁহার উওয়ায়স সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (স')-এর বাণীটি শুনাইলেন। প্রভাবশালী লোকটি কূফা প্রত্যাবর্তন করিয়া উওয়ায়সকে তাঁহার জন্য দু'আ' করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহার জন্য দু'আ' করিলেন। উওয়ায়সের আধ্যাত্মিক মর্যাদা লোকমুখে প্রচারিত হইয়া গেলে তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া যান (মুসলিম, স'াহ'ীহ', ফাদ'া'ইলু'স'-স'াহ'াবাঃ, হ'াদীছ' সংখ্যা ২২৪)। বৎসরে দুই-একবারের বেশী তিনি গৃহে ফিরিতেন না। ফুরাত নদীর তীরে মাঝে মাঝে নগ্ন পদে তাঁহাকে দেখা যাইত। তথায় একবার বসরা হইতে আগত হারিম ইব্‌ন হ'ায়্যান আল-'আব্‌দী (র)-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল (ইব্‌ন সা'দ, আত'-ত'াবাক'াত, ৬খ, পৃ. ১৬৫)

নিঃস্ব দরিদ্রাবস্থায় দুনিয়াত্যাগী উওয়ায়স 'আলী (রা)-এর খিলাফাতকালের শেষ অংশ পর্যন্ত কূফায় বসবাস করেন। তিনি সি'ফ্‌ফীনের যুদ্ধে (৩৮/৬৫৭) 'আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন ও শহীদ হন (ইবন সা'দ, আত'-ত'াবাক'াত, ৬খ, পৃ. ১৬৩; আন-নাওয়াব'ী, শারহ', ১৬খ, পৃ. ৭৪; ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, উস্‌দ, ১খ, পৃ. ১৫২; ইব্‌ন হ'াজার আল-আসক'ালানী, আল-ইস'াবাঃ, কলিকাতা ১৮৫৬ খৃ., ১খ, পৃ. ২৩২)। এই যুদ্ধে মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর পক্ষের একজন সৈন্য উওয়ায়সকে 'আলী (রা)-এর সৈন্যদলে দেখিয়া উওয়ায়স সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (স')-এর বাণী স্মরণ করিল ও তৎক্ষণাৎ মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর পক্ষ ত্যাগ করিয়া 'আলী (রা)-এর সৈন্যদলে যোগ দিল (ইব্‌ন সা'দ, আত'-ত'াবাক'াত, ৬খ, পৃ. ১৬৩)। উওয়ায়স 'আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া শী'আঃ সম্প্রদায় তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে

(শায়খ 'আবদুল্লাহ, তানক'ীহ'ুল-মাক'াল, নাজাফ, হি. ১৩৪৮, পৃ. ১৫৬ প.)। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় নাই।

উওয়ায়সের সংসার বিরাগ ও 'ইবাদাত-বন্দেগীর স্বরূপ : দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও আখিরাত চিরস্থায়ী, মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে জীবনের অবসান ঘটাইবে এবং রাসূলুল্লাহ (স') বলিয়াছেন, "মানুষ মৃত্যুর পর জান্নাতবাসী কিম্বা জাহান্নামবাসী হইবে" (اما فى الجنة واما فى النار), এই কথাগুলি উওয়ায়সের স্বভাবত কোমল মনে এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তিনি ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগ করিয়া চিরস্থায়ী আখিরাতের কার্যে সদা ব্যাপৃত থাকাই কর্তব্য মনে করিলেন (আবূ নু'আয়ম আল-ইস'ফাহানী, হি'লয়াতু'ল-আওলিয়া', কায়রো ১৯৩৩ খৃ.)

উওয়ায়সের দরিদ্রতা (فقر) ও সংসার বিরাগ (زهد) ছিল সর্বোচ্চ স্তরের। সংসার বিরাগ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ইমাম আল-গ'াযালী (র) পার্থিব বস্তুসমূহকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন : উপভোগ্য, আবশ্যকীয় এবং অত্যাবশ্যকীয়। তিনি বলেন, আওলিয়া' উল্লাহ সাধারণত উপভোগ্য বস্তুসমূহ পরিহার করেন এবং আবশ্যকীয়গুলি গ্রহণ করেন। কিন্তু যাঁহারা সর্বোচ্চস্তরের ওয়ালী তাঁহারা কেবল জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বস্তু যাহা ছাড়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নহে, যথা একটি পর্ণ কুটির, এক খণ্ড বস্ত্র, সামান্য খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি, তাহা ছাড়া অন্য কিছুই ব্যবহার করা সঙ্গত মনে করেন না। আল-গ'াযালীর মতে উওয়ায়স ছিলেন এই সর্বোচ্চ স্তরের যাহিদ (সংসারত্যাগী)। (আবূ হ'ামিদ মুহ'াম্মাদ আল-গ'াযালী, ইহ্য়া'উ 'উলূমি'দ-দীন, বৈরুত, তা. বি., ৩খ, পৃ. ২২২ প.; মুহাম্মদ আবুল কাসেম, The Ethics of al-Ghazali, a Composite Ethics in Islam, নিউইয়র্ক ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ১৪৪; ঐ লেখক, "Uways al-Qarani as An Ascetic and Devotee", The Journal of the Department of Theology and Philosophy, National University of Malaysia, Bangi, ১৯৭৭ খৃ., পৃ. ৯৪)।

যশ-খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অত্যাবশ্যকীয় নহে, বরং 'ইবাদাতে একাগ্রতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিবন্ধক—এই কারণে উওয়ায়স যশ-খ্যাতি হইতে নিজকে যথাসাধ্য দূরে রাখিতে সচেষ্ট হইতেন। এইজন্য (১) তিনি সর্বদা স্বীয় আধ্যাত্মিক সাধনা গোপন রাখিতে চাহিতেন। কোনক্রমে ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলেই তিনি স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত লোকদেরকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে বা তাঁহার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতে নিষেধ করিতেন (ইব্ন সা'দ, আত'-ত'াবাক'াত, ৬খ, পৃ. ১৬২—৬৪; ইবনু'ল-আছ'ীর, উস্দ, ১খ, পৃ. ১৫২)। উওয়ায়সের এই গোপনীয়তাকে পরবর্তীকালে বিশ্র-হ'াফী (মৃ. ২২৭/৮৪১) বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ করেন ও তাঁহার পরে ইহা মালামাতিয়্যাঃ সূ'ফীকুলের একটি বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়। (২) যশ-খ্যাতি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত উওয়ায়স হ'াদীছ' বর্ণনা করা হইতে বিরত থাকেন। তিনি নির্ভরযোগ্য (ثقة) ও কূফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ ছিলেন (ইব্ন সা'দ, আত'-ত'াবাক'াত, ৬খ, পৃ. ১৬৫)। য়ামানে ও বিশেষত কূফায় অনেক মুহ'াদ্দিছে'র দারসে নিয়মিতভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া হ'াদীছে'র প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু ইব্ন সা'দ-এর মতে তিনি একটি হ'াদীছ'ও বর্ণনা করেন নাই (পূ. গ্র.)। হারিম ইব্ন হ'য়্যান তাঁহাকে হ'াদীছ' শুনাইবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিলে তিনি বলিলেন যে, তিনি হ'াদীছ' বর্ণনাকারী (محدث), ধর্মীয় গল্পের কথক (قاص) এবং ফাতওয়া দানকারীরূপে (مفتى) পরিচিত হইতে অনিচ্ছুক (পূ. গ্র.); কারণ ইহাতে আল্লাহ্র প্রতি একাগ্রতা বিঘ্নিত হইবে। উওয়ায়স একাই নহেন; বরং একই কারণে পরবর্তীকালে আবূ সুলায়মান আদ-দারানীও হ'াদীছ' বর্ণনা হইতে বিরত থাকেন। পরবর্তীকালে ইবনু'ল-জাওযী (তালবীসি ইব্লিস, সম্পা. খায়রু'দ-দীন 'আলী, বৈরুত, তা. বি.) ইঁহাদের এই কাজের তীব্র সমালোচনা করেন।

উওয়ায়স একদিনের জন্যও জীবিকা উপার্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না। খেজুর ও মানুষের পরিত্যক্ত রুটি সংগ্রহ করিয়া খাওয়ার পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা পরদিনের জন্য রাখিতেন না। তাঁহার মতে সংসারত্যাগ (زهد)-এর জন্য আল্লাহ্র উপর ভরসা (توكل) একটি অপরিহার্য শর্ত। তিনি বলিতেন, "আল্লাহ্ হইতে বিমুখ ব্যক্তিকে যখন তিনি জীবিকা দিতেছেন, তাঁহার ধ্যানে মগ্ন ব্যক্তিকে তিনি কেন জীবিকা দিবেন না?" সংসারত্যাগ ও আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা, এই দুইয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ধারণা উওয়ায়সই সর্বপ্রথম দিয়াছেন। পরবর্তীকালে শাক'ীক' আল-বাল্খী (মৃ. ১৯৪/৮১০) এই সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

উওয়ায়স মৃত্যুর স্মরণ ও দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা সংকীর্ণ করার (قصر الامل) উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন, যেন মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি ত্বরান্বিত হয় (আল-ইস্'ফাহানী, হি'লয়াঃ, ২খ, পৃ. ৮৫)। তাঁহার মতে সংসারবিরাগীর মন হইতে মৃত্যুর স্মরণ এক মুহূর্তের জন্যও দূরীভূত হওয়া উচিত নহে; রাত্রিকালে শয্যা গমনের সময় ভোরে শয্যা ত্যাগের আশা, আবার নিদ্রা হইতে উত্থিত হইবার সময় রাত্রি পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার আশা ত্যাগ করা উচিত (পূ. গ্র., পৃ. ৮৩; ইব্ন সা'দ, আত'-ত'াবাক'াত, ৬খ, পৃ. ১৬৫)। পরবর্তীকালে সূ'ফীবাদে মৃত্যু-স্মরণ এবং দীর্ঘ জীবনের বাসনা সংকোচের যে বিভিন্ন স্তর নির্দেশিত হইয়াছে (আল-গ'াযালী, ইহ্য়া', ৪খ, পৃ. ৪০৮), উওয়ায়সের সাধনা তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হইয়াছিল।

মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার ভয়ে উওয়ায়সের মন গলিয়া গিয়াছিল। শেষ বিচারের দিন ও জাহান্নাম সংক্রান্ত কু'রআনের আয়াতগুলি পাঠ করিলে উওয়ায়স ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিতেন ও কোন কোন সময় অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন (ইব্ন সা'দ, আত'-ত'াবাক'াত, ৬খ, পৃ. ১৬৫)। তাঁহার মতে কেহ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হত্যা করিলে তাহার মনে যে প্রচণ্ড ভয়ের সঞ্চার হয়, যাহার মনে পূর্ণভাবে পরকালের ভয় জন্মিয়াছে তাহার অবস্থাও অনুরূপ। উওয়ায়সের পরবর্তীকালে বহু যাহিদ ও সূ'ফীর মধ্যে আশা অপেক্ষা ভয়ের প্রাবল্য বিদ্যমান, কিন্তু যত অধিক ভয় উওয়ায়স নিজে অনুভব করিতেন ও অন্যকে শিক্ষা দিতেন তাহা পরবর্তীকালে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ভয় ও আশার সমন্বয়, যাহা সূ'ফীবাদ পরে প্রচার করিয়াছে উওয়ায়সের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। উওয়ায়স আল্লাহ্র ভয়ে ভীতদের (الخائفون) অন্তর্ভুক্ত—আশাবাদীদের (الراجون) শ্রেণীভুক্ত নহেন। কু'রআন ও হ'াদীছে' পরকালের ভয়ের উপর যে জোর দেওয়া হইয়াছে উওয়ায়স ইহাকে চরম পর্যায়ে লইয়া যান।

উওয়ায়সের 'ইবাদাত-বন্দেগীর বিস্তারিত বর্ণনা জানা যায় নাই, কারণ তিনি 'ইবাদাত প্রকাশ করিতেন না। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ফারয- 'ইবাদাত আদায় করার পর নাফ্ল 'ইবাদাতে তিনি দিন রাত লিপ্ত থাকিতেন। মাগ'রিবের স'ালাতের পর তিনি বলিতেন, "এই রাত্রিটি রুকূ' করার জন্য" ও তিনি সারা রাত দীর্ঘ রুকূ'তে কাটাইতেন। পরবর্তী রাত্রে তিনি বলিতেন, "এই রাত্রিটি সিজদাঃ করার জন্য" ও তিনি ভোর পর্যন্ত দীর্ঘ সিজদায় পড়িয়া থাকিতেন। কু'রআন তিলাওয়াতের আধিক্যের জন্য তাঁহাকে তালি'উ-কু'রআন (تالی القرآن) বলা হইত (আল-ইস্'ফাহানী, হি'লয়াঃ, ২খ, পৃ. ৮১ প.)। জীবনে একবারমাত্র হ'াজ্জ করিলেও যে একান্ততার সহিত তিনি ইহা সমাপন করেন তাহা অতুলনীয় (পু. গ্র.)। তাঁহার 'ইবাদাতের অভ্যন্তরীণ গুণাবলী ছিল ঃ একনিষ্ঠতা (اخلاص), নতি (خشوع), বিনয় (خضوع) ও আশা (رجاء)। 'ইবাদাতকালে তিনি ভয় অপেক্ষা আশাই বেশী পোষণ করিতেন, যদিও সাধারণভাবে তাঁহার মধ্যে ভয়ই ছিল অধিক প্রবল। পরবর্তী কালে শাক'ীক' বালখী এবং তাঁহারও সামান্য পূর্বে ইব্রাহীম ইব্ন আদ্হাম (মৃ. ১৬০/৭৭৭)-এর সময় হইতে 'ইবাদাতের জন্য যে আনুষ্ঠানিক অনুশীলন (رياضة) আরম্ভ হয় তাহা উওয়ায়সের সময়ে প্রচলিত ছিল না।

জান্নাত ও জাহান্নাম এই দুইয়ের বিবেচনা-মুক্ত হইয়া শুধু আল্লাহ্র জন্যই আল্লাহ্র 'ইবাদাত করা, আল্লাহ্র প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার অর্চনা করাই উত্তম—এই ধারণা উওয়ায়সের ছিল না। বৈরাগ্যবাদ ও সূ'ফীবাদের মধ্যে এই ধারণাটির উদ্ভব হয় উওয়ায়সের অনেক পরে—সর্বপ্রথম ইব্রাহীম ইব্ন আদ্হাম ইহা প্রবর্তন করেন ও পরে রাবি'আঃ বাস'রিয়াঃ (র.) (মৃ. ১৮৫/৮০১) (র) ইহার উপর জোর দেন। কু'রআন ও হ'াদীছে' আল্লাহ্ প্রেমের কথা বিদ্যমান থাকিলেও 'ইবাদাত প্রসঙ্গে সাধারণ জনগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পুরস্কারের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত সবিস্তার রহিয়াছে। ইহাই উওয়ায়সের জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আশায় 'ইবাদাত করার প্রধান কারণ।

পূর্ণ একাগ্রতার সহিত 'ইবাদাত করার নিমিত্ত উওয়ায়স নির্জনতা (خلوة) পসন্দ করিতেন (আল-হুজব'ীরী, কাশ্ফ, পৃ. ৮৪)। এই ব্যাপারে পরবর্তীকালের সংসারবিরাগী ও সূ'ফীদের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

কেবল আল্লাহ্র 'ইবাদাতই নহে, বরং পরোপকার কার্যেও উওয়ায়স যথাসাধ্য ব্রতী হন, যদিও দারিদ্র্যের কারণে তাঁহার এই কার্য ছিল অতি নগণ্য। তাঁহার মাতৃসেবার কথা রাসূলুল্লাহ (স') নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়-চোপড় যদি কোন সময় উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা তিনি গরীব-দুঃখীকে বিলাইয়া দিতেন (পু. গ্র., পৃ. ৮৩; ইব্নু'ল-জাওযী, সি'ফাতু'স'-স'াফ্ওয়াঃ, হায়দারাবাদ হি. ১৩৫৬. ৩খ, পৃ. ২৮)। অন্যকে সৎকার্যের আদেশ (الأمر بالمعروف) ও মন্দ কার্য হইতে নিষেধ (النهى عن المنكر) করার অভ্যাসও তাঁহার ছিল, কিন্তু ইহাতে মানুষ তাঁহার শত্রু হইয়া পড়িয়াছিল ও তাঁহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছিল (ইব্ন সা'দ, আত'-ত'াবাক'াত, ৬খ, পৃ. ১৬৫)। তিনি অমায়িক ও য়ামানের অধিবাসী বলিয়া স্বাভাবিক কারণে অতিশয় কোমল প্রকৃতির লোক ছিলেন; বিরুদ্ধপকারী ও উৎপীড়কদিগকে কখনও তিরস্কার করিতেন না।

ঈমানের দৃঢ়তা ও 'আমালের আধিক্যের ফলে উওয়ায়সের আত্মা এত স্বচ্ছ ও উন্নত হইয়াছিল যে, তিনি মাঝে মাঝে কাশ্ফ (كشف)-এর মাধ্যমে অদৃশ্যের জ্ঞান লাভ করিতেন (আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ আল-কালাবায'ী, আত-তা'আররুফ লি-মায'হাবি আহ্লি'ত-তাস'াওউফ, ইং অনু. A. J. Arbery, Cambridge, England ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৮)। আল্লাহ্র সহিত তাঁহার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল যে, তাঁহার দু'আ' সহজেই গৃহীত হইত। এই সম্পর্কের কারণেই রাসূলুল্লাহ (স') তাঁহাকে সর্বোত্তম তাবি'ঈ (خير التابعين) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন (মুসলিম, স'াহ'ীহ', ফাদা'ইলু'স'-স'াহ'াবাঃ, হ'াদীছ' সংখ্যা ২২৩—২৪))

রাসূলুল্লাহ (স')-এর পর হইতে অদ্যাবধি বহু গবেষেকগণ, সংসারত্যাগী ও সূ'ফী উওয়ায়সের মাতৃভক্তি, বৈরাগ্য ও 'ইবাদাত-বন্দেগীর প্রশংসা করিয়াছেন। উওয়ায়স কর্তৃক প্রভাবান্বিত সূ'ফীদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ ফুদ'ায়ল ইব্ন 'ইয়াদ' (মৃ. ১৮৭/৮০৩), আবূ-নাস্'র আস-সাররাজ (মৃ. ৩৭৮/৯৮৮), আল-কালাবায'ী (মৃ. ৩৮০ হি., মতান্তরে ৩৯০ হি.) আবূ নু'আয়ম আল-ইস্'ফাহানী (মৃ. ৪৩০/১০৩৮-৩৯), আল-হুজব'ীরী (মৃ. ৪৬৫/১০৭২), ইমাম আল-গ'াযালী (মৃ. ৫০৫/১১১১) ও ফারীদু'দ-দীন-'আত্ত'ার (মৃ. ৬২৭/১২৩০। ইঁহাদের রচিত গ্রন্থে উওয়ায়সের আলোচনা বিদ্যমান। তবে কোন কোন গ্রন্থে (যথা 'আত্ত'ার-এর তায্কিরাতু'ল-আওলিয়া') আলোচনা অতিরঞ্জিত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভিত্তিহীন।

এক শ্রেণীর সূ'ফী নিজেদেরকে 'উওয়ায়সী' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকেন। ইঁহাদের কোন শায়খ নাই, আধ্যাত্মিক জ্ঞান রাসূলুল্লাহ (স') হইতে লাভ করেন বলিয়া তাঁহারা দাবী করেন। তাঁহাদের মতে উওয়ায়সও শায়খ ব্যতিরেকে আত্মার উন্নতি সংক্রান্ত সমুদয় জ্ঞান রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর শিক্ষা-দীক্ষা হইতে লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে নিজেদের ও উওয়ায়সের মধ্যে তাঁহারা একটা সাদৃশ্য দেখিতে পান বলিয়া নিজেদেরকে উওয়ায়সী বলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত ১৩টি গ্রন্থ ছাড়াও দ্র. (১) আবূ নাস্'র আস-সাররাজ, কিতাবু'ল-লুমা', সম্পা. Nicholson, London 1914 খৃ.; (২) 'আবদু'র-রায্যাক' সামারক'ান্দী, মাত'লা-'উ'স-সা'আদাঃ, সম্পা. এম. শাফি'ঈ, ২খ, লাহোর ১৯৪৯ খৃ.; (৩) ওয়ালিয়্যু'দ-দীন আল-খাত'ীব, মিশকাতু'ল-মাস'াবীহ', করাচী হি. ১৩৬৮; (৪) জামী, নাফাহ'াতু'ল-উনস, তেহরান হি. ১৩৩৬; (৫) আত'-ত'াবারী, তা'রীখু'র-রুসুলি ওয়া'ল-মুলূক, সম্পা. de Goeje, সিরিজ ৩, ৪খ, Leidon ১৮৯০ খৃ.; (৬) ফারীদু'দ-দীন 'আত্ত'ার, তায'কিরাতু'ল-আওলিয়া', তেহরান ১৩৩৬ হি.; (৭) আল-বাগ'দাদী, আল-ফিরাক', অনু., A. S. Halkin, তেল-আবিব ১৯৩৫ খৃ.; (৮) আল-বুখারী, তা'রীখু'ল-কাবীর, ১খ, হায়দরাবাদ ১৩৬২ হি.; (৯) আল-মুনাব'ী, আল-কাওয়াকিবু'দ-দুররিয়্যাঃ, ১খ, কায়রো ১৯৩৮ খৃ.; (১০) মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুনাওওয়ার, আসরারু'ত-তাওহ'ীদ ফী মাক'ামাতি'শ-শায়খ আবী সা'ঈদ, তেহরান ১৩১৩ হি.; (১১) সুলামী, ত'াবাক'াতু'স'-সূ'ফিয়্যাঃ, সম্পা. J. Pederson, London ১৯৪০ খৃ.; (১২) য়াক'ূত, মু'জামু'ল-বুলদান, ৭খ, কায়রো ১৯০৬—০৭ খৃ.।

ডঃ মুহাম্মদ আবুল কাসেম

উকীল (وكيل ؛ ওয়াকীল) (و-ك-ل) হইতে উৎপন্ন; ইহার অর্থ ভারার্পণ করা, যাহার উপর কোন কাজ করিবার ভার অর্পণ করা হয়, যাহাকে অপরাপর ব্যক্তির স্বপক্ষে কাজ করিবার ভার দেওয়া হয়। ব্যবসায়ে বা অন্যান্য কার্যে চুক্তিপত্র সম্পাদনে উভয় শরীকের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আইনের পরিভাষায় ভারদাতার ওয়াকীল বলা হয়। সেইজন্য ফরিয়াদী বা আসামীর পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার ভার যাহাকে দেওয়া হয় তাহাকেও ওয়াকীল বা উকীল বলে। ম্যানেজার, ট্রাস্টী, মুখতার, এটর্নী প্রভৃতিকেও অপরের কার্যকারক হিসাবে ওয়াকীল বলা চলে। বিবাহাদিতে প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার পক্ষে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও তাহার ওয়াকীল বলা হয়।

আল্লাহ্ সম্পর্কেও ওয়াকীল শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে (যথাঃ ৩ ঃ ১৭৩); এখানে উকীল শব্দের অর্থ কর্মবিধায়ক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আবুল-কা'সিম আল-হু'সায়ন ইবন মুহ'ম্মাদ আর-রাগি'ব, আল-মুফরাদাত ফী গ'রাইবি'ল-কু'রআন।

শাইখ শরফুদ্দীন

উকূ'ফ (وقوف) অর্থ গতি স্থগিতকরণ, অবস্থান; শারী-'আতের পরিভাষায় হা'জ্জীগণের 'আরাফাত (عرفات) ময়দানে যে কোন স্থানে অবস্থান যাহা ৯ যু'ল-হি'জ্জাঃ দুপুরের পর হইতে আরম্ভ হয় এবং সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত চলিতে থাকে। 'আরাফাত-এ উকূ'ফ হা'জ্জের অপরিহার্য অঙ্গ। উপরিউক্ত দুই সময়-সীমার মধ্যে যে-কোন সময় ক্ষণিকের উপস্থিতি (এমন কি অজ্ঞান অবস্থায় হইলেও) ন্যূনতম 'উকূ'ফরূপে বিবেচিত হয়। এইখানে একত্রে জু'হ্র ও 'আস্'র এই দুই স'লাত সমাপন করা হয় এবং তৎপূর্বে ইমাম খুত্'বাঃ প্রদান করেন। উকূ'ফের সময় হা'জ্জীগণ কু'রআন তিলাওয়াত করেন, স'লাত আদায় করেন, পাপ মোচনের দু'আ করেন, উচ্চৈঃস্বরে "লাব্বায়ক" পাঠ করেন এবং অন্যান্য দু'আ' পড়িতে থাকেন। 'আরাফাত হইতে মুযদালিফায় প্রস্থানের সঙ্গে এই উকূ'ফের সমাপ্তি হয়। মুযদালিফায় যু'ল-হি'জ্জাঃ-র নবম দিবসের পরবর্তী রাত্রি যাপন করিতে হয়। রাত্রি শেষে প্রথম প্রভাতে ফজরের স'লাত পড়িয়া কিছু সময় অবস্থান করিতে হয়, এই অবস্থানকেও উকূ'ফ বলে। অতঃপর হা'জ্জীগণ মিনায় যান।

মুসলিম জগতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত মুসলিমগণ এই প্রান্তরে একাগ্র চিত্তে 'ইবাদাত-মনোভাবের সহিত আল্লাহর সান্নিধ্যে 'উকূ'ফের সময়টি অতিবাহিত করেন। সর্বক্ষণ কোন আনুষ্ঠানিক 'ইবা-দাতে মগ্ন থাকিতে হয় না বা 'আরাফাতের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কোন আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাতও নাই (ইব্রাহীম রিফ্'আত, মির্'আতু'ল-হা'রামায়ন, কায়রো ১৯২৫ খৃ., ১খ, ১৪১)। এই উকূ'ফ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সময় হইতে প্রচলিত ছিল, পরে 'আরবের পৌত্তলিকগণও ইহা পালন করিত বংশ-পরম্পরাক্রমে। নুবুওয়াতের পূর্বে রাসূল (স')-ও হা'জ্জের সময় এই অনুষ্ঠান পালন করিয়াছিলেন। অন্যান্য অনুষ্ঠান ও উকূ'ফের সহিত প্রভেদ শুধু এই ছিল যে, পৌত্তলিকগণ হা'জ্জের অনুষ্ঠানগুলিকে প্রতিমা পূজার সহিত জড়াইয়া ফেলিয়াছিল. নুবুওয়াতের পর হযরত (স') পৌত্তলিকতা হইতে পবিত্র করিয়া ইব্রাহীমী হা'জ্জকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন (দ্র. হা'জ্জ প্রবন্ধ)।

'আরাফাতে অবস্থিত জাবালু'র-রাহ্'মাঃ বিশেষ পবিত্র স্থান। 'আরাফাত এলাকা সম্পূর্ণই মাওকি'ফ অর্থাৎ উকূ'ফের স্থল। হা'জ্জীদের একত্র সমাবেশের জন্য প্রান্তরটি সুপ্রশস্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হা'দীছ' গ্রন্থসমূহের কিতাবু'ল-হা'জ্জ বা বাবু'ল-হা'জ্জ অধ্যায়সমূহ; (২) Th. W. Juynboll, Handbuch des isl. Gesetzes, Leyden—Leipzig 1910, p. 152 প. [Wizarat al-Awkaf, কি'স্মু'ল-মাসাজিদ]; (২) আল-ফিক্'হ 'আলা'ল-মাযা'হিবি'ল-আর্বা'আঃ, কি'স্মু'ল-'ইবাদাত, কায়রো ১৯২৮খৃ., পৃ. ৬৩৮—৬৪১; (৩) মুহা'ম্মাদ লাবীব আল-বাতানূনী, আর-রিহ্'লাতু'ল-হি'জাযিয়াঃ, পৃ. ১৩৫, ১৪১, ১৫৩ প.; (৪) ইব্রাহীম রিফ্'আত পাশা, মির্'আতু'ল-হা'রামায়ন, কায়রো ১৯২৫ খৃ., ১খ, ৪৫—৪৭, ১১১ প.; (৫) J. L. Burckhardt, Travels in Arabia, London 1829, p. 264—273; (৬) Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to Mecca and Medina, Leipzig 1874, iii. 73—79; (৭) J. F. Keane, Six Months in Meccah, London 1881, p. 149—153; (৮) E. Rutter, The Holy Cities of Arabia, London-New York 1928, i. 162 প.; (৯) মুহাম্মাদ সা'উদ আল-'উরী, আর-রিহ্'লাতু'স-সা'উদীয়াঃ আল-হি'জাযীয়াঃ ওয়া'ন-নাজদীয়াঃ, কায়রো ১৩৪৯ হি., esp. p. 44 প., 90 প.; (১০) Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, Leyden 1880—(Vers. Ges. i. 1 প.), p. 108, 146-152, 158, 172; (১১) Wellhausen, preide Geschriften, Reste arabischen Heidentums, p. 79—83, 120; (১২) Gaudefroy-Demombynes, Le Pelerinage a la Mekke, Paris 1923, p. 227, 241 প., 259 প., 273 প.; (১৩) R. Smith, Lectures on the Religion of the Semites, 1927, p. 340—342; (১৪) Houtsma, Het Skopelisme en her steenwerpen to Mina (Versl. en Mededeel, der Konink1-Akad. van Weten-schappen, Afd. Letterk., R. iv., Deel 6, p. 185-187, Amsterdam 1904) p., 195—197; (১৫) C. Clemen, Der ursprungliche Sinn des hagg (Isl., X. 161-177) p. 167-169; দ্র. হজ্জ প্রবন্ধ।

R. Paret (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

'উছমান (عثمان) (রা) ইব্ন 'আফ্ফান, ইসলামের তৃতীয় খলীফা (২৩-৩৫/৬৪৪-৫৬)। তিনি মক্কার বিখ্যাত বানূ উমায়্যা বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই বংশের আবু'ল-'আস'-র পৌত্র ছিলেন (দ্র' Wustenfeld. Geneal. Tabellen, U. 23)। রাসূল (স')-এর নুবুওয়াত লাভের প্রথম দিকেই হিজরাতের বেশ পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। উমায়্যাগণ অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করিলেও ব্যক্তিগতভাবে হযরত 'উছ'মান (রা) এই সৎ সাহসের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি একজন ধনী ব্যবসায়ী (সেহেতু তাঁহাকে 'উছ'মান গ'নী বলা হইত) এবং সামাজিক খ্যাতি ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সৌন্দর্য ও শালীনতার প্রতীক ছিলেন। রাসূল (স')-এর কন্যা রুক'ায়্যার সহিত তাঁহার বিবাহ ইসলাম গ্রহণের পর সংঘটিত হয় এবং তিনি বিবাহের পর পত্নীসহ আবিসিনিয়ায় হিজরাত করেন (শিবলী, সীরাতু'ন-নাবী, ২খ, ৪২৬)। হযরত 'উছ'মান (রা) আবিসিনিয়াতে

মুসলিমগণের দুইটি হিজরাতেই অংশ গ্রহণ করেন। তৎপর মদীনায় মুহাজিরগণের সহিত মিলিত হন। তাঁহার স্ত্রী পীড়িতা থাকায় তিনি বাদ্‌রের যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই। হযরত রুক'ায়্যাঃ-র মৃত্যুর পর রাসূল (স') হযরত 'উছ্‌মান (রা)-এর সহিত তাঁহার অপর এক কন্যা উম্মু কুলছূমের বিবাহ দেন। এই কারণে তাঁহাকে যু'ন-নূরায়ন (দুই জ্যোতির অধিকারী) বলা হইত।

হযরত 'উমার (রা) ইন্‌তিকালের পূর্বে খলীফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট যে ছয়জন স'াহ'াবীর সমন্বয়ে একটি মাজলিস গঠন করিয়াছিলেন হযরত 'উছ্‌মান (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে 'উছ্‌মান (রা)-কে খলীফা পদে মনোনীত করেন। হযরত 'উছ্‌মান (রা) তাঁহার খিলাফাতকালে কু'রআান ও সুন্নাহ্‌র নীতি অনুসরণ করেন।

হযরত 'উছ্‌মান (রা)-এর খিলাফাতের সপ্তম বৎসরে মুসলিমদের প্রথম অন্তর্বিরোধ আরম্ভ হয় এবং স্বয়ং খলীফা এই বিরোধ-বহ্নিতে শাহাদাত বরণ করেন। 'আরব ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপারে খলীফার বিরুদ্ধবাদিগণের অভিযোগসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (আত'-ত'াবারীকৃত আর-রিয়াদু'ন-নাদি'রাঃ ফী মানাকি'বি'ল-'আশারাঃ, কায়রো ১৩২৭ হি., ২খ, ১৩৭-১৫২ পৃষ্ঠকে ইহার বিস্তারিত আলোচনা আছে)। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রথম এবং প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণকে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে এই শাসনকর্তাদের অধিকাংশই হযরত 'উমার (রা)-র খিলাফাতকালে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হযরত 'উমার (রা)-এর সময়েই প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার জন্য তাঁহাদিগকে খলীফার ক্ষমতাধীনে রাখা ক্রমশ দুরূহ হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু হযরত 'উমার (রা) তাঁহার ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকেও আয়ত্তে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হযরত 'উছ্‌মানের নমনীয়তার সুযোগ লইয়া তাঁহার গোত্রীয় আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। তাঁহার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই ছিল যে, তিনি বিজয়লব্ধ ধন-সম্পত্তির একাংশ তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে দান করিয়াছিলেন। 'উছ্‌মানী খিলাফাতের পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যের অমুসলিম দেশগুলির বিরুদ্ধে যে জিহ্যাদ চলিতেছিল, তাহাতে যে "মাল্‌'ল-গ'ানীমাঃ" পাওয়া যাইত তাহা সমস্ত সৈনিকের মধ্যে ব'ণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু ইহা হইতে কিছু কিছু অংশ বিশেষভাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে দেওয়া হইত। হযরত 'উছ্‌মান (রা) জনগণের সম্পদ হইতে অন্যায়ভাবে কাহাকেও কিছু দেন নাই। ব্যক্তিগত সম্পদ হইতে অনেক সময় আত্মীয়-স্বজনকেও দান করিতেন। হযরত 'উছ্‌মান (রা) হযরত আবূ বাক্‌র (রা) কর্তৃক সংগৃহীত কু'রআান মাজীদের প্রামাণ্য অনুলিপি প্রস্তুত করাইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং আঞ্চলিক পাঠ-বৈষম্যযুক্ত অনুলিপিগুলি জ্বালাইয়া ফেলিতে আদেশ দেন। হযরত 'উছ্‌মান (রা)-এর এই কার্যের উদ্দেশ্য ছিল যে, বিস্তীর্ণ মুসলিম খিলাফাতে প্রচলিত 'আরবী বাক-রীতির অনুপ্রবেশে যেন কু'রআানে পাঠ-বৈষম্যের সৃষ্টি না হয়। অথচ ইহাকেও তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে।

হযরত 'উছ্‌মান (রা)-এর সময়ে অশান্তির ঘটনা প্রবাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ ঃ

হযরত 'উছ্‌মান (রা)-এর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী খিলাফাতকাল দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম ছয় বৎসরে (২৩-২৯) শান্তি বিরাজ করে এবং শেষ ছয় বৎসর (৩০-৩৫) অশান্তির কাল। এই পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছিল তখন, যখন (৩০ হি.) 'উছ্‌মান (রা) হযরত রাসূল (স')-এর মোহরাঙ্কিত অঙ্গুরী 'আরীসের কূপে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এই সময়েই প্রথম ইরাকে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দেয়। ইরাকেই অর্থনৈতিগত সংকট প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং জনগণের মধ্যে অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। ৩২-৩৩ হি. কূফা শহরে বিশেষ গোলযোগ আরম্ভ হয়। কূফাবাসিগণ বসরার উমায়্যাঃ শাসনকর্তা সা'ঈদ ইবূন 'আাস'কে অপসারিত করিয়া তদস্থলে আবূ মূসা আল-আশ্‌'আরী (রা)-কে নিযুক্ত করিতে খলীফাকে বাধ্য করেন। তখন হইতেই বসরায় হযরত 'উছ্‌মান (রা)-এর প্রভাব হ্রাস পায়। অনুরূপভাবে মিসরের শাসনকর্তা ইব্‌ন আবী সার্‌হ' বিদ্রোহিগণের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এখানে মুহ'াম্মাদ ইবূন আবী হ'ষ'ায়ফাঃ নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একদল বিদ্রোহী হযরত 'উছ্‌মান (রা)-এর খিলাফাতের বিরোধিতা করিতেছিল, যদিও মু'হাম্মাদ ইবূন আবী হ'ষ'ায়ফাঃ হযরত 'উছ্‌মান (রা)-এর পালিত পুত্র ছিলেন। কিছুকাল যাবৎ এইরূপ দুর্যোগের যে মেঘ পুঞ্জীভূত হইতেছিল ৩৫ হি.-এর শেষে তাহার বহিঃপ্রকাশ ঘটিল। বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্রোহিগণ মদীনার দিকে যাত্রা করে। সর্বপ্রথম আসে মিসরীয়গণ। খলীফার সহিত সাক্ষাতে তাহারা তাহাদের অভিযোগসমূহ অতিশয় তীব্র ভাষায় প্রকাশ করে। কিন্তু খলীফার নম্র এবং শান্ত ব্যবহারে তাহারা প্রশমিত হয়। খলীফা তাহাদিগের সমস্ত দাবী মানিয়া লন। তাঁহার শাসনকর্তাগণকে পরিবর্তন করিতেও সম্মত হন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহিগণ চলিয়া যায়। কিন্তু পথিমধ্যে আল-'আরীশ নামক স্থানে হযরত 'উছ্‌মান (রা)-এর এক দূত ধরা পড়ে এবং তাহার নিকট একটি পত্র পাওয়া যায়। ইহা হযরত 'উছ্‌মান (রা)-এর মোহরাঙ্কিত শাসনকর্তা ইব্‌ন আবী সার্‌হে'র নিকট লিখিত ছিল। পত্রে আন্দোলনের এই নেতৃবৃন্দকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর মৃত্যুদণ্ড দিতে কিংবা অঙ্গচ্ছেদ করিতে বলা হইয়াছিল। এই পত্র হস্তগত হওয়ার ফলে বিদ্রোহিগণ ক্রোধান্বিত হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় ফিরিয়া আসে। হযরত 'উছ্‌মান (রা) এই পত্র তাঁহার লিখিত বলিয়া অস্বীকার করেন এবং ইহা তাঁহার শত্রুগণের দুরভিসন্ধিমূলক কার্য বলিয়া অনুমান করেন। যাহা হউক, বিদ্রোহিগণ হযরত 'উছ্‌মান (রা)-কে গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। হযরত 'উছ্‌মান (রা) বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে স'াহ'াবীগণকে নিষেধ করেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহ কেহ আপন পুত্রগণকে হযরত 'উছ্‌মান (রা)-এর গৃহদ্বারে প্রহরী নিযুক্ত করেন। হযরত 'আাইশাঃ (রা) এই সময়ে মক্কায় হ'াজ্জ করিতে গিয়াছিলেন। হযরত 'উছ্‌মান (রা) নিজ মর্যাদায় অবিচলিত থাকিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তিনি কোন অবস্থাতেই খিলাফাত ত্যাগ করিবেন না। কয়েকদিন এইরূপ অবরোধের পর কতিপয় ব্যক্তি ৩৫ হি. (জুন, ৬৫৬) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌রের নেতৃত্বে খলীফার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। খলীফা এই সময়ে কু'রআান পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার রক্ত কু'রআানের উপর ছিটকাইয়া পড়ে। তাঁহার কালূব গোত্রীয়া স্ত্রী নাাইলাঃ বিন্‌ত ফুরাফিস'াঃ আহত হন। খলীফার শাহাদাতের পর রাত্রে অতি গোপনীয়তার সহিত তাঁহার মৃতদেহ কয়েকজন আত্মীয় দাফন করেন। মু'আাবি'য়াঃ সিরিয়া

হইতে খলীফাকে সাহায্য করিবার মানসে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। পথে খলীফার নিহত হওয়ার সংবাদ পাইয়া আবার তাহারা সিরিয়ায় ফিরিয়া যায়।

এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ইসলামের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় একতা নষ্ট হইয়া যায় এবং ধর্মীয় মতবিরোধ ও গৃহযুদ্ধের যুগ আরম্ভ হয়। হযরত 'উছ্'মান (রা)-এর খিলাফাত এবং ইহার রক্তাক্ত সমাপ্তি ইসলামের ইতিহাসে একটি করুণ ও মর্মান্তকারী ঘটনা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Caetani, Annāli dell' Islam, vii. and viii., Milan 1914-1918 (তু. also by the same author Chronographia Islamica, p. 279-388). আরও দ্র. (২) বালাযু'রী, আনসাবু'ল-আশরাফ, ৫খ ; (৩) ইব্‌ন 'আসাকির, তা'রীখু দিমাশক', ৮খ, দামিশক' ১৯৫১ খৃ. ; (৪) হযরত 'উছ্'মান (রা) সম্পর্কিত হ'াদীছ'গুলি বিভিন্ন হ'াদীছ' সংগ্রহে রহিয়াছে।

G. Levi, della Vida (S.E.I.)/মুহম্মদ রেযাউর রহীম

উম্মাত (امة ঃ উম্মাঃ) কু'রআনে বহুল ব্যবহৃত বিভিন্ন অর্থজ্ঞাপক শব্দ। ইহার অর্থ ঃ কালের কিছু অংশ, কিছুকাল (১১ ঃ ৮ ; ১২ ঃ ৪৫), ধর্ম, মতবাদ, পথ (৪৩ ঃ ২২), দল, উপদল, জাতি (৭ ঃ ১৬৪) এবং ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাতাত্ত্বিক প্রভৃতি যে কোন ভিত্তিতে একত্র ব্যক্তি-সমষ্টি। এমন কি, ৭ ঃ ১৬৪ ও ২৮ ঃ ২১ আয়াতে যেখানে শব্দটি মামুলিভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে, সেখানেও এইরূপ অর্থের ইঙ্গিত আছে। বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা জিন্ন সম্পর্কে (৭ ঃ ৩৮ ; ৪১ ঃ ২৫ ; ৪৬ ঃ ১৮) ও, এমন কি যাবতীয় প্রাণী সম্বন্ধেও (৬ ঃ ৩৮) ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে ইহা দ্বারা এমন একটি দল বুঝায় যাহারা আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়, পরকালে যাহাদের বিচার হইবে। ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কেও, যথা ঃ ইব্‌রাহীম ('আ) (১৬ ঃ ১২০) সম্পর্কেও এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে এই শব্দটি হয় "ইমাম" অর্থে অথবা তৎকর্তৃক স্থাপিত "সম্প্রদায়ের নেতা" অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অন্যথায় উম্মাঃ বলিতে দল অন্তত বৃহৎ সমাজ-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ক্ষুদ্র দল বুঝায়।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক উম্মাতের (জাতির) সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য একজন নবী (৬ ঃ ৪২ ; ১০ ঃ ৪৭, ১৩ ঃ ৩০ ; ১৬ ঃ ৩৪, ৬৩ ; ২৩ ঃ ৪৪ ; ২৯ ঃ ১৮ ; ৪০ ঃ ৫) অথবা সতর্ককারী (৩৫ ঃ ২৪, ৪২) প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর ন্যায় এই সমস্ত নবীও লাঞ্ছিত ও মিথ্যাবাদী অভিহিত হইয়াছেন। এজন্য তাঁহারা কিয়ামত দিবসে তাঁহাদের উম্মতের সাক্ষীস্বরূপ উত্থিত হইবেন (৪ ঃ ৪১ ; ১৬ ঃ ৮৪, ৮৯ ; ২৮ ঃ ৭৫ ; তু. ২ ঃ ১৪৩)। কারণ প্রত্যেক জাতিকেই বিচারের জন্য হাযির করা হইবে (৬ ঃ ১০৮ ; ৭ ঃ ৩৩ ; ১০ ঃ ৪৯ ; ১৫ ঃ ৫ ; ২৩ ঃ ৪৩ ; ২৭ ঃ ৮৫ ; ৪৫ ঃ ২৮)। যাহারা ঈমান আনে নাই তাহাদিগকে বাদ দিলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক অবশ্য আল্লাহ্‌র রাসূলের আবেদন অনুসরণ করিয়াছিল এবং এইভাবে সঠিক পথ প্রাপ্ত হইয়াছিল (১৬ ঃ ৩৬)। ইহা বিশেষভাবে 'আহ্‌ল কিতাব' সম্বন্ধে সত্য। আহ্‌ল কিতাবদের মধ্যে সৎলোকের দলগুলিকে ও উম্মাঃ বলা হইয়াছে (৩ ঃ ১১৫ ও প. ; ৫ ঃ ৬৬ ; ৭ ঃ ১৫৯ ; তু. ২ ঃ ১৩৪, ১৪১ ; ৭ ঃ ১৬৮, ১৮১ ; ১১ ঃ ৪৮)। ইহারা বৃহত্তর দলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দল।

কু'রআনে প্রায়ই মানুষের মধ্যে বহু উম্মাত কেন এবং তাহারা কেন একটি একক জাতি হইল না—এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার প্রধান প্রধান কারণগুলি কু'রআনেই দেওয়া হইয়াছে। "মানুষ একটি মাত্র উম্মাঃ (জাতি) ছিল, অতঃপর তাহারা মতভেদ করিল। তোমার প্রভুর নিকট হইতে যদি একটি সিদ্ধান্ত ইতঃপূর্বে দেওয়া না হইত তাহা হইলে তাহাদের মধ্য (মতভেদের) ব্যাপারগুলির নিশ্চয়ই মীমাংসা হইয়া যাইত" (১০ ঃ ১৯)। সেই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও ৫ ঃ ৪৮-এ বলা হইয়াছে ঃ "বরং তোমাদের নিকট যে বিধি-নিষেধ আসিয়াছে তদ্দ্বারা তিনি যেন তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে পারেন।"

বিশেষভাবে, মহানবী (স')-এর উম্মাতের বেলায় এই শব্দটির অর্থে কতিপয় পার্থক্য ও পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিষয়টি বহুলাংশে ঐতিহাসিক বিধায় তাহার আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাঁহার নুবুওয়াতের প্রথম দিকে তিনি সাধারণভাবে সকল আরব অথবা তাঁহার (মক্কার) দেশবাসীকে একটি উম্মাতরূপে মনে করিতেন। হযরত (স') প্রাথমিক পর্যায়ে অবহেলিত আরব উম্মাতকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। পূর্ববর্তী নবীদের ন্যায় তিনিও তাঁহার বংশ কর্তৃক ভীষণভাবে আক্রান্ত ও মিথ্যাবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। অবশেষে তিনি মক্কার পৌত্তলিকদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া তাঁহার অনুসারিগণসহ মদীনায় হিজ্‌রাত করেন এবং সেখানে একটি নূতন সমাজ গঠন করেন। এখানে তিনি অমুসলিমগণসহ একটি সাময়িক রাজনৈতিক সমাজ গঠন করেন। কিন্তু যখন য়াহূদীগণ চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এই চুক্তি ভঙ্গ করিল ও মুসলিমগণের সহিত ভিতর হইতে শত্রুতা ও বাহিরে তাঁহাদের শত্রু কু'রায়শগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মদীনা আক্রমণের উস্‌কানী দিতে লাগিল তখন বাধ্য হইয়া তিনি তাহাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন ও তাহাদিগকে নির্বাসিত করেন। ফলে এই সাময়িক ভিত্তির উপর স্থাপিত রাজনৈতিক মিশ্র-সমাজ ভাঙ্গিয়া যায় ; কিন্তু প্রকৃত ও দৃঢ় ঈমানের ভিত্তির উপর স্থাপিত যে উম্মাঃ মক্কায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিজ্‌রাতের পর মুহাজির ও মদীনায় আনসারগণের ভিত্তিতে যাহা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছিল—তাহা পূর্ববৎ অপরিবর্তনীয়ই ছিল। পরবর্তীকালে মু'মিনের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইল ততই ইহার প্রবল স্রোতে বংশ, দেশ, বর্ণ প্রভৃতি ভাসিয়া গিয়া জগৎব্যাপী এই উম্মাঃ গঠিত হইল (৩ ঃ ১০৩, ১০৯)। ইহার মূলনীতি ছিল, "নিশ্চয়ই মু'মিনগণ ভাই ভাই" (৪৯ ঃ ১০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. W. Lane, An Arabic English Lexicon, i. 90 ; (২) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin—Leipzig 1926, p. 51-53 ; (৩) ঐ লেখক, Jewish Proper Names and Derivatives in the Koran (Hebrew Union College Annual, vol. ii., Cincinnati 1925, p. 145-227), p. 190 ; (৪) K. Ahrens, in ZDMG, NF, ix. 37 ; (৫) Buhl-Schaeder, Das Leben Muhammeds, Leipzig 1930, p. 209-212 (See further literature, note 24), 277, 343—345 ; (৬) Snouck Hurgronje, Der Islam (Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte), p. 658—660, 672 প. ; (৭) হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহে উম্মাত সম্বন্ধে দ্র. A. J. Wensinck-এর Community in A Hand book of Early Muhammadan Tradition, Leyden 1927.

R. Paret (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

উম্মী (امى) ইসলামী সাহিত্যে শব্দটি বহুল পরিচিত।

শব্দটির তিনটি ব্যাখ্যা দেখা যায় :

১। উম্মী অর্থ নিরক্ষর, লিখিতে পড়িতে জানে না এমন ব্যক্তি। এই শব্দটি কু'রআনে রাসূল কারীম (স')-এর বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে (কু'রআন ৭ : ১৫৭-১৫৮)।

২। এই শব্দটি বহু বচনে "সাধারণত নিরক্ষর লোক" অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে (কু'রআন ২ : ৭৮)।

৩। বহু বচনে এই শব্দটি মদীনার অজ্ঞ জনসাধারণ সম্পর্কেও ব্যবহৃত হইয়াছে (৩ : ১৯)।

য়াহূদীগণ মদীনার অধিবাসিগণকে কিছুটা অবজ্ঞার সহিতই উম্মী বলিয়া উল্লেখ করিত ; বলিত, "নিরক্ষর লোকদের প্রতি অবিচার করার কোন অভিযোগ তাহাদের বিরুদ্ধে অচল" (৩ : ৭৪)।

"উম্ম" (মাতা) শব্দ হইতে শব্দটি গঠিত। কারণ মাতৃগর্ভ হইতে শিশু নিরক্ষর অবস্থায়ই জন্মগ্রহণ করে। এইজন্য উম্মী শব্দ গৌণ অর্থে নিরক্ষর বুঝায়। মতান্তরে উম্মী অর্থ মক্কাবাসী, কারণ মক্কাকে "উম্মু'ল-কু'রা" বলা হয়। এই অর্থে "আন-নাবিয়্যু'ল-উম্মী" বলিতে মক্কাবাসী নবী বুঝায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) J. Horovitz, Jewish Proper Names and Derivatives in the Koran (Hebrew Union College Annual, ii., Cincinnati 1925, p. 145—227), p. 190 প.; (২) K. Ahrens, in ZDMG, NF, ix 37; (৩) Buhl-Schaeder, Das Leben Muhammeds, Leipzig 1930, p. 56, 131 (দ্র' Horovitz, OLZ, 1931, 148 প.)।

R. Paret (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

উম্ম কুলছূ'ম (ام كلثوم) হযরত মু'হাম্মাদ (স')-এর (তৃতীয়া) কন্যা। হ'াদীছ' হইতে তাঁহার ভগ্নী রুক'ায়্যাঃ অপেক্ষাও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কম জানা যায়। ইনি হযরত খাদীজার গর্ভে সম্ভবত রাসূল কারীম (স')-এর নুবূওয়াত লাভের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কুন্য়াত দ্বারাই তিনি পরিচিত। আবূ লাহাবের এক পুত্র 'উতায়বার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। যখন নবী (স') ইসলাম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন আবূ লাহাব পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি মুহ'াম্মাদ (স')-এর কন্যাকে পরিত্যাগ কর, নতুবা আমার সহিত তোমার কোন সম্পর্কই থাকিবে না।" ফলে 'উতায়বা ইঁহাকে পরিত্যাগ করে। অতঃপর বাদ্রের যুদ্ধের সময় হযরত 'উছ'মানের স্ত্রী, রাসূল (স')-এর দ্বিতীয়া কন্যা রুক'ায়্যাঃ ইন্তিকাল করিলে রাসূল (স') তাঁহার সহিত উম্ম কুলছূ'মের বিবাহ দেন। এইজন্যই হযরত 'উছ'মান (রা)-কে যু'ন্-নূরায়ন (দুই জ্যোতির অধিকারী) বলা হয়। এই বিবাহের পর উম্ম কুলছূ'ম ছয় বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। হিজরী ৯ সনের শা'বান মাসে নিঃসন্তান অবস্থায় ইনি ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হিশাম, ed. Wustenfeld, p. 121; (২) ইব্ন সা'দ, ৮খ, পৃ. ২৫; (৩) ত'াবারী, ed. de Goeje, ৩খ, ২৩০২; (৪) H. Lammens, Fatima et les Filles de Mahomet, 1912, p. 3 প.; (৫) শিবলী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, ২খ, ৪২৬—৭।

G. Bull (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

উম্মু'ল-ওয়ালাদ্ (ام الولد) যে ক্রীতদাসী তাহার মনিবের ঔরসে সন্তান প্রসব করিয়াছে তাহাকে উম্মু'ল-ওয়ালাদ বা সন্তানের মাতা বলা হয়। (১) ক্রীতদাসীকে উপভোগ করার যে অধিকার 'আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহা প্রথম দিকে ইসলামে অব্যাহত ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে এইরূপ মিলনের দরুন যে সব সন্তান ভূমিষ্ঠ হইত তাহাদিগকে পিতার নামে না ডাকিয়া মাতার নামে ডাকা হইত এবং নিজ ঔরসজাত সন্তানরূপে পিতার স্বীকৃতিতে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত। এইরূপ ক্রীতদাসী মায়ের কোনও সামাজিক মর্যাদা ছিল না। মর্যাদা প্রকাশের জন্য উম্মু'ল-ওয়ালাদ্ (সন্তানের মাতা) নামে অভিহিত করিয়া তাহাকে স্বাধীনা স্ত্রী হইতে পৃথক করা হইত। স্বাধীনা স্ত্রীকে উম্মু'ল-বানীন (পুত্রদের জননী) নামে অভিহিত করা হইত। (২) ইসলামের প্রথম দিকে এই অবস্থার বিশেষ কোনরূপ পরিবর্তন করা হয় নাই। কু'রআনে যে সকল আয়াতে বৈধ যৌন মিলনের সীমা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে (সূরাঃ ৪ : ৩, ২৪, ২৫ প., ২৩ : ৬, ২৪, ৩২, ৭০ : ৩০ সবই মদীনার অবতীর্ণ) মনিবকে নিজ ক্রীতদাসীর সহিত মিলিত হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কু'রআনে উম্মু'ল-ওয়ালাদ্-এর কোন উল্লেখ নাই। মারিয়া কিব্তিয়ার গর্ভে রাসূল (স')-এর ঔরসে পুত্র ইব্রাহীমের জন্মের দরুন মারিয়াকে আযাদী দেওয়ার কথা রাসূল (স') ঘোষণা করেন। হ'াদীছে' আরও আছে যে, কোনও রমণীকে তাহার চাচা পৌত্তলিক যুগে ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রয় করে। তাহার গর্ভে মালিকের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মালিকের মৃত্যুর পর তাহার ঋণ পরিশোধার্থে ঐ ক্রীতদাসীকে বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হয়। বিষয়টি সম্বন্ধে রাসূল (স')-এর নিকট অভিযোগ করা হইল তিনি ঐ স্ত্রীলোকটিকে আযাদ করিবার জন্য মৃতের সম্পত্তির পরিচালককে নির্দেশ দেন এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিনি তাহাকে একটি ক্রীতদাস দান করেন। (৩) এই দুইটি নজীর দৃষ্টে হযরত 'উমার (রা) আদেশ দেন যে, মালিকের মৃত্যুর পর উম্মু'ল-ওয়ালাদ আইনত এবং স্বাভাবিকভাবে আযাদী লাভ করিবে এবং মালিকের জীবদ্দশায় তাহাকে পুনরায় বিক্রয় (বা দান) করা যাইবে না। বিভিন্ন উপলক্ষে হযরত 'উমার (র)-র এই অনুশাসনের সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত 'উছ'মান (রা)-এর সময় এই বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয় এবং বলা হয় যে, হযরত 'আলী ও হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) তখন এই বিষয়ে হযরত 'উমার (রা)-এর বিরোধিতা করেন। পক্ষান্তরে ইহাও বলা হয় যে, হযরত 'উমার তাঁহার সিদ্ধান্তটি রাসূল (স'), এমন কি হযরত 'আলী ও 'আব্বাস (রা)-এর মতের ভিত্তিতেই করিয়াছিলেন এবং সা'হা'াবীগণ হযরত 'উমার (রা)-এর সেই সিদ্ধান্তটি সমর্থন করিয়াছিলেন। হ'াদীছে'র মুসলিম সমালোচকদের মতে দুই নম্বর অনুচ্ছেদে যে দুইটি হ'াদীছে'র উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত এ বিষয়ে অন্যান্য হ'াদীছে'র ইসনাদ সন্দেহাতীত বলা চলে না। তাঁহারা উপরিউক্ত দুইটি হ'াদীছ' ও হযরত 'উমার (রা)-এর মতকে প্রামাণ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সুতরাং মালিকের মৃত্যুর পর উম্মু'ল-ওয়ালাদ্ আযাদী লাভ করে এবং তাহাকে বিক্রয় করা চলে না—এই মত প্রথম যুগে প্রায় সকলের সমর্থন লাভ করিয়াছিল। ইহার সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন আল-হ'াসান আল-বাস'রী, 'আতা', মুজাহিদ, আয্-যুহ্রী, ইব্রাহীম আন-নাখা'ঈ এবং আরও অনেকে। (৪) মায্'-হাবের উৎপত্তির পর যাঁহারা উপরিউক্ত মত পোষণ করেন তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন আবূ হ'ানীফাঃ, আবূ য়ূসুফ, যুফার, মুহ'াম্মাদ আশ-শায়বানী এবং তাঁহাদের সহচরগণ, আল-আওযা'ঈ

আহ্'-হ্'াওরী, আল-হ্'াসান ইব্ন স'ালিহ্', আল-লায়ছ', ইব্ন সা'দ, মালিক এবং তাঁহার অনুসারিগণ, আবূ ছ'াওর ও ইব্ন হ'াম্বাল। ইমাম শাফি'ঈ-ও শেষ পর্যন্ত এই মত সমর্থন করেন এবং তাঁহার অনুসারিগণের মতও ইহাই ছিল। দাঊদ ও জ'াহিরী-গণ, যায়দীয়াগণ, ইছ্'না 'আশারিয়্যাঃ শী'আ্যাঃগণ ও মু'তাযিলীদের মতে উম্মু'ল-ওয়ালাদ্‌কে বিক্রয় করা চলে। অবশ্য ইঁহাদের মতেও মনিবের মৃত্যু পর্যন্ত সে যদি তাহার অধীনে থাকে এবং মালিকের মৃত্যুকালে যদি তাহার কোনও সন্তান জীবিত থাকে তাহা হইলে সে আযাদী লাভ করিবে। (৫) বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করার বিষয়ে ইসলামে যত বিধি-নিষেধ আরোপিত হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা বেশী বিধি-নিষেধ আরোপিত হইয়াছিল উম্মু'ল-ওয়ালাদ্-এর গর্ভজাত মনিবের সন্তান সম্বন্ধে। 'উমার (রা) এবং ইব্ন 'উমার (রা) হইতে হ'াদীছ' উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, যদি কেহ তাহার ক্রীতদাসীর সহিত সহবাস করে তবে সে তাহার সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করিতে পারিবে না, যদি সে 'আযল-এর কথা বলে অথবা পিতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। মালিকী ও শাফি'ঈ মায্'হাবে এই মত স্বীকৃত। পক্ষান্তরে হ'ানাফী মায্'হাব মতে, ক্রীতদাসী উম্মু'ল-ওয়ালাদ্ কিনা এবং তাহার গর্ভজাত সন্তানের পিতা কে—এই বিষয়টির সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভর করে মালিকের (হ'ালাফভিত্তিক) স্বীকৃতির উপর। ইসলামে উম্মু'ল-ওয়ালাদের গর্ভজাত সন্তানকে সব সময় আযাদ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, ইহাতে কোন প্রকার দ্বিমত হয় নাই। (৬) ফিক্'হশাস্ত্রে উম্মু'ল-ওয়ালাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিধান এই যে, ক্রীতদাসী, এমন কি অমুসলমান ক্রীতদাসীও যদি তাহার মনিবের সন্তান গর্ভে ধারণ করে তাহা হইলে তাহাকে উম্মু'ল-ওয়ালাদ বলিয়া গণ্য করা হইবে। মনিবের মৃত্যুর পর সে আযাদী লাভ করিবে; তাহাকে পারিবারিক ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য বিক্রয় করা চলিবে না (নিম্নে দেখুন) অথবা মালিকের ওয়াসি'য়্যাতের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যেও তাহাকে ধরা যাইবে না, মালিক তাহার জন্য যে সম্পত্তি পৃথক করিয়া রাখিয়া যান—তাহা আইনত তাহারই প্রাপ্য। উম্মু'ল-ওয়ালাদ হইবার পরে সে তাহার মালিকের নিকট থাকিয়া বৈধ বা অবৈধ যেমনই সন্তান প্রসব করিবে—সকল সন্তানই আযাদ হইবে। এমন কি মৃত সন্তান জন্মিলেও ক্রীতদাসী উম্মু'ল-ওয়ালাদের মর্যাদা পায়। কিন্তু যদি গর্ভপাত হয় তবে সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। যদি উম্মু'ল-ওয়ালাদ কোন অপরাধ করে তবে অন্যান্য ক্রীতদাসী বা ক্রীতদাসের ন্যায় মালিক দণ্ডের পরিবর্তে উম্মু'ল-ওয়ালাদের মালিকানা হস্তান্তর (Cession) করিয়াও তাহার দায়িত্ব এড়াইতে পারিবে না। অন্যান্য ব্যাপারে ক্রীতদাসীর মতই সে জীবন যাপন করিবে। তাহার দেহ ও শ্রমের উপর মালিকের পূর্ণ অধিকার থাকিবে। কিন্তু মালিকীদের মতে, তাহাকে হালকা ধরনের কাজে খাটাইতে হইবে এবং তাহাকে অন্যের নিকট মজুরীতে দেওয়া চলিবে না। হ'ানাফী ও মালিকীদের মতে, যদি উম্মু'ল-ওয়ালাদ ইচ্ছা-কৃতভাবে তাহার মালিককে হত্যা করে, একমাত্র এই অবস্থাতেই সে আযাদীর অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। তবে মালিকের সন্তান গর্ভে ধারণ করিবার পূর্বে মালিক যে ঋণ করিয়াছিল তাহা পরি-শোধ করার জন্য উম্মু'ল-ওয়ালাদ বিক্রয় করা চলিবে। উপরিউক্ত বিষয়সমূহে শী'আঃ সম্প্রদায়ের মতের মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে (তু. উপরের ৪ অনুচ্ছেদ)। (৭) যেহেতু মালিক ক্রীতদাসীর সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করে, সুতরাং আইনত ক্রীতদাসীকে বিবাহ করার কোন অবকাশ থাকে না। অন্যপক্ষে ক্রীতদাসীর বিবাহ চুক্তি সম্পা-দনের অধিকার থাকে না; ক্রীতদাসীর সহিত তাহার অভিভাবক (ওয়ালী)-এর সম্পর্কও ছিন্ন হয়। সুতরাং আইনের চোখে ক্রীত-দাসীর সহিত মালিকের বিবাহ সিদ্ধ নহে। কেহ যদি নিজ দাসীকে একান্তই বিবাহ করিতে চায় তবে তাহাকে প্রথমে আযাদ করিয়াই বিবাহ করিতে পারে। মুসলিম ক্রীতদাসীকে অপর কোন স্বাধীন মুসলিম অথবা কোন মুসলিম গোলামের সহিত বিবাহ দেওয়া চলিবে।

উম্মু'ল-ওয়ালাদের মর্যাদা উল্লিখিতভাবে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও একজন ক্রীতদাসীর সঙ্গে মিলন এবং তদ্দ্বারা সন্তান লাভ করার প্রতি ইসলাম-পূর্ব যুগে যে ঘৃণার উদ্রেক হইত তাহা কিছুটা রহিয়া গিয়াছে। তবে স্বাধীনা স্ত্রীর সন্তানের ও আইনসম্মত উম্মু'ল-ওয়ালা-দের গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে যে প্রভেদ ছিল ইসলামী আইন তাহা সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Lammens, Le Berceau del' Islam, p. 276--306; (২) Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, 2nd ed., p. 89--91; (৩) Wellhausen, in NGW Gott. 1893, p. 435 প.; (৪) Wensinck, Handbook, দ্র. Manumission, Slaveso, Intercourse; (৫) Kanz al-'ummal, Vol. V.; (৬) আল-'আয়নী, শারহ্' বুখারী, 'ইত্ক্', বাব ৮; (৭) Juynboll, Handleiding, 3rd ed., p. 236, 238; (৮) Sachau, Muhammodanisches Recht, p. 127, 168 প.; (৯) Santillana, Istiuzioni, i. 123 প.; (১০) Querry, Droit Musulman, ii, 147 প., (for the Shi'is),—For Paragraph 7; (১১) 'আবদু'ল-ক'াদির, জাওয়াহিরু'ল-মুদ'ী'আ, ১ : ৩ সংখ্যা ৬৬৮, (১২) আল-ফিহ্‌রিস্ত, পৃ., ২০৭, ১৫; (১৩) Snouck Hurgronje, Mekka in the Latter Part of the 19th Century, p. 109, (১৪) Bousquet, in REI, 1938, p. 231.

J. Schacht (S.E.I)/মিজুব করীম

উম্মু'ল-কিতাব (ام الكتاب) গ্রন্থের মূল। ইহা দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে : (১) কোন গ্রন্থের সমগ্র শিক্ষার সার যে অংশে থাকে, যথা সূরাঃ আল-ফাতিহ'াঃকে উম্মু'ল-কিতাব বা উম্মু'ল-কু'রআন বলা হয়। (২) যাহা হইতে গ্রন্থ বা কু'রআনের উৎপত্তি। লাওহে' মাহ'ফুজে' আল্লাহ্‌র জ্ঞানে যে গ্রন্থ রহিয়াছে ও যাহা হইতে কু'রআন অবতীর্ণ হইয়াছে সেই মূল গ্রন্থ। ইহা হইতে আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা মানসূখ করেন এবং যাহা ইচ্ছা করেন তাহা সংরক্ষিত করেন (১৩ : ৩৯)। এই মূল গ্রন্থকে হ'াদীছে' আস্'লু'ল-কিতাব (ত'াবারী, তাফসীর ২৫ : ২৬) বলা হয়। ইহা ৮৫ : ২১ অনুসারে সযত্নে রক্ষিত ফলকে লিখিত আছে (তু. Enoch. 93, 2, Book of Jubilees 5, 13, 16, 9, 32, 21)। মদীনায় অবতীর্ণ ওয়াহ্'য়িতে উম্মু'ল-কিতাব অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। সূরাঃ ৩ : ৭ অনুসারে আল্লাহ্ কর্তৃক মুহ'াম্মাদ (স')-এর নিকট যে গ্রন্থ অর্থাৎ কু'রআন নাযিল হইয়াছে তাহার কতক হইল পরিষ্কারভাবে প্রকাশমান

(মুহ্‌কামাত) এবং কতকগুলি মুতাশাবিহাত (বা দ্ব্যর্থবোধক); প্রথমোক্তগুলি উম্মু'ল-কিতাব বা গ্রন্থের মূল শিক্ষা। এই বাক্যানুসারে কু'র্‌আনোত্তর ভাষাতাত্ত্বিক ব্যবহারে সূরাঃ ফ্যাতিহ'াঃ-কে উম্মু'ল-কিতাব বা উম্মু'ল-কু'র্‌আন বলা হয়। কারণ ইহাতে গ্রন্থের অর্থাৎ কু'রআনের মূল শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার রহিয়াছে। হ'াদীছে' এই নাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : Lane, lexicon. দ্র. Umm; Horovitz, Koranische untersuchungen, Berlin.—Leipzig 1926, p. 65.

J. Horovitz (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

'উম্‌রাঃ (عمرة) কা'বাঃ গৃহের যিয়ারাত সংক্রান্ত একটি বিশেষ 'ইবাদাত। কেহ কেহ ইহাকে الحج الاصغر (ছোট হ'াজ্জ)-ও বলে। হ'াজ্জের ন্যায় 'উম্‌রাঃও আনুষ্ঠানিক পবিত্রতার (ইহ্‌রাম দ্র.) সাথে সমাপন করিতে হয়। 'উম্‌রার উদ্দেশ্যে ইহ্'রাম বাঁধিবার সময় 'উম্‌রাঃ সম্পাদনকারীকে অবশ্যই নিয়্যাত (দ্র.) করিতে হইবে যে, সে 'উমরার সহিত হ'াজ্জও সমাপন করিবে, অথবা শুধু 'উম্‌রাঃই সম্পাদন করিবে। মক্কার হ'ারামের নির্ধারিত সীমার বাহির (হি'ল) হইতে ইহ্'রাম বাধিয়া 'উম্‌রার জন্য নিয়্যাত করিতে হয়। 'উম্‌রার উদ্দেশ্যে সাধারণত তিনটি জায়গা হইতে নিয়্যাত করা হইয়া থাকে : জি'রানাঃ, হ'দায়বিয়াঃ ও তান্'ঈম। শেষোক্ত জায়গাটি সর্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থিত এবং উহা হইতেই অধিকাংশ সময়ে 'উম্‌রার নিয়্যাত করা হইয়া থাকে বলিয়া উহা আল-'উম্‌রাঃ নামে পরিচিত। লাব্বায়কা (তালবিয়াঃ দ্র.) শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে 'উম্‌রাঃ আরম্ভ করা হয়। 'উমরার জন্য ইহ্'রাম শর্ত; ত'াওয়াফ, রুক্‌ন-এর সা'ঈ ও হ'ালাক' (কেশ মুণ্ডন) ওয়াজিব। মু'তামিরকে (উম্‌রাঃ সম্পাদনকারী) মক্কায় উপস্থিত হইয়া সর্বপ্রথম কা'বাঃ গৃহের ত'াওয়াফ (দ্র.) করিতে হয়। 'উম্‌রাঃ সম্পাদনকারী উত্তর-পূর্ব দিকের "বাবু'স-সালাম" নামক দরজার ভিতর দিয়া কা'বাঃ সংলগ্ন মস্‌জিদে প্রবেশ করে। অনন্তর তাহাকে কা'বাঃ শারীফের দেওয়ালে সংবদ্ধ হ'াজারু'ল-আস্‌ওয়াদ বা কৃষ্ণ প্রস্তরের নিকট উপস্থিত হইয়া নির্ধারিত নিয়মে ডান দিক দিয়া বায়তুল্লাহ্-এর ত'াওয়াফ শুরু করিতে হয়। উচ্চৈঃস্বরে দু'আ' পাঠ করিতে করিতে সাতবার ত'াওয়াফ আবশ্যক। প্রথম তিন ত'াওয়াফ দ্রুত গতিতে (রামাল) এবং শেষের চার ত'াওয়াফ সাধারণ গতিতে করিতে হয়। অতঃপর মা'কাম ইব্‌রাহীম নামক জায়গায় দুই রাক'আত স'ালাত আদায় করিয়া যাম্‌যাম কূপের পানি পান করিতে এবং আর একবার হ'াজারু'ল-আস্‌ওয়াদ চুম্বন করিতে হয়। ইহার পর মু'তামির ('উম্‌রাঃ পালনকারী) স'াফা নামক দরজা দিয়া মসজিদ হইতে বাহির হয় এবং স'াফা ও মার্‌ওয়াঃ পাহাড়-দ্বয়ের মধ্যে দৌড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রথম সে স'াফা পাহাড়ে আরোহণ করে। তথায় নির্ধারিত দু'আ' পাঠ করিবার পর তাহাকে চারি শতাধিক গজ উত্তরে অবস্থিত মার্‌ওয়াঃ পাহাড়ের দিকে দৌড়াইতে হয়। মার্‌ওয়াঃ পাহাড়ের উপর উপস্থিত হইয়া নির্ধারিত দু'আ'র পর তাহাকে পুনরায় স'াফা পাহাড়ের দিকে ছুটিতে হয়। এইভাবে তাহাকে স'াফা ও মার্‌ওয়াঃ পাহাড়ের মধ্যে সাতবার সা'ঈ বা দৌড় সমাপন করিতে হয় এবং সপ্তম বারে তাহাকে মার্‌ওয়াঃ পাহাড়ে যাইয়া নির্দিষ্ট দু'আ' পাঠ করিতে হয়। দৌড়াইবার সময় প্রত্যেক বার এই পথে নীচু খানিকটা চিহ্নিত জায়গায় জোরে দৌড়াইতে হয়। অতঃপর তথ্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহার মস্তকের কেশ মুণ্ডিত করিতে অথবা ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়। এইভাবে তাহার 'উম্‌রার কার্য সমাপ্ত হয়। কিন্তু 'উম্‌রাঃকারী যদি একই সঙ্গে 'উম্‌রাঃ ও হজ্জের নিয়্যাত করিয়া থাকে তবে 'উম্‌রার পর মাথার চুল ছাঁটিয়া 'আরাফাতে হজ্জ সমাপনের পর ১০ যু'ল-হি'জ্জাঃ তারিখে তাহার মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়।

'উম্‌রার জন্য কোন দিন তারিখ নির্দিষ্ট নাই। উহা বৎসরের যে কোন সময়েই সমাপন করা যায়। কিন্তু রামাদ'ান মাসে, বিশেষত রামাদ'ানের শেষের দশ দিন ও ক'াদ্‌রের রাত্রিতে 'উম্‌রাঃ সম্পাদন করা অত্যন্ত ছ'াওয়াবের কাজ। প্রত্যেক সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলিমের জন্য জীবনে একবার 'উম্‌রাঃ সম্পাদন করা সুন্নাত।

তাওহ'ীদের প্রচারক হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর কাল হইতে তাঁহার প্রচলিত সুন্নাঃ হিসাবে রাজাব মাস 'উম্‌রাঃ উপলক্ষে এবং যু'ল-ক'া'দাঃ, যু'ল-হি'জ্জাঃ ও মুহ'ার্‌রাম এই তিন মাস হ'াজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মাস (আশ্‌হুরু'ল-হ'রুম)-রূপে পরিগণিত ছিল। কাল-ক্রমে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হ'াজ্জ ও 'উম্‌রাতে পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য অনাচার প্রবেশ করে। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') দুইটি অনুষ্ঠানকেই অনাচার হইতে মুক্ত করেন এবং যু'ল-হি'জ্জাঃ মাসে দুইটি অনুষ্ঠান একত্রে বা পৃথকভাবে পালনের ব্যবস্থা করেন। অন্য যে কোন সময়েও 'উম্‌রাঃ পালন করা বৈধ রাখা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Th. W. Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes, Leyden--Leipzig 1910, p. 138 প.; (২) (বি'যারাতু'ল-আওক'াফ, কি'স্‌মু'ল-মাসাজিদ্), আল-ফিক'হ 'আলা'ল-মাযা'াহিবু'ল-আর্‌বা'আঃ, কি'স্‌মু'ল-'ইবাদাত, কায়রো ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৬৬৪---৬৬৯. ৬৭৬---৬৮৬, ৬৯২—৬৯৮; (৩) বুখারী, স'াহ'ীহ', কিতাবু'ল-'উম্‌রাঃ; (৪) মুসলিম, নাওয়াব'ী, ৩খ, ২১৬---২১৮; (৫) নাসি'র খুসরাও, সাফারনামাহ ed. Schefer. p. 66 প.; (৬) ইব্‌ন জুবায়র, রিহ'লাঃ, ed. Wright de Goeje (GMS, v.) p. 80 প.; 128-157.; (৭) ইব্‌রাহীম রিফ'আত পাশা, মির'আতু'ল-হ'ারামায়ন, কায়রো ১৯২৫ খৃ., ১খ, ৯৯, ১০১, ৩৩৭; (৮) Burton, personal Narrative of a Pilgrimage to Mecca and Medina, iii., Leipzig 1874, p. 122-128; (৯) E. Rutter, The Holy Cities of Arabia, London---New York 1928. i., 96—114; (১০) Snouck Hurgronje, Mekka, ii. Haag 1889, p. 56., 70, 75 প., 83 প.; (১১) ঐ লেখক, Het Mekkaansche Feest, Leyden 1880 (=Verspreide Geschriften, i, 1 প.); (১২) Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, p. 78 প., 84, 98; (১৩) Gaudefroy---Demombynes, Le pelerinage a la Mekka, Paris 1923, esp. p. 192 প. and 304 প.; (১৪). H. Lammens, Le Culte des betyles et les processions religieuses chez les Arabes preislamites (BIFAO, cairo 1910, p. 39-101), esp. p. 64 and 78; (১৫) ঐ লেখক, Les sanctuaires preislamites dans l'Arabie occidentale (MFOB, xi. 2,) Bairut 1926, esp. p. 119, 129-133; (১৬) C. Clemen, Der ursprungliche Sinn des hagg (Isl., X., 161---177), p. 165—167

'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয (র) (عمر بن عبد العزيز) ইব্‌ন মার্‌ওয়ান, উপনাম আবূ হ'াফ্‌স্', উমায়্যাঃ বংশীয় অষ্টম খলীফা, মাতা উম্মু 'আসি'ম লায়লা। দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা) (খিলাফাত কাল ১৩/৬৩৪—২৪/৬৪৪)-এর দৌহিত্রী। তাঁহার পিতা ৬৫/৫৮৪ সাল হইতে মৃত্যু (৮৫/৭০৪) পর্যন্ত মিসরের গভর্নর ছিলেন। 'উমার (র) ৬৩/৬৮২-৮৩ সালে (ইব্‌ন সা'দ, ৫খ, ৩৩০), ভিন্নমতে ৬১/৬৮০-৮১ সালে (আহ'মাদ যাকী, 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয, পৃ. ৯) মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার সহিত মিসরে শৈশব অতিবাহিত করেন এবং সেইখানেই তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। অতঃপর তাঁহাকে মদীনায় প্রেরণ করা হয় এবং সেইখানেই তিনি হ'াদীছ', ফিক্'হ, 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তৎকালীন মদীনার বিশিষ্ট 'আলিম ও মুহ'াদ্দিছ'দিগের নিকট তিনি শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে দুইজন স'াহ'াবীও ছিলেন, তাহা ছাড়া তিনি স'াহ'াবী আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) (মৃ. ৯০/৭০৮-৯) হইতে হ'াদীছ' রিওয়ায়াত করিয়াছেন। অল্প বয়সেই তিনি 'আরবী সাহিত্যে বিশেষত কবিতায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং পরবর্তী-কালে যখন তিনি মদীনার গভর্নর ছিলেন তখন হ'াদীছ' ও ফিক্'হ এই দুই বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন।

তিনি প্রথমে খুনাসি'রাঃ (خناصرة)-এর শাসক নিযুক্ত হন। অতঃপর ওয়ালীদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক (খিলাফাত কাল, ৮৬/৭০৫—৯৭/৭১৫) ৮৭/৭১৭ সালে তাঁহাকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেন। অন্যায় কিছু করিতে নির্দেশ দেওয়া হইবে না, এই শর্তে তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন (মু'ঈনু'দ্-দীন নাদাব'ী, তাবি'ঈন, পৃ. ৩১১)। মদীনা আগমনের পর তিনি সেইখানকার দশজন বিশিষ্ট ফাক'ীহকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে শাসন পরিচালনায় সহ-যোগিতা করিতে অনুরোধ করেন (ইব্‌ন সা'দ, ৫খ, ৩৩৪)। মদীনায় তিনি অনেক জনহিতকর কার্য সম্পন্ন করেন, তন্মধ্যে সম্প্রসারণ ও সজ্জিতকরণসহ মাস্‌জিদু'ন-নাবী-র পুনর্নির্মাণ তাঁহার স্মরণীয় কীর্তি। ওয়ালীদ ৯৩/৭১১ সালে তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। ভিন্ন মতে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (মৃ. ৭৩/৬৯২)-এর পুত্র খুবায়বকে খলীফার নির্দেশে তিনি শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন এবং উহাতেই খুবায়বের মৃত্যু হইয়াছিল। 'উমার (র) ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া নিজেই পদত্যাগ করিয়াছিলেন (তাবি'ঈন, পৃ. ৩২৯)।

তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের তিনি অতি প্রিয় ছিলেন। সুলায়মান ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক (খিলাফাত কাল, ৯৭/৭১৫—৯৯/৭১৭) তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সুলায়মানের আমলের জনকল্যাণ-মূলক কার্যগুলি দ্বিতীয় 'উমার (র)-এর প্রভাব ও পরামর্শের ফল (ঐ, পৃ. ৩২১)। সুলায়মান (মৃ. ৯৯/৭১৭) 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয (র)-কে খলীফা মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু 'উমার (র) মুসলিম জনসাধারণের সম্মতি ব্যতীত এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাযী ছিলেন না; তাই তিনি মুসলিম জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এবং মুসলিম জনগণের পরামর্শ ব্যতীত খিলাফাতের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। আমার প্রতি আনুগত্যের (বায়'আত) যে বেড়ী তোমাদের গলায় পরান হইয়াছে, আমি নিজে উহা উন্মুক্ত করিয়া দিলাম, তোমরা যাঁহাকে ইচ্ছা খলীফা নির্ধারিত কর।" তখন উপস্থিত সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিল, "আমরা আপনাকেই খলীফা নির্বাচিত করিলাম" (তাবি'ঈন, পৃ. ৩১৪)।

খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া 'উমার (র) এক ভিন্ন মানুষে পরিণত হন। সেইকালের সেরা সৌখিন ব্যক্তিটি স্বেচ্ছায় সাদাসিধা জীবন গ্রহণ করেন। একদিন যাঁহার নিকট চারশত দিরহামের বস্ত্র ছিল মোটা খসখসে, এখন চৌদ্দ দিরহামের কাপড়ও তাঁহার নিকট অতি মোলায়েম ও মসৃণ (ইব্‌ন সা'দ, ৫খ, ৩৩৪)। তিনি তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। অনেক সময় অস্থির হইয়া তিনি কাঁদিতেন। একবার তাঁহাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী ইহার কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "হে ফাতি'মাঃ! আমাকে মুসলিম-অমুসলিমের শাসক বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি ভাবিতেছি তাহাদের কথা, যাহারা দারিদ্র্যহেতু অভুক্ত, যাহারা দুঃস্থ ও রোগগ্রস্ত, যাহারা বিবস্ত্র ও বিপদগ্রস্ত, যাহারা উৎপীড়নের আঘাতে জর্জরিত, যাহারা অজানা অচেনা অথচ কারাগারে অকারণে আবদ্ধ, যাহারা শ্রদ্ধার পাত্র অথচ সহায়হীন অবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত এবং যাহাদের বড় পরিবার রহিয়াছে, কিন্তু রুযী-রোগার নাই। ইহাদের মত আরও কত দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি এই রাজ্যের নিকট ও দূরপ্রান্তে রহিয়াছে। আমি উপলব্ধি করিয়াছি, আমার প্রভু ইহাদের সকলের সম্বন্ধে বিচার দিবসে আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং আমি ভয় করিতেছি, তখন আমার জন্য আত্মরক্ষার কোন পথ থাকিবে না। আর আমি তো সেইজন্যই কাঁদিতেছি" (ইব্‌ন কাছ'ীর, আল-বিদায়াঃ, ৯খ, ২০১; Ameer Ali, A Short History of the Saracens, পৃ. ১১৬)।

তিনি খিলাফাত রাশিদাঃ (১১/৬৩২—৪০/৬৬০)-এর নীতিতে শাসন পরিচালনা করিতে প্রয়াস পান। খলীফা হিসাবে প্রদত্ত তাঁহার প্রথম ভাষণে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, "আমি বিধানদাতা নহি, আমি শুধু আল্লাহর দেয়া বিধানের প্রয়োগকারী। আমি নূতন কিছু করিতে পারি না, আমি শুধু অনুসরণকারী।" তিনি সংস্কারের কাজ শুরু করেন প্রথম নিজ পরিবারের মধ্যে এবং পরে তাঁহার গোত্র উমায়্যাদের মধ্যে। সাধারণের সম্পদ যাহা তাঁহার পরিবারের নিকট ছিল তাহা বায়তু'ল-মালে ফিরাইয়া দেন, এমন কি স্ত্রী ফাতি'মাঃ (খালীফাঃ 'আবদু'ল-মালিকের কন্যা)-এর নিকট পিতা কর্তৃক প্রদত্ত একটি মূল্যবান পাথর ছিল, তাহাও তাঁহার নির্দেশে জমা দিতে হইয়াছিল (ইব্‌ন সা'দ, ৫খ, ৩৯৩)। খায়বারের ফাদাক (فدك) ভূখণ্ড যাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্পত্তি ছিল, মারওয়ান (খিলাফাতকাল, ৬৫/৬৮৪—৬৬/৬৮৫) দখল করিয়া লইয়াছিলেন, উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীযের হস্তগত হইয়াছিল, তিনি উহাও প্রত্যর্পণ করেন (ইব্‌ন সা'দ, ৫খ, ৩৮৮)। উমায়্যাদের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জনসাধারণের যেই সকল সম্পদ অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করিয়াছিল, তিনি তাহা প্রকৃত মালিকদের নিকট ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে গোত্রপতিরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন ও চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বায়তু'ল-মালের সম্পদ শাসকের নিকট জনসাধারণের আমানাত—এই নীতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। অন্যায়ভাবে কর আদায় করা তিনি নিষিদ্ধ করিয়া দেন। ইসলাম গ্রহণ করিলেই জিয্‌য়াঃ কর মাওকূ'ফ করা হয়। অথচ খালীফাঃ 'আবদু'ল-মালিকের আমলে নও-মুসলিমদের নিকট হইতেও জিয্‌য়াঃ উসূ'ল করা হইত। তিনি ইহা রহিত করেন। ফলে রাজস্ব আয় কমিয়া যাওয়ায়

অভিযোগ পেশ করা হইলে তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "কর আদায়ের জন্য নহে, মানুষকে হিদায়াত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স') প্রেরিত হইয়াছিলেন" (মাক'রীযী, খিত'াতু'ল-খিত'াত', মিসর, ১৩২৪ হি., ২খ, ১২৫; ইব্ন সা'দ, ৫খ, ৩৮৪)। সুবিচার ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে কর ধার্য করার ফলে কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয় এবং একমাত্র ইরাক হইতে ১২ কোটি ৪০ লক্ষ দিরহাম বাৎসরিক রাজস্ব আদায় হয়। অথচ হ'াজ্জাজ ইব্ন য়ুসুফ (মৃ. ৯৫/৭১৩) শত চেষ্টা করিয়াও ইরাক হইতে দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ দিরহামের অধিক রাজস্ব আদায় করিতে পারেন নাই। তাঁহার আমলে সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থা ছিল অতি সচ্ছল। ফলে দান-খায়রাত গ্রহণ করার জন্য লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না (তাবি'ঈন, পৃ. ৩৪০)। যি'ম্মী (দ্র. যি'ম্মাঃ)-দের প্রতি তিনি অতিশয় সদয় ছিলেন। তাহাদিগকে ন্যায়সঙ্গত সকল অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল। জিয্য়াঃ করের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল। মঠ, মন্দির ও গির্জার হি'ফাজ'াত করা হইত। বিচার-আচারে, সামাজিক বহুবিধ কাজকর্মে, উপার্জনের সুবিধা-সুযোগ লাভে তাহাদিগকে মুসলিম নাগরিকদের সমতুল্য বিবেচনা করা হইত (ইব্ন সা'দ, ৫খ, ৩৮০)।

তাঁহার শাসনামলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা উচ্চপদস্থ কোন কর্মচারীর পক্ষে অত্যাচার বা অবিচার করা প্রায় অসম্ভব ছিল, কারণ তিনি সর্বদা তাঁহাদের কার্যকলাপের খবরাখবর লইতেন এবং অসৎ কর্মচারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেন। হ'াজ্জাজ ইব্ন য়ুসুফের গোটা পরিবারকে তিনি য়ামানে নির্বাসিত করিয়াছিলেন (তাবি'ঈন, পৃ. ৩৩২)।

সাধারণ লোকের উপকার কিভাবে করা যায়, এই চিন্তায় তিনি সর্বদা অস্থির থাকিতেন। তিনি যে সকল সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, ইহার উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে জনকল্যাণই ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত দূরদেশে যাতায়াতের পথের পার্শ্বে তিনি মুসাফিরখানা নির্মাণ করাইয়াছিলেন; সেইগুলিতে খাদ্য, পানীয় ও ঔষধ মওজুদ থাকিত (তাবি'ঈন, পৃ. ৩৪)।

কু'রআন ও হ'াদীছ' শিক্ষাদানের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মসজিদগুলিতে নিয়মিত শিক্ষাদানের কাজ চলিত। হ'াদীছ' সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলনের কাজ গুরুত্ব সহকারে তাঁহার নির্দেশেই প্রথম শুরু করা হইয়াছিল। গভর্নর, বিশিষ্ট 'আলিম ও মুহ'াদ্দিছ'গণের নিকট তিনি এই বিষয়ে চিঠি লিখেন (ইমাম মুহ'াম্মাদ, মুওয়াত্ত'া', ইক্তিতাবু'ল-'ইল্ম)। ছাত্র ও শিক্ষক—যাঁহারা শিক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের জন্য তিনি ভাতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন (তাবি'ঈন, পৃ. ৩৪২—৪৩)। তিনি ইসলাম প্রচারের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন এবং এইজন্য বেশ কিছু বাস্তব পন্থাও অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার আমলে যি'ম্মীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে (তাবি'ঈন, পৃ. ৩৪৩)। খারিজী (দ্র.) দলের সঙ্গেও তিনি সদ্ব্যবহার করিতেন। অবশ্য এক পর্যায়ে তাঁহাকে খারিজীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মোটামুটিভাবে তাহারা তাঁহার আমলে শান্ত ও অনুগত থাকে।

তিনি খিলাফাতকে গণতান্ত্রিক করার বিষয়েও চিন্তা-ভাবনা করিয়াছিলেন (ইব্ন সা'দ, ৫খ, ৩৪৪)। খলীফা কর্তৃক পরবর্তী খলীফার মনোনয়ন প্রদানের অগণতান্ত্রিক রীতি তিনি রহিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে প্রচুর বাধা ছিল। তদুপরি তিনি ইহার অবকাশও পান নাই। তিনি মসজিদের মিম্বার হইতে হযরত 'আলী (রা)-কে অভিসম্পাত করিবার প্রথা রহিত করেন (ইব্ন সা'দ, ৫খ, ৩৯১)। তিনি খলীফা থাকাকালে বায়তু'ল-মাল হইতে কোন ভাতা গ্রহণ করেন নাই (ইব্ন সা'দ, ৫খ, ৪০০)। তিনি তাঁহার সন্তান-সন্ততির জন্য বিশেষ কিছুই রাখিয়া যান নাই (তাবি'ঈন, পৃ. ৩৫০—৫১)।

তিনি তিন স'প্তাহের মত অসুস্থ থাকিয়া ৩৯ বৎসর কয়েক মাস বয়সে (এক মতে ৪০ বৎসর) রাজাব, ১০১/৭১৯ সালে ইন্তিকাল করেন (ইব্ন সা'দ, ৫খ, ৪০৪-০৫)। ভিন্নমতে উমায়্যা বংশীয় লোকেরা তাঁহাকে গোপনে বিষপান করাইয়া হত্যা করেন (ইব্ন কাছ'ীর, আল-বিদায়াঃ, ৯খ, ২১০; আহ'মাদ যাকী, 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয, পৃ. ১০০)। তাঁহার খিলাফাত-কাল ছিল ২ বৎসর ৫ মাস ৪ দিন (একমতে ১৪ দিন) (ইব্ন সা'দ, ৫খ, ৪০৮; ইব্ন কাছ'ীর, আল-বিদায়াঃ)। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে এক যি'ম্মী হইতে দুই দীনার মূল্যে কবরের জন্য একটি জায়গা দায়র সিম্'আন (دیر سمعان)-এ খরিদ করিয়াছিলেন (ইব্ন সা'দ, ৫খ, ৪০৫)। সেইখানেই তিনি সমাধিস্থ হন।

তিনি ২য় 'উমার (র) নামে ইতিহাসে খ্যাত। তাঁহাকে হিজ্‌রী ১ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) বলা হয় (ইব্ন কাছ'ীর, আল-বিদায়াঃ, ৯খ, ২০৭)। একদল মুহ'াদ্দিছে'র মতে তিনি খুলাফা' রাশিদাঃ-র অন্তর্ভুক্ত এবং ৫ম খলীফা (আবূ দাউদ, কিতাবু'স্-সুন্নাঃ, বাব ফি'ত্-তাফদ'ীল; তাবি'ঈন, পৃ. ৩৪৮)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন সা'দ, আত্'-ত'াবাক'াত, বৈরুত ১৩৮৮/১৯৫৭, ৫খ, ৩৩০—৪০৮; (২) আত'-ত'াবারী, তা'রীখু'র-রুসুলি ওয়া'ল-মুলূক, সম্পা. M. J. DE GOEJE, Netherlands, 1885—89, পৃ. ৩ : ১৩৪০—৭২; (৩) ইব্ন কাছ'ীর, আল্-বিদায়াঃ ওয়া'ন-নিহায়াঃ, মিসর, ৯খ, ১৯২—২১২; (৪) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, তাক'রীবু'ত-তাহ্য'ীব, প্রকাশক আল-মাকতাবাতু'ল-'ইলমিয়্যাঃ, মদীনা, ২খ, ৫৯-৬০; (৫) মুহ'াম্মাদ আসলাম জয়রাজপুরী, তা'রীখু'ল-উম্মাত, আলীগড় ১৩৪১/১৯২৩, ৩খ, ৪৮৯—৫০১; (৬) শাহ মু'ঈনু'দ্-দীন নাদাব'ী, তাবি'ঈন, দারু'ল-মুস'ান্নিফীন, আ'জ'মগড় ১৩৭৬/১৯৫৬, পৃ. ৩১৬—৬৬; (৭) আহ'মাদ যাকী সা'ফওয়াত, 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয, অনু. উর্দু, 'আবদু'স'-স'ামাদ স'ারিম আল-আয্হারী, লাহোর ১৯৬৮; (৮) Syed Ameer Ali, A Short History of the Saracens, London, 1949, pp. 125—28; (৯) 'আবদু'স্-সালাম নাদাব'ী, সীরাত-ই-'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয, আ'জ'মগড়, ১৯৪৬ খ, তৃতীয় মুদ্রণ।

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন

'উমার ইব্নু'ল-খাত্ত'াব (عمر بن الخطاب) (রা) রাসূল (স')-এর বিশিষ্ট স'াহ'াবী, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা, খুলাফা'-ই-রাশিদূন-এর অন্যতম, ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রূপকার।

হযরত (স')-এর নুবূওয়াতের প্রথম পর্যায়ে 'উমার (রা) ছিলেন ঘোর ইসলাম বিরোধী। মক্কার নবদীক্ষিত মুসলিমদের উপর তিনি নির্যাতন চালাইতেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু পরোক্ষে ইসলামের প্রভাবে তাঁহার শুভবুদ্ধি ক্রমশ

জাগরিত হইতেছিল। রাসূল (স')-এর অজ্ঞাতসারে একদা তাঁহার মুখে কু'রআনের আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহার মনে ভাবান্তর ঘটার বর্ণনা পাওয়া যায়। একদিন ভগিনী ও ভগ্নিপতিকে ইসলাম গ্রহণের জন্য নির্দয়ভাবে শাসন করিতে গিয়া নিজেই তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং রাসূল (স')-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়। পরবর্তীকালে তিনি ইসলামের সেবায় অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যান। এই দুই কারণেই তাঁহাকে পাশ্চাত্য লেখকগণ "ইসলামের St. Paul"-রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন যদিও এই তুলনাতে বরং 'উমার (রা)-কে খাটোই করা হয়।

হিজরতের চারি বৎসর পূর্বে যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁহার বয়স ছিল ছাব্বিশ বৎসর। তাহার পর হইতে তিনি পূর্ণ শক্তিতে ইসলামের খিদমতে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তাঁহার গোত্র বানূ 'আদী ইব্ন কা'ব হইতে এই ব্যাপারে তিনি কোন সাহায্য পান নাই।

মদীনায় তাঁহার ব্যক্তিগত উদ্যম এবং মনোবলের প্রভাবেই তিনি রাসূল (স')-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজে মর্যাদা লাভ করেন, গোত্রীয় মর্যাদার কারণে নয়। সৈনিক হিসাবেও তাঁহার প্রভূত খ্যাতি ছিল। তিনি বদ্‌র, উহ'দ ও অন্যান্য যুদ্ধে যোগদান করেন। হ'াদীছে' আছে যে, কু'রআনের কয়েকটি স্থানে 'উমার (রা)-এর উক্তির সমর্থনে ওয়াহ্'য়ি অবতীর্ণ হইয়াছিল; যথা ঃ ২ ঃ ১২৫— কা'বাঃ গৃহের পার্শ্বস্থ মাক'াম ইব্‌রাহীমে স'ালাত আদায়; ৩৩ ঃ ৫৩, রাসূল (স') বিবিগণের পর্দা পালন সূচনা; ৬৬ ঃ ৬, তাঁহাদিগকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন। স'াহ'াবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বে হযরত আবূ বাক্‌র (রা) হযরত 'উমার (রা)-এর অগ্রগণ্য ছিলেন। হযরত 'উমার (রা) বিনয় সহকারে তাহা স্বীকার করিতেন এবং সর্বদা হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-কে যথোপযুক্ত সম্মান দেখাইতেন। তাঁহারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ (স')-কে কন্যাদান করিয়াছিলেন। রাসূল কারীম (স')-এর বিবি হযরত হ'াফ্‌স'াঃ (রা) হযরত 'উমার (রা)-এর কন্যা ছিলেন। রাসূল কারীম (স')-এর ওফাতের পর হযরত 'উমার (রা)-ই সর্বপ্রথম হযরত আবূ বাকর (রা)-এর নিকট বায়'আত হন।

হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর খিলাফাতকালে হযরত 'উমার (রা)-ই ছিলেন তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 'উমার (রা)-কেই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন, স'াহ'াবীগণও সর্বসম্মতভাবে 'উমার (রা)-কে তাঁহাদের খলীফারূপে গ্রহণ করেন এবং এইরূপে নেতা নির্বাচনের 'আরবীয় প্রথানুসারে জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতেই 'উমার (রা) তাঁহার খিলাফাত শুরু করেন। ঘরে বাহিরে 'উমার (রা) যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলেন পূর্ব হইতেই তিনি ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন; মুসলিম রাষ্ট্রের পরিধি বৃদ্ধি করিবার জন্য যুদ্ধ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। নৌ-যুদ্ধ ছিল তাঁহার দৃষ্টিতে অধিকতর অবাঞ্ছিত, কিন্তু মুসলিম শক্তিকে অংকুরে বিনষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর বিরুদ্ধ শক্তিগুলির সহিত মুকাবিলায় তিনিই ছিলেন অধিনায়ক। যে সকল সেনাপতি মুসলিমদের প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন তাঁহাদের সকলের নিয়ন্তা। এইক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত। ইসলামের স্বার্থে খালিদ (রা)-এর ন্যায় একজন সুদক্ষ সেনাপতিকেও তিনি পদচ্যুত করিয়াছিলেন এবং খালিদ (রা)-ও এই পদচ্যুতি অবনত মস্তকে মানিয়া লইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার বলিষ্ঠ কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। এই ঘটনা হইতে রাসূল (স')-এর স'াহ'াবী (রা)গণের চরিত্র বৈশিষ্ট্যেরও পরিচয় মিলে। 'আম্‌র ইবনু'ল-'আস' (রা)-এর মিসর বিজয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়া তিনি খুবই দূর-দৃষ্টির পরিচয় দেন। তিনি রাসূল কারীম (স')-এর বিশিষ্ট স'াহ'াবীদিগকে সম্ভ্রমবশত সাধারণ সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করিতেন না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁহাদিগকে নিয়োগ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। এইরূপে 'ইরাক ও সিরিয়ার শাসনকর্তা হিসাবে তিনি কয়েকজনকে নিযুক্ত করেন।

হযরত 'উমার (রা)-এর সময়েই ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তব ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই সময়েই অনেকগুলি ইসলামী বিধি-ব্যবস্থা বাস্তব রূপ লাভ করে বলিয়া কথিত হয়। এইগুলির পূর্ণ রূপায়ণ ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা অনুসারে ক্রমে ক্রমে সাধিত হইলেও ইহাদের সূচনা হযরত 'উমার (রা)-এর সময়েই হইয়াছিল। যখনই কোন প্রশ্ন বা সমস্যার উদ্ভব হইত, তিনি স'াহ'াবী (রা)-গণকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন সেই ব্যাপারে হযরত (স')-এর কোন উক্তি বা সিদ্ধান্ত তাঁহাদের জানা আছে কিনা। তাঁহাদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। কু'রআন ও সুন্নাহ্‌ই ছিল তাঁহার সংবিধান এবং বিশিষ্ট স'াহ'াবী [যথা 'আলী, 'আব্‌দু'র-রাহ'মান ইব্‌ন 'আওফ (রা) প্রমুখ]-গণ ছিলেন তাঁহার পরামর্শ সভার সদস্য। দীনতম নাগরিকও তাঁহার কর্মের সমালোচনা করিতে শুধু সাহসীই নহে বরং উৎসাহিতও হইতেন—ইহার বহু নজীর পাওয়া যায়। তাঁহার জীবন যাপনের মান সাধনার নাগরিকের অনুরূপ ছিল। এই বিষয়ে হযরত 'উমার (রা)-এর দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল।

যি'ম্মী (ذمی মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক)-গণের অধিকার সংরক্ষণ, সরকারী আয় জনগণের মধ্যে বন্টনের জন্য দীওয়ান ব্যবস্থার প্রবর্তন, সামরিক কেন্দ্র (যথাঃ বস্‌রা, কূফা)-সমূহ প্রতিষ্ঠা (এই সকল কেন্দ্র হইতেই উত্তরকালে কয়েকটি বৃহৎ নগরীর সৃষ্টি হয়) এবং ক'াদ'ীর পদ সৃষ্টি—এ সমস্তই তাঁহার কীর্তি। এতদ্ব্যতীত ধর্মীয়, পৌর এবং দণ্ডবিধি সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ বিধিও তিনি প্রবর্তন করেন; যথা ঃ তারাবী'হে'র স'ালাত জামা'আতে সম্পন্ন করা, হিজরী সনের প্রবর্তন, মদ্যপানের শাস্তি ইত্যাদি।

আবূ বাক্‌র (রা) খলীফা (খালীফাতু রাসূলুল্লাহ বা রাসূলের প্রতিনিধি) বলিয়া অভিহিত হইতেন। তদনুসারে 'উমার (রা) ছিলেন রাসূলের খলীফার খলীফা। হযরত (স') নেতা অর্থে সাধারণত আমীর শব্দের ব্যবহার করিতেন এবং 'আরবদের মধ্যে এই শব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সুতরাং 'উমার (রা) "আমীরু'ল-মু'মিনীন" নামে পরিচিত হন। ১৯ হিজরীতে তিনি এই উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবত তিনি নিজকে রাসূল (স')-এর খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত বলা বা মনে করাকে ধৃষ্টতারূপ গণ্য করিতেন। হ'াদীছে' বিবৃত হইয়াছে যে, রাসূল (স') বলিয়াছেন, "আমার পর কেহ নবী হইলে 'উমার নবী হইত।" (দ্র. আল-মুহি'ব্বু'ত'-ত'াবারী, মানাকি'বু'ল-'আশারাঃ, ১খ, ১৯৯।

'উমার (রা)-এর অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় ও ভক্তির মধ্যে দৃশ্যত ভয়ই ছিল প্রবলতর। তিনি যে সম্মান অর্জন করেন তাহা তাঁহার চরিত্রগুণের কারণে, শারীরিক শক্তির জন্য নহে। যদি আবূ 'উবায়দাঃ (রা) জীবিত থাকিতেন তবে তাঁহাকেই তাঁহার স্থলাভিষিক্তরূপে মনোনীত করিতেন, তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশের

বিবরণ পাওয়া যায়। হযরত (স')-এর সত্যিকারের সা'হা'াবী এবং কু'র'আান ও সুন্নাহ্‌র পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসারী খলীফারূপে মর্যাদার উচ্চ শিখরে সমাসীন থাকাকালে ২৬ যু'ল-হি'জ্জা্‌হ, ২৩/৩ নভেম্বর, ৬৪৪ সালে তিনি মুগ'ীরা্‌হ ইবন শু'বা্‌হ-র খৃস্টান ক্রীতদাস আবূ লু'লু'-র ছুরিকাঘাতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। ইতিহাসে কথিত হইয়াছে যে, 'উমার (রা)-এর নিকট আবূ লু'লু' তাহার মনিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। 'উমার (রা)-এর বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া সে নেহায়েত ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে অতর্কিতভাবে তাঁহাকে হত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে 'উমার (রা) ছয়জন বিশিষ্ট সা'হা'াবীর নামোল্লেখ ('উছ'মান এবং 'আলী (রা)-ও তাঁহাদের মধ্যে অন্তর্ভু'ক্ত ছিলেন) করিয়া পরামর্শক্রমে তাঁহাদের মধ্যে একজনকে খলীফা মনোনীত করার উপদেশ দিয়া যান। ইহার ফলে হযরত 'উছ'মান (রা) খলীফা মনোনীত হন।

আল-মুহি'ব্বু'ত'-ত'াবারীর আর্-রিয়াদু''ন্-নাদি'রা ফী মানাকি'বি'ল-'আশারা্‌হ, কায়রো ১৩২৭, পুস্তকে তাঁহার গুণাবলীর আলোচনা আছে। শী'আ্‌হ সম্প্রদায় তাঁহাকে ভাল চক্ষে দেখে নাই, কারণ তাহারা মনে করে, যাঁহাদের কারণে 'আলী (রা) রাসূল (স')-এর খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই, 'উমার (রা) তাঁহাদের অন্যতম। (তু' Goldziher, in WZKM, xv. 321 প.)। সূ'ফীগণ হযরত 'উমার (রা)-এর অনাড়ম্বর জীবন যাপন পদ্ধতির প্রশংসা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) L. Caetani, Annali dell' Islam, iii—vi. (Milan. 1909—1912)-এ যাবতীয় ঐতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত আকারে পাওয়া যাইবে, ৫ম খণ্ডে খিলাফাতের ঐতিহাসিক ও ৬ষ্ঠ খণ্ডে সাধারণ সূচী রহিয়াছে; (২) A. J. Wensinck, A Handbook of early Muhammadan Tradition, Leyden 1927, p. 234—236, দ্র. হ'াদীছ' সংগ্রহগুলিতে মানাকি'ব অধ্যায়।

G. Sev. della Vida (S.E.I.)/মুহম্মদ রেযাউর রহীম

আল-'উয্‌যা (العزى) পুরাকালের 'আরবদেশীয় এক দেবীর নাম। এই নামের অর্থ শক্তিশালিনী ও ক্ষমতাধারিণী। ইহাকে বিশেষ করিয়া গ'াত'ফান গোত্রের সহিত সম্পর্কিত করা হইয়াছে (য়াকূ'ত, ১খ, ২৯৬); কিন্তু ইহার প্রধান মন্দির ছিল নাখলা্‌হ উপত্যকায়, মক্কা হইতে ত'াইফের পথে (য়াকূ'ত, ৪খ, ৭৬৫ প.), হ'াস্সান ইব্‌ন ছ'াবিত (রা)-এর কথায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে তিনটি বাবলা (Samura) গাছ ছিল, উহাদের একটিতে আল-'উয্‌যা অবতীর্ণ হইত। এই মন্দিরের মধ্যে পবিত্র প্রস্তর (ওয়াকি'দী, Wellhausen-এর অনুবাদ, পৃ. ৩৫১) ও তথাকথিত গ'াবগ'াব নামক গুহাকেও ধরা হয়। এই গুহার ভিতর বলি দেয়া পশুর রক্ত ঢালা হইত (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৫৫)। কোন একটা বাড়ীর বিষয়ও উল্লেখ (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩৮৯) করা হয়। Wellhausen-এর মতে ইহা আল-'উয্‌যার অপর একটি মন্দিরের সহিত সম্পর্কিত। এই সকল কেন্দ্র হইতে কতিপয় উপজাতির মধ্যে ইহার পূজা ছড়াইয়া পড়ে। এই উপজাতিগুলি ছিল খুযা'আ্‌হ, গ'ানম, কিনানা্‌হ, ছ'াক'ীফ এবং বিশেষ করিয়া কু'রায়শ। ইহাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে আল-'উয্‌যার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। আল্-লাত, আল্-মানাত ও আল-'উয্‌যা—এই তিন দেবীকে লইয়া একটি ত্রয়ী গঠিত হয়, আল-'উয্‌যা ছিল এই ত্রয়ীর সর্বকনিষ্ঠা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে 'উয্‌যার প্রভাব অন্য দুই-জনকে ছাড়াইয়া যায়। মক্কাবাসীরা এই তিন দেবীকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলিয়া অভিহিত করিত। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কঠোর ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করেন। কু'র'আান যেভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় "মানাত" আল্-'উয্‌যা ও আল্-লাত এই দুইয়ের (النجم-53 : 19) অধীনস্থ। আল্-'উয্‌যা ও আল্-লাতের উল্লেখ এক সঙ্গে বহু স্থানে করা হইয়াছে। ত'াবারী, ১খ, ১৮৫; ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১৪৫; ৭ : ২০৬, ২ : ৮৭১, ৬—যেখায় "ওদ্দ দেবীরও উল্লেখ আছে। তৃতীয় হিজরী সনে আবূ সুফ্‌য়ান হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রাকালে আল্-'উয্‌যা ও আল্-লাতের প্রতিমূর্তি সঙ্গে লইয়াছিল। এই দুইটি প্রতিমূর্তির মধ্যে আল-'উয্‌যা প্রধান ছিল। ইহাকে মক্কার "রক্ষাকর্ত্রী" হিসাবে গণ্য করা হইত বলিয়া মনে হয়, কেননা আবূ সুফ্‌য়ান "আল-'উয্‌যা আমাদের পক্ষে তোমাদের পক্ষে নহে" এই বলিয়া রণ-ধ্বনি দিত (ত'াবারী) ১খ, ১৪১৮, অপর ধ্বনি ছিল, "উ'লু হুবাল" ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৫৮২)। ইব্‌ন হিশাম কর্তৃক উদ্ধৃত কবিতায় (পৃ. ১৪৫) দেখা যায়, যায়দ ইব্‌ন 'আম্‌র "উয্‌যা ও তাহার দুই কন্যা"-র উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবত দুই কন্যা অর্থ লাত ও মানাত।

মূল 'আরব ভূখণ্ডের বাহিরে 'উয্‌যার পূজা হইত, বিশেষত হ'ীরা-র অধিবাসী লাখ্‌ম গোত্রের এলাকায়। চতুর্থ মুন্‌যি'র তাহার নামে শপথ করিতেন (আগ'ানী, ২খ, ২১), হ'াম্মাসা্‌হ (পৃ. ১১৬)-তে দেখা যায়, লাখ্‌মী রাজপুরুষ নু'মান একটি বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে 'উয্‌যার নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন। এখানে 'উয্‌যার উপাসনা নিষ্ঠুর রকমের ছিল; চতুর্থ মুন্‌যি'র উহার বেদীতে চারি শত বন্দিনী ধর্ম-যাজিকাকে বলি দেয় এবং অন্য এক সময় জাফ্‌ন বংশীয় বন্দী হ'ারিছ'-এর এক পুত্রকেও বলিদান করা হয়। খুব বিরল হইলেও সিরিয়াবাসীদের মধ্যেও 'উয্‌যা নামটি প্রচলিত ছিল। সাধারণত সিরীয়গণ উহাকে তারকা (كوكبة) বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে উল্লেখ করে। য়াহূদীদের ন্যায় তাহারা উহাকে ভোরের তারকা বলিয়া মনে করিত। 'আরবদের বিশ্বাসের সঙ্গে ইহার মিল আছে। Nilus-এর মতে, উহারা সিনাই-র মন্দির দখল করার পর যুবক Theodulos-কে "ভোরের তারকা"র নিকট বলি দিতে চাহিয়াছিল। উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা 'উয্‌যাকে সনাক্ত করা যায়। তবে এই প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, আমরা 'উয্‌যা সম্বন্ধে 'আরবদের সত্যিকারের ধারণা কি ছিল তাহার সন্ধান পাইয়াছি কিনা। আবার কেহ কেহ 'উয্‌যাকে "স্বর্গের রাণী" বলিয়াও অভিহিত করে (Jer. vii. 18; xliv. 17—19 in Isaac of Antioch, Opera, ed. Bickell, i., 210, 220, 244)।

সিরীয়দের মধ্যে 'উয্‌যার এই নামটিও পাওয়া যায়। আল্-'উয্‌যার প্রকৃত 'আরবীয় বৈশিষ্ট্য কি তাহা এখনও অনিশ্চিত।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত মুহ'াম্মাদ (স') খালিদ (রা) ইব্‌ন ওয়ালীদকে 'উয্‌যার মন্দির ধ্বংস করিতে প্রেরণ করেন। ওয়াকি'দীর মতে উহার শেষ পুরোহিত ছিল আফ্‌লাহ' ইব্‌ন নাস্‌'রি'শ-শায়বানী এবং ইব্‌ন কাল্‌বীর মতে দুবায়্যা্‌হ ইব্‌ন হ'াবুলা্‌হ। ইহার পর আল্-'উয্‌যার পূজা এবং তাহার নানা নামের ব্যবহার তিরোহিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনু'ল-কাল্‌বী, পৃ. ৩৪—৩৭; (২) ইব্‌ন হিশাম, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৫৫, ১৪৫, ২০৬, ৮৩৯, ৮৭১ (দেখুন ii. ৪৬); (৩) ওয়াকি'দী, পৃ. ৩৫০; (৪) ইব্‌ন সা'দ, ১খ, ৫, ৯১; (৫) ত'াবারী, সম্পা. de Goeje, ১খ, ১৬৪৮ প.; (৬) য়াকূ'ত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ১খ, ২৯৬; ৩খ, ৬৪৪; ৪খ,

৭৬৯ প.; (৭) Land, Anecdota Siriaca, iii. 24, 247; (৮) Procopius, De bello pers. ii. 28; (৯) Wellhausen, Reste arab. Heidentum, p. 34—45; (১০) Rothstein, Die Dynastie der Lakhmiden in Hira, p. 81 প., 141 প.।

F. Buhl (S.E.I.)/যিল্লুল করিম

'উযায়র (عزير) কু'রআনে 'উযায়র মাত্র একবার উল্লিখিত হইয়াছেঃ য়াহূদীরা বলে, 'উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র, খৃস্টানরা বলে, মাসীহ' আল্লাহ্‌র পুত্র। উহা তাহাদিগের মুখের কথা (৯ : ৩০)। সাধারণত "উযায়র' ও এয্‌রা-কে এক বলিয়া মনে করা হয়। তাফ্‌সীরকারদের মতে প্রাচীন য়াহূদীদের কোন দল অথবা মদীনার কোন য়াহূদী সম্প্রদায় উযায়রকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া বিশ্বাস পোষণ করিত। এইরূপ বিশ্বাসের কারণ সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করা হয় তাহা এই : সম্রাট বাখ্‌ত-নাস্‌'স'ার জেরুযালেম ধ্বংস করিয়া য়াহূদীদিগের অনেককে হত্যা করেন এবং অনেককে বাবিলে আনিয়া বন্দী করিয়া রাখেন। এই ধ্বংসকাণ্ডের ফলে তাওরাতও নষ্ট হইয়া যায়। পারস্যাধিপতি সাইরাস তাহাদিগকে মুক্তি (খৃ. পূ. ৫৩৬) দিলে বন্দীরা জেরুযালেমে প্রত্যাবর্তন করে। তখন 'উযায়র ('আ) তাঁহার স্মৃতি হইতে পুনরায় তাওরাত লিপিবদ্ধ করেন। এবং মূসাব'ী শারী'আতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই জন্য য়াহূদীদের কিছু সংখ্যক এই বিশ্বাস করিতে লাগিল যে, 'উযায়র নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পুত্র (বায়দ'াব'ী, মিসর ১৯৩৯ খৃ., ১খ, ৩৪৪; খাযিন, মিসর ১৯৫৫ খৃ., ২খ, ৮১ ৮২)।

হযরত 'উযায়র ('আ) প্রায় অবলুপ্ত য়াহূদী ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বিস্মৃত তাওরাতের পুনর্লিখন ও সংকলন করেন, এইজন্য তাঁহাকে য়াহূদী ধর্মের পিতা ও দ্বিতীয় মূসা বলিয়া য়াহূদীগণ এখনও বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেন (Encyclopaedia Britannica, 15th edition, vol. VII. p. 128)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, সম্পা. de Goeje, ১খ, ৬৬৯-৬৭১; (২) কু'রআনের ২ : ২৫৯ এবং ৯ : ৩০ আয়াতগুলির তাফ্‌সীর, বিশেষভাবে ত'াবারী, কায়রো ১৩২১হি., ৩খ, ১৮-২০; ১০খ, ৬৮-৬৯; (৩) আদ-দামীরী, হ'ায়াতু'ল-হ'ায়াওয়ান, হি'মার আল-আহ্‌লী শিরোনামে দেখুন; (৪) ছা'লাবী, কিস'াসু'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩২৫ হি., পৃ. ২১৭—২১৯; (৫) Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen, Leipzig 1902, p. 191, 193; (৬) B. Heller, in Encyclopaedia Judaica, vi. 783 প.; (৭) D. Kunstlinger, 'Uzair ist der Sohn Allah's in OLZ. 1932, 381—83.

B. Heller (S.E.I.)/যিল্লুল করিম

উযূ (وضو : উদূ') আনুষ্ঠানিক ছোট প্রক্ষালন যাহার সাহায্যে ছোট অপবিত্রতা (হ'াদাছ' আস্‌'গ'ার) হইতে মুক্ত হওয়া যায়। স'ালাত প্রবর্তিত হওয়ার সময় হইতেই প্রস্তুতিস্বরূপ উদূ'র অনুষ্ঠান যত্ন সহকারে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। মদীনায় শেষের দিকে অবতীর্ণ ৫ : ৬-আয়াতে বলা হইয়াছেঃ যখন স'ালাত সমাপনের উদ্যোগ গ্রহণ কর, তখন তোমরা নিজেদের মুখমণ্ডল এবং নিজেদের হাত কনুইসহ ধৌত কর এবং নিজেদের মস্তকে হাত বুলাও (মাসহ' কর) এবং নিজেদের পা গ্রন্থিদ্বয়সহ (ধৌত কর)। পবিত্রতা লাভের মুসলিম নিয়ম-কানুন কু'রআন শারীফের উপর ভিত্তি করিয়া বিস্তৃত পরিণতি অর্জন করিয়াছে। মোটামুটিভাবে য়াহূদী পদ্ধতি অপেক্ষা উহাতে কড়াকড়ির মাত্রা অপেক্ষাকৃত হ্রাস করা হইয়াছে। উহার মূলসূত্রের প্রয়োজনীয় উপকরণ বিপুল সংখ্যক হ'াদীছে' বিধৃত আছে, ঐ সকল হ'াদীছে'র এক বিরাট ও বিশিষ্ট অংশে আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (র) রিওয়ায়াত করেন। উহাতে কিছু পরিমাণে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা থাকিলেও সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ রহিয়াছে।

কু'রআন শারীফের মূল পাঠ আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করিলে উহার বিধান অনুসারে প্রত্যেকবার স'ালাতের পূর্বে উদূ' করা অবশ্য কর্তব্য। বাস্তবক্ষেত্রে জ'াহিরীগণ ও শী'আগণ উহা অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া মত পোষণ করেন। চারিটি সুন্নী মায্‌হাবই একমত যে, একমাত্র লঘু হ'াদাছ'-এর ক্ষেত্রে স'ালাতের বিশুদ্ধতার নিমিত্ত উদূ' অপরিহার্য। শারী'আত মতে লঘু হ'াদাছ' ঘটে : ১। গুহ্যদ্বার ও মূত্রনালী দ্বারা যে বস্তু নির্গত হয় তাহা বাহির হইলে, যথা মল, মূত্র, রক্ত, বায়ু ও কীট; ২। ঐ দুই স্থান ব্যতীত অন্য স্থান হইতে পুঁজ, রক্ত ইত্যাদি নির্গত হইয়া গড়াইয়া পড়িলে; ৩। রক্ত বমি করিলে, ৪। বমিতে খাদ্যবস্তু বা পিত্ত মুখ ভরিয়া বাহির হইলে; ৫। নিদ্রা গেলে, ৬। বেহুশ হইলে, ৭। পাগল হইলে; ৮। যে স'ালাতে রুকু'-সিজদাঃ আছে সেই স'ালাতে অট্টহাসি করিলে; ৯। স্বামী-স্ত্রীর যৌন স্পর্শ হইলে। শাফি'ঈ মতে, যে স্ত্রী বা পুরুষ মুহ'রিম নয় তাহারা একে অপরের দেহ স্পর্শ করিলে এবং কেহ নিজ যৌন অঙ্গ স্পর্শ করিলেও উদূ' নষ্ট হয়।

উদূ'র মধ্যে চারিটি কার্য ফরয : ১। মুখমণ্ডল ধৌত করা, ২। কনুইসহ দুই হাত ধৌত করা, ৩। সিক্ত হস্তে মাথার অন্তত চারিভাগের একভাগ মাসহ' করা, ৪। পদদ্বয় গ্রন্থিসহ ধৌত করা। শাফি'ঈ মতে প্রক্ষালনকালে ক্রম-অনুসারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা এবং উদূ' আরম্ভ করিবার পূর্বে উদূ' করিবার নিয়্যাত করাও ফরয। উদূ'র মধ্যে নিম্নলিখিত ক্রিয়াকলাপগুলি সুন্নত : বিস্‌মিল্লাহ বলিয়া উদূ' আরম্ভ করা, কব্জীসহ হস্তদ্বয় ধৌত করা, মিস্‌ওয়াক (দাঁতন) করা, কুলকুচা করিয়া মুখগহ্বর ধৌত করা, নাসারন্ধ্র পানি দ্বারা পরিষ্কার করা, আর্দ্র অঙ্গুলি দাড়ির মধ্যে চালনা করা, সমস্ত মস্তক ও কর্ণদ্বয় মাসহ' করা (পদদ্বয় ধৌত করার পূর্বে), প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিন বার করিয়া ধোয়া, শরীরের ডান দিক হইতে ধৌত কর্ম আরম্ভ করা এবং হাত ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা। কাহারও কাহারও মতে নিয়্যাত করা, উদূ'র কাজগুলির ক্রম রক্ষা (তারতীব) করিয়া সম্পন্ন করা। উদূ' করিতে বসিলে বিনা বিরতিতে পর পর উদূ'র সমস্ত অঙ্গ ধুইয়া শেষ করাও সুন্নত। বিধানসম্মত উদূ' করিবার উপযোগী পানির বিবরণ ফিক্‌'হ্‌শাস্ত্রে (ত'াহারাঃ দ্র.) আলোচিত হইয়াছে। কোন মুসলিম যদি উপযোগী পানি না পায় অথবা অসুস্থতা কিংবা কষ্টের কারণে প্রথামত উদূ' করিতে না পারে, তাহা হইলে পবিত্র হইবার নিয়্যাত করিয়া পবিত্র বালু অথবা মৃত্তিকা দ্বারা মুখমণ্ডল ও কনুইসহ দুই বাহু মাসহ' করিলেই যথেষ্ট হইবে (তায়াম্মুম দ্র.)। সাধারণত মসজিদ অথবা স'ালাত আদায় করিবার স্থানে উদূ' করিবার উপযোগী সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকে। সবগুলি সুন্নী মায্‌হাবের মতে উদূ'তে পদদ্বয় ধৌত করিবার পরিবর্তে মাসহ' 'আলা'ল-খুফ্‌ফায়ন (চামড়ার মোজার উপর মাসহ' করা) শারী'আতের বিধানে অনুমোদিত, যদি পদদ্বয় মোজা পরিধান করিবার পূর্বে পরিষ্কারভাবে ধৌত করা হয় এবং পরিষ্কার মুজা পরিধান করা হয়।

জুতা আঁটাভাবে পায়ে সংলগ্ন থাকিয়া সমস্ত পা আবৃত থাকিতে হইবে যাহাতে অভ্যন্তরে কিছু প্রবেশ না করে। মুক'ীম (স্থায়ী বাসিন্দা)-এর জন্য চব্বিশ ঘণ্টা ও মুসাফিরের জন্য বাহাত্তর ঘণ্টা পর্যন্ত উদূ' করার সময় পা ধোয়ার পরিবর্তে এইরূপ মাসহ্'-এর অনুমতি আছে। খারিজী ও শী'আগণ মাসহ্' 'আলা'ল-খুফ্ফায়ন প্রক্রিয়ার অনুমতি দেন নাই। মাসহ্' 'আলা'ল-খুফ্ফায়ন অত্যন্ত প্রাচীন ব্যবহার রীতি এবং সম্ভবত ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-পদ্ধতির কঠোরতা লাঘবের অন্যতম দৃষ্টান্ত। এতদ্ব্যতীত উদূ'র সময় সাধারণ অবস্থায় পদদ্বয় ধৌত করা সম্পর্কে মতভেদ প্রচলিত আছে ঃ সমস্ত সুন্নী, খারিজী ও যায়দীই একমত হইয়া বলেন যে, পদদ্বয় ধৌত করিতে হইবে, বার ইমামীগণ বলেন, কেবলমাত্র মাসহ্' করিতে হইবে, প্রথমোক্ত মতটি ৫ ঃ ৬-এ নিহিত অর্থের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় নিঃসন্দেহে উহাই মৌলিক মত। কু'রআনের উক্ত আয়াতের পঠন তারতম্যের (আরজুলাকুম স্থলে আরজুলিকুম) ভিত্তিতে মতটির উদ্ভব হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কু'রআন, ৫ ঃ ৬, (২) হা'দীছ' গ্রন্থসমূহের কিতাবু'ত-ত'াহারাঃ অধ্যায়সমূহ, (৩) Goldziher, in Archiv fur Religionswissenschaft, Xiii. 20 প., (৪) Wensinck, in Isl., iv. 219 প., (৫) ঐ লেখক, Handbook, দ্র. WUDU. (৬) Juynboll, Handleiding, 3rd ed. P. 56 প., (৭) Goldziher, Die Zahiriten, p. 48 প., (৮) Lane, Manners and Customs of the modern Egyptians, chapt. Religion and Laws. মোজার উপর মাসহ্' সম্পর্কে, হা'দীছ' গ্রন্থসমূহে উক্ত বাব, (৯) Strothmann, Kultus der Zaiditen, p. 21 প., (১০) Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, P. 273 প. (2nd. ed. p. 368 প.), (১১) Wensinck, The Muslim Creed, general index, দ্র. Shoes (১২) ত'াহারাঃ প্রবন্ধও দ্র.।

'উর্স (عرس) শব্দের মূল অর্থ বিবাহের জন্য কনেকে বরের গৃহে লইয়া যাওয়া। বিবাহ এবং বিবাহ উপলক্ষে খানাপিনা-কেও 'উর্স বলা হয়। 'আরূস শব্দের অর্থে বর ও কনে উভয়কে বুঝায়। বর্তমানে ব্যবহারিক ভাষায় বরকে 'আরীস ও কনেকে 'আরূস বলা হয়। এই পরিবর্তন আরব্য উপন্যাসের সময় হইতে প্রচলিত দেখা যায় (দ্র. DOZY, Supplement)।

বিবাহ প্রথা দুই রকমের হয়, এক প্রকার হইল 'উর্স। এই প্রথা অনুসারে বিবাহ বরের বাড়ীতে অথবা তাহার গোত্রের কোন বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয় এবং 'উমরাঃ প্রথানুযায়ী বিবাহ কনের বাড়ীতে বা তাহার আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে উদযাপিত হয়। কার্যত দুই প্রথাই এক রকমের। শুধু বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পাদনের স্থান নির্বাচন ব্যাপারে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আর 'উমরাতে কনেকে বরের নিকট লইয়া যাওয়া (জ'াফ্ফাঃ)-র অনুষ্ঠান থাকে না।

(ক) G. Jacob বলেন ঃ আরবের জাহিলী যুগের বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে কবিতার মাধ্যমে খুবই কম জানা যায়। 'আরব উপদ্বীপে বিবাহ প্রথা অতি সহজ সাধারণ ধরনের ছিল। এখনও বেদুঈন-দের বিবাহ সাদাসিধা রকমের পরবর্তীকালের জাঁক-জমকপূর্ণ বিবাহ উৎসব বিশেষ করিয়া বরযাত্রীর মিছিল, সম্ভবত সেই সময় প্রচলিত ছিল না। বিবাহ উৎসব সপ্তাহ কাল অবধি চলিতে থাকিত। সেইজন্য ইহাকে উসবু' বলা হইত (দ্র. আগ'ানী, ১২খ, ১৪৫)।

কনেকে অলংকারে ভূষিত করা, তাহার গায়ে-পোষাকে সুগন্ধি দ্রব্য মাখান হয় এবং চোখে সুরমাও লাগানো হয়। একটি পুরানো প্রবাদ বাক্যে বলা হয়, কনের পিছনের সুগন্ধি লুকানো যায় না (Noldeke, Delectus, p. 48, মায়দানী, Proverbiw, ed. Freytag, xxiii, 269)। কনেকে বলা হয় 'পরিচালিতা' (তু. 'আন্তারাঃ, ২৭ ঃ ১)। সুতরাং তাহাকে অন্য মেয়েগণ কোন প্রকার জাঁকজমক ব্যতীত সহজ ও শান্তভাবে বরের নিকট লইয়া যাইত। সময় সময় তাহাকে পালকী (মিহাফ্ফাঃ) করিয়াও নেওয়া হইত। এই প্রথা এখনও মক্কায় প্রচলিত আছে (Snouck Hurgonje, Mekka, ii. 182)। বর-কনের জন্য একটি বিশেষ তাঁবুর ব্যবস্থা করা হইত। একটি পুরাতন প্রবাদ বাক্যে বলা হয় যে, বিবাহের সময় বর আমীর বা বাদশাহ বনিয়া যায় (জাওহারী, স'হা'াহ', ع-ر-س ধাতু দ্র., মায়দানী, আল-আমছ'াল, ১২ ঃ ১৪৩)। বাংলাদেশে বরকে 'নওশা' (নাওশাহ্ অর্থাৎ নূতন বাদশাহ)-ও বলা হয়।

(খ) হা'দীছে' এই সম্বন্ধে আরবের সাদাসিধা প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'আইশাঃ (রা)-এর হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সঙ্গে বিবাহের সময় বাহ্'রায়ন হইতে আনীত লাল রঙের ডোরাদার পোশাক ব্যবহার করেন। মদীনার মহিলাগণ উৎসবাদিতে তাঁহার এই পোশাক ধার করিয়া পরিধান করিতেন (বুখারী, হিবাঃ, বাব ৩৪)। হযরত 'আলী (রা)-র সহিত ফাতি'মাঃ (রা)-এর বিবাহের সময় 'আইশাঃ (রা) ও উম্মু সালামাঃ (রা) বাড়ীতেই সব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা "বাত্'হ'াার (উপত্যকায় স্রোতবাহী বালুরাশির) ধূলা ছড়াইয়া ভূমিকে সমতল ও নরম করিয়া লইয়াছিলেন ও খেজুর আঁশ দিয়া দুইটা বালিশ তৈয়ার করিয়াছিলেন। খাইবার জন্য খেজুর ও ডুমুর এবং পান করিবার জন্য সুমিষ্ট পানির ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা ঘরের এক পাশে কাপড়-চোপড় রাখিবার জন্য একখানা আলনা এবং পানির একটি মশকও রাখেন (ইবন মাজাঃ, নিকাহ', বাব, ২৪)। ফাতি'মাঃ (রা)-বিবাহসজ্জার মধ্যে ছিল ঝালর-দেয়া রেশমী পরিচ্ছদ, একটি মশক, ইয'খির নামক ঘাস দিয়া ভর্তি একটি গদি (নাসাঈ, নিকাহ', বাব ৮১); অন্য এক হা'দীছ' অনুযায়ী রাসূল (স') ঝালরযুক্ত বড় কার্পেটের জন্য বেশ কিছুটা খরচ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন (নাসাঈ, নিকাহ', বাব ৮৩)। বহু হা'দীছে' পাওয়া যায় যে, কনেকে তাহার মাতা বা তাহার আত্মীয়রা বরের বাড়ী লইয়া যাইত। রাসূল কারীম (স') যখন 'আইশাঃ (রা)-কে বিবাহ করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ছয় বা সাত বৎসর ছিল। মদীনায় তাঁহার ৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতা উম্মু রূমান তাঁহাকে রাসূল (স')-এর কাছে লইয়া যান। তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য পূর্ব হইতে মেয়েরা অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহারা "সৌভাগ্য, আনন্দ ও মঙ্গল" জানাইয়া অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। মেয়েরা অতঃপর তাঁহার চুল ধুইয়া দিল ও ভূষণ পরাইয়া দিল, তখন রাসূল কারীম (স') দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিলেন ও স্মিত হাস্য করিতেছিলেন। ইহার পর মেয়েরা তাঁহাকে রাসূল কারীম (স')-এর হস্তে সমর্পণ করিলেন (মুসলিম, নিকাহ্,—বাব ৬৯, তু. বুখারী, নিকাহ্', বাব ৫৮)। হা'দীছে' প্রসাধন সম্বন্ধে ইহার বেশী কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু মনে হয় পুরুষদিগকেও সুগন্ধি মাখান হইত। আবূ হুরায়রাঃ (রা) কর্তৃক পরিবেশিত এক হা'দীছ' হইতে জানা যায় যে, রাসূল কারীম (স') বিবাহে নিম্নলিখিত দু'আ' পাঠ করিতেন, (ইবন

মাজাঃ, নিকাহ্', বাব ২৩ ; তু. বুখারী, নিকাহ', বাব ৬৪) ;

بارك الله لكم (لك) وبارك عليكم
(عليك) و جمع بينكم فى (على) خير

অথবা তৃতীয় অংশের পরিবর্তে و بارك لك فيها অনুবাদ : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে বরকত প্রদান করুন এবং তোমাদের উপর তাঁহার বরকত বর্ষণ করুন এবং মঙ্গলের মধ্যে তোমাদিগকে দীক্ষিত করুন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার (স্ত্রীর) কল্যাণে তোমাকে প্রচুর অনুগ্রহ প্রদান করুন (ইব্ন মাজাঃ, নিকাহ্', বাব ২৩)।

ছোট বালিকারা গ'ান (গীত) গাহিতে গাহিতে কনেকে বরের নিকট লইয়া যাইত। ঐরূপ একটি গ'ানের প্রথম দুই লাইন সংরক্ষিত আছে। তাহা হইল, اتيناكم اتيناكم فحيونا وحييكم "আমরা তোমাদের কাছে আসিয়াছি, আমরা তোমাদের কাছে আসিয়াছি, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে ও আমাদিগকে যেন দীর্ঘজীবী করেন" (ইব্ন মাজাঃ, নিকাহ', বাব ২১; দ্র. বুখারী, নিকাহ', বাব ৬৪)। অথবা اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم "আমরা তোমাদের কাছে আসিয়াছি, আমরা তোমাদের কাছে আসিয়াছি। আমরা তোমাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইতেছি, তোমরাও আমাদিগকে অভ্যর্থনা জানাও" (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৪ : ৭৮)। আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর মতে রাসূল (স') মহিলাদিগকে ও শিশুদিগকে বিবাহ উৎসবে যোগদান করার স্পষ্ট অনুমতি দিয়াছেন (বুখারী, নিকাহ', বাব ৭৬ ; মানাকি'ব আল-আন্সার, বাব ৫)। বিবাহ উৎসবে বালিকারা দুফ্ফ (একমুখ খোলা ছোট ঢোলের ন্যায় বাদ্যযন্ত্র) বাজাইত এবং বদ্রের যুদ্ধে নিহত বীরদের প্রশংসাসূচক গান করিত।, ইহাতে রাসূল (স')-এর পূর্ণ সমর্থন ছিল বলিয়া বলা হয় (বুখারী, নিকাহ', বাব ৪৯; মাগ'াযী, বাব ১২ ; ইব্ন মাজাঃ, নিকাহ', বাব ২০, ২১ ; তির্মিয'ী, নিকাহ', বাব ৬ ; নাসাঈ, নিকাহ', বাব-৭২, ৮০ ; ত'ায়ালিসী, নং ১২২১; আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৩ : ৪১৮)।

পুরুষের পক্ষে ওয়ালীমাঃ অর্থাৎ ভোজন উৎসব বিবাহের একটি অঙ্গ (বুখারী, নিকাহ', বাব ৬৯; আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৫ : ৩৫৯; যায়দ, মাজ্মু' নং ৯৪৯ ইত্যাদি)। প্রথম দিনে ভোজ দেওয়া উত্তম, দ্বিতীয় দিনের ভোজ (তির্মিয'ী ইহাকে সুন্নাত বলেন) ও তৃতীয় দিনের ভোজ লোক দেখান (তির্মিয'ী, নিকাহ', বাব ১০ ; আবূ দাউদ, আত্'ইমাঃ, বাব ৫ ; দারিমী, আত্'ইমাঃ, বাব ২৮; ইব্ন মাজাঃ, নিকাহ', বাব ২৫; ইব্ন হ'াম্বাল, ৫ : ২৮)। সা'ঈদ ইব্নু'ল-মুসায়্যিব বলেন : রাসূল (স') প্রথম দুই দিনের ভোজে যোগদান করেন, কিন্তু তৃতীয় দিনের ভোজে শামিল হইতে অস্বীকার করেন (আবূ দাউদ, আত্'ইমাঃ, বাব ১৫ ; দারিমী, আত্'ইমাঃ, বাব ২৮)। বুখারী, নিকাহ', বাব ৭২-এর শিরো-নামায় সপ্তাহব্যাপী ভোজের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, রাসূল (স') ইহা একদিন কি দুই দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন নাই। রাসূল (স')-এর বিবি স'াফিয়্যাঃ (রা)-র সহিত বিবাহ উৎসবে খেজুর, দধি ও চর্বিযুক্ত খাদ্য পরিবেশন করা হইয়াছিল। এক হ'াদীছে পাওয়া যায় যে, ইহার সহিত যবের ছাতুও দেওয়া হইয়াছিল। অন্য এক হ'াদীছ মতে ইহার সঙ্গে রাসূল (স') এই উপলক্ষে সের মুদ্দ উৎকৃষ্ট খেজুর দিয়াছিলেন। বিবি যায়নাব (রা)-এর সহিত রাসূল (স')-এর বিবাহে এবং রাবী'আঃ আল-আস্লামীর বিবাহে রুটি ও গোশ্ত পরিবেশিত হইয়াছিল। মনে হয়, হ'ায়স (দধি ও চর্বি-মিশ্রিত খেজুর) এবং তৎসহ রুটি ও গোশ্ত সাধারণত পরিবেশিত হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গোশ্ত রুটি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

অন্যত্র দুই মুদ্দ যব, একটি ভেড়া ও জোয়ার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ওয়ালীমাঃ-য় অন্তত একটি ভেড়া য'াবহ্' করিতে হইবে। হ'াদীছে' ওয়ালীমার কোন নির্দিষ্ট সময় উল্লিখিত হয় নাই। কয়েকটি হ'াদীছে' যে নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ আছে তাহা হইল কনেকে বরের গৃহে লইয়া যাওয়ার পর, কিন্তু বিবাহ রাত্রির পূর্বে (বুখারী, তাফ্সীর, সূরাঃ ৩৩, বাব ৮; আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৩ : ১৯৬ ও যায়নাবের বিবাহ সম্পর্কে অন্যান্য হ'াদীছ')। তবে স'াফিয়্যা (রা)-এর বিবাহের ওয়ালীমাঃ পরবর্তী দিবসে হইয়াছিল। ইহা সম্ভবত খায়বার অভিযান হইতে ফিরিবার সময় স'াফিয়্যা (রা)-এর বিবাহের বিশেষ অবস্থার দরুন ছিল। বিবাহের দা'ওয়াত গ্রহণ করা উচিত (মুস্লিম, নিকাহ', হ'াদীছ' ১০০ ; আবূ দাউদ, আত্'ইমাঃ, বাব ১; আহ্.মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ২ : ২২)। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে বিবাহে দা'ওয়াত করা উচিত। আবূ হুরায়রাঃ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হ'াদীছে' বলা হইয়াছে যে, বিবাহের ভোজে যদি শুধু ধনীকে আহ্বান হয় এবং গরীবকে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা একটি খারাপ ভোজ (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল ২ : ৪৯৪)।

নিম্নলিখিত দুইটি হ'াদীছে' সম্ভবত বিবাহ বাসরে কি করা উচিত সে সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে : যদি তোমরা কেহ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ কর তবে তাহার কপালের চুল ধরিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বরকত চাও ও শায়ত'ানের হাত হইতে মুক্তি প্রার্থনা কর (মালিক, নিকাহ', বাব ৫২) এবং তোমাদের কেহ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিলে সে তাহার কপালের চুল ধরিয়া আল্লাহ্র নিকট প্রাচুর্যের প্রার্থনা করিবে এবং অভিশপ্ত শায়ত'া-নের অমঙ্গল হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে (আবূ দাউদ, নিকাহ' বাব ৪৪)। অন্য হ'াদীছে' : তোমাদের মধ্যে যখন কেহ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবে তখন বলিবে, "হে আল্লাহ! আমি তাহার মঙ্গলের জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করি এবং তাহার সদিচ্ছার প্রার্থনা করি যাহা আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি তাহার মধ্যে যে সব কুপ্রবৃত্তি সৃজন করিয়াছেন তাহা হইতে আমাকে বাঁচাইবার জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি" (আবূ দাউদ, নিকাহ', বাব ৪৪)। অনেকগুলি হ'াদীছ' অনুসারে একজন যুবক স্বামীর পক্ষে বিবাহের পর সাত দিন সাত রাত্রি তাহার যুবতী স্ত্রীর সহিত বাস করা সুন্নত, যদি সেই স্ত্রী কুমারী হয়; এবং যদি সে কুমারী না হয় তবে মাত্র তিন দিন তিন রাত্রি যাপন করিলেই চলিবে। অন্য একটি হ'াদীছ অনুসারে যুবক স্বামী তাহার কুমারী স্ত্রীর সঙ্গে তিনদিন এবং তাহার স্ত্রী কুমারী না হইলে তাহার সহিত দুই দিন থাকিলে চলিবে। এই সময়ের পরই অন্য স্ত্রীদের পালা বজায় রাখিতে হইবে। বিবাহের প্রকৃষ্ট মাস সম্বন্ধে হ'াদীছে' পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রাসূল (স') 'আইশাঃ (রা)-এর সহিত শাওওয়াল মাসে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন (নাসাঈ, নিকাহ্', বাব ১৮, ৭৭; মুসলিম, নিকাহ', হ'াদীছ' ৭৩ ইত্যাদি।

(ঘ) ফিক্'হে মালিকীরা বিবাহের আচার সম্পর্কে বিশেষ নজর দিয়া থাকেন। কারণ এই সব অনুষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে বিবাহ সম্পাদনের ব্যাপারে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

মালিক ইব্ন আনাস ও ইব্ন আবী লায়লা-র মতে (দ্র. সারাখ্সী, মাব্সূত', ৫ ঃ ৩০) বিবাহকে শুদ্ধ করিবার জন্য সাধারণ্যে ইহার ঘোষণা অবশ্য করণীয়। ইহা অন্যান্য মায্'হাবের মত হইতে ভিন্ন রকমের। বিবাহ সম্পর্ক পাকা করার জন্য সাক্ষী রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে, তবে মালিকী মতে সাক্ষী রাখা উচিত। বিবাহ সম্পাদনের সময় যদি দুই জন সাক্ষী উপস্থিত না থাকে তবে বাসর ঘরে মিলনের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যে কোন সময় দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। জনগণের মধ্যে প্রচারের জন্য খালীল দম্পতিকে আশীর্বাদ জানাইবার পক্ষে মত দেন (ক'ায়রাওয়ানী, রিসালাঃ, কায়রো ১৩৩৮ হি, পৃ. ৬৬; খালীল, ২খ, ১, ৫৯; কাসানী, বাদাই'উ'স'-স'নাই', কায়রো ১৬২৭ হি., ২খ, ২৫২; ইব্ন রুশ্দ, বিদায়াতু'ল-মুজ্তাহিদ, কায়রো ১৩৪৯ হি., ২খ, ১৬, যেখানে বিবাহের সাক্ষীর অপরিহার্যতার কথা উল্লিখিত আছে)। এই কারণেই খালীল (২ ঃ ১) দম্পতিকে অভ্যর্থনা জানাইবার সুপারিশ করেন। সুতরাং বিবাহের ওয়ালীমার সময় দরওয়াজা বন্ধ করা ঠিক নহে (খালীল, ২খ, ১১৭)। মালিকী, হ'ানাফী ও হ'াম্বালী মায্'হাবের মধ্যে ওয়ালীমাঃ উৎসব প্রশংসনীয় (মুস্তাহ'াব্ব)। পক্ষান্তরে শাফি'ঈ মায্'হাব এই সম্বন্ধে কঠোরতর মত পোষণ করিয়া থাকেন। এক মতে ইহা "সুন্নাঃ মুআক্কাদা" এবং অন্য মতে এমন কি "ওয়াজিব" (অবশ্য করণীয়) (দ্র. শীরাযী, পৃ. ২০৫; গাযালী, ২খ, ২২; নাওয়াব'ী, পৃ. ৯০; আরদাবীলী, ২খ, ৯৪)। খালীলের মতে ইহা বিবাহের একদিন পরে হওয়া উচিত। অন্যান্য মালিকীর মতে ইহা পূর্বেই হওয়া উচিত। তবে বিবাহ কার্যকরী হইবে জনসাধারণের মধ্যে জানাজানি হওয়ার পর (তাজানী, তুহ্'ফাঃ, পৃ. ৩৫)। একজন সচ্ছল ব্যক্তির পক্ষে একটি মেষ য'াব্হ' করা উচিত; গরীব তাহার সাধ্যানুযায়ী ভোজের ব্যবস্থা করিবে (শীরাযী, আরদাবিলী)। হ'ানাফীদের মতে ওয়ালীমার দা'ওয়াত গ্রহণ করা প্রশংসনীয় (মুস্তাহ'াব্ব)। পক্ষান্তরে মালিকী, হ'াম্বালী ও শাফি'ঈদের মতে ইহা গ্রহণ করা ওয়াজিব (শাফি'ঈ, উম্ম, ৬ খ, ১৭৮; তিনি বলেন ইহা হ'াক্'ক'); শাফি'ঈদের মতে দ্বিতীয় দিনেও দা'ওয়াত গ্রহণ করা প্রশংসনীয়। পক্ষান্তরে তৃতীয় দিনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা উচিত (নাওয়াব'ীর মতে, তৃতীয় দিনের দা'ওয়াত গ্রহণ মাকরূহ)। যদি কোন স'াইম (রোযাদার) ব্যক্তিকে দা'ওয়াত করা হয় তাহা হইলেও তাহার পক্ষে দা'ওয়াত গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য তাহার পক্ষে কোনও খাদ্য গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না। তবে নাফ্ল স'াওম ভাঙিয়া ফেলা উচিত হইবে, যদি না স'াওম সম্বন্ধে সে কোন প্রকার নায্'র (মানত) করিয়া থাকে। যদি ওয়ালীমায় কোন মাতাল ব্যক্তি শামিল হইয়া থাকে বা মদ্য অথবা কোন হ'ারাম খাদ্য পরিবেশন করা হয় সেইরূপ ওয়ালীমাঃ হইতে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। ঘরে যদি কোন জীব-জন্তুর ছবি থাকে, এমন কি যদি পায়ে মাড়াইবার জিনিসেও (যেমন গালিচায়) এইরূপ ছবি থাকে, তবে সেখানে খাওয়া উচিত হইবে না। শীরাযীর মতে, যে ওয়ালীমায় গান হয়, সেখানে যাওয়া উচিত হইবে না, এমন কি যদি উহা নাও শোনা হয় এবং বিবাহ উপলক্ষে বর্ণিত হ'াদীছে'র প্রতি ও খাওয়া-দাওয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা হয়। পক্ষান্তরে কিছুটা বাজনার অনুমতি দেওয়া হয়, যেমন হ'াদীছে' বর্ণিত "দুফ্ফ"; খালীল বৈধ বাদ্যযন্ত্রের একটা ফর্দ দিয়াছেন, যথা ঃ এক রকমের খঞ্জনি (গি'রবাল), পুরাতন ধরনের এক প্রকারের বাঁশী (মিয্হার, তু. H. G. Farmer, History of the Arabian Music, London 19 9, p. 46—47), এক প্রকারের বাঁশী (যুম্মারাঃ) ও শিঙা (বূক')। বিবাহ উৎসবে উপস্থিত জনতার মধ্যে ফল, বাদাম ও মিষ্টি ছড়ান উচিত কিনা সেই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে (আরদাবীলী, খেজুর, দিরহাম ও দীনার প্রভৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন)। দামিশক'ীর মতে, (২ ঃ ৭৬) আবু হ'ানীফাঃ এবং আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বালের এই বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি ছিল না। পক্ষান্তরে মালিক, শাফি'ঈ এবং আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল-এর আর একটি মতে মাকরূহ। পরবর্তীকালে শাফি'ঈ-গণের মধ্যে এই বিষয়ে মতপার্থক্য হইয়াছিল।

মধ্যযুগীয় ইসলামী সাহিত্যে বিবাহের প্রথাসমূহ সম্বন্ধে যে প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা এখনও পুরাপুরি সংগৃহীত ও পর্যালোচিত হয় নাই। সাহিত্যে, প্রচারকগণের ও নীতিবিদদের লেখায়, কাব্যে বিশেষ করিয়া "আল্ফ লায়লাঃ ওয়া লায়লাতে" এবং পরিব্রাজকদের ইতিবৃত্ত ও ভৌগোলিকদের—যথা ইব্নু'ল-মুজাবি'র-এর লেখায় এই সব বিবরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে য়ুরোপীয় লেখকগণ অনেক কিছু লিখিয়াছেন। অবশ্য এই সকল লেখকের পরিবেশিত তথ্য সব সময় বিশ্বাসযোগ্য নহে। সাম্প্রতিককালে আঞ্চলিক ভাষা এবং ধারাবাহিকভাবে লোকসাহিত্যের সংগ্রহ মাধ্যমে এই বিষয়ে অনেক কিছু জানা সম্ভব হইয়াছে। এইসব সংগ্রহের মধ্যে মরক্কোর Westermarck ও নাবলুসের Jaussen এর-সংগ্রহ রহিয়াছে। নিম্নের গ্রন্থপঞ্জীতে বাছাই করা কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে।

সাধারণত বিবাহ উৎসবের আচার-আচরণ দেশ ভেদে বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। মুসলিম জগতের কয়েকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে যথা ঃ মালয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আফ্রিকা, কি'রগীয এবং তুর্কিস্তানে মুসলিমগণ প্রাচীন রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছে এবং সময় সময় এই সকল রীতিনীতিকে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সংশোধন করিয়া লইয়াছে। ইসলামের আদি স্থানসমূহের সম্বন্ধেও একই রকম মন্তব্য করা চলে, তবে সেই সব স্থানে এই সংশোধন প্রক্রিয়া অনেক আগেই সমাপ্ত হইয়াছিল। শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব্যতীত বর্তমান যুগের সিরিয়া ও মিসরের মুসলিম এবং খৃস্টানদের বিবাহের আচার প্রায় একই রকমের। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উভয় সম্প্রদায়ই নিকট-প্রাচ্যের পুরাতন আচার-ব্যবহারও গ্রহণ করিয়াছে, শুধুমাত্র মুসলিম রীতিনীতিই গ্রহণ করে নাই। এতদ্ব্যতীত সমাজের বিভিন্ন স্তরে কিছুটা বিভিন্ন আচার-ব্যবহার প্রচলিত আছে। অন্তত-পক্ষে তিনটি সমাজস্তরকে চিহ্নিত করা যায়, যেমন ঃ শহরবাসী, চাষী ও যাযাবর। চাষী ও যাযাবরদের রীতিনীতি সাদাসিধা ধরনের এবং প্রাচীন 'আরবদের রীতিনীতির সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। শহরবাসীদের রীতিনীতি অপেক্ষা পার্থক্য দেখা যায়।

বাংলাদেশে 'উরূস শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা ওয়ালী-আল্লাহদের প্রতি ইস'ালে ছ'াওয়াব-এর (দু'আ' করার) জন্য যে বার্ষিক অনুষ্ঠান (সাধারণত মৃত্যু তারিখে) পালন করা হয় তাহাকে বুঝায়। এই সব সমাবেশে সাধারণত মুরীদগণ সারা রাত কু'রআন তিলাওয়াত্, মীলাদ, ওয়া'জ'-নাস'ীহ'াঃ, যি'ক্র, (কোন কোন স্থলে ক'াওওয়ালী ও মা'রিফাতী গান) এবং তৎসহ খানাপিনার ব্যবস্থা করে। ইসলামের প্রথম যুগে এই ধরনের কোন

রীতির সন্ধান্ পাওয়া যায় না। কু'রআন ও হ'াদীছে'ও এই ধরনের অনুষ্ঠানিক রীতির সমর্থন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) (দ্র. নিকাহ্' প্রবন্ধ) শাফি'ঈ, কিতাবু'ল-উম্ম, বূলাক' ১৩২৪ হি., ৬খ, ১৭৮ ; (২) মুযানী, মুখ্তাস'ার, পূর্ববর্তী পুস্তকের পার্শ্বটীকা, ৪খ, ৩৯-৪১ ; (৩) শীরাযী, তানবীহ, সম্পা. Juynboll, Leyden 1879, p. 205 প. ; (৪) গ'াযালী, ওয়াজীয, কায়রো ১৩১৮ হি., ২খ, ২২ ; (৫) নাওয়াব'ী, মিন্হাজ, কায়রো ১৩২৯ হি., পৃ. ৯০ ; (৬) আর্দাবীলী, কিতাবু'ল-আন্ওয়ার লি আ'মালি'ল-আবরার, কায়রো ১৩১৮ হি., ২খ, ৯৪-৯৬ ; (৭) খালীল, মুখ্তাস'ার, অনু. Santillana, Milan 1919, ii. 63 প. ; (৮) ইব্ন রুশ্দ, মুক'াদ্দিমাতু'ল-মুদাওওয়ানাতু'ল-কুব্রা পুস্তকের পার্শ্বটীকা, কায়রো ১৩২৪ হি., ২খ, ৫৮ ; (৯) শা'রানী, মীযান, কায়রো ১৯২৫ খৃ., ২খ, ১২৪ ; (১০) দিমাশ্ক'ী, রাহ'মাতু'ল-উম্মাঃ, পূর্ববর্তী পুস্তকের পার্শ্বটীকা, ২খ, ৭৬ ; (১১) Tornauw, Das moslomische Recht, Leipzig 1855, p. 70 প. ; (১২) Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, Leyden 1910, p. 162 প. ; (১৩) Gertrude H. Stern, Marriage in Early Islam, London 1939.

সাধারণ বৈবাহিক প্রথা বিষয়ক : (১৪) Westermarck, The History of Human Marriage, 5, 3 vols., London 1925 ; (১৫) তাঁজানী (আঃ ৭১০/১৩১০ লিখিত) ; (১৬) তুহ'ফাতু'ল-'আরূস, কায়রো ১৩০১ ; (১৭) আল্ফ লায়লাঃ ওয়া লায়লাঃ, Littmann, 6 Vols., Leipzig 1921—1928 ; (১৮) সীরাতু সায়ফ ইব্ন য'ী য়াযান, বূলাক' ১২৯৪ ; (১৯) ইব্ন ইয়াস, بدائع الظهور فى وقائع الدهور সম্পা. Kahle, ইস্তাম্বুল ১৯৩১ খৃ. ৪খ, Bibliotheca islamica, v.).

স্থানীয় রীতিনীতি বিষয়ক : মক্কা ও মদীনা : (১৯ক) J. L. Burckhardt [1814], Travels in Arabia, London 1829, i. 361, 399, 401—402 ; (২০) R. F. Burton (1853), Personal narrative of a pilgrimage to Mecca and Medina, Leipzig 1874, ii. 167 253 ; (২১) Snouck Hurgronje, Mekka, Hague 1888—1889, ii. 155—187 ; (২২) E. Rutter, The Holy Cities of Arabia, London 1928, ii. 67—69 ; দক্ষিণ 'আরব : (২৩) C. Niebuhr [1763], Reisebeschreibung nach Arabien, Copenhagen 1774, i. 402—403 ; (২৪) Zanzibar, E. Ruete, Memoirs of an Arabian Princess, New York 1888, p. 146—170 ; সিরিয়া ও ফিলিস্তীন : (২৫) J. van Ghistele (1485), Voyage, Ghent 1557, p. 15 ; (২৬) Joh. Cotovicus [1598—1599], Itinerarium. Hierosolymitanum et Syriacum, Antwerp 1619, p. 475—476 (reprinted in Gabriel Sionita, Arabia, Amsterdam 1633, p. 194—195) ; (২৭) d' Arvieux [1659], Memoires, Paris 1735, i. 447 ; (২৮) ঐ লেখক, Die Sitten der Beduinen-Araber, transl. Rosenmuller, Leipzig 1789, p. 120—124 ; (২৯) A. Russell [c. 1750], The Natural History of Aleppo, London 1756, p. 110—113, 125—139 ; (৩০) ঐ লেখক, Naturgeschichte von Aleppo, transl. Gmelin, gottingen 1797, i. 399 [rather Turkish customs], ii. 110 প. [Maronites] ; (৩১) J. L. Burckhardt [C. 1810], Bemerkungen uber die Beduinen und Wahaby, Weimar 1831, p. 86 প., 212 প. ; (৩২) H. H. Jessup, The Women of the Arabs, London 1874, p. 27 [Druses] ; (৩৩) E. Littmann, Neuarabische Volkspoesie, Berlin 1902, p. 94 প., 119 প., 137 প., [Christian] ; (৩৪) C. T. Wilson, Peasant life in the Holy Land, London 1906, p. 110—115 ; (৩৫) Rothstein, Muslimische Hochzeitsgebrauche in Lifta bei Jerusalem, in Palastinajahrbuch, vi. (1910), 102—136 (with pictures) ; (৩৬) Al. Musil, Arabia Petraea, Vienna 1908, iii. 186 প. [Fellahin], 196 প. [Beduins] ; (৩৭) G. Bergstrasser [1914], Zum arabischen Dialekt von Damaskus, Hanover 1924, i. 64—67 ; (৩৮) Chemali, Marriage et noce au Liban, in Anthropos, x./xi. (1915—1916), 913—941 (with pictures) ; (৩৯) K. Daghestani, La Famille musulmane contemporaine en Syrie, Paris n. d. ; (৪০) Spoer and Haddad, Volkskundliches aus el-Qubebe bei Jerusalem, in ZS, iv. (1926), 199—126, v. (1927), 95—134 : (৪১) A. Jaussen, Coutumes Palestiniennes, i., Naplouse et son district, Paris 1927, p. 67 প. ; (৪২) Al. Musil, The Manners and Customs of the Rwala Bedouins, New York 1928, p. 135 প. ; (৪৩) T. Canaan, Unwritten laws affecting the Arab Women of Palestine, in Journal of the Palestine Oriental Society, xi. (1931), 190, 192, 199 ; (৪৪) Hilma Granqvist, Marriage Conditions in a Palestinian village, Helsingfors 1931—35 [Muslims].—মেসোপোটেমিয়া : (৪৪ক) Br. Meissner, Neuarab. Geschichten aus dem 'Iraq, Leipzig 1903, p. 107.—মিসর : (ক) Nic. Christ. Radzivil [1583], Jerosolymitana peregrinatio, Antwerp 1614, p. 186 প. ; (৪৫) Cl. Savary (1777), Zustand des alten und neuen Egyptens, Berlin 1788, iii. 261—264 ; (৪৬) Description de l'Egypte², Paris 1826, xviii. 85—89 ; (৪৭) J. L. Burckhardt [1817], Arabische Sprichworter, Weimar 1834, p. 171 প., No. 422 ; (৪৮) E. Lane [1835], Manners and Customs of the Modern Egyptians, London 1871, i. 197—222 ; (৪৯) E. Lane, Arabic society in the middle ages, p. 232 প. ; (৫০) W. S. Blackman, The Fellahin of Upper Egypt, London 1927, p. 90 প. ; (৫১) Out el Kouloub, Harem, Paris 1937, 45—71.; ত্রিপলিটানিয়া : (৫১ক) O. Gabelli, Usanze nuziali in Tripolitania, in Riv. della Tripolitania, 1926 ; (৫২) Curotti, Gente di Libia, in La Quarta Sponda, 1927 ; (৫৩) Pfalz, Arabische Hochzeitsge-

brauche in Tripolitanien. in Anthropos. xxiv. (1929). 221—227; (৫৪) Bertarelli, Guida d'Italia. Possedimenti e Colonie, Milan 1929, 221—223—তুনিস; (ক) Ch. de Peyssonnel and Desfontaines (xviii.th century), Voyages dans les regences de Tunis et d' Alger, Paris 1838, i. 175, ii. 42-43; (৫৫) Maltzan, Reise in den Regentschaften Tunis und Tripolis, Leipzig 1870, iii. 88—92; (৫৬) K. Narbeshuber, Aus dem Leben der arab. Bevolkerung in Sfax. Leipzig 1907, p. 11—16; (৫৭) L. Bertholon and E. Chantre, Recherches anthropologiques sur les indigénes de la Berberie Orientale, Paris 1913, i. 575—586; (৫৮) W. Marcais and Abderrahman Guiga, Textes arabes de Takrouna, Paris 1925, i. 355 প., 381 প.; (৫৯) W. Reitz, Bei Berbern und Beduinen, Stuttgart 1926, p. 142 প. আলজিরিয়া : (ক) Haedo [xvith century], Topographie et histoire generale d'Alger, in R. Afr. xv. (1871), 96—101; (৬০) d' Arvieux [1674], Memoires, Paris 1735, v. 287; (৬১) J. P. Bonnafont [1830—1842], Peregrination en Algerie, Paris 1884, p. 152 প.; (৬২) F. Mornaud, La vie arabe, Paris 1856 p. 57 প.; (৬৩) L. Feraud, Moeurs et coutmes Kabiles, in R. Afr., vi, (1862) 280, 430—432; (৬৪) Villot, Moeurs, coutumes...des indigenes de l'Algerie[3], Algiers 1888, p. 97 প.; (৬৫) Gaudefroy-Demombynes, Notes de sociologie maghrebine. Ceremonies, du mariage chez les indigenes de l'Algerie, Paris 1901; (৬৬) Bel, La population musulmane de Tlemcen, in Revue des etudes ethnograph. et sociologiques, i. (1908), 215 প.; (৬৭) Seligman, Kababish, in Harvard African Studies ii. (1918), 131 প.; (৬৮) J. S. Trimingham, Islam in the Sudan, London 1949, 182 প.—তুরস্ক : (ক) H. Dernschwam [1553—1555], Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel u. Kleinasien, ed. Babinger, Munich 1923, p. 135—138; (৬৯) Salomon Schweigger [1578], Newe Reyssbeschreibung nach Konstantinopel, Nurnberg 1608, p. 205 প.; (৭০) P. della Valle [1615], Reiss-Beschreibung, Geneva 1674, i. 43; (৭১) Thevenot [1657], Voyages, Paris 1689, i. 171. প.; (৭২) de Tournefort, Relation d'un voyage de Levant, Paris 1717, ii. 364—366; (৭৩) Olivier [1793—1797], Voyage dans l'emprie othoman, Paris 1800, i. 154—157; (৭৪) Ch. White, Three years in Constantinople, London 1845, iii. 6—14; (৭৫) ঐ লেখক, Hausliches Leben und Sitten der Turken, transl. Reumont, Berlin 1845, ii. 309 প.; (৭৬) Osman Bey, Les Femmes en Turquie, Paris 1883; (৭৭) L.N.J. Garnett, The women of Turkey, London 1891, esp. ii. 480—489; পারস্য : (ক) Olearius [1637], Muscovitische u. Persische Reyse[2], Schleswig 1656, p. 605—608; (৭৮) J. B. Tavernier [1664], Les six voyages, Paris 1779, i. 719-720; (৭৯) Chardin [1673], Voyages, ed. Langles, Paris 1811, ii. 233 প.; (৮০) John Fryer [1678], A new Account of East India and Persia, London 1915 (Hakluyt Society). iii. 129, 138; (Kitab-i-Kulthum-nane), Customs and manners of the women of Persia, tarnsl. Atkinson, London 1832, p. 42 প., 70 প.; (৮১) C. J. Wills, Pèrsia as it is, London 1886, p. 57 প.; (৮২) S. G. Wilson, Persian Life and Customs[2], New York 1899, p. 237—239 ['Ali Ilahi's]; (৮৩) Ritter, Aserbeidschanische Texte zur nordpersischen Volkskunde, in Isl., xi (1921), 189 প.; (৮৪) H. Norden, Persien Leipzig 1929, p. 86—89. রাশিয়া : (ক) W. Radloff [1860-1870], Aus Sibirien, Leipzig 1893, i. 476—484 [Kirgiz]; (৮৫) H. Vambery [1863], Reise in Mittelasien, Leipzig 1865, p. 258-259 [Turkomans]; (৮৬) E. Schuyler, Turkistan[5], London 1876, i. 42-43 [Kirgiz] i. 142 প. [Tashkent]; (৮৭) H. Lansdell [c. 1880], Russisch-Central-Asien, Leipzig 1885, p. 248-252 [Kirgiz], p. 831-832 [Khiwa]; (৮৮) H. Vambery, Das Turkenvolk, Leipzig 1885, p. 229-250 [Kirgiz], p. 433—434 [Kazan Tartars], p 540-542 [Krim-Tatars]; (৮৯) R. Karutz, Unter Kirgisen und Turkmenen, Leipzig 1911, p. 101 প.; (৯০) Pelissier, Mischartatarische Sprachproben, Berlin 1919 (Abh. Pr. Ak. W., 1918), p. 3 প., 28; (৯১) Sciatskaya, Antiche cerimonie nuziali dei Tatari di "Crimea Vecchia, in OM., viii (1928), 542-548; (৯২) Essad Bey, Zwolf Geheimnisse im Kaukasus, Leipsig 1930, p. 52 প.—ভারত : (ক) p. della Valle [1629 in Surat], Reissbeschreibung, Geneva 1674, iv. 12; (৯৩) Thevenot [1666 in Surat], Voyages, Paris 1689, iii. 66 প. [with illustr.]; (৯৪) John Fryer [1674 in Surat], পূ. গ্র. i. 237; (৯৫) Hassan Ali, Observations of the Musulmans of India, London 1832, i., letter xiii/xiv.; (৯৬) C. A. Herklots [1832], Islam in India, Oxford 1921, p. 27 প.—ইন্দোনেশিয়া : (ক) Wilken, Plechtigheden en gebruiken bij verlovingen en huwelijken bij de volken van den Ind. Archipel, in BTLV, series v., i. (1886), 167-219, iv (1889), 380-462; (৯৭) Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, Bonn 1924, iv/i. 226 প.; (৯৮) ঐ লেখক, The Achehnese, Leyden 1906, i. 329 প. (৯৯) La vie feminine a u. Mzab, Paris 1927, p. 73 প., 280 প.—মরক্কো : Leo Africanus [1526], Description de l'Afrique, ed. Ch. Schefer,

Paris 1897, ii. 120-125; J. Mocquet [1605], Voyages, Rouen 1685, p. 204-205; (১০০) Diego de Torres, Histoire des cherifs, Paris 1667, p. 144; (১০১) G. Hoest [1760-1768], Nachrichten Von Marokos und Fes, Copenhagen 1781, p. 102-104; (১০২) Edm. Westermarck, Marriage ceremonies in Morocco, London 1914; (১০৩) Legey, Essai de Folklore marocain, Paris 1926, p. 134 প.; (১০৪) M. Gaudry, La femme Chaouia de l'Aures, Paris 1928, p. 78-83; (১০৫) Jerome and Jean Tharaud, Fez, Paris 1930, p. 130 প.; (১০৬) L. Brunot, Textes arabs de Rabat, Paris 1931, No. 16 and 17—সুদান : (ক) Zain al-Abidin al-Tunisi [C. 1820], Das Buch des Sudan, transl. Rosen 1847, p. 28 p.।

W. Heffening (S.E.I.)/মিয়ূল করীম

'উলামা' (علماء) আসলে আধিক্যবাচক مبالغة 'আলীম শব্দের ব. ব., অর্থ 'ইল্‌ম (দ্র.) (বিদ্যা, জ্ঞান বা বিজ্ঞান)-এর ব্যাপক অধিকারী; ব্যবহারে 'উলামা' শব্দের এক বচন 'আলিম। উভয় এক বচনই কু'রআনে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং উহা আল্লাহ্ ও মানুষ উভয়ের সম্বন্ধেই ব্যবহার করা যায়। ব. ব. 'উলামা শব্দটি কু'রআনে মাত্র দুই স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহাও মানুষ সম্পর্কে (২৬ : ১৯৭; ৩৫ : ২৮)। নিয়মিত ব. ব. 'আলিমুন' চারিস্থানে কু'রআনে উল্লিখিত হইয়াছে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে ২ বার (২১ : ৫১, ৮১) ও মানুষ সম্বন্ধে ২বার (১২ : ৪৪; ২৯ : ৪৩)। এই সকল ব্যবহার সম্পর্কে আর-রাগি'ব আল-ইস'ফাহানীর মুফ্‌রাদাত, কায়রো ১৩২৪, পৃ. ৩৪৮ প. এবং লিসান, ১৫ খ, ৩১০ প. দ্র.।

প্রথমত, 'ইল্‌ম বলিতে কু'রআন ও হ'াদীছে'র জ্ঞান ও তাহা হইতে গৃহীত ইসলামী আইন-ক'ানুনের জ্ঞান বুঝাইত। সুতরাং 'উলামা' বলিতে বিশেষ করিয়া এই সকল জ্ঞানের অধিকারীকেই বুঝাইত। তাঁহারা ফাক'ীহ্ ও ইসলামী শাস্ত্রবিদ মুতাকাল্লিম। তাঁহারা মুসলিমগণের ইজ্‌মা' (দ্র.) বা সর্বসম্মত মতের সমর্থন ও প্রতিনিধিত্ব করিতেন। এই ইজ্‌মা' ইসলামী আইনের অন্যতম উৎসরূপে স্বীকৃত। সুতরাং 'উলামা' যেরূপেই কাজ করুন না কেন, সকল ফিক্'হী (ধর্মতাত্ত্বিক)—বিষয়ের সকল প্রশ্নের শেষ মীমাংসা তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়ে। বাস্তবে শাসন ব্যবস্থা যাহাই হউক না কেন, তাঁহারা ইজ্‌মা'র জীবন্ত প্রকাশ এবং মুসলিম জাতিকে পরিচালিত করার জন্য জনগণের অধিকারের জীবন্ত প্রতিভূ হিসাবে ইহার উপর একটি বল্‌গাসদৃশ। বিভিন্ন সরকার সরকারী মর্যাদা ও ভাতা দিয়া তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে এবং তাঁহাতে কিছুটা সফলতাও লাভ করে। সরকারের এই জাতীয় সাফল্য অতি মাত্রায় জনগণের নিকট স্পষ্ট হইয়া পড়িলে জনগণের ঘৃণা এই শ্রেণীর রাজানুগৃহীত 'আলিমের বিরুদ্ধে ফাটিয়া পড়ে ও জনগণ সেই সমস্ত 'উলামা'-র প্রতি অনুগত হইয়া পড়ে, যাহারা এইভাবে স্বাধীন সরকার কর্তৃক নির্বাক হইতে রাযী হন নাই। সকল মুসলিম রাজ্যে এই ধরনের পরিস্থিতি বার বার সৃষ্টি হইয়াছে। এইজন্যই 'উলামা' সরকারী কর্মচারী হইতে পারিতেন অথবা স্বাধীন থাকিয়া সরকারের স্থায়ী ভীতির কারণও হইতে পারিতেন অথবা তাঁহারা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে ফিক্'হ ও ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে পারিতেন।

বর্তমানে 'আলিম শব্দটি আভিধানিক অর্থে যিনি জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহারই উপর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মিসরে ১৯শ শতাব্দীর শুরুতে এই অবস্থার জন্য Lane's Modern Egyptians, chaps. IV. ও IX. ও index দ্র.। মাম্‌লূকদের অধীনে এই অবস্থার জন্য দ্র. Gaudefroy-Demombynes, La Syrie a l'epoque des Mamlouks, সর্বত্র, বিশেষভাবে পৃ. lxxvi. প.। ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'উলামা' সম্প্রদায় এই সমস্ত রাজবংশের পরিবর্তনের মধ্যেও সরকারের স্থায়ী কাঠামো হিসাবে সক্রিয় ছিলেন। 'উছ্'মানীয় সাম্রাজ্যের জন্য দ্র. E. J. W. Gibb, History of Ottoman Poetry, ii., p. 394 প.। মুসলিম জগতে সাধারণভাবে একই অবস্থার জন্য দ্র. W. Arnold, The Caliphate, by index under Ulama. 'আলিম (অর্থাৎ ফাক'ীহ্ ও মুতাকাল্লিম) এবং 'আরিফ (অর্থাৎ যে সূ'ফী ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এবং কাশ্‌ফের মধ্য দিয়া আল্লাহ্‌কে জানে) এবং 'আলিম (সাধারণ আভিধানিক অর্থে) এই তিনের মধ্যে পার্থক্যের জন্য "ইল্‌ম" প্রবন্ধ দ্র.।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ 'উলামা' শব্দটিকে ভ্রান্তিমূলকভাবে একবচনরূপে ব্যবহার করেন।

D. B. Macdonald (S.E.I.) আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

'উশ্‌র (عشر) আরবী শব্দ, অর্থ দশমাংশ, সর্ব-সাধারণের সাহায্যার্থে উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ নির্ধারিত করা। বহু স্থলে 'উশ্‌রকে স'াদাক'াঃ এবং যাকাতও বলা হয় (আবূ য়ূসুফ, পৃ. ৩১; য়াহ'য়া ইব্‌ন আদাম, পৃ. ৭৯, ৮৩, ১২১, ১২৩) এবং ফিক্'হ গ্রন্থসমূহে 'উশ্‌রকে যাকাতের পর্যায়ে ধরিয়া যাকাত অধ্যায়ে 'উশ্‌রের বিবরণ দেওয়া হয় (তু. Tornauw, p. 318)। কু'রআন মাজীদে 'উশ্‌র শব্দটি ব্যবহৃত না হইলেও ৬ : ১৪১ আয়াতে উৎপন্ন দ্রব্যের হ'ক্'ক' আদায়ের ইঙ্গিত রহিয়াছে (আবূ য়ূসুফ, পৃ. ৩২; য়াহ্'য়া ইব্‌ন আদাম, পৃ. ৮৮)। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : বাগানে বা শস্যক্ষেত্রে ফল ফলিলে তোমরা উহার ফল খাইবে এবং ফল আহরণের দিনে উহার হ'ক্'ক' আদায় করিবে। 'উশ্‌র শব্দটি আসিরীয় ভাষার "ইশ্‌রুউ" (ish-ru-u) শব্দ এবং হিব্রু ভাষার "মা'আশের" (maasher) শব্দের অনুরূপ। ইশ্‌রুউ (E. Schrader, Koilinschriftl. Bibliothek, iv. 192, 205) শব্দের অর্থ, কর—যাহা শস্য, খেজুর প্রভৃতি ফসল দ্বারা আদায় করা হয়। মা'আশের (Gen. xiv. 20; xxix. 20—22) শব্দের অর্থ হইতেছে দশমাংশ কর যাহা মন্দিরাদি, পবিত্র স্থানসমূহের প্রাপ্য ছিল এবং যাহা রাজারা ধার্য করিতেন। এই মা'আশের হযরত মূসা ('আ)-এর আইনে বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তনের কথা রহিয়াছে (Lev. xxvii. 30—33; Num. xviii. 21—26)।

Pliny তাঁহার Hist. Nat., xii. 63 গ্রন্থে বিশেষ করিয়া দক্ষিণ আরব (Arabia felix) সম্বন্ধে যে উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, পুরোহিতগণ সিন দেবতার (MS. Sabin) উদ্দেশ্যে গন্ধ দ্রব্যের ফসল হইতে যে দশমাংশ সংগ্রহ করিতেন, উহা দ্বারা মেহমানদারী ও সরকারী খরচ চালান হইত। ' ঽকীর্ণ

লিপিগুলিতে কর হিসাবে ক্র 'fr'-এর সঙ্গে ʻউশ্‌র এবং ʻউশ্‌ওর্ত (Shwrt) শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দুইটি ভূমিকর হিসাবে গণ্য হইয়াছে যাহা মন্দিরাদির জন্য গৃহীত কর বিশেষ। কু'রআন মাজীদের ৬ : ১৩৬ আয়াত অনুসারে পৌত্তলিক ʻআরবেরা, এমন কি কু'রায়শরা, (চাষী ও বেদুঈন উভয়েই) তাহাদের শস্যক্ষেত্রের ফল এবং গৃহপালিত পশুর বৎস দ্বারা আল্লাহ্ অথবা অন্য দেবতাদের নৈবেদ্য দান করিত। এই সব দান কার্যত মন্দির রক্ষকগণ পাইতেন। ইসলামে ʻউশ্‌র একটি করমাত্র। বিশ্‌র-এর খাছ্‌'আম সম্প্রদায়ের নিকট হযরত রাসূল (স') যে পত্র লিখিয়াছিলেন (J. Wellhausen, Skizzen, und Vorarbeiten, iv., Berlin 1889, No. 68, p. 130) তাহাতে তিনি নির্দেশ দেন যে, যেসব জমিতে প্রবাহিত নহরের পানির সাহায্যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার দশমাংশ দিতে হইবে এবং যে সব জমিতে কৃত্রিম উপায়ে সেচ ব্যবস্থা দ্বারা শস্য উৎপন্ন হয় তাহার ১/২০ ভাগ দিতে হইবে। দূমাতু'ল-জান্‌দালের মরূদ্যানে (ঐ, সংখ্যা ১১৯, পৃ. ১৭৩) এবং হি'ম্‌য়ারেও (য়াহ্'য়া ইব্‌ন আদাম, পৃ. ৮৩) এই নিয়ম প্রচলিত। হি'ম্‌য়ারদের নিকট লিখিত পত্রে এই দশমাংশকে স'াদাক'াঃ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে সু'হ'ারের চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকার বেদুঈনদের খেজুর বাগানের জন্য দশ বোঝা খেজুরে এক বোঝা খেজুর কর নির্ধারিত হয়। এইভাবে নবী (স')-এর যামানায় মক্কা, মদীনা, হি'জায, য়ামান এবং সমগ্র ʻআরবভূমি ʻউশ্‌রভূমি বলিয়া পরিগণিত হয় (E. Fagnan, পৃ. ৮৯); উহা হইতেও দশমাংশ লওয়া হইত। পক্ষান্তরে খারাজ-ভূমির উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমিকর নির্ধারিত হইত। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধির ক্রম বিস্তারের ফলে ʻউশ্‌রভূমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়া যায়, যেমন রাক্'ক'াঃ জয়ের পর তথাকার যি'ম্মীরা যে সব জমি ব্যবহার করিত না সেগুলি দশমাংশ কর আদায়ের শর্তে মুসলিমদের দেওয়া হয় (Annali dell' Islam, iv., 40)। শান্তিপূর্ণ সন্ধিসূত্রে যে সব জমি দখল করা হইত তাহার উপর নির্দিষ্ট ভূমিকর পূর্বে ধার্য না হইয়া থাকিলে এবং উহা নবদীক্ষিত মুসলিমদের নিকট পত্তন করা হইলে ঐ জমি ʻউশ্‌রভূমি গণ্য হইত। ইহা ছাড়া যে সব জমির উপর নির্দিষ্ট ভূমিকর পূর্বে ধার্য হয় নাই সেই সব জমির মালিক ইসলাম গ্রহণ করিলে যদি সে কৃষি কার্যের জন্য কূপ খনন করিত অথবা সেচের জন্য পয়ঃপ্রণালী খনন করিত তবে সেই সমুদয় জমিও ʻউশ্‌র গণ্য হইত (Fagnan, p. 99) এবং উৎপন্ন দ্রব্যের ১/১০ ভাগ দিতে হইত। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, ʻউশ্‌র ভূমি বা দশমাংশ কেবলমাত্র মুসলিমদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল, অমুসলিমদের খারাজ বা নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ কর দিতে হইত। আর এই খারাজ একমাত্র বানূ তাগ্‌'লিবের জন্য নির্ধারিত কর ধার্য না হইয়া জমি বিশেষে জমির উৎপন্নের এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারিত হইত। যথাঃ অমুসলিম বানূ তাগ'লিবের কেহ সরকারী ʻউশ্‌রী জমির মালিক হইলে তাহাকে স'াহ'াবীদের যুগে খারাজ হিসাবে এক-পঞ্চমাংশ দিতে হইত। পরবর্তী যুগেও ঐ বিধান বলবৎ থাকে। কিন্তু সে ঐ জমি কোন মুসলিমের নিকট হইতে খরীদ করিয়া থাকিলে ইমাম মুহ'ম্মাদের মতে তাহাকে দশমাংশ দিতে হইবে।

তাগ'লিবীর পঞ্চমাংশ দেয় করের জমিটি কোন যি'ম্মী খরীদ করিলে তাহাকেও উৎপন্নের পঞ্চমাংশ কর দিতে হইবে। অনুরূপভাবে ঐ জমিটি যদি কোন অমুসলিম খরীদ করে অথবা ঐ তাগ'লিবী যদি মুসলিম হয় তাহা হইলে ইমাম আবূ হ'ানীফার মতে তাহাকে পঞ্চমাংশই দিতে হইবে। কিন্তু ইমাম আবূ য়ূসুফের মতে জমিটি মুসলিম খরীদ করিলে অথবা জমির মালিক ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাকে দশমাংশ দিতে হইবে।

খৃস্টান বা তাগ্‌'লিবী ছাড়া যে কোন অমুসলিম কোন মুসলিমের নিকট হইতে ʻউশ্‌রী জমি খরিদ করিলে তাহাকে ইমাম আবূ হ'ানীফার মতে ঐ জমির জন্য খারাজ দিতে হইবে, কিন্তু ইমাম আবূ য়ূসুফের মতে উৎপন্নের পঞ্চমাংশ দিতে হইবে। সন্ধিসূত্রে লব্ধ জমি মুসলিমগণ ক্রয় করিলে উহা ʻউশ্‌রী জমিতে পরিণত হইত। সাওয়াদের স্বাভাবিকভাবে পানি সিক্ত ক'াত'াই' (জায়গীর) জমিগুলির উপরও দশমাংশ ধার্য হইত (Fagnan, p. 79)। মিসরে কিভাবে ʻউশ্‌র ভূমির উৎপত্তি হইয়াছে Becker, Islam studien, পৃ. ২৩০ তে তাহা দেখাইয়াছেন। এখানে জ্ঞানী-গুণী মুসলিমদেরকে প্রদত্ত জমি এবং কি'বৃত'ী মালিকের নিকট হইতে মুসলিম কর্তৃক ক্রীত জমি ʻউশ্‌রভূমিতে পরিণত হয়। মিসরের পুরাতন ভূ-সম্পত্তি হইতে বহুলাংশে এরূপ ʻউশ্‌রভূমির উৎপত্তি হইয়াছে। পক্ষান্তরে নবদীক্ষিত মুসলিমদিগকে শুধু দশমাংশ আদায়ের অনুমতি দানের ফলে প্রায়ই ʻউশ্‌রভূমির উৎপত্তি হইত। উশ্‌রভূমি হস্তান্তরের যে সব নিয়ম প্রচলিত ছিল সে সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য যে, যে-সব চুক্তিবদ্ধ মিত্রপক্ষীয়রা ক্রয়সূত্রে ʻউশ্‌রভূমির মালিক হইত তাহাদিগকে খারাজ দিতে হইত। পক্ষান্তরে যদি কোন তাগ্‌'লিবী খৃস্টান কোন মুসলিম হইতে ʻউশ্‌রভূমি ক্রয় করিত তবে তাহাকে খারাজস্বরূপ দ্বিগুণ অর্থাৎ ১/৫ অংশ (খুমুস্) দিতে হইত; ইহাকেই দ্বিগুণ স'াদাক'াঃ বলা হয়। ইহা ছাড়া জমির মালিক যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে সেই জমিও ʻউশ্‌র ভূমিরূপে গণ্য হইত। দ্বিতীয় ʻউমার আইন করেন যে, কোন মুসলিম খারাজভূমির মালিক হইলে তাহাকে খারাজ দিতে হইবে। কেননা ʻইকরিমার বর্ণনামতে একাধারে খারাজ এবং ʻউশ্‌র ধার্য করা চলে না। প্রথম ʻউমার তৎপূর্বেই মুসলিম অথবা মিত্রতাবদ্ধ ব্যক্তি খারাজ আদায় করিলে তাহার নিকট হইতে দশমাংশ উসূ'ল করা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন (ঐ, পৃ. ১০, ৩২, ৪৬)। মাওয়ারদীর বর্ণনা অনুযায়ী যে মিত্র ব্যক্তির ʻউশ্‌রভূমি আছে তাহাকে শাফি'ঈ মতে দশমাংশও দিতে হইবে না এবং খারাজও দিতে হইবে না; হ'ানাফী মতে খারাজ দিতে হইবে, অন্যান্য মতে স'াদাক'াঃ দিতে হইবে। পক্ষান্তরে য়াহ্'য়া ইব্‌ন আদাম (পৃ. ১৫)-এর মতে খৃস্টান বানূ তাগ্‌'লিব সম্প্রদায়ের মিত্র ব্যক্তি ʻউশ্‌রভূমি ক্রয় করিলে তাহাকে দ্বিগুণ দশমাংশ দিতে হইবে; কিন্তু সে যদি এমন গোত্রের লোক হয় যাহাকে ইসলামী রাষ্ট্রে মিত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাকে ʻউশ্‌রও দিতে হইবে না, খারাজও দিতে হইবে না, জমি ইজারাঃ দিবার সময় এবং ভূমি কর্ষণের চুক্তি করিবার সময় সম্ভবত এই নিয়ম ছিল যে, ʻউশ্‌র জমি কর্ষণকারীকে জমির প্রকার ভেদে উৎপন্ন শস্যের ১/১০ অংশ অথবা ১/২০ অংশ দিতে হইত (য়াহ্'য়া ইব্‌ন আদাম, পৃ. ১২১)। যদি কোন মুসলিম মিত্রতাবদ্ধ

ব্যক্তির জমি চাষ করিবার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে তবে সে উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ দিবে, কিন্তু যি'ম্মী ব্যক্তি চাষ করিলে সে ভূমিকর দিবে। যদি কোন মুসলিম খারাজভূমির কোন অংশ অকর্ষিত অবস্থায় ইজারাঃ লয় তবে ভূমির মালিক খারাজ দিবে, কিন্তু কর্ষণকারী দশমাংশ দিবে না (য়াহ্'য়া ইব্‌ন আদাম, পৃ. ১২০)।

যদি অকর্ষিত জমি 'উশ্‌রভূমি হয় তবে কর্ষণকারী উৎপন্ন শস্যের ১/১০ অথবা ১/২০ অংশ যাকাত হিসাবে দিবে (পূ. গ্র., পৃ. ১১৬, ১২৩)। যদি কোন মুসলিম অকর্ষিত 'উশ্‌রভূমি ইজারাঃ লয় তবে সে দশমাংশ দিবে এবং জমির মালিক কিছু দিবে না (ঐ পৃ. ১২৪); ভাড়া লওয়া খারাজ ভূমির জন্য কোন মুসলিম উৎপন্ন শস্যের ১/১০ 'উশ্‌র অথবা ১/২০ অংশ নিস্'ফ 'উশ্‌র হিসাবে দিবে (শাফি'ঈ মতে)। কিন্তু হ'নাফী মতে ভূমির মালিক দশমাংশ দিবে (মাওয়ারদী, পৃ. ১০৫)। জমির মালিক এবং দখলকার একই ব্যক্তি হইলেও এই নিয়ম খাটিবে (য়াহ্‌য়া ইব্‌ন আদাম, পৃ. ১১৮—১২০)। ইমাম আবূ য়ূসুফের মতানুসারে (Fagnan, p. 79), জমির শুধু সংরক্ষণযোগ্য উৎপন্নের দশমাংশ দিতে হইবে; শাক-সব্‌জি, ঘাস-খড় অথবা জ্বালানী বস্তুর নহে। য়াহ্'য়া ইব্‌ন আদামের মতে (পৃ. ৮৪, ১০৫) খেজুর, ধান, গম, যব, বাজরা, আংগুর ও কিশ্‌মিশ প্রভৃতি পাঁচ ওয়াস্‌ক্' বা বিশ মণের অধিক হইলে তাহাতে 'উশ্‌র দিতে হইবে। য়াহ্'য়া ইব্‌ন আদামের মতে শেষোক্ত দ্রব্যের সঙ্গে আখরোট, বাদাম এবং সমস্ত ফল দুই শত দিরহামের অধিক মূল্যের হইলে তাহার দশমাংশ যাকাতরূপে ধার্য করা হইবে। অনুরূপভাবে মধু ও জাফরান দুইশত দির্‌হাম মূল্যের হইলে 'উশ্‌র দিতে হইবে। কাহারও কাহারও মতে জমিস্থিত মৌচাকের মধুর উপর 'উশ্‌র ধার্য করা হইবে, অন্য মতে শুধু 'উশ্‌রভূমিতে মধু হইলে 'উশ্‌র ধার্য হইবে (পূ. গ্র., পৃ. ১৭)। জাফরানের বেলাতেও এই নিয়ম খাটে। ইসলামী রাষ্ট্রে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের উপর বাণিজ্য শুল্ক হিসাবে 'উশ্‌র ধার্য করা হইত। মিত্রতাবদ্ধ ব্যক্তি ১/২০ অংশ দিত। কতক আইনজ্ঞের মতে অপ্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম দশমাংশ হইতে রেহাই পায়; অন্য মতে রেহাই পায় না (পূ. গ্র., পৃ. ৪৮)।

দশমাংশের আয় দান কার্য ব্যতীত অন্য কার্যেও ব্যবহৃত হইতে পারিত। যেমন মিসরের প্রাদেশিক রাজস্ব প্রশাসক 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন হ'াব্‌হ'াব সেখানে বসবাসকারী ক'য়স সম্প্রদায়কে ভারবাহী পশু কিনিবার জন্য দশমাংশ হইতে দান করিয়াছিলেন (মাক্'রীযী, Abhandlung, পৃ. ৪৮৮)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) য়াহ্'য়া ইব্‌ন আদাম আল-কু'রাশী, কিতাবু'ল-খারাজ, সম্পা. T. W. Juynboll, Leyden 1896, আবূ য়ূসুফ য়া'কূ'ব ইব্‌ন ইবরাহীম, কিতাবু'ল-খারাজ, বূলাক' ১৩০২; (২) আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াবীব আল-মাওয়ারদী, কিতাবু'ল-আহ্'কামি'স-সুলত'ানিয়্যাঃ, কায়রো ১৯০৯, খৃ., পৃ. ১০৪ প.; (৩) F. Wustenfeld, el-Macrizi's Abhandlung uber die in Agypten eingewanderten arabischen Stamme, in Gottingen Studien, 1847, p. 488; (৪) J. von Hammer, Uber die Landerverwaltung unterdem Chalifate, Berlin 1835, p. 113, 119 প., 122 প.; (৫) A. v. Kremer, Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, 1., Vienna 1875, p. 55 v. Tornauw. Das Eigentumsrecht nach moslemischem Rechte, in ZDMG, xxxvi., 1882, p. 294, 318; (৬) M. van Berchem, La propriete territoriale et l'impot foncier sous les premiers califes, etude sur l'impot du Kharag, Geneva 1886, p. 9, 14., 31. 40 প., 69; (৭) C. H. Becker, Islamstudien, i., Leipzig 1924, p. 230 প.; (৮) A. Grohmann, Sudarabien als Wirtschaftsgebiet, i., Vienna 1922, p. 74, note 2, 80, 81, 85, 101; iii. 6, 35, note 1.

A. Grohmann (S.E.I.)/শাইখ শরফুদ্দীন

উস্'ল (صول) শব্দের অর্থ মূলসমূহ, নীতিসমূহ; ইহা আস্'ল শব্দের ব.ব.। শব্দটি ইসলামী বিদ্যার চারটি শাখার সহিত বিজড়িত, যথাঃ উস্'লু'দ-দীন, উস্'লু'ত্-তাফ্‌সীর, উস্'লু'ল-হ'াদীছ' এবং উস্'লু'ল-ফিক'হ। উস্'লু'দ-দীন পরিভাষাটি "কালাম" (দ্র.) পরিভাষার সমার্থক। উস্'লু'ত্-তাফ্‌সীরে তাফ্‌সীর-শাস্ত্রের নীতিসমূহ আলোচিত হয়। উস্'লু'ল-হ'াদীছ' বলিতে হ'াদীছ'-শাস্ত্র-নীতিসমূহের আলোচনা বুঝায় (দ্র. হ'াদীছ')। উস্'লু'ল-ফিক্'হ সাধারণত 'ইল্‌মু'ল-উস্'ল নামে পরিচিত। ইহাতে মুসলিম ফিক্'হ বা আইনশাস্ত্রের মূল সূত্রসমূহের বিবরণ রহিয়াছে।

১। ইসলামী বিদ্যাসমূহের শ্রেণীবিভাগে উস্'লু'ল-ফিক'হের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ইসলামী আইন শাস্ত্রের নীতিবিজ্ঞান। ইহা হইল প্রধানত আইনের মান নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণসমূহের বিজ্ঞান। মানুষ বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয় নাই (কু'রআন ২৩ : ১১৫) এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই (কু'রআন ৭৫ : ৩৬)। তাহার সমস্ত কাজ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এক একটি স্বতন্ত্র ধারা থাকা সম্ভব নয়। সেইজন্য দলীল-প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া একটি সাধারণ ধারা নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়। এই সব বিচার-বিবেচনা উস্'লু'ল-ফিক্'হের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করে। চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত মতানুযায়ী উপরিউক্ত দলীল-প্রমাণ চারটি : কু'রআন, সুন্নাঃ, ইজ্'মা' ও কি'য়াস (দ্র.)। এইগুলিকে শারী'আতের উস্'ল-ই-আর্‌বা'আঃ (চারিটি মূল) বলা হয়। এইগুলি হইতে যে সকল বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার মান নির্ধারণ করা অর্থাৎ কোন প্রকার বিধান ফরয, কোন্ প্রকার বিধান ওয়াজিব, কোন্ প্রকার বিধান হ'ারাম, কোন্ প্রকারটি মাক্‌রূহ ও কোন্ প্রকারটি মুবাহ' হইবে—সে সম্পর্কে নীতি নির্ধারণই হইতেছে উস্'লু'ল-ফিক্'হ-এর মূল কাজ। এইভাবে চারি উস্'ল বলিতে কু'রআন ও হ'াদীছ' ছাড়াও ইজ্‌মা'র শর্তাদি এবং কি'য়াসের প্রয়োগ প্রণালী বুঝায়।

২। ইসলামী আইনের প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উৎস হইল কু'রআন। ইহার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এবং নির্ভুল হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তদুপরি ইহা যে অবিকৃত অবস্থায় বরাবর চলিয়া-আসিতেছে—এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। কু'রআনে আইন বিষয়ক আয়াতসমূহের (আল-আয়াতু'শ-শার্'ইয়্যাঃ) সংখ্যা ৫০০-৬০০। যে সমস্ত বিষয়ে কু'রআনের নির্দেশ সংক্ষিপ্ত—যেমন স'লাত, যাকাত ইত্যাদি, সেখানে রাসূল কারীম (স')-এর কর্ম-পদ্ধতি ও নির্দেশ হইতে বিস্তারিত বিবরণ গ্রহণ করা হয়। কারণ ধর্মীয় ব্যাপারে রাসূল কারীম (স')

ওয়াহ'য়ি মাত্‌লু' (কু'রআান) ব্যতীতও যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমেই বলিয়াছেন।

৩। রাসূল কারীম (স')-এর জীবদ্দশায় কু'রআান ও সুন্নাঃযোগে আইন প্রণয়নের যে কার্য চলিতেছিল তাহা তাঁহার ইন্‌তিকালে বন্ধ হইয়া যায়। ফলে প্রাথমিক যুগের খলীফাগণ স্বভাবতই কু'রআান ও হ'াদীছ'-কে ভিত্তি করিয়া প্রধান স'াহ'াবীদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাসূল কারীম (স')-এর অনুসরণে মুসলিম সমাজকে চালিত করিতে থাকেন। এই বিষয়ে কু'রআান এবং রাসূল কারীম (স')-এর প্রামাণ্য অভিমতসমূহই ছিল পথ-প্রদর্শক। কু'রআান ও সুন্নাঃতে কোন বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ না পাওয়া গেলে কাযী (ক'াদ'ী) কু'রআান ও সুন্নাঃ-র শিক্ষার ভিত্তিতে নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেন।

৪। ইসলামে উমায়্যাগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে সরকারী কর্তৃত্ব-কেন্দ্র দামিশ্‌কে স্থানান্তরিত হয়। ইহাতে মদীনায় যে সমস্ত 'আালিম বাস করিতেন, সরকারের উপর তাঁহাদের প্রভাব প্রায় লুপ্ত হয়। তখন তাঁহারা কু'রআান ও হ'াদীছ' চর্চায় ব্যক্তি-গতভাবে আত্মনিয়োগ করেন। কার্যক্ষেত্রে খিলাফাতের সময় বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত আইন-ব্যবস্থা পূর্বের মতই চলিতে থাকে। বিচার-কার্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আইন-ব্যবস্থারও উন্নতি সাধিত হয়। দ্বিতীয় 'উমার (র) ব্যতীত উমায়্যা খলীফাগণ কেহই আইন প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিয়া উহাতে ধর্মীয় মান প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হন নাই। এই কারণে প্রকৃত ইসলামী আইনের মূলনীতি নির্ধারণ কেন্দ্র (মুসলিম 'আালিম অধ্যুষিত) মদীনায় এবং সিরিয়া ও ইরাকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সমস্ত ধার্মিক ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী ধর্ম-নীতি অনুযায়ী প্রচলিত আইনসমূহ সুবিন্যস্ত এবং প্রণালীবদ্ধ করা। ইসলামী ধর্ম-নীতি বাধ্যতামূলকভাবে তাঁহারা কু'রআান ও সাহ'ীহ' হ'াদীছ' অনুসারে নির্ধারণ করিতেন। তাঁহারা স'াহ'াবীগণের মতামত এবং কার্যাবলীও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিতেন। দলগতভাবে তাঁহারা ছিলেন স'াহ'াবী-গণের স্থলাভিষিক্ত। অধিকাংশ স'াহ'াবী কোন কাজ একই পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিয়া থাকিলে তাহা (শারী'আতী বিধান বলিয়া গৃহীত হইবার পক্ষে) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ স'াহ'াবীগণের মতের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতসমূহের সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা করা হইত। ইসলামী আইনের বিশেষত্ব হইল এই যে, ইহা একদিকে যেমন রাসূল কারীম (স')-এর মধ্যবর্তিতায় আল্লাহ্ তা'আালা কর্তৃক অবতীর্ণ নির্দেশসমূহের (অর্থাৎ কু'রআানের) ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের ঊর্ধ্বে, সেই-রূপ অপরদিকে ইহা নবীর সুন্নাতের উপরও প্রতিষ্ঠিত। তাই সুন্নাত ইসলামী আইনের দ্বিতীয় অভ্রান্ত উৎস বলিয়া গৃহীত। এই মর্মে কু'রআানে (৩ : ৩১-৩২, ৪ : ৫৯, ১৬ : ৪৪, ৩৩ : ২১, ৫৩ : ৩) নির্দেশ রহিয়াছে এবং হ'াদীছে'ও ইহা সুস্পষ্ট-ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

আবার ইসলামী আইনের ব্যাখ্যায় কু'রআান ও হ'াদীছে'র আলোকে নিশ্চিত ব্যক্তিগত রা'য়কেও কোন কোন স্থানে, বিশেষত ইরাকে, গুরুত্ব দেওয়া হইত। বাস্তব আইনের ক্ষেত্রে যেখানে কু'রআান ও সুন্নাঃতে আপত্তির কোন কারণ উল্লেখ থাকিত না সেখানে ইসলামী রূপে রূপায়িত স্থানীয় প্রচলিত আইন বিচার কার্যের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইত। ধার্মিক ব্যক্তিগণের এই ধরনের অনেক কার্যও আইনের নজ'ীর হিসাবে গ্রহণ করা হইত। ইসলামী আইনের নীতি নির্ধারণের যুগে আইনগত আদর্শ ও বাস্তব অবস্থার মধ্যে কাযী একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী শক্তি হিসাবে কাজ করিতেন।

৫। হি. দ্বিতীয় (খৃ. অষ্টম) শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে উস্'লের তাত্ত্বিক বিষয়ক চিন্তার সূত্রপাত হয়। এই সময় হ'াদীছ' বিজ্ঞানের (উস্'লু'ল-হ'াদীছে'র) উদ্ভব হওয়ায় উহার পাশাপাশি ফিক্'হ স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের রূপ পরিগ্রহ করে। 'ইল্‌মু'ল-হ'াদীছে'র অনুসারিগণ আইনশাস্ত্র গঠনে ব্যাপৃত ফাক'ীহ্‌গণের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করেন যে, তাঁহারা ইসলামী আইনশাস্ত্রে যুক্তির অবতারণা করিয়া ইহাতে মানবীয় উপাদান সংযুক্ত করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা কু'রআান ও সুন্নাঃ-র ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ইহার উত্তরে ফাক'ীহ্‌গণ বলিতেন যে, মূল হইতে আইনের বিধান বাহির করিতে হইলে রা'য় বা ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার ব্যবহার অপরিহার্য। উভয় পক্ষই নিজ নিজ মতের সমর্থনে হ'াদীছ' উল্লেখ করেন। প্রথম হইতে এই দ্বন্দ্ব প্রকৃত বিষয়বস্তু অপেক্ষা বাহ্যিক প্রকাশ-ভঙ্গীর সংগেই অধিকতর সংশ্লিষ্ট ছিল। ইহার ফলে ফিক্'হ্-শাস্ত্রে ক্রমশ ব্যক্তিগত রা'য়ের (বিচার-বিবেচনার) গুরুত্ব নীতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বিভিন্ন ফাক'ীহ্ সম্প্রদায় হ'াদীছে'র উপর বিভিন্ন মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেন। হি. দ্বিতীয় (খৃ. অষ্টম) শতকের শেষার্ধে হি'জায, 'ইরাক এবং সিরিয়া এই তিন কেন্দ্রে তিন প্রকার ফিক্'হী মতবাদের উৎপত্তি হয়। এই মতবাদ-গুলির উৎপত্তি এবং প্রসারের পেছনে ভৌগোলিক অবস্থা কার্যকরী হইয়াছিল। সীমাবদ্ধ এলাকায় জীবনের বিবর্তন এবং একই আঞ্চলিক কাঠামোতে ফিক'হের ক্রম-বিকাশ—অন্যপক্ষে আইনের মৌলিক উপাদানের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য ছিল এই প্রভেদের মূল কারণ। এই মতপার্থক্যগুলিই ছিল পরবর্তীতে ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ ও ইমাম আওযা'ঈ (র)-এর মায'হাব বিকাশের পূর্বাভাষ। কু'রআান ও হ'াদীছে'র ব্যাখ্যায় হি'জাযী 'আালিমগণ যাহা অর্থের উপর এবং 'ইরাক'ী 'আালিমগণ যুক্তিবাদের (رأى) প্রয়োগের উপর অধিক গুরুত্ব দিতেন। এই অবস্থায় মদীনা (অথবা মক্কা ও মদীনা), কূফা ও বস'রাতে অধিকাংশ 'আালিম যে মত পোষণ করিতেন তাহাই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিত। হি'জায ও 'ইরাকের বিশিষ্ট ফাক'ীহগণের রচিত হি. দ্বিতীয় (খৃ. অষ্টম) শতকের রচনাবলী হইতে আমরা তাঁহাদের যুক্তি-তর্কের ধরন অবগত হইতে পারি। বর্তমান প্রবন্ধটি ইমাম মালিক (র)-এর আল-মুওয়াত্ত্'তা' গ্রন্থের আলোকে রচিত। ইমাম মালিক (র) তাঁহার পথিকৃৎ স'াহ'াবীগণের কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে মদীনার 'আালিমগণের ইজ্‌মা'কে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি মদীনার 'আালিমদের মতৈক্যের সংখ্যা-গরিষ্ঠতাজ্ঞাপক ইজ্‌মা'কে অন্যতম প্রমাণরূপে স্বীকৃতি দান করেন। উপরন্তু ইমাম মালিক (র) মদীনায় প্রচলিত রীতিনীতির উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। মদীনাবাসীদের কার্য-কলাপ, যাহা নবী (স')-এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতি লাভ করিয়াছিল এবং মদীনাবাসী স'াহ'াবীগণ যাহা করিতেন তাহাই ছিল ইমাম মালিক (র)-এর ফিক্'হের ভিত্তি।

৬। ইমাম শাফি'ঈ (র)-কে (মৃ. ২০৪/৮২০) ইসলামী আইন-বিজ্ঞানের (উস্'লু'ল-ফিক্'হ) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়।

আইনকে প্রণালীবদ্ধ করার চিন্তা তাঁহারই মনে সচেতন হইয়া উঠে এবং পরে তাঁহার হাতে উহা বিজ্ঞানের রূপলাভ করে। এই ব্যাপারে তিনি যে কেবল মাঝে মাঝে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে যুক্তি'র আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহা নহে, বরং আগাগোড়া নীতিগতভাবে তিনি যুক্তি অবলম্বন করিয়া চলেন এবং ইসলামী আইন-বিজ্ঞানের প্রস্তাবসমূহ এবং উহাদের যুক্তি-প্রয়োগ পদ্ধতিরও আলোচনা করেন। তাঁহার পূর্ববর্তী সময়ে উস্'লু'ল-ফিক্'হের যে বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহার ভিত্তির উপর তিনি নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান উন্নতি সাধন করেন এবং তিনি চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করেন যে, রাসূল কারীম (স')-এর পন্থা তথা সুন্নাঃ হইল ইসলামী আইনের একটি উৎস। তাঁহার পূর্বে 'ইরাক'ী ফুক'াহা'ও এই নীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি ইজ্মা'র সংজ্ঞা স্থির করেন যে, ইহা হইল অধিকাংশ মুসলিমের অভিমত। কু'রআান ও হ'াদীছ' হইতে যে বিষয়ের মীমাংসা করা যায় না, সেখানে তিনি বিধান গ্রহণের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের (Secondary) উৎসরূপে ইজ্মা'-র ব্যবহারের নীতি অবলম্বন করেন, সাধারণ যুক্তি এবং হ'াদীছে'র মাধ্যমে তিনি এই নীতির যথার্থতা প্রমাণ করেন। হ'াদীছে'র নির্দেশ এই যে, মুসলিমগণ সর্বদা জামা'-'আতভুক্ত হইয়া থাকিবে। অন্য হ'াদীছে' রাসূল (স') বলিয়াছেন : আমার উম্মাত কখনও ভ্রান্তির (ضلالة) পথ অবলম্বনে একমত হইবে না। ইমাম মালিক (র)-এর সময় পর্যন্ত ইসলামী ফিক্'হের সমন্বয় বিজ্ঞানসম্মত রূপ লাভ সম্পূর্ণ হইয়া থাকিলেও ইমাম শাফি'ঈ (র) ফিক্'হ বিজ্ঞানকে শৃঙ্খলাবদ্ধকরণে বিশেষ অগ্রগতি সাধন করেন। এই কার্য সম্পাদন করিবার জন্য তিনি তাঁহার কাছে উপস্থাপিত তৎকালে প্রচলিত আইনসিদ্ধ সংজ্ঞা গঠনের পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করেন।

তিনি কি'য়াস পদ্ধতি আবিষ্কার না করিলেও ইহাকে বিশেষভাবে উন্নত করেন এবং ইহার বহুল প্রয়োগ করেন। কি'য়াসের আড়ালে তিনি আসলে প্রাচীন "রা'য়" পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং ইহার ব্যবহারের ব্যাপারে কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। ইমাম শাফি'ঈ (র) কি'য়াসের প্রয়োগ সম্পর্কে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রণয়ন করার চেষ্টা করেন; কিন্তু ইহাতে তিনি পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্তী সময়ে ইহার প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে কিছু ধরাবাঁধা নিয়ম স্বীকৃত হওয়ার পরও কি'য়াসের অস্পষ্টতা দূরীভূত হয় নাই। সেইজন্য ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদক সবল যুক্তির অভাব পরিলক্ষিত হইলেও ইহা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা সাধারণত কর্মের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর লেখায় ইজ্তিহাদের অর্থে কি'য়াস শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। প্রাচীন অর্থে 'রা'য়' শব্দটি ইজ্-তিহাদের সমার্থক অর্থাৎ যেই ক্ষেত্রে ফাক'ীহ বিচার-বুদ্ধির সহায়তায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 'ইরাক'ী ও হি'জাযী উসূ'লের প্রবক্তাগণ 'রা'য়-এর প্রকারভেদ হিসাবে "ইস্তিহ্'সান" শব্দের ব্যবহার করিতেন (দ্র. ইস্তিহ্'সান)। কি'য়াসপ্রসূত সিদ্ধান্ত ন্যায় (equity) প্রতিষ্ঠার প্রতিকূল বিবেচিত হইলে বা কল্যাণ-প্রদ প্রচলিত রীতি (عرف)-র বিরুদ্ধে গেলে ইস্তিহ্'সান-এর পক্ষ গ্রহণ করা হইবে; ইহাই ছিল তাঁহাদের যুক্তি। ইমাম শাফি'ঈ (র) ইস্তিহ্'সানের এইরূপ ব্যবহারের উপর ব্যক্তির প্রভাব পড়ে বলিয়া ইহা কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে এবং কি'য়াসই বিধিসম্মত বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

৭। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর পরে প্রচলিত মতবাদ অনুযায়ী কু'রআান, সুন্নাঃ, ইজ্মা' ও কি'য়াস—এই চারিটি একযোগে উসূ'লু'ল-ফিক্'হ্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। খুঁটিনাটি বিষয়ের ক্রমবি-কাশের মধ্যে একটি হইল : কু'রআান ও সুন্নাঃ-র পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়। শাফি'ঈ (র) শিক্ষা দিতেন যে, সুন্নাঃ কু'রআানের নীতি অনুশাসনগুলিকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়াছে। তাঁহার মতে, কু'রআানকে কু'রআান এবং সুন্নাঃ-কে সুন্নাঃই নাস্খ (نسخ-supersede) করিতে পারে। কিন্তু তাঁহার পূর্বে কিছু সংখ্যক ফাক'ীহের মতে এবং তাঁহার পরে বিশেষত তাঁহার অনুসারী ফাক'ীহদের মতে এই ধারণা প্রচলিত হয় যে, সুন্নাঃ দ্বারা কু'রআানেরও নাস্খ হওয়া সম্ভব। পরবর্তী যুগে ইজ্মা' বলিতে অধিকাংশ মুসলিমের মতৈক্যকে তাঁহারা যথেষ্ট মনে করিতেন না বরং কোন যুগের সমসাময়িক 'আলিমগণের মতৈক্যকেই প্রকৃত ইজ্মা' মনে করিতেন এবং এইরূপ ইজ্মা'ই স্থায়ীভাবে অবশ্য পালনীয়রূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু মতৈক্য বলিতে আক্ষরিক মতৈক্য কখনও অপরিহার্য মনে করা হইত না। এই অর্থে ইজ্মা' কু'রআান ও হ'াদীছে'র কেবল পরিপূরকমাত্র ছিল না বরং ইহাদের সমর্থনকারী ছিল; কারণ সাধারণ বিশ্বাস ছিল, ইজ্মা' অভ্রান্ত এবং পূর্বোদ্ধৃত হ'াদীছ' অনুযায়ী ভুলের উপর ইজ্মা' হইতে পারে না (কু'রআানের ৩ : ১১০; ৪ : ৮৩, ১১৫ আয়াতগুলিও ইহার সমর্থনে উদ্ধৃত করা হয়)। ইসলামী আইনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ শুধু ইজ্মা'র উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন খিলাফাত, রাসূলের সুন্নাত অবশ্য পালনীয় হওয়া, কি'য়াসের সমর্থন ইত্যাদি। মালিকী-গণের মতে ইজ্মা' হইল প্রথমত স'াহ'াবীগণের মতৈক্য, দ্বিতীয়ত পরবর্তী দুই যুগে অর্থাৎ তাবি'ঈ ও তাব'ই-তাবি'ঈ-গণের যুগের 'উলামার মতৈক্য, তৃতীয়ত ইজ্মা' হইল সুন্নাঃ-র উৎস ভূমি মদীনার সুন্নাঃ-তে ঐকমত্য। তাঁহারা ইজ-মা'কে অন্যদের ন্যায় একই মর্যাদা দান করেন। কোন কোন হ'াম্বালী এবং ওয়াহ্হাবী 'আলিম ও জ'াহিরীগণ (পরে দ্র.) ইজমা'কে রাসূল (স')-এর স'াহ'াবীগণের ঐকমত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেন। এই মতবাদ অনেক ফিক'হী মতানৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। খারিজীগণ (ইবাদি'য়্যাঃ) কেবল তাঁহাদের সম্প্র-দায়ের ইজ্মা'কেই স্বীকার করেন এবং ইহাতে তাঁহারা পূর্ণ মতৈক্যের শর্ত যোগ করেন। প্রাথমিক যুগে ইজ্মা' সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের আরো কতক মতবাদ ছিল।

আশ-শাফি'ঈর পরে দাঊদ আজ-জ'াহিরী (মৃ. ২৭০/৮৮৩) এবং তাঁহার সম্প্রদায় কি'য়াসের প্রবল বিরোধিতা করেন। তাঁহারা কি'য়াস ও রা'য়কে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেন। কু'রআান ও হ'াদীছে'র ব্যাখ্যায় কেবল শাব্দিক (ظاهر) অর্থের অনুসরণ করেন বলিয়া তাঁহারা দাবী করেন, কিন্তু তাঁহারাও রা'য় ও কি'য়াস-এর সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহারা ইহাকে কু'রআানের মূল বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ (مفهوم)-রূপে গণ্য করিতেন। জ'াহিরী সম্প্রদায় ১১শ/১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিলেও কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। শাফি'ঈগণের মধ্যেও ব্যক্তিগতভাবে কি'য়াস ও রা'য়ের বিরোধী দুই একজন 'আলিম

দেখা যায়; যেমন আল-গাযালী (র) (মৃঃ ৫০৫/১১১১)। আল-গাযালী (র) অন্ততপক্ষে তাঁহার জীবনের তাস'াওউফ প্রভাবিত সময়ে কার্যক্ষেত্রে কি'য়াসের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকিলেও নীতিগতভাবে কি'য়াসকে তিনি আইনের অপর তিন উৎসের ন্যায় সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নাই। যাহা হউক, কি'য়াস অবশেষে অবিসম্বাদিত স্বীকৃতিলাভ করে। হ'াম্বালী, ওয়াহ্হাবী এবং খারিজী ইবাদি'য়্যাগণও ইহা স্বীকার করেন। শাফি'ঈ ইস্তিস'হ'াব (استصحاب) (দ্র.) নামে কি'য়াসের বিশেষ এক প্রকার ব্যবহার করেন। ইহার ব্যবহার পদ্ধতি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। হ'ানাফীগণও কিঞ্চিৎ সংশোধনসহ ইহার প্রয়োগ করেন। হ'ানাফীগণ পুরাতন পরিভাষা রা'য়-এর পরিবর্তে পরে কি'য়াস-কে পারিভাষিকভাবে ব্যবহার করেন। ইমাম আশ-শাফি'ঈ "ইস্তিহ্'সান" (استحسان) নীতি পরিত্যাগ করিলেও হ'ানাফীগণ ইহা প্রচলিত রাখেন। মালিকীগণ ইহা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারা সাধারণত ইস্তিস্'লাহ' (استصلاح আখ্যায় দ্র.) পদ্ধতি বা ব্যবহারই শ্রেয় মনে করেন। ইস্তিস্'লাহ' কি'য়াসেরই একটি প্রকার-ভেদ, ইহার মূলকথা জনকল্যাণের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ইস্তিস্'লাহ' শাফি'ঈগণের মধ্যেও প্রচলিত। তাঁহারা আশ-শাফি'ঈর অনুসরণে ইস্তিহ্'-সানকে একেবারে অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু কার্যত দুইটি প্রক্রিয়া একই প্রকারের। কি'য়াসলব্ধ অনুসিদ্ধান্ত অনেক সময়েই প্রয়োজনবোধে ইস্তিহ্'সান ও ইস্তিস্'লাহ'-এর অনুকূলে পরিত্যক্ত হইত বলিয়া ঐ দুই পদ্ধতির ব্যবহারে অনেকেই আপত্তি করিতেন এবং উস্'লু'ল-ফিক্'হের মধ্যে এই কারণে ইহাদিগকে সাধারণভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ইছ্'না 'আশারিয়্যাঃ (ইমামী) শী'ঈগণ বিধানসমূহের উৎসরূপে কু'রআান ও সুন্নাতকে স্বীকার করিবার ব্যাপারে সুন্নীদের সহিত একমত। কিন্তু তাঁহাদের মতে রাসূল (স')-এর সুন্নাতই কেবল প্রামাণ্য নহে বরং আল্লাহ্‌র হিদায়াত প্রাপ্ত দ্বাদশ ইমামের সুন্নাতও অনুরূপ প্রামাণ্য। তাঁহাদের ইমামের কর্তৃত্ব তাঁহাদের আইনের অভ্রান্ততাকে নিশ্চিত করে। সুন্নাতের লিখিত বিবরণের জন্য শী'ঈগণ তাঁহাদের নিজস্ব হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহ সংকলন করেন। সুন্নীগণের হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহের সহিত ঐগুলির অনেক ক্ষেত্রে অমিল দেখা যায়। যে সমস্ত হ'াদীছ' ও সিদ্ধান্ত হযরত 'আলী (রা)-এর পূর্ববর্তী তিন খালীফার বরাত দিয়া বর্ণিত হইয়াছে অথবা যাহাতে হযরত 'আলী (রা) তাঁহাদের (তিন খালীফার) প্রতিনিধি এবং স্থলাভিষিক্ত হিসাবে বর্ণিত হইয়াছেন, সেই সকল হ'াদীছ' পরিত্যক্ত হইয়াছে। শী'আঃ মতে ইমামের নেতৃত্বের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য উস্'ল অপ্রয়োজনীয়। তবে শেষ ইমামের গুপ্ত থাকা-কালীন সুন্নীদের দুই উৎস অর্থাৎ ইজ্‌মা' এবং কি'য়াসের আশ্রয় লওয়ার ইখ্‌তিয়ার শী'ঈদের হাতে রহিয়াছে। কিন্তু এই কালেও "আখবারী" সম্প্রদায় কু'রআানের সহিত কেবল সুন্নাঃকেই প্রকৃত উস্'ল বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত ইমামগণের হ'াদীছ'-এ বর্ণিত সম্পর্কিত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা যুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ হইতে যথাসম্ভব বিরত থাকেন এবং কু'রআানের প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহার সহিত সম্পর্কিত অন্তত একটি হ'াদীছ' দাবী করেন। অন্যপক্ষে "উস্'লী" সম্প্রদায় 'আক্'ল-কে তৃতীয় উস্'ল হিসাবে স্বীকার করেন, কিন্তু কি'য়াসকে অস্বীকার করেন (তবে সুন্নীগণ হইতে তাঁহাদের এই বিভেদ কেবল পরিভাষাতেই সীমাবদ্ধ)। উস্'লীগণ আখ্‌বারীগণ অপেক্ষা অধিকতর বিস্তার লাভ করিয়া অধিকতর মর্যাদা অর্জন করেন। তাঁহাদের শেষ ইমামের অন্তর্ধানের প্রারম্ভ-কাল হইতে তাঁহাদের চতুর্থ আস্'ল্ (اصل) হইল অধিকাংশ ফাক'ীহের মতৈক্য বা ইজ্‌মা'। তাঁহাদের মতে এক সুন্নাঃ আর এক সুন্নাঃকে এমনকি কু'রআানকেও সীমিত ও রহিত (نسخ) করিতে পারে কিন্তু ইজ্‌মা' কেবল ঐ সমস্ত হ'াদীছ'কে নাকচ করিতে পারে যাহাদের সানাদ নির্ভুল বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। অপ্রধান উস্'লরূপে তাঁহারা স্বীকার করেন "ইস্তিস্'হ'াব" কে এবং উহার অনুরূপ দুইটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিকে—যথা "বারাআঃ" এবং "ইশ্‌তিগ'াল", তেমনি বিচারকের পক্ষে কতিপয় সম্ভাব্য মতের মধ্যে যে কোন একটি মত গ্রহণ করাকেও।

৮। আঞ্চলিক প্রচলিত প্রথাসমূহের পশ্চাতে তথাকার অধি-বাসীদের মতৈক্য বা ইজ্‌মা' বাহ্যতঃ স্বীকৃত হইলেও উহাকে কোনক্রমেই উস্'লী ইজ্‌মা' বলিয়া গণ্য করা চলিবে না। কারণ কু'রআান ও সুন্নাঃর নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন মতৈক্যই ইজ্‌মা' বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না অথচ কোন কোন দেশাচার কু'রআান ও সুন্নাঃর বিরোধীও হইতে পারে। ইসলামী আইনের বিবর্তন পুরাতন নির্ধারিত বিধিসমূহের বাতি'ল-করণ এবং নূতন নূতন বিষয় সংযোজন করিবার অবাধ ক্ষমতা ইজ্‌মা'র নাই। কারণ ইহার অবাধ ক্ষমতা স্বীকৃত হইলে ইহা যেমন নূতন প্রথা (বিদ-'আত) বন্ধ করিতে সক্ষম, তেমনি উহা বিদ'আত প্রবর্তন করিতেও সক্ষম হইবে। আবার ইস্তিহ্'সান ও ইস্তিস্'লাহ' নীতি দুইটির মধ্যেও বাহ্যতঃ প্রচলিত আইনকে কতকটা সমীহ করিয়া চলিবার প্রবণতা দেখা যায়। যদিও ক্রমে ক্রমে প্রচলিত প্রথার প্রভাব কমিতে থাকে। কারণ কু'রআান ও সুন্নাঃ-র বিরুদ্ধে ইস্তিহ্'সান বা ইস্তিস্'লাহ' প্রয়োগ করা চলে না। 'উরূফ বা সাধারণ প্রথাকে ফিক্'হের স্বীকৃত চারি উস্'লের সহিত পঞ্চম আস্'ল (اصل) রূপে গণ্য করার চেষ্টা এমনকি ৫ম/১১শ শতাব্দী পর্যন্ত হইয়াছিল, সাধারণভাবে কু'রআান ও সুন্নাঃ হইতে লব্ধ আইনের সহিত প্রচলিত প্রথার কোন বিরোধ না ঘটিলে প্রচলিত প্রথাকে বিধিসম্মত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, 'উরূফ বা প্রচলিত প্রথাকে ফিক্'হে এমনকি অপ্রধান আস্'ল রূপেও স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। 'উরূফ 'আম (সাধারণ প্রথা) এবং 'উরূফ খাস' (স্থানীয় প্রথা বা সাময়িক প্রথা), ইজ্‌মা'র সহিত এই দুইয়ের সম্বন্ধ অথবা এই দুইয়ের আইনগত মর্যাদা সম্বন্ধে ফিক্'হ গ্রন্থসমূহে আলোচনা করা হয়। ফিক্'হ শাস্ত্রে যেখানে 'উরূফ বা 'আদাঃ (عادة : রীতি)-এর উল্লেখ আছে সেখানে উহাকে আইনগত মর্যাদা দেওয়া হয় না। কোন বিষয়ে ফিক্'হে কোন ব্যবস্থা না থাকিলে প্রচলিত প্রথাকে ঐ বিষয়ে নীতিগতভাবে অবশ্যপালনীয় মনে করা হয় না। শারী'আঃ এবং 'আদাঃ একই পর্যায়ের, ইন্দোনেশিয়াতে প্রচলিত এই মতবাদ ফিক্'হের আওতার বাহিরে। এই মতানুসারে প্রচলিত সব রীতিই প্রথামূলক আইনের পর্যায়ে উন্নীত, কিন্তু ফিক্'হ শাস্ত্রের তাত্ত্বিক কাঠামোতে ইহার কোন স্থান নাই। এমনকি পরবর্তী যুগের মালিকী ফাক'ীহগণ (বিশেষতঃ উত্তর আফ্রিকায়) শারী'আঃ-র সহিত প্রচলিত প্রথাকে সমন্বিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা

করিয়াও উপরোক্ত নীতির ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম স্বীকার করেন নাই। বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামের আধুনিক আন্দোলনের প্রবক্তাগণ প্রতিষ্ঠিত ইজ্‌মা'-র প্রতি কিছুটা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। মুসলিম জাহানে ওয়াহ্‌হাবী রাজত্বের স্বীকৃতি লাভের ফলে ইজ্‌মা'র প্রবল কর্তৃত্ব শিক্ষিত সমাজেও কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

৯। উস্‌ূলের নীতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই ফিক্‌হের সমুদয় মৌলিক বিষয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। মুজ্‌তাহিদগণই উস্‌ূল-ই-ফিক্‌হ-এর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ইহাদের প্রয়োগে নূতন বিধান সন্ধানের-যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন; সুতরাং তাঁহারাই নূতন বিধান দান করিবার অধিকারীও ছিলেন। যোগ্য 'আলিমের অভাব ঘটিলে ইজ্‌তিহাদ মুলতাব'ী থাকিতে বাধ্য এই অর্থে সাধারণ্যে এই মতবাদ প্রচারিত হয় যে, হি. অষ্টম/চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বেই ইজ্‌তিহাদের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং তাক্‌লীদ (দ্র.) অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের অনুসরণ অবশ্য কর্তব্য। ইহার ফলে উস্‌ূল সম্বন্ধীয় আলোচনায় মনোনিবেশ না করিয়া অনেক ফাক'ীহ ফিক্‌হ পুস্তকে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার সহিত যে টীকা সংযুক্ত থাকে তাহা পাঠ করাই যথেষ্ট মনে করিতেন। কিন্তু তৎপরবর্তীকালে অনেক 'আলিম ইজ্‌তিহাদের বৈধতা স্বীকার করেন এবং উস্‌ূল সম্বন্ধে অনেক বিশিষ্ট গ্রন্থও লেখা হয়। এই সব গ্রন্থ প্রচলিত উস্‌ূল শাস্ত্রকে রূপদান করিয়াছে। সুন্নী পুস্তকসমূহে উস্‌ূল সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে লেখকের মতানুযায়ী আলোচনা থাকে: ফিক্‌হের উদ্দেশ্য সাধনে কু'রআন সুন্নাঃ এবং ইজ্‌মা', ইহাদের প্রত্যেকের আপেক্ষিক গুরুত্ব কতটা, ইহাদের শাব্দিক এবং আইনগত ব্যাখ্যার বিস্তৃত নিয়মাবলী, আইনের শ্রেণীসমূহ (দ্র. শারী'আঃ), বিভিন্ন উৎসের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার সমন্বয় সাধন ও অপনোদন, কি'য়াস সমাধান পদ্ধতি ইত্যাদির ব্যবহার এবং সর্বশেষে ইজ্‌তিহাদ তাক্‌লীদের প্রশ্ন, এই জাতীয় প্রথম গ্রন্থ হইল ইমাম শাফি'ঈর 'রিসালাঃ"; কিন্তু এই পুস্তকটির বিষয়বস্তু পূর্বোক্ত বিষয় তালিকার সহিত মিলে না। পরবর্তী যুগের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং টীকা-সম্বলিত পুস্তকসমূহ হইল: ইমামু'ল-হ'ারামায়ন আল-জুওয়ায়নী (মৃ. ৪৭৮/১০৮৫); আল-ওয়ারাক'াত ফী উস্‌ূলি'ল-ফিক্‌হ (L. Bercher, কর্তৃক Revue Tunisonne, N.S., i. 93 প. এ অনূদিত ও টীকা লিখিত); আল-বায়দাব'ী (মৃ. ৪৮২/১০৮৯); কান্‌যুল-উস্‌ূল ইলা মা'রিফাতিল-উস্‌ূল; সা'দ্‌রুশ-শারী আ রি'হ্‌-হ'ানী (মৃ. ৭৪৭/১৩৪৬): আত-তান্‌ক'ীহ্‌ এবং আত-তাওদ'ীহ'; আস-সুব্‌কী (মৃ. ৭৭১/১৩৬৯); জাম'উ'ল-জাওয়ামি'; মুল্লা খুস্‌রাও (মৃ. ৮৮৫/১৪৮০); মিরক'াতু'ল-উস্‌ূল এবং মিরআতু'ল-উস্‌ূল।

গ্রন্থপঞ্জী: উস্‌ূলের ইতিহাস সম্বন্ধীয় মৌলিক গ্রন্থসমূহ হইল, (১) Goldziher. Die Zahiriten; (২) Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften. vol. 2; (৩) Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence; (৪) Macdonald, Development of Muslim Theology, p. 65 প. এ উস্‌ূলের প্রাচীন ঐতিহাসিক মতবাদ আছে, বর্তমানে প্রচলিত মতবাদের ঐতিহাসিক হাসকটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, Juynboll, Handleiding 3rd ed., p. 32 প.; (৫) Santillana, Istituzioni, p. 25 প. তে ইহা আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উস্‌ূল সম্বন্ধে বিখ্যাত 'আরবী পুস্তকসমূহের তালিকা দিয়াছেন হ'াজ্জী খালীফা:, ইহার সম্পাদনা করিয়াছেন Flugel i., No. 835 প.; (৬) Tashkopruzade Miftah. al-sa'ada, Haidarabad, 1910, ii. 53 প. তেও এরূপ তালিকা পাওয়া যাইবে।; (৭) আশ-শাতি'বী, আল-মুওয়াফিক'াতু ফী উস্‌ূলি'শ-শারী'আঃ; (৮) মুহ'াম্মাদ যুসুফ মুসা, তারীখু'ল-ফিক্‌হি'ল-ইসলামী; (৯) মুহ'াম্মাদ আল-খুদারী তারীখু'ত তাশরী'ই'-ল-ইসলামী, কায়রো, ১৯৫৪।

J. Schacht (S.E.I.)/মুহম্মদ রেযাউর রহীম

উহুদ (أحد: উহ'দ) মদীনা হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। অন্যান্য পাহাড় হইতে দূরে এককভাবে অবস্থান হেতু সম্ভবতঃ ইহাকে উহ'দ (একক) নামে অভিহিত করা হইয়াছে (আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৪: ৯)।

বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হ'াদীছ গ্রন্থে এই হ'াদীছে'র উল্লেখ আছে, "هذا جبل يحبنا و نحبه" এই (উহুদ) এক পাহাড় যে আমাদিগকে ভালবাসে এবং আমরাও তাহাকে ভালবাসি (বুখারী, কিতাব ২৪, বাব ৫৪)। উহ'দের উত্তর পার্শ্বস্থিত সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করিলে সম্মুখে এক বিরাট উন্মুক্ত প্রান্তর অবস্থিত। উক্ত প্রান্তরের চতুষ্পার্শ্বস্থ উপত্যকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কূপ ও নালা বিদ্যমান।

৩য় হিজরীর শাওওয়াল মাসে এই প্রান্তরে মদীনার মুসলিম-দিগের সহিত মক্কার কু'রায়শদের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় উহ'দ ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। সাধারণত ইসলামের ইতিহাসে উহ'দ বলিতে এই যুদ্ধকেই বুঝায়।

২য় হিজরীতে বাদ্‌র প্রান্তরে মুসলিমদের হাতে শোচনীয় পরা-জয় বরণ করার ফলে মক্কার মুশ্‌রিকদের অন্তরে প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে তাহারা কঠিন শপথ করিয়া বসিল। এতদ্ব্যতীত মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত বিভিন্ন য়াহ্‌দী গোত্রের নেতৃবর্গ মক্কায় পৌঁছিয়া শ্লেষাত্মক কবিতা শুনাইয়া পরাজিত কু'রায়শদিগকে আরো উত্তেজিত করিয়া তুলিল। আর একটি বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের মানসে কু'রায়শ সরদারগণ পরামর্শ সভা আহ্বান করত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, আবু সুফ্‌য়ানের নেতৃত্বে সিরিয়ার বাণিজ্যের সমুদয় লভ্যাংশ সমরোপকরণ সংগ্রহে ব্যয় করা হউক। সকলেই সাধ্যানুসারে যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিল, বিশেষত বাদ্‌র যুদ্ধে নিহতদের আত্মীয়-স্বজন এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী আগ্রহ দেখাইতে ও অন্যান্য সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত মক্কার উপকণ্ঠে অবস্থিত বিভিন্ন গোত্রের লোকদিগকেও তাহারা যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল।

এইভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করত: ৩য় হিজরীর ৫ শাওওয়াল তারিখে কু'রায়শ সরদার আবু সুফ্‌য়ানের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী মদীনার মুসলিমদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ যাত্রা করিল। কু'রায়শ সেনাবাহিনীর তিন হাজারের মধ্যে দুইশত অশ্বারোহী, সাত শত বর্ম পরিহিত সৈন্য এবং দুই হাজার উট (অন্যান্য বর্ণনায় তিন হাজার উট অথবা এক হাজার উট) ছিল। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধ চলাকালীন রণসঙ্গীত গাহিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৫ জন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাকেও তাহারা সঙ্গে লইয়া

আসিয়াছিল। ৯ শাওওয়াল বুধবার দ্বিপ্রহরের পূর্বেই তাহারা উহু'দ প্রান্তরে পৌঁছিয়া সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন করত তথায় অবস্থান গ্রহণ করিল।

রাসূল কারীম (স')-এর চাচা হযরত 'আব্বাস (রা) (যিনি ঐ সময় পর্যন্ত প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও মনে-প্রাণে রাসূল (স')-এর হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন) সকল অবস্থা লিখিয়া একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে দ্রুতগতিতে তিন দিনের মধ্যে মদীনায় পৌঁছিবার নির্দেশ দিয়া প্রেরণ করিলেন। সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাসূল কারীম (স') প্রথমে দুইজন ও পরে আর একজন সা'হা'াবীকে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া কু'রায়শ বাহিনীর আগমন সংবাদ জানাইলেন। ১১ শাওওয়াল শুক্রবার ফাজ্'রের সা'লাত শেষে তিনি সা'হা'াবাঃ কিরাম (রা)-এর সম্মুখে পরিস্থিতি বর্ণনা করত তাঁহাদের মতামত জানিতে চাহিলেন। প্রবীণ মুহাজির ও আনসা'ার সা'হা'াবীগণের অধিকাংশ মদীনার অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রতিরোধের পরামর্শ দান করিলেন কিন্তু যুবকগণ ও হযরত হা'ামযাঃ (রা) সহ কিছু সংখ্যক প্রবীণ সা'হা'াবী মদীনার বাহিরে উন্মুক্ত প্রান্তরে যাইয়া মুকাবিলা করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। জিহা'াদ ও শাহাদাতের জন্য ইহাদের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া রাসূল কারীম (স') এই মত গ্রহণ করিয়া সকলকে যুদ্ধ যাত্রার নির্দেশ দান করিলেন।

১১ শাওওয়াল শুক্রবার 'আস'রের সা'লাত আদায় করিয়া এক হাযার সৈন্য লইয়া রাসূল কারীম (স') রওয়ানা হইলেন। উহু'দ প্রান্তরের নিকটবর্তী হইলে মুনাফিক' সরদার 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যি মদীনায় অবস্থান করত প্রতিরোধ যুদ্ধ গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া স্বীয় অনুসারী তিন শত লোক লইয়া মুসলিম বাহিনী ছাড়িয়া মদীনায় ফিরিয়া গেল। মুসলিম বাহিনীতে মাত্র সাতশত সৈন্য অবশিষ্ট রহিলেন, তন্মধ্যে মাত্র দুইশত জন বর্মধারী ও দুইজন অশ্বারোহী, বাকী সকলেই পদাতিক ও বর্মহীন।

১২ শাওওয়াল শনিবার ফাজ্'রের সা'লাত আদায় করিয়া রাসূল কারীম (স') যুদ্ধব্যূহের নির্দেশ দান করিলেন এবং হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র (রা)-এর নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাযকে পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত উহু'দের গিরিপথের মুখে পাহারায় নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সর্বাবস্থায় ঘাঁটি মুখ রক্ষায় নিয়োজিত থাকিতে আদেশ করিলেন।

পূর্বকালের যুদ্ধ-রীতি অনুযায়ী প্রথমে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হইল, যাহাতে একের পর এক কয়েকজন কু'রায়শ সৈন্য মারা পড়িল। ইহাতে কাফিরগণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সকলে একযোগে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে কু'রায়শগণ তিষ্টিতে না-পারিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। মুসলিম বাহিনী বহুদূর পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আগাইয়া গেলেন। যুদ্ধের এই অবস্থা দর্শনে ঘাঁটি-মুখ রক্ষায় নিয়োজিত তীরন্দাযগণ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়রের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পাহারার আর প্রয়োজন নাই ভাবিয়া কাফিরদিগের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে ঘাঁটি-মুখ পরিত্যাগ করিলেন, মাত্র দশজন সঙ্গী লইয়া 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র (রা) পাহারায় নিযুক্ত রহিলেন। কু'রায়শদিগের অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই) যিনি ইতিপূর্বে দুইবার উক্ত গুহা পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়া মুসলিম তীরন্দাযদিগের তীর বৃষ্টির সম্মুখে তিষ্টিতে না পারিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন, তিনি দূর হইতে মুসলিম বাহিনীর ঘাঁটিমুখ পরিত্যাগ দর্শন করিয়া স্বীয় অশ্বারোহী বাহিনী লইয়া ক্ষিপ্র গতিতে গুহা পথে অগ্রসর হইলেন এবং সামান্য আক্রমণে অবশিষ্ট মাত্র দশজন তীরন্দাযকে পরাজিত ও শহীদ করত পশ্চাদ্দিক হইতে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া বসিলেন ও পলায়নরত কু'রায়শদিগকে পাল্টা আক্রমণের আহ্বান জানাইলেন। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের এই দুঃসাহসিক বীরত্ব দর্শন করিয়া পলায়নরত কু'রায়শগণের মনে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। তাহারা অকস্মাৎ মুখ ঘুরাইয়া মুসলিমদিগকে আক্রমণ করিয়া বসিল।

পশ্চাদ্ধাবনকারী মুসলিম বাহিনী যাঁহারা যুদ্ধকালীন শৃঙ্খলা ও শ্রেণীবদ্ধতা স্বভাবতঃই হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহারা অকস্মাৎ এই সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিকের আক্রমণে দিশাহারা ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে কেহ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল, ان محمدا قد قتل 'মহা'ম্মাদ (স') নিহত হইয়াছেন।" সা'হা'াবাঃ কিরাম এই ঘোষণা শ্রবণে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মদীনা অভিমুখে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং অনেকেই বীরত্বের সহিত লড়াই করিয়া শাহাদাত বরণ করিলেন। রাসূল কারীম (স') স্বীয় অবস্থান হইতে তারস্বরে চিৎকার করিতে লাগিলেন الی عباد الله من یکر فله الجنة (আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আমার নিকটে আস! যে আক্রমণ করিবে, তাহার জন্য জান্নাত অবধারিত)। হযরত আবূ বাক্‌র, 'উমার, আবূ 'উবায়দাঃ, যুবায়র, ত'াল্‌হ'াঃ, সা'দ ইব্ন মু'আয' (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সা'হা'াবী অতি দ্রুততার সহিত রাসূল (স')-এর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সা'হা'াবী একের পর এক রাসূল কারীম (স')-এর নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন।

কু'রায়শগণ রাসূল কারীম (স')-এর সন্ধান পাইয়া তাঁহার উপর তীব্র আক্রমণ চালাইল, কিন্তু পার্শ্বস্থিত কিছু সংখ্যক সা'হা'াবী প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া অতুলনীয় বীরত্বের সহিত প্রতিরোধ করিলেন এবং সা'হা'াবীদিগের মুষলধারে তীর বর্ষণের ফলে কু'রায়শরা অগ্রসর হইতে পারিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহারা শত্রুদের আক্রমণ হইতে রাসূল কারীম (স')-কে সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিতে সক্ষম হইলেন না। বিখ্যাত সা'হা'াবী সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্ক'াস' (রা)-এর ভাই 'উত্‌বাঃ ইব্ন আবী ওয়াক্ক'াস' কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে নবী (স')-এর নীচের ঠোঁট কাটিয়া গেল ও নীচের পাটির দুইটি দাঁত (অন্য বর্ণনায় চারটি) ভাঙ্গিয়া গেল। কু'রায়শদের বিখ্যাত বীর 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ক'ামিয়্যাঃর তরবারির আঘাতে রাসূল কারীম (স')-এর গণ্ডদেশ কাটিয়া পরিহিত লৌহ শিরস্ত্রাণের দুইটি শলাকা ভিতরে ঢুকিয়া গেল। 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন শিহাব যুহ্‌রীর নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে কপাল কাটিয়া প্রবল বেগে রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। এইরূপ উপর্যুপরি আঘাতে তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া নিকটস্থিত একটি গর্তের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। হযরত 'আলী ও ত'াল্‌হ'াঃ (রা) ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন এবং সকলে মিলিয়া নিকটস্থ পাহাড়ের চূড়ায় লইয়া গেলেন। হযরত (স') তখন

বদনমণ্ডল হইতে রক্তধারা মুছিতে মুছিতে তাঁহার পূর্ববর্তী নবী-বিশেষের পরীক্ষার কথা বলিতেছিলেন ও এই দু'আ' করিতে-ছিলেন, "হে আমার প্রভু! আমার কা'ওমকে ক্ষমা কর, কারণ তাহারা অজ্ঞ।"

এই যুদ্ধে রাসূল কারীম (স')-এর চাচা বিখ্যাত বীর হযরত হ'াম্‌যাঃ (রা) ও অন্যান্য ৭০ জন বিখ্যাত সা'হ'াবী শহীদ হইয়াছিলেন। বিপর্যয়কালীন বিশেষত রাসূল (স')-এর উপর কু'রায়শদের আক্রমণের সময়ে সা'হ'াবীগণ যে শৌর্যবীর্য ও ত্যাগ-তিতীক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়, বিস্ময়কর ও ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

যুদ্ধশেষে তিন দিন উহু'দ প্রান্তরে অবস্থান করত শহীদ সা'হ'াবী (রা)-গণের জানাযাঃ ও দাফন কার্য সমাপ্ত করিয়া এবং কু'রায়শদিগের যথার্থ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ প্রাপ্তির পরে রাসূল (স') সা'হ'াবীগণসহ মদীনায় ফিরিয়া গেলেন।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) আল-কু'রআন; (২) সা'হ'ীহ' বুখারী; (৩) সা'হ'ীহ' মুসলিম; (৪) সীরাত ইব্‌ন হিশাম; (৫) ফাত্‌হ'ুল-বারী; (৬) ইব্‌ন কাছ'ীর, তাফসীর; (৭) আল-বিদায়াঃ ওয়া'ন-নিহায়াঃ।

কাজী মু'তাছিম বিল্লাহ

ও

ওকীল (দ্র. উকীল)

ওয়াক্'ফ (وقف বা হ'াব্‌স্) একটি 'আরবী মাস্'দার, ইহার শব্দিক অর্থ বাধা দেওয়া, সংযত করা। মুসলিম আইনের পরিভাষার ইহার অর্থ মূলত কোন বস্তুকে রক্ষা করা, উহাকে তৃতীয় ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত (তাম্‌লীক) হইতে বাধা দেওয়া (সারাখ্‌সী, মাবসূত', ১২ঃ ২৭)। ইহা দ্বারা ১। ঐ বিজয়লব্ধ রাষ্ট্রীয় ভূসম্পত্তি বুঝায় যাহা যুদ্ধ বা সন্ধির দ্বারা মুসলিম সমাজের মালিকানাভুক্ত হয় এবং প্রাক্তন মালিকগণ উহার খারাজ প্রদান করিয়া উহা নিজেদের অধিকারে রাখে। তাহারা এই প্রকার সম্পত্তি বিক্রয় বা রেহানাবদ্ধ করিতে পারে না (তু. Probster, in Islamica, iv. 421 প.); ২। সাধা-রণত এমন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বুঝায়, যাহার সংজ্ঞা বিভিন্ন মায্'হাবে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়। এই সমস্ত সংজ্ঞা বিচার করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, ওয়াক্'ফ্ (ব.ব. আওক'াফ) বলিতে এমন বস্তু বুঝায় যাহার মালিক ঐ বস্তুর স্বত্ব ও আয় হস্তান্তরের অধিকার এই শর্তে ত্যাগ করে যে, ঐ বস্তুর মালিকানা স্বত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং উহার উৎপন্ন আয় শারী'আতসম্মত সৎকার্যে ব্যয়িত হইবে। যে আইনানুগ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি দ্বারা এই ধরনের দান সম্পাদিত হয় তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে ওয়াক্'ফ (তাহ্'বীস, তাস্‌বীল অথবা তাহ্'রীমের সমার্থক) বলা হয়। কিন্তু সাধারণত ওয়াক্'ফ শব্দটি মাওকূ'ফ (মাস্'দার বলিয়া মাফ্'উল) অর্থে প্রদত্ত সম্পত্তিই বুঝায়। যথাযথভাবে বলিতে গেলে প্রদত্ত সম্পত্তিটিকে মাওকূ'ফ', মাহ্'বূস, মুহ'াব্‌বাস বা হ'াবীস বলাই ব্যাকরণসিদ্ধ হয়। মালিকীদের মধ্যে তথা মরক্কো, আলজিরিয়া এবং তিউনিসে এই প্রকার প্রদত্ত বস্তুকে সাধারণত হ'বুস (হ'াবীসের ব. ব.) অথবা সংক্ষিপ্ত আকারে হ'ব্‌স (ব.ব. আহ্'বাস) বলা হয়। (এইজন্যই ফরাসী আইনগত পরিভাষা habows।

১। ফিক্'হের মূলনীতি (১) ওয়াক্'ফকারীর (ওয়াকি'ফ) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তরের পূর্ণ অধিকার থাকিতে হইবে। সুতরাং তাহাকে পূর্ণ মানসিক বৃত্তিসম্পন্ন ('আকি'ল), পূর্ণ বয়স্ক (বালিগ') এবং স্বাধীন ব্যক্তি (হ'র্‌র) হইতে হইবে; ওয়াক্'ফ করণীয় বস্তুর উপর তাহার পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব থাকিতে হইবে। সুতরাং মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমগণের ওয়াক্'ফ তখনই আইনত শুদ্ধ হইবে যখন উহা ইসলাম বিরোধী কোন কার্যের জন্য সম্পাদিত না হইবে, (যথা, উহা খৃস্টীয় গির্জা অথবা মঠের জন্য সিদ্ধ হইবে না; কিন্তু কার্যত উহা হইত; তু. e. g. Saarisalo, Waqf documents from Sinai, in Studia Orientalia, v. 1934)।

(২) ওয়াক্'ফকৃত বস্তু স্থায়ী প্রকৃতির হইতে হইবে এবং উহার আয় (মান্‌ফা'আঃ) উৎপাদনকারী হইতে হইবে। সুতরাং ইহা মূলত একটি স্থাবর সম্পত্তি হইবে। অস্থাবর বস্তুর ওয়াক্'ফ সম্পর্কে মতভেদ আছে। হ'ানাফীদের এক সম্প্রদায় অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্'ফ সিদ্ধ মনে করেন না। তবে তাহাদের অধিকাংশ এবং শাফি'ঈ ও মালিকীগণ ঐ সকল বস্তু সম্পর্কে ওয়াক্'ফ স্বীকার করেন যাহা শারী'আত অনুসারে আইনসঙ্গত চুক্তির বিষয়বস্তু

হইতে পারে। যথা : পশম ও দুধের জন্য প্রাণী, ফলের জন্য বৃক্ষ, শ্রমের জন্য ক্রীতদাস, অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থ প্রভৃতি ওয়াক্'ফ করা যাইতে পারে। খুঁটিনাটি ব্যাপারে এখানেও মতভেদ রহিয়াছে [শীরাযী; মৃ. ১০৮৩/১৬৭২] ক্রীতদাসকে ওয়াক্'ফ করা সিদ্ধ মনে করেন না)। খাদ্যবস্তু, নগদ টাকাকড়ি, (সুদ সম্পর্কে উল্লিখিত নিষিদ্ধ বস্তু) ইত্যাদি সাধারণত ওয়াক্'ফ করা চলে না, কারণ উহাদের মূল ব্যয়িত হইয়া পড়ে, স্থায়ী থাকে না; তবে এই-গুলি সা'দাকা'র বিষয়বস্তু হইতে পারে। মালিকীদের মতে কোন বস্তুর আয়ও (মান্‌ফা'আত) ওয়াক্'ফ করা যায়, যথা: কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা:দত্ত কোন ভূখণ্ডের উৎপন্ন দ্রব্য ওয়াক্'ফ করা (খালীল, ২ : ৫৫৩)। এই প্রশ্নে সুহ্‌রাও-য়ার্দী কর্তৃক সংগৃহীত বচনসমূহ দ্র. The waqf of movables (JASB, NS. vii. [1915], p. 323 প.)। আজ-কাল মিসরে ব্যাঙ্কে সঞ্চিত টাকাও ওয়াক্'ফ করা হয় (OM, XV, 1934, s. 311)।

(৩) ওয়াক্'ফ এমন কার্যের জন্য হইতে হইবে যাহাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি (কু'র্‌বা:) লাভ করা সম্ভব হয় যদিও বাহ্যত অনেক সময় ইহা প্রকাশ পায় না। দুই প্রকার ওয়াক্'ফ-এর মধ্যে প্রভেদ করা হয়। ওয়াক্'ফ খায়রী,—নিশ্চিতরূপে ধর্মীয় অথবা জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর কাজের উদ্দেশ্যে ওয়াক্'ফ; (যথা মস্‌জিদ, মাদ্‌রাসা:, হাসপাতাল, পুল, সেচ বা পানি সরবরাহ ব্যবস্থা) এবং ওয়াক্'ফ আহ্‌লী বা 'যু'র্‌রী',—পারি-বারিক ওয়াক্'ফ (যথা সন্তান-সন্ততি, পৌত্র-পৌত্রাদি অথবা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের অনুকূলে অথবা অপর যে কোন লোকের অনুকূলে ওয়াক্'ফ), এই প্রকার ওয়াক্'ফ-এর আসল উদ্দেশ্য অবশ্য সর্বদাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হইতে হইবে, যথা: কিছু অংশ দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ থাকিবে। কাহারও নিজের অনুকূলে ওয়াক্'ফ করা অসিদ্ধ (আবূ য়ূসুফ ব্যতিরেকে)। এই শর্ত এড়াইবার নিমিত্ত শাফি'ঈগণ একটি পন্থা (হ'ীলা:) অবলম্বন করেন: ওয়াক্'ফ বস্তুটি তৃতীয় এক ব্যক্তিকে দান অথবা তাহার নিকট স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হয়; তারপর সেই তৃতীয় ব্যক্তি আসল মালিকের জন্য উহা ওয়াক্'ফ করে।

(৪) ওয়াক্'ফনামাহ্ লিখিত হওয়া প্রয়োজনীয় নয়; তথাপি সাধারণত উহার জন্য লিখিত দলীল সম্পাদন করা হয়। দাতা ওয়াকা'ফ্‌তু, হ'াব্‌বাস্‌তু, সাব্‌বাল্‌তু ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে তদীয় ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবে অথবা সে জন্য ভাষা অবলম্বন করিলে উহার সহিত সংযোগ করিবে "উহা বিক্রয় করা, দান করা অথবা ওয়াসি'য়্যাত্ করা যাইবে না" (অন্যথায় উহা সা'দাকা': হইবে)। অধিকন্তু ওয়াক্'ফকারী ওয়াক্'ফ-এর উদ্দেশ্য সঠিকরূপে বর্ণনা করিবেন এবং ঠিক ঠিকভাবে উল্লেখ করিবেন কোন্ উদ্দেশ্যে এবং কাহার অনুকূলে উক্ত ওয়াক্'ফ করিতেছেন; যাহাদের অনুকূলে ওয়াক্'ফ করা হইল তাহাদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক উল্লেখ করা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ ফিক'হশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

(৫) বৈধ ওয়াক্'ফ চূড়ান্তরূপ গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তগুলিও পূর্ণ করা প্রয়োজন :

(ক) ওয়াক্'ফ করিতে হইবে চিরকালের জন্য (মু'আব্বাদ), নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের অনুকূলে স্থাপিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বেলায় উহা হইতে অর্জিত আয় তাহার মৃত্যুর পর গরীবদের জন্য বরাদ্দ করতঃ ওয়াক্'ফ সম্পাদন করিতে হইবে। সুতরাং উহা হস্তান্তরযোগ্য নয়।

(খ) ওয়াক্'ফ অবিলম্বে কার্যকরী হইবে, উহা স্থগিত রাখিবার জন্য কোন শর্ত উহাতে থাকিবে না (মুনাজ্‌জায), তবে ওয়াক্'ফ-কারীর মৃত্যু পর্যন্ত উহা স্থগিত রাখার শর্ত আরোপ করা যায়। কিন্তু ওয়াক্'ফকে যদি ওয়াক্'ফকারীর মৃত্যু পর্যন্ত স্থগিত রাখার শর্ত লাগান হয় তাহা হইলে উহা ওয়াসি'য়্যা: (উইল)-এর অনুরূপ সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কার্যকর হইবে।

(গ) ওয়াক্'ফ অপরিবর্তনীয় আইনগত চুক্তি ('আক্'দ লাযিম); ইমাম আবূ হ'ানীফার মতে (কিন্তু ইমাম আবূ য়ূসুফ ও ইমাম মুহ'াম্মাদ এবং পরবর্তী হ'ানাফীগণের নয়) ওয়াক্'ফ সম্পত্তি ওয়াক্'ফকারীর মৃত্যুর সহিত সংযুক্ত করা না হইলে ওয়াক্'ফকারীর পক্ষে ঐ ওয়াক্'ফ বাতি'ল করিয়া উহা ফিরাইয়া লইবার অধিকার থাকে (সারাখ্‌সী, মাব্‌সূত', ১২ : ২৭)। সুতরাং হ'ানাফী ওয়াক্'ফকারী সর্বদা তদীয় সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য ওয়াক্'ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে যথাবিহিত মুক'াদ্দামা আনয়ন করিতে পারে। বিচারক আবূ হ'ানীফার এবং আবূ য়ূসুফের সিদ্ধান্তের যে কোনটি অবলম্বনে বিচার করিতে পারেন। আবূ য়ূসুফের মতে, ওয়াক্'ফ অপরিবর্তনীয় বলিয়া বিচারক ঐ বিধান অনুসারে ওয়াক্'ফ বহাল রাখিয়া দরখাস্ত নাকচ করিতে পারেন।

(ঘ) হ'ানাফীগণ (ইব্‌ন আবী লায়লার গ্রন্থে; সারাখ্‌সী ১২ : ৩৫) ও ইমামীগণের মধ্যে ওয়াক্'ফ চূড়ান্তভাবে সিদ্ধ হইবার জন্য আরও প্রয়োজনীয় হইতেছে, যাহাদের অনুকূলে ওয়াক্'ফ করা হইয়াছে তাহাদের নিকট অথবা তত্ত্বাবধায়কের নিকট ওয়াক্'ফ সম্পত্তি অর্পণ করা (তাস্‌লীম); অপর মা'যহাব-গুলি এবং আবূ য়ূসুফের মতে ওয়াক্'ফকারীর স্বীকারোক্তি (ক'াওল) ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াক্'ফ চূড়ান্ত হইয়া যায়। জনহিতার্থে ওয়াক্'ফের (মসজিদ বা ক'বরস্থান) ক্ষেত্রে উক্ত ওয়াক্'ফকৃত বস্তু কোন একজন লোক ব্যবহার করিলেই অর্পণ চূড়ান্ত হইয়া যায়।

অপরপক্ষে মালিকীদের নিকট উপরিউক্ত বিষয়গুলি অপরিহার্য নয়, যথা: ওয়াক্'ফ সম্পত্তি একমাত্র ওয়াক্'ফকারীই নহে বরং তদীয় উত্তরাধিকারিগণও প্রত্যাহার করিতে পারে (খালীল, অনু. Santillana, ২ : ৫৬০-৬১)।

(৬) মুসলিম আইনে কোন প্রতিষ্ঠান আইনত সিদ্ধ ব্যক্তিরূপে গৃহীত হইত না বিধায় সম্পত্তি-বিষয়ক আইনে ওয়াক্'ফের অবস্থা (Position) সম্পর্কে বিভিন্ন মত দেখা যায়। একটি মত হইল, (শায়বানী, আবূ য়ূসুফ, পরবর্তী হ'ানাফীগণ, শাফি'ঈ এবং তাঁহার মতাবলম্বী 'আলিমগণ) ইহাতে দাতার মালিকানা স্বত্ব লোপ পায়; সাধারণ কথায় বলা হয়—মালিকানা আল্লাহ্‌র হাতে চলিয়া যায়; উহার ফলে ওয়াক্'ফ সম্পত্তিতে দাতার এবং অপরাপর সমস্ত মানুষের মালিকানা স্বত্ব অস্বীকার করা হয়। দ্বিতীয় মতানুসারে [আবূ হ'ানীফা: (দ্র. শাফি'ঈ, কিতাবু'ল-উম্ম, ৩খ, ২৭৫) এবং মালিকী] দাতার নিজের এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণেরও মালিকানা স্বত্ব অব্যাহত থাকে; তাঁহাদিগকে শুধু উক্ত অধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া হয় মাত্র। তৃতীয় মতানুসারে (কোন কোন শাফি'ঈ ফাকী'হ; আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল) মালিকানা স্বত্ব দান

গ্রহীতার (মাওকূ'ফ 'আলায়হি) হাতে চলিয়া যায় (তু. উদাহরণ শীরাযী, তান্বীহ, ed. Juynboll, p. 164)। সমস্ত আইনবিদের মতেই দত্তসম্পত্তির উৎপন্ন আয়ের মালিক হইবে মাওকূ'ফ 'আলায়হি বা দান গ্রহীতাগণ।

(৭) ওয়াক্'ফ সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্বভার নাজি'র, ক'ায়্যিম অথবা মুতাওয়াল্লীর হস্তে ন্যস্ত থাকে। তিনি তাঁহার উক্ত কাজের জন্য বেতন পাইবার হক্'দার, দাতাই সাধারণত প্রথম পরিচালক নিযুক্ত করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দাতা স্বয়ং পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন (মালিকী মতে উহাতে দান অবৈধ হয়)। ক'াদ'ী-র তত্ত্বাবধান করার অধিকার আছে, তিনি পরিচালক নিযুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে (কর্তব্যে অবহেলার কারণে) পরিচালককে অপসারণও করিতে পারিবেন। পরিচালনার রূপ এবং আয়ের বিলি-ব্যবস্থা দাতা কর্তৃক নির্ধারিত শর্তের উপর নির্ভর করে। আয়ের অর্থ মূলত ওয়াক্'ফ সম্পত্তির ঘরবাড়ী সংরক্ষণ কার্যে অবশ্য ব্যয় করিতে হইবে; উহার অবশিষ্ট অর্থ দান গ্রহীতাদিগকে দেওয়া হইবে। ঘরবাড়ী, জমাজমি চুক্তিপত্র করিয়া সর্বাধিক তিন বৎসর মেয়াদে ভাড়া দেওয়া যাইতে পারে।

(৮) ওয়াক্'ফ বিলুপ্তি : দাতা ইসলাম ধর্ম বর্জন করিলে দান বাতি'ল হইয়া যায় এবং ওয়াক্'ফ সম্পত্তি তদীয় উত্তরাধিকারিগণের অধিকারে চলিয়া যায়। যে সকল দত্ত সম্পত্তির উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়াছে তাহা সম্পত্তি-বিষয়ক আইনের গৃহীত নীতিমতে বিধিসঙ্গত উত্তরাধিকারিগণের হস্তে ন্যস্ত হইবে (মালিকী মতে কেবল উত্তরাধিকারিগণ দরিদ্র হইলে), অথবা দরিদ্র কিংবা জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিতে হইবে; কোনক্রমেই উহাকে শাসন কর্তৃপক্ষ বাজেয়াফ্ত করিতে পারিবে না।

২। উৎপত্তি, ইতিহাস ও তাৎপর্য : জাহিলী যুগে ওয়াক্'ফ প্রচলিত ছিল না। ঘরবাড়ী বা জমাজমি ওয়াক্'ফ করা হইত না (দ্র. শাফি'ঈ, উম্ম, ৩খ, ২৭৫, ২৮০)। ফুক'াহা' বলেন, এই প্রথা রাসূল কারীম (স')-এর আমলেই প্রথম প্রচলিত হয়। কু'রআান মাজীদে ওয়াক্'ফের কোন উল্লেখ নাই। হ'াদ'ীছে' ইহার প্রবর্তনের এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, স'াহ'াবীগণ এবং প্রথম খলীফাগণ ওয়াক্'ফ করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত এক হ'াদীছে' আছে, মসজিদ নির্মাণ করিবার জন্য বানূ নাজ্জার-এর নিকট হইতে রাসূল কারীম (স') বাগান খরীদ করিতে চাহিলে তাহারা মূল্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে উহা দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে (বুখারী, ওয়াস'ায়াঃ, বাব ২৮, ৩১, ৩৫)। ইব্ন 'উমার (রা) হইতে বর্ণিত এক হ'াদীছে'র উপর আইন প্রণয়নকারিগণ বেশী জোর দেন। তাহা এই যে, খলীফা 'উমার (রা) খায়বারের সম্পত্তি বিভাগ কালে একখণ্ড পসন্দসই মূল্যবান জমি নিজ ভাগে পাইয়া উক্ত জমি স'াদাকাঃরূপে দান করিয়া দেওয়া সম্পর্কে নবী (স')-এর পরামর্শ চান। তাহাতে নবী (স') বলেন, "জমিটুকু নিজের অধিকারে রাখিয়া উহার উৎপন্ন আয়, ফল-শস্যাদি সৎ কাজে ব্যয় কর।" হযরত 'উমার (রা) তাহাই করেন এবং শর্ত করেন যে, উক্ত জমি বিক্রয় বা ওয়াসি'য়্যাঃ করা চলিবে না; উহার আয় দরিদ্র, (অভাবগ্রস্ত) আত্মীয়-স্বজন, ক্রীতদাস, মুসাফির, মেহমান এবং ধর্ম প্রচারার্থে (ফী সাবীলিল্লাহ্) স'াদাক'াঃ স্বরূপ দান করা হইবে; মুতাওয়াল্লী উক্ত সম্পত্তি হইতে ন্যায়সঙ্গতভাবে পারিশ্রমিক পাইবে এবং নিজের জন্য উহা হইতে সঞ্চয় না করিয়া কোন বন্ধুকে খাওয়াইলে কোন গুনাহ্ হইবে না (বুখারী, শুরূত' বাব ১৯ এবং স্থা.)। এই হ'াদীছে'র অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, উল্লিখিত সম্পত্তি ছিল ছ'াম্গ নামক খেজুর বাগান (বুখারী, ওয়াস'ায়া, বাব ২৩ প্রভৃতি)। উভয় হ'াদীছে' খায়বারের একই খণ্ড জমির উল্লেখ রহিয়াছে, উহার নাম ছ'ামগ' (তু. নাওয়াব'ী, শারহ' মুসলিম; সারাখ্সী, মাবসূত' ১২ খ, ৩১)। আনাস ইব্ন মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত তৃতীয় হ'াদীছে' পারিবারিক ওয়াক্'ফ সম্পর্কেও উল্লেখ আছে। ৩ : ৯২ আয়াতে উল্লিখিত উক্তি (তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে যতক্ষণ পর্যন্ত দান না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পুণ্যের অধিকারী হইতে পারিবে না) অনুযায়ী আবূ ত'াল্হ'াঃ (রা) তদীয় প্রিয় ভূমিখণ্ড "বায়রুহ'া" বাগানটি (মদীনায় অবস্থিত) দান করিবার জন্য রাসূল (স')-এর নিকট প্রস্তাব করেন; নবী কারীম (স') সেখানে ছায়ায় বিশ্রাম করিতেন এবং পানি পান করিতে যাইতেন। রাসূল কারীম (স') ঐ বাগানটি আবূ তাল্হ'াঃকে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের নামে দান করিতে উপদেশ দেন। সেই মতে আবূ ত'াল্হ'াঃ বাগানটি উবায়্যি এবং হ'াস্সানকে স'াদাক'াঃ-রূপে দান করেন (বুখারী, ওয়াস'ায়া, বাব ১৭)। বুখারী ও অপর সংকলকগণ কর্তৃক উদ্ধৃত হ'াদীছে' অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্'ফ করার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ফাক'ীহগণ এই সকল হ'াদীছে'র মাধ্যমে রাসূল কারীম (স')-কে ওয়াক্'ফ প্রতিষ্ঠানের উৎস বলিয়া স্থির করেন। পরবর্তী আইনজ্ঞগণ ওয়াক্'ফ সম্পর্কীয় বিস্তারিত বিষয়গুলিতে একমত নহেন। এতদ্সম্পর্কে ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর আলোচনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য (উম্ম, ২৭৫ প, ২৮০)। সেখানে ক'াদ'ী শুরায়হ'-এর মত (মৃ. ৮২/-৭০১) খণ্ডন করা হইয়াছে শুরায়হ' ওয়াক্'ফ অস্বীকার করিয়া উহার সমর্থনে রাসূল কারীম (স')-এর একটি হাদীছ' উদ্ধৃত করিতেন। কিন্তু এরূপ উক্তি স'াহ'ীহ' হ'াদ'ীছে' বিদ্যমান নাই; হ'াদীছ'টি এইরূপ, "আল্লাহ্র নির্ধারিত বরাদ্দের কোন প্রতিরোধ নাই (লা হ'াব্সা 'আন ফারাইদি'ল্লাহ)। শাফি'ঈ (র) শুরায়হ'-এর মত খণ্ডন করিয়াছেন। ওয়াক্'ফ দাতার এবং তদীয় উত্তরাধিকারিগণের মালিকানা বজায় থাকারও ইমাম শাফি'ঈ (র) বিরোধিতা করেন। ওয়াক্'ফ হস্তান্তরযোগ্য নহে—এই কথার প্রতিবাদ করেন শুরায়হ্'; কারণ কথিত আছে যে, রাসূল (স') বিশেষ কোন ক্ষেত্রে ওয়াক্'ফ করা জিনিস (হ'াবীস) বিক্রয় করিয়াছেন (কাসানী, বাদাইউ'স-স'নাই', ৬খ, ২১৯)। মনে হয় ওয়াক্'ফ সম্পর্কে শাফি'ঈ (র) যে মত প্রদান করিয়াছিলেন সেই মত পরবর্তীকালে প্রবল হইয়া উঠে। আবূ য়ূসুফ হ'াজ্জ যাত্রা পথে মদীনায় বহু মুসলিম ওয়াক্'ফের স্বরূপ দর্শনে ঘোষণা করেন যে, ওয়াক্'ফ প্রত্যাহারযোগ্য নহে (সারাখ্সী, মাব্সূত', ১২খ, ২৮)। উল্লিখিত ব্যাপারগুলি হইতে অনুমান করা যায় যে, রাসূল কারীম (স')-এর জীবনকালে ওয়াক্'ফ প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হয়। হি. দ্বিতীয় শতকে ওয়াক্'ফ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান গৃহীত হয়। দানশীলতার প্রতি প্রবল আবেগ ও অনুরাগ ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য এবং তাহাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের মূল কারণ। আমরা দেখিতে পাই যে, একটি হ'াদীছে' কু'রআান মাজীদের একটি যথাযোগ্য আয়াতের (৩ : ৯২) সহিত

ওয়াক্‌ফ সংযুক্ত করা হইয়াছে এবং ইমাম শাফি'ঈ (উম্ম, ৩খ, ২৭৫) উহাকে স'াদাক'াঃ মুহ'াররামাঃ (পবিত্র দান) বলিয়া অভিহিত করেন।

অধিকন্তু 'আরবগণ বিজিত দেশসমূহে জনকল্যাণে গির্জা, মঠ, অনাথ আশ্রম এবং দুঃস্থ ভবনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত বহু দত্ত সম্পত্তি দেখিতে পান। সম্ভবত খৃস্টানগণ স্বীয় ধর্মানুমোদিত দাতব্য ক্রিয়াকর্মের জন্য ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। এই সকল দত্ত সম্পত্তি বায়য্যানটাইন্ যুগে হস্তান্তর করা যাইত না; বিশপের পরিদর্শনের অধীনে পরিচালক উহার শাসন পরিচালনা করিতেন (দ্র. especially Justinian, Novelle 7 and 131; Duff, The Charitable foundations of Byzantium in Cambridge legal essays, 1926, p. 83 প.)। C. H. Becker (Isl. ii. 404) ইতিপূর্বেই উপরিউক্ত রূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। কারণ তিনি দেখাইয়াছেন, ঐ যুগ পর্যন্ত মিসর দেশে নগর অঞ্চলে ঘরবাড়ী ওয়াক্‌ফ করার রীতি প্রচলিত ছিল। আবাদী কৃষিভূমি ওয়াক্‌ফ করা হইত না। কিন্তু পূর্ব হইতেই অন্যত্র কৃষিযোগ্য ভূমি ওয়াক্‌ফ করা হইত। শাফি'ঈ বহু পূর্বেই এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন এবং বুখারী (ওয়াস'ায়া, বাব ২৭) এ বিষয়ে একটি অধ্যায়-সংযোগ করেন; অধ্যায়টির শিরোনাম : যদি কোন ব্যক্তি আবাদী কৃষিভূমি (আরদ') ওয়াক্‌ফ করে এবং উহার সীমানা স্থির না করে।

মিসরের ওয়াক্‌ফ প্রথা সম্বন্ধে মাক্‌রীযী (খিত'াত', ২খ, ২৯৫ প.) আরও কিছু ঐতিহাসিক তথ্য প্রদান করিয়াছেন। আবূ বাক্‌র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-মাযারাঈ (মৃ. ৩৪৫/৯৫৬) প্রথম ব্যক্তি যিনি পবিত্র নগরীসমূহের এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে কৃষিযোগ্য জমি ওয়াক্‌ফ করেন। ফাতি'মীগণ গ্রাম্য ভূসম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা অনতিবিলম্বে নিষিদ্ধ করেন এবং ক'াদি'ল-কু'দ'াত-এর উপর দীওয়ানু'ল-আহ্‌বাসের সাহায্যে উহা তদারক করিবার ভার ন্যস্ত করেন। ৩৬৩/৯৭৪ সনে আল-মু'ইয্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি এবং ওয়াক্‌ফ দালীল (শারাইত') সরকারী খাজাঞ্চীখানায় (বায়তু'ল-মাল) জমা দিতে নির্দেশ দেন। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ইজারাঃ দিয়া বাৎসরিক কর তখন দাঁড়ায় ১,৫০০,০০০ দিরহাম; উক্ত অর্থ হইতে দান গ্রহীতাগণকে বৃত্তি দেওয়া বাদে যে অর্থ অবশিষ্ট থাকিত, তাহা সরকারী খাজাঞ্চীখানার প্রাপ্য হইত। এইরূপ ইজারাঃ দেওয়ার রীতির ফলে আল-হ'াকিমের আমলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় এত কমিয়া গিয়াছিল যে, মসজিদগুলির ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় ঐগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট হইত না। সুতরাং ৪০৫/১০১৪ সনে তিনি বিরাট আকারে একটি নূতন সংস্থা স্থাপন করেন এবং মসজিদগুলির অবস্থা নিয়মিত পরীক্ষা করেন।

মামলূকদের রাজত্বকালে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : (১) আহ্‌'বাস, এইগুলি "দাওয়াদারু'স-সুলত'ান-এর তদারকে থাকিত এবং একজন নাজি'র বিশেষ দীওয়ান (দফতর) দ্বারা কার্য নির্বাহ করাইতেন। মিসরের প্রদেশগুলিতে আহ্‌'বাসের বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি থাকিত (৭৪০/১৩৩৯ সনে, ১৩০,০০০ ফাদ্দান) এবং উহা মসজিদ ও যাবি'য়াঃগুলির পরিচালনায় খরচ করা হইত। মাক্‌রীযী (মৃ. ৮৪৫/১৪৪২) এবং-বিধ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অপব্যবহার ও অবহেলার জন্য তীব্র ভাষায় অভিযোগ করেন; দুর্নীতির মাধ্যমে ঐগুলি আমীরগণ হস্তগত করে। দান গ্রহণকারীদিগকে ফাক'ীহ বা খাত'ীব নামে ডাকা হইত; কিন্তু তাহারা ফিক্‌হশাস্ত্রের কিছু জানিত না বা ধর্ম প্রচার কার্যও করিতে পারিত না, আর তাহারা কতকগুলি বিধ্বস্ত মসজিদের নামে তালিকাভুক্ত হইত। (২) আওক'াফ হ'ুক্‌মিয়াঃ, মিসর ও কায়রোতে ঐগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল শহরের জমি; ঐগুলির উৎপন্ন আয় দুইটি পবিত্র নগরী এবং অন্য প্রকার দান কার্যের জন্য নির্ধারিত ছিল। ঐগুলি ক'াদি'ল-কু'দ'াতের পরিচালনাধীন ছিল, নাজি'র কার্য-নির্বাহ করিতেন (কখনো কখনো দুইজন, নগরীর প্রত্যেক অংশের জন্য একজন)। নগরীর প্রত্যেক ভাগের জন্য একটি করিয়া বিশেষ দীওয়ান (দফতর) থাকিত। মাক্‌রীযী এইগুলি সম্পর্কেও অভিযোগ করেন; কারণ অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাইতেছিল। (৩) আওক'াফ আহ্‌লিয়্যাঃ বা পারিবারিক ওয়াক্‌ফ, এইগুলির প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র পরিচালক ছিল। মিসর ও সিরিয়াতে এই খাতে খানক'াহ্‌, মাদ্‌রাসাঃ, মসজিদ এবং তুরবাহগুলির (ক'বর) জন্য প্রচুর জমিজমা ও ভূ-সম্পত্তি ছিল, কতকগুলিতে আসলে সরকারী খাস জমি ছিল, পরে সেগুলি দখল করিয়া ওয়াক্‌ফ করা হইয়াছিল।

অপরাপর দেশেও মিসরের ন্যায় ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। মাক্‌রীযীর এক শত বৎসর পূর্বে আমরা দেখিতে পাই যে, ট্রান্‌সক্সানিয়াতে (মাওয়ারা'উ'ন-নাহর)-তে হ'ানাফী স'াদ্‌রু'শ-শারী'আঃ দ্বিতীয় (মৃ. ৭৪৭/১৩৪৬) অভিযোগ করেন যে ক'াদ'ীগণ হ'ীলাঃ যোগে ওয়াক্‌ফ বাতি'ল করেন (Snouck Hurgronje, verspr. Geschruftciv, ii, 163)।

আওক'াফের উৎকীর্ণ লিপি হইতে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সংখ্যা হিসাবে ব্যবসায় গৃহ বা দোকান সবচেয়ে বেশী ওয়াক্‌ফ করা হইত, এরূপ ওয়াক্‌ফে সচরাচর এক সঙ্গে দশ-বিশটি ছোট ছোট দোকান (হ'ানূত) থাকিত। গুদামঘর (খান, ফুন্দুক'), সরাইখানা (রুওয়া'), বাড়ী (দার) এমন কি ছোট ছোট বাসগৃহও ওয়াক্‌ফ করা হইত। এই সকলের পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্পাগার, স্নানাগার, কল-কারখানা, তন্দুর, তৈল ও চিনির কল, সাবানের কারখানা, কাগজের কারখানা, তাঁত (তিরায) প্রভৃতি ওয়াক্‌ফ করা হইত। তৃতীয় পর্যায়ে কৃষি প্রতিষ্ঠান, প্রায়শ বাগান, গোলাবাড়ী—এমন কি গোটা গ্রাম পর্যন্ত ওয়াক্‌ফ করা হইত। উহাদের আয়, অর্থই হউক বা উৎপন্ন ফসলই হউক, কিভাবে প্রয়োগ করা হইবে, দানপত্রে তন্নতন্ন করিয়া তাহার ব্যবস্থা থাকিত। ইহা ছাড়াও গরীবদের উপকারার্থে ওয়াক্‌ফ হইতে উৎপন্ন আয় মসজিদ, মাদ্‌রাসা, মাক্‌তাব, কুতুবখানাহ্‌, চিকিৎসালয়ের কর্মচারী অথবা খান্‌-ক'াহ্‌র অধিবাসীদের জন্য বণ্টিত হইত (বিস্তৃত বিবরণীর জন্য দ্র. C. H. Becker, Islamstudien, i, 264 প.)। পবিত্র দুইটি নগরীর (মক্কা ও মদীনা) জন্যও কোন কোন দফায় উক্ত অর্থ খরচ করা হইত।

উৎকীর্ণ লিপিতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অপপ্রয়োগ, তসরুফ এবং আত্মসাৎ সম্পর্কেও অতি স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। এই কারণে প্রায়শ রাজাজ্ঞা মারফত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অন্যান্য দায় এবং

দায়ভার হইতে মুক্ত করা হইত। ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠাতা দাতাগণ নিজেরাও তসরুফ ইত্যাদি নিবারণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তাহারা গোটা সম্পত্তিটা ছোট ছোট কয়েকটি ওয়াক্ফে বিভক্ত করিয়া দানপত্র করিতেন যাহাতে কয়েকজন পরিচালক পরস্পরের উপর তদারক করিতে পারেন অথবা দাতা স্বয়ং তদারকের ভার কোন কার্য-নির্বাহক সংস্থার হাতে ন্যস্ত করিতেন এবং এই সংস্থার সভ্য থাকিতেন, কাদী, খাতীব এবং নগরীর গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ (উদাহরণঃ in Mostaganem of the year 742/1340 in J A, ser. II, xiii, 81)।

দারিদ্র্য ও দুর্দশা বিমোচনে এবং শিক্ষা ও জ্ঞান প্রসারে ওয়াক্ফ প্রথা প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছে। যোগ্য পাত্রে ও পরিমিত মাত্রায় ওয়াক্ফ করা না হইলে বহু স্থলেই নৈতিক ও আর্থিক অবনতি ঘটিয়া থাকে। তবে সরকার মাঝে মাঝে ঐ প্রকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় এবং পরিচালকগণ অবৈধভাবে বিক্রয় করায় ঐ ধরনের ক্ষতি কিছু পরিমাণে কমিয়া যায়। এইভাবে ভূ-সম্পত্তি কুক্ষিগত হওয়ার একটি কুফল এই যে, ভূমির প্রতি যথাযথ যত্ন চেষ্টার অভাবে উহার উৎপাদন শক্তি অনুযায়ী উৎপাদন করা যায় না। এমন কি এই সকল বড় বড় জমিদারী প্রায়ই আধুনিক কৃষিপদ্ধতি প্রবর্তনের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। উহাদের অবনতি কখনো কখনো এতদূর গড়ায় যে, উৎপন্ন আয় উহাদের প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট হয় না। এই সকল অসুবিধা বিদূরিত করার জন্য এবং প্রজাদের ব্যক্তিগত উৎসাহ ও স্বার্থবোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে ষোড়শ শতাব্দী হইতে চিরস্থায়ী ইজারাঃ স্বত্ব মঞ্জুর করা হইতে থাকে। এই স্বত্ব বিভিন্ন দেশে পৃথক পৃথকরূপে বিদ্যমান, কিন্তু প্রধান প্রধান ব্যাপারে উহা অভিন্ন। উহা মূলত কেবলমাত্র অনাবাদী ভূমি সম্পর্কে প্রযোজ্য হইলেও কাল প্রবাহে উহা অন্যান্য ওয়াক্ফ সম্বন্ধেও প্রচলিত হয়।

এই ধরনের দেশব্যাপী বিস্তৃত চুক্তিপত্রের (মিসর ও ত্রিপলিসহ প্রাক্তন গোটা তুর্কী সাম্রাজ্যে) নাম ইজারাতায়ন (ইহার বিপরীত স্বল্পমিয়াদী বন্দোবস্ত ইজারাঃ ওয়াহি'দাঃ নামে আখ্যায়িত), উহাতে টাকার দুইটি অঙ্ক থাকায় ইহা এই নামে অভিহিত হয়; অঙ্ক দুইটির একটি চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর জমির মূল্য অনুযায়ী রায়ত কর্তৃক এককালীন দেয় অর্থ (ইজারাঃ মু'আজ্জালাঃ) এবং অন্যটি বাৎসরিক নির্ধারিত কর (ইজারাঃ মুআজ্জালাঃ), প্রতি বৎসর যাহা দিতে হইত। এই সব এইজন্য যাহাতে সত্ত সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব কোন প্রকারে লোপ না পায়। জমিজমা সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে এবং উহাকে উৎপাদনক্ষম রাখিতে রায়ত বাধ্য থাকিত। পরিচালকের অনুমতিক্রমে রায়ত ঐ সম্পত্তি ওয়াসি'য়্যাঃ করিতে বা তাহার স্বত্ব বিক্রয় করিতে পারে। রায়ত উত্তরাধিকারীবিহীন অবস্থায় মরিয়া গেলে অথবা তাহার পরবর্তী রায়ত কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মরিয়া গেলে উক্ত ভূমি "মাহ্'লূল" (মুক্ত) হিসাবে পুনরায় ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে পরিণত হয়। নূতন ঘরবাড়ী নির্মাণ ওয়াক্ফ সম্পত্তির সংযোজন বলিয়া বিবেচিত।

অপর এক ধরনের চুক্তিপত্র সচরাচর সিরিয়া এবং মিসরে প্রচলিত রহিয়াছে। উহার নাম হি'ক্র। উহা ত্রিপলি ও তিউনিসের কিরদারের অনুরূপ, কিন্তু উহার খাজনা ভূমির মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। রায়ত উহা শুধু উইলযোগে হস্তান্তর করিতে পারে; কিন্তু নূতন নির্মিত ঘরবাড়ী এবং নূতন রোপিত বৃক্ষাদিতে তাহার অবাধ অধিকার থাকে, কেবলমাত্র খাজনা অনাদায়েই চুক্তিপত্র বাতিল হয়। তুরস্কের মুক'াত'া'আঃ এবং তিউনিসে এন্যেল (ইন্যাল) চুক্তিপত্র উহারই অনুরূপ। এই চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত বাৎসরিক খাজনা দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে আলজিরিয়াতে ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল পর্যন্ত "আনা" চুক্তিপত্র, মরক্কোতে গেলযা (জিলসা অথবা জুলসা, সওদাগরী গৃহ এবং কারখানা সম্পর্কে) এবং সমগ্র মাগ্'রিব অঞ্চলে খালউ (অথবা খুলু) আল-ইন্তিফা' চুক্তিপত্র প্রচলিত। এই সকল চুক্তিপত্রে কেবলমাত্র ফল ভোগের অধিকার (হ'কূ'কূ'ল-মানাফি') দেওয়া হয়। মূল সম্পত্তিটি কিন্তু ওয়াক্ফের সম্পত্তিই থাকিয়া যায় এবং উহা যে ওয়াক্ফ সম্পত্তি তাহা খাজনা আদায় দ্বারা স্বীকৃত হয়, আর মান্ফা'আঃ (উৎপন্ন দ্রব্য) ইজারাঃ গ্রহণকারীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

এই সকল বিভিন্ন ধরনের চুক্তিপত্র ওয়াক্ফ সম্পত্তি ইজারাঃ দিবার বিশেষ উদ্দেশ্যে উদ্ভূত হয় নাই; বরং ঐগুলি মূলত ইজারাঃ দেওয়ার প্রাচীন প্রণালী এবং সেইগুলিকে ওয়াক্ফের উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

পারিবারিক ওয়াক্ফ (ওয়াক্ফ 'আলা'ল-আওলাদ) সেই কালেই প্রবর্তিত হয়—যে কালে জনকল্যাণে সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা শুরু হয়। উহার প্রাচীনতম উদাহরণ আমরা পাই ইমাম শাফি'ঈ (র) কর্তৃক ফুস্তাতে অবস্থিত তাঁহার বাড়ী এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট সব কিছু তাঁহার বংশধরদের জন্য দলীল সহকারে ওয়াক্ফ করার মধ্যে (উম্ম, ৩য়, ২৮১-২৮৩)। এবংবিধ দানপত্র ধর্ম মতানুসারে দানের উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত, অথচ ইহাতে বংশধরদের জন্য সমস্ত বিপদ-আপদে একটা আয়ের পথ সংরক্ষিত হয়; আর বিশেষভাবে সম্পত্তিটি অন্যায়ভাবে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু সর্বদা আকাঙ্ক্ষিত ফল ফলে নাই। ফলে ইহা দ্বারা কখনও কখনও কোন বিশেষ উত্তরাধিকারীকে উহা হইতে বহিষ্কৃত করা হয় অথবা যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইতে পারে না তাহাকে উহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় (তু. Hacoun, Etude sur l'evolution des coutumes Kabyles, p. 11); আবার উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগের ফলে সম্পত্তিটা যাহাতে খণ্ড-বিখণ্ড না হইয়া অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশ্যেও এইরূপ ওয়াক্ফ সম্পাদিত হয়। অন্যান্য উদ্দেশ্যেও পারিবারিক ওয়াক্ফ প্রথার অপব্যবহার দেখা যায়। যথা—উত্তমর্ণের হাত হইতে সম্পত্তি মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে কখনও কখনও উহা বংশধরদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়। কিন্তু এইরূপ রীতি আবু'স্-সু'উদ্-মৃ. ৯২৮-১৪৭৪-এর (ফাত্ওয়াতে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে; তু. P. Horster, Zur Anwendung des Islam. Rechts, Stuttgart 1935, p. 42)। যাহা হউক, পারিবারিক ওয়াক্ফ বহুল পরিমাণে সম্পাদিত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মিসর দেশে ১৯২৮-১৯২৯ সনে এইরূপ ওয়াক্ফের আয় অন্যান্য যাবতীয় ওয়াক্ফের মোট আয় অপেক্ষাও অধিক ছিল [১০,০০,০০০ দশ লক্ষ পাউণ্ডেরও উর্ধে] (তু. R E I, iii, 295)।

৩। আধুনিক অবস্থা : প্রাক্তন তুর্কী সাম্রাজ্যে ওয়াক্ফ সম্পত্তি

সমগ্র আবাদী ভূমির প্রায় $\frac{৩}{৪}$ ছিল। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝির দিকে আলজিরিয়ায় ওয়াক্‌'ফ্ সম্পত্তি ছিল আবাদী জমির অর্ধেক; তিউনিসে ১৮৮৩ সনে ছিল $\frac{১}{৩}$, ১৯৩৫ সনে মিসরে $\frac{১}{৮}$ এবং ১৯৩০ সনে ইরানে প্রায় শতকরা পনের ভাগ। ওয়াক্‌'ফ খাতে এরূপ প্রভূত ধন-সম্পত্তি সঞ্চয়ের ফলে দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার একটি উপকারী দিকও ছিল; ওয়াক্‌'ফ করা ভূমি কোনক্রমেই রেহান দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। এতদ্‌সত্ত্বেও এই সকল ধন-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় সর্বত্র অপব্যবহার দেখা যায়, আর প্রায়শ মালিকানা সম্পর্কে আইনগত অনিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকে। ফলে বিগত শতকে ওয়াক্‌'ফ প্রথা সর্বত্র একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। য়ুরোপীয় শক্তিবর্গ (ফ্রান্স) সর্বপ্রথম লক্ষ্য করে যে, তাহাদের অধীন মুসলিম উপনিবেশগুলিতে ওয়াক্‌'ফ পদ্ধতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়। আর বর্তমান যুগে মুসলিমগণ নিজেরাও (তুরস্ক, মিসর) এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অমনোযোগী নহে।

ফ্রান্স সর্বপ্রথম আলজিরিয়াস-এ এই সমস্যার সমাধান কার্যে হাত দেয়। পরিশেষে বহু পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর ১৮৭৩ সনের ২৬ জুলাই-এর আইন বলে সমস্ত ভূমির আইনগত অবস্থা সম্পূর্ণভাবে ফরাসী আইনের আওতাধীন করিয়া উহার বিরোধী সব শর্ত রহিত করে। কার্যত ওয়াক্‌'ফ সম্পত্তির বিক্রয় আইনত সিদ্ধ করা হয়। তথাপি যাহাতে মুসলিমদের ধর্মীয় মনোভাবে অথবা পারিবারিক জীবন যাপনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না হয় তৎপ্রতি নজর রাখিয়া ওয়াক্‌'ফ প্রতিষ্ঠানকে কতকটা পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত রাখা হয়।

১৮৮৮ খৃস্টাব্দের ২২ জুনের নির্দেশ অনুসারে তিউনিসিয়াতে 'এনযেল' চুক্তিপত্র আইনগত বৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং পরবর্তী ক্রমাগত সরকারী নির্দেশাবলী ওয়াক্‌'ফ সম্পত্তি হস্তান্তর কার্যের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। ১৯০৮ সন হইতে Consoil Superieur des Habous ওয়াক্‌'ফ সম্পত্তিগুলির পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করিতে শুরু করে এবং ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে খায়রু'দ্-দীন জনসাধারণের ওয়াক্‌'ফগুলি পরিচালনার জন্য যে কেন্দ্রীয় অফিস (জাম্'ঈয়াঃ) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এই কাউন্সিলটি উহার সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করিতে থাকে। মরক্কোতে ১৯১২ সনে Direction des Habous প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহা পারিবারিক ওয়াক্‌'ফ পর্যবেক্ষণ করিতে থাকে। অতঃপর ১৯১৩ সনে ওয়াক্‌'ফ সম্পত্তি ইজারাঃ দেওয়া সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন বিঘোষিত হয়।

তুরস্কে উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে আওক্'াফ পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসন সংস্থা গঠন করা হয় এবং ১৮৪০ খৃস্টাব্দে উহার জন্য একটি মন্ত্রী দফতর প্রবর্তন করা হয়; উহার ফলে মুল্‌ক (Mulk) ভূমির নিয়মিত আওক্'াফ (ওয়াক্‌'ফ সাহ়ীহ়) এবং মিরীয়ে (Miriye) অথবা সরকারী ভূমির অনিয়মিত আওক্'াফের (ওয়াক্'ফ্ গ'ায়র স'াহ়ীহ়) মধ্যে পার্থক্য প্রবর্তন করা হয় অথবা প্রশাসন পদ্ধতি অনুযায়ী আওক্'াফ-ই-মাদবূত'া, আওক্'াফ-ই-মুল্‌হ়াক'াঃ এবং আওক্'াফ-ই-মুস্‌তাছ়'না-র মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আওক্'াফ-ই-মাদ'বূত'া আওক্'াফ মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বাধীনে এবং আওক্'াফ-ই-মুল্‌হ়াক'াঃ উক্ত মন্ত্রণালয়ের শুধুমাত্র তত্ত্বাবধানে থাকে। আর আওক্'াফ-ই-মুস্‌তাছ়'না সম্পূর্ণ স্বাধীন (যথা খৃস্টান ওয়াক্‌'ফ)।

১৯২৪ খৃস্টাব্দে ৩ মার্চের ধর্ম-নিরপেক্ষ আইন অনুসারে (৪২৯ নং) আওক্'াফ মন্ত্রী পদ লোপ করা হয় এবং ওয়াক্‌'ফ কার্য-কলাপ প্রধান মন্ত্রীর অধীনে সাধারণ পরিচালনা বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এই বিভাগের কর্তব্য ছিল জনহিতকল্পে স্থাপিত কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট ওয়াক্‌'ফ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অথবা ওয়াক্‌'ফ সম্পত্তিগুলিকে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে লাগাইয়া যাবতীয় ওয়াক্‌'ফ সম্পত্তির বিলোপ সাধন।

মিসরে যাবতীয় ওয়াক্‌'ফ কৃষিভূমি (রিয্‌ক'াঃ) মুহ়'াম্মাদ 'আলী সরকারের আমলে বাজেয়াপ্ত করা হয়। কেবলমাত্র ওয়াক্‌'ফকৃত ঘরবাড়ী ও বাগান স্থিতাবস্থায় রাখা হয়। ১৮৫১ খৃস্টাব্দে একটি কেন্দ্রীয় ওয়াক্‌'ফ পরিচালনা বিভাগ স্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন পরিবর্তনের পর ১৯১৩ খৃস্টাব্দে বিভাগটি একটি মন্ত্রী দফতরে উন্নীত হয়। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে ১৩ জুলাই-এর একটি ঘোষণা অনুসারে জনহিতকর কার্যে নিয়োজিত সমস্ত ওয়াক্‌'ফ সম্পত্তি উক্ত কেন্দ্রীয় পরিচালনা বিভাগের অধীনে আনা হয়। সেই সঙ্গে কোন কোন পারিবারিক ওয়াক্‌'ফ কোন কারণবশত বিচার বিভাগের রায় (ফায়সা'লাঃ) মতে অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা অনুযায়ী এই বিভাগে হস্তান্তরিত করা হয়। ওয়াক্‌'ফ বিধান সংস্কার করিবার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার পর ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ওয়াক্‌'ফ সম্পর্কেও খসড়া আইন প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে কমিটির প্রস্তাবগুলি কিছু কিছু সংশোধন করিয়া আইনে পরিণত করা হয়। এই নূতন আইনের প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে, সকল পারিবারিক ওয়াক্‌'ফ উক্ত সময় হইতে অস্থায়ী বিবেচিত হইবে, এমন কি জনসাধারণের হিতার্থে সম্পাদিত ওয়াক্‌'ফও যদি মসজিদ অথবা কবরস্থানের জন্য সম্পাদিত না হয়, তবে তাহাও সাময়িক ও অস্থায়ী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে।

ফিলিস্তীন, সিরিয়া এবং ইরাকে জাতিসংঘের নির্দেশনামার (Mandates) ধারামতে শারী'আত এবং দাতা কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যক্তি ওয়াক্‌'ফ সম্পত্তি পরিচালনা করিবে। ফিলিস্তীনে ওয়াক্‌'ফ সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি একটি সর্বোচ্চ মুসলিম শারী'আঃ পরামর্শ সংস্থার হস্তে ন্যস্ত করা হয়। ইরাকে ১৯২৪ খৃস্টাব্দে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ওয়াক্‌'ফের জন্য একটি মন্ত্রী দফতর প্রবর্তন করা হয়। পক্ষান্তরে ফরাসী নির্দেশাধীন (mandated) অঞ্চলসমূহে ওয়াক্‌'ফগুলি তত্ত্বাবধানকারী শক্তির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। (দ্র. Rabbath, L'evolution politique de la Syrie sous mandat, Paris 1928, p. 297 প.) আর স্বাধীন সিরিয়া ও লেবানন রাষ্ট্রে উহার পরিবর্তে মন্ত্রী দফতর তৈয়ার করা হয়। মিসরের ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে আইনের সাধারণ ধারা অনুসরণে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে আইন দ্বারা লেবাননে পারিবারিক ওয়াক্‌'ফ সংস্কার করা হয়, সিরিয়াতে ১৯৪৯ খৃস্টাব্দে আইন দ্বারা উহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই আইন বলে এই ধরনের ওয়াক্‌'ফের দেনা-পাওনা পরিশোধ করিয়া উহা তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাংলাদেশেও বহু ওয়াক্‌'ফ সম্পত্তি রহিয়াছে। এইগুলি মসজিদ, মাযার, মাদ্‌রাসাঃ ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত। এইগুলি তদারকের জন্য একজন ওয়াক্‌'ফ কমিশনারের অধীনে একটি সরকারী দফতর রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সর্বজনপরিচিত হ'াদীছ এবং ফিক্‌'হ গ্রন্থগুলি

ছাড়া এই বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি ছাপা হইয়াছে : (১) হিলালু'র-রা'য় (মৃ. ২৪৫/৮৫৯), আহ্'কামু'ল-ওয়াক্'ফ, হ'ায়দারাবাদ ১৩৫৫ ; (২) আল-খাস্'সা'াফ (মৃ. ২৬১/৮৭৫), আহ'কামি'ল-ওয়াক্'ফ, কায়রো ১৯০৪ খৃ.; (৩) ইব্রাহীম ইব্ন মূসা আত'-ত'ারাবুলুসী (মৃ. ৯২২/১৫১৬), আল-ইস'আফ ফী আহ'কামি'ল-আওক'াফ, কায়রো হি. ১২৯২; (৪) ক'াদীর পাশা, ক'ানূনু'ল-'আদ্ল ওয়া'ল-ইন্সা'াফ লি'ল-ক'াদ'া' 'আলা মুশ্কিলাতি'ল-আওক'াফ, বূলাক' ১৩১১। এই বিষয়ে রচিত বিরাট সাহিত্যের মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে : (৫) Tornauw, Das moslem., Recht, Leipzig 1885, p. 155 প., (৬) Th. W. Juynboll, Handbuch des Islam. Gesetzes, Leyden 1910, 60, 3rd (Dutch) ed. 1925, 62 ; (৭) Kresmarik, Das Wakfrecht vom Standpunkte des Sari'atrechtes nach der Hanafit. Schule, in ZDMG, xlv. (1891), 511—576 ; (৮) E. Clavel, Le Wakf ou Habous (Rites hanafite et malekite, 2 vols, Cairo 1896 ; (৯) E. Mercier, Le Hobous ou Ouakof, ses regles et sa jurisprudence, Algiers n.d. (from Revue algerienne et tunisienne de legislation et de jurisprudence) ; (১০) ঐ লেখক, Le Code des hobous, Constantine 1899 ; (১১) M. Morand, Etudes de droit musulman, Algiers 1910, p. 225 প. ; (১২) O. Pesle, La theorie et la pratique des Habous dans le rite malekite, Casablanca n.d. ; (১৩) Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita, Rome 1926, i.246 প. (on long term agreements) ; (১৪) M. del Nido y Torres, Derecho musulman, 2. ed., Tetuan 1927, p. 163 প. ; (১৫) Probster, Privateigentum u. Kollektivismus, in Islamica iv (1931), p. 471 প. (Manfa'a-Berechtigungen).—মিসর : (১৬) Ahmed Zaki Saad, Le "Wakf" de famille. Etude critique, Paris 1928 ; (১৭) A. Sekaly, Le Probleme des wakfs en Egypte, in REI, iii, (1929) ; (১৮) S. Messina, Traite de droit civil egyptien mixte. T. iv. ; Traite du wakf, p. i, 2. Alexandria 1934 (with bibliography) ; (১৯) আস-সানহূরী, ক'ানূনু'ল-ওয়াক্'ফ, কায়রো ১৯৪৯ খৃ. ; (২০) J. N. D. Anderson, Recent Developments in Shari'a Law (M. W. 1952 pp. 257-276) (relates also to Lebanon). সিরিয়া: (২১) J. Chaoui, Le regime foncier en Syrie, Aix 1928 (Th. dr.), p. 57-69, 180-182.—ত্রিপলী : (২২) Gius. Califano, Il regime dei beni Auqaf nella storia e nel diritto dell' Islam, Tripolis 1913 ; (২৩) E. Cucinotta, Istituzioni di diritto coloniale italiano, Roma 1930, p. 309 প., 384 প. (with further references)—তিউনিস : (২৪) H. de Montety, Une loi agraire en Tunisie, Cahors 1927 (Toulouse, Th. dr.) ; (২৫) E. Sultan, Essai sur la Politique fonciere en Tunisie, Paris 1930, p. 309 প. ; (২৬) E. Fitoussi and A. Benazet', L'etat Tunisien et le Protectorat Francais, Paris 1931, ii. 393 প. ; (২৭) A. Scemla, Le contrat d'Enzel en droit Tunisien, Paris 1935.—আলজিরিয়া : (২৮) E. Larcher, Traite elementaire de legislation algerienne 3, Paris 1923, iii. 203-213 ; (২৯) J. Terras, Essai sur les beins habous en Algerie et en Tunisie, Lyon 1899 (with earlier literature) ; (৩০) Hacoun, Etude sur l'evolution des coutumes Kabyles spec. en ce qui concerne l'exheredation des femmes et la Pratique des Hobous, Algiers 1921. (Th. dr.) ; (৩১) M. Mercier, Etude sur le wakf Abadhite et ses applications au Mzab, Algiers 1927 (Th. dr.).—মরক্কো : (৩২) Probster gives earlier literature in Islamica iv. 373 notes, 374 note 1 ; (৩৩) Michaux-Bellaire, Paris 1914, Les Habous de Tanger, in AM, xxii,-xxiii. ; (৩৪) L. Milliot, Demembrements du Habous, Paris 1918 ; (৩৫) Ch. Ader, Le regime foncier Marocain, Toulouse 1920, p. 52 প. ; (৩৬) A. Mesureur, La propriete fonciere au Maroc, Paris 1921, p. 53 প., 75 প. ; (৩৭) P. L. Riviere, Traites, codes et lois du Maroc, Paris 1925, iii. 839 প.—পারস্য : (৩৮) K. Sandjabi, Essai sur l'economie rurale et le regime agraire de la Perse, Paris 1934, p. iii প.—ইন্দোনেশিয়া : (৩৯) C. van Vollenhoven, Het adatrecht van Ned. Indie, ii. Leiden 1931, p. 166 ; (৪০) Koesoemah Atamadja, De Mohammedanische vrome stichtingen in Indie, 1922.

W. Heffening (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম
ও
আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ওয়াসি'ল ইব্ন 'আত'া' (واصل بن عطاء) আবু হ'য'ায়ফাঃ আল-গ'ায্যাল, মু'তাযিলাঃ (দ্র.) সম্প্রদায়ের প্রধান। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনী-সংক্রান্ত তথ্যাদি, বিশেষত প্রাচীন গ্রন্থসমূহে অতি অল্প যাহা কিছু আছে তাহাতে বিশেষ কোন মতভেদ নাই। তিনি ৮০/৬৯৯-৭০০ সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন, সেখানে তিনি বানূ দ'াব্বাঃ অথবা বানূ মাখ্যূম গোত্রের সহিত সন্ধিসূত্রে সম্পর্কিত মাওলা (দ্র.) ছিলেন। তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বসরা গমন করেন এবং হ'াসান আল-বাস'রী (দ্র.)-র সঙ্গ লাভ করেন এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জাহ্ম ইব্ন স'াফ্ওয়ান (দ্র.) এবং বাশ্শার ইব্ন বুর্দ সুপরিচিত। তবে এই তিন ব্যক্তির কাহারও সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। ওয়াসি'লের পত্নী 'আম্র ইব্ন উ'বায়দ আবূ 'উছ'মানের ভগ্নী ছিলেন। তাঁহার পরেই 'আম্র সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত আদি মু'তাযিলাদের অন্যতম ছিলেন। ওয়াসি'ল (ر) 'র' বর্ণ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। ভাষার উপর আধিপত্য থাকার দরুন তিনি খুত্'বাঃ এবং কথোপকথনে এই বর্ণটি এড়াইয়া চলিতে সক্ষম ছিলেন। তাঁহার এই প্রকার খুত্'বার নমুনা অদ্যাবধি সংরক্ষিত আছে। তাঁহার গ্রীবা

অস্বাভাবিক দীর্ঘ হওয়ায় সকলের দৃষ্টি সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। এইজন্য তাঁহার সম্পর্কে তাঁহার প্রাক্তন বন্ধু বাশশার বিদ্রুপাত্মক উক্তি করিয়াছেন।

তাঁহার লাক'াব ছিল আল-গ'ায্যাল। কারণ তিনি প্রায়শ তাঁতীদের বাজারে যাইতেন এবং এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগকে ভিক্ষা দান করিতেন। তিনি টাকা-পয়সা স্পর্শ করিতে বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করিতেন বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত।

হ'াসান আল-বাস'রী-এর সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে ওয়াসি'লের মতভেদ দেখা দিলে তিনি হ'াসান আল-ব'াসরীর শিষ্যত্ব ত্যাগ করেন (اعتزل)। তখন হইতে মু'তাযিলাঃ মতবাদের সূচনা হয় বলিয়া কথিত। উক্ত সম্প্রদায়ের নামের উৎসমূল শুধু এই ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় না (দ্র. মু'তাযিলাঃ)।

ওয়াসি'ল প্রধানত চারিটি বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেন: ১। আল্লাহ তা'আলার গুণ (সি'ফাঃ) শাশ্বত নয় (তু. প্রবন্ধ সি'ফাত); ২। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা রহিয়াছে, এই বিষয়ে তিনি ক'াদারীয়া (দ্র.)-গণের সহিত একমত; ৩। কোন মুসলিম গুরুতর পাপকার্য (কাবীরাঃ গুনাহ) করিলে সে ইসলাম ও কুফরীর মধ্যবর্তী অবস্থায় উপনীত হয়; ৪। হযরত 'উছ'মান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডে, উষ্ট্র যুদ্ধে এবং সি'ফ্ফীনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের একদল নিশ্চয়ই ভ্রান্ত; ঠিক যেমন লি'আনে (দ্র.) অংশ গ্রহণকারীদের একজন অবশ্যই মিথ্যা শপথ গ্রহণ করিয়া থাকে।

এই সম্পর্কে জাহি'জে'র আল-বায়ান গ্রন্থে ওয়াসি'ল সম্বন্ধে লিখিত অনুচ্ছেদ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সেখানে বলা হইয়াছে যে, সুন্নী চিন্তাধারা হইতে তাঁহার বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তবে পরবর্তী গ্রন্থসমূহে ততটা বিচ্যুতির উল্লেখ নাই। সমসাময়িক তথ্যের অভাবে তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ণতর অনুসন্ধান ব্যাহত হইয়াছে।

কথিত আছে যে, ওয়াসি'ল তদীয় ভাবধারা প্রচারের জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রচারকগণকে তিনি মুসলিম জাহানের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। আশ্-শাহরাস্তানী বলেন, তাঁহার জীবদ্দশায় ওয়াসি'লীয়াঃ নামক একটি সম্প্রদায় মাগ'রিবে বাস করিত। কিন্তু আল-আশ'আরীর মাক'ালাত পুস্তকে ওয়াসি'-লীয়াঃ সম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই। উক্ত গ্রন্থে ওয়াসি'লের নাম মাত্র একবার উল্লেখ করা হইয়াছে (ed. Ritter, i. 222)। কথিত আছে (দ্র. যথাঃ ইব্ন খাল্লিকান) যে, তিনি সমসাময়িক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কতিপয় পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। ১৩১/৭৪৮-৭৪৯ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

গ্রন্থপঞ্জী: (১) আবু'ল-হ'সায়ন 'আবদু'র-রাহ'ীম ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'উছ'মান আল-খায়্যাত', কিতাবু'ল-ইন্তিস'ার, ed. Nyberg, কায়রো ১৩৪৪, index; (২) আল-মাস'উদী, ৭খ, ২৩৪; (৩) আল-জাহি'জ', কিতাবু'ল-বায়ান, কায়রো ১৩১১ হি., ১খ ৮ প.; (৪) ইব্ন কু'তায়বাঃ, আদাবু'ল-কাতিব, ed. Grunert, পৃ. ১৫ প.; (৫) কিতাবু'ল-আগ'ানী, ৩খ, ২৪, ৬১; (৬) আল-বাগ'দাদী, index; (৭) আশ-শাহরাস্তানী, পৃ. ৩১-৩৪; (৮) আল-মুবার্‌রাদ, আল-কামিল, ed. Wright, index; (৯) আল-কিন্দী, খাওয়াকি'ক, ed. Soerensen p. 290, 33; (১১) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৭৯১; (১০) য়াকূ'ত, ইরশাদ ed. Margoliouth. G. MS, ৭খ, ২২৩ প.; (১১) আল-মাহদী লি-দীনিল্লাহ আহ্'মাদ ইব্ন য়াহ্'য়া ইব্ন আল-মুরতাদ'া, কিতাবু'ল-মুন্য়া, ed. Arnold, হ'ায়দরাবাদ ১৩১৬ হি., Leipzig 1902, index; (১২) আয'-য'াহ্বী, মীযানু'ল-ই'তিদাল, নং ২৩০১; (১৩) Pococke, Spec. hist. arabum, ed. White, Oxford 1806, p. 214 প., (১৪) Weil, Geschichte der Chalifen, i. 193; ii. 261, 262; (১৫) A. V. Kremer, Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen, ii, 410 প.; (১৬) H. Steiner, Die Mutaziliten, Leipzig 1865, p. 25, 49, প.; (১৭) Houtsma, De strijd over het dogma in den Islam tot op el—Ash'ari, Leyden 1875, p. 51 প.; (১৮) Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, Heidelberg 1910, p. 101; (১৯) H. Galland, Essai sur les Mo'tazeltes, Geneva 1906, p. 39 প.; (২০) M. Horten, Die philosophischen Systeme der spekulativen Theologen im Islam, Bonn 1912, index; (২১) Houtsma, in WZKM, iv. 219 প.; (২২) A. J. Wensinck, The Moslim Creed, Cambridge 1932, index.

ওয়ারাক'াঃ ইব্ন নাওফাল (ورقه بن نوفل) ইব্ন আসাদ আল-কু'রাশী, হযরত খাদীজাঃ (রা)-এর জ্ঞাতি ভাই। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক বৎসরগুলিতে তিনি হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে উৎসাহিত করেন।

তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত হওয়া যায় তাহা অনেকটা গল্পের আকারে বর্ণিত। তিনি মক্কাবাসীদের বিশেষ এক শ্রেণীর অন্তর্গত। ইতিহাসে তাঁহারা হ'ানীফ নামে অভিহিত; তাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করতঃ হযরত ইব্রাহীম ('আ)-এর সত্য ধর্ম-অন্বেষণে কৃতসংকল্প হন। ওয়ারাক'াঃ খৃস্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, মিতাচার পালন করেন, হিব্রু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, বাইবেল অধ্যয়ন করেন এবং Gospels হিব্রু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন (হিব্রু বর্ণমালায়?)।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, বাহ'ীরাঃ নামক মঠবাসী সাধুর ন্যায় তিনি আধিভৌতিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। যে রমণী ভবিষ্যত নবী (স')-এর জননী হইবার আশায় 'আবদুল্লাহ্‌র নিকট প্রেম নিবেদন করিয়া অকৃতকার্য হন, তিনি ওয়ারাক'ার এক ভগ্নী বলিয়া অভিহিত। 'আবদুল্লাহ্‌র ললাটে তাঁহার পুত্রের নুবুওয়াতের লক্ষণ তিনি স্পষ্ট দেখিতে পান। বালক হযরত মুহ'াম্মাদ (স') ধাত্রীর নিকট হইতে খেলিতে খেলিতে একটু দূরে সরিয়া পড়িলে ওয়ারাক'াই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন। হযরত খাদীজাঃ (রা) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার পূর্বে তাঁহার পরামর্শ চাহিলে তিনি প্রস্তাবটি সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেন। প্রথম প্রত্যাদেশের বিষয় সর্বপ্রথম তাঁহার গোচরে আনা হয় এবং তিনি হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে বলেন যে, হযরত 'ঈসা ('আ) নবী হিসাবে ধর্ম প্রচারার্থ তাঁহার আগমন-বার্তা পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছেন; তাঁহার নিকট যিনি প্রত্যাদেশ লইয়া আসিয়াছিলেন তিনি নামূস, তিনি মূসা ('আ)-এর কাছেও আসিয়াছিলেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর কর্ম-জীবন এবং তাঁহার সাফল্য ও বিজয় লাভের বিষয়ে ওয়ারাক'াঃ ভবিষ্যৎ-বাণী করেন। পৌত্তলিক মনিব বিলালকে শাস্তি প্রদান করিলে ওয়ারাক'াই তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির দ্বিতীয় কি তৃতীয় বৎসরে তিনি ইন্তিকাল করেন। তখনও মুহ'ম্মাদ (স')-কে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করিতে এবং কাহাকেও ইসলামে দীক্ষিত করিতে নির্দেশ দান করা হয় নাই। শেষ জীবনে ওয়ারাকা'ঃ দৃষ্টিশক্তিহীন হন। তাঁহার মৃত্যুর পর হযরত মুহ'ম্মাদ (স') তাঁহাকে শ্বেত-পোষাক পরিহিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন; উহার তাৎপর্য হইতেছে তিনি বেহেশতবাসী হইয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হিশাম, পৃ. ১০০-১০১, ১০৭, ১৪৩, ১৪৯, ১৫৩-১৫৪, ২০৫; (২) আত্'-ত'াবারী, ১খ, ১১৪৭-১১৫২; (৩) ইব্ন সা'দ ১/১ ঃ ৫৮, ১৩০; (৪) ইব্নু'ল-আছ'ীর, উস্দু'ল-গ'াবাঃ, ৫খ, ৮৮; (৫) ইব্ন হ'াজার, ইস'াবাঃ, কায়রো ১৩২৫ হি., ৬খ, পৃ. ৩১৭; (৬) Sprenger, Leben und Lehre, i. 128-134; (৭) Caetani, Annali dell' Islam, Introduzione, p. 129, 156, 180, 182, 183, 208, 210, 227, 231, 251. 262; (৮) Lammens, Les Juifs de la Mecque a la veille de l'Hegire, in Recherches de Science des Religions, viii. (1918) 18; (৯) M. Guidi, Storia della religione dell'Islam, Turin 1935, p. 16—18; (১০) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 97. (S.E.I.)/V. Vacca

ওয়ালিয়্যুল্লাহ, শাহ (ولی اللہ شاہ) শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ ভারত উপমহাদেশে মুগ'ল বাদশাহীর পতনের যুগে খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে হি. ১১১৪ সন মুতাবিক ১৭০৩ (বা ১৭০২) খৃ. দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্-এর জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল আবু'ল-ফায়্যাদ' আহ্'মাদ কু'ত্'বু'দ-দীন।

তিনি একজন যুগস্রষ্টা চিন্তানায়ক ছিলেন। ভারতে মুগ'ল রাজ-শক্তির অস্তবেলায় বিদেশী পাশ্চাত্য শক্তির অভ্যুদয় কালের পূর্বক্ষণে ভারতে ইসলামের পথ-নির্দেশে তাঁহার অবদান চিরস্মরণীয়।

তাঁহার পিতা শাহ 'আবদু'র-রাহ'ীম এবং পিতামহ শাহ্ ওয়াজীহ'দ-দীন সম্রাট আওরঙ্গযেবের আমলে বিখ্যাত 'আলিম ছিলেন।

শৈশবেই তাঁহার মধুর ব্যবহার ও সময়ানুবর্তিতার মধ্যে তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের আভাস পাওয়া যাইত। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি প্রাথমিক মাক্তাবে ভর্তি হন। মাক্তাবে কু'রআান শরীফ শিক্ষা করেন এবং গৃহে পিতার নিকট ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। পনের বৎসর বয়সে তিনি 'আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এই সময়ে তিনি তাফ্সীর, হ'াদীছ', ফিক্'হ, উস্'ল, মান্তি'ক', কালাম, তাস'াওউফ, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন, জ্যামিতি ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় এবং পনের বৎসর বয়সে তিনি পিতার হাতে বায়'আত হন। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, এই বয়স হইতেই তিনি পূর্ণ আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। দুই বৎসর পর ১৭১৯ খৃস্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতা কর্তৃক স্থাপিত মাদ্রাসায় অধ্যা-পনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং দীর্ঘ বার বৎসর এই কার্যে লিপ্ত থাকেন। এই সময়ে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করেন।

হ'াদীছে'র ইতিহাস, সত্যতা পরীক্ষা, ব্যাখ্যা এবং কু'রআানের সঙ্গে উহার সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য তিনি হি'জায সফরের সংকল্প করেন। ১৭৩০ খৃস্টাব্দে তিনি হি'জায যাত্রা করেন এবং মক্কায় হ'াজ্জ সমাধা করিয়া মদীনা গমন করেন। মদীনায় তিনি এক বৎসর মুসলিম জাহানের বিশিষ্ট 'আলিম ও চিন্তানায়কদের সঙ্গে মুসলিম জগতের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। হি'জাযে তিনি শায়খ আবূ ত'াহির মুহ'ম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম কুর্দী মাদানী ও শায়খ 'আবদুল্লাহ ইব্ন শায়খ সুলায়মান মালিকের নিকট হ'াদীছ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। ইহা ছাড়াও শায়খ তাজু'দ-দীন হ'ানাফী, মুফ্তী-ই-মক্কা শায়খ 'আজাব'ী প্রমুখ বিশিষ্ট 'আলিমদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। এইভাবে তিন বৎসর সেখানে থাকিয়া ১৭৩৩ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় বার হ'াজ্জ সমাধা করিয়া স্বদেশ অভি-মুখে রওয়ানা হন এবং ছয় মাস পরে দিল্লী পৌঁছেন। হি'জাযে অবস্থানকালে তিনি এক স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি হযরত ইমাম হ'াসান ও ইমাম হ'সায়ন (রা)-এর হাত হইতে রাসূল কারীম (স')-এর কলম ও পায়াবরণ উপহার পান। ইহার ব্যাখ্যা হইল, তিনি জ্ঞানের পরিচর্যায় পৃথিবীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন।

যুক্তি প্রয়োগে সত্যকে পরিস্ফুট করিবার আগ্রহ ছিল তাঁহার প্রবল। কু'রআান-হ'াদীছ'কে ব্যাখ্যা করিবার যে অধিকার প্রাচীন যুগের অর্থাৎ ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের 'আলিমদের ছিল—সে অধিকার সত্যের অনুসন্ধানী ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিম হিসাবে তাঁহারও যে আছে, একথা তিনি বলিয়াছেন। এইভাবে ধর্মের মূলীভূত তত্ত্ব আবিষ্কার কার্য স্বাধীন যুক্তি এবং জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, এই সত্য শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ অনুসরণ করিয়াছেন।

সম্রাট আওরঙ্গযেবের মৃত্যুর মাত্র চারি বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি পাক-ভারত উপমহাদেশে অনেক বিপর্যয়, অনেক বিশৃঙ্খলা এবং একটি বিদেশী শক্তির অভ্যুদয় দেখিয়া-ছিলেন। ইহাতে তদানীন্তন মুসলিমদের ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁহার মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। মুসলিমদের তখন ঘোর দুর্দিন। মুগ'ল রাজশক্তি তখন ক্ষীয়মাণ এবং আত্মকলহে জর্জরিত। তদুপরি সম্মিলিত মারাঠা ও শিখদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে উৎপীড়িত মুসলিমগণ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল।

তাঁহার প্রধান চিন্তা হইল, কি করিয়া এই দেশের মুসলিমদিগকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা যায়। তিনি বুঝিলেন যে, মুসলিমদিগের পতনের কারণ ইসলামের মূল সত্য হইতে তাহাদের বিচ্যুতি। যে ইসলাম একদিন তাহাদের জীবনকে সর্ব কর্মে সার্থক ও সফল করিয়াছিল, তাহার সহিত তাহাদের এখন তেমন যোগাযোগ নাই। যদি আবার ইসলামের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তবেই মুসলিমদিগের বাঁচিবার সম্ভাবনা।

এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি তাঁহার কর্মপন্থা বাছিয়া লন। শারী'আতের তাৎপর্য সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। ইসলামী সমাজ, ব্যক্তিগত জীবন এবং রাজনীতির লক্ষ্য কিরূপ হইবে—এই সমস্ত গ্রন্থে তিনি তাহাই আলোচনা করেন এবং এই সত্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান যে, মানুষের সমস্ত কর্মশক্তি এবং সফলতা আল্লাহ তা'আলার রাসূল (স') কর্তৃক প্রচা-রিত শাশ্বত সত্যকে স্বীকার করার উপর প্রতিষ্ঠিত।

শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ বিশ্বাস করিতেন যে, কু'রআান ও হ'াদী-ছে'র শিক্ষার উপরই জাতির উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। সেজন্য

তিনি সর্ব প্রথম কু'রআান মাজীদ ও ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্‌ত'া' নামক হ'াদীছ' গ্রন্থ ফারসী ভাষায় তরজমা করেন। তৎকালে ফার্‌সীই সামাজিক ভাষা ছিল। পরে উর্দু'র প্রচলন হইলে তাঁহার পুত্রগণ কু'রআান মাজীদের তরজমা উর্দু'তে করেন। তিনি প্রথমে কু'রআান মাজীদ ও পরে হ'াদীছ' পাক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কু'রআান মাজীদের নাসিখ্‌-মানসূখ সমস্যা সম্পর্কে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, কু'রআান মাজীদের মান্‌সূখ আয়াতের সংখ্যা মাত্র পাঁচ। তাঁহার পূর্ববর্তিগণের ধারণা অনুযায়ী এই সংখ্যা অনেক বেশী। (কাহারও কাহারও মতে কু'রআান মাজীদের কোন আয়াতই নাসিখ্‌ বা মান্‌সূখ্‌ নহে)। তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে কু'রআানের জীবন-ব্যবস্থা এবং ইসলামী জীবন-দর্শন সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কু'রআানই ইসলামী বিধানের ভিত্তি। সুন্নাহ, ইজ্‌মা' ও কিয়াস কু'রআানের ব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তিনি হ'াদীছ'শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ্‌ এবং তাঁহার পুত্রগণের চেষ্টাতেই এই দেশে হ'াদীছে'র চর্চা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

মুসলিমদিগের জাতীয় ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার স্বাধীনতা ইসলামকে যেমন একদিন মহিমান্বিত করিয়াছিল, তেমন একশ্রেণীর লোকদিগের ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি মানুষের জীবনের উপর ইসলামের প্রকৃত প্রভাবকে খর্ব করিয়া দিয়াছে। তিনি সমাজ হইতে গোঁড়ামী এবং ধর্মোন্মত্ততা দূর করিয়া উদার মতবাদ প্রচার করার চেষ্টা করেন। তাঁহার এই চেষ্টার ফলে পরবর্তীকালে ভারত উপমহাদেশে এক শ্রেণীর উদারপন্থী ও সত্যাশ্রয়ী 'আলিমের সৃষ্টি হয়।

শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ ইসলামকে এক বিপ্লবী ধর্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। বিশ্বমানবের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনই ইসলামের লক্ষ্য। এইজন্য তিনি বলেন যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যদি কোন বিপ্লব দেখা দেয় তবে তাহা সমর্থনযোগ্য। কারণ বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্রতর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করা সঙ্গত।

তিনি মনে করিতেন, সমস্ত পৃথিবীতে এই ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগঠনের প্রয়োজন রহিয়াছে। তাঁহার মতে, একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই মতবাদ সমস্ত পৃথিবীতে প্রচারিত হওয়া উচিত। মক্কা শারীফই এই কেন্দ্রের উপযুক্ত স্থান। বিশ্ব-মানবের কল্যাণে ইসলামের বাণী প্রচারের কোনরূপ বাধার বিরুদ্ধে সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করাও তিনি সঙ্গত মনে করিতেন।

'ইল্‌ম তাস'াওউফ সম্বন্ধে শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ্‌ তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মানুষের শারীরিক সত্তার সঙ্গে তাঁহার আধ্যাত্মিক সত্তার একটি মিল রহিয়াছে। ব্যায়ামের দ্বারা যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্তিশালী হয় সেইরূপ সংযম ও সাধনার ফলে আধ্যাত্মিক সত্তাও শক্তিশালী হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখিয়া আপন কার্যে প্রবৃত্ত হইলে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

নুবুওয়াত সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, নবী ও রাসূলগণ আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ করুণায় সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন হন। মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক উন্নতি সাধনের জন্য আল্লাহ্‌ যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রচারিত দীন-ই-ইসলাম যুক্তিপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তিনি কেবলমাত্র গ্রন্থকার ও চিন্তানায়কই ছিলেন না, ইস্‌তিয়াক' কবি-নামে 'আরবী, উর্দু ও ফার্‌সী ভাষায় তিনি অনেক কবিতাও লিখিয়াছেন। তাঁহার ফার্‌সী ও 'আরবী কবিতাবলীর অধিকাংশই না'ত এবং মদীনার প্রশংসামূলক।

শাহ্‌ ওয়ালিয়ুল্লাহ্‌ প্রায় দুই শত গ্রন্থ রচনা করেন। এইগুলির মধ্যে ৩৪টি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কয়েকটি গুরুত্ব-পূর্ণ গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল :

১। হ'জ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা'ঃ (حجة الله البالغة) : ইহা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, শারী'আতের বিধানসমূহের যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। ইহা মুসলিম বিশ্বে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ।

২। ইযালাতু'ল-খাফা' 'আন খিলাফাতি'ল-খুলাফা' (ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء) : খুলাফা' রাশিদীন-এর তথ্য-নির্ভর ইতিহাস।

৩। ফাত্‌হ'র-রাহ্‌'মান ফী তার্‌জামাতি'ল-কু'রআান (فتح الرحمن فى ترجمة القرآن) : ইহা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ কু'র-আানের ফার্‌সী তরজমা।

৪। আল-ফাওযু'ল-কাবীর (الفوز الكبير) : তাফ্‌সীরের মূলনীতিসমূহের (اصول تفسير) উপর ফার্‌সীতে লিখিত পুস্তক।

৫। ফাতহ'ল-খাবীর (فتح الخبير) : 'আরবীতে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য কু'রআানের তাফ্‌সীর।

৬। খায়র কাছ'ীর (خير كثير) : সূ'ফীতত্ত্বের উপর মূল্যবান একখানা গ্রন্থ।

৭। আল-ক'াওলু'ল-জামীল (القول الجميل) : ইহাও তাস'াওউফ সংক্রান্ত পুস্তক।

৮। আল-জুযউ'ল-লাত'ীফ ফী তার্‌জামাতি'ল-'আব্‌দি'দ-দ'াঈফ (الجزء اللطيف فى ترجمة العبد الضعيف) : ইহা তাঁহার আত্ম-জীবনী। দীর্ঘকাল জাতীয় কল্যাণে রত থাকার পর ১৭৬২ খৃস্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় 'আলামগীরের রাজত্বকালে দিল্লী নগরে অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও গ্রন্থ রচয়িতা শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ ইন্‌তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) তারাচাঁদ, History of Freedom Movement in India, Vol. 1, pp. 178—80; (২) مقدمة حجة الله البالغة مترجم ابو محمد عبد الله, (৩) মুস্তাফিযুর রহমান, শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী ; ইযালাতু'ল-খাফা'-র উর্দু অনুবাদ, করাচী, পৃ. ১৩-২৪; (৪) আল-ফুর্‌ক'ান, শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ সংখ্যা।

সৈয়দ আলী আহসান ও মুহম্মদ রেযাউর রহমান

ওলী (ولى : ওয়ালী), ১। শব্দটি 'আরবী মূল ওয়ালা' হইতে উদ্ভূত, উহার অর্থ কাছাকাছি থাকা এবং 'ওয়ালিয়া' শব্দের অর্থ শাসন করা, আধিপত্য করা এবং কাহাকেও রক্ষা করা। সাধা-রণ প্রচলিত ব্যবহারে এই শব্দটির অর্থ রক্ষাকর্তা, উপকারক, সহচর, বন্ধু, নিকট আত্মীয় অর্থেও প্রযোজ্য, বিশেষত তুর্কী ভাষায়।

ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যবহৃত হইলে ওয়ালী (সিদ্ধ পুরুষ) ও ইংরেজী Saint প্রায় সমার্থক। ইহার পশ্চাতে যে ভাবধারা বিদ্যমান তাহা একটি রীতিবদ্ধ মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছে, এবং

কার্যত উহা যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। ফলে, পরিভাষাটির প্রয়োগ ব্যাখ্যা করা একান্ত প্রয়োজন। কু'রআন শারীফে এই মতবাদের অস্তিত্ব নাই; সেখানে ওয়ালী শব্দ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত: নিকট-আত্মীয়—যাহার হত্যার জন্য প্রতিশোধ দাবী করা চলে (১৭ : ৩৩), আল্লাহ্‌র বন্ধু (১০ : ৬২) অথবা আল্লাহ্‌র সন্নিকটবর্তী; আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম হিসাবেও শব্দটি ব্যবহৃত (২ : ২৫৭): "যাহারা বিশ্বাসী, আল্লাহ তাহাদের ওয়ালী।" একই আখ্যা নবী (স')-কেও দেওয়া হইয়াছে।

২। হুজবীরীর তা'রীফাত অনুযায়ী ওয়ালী শব্দটি 'আরিফ বি—ল্লাহ্ যে "তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী", "যে আল্লাহকে চিনে" কথার সমার্থজ্ঞাপক। যে মুসলিম দারব'শ প্রকৃতই এই আখ্যায় আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত, বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি বহুবিধ বিশেষ ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছেন। হুজ্‌ব'ীরী বলেন: তিনি শুধুমাত্র রিপুর তাড়না হইতে নিজেকে মুক্ত করেন নাই, কেবল আল্লাহ্‌র নিকট নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন নাই এবং শুধু "বন্ধন বা মুক্ত" করিতেই পারেন তাহা নহে, বরং তিনি বহু অলৌকিক ক্ষমতারও (কারামাত) অধিকারী। তিনি নিজের রূপ বদলাইতে পারেন, নিজেকে দূর-দূরান্তরে স্থানান্তরিত করিতে পারেন, বিভিন্ন ভাষায় বাক্যালাপ করিতে পারেন, মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন, বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারেন। যেমন আজকাল মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নে প্রায়ই উল্লিখিত হয়, উদাহরণত অন্যের মনের নিভৃত চিন্তার অনুধাবন, শব্দ বা সংকেত ব্যবহার ব্যতীত চিন্তার যোগাযোগ, ভাবী কালে কি ঘটিবে তৎসম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি হালকা হইয়া শূন্যে বিচরণ করিতে পারেন অথবা দূর হইতে কোন বস্তুকে ডাকিয়া নিকটে আনিতে পারেন, তিনি শুষ্ক ডালে পাতা জন্মাইতে পারেন, জলপ্লাবন দমন করিতে পারেন, বারিপাত এবং ঝর্ণাধারা রোধ করিতে পারেন। হুজ্‌'বীরী আরও অগ্রসর হইয়া বলেন যে, ওয়ালীদের হস্তে নিখিল-বিশ্বের শাসন-ব্যবস্থা ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহাদের বরকতে বারিধারা বর্ষিত হয়, তাঁহাদের পবিত্রতার কারণে বসন্ত সমাগমে গাছপালা নব-জীবন লাভ করে। তাঁহাদের আত্মিক প্রভাবে যুদ্ধে জয়লাভ ঘটে।

এই প্রকার ভাবধারার সাদৃশ্য দেখা যায় ব্রাহ্মণ্যবাদের উচ্চস্তরের সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে রচিত ভারতীয় কাব্যে। তাঁহারা পাপ ক্ষয়ার্থে প্রায়শ্চিত্তের শক্তি বলে প্রকৃতির উপর সর্বৈব ক্ষমতা অর্জন করেন; ইসলামে এই শক্তি বরং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রদত্ত দানের ফল, ব্যক্তিগত গুণাগুণ বা সিদ্ধ পুরুষদের সংসারবিরাগী ক্রিয়াকলাপের ফল নয়। জনসাধারণের ধারণায় সাধু পুরুষগণ এইরূপ অলৌকিক বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ অলৌকিক ব্যাপার সংঘটন শক্তির অধিকারী,—যেমন কোন বিশিষ্ট রোগ নিরাময় করা, বিশেষ ধরনের ব্যবসায়ে কৃতকার্যতা আনয়ন করা, পথচারীকে পথ প্রদর্শন করা এবং গোপন তথ্য আবিষ্কার করা ইত্যাদি। সাধুগণের অলৌকিক ব্যাপার (কারামাত) নবীদের অলৌকিক ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র। নবীগণের অলৌকিক ঘটনাকে মু'জিযাত বলা হয় এবং এইগুলি ধর্মের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত। মু'তাযিলীগণ কারামাত অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে সেইরূপ বিশেষ গুণের অধিকারী কেহ নাই। তাঁহারা ওয়ালীদের অলৌকিক ব্যাপারগুলি অস্বীকার করিয়া বলেন যে, প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমান, যিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশমত চলেন, তিনিই আল্লাহ্‌র বন্ধু অর্থাৎ ওয়ালী।

৩। একটি পদ্ধতি অনুসারে ওয়ালীগণ একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত এবং উহা বিভিন্ন গ্রন্থকার প্রায় একই আকারে প্রকাশ করেন। পৃথিবীতে ওয়ালী সর্বদাই বিরাজমান, তবে তাঁহাদের ধার্মিকতা সব সময় প্রকাশিত নয়; তাঁহারা সকলেই দৃশ্যগোচর নহেন কিংবা তাঁহাদিগকে সকল সময় দেখা যায় না। তবে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক মর্যাদার উত্তরণ চলিতে থাকে; তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে শূন্য স্থান পূরণ করা হয়। কাজেই তাঁহাদের সংখ্যা সর্বদা পূর্ণ থাকে। এই পৃথিবীতে তাঁহারা ৪,০০০ জন গুপ্ত অবস্থায় বাস করেন এবং তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন নহেন। অপরাপরগণ একে অন্যকে চেনেন এবং একত্রে কাজ করেন। যোগ্যতানুসারে তাঁহাদের ঊর্ধ্বক্রম এইরূপ: আখ্‌য়ার-এর সংখ্যা ৩০০; আব্‌দালের সংখ্যা ৪০; আব্‌রারের সংখ্যা ৭; আওতাদের সংখ্যা ৪; নুক'াবার সংখ্যা ৩; এবং কু'ত্'ব বা গ'াওছ' ১ জন মাত্র। বেশ কিছু সংখ্যক তত্ত্বজ্ঞানীকে প্রকৃতপক্ষে কু'ত্'ব আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জুনায়দ তাঁহার সময়ের কু'ত্'ব ছিলেন, ইব্‌ন মাস্‌রূক' ছিলেন অন্যতম স্তম্ভ (আওতাদ), প্রত্যেক রাত্রে আওতাদ ধ্যান যোগে সমগ্র বিশ্ব বিচরণ করেন এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি কু'ত্'বের নিকট জানান, যাহাতে তিনি উহার প্রতিবিধান করিতে পারেন।

Doutte আলজিরীয়া হইতে এই মতবাদের অপর একটি ধারা প্রকাশ করেন। এই আধ্যাত্মিক শাসনতন্ত্রে সাতটি স্তর আছে। সর্বনিম্ন স্তরে "নুক'াবা", তাঁহারা সংখ্যায় তিন শত এবং প্রত্যেকেই এক একটি আখ্যাহীন দরবেশ দলের প্রধান। তৎপর নুজাবা'র স্থান; তৎপর আব্‌দাল, তাঁহারা সংখ্যায় চল্লিশ হইতে সত্তর জন; তৎপর খিয়ার অর্থাৎ নির্বাচিত সাত ব্যক্তি, তাঁহারা অবিরত বিচরণ করিয়া দুনিয়ায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়ান। তৎপর আওতাদ (স্তম্ভ), তাঁহারা সংখ্যায় চারি জন, তাঁহারা মক্কাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ—এই প্রধান চারিটি দিকে বাস করেন, তৎপর কু'ত্'বের স্থান। কু'ত্'ব তাঁহার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ওয়ালী এবং শীর্ষদেশে গ'াওছে'র স্থান। তিনি কু'ত্'ব হইতে ভিন্ন। গ'াওছ' স্বীয় স্কন্ধে বিশ্বাসীদের পাপের কিছু অংশ বহন করিতে সমর্থ।

D' Ohsson তুরস্কে প্রচলিত নিম্নলিখিত মতবাদ প্রকাশ করেন। এখানেও সাতটি ধাপ বিদ্যমান। পৃথিবীতে সর্বদা ৩৫৬ জন ওয়ালী বাস করেন। সর্বপ্রথম গ'াওছ' আ'জ'াম বা "মহান আশ্রয়", দ্বিতীয় ধাপে তাঁহার উযীর কু'ত্'ব, তৎপর চারিজন আওতাদ (বা ucler) স্তম্ভ, অবশিষ্ট কয়জন সংখ্যা দ্বারা পরিচিত। উচ্‌লের, (ucler) সংখ্যা তিন; য়েদিলের (yadiler) সংখ্যা সাত, কির্‌ক্‌লের (kirkler) সংখ্যা চল্লিশ; উচিউযলের (ucyuzler) সংখ্যা তিন শত।

এই সাতটি শ্রেণী বেহেশতী সুখের সাতটি স্তরের অনুরূপ, প্রথম তিন শ্রেণীর ওয়ালীগণ সালাতের সময় মক্কায় অদৃশ্যভাবে উপস্থিত থাকেন। গ'াওছ' মৃত্যুমুখে পতিত হইলে কু'ত্'ব তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং এইভাবে সমগ্র স্তরের ওয়ালীদের এক একজন উচ্চ স্তরে পৌঁছেন; প্রত্যেক শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা পবিত্র আত্মা পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত হন। হুজ্‌ব'ীরীর মতানুসারে আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহ'ম্মাদ আত-তিরমিযী (শকম/একাদশ শতক) ওয়ালীদের

এরূপ শ্রেণীবিভাগ করেন। এই ব্যক্তির অপর এক নাম ছিল মুহ'ম্মাদ হ'াকীম, খাতুমু'ল-বি'লায়াঃ (বি'লায়াতের সীলমোহর) নামে এক-খানা পুস্তকও তিনি রচনা করেন এবং হ'াকীমী নামে একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। আবূ বাক্র ওয়ার্‌রাক' নামক তদীয় জনৈক শিষ্যের উপনাম ছিল "ওয়ালীদের শিক্ষক" (মুআদ্‌দিবু'ল-আওলিয়া)।

সুন্নী মতাদর্শের খাঁটি ভাবধারার সহিত এই পদ্ধতির সঙ্গতি দেখানো বেশ কিছুটা কঠিন; ধর্মতত্ত্ববিদগণ এ বিষয়ে বলেন যে, ওয়ালীগণ যত বড়ই হউন না কেন হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এবং অন্যান্য নবী অপেক্ষা পদমর্যাদায় নিম্নস্তরের।

৪। পীর পূজা কু'রআন শারীফের বিধান বহির্ভূত এবং উহা কু'রআন শারীফের মূল ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীতও বটে। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') প্রস্তর, কবর প্রভৃতির পূজা এবং সর্বপ্রকার কুসংস্কার নিষিদ্ধ করিয়াছেন। জনসাধারণের অজ্ঞতা ও ভাবাবেগের দরুন ইসলামের নামে এই প্রকার আচার-অনুষ্ঠান সৃষ্ট হইয়াছে। দেশের প্রচলিত রীতিনীতি এবং বিস্ময়কর বস্তু বা ঘটনার প্রতি ঝোঁক ও অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক কারণে একশ্রেণীর মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতি কিছুটা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। বহু সূফী এবং শী'ঈ দারব'ীশ বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে আবির্ভূত হইয়া মুসলিম দেশগুলিতে ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করিতেছেন। কেহ কেহ মহান তত্ত্ববাদী, প্রায়শ কোন সংঘ এবং ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠাতা, কেহ কেহ বিভিন্ন গোত্রের পূর্ব-পুরুষ অথবা সমাজপতি, রাজন্য কিংবা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, কেহ কেহ আবার অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণী হইতে উদ্ভূত, আধ্যাত্মিক আলোকপ্রাপ্ত, কিন্তু "উন্মাদসদৃশ" লোক (মাজ্‌যূ'ব)—যাহার অদ্ভুত ও অসংলগ্ন উক্তি অনেক সময় প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া গণ্য করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রাচ্য গ্রন্থসমূহ, সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে ঃ (১) আবূ নু'আয়ম আল-ইস্'বাহানী, হি'ল্য়াতু'ল-আওলিয়া, ১০খ, কায়রো ১৯৩২; (২) আল-হুজ্‌ব'ীরী, কাশ্‌ফু'ল-মাহ্'জূব; (৩) ফারীদু'দ-দীন 'আত্ত'ার, তায্'কিরা-ই-আওলিয়া'; (৪) জামী, নাফা-হ'াতু'ল-উন্‌স; (৫) মুহ'াম্মাদ 'আলী 'আয়নী, হ'াজ্‌জী বয়রাম ওয়ালী, কনস্টান্টিনোপল ১৩৪৩ হি.; (৬) বিভিন্ন ত'ারীক'ারও নিজস্ব গ্রন্থাবলী আছে। উহাতে তাঁহাদের ত'ারীক'ার পীরদের জীবনী ও কারামাত বর্ণিত আছে। স্থানীয় পীরদের সম্পর্কেও অসংখ্য গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথা, (৭) ইব্‌নু'ল-'আরাবী, আন্দালুসের পীরদের জীবনী; (৮) আল-বাদিসী, আল-মাক'স'াদ ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য গ্রন্থাবলী ঃ (৯) M. d'Ohsson, Tableau general de l'Empire Othoman, Paris 1788, i. 306 প.; (১০) Kremer, Geschichte der herrschenden Ideen des Islams; (১১) Trumelet, Les Saints de l'Islam, Paris 1881; (১২) L. Rinn, Marabouts et Khouan, Algiers 1884; (১৩) Goldziher, Muhammedanische Studien, Halle 1888, ii. 275—378; (১৪) Barges, Vie du celebre Marabout Cidi Abou-Medien, Paris 1884; (১৫) Doutte, L'Islam Algerien en l'an 1900, Algiers 1900; (১৬) ঐ লেখক, Les Marabouts, in RHR, xl.—xli. Paris 1900; (১৭) Asin Palacios, El Mistico Murciano Abenarabi, ii. Madrid 1926; (১৮) J. W. McPherson, The Movlids of Egypt, Cairo 1941; এবং পরিব্রাজকগণ রচিত অন্যান্য গ্রন্থ।

B. Carrade Vaux (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

ওসিয়্যাত (وصية ঃ ওয়াসি'য়্যাঃ) ভার অর্পণ, নির্দেশ; পারিভাষিক শব্দ হিসাবে অর্থ শেষ ইচ্ছা, ইচ্ছাপত্র বা ইচ্ছাপত্রযোগে প্রদত্ত সম্পত্তি; ওয়াস'ী (وصى) ভারাপিত ব্যক্তি, কর্মসম্পাদক, বিশেষত ইচ্ছাপত্র (ওয়াসি'য়্যাঃ) কার্যে পরিণতকারী।

১। ইসলাম-পূর্ব যুগে 'আরবদের ওয়াসি'য়্যাঃ মূলত মরণোন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে উত্তরাধিকারীদের প্রতি বংশের মর্যাদা রক্ষাকল্পে নির্দেশ ও উপদেশ দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। সম্পত্তি বন্টন ব্যাপারে ওয়াসি'য়্যাঃ শব্দটি খুবই কম ব্যবহৃত হইত। কালক্রমে ওয়াসি'য়্যাঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ে মরণোন্মুখ ব্যক্তির ইচ্ছা প্রকাশ, যদ্দ্বারা বংশ, গোত্র প্রভৃতির ঐতিহ্য সুরক্ষিত রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইত—এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে হযরত 'আলী (রা) শী'আঃ মতে রাসূল (স')-এর ওয়াস'ী এবং প্রত্যেক ইমাম পূর্ববর্তী ইমামের ওয়াস'ী হন। অন্য কথায়, তাঁহারা রাসূল (স')-এর কর্ম ও মতবাদকে প্রচলিত রাখিবার দায়িত্ব বহনকারী হন। পূর্ববর্তী নেতৃস্থানীয় লোকদের বিশেষত ধর্মপরায়ণ 'আলিমদের যে সকল শিক্ষা ও উপদেশ পরবর্তীকালে প্রচলিত রহিয়াছে ঐগুলিকে এই অর্থেই সাহিত্যে ওয়াসি'য়্যাঃ বলা হইয়া থাকে।

২। ওয়াসি'য়্যাঃ দ্বারা নিয়মিত উত্তরাধিকারী 'আস'াবাঃ (عصبة)-এর (দ্র. মীরাছ') সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তিও সম্পত্তির অংশ পাইতে পারিত। উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় বিধান নাযিল হইবার পূর্বে পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য সম্পত্তির কিছু অংশ ওয়াসি'য়্যাঃ করিয়া যাইবার জন্য মু'মিনদিগকে কু'রআনে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ (২ ঃ ১৮০) দেওয়া হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াসি'য়্যাঃ-কে বিকৃত বা পরিবর্তন করাও নিষিদ্ধ করা হয়। তবে ন্যায়ের খাতিরে আন্তরিকতার সহিত কোন ওয়াসি'য়্যাঃকারীর অন্যায় ব্যবস্থার সংশোধন প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ওয়াসি'য়্যাঃ সূত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার বিধবা স্ত্রীর জন্য ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা স্বামীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয় (২ ঃ ২৪০)। উল্লিখিত আয়াতগুলি উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে বলবৎ থাকে। ৫ ঃ ১০৬ ও পরবর্তী আয়াতগুলি স্পষ্টত পরবর্তীকালীন, উহাতে ওয়াসি'য়্যাতের সময়ে অন্তত দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতি যথাযথ সাক্ষ্যদানের জন্য তাহাদের এবং সাক্ষ্য বিকৃত করিলে তাহাদের সাক্ষ্যের প্রতিবাদ ধারাও বর্ণিত হইয়াছে।

৩। একটি হ'াদীছে' সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত আছে যে, আইনত যাহারা উত্তরাধিকারী তাহাদের অনুকূলে ওয়াসি'য়্যাঃ করা সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য। সুতরাং দেখা যায়, পূর্ববর্তী ওয়াসি'য়্যাঃ সম্পর্কীয় আয়াতগুলি পরবর্তী উত্তরাধিকারমূলক আয়াতগুলি দ্বারা সীমিত হইয়াছে। সমগ্র সম্পত্তির শুধু এক-তৃতীয়াংশের জন্য ওয়াসি'য়্যাঃ করা যায়। হ'াদীছে' বর্ণিত এই নিয়ম ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহ'াবাঃ (রা) এবং জনগণের দ্বারা ব্যাপক স্বীকৃতি অর্জন করে যে, এ সম্পর্কে ভিন্ন মতের আভাসও পাওয়া যায় না (আল-বুখারী, ওয়াস'ায়া, বাব, ৮, ১৪, ২৬; কান্‌যু'ল-'উম্মাল, ৮, নং ৫৪০৯)। ৪ ঃ ১১—১২ আয়াত সম্পর্কে একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ঐ আয়াত দুইটিতে বলা হইয়াছে যে, মৃতের ওয়াসি'য়্যাঃ পালন ও ঋণ পরিশোধ করিবার পরে তাঁহার সম্পত্তির যাহা বাকী থাকিবে তাহাই উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য হইবে। প্রশ্ন উঠে, প্রথমে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পূর্ণ

সম্পত্তি হইতে ঋণ পরিশোধ করিয়া বাকী সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হইতে ওয়াসি'য়্যাঃ পালন করিতে হইবে না—সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হইতে ওয়াসি'য়্যাঃ পালন করিবার পরে যাহা বাকী থাকিবে তাহা হইতে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট আয়াতে ওয়াসি'য়্যাতের কথা পূর্বে এবং "দায়ন"-এর কথা পরে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমে ঋণ পরিশোধ করিয়া বাকী সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হইতে ওয়াসি'য়্যাঃ পালন করিতে হইবে এই মতটি গোড়া হইতেই প্রাধান্য পাইয়া আসিয়াছে, কারণ ঋণ পরিশোধ মৃত ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য ছিল, ওয়াসি'য়্যাতের কোন বাধ্যবাধকতা তাহার ছিল না। আয়াতে ওয়াসি'য়্যাতের উল্লেখ প্রথম সম্ভবত এইজন্য যে, ওয়াসি'য়্যাতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শিত হইবার কারণ আছে, সুতরাং ইহার প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রয়োজনীয়। অন্যায় ওয়াসি'য়্যাঃ গুরুতর পাপ বলিয়া পরিগণিত এবং ন্যায্য ওয়াসি'য়্যাঃ একটি সৎকর্ম। ওয়াসি'য়্যাঃকারীকে সদুপদেশ দেওয়া প্রশংসনীয়। রাসূল (স') মৃত্যুর পূর্বে কোন ওয়াসি'য়্যাঃ করিয়া যান নাই, ইহাই গৃহীত মত। কিন্তু শী'ঈগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন।

৪। ফিক্'হের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলিম তাহার ওয়াসি'য়্যাঃ পালিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিতে পারে এবং ওয়াসী তাহার বা তাহাদের কর্তব্য পালনে কতকগুলি নীতি মানিয়া চলিবে। যথাঃ (ক) এক বা একাধিক ব্যক্তি ওয়াসী হিসাবে সম্পত্তির তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যকলাপ সমাধা করিবে। ওয়াসী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই সম্পত্তিকে দায়গ্রস্ত করিতে পারিবে না। ট্রাস্টী (আমীন) পদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ওয়াসী পাইবে।

(খ) ওয়াসী নিজে অথবা অন্য একজন ওয়াসীর মাধ্যমে বা সহযোগিতায় সম্পত্তির অভিভাবক (ওয়ালিয়্যু'ল-মাল)-রূপে মৃতের নাবালিগ' সন্তান-সন্ততির (পৌত্র-পৌত্রীসহ) প্রতিপালন ব্যবস্থা করিবে; এই পদের জন্য মাতার স্থান সর্বপ্রথম, যদিও ইমাম শাফি'ঈর মতে উক্ত পদের জন্য কোন আইনগত দাবী মাতার নাই। ওয়াসী সম্পত্তির পরিচালক হিসাবে মৃতের নাবালিগ' উত্তরাধিকারীদের পক্ষে সকল কর্ম নির্বাহ করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও তিনি সুস্পষ্ট অসুবিধা অথবা অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া উহাদের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে বা বিক্রয় করিতে পারেন না। নাবালিগ' যখনই আইনত বালিগ' বলিয়া স্বীকৃত হইবে তখনই তাহার নিকটে ওয়াসীকে নিজ কার্যের হিসাব দিতে হইবে। (ক) ও (খ)-এ উল্লিখিত ওয়াসীরূপে মনোনীত ব্যক্তিবর্গ অনতিবিলম্বে ওয়াসী হিসাবে তাহাদের মনোনয়নে সম্মত হইলে তাহাদের সম্মতি প্রকাশ করিতে হইবে। সচ্ছল ওয়াসী বিনা বেতনে এই কার্য সম্পাদন করিবেন (وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) প্রয়োজনবোধে নেতৃস্থানীয় কর্তৃপক্ষ (حاكم) ব্যক্তিগণ, প্রশাসনিক অথবা তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে কাযী ওয়াসী নিয়োগে তৎপর হইবেন। তাহাদের দ্বারা নিযুক্ত ওয়াসীকে কায়্যিম (قيم, administrator) নামে অভিহিত করা হয়, কাযী ওয়াসীর কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা রাখেন এবং প্রয়োজন হইলে তিনি তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

(গ) যাবতীয় দানের ওয়াসি'য়্যাঃ (ব. ব. ওয়াসা'য়া) মৃত মূসী'র (ওয়াসি'য়্যাঃ কারী) ঋণ পরিশোধ করিবার পরে, তাহার বাকী সম্পত্তির $\frac{1}{3}$-এর বেশী না হইলে কার্যকরী করিতে হইবে। ওয়াসি'য়্যাঃ যদি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক হয়, তবে আনুপাতিক হারে উহা হ্রাস করিতে হইবে। অবশ্য বাকী দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিগণ মূসী'র মৃত্যুর পর তাহার ওয়াসি'য়্যাঃ মানিয়া লইলে হ্রাস করিতে হইবে না। অনুরূপভাবেই সকল খয়রাতী ক্রিয়াকলাপকেও সম্পত্তির $\frac{1}{3}$-এর মধ্যে সীমিত করা হইবে। যদি কোন ব্যক্তি গুরুতরভাবে পীড়িত থাকাকালে ওয়াসি'য়্যাঃ করে এবং সেই পীড়াতেই তাহার মৃত্যু ঘটে (মারাদু'ল-মাওত; শাফি'ঈ ও মালিকীদের মতে এমন কি অপর যে কোন কারণে মৃত্যুর গুরুতর আশঙ্কা উপস্থিত হওয়াকালীন ওয়াসি'য়্যাঃ সম্পর্কেও এই নিয়ম প্রযোজ্য) তবে যে ব্যক্তি আইনত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তাহার অনুকূলে মূসী'র ওয়াসি'য়্যাঃ বৈধ হইবার জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অপর উত্তরাধিকারীদের অনুমোদন অপরিহার্য। আরও বলা হইয়াছে যে ওয়াসি'য়্যাঃকারীর ওয়াসি'য়্যাঃ-র বৈধ ক্ষমতা অবশ্যই থাকিতে হইবে (অপব্যয়ী ব্যক্তি আইনত ঐ ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত; কাজেই তাহার ওয়াসি'য়্যাঃ কার্যকর হইবে না।) ওয়াসি'য়্যাঃ-এর ব্যাপারে কাহারও উপর চাপ দেওয়া চলিবে না অর্থাৎ মূসী স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ওয়াসি'য়্যাঃ করিলে তাহা পালনীয় হইবে। যাহার অনুকূলে দান করা হয়, দান হস্তান্তর কালে উহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অবশ্যই তাহার থাকিতে হইবে; কিন্তু গর্ভস্থ সন্তান-সন্ততি এই নিয়মের আওতায় পড়ে না। ওয়াসি'য়্যাঃকারীর মৃত্যুকালে দান প্রাপ্তের (موصى له) জীবিত থাকা অপরিহার্য। অধিকন্তু ওয়াসি'য়্যাঃ অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য হইতে হইবে; (কিন্তু উহা ওয়াসি'য়্যাঃ সম্পাদনকারীর মৃত্যুকালে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য নহে, উদাহরণ, ভূমির ফসল)। শুধু ব্যক্তি-বিশেষের অথবা ব্যক্তি সমষ্টির অনুকূলেই যে ওয়াসি'য়্যাঃ হইতে পারে এমন নহে, বরং জনকল্যাণ উদ্দেশ্যেও হইতে পারে, অথবা উহা কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ওয়াক্'ফ-এর রূপও গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য আইনসম্মত হওয়া চাই। ৫ঃ ১০৬ ও পরবর্তী আয়াতে ওয়াসি'য়্যাঃ সম্পর্কে কিছু নিয়ম-কানূন উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ আয়াতে বর্ণিত সাক্ষ্যবিধি মুতাবিক লিখিত ওয়াসি'য়্যাতের ক্ষেত্রেও দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন। ওয়াসি'য়্যাত কার্যকরী হইবে মূসী'র মৃত্যুর পরে, যখন মূসা'-লাহ দান গ্রহণ করিবে। ওয়াসি'য়্যাতকারী তাহার জীবদ্দশায় ওয়াসি'য়্যাঃ পরিবর্তন করিবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে। ফিক্'হের বিধানে ওয়াসি'য়্যাঃ দান (هبة) নহে, উহা দানের প্রস্তাবমাত্র।

৫। মরণ-ব্যাধির সময় সম্পত্তির খয়রাতী দান এক-তৃতীয়াংশে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ফলে প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণকে বাদ দিয়া কাহারও অনুকূলে সম্পূর্ণ সম্পত্তির ওয়াসি'য়্যাতের স্বাধীনতা লোপ করা হইয়াছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার এড়াইবার যে কয়টি পন্থা রহিয়াছে তন্মধ্যে দায়-দেনার স্বীকৃতি (ইক্'রার) অন্যতম। ইক্'রারের আইনগত বৈধতা বিতর্কের ঊর্ধ্বে এবং ইহা অপরিবর্তনীয়। উহার সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ প্রয়োগ করা চলে না, উহা মরণ-ব্যাধির অবস্থায় (অন্ততপক্ষে শাফি'ঈদের মতে) যে কোন উত্তরাধিকারীর অনুকূলেও বৈধ। একমাত্র সুস্পষ্টভাবে অসত্য প্রতিপন্ন হইলে উহা অবৈধ হইতে

পারে। উত্তরাধিকার এড়াইবার আরও দুইটি পদ্ধতি রহিয়াছে যাহা মরণ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী হইয়া থাকে। পদ্ধতিদ্বয় হইল : (১) হিবা: বি'ল-'ইওয়াদ' (هبة بالعوض) অর্থাৎ যে দানের পরিবর্তে যতই নগণ্য হউক না কেন—কোন প্রতিদান গ্রহণের শর্ত থাকে অথবা প্রতিদান গ্রহণ করা হয়। এরূপ দানচুক্তি আইনত চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়, এমন কি দাতা যদি তাহার মৃত্যু পর্যন্ত দান-বস্তু হস্তান্তর নাও করে তবুও কার্যকর হইবে। (২) ওয়াক্'ফ—এই ক্ষেত্রে ওয়াক্'ফ-এর আয় বা উৎপন্ন ফসল যে-কোন ব্যক্তির অনুকূলে বা যে কোন কাজের জন্য যদৃচ্ছা বরাদ্দ করিতে পারে এবং (শুধু হ'নাফী-মতে) দানকারী (ওয়াকি'ফ) নিজ জীবদ্দশায় স্বীয় ভরণ-পোষণ অথবা দেনা পরিশোধের জন্যও ঐ আয় বা উৎপন্ন ফসল বরাদ্দ করিতে পারে। মৃত্যুকালীন ওয়াসি'য়্যাতকে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশে সীমাবদ্ধ রাখার যে কড়াকড়ি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা এড়াইবার উদ্দেশ্যে ওয়াসি'য়্যা: কার্যত সাধারণ দানের (হিবা:) আকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং উহাতে রক্তসম্পর্কে নিকটতম আত্মীয়দের অনুমোদনও যথাসম্ভব গ্রহণ করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Peltier et Bousquet, Les Successions agnatiques mitigees, Paris 1935; (২) Wellhausen, Reste arabischen Heidentums[2], p. 191; (৩) Lammens, L'Arabie occidentale avant l'Hegire, p. 200; (৪) Wensinck, Handbook দ্র. Will; (৫) Peltier, Le Livre des Testaments du "Cahih" d'el-Bokhari, Algiers 1909; (৬) Juynboll, Handleiding, 3rd. ed., p. 229, 260 প. (ইহাতে আরো গ্রন্থের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে); (৭) M. Abdel Gawad, L'Execution testamentaire en droit musulman, Paris 1926; (৮) Pesle, Le testament dans le rite malekite, Paris 1933.; শী'ঈ মতবাদের জন্য দেখুন : (৯) M. Mossadegh, Le testament en droit musulman (Secte Chyite) Paris 1914; (১০) A. A. A. Fyzee, The Ismaili Law of Wills, Oxford 1933; ইবাদ'ীদের মতবাদের জন্য দেখুন : (১১) Milliot, in Revue des Etudes Islamiques, 1930, p. 188 প.।

J. Schacht (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

ওহী (وحى : ওয়াহ্'য়ি) : وَحَى يَحِى وَحْيًا ، أَوْحَى إِيحَاءً

ক্রিয়াপদে ইহার অর্থ দ্রুত ইঙ্গিতকরণ, লিখন, পৌঁছানো; বিশেষ্য পদে—প্রত্যাদেশ, প্রত্যাদিষ্ট বাণী, অনুক্ত বাণী (লিসান, মুফরাদাত : ঐ শব্দ), ইলহাম (الهام) শব্দের ব্যবহারও উল্লিখিত অর্থে করা হইয়া থাকে। অবশ্য শারী'আতের পরিভাষায় ওয়াহ'য়ি শুধুমাত্র নবীর জন্য নির্দিষ্ট এবং ইলহাম-এর প্রয়োগ নবী ও নবী ব্যতীত অন্যান্যের প্রতিও করা হয়। এইজন্য নবী ব্যতীত অন্য কাহাকেও সা'হি'ব-ই-ওয়াহ'য়ি বা ওয়াহ'য়ি-র অধিকারী বলা হয় না। ইহার ক্রিয়ারূপের ব্যবহার সম্পর্কে অভিধান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের জন্য দ্র.—'আরবী অভিধান "লিসান" (ঐ শব্দ)। ধর্মীয় পারিভাষিক অর্থে ইহা দরবেশ, ওয়ালী, পীর, বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিক এবং অপরাপরদের অন্তর প্রেরণা (ইলহাম দ্র.) হইতেও পৃথক। ইহা "তানযীল" ও "ইন্যাল" হইতেও স্বতন্ত্র। তান্যীল দ্বারা প্রধানত প্রত্যাদেশের বিষয়বস্তু বুঝায়, অপরপক্ষে ইন্যাল দ্বারা ঊর্ধ্বদেশ হইতে এবং স্বর্গীয় মূল উৎস (দ্র. উম্মু'ল-কিতাব) হইতে সেই প্রত্যাদেশের প্রেরণ কার্যকে বুঝায়। যে প্রত্যাদেশ নবী-রাসূলগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় তাহাই ওয়াহ'য়ি।

কু'রআনে ওয়াহ্'য়ি শব্দের ব্যবহার : (ক) প্রথম দিকে অবতীর্ণ কু'রআনের অন্যতম সূরা: ৯৯ : ৫-এ প্রত্যাদেশের লক্ষ্য-বস্তু হইতেছে ধরণী, যথা: "সেই (কিয়ামত) দিবসে উহা (ধরণী) তাহার খবরসমূহ প্রকাশ করিয়া দিবে, কারণ তোমার প্রভু (উহার বুকে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা সেই দিবসে প্রকাশ করার জন্য) তাহাকে প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছেন।" সপ্তদশ সূরার ৭ম আয়াতে ওয়াহ'য়ির উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হইতেছেন মূসা' ('আ)-এর মাতা। এখানে প্রকৃত ওয়াহ'য়ি হইতে এখানকার ব্যবহার স্বতন্ত্র করণের জন্য বায়দ'াব'ী উহার অর্থ করিয়াছেন অন্তর-প্রেরণারূপে। অনুরূপভাবে উনবিংশ সূরার ১১শ আয়াতে আওহ'া ক্রিয়ার কর্তা বা প্রবক্তা হইতেছেন যাকারিয়্যা, এবং উহার কর্ম বা উদ্দিষ্ট হইতেছে জনগণ। এখানে আওহ'া-ক্রিয়ার অর্থ করা হইয়াছে আওমা আ (ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ করা) ৷ ষষ্ঠ সূরার ১১৩ শ আয়াতে উহা একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা: অনুরূপভাবে আমরা প্রত্যেক নবীর বিপক্ষে দুশমন দাঁড় করাইয়া দিয়াছি—মানুষ এবং জিনের মধ্য হইতে শায়ত'ান-দিগকে, তাহারা একে অপরকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত (য়ূহ'ী) করে।" শায়ত'ানী প্রচারণার পারিভাষিক শব্দ হইতেছে বি স্ওয়াস (وسواس বা ওয়াসওয়াসা)। সাধারণত আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের নাম ওয়াহ্'য়ি, ইহা প্রত্যক্ষও হইতে পারে আবার ফিরিশতার মধ্যস্থতায় পরোক্ষও হইতে পারে। যথা: মানুষের জন্য এমন ব্যবস্থা নাই যে, আল্লাহ্ ওয়াহ'য়ির মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা বাণীবাহক প্রেরণ ব্যতিরেকে তাঁহার সহিত কথা বলিবেন; তিনি বাণীবাহক প্রেরণ করেন এবং তিনি তাঁহার (আল্লাহ্‌র) অনুমতিক্রমে তিনি (আল্লাহ্) যাহা ইচ্ছা করেন সেই প্রত্যাদেশ প্রকাশ করেন (৪২ : ৫১)। ফিরিশতাদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট বাণীকে ওয়াহ্'য়ি বলা হইয়াছে। যেমন— "যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের প্রতি বাণী (يوحى) প্রেরণ করিলেন : নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছি, সুতরাং মু'মিনদের (হৃদয়) মধ্যে দৃঢ়তা সংস্থাপিত কর; কাফিরদের অন্তরে আমি শীঘ্রই ভীতি উৎপাদন করিব" (৮ : ১২)।

(খ) কু'রআনের অনেক আয়াতে ওয়াহ্'য়ি এবং উহার ক্রিয়ারূপ আওহ'া দ্বারা হযরত মুহ'ম্মাদ (স)-এর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের প্রতি নির্দেশ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নূহ' ('আ) (২৩ : ২৭), মূসা ('আ) (২০ : ১৩ ই.; ২১ : ৭; ৭ : ১৬০; য়ূসুফ ('আ) ১২ : ১৫) প্রমুখের কথা বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি আয়াতাংশ এইরূপ :

"আমরা তাঁহার (হযরত নূহে'র) প্রতি এই বাণী প্রত্যাদিষ্ট করিলাম : আমাদের চোখের সামনে এবং আমাদের তত্ত্বাবধানে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট নির্দেশক্রমে এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে) নৌকাটি প্রস্তুত কর" (২৩ : ২৭)।

"এবং আমি (হে মূসা!) তোমাকে নির্বাচিত করিয়াছি, সুতরাং

যাহা প্রত্যাদেশ করা হয় তাহা তুমি মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর" (২০ ঃ ১৩)।

"তোমার পূর্বে (হে রাসূল!) আমরা যাহাদের নিকট ওয়াহ্'য়ি প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের সকলেই মানুষ বৈ আর কিছু ছিল না" (২১ ঃ ৭)।

"এবং আমরা মূসার নিকট এই প্রত্যাদেশ করিলাম যখন তাহার (পিপাসার্ত) স্বজাতীয়গণ তাহার নিকট পানি চাহিল ঃ তুমি তোমার লাঠি দিয়া পাথরে আঘাত কর" ----(৭ ঃ ১৬০)

(গ) কু'রআান মাজীদে ওয়াহ্'য়ির প্রধান উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হইতেছেন মুহ'াম্মাদ মুস্'ত'াফা (স')। যথা ঃ

"এইরূপে (হে রাসূল!) আমরা তোমাকে এমন এক উম্মাতের প্রতি প্রেরণ করিয়াছি যাহাদের পূর্বে আরও বহু উম্মাঃ অতীত হইয়া গিয়াছে—আমরা তোমার নিকট যাহা প্রত্যাদেশরূপে প্রেরণ করিয়াছি তাহা তুমি যেন তাহাদের নিকট তিলাওয়াত কর" (১৩ ঃ ৩০)।

"আর যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তাহা এইজন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক ওয়াহ্'য়ি প্রেরণ করেন" (৩৪ ঃ ৫০)।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সমসাময়িক (কাফিরগণ) আল্লাহ্র তরফ হইতে তাঁহার প্রত্যাদেশ প্রাপ্তিতে বিস্ময় প্রকাশ করিত, যেমন—"ইহাতেই কি লোকেরা আশ্চর্য বোধ করিতেছে যে, আমরা তাহাদের মধ্য হইতে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি এই মর্মে ওয়াহ্'য়ি প্রেরণ করিয়াছি যে, তুমি লোকদিগকে (পাপের পরিণাম সম্বন্ধে) সতর্ক করিতে থাক? আর বিশ্বাসী লোকদিগকে এই খোশ-খবর জানাইয়া দাও যে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে কৃতকার্যের উত্তম পুরস্কার" (১০ ঃ ২)।

কু'রআানে অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ "আমি তোমাদিগকে এই কথা বলি না যে, আমার হস্তেই রহিয়াছে আল্লাহ্র ভাণ্ডার, আর আমি গায়ব বা অদৃশ্যের খবরও জানি না, আর এই কথাও আমি বলি না যে, আমি ফিরিশ্তা, আমি ত কেবল তাহাই অনুসরণ করি যাহা আমার নিকট ওয়াহ্'য়িরূপে প্রেরিত হয়" (৬ ঃ ৫০)।

আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট বাণীর কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। কু'র-আানে বলা হইয়াছে ঃ "তোমার প্রভুর কিতাব হইতে যাহা ওয়াহ্'য়ি-রূপে প্রেরিত হইয়াছে তাহা লোকদিগের নিকট আবৃত্তি কর ; তাঁহার কালিমার (বাণী) পরিবর্তন সাধনে কেহই সক্ষম নয়" (১৮ ঃ ২৭)।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রতি প্রত্যাদেশসমূহের প্রকৃতি সূরাঃ নাজ্মের ৩য়, ৪র্থ আয়াতে বিবৃত হইয়াছে। যথা ঃ

"তিনি (নবী) নিজের প্রবৃত্তি হইতে কিছু বলেন না, (যাহা কিছু বলেন) তাহা (আল্লাহ্র) প্রত্যাদিষ্ট ওয়াহ্'য়ি ভিন্ন আর কিছুই নহে" (৫৩ ঃ ৩-৪)।

তাঁহার সততার উপর গুরুত্ব প্রদত্ত হইয়াছে সূরাঃ আন্'আমের ৯৩তম আয়াতে ঃ

"সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর জ'ালিম কে—যে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে "মিথ্যা" উদ্ভাবন করে? অথবা বলে, আমার নিকট ওয়াহ্'য়ি প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন প্রত্যাদেশই তাহাকে করা হয় নাই" (৬ ঃ ৯৩)।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে তাই আদেশ প্রদান করা হয় শুধু তাহাই অনুসরণ করিতে যাহা তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছেন (৪৩ ঃ ৪৩)।

"তিনি খ: রূপে কোন আহার নিষিদ্ধ করেন না (কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া), কারণ তিনি এইরূপ নিষেধের কথা তাঁহার প্রাপ্ত প্রত্যাদেশের ভিতর পান না" (৬ ঃ ১৪৬)।

(ঘ) ওয়াহ্'য়ির বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য ঃ

ওয়াহ্'য়ির বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে [মুহ'াম্মাদ (স') দ্র.]। সূরাঃ আল-'ইমরানে হযরত মার্য়ামের জীবনালেখ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূল কারীম (স')-কে নির্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

"এই (বিবরণ) তোমার অজ্ঞাত বার্তাসমূহের অন্যতম, তোমার নিকট ওয়াহ্'য়ির মাধ্যমে উহা জ্ঞাপন করিতেছি" (৩ ঃ ৪৪)।

য়ূসুফ ('আ)-এর জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনার প্রারম্ভে নবী (স')-কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

"আমি একটি সুন্দরতম বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি ওয়াহ্'য়ির মাধ্যমে তোমার নিকট এই কু'রআান প্রেরণ করিয়া ; আর তুমি অবশ্য ইতিপূর্বে সে সম্বন্ধে অনবহিত ছিলে" (১২ ঃ ৩)।

হযরত মহ'াম্মাদ (স') কর্তৃক ইব্রাহীম ('আ)-এর মিল্লাতের অনুসরণ ওয়াহ্'য়ির ফল বলিয়া কু'রআানে উল্লিখিত হইয়াছে। যথাঃ "তৎপর তোমার প্রতি এই প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে, তুমি সত্যনিষ্ঠ ইব্রাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ করিয়া চলিবে" (১৬ ঃ ১২৩)। অনুরূপভাবে জিন্নগণ কর্তৃক কু'রআানের তিলাওয়াত শ্রবণ (৭২ ঃ ১) এবং মানব সৃষ্টিকালে ফিরিশ্তাদের আপত্তি ও সিজ্দা সম্পর্কে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর জ্ঞানকে (৩৮ ঃ ৬৯) ওয়াহ্'য়ির মারফতে লব্ধ বলিয়া কু'রআানেই উল্লেখ রহিয়াছে।

"এবং এই কু'রআান আমার প্রতি ওয়াহ্'য়ি করা হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে যে, আমি যেন উহা দ্বারা তোমাদিগকে এবং অপর যাহাদের নিকট উহা পৌঁছে তাহাদিগকে (আল্লাহ্র অবাধ্যতার পরিণাম সম্পর্কে) সতর্ক করিতে পারি (৬ ঃ ১৯)।"

ওয়াহ্'য়ির বিষয়বস্তু বুঝাইবার জন্য কু'রআান মাজীদে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।—যেমন ৫ম সূরার ৪৮শ আয়াতে বলা হইয়াছে,—"এবং তোমার প্রতি আমরা সত্য সহকারে কু'রআান অবতীর্ণ করিয়াছি (অনুরূপ নির্দেশের জন্য দ্র. ৩৯ ঃ ২, ৪১ আয়াত ; ১৭ ঃ ১০৫ প্রভৃতি) যাহা পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের সত্যতার সমর্থনকারী ও হি'ফাজ'গতকারী (তু. ৬ ঃ ৯৩)। সূরাঃ লুক'মানে বলা হইয়াছে, "এইগুলি প্রজ্ঞাময় গ্রন্থের আয়াত বা নিদর্শনাবলী, মুহ'সিন (সৎকর্মী)-দের জন্য পথ-প্রদর্শক এবং করুণাস্বরূপ (৩১ ঃ ২, ৩)।" সূরাঃ নামালে উক্ত হইয়াছে ঃ "এইগুলি কু'রআানের আয়াত—আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের, মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদবাহক" (২৭ ঃ ১, ২)। সূরাঃ আ'রাফে আছে ঃ "এবং আমরা তাহাদের নিকট আনিয়াছি এক গ্রন্থ, জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা উহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছি, উহা বিশ্বাসীদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও রাহ'মাত" (৭ ঃ ৫২)। সূরাঃ শূরায় আছে ঃ "এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি কিতাব তথা আমার নির্দেশ ; ইতিপূর্বে তুমিতো জানিতে না কিতাব কী, ঈমান কী, কিন্তু আমরা কু'রআানকে জ্যোতিরূপে সংস্থাপিত করিয়াছি ; উহা দ্বারা আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাহা-দিগকে চাহি সৎ পথ প্রদর্শন করিয়া থাকি, আর সত্যই তুমি (লোকদিগকে) সরল পথ দেখাইয়া থাক" (৪২ ঃ ৫২)। ইহা

ছাড়া ওয়াহ্'য়ির বিষয়বস্তুকে জান ('ইল্ম, ৩ : ৬১, ২ : ১২০, ১৪৫), বিজ্ঞান [(হি'ক্মাহ্)—১৭ : ৩৯], পথের দিশা [(হুদা) ৪৫ : ১১, ৭ : ৫২, ১৪ : ১২ ইত্যাদি], রোগ নিরাময় [(শিফা') ৪১ : ৪৪;], আলো (৪ : ১৭৪, ৪২ : ৫২) প্রভৃতিরূপেও বিশেষিত করা হইয়াছে।

ওয়াহ্'য়ির পদ্ধতি সম্পর্কে মুহ'ম্মাদ মুস্'ত'াফা (স')-এর জীবনী গ্রন্থসমূহে যে সব বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বর্ণনা উল্লেখযোগ্য :

ওয়াহ্'য়ির প্রারম্ভকালে হযরত মুহ'ম্মাদ (স') স্বপ্ন দেখিতেন, উহা ছিল প্রকৃত ঘটনার পূর্বাভাষ (বুখারী ১ : ২ ; ইব্ন হিশাম, পৃ. ১৫১ ; ত'াবারী, তাফসীর—৩০ : ১৩৮ ; ইব্ন সা'দ, ১/১-১২৯)। পরবর্তীকালেও স্বপ্নে এরূপ দর্শন হইত বলিয়া কথিত আছে। হযরত 'আইশাঃ সি'দ্দীক'া (র)-এর প্রতি যখন সন্দেহ করা হইয়াছিল, তখন তিনি এই আশাই পোষণ করিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তাঁহার নিষ্কলঙ্কতার কথা মুহ'ম্মাদ মুস্'ত'াফা (স')-কে স্বপ্নে প্রতিভাত করিবেন (আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৬ : ১৯৭ ; বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরাঃ ২৪, বাব—৬)।

প্রথম ওয়াহ্'য়ি অবতীর্ণ হয় হি'রা' পর্বতে। সর্বপ্রথম সূরাঃ 'আলাক'-র প্রথম পাঁচটি আয়াত (৯৬ : ১৫) অবতীর্ণ হয়। সময়টি ছিল রামদ'ান মাস। ফিরিশ্তা জিব্রাঈল (আ) মুহ'ম্মাদ (স)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পাঠ করুন।" মুহ'ম্মাদ (স') জবাবে বলিলেন : আমি পড়িতে জানি না। তখন ফিরিশতা তাঁহাকে এত জোরে চাপিয়া ধরিলেন যে, তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। দ্বিতীয় বার এইরূপ করা হয় ; তৃতীয়বার উহার অনুবৃত্তির পর ফিরিশ্তা আয়াতগুলি পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং মুহ'ম্মাদ (স') উহা স্মরণ রাখিলেন। অতঃপর হযরত মুহ'ম্মাদ (স') দ্রুতপদে খাদীজাঃ (রা)-এর নিকট গিয়া ডাকিয়া বলেন, "আমাকে কম্বল দিয়া ঢাক" (৭৩ : ১ ; ৭৪ : ১)।

এই ঘটনার পর ওয়াহ্'য়ির আগমনে কিছুদিনের জন্য বিরতি (ফাত্রাঃ) ঘটিল। এই সময় মুহ'ম্মাদ মুস্'ত'াফা (স')-এর ভীষণ মানসিক অবসাদ ঘটিয়াছিল। ৭৪শ অথবা ৯৩শ সূরার প্রত্যাদেশ প্রাপ্তিতে এই বিরতির অবসান ঘটে।

ওয়াহ্'য়ির নুযূল সম্পর্কে হ'াদীছ' নির্ভরযোগ্য বিবরণ :

রাসূল কারীম (স') প্রথম ওয়াহ্'য়ি প্রাপ্তি, ওয়াহ্'য়ি প্রাপ্তির বিরতি এবং এই বিরতিকালে তাঁহার বিচলিত চিন্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে উম্মু'ল-মু'মিনীন হযরত 'আইশাঃ সি'দ্দীকাঃ (রা) নির্ভরযোগ্য বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাহা বিশুদ্ধতম দুই হ'াদীছ' গ্রন্থ—বুখারী ও মুসলিম শারীফে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। হযরত 'আইশাঃ (রা) বলেন :

"আল্লাহ্র তরফ হইতে রাসূল কারীম (স')-এর প্রতি ওয়াহ্'য়ি প্রেরণের সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের আকারে। তিনি (রাসূলুল্লাহ স') যে স্বপ্ন দর্শন করিতেন তাহা ছিল প্রত্যুষের বিকীর্ণ আলোকচ্ছটার ন্যায় উজ্জ্বল ও স্পষ্ট। ইহার পর তাঁহার নিকট নির্জনতা প্রিয় হইয়া উঠিল। তিনি হি'রা' গুহার নির্জন সাধনায় আত্মনিয়োজিত হইতেন, তথা হইতে স্বীয় গৃহে ফিরিয়া আসিতেন, আহার্য-বস্তু সঙ্গে লইয়া আবার হি'রা' গুহায় গমন করিতেন। খাদ্য ফুরাইয়া গেলে খাদীজা (র)-এর নিকট ফিরিয়া আসিতেন। পুনঃ খাদ্য-সামগ্রী লইয়া গুহায় গমন করিতেন। এইভাবে দিনের পর দিন পার হইতে লাগিল। অবশেষে সত্য আবির্ভাবের দিন সমাগত হইল।

রাসূল কারীম (স') তখন হি'রা' গুহায়। ফিরিশ্তা জিব্রাঈল ('আ) আবির্ভূত হইলেন। বলিলেন, "পড়ুন।" হযরত (স') বলিলেন, "আমি ত পড়িতে জানি না।" রাসূল কারীম স্বয়ং তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন, "জিব্রাঈল ('আ) আমাকে তাঁহার দিকে টানিয়া লইলেন এবং আমাকে তাঁহার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার দেহের সহিত জোরে চাপ দিলেন। এত জোরে চাপ দিলেন যে, আমি ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত হইয়া পড়িলাম। তিনি তখন আমাকে আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া বলিলেন, "এখন পড়ুন।" আমি বলিলাম, "আমি ত পড়িতে জানি না।" তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে তাঁহার বাহুবেষ্টনে চাপিয়া ধরিলেন, সেই চাপে আমি পুনঃঘর্মাক্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। ইহার পর তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "এখন পড়ুন।" আমি বলিলাম, "আমি ত পড়িতে জানি না।" তারপর তিনি তৃতীয় বার তাঁহার বাহুবেষ্টনে আমাকে আবদ্ধ করিয়া পুনঃচাপ দিলেন। সেই চাপে আমি ক্লান্ত, শ্রান্ত, বেসামাল হইয়া গেলাম। তিনি তখন আমাকে তাঁহার বাহুবেষ্টন হইতে মুক্ত করিয়া এই পাঁচটি আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইলেন :

"পাঠ কর, তোমার প্রতিপালক প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ; সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে জমাট রক্ত হইতে। পাঠ কর, বস্তুত তোমার প্রতিপালক প্রভু হইতেছেন অতীব দয়ালু—অত্যন্ত করুণাময়—যিনি শিক্ষা দেন কলমের দ্বারা, মানুষকে তাহাই শিক্ষা দেন যাহা সে জানে না" (৯৬ : ১—৫)।

রাসূল কারীম (স') এই পাঁচ আয়াত লইয়া গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার হৃদয় তখন কম্পমান। তিনি খাদীজা (র)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া (খাদীজাঃ এবং গৃহের অপর সকলকে) ডাকিয়া বলিলেন, "যাম্মিলূনী, যাম্মিলূনী"—"তোমরা আমাকে কম্বল দিয়া ঢাক, আমাকে কম্বল দিয়া ঢাক।" তাঁহারা তাঁহাকে কম্বল দিয়া আবৃত করিলেন। তাঁহার মনের ভীতি যখন দূর হইল তখন তিনি খাদীজাঃ (রা)-কে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন, "সত্যই জীবনের উপর আমার ভয় আসিয়া গিয়াছে।" খাদীজাঃ (রা) তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আপনার ভয়ের কোনই কারণ নাই। আল্লাহ্র কসম। তিনি কখনই আপনাকে অপদস্থ করিবেন না। আপনি প্রেম-প্রীতির জোরে আত্মীয়তার বন্ধনকে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছেন, আপনি কথা ও কাজে সদা সত্যনিষ্ঠ, আপনি অপরের দুঃখ-দুর্দশার ভার স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন, আপনি অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করেন, অতিথি সেবা আপনার ধর্ম, বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার আপনার কর্ম, প্রতিকূল অবস্থাতেও সত্যের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখেন আপনি ; আল্লাহ্ আপনাকে কখনই হতমান করিবেন না।"

অতঃপর খাদীজাঃ (রা) রাসূল কারীম (স')-কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার চাচাত ভাই ওয়ারাকাঃ ইব্ন নাওফাল (র.)-এর কাছে গেলেন এবং বলিলেন, "ভ্রাতঃ ! যে ব্যাপার লইয়া আপনার খিদমতে হাযির হইয়াছি তাহার সমুদয় বৃত্তান্ত আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট শ্রবণ করুন।"

ওয়ারাকাঃ বলিলেন, "হে ভ্রাতুষ্পুত্র ! আপনি কি দেখিয়াছেন সমস্তই খুলিয়া বলুন।" তখন তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা

আদ্যোপান্ত সবিস্তারে বলিলেন। ওয়ারাকা'ঃ উহা শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "উহা নামূস—ফিরিশ্‌তা শ্রেষ্ঠ, যাহাকে আল্লাহ্ মূসা ('আ)-এর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। হায়! যদি সে সময় আমি বাঁচিয়া থাকিতাম, যখন আপনার বংশের লোক আপনাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবে।" রাসূল কারীম (স) অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "তাহারা কি আমাকে তাড়াইয়া দিবে?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "হাঁ, আপনি যে জ্যোতি লইয়া আসিয়াছেন তেমনই আপনার পূর্বে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। যদি ততদিন আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে আমি আপনাকে অবশ্যই আমার সর্বশক্তি দিয়া সাহায্য করিব।" কিন্তু ওয়ারাকা'ঃ ইহার পর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। এই ঘটনার পর কিছুদিন ওয়াহ্'য়ি প্রাপ্তি বন্ধ থাকে (বুখারী, মুসলিম)।

বুখারীতে এই বিবরণের পর এই কথা কয়টি অতিরিক্ত রহিয়াছে ঃ

ওয়াহ্'য়ির অবতরণে সাময়িক বিরতির (ফাত্‌রাঃ) সময় ভাবনায় তিনি (রাসূল কারীম স) এত দূর চিন্তিত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন যে, মনের ঐ অস্থিরতা লইয়া কয়েকদিন প্রত্যূষে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করিয়া সেখান হইতে নিজেকে নিম্নে নিক্ষেপপূর্বক হালাক করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু যতবারই এই উদ্দেশ্যে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করিয়াছেন, ততবারই জিব্‌রাঈল ('আ) তাঁহার সামনে হাযির হইয়া বলিয়াছেন, "হে মুহ'ম্মাদ (স)! আপনি সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র রাসূল।" এই আশ্বাস বাণী শ্রবণে তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর হইয়া হৃদয়ে অনাবিল শান্তি আসিল (বুখারী)।

যে ফিরিশতা (জিব্‌রাঈল) হযরত মুহ'ম্মাদ (স)-এর নিকট ওয়াহ্'য়ি পৌঁছাইয়া দিতেন তিনি নবী (স) এবং অন্যদের নিকট দৃষ্টিগোচর হইতেন (বুখারী, ফাদা'ইলু'ল-কু'রআান, বাব ১; ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১৫৪, ১৫৬; আবূ নু'আয়ম, পৃ. ৬৯)।

হযরত (স)-এর ঊর্ধ্বলোকে গমন (মি'রাজ) এবং নৈশ ভ্রমণকে (ইস্‌রা) কতকাংশে ওয়াহ্'য়িরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। কু'রআানে আধ্যাত্মিক দর্শনের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। সূরাঃ নাজ্‌ম-এ বলা হইয়াছে (৫৩ ঃ ৩ প.) ঃ

"এবং সে [রাসূল কারীম (স)] মনগড়া কথাও বলে না। কু'রআান তো ওয়াহ্'য়ি যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাহাকে উহা শিক্ষা দেন বিপুল শক্তিশালী (ফিরিশতা জিব্‌রাঈল), যে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিল ঊর্ধ্ব দিগন্তে। অতঃপর সে তাহার [হযরত রাসূল (স)-এর] নিকটে আসিল, তারপর আরও আরও নিকটবর্তী হইল, ফলে তাহাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল এবং তিনি (আল্লাহ্) তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিবার তাহা প্রত্যাদেশ করিলেন। সে [রাসূল (স)] যাহা দর্শন করিয়াছিল তাহাতে তাহার অন্তর ভুল করে নাই। তবুও কি তোমরা সে যাহা দর্শন করিয়াছিল তাহা লইয়া তাহার সহিত বিবাদ করিবে?

"অতঃপর সে তাহাকে আরও একবার দর্শন করিয়াছিল সীমান্তের সিদ্‌রাঃ বৃক্ষের নিকটে যাহার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। তাহার (রাসূলের) দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই। দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই। সে তো তাহার প্রভুর শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল" (৫৩ ঃ ৩-১৮)।

সূরাঃ তাক্‌ব'ীরে আছে ঃ

"নিশ্চয়ই ইহা (কু'রআান) এক সম্মানিত দূত (ফিরিশ্‌তা) কর্তৃক আনীত বাণী, যে শক্তিমান, 'আর্‌শের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, যাঁহার আদেশ সেখানে পালিত হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন। (হে লোকসকল!) তোমাদের সঙ্গী উন্মাদ নহে, আর সে উহাকে (জিব্‌রাঈলকে) দেখিয়াছিল সুস্পষ্ট দিগন্তে" (৮১ ঃ ১৯—২২)।

অন্যান্য সূরায় শ্রবণের মাধ্যমে ওয়াহ'য়ি প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সূরাঃ কি'য়ামা-তে বলা হইয়াছে ঃ (হে রাসূল!) "তোমার জিহ্বা প্রত্যাদিষ্ট কালাম পাঠের জন্য দ্রুত সঞ্চালন করিও না। উহা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের। সুতরাং যখন আমরা উহা পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর; অতঃপর উহার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্বও আমাদের" (৭৫ ঃ ১৬ প.)। এতদ্ব্যতীত সমগ্র কু'রআানে পুনঃপুনঃ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে "বল" নির্দেশ এই ধারণাই সৃষ্টি করে যে, ওয়াহ্'য়ি শ্রবণের মাধ্যমেই লব্ধ হইয়াছিল। রাসূল কারীম (স)-এর সীরাত (জীবনী) গ্রন্থ এবং বিশেষভাবে হ'াদীছে'র কিতাবসমূহে শ্রবণ শক্তি দ্বারা মুহ'ম্মাদ (স)-এর ওয়াহ্'য়ি গ্রহণের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

(ক) হযরত মুহ'ম্মাদ (স) কিভাবে ওয়াহ্'য়ি প্রাপ্ত হইতেন ঃ

(১) রাসূল কারীম (স) স্বয়ং বলিয়াছেন ঃ কখনও কখনও ওয়াহ্'য়ি ঘন্টা ধ্বনির মত হইয়া আসে। এই ধরনের ওয়াহ্'য়ি অত্যন্ত কষ্টদায়ক। যখন উহা আসে তখন উহার মাধ্যমে যাহা বলা হয় তাহা আমি মনে রাখি। কোন কোন সময় ফিরিশতা মানবীয় আকার ধারণপূর্বক আমার নিকট ওয়াহ্'য়ি ব্যক্ত করেন এবং তিনি যে কথা বলেন তাহা আমি স্মরণ রাখি (বুখারী বাদ্'উ'ল-ওয়াহ্'য়ি, বাব ২; বাদ্'উ'ল-খাল্‌ক', বাব ৬; মুসলিম, ফাদা'ইল, হ'াদীছ' নং ৮৭; তিরমিয'ী, মানাকি'ব, বাব ৭; নাসাঈ, ইফ্‌তিতাহ', বাব ৩৭; মালিক, মুওয়াত্তা', পরিচ্ছেদ, আল-উনু' যিমান মাসা'ল-কু'রআান, হ'াদীছ' ৭; আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ৬ ঃ ১৫৮, ১৬৩, ২৫৬ প.)।

(২) রাসূল কারীম (স) (ওয়াহ্'য়ি অবতরণের সময়) তাঁহার মুখমণ্ডলের সম্মুখে মৌমাছির গুনগুনানির মত শব্দ শুনিতে পাইতেন। এইরূপ অবস্থায় সূরাঃ মু'মিনূন (২৩শ সূরাঃ)-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয় (তিরমিয'ী, তাফসীর সূরাঃ ২৩, হ'াদীছ' ১; আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১ ঃ ৩৪)।

(৩) ওয়াহ্'য়ি শুরু হইবামাত্র রাসূল কারীম (স) ব্যথায় কাতর হইয়া ঠোঁট দুটি নাড়িতে থাকিতেন। সূরাঃ কি'য়ামাতের (৭৫ ঃ ১৬শ) আয়াত অনুসারে প্রত্যাদেশের পর জিবরাঈল প্রস্থান না করা পর্যন্ত তিনি (অবতীর্ণ আয়াতসমূহ) মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। অতঃপর তিনি যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা আবৃত্তি করিতেন (বুখারী, তাওহ'ীদ, বাব ৪৩; নাসাঈ, ইফ্‌তিতাহ', বাব ৩৭; তাবারিয়ী, নং ২৬২৮)।

(৪) ... 'আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "আমি রাসূল কারীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি

ওয়াহ্'য়ি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করেন?' তিনি জওয়াব দিলেন, "হাঁ, আমি ধাতব বস্তুর বাদ্যের মত শব্দ শুনিতে পাই (দ্র. উপরের '১')। অতঃপর আমি কান পাতিয়া শ্রবণ করি এবং এত কষ্ট অনুভব করি যে, অনেক সময় মনে হয় আমি মরিয়া যাইব" (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ২ : ২২২)।

(খ) ওয়াহ্'য়ি অবতীর্ণ হওয়ার সময় সা'হ'াবীগণ হযরতকে কিরূপ দেখিয়াছেন :

(১) শীতের দিবসেও রাসূল কারীম (স')-এর ললাট-দেশে ওয়াহ্'য়ি অবতরণের সময় ঘর্ম দেখা দিত (বুখারী), বাদ'উ'ল-ওয়াহ্'য়ি, বাব ২; তাফসীর, সূরাঃ ২৪, বাব ৬; মুসলিম, ফাদ'াইল, হ'াদীছ' ৮৬; আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৬ : ৫৮, ১০৩, ২০২ ২৫৬ প., ৩ : ২১ এবং উপরের ক—১-এর অনুরূপ)।

(২) রাসূল কারীম (স') ওয়াহ্'য়ি অবতরণের সময় তাঁহার মস্তক আবৃত করেন। তাঁহার মুখমণ্ডল রক্ত বর্ণ ধারণ করে, ঘুমন্ত ব্যক্তির নাক ডাকার ন্যায় তাঁহার নাসিকা হইতে শব্দ উত্থিত হয় অথবা তিনি বাচ্চা উষ্ট্রের ন্যায় কড় কড় শব্দ করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ক্লেশমুক্ত হন (সুর্‌রিয়া 'আন্‌হু) (বুখারী, হ'াজ্জ, বাব ১৭; 'উমরাঃ, বাব ১০; ফাদ'াইলু'ল-কু'রআন, বাব ২; মুসলিম, হ'াজ্জ হ'াদীছ' ৬; আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৪ : ২২২-২২৪)।

(৩) ওয়াহ্'য়ি অবতরণের সময় হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর চেহারা বিবর্ণ হইয়া উঠিত (তারাব্বাদা লাহু ওয়াজ্‌হুহু : মুসলিম, হ'দূদ, হ'াদীছ' ১৩-১৪, ফাদ'াইল, হ'াদীছ' ৮৮; আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৫ : ৩১৭, ৩১৮, ৩২০ প.; ৩২৭, মুতারাব্বিদান : ত'াবারী, তাফসীর ১৮ : ৪; তারাব্বুদ্র জিলদিহি : আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ১ : ২৩৮ প.; তারাব্বাদা লি য'ালিকা জাসাদুহু ওয়া ওয়াজ্‌হুহু : ত'ায়ালিসী, নং ২৬৬৭)।

(৪) ওয়াহ'য়ি অবতরণের সময় তিনি মূর্ছাবস্থাপ্রাপ্ত হইতেন (সুবাত' : আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৬ : ১০৩)।

(৫) অতঃপর রাসূল কারীম (স') তাঁহার ('উছ্'মান ইব্ন মায্'উন) দিকে মুখ করিয়া বসিলেন। তাঁহারা কথোপকথনরত —এমন সময় রাসূল কারীম (স') তাঁহার দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া আকাশের দিকে নিবদ্ধ করিলেন, কিছুক্ষণ পর তাঁহার দৃষ্টি নামাইয়া আনিয়া তাঁহার ডান দিকে তাকাইলেন এবং দৃষ্টির অনুসরণে তাঁহার সঙ্গীর দিক হইতে ঘুরিয়া গেলেন এবং এমন-ভাবে মস্তক আন্দোলিত করিতে লাগিলেন যেন তাঁহাকে যাহা (ওয়াহ্'য়ির মাধ্যমে) বলা হইতেছিল তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতেছেন। উছ্'মান ইব্ন মায্'উন (রা) উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। রাসূল কারীম (স') যখন তাঁহার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি পুনরায় আকাশের দিকে নিবদ্ধ করিলেন, ইত্যাদি (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ১ : ৩১৮)।

(৬) রাসূল কারীম (স') যখন ওয়াহ্'য়ি প্রাপ্ত হইতেন তখন তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইত। সে কষ্ট এত বেশী হইত যে, আমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। সেই অবস্থায় তিনি তাঁহার সঙ্গিগণের নিকট হইতে নিজেকে পৃথক করিতেন এবং পশ্চাতে থাকিতেন। অতঃপর তিনি তাঁহার নিজের চাদর দ্বারা মাথা ঢাকিয়া ফেলিতেন, তখন তিনি ভীষণ কষ্ট পাইতেন, ইত্যাদি (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ১ : ৪৬৪)।

রাসূল কারীম (স') যখন ওয়াহ্'য়ি প্রাপ্ত হইতেন, তখন নিজের চাদর দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল আবৃত করিতেন। যখন তিনি মূর্ছাবস্থা-প্রাপ্ত হইতেন তখন আমরা উহা সরাইয়া ফেলিতাম, তখন ... ইত্যাদি (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৬ : ৩৪; দ্র. উপরের খ-২)।

(৭) যায়দ ইব্ন ছ'াবিত (রা) বলেন, "যখন সাকীনা (প্র.) রাসূল কারীম (স')-এর উপরে আসে তখন আমি তাঁহার পার্শ্বেই ছিলাম। তাঁহার উরু আমার উরুর উপর পড়িয়া এমন ভারি বোধ হইল যে, আমার আশংকা হইল উহা বুঝি ভাঙিয়া যায়! যখন তিনি (ওয়াহ্'য়ি অবতরণের ভার) মুক্ত হইলেন, তখন আমাকে নির্দেশ দিলেন : লিপিবদ্ধ কর, (তিনি বলিয়া গেলেন) এবং আমি সূরাঃ ৪ : ৯৫ লিখিয়া লইলাম" (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল ৫ : ১৮৪, ১৯০ প.; আবু দাউদ, জিহাদ, বাব ১৯)।

(৮) 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আম্র (রা) বলেন : উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া চলা অবস্থায় রাসূল কারীম (স')-এর প্রতি সূরাঃ মাইদাঃ অবতীর্ণ হয়। পশুটি (ওয়াহ্'য়ি অবতরণের চাপে) তাঁহার ভার বহনে অক্ষম হওয়ায় তিনি উষ্ট্র-পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পড়িলেন (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ২ : ১৭৬)। আস্‌মা' বিন্‌ত য়াযীদের বাচনিক অনুরূপ আর একটি হ'াদীছ' বর্ণিত হইয়াছে (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৬ : ৪৫৫, ৪৫৮)। একই রূপ অপর একটি হ'াদীছ', ইব্ন সা'দ, ১/১, ১৩১-তে সংকলন করিয়াছেন।

(গ) যে পরিস্থিতিতে রাসূল কারীম (স')-এর উপর ওয়াহ্'য়ি অবতীর্ণ হইত :

১। রাসূল কারীম (স')-কে যখন সরাসরি অথবা পরোক্ষ-ভাবে কোন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয় অথবা তাঁহার সম্মুখে কোন বিষয় আলোচনা করা হয়, তখন (তিনি নিজের বিবেচনা হইতে কোন কথা বলেন না) প্রশ্নের জওয়াব ওয়াহ্'য়ির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অবতীর্ণ হয়। প্রশ্নাবলী বা আলোচনার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

(১) 'উম্‌রার সময় সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার চলিবে কিনা (বুখারী, হ'াজ্জ, বাব ১৭, দ্র. উপরে খ-২)।

(২) জিহাদের সময় কোন্ কোন্ বিশেষ কারণে গৃহে অবস্থান করা চলিবে (আবূ দাউদ, জিহাদ, বাব ১৯; আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল ৫ : ১৮৪)।

(৩) কোন সৎকর্ম হইতে মন্দ কর্ম প্রকাশিত হইতে পারে কিনা (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৩ : ২১; ত'ায়ালিসী, নং ২১৮০)।

(৪) রাসূল কারীম (স')-এর সহধর্মিণিগণের প্রতি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে শহরের উপকণ্ঠে যাওয়ার অনুমতি ছিল কিনা (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৬ : ৫৬)।

(৫) হযরত 'আইশাঃ (রা) (-এর প্রতি আরোপিত অভিযোগে সত্যই তিনি) দোষী ছিলেন অথবা ছিলেন না (বুখারী, তাফসীর, সূরাঃ ২৪, বাব ৬; আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৬ : ১০৩, ১১৭)।

(৬) একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া ব্যভিচারের অভিযোগে কোনও স্ত্রীকে কাহারও পক্ষে ত'ালাক' দেওয়া সঙ্গত হইবে কিনা (ত'ায়ালিসী, নং ২৬৬৭)।

(৭) জি'হার সম্পর্কে (ত'াবারী, তাফসীর, ১৮ : ২) শারী-'আতের বিধান কি?

২। হযরত মুহ'াম্মাদ (স) যখন উষ্ট্রারোহণে পথযাত্রী তখন তাঁহার প্রতি ওয়াহ্'য়ি অবতীর্ণ হয় (উমরের খ. ৮ প্র.; ত'াবারী, তাফসীর, ২৬ : ৬৯)। ওয়াহ্'য়ি এমন অবস্থায়ও নাযিল হয় যখন তাঁহার মাথা পানি দ্বারা ধৌত করা হইতেছিল (ত'াবারী, তাফসীর ১৮ : ২), যখন আহারে বসিয়া গোশতের হাড় হাতে লইয়া আছেন (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৬ : ৫৬) অথবা যখন তিনি মিম্বারের উপর দণ্ডায়মান (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৩ : ২১) এই অবস্থায় ওয়াহ্'য়ি নাযিল হয়।

(ঘ) (এইভাবে প্রাপ্ত) সব ওয়াহ্'য়ি কু'রআনের অংশ নয় (তু. Noldeke—Schwally, Geschichte des Qorans, i. 256-261), গ'ায়র মাত্লূ, (যাহা তিলাওয়াত করা হয় না) ওয়াহ্'য়িগুলি হ'াদীছ' শারীফে উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখযোগ্য :

(১) সৎকর্ম হইতে অশুভ ফল ফলিতে পারে কিনা, এই প্রশ্নে হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর জওয়াব (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৩ : ২১; ত'িরমিযী, নং ২১৮০)।

(২) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বহির্গমনে স্ত্রীদিগকে হযরত (স)-এর অনুমতি প্রদান (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৬ : ৫৬)।

(৩) ব্যভিচারের শাস্তি (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৫ : ৩১৭ ৩১৮, ৩২০, প. ৩২৭—রাজমের আয়াত নয়)।

(৪) লি'আনের অনুমতি (ত'িরমিযী, নং ২৬৬৭)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হিশাম, পৃ. ১৫০ প.; (২) ইব্ন সা'দ ১/১ খ, ১২৬ প.; (৩) ত'াবারী, ১খ, ১১৪৬ প.; (৪) Noldeke—Schwally, Geschichte des Qorans, i. 21 প.; (৫) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 67 প.; (৬) Wensinck, Handbook, p. 162b, 163a; (৭) Sprenger, Das Leben und die Lehre des Muhammad, i. Berlin, 1861 p. 207 প.; iii. 1865, p. xviii. প.; (৮) W. Muir, The Life of Mohammad, Edinburgh 1912; (৯) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, Leipzig 1930, p. 134 প.; (১০) T. Andrae, Die Person Muhammeds, Upsala 1917, p. 311; (১১) G. Holscher, Die Propheten, Leipzig 1914; (১২) O. Pautz, Muhammeds Lehre von der offenbarung, Leipzig 1898; (১৩) T. Andrae, Mohammed, Gottingen 1932, p. 77 প.; (১৪) আবূ নু'আয়ম, দালাইলু'ন-নুবুওয়াঃ, হ'ায়দরাবাদ ১৩২০ হি., পৃ. ৬৮ প.; (১৫) আয-যাগি'ব আল-ইস্'ফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গ'ারীবি'ল-কু'রআন, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ৫৩৬ প.; (১৬) 'আবদু'র-রহ'ীম আল-ঈজী, কিতাবু'ল-মাওয়াকি'ফ (ed. Soerensen, Leipzig 1848), পৃ. ১৭২ প.; (১৭) মুহ'াম্মাদ 'আলা ইব্ন 'আলী আত-থানাবী, কিতাব কাশ্শাফ ইস্'তিলাহ'াতি'ল-'উলূম ওয়া'ল-ফুনূন, কলিকাতা, ১৮৬২ পৃ. ১৫২৩।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহমান

ওহ্হাবীয়া (وهابية : ওয়াহ্হাবিয়্যাঃ) মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব (১১১৫—১২০১/১৭০৩—১৭৮৭) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামী সম্প্রদায়ের নাম। এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদিগণ কর্তৃক উহার প্রতিষ্ঠাতার জীবদ্দশাতেই উক্ত সম্প্রদায়ের এই নাম দেওয়া হয়। য়ুরোপীয়গণ তদবধি উহাই গ্রহণ করিয়া তাহাদের রচনাবলীতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু 'আরবে উক্ত সম্প্রদায় নিজদিগকে মুওয়াহ্'হি'দীন বা একত্ববাদীরূপে অভিহিত করিয়া থাকেন (তাহারা নিজদিগকে সালাফিয়্যাঃ অর্থাৎ আদিপন্থীরূপে পরিচয় দিতেও পসন্দ করেন)। তাঁহারা তাঁহাদের অনুসৃত পন্থাকে ত'ারীকাঃ-ই-মুহ'াম্মাদীয়াঃরূপে আখ্যায়িত করেন। তাঁহারা নিজদিগকে সুন্নী এবং ইব্ন তায়মিয়্যা (র)-এর ব্যাখ্যা মতে আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মায্হাবের অনুসরণকারী বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। ইব্ন তায়মিয়্যাঃ (র) পীর-দরবেশের ভক্তিবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার বহু গ্রন্থে লেখনি চালনা করিয়াছেন, বিশেষত, তিনি তাঁহার "যিয়ারাতু'ল-কু'বূর" পুস্তিকাতে মৃত পীর-ওয়ালীদের মাযারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করাকে দোষাবহ, বরং শির্ক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিনি শারী'আতের বিধান অনুযায়ী মুসলমানের কবর যিয়ারাতকে কখনও অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন নাই (মাজমূ'র-রাসাইল, কায়রো ১৩২৩ হি. দ্র.)।

১। প্রতিষ্ঠাতার জীবন কথা : মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব বানূ সিনান বংশোদ্ভূত। উহা তামীম গোত্রের একটি শাখা। তিনি 'উয়ায়নাঃ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন (পর্যটকগণের মধ্যে কেহ লিখিয়াছেন আয়াইনা, কেহ এল-আয়েনা, কেহ আল-আজেনা, আবার কেহ বা লিখিয়াছেন—আয়ানা)। বর্তমানে উক্ত স্থানের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু L. P. Damo-এর মতে (M. W. xix. 356) এক সময়ে নিশ্চিতরূপে উহার লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ হাজার। মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব মদীনায় সুলায়মান আল-কুর্দী এবং মুহ'াম্মাদ হ'ায়াত সিন্ধীর নিকট অধ্যয়ন করেন। দাহ্'লানের মতে, ইঁহারা উভয়েই তাঁহার মধ্যে তাওহ'ীদ বিরোধী লক্ষণ দেখিতে পান।

তাঁহার জীবনের বহু বৎসর ভ্রমণে অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। লাম্'আঃ-এর মতে, তিনি বসরায় চারি বৎসর বসবাস করেন। সেথায় কাযী হ'সায়নের গৃহে তিনি গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন। তারপর পাঁচ বৎসর তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি এক ধনবতী মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁহার জন্য 'দুই সহস্র দীনার' (স্বর্ণমুদ্রা) উত্তরাধিকার রাখিয়া উক্ত স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তিনি এক বৎসর কুর্দিস্তানে ও দুই বৎসর হ'ামাযানে অবস্থান করেন। তথা হইতে নাদির শাহ-এর শাসনকালের সূচনায় (১১৪৮/১৭৩৬) তিনি ইস্'ফাহানে গমন করেন। এই স্থানে মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্দি'ল-ওয়াহ্হাব ইশ্রাকিয়্যীর দর্শন, ইশ্রাকি'য়্যাঃ মতবাদ এবং সূ'ফীতত্ত্ব চর্চা করেন এবং বহু শিক্ষার্থী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতঃপর এখান হইতে তিনি কু'ম্ম গমন করেন এবং তথায় হ'াম্বালী মায্হাবের উৎসাহী সমর্থকে পরিণত হন। জন্মস্থান 'উয়ায়নায় তাঁহার সম্পত্তি ছিল। এখানে প্রত্যাবর্তন করিয়া দীর্ঘ আট মাস তিনি নীরবে অবসর জীবন যাপন করেন। অতঃপর তিনি প্রকাশ্যে তদীয় "কিতাবু'ত-তাওহ'ীদ"-এ লিপিবদ্ধ মতবাদ প্রচার আরম্ভ করিয়া দেন। এখানে তিনি কিছুটা সাফল্য অর্জন করিলেও প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক আপনজনও ছিল। তাঁহার এই সব বিরোধী আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতা সুলায়মান এবং চাচাতো ভাই 'আবদুল্লাহ

ইব্ন হ'সায়নের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁহার চিঠিপত্র পাঠে জানা যায় যে, তিনি 'উয়ায়নাঃ পরিত্যাগের পূর্বে উহার বাহিরের বহু সংখ্যক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জন্মভূমি হইতে তাঁহার বহিষ্করণের বিভিন্ন কারণ বর্ণিত হইয়াছে। লাম্'আঃ-এর বর্ণনানুসারে চাচাতো ভাই-এর সহিত তাঁহার বিবাদের ফলে য়ামামা-র তামীম গোত্রের মধ্যে খুনাখুনি শুরু হইয়া যায়। হ'াসা-র সুলত'ান সুলায়মান ইব্ন শামিস আল-'আনাযী পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবরণ দিয়া উক্ত অঞ্চলের গভর্নরের নিকট চিঠি লিখেন এবং মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাবের নির্বাসন দাবী করেন। ফলে তিনি তাঁহার পরিবার-পরিজন এবং সম্পদাদিসহ, যাহার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ছিল বলিয়া কথিত হয়—তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি দার'ইয়ায় সম্বর্ধিত হন (তখন উহা একটি গ্রাম মাত্র—এবং বাড়ীর সংখ্যা ৭০টি)। দার'ইয়ার সর্দার মুহ'াম্মাদ ইব্ন সা'ঊদ তাঁহার মতবাদ গ্রহণ করেন এবং উহার সংরক্ষণ ও প্রচারের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। শাসন কর্তৃত্ব ইব্ন সা'উদের হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব ধর্মীয় ব্যাপারে নেতৃত্ব করেন। দুইজনের মধ্যে ইহাই সম্পর্কের প্রকৃত অবস্থা। এই সংস্কার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার পরবর্তী ইতিহাস এইভাবে এই সম্প্রদায়ের উত্থান-পতনের সহিত অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত হয়।

২। মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাবের সংস্কার ঃ

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর পর হইতে ইসলামে যে সব বিদ্'আত অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার সমস্তই অপসারিত করিয়া অনাবিল ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কাজেই আহ্লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আতের স্বীকৃত চারি মায্'হাব এবং ছয়টি বিশুদ্ধ হ'াদীছ' গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্বীকার করিতে তাঁহাদের কোন অসুবিধা ছিল না। মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব এবং তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দের লিখিত বিতর্কমূলক আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল মুর্শিদের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি বা পীরভক্তি। দরবেশদের কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করা, কবরগুলিকে সিজদার স্থানে পরিণত করা এবং ঐসবের উদ্দেশ্যে ছ'াও-য়াবের নিয়্যাতে সফর করা ইত্যাদি বিদ'আতের ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল। লাম্'আঃ হইতে উদ্ধৃত নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ ওয়াহ্হাবীদের অনুসৃত রীতিনীতির সহিত অভিন্ন বলিয়াই মনে হয় ঃ

(১) এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সমুদয় উপাসনার পাত্র অলীক ও মিথ্যা। এইরূপ মিথ্যা উপাস্যের যাহারা পূজা করে, তাহারা হত্যার যোগ্য।

(২) মনুষ্য জাতির অধিকাংশই মুওয়াহ্'হি'দ বা একক আল্লাহ্র ভক্ত নয়,—কারণ তাহারা ওয়ালী-দরবেশদের কবর যিয়ারাত করিয়া আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করে। সুতরাং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ কু'রআনে বর্ণিত মক্কার মুশরিকগণের ক্রিয়া-কর্মের অনুরূপ।

(৩) দু'আর সময় কোন নবী, ওয়ালী, পীর বা ফিরিশতার নামের অবতারণা করা শির্ক বা অংশীবাদিতার নামান্তর।

(৪) আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করা শির্কের পর্যায়ভুক্ত।

(৫) আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাহারও নামে শপথ করা শির্ক।

(৬) আল-কু'রআন, সুন্নাঃ এবং যুক্তিমূলক কি'য়াসের ভিত্তি ছাড়া অপর কোন প্রকার 'ইল্মের স্বীকৃতি ব্যক্ত করা কুফ্রের শামিল।

(৭) সমুদয় কাজে ক'াদারের (ত'কদীর, ভাগ্যলিপি) অস্বীকৃতি কুফ্র এবং ইল্হ'াদ অর্থাৎ অবিশ্বাস ও অধর্মাচরণের নামান্তর।

(৮) তা'বীলের (মনগড়া ব্যাখ্যা) সাহায্যে কু'রআনের ব্যাখ্যা করা কুফ্রের পর্যায়ভুক্ত।

ইব্ন হ'াম্বালের মতবাদ হইতে তাঁহার (মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাবের) মত ও পথ নিম্নলিখিত বিষয়ে ভিন্নমুখী হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্-হাবের মতে—

(১) ফরয স'ালাতের জামা'আতে যোগদান প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

(২) তামাকের ধূমপান হারাম। কেহ পান করিলে অনুর্ধ্ব চল্লিশ ঘা বেত্রদণ্ড দিতে হইবে। দাড়ি মুণ্ডন এবং গালি-গালাজের অপরাধের শাস্তি কাযী তাঁহার বিচার-বিবেচনা অনুসারে প্রদান করিবেন।

(৩) গোপন মুনাফার জন্যও যাকাত দিতে হইবে। যেমন ব্যবসায়-বাণিজ্যের লাভ; কিন্তু ইব্ন হ'াম্বাল (র) শুধু প্রকাশ্য উৎপাদন হইতে যাকাত উসু'ল করার নির্দেশ দিয়াছেন।

(৪) ইসলামের মর্মবাণী কালিমা-ই-ত'ায়্যিবাঃ শুধু মুখে উচ্চারণ করিলেই কোন লোক মু'মিন বলিয়া গণ্য হইবে না। সুতরাং কোন ব্যক্তির য'াব্হ' করা পশুর গোশ্ত হ'ালাল হওয়ার জন্য তাহার ঐ কালিমাঃ উচ্চারণই যথেষ্ট নহে, তাহার আচরণ ('আমাল) সম্বন্ধেও সন্ধান লইতে হইবে।

S. Zwemer তাঁহার The Mohammedan World of to-day গ্রন্থে ওয়াহ্হাবী মতবাদের যে পরিচয় তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহার সহিত উপরিউক্ত তালিকার তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নাই। উপরন্তু নিম্নলিখিত বিষয় উহাতে রহিয়াছে ঃ

তাঁহারা তাস্বীহে'র মালা ব্যবহার নিষেধ করেন। তৎ-পরিবর্তে আল্লাহ্র নাম এবং দু'আ'-দরূদ নিজ নিজ হস্তাঙ্গুলের গ্রন্থিতে তাঁহারা গণনা করিয়া থাকেন।

ওয়াহ্হাবীদের মসজিদসমূহ অত্যন্ত সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর ধরনের নির্মাণ করা হয়। উহাতে কোন মিনার সংযুক্ত করিতে কিংবা উহা কোনরূপ সাজ-সজ্জায় চাকচিক্যময় করিতে দেওয়া হয় না।

মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাবের সমসাময়িককালে আরবে প্রচলিত শির্কমূলক চালচলনের একটি তালিকা সন্নি-বেশের জন্য রাওদ'াতু'ল-আফ্কার গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদ রচিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, তৎকালে কবরসমূহের যিয়ারাত ছাড়াও পবিত্র বৃক্ষসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইত এবং কবরে খাদ্যসামগ্রীও উপস্থিত করা হইত। ইহা স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে, উল্লিখিত দুইটি প্রথা নূতন ব্যাপার নয়; বরং জাহিলী যুগে প্রচলিত রেওয়াজের জের টানা মাত্র। মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব ব্যাপকভাবে বহু ধর্মীয় গ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া যে অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত হয়, উহাকে তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার অনুসারিগণ একটি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার অনু-

সম্মিলন "রাওদু'র-রায়াহ'ীন" পোড়াইয়া ফেলার কথা স্বীকার করেন, কিন্তু স্পষ্টত "দালাইলু'ল-খায়রাত"-এর কথা স্বীকার করেন না। সুন্নাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করার অভিযোগ (যাহা Noldeke পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন) নিশ্চিতরূপেই ভ্রান্তিমূলক ও অলীক। অপরপক্ষে সমাধি-সৌধসমূহের ব্যাপক ধ্বংস মুহ'ম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী কর্তৃক সাধিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং জুবায়লার যায়দ ইব্নু'ল-খাত্ত'াবের সমাধি ধ্বংস করেন। আধুনিককালে মদীনার প্রসিদ্ধ প্রাচীন গোরস্তান 'জান্নাতু'ল-বাক'ী'-র ধ্বংস কাজ ব্যাপক আকারে সম্পন্ন করা হয়। রিফ্'আত পাশা-র "মিরআতু'ল-হ'ারামায়ন" (১৯২৫) সন্নিবিষ্ট ফটোসমূহের সহিত Eldon Rutter-এর Holy Cities of Arabia (১৯২৮) মিলাইয়া দেখিলেই উপরিউক্ত কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়।

আচার-অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁহারা যে সব বিদ'আত বিলুপ্ত করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন উহার একটি তালিকা "আল-হাদীয়াতু'স-সুন্নিয়াঃ-য়" (৪৭-৪৯ পৃ.) প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লিখিত হইল:

আযা'নের স্থানে আযা'ন ছাড়া অন্য কোন কথা জোরে উচ্চারণ করা।

জুমু'আর খুত্'বাঃ-র পূর্বে আবূ হুরায়রাঃ (রা)-এর হ'াদীছ' আবৃত্তি করা।

মীলাদু'ন-নাবীর আবৃত্তি শ্রবণের জন্য বহু লোকের বিশেষ সমাবেশ।

ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, বানূ রাশীদের রাজত্বকালে ওয়াহ্হাবী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতার উপদেশাবলী বানূ সা'ঊদের সময়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম কঠোরতার সহিত অনুসৃত হয়। তাই বলিয়া বানূ রাশীদকে ওয়াহ্হাবী বহির্ভূত ভাবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও ফিলবী (Philby) ওয়াহ্হাবী নামকরণ শুধু বানূ সা'ঊদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া অন্যান্য পর্যটকের অভিমত হইতে ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন—যাহারা হ'াইলকে উক্ত সম্প্রদায়ের সাময়িক রাজধানীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, উক্ত সম্প্রদায় যে স্বয়ং নিজেদের ওয়াহ্হাবী নাম স্বীকার করেন না তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। Encyclopaedia Britannica-তে উল্লিখিত আছে, মুহ'ম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাবের শিক্ষা ইব্ন তায়মিয়্যার (হি. ৬৬১—৭২৮) শিক্ষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইব্ন তায়মিয়্যার ন্যায় ওয়াহ্হাবীগণও কু'রআনের শাব্দিক তাৎপর্যে বিশ্বাস পোষণ করেন এবং চারি মায্'হাবের মীমাংসা ছাড়াও কু'রআন হইতে মাসআলাঃ আবিষ্কারের কার্যকে (ইজ্তিহাদ) 'আলিমদের কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। ... তাঁহারা কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফরে যাওয়া এবং পীর ও ওয়ালীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার কার্যকে নিষেধ করিয়া থাকেন।.....তাঁহারা সর্বপ্রকার বিলাসিতা, দুর্নীতি, বিচারব্যবস্থা, কাফির দলের নিকট অবনত হওয়া, মদ্যপানের অভ্যাস, অপবিত্রতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি কার্যের কঠোর প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। ওয়াহ্হাবীগণ বেদুঈন গণতন্ত্রের ন্যায় এক শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা আইনের অনুসরণ, যাকাত প্রদান এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে সকল মুসলমানের সৈন্যদলে ভর্তি হওয়া, অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রতিষ্ঠা এবং বিচারালয়সমূহে সত্যিকার বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তিত করার দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন [Encyclopaedia Britannica, v. 28, p. 245 (13th Edition)]।

মুহ'ম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রসিদ্ধ:

১। কিতাবু'ত-তাওহ'ীদ,; ২। নাসীহ'াতু'ল-মুসলিমীন; ৩। কিতাবু'ল-কাবাইর; ৪। ফাদ'লু'ল-ইসলাম,; ৫। 'উসূলু'ল-ঈমান; ৬। মা'রিফাতু'ল-'আব্দি রাব্বাহ ওয়া দীনাহ ওয়া নাবিয়্যাহ; ৭। আল-ইন্সা'াফ; ৮। কাশ্ফু'শ্-শুবুহাত; ৯। তাফসীর-সুরাতি'ল-ফাতিহ'াঃ; ১০। মুসাঈ'তু মাসি'ল-মা'আদ; ১১। মুখতাস'ার-সীরাতি ইব্ন হিশাম; ১২। মুখ্তাস'ার শারহি'ল-কাবীর ফী ফুরু'ই'ল-হ'াম্বিলাঃ; ১৩। মুখতাস'ার ফাতাওয়া ইব্ন তায়মিয়্যাঃ।

এই গ্রন্থসমূহে তাঁহার মতবাদ স্পষ্টভাবে বিবৃত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সময় তিনি 'আলিমমণ্ডলী ও বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট তাঁহার মতবাদের ব্যাখ্যা করিয়া এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ খণ্ডন করিয়া পত্রাদি প্রেরণ করেন। তাঁহার লিখিত দুইখানি চিঠির নিম্নোদ্ধৃত অংশবিশেষ তাঁহার মতবাদ সম্পর্কে ধারণাকে সুস্পষ্ট করিবে।

ক'াস'ীমের 'আলিমমণ্ডলীর বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াবে তাঁহার চিঠিতে তিনি বলেন:

আমি আল্লাহ্কে সাক্ষ্য রাখিয়া বলিতেছি যে,

১। আহ্লু'স্-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ যে সকল অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন, আমার অভিমতও তাহাই।

২। আমি আল্লাহ্, তদীয় রাসূল, ফিরিশতা, আল্লাহ্র কিতাব, পুনরুত্থান এবং তাক'দীরের উপর ঈমান রাখি।

৩। কু'রআন ও হ'াদীছ'-এ উল্লিখিত আল্লাহ্র গুণাবলীর কল্পকল্পিত ব্যাখ্যা না করিয়া তাহা যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে সেইভাবেই স্বীকার করিয়া থাকি। আল্লাহ্র নির্গুণ হওয়া স্বীকার করি না; বরং তাঁহার গুণাবলীকে অনুপম এবং সৃষ্ট বস্তুর সহিত তুলনাবিহীন বলিয়া জানি।

৪। কু'রআন আল্লাহ্র বাণী এবং ক'াদীম (অনাদি)। আল্লাহ্ কু'রআনকে তদীয় রাসূল মুহ'ম্মাদ (স')-এর উপরে নাযিল করিয়াছেন।

৫। আল্লাহ্র ইচ্ছা এবং নির্ধারণের বহির্ভূত কিছুই ঘটিতে পারে না বলিয়া বিশ্বাস করি। সমস্ত কার্য আল্লাহ্র ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহার তাক'দীরের সীমা লঙ্ঘন কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়।

৬। রাসূল কারীম (স')-এর শাফা'আতের উপর ঈমান রাখি।

৭। আমি বিশ্বাস করি যে, মু'মিনগণ স্বীয় প্রভুর সন্দর্শন লাভে ধন্য হইবেন।

৮। হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-কে সর্বশ্রেষ্ঠ নবীরূপে বিশ্বাস করি। যে ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করে না তাহাকে মু'মিন বলিয়া স্বীকার করি না।

৯। আল্লাহ্র ওয়ালীগণের কারামাত (অলৌকিক কার্যাবলী) ও কাশ্ফের (অন্তর্দৃষ্টি) কথা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও প্রভুত্বের অধিকারী ও 'ইবাদাত-যোগ্য বলিয়া মান্য করি না।

১০। কোন মুসলিমকে কাফির বলি না এবং তাহাদের কাহাকেও ইসলামের বহির্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করি না।

১১। নেক্কার ও ফাসিক নেতার পতাকার নিম্নে জিহাদ করা এবং তাহাদের পশ্চাতে জামা'আতের সালাত আদায় করা জাইয মনে করি।

১২। দাজ্জালের পতন পর্যন্ত তরবারির জিহাদ ব্যবস্থা বলবৎ ও ফরয।

১৩। আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক সাক্ষ্য এবং ব্যবহারিক আচরণ—এই তিনটিকে আমি ঈমানের অংশ বলিয়া মনে করি। সৎ 'আমলের দ্বারা ঈমান বর্ধিত এবং পাপকার্যের ফলে উহার ক্ষতি সাধিত হয়—ইহা বিশ্বাস করি।

১৪। ...শারী'আতের নির্দেশ মুতাবিক ন্যায়ের জন্য আদেশ প্রদান এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করা সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলিয়া জানি।

পত্রের শেষাংশে মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব চারি মায্হাবের গ্রন্থসমূহকে বাতিল জানার, পূর্ববর্তী ইমাম ও মুজতাহিদগণকে অগ্রাহ্য করার, রাসূল কারীম (স)-এর পবিত্র মাযার ও পিতৃ-পিতামহগণের কবর যিয়ারাতকে হারাম জানার, ইব্নু'ল-'আরাবীকে কাফির মনে করার, 'দালাইলু'ল-খায়রাত' নামক পুস্তককে পোড়াইয়া ফেলার এবং "রাওদাতু'র-রায়াহীন" নামক পুস্তককে 'রাওদাতু'শ-শায়াতীন' আখ্যায়িত করার অভিযোগকে দৃঢ় কণ্ঠে অস্বীকার করিয়া উহাকে ভিত্তিহীন বলিয়া ঘোষণা করেন (তারীখ-ই-নাজ্দ, পৃ. ৫৭—৫৯)।

সমসাময়িককালের প্রসিদ্ধ 'আলিম 'আবদু'র-রাহ্মান ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল-বাগ্দাদীর (১১৩৪-১২০০) নিকট লিখিত পত্রে তিনি অধিকন্তু লিখেন: আমি জনসাধারণকে তাওহীদের শিক্ষা প্রদান করিয়াছি। বিপদের সময় মৃত সাধু-পুরুষ ও ওয়ালীদিগের প্রতি আহ্বান ও তাঁহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় নিষেধ করিয়াছি। তাঁহাদের কবরের নায্'র-নিয়ায ও মানত দিতে ও কবরকে সিজদাঃ করিতে বাধা দিয়াছি।

—আমি আমার অনুসারিগণকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সঙ্গে সম্পাদন করার, যাকাত প্রভৃতি ফরয কাজ আদায় করার ও সকল প্রকার পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকার, মাদক দ্রব্যাদি পরিহার করার এবং মুনাফিকীকে ঘৃণা করিতে অভ্যাস করার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছি। দেশের বড় লোকেরা এই সকল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে না পারিয়া আমার প্রচারিত তাওহীদের নানারূপ কদর্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং বিভিন্নরূপ মিথ্যা কথনের সাহায্যে আমার দুর্নাম রটাইতেছেন।

যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ইসলাম ধর্ম পরিহার করে কিংবা রাসূল কারীম (স)-কে কটূক্তি করে এবং তাঁহার অনুসরণে বাধা দেয় আমি কেবল তাহাকেই কাফির বলিয়া জানি। কিন্তু আল্লাহ্র অনুগ্রহে উম্মাতের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি এরূপ নহেন (তা'রীখ-ই-নাজ্দ পৃ. ৫৪—৫৬ দ্র.)।

৩। ওয়াহ্হাবী সংস্কার আন্দোলনের প্রাথমিক ইতিহাস :

দার'ঈয়ার উপস্থিতির পর মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব এক বৎসরের মধ্যে তদীয় মতাদর্শের প্রতি মাত্র চারিজন ব্যতীত উক্ত শহরের সমস্ত অধিবাসিগণের আনুগত্য লাভে সমর্থ হন বলিয়া দাবী করা হয়। যে চারিজন তাঁহার মত গ্রহণে অস্বীকার করেন তাঁহারা শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব তথায় একটি মস্জিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের মেঝে পাথর দ্বারা বাঁধান হয়, কিন্তু কোন গালিচা বিছান হয় না। সেখানে বসিয়াই তিনি তাঁহার কিতাবু'ত-তাওহীদের শিক্ষা দান শুরু করেন। উক্ত গ্রন্থ শিক্ষাদানকালে যাহারা অনুপস্থিত থাকিত তাহাদিগকে তিনি শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন। ধর্মীয় শিক্ষাদান ছাড়াও এখান হইতে তিনি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষাদান ব্যবস্থা করেন। এই নূতন সম্প্রদায় শীঘ্রই রিয়াদের শায়খ দাহ্হাম ইব্ন দাওওয়াসের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ে। ১১৬০/১৭৪৭ সনে এই যুদ্ধ শুরু হয় এবং সুদীর্ঘ ২৮ বৎসরকাল উহা চলিতে থাকে। এই সব যুদ্ধে ইব্ন সা'উদের পুত্র 'আবদু'ল-'আযীয সুদক্ষ সেনাপতি প্রমাণিত হন। মাঝে মাঝে দুই-একটি যুদ্ধে পরাজিত হইলেও বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হন। কোন নূতন স্থান স্বীয় দখলে আনার পরই তাঁহারা সাবেক দুর্গ হইতে কিছু দূরে একটি দুর্গ নির্মাণ করিতেন এবং মাটি উপযোগী হইলে উহার চতুষ্পার্শ্বে পরিখা খনন করিতেন। ইহা ইব্ন সা'উদ এবং তদীয় পুত্রের এক অপরিহার্য কর্মসূচীরূপে অনুসৃত হয়। তাঁহারা এই সব দুর্গরক্ষার জন্য উমানা' (বিশ্বস্ত) নামধারী সৈন্যদল মোতায়েন করিতেন এবং তাহাদিগকে ভাল বেতন দিতেন। ছোট ছোট এলাকায় শুধু একজন করিয়া কাযী আর বড় বড় এলাকায় একজন করিয়া কাযী ও একজন করিয়া মুফ্তী নিয়োগ করা হইত। যেসব যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে ইব্ন সা'উদের শক্তি বর্ধিত হইতে থাকে ফিল্বী তদীয় গ্রন্থে সেগুলির মোটামুটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ১১৭৯/১৭৬৫ সালে ইব্ন সা'উদ ইন্তিকাল করেন এবং তদীয় পুত্র 'আবদু'ল-'আযীয তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাবকে তাঁহার ধর্মীয় নেতারূপে বহাল রাখেন। পরবর্তী বৎসর মক্কায় এক প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়। উক্ত দল মক্কার "শারীফ" কর্তৃক নিয়োজিত ধর্মবেত্তাগণের সহিত ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনার পর ওয়াহ্হাবী মতবাদ যে ইব্ন হাম্বাল (র)-এর মায্হাবেরই অভিন্নরূপ তাহা প্রমাণ করিতে এবং তাহাদের সন্দেহ নিরসনপূর্বক তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হন।

ওয়াহ্হাবী সম্প্রদায়ের চরম বিরোধী—দাহ্হাম ১১৮৭/১৭৭৩ সালে রিয়াদ হইতে পলায়ন করেন। 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন সা'উদ উহা অনায়াসেই দখল করিয়া লন। ফলে তিনি উত্তরে কাসীম হইতে দক্ষিণে খারজ পর্যন্ত সমগ্র নাজ্দ প্রদেশের অধিকর্তায় পরিণত হন। 'আবদু'ল-'আযীযের পুত্র সা'উদও সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার পিতা কতিপয় অভিযানে তাঁহাকে সিপাহ্সালাররূপে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মক্কার নূতন শারীফ সুরূর-এর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। শারীফ ওয়াহ্হাবীদের হাজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দেন। কিন্তু এই অন্যায় নিষেধের ফলে 'ইরাক ও পারস্যের হাজ্জযাত্রিগণ অসুবিধার সম্মুখীন হন। সেজন্য ১১৯৯/১৭৮৫ সালে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।

১৭৯২ খৃস্টাব্দে মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব ৮৯ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী কয়েক

বৎসরে ওয়াহ্হাবীগণ পূর্বদিকে অভিযান পরিচালনা করেন এবং হ'সার বানূ খালিদের উপর বিজয় লাভে সমর্থ হন। অবশ্য ১৭৯০ খৃ.-এর পূর্বেই তাঁহারা 'ইরাকের মুন্তাফিক' গোত্র এবং ইরাক সীমান্তে অপরাপর গোত্রের চারণভূমিতে মাঝে মাঝেই আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। আরবের এই উদীয়মান শক্তির বিপদ সম্পর্কে অবহিত করানোর জন্য একটি প্রতিনিধি দল তুরস্কের খলীফার দরবারে উপস্থিত হন। ফলে এই শক্তির বিরুদ্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য খলীফার তরফ হইতে বাগদাদের পাশা নির্দেশনা প্রাপ্ত হন। সাময়িকভাবে নির্বাসিত মুন্তাফিক নেতা তু'ওয়ায়নীকে এই ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হয়। তিনি আগমন করেন এবং সরকারীভাবে বসরার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ভার লাভ করেন। তিনি ওয়াহ্হাবী শক্তিকে খর্ব করার জন্য একটি সৈন্যদল গঠন করেন, কিন্তু ১৭৯৭ সালের ১ জুলাই শিবাক নামক স্থানে এক নিগ্রো ক্রীতদাস আততায়ী কর্তৃক নিহত হন। ফলে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

ইতিমধ্যে মক্কার নূতন শারীফ গালিব ওয়াহ্হাবীদের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাঁহার ব্যর্থ চেষ্টার পর পশ্চিম দিক হইতে তিনি ওয়াহ্হাবীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে থাকেন। এই আক্রমণও ব্যর্থতায় পর্য-বসিত হয়। ১৭৯৮ খৃ. বৃহত্তর আকারে আর একটি অভিযান নিষ্ফল হয়। পরবর্তী বৎসর বিবদমান দুই দলের মধ্যে বাগদাদে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ইহাতেও স্থায়ী কোন ফল দেখা যায় না। ওয়াহ্হাবী সম্প্রদায় আক্রমণের পর আক্রমণ চালাইতে থাকে। অবশেষে ১৮০২ খৃ. তাহারা কারবালা' আক্রমণ করিয়া উহার ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং অধিবাসীদিগকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে। ১৮০৩ সালে গালিব মক্কা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সা'উদ বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। ওয়াহ্হাবী মতে, যে বস্তু বা বিষয়ে শিরকের গন্ধ আছে তাহা হইতে পবিত্র শহরকে মুক্ত ও পবিত্র করার এবং যে ব্যক্তি ঐরূপ পাপাচরণে অভ্যস্ত, সা'উদ তাহাকেই শাস্তি দেওয়ার কাজে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁহার জিদ্দাঃ ও মদীনা দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ঐ বৎসরেই মক্কার বিক্ষুব্ধ অধিবাসিগণ কর্তৃক উক্ত শহরে নিয়োজিত ওয়াহ্হাবী সৈন্যদল আক্রান্ত হয় এবং ব্যাপক হত্যালীলা সাধিত হয়। ফলে তাঁহাকে হি'জায ছাড়িয়া আসিতে হয়। সেই বৎসরেই ৪ নভেম্বর তারিখে (১৮০৩ খৃ.) ওয়াহ্হাবী নেতা প্রথম 'আব্দু'ল-'আযীয কারবালার এক শী'আঃ মতাবলম্বী গুপ্তঘাতক কর্তৃক দার'ইয়ায় নিহত হন। উক্ত আততায়ী ওয়াহ্হাবী মতে দীক্ষিত হওয়ার ভান করিয়া রাজধানীতে পদার্পণ করে। নিহত সুলতানের পুত্র সা'উদ পূর্ব হইতেই তাঁহার উত্তরাধিকারী বিবেচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং নির্বিবাদেই তিনি তদীয় পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। সা'উদ তদীয় পুত্র 'আবদুল্লাহকে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন। বাগদাদ হইতে ওয়াহ্হাবীদের বিরুদ্ধে একটি নূতন আক্রমণ পরি-চালিত হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী অভিযানগুলির ন্যায় ইহাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। হি'জায আক্রমণে সা'উদের সম্মুখে আর কোনই বাধা রহিল না। ফলে ১৮০৪ খৃস্টাব্দে মদীনা, ১৮০৬ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মক্কা এবং উহার অব্যবহিত পরে জিদ্দাঃ আত্মসমর্পণ করে। পর-বর্তী কয়েক বৎসরে সা'উদ বাহিনী আরবের সারহ'দ্দ অতিক্রম করিয়া নাজাফ এবং দামিশ্‌ক আক্রমণ করে। কিন্তু উক্ত শহরের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয়। ১৮১১ খৃ. ওয়াহ্হাবী সাম্রাজ্য উত্তরে আলেপ্পো হইতে ভারত মহাসাগর এবং পূর্বে পারস্য উপসাগর ও 'ইরাকের সীমা হইতে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে (Philby)। এই রাজ্য বিস্তৃতিতে তুরস্কের 'উছ'-মানিয়্যাঃ খিলাফাত এমন বিচলিত হইয়া পড়ে যে, ওয়াহ্হাবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য মিসরের শাসনকর্তা মুহ'ম্মাদ 'আলী পাশাকে পূর্ণ ক্ষমতার কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। খলীফার নির্দেশ পাইয়া তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে ওয়াহ্হাবীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তদীয় পুত্র তুসুনের পরিচালনায় তাঁহার সৈন্যবাহিনী গোড়ার দিকে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করিলেও পরে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ১৮১২ খৃ. মদীনা ও পরবর্তী বৎসর মক্কা পুনর্দখল করিতে সমর্থ হয়। ১৮১৩ খৃস্টাব্দের শেষার্ধে মুহ'ম্মাদ 'আলী স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং একটি গুরুতর পরাজয় বরণ করেন। কিন্তু ১৮১৪ খৃ., ১ মে সা'উদের মৃত্যু ঘটায় ওয়াহ্হাবীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। কারণ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত 'আবদুল্লাহ ছিলেন তদপেক্ষা অনেক কম কার্যক্ষম। অতঃপর মুহ'ম্মাদ 'আলী তাঁহার পুত্র তুসুনকেই সেনাবাহিনীর নেতৃপদে রাখিয়া মিসর প্রত্যাবর্তন করেন। তুসুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'আবদুল্লাহর সহিত সন্ধি স্থাপন করা সঙ্গত মনে করেন। সন্ধির এই শর্ত স্থির হয় যে, 'আব্দুল্লাহ 'উছ'মানিয়্যাঃ সুলতানের আধিপত্য মানিয়া লইবেন, অপরপক্ষে মিসরীয়গণ নাজ্‌দভূমি ছাড়িয়া যাইবে। কিন্তু মুহ'ম্মাদ 'আলী এই সন্ধি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন। ১৮১৬ খৃ. (তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র) শক্তিমান ইব্রাহীম পাশার নেতৃত্বে একটি নূতন অভিযান প্রেরিত হইল। ইব্রাহীম কতিপয় জয় পরাজয়ের পর ১৮১৮ খৃ., ৬ এপ্রিল দার'ইয়ায় পৌঁছিয়া ৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীতে (বিজয়ীবেশে) প্রবেশ করিতে সক্ষম হন। 'আব্দুল্লাহ্ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন। তিনি খিলাফাতের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে প্রেরিত হন। তথায় তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হয়। এইখানেই প্রথম ওয়াহ্হাবী রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে।

৪। ইব্রাহীম পাশার বিদায়ের পর ওয়াহ্হাবী রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ

বিজয়ের পর হি'জাযের প্রতিরক্ষায় বহু তুর্কী সৈন্য মোতায়েন করা হইলেও নাজ্‌দের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগ দেওয়া হয়। সা'উদের তুর্কী নামীয় এক চাচাতো ভাই একটি বিদ্রোহ পরিচালিত করিয়া সাফল্য অর্জন করেন। তিনি রিয়াদ' শহরকে নবোত্থিত ওয়াহ্হাবী সম্প্রদায়ের রাজধানী নির্বাচন করেন এবং ১৮২১ খৃ. নিজেকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার শক্তি উত্তরোত্তর বর্ধিত এবং রাজ্যসীমা বিস্তৃততর হইতে থাকে। ফলে ১৮৩৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে পারস্য উপসাগরের সমস্ত উপকূল ওয়াহ্হাবী শাসনের আনুগত্য কবুল করে এবং রাজস্ব প্রদান করিতে রাযী হয় (Sir A. Wilson)। সা'উদের পূর্ব-দখলী কতিপয় মধ্য 'আরবীয় প্রদেশ পুনর্দখল করা হয়। তুর্কীর পুত্র ফায়সাল একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে অন্যত্র অবস্থানকালে রাজকীয় পরিবারের এক মিথ্যা দাবী-দারের গুপ্ত আঘাতে তুর্কী ১৮৩৪ খৃ. নিহত হন। শাম্মার অধিপতি, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাশীদের সহায়তাপুষ্ট ফায়সালের হাতে উক্ত আত-তায়ীকে অল্পকাল পরেই একইভাবে মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে হয়।

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাশীদ তাঁহার এই খিদমতের জন্য হ'াইল প্রদেশের শাসনকর্তার পদ দ্বারা পুরস্কৃত হন।

৫। হ'াইল-এর রাশীদ বংশ : 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাশীদ ছিলেন একজন শক্তিধর শাসনকর্তা। তিনি ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু অবধি মিসরের অধিকর্তা এবং রিয়াদে'র ওয়াহ্হাবী শাসনকর্তার সহিত সুকৌশলে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে সমর্থ হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ত'লাল তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। পলগ্রেভ (Palgravo)-এর ভ্রমণ কাহিনীর মাধ্যমে তিনি যুরোপবাসীদের নিকট সুপরিচিত। পলগ্রেভের মতে, তিনি ছিলেন যোদ্ধা হিসাবে তাঁহার পিতা অপেক্ষাও অধিক উদ্যমশীল এবং রাষ্ট্রনীতি, শাসন-সৌকর্যে বহু গুণে অধিকতর গুণান্বিত। জাওফ, খায়বার এবং তায়মা'র বিজয় অভিযানে তাঁহার সামরিক দক্ষতার পরিচয় সুপরিস্ফুট। রিয়াদ' রাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গ "ক'াস'ীম" প্রদেশ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ত'লালের আনুগত্য বরণ করিয়া লয়। চতুষ্পার্শ্বের বেদুঈন লুণ্ঠনকারীদের শান্ত রাখার ব্যবস্থাও ত'লাল কর্তৃক অবলম্বিত হয়। এই ব্যবস্থার ফলে জাবাল শাম্মারের অথবা সমগ্র রাজ্যের কোন বেদুঈনের পক্ষে পরিব্রাজক কিংবা কৃষকদের উপর উৎপাত করা সম্ভব হয় নাই (Palgravo)। ত'লাল বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বণিকদিগকে বিপুল সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়া হ'াইলে থাকিতে উৎসাহ প্রদান করেন। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে এই শাসনকর্তা তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি হ্রাসের আশংকায় আত্মহত্যা করিয়া বসেন। তদীয় ভ্রাতা মিত্'আব তাঁহার শূন্য স্থান দখল করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই ত'লালের দুই পুত্র—বাদ্র ও বান্দার কর্তৃক নিহত হন। বান্দার পিতার গদ্দীনশীন হন, কিন্তু তিনিও ত'লালের অপর ভ্রাতা মুহ'াম্মাদ কর্তৃক নিহত হন। Doughty-এর বর্ণনামতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়া মুহ'াম্মাদের রাজত্বের সূচনা হয় (ii. 16)। ইব্ন রাশীদের শাসনামলে হ'াইল রাজ্যের লোক সংখ্যা মাত্র ত্রিশ হাজার, আয় ত্রিশ হাজার পাউণ্ড এবং ব্যয় ১৩ হাজার পাউণ্ডরূপে উল্লেখ করিয়া Doughty যে সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রকৃত তথ্য অপেক্ষা অনেক কম বলিয়া ফিল্‌বী মন্তব্য করিয়াছেন।

এই সময়েই রিয়াদে' ফায়স'ালের মৃত্যু ঘটে (২৫ ডিসেম্বর, ১৮৬৯ খৃ.)। ফায়স'ালের পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন তদীয় পুত্র 'আবদুল্লাহ্। তিনি তাঁহার ভ্রাতা সা'উদের জন্য পলগ্রেভের নিকট হইতে বিষ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু সা'উদ তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারী মিত্র জোগাড়ে সমর্থ হন এবং তাহাদের সহায়তায় ১৮৭০ খৃস্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, তাঁহাকে তুর্কীদের নিকটে হ'াসা হারাইতে হয়, পশ্চিম দিকে আরও কতিপয় ক্ষতি তাঁহাকে বরণ করিতে হয়। ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর মুহ'াম্মাদ ইব্ন রাশীদের প্রভাবে 'আবদুল্লাহ্ পুনরায় রিয়াদে'র শাসনকর্তৃত্বে সমাসীন হন। কিন্তু অতি শীঘ্রই আবার উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠে এবং ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইব্ন রাশীদ পূর্ণ জয়লাভ করেন। সন্ধি স্বাক্ষরিত ও শান্তি স্থাপিত হয়, কিন্তু ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের পুত্রদের বিদ্রোহে বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির সুযোগে ইব্ন রাশীদ রিয়াদ' আক্রমণ করিয়া উহা দখল করিয়া লন। তিনি 'আবদুল্লাহকে হ'াইলে প্রেরণ করেন এবং নিজের লোককে রিয়াদে'র গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করেন। অবশেষে ১৮৯১ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে এমন কতিপয় ঘটনা সংঘটিত হয় যাহার ফলে দীর্ঘদিনের জন্য নাজ্‌দের ভাগ্য নির্ধারিত হইয়া যায় (E. Nolde, Reise in Innerarabien, 1895, p. 69)। হ'াইলের অতি শক্তিশালী আমীরের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত মিত্র সংঘ গঠিত হয়। এই সংঘে যোগদান করেন : ১। সংগ্রাম প্রিয় যামিলের নেতৃত্বে 'উনায়যাঃ গোত্র, ২। রিয়াদে'র সমগ্র রাজ-পরিবার, ৩। বুরায়দা, রা'স এবং শাক্‌রা নগরত্রয় এবং ৪। 'উতায়বাঃ এবং মুত'ায়র-এর সম্মিলিত গোত্রসমূহ। Noldeko এই মিত্র সংঘ ও ইব্ন রাশীদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রত্যেক পক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩৫ সহস্রের উপর। পূর্ণ এক মাস ব্যাপী সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি মিত্রপক্ষের অনুকূল বিবেচিত হইলেও পরিণামে মার্চ মাসের শেষের দিকে ইব্ন রাশীদ ২০ সহস্র উষ্ট্রের সাহায্যে একযোগে ব্যাপক আক্রমণ চালাইয়া মিত্রপক্ষের অশ্বারোহী বাহিনীতে ত্রাস সঞ্চার করিতে সমর্থ হন এবং পূর্ণ জয়লাভ করেন (মুলায়দার যুদ্ধ)। যুদ্ধের সময় রিয়াদে'র শাসনভার ন্যস্ত ছিল ফায়স'ালের অপর পুত্র 'আবদু'র-রাহ'মানের উপর। মিত্রপক্ষের পরাজয়ের পর তিনি বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়ান, অবশেষে কুওয়ায়তে গিয়া আশ্রয় লাভ করেন। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুহ'াম্মাদ ইব্ন রাশীদ সমগ্র মরু আরবে রাজত্ব করেন।

৬। সা'উদ বংশের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার : মুহ'াম্মাদের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মিত'আবের পুত্র 'আবদু'ল-'আযীয হ'াইলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কিন্তু বেশীদিন যাইতে না যাইতেই কুওয়ায়তের শায়খের সঙ্গে তিনি এক সংঘর্ষে জড়িত হইয়া পড়েন—এই সংঘর্ষের প্রধান কারণ ছিল—কেন তিনি 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন সা'উদ এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন। ১৯০১ খৃ.-এ 'আবদু'র-রাহ'মানের পুত্র 'আবদু'ল-'আযীয অতি স্বল্প সংখ্যক সৈন্যসহ রিয়াদ' নগরে প্রবেশ করিয়া পুরাতন সা'উদ বংশকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। ইহাদিগকে সুদীর্ঘ ১১ বৎসর নির্বাসনে কাটাইতে হইয়াছিল। পরবর্তী কয়েক বৎসর 'আবদু'ল-'আযীযকে পূর্বতন ওয়াহ্হাবী সাম্রাজ্যের হৃত প্রদেশসমূহের পুনরুদ্ধারে ব্যয় করিতে হয়। তাঁহার পিতামহ যে সব এলাকা নাজ্‌দ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রবল প্রতাপে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, ১৯০৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে 'আবদু'ল-'আযীয উহার সমস্তই স্বীয় আধিপত্যে আনয়নে সক্ষম হন (Philby)। পরবর্তীকালে তিনি ইব্ন রাশীদ, তুর্কী জাতি, অসন্তুষ্ট গোত্রসমূহ, স্বীয় বংশের সিংহাসনের দাবীদারগণ এবং সর্বশেষে হি'জাযের শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযান সাফল্যের সহিত পরিচালনা করেন, ফিলবী উহার সবগুলিরই বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে শুধু কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিবৃত হইতেছে :

১৯২১ খৃ.-এর ২ নভেম্বর ইব্ন সা'উদ হ'াইল-এর দখল লাভ এবং রাশীদ বংশের নিপাত সাধন করেন। ১৯২৪ সনের অক্টোবরে তাঁহার সৈন্যবাহিনী মক্কা অধিকার করে। ১৯২৫ খৃস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর তাঁহারা মদীনা এবং ২৩ ডিসেম্বর জিদ্দাঃ অধিকার করেন। এইভাবে সমগ্র হি'জায ইব্ন সা'উদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। য়ামানের ইমাম কর্তৃক যদারলা দখলকৃত হওয়ার ফলে 'আসির রাজ্যের যে বিপদাশংকা দেখা দেয় তাহা হইতে উহাকে নিরাপত্তা দানের জন্য তিনি

উহাকে তাঁহার আশ্রিত রাজ্যরূপে গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ খৃ.-এ ইব্ন সা'উদ এবং ইমাম য়াহ্য়া'র মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়া যায় এবং ইব্ন সা'উদ হুদায়দা দখল করেন, কিন্তু ত'াইফের সন্ধিচুক্তি মতে পুনরায় উহা য়াহ্'য়ার নিকট প্রত্যর্পণ করেন।

৭। ইখ্ওয়ান সংস্থা বা ভ্রাতৃসঙ্ঘ : ১৯১২ খৃ. ইব্ন সা'উদ কৃষি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। উপনিবেশের বাসিন্দাদিগকে নিষ্ঠাবান ভক্ত হইতে হয়। উহাদের নামকরণ হয় 'ইখওয়ান' অর্থাৎ ভ্রাতৃসঙ্ঘ। ইহার তাৎপর্য এই যে, গোত্রীয় বন্ধনের উপরে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের স্থান। প্রথম প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশের নাম আরত'াবি'য়্যাঃ (ارطوية)। ইহাই ফিল্বীর উক্তি, কিন্তু রীহ'ানী উহাকে ইরুত'াবি'য়্যারূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। উপনিবেশটি ছিল ক'াস'ীম প্রদেশে অবস্থিত আর উহার অধিবাসিগণ প্রধানত মুত'ায়র গোত্র হইতে সংগৃহীত। ইহাদের মধ্যে যাহারা ছিল বলিষ্ঠ-দেহ তাহাদিগকে জিহাদে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হইত। অবশ্য তাহাদিগকে ভূমি কর্ষণ করিতেও বলা হইত। চাষাবাদের ভূমিগুলি প্রতি ক্ষেত্রেই ছিল পানির কোন উৎসমুখের সন্নিকটে। তাহাদিগকে ধনসঞ্চয়েও উৎসাহ দেওয়া হইত। বেদুঈনদের জন্য তাঁবুর পরিবর্তে মাটির কুটির নির্মাণ করা হয়। তাহাদের উষ্ট্রপালও বিক্রয় করিয়া ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। এইভাবে একের পর এক ওয়াহ্হাবী শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর মাত্র ১০ বৎসর সময়ের ব্যবধানে প্রায় ৭০টি হিজ্রার (এই নামেই উপনিবেশগুলি পরিচিত হয়) উদ্ভব ঘটে। প্রতিটি উপনিবেশে ২ হইতে ১০ হাজার পর্যন্ত অধিবাসী বাস করিত। উপরিউক্ত তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন আমীন রীহ'ানী। তিনি আরও লিখিয়াছেন, হিজ্রার অধিবাসিগণ তিন-শ্রেণীতে বিভক্ত : ১। বেদুঈন-কৃষক, ২। মুত'াওব'ী নামে অভিহিত ধর্ম প্রচারকবৃন্দ এবং ৩। বণিক বা ব্যবসায়ী শ্রেণী। কিন্তু সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহাদের শ্রেণী-বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ :

১। স্থায়ী মুজাহিদ বাহিনী—যে কোন প্রয়োজনের মুহূর্তে জিহাদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য যাহারা সদা প্রস্তুত, ২। সংরক্ষিত বাহিনী—শান্তির সময় যাহারা পশুপাল রক্ষক বা ঠিকা শ্রমিক, আর প্রয়োজনের সময়ে জিহাদ গমনে বাধ্য এবং ৩। সেই শ্রেণী, শান্তির সময় যাহারা উপনিবেশে থাকিয়া কৃষিকার্য ও ব্যবসায়ে রত, কিন্তু প্রয়োজনের সময় যুদ্ধযাত্রার দায়িত্ব বিমুক্ত নয়। প্রথম দুই শ্রেণীকে শাসনকর্তা যে কোন সময় যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানাইতে পারেন, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ নাফীর বা সাধারণ নাগরিকদিগকে যুদ্ধে যোগদানে আহ্বানের জন্য এই মর্মে 'উলামা' শ্রেণীর ঘোষণার প্রয়োজন যে, উহা সেই সময়ের জন্য অত্যাবশ্যক। আমীন রীহ'ানী উক্ত হিজরা (উপনিবেশ)-সমূহ এবং গোত্র পরিচয়সম্বলিত উহার অধিবাসীদের সংখ্যার তালিকা প্রদান করিয়াছেন (দ্র. Ibn Saoud of Arabia, 1928, p. 198)। Damo (l. c.) বলেন যে, এইসব হিজ্রার কৃষি-পদ্ধতি অতি প্রাচীন ধরনের ছিল, আর এই আন্দোলনের এখন ভাটা পড়িয়াছে।

৮। বাংলা-পাক-ভারতে ইসলামী সংস্কার ও আযাদী আন্দোলন বা মুজাহিদ আন্দোলন (ওয়াহ্হাবী আন্দোলন নহে) : বৃটিশ ভারতের রায়বেরেলী জিলার অধিবাসী সায়্যিদ আহ'মাদ (র.) কর্তৃক ভারতে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়। 'আরব দেশীয় ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের সহিত ভারতীয় সংস্কার ও আযাদী আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু এই 'আযাদী আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার 'আরব দেশীয় সংস্কার আন্দোলনের সহিত যুক্ত করিয়া ইহাকে ওয়াহ্হাবী আন্দোলন নামে অভিহিত করেন। কারণ আরবের ওয়াহ্হাবীগণ তখন ইসলামী দুনিয়ার খালীফা তুরস্কের সুল-ত'ানের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিল। দিল্লীর বিখ্যাত মুহ'াদ্দিছ' মাওলানা শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ (র.) ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণের সংস্কার-মূলক প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া সায়্যিদ আহ্'মাদ বেরেলাব'ী (র) এই আন্দোলন শুরু করেন। ১৭৮৬ খৃ-এ সায়্যিদ আহ'মাদ বেরেলাব'ী (র)-এর জন্ম হয়। পূর্ব হইতেই ইসলামের অনাবিল মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ সায়্যিদ আহ'মাদ ১৮২২-২৩ খৃ.-এ মক্কায় হ'াজ্জ সম্পন্ন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। ইতিপূর্বে ভারতের বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল এবং পাটনায় তিনি স্থায়ী প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি চারিজন খালীফা এবং একজন ইমাম নিয়োজিত করেন। বোম্বাই এবং কলিকাতা সফরের ফলে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বহু গুণ বর্ধিত হয়। ১৮২৪ খৃ.-এ পেশাওয়ারে তিনি একটি সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করেন—তিনি তখন পাঞ্জাবের শিখ-শাসিত নগরসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রচারে রত। হি. ১২৪২ সালের জুমাদা'ছ'-ছ'ানী, মুতাবিক ৩১ ডিসেম্বর, ১৮২৬ খৃ. জিহাদ আরম্ভ করার দিবসরূপে নির্ধারিত হয়। তারগ'ীবুল জিহাদ নামীয় এক ঘোষণাপত্রে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়কে জিহাদে শরীক হওয়ার আহ্বান জানান হয়। শিখদের প্রবল প্রতিরোধ পর্যুদস্ত করিয়া সায়্যিদ আহ'মাদ (র)-এর মুজাহিদ বাহিনী ১৮৩০ খৃ.-এর শেষভাগে পেশাওয়ার দখল করিতে সমর্থ হন। এই সাফল্য লাভের পরই তিনি নিজেরজন্য খালীফা : উপাধি গ্রহণ এবং নিজ নামে মুদ্রা অংকিত করিয়া উহা চালু করার কার্যে অগ্রসর হন। পরবর্তী বৎসরেই বালাকোটের যুদ্ধে শিখ সেনাবাহিনী কর্তৃক তিনি শহীদ হওয়ায় তাঁহার কর্তৃত্ব খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। তাঁহার ভক্ত অনুরক্তগণ অবশ্য সিন্ধুনদের অপর পাড়ে পার্বত্য অঞ্চল সিত্তানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। অমুসলিম শাসনাধীনে বসবাস করিতে অনিচ্ছুক মুসলমানগণ এই মুজাহিদ ক্যাম্পে আসিয়া সমবেত হন, অপর দিকে তাঁহার খালীফাদের মধ্যে দুইজন পাটনা হইতে ঘোষণা করিলেন যে, সায়্যিদ আহ'মাদ (র) বাঁচিয়া আছেন, মরেন নাই। তিনি প্রয়োজন-মুহূর্তে আত্মপ্রকাশের জন্য বর্তমানে লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছেন। পাটনার খালীফাদ্বয় (মওলানা বি'লায়াত 'আলী ও মাওলানা 'ইনায়াত 'আলী) বৃটিশ এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদী তৎপরতা সম্প্রসারিত করিলেন। সায়্যিদ আহ্'মাদ (র)-এর অন্যতম শিষ্য তিতুমীরের নেতৃত্বে দক্ষিণ বঙ্গে এক বিদ্রোহ উত্থিত হইল। শুরুতে কিঞ্চিৎ সাফল্যের পর তিতুমীর বৃটিশ বাহিনীর হস্তে পরাজিত এবং গুলীবিদ্ধ হইয়া শাহাদাত বরণ করেন (১৭ নভেম্বর, ১৮৩১ খৃ.)। এই সব পরাজয় ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও খালীফাগণ ভারত উপমহাদেশের মুসলিম অধিবাসিগণের মধ্যে পূর্ণ উদ্যমে জিহাদের প্রচারণা চালাইতে থাকেন। তাঁহারা শুদ্ধাচারী আন্দোলন বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে জিহাদের কর্তব্য পালনের দিকে তাঁহাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন। ফলে ভারত সরকারের

সম্মুখে এই আন্দোলন উৎপাত ও বিপদের এক চলমান উৎস-রূপে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের গোপন কর্মসূচীতে এমন এক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় যাহার ফলে বিভিন্ন শাখা কেন্দ্র-সমূহের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ, মুজাহিদ বাছাই ও ট্রেনিং দানের পর পাটনার প্রধান কর্মকেন্দ্রে প্রেরণ এবং তথা হইতে সীমান্তের সিত্তানা ক্যাম্পে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইতে থাকে। মুজাহিদগণ সেখান হইতে ভারতের অমুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকার্যে নিয়োজিত হইতে থাকেন। শেষে আন্দোলনকারীদের বিস্তৃত ও শাখা-পল্লবিত কর্ম ব্যবস্থা উদ্‌ঘাটিত হওয়ার ফলে ১৮৭০ এবং ১৮৭১ খৃ.-এ শী'আঃ এবং সুন্নী উভয় সম্প্রদায় বৃটিশ শাসকদের সামরিক নির্যাতনের মুখে সরকারীভাবে ঘোষণা করিতে বাধ্য হয় যে, আন্দোলনকারীদের জিহাদী মতবাদের সহিত তাহাদের কোনই সম্পর্ক নাই। ইহার পর হইতেই এই আন্দোলনের প্রভাব কমিতে থাকে। তখন হইতে আজ পর্যন্ত ভারতে উক্ত সম্প্রদায়ের আন্দোলন কিছুটা মন্দীভূত প্রতীয়মান হইলেও E. A. Oliver-এর বিবরণ মতে (Across the Border, p. 29) ১৮৯০ খৃ. পর্যন্ত সময়েও উক্ত আন্দোলনের তীব্রবেগ ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

৯। অন্যান্য দেশে ওয়াহ্‌হাবী মতবাদ ঃ স্কুইলার (Schuyler) 'তুর্কিস্তানে' (London, 1867, ii, 254) খোক'ন্দে (Khokand) ওয়াহ্‌হাবীদের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৭১-এ খোক'ন্দীয় ওয়াহ্‌হাবী প্রচারক সূ'ফী বাদ্‌লের শিষ্য ঈশান ঈশ মুহ'ম্মাদ কূ'লে তাশ্‌খান্দ এবং খোক'ন্দের মধ্যপথে অবস্থিত রুশ ঘাটি ক'রাসূ'তে আক্রমণ পরিচালনা করেন। ভারতের ন্যায় এখানকার অমুসলিম শাসনকর্তার উৎখাতই ছিল এই অভিযানের লক্ষ্য। কিন্তু সমাবিষ্ট সৈন্যদলের শক্তি এত ক্ষুদ্র ছিল যে, ফলদায়ক কিছু ঘটান সম্ভবপর হয় নাই। আফগানিস্তানেও এই দলের অস্তিত্ব ছিল, উদ্দেশ্যের দিক দিয়া তাঁহারা ছিল ভারতের আযাদী আন্দোলনের সঙ্গে একীভূত।

১০। ওয়াহ্‌হাবী মতবাদ সম্পর্কীয় সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ঃ 'আবদু'ল-'আযীয ইবন সা'উদের হি'জায বিজয়ের পূর্বে ওয়াহ্‌হাবী শাসিত এলাকায় কোন মুদ্রণ যন্ত্র ছিল বলিয়া মনে হয় না। মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাবের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা পাণ্ডুলিপিতেই প্রচারিত হয়। অপরদিকে ভারতের সংস্কার ও আযাদী আন্দোলন-কারিগণ ব্যাপকভাবেই মুদ্রণ যন্ত্র অথবা লিথোগ্রাফিক (প্রস্তর ফলকে হস্তলিপি ছাপানোর ব্যবস্থা) কাজে লাগান। হান্টার তদীয় গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় (The Indian Musalmans. Third Edition Reprint, Calcutta 1945, p.p. 58 to 60) ১৩টি পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুস্তকগুলি ভারতীয় আন্দোলনকারিগণ কর্তৃক রচিত। হান্টার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইংরেজগণের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনায় অবশ্য কর্তব্য সম্বন্ধে গদ্যে ও পদ্যে লিখিত রচনাবলীর অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণেই একটি বিরাট গ্রন্থ পূর্ণ হইয়া যাইবে। শাহ মুহ'ম্মাদ ইসমা'ঈলের আস'-সি'রাতু'ল-মুস্তাক'ীম প্রভৃতি বাংলা-পাক-ভারতীয় আন্দোলনকারীদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। ওয়াহ্‌হাবী মতবাদ অথবা তৎসম্পর্কীয় মূল "আরব সাহিত্যিক প্রচেষ্টা এবং ইতি-হাসের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন ব্রকেলম্যান (Brockelmann Suppl. ii. 530-532)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া, (১) হ'সায়ন ইব্‌ন গ'ন্নাম, রাওদ'াতু'ল-আফ্‌কার (ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার ও আন্দোলনের ১২১২/১৭৯৭-৯৮ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস); (২) 'উছ'মান ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন বিশর, 'উনওয়ানু'ল-মাজ্‌দ ফী তা'রীখ নাজ্‌দ, (৩) লামা'উ'শ-শিহাব ফী সীরাতি মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব (কতকটা বিরোধী) H. St. John Philby, Arabia (London 1930. প্রকাশকাল পর্যন্ত এই আন্দোলনের পূর্ণ ইতিহাস), (৪) A. Musil, Northern Nejd (New York 1928, p. 256-304 নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস); আমীন রীহ'ানী, Ibn Saoud of Arabia and his Land (London 1928); (৫) S. B. Mills, The Countries and Tribes of the Persian Gulf (London 1919); (৬) S. H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (Oxford 1925), (৭) ইব্‌ন তায়মিয়্যা ঃ প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জীও দ্র.।

D. S. Margoliuth (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

ক

কত্‌ল (قتل ঃ ক'ত্‌ল) অর্থ হত্যা করা।

১। ক'ত্‌ল অপরাধ হিসাবে ঃ কু'রআনের বহু আয়াতে অবৈধ নরহত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এইগুলি মক্কা যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় মদীনা যুগের শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। (১৭ ঃ ৩১) "অভাবগ্রস্ত হইবার ভয়ে তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিও না, নিশ্চয় তাহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।" (১৭ ঃ ৩৩) "ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে আল্লাহ্ যে প্রাণ (বধ করা) হ'ারাম করিয়াছেন তাহাকে বধ করিও না। আমরা অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির

নিকটবর্তী জাতিকে (ওয়ালীকে ক্ষতিপূরণ দাবীর) ক্ষমতা দিয়াছি; অতএব, সে যেন হত্যাকার্যে সীমা লঙ্ঘন না করে, নিশ্চয় সে (নিহত ব্যক্তির ওয়ালী আইনত) সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্য।" (২৫ : ৬৮) ও তৎপরবর্তী আয়াত : "(আর দয়াময়ের বান্দা তাহারা) যাহারা আইন-সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে আল্লাহ্ যে ব্যক্তিকে (হত্যা করা) হ'ারাম করিয়াছেন তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না", (২৫ : ৬৯) "পুনরুত্থান দিবসে তাহার (অবৈধ হত্যাকারীর এবং ব্যভিচারীর) দ্বিগুণ শাস্তি হইবে এবং সে শাস্তিভোগের লাঞ্ছনায় চিরকাল থাকিবে"; (২৫ : ৭০) "কিন্তু যাহারা অনুতাপ করে, ঈমান আনে ও সৎকার্য করে, আল্লাহ্ তাহাদের পাপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন পুণ্য দ্বারা।" ৪ : ৯২ আয়াতে (৩ হইতে ৫ হি. কাছাকাছি সময়ের) বলা হইয়াছে, "কোন মু'মিন কোন মু'মিনকে হত্যা করিবে না ভ্রমে ছাড়া; কেহ যদি ভ্রমবশত কোন মু'মিনকে হত্যা করে, তবে একজন মু'মিন ক্রীতদাসকে মুক্তিদান করিতে হইবে এবং তাহার আত্মীয়গণ মাফ না করিলে তাহাদিগকে দিয়াতও (হত্যার মূল্য) দিতে হইবে। কিন্তু সে (নিহত ব্যক্তি) যদি তোমাদের কোন শত্রু গোত্রের লোক অথচ মু'মিন হয়, তবে একজন মু'মিন ক্রীতদাসকে আযাদ করিতে হইবে। আর সে যদি এমন গোত্রের লোক হয়, যাহাদের ও তোমাদের মধ্যে সন্ধি রহিয়াছে, তাহা হইলে দিয়াত দিতে হইবে এবং একজন মু'মিন গোলামকেও আযাদ করিতে হইবে। কাহারও এই সামর্থ্য না থাকিলে তাহাকে পর পর দুইমাস স'াওম পালন করিতে হইবে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার ব্যবস্থা হিসাবে।" (৪ : ৯৩) "কিন্তু কেহ যদি ইচ্ছা করিয়া ('আমাদান) কোন মু'মিনকে হত্যা করে, তাহার প্রতিদান হইবে জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল বাস করিবে এবং আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন, তাহাকে নিজ রাহ'মাত হইতে বঞ্চিত করিবেন ও তাহার জন্য কঠোর 'আযা'াবের ব্যবস্থা করিবেন।" এই আয়াতের তাফসীরে দ'াহ্'হ'াক ও আরও কতিপয় তাফসীরকার বলেন : স্বেচ্ছাকৃত হত্যায় হত্যাকারীর তাওবাঃ গৃহীত হইবে না। এই আয়াতটি মু'মিন-ঘাতক-মুরতাদ্দ-এর সম্পর্কে বলিয়া যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। ইহার যে ব্যাখ্যাটি সাধারণত গৃহীত হয় তাহা সূচিত হয় মুজাহিদ কর্তৃক বর্ণিত তাফসীরে। "যদি সে অনুতাপ না করে" এই শর্তটি যোগ করিয়া আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয় অথবা এই নীতির পরি-প্রেক্ষিতে যে, আল্লাহ্ কোন মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে রাখিবেন না, এবং যে নরকাগ্নির ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিতে পারেন। কু'রআনের অন্যান্য আয়াতের সহিত সংযোগের ফলে এই মতবাদের উদ্ভব হয়। ঐ আয়াতগুলি হইতেছে ১১ : ১০৬-১০৮, ৩৯ : ৫৩-৫৫। বলা হইয়াছে, আল্লাহ্‌র রাহ'মাত সম্বন্ধে নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই, ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ সমুদয় পাপ মার্জনা করেন। ৪ : ২৯ আয়াতে নির্দেশ রহিয়াছে "তোমরা পরস্পরকে হত্যা করিও না"। ৬০ : ১২-এ দেখা যায় "বায়'আত"-এর সময় অন্যান্য গুনাহের মধ্যে হত্যা পরিত্যাগের অঙ্গীকার লওয়া হইত। (সম্ভবত আল্-হ'দায়বিয়ার সন্ধির অভ্যন্তকাল পরের ১৭ : ৩১ আয়াতের অনুরূপ); ২ : ৮৪ প. আয়াতে বলা হইয়াছে যে, য়াহূদীগণ নরহত্যা হইতে বিরত থাকিবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল। ৫ : ৩২ আয়াতের মর্ম : তাওরাতে য়াহূদীদিগকে বলা হইয়াছিল যে, একজন মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার শামিল বলিয়া গণ্য হইবে। য়াহূদীরা উপরিউক্ত অঙ্গীকার এবং নির্দেশের বিরোধিতা করিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এত দ্বারা মুসলিমগণকে হত্যাপরাধের গুরুত্ব বুঝান হইয়াছে।

আরও কতকগুলি আয়াতে নরহত্যা দৃঢ়তার সহিত নিন্দিত ও কুফরীর নিদর্শন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নরহত্যা বর্জনকে অনুরূপভাবে মু'মিনের চিহ্ন বলা হইয়াছে।

২। মদীনা যুগের প্রথম দিকের অনুশাসনে হযরত (স') আদেশ দেন যে, কোন মু'মিন কোন কাফিরের হত্যার বদলে কোন মু'মিনকে হত্যা করিতে পারিবে না; তিনি আরও বলেন, "যদি কেহ কোন মু'মিনকে হত্যা করিয়া দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে, "কি'স'াস'" আদায় করিতে হইবে ২ : ১৭৮; তবে মৃতের ওয়ালী ইহা আংশিক ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারে।" রাসূল (স') হি'জ্জাতু'ল-ওয়াদা'-এর ভাষণে জাহিলিয়্যাঃ যুগের সমস্ত পুরাতন শোণিত-পণ বাতিল করিয়াছিলেন।

৩। হ'াদীছে'র আলোকেও দেখা যায়, হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলাম গ্রহণের দরুন ধন-প্রাণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হইত; অতীত অপরাধের ক্ষালণ হইত। হত্যা অতি মারাত্মক অপরাধ এমন কি শির্কের শামিলরূপে গণ্য হইত। কোন মু'মিন মৃত্যুদণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ করিলে তাহাকে হত্যা করা চলে। ইহ-পর—উভয় জগতেই নরহত্যার শাস্তি পাইতে হয়। ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি সম্পর্কে অজস্র হ'াদীছে' উপরিউক্ত মত প্রতিফলিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে : অবৈধ হত্যার শাস্তি হইতে অব্যাহতির কোন উপায় নাই, একটি কথা দিয়াও যদি কোন মুসলিমের হত্যায় কেহ অংশ গ্রহণ করে তাহাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র করুণা হইতে নিরাশ হইতে হইবে। ইচ্ছাকৃত হত্যা শিরকের শামিল এই কথাটির ব্যাখ্যা করিবার বেলায় কেহ কেহ বলেন : ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী ইসলামী আইনের নিরাপত্তার আওতা বহির্ভূত হয়।

কু'রআনে আত্মহত্যা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বিধান পাওয়া যায় না। কিন্তু ১৭ : ৩৩ আয়াতে لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ الخ-এর মধ্যে نفس-এ আত্মহত্যাকারীর নাফ্স্ও শামিল আছে; সুতরাং ইহাও অপরাধ। তারপর ৪ : ৯৩-এ ইচ্ছাপূর্বক মু'মিনকে হত্যাকারীর জন্য যে শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে আত্মহত্যাকারী মু'মিনও উক্ত শাস্তির আওতাভুক্ত হইয়া পড়ে। এই জাতীয় আয়াতের ভিত্তিতে কি'য়াসযোগে আত্মহত্যা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়। আত্মহত্যার জন্য অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী জাহান্নামী শাস্তির কথা হ'াদীছে' স্পষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে (বুখারী, কিতাবুত্'-তি'ব্ব)।

৪। কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি অনন্ত জাহান্নাম-বাস, পারলৌকিক শাস্তি সম্পর্কে বিতর্ক কু'রআনের এই আয়াতকে (৪ : ৯৩) কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত। খারিজী, ক'াদারী ও মু'তাযিলীদের দ্বারা উত্থাপিত "কাবীরাঃ" এবং "ক'াদ্র" সম্পর্কীয় তর্ক-বিতর্কের সহিত এই বিতর্কের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে; বিশদ বিবরণের জন্য ঐ সকল প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এখানে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি স্মরণ রাখাই যথেষ্ট হইবে : মহাপাপের (কাবীরাঃ) অনুষ্ঠান কি কুফরী? মানুষ নিজেই কি তাহার কার্য সৃষ্টি করে? না তাহার কর্ম "ক'াদ্র"-এর দরুন সংঘটিত হয়? মানুষ কি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিতে পারে? যথা : কোন মানুষ অপর মানুষকে

হত্যা করিয়া শেষোক্ত ব্যক্তির জন্য পূর্ব-নির্ধারিত হ'য়াত কি হ্রাস করিতে পারে? ক'তল সংক্রান্ত ব্যাপারে এ সকল প্রশ্ন উত্থিত হওয়ার মূলে যে নীতির সংশ্রব তাহা এই: যদি কোন মু'মিন কোন কাবীরা: গুনাহ (মহাপাপ) করিবার পর তাওবা: না করিয়া মারা যায়, তবে সে মু'তাযিলী ও খারিজীদের মতে জাহান্নামের মধ্যে কাফিরদের মতই চিরকাল থাকিবে। আম-যামাখশারী এই দৃষ্টি-ভঙ্গী হইতে কু'রআনের আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সুন্নীগণ এই বিষয়ে এই মতৈক্যে পৌঁছিয়াছেন যে, স্বেচ্ছাকৃত মুসলিম-হত্যা অবশ্যই মহাপাপ; কিন্তু ঘাতক যদি তাওবা: করে ও স্বেচ্ছায় নির্ধারিত শাস্তি মানিয়া লয়, তবে তাহাকে পরকালে উহার জন্য আর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। এমন কি সে যদি তাওবা নাও করে, তথাপি কোন ক্ষেত্রেই সে চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে না।

৫। হত্যা সম্পর্কে প্রচলিত হ'নাফী মতের বিবরণ: আত্মরক্ষা অর্থাৎ কাহারও ধন ও প্রাণের উপর অবৈধ আক্রমণের বেলায়, অন্য কোনরূপে আক্রমণ এড়াইতে না পারিলে, আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে আক্রমণকারীকে ক'তল করা মুবাহ' বা আইনত সিদ্ধ। কেহ কাহাকেও তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে রত দেখিয়া তাহাকে অকস্মাৎ হত্যা করিলে তাহা বৈধ না অবৈধ, এ বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান, এ সম্বন্ধে একটি হ'াদীছে'র বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

নিষিদ্ধ (হ'ারাম) বলিয়া বিবেচিত নরহত্যা পাঁচ প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে:

(ক) عمدا (ইচ্ছাকৃত): অর্থাৎ কেহ স্বেচ্ছায় অন্যকে আক্রমণের প্রত্যক্ষ লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে মারণাস্ত্র দ্বারা এমনভাবে আঘাত করে যাহা সাধারণত মারাত্মক এবং ঐ আক্রমণের ফলে লোকটির মৃত্যু ঘটে। কোন আক্রমণের ফল সাধারণত মারাত্মক হইলে সেক্ষেত্রে হত্যার ইচ্ছা বরাবরই ধরিয়া লওয়া হয়। অন্যের উপর একাধিক আক্রমণ বেআইনী হইলে এরূপ হত্যা পাপ (মা'ছ'াম) এবং কি'স'াস' বা প্রাণদণ্ড হইবে ইহার বিধান অথবা হত্যাকারী দিয়া: (রক্তমূল্য) দিয়া মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু সে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছ' হইতে পারে না।

(খ) خطاء (ভুলক্রমে): অর্থাৎ কাহারও উপর অবৈধ আক্রমণের ইচ্ছা নাই, কিন্তু কাজটি পূর্ব-পরিকল্পিত যথা: কেহ কাহাকে ভুলে বন্য জন্তু মনে করিয়া হত্যা করিলে, [এই ক্ষেত্রে ভুলটি ইচ্ছার মধ্যে (খি'ত'া-ক'াস্'দ) নিহিত]। অথবা কেহ লক্ষ্যভেদকালে দুর্ভাগ্যবশত অন্যকে আঘাত করায় তাহার মৃত্যু ঘটিলে [ভুলটি কার্যের মূলে (খ'াত'া-ফি'ল) নিহিত]। এই হত্যা পাপ নহে এবং ইহাতে প্রাণদণ্ড হইবে না। কিন্তু এজন্য হত্যাকারীর 'আকি'লা (ব.)-র (অভিভাবকের) উপর লঘু দিয়াতের দায়িত্ব বর্তে; এতদ্ভিন্ন নিহত ব্যক্তির সম্পত্তিতে হত্যাকারীর উত্তরাধিকার নষ্ট হয়। অধিকন্তু হত্যাকারীর উপর কাফ্ফারা: ওয়াজিব হইবে।

(গ) شبه عمد: অর্থাৎ 'আমাদ-এর অনুরূপ; যথা: কেহ যদি স্বেচ্ছায় অন্যকে মারণাস্ত্র ব্যতীত লাঠি ইত্যাদি দ্বারা এমন আক্রমণের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করে যাহার ফল সর্বদা মারাত্মক হয় না, কিন্তু কখনও কখনও হয় এবং ঐ আক্রমণের ফলে লোকটির মৃত্যু ঘটে, এরূপ কোন কার্যের ফলে কেহ মারা গেলে তাহা দুর্ভাগ্য-জনক দুর্ঘটনা। এইজন্য প্রাণদণ্ডের বিধান নাই। এই হত্যা গুনাহ এবং হত্যাকারীর 'আকি'লের উপর মোটা দিয়াত প্রদানের দায়িত্ব বর্তে এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে হত্যাকারীর ওয়ারিছ'ী দাবী নষ্ট হয়, তদুপরি তাহাকে কাফ্ফারা: দিতে হয়।

(ঘ) جار مجرى الخطا-রূপে অর্থাৎ "খাত'া"-এর তুল্য, যেমন (খ) ও (গ) অবস্থায় যেখানে ইচ্ছার অভাব থাকে; যথা: কেহ ছাদ হইতে ঘুমের ঘোরে অন্যের উপর পতিত হওয়ায় অন্য লোকটির মৃত্যু হইলে; ইহার আইনানুযায়ী শাস্তি (খ)-এর অনুরূপ।

(ঙ) (قتل بالسبب: বা "পরোক্ষ হত্যা" অর্থাৎ কেহ অন্যের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু না করিয়া তাহার মৃত্যু ঘটাইলে; যথা: নিজের মালিকানার জমি ছাড়া অন্যের মালিকানা বা সরকারী জমিতে বা পথে বা পথিপার্শ্বে কেহ একটি কূপ খনন করিলে যদি তাহাতে পড়িয়া কাহারও মৃত্যু হয়। এই কাজ ভাবিয়া-চিন্তিয়া করুক বা না করুক, ইচ্ছাকৃত হউক বা অনিচ্ছাকৃত হউক, তাহা বিচার্য নহে, এমন কি যদি কাজটি কাহারো বিরুদ্ধে তাহাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করিয়াও রাখা হয়। কিন্তু যাহার সম্পর্কে পরিকল্পনা করা হইল তাহার মৃত্যু না হইয়া অপর এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে—তাহাতেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। যে কোন ক্ষেত্রেই ইহার আইনগত পরিণাম হত্যাকারীর 'আকি'লার উপর লঘু দিয়াত দানেই সীমাবদ্ধ থাকে।

গর্ভপাতের প্রয়াস ও মিথ্যা সাক্ষ্যদানের ফলে হত্যা—এই দুইটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

৬। মায্'হাবগুলির মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত মতানৈক্য দেখিতে পাই:

ইমাম আবূ হ'ানীফার মতে, 'আমাদ বলিতে এমন কোন অস্ত্র বা বস্তুর ব্যবহার বুঝায় যাহা কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদনের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্থলে যে কোন বৃহৎ ভোঁতা প্রস্তর বা বড় লাঠি সাধারণ অবস্থায় মৃত্যু ঘটায়, তদ্দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করা হইলে ইমাম আবূ য়ূসুফ ও মুহ'াম্মদ আশ-শায়বানী এবং অন্যান্য মায্'হাবের ইমামগণ তাহাকে 'আমাদ বলিয়া গণ্য করেন; কিন্তু ইমাম আবূ হ'ানীফা: (র) ইহাকে "শাবাহ 'আমাদ" বলিয়া গণ্য করেন। এই মতটি পরবর্তী হ'ানাফীগণ শ্রেয় মনে করেন। মালিকী ও হ'ানাফীদের মতে 'আমাদ'-এর জন্য কাফ্-ফারা: দিতে হয় না। পক্ষান্তরে 'আমাদ'-এর বেলায় কি'স'াস' কার্যে পরিণত করা না হইলে ইমাম শাফি'ঈ(র)-এর মতে কাফ্ফারা: দিতে হইবে। ইমাম আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর নামে এই উভয় মতের বর্ণনা পাওয়া যায়। হ'ানাফী মায্'হাব ছাড়া অপর সকল মায্'হাবে খাত'া' হইতে (ঘ) ও (ঙ) শ্রেণীর পার্থক্য করা হয় না এবং ইহা সর্ব-প্রাথমিক হ'ানাফী মতও বটে। সুতরাং আমরা তিন প্রকারের ক'াত্ল দেখিতে পাই—'আমাদ, শাবাহ 'আমাদ ও খাত'া; তন্মধ্যে শাবাহ 'আমাদ আবার 'আমাদ ও খাত'া'র সমাহার বলিয়া গণ্য। ইমাম মালিকের মতে, শাবাহ 'আমাদে কি'স'াস' রহিয়াছে। মৃত্যু ঘটাইবার কারণ অবৈধ হইলে খি'স-সাবাব-এর ক্ষেত্রে ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মতে তদুপরি কাফ্ফারা: দিতে হইবে।

২। শাস্তি হিসাবে ক'াত্ল: মৃত্যুদণ্ড যে কোনভাবেই কার্যকরী হউক উহাকে সাধারণভাবে ক'াত্ল বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ক'াতল শব্দটি রাজ্'ম ও স'ালব

(নীচে দ্র.) অর্থ ছাড়াও সংকীর্ণ অর্থে, "তরবারীর আঘাতে প্রাণদণ্ড" অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১। উপরে বিশদরূপে বর্ণিত অবৈধ নরহত্যার ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয় (যাহাকে ওয়ালীয়্যু'দ-দাম : ولى الدم বলা হয়) কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে প্রতিশোধ হিসাবে অপরাধীকে হত্যা করিতে পারে। এই প্রাণদণ্ডকে কি'স'াস' বা ক'াওয়াদ (قود) বলা হয়। আরও তথ্যের জন্য কি'স'াস' প্রবন্ধ দ্র.।

২। কোন মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করিয়া অপর কোন ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে পুনরায় ইসলামে ফিরিয়া আসিতে বলা সত্ত্বেও সে যদি ইসলামে ফিরিয়া না আসে তাহা হইলে তাহার শাস্তি 'ক'াতল' বলিয়া হ'াদীছে' উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩। বিশেষ প্রকার ব্যভিচারের ক্ষেত্রে প্রস্তরাঘাতে হত্যা (রাজ্‌ম) "হ'াদ্দ"রূপে নিরূপিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে "যিনা" প্রবন্ধ দ্র.।

৪। কোন কোন ক্ষেত্রে রাহাজানির (ক'াত্'উ'ত-ত'ারীক') শাস্তি প্রাণদণ্ড। ইহার প্রমাণ ৫ : ৩৩ প. (খায়বার জয়ের পূর্বে ৬ বা ৭ হি. কাছাকাছি সময় হইতে) "যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাহাদের শাস্তি হইবে তাহাদিগকে হত্যা করা বা শূলে বিদ্ধ করা অথবা তাহাদের একদিকের হস্ত ও অন্য দিকের পদ কর্তন করা অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কার করা. ইহা তাহাদের জন্য ইহকালের অবমাননা; আর পরকালেও তাহাদের জন্য মহা-শাস্তি রহিয়াছে; (৫ : ৩৪) কিন্তু যাহারা তোমাদের আয়ত্তে আসিবার পূর্বে তাওবাঃ করে (তাহারা এভাবে দণ্ডনীয় হইবে না)।" আয়াত দুইটির তাৎপর্য এই : ডাকাতি করিতে গিয়া ডাকাতেরা নানা প্রকার অপরাধ করিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার অপরাধের বিভিন্ন রকম শাস্তি প্রথম আয়াতটিতে সাকুল্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। যে ডাকাত নরহত্যা করে তাহাকে হত্যা করা হইবে; যে কাহাকেও বর্শাবিদ্ধ করিয়া মারিয়াছে তাহাকে বর্শাবিদ্ধ করিয়া মারা হইবে, যে কাহারও হাত-পা কাটিয়া ফেলিয়াছে—তাহার হাত-পা কাটিয়া ফেলা হইবে; আর যে এই জাতীয় অপরাধগুলির কোনটিই করে নাই, কিন্তু ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করিয়া দেশে বিশৃঙ্খলা ও ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হইবে।

রাসূল (স') এ সম্পর্কে যে বিধান দেন তাহা এই যে, মৃত্যুদণ্ড কেবলমাত্র তরবারীযোগেই দেওয়া হইবে এবং যথাসম্ভব উত্তম পদ্ধতিতে দেওয়া হইবে।

এই সম্পর্কে আইনের বিশদ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ইমাম মালিকের মতে, অপরাধ যে কোন রূপ ধারণ করুক না কেন, এমন কি বিভিন্ন অপরাধের সমষ্টিগত শাস্তি প্রয়োগের বেলায়ও শাস্তি নির্ধারণের নিরঙ্কুশ অধিকার একমাত্র ইমাম বা খালীফাগণের রহিয়াছে। তবে সংশ্লিষ্ট অপরাধী কাহাকেও হত্যা করিয়া থাকিলে কমপক্ষে তরবারির আঘাতে তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করিতে হইবে। অপর তিনজন ইমাম বিভিন্ন প্রকারের রাহাজানির উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে শাস্তির শ্রেণীভেদ করিয়াছেন। ইমাম আবূ হ'ানীফার মতে, নরহত্যার শাস্তি তরবারির আঘাতে প্রাণদণ্ড। অধিকন্তু যদি সে বলপূর্বক নিহত ব্যক্তির মাল-পত্রাদি অপহরণও করিয়া থাকে তবে তাহার একদিকের হাত ও অন্য দিকের পা কাটা অথবা (সাধারণ প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে) তাহাকে শূলে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা যাইতে পারে। সে শুধু ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া থাকিলে কেবল তাহার একদিকের হ'াত ও অন্য দিকের পা কাটিতে হইবে। সে যুগপৎ নরহত্যা ও লুটপাট করিয়া থাকিলে ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম ইব্‌ন হা'ম্বাল (র)-এর মতে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার পরে শূলে বিদ্ধ করা হইবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহারা আবূ হ'ানীফা(র)-এর সহিত একমত। সে শুধু কোন অঞ্চলের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিয়া থাকিলে ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম ইব্‌ন হ'াম্বাল (র)-এর মতে তাহাকে কারারুদ্ধ করিতে হইবে। ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে, শূলে বিদ্ধ করার অর্থ অপরাধীকে জীবন্ত অবস্থায় একটি কাষ্ঠ বা বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া যাহাতে তাহার মৃত্যু ঘটে, এমনভাবে তাহার দেহ বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করা। পক্ষান্তরে ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম ইব্‌ন হ'াম্বাল (র)-এর মতে, তাহাকে প্রথমে তরবারি দ্বারা হত্যা করিয়া তৎপরে তাহার দেহ অপমানের সহিত কোন কাষ্ঠদণ্ডে বা বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। এই সমুদয় শাস্তিই হ'াদ্দ ও আল্লাহ্‌র হ'াক্'ক'। সুতরাং ওয়ালি'দ-দাম কর্তৃক কি'স'াসে'র দাবীর প্রত্যাহার কোনই কাজে আসিবে না। কর্তৃপক্ষের হাতে পড়ার পূর্বে অপরাধী অনুশোচনা (তাওবাঃ) করিলে এই সমুদয় "হ'াদ্দ" শাস্তি রদ হয়, কিন্তু কি'স'াস' ইত্যাদির জন্য ব্যক্তিগত দাবী তখনও তাহার বিরুদ্ধে বলবৎ করা যাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Wensinck, Handbook, দ্র. Murder, Punishment; (২) Juynboll, Handleiding tot de kennis van de mohammedaansche wet (3rd ed.), 291 প., and the works cited there; (৩) Bergstrasser, Grundz.-uge des islamischen Rechts, p. 96 প.; (৪) art. Murder and Execution in T. P. Hughes, Dictionary of Islam.

J. Schacht (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

কলিকাতা মাদ্রাসাঃ (كلكته مدرسه) নওয়াব সিরাজু'দ-দাওলাঃ ১৭৫৭ খৃ.-এ পলাশীতে পরাজিত হইলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তথা ইংরাজ রাজত্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানী বাংলার দীওয়ানী হস্তগত করে (১৭৬৪ খৃ.) এবং ক্রমে ক্রমে মুসলিমদের ওয়াক্'ফ সম্পত্তিগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করে। অন্যদিকে জমাজমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলিম জনসাধারণ অসহায় দরিদ্র সম্প্রদায়ে পরিণত হয় এবং তাহাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড পুরোপুরি ভাঙিয়া পড়ে। এইভাবে আয়ের উৎসসমূহ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উঠিয়া যায় অথবা মরণোন্মুখ অবস্থায় পতিত হয়। ফলকথা মুসলিমদের শিক্ষা এবং তাহয'ীব ও তামাদ্দুনের উপর নামিয়া আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। অবশ্য তখনও সরকারী কাজকর্ম ফারসী ভাষাতেই সমাধা করা হইত এবং 'আদালতে মুসলিম আইন অনুসারে বিচার সম্পন্ন হইত। ইংরাজরা ফারসী ভাষা ও মুসলিম আইনে অনভিজ্ঞ হওয়ায় 'আদালতের কার্যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে শূন্যতা বিরাজ করিতেছিল বিধায় স্থানীয় মুসলিমদের মধ্যেও কাজ্‌ ও মুনসি'ফ হওয়ার মত যোগ্য ব্যক্তির অভাব অনুভব হইতেছিল। যাঁহারা যোগ্য বিবেচিত হইতেন তাঁহাদের অনেকেই 'ফিরিঙ্গী' সরকারের অধীনে চাকুরী করিতে নারাজ ছিলেন। প্রশাসনিক ব্যাপারে এই অসুবিধার বিষয় তৎকালীন বড় লাট লর্ড ওয়ারেন

হেস্টিংসে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রের এই শূন্যতা বিদূরীত না হইলে এই ধরনের অসুবিধাসমূহ দূরীকরণ সহজ হইবে না, ইহা তিনি ভালভাবে বুঝিয়াছিলেন।

এমনই এক সময়ে ১৭৮০ খৃ.-এ কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম শিক্ষাবিদ ও নাগরিক লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং 'আরবী, ফারসী ও ইসলামী বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য তাঁহার নিকট আবেদন পেশ করেন। সেই সময়ে শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ মুহ'াদ্দিছ' দিহলাব'ীর বিশিষ্ট শাগরিদ ও প্রসিদ্ধ 'আলিম মাওলানা মাজ্দু'দ-দীন (মোল্লা মাদান) কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত করানোর জন্যও আবেদনে বড়লাটকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস উহা কার্যকর করার ব্যাপারে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি কোম্পানীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উল্লেখ করিয়া রিপোর্ট প্রেরণ করেন এবং তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া কলিকাতার বৈঠকখানা রোডের একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ১১৯৪ শা'বান, ১৭৮০ অক্টোবর মাসে মাদ্রাসার কাজ আরম্ভ করেন। মাওলানা মাজ্দু'দ-দীন মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে এই মাদ্রাসার পরিচালক ও শিক্ষক নিযুক্ত হন। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে মাদরাসার স্থান সংকুলান না হওয়ায় কলিকাতার পদ্মপুকুর লেইনে (১৭৮১ খৃ.-এ) মাদ্রাসাঃ ভবন নির্মাণ করা হয়। সরকারী কাগজপত্রে মাদ্রাসাটি Mahamedan College নামে অভিহিত হয়, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে কলিকাতা মাদ্রাসাঃ (Colcutta Madrasah) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ব্যয় নির্বাহের জন্য "মাদরাসাঃ মহাল" নামে একটি বিরাট আকারের ভূ-সম্পত্তিও খরিদ করা হইয়াছিল। মাদ্রাসাটি হিন্দু প্রধান এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। ফলে মাদ্রাসাঃ ভবন ও ইহার ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা কলিকাতার ওয়েলেসলি স্ট্রীটের পার্শ্বে গোল তালাব এলাকায় (ওয়েলেসলি স্কোয়ার) মাদ্রাসার নূতন ভবনের নির্মাণ কাজ ১৮২৪ খৃ.-এ আরম্ভ হয় ও ১৮২৭ খৃ.-এ সমাপ্ত হয়।

১৭৮১ হইতে ১৮১৯ পর্যন্ত একটি পরিচালক পরিষদ মাদ্রাসাঃ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৮১৯ খৃস্টাব্দে মাদ্রাসার জন্য একজন ইংরাজ সেক্রেটারী ও একজন মুসলিম সহকারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। এই ব্যবস্থা ১৮৫০ খৃ. পর্যন্ত চালু ছিল। অতঃপর কয়েকজন খ্যাতিসম্পন্ন প্রাচ্যবিদ পরপর মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং মাদ্রাসার পূর্ণ দায়িত্ব অধ্যক্ষের উপর অর্পিত হয়। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে পর্যন্ত য়ুরোপীয় প্রাচ্যবিদগণই মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। Dr. A. Sprenger ছিলেন মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ (১৮৫০-৫৭ খৃ.)। বিশিষ্ট কয়েকজন য়ুরোপীয় অধ্যক্ষের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

১। Sir William Nassar Loss (১৮৫৭-৭০ খৃ.)
২। Herry Ferdinand Blockman (১৮৭৩-৭৮ খৃ.)
৩। Dr. A. F. R. Hoornle (১৮৮১-৯০, ১৮৯১, ৯২, ১৮৯২-৯৫-১৮৯৫-৯৮ খৃ.)।
৪। F. J. Rowe (১৮৯২, ১৮৯৫, ১৮৯৮-৯৯ খৃ.)।
৫। Sir Edward Denison Ross (১৯০৩, ১৯০৪-০৭ ১৯০৮-১১ খৃ.)।
৬। Alexander Hamilton Harley (১৯১১-২৩, ১২৯৫-২৭ খৃ.)।
৭। J. M. Botomley (১৯২৩-২৫ খৃ.)।

শামসু'ল-'উলামা' কামালু'দ-দীন আহ'মাদ হইলেন এতদ্দেশীয় প্রথম অধ্যক্ষ (১৯২৭-২৮ খৃ.)। পরবর্তী অধ্যক্ষগণের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১। শামসু'ল-উলামা' খান বাহাদুর হিদায়াত হ'সায়ন (১৯২৮-৩৪ খৃ.)।
২। শামসু'ল-উলামা' খান বাহাদুর মুহ'াম্মাদ মূসা (১৯৩৪-৩৭, ১৯৩৮-৪১ খৃ.)।
৩। খান বাহাদুর মুহ'াম্মাদ য়ুসুফ (১৯৩৭-৩৮, ১৯৪১-৪৩ খৃ.)।
৪। খান বাহাদুর মুহ'াম্মাদ দি'য়াউ'ল-হ'াক্'ক' (১৯৪৩-৪৭ খৃ.)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭ খৃ.) পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় কলিকাতা মাদ্রাসাঃ ('আরবী সেক্শান অর্থাৎ মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) স্থানান্তরিত হয় (তারীখ মাদ্রাসাঃ 'আলীয়াঃ, পৃ. ১১৩-১৫)। ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে মাদ্রাসার সংগে যে স্কুলটি (এ্যাংলো-পার্সিয়ান সেকশান) যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কেবলমাত্র উহাই কলিকাতায় থাকিয়া যায়।

ঢাকায় জনাব দি'য়া'উ'ল-হা'ক্'ক' ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার পরে অধ্যক্ষ ছিলেন :

৫। শায়খ শার্ফু'দ-দীন (১৯৫৪-৫৫ খৃ.)।
৬। মাওলানা মাক্'বূল আহ'মাদ (১৯৫৫-৫৭ খৃ.)।
৭। হ'াফিজ' 'আব্দু'ল-হ'াফীজ' (১৯৫৭-৬৪ খৃ.)।
৮। মাওলানা মুহ'াম্মাদ 'আব্দু'ল-লাত'ীফ ফারূক'ী (১৯৬৪-৬৯ খৃ.)।
৯। ডক্টর ছৈয়দ লুতফুল হক (১৯৬৯-৭১ খৃ.)।
১০। মাওলানা মুহ'াম্মাদ জালালু'দ-দীন (১৯৭১-৭৩ খৃ.)।
১১। মাওলানা মুহ'াম্মাদ ইয়া'কূব শরীফ (১৯৭৩ খৃ.)।
১২। ডক্টর এ. কে. এম. আইয়ুব 'আলী (১৯৭৩-৭৯ খৃ.)।
১৩। মাওলানা মুহ'াম্মাদ ইয়া'কূব শরীফ (১৯৭৯ খৃ.)।

মাদ্রাসার প্রথম পরিচালক ও মুদাররিস মাওলানা মাজ্দু'দ-দীন মোল্লা মাদ্রাসার দারস-ই-নিজ'ামী পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে প্রয়োজন মুতাবিক এই পাঠ্যসূচীর সংস্কার করা হয়।

মাদ্রাসায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রধানত শিক্ষা দেওয়া হইত :

সা'রফ ও নাহ্'ও (ব্যাকরণ), বালাগা'ঃ (অলঙ্কার শাস্ত্র), আদাব (সাহিত্য-'আরবী, ফারসী ও উর্দু), ফিক্'হ, উসূ'লু'ল-ফিক্'হ, মানতি'ক', হি'ক্মাঃ, কালাম, রিয়াদ'ী (অংক, বীজগণিত ইত্যাদি), ইসলামের ইতিহাস, ফারাইদ' (উত্তরাধিকার আইন), তাফ্সীর ও হ'াদীছ'। বর্তমানে বহুমুখী শিক্ষাকোর্সও মাদ্রাসায় চালু করা হইয়াছে; তাহাতে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা স্থান পাইয়াছে।

ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলে ১৮২৬ খৃ.-এ মাদ্রাসার পাঠক্রমে ইংরেজী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার তেমন আগ্রহ দেখা যায় না, ফলে ১৮৫১ খৃ.-এ ইহা পরিত্যক্ত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৮৫৪ খৃ.-এ এ্যাংলো-পার্সিয়ান ডিপার্টমেন্ট নামে যে স্কুলটি মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছিল মাদ্রাসার শিক্ষার সঙ্গে উহার প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক ছিল না। ইংরেজীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে

১৯২৬ খৃ.-এ পুনরায় ইংরেজী শিক্ষা মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে শামিল করা হয়।

মুসলমানদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে হাদীছ' উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য ১৯০৮ খৃ.-এ এই মাদ্রাসায় ৩ বৎসরের কামিল (টাইটেল) কোর্স খোলা হয়। এই কোর্সে উত্তীর্ণ ছাত্রদের ফাখরু'ল-মুহাদ্দিছী'ন ডিগ্রী প্রদান করা হইত। পরবর্তীকালে ইহাকে দুই বৎসরের কোর্স করা হয় এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদের মুমতাযু'ল-মুহাদ্দিছী'ন ডিগ্রী দেওয়া হয়। তাফসীর, ফিক্'হ ও 'আরবী সাহিত্যেও এই ধরনের দুই বৎসরের কামিল কোর্স চালু করা হয়।

১৯২৮ খৃস্টাব্দে মাদ্রাসায় ('আলিম, ফাদি'ল ও কামিল) পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য একটি বোর্ড (বোর্ড অব সেন্ট্রাল মাদ্রাসা একযামিনেশান্স, বেঙ্গল) গঠন করা হয়। ঢাকায় মাদ্রাসা স্থানান্তরিত হওয়ার পর বোর্ডটিও ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়, স্থানান্তরের পর ইহার নাম হয় "মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড"। এই বোর্ড-এর দফতর ১৯৮০ পর্যন্ত (প্রথম কলিকাতায় ও পরে ঢাকায়) মাদ্রাসা 'আলীয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং পদাধিকার বলে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বোর্ডের রেজিস্ট্রার (প্রধান কর্মকর্তা)-এর দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। ১৯৮০ সালে বোর্ডকে মাদ্রাসাঃ 'আলীয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং স্বতন্ত্র বোর্ড স্থাপন করা হয়। এই বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত (affiliated) মাদ্রাসাসমূহে একই পাঠ্য তালিকা অনুসরণ করা হইয়া থাকে এবং বোর্ডই সকল অনুমোদিত মাদ্রাসার পরীক্ষাসমূহও নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯৭৯ খৃস্টাব্দের বিবরণ মতে এই বোর্ডের আওতাধীনে আসার যোগ্য মাদ্রাসাগুলির সংখ্যা ছিল ২৩৮৮ (দাখিল ১৩০৮, 'আলিম ৫৪৭, ফাদি'ল ৪৭৪, কামিল ৫৯)।

ইসলামী বিষয়ে গবেষণা উপকরণসমৃদ্ধ এই মাদ্রাসার গ্রন্থাগারটিতে 'আরবী, ফারসী, উর্দূ, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত ১৭০০৪খানা পুস্তক রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ৬৬৩টি হইল দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতায় মাদ্রাসার সেই ভবনে মাদ্রাসা-ই-'আলীয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

মোল্লা মাজদু'দ-দীন (কার্যকাল ১৭৮০-৯২ খৃ.)-এর পরে অনেক খ্যাতনামা 'আলিম কলিকাতা/ঢাকা 'আলীয়া মাদ্রাসার হেড মাওলাব'ী ছিলেন। বিশিষ্ট কয়েক জনের নাম এখানে উল্লেখ করা হইল:

১। 'আব্দু'র-রাহী'ম সাফীপুরী (মৃ. ১২৭৫/১৮৫৭)।

২। মুহাম্মাদ ওয়াজীহ, নিজা'ম-ই-ইসলাম গ্রন্থের রচয়িতা।

৩। শামসু'ল-'উলামা' 'আব্দু'ল-হা'ক্'ক খায়রাবাদী (কার্যকাল ১৮৫৬-৫৭ খৃ.)।

৪। শামসু'ল-'উলামা' ইলাহ দাদ (মৃ. ১৯০২)।

৫। শামসু'ল-'উলামা' 'আবদুল-হা'ক্'ক হাক্'কানী (মৃ. ১৯১৫ খৃ.), তাফসীর হা'ক্'কানীর প্রণেতা।

৬। নাজি'র হাসান দেওবন্দী (মৃ. ১৯২৩ খৃ.), মাদ্রাসাঃ হইতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগেও অধ্যাপনা (১৯২০-২৩ খৃ.) করিয়াছেন।

৭। শামসু'ল-'উলামা' সা'ফিরুল্লাহ সারহা'দী (মৃ. ১৯৪৭ খৃ.)। ইনি একজন কামিল ওয়ালী হিসাবে খ্যাত ছিলেন।

৮। শামসু'ল-'উলামা' হি'দায়াত হুসায়ন বীরভূমী (কার্যকাল ১৯৩২-৪৭ খৃ.)। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডীজ বিভাগে ৭ বৎসর (১৯৪৮-৫৪ খৃ.) অধ্যাপনা করিয়াছেন। তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করিয়াছেন।

৯। মাওলানা জা'ফার আহ'মাদ 'উছ'মানী থানাব'ী (র.) (মৃ. ১৯৭৪ খৃ.) (কার্যকাল ১৯৪৮-১৯৫৪ খৃ.)। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগেও (১৯৩৮-১৯৪৮ খৃ.) অধ্যাপনা করিয়াছেন।

১০। মুফ্তী সায়্যিদ মুহা'ম্মাদ 'আমীমু'ল-ইহ'সান বারাকাতী (র.) (মৃ. ১৯৭৪ খৃ.), কলিকাতা মাদ্রাসায় ১৯৪৩ খৃ. হইতে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। ১৯৫৫ খৃস্টাব্দে হেড মাওলাব'ী নিযুক্ত হন ও ১৯৬৯ খৃ. অবসর গ্রহণ করেন।

উপরিউক্ত হেড মাওলাব'ীগণ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের জন্য বিখ্যাত।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রসিদ্ধ 'আলিম এই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করিয়াছেন।

ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে মাদ্রাসাটিকে ১৮৫৭ খৃ. হইতে কয়েকবার বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা চলে, কিন্তু মুসলিম জনসাধারণের প্রবল বাধার ফলে উহা সফল হয় নাই।

প্রতিষ্ঠাকাল হইতে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই মাদ্রাসাঃ ইসলামী তাহ্যী'ব-তামাদ্দুন সংরক্ষণে এবং ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বিশিষ্ট অবদান রাখিয়াছে। এই মাদ্রাসার অসংখ্য ছাত্র অতীতে ও বর্তমানে দেশ ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বহুবিধ কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই মাদ্রাসাঃ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিঃ মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ 'উবায়দী সুহ্রাওয়ার্দী (মৃ. ১৮৮০ খৃ.); শামসু'ল-'উলামা' গুলাম সালমানী (মৃ. ১৯১২ খৃ.); শামসু'ল-'উলামা' কামালু'দ-দীন আহ'মাদ (কলিকাতা মাদ্রাসার প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ); শামসু'ল-'উলামা' মুহা'ম্মাদ হিদায়াত হুসায়ন (মৃ. ১৯৪৩ খৃ.); শামসু'ল-'উলামা' মুহা'ম্মাদ মূসা (মৃ. ১৯৬৪ খৃ.) মাওলানা রুহুল আমীন; মাওলানা আকরম খান (মৃ. ১৯৬৮ খৃ.); মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ, পীর সারসীনা (মৃ. ১৯৫২ খৃ.); মুফ্তী মুহা'ম্মাদ 'আমীমু'ল-ইহ'সান (মৃ. ১৯৭৫ খৃ.) প্রমুখ।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) Syed Muhammad Azizul Hoq, History and Problems of Moslem Education in Bengal (1917), ঐ বঙ্গানুবাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯; (২) মাওলানা 'আবদু'স-সাত্তার, তা'রীখ মাদ্রাসাঃ-ই-'আলীয়াঃ, ঢাকা ১৯৫৯; (৩) মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, মাদারিস 'আরাবিয়াঃ কী তা'লীম, কলিকাতা ১৯৪৫ খৃ.; (৪) W. W. Hunter, The Indian Musalmans, Dacca ১৯৭৫ খৃ.; (৫) Sayed Mahmood, History of English Education in India (1781-1893), M. A. O. College, Aligarh 1895; (৬) আবু'ল-হাসান 'আলী নাদব'ী, হিন্দুস্তান কী কাদীম দারুসগাহেঁ, আ'জমগড় ১৩৫৫ হি.; (৭) মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা (অতীত ও বর্তমান), প্রকাশনায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা ১৯৮১, পৃ. ২-১৪; (৮) তাহির আহমদ, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার (মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার দুই শততম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে (১৯৮১) পঠিত; (৯) ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা,

বিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৯৮০, মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, শামসু'ল-'উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন ; (১০) ডক্টর এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), ঢাকা ১৯৭৬ খৃ.।

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

কসম, (قسم : ক'সাম ; ক্রিয়াপদ আক্'সামা), ক'সাম এবং হালীন শব্দদ্বয় শপথ অর্থে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়াপদে ক'সামা অর্থ ভাগ করা, কর্তন করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা (হিব্রু Kesem দ্র.), শপথ অর্থ প্রকাশে এই শব্দটি অত্যন্ত জোরালো। অন্যপক্ষে শপথ গ্রহণ অর্থে হি'ল্ফ বা হা'লিফ (ক্রিয়াপদ হা'লাফা), শব্দের যথাযথ ব্যবহার বিশেষ বিশেষ অবস্থার হইয়া থাকে।

'আরবদের সামাজিক জীবনে শপথের একটি ভূমিকা আছে, কবি যুহায়র (দীওয়ান, ১খ, ৪০) ইহাকে : ন্যায়তার সহিত সত্য নিরূপণের প্রধান উপায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শপথ গ্রহণকারী "ক'সাম" শব্দ দ্বারা অত্যন্ত প্রবলভাবে তাহার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। যৌথ দায়িত্বের দরুন গোত্র একটি নৈতিক সত্তা বিধায়, এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ব্যক্তির শপথ গোত্রীয় শপথ হইয়া দাঁড়ায়। এই গোত্রীয় শপথকে বলা হয় ক'সামাহ। গোত্রের পঞ্চাশ জন লোক ইহাতে অংশ গ্রহণ করে এবং শপথ করে যে, তাহারাই সত্য, এই ক'সামাহ যেমন একজন অভিযোগকারীর শপথ হইতে পারে তেমনি নির্দোষিতা ঘোষণামূলকও হইতে পারে। অংশ গ্রহণকারীরা সাক্ষীরূপে নয় বরং দায়িত্বশীল ব্যক্তিরূপে শপথ গ্রহণ করে, এমন কি ঘটনাস্থলে তাহাদের উপস্থিতিরও প্রয়োজন হয় না। শপথকারী তাহার ক'সামে নিজের জীবনের দোহাই দেয়। তাহা অনেক সময় ক'সামের বাক্যে স্পষ্ট বর্ণিত হয়। সে শপথ করে তাহার আত্মার বা তাহার জীবনের (বি-নাফ্সী, বি-হ'য়াতী, লা 'আমরী অথবা শুধু 'আমরী) অথবা তাহার সম্মান ও শক্তির অথবা সম্মানের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু বিশেষের, যথাঃ মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছের বা বর্শার। এই শপথ ঠিক ঐ রকমের যে রকমের করা হয় গোত্রের নামে, রক্ত সম্বন্ধের নামে অথবা যেমন শপথ বহু প্রচলিত আছে পূর্ব পুরুষের নামে (ওয়া আবী, ওয়া জাদ্দিকা ইত্যাদি) এবং শপথকারীর পালনকর্তা দেবতার নামে, বিশেষত হি'জাযে মানাত, আল-'উয্যা ও আল-লাতের নামে। মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্মের নামেও শপথ গ্রহণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শপথ করে সে নিজের জীবনে যাহা কিছু মূল্যবান তাহার দোহাই দেয়। অসত্য ও অবিচারকে ধ্বংসকর শক্তি বলিয়া গণ্য করা হয়। কাজেই মিথ্যা শপথ আত্মা ও উহার নিকট যাহা কিছু মূল্যবান তৎসমুদয়কে বিপন্ন করে। শপথ আল্লাহ্‌র নিকট অঙ্গীকার ('আহদুল্লাহ্, মীছা'কুল্লাহ্, যিম্মাতুল্লাহ্) এবং যে ব্যক্তি শপথ করে সে যদি মিথ্যা বলে বা তাহার অঙ্গীকার পালন (ওয়াফা') না করে, তবে সে নিজের আত্মাকেই বিপন্ন করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট অপরাধ করে। শপথ ভঙ্গের ক্ষেত্রে শপথকারী তাহার মূল্যবান সমস্ত কিছু বিসর্জন দিবে এই অঙ্গীকার শপথের মধ্যে নিহিত থাকে। যথাঃ "আনা বারী'উন মিন-হা'ওলিল্লাহি ওয়া কু'ওওয়াতিহী ইন্ কা'আলতু-কাযা" অর্থাৎ আমি যদি এরূপ করি, তবে যেন আল্লাহ্‌র শক্তি ও প্রভাব হইতে বঞ্চিত হই", মাম্‌লুক সাম্রাজ্যে বিভিন্ন মায্'হাবের কর্মচারীদের গৃহীত সরকারী শপথে এই শ্রেণীর বিধি সচরাচর দৃষ্ট হয় (আল-'উমারী, আত-তা'রীফ বিল-মুস্'তালাহি'শ-শারীফ, কায়রো ১৩১২, পৃ. ১৪৬-১৬৪ ; আল-কা'লক'শান্দী, সুবহু'ল-আ'শা, কায়রো ১৩৩৭ (১৯১৮), ১৩ : ২০৫ প.)। বায়্'আহ জাতীয় শপথ এবং কোন কোন অবস্থায় নিজের উপর অভিশাপ আহ্বানের শপথ একই শ্রেণীভুক্ত। যথাঃ "আমি যদি তোমাকে হত্যা না করি, তবে আল্লাহ্ যেন আমাকে ধ্বংস করেন।" "আমি যদি অমুক কাজ না করি, তবে রক্ত পান করিব।" বিবাহিত লোকের মধ্যে আরোপিত ব্যভিচারের ক্ষেত্রে যখন অভিযোগকারী স্বামী অভিযুক্ত স্ত্রীর বিরুদ্ধে চারিজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী উপস্থিত করাইতে না পারে তখন লি'আন অনুষ্ঠানে এই প্রকারের শপথ ব্যবহৃত হয় (সূরাঃ ২৪ : ৬—৯ ; দ্র. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, p. 192), অভিশাপের নিশ্চিত উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে এবং কোন উক্তি দৃঢ় করার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, যেমন, "কা'তালাহুল্লাহু মা আশ্‌জা'আহু" অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাকে হত্যা করুন, সে কত সাহসী।" এই বাক্যে অভিশাপ এখানে তা'আজ্জুব (আশ্চর্যবোধকরূপে) ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন সূরাঃ ৭৪ : ১৯-২০ আয়াতে (এই আয়াত সম্পর্কে আল-বায়দাবী দ্র.)।

শপথরূপে প্রতিজ্ঞা করিবার সময় নিজের উপর অনুকল্পিত অভিশাপ ভূমিকা দেওয়া হয়। প্রতিশোধের হা'লাফরূপে ইহা 'আরবদের মধ্যে বিশেষভাবে সার্বজনীন, সাধারণত ইহা যুদ্ধের পূর্বে হা'লফরূপে ব্যবহৃত হয় (নায্'র দ্র.)। শপথকারী তদ্দ্বারা নিজের জান কু'রবান করার প্রতিজ্ঞা করে এবং নিজের উপর বর্ধিত দায়িত্বভার ('আহদ) গ্রহণ করে। পাল্টাভাবে কথার খিলাফ হইলে সেক্ষেত্রে কেহ নিজের উপর বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার কথা সুদৃঢ় করিতে পারে। অবশ্য এই প্রতিজ্ঞা অবশ্যপালনীয় ধরনের হইতে হইবে, বিশেষত ইহা তিন প্রকারের মধ্যে এক রকমের হয় : কুরবানীর জন্য উষ্ট্র দান, ক্রীতদাসের (নর বা নারী) মুক্তি দান বা স্ত্রীকে ত'লাক' দান। এ সকল প্রতিজ্ঞা ন্যূনাধিক কঠোর করা যাইতে পারে, দৃষ্টান্তস্বরূপ কেহ তাহার বর্তমান বা ভাবী পত্নী ও ক্রীতদাস-দাসীদিগকে ত'লাক' বা মুক্তি দানের জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে পারে। আশ-শাফি'ঈ এই শ্রেণীর ক'সাম নিষিদ্ধ করেন, তথাপি ইহা প্রায়ই সংঘটিত হয়।

শপথ গ্রহণের সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র বাক্য। পবিত্র স্থানে শপথ গ্রহণ করাই উত্তম ; প্রাচীন কালে পবিত্র প্রস্তর বা মূর্তির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করা হইত (আগানী, ৯ : ১০, ১২)। জাহিলী 'আমলে ও তাহার পরে কা'বাহ ছিল ক'সাম করার একটি প্রিয় স্থান, (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩১৭ ; ইব্নু'ল-কালবী, পৃ. ১১ প. ; আত্-তাবারী, ৩খ, ৮৬১) ; বিশেষভাবে আল-হা'তী'মের নিকট উহা করা হইত (আত-তাবারী, ১খ, ৩৪৬৪), ইহা অদ্যাবধি খুব শক্ত ক'সাম বলিয়া বিবেচিত হয় (Snouck Hurgronje, Mekka, ii. 306 ; al-Batanuni, al-Rihla al-Hidjaziya, Cairo 1329, পৃ. ১২৭)। কেহ কেহ কবরের উপর হাত রাখিয়া দরবেশদের কবরের ক'সাম করে (দ্র. e.g. Jausson, Coutumes des Arabes au pays de Moab, p. 311 ; Musil, Arabia Petraea, iii. 338, 342)। মসজিদে বিশেষত মিম্বারের উপর ক'সাম করা হয় (আত্-তাবারী, ২খ, ৯২)। বিশেষ সময়ে গৃহীত ক'সাম বিশেষত সা'লাতু'ল-'আস্'রের পরের ক'সাম অধিক গুরুতর হয় (দ্র. Goldziher Archiv fur Religionswiss, ix. 297 প.)। জাহিলী 'আমল হইতে কু'রবানীর সময়ে ক'সামের প্রমাণ আছে (যুহায়র, ১খ, ৫০ ; হা'মাসাহ, পৃ. ৪২৬, ছত্র ১০)। কুর-

বানীর অন্তর নামে কাসাম সচরাচর দৃষ্ট হয়। কু'রবানীর অন্তর প্রভুর নামে কাসাম আরও ব্যাপক (e.g. হামাসাঃ, পৃ. ৭১৫, ছত্র ৬)। কাসামের ঐতিহ্যগত পদ্ধতির মধ্যে "হুব্বা", অন্যতম। আল-জাওহারীর (সিহাহ দ্র.) মতে গোত্রীয় শপথ অনুষ্ঠানে লোকের অগ্নিকুণ্ডে লবণ নিক্ষেপ করিয়া সেই অগ্নির শপথ করা হয়। আল-নুযায়ত প্রভৃতির উল্লিখিত এই অনুষ্ঠান (আল-হামিসীয়াত, ed. Horovitz, No. 4, ৩৬নং শ্লোক, জাহিজ, বায়ান, কায়রো ১৯২৭ খৃ.) অদ্যাপি বর্তমান আছে (Landberg, Arabica, v. 133 প.)

তাঁবু দণ্ডের উপর হাত রাখিয়া, রুটি ও লবণ হাতে লইয়া, কিব্‌লাঃমুখী হইয়া অনপ্রিয় কাসাম পদ্ধতির উল্লেখ করা যাইতে পারে (Musil, Jausson, Landberg, Burckhardt and Doughty-এর গ্রন্থাদি দ্র.)। ইসলামে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাসামের গুরুত্ব বৃদ্ধি স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইহাকে তাগ্‌লীজু'ল-য়ামীন বা তাশ্‌দীদু'ল-য়ামীন বলে। যথাঃ কাসাম করার সময় কু'রআন বা আল-বুখারীর সাহীহ বুকে রাখা হয় (দ্র. Goldziher, Die Zahiriten, পৃ. ১১৫; Lane, Manners and Customs, 3rd ed., i. 168, 470 প.)। গুরুত্বপূর্ণ কাসামকে আয়মানু' বালিগাঃ বলে (সূরাঃ ৬৮ : ৩৯, দ্র. জাহ্‌দ আয়মানিহিম, সূরাঃ ৫ : ৫৩; ৬ : ১০৯; ১৬ : ৩৮। পরবর্তীকালে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাসামকে আয়মানু'ল-বায়'আঃ অর্থাৎ বশ্যতার শপথ বলা হইত (দ্র. ইব্‌ন হাওকাল, ২য় সংস্করণ ১ : ৫২, ২ : ৩৪১; আত্‌-তানূখী, ফারাজ, কায়রো, ১ : ১৫৮; কালকাশান্দী, ৯ : ২৮০; ১৩ : ২১১)।

কাসামের বিধি শুরু হয় সাধারণত কোন অব্যয় দ্বারা। এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা সাধারণ অব্যয় হইল বা, তা ও ওয়া (و, ت, ب)। পবিত্র কাসামে এগুলির সব কয়টিই ব্যবহৃত হয় (ওয়াল্লাহি والله, বিল্লাহি بالله, তাল্লাহি تالله,); ب-এর মত অন্য দুইটি এত অধিক ব্যবহৃত হয় না। কাসামে অন্যান্য নির্দেশক অব্যয়ও দৃষ্ট হয়।

কোন পুণ্য স্থান বা কু'রবানীতে যেমন কাসাম করা হয়, তেমনি ঐ স্থানের নাম বা ঐ কু'রবানীর (বা উহার প্রভুর) নামেও কাসাম করিতে দেখা যায়। কা'বাঃ ও উহার সমস্ত দ্রব্য এবং হাজ্জ কাসামে বিভিন্ন বাকরীতিতে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন আরবেরা বিশেষভাবে তাহাদের দেবতা ও পূর্বপুরুষদের নামে কাসাম করিত। কাহিনগণ (ভবিষ্যত গণকগণ) প্রায়ই প্রাকৃতিক সংঘটনের নামে কাসাম করিত (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১১)। ইসলামে যে একমাত্র আল্লাহ্‌র নামে কাসামের অনুমতি প্রদত্ত হয়, তাহা কাসামের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। তথাপি দৈনন্দিন জীবনে পূর্বপুরুষ, দরবেশ বিশেষত হযরত (স)-এর নামে কাসাম করিতে দেখা যায়। হযরত (স) পিতার নামে শপথ করা বিশেষভাবে নিষেধ করেন। "আমার পিতার প্রভু" বা "কা'বার প্রভু", "কু'রবানীর অন্তর প্রভু" প্রভৃতি বাক্যাংশ দ্বারা কাসাম করা ভাল; ইহাই মুসলমানী কাসাম। শপথ সূত্রে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী মানা চলেঃ যেমন, "আল্লাহ্ জানেন, আমি মিথ্যা বলিতেছি না", আমি যে ইহা বলিতেছি আল্লাহ্ উহার সাক্ষী ইত্যাদি। অনেক সময় বর্ণনামূলক বাক্যাংশ দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। যথা, "যিনি সত্যসহ মুহাম্মাদকে প্রেরণ করেন, তাঁহার কাসাম।" রাফিদীরা এখানে মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবর্তে 'মূসা' বলে। কাসামকে বিশেষ অবস্থার উপযোগী করাও চলে; অনেকেরই আবার প্রিয় কাসাম রহিয়াছে; যেমন হযরত (স)-এর ছিল, "যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার কাসাম" ইত্যাদি। তিন বা ততোধিক-বার পুনরাবৃত্তি করিয়া কাসামের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা হয়।

কেহ প্রতিজ্ঞা পালন করার কাসাম করিলে উহা পূর্ণ করার দ্বারা কাসাম হইতে মুক্ত হয় (আবাররা অথবা হাল্লালা য়ামীনান); তবে যাহার জন্য কেহ কিছু করার কাসাম করিয়াছে, সে তাহাকে কাসাম হইতে মুক্তি দিতে পারে। উক্ততর উদ্দেশ্যের খাতিরে দ্বিতীয় পক্ষ কাসাম উপেক্ষা করিতে পারে। জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগে এইরূপ পবিত্র উক্তি করার সময় কোন কোন পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ খুলিয়া বা ছিড়িয়া ফেলা হইত বলিয়া প্রমাণ আছে (আল-ওয়াকিদী, Wellhausen অনু., পৃ. ১৯৭; আত-তাবারী, ৩খ, ৮৬২)। আধুনিক বেদুঈনরা কু'রবানী দিয়া কাসাম হইতে মুক্ত হয়। অন্যান্য লোককে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া কাসামে আবদ্ধ করা চলে। সূত্র অনেক সময় এইরূপ হয়ঃ "আমি তোমার নিকট আল্লাহ্‌র নামে অনুরোধ করিতেছি (নাশাদা) অথবা আমি তোমার নিকট আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করিতেছি (যাক্‌কারা), কিন্তু ইহা হইতেছে বক্তার কাসাম এবং অনুরুদ্ধ ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পালন করিবে কিনা, তাহা তাহার ও বক্তার মধ্যে সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। এইরূপ কাসামের ক্ষেত্রে অনেক সময় পারস্পরিক বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার দোহাই দেওয়া হয়। আল্লাহ্‌কেও ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করা চলেঃ "আল্লাহ্‌র বান্দা সেই, যে তাহাকে ব্যাকুলতা সহকারে অনুরোধ করিলে আল্লাহ্ তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ করান" (আল-বুখারী, কিতাবু'স-সুলহ, বাব ৮; আল-জিহাদ, বাব ১২)। রাসূল (স)-এর ন্যায় আল্লাহ্‌র কোন প্রিয়পাত্রের মারফতে আবেদন করা হইলে তাঁহাকে আরও নির্বন্ধাতিশয় সহকারে আবেদন করা হয় (তাওয়াসসুল বি'ন-নাবী)।

কু'রআনে বিশেষত প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাঃসমূহে আল্লাহ্ কাসাম করিয়াছেন সৃষ্ট বস্তুর নামে (৫৬ : ৭৫; ৮১ : ১৫—১৮, ৮৬ : ৮১, ৯ : ১—৩, ৯১ : ১—৭ ইত্যাদি); কু'রআনের নামে (৩৬ : ১, ৩৮ : ১১, ৪৫ : ১, ৫ : ১); ফিরিশতাকুলের নামে (৩৭ : ১, ৭৭ : ১) কাসামের দৃষ্টান্তও আছে। কাসামের ব্যবহারের জন্য কু'রআনের দুইটি আয়াত অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ৫ : ৮৯ ও ২ : ২২৪ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, কাসামে ব্যবহৃত নিরর্থক কথা (লাগ্‌ও) ভঙ্গ করা চলে। নারী (সঙ্গ) হইতে নিবৃত্তির কাসামকে ঈলা' বলে; সূরাঃ ২ : ২২৪ আয়াত সম্পর্কে ইহার সীমা চারি মাস (২ : ২২৬) নির্দিষ্ট হইয়াছে। তারপর হয় কাফ্‌ফারাঃ দিতে হইবে নতুবা স্ত্রীকে তালাক দিতে হইবে। এই শ্রেণীর এক বিশেষ কাসাম (যিহার) হইতেছে স্বামীর পক্ষে (স্ত্রীকে) বলা, 'তুমি এখন হইতে আমার নিকট আমার মাতার পিঠের মত' অর্থাৎ 'মাতার মত' (কা-জাহ্‌রি উম্মী); ৩৩ : ৪, ৫৮ : ২—৪ প. আয়াতে ইহা বিশেষরূপে নিন্দিত হইয়াছে (দ্র. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, Leyden and Leipzig 1920, p. 224 প., Sachau. Muh. Recht, 1897, p. 13, 68 প.); ৬৬ : ২ আয়াতে আছেঃ "আল্লাহ্ তোমার জন্য তোমার কাসাম ভঙ্গের ব্যবস্থা দিয়াছেন।"

হাদীছসমূহের মধ্যে হযরত (স)-এর একটি উক্তিকে প্রথম স্থান দিতেই হইবে, "কাফ্‌ফারাঃ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত না হইয়া আমি কোন কাসাম করি না। যদি আমি দেখিতে পাই যে, আর একটি ব্যবস্থা অধিকতর ভাল, তবে আমি তাহাই গ্রহণ করি।" বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিছ কিতাবু'ল-আয়মান ওয়া'ন-নুযূ'র (দ্র.)-এ এই হাদীছ ও অনুরূপ হাদীছসমূহ সংকলন করিয়া-

ছেন। কু'রআন ও হ'াদীছে' ক'াসাম পালনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উচ্চতর উদ্দেশ্যের খাতিরে কাফ্ফারাঃ দিয়া ক'াসাম ভঙ্গ করা যায়। এইজন্য 'ইস্‌তিছ'না' (ইন্‌শা আল্লাহ্ অর্থাৎ "আল্লাহ্ এইরূপ ইচ্ছা করিলে"—এই সূত্র) যোগ না করিয়া ক'াসাম না করার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

কু'রআন ও সুন্নাতের এই সকল বিবরণ লইয়া এই বিষয়ে ফিক্'হী মাসাইল-এর ভিত্তি গঠিত। এতদনুসারে ক'াসামকারীকে মুকাল্লাফ হইতে হইবে অর্থাৎ তাহার স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায় কাজ করার ক্ষমতা থাকা চাই এবং তাহাকে ক'াসামের সংকল্প করিতে হইবে। কেহ পাপ কার্য করিবার জন্য ক'াসাম করিতে পারিবে না। এইরূপ ক'াসাম আদৌ বৈধ কিনা—এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। কেবল আল্লাহ্‌র, তাঁহার অস্তিত্ব বা কোন নাম বা গুণের ক'াসাম করা চলে। কিছু সংখ্যক হ'ান্বালী হযরত (স')-এর নামে ক'াসাম স্বীকার করেন। কিন্তু সাধারণত ইহা বাধ্যতামূলক ক'াসাম বলিয়া পরিগণিত হয় না।

পূর্বোক্ত বারা'আঃ ক'াসাম ফিক্'হশা'স্ত্রে স্বীকৃতি লাভ করে নাই। কেহ পাপ কার্য করার ক'াসাম করিলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ (হি'ন্‌ছ') কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ঈলা'র পর কেহ স্ত্রী ত'ালাক' দিতে না চাহিলে চারি মাসের মধ্যে ঈলা' ভাঙ্গিতেই হইবে, জি'হারের পর হয় তদ্দণ্ডেই স্ত্রীকে ত'ালাক' দিতে হইবে নতুবা ক'াসামের কাফ্ফারাঃ দিতে হইবে।

কাফ্ফারা : ৫ : ৮৯ আয়াত অনুযায়ী একজন ক্রীতদাসকে মুক্তি দান, দশ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার বা বস্ত্র দান। যাহাদের এরূপ করার ক্ষমতা নাই তাহাদের তিন দিন স'াওম পালন করিতে হইবে। করণীয় কার্যগুলি ফিক্'হগ্রন্থসমূহে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঈলা ক'াসামের কাফ্ফারাঃ অন্যান্য ক'াসামের অনুরূপ; কিন্তু জি'হারে একজন মুসলমান অমুসলিম নহে—এরূপ ক্রীতদাসকে মুক্তি দান করিতে কিম্বা দুই মাস অবিরাম সি'য়াম পালন বা ৬০ জন মিসকীনকে আহার করাইতে হয় (৫৮ : ৩, ৪)। মুসলিম আইনে কোন বাক্য দৃঢ় করণের জন্য ক'াসাম ও কোন কার্য সম্পাদনের প্রতিজ্ঞা দুইই স্বীকৃত হইয়া থাকে। মামলা-মুক'াদ্দামার বেলায় ইসলামের সাধারণ বিধান হইল প্রমাণের ভার বাদীর উপর এবং আসামীকে হ'ালাফ লইতে হয়। সাক্ষীগণ সাধারণত হ'ালাফ লয় না। কোন ওয়াসি'য়্যাঃকারীর বিদেশে মৃত্যু হইলে তাহার ওয়াসি'য়্যাতের সাক্ষীদের ক'াসাম নিতে হয় (৫ : ১০৬)। বাদীর দুই জন প্রয়োজনীয় সাক্ষীর একজন মাত্র থাকিলে দ্বিতীয় সাক্ষীর পরিবর্তে যে কোন এক পক্ষের হ'ালাফেই কাজ চলিতে পারে। বাদীর বৈধ প্রমাণ না থাকিলে বিবাদীকে হ'ালাফ দেওয়া হয়। সে হ'ালাফ লইতে অস্বীকার করিলে ইহা বাদীকে দেওয়া হয় (য়ামীনু' আর-রাদ্দ)। মুসলিম 'আলিমগণ কোন সম্পাদিত ঘটনা-সংশ্লিষ্ট কিম্বা যবানবন্দীর হ'ালাফকে নাম দিয়াছেন য়ামীনু'ল-গামূস; এই কথাটিতে মূলত একটি বিশেষভাবে বাধ্যতামূলক ক'াসাম বুঝাইত। শাফি'ঈ মায্'হাবের মতে উপরিউক্ত প্রথায় এই-রূপ ক'াসামেরই কাফ্ফারাঃ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য মতে এইগুলির কাফ্ফারাঃ দেওয়া চলে না। ইহাদের মতে কাফ্ফারাঃ কেবল প্রতিশ্রুতিমূলক ক'াসামের বেলায়ই প্রযোজ্য।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Joh. Pedersen, Der Eid bei den Semiten, 1914; (২) J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums[2], 1897, p. 128 প., 186 প.; (৩) I. Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie, 1896, i. 1-120; (৪) G. Jacob, Altarabisches Beduinenleben[2], 1897, p. 174, 219; (৫) Th. W. Juynbo'l, Handbuch des Islamischen Gesetzes, 1910, p. 192, 225 প., 266-270, 315 প.; (৬) E. Sachau, Muhammedanisches Recht, 1897, Index; (৭) ইব্‌ন ক'ায়্যিম আল-জাওযীয়াঃ, কিতাবু'ত-তিব্‌য়ান ফী আক'সামি'ল-কুর'আন (মক্কা, ১৩২১ হি., পৃ. ১-১৫৭।

J. Pedersen (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

কাওছ'ার (كوثر) সূরাঃ ১০৮-এর প্রথম আয়াতে কাওছ'ার শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দ হইতে এই সূরার নাম সূরাতু'ল-কাওছ'ার হইয়াছে। কাছ'র (كثر) ধাতু হইতে ফাও'আল (فوعل) শব্দরূপ অনুযায়ী কাওছ'ার (كوثر) শব্দ গঠিত হইয়াছে। 'আরবী ভাষায় ইহার আরও উদাহরণ আছে (যেমন নাওফাল, Brockelmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik, i, 344-এ অন্যান্য উদাহরণ দ্র.। প্রাচীন 'আরবী কাব্যে এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় (যেমন ইব্‌ন হিশাম, ed. Wustenfeld, পৃ. ২৬১ এবং Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, i. 92-এ উল্লিখিত উদাহরণসমূহ) ইহার অর্থ প্রাচুর্য। মুসলিম পণ্ডিতগণ ১০৮ : ১-এ উল্লিখিত 'আল-কাওছ'ার'-এর আভিধানিক অর্থ 'আল-খায়রু'ল-কাছ'ীর' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন (দ্র. ইবন হিশাম, পূ. গ্র.; আত'-ত'াবারী, তাফ্সীর ৩০ : ১৮০), কিন্তু এই আভিধানিক অর্থটি তাফসীরে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। হ'াদীছে'র প্রভাবে ইহা একটি অপ্রধান অর্থে পরিণত হইয়াছে। হ'াদীছে' আছে যে, রাসূল আক্‌রাম (স') কাওছ'ারের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা জান্নাতের একটি নদী (দ্র. ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ২৬১ এবং বিশেষত আত্'-ত'াবারী, তাফসীর ৩ : ১৭৯)। অন্য বর্ণনানুযায়ী রাসূল আক্‌রাম (স') বলিয়াছেন যে, ইহা তাঁহার একটি জলাশয় (তু. হ'াওদ') যাহা তাঁহাকে মি'রাজে দেখান হইয়াছিল (আত্'-ত'াবারী, তাফসীর, ৩০ : ১৮০)। এই শেষোক্ত মতই আত্'-ত'াবারী সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া মনে করেন। কু'রআনে জান্নাত শব্দের উদ্যান (আভিধানিক অর্থ) এবং বেহেশ্‌ত (গৌণ অর্থ) দুইটি অর্থ আছে। এইরূপ কাওছ'ার শব্দেরও দুই অর্থ অভিধান ও হ'াদীছ' মতে হইতে পারে। উহার কোনটি অগ্রাহ্য নহে। কু'রআনে (৮৮ : ১২, ৭৭ : ৪১ ইত্যাদি) জান্নাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীর উল্লেখ আছে। ৪৭ : ১৫-তে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে : সেখানে আছে স্বচ্ছ তোয়া নদী, অবিকৃত স্বাদ দুগ্ধ-ধারা, সুস্বাদু মদির-স্রোত আর নির্মল মধু-নির্ঝর।

১০৮ : ১ আয়াতে উল্লিখিত প্রাচুর্য শব্দের পরলোকতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদানকালে আল-কাওছ'ার জান্নাতের একটি নদী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আত্'-ত'াবারীর তাফসীরে উদ্ধৃত এক বিবরণে আছে যে, "ইহার পানি হইল মদ্য..." ইত্যাদি। এইগুলি স্পষ্টত ৪৭ : ১৫-এর প্রতিধ্বনি। কাওছ'ারের প্রতি কু'রআনের এই বর্ণনা আরোপিত হইয়াই শেষ হয় নাই। পরবর্তী লেখকগণের কল্পনা এই বেহেশ্‌তী নদীকে মণিমুক্তার তলদেশ, সোনার তীরভূমি এবং অনুরূপ সর্ব-প্রকারের সাজসজ্জা দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছে। পরবর্তীকালের এক মতানুযায়ী (দ্র. আদ্'-দাক'াইকু'ল-আখ্‌বার, ed. Wolff, P. 107)

জান্নাতের সমস্ত নদীই হা'ওদ' কাওছা'রে আসিয়া পতিত হয়। ইহাকে নাহ্‌রু মুহা'ম্মাদও বলা হয়। কারণ আমরা উপরে দেখিয়াছি যে, ইহা রাসূল আকরাম (স')-এর নিজস্ব।

কা'দারিয়্যা: (قدرية) 'আক'ীদাঃ সম্পর্কে বিশেষ মতবাদ পোষণ করে এমন একটি দলের নাম। প্রাথমিক যুগের মু'তাযিলীগণকেও এই নামে কখনও অভিহিত করা হয়, কিন্তু ইহা মু'তাযিলীদের পূর্বেও প্রচলিত ছিল। হা'সান বাস্'রী (মৃ, ৭২৮ খৃ.)-এর শিষ্যদের মধ্যে তাক'দীরের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনার ফলে বসরাতে এই দলের উদ্ভব হয়। অদৃষ্টবাদ ও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মত পোষণের ফলে জাবারিয়্যাঃ ও কা'দারিয়্যাঃ নামে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। জাবারিয়্যাঃ মতে মানুষের ইচ্ছা বা কর্ম-স্বাধীনতা নাই। আল্লাহ্ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। এই দলের বিপরীত কা'দারিয়্যাঃ দলের মত হইল মন্দ ইচ্ছা ও কর্মের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না, ইহার সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে। আল্লাহ্ মানুষকে কিছু করা ও না করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। তাঁহারা আল্লাহ্‌র শাশ্বত জ্ঞানের দ্বারা তাক'দীরের ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ মানুষকে প্রদত্ত ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতার দ্বারা সম্পাদিত সকল কার্যের জ্ঞান আল্লাহ্‌র রহিয়াছে, ইহাই অদৃষ্টের লিখন এবং আল্লাহ্‌র এই শাশ্বত জ্ঞান মানুষকে কর্মে বাধ্য করে না।

গ্রন্থপঞ্জী (১): 'কা'দার' প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী দ্র.; (২) এতদ্ব্যতীত আল-'ঈজী, মাওয়াকি'ফ, বূলাক' ১২৬৬, পৃ. ৬২০ এবং উহার শারহ'; (৩) আশ-শাহ্‌রাস্তানী, মিলাল; (৪) ইব্‌ন হা'যম, মিলাল; (৫) Nallino, Sul nome di Qadariti, in RSO, vii. 461 প; (৬) A. S. Tritton, Muslim Theology, London 1947, p. 54.

D. B. Macdonald (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

কা'দার (قدر) 'আরবী শব্দ। ইহা ق-د-ر ধাতু হইতে গঠিত; ইহার অর্থ পরিমাণ, মূল্য, শক্তি প্রভৃতি। ক্রিয়ায় ইহার অর্থ সমর্থ হওয়া, পরিমাণ নির্ধারণ করা, ব্যবস্থাপনা করা, কাহাকেও যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা। এই শব্দ হইতে গঠিত সকর্মক ক্রিয়ার (قدر) অর্থ কিছু নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট বা পরীক্ষিত (৭৬: ১৫) করিয়া দেওয়া। শেষোক্ত ক্রিয়ার ক্রিয়া বিশেষ্য تقدير, ইহার অর্থ নির্ধারণ ভাগ্য, বস্তুকে বিশেষ গুণ বা ধর্ম দান, যথাঃ অগ্নির দাহন, বরফের শৈত্য, ঔষধের নিরাময়কারী গুণ, বিষের প্রাণনাশক গুণ ইত্যাদি। কু'রআন বলে: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (২৫: ২) অর্থাৎ তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে। ইসলামের কা'দার মৌলিক বিশ্বাসের একটি বিষয়। ইহা ঈমানের অংশ এবং উহাতে বিশ্বাস না রাখা ঈমানের পরিপন্থী (কা'দা'া দ্র.)। এই বিশ্বাসের সাধারণত এইভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যে, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু জিন্, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী তাহার উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্যন্ত যাহা কিছু করিবে তাহা পূর্ব হইতেই নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। মানুষের পারলৌকিক পরিণতিও ঐভাবে নির্ধারিত। তবে মানুষের এই নির্ধারিত পরিণতি তাহার নিজের কাজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে। যথাঃ যাহার জাহান্নামবাসী হওয়া নির্ধারিত হইয়াছে সে সারা জীবন বেহেশতে গমনোপযোগী কাজ করিয়াও জীবন-সায়াহ্নে এমন কার্য করিয়া বসে যাহা তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত সৎ কাজ বিনষ্ট করিয়া তাহাকে জাহান্নামবাসী করে। অনুরূপভাবে ইহার বিপরীত সম্বন্ধেও বলা হয়। তবে এই কাজ করা মানুষের ইচ্ছাধীনই হইবে।

ইহার প্রাথমিক বিরোধিতা যাহা নাহ্যত ৭০০ খৃ.-এর পূর্বে প্রকাশ পাইয়াছিল—সে-সম্বন্ধে কা'দারিয়্যাঃ প্রবন্ধ দ্র.। এই বিরোধ-কালে দুইটি আপোষহীন চরম মতবাদ ও দুইটি আপোষমূলক মতবাদের উদ্ভব হয়। আপোষমূলক মতগুলি আহ্‌লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আতের মুসলিমগণ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। সকলেই প্রমাণস্বরূপ কু'রআনের আয়াত ও হা'দীছ' উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। হা'দীছ'গুলি বুখারী, কিতাবু'ল-কা'দারে ও কিতাবু'ত-তি'ব্ব-এর এক অংশে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আশ'আরীর কিতাবু'ল-ইবানাঃ, হা'য়দারাবাদ, পৃ. ৮৪ ও প. (বাবু'র-রিওয়ায়াত ফি'ল-কা'দার) দ্র.। জাবারিয়্যাগণ (দ্র.) সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টবাদী। তাহাদের মতে মানুষের কার্যে তাহার কোনই হাত নাই, যদিও ইহা বাহ্যত তাহার হাত দিয়াই সংঘটিত হয়। ইহা অনৈস-লামী মতবাদরূপেই গণ্য করা হয়। অপর চরম মতবাদ হইল কা'দারিয়্যাঃগণ কর্তৃক পরিপোষিত মত। উহা এই যে, মানুষ তাহার সকল কাজ নিজে করে। এই মত পোষণকারীরা অবশেষে মু'তাযিলীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। প্রথমে তাঁহারা خلق (মানুষের কার্য সম্পাদন সম্পর্কে) পরিভাষাটি ব্যবহার করিতে সাহস করেন নাই। শুধু আল্লাহ্‌ই خالق (সৃষ্টিকর্তা)। তবে তাঁহারা কতকটা নিরাপদ পরিভাষা اختراع, ايجاد (নূতন উৎপাদন বা আবিষ্কার) ব্যবহার করেন। পরিশেষে তাঁহারা বলিতে থাকেন, "মানুষ তাহার কার্য সৃষ্টি করে।" মধ্যপন্থী আহ্‌লু'স-সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত দলগুলি হইতেছে আশ'আরী ও মাতু-রীদীগণ। ইহাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য পার্থক্য থাকিলেও উভয়ে সমস্যাটির প্রকাশ্য ব্যাপারগুলিই শুধু সরলভাবে বর্ণনা করেন। স্বাধীন ইচ্ছার সমর্থকগণের মতবাদের ভিত্তি হইতেছে এই: আল্লাহ্ সুবিচারক—এই কথা প্রমাণ করিতে গেলে মানুষের স্বাধীনতা মানিয়া লইতে হয়। আহ্‌লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আতের মধ্যে কেহ কেহ—যেমন, আত্-তাফ্‌তাযানী এবং আর-রাযী এ বিষয়ে যুক্তি-তর্কপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। মাতুরীদীগণ স্বীকার করেন যে, মানুষের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা আছে। আর এই ক্ষমতার ব্যবহার বা অপব্যবহারের জন্যই সে পুরস্কৃত অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে (আন-নাসাফী, 'আক'াইদ, তাফতাযানীর ব্যাখ্যাসহ, কায়রো ১৩২১, পৃ. ৯৭)। মানুষের ইচ্ছাপূর্বক হস্ত সঞ্চালন ও অনিচ্ছাকৃত হস্তকম্পনের মধ্যে পার্থক্য মানুষ জানে; কিন্তু আল্লাহ্‌র চরম সৃজনশক্তির সহিত ইহার বৈপরীত্যের সমস্যা অমীমাংসিত থাকিয়াই যায়। আল-আশ'আরী ইক্তিসাব (কাস্‌ব দ্র.) বা অর্জন নামে একটি মতবাদ উপস্থিত করিয়াছেন। মানুষ নিজের উপর আল্লাহ্‌র ক্রিয়াকে গ্রহণ করে এবং এই গ্রহণই হইতেছে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার চেতনা। বাহ্যত আল-আশ'আরী বলিতে চাহেন যে, এই চেতনা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিধর্মী কর্মের অপর অংশমাত্র। এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রমাত্র, যদিও এই যন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষ মনে করে, সে স্বাধীন

কা'দার বা তাক'দীরের আভিধানিক অর্থের সহিত নিম্নলিখিত

ব্যাখ্যা লাভ করে। ব্যাখ্যাটি এই : মানুষ ও জিন্ ব্যতীত পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী ও জড়বস্তুই যথা : চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ কাজে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি (ক'াদার) অনুযায়ী চলে। জিন্ ও মানব তাহাদের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে জন্ম, মৃত্যু, পুষ্টি ইত্যাদি ব্যাপারে এবং অন্যান্য বস্তু—যথা : অগ্নি, বায়ু, পানি ও এসিড প্রভৃতির ব্যবহারে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মানুসারে বাধ্য হইয়াই চলে। এগুলির বিরুদ্ধাচরণ করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। এগুলিকে যদিও সাধারণত প্রাকৃতিক নিয়ম, Natural Law, قانون فطرى প্রভৃতি শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়, আসলে এগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত আইন; মানুষকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে শুধু তাহার কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে অর্থাৎ সে সৃষ্টিকর্তার অনুগত থাকিবে কিনা? সৃষ্টি-কর্তা কর্তৃক বিহিত নৈতিক বিধানানুসারে সে চলিবে কিনা? অর্থাৎ 'ইবাদাত, সামাজিক নিয়ম-কানুন পালন, কার্পণ্য, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি অন্যায় কার্য হইতে বিরত থাকা এবং দান, অনুগ্রহ প্রকাশ, পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত নৈতিক বিধানগুলি মানিয়া চলার ব্যাপারে তাহার স্বাধীনতা আছে। এইসব কার্যে আল্লাহ্র বিধান মানিয়া চলিলে সে সুখী হইবে আর না মানিলে সে দুঃখ পাইবে। এই মানা না মানায় তাহার স্বাধীনতা আছে বলিয়া সে পুরস্কার ও শাস্তি পাইবার যোগ্য। কু'রআনে আল্লাহ্ বলেন : إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا (৭৬ : ৩) "তারপর আমরা তাহাকে দুইটি পথ দেখাইলাম : একটি شكر-এর অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা বা আনুগত্যের পথ ও অপরটি كفر-এর অর্থাৎ আল্লাহ্র অবাধ্য হওয়ার পথ।" যাহারা জাহান্নামের অধিবাসী হইবে তাহারা নিজেদের ইচ্ছাকৃত কাজের ফলেই হইবে এবং যাহারা বেহেশ্‌তের অধিবাসী হইবে তাহারাও তাহাদের স্বেচ্ছাকৃত কাজ দ্বারাই হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) von Kremer, Gesch. d. herrsch. Ideen des Islams, Leipzig 1868, p. 29 প.; (২) Houtsma, De strijd over het dogma, etc., Leyden 1875, p. 42 প.; (৩) Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, p. 95 প.; (৪) A. de Vlieger, Kitab al-Kadr, বিশেষত অনুবাদের জন্য দেখুন Goldziher's review in ZDMG, lvii. 392 প.; (৫) Krehl, Uber die koranische Leher von der Pradestination etc., in Bericht, uber die Verhandl. der Kgl. Sachs. Gesellsch. der Wiss. zu Liepzig, phil-hist. Kl., xxii. (Leipzig 1870); (৬) Salisbury, Muhammadan Doctrine of Predestination and Free Will, in JAOS, viii. 152; (৭) Dict. of Techn. Terms, p. 1179 প.; (৮) al-Razi, Mafatih, Cairo 1308, on Sura liv. 49, part vii. 571 প.; (৯) Wensinck, The Muslim Creed, index, s. predestination; (১০) L. Gardet et M. Anawati, Introduction a la Theologie Musulmane, Paris 1948, p. 37, 151; (১১) W. M. Watt, Free will and predestination in early Islam, London 1948.

D. B. Macdonald (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

ক'াদিরিয়্যাঃ (قادرية) : শায়খ 'আবদু'ল-ক'াদির আল-জীলানীর (বা আল-জীলীর) নামানুসারে একটি সূ'ফী ত'ারীক'ার নাম ক'াদিরিয়্যাঃ।

১। **উৎপত্তি** : শায়খ 'আবদু'ল-ক'াদির আল-জীলানী (র) (মৃ. ৫৬১/১১৬৬) বাগদাদে হ'াম্বালী ফিক্'হ-এর একটি মাদ্রাসাঃ ও একটি রিবাত'-এর (খানক'াহ্র) অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে এই দুইটিতে বক্তৃতা দিতেন। এই সমস্ত বক্তৃতা আল-ফাত্'হু'র-রাব্বানীতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইবনু'ল-আছ'ীরের সময় (মৃ. ৬৩০-১২৩৩) দুইটিই ছিল বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। ৫৭২/১১৭৬-৭ সনে মৃত্যু হইয়াছে এমন এক ব্যক্তি কর্তৃক সেই হ'াম্বালী মাদরাসায় কয়েকটি পুস্তক প্রদানের কথা য়াকূ'ত উল্লেখ করিয়াছেন (ইরশাদু'ল-আরীব, ৫খ, ২৭৪)। ৬৫৬/১২৫৮ সনে মঙ্গোলগণ কর্তৃক বাগদাদ লুণ্ঠনের ফলে দুইটি প্রতিষ্ঠানই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলিয়া মনে হয়। এই সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান দুইটির কর্তৃত্বভার 'আবদু'ল-ক'াদির (র)-এর বিখ্যাত পরিবারের হাতে থাকাই সম্ভবপর। বাহ্জাতু'ল-আস্রারে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের একটি নির্ভুল বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে (পৃ. ১১৬/১১৭), ইহার বর্ণনা অনুযায়ী শায়খ আল-জীলানীর পুত্র শায়খ 'আব্দু'ল-ওয়াহ্হাব (৫৫২-৫৯৩/১১৫৭-১১৯৬) মাদ্রাসায় পিতার স্থলবর্তী হন, তৎপুত্র শায়খ 'আব্দু'স-সালাম (৬১১/১২১৪) তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। শায়খ আল-জীলানীর আর এক পুত্র শায়খ 'আবদু'র-রায্যাক' (৫২৮-৬০৩/১১৩৪-১২০৬-৭) ছিলেন বিখ্যাত ওয়ালী। এই পরিবারের কয়েকজন লোক বাগদাদে লুণ্ঠন-কালে নিহত হন। রিবাত' ছিল এই সময় যাবি'য়াঃ হইতে পৃথক। প্রথমটি ছিল দরবেশদিগের সম্মিলিত আধ্যাত্মিক সাধনার স্থান, দ্বিতীয়টি তাঁহাদের নির্জনবাসের স্থান (আস্-সুহ্রাওয়ার্দী, 'আওয়ারিফু'ল-মা'আরিফ, ইহ'য়া'র হ'ামিশঃ, কায়রো ১৩০৬, ১খ, ২১৭)। ইব্ন বাত্'তূ'তা'র সময় যাবি'য়াঃ প্রথমোক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হইতে থাকে। তিনি যাবি'য়ায় অনুষ্ঠিত (১ : ৭১) যে সকল ধর্মীয় অনুশীলনের বিবরণ দিয়াছেন, সম্ভবত শায়খ আল-জীলানীর রিবাতে'ও তাহাই হইত। তাঁহার অনু-মোদিত নিয়মাবলী ও নীতিমালা একটি আধ্যাত্মিক ত'ারীক'াঃ (বাহ্জাঃ, পৃ. ১০১) গঠনের পক্ষে যথেষ্ট। শায়খের নিকট হইতে মুরীদের খির্ক'াঃ গ্রহণের অর্থ হইল তাঁহার ইচ্ছা শায়খের ইচ্ছার অধীন হইয়াছে (আস-সুহ্রাওয়ার্দী, ১খ, ১৯২)। যে সকল লোক শায়খ 'আবদু'ল-ক'াদির আল-জীলানী (র)-এর নিকট হইতে খির্ক'াঃ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা বিভিন্ন পর্যায়ে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে যেভাবে খির্ক'াঃ প্রাপ্ত হন, অন্যান্যকেও সেভাবে তাহা প্রদান করিতে পারিতেন। এক বর্ণনা মতে, তাঁহার ত'ারীক'াভুক্তির জন্য খির্ক'াঃ ধারণ অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় নহে, বরং তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তিই যথেষ্ট; কিন্তু এই বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য নহে (বাহ্জাঃ, পৃ. ১০১)। তাঁহার জীবদ্দশায়ই তাঁহার কিছু মুরীদের মাধ্যমে তাঁহার ত'ারীক'াঃ প্রসার লাভ করে। 'আলী ইবনু'ল-হ'াদ্দাদ য়ামানে, বা'আলাবাক্কের অধিবাসী মুহ'াম্মাদ আল-বাত'াইহ'ী সিরিয়ায় তাঁহার ত'ারীক'াঃ প্রচার করেন ও বা'আলাবাক্কের জনৈক তাকি'-য়্যু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ আল-য়ূনীনী তাঁহার ত'ারীক'ার বিখ্যাত প্রচারক ছিলেন। মিসরের জনৈক মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্দু'স-সা'মাদ নিজেকে এই ত'ারীক'ার অনুসারী বলিয়া দাবী করিতেন (বাহ্জাঃ,

পৃ. ১০৯-১০)। তাঁহার মুরীদগণের কাহারও কাহারও মতে তাঁহার তা'রীকায় দীক্ষিত ব্যক্তিরা সকলেই বেহেশতের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হন, এই কারণে তাঁহার তা'রীকাঃ সম্ভবত বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল বর্তমানেও আফ্রিকায় তাঁহার তা'রীকা'ঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। (দ্র. O. Lenz, Timbuktu, ii. 33)।

শায়খ আল-জীলানী (র)-এর তা'রীকা'ঃ প্রচারে তাঁহার পুত্রদের কিছুটা ভূমিকা থাকা সম্ভবপর। কিন্তু ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ (মৃ. ৭২৮/১৩২৮) উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার অনেক বংশধরের সঙ্গে মেলামেশা করেন,—এই ব্যক্তি ছিলেন একজন সাধারণ মুসলিম এবং কা'দিরিয়্যাঃ তা'রীকাভুক্ত ছিলেন না; কাজেই যাঁহারা শায়খ আল-জীলানী (র) সম্পর্কে ধর্মান্ধ ধারণা পোষণ করিতেন, তিনি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই (বুগ্'য়াতু'ল-মুর্‌তাদ, পৃ. ১২৪)। Le Chatelier দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, শায়খ জীলানীর জীবনকালে তাঁহার কয়েকজন পুত্র মরক্কো, মিসর, 'আরব, তুর্কিস্তান ও ভারতবর্ষে তাঁহার তা'রীকা'ঃ প্রচার করিতেছিলেন; বাহ্‌জাঃ-তে কিন্তু ইহার সমর্থন মিলে না। ইহাতে 'আবদু'র-রায্‌যাক' সম্পর্কে অনেক কথা আছে; কিন্তু এই পুত্রের নির্মিত বলিয়া অনুমিত "বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে মসজিদের সাতটি সোনালী গম্বুজ অনেক সময় 'আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় ব্যক্ত হইয়াছে", তাহার উল্লেখ-মাত্র নাই। বস্তুত এই মসজিদটি হা'ম্‌দুল্লাহ্ মুস্‌তাওফী-র (মৃ. ৭৪০/১৩৩৯-৪০) পরবর্তীকালের বলিয়া মনে হয়। বাহ্‌জাঃ-র পরে এই লেখকই প্রথম শায়খ আল-জীলানীর সমাধির উল্লেখ করেন (নুয্‌হাতু'ল-কু'লুব, Le Strange কর্তৃক অনূদিত, পৃ. ৪২)। 'আবদু'র-রায্‌যাক' ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সামা' অর্থাৎ ধর্ম-সঙ্গীতের প্রবর্তন করেন বলিয়া যে উক্তি প্রচলিত তাহার সমর্থন পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে শায়খ আল-জীলানীর আমলের পূর্বেই ইহা প্রবর্তিত হইয়াছিল; 'আবদু'র-রায্‌যাক' সম্পর্কে আলোচনায় না গিয়াই সুহ্‌রাওয়ার্দী (২ ঃ ১১৬) ইহা আলোচনা করিয়াছেন। E. Mercier-এর মতে (Histoire de l'Afrique Septentrionale, iii. 14) খৃস্টীয় ১২শ শতাব্দীতে কা'দিরিয়্যাঃপন্থী বাগ্‌দাদীতে বর্তমান ছিল এবং ফাতি'মীদের (তাঁহাদের রাজত্ব ৫৬৭/১১৭১ সনে শেষ হয়) সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, কিন্তু তিনি এই সকল বর্ণনার কোন প্রমাণ দেন নাই।

সুহ্‌রাওয়ার্দীর মতে শায়খের কর্তব্য তাঁহার প্রত্যেকটি মুরীদের প্রয়োজন মুতাবিক অনুশীলন ঠিক করিয়া দেওয়া; ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শায়খ আল-জীলানী যি'ক্‌র, বি'র্দ ও হি'য্‌বের কোন বিধিবদ্ধ প্রণালী নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন কা'দিরিয়্যাঃপন্থীদের মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতিগুলির মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে (Rinn, Marabouts et Khouan, p. 183 প.)। তুর্কী গ্রন্থের বরাত দিয়া J. P. Brown (The Dervishes, p. 98) দীক্ষাদান অনুষ্ঠানের যে বিবরণ দিয়াছেন, উত্তর আফ্রিকার গ্রন্থের ভিত্তিতে Rinn সাহেবের প্রদত্ত বর্ণনা তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জনৈক 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহা'ম্মাদ আল-'আজামী-র [১৮০ বৎসরকাল (৫৩৬-৭২১) জীবিত ছিলেন] বরাত দিয়া আল-ফুয়ূদা'তু'র-রাব্বানিয়্যা-তে শায়খ আল-জীলানীর যে বি'র্দের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা অনেকটা কাল্পনিক বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

২। ক্রমবিকাশ ঃ শায়খ আল-জীলানী (র) আচার-অনুষ্ঠানসহ একটি তা'রীকার প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি অনেক কারামাতের অধিকারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তজ্জন্য প্রথম সময় হইতেই বিভিন্ন দিকে কা'দিরিয়্যাঃ মতবাদের প্রসার লাভ ঘটে। J. P. Brown লিখিত দীক্ষাদান অনুষ্ঠানের বর্ণনায় বলা হইয়াছে, এই তা'রীকাঃ গ্রহণেচ্ছু উন্মুখ প্রার্থী শায়খ আল-জীলানী (র)-কে স্বপ্নে দেখিত। ইসলামবিরোধী কিছু আচার-অনুষ্ঠান তাঁহার নামে পরবর্তীকালে কোন কোন স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ ও ইব্‌রাহীম আশ-শাতি'বী (ই'তিসা'ম, ১ ঃ ৩৪৮ প.) এইগুলির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। কা'দিরিয়্যাঃ নামটি যে তা'রীকার প্রতি অধিকতর সচরাচর প্রযুক্ত হয়, অন্যান্য তা'রীকার সহিত তাহার পার্থক্য প্রধানত ক্রিয়া পদ্ধতিতে। তবে ইহার অনুসারীদের সহিত সংশ্লিষ্ট অবস্থার দরুন ইহাতে নিয়ম-কানুনের তেমন সাদৃশ্য নাই যেমন রহিয়াছে অন্যান্য ক্ষুদ্র ও খাস তা'রীকা'ঃ-পন্থীদিগের মধ্যে; এই শেষোক্তদের মতে উহাদের বাহিরে মুক্তি নাই (রিন, পৃ. ১৮৬)। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠাতা একজন হা'ম্বালী হইলেও কা'দিরিয়্যাঃ তা'রীকার সদস্যপদ কিছুতেই হা'ম্বালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে।

৩। ভৌগোলিক বিবরণ ঃ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গ্রন্থগুলিতে ধর্মীয় গোষ্ঠের বিবরণে বিভিন্ন তা'রীকার মধ্যে কদাচিৎ পার্থক্য করা হয়; এজন্য ইরাকের বাহিরে কোন্ দেশে প্রথম কা'দিরী যাবি'য়াঃ বা খানকা'হ্ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার তারিখ সম্বন্ধে সঠিক-ভাবে কিছু বলা চলে না। শায়খ আল-জীলানীর দুই পুত্র ইব্‌রাহীম (মৃ. ওয়াসিতে ৫৯২/১১৯৬ সনে) ও 'আবদু'ল-'আযীযের (তিনি সিঞ্জারের একটি গ্রাম জিয়ালে মৃত্যুবরণ করেন) বংশধরেরা ফেযে (Fez)-এ এই তা'রীকার প্রবর্তন করেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহারা সেখানে হিজ্‌রাত করেন এবং গ্রানাডার পতনের (৮৯৭/১৪৯২) অল্প পূর্বে তাঁহাদের বংশধরেরা মরক্কোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইব্‌নু'ত-তা'য়্যিব আল-কা'দিরী (১০৯০/১৬৭৯) তাঁহার লিখিত আদ্-দুর্‌র' আস্-সানী পুস্তকে কতকগুলি প্রামাণিক দলীল দ্বারা ফেযের ওয়াফা' জীলালার পূর্ণ বংশ-তালিকা প্রদান করিয়াছেন; উহার বরাত দিয়া Arch. Maroc. ৩য় খণ্ড, ১০৬-১১৪ পৃষ্ঠায় ঐ তালিকা উল্লেখ করিয়াছেন। ১১০৪-১৬৯২-৩ সনে ফেযে শায়খ আল-জীলানীর খানকা'র উল্লেখ পাওয়া যায় (ঐ ১১ ঃ ৩১৯)। ইসমা'ঈল রূম (মৃ. ১০৪১/১৬৩১) এশিয়া মাইনরে ও কন্‌স্‌টান্টিনোপলে এই তা'রীকার প্রবর্তক, তিনি তোপখানায় কা'দিরীখানাঃ নামক খান্‌কা'হ্‌র প্রতিষ্ঠাতা। ইনি পীর-ই-ছা'নী বা দ্বিতীয় শায়খ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং এই সকল অঞ্চলে প্রায় ৪০টি তাকিয়াঃ স্থাপন করেন বলিয়া কথিত আছে (ক'ামূসু'ল-আ'লাম)। স'ালিহ' ইব্‌ন মাহ্‌দী (আল-'আলামু'শ-শামিখ, ৩৮১ পৃ.) ১১৮০/১৭৬৬-৭০ সনের কাছাকাছি সময় মক্কায় একটি কা'দিরী রিবাতের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মক্কার প্রতি সূ'ফীদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় শায়খ আল-জীলানীর জীবনকালেই সেখানে একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছিল (Le Chatelier, পূ. গ্র., পৃ. ৪৪), এই দাবী সত্য বলিয়া মনে হয়। আঈন-ই-আকবারীতে (১৬০০ সনের কাছাকাছি Jarrett-কৃত অনুবাদ, ৩য়, ৩৫৭) কা'দিরিয়্যাঃ তা'রীকা'ঃ অত্যন্ত সম্মানিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাকে ভারতে স্বীকৃত তা'রীকাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা

হয় নাই। মাআছি'র-ই-কিরাম (১৭৫২)-এর অপর কয়েকটি দলের এবং খোদ শায়খ 'আবদু'ল-কা'দির জীলানীর উল্লেখ থাকিলেও তাহাতে ভারতীয় সূ'ফীদের যে তালিকা আছে তন্মধ্যে ইহার কোন আভাস আছে বলিয়া বোধ হয় না (খাফী খান কৃত মুন্‌তাখাবু'ল-লুবাব, ২ : ৬০৪ দ্র.)।

Depont et Coppolani কা'দিরিয়্যাঃ ও তাহাদের যাবি'য়ার কিছু সংখ্যাতত্ত্ব (সাবধানে গ্রহণীয়) প্রদান করিয়াছেন (Confreries religieuses musulmanes, পৃ. ৩০১-৩১৮)। ইহার ক্রমবিকাশের অনেকটাই হালের বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে এবং সম্ভবত 'আবদু'ল-কা'দির নামধারী অন্য এক ব্যক্তির ব্যক্তিই এজন্য দায়ী; ইনি বহু বৎসর ধরিয়া ফরাসীদের উত্তর আফ্রিকা অধিকারে বাধা দান করেন। সমস্ত ইসলামী দেশেই যে কা'দিরী ত'রীকা'র লোক আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে কতকগুলি উদ্ভূত ত'রীকা'ঃ বহু স্থানে অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। দিয়াকান্‌ক গোত্রকে চিনিবার জন্য সিনির তৌবা (Touba) অঞ্চলের কা'দিরিয়্যাঃ একটা স্বতন্ত্র নিদর্শনে পরিণত হইয়াছে। দিয়াকান্‌ক গোত্রে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ভিয়ুক্ত-র কৌন্টা-র কা'দিরিয়্যাঃ হইতে সিদিয়দের মারফতে ইহার উদ্ভব (P. Marty, in RMM, ৩৬ : ১৮৯)। এই কৌন্টাগুলি কিন্তু কা'দিরিয়্যাদের একটা শাখা এবং উহাদের কিছু কিছু অনুসারীকে শাযি'লিয়্যাঃ নামে অভিহিত করাই সমধিক পসন্দ করে (পূ. গ্র. ৩১ : ৪১৪)।

৪। সংগঠন : কা'দিরী ত'রীকা'ভুক্ত সকলেই বাগদাদে শায়খ আল-জীলানীর মাযারের খাদিমের নামেমাত্র আনুগত্য স্বীকার করে, Rinn (পৃ. ১৭৯) কর্তৃক ও RMM, ৫২ : ৫১৩ ও ৯ : ২৯০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অভিষেক পত্রগুলি এই সূত্র হইতে প্রাপ্ত। 'আলী পাশা মুবারাক (৩খ, ১২৯ ; দ্র. P. Kahle, Isl., ৬খ. ১৫৪) এই ত'রীকা'ঃ একজন কুত্'বের অধীন পরিচালিত বলিয়া গণ্য করেন; কিন্তু বলেন যে, উহার ফুরূ' বা বুয়ূত নাই। Rinn-এর মতে আফ্রিকায় প্রত্যেক মুক'াদ্দাম তাঁহার উত্তরাধিকারীর নাম করেন। উত্তরাধিকারী মনোনীত না করিয়া কাহারও মৃত্যু হইলে ইখ্‌ওয়ান কর্তৃক কোন হ'াদ'রা : অর্থাৎ মজলিসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বাগদাদে ত'রীকা'র নেতার অনুমোদন প্রার্থনা করা হয়, ইহাতে কখনও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয় নাই। Rinn ও Depont et Coppolani উদ্ধৃত গ্রন্থগুলিতে কতকটা পরিপূর্ণরূপে উত্তর আফ্রিকার ত'রীকা'র সংগঠন বর্ণনা করিয়াছেন। পদ্ধতিটি সাধারণত জামা'আতী বলিয়া মনে হয় অর্থাৎ যাবি'য়াঃগুলি স্বাধীন এবং বাগদাদের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত উহাদের সম্পর্ক অত্যন্ত শিথিল। যে নীতিতে যাবি'য়ার অধ্যক্ষের পদ বংশানুক্রমিক হয়, তাহা সাধারণত স্বীকৃত হইয়া থাকে।

ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে ১১ রাবীউ'ছ'-ছ'ানী শায়খ আল-জীলানী (র)-এর সম্মানার্থে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, আলজিরিয়া ও মরক্কোর যাবি'য়্যাঃগুলি ও মাযারসমূহ লোকে যিয়ারাত করে (রিন, পৃ. ১৭৭)।

শায়খ আল-জীলানীর অনুমোদিত বলিয়া অনুমিত বহুবিধ সংকলন মিসর, তুরস্ক ও পাক-ভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। আল-ফুয়ূদা'াতু'র-রাব্বানিয়্যা-র খালওয়াতে (নিভৃত বাস) প্রবেশোদ্যত ব্যক্তিকে দিবাভাগে রোযা রাখিতে ও রাত্রিতে ইবাদাত করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। খালওয়াঃ ৪০ দিন স্থায়ী হয়। ৪০ দিনের মধ্যে খাদ্য ক্রমশ কমাইতে হইবে, শেষ তিন দিনে পরিপূর্ণ রোযা রাখিতে হইবে; পরিশেষে মুরীদ স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করিবে। G. Salmon (Arch. Maroc., ২খ, ১০৮) তাঞ্জিয়ারের জীলালাদের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটা বিশিষ্ট দী'ক্ষা পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন।

ফরাসীদের আল্‌জিরিয়া বিজয়ের কালেই কা'দিরিয়্যারা সর্বপ্রথম রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে বলিয়া বোধ হয়। এই সময় কা'দিরিয়্যাদের সর্দার মুহ্'য়ি'দ-দীনকে কাফিরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করা হইলে তিনি তাঁহার পুত্র 'আবদু'ল-কা'দিরকে ইহা গ্রহণের অনুমতি দেন। এই লোকটি ফরাসীদের প্রদত্ত রাজ্যে নিজের পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য তদীয় সমাজের ধর্মনৈতিক সংগঠনকে কাজে লাগাইতে সক্ষম হন এবং তাঁহার রাজত্ব বিপন্ন হইলে তদীয় ত'রীকা'র মুক'াদ্দাম পদের সুবিধা গ্রহণ করিয়া নূতন সৈন্য সংগ্রহে সমর্থ হন (H. Garrot, Histoire generale de l'Algerie, Algiers 1910, p. 800, 863, etc.)। এই ব্যক্তির পতন ও নির্বাসনের পর হইতে আফ্রিকার কা'দিরিয়্যাঃগণ ফরাসী সরকারকে সমর্থন দান করে বলিয়া প্রতীয়মান হয় (Ismael Hamet, Les Muselmans Francais du Nord de l'Afrique, Paris 1906, p. 276)। ১৯০৮ সনের 'উছ'মানী বিপ্লবে তাহারা বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী রিফা'ঈ সূ'ফীদল ধর্মনৈতিক উদ্দীপনায় তাহাদের অগ্রগামী হওয়ার আশঙ্কায় তাহারা বাগদাদে য়াহূদীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কার্যক্রমে যোগদান করে (L. Massignon, in RMM, ৬৪৬১)।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রাচ্য সংস্করণগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে; (১) 'আলী ইব্‌ন য়ূসুফ আশ-শাত'নাওফী, বাহ্‌জাতু'ল-আস্‌রার, কায়রো ১৩০৪; (২) আল-ফাতহ'র-রাব্বানী, কায়রো ১৩০২; (৩) স'ালিহ' ইব্‌ন মাহ্‌দী, আল-'আলামু শামিখ ফী ঈছ'ারি'ল-হ'াক্'ক' 'আলা-আবাা' ওয়া'ল-মাশাইখ, কায়রো ১৩২৮; (৪) কাশফু আস্‌রারি'ল-মাশাইখ, লাখনৌ ১৮৯১; (৫) খাফী খান, মুন্‌তাখাবু'ল-লুবাব, কলিকাতা ১৮৬৯-৭৪; (৬) বুগ'য়াতু'ল-মুরতাদ, কায়রো ১৩২৯।

D. S. Margoliuth (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

কান্‌'আান (كنعان) বাইবেলের কিনা'আন—এই ব্যক্তি সম্পর্কে কিংবদন্তী অতি বিরল হইলেও কোন বিষয়েও উহাদের মধ্যে ঐক্য দেখা যায় না। আল-বায়দ'াবী (Fleischer, সম্পা. ১খ, ৫১৩) তাঁহাকে বিখ্যাত নামরূদের পিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি কান'আনীদের এবং বার্বারদের পূর্বপুরুষ বলিয়াও বিবেচিত হন (আদ-দিমাশ্‌কী, নুখবাতু'দ-দাহ্‌র, Mehren সম্পা. পৃ., ২৬৬ এবং ইব্‌ন খালদূন আল-'ইবার, ৬খ, ৯৩ প. ৯৭ প.) তাঁহার সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায় না বলিলেই চলে। অনেকে তাঁহার প্রতি সূরা ১১ : ৪২ আয়াতের পক্ষের বরাত দেন। নূহ'-('আ)-এর সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার এক পুত্র তাঁহার সঙ্গে নৌকায় উঠিতে অস্বীকৃত হয় এবং ফলে অবিশ্বাসীদের সহিত প্লাবনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (আল-বায়দ'াবী যথাস্থানে ও আছ'-ছ'া'লাবী, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩২৪, পৃ. ৩৬ নিম্নে)। আত'-ত'াবারী (১খ, ১৯৯) কান'আান নামক নূহে'র অনেক পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি নূহ' ('আ)-এর সময়ের প্লাবনে প্রাণ হারান। তিনি ইহাকে কান'আান বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন।

জেরুযালেমের ত্রিশ মাইল উত্তরে একটি অঞ্চলের প্রাচীন নামও কান'আান ছিল। এই অঞ্চলের সঙ্গে বেশ কয়েকজন নবীর সংস্রব ছিল, যথাঃ হযরত ইব্রাহীম ('আ), হযরত ইসহ'াক ('আ), হযরত য়া'কূ'ব ('আ), হযরত য়ূসুফ ('আ)।

B. Joel (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

কানীসাঃ (كنيسة ব. ব. কানাইস) য়াহূদী উপাসনালয়, গির্জা, আরামায়িক কনিশ্তা শব্দে 'আরবী রূপ "সভা" (স্থল), বিদ্যালয়। লিসানু'ল-'আরাব (৮ : ৮৩)-এর মতে কানীসাঃ শব্দ কুনিশ্ত্ হইতে উদ্ভূত; ইহা প্রায় নির্ভুল। আল-খাফাজী (শিফাউ'ল-গ'ালীল, কায়রো ১২৮২, পৃ. ১৯৫) কিন্তু এই মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; তাঁহার মতে উহা বিশেষভাবে খৃস্টীয় প্রতিষ্ঠান বুঝায় এবং ইহার মূল হইতেছে কালীসিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ কালীসাঃ। আল-বুস্তানীও শব্দটিকে গ্রীক কালীসিয়ার 'আরবী রূপ বলিয়া বিবেচনা করেন (মুহ'ীতু'ল-মুহ'ীত, বায়রূত ১২৮৬, পৃ. ১৮৪৭)।

'আরবীতে কানীসাঃ শব্দ দ্বারা য়াহূদী ও খৃস্টান উপাসনাগার দুই-ই বুঝায়। অভিধানগুলির বিভিন্ন বর্ণনা হইতেও ইহা প্রতীয়মান হয়; কেহ বলিয়াছেন, গির্জা, কেহ বা খাস করিয়া য়াহূদী উপাসনালয়। আল-ফীরূযাবাদীর মতে (আল-ক'ামূস, বূলাক', ১২৭২, ১খ, ৫৪৯) কানীসা, য়াহূদী, খৃস্টান বা কাফিরদের উপাসনাগার (মুতা'আব্বাদ) বুঝায়; এই প্রসঙ্গে তাজু'ল-'আরূস, ৪খ, ২৩৫ দ্র.।

প্রাচীন সাহিত্যে কানীসাঃ প্রায়ই গির্জা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। ৮৮/৭০৭ অব্দে প্যাপায়ার আ্যাসে লিখিত দুইখানা দলীলে মিসরের একটি মঠের গির্জাকে কানীসাতু মা'রয়াঃ বলা হইয়াছে (Papyri Schott—Reinhardt. i., ed. C. H. Becker, Heidelberg 1906, p. iii, g. line 4, p. 112, i. line 4)। একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতায় জারীর তাগ'লিবের গির্জাগুলির কথা বলিয়াছেন (আল-মুবাররাদ, আল-কামিল, Wright কর্তৃক সম্পা. পৃ. ৪৮৫)। হযরত 'উমার (রা) বা তাঁহার সেনাপতিগণ কয়েকটি শহরের বাসিন্দাদের সহিত যে সকল সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন তাহাতে সাধারণত কানাইস্-এর রক্ষণ সম্পর্কে শর্ত আছে (আল-বালাযু'রী, ফুতূহ'ু'ল-বুল্দান, de Goeje সম্পা. পৃ., ১৭৩; আল-য়া'কূবী, ২খ, ১৬৭; আত্-তাবারী, ১খ, ২৪০৫ পৃ., ২৫৮৮); Eutychius, ed. Cheikho. ii. 17; ইব্ন 'আসাকির, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, দামিশ্ক, ১৩২৯ পৃ., ১ : ১৭৮; আবূ য়ূসুফ, কিতাবু'ল-খারাজ, বূলাক', ১৩০২, পৃ. ৮০৩ দ্র.। উম্ম হ'াবীবাঃ ও উম্ম সালমাঃ কিরূপে আবিসিনিয়ায় মূর্তিশোভিত একটি গির্জা দেখার কথা হযরত (স)-কে বলেন, হ'াদীছে তাহা বর্ণিত হইয়াছে (আল-বুখারী, স'ালাত, বাব ৪৮, ৫৪; জানাইয, বাব ৭০; মানাকি'বু'ল-আন্স'ার, বাব ৩৭)।

মিসর ও সিরিয়ায় কানীসাঃ প্রায়ই স্থানের নাম হিসাবে, পরে সম্বন্ধসূচক বিশেষ্যসহ ব্যবহৃত হয়, যথাঃ কানীসাতু হ'ানাস্ (আল-জাযিরায়, য়াক'ুত, ১খ, ২৫৭)।

আল-মাক্'রীযী কানীসাঃ শব্দ দ্বারা য়াহূদী উপাসনালয় ও গির্জা দুইই বুঝাইয়াছেন (আল-খিত'াত', বূলাক' ১২৭০ হি. ২খ, ৪৬৪ পৃ., ৫১০ পৃ.)।

স্পেনে ও মাগ'রিবা (সম্ভবত ইন্দালুসিয়ার প্রভাবে) কানীসিয়া শব্দরূপ ব্যবহৃত হয়। এখনও ইহা মরক্কো ও ত্রিপলিতে প্রায় প্রচলিত আছে (Dozy, Suppl., ২খ, ৪৯৩)।

আধুনিক ভাষায় কানীসাঃ দ্বারা গির্জা ও কানীস দ্বারা য়াহূদী উপাসনালয় বুঝায় (আল-বুস্তানী)। মিসরীয় কথ্য ভাষার জন্য S. Spiro Bey, 'আরবী-ইংরাজী অভিধান, ২য় সংস্করণ, কায়রো, দ্র.। গির্জা সম্পর্কে মুসলিমদের নির্ধারিত নিয়মাবলী সম্পর্কে নাস'ারা প্রবন্ধ দ্র.।

C. Van Arendonk (S.E.I)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

কাফ্ফারাঃ (كفارة) পাপ স্খালনের বিধান; শাব্দিক অর্থ, "যাহা পাপ আবৃত করে"। সাধারণত একজন মুসলমান ক্রীতদাসকে মুক্তি দান করিয়া অথবা যাহারা যথেষ্ট ধনবান নহে, তৎপরিবর্তে তিন দিন (কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কি একটানা দুই মাস) রোযাঃ রাখিয়া এবং যাহারা রোযাঃ রাখিতে অক্ষম, তাহাদের বেলায় নির্দিষ্ট সংখ্যক দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য বা বস্ত্র দান করিয়া কাফফারাঃ আদায় করিতে হয়।

কয়েকটি ক্ষেত্রে কু'রআান পাপীর কাফ্ফারাঃ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, যথাঃ সূরাঃ ৪ : ৯২ আয়াতে দৈবাৎ বা ভুলক্রমে মৃত্যু ঘটাইলে, সূরাঃ ৫ : ৮৯ আয়াতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে এবং সূরাঃ ৫৮ : ৩-৪ আয়াতে কোন ব্যক্তি জি'হার সূত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাসে নিবৃত্ত থাকিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিলে।

এই সমুদয় এবং প্রাসঙ্গিক ব্যাপারের (যথাঃ রামাদ'ান মাসে দিবাভাগে স্ত্রী সঙ্গম করিয়া নির্ধারিত রোযাঃ ভঙ্গ করিলে) কাফ্ফারাঃ সম্পর্কে পরবর্তীকালে ফ্াক'ীহগণ কু'রআান ও সুন্নার আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং প্রয়োগ-বিধি রচনা করেন। এই সব বিভিন্ন মায্'হাবের ফিক্'হ পুস্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (বিভিন্ন ফিক্'হ গ্রন্থ ছাড়াও দ্র.) (১) ইব্ন কাসিম আল-গ'াযযী, ফাতহ'ু'ল-কারীব, ed. L.W.C. van den Berg, p. 262, 266, 500, 568, 662; (২) Th. W. Juynboll, Handb. des islamischen Gesetzes, p. 122, 225, 267, 298; (৩) 'ক'াসাম' প্রবন্ধও দ্র.।

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

কাফালা : (كفالة) আসামীকে উপস্থিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ অর্থাৎ দাবীদারের প্রতিপক্ষ (মাক্ফূল বিহি) তাহার দায়িত্ব পালন, ঋণ পরিশোধ, জরিমানা আদায় এবং অন্যবিধ শাস্তি গ্রহণের জন্য তাহাকে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত করার নিশ্চয়তাকর কোন যামিনদারের প্রদত্ত অঙ্গীকার।

নির্ধারিত সময়ে "মাক্ফূল বিহি" সেখানে উপস্থিত না হইলে তাহার উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা সে আসিতে পারে না (যথাঃ যেহেতু সে মারা গিয়াছে) প্রমাণ না করা পর্যন্ত যামিনদারকে ক'য়েদ রাখা যাইতে পারে। যামিনদার "মাক্ফূল বিহি"-এর দেয় অর্থ পরিশোধ করিতে বা তাহার শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য কিনা, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মায'হাবের মধ্যে মতানৈক্য আছে। শাফি'ঈ মায্'হাবের মতে সে এইরূপ করিতে বাধ্য নহে। এমন কি সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেকে সেই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া থাকিলেও নহে।

হ'ানাফী মায'হাবের মতে সময়মত "মাক্ফূল বিহি" হাযির না হইলে আর নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত করার শর্তে "কাফীল"

যদি যামিন হইয়া থাকে এবং হাযির করিতে অক্ষম হয়, তবে কাদী তাহাকে কায়েদ করিবে, অবশ্য প্রথমবারের অক্ষমতার নহে। "মাকফূল বিহি" নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মরিয়া গেলে যামিন-মুক্ত হইবে। এইরূপ যামিনদার মরিয়া গেলেও সে মুক্ত হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বাজূরী, হাশিয়াঃ 'আলা শারহ' ইব্ন কাসিম আল-গাযযী (বুলাক ১৩০৭), ১খ, ৩৯৫ প.; (২) E. Sachau, Muhammedan. Recht nach schafiitischer Lehre, p. 405 প.; (৩) Bergstrasser, Grundzuge des islamischen Rechts, p. 77 প.; (৪) আশ-শা'রানী, রাহমাতু'ল-উম্মাঃ ফী ইখতিলাফি'ল-আ'ইম্মাঃ (বুলাক ১৩০০) পৃ. ৮১; (৫) A. Querry, Droit musulman, i. ৪৮৩-৪৮৬।

Th. W. Juynboll (S.E.I.) ড: এম. আবদুল কাদের

কাফির (كافر) কাফির শব্দটি সাধারণভাবে অবিশ্বাসী অর্থে মু'মিন-এর বিপরীতার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থ বিলোপকারী, আবৃতকারী, উহা হইতে "প্রাপ্ত উপকার গোপনকারী" অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ। প্রাচীন 'আরবী কবিতায়ও শব্দটির এই অর্থ পাওয়া যায়। সূরাঃ ২৬ ঃ ১৯-তে অকৃতজ্ঞ অর্থে কাফির শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে গোপনকারী অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃতজ্ঞ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. ১৬ ঃ ৫৫-৮৩; এবং ৩০ ঃ ৩৩)। ইহার বহুবচনে কাফিরূন বা কুফফার, كفرة শব্দের ব্যবহারও দেখা যায় (৮০ ঃ ৪২)। কু'রআন যাহাদিগকে কাফির নামে অভিহিত করিয়াছে, তাহারা তৎকালে প্রায় সকলেই ইসলাম ও মুসলিমগণের নিধনকামী ছিল এবং অনেকে প্রত্যক্ষভাবে এইরূপ তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কু'রআনে কাফিরদের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে সর্বদাই সহনশীলতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে (যথা ঃ ৫ ঃ ২- ولا يجرمنكم شنان قوم الخ), তবে উপরিউক্ত কারণে তাহাদিগকে নেতা, অভিভাবক বা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতে মুসলিমগণকে নিষেধ করা হইয়াছে (যথা ঃ ৩ ঃ ১১৮)। বলা হইয়াছে, ইহাদের জন্য পরকালে জাহান্নামের শাস্তি রহিয়াছে। হাদীছেও পুংখানুপুংখরূপে শেষ বিচার দিবসে কাফিরদের অবস্থা, জাহান্নামে তাহাদের শাস্তি, তাহাদের প্রতি মু'মিনদের মনোভাব কি হইবে ইত্যাদি সমস্ত বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কাবীরাঃ গুনাহ্ করিলে একজন মুসলিমকে কাফির বলা যাইবে কিনা, এই বিতর্কও তাহাতে রহিয়াছে (দ্র. বুখারী, কিতাবু'ল-ঈমান, বাব ২২)।

কাফির চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে, ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্বাস। একজন মুসলিমকে কোন কারণে কাফির বা কাফিরের সমতুল্য জ্ঞান করা যাইতে পারে কিনা এবং এইরূপ কারণে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে কিনা, সে সম্বন্ধে কিছুটা বিতর্ক রহিয়াছে।

লিসানু'ল-'আরাব-এ (৬ খ ৪৫১ প.) কুফর-এর নিম্নরূপ প্রকারভেদ দেখা যায় ঃ (১) অস্বীকারজনিত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার না করার কুফর; (২) কুফরু'ল-জুহূদ—আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে কিন্তু স্বীকৃতি দেয় না; (৩) কুফরু'ল-মু'আনাদাঃ—আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে, কথায় তাহা স্বীকারও করে, কিন্তু (মুসলিমদের প্রতি) ঈর্ষা অথবা দুশমনত কাফির থাকিয়া যায়; (৪) কুফরু'ন-নিফাক—আল্লাহ্‌কে মৌখিক স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু অন্তরে স্বীকৃতি দেয় না। ইহাদিগকে পরিভাষাগতভাবে মুনাফিক বা কপট মুসলিম বলা হয়; কিন্তু তাহারা থাকিবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে (الدرك الاسفل); সূরাঃ আল-মুনাফিকূন দ্র.।

ফিক্'হ গ্রন্থে কাফিরদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত অধ্যায় (কিতাবগুলিতে আলোচনা রহিয়াছে) ঃ (১) কিতাবু'ত-তাহারাঃ আয়াত ৯ ঃ ২৮-তে বলা হইয়াছে انما المشركون نجس, সুতরাং কাফির অপবিত্র; (২) কিতাবু'ল-জিহাদ ওয়া'স-সিয়ার, দারুল-হ'রবে কাফিরগণের বিরুদ্ধে জিহাদ (দ্র.) কারণ কিফায়াঃ, তবে যাহারা জিয্ইয়াঃ প্রদান করিয়া সন্ধিবদ্ধ যিম্মী ও মুস্তা'মিন অর্থাৎ নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে, তাহারা নিরাপত্তা দাবী করার আইনগত অধিকার লাভ করে। অপর এক শ্রেণীর কাফির হইল যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছে (مرتد), এক হাদীছে নবী (স) মুরতাদ্দ-এর প্রাণদণ্ডের বিধান দিয়াছিলেন। তবে তাহাদিগকে প্রথমে ইসলামে ফিরিয়া আসার সুযোগ দেওয়া হয়। (৩) সত্যিকারের কুফর নহে, কিন্তু ইসলামী মৌলিক 'আকাইদ বা আহ'কাম-এর প্রতিকূল আচরণ কাহারও মধ্যে পরিলক্ষিত হইলে তাহাকে কাফির আখ্যা দেওয়ার নজীর পাওয়া যায়, যথাঃ নবী (স)-এর উক্তি "যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক সালাত ছাড়িয়া দেয় সে কাফির হইয়া যায়" অথবা "কুফর এবং ঈমানের মধ্যে প্রভেদ হইল সালাত" ইত্যাদি।

অমুসলিমদের প্রতি মুসলিম মনোভাবের বিচার-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের প্রতি মুসলিমদের বৈরীভাব তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের জন্য নহে, বরং الفتنة اشد من القتل অর্থাৎ বিপর্যয় সৃষ্টি হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ—এই নীতির আওতায় পড়ে। ইসলামের শেষ নবী কাফিরদের সহিত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। বৈরী হইলেও তাহাদের প্রতি ন্যায়ের গণ্ডীতে থাকিয়া সুবিচার করিবার জন্য নবী (স) আদিষ্ট (ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا) ছিলেন (দ্র. জিহাদ)। বস্তুত কাফিরদের প্রতি মুসলিমগণের মনোভাব এতটা উদার ছিল যে, এইরূপ উদারতা সমকালীন খৃষ্ট জগতে অকল্পনীয় ছিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা খৃষ্টানগণকে মুসলিম রাষ্ট্রের উচ্চপদে সমাসীন দেখিতে পাই। এই সময় অমুসলিমদের প্রতি ধর্মীয় কঠোরতার কোন প্রশ্নই ছিল না। এমন কি পরবর্তীকালে ক্রুসেড নামীয় যুদ্ধসমূহে এবং তুর্কীদের সহিত বায়যান্টাইনদের যুদ্ধে যদিও অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের মনে যথেষ্ট বৈরীভাবের সৃষ্টি হয়, তবুও মুসলিম পক্ষ যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়াছিল, অহেতুক রক্তপাতে আগ্রহী ছিল না এবং চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। মুসলিমদের মধ্যে প্রতিপক্ষকে কাফির আখ্যা দেওয়ার বহু নজীর পাওয়া যায় তাহা রাজনৈতিক কারণেই হউক কিংবা ধর্মীয় গোঁড়ামীর জন্যই হউক। যেমন তুর্কীরা ইরানীদের বিরুদ্ধে কুফরের ফাৎওয়া প্রদান

করিয়াছিল (Pocewi, i. 311, 319)। অনুরূপভাবে সুদানের মাহ্দীর ঘোষণায় তুরস্ককেও কাফির বলা হইয়াছিল। পররাজ্যের কাঁচামালের লোভ এবং অনুন্নত দেশগুলিকে শিল্প পণ্যের বাজারে পরিণত করিবার প্রয়াসের ফলে ক্রমে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়। সাম্রাজ্যবাদী অ-মুসলিম চক্রান্তের পরিণামে যখন মুসলিম সাম্রাজ্য ভাঙিয়া যায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম প্রাধান্য নষ্ট হয়, তখন সেই অ-মুসলিম শত্রুদের প্রতি প্রয়োগে কাফির শব্দটি ঘৃণাব্যঞ্জক পদে পরিণত হয়। তুর্কীতে গেওয়ার (ফার্সী গেবের) শব্দরূপে ইহার বহুল প্রচলন পাওয়া যায়। তুর্কী হইতে কাফির শব্দ অধিকাংশ স্লাভ ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে; স্পেনীয় Cafre ও ফরাসী Cafard-এর মূল কাফির অথবা কুফ্ফার। দুইটি ক্ষেত্রে কাফির শব্দটি নামবাচক বিশেষ্যে পরিণত হইয়াছে— যাহাতে কোন জাতিকে কাফির ও তাহাদের দেশকে কাফিরিস্তান আখ্যা দেওয়া হয়।

কু'রআনে ও হ'াদীছে' কাফিরদের বিরুদ্ধে যে কঠোর আচরণের বিধান দেখা যায়, তাহা 'আরবদেশের কাফিরদের (ও হ'ারবী কাফিরদের) বিরুদ্ধে। ইহার দুইটি কারণ: (১) 'আরবের কাফিরগণ মুসলমান ও ইসলামের ধ্বংস সাধনের জন্য অপপ্রচার ও যুদ্ধবিগ্রহে বদ্ধপরিকর ছিল; (২) 'আরবদেশ কাফিরবর্জিত ইসলামের পুণ্যভূমিরূপে নির্ধারিত হইয়াছিল। অন্য কাফিরদের সম্বন্ধে কু'রআনের বিধান এই, "আল্লাহ্ নিষেধ করেন না যে, যাহারা ধর্ম বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করে নাই, তোমরা তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করিবে এবং তাহাদের প্রতি ন্যায়-বিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকারীদিগকে ভালবাসেন" (৬০: ৮)। অধিকন্তু, যে কাফিরগণ বরাবর রাসূল (স') এবং তাঁহার অনুসারিগণের নিধনকামী এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ-গ্রহণকারী ছিল, তাহাদের প্রতিও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের আদেশ কু'র-আনে রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী: উপরে উদ্ধৃত হ'াওয়ালাঃগুলি ছাড়াও প্রাচীন 'আরবী কবিতা সম্বন্ধে দ্র. (১) ZDMG, xliv. 544; (২) হ'াদীছ' সিহ'াহ'-সিত্তাঃ, সংশ্লিষ্ট বাবসমূহ; (৩) Wensinck, Handbook, দ্র. Kafir, Kufr.—কালাম, আল-মাতুরীদী, শার্হ'ল-ফিক্হি'ল-আক্বার (হায়দরাবাদ হি., ১৩২১), পৃ. ৯ এবং স্থা.; (৪) ইব্ন হ'াযম, আল-ফাস্'ল ফি'ল-মিলাল ওয়া'ন-নিহ'াল (কায়রো হি. ১৩২০), ৩খ, ১৪২ প.; (৫) মুহ'াম্মাদ ইব্ন আ'লার আল-কাত্তানী, শিফা'উ'ল-আস্ক'াম (ফাস হি. ১৩২১); (৬) Houtsma, De strijd o voo het dogma in den Islam tot op el'-Ash'ari, p. 16 প.; (৭) Goldziher, Vorlesungen, p. 101, 182 প., 202, 205; (৮) Snouck Hurgronje, Mekkanische Sprichworter und Redensarten, p. 60, note; (৯) কুফ্ফারের অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে দ্র. মুহ. আ'লা, Dict. of Techn. Terms.; (১০) আরও দ্র আল-জুরজানী, আত-তা'রীফাত, ed. Flugel, ঈমান; (১১) ফিক্'হ গ্রন্থসমূহে কুফ্কার সম্পর্কে দ্র. সংশ্লিষ্ট বাবগুলি; (১২) Goldziher, Die Zahiriten, p. 59 প.; (১৩) ঐ লেখক.. Vorlesungen, p. 182; (১৪) Juynboll, Handb. d. islam. Gesetzes, p. 173; (১৫) ঐতিহাসিক তথ্য Goldziher, Vorlesungen, p. 183 প.; (১৬) Becker, Christen tum und Islam, p. 15 প; (১৭) Mez., Die. Renaissance des Islams (Heidelberg 1922), p. 28 প., especially, p. 47 প.; (১৮) তথাকথিত তুর্কী কুফফার সম্পর্কে Barhebraeus, Chronicon, ed. Bruns and kirsch, Leipzig 1789, p. 324; (১৯) Steinschneider, Polem. u. apologet. Literatur in arabischer Sprache, p. 296; সূ'ফীগণ সম্পর্কে: (২০) Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane (Paris 1922), p. 23; and (২১) ঐ লেখক, La Passion d'al—Hosayn-ibn—Mansour al-Hallaj (Paris 1922), p. 99 of the Index.

W Bjorkman (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

কা'ব ইব্ন মালিক (রা) (كعب ابن مالك), আবূ 'আব-দিল্লাহ্ মদীনার অধিবাসী খায্রাজ গোত্রের সালিমা বংশের লোক। মদীনার 'আওস ও খায্রাজ গোত্রদ্বয়ের ঘরোয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। পরে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। 'আকাবাঃর দ্বিতীয় বায়'আতের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি কবি ছিলেন এবং হ'াস্সান ইব্ন ছ'াবিত ও 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহ'াঃসহ হযরত (স')-এর প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা করিতেন এবং শত্রুগণ কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে রচিত ব্যঙ্গ কবিতার উত্তর দিতেন। ইনি বাদ্র যুদ্ধে যোগদান করেন নাই। অন্য প্রায় সকল যুদ্ধেই হযরতের সঙ্গী ছিলেন। উহ'দের যুদ্ধে তিনি আহত হন। তিনি বিশেষ কোন অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও তাবূক অভিযানে যোগদান না করায় রাসূল কারীম (স') ও সা'হা'াবীগণ কর্তৃক কিছুদিনের জন্য সম্পর্ক-ছিন্ন অবস্থায় থাকেন। এই সময় অনেকে মিথ্যা ওযর দেখাইয়া ক্ষমা লাভ করে, কিন্তু এই সত্যপরায়ণ ব্যক্তি তাহা করেন নাই। ফলে তিনি অত্যন্ত মনোকষ্টে কালাতিপাত করেন ও বরাবরই হযরতের উপর এত অনুরক্ত ছিলেন যে, গ'াস্সানী সামন্ত রাজা তাঁহাকে মদীনা ত্যাগ করিয়া তাহার দরবারে আসার আমন্ত্রণ জানাইলেও তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে তাঁহার প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিয়া ওয়াহ্'য়ি নাযিল হইলে (৯ঃ ১০২, ১০৬, ১১৭ প.) রাসূল (স') ও মুসলিমগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। হযরত 'উছ'মান (রা) বিদ্রোহিগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তিনি হ'াস্সান ইব্ন ছ'াবিত ও যায়দ ইব্ন ছ'াবিতসহ বীরত্বের সহিত তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। হযরত 'উছ'মান(রা)-এর শাহাদাতের পর তিনি তাঁহার সম্বন্ধে একটি শোকগাথা রচনা করেন। ইনি হযরত 'আলী (রা)-র প্রতি আনুগত্য করিতে অস্বীকার করেন। ৫৩/৬৭৩-এ (কাহারও মতে ৫০ হি., ইক্'বাল) তিনি অন্ধ অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। তাঁহার কবিতায় ইসলামের প্রতি গভীর দরদ ও দেশভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) ইব্ন হিশাম, পৃ. ২৯৫—৩০১, ৩১০, ৫৭৪, ৮৯৬, ৯০৭—১৩ (কবিতা পৃ. ৫২০-৮৭৯, স্থা.; (২) আল-মুফাদ্দাল, আল-কামিল, পৃ. ৬৬, এবং ইব্ন কু'তায়বাঃর কিতাবু'শ-শি'র, ed. de Goeje, পৃ. ১৮০-এর অন্য পার্শ্বে); (৩) আত'-তা'বারী, ১খ, ১২১৭—১২২৫, ১৪০৬, ১৬৯৫, ১৭০৫, ২৯৩৭, ৩০৪৯, ৩০৬২ ৩০৭০; (৪) আল-ওয়াকি'দী, Wellhausen-এর অনুবাদ, পৃ. ১১৩, ১২৩, ১৩৬, ১৬৯, ৩২৬, ৩৯৩, ৪১১—৪; (৫) আল-আ'গানী,

১৫খ, ২৬-৩২ ; (৬) আল-মাওয়ার্দী, পৃ. ২৩ প. ; (৭) BGA, vii. 224 ; (৮) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 187, 326.

ক়াব্দ (قبض : ক়াব্দ়) সূ'ফীদের একটি পারিভাষিক শব্দ, শাব্দিক অর্থ সংকোচন। তজ্জন্য বাস্‌ত' (দ্র.) বা প্রসারণের বিপরীত বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ইহা আধ্যাত্মিক সাধনার একটি স্তর বিশেষ যাহাতে সাধকের মনে ভীতি-দশা (মাক়াম খাওফ)-ই প্রবল থাকে। আল্লাহ্ কার্যকারক, তিনি সূ'ফীর অন্তঃকরণ সবলে ধারণ করিয়া উহাকে সংকুচিত করেন; ফলে তাঁহার মধ্যে লয়প্রাপ্ত ভাবের উদয় হয়; বাস্‌ত' (দ্র.) প্রবন্ধে উদ্ধৃত জুনায়দ-এর উক্তি হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই উক্তি হইতে মনে হয়, আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রযোজ্য "ক়াব্দ়" ক্রিয়ার অন্য অর্থও (অর্থাৎ মৃত্যু-ঘটান) গ্রন্থকারের মনে আছে; কারণ তিনি বলেন, "তিনি যখন আমাকে ভয়ের মাধ্যমে সংকুচিত করেন, তখন তিনি আমাকে নাফ্‌স হইতে সরাইয়া লইয়া যান।" এখানে ফানা'র (লয় প্রাপ্তির) অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। এ অবস্থায় সূ'ফী নিজের নাফ্‌সের নিকট মৃত। এ বিষয়ে সার্‌রাজের বক্তব্য (কিতাবু'ল-লুমা', নিকলসন সম্পা. পৃ. ৩৪২) প্রণিধানযোগ্য : ক়াব্দ় ও বাস্‌ত সূ'ফীদের দুইটি উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থা; আল্লাহ্ যখন তাঁহাদিগকে সংকুচিত করেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে জীবিকা ও জাইয বস্তু (যথা : ভক্ষণ, পানাহার ও বাক্যালাপ ইত্যাদি) হইতে নিবৃত্ত রাখেন। তিনি যখন তাঁহাদিগকে প্রসারিত করেন তখন তাঁহাদিগকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ঐ সবের ব্যবহার প্রত্যর্পণ করেন। ক়াব্দ় সূ'ফীর এমন একটি হ়াল বা অবস্থা, যখন আল্লাহ্‌র ভাব ভিন্ন তাহার ভিতর অন্য কিছুর স্থান থাকে না। এই অবস্থার পারিভাষিক নাম হইতেছে "ফানা ফিল্লাহ্"। মধ্যযুগের খৃস্ট রহস্যবাদে অনুরূপ শব্দ হইল desolation বা "আধ্যাত্মিক বিশুষ্কতা"।

কা'বাঃ (كعبة) বিশ্ব-মুসলিমের কেন্দ্র, মক্কায় হ়ারাম-এর প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত।

১। কা'বাঃ ও ইহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ : কা'বাঃ শব্দটি মূলত নামবাচক নহে। তবে আল-কা'বাঃ দ্বারা মক্কার একটি বিশেষ ঘনক (cube) সদৃশ গৃহ বুঝায়, উত্তর-পূর্বদিকের দেওয়ালটি, যাহাতে দরজা রহিয়াছে (কা'বার সম্মুখভাগ) ও বিপরীত দিকের দেওয়াল (পশ্চাদভাগ) ৪০ ফুট লম্বা, অপর দেওয়াল দুইটি ৩৫ ফুট লম্বা। ইহার উচ্চতা পঞ্চাশ ফুট।

মক্কার চতুর্দিকস্থ পাহাড়ে উৎপন্ন ধূসর বর্ণ প্রস্তর স্তরে স্তরে বসাইয়া কা'বাঃ নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহা ১০ ইঞ্চি উচ্চ একটি মর্মর প্রস্তরের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান, তবে দেওয়ালের প্রায় ১ ফুট বহির্দিক ঝুঁকিয়া ভিত্তি অবস্থিত। কা'বার কেন্দ্র হইতে চারি-কোণের মধ্য দিয়া রেখা অঙ্কন করিলে তাহা মোটামুটিভাবে চারিটি দিক নির্দেশ করিবে। উত্তরের কোণকে আর-রুকনু'ল-'ইরাক়ী, পশ্চিমের কোণকে আর-রুকনু'শ-শামী, দক্ষিণের কোণকে আর-রুকনু'ল-য়ামানী, পূর্বের কোণকে (হ়াজার আস্‌ওয়াদের নামানুসারে) আর-রুকনু'ল-আসওয়াদ বলা হয়।

কা'বার চারিটি দেওয়াল একটি কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদন (কিস্‌ওয়াঃ, গি'লাফ) দ্বারা আবৃত থাকে। ইহা ভূমি পর্যন্ত নামে ও ভিত্তির সহিত সংলগ্ন তাম্রের আংটা দ্বারা আটকান থাকে। শুধু দরজা ও পানি বাহির হইবার মুহ়্রির স্থানে ফাঁক থাকে। কিসওয়াঃ প্রতি বৎসর মিসরে প্রস্তুত হইত এবং হ়াজ্জের ক়াফিলাঃ কর্তৃক মক্কায় আনীত হইত। পুরাতন আবরণ যু'ল-ক়া'দাঃ মাসের ২৫ (অথবা আল-বাতানূনীর মতে ২৮) তারিখে অপসারিত হয়, তখন সাময়িক-ভাবে একটি সাদা আবরণ ব্যবহার করা হয় এবং বলা হয়, কা'বাঃ ইহ়্রাম (দ্র.)-এর বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। সাদা আবরণটি ভূমি হইতে ৬ ফুটের মধ্যে ঝুলিতে থাকে। হ়াজ্জের শেষে কা'বাঃ নূতন গি'লাফ দ্বারা আবৃত হয়।

কিস্‌ওয়াঃ বা গি'লাফ কাল কিংখাবে প্রস্তুত। ইহাতে সূচী-কর্মে কালিমাঃ শাহাদাত লিপিবদ্ধ থাকে (দ্র. Snouck Hurgronje, Bilderatlas zu Mekka No., xvii)। গি'লাফের চতুর্দিকে ইহার ¾ পরিমাণ অংশের উপরিভাগে সূচীকর্মের চওড়া ফিতা থাকে। ইহাতে সুন্দর অক্ষরে কু'রআনের আয়াত লিখিত হয়। প্রতি বৎসর কা'বার গি'লাফ বদলাইয়া দেওয়া হয়। পুরাতন গি'লাফের প্রত্যেকটি অংশ পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ও বিতরিত হয় এবং কা'বার দ্বার-রক্ষক বানূ শায়বাঃ ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা বিক্রয় করিত, বর্তমান সাউ'দী সরকার ইহা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

কা'বার উত্তর-পূর্ব দিকের দেওয়ালে ভূমি হইতে প্রায় সাত ফুট উচ্চে দরজা আছে। ইহা অংশত রৌপ্যমণ্ডিত। Burckhardt এবং 'আলী বে-র সময় বহিরাংশ এক সারি মোমবাতি দ্বারা আলোকিত করা হইত। বর্তমানে সর্বত্র বিজলী বাতির ব্যবস্থা হইয়াছে। কা'বার দরজা খোলা হইলে চাকা লাগান একটি সিঁড়ি (درج বা مدرج) দরজায় লাগাইয়া দেওয়া হয়। অব্যবহৃত অবস্থায় এই সিঁড়ি যামযাম ও বাব (দরজা) বানূ শায়বার মাঝখানে রক্ষিত থাকে (দেখুন Snouck Hurgronje, Bilderatlas zu Mekka, No. ii.)। এই সিঁড়ির চিত্র 'আলী বে-র ভ্রমণ বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় খণ্ডে (৮০ পৃ.) দেওয়া আছে।

কা'বার অভ্যন্তরে তিনটি কাঠের থাম আছে। ইহার উপর ছাদ অবস্থিত। ছাদে উঠিবার সিঁড়ি আছে। গৃহের সামগ্রী বলিতে শুধু ছাদ হইতে ঝুলানো স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত কতগুলি ঝাড়বাতি। দেওয়ালের অভ্যন্তরীণ দিকে অনেকগুলি উৎকীর্ণ লিপি রহিয়াছে। মেঝে মর্মর প্রস্তর দ্বারা আবৃত।

পূর্বদিকের কোণে ভূমি হইতে প্রায় ৫ ফুট উপরে দরজার অনতিদূরে দেওয়ালের মধ্যে কৃষ্ণ-প্রস্তর (আল-হ়াজারু'ল-আস্‌ওয়াদ) গাঁথা আছে। উহা এক্ষণে তিনটি বড় এবং কতিপয় ক্ষুদ্র টুকরার সমাহার। এগুলি একত্রে একটি প্রস্তর-বলয় বেষ্টিত অবস্থায় দেওয়ালে আটকান আছে। এই প্রস্তর-বলয় আবার একটি রৌপ্য বলয় দ্বারা আবদ্ধ। প্রস্তরটিকে কখনও লাভা, কখনও আগ্নেয় শিলা (basalt), আবার কখনও উল্কা (meteorite) খণ্ড বলা হয়। ইহার সঠিক প্রকৃতি নির্ধারণ করা কঠিন, কারণ বহুকাল ধরিয়া ক্রমাগত চুম্বনের দরুন ও হস্তস্পৃষ্ট হওয়ার ক্ষয় পাইয়া ইহার বহির্ভাগ মসৃণ হইয়া গিয়াছে। 'আলী বে' (২খ., ৭৬) ইহার একটি রেখাচিত্র দিয়াছেন, তাহাতে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে, উহার উপরিভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অসমতল হইয়াছে। বাতানূনী (পৃ. ১০৫) কর্তৃক ইহার ব্যাস নির্ধারিত হইয়াছে ১২ ইঞ্চি, রং রক্তাভ কৃষ্ণ। ইহাতে লাল ও হলুদ রংয়ের ফুটকি আছে।

দেওয়ালে গাঁথা কৃষ্ণ প্রস্তর ও দরজার মধ্যবর্তী অংশকে "মুলতাযাম" বা আশ্রয় গ্রহণের স্থান বলা হয়। কারণ হ়াজ্জী-

গণ প্রার্থনার সময় এখানে তাঁহাদের বক্ষ সংলগ্ন করেন।

পশ্চিম কোণে ও ভূমি হইতে প্রায় ৫ ফুট ঊর্ধ্বে দেওয়ালে আল-হ'াজারু'ল-আস্'আদ (সৌভাগ্য প্রস্তর) নামে আর একটি প্রস্তর প্রথিত আছে। ত'াওয়াফের সময় ইহা শুধু স্পর্শ করা হয়, চুম্বন করা হয় না।

এই গৃহের বহির্দিকে বৃষ্টির পানি বাহির হইবার জন্য নির্দিষ্ট করা মুহরি উল্লেখযোগ্য। ইহা উত্তর-পশ্চিমের দেওয়ালের ছাদের নিম্নদেশ দিয়া বহির্গত হয়। ইহার একটি সংযোজনও আছে; উহাকে "মীযাব"-এর দাড়ি বলা হয়। এই মুহ্রিকে মীযাবু'র-রাহ্'মাঃ বলা হয়, (এ সম্বন্ধে দ্র. Ben cherif, Aux Villes Saintes de l'Islam, পৃ. ৭৫; ইহার এবং পশ্চিম কোণের মধ্যবর্তী অংশই প্রকৃত কি'ব্লাঃ (দ্র.)। এই মুহ্রি দিয়া বৃষ্টির পানি নীচে মোজাইক করা বিচিত্র নক্শা খচিত শান-বাঁধানো পাকা মেঝেতে গিয়া পড়ে। কা'বার চতুর্দিকের ভূমি মর্মর প্রস্তরের টাইল দ্বারা আবৃত।

উত্তর-পশ্চিমের দেওয়ালের বিপরীত দিকে গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন একটি অর্ধ-বৃত্তাকার শ্বেত মর্মরের দেওয়াল (আল-হ'াত'ীম) আছে। ইহা তিন ফুট উচ্চ এবং প্রায় পাঁচ ফুট পুরু। কা'বার উত্তর ও পশ্চিম কোণ হইতে এই দেওয়ালের উভয় প্রান্ত প্রায় ছয় ফুট দূরে অবস্থিত। হ'াত'ীম ও কা'বার মধ্যবর্তী অর্ধ বৃত্তাকার স্থানটি বিশিষ্টভাবে সম্মানিত, কারণ এক সময় ইহা কা'বার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এইজন্য ত'াওয়াফের সময় ইহার মধ্য দিয়া না গিয়া ইহার বাহির দিয়া যাইতে হয়। স্থানটি আল-হি'জ্র বা হি'জ্র ইস্মা'ঈল নামে পরিচিত। যে স্থান দিয়া ত'াওয়াফ করা হয় তাহাকে মাত'াফ বলে। দরজার বিপরীত দিক দিয়া একটি নিম্নস্থান আছে। উহাকে মি'জান (পশুদের জন্য রক্ষিত খাদ্য-পানীয়ের আধার) বলা হয়। কথিত আছে, ইবরাহীম ('আ) ও ইস্মা'ঈল ('আ) কা'বাঃ নির্মাণের সময় এইখানে চুন বালি ইত্যাদি মিশ্রিত করিতেন।

মাত'াফের চতুর্দিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ কয়েক ধাপ চওড়া একটি পাকা হ'াশিয়াঃ (border) আছে। ইহাতে ৩১ বা ৩২টি সরু থাম আছে। প্রতি ২টি থামের মধ্যে ৭টি করিয়া আলো-কাধার ঝুলান ছিল। এগুলি প্রতি সন্ধ্যায় জ্বালান হইত। বর্তমানে সর্বত্র বিজলী বাতির ব্যবস্থা হইয়াছে। বানূ শায়বার দ্বার এই থামের সারিকে বর্তমানে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এই দ্বারটি একটি তোরণসদৃশ এবং ইহাতে মাত'াফের দিকে একটি প্রবেশ পথ আছে। এই তোরণ ও কা'বার মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র গম্বুজবিশিষ্ট একটি ছোট দালান আছে। ইহাই মাক'াম ইব্রাহীম। ইহার ভিতর একটি প্রস্তর রক্ষিত আছে। কথিত আছে, ইব্রাহীম ('আ) ইহার উপর দাঁড়াইয়া কা'বাঃ নির্মাণ করেন। দর্শকগণ ইচ্ছা করিলে এখানে প্রবেশ করিতে পারেন। প্রাচ্য ভ্রমণকারী ও ঐতিহাসিকদের মতে ইহা একটি বেলে পাথর। উহাতে ইব্রাহীম ('আ)-এর পায়ের দাগ এখনও দেখা যায়। ইহাকে সংরক্ষিত রাখার জন্য খালীফাঃ আল-মাহ্দীর সময় একটি স্বর্ণমণ্ডিত বেষ্টনী নির্মাণ করা হয়। মাক'াম ইব্রাহীমের পার্শ্বেই এবং কা'বার উত্তর-পূর্বদিকের দেওয়ালের বিপরীত দিকে থামের সারির মধ্যেই, কিন্তু মাক'াম হইতে আরও উত্তরে শ্বেত-মর্মর নির্মিত মিম্বার রহিয়াছে। ইহাতে একটি সিঁড়ি আছে। সিঁড়িটির পাদদেশ একটি দরজা দ্বারা বন্ধ। সিঁড়ির উপর চারিটি ছোট স্তম্ভ আছে, উহার উপর একটি সূক্ষাগ্র চূড়া রহিয়াছে।

যে শানের উপর থামের সারি রহিয়াছে তাহা উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান অপেক্ষা নিম্ন। হ'ারামের চতুর্দিকের থামগুলি হইতে আটটি বাঁধান রাস্তা এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই বহিঃস্থ বাঁধান অংশে চারটি ক্ষুদ্র দালান রহিয়াছে, বানূ শায়বার দরজার নিকটে প্রবেশ পথের বাম দিকে হ'াজার আসওয়াদের ঠিক বিপরীত দিকেই যাম্যাম কূপের উপর নির্মিত গোলাকার ছাদ বা কু'ব্বাঃ। নীচতলার কামরায় কূপটি রহিয়াছে। উহার চতুর্দিকে দেওয়াল আছে। পূর্বে একটি চরকীর সহিত বালতি বাঁধিয়া ইহা হইতে পানি উত্তোলন করা হইত। বর্তমানে পাম্প ও নলের সাহায্যে পানি উঠান হয়। সমতল ছাদের একদিকে অংশত খোলা একটি ক্ষুদ্র মসজিদ রহিয়াছে। ইহার একটি ক্ষুদ্র গম্বুজযুক্ত ছাদ আছে।

d'Ohsson ও 'আলী-বে' কর্তৃক অঙ্কিত হ'ারমের নক্শায় আমরা যাম্যামের উত্তর-পূর্বদিকে আরও দুইটি গৃহ দেখিতে পাই। এইগুলি বহিঃস্থ বাঁধান স্থানের প্রান্তে অবস্থিত। ইহাদিগকে "কু'ব্বাতায়্ন" (দুইটি গোল গৃহ) বলা হয়। Snouck Hurgronjo-এর ছবিতে এইগুলি নাই; কেননা ১৮শ শতাব্দীতে এইগুলি সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া অপসারিত করা হয়। একটি কু'ব্বাতে ঘড়ি, যাম্যামের পানি রাখিবার কলসাদি ও অপরটিতে পুস্তকাদি থাকিত।

বহিঃস্থ পাকা স্থানের উপর যে তিনটি ঘর আছে তাহা স'ালাতের সময় বিভিন্ন মায্'হাবের ইমামদের দাঁড়াইবার স্থান ছিল। এগুলিকে বিভিন্ন মায্'হাবের মুস'াল্লা বলা হইত। যাম্যাম গৃহের দক্ষিণে কা'বার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দেওয়ালের বিপরীত দিকে শ'াফি'ঈ মায্'হাবের মুস'াল্লা ছিল। ইহা ছিল সরু মর্মর প্রস্তরের থামের উপর সূক্ষাগ্র চূড়াবিশিষ্ট ছাদ। মালিকী মায্'হাবের মুস'াল্লাও অনুরূপ আকারের ছিল এবং ইহা কা'বার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের দেওয়ালের বিপরীত দিকে ছিল। হ'ানাফী মায্'হাবের মুস'াল্লা ছিল হ'াতীম এবং কা'বার উত্তর-পশ্চিম দিকের দেওয়ালের বিপরীত দিকে। ইহার উপর পরপর দুইটি ছাদ ছিল। শাফি'ঈ মায্'হাবের কোন মুস'াল্লা ছিল না। তাহাদের ইমাম স'ালাতের সময় যাম্যামের উপরিস্থ কু'ব্বায় অথবা মাক'াম ইব্রাহীমে দণ্ডায়মান হইতেন। 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন সা'ঊদের শাসনকালে চারি মুস'াল্লা উঠাইয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে সকল মায্'হাবের লোক এক ইমামের পশ্চাতে এক জামা'আতে স'ালাত আদায় করেন। সম্প্রতি কা'বার পরিবেশে বহু উন্নয়নমূলক কাজ হইয়াছে এবং চলিতেছে।

২। ইতিহাস : হযরত আদম ('আ) পৃথিবীতে আসিয়া একটি 'ইবাদাতের স্থান নির্দিষ্ট করেন। ইহাই আদি কা'বাঃ, পৃথিবীর প্রথম উপাসনালয় (اول بيت وضع للناس)। পরবর্তীকালে এই স্থানে একটি গৃহ নির্মিত হয়। হযরত নূহ' ('আ)-এর সময় প্লাবনে এই গৃহ বিনষ্ট হয়। তারপর হযরত 'ঈসা ('আ)-এর জন্মের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম ('আ). তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইস্মা'ঈল ('আ) সহযোগে বর্তমান হ'াত'ীম নামক স্থান অন্তর্ভুক্ত করিয়া কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। [illegible] নিকট আদি কা'বার এমন কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না [illegible] ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

টলেমী (Geography, vi. 7) মক্কার স্থলে [illegible] (ম্যাকোরাবা)-এর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সম্ভবত [illegible]

অথবা আবিসিনীয় মিক্বার (মন্দির) অর্থ প্রকাশ করে (Glasor, Skizze der Gesch. u. Geogr. Arabiens, Berlin 1890, ii. 235), ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, খৃস্টীয় ২য় শতাব্দীতেও কা'বার অস্তিত্ব ছিল। আব্‌রাহার অভিযানের ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতেও খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কা'বার অস্তিত্ব এবং উহাতে উপাসনার বিষয় অবগত হওয়া যায়, কিন্তু কা'বার আকৃতি এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত কোন জিনিসের বর্ণনা পাওয়া যায় না। তুব্‌বা' (য়ামানের রাজাদের উপাধি) আস্‌'আদ আবূ কারীব আল-হি'ম্‌য়ারী মক্কায় আসিয়াছিলেন এবং কথিত আছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম কা'বার গি'লাফ এবং তালাযুক্ত দরজার ব্যবস্থা করেন। কা'বার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে কু'সা'য়্যি (قصي)-র পুত্রগণের নিযুক্তি এবং তাহাদের দায়িত্বের (নীচে দ্র.) বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কা'বায় মূর্তিপূজার প্রথাটি মুহ'াম্মাদ (স')-এর বহু পূর্বেই একটি সময় নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছিল।

মুহ'াম্মাদ (স')-এর সময় হইতেই কা'বাঃ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। হযরত (স') যখন বয়ঃপ্রাপ্ত তখন এক স্ত্রীলোক কা'বাকে সুরভিত করিবার জন্য সুগন্ধি দগ্ধ করিতে যাইয়া দৈবাৎ কা'বায় আগুন ধরাইয়া দেয় এবং উহা ভস্মীভূত হয়। এই সময় রোমকদের একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের কতক-গুলি খণ্ড ভাসিতে ভাসিতে জিদ্দার উপকূলে আসিয়া ঠেকে। মক্কাবাসীরা উহার কাঠ কা'বার পুনঃনির্মাণে ব্যবহার করিয়াছিল। পুরাতন কা'বাগৃহটি মাত্র পাঁচ-ছয় ফুট উচ্চ ছিল এবং উহার ছাদ ছিল না বলিয়া কথিত হয়। চৌকাঠ ভূমির সমতলে ছিল। ইহাতে বৃষ্টি হইলে সহজেই প্রবহমান পানি (سيل) কা'বার মধ্যে প্রবেশ করিত। ইহার পর পর্যায়ক্রমে কাঠের ও প্রস্তরের স্তর দ্বারা কা'বাঃ নির্মিত হয় এবং ইহার উচ্চতা দ্বিগুণ করা হয়। ভূমি হইতে দরজা এতটা উচ্চে স্থাপিত হয় যে, কাহাকেও উহাতে প্রবেশ করিতে হইলে সিঁড়ি ব্যবহার করিতে হয়। অবাঞ্ছিত দর্শনার্থীকে এখান হইতে নীচের দিকে গড়াইয়া দেওয়া হইত। মুহ'াম্মাদ (স')-এর সময় কা'বার পুনঃনির্মাণ উপলক্ষে যখন কৃষ্ণ প্রস্তরটিকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার সময় হইল, তখন মক্কাবাসীদের মধ্যে তুমুল ঝগড়ার সৃষ্টি হইল। ঝগড়ার বিষয় ছিল, কোন গোত্র কৃষ্ণপ্রস্তর প্রতিষ্ঠার গৌরব লাভের যোগ্য। অবশেষে তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, যে ব্যক্তি অতঃপর সর্ব প্রথম কা'বায় আগমন করিবে, তাহাকেই এই বিষয়ে মীমাংসার ভার দেওয়া হইবে। মুহ'াম্মাদ (স') তখন কা'বাঃ নির্মাণের জন্য প্রস্তর বহন কাজে অন্যত্র নিয়োজিত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে হযরত (স')-ই সর্বপ্রথম কা'বায় প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রস্তরটি এক খণ্ড বস্ত্রের উপর রাখিলেন এবং বিবদমান গোত্রগুলির প্রধানগণকে চাদরের প্রান্ত ধরিয়া পাথরটিকে যথাস্থানে লইয়া যাইতে বলিলেন। অতঃপর তিনি নিজে প্রস্তরখানি তুলিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স') কা'বাঃ গৃহের কোন পরিবর্তন করিলেন না, শুধু তন্মধ্যে স্থাপিত মূর্তিগুলি অপসারিত করিয়া ফেলেন। অবশ্য হ'াদীছ' হইতে জানা যায় যে, মাকাম ইব্‌রা-হীমকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করিয়া নূতনভাবে কা'বাগৃহ নির্মাণ করার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু যেহেতু কু'রায়শ বংশ সদ্য ঈমান আনিয়াছে এবং তাহারা কা'বার উপর হস্তক্ষেপকে সুনজরে দেখিবে না, এই কারণে তিনি বিরত থাকেন (বুখারী, কিতাবু'ল-হ'াজ্জ)। ৬৪/৬৮৩ সালে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু'য-যুবায়র (রা) কা'বাঃ গৃহের কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। বিদ্রোহী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী খালীফা হিসাবে তিনি হ'সায়ন ইব্‌ন নুমায়র কর্তৃক মক্কায় অবরুদ্ধ হন। মক্কার চতুর্দিকস্থ পাহাড়ে মান্‌জানীক' (ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ) স্থাপন করিয়া শহরে প্রস্তর বর্ষণ করা হয়। ফলে কা'বাঃ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ('আবদুল্লাহ্ (রা) ও তাঁহার সঙ্গিগণ কা'বার পার্শ্বেই তাঁবু ফেলিয়া অবস্থান করেন—এইজন্য ইব্‌ন যুবায়র "কা'বার আশ্রয় গ্রহণকারী" العائذ بالبيت আখ্যায় নিজকে আখ্যায়িত করিতেন।) ইহার পর কা'বায় আগুন ধরিয়া যাওয়ায় উহা ভস্মীভূত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে কৃষ্ণ প্রস্তরটি ভাঙ্গিয়া তিনটি খণ্ডে পরিণত হয়।

উমায়্যাঃ সৈন্যদল চলিয়া গেলে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) কা'বার পুনঃনির্মাণ সম্বন্ধে মক্কার প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত আলোচনা করেন। তিনি যখন পুনঃনির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং ধ্বংসস্তূপ অপসারণের প্রয়োজন হইল, তখন কেহই এই কাজে সাহসী হইল না। ইব্‌ন 'আব্‌বাস (রা)-সহ অনেকেই আল্লাহ্‌র সম্ভাব্য গযবের ভয়ে নগর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু'য-যুবায়র (রা) তখন স্বয়ং কুঠার হস্তে কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল যে, তিনি অক্ষত রহিয়াছেন। সাহস লাভ করিয়া তাঁহারা কার্যে যোগদান করিলেন।

কি'ব্‌লাঃ ও মাত'াফ্ চিহ্নিত করার জন্য কা'বার অবস্থান-স্থলে একটি আবৃত কাঠামো রাখা হইয়াছিল। এই কাঠামোর বাহিরেই রাজমিস্ত্রীরা কাজ করিত। ইব্‌নু'য-যুবায়র (রা) দাঁড় আন-নাদ্‌ওয়াঃ-র কিংখাবে মোড়া কৃষ্ণ প্রস্তরটিকে পাহারা দিতেন। তিনটি খণ্ডকে এক স্থানে রাখিবার জন্য একটি রৌপ্য বেষ্টনী দ্বারা ইহাকে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। কা'বাঃ এইবার সম্পূর্ণরূপে মক্কার প্রস্তর ও য়ামানের চুন-সুরকি দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, ইহাকে ২৭ হাত অর্থাৎ প্রায় ৩২ গজ উচ্চ করা হইয়াছিল। হ'াদীছ' অনুযায়ী হি'জ্‌রকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। ভূমির সমতলে ইহাতে দুইটি দরজা লাগান হইয়াছিল, পূর্বদিকের দরজাটি প্রবেশ করার জন্য ও পশ্চিম দিকেরটি বাহির হইবার জন্য।

কিন্তু এই সংস্কার দীর্ঘদিন বর্তমান থাকে নাই। আল-হ'াজ্জাজ ইব্‌ন য়ূসুফ হি. ৭৪/৬৯৩ সনে মক্কা জয় করেন এবং যুদ্ধে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু'য-যুবায়র (রা) শহীদ হন। হ'াজ্জাজ খালীফাঃ আবদু'ল-মালিকের সহিত পরামর্শ করিয়া পুনরায় হি'জ্‌-রকে কা'বাঃ হইতে পৃথক করিলেন এবং পশ্চিমদিকের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। উমায়্যাদের ইচ্ছানুযায়ী কা'বাঃগৃহ প্রায় পূর্বরূপ পরিগ্রহ করিল এবং আজ পর্যন্ত সেইরূপেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। জনসাধারণের ভাবাবেগ সর্বদাই কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনে বাধ সৃষ্টি করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ এ যাবত কতকগুলি গুরুত্বহীন পরিবর্তন মাত্র সাধন করিয়াছে। পূর্ব যুগে যেমন ছিল, পরবর্তীকালেও বৃষ্টি-স্রোত কা'বাঃ গৃহের জন্য বিপজ্জনক হইয়াছে। ১৬১১ খৃ.-এ যখন ইহা বিধ্বস্ত হওয়ার উপক্রম হইল, তখন হইতে একটি তাম্রের বেষ্টনী দেওয়া হইল। কিন্তু একটি নূতন বৃষ্টি-স্রোত ইহাকেও অকার্যকর প্রমাণিত করিল। সুতরাং ১৯৩০ খৃ.-এ কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল, তবে পুনঃনির্মাণের

জন্য যতদূর সম্ভব পুরাতন প্রস্তরই ব্যবহৃত হইয়াছিল।

কা'বাঃ কারমাত'ী সম্প্রদায়ের আক্রমণ (৩১৭/৯২৯) প্রতিরোধ করিয়াছিল, তবে তাহারা হ'াজ্রু'ল আস্ওয়াদ লইয়া যাইতে সক্ষম হয়। প্রায় বিশ বৎসর পর তাহারা উহা প্রত্যর্পণ করে (তু. de Goeje, Mem. sur les Carmathes etc.², p. 104-III, 145-8).

গি'লাফ (کسوة) দ্বারা কা'বাকে আবৃত করার প্রথা য়ামানের তুব্বা কর্তৃক প্রবর্তিত হয় বলিয়া কথিত আছে। প্রতি বৎসর এই গি'লাফ পরিবর্তন বর্তমানে একটি প্রথায় পরিণত হইয়াছে। মুসলিম যুগের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রীতিরূপে 'আশূরাঃ দিবসে গি'লাফ পরিবর্তন করার কথা বলা হয়। তবে রাজাব ও অন্যান্য মাসেও কা'বার গি'লাফ পরিবর্তন করা হইয়াছে। গি'লাফটি কখনও য়ামানী, আবার কখনও মিসরীয় বা অন্য কোন প্রকার বস্ত্রে নির্মিত হয়। হযরত 'উমার (রা)-এর সময় বহু গি'লাফের চাপে কা'বাঃ ভূপতিত হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। গি'লাফে সকল রকমের রং-এর কথাই উল্লিখিত আছে। ওয়াহ্হাবিগণ লাল বর্ণের গি'লাফ দ্বারাও কা'বাঃ আবৃত করিয়াছেন।

'আব্বাসী যুগ হইতেই কা'বার চতুর্দিকস্থ মাক'ামগুলির কথা উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে, কখনও কখনও ইহাকে জু'ল্লাঃ (ظلة—ছায়া) নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। বর্তমান দালানসমূহ ১০৭৪/১৬৬৩ সন হইতে বিদ্যমান। অনুরূপ সময়েই যাম্যাম কূপের উপরিস্থ গম্বুজের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বর্তমানে গম্বুজটি ১০৭২ হি. সনে নির্মিত হইয়াছিল।

৩। কা'বাঃ ও ইসলাম : রাসূল (স') তাঁহার জীবনের প্রথম হইতেই কা'বার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান ও কা'বার উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কৈশোরে কা'বার পুনঃনির্মাণের সময় তিনি তাঁহার পিতৃব্য 'আব্বাসের সহিত প্রস্তর বহন করিয়াছেন (বুখারী, হ'াজ্জ)। কা'বায় কয়েক শত মূর্তি থাকা সত্ত্বেও এবং মূর্তির প্রতি হযরত (স')-এর বরাবরের বিরাগ সত্ত্বেও তিনি হিজ্রাতের পূর্ব পর্যন্ত কা'বার অঙ্গনে প্রায়ই 'ইবাদাত করিতেন। জাহিলিয়্যাঃ যুগেও কা'বায় ইব্রাহীম ('আ) প্রবর্তিত হ'াজ্জ ও 'উমরাঃ করা হইত যদিও অনুষ্ঠানগুলির উপর পৌত্তলিকতার ঘন প্রলেপ পড়িয়াছিল।

হিজ্রাতের পূর্বে তিনি এমনভাবে স'ালাতে দাঁড়াইতেন যাহাতে কা'বাঃ ও বায়তু'ল-মুক'াদ্দাস উভয়ই কি'বলাঃরূপে তাঁহার সামনে থাকে।

মদীনায় আসিয়া তিনি ১৬ বা ১৭ মাস যাবত বায়তু'ল-মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতেন। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে উভয়ের দিকে যুগপৎভাবে মুখ করা সম্ভব হইত না, তিনি তখন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব (তওরাত, যাবূর ও ইন্জীল) অনুসরণ করারই নীতি গ্রহণ করিলেন। ইহাতে একটি কিতাবী কি'বলার প্রতি এবং সেই কিতাবধারী নবীগণ ও উম্মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইল। ইহাতে আল্লাহ্র অনুমোদন ছিল নিঃসন্দেহে। অবশ্য তাঁহার আন্তরিক বাসনা ছিল, পৃথিবীর প্রাচীনতম উপাসনালয় কা'বাই কি'বলাঃ হউক (২ : ১৪৪)। অতঃপর হিজরতের ১৬/১৭ মাস পর কা'বাঃকে কি'বলায় পরিণত করা হয় (২ : ১৪২, ১৪৩)।

কা'বার প্রতি হযরত (স')-এর আকর্ষণের আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন তিনি শত্রু এলাকায় এবং শত্রু কর্তৃত্বে অবস্থিত মক্কায় সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে গমন করিয়া 'উমরাঃ সম্পন্ন করিবার সংকল্প করেন (হি. ৬ষ্ঠ সন, শাওওয়াল), কিন্তু তিনি হ'দায়বিয়্যাঃয় বাধাপ্রাপ্ত হন। এইখানে যে সন্ধি হয় তাহার ফলে তিনি সপ্তম হিজরীতে উম্রাতু'ল-ক'াদা'' সম্পন্ন করেন। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজিত হইল। মক্কাকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত কুফরী আচার-অনুষ্ঠান পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তিনি তাহা দূর করিলেন। কা'বায় ৩৬০টি প্রতিমূর্তি রক্ষিত ছিল, রাসূল (স') স্বীয় হস্তস্থিত যষ্ঠি দ্বারা মূর্তি-গুলিকে আঘাত করেন। কা'বার অভ্যন্তরে হুবাল দেবের যে প্রতিমূর্তি 'আমর ইব্ন লুওয়ায়্যি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা এবং নবীদের প্রতিমূর্তিগুলিও অপসারিত হইল। কা'বায় যে কাষ্ঠনির্মিত কবুতর রক্ষিত ছিল বলিয়া কথিত হয়, তাহাও হযরত (স')-এর আদেশে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, জাহিলিয়্যাঃ যুগে হযরত (স')-এর ঊর্ধ্বতন পুরুষ কু'স'ায়্যি বানূ খুযা'আর সহিত যুদ্ধ করিয়া কা'বার উপর আধিপত্য স্থাপন করেন এবং মাক্কী সমাজের যাবতীয় ধর্মীয় ও পার্থিব গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অধিকার করেন। এই পদগুলি ছিল দারু'ন-নাদ্ওয়ার ব্যবস্থাপনা, পতাকা উত্তোলন, তীর্থযাত্রীদিগকে আহার্য দান (رفادة) ও পানীয় দান (سقاية) এবং কা'বার তত্ত্বাবধান (سدانة এবং حجابة)। কু'স'ায়্যি-র বংশধরগণ ছিলেন :
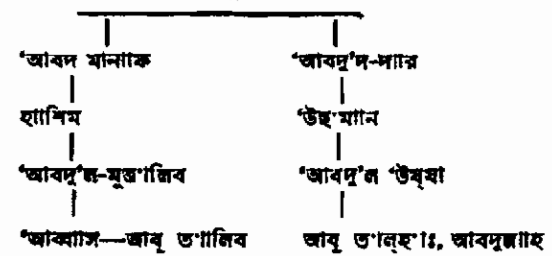
কু'স'ায়্যির মৃত্যুর পর তাঁহার উপরিউক্ত বংশধর ঐ সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেন। 'আবদ মানাফ ও তাঁহার বংশধরগণের কর্তব্য ছিল তীর্থযাত্রীদিগকে খাদ্য ও পানীয় প্রদান। আর 'আবদু'দ-দার ও তাঁহার বংশধরগণ কা'বার তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন।

মক্কা বিজিত হইলে হযরত (স')-এর চাচা 'আব্বাস (রা) [দ্র.], অন্য বর্ণনা মতে—'আলী (রা) এই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব লাভের বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু হযরত (স') বলেন, যাবতীয় প্রাচীন প্রথাই এখন পরিত্যক্ত, তবে যাম্যামের পানি প্রদান এবং কা'বার তত্ত্বাবধান, এই দুইটি বর্তমান থাকিবে। প্রথমোক্ত দায়িত্ব 'আব্বাস (রা)-এর হস্তে এবং দ্বিতীয়টি 'উছ'মান ইব্ন ত'াল্হ'ার হস্তে ন্যস্ত রহিল। 'উছ'মান তাঁহার (রা) জ্ঞাতি ভ্রাতা শায়বাঃ ইব্ন আবী ত'ালহ'া (রা) [দ্র.]-কে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। এই শায়বার বংশধরই আজ পর্যন্ত কা'বার দ্বার-রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক। হ'াজ্জযাত্রিগণকে খাদ্য প্রদানের যে দায়িত্ব আবূ ত'ালিবের হস্তে ন্যস্ত ছিল, নবম সনে আবূ বাক্র (রা) তাহা গ্রহণ করেন। তাঁহার ইন্তিক'ালের পর খলীফাগণই হাজ্জযাত্রীদিগকে আহার্য প্রদানের দায়িত্ব পালন করিতেন।

মক্কা ও মাক্কী সমাজ ব্যবস্থার উপর মুসলিম নিয়ন্ত্রণ ৯ম হি.-এর হ'াজ্জের সময় পূর্ণত্ব লাভ করে। এই বৎসর হযরত (স') স্বয়ং হ'াজ্জে যান নাই, তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে আবূ বাক্র (রা) হ'াজ্জীদিগের নিকট সর্বশেষ ব্যবস্থাপনার কথা ঘোষণা করেন। এই ব্যবস্থাপনা হযরত (স') ওয়াহ'য়ি (প্রত্যাদেশ) যোগে প্রাপ্ত হন। ইহা সূরাঃ তাওবাঃ-র (৯) অন্তর্ভুক্ত। এই সূরাঃকে সূরাঃ

আল-বারা'আঃও বলা হয় (আয়াত ঃ ১-১২, ২৮, ৩৬, ইত্যাদি) এইজন্য যে, পৌত্তলিকগণের সহিত যে সমস্ত চুক্তি হইয়াছিল এবং যাহা তাহারা লঙ্ঘন করিয়াছিল তাহা এই ঘোষণাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাতিল করিয়া চুক্তির দায় হইতে পরিষ্কারভাবে অব্যাহতি (براءة) লাভ করা হয়, যে সমস্ত পৌত্তলিক সন্ধি শর্ত পূর্ণরূপে পালন করিয়াছিল তাহাদের চুক্তি বজায় রহিল, অপর পৌত্তলিকদের সহিত যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করা হইল। তবে তাহাদিগকে চারি মাসের নিরাপত্তা দান করা হইল, যাহতে তাহারা তাহাদের মন স্থির করিতে এবং যুদ্ধ বা শান্তি—দুইয়ের একটি পথ বাছিয়া লইতে পারে।

১০ম হিজরীতে রাসূল (স) স্বয়ং হ'াজ্জে নেতৃত্ব দান করেন। সেই বৎসর একজন পৌত্তলিকও হ'াজ্জে উপস্থিত ছিল না। কা'বাঃ সম্পূর্ণরূপে একটি মুসলিম পবিত্র স্থানে পরিণত হয়। বিশ্বের সর্বত্র মুসলিমগণ প্রত্যেক স'ালাতে মক্কার দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান হয়। হ'াজ্জের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে কা'বার ত'াওয়াফই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ।

কা'বাঃ সম্পর্কে দুইটি বিশেষ আচার অর্থাৎ দ্বারোদ্ঘাটনের ও ধৌত করার কথা উল্লেখ করা হয়। দ্বারোদ্ঘাটন নির্দিষ্ট দিনে করা হয়। প্রথমে পুরুষদিগকে এবং পরে মহিলা-দিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে পূর্ব-উল্লিখিত সিঁড়ি কা'বার দ্বারের সহিত সংলগ্ন করা হয়। কা'বার অভ্যন্তরে স'ালাত সম্পাদন সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে, কারণ এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত (স) মক্কা বিজয়ের দিনে কা'বায় প্রবেশ করিয়া স'ালাত সমাপন করিয়াছেন, বর্ণনান্তরে তিনি কেবল তাকবীর উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

হ'াজ্জ-এর সময় যু'ল-হি'জ্জাঃ মাসের ৬/৭ তারিখে কা'বাঃ ধৌত করা হয় (দা.মা.ই. ১৭খ., পৃ. ৩৩০, লাহোর ১৯৭৮ খৃ.)। মক্কার কর্তৃপক্ষ ও কিছু সংখ্যক হ'াজ্জী এই কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম মক্কার শাসনকর্তা কা'বায় প্রবেশ করেন। দুই রাক'আত স'ালাত আদায় করার পর তিনি নিজেই যামযামের পানি দ্বারা মেঝে ধৌত করেন। এই পানি চৌকাঠের নিম্নস্থ একটি ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। ইহার পর খেজুর পত্রনির্মিত ঝাঁটা দ্বারা দেওয়াল ধৌত করা হয়। অতঃপর শাসনকর্তা গোলাপ পানি ছিটাইয়া দেন। অবশেষে সমগ্র গৃহ নানা প্রকার সুগন্ধি দ্বারা সুবাসিত করা হয় (দ্র. আল-কি'বলাঃ, নং ৪০৯ পৃ. ১)।

কা'বার সান্নিধ্যে আগমনকারী প্রত্যেক মুসলিম এই পবিত্র গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য; কৃষ্ণ-প্রস্তর, যামযামের পানি প্রভৃতি সব কিছুই মুসলিমের দৃষ্টিতে পবিত্র, (তু. Wensinck, A Handbook of Early Muh. Tradition, S. V. stone) হযরত 'উমার (রা) একদা কৃষ্ণপ্রস্তরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি জানি যে, তুমি একটি প্রস্তরমাত্র। তুমি সাহায্যও করিতে পার না, ক্ষতিও করিতে পারে না। যদি রাসূল (স.) তোমাকে চুম্বন না করিতেন তাহা হইলে আমি তোমাকে চুম্বন করিতাম না।" তারপর তিনি উহা চুম্বন করেন। এমন কি পানির মুয়ূরি সংলগ্ন স্থানে স'ালাত পড়া অতিশয় ছ'াওয়াবের কাজ মনে করা হয়। আযুরাক'ী (পৃ. ২২৪) বলেন, "যে ব্যক্তি মাহ'আব-এর স্থানে স'ালাত পড়িবে সে তাহার মাতা যেমন তাহাকে নিষ্পাপ প্রসব করিয়াছিল সেইরূপ নিষ্পাপ হইবে।" মুসলিমগণের বিশ্বাস, যে উদ্দেশ্যেই যামযামের পানি পান করা হয় তাহা পূর্ণ হইবে (ماء زمزم لما شرب له)।

কা'বাঃ দর্শনমাত্রই দর্শনকারীদের মনে যে গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, সে সম্বন্ধে মুসলিম ও য়ুরোপীয় সাহিত্যে অজস্র উদাহরণ আছে, এখানে আল-বাতানূনীর বর্ণনা (পৃ. ২৬) উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট হইবে। তিনি বলেনঃ সমগ্র জনতা সেখানে প্রগাঢ় সম্মানের সহিত মহাপ্রতাপান্বিত এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ভীতি উদ্রেককারীর (আল্লাহ্‌র) সমীপে দণ্ডায়মান হইল, এখানে মহাশক্তিশালী ব্যক্তিও অস্তিত্বহীনের ন্যায়ই ক্ষুদ্রতম। যদি আমরা স্বচক্ষে স'ালাতে এই জনসমষ্টির দেহ সঞ্চালন, তাকবীর এবং মুনাজাতে তাহাদের হস্তোত্তলন না দেখিতাম, যদি বিনয় ও নতি স্বীকারসূচক অনুচ্চ স্বরের আকুতি না দেখিতাম, আর আমরা যদি এই মহামহিমান্বিত সত্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান জনতার হৃৎস্পন্দনের শব্দ না শুনিতাম তাহা হইলে সব কিছু আমাদের নিকট অবাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হইত। সত্যই আমরা সেই সময় অন্য জগতে ছিলাম, আমরা আল্লাহ্‌র ঘরে এবং আল্লাহ্‌র ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে ছিলাম। আমাদের সহিত ছিল শুধু অবনত মস্তক, বিনীত ভাষা, প্রার্থনার কাকুতি, অশ্রু-বিগলিত চক্ষু, ভীতি-বিহ্বল অন্তর এবং পরিত্রাণের পবিত্র চিন্তা (তু. also Macdonald. The Religious Attitude and Life in Islam, Chicago 1909, p. 216 প., Ben Cherif, Aux Villes Saintes de l'Islam, p. ii. প., 45 প., 68)। শী'আঃ এবং ওয়াহ্‌হাবীগণও কা'বাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রাখিয়াছে। এই দিক দিয়া শুধু ক'ারমাত'ীয়গণই একমাত্র ব্যতিক্রম যে, তাহা সহজে বোধগম্য।

সূ'ফীদের সম্বন্ধে বলা যায় যে, কা'বার প্রতি তাঁহাদের মনোভাব শারী'আত সম্পর্কে তাহাদের ধারণার উপর নির্ভর করে। গ'াযালীর ন্যায় শারী'আতপন্থী সূ'ফীদের মতে, নিঃসন্দেহে কা'বাঃ একটি পবিত্র গৃহ এবং হ'াজ্জের সময় উহার ত'াওয়াফ করিতেই হইবে। এই ত'াওয়াফ সার্থক এবং উহার লক্ষ্য অর্জন করা যায় তখনই যখন মানুষকে উহা উন্নততর আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হইবার প্রেরণা দেয়। ইবনু'ল-'আরাবী আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলেন, "আমাদের নিজেদের সত্তাই প্রকৃত কা'বাঃ (আল-ফুতূহ'াতু'ল-মাক্কিয়্যাঃ, ১খ, ৭৩৩)।" সূ'ফীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় কা'বারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। হুজ্ব'ইরী কোন কোন সূ'ফীর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে কা'বার প্রেরণার কোন প্রয়োজন নাই, এমন কি তাঁহারা এই প্রয়োজনীয়তা আদৌ স্বীকার করেন না। মুহ'াম্মাদ ইবন ফাদ্'ল বলেন, "আমি সেই সমস্ত লোকের সম্বন্ধে আশ্চর্য বোধ করি যাহারা ইহা জগতে তাঁহার (আল্লাহ্‌র) গৃহের তালাশ করে, তাহারা তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে কেন তাঁহার ধ্যান করে না? বাহিরের কা'বাঃ কখনও পাওয়া যায়, কখনও যায় না। কিন্তু তাহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে ধ্যানের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। এমন একটি পাথর যাহা বৎসরে একবার মাত্র দর্শন করা যায়। তাহা দর্শন করা তাহাদের জন্য যদি অবশ্য কর্তব্য হয়, তবে অন্তঃকরণে তাঁহাকে (আল্লাহ্‌কে) দর্শন আরও অধিক জরুরী হইবে, সেখানে তাঁহাকে দিবা রাত্রিতে ৩৬০ বার দেখা যাইতে পারে। সূ'ফীর প্রতিটি পদক্ষেপ মক্কা সফরের প্রতীক, যখন সে সেই পবিত্র স্থানে

(আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে) পৌঁছে তখন সে প্রতি পদক্ষেপের জন্য খিল্‌'আঃ (خلعة) পায়।" আবূ সা'ঈদ (আল-খিদ্‌রী) বলেন, "যদি কাহারও 'ইবাদাত-এর পুণ্যফল আগামীকল্য পর্যন্ত স্থগিত থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে আজ যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র উপাসনা করে নাই; কারণ প্রতি মুহূর্তের 'ইবাদাত এবং আত্মসংযমের ফল সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপ্তব্য।"

আবূ সা'ঈদ আরও বলেন, "আমার প্রথম হা'জ্জে আমি শুধু কা'বাঃ দেখিলাম, দ্বিতীয়বারে কা'বাঃ ও প্রভু উভয়কে দেখিলাম, আর তৃতীয়বারে আমি শুধু প্রভুকে দেখিলাম। মোটকথা আন্তরিকতাবিহীন অনুষ্ঠান যেখানে, সেখানে কোন পবিত্র স্থান নাই। যেখানে ধ্যান আছে সেখানেই শুধু পবিত্র গৃহ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত জগত মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র সহিত মিলন স্থল হইয়া দাঁড়ায় সেখানে সে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ-প্রেম তাহার নিকট অপরিচিত থাকে। কিন্তু যখন সে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে তখন সমগ্র জগতই তাহার জন্য কা'বায় পরিণত হয়। প্রিয়তম ব্যতীত প্রিয়তমের গৃহ সর্বাপেক্ষা অন্ধকারময় স্থান।" সুতরাং আসলে যাহা গুরুত্বপূর্ণ তাহা কা'বাঃ নহে, বরং আসল কথা ধ্যান ও পরম প্রিয়েঃ মধ্যে ফানা' (বিলীন) হইয়া যাওয়া। কা'বাঃ দর্শন উক্ত পরিণতিগুলির একটি গৌণ কারণমাত্র (হুজ্‌বীরী, Transl. Nicholson, পৃ. ৩২৭)। ইব্‌ন আল-'আরাবীর ফুতূহাত-এ বর্ণিত সূফী মরমী প্রতীকবাদ মতে কা'বার অর্থ সম্বন্ধে দ্র. Fritz Meier, Das Mysterium der Ka'ba, in Eranos-Jahrbuch 1944, Zurich 1945, p. 187.

৪। কিংবদন্তী ও সাধারণ বিশ্বাসে কা'বা : মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীর অর্ধ-ঐতিহাসিক কিছু ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কা'বাঃ সম্পর্কিত কিংবদন্তীগুলির উৎপত্তি হয়। কু'রআনের বর্ণনায়ও ঐ সমস্ত জনশ্রুতির কিছু সমর্থন পাওয়া যায়। কা'বার উৎপত্তি ও কা'বার প্রতি মানুষের, বিশেষত মুসলিমদের বিশ্বাস ও ভক্তি সম্বন্ধে কিছু ধারণা এই সকল কিংবদন্তী হইতে লাভ করা যায়।

স্থানীয় কিংবদন্তীতেও দেখা যায়, ইব্‌রাহীম ও ইস্‌মা'ঈল ('আ) কা'বার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন (২ : ১২৭)। কাহারও মতে হাজিরাঃ সংক্রান্ত ঘটনার পূর্বেই আল্লাহ ইব্‌রাহীম ('আ)-কে কা'বাঃ নির্মাণের নির্দেশ দিয়াছিলেন, আবার কাহারও মতে ঐ ঘটনার পরে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। সাকীনাঃ নামে পরিচিত দুই মস্তকবিশিষ্ট একটি প্রবল বায়ুপ্রবাহ ইব্‌রাহীম ('আ)-কে উড়াইয়া 'আরবে লইয়া আসিয়াছিল। বায়ু প্রবাহটির মাথা সাপের মাথার ন্যায় ছিল বলিয়াও বর্ণনা পাওয়া যায়। কা'বার স্থানে আগমন করিয়া ইহা কা'বার ভিত্তিস্থলের চতুস্পার্শে নিজকে কুণ্ডলীবৎ পাকাইয়া বলে, "এইস্থানে নির্মাণ কর।" অন্যদের মতে উহার ছায়া যে-স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেইখানে তিনি কা'বাঃ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই কাজে ইস্‌মা'ঈল ('আ) তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কা'বার জন্য প্রস্তর সংগ্রহ করা হইয়াছিল পাঁচটি পর্বত হইতে : হি'রা', ছাবীর, লেবানন, তূ'র ও মক্কার নিকটস্থ আবূকুবায়স (অন্যান্য পাহাড়ের নামও বর্ণিত হইয়াছে)। 'ইমারাতটি কিছুটা উচ্চ হইলে কাজের সুবিধার জন্য তিনি একটি পাথরের উপর দাঁড়াইয়া প্রাচীর গাঁথিয়াছিলেন। তাঁহার পদচিহ্ন এখনও উহাতে দৃষ্ট হয় এবং ঐ স্থানটি মাকা'াম ইব্‌রাহীম নামে পরিচিত। কাল পাথরটি (হা'জার আস্‌ওয়াদ) তৎকালে সাদা ছিল এবং নূহ' ('আ)-এর প্লাবনের পর আবূ কু'বায়স্ পাহাড়ে রক্ষিত ছিল। জিব্‌রীল ('আ) পাথরটি তাঁহার নিকট লইয়া আসেন। পাথরটি জাহিলী যুগের অপবিত্রতা ও পাপের সংস্পর্শে আসিয়া কালবর্ণ ধারণ করিয়াছে। 'ইমারাতটি খুব উচ্চ ছিল না এবং উপরে কোন ছাদও ছিল না। উহার অভ্যন্তরভাগে ইব্‌রাহীম ('আ) একটি গর্ত খনন করিয়াছিলেন এবং উহাই পরে ধনভাণ্ডাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইলে তিনি "মাকা'াম"-এ দাঁড়াইলেন। উহা তখন পাহাড়গুলি হইতেও উচ্চতর হইয়া গেল। তিনি এই ঊর্ধ্বে উত্তোলিত স্থান হইতে মানুষকে হা'জ্জের আহ্বান শুনাইলেন। তখন সকল দিক হইতে আগত অনাগত মানুষ লাব্বায়ক আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক, (এই যে আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ্! এই যে আমি উপস্থিত) বলিয়া সাড়া দিয়াছিল।

কু'রআনের আল-'ইমরান সূরার ৯৬ আয়াতকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম কিংবদন্তীর বিকাশ ঘটে। উহাতে বলা হইয়াছে, "নিশ্চয় সর্বপ্রথম বরকতময় ঘর (উপাসনালয়) যাহা মানুষের জন্য নির্মিত হইয়াছিল তাহা ছিল বাক্কায় (মক্কা), তাহা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াতস্বরূপ (৩ : ৯)। ইব্‌রাহীম ও 'ইস্‌মা'ঈল ('আ) কা'বার ভিত্তি উত্তোলন (يرفع القواعد) করিয়াছিলেন (২ : ১২৭), এই আয়াতাংশটি দ্ব্যর্থবাচক। কা'বার ভিত্তি পূর্বেই তথায় ছিল এবং তিনি উহার উপর গৃহটি নির্মাণ করিয়াছিলেন, এই অর্থ প্রকাশের অবকাশ ইহাতে রহিয়াছে তা'বারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দুইটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন : (১) কা'বার ভিত্তি আদম ('আ) স্থাপন করিয়াছিলেন, (২) ইব্‌রাহীম ('আ) স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমোক্তটির বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, যখন আদম ('আ) বেহেশ্‌ত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তখন তিনি মক্কায় আগমন করেন। তথায় জিব্‌রীল ('আ) তাঁহার পাখা দ্বারা অনাবৃত করেন একটি ভিত্তিমূল, যাহা পৃথিবীর সপ্তম স্তরে স্থাপিত ছিল। তখন ফিরিশতাগণ লেবানন, তূ'র, জূদী এবং হি'রা' হইতে প্রস্তরখণ্ডসমূহ আনয়ন করিয়া ভূগর্ভস্থ ঐ ভিত্তি গর্তের উপর নিক্ষেপ করিতে থাকেন। ইহাতে গর্তটি পূর্ণ হইয়া ধরণীর সমতল হইয়া যায়। উক্ত স্থানে আল্লাহ্ একটি তাঁবু প্রেরণ করেন যাহাতে আদাম ('আ) বাস করেন। যেইরূপে ফিরিশ্‌তাগণ 'আরশ'-এর চতুর্দিকে তা'ওয়াফ করিয়া থাকেন সেইরূপে আদাম ('আ) উক্ত ভিত্তির চতুর্দিকে তা'ওয়াফ করেন। আল্লাহ্ আদাম ('আ)-কে জানাইয়া দেন যে, মক্কায় এখন লোকজন না থাকিলেও পরবর্তীকালে ইহা ইসলামের কেন্দ্রে পরিণত হইবে। কা'বাঃ বিশ্ব মুসলিমের তীর্থস্থান হইবে এবং লোকেরা দূর-দূরান্ত হইতে তথায় হা'জ্জ করিতে আসিবে।

আদাম ('আ)-এর মৃত্যুর পর তাঁহার এক বংশধর, শীছ' তথায় কা'বাঃ গৃহ নির্মাণ করেন। নূহ' ('আ)-এর সময় তুফানের ফলে কা'বাঃগৃহ ভাসিয়া যায়। ফিরিশ্‌তাগণ পবিত্র পাথরটিকে (হা'জার আসওয়াদ) আবূ কু'বায়স্ পর্বতে লুকাইয়া রাখেন। কা'বার স্থানে তখন একটি লাল বর্ণের ঢিবি ছিল মাত্র, যাহা ইব্‌রাহীম ('আ) পরে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

কা'বার অভ্যন্তরস্থিত গর্তটি আল-আখ্‌শাফ অথবা আল-আখ্-

শাফ নামে অভিহিত হইত। এই গর্তের গুপ্তধন জুরহুম বংশীয়-দের আমলে কয়েকবার লুণ্ঠিত হয়। ফলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে একটি সাপ তথায় বাস করিতে থাকে ও গর্তটি পাহারা দেয়। কু'রায়শ্ -কা'বার পুনঃনির্মাণ করিতে চাহিলে সাপটি তাহাতে বাধা দেয়। তখন আল্লাহ্ প্রেরিত একটি পাখী সাপটিকে ধরিয়া পার্শ্বস্থ কোন পাহাড়ে লইয়া যায়। বর্ণিত হয়, অতীতে কা'বার পুনঃনির্মাণ কাজ সমাধার প্রাক্কালে ভয়ানক অশুভ লক্ষণাদি দৃষ্ট হইয়াছে, যথাঃ বিদ্যুতের আকস্মিক ঝলকানি ইত্যাদি।

কা'বাঃ (মক্কা) পৃথিবীর নাভীস্থল বলিয়া কথিত। পৃথিবীর সৃষ্টির ৪০, আবার কাহারেও মতে ২০০০ বৎসর পূর্বে বিশ্ব-সমুদ্রে কা'বাঃ উপাসনালয়ের স্থানটি একটি পিণ্ডের আকারে অবস্থান করিতেছিল। পৃথিবী সৃষ্টির সময় এই পিণ্ডটিকে কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে নির্ধারিত করিয়া পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে পৃথিবীর সারভাগ, পরে বেহেশ্ত ও সর্বশেষে 'পৃথিবী সৃষ্টি' করা হয়। কু'রআনে মক্কাকে উম্মু'ল-কু'রা (৬ঃ ৯২, শহরসমূহের মাতা) বলা হইয়াছে। লোক-সাহিত্যেও ইহাকে পৃথিবীর নাভী বলা হইত। কু'রআনের এই বর্ণনা উহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ (য়াকু'ত, মু'জাম, ৪র্থ, ২৭৮ ; দিয়ারবাক্‌রী, আল-খামীস, ১ম ৩৭ আল-হ'লাবী, সীরাঃ, ১ম, ১৯৫ ইত্যাদি)।

কঠোর পবিত্রতা হ'জার আস্ওয়াদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলিয়া কেহ কেহ বলিলেও (Wellhausen) কোন দেবতার সঙ্গে এই পবিত্র প্রস্তরটির কোন সম্পর্ক ছিল বলিয়া কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। কা'বায় হবাল দেবতার মূর্তি ছিল, ইহাকে মক্কা এবং কা'বার দেবতা বলা হইত। কা'বায় রক্ষিত অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে আল-লাত্, আল-'উয্‌যা এবং আল-মানাতের উল্লেখ কু'রআনে (৫৩ ঃ ১৯) রহিয়াছে। ইহারা ব্যতীতও কা'বায় রক্ষিত আরও অনেক দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের সংখ্যা ছিল তিনশত ষাট। মক্কা বিজয়ের (৮/৬৩০) পর এই মূর্তিগুলি অপসারণ করা হয়।

কা'বার চতুর্দিকস্থ এলাকাও পবিত্র বলিয়া গণ্য। শহরের চারিদিকে প্রস্তর নির্মিত চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিয়া হ'রাম বা পবিত্র এলাকা নির্ধারিত করা হইয়াছে। এই এলাকায় প্রবেশকারী প্রতিটি ব্যক্তিকে বিশেষ নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতে হয়। প্রাক-ইসলামী যুগে 'আরবগণ এখানে হ'জ্জ করিতে আসিলে তাহাদের কলহ-বিবাদ স্থগিত থাকিত, এখানে অস্ত্র লইয়া প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। হ'রাম, বিশেষত কা'বাঃ একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল। হ'রামে রক্তপাত অবৈধ, বিপজ্জনক না হইলে কোন জীবজন্তুকে এখানে বধ করা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ ইয্‌খির গুল্ম ব্যতীত কোন বৃক্ষলতা কর্তন করাও বৈধ নয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে (১) J. L. Burckhardt, Travels in Arabia (London 1829 2 vols.) ; (২) Ali Bey. Travels (London 1816, 2 vols) ; (৩) R. Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to el-Medinah and Maccah (London 1857, 2 vols.) ; (৪) A. Muller, Der Islam im Morgen-und Abendland (Berlin 1885, 2 vols.) ; (৫) C. Snouck Hurgronje, Mekka (The Hague 1888-89, 2 vols.), with Bilderatlas ; (৬) ঐ লেখক, Bilder aus Mekka (Leyden 1889) ; (৭) Caid Ben Cherif, Aux villes Sainte de l' Islam (Paris 1919) ; (৮) আল-বাতানূনী, আর-রিহ্'লাতু'ল-হি'জাযিয়্যা ঃ (কায়রো ১৯২৯) ; (৯) E. Rutter, The Holy Cities of Arabia, 2 vols., London 1828 ; (১০) ইব্‌রাহীম রিফ্'আত, মির্'আতু'ল-হ'রামায়ন, ১ম খণ্ড (কায়রো ১৯২৫) ; (১১) Gaudefroy-Demombynes, Le Pelerinage a la Mekke (Paris 1923) ; (১২) আল-আয্‌রাকী, পৃ. ৮৬ প. ; (১৩) আল-ফাকিহী, পৃ. ১৮ প. ; (১৪) আত্-তাবারী ১ম, ৯০১ প., ৯৩৬ প. ; ১১৩০ প. ; (১৫) ইব্‌ন 'আবদ রাব্বিহী 'ইক্'দ ১৩২৩, ৩য়, ২৯৭ প. ; (১৬) আল-মাস'উদী ১ম, ১৩৩, ৪র্থ, ১১৫ প., ৫ম, ১৬৫—১৬৭-১৯৩ ; (১৭) Bibl. Geogr. Arab. i. ; (১৮) (আল-ইস্তাখ্‌রী), ১৫ প. ii. (ইব্‌ন হা'ওকা'ল) ২৩ প. ; ৩, (আল-মুকা'দ্দাসী), ৭১ প., (ইবন আল-ফাকীহ) ১৬-২২ ; (১৯) Vii (ইব্‌ন রোস্তেহ) ২৪-৫৪ ; (২০) য়াকূ'ত, মু'জাম (ed. Wustenfeld), ৪র্থ, ২৭৮ প. ; (২১) ইব্‌ন জুবায়র, রিহ্'লাঃ (GMS, V.) পৃ. ৮১ প. ; (২২) আল-বুখারী, স'হী'হ' কিতাবু'ল-'ইলম, বাব ৪৮ ; (২৩) Gaudefroy—Demombynes, Notes sur la Mekke et Medine (RHR, lxxvii. 316 প.)।

তৃতীয় অংশ সম্বন্ধে ঃ (২৪) C. Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest (Leyden 1880) ; (২৫) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য লেখকগণ রচিত হযরত মুহা'ম্মাদ (স')-এর জীবন-চরিতসমূহ ; (২৬) প্রবন্ধে উল্লিখিত আয়াতগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ।

চতুর্থ অংশ সম্বন্ধে ঃ (২৭) আল-আয্‌রাকী, পৃ. ১. ; (২৮) ত'াবারী, ১ম, ১৩০ ; (২৯) হ'লাবী, কি'সা'সু'ল আম্বিয়া', (কায়রো ১২৯০), পৃ. ৬৯ ; (৩০) দিয়ার বাক্‌রী, তা'রীখু'ল-খামীস (কায়রো ১২৮৩, ২ খণ্ড) ; (৩১) Caussin de Perceval, Essai sur l'hist des Arabes (Paris 1847-48) ; (৩২) A. J. Wensinck, The Naval of the Earth (Vertr. Kon. Akad. v. Wetensch DL. xvii, No. I), H. Grimme, Mohammed (Munich 1904) p. 45।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

কাবীর (کبیر) ১৫শ শতাব্দীর অনেক ভারতীয় মরমী সাধক, হিন্দু, মুসলমান উভয়েই তাঁহাকে স্বধর্মাবলম্বী বলিয়া দাবী করিত। হিন্দী কবিতার এক বিরাট সংকলন তৎপ্রতি আরোপিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই তথ্যের প্রামাণিকতা সন্দেহজনক। তাঁহার জীবন-কাহিনীও অনুরূপ অনিশ্চয়তা বিজড়িত। নানা উপাখ্যানের দরুন ইহা অস্পষ্ট। কথিত আছে, তিনি ছিলেন অনৈক মুস্‌লিম তাঁতীর পুত্র বা পালিত পুত্র। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম সংস্কারক রামানন্দের শিষ্য ছিলেন বলিয়া কথিত হয়; রামানন্দ কাশীতে ব্রাহ্মণ ও সূ'ফীদের সহিত যে ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক যুক্তি-তর্ক করিতেন, কাবীর গুরুর পদপ্রান্তে বসিয়া তাহাতে যোগদান করিতেন। বস্ত্র-বয়ন ছিল তাঁহার জীবিকা নির্বাহের উপায় এবং তিনি বিবাহ করিয়া পারিবারিক জীবনে সন্তানাদির জনক হন বলিয়া অনুমিত হয়। যোগীদের পেশাদারী সন্ন্যাসের প্রতি তিনি ছিলেন যেমন অবজ্ঞাপূর্ণ, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের গোঁড়ামীর প্রতিও তেমনি ছিলেন উদাসীন। যে অসীম সাহসিকতার সহিত তিনি একেশ্বরবাদ সম্পর্কে তাঁহার মরমী ভাবধারা কীর্তন করিতেন, তাহার ফলে তাঁহাকে নানা নির্যা-তনের সম্মুখীন হইতে হয়। তদ্দরুন তিনি ১৪৯৫ খৃ. প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে কাশী হইতে বিতাড়িত হন এবং ১৫১৮ খৃ বাস্তী জিলার মাগহার-এ মৃত্যুবরণ করেন বলিয়া কথিত আছে। লোক-কাহিনী

অনুযায়ী তাঁহার মৃতদেহ সংকার লইয়া তদীয় হিন্দু ও মুসলিম শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ বাঁধে; প্রথমোক্ত দল তাঁহাকে দাহ করিতে ও শেষোক্ত দল কবর দিতে চাহে; কিন্তু আবরণ তুলিয়া তাঁহার মৃতদেহের স্থলে তাঁহারা এক স্তূপ পুষ্পমাত্র দেখিতে পায়। হিন্দুরা এগুলির অর্ধেক কাশীতে লইয়া দাহ করে এবং মুসলিমগণ অবশিষ্টগুলি মাগ্‌হারে কবর দেয়; সেখানে তাঁহার সমাধির তত্ত্বাবধানের ভার অদ্যাপি মুসলিম কাবীরপন্থীদের হস্তে ন্যস্ত আছে। কাবীরের সমসাময়িকদের ন্যায় আধুনিক পণ্ডিতগণও তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মদ্বয়ের একটি বা অন্যটির লোক বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। H. H. Wilson (পূ. গ্র., পৃ. ৬৯, ৪৭) ও আর. জি. ভাণ্ডারকরের (পূ. গ্র., পৃ. ৬৯) মতে তিনি ছিলেন হিন্দু। পক্ষান্তরে G. H. Westcott-এর মতে তিনি ছিলেন মুসলিম। আবার G. A. Grierson-এর মতে (JRAS, 1907, P. 325, 492) তিনি তাঁহার মতগুলি খৃস্টান সূত্র হইতে প্রাপ্ত হন, কিন্তু এই শেষোক্ত ধারণা ভিত্তিহীন এবং কাল্পনিক। তাঁহার কবিতাগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সহিত নিজেকে সংশ্লিষ্ট করার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তিনি বলেন, "আত্মধ্যানকে আমার 'জিন' করিতে ও আল্লাহ্-প্রেমের রেকাবে আমার পা রাখিতে দাও। ... আর যাহারা নিজেদেরকে বেদ বা কু'রআন হইতে দূরে রাখে, তাহারাই নিপুণ অশ্বারোহী।" তিনি নিজস্ব কোন ধর্মীয় বা দার্শনিক মত উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন নাই; বরং স্বীয় যুগের প্রচলিত বৈষ্ণব মতকে জনপ্রিয় করেন, কিন্তু ইহাকে কোন নির্দিষ্ট অবতারের সহিত সংযুক্ত করেন নাই। তিনি সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে উদাসীনভাবে রাম, হরি বা আল্লাহ্ শব্দের ব্যবহার করিতেন। তিনি উপবীত, জাতিভেদ, মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠান প্রভৃতি হিন্দু ধর্মের বাহ্য আচরণ প্রত্যাখ্যান করেন। মুসলিমদের প্রামাণিক গ্রন্থাবলী, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ (যথা, কু'রআন, খাৎনা, হা'জ্জ, মোল্লা, কা'দা'ী ইত্যাদি) সম্পর্কে তিনি যে সকল উক্তি করেন, তাহাতে উহাদের বৈধতা অস্বীকৃত হইয়াছে। তিনি আল্লাহ্‌কে সর্বব্যাপী সত্তারূপে ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু মানুষের আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে, প্রেমের মধ্য দিয়াই আল্লাহ্‌র সহিত মানবাত্মার মিলন ঘটিতে পারে, জ্ঞান বা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের মারফতে নহে। দৈনন্দিন জীবনধারার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দরুন এবং তাঁহার সহজবোধ্য দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিনি তাঁহার নীতিমালাকে এমন সুগম রূপে প্রকাশ করিতেন যে, অশিক্ষিত লোকের নিকট তাহা সহজে গ্রহণীয় হইত। এই কারণেই বোধ হয় তাঁহার অনুসারীদের অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দাবিস্তানে মাযা'হিব, কলিকাতা (১৮০৯), পৃ. ২৪৬-২৪৮, Transl. Shea and Troyer, (Paris 1843), ii. 186-191; (২) H. H. Wilson, Essays on the Religion of the Hindus, (London 1862) i. 68 প.; (৩) Gli scritti de Padre Marco Della Toma, racolti. da A. de Gubernatis,(Florence 1878), p. 191 প., 205 প.; (৪) E. Trumpp, Bemerkungen uber den indischen Reformator Kabir, in Atti del iv. Congresso internat. degli Orientalisti, (Florence 1880-81) ii. 159 প.; (৫) Kabir-Charitra, edited by Pandit Ivalji Bechar (Surat 1881); (৬) G.H. Westcott, Kabir and the Kabir Panth (কানপুর ১৯০৭); (৭) M. A. Macauliffe, The Sikh Religion, (Oxford 1909) vi. 122 প.; (৮) One Hundred Poems of Kabir translated by Rabindranath Tagore assisted by Evelyn Underhill (London 1914); (৯) Ram Chandra Bose, Hindu Heterodoxy, (Calcutta 1887) chap. x.; (১০) Sir R. G. Bhandarkar, Vaisnavism, Saivism. and minor religious systems (Encyclpaedia of Indo-Aryan Research, Vol. iii., Part 6), p. 67-73; (১১) The Bijak of Kabir, translated by the Rev. Ahmad Shah (Hamirpur 1917); (১২) G. N. Farquhar, An Outline of the Religious Literature of India, p. 331-5 (Oxford 1920). কাবীরের রচিত বলিয়া কথিত কোন গ্রন্থই এ পর্যন্ত সমালোচনামূলে সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। তৎপ্রতি আরোপিত গ্রন্থগুলির তালিকার জন্য দ্র. Westcott. পূ. গ্র. p. 73-4, 161-172.

T. W. Arnold (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

কা'দা' (قضاء) শাব্দিক অর্থ স্থির করণ, কা'দা'' (হু'ক্‌ম, ফাস্'ল قطع তারতীব; তু. ইব্‌ন ফা'রিস, মিজাল, ৩খ, পৃ. ৯৩) কিন্তু কু'রআনে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের জন্য ধাতুটির পরিবর্ধন হইয়াছে যথা "আদেশ-করণ, বিচারকরণ, নির্দিষ্টকরণ, সংবাদ প্রদান, প্রতিষ্ঠাপন, দায়িত্ব পালন" ইত্যাদি; তু. আল-ইস্'ফাহানী, মুফরাদাত, পৃ.৪১৬ এবং Lisan, xx. 47 প.।

ইহার পারিভাষিক অর্থ : (ক) বিচারকের (কা'দা'ী) পদ ও কার্য, (খ) পূর্বে অবহেলিত বা অসম্পন্ন কোন ধর্মীয় কর্তব্য সমাপন, যথাঃ দৈনিক সা'লাতের কা'দা'া বা রামাদা'ানের সি'য়ামের কা'দা'া, এই অর্থে ইহার বিপরীত হয় "আদা'" অর্থাৎ কর্তব্যটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা (Juynboll Handb. des islam. Gesetzes, p. 68, note, Lane, Lexicon, p. 38); (গ) সমস্ত স্থিতিশীল বস্তু নিরন্তর যেমন আছে তৎসম্পর্কে আল্লাহ্‌র চিরন্তন সার্বজনীন সিদ্ধান্ত। শেষোক্ত প্রয়োগে কা'দ্‌র, 'ইনায়াঃ, ইরাদাঃ ও 'ইল্‌ম—এই সব শব্দের সঙ্গে কা'দা'া, শব্দের সম্পর্ক কি হইবে? কাদা-র অর্থ "কোন কিছুর পরিমাণ নির্ধারণ বা অনুমান, পরিমাণ করিয়া কোন কিছু প্রদান"; 'ইনায়াঃ অর্থ সম্নেহ চিন্তা, যত্ন বা সংস্থান, ইরাদাঃ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, 'ইল্‌ম আল্লাহ্‌র জ্ঞান এতদ্ভিন্ন কা'দা'া, কি আল্লাহ্‌র একটি সত্তাগত গুণাবলীর (আস'-সি'ফাতু'য'-যা'তিয়্যাঃ) মধ্যে একটি অথবা তাঁহার ক্রিয়াগত গুণাবলীর (আস'-সি'ফাতু'ল-ফি'লিয়্যাঃ) অন্যতম? অন্যপক্ষে ইহা কি অনাদি (কা'দীম) অথবা উদ্ভূত (হা'দিছ')? নিষ্ঠাবান আশ'আরীদের মতে কা'দা'' আল্লাহ্‌র ইচ্ছা (২ : ১১৭ সম্পর্কে আল-বায়দা'াবী) এবং তাঁহার সত্তার সহিত ইহার চিরন্তন সম্পর্ক (তা'আল্লুক') পক্ষান্তরে কা'দা'র হইতেছে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী বাস্তব সৃষ্টি। অতএব কা'দা'া আল্লাহ্‌র অন্যান্য অনাদি গুণাবলীর ন্যায় একটি গুণ; পক্ষান্তরে কা'দা'র হইতেছে আল্লাহ্‌র জ্ঞান অনুযায়ী বস্তুকে অস্তিত্ব দান। সুতরাং কা'দা'া অনাদি গুণসমূহের অন্যতম হিসাবে অনাদি এবং কা'দা'র হইল উদ্ভূত (হা'দিছ'), কারণ ইহা আল্লাহ্‌র শক্তি-গুণের সহিত সম্পর্কিত গুণাবলীর অন্যতম। কিন্তু বিরুদ্ধ মতাবলম্বীগণ বলেন যে, কা'দা'' আল্লাহ্‌র জ্ঞান অনুযায়ী অস্থায়ী বস্তুসমূহ (আল-কাইনাত) প্রকাশকরণ (ইবরায), পক্ষান্তরে "কা'দা'র" হইতেছে কোন বস্তু অস্তিত্ব লাভ করিলে উহার ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা কি হইবে, সে সবের অনাদি

নিরূপণ; অতএব তাঁহাদের মতে ক'াদ'া' উদ্ভূত এবং ক'াদ'ার অনাদি। ইহা ছাড়া ক'াদ'া' যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বা জ্ঞানের সমান হয় তবে ইহা সত্তাগত গুণাবলীর অন্যতম, কিন্তু ইহা যদি 'প্রকাশকরণ' হয় তবে ইহা শুধু আল্লাহ্‌র শক্তির সহিত সম্পর্কিত গুণাবলীর অন্যতম এবং আল-আশ'আরীদের মতে এইগুলি উদ্ভূত। কিন্তু মাতুরীদিয়্যাঃগণ এইগুলিকে বলেন সক্রিয় গুণ। তাঁহাদের মতে এইগুলি অনাদি, কারণ এইগুলি "তাকব'ীন" (অস্তিত্বে আনা)-ব্যঞ্জক; কিন্তু আশ'আরিয়্যাঃগণ তাক্‌ব'ীনকে একটা গুণ বলিয়াই স্বীকার করেন না (আল্‌-বাজূরীর ভাষ্যসহ আল-ফাদ'ালী, কায়রো ১৩১৫, পৃ. ৫৫, ৬১; তাফতাযানীর ভাষ্যসহ আন-নাসাফীর 'আক'াইদ, কায়রো, ১৩২১, পৃ. ৯৫)। কিন্তু বিপুল সংখ্যক পণ্ডিতের গৃহীত মতানুযায়ী ক'াদ'া' সার্বজনীন, সাধারণ ও অনাদি আদেশ এবং ক'াদার হইল সেই আদেশের ক্রমবিকাশ বা যথাসময়ে ইহার প্রয়োগ। জাওহারীকৃত অভিধান "সিহ'াহ'"-তে ر - ١ - ق মাদ্দা শিরোনামে উদ্ধৃত একটি বাক্যাংশ তাৎপর্যপূর্ণ: মা য়ুক'াদ্দিরুহুল্লাহ মিনা'ল-ক'াদ'া' অর্থাৎ আল্লাহ ক'াদ'া'স্বরূপ যাহা পরিমাপ করেন"। আজ-যাবী ৩৩: ৩৭, ৩৮ আয়াতদ্বয়ে উল্লিখিত ক'াদ'া' ও ক'াদারের মধ্যে এই পার্থক্যকে মন্দ এবং মানবীয় দায়িত্বের সমস্যাতেও প্রয়োগ করিয়াছেন (মাফাতীহ্', কায়রো ১৩০৮, ৬ষ্ঠ, ৫২৭ পৃ.)। ক'াদ'ার দ্বারা যাহা হয় তাহা ঘটনাক্রমে প্রায় আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয় এবং জগতের অসুবিধাসমূহ (দ'াররা) ইহারই মারফতে ঘটে; পক্ষান্তরে ক'াদ'া' দ্বারা সংঘটিত হয় মঙ্গল (খায়র)। আল্লাহ্ মানুষকে লালসা ও ক্রোধের বশবর্তী করিয়া সৃষ্টি করেন যাহাতে বিবেক ও ধর্মের নির্দেশ মানিয়া তাহারা এগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত পুরস্কৃত হইতে পারে। ইহার ফলে কেহ কেহ পাপে ধাবিত হইয়া পড়ে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ক'াদারের দরুন সংঘটিত হইলেও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাহাদের মধ্যে এই পরিণতিমূলক পাপ উৎপন্ন করেন নাই। আবার ক'াদ'া'র দরুন যাহা সংঘটিত হয়, তাহা সার্বজনীন বলিয়া সম্যক্‌রূপে বোধগম্য; আমরা ইহাকে নিত্য ঘটিতে দেখি। কিন্তু কোন কোন ক্ষীণবুদ্ধি লোক ক'াদ'ার দ্বারা যাহা ঘটে, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারে। এতদ্‌সত্ত্বেও মু'তাযিলাদের 'তাওলীদাদ অনুযায়ী কেহ যেন না ভাবেন যে, শেষোক্ত বস্তুগুলি স্বতঃস্ফূর্ত, অনিবার্য পরিণতি অথবা দার্শনিক শিক্ষা অনুযায়ী মনে না করেন যে, বস্তুসমূহের মধ্যে একটা প্রকৃতি (ত'াব') নিহিত আছে। প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহ্‌র স্বাধীন ইচ্ছায় (ইখ্‌তিয়ার) উৎপন্ন হয়—তবে তিনি সব ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট রীতির ('আদাত) অবকাশ রাখেন। দার্শনিক মহলের প্রবণতা হইল ক'াদ'া'কে আল্লাহ্‌র জ্ঞান বা তাঁহার অনাদি ভাগ্য-বিধানের সহিত সমপর্যায়ভুক্ত করা; কিংবা তাঁহারা এমন কি একথাও বলেন যে, বুদ্ধিজগতে সমগ্রভাবে সমস্ত অস্তিত্ববান বস্তুর অস্তিত্ব ক'াদ'া' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে; পক্ষান্তরে ক'াদার হইল উহাদের একটির পর একটির বিচ্ছিন্ন ও বাহ্যিক অভিব্যক্তি (Dict. of Techn. Terms, p. 1234 প.) (দ্র. ক'াদার)।

D. B. Macdonald (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

ক'াযাফ (قذف) বিশেষ অর্থে অপবাদ দেওয়া। কেহ যদি কোন সতী স্ত্রীলোক (মুহ্'স'ানাঃ) বা নির্দোষ (মু'হ'সান) পুরুষকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, কিন্তু অপবাদের সমর্থনে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই লোকটি ক'াযাফের জন্য আইনে নির্দিষ্ট শাস্তি (হ'াদ্দ) ৮০টি বেত্রাঘাতের যোগ্য হয়। এ সম্পর্কে ফিক্'হ গ্রন্থে যে সকল বিধান রহিয়াছে তাহা প্রধানত ২৪: ৪ আয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ক'াযাফের বেলায় যে সকল নারী-পুরুষ কখনও ব্যভিচারের জন্য দোষী হয় নাই, তদুপরি যাহারা মু'মিন, আযাদ, পরিণত বয়স্ক (বালিগ') ও পূর্ণ মানসিক বৃত্তির অধিকারী ('আকি'ল), তাহারা সকলেই মুহ'স'ান (সৎ) বলিয়া বিবেচিত হয়। অধিকাংশ ফাক'ীহদের মতে অপরাধীর শাস্তি দাবী করা হইতেছে অন্যায়ভাবে নিন্দিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার (হ'াক্'কু'ল-ইন্‌সান); কাজেই সে (অথবা তাহার উত্তরাধিকারী) স্বেচ্ছায় ইহা প্রয়োগে বিরত থাকিতেও পারে। কিন্তু হ'ানাফী মায'হাবের মতে ক'াযাফের শাস্তি (হ'াদ্দ) আল্লাহ্‌র অধিকার (হ'াক্'কুল্লাহ্); অতএব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তাহার উত্তরাধিকারী অপরাধীর শাস্তি নিবারণ করিতে পারে না। কোন স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, কিন্তু বিধিবদ্ধ নিয়মে অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে স্বামী "লি'আন" সূত্র (ত'ালাক' প্রবন্ধ দ্র.) উচ্চারণ করিয়া শাস্তি হইতে রেহাই পাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন অভিযুক্ত ব্যক্তির (মুত্তাহাম-ফি'ল-ক'াযা'ফ) পিতা, মাতা বা আরও উচ্চতর পূর্বপুরুষের উপর দণ্ড প্রয়োগ করা চলে না, নাবালিগ' বা উন্মাদের উপরও নহে। এই বিষয়ে ক্রীতদাসের শাস্তি মাত্র ৪০টি কষাঘাত।

গ্রন্থপঞ্জী: হ'াদীছ' এবং ফিক্'হ গ্রন্থসমূহে হ'াদ্দ সম্বন্ধীয় অধ্যায় দ্র.; (১) আল-বাজূরী, হ'াশিয়াঃ 'আলা শারহি' ইব্‌নি ক'াসিম, আল-গ'াযযী (বূলাক' ১৩০৭), ২খ, ২৪১ প.; (২) স'াদরু'শ-শারী'আঃ, 'আছ'-ছ'ানী, মুখতাস'ারু'ল-বি'ক'ায়াঃ, ২খ (ক'াযান ১২৯৬), পৃ. ১৬৭ প.; (৩) আদ-দিমাশ্‌ক'ী, রাহ'মাতু'ল-উম্মাঃ ফী ইখ্‌তিলাফি'ল-আইম্মাঃ (বূলাক' ১৩০০) পৃ. ১৪২ প.; (৪) E. Sachau, Muhamm. Recht nach schafiitischer lehre, p. 810, 826 প.; (৫) Th. W. Juynboll, Handb. des islam. Gesetzes, p. 303 প.; (৬) Bergstrasser, grundzuge des islamischen Rechts (Berlin-Leipzig 1935), p. 99.

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

কাযারূনী (کازرونی) তাঁহার স্বনামে ইসহ'াকি'য়্যাঃ বা কাযারূনীয়্যাঃ নামে অভিহিত দরবেশ ত'ারীক'ার শায়খ প্রতিষ্ঠাতা আবূ ইসহ'াক' ইব্‌রাহীম ইব্‌ন শাহ্‌রিয়ার ৩২৫-৪২৬/৯৬৩-১০৩৩ সালে (শীরাযের) কাযারূন প্রদেশে বসবাস করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার খানক'াহে তাঁহাকে দাফন করা হয়। পরিবারের মধ্যে তাঁহার পিতাই প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন, (জামী, নাফাহ'াতু'ল-উন্‌স, লামি'ই কর্তৃক তুর্কী অনুবাদ, ইস্তাম্বুল, পৃ. ২৯৭)। অগ্নি-পূজক পরিবারের সন্তান হইলেও তিনি ছিলেন একজন অত্যুৎসাহী প্রচারক; অন্তত ২৪০০০ অগ্নিপূজক ও য়াহূদী তাঁহার হস্তে ইসলামে দীক্ষিত হয় বলিয়া কথিত আছে (ফারীদু'দ-দীন 'আত্ত'ার, তায্‌কিরাতু'ল-আওলিয়া; নিকলসন সম্পা. ২খ, ২৯৬)। তাঁহার অনুসারিগণ উৎসাহী প্রচারকরূপে বিদ্যমান ছিল। তাহারা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদ অভিযান সংগঠন করিত। ইসহ'াকি'য়্যাগণ পারস্যের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে ও চীনে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেখানে বিশেষত সামুদ্রিক বন্দরগুলি (যথা কালিকট, মালাক্কা)

তাহাদের উপনিবেশ ছিল (দ্র. ইব্ন বাত্'তু'তা'ঃ. Defremery and Sanguinetti, ii. 64, 88—92 ; iii. 244—248, iv. 103)। তাহারা আনাতোলিয়ায়ও বিস্তার লাভ করে। প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার জীবনকালেই তাঁহার শাগরিদদিগকে সেখানে ধর্মীয় যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু আনাতোলিয়ায় এই সঙ্ঘের অস্তিত্ব কেবল ১৪শ শতাব্দী হইতেই প্রমাণিত করা যাইতে পারে। ইস্'হা'াকিয়্যাগণ তাহাদের সংগ্রামশীল প্রচার অভিযানের জন্য ১৫শ শতকের 'উছ'মানিয়্যাঃ সাম্রাজ্যে নিশ্চয়ই বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করিয়াছিল। ১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে Spandugino লিখিত একখানা পুস্তিকায় (ভেনিসের সান্সোভিনোতে ১৬৫৪ সনে মুদ্রিত, ১২৯ পৃ.) ইহা চারিটি বৃহৎ সঙ্ঘের অন্যতম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। স্বভাবত ইহা রুমেলিয়ায়ও প্রবেশ লাভ করে (আওলিয়া' চেলেবি, ৩খ, ৪৫৪ পৃষ্ঠায় আদ্রিয়ানোপলস্থ ইহার খানকাহ্র উল্লেখ আছে)। আনাতোলিয়া হইতে এই সঙ্ঘ আলেপ্পোতে পৌঁছে। আনাতোলিয়া, শ্রুসা, কোনিয়া ও এর্যেরূম (আবূ ইসহা'াক'-খানে) ছিল ইহার উপনিবেশ। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইহা অবশ্য খুবই সুসংগঠিত ছিল; যে সকল লোককে কাযারূনীর নামে মানত পূর্ণ করিতে হইত, সঙ্ঘের কর্মকর্তারা তাহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতেন। প্রতিষ্ঠাতার কবরের মৃত্তিকা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইত; নাবিক ও বণিকেরাই ছিলেন এই ধারণায় বিশেষরূপে বিশ্বাসী। ১৭শ শতাব্দীতে তুরস্কে ইস্'হা'াকি'য়্যাগণ নবীনতর ত'ারীক'াগুলিতে একীভূত হইয়া যায়, কিন্তু অদ্যাপি কিছু লোককে কাযারূনীর প্রতি ভক্তি নিবেদন করিতে দেখা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) L. Massignon, La passion d'al-Halladj, i. 410 প.; (২) Kopruluzade Mohmed Fuad, in Isl., xix. 18 প.; ইহাতে কতকগুলি এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত 'মানাকি'বনামা'র উল্লেখ আছে, ফারসী ভাষা কাযারূনীর জীবন চরিত মাহ'মূদ ইব্ন 'উছ'মান রচিত (৩) ফিরদাওসু'ল-মুর্শিদিয়াঃ ফী আস্রারি'স-সা'মাদীয়াঃ, Fr. Meier কর্তৃক Leipzig-এ ১৯৪৮ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছিল (Bibliotheca Islamica 14); (৪) দ্র. A. J. Arberry, The Biography of Shaikh Abu Ishaq al-Kazaruni, in Oriens vol. iii (1950), p. 163 প.।

P. Wittek (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

কাযী (قاضى : ক'াদ'ী) বিচারক, মুসলিম আইনের সূত্র অনুযায়ী যাঁহাকে সমস্ত দীওয়ানী ও ফাওজদারী প্রশ্ন সংক্রান্ত মুক'াদ্দামার বিচার করিতে হয়, কিন্তু কার্যত প্রাথমিক যুগ হইতেই সমগ্র মুসলিম জাহানে আইনের শাসনের দুইটি পদ্ধতি রহিয়াছে। ঐ দুইটিকে কতকটা নির্ভুলভাবে ধর্মীয় ও ঐহিক (secular) বলিয়া পৃথক করা যাইতে পারে। লোকে যে সকল ব্যাপারকে ধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত (যথাঃ পারিবারিক আইন বা দায়ভাগ ও ওয়াক্'ফ সংক্রান্ত আইনগত প্রশ্ন) বলিয়া মনে করে, কেবল সেগুলিই ধর্মীয় আইন অনুযায়ী বিচারের জন্য ধর্মীয় বিচারক ক'াদ'ীর নিকট নীত হয়। প্রত্যেক প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে অন্যান্য বিষয় ঐহিক কর্তৃপক্ষের আওতায় আসে।

আইন অনুযায়ী ক'াদ'ীকে একজন আদর্শ জীবন যাপনকারী ও শারী'আতের বিধান সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকি'ফহ'াল মুসলিম মনীষী হইতে হইবে। আদিতে অধিকাংশ মায্'হাবে এমনও দাবী করা হইত যে, রাষ্ট্র-এ ব্যবহার্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে ক'াদ'ীকে মুজ্তাহিদ (ইজতিহাদ দ্র.) হিসাবে মূল উৎস হইতে স্বাধীনভাবে আইন উদ্ভাবনের যোগ্যতা রাখিতে হইবে। পরবর্তীকালে অবশ্য কাহাকেও আইনের নিজস্ব ব্যাখ্যাদানের উপযুক্ত বিবেচনা করা হইত না। বিচারপতিরা শুধু মুক'াল্লিদ হইতে পারিতেন, তাঁহাদিগকে পূর্বের প্রামাণিক ইমামদের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে হইত। সুতরাং ক'াদ'ীকে রায় দানের সময় তাঁহার মায্'হাবের ফিক্'হ গ্রন্থে যে সকল নিয়ম লিখিত আছে, কঠোরভাবে তাহার অনুসরণ করিতে হয়।

মুসলিমদের জন্য বিচার ব্যবস্থা একটা ধর্মীয় কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রত্যেক জিলায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ একজন উপযোগী লোক বা ক'াদ'ী নিযুক্ত করিতে বাধ্য। আইনত বিচারকের পদের উপযুক্ত গুণসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন, যদি এরূপ একজন মাত্র লোকও থাকেন, নিযুক্ত করা হইলে তিনি ঐ পদ গ্রহণে বাধ্য। এমন কি কর্তৃপক্ষ যদি তাঁহাকে উহা প্রদান করিতে অনীহা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে উহা যাচিয়া গ্রহণ করিতে হইবে (হিদায়াঃ, কিতাবু আদাবি'ল-ক'াদ'া')।

ক'াদ'ীকে সঠিকভাবে আইনে নির্ধারিত নিয়ম মুতাবিক তাঁহার আদালত চালাইতে হয়। উভয় পক্ষকে তিনি সর্বপ্রকারে সমান বিবেচনা করিতে বাধ্য। বিবাদী বাদীর কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে বিবাদী অভিযোগের যথার্থতা স্বীকার না করিলে বাদীকে প্রমাণ প্রয়োগে তাহার উক্তির সমর্থন করিতে হয়।

বিচারকের পক্ষে নিরপেক্ষতা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। আদালতে উপস্থিত মামলা সম্পর্কিত ব্যক্তিদের নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ আইনত নিষিদ্ধ। ব্যক্তিগতভাবে কোনরূপ নামধেয় মধ্যবর্তী লোকের মারফতে ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া বিচারকের জন্য অবৈধ; কেননা তাহা হইলে লোকে কারবারে বিশেষ সুবিধা দিয়া তাঁহাকে নিজেদের পক্ষে টানিয়া লওয়ার চেষ্টা করিতে পারে।

নিখুঁত বিচার ব্যবস্থা লাভের জন্য এই সকল এবং আরও বহু বিধান থাকাসহ খুলাফা-ই-রাশিদীন-এর পরবর্তী যুগে দুর্নীতিপরায়ণ ক'াদ'ীদের অস্তিত্বও দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের উপর খামখেয়ালী বাদশাহদের হস্তক্ষেপও পরিলক্ষিত হয়। ক'াদ'ীর পদ গ্রহণের বিরুদ্ধে হযরত মুহ'াম্মাদ (স) গুরুতর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন বলিয়া হ'াদীছে' রহিয়াছে। আবূ হ'ানীফাঃ (র) প্রমুখ ধার্মিক ফাক'ীহ্গণ ক'াদ'ীর পদে কাজ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন (See also A. J. Wensinck, The Refused Dignity, in the E. G. Browne Memorial Volume, Cambridge 1922. p. 479; প.; হিদায়াঃ, কিতাব আদাব ক'াদ'া')।

অতীত বহু বৎসর পর্যন্ত আইনের মৌলিক তত্ত্বগত চাহিদা পূরণের মত মুসলিম ক'াদ'ী জুটে নাই; তজ্জন্য মুসলিম পণ্ডিতেরা যে কোন পদোনশীন মুসলিম ক'াদ'ীকে শুধু ক'াদি'দ'-দ'ারূরাঃ বা দ'ারূরী (অগত্যাবশত) ক'াদ'ী বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত ভাল ক'াদ'ীর অভাবে লোক তাঁহার নিকট যাইতে বাধ্য হয়।

ক'াদ'ীর পদ ও ক'াদ'ীদের সম্পর্কে দ্র. R. J. H. Gottheil, The Cadi, the History of this Institution, in Revue

des Etudes ethnographiques et sociologiques, i. (1908), p. 385—393 ; E. Tyan, Histoire de l'Organisation judiciaire en pays d'Islam, 2 Vol. Paris 1938—1943 ; The History of the Egyptian Cadis as compiled by Abu Omar Muhammed al-Kindi, ed. by R. J. H. Gottheil, New York 1908 (with an introduction) ; দ্র. The Governors and Judges of Egypt of el-Kindi, ed. by R. Guest (GMS, xix.), 1912 ; and also the important remarks on the office of kadi in Cordova by Ribera in the introduction. কিতাবু'ল-কু'দ'াত বি কু'র্তু'বা, Madrid 1914 ; (তু. Hadjdji Khalifa, ii. 141, No. 2279)।

প্রত্যেকটি বিশেষ মুক'দ্দামার হ'াকিম (হ'াকাম) নিয়োগ ভিন্ন জাহিলী 'আরবদের বিবাদ মিটাইবার আর কোন উপায় ছিল না (তু. Tyan, ch. i.)। হযরত (স') ও তাঁহার প্রাথমিক খালীফাগণ অনেক সময় নিজেরাই বিচার করিতেন। তাঁহাদের শাসনকর্তাগণ এবং বিভিন্ন প্রদেশে জিলার কর্তাবৃন্দ তাহাই করিতেন। মুসলিম দেশসমূহে অনেক সময় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিচার কার্য নির্বাহ করিতেন ; ইঁহাকে সময় সময় নাজ'ার ফি'ল-মায'ালিম বলা হইত (আল-মাওয়ারদী, পৃ. ১২৮ প. ; H. F. Amedroz, The Mazalim Jurisdiction in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi, JRAS, in 1911, p. 635 প. ; Tyan, Vol. ii., 141—288).

হযরত 'উমার (রা), হযরত 'উছ'মান (রা) এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা বিশেষ কর্মচারীদিগকে বিচারক (ক'াদ'ী) নিযুক্ত করেন। এই সকল ক'াদ'ী ছিলেন সাধারণত ফাক'ীহ শ্রেণীভুক্ত। শাসনকর্তাদের বিরাগভাজন হওয়ার আশংকা উপেক্ষা করিয়াও তাঁহারা কু'রআন-হ'াদীছে'র আলোকে স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করিতেন। ফলে পরবর্তীকালে খামখেয়ালে শাসনকর্তাদের আমলে অনেক সময়ই তাঁহাদিগকে পদচ্যুত হইতে হইত। তু. for example Autobigor. d'Ibn Khaldoun, tr. M. de Slane, Paris 1844, p. 103—110 (JA, 4th Ser., iii. 328 প.)। মুক'দ্দামার ফায়সালাঃ ভিন্ন ক'াদ'ীকে ওয়াক্'ফ এবং যাতীম ও জড়বুদ্ধি বা কমবুদ্ধিসম্পন্ন ইত্যাদি ধরনের লোকের সম্পত্তি পরিচালনা করিতে হইত। কোন স্ত্রীলোকের পুরুষ আত্মীয় না থাকিলে তাহার বিবাহে অভিভাবকত্ব করাও ছিল তাঁহারই কর্তব্য। রাজধানীর প্রধান ক'াদ'ী হইতেন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী (আল-মাক্'রীযী, আল-খিত'াত', বূলাক' ১২৭০, ১খ, ৪০৩)। পূর্বদেশসমূহে তাঁহাকে ক'াদি'ল-কু'দ'াত ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে ক'াদি'ল-জামা'আঃ বলা হইত (Dozy, Suppl. aux Dict. Arab., ii. 363[6])। পরবর্তীকালে ক'াদি'ল-'আসকারও ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী (দ্র. ক'ালক'াশান্দী, সু'বহু'ল-আ'শা, ৪খ, ৩৬ ; Autobiogr. d'Ibn Khaldoun, p. 102 ; Tyan, vol. ii, 289—306 ; J.V. Hammer, Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung, ii. 378 প.)। কয়েকজন ক'াদ'ী ছিলেন সামরিক নেতা।

যে-সব বড় নগরে বিভিন্ন ফিক্'হী মায্'হাবের বহু সংখ্যক অনুসারী একত্রে বাস করিতেন, সেখানে প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক মায্'হাবের জন্য এক-একজন ক'াদ'ী নিযুক্ত করা হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপে শেষ যুগে কায়রো'তে চারিজন ক'াদ'ী ছিলেন (Quatremere, Hist. des sultans mamlouks, i. I, p. 98, note ; Gaudefroy—Demombynes, La Syrie a l'epoque des Mamelouks, Paris 1923)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ফিক্'হ গ্রন্থসমূহে ক'াদ'ার অধ্যায়সমূহ ; (১) আল-খাস্'স'াফ, আদাবু'ল-ক'াদ'ী ; (২) D. S. Margoliouth, Omar's Instructions to the Kadi (JRAS, 1910, i. 307—326) ; (৩) আল-মাওয়ারদী, পৃ. ১০৭ প. ; (৪) আশ্-শাওকানী, নায়লু'ল-আওত'ার (বূলাক' ১২৯৭) ৮ ; ৪৯৫ প. ; (৫) আদ-দিমাশ্ক'ী, রাহ্'মাতু'ল-উম্মাঃ ফী ইখ্তিলাফি'ল-আইম্মাঃ (বূলাক' ১৩০০) পৃ. ১০৮ প. ; (৬) আশ্-শা'রানী, আল-মীযানু'ল-কুবরা (কায়রো ১২৭৯), ২খ, ২১১ প. ; (৭) ইব্ন খালদূন, আল-মুক'দ্দিমাঃ, ৩য় অধ্যায়, ৩১ ; (৮) C. Snouck Hurgronje, Mekka, i. 182 প. ; (৯) ঐ লেখক, Anzeige von Sachau's Muhamm. Recht, in ZDMG, liii. (1899), p. 138, 154 প. ; (১০) ঐ লেখক, Mohammedanism, New York 1916, p. 110 প. ; (১১) ঐ লেখক, The Achehnese, i. 94 প. ; (১২) I. Goldziher, Muhamm. Studien, ii. 39 প. ; (১৩) A. von-Kremer, Culturgesch. des Orients (Vienna 1875), i. 415—419 ; (১৪) H. F. Amedroz, The Office of Kadi in the Ahkam al-Sultaniyya of Mawardi, in JRAS, 1910, p. 761—796 ; দ্র. 1909, p. 1138—1146 ; (১৫) Th. W. Juynboll, Handb. des islamischen Gesetzes, p. 309 প. ; (১৬) Bergstrasser, Grundzuge des islamischen Rechts (Berlin—Leipzig 1935), p. 108 প. ; (১৭) E. Sachau, Muhamm. Recht nach schafiitischer Lehre, p. ix—xi., 696 প. ; (১৮) E. Lane, The Manners and Customs of the Modern Egyptians, Chapt. on Government ; (১৯) Ph. Vassel, Uber Marokkanische Processpraxis, in MSOS, 1902, V., 2nd Sect., p. 170 প. ; (২০) M. d'Ohsson, Tableau general de l'empire othoman, ii. (Paris 1790), 267—283 ; (২১) J. v. Hammer, Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung (Vienna 1815), ii. 372 প.।

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

কায়কোবাদ, মহাকবি (کیقباد : কায়ক্'বাদ) (১৮৫৭—১৯৫১ খৃ.) জন্ম ঢাকা জিলার সদর (দক্ষিণ) মহকুমার অন্তর্গত নওয়াবগঞ্জ থানার আগলা-পূর্বপাড়া গ্রামে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে। তাঁহার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল-কুরায়শী। কায়কোবাদ তাঁহার কলমী নাম এবং এই নামে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত।

কায়কোবাদের পিতার নাম শাহমত উল্লাহ আল-কুরায়শী ওরফে এমদাদ আলী। ফরিদপুর জিলার গোড়াইল তাঁহার নিজ গ্রাম। তিনি ঢাকায় ওকালতী করিতেন এবং এইখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কবির মাতার নাম জরীফুন্নিসা খাতুন। কবি ছিলেন পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা ছিলেন আবদুল খালেক ও আবদুল বারী। আবদুল খালেক সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও আবদুল বারী ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের হাউস সার্জন হইয়াছিলেন।

গ্রামে পিতার নিকট থাকিয়াই তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। পরে তিনি ঢাকা পগোজ স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁহার এগার-বার বৎসর বয়সের সময় পিতা ও মাতা উভয়েই পরলোক গমন করিলে তাঁহার পড়াশুনার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। তিনি আগলা গ্রামে মাতুলালয়ে চলিয়া যান।

এক বৎসরকাল সেইখানে অতিবাহিত করিবার পর তিনি পুনরায় ঢাকায় আসেন এবং পিতার হিতৈষী বন্ধুদের সহায়তায় সরকারী ঢাকা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মাদ্রাসার তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু রাজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এবং সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন স্যার হ'াসান সুহ্রাওয়ার্দীর পিতা মওলবী 'উবায়দুল্লাহ আল-'উবায়দী সুহ্রাওয়ার্দী। হোসেন শহীদ সুহ্রাওয়ার্দীর পিতা জাস্টিস জাহিদ সুহ্রাওয়ার্দী এই মাদ্রাসায় কায়কোবাদের সহপাঠী ছিলেন। ঢাকা মাদ্রাসায় কায়কোবাদ এন্ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ছাত্র জীবনেই তাঁহার দুইটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়। বই দুইটির একটির নাম 'কুসুম কানন' ও অপরটির নাম 'বিরহ বিলাপ'।

মাদ্রাসার শিক্ষা জীবন শেষ হইলে কায়কোবাদ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হন। তিনি ডাক বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং ১৯১৯ খৃ. চাকুরী জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

কায়কোবাদের জীবদ্দশায় তাঁহার নিম্নলিখিত কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়ঃ

১। 'অশ্রুমালা', খণ্ড কবিতার বই, ১৩০২ বঙ্গাব্দ। এই বই প্রকাশের সাথে সাথে তাঁহার কবি খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। সেই যুগের খনামধন্য কবি নবীনচন্দ্র সেন 'অশ্রুমালা' পাঠ করিয়া ২ এপ্রিল, ১৮৯৬ ইং তারিখে আলীপুর হইতে কায়কোবাদকে অভিনন্দন জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

২। 'মহাশ্মশান', মহাকাব্য, বাংলা ১৩১১। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে যে সমস্ত বীর ও বীরাঙ্গনা আত্মবিসর্জন দিয়াছিলেন তাঁহাদের বীরত্ব গাথা ও কতিপয় নায়ক-নায়িকার কল্পিত প্রেম কাহিনী এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য। এই কাব্যেই তিনি বাংলার মুসলমানকে জাগরণীর প্রথম বাণী শুনাইয়াছিলেন। যেমনঃ

"পড়ে নাকি মনে সেই অতীত গৌরব?
সুদূর আরব ভূমে যেই বীর জাতি
মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড প্রায় প্রচণ্ড বিক্রমে
যাইত ছুটিয়া কত দেশ দেশান্তরে।
আফ্রিকার মরুভূমে বালুকা প্রান্তরে
বিসর্জিয়া আত্মপ্রাণ কেমন বিক্রমে
স্থাপিয়াছে ধর্মরাজ্য 'আল্লা' 'আল্লা' রবে,
আজিও ধ্বনিত সেই নীলনদ তীরে।"

'মহাশ্মশান' মহাকাব্য কায়কোবাদকে মহাকবির মর্যাদা দান করিয়াছে। ১৩১১ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। ইহার ৬টি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। 'শিব মন্দির-কাব্য', ১৩২৮ বাং। ভাওয়ালের অনেক মুসলমান জমিদার-সন্তানকে তদীয় হিন্দু নায়েব কূপে ফেলিয়া হত্যা করে এবং তাহার উপর 'শিব মন্দির' নির্মাণ করে, ইহাই এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু। জমিদারী আত্মসাৎ করার জন্যই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল।

৪। 'অমিয় ধারা', খণ্ড কাব্য, ১৩২৯ সালের ১লা ফাল্গুন। এই কাব্যের 'আজান' কবিতা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

৫। 'মহরম শরীফ' বা আত্মবিসর্জন কাব্য, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ। কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা অবলম্বন করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত, ৩ খণ্ডে সমাপ্ত।

৬। শ্মশান-ভস্ম-কাব্যোপন্যাস, ১৩৪৫ বাং, ৩০ জ্যৈষ্ঠ। কবির মৃত্যুর পরে 'প্রেম পারিজাত', প্রেমের ফুল', 'প্রেমের রাণী', ও 'মন্দাকিনী ধারা' প্রভৃতি কাব্য ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯২৫ খৃ. ২ সেপ্টেম্বর, 'নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ' কায়কোবাদকে 'কাব্যভূষণ', 'বিদ্যাভূষণ' ও 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি দ্বারা ভূষিত করে। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'মাইকেল দি সেকেণ্ড'-ও বলা হয়। তিনি বাংলাদেশে মুসলিম জাগরণের কবিদের অন্যতম।

১৯৫১ খৃ. ২১ জুলাই (৪ শ্রাবণ) মহাকবি কায়কোবাদ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন। আজিমপুর পুরাতন গোরস্থানে তিনি সমাহিত আছেন।

গ্রন্থপঞ্জীঃ প্রবন্ধের উপকরণের অধিকাংশ কবির নিকট হইতে সংগৃহীত। ইহা ছাড়া দ্র. (১) দেওয়ান আবদুল হামিদ, ছোটদের কবি কায়কোবাদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, (২) ঐ লেখক, কায়কোবাদ স্মরণিকা, Bureau of National Reconstruction, Dhaka.

দেওয়ান আবদুল হামিদ

কা'য়নুক'া' [قينقاع : কা'য়নুক'া' (বানূ)] য়াছ্'রিবের (মদীনার) তিনটি য়াহূদী গোত্রের একটি। ইহা 'আরবী নাম হইতে কিছুটা পৃথক ধরনের অথচ ইহাতে হিব্রু ভাষারও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ইহাদের য়াছ্'রিবে আগমন সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায় না। সেখানে তাহাদের কোন ভূসম্পত্তি ছিল না, শুধু ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। তাহাদের যে সমস্ত ব্যক্তিবাচক নাম আমরা জানি তাহার অধিকাংশই 'আরবী, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তেমন কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না, এমন কি তাহাদের বাইবেলী নামগুলি দ্বারাও কিছু জানা যায় না। কিন্তু তাহাদের য়াহূদী হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দৃষ্ট হয় না।

য়াছ্'রিবে তাহারা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে মুস'াল্লার নিকট ওয়াদী বুত্'হ'ান-এর সেতুর কাছাকাছি এলাকায় বাস করিত, সেখানে তাহারা য়াছ্'রিবী বৈশিষ্ট্যমূলক দুইটি দুর্গের অধিকারী ছিল। অন্যান্য ব্যবসায়ের মধ্যে তাহারা স্বর্ণকারের কাজও করিত। আল-বুখারী (কিতাবু'ল-বুয়ূ', বাব ১) প্রসঙ্গক্রমে বানূ কা'য়নুক'া' গোত্রের একজন স্বর্ণকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা মদীনা হইতে বহিষ্কৃত হইলে তাহাদের পরিত্যক্ত সমরাস্ত্র ও যন্ত্রপাতিগুলির এক-পঞ্চমাংশ বায়তু'ল-মালে জমা দিয়া বাকী অংশ বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের যুদ্ধোপযোগী লোকের সংখ্যা ৪০০ হইতে ৭৫০ পর্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

য়াছ্'রিবের কর্তৃত্ব য়াহূদীদের হাত হইতে বানূ কায়লা-র হাতে চলিয়া গেলে বানূ কা'য়নুক'া' খায্রাজ গোত্রের সহিত বন্ধুত্ব

সূত্রে মিলিত হয়। মুহ'াম্মাদ (স') যে সানাদে মুসলিম ও মদীনার অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়াছিলেন (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৪১ প.) ইহাতে বানূ নাদ'ীর (দ্র.), কু'রায়জ'াঃ (দ্র.) এবং ক'ায়নুক'া'-এর কোন গোত্রই তাহাদের স্ব স্ব নামে উল্লিখিত হইল না, বরং নাজ্জার, হ'ারিছ', সা'ইদাঃ এবং জুশাম গোত্রের য়াহূদীগণরূপে (ধারা ২৬—২৯) অর্থাৎ খাযরাজদের বিভিন্ন শাখায় মিত্র গোত্ররূপে তাহাদের উল্লেখ হইয়াছিল।

য়াহূদীরা উক্ত সনদের শর্ত ভঙ্গ করিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। ক'ায়নুক'া' গোষ্ঠীর য়াহূদীরা এক 'আরব মহিলাকে অপমানিত করিয়া এক খণ্ড যুদ্ধের সৃষ্টি করিয়া বসিল। রাসূল (স') বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু য়াহূদীরা হঠকারিতা প্রদর্শন করিল। তাহারা বলিল, "বদরের বিজয় তোমার স্পর্ধা বৃদ্ধি করিয়াছে ·· ··।" বানূ ক'ায়নুক'া' প্রকাশ্যে মদীনার সনদ নাকচ এবং যুদ্ধ ঘোষণা করিল (যুরকা'নী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৯)। বানূ ক'ায়নুক'া' গোত্র শহরের অভ্যন্তরে বাস করায় তাহারা অধিকতর বিপজ্জনক হইয়া উঠে। এই পরিস্থিতিতে হযরত (স') তাহাদিগকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে সম্ভবত দ্বিতীয় হিজরীর ৩ শাওওয়াল/এপ্রিল, ৬২৪ তাহাদের এলাকা অবরোধ করেন।

১৪ দিন অবরোধের পর বানূ ক'ায়নুক'া' আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর তাহাদিগকে নির্বাসিত করা হয়। ইহারা প্রথমে মদীনার উত্তর দিকে ওয়াদি'ল-কু'রার য়াহূদী বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরে সেখান হইতে সিরিয়ার আয্'রি'আতে চলিয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৮৩ প., ৫৪৫ প.; (২) আল-ওয়াকি'দী, আল-মাগ'াযী, ed. v. Kremor, p. 177 প. (=abbrev. transl, by Wellhausen entitled Muhammed in Medina, p. 92 প.); (৩) আত-ত'াবারী, ১খ, ১৩৫৯ প.; (৪) আদ-দিয়ারবাক্‌রী, তা'রীখু'ল-খামীস (কায়রো ১২৮৩), পৃ. ৪০৮ প.; (৫) আল-হ'ালাবী, সীরাঃ (কায়রো ১২৯২), ২খ, ২৭৩ প.; (৬) এবং মুহাম্মাদ (স')-এর জীবনী গ্রন্থসমূহ, L. Caetani, Annali dell' Islam, i. 520 প.; (৭) A. J. Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina (Leyden 1908), p. 39, 146—151; (৮) R. Leszynsky, Die Juden in Arabien zur Zeit Mohmmeds (Berlin 1910), p. 60 প.; (৯) Muller, Der Islam im Morgen-und Abendland, i. 96—119.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/আ. কা. মুহম্মদ আদমুদ্দীন

কায়সানিয়্যাঃ (كيسانية) নাম সর্বপ্রথম কূফার মাওয়ালী শী'আদিগের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। কায়সান আবূ 'আম্‌রা-র নেতৃত্বাধীনে এই মাওয়ালীদিগের স্বার্থেই আল-মুখতার-এর আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল। পরে আল-মুখতারের অধীনস্থ শী'আদিগের সমমতাবলম্বী সকলের প্রতিই এই নাম প্রযুক্ত হইতে থাকে এবং পরবর্তীকাল পর্যন্ত ইহার প্রসিদ্ধি বর্তমান ছিল। ক্রমে যখন কায়সানের নাম লোকে ভুলিয়া গেল তখন তাহার নাম আল-মুখতারের উপনাম বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। সেজন্য আদি কায়সানীগণ মুখতারিয়্যাঃ ও কায়সানিয়্যাঃ উভয় নামেই পরিচিত। অন্য এক সূত্র অনুযায়ী কায়সানিয়্যাঃ নাম হযরত 'আলী (রা)-এর আশ্রিত ব্যক্তি কায়সান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সি'ফ্‌ফীনের যুদ্ধে নিহত হন (আত্'-ত'াবারী, ১খ, ৩২৯৩)। কথিত আছে, তাঁহার প্রভাবেই আল-মুখতারের মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। মাওয়ালীগণ অস্ত্ররূপে খাশাব বা কাষ্ঠ-লগুড় ব্যবহার করিত। এইজন্য তাহাদের "খাশাবিয়্যাঃ" নাম কায়সানীদিগের প্রতিও প্রযুক্ত হইত। এই লগুড়গুলি "কাফিরকূবাত" (কাফির মারা লগুড়) নামে পরিচিত ছিল। আবূ মুসলিমের অনুচরদিগের মধ্যেও এই নামের ব্যবহার হইত।

সমসাময়িক কায়সানীগণ আল-মুখতারকে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া গণ্য করিত। কথিত আছে যে, কেহ কেহ তাহাকে কতকটা নবীরূপে মনে করিত। তাহাদের মধ্যে এক বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। রাবানের সাবাঈ নামে পরিচিত কোন কোন গোত্রের মধ্যে বিশেষত এই অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হইত। এই অনুষ্ঠানে হযরত 'আলী (রা)-এর আসন বলিয়া পরিচিত এক আসনের আরাধনা করা হইত। এই আসনকে য়াহূদীদিগের ধর্মীয় সিন্দুকের সহিত তুলনা করা হইত এবং দৈব বাণী লাভের উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হইত। হযরত হ'সায়ন (রা)-এর পরে মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-হ'ানাফিয়্যাঃ তাঁহাদের ইমাম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মাওয়ালী আন্দোলনের নেতা আল-মুখ্তার তাই ইব্নু'ল-হ'ানাফিয়্যার নামকে মুখপাত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন। শাহ্‌রাস্তানী বলেন, কায়সানীগণ মনে করিত যে, মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-হ'ানাফিয়্যাঃ সকল জ্ঞানের আধার ছিলেন এবং হযরত হ'াসান (রা) ও হযরত হুস'ায়ন (রা)-এর নিকট হইতে মা'রিফাতের নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যাহার ফলে জড় ও আধ্যাত্মিক জগত সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান তাঁহার আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। যথাক্রমে কায়সানীগণ হযরত হ'াসান (রা) ও হযরত হ'সায়ন (রা)-এর উত্তরাধিকার অস্বীকার করিয়া ইব্নু'ল-হ'ানাফিয়্যাঃ-কেই হযরত 'আলী (রা)-এর অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরাধিকারী বলিয়া গ্রহণ করিল। প্রমাণস্বরূপ তাহারা এই হ'াদীছ' উপস্থিত করিল যে, উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত 'আলী (রা) মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-হ'ানাফিয়্যার উপর পতাকা রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, তাহাদের এই মত সম্ভবত ইমামী এবং যায়দী শী'আঃদিগের মতের প্রতিকূলে উদ্ভূত হইয়াছিল।

ইব্নু'ল-হ'ানাফিয়্যার মৃত্যুর (৮১/৭০০) পর কায়সানীগণ বিভক্ত হইয়া পড়ে। কেহ কেহ তাঁহার পুত্র 'আলীকে ইমাম মনোনীত করিল, আবার কেহ কেহ তাঁহার অপর পুত্র আবূ হাশিমকে ইমামত দান করিল। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণের ধারণা ছিল যে, তিনিই (আবূ হাশিম) তাঁহার পিতার তত্ত্বজ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। তাহারা হাশিমী নামে পরিচিত। আবূ হাশিমের মৃত্যুর পর (৯৮/৭১৬-৭ অথবা ৯৯/৭১৭-৮) তাহারা উত্তরাধিকারের প্রশ্নে কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সময় 'আব্বাসীগণ প্রচার করিতে লাগিল যে, মৃত্যুর পূর্বে আবূ হাশিম তাঁহার ইমামতের অধিকার মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আব্বাসের প্রতি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

ক'ায়সানীগণের মধ্যে একদল মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-হ'ানাফিয়্যার মৃত্যু হইয়াছে এ কথা বিশ্বাস করিত না। তাহারা মনে করিত যে, তিনি রাদ্'ওয়া পর্বতমালার এক গিরি-সঙ্কটে আত্মগোপন করিয়া আছেন, যথাসময়ে অনুচরবর্গসহ ইমাম মাহ্‌দীরূপে আবির্ভূত হইয়া আসিবেন এবং পৃথিবীতে ন্যায় ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন। কায়সানী কবি আল-কুছ'াইয়্যির (মৃ. ১০৫/৭২৩) এবং আস-সায়্যিদু'ল-

হি'ম্য়ারী (মৃ. ১৭৩/৭৮৯) তাঁহার গিরি-সংকটে অবস্থান বর্ণনা করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যের মূল বক্তব্য হইল—তাঁহাকে ভাবী ত্রাণকর্তারূপে বর্ণনা করা। তাঁহার আত্মগোপন (غيبة) এবং পুনরাগমন (رجعة) সম্বন্ধীয় মতাবলী আবূ কারিব (কুরায়ব) নামীয় এক ব্যক্তির প্রতি আরোপ করা হয়। তাঁহার অনুসরণকারিগণ কারিবিয়্যাঃ (কুরায়বিয়্যাঃ) নামে পরিচিত।

শাহ্রাস্তানীর মতে কায়সানীগণ মনে করিত যে, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করাই ধর্ম। রূপক ব্যাখ্যা দ্বারা এইরূপ ব্যক্তিকে ধর্মীয় অনুশাসনের উৎসরূপে বর্ণনা করা হইত।

কা'য়সানীগণের মধ্যে এইরূপ মতবাদও প্রচলিত ছিল যে, বিশেষ অবস্থার গুণে কোন বিশেষ বিষয়ে আল্লাহ্‌র দেওয়া মীমাংসার রদবদল হইতে পারে (بداء-বাদা' দ্র.)। অন্তর্হিত ইমামের পুনরাগমনে বিশ্বাসকারী ছাড়াও আত্মার পুনর্জন্মে (تناسخ দ্র.) বিশ্বাসী ব্যক্তিও কায়সানীগণের মধ্যে ছিল।

ইমামীয়াঃ ও যায়দীয়াগণের সমসাময়িক হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখা কায়সানীগণের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইব্‌ন হা'যম কায়সানীগণকে একটি কাফির দল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইমামের অন্তর্ধান ও পুনরাগমন সম্বন্ধীয় যে মতবাদ প্রচলিত ছিল তাহা সম্ভবত কায়সানীগণের প্রভাব হেতুই যায়দীয়াগণের সমর্থন-পুষ্ট 'আলী-পন্থীদের প্রতি আরোপ করা হয়। ক'রমাতী মতবাদের দলীল বলিয়া কথিত একটি প্রসিদ্ধ দলীলও সম্ভবত কায়সানীগণ কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাতে আহ্'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-হ'ানাফিয়্যাঃ (অর্থাৎ মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-হ'ানাফিয়্যার পুত্র আহ্'মাদ) নামক এক ব্যক্তি মাহ্‌দী ও নবী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (আত্'-ত'াবারী, ৩খ, ২১২৮ প.; ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, আল-কামিল, ৭খ, ৩১১ প., de Sacy, Expose de la religion des Druzes. Paris 1838, i. Introd. p. clxxvii প.), কিন্তু মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-হ'ানাফিয়্যার পুত্রগণের মধ্যে আহ্'মাদ নামে কেহ ছিলেন বলিয়া জানা যায় না (দ্র. ইবন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৫খ, ৬৭; আহ্'মাদ ইব্‌ন 'আলী আদ-দাউদী আল-হ'াসায়নী, উমদাতু'ত-ত'ালিব ফী আনসাবি আবী-ত'ালিব, বোম্বাই ১৩১৮, পৃ. ৩১৯ পৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আত'-ত'াবারী, ২খ, ৫৯৮ প.; (২) আদ-দীনাওয়ারী, আল-আখ্‌বারু'ত-ত'িওয়াল (Leiden 1888) পৃ. ২৯৮ প; (৩) আল-মাস'উদী, ৫খ, ১৮০ প, ২২৬, ২২৭, ২৬৮, ৪৭৫, ৬খ, ৫৮; ৭খ, ১১৭; (৪) ইব্‌ন কু'তায়বা, কিতাবু'ল-মা'আরিফ (ed. Wustenfeld), পৃ. ৩০০; (৫) আল-আগ'ানী, ৭খ, ৩ প. ৮খ, ৩২ প.; (৬) আল-খাওয়ারিয্‌মী, মাফাতীহ'ু'ল-'উলূম (Leiden ১৮৯৫), পৃ. ২৯ প.; (৭) 'আব্দুল-ক'াহির আল-বাগ্'দাদী, আল-ফারক', পৃ. ১৬ প., ২৭—৩৮, ৫৩; (৮) ইব্‌ন হ'ায্‌ম, আল-ফাস্'ল ফি'ল-মিলাল (কায়রো ১৩১৭-২১), ৪খ, ১৪, ১৭৯, ১৮০ প.; (৯) আবু'ল-মা'আলী, বায়ানু'ল-আদ্‌য়ান (তেহরান ১৩১৫); (১০) আন-নাওবাখ্‌তী, ফিরাক্'শ-শী'আঃ (Bibl. Isl. 4, Istanbul ১৯৩১), index দ্র.; (১১) আশ-শাহ্‌রাস্তানী, পৃ. ১০৯ প.; (১২) H. D. van Gelder, Mohtar de valsche Profeet (Leiden 1888), p. 82 প.; (১৩) G. van Vloten, Recherches sur la Domination arabe. le Chiitisme etc. (Verh. Kon. Ak. Amst.. Afd. Letterkunde, i. no. 3. Amsterdam 1894), p. 41 প.; (১৪) Isr. Friedlaender, The Heterodoxies of the Shiites according to Ibn Hazm (JAOS xxviii., xxix.), দ্র. Ind. under Keisan; (১৫) H. Banning, Muhammad ibn al-Hanafiya. Diss. Erlangen 1909, p. 46—53; (১৬) F. Buhl, Alidorn's Stilling til de shi'itiske Bevaegelser under Umajjaderne (Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 1910, no. 5), p. 364 প.; (১৭) C. van Arendonk, De opkomst van het Zaidietische Imamaat in Yemen (Leiden 1919), p. 11—13; (১৮) A. S. Tritton, Muslim Theology. London 1948. দ্র. Khashabi, p. 21 প.।

C. von. Arendonk (S.E.I.)/মুহম্মদ রেযাউল করীম

কা'য়সার (قيصر) 'আরবী ভাষায় প্রচলিত পূর্ব-রোম সম্রাটের উপাধি। ইহা গ্রীক Kaisar শব্দের প্রতিশব্দ। ইহা আরামীয় ভাষার মধ্যবর্তিতায় 'আরবীতে প্রচলিত হইয়াছে (তু. Fraenkel, Die aramaischen From dworter im Arabischen. Leiden 1886, p. 278 প.)। কু'রআনে এই শব্দের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু হযরত মুহ'াম্মদ (স')-এর জীবনীতে এবং বিশেষত হ'াদীছে' ইহা প্রায়ই দেখা যায়। এই সব ক্ষেত্রে কা'য়সার শব্দ একটি নামবাচক শব্দ হিসাবে সমসাময়িক রোম সম্রাটের সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল বিবরণের অধিকাংশ হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর লিখিত পত্রের অংশ। এই পত্র হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কর্তৃক দিহ্'য়াঃ (রা) মারফত বুসরার শাসনকর্তা এবং তাঁহার মধ্যবর্তিতায় সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরিত হয়। এই পত্র পাইয়া হিরাক্লিয়াস আবু সুফয়ানকে এই নূতন নবী সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। আবু সুফ্‌য়ান সেই সময় সেই দেশে অবস্থান করিতেছিলেন। এখানে এবং গ'াস্‌সান রাজ্যের শাসনকর্তা আল-হ'ারিছ' ইব্‌ন আবী শা'মিরের (দ্বিতীয়টির সত্যতা সন্দেহপূর্ণ, দ্র. Noldeke, Die Ghassanischen Fursten etc., in Abhandl. d. kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin, 1887, phil.—hist. Klasse. p. 53 প. of the reprint) নিকট প্রেরিত দৌত্য সম্বন্ধীয় বর্ণনায় দেখা যায় যে, হিরাক্লিয়াস অন্তরে ইসলামের প্রতি অনুকূল (পারস্য সম্রাট কিসরার বিপরীত) মনোভাব পোষণ করিতেন; কিন্তু কেবল প্রজাবৃন্দের ভয়েই তিনি প্রকাশ্যভাবে এই ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। পরবর্তীকালে তিনি সাম্রাজ্যের খাতিরে ইসলামের প্রতি বিরূপ হইয়া পড়েন এবং সক্রিয়ভাবে শত্রুতা করিতে তৎপর হইয়া উঠেন। ইহারই ফলে মূতা-র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হ'াদীছে' কা'য়সার সম্বন্ধে রাসূল (স')-এর কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। বুখারীতে তাফসীরে সূরা ৬৬-এর বাব ২ (Kr.—J., iii. 360 middle of page) আছে যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') হযরত 'উমার (রা)-কে কিস্‌রা ও কা'য়সারের সম্পদের তুলনায় তাঁহার (রাসূলুল্লাহ্‌র) দারিদ্র্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখিয়া বলিতেছেন, "তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নহ যে, দুনিয়া তাহাদের জন্য এবং আখিরাত আমাদের জন্য?" জিহাদ, বাব ৯৩ (Kr.-J. ii. 2299)-তে দেখা যায়, "আমার উম্মাতের মধ্যে প্রথম যে সৈন্যদল কা'য়সারের শহরে (কনস্টান্টিনোপল) হামলা করিবে তাহাদের পাপ ক্ষমা করা

হইবে।" আয়মান, বাব ৩ (Kr. J., iv. 259-1)-এ আছে যে, রাসূল (স') পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য এবং পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবু'ল-ফিদা', মুখতাস'ার তা'রীখি'ল-বাশার, আংশিক অনূদিত ও সম্পাদিত, Fleischer as Abulfedae Historia anteislamica, p. 132 ; (২) ইমরু'উ'ল-ক'ায়স, দীওয়ান, ed. Ahlwardt, No. 13, No. 20 ; (৩) ইবন হিশাম, পৃ. ৯৭৯ (৪) ইবন সা'দ ১/২খ, ১৬ ; (৫) আল-বুখারী, আস'-সাহ'ীহ', আশ্-শুরূত', বাব ১৫ (ed. krehl-Juynboll, ii. 179) ; (৬) ঐ লেখক, মাগাযী, বাব ৮২, শিরোনাম (Kr. j., iii. 183, 16) ; (৭) ঐ লেখক, জিহাদ, বাব ৯৯, (Kr.-j., ii. 232), বাব ১০২ (Kr.-j., ii. 233 প.) ; (৮) ঐ লেখক, তাফসীর, বাব ৪ (Kr.-j., iii. 214—216) এবং স্থা. ; (৯) মুসলিম, সা'হ'ীহ' (কায়রো) ১৩২৭, ২খ, ৭৯-৮১ ; (১০) আত-তিরমিয'ী, সুনান (কায়রো ১২৯২), ২খ, ১১৯-১২০ ; (১১) Wellhausen, Skizzen u. Vorarb., iv. 98 ; (১২) Caetani, Annali, year 6 A. H. 50.

A. Schaade (S.E.I.)/মুহ'ম্মদ রিযাউর রহীম

ক'রামিত'াঃ (قرامطة ; এক বচন ক'রমাত'ী) শব্দের যথাযথ প্রয়োগ হিসাবে ক'রমাত'ী শব্দটি 'আরব ও নাবাতিগণের বিদ্রোহী সংঘগুলির প্রতি প্রযুক্ত হইত। এইগুলি ২৬৪/৮৭৭ সনে যান্‌জদের (নিগ্রোদের) দাসত্ব মুক্তিযুদ্ধের পরে মেসোপটেমিয়ার নিম্নাঞ্চলে গঠিত হয়। এই সংঘগুলি সামাজিক সাম্যতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং কেবল দীক্ষার মাধ্যমে ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হওয়া যাইত। সক্রিয় প্রচার দ্বারা এই গুপ্ত সম্প্রদায় জনসাধারণ, কৃষককুল এবং কারিগরগণের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছিল। আল-আহ্'সা'তে তাহারা বাগদাদের খলীফার প্রভাবমুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং খুরাসান, সিরিয়া ও য়ামানে তাহারা অসন্তোষের স্থায়ী উৎসকেন্দ্র রচনা করে।

ব্যাপক অর্থে ক'রমাত'ী নাম সমাজ সংস্কার ও ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক বিরাট আন্দোলনকে বুঝায়। খৃস্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা মুসলিম জগতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। এই আন্দোলন সফল হয় নাই। উচ্চাভিলাষী ইসমা'ঈলী পরিবার ইহাকে তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া ফেলে। তাহারা ২৯৭/৯১০ সালে মিসরে বাগদাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতি'মী খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করে। ক্রুসেড যুদ্ধের প্রতি-আক্রমণের পূর্বে ফাতি'মী বংশের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনও বিলীন হইয়া যায়।

এই আন্দোলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় : ভাষা ইতিবৃত্তের ক্ষেত্রে কতিপয় বিদেশী ভাষার (বিশেষত গ্রীক) প্রায়োগিক অবদানের সঙ্গে 'আরবী ভাষার অভিযোজন ; Neo-Platonic, pseudo-Hermetic এবং Sabaean সাহিত্য ইহার উদাহরণ। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের ফলে, খিলাফাতে 'আলী বংশীয়গণের পুরুষানুক্রমিক অধিকারের দাবীকে একটি গুপ্ত ষড়যন্ত্রের স্বপক্ষে অপব্যবহার করা হয়, আন্দোলনের সর্বাধিনায়কের নাম কখনও প্রকাশ করা হইত না। উপাসনার ক্ষেত্রে, এই আন্দোলনের ফলে, কু'রআন হইতে সংকলিত রূপক আকারে সুবিন্যস্ত একটি প্রশ্নোত্তরিকা ব্যবহার করা হইত যাহাকে সকল ধর্ম বিশ্বাস, সকল জাতি এবং সকল শ্রেণীর উপযোগী করা হইয়াছিল। এই আন্দোলন যুক্তিবাদ, নিজেদের মধ্যে সহনশীলতা এবং সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ; ইহাতে দীক্ষা গ্রহণ প্রণালী পর্যায়ক্রমিক ছিল। ইহার আনুষ্ঠানিকতা বণিক সংঘ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আবির্ভাবের অনুকূল ছিল। মনে হয়, ইহাই পাশ্চাত্যদেশে নীত হইয়া য়ুরোপীয় সংঘ এবং ফ্রী ম্যাসন (সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে স্থাপিত গুপ্ত সমিতি) প্রতিষ্ঠার মূলে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

১। শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রাথমিক ইতিহাস : ক'রমাত' (কি'রমিত' অশুদ্ধ) শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ক'রমাত'ী বিদ্রোহের প্রথম নেতা হ'ামদান ক'রমাত'-এর নামের বর্ণনামূলক বিশেষণ হিসাবে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে (তু' নুস'ায়রী লেখক, মায়মূন আত্'-ত'াবারানী কর্তৃক উল্লিখিত একজন ধর্মগ্রন্থের নাম 'আলী ইবন ক'রমাত')। Vollers ইহাকে গ্রীক Gramata শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহাকে ওয়াসিত'-এর (واسط) স্থানীয় আরামীয় ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ মনে করাই অধিকতর সঙ্গত হইবে। সেখানে অদ্যাবধি কু'রমাত'া শব্দের অর্থ মুনাফিক বা গোপনকারী (Arabo-Aramaic dialect of the Midan, তু. Anstase, in Machriq, x. 1907, p. 857)। ২৫৫/৮৬৮ সাল হইতে সেই অঞ্চলের বিদ্রোহী যান্‌জী সৈন্যের মধ্যে কুরাতীয়াগণের সঙ্গে সঙ্গে "কু'রমাত'ীয়াঃ" নামক এক সৈন্যদলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (আত-ত'াবারী, ৩খ, ১৭৫৭ ; দ্র. ৩খ, ১৭৪৯ : রাশীদ কু'র্মাত'ী)।

প্রাচীন লিপি-বিজ্ঞানে ক'রমাত' নাম এক বিশেষ শ্রেণীর নাস্‌খী লিপি বুঝায়। ইহাছাড়াও একটি বিশেষ গোপন ক'রমাত'ী বর্ণমালা আছে যাহাতে য়ামানী পুস্তকসমূহ লেখা হয়, সম্প্রতি Griffini ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

ওয়াসিত'-এর নিকটবর্তী অঞ্চলে হ'ামদান কর্তৃক ক'রমাত'ী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। ২৭৭/৮৯০ সালে তিনি উঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য কূফার পূর্বদিকে একটি দারু'ল-হিজ্‌রাঃ (পরিখা-বেষ্টিত সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল) প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাদের সকলের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানে একটি সাধারণ তহবিল সমৃদ্ধ হইত। এই সকল দানের মধ্যে ছিল : ফিত্'রাঃ (রামাদ'ানের সি'য়াম ভঙ্গের পর দেয় অর্থ) আশ্রয়স্থলের ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত অর্থ, খুমুস (যাবতীয় আয়ের এক-পঞ্চমাংশ) এবং বুল্‌গা (সাধারণ ভোজন উৎসবে প্রদত্ত অর্থ : Balgha তু. নুস'ায়রী প্রবন্ধ)। তাহারা সাধারণ ব্যবহার্য সমস্ত বস্তুতে সকলের সমান অধিকার নির্ধারিত করিত। এই সমস্ত বিশদ বিবরণ যাহা আমরা সুন্নী সূত্র হইতে প্রাপ্ত হই, তাহা সবই সত্য বলিয়া মনে হয়। ভোজ-উৎসবগুলিতে তাহারা বেহেশ্‌তী রুটি আহার করিত ; সমসাময়িক ঘটনা আল-হ'াল্লাজের বিচার উপলক্ষে উল্লিখিত এই রুটির যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা সম্ভবত ওয়াসিত'-এর মানদীয়াগণের মধ্যে প্রচলিত পূত রুটিরই (পহ্‌তা) বিবরণ (Mughtasila nasoraya তু., ত'াবারী, ২৭৮ বর্ষ, নাস'রানার কারণ ইবন 'উছ'মান ক'রমাত'ীর সম্বন্ধে ; অথবা নাসু'রায়াঃ)।

হ'ামদানের সহিত তাঁহার কুটুম্ব ভ্রাতা 'আবদানের (মৃ. ২৮৬/৮৯৯) উল্লেখ দেখা যায়। তিনি সপ্ত পর্যায়ের দীক্ষা (বালাগ' ইস আস-সাবা') সম্বন্ধে একটি সারগ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরিচয় গোপনকারী নেতাগণের অধীন ছিলেন যাঁহারা সাওয়াদ

অঞ্চলের বাহিরে বাস করিতেন। এইরূপ একজন নেতা স'াহি'ব আল-হু'হর হ'ামদান ও স'াহি'ব আন-নাক'াকে" দীক্ষিত করেন। স'াহি'ব আন-ন'াক'া 'আবদানকে পদচ্যুত করিয়া তৎস্থলে যি'করাওয়ায়হ্ আল-দিন দানীকে নিযুক্ত করেন। ২৮৮/৯০০ সালে যি'ক্রাওয়ায়হ্ সিরিয়ার মরুভূমিতে বানূ 'উলায়সের মধ্যে ব্যাপক ক'ারমাত'ী বিদ্রোহের সংকেত দান করেন—ঐ যাবৎ যাহার প্রস্তুতি চলিতেছিল (যাহা ২৯০/৯০২ সালে খুরাসানে ঘোষণা করার কথা ছিল) এবং স'াহি'ব আন-নাকি'াকে নেতারূপে ঘোষণা করেন। তাঁহার ইস্মা'ঈলী রাজকীয় নাম আবূ 'আবদি-ল্লাহ্ মুহ'াম্মাদ এবং বংশগত নাম "ফ'াতি'মী"। স'াহি'ব আন নাক'া ২৮৯/৯০১ সালে দামিশ্ক অবরোধকালে নিহত হন এবং তাঁহার ভ্রাতা স'াহি'বু'ল-খাল তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন। তিনি ধৃত হইয়া ২৯১/৯০৩ সালে বাগদাদে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন। নিম্ন মেসোপটেমিয়ায় রক্তক্ষয়ী ক'ারমাত'ী আন্দোলন ২৯৪/৯০৬ সালে যি'ক্রাওয়ায়হ্র মৃত্যুর পর একটা সক্রিয় রাজনীতিক শক্তি হিসাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কালক্রমে আল-আহ্'সায় এই আন্দোলন আবার শক্তি সঞ্চয় করে। (মৃত্যুর পূর্বে) স'াহি'ব আন-নাক'া আবূ সা'ঈদ হ'াসান ইব্ন বাহরাম আল্-জান্নাবীকে ২৮১/৮৯৪ সালে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'আবদু'ল-ক'ায়স বংশের রাবী'ঈ গোত্রের সহায়তায় আল্-জান্নাবী ২৮৬/৮৯৯ সালে সমস্ত আল-আহ্'সা অধিকার করেন এবং ইহাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেন। ইহা ক'ারমাত'ী শক্তির দুর্গস্বরূপ এবং বাগ-দাদী খিলাফাতের ত্রাসস্বরূপ ছিল। তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধি-কারী আবূ ত'াহির সুলায়মান (৩০১-৩৩২/৯১৪-৯৪৩) নিম্ন মেসোপটেমিয়ায় ধ্বংসলীলা শুরু করেন, হ'াজ্জ যাত্রার পথ অব-রোধ করেন এবং অবশেষে ৮ যু'ল-হি'জ্জাঃ ৩১৭/১১ জানুয়ারী ৯৩০ খৃ. তারিখে মক্কা দখল করেন। ছয় দিন পরে তিনি মক্কা হইতে "হ'াজার আসওয়াদ" আল-আহ্'সায় লইয়া যান। আবূ ত'াহির তাঁহার পিতার মত এই গুপ্ত সংগঠনের প্রতি-নিধিমাত্র ছিলেন অর্থাৎ ইহা'র বৈদেশিক ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি প্রত্যাশিত ইমামের অভিষেকের সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। ইতাবসরে অভ্যন্তরীণ শাসনের জন্য সেখানে গোত্রীয় প্রধানগণের একটি প্রতিনিধি সভা (সাদাঃ) নিযুক্ত করেন। ক'ারমাত'ীগণের সামরিক শক্তির অবনতির পরেও ৪২২/১০৩০ সালে এই সংগঠনটির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বজায় ছিল বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে মাকরামিয়্যা নামক একটি নূতন ইস্মা'ঈলী রাজবংশের উদ্যমে ক'ারমাত'ী প্রচার কার্য আবার সক্রিয় হইয়া উঠে। এই বংশের রাজধানী ছিল আল-মু'মিনিয়্যাঃ (المؤمنية) ইহা হ'াজা-রের নূতন নাম। বর্তমান হুফুফ এখানেই অবস্থিত।

য়ামানে ক'ারমাত'ী প্রচার কার্য ২৬৬/৮৭৯ সাল হইতে মান্সু'র'ল-য়ামান (প্রকৃত নাম ইব্ন হ'াওশাব) কর্তৃক পরিচালিত হয়। 'আদ্নাজা'আর নিকট তাঁহার দারু'ল-হিজ্রাঃ ছিল। স্থানীয় যায়দী প্রধানদের প্রতিকূলতাবশত এই প্রচার কার্য সফল হয় নাই। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন স'ান'আ'র মু'আয়হি'য়্যাঃ বংশ এবং নাজরানে মাক্রামিয়্যাঃ বংশ (দ্র. van Arendonk, De opkomst v. h. Zaidietische Imamaat in Yemen, Leiden 1919, p., 108 প. and the texts studied by Griffini)।

খুরাসানে এই আন্দোলন ২৬০/৮৭৩ সনে 'রায়' শহরে খালাফ কর্তৃক শুরু হয়। তৎপর ইহা মার্ভু'র-রূয্'ও খুরজানের ত'ালা-ক'ানে বিস্তার লাভ করে। ত'ালাক'ানের আমীর ক'ারমাত'ী মতবাদ গ্রহণ করিয়া এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠেন। পরে দায়লামে এই মতবাদ সক্রিয় হইয়া পড়ে (হাম্দানীন প্রবন্ধ দ্র.)। অবশেষে মুহ'াম্মাদ আন-নাসাফী আল-বারাযা'ঈ (মৃ. ৩৩১/৯৪২) সামানী শাসকবর্গকে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি বিচারান্তায় নিহত হইলে ক'ারমাত'ীগণের রাজনীতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ হইয়া যায়। নাসি'র-ই-খুসরাও-এর রচনাবলী বাদ দিলে পূর্ব খুরাসানের ক'ারমাত'ী কেন্দ্রগুলিতে মধ্যম শ্রেণীর সাহিত্য ব্যতীত কোন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই (Ivanow এই সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছেন)।

সিরিয়াতে সালামীয়াই তাহাদের কেন্দ্র ছিল বলিয়া মনে হয়। সেখানে ২৮৮/৯০১ সালের বিদ্রোহের পর কি ঘটিল এবং এই বিদ্রোহে সর্বপ্রথম ভবিষ্যত ফ'াতি'মীয় খালীফা 'উবায়দুল্লাহ্ কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সুন্নী বিবরণ হইতে যাহা জানা যায়, ইহা ব্যতীত আমরা আর কিছুই জানি না। সিরীয় ক'ারমাত'ী আন্দোলন এখনও দুয়ন্ত। ইহার মধ্যে কোন কর্ম-চঞ্চলতার কিংবা ইহাদের দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি দ্রূযদিগের সহিত সংশ্রবের কোন লক্ষণই নাই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক'ারমাত'ী সম্প্রদায়ের মধ্যেই অদ্যাবধি ক'ারমাত'ী পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সিরিয়ার রাশীদু'দ-দীন সিনানের (১৪শ শতাব্দী) রচনাবলী, ভারতীয় মাহ'মূদ ক্বানীর (মোবেদ শাহ্, ১৭শ শতাব্দী) দাবিস্তান এবং হুরূফীদের তুর্কী ও ফারসী রচনাবলী (১৫শ শতাব্দী) ব্যতীত এই সমস্ত সম্প্র-দায়ের মধ্যে ক'ারমাত'ী মতবাদের সবিশেষ অনুশীলন হয় নাই।

২। ফ'াতি'মীগণের তুলনায় ক'ারমাত'ীগণের অবস্থা ঃ ক'ারমাত'ী মতবাদের স্বাভাবিক প্রবণতা হইল খিলাফাতে 'আলী বংশীয়গণের বংশগতভাবে ন্যায্য অধিকার আছে—এই মতবাদকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ না করিয়া অন্য লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা। তাই বলা হইত যে, ইমামাত বা ইসলামী সর্বাধিনায়কত্ব পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত কোন বংশ বিশেষের একচেটিয়া অধিকার নহে। ইহা একটি প্রজ্ঞামূলক বৈশিষ্ট্য, একটি খুদায়ী অভিষেক, একটি অনুজ্ঞামূলক আদেশ (সুরাতু'ল-আম্র) যাহা দীক্ষিতগণের মধ্য হইতে অনেক নূতন কৃতবিদ্য ব্যক্তি। অন্তরকে চকিতে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া তাঁহার উপর অর্পিত (তাফব'ীদ) হয়। তখন এইরূপ ব্যক্তি তাঁহার পূর্ব-বর্তীর স্থলবর্তী বা আধ্যাত্মিক আত্মজ হইয়া যান। দ্রূয পুস্তকসমূহে দীক্ষাসূত্রের যে আলোচনা আছে, তাহাতে ক'ারমাত'ীগণ কর্তৃক তথাকথিত পুরুষানুক্রমিক অধিকার হরণের সমর্থনে ইহাই বলা হইয়াছে। ক'ারমাত'ী ইতিহাসে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মায়মূন হইতে হ'াসান 'আলা যি'ক্রিহি'স্-সালাম পর্যন্ত ইমাম পরম্পরার ক্ষেত্রে ইহাই অনুসৃত হয়। ইবন মাসায়রা, ক্বাওনী, ইব্ন হানী এবং ইখ্ওয়ানু'স-স'াফার লেখকগণের ন্যায় বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক ইমামাত বা নেতৃত্বের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহার মর্ম হইল ইহাই। সত্যই যখন ২৮৮/৯০০ সালে স'াহি'ব আন-নাক'া এবং ২৯৭/৯০৯

সালে 'উবায়দুল্লাহ্ ফাতি'মী বংশীয় উপাধি ধারণ করেন তখন তাঁহারা কেহই খোলাখুলিভাবে 'আলী বংশীয় ইস্‌মা'ঈলীদের সহিত তাঁহাদের বংশগত যোগাযোগের কথা প্রকাশ করেন নাই (দ্র. আল-মাক্'রীযী, ইত্তি'আজ', ed. Bunz. পৃ. ৭—১১)। খিলাফাতে 'আলী বংশীয়গণের দাবীর যৌক্তিকতা জনসাধারণকে প্রভাবান্বিত করার ব্যাপারে তাহাদের শত্রুদের নিকট কোন গুরুত্ব থাকিলেও মনে হয় ইহা দীক্ষিতগণকে খুব কমই প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তাহারা শুধু চাহিত একজন বিশেষভাবে দৈব উপায়ে নিযুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন নেতা। তিনি 'আলী বংশোদ্ভূত হউন বা না হউন তাহা লইয়া তাহারা মাথা ঘামাইত বলিয়া মনে হয় না।

প্রথম ফাতি'মী খালীফাঃ 'উবায়দুল্লাহ্‌র কাযী মালিকী মায্'হাব অবলম্বী আন-নু'মান ইব্‌ন আবী হ'নীফাঃ আত-তামীমীর যে সরকারী বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহা স্তুতিমূলক এবং অসত্য রচনা। ইহা বিশেষভাবে বুওয়ায়হী আক্রমণের প্রত্যুত্তরে রচিত হয়। দুইজন ক'রমাত'ী মতবিরোধী সুন্নী এ বিষয়ে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাও বিশেষ নির্ভরযোগ্য নহে। তাঁহাদের একজন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন রিযাম আত'-ত'াঈ, ৩২৯ হি.-তে বাগদাদের সরকারী মাজ'ালিম বিভাগের সভাপতি ছিলেন এবং অন্যজন দামিশ্‌কে'র 'আলী বংশীয় মুহ'াম্মাদ আখ্ মুহ'াস্‌সিন ইব্‌ন 'আবিদ ৩৭৫ হি.-এর কাছাকাছি সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। S. de Sacy, Guyard এবং de Goeje মনে করিতেন যে, ইব্‌ন আন-নাদীম, আন-নুওয়ায়রী এবং আল-মাক্'রীযীর মত তাঁহারাও এই লেখকদ্বয়ের উপর নির্ভর করিতে পারেন। কিন্তু গোঁড়া ইমামী মুহ'াদ্দিছ'গণের ত'াবাক'াত বা জীবনী গ্রন্থসমূহে প্রাথমিক ক'রমাত'ী প্রচারকগণের সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিত বিবরণগুলির সহিত এই লেখকদ্বয়ের বর্ণনার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের বর্ণনা গুরুতর প্রমাদপূর্ণ। মায়মূন আল-ক'াদ্দাহ' (মৃ. সম্ভবত ১৮০ হি.) ছিলেন মাখযূমী (কু'রায়শ) গোত্রের একজন আশ্রিত ব্যক্তি (মাওলা), মক্কার অধিবাসী, একজন প্রসিদ্ধ ধর্মতত্ত্বজ্ঞ এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ ইমাম আল-বাকি'র ও আস'-স'াদিকে'র সরকারী রাবি'ী। তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ্ ইমাম আস'-স'াদিকে'র সরকারী "রাবি'ী" ছিলেন এবং ইহা লইয়া কবি আবু'ল-'আলা আল-মা'আর্‌রী ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন। 'আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যু ২৫০ হি.-তে হয় নাই, সম্ভবত ২১০ হি.-তে আল-মা'মূনের সময়ে কূফার কারাগারে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। আহ'মাদ ইবনু'ল-হ'সায়ন আল-আহ'-ওয়াযী নামক একজন সুপরিচিত ইমামী লেখকের উপনাম ছিল দিন্‌দান (যারদান নহে)। ২৫০-২৭০ হি.-এর মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত দুইটি সুন্নীসূত্র হইতে প্রাপ্ত বিবরণসমূহ, যথাঃ 'আবদানের গুপ্ত হত্যা, 'উবায়দুল্লাহ্‌র দাবীর অবৈধতা এবং যি'ক্‌রাওয়ায়হ্-র ঘোষিত পুত্র কর্তৃক ২৮৮-২৯১ হি. কাল ব্যাপী বলপূর্বক ক্ষমতা অধিকার, সাবধানতার সহিত গ্রহণ করা উচিত।

আল-মাগ'রিবের (তিউনিসিয়া) ফাতি'মী খিলাফাত ঘোষিত হওয়ার পর আল-আহ'সা, য়ামান এবং খুরাসানে ক'রমাত'ীগণ সাধারণভাবে আশান্বিত হইয়া উঠিল। 'উবায়দুল্লাহ্ কর্তৃক স'াহি'বু'ল-বায্‌রের গুপ্ত হত্যার (২৯৭/৯০৯) ফলে এই আশা অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিল, উদাহরণস্বরূপ আল-আহ্'সার কথা ধরা যাক, আবু সা'ঈদ প্রথম হইতেই স'াহি'ব আল-নাক'াকে খুমুস বা এক—পঞ্চমাংশ কর দিতেন। তৎপর অনেক ওযর দেখাইয়া তিনি ইহা আল-ক'াইমকে পাঠান। বাগদাদ রাজসভার চক্রান্তের দরুন এইসব ওযরের কারণ জানা যায় না। কিন্তু খিলাফাতে আল্-ক'াইম-এর ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস এতই দুর্বল ছিল যে, ৩১১/৯১৩ সনে তিনি আবু'ল-ফাদ'ল আয-যাকারী আত্-তামীমী নামক একজন উ'মাদকে নেতৃত্বে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু এই ব্যক্তি শীঘ্রই নিহত হন। ৩৪০/৯৫১ সালে ফাতি'মী খালীফাঃ আল-মানসূ'রের আদেশে কৃষ্ণ প্রস্তরটি কা'বায় প্রত্যর্পিত হয়। ৩৬০/৯৭০ সালে ক'রমাত'ী প্রধান হ'াসান ইব্‌ন আহ্'মাদ তাঁহার বুওয়ায়হী মিত্রগণকে একটি দলীল দান করেন। প্রথম ফাতি'মী খলীফা তাঁহার বংশ পরিচয় জাল করিয়াছেন—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য দামিশকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলীলটি পঠিত হয়। এই দলীল প্রদান করার জন্য হ'াসান তাঁহার দীক্ষাশপথ ভঙ্গ হইল বলিয়া মনে করেন নাই। ৪২২/১০৩০ সালে দ্রুয লেখক মুকতানা' আল-আহ্'সার ক'রমাত'ী সাদাঃ বা নেতৃবৃন্দকে ফাতি'মী আল-হ'াকিমের ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতির অনুসরণ করিতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই।

অন্যদিকে ফাতি'মী বংশ কর্তৃক ক'রমাত'ী মতবাদ গ্রহণের পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে। 'উবায়দুল্লাহ খলীফারূপে অভিষিক্ত হওয়ার পূর্বে ক'রমাত'ী স'াহি'ব আল-বায্'র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আল-মাগ'রিবের দারু'ল-হিজ্‌রাঃ ইকিজ্জানে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, আল-মু'ইয্‌যের খুত্'বাঃসমূহ (Guyard এগুলি প্রকাশ করিয়াছেন) এবং কায়রোতে তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দীক্ষানুষ্ঠান সভা বা মাহ্'বি'লের (বর্তমান প্রচলিত শব্দ মাহ্'ফিল দ্র.) রীতি-নীতি সম্পূর্ণভাবে ক'রমাত'ী ভঙ্গীবিশিষ্ট ছিল। দ্রুয ধর্ম সোজাসুজিভাবে ক'রমাত'ী মতবাদের একটি বিকৃত রূপ, 'উবায়দুল্লাহ কর্তৃক আগমনের শেষে "স'ালাত 'আলা'ন-নাবী" প্রবর্তিত হয় (ইব্‌ন হ'াম্মাদ in JA., 1855, p. 542)।

৩। ক'রমাত'ী মতবাদ : ক'রমাত'ী প্রতিপক্ষীয় সুন্নী লেখকগণ ইসলামে ধর্মদ্রোহিগণের বিবরণ দানকালে ক'রমাত'ী মতবাদের যে বিবরণ দিয়াছেন এখন আর তাহার উপর পূর্বের মত নির্ভর করা চলে না। আল-মাস'উদী বিজ্ঞতার সহিত বলিয়াছেন যে, এইরূপ লেখকগণ পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করেন এবং তাঁহাদের লিখিত বিষয়ের মধ্যে ক'রমাত'ীগণ তাহাদের মতবাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আল-মালাতীর (মৃ. ৩৭৭/৯৮৭) তান্‌বীহ কিতাবের মাত্র কয়েক ছত্রে নির্ভুল বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহার পর খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে আশ-শাহরাস্তানীর মধ্যেই আমরা একজন লেখকের সন্ধান পাই যিনি আমাদিগকে মূল উৎস হইতে যথার্থ ক'রমাত'ী মতবাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ পরিবেশন করিতে পারিয়াছেন। এই সকল বিবরণের কোন কোনটি বেশ পুরাতন (যেমন মায়মূন আল-ক'াদ্দাহ' এবং আহ'মাদ আল-কায়্যাল সম্বন্ধীয় বিবরণগুলি)। এই সকল মূল উৎসের নামোল্লেখ তিনি করেন নাই। কিন্তু ফাখ্‌রু'দ-দীন আর-রাযী (যাযাইবু'ল-'আদর) এইগুলিকে হ'াসান আস'-স'াব্বাহে'র ফুসূ'ল আরবা'আঃ (সাবিয়া সম্বন্ধে ২খ, ৪৭-১৫৫, কায়রো সংস্করণ হি. ১৩১৭ দ্র.) এবং আবু জা'ফার সিজ্‌যী ইব্‌ন বুযার (মৃ. ৩৭০/৯৮০) সু'নওয়ানু'ল-হি'ক্‌মাঃ (On Hellenism : ii. 155—193 of the Cairo edition of 1317) বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন।

সমস্যাটি যথার্থরূপে অবধারিত করিতে হইলে ইসমাঈলী বিতর্ক-মূলক সাহিত্য, বিশেষত তাহাদের মতের সমর্থনমূলক রচনাগুলির বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। এই রচনাগুলিতে বিভিন্ন চরমপন্থী দল তাহাদের মধ্যে প্রচলিত পারিভাষিক শব্দসমূহ অবলম্বন করিয়া একে অন্যকে স্বমতে আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। সর্বশেষে ইখওয়ানু'স-সাফার বিশ্বকোষ সংগ্রহও কারামাতী মতের বিশ্লেষণ-মূলক উপলব্ধির জন্য অমূল্য সম্পদ। Dieterici-র পরে ইহা আর সম্যকভাবে অধীত হয় নাই।

তাহাদের মতে বিশ্বজগত কতকগুলি ঘটমান দৃশ্যাবলীর সমষ্টি। এইগুলি চক্রবৎ পুনঃপুনঃ সংঘটিত হইতেছে—সময়ের বিবর্তনে একই নাটকের বারংবার অভিনয় যায়। এই অভিনয় বুদ্ধির (intelligence) সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া ইহাকে সচকিত করিয়া তুলে, ফলে বুদ্ধির সম্মুখে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় আবরণ ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হইতে থাকে—ইহা যেন একটি বহুরূপী ক্ষণস্থায়ী মরীচিকা। এইভাবে একটি অদ্বিতীয় নৈর্ব্যক্তিক ভাবরাজ্যে জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধি নবজীবন (খাল্ক ছ'ানী) লাভ করে। এই জ্ঞান শুদ্ধ, প্রভাসুলভ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই ভাবরাজ্যই আল্লাহ্‌র স্বরূপ।

আল্লাহ্‌র ভাবগত অস্তিত্বের বাহিরে জড় বিশ্বের সৃজনমূলক বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি চিনিতে শিক্ষা করাই প্রকৃত ধর্ম। আনুক্রমিক দীক্ষা পর্যায়ের মাধ্যমে এই শিক্ষা লাভ করা যায়। ইহার ফলে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিবর্তনের স্তরগুলি বিবর্তনের প্রতি-ক্রম অনুযায়ী আধ্যাত্মিকতা সংক্রমণ প্রক্রিয়ায় বিস্মৃত হইয়া আল্লাহ্‌র ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়।

(ক) সৃজনমূলক বিবর্তন

আদিতে এবং অন্তে স্বর্গীয় সত্তা বা মহাজ্যোতি (নূর 'উলব'ী) হইতে সর্বপ্রথমে নূর শা'শা'আনী বা ঝলকবিশিষ্ট জ্যোতি এবং নূর ক'াহির বা বিজয়ী জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। ইহা হইতে সর্বজ্ঞান ('আক'ল্ কুল্লী) এবং জগদাত্মার (নাফ্স) সৃষ্টি হয়। জগদাত্মা বিভিন্ন প্রণালীতে মানবীয় জ্ঞানের সৃষ্টি করে। (এইরূপেই নবী, ইমাম এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জ্ঞান সৃষ্টি হইয়াছে, বাকী সকলের জ্ঞান নিতান্ত তুচ্ছ)। নূর শা'শা'আনী দ্বিতীয় পর্যায়ে "নূর জু'লামী" বা অনুকূল আলো বিচ্ছুরিত করে। ইহাই হইল বস্তু যাহা জড়, জেয় এবং অন্তর্ধানশীল; ইহা বিভিন্নরূপে আত্ম-প্রকাশ করে—যেমন নভোমণ্ডলে তারকারাজিরূপে (আফ্লাক) এবং পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী বস্তুরূপে।

(খ) তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর্যায়

নবীগণ, ইমামগণ এবং তাঁহাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগণের বোধশক্তি "উজ্জ্বল জ্যোতি"র স্ফুলিঙ্গ। এই স্ফুলিঙ্গ অচেতন অবাস্তব পদার্থরূপ অনুজ্জ্বল আলোর মধ্যে দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় চকিতে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ইহার পূর্বে তাঁহাদের বোধশক্তি দীক্ষাসূত্রে প্রাপ্ত আলোক দ্বারা মধ্যে মধ্যে আলোকিত হয়। এইরূপ শ্রেণী চেতনাসম্পন্ন বোধশক্তির মধ্যে এক মুক্তি-কামী প্রবৃত্তি জন্মলাভ করে যাহার প্রভাবে ইহা সমস্ত আত্ম-স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া পঞ্চপীড়ক হইতে মুক্তিলাভ করে। এই পঞ্চ-জ'ালিম হইল (১) আকাশ, যাহা পর্যায়ক্রমে দিবারাত্র সংঘটিত করে; (২) প্রকৃতি, যাহা কামনা ও অনুশোচনা আনে; (৩) বিধান, যাহা আদেশ ও নিষেধ অবধারিত করে; (৪) রাষ্ট্র, যাহা শাসন ও শাস্তি প্রদান করে এবং (৫) প্রয়োজন, যাহা মানুষকে দৈনন্দিন কর্মে প্রবৃত্ত করে।

(গ) দীক্ষা অভিষেকসমূহের (নুক'লাঃ, তাক'ব'ীদ', আত্মিক ক্রম-পর্যায়

দীক্ষার আলোক বিক্ষিপ্ত বোধশক্তিগুলির মধ্যে শ্রেণী স্ফুলিঙ্গ-সমূহ (যাহা আপাতস্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট) জাগাইয়া তোলে এবং এইগুলিকে সংহতি দান করে। এই প্রক্রিয়া দুইটি ক্রম-অভিসারী ধর্মতাত্ত্বিক পর্যায়ক্রমে ঘটে। ইহাদের একটি হইল দীক্ষাদাতার (নাতি'ক, স'ামিত, বাব) পক্ষে ক্ষণিক প্রভাবসম্পন্ন এবং অন্যটি দীক্ষিতের (দা'ঈ, হু'জ্জাঃ, ইমাম) পক্ষে স্থায়ী প্রভাবসম্পন্ন। ঐতিহাসিক-ভাবে তাহাদের উপাধিধারিগণের নামতালিকা সীমাবদ্ধ সংখ্যায় কতিপয় চক্রে গ্রথিত হয়। বোধশক্তিসমূহ অপরিবর্তনীয় সংখ্যায় এইরূপ চক্র হইতে চক্রান্তরে পরিগমন করে। এইরূপ পরিগমনে তাহারা আর তাহাদের ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হয় না; কারণ এই অবস্থায় স্বাতন্ত্র্যের একটি বাহ্যিক রূপই শুধু তাহাদের বজায় থাকে।

(ঘ) পরিগমন চক্রসমূহের গ্রহ মণ্ডলীয় আখ্যাবলী (আক্ওয়ার, আদ্ওয়ার, কি'রানাত)

উপরে উল্লিখিত চক্রগুলি তাহাদের বস্তুগত যবনিকাসমূহ অর্থাৎ গ্রহসমূহের আবর্তন, পর্যাবৃত্তি এবং সংযোগসমূহ অনুসারে পরিচিত হয়। ইহা একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয় যাহার সম্যক উপলব্ধি প্রয়োজন। কারামাতীগণ নামকরণের পক্ষপাতী, কিন্তু নাম দ্বারা কোন জিনিস প্রভাবান্বিত হয় ইহা তাহারা বিশ্বাস করে না। তাহারা সকলে একবাক্যে প্রকাশ করে যে, বোধশক্তিসমূহের উপর গ্রহনিচয়ের কোন বাধ্যকারী প্রভাব নাই। যে শ্রেণী ইচ্ছা (কুন্) দীক্ষার আলোকের কথাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে উহাই গ্রহগুলিকে নাক্ষত্রিক পর্যাবৃত্তিসমূহের সহিত মিলাইয়া দেয়। এই নাক্ষত্রিক পর্যাবৃত্তিসমূহ এই আলোক-চক্রগুলির প্রক্ষিপ্ত ছাপ বা ছায়া। ইহারই মধ্যে বোধশক্তিসমূহের নিজ নিজ কোষ্ঠী পাওয়া যায়। (ধর্মমতসমূহের বা মিল্লাতের পরিবর্তন প্রতি ৯৬০ বৎসরে, সাম্রাজ্যের পরিবর্তন প্রতি ২৪০ বৎসরে, সার্বভৌম রাজার পরিবর্তন ২০ বৎসরে, সংক্রামক ব্যাধির পরিবর্তন প্রতি বৎসরে এবং প্রকৃতির পরিবর্তন প্রতি মাসে এবং প্রতিদিনে), যখন কার্যের শেষ সমাপ্তি কাল (বীকার-দায়রুর হ'াদীছে বর্ণিত স'াবুর) উপস্থিত হয় তখন চক্র এবং পর্যাবৃত্তিকাল যুগপৎ শেষ হয়।

(ঙ) ব্যক্তিগত দীক্ষার পর্যায়সমূহ

প্রাচীন (গ্রীক ও মানিকীয়ান) এবং বর্তমান ফ্রি-মেসন প্রণালীর ন্যায় কা'রমাতী দীক্ষাদান প্রণালীতে শিক্ষার্থীর প্রতি পর্যায়ক্রমে আলোকসম্পাত করা হইত। স্বর্গীয় ইচ্ছার এক অখণ্ডনীয় ও অভ্রান্ত প্রভাব বা তা'লীম হইতে ইহা নির্গত হয় (এইজন্য আল-গা'যালী কা'রমাতীগণকে তা'লীমীয়্যাঃ নামে অভিহিত করিয়াছেন)। এই প্রক্রিয়ার দক্ষ শিষ্য (চতুর্থ পর্যায়ে)-এক ঘোষণা দ্বারা ইহার প্রতি আত্মসমর্পণ করে। এই ঘোষণা ত'ালাক, মু'আল্লাক-সম্বলিত একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি, যাহার ফলে ঘোষণাকারী প্রতিজ্ঞা করে যে, যদি সে গোপনীয় বিষয়ের প্রকাশ (ইফ্শা' আস-সির্র) করে তবে তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রী তিন ত'ালাক-প্রাপ্তা হইয়া যাইবে। তাই এই চুক্তি ভঙ্গ করা কা'রমাতী মতানুযায়ী ব্যভিচার বা যিনার সমান। Goldziher এই ঘোষণা সূত্রটি অনুশীলন করিয়াছেন।

যানুজ বিদ্রোহে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় (আত'-ত'াবারী, ৩খ, ১৭৫০) এবং উসামাঃ তাঁহার বিবরণে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। সুন্নী ইতিহাস লেখকগণ ৩, ৫, ৭, ('আবদান এবং ইব্ন হ'ামদান), অথবা ৯ পর্যায়ের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু 'আবদু'ল-ক'াহির আল-বাগ'দাদী ইহাদের যে নামকরণ করিয়াছেন তাহার সত্যতা সন্দেহপূর্ণ। এইগুলি হইল : তাফারুরুস, ভাবী সুদক্ষ ব্যক্তির পরিচায়ক যাহাকে উর্বরা অথবা অনুর্বরা মৃত্তিকা বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তা'নীস (বশীভূতকরণ), তাশকীক (নিয়মিত সন্দেহবাদের শিক্ষানবীশী), তা'লীক' (শপথ গ্রহণ), রাবৃত' (যোগাযোগ), তাদ্‌লীস (ত্রুটি গোপন), তা'সীস (ভিত্তি স্থাপন), খাল' (উন্মোচন) এবং সালৃখ (সমাপ্ত)। সর্বোচ্চ গোপনীয় পাঁচটি পর্যায়ের কর্মসূচী অজ্ঞাত। "আবূ ত'াহিরের নিকট 'উবায়দুল্লাহ্‌র পত্রখানি" একটি প্রক্ষিপ্ত কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু (ইহা বর্তমান ফ্রি-ম্যাসন পদ্ধতি বিরোধী কতিপয় লেখার সহিত তুলনীয়)। আল-বাগ'দাদী ইহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহাতে আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে একটি হইল মধ্যযুগীয় রূপকথা De Tribus Impostoribus (ইহার প্রাচীনতম উল্লেখ, তু. RHR, Z 920)। অসূয়াপরবশ অধার্মিকতার সংশোধনী নীতি-বাক্যের স্থলে এই উপকথাগুলি আলোচিত হইয়াছে। আল-মাক'রীযী কায়রোতে অনুষ্ঠিত "মাহ'বি'জের" যে উল্লেখ করিয়াছেন (de Sacy এবং Casanova যাহার অনুবাদ করিয়াছেন) তাহাতে জানা যায়, দীক্ষার ফলে ইহাই পরিস্ফুট হইত যে, সমস্ত অবতীর্ণ ধর্ম-প্রণালীর বাহ্যিক (জ'াহির) অনুষ্ঠান-গুলি তুল্য, রূপকসমূহের অন্তরালে একই অন্তর্নিহিত (বাতি'ন) অর্থ বহন করিতেছে (এই কারণে ক'ারমাত'ীগণ বাতি'নিয়্যাঃ নামে পরিচিত)। এই অর্থসমূহ নেতিবাচক এবং রহস্যমুক্ত। দীক্ষা প্রক্রিয়ার সার হইল এক ধরনের দূরবর্তী দার্শনিক যুক্তি-বাদ শিক্ষা দেওয়া, যাহা পরস্পর বিপরীত ধারণাযুগল যেমন, 'আইন" ও "পর আইন", "তাওহ'ীদ" ও "তালহ'ীদ" ইত্যাদি উপ-স্থাপিত করে মাত্র [তু. দুরূয] বাস্তবক্ষেত্রে ইহাদের প্রভেদ বুঝাইয়া দেয় না। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ইহা ক'ারমাত'ী-গণের মৌলিক প্রভাভিত্তিক একত্ববাদের একটি দিকমাত্র।

৪। ইহার ইমামী পারিভাষিক শব্দভাণ্ডার ; অন্য চরমপন্থী শী'আঃ সম্প্রদায়গুলি (গু'লাত)-এর সমালোচনা

মুসলিম জগতের সুসভ্য কেন্দ্রগুলিতে ক'ারমাত'ী মতবাদের প্রসার লাভে আতঙ্কিত হইয়া সুন্নী ইতিহাসবিদগণ এই ইসলাম বিরোধী অভিযানের বিরুদ্ধে নিন্দামুখর হইয়া উঠেন। তাঁহাদের মতে ইহার উৎস হইতেছে বিদেশী মাযদাক-মতবাদ, (খুর্‌রামীয়া) মানী মতবাদ ইত্যাদি এবং জাতিতে বিদ্বেষ, যাহার ফল হইল ইরানীর সহিত 'আরবীর এবং রাবী'আ গোত্রের সহিত মুদ'ার গোত্রের দ্বন্দ্ব (শু'উবীয়াঃ)। তাঁহারা অনুরূপ আলোচনা উদ্ধৃতও করিয়াছেন।

ক'ারমাত'ীগণের স'াবিঈ উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদ প্রমাণ সাপেক্ষ। সুন্নী মুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে ক'ারমাত'ীগণ নিজেরাই ধারণাটি ছড়াইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। নিজদিগকে কু'রআনে বর্ণিত রহস্যময় স'াবিঈগণের ইব্‌রাহীমী (খালীলীয়াঃ) উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে ইহা তাহাদের এক অপ-প্রচেষ্টা। সম্ভবত ইহাই হইল স'াবিঈ কাহিনীর মূল ভাব। এই কাহিনীটি অনেকের মত আন-নাহরাওয়া-নীও তাঁহার পুস্তকে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী বিবৃত করিয়াছেন। তিনি ইহা ক'ারমাত'ী হ'াসান ইবন স'াব্বাহ' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু ইহার উল্লেখ করেন নাই। এই বিষয়ের দলীলাদির প্রেক্ষিতে ক'ারমাত'ীদের সহিত হ'াররান বা ওয়াসিতে'র কল্পিত স'াবিঈ-গণের কোন সম্বন্ধ আছে তাহা প্রমাণ করা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে ক'ারমাত'ী পারিভাষিক শব্দসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, এই মতবাদ কূফার ইমামী সম্প্রদায়-গুলিতে হিজরী দ্বিতীয় শতক শেষ হইবার পূর্বে গঠিত হইয়াছিল। ক'ারমাত'ী পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিশেষ ইমামী শব্দমালা প্রচলিত ছিল। এইগুলি অন্যা চরমপন্থী সম্প্রদায়গুলি—যথা : ইসহ'াক'ীয়াঃ, শারী'ইয়াঃ, নামীরীয়াঃ (নুস'ায়রীয়াঃ), খাসাকীয়াঃ, হ'াল্লাজীয়াদের মধ্যে দেখা যায়। উদাহরণত নূরানী, নাফ্‌সানী, রূহ'ানী, জিস্‌মানী, শা'শা'আনী, ওয়াহ'দানী, নামূস, লাহূত, নাসূত, জাবরূত, ফারদ', হ'দূদ, দু'হূর, জাওলান, তাকব'ীন, লাজব'ীহ', তা'য়ীদ ইত্যাদি জাফরের (দ্র.) মতানুযায়ী ২৮টি বর্ণের রহস্যময় অর্থ। ক'ারমাত'ী ইসনাদে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সর্বশেষ রক্ষণশীল ইমামী মুহ'াদ্দিছ'গণ হইলেন মুফাদ্‌দ'াল ইব্ন 'উমার এবং মুহ'াম্মাদ ইব্ন সিনান আজ'-জ'াহি'রী (নুস'ায়রীগণও ইহাদিগকে স্বীকৃতি দিয়াছেন)।

প্রথম প্রকৃত ক'ারমাত'ী লেখক হইতেছেন আবু'ল-খাত্ত'াব মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী যায়নাব আল-আসাদী আল-কাহিলী (মৃ. ১৪৫-৭/৭৬২-৪, কূফায়)। তিনি প্রাথমিক শী'আঃগণ প্রদত্ত কু'রআনের স্থূল ব্যাখ্যার পরিবর্তে এক ভাবমূলক রূপক ব্যাখ্যা দান করেন। বিশ্বের উৎপত্তি-তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় তিনি অক্ষরের ব্যবহারের (তু. মুগ'ীরাঃ) পরিবর্তে তাহাদের সংশ্লিষ্ট সংখ্যা মানের (অক্ষরের রহস্যপূর্ণ অর্থসমূহের) ব্যবহার প্রবর্তন করেন। মনে হয় তিনিই দীক্ষার গোপনীয়তা সংরক্ষণের জন্য অঙ্গীকার প্রথার প্রবর্তন করেন। কারণ তাঁহার শিষ্য খাত্ত'াবীয়াগণই একমাত্র ইমামীয়াঃ সম্প্রদায় যাহাদিগকে আশ-শাফি'ঈ (কিতাবু'শ-শাহাদাত) শপথ গ্রহণ করিতে অনুমতি দেন নাই। কারণ তাহারা তাক'ীয়াঃ (বা গোপনীয়তার অপপ্রয়োগ) পদ্ধতিকে একটা বিশেষ নীতিতে পরিণত করে, যাহার ফলে কোন তথ্য গোপন রাখার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য সমর্থনযোগ্য হয়।

তাহার পরে আবু শাকির মায়মূন আল-ক'াদ্দাহ' আল-মাখ্‌যূমী (মৃ. ১৮০/৭৯৬-এর কাছাকাছি) ক'ারমাত'ী নির্গমনবাদকে একটি নির্দিষ্ট ধর্মনৈতিক রূপ প্রদান করেন। তিনি প্রাথমিক গু'লাতদের সহকারী সৃষ্টিকর্তা পঞ্চ আত্তামের (অবতার পর্যায়ে উন্নীত ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণ বিশেষ) পরিবর্তে বিমূর্ত প্রথম মূলনীতি-গুলির প্রবর্তন করেন।

তিনি খুদায়ী সত্তার গুণাবলী অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং "শাশ্বত কু'রআনকে" জ্ঞানরাজ্যে স্বর্গীয় আলোক-সম্পত্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ক'ারমাত'ী ধর্মীয় নীতিগুলির সহিত পূর্ববর্তী ইমামী তত্ত্বগুলির, যথা—তাহাদের দ্বৈতবাদ (তাজসীম) ও ব্যক্তিত্ববাদ (তাশাখ্‌খুস') এবং তাহাদের 'আলী (রা) ও তদীয় বংশধরগণের প্রতি অবতারত্ব আরোপ ইত্যাদির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এক জাতীয় হইলেও ইমাম তত্ত্বগুলি বুদ্ধিবৃত্তি প্রভাবিত হইয়া ক'ারমাত'ী নীতিসমূহে

বিমূর্তিত (abstract) বস্তু রূপ গ্রহণ করিয়াছে। পরিশেষে ক'রমাত'ীগণ কেবল পদমর্যাদা এবং বাহ্যিক কাজকর্মের হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ (স')-কে হযরত 'আলী (রা)-র উপরে স্থান দান করেন। ইহা হযরত মুহ'াম্মদ (স')-এর প্রতি তাহাদের অত্যধিক ভক্তিপ্রসূত মনোভাব নহে, চিরপ্রত্যাশিত দূত বা নাতি'ক' হিসাবে তাঁহার পূর্ব নির্ধারিত কর্মধারার প্রতিই তাহারা দৃষ্টি রাখিয়াছে। তাহারা মুহ'াম্মাদীয়াঃ নহে, মীমীয়াঃ (আকরে উল্লিখিত ব্যাখ্যানুসারে মীমের অর্থ নাম, ইস্‌ম, এখানে রাসূলের উপর বর্তিত নাতি'কে'র কর্মভার)। ইহার বিপরীত হইল 'আয়নীয়াঃ (আকরে উল্লিখিত মতানুসারে 'আয়ন অক্ষরের তাৎপর্য : অর্থ, মূলার্থ, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, গুপ্ত অর্থ, এখানে 'আলী (রা)-র অব্যক্তভাবে (বাতি'নী) নির্বাচিত ইমামের নীরব (স'ামিত) ভূমিকা আদ্‌-দুসী এবং আন্‌-নাখ্‌'ঈও এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন।

হিজরী তৃতীয় শতক পর্যন্ত কূফায় ইমামী লেখকগণের মধ্যে যে বিতর্কমূলক লেখা প্রচলিত ছিল, তাহাতে ক'রমাত'ী লেখক আবু'ল-খাত'াব, আল-কায়্যাদ' এবং আন-নাহীকী মীমীয়া দলভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে নাতি'ক' = 'আক'ল = ক'াইম = নাবী) হযরত 'আলীর (স'ামিত = নাফ্‌স = ওয়ালী = ওয়াস'ী) উপরে স্থান দান করেন। 'আয়নীয়াঃ মতবাদকে মার্জিত করিয়া বাদানুবাদের ধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া নুস'ায়রী আল-খাসীবী হযরত 'আলী (রা)-কে (মা'না = ইমাম) হযরত মুহ'াম্মাদ (স') [হি'জাব হ'জ্জাঃ এবং সালমান (ইস্‌ম = বাব)-এর উপরে স্থান দান করেন। [হযরত মুহ'াম্মাদ (স') একটি "আবরণ" যাহা 'আলীরূপ ঐশ্বরিক আবির্ভাবকে অনাবৃত করিয়াছে—নুস'ায়রী এই যুক্তিকে খণ্ডন করিয়া দ্রুযগণ সমত ক'রমাত'ী যুক্তিতে উত্তর দেন যে, "আবরণ" শুধু আবৃত করিয়া রাখে। হযরত 'আলী (রা) তাঁহার নীরবতা দ্বারা যাহা করিয়াছেন হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার বাক্য দ্বারা তদপেক্ষা সুচারুরূপে আল্লাহ্‌র পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। নুবুওয়াতের অবদানের তুলনায় অভ্যন্তরীণ পবিত্রতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই, পাপশূন্যতার চেয়ে অভ্রান্ততাকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। ক'রমাত'ীয়াঃ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় আরও কয়েকটি জটিল, দুর্বোধ্য এবং বিতর্কমূলক বিষয়ের (যথা : জন্মান্তর চক্র, মানবীয় ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ, প্রতীক বনাম ভাব ইত্যাদি) অবতারণা করিয়াছেন। এই সবের বিবরণের জন্য Shorter Encyclopaedia of Islam দ্র.।

নুস'ায়রীগণ স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষা দান করে না বা তাহাদের অমরত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু অন্যপক্ষে ক'রমাত'ীগণ ইহা স্বীকার করে (দুরূয আইনে "রিসালাঃ আন-নিসা" দ্র.)।

৫। গ্রীক দর্শনের সহিত ইহার সম্বন্ধ

ক'রমাত'ীবাদ কু'রআন ও অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন ইসলামী পারিভাষিক শব্দসমূহ সংরক্ষণ করিয়াছে, হিজরী ৩য় শতকের পূর্বে এই সব শব্দের যে অর্থ ছিল, তাহা এখানে অক্ষুণ্ণ আছে (যেমন আমর, ত'ল, 'আবদ', কূন্‌, সাম, শাহিদ, বাজাল', শ'াফাঃ, রাক'ীন, ইসতিক'ামাঃ, ইখলাস, রিদ'া, তাসলীম)। উক্ত সময় হইতেই ক'রমাত'ীবাদ কোন কোন সমস্যা সম্বন্ধে অজ্ঞতা পোষণ করিত, সেই সমস্যাগুলি পরবর্তীতে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, যথাঃ ইমামীগণের মধ্যে ইবনু'ল-হ'াকামের পরে এবং সুন্নীগণের মধ্যে আন-নাজ্জারের পরে। এই সমস্যাগুলির দৃষ্টান্ত হইতেছে—অনুভূতির ধারণা, ধারণার উদ্ভব প্রক্রিয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ও হৃদয়ের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের রূপ—এই তিনটি বিষয়ে ক'রমাত'ীগণ জাহ্‌মীয়াগণের ন্যায় এক প্রকার অদৃষ্টবাদে অর্থাৎ অন্ধ নিয়তিবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে।

গ্রীক দর্শনের সহিত ইসলামের সংস্পর্শহেতু মুসলিম দার্শনিক চিন্তাধারার প্রথম উন্মেষ ক'রমাত'ীগণ কর্তৃক সূচিত হয়। মু'তাযিলীগণ অন্য এক ক্ষেত্রে ইহা করিয়াছিলেন। ক'রমাত'ীগণ মনুষ্যত্বের স্বাতন্ত্র্যবোধক 'আক্'ল (বুদ্ধিবৃত্তি) শব্দকে সুনুপুণ প্রণালীতে ব্যবহার করিয়া ইহা সাধন করে। ইহাতে তাহারা যে কেবল উল্লিখিত যুক্তিপ্রধান বিমূর্ত রূপক ব্যাখ্যার সহিত পরিচিত হইয়াছে তাহা নহে; বরং তাহাদিগকে সরাসরিভাবে বিজ্ঞানের মূল ভিত্তিকে এবং সাধারণ ধ্রুবকসমূহকে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে—যেমন, গাণিতিক তত্ত্বসমূহ (৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি সংখ্যা) যদ্দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যক গণনা (সুন্নীমতের বিপরীত নূতন চান্দ্র বৎসরসমূহ) সম্ভব হয়, মৌলিক উপাদান চতুষ্টয় এবং জীবদেহের রসসমূহ (humours—ত'াবাই') যথাযথ ঔষধ ('আক'াক'ীর) এবং চিকিৎসা বিদ্যার ভিত্তি ইত্যাদির আলোচনা।

ক'রমাত'ী মতবাদ ইহার পরে আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। ইখওয়ানু'স্‌-স'াফা যেমন গ্রীক দর্শন সর্বসাকুল্যে আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল—ক'রমাত'ীগণ তাহা করে নাই। কিন্তু তাহারা অনেকের মনকে গ্রীক-দর্শন অনুধাবনের উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। গ্রীসের প্রাচীন দার্শনিকগণ (যথা : পীথাগোরাস, এম্পেডোক্লিস, প্লেটো) রূপকল্প সাধু (যথাঃ Agathodaemon) প্রমুখকে তাহারা নবী হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছিল। ইহার ফলে ক'রমাত'ী জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ উক্ত বিদেশিগণের পুস্তকাদি কু'রআনের মত অবাধ অধ্যয়নে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

কোন কোন ফারসী পুস্তক (যেমন ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিগণিত জামআস্‌পের "আম্‌শাস পান্‌দ" নামীয় পুস্তকাদি) এবং অনেক পরে হিন্দু লেখকগণের পুস্তকসমূহও পাঠ করিবার জন্য প্রায় অনুরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল।

৬। মুসলিম চিন্তাধারার বিকাশে ক'রমাত'ীদের প্রভাব

বিভিন্ন সুন্নী মতবাদী মুসলিম চিন্তাবিদগণের উপর ক'রমাত'ী লেখকগণের বিশেষত 'রাসাইলু ইখওয়ানি'স'-স'াফা" নামক বিশ্বকোষের সবিশেষ প্রভাব আছে। ক'রমাত'ীবাদের প্রভাবে দর্শনে আল-ফারাবী এবং ইব্‌ন সীনার আদর্শবাদী ইমামতের (ইস্‌তি'দাদ লি'ন-নুবুওয়াঃ) রাজনৈতিক মতের জন্ম হয় (আর-রাযীও এ বিষয়ে আল-কায়্যালের সহিত বাদানুবাদে লিপ্ত হইয়াছিলেন)। ইব্‌ন সীনার "দশ 'উক্'ল"-এর নির্গমনবাদের মূলেও ইহার প্রভাব আছে। বিখ্যাত মতঃনিক্রান্ত হ'াম্য ইব্‌ন মাক্'জ'ান উদ্ভাবিত ক'রমাত'ী উৎস হইতে উৎপন্ন (দ্র. দুরূজ)।

'ইব্‌ন কালামেও ক'রমাত'ীবাদ এইভাবেই প্রবেশ লাভ করিয়াছিল; কু'রআনের বিমূর্ত রূপক ব্যাখ্যা, ইব্‌ন হ'াইত' ও ইব্‌ন রানুদের "তানাসুখ" এবং "নূর মুহ'াম্মাদী" ইহার উদাহরণ।

সূফীবাদে সাহ্‌ল আত-তুস্‌তারী (দ্র.) হইতে আলেপ্পোর আস-সুহরাওয়ার্দী পর্যন্ত সু'ফীগণের মধ্যে এই প্রভাব আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় (নূর ক'াহির)। যে সমস্ত সু'ফী ক'র-

মাত'ীবাদকে আক্রমণ করেন তাঁহারাও ইহার শব্দ-ভাণ্ডার ব্যবহার করেন (আল-হ'াল্লাজ, আত-তাওহ'ীদী, আল-গ'াযালী দ্র.)। আন্দালুসিয়ার মহান সূ'ফী ইব্নু'ল-'আরাবীর প্রতিষ্ঠিত আন্দালুসিয়ার সূ'ফী সম্প্রদায়ের পুস্তকসমূহে ক'ারমাত'ী মতবাদ অবলম্বিত হইয়াছিল। এ কথা ইব্ন তায়মীয়াঃ (র) যথার্থভাবেই দেখাইয়া দিয়াছেন। ইব্ন বার্রাজান, ইব্ন ক'াস্যী, এমন কি তাঁহাদের ছাত্র ইব্নু'ল-'আরাবী (দ্র.)-ও ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত।

কু'রআনে উল্লিখিত মীছ'াক' (চুক্তি) এবং (মি'রাজ সম্বন্ধীয়) "ক'াবা ক'াওসায়ন"-এর প্রসঙ্গে সত্তার মূলগত একত্বের (ওয়াহ'দাতু'ল ওয়াজুদ অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাদানকালে ইব্নু'ল-'আরাবী সৃজনমূলক বিবর্তনের এবং জ্ঞান সংক্রমণের পাঁচটি পর্যায়ের (আল-ফারগ'ানী সমসংখ্যক এবং 'আবদু'ল-কারীম আল-জীলী তিনটি পর্যায়ের) উল্লেখ করিয়াছেন এবং আত্মাকে (রূহ'কে) জ্ঞানের ('আক্'লের) সহিত একীভূত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রকৃতপক্ষে ক'ারমাত'ী ব্যাখ্যাকে অধিকতর মার্জিত আকারে প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।

কয়েকটি বিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং মুসলিম বণিক সংঘের সূচনাও ক'ারমাত'ীগণ কর্তৃক হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : সাধারণ সূত্র সম্বন্ধে দ্র. (১) L. Massignon, in Oriental Studies presented to E. G. Browne, Cambridge 1922, p. 329—38; (২) এবং বিশেষ করিয়া রাসাইল ইখ্ওয়ানু'স-স'াফা', বোম্বাই ১৩০৩ হি., ২খ, ৬০-৬২, ৮৩-৯১; ৪খ, ১৮২-২১৭ ইত্যাদি; (৩) হ'ামুযাঃ আদ-দুরূযী, রিসালাঃ মুস্তাক'ীমাঃ; (৪) ঐ লেখক, রিসালাঃ দামিগ'াঃ (দুরায আইন সম্বন্ধে), (৫) মুক'তানা' আদ-দুরযী, রিসালাতু'স-সিকর ইলা'স-সাদাঃ (দুরূয আইন সম্পর্কে); (৬) নিজ'ামু'ল-মুলক, সিয়াসাত নামাঃ; (৭) আল-গ'াযালী, আল-মুস্তাজ'হিরী; (৮) ঐ লেখক, আল-কি'সতাসু'ল-মুস্তাক'ীম, কায়রো; (৯) S. de Sacy, Essai sur les Druzes, Paris 1838; (১০) S. Guyard, in NE, xxii. i, Paris 1874; (১১) E. Griffini, Die Jungste ambrosianische Sammlung, in ZMDG, 1915, lxix. 80—88; (১২) W. Ivanow, in JRAS, 1919, 1924; (১৩) de Goeje, Memoire sur les Carmathes (1st ed. 1862; 2nd ed., 1880); (১৪) Friedlander, in JAOS, 1907; (১৫) Asin Palacios, Abenmasarray su escuela, Madrid 1913.

কার্রামিয়্যাঃ (كرامية) সম্প্রদায় আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহ'াম্মাদ ইব্ন কার্রামের নাম অনুসারে পরিচিত। তাঁহার পিতার নাম কার্রাম, কারাম, কিরাম অথবা কির্রাম; (দ্র. মীযানু'ল-ই'তিদাল, ৩খ, ১২৭; তাঁহার পূর্বপুরুষগণের নামের জন্য দ্র. ইব্নু'ল-আছ'ীর, ৭খ, ১৪৯; কির্রামিয়্যাঃ শব্দের উচ্চারণ তত্ত্বের জন্য দ্র. Dict. of techn. Terms, p. 1266)। তিনি আস-সিজিস্তানী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আস-সাম্'আনী তাঁহার একটা মোটামুটি জীবন চরিত লিখিয়াছেন (আনসাব, পত্র ৪৭৬ খ, ৪৪৭)। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নিযার গোত্রে উদ্ভূত হন, যারানূজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, সিজিস্তানে প্রতিপালিত হন এবং পরে খুরাসানে গমন করেন। সেখানে তিনি সূ'ফী আহ্'মাদ ইব্ন হ'ারব (মৃ. ২৩৪/৮৪৮)-এর বক্তৃতামালা শ্রবণ করেন, বল্খে তিনি ইব্রাহীম ইব্ন য়ূসুফ আল-মাকিয়ানীর (মৃ. ২৫৭/৮৭০), মার্বে 'আলী ইব্ন হ'াজারের (মৃ. ২৪৪/৮৫৮) এবং হিরাতে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন সুলায়মানের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। তিনি আহ'মাদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ জাওবারী (মৃ. ২৪৭/৮৬১) এবং মুহ'াম্মাদ ইব্ন তামীম ফার্য়ানানী হইতে প্রাপ্ত অনেক হ'াদীছ' বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি যদি এই দুই ব্যক্তির স্বরূপ অবগত হইতেন তবে তাহাদের নিকট যাইতেন না; কারণ তাহারা প্রসিদ্ধ হ'াদীছ' জালকারী ছিলেন। মক্কায় পাঁচ বৎসর কাটাইয়া তিনি সিজিসতানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। তৎপরে তিনি নিশাপুর যাত্রা করেন। সেখানে তিনি তথাকার শাসনকর্তা মুহ'াম্মাদ ইব্ন ত'াহির ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ কর্তৃক (মতান্তরে দুইবার) কারারুদ্ধ হন। ২৫১/৮৬৫ সালে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি নিশাপুর ত্যাগ করেন এবং বায়তু'ল-মুক'াদ্দাস গমন করেন। সেখানে ২৫৫/৮৬৮ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। এইখানে তাঁহার শিষ্যগণের খানক'াহ্ ছিল। শত বৎসর পরে মুত'াহ্হার ইব্ন ত'াহির ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। আল-মুক'াদ্দাসীও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

(ক) মতবাদ : তাঁহার মতামতসমূহ 'আয'াবু'ল-ক'াব্র বা কবরের শাস্তি নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা হইতে 'আব্দু'ল-ক'াহির আল-বাগ্'দাদী তাঁহার আল-ফার্ক' বায়না'ল-ফিরাক (কায়রো ১৩২৮) পুস্তকে (পৃ. ২০২—২১৪) কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল-বাগ্'দাদী এই সম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তির সঙ্গে বাদানুবাদ করিয়াছেন এবং তাঁহার পুস্তকেই ইহাদের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ আছে। ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এই ব্যক্তির প্রধান মতবাদ এই ছিল যে, খুদায়ী সত্তা একটি মৌলিক পদার্থ (জাওহার) তাঁহার কোন কোন শিষ্য এই পদার্থের বদলে শরীর (জিস্ম) শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। এই বস্তুটি মানবসুলভ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে মুক্ত এবং 'আর্শের সহিত মুমাস্সাঃ বা সম্বন্ধযুক্ত (মুমাস্সাঃ শব্দটি অধিকতর প্রীতিকর মুলাক'াত শব্দ দ্বারা বদলান হইয়াছিল) এবং 'আর্শ শূন্যে অবস্থিত। এই মতবাদের জন্য তাঁহার সম্প্রদায়কে মুশাব্বিহাগণের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হইয়াছে। এই মতবাদ সম্পর্কে কু'রআনের "আলা'ল-আরশিসতাওয়া" বাক্যাংশ (৭ : ৫৫; ১০ : ৩; ১৩ : ২; ২০ : ৫ ইত্যাদি) হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহার মতবাদের অবশিষ্টাংশ বাস্তবিকপক্ষে কু'রআনের সহিত এরিস্টটলীয় দর্শনের কোন কোন অংশের বিশেষত বস্তু (Substance) ও আপাতনের (accident) এবং গতি (dynamis) ও শক্তির (energeia) ভেদের সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা মাত্র। ইহার ফলে তাঁহার শিষ্যগণ এই মত পোষণ করিতেন যে, কথা বলিবার পূর্বেই আল্লাহ্ বাক্শক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং 'ইবাদাতকারী সৃষ্টির পূর্বেই তিনি 'ইবাদাতযোগ্য ছিলেন। কতকগুলি সূক্ষ্ম কৌশল খাটাইয়া কু'রআনের সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত বিশ্বের অবিনশ্বরত্ব (ক'াদীম) মতবাদের সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছিল। তিনি বলিতেন : আল্লাহ্ মনন, উপলব্ধি, কথন, স্পর্শন—এইরূপ কতকগুলি আপাতনিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং এইসবের উপর তিনি ক্ষমতাবান। বিশ্ব এবং ইহার অন্তর্গত বস্তুসমূহের উপর তিনি প্রভাবশালী নহেন, কারণ এইগুলি তাঁহার মননের দ্বারা সৃষ্টি হয় নাই, "কুন" শব্দ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।

'ইল্ম কালামের পুস্তকসমূহে তাঁহাদের একটি মতবাদের উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। ইহা হইল, শাহাদাঃ দুইটি একবার

উচ্চারণ করাই ঈমান, ইহাতে প্রত্যয় এবং 'আমাল অপরিহার্য নহে। এই মত এক শ্রেণীর মুর্জি'আঃগণের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও তিনিই প্রথম ইহা পোষণ করিতেন বলিয়া কথিত হয় (ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ কিতাবু'ল-ঈমান পুস্তকে কায়রো ১৩২৫, পৃ. ৫৭, বিস্তারিত বর্ণনায় এই মত অস্বীকার করিয়াছেন)। তাঁহার অন্য অভিমতগুলি 'ফারক'' পুস্তকে যেরূপভাবে পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় মধ্যপন্থার দিকে তাঁহার ঝোঁক ছিল। তাই নবীগণের অভ্রান্ততা (عصمة) বিশেষ বিশেষ সীমার মধ্যে পরিমিত করা হইয়াছে। যাঁহাদের নিকট নুবুওয়াতের বাণী পৌঁছায় নাই তাঁহাদিগকে কেন নুবুওয়াতে বিশ্বাস করিতে হইবে ইহারও একটি কারণ নির্দেশ (কতকটা ইব্‌ন তু'ফায়লের রীতিতে) করা হইয়াছিল। তাঁহার মতে, একই সময়ে দুইজন ইমাম থাকিলেও যুগপৎভাবে উভয়কে স্বীকার করা তাঁহাদের কর্তব্য এবং এইরূপ উভয় ইমামের মধ্যে মতবিরোধ থাকিলেও প্রত্যেকেরই তাহার অনুসরণকারিগণের নিকট হইতে আনুগত্যের অধিকার আছে, ইসলামী আইনের ফুরূ' (فروع)-এ তাঁহার বিদ'আতের উদ্দেশ্য ছিল ইহাকে অধিকতর নমনীয় করা।

(খ) ইতিহাস : মনে হয় কার্‌রামী মতবাদ প্রধানত খুরাসানে বিস্তার লাভ করে। ৩৭০/৯৮০ সালে সামানী সেনাপতি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সীমজূরের সম্মুখে কিতাবু'ল-ফারকে'র লেখক এই সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তির সহিত বাদানুবাদ করেন। গায্‌নীর সুলতান সুবুক্তগীন তাঁহার সমসাময়িক প্রধান কার্‌রামী সূফী আবূ বাক্‌র ইসহাক ইব্‌ন মাহ্‌মাশাযের (মৃ. ৩৮৩/৯৯৩) প্রতি প্রভাবগত এই মতের আনুকূল্য করিতেন। কথিত আছে যে, এই কার্‌রামী সূফী প্রায় ৫০০০ যিম্মীকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া মাহ্‌মূদ ইব্‌ন সুবুক্তগীন বাতিনীগণের প্রতি প্রবল নির্যাতন করেন। মনে হয় ইহারই প্রতিক্রিয়া সূফী আবূ সা'ঈদের জীবনে (৩৫৭-৪৪০; সম্পাদিত Zhukovsky, 1899, i, 84-91) ঘটিয়াছিল। ইসহাক ইব্‌ন মাহ্‌মাশায হানাফী কাযী সা'ঈদের সহিত মিলিত হইয়া এই সূফীর বিরোধিতা করেন। ঐ সময়ে নিশাপুরে কার্‌রামীগণের সংখ্যা ২০,০০০ ছিল বলিয়া কথিত আছে। ৪০৩ হিজরীতে উক্ত কাযী মাহ্‌মূদ গায্‌নাবী'র নিকট কার্‌রামিয়্যাঃ-গণের ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ করেন। ইহার পূর্বে তিনি হাজ্জে গমন করিয়াছিলেন এবং খালীফাঃ আল-কাদিরের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক এই সময়েই কার্‌রামী মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। ফলে যাহারা প্রকাশ্যভাবে ইহার অনুসরণ করিত তাহাদিগকে দণ্ডিত করা হয়। তাহা সত্ত্বেও নিশাপুরে অনেকেই এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। ইব্‌নু'ল-আছীর তাঁহার পুস্তকে, (পৃ. ৪৮৮) কার্‌রামীগণ এবং হানাফী ও শাফি'ঈগণের মিলিত শক্তির মধ্যে এক যুদ্ধের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। য়াকূত (দ্র. বিজিস্তান) একজন কার্‌রামী প্রচারকের উল্লেখ করিয়াছেন যিনি হিজরী ষষ্ঠ শতকে খুরাসানে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। সম্ভবত 'আব্দু'ল-কাদির জীলানী (র) (মৃ. ৫৬১ : ১১৬৬, গুন্‌য়াঃ কায়রো ১২৮৮, ১খ, ৮১) তাঁহার সময়েও খুরাসানে বহু সংখ্যক কার্‌রামী ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফাখ্‌রু'দ-দীন আর-রাযীর (মৃ. ৬০৬) সময়েও তাহারা ছিল বলিয়া তিনি মনে করিতেন (আসাসু'ত-তাক্‌দীস, কায়রো, ১৩২৮ পৃ. ৯৬—৯৮)। তাঁহার লিখিত জীবনী গ্রন্থে তিনি কার্‌রামীগণকে তাঁহার উগ্রতম বিপক্ষ দল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. আর-রাযী), কিন্তু ইহাও হইতে পারে যে, চেঙ্গীযখানের সেনাপতিগণ যখন খুরাসানে ব্যাপক নরহত্যা চালাইতেছিল তখন এই সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে নির্মূল হইয়া যায়। পরবর্তীকালের লেখকগণ (যেমন ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ এবং মাওয়াকি'ফের লেখক) যখন ইহাদের মতবাদের উল্লেখ করিতেন তখন তাঁহারা সম্ভবত পূর্ববর্তিগণের পুস্তকসমূহ হইতেই তাহাদের তথ্য আহরণ করিতেন (J. Ribera Disertaciones y opusculos, Madrid 1928 i. 380 প.) কার্‌রামীগণের সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা সংযমী জীবন যাপনে উৎসাহ দান করিত এবং মাদ্‌রাসাঃ স্থাপন করিত।

(গ) সাহিত্য : ফারক কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সম্প্রদায় পরস্পর সহনশীল তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল। এইগুলির নাম হাক্‌কাকিয়্যা : (?), তারাঈকিয়্যাঃ (?) এবং ইস্‌হাকিয়্যাঃ। শাহরাস্তানী ইহাদের বারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ছয়টির নাম তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা—ইসহাকিয়্যাঃ, 'আবিদিয়্যাঃ, নূনিয়্যাঃ, যারীবিয়্যাঃ, ওয়াহি'-দিয়্যাঃ এবং হায়সামিয়্যাঃ। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি নিঃসন্দেহে উপরিউক্ত ইসহাকে'র নামানুসারে পরিচিত হইয়াছিল। শেষোক্তটি মুহাম্মাদ ইব্‌নি'ল-হায়সাম নামক এক ব্যক্তির নামানুসারে কথিত হয়। মীযান পুস্তকে এই ব্যক্তিকে তাহাদের মুতাকাল্লিম বলা হইয়াছে। এই সমস্ত উপসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাগণের মতবাদ-সম্বলিত পুস্তকাদি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বায়ানু'ল-আদ্‌য়ানের লেখক (৪৮৫; Schefer, Chrestomathie Persane, I. 152 text) গায্‌নীর অধিবাসী হইলেও প্রধান সম্প্রদায়ের নামটিই শুধু জানিতেন। 'আব্দু'ল-কাদির কার্‌রামী কর্তা-ব্যক্তিগণের নামোল্লেখকালে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভুল করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা লিখিত 'আযাবু'ল-কাব্‌র পুস্তক হইতে কিতাবু'ল-ফারক পুস্তকে যে সমস্ত অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে শুধু সেইসবের মাধ্যমেই মনে হয় 'আযাবু'ল-কাব্‌র পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও দ্র. (১) আল-'উত্‌বী, তা'রীখ য়ামীনী, দিল্লী ১৮৪৭, পৃ. ৪২৯ প.; (২) যাহাবী, মিযান, ২খ, ৩৫৭; (৩) van Vloten, in Actes du IIe Congres int. d. Orientalistes, Paris 1899, 3th., Sect., p. 114; (৪) Horten, Die Philos. Systeme, p. 340 প.; (৫) Barthold, Turkestan, p. 306.

D. S. Margoliuth (S.E.I.)/মুহাম্মাদ রেযাউর রহীম

কারামত (كرامة : কারামাঃ) সঠিকভাবে বলিতে গেলে 'কারুমা' (ব্যাপকতম অর্থে মহাশয় হওয়া) হইতে ক্রিয়া বিশেষ্য; কিন্তু প্রচলিত ব্যবহারে ইহা ইক্‌রাম ও তাক্‌রীমের (কাহারও প্রতি নিজেকে কারীমরূপে প্রকাশ করা) অনুরূপ অর্থে বিশেষ্য (লিসান, ১৫খ, ৪৫৬ প.)। কুরআনে আল্লাহ্ ও তাঁহার কার্যাবলী সম্পর্কে কারীম শব্দটি পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইলেও (আর-রাগিব আল-ইস্‌ফাহানী, আল-মুফ্‌রাদাত, ৫ম খণ্ড) কারামাঃ শব্দের

উল্লেখ নাই। ইসলামের ধর্মীয় পরিভাষায় ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে, আল্লাহ্ কর্তৃক কাহারও প্রতি সদাশয়তা বা অনুগ্রহ প্রদর্শন ও আশ্রয় বা সাহায্যদান (দ্র. আল-বায়দ'াব'ী, ১০ : ৬২ আয়াতের তাফসীর ed. fleischer, i. 419, ult.)। ওয়ালীগণের সম্বন্ধে ইহা একটি প্রাচীন কথা; কারামাত (ব.ব.) শব্দে এইরূপ সদাশয়তার কার্যাবলী বুঝায়, বিশেষ অর্থে কারামাত শব্দে আল্লাহ্ অলৌকিক দান ও দয়া দ্বারা ওয়ালী-দরবেশদের (আল-আওলিয়া') বেষ্টন করিয়া রাখেন ও তাঁহাদিগকে রক্ষা ও সাহায্য করিয়া থাকেন তাহা বুঝায়। কু'রআনে বদ্ধ কামরায় মারয়াম ('আ)-এর নিকট অলৌকিক উপায়ে যে খাদ্য আসিত সেই ঘটনা (৩ : ৩৭) এবং সুলায়মান ('আ)-এর অনুক্তনামা সহচর কর্তৃক মুহূর্তে য়ামান হইতে বিলক'ীসের সিংহাসন স্থানান্তরের কাহিনীর (২৭ : ৪০) উপর কারামাতের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। মারয়াম ('আ) বা সুলায়মান ('আ)-এর সহচর ইহাদের কেহই পয়গ'ম্বার ছিলেন না বলিয়া এইগুলি পয়গ'ম্বারীর প্রমাণজ্ঞাপক অলৌকিক ঘটনা (মু'জিযাঃ) হইতে পারে না। আন-নাসাফীর 'আক'াইদের (কায়রো ১৩২১, পৃ. ১৩৪) উপর আত-তাফ্‌তাযানীর পূর্ণ আলোচনা দ্র.। ওয়ালী-দরবেশদের জীবনের অসংখ্য অলৌকিক ঘটনায় কারামাতের স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। সব সুন্নী মুসলিম এই সব ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। এমন কি ইব্ন খালদূনের ন্যায় এত বড় দার্শনিক ঐতিহাসিক (Quatremere, সম্পা. ১খ, ১৬৯, ১৯৯ প.; slane-কৃত অনুবাদ ১খ, ১৯০, ২৭৭) এবং ইব্ন সীনার (Forget সম্পা. ইশারাত, পৃ. ২০৯; ২১৯, ২২১) ন্যায় এরিস্টটলপন্থী দার্শনিক পর্যন্ত এগুলির যথার্থতা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু মু'তাযিলীরা মনে করেন যে, প্রকৃতিতে কোন রহস্য নাই এবং ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় প্রয়োজন শুধু যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ। কেবল তাঁহারাই ইহার প্রতিবাদ করেন এবং এমন কি কু'রআনেও এই প্রতিবাদের ভিত্তি খুঁজিবার প্রয়াস পান। প্রকৃতপক্ষে কু'র-আনের ভাষাকে অত্যন্ত কষ্ট-কল্পনা দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারা মু'জিযাঃ উড়াইয়া দেন। এইরূপ কষ্ট-কল্পিত ব্যাখ্যা ইংরাজী, বাংলা, উর্দু তাফসীরেও দেখা যায়। আয্-যামাখশারী সূরাঃ ৭২ : ২৬, ২৭ (আল-কাশশাফ, Nassau Lees, সম্পা. ২য়, ১৫৩৯ পৃ.) এবং পূর্ণ বিকাশ সম্পর্কে Goldziher, পূ. দ্র. pp. 144 দ্র.। ধ্বনি, ব্যুৎপত্তি ও অর্থে এই সমুদয় কারামাত এবং প্রাথমিক খৃষ্ট ধর্ম-সমাজের (I. Cor xii.) খারিস্‌মাতা (Kharismata) শব্দের সাদৃশ্য অতীব বিস্ময়কর এবং আকস্মিক নহে। দুইটির পশ্চাতেই ধর্মনৈতিক ভাবধারা একরূপ; কিন্তু শাব্দিক সংযোগ স্পষ্ট নহে। পরিভাষার দিক দিয়া এরূপ কারামাত হইতেছে খাওয়ারিকু'ল-'আদাঃ অর্থাৎ প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম। যে ব্যতিক্রম প্রাকৃতিক নিয়মে আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা ঘটাইতে পারেন। মু'জিযাঃ বা পয়গ'ম্বারীর সাক্ষ্যসূচক অলৌকিক ব্যাপার হইতে কারামাতের পার্থক্য এই যে, ইহা (কারামাঃ) আল্লাহ্ কর্তৃক কোন পয়গ'ম্বারের জন্য তাঁহার প্রতি নির্দিষ্ট প্রচার-কার্যের প্রমাণস্বরূপ নিষ্পন্ন নহে এবং কারামাতের সহিত দা'ওয়াঃ, নুবুওয়াঃ, বা তাহ'াদ্দী অর্থাৎ পয়গ'ম্বারীর দাবী বা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে পাল্টা দাবী থাকে না। মা'উনার (সাহায্য) সহিত কারামাতের পার্থক্য এই যে, মা'উনাঃ গ্রহীতা মুসলিম হইলেও তাহার কোন বিশেষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা লাভ হয় নাই। ইরহাস (বা কোন নবীর নুবুওয়াঃ প্রাপ্তির পূর্বে তাহার স্বপক্ষে যে মু'জিযাঃ সম্পাদিত হয় তাহা) হইতে কারামাঃ স্বতন্ত্র। ইসতিদ্‌রাজ ও ইহানাঃ হইতেও কারামাঃ পৃথক, যেহেতু ঐগুলি অবিশ্বাসীদের প্রার্থনাক্রমে তাহাদিগকে দুনিয়াতে বিপথগামী ও আখিরাতে লজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়। ওয়ালী তাঁহার অলৌকিক ব্যাপার গোপন রাখিবেন। কিন্তু পয়গ'ম্বারকে তাহা দেখাইতে হইবে। ওয়ালী নিজ কারামাত সম্পর্কে ওয়াকিফহ'াল নাও হইতে পারেন; কিন্তু পায়গ'ম্বার তাঁহার মু'জিযাঃ না জানিয়া পারেন না। তথাপি ওয়ালীর কারামাত তিনি যে পয়গ'ম্বারের অনুগামী সেই পয়গ'ম্বারের পক্ষে নিষ্পন্ন মু'জিযাঃ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। পরিশেষে ওয়ালীর উচিত এই সব কারামাত যথাসাধ্য অগ্রাহ্য করা এবং উহাকে বিশেষ ক্ষমতা বিবেচনা না করিয়া আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পরীক্ষা বলিয়া গণ্য করা।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-কু'শায়রী, আর-রিসালাঃ, বুলাক' ১২৯০, ভাষ্যসহ, ৪খ, ১৪৬ প. (দ্র. Richard Hartmann, Al-kuschairi's Darstellung des Sufitums); (২) Goldziher, Muhammed. Studien, ii. 372. প.; (৩) আল্-ইজী, মাওয়াকি'ফ, বুলাক' ১২৬৬, তৎসহ শারহ' জুরজানী, পৃ. ৫৭৮, পৃ. ৫৪৭ প.; (৪) আল্-হুজব'ীরী, কাশফু'ল্-মাহ'জুব, অনুবাদ, R. A. Nicholson, সূচী অনুসারে; (৫) আশ্-শা'রানীকৃত আত'-ত'াবাক'াতু'ল-কুবরা; (৬) য়ূসুফ আন্-নাবাহানী কৃত জামি' কারামাতি'ল-আওলিয়া', কায়রো ১৩২৯ (কিংবদন্তীর একটি বিরাট সম্পদ); (৭) ইব্ন বাত্‌ত্‌ত'াঃ, তু'হ'ফাতু'ন-নুজ্‌জ'ার; (৮) D. B Macdonald, Religious Attitude and Life in Islam, Lectures 3—7, 9.

D. B Macdonald (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

কারামত 'আলী (كرامت على : কারামাত 'আলী), মাওলানা, ভারতীয় সংস্কারক। জন্মের তারিখ অনিশ্চিত, সম্ভবত ১৮০০ খৃ. জৌনপুরে এক শায়খ পরিবারে। মুসলিম আমলে এই পরিবারের সদস্যরা খাত'ীব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন জৌনপুরের কালেক্টরের অফিসে সেরিশ্‌তাদার। তিনি সে যুগের বিভিন্ন বিখ্যাত উস্তাদ, বিশেষত দিল্লীর মুহ'াদ্দিছ' শাহ্ 'আবদু'ল-'আযীযের নিকট হ'াদীছ' ও অন্যান্য মুসলিম বিজ্ঞান শিক্ষা করেন, শাহ্ 'আবদু'ল-'আযীয ছিলেন বেরেলীর সায়্যিদ আহ্'মাদের (র)-এরও উস্তাদ। ১৮২০ হইতে ১৮২২ খৃ.-এর মধ্যে সায়্যিদ আহ্'মাদ বাঙ্গালায় ও উত্তর ভারতে ভ্রমণ করিয়া একদল শিষ্য সংগ্রহ করেন, তাঁহার যুবক অনুচরদের মধ্যে কারামত 'আলী ছিলেন অন্যতম প্রধান ভক্ত। ১৮৩১ খৃ.-এ আফগান সীমান্তে সায়্যিদ আহ'মাদ শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বালাকোটে শহীদ হন। কিন্তু কারামত 'আলী এই যুদ্ধে যোগদান বা কখনও আফগান সীমান্তে গমন করেন নাই। সায়্যিদের বৃদ্ধ উস্তাদ শাহ্ 'আবদু'ল-'আযীয তখন বর্ষীয়ান হইয়া ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য বিহার ও বাঙ্গালায় সক্রিয় প্রচার কার্যের ব্যবস্থা করিলেন, কারামাত 'আলী এই শান্তিপূর্ণ প্রচারণায় শরীক হইলেন। তাঁহাকে নিঃসন্দেহে একাধারে ইহার দক্ষতম ব্যাখ্যাদাতা এবং সর্বাপেক্ষা সফলকাম প্রচারক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে পূর্ববঙ্গে কয়েকটি সংস্কার

আন্দোলন দেখা দেয়। এইসবে যাঁহারা নেতৃত্বদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে বিদ্যা অপেক্ষা উৎসাহই ছিল অধিক; তন্মধ্যে হ'াজী শারী'আতুল্লাহ (ফারাইদি'য়াঃ প্রবন্ধ দ্র.) এবং 'আবদু'ল-জাব্বার উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত দারু'ল-ইসলাম কি দারু'ল-হ'ারব—প্রধানত এই বিষয়ে বাংলার সংস্কার আন্দোলনকারীদের মধ্যে মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এই দেশে জুমু'আঃ ও 'ঈদের সা'লাত জাইয কিনা—এই প্রশ্নের উত্তর উক্ত মত-পার্থক্যের আলোকে প্রদান করা হইত। যাঁহারা ভারতকে দারু'ল-হ'ারব মনে করিতেন, তাঁহারা জুমু'আঃ ও 'ঈদের সা'লাত আদায় করিতেন না। হ'াজী শারী'আতুল্লাহ্র ফারাইদ'ী আন্দোলন ছিল এই মতের পোষক, কিন্তু মাওলানা কারামাত 'আলী এবং তাঁহার অনুসারিগণ ভিন্ন মত পোষণ করিতেন।

১৮৫৫ খৃ.-এর দিকে উভয় দলের মধ্যে মীমাংসার দিকে কতকটা অগ্রগতি সাধিত হয়; বরিশালে অনুষ্ঠিত সভায় কারামাত 'আলী অপর আন্দোলনের প্রতিনিধি মাওলাব'ী 'আবদু'ল-জাব্বারের সহিত কয়েকটা বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছিতে সমর্থ হন। কিন্তু ভারতে জুমু'আঃ ও 'ঈদের সা'লাতের বৈধতার প্রশ্নে তিনি 'আবদু'ল-জাব্বারের অনমনীয় প্রতিকূলতা জয় করিতে সমর্থ হন নাই। অগত্যা তিনি 'আবদু'ল-জাব্বারের অনুচরদিগকে রসিকতা করিয়া বলেন, "আপনাদের নেতা ফড়িংকে (যাহা হ'ারাম খাদ্য) গঙ্গাফড়িং (যাহা হ'ালাল) বলিয়া ভুল করিতেছেন (হ'ুজ্জাত-ই-ক'াতি'আঃ, ২৯—৩২ পৃ.)।

কারামাত 'আলীর জীবন ছিল দ্বিমুখী সংগ্রামপূর্ণ। পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের আচার-ব্যবহারে যে সকল হিন্দু রীতিনীতি ও কুসংস্কার ঢুকিয়া পড়ে, প্রথমত তিনি তদ্বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং তাঁহার লেখায় এইগুলির নিন্দা করেন; এতদ্ভিন্ন এইগুলির বিরুদ্ধে তিনি রাদ্দু'ল-বিদ্'আঃ নামক একখানা পুস্তকও রচনা করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি নূতন সংস্কার-বিরোধী দলগুলিকে প্রকৃত ইসলামের আওতায় পুনরানয়নের জন্য চেষ্টা করেন এবং এই উদ্যমে সফলকাম হন। তাঁহার হিদায়াতু'র-রাফিদি'ন নামক বিশেষ পুস্তক এই বিষয়ের উপর লিখিত; এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য বহু রচনায় 'আহিল'দের অবিরাম উল্লেখ তো ছিলই। সমাজের মুসলিমদের সহিত তিনি যোগাযোগ রাখিতেন এবং যত নযর-নিয়ায পাইতেন তাহার সবই দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত ক'ারী ও নিপুণ হস্তলিপিবিশারদ। তিনি ৩ রাবী'উ'ছ-ছ'ানী, ১২৯০/৩০ মে, ১৮৭৩ ইন্তিকাল করেন এবং বাংলাদেশের রংপুর শহরে সমাহিত হন। তাঁহার পুত্র মাওলানা হ'াফিজ' আহ'মাদ (মৃ. ১৮৯৮) এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মুহ'সিন তাঁহার সংস্কার আন্দোলন চালাইয়া যাইতে থাকেন। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে তাঁহার শাগরিদ ছিল এবং এখনও কয়েকটি জেলায় তাঁহার অসামান্য প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রধানত তিনি উর্দূতে পুস্তক রচনা করেন। রাহ'মান 'আলী তাঁহার ৪৬খানা পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন; কিন্তু ইহাই পূর্ণাঙ্গ বলিয়া দাবী করেন নাই। তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ মিফ্তাহ'ু'ল-জান্নাহ'র বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। উপমহাদেশে ইহা ইসলামী বিধি-বিধানের নির্ভুল বিবরণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। তাঁহার লেখাকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) মিফ্তাহ'ু'ল-জান্নাহ প্রভৃতি সাধারণ পুস্তক; (২) কু'রআনের পঠন ও শাব্দিক ব্যাখ্যা এবং সা'লাত ও উদূ' সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী; (৩) তাস'াওউফ বিষয়ক গ্রন্থমালা; (৪) শারী'আতুল্লাহ্, দুদু মিয়া, ওয়াহ্হাবীগণ প্রভৃতির সমালোচনামূলক গ্রন্থাবলী।

সাধারণত লোকের ধারণা, কারামাত 'আলী ছিলেন ওয়াহ্হাবী (দ্র. ওয়াহ্হাবীয়াঃ)। কিন্তু তাঁহার মুকাশাফাত-ই-রাহ'মাঃ নামক গ্রন্থে প্রদত্ত তাঁহার নিজস্ব মতের বিস্তৃত বিবরণ দ্বারাই এই ধারণার খণ্ডন হইয়া যায়। তিনি ওয়াহ্হাবী মতবাদের কোন পুস্তক স্বচক্ষে দেখেন নাই। তবে মুখে মুখে খোঁজ-খবর লইয়া জানিতে পারেন যে, তাহারা এতই কঠোর মতাবলম্বী যে, (ضلى) যাহাদের সহিত তাহাদের মতের মিল নাই, তাহাদের সকলকেই মুশরিক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে (৩৮—৯ পৃ.)। শিরক হইতেছে ইসলামের অস্বীকৃতি আর বিদ'আঃ নিছক ধর্মনীতির ভ্রান্তি (৩৯ পৃ.)। তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ সাবধানে এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁহার হ'ুজ্জাত-ই-ক'াতি'আয় তিনি ফাসিক' (পাপী) ও কাফিরের (অবিশ্বাসী) মধ্যে সুস্পষ্টরূপে পার্থক্য করেন এবং কালিমা পাঠকারী বেনামাযীর জানাযাঃ পড়িতে যাহারা অস্বীকার করে, তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করেন; তাঁহার মতে অমুসলিমরা মুসলিম দেশ জয় করিলেও জুমু'আর সা'লাত ও দুই 'ঈদের সা'লাত কেবল জাইয নহে—বাধ্যতামূলকও বটে (পৃ. ১৩)। জীবিত শিক্ষকদের (পীর) মারফতে পর্যায়ক্রমে আগত তাস'াওউফের জ্ঞানের উপর তিনি অত্যন্ত জোর দেন; হ'ানাফী মায্'হাবের কিতাবগুলি ছিল তাঁহার নীতির ভিত্তি (মুকাশাফাত-ই-রাহ্'মাঃ, ৩৭ পৃ.)। তিনি হ'াদীছে'র প্রামাণ্য পুস্তকসমূহ তাফসীর ও উস্তাদদের ব্যাখ্যাত আনুষ্ঠানিক আইনের নীতি (উসূ'ল-ই-ফিক্'হ) এবং তাস'াওউফ ও পীর-মুরীদীর নীতি গ্রহণ করেন। এমন কি সায়্যিদ আহ'মাদ বেরেলাব'ী (র.)-এর আন্দোলনকেও তিনি হ'াদীছে'র উপর প্রতিষ্ঠিত করেন (৩২ পৃ.)। তিনি মত প্রকাশ করেন, "প্রত্যেক দেশেই ধর্মের পুনর্জাগরণের জন্য একজন মুজাদ্দিদের জন্ম হয়। সায়্যিদ আহ'মাদ বেরেলাব'ী (র) ছিলেন ১৩শ শতকের এরূপ মুজাদ্দিদ এবং ১৪শ শতাব্দীতে আর একজন শিক্ষকের অভ্যুদয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করা উচিত" (৩৪ পৃ.)।

কারামাত 'আলীর মতবাদের যথাযথ ধারণা করিতে হইলে তাঁহার লিখিত পুস্তকসমূহ পাঠ করা দরকার। তাঁহার প্রধান প্রধান রচনার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল:

(১) মিফতাহ'ু'ল-জান্নাঃ, (কলিকাতা ১২৫৩ হি.); (২) কাওকাব-ই-দুররী (কলিকাতা ১২৫৩ হি.), আরবীতে স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ব্যবহারের জন্য কু'রআনের অংশসমূহের অনুবাদ লইয়া এই পুস্তক রচিত; (৩) যাদ'াত-ই-তাকওয়াঃ (কলিকাতা ১২৫৪ হি., এই পুস্তকে পীরের হাতে তাওবাঃ করা এবং অন্যান্য পীর-মুরীদী প্রথাসমূহ সমর্থিত হইয়াছে); (৪) যীনাতু'ল-ক'ারী, (কলিকাতা ১২৬৪ হি., কু'রআন পাঠের নিয়মাবলী); (৫) কাদূদ'-ই-'আক্বাঃ (কলিকাতা ১২৮২ হি., চিন্তামূলক ধর্মতত্ত্বের সমস্যা একটি নিবন্ধ। ইহাতে শায়খ আহ'মাদ সারহিন্দীর মতবাদের ব্যাখ্যা দান করা হইয়াছে); (৬) হ'ুজ্জাত-ই-ক'াতি'আঃ (কলিকাতা ১২৮২ হি., হ'াজী শারী'আতুল্লাহ্ ও দুদু মিয়ার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লিখিত বিতর্কমূলক প্রবন্ধ); (৭) মুক'ামি'উ'ল-হাদা (কলিকাতা ১২৮৩ হি. মুক'ামা সম্বন্ধে সায়্যিদ আহ'মাদ বেরেলাব'ীর

মুজাদ্দাদিয়া ত'রীক'াঃ বিষয়ক)। (৮) মুকাশাফাত-ই-রাহ'মাঃ (কলিকাতা ১২৮৩ হি., ইহাতে সায়্যিদ আহ'মাদ বেরেলাব'ীর জীবন ও কর্ম বর্ণিত হইয়াছে এবং ওয়াহ্‌হাবীগণের সম্বন্ধে আলোচনা ও বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে); (৯) ধীনাতু'ল-মুস'াল্লী (কলিকাতা ১২৫৯ হি., উর্দূ ও স'ালাত সম্বন্ধীয় উপদেশাবলী বিষয়ক); (১০) যাদু'ত-তাক'ওয়া (কলিকাতা ১২৮৭ হি., ইসলাম ও তাস'াওউফের বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্ম বিষয়ক আলোচনা, ইহাতে নাক্'শ-বান্দিয়াঃ পদ্ধতি সমর্থিত হইয়াছে); (১১) রাহ'মান'আলী প্রণীত তায্'কিরাঃ-ই-'উলামা-ই-হিন্দ (পৃ. ১৭১ লাখনৌ ১৮৯৪ খৃ.) নামক পুস্তকে কারামাত 'আলীর পুস্তকসমূহের একটি (অসম্পূর্ণ) তালিকা আছে। ইহাতে ৪৬টি বিভিন্ন পুস্তকের নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

A. Yusuf Ali (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Sir W. W. Hunter, The Indian Musalmans, p. 114; (২) C. E. Buckland, Dictionary of Indian Biography, p. 229; (৩) Census of India, 1901, vol. vi., part i. (Bengal, p. 174; Calcutta 1902); (8) JAS of Bengal, vol. lxiii., part iii., p. 54—6 (Calcutta 1894); (৫) Garcin de Tassy, Hist. de la litterature hindoustanie, ii. 162 (Paris 1870). Saiyid Nur-al-Din Zaidi, Tadjalli-i nur (biographies of the famous men of Djawnpur), p. 135—6 (Djawnpur 1900)।

কারূন (قارون : ক'ারূন) সূরাঃ ২৮ : ৭৬-৮২; ২৯ : ৩৯; ৪০ : ২৪-এ ক'ারূনের উল্লেখ আছে। এই সকল আয়াত অনুসারে ক'ারূন মূসা ('আ)-এর স্বজাতি (ক'াওম), হামানের ন্যায় ফির্'আওনের সমকালীন একজন অত্যাচারী ব্যক্তি। সে কাফির এবং বানূ ইস্‌রাঈলের প্রতি অত্যাচারকারী। সে মূসা ('আ)-এর প্রতি গর্বিত আচরণ করিত এবং বলিত যে, মূসা যাদুকর ও মিথ্যাবাদী। সূরাঃ ২৮-র বর্ণনা অনুযায়ী সে বাইবেলোক্ত কোরাহ' (Num. xvi)। অপরিমেয় ধনের অধিকারী হওয়ায় সে মূসা ('আ)-এর অনুসরণকারিগণের সহিত উদ্ধত ব্যবহার করিত। সে মনে করিত, এই ধনরাশি সে তাহার জ্ঞানের জন্য লাভ করিয়াছে। সে জনসাধারণ সমক্ষে জাঁকজমকে তাহার ধন প্রদর্শন করিত। অবশেষে তাহার প্রাসাদসহ ভূমি তাহাকে গ্রাস করে। যাহারা পরকালে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত চিরস্থায়ী ধনের পরিবর্তে এ জগতের নশ্বর সম্পদকে অগ্রগণ্য মনে করে, ক'ারূন তাহাদের উপমা। ক'ারূন সম্বন্ধীয় এই বর্ণনার সহিত নবীগণের কি'স'াসে'র (কাহিনীসমূহ) সংকলনকারিগণ এবং টীকাকারগণ একটি লম্বা কিংবদন্তী সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। গল্পটি তাঁহারা য়াহূদী ধর্মযাজকদের লেখা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই বিষয়ে য়াহূদী ধর্মযাজকদের লেখার জন্য দ্র. Jewish Encyclopaedia, vii. 556 প. এবং মুসলিমগণের লেখার জন্য দ্র. সেল-এর (Sales) কু'রআনের অনুবাদের টীকাসমূহ এবং আহ'-ছা''লাবীর কি'স'াস', কায়রো ১৩১৪, পৃ. ১২০ ইত্যাদি। ক'ারূনের কিংবদন্তীর দুইটি বিশেষ ধরন দেখা যায় : (১) ধন এবং জ্ঞানের কল্যাণে সে রসায়নশাস্ত্রের স্পর্শমণিতত্ত্বের একজন প্রতিষ্ঠাতা, দ্র. কিমিয়া (পৃ. ৩৫২ হা ১ম-) আল্‌কেমী সম্বন্ধে প্রাথমিক মন্তব্য, আল-মাস্'ঊদীও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন (মুরূজু'য-য'াহাব, ৮খ, ১৭৭)। (২) মিসরে তাহার নাম হ্রদসমূহের সহিত সম্পর্কিত। তাই কা্‌র্‌ন মোরিস হ্রদের অবশিষ্টাংশে তাহার নামের সহিত যুক্ত (Baedeker, Agypten 6, p. 184; Joanne, L'Egypte, p. 611; Herodotus, ii. 149)। কায়রোর দক্ষিণাংশে ইব্‌ন তূ'লূনের মসজিদের নিকট বিরকাতু'ল-ফিলের পার্শ্বে পূর্বে একটি বিরকাতু'ল-ক'ারূনও ছিল যাহার সহিত অলৌকিক কিংবদন্তী জড়িত ছিল বলিয়া জানা যায়। আল-মাক'রীযী ইহার বর্ণনা করিয়া (খিত'াত' ১৩২৫, ৩ : ২৬১ প.) লিখিয়াছেন যে, কাফূর ইহার পার্শ্বে তাহার বাসগৃহ নির্মাণ করেন, কিন্তু তিনি জিন্ দ্বারা তথা হইতে বিতাড়িত হন। Zotenberg কর্তৃক সম্পাদিত 'এক সহস্র এক রজনীর' মিসরীয় সংস্করণে (৬০৬-৬২৪তম রজনীতে) ধীবর জুদারের গল্পে এই হ্রদ যাদুকরগণের প্রভাব হইতে প্রেতাত্মাগণের আত্মরক্ষারূপে বর্ণিত হইয়াছে (তু. NE., xxviii, i, 167 প.)। এই গল্পের অনুবাদে এক টীকায় Von Hammer ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ক'ারূন এখানে মিসরীয় ক'ারূনের (Choron) সহিত মিলিয়া গিয়াছে (Der Tausend und Einen Nacht noch nicht ubersetzte Marchen, etc., transl. Zinserling, ii. 32; transl. Trebutien, i. 291)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, তাফ্‌সীর, ২০খ, ৬২ প.; (২) ঐ, ইতিহাস, ed. de Goeje, i. 517—28; (৩) রাযী, মাফাতীহু'ল-গ'ায়ব, কায়রো ১৩০৮ হি., ৬খ, ৪২১ প.; (8) ইব্‌নু'ল-আছী'র, আল-কামিল, কায়রো ১৩০১ হি., ১খ, ৮৭ প.; (৫) A. Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?, 2nd ed., Leipzig 1902, p. 153; (৬) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 231.

D.B. Macdonald (S.E.I.)/মুহম্মদ রেযাউর রহীম

কাল্ব (كلب) অর্থ কুকুর, ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা একটি নাপাক জন্তু। সুতরাং ইহার মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ (আন-নওয়াব'ী, মিন্‌হাজু'ত-ত'ালিবীন, Berg সম্পা. iii, ৩১২)। হ'াদীছ' অনুযায়ী ইহার সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ বিধান রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুকুরে যে খাবার চাটে তাহা নাপাক, উহারা উযূর পানিতে মুখ দিলে তাহা অপবিত্র হয়, (আল-বুখারী, উদূ', বাব ৩৩)। কুকুরে চাটা পাত্র সাতবার ধৌত করিতে হয় এবং শেষবার মৃত্তিকা দ্বারা মার্জনা করিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। যে গৃহে কুকুর থাকে, ফিরিশ্‌তা সেখানে প্রবেশ করেন না। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর এক হ'জরায় একটি বাচ্চা কুকুর লুক্কায়িত থাকার তাঁহার নিকট জিব্‌রীল ('আ) আসেন নাই। হযরত (স')-কে বাচ্চাটি বাহির করিয়া হুজরাটিতে পানি ছিটাইতে হয়। পরিষ্কার করা হইলে জিব্‌রীল ('আ) আসেন (মুসলিম, লিবাস, হ'াদীছ', ৮১)। কোন কোন মতে কুকুর স'ালাতরত মুস'াল্লীর সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করিলে স'ালাত নষ্ট হয় (ইব্‌ন মাজাঃ, ইক'ামাঃ, বাব ৩০)। আরব ভাষ্যকারেরা কিন্তু এই বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা দেন যে, কুকুর মুস'াল্লীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তাহার স'ালাতে ব্যাঘাত জন্মায় (আস-সিন্ধী উদ্ধৃত ইব্‌ন মাজার শারহ', হ'াশিয়াঃ)। কুকুর সাধারণত অনিষ্টকর বলিয়া মনে করা হয় (আন-

নাসাঈ, স'আয়দ ওয়া'য'-য'বাইহ', বাব ৯-১৪)। শুধু শিকার, পশুপালন ও পাহারা দানের জন্য (আন-নাসাঈ, পূ. গ্র.) কুকুর রাখার অনুমতি আছে। পক্ষান্তরে কুকুরের ব্যবসায় করা কঠোর-রূপে নিষিদ্ধ (আল-বুখারী, উদ্', বাব ২৫)।

কিন্তু ইহা অপবিত্র ও বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও 'আরবগণ কুকুরের সদগুণ ও উপকারের যথোচিত সমাদর করে। কোন স্ত্রীলোক একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করায় হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাহার বেহেশ্তী হওয়ার কথা উল্লেখ করেন (আল-বুখারী, উদ্', বাব ৩৩); আল-ক'াযব'ীনী (৪০৩ পৃ.) কুকুরকে একটি বিশেষ বুদ্ধিমান এবং ক্ষুধায় ও পাহারায় ধৈর্যশীল অতি প্রয়োজনীয় জন্তু এবং বহুরূপে ইহার বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আল-জাহি'জে'র কিতাবু'ল-হ'ায়াওয়ানের এক বৃহদংশ কুকুর ও মোরগের দোষগুণের আলোচনায় পূর্ণ। কু'রআনে উল্লিখিত (১৮ঃ২১) নিদ্রিত কুকুর "আস'হ'াবু'ল-কাহ্ফ" ও "কি'ত্'মীর দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Wensinck, Handbook, দ্র. Dogs; (২) ক'াযব'ীনী, 'আজাইবু'ল-মাখলূক'াত (ed. Wustenfeld), p. 403 প.; (৩) আদ-দামীরী, কিতাবু হায়াতু'ল-হ'ায়াওয়ান আল-কুবরা (কায়রো ১২৭৫), ২খ, ৩২০-৩৬০; (১৩১৫), ২খ. ২৩০-২৫৯; (৪) ইবনু'ল-মারযুবান, কিতাবু ফাদ'লি'ল-কিলাব 'আলা কাছ'ীরি মিম্মান লাবিসা'ছ'-ছি'য়াব (কায়রো ১৩৪১ হি.); (৫) Ch. M. Doughty, Travels in Arabia Deserta (Cambridge 1888), দ্র. Index; (৬) A. Musil, Arabia Petraea, iii (Vienna 1408), দ্র. Index, (৭) Julius Euting, Tagbuch einer Reise in Inner—Arabien, ii. 53 on dog's names. প্রাচ্য শহরগুলিতে কুকুর সম্পর্কে দ্র. Oppenheim, Vom Mittelmeer Zum Persischen Golf (Berlin 1899—1900), i. 69—71.

ক'লান্দারিয়্যাঃ (قلندرية) ক'লান্দারী দরবেশদের প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব-পারস্য হইতে প্রবর্তিত অন্যান্য দরবেশ সমাজের মত এই সমাজ সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই; বরং এক প্রকারের ভবঘুরে সন্ন্যাসীদের সম্পর্কেই আলোচনা করা যায়। তাঁহাদের মানসিক ও দৈহিক জীবন যাপন পদ্ধতিতে তাঁহারা যে আদর্শের অনুসরণ করেন তাহা আল-মাক্'রীযী আল-খিত'াতে'র (বুলাক' ১২৭০) ২য় খণ্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন; কায়রোর ক'লান্দারী খানক'াহ সম্পর্কে তাঁহার বিবরণের সংক্ষিপ্তসারের জন্য de Sacy. Chrest. arabe, Paris ১৮২৬, ২৬৩-২৭৫) দ্র., এতদনুসারে এবং সুহ্রাওয়ার্দী বা জামী (নাফাহ'াতু'ল-উন্স, W. Nassau সম্পা. কলিকাতা ১৮৫৯) এবং যোদসাদী তৎকালীন ক'লান্দার দরবেশদের সম্পর্কে (গুলিস্তানে) যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে পর্যটক দরবেশদের কথাই আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের নাম মালামাতী (তু. আল-মাক্'রীযী, আল-খিত'ত', ২খ, ৪৩২। পক্ষান্তরে বুরহান-ই-ক'াতি'" অভিধানে ক'লান্দার শব্দের আলোচনায় ক'লান্দার মালামাতী ও সূ'ফীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা হইয়াছে। তাহাদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান বা তাহাদের সমাজের কোন নির্দিষ্ট নীতি ছিল না। তাহারা ধর্মীয় আইন বা সামাজিক শিষ্টাচারের আদৌ কোন ধার ধারিতেন না। আবূ সা'ঈদ ইব্ন আবু'ল-খায়রের রচিত বলিয়া কথিত একটি চতুষ্পদীতে তদানীন্তন প্রকৃত ক'লান্দারের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় (তু. Sitzaungsber. der Kgl. Bayr. Akad. der Wissensch., phil.-hist. Kl., 1875, ii. 157; Ign. Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, Heidelberg 1911, p. 172; F. Babinger, in Isl. xi., 1911, p. 66 প.)। অতএব যাহাকে সাধারণত তথাকথিত ক'লান্দার সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, স্পষ্টত তিনি এই সমুদয় মতের একজন প্রবল সমর্থক বৈ আর কিছুই নহেন। স্পেনীয় 'আরব বলিয়া কথিত য়ুসুফ সম্পর্কে (যাহাকে অনেক সময় ক'লান্দারিয়্যাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত করা হয়) এবং পারস্যের সাওয়া অঞ্চলের শায়খ জামালু'দ-দীন সম্পর্কে ইহা নিশ্চিতভাবে সত্য; ইব্ন বাত'তূ'ত'ার (১ঃ৬) মতে জামালু'দ-দীন দমিয়েত্তায় বসতি স্থাপন করিয়া সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এখানে ইব্ন বাত্'তূ'ত'ার গ্রন্থে ব্যবহৃত কুদ্ওয়াঃ কথাটা 'স্পষ্টত নমুনা' বা আদর্শ ভিন্ন অন্য কিছুই বুঝায় না। মধ্য এশিয়ায় উদ্ভূত হইয়া ক'লান্দারিয়্যাঃ ভারতীয় ধারণার বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন বলিয়া মনে হয়। ক'লান্দার শব্দটাও ভারতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় [J. P. Brown, The Dervishes (London 1868) দ্র.]; তাহাতে ক'লান্দার প্রভৃতি শব্দের আনুমানিক অ-পারস্য উৎপত্তিও আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন Dozy, Supplement, II, 340; এবং Der Islam, xi. 94, টীকাও দ্র.। আল-মাক্'রীযীর (মৃ. ১৪৪২) মতে তাঁহার সময়ের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে তাঁহারা 'আরব দেশে আগমন করেন। ৬১০ হি. (১২১২ খৃ.)-এর কাছাকাছি সময় তাহাদের প্রথম ব্যক্তি দামিশ্কে হাযির হয় (আল-খিত'াত', ২খ, ৪৩৩)। এখানে ৭২২/১৩২২ অব্দে পারস্যের জাওয়ালিক'ী দলের শায়খ হ'াসানের মৃত্যু হয়। সুল্ত'ানু'ল-মালিক আল-'আদিল কেতবোগ'ার আমলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি কায়রোর অদূরে একটা খানক'াহ স্থাপন করেন। সম্ভবত পারস্যেই ক'লান্দারীদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক; এমন কি অন্তত সপ্তদশ শতাব্দীতেও তাহাদের অধিকাংশই স'াফাব'ীদের শক্তিকেন্দ্র আর্দাবীলে অবস্থান করিতেন বলিয়া মনে হয়। প্রাথমিক 'উছ'মানিয়্যা যুগ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত তাহারা আনাতোলিয়ায়, এমন কি রুমেলিয়ায়ও গুরুতর বিদ্রোহ ঘটাইয়া এবং কর্তৃপক্ষকে আক্রমণ করিয়া বিপজ্জনক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সালজূক' আমলেও ক'লান্দার অনুরূপ বিদ্রোহ পরিচালনা করেন বলিয়া মনে হয়। ক'লান্দারী ও বেক্তাশীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বহুবিধ আভাসও পাওয়া যায়। 'উছ'মানিয়্যা সাম্রাজ্যে ক'লান্দারীদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। (সালমানী দলের একটা সিলসিলায় উস্তাদ হ'াফিজ' খাওয়ারিযমী ও উস্তাদ মুরাদ সাবযাওয়ারীর মধ্যে জনৈক হ'াজ্জী ক'লান্দারের সন্ধান পাওয়া যায়; তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ক'লান্দারীগণ পূর্ব তুর্কিস্তান হইতে এখানে আসে (Ms. Arundel Or 8, Brit. Mus., তু. Rieu Turk., Mss., p. 239)।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে লেভান্টের প্রায় সমস্ত বিবরণেই কোন না কোনভাবে ক'লান্দারীদের উল্লেখ দেখা যায়। এই সব উল্লেখে নামের বিকৃতি ঘটিয়াছে। তুর্কী একটি সুরের নামও ক'লান্দারী।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) উপরে উদ্ধৃত সূত্রগুলি ছাড়াও দ্র. F. Babinger, in Isl., xi. 94 and the references given here ; (২) also d'Herbelot, Bibliotheque Orientale (Paris 1697), p. 244 ; (৩) ঐ লেখক, (Maestricht 1776), p. 224, দ্র. Calendar ; (৪) Adam Olearius, Persianischer Rosenthal, Book viii., 67 ; (৫) বুরহান-ই-কা'াতি" ; (৬) J. P. Brown, The Dervishes. ; (৭) Dozy. Suppl., II. 340 and Isl. xi, 94 note.

F. Babinger (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আল-কালাবায'ী (الكلاباذى) আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইসহ'াক' প্রাথমিক যুগের তাস'াওউফ সম্বন্ধে একজন সুপরিচিত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি সম্ভবত ৩৮৫/৯৯৫ সনে বুখারাতে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। 'আবদু'ল-হ'ায়্যি আল-লাখ্নাব'ী হ'ানাফী ফাক'ীহদিগের (আইনবিদদিগের) তালিকায় তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কথিত আছে, মুহ'াম্মাদ ইব্ন ফাদ্'ল নামক একজন উস্তাদের নিকট তিনি ফিক্'হ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বুখারার কালাবায' অঞ্চলের নামানুসারে তাঁহার নাম কালাবায'ী হইয়াছে। তিনি দুইটি গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন, গ্রন্থ দুইটি অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, যথাঃ (১) কিতাবু'ত-তা'আররুফ লি মায'হাবি আহ্লি'ত-তাস'াওউফ। এই পুস্তকে ৭৫টি অধ্যায়ে সূ'ফীদিগের মতবাদ ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। 'আলাউ'দ-দীন কু'নাব'ী (মৃ. ৭২৯/১৩২৯) এই পুস্তকের একজন টীকাকার। আল-মুস্তাম্লীও ফার্সীতে ইহার টীকা লিখিয়াছেন। ৭১০/১৩১০ সালের পূর্বে ইহা প্রকাশিত হয় এবং ১৯১২ খৃস্টাব্দে লাখনৌতে ইহা লিথোগ্রাফ করা হয়। এই দুইখানি ছাড়া অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লিখিত একটি টীকাও আছে। ভুলবশত ইহাকে আস্-সুহ্রাওয়ার্দী আল-মাক্'তূল কৃত মনে করা হয়। কিতাবু'ত-তা'আর্রুফ ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে কায়রোতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এ. জে. আরবেরী ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন (কেমব্রিজ ১৯২৫ খৃ.)। (২) তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক বাহ্'রু'ল-ফাওয়াইদ ২২২টি হ'াদীছে'র সূ'ফী মতবাদানুযায়ী টীকা। কিতাবু'ত্-তা'আর্রুফে উল্লিখিত অনেক কবিতা ও বচন এই পুস্তকে পুনরুল্লিখিত হইয়াছে (দ্র. GAL², i. 217 suppl. i. 360)। কালাবায'ী প্রধানত ফারিসের প্রামাণিকতার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার বক্তব্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার ফলে আল-হ'াল্লাজের (দ্র.) যে সমস্ত উক্তি তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আল-হ'াল্লাজকে তিনি অতি সাবধানতার সহিত শুধু একজন মহান সূ'ফী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কিতাবু'ত-তা'আর্রুফ লিখার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামে প্রচলিত মতবাদ ও সূ'ফী মতবাদের মধ্যে বিভেদ দূর করা। হ'াল্লাজের মৃত্যুতে এই বিভেদ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণেই তাঁহার পুস্তকে যে সমস্ত অধ্যায়ে তিনি সূ'ফীবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন সেখানে তিনি ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর প্রতি আরোপিত আল-ফিক্'হ'ল-আকবার (২য়) কিতাব হইতে 'আক'াইদ বা ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধীয় কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সূ'ফীবাদের প্রাথমিক ইতিহাসের মূল উৎস হিসাবে তিনি (আল-কালাবায'ী), আস্-সার্রাজ, আবূ ত'ালিব আল-মাক্কী, আস্-সুলামী এবং আল্-কু'শায়রীর সমশ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে হ'াওয়ালাঃ উল্লিখিত আছে।

A. J. Arberry (S.E.I.)/মুহম্মদ রেযাউর রহীম

কালাম (كلام) বচন, যুক্তিমূলক ধর্মতত্ত্ব। ব্যাকরণবিদগণ কালাম শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, "অর্থসম্বলিত কণ্ঠোচ্চারিত যৌগিক শব্দমালা"—ইহা একক শব্দ নহে। ইহা অর্থযুক্ত হইবে এবং সেই ব্যবহারোৎপন্ন (وضع) হইবে স্বভাবজাত (طبع) নহে, যথা : হর্ষ, বিষাদ বা বিস্ময় ইত্যাদি আবেগসূচক ধ্বনির ন্যায় হইবে না। Dict. of the Techn. Terms (পৃ. ১২৬৮—১২৭০) পুস্তকে কালাম এবং ইহার বিভিন্ন অংশের ধ্বনিগত, ব্যাকরণগত, অভিধানগত এবং অলংকারগত যুক্তিমূলক আলোচনা আছে। আরও দ্র. Anthol. Gramm.-পুস্তকে De Sacy লিখিত মূল 'আরবী পৃ. ৭৩, ৯৩ ও টীকাবলী। আভিধানিকভাবে "কালাম" শব্দটি ব্যাপক অর্থবাচক বিশেষ্য পদ এবং ইহার অর্থ "কথা"—তাহা অল্পই হউক আর বেশীই হউক (আল-জাওহারী, সি'হ'াহ', এবং লিসান, ১৫খ, ৪২৮)। সর্বপ্রকার কথার (لكل ما يتكلم به) প্রতি ইহা প্রযোজ্য (ইব্ন 'আক'ীল), কিংবা ইহা বোধগম্য অর্থসম্বলিত ধ্বনি পরম্পরাকে (আস'ওয়াত)-ও বুঝায় (আল-ফায়্যূমী, আল-মিস্'বাহ') 'আরবী ভাষায় "ك-ل-م" ধাতু এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই হযরত মূসা ('আ)-এর প্রতি আল্লাহ্র বাণীতে "বি-কালামী" (৭ : ১৪৪) কথাটির অনুবাদ হইবে আল-বায়দ'াব'ীর (ed. Fleischer. i, 343 infra) মতে "বি-তাক্লীমী ইয়্যাকা" অর্থাৎ তোমার প্রতি আমার বাক্য উচ্চারণ দ্বারা। ৪৮ : ১৫ আয়াতে ব্যবহৃত "কালাম" শব্দটি আল-বায়দ'াব'ীর মতে তাক্লীমের বিশেষ্য পদ। অপর দুই ক্ষেত্রের মধ্যে এক ক্ষেত্রে (সূরাঃ ২ : ৭৫) "কালামু'ল্লাহ" কথাটির দুইটি অর্থ হইতে পারে : (১) মূসা ('আ)-এর সহিত আল্লাহ্র কথাবার্তা অথবা (২) ঐশী বাণী (তাওরাত ও ইন্জীল)। অন্যপক্ষে ৯ : ৬ আয়াতে "কালামুল্লাহ্" পরিষ্কারভাবে ইসলামের বিধানাবলী ও আল্লাহ্র বাণী কু'রআনকে বুঝাইতেছে। কাল্লামা (كلم) ক্রিয়ারূপটি কাহারও সহিত 'কথা বলা' অর্থে কু'রআনে প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহাকে বলা হয় (ব্যাকরণ অনুসারে) কর্মকারকে তাহার উল্লেখ থাকে। যথাঃ كلم الله موسى (আল-আশ্'আরী, কিতাবু'ল-ইবানাঃ পুস্তকে [হায়দরাবাদ পৃ. ২৭] বলিয়াছেন যে, তাক্লীমের অর্থ المشافهة بالكلام)। "কালাম" হইতে উদ্ভূত। تكلم ক্রিয়া রূপটি কু'রআনে চারিবার অকর্মকভাবে "কথা বলা, কহা ও আলোচনা করা" অর্থে (১১ : ১০৫ ; ২৪ : ১৬ ; ৩০ : ৩৫ ; ৭৮ : ৩৮) ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ ব্যবহারের কোন কোন ক্ষেত্রে ب যোগে আলোচিত বস্তুর উল্লেখ দেখা যায়, যথাঃ نتكلم بهذا। ২৪ : ১৬ আয়াতে (ان نتكلم بهذا) তাকালুম শব্দটি ঘৃণাব্যঞ্জকভাবে "মুখে আনা" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (তু. Dozy, Suppl., ii. 486a)। পরবর্তী পর্যায়ে 'কালাম' শব্দ "প্রজ্ঞা সম্বলিত উক্তি" অথবা অনুরূপ উক্তির "সমর্থক যুক্তি"র অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে। এইরূপ কালামের প্রয়োগকারীকে "মুতাকাল্লিম" বলা হয়।

"কালাম" শব্দের বিশেষ অর্থে ব্যবহার সম্ভবত সর্ব প্রথম "কালামুল্লাহ্" (كلام الله) শব্দে হয়। ইহা "কু'রআন" অথবা "বচন" অর্থে আল্লাহ্র গুণ (صفة) বিশেষ। এইরূপ ব্যবহারের

আয়াত কু'রআনের উপরিউক্ত আয়াতগুলিতেই হইয়াছিল। এইরূপ ব্যবহারের ক্রমবিকাশের ধারা কি এবং কিসের দ্বারা ইহা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, বলা দুষ্কর। মুসলিম চিন্তাবিদগণ নিম্নের বিষয়গুলি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়ঃ (১) মোটামুটিভাবে গ্রীক দর্শন ও ইহার ধারণাসমূহ, শ্রেণীবিভাগ এবং যুক্তি প্রয়োগবিধি; (২) প্রাচ্য-খৃস্ট ধর্মমতের পন্ডিতগণের সহিত ব্যক্তিগত সংস্রব ও আলোচনা এবং (৩) সম্ভবত ভারতীয় দর্শনের কোন কোন মতবাদ। শেষোক্ত প্রভাবের কথা Horton প্রমাণ সাপেক্ষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষভাবে তাঁহার Systeme পুস্তকের কয়েক স্থানে; কিন্তু তিনি তাঁহার মতের সমর্থনে ভারতীয় সাহিত্য হইতে যথেষ্ট তথ্য বা অনুবাদ পেশ করেন নাই। তাই সম্ভাব্য হইলেও ভারতীয় দর্শনের প্রভাবের কথা একটি অনুমানমাত্র। এ বিষয়ে আরও দ্র. Der Islam পত্রিকায় Massignon কৃত আলোচনা, iii. 401। যাহা হউক, আল্লাহ্র এই সি'ফাতের সহিত তাঁহার সত্তার সম্বন্ধ কি, সে সম্বন্ধে ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। সুন্নী ইসলামী মতবাদে "আল্লাহ্র গুণসমূহ আল্লাহ্র সহিত একাত্মও নহে—আবার আল্লাহ্ হইতে স্বতন্ত্রও নহে", এই মতবাদে ইহা প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্র সি'ফাতের সহিত তাঁহার য'াতের সম্বন্ধ মানবীয় জ্ঞানের নাগালের বহির্ভূত একটি রহস্য, আবার এই গুণসমূহ অসৃষ্ট (غير مخلوق) এবং নিত্যও (قديم) বটে। এগুলিকে বাদ দিয়া আল্লাহ্র য'াতের ধারণা অসম্ভব। কিন্তু যুক্তিবাদী তথা মু'তাযিলীগণ সত্তার সহিত সি'ফাতের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা অস্বীকার করেন। এইসব আলোচনায় আল্লাহ্র গুণসমূহের মধ্যে নিশ্চিতরূপে তাঁহার "কালাম" গুণটি প্রকট হইয়া উঠে। কু'রআন মাজীদে কোথাও কালামকে আল্লাহ্র বিশেষণ (صفة)-রূপে প্রকাশ করা হয় নাই অর্থাৎ আল্লাহ্কে মুতাকাল্লিমরূপে উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু পরবর্তী যুগের ধর্মতাত্ত্বিকগণ বার বার তাঁহার সম্বন্ধে "মুতাকাল্লিম" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কু'রআনে তিনটি স্থানে (২ঃ২৫৩; ৪ঃ১৬৪; ৭ঃ১৪৩) "কালাম" শব্দ আল্লাহ্র কথা বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। আল-আশ্'আরী (আল-ইবানাঃ, পৃ. ২৩) বিভিন্ন বিবরণ সম্বলিত দশটির বেশী আয়াত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আল্লাহ্র অবিচ্ছেদ্য গুণ হিসাবে তাঁহার "কালাম" এবং সেই গুণের প্রকাশ হিসাবে "কু'রআন" উভয়ই অসৃষ্ট। পক্ষান্তরে যুক্তিবাদী পন্ডিতগণ কালাম গুণের চিরন্তনতা এবং ইহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ কু'রআনের বস্তুগত এবং একই সাথে ইহার অসৃষ্ট হওয়া সম্ভাবনা স্বীকার করেন না। আশ'আরীগণ এই ব্যাখ্যা দান করেন যে, আল্লাহ্ ফিরিশ্তাদের সহিত যেমন মাধ্যম ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে কথা বলেন, সেইভাবেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে মাধ্যম ব্যতীত মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলিয়াছিলেন। এক মানুষ অপর মানুষের কথা যেই ধারা ও পদ্ধতিতে শুনিয়া থাকে, মূসা (আ) সেই ধারা ও পদ্ধতিতে আল্লাহ্র কথা শুনেন নাই, বরং তিনি ঐ কথা সকল দিক হইতে আসিতে শুনেন (আল-বায়দা'বী, তাফ্সীর, ৭ঃ১৪৩; ২০ঃ১২, ed. Fleischer, i. 343, 593)। অন্তত পক্ষে আল-আশ'আরীর (আল-ইবানাঃ, পৃ. ২৫) সময় পর্যন্ত ইহা স্বীকৃত হইয়াছিল যে, আল্লাহ্র কালাম গুণটি চিরন্তন (قديم)। কারণ ইহা একটি পরিপূর্ণতাজ্ঞাপক গুণ এবং বাক্শূন্যতা এই গুণের বিপরীত ও অসম্পূর্ণতাবোধক। কু'রআন (১৮ঃ১০৯; ৩১ঃ২৭) এবং হা'দীছে' (আল-ইবানাঃ, পৃ. ২৫) বলা হইয়াছে যে, কালিমাতুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র কথাসমূহ অফুরন্ত এবং অনাদিকাল হইতে আল্লাহ্ কথা বলিতেছেন। আল-আশ্'আরী কু'রআনের আয়াত সম্পর্কে "মাল্ফু'জ'" (উচ্চারিত) শব্দের প্রয়োগে আপত্তি করেন (পূ. গ্র, পৃ. ৪১), এমনকি তিনি বলেন, কু'রআন আবৃত্তির ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োগ সঙ্গত নয়। অনুরূপভাবে "লিসান" (১৫ঃ৪২৭)-এ বলা হইয়াছেঃ তুমি কু'রআনকে কখনও "ক'াওলুল্লাহ্" বলিতে পার না। পরবর্তী যুগের আশ্'আরীগণ মনে করেন যে, আল্লাহ্র কালাম অর্থে মনের ভাব অর্থাৎ "কালাম-ই-নাফ্সী" বা "হ'াদীছ'-ই-নাফ্সী" বুঝায়। সুতরাং ইহা অক্ষর অথবা শব্দের মাধ্যম ব্যতীতও সম্ভব। যাহা হউক, আল্লাহ্র ঐ অসংখ্য কালিমাত হইল তাঁহার অফুরন্ত কথা বা সৃষ্টি—যাহা كن-এর অভিব্যক্তি। কিন্তু আল্লাহ্র কালিমাত আমাদের মুখ-নিঃসৃত কথার মত নহে।

পরবর্তী যুগের সুন্নী ধর্মতাত্ত্বিকগণের নিকট আল্লাহ্র কালাম সম্পর্কিত মতবাদ সর্বজনস্বীকৃত ইজ্মা' (দ্র.) দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, আল্লাহ্ নবীদিগের সহিত কথা বলিয়াছেন, অতএব তিনি কালাম-গুণসম্পন্ন মুতাকাল্লিম (দ্র. তাফতাযানী কৃত 'আক'াইদ নাসাফীর টীকা, কায়রো ১৩২১, পৃ. ৭৫)। এখানে আল্লাহ্র "কালাম" গুণের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার সহিত কালামুল্লাহ্ বলিয়া বর্ণিত কু'রআনের কি সম্বন্ধ, তাহা তখনও যথাযথরূপে নিরূপিত হয় নাই। আশ্'আরীগণ এই সম্বন্ধে নির্ধারণের চেষ্টা করেন। কিন্তু হা'ম্বালীগণ বরাবরই ইহা হইতে বিরত থাকেন। তাঁহাদের মতে "কালামুল্লাহ্" আল্লাহ তা'আলার অ-সৃষ্ট চিরন্তন কথা,—ইহাই যথেষ্ট। যে বস্তুর উপর কু'রআন লিখিত আছে, তাহাকেও কেহ কেহ অ-সৃষ্ট বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মু'তাযিলীগণের মতে মূসা-(আ)-এর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট কথার মতই ইহা সৃষ্ট। মাতুরীদীগণ এ বিষয়ে ধর্মতত্ত্বের রহস্যাবলীর ক্ষেত্রে তাহাদের অনুসৃত চিরচরিত রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা দুইটি বিষয়কে পাশাপাশিভাবে তুলিয়া ধরেন। আন্-নাসাফী লিখিয়াছেন ('আক'াইদ, ৭৯), "আল্লাহ্র কালাম কু'রআন আমাদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ, আমাদের অন্তরে সুরক্ষিত, আমাদের মুখে আবৃত্ত এবং আমাদের কর্ণে শ্রুত হওয়া হিসাবে সৃষ্ট। তথাপি কালাম এই-সবের মধ্যে স্থিতিবান (হ'াল) নহে।" ব্যাখ্যাস্বরূপ আত্-তাফতাযানী বলেন, এক টুক্রা কাগজের উপর "আগুন" শব্দটি লিখিলে তাহাতে দাহিকা শক্তি সৃষ্টি হয় না, তাহা কাগজটিকে দহনও করে না।

আশ'আরীগণের প্রতিপাদ্য বিষয় যথাঃ আল্লাহ্র "কালাম" হইল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র চিন্তন। কিন্তু ইহা মানুষের চিন্তাধারার ন্যায় স্থানকালের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। কারণ আল্লাহ্র প্রতি 'আক্'ল (চিন্তন প্রক্রিয়া) আরোপ করা হইলে তাহাতে দার্শনিক ও শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্যসমূহ আল্লাহ্র প্রতি প্রযুক্ত হইয়া পড়ে (তু. Mawakif, ed. Cairo, p. 541, ed Sorensen. p. 161, আল-বায়দা'বী, সূরাঃ ২ঃ 88. ed. Fleischer, ১ঃ৫৭)।

ধর্মতত্ত্বের নামকরণে "কালাম"-এর ব্যবহার এবং এই শব্দের গুরুত্ব সম্পর্কে আত্-তাফতাযানী আট-দফাসম্বলিত যে বিশ্লেষণটি দিয়াছেন (শারহ্' 'আক'াইদি'ন্-নাসাফী, পৃ. ১০) তাহা নিম্নরূপঃ

১। ধর্মতত্ত্বের কোন আলোচনায় প্রারম্ভে ধর্মতাত্ত্বিকদের

বাক্যরীতি হইল: "অমুক মতবাদের সম্বন্ধে কালাম (বর্ণনা, যুক্তি) এই"—ইত্যাদি।

২। এই শাস্ত্র আল্লাহ্‌র "কালাম" সম্বন্ধীয় মতবাদের বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করে।

৩। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় মান্‌তি'ক' বা ন্যায়শাস্ত্রের যে গুরুত্ব, ধর্মতত্ত্বে আল্লাহ্‌র কালামের সেই গুরুত্ব।

৪। কালাম বা বচন মাধ্যমে যে-সব বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, তন্মধ্যে এই শাস্ত্র সর্বাধিক আবশ্যকীয়।

৫। এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং চিন্তা যত প্রয়োজনীয়, তদপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় বিতর্কিত বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিগণের মধ্যে আলোচনা।

৬। "কালাম" বা বচন মাধ্যমে যে সকল বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় তন্মধ্যে এই শাস্ত্র সর্বাধিক বাদানুবাদপূর্ণ।

৭। গুরুত্ব হিসাবে একমাত্র এই শাস্ত্রকেই আল-কালাম (মূল বিবরণ) বলা যাইতে পারে। অন্যান্য বিদ্যার ক্ষেত্রে একথা বলা যায় না।

৮। ইহা ছেদনকারী ও প্রভাব উৎপাদনকারী বিদ্যা, কালামের এই অর্থ ব্যুৎপত্তি হিসাবে جرح-كلم হইতে উৎপন্ন। كلم শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "বিদ্ধ করা, যখম করা"। ইব্‌ন খালদূন এই বিষয়ে দুইটি মাত্র ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন: (১) 'ইল্‌ম কালামের আলোচ্য বিষয় "কালাম" বা বচন,—কার্য ('আমাল) নহে। (২) উপরিউক্ত (২)-এর অনুরূপ। আরও দ্র. Haarbrucker কৃত শাহ্‌রাস্তানীর 'মিলাল' পুস্তকের অনুবাদ, ১ : ২৬ এবং মন্তব্যসমূহ, ২ : ৩৮৮-৩৯৩। Wensinck, The Muslim Creed গ্রন্থে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, দার্শনিক ধর্মতত্ত্ব অর্থে 'কালাম'-এর ব্যবহার 'আরবী ভাষা হইতেই হইয়াছে।

ধর্মতত্ত্বের নাম হিসাবে "কালাম" শব্দের ব্যবহার ধীরে ধীরেই বিবর্তিত হইয়াছে। প্রথম পর্যায়ে বুদ্ধিভিত্তিক (معقولات) ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় ব্যবহারিক বিধানসমূহের সমষ্টিকে ফিক্‌'হ (জ্ঞান) বলা হইত এবং কু'রআন ও হা'দীছে'র বর্ণনাভিত্তিক (منقولات) জ্ঞানকে 'ইল্‌ম বলা হইত। দ্বিতীয় পর্যায়ে ধর্মতত্ত্ব স্বতন্ত্রভাবে "বৃহত্তর ফিক্‌'হ" বা আল-ফিক্‌'হু'ল-আক্‌বার নামে অভিহিত হইতে থাকে। যেমন আবূ হা'নীফাঃ (র) ও আল-মাতুরীদীর নামে প্রচলিত পুস্তকের নাম আল-ফিক্‌'হু'ল-আক্‌বার। ইহাতে বলা হইয়াছে: فقه في الدين افضل من الفقه في العلم অর্থাৎ "ফিক্‌'হ হইতে কালাম الفقه في الدين উৎকৃষ্টতর।" পরবর্তীতে ইহাকে সোজা কথায় বলা যাইতে পারিত, "الكلام افضل من الفقه"। উক্ত পুস্তকে কেবল আল্লাহ্‌র বাক্য বুঝাইবার উদ্দেশ্য ছাড়া 'কালাম' শব্দটি অন্য কোন অর্থে পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই, সাধারণ অর্থে قول-এর ব্যবহার দেখা যায়। আল-আশ্‌'আরী ইবানাঃ পুস্তকেও শুধু পরিচ্ছেদের শিরোনামায় অনুরূপভাবে "কালাম" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ফিহ্‌রিস্ত কিতাবে (দ্র. পৃ. ৩৭৭-৪০০) "কালাম" শব্দ সাধারণ অর্থে 'বিবরণ' বুঝাইতে এবং পারিভাষিক অর্থে ধর্মতত্ত্বের তাকাল্লুম এবং মুতাকাল্লিম শব্দগুলির সহিত আনুষঙ্গিকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ফিক্‌'হ শব্দের ব্যবহার তখন হইতে বরাবর চলিতে থাকে ব্যবহারিক আইন বুঝাইবার জন্য। ইহার পর একটি দ্রুত পরিবর্তন আসে যাহার ফলে 'ইল্‌মু'ল-কালাম দ্বারা শুধু ধর্মতত্ত্ব না বুঝাইয়া পরমাণুবাদ-ঘটিত এক দার্শনিক ধর্মতত্ত্বও ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। তখন মুতাকাল্লিম শব্দ দ্বারা প্রথমে মু'তাযিলী এবং পরে ঐ সব সুন্নী ধর্মতাত্ত্বিককে বুঝাইতে লাগিল যাহাদের ধর্মতত্ত্ব ছিল পরমাণুবাদ-মূলক; জড় জগতের মৌলিক উপাদান সম্বন্ধে এই ধারণা যে, ইহা অন্তর্নিহিত (grained) প্রকৃতির, অনন্তভাবে ইহা বিভাজ্য নহে এবং অসীমও নহে; বরং আণবিক প্রকৃতিবিশিষ্ট। সুন্নী ধর্মতাত্ত্বিকদের এই ধারণার গুরুত্ব বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। য়ুরোপে ইহা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এরিস্টটলের প্রভাবে আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল। তৎপরে ইহা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে গুণবাচকরূপে (Boyle and Newton) এবং পরে পরিমাণ বাচকরূপে (John Dalton)। এই য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের পরীক্ষামূলক গবেষণার সহিত ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিকগণের কার্য-কারণ সম্পর্কমূলক চিন্তাধারার তুলনা কৌতূহলোদ্দীপক বটে। এইসব আলোচনা হইতে পরিস্ফুট হয় যে, একজন মুতাকাল্লিম নিজেকে আশ্‌'আরী বলিয়া অভিহিত করিলেও এবং আল-আশ্‌'আরী হা'ম্বালী মায্‌'হাবের অনুসারী হইলেও সেই মুতাকাল্লিমকে রক্ষণশীল হা'ম্বালীগণের অন্তর্ভুক্ত বলা চলে না। তাঁহাকে সূ'ফীদিগেরও অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না। কারণ সূ'ফীগণ নিজেদের মতবাদের ভিত্তি 'ইল্‌ম ও তর্কবিদ্যার চেয়ে ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (মা'রিফাত; যাওক়াত এবং ওয়াসা'ইস, ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ১৮৩) উপর স্থাপন করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করেন। আবার ঐ মুতাকাল্লিমকে দার্শনিকদিগেরও (হু'কামা') অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কারণ তাহাদের মতবাদের ভিত্তি ছিল এরিস্টটলীয় ও নিউপ্লেটনীয় দর্শনের সংমিশ্রণের উপর, অথচ প্রত্যেক আশ্‌'আরী মুতাকাল্লিম সুন্নী মতবাদের অনুসারী ছিলেন। অবশ্য এই আলোচনায় শী'আঃ পদ্ধতির কোন বিবরণ দেওয়া হয় নাই। উহা হইল তা'লীম (শিক্ষাদান) মতবাদের ভিত্তির উপর স্থাপিত মু'তাযিলী যুক্তিবাদ। তা'লীম মতবাদে বলা হইয়াছে যে, মানুষের জ্ঞানের প্রকৃত ভিত্তি বিচারবুদ্ধি নহে; বরং উহা হইতেছে অভ্রান্ত ইমামের প্রামাণ্য উপদেশ। এইরূপ ইমাম পৃথিবীতে সর্বদাই আছেন। মানুষের উচিত তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা (দ্র. আল-গা'যালীর মুনকি'য', ১৩০৩ সংস্করণ, পৃ. ২৯ প., এবং Goldziher's Streitschrift des Gazali gegen die Batinijja-Sekte. স্থা.)। সূ'ফী মতবাদের অদ্বৈতবাদী পদ্ধতির আলোচনাও এখানে করা হয় নাই। ইহার পারিভাষিক শব্দ এবং ভাবগুলি ছাড়া আর কিছুই ইসলামী নহে।

ফিহ্‌রিস্ত কিতাবে দেখা যায় যে, গ্রন্থকার সমসাময়িক (৪র্থ/১০ শতাব্দী) মুতাকাল্লিমদিগকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন; (১) মু'তাযিলী, (২) ইমামী ও যায়দী শী'আঃ, (৩) জাবরিয়্যাঃ (অদৃষ্টবাদী) এবং তাজসীমিয়্যাঃ বা সদৃশ্যবাদী (যাহারা আল্লাহ্‌কে মানুষের সদৃশ মনে করে), (৪) খারিজী ও (৫) সূ'ফী। এই বিভাগকরণে বোধ হয় লেখক শী'আঃ মতবাদ এবং মু'তাযিলী মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। কাজেই তাঁহার মতে মু'তাযিলীগণই প্রথম শ্রেণীর মুতাকাল্লিম এবং আল-আশ্‌'আরী তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত।

ইসলামী পরমাণুবাদ মুতাকাল্লিমগণের আলোচ্য বিদ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইলেও উহার ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা এখনও সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে Sal. Pines কৃত Beitrage zur Islamischen Atomlehre, Berlin—1936, পুস্তক-

টির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বিদ্যা বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের বাদানুবাদে অংশ গ্রহণকারিগণের বক্তব্যের সন্ধান এবং উহা হইতে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিসমূহ ব্যতীত আর কিছুই আমাদের হস্তগত হয় নাই। এমন কি আল-আশ'আরীর যে সমস্ত লেখা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে তাহাও এ সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করে না। আল বাকি'ল্লানীর আলোচনা এ বিষয়ে ফলপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু এগুলি এখনও অধীত হয় নাই। Horten তৎকৃত Philosophische Systeme পুস্তকে অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে যে সমস্ত পরবর্তী লেখার ইংগিত ও উদ্ধৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে এ সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মু'তাযিলী আবু'ল-হুযায়ল আল-'আল্লাফ (মৃ. হি. ২৩৫ অথবা ২২৬; তু. Horten, p. 246 প.) সর্বপ্রথম পরমাণুবাদের আলোচনা ধর্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ বিষয়ে তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিলেন অপর দুইজন মু'তাযিলী: হিশাম ইব্নু'ল-হাকাম হি.. (মৃ.) ২৩১ [?]; তু. Horten p. 70 প.) এবং আন-নাজ্জাম (মৃ. ২৩০/৮৪৪, Horten, p. 189)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পরমাণুবাদের ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা মু'তাযিলীদের দ্বারাই আরম্ভ হয়। মু'তাযিলীগণের এই আরব্ধ আলোচনার ধরন (System, "আল্লাহ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্র.) পরবর্তী মুতাকাল্লিমগণের যুক্তিশৈলী কতখানি অনুরূপ ছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। Horten-এর লেখার যে সমস্ত স্থানে ইহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহার সন্ধান—যথা, পৃ. ২২ প., ৪২ প.; ১৭৮, ১৯১, ২৪৬ প., ২৬৩ প., ৫২৬, ৫৫১ দ্র.। পৃ. ১৯৫, ২৩১ এবং ২৩৬ হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কাল পরমাণুতে বিভাজ্য কিন্তু পরমাণু বিভাজ্য নহে এবং এই কারণে কালও অনন্তভাবে বিভাজ্য নহে। এই সকলের সহিত কঠোর মতানৈক্যের কারণে ইব্ন হাযম তাঁহার "মিলাল" পুস্তকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন, যথা: ৫ : ৯২ প.। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃতি দৃষ্টে বুঝা যায় যে, বিতর্কে অংশ গ্রহণকারী প্রথম পর্যায়কালীন পণ্ডিতগণ তাহাদের আলোচনা লিপিবদ্ধ করিবেন এমন সম্ভাবনা ছিল না, তাহাদের লেখার অনুলিপি তৈরী করার এবং বাহিরে প্রকাশের অবাধ অনুমতি দিবার সম্ভাবনা ছিল আরো কম। এই ক্ষেত্রে আমাদের সামনে খুব প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইলেন প্রসিদ্ধ ধর্মতত্ত্ববিদ সূফী সাধক আল-জুনায়দ (দ্র. মৃ. ২৯৭/৯০৮)। ধর্মদ্রোহিতা জাতীয় সন্দেহের প্রতিবিম্বটি কখনও তাঁহার উপর পড়ে নাই। অথচ তিনি প্রকাশ্যে বলিতেন: ঐশী সত্তার গূঢ় তত্ত্ব-সন্ধানীকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে ধর্মদ্রোহী আখ্যায় কলঙ্কিত হইবার জন্য (Goldziher, Vorlesungen, p. 175; আরো দ্র. আল-কুশায়রী, রিসালাহ, বুলাক ১২৯০, পৃ. ১৩৯ প.)। তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্তা সম্বন্ধে জুনায়দ তাঁহার শিষ্যগণের সহিত আলোচনা করিতেন রুদ্ধদ্বার কক্ষে। এই বিষয়ক আলোচনার বিষয়বস্তুর সহিত গাযালীর "রিসালাতু'ল-কুদ্সিয়্যাহ"-এর অথবা তাঁহার লেখা "আল-ইক্তিসাদ"-এর অথবা এমন কি আন-নাসাফীর উপর আত-তাফ্তাযানীর লেখার কোন সম্পর্ক আছে—এইরূপ কল্পনাও আমরা করিতে পারি না, বরং প্রথমোক্ত আলোচনা অনেক বেশী গভীর। ইব্ন হাযম অত্যন্ত ঘৃণার সহিত যে সকল ধর্মদ্রোহী মুতাকাল্লিমদিগকে তাঁহাদের রুদ্ধদ্বার খানকাহগুলি হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আলোচনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, প্রথমোক্ত আলোচনার ধরন ইহাদের আলোচনার সম-শ্রেণীর। মুতাকাল্লিমগণ প্রতিবাদে বলিতে পারিতেন যে, ইব্ন হাযম ন্যায়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছেন এবং মুতাকাল্লিমদের উদ্দেশ্য বুঝিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। মু'তাযিলী লেখকগণ তাঁহাদের লেখা প্রকাশে নিষ্ঠাবান ধর্মতাত্ত্বিকদিগের অগ্রগামী হইয়াছিলেন। মু'তাযিলী লেখক আবূ রাশীদের লেখা "মাসাইল" এখনও আমাদের সামনে বিদ্যমান, তিনি উহা আনুমানিক ৪০০/১০০৯ সালে লিখিয়াছিলেন (Horten, Philosophie des Abu Raschid; Arthur Biram, Atomistische Substanzenlehre)।

মিহ্রিস্তের (ed. Quatremere, iii. 27-43; Bu'lak 1274, p. 223-228, transl. De Slane, ii. 40-64) প্রায় চাল্লিশ বৎসর পরে ইব্ন খালদূনের (মৃ. ৮০৮/১৪০৬) মুকাদ্দিমাঃ গ্রন্থে আমরা ইহার বিকাশের আর একটি ধারণা পাই। Quatremere কর্তৃক ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিতে কু'রআনের মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলি সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছেদের সংযোগ দেখা যায়, যাহা অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে বা বূলাক সংস্করণের পুস্তকে নাই। ঐ পাণ্ডুলিপিতে ইব্ন খাল্দূন "কালাম"-কে একটি আত্মরক্ষামূলক বিদ্যারূপে গণ্য করিয়াছেন এবং কু'রআনের দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলিকে বহুলাংশে "কালাম"-এর উৎসমূলরূপে গণ্য করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, দার্শনিক প্রভাব অপেক্ষা কু'রআনের ব্যাখ্যা প্রদানের তাকীদই 'ইল্মু'ল-কালামের উৎপত্তির অধিকতর প্রবল কারণ ছিল। ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই সত্যতা আছে। আবার ইহাও নিশ্চিত বলিয়া মনে হয় যে, প্রাথমিক যুগের মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন বিজাতীয় ভাবধারা কর্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়া ঐ সমস্ত ভাবধারাকে ইসলামের ভিত্তিতে দাঁড় করাইবার জন্য এই দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলির ব্যবহার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল এবং আল-আশ'আরীর ন্যায় ইব্ন খাল্দূনও এই সমস্ত আয়াতের কোন ব্যাখ্যা বা তা'বীল অনুমোদন করেন নাই।.....সূরাঃ ৩ : ৭ আয়াতের (দ্র. আল-বায়দাবী, ed. Fleischer, i. 146) ব্যাখ্যা তিনি এই করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র আল্লাহ্ই মুতাশাবিহ আয়াতের অর্থ অবগত আছেন, মানুষের পক্ষে এ বিষয়ে অনুমানভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান হইতে বিরত থাকা উচিত। অনুরূপভাবে বিশ্বজগত সম্পর্কে তাঁহার ধারণার সহিত যাহা খাপ খায় না বলিয়া মনে করিয়াছেন এরূপ সকল আয়াত সম্বন্ধেই তিনি অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

ফলে দেখা যায় যে, মুতাশাবিহাতের তাফ্সীর বা ব্যাখ্যাদানে এই দুরূহতা বা সমস্যার কারণেও 'ইলমু'ল-কালামের উৎপত্তি হয় এবং বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়। মুতাশাবিহ আয়াতগুলিতে আল্লাহ্র যাত ও সিফাত সম্বন্ধে মানুষের সহিত সাদৃশ্য-(anthropomorphist) সূচক যে বচনগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রশ্ন হইল, সেই আয়াতগুলি কি আক্ষরিক (তাশবীহ, তাজ্সীম) অর্থে গ্রহণীয় হইবে অথবা ঐগুলি কি আল্লাহ্র প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য এবং আমাদের অজ্ঞাত (তানযীহ) কোন অর্থে গ্রহণীয় হইবে অথবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অন্যবিধ বিবরণের বেলায়ও কি তানযীহ্ প্রযোজ্য হইবে যে বিবরণের অর্থ পরিষ্কার এবং যাহাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ সম্ভব এই কারণে যে, সে বিবরণগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যকে (Concrete) বাদ দিয়াও কতক ভাবের (ideas) প্রকাশক? এই সমস্যা হইতে বিভিন্ন দলীয় মতবাদের উৎপত্তি

হয়। মু'তাযিলীরা তৃতীয় মতটির পোষক ছিলেন। প্রথম মতের ধারক ছিলেন "মানবসদৃশ"-বাদীরা; এই মতবাদ অনুযায়ী আল্লাহ্‌র পক্ষে শরীরধারী হওয়া অনিবার্য হইয়া পড়ে। এই দুইয়ের মধ্যস্থলে যাঁহারা অবস্থান করেন তাঁহাদের দাবী এই যে, তাঁহারা প্রাথমিক তিন যুগের (কু'রূন ছ'লাছাহ্‌) মতবাদের অনুসারী। তাঁহারা আল্লাহ্‌র সি'ফাতগুলিকে মানুষের সি'ফাতের সাদৃশ্য হইতে ঊর্ধ্বে রাখেন এবং সেই সঙ্গে উহার ভাবার্থ গ্রহণ করা হইতেও বিরত থাকিয়া আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করেন। এইজন্য তাঁহাদিগকে তান্‌যীহপন্থী (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণাকারী) বলা হয়। এই পরিস্থিতিতে খাঁটি সুন্নী সম্প্রদায় যুক্তিবহ প্রমাণের (আদিল্লাঃ 'আক্'লিয়্যাঃ) ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। এইরূপ অবস্থায় আল-আশ'আরীর আবির্ভাব হয়। তিনি 'আক্'লী ও নাক্'লী দলীলের সমন্বয় সাধন করেন এবং তাশ্‌বীহ ("মানবসদৃশ"-বাদ) মতবাদকে বাতিল করেন। তিনি আল্লাহ্‌র সত্তায় ধারণা (ideas) বাচক গুণাবলীর (জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা, জীবন) অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং "সালাফ" তান্‌যীহকে যে গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন সেইভাবেই রাখেন। "দর্শন", "শ্রবণ" এবং "কালাম"-কেও তিনি মনে স্থিত (আল-কা'ইম বি'ন-নাফ্‌স) সি'ফাতরূপে স্থাপন করিলেন। তিনি মু'তাযিলীগণের সহিত তাহাদের নৈতিকতামূলক মতবাদ, (আস্‌'লাহ্', তাহ্'সীন, তাক্'বীহ') পরকালতত্ত্ব এবং পারলৌকিক পুরস্কার ও শাস্তি সম্বন্ধে আলোচনা (তাকাল্লামা) করেন। তিনি ইমামিয়্যাগণের রাজ্য পরিচালনা নীতি সম্পর্কেও আলোচনা করেন এবং দেখাইয়া দেন যে, আল্লাহ্ কর্তৃক ইমাম নির্ধারিত হওয়া ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গ নহে, বরং রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে জনগণের স্বীকৃত সুবিধাজনক একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। Goldziher তাঁহার Vorlesungen পুস্তকে, (পৃ. ১১৯ প.) যাহা লিখিয়াছেন তাহার সহিত উপরিউক্ত আলোচনা তু.। আল-আশ'আরীর পরবর্তী প্রসিদ্ধ ধর্মতাত্ত্বিক হইলেন আল-বাকি'ল্লানী (মৃ. হি. ৪০৩)। তিনি "কালাম"-কে একটি সমন্বিত রূপ দান করেন, ইহাকে প্রজ্ঞামূলক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন এবং ইহার যুক্তিমালাকে সুবিন্যস্ত করেন। অধিকন্তু তিনি এই প্রসঙ্গে পরমাণু (আল-জাওহারু'ল-ফারদ) এবং শূন্যতা (আল-খালা') প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, একটি অনিত্য আনুষঙ্গিক (عرض)-এর মধ্যে আর একটি অনিত্য আনুষঙ্গিক স্থিতি লাভ করিতে পারে না; ইহা কালের দুইটি পরমাণুর মধ্যে বরাবর অবস্থান করিতেও পারে না। (অধিকন্তু দ্র. ইব্‌ন খালদূন, ed. Quatremere, পৃ. ১১৪; De Slane, পৃ. ১৫৭); কিন্তু এই নীতিগুলিকে তিনি ধর্মবিশ্বাসের বিষয়বস্তুর অখণ্ডনীয় পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কারণ তিনি মনে করিতেন যে, ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে একটি যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হইলে সেই যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত বস্তুটিরও অসারতা প্রমাণিত হয়। বিপরীতভাবেও ইহা সত্য। পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইব্‌ন খাল্‌দূনের সংক্ষিপ্ত রচনায় ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাকি'ল্লানীর লেখার সহিত শুরু হয়। তিনি ইব্‌ন হ'াযম-এর আদৌ উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু গ'াযালীর একজন শিক্ষক ইমামু'ল-হ'ারামায়ন রচিত দুইটি পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; দৃশ্যত তাঁহার সুখ্যাতির কারণে বাকিও কোন উল্লেখযোগ্য অবদান তাঁহার ছিল না—ইব্‌ন খাল্‌দূনের অব্যবহিত পর হইতে ধর্মতাত্ত্বিকগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ন্যায়শাস্ত্র চিন্তনের একটি হাতিয়ারমাত্র, দর্শনশাস্ত্রের অংশবিশেষ নহে। ইহার ফলে তাঁহারা নিজেদের মতবাদের ভিত্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া যাহা অসঙ্গত মনে হইল তাহা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের নূতন প্রমাণসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যা এবং দার্শনিকগণের অধিবিদ্যা হইতে সংগৃহীত হইতে থাকে। এইরূপে তাঁহারা এক নূতন পদ্ধতি আরম্ভ করেন যাহাকে "ত'রীক'াতু'ল-মুতাআখখিরীন" বলা হয়। এই নূতন দলের নেতা হইলেন আল-গ'াযালী (মৃ. ৫০৫/১১১১) এবং আর-রাযী (মৃ. ৬০৬/১২০৯, তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া দ্র. Goldziher, Islam, iii. 213-247)। তাঁহারা উভয়েরই কিয়ৎ পরিমাণে পুরাতন পন্থার বিরোধী ছিলেন। ইব্‌ন খালদূন তা'ব'ীল অনুমোদন করিতেন না। কিন্তু ইমাম রাযী নিয়মিতরূপে তা'ব'ীলের আশ্রয় লইতেন, তাঁহারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দার্শনিকদের মতের বিরোধিতা করিতেন, তাহা সত্ত্বেও ইব্‌ন খালদূন দার্শনিকদের সমালোচনা পদ্ধতি জানিবার জন্য আগ্রহী ধর্মতত্ত্বের ছাত্রকে গ'াযালী ও রাযীর গ্রন্থ পাঠের নির্দেশ দিতেন। .... কিন্তু যাহারা ধর্মতত্ত্বে শুধু (সালাফ) পূর্ববর্তিগণের পদানুসরণ করিতে চাহিতেন তাঁহাদের পক্ষে মুতাকাল্লিমগণের প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বলা হয়, প্রকৃত 'ইল্‌মু'ল-কালামের সন্ধান সেইখানেই পাওয়া যায়—বিশেষত ইমামু'ল-হ'ারামায়নের 'ইরশাদ' পুস্তকটি তাঁহাদের পঠিতব্য। দৃশ্যত ইহার অর্থ এই হয় যে, আল-গ'াযালীর সঙ্গে সঙ্গেই পরমাণুবাদী ধর্মতাত্ত্বিকদের পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয় এবং তৎপরিবর্তে এরিস্টোটলিয়ান নিও-প্লেটোনিক দার্শনিকগণের মতবাদের শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয়। আল-গ'াযালীর লেখাসমূহ হইতে নিশ্চিতভাবে এই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আল-গ'াযালী এবং আর-রাযীর পরে ধর্মতত্ত্ব এবং দর্শনের পরস্পর সম্বন্ধ লইয়া গভীরতম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং ইহার নিরসন হয় যখন উভয়ের বিষয়বস্তু এক বলিয়া গণ্য হয়। তবুও মুতাকাল্লিমগণ তাঁহাদের ধর্মকেন্দ্রিক অবস্থানকে দার্শনিকগণের অধিবিদ্যা দর্শনশাস্ত্র হইতে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করিয়া রাখেন। এই ব্যাপারে তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত নীতিসমূহের রক্ষাকল্পে একটি জ্ঞানদীপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এই বিশৃঙ্খলার উদাহরণস্বরূপ ইব্‌ন খাল্‌দূন আল-বায়দ'াব'ীর (মৃ. ৬৮৫/১২৮৬) ত'াওয়ালি' আমাদের সামনে তুলিয়া ধরেন এবং বায়দ'াব'ীর কু'রআনের তাফ্‌সীর যাঁহারা পড়িয়া থাকেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন ইব্‌ন খালদূন কী বলিতে চাহেন। পারস্যের ('আজমের) ধর্মতাত্ত্বিকগণ তাঁহাদের সমস্ত লেখায় বায়দ'াব'ীর এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। ইব্‌ন খালদূনের সময় পর্যন্ত কালামের যাহা অবশিষ্ট থাকিল ইহার অস্পষ্টতা ("ইহামাত") এবং ইহার ব্যাপকার্থ ("ইত্'লাক'াত") সম্বন্ধে তাঁহার বিরূপ মত ছিল; ইহা দ্বারা তাঁহার মতে সৃষ্টিকর্তার পোষকতার পরিবর্তে বরং তাঁহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইত। তাঁহার মতে কালামের প্রয়োজন ফুরাইয়াছিল; কারণ যে ধর্মদ্রোহীদের (মুলহি'দাঃ) এবং যে অহেতুক নূতনত্ব সৃষ্টিকারীদের (মুব্‌তাদি'আঃ) বিরুদ্ধে ইহার ব্যবহার চলিত, তাহারা তখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইমাম রাযীর অন্তর্ধানের পর ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 'ইল্‌মু'ল-কালামে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা দেয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আল-ফাদ'আলী (মৃ. ১৮২১ খৃ.) আধুনিক যুগের ধ্যান-ধারণার সহিত সমতি

রক্ষা করিয়া 'ইলম্'ল-কালামকে এক নূতন ছাঁচে ঢালিবার প্রয়াস পান এবং এতদুদ্দেশ্যে "কিফায়াতু'ল-'আওয়াম্ম ফী 'ইল্মি'ল-কালাম" ('ইল্মু'ল-কালাম সম্বন্ধে সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অনন্তর আল-বায়জূরী (মৃ. ১৮৪৪ খৃ.) ঐ গ্রন্থের একটি টীকা লেখেন। উক্ত গ্রন্থটি এবং উহার টীকা উভয়ই আধুনিক। এই গ্রন্থটিতে কেবলমাত্র যুক্তিমূলক ('আক্'লী) মতবাদ দেওয়া হইয়াছে। কু'রআন ও হ'াদীছে' বর্ণিত যুক্তির উল্লেখ করা হয় নাই। অধিকন্তু গ্রন্থটি ও উহার টীকা আগাগোড়া পরমাণুবাদ সম্পর্কিত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাতে পদার্থবিদ্যা এবং অধিবিদ্যা সম্পর্কিত দর্শনশাস্ত্রের যে সকল আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাও পরমাণুবাদ অনুযায়ী করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে ইহাই মনে হয় যে, ইহা আল-গ'াযালীকৃত "ইলজামু'ল-'আওয়াম্ম 'আন-'ইলমি'ল-কালাম" ("কালাম বিদ্যায় জনগণের বাক-নিয়ন্ত্রণ") গ্রন্থের একটি পরিকল্পিত প্রতিবাদ। কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার এই উদ্দেশ্য গ্রন্থের কোন স্থানেই ব্যক্ত করেন নাই। ইমাম আল-গ'াযালীর যুগে সর্বসাধারণের সরল ধর্মবিশ্বাসকে কূট যুক্তি-তর্কের দ্বারা যেভাবে আচ্ছন্ন করা হইয়াছিল আল-গ'াযালী ঐ গ্রন্থে উহার নিন্দা করিয়া বিক্তার সহিত যে ব্যবস্থার নির্দেশ দেন তাহাকে আমরা বর্তমান যুগেও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি বলিতে পারি। কিন্তু তিনি পরমাণুবাদকে দর্শন হিসাবে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার পুস্তকসমূহে প্রত্যক্ষভাবে ইহার উল্লেখ না থাকিলেও যেখানে তিনি ধর্মতত্ত্বকে জ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে আলোচনা করিয়াছেন (যেমন আর-রিসালাতু'ল-কু'দ্সিয়্যাঃ এবং আল-ইক্'-তিস'াদ পুস্তক দুইটি), সেখানে তিনি ধর্মতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন হইতে বিরত থাকেন যদিও ব্যক্তিগতভাবে বুদ্ধিমত্তার কল্যাণে তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল। তবে (জনসাধারণের স্বার্থে) উল্লিখিত পুস্তক দুইটিতে যেমনভাবে ধর্মনীতিসমূহ যুক্তিপরম্পরা সহকারে সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রথিত করা হইয়াছে তাহা সমর্থনযোগ্য (আর্বাঈন, ed. 1328, p. 25 প.) বলিয়া মনে হয়। ....সম্ভবত যে শিক্ষাদান প্রণালী তিনি অনুমোদন করিতেন এবং যাহা তিনি এবং সকল মুসলমান কার্যত পালন করিতেন তাহারই প্রভাবে তিনি তাঁহার অন্য পুস্তকসমূহে (দার্শনিক) পরমাণুবাদের বিশদ এবং ধ্বংসকারী আলোচনা করিয়াছেন। ......মুতাকাল্লিমগণের প্রতি তাঁহার মনোভাবের জন্য আরও দ্র. আল-গ'াযালী, আল-মুনকি'য, পৃ. ৮ এবং মিশকাতু'ল-আনওয়ার, কায়রো হি. ১৩২২, পৃ. ৪৭ প.।

বর্তমানে ইসলামী সংস্কার আন্দোলনসমূহ পরমাণুবাদী দর্শন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাধারণত ইব্ন সীনা, ইব্ন রুশ্দ এবং এরিস্টটলের পদ্ধতির দিকে ফিরিয়া গিয়াছে; ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়. জামালু'দ-দীন আল-আফগ'ানী (দ্র. E. G. Browne, The Persian Revolution of 1905-6, Cambridge 1910 chap. i., Goldziher, Die Richtungen der islamischen koranauslegung, Leiden 1920, p. 322 প.) এবং তাঁহার বন্ধু ও শিষ্য মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ এই পুনরুত্থানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহারা আল-গ'াযালীর অবহেলিত পদ্ধতি পুনরায় গ্রহণ করেন; এমন কি শিক্ষা প্রণালীর ক্ষেত্রেও তাঁহারা ইহার অনুসরণ করেন। ইতিপূর্বে পরমাণুবাদের ধারা দানা বাঁধিয়া কঠিনতম গোঁড়ামীতে পরিণত হইয়াছিল। যখন ইহার উদ্ভব হইয়াছিল এমন কি তখনও মু'তাযিলীগণের হাতেও ইহা গৃহীত ধর্মমতের সমর্থনে ব্যবহৃত হইত। পরমাণুবাদ অবাধ তত্ত্বানুসন্ধানের অস্ত্র হিসাবে কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। তাই ইসলামের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু ইহা সম্ভব যে, পরমাণুবাদ সম্বন্ধীয় বর্তমান চিন্তাধারা ইহাকে নূতনভাবে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে পারে। যাহা হউক ইহা কখনই বিস্মরণযোগ্য নহে যে, দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে পরমাণুবাদ মুসলিম চিন্তাবিদগণের অন্যতম মৌলিক অবদান।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধের কলেবরে এতদসম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং "আল্লাহ্" প্রবন্ধের সমস্ত গ্রন্থপঞ্জীও প্রযোজ্য। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও উহার সহিত যোগ করা যায়; (১) M. Th. Houtsma, De strijd over het dogma in den Islam tot op el-Ash'ari, Leiden 1875; (২) Goldziher, Vorlesungen uber den Islam (Heidelberg 1910) স্থা., বিশেষত ৩য় পরিচ্ছেদ; (৩) ঐ, Islamische Philosophie des Mittelalters, in Kultur der Gegenwart, i. 5, p. 302 প.; (৪) T. J. De Boer, Geschichte der Philosophie im Islam (Stuttgart, 1901), p. 56 প.; (৫) Wensinck, The Muslim Creed, index, দ্র.; (৬) A. S. Tritton, Muslim Theology, London 1947; (৭) L. Gardet et M.M. Anawati, Introduction a la theologie, musulmane, Paris 1948; (৮) Maimonides, Le Guide des Egares, ed. and transl. by S. Munk (Paris 1856-66); (৯) S. Horovitz, Uber den Einfluss der griech. Philosophie auf die Entwicklung des Kalam, Breslau 1909 (Jahres-Ber. des-jud.—theol. Sem. Fraenckel'scher Stiftung, 1909); (১০) আল-বাকি'ল্লানী, কিতাবু'ত-তামহীদ, সম্পা., আল-খাদ'ইরী এবং আবু রীদা, কায়রো ১৩২২/১৯৪৭; (১১) K. Lasswitz, Geschichte der Atomistik, Hamburg-Leipzig 1890, i, 143-152; (১১) S. Pines, Beitrage zur islamischen Atomenlehre, Berlin 1936.

D. B. Macdonald (S.E.I.)/মুহম্মদ রেজাউর রহীম

কাশ্ফ (کشف)—অর্থ উন্মোচন, অন্তর্দৃষ্টি, ভাবাবেগ প্রধান ধর্মীয় জীবনে (তাস'াওউফ) ইহা সূ'ফীর নিকট আধ্যাত্মিক রহস্য উন্মোচিত হওয়ার অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টিপথের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ব্যাপক শব্দ; আরও সাবধানে বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) মুহ'াদ'আরাঃ, ইহাতে যুক্তি ('আক্'ল) হইতেছে প্রমাণ (বুরহান) দ্বারা (লব্ধ) উপায়, (২) মুকাশাফাঃ, ইহাতে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ('ইল্ম) হইতেছে ব্যাখ্যা (বায়ান) দ্বারা (লব্ধ) উপায়, (৩) মুশাহাদাঃ, প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার (মা'রিফাঃ) মাধ্যমে (লব্ধ) জ্ঞান। প্রথমটি অর্থাৎ মুহ'াদ'আরাঃ দ্বারা আস্'হ'াবু'ল-উক্'ল 'ইল্মু'ল-য়াক'ীনে পৌঁছিতে পারেন; ইহা এখনও যুক্তির পর্যায়ভুক্ত এবং প্রকৃতপক্ষে কাশ্ফ নহে; দ্বিতীয়টি অর্থাৎ মুকাশাফাঃ দ্বারা আস্'হ'াবু'ল-'উলূম 'আয়নু'ল-য়াক'ীনে পৌঁছিতে পারেন এবং তৃতীয়টি অর্থাৎ মুশাহাদাঃ দ্বারা আস্'হ'াবু'ল-মা'রিফাঃ হা'ক্'কু'ল-য়াক'ীনে পৌঁছেন। শেষোক্তটি হইতেছে সরাসরি আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ দর্শন এবং সময় সময় মু'আয়ানাঃ (প্রত্যক্ষ উপলব্ধি) বলিয়াও অভিহিত হয়। দ্র. আল-কুশায়রী, আর-রিসালাঃ; মাকারিয়াঃ আল-আনস'ারীর ও আল-'আত্তারীর

ভাষ্যসহ বূলাকে' ছাপা ১২৯০ হি., ২ খ. ৭৯ ই.; তু. হুজ্‌ব'ীরী, কাশ্‌ফু'ল-মাহ্‌'জূব, দ্র. Nicholson, পৃ. ৩৭৩ ও সূচী, R. Hartmann, al-Kuschaeries Darstelleng des Sufitums (Turk. Bibl. xviii), 72 প. এবং সূচী।

গ্রন্থপঞ্জী : Dictionary of Techn. Terms, ২খ., ১২৫৪ হি.।

D. B. Macdonald (S.E.I.)/ত: এম. আবদুল কাদের

আল-ক'াস্‌ত'াল্লানী (القسطلاني) আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র আল-খাত'ীব শিহাবু'দ-দীন আশ-শাফি'ঈ, হ'াদীছ সম্পর্কে একজন প্রামাণিক ব্যক্তি ও ধর্মশাস্ত্রবিদ। ১২ যু'ল-ক'া'দাঃ, ৮৫১/২০ জানুয়ারী, ১৪৪৮-এ কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন; সেখানেই ধর্মপ্রচারক হিসাবে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়; কেবল দুইবার কিছুকাল তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। ৭ মুহ'ার্‌রাম, ৯২৩/৩১ জানুয়ারী, ১৫১৭-এ তিনি পরলোক গমন করেন। ইরশাদু'স-সারী ফী শারহি'ল-বুখারী নামে অভিহিত বুখারীর স'াহ'ীহ' (হ'াদীছ') গ্রন্থের বিস্তারিত ভাষ্যই প্রধানত তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতির মূল। ইহার বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত কপি বর্তমান। শেষোক্তগুলির মধ্যে ১২৬৭ হি. সনের বূলাক' সংস্করণ সর্বপ্রথম ও ১৮৬৯ খৃ. সনের লাখ্‌নৌ সংস্করণ তৎপরবর্তী হইতে পারে। ১৩২৫/৬ হি. কায়রো সংস্করণে য়াহ্‌'য়া আল্‌-আন্‌স'ারীর ও ১২৭৯ হি. সনের কায়রো সংস্করণে হ'াসান আল-'ইদব'ীর (মৃ. ১২০৩/১৮৮৭) শব্দটীকা প্রদত্ত হইয়াছে। আল-মাওয়াহিবু'ল-লাদুন্নিয়্যাঃ ফি'ল-মিনাহি'ল-মুহ'াম্মাদিয়্যাঃ তৎকৃত হযরতের জীবনচরিত মুসলিম জগতে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ১৫ শা'বান, ৮৯৯/২২ মে, ১৪৯৪ ইহা সমাপ্ত হয়; আস্‌-সুয়ূত'ীর মতে তিনি এই পুস্তকের মাল-মসলা অন্যান্য গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে এবং কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছে। যথাঃ ১২৮১ সনের কায়রো সংস্করণ; ইহার কয়েকখানা ভাষ্যও লিখিত হইয়াছে, যথাঃ ১২৭৮, ১২৯২ সনে ৮ খণ্ডে বূলাকে' মুদ্রিত আয-যুরক'ানীর ভাষ্য, বিখ্যাত কবি 'আবদু'ল-বাক'ী তুর্কীতে ইহার অনুবাদ করেন (১২৬১ হি. সনে ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত)। বৈরূতের বিচারালয়ের সভাপতি আন্‌-নাব্‌হানী আল-আনওয়ারু'ল-মুহ'াম্মাদিয়্যাঃ মিনা'ল-মাওয়াহিবি'ল-লাদুন্নিয়্যাঃ (বৈরূত ১৩১০-১৩১২) নামে ইহার একখানা সংক্ষিপ্ত-সার প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন হ'াদীছ', কু'রআনের পাঠ, সূ'ফীবাদ ও অনুরূপ বিষয়েও তিনি কয়েকখানা ক্ষুদ্রতর গ্রন্থ রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আস্‌-সাখাব'ী, আদ'-দ'াও'উ'ল-লামি', ২খ, ১০৩; (২) Wustenfeld, Die Geschichtsschreiber der Araber, No. 509; (৩) Brockelmann, GAL², ii. 87.; (৪) Suppl., ii. 78.

C. Brockelmann (S.E.I.)/ত: এম. আবদুল কাদের

কাস্‌ব (كسب), "অনুসন্ধান করা", "লাভ করা", "উপার্জন করা" এবং (ভাল ও মন্দ) "কার্য করা" অর্থে ধাতুটি বহুবার কু'রআনে পরিদৃষ্ট হয়; দ্র. C.C. Torrey, The Commercial Theological Terms in the Koran (Leyden 1892), p. 27 প. and Noldeke's note there, কাসব ও ইক্‌তিসাব সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে সূরাঃ ২ : ২৮৬ আয়াতের ব্যাখ্যায় (Fleischer, সম্পা. ১খ, ১৪৩ পৃ.) তৎসম্পর্কে যামাখ্‌শারীর অনুসরণে আল-বায়দ'াব'ী দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, اكتساب বাবের ক্রিয়াপদে কর্তার সহিত ঐ ক্রিয়ার সম্পর্কের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়। সুতরাং কাস্‌ব ও ইক্‌তিসাব অনেকটা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাস্‌বের দুইটি পারিভাষিক বিশিষ্ট ব্যবহার আছে : ১। ইহা আশ্‌'আরীদের ইক্‌তিসাবের তুল্য। সৃষ্ট জীবের কার্য আল্লাহ্‌ কর্তৃক সৃষ্ট, উদ্ভূত ও উৎপন্ন; কিন্তু ইহা সৃষ্ট জীব কর্তৃক অর্জিত (মাক্‌সূব); ইহার অর্থ এই যে, ইহা তাহার শক্তি ও ইচ্ছার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু কাজটি তাহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না কিংবা তাহা দ্বারা কাজটির অস্তিত্বও সূচিত হয় না; (শুধু এইটুকু বুঝায় যে,) সে হইতেছে ইহার সংঘটনের স্থল (মাহ'াল্ল) (আল-ইজীর মাওয়াকি'ফ সম্পর্কে আল-জুর্‌জানী, বূলাক' ১২৬৬ হি. পৃ. ৫১৫)। সম্ভবত ব্যক্তিগতভাবে অর্জন ও গ্রহণের অর্থে আল-গ'ায্‌যালী "ইক্‌তিসাব" শব্দ ব্যবহার করিতে সমধিক পসন্দ করেন; ইহ্‌'য়া' গ্রন্থে তাঁহার বর্ণনা (আল্‌-মুর্‌তাদ'া আয-যাবীদীর ভাষ্যসহ সম্পাদিত, ২খ., ১৬৫ প.) এবং তৎসম্বন্ধে বিশদ ভাষ্যসমূহ দ্র.। আর-রাযী ২ : ২৮৬ আয়াতে (ed. কায়রো ১৩০৮, ২ : ৩৮৮) শব্দ দুইটি সম্পর্কে একাধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। আস্‌-সানূসী তাঁহার মুক'াদ্দিমায় (ed. Luciani, p. 68 প. ২৩৭ পৃ. টীকাও) ইক্‌তিসাব শব্দটি মাত্র দুইবার এবং স্পষ্টত কাস্‌ব-এর ন্যায় একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা আল-জুর্‌জানীর বর্ণনার পরিবর্ধন মাত্র। সমগ্র মুসলিম কালামশাস্ত্রে ইহাই সর্বাপেক্ষা জটিল প্রশ্ন (দ্র. আদাক্‌'ক' মিন্‌ কাস্‌বি'ল-আশ্‌'আরী); তবে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, নির্বাচন স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা যে সচেতন শুধু তাহাই আল-আশ্‌'আরী ব্যাখ্যা করিতে চাহেন এবং তাঁহার ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ্‌ মানুষের অন্তরে এই সচেতনতা পৃথকভাবে সৃষ্টি করেন। তাঁহার মতে মানুষ একটি বড় যন্ত্রের অংশরূপে আত্মচেতনাসম্পন্ন এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রমাত্র। পরবর্তীকালের মুতাকাল্লিমগণ, বিশেষ করিয়া মাতুরীদিয়্যাঃ পদ্ধতির প্রভাবে ইহাকে ভিন্নরূপ দান করেন। দৃষ্টান্তস্থলে (মাতুরীদিয়্যাঃ) আন-নাসাফীর 'আক'াইদ সম্পর্কে আত-তাফ্‌তাযানীর ভাষ্য, কায়রো হি. ১৩২১, পৃ. ৯৮ দ্র.। (২) সৃষ্ট জীব স্বেচ্ছায় (ইখ্‌তিয়ারী) পরোক্ষ কার্য-কারণের (আস্‌বাব) প্রয়োগ দ্বারা যে জ্ঞান ('ইল্‌ম) লাভ করে [যথাঃ (ক) বিচারবুদ্ধি ও সাধারণ প্রতিজ্ঞা হইতে অবরোহ প্রণালীতে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং (খ) কোন ধ্বনি শুনিয়া ইন্দ্রিয়ানুভূতির ফলে সেই দিকে চক্ষু ফিরানো] তাহাকে কাস্‌বী এবং ইক্‌তিসাবী জ্ঞান বলা হয়। কাজেই কাস্‌বী ও ইক্‌তিসাবী জ্ঞান ইস্‌তিদ্‌লালী জ্ঞান হইতে অধিকতর ব্যাপক; কারণ ইস্‌তিদ্‌লালী জ্ঞান বলিতে শুধু প্রমাণ প্রয়োগ-লব্ধ জ্ঞান বুঝায়। দ'ারূরী 'ইল্‌ম (স্বতঃস্ফূর্ত না অনিবার্য জ্ঞান) কখনও ইক্‌তিসাবী জ্ঞানের বিপরীতরূপে এবং কখনও বা ইস্‌তিদ্‌লালী জ্ঞানের বিপরীতরূপে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ জ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়কে এইভাবে সাজাইয়া থাকেন; সৃষ্ট জীবে জ্ঞান দুই প্রকারের : (ক) দ'ারূরী ও (খ) ইক্‌তিসাবী; ইক্‌তিসাবী জ্ঞান লাভের আসবাব তিন প্রকারের : সুস্থ ইন্দ্রিয়, বিশ্বস্ত বিবরণ ও যুক্তিসম্মত বিচার-বিবেচনা (নাজ্‌'র)। নাজ্‌'র দুই প্রকারের : তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান (বাদীহী) এবং ইস্‌তিদ্‌লালী, অবরোহ পদ্ধতিতে সাধারণ প্রতিজ্ঞা হইতে গৃহীত সিদ্ধান্ত (আন-নাসাফীর 'আক'াইদ সম্পর্কে আত-তাফ্‌তাযানী, ৩৯ পৃ. ও আল্‌-মাওয়াকি'ফ সম্পর্কে আল-জুর্‌জানী, পৃ. ১৬, ২১)।

গ্রন্থপঞ্জী : হা'ওয়ালা প্রবন্ধের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে, আরও দ্র. (১) Dict. of Techn. Terms, p. 1243 প.; (২) F. L. Bakker, De verhouding tusschen de almacht Gods en de zedelijke verant-woordelijkheid v. d. mensch in de Islam, Amsterdam 1922; (৩) A. J. Wensinck, The Muslim Creed, দ্র. Index.

D. B. Macdonald (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

কাহিন (كاهن : কাহিন, ব. ব. কুহ্হান অথবা কাহানাঃ স্ত্রী, কাহিনাঃ, ব. ব. কাওয়াহিন, ক্রিয়া বিশেষ্য কিহানাঃ) পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে ভবিষ্যদ্বক্তা বা গণকের নাম। ইহা হিব্রু কোহেন, আরামীয় কাহেন, কাহ্না (পুরোহিত) শব্দের অনুরূপ। ইহা মু'আর্‌রাব (অন্য ভাষা হইতে গৃহীত) শব্দ নহে, বরং প্রাচীন 'আরবী ভাষার মৌলিক শব্দ সমষ্টির একটি (ভিন্নমতের জন্যে দ্র. Noldeke, Neue Beitrage zur semitischen Sprach-wissenschaft, p. 36, note 6), কারণ য়াহুদী কোহেন, কাহেন আরব কাহিন হইতে চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমোক্তটি যদিও সম্ভবত পূর্বে ভবিষ্যদ্বক্তা হিসাবেই ব্যবহৃত ছিল, পরবর্তীকালে ইহা ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যবসায়ী এবং বিশেষভাবে কু'রবানীদাতা ও তাওরাতের শিক্ষককেই বুঝাইত। অন্যপক্ষে ইহা প্রমাণ করা যায় না যে, 'আরব কাহিন, যাহারা কোনকালেই পুরোহিত ছিল না, (von Kremer-এর বিপরীত; দ্র. নিম্নস্থ গ্রন্থপঞ্জী পৃ. ৭৪ প., এতদ্ব্যতীত Wellhausen, p. 134 ও অন্যত্র) ঐ সমস্ত কাজ করিত না কিংবা সে স্থায়ীভাবে উপাসনা বা কোন উপাসনালয়ের সহিত সংশ্লিষ্টও ছিল না; বরং সে তাহার কার্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল।

কাহিনদের উৎপত্তি সাধারণত যাদুকর, চিকিৎসক ও প্রেত-পূজকদের মধ্য হইতেই হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা প্রাচীন আরবী গদ্যে, হা'দীছে' এবং কদাচিৎ জাহিলী কাব্যে তাহাদিগকে যেভাবে প্রথম দেখি তাহা হইল তাহাদের প্রেত-পূজকের পর্যায় অতিক্রান্ত অবস্থা, তাহাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধীয় জ্ঞান ভাবোন্মাদনাজনিত, তাহারা রাত্রিকালে স্বপ্নও দেখে এবং তাহাতে তাহারা ভবিষ্যতের ও অন্যান্য এমন অনেক বিষয়ের জ্ঞানলাভ করে যাহা সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত (আল-মাস'উদী, ৩খ, ৩৭৯, ৩৯৪ প.; Sprenger : ১৭৬ প.), কিন্তু তাহারা প্রকৃতপক্ষে ভাবদ্রষ্টা নহে—তাহাদের প্রেরণা জিন্ন হইতে লব্ধ। জিন্ন ও শায়ত'ানকে তাহাদের তাবি' (অনুসারী), সা'হিব (সঙ্গী), মাওলা বা ওয়ালী (বন্ধু), কখনও কখনও রাঈ বা রিঈ (দ্রষ্টা) বলা হয়। তাহারাই তাহাদের মধ্যস্থতায় কথা বলে। তাহাদের ভাবোন্মাদনার এই বহিঃপ্রকাশের জন্য তাহাদিগকে শা'ইর (অবগত) বা জিন্ন দ্বারা অনৈসর্গিক জ্ঞান প্রদত্ত বলিয়া ধারণা করা হয়। এই জিন্ন অনেক সময় নিজকে 'আমি' ও কাহিনকে 'তুমি' বলিয়া প্রকাশ করে। কাহিন পরিষ্কারভাবে তাহার আগমন উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার পদাঘাতের আঘাত অনুভব করে এবং দূর হইতে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পায় (Sprenger. পৃ. স্থ.; Holscher, p. 85)। এই জিন্নগুলির নিজস্ব নামও আছে। (কবিদের পরিচিত জিনের ন্যায়; দ্র. য়াকূ'ত, মু'জাম, ed. Wustenfeld, iv. 914 প. ও আল-জাহি'জ', হ'ায়াওয়ান, ৬ : ৬৯-van Volten, WZKM, viii. 65)। কাহিনগণ সাজ্'-এর আকারে অর্থাৎ হ্রস্ব বাক্যবিশিষ্ট ছন্দোবদ্ধ গদ্যে তাহাদের ভাব প্রকাশ করিত। ইহাতে প্রতি চরণের শেষে অথবা পর্যায়ক্রমে ছন্দের মিল থাকিত। 'আরবীতে ইহাই ছিল জিন্ন প্রভাবিত ও যাদু-মন্ত্রের ভাষা (খুব কমই নিয়মিত কবিতা ব্যবহৃত হইত, দ্র. আগ'ানী, ১১খ, ১৬১)। সাজ্' ছাড়া যাম্‌যামাঃও কাহিনদের ভাব প্রকাশের বাহন ছিল। ইহা এক প্রকার রহস্যময় গুঞ্জন (ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ১৭১ ও ২খ, ৫৮), এই হিসাবে সাজ্' শব্দটি আদিতে ঘর্ ঘর্ বা কাকলি বা দৈত্যের কণ্ঠস্বর অর্থে ব্যবহৃত হইত। এমন কি শব্দটি কবুতরের কূজন অথবা উটের আর্তস্বর অর্থেও ব্যবহৃত হইত (ইসাইয়াঃ, ২৯ : ৪)। অধিকাংশ কাহিনকেই ভণ্ড মনে করা হয়। তাহারা প্রায়ই অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থ ভাষায় নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করে এবং পৃথিবী, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, আলোক, অন্ধকার, সন্ধ্যা, প্রাতঃকাল, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর শপথ করিয়া তাহাদের বক্তব্য জোরদার করে (উদাহরণত দ্র. Holscher, p. 87 প. 95 প., আল-মাস'উদী, ৩খ, ৩৮৭; আল-ইব্‌শীহী, ৬০ অধ্যায়, আগ'ানী, ১১খ, ১৬১)।

কাহিনগণ জনসাধারণের সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করিত। যাবতীয় গোত্রগত ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, বিশেষত যুদ্ধাভিযানকালে তাহাদের পরামর্শ চাওয়া হইত। এই সমস্ত কাজে তাহারা নিজেরাও অংশ গ্রহণ করিত, এমন কি সময়ে সময়ে এই সবের পরিচালনাও করিত; তুলনীয় ওল্ড টেস্টামেন্টের Deborah। সুতরাং রাজা বা রাণীগণ এই সমস্ত পুরুষ বা স্ত্রীকে নিযুক্ত করিতেন (D. H. Muller, Die Burgen und Schlo-sser Sudarabiens nach dem Iklil des Hamdana, i. 74, ত'াবারী, ১খ, ৭৬২)। গোত্রসমূহও এক-একজন কাহিন অথবা কাহিনাঃ, কবি ও বক্তা রাখিত। ব্যক্তিগত জীবনে কাহিনগণ বিশেষভাবে সর্বপ্রকার আইনঘটিত প্রশ্নে ও বিবাদ-বিসম্বাদে বিচারকের কার্য করিত। এইজন্য কাহিনের ধারণা অনেকটা হ'াকাম (বিচারক)-এর ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট হইত (al-Hutaia, No. xvii, 7; আল-ইব্‌শীহী, কায়রো হি. ১৩২১, ২খ, ৭৩)। তাহাদের সিদ্ধান্ত কতকটা ঐশী সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত ও উহার বিরুদ্ধে আর কোন আপীল চলিত না। এই সঙ্গে তাহারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান করিত, হারানো উটের সন্ধান দিত, ব্যভিচার প্রমাণিত করিত এবং অন্যান্য অপরাধ—বিশেষত চুরি, নরহত্যা প্রভৃতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিত। এই সমস্ত বিচারকার্যে তাহারা কিছুটা নিম্নস্তরে, যেমন 'আর্‌রাফ বা মু'আর্‌রিফের পর্যায়ে নামিয়া আসে (দ্র. ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, আন্-নিহায়াঃ, ৪খ, ৪০; আল-জাহি'জ', হ'ায়াওয়ান, ৬খ, ৬২; আল-মাস'উদী, ৩খ, ৩৫২)। তাহাদের এই সমস্ত কাজের জন্য তাহারা পারিশ্রমিক পাইত, যদিও এইরূপ পারিশ্রমিক হ'াদীছে' নিষিদ্ধ—(হ'ায়াওয়ান; আল-বুখারী—ed. krehl-Juynboll, ii. 43, 55, আরও স্থা.)। অবশ্য পারিশ্রমিক দিবার পূর্বে লোকে তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমতা পরীক্ষা করিতে চাহিত।

এই সমস্ত নারী ও পুরুষ কাহিনের প্রভাব স্বভাবতই খুব বেশী ছিল এবং অনেক সময় তাহাদের নিজেদের গোত্রসীমা অতিক্রম করিত। তাহারা সব সময় যে শুধু সমাজের নিম্নস্তরের লোক হইতেই উদ্ভূত তাহা নহে; বরং অনেক সময় উচ্চ বংশ-সম্ভূতও হইত। বহু ক্ষেত্রে গোত্রপতি নিজেই গোত্রের কাহিন হইত (Lammens, 204, 257; আল-জাহি'জ', ৬ : ৬২ = van Volten, WZKM, vii. 184; also Wellhausen, p. 134;

তিনি অবশ্য ভুল করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত কাহিন বংশানুক্রমেই হইত)। তাহারা মোটের উপর গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কিংবা পণ্ডিত ব্যক্তি হইত (দ্র. আল-জাহি'জে'র আল-বায়ান গ্রন্থের 'আসমা'উ'ল-কুহ্হান ওয়া'ল-হ'ক্কাম ওয়া'ল-খুত'াবা' ওয়া'ল-'উলামা' মিন ক'াহ'ত'ান" অধ্যায় (১, ১৩৬ প. আরও দ্র. ১১৩, কায়রো সং ১৩৩৩, ১খ., ১৯২ তু. ১৫৯)।

মক্কার কাফিরগণের কেহ কেহ হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রতি কাহিন হওয়ার অপবাদ দেয়, কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করেন, কু'রআনেও এরূপ ধারণার কঠোর প্রতিবাদ করা হইয়াছে (৫২ : ২৯, ৬৯ : ৪২, ৮১ : ২২ প্রভৃতি)।

ইসলাম উহার একত্ববাদ, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর ইন্তিক'ালের পরে ওয়াহ'য়ি আসা বন্ধ হওয়ার মতবাদ এবং ফিক'হের সাহায্যে যাবতীয় সামাজিক আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ক্রমশ এই প্রকারের গণক ও ভবিষ্যদ্বক্তার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। অবশ্য ১৩২ হিজরীতেও একজন কাহিনের কথা শোনা যায় (ত'াবারী, ৩খ, ২১; আধুনিক আরবে ভাগ্য গণনা ব্যবসায়ের জন্য দ্র. Landberg, La langue arabe et ses dialects, p. 70; উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় নারী কাহিন সম্বন্ধে দ্র. Doutte, p. 32 প.)। কু'রআনে জিন্ন ও শয়ত'ানগণ কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদকে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বলা হইয়াছে (৭২ : ৮; ৩৪ : ১৪; ৬ : ১১২; ইব্‌ন হিশাম, সীরাহ, ১খ, ১৩১)। রাসূল কারীম (স') তাহাদের নিন্দা করিয়াছেন এবং গণকদের নিকট যাওয়া ও তাহাদের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করান নিষেধ করিয়াছেন (আস-সুয়ূত'ী, আল-জামি' আস'-স'াগ'ীর, মান্ আতা কাহিনান; আল-বুখারী ২খ, ৪৩, ৫৫; ইবন 'আব্বাসের মন্তব্য— ایا کم و الکهانة : তোমরা ভবিষ্যদ্বাণী হইতে সতর্ক হও; যামাখশারীর কাশ্শাফ, ৩১ : ৩৪ আয়াতের তাফসীর)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, p. 134 প., 143, 206 প., (২) Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad[2], i., especially p. 255 প.; (৩) von Kremer, Studien zur vergleichenden Culturgeschichte, vorzuglich nach arabischen Quellen, iii, and iv. (Sitzungsb. der phil-hist. Kl. der Wiener Akademie, cxx. No. 8), p. 73 প.; (৪) van Vloten, Damonen, Geister und Zauber bei den alten Arabern. Mitteilungen aus Djahitz, Kitab al-haiwan, in WZKM, vii, 169 প., 233 প., viii. 59 প.; (৫) Goldziher, Abhandl. zur arab. Philologie, i. 18 প., 69, 107 প.; (৬) Lagrange, Etudes sur les religions semitiques[2], p. 218 প.; (৭) Doutte, Magie et Religion dans l'Afrique du Nord, p. 28 প.; (৮) D. B. Macdonald, The Religious Life and Attitude in Islam, p. 25-33 et Passim; (৯) Holscher, Die profeten, Untersuchungen zur Religionsgeschichte Israels, p. 79 প.; (১০) Lammens, Le berceau de l'Islam, i. 204 প., 257; (১১) Schrieke, Die Himmelsreise Muhammeds, in Der Islam, vi. 22 প.; (১২) আল-জাহি'জ', কিতাবু'ল-হ'ায়াওয়ান, Johs. Pedersen, The role played by inspired persons among the Israelites and the Arabs, in Studies in Old Testament Prophecy presented to Th. H. Robinson, Edinburgh 1950, p. 126—142; (১৩) A. Guillaume, Prophecy and Diyination among the Semites, London 1950; (১৪) আল-মাস'উদী, মুরূজ, ২খ, ৩৪৭ প.; (১৫) আল-ক'াযুবীনী, 'আজাইবু'ল-মাখ্লুক'াত, ed. Wustenfeld, পৃ. ৩১৮ প.; (১৬) ইব্‌ন খালদূন, মুক'াদ্দিমাহ, সম্পা. Quatremore, Not. et Extr., ১৬, ১৮১ প.; অনু. De Slane, ১১, ২০৬, কায়রো ১৩২৭, পৃ. ১১২ প.; (১৭) আল-ইব্শীহী, আল-মুস্তাত্'রাফ, ৯ম পরিচ্ছেদ।

A. Fischer (S.E.I.)/আ. কা. মুহম্মদ আদমুদ্দীন

কি'ত'ফীর (قطفير) উপাখ্যানে বাইবেলের Potiphar-এর নাম। কি'ত্'ফীর "ফিত্ফীরের" বিকৃত রূপ, যেমন সাবা (سبا)-এর রাণীর বিল্ক'ীস নাম নিকাউলিস (in Josephus, Ant. viii., vi., 2, 157)-এর পরিবর্তিত রূপ কিংবা যেমন য়ূসুফ উপাখ্যানে 'আয়নাম বা হ'ায়নাম শব্দের রূপান্তর মুণ্পিম হ'ুপিম। কি'ত্'ফীর আরও বিকৃত হইয়া ইত্'ফীর—সাধারণত ত'াবারী এবং ছ'া'আবীতে ইত্'ফীন (যাক'রীয়া) রূপ লাভ করে কেবল আপতিকভাবে যাহার সাদৃশ্য আছে Gen. R. lxxxvi-এ Photiphar's-এর Putinan নামের সহিত এবং নেহায়েত অপরিচিতরূপে কি'ত্'ত'ীন (ত'াবারী ১খ, ৩৭৭) এবং কিত্'ত'ীফীনে (ত'াবারী, তাফসীর, ১২ : ৯৮)। অপরপক্ষে আল-কিসাই সব সময় ব্যবহার করেন কু'তি'ফার (সম্ভবত ফুতি'ফার শব্দের লিপি প্রমাদ) যাহা পোতিফার হইতে সরাসরিভাবে গৃহীত। মিসরবাসীদের মধ্যে যিনি য়ূসুফকে ক্রয় করেন কু'রআনে তাঁহার নামের উল্লেখ নাই, তিনি শুধু ক্রেতা (১২ : ২১) অথবা গৃহস্বামী (১২ : ২৩) হিসাবে উল্লিখিত। তাঁহাকে আল-'আযীয (১২ : ৩০, ৫১) নামেও অভিহিত করা হইয়াছে এবং শক্তিশালী শাসক অর্থে এই নামে বারবার কু'রআনে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, য়ূসুফ ('আ) যখন মিসর রাজ্যের খাদ্য সংরক্ষণ ও বিতরণের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার সম্পর্কেও আল-'আযীয আখ্যা ব্যবহার করা হইয়াছে। কালক্রমে আল-'আযীয common noun-রূপে "শক্তিধর বা শাসক" অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। অনুরূপভাবে উপরিউক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর য়ূসুফকেও তাঁহার ভ্রাতাগণ আল-'আযীয নামে অভিহিত করে (১২ : ৭৮, ৮৮)। কাহারও মতে কি'ত্'ফীরের জীবদ্দশায় কি'ত্'ফীরের বরখাস্তের পর অন্যদের মতে তাঁহার মৃত্যুর পর য়ূসুফ খাদ্য সংরক্ষকের পদ লাভ করেন। কালক্রমে আল-'আযীয প্রায় ব্যক্তিগত নামে পরিণত হয়, যেমন আবু'ল-ফিদা' (ed. Fleischer, p. 28)-তে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল-'আযীয নামে পরিচিত মিসরের খাজাঞ্চী য়ূসুফকে ক্রয় করেন। সুতরাং ফির্দাওসীর "য়ূসুফ-যুলায়খা" কাব্যে—Shahin'-এর Genesis-book-এ তিনি 'আযীয নামে অভিহিত হন, শাহীন ফিরদাওসীকে অনুসরণ করেন (Bacher, Zwei judisch-Persische Dichter, Schahin und Imrani, পৃ. ১২০)। Moriscos-এর উপাখ্যানেও তাঁহার এই নাম দেখা যায় (Grunbaum, Gesamm. Aufsatze, পৃ. ৫৭৪)। পরবর্তী মুসলিম কিংবদন্তীতে ক'ীত্'ফীরের পিতার নাম রুহায়ব বা রাহীব বলিয়া উল্লিখিত হয় (ছ'া'লাবী)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ১খ, ৩৭৮, ৩৮১, ৩৮২, ৩৯১, ৩৯২ ; (২) দ্বাদশ সূরার তাফসীরসমূহ ; (৩) ছা'আলাবী, কি'স'াস'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩২৫, পৃ. ৭৪-৭৬, ৮০ ; (৪) আল-কিসাঈ, ed. Eisenberg, পৃ. ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৮।

B. Heller (S.E.I.)/আবু বকর সিদ্দীক

কিত্মান (দ্র. তাক'ইয়াঃ)

কি'ত্'মীর (قطمير) আস্'হা'াবু'ল-কাহ্ফ (দ্র.)-এর সঙ্গী কুকুরের নাম। এই নাম কু'রআনে নাই। কু'রআনে এই শব্দের অর্থ খর্জুর বীজের উপরিস্থ আবরণ (লিফাফ) (সূরাঃ ৩৫ ঃ ১৩ বায়দ'াব'ীর তাফ্সীর)। কুকুরটি কি'ত্'মীর নামে অভিহিত ছিল—এই উক্তি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর বিবৃতিতে পাওয়া যায়। কুকুরটির অন্যান্য আরও নামের উল্লেখ দেখা যায়। উহাদের কতকগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে (কি'ত্'মার, ক'ান্'তু'র, ক'াতমূন, হ'ামরান, নাসীফ ইত্যাদি)। আস্'হা'াবু'ল-কাহ্ফের নামগুলি হ'াদীছ'রূপে কথিত যে সকল বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাহাতে কুকুরের এই নামগুলিও পাওয়া যায়। আসলে এই বর্ণনাগুলি য়াহূদী সূত্রে প্রাপ্ত। কি'ত্'মীর নামক কুকুরটি এক শ্রেণীর সরল বিশ্বাসী মুসলিমের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইরানে যদি কেহ কোন কুকুরের ভয়ে ভীত হয় তবে সে ১৮ ঃ ১৮ আয়াত ("এবং তাহাদের কুকুর সম্মুখের পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া গুহা দ্বারে উপবিষ্ট") পাঠ করে (Masso, Croyances et Coutumes persanes, Paris 1938, পৃ. ২০৫)। কি'ত্'মীর নামটি কোন কোন অঞ্চলে এক শ্রেণীর লোক বরকত ও অলৌকিক রক্ষাব্যবস্থার জন্য ব্যবহার করে। এই কারণে রাশিয়ার তাতারগণ এবং ককেসাসের মুসলিমগণ চিঠি-পত্রের উপর এই নামটি লিখিয়া দেয় যাহাতে তাহা হারাইয়া না যায়, ইহা রেজিস্টার্ড চিঠির মত গণ্য হয় (তু. Weyh in ZDMG, lxv, পৃ. ২৮৯)। এই একই প্রকার ব্যবহার ইন্দোনেশিয়াতেও দেখা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আছ-ছা'আলাবী, 'আরাইশ, কায়রো ১২৮২ হি., পৃ. ৪৬২ ; (২) আদ-দামীরী, হ'ায়াতু'ল-হ'ায়াওয়ান, কায়রো ১২৭৫ হি., দ্র. কাল্ব।

J. H. Kramers (S.E.I.)/আবু বকর সিদ্দীক

কি'ব্লাঃ (قبلة) মক্কা শারীফের দিক (বা সঠিকভাবে কা'বাঃ শারীফের দিক)। স'ালাতের সময় যেদিকে মুখ করিতে হয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে উপাসনার সময় দিক নির্ধারণ শাম বংশীয়দের ইচ্ছাধীন ছিল না। এ সম্পর্কে রাজাবলী ১-এর ৮ ঃ ৪৪ চরণে ইঙ্গিত রহিয়াছে এবং দানিয়েলের বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, তিনি (দান, ৬ ঃ ১১) জেরুযালেমের দিকে মুখ করিয়া দৈনিক তিনবার উপাসনা করিতেন (ইহা আজও য়াহূদীদের কি'ব্লাঃ হিসাবে প্রচলিত)। এসেনীয় (Essenes) সম্প্রদায়-ভুক্তগণ সূর্যের উদয়স্থলের দিকে এবং সিরিয়ার খৃষ্টানগণ পূর্বদিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা করিত (Ancient Syriac Documents, ed. Cureton, p. 24, 60 ; Acta Martyrum occid., ed. Assemani, ii. 125)। স'ালাত ফরয হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাসূল কারীম (স') কি'ব্লাঃ নির্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা নিশ্চিত যে, হিজ্রাতের পর মুসলিমগণ জেরুযালেমের দিকে মুখ করিয়া স'ালাত পড়িতেন ; জেরুযালেম য়াহূদীগণেরও কি'ব্লাঃ ছিল। হি. ২ সালে রাজাব বা শা'বান মাসে হিজ্রাতের ১৬ বা ১৭ মাস পরে কা'বার দিকে কি'ব্লাঃ পরিবর্তনের আদেশ কু'রআনে দেওয়া হয়, কারণ ইহাই হযরত ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের সর্বপ্রথম এক আল্লাহ্র ইবাদতগৃহ। কা'বাঃ শারীফ ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে এবং হ'াজ্জব্রত পালন করা মুসলিম ধর্মীয় কার্যে পরিণত হয়। এই ঘটনা-প্রবাহ এবং চিন্তাধারার মধ্যে কি'ব্লার দিক পরিবর্তন অপ্রধান ব্যাপার নহে। এই সম্পর্কে কু'রআন শারীফের ২ ঃ ১৪২ আয়াত এবং তৎপরবর্তী আয়াতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ "লোকদের মধ্যে নির্বোধ লোকগণ বলিবে ঃ কিসে তাহাদিগকে তাহাদের পূর্বের কি'ব্লাঃ হইতে ফিরাইয়া দিল ? তুমি বলিয়া দাও, 'আল্লাহ্রই পূর্ব এবং পশ্চিম, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সত্য পথ প্রদর্শন করেন।' এই হিসাবে আমরা তোমাদিগকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়-রূপে সৃষ্টি করিয়াছি, যেন তোমরা মনুষ্য জাতির প্রতি (হিদায়াতের) সাক্ষী হও এবং রাসূল (স') যেমন তোমাদের প্রতি (হিদায়াতের) সাক্ষী হন। [হে নবী! (স')] পূর্বে যে কি'ব্লাঃ অবলম্বন করিয়াছিলে তাহা শুধু এইজন্যই নির্ধারিত করিয়াছিলেন যে, আমরা যেন জানিতে পারি যে, কে রাসূল (স')-কে অনুসরণ করে এবং কে তাঁহাকে অস্বীকার করে, ইহা আল্লাহ্ যাহাদেরকে হিদায়াত করিয়াছেন তাহারা ব্যতীত অপর সকলের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। আল্লাহ্ তোমাদের সৎকর্মসমূহ নষ্ট করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পরম করুণাময় ও দয়ালু। [হে নবী! (স')] আমি আকাশের দিকে (ওয়াহ'য়ির অপেক্ষায়) তোমার মুখ ফিরানো দেখিতেছি। তুমি যে কি'ব্লাতে সন্তুষ্ট, সেইদিকেই আমি তোমার মুখ ফিরানো মান্জু'র করিতেছি। সুতরাং তুমি (স'ালাতের সময়) তোমার মুখ পবিত্র (কা'বাঃ) মসজিদের দিকে ফিরাও। এবং (হে মু'মিনগণ!) তোমরা যেখানেই থাক না কেন, সেইদিকেই মুখ ফিরাও। তুমি কিতাবীগণকে সকল রকমের প্রমাণ দিলেও তাহারা তোমাদের কি'ব্লার অনুসরণ করিবে না"—ইত্যাদি।

এই সমস্ত বর্ণনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') যে পরিবর্তন আনয়ন করিলেন তাহা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') য়াহূদীদের ধর্মের বিধি-নিষেধের উপর নির্ভর করেন বলিয়া য়াহূদীদের অবজ্ঞাসূচক বক্তব্যের কারণেই কি'ব্লার পরিবর্তন করা হয়, (ত'াবারী, ed. de Goeje, ১ ঃ ১২৮০) এইরূপ মনে করার প্রয়োজন নাই। কারণ কা'বাঃ ছিল হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কি'ব্লাঃ, (ত'াবারী, তাফসীর, ১ ঃ ৩৭৮ ; ২ ঃ ১৩)। এইখানে আমরা হযরত মুহ'াম্মাদ (স') প্রচারিত ধর্মের রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে একটি যথার্থ সত্যের আভাস পাই। একটি হ'াদীছ' মতে (বুখারী, স'ালাত, বাব ৩২ ; তাফসীর সূরাঃ ২, বাব ১৪) উপরিউল্লিখিত কু'রআন শারীফের আয়াত-সমূহ কু'বায় ফজরের স'ালাতের সময় অবতীর্ণ হয়, তখন ইব্ন 'উমার (রা) সে স'ালাতে উপস্থিত ছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') যখন বানূ সালিমাঃ মসজিদে দুই রাক্'আত জু'হর স'ালাত জামা'আতের সহিত আংশিকভাবে সমাপন করেন তখন তিনি মক্কা শারীফের দিকে মুখ ফিরান ; সেই সময়ই এই আয়াতসমূহ নাযিল হয় (বায়দ'াব'ী, তাফসীর ২ ঃ ১৪৪, ১৩৯)। সেইজন্য উক্ত মসজিদের নাম "মাসজিদু'ল-কি'ব্লাতায়ন" বা দুই কি'ব্লার মসজিদ বলা হয়।

প্রথম মত হইতেই হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এবং তাঁহার উম্মত সা'লাতের সময় জেরুযালেমের দিকে মুখ করিতেন; হিজ্রাতের পূর্বে তাঁহার কি'ব্লাঃ কি ছিল এই সম্বন্ধে নানা প্রকার মত পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') মক্কায় কা'বাঃ শারীফকে কি'বলাঃ বিবেচনা করিতেন (ত'াবারী, তাফ্সীর, ২ : ৪; বায়দ'াব'ী, সূরাঃ ২ : ১৩৮); দ্বিতীয় মতে মক্কা অবস্থানকালে সব সময় জেরুযালেমই কি'ব্লাঃ ছিল (ত'াবারী, তাফ্সীর ২ : ৩, ৮; সংস্করণ de Goeje, ১, ১২৮০, বালাযুরী, ফুতূহ'. পৃ. ২); তৃতীয় মতে (ইব্ন হিশাম, পৃ. ১৯০, ২২৮) হযরত মুহ'াম্মাদ (স') মক্কায় সা'লাতের সময় কা'বাঃ এবং জেরুযালেম উভয়কেই এক সঙ্গে কি'ব্লাঃ করিয়া দাঁড়াইতেন। তিবরীযী 'আবদু'ল-মুত্'ত'ালিবের মত পোষণ করেন. প্রথম মতটি 'দীন-ই-ইব্রাহীম' এই তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত, যেহেতু হযরত ইব্রাহীম ('আ) কা'বাঃকে কি'ব্লাঃ হিসাবে নির্দিষ্ট করেন (হ'াম্মাসাঃ, ১, ১২৫)। যদি দ্বিতীয় মতের ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি না থাকে তাহা হইলে ইহা কিভাবে সমর্থনীয় হয় কিছুতেই বুঝা যায় না। কারণ হযরত মুহ'াম্মাদ (স') যে য়াহূদীদের রীতির উপর নির্ভর করিতেন হ'াদীছ' তাহা স্বীকার করে না। আসলে কি'ব্লাঃ সা'লাতের একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ। এইজন্য আল্লাহ্র আদেশে কি'ব্লাঃ স্বীকৃত হয়। সা'লাত এবং নির্দিষ্ট দিকে পায়ের আঙুলগুলি রাখার জন্য শুধু কি'ব্লারোখ ঠিক করা হয় নাই (বুখারী, সা'লাত, বাব ২৮; আয'ান, বাব ১৩১; নাসাঈ, সাহ্ও, বাব ২৫; তাত'বীক', বাব ৯৬), দু'আর জন্যও (বুখারী, হ'াজ্জ, বাব ২৯), বা মধ্যম জাম্রাতু'ল-'আক'াবাঃ-তে প্রস্তর নিক্ষেপ করার পরও (বুখারী, হ'াজ্জ, বাব ১৪০-১৪২); কেবল তাই নয়, য'াব্হ' করা প্রাণীর মুখ কি'ব্লার দিকে করা এবং মৃত ব্যক্তিকে মক্কা শারীফের দিকে মুখ করিয়া কবর দেওয়া হয় (Lane, Manners and Customs, chap. 28; Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr. vi/i. 243; v. 409)।

হ'াদীছ' শারীফে (বুখারী, উদূ', বাব ১১; মুসলিম, ত'াহারাঃ, হ'াদীছ' ৬১, নাসাঈ, ত'াহারাঃ, বাব ১৮-২০), পায়খানা ও পেশাবের সময় মক্কা শারীফের দিকে মুখ করা নিষিদ্ধ আছে। তবে মক্কাকে পিছনে করিয়া এই কাজ সমাপন করা জাইয আছে কিনা সে সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা যায় (দ্র. বুখারী, উদূ', বাব ১৪; খুমুস, বাব ৪; সা'লাত, বাব ২৯; মুসলিম, ত'াহারাঃ, হ'াদীছ' ৫৯, ৭১ প.; আবূ দাউদ, ত'াহারাঃ, বাব ৪)। মক্কার দিকে রোখ করিয়া কাহারও কাশিয়া বুক হইতে শ্লেষ্মা নির্গত করা উচিত নহে (বুখারী, সা'লাত, বাব ৩৩)।

হ'াদীছ' অনুযায়ী সা'লাত সমাপনের সময় এবং পশু য'াব্হে'র সময় কি'বলাঃমুখী হওয়া মুসলিমের ধর্মীয় মাপকাঠি (বুখারী, সা'লাত, বাব ২৮; আদ'াহ'ী, বাব ১২)। সুন্নী মুসলিমগণের এক নাম আহ্লু'ল-কি'ব্লাঃ। এই শব্দ কম্পাসের নির্দিষ্ট স্থানের নাম হিসাবে দেখা যায় অর্থাৎ কোন স্থান হইতে মক্কা শারীফ যে দিকে থাকে সেই দিককেই কিব্লাঃ বলা হয়। সুতরাং কি'ব্লার অর্থ মিসর এবং ফিলিস্তীনে দক্ষিণ দিক, মাগ্রিবের পূর্ব দিক।

মসজিদে সা'লাতের দিক মিহ্'রাব (দ্র.) দ্বারা নির্ধারিত থাকে। এ প্রসঙ্গে হ'াদীছে' এই শব্দের উল্লেখ নাই। কি'ব্লাঃ বলিতে মসজিদের যে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ান হইত তাহাই বুঝাইত। মিসর দেশে কি'ব্লাঃ ঠিক রাখার জন্য বিশেষ ধরনের তৈয়ারী ক্ষুদ্র দিক নির্ণয় যন্ত্র ব্যবহার করা হয় (Lane, পৃ. প্র., ২২৮)। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, অনেক মসজিদ সঠিকভাবে কি'ব্লাঃমুখী করিয়া নির্মাণ করা হয় না। দিক হিসাবে মাত্র মোটামুটি কি'ব্লাঃমুখী করিয়া নির্মাণ করা হয়। কোন কোন সময় দেখা যায় যে, পরে রেখা দিয়া বা সুতা টানিয়া এই সকল ত্রুটি সংশোধন করা হয়। বিশেষ আলোচনার জন্য মাক'রীযী, খিত'াত', ২খ, ২৪৬ প., দ্র.।

কি'ব্লাঃ সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন এইখানে খুব সংক্ষেপে দেওয়া হইল। ইহা শাফি'ঈ মতে, যাহা শীরাযীর কিতাবু'ত-তান্বীহ-এর (ed. Juynboll, পৃ. ২০) মধ্যে দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে লিখিত হইল। সা'লাতের বৈধতার জন্য কি'ব্লাঃমুখী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বিপদের সময় অপারগতায় কি'ব্লাঃমুখী হওয়া সা'লাতের শর্ত নয়, কিন্তু যদি কেহ ভূমির উপর দণ্ডায়মান হয় অথবা তাহার অশ্বকে ঠিকভাবে ঘুরাইতে সক্ষম হয় তাহা হইলে তাহাকে ইহ্'রামে, রুকূ' এবং সুজূদের সময় কি'ব্লামুখী হইতে হইবে। নৌকা, জাহাজ বা অপর কোন যানবাহনে, যথা ট্রেনে নাফাল সা'লাতে দণ্ডায়মান হওয়ার সময় কি'ব্লাঃমুখী হওয়ার পর ঐ সমস্ত বাহন অন্যদিকে ঘুরিয়া গেলে তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। প্রত্যেককে ঠিকভাবে কি'ব্লাঃমুখী হওয়া উচিত। যে কা'বার নিকটে থাকে তাহার সঠিকভাবে কি'ব্লামুখী হওয়া উচিত এবং যে কা'বাঃ হইতে দূরে থাকে তাহার পক্ষে যতটুকু বিবেচনা করিয়া করা যায় তাহাই করিতে হইবে। অন্যদের মতে দূরবর্তীদের বেলায় সাধারণ দিকটাই (জিহাঃ) লক্ষ্য রাখা উচিত। মক্কার বাহিরে মসজিদের মিহ'রাবই কি'ব্লাঃরোখ করিয়া নির্মিত হয়। যখন কোন মসজিদ থাকে না তখন বিশ্বস্ত লোকের অনুসরণ করা উচিত। একমাত্র যিনি জন-মানবহীন মরুভূমিতে থাকেন, তিনি নিজে কিছু নিদর্শনের সাহায্যে দিক ঠিক করিয়া লইবেন। নিয়মাদির বিশদ বিবরণের জন্য গ্রন্থপঞ্জী দ্র.। কি'ব্লাঃ-র একটি গূঢ় অর্থ কু'রআন শারীফ হইতে বুঝা যায়। হযরত ইবরাহীম ('আ)-এর বাণী এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"নিশ্চয় আমি সম্পূর্ণ সত্যাশ্রয়ীরূপে (হ'ানীফান্) তাঁহার দিকে উন্মুখ হইলাম যিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদিগণের অন্তর্গত নহি" (৬ : ৮০)। "তোমরা পূর্ব দিকে কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাও, ইহা পুণ্য নহে। কিন্তু পুণ্য তাহার—যে আল্লাহ্, পরলোক, ফিরিশ্তাগণে, কিতাব এবং নবীগণে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সম্পদের প্রতি মোহ সত্ত্বেও তাহা নিকট-আত্মীয়কে, অনাথদিগকে, পথিককে, ভিক্ষুকদিগকে এবং দাসমুক্তির জন্য দান করে এবং যে সা'লাত কায়েম করে, অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং দুঃখ ও বিপদে এবং যুদ্ধে ধৈর্যশীল। তাহারাই সত্যনিষ্ঠ এবং তাহারাই ধর্মপরায়ণ" (২ : ১৭৭)। ইহাতে কি'ব্লার দিকে উন্মুখ হওয়ার প্রকৃত অর্থ যে আল্লাহ্র দিকে একাগ্রচিত্ত হওয়া, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কু'রআন, সূরাঃ বাক'ারাঃ ১৪২ ও তৎপরবর্তী আয়াতগুলির ব্যাখ্যা; (২) A. J. Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina, Leiden 1908, p. 108—110, 133—135; (৩) Caetani, Annali dell' Islam, iii., index; (৪) Th. W. Juynboll, Handleiding tot de

Kennis van de Mohammedaansche Wet, Leiden 1925, P. 67, not. 5; (৫) আন-নাওয়াব'ী, মিনহাজুত'-ত'ালিবীন, ed. van den Berg, i. 69-73; (৬) আল-ফাতাওয়া 'আলামগীরীয়াঃ, কলিকাতা ১৮২৮, ১খ, ৮৬—৮৯; (৭) আল-মুহ'াক'-কি'ক' আবু'ল-ক'াসিম, শারাই' আল-ইসলাম, কলিকাতা ১২৫৫, পৃ. ২৮-৩০; (৮) আল-খালীল, মুখ্তাসা'র, প্যারিস ১৯০০, পৃ. ১৬ প.।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/আবু বকর সিদ্দীক

কিয়ামত (قيامة : কি'য়ামাঃ) (পুনরুত্থান দিন) মানুষের পুনরুত্থান এবং আস-সা'আঃ (বিচার দিবস), পরিভাষাগতভাবে ধর্মতত্ত্ববিদগণ ইহাকে আল-মা'আাদ অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন বা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বলিয়া থাকেন। তাঁহারা এইগুলিকে আস-সাম্'ইয়াত (শ্রুত বিষয়সমূহের) অর্থাৎ কু'রআান ও হ'াদীছে'র উপর প্রতিষ্ঠিত বিষয়সমূহের অন্তর্গত ধরিয়াছেন (আল-ঈজী, মাওয়াকি'ফ, বুলাক, ১২৬৬ হি., পৃ. ৫৪৪ প.)।

ইসলামী পরকালতত্ত্বে কি'য়ামাতের ঘটনাসমূহের ক্রমিক বর্ণনা এইরূপ : (১) বিশ্বের সমাপ্তিসূচক লক্ষণসমূহ, বিশেষত দাজ্জালের (দ্র.) আবির্ভাব, দাজ্জাল প্রায় সকল মানুষকে ভ্রান্ত পথে চালিত করিবে। অতঃপর 'ঈসা ('আ) অথবা মাহ্দী ('আ), মতান্তরে উভয়ে আগমন করিবেন। তিনি ('ঈসা) দাজ্জালকে হত্যা করিবেন। ইহার পর ঈমানের যুগ প্রতিষ্ঠিত হইবে। (২) শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার, তখন সমস্ত জীবিত প্রাণীর মৃত্যু ঘটিবে। তৎপর বিরামকাল, তৎপর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার, তখন সমস্ত প্রাণী আবার জীবিত হইয়া উঠিবে এবং সম্মিলন ক্ষেত্রে (মাহ্'শার) একত্রিত হইবে। সেখানে আল্লাহ্র সমীপে দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকা (আল-মাওকি'ফ) এবং ঘর্মাক্ত হওয়া (আল্-'আরাক')। (৩) বিচার আরম্ভ ও কর্মলিপি ('আমালনামাঃ), সরাসরিভাবে আল্লাহ প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিবেন ও তাহারা জবাবদিহি করিবে, কৃতকর্মের পরিমাপ হইবে। মানুষে মানুষে এবং মানুষে পশুতে শত্রুতা ও অন্যায় কার্যের প্রতিফল দান করা হইবে। (৪) জাহান্নামের উপর দিয়া জান্নাতে গমনের সেতুপথ (আস'-সি'রাত'), রাসূল (স')-এর শাফা'আঃ (দ্র. শাফা'আত্), রাসূল (স')-এর হা'ওদ' (দ্র.)। (৫) জাহান্নাম (দ্র.), জান্নাত (দ্র.) এবং আ'রাফ ('কাহারও কাহারও মতে) 'আল-গ'াযালীর ইহ'য়া, কায়রো, ১৩৩৪ হি., ৪খ, ৪৩৬—৪৫৩; ইতহ'াফ, ইহ্'য়ার শারহ্' ১০খ, ৪৪৭-৫৩০।

কু'রআানে মা'আাদ শব্দ একবার মাত্র (২৮ : ৮৫) উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা যেমন কি'য়ামাঃ অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে সেইরূপ মুহ'াম্মাদ (স')-এর পার্থিব প্রত্যাবর্তন স্থল 'মক্কা' অর্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে (বায়দ'াব'ী)। এই শব্দের ক্রিয়ারূপটি বহু আয়াতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা : ১০ : ৪, ৩৪; ২১ : ১০৪; ৩০ : ১১, ২৭; ৮৫ : ১৩-তে শব্দটি আল্লাহ কর্তৃক মানবের প্রথম সৃষ্টির (ابدء) বিপরীত তাহার পুনঃসৃজন অর্থে ব্যবহৃত। ৭১ : ১৭—১৮ তে انشأ শব্দ প্রসঙ্গে, ১৭ : ৫১-তে فطر শব্দের উল্লেখ প্রসঙ্গে ২৭ : ৬৪, ২৯ : ১৯ এ পৃথিবীতে সৃজনী শক্তির পৌণঃপুণিক সৃজনপ্রক্রিয়া প্রসঙ্গে এবং ২০ : ৫৫-তে মৃত্যুর পর কবরে মানুষের পুনরায় মৃত্তিকায় মিশিয়া যাওয়া অর্থে এই ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। আল-কি'য়ামাঃ শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে কু'রআানে ব্যবহৃত হয় নাই, বরং কেবল "য়াওমু'ল-কি'য়ামাঃ" এই বাক্যাংশে ৭০ বার উল্লিখিত হইয়াছে, যথা ২ : ৮৫, ১১৩, ১৭৪, ২১২; ৩ : ৫৫, ৭৭, ১৪৯; ৬৮ : ৩৯; এবং সর্বশেষে ৭৫ : ১, ৬। কি'য়ামাঃ শব্দের অর্থের জন্য দ্র. রাগিব আল-ইস্'ফাহানীকৃত মুফ্রাদাত, পৃ. ৪২৯ ছত্র ২ প.। আস-সা'আঃ শব্দটি কি'য়ামাত অর্থে কু'রআানে ৪০ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ৬ : ৩১, ৪০; ৭ : ১৮৭; ১২ : ১০৭; ১৫ : ৮৫; ৪৭ : ১৮; ৫৪ : ১, ৪৬ এবং শেষবারের মত ৭৯ : ৪২। আল-গ'াযালীকৃত ইহ'য়া' পুস্তকে (৪ : ৪৪০ প.; ইত্হ'াফ, ১০ : ৪৬২-৪৬৫) কু'রআানে উল্লিখিত অথবা কু'রআানে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হইতে গঠিত কি'য়ামাতের নামসমূহের এক দীর্ঘ তালিকা আছে; তাহার মধ্যে এইগুলি সমধিক উল্লেখযোগ্য : আল-ক'ারি'আঃ (আঘাতকারী), ১৩ : ৩১, ৬৯ : ৪; ১০১ : ১, ২; আল-গ'াশিয়াঃ (আচ্ছন্নকারী) ১২ : ১০৭, ৮৮ : ১; আস'-স'াখ্খাঃ, (বধিরকরী) ৮০ : ৩৩; য়াওমু'ল-ফাস্'ল (পৃথকীকরণের দিন) ৩৭ : ২১; ৪৪ : ৪০, ৭৭ : ১৩, ১৪ : ৩৮; ৭৮ : ১৭; আল-ওয়াকি''আঃ বিশেষ ঘটনা) ৫৬ : ১; ৬৯ : ১৫; আল-হ'াক্'ক'াঃ (অবশ্যম্ভাবী) ৬৯-১, ২ : ৩, য়াওমু'ল-হি'সাব (হি'সাবের দিন) ৩৮ : ১৬, ২৬, ৫৩; ৪০ : ২৭; য়াওমু'ল-বা'ছ' ; (পুনরুত্থান দিবস) ৩০ : ৫৬, আল-বা'ছ'াঃ (উত্থান) ২২ : ৫; য়াওম মুহ'ীত' (পরিবেষ্টনকারী দিবস) ১১ : ৮৪; য়াওমু'দ-দীন (কর্মফল দানের দিবস) ১ : ৪, ৮৩ : ১১ এবং অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত, কেবল আদ-দীন (দ্র.) অর্থাৎ বিচারের অর্থেও বহু ব্যবহৃত।

আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা, সুতরাং তিনি শাসনকর্তা এবং তিনি বিচারকর্তাও। বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় হইল পুনরুত্থান এবং সমুদয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থাই পুনর্জীবন ও প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে। কি'য়ামাতে কর্মফলের বিচারের প্রেক্ষিতে আত্মসমর্পণ এবং তাওবার মাধ্যমে মার্জনা ভিক্ষা করা কর্তব্য। 'আরবগণের নিকট সৃষ্টিতত্ত্ব অপেক্ষা কি'য়ামাত তত্ত্ব অধিকতর দুর্বোধ্য ছিল। কু'রআানে সৃষ্টিতত্ত্বের মাধ্যমেই পুনর্জীবনের যথার্থতা প্রমাণ করা হইয়াছে। মুহ'াম্মাদ (স') প্রচার করেন যে, পাপীগণ কবরে শাস্তি ভোগ করিবে (দ্র. মুন্কার-নাকীর) এবং পুণ্যাত্মাগণ কবরে শান্তি লাভ করিবে অর্থাৎ কবর কাহারও জন্য হইবে প্রাথমিক জাহান্নাম এবং কাহারও জন্য প্রাথমিক জান্নাত। ইহার পর কি'য়ামাতের দিন আবার সকলের বিচার হইবে। কবরের 'আযাব সম্পর্কে কু'রআানে সুস্পষ্ট ভাষায় কিছু বলা না হইলেও ৬ : ৯৩; ৯ : ১০৭; ৪০ : ১১, ৪৬; ৭১ : ২৫ আয়াতগুলিতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় (আল-ঈজী-র মাওয়াকি'ফ, পৃ. ৫৯১; আত্-তাফ্তাযানী, 'আক'াইদ নাসাফী, কায়রো ১৩২১, পৃ. ১০৯; আল-বুখারীতে কিতাবু'ল-জানাইয, বাব ৮৭)। কবরবাসিগণের 'আযা'াব বা শাস্তি সম্পর্কে রাসূল (স')-এর অনেক হ'াদীছ' আছে (মুস্লিম, জান্নাঃ, হ'াদীছ' ৬৩ প.; আল-বুখারী, জানাইয্, বাব ৮৭ প.)। কু'রআানে কি'য়ামাতের নিশ্চয়তা, আসন্নতা এবং বিপর্যয়কারী ত্রাস বিষয়ক খুঁটিনাটিসহ ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডের বিবরণও আছে, উহার সঙ্গে পাশাপাশি জান্নাতের বর্ণনাও আছে। কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত (Wellhausen) বলিয়াছেন যে, কু'রআানে ব্যক্তিগত বিচারের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, সমষ্টিগতভাবে কোন জাতি বা গোষ্ঠীর বিচারের কথা বলা হয় নাই। স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে : "কোন বোঝা বহনকারী

অন্যের বোঝা বহন করিবে না" অর্থাৎ একজনের পাপের জন্য অপরকে শাস্তি দেওয়া হইবে না (৬ : ১৬৫)। কি'য়ামাতের বিচারের বিবরণের জন্য কু'রআনের নিম্নলিখিত স্থানগুলি উল্লেখ-যোগ্য : ৬ঃ ২২—৩১; ১৯ : ৬৬—৭৩; ২২ : ১—২; ২৩ : ৯৯; ৩৯ : ৬৮; ৬৯ : ১৩—৩৭; ৭৫ : ১—১৩; ৮১; ৮৪; ৯৯; ১০১।

কু'রআনে কি'য়ামাতের বর্ণনার মধ্যে এমন কতিপয় বিষয়ের ইঙ্গিত আছে যাহা হা'দীছে' যথাযথ এবং বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। হা'দীছে'র এই সমস্ত বিবরণ হইতে 'আলিমগণ পরকাল বিষয়ক তথ্যাদি সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন। বিষয়গুলি হইল :

(১) 'সি'রাত'—শব্দটি কু'রআনে তিনবার (১ : ৫, ৬ : ৩৭ : ২৩ উল্লিখিত হইয়াছে। (ক) আস'-সি'রাতু'ল-মুস্তাকী'ম (১ : ৫ সরল পথ) এবং (খ) সি'রাত' আল-লাযী'না আন্'আম্তা 'আলায়হিম, তাহাদের পথ যাহাদিগের প্রতি তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ, (১ : ৬) (গ) সি'রাতু'ল-জাহী'ম (৩৭ : ২৩, জাহান্নামের পথ), সি'রাতু'ল-জাহী'মকে হা'দীছে' জান্নাতের পথে জাহান্নামের উপরে স্থাপিত সেতুপথ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, (দ্র. Wensinck, Handbook-এ Bridge); বলা হইয়াছে "তোমাদের প্রত্যেকেই উহাতে (জাহান্নামে) অবতরণ (واردها) করিবে, তোমার প্রভুর অবধারিত ফয়সালা (حتما مقضيا) ইহাই" (১৯ : ৭১)। বলা হয়, "অবতরণ"-এর তাৎপর্য জাহান্নামের উপরে স্থাপিত সেতুপথ অতিক্রম করা। বুখারী, কিতাবু'র-রিকা'ক'-এর শেষ বাবের পূর্ব বাবের-শিরোনামে ("আস'-সি'রাত' জাস্রু জাহান্নাম") ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, সি'রাত' হইল জাহান্নামের উপরস্থ সেতু। তিনি এই অধ্যায়ে যে হা'দীছ' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে রাসূল (স') বলিয়াছেন, "জাহান্নামের উপরে সেতুপথ স্থাপিত হইবে এবং আমিই সর্বপ্রথম উহা অতিক্রম করিব।" 'আ'ইশা: (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে : "আমি রাসূল (স')-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'যেদিন এই দুন্য়া অন্য দুন্য়াতে রূপান্তরিত হইবে এবং আকাশসমূহও (রূপান্তরিত হইবে ১৪ : ৪৮), তখন মানুষ কোথায় থাকিবে?" তিনি বলিলেন, "সি'রাতে'র উপর।" (সা'হী'হ' মুস্লিম, মিশ্কাত, বাবু'ল-হা'শ্র)। (২) "মাওকি'ফ"—কি'য়ামাতে বিচারের জন্য দাঁড়ান অবস্থা প্রকাশের জন্য কু'রআনে মাওকি'ফ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু চারি স্থানে (৬ : ২৭, ৩০; ৩৪ : ৩১; ৩৭ : ২৪) ঐ শব্দের ক্রিয়াপদ ইত্যাদি যোগে কি'য়ামাতের দিন আল্লাহ্র সম্মুখে মানবের দণ্ডায়মান হওয়ার উল্লেখ আছে। আল-গাযালী তাঁহার আদ্-দুর্রা: (ed. Gautier, 1878, p. 58, transl. p. 50 প.) পুস্তকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। (৩) সাক্', সূরা: ৬৮ : ৪২-এ يوم يكشف عن ساق কথাটির মধ্যে উল্লিখিত ساق-এর সম্পর্কে বলা হয় : (এক) ইহার শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা হইবে। হা'দীছে' (মুস্লিম, ঈমান, হা'দীছ' ৩০২; কিতান, হা'দীছ' ১১৬; বুখারী, কিতাবু'ত-তাওহী'দ, বাব ২৪) "সাক'" অর্থে আল্লাহ্র 'সাক'' বলা হইয়াছে তবে আল্লাহ্র সাক' উন্মোচনের অর্থ সীমিত জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের অজ্ঞেয়। (দুই) সংকটপূর্ণ দিবসে (কি'য়ামাতে) মানুষ যেমন পোশাক গুটাইয়া পলায়নপর হয় সেই অর্থে এই বাগধারার ব্যবহার হইয়াছে। (৪) শিঙ্গায় ফুৎকার—কি'য়ামাত প্রসঙ্গে শিঙ্গায় ফুৎকার দিবার কথা কু'রআনে অনেক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণত يوم ينفخ في الصور (সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে) বাক্যাংশ ব্যবহৃত হইয়াছে (৬ : ৭৩; ১৮ : ৯৯; ২০ : ১০২; ২৩ : ১০১; ২৭ : ৮৭; ৩৬ : ৫১; ৩৯ : ৬৮; ৫০ : ২০; ৬৯ : ১৩; ৭৮ : ১৮)। এই আয়াতগুলির কোন কোনটিতে (৬ : ৭৩, ২৩ : ১০১; ৫ : ২০) কেবল এতটুকু বলা হইয়াছে, "কি'য়ামাতে শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে।" ৩৯ : ৬৮-তে বলা হইয়াছে যে, শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে দুইবার। প্রথম ফুৎকারের ফলে আসমান ও যমীনের সকলেই মূর্ছাহত হইবে, তবে তাহারা নহে—যাহাদিগকে আল্লাহ্ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন। আর দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে সকলে [জীবিত হইয়া] দাঁড়াইয়া তাকাইতে থাকিবে। ২৭ : ৮৭, ৬৯ : ১৩—১৫ আয়াতগুলিতে প্রথম ফুৎকারের পরবর্তী চিত্র এবং ১৮ : ৯৯; ২০ : ১০২; ৩৬ : ৫১; ৭৮ : ১৮ আয়াতগুলিতে দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারটি কি'য়ামাতের 'আলামাতের অন্তর্গত (মুস্লিম, কিতাবু'ল-ফিতান ওয়া আশ্রাতু'স-সা'আ:, হা'দীছ', ১০৮ প. ১৩৩)। (৫) "মীযান"—কু'রআনে মীযান শব্দ যেখানে একবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানে ইহার অর্থ ন্যায়বিচার (৪২ : ১৭; ৫৫ : ৭—৯; ৫৭ : ২৫ এবং দ্র. এই আয়াতগুলির বায়দা'বী'কৃত টীকা)। কিন্তু বহুবচন "মাওয়াযীন" শব্দটি ৭ : ৮—৯; ২১ : ৪৭; ২৩ : ১০২—১০৩; ১০১ : ৬, ৯, আয়াতগুলিতে কি'য়ামাতের দিন বিচারের তুলাদণ্ডে মানুষের পাপ-পুণ্যের পরিমাপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (৬) হি'সাব—আল্লাহ্র দরবারে প্রত্যেক লোকের পৃথিবীতে সম্পাদিত পাপ-পুণ্যের ব্যক্তিগত বোঝাপড়া। কু'রআনে হি'সাব শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া অন্য শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তু. C. C. Torrey, Commercial—theological terms in the Koran, Leyden 1892, p. 9 প.। (৭) 'আমালনামা:—লিপিবদ্ধকারী ফিরিশতাগণের (সাফারা, কাতিবূন ৮০ : ১১—১৫; ৮২ : ১০—১২; ৮৩ : ৭, ১৮) লিখিত 'আমালনামা:। প্রত্যেক মানুষের জন্য তাহার নিজ কৃতকর্মের তালিকা। এইরূপ একটি কার্যবিবরণী কি'য়ামাতে প্রত্যেক লোককে দেওয়া হইবে (১০ : ৬১; ১৭ : ১৩, ১৪; ১৮ : ৪৯; ৬৯ : ১৯, ২০, ২৫—৭; ৮৪ : ৭—১২)। কু'রআনের বহু আয়াতে বলা হইয়াছে আল্লাহ্ নিজেই প্রত্যক্ষ অবলোকনকারী (শাহীদ); এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ সকলকে তাহাদের অলক্ষ্যে অবলোকন করিতেছেন (৮৯ : ১৪; লাবি'ল-মির্সা'দ); তাহা সত্ত্বেও আইনসম্মতভাবে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য এই কার্য বিবরণীর ব্যবস্থা আল্লাহ্ করিয়া রাখিয়াছেন। (৮) জাহান্নাম—ইহাতে নানা প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে; দ্র. প্রবন্ধ "জাহান্নাম"। (৯) জান্নাত ইহাতে নানা প্রকার সুখ-ভোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে, দ্র. প্রবন্ধ "জান্নাত"। (১০) 'হা'ওদ' কাওছা'র—কু'রআনে 'আল-কাওছা'র'-এর উল্লেখ আছে (হা'ওদ' দ্র.)। (১১) শাফা'আ:-র বা সুপারিশ—দ্র. প্রবন্ধ "শাফা'আত।"

কি'য়ামাতের 'আলামাত বা পূর্ব লক্ষণসমূহ : (১) কি'য়ামাতের একটি পূর্ব লক্ষণ হযরত 'ঈসা (আ)-এর অবতরণ (নুযূল) এই বিষয়ের আলোচনার জন্য "ঈসা" এবং উক্ত প্রবন্ধে প্রমাণ গ্রহণযোগ্য সহিত দ্র. সা'হী'হ' মুস্লিম, ঈমান, হা'দীছ' ২৪২ প., ২৭৩; কিতান, হা'দীছ' ৩৪ প.। (২) কি'য়ামাতের আর একটি

পূর্বলক্ষণ হইল দাব্বাহ় মিনা'ল-আর্দ' (মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উত্থিত জন্তু)-এর আবির্ভাব (তু. C. T. M, AV.)। কু'রআনে ২৭ : ৮২-এ বলা হইয়াছে, "আমার 'আযা'াব সম্পর্কিত বাণী যখন কার্যে পরিণত হইতে যাইবে তখন আমি ভূতল হইতে একটি জন্তু বাহির করিব, যাহা মানুষের সহিত কথা বলিবে" (দ্র. প্রবন্ধ "দাব্বাতু'ল-আরদ")। (৩) দাজ্জালের আবির্ভাবঃ কু'রআনে ইহার উল্লেখ নাই; হ'াদীছে' দাজ্জাল সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে (দজ্জাল প্রবন্ধ দ্র.)। (৪) "য়া'জূজ ও মা'জূজ"-এর আবির্ভাব—কু'রআনে (১৮ : ৮৩—৯৮) বর্ণিত আছে যে, যু'ল-ক'ারনায়ন য়া'জূজ ও মা'জূজের গতিরোধের জন্য একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ করেন। ইহা তাহাদিগকে কি'য়ামাতের পূর্ব পর্যন্ত অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। অনন্তর কি'য়ামাতের প্রাক্কালে ইহা চূর্ণীকৃত হইবে (১৮ : ৯৮) এবং তাহাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে (২১ : ৯৬)। হ'াদীছে' কি'য়ামাতের এই লক্ষণের আলোচনার জন্য দ্র. স'াহ'ীহ' বুখারী, ফিতান, বাব ৪; স'াহ'ীহ' মুসলিম, ফিতান, হ'াদীছ' ১—৩ এবং অন্যান্য।

ইসলামে কি'য়ামাতের যে সকল পূর্ব-লক্ষণ উল্লেখ করা হয় তাহার কতকগুলি কু'রআনে প্রত্যক্ষভাবে ও কতকগুলি পরোক্ষ-ভাবে বলা হইয়াছে। আর কতকগুলি রাসূল (স') কর্তৃক হ'াদীছে' বর্ণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ধর্মতাত্ত্বিকগণ বিশেষ সাব-ধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। নাসাফী তাঁহার 'আক'াইদ পুস্তকে পাঁচটি মাত্র লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, যথাঃ (১) দাজ্জালের আবির্ভাব, (২) দাব্বাতু'ল-আর্দ', (৩) য়া'জূজ ও মা'জূজ-এর বাহিরে আগমন, (৪) হযরত 'ঈসা ('আ)-এর অবতরণ এবং (৫) পশ্চিম গগন হইতে সূর্যোদয়। এই অংশের ব্যাখ্যায় তাফ্-তাযানী (পৃ. ১৪৫) দশটি লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন : (১) ধূম, (২) দাজ্জাল, (৩) দাব্বাতু'ল-আর্দ', (৪) পশ্চিম গগন হইতে সূর্যোদয়, (৫) 'ঈসা ('আ)-এর অবতরণ, (৬) য়া'জূজ ও মা'জূজ, (৭-৯) তিনটি সূর্যগ্রহণ—একটি পূর্ব দেশে, একটি পশ্চিম দেশে এবং একটি 'আরব দেশে, (১০) য়ামান দেশে উত্থিত একটি অগ্নিকাণ্ড যাহা জনগণকে তাড়াইয়া সম্মিলন স্থানে লইয়া যাইবে। স'াহ'ীহ' মুসলিম, ফিতান, হ'াদীছ' ৩৯-এ অনুরূপ একটি তালিকা আছে। মুসলিম, তিরমিয'ী প্রভৃতি হ'াদীছ' গ্রন্থে আল-ফিতান ওয়া আশরাতু'স-সা'আঃ অথবা আয়াতু'স-সা'আঃ অর্থাৎ "দুর্ঘ-টনা ও কিয়'ামাতের লক্ষণসমূহ" শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ আছে। মুসলিম সূ'ফী ও তাপসদের লিখিত পুস্তকাদিতেও মৃত্যু, কি'য়ামাত, শেষ বিচার প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ দৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে আল-গ'াযালীর ইহ্'য়া' (৪ : ৩৬১—৪৬৯) গ্রন্থের "মৃত্যু ও পরকাল সম্বন্ধীয় উল্লেখ" (যি'ক্রু'ল-মাওত ওয়া মা বা'দাহু) বিষয়ক অধ্যায়টি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষের কয়েক পৃষ্ঠায় তিনি জান্নাত, আল্লাহর দীদার এবং তাঁহার অসীম রাহ'-মাতের কথাও বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে লিখিত তাঁহার ক্ষুদ্রতর পুস্তিকা, আদ-দুর্‌রাতু'ল-ফাখিরাতে ইহা অধিকতর সুস্পষ্ট।

কি'য়ামাঃ সংক্রান্ত হ'াদীছ'সমূহের মধ্যে ধর্মীয় ভাব সংক্রান্ত আলোচনায় দুই বিচারের কথা বলা হইয়াছে—ছোট বিচার মৃত্যুর পর কবরে এবং বড় বিচার কি'য়ামাতের দিন। ইসলামী ধর্মালোচনায় এই বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছে (নাসাফীর টীকায়, পৃ. ১১৪—২৯, তাফ্‌তাযানীর অভিমত)। কু'রআনের কতিপয় আয়াত (পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) এবং কবরের শাস্তি বিষয়ক হ'াদীছ'সমূহ হইতেছে ইহার উৎস। এই বিশ্বাস হইতে ঈমান, 'আমাল এবং (স'গ'ীরাঃ ও কাবীরাঃ) গুনাহ্‌সমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রশ্নের উদ্ভব হয় এবং ইহার ফলে নাজাত-প্রাপ্ত মুসলিমগণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের প্রশ্ন দেখা দেয়। সমগ্র বিষয়টির জন্য (দ্র. ঈমান)। কি'য়ামাতের দিন কতক মু'মিন বিনা শাস্তিতে, এমন কি বিনা হি'সাবে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করিবেন; এরূপ লোক সংখ্যায় ৭০,০০০ (এই সংখ্যা আধিক্য প্রকাশ করে অর্থাৎ অনেক) হইবেন (মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ', ৩৭০ ই.)। তৎপরে শুহাদা' (শহীদগণ), তাঁহাদের রূহ' তাঁহাদের শহীদ হওয়ার পর হইতেই জান্নাতে আছে (মুসলিম ৬ : ৩৮)। ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসে কি'য়ামাতে শাফা-'আতের (দ্র.) প্রশ্নই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। হ'াদীছে' ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

কি'য়ামাতের পূর্ব-লক্ষণ হিসাবে হ'াদীছে' আরও কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথাঃ পৃথিবীতে যখন "আল্লাহ্", "আল্লাহ্" বলার কোন লোক থাকিবে না অর্থাৎ কিছুমাত্র ঈমান থাকিবে না তখনই কি'য়ামাত ঘটিবে, (মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ২৩০)। ধর্মতাত্ত্বিক ফাক'ীহ্‌গণ বলিয়াছেন যে, এইসব বিষয়, যেমন সি'রাত', মীযান, হ'াওদ' ইত্যাদি সত্য (হ'াক্'ক')। এ সম্বন্ধে আল-গ'াযালীর অনুসৃত পন্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কি'য়ামাঃ বিষয়ে তাঁহার মত অন্তত তিন পর্যায়ে বিভক্ত : (১) ইহ্'য়া' গ্রন্থের শেষ খণ্ডে এবং দুর্‌রাঃ পুস্তকে তিনি কু'রআন ও হ'াদীছে'র বর্ণনা অনুসারে কি'য়ামাতের ভয়াবহ ঘটনাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ইহ্'য়া' গ্রন্থেই কিতাবু'ত-তাওবাঃ, ৪ : ২০ ইত্যাদি) তিনি বলিয়াছেন যে, জাগতিক জড় বস্তুর সম্বন্ধে ব্যবহৃত শব্দসমূহ পারলৌকিক বস্তুর সম্বন্ধে মিছ'ালরূপে (উদাহরণস্বরূপ) ব্যবহৃত হইতে পারে। (২) কিন্তু তাঁহার ইক্'তিস'াদ (কায়রো ১৩২০, পৃ. ৯৬-৯৮) পুস্তকে তিনি প্রকৃত ধর্মতাত্ত্বিকের ন্যায় বলিয়াছেন যে, মীযান ও সি'রাত' ওয়াহ'য়ি অনুযায়ী সত্য (হ'াক্'ক'); বুদ্ধিও ইহা অস্বীকার করিতে পারে না। (৩) ধর্মতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ-গণের জন্য লিখিত তাঁহার মাদ'নুন (কায়রো ১৩০৩) পুস্তকে তিনি এই বিশ্বাসসমূহকে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছেন। শাফা'আঃ (পৃ. ২৮), হি'সাব ও সি'রাত' (পৃ. ৩৬) এবং জান্নাতের সুখ (পৃ. ৩৮ প.) এই সমস্ত বিষয় ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবযোগ্য, কল্পনা দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য এবং বুদ্ধি দ্বারা প্রতিপাদনযোগ্য। যাহারা ইসলাম গ্রহণের সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই তাহাদিগকে জাহান্নামে দেওয়া ন্যায়সঙ্গত হয় না, অথচ জান্নাতে স্থান লাভ করার উপযোগীও তাহারা নয়। এইরূপ লোকদিগের পারলৌকিক বাসস্থান হইল কু'রআনে বর্ণিত আল-আ'রাফ (৭ : ৪৫-৪৭)। তিনি ইহার ব্যাখ্যায় বলেন যে, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এই উচ্চস্থান হইতে তাহার অধিবাসিগণ জান্নাত ও জাহান্নাম এবং ইহাদের অধিবাসিগণকে অবলোকন করিবে।

আল-গ'াযালী মানব জাতিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এজন্য দ্র. ইহ্'য়া', ৪খ, ২০-২৮; ইত্‌হ'াফ, ৮খ, ৫৪৮-৫৭০; আ'রাফের অধিবাসিগণের বিষয়ে দ্র. তৎকৃত ফায়স'ালু'ত-তাফরিক'াঃ (ed. কায়রো, পৃ. ৭৫ প. এবং ইহ্'য়া' ৪খ, ২৭ প.)। সমগ্র বিষয়টির জন্য দ্র. Miguel Asin, La, Escatologia musul-

mana en la Divina Comedia Madrid, 1919, p. 99 প.। আল-ঈজী তাঁহার মাওয়াকি'ফ পুস্তকে পরকালতত্ত্ব বিষয়ক যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। আল-গাযযালীর ন্যায় তাঁহার বর্ণনায় তিনি কি'য়াসমাতের লক্ষণসমূহের ব্যবহার করেন নাই। একটি অস্তিত্বহীন বস্তু (মা'দূম) আবার অস্তিত্বে ফিরিয়া আসিতে পারে এই বিষয় লইয়া তিনি আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন এবং ধর্মবিশ্বাসবর্জিত বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের যুক্তি খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সূ'ফীগণের পরকালতত্ত্ব সংক্রান্ত ধারণাবলীর জন্য দ্র. Louis Massignon, La Passion d'al-Hallaj, Paris, 1922, ii. 644—698.

B. D. Macdonald (S.E.I.)/মুহ'ম্মদ রেযাউর রহীম

কি'য়াস (قياس) ক'াসা হইতে مفاعلة-باب-এর মাস্'দার বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অর্থাৎ সাদৃশ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত। এই শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়; শব্দকোষসমূহ বিশেষ করিয়া Dozy, Supplement, (পরিশিষ্ট) দ্র.। কিন্তু এইখানে আমরা কি'য়াসকে ফিক্'হের অন্যতম মূলনীতি অর্থাৎ কু'রআান এবং সুন্নাঃ হইতে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যুক্তি দ্বারা আইনগত বিধি-ব্যবস্থার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার উপায় হিসাবে আলোচনা করিব। হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর মৃত্যুর পর ওয়াহ্'য়ি নাযিল বন্ধ হইয়া যায়। ফলে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুসলিমদের পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। প্রথমত তাঁহারা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ কু'রআান এবং নবীর সুন্নাত-এর উপর নির্ভর করিতেন। কু'রআান এবং সুন্নাতই স্বাভাবিকভাবে মুসলিমগণের পথ-প্রদর্শক ছিল। প্রাথমিক যুগের খলীফাদের আমলে রাজ্য বিস্তৃতি, ধর্মীয় এবং আইন সম্বন্ধীয় আলোচনায় ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ইত্যাদি কারণে জ্ঞানগত এবং বৈষয়িক ব্যাপারে সমগ্র নূতন জগতে অজ্ঞাতপূর্ব বহুবিধ প্রশ্ন উত্থিত হইত। এই সমস্ত প্রশ্নের সরাসরি উত্তর কু'রআান এবং সুন্নাতে পাওয়া যাইত না, তখন লোকে প্রয়োজনের তাকীদে নিজেদের আচরণ বা কাজকর্ম পরিচালনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য নিজেদের মতের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। প্রথম অবস্থায় নিশ্চয়ই ইহা কেবলমাত্র তত্ত্বগত পদ্ধতি ছিল না।

প্রথম হিজরীর শেষার্ধে হ'াদীছে'র সঙ্গে সঙ্গে ফিক্'হের আলোচনারও উন্নতি আরম্ভ হইল। পাশাপাশি এই দুইটি বিষয়ের যুগপৎ উন্নতির কারণে ঐতিহাসিক এবং যুক্তিবাদী মতবাদের মধ্যে অর্থাৎ আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ' বা আহ্‌লু'ল-'ইল্‌ম এবং আহ্‌লু'র-রা'য়-এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হইল। মায্'হাবসমূহের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাতা-গণ তাঁহাদের যে সব আইনগ্রন্থসমূহ রচনা করিলেন সেইগুলি ছিল হয় মৌখিক রিওয়ায়াত দ্বারা—যথাঃ ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) (মৃ. ১৫০/৭৬৭) অথবা লিখিতভাবে—যথাঃ ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫) দ্বারা। ইঁহারা সাধারণ নীতির প্রশ্ন সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করেন নাই। সম্ভবত ইমাম আশ-শাফি'ঈ (র) (১৫০—২০৪/৭৬৭—৮২০) প্রথমে (আর-রিসালাঃ গ্রন্থে) ফিক্'হের মূলনীতির (উস্'লু'ল-ফিক্'হ) মোটামুটি সূত্র নির্ধারণ করেন এবং ইসলামে কু'রআান, সুন্নাঃ, ইজমা' এবং কি'য়াসের ধর্মীয় এবং আইন সংক্রান্ত মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, কু'রআান বা সুন্নাঃ বা ইজ্‌মা'-তে কোন বিষয় আলোচিত না হইয়া থাকিলে তাহার সম্পর্কে কি'য়াস ব্যবহার করা হয় (রিসালাঃ, পৃ. ৬৫)। তাঁহার মতে কি'য়াস এবং ইজ্‌তিহাদ (দ্র.) এই শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত (ঐ, পৃ. ৬৬)। আরও বলা যায় যে, কম বেশী এই ধরনের একার্থবোধক শব্দ আরও আছে। যেমন রা'য় শব্দটি কি'য়াসের একার্থবোধক হিসাবে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু রা'য় শব্দটি খাঁটি যুক্তি প্রয়োগের অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে। অপর দিকে কি'য়াস অধিকতর সীমাবদ্ধ অর্থে অর্থাৎ যুক্তি প্রয়োগের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির জন্য ব্যবহৃত হয়। অথচ উহা ফিক্'হের অন্যান্য উস্'লের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত। কমবেশী একার্থবোধক শব্দ হিসাবে ইস্-তিহ্'সান, ইস্‌তিস্'লাহ' (দ্র.) মাফ্‌হূম (নিম্নে দ্র.), তা'লী'ল (নিম্নে দ্র.) শব্দগুলি উল্লেখ করা হয়।

ইমাম শাফি'ঈ (র) যে দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন তাহা অল্প-দিনেই তীব্র আলোচনার সূত্রপাত করে। বিরোধীদের মধ্যে দাউদ আজ'-জ'াহিরীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কি'য়াস প্রয়োগ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু সাদৃশ্যভিত্তিক যুক্তির জন্য পবিত্র গ্রন্থের মাফ্‌হূমের উপর নির্ভর করেন।

স্বয়ং শাফি'ঈ মায্'হাবপন্থী আল-বুখারী তাঁহার হ'াদীছ' সংকলনে "লোককে কু'রআান এবং সুন্নাতের অনুগত থাকিতে হইবে" এই নামে একটি অধ্যায় সংযোজিত করেন। সপ্তম বাবের শিরোনামায় তিনি আরম্ভ করেন, "রা'য় এবং কি'য়াস প্রয়োগ পরিহার সম্পর্কিত হ'াদীছ'সমূহ", নবম বাবের শিরো-নামাও সমভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ, তাহা এই, "নবীকে আল্লাহ্ যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা তিনি কিভাবে রা'য় বা তাম্'হী'ল ব্যতীত মুসলিমগণকে শিক্ষা দেন।" রা'য় শব্দটি আল-কাসত'-ল্লানীর ব্যাখ্যায় কি'য়াসরূপে অর্থ করা হইয়াছে।

আদ্-দারিমী তাঁহার সুনান গ্রন্থে কতকগুলি হ'াদীছ' সংকলন করিয়াছেন। ঐসব হ'াদীছে' বলা হইয়াছে যে, রা'য় এবং কি'য়াসের প্রয়োগ অনুমোদনযোগ্য নহে (মুক'াদ্দামাঃ, বাব, ১৬, ২১)।

অপরদিকে কি'য়াস সমর্থনকারিগণও হ'াদীছে'র উপরই নির্ভর করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন হযরত মুহ'াম্মাদ (স') মু'আায' ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ক'াদ'ী হিসাবে য়ামানে প্রেরণ করেন, তখন তাঁহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যখন কোন সমস্যার উদ্ভব হইবে তখন কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে?" তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্‌র পবিত্র গ্রন্থ মুতাবিক।" "যদি আল্লাহ্‌র পবিত্র গ্রন্থ মুতাবিক সমস্যার সমাধান না হয়?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "তাহা হইলে নবীর সুন্নাঃ অনুসারে।" "যদি আল্লাহ্‌র প্রেরিত গ্রন্থ এবং সুন্নাঃ মুতাবিক সমস্যার সমাধান পাওয়া না যায়?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে আমি আমার ব্যক্তিগত বা নিজস্ব মত (أجتهد برائي) অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব।" তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (স') মু'আাযে'র বুকে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিলেন, "প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (স')-এর দূত দ্বারা এমন উত্তর দেওয়াইলেন যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন" (আবূ দাঊদ, আক্'দি'য়াঃ, বাব ১১; তিরমিয'ী, আহ্'কাম বাব ৩; দারিমী, মুক'াদ্দামাঃ, বাব ১৯)।

উল্লিখিত সমস্ত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কি'য়াস উস্'লু'ল-ফিক্'হের মধ্যে স্থান করিয়া লইয়াছে। আছ'ারু'স-স'াহ'াবাঃ অর্থাৎ স'াহ'াবীদের রীতি উস্'ল হিসাবে কি'য়াসের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং উহা সাধারণত ইজমা'র (দ্র.) সমান স্থান পায়। ইজমা'

ওসূ'লু'ল-ফিক্'হের তৃতীয় মূল এবং কি'য়াস চতুর্থ স্থান অধিকার করে।

এই সব স্বীকৃতি সত্ত্বেও কি'য়াস বাধা-বন্ধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। কি'য়াসের বিরোধিগণ সূরাঃ ৪ : ৫৯ উল্লেখ করেন : "এবং যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয় তাহা হইলে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল (স')-এর উপর নির্ভর করিয়া সেই সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিবে।" তাঁহাদের মতে আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল (স) বুঝাইতে কু'রআন এবং সুন্নাঃকে বুঝানো হইয়াছে। সুতরাং এই আয়াত কি'য়াসকে পরোক্ষভাবে পরিত্যাগ করে। বারদণাব'ী এই আপত্তির জবাবে বলেন, "মূল গ্রন্থাদির (কু'রআান ও সুন্নাঃ) সাহায্যে মতভেদের মীমাংসা তাম্হ'ীর (উপরে দ্র.) এবং অনুমান অর্থাৎ কি'য়াস দ্বারাই করা হয়।"

এই আয়াতটি তাফ্সীরকার ইমাাম ফাখ্রু'দ-দীন আর-রাযীকে কি'য়াসের সীমাবদ্ধাবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ব্যাখ্যা দানের সুযোগ দিয়াছে। তাঁহার মতে কি'য়াসের উপর কু'রআান এবং সুন্নাঃ-র প্রাধান্য সম্পূর্ণ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত। যখন এই সকল আস্'ল বা মূল প্রয়োগ অসম্ভব তখনই কি'য়াস অনুমোদনীয়। এই সম্পর্কে দ্র. মু'আযে'র হ'াদীছ' (উপরে অনূদিত)। ইবলীসের উদাহরণও পেশ করা হয় যে, সে আল্লাহ্র হুকুম পালন না করিয়া তর্ক করিয়াছিল। মূল কু'রআান তাওয়াাতুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত (তাওয়াাতুর অর্থ কালপরম্পরায় নিরবচ্ছিন্ন সত্য বর্ণনা, যাহার যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না)। অথচ কি'য়াস শুধু যাজ্'নুন (স্বকীয় অনুমান) এবং কাফিরগণই স্বকীয় জ'ান (অনুমান) অনুসরণ করিয়া থাকে (১০ : ৬৬)। হ'াদীছে'র যাথার্থ্য নির্ধারণের বেলায় যদি পবিত্র গ্রন্থের (কু'রআানের) প্রয়োজন হয় তবে কি'য়াাসের বেলায় তাহা আরও অধিক প্রয়োজন। কু'রআান আল্লাহ্র বাণী, আর কি'য়াস মানুষের দুর্বল বুদ্ধিপ্রসূত কর্ম (ফিক'হ্, শারী'আত এবং উসূ'ল প্রবন্ধগুলি দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মাওলাব'ী মুহ'াম্মাদ 'আলাা ইব্ন 'আলী থানাব'ী, কাশ্শাফু'ল-ইস্'তি'লাহ'াতি'ল-ফানূন, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ., ২খ, ১১৮৯ প. ; (২) আশ্-শাফি'ঈ, রিসাালাঃ ফী উসূ'লি'ল-ফিক্'হ, বূলাাক' ১৩২১ হি., পৃ. ৬৫-৬৬ ; (৩) ফাখ্রু'দ-দীন আর-রাযী, মাফাতীহ'ল-গ'ায়ব, বূলাক' ১২৮৯, ২খ, ৪৬৫ ; (৪) E. Sachau, Zur alt. Gesch. des muh. Rechts in S. B. Ak. Wien. Vol., 65 (1870), p. 699 প. ; (৫) C. Snouck. Hurgronje, Nieuwe bijdragen tot de kennis Van den Islam, in Verspr. Gescher, ii. 50-56 ; (৬) ঐ লেখক, review of Die Zahiriten, by Goldziher in Verspr. Geschr., ৪ খ, ২৩ ; (৭) I. Goldziher, Die Zahiriten, p. 11 প. ; (৮) D. B. Macdonald, Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory, London 1903, p. 106 প. ; (৯) Th. W. Juynboll, Handl. tot de kennis v. d. Moh. Wet, Leyden 1825, p. 41—44 ; (১০) G. Bergstrasser, Anfange und Charakter des jurist. Denkens im Islam, in Isl. xiv. 1924, p. 79 ; (১১) D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita, Rome 1926, i, 36—37 ; (১২) H. Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d—Din Ahmed b. Taimiya, Le Caire 1239, p. 133-216 ; (১৩) Schacht, The origins of Muhammadan jurisprudence, p. 98 প.।

A. J. Wensinck (S. E. I.)/আবু বকর সিদ্দীক

কিরাআত (قراءة : কি'রাাআঃ) আবৃত্তি করিবার নিয়ম, মূল কু'রআান শারীফের যতিচিহ্ন এবং স্বরযুক্ত সঠিক আবৃত্তি। ইব্নু'ল-জাযারীর মতে আস্-সুয়ূত'ী কু'রআান শারীফের বিভিন্ন পঠনকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :

১। সর্বজনস্বীকৃত কি'রাাআঃ, ইজ্মাা'উ'স্'-স'াহ'াবাঃ এবং তাওয়াাতুর (দ্র. তাওয়াাতুর) হিসাবে আগত, ইহা হযরত 'উছ'মান (রা)-এর সম্পাদিত মূল গ্রন্থের সাতটি বৈধ পাঠ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই পাঠগুলি আবূ 'আম্র ইব্নু'ল-'আলাা', হ'াম্যাঃ, 'আাসি'ম ইব্ন 'আামির, ইব্ন কাছ'ীর, নাাফি' এবং আল-কিসাঈ হইতে বর্ণিত। এইগুলি ইব্ন মুজাাহিদ (মৃ. ৩২৪/৯৩৬) প্রকাশ করেন (আল-কি'রাাআাতু'স্-সাব্'আঃ ; "কু'রআান" প্রবন্ধ ১৮ অনুচ্ছেদ দ্র.)। দশ সংখ্যা পূরণের জন্য ইঁহাদের সহিত য়া'কূ'ব, খালাফ এবং আবূ 'উবায়দের নামও যোগ করা হয়।

২। যে কি'রাাআঃ নির্ভরযোগ্য ; কিন্তু যাহার তাওয়াাতুর ছাড়া কেবল ইজ্মাা' আছে তাহাকে কি'রাাআাতু'শ্-শায্'য'াঃ বলা হয়। ইহা ইব্ন মাস'উদের এবং উবায়্যির মাস্'হ'াফ। ইব্ন শানাবূয' উক্ত মাস্'হ'াফ দুইটি ব্যবহার করায় ৩২৩/৯৩৫ সনে দণ্ডপ্রাপ্ত হন এবং এই ঘটনার পর ঐ দুই মাস'হ'াফের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

৩। পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত কি'রাাআাতু'শ্-শায্'য'াঃ, ইহাতে খালাফ, আবূ 'উবায়দ এবং ইব্ন সা'দান প্রমুখ ব্যাকরণবিদ ও সমালোচকের প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ সংযোজিত হইয়াছিল। এইসব সংশোধনী ইখ্তিয়ারপ্রসূত এবং হ'াদীছ'-পরিপন্থী বিধায় ৩২২/৯৩৪ হইতে নিষিদ্ধ হয়। ইব্ন মুক্'সিম আল-'আত'াারের কি'রাাআঃও নিন্দিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Noldeke, Geschichte des Qorans, (2 ed.) iii ; (২) A. Jeffery, Materials for the History of the Text of the Qur'an, Leyden 1937 ; (৩) সুয়ূত'ী, ইত্কা'ান, কায়রো ১২৭৮, ১খ, ৯৬ ; (৪) 'আব্দু'ল-মাসীহ' আল-কিন্দী, রিসাালাঃ, পৃ. ৭৯—৮৩ ; (৫) য়াকূ'ত, ইর্শাদ, ৬ খ, ৩০০ প., ৪৯৯ প.।

L. Massignon (S.E.I.)/আবু বকর সিদ্দীক

কি'সা'াস' (قصاص) 'ক'াওয়াদ' শব্দের সহিত একার্থবাচক। অর্থ ন্যায্য বদলা বা প্রতিশোধ, হত্যার জন্য (কি'সা'াস' ফি'ন্-নাফ্স-জানের বদলা) এবং মারাত্মক নহে এরূপ আঘাতের জন্য (কি'সা'াস' ফী মাা দূনা'ন-নাফ্স)। সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেহ কাহাকে হত্যা করিলে বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান রহিয়াছে ইসলামী পরিভাষায় তাহাকেই কি'সা'াস' বলে।

১। কু'রআানের ২ : ১৭৮ আয়াতে কি'সা'াস' সম্পর্কে বলা হইয়াছে : "হে মু'মিনগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কি'সা'াসে'র বিধান দেওয়া হইল। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী ; কিন্তু যদি কাহাকেও তাহার ভ্রাতার পক্ষ হইতে কিছুটা ক্ষমা করা হয়

তাহা হইলে প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তাহার দেয় আদায় বিধেয়। ইহা তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে ভার লাঘব এবং অনুগ্রহ। ইহার পরও যে সীমালঙ্ঘন করে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।-(১৭৯) হে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কি'সা'সে'ই তোমাদের জন্য জীবন রহিয়াছে যাহাতে তোমরা সাবধান হইতে পার।" এই অংশে ইহা বুঝা যায় যে, একজন স্বাধীন লোক যদি কাহাকেও হত্যা করে তবে তাহাকেই কি'সা'সে' হত্যা করিবে। একজন দাস কাহাকেও হত্যা করিলে সেই দাসকে এবং একজন স্ত্রীলোক কাহাকেও হত্যা করিলে সেই স্ত্রীলোককে কি'সা'সে' হত্যা করিবে। কোন স্বাধীন লোকের হত্যাকারী ক্রীতদাস বা স্ত্রীলোক হইলে শুধু সেই ক্রীতদাস বা স্ত্রীলোককেই হত্যা করা যাইবে। কি'সা'স' সম্পর্কে আর একটি আয়াত হইতেছে ৫ : ৪৫, "আমরা তাহাদের (য়াহূদী-দের) জন্য ইহাতে (তাওরাতে) বিধান দিয়াছিলাম যে, জীবনের বদলে জীবন, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম; অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহার পাপ মোচন হইবে।" হি. ৩-৫ সনে ৪ : ৯২ এবং তৎপরবর্তী আয়াত নাযিলের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং অনিচ্ছাকৃত ঘটনাক্রমে হত্যার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশিত হইল।

২। নবী (স')-এর জীবনী হইতে যে সমস্ত ঘটনা সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই সব ঘটনা কি'সা'সে'র বিধান সমর্থন করে। মদীনা যুগের প্রাথমিক অবস্থায় আন্তঃসাম্প্রদায়িক চুক্তিতে এই বিধি প্রচলিত ছিল যে, যদি কেহ কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করে এবং হত্যাকারীর দোষ প্রমাণিত হয় তাহা হইলে কি'সা'সে'র ব্যবস্থা কার্যকর হয় যদি না নিহত ব্যক্তির ওয়ালী (কি'সা'সে'র দাবীদার) দাবী পরিত্যাগ করে। সকল বিশ্বাসীকে হত্যাকারীর বিপক্ষে যাইতে হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। মদীনার য়াহূদীদের জন্যও বিধান ছিল যে, একটি যখমের জন্য কি'সা'স গ্রহণ করা হইতেও যেন কাহাকেও বিরত রাখা না হয়। উম্মার ন্যায়নীতির স্বার্থে কি'সা'সে'র একটা সীমারেখা নির্ধারণের প্রয়োজন হয়; যেমন কোন মু'মিন যেন কোন কাফিরকে হত্যা করার কারণে কোন মু'মিনকে হত্যা না করে। মক্কা বিজয়ের পর নবী (স') একটি নিয়ম জারী করিলেন যে, কোনও খুনী অপরাধীও ইসলাম গ্রহণ করিলে সেই তারিখ হইতে তাহার কুফরকালীন অপরাধ ধর্তব্য হইবে না (দ্র. ফিক্'হ গ্রন্থসমূহের ক'াত্ল)। তিনি কি'সা'সে'র ব্যবস্থায় কড়াকড়িও করিয়াছিলেন এবং দুইবার হত্যাকারীকে আইনের নির্দেশ অনুসারে মৃত্যুদণ্ড দান করিয়াছিলেন, কারণ অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া উভয় ক্ষেত্রে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারীকে কি'সা'সে'র পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ দাবী করার সুযোগ দেন নাই। একটি নির্ভরযোগ্য হ'াদীছ' মতে জানা যায় যে, এক য়াহূদী একজন মুসলিম জারিয়াঃকে (ক্রীতদাসীকে) প্রস্তরাঘাতে মস্তক চূর্ণ করিয়া হত্যা করিলে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাহাকে ঠিক সেইভাবেই হত্যার আদেশ করিয়াছিলেন।

৩। শারী'আর নিয়ম অনুসারে কি'সা'স' ফি'ন-নাফ্স: বেআইনী হত্যার ব্যাপারে (প্রবন্ধ ক'াত্ল-এর ১, ৫ এবং ৬ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বেআইনী হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে) কি'সা'স' কার্যকর হয় অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়, যাহাকে ওয়ালীউ'দ-দাম (খুনের বদলা গ্রহণকারী) বলা হয়, কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে অপরাধীকে হত্যা করার অধিকার লাভ করে।

কি'সা'স' কার্যকর করিতে হইলে নিম্নলিখিত শর্তাদি পূরণের প্রয়োজন:

(১) নিহত ব্যক্তির জীবন শারী'আঃ কর্তৃক রক্ষিত হইতে হইবে (দারু'স্-সুল্হ' দ্র.)। মুসলিম, যি'ম্মী এবং মু'আহিদ যতদিন পর্যন্ত দারু'ল-ইসলামে অবস্থান করে ততদিন সে রক্ষণাধীন বলিয়া গণ্য। মুসতা'মীন (আশ্রয়প্রার্থী), মুরতাদ্দ (ইসলামত্যাগী) এবং হ'ারবীর জীবন অনুরূপ রক্ষণাধীন নহে। বেআইনী হত্যার বিচার করাই ইহার উদ্দেশ্য। অমুসলিম মুসতা'মিনকে হত্যা করা বেআইনী, কিন্তু তাহাতে কি'সা'স' নাই। (২) নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর বংশধর অথবা তাহার দাস অথবা তাহার কোন বংশধরের দাস হইলে কি'সা'স' বর্তাইবে না। (৩) হত্যাকাণ্ডের সময় অপরাধীকে বিবেচনা এবং বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের বয়সী হইতে হইবে। (৪) অন্যান্য শর্তের ব্যাপারে মতভেদ আছে (নিম্নে দ্র.)। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে পূর্বের হত্যাপরাধ হইতে মুক্ত হয়। অপরাধীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিলে কি'সা'স' প্রয়োগ স্থগিত থাকে। যদি হত্যাকারী কি'সা'স গ্রহণ করার পূর্বে মরিয়া যায় তাহা হইলে ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) এবং ইমাম মালিক (র)-এর মতে বদলা গ্রহণকারীর দাবী শেষ হইয়া যায়, কিন্তু ইমাম শাফি'ঈ এবং ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মতে তখনও ক্ষতি-পূরণ দাবী বলবৎ থাকে।

ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফি'ঈ (র) এবং ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) দাবী করেন যে, উল্লিখিত শর্তসমূহ ছাড়াও কি'সা'সে'র পূর্বে ইসলাম এবং আযাদীর দিক হইতে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি ন্যূনপক্ষে সমপর্যায়ের হইতে হইবে।

কেবল নির্দিষ্ট প্রমাণ আনয়ন করিলেই কি'সা'স' প্রয়োগ করা যায়। খুনের বিচারে প্রমাণপদ্ধতি অন্যান্য বিচারের মতই। কি'সা'স' ফি'ন-নাফ্স-এর বেলায় প্রাচীন আরব প্রথামত ক'াসামাঃ প্রয়োগ করা হয় (ক'াসাম দ্র.)। (ক'াসামাঃ ইসলামে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে)।

কি'সা'স' গ্রহণ ওয়ালীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর মতে তরবারি বা সেই ধরনের কোন অস্ত্র দ্বারা শিরশ্ছেদ করিতে হইবে; ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে কিছুটা বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে যেভাবে নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছিল অপরাধীকেও সেইভাবে হত্যা করিতে হইবে; এই উভয় মতই ইমাম ইব্ন হ'াম্বাল (র) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে।

সাধারণত নিহত ব্যক্তির নিকটতম কোন আত্মীয় (ওয়ালী) অথবা সে ক্রীতদাস হইলে তাহার মালিক দাবী করিলে কি'সা'স' প্রয়োগ করা হয়। যদি সমান সম্পর্কের একাধিক নিকটতম আত্মীয় থাকে তবে সকলকেই দাবী করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে একজন রেহাই দিলে সে রেহাই সকলের পক্ষে কার্যকরী হইয়া থাকে।

৪। শারী'আতের নিয়ম অনুসারে কি'সা'স' ফী মা দূনা'ন-নাফ্স: যদি কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে ('আম্দের সঙ্গে ক'াত্ল, ক'াত্ল প্রবন্ধ ১ : ৫ দ্র.) এবং বেআইনীভাবে কাহাকেও এমন আঘাত করে যাহা মারাত্মক নহে এবং যাহা আঘাতকারীর উপরও ঠিক অনুরূপভাবে হানা যায়, তাহা হইলেও অপরাধীর উপর কি'সা'স'

প্রযুক্ত হইবে ; (ইমাম মালিক (র)-এর মতে কি'সা'স' দক্ষ লোকের দ্বারা প্রয়োগ করা উচিত)। তবে নিম্নলিখিত পরিবর্তনসহ কি'সা'স' ফি'ন-নাফ্সের প্রয়োজনীয় শর্তাদি বিদ্যমান থাকিতে হইবে ; ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর মতে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে অথবা দাসগণের মধ্যে কি'সা'স' ফী মা দূনা'ন-নাফ্স প্রযোজ্য নহে। কিন্তু ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে (ইমাম ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মতেও কি'সা'স' ফী মা দূনা'ন-নাফ্স) প্রযোজ্য। ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) এবং ইমাম মালিক (র) স্বাধীন লোক এবং দাসের মধ্যে কি'সা'স' ফী মা দূনা'ন-নাফ্স অনুমোদন করেন নাই। ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফি'ঈ (র) এবং ইমাম আহ'-মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মতে এই কি'সা'স' একজনের জন্য কয়েকজনের উপর প্রয়োগ করা যায় কিন্তু ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর মতে তাহা করা যায় না।

৫। কি'সা'স' যদি প্রযোজ্য না হয় অথবা ওয়ালী যদি স্বেচ্ছায় তাহার দাবী ত্যাগ করে তবে তাহা সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ দাবী করা যায়। একটি বেআইনী হত্যার জন্য রক্ত-পণ (দিয়াত দ্র.) নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিতে হইবে ; মারাত্মক নহে এমন অবৈধ যখমের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে সম্পূর্ণ 'দিয়াঃ' কিংবা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ 'দিয়াঃ' কিংবা আইন মুতাবিক (আরশ্) 'দিয়াঃ' কিংবা বিচারক (হ'কূমাঃ) কর্তৃক নির্ধারিত 'দিয়াঃ' আহত ব্যক্তিকে দিতে হইবে। এই সব ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তি বা নিহত ব্যক্তিকে স্বাধীন লোক গণ্য করা হইয়াছে। যদি নিহত ব্যক্তি দাস হয় তাহা হইলে তাহার ন্যায্য মূল্য প্রদান করিতে হইবে। যদি অপরাধী দাস হয় তবে তাহার মালিককেই উক্ত 'দিয়াঃ' আদায় করিতে হইবে ; তবে মালিক 'দিয়াঃ' হিসাবে উক্ত দাসকে প্রদান করিয়াও অব্যাহতি পাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, p. 186 প. ; (২) Procksch, Uber die Blutrache bei den Vorislamischen Arabern und Mohammads Stellung zu ihr ; (৩) Zum altesten Strafrecht der Kulturvolker Fragen Zur Rechtsvergleichung, gestellt von Th. Mommsen, Section v—vii. ; (৪) Lammens, L, Arabie Occidentale avant l'hegire, p. 181 প.—Wensinck, Handbook, পৃ. স্থা.—Juynboll, Handleiding, tot de Kennis Van de mohammadaanesche wet (3rd ed.), p. 299 প. ; (৫) G. Bergstrasser, Grundzuge des Isl. Rechts, 1935 ; (৬) J. Schacht, Origins of Muh. jurisprudence, স্থা.।

J. Schacht (S.E.I.)/আবূ বকর সিদ্দীক

আল-কু'দ্স (القدس) মুসলিম যুগে জেরুযালেমের প্রচলিত 'আরবী নাম। প্রাচীন লেখকগণ ইহাকে সাধারণত বায়তু'ল-মাক্'-দিস (কাহারও মতে আল-মুক'াদ্দাস, তু. Gildemeister, in ZDMG, ৩৬ : ৩৮৭ প. ; Fischer, ঐ, ৬০ : ৪০৪ প.) নামে অভিহিত করে। ইহা প্রকৃতপক্ষে সুলায়মানের মাস্জিদের নাম। ইহা হিব্রু Bethammikdash-এর অনুবাদ (দ্র. ইব্ন হিশাম, ed. Wustenfeld, পৃ. ২৬৩)। পরবর্তীকালে এই নাম সমগ্র শহরের জন্য প্রযোজ্য হইয়া গিয়াছে। সময় সময় ঈলিয়া' নামও ব্যবহৃত হয়। এই নাম ১৩৫ খৃ.-এর পর প্রদত্ত রোমান নাম Colonia Aelia Capitolina হইতে গৃহীত, অধিকন্তু তাহারা প্রাচীন নাম জেরুযালেমও জানিত। তাহারা ইহাকে উরিশালিম বা উরিশালাম বলিত (য়াকূ'তের বানান ভিন্ন, ed. Wustenfeld, ১খ, ৪০২)। মুক'াদ্দাসীর গ্রন্থে আল্-বালাত' নামও দেখা যায়। এই নামের অর্থ অনিশ্চিত। তবে নামটি পালাতিয়াম (Palatium) শব্দ হইতে গৃহীত, সম্ভবত এই শব্দের অর্থ 'রাজপ্রাসাদ' , অন্যান্য স্বল্প ব্যবহৃত নাম সম্বন্ধে দ্র. Gildemeister, পূ. প্র.।

বহু পয়গ'াম্বরের কর্মক্ষেত্র এবং চিরবিশ্রাম-স্থল হিসাবে জেরু-যালেম পূর্ব হইতেই ইসলামের দৃষ্টিতে অতিশয় সম্মানিত ছিল ; তদুপরি ইহাই ছিল ইসলামের প্রথম কি'ব্লাঃ। এতদ্ব্যতীত আল-মাসজিদু'ল-আক্'সা (অর্থাৎ জেরুযালেম) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর মি'রাজ উপলক্ষে কু'রআনে (১৭ : ১) উল্লিখিত হইয়াছে।

'আরবগণ কর্তৃক জেরুযালেম অধিকার সম্পর্কে দুইটি ভিন্ন মত দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে দেখা যায় যে, 'আরব সেনাপতি আবূ 'উবায়দাঃ (১৭/৬৩৮) হযরত 'উমার (রা)-কে তাঁহার প্রধান নগর জাবিয়াতে আগমন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। কারণ হযরত 'উমার (রা) নিজে আসিলেই জেরুযালেমের লোকগণ তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিবেন। অন্য বিবরণ অনুসারে যাহা de Goeje, Memoire sur la Conquete de la Syrie. ১৮৬৪, পৃ. ১১০ প. যথার্থভাবে বিচার করিয়া বলেন যে, হযরত 'উমার (রা) জাবিয়াতে নিজের ইচ্ছাতে বিজিত দেশসমূহের ব্যবস্থা করার জন্য আসিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে (বালাযু'রীর মতে, পৃ. ১৩৯) তিনি খালিদ ইব্ন হ'াবিতকে জেরুযালেম নগর অব-রোধ করিবার জন্য প্রেরণ করেন এবং খালিদ শহরের আত্ম-সমর্পণের যে সমস্ত শর্ত গ্রহণ করিলেন তাহাই হযরত 'উমার (রা) অনুমোদন করিলেন। এই শর্তসমূহ, যাহা বিভিন্ন ভাষায় সংরক্ষণ করা হইয়াছে, (যেমন ত'াবারী ১খ, ২৪০৪ প. ; বালা-যু'রী. পৃ. ১৩৯ ; য়া'কূ'বী, ২খ, ১৬৭ ; তু. de. Goeje, পূ., প্র., পৃ. ১২২ প.) খুবই সহজ ছিল। খৃস্টান অধিবাসিগণকে তাহাদের জীবনের, সম্পত্তির, গির্জার এবং ক্রুশের নিরাপত্তা দেওয়া হইল ; কিন্তু য়াহূদীগণ তাহাদের সহিত বাস করিতে পারিবে না। গির্জা-গুলি আবাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না এবং এই সবকে ধ্বংস বা আয়তনে ক্ষুদ্রাকার করিতে পারিবে না। খৃস্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে এবং পরিবর্তে তাহাদিগকে জিয্য়াঃ কর দিতে হইবে এবং বায়য্যান্টাইন সেনাদল আক্রমণকারীদিগকে বিতা-ড়িত করার নিমিত্ত সাহায্য করিতে হইবে। জেরুযালেম দখলের তারিখ সম্পর্কে মতানৈক্য আছে ; উদাহরণস্বরূপ ত'াবারী বলেন ১৬ হি. রাবী'উছ'-ছ'ানী (১ খ, ২৪০৮)।

জেরুযালেম দখলের পর হযরত 'উমার (রা)-এর আচরণ সম্পর্কে আরও বিবরণ বিভিন্ন খৃস্টান এবং মুসলিম লেখকগণ দিয়া-ছেন। Theophanes (ed. de Boor, i. 339) তাঁহার অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকের রচনায় ৬৩৭ খৃ.-এর বিবরণে লিখেন যে, খৃস্টানদের সুবিধাজনক শর্তে সন্ধির পর খলীফা পবিত্র শহরে প্রবেশ করিলেন। দশম শতাব্দীতে মিসরীয় খৃস্টান Eutychius (Annales, ed. Pococke, ii. 285 প. and in Vincent and Abel, Jerusalem, ii. 243) কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলেন, হযরত 'উমার (রা) Resurrection (পুনরুত্থান) নামক গির্জায় প্রাঙ্গণে স'ালাত আদায় করিতে অস্বীকার করেন এবং তৎপরিবর্তে প্রবেশ

সিঁড়ির উপর প্রার্থনা করেন যাহাতে মুসলিমগণ গির্জাকে মসজিদে পরিণত করার জন্য তাঁহার এই কাজকে দলীল হিসাবে গ্রহণ না করে। সেই মর্মে তিনি Patriarch Sophronius-কে একটি দলীলও প্রদান করেন। তাঁহার অনুরোধে মন্দিরের নিকট তাঁহার মসজিদের জন্য আবর্জনাবৃত একটি প্রস্তর টিলা দেখাইয়া দিলেন। খালীফা সঙ্গে সঙ্গেই আবর্জনা পরিষ্কার করিবার কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং মুসলিমগণও তাঁহার অনুসরণ করায় শীঘ্রই টিলাটি বাহির হইয়া পড়িল। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে মসজিদের নক্শা এমনভাবে করিবার আদেশ দিলেন যাহাতে সালাতের সময় প্রস্তর-টিলাটি মুসাল্লীদের পিছনে থাকে। ইহা স্পষ্ট যে, গির্জার উপর খৃস্টানদের অধিকার যাহাতে বলবৎ থাকে এবং যাহাতে গির্জাটি হস্তান্তরিত না হয় তাহাই মহান খালীফার এই স্বীকৃতি দ্বারা নিশ্চিত করা হইয়াছে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ যথা : দশম শতাব্দীর আল-মুশার্রাফ, শিহাবু'দ-দীন আল-মাক্‌দিসী, শামসু'দ্-দীন আস-সুয়ূতী এবং মুজীরু'দ্-দীন (নিম্নে দ্র.) অপরপক্ষে ভিন্নতর বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে Patricius প্রথম অবস্থায় হযরত 'উমার (রা) হযরত 'দাঊদ' ('আ)-এর মসজিদ দর্শন করিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে Church of Holy Sepulchre এবং Church of Sion দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু খালীফা তাঁহার এই চাতুরী ধরিয়া ফেলিলেন। কারণ রাসূল (স) তাঁহাকে ঐ স্থানগুলি মি'রাজে যেইরূপ দেখিয়াছিলেন সেইরূপই বর্ণনা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে সেই মসজিদের নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তিনি সঠিক স্থান চিনিতে পারিলেন, কিন্তু প্রথমে ইহার ভগ্নাবশেষ পরিষ্কার করার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাবারী, ১ খ, ২৪০৮ ইহার কিছুটা অন্য রকম বর্ণনা দিয়াছেন।

এই সমস্ত বর্ণনা গভীরভাবে পরীক্ষা করিলে আমরা দেখি যে, হযরত 'উমার (রা) পরিত্যক্ত মন্দিরের জায়গায় মুসলিমদের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন—এই সম্বন্ধে সকলেই একমত। আমাদের এই মত যে অভ্রান্ত তাহা বিশপ Arculfus-এর Itinera Hierosolymitana, ed. P. Geyer, 1898, p. 229 প., তু. Arculf, transl. by Mickley, 1917 p. 19 প.) বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত (৬৭০ খৃ.)। তাঁহার বর্ণনানুসারে মসজিদটি একটি সাদাসিধা অট্টালিকা ছিল। কিন্তু ইহাতে ৩,০০০ লোকের স্থান সংকুলান হইত। জেরুযালেম বিজয়ের ফলে যে অবস্থা উদ্ভূত হইয়াছিল মসজিদ নির্মাণ দ্বারা তাহার যথাযথ মীমাংসা হয়। খৃস্টানদিগকে যে সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে উহার সহিত কোন প্রকার বিরোধের মুকাবিলায় না যাইয়া খালীফা মুসলিম কর্তৃক পরিগণিত পবিত্র স্থানটি লাভ করিলেন। কারণ খৃস্টানগণ মন্দিরের কাছে গির্জা নির্মাণ করিত না। Eutychius-এর আর একটি বর্ণনায় আছে : আমাদের সময়ের মুসলিমগণ (অর্থাৎ দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ) হযরত 'উমার (রা)-এর নিয়মাবলী বাতিল করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা কন্স্টান্টিনিয়ান গির্জার সামনের প্রাঙ্গণের প্রায় অর্ধেকটি দখল করিয়া সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন, কারণ হযরত 'উমার (রা) সেখানে সালাত আদায় করিয়াছিলেন এবং ইহাকে 'উমারের মসজিদ বলা হয়। Schmalz (Mater Ecclesiarum, p. 361.) মনে করেন—এই মসজিদের কতিপয় স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। সিরীয় উৎস হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ দ্বারা জানা যায় যে, বহু 'আরব মু'আবিয়াঃ (রা)-কে সমর্থন করিবার জন্য জেরুযালেমে একত্র হন। 'আরবী উৎসে (তাবারী, ২খ, ৪; মাস'উদী, ৫ খ, ১৪; ইব্নু'ল-আছীর, ৩ : ৩৮৮) হইতে জানা যায় যে, ৪০ হি. সনে জেরুযালেমে তাঁহার প্রতি আনুগত্য জানানো হয়।

খালীফা 'আবদু'ল-মালিক (৬৫—৮৬/৬৮৫-৭০৫) (য়া'কূবী প্রবন্ধ, ২ : ১৬৭; বালাযুরী, পৃ. ১৪৩; য়াকূত, সংস্করণ Wüstenfeld, ২খ, ৮১৮; ইব্নু'ল-আছীর, ২খ, ৩৯০) এই শহরের সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রস্তর-টিলা বা সাখরার উপরে একটি গম্বুজ নির্মাণ করেন। এই স্থানেই হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁহার কাদাম মুবারাক রাখিয়া মি'রাজ গমন করিয়াছিলেন। কুব্বাতু'স-সাখ্রাঃ (দ্র.) এবং ইহার চারপাশে তাওয়াফ করিতে হয়, খালীফা ইহাকে (মুকাদ্দাসী in BGA, iii, 159) Sepulchre গির্জার গম্বুজ হইতে অধিকতর সুন্দর করিয়া তৈয়ার করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অন্যরা খালীফা প্রথম ওয়ালীদকে কু'ব্বাতু'স্-সাখ্রার প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন, কিন্তু উৎকীর্ণ শিলালিপি ইহা সমর্থন করে না। শিলালিপিতে দেখা যায়, 'আব্বাসী খালীফা আল-মা'মূন 'আবদু'ল-মালিকের নাম পরিবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই পরিবর্তনের পরও রঙ-এর পার্থক্য এবং তারিখ ৭২ (৬৯১) অপরিবর্তিত রহিয়াছে। পরবর্তী লেখকগণের মতে (ইব্ন তাগ্‌রি-বির্দী, 'উলায়মী ইত্যাদি) 'আব্দু'ল-মালিক আক্সা মসজিদও নির্মাণ করেন। পরবর্তী-শতাব্দীগুলিতে ফিলিস্তীন এবং সিরিয়ার অন্যান্য শহরের সহিত জেরুযালেমের ইতিহাস একই সূত্রে গ্রথিত ছিল। উমায়্যাদের পর ইহা 'আব্বাসীদের, ৮৭৮—৯০৪ পর্যন্ত তূলূনীদের এবং ৯৭৪-এর পর হইতে ইহা ফাতিমীদের অধীন ছিল। ১০০৯ খৃ. আল-হাকিমের আদেশে Sepulchre গির্জা ধ্বংস করা হয়, কিন্তু ১০৩৮ সালের সন্ধির পর বায়যান্টাইন সম্রাট ইহাকে পুনরায় নির্মাণ করেন। ১০৭০ সালে ফাতিমীগণের নিকট হইতে সালজুকগণ ইহা দখল করেন। ১০৭৬ সালে বিদ্রোহে বহু লোককে হত্যা করা হয়। ফাতিমী খালীফা আল-মুসতা'লী ১০৯৬ সালে ইহা পুনরায় দখল করেন। ১০৯৯ (জুলাই ১৫) ক্রুসেডারগণ কর্তৃক ইহা বিজিত হয় এবং পুনরায় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ক্রুসেডারগণ মসজিদগুলি দখল করিয়া উহাদিগকে খৃস্টান গির্জায় পরিণত করে।

১১৮৭ সালে সালাহু'দ্-দীন পুনরায় জেরুযালেম দখল করেন। তখন এই শহর খৃস্টান বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিল এবং খৃস্টীয় চিহ্নসমূহ দূরীভূত করা হইল। আক্সা মসজিদের পুনরুদ্ধার কাজের জন্য সালাহু'দ্-দীন বিশেষ যত্নবান হইলেন।

১২২৯ সাল হইতে ১২৪৪ সাল পর্যন্ত সম্রাট ২য় ফ্রেডারিকের সহিত আয়্যূবী আল-কামিলের সন্ধির শর্তানুসারে মুসলিমদের পবিত্র স্থান হারাম ছাড়া জেরুযালেমের বাকী সব অংশ খৃস্টানদের দখলে ছিল। ১২৪৪ সালে ইহা পুনরায় আয়্যূবীদের অধিকারে চলিয়া আসে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইহা সিরিয়া এবং ফিলিস্তীনের সহিত মামলুক সাম্রাজ্যের একটি অংশে পরিণত হয়।

১৫১৬ সালের পর হইতে জেরুযালেম তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইহার তৎপরবর্তী ইতিহাস তেমন ঘটনাবহুল নয়। শুধু মিসরের মুহাম্মাদ 'আলী সাময়িকভাবে ১৮৩১-১৮৪০ সাল পর্যন্ত ইহা দখলে রাখিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে খৃস্টান প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর মন্দিরের

জায়গায় অখৃস্টানদের যে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল তাহা রহিত করা হইল। ১৮৮১ সাল হইতে বেশ কিছু সংখ্যক য়াহূদী এখানে আশ্রয়প্রার্থী-রূপে আসে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জেরুযালেম বৃটিশ কর্তৃত্বাধীন ফিলিস্তীনের রাজধানীতে পরিণত হইল। এই অবস্থায় ফিলিস্তীনী 'আরব এবং য়াহূদী আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে যে সংঘর্ষ শুরু হয়, তাহার ফলে পবিত্র জেরুযালেমের সহিত বিশ্ব-মুসলিমের সম্পর্ক বিশেষভাবে দৃঢ় হইয়া পড়ে। এমন কি ১৯৪৮ সালে ইস্রাঈল রাষ্ট্র গঠনের পরেও জেরুযালেমের অবস্থা আজও অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে (বিস্তারিত জানিতে হইলে দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ-এর 'আল-কু'দস' নিবন্ধ)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-মুশাররাফ, কিতাব ফাদ'াইল বায়তি'ল-মাক্'দিস ওয়া'শ-শাম ; (২) ইব্ন 'আসাকির, কিতাবু'ল-জামি'ই'ল-মুস্তাক'স'াা ফী ফাদ'াইলি'ল-মাস্জিদি'ল-আক্'স'া ; (৩) ইব্ন ফির্কা'াহ, কি'তাবু বা'ইছি'ন-নুফূস ইলা৷ যিয়ারাতি'ল-কু'দ্সি'ল-মাহ্'রূস ; (৪) অজ্ঞাত গ্রন্থকার কর্তৃক তারীখ ওয়া ফাদ'াইল কু'দ্স-ই-শারীফ, কনস্টান্টিনোপল ১২৬৫ ; (৫) G. Le Strange, Palestine under the Moslems, 1890 ; (৬) Gildemeister, Die arabischen Nachrichten zur Geschichte der Harambauten in ZDPV xiii, I প. ; (৭) R. Hartmann, Geschichte der Aksamoschee, in ZDPV xxxii, 185 প. and the bibliography of the article কু'ব্বাতু'স-স'খরাঃ।

F. Buhl (S.E.I.)/আবু বকর সিদ্দীক

কু'নূত (قنوت) একটি ধর্ম সম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দ। ইহার বিভিন্ন অর্থ আছে; কিন্তু সেই সবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্বন্ধে অভিধানকারগণের মধ্যে মতৈক্য নাই। 'বাকসংযমন', 'স'ালাতের মধ্যে দু'আা, আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সম্বন্ধের সবিনয় স্বীকৃতি' ও 'দণ্ডায়মান হওয়া'—এই সমস্ত অর্থ সাধারণত অভিধানে প্রদত্ত হইয়াছে এবং কু'রআনেও এই সব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শব্দটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কোন একটি নির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করা দুরূহ (দ্র. ২ : ১১৬, ২৩৮ ; ৩ : ১৭, ৪৩ ; ৪ : ৩৪ ; ১৬ : ১২০ ; ৩০ : ২৬ ; ৩৩ : ৩১, ৩৫ ; ৩৯ : ১৯ ; ৬৬ : ৫, ১২)।

হ'াদীছ' হইতে ইহার অর্থের স্পষ্টতর সন্ধান পাওয়া যায়। 'শ্রেষ্ঠ স'ালাত হইল দীর্ঘ কু'নূত' (মুসলিম, স'ালাতু'ল-মুসাফিরীন, হ'াদীছ' নং ১৬৪, ১৬৫, বাব আফ্দ'ালু'স-স'ালাতি'ল-কু'নূত ; তিরমিয'ী, স'ালাত, বাব ১৬৮)। তাফসীরকারগণের সম্মিলিত অভিমত হইল যে, এখানে কু'নূতের অর্থ 'দণ্ডায়মান থাকা'। একটি প্রসিদ্ধ হ'াদীছ' হইতেছে : "আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর সমতুল্য হইতেছে ঐ ব্যক্তি, যে রোযা রাখে, (স'ালাতে) দণ্ডায়মান থাকে এবং যে কা'ানিত বি আয়াতিল্লাহ্" (মুসলিম, ইমারাঃ, হ'াদীছ' নং ১১০)। এখানে সম্ভবত কা'ানিত-এর অর্থ "দণ্ডায়মান হইয়া আবৃত্তি করা" (দ্র. আবূ দাঊদ, শাহ্র রামাদ'ান, বাব ৯ ; "যে কু'রআনের এক শত আয়াত দণ্ডায়মান অবস্থায় পাঠ করে সে কা'ানিতগণের অন্তর্ভুক্ত")। সাধারণত কু'নূত শব্দ অর্থের দিক হইতে দু'আা' শব্দের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি হ'াদীছের উল্লেখ করা যাইতে পারে—যাহাতে বলা হইয়াছে যে, বানূ রি'ল এবং বানূ য'াক্ওয়ান কর্তৃক বি'র মা'ঊনায় কু'র্রা'গণ শহীদ হইলে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এক মাস যাবৎ ফজ্রের স'ালাতের পর আল্লাহ্র নিকট কু'নূত করিতেন (বুখারী, বি'ত্র বাব—৭)। এই স্থানে কু'নূত শব্দের ব্যাখ্যা রাদ'উ 'আলা (কাহারও বিরুদ্ধে বদ্ দু'আা' করা) হইতে ইহার অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে (বুখারী, বি'ত্র, বাব ৭ ; জিহাদ, বাব ১৮৪)। বুখারী, মাগ'াযী, বাব ২৮ হ'াদীছ' ৩ ; বাব ২৮-এ উদ্ধৃত এই হ'াদীছে' এই অংশটুকু সংযুক্ত আছে : "এবং ততদিন পর্যন্ত আমরা কু'নূত পালন করিতাম।" কেহ কেহ বলেন (দ্র. Goldziher, p. 323) ইহা রামাদ'ান মাসে ঘটিয়াছিল।

এই বিষয়ের অন্য হ'াদীছ'সমূহে কিরূপে ইহা পালন করা হইত তাহার সঠিক বর্ণনা আছে। বলা হইয়াছে যে, ফজরের স'ালাতে (বুখারী দা'ওয়াত, বাব ৫৯) রুকূ'র পরে (বুখারী, বি'ত্র, বাব ৭) কু'নূত পড়া হইত। আন-নাসাঈ, তাত্'বীক', বাব ৩২-এর একটি হ'াদীছে' ইহা আরও নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে, "তিনি শুনিলেন যে, রাসূল (স') প্রথম রাক'আতের পর তাঁহার মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ্! অমুককে (অর্থাৎ কোন কোন মুনাফিক'কে) লা'নাতগ্রস্ত কর।" তখন আল্লাহ্ ওয়াহ্'য়ি পাঠাইলেন, "আল্লাহ তাহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদান করিবেন কিংবা তাহাদিগকে শাস্তিদান করিবেন তাহাতে তোমার কিছুই বলার নাই" (৩ : ১২৮)। কু'নূতের আর একটি উদাহরণ : "যখন রাসূল (স') ফজ্রের স'ালাতে দ্বিতীয় রাক'আঃর পরে মস্তক উত্তোলন করিলেন তখন তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহ্! ওয়ালীদ ইব্ন আবী ওয়ালীদ, সালিমাঃ ইব্ন হিশাম, 'আয়্যাশ ইব্ন আবী রাবী'আঃ এবং মক্কার দুর্বলদিগকে তুমি রক্ষা কর। হে আল্লাহ্! মুদ'ারকে ভীষণভাবে পদদলিত কর এবং য়ূসুফের সময়ের দুর্ভিক্ষের ন্যায় তাহাদের উপর কয়েক বৎসর দুর্ভিক্ষ প্রেরণ কর" (আন-নাসাঈ, তাত'বীক', বাব ২৮)। আবূ হুরায়রাঃ (রা) হইতে প্রাপ্ত অন্য একটি হ'াদীছে'র মর্ম (বুখারী, আয'ান, বাব ১২৬) অনুযায়ী মুসলিমদিগের জন্য দু'আা' ও দরূদ এবং কাফির-গণের জন্য বদ্-দু'আা'—ইহাই কু'নূত।

কু'নূত নিয়মিতভাবে ফজ্র ও মাগ'রিবের স'ালাতে পড়া হইত বলিয়া কথিত হয় (তিরমিয'ী, স'ালাত, বাব ১৭৭ ; আন-নাসাঈ, তাত্'বীক', বাব ৩০)। এই হ'াদীছে'র টীকায় তিরমিয'ী বলিয়াছেন : "ফজ্রের স'ালাতে কু'নূত পড়া সম্বন্ধে 'আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। স'াহ'াবীগণের মধ্যে কেহ কেহ এবং পরবর্তী-যুগের 'আলিমগণের মধ্যে কেহ কেহ—যেমন মালিক ও শাফি'ঈ (র) এই কু'নূত সমর্থন করেন।" আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল এবং ইস্হ'াক' (র) বলেন : "মুসলিমদিগের উপর জাতিগতভাবে আপতিত বিপদের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ফাজ্রের স'ালাতে কু'নূত পড়ার বিধান নাই।" এইরূপ ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম-সেনাবাহিনীর জন্য দু'আা' করিবেন। যু'হর এবং 'ইশা'র স'ালাতেও কু'নূত অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিবরণ আছে (বুখারী, আয'ান, বাব ১২৬ ; নাসাঈ, তাত্'বীক', বাব ২৯)।

স'ালাতের মধ্যে কোন স্থানে কু'নূত পড়িতে হইবে তাহা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর কথা হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, 'আসি'ম আনাস ইব্ন মালিককে কু'নূত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আনাস (রা) বলিলেন, "কু'নূত পড়া হইয়াছিল।" . . . আমি বলিলাম, "রুকূ'র পূর্বে না পরে?" আনাস বলিলেন, "রুকূ'-এর পূর্বে।" আমি

বলিলাম, "কিন্তু আমাকে আপনার নামে বলা হইয়াছে যে, রুকূ'-এর পরে।" আনাস (রা) বলিলেন, "তবে তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে। রাসূল (স') মাত্র এক মাসকাল যাবৎ রুকূ'-এর পরেই কু'নূত পড়িয়াছিলেন" (বুখারী, বি'ত্র, বাব ৭)। ইহাও বলা হইয়াছে যে, কু'নূত বিদ্'আত। আবূ মালিক আল-আশজা' তাঁহার পিতার মাধ্যমে প্রাপ্ত হ'াদীছ'টি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: তাঁহার পিতা মুহ'াম্মাদ (স'), আবূ বাক্র (রা), 'উমার (রা), 'উছ'মান (রা) এবং 'আলী (রা)-এর ইমামাতিতে সা'লাত পড়িয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই কু'নূত পড়েন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "অতএব, বৎস, ইহা বিদ্'আত" (আন-নাসাঈ, তাত্'বীক', বাব ৩৭)।

এতদ্সত্ত্বেও সা'লাতের মধ্যে যে দু'আ' পঠিত হয় তাহা কু'নূত নামেই পরিচিত। হ'াদীছে'র কিতাবসমূহে বি'ত্রের সা'লাতে পঠিত একটি 'দু'আ' কু'নূত' দেওয়া আছে (ইহা বিভিন্ন আকারে দেখা যায়, কিন্তু ইহা সব সময় কু'নূত নামে পরিচিত না হইয়া দু'আ' ইত্যাদি নামেও পরিচিত হয়): "হে আল্লাহ্! তুমি যাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছ তাহাদের মধ্যে আমাকে সৎপথ প্রদর্শন কর এবং তুমি যাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছ তাহাদের মধ্যে আমাকেও ক্ষমা কর, তুমি যাহাদের অভিভাবকত্ব কর তাহাদের মধ্যে আমারও অভিভাবকত্ব কর; যাহাদিগকে তুমি কল্যাণ দান করিয়াছ তাহাদিগের মধ্যে আমাকে বরকত ও আশিস দান কর; কারণ তুমিই সব কিছু নির্ধারণ কর এবং কেহই তোমার সম্বন্ধে কিছু নির্ধারণ করিতে পারে না। তুমি যাহাকে সহায়তা কর সে কখনও হীনতাগ্রস্ত হয় না। তুমি কল্যাণময় এবং মহান, হে আমাদের প্রভু!" (তিরমিয'ী, বি'ত্র, বাব ১০)। নাওয়াব'ী কৃত মিনহাজেও এই দু'আ' আছে। তিনি ঐ পুস্তকে সা'লাতের অংশ হিসাবে একই দু'আ'র উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন কু'দামাঃ (আল-মুগ্'নী, ২খ, ১৫৩) আর একটি দু'আ' কু'নূতও উল্লেখ করিয়াছেন। উহার অনুবাদ এই: "হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন ও তোমার উপর ভরসা করি এবং তোমার প্রশংসা করি ও তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তোমাকে অমান্য করি না। যাহারা তোমাকে অমান্য করে আমরা তাহাদিগের সংস্রব ত্যাগ করি এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই 'ইবাদাত করি এবং তোমারই জন্য সা'লাত আদায় ও সিজ্দাঃ করি এবং তোমারই দিকে আমরা ধাবিত হই, তোমারই কৃপালাভের আশা করি এবং তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার শাস্তি কাফিরগণের উপর আপতিত হয়।"

গ্রন্থপঞ্জী: (১) I. Goldziher, Zauberelemente im islamischen Gebet, in Orient. Studien, Theod. Noldeke...., gewidmet, Giessen 1906, i., p. 323 প. and the references given there; (২) Wensinck, Handbook দ্র. হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহ, বাবু'ল-কু'নূত, ইব্ন কু'দামাঃ, আল-মুগ্'নী, কায়রো, ২খ, ১৫৩।

A. J. Wensinck (S.E.I.) মুহম্মদ রেযাউর রহীম

কু'ব্বাতু'স্-সা'খ্রাঃ (قبة الصخرة) জেরুযালেমে অবস্থিত প্রস্তর গম্বুজ অর্থাৎ একটি প্রস্তর টিলার উপর নির্মিত গম্বুজবিশিষ্ট গৃহ। ভুল করিয়া প্রায়ই ইহাকে 'উমারের মসজিদ বলা হয়। প্রথমত, ইহা মসজিদ নহে; ইহা একটি হ'ুজ্রাঃ বা ব্যক্তিগত উপাসনা গৃহ, পবিত্র প্রস্তর টিলা বা সা'খ্রার উপর নির্মিত। ইহা জেরুযালেমের হ'ারাম অঞ্চলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গম্বুজবিশিষ্ট আরও কতিপয় গৃহেরই অনুরূপ। দ্বিতীয়ত, ইহা হযরত 'উমার (রা) নির্মাণ করেন নাই; ইহা উমায়্যাঃ খালীফা 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন মারওয়ান কর্তৃক নির্মিত; য়াহূদী, খৃস্টান এবং মুসলিমগণ সমভাবে এই পবিত্র প্রস্তর টিলাকে শ্রদ্ধা করে। ইহাকে তাহারা পৃথিবীর কেন্দ্র মনে করে। এমন কি কথিত হয় যে, ইহা অন্যান্য স্থান হইতে জান্নাতের ১৮ মাইল অধিকতর নিকটবর্তী।

যদিও বাইবেলের Old Testament-এ সা'খ্রাঃ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট উল্লেখ নাই, তবে তালমুদ এবং তারগুমে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সা'খ্রাঃ সম্পর্কে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। যথা: ইহা স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে অথবা ইহা জান্নাতের একখণ্ড প্রস্তর ইত্যাদির শারী'আঃসম্মত কোন দলীল-প্রমাণ নাই।

যখন হযরত 'উমার (রা) জেরুযালেম অধিকার করেন তখন তিনি কা'ব আল-আহ্'বার নামক জনৈক য়াহূদী নওমুসলিমের সাহায্যে সা'খ্রার সন্ধান লাভ করেন। তখন ইহা কদর্যভাবে আবর্জনা দ্বারা আবৃত ছিল। তিনি নাবাতীয়গণকে (Nabataeans) উহা পরিষ্কার করিবার জন্য আদেশ দেন এবং তিনবার মুষলধারে বৃষ্টিপাতের পর সমস্ত সা'খ্রাঃ পরিষ্কৃত হইয়া গেলে তিনি সেখানে সা'লাত আদায়ের রীতি প্রচলিত করেন (Le Strange, Palestine under the Muslims, পৃ ১৩৯ প.)। ৬৯-৭২/৬৮৮-৬৯১ সালে 'আব্দু'ল-মালিক ইব্ন মারওয়ান কু'ব্বাতু'স-সা'খ্রাঃ পুনর্নির্মাণ করেন। উক্ত কু'ব্বাতু'স-সা'খ্রাঃ নির্মাণের জন্য মিসর দেশের সাত বৎসরের রাজস্বের পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয় এবং উহার কোষাগাররূপে তাঁহার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী 'আবদু'ল-মালিক নিকটবর্তী স্থানে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করেন তাহাই বর্তমান কু'ব্বাতু'স-সিল্সিলাঃ (শৃঙ্খল গম্বুজ) নামে পরিচিত। এই অট্টালিকা দেখিয়া তিনি এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি কু'ব্বাতু'স-সা'খ্রাঃ এই নমুনায় পুনর্নির্মাণ করিবার জন্য আদেশ দেন। সা'খ্রার চতুর্দিকে আবলুস কাঠের জাফরির পর্দা এবং দুটি তোলা রেশমী পর্দায় আবৃত ছিল। এই সময় একটি মূল্যবান মুক্তা, ইবরাহীম ('আ)-এর মেষের শৃঙ্গ এবং পারস্য সম্রাট খুস্রাও-এর মুকুট গম্বুজের মধ্যবর্তী স্থানে শৃঙ্খল দ্বারা ঝুলানো ছিল, কিন্তু 'আব্বাসীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা কা'বায় স্থানান্তরিত করা হয় (পালমার, জেরুযালেম, পৃ. ৮৬)। সে সময় অট্টালিকায় এত ধূপের সুগন্ধ থাকিত যে, সেখানে কোন ব্যক্তি গমন করিলে তাহার গায়ের সুগন্ধি দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে চেনা যাইত। আল-মাক্'দিসী কু'ব্বাতু'স-সা'খ্রাঃ নির্মাণের আর একটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, "আবদু'ল-মালিক কু'মাম-এর গম্বুজের (খৃস্টানদের এনসিটিসিস গির্জা, কু'মামা কু'মামা কি'য়ামা হইতে বিকৃত শব্দ, অর্থ মল) 'আবদু'ল-মালিক ইহার জাঁকজমক দেখিয়া বিচলিত হইলেন। কারণ উহা মুসলিমগণের মনকে বিভ্রান্ত করিতে পারে। এইজন্য তিনি এই প্রস্তর টিলার উপর উহার হইতেও সুন্দর ও জাঁকজমকপূর্ণ গম্বুজ নির্মাণ করিলেন; উহা এখনও বিদ্যমান (Le Strange, Pal Expl. Fund's 1887, ৮, পৃ. ১০৩)। কু'ব্বাতু'স-সা'খ্রার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাতা সম্পর্কে বহুদিন যাবৎ মতানৈক্য চলিয়া আসিতেছে। ইহা 'আরবদের পক্ষে একটি অতি বিস্ময়কর কৃতিত্ব মনে করিয়া Ferguson ধারণা করিতেন,

ইহা কন্‌স্টানটাইনের আমলে, বায়য্যান্টাইন স্থপতিদের দ্বারা নির্মিত এবং পবিত্র সমাধির উপর অবস্থিত। Conder এই মতের প্রধান বিরোধী ছিলেন। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, ইহা নির্মাণে 'আবদু'ল-মালিক গ্রীক স্থপতিদের নিযুক্ত করেন। পারসিকগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত গির্জার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রচুর গ্রীক-স্তম্ভ এবং স্তম্ভ-শীর্ষ পাওয়া গিয়াছিল, এই অট্টালিকার নির্মাণে এই সব সংযোজিত হয়। Forguson-এর যুক্তি ভ্রান্তিপূর্ণ হওয়া ছাড়াও 'আরব ঐতিহাসিকগণের প্রামাণ্য বিবরণের প্রতিকূল।

'আবদু'ল-মালিকই যে কু'ব্বাতুস'-সা'খ্‌রাঃ নির্মাণ করেন তাহা হলুদ বর্ণে উৎকীর্ণ বিখ্যাত কূফী লিপি দ্বারা এবং কার্নিসের উপর গম্বুজের নিম্নভাগের চতুর্দিকের নীলবর্ণের মোজাইক দ্বারাই প্রকাশ পায়। লিপিখানি এই : "আল্লাহ্‌র বান্দা 'আবদু'ল-মালিক আমীরু'ল-মু'মিনীন ৭২ সনে ইহা নির্মাণ করিয়াছেন, আল্লাহ্ উহা কবূল করুন।" 'আব্বাসী খলীফা আল-মা'মূন যখন ৮৩১ খৃস্টাব্দে এই স্থানটি মেরামত করেন এবং অষ্টভুজ দেওয়াল নির্মাণ করেন তখন কতকগুলি টালি অপসারিত হয় এবং এই খলীফার নামাঙ্কিত অপর কতকগুলি টালি 'আবদু'ল-মালিকের নামাঙ্কিত টালির স্থলে বসান হয়। কিন্তু এই চালাকি সহজেই ধরা পড়ে, কারণ মোজাইকগুলি অধিকতর গাঢ় নীল রংয়ের এবং নামের অক্ষরগুলি অধিকতর ঘন সন্নিবিষ্ট (একটি chromo-lithographic facsimile পাওয়া যায়, দ্র. de Vogue, ঐ., p. xxi.)।

ইতিহাস গ্রন্থাদি হইতে কু'ব্বাতুস'-সা'খ্‌রার ইতিহাস মোটামুটি ভালভাবেই জানা যায়। ইহা পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে কয়েকবার মেরামত করিতে হইয়াছিল। ১০৯৯ সালে যখন খৃস্টান ক্রুসেডারগণ জেরুযালেমে প্রবেশ করে, তখন ইহা দ্বিতীয় বলডুইন কর্তৃক উৎসর্গীকৃত হইয়া Templum Domini বা ধর্মযোদ্ধাদের গির্জায় পরিণত হয়; খৃস্টান সন্যাসীদের চিত্র এবং মূর্তি দ্বারা ইহার ভিতর এবং বাহির সজ্জিত করা হয়। সা'খ্‌রার উপর একটি মার্বেলের বেদী স্থাপিত হয় এবং একটি বৃহৎ সোনালী 'ক্রস' গম্বুজের উপরিভাগে স্থাপন করা হয়। ফরাসী কারুকার্যখচিত চারি দরজাবিশিষ্ট লৌহ নির্মিত জাফরিযুক্ত একটি প্রকাণ্ড বেষ্টনী ভিতরের বৃত্তের স্তম্ভগুলির মধ্যে স্থাপিত হইল। অতঃপর নিম্নের গুহাকে ক্ষুদ্র ভজনালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। লোকে ইহাকে পবিত্রতম বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং ইহাকে Confessio বলিত (Joannes Phocas, P P TS, p. 20)। অবশেষে এই প্রাসাদটি য়ুরোপে গির্জা নির্মাণের আদর্শ হইয়া পড়ে। গম্বুজটি খৃস্টীয় ধর্মযোদ্ধাদের প্রতীক হইয়া উঠে এবং উহাদের প্রধান দলপতির মোহরে (Grand Master's seal.) অঙ্কিত করা হয়। কু'ব্বাতুস'-সা'খ্‌রার স্মারক বহুভুজ আকারের একটি প্রাসাদ-চিত্র রাফেলের (Raphael) Marriage of the Virgin চিত্রে য়াহূদীদের ধর্মমন্দির হিসাবে দেখানো হয় (de Vogue, ঐ, p. 78, note)।

১১৮৭ সালে সুলত'ান সা'লাহ'দ্-দীন পবিত্র নগর অধিকার করেন এবং গম্বুজে সংযোজিত যাবতীয় খৃস্টীয় প্রতীক অপসারিত করেন। গম্বুজের ভিতর স্থাপিত উৎকীর্ণ লিপি-ফলকে সা'লাহ'দ্-দীন তাঁহার পুনরুদ্ধারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (Text in de Vogue, ঐ., p. 91 প.)। তারপর হইতে আরও কয়েকবার উহা মেরামত করা হয়।

প্রাসাদটি অষ্টভুজ আকারের এবং প্রত্যেক পার্শ্ব ৬৬ ফুট লম্বা। উহার ভিতরের ব্যাস ১৫২ ফুট। গম্বুজের সর্বনিম্ন অংশের ব্যাস ৬৬ ফুট। কাঠনির্মিত ৯৯ ফুট উচ্চ গম্বুজটির বহির্ভাগ শীশার পাত দ্বারা আবৃত আর ভিতরের দিকে চুন-বালির কাজ করা। চুন-বালির পলস্তরা সুন্দর ভাবে বর্ণরঞ্জিত ও বিশেষভাবে অলঙ্কৃত। কু'রআান শারীফের আয়াতসমূহ অট্টালিকার চারিদিক ঘিরিয়া ফিতা-বন্ধনীর আকারে সুন্দর তু'গ্‌'রাঃ লিপিতে খোদাই করা হইয়াছে। অভ্যন্তরে চারটি ভারি পিলপা এবং বারটি স্তম্ভ সা'খ্‌রাটির কেন্দ্রস্থল বেষ্টন করিয়াছে; গম্বুজটি এইগুলির উপর অবস্থিত।

প্রায় ৫৬ ফুট লম্বা এবং ৪২ ফুট প্রশস্ত সা'খ্‌রাটি আকৃতিতে প্রায় অর্ধ-বৃত্তাকার। ইহার বক্র ঢালু পার্শ্ব পূর্বদিকে এবং উচ্চতর সোজা পার্শ্বটি পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ভূ-তত্ত্বানুসারে ইহা জেরুযালেম মালত্বুমির অন্যতম কঠিন ধূসর মৃত্তিকাস্তরের। এই পবিত্র স্থানে যিয়ারাতকারীদেরকে তাহাদের ডান দিকে সা'খ্‌রাকে রাখিয়া চলিতে হয়, যাহাতে তাঁহারা কা'বার ত'াওয়াফের বিপরীত দিক হইতে এই স্থানের ত'াওয়াফ করিতে পারেন। ইব্‌ন 'আবদি রাব্বিহী (তাঁহার 'ইক্'দু'ল-ফারীদ, আংশিক অনুদিত by Le Strange, in Pal. Quart. Stat., ১৮৮৭, পৃ. ৯৯) বলেন, "যখন তোমরা সা'খ্‌রায় প্রবেশ কর, তখন উহার তিনকোণে সা'লাত আদায় কর এবং যে প্রস্তর খণ্ড পবিত্রতায় সা'খ্‌রার সমকক্ষ তাহার উপরও সা'লাত আদায় কর। কারণ এই প্রস্তরখণ্ড জান্নাতের দরজাসমূহের কোন একটির উপর অবস্থিত।" এই প্রস্তর খণ্ড বাবু'ল-জান্নাতের নিকটবর্তী মার্বেলের পাকা রাস্তার অংশবিশেষ এবং কেহ কেহ মনে করেন যে, এখানে হযরত ইলয়াস ('আ) সা'লাত আদায় করিয়াছিলেন। অনেকের ধারণা—ইহা হযরত সুলায়মান ('আ)-এর ক'াবুরা। যাহা হউক সকলেই স্বীকার করেন যে, ইহা আসলে জান্নাতের অংশ ছিল এবং সাধারণত ইহাকে জান্নাতের পাক রাস্তার প্রস্তর-ফলক (বালাত'াতু'ল-জান্নাঃ) বলা হয়। সা'খ্‌রার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি দরদালানের মধ্যে একটি বিচ্ছিন্ন মার্বেল স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভের উপর হযরতের ক'াদাম মুবারাক (পদচিহ্ন) আছে; এইখানে দাঁড়াইয়া হযরত (স.) আল-বুরাক' (দ্র.)-এ চড়িয়া মি'রাজে গমন করেন। ঐ দরদালানে হযরত (স.)-এর দাড়ি মুবারাকও সংরক্ষিত আছে। ক্রুসেডের সময় খৃস্টানরা যখন কু'ব্বাতু'স'-সা'খ্‌রাঃ দখল করে, তখন তাহারা ঐ পদচিহ্নকে যীশুর পায়ের ছাপ বলিয়া প্রচার করে। প্রস্তর টিলার মধ্যস্থলে যে গোলাকার ছিদ্র আছে তাহার ভিতর দিয়া নবী (স) ঊর্ধ্বে উত্থিত হন বলিয়া কথিত হয়। নিকটেই আল-বুরাকে'র জিন্ বলিয়া কতকগুলি মার্বেল পাথরের টুকরা দেখান হয়। প্রস্তর টিলার পশ্চিম দিকে হযরত জিব্‌রাঈলের হাতের ছাপ (কাফ্‌ফু সায়্যিদিনা জিবরাঈল) দেখান হয়। হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর সহিত যখন আস্'-সা'খ্‌রাঃ উঠিয়া যাইতে চাহিল সেই সময় জিব্‌রাঈল ('আ) এইখানে হাত রাখিয়া উহাকে নিরস্ত করেন। ইহার ঠিক বিপরীত দিকে হযরত মুহ'াম্মাদ (স) এবং হযরত 'উমার (রা)-এর পতাকা এবং হযরত হ'াম্‌যাঃ (রা)-এর ঢাল সংরক্ষিত রহিয়াছে। যে সকল বাক্সে এই সমস্ত স্মারক রাখা হইয়াছে তাহাতে ধুলা জমিয়া থাকে। বৎসরে মাত্র একবার খুব যত্নের সহিত এই ধুলা সংগ্রহ করিয়া অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সর্বরোগ নিবারক হিসাবে অত্যল্প পরিমাণে বিক্রয় করা হয়। প্রস্তর টিলার পূর্বদিকের মেঝেতে একটি

সামান্য নীচু স্থানকে হযরত ইদ্রীস ('আ)-এর পদচিহ্ন বলিয়া দেখান হয়। উত্তর-পূর্ব কোণের কুলুঙ্গীটি নবী ('আ)-দের কি'বলাঃ (কি'বলাঃ আল-আন্বিয়া') নামে পরিচিত। সেখানে কয়েকখানি প্রাচীন কু'রআন শারীফ এবং একটি কাষ্ঠ পর্দা রহিয়াছে। ইহা "তাক'লীদ সায়ফ 'আলী" (হযরত 'আলীর তরবারির নকল) নামে কথিত।

কু'ব্বাতু'স-স'াখ্রার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত "বাব আল-মাগ'ারার" ভিতর দিয়া উহার নিম্নস্থ প্রকাণ্ড গুহার প্রবেশ পথ এবং যিয়ারাতকারিগণ বিনয় সহকারে সুলায়মান ('আ)-এর দু'আ' নামে পরিচিত নিম্নলিখিত দু'আ' পাঠ করিতে করিতে এগারটি সিঁড়ি অতিক্রম করে। দু'আ'টির অর্থ এই:

"হে আল্লাহ্! যে সকল পাপী এখানে আসে তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং দুর্দশাগ্রস্তদিগকে শান্তি দান কর।" গুহার উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট এবং উহার ছাদে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর পবিত্র মস্তকের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। মেঝে মার্বেল পাথরে পাকা করা এবং পার্শ্বের দেওয়াল চুনকাম করা। ইহাতে ৬২ জন লোকের সংকুলান হয় (ইব্ন আল-ফাক'ীহ, in BGA ৫, ১০০)। উদ্‌গত এক টুকরা প্রস্তর প্রস্তর-টিলার জিহ্বা (লিসানু'স-স'াখ্রাঃ) নামে পরিচিত। কারণ ইহা এক সময় হযরত 'উমার (রা)-কে অভিনন্দিত করিয়াছিল। সেখানে যে লম্বা ও সরু স্তম্ভ দেখা যায় তাহা স'াখ্রাঃকে ধারণ করে বলিয়া মনে করা হয়। দর্শনার্থীদের পথ প্রদর্শকরা ডান দিকে মিহ'রাব সুলায়মান, বাম দিকে মাক'াম'ল-খালীল, উত্তর কোণে মাক'ামু'ল-খিদি'র এবং তার বিপরীত দিক মিহ'রাব দাউদ দেখাইয়া থাকে।

স'াখ্রার দক্ষিণ-পূর্বদিকে সোপানসমূহ দ্বারা গম্বুজের উপর-তলার প্রদর্শনী স্থানে পাওয়া যায়। সেখান হইতে চূড়ায় অবস্থিত অর্ধচন্দ্রেও পৌঁছানো সম্ভব। মুক'াদ্দাসীর (BGA, ৩. ১৭০) লিখিত প্রশংসামূলক কবিতা আজও সমভাবে প্রযোজ্য: "প্রাতঃকালে প্রথম যখন সূর্যালোক গম্বুজের উপর পতিত হয় এবং ইহার নিম্নভাগেও আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখন এই অট্টালিকা অতি মনোরম দৃশ্য ধারণ করে। আমি ইসলাম জগতের অন্য কোথাও এরূপ দৃশ্য অবলোকন করি নাই।"

গ্রন্থপঞ্জী: (১) K. A. C. Creswell, Early Muslim Architecture, vol. I., Oxford 1932, pp. 42-94, with a Contribution on the Mosaics of the Dome of the Rock by Marguerite van Berchem, pp. 147-228. (২) R. Hartmann, Der Felsendom in Jerusalem, Strassburg 1909; (৩) আল-য়া'কূ'বী, তা'রীখ, ed. Houtsma, ii. 311; (৪) H. Sauvaire, Histoire de Jerusalem et d' Hebron, Paris 1876 (আংশিক অনুবাদ, মুজীরু'দ-দীন কৃত ইনুসু'ল-জালীল); (৫) ইদ্রীসী, ed. J. Gildemeister, in ZDPV 1885, VIII. 7; (৬) Guyard. Geographie d' Aboulfeda, ii. 3 প.; (৭) ইবন বাতৃ'তৃ'তা'হ, ১খ, ৫২১; (৮) K. A. C. Creswell, The Origin of the plan of the Dome of the Rock, British School of Archaeology in Jerusalem, suppl. Papers, No. 2, London 1924; (৯) E. T. Richmond, The Dome of the Rock, Oxford 1924; (১০) Gaudefroy-Demombynes, La Syrie a l' epoque des Mamelouks, P. 60 প.; (১১) Mariti, Histoire de l' Etat present de Jerusalem, Paris 1853, p. 249 প.; (১২) নাসি'র-খুসরাও, সাফারনামাঃ, পৃ. ৮৯ ই; (১৩) মুহ'াম্মাদ আল-বাতানূনী, আর-রিহ্'লাতু'ল-হি'জাযিয়াঃ, কায়রো ১৩২৯ পৃ. ১৬২ প.; (১৪) Van Berchem, CIA, p. iii, v. 267, 754; (১৫) ZDPV, xliv. 34 প.; (১৬) C. D. Matthews, Palestine—Mohammedan holy land, New Haven 1949, p. 2 প.; (১৭) Strzygowsky, Felsendom und Aksamoschee, in Isl., ii. 79 প.; (১৮) Herzfeld, Die Qubbat al-Sakhra, ein Denkmal fruhislamischer Baukunst, in Isl., ii. 235; (১৯) H. Schmidt Derheilige Fels in Jerusalem, Tubingen 1933; (২০) T. Canaan, Mohammodan Saints and Sanctuaries, London 1927, p. 80—83, 213-14; (২১) G. Wiet, Repertoire Chronologique d' epigraphie arabe, Cairo, i. 7-11, 165-67.

J. Wakker (S. E.I.)/আবূ বকর সিদ্দীক

আল-কু'র্আন (القرآن) আল-কু'রআন আল্লাহ্‌র কালাম, মুসলিমগণের পবিত্র গ্রন্থ। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর উপর অবতীর্ণ ওয়াহ্'য়ি (প্রত্যাদেশ)-সমূহ ইহাতে সুনির্দিষ্ট আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১। কু'রআন শব্দের উচ্চারণ, ব্যুৎপত্তি এবং অর্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। কেহ ইহার উচ্চারণ করেন 'কু'রান' (হামযাবিহীন-ভাবে) এবং মনে করেন যে, ইহা তাওরাত ও ইন্জীল শব্দের ন্যায় একটি নামবাচক বিশেষ্য, 'ক'ারানা' (এক সঙ্গে মিলিত করা) শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। অন্যেরা যথার্থভাবেই ইহাকে 'কু'র'আন' (হাম্যা-সহ) শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইহা 'আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী ক'ারাআ (পাঠ করা) ক্রিয়ার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। ৭৫ : ১৭, ১৮ আয়াতে ইহা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. ত'াবারী, ed. de Goeje, gloss, লিসানু'ল-'আরাব ও তাজু'ল-আরূস, ا ,ء ত্রাধ।) কু'রআনে যেখানে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেইখানেই ইহার যথার্থ বিশেষ্য বা বিশেষণ অর্থ পাওয়া যাইবে। ক'ারাআ ক্রিয়াপদ কু'রআনে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৭ : ৯৩ আয়াতে ইহার অর্থ 'পাঠ করা', কিন্তু ইহার বহুল প্রচারিত অর্থ হইল—'আবৃত্তি করা' (তিলাওয়াঃ)—যেমন আল্লাহ্ বলেন, ৭৫ : ১৬, ১৭; 'তোমার জিহ্বা অতি দ্রুত সঞ্চালন করিও না, ইহার সংরক্ষণ এবং আবৃত্তি করানোর দায়িত্ব আমারই।' এই শব্দ হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর আবৃত্তি সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি তাঁহার নিজের উপর অবতীর্ণ ওয়াহ্'য়ি আবৃত্তি করেন (৭ : ২০৪; ১৬ : ৯৮; ১৭ : ৪৫; ৮৪ : ২১, ৮৭ : ৬) এবং মু'মিনদিগের আবৃত্তি সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারা স'ালাতে ওয়াহ্'য়ি আবৃত্তি করেন (৭ : ২০৪; ১৬ : ৯৮, ১৭ : ৪৫; ৮৪ : ২১, ৮৭ : ৬) এবং মু'মিনদিগের আবৃত্তি সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারা স'ালাতে ওয়াহ্'য়ি আবৃত্তি করেন (৭৩ : ২০)। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, কু'রআন শব্দের অর্থ 'আবৃত্তি করা' অর্থাৎ যাহা হযরত মুহ'াম্মাদ (স') আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আবৃত্তি করিয়াছেন ('উহার আবৃত্তি অনুসরণ কর' ৭৫ : ১৮; 'আমি তোমা দ্বারা আবৃত্তি করাইব। ফলে তুমি উহা ভুলিবে না', ৮৭ : ৬)

এবং মানুষের সমক্ষে তাহা আবৃত্তি করিয়াছেন।

কু'রআন বলিতে সাধারণত হযরত (স')-এর উপর অবতীর্ণ-ওয়াহ্'য়ি সমষ্টিকে বুঝায়, তবে কু'রআন শব্দটি রাসূল (স')-এর উপর অবতীর্ণ পৃথক পৃথক ওয়াহ'য়ি (১০ : ১৫; ১২ : ৩; ৭২ : ১; ২ : ১৮৫) সম্বন্ধে অথবা খণ্ডে খণ্ডে অবতীর্ণ (১৭ : ১০৬; ২০ : ১; ৭৬ : ২৩; তু. ২৫ : ৩২; ৫৯ : ২১) আল্লাহ্‌র ওয়াহ্'য়ি সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে; উহা তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (২৭ : ৬, ২৮ : ৮৫)।

আল-কিতাব (ধর্ম গ্রন্থ বা পুস্তক) শব্দটি আল-কু'রআনের প্রতিশব্দ হিসাবে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল-কু'রআনের ন্যায় আল-কিতাব সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে, "ইহা এক কল্যাণময়ী রাত্রিতে (৪৪ : ২) অবতীর্ণ হইয়াছে" (৪০ : ২; ৪৫ : ২)। ১৫ : ১ আয়াতে বলা হইয়াছে, "এইগুলি আল-কু'রআন এবং সুস্পষ্ট অর্থবোধক আল-কিতাবের অলৌকিক নিদর্শনসমূহ।"

বিষয়বস্তু হিসাবে কু'রআনকে প্রায়ই 'যি'ক্‌র' বলা হইয়াছে। এখানে ইহার অর্থ উপদেশ, সাধারণ বাণী (২১ : ২৬, ৪২; ৩৮ : ৮৭ ই.)। যি'ক্‌রকে 'অবতীর্ণ' (১৫ : ৬; ২১ : ৫০; ৩৮ : ৮) এবং 'মহান পবিত্র গ্রন্থ' (৪১ : ৪১) বলা হইয়াছে। আবার ৩৬ : ৬৯ আয়াতে কু'রআন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "ইহা এক (মহান) যি'ক্‌র এবং সুস্পষ্ট অর্থবোধক কু'রআন।" ২১ : ৭ আয়াতে আহ্‌লু'ল-কিতাবকে আহ্‌লু'য-যি'ক্‌র বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আল-হি'ক্‌মাঃ শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ২ : ১২৯, ১৫১; ৩ : ১৬৪; ৬২ : ২-এ আল-কিতাবের সহিত হি'ক্‌মাঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। ২ : ২৩১; ৪ : ১১৩-এ কু'রআনের সঙ্গে হি'ক্‌মাতের অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ আছে। আল-কু'রআনে আল-কু'রআনকে 'আল-ফুরক'ান'-ও বলা হইয়াছে (আল-ফুর্‌ক'ান দ্র.)। কু'রআনের একটি বিশেষ শব্দ হইল সূরাঃ। ইহা 'আরবী সূর (নগর প্রাচীর) হইতে গৃহীত একবচনজ্ঞাপক ة (ঃ) যোগ করিয়া গঠিত। আল-কু'রআনের এক—একটি নির্দিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশকে সূরাঃ বলা হয়। মাক্কী ও মাদানী উভয় যুগেই বিভিন্ন সূরাঃ অবতীর্ণ হইয়াছিল। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. প্রবন্ধ 'সূরাঃ'।

সূরার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্দিষ্ট অংশকে আয়াত (আয়াঃ) বলা হয় (ব. ব. আয়াত)। হিব্রু 'ওত' শব্দের ন্যায় ইহা বিশেষ অর্থে নিদর্শন, বিশ্বাসের নিদর্শন (২ : ২৪৮; ৩ : ৪১; ২৬ : ১৯৭), বিশেষত আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং ক্ষমতার নিদর্শন (১২ : ১০৫; ৩৬ : ৩৩ ই.) বুঝায়। তাই ইহা দ্বারা অলৌকিক ঘটনাকেও (মু'জিযাঃ) বুঝায় (৩ : ৪৯; ৪৩ : ৪৬)। হযরত মুহ'ম্মাদ (স') যে আল্লাহ্‌র নবী ইহার প্রমাণস্বরূপ মক্কার পৌত্তলিকগণ তাঁহার নিকট অলৌকিক ক্রিয়া (মু'জিযাঃ) দেখাইবার দাবী করিত। তাঁহার নিকট প্রেরিত আল্লাহ্‌র ওয়াহ্'য়িসমূহ ছিল তাঁহার অন্যতম মু'জিযাঃ (৬ : ১৫৮; ৭ : ২০৩; ২০ : ১৩৩; ২৯ : ৫০; ই.) সেই কারণেই এইগুলির নাম আয়াত হইয়াছে। আয়াতগুলি ঊর্ধ্ব-জগত হইতে (২ : ৯৯; ২৮ : ৮৭) আল্লাহ্‌র নবীর নিকট (২ : ২৫২; ৩ : ৫৮; ৪৫ : ৫) পাঠান হইত এবং তাঁহার পূর্ববর্তী নবীগণের ন্যায় (২৮ : ৫৯) তিনি উহা লোকের নিকট আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন (২ : ১৫১; ৩ : ১৬৪; ৬৫ : ১১)। আরও বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তাঁহার আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করেন (২ : ১৮৭); "মু'মিনগণ রাত্রিতে ইহা পাঠ করেন" (৩ : ১১৩); "একমাত্র কাফিরগণই আমার আয়াতগুলির সত্যতা অস্বীকার করে" (২৯ : ৪৭ ই.)। আবার কোথাও কোথাও আয়াতের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য আয়াতসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। যথা : বলা হইয়াছে,—"সূরার ভিতর সুস্পষ্ট আয়াত-সমূহ নাযিল করিয়াছি" (২৪ : ১); "একটি কিতাব যাহা আমি পাঠাইয়াছি, যেন তাহারা ইহার আয়াতগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারে" (৩৮ : ২৯); "এইগুলি হইল জ্ঞানময় কিতাবের আয়াত" (১০ : ১; ৩১ : ১); "এইগুলি সুস্পষ্ট অর্থবোধক কিতাবের আয়াত" (১২ : ১; ২৬ : ১; ২৮ : ১); "এইগুলি আল-কিতাব ও স্পষ্ট বিবরণদানকারী কু'রআনের আয়াত" (১৫ : ১); "এইগুলি আল-কু'রআন ও স্পষ্ট বিবরণদানকারী" (কিতাব) (২৭ : ১)। "একটি কিতাব যাহার আয়াতগুলি দৃঢ়রূপে গ্রথিত", (১১ : ১; ১৩ : ১)। কিতাবে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং বিভিন্ন অর্থবোধক আয়াতসমূহ আছে (৩ : ৭)। যেমন, "এবং যদি আমি একটি আয়াত বাতি'ল করিয়া অথবা ভুলাইয়া দেই তবে সেই স্থানে তদপেক্ষা উত্তম অথবা অনুরূপ একটি আয়াত আনয়ন করি" (২ : ১০৬)। "যদি আমি এক আয়াত অন্য আয়াত দ্বারা বদল করি", ইত্যাদি (১৬ : ১০১)।

২। উপরিউক্ত বিবরণ হইতে হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর উপর অবতীর্ণ ওয়াহ্'য়ির মূল সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায় : "উহা সুরক্ষিত ফলক বা লাওহ' মাহ্'ফূজ' হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে" (৮৫ : ২২)। "ইহা একটি সুরক্ষিত পুস্তকে রহিয়াছে" (৫৬ : ৭৯)। "ইহা আমার নিকট মূল কিতাবে রহিয়াছে" (৪৩ : ৪; ৩ : ৭)। আল-কু'রআন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "ইহা একটি উপদেশ-গ্রন্থ যাহা সম্মানিত, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং পবিত্র পত্রসমূহে মহান ন্যায়নিষ্ঠ লেখকগণের হস্তে লিপিবদ্ধ" (৮০ : ১১-১৬ ই.)। ৫২ : ৮২ আয়াতে বিস্তারিত পত্রে লিখিত কিতাবের শপথ করা হইয়াছে এবং ৬৮ : ১-এ বলা হইয়াছে : "ক'লাম এবং যাহা দ্বারা লেখা হয় তাহার শপথ" এবং ৯৬ : ৪—৫-এ বলা হইয়াছে "ক'লাম দ্বারা তিনি মানবকে শিক্ষা দিয়াছেন যাহা সে জানিত না।" তাঁহাকে আরও বলা হইয়াছে, "তোমার রাব্ব-এর কিতাব হইতে যাহা তোমার প্রতি ওয়াহ্'য়িরূপে পাঠান হইয়াছে তাহা পাঠ কর।" "আল্লাহ্‌র কথা কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না" (১৮ : ২৭)। ৪ : ১৬৪, ৪০ : ৭৮-এ বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে কতক নবীর কথা বলিয়াছেন এবং কতক নবীর কথা বলেন নাই। যাহা হউক, আমরা রাসূল আকরাম (স')-এর উপর অবতীর্ণ ওয়াহ্'য়ি হইতেই উম্মু'ল-কিতাবের (৪৩ : ৪) বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি। উহা হইতেছে আল্লাহ্‌র সত্তা, বিশ্ব সৃষ্টি—বিশেষত মানব সৃজন, ভাল ও মন্দ আত্মা-সমূহের সৃষ্টি, শেষ বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম, পূর্ববর্তী নবী-দিগের অভিজ্ঞতা, আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধীয় যাবতীয় আইন-কানুন এবং বিশেষ বিশেষ আইন (৪ : ১০৩, ১২৭, ১৩৮; ৩৩ : ৬) ই.। বার মাসের উল্লেখ প্রসঙ্গে (৯ : ৩৬) এবং ২২ : ৪-এ শায়ত'ান কর্তৃক মানবকে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস প্রসঙ্গে বিশ্ব সৃজন-তত্ত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে। শুধু এই সমস্তই নহে; বরং বিশ্বে যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছে এবং সংঘটিত হইবে তাহার সব কিছুই ঐ উম্মু'ল-কিতাবে আছে (১০ : ৬১; ২২ :

৯০; ৭২ : ৭৫; ৩৪ : ৩; ৬ : ৩৮, ৫৯; ১১ : ৬, দ্র. ২০ : ৫১; ৫৫ : ১১, ৯৭ : ৫৮ ই.)। মুনাফিক'দের ভুল ধারণার প্রতিবাদে বলা হইয়াছে যে, উহ'দ যুদ্ধে যে সমস্ত মুসলিম শহীদ হইয়াছিলেন, যদি তাঁহারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করিয়া গৃহে অবস্থান করিতেন তবুও তাঁহারা তাঁহাদের মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত স্থানে গমন করিতেন (৩ : ১৫৪); (F. Buhl, in Oriental Studies dedicated to Paul Haupt, 1926, p. 34)।

কিভাবে ওয়াহ্'য়ি অবতীর্ণ হইত এ বিষয়ে কু'রআনে বিশেষ-ভাবে কিছু উল্লিখিত হয় নাই। বিশুদ্ধ হ'াদীছ' হইতেই আমরা হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রতি ওয়াহ্'য়ি নাযিল হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি জানিতে পারি (দ্র. প্রবন্ধ মুহ'াম্মাদ)। এ বিষয়ে প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল, তিনি কি শুনিয়াছিলেন। কারণ ওয়াহ্'য়ি প্রসঙ্গে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহার বর্ণনাসমূহেও (৫৩ : ১১; ৮১ : ১১) শোনার উল্লেখ আছে। ৫৩ : ৫ ও পরবর্তী আয়াত-সমূহে এবং ৮১ : ২৩ এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে তাঁহার দৃষ্ট বিষয়ের উল্লেখ আছে। তাঁহার শ্রুত বিষয় ছিল স্বয়ং আল্লাহ্‌র বাণী। সেইজন্য উহার মধ্যে 'আমরা' সর্বনাম প্রায়ই ব্যবহৃত হয় এবং 'কু'ল' অর্থাৎ 'বলিয়া দাও' কথাটি পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বাণী হিসাবে ঘোষনা করিবার জন্য রাসূল (স')-কে নির্দেশ দেওয়া হয়।

আল্লাহ্‌র এই বাণী তিনি কখনও কখনও সরাসরিভাবে শ্রবণ করিয়াছেন, আবার কখনও 'রূহ' অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা জিব্‌রাঈলের মাধ্যমে শ্রবণ করিয়াছেন (২ : ৯৭)। "বিশ্বস্ত রূহ' (আর-রূহ''ল-আমীন) মুহ'াম্মাদ (স')-এর নিকট ওয়াহ্'য়ি আনয়ন করিয়াছেন" (২৬ : ১৯৩ ই.); আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ কোন মানুষের সহিত কেবল ওয়াহ্'য়িযোগে অথবা আড়াল হইতেই কথা বলেন অথবা আল্লাহ্ কোন ফিরিশতা পাঠান এবং সেই ফিরিশতা আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই তাঁহার আদেশক্রমে জানাইয়া দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহান ও প্রজ্ঞাময়। আর আমি নিজ ইচ্ছাক্রমেই এইভাবে তোমার প্রতি ওয়াহ্'য়ি পাঠাইয়াছি" (৪২ : ৫১-৫২)। "পবিত্র আত্মা (আর-রূহ''ল-কু'দুস) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রভু হইতে সঠিকভাবে ইহা আনয়ন করিয়াছেন" (১৬ : ১০২)। "আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহার নিকট তাঁহার রূহ' (ওয়াহ্'য়ি)-সহ ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন" (১৬ : ২)। "আরশের প্রভু তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি তাঁহার রূহ' (ওয়াহ্'য়ি) প্রেরণ করেন যেন তিনি (সেই বান্দা মানবকে) সতর্ক করিতে পারেন" (৪০ : ১৫)। শেষের আয়াতগুলিতে "রূহ'" শব্দ অন্যান্য আয়াতের ন্যায় ফিরিশতা অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা ওয়াহ'য়ি বা কু'রআন অর্থ প্রকাশ করিতেছে। রামাদ'ান মাসে কু'রআন অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাই এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ মাসকে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ (রুক্‌ন্) সি'য়াম পালনের জন্য নির্ধারিত করা হয় এবং এই মর্মেআদেশ দেওয়া হয় (২ : ১৮৫)। আরও বলা হইয়াছে, "সুস্পষ্ট অর্থবোধক কিতাব এক কল্যাণময়ী রজনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল" (৪৪ : ৩ ই.)। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে, কু'রআন "ক'াদ্‌রের রাত্রিতে" অবতীর্ণ হইয়াছিল—যে রাত্রিতে ফিরিশ্‌তাগণ এবং রূহ' তাঁহাদের প্রভুর আদেশে অবতরণ করে। তখন প্রতিটি ব্যাপারে শান্তি বিরাজমান থাকে; (৯৭ : ১ প.)। ২০ : ১১৪; ৭৫ : ১৬ প.; ৬৯ : ৪৪ প.; ১০ : ১৫ প.; ৭ : ২০৩ এই আয়াতসমূহে দেখা যায় যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ ওয়াহ্'য়ির বাস্তবতা ও সত্যতা সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিত ছিলেন, তেমনি ওয়াহ্'য়িতে যাহা শ্রবণ করিতেন তাহার মধ্যে এবং নিজের কথার মধ্যে প্রভেদ সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন (দ্র. মুহ'াম্মাদ)। পূর্ববর্তী নবীগণের ন্যায় (২২ : ৫২) তাঁহাকেও শায়ত'ানের গুপ্ত মন্ত্রণার (৭ : ২০০; ২৩ : ৯৭; ৪১ : ৩৬) বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সেইরূপ আল্লাহ্‌র বাণী কু'রআন পাঠের সময়ও আল্লাহ্‌র শরণ গ্রহণ করিবার নির্দেশ পান (১৬ : ৯৮)।

৩। ওয়াহ্'য়িগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এইগুলি লাওহ' মাহ'ফূজ'-এ একত্রে অবস্থান করিলেও (১৭ : ১০৬; ৭৬ : ২৩) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর নিকট স্তবকে স্তবকে অবতীর্ণ হইয়াছে। "অবিশ্বাসিগণ বলেঃ কু'রআন কেন সমগ্র আকারে তাঁহার নিকট অবতীর্ণ হইল না? (ইহার কারণ) আমি তোমার অন্তরকে এইরূপেই শক্তিশালী করিতে চাহিয়াছি এবং ইহাকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করিয়াছি" (২৫ : ৩২)। কু'রআন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ : মক্কায় অমুসলিমগণের বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং মদীনায় সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুসারে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল। কু'রআন ধারাবাহিকভাবে ২৩ বৎসর ধরিয়া নাযিল হইয়াছিল। প্রথম দিকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁহার একত্ব, পরকালের নিশ্চয়তা ইত্যাদি বিষয়ক সূরাঃ অবতীর্ণ হয়। অবশেষে হিজরাতের পরে অবতীর্ণ সূরাঃগুলিতে সামাজিক, নৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইন-ক'ানূন ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে নাযিল হইয়াছে।

আল-কু'রআনে ধর্মীয় ব্যবস্থাসমূহ সম্বন্ধে কেবল মূলনীতিই বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উহার বিশদ ব্যাখ্যা, বিস্তারিত বিবরণ, অনুষ্ঠান পদ্ধতি ইত্যাদি রাসূল (স')-এর বাণী ও কার্যের মধ্যে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, হ'াজ্জ সম্বন্ধে কু'রআনে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি আলোচনামাত্র আছে। হ'াদীছে'র বিবরণ ব্যতীত শুধুমাত্র কু'রআনের বর্ণনা হইতে হ'াজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা সম্ভব নহে। এইরূপ অবস্থা হইতে বুঝা যায় যে, ইসলামের যাবতীয় রীতিনীতির মূলে হ'াদীছে'র গুরুত্ব ও প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। আরও উদাহরণস্বরূপ স'ালাতের সময় নির্দিষ্টকরণের কথা বলা যাইতে পারে। স'ালাতের পাঁচ ওয়াক্'তের ইঙ্গিত কু'রআনে রহিয়াছে, কিন্তু উহা পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই। উহা হ'াদীছ' হইতেই পরিষ্কারভাবে জানা যায়।

কু'রআনের মধ্যে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হইল—আয়াত মুহ্'কামাত ও আয়াত মুতাশাবিহাত। কু'রআনে (৩ : ৭) বলা হইয়াছে : "ইহাতে আয়াত মুহ্'কামাত (স্পষ্ট তাৎপর্য-বোধক আয়াতসমূহ) আছে। এইগুলি কিতাবের মূল এবং অন্য-গুলির তাৎপর্য অস্পষ্ট (মুতাশাবিহাত)। যাহাদের অন্তরে কুটিলতা রহিয়াছে তাহারা এই অস্পষ্ট তাৎপর্যবোধক আয়াতগুলির আলো-চনায় লিপ্ত হয়, কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য হইল অশান্তি সৃষ্টি করা এবং মনগড়া ব্যাখ্যা দান করা; কিন্তু আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই ইহার সঠিক ব্যাখ্যা জানে না। যাহারা জ্ঞানে সুদৃঢ়, তাহারা বলেঃ আমরা ইহাতে বিশ্বাস করি, সবই আমাদের প্রভুর নিকট হইতে সমাগত।" এই উভয় প্রকার আয়াতের উৎস একই ওয়াহ্'য়ি। ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াহ্'য়ি দ্বারা শুধু রাসূলে পাক (স')-এর পূর্ব-

বর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ ওয়াহ্'য়িকেই রহিত করা হয় নাই, বরং তাঁহার নিজের উপর অবতীর্ণ পূর্ববর্তী কোন কোন ওয়াহ্'য়ি পরবর্তী ওয়াহ্'য়ি দ্বারা রহিত হইয়াছে (২ : ১০৬)। কিন্তু ইহা-দ্বারা "শাশ্বত আসমানী কিতাব হইতে ওয়াহ্'য়ি রাসূল পাক (স')-এর উপর অবতীর্ণ হইত"—এই কথায় সন্দেহ করার কোন অবকাশ নাই। কারণ এইরূপ রদ-বদল আল্লাহ্ তা'আলার দ্বারাই করা হইয়াছে; এবং তিনি সর্বশক্তিমান (২ : ১০৬)। ইহাই নাসিখ ও মান্সূখ নীতি নামে পরিচিত, (তু. A. Haqq, Abrogations in the Koran, Lucknow)। এই বিষয়ে 'আবু'ল-কা'সিম হিবাতুল্লাহ্ ইব্ন সালামাঃ (মৃ. ৪১০/১০১৯) এবং 'আবদু'ল-কা'াহির ইব্ন তা'াহির (মৃ. ৪২৯/১০৩৮) কর্তৃক বিশেষভাবে পুস্তক লিখিত হইয়াছে। এই প্রকার পরিবর্তনের কারণ হইল মানুষের ক্রমবর্ধমান সমস্যা, শিক্ষা ও মানসিক উন্নতির ক্রমবর্ধমানতা ইত্যাদি। এক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি আদেশ দেওয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে অন্যরূপ আদেশ প্রদত্ত হয়। কু'রআান ২ : ১০৬-এ বলা হইয়াছে, "আমি কোন আয়াত রহিত করিলে কিংবা বিস্মৃত হইতে দিলে তাহা অপেক্ষা উত্তম কিংবা তাহার সমতুল্য আয়াত আনয়ন করি।" নাসিখ মানসূখ সম্বন্ধে মুসলিম 'উলামাার মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। প্রাচীন লেখক আবূ মুসলিম ইস্'ফাহানীর মতে, কু'রআান পাকের কোন আয়াতই মান্সূখ হয় নাই (দ্র. তাফ্সীর কাবীর)। তাঁহার মতে কু'রআান মাজীদে ২ : ১০৬; ১৬ : ১০১ আয়াত 'কোন কোন আয়াত মান্সূখ হওয়ার' যে উল্লেখ রহিয়াছে তাহার তাৎপর্য এই যে, পূর্ববর্তী তাওরাত, যাবূর, ইন্জীল ধর্মগ্রন্থের আদেশ কু'রআানের হুকুম দ্বারা মান্সূখ হইয়াছে (দ্র. ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১৯৬২, পৃ. ১৬৯-১৭৭)। মুশ্রিক-গণের আর একটি অভিযোগ ছিল যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') আল-কু'রআানের শিক্ষা ও জ্ঞান মানুষের নিকট হইতে লাভ করেন (১৬ : ১০৩; ২৫ : ৪ ই.; ৪৪ : ১৪) কিন্তু আল-কু'রআানে পরিষ্কারভাবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, ইহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে অবতীর্ণ বাণী (২ : ২৩—২৪; ১১ : ১৩-১৪; ১৭ : ৮৮)।

৪। ইসলামের একটি মহান শিক্ষা হইল যে, কেবল হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর নুবূওয়াতই নহে, পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ ওয়াহ্'য়িসমূহ এবং য়াহূদী ও খৃস্টানদের ধর্ম-পুস্তকসমূহও মূল আস্মানী কিতাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণেই আল-কু'রআানের সহিত ঐগুলির স্থানে স্থানে মিল দেখা যায় এবং এই কারণেই য়াহূদী এবং খৃস্টানদিগকে আহ্লু'ল্-কিতাব বা কিতাবী বলা হয়। আল-কু'রআান 'সুস্পষ্ট' 'আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইহার মূল শিক্ষা প্রাচীন গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান আছে (৮৭ : ১৮)। ইস্রাঈলী পণ্ডিতগণ ইহার সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন—এই ব্যাপারই কি ইস্রাঈলী জনসাধারণের জন্য একটি নিদর্শন নহে? (২৬ : ১৯৫ ই.)। পূর্বকালের অবতীর্ণ বাণীসমূহ কু'রআান সমর্থন করে (৩ : ৮০; ৬ : ৯২; ৩৫ : ৩১; ৪৬ : ১২ প.)। "আমি তোমার নিকট ওয়াহ্'য়ি প্রেরণ করিয়াছি যেমন আমি নূহ্' ও তাঁহার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমি ইব্রাহীম, ইস্মা'ঈল, ইস্হ'াক', য়া'কূ'ব, য়া'কূ'বের আওলাদ, 'ঈসা, আয়ূব, য়ূনুস, হারূন এবং সুলায়মানের নিকট ওয়াহ'য়ি প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং দাউদকে যাবূর দান করিয়াছিলাম" (৪ : ১৬৩)।

তাই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর কোন জ্ঞান ছিল অথবা তিনি সেগুলি পাঠ করিয়াছিলেন এমন কিছু জানা যায় না। তিনি যাহা কিছু অবগত হন ও বর্ণনা করেন সবই আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। তিনি উহা কোন মানুষ বা জিন্-এর নিকট হইতে শিক্ষা করেন নাই বা কোন পুস্তক পাঠে অবগত হন নাই। এই দিক দিয়া আল-কু'রআানের আদ্যোপান্ত রাসূল (স')-এর মু'জিযাঃ। সুতরাং বলা যায়, কু'রআানে উল্লিখিত ইব্রাহীমের উপর অবতীর্ণ পুস্তিকাসমূহ, "এবং মূসার উপর অবতীর্ণ কিতাব" (৫৩ : ৩৬; ৮৭ : ১৮ প.) এবং অন্যান্য নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের (৩৫ : ২৫) বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাঁহার কোন পূর্ব-জ্ঞান ছিল না। রাসূল (স')-কে উম্মী (নিরক্ষর) অভিহিত করিয়া কু'রআান স্পষ্টত ইহারই সমর্থন করে। উম্মী শব্দের প্রচলিত অর্থ একজন সাধারণ ব্যক্তি, যিনি লিখিতে পড়িতে জানেন না (২ : ৭৮; ৩ : ২০, ৭৫; আরও দ্র. উম্মী)। কু'রআানে বলা হইয়াছে, 'নিরক্ষর জনগণের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে একজনকে আল্লাহ্ রাসূলরূপে পাঠাইয়াছেন—যিনি তাহাদিগের নিকট আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করেন এবং তাহাদিগকে কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) এবং হি'কমাঃ (জ্ঞান অর্থাৎ হ'াদীছ') শিক্ষা দেন" (৬২ : ২)। "তুমি জানিতে না কিতাব কি, অথবা ঈমান কি?" (৪২ : ৫২)। পূর্ববর্তী অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ যে তাহার শিক্ষার সম্পূর্ণ অনুরূপ ছিল, মক্কায় অবতীর্ণ ওয়া'হ্য়িসমূহ আগাগোড়া এই ধারণায় পরিপূর্ণ। মদীনায় অবতীর্ণ ওয়া'হ্য়িসমূহেও এই ধারণা অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু এখানে কু'রআানের শিক্ষা পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের শিক্ষাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, ইহাই পরিস্ফুটভাবে বলা হইয়াছে। য়াহূদীগণ কিতাবের বিশেষ অংশ লাভ করিয়াছিল (৩ : ২৩, ৪ : ৪৪)। তদুপরি তাহাদের ধর্মীয় আইনের কোন কোন ব্যবস্থা কেবল তাহাদের জন্যই প্রযোজ্য, যেমন সাব্ত পালন (২ : ৬৫, ৪ : ৪৭) এবং দণ্ডস্বরূপ নিষিদ্ধ খাদ্যসমূহ (৪ : ১৬০, ৬ : ১৪৭)। পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের তুলনায় কু'রআানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, য়াহূদীগণ তাহাদের পুস্তকের কতক বিস্মৃত হইয়া (৫ : ১৪), কতক গোপন করিয়া (২ : ১৭৪; ৫ : ১৫) এবং কতক পরিবর্তন করিয়া (৪ : ৪৬) ইহাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, এবং খৃস্টানগণ (তাহাদের ধর্মগ্রন্থের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়া) হযরত 'ঈসা ('আ)-কে খোদারূপে উপাসনা করে (৫ : ৭২, ৭৩, ১১৬, ১১৭) এবং সন্ন্যাস প্রথার প্রবর্তন করে (৫৭ : ২৮)।

৫। অমুসলিম পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করিতেন তাহা তিনি য়াহূদী ও খৃস্টানগণের সংস্পর্শে আসিয়া লাভ করিয়াছিলেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার জীবদ্দশায় য়াহূদী ও খৃস্টানগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহারা যে তাঁহার ধর্মগুরু ছিল ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর পূর্ববর্তী নবীগণ আল্লাহ্র নিকট হইতে নুবূওয়াত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইহা স্বীকৃত হইলে তাঁহার ক্ষেত্রে ইহা অস্বীকার করার কি কারণ থাকিতে পারে? ওয়াহ্'য়িতে বিশ্বাস না থাকিলেও সাধারণ জ্ঞানেই দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী নবীগণ যে সমাজ-ব্যবস্থা রাখিয়া গিয়াছিলেন হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তদপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠতর এক পরিপূর্ণ ও আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা রাখিয়া গিয়াছেন। পূর্ববর্তী নবীগণ আল্লাহ্র নিকট হইতে ওয়াহ্'য়ি প্রাপ্ত, ইহা

স্বীকৃত হইলে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর ক্ষেত্রে তাহা না হওয়ার কোন কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে মানব সভ্যতা একটি সদা প্রবাহিত স্রোতধারার ন্যায়। আল্লাহ্ তা'আালা মানব সভ্যতায় ক্রমোন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে যুগে যুগে মানব সভ্যতার পথের দিশারীস্বরূপ নবীগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই সেই পরম জ্ঞানময় আল্লাহ্ তা'আালার দ্বারা চালিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সকলের প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য থাকা স্বাভাবিক এবং তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা একটি অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারার ন্যায় পূর্বাপর সম্বন্ধযুক্ত। এই হিসাবে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রদত্ত শিক্ষা তাঁহার পূর্ববর্তিগণের প্রদত্ত শিক্ষার অনুরূপ ছিল—আল-কু'রআান এই কথাই প্রকাশ করিয়াছে। এই কারণেই বাইবেলোক্ত নবীগণকে কু'রআানের শিক্ষা অনুসারে (২ : ২৮৫) মুসলিমগণ নবী বলিয়াই গ্রহণ করেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ছিলেন 'খাতামু'ন্-নাবিয়্যীন' (নবীগণের শেষ) অর্থাৎ শেষ নবী যাঁহার মধ্যে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রদত্ত শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সমসাময়িক 'আরবগণ আল-কু'রআানকে কাহিন (ভবিষ্যদ্বক্তা)-গণের বাণীর সমজাতীয় বলিয়া মনে করিত। আল-কু'রআানে ইহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে (৫২ : ২৯ ; ৬৯ : ৪২)। তাহাদের এই ধারণার মূলে ছিল কু'রআানের বাকধারার সহিত কাহিনগণের শপথ বিষয়ে বাকরীতির আংশিক সাদৃশ্য। প্রাথমিক সূরাঃগুলির প্রারম্ভে বিশেষ বিশেষ বস্তুর নামে শপথ করা হইয়াছে, যেমন ডুমুরের শপথ, জলপাইয়ের শপথ, সিনাই পাহাড়ের শপথ, নিরাপদ (মক্কা) নগরীর শপথ (৯৫ : ১ ২, ৩), রাশিচক্র সম্বলিতআকাশের শপথ (৮৫ : ১); ঊষার শপথ এবং রজনী দশকের শপথ এবং যুগ্ম ও অযুগ্মের শপথ (৮৯ : ১ প.)। কু'রআানে ব্যবহৃত এই শপথগুলির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত শপথকৃত বস্তুসমূহের একটা নিবিড় সম্বন্ধ সবক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন, সূরাঃ ওয়া'ত-তীনের (ডুমুর জাতীয় ফলের) শপথ, যায়তূনের (জলপাইয়ের) শপথ, সিনাই পাহাড়ের শপথ এবং নিরাপদ নগরীর (মক্কার) শপথ করিয়া বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ মানবকে শ্রেষ্ঠ উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সত্যাশ্রয়ী সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকলেই অধঃপতিত হয় ; আর সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ ক্রমাগত সুফল লাভ করিতে থাকিবে, ইহাই আল্লাহ্ তা'আালার জ্ঞানময় ব্যবস্থা। এখানে মূল বক্তব্য হইল মানব জীবনের উত্থান-পতনের মূল সূত্রটি প্রকাশ করা। আবার হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে 'আরবদের এক দল লোক কবি বলিয়াও গণ্য করিত। কু'রআানে ইহারও প্রতিবাদ করা হইয়াছে (২১ : ৫ প., ৩৭ : ৩৬ প., ৫২ : ৩০ প., ৬৯ : ৪১)। প্রকৃতপক্ষে কু'রআানের রচনা-শৈলীকে কোনক্রমেই কবিতা বলা চলে না। আল্লাহ্ বলেন, "আমি তাঁহাকে কবিতা শিক্ষা দিই নাই আর উহা তাঁহার পক্ষে সজতও নহে। ইহা উপদেশ এবং স্পষ্ট কু'রআান ভিন্ন আর কিছু নহে" (৩৬ : ৬৯)। কু'রআানের প্রকাশভঙ্গী সমসাময়িক আরবী কবিতার প্রকাশভঙ্গী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতি শক্তিশালী প্রকাশভঙ্গীতে কু'রআানের আয়াতগুলি রূপলাভ করিয়াছে। ইহার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে যাহা আর কোথাও দেখা যায় না, বরং ইহাকে 'আরবী সমিল গদ্য বা সাজ'আর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বস্তুত ইহাতে যেমন কবিতার সুললিত মিল মাধুর্য আছে, তেমনি গদ্যের সহজ সাবলীল গতি ও গাম্ভীর্যও রহিয়াছে। সাজ'আর ন্যায় কু'রআানের আয়াতগুচ্ছসমূহের আয়াতগুলির অন্তবর্ণের মিল আছে। এককালীন অবতীর্ণ আয়াতসমূহের অন্ত্যমিল একই। আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হইলে আল্লাহ্র আদেশে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাহাদের স্ব-স্ব স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন। কু'রআানের সর্বত্র ইহার রচনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। আবার যেখানে সংখ্যা প্রকাশক শব্দসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানেও কোথাও ছন্দগতি ক্ষুণ্ণ হয় নাই (যেমন উনিশ, ৭৪ : ৩০ ; আট, ৬৯ : ১৭, দ্বিবচন ৫৫ : ৪৬ ই.)। কোথাও রচনাধারা কবিতায় পর্যবসিত হয় নাই। কু'রআানের রচনা-শৈলীর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার উপমাসম্ভার। কু'রআান উপমা সম্পদে সমৃদ্ধ। আল্লাহ্ উপমা দিতেছেন, এই কথা বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে (১৪ : ২৫ ; ২৪ : ৩৫ ; ২৯ : ৪৩ ; ৫৯ : ২১ এবং বিশেষত ২ : ২৬)। উপমাগুলি সরল সুসঙ্গত ও ফলপ্রসূ (যেমন ১৩ : ১৫, ১৭ ; ২৪ : ৩৯)। প্রাকৃতিক বিষয়সমূহ হইতে যে সমস্ত উপমা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ বিশ্ব-প্রকৃতিকেও তাঁহার কুদ্‌রাতের প্রকাশক হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন (যেমন ৭ : ৫৮ ; ১৩ : ১৭)। শুধু মানুষ নহে, বিশ্বের সব কিছুই তাঁহার সৃষ্টি-কৌশল ব্যক্ত করিতেছে। এই জাতীয় উপমায় ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যতীত ঐতিহাসিক বিষয় হইতেও উপমা সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে উপমার উদ্দেশ্য হইল সতর্কীকরণ অথবা অনুপ্রেরণা দান (৪৩ : ৫৭ ; ৬৬ : ১০ ই.)। সূরাঃ নূর (২৪ : ৩৫)-এ একটি বিশিষ্ট উপমা আছে। অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থের দিক দিয়া ইহা তুলনাবিহীন। সূরাঃ কাহ্‌ফের পঞ্চম রুকূ'তে উপমাচ্ছলে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। অত্যাচারীর পরিণাম তাহার নিজের পক্ষেই ক্ষতিজনক হয় ইহাই এখানে দেখান হইয়াছে।

৬। হি'জাায অঞ্চলের মক্কাবাসীদের 'আরবী ভাষাতেই কু'রআান অবতীর্ণ হইয়াছিল। Vollers মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কথ্য ভাষাতেই কু'রআান অবতীর্ণ হইয়াছিল, লেখ্য ভাষায় নহে ; লেখ্য ভাষার ব্যাকরণের বাঁধন কথ্য ভাষার মত তত সুনির্দিষ্ট নহে, কু'রআানে যে সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণসম্মত ভাষা দেখা যায় তাহা পরবর্তী যুগে পুনর্লিখিত হইয়াছিল। Vollers-এর এই মত যে নিশ্চিতভাবে ভুল ও ভিত্তিহীন তাহা R. Geyer এবং Noldeke যথার্থভাবেই দেখাইয়া দিয়াছেন। হ'াদীছে' অথবা আল-কু'রআানের ভাষা বিচারে কোথাও Vollers-এর মতের সমর্থনে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য আল-কু'রআানের কোন কোন শব্দ বিভিন্ন গোত্র দ্বারা বিভিন্নরূপে উচ্চারিত হইত এরূপ প্রমাণ আছে। রাসূল আকরাম (স') বলিয়াছেন, "কু'রআান সাত হ'ারফে (আঞ্চলিক উচ্চারণ প্রণালীতে) অবতীর্ণ হইয়াছে। অতএব যাহা তোমার পক্ষে সহজ সেইভাবে ইহা পাঠ কর।" (মিশ্‌কাত, বাব ফাদ'াইলু'ল-কু'রআান)। কু'রআানের প্রাথমিক যুগের অবতীর্ণ অংশের রচনারীতি পরবর্তী যুগের রচনারীতি হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকৃতির। কারণ শ্রোতাদের মানসিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া উপদেশ দান করা সঙ্গত। কু'রআানের প্রাথমিক আয়াতগুলির ভাষা অতি সংক্ষিপ্ত ও রচনার পদ্ধতি বলিষ্ঠ ; শ্রোতাদের মানসিক অবস্থা কিছুটা পরিবর্তিত হইবার পর কু'রআানের ভাষাও সেই পরিমাণে সরল, সহজ ও মৃদুগতি হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও সবই যে একই উৎস হইতে আগত আল-কু'রআানের সর্বত্র ইহা সুস্পষ্ট। মুসলিমদের অবিসম্বাদিত বিশ্বাস এই যে, আল-কু'রআানের ভাষা নিখুঁত ও

অননুকরণীয়। ইহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে আগত। ইহার মধ্যে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর স্বরচিত কিছুই নাই। আল-কু'রআানের এই অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে তাঁহার জীবদ্দশাতেই ইহা 'আরব মনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

৭। রাসূল (স')-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সম্পূর্ণ কু'রআান পুস্তকাকারে একই জিল্‌দে বিদ্যমান ছিল না। ঐ সময়ে আল-কু'রআানের কতক অংশ চর্মে, কতক অংশ বল্কলে ও কতক অংশ প্রশস্ত অস্থিফলকে ও প্রস্তরে লিপিবদ্ধ ছিল। রাসূল (স') তাঁহার জীবদ্দশাতেই আল্লাহ্‌র আদেশে কু'রআানের সমুদয় আয়াতের বিন্যাস-শৃঙ্খল নিরূপিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং রাসূল (স') ও বহু স'াহ'াবী ঐভাবে সম্পূর্ণ কু'রআান মুখস্থ করিয়াছিলেন। উহা সেইভাবেই বিভিন্ন উপাদানে লিখিত অবস্থায় একত্র করিয়া রাখা হইয়াছিল। আল-কু'রআানের যে অংশ যখনই অবতীর্ণ হইত রাসূল (স') তখনই উহা তাঁহার লেখকদের কাহারও দ্বারা লেখাইয়া রাখিতেন। প্রত্যেকটি ওয়াহ্'য়ি যাহাতে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখা সম্ভব হয় এই উদ্দেশ্যে কতিপয় স'াহ'াবীকে এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল। কাজেই ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে, সম্পূর্ণ আল-কু'রআান রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর জীবদ্দশাতেই লিখিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু কু'রআানকে একটি পুস্তকের আকারে রূপদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ তাঁহার জীবদ্দশায় কু'রআান ক্রমাগত অবতীর্ণ হইতেছিল।

কু'রআান যে রাসূল (স')-এর জীবদ্দশাতেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কু'রআানকে কিতাব বলা হইয়াছে। কিতাব শব্দের অর্থ পুস্তক অথবা যাহা লিখিত হয়। হযরত 'উমার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বিবৃত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার ভগিনীর নিকট হইতে কু'রআানের এক লিখিত অংশ লইয়া পাঠ করিলেন (ইব্‌ন হিশাম, ed. Wustenfeld, p. 226 প.)। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, সমসাময়িক আরবদিগের মধ্যে লেখার প্রচলন ছিল (আল-বালাযু'রী, ed. de Goeje, p. 471. 473; তু. Goldziher, Muh. Stud., i. 110), আল-আযরাক'ী তারীখ মাক্কাতে (ed. Wustenfeld, p. 102, etc.) বলিয়াছেন যে, ইসলাম আগমনের পূর্বে মক্কায় দলীল-পত্র, রসীদ, অঙ্গীকারপত্র প্রভৃতি লেখা হইত। কাজেই ইহা সুনিশ্চিত যে, মক্কায় এবং পরবর্তী যুগের মদীনায় ওয়াহ্'য়ি লেখার লোকের অভাব ছিল না। রাসূল (স')-এর স'াহ'াবাগণের মধ্যে এরূপ লোক বিরল ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রীগণের মধ্যে হযরত হ'াফ্‌স'াঃ (রা) এবং হযরত উম্মু-কুলছু'ম (রা) লিখিতে জানিতেন। যাহা হউক, বিনা দ্বিধায় ইহা বলা যাইতে পারে যে, মক্কার ন্যায় আন্তর্জাতিক যোগাযোগসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে বহু লোকই লিখিতে জানিতেন। হযরত 'আাইশাঃ ও উম্মু সালমাঃ (রা) শুধু পড়িতে পারিতেন। কু'রআানের লেখকরূপে রাসূল (স')-এর ৪২ জন স'াহ'াবী (রা)-র নাম উল্লিখিত হইয়াছে (Muhammad Ali, Holy Quran, xxxviii)। রাসূল (স')-এর কোন লেখার প্রয়োজন হইলে এই সমস্ত লেখক দ্বারাই তিনি তাহা লিখাইয়া লইতেন। কু'রআান লেখা ব্যতীত সন্ধিপত্র ও সনদাদি লেখার ব্যাপারেও তাঁহারা নিয়োজিত হইতেন (তু. also Wakidi, transl. by Wellhausen, p. 35, on the Nakhla letter), কয়েকটি হ'াদীছে' (বালাযু'রী, পৃ. ৪৭২ প. আত'-ত'াবারী, ed. de Goeje, i, 1782) রাসূল (স')-এর স'াহ'াবীগণের মধ্যে মক্কা ও মদীনাবাসী কয়েকজনের নামোল্লেখ করা হইয়াছে যাঁহারা রাসূল (স')-এর লেখক হিসাবে কাজ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, হযরত 'উবায়্যি ইব্‌ন কা'ব (রা) এবং হযরত যায়দ ইব্‌ন ছ'াবিত (রা)। রাসূল (স')-এর স'াহ'াবী কবি হযরত হ'াস্‌সান ইব্‌ন ছ'াবিত (রা) কর্তৃক বাদ্‌র যুদ্ধের পরে লিখিত একটি কবিতা সম্পর্কে Hirschfeld বলেন, (Diwan, ed. Hirschfeld, p. 15) উহা মসৃণ পৃষ্ঠার উপর খাত্'তু'ল-ওয়াহ্'য়িতে (ওয়াহ্'য়ির অক্ষরে) লিখিত হইয়াছিল। ওয়াহ্'য়ি যে লিখিত হইত ইহাও তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ (See Noldeke, in S. B. Ak. Wien 1900 on Labid, Mu'allaka, verse 2)। 'আম্‌র ইব্‌ন হ'ায্‌মের নিকট লিখিত পত্র (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৯৬১; তু. Sperber, Die Schreiben Muhammeds an die stamme Arabiens, in MSOS, vol. xix. 2, 83) রাসূল (স') নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, নাপাক অবস্থায় কেহ যেন কু'রআান স্পর্শ না করে। রাসূল (স')-এর সময়ে কু'রআান যে লিখিত অবস্থায় ছিল ইহাও তাহার একটি প্রমাণ।

৮। রাসূল (স')-এর মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র বাণী কু'রআান এবং রাসূল (স')-এর সুন্নাঃ মুসলিমদিগের নিকট একমাত্র পথপ্রদর্শকরূপে রহিল। এই হিসাবে কু'রআান ও সুন্নাঃ-র গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ঘটনা-প্রবাহ শীঘ্রই কু'রআানকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল (দ্র. Noldeke-Schwally, ii. 11 প.)। কু'রআানের হ'াফিজ'গণ কু'র্‌রা' (একবচন ক'ারী) নামে পরিচিত হইতেন। য়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া অনেক কু'র্‌রা' শহীদ হইয়াছিলেন, ইহাতে হযরত 'উমার (রা) কু'রআানের সংরক্ষণ বিষয়ে চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। এজন্য তিনি খালীফাঃ হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-কে কু'রআানের অংশগুলি একত্র করিয়া পূর্ণ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে সম্মত করিলেন। এই কার্যের ভার রাসূল (স')-এর প্রধান লেখক হযরত যায়দ ইব্‌ন ছ'াবিত (রা)-এর উপর দেওয়া হইল। অনন্তর যায়দ ইব্‌ন ছ'াবিত (রা) রাসূল (স')-এর যামানায় বিভিন্ন উপাদানে লিখিত অংশগুলিকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া আল-কু'রআানের একটি প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন এবং উহা হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর নিকট অর্পণ করেন। হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর মৃত্যুর পর ইহা পরবর্তী খালীফাঃ হযরত 'উমার (রা)-এর হাতে আসে এবং তিনি তাঁহার কন্যা হযরত হ'াফ্‌স'াঃ (রা)-এর নিকট উহা গচ্ছিত রাখেন।

৯। রাসূল (স')-এর জীবদ্দশায় কতিপয় স'াহ'াবীও ব্যক্তিগতভাবে আল-কু'রআান লিখিয়া রাখেন, তাঁহারা হইলেন হযরত উবায়্যি ইব্‌ন কা'ব (ইব্‌ন সা'দ ২য়/২য়, ১০৩ : ৩য়/২য় ৫৯—৬২), 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্'উদ (দ্র. ইব্‌ন মাস'উদ), আবূ মূসা 'আবদুল্লাহ্ আল-আশ'আরী (দ্র. আল-আশ'আরী) এবং মিক্'দাদ ইব্‌ন 'আম্‌র (রা) (ইব্‌ন সা'দ ৩য়/১ম, ১১৪-১১৬)। ফিহ্‌রিস্ত (ed. Flugel, p. 26 প.) এবং আল-ইত্‌ক'ান (১, ৮০-৮২) পুস্তকদ্বয়ে প্রথমোক্ত দুইজনের লিখিত প্রতিলিপি সম্বন্ধে বলা হয় যে, ঐগুলি হযরত 'উছ'মান (রা)-এর সময় লিখিত কু'রআানের অনুরূপই ছিল। কিন্তু হযরত উবায়্যি (রা)-এর প্রতিলিপিতে দুইটি সূরাঃ অতিরিক্ত ছিল বলিয়া কথিত হয় এবং ইব্‌ন মাস্'উদ (রা)-এর

Goto List

প্রতিলিপিতে সূরাঃ ১১৩ ও ১১৪ বিদ্যমান ছিল না। (তিনি এই সূরাঃ-দ্বয়কে কু'রআানের অংশ মনে করিতেন না; বরং আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনার দু'আা' মনে করিতেন)। এইরূপ পার্থক্য তাঁহাদের ব্যক্তিগত মতের কারণে হইয়াছিল। কিন্তু হযরত 'উছ'মান (রা)-এর আদেশক্রমে লিখিত প্রতিলিপিগুলি যাবতীয় স'াহ'াবীর ইজ্‌মা' দ্বারা যথার্থ বলিয়া গৃহীত হয়। এইজন্য তাঁহার পরে কু'রআান সম্পর্কে কখনও কোনই মতভেদ হয় নাই। পরে উক্ত চারি স'াহ'াবীর নিজস্ব প্রতিলিপি বিলুপ্ত হইয়া যায়।

১০। কু'রআানের বর্তমান রূপ রাসূল (স') কর্তৃকই নির্দিষ্ট হইয়াছিল এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। হ'াদীছ' হইতে জানা যায় যে, রাসূল (স') প্রত্যেক বৎসর রামাদ'ান মাসে সমগ্র কু'রআান অর্থাৎ ঐ সময় পর্যন্ত অবতীর্ণ কু'রআান জিব্‌রীলকে একবার করিয়া এবং তাঁহার জীবনের শেষ রামাদ'ানে সমগ্র কু'রআান অর্থাৎ ঐ সময় পর্যন্ত অবতীর্ণ কু'রআান জিব্‌রীলকে দুইবার শুনাইয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূল (স')-এর ওয়াফাতের পূর্বেই কু'রআান মাজীদের সূরাঃ ও আয়াতগুলির ক্রমবিন্যাস নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট অবস্থায় ছিল এবং যে সকল স'াহ'াবীর সমগ্র কু'রআান মুখস্থ ছিল তাঁহারাও ঐ ক্রম অনুযায়ী মুখস্থ রাখিয়াছিলেন।

১১। ইব্‌নু'ল-আছ'ীরের (ed. Tornberg, iii. 86) বর্ণনানুযায়ী পূর্বোল্লিখিত চারিটি কু'রআান সংগ্রহ চারিটি বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত হয়। যথাঃ হযরত 'উবায়্যি (রা)-এর সংগ্রহ দামিশ্‌কে,' হযরত মিক্‌দাদ (রা)-এর সংগ্রহ হি'ম্‌সে', হযরত ইব্‌ন মাস্‌'উদ (রা)-এর সংগ্রহ কূফায় এবং হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-এর সংগ্রহ বসরায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শেষোক্ত দুইজন উল্লিখিত স্থানদ্বয়ের শাসনকর্তা ছিলেন। সম্ভবত এই সব বিভিন্ন সংগ্রহের প্রভাবে বিভিন্ন স্থানের মুসলিমগণের কু'রআান পাঠের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হইতেছিল। হ'াদীছে' আছে যে, আর্মেনিয়া ও আযারবায়জান অভিযানের সময় মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে কু'রআানের প্রকৃত পাঠ লইয়া বিভেদ সৃষ্টি হয়। ইহাতে সেনাপতি হ'ুয'ায়ফাঃ (রা) খালীফাঃ হযরত 'উছ'মান (রা)-কে ইহার আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। খলীফা তাঁহার কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া হযরত হ'াফ্‌স'াঃ (রা)-এর নিকট হইতে হযরত আবূ বাক্‌রের যামানায় লিপিবদ্ধ প্রতিলিপিটি আনাস এবং হযরত যায়দ ইব্‌ন ছ'াবিত (রা), হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা), হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন আল-'আস' (রা) (ইব্‌ন সা'দ, ৫ম, ১৯—২৪) এবং হযরত 'আবদু'র-রাহ'মান ইবনু'ল-হ'ারিছ' (রা) (ঐ, ৫ : ১)-এর প্রতি উহার কয়েকটি প্রতিলিপি লিখিবার ভার অর্পণ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই নির্দেশ দিলেন, 'কু'রআান লিখিবার সময় কোন অংশের কি'রাআতের ক্ষেত্রে মতবিরোধ হইলে কু'রায়শী কি'রাআাঃ রীতিকেই যেন গ্রহণ করা হয়।' অনন্তর কু'রআানের এই প্রতিলিপির সহিত যে সব প্রতিলিপির সম্পূর্ণ মিল ছিল না, তাহা খলীফার নির্দেশে পুড়াইয়া ফেলা হয়। বস্তুতপক্ষে এতদ্ভিন্ন আর কোনও উপায় ছিল না। সমুদয় স'াহ'াবীই খলীফার এই কার্য সমর্থন করেন। অতঃপর তিনি উক্ত প্রতিলিপির সাতটি প্রতিলিপি লিখাইয়া মক্কা, সিরিয়া, য়ামান, বাহ্‌'রায়ন, বসরা ও কূফায় একটি করিয়া প্রতিলিপি প্রেরণ করেন এবং একটি মদীনায় রাখেন (ইত্‌ক'ান)। এই প্রতিলিপিরই প্রতিলিপিসমূহ আজ পর্যন্ত ইসলাম জগতের সর্বত্র একমাত্র কু'রআানরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

১২। আশ-শাহ্‌রাস্তানী কিতাবু'ল-মিলাল ওয়া'ন-নিহ'াল (ed. Cureton, p. 95 প.) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, খারিজীগণের একদল কু'রআানের সূরাঃ য়ূসুফ (১২শ সূরাঃ)-কে কু'রআানের অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিত। তাহাদের মতে ইহা প্রেম কাহিনী-মূলক এবং কু'রআানের বিষয়বস্তু হওয়ার অনুপযুক্ত। বলা বাহুল্য যে, নিছক অজ্ঞতাপ্রসূত এই মতের মূলে কোন সত্য নাই। কথিত আছে যে, এক শ্রেণীর শী'আঃ হযরত 'উছ'মান (রা) কর্তৃক লিপিবদ্ধ কু'রআানের বিশুদ্ধতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে হযরত 'আলী (রা) ও তাঁহার বংশের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধীয় আয়াতসমূহ এমন কি সূরাঃসমূহ কু'রআান হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। যথাঃ সূরাঃ আন-নূরায়ন, সূরাঃ আল-ওয়ালায়াঃ নাকি এইরূপ দুইটি সূরাঃ (দ্র. Noldeke-Schwally, ii. 102 প.; Goldziher, Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, p. 271; Casanova, i. 17, 24)। হযরত 'উছ'মান (রা) কর্তৃক কু'রআানের প্রতিলিপি প্রস্তুতকরণ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র রদ-বদল করা হইয়া থাকিলে তাঁহার বিরোধিগণ নিশ্চয় উহার অভিযোগ করিতেন, কিন্তু সমসাময়িক বিবরণসমূহে কোথাও ইহার কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু শী'আঃগণ বর্তমান কু'রআানের উপর আজকাল বিশ্বাসী।

১৩। কু'রআানের সূরাঃগুলির একটিকে অপরটি হইতে বিস্‌মিল্লাহি'র-রাহ্‌'মানি'র-রাহ'ীম ("পরম দয়ালু, অতি দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে") দ্বারা পৃথক করা হইয়াছে। নবম সূরাঃ (তাওবাঃ) ব্যতীত প্রত্যেক সূরাঃ-র প্রারম্ভে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। হ'ানাফী মতাবলম্বী ফাখ্‌রু'ল-ইসলাম 'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-বায়দ'াব'ী ও অন্যান্য হ'ানাফী 'আলিম বলেন যে, ইহা কু'রআানের একটি আয়াত যাহা অধ্যায়সমূহের মধ্যে ব্যবধান নির্দেশের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে (মাদারিক, ১/৭)। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) খালীফাঃ 'উছ'মান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সূরাঃ আন্‌ফাল (অষ্টম অধ্যায়) এবং সূরাঃ বারাআঃ (তাওবাঃ) (নবম অধ্যায়)-এর মধ্যে তিনি কেন বিস্‌মিল্লাহ বাক্যটি লিখেন নাই। তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এই দুইটি পৃথক কিংবা একই অধ্যায়—কিছুই নির্দেশ করিয়া যান নাই। এইজন্য তাহা'দের মধ্যে বিস্‌মিল্লাহ লিখা হয় নাই (আহ'মাদ, তিরমিয'ী ও আবূ দাউদ, মিশকাতে উদ্ধৃত, পৃ. ১৯৪)। ২৭ : ৩০ আয়াতে সাবার রাণীর নিকট লিখিত সুলায়মান (আ)-এর পত্রের প্রারম্ভে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। কোন খৃস্টান লেখক (Rodwell) বলিয়াছেন যে, এই 'বিস্‌মিল্লাহ' বাক্যটি পূর্বে য়াহূদী জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। তৎপর উমায়্যাঃ ইহা কু'রায়শদিগকে শিক্ষা দেন (Rodwell, The Koran, p. 19)। লেখকের বর্ণনার শেষ অংশ সত্য নহে। কারণ উমায়্যাঃ যাহার শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা 'বিইস্‌মিকা আল্লাহুম্মা' (হে আল্লাহ্ তোমার নামে) 'বিস্‌মিল্লাহি'র-রাহ'মানি'র-রাহ'ীম' নহে। ইহা কিতাবু'ল-আগ'ানীতে কথিত হইয়াছে। হ'দায়বিয়্যার সন্ধি সম্বন্ধীয় উক্তিতে প্রমাণিত হয় যে, 'বিইস্‌মিকা আল্লাহুম্মা' বাক্যটি রাসূল (স')-এর সময়ে পৌত্তলিক কু'রায়শগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, রাসূল (স') বিস্‌মিল্লাহ্ পারসিকদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন (Sab, Introduction, p. 42)। কিন্তু এইরূপ যুক্তির কোন ভিত্তি নাই। পারসিকদিগের প্রাচীন ধর্মপুস্তক আবেস্তায় ইহার সদৃশ কোন বাক্য নাই। ইসলাম প্রচারের পর পারসিকগণ মুসলিমদিগের অনুসরণে ইহা প্রচলন করিয়াছেন। কু'রআানের প্রথম সূরার পরে

পঠনীয় 'আামীন' বাক্যটির উল্লেখ বাইবেলেও রহিয়াছে। রাসূল (স') তাঁহার চিঠিপত্র, সনদ এবং সন্ধি-পত্রাদিতে 'বিস্‌মিল্লাহি'র-রাহ'মানি'র-রাহ'ীম' লেখাইতেন (ইব্‌ন সা'দ, ২য়/১ম, ২০-৩৭; ইব্‌ন হিশাম, ed. Wustenfold, i. 341)।

আত'-ত'াবারী (দ্র. তাফ্‌সীর, ১ঃ ৩৩; দ্র. ZDMG, xxxv. 598) কর্তৃক উল্লিখিত একটি হ'াদীছ' অনুসারে রাসূল (স') বলিয়াছেন যে, কু'রআানের অংশ বিভাগ এইরূপঃ তি'ওয়াল (দীর্ঘতম) সাতটি সূরাঃ ২য়-৭ম এবং ১০ম, আল-মিঊন (শত আয়াতের সূরাঃসমূহ), আল-মাছ'ানী (পুনঃপুনঃ পঠিত) এবং আল-মুফাস্'সা'াল (৪৯ তম হইতে শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র সূরাঃগুলি)। সাতদিনে কু'রআান মাজীদ খতম করার উদ্দেশ্যে রাসূল (স') স'াহ'াবীগণকে কু'রআান এইভাবে পড়িবার নির্দেশ দেন: (১) সূরাঃ এক হইতে চার, (২) পাঁচ হইতে নয়, (৩) দশ হইতে ষোল, (৪) সতর হইতে পঁচিশ, (৫) ছাব্বিশ হইতে ছত্রিশ, (৬) সাঁইত্রিশ হইতে উনপঞ্চাশ এবং (৭) পঞ্চাশ হইতে শেষ।

১৪। কু'রআানে ২৯টি সূরাঃ-র প্রথমে 'আরবী বর্ণমালার কতিপয় অক্ষর বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইগুলিও আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট, ইহাদের অর্থ রহস্যাবৃত। ২য় ও ৩য় সূরাঃ ব্যতীত এই জাতীয় সমস্ত সূরাই আখেরী মক্কা যুগে অবতীর্ণ। বর্ণমালার মোট ১৪টি অক্ষর এইভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। অক্ষরগুলি কোথাও একটি এবং কোথাও দুই হইতে পাঁচ পর্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। এইগুলির কোন কোনটি কেবল একটি সূরার প্রারম্ভে, কোনটি দুইটি সূরার প্রারম্ভে, কোনটি পাঁচটি সূরার প্রারম্ভে এবং কোন কোনটি ছয়টি সূরার প্রারম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে। যথাঃ আলিফ-লাম-মীম্-স'াদ, (৭ম), আলিফ-লাম-মীম্-রা (২৩শ), কাফ-হা-য়া-'আয়ন-স'াদ (১৯শ), ত'া-হা (২০শ), ত'া-সীন (২৭শ), য়া-সীন (৩৬তম), স'াদ (৩৮ তম), হ'া-মীম-'আয়ন-সীন-ক'াফ (৪২শ), ক'াফ (৫০তম), নুন (৬৮ তম), ত'া-সীন-মীম (২৬শ ও ২৮শ), আলিফ-লাম-রা (১০, ১১, ১২, ১৪ ও ১৫), আলিফ-লাম্-মীম (২, ৩, ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩২তম), হ'া-মীম্ (৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫ ও ৪৬তম)। ইহাদের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে (দ্র. ইত্‌ক'ান, ২য়, ১০, ই.; ZDMG, xxxv. 603 প.)। মুসলিম 'আলিমগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এইগুলি কেবল বর্ণমালার অক্ষরমাত্র। ওয়াহ্'য়ির সূচনার প্রতি রাসূল (স')-এর মনোযোগ আকর্ষণ করাই ইহাদের উল্লেখের উদ্দেশ্য। কেহ 'আরবী বর্ণমালার সংখ্যা মান হিসাবে ইহাদের ব্যাখ্যা দান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, এই অক্ষর কয়টি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বর্ণমালার দিকেই মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, এক একটি অক্ষর এক একটি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। তদনুসারে কাফ—হা—য়া—'আয়ন—স'াদ-এর অর্থ কারীম, হাদী, য়াক'ীন 'আলীম এবং স'াদিক'। এই সব [illegible] কোনটিই রহস্য প্রকাশে সমর্থ নহে, বরং এ সবই অনুমানমাত্র। [illegible] সুয়ূত'ীর ন্যায় লেখকগণও বলিয়াছেন যে, ইহাদের রহস্য কেবল আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার রাসূল (স') জ্ঞাত আছেন।

১৫। কু'রআানের সূরাঃগুলির নামকরণ কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন ৭৩—১১১) সূরার প্রারম্ভে উল্লিখিত শব্দবিশেষ হইতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সূরার মধ্যে আলোচিত কোন বিষয় হইতে (যেমন আল-বাক'ারাঃ, ২ঃ ৬৭ প.; আল-'ইম্‌রান, ৩ঃ ৩৩; হূদ, ১১ঃ ৫০ ই.) গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সব নাম আল্লাহ্‌র আদেশে রাসূল (স') দ্বারা প্রচারিত।

সূরাঃগুলি আয়াতসমূহে বিভক্ত, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। আয়াতগুলি সাধারণত অন্ত্যবর্ণের মিল হিসাবে স্তবকে সজ্জিত। কু'রআানের আয়াতসমূহের দৈর্ঘ্য ও সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে (ইত্‌ক'ান, ১ম, ৮৩ প., Noldeko, Gesch. des Qorans, p. 300)।

১৬। হযরত 'উছ'মান (রা) কু'রআানের যে প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন উহাতে যে লিখন পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। ঐ লিখন পদ্ধতি এখনও প্রচলিত আছে। কু'রআানের ঐ প্রতিলিপিতে নুক্'ত'াঃ ও স্বরচিহ্ন ছিল না, ফলে অনারবদের পক্ষে ঐ কু'রআান শুদ্ধভাবে পাঠ করা কঠিন ছিল।

১৭। এই অবস্থার প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ অনুভূত হইতে লাগিল। পাঠের এই অসুবিধা বিদূরিত করার জন্য কু'রআান পাঠের নিয়মাবলী—যাহা এতদিন মুখে মুখে প্রচলিত ছিল তাহা এখন পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করা হইল। কু'রআান পাঠ বা কি'রাআতঃ বিদ্যাবিষয়ক প্রথম পুস্তক হারূন ইব্‌ন মূসা (মৃ. ১৮৪/৮০০) কর্তৃক লিখিত হয়। পরে এই বিষয়ে যে সমস্ত পুস্তক লিখিত হয় তন্মধ্যে আবূ 'উবায়দ আল-ক'াসিম (মৃ. ২২৩/৮৩৭; Brockelmann, GAL[2], i. 105, Suppl. i., 166) প্রণীত গ্রন্থ এবং ত'াবারীকৃত প্রসিদ্ধ আল-জামি' গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিজ্‌রী ৪র্থ শতকে তিনটি পুস্তক লেখা হয়। ইহাদের প্রতিটির নাম কিতাবু'ল-মাস'াহি'ফ। লেখকগণ হইতেছেন ইবনু'ল-'আন্‌বারী (মৃ. ৩২৮/৯৪০), ইব্‌ন আশ্‌তা (মৃ. ৩৬০/৯৭০) এবং ইব্‌ন আবী দাউদ আস-সিজিস্‌তানী (মৃ. ৩১৬/৯২৮)। শেষোক্ত পুস্তকখানি বিদ্যমান আছে এবং উহা A. Jeffory কর্তৃক Materials for the History of the text of the Qur'an, Leidon 1937, পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

যাঁহারা কু'রআান শারীফ বিশুদ্ধভাবে পাঠে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ক'ারী বলা হয়। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ক'ারীগণের নামঃ নাফি' ইব্‌ন কাছ'ীর, আবূ 'আম্‌র আল-'আলা', ইবন 'আমির, আবূ বাক্‌র, 'আসি'ম, হাম্‌যাঃ এবং আল-কিসাঈ। খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে এই সাতজন ক'ারীর পঠন পদ্ধতি প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। কু'রআানের প্রামাণ্য পাঠ বিচারের মান কি হওয়া উচিত তাহা মুহ'াম্মাদ আল-জাযারী (মৃ. ৮৩৩/১৪২৯; তু. Brockelmann, GAL[2], ii. 257) এবং তাঁহার অনুকরণে আস-সুয়ূত'ী (ইত্‌ক'ান, ১ম, ৯৪) বলিয়াছেন, "যাহা 'আরবী ভাষার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হযরত 'উছ'মান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কু'রআানের প্রতিলিপির সহিত ঐক্যযুক্ত এবং যাহার উৎস সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক বিবরণ ত্রুটিহীন—এইরূপ প্রত্যেক পাঠরীতিই প্রামাণ্য পাঠ বলিয়া গৃহীত। উহা সপ্তক'ারী বা দশ ক'ারীর পাঠ হউক অথবা অন্য কোন ইমামের পাঠ হউক, উহাকে অগ্রাহ্য করা যাইবে না। কিন্তু উহা যদি এই তিনটি শর্ত অনুযায়ী শুদ্ধ না হয় তবে উহা সপ্তক'ারী অথবা প্রাচীনতর কোন ক'ারীর পাঠ হইলেও অশুদ্ধ বলিয়া বর্জনীয়।"

পাঠ বিচারের এই মান অনুযায়ীই সপ্তক'ারীর পাঠ ইসলামী সমাজে প্রচলিত ছিল। বর্তমানকালে ইঁহাদের দুইজনের পাঠমাত্র প্রচলিত আছে—'আসি'মের রাব'ী হ'াফ্‌সে'র পাঠ এবং নাফি'-

এর পাঠ। মিসর ব্যতীত আফ্রিকার সর্বত্র নাফি'-র পাঠ এবং মিসরে ও পৃথিবীর বাকী অংশে হ'াফ্সে'র পাঠই প্রচলিত।

১৮। কু রআানের প্রামাণ্য পাঠ সুনির্ধারিত রাখার জন্য উমায়্যাঃ যুগে 'আরবী বর্ণমালার সমরূপী বর্ণসমূহে বিভিন্নতাসূচক নুক'ত'াঃ চিহ্ন (বিন্দু) প্রযুক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত স্বর চিহ্নসমূহ ও তান্ব'ীন, স্ত্রীলিঙ্গসূচক অন্ত্য গোল তা (ة), আলিফের ব্যঞ্জনরূপ এবং ব্যঞ্জন বর্ণসমূহের দ্বিত্ববোধক চিহ্ন (তাশ্দীদ)-ও প্রচলিত হয়। অধুনা আবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রা, উৎকীর্ণ লিপি এবং প্রাচীন খাগড়ার কাগজ (Papyrus) এই সম্পর্কে নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে। এই সব হইতে জানা যায় যে, খৃস্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে নুক্'ত'ার প্রচলন ছিল।

স্বরচিহ্নসমূহ প্রথমে বর্ণের বিভিন্ন স্থানে নুক্'ত'ারূপে লিখিত হইত। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত করিয়া আলিফ, ওয়াও এবং য়া-এর অনুকরণে বর্তমানে ব্যবহৃত যবর, পেশ ও যের প্রবর্তিত হয় (Noldeke, Gesch. d. Qorans, iii, 264 প.)। কেহ কেহ কু'রআানের লিপিতে এইগুলির ব্যবহার সঙ্গত মনে করেন নাই। ইত্কা'ান, ২খ, ২০২ অনুসারে মদীনার মালিক ইব্ন আনাস (মৃ. ১৭৯/৭৯৫) শুধু ছাত্রগণের ব্যবহারার্থে কু'রআানসমূহে ইহার ব্যবহার অনুমোদন করিতেন। পৃথক পৃথকভাবে দেখাইবার জন্য প্রথম প্রথম নুক্'ত'াগুলি এক বর্ণের কালিতে এবং স্বরচিহ্নগুলি অন্য বর্ণের কালিতে লেখা হইত। এই সময়ে আয়াতের চিহ্ন ও সিজ্দার চিহ্নও প্রবর্তিত হয়। কু'রআানে হযরত রাসূল (স')-এর নির্দেশক্রমে অনেক সূরার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ বিভিন্ন আয়াত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রাথমিক যুগের অবতীর্ণ সূরাঃ শেষাংশে স্থান লাভ করিয়াছে। এইগুলি সাধারণত ছোট সূরাঃ। কিন্তু কু'র-আানের বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিক ধারা উপলব্ধির জন্য কু'রআানের কালানুক্রমিক পরম্পরা জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়। কু'রআানর ভাষ্যকারগণ এই সমস্যা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার সমাধানও করিয়াছেন। প্রধানত সমস্যা ছিল সূরাঃগুলি মক্কায় অবতীর্ণ না মদীনায় অবতীর্ণ কিংবা মাক্কী ও মাদানী উভয় প্রকারের আয়াত সম্বলিত তাহা নির্ধারণ করা। এই সমস্যার খুঁটিনাটি বিষয়ে মত-ভেদ থাকিলেও মোটের উপর ইহার সমাধান হইয়াছে (দ্র. ইত্-কা'ান, ১খ, ১৪ প.)। প্রায় সব আয়াতেরই অবতরণকাল নির্ধারণ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে নিম্নলিখিত নীতিসমূহ নির্ধারিত করা যাইতে পারে:

যে সমস্ত আয়াতে আল্লাহ্র একত্ববাদ, মৃতের পুনরুত্থান বিষয়ক আলোচনা, রাসূল (স') যাদুকর, কবি অথবা জিনগ্রস্ত— এই সব অপবাদের প্রতিবাদ এবং নবজাত কন্যার জীবন্ত প্রোথিত-করণের নিন্দা করা হইয়াছে সেগুলি মক্কায় অবতীর্ণ বলিয়া সাধা-রণত মনে করা হয়। কতকগুলি প্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট বিবরণ মাক্কী আয়াতসমূহের অন্তর্গত ধরা যায়, যেমন সূরাঃ ৩০-এ উল্লিখিত পারস্য জাতি কর্তৃক রোমকদের পরাজয় (খৃ.-৬১৪) এবং তাহাদের পরবর্তী বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী এবং সূরাঃ ৫৩-র সহিত সম্বন্ধযুক্ত আবিসিনিয়া হইতে প্রবাসী মুসলিমগণের প্রত্যাবর্তনের ঘটনা।

কু'রআানে ব্যক্তিগত নামের উল্লেখ খুবই বিরল (১১১ : ১, ৩৩ : ৩৭)। কু'রআানের অনুল্লিখিত অনেক ব্যক্তিগত নাম হ'াদীছ' হইতে জানা যায়।

G. Weil মাক্কী সূরাঃগুলি তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, Noldeke তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, H. Grimme কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া Noldeke-এর পদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু এইগুলির কোনটিই সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নহে। ইসলামের প্রধান শিক্ষা তাওহ'ীদ। ওয়াহ্'য়ির সূচনাতেই মহান সৃষ্টিকর্তা রাব্ব-এর নাম পাঠ করিবার নির্দেশের মধ্যে আল্লাহ্র একত্ব-বাদের দিকে আহ্বান রহিয়াছে। ইহার পরে পরেই সূরাঃ আল-মুয্যাম্মিল (৭৩)-এর নবম আয়াতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়, "লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়া" (তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই)। ইহার পরেই সূরাঃ ৭৪ : ২ আয়াতে যখন বলা হয় "উঠ ও সতর্ক কর" তখন রাসূল (স') "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই" ঘোষণা করিলে আবূ লাহাব কটূক্তি করে এবং তাহাতে সূরাঃ ১১১ অবতীর্ণ হয়। ইহার অল্পকাল পরেই সূরাঃ ১০৯-এ কাফিরগণের সহিত বিচ্ছেদের ঘোষণার নির্দেশ আসে এবং সূরাঃ ১১২-এ তাওহ'ীদের স্বরূপ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়। কোন্ সূরাঃ সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল মুসলিম পণ্ডিতগণ ইহার আলো-চনা করিয়াছেন। অধিকাংশের মতে (দ্র. ইত্কা'ান, ১খ, ২৯) সূরাঃ ৯৬ : ১—৫, আয়াতগুলিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। কাহারও কাহারও মতে ৯ম সূরাঃই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।

মুসলিম তাফ্সীরকারগণ যাবতীয় সূরার অবতীর্ণ ক্রমবর্ণনা করিয়াছেন (ইত্কা'ান, প্রথম অধ্যায় দ্র.)।

২০। মাদানী সূরাঃসমূহে সাধারণত য়াহূদী, খৃস্টান ও মুনা-ফিক'দিগের আচরণ, জিহাদের আদেশ, দণ্ডবিধি এবং সামাজিক বিধান আলোচিত হইয়াছে, যেমন ৮ : ৪৭ প., ২৪ : ১-১০ ; ৩৩ : ৩১—৩৪। ইব্ন হিশামকৃত সীরাতু'ন-নাবী হইতে রাসূল (স')-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি ইত্যাদির বিবরণের সাহায্যে মাদানী সূরাঃ-সমূহ মোটামুটিভাবে কালানুক্রমে সাজান যাইতে পারে।

কু'রআানের কোন্ অংশ সর্বশেষ ওয়াহ্'য়ি ছিল এ বিষয়ে মতভেদ আছে (ইত্কা'ান, ৩৩ প.)। ১১০ম সূরাঃকে শেষ ওয়াহ্'য়ি বলা হইয়াছে। কেহ কেহ ২ : ২৭৮ অথবা ২৮১ কিংবা ৪ : ১৭৬-কে শেষ আয়াত বলিয়াছেন। আবার কেহ ৫ : ৩ আয়াতকে এবং কেহ ৯ : ১২৮-১২৯-কে সর্বশেষ আয়াত বলিয়াছেন। কু'রআানের শেষ আয়াত ৫ : ৩ হওয়াই সর্বাপেক্ষা বেশী সম্ভাব্য মনে হয়। ইহা রাসূল (স')-এর বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হইয়াছিল। আয়া-তের অর্থ হিসাবে ইহা শেষ আয়াত হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

২১। মুসলিমগণের নিকট কু'রআান শুধু পবিত্র গ্রন্থই নহে, বরং মহত্তর আরও কিছু। ইহা তাহাদের সামগ্রিকভাবে দৈনন্দিন, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পথ-প্রদর্শক।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মূল সম্পাদনা G. Flugel, Corani textus arabicus, Leipzig 1834 and reprints, (২) ইহার অনেক প্রাচ্য সংস্করণ, বিশেষত কায়রো ১৩৪২ হি. সংস্করণ আছে; (৩) G. Flugel, Concordantiae Corani Arabicae, Leip-zig 1869 and 1898—কু'রআানের ইতিহাস সম্বন্ধে; (৪) A. Jeffery, Materials for the History of the Text of the Quran, Leiden 1937.—অনুবাদ : On the first Latin translation of the Kuran by Robert of Chester, তু. U. Monneret de Villard, Lo Studio dell'

Islam in Europa nel XII e nel XIII secolo, Rome 1944, p. 5, II প. ; (৫) মূল আরবী ও শারহ'সহ সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত লাতীন অনুবাদ হইল Lud Maracci-কৃত Alcorani textus universus, Padua 1698.—ইংরাজী : G. Sale, 1734 (and frequently since) ; (৬) I. M. Rodwell, 1876 (and afterwards Chronologically arranged) ; (৭) E. H. Palmer, The Qur'an, in Sacred Books of the East, 1880, and reprints ; (৮) M. Pickthall, The Meaning of the Glorious Koran, London 1930 ; (৯) Mirza Abul Fazl, Allahabad 1900 (Chronologically arranged) ; (১০) R. Bell, The Quran, translated with a critical rearrangement of the surahs, Edinburgh 1937-39 ; (১১) A. Yusuf 'Ali, The Holy Quran, Lahore 1934—দিনেমার: Fr. Buhl (1921, a selection chronologically arranged)—ফরাসী : Kasimirsky, Paris 1840 (and often afterwards) ; (১২) E. Montet, Paris 1925, 1929 ; (১৩) O. Peslo et A. Tidjani, 1936 ; (১৪) R. Blachere, Paris 1947 প.—জার্মান : L. Ullmann, 1862 (and afterwards) ; (১৫) F. Ruckert, Der Koran im Auszuge 1888 ; (১৬) M. Henning, Leipzig (Reclam) 1901 ; (১৭) Klamroth, Die funfzig altesten Suren des Korans, in gereimter deutscher Uebersetzung, 1890 ; (১৮) আংশিক অনুবাদ : L. Goldschmidt, 1916. 1923.—ইতালীয়ান A. Fracassi, Milan 1914 ; (১৯) L. Bonelli, Milan 1929,—সুইডিশ : Zettersteen, 1917. আরও দেখুন ; (২০) A. Fischer, Der Wert der Vorhandenen Koran—ubersetzungen, in Berichte...Sachs. Ak. 1937.

পরিচিতি : (২১) জালালু'দ-দীন আস-সুয়ূত'ী, কিতাবু'ল-ইত্ক'ান ফি 'উলুমি'ল-কু'রআন, কলিকাতা ১৮৫২—১৮৫৪ ; (২১) G. Sale, Preliminary Discourse, etc. (with his translation ; তু. above) ; (২৩) L. Maracei, Refutatio Alcorani, 1698 ; (২৪) G. Weil, Historisch-kritische Einleitung in den Koran, 2nd ed., 1878 ; (২৫) Noldeke, Geschichte des Qorans, 1860 ; (২৬) 2nd ed., by Schwally, i., 1909 ; ii., 1919 ; (২৭) Bergstrasser—Pretzl, iii., 1926-35 ; (২৮) E. Sell, The Historical Development of the Koran, Madras 1898 তু. Schwally, in Sachau-Festschrift, 1915, p 321 প. ; (২৯) Noldeke, Orientalische Skizzen, 1892, p. 21 প. ; (৩০) H. Hirschfeld, New Researches in the Composition and Exegesis of the Qoran, 1902 ; (৩১) W. St. Cl. Tisdall, Original Sources of the Quran, London 1905 ; (৩২) Ahmed Shah, Studies in the Quran, I, Cawnpore 1905 ; (৩৩) H. U. W. Stanton, The Teaching of the Qur'an, London 1919 (with subject index and comparative verse numberings) ; (৩৪) R. Blachere, Introduction au Coran (Introduction to his translation), Paris. 1947 দ্র. মুহ'াম্মাদ, গ্রন্থপঞ্জী ।

তাফসীর বা ভাষ্য : (৩৫) আত্'-ত'াবারী, তাফসীরু'ল-কু'রআন, ৩০ খণ্ড, কায়রো ১৩২১ ; (৩৬) আয-যামাখ্শারী আল-কাশ্শাফ, সম্পা. Lees, Calcutta 1856, Cairo 1318 ; (৩৭) আল-বায়দ'াব'ী, সম্পা. Fleischer, 1846-1848 ; (৩৮) তাফসীরু'ল-জালালায়ন, কায়রো ১৩০৫ ও পরে ; (৩৯) ফাখ্রু'দ-দীন রাযী, মাফাতীহ'ু'ল-গ'ায়ব, কায়রো ১৩০৭ ; এবং আরও অনেকে। (৩৯ক) J. Barth, Studien zur Kritik und Exegese des Qorans, 1915 (Isl. vi, 1916. p. 113 প.) ; (৪০) I. Goldziher, Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung, 1920 ; পুস্তিকাসমূহ : (৪১) A. Geiger, Was hat Muhammed aus dem Judentum aufgenommen (?), 1833, 2nd ed., 1902 ; (৪২) H. Hirschfeld, Beitrage zur Erklarung des Koran, 1886 ; (৪৩) Schapiro, Die Haggadischen Elemente im erzahlenden Teil des Korans, 1907 (Heft i. only) ; (৪৪) R. F. Gerock, Versuch einer Darstellung der Christologie des Korans, 1839 ; (৪৫) E. Sayous, Jesus Christ d'apres Mahomet, 1880 ; (৪৬) O. Pautz, Mohammeds Lehre von der Offenbarung, Leipzig 1898 ; (৪৭) C. Torrey, The Commercial-Theological Terms in the Koran (Diss. Srassbturg 1892) ; (৪৮) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, 1926 ; (৪৯) J. Walker, Bible Characters in the Koran, Paisley 1931 ; (৫০) D. Siderasky, Les origines des legendes musulmanes dans le Coran et dans les vies des Prophetes, Paris 1932 ; (৫১) K. Ahrens, Christliches im Qoran, in ZDMG, 84 (1930), 15-68, 148-190 ; (৫২) S. Frankel, De vocabulis in . . . . Corano peregrinis, Leiden 1880 ; (৫৩) A. Jeffery, The foreign vocabulary of the Qur'an, Baroda 1938 ।

F. Buhl (S.E.I.)/মুহ'ম্মদ রিদ্বাউর রহীম

কু'রবান (قربان) 'আরবী শব্দ। ইহার অর্থ উৎসর্গ। শব্দটি হিব্রু ভাষাতেও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (ইহা কু'-র-ব এই ধাতু হইতে উৎপন্ন) ধাতুগত অর্থে ইহার অর্থ 'নৈকট্য'। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যাহা উৎসর্গ করা হয় তাহাও কু'রবান নামে পরিচিত। যেমন কু'রআনে আছে (৫ : ২৭) ; "এবং তাহাদের নিকট সত্যভাবে আদামের দুই পুত্রের কথা বর্ণনা কর যখন তাহারা উভয়ে কু'রবানী করিয়াছিল তখন একজনের উৎসর্গ কবূল হইয়াছিল।" ইহা ব্যতীত আরও দুই স্থানে কু'রবান শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা, ৩ : ১৮৩ এবং ৪৬ : ২৮। প্রথমোক্ত স্থানে 'কু'রবান' উৎসর্গ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; কিন্তু শেষোক্ত স্থলে ইহা নৈকট্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হ'াদীছে' দুই স্থানে এই শব্দ পাওয়া যায়। "স'ালাত হইল কু'রবান" (আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, মুসনাদ, ৩ : ৩২১, ৩৯৯)। এখানে ইহা নৈকট্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যে জুমু'আর স'ালাত আদায় করে সে ঐ ব্যক্তির সমান যে একটি কু'রবানী (উৎসর্গ)

করে। এখানে কু'রবান শব্দ উৎসর্গ অর্থে ব্যবহৃত (ঐ, ২ : ৪১১)। এই সম্পর্কে লিসানু'ল-'আরাবে উল্লিখিত নিম্নোক্ত দুইটি হ'াদীছ'ও প্রণিধানযোগ্য :

(১) "এই উম্মাতের (অর্থাৎ মুসলিমগণের) বৈশিষ্ট্য হইল যে, তাহাদের রক্ত তাহাদের কু'রবান অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তাহারা ধর্মযুদ্ধে রক্তদান করে।"

(২) "স'ালাত প্রত্যেক ধার্মিক মুসলমানের কু'রবান" অর্থাৎ স'ালাতের মাধ্যমে মুসলিম আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করে।

১০ যু'ল-হি'জ্জা: তারিখে 'ঈদু'ল-আদ'হ'ার দিনে ইসলামে যে পশু যা'বহ' করার প্রথা আছে তাহাও কু'রবান নামে পরিচিত। এই দিন এবং পরবর্তী দুই দিন (১২ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত) কু'রবানী করা যায়। তুর্কীতে কু'রবানীকে বায়রাম বলা হয় (দ্র. বায়রাম)। কু'রবানীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কু'রআন শারীফে বলা হইয়াছে যে, উহাদের (নিহত পশুর) গোশ্‌ত অথবা রক্ত তাঁহার নিকট পৌঁছে না, বরং তাঁহার নিকট পৌঁছে তোমাদের ধর্মভীরুতা" (সূরা: হা'জ্জ, ৩৭)।

'আরবীভাষী খৃস্টানগণ এই শব্দকে Eucharist (খৃস্টের শেষ নৈশ ভোজন) নামে অভিহিত করেন। কু'রবান (বহুবচন কা'রাবীন) শব্দ নৈকট্যসূচক অর্থে শাসনকর্তার পাত্র-মিত্র অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

CL. Huart (S.E.I.)/মুহম্মদ রিযাউর রহীম

কুরসী (كرسى) শব্দ আরামীয় কুরসেয়া শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে (Hebrew : kisse; S. Fraenkel, De vocabulis peregrinis, p. 22; Jeffery, Foreign vocabulary, p. 249)। কু'রআনে দুই স্থানে ইহার উল্লেখ আছে (২ : ২৫৫; এবং ৩৮ : ৩৪)। ইহাদের মধ্যে প্রথম ক্ষেত্রে কুরসী শব্দের উল্লেখহেতু আয়াতটির নাম কুরসীর আয়াত বা 'আয়াতু'ল-কুরসী' হইয়াছে। এখানে কুরসী শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌র কুরসী যাহা সমস্ত আকাশ ও ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কুরসী শব্দ সুলায়মান ('আ)-এর সিংহাসনকে বুঝাইতেছে। আল্লাহ্‌র সিংহাসন অর্থবোধক দুই শব্দ 'আরশ ও কুরসী লইয়া প্রাথমিক তাফসীরকারগণ বিব্রত বোধ করিয়াছেন মনে হয়। কেহ কেহ কুরসীকে বাদশাহের পদ রক্ষার নিমিত্ত সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপিত ক্ষুদ্র মঞ্চবিশেষ বলিয়াছেন. আবার কেহ ইহাকে 'আরশ শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, আবার কেহ রূপক ব্যাখ্যা দান করিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র কুরসীর অর্থ তাঁহার জ্ঞান (আত্'-ত'াবারী, তাফসীর ৩ : ৭)। সুলায়মান ('আ)-এর সিংহাসন বুঝাইতে কুরসী শব্দের ব্যবহার হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কুরসী 'আরশ-এর প্রতিশব্দ।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহাম্মদ রিযাউর রহীম

কু'রায়জা: (قريظة) তিনটি য়াহূদী গোত্রের অন্যতম। য়াছ'রিবের বানূ নাদ'ীরের সহিত সম্পর্কিত দুইটি গোত্র একত্রে বানূ দারীহ নাম গ্রহণ করে এবং অন্য য়াহূদীদের অনেক পরে য়াছ'রিবে বসতি স্থাপন করে। 'আরবদের সহিত তাহাদের আসল কিলিস্তীনী মূল কতটা মিশ্রিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু আল-য়া'কূ'বীর বর্ণনা যে, উভয় গোত্র য়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত জুযা'াম (কু'দা'আ:) ছিল, ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বানূ কু'রায়জা: বানূ কা'ব এবং বানূ 'আমর এই দুই শাখা লইয়া গঠিত। তাহারা হাদাল গোত্রসহ নগরের বাহিরে দক্ষিণ দিকে ওয়াদী মাহ্‌যূর বরাবর বাস করিত। তাহাদের উত্তর-পশ্চিমে আওসুল্লাহ্‌, উত্তর-পূর্বদিকে বানূ 'আবদি'ল-আশ্‌হাল এবং পূর্বদিকে হ'াররা: অঞ্চল ছিল। জমির মালিক ও কৃষক হিসাবে বানূ কু'রায়জা: কৃষির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল এবং প্রগতিশীল জীবন যাপন করিত। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর মদীনায় আগমনের সময় তাহাদের মধ্যে ৭৫০ জন যোদ্ধা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ছিল।

তাহারা বানূ নাদ'ীরের ন্যায় বানূ আওসের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের পক্ষে বু'আছ' সমরে যুদ্ধ করিয়াছিল। এই যুদ্ধ হিজ্‌রাতের অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে তাহাদের নিজেদের অঞ্চলে সংঘটিত হইয়াছিল।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সামাজিক গঠনতন্ত্রে অন্যান্য য়াহূদী সম্প্রদায়ের মত ইহাদিগের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু আওস গোত্রের বিভিন্ন দলের মিত্র হিসাবে তাহাদিগকে ধরা হইয়াছিল (ধারা ২৫, ৩০, ৩১ এবং ৪৭)।

প্রথম হইতেই অন্যান্য য়াহূদী [পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ কা'য়নুকা'া' এবং ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩৫২, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর কু'রায়জ'ী শত্রুদের তালিকা দ্র.] ন্যায় হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রতি তাহাদের মনোভাব শত্রুতামূলক ছিল। কিন্তু মদীনা অবরুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত (যু'ল-কা'দা:, ৫ হি.) তাহাদের সহিত কোন নির্দিষ্ট বিবাদ ঘটে নাই। কু'রায়জা'াগণ পরিখা খননের জন্য শুরু হইতেই কোদাল এবং ঝুড়ি সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ তাহারা এই সমর্থন উঠাইয়া লইল। বর্ণনা অনুসারে আবূ সুফ্‌য়ান কর্তৃক হ'ুয়ায় ইব্‌ন আখতা'ব তাহাদের প্রধান কা'ব ইব্‌ন আসাদের নিকট প্রেরিত হইয়া তাহার সমর্থন লাভ করিল, যদিও হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সহিত তাহাদের লিখিতভাবে মিত্রতার চুক্তি ছিল। নবী (স') সা'দ ইব্‌ন মু'আয', সা'দ ইব্‌ন 'উবাদা: (রা) এবং আরও দুইজনকে কু'রায়জা'াদের মনোভাব বুঝিবার জন্য পাঠাইলেন, তাহারা শত্রুসুলভ সাক্ষাতের পর নিশ্চিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন যে, কু'রায়জা'ারা সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে।

তাহারা কু'রায়শ ও গ'াত'ফান গোত্রদ্বয়ের সহিত একযোগে মদীনা আক্রমণের ষড়যন্ত্র করিতেছিল, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস না থাকায় উক্ত কার্য সম্পাদিত হয় নাই। তবে তাহারা মাত্র এগার জন লোক লইয়া একটি ব্যর্থ নৈশ অভিযান চালাইয়াছিল। কু'রায়শগণ সামরিক সাহায্যের পরিবর্তে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে অস্বীকার করায় তাহাদের সহিত মতানৈক্য ঘটিল এবং অবশেষে তাহারা অভিযান হইতে বিরত হইল, ইহাই তাহাদিগের পতন দ্রুততর করিল। কু'রায়জা'াদের প্রকাশ্য শত্রুতা ও তাহাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান (তাহাদের দিকে পরিখা দ্বারা শহর রক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে ঐ অংশে মদীনা সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত ছিল) এই দুই কারণে মুসলিমগণ নিরাপদ ছিল না। তাহা ছাড়া রক্ষাব্যূহের সারিতে 'রাতিজ' নামক দুর্গটি একটি (অজ্ঞাতনামা) য়াহূদী গোত্রের হাতে ছিল, ইহাও মুসলিমগণের জন্য বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ পরিস্থিতি অবরোধের সময় য়াহূদীদের প্রতিকূল মনোভাবের কারণ হইয়া পড়িল এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আশু হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। কু'রায়শদের চলিয়া যাওয়ার দিনই জিব্‌রাঈল ('আ) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে জানাইয়া দিলেন যে,

কু'রায়জা'দিগকে শাস্তি প্রদান না করা পর্যন্ত যেন যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করা না হয়। সেই সন্ধ্যায়ই (২৩ যু'ল-কা'দাঃ) দুর্গ অবরোধ আরম্ভ হইল এবং তাহা ১৫ দিন বা ২৫ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। প্রতিনিয়ত তীর, প্রস্তর এবং কঠোর ভাষা বিনিময় হইয়াছিল; কিন্তু কোন প্রাণহানি ঘটে নাই। অবশেষে বানূ নাদ'ীর গোত্রকে যে শর্ত দেওয়া হইয়াছিল সেই শর্তে কু'রায়জা'গণ আত্মসমর্পণ করিতে চাহিল। কিন্তু তাহা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইল না এবং তাহাদিগকে বিনাশর্তে সমস্ত ধনসম্পদ ত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইল। তাহারা তাহাদের মিত্র আবূ লুবাবাঃ ইব্ন 'আবদি'ল-মুনযি'রের নিকট এই আশায় ধর্ণা দিল যে, তাঁহার সুপারিশে তাহারা দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন যে, অবস্থা অতি সংকটময় এবং অনিবার্য আত্মসমর্পণের পরই ধ্বংস নামিয়া আসিবে।

উপায়ান্তর না দেখিয়া কু'রায়জা'গণ আত্মসমর্পণ করিল এবং অনুরোধ করিল যে, আওস গোত্র-প্রধান তাহাদের মিত্র সা'দ ইব্ন মু'আয'-এর উপর তাহাদের বিচারের ভার অর্পণ করা হউক। তাহাদের এই আবেদন গ্রহণ করা হইল। যথাবিহিত বিবেচনার পর সা'দ সিদ্ধান্ত দিলেন যে, সকল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকে হত্যা করা হউক এবং তাহাদের স্ত্রীলোক ও সন্তান-সন্ততিদিগকে দাস হিসাবে বিক্রয় করা হউক। তাহার পরের দিন বাজারে ৬০০ হইতে ৭০০ লোকের শিরশ্ছেদ করা হইল। উল্লেখ্য যে, ইহাদের মধ্যে মাত্র চারিজন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে হত্যা করা হয় নাই।

স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগকে নিলামে বিক্রয় করা হইল; অধিকাংশ মদীনায়, অবশিষ্টগণকে সিরিয়া এবং নাজ্দে। ইহাদের মূল্য সাধারণভাবে সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের জমি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং এক অংশ বায়তু'ল-মালে এবং বাকী অংশ সকলের মধ্যে বন্টন করা হয়। কু'রআন শারীফে কু'রায়জা'দের সম্পর্কে অনেক আয়াতের উল্লেখ আছে; বিশেষভাবে ৮ঃ ৫৮ এবং ৩৩ঃ ২৬—২৭ দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) ইব্ন হিশাম, পৃ. ৬৩, ৬৫২, ৬৭৪-৬৭৫; (২) আত্'-ত'াবারী ১খ, ১৪৮৫—১৪৯৮; (৩) আল-ওয়াকি'দী, কিতাবু'ল-মাগা'যী; (৪) Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, iv; (৫) Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina, Leiden 1908; (৬) Caetani, Annali dell' Islam, i.; (৭) Lammens, Les Juifs a la Mecque a la veille de l' Hegire, in L'Arabic Occidentale. Beyrouth 1928, 51-99; (৮) R. Leszynsky, Die Juden in Arabien zur Zeit Mohammeds, Berlin 1910; (৯) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 273 প.; (১০) W. M. Watt, in Muslim World, 1952, 160—171; (১১) Wensinck, Handbook.

V. Vacca (S.E.I.)/আবূ বকর সিদ্দীক

আল-কু'শায়রী (القشيری) আবু'ল-কা'সিম 'আবদু'ল-কারীম ইব্ন হাওয়াযিন ইব্ন 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন ত'ালহ'াঃ ইব্ন মুহ'াম্মাদ, জন্ম ৩৭৬/৯৮৬ এবং মৃত্যু ৪৬৫/১০৭৪ সাল। কালাম শাস্ত্রে তিনি আশ'আরী পণ্ডিত আবূ বাক্র ইব্ন ফুরাকের শাগরিদ এবং মরমীবাদে (تصوف) আস-সুল্লামী এবং আবূ 'আলী আদ-দাক্'-ক'াকে'র শিষ্য ছিলেন। তিনি আবূ 'আলী আদ-দাক্'ক'াকে'র কন্যা ফাতি'মাঃকে বিবাহ করেন। ৪৪০-৫৫/১০৪৮-৬৩ পর্যন্ত তিনি অন্যান্য আশ'আরী মতাবলম্বীর সহিত হ'াম্বালী আইনবেত্তা এবং সালজুক' কর্মচারিগণ কর্তৃক নির্যাতিত হন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা সুবিদিত দুইটি রচনার একটি হইল "রিসালা ইলা জামা-'আতি'স-স'াফিয়্যাঃ বি'বুলদানি'ল-ইসলাম।" আশ'আরী অধিবিদ্যার সহিত মরমীবাদের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ইহা ৪৩৮/১০৪৬ সালে লিখিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্য রচনাটি হইল: شکاية اهل السنة بحکاية ما نالهم من المحنة, ইহা ৪৪৬/১০৫৪ সালে রচিত। ইহার উদ্দেশ্য ছিল আল-আশ'আরীর পরমাণু দর্শনের বিরুদ্ধে আনীত আজগুবি মতবাদের অভিযোগ খণ্ডন (সুবুকী, ত'াবাক'াত, ১ম সং, কায়রো ১৩২৪, ২খ, ২৭৬—২৮৮)। আল-কু'শায়রীর লেখনীপ্রসূত 'লাত'াইফু'ল-ইশারাত' নামে কু'রআনের একটি মরমী ব্যাখ্যা এবং 'তারতীবু'স-সুলূক' নামে একটি মরমী পন্থার সার-গ্রন্থ আছে। শেষোক্ত গ্রন্থের বর্ণনা ইচ্ছাকৃতভাবেই অস্পষ্ট রাখা হইয়াছে। ইমামী মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইব্ন দা'ঈ (তাবসি'রাঃ, তেহ্রান, ১৩১২, পৃ. ৪০৫—৪০৯) উপরিউক্ত রিসালাঃ গ্রন্থটির সমালোচনা করেন। ইহা আল-আনসা'রীর শারহ'সহ কায়রোতে হি. ১২৯০ সালে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহাই একমাত্র ব্যবহারযোগ্য সংস্করণ। ক্ষুদ্র সংস্করণগুলি এক খণ্ডে সমাপ্ত, কিন্তু ছাপার ভুলে পরিপূর্ণ (১৩১৮ হি.)।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) সুবকী, ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ঈয়্যাঃ, ১ম সং, কায়রো, ১০২৪, ৩খ, ২৪৩-২৪৮; (২) Brockelmann, GAL[2], i. 556, Suppl, i. 770-2; (৩) R. Hartmann, Al Kuschairis Darstellung des Sufitums, Berlin 1914।

L. Massignon (S.E.I.)/মুহম্মদ রিয়াউর রহীম

খতম (ختم: খাত্ম) প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমগ্র কু'রআন শারীফ পাঠ করার পারিভাষিক নাম। ইহা 'খাতামা' হইতে ক্রিয়া বিশেষ্য, উহার অর্থ শেষ করা, সমাপ্ত করা; ইহা হইতে গৃহীত শব্দ 'খাতাম' (মোহর, মোহরযুক্ত অঙ্গুরী, কারণ ইহা দ্বারা দলীলের শেষে মোহরযুক্ত করা হয়)। অল্প সময়ে সমগ্র কু'রআন পাঠ করা একটা বিশেষ প্রশংসনীয় কাজ। উবায়ি' ইব্ন

কা'ব (রা) সাত দিনে শেষ করিতেন (ইব্ন সা'দ ৩/২ : ৬০ প্র.)। 'উছ'মান (রা) সম্পর্কেও তাহা বর্ণিত আছে (ঐ ৩/১ : ৫৩)। সাধারণত ৭ দিনে খত্ম করিবার জন্য কু'রআনকে ৭টি মান্যিলে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং মান্যিলগুলি নিম্নোক্তভাবে শুরু হইয়াছে—ইহার সংক্ষেপ : فمي بشوق

ف = ফাতিহ'াঃ	(১ম	সূরাঃ)	হইতে
م = মা'ইদাঃ	(৫ম	,,)	,,
ى = য়ূনুস	(১০ম	,,)	,,
ب = বানী ইস্রাঈল	(১৭ম	,,)	,,
ش = শু'আরা	(২৬ম	,,)	,,
و = ওয়াস্'-সা'াফ্ফাত	(৩৭ম	,,)	,,
ق = কা'াফ	(৫০ম	,,)	,,

সুলায়মান আল-আ'মাশ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি কখনও (in Lane) হযরত 'উছ'মান-(রা) সংস্করণ এবং কখনও ইব্ন মাস্'উদ (রা)-এর সংস্করণ অনুসারে খত্ম সম্পন্ন করিতেন। কু'রআান আবৃত্তিকারীদেরকে মৃত ব্যক্তিদের জন্য কি'রাআাতু'ল-খাত্মাঃ পাঠ করার কথা বলা হয়। মিসর দেশে কুর'আান খত্ম করিয়া মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করা হয়। আধুনিক মক্কায় যখন কোন ছেলে এই পবিত্র গ্রন্থের সমগ্রটাই পাঠ করে তখন তথাকথিত ইক্'লাবা-র আয়োজন করা হয় (কু'রআানের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ পাঠান্তে যে উৎসব করা হয় তাহাকে ইস্'রাফাঃ বলে)। দক্ষিণ 'আরবে যে প্রথম এই পবিত্র গ্রন্থের সমগ্রটা পাঠ করে তখন তাহাকে একটা অঙ্গুরী (খাতাম) প্রদান করা হয়।

হ'াদীছ' শারীফ মতে ৩০ দিনে কু'রআান খত্ম করা বিধেয় (বুখারী, ৬৬/৩৪)। এই অনুসারে কু'রআানকে ৩০ ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে জুয' বা পারাঃ বলা হয়। রাসূল (স') বলিয়াছেন, "৭ দিনে কু'রআান খত্ম করিবে এবং ৩ দিন অপেক্ষা কম সময়ে খত্ম করিবে না" (ফাতুহ''ল-বারী, ৯ : ৮৩)। এই নির্দেশ অনুযায়ী কু'রআানকে সাত মানযিলে বিভক্ত করা হয়। রাসূল (স') একদিনে কু'রআান খত্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন (বুখারী, ৬৬/৩৪)। অন্যান্য হ'াদীছে' ৪০ দিনে, ৩০ দিনে, ২০ দিনে ও ১৫ দিনে কু'রআান খত্ম করার উল্লেখ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Snouck Hurgronje, Mekka, ii. 146, 272, (২) Landberg, Arabica, v. 126 প.; (৩) Lane, Arabian Nights, i. 382, (৩) Goldziher, in Isl., vi. (1915), 214, খাত্মু'ল-বুখারী সম্পর্কে।

F. Buhl (S.E.I.)/আবু বকর সিদ্দীক

খতীব (خطيب : খাত'ীব), ব. ব. খুত'াবা', প্রাচীন 'আরববাসীদের গোত্রীয় মুখপাত্র বা প্রতিনিধি। সুতরাং শা'ইর বা কবি ইত্যাদির সহিত খাত'ীবেরও উল্লেখ করা হয়; ঠিক যেমন কাহিন এবং সায়্যিদ ছিল গোত্রীয় প্রতিনিধি। তাহার দায়িত্বের প্রকৃতি ও গুরুত্ব জাহি'জ' তাঁহার কিতাবু'ল-বায়ান ওয়া'ত-তাব্ঈন, কায়রো ১৩৩২, খ ১—৩-এ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। খাত'ীব এবং শা'ইরের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। প্রকৃতপক্ষে শা'ইর কাব্যে আত্মপ্রকাশ করে, অপরদিকে খাত'ীব গদ্যে নিজেকে প্রকাশ করে, এমন কি সাজ'তেও প্রকাশ করে (দ্র. জা'াহিজ', পূ. গ্র. ১, ১৫৯)। জা'াহিজে'র মতে মাত্র কয়েকজন খুত'াবা' একাধারে শু'আরাও ছিলেন (১ : ২৭)। জাহিলী আমলে খাত'ীব হইতে শা'ইরের পদমর্যাদা অধিক ছিল; কিন্তু ক্রমশ যখন কবির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তাহাদের অবস্থা ভিক্ষুকের পর্যায়ে পর্যবসিত হইল সে সময় খাত'ীবের সম্মান ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল (১ : ১৩৬; ৩ : ২২৭); তখন অনেক সময় এই খাত'ীবদের পদ উত্তরাধিকারসূত্রে একই পরিবারে থাকিত। খাত'ীবগণ কোন সংঘ বা দল সৃষ্টি করেন নাই। খাত'ীব তাঁহারাই হইতেন যাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা থাকিত। তাঁহারা শুধু গোত্রের ওয়াফ্দ বা প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসাবে গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করিতেন তাহা নহে, সীরাঃ গ্রন্থসমূহ হইতে আমরা জানি যে, কবিদের মত তাঁহারা শত্রুর বিরুদ্ধে বাক্ যুদ্ধে (মুফাখারাঃ) নেতৃত্ব করিতেন। খাত'ীব প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার গোত্রের প্রশংসা করিতেন এবং শত্রুপক্ষের দুর্বলতাও প্রকাশ করিতেন। ব্যঙ্গ কবিতায় দুর্বল খাত'ীব সম্পর্কে কতক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হইয়াছে : যথা : তাহার উচ্চারণ খারাপ, সে এদিক সেদিক মাথা ঘোরায়, তোতলামি করে, কাশে, দাঁড়িতে হাত বুলায়, আঙুল মটকায়; এইগুলি ভীরুতার লক্ষণ (হ'ামাসাঃ, ed. Freytag, প. ৬৫০, শ্লোক ৫; কামিল, ed. Wright, ২০ প.)। প্রাচীন 'আরবে খাত'ীবদিগকে উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীর এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমান পদমর্যাদা দেওয়া হইত (আল-কু'ত'ামী, দীওয়ান, ২০; জাহি'জ' ১ : ১৩৪ প., ১৭২)। প্রকৃতপক্ষে সাহসী যোদ্ধাও খাত'ীব নামে অভিহিত হইতেন (জাহি'জ', ১ : ১২৯)। যখন খাত'ীব জনসমক্ষে দর্শন দান করিতেন তখন তাঁহার পরিচয় চিহ্ন হইত বর্শা, লাঠি বা ধনুক (আল-মাখাসি'র) সঙ্গে রাখা, ঠিক যেন কোন লোক দৃঢ়তার শপথ গ্রহণ করিতেছেন। অনেক সময় ইহা দ্বারা তিনি মাটিতে আঘাত করিতেন (তু. আল-কু'ত'ামী, ২৭ : ৬; লাবীদ, দীওয়ান, আল-খালিদী সম্পা. ৭ (পৃ' ২৭); ৯ (পৃ. ৪৫); জাহি'জ' ১ : ১৯৭ প.; ৩ : ৩ প., ৬১ প.)।

ইসলামের প্রথম অবস্থায়ও খাত'ীবের পুরাতন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। যখন হইতে নবী (স') আনুষ্ঠানিকভাবে কর্তৃত্বসম্পন্ন খাত'ীব হিসাবে অবতীর্ণ হইলেন (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৮২৩) তখন খুত্'বাঃ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের জন্য উপদেশমূলক বক্তৃতা হিসাবে সীমাবদ্ধ হইল; শত্রুর বিরুদ্ধে বাক্যুদ্ধ আর ইহার অংশ রহিল না। মুফাখারাঃ মুসলিম খাত'ীবদের বাগ্মিতার অন্তর্ভুক্ত নহে। শাসনকর্তা নিজেই খলীফার প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি মিম্বর হইতে শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা, আদেশ জারী, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেন, রাজনৈতিক এবং জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতেন। প্রথম চারি খলীফা এবং উমায়্যাঃদের 'আমলে (দ্র. জাহি'জ', ১খ, ১৯০) এই নিয়ম ছিল। তাঁহাদের নিয়োজিত শাসনকর্তাগণও খাত'ীবের কাজ করিতেন (যথা : আল্-য়া'কূ'বী, ২খ, ৩১৮১; জাহি'জ' ১৭৯ ই.)। উমায়্যাঃগণ কর্তৃক নিয়োজিত পরবর্তী স্থানীয় শাসকগণ খুত্'বাঃ এবং স'ালাতের তদারক করিতেন (আত'-ত'াবারী ২, ৯২৯)। সুতরাং 'খাত'ীব' নেতার সমার্থক শব্দ হিসাবে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন 'আরব প্রতিনিধিদের পরিচয় চিহ্ন বল্লম বা বর্শা, মুসলিম খাত'ীবগণও খুত্'বার সময় ইহা ডান হাতে ধারণ করিতেন। এই প্রথাকে পারস্যবাসীরা অবজ্ঞার চোখে দেখিত (জাহি'জ', ৩ খ, ৩)। কিন্তু খুত্'বাঃ এবং আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের দরুন খাত'ীবের কাজ বিশেষভাবে ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করে। পরে ইহা আরও প্রাধান্য লাভ

করে। 'আব্বাসী যুগে, বিশেষ করিয়া হারূনু'র-রাশীদের সময় খলীফা ক'াস'াদের উপর শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতার ভার দিতেন এবং খলীফা নিজে শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকিতেন (জাহি'জ', ১খ, ১৬৯)। কিন্তু বড় বড় মসজিদে ধর্মীয় নেতাগণ নিয়ম মুতাবিক খলীফার প্রতিনিধি ছিলেন (দ্র. ইব্ন খাল্দুন, মুক'াদ্দিমাঃ, কায়রো ১৩২২, পৃ. ১৭৩) এবং মিসরের ফাতি'মী শাসকগণ সময় সময় নিজেরাই বক্তৃতা দিতেন। ক্রমে ক্রমে সব জায়গায় খুত'াবা' নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সাধারণত খাত'ীব শুক্রবারের স'ালাতে পরিচালনা করেন, ইঁহারা খুত্'বাঃ দান করেন। ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ এবং ইমাম মালিক (র)-এর মতে কোন বাস্তব অসুবিধা না থাকিলে তাঁহাকেই (খাত'ীবকেই) উক্ত কাজ করিতে হইবে। অন্য ইমাম কর্তৃক দৈনিক স'ালাত সচরাচর পরিচালিত হইত (আল্-মাওয়ারদী, আল-আহ্'কামু'স-সুলত'ানিয়্যাঃ, ed. Enger, পৃ. ১৮১)। ইমাম শাফি'ঈ এবং ইমাম মালিক (র)-এর মতে—যদি শহর (মিস্'র্) খুব বড় না হয় তাহা হইলে খুত্'বাসহ শুক্রবারের স'ালাত শুধু এক মসজিদে হওয়া উচিত। অন্যদিকে ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) এই ধরনের কোন নিয়ম উল্লেখ করেন নাই। ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর মতে, যে বড় শহরে শাসনকর্তা বা তাহার প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকেন সেইখানে খাত'ীবই জুমু'আর স'ালাত এবং খুত্'বাঃ পরিচালনা করিতে পারেন। অন্য ইমামগণ এই ব্যাপারে তত কড়া মত পোষণ করেন না। তাঁহাদের মতে জুমু'আঃ স'ালাতের ইমাম খাত'ীব আইনত প্রধান ইমামের প্রতিনিধি বিশেষ। মামলূকদের আমলে খাত'ীবের নিয়োগপত্রের দলীল তাঁহার মর্যাদার প্রমাণস্বরূপ ছিল (তু. আল-ক'াল্ক'াশান্দী, সু'বৃহ'ল-আ'শা, কায়রো, ২ খ, ২২২-২২৫; ৪খ, ৩৯। আল-'উমারী, কিতাবু'ত-তা'রীফ, কায়রো ১৩১২, পৃ. ১২৬ প.)। তিনি সাধারণ অধিকর্তা যাঁহার নিকট নবদীক্ষিত মুসলিমগণ তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপার জানাইতেন (ইবনু'ল-হ'াজ্জ, কিতাবু'ল-মাদ্খাল, পৃ. ৭৬); ত'াবার্রুকের জন্য লোকেরা তাঁহার ঢিলা জামা স্পর্শ করিত ইত্যাদি (আশ্-শা'রানী, কিতাবু'ল-মীযান, ১খ, ১৪৯)। আল-মাওয়ারদীর মতে (পৃ. ১৮৫), খাত'ীবের কাল পোশাক পরিধান করাই অধিকতর সঙ্গত। আল-গ'াযালীর মতে সাদা পোশাক পরিধান করাই উচিত, কাল পোশাক বিদ্'আঃ (ইহ্'য়া', কায়রো ১৩২২, পৃ. ১৩১)। তাঁহার বিশেষ চিহ্ন হইতেছে আল্-'উদান বা কাষ্ঠ-নির্মিত বস্তুদ্বয় অর্থাৎ মিম্বর এবং লাঠি বা কাষ্ঠ তরবারী; খুত্'বার সময় তিনি তাহা দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবেন; ফিক্'হ কিতাবের মতও ইহাই। আল্-আযহারের সম্পর্কে প্রযুক্ত ১৯১১ সনের আইনের ৫৯ ধারা মুতাবিক যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি স্তরের দ্বিতীয় (১৯৩০ সনের আইন নং ৪৯, বিশেষজ্ঞ বিভাগ) অতিক্রম করিয়াছেন তিনিই খাত'ীব হইতে পারেন। বড় মসজিদে একাধিক সংখ্যক খাত'ীব নিয়োজিত হইতে পারে। ১৯০৯ সালে মদীনায় নবী (স)-এর মসজিদে ৪৬ জন, মক্কায় ১২২ জন খাত'ীব ছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহাদের সহকারী প্রতিনিধি খাত'ীবও থাকিতেন। তাঁহারা কিছু বৃত্তি ভোগ করিতেন এবং তাঁহাদের পদমর্যাদা সচরাচর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইতেন (আল-বাতানূনী, আর-রিহ্'লাতু'ল-হি'জাযিয়্যাঃ; কায়রো ১৩২৯, পৃ. ১০৯, ২৪২)।

সরকারী খাত'ীব ছাড়া ওয়া'ইজ' এবং ক'াস'াস্' (উপদেশমূলক কিস্'সা' বর্ণনাকারিগণও অনিয়মিতভাবে শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা দিতেন (তু. A. Mez, Die Renaissance des Islams, 1922, p. 318 প.; জাহি'জ', আল-বায়ান, ১খ, ১৬৭ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) I. Goldziher, Der Chatib bei den alten Arabern, in WZKM, 1892, vi. 97-102; (২) C. Snouck Hurgronje, Islam und Phonograph (Verspreide Geschriften, 1923, ii. 426 প.); (৩) C. H. Becker, Die Kanzel im Kultus des alten Islam, in Islamstudien, 1924, i. 450-471; (৪) ঐ লেখক, Zur Gesch. d. islamischen Kultus, in Islamstudien, i, 472-500; (৫) T. W. Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes, 1910, p. 87-89; (৬) E. W. Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians (Every Man's Library), p. 84; (৭) ফিক্'হ্ গ্রন্থসমূহে স'ালাতু'ল-জুমু'আর বাবসমূহ, আশ-শা'রানী, কিতাবু'ল-মীযান, কায়রো ১৩২৯, ১খ, ১৬৪-১৭১; (৮) ইবনু 'আবদ রাব্বিহী, আল-'ইক্'দু'ল-ফারীদ,—কায়রো ১৩২১, ২খ, ১২৮ প.।

J. Pedersen (S.E.I.)/আবূ বকর সিদ্দীক

খলীফা (خليفة : খালীফাঃ), অর্থ উত্তরাধিকারী, পরে আগমনকারী, প্রতিনিধি। ইহা রাসূল (স)-এর প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত অর্থে মুসলিমদের প্রধান রাষ্ট্রনেতার পদবীরূপেও ব্যবহৃত হয় (দ্র. ইমাম)। উহা এক বচন, উহার ব. ব. খুলাফা' (خلفاء) ও খালা'ইফ (خلائف)।

কু'রআনে খালীফাঃ শব্দটি একবচনে মাত্র দুইবার এবং বহুবচনে সাতবার ব্যবহার করা হইয়াছে; বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা কোথাও কোথাও সেই সব লোকদিগের কথা বলা হইয়াছে যাহারা পৃথিবীতে আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভের ব্যাপারে নিজ পূর্ব-পুরুষদের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন অর্থাৎ যাহাদের পূর্ব-পুরুষগণও পৃথিবীতে আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা নিজেরাও সেইগুলি ভোগ করিবার অধিকারী হইয়াছিলেন (দ্র. ৬ : ১৬৫, খালা'ইফ; ২৭ : ৬২ খুলাফা')। এখানে শব্দটি সৎকর্মপরায়ণদের সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হইয়াছে। আবার ৭ : ৬৯, ৭৪-এ খুলাফা' শব্দটি 'আদ ও ছ'ামূদ গোত্রের পৌত্তলিকদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর ১০ : ১৪, ৭৩, ৩৫ : ৩৯-এ কাফিরদের উত্তরাধিকারীরূপে মু'মিনদের উল্লেখ প্রসঙ্গে খালা'ইফ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। একবচনে খালীফাঃ শব্দটি ২ : ৩০-এ আদাম ('আ) সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে। পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি হওয়ায় এই আয়াতে আদাম ('আ)-কে খালীফাঃ-ও বলা হইয়াছে। ৩৮ : ২৬-এ দাঊদ ('আ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খালীফাঃ করিলাম। অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচারের আদেশ করিতে থাক এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না। কেননা কুপ্রবৃত্তির নির্দেশ মত চলিলে ইহা তোমাকে আল্লাহ্র রাস্তা হইতে বিচ্যুত করিবে।" মুসলিম ইতিহাসে মুসলিমদের প্রধান রাষ্ট্রনেতার পদবীরূপে খালীফাঃ শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে ইহা জানা যায় যে, হযরত আবূ বাক্র (রা)-কে সর্বপ্রথম খালীফাতু খালীফাতি রাসূলিল্লাহ্, (আল্লাহ্র রাসূলের স্থলাভিষিক্ত) এবং সংক্ষেপে খালীফাঃ বলা হইত (Caetani, Annali dell' Islam, II A. H., 63, n. I)। হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর পরে হযরত 'উমার (রা)-কে প্রথম প্রথম খালীফাতু খালীফাতি রাসূলিল্লাহ (রাসূলুল্লাহ্র খলীফার খালীফাঃ) বলা হইতে থাকে। পদবীটি এইভাবে ক্রমশ যাহাতে দীর্ঘতর হইয়া

ব্যবহারের বিঘ্ন না ঘটায় এই উদ্দেশ্যে এবং রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর স্থলাভিষিক্ত পদবী ব্যবহারে নিজেকে যোগ্য বিবেচনা না করায় হযরত 'উমার (রা) নিজের জন্য 'আমীরু'ল-মু'মিনীন' (মু'মিনদের নেতা) পদবী ব্যবহার করেন। খালীফাতু রাসূলিল্লাহ উপাধিটি যাহার অর্থ—আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি, ইহাই নির্দেশ করে যে, হযরত মুহা'ম্মাদ (স') নুবুওয়াঃ ছাড়া আর যে সমস্ত কার্য করিতেন এবং যে সব বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন উহারই দায়িত্ব ভার খলীফার উপরে ন্যস্ত হয়।

পরবর্তীকালে এই আখ্যা "খালীফাতুল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতিনিধি পদবী ৩৫ হি. হা'স্‌সান ইব্‌ন ছা'বিত খালীফাঃ 'উছ'-মান (রা)-এর উদ্দেশ্যে রচিত শোকগাথায় ব্যবহার করেন (ed. H. Hirschfeld. xx. l. 9)। পরবর্তীকালে 'আব্বাসী যুগে এবং অন্যান্য বাদশাহ্‌র মধ্যে কেহ কেহ এই উপাধি ব্যবহার করেন (Goldziher, Muhammedanische Studien, ii, 61)।

ইসলামের ইতিহাসে খালীফাঃ শব্দটি শুধুমাত্র উচ্চ পদমর্যাদা জ্ঞাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। হি. প্রথম শতাব্দীতে রাজ-ধানীতে অবস্থিত যে কর্মকর্তার মাধ্যমে স্থানীয় কর্মচারীবৃন্দ অর্থ বিভাগের কর, শুল্ক ইত্যাদি জমা দিত তাহাকেও রাজ-প্রতিনিধি অর্থে খালীফাঃ বলা হইত (Greek Papyri of the British Museum, vol. iv, p. xxv., 35; C. H. Becker, Islam-studien, i, p. 257)। সূ'ফী সম্প্রদায়গুলির বিশেষত কা'াদিরিয়্যাঃ সম্প্রদায় মতে শায়খের (সূ'ফী সম্প্রদায়ের নেতা) প্রতিনিধিকে খালীফাঃ বলা হয়; তাঁহাকে শায়খের কতগুলি বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হয় এবং মূল মা'বি'যার কেন্দ্রভূমি হইতে দূরবর্তী দেশসমূহে প্রতিনিধিত্ব করার ভারও তাঁহাকে দেওয়া হয়। তিজানিয়্যাঃ সম্প্রদায়ের মধ্যে খালীফাঃ হইলেন এই সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতার আধ্যাত্মিক শক্তির (بركة) উত্তরাধিকারী। কেবলমাত্র স্থাপয়িতাকেই শায়খ উপাধি দেওয়া হয় (O. Depont and X. Coppolani, Les confreries religieuses musulmanes, Algiers 1897, p. 194—195, L. Rinn, Marabouts et Khouan, Algiers 1884, p. 78)।

মাহ্‌দী আন্দোলনের ইতিহাসে খালীফাঃ হইলেন মাহ্‌দীর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি। মীর দিলাওয়ার ছিলেন মাহ্‌দী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সায়্যিদ মুহা'ম্মাদ মাহ্‌দীর (মৃ. হি. ৯১০) খালীফাঃ। সূদানের মাহ্‌দী মুহা'ম্মাদ আহ'মাদের খালীফাঃ ছিলেন 'আবদুল্লাহ্।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও দ্র. (১) Goldziher, Du sens proper des expressions Ombre de Dieu pour designer les chefs dans l'Islam (R H R, XXXV., 1897); (২) D. S. Margoliouth, The sense of the title Khalifah (A Volume of Oriental Studies presented to Edward G. Browne, p. 322—328.)।

২। খিলাফাত নামীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে স্বীকৃত খালীফাঃ এবং খিলাফাত সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ থাকার কারণে প্রথমেই খিলাফাত সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

১। খিলাফাতের ইতিহাস

হযরত মুহা'ম্মাদ (স')-এর অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক রোম সাম্রাজ্যের সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি এবং পারস্য সাম্রাজ্যের দেশসমূহ বিজিত হওয়ায় কল্পনাতীত প্রভূত ধন-সম্পত্তি, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি তাহাদের করায়ত্ত হয়। ফলে রাসূল (স')-এর উত্তরাধিকারীর পদটি অসাধারণ মর্যাদা লাভ করে। অপর দিকে মুসলিম সাম্রাজ্য চরম বিস্তৃতি লাভ করার পূর্বেই খালীফাঃ পৃথিবীর অন্যতম ক্ষমতাশালী ও ধনসম্পদশালী সরকার প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে থাকেন। তৎকালে রাষ্ট্রপ্রধান আমীরু'ল-মু'মিনীন হিসাবে সমগ্র বিজয়ী সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন। তিনি ইমাম (দ্র.) হিসাবে মসজিদে স'ালাত পরিচালনা করিতেন এবং খুত'বাঃ (দ্র.) দিতেন। আবার লোকে হযরত মুহা'ম্মাদ (স')-কে যে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিত তাহার কতকটা খালীফাঃ অবশ্যই পাইতেন।

হযরত 'আলী ইব্‌ন আবী তা'ালিব (রা)-এর খিলাফাতের সময়ে যে গৃহযুদ্ধ বাধে তাহার ফলে খলীফার যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে যে সব গুণগনার প্রয়োজন তাহা লইয়া বিভিন্ন মতবাদ গড়িয়া উঠে এবং কালক্রমে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক মতবাদ এক একটা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। উমায়্যাঃগণের শাসনকালে খালীফাঃ পদের সহিত ধর্মীয় সম্পর্কের সূত্র শিথিল হইয়া পড়ে। তাঁহাদের কোন কোন শাসক স'ালাতে ইমামাত করিতেন বটে, কিন্তু হযরত মু'আবি'য়াঃ (রা) এবং 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয (র) ছাড়া অপর অনেকের নিকটই ধর্মীয় ব্যাপারগুলি অপ্রধান ছিল। কেবল মদীনাতেই মুসলিমগণের 'আকা'াইদ এবং শারী'আতের বিধানসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। যদিও এই ব্যাপারে দামিশ্‌কের খলীফাগণ কোনরূপ উৎসাহ দেন নাই বলিলেই চলে। হযরত 'আলী (রা)-এর বংশধরগণ মুসলিম জগতে নেতৃত্বের দাবীর ফলে শী'আঃ সম্প্রদায়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, তবুও কয়েক পুরুষ পর্যন্ত তাঁহাদের প্রচেষ্টা কোনরূপ রাজনৈতিক সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। 'আব্বাসী খলীফাগণ হযরত 'আলী (রা)-এর বংশধরগণকে সমর্থন দান করিয়া এবং ধর্মীয় উদ্দীপনা প্রদর্শন করিয়া ক্ষমতাসীন হন। বাগদাদে 'আব্বাসী খলীফাগণ এক নূতন ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁহারা 'আলিমগণের যথাযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতা করেন, ইসলামের স্বার্থ রক্ষার্থে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তাঁহাদের অনুকূল চেষ্টায় রাজধানী বাগদাদ মদীনার ন্যায় ধর্মীয় কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয় এবং প্রধান প্রধান ফিক'হী মায্‌হাব নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। ধর্মপরায়ণ মুসলিমগণের চোখে 'উমায়্যাগণের অনেকেই শুধুমাত্র পার্থিব বাদশাহ বলিয়া পরিগণিত হন। উমায়্যাগণের শাসনের প্রারম্ভিক অবস্থায় শাসিত জনগণ তাঁহাদের নিকট সহজে গমনাগমন করিতে পারিত। হযরত মু'আবি'য়াঃ (র) পূর্ববর্তী যুগের 'আরব প্রধানগণের সরল সহজ রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার বহুলাংশে রক্ষা করিয়া চলিতেন এবং অন্যান্য 'আরব প্রধানের মধ্যে সমপর্যায়ের প্রধান-রূপে চলাফিরা করিতেন। কিন্তু 'আব্বাসী রাজধানী বাগদাদে পারস্য সম্রাটগণের রীতি-নীতি প্রবর্তন করা হইল। 'আব্বাসী খলীফাগণ গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে জাঁকজমকের সহিত সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। চতুষ্পার্শ্বে দেহরক্ষিগণ এবং পার্শ্বে উন্মুক্ত তরবারী হস্তে ঘাতক দণ্ডায়মান থাকিত। সেই সঙ্গে তাহারা রাসূল (স')-এর জুব্বা বলিয়া কথিত একটি জামা পরিধান করিয়া খিলাফাতের ধর্মীয় গুরুত্ব রক্ষার প্রয়াস পাইতেন। রাষ্ট্রীয় দলীল-পত্রে, স্তুতিকারকদের প্রশংসা গীতির মাধ্যমে রাসূল (স')-এর সঙ্গে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা প্রকাশ করা হইত।

খলীফাগণ নিজেদের বিভিন্ন ক্ষমতা ক্রমাগত উযীরদের

নিকট হস্তান্তরিত করার ফলে এবং সরকারী বিভাগগুলি অধিকতর সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে নবম শতাব্দী হইতে শাসন ব্যবস্থায় খলীফার সরাসরি প্রভাব ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে এবং কার্যত ওয়াযীরই অধিকতর ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে থাকেন। প্রায় ঐ সময় হইতেই খলীফার বিরাট সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইতে থাকায় খলীফার পার্থিব ক্ষমতারও অবনতি হইতে থাকে। এমন কি অবশেষে তাঁহার আধিপত্য রাজধানী বাগদাদ নগরের চতুঃসীমার মধ্যে সীমিত হইয়া পড়ে। জাগতিক ক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে খলীফার ধর্মীয় মর্যাদার উপরে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপিত হইতে থাকে। অনন্তর ৯৪৬ খৃ.-এর মধ্যেই রাজকীয় যাবতীয় ক্ষমতা খলীফার নিকট হইতে হস্তান্তরিত হইয়া যায়। এই সময় হইতে শুরু করিয়া ১১৮০ খৃ. পর্যন্ত খলীফাগণ প্রথমে বুওয়ায়হ'ীদের এবং পরে সালজূক'ীদের হস্তের পুত্তলিতে পরিণত হন। কিন্তু সমস্ত শাসন ক্ষমতা খলীফাদের হস্তচ্যুত হইলেও তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ এক সময়ে যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তাহা জনসাধারণ ভুলিতে পারে নাই। তাই খলীফা পদের মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব আরোপকারী মুসলিমগণ তখনও খলীফাকে মুসলিম জাহানের সকল ক্ষমতা ও আধিপত্যের উৎস বলিয়া গণ্য করিতে থাকে। এই কারণেই বহু স্বাধীন নৃপতি তাঁহার নিকট হইতে খিতাব এবং নিয়োগপত্র প্রার্থনা করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ৯৯৭ খৃ. গযনীর সুলত'ান মাহ'মূদ সামানী বংশীয় শাসনকর্তার আনুগত্য অস্বীকার করিয়া তদানীন্তন খলীফার নিকট হইতে নিজ স্বাধীন পদমর্যাদার স্বীকৃতি লাভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে য়ামীনু'দ-দাওলাঃ এবং আমীনু'ল-মিল্লাঃ খিতাবে বিভূষিত হন। ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরে আল-মুরাবিত' রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা য়ূসুফ ইব্‌ন তাশ্‌ফীন খালীফাঃ আল-মুক্‌তাদিরের নিকট হইতে আমিরু'ল-মুসলিমীন উপাধি লাভ করেন। ১১৭৫ খৃ. সুলত'ান সালাহ'দ-দীন মিসর এবং সিরিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার জন্য খালীফাঃ আল্-মুস্তাদ'ী-র নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ করেন। খালীফাঃ তাঁহার নিকট ক্ষমতার্পণসূচক সনদ পত্র লিখেন এবং রাজকীয় পোশাক প্রেরণ করেন। য়ামানে রাসূলী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নূরু'দ-দীন 'উমারও অনুরূপভাবে খলীফার নিকট হইতে সুলত'ান উপাধি এবং খলীফার প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতির সনদের জন্য প্রার্থনা জানাইলে, ১২৩৫ খৃ.-এ খালীফাঃ মুস্তানসি'র প্রয়োজনীয় দলীল-পত্রসহ একজন বিশেষ দূত প্রেরণ করেন। এই খলীফার নিকটই ১২২৯ খৃ. উত্তর-ভারতের তুর্কী শাসক ইলতুৎমিশ 'সুলত'ান' উপাধি এবং অধিকৃত সাম্রাজ্যের অধিপতিরূপে স্বীকৃতি প্রার্থনা করেন। দিল্লীর পরবর্তী বাদশাহগণ বাগদাদের শেষ খালীফাঃ মুস্তা'সি'মের নিহত হওয়ার পরেও ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার নাম দিল্লীর মুদ্রায় খোদিত করিতে থাকেন।

আধিপত্যের প্রকৃত অধিকারী হিসাবে বাগদাদের খলীফাকে স্বীকৃতি দানের বিপরীতে দশম শতাব্দীতে প্রতিদ্বন্দ্বী আরও দুইটি খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯২৮ খৃ. স্পেনের তৃতীয় 'আবদু'র-রাহ'মান নিজে খালীফাঃ উপাধি ধারণ করেন এবং তাঁহার বংশধরগণ এই উপাধি ধারণ করিতে থাকেন। স্পেনের এই উমায়্যাঃ খলীফাগণ তাঁহাদের পূর্বপুরুষ দামিশ্‌কের উমায়্যাগণের ন্যায় সুন্নী মুসলিম ছিলেন। আবার মিসরে তথাকথিত ফাতি'মী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতাও ৯০৯ খৃ.-এ নিজেকে খালীফাঃ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাঁহার পরবর্তী ফাতি'মীগণও নিজেদেরকে খালীফাঃ বলিয়া দাবী করেন। তাঁহারা শী'আঃ ছিলেন এবং বাগদাদের 'আব্বাসী বংশের খলীফাদের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এই রাজবংশ ১১৭১ খৃ. সুলত'ান সালাহ'দ-দীন কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

১২৫৮ খৃ. হুলাগু বাগদাদ অধিকার করিয়া মুসতা'সি'মকে হত্যা করে। খালীফাঃ মুস্তা'সি'মের কোন পুত্র ছিল না। বাগদাদ বিধ্বস্ত হইবার পর 'আব্বাসী রাজবংশের দুই ব্যক্তি জীবন লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হন। তাঁহাদের একজন ছিলেন নিহত খালীফাঃ মুস্তা'সি'মের চাচা। মিসরের মামলূক সুলত'ান "বায়বারস্"-এর আমন্ত্রণক্রমে তিনি কায়রো গমন করেন এবং ১২৬১ খৃ. বিশেষ জাঁকজমকের সহিত তিনি খালীফাঃ পদে অভিষিক্ত হন। বায়বারস্ বাগদাদে 'আব্বাসী রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ কায়রো হইতে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। অনন্তর বায়বারস্ দামিশ্‌ক পৌঁছিয়া খলীফাকে একদল সৈন্যসহ বাগদাদ অভিমুখে প্রেরণ করেন। মরুভূমি অতিক্রমকালে মোঙ্গলগণ ঐ সৈন্যবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। তৎপর ঐ খালীফাঃ সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইহার পরে ১২৬২ খৃ. খালীফাঃ মুস্তা'সি'মের অপর আত্মীয়টি কায়রো পৌঁছেন এবং অনুরূপ জাঁকজমকের সহিত খালীফাঃ পদে বরিত হন। এবার আর বাগদাদ পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করা হয় নাই। খালীফাঃ কায়রো নগরে অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহাকে মিসরের সুলত'ান ও জনসাধারণ যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেন। এমনিভাবে আড়াইশত বৎসরেরও অধিক কাল যাবৎ তাঁহার অধস্তন বংশধরগণ কায়রোতে খলীফারূপে সমাদৃত হইয়া বসবাস করেন। তাঁহারা মামলূক সুলত'ানগণের বদান্যতার উপর নির্ভরশীল হইলেও মামলূক সুলত'ানগণ শাসনভার গ্রহণের নিয়মতান্ত্রিকতা রক্ষাকল্পে খলীফার অনুমোদন ও আশিস লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। প্রত্যেক সুলত'ানই প্রচলিত রীতিনীতির মাধ্যমে ঐ খালীফাঃ কর্তৃক অভিষিক্ত হইতেন এবং খলীফার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতেন। খলীফাদের কেহই সুলত'ানদের কার্যকলাপে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না বা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের কোনরূপ প্রচেষ্টাও চালাইতেন না। (ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মুস্তা'ঈন। ইনি একটি বিরোধী দলের ইঙ্গিতে ১৪১২ খৃ. মাত্র ছয়মাসের জন্য সুলত'ান উপাধি ধারণ করেন)। মাক্‌রিযী বলিয়াছেন, খলীফাগণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং সরকারী কর্মচারিগণের সাহচর্যে কালক্ষেপণ করিতেন, তাহাদের ভোজে ও বিভিন্ন উৎসবে মাননীয় মেহমান হিসাবে নিমন্ত্রিত হইতেন এবং সেই উপলক্ষে তাহারা খলীফাদের শুভেচ্ছা লাভ করিতেন (Histoire d'Egypte, ed. E. Blochet, p. 76)।

কোন কোন স্বাধীন নৃপতি যথাঃ দক্ষিণ পারস্যের মুজাফ্‌ফারী রাজবংশের প্রথম দুইজন বাদশাহ (১৩১৩-১৩৮৪), দিল্লীর মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তুগ'লাক' ও তাঁহার উত্তরাধিকারী ফীরূয্ শাহ তুগ'লাক' (১৩৫১—১৩৮৮) প্রজাদের নিকট হইতে যথাযোগ্য আনুগত্য আদায়ের আশায় এবং নিজেদের রাজমর্যাদার স্বীকৃতি লাভের উদ্দেশ্যে কায়রোতে অবস্থিত 'আব্বাসী খলীফার নিকট হইতে সুলত'ান উপাধির জন্য আবেদন করেন। কথিত আছে যে, তুরস্কের সুলত'ান প্রথম বায়াযীদও নাকি নিজ রাজমর্যাদার স্বীকৃতি লাভের জন্য কায়রোর 'আব্বাসী খলীফার নিকট আবেদন করিয়াছিলেন (v. Ha-

mmer, Gesch. d. Osman, Reiches², i. 195)। ১৫১৭ সনের জানুয়ারী মাসে তুর্কী সুলত'ান সালীম বিজয়ী বেশে কায়রো প্রবেশ করিলে 'আব্বাসী রাজবংশের শেষ খালীফাঃ মুতাওয়াক্কিল বিজয়ী সুলত'ান সালীমকে খিলাফাত অর্পণ করেন। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত তুরস্কের সুলত'ান-গণকে সমগ্র সুন্নী মুসলিম জগত খালীফাঃরূপে স্বীকার করিতে থাকে। অতঃপর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুলত'ান আবদু'ল-হ'ামীদের আমলে কোন কোন মহলে তুর্কী সুলত'ানগণের খিলাফাত সম্পর্কে সন্দেহ থাকিলেও মুসলিমগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, একমাত্র তুরস্কের সুলত'ানই মুসলিম জগতে খালীফাঃ হইবার যোগ্য। তদনুসারে সারা সুন্নী মুসলিম জগত সুলত'ান 'আবদু'ল-হ'ামীদকে অবিসম্বাদিত খালীফাঃ বলিয়া স্বীকার করে এবং সমগ্র মুসলিম জাহানে তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব অনুভূত হয়।

১৯০৯ খৃ.-এ সুলত'ান 'আবদু'ল-হ'ামীদ সিংহাসনচ্যুত হন এবং রাজ্য শাসন ক্ষমতা এমন একদল লোকের হাতে গিয়া পড়ে যাহারা ছিল ইসলামের ভাবধারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা মনে করেন যে, ধর্মীয় নীতি আশ্রয় করিয়া আধুনিক নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা অসম্ভব। ফলে ১৯২২ খৃ.-এ নব্য তুর্কীনেতা মুস্'ত'াফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্ক গণতান্ত্রিক (রিপাবলিক) রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অতঃপর ১৯২৪ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে তুরস্কে খালীফাঃ পদের বিলোপ সাধন করা হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪—১৮) ঘটনাপরম্পরা মুসলিম জাহানে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৯১৯ খৃ. ভারতে নিখিল ভারত খিলাফাত কনফারেন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে সভা-সমিতি সংগঠন করিয়া তুরস্কের মুস্'ত'াফা কামালের নীতিতে আস্থা প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯২৪ খৃ.-এর ঘটনাবলীতে তাঁহাদের আস্থা ভঙ্গ হয় এবং তখন হইতেই তাহারা খালীফাঃ পদের যোগ্য প্রার্থী অন্বেষণ করিতে থাকেন। পর পর ইব্ন সা'উদ ও হি'জা-যের রাজা হু'সায়নকে খালীফাঃ হিসাবে নির্বাচনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯২৪ খৃ. অক্টোবর মাসে হু'সায়নের সিংহাসন পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে হি'জায ইব্ন সা'উদের করতলগত হয়। মিসরে মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ-র ছাত্র মধ্যমপন্থী আধুনিক লেখক রাশীদ রিদ'া তাঁহার লিখিত 'আল-খিলাফাতু ওয়া'ল-ইমামাতু'ল-'উজ'মা', পুস্তিকায় খিলাফাতের স্থলে একটি উন্নততর ইসলামিক প্রতিষ্ঠান সংগঠনের জন্য আকুল আবেদন জানান। এই পুস্তিকা ১৯২২ খৃ. প্রকাশিত হয় (French translation by H. Laoust, Beirut 1938), কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার মতামত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনপন্থিগণ সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। যাহা হউক, 'উছ'-মানী খিলাফাত বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই মিসরের 'আলিম-গণ খিলাফাত কংগ্রেস আহ্বানের ব্যবস্থা করেন। তদনুযায়ী ১৯২৬ খৃ. ১৩ মে হইতে ১৯ মে পর্যন্ত কায়রোতে আল-আয-হার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ সভায় যোগদান করেন। ভারতের প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হন। কিন্তু তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান এবং ইব্ন সা'উদ কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই। প্রথম খিলাফাত সভায় সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য 'খিলা-ফাত' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমের নিকট খিলাফাত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু খিলাফাত প্রতিষ্ঠা ও খালীফাঃ নির্বাচন সম্ভবপর হয় নাই। ইব্ন সা'উদের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন সুলত'ানও ইসলামের এইরূপ উচ্চ মর্যাদার 'খালীফাঃ' পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। মিসরের বাদশাহ্কে খালীফাঃ বলিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারেও মুসলিম জাহান হইতে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই।

ইসলামের ইতিহাসে সুন্নী খলীফাগণ যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারই একটি ইতিবৃত্তমাত্র এখানে পেশ করা হইল। স্পেনে যে সুন্নী খিলাফাত ও মিসরে যে শী'আঃ ইমামাতের উদ্ভব হয় তাহা সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যেই সীমিত ছিল। উহা মুসলিম জাহানের অন্যত্র কোন প্রকার অনুপ্রেরণা দান করিতে পারে নাই।

শী'আঃগণ হযরত 'আলী (রা)-এর বংশধরদিগকে মাঝে মাঝে স্বাধীন ক্ষমতাসীন পদে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চালান, কিন্তু তাঁহা-দের ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মিসরের ফাতি'মী বংশীয়গণের কেহ কেহ শী'আঃ ইমাম হিসাবে গুরুত্ব লাভ করেন। ১৫০২ খৃ.-এ পারস্যে শী'আঃ স'াফাব'ী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত শী'আঃ ধর্মমত রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গৃহীত হয় নাই। পরবর্তীকালে গুপ্ত ইমামের মতবাদ শী'আঃ নীতি বলিয়া প্রচলিত হইলে পারস্যে শী'আঃ ধর্মমত রাষ্ট্রীয় ধর্মমত বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে।

গ্রন্থপঞ্জী : খলীফাদের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থপঞ্জী রচনা করিতে গেলে সমগ্র মুসলিম শাসন আমলের বৃহত্তর অংশের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করিতে হয়। 'আরবী সূত্রগুলির জন্য : (১) F. Wustenfeld, Die Geschischtschreiber der Araber und ihre Werke ; (২) C. Brockelmann, GAL। অধিক-তর উল্লেখযোগ্য সূত্র : (৩) ত'াবারী, তা'রীখ, ইবনু'ল-আছ'ীর, তা'রীখ ; (৪) আস্-সুয়ূত'ী, তা'রীখু'ল-খুলাফা' ও হ'সনু'ল-মুহ'াদ'রাঃ ; (৫) আল-মাক্'রিযী, আস্-সুলূক লি মা'রিফাতি'দ-দুওয়ালি'ল-মুলূক ; (৬) আল-মাক্'কারী, নাফ্হু'ত্'-ত'ীব ; (৭) Chroniken der Stadt Mekka, ed. F. Wustenfeld ; (৮) রাশীদু'দ-দীন, জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ ; (৯) আহ'মাদ ফারীদুন বে, মুন্শাআতু'স-সালাত'ীন ; (১০) মুস্'ত'াফা স'াবরী আত-তুক'ারী, التكور على مكثر النعمة من الدين و الخلاف و الامة, বৈরূত ১৯২৪ খৃ. ; (১১) য়ুরোপীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে Caetani. Annali dell' Islam (Milano, 1905) ; (১২) G. Weil, Geschichte der Chalifen, 5 vols. (1846—1862) ; (১৩) A. Muller, Der Islam im Morgen und Abendland (1885, 687) ; (১৪) W. Muir, The Caliphate ; (১৫) J. von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches ; (১৬) A. de la Jonquiere, Hist. de l' empire ottoman, 2nd. ed., Paris 1914 ; (১৭) Oriente Moderno (Rome 1921) ; (১৮) C. A. Nallino, La fine del cosi detto Califfato ottomano (Oriente Moderno, iv. 137 প.) ; (১৯) R. Hartmann, Wesen u. Ende des osm. Chalifats, Leipzig 1924 ; (২০) H. Ritter, Die Abschaffung des Kalifats (Arch. f. Politik und Geschichte, ii. 343 প., Berlin 1934) ; (২১) A. J. Toynbee, Survey of International

Affairs 1925, vol. i, The Islamic World since the Peace Settlement, Oxford—London 1927, pp. 25—91.

২। রাজনৈতিক মতবাদ

ইসলামের ইতিহাসের সূচনাতে রাজনৈতিক কারণে খিলাফাত মতবাদের উদ্ভব হয়। ভিন্ন ভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারায় এই মতবাদ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। আশ-শাহ্‌রাস্তানী (ed. Cureton. p. 12) বলিয়াছেন যে, খিলাফাত মতবাদের কারণে ইসলামের ইতিহাসে যেরূপ রক্তপাত ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় অন্য কোন ধর্মমতের কারণে সেইরূপ ঘটে নাই।

(ক) ধর্মমত খিলাফাত সম্বন্ধে খাঁটি ইসলামী মতবাদ হ'াদীছ'কে ভিত্তি করিয়া গঠিত হয় এবং ঐ মতের মধ্যে খিলাফাতের দুইটি বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য লাভ করে। প্রথমত খালীফাঃ অবশ্যই কু'রায়শ বংশোদ্ভূত হইবেন (কানযু'ল-'উম্মাল, ৩খ, ২৯৮৩; ৬খ, ৩৪৫২, ৩৪৬৯); দ্বিতীয় তিনি মুসলিম জনগণের আনুগত্য লাভ করিবেন। কেহ খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে তাহাকে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়া ঘোষণা করা হইবে (ঐ ৩খ, ২৫৮০, ২৯৯৯, ৩০০৮)। খলীফার ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা মুসলিমদের ধর্মীয় কর্তব্য বলিয়া ইসলামের প্রথম যুগ হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। খালীফাঃ পদের তাৎপর্য হইতেছে আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ্‌র বিধান মতে শাসনকার্য পরিচালনা। মাওয়ারদী প্রণীত আল-আহ'কাম্'স-সুলত'ানিয়াঃ (ed. R. Enger. Bonn 1853; Cairo 1298, 1327; Transl. E. Fagnan, Algiers 1915) গ্রন্থে সুন্নী মুসলিমদের স্বীকৃত 'খালীফাঃ' মতবাদের সুশৃঙ্খল ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। মাওয়ারদীর মতে খলীফার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই থাকিতে হইবে তাহা এই: তিনি কু'রায়শ বংশের লোক হইবেন, তিনি হইবেন পুরুষ, পূর্ণ বয়স্ক, সচ্চরিত্র, শারীরিক ও মানসিক দোষসমূহ হইতে মুক্ত, আইন-কানুনের জ্ঞানসম্পন্ন, শাসন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং মুসলিম রাজ্য রক্ষা করার উপযুক্ত সাহস ও সামর্থ্যের অধিকারী। উমায়্যাঃ এবং 'আব্বাসীগণের শাসনকালে খালীফাঃ পদ বংশানুক্রমিক হওয়া সত্ত্বেও মাওয়ারদী ইহার বংশানুক্রমিকতা অস্বীকার করেন এবং তাহাদিগকে আইনানুগ খালীফাঃ হিসাবে স্বীকৃতি দানের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়া বলেন যে, মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর-শাসনকাল (৬৬১—৬৮০) হইতে প্রায় প্রত্যেক খালীফাঃ তাঁহার পরবর্তী খলীফার নাম ঘোষণা করেন এবং তারপর বায়'আত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ যোগে তাঁহার নির্বাচন-পর্ব সমাধা করা হয়। প্রথমে দরবারের অমাত্যগণ শপথ গ্রহণ করেন এবং তারপর সাধারণ সভ্যবৃন্দের সমর্থনের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সম্মুখে নব-নির্বাচিত খলীফার নাম ঘোষণা করা হয়। মাওয়ারদী বলেন, তাঁহার কার্য হইবে ধর্মরক্ষা ও প্রতিপালন, বিবাদ-বিসংবাদের আইনসঙ্গত মীমাংসা করা, মুসলিম শাসনাধীন রাজ্য রক্ষা করা, অত্যাচারী ও দুষ্কৃতিকারিগণকে শাস্তি প্রদান করা, দেশ রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী সংগঠন করা, মুসলিম শাসনাধীন রাজ্যে যাহারা ইসলাম কবুল করিতে অথবা ইসলামের শাসন অনুশাসন মানিয়া চলিতে অস্বীকার করিবে তাহাদের এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা, কর ধার্য এবং আদায় করা, বেতনভোগীদের বেতন প্রদান এবং সরকারী অর্থের সদ্ব্যবহার করা, সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করা এবং সর্বোপরি শাসন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি সবদিকে ব্যক্তিগত দৃষ্টি রাখিয়া উহা পরিচালনা করা। ইহার প্রায় তিন শত বৎসর পরে ইব্‌ন খালদূন এই বিষয়টি অধিকতর সমালোচনা-মূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করেন। তিনি তাঁহার মুক'াদ্দিমাঃ নামক গ্রন্থে (পরিচ্ছেদ ২৫ঃ ৮, অনুবাদ Rosenthal Chap., iii, Sec. 23) উহার আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ১৩৭৫ হইতে ১৩৭৯ খৃ.-এর মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মুসলিমদের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান হইবার পরে খিলাফাত নামেমাত্র অবশিষ্ট ছিল। খালীফাঃ পদের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রদত্ত বিবরণী মাওয়ারদী প্রদত্ত বিবরণীর অনুরূপ। কোন কোন ফাক'ীহ স্পষ্টত বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুসলিম জাহানে উল্লিখিত নীতিবাদের পরিবর্তে ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগ প্রাধান্য লাভ করে এবং তদনুযায়ী খিলাফাত সম্পর্কে সংবিধান প্রণয়নে ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও শক্তিকে খিলাফাতের অন্যতম উৎসরূপে সংযোজিত করা হয়। এই সকল ফাক'ীহদের মধ্যে বাদ্‌রু'দ-দীন ইব্‌ন জামা'আঃ (মৃ. ৭৩৩/১৩৩৩) অন্যতম। তিনি তাঁহার রচিত তাহ'রীরু'ল-আহ'কাম ফী তাদবীরি'ল-মিল্লাতি'ল-ইসলাম (ed. Kofler, Islca, vi. p. 349—414) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে ইমাম পদ লাভ করা হইতে পারে। শক্তি ও ক্ষমতাবলে ইমাম পদ লাভ করা হইলে ঐ ইমামের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন অবশ্য কর্তব্য। ইহার কারণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে, সৈন্য-সামন্তের বাহুবলে খালীফাঃ পদ লাভ এই কারণেই যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয় যে, ইহার ফলে মুসলিম সমাজের উপকার ও ঐক্য সাধিত হয় (ঐ, ৩৫৭)। অন্য মতাবলম্বী আইনজ্ঞগণ ইসলামের ইতিহাসে পরিবর্তনশীলতার এইরূপ যৌক্তিকতা প্রদর্শনের বিরোধিতা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের মতবাদ হ'াদীছে'র উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলেন যে, খিলাফাত মাত্র ত্রিশ বৎসর স্থায়ী ছিল অর্থাৎ হযরত 'আলী (রা)-এর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (কানয, ৩ঃ নং ৩১৫২)। আন-নাসাফী (দ্র.) এই মতবাদ সমর্থন করেন (আল-'আক'াইদ ed. Cureton, London 1843, p. 4. দ্র.)। তুরস্কের প্রধান আইনবিশারদ ইব্‌রাহীম হ'ালাবীও (মৃ. ৯৫৬/১৫৪৯) এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'মুলতাক'া'ল-আবহু'র' গ্রন্থ তুরস্কের প্রামাণিক আইন গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(খ) শী'আঃ 'আলিমগণ ইমামকে ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলনীতি বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহারা উক্ত পদের ন্যায্য অধিকারের উপর জোর দেন। তাঁহারা ইমামাতকে শুধু কু'রায়শ বংশের মধ্যেই সীমিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; বরং হযরত 'আলী ও ফাতি'মাঃ (রা)-এর বংশধরদের মধ্যেই ইমামাতকে সীমাবদ্ধ রাখেন। যায়দীয়াঃ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য শী'আগণ ইমাম নির্বাচনের মতবাদ বর্জন করেন। তাঁহারা দাবী করেন যে, হযরত 'আলী (রা)-কে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খালীফাঃ মনোনীত করেন। 'আলী (রা)-এর বংশধরগণ তাঁহার গুণপনা বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন এবং তাঁহারই এবম্বিধ উচ্চ মর্যাদা লাভের যোগ্য বলিয়া আল্লাহ্ তাঁহাদিগকে পূর্ব হইতেই নির্বাচিত করিয়া রাখেন। কথিত আছে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কতিপয় গুপ্ত বিষয় হযরত 'আলী (রা)-কে জানাইয়াছিলেন। তিনি উহা তাঁহার পুত্রকে জানান। এইভাবে উহা বংশ-পরম্পরায় পিতার নিকট হইতে পুত্রের নিকট সঞ্চারিত হইতে থাকে। প্রত্যেক ইমাম কতগুলি অতি-মানবীয় গুণের

অধিকারী হন। এই গুণবলে সাধারণ মানবের স্তর হইতে তিনি উর্ধ্বে উন্নীত হন। তিনি অভ্রান্ত জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্ববাসীকে পরিচালিত করেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় এবং চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কাহারও কাহারও মতে হযরত 'আলী (রা)-এর মধ্যে বিশেষ উপাদান বিদ্যমান ছিল বলিয়া তিনি এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কারণ হযরত আদাম ('আ)-এর সৃষ্টি হইতে শুরু করিয়া প্রত্যেক যুগেই একজন মনোনীত ব্যক্তির সত্তার মধ্যে স্বর্গীয় আলো প্রবেশ করে। এই আলো হযরত 'আলী (রা) এবং তাঁহার পরবর্তী প্রত্যেক ইমামের মধ্যে বিরাজমান থাকে। শী'আঃদের ভিতর বহু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় (ইছ্‌না 'আশারিয়্যাঃ, ইসমা'ঈলিয়াঃ, সাব'ঈয়াঃ, যায়দীয়াঃ প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্র.)।

(ঘ) খারিজীগণ শী'আঃ মতের বিরুদ্ধমত পোষণ করিতেন। তাঁহাদের মতে খালীফাঃ বা ইমামের পদ কোন বিশেষ গোত্র বা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না; কোন মুসলিম আরবদেশের অধিবাসী না হইলেও—এমন কি ক্রীতদাস হইলেও খালীফাঃ পদের যোগ্য হইতে পারে। তাঁহারা এত দূর পর্যন্ত বলেন যে, ইমামের অস্তিত্ব ধর্মতঃ আবশ্যিক নহে। কোন বিশেষ সময়ে ইমাম না থাকিলেও জাতির পক্ষে তাঁহাদের উপর আরোপিত ধর্মীয় কর্তব্য পালন করা নীতিসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। ইমাম ব্যতীত তাঁহারা বৈধ নাগরিক শাসন কায়েম করিতে পারেন। কোন বিশেষ অবস্থায় ইমাম নির্বাচন সুবিধাজনক অথবা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে তখন একজন ইমাম নির্বাচিত হইতে পারে। কিন্তু তিনি সন্তোষজনক প্রমাণিত না হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা অথবা তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া যাইতে পারে (আশ্‌-শাহ্‌রাস্তানী ১ খ. ৮৫)।

উল্লিখিত রাজনৈতিক মতবাদগুলি কোন না-কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রূপায়িত হইয়াছিল। খিলাফাত সম্বন্ধে আরও বহু উক্তি এবং ধারণা দেখা যায়, কিন্তু সেই সব কখনও কার্যে পরিণত হয় নাই, বিশেষত এই সম্বন্ধে মু'তাযিলী মতবাদ শুধু কল্পনায় বিরাজমান ছিল। যেমন, মু'তাযিলীদের মতে গৃহযুদ্ধের সময় ইমামের পদ পূরণ করা উচিত নয়, কেবল শান্তির সময় তাহা করা বিধেয়। সমগ্র মুসলিম সমাজের মতৈক্য ব্যতীত কেহই ইমাম হইতে পারে না (আশ-শাহ্‌রাস্তানী, পৃ. ৫১; Goldziher, Hellenistischer Einfluss auf mu'tazilitische Chalifatstheorien, in Isl., vi. 173—7)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আলী আল-মুত্তাক'ী, কান্‌যু'ল-'উম্মাল, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য হি. ১৩১২-১৩১৪; মাওয়ারদী (উপরে দ্র.), (২) আদুদু'দ-দীন আল-ঈজী, আল-মাওয়াকি'ফ ফী 'ইল্‌মি'ল-কালাম (কনস্টান্টিনোপল ১২৩৯); (৩) ইব্‌ন হ'ায্‌ম, কিতাবু'ল-ফাস'ল ফি'ল-মিলাল ওয়া'ন-নিহ'াল, ৪ খ, ৮৭, কায়রো ১৩২০ হি. (৪) আশ-শাহ্‌রাস্তানী, কিতাবু'ল-মিলাল্‌ ওয়া'ন-নিহ'াল, ed. W. Cureton, London 1842, 1846, (৫) ইব্‌ন খাল্‌দুন, আল-মুক'াদ্দিমাঃ, ed. Quatremere, Paris 1858, (৬) 'আবদু'ল-'আযীয শাব'ীশ, আল-খিলাফাতু'ল-ইসলামিয়্যাঃ, বার্লিন (?) ১৯১৫, (৭) Mirza Djevad Khan Kasi, Das Kalifat nach islamischem Staatsrecht (Die Welt des Islams, v. 189 প., 1918), (৮) আবু'ল-কালাম, খিলাফাত ওয়া জাযীরাত-ই-'আরাব, কলিকাতা ১৯২০, (৯) মুহ'াম্মাদ রাশীদ রিদ'া, আল-খিলাফাঃ, কায়রো ১৯২৩ খৃ., (১০) 'আলী 'আবদু'র-রাযিক', আল-ইসলাম ওয়া উস্‌'লু'ল-হ'ুক্‌ম, কায়রো ১৯২৫ খৃ.; (১১) য়ুরোপীয় লেখকগণ : A. von Kremer, Geschichte der herrschenden Ideen des Islams, Leipzig 1868, and Culturges-chichte des Orients unter den Chalifen, Vienna 1875—7; (১২) J. W. Redhouse, A. vindication of the Ottoman Sultan's title of 'Caliph', showing the antiquity, validity, and universal acceptance, London 1877; (১৩) Martin Hartmann, Die Islamische Verfassung und Verwaltung (Die Kultur der Gegenwart, Teil II, Abteilung II, i); (১৪) C. Snouck Hurgronje, Verrspecide Geschriften, iii., iv.; (১৫) C. H. Becker, Islamstudien, i.; (১৬) I. Goldziher, Muhammedanische Studien, ii. 55 প.; (১৭) W. Barthold, Khalif-i-Sultan (in Mir Islama, i. 203 প., 345 প., St. Petersburg 1912; (১৮) Partly translated in Der Islam, vi. 350 প., 1915); (১৯) J. Greenfield, Kalifat und Imamat (Blatter fur, Vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftsleher, xi., 1915); (২০) Th. W. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, Leyden 1910; (২১) C. A. Nallino, Appunti sulla natura del 'Califfiato' in genere e sul presunto 'Califfato Ottomano,' Rome 1917; (২২) L. Massignon, Introduction a l'etude des revendications islamiques (RMM, xxxix, I প.); (২৩) T. W. Arnold, The Caliphate, London 1924; (২৪) D. Santillana, Il concetto di Califfato e di sovranita nel diritto musulmano (Oriente Moderno, iv. 339 প., 1924); (২৫) C. Snouck Hurgronje, Islam and Turkish Nationalism (Foreign Affairs, vol. iii., No. 1, p. 61 প., New York 1924, Verspr. Geschr. vi. 435—452); (২৬) Etudes sur la notion islamique de souverainete, in RMM, 1925; (২৭) Henri Laoust, Le Califat dans la doctrine de Rasid Rida, Beyrouth 1938.

T. W. Arnold (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

খাত্‌ত়াবীয়াঃ (خطابية) চরমপন্থী (গু'লাত') শী'আঃ সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত একটি দল। আবু'ল-খাত্ত'াব মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবু যায়নাব আল-আসাদী আল-আজ্‌দা'-এর নামে এই দলের নামকরণ করা হয়। তিনি ইমাম জা'ফারু'স'-স'াদিকে'র (৮৩-১৪৮/৭০২—৭৬৫) মধ্যে এবং তদন্তর তাঁহার নিজের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার অবতারত্বের (حلول) দাবী করেন। কূফায় তাঁহার একদল অনুসারীও জুটে। তখন 'ঈসা ইব্‌ন মূসা ছিলেন কূফার শাসনকর্তা (১৪৭/৭৬৪—৫ পর্যন্ত)। আবু'ল-খাত্ত'াব সেখানে তাঁহার অনুচরগণকে পাথর, খাগড়া এবং ছুরিকা দ্বারা সজ্জিত করিলেন এবং এই মর্মে তাহাদিগকে আশ্বাস দিলেন যে, শত্রুর তরবারী এবং বর্শা এইগুলি দ্বারাই প্রতিহত হইবে। তাঁহার এই আশ্বাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল এবং তাঁহার সত্তর জন অনুচর মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অবশেষে তাঁহাকে ফুরাত নদীর তীরে

দারু'র-রিয্‌'ক-এ বন্দী করিয়া শূলবিদ্ধ করা হইল। অতঃপর তাঁহার দেহ দগ্ধ করা হইল এবং তাঁহার মস্তক বাগদাদে প্রেরিত হইল (১৩৮/৭৫৫-৬)। এই পরাজয়ে তাহার দলের অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইল না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিত যে, আবূ'ল-খাত্ত'াব বা তাঁহার অনুচরগণকে বস্তত হত্যা করা হয় নাই। কারণ দৃশ্ট অবস্থা ভ্রমাত্মক ছিল। ৩০০ হি. সালে একজন বিশেষজ্ঞের মতে তাহাদের সংখ্যা ১,০০,০০০ ছিল এবং তাহারা কূফার সাওয়াদ এবং য়ামানে বাস করিত। অবশ্য তাহাদের কোন ক্ষমতা বা জনবল ছিল না। ইব্‌ন কু'তায়বা-র মা'আরিফ গ্রন্থে তাহাদের সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু জানা যায়। কিন্তু তাহার ৫০ বৎসর পরের আল-মুত'াহ্‌হার ইব্‌নু'ত'-ত'াহিরের গ্রন্থে দেখা যায় যে, ঐতিহাসিকগণকে আকৃষ্ট করিতে পারার মত তেমন কিছু তাহারা করে নাই। আবূ'ল-খাত্ত'াবের মৃত্যুর পর তাহারা মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌মা'ঈল ইব্‌ন জা'ফার আস'-সা'াদিকে'র উপর ইমামাত আরোপ করে। এইভাবে তাহারা ইসমা'ঈলী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যায়।

তাহাদের ধর্মমত সম্পর্কে নির্দিষ্ট তেমন কিছু পাওয়া যায় না এবং সামান্য যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাও অত্যন্ত সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হয়। মনে করা হয় যে, 'পুকুর-দিবসে' অর্থাৎ য়াওমু'ল-গ'াদীরে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') হইতে নুবুওয়াতের দায়িত্ব হযরত 'আলী (রা)-এর উপর অর্পিত হয় এবং আবূ'ল-খাত্ত'াবও মনে করিতেন যে, জা'ফার হইতে ইমামাত অনুরূপভাবে তাঁহার উপর বর্তাইয়াছে। সুন্নী ও শী'আঃ লেখকগণ দৃঢ়তার সহিত মত প্রকাশ করেন যে, আবূ'ল-খাত্ত'াব জা'ফারের পক্ষে যে দাবী করেন জা'ফার তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। আবূ'ল-খাত্ত'াবের সহিত জা'ফারের সম্পর্ক ঠিক তেমনই ছিল যেমন মুখতার ইব্‌ন আবী 'উবায়দের সম্পর্ক ছিল মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আল-হ'ানাফিয়্যার সহিত।

হযরত 'আলী (রা)-এর বংশধরগণ যে ইমামাতের জন্য পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট ছিলেন তাহা খাত্ত'াবিয়্যাঃগণ অস্বীকার করিত। কিন্তু তাহারা মনে করিত যে, আধ্যাত্মিক ব্যাপারেই তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারী গ্রহণ করা হয়। ইহার জন্য তাহারা হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কর্তৃক সালমান আল-ফারিসী (দ্র)-কে আধ্যাত্মিক সন্তানরূপে গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত দেয়। জা'ফার আবূ'ল-খাত্ত'াবকে অনুরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আবূ'ল-খাত্ত'াব নিজকে সালমানের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী মনে করিতেন। দুইটি ইসমা'ঈলিয়াঃ উপদল এবং নুস'ায়রী সম্প্রদায় আবূ'ল-খাত্ত'াব হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রমাণিত হয়। আবূ'ল-খাত্ত'াবের অন্যান্য মতামতের মধ্যে তিনি শত্রুদের সঙ্গে চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়াছিলেন। আযারিক'াদের ন্যায় তাঁহার মতে শত্রুদের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলকেই হত্যা করা উচিত। তাহাদের সঙ্গে ব্যবহারে মিথ্যা সাক্ষ্য অন্যায় নহে। আল্‌-মুত'াহ্‌হার মনে করেন যে, এই সম্প্রদায়ের সাক্ষ্য আদালতে গৃহীত হইত না।

পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণ অপেক্ষা পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ খাত্ত'াবীয়াঃদের সম্বন্ধে বেশী জানিতেন। আল-মুত'াহ্‌হারের সময় হইতে বাযিগি'য়্যাগণ একটি ভিন্ন সম্প্রদায় হিসাবে পরিগণিত হয়। কিন্তু শাহরাস্তানীর মতে তাহারা খাত্ত'াবিয়্যার একটি উপদল। তিনি 'উমায়রিয়াঃ নামে আরও একটি উপদলের উল্লেখ করেন। শেষোক্ত উপদলটি বাগ'দাদীর লেখায় জানাহি'য়্যাঃ সম্প্রদায়ের একটি প্রশাখা হিসাবে বর্ণিত হয়। আশ্‌-শাহরাস্তানী মু'আম্মারিয়্যাঃদিগকেও খাত্তাবিয়্যাঃদের একটি দল হিসাবে মনে করেন। কিন্তু ইব্‌ন হ'াযম তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করেন। মাক্‌'রিযীর সময় খাত্ত'াবীয়াঃ সম্প্রদায়ের উপদল-সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশে উপনীত হয়। আবূ'ল-খাত্ত'াবের পিতার কুন্‌য়াঃ (উপনাম) আবূ যা'ওর এবং আবূ য়াযীদ প্রভৃতি বিভিন্নরূপে উল্লিখিত হয়। এই সম্প্রদায় ইসলামী নৈতিক আইন এবং ধর্মীয় বিধান পরিহার করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। জন্মান্তরবাদ তাহাদের প্রচলিত ধারণার অন্তর্গত বলিয়া অনুমিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) I. Friedlander, The heterodoxies of the Shiites, JAOS, xxvii and xxix (translation with notes of Ibn Hazm, Fasl, V. 187 প.); (২) আশ্‌-শাহরাস্তানী, transl. Haarbruecker, i., 206; (৩) আল-বাগ'দাদী, p. 242; (৪) আন-নাওবাখতী, মায'াহিব ফিরাক' আহ্‌লু'ল-ইমামাঃ, ed. Ritter, ইস্তাম্বুল ১৯৩১; (৫) আল-কাশ্‌শী, মা'রিফাত আখবারি'র-রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭; (৬) মাক্‌'রিযী, খিত'াত', ২খ, ৩৫২; (৭) আল-ঈজী, মাওয়াকি'ফ, ed. Sorensen, পৃ. ৩৪৬; (৮) W. Ivanow, Notes sur l'Ummu l'Kitab des Ismaeliens de l'Asie Centrale, in REI, 1932, পৃ. ৪১৯—৪৮২; (৯) L. Massignon, Salman Pak, Paris 1934, pp. 19, 38, 44; (১০) একই পুস্তকের নোটাংশে Banu 'l-Furat in Melanges Maspero, কায়রো 1938, vol. ii, (১১) A. S. Tritton, Muslim Theology, London 1947, pp. 26, 28, 53, 206.

খাতা (খ., ঃ খাত'া') যে ভুল চিন্তায় (কথায়) বা কর্মে ঘটে; সুতরাং ভ্রম, ব্যর্থতা শেষোক্ত অর্থ অনুসরণ করিয়া যে কোন সম্পাদিত অন্যায়, সীমা লঙ্ঘন, এমন কি স্থলবিশেষে ইচ্ছাকৃত পাপকেও খাত'া' বলা যায়।

১। পারিভাষিক অর্থে খাত'া' হইতেছে অনিচ্ছাকৃত কর্ম বা পাপ ('আম্‌দ শব্দের বিপরীত)। ইহার এই অর্থে ব্যবহার সূরাঃ ৪ : ৯২ (দ্র. ক'াতল)-এ রহিয়াছে। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এইভাবে দেওয়া হয়—একটি আইনবিরুদ্ধ কাজ যাহাতে কর্তার আইন লঙ্ঘনের ইচ্ছা থাকে না, যদিও কর্মটি ইচ্ছাপূর্বকই সাধিত হয়। আইনজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে এই ধরনের কার্যে অবহেলার মাত্রা সম্বন্ধে কোন কথাই উঠে না। মু'তাযিলাঃ সম্প্রদায়ের মতে ইহার জন্য আল্লাহ্‌ কোন শাস্তি দিবেন না। কারণ তাঁহাদের মতে কেবল উদ্দেশ্যমূলক বে-আইনী কাজের জন্যই শাস্তির কথা চিন্তা করা যায়। অপরদিকে সুন্নী সম্প্রদায়ের মতে খাত'া' পাপের (ইছ'ম) পর্যায়ে না পড়িলেও যে কোন প্রকার অবহেলা কতকটা ইচ্ছাকৃতই হয় এবং উহার ফলে খাত'া' ঘটে বলিয়া ইহার জন্য সে শাস্তি পাইতে পারে। কিন্তু করুণাময় আল্লাহ্‌ এই ধরনের অন্যায়ের জন্য পরকালে ক্ষমা করিবেন। সুতরাং খাত'া' এই জগতে শাস্তি প্রদান ব্যাপারে অনেক সময় দোষ স্খালনে সহায়তাকারী অবস্থাবিশেষ (শুবুহাঃ) বলিয়া গণ্য করা হয়। খাত'া' অবস্থায় সম্পাদিত অন্যায় কর্মের জন্য শারী'আত নির্ধারিত শাস্তি (হ'াদ্দ) দেওয়া হয় না। তাই বলিয়া আল্লাহ্‌র সকল অধিকার ইহা দ্বারা পরিত্যক্ত হয় না, যথাঃ যদি কেহ মক্কার পবিত্র হ'ারামে কোন প্রাণী হত্যা করে তাহা হইলে উহা ইচ্ছাকৃতই ('আম্‌দ) হউক বা খাত'া'ই (অনিচ্ছাকৃতভাবেই) হউক তাহাকে নির্দিষ্ট কাফ্‌ফারাঃ দিতে হইবে। দাউদ আজ'-জ'াহিরীর মতে এই ক্ষেত্রেও খাত'া' ক্ষমার যোগ্য। খাত'া'র ফলে কাহারও কোন

অপকার বা ক্ষতি সাধিত হইলে উহার জন্য অন্যায়কারী সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকিবে। এই ব্যাপারে কি'স'াস' (দ্র.) একটা বিশেষ ব্যবস্থা। যেখানে খাত'া' সাব্যস্ত হয় যেখানে কি'স'াস' প্রয়োগ রহিত হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও দিয়াঃ (রক্তমূল্য) এবং কাফ্ফারাঃ (প্রায়শ্চিত্ত) আদায় করিতে হয়। বিশেষ আলোচনার জন্য 'কত্ল' প্রবন্ধ দ্র.।

২। অন্য পারিভাষিক অর্থ ঃ ন্যায়শাস্ত্রে, খাত'া' অর্থ বাতি'ল (হ'াক্ক'র বিপরীত)। যে গ্রন্থগুলিতে উস'ূলু'ল-ফিক'হের (উস'ূল প্রবন্ধ দ্র.) আলোচনা করা হয় তাহাতে মুজ্তাহিদ মুত্'লাক' (দ্র. ইজ্তিহাদ) কোন খাত'া' করিতে পারেন কিনা—এই প্রশ্নেরও আলোচনা রহিয়াছে। সুন্নী সম্প্রদায়ের অধিকাংশের মতে মুজতাহিদগণ খাত'া' করিতে পারেন এবং কোন ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিলে এক সময় একজন মাত্র সঠিক হইতে পারেন। এই মর্মে একটি হ'াদীছ'ও পাওয়া যায়। কিন্তু মু'তাযিলীদের মতে প্রত্যেক মুজ্তাহিদই নির্ভুল। সুন্নী সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত 'আলিমদের অনেকেই এই মত পোষণ করেন, যেমন আবূ য়ূসুফ, মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-হ'াসান আশ-শায়বানী, ইব্ন সুরায়জ, আল-মুযানী, আল-আশ্'আরী ও তাঁহার মতের অনুসারী আল-বাকি'ল্লানী, আল-গ'াযালী (র)। ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) এই উভয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করেন। সুন্নী সম্প্রদায়ের মতে আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং মুজতাহিদের সিদ্ধান্তের যথার্থতা বা ভ্রান্তি আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের অনুরূপ হওয়ার উপর নির্ভর করে। বিখ্যাত মু'তাযিলী 'আলিমগণ মনে করেন যে, (ক) মূলত আল্লাহ্ তা'আলাই কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং মুজতাহিদগণের এই বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ আল্লাহ্র ঐ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয় বলিয়া ঐ সিদ্ধান্তগুলির প্রতিটিই যথার্থ ও সঠিক। কাজেই উহা ঐ মুজতাহিদগণের ও তাঁহাদের মুক'াল্লিদগণের (তু. তাক্'লীদ) পক্ষে সমভাবে পালনীয় অথবা (খ) মুজতাহিদগণের যাবতীয় বিভিন্ন সিদ্ধান্তই সমর্থনযোগ্য; কিন্তু ঐগুলির একটি অপরটির তুলনায় অধিকতর সমর্থনযোগ্য অথবা (গ) তাঁহারা মনে করেন যে, আল্লাহ্ ঐ সব ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু যদি তিনি এইরূপ করিতেন তাহা হইলে তিনি একটি মাত্র নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেন। এই মতের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর ঐ সম্ভাব্য নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তটির বিপরীত সিদ্ধান্তগুলির যথার্থতা স্বীকার করিতে গিয়া তাঁহারা বলেন যে, ঐগুলি ইজতিহাদ হিসাবে (ইব্তিদা-আন্ ইজতিহাদান) ঠিক। কারণ ঐ সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে মুজতাহিদগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ফল ও পরিণাম হিসাবে (ইন্তিহা'আন হ'ক্মান্) ঐগুলি ভুল হইয়াছে। সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা মু'তাযিলীদের এই মতকে মৌলিকভাবে স্বীকার করেন তাঁহারাও এই একই প্রকার ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা শুধু উস'ূলু'ল-ফিক্'হের আইনগত বিধানের সহিত সম্পর্কিত এবং তাহাও শুধু ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতিই প্রযোজ্য যাহার সম্বন্ধে উস'ূলে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় নাই। যেক্ষেত্রে উস'ূলে একটিও সিদ্ধান্ত থাকে এবং মুজতাহিদ যদি উহা গ্রাহ্য করিয়া না থাকেন তবে তিনি অবশ্যই ভ্রান্ত। কালামের (দ্র.) উস'ূলু'দ্-দীনের ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া উহার যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে সকলের মতে মাত্র একটি মতই ঠিক হইবে। আবু'ল-হ'াসান 'আবদুল্লাহ্ আল-আনবারী এবং আল্-জাহি'জ' প্রমুখ কতিপয় মু'তাযিলী 'আলিম মনে করেন যে, ধর্মমতের ব্যাপারেও প্রত্যেক মুজ্তাহিদই (এই শব্দ ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ যে কোন সমস্যা সমাধানে নিজের যথাসাধ্য ক্ষমতা প্রয়োগ করে) নির্ভুল। আল-আন্বারী ইহার সহিত এই শর্ত যোগ করেন—যে পর্যন্ত ঐ মুজ্তাহিদকে মুসলিম বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আল-জ'াহি'জ' এইরূপ কোন শর্ত আরোপ করেন নাই। মু'তাযিলীদের মতে প্রত্যেক মুজ্তাহিদের 'খাত'া'শূন্য হওয়া'র অর্থ এই যে, তিনি তাঁহার আরব্ধ কর্ম যথাযোগ্য সম্পাদন করিয়াছেন।

মুজ্তাহিদগণ ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য শাস্তি পাইবেন না। উহাকে ধর্মীয় ভ্রান্তি (দ'ালাল) বলিয়া গণ্য করা হইবে না, বরং উহা ক্ষমার্হ। অধিকন্তু আইনের যথার্থ বিধান নির্ণয় করার জন্য মুজ্তাহিদের নিকট হইতে যে চেষ্টার আশা করা হয় তাহা তিনি পালন করিয়াছেন বলিয়া তিনি পুরস্কৃত হইবেন। শী'আঃ সম্প্রদায় মু'তাযিলীদের মতের সমর্থন করেন এবং তাঁহারা তাহাদের মুজ্তাহিদগণকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Lane, Arab-engl, Lexicon, Part 2, p. 761, (২) কা'শ্শ্বফু ইস্তি'লাহ'াতি'ল-ফানূন, ১খ, ৪০১ প., (৩) জুরজানী, তা'রীফাত, ed. G. Flugel, পৃ. ১০৪; (৪) খুঁটি-নাটি বিষয়ের জন্য ফিক'হ ও উস'ূল ফিক'হ্ গ্রন্থসমূহ অবশ্য দ্র.। Technical words-এর জন্যে দ্রষ্টব্য; (৫) Dictionary of the Technical terms used in the Sciences of the Mussalmans (Bibliotheca Indica Old series) Vol. 1, p. 401. প.।

J. Schacht (S.E.I.)/আবু বকর সিদ্দীক

খাত'ীআ (خطيئة ঃ খাত'ী'য়া, ব. ব. খাত'ায়া এবং খাত'ী-'আত) পাপ, য'ান্ব্ শব্দের সমার্থক, মূল خ-ط-ء-এর অর্থ হোঁচট খাওয়া (হিব্রু ভাষায়, Proverbs ১৯ ঃ ২), ভুল করা (তীরন্দাযের তীর লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার ক্ষেত্রে আখ্ত'াআ বলা হয়); (খাত'া' দ্র. দ্র.)। উদ্দেশ্যমূলকভাবে কৃত পাপকে খাত'ীআঃ বলে। শুধুমাত্র পাপকে খিত'' বলে (১৭ ঃ ৩১ দ্র.), পক্ষান্তরে বড় পাপসমূহকে ইছ্'ম বলে। কু'রআন শারীফে পাপ সম্পর্কে তেমন বিশদ কোন আলোচনা নাই তবে পাপের পরিণাম এবং পাপের মার্জনা সম্পর্কে বার বার বলা হইয়াছে। আর-রাহ'মান, আর-রাহ'ীম আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল ও নবীগণের প্রচার মারফত মানুষকে স্বীয় পাপের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আহ্বান করেন (১৪ ঃ ১০, ৪৬ ঃ ৩১, ৭১ ঃ ৪, ৭)। যাহারা বড় পাপ (কাবীরাঃ গুনাহ্) এবং নৈতিকতাবর্জিত কর্মসমূহ হইতে নিজেদের বিরত রাখে তাহারা ছোট পাপের জন্য ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবে (৫৩ ঃ ৩২)। যিনি পাপ ক্ষমা করেন এবং তওবা (অনুশোচনা) কবূল করেন (৪০ ঃ ৩), তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমা প্রদানকারী (৭ ঃ ১৫৫), তিনি পাপসমূহ সম্পূর্ণ ক্ষমা করেন (৩৯ ঃ ৫৩)।

কু'রআন শারীফে পাপ মার্জনা সম্পর্কে ইহা সাধারণ ব্যাখ্যা। এই সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। হযরত মূসা ('আ) বলিলেন, "হে আমার প্রভু! আমি নিজের উপর অত্যাচার করিয়াছি (ইন্নী জ'ালাম্তু নাফ্সী), আমাকে ক্ষমা কর", আল্লাহ্ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন (২৮ ঃ ১৬; তু. ৩৮ ঃ ২৪—৫ [দাউদ], ইত্যাদি)। কিন্তু যদি কেহ অবিশ্বাসী হিসাবে বা বহু দেবদেবীর উপাসক হিসাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহারা ক্ষমা পাইবে না (৪ ঃ ৪৮, ১৩৭; ৪৭ ঃ ৩৪)। কুফ্র (দ্র.) ক্ষমা করা যায় যখন পাপী ইহা ছাড়িয়া দেয় (৮ ঃ ৩৮), কিন্তু যে সম্পূর্ণরূপে পাপাচ্ছন্ন সে চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাইবে (২ ঃ ৮১)।

ইহা অনেকটা উদার মতামত। কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, ইহা আল্লাহ্‌রই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল—তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা করেন আর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে শাস্তি দেন (৩ ঃ ১২৯)। যেহেতু আল্লাহ্‌ অত্যাচারী নহেন, ন্যায়বিচারক, এইজন্য 'তাঁহার ইচ্ছা', ইহার অর্থ 'তাঁহার ন্যায়-বিচারে'।

কু'রআান শারীফে পাপীদের সম্পর্কে উদার মত ব্যক্ত করা হইয়াছে। তবুও পাপাচারের প্রকার-ভেদ ও তজ্জনিত শাস্তি সম্পর্কে ইসলামের এক পর্যায়ে মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল।

ছোট (স'গা'ইর) এবং বড় (কাবাা'ইর) গুনাহসমূহের পার্থক্য কু'রআান মুতাবিক নির্ধারিত করা যায়, যেমন (৪২ ঃ ৩৭), যেখানে কাবাা'ইর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। সাতটি প্রধান গুনাহ্‌র নীতি সম্পর্কে হ'াদীছ' শারীফে উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র নবী বলিলেন, "প্রধান গুনাহসমূহ হইতে দূরে থাক" (মু'বিক'াত)। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "উক্ত গুনাহসমূহ কি ?" তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ "আল্লাহ্‌র সহিত শির্‌ক করা, যাদু, আল্লাহ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, য়াতীমের সম্পত্তি গ্রাস করা, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা, সতীসাধ্বী মু'মিনা স্ত্রীলোকের (মুহ্'স'ানাঃ) প্রতি অপবাদ দেওয়া" (মুস্‌লিম, ঈমান, হ'াদীছ' ১৪৪; আল-বুখারী, ওয়াস'ায়া, বাব ২৩)। অন্য এক ব্যাখ্যায় এই প্রধান গুনাহসমূহের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। ধর্মতত্ত্ব এবং নীতিশাস্ত্র মতে হ'াদীছে' উল্লিখিত গুনাহসমূহ ছাড়া আরও অনেক বড় গুনাহ্‌ রহিয়াছে (দ্র. আন-নাওয়াব'ীর টীকা, ১ ঃ ১৭০)।

সুন্নীদের মতে বড় গুনাহ করিলেও ঈমান অক্ষত থাকিতে পারে। কিন্তু খারিজী ও মু'তাযিলীদের মতে বড় গুনাহকারীর ঈমান থাকে না এবং সেই কারণে তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি রহিয়াছে। এই অবস্থা বিশ্বাস এবং কর্মসম্পর্কিত প্রশ্নের সহিত জড়িত। সুন্নী মুস্‌লিমগণ বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন; কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়-দ্বয় বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য কর্মের উপর জোর দেন। এই ক্ষেত্রে মুরজিঈগণ (দ্র.) স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী রাখেন। তাহাদের প্রধান বিরোধী খারিজীগণ এবং মু'তাযিলীগণের মতে মুসলিমদের মধ্যে যাহারা বড় পাপে অপরাধী তাহারা চিরকালের জন্য নরক দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীরে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রচুর বিতর্ক সৃষ্টি হইয়াছিল। আল-বায়দ'াব'ী, ২ ঃ ৮১ (৭৫)-এর তাফসীরে বলেন (উপরে দ্র.) ঃ এখানে উল্লিখিত 'আহ'াত'াত্' অর্থাৎ 'আচ্ছন্ন কৃত' শব্দ শুধু কাফিরদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে; ফলে যে সব মুসলিম বড় পাপ করে তাহারা এই আয়াতের মন্তব্য অনুসারে ঐ শাস্তির আওতায় পড়ে না।

৩৯ ঃ ৫৩-এর আয়াত "আল্লাহ্‌ সম্পূর্ণ গুনাহ্‌ই মাফ করিয়া দেন" এবং ২ ঃ ২৮৪-এ "তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন" প্রমাণ করে যে, পাপের জন্য শাস্তি ভোগ অবধারিত নহে এবং বড় গুনাহও মাফ হইতে পারে (ফাখ্‌রু'দ্-দীন আর-রাযী, মাফাতীহ'ু'ল-গ'ায়ব, ২ ঃ ৮২)। আল-বায়দ'াব'ী (ফাখ্‌রু'দ্-দীন আর-রাযী, ৫ ঃ ৪৫৫-৬ দ্র.) বলেন, "ইহা সত্য নহে যে, পাপ মার্জনার জন্য তওবা (দ্র.) প্রয়োজনীয়; কেবল শির্‌কের (দ্র.) গুনাহ্‌র জন্যই ইহার প্রয়োজন।" তবে এই মত যতই দৃঢ় হউক না কেন তবুও ফাখ্‌রু'দ্-দীন আর-রাযী ৩৯ ঃ ৫৩-এর উপর আলোচনায় ঘোষণা করিতে বিরত হয় নাই যে, তিনি (আল্লাহ্‌) সাধারণ-ভাবে পাপসমূহ মার্জনা করিবেন; কিন্তু হয়ত সাময়িকভাবে দোযখে শাস্তিও দিবেন এবং পরে ক্ষমা করিবেন। মধ্যপন্থী মু'তাযিলী আয-যামাখ্‌শারী এই মতের বিরোধিতা করেন। "তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন" (৩ ঃ ১২৯) ইহার ব্যাখ্যাকালে তিনি মন্তব্য করেন যে, এই ক্ষমা হইবে তওবার জন্য, কারণ যাহারা তওবা করে তাহাদিগকে ব্যতীত তিনি ক্ষমা করেন না। তিনি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) কর্তৃক কথিত বলিয়া বর্ণিত এই আয়াতের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া উঠেন, "তিনি যাহাকে ইচ্ছা বড় গুনাহ্‌সমূহের জন্যও মার্জনা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা ছোট গুনাহসমূহের জন্যও শাস্তি দিবেন"—এই ধরনের ব্যাখ্যা মু'তাযিলীদের পক্ষে সত্যই হতাশাব্যঞ্জক।

সুন্নী মতে বড় গুনাহ্‌সমূহও যে মার্জনীয়, তাহা হ'াদীছ' শারীফেও উল্লিখিত রহিয়াছে। শাফাা'আতের হ'াদীছে' বিশদভাবে এই বিষয়ে আলোচনা আছে (শাফাা'আত প্রবন্ধ দ্র.)। সেখানে নূতন করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') মহাপাপীদের জন্য সুপারিশ করিবেন এবং তাঁহার সুপারিশের ফলেই তাহারা জাহান্নাম হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

কয়েকটি হ'াদীছে' বড় গুনাহ্‌ ছাড়া সৎকাজের দ্বারা পাপের মার্জনা সম্পর্কে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') উল্লেখ করিয়াছেন। এই সব হ'াদীছে' শুধু শর্ত লাগানো হইয়াছে যে, "কাবাীরাঃ গুনাহ্‌ ব্যতীত"। ইহাই নিম্নোক্ত সাধারণ সুন্নী মতের (উপরে দ্র.) ভিত্তি ঃ সৎকাজের দ্বারা ছোট গুনাহসমূহ মাফ হইয়া যায়; বড় পাপের জন্য ইসতিগ'ফারের (ক্ষমা প্রার্থনা) প্রয়োজন এবং শির্‌কের জন্য তওবার (দ্র.) প্রয়োজন। সুতরাং শির্‌ক অর্থাৎ দেব-দেবীর পূজা সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ্‌; সর্বাপেক্ষা ছোট গুনাহ্‌ হইল হ'াদীছু'ন-নাফ্‌স্‌ অর্থাৎ অন্যায় চিন্তা—যাহা বাস্তবে কার্যকরী করা হয় না; এমন কি ইহাও বলা হয় যে, বিচারের দিন এই ধরনের চিন্তার জন্য কোন বিচার হইবে না। এই ধারণা নিম্নলিখিত হ'াদীছে' প্রকাশ পাইয়াছে ঃ আল্লাহ্‌র নবী (স') বলিয়াছেন, "আমার অনুচরগণ যে সব চিন্তা করে তাহা কার্যে পরিণত না করা পর্যন্ত আল্লাহ সেই সব চিন্তার কোন হিসাব করিবেন না" (মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ২০১—২০৮)। এই হ'াদীছ' অন্য আকারেও প্রচলিত আছে। ইহা সুন্নী মুসলমানদের কিছুটা উদার ধারণার অন্যতম দলীল। উল্লিখিত হ'াদীছ' যে ধারণা হইতে উদ্ভূত তাহা এই জন্য উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব উদ্দেশ্য (নিয়্যাত) (দ্র.) সম্পর্কে বড়ই কঠোর। অপরপক্ষে পাপমূলক চিন্তার ব্যাপারে ধর্ম-ভীরুতা উচ্চ প্রশংসিত (মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ২০৯)। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত হ'াদীছে'র উল্লেখও করা যায় ঃ আনাস (রা) বলেন, "নিশ্চয়ই তোমরা এমন কাজ কর যাহা তোমাদের চোখে একটি কেশের সূক্ষ্মতা অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সময় আমরা এই সকল পাপকে বড় পাপ বলিয়া জানিতাম" (আল্-বুখারী, রিক'াক' বাব ৩২)। পরিশেষে বড় পাপসমূহ সম্পর্কে খারিজী এবং মু'তাযিলীদের নীতির উপর আলোকপাত করিয়া এইরূপ একটি হ'াদীছে'র উল্লেখ করা যায় ঃ আল্লাহর নবী (স') বলিয়াছেন, "যে অবৈধ যৌন সঙ্গম করে সে সেই সময় বিশ্বাসী নয়, যে চুরি করে বা মদ্যপান করে সেও তৎকালে অবিশ্বাসী" (মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ১০০ দ্র.;

হ'াদীছ' ১০১—১০৫; তু. আল-বুখারী, হ'দূদ, বাব ১, ৬, ২০ ইত্যাদি)। আন-নাওয়াব'ী তাঁহার আলোচনায় 'বিশ্বাসী নয়' এই কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বলেন, "ইহা সামগ্রিক ঈমানের জন্য প্রযোজ্য নয়, মাত্র আংশিক অবিশ্বাসের জন্য প্রযোজ্য" (A. S. Tritoin, Muslim Theology, London 1947, by index)। আমরা নীতিশাস্ত্র ও সূ'ফী সাহিত্যে পাপসমূহের একটি প্রণালীবদ্ধ শ্রেণীবিন্যাস দেখিতে পাই। (তু. আবূ ত'ালিব আল-মাক্কী, কূ'তু'ল-কুলূব, ১খ, ৮৫ প.; আল-গ'াযালী, ইহ্'য়া, ৪খ, অধ্যায় ১ অনুতাপ সম্বন্ধে)। আবূ ত'ালিব (র) পাপসমূহকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, গ'াযালী (র) এই বিভাগ তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত পাপকে রাবূবিয়্যাঃ পাপ বলে। যেমন ঔদ্ধত্য, অহংকার আত্মম্ভরিতা, দম্ভ, আত্মপ্রশংসা, সংসারের প্রতি মোহ, দুরাকাঙ্খা, একনায়কত্ব। দ্বিতীয় প্রকারের পাপকে শায়ত'ানী পাপ (শায়ত'ানীয়াঃ) বলে; এই শ্রেণীর পাপ হইতেছে হিংসা, প্রতারণা ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণীর পাপকে পাশব পাপ (বাহীমিয়্যাঃ) বলা হয়; এইগুলি-লালসা, লোভ, ক্রোধ এবং কাম। আর অবশিষ্ট ৪র্থ শ্রেণীর পাপ হইতেছে হিংস্র জন্তুর প্রকৃতি (সাবু'ঈয়াঃ) যেমন হানাহানি, নরহত্যা ইত্যাদি।

যাহারা ছোট এবং বড় পাপের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না আল-গ'াযালী তাহাদের মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং আবূ ত'ালিব আল-মাক্কীর মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "সতরটি বড় পাপ আছে—চারিটি অন্তরে, যথাঃ শির্ক, পুনঃ পুনঃ পাপ করা, আল্লাহ্‌র দয়া হইতে হতাশ হওয়া এবং মিথ্যা দ'াম্ভিক হওয়া; চারিটি জিহ্বার বা মুখের, যথা: মিথ্যা সাক্ষ্য, মুহ্'স'ানা বা সতী নারীর প্রতি অপবাদ, মিথ্যা শপথ এবং যাদু করা, তিনটি পেটের যেমন: মদ্য এবং সকল প্রকার মাদক পানীয় পান, য়াতীমের ধন আত্মসাৎকরণ এবং সূদ গ্রহণ; দুইটি জননেন্দ্রিয়ের যথাঃ ব্যভিচার এবং পুংমৈথুন; হস্তের দুইটি যথা: হত্যা এবং চুরি; একটি পায়ের, যথাঃ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন, একটি সারা শরীরের, যথা: মাতাপিতার প্রতি অবাধ্যতা।

এই সকল শ্রেণীবিন্যাস সত্ত্বেও সূ'ফীগণ পাপকে সাধারণভাবে দেখেন। মানুষ বলিয়াই মানুষ পাপ করে। আল্লাহ্‌কে সর্ব শক্তিমান ও মহান হিসাবে এবং নিজেকে তুচ্ছ হিসাবে তাহার জ্ঞান করা উচিত। কারণ আত্মা মরিচা ধরা বিকৃত দর্পণস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে পরিষ্কার করিতে হইবে যেন উচ্চতর জগতের প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়। এই পরিষ্কারকরণই সূ'ফী জীবনের প্রধান কাজ। উহাই তাহাদিগকে জীবনে মুহ'াসাবার (আত্ম-জিজ্ঞাসার) বা দৈনিক পাপের পরীক্ষা প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে এবং তাহাকে পাপ হইতে বিরত থাকার পথে পরিচালিত করে (ইহ্'য়া, ৪খ, অধ্যায় ৮; তু. Asin Palacios, La Mystique d'al—Ghazzali in MFOB, 7. 90 প.)। পাপ সম্বন্ধে এই সচেতনতাই সূ'ফীর অনুতাপপূর্ণ জীবনের মূলে বর্তমান এবং মৃত্যুর পরে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার তাহাদের ভয়সূচক এত বেশী বাণীর কারণও ইহাই (তু. R. Hartmann, Al-Kuschairi's Darstellung des Sufitums, p. 11 প.)।

সূ'ফীগণের পাপ সম্পর্কে আরও দুইটি বিরোধী মতের উল্লেখ করা প্রয়োজন। যথাঃ ইবাহি'য়্যাঃ এবং মালামাতিয়্যাঃ। প্রথমোক্ত সূ'ফীদের মতে যাঁহারা সূ'ফী জীবন অবলম্বন করেন তাঁহাদিগকে আইনের বন্ধন এবং নৈতিকতা কোন কিছুই মানিয়া চলার প্রয়োজন নাই। পূর্ণ বিবরণের জন্য প্রবন্ধ তাস'াওউফ দ্র.। মালামাতিয়্যাঃদের মতে যে কার্যে মানুষের প্রশংসা লাভ করা যায় তাহা পরিত্যাজ্য। সুতরাং তাহারা সেই সকল কাজ বর্জন করেন না যাহা তাহাদিগকে সাধারণ্যে নিন্দার্হ করে। এই কর্ম পরিত্যাগ পাপাচারের প্রতি আকৃষ্ট হইবার ফল নহে, বরং তাহা লোকচক্ষে নিন্দার্হ হওয়ারই আকাঙ্ক্ষায়।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/আবূ বকর সিদ্দীক

খাদীজা (خديجة : খাদীজাঃ) (রা) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রথমা পত্নী। কু'রায়শ বংশের 'আবদু'ল-'উয্যা নামক পরিবারের খুওয়ায়লিদ ছিলেন তাঁহার পিতা। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলির অভিন্ন মত এই যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইবার পূর্বে এবং হযরতকে নিজ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবার পূর্বে তিনি এক ধনবান বণিকের বিধবা পত্নী ছিলেন। তিনি নিজেই স্বাধীনভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছিলেন। হযরত (স')-এর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে তিনি দুইবার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম স্বামীর নাম ছিল আবূ হালাঃ ইব্‌ন যুরারাঃ তামীমী এবং দ্বিতীয় স্বামীর নাম ছিল 'আতীক' ইব্‌ন 'আাইয্' মাখযুমী। যুবক মুহ'াম্মাদ (স')-এর অসাধারণ চরিত্র গুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব করেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর বয়স তখন পঁচিশ বৎসর এবং খাদীজাঃ (রা)-এর বয়স চল্লিশ বৎসর। নারিগণের মধ্যে খাদীজাঃই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (র)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় হযরত মুহ'াম্মাদ (স') অপর কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন নাই। খাদীজাঃ (রা) ছিলেন উচ্চ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা। রাসূল (স')-এর জীবনের সংগ্রাম কালীন অবস্থায় খাদীজাঃ (র)-এর অর্থ-সম্পদ তাঁহার প্রভূত উপকারে আসিয়াছিল। তিনি নুবুওয়াতের দশম বর্ষে (হিজরাতের তিন বৎসর পূর্বে) ৬৪ বৎসর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন। ইব্‌রাহীম (রা) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (স')-এর সকল সন্তান, দুই পুত্র—আল-ক'াসিম ও 'আবদুল্লাহ (আত-ত'ায়্যিব আত্'-ত'াহির) এবং চার কন্যা: যায়নাব, রুক'ায়্যাঃ, উম্মু-কুলছূ'ম ও ফ'াতি'মাঃ (রা) উম্মু'ল-মু'মিনীন খাদীজাঃ (রা)-এর গর্ভজাত ছিলেন (Hughes Dictionary of Islam, New Delhi 1977, p. 262)। খাদীজাঃ (র)-এর ব্যক্তিত্ব রাসূল (স')-কে মুগ্ধ করিয়াছিল। প্রথম ওয়াহ্'য়ি অবতরণের উত্তেজনাপূর্ণ ও অস্থির মুহূর্তে খাদীজাঃ (রা)-এর নৈতিক সমর্থন মুহ'াম্মাদ (স')-কে সাহস, সান্ত্বনা ও শান্তি প্রদান করিয়াছিল। ওয়াহ্'য়ি প্রাপ্তির প্রথম অভিজ্ঞতায় হযরত মুহ'াম্মাদ (স') যখন খুবই বিব্রত বোধ করিয়াছিলেন তখন হযরত খাদীজাঃ (রা) তাঁহাকে আপন চাচাত ভাই প্রসিদ্ধ ধর্মতত্ত্ববিদ ওয়ারাক'াঃ ইব্‌ন নাওফালের নিকট লইয়া যান এবং ওয়ারাক'ার (র.) কথায় হযরত (স') আশ্বস্ত হন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন সা'দ, ৮খ, ৭-১১; (২) ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১১১-১২২, ১৫৩-১৫৬, ২৩২-২৭৭, ১০০১; (৩) ত'াবারী, ১খ, ১১২৭-১১৩০; (৪) ইব্‌ন হ'াজার, আল-ইস'াবাঃ ed. Sprenger, ৪খ, ১১৬০; (৫) আল্-আযরাক'ী, ed. Wustenfeld, p. 463; (৬) Sprenger, Das Leben......des Mohammad, i. 194 প.; (৭) Caetani, Annali dell'

Islam, i, 138—144, 166—172 ; (৮) Robertson Smith, Kinship and Marriage in early Arabia, p. 273 প. ; (৯) Lammens, Fatima, p. 12 প. (১০) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 118 প.; (১১) G. A. Stern, Marriage in Early Islam (London 1936), index.

খান জাহান আলী খান (خان جہان علی خان ; খান জাহান 'আলী খান) প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক, শাসক, স্থপতি ও সূফী-সাধক। খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতকে বঙ্গে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে খান জাহান 'আলী খানের নাম প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। তাঁহার প্রথম জীবনের ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। কেহ কেহ তাঁহাকে জৌনপুরের শারকী সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠাতা খাওয়াজাঃ জাহানের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। খাওয়াজাঃ জাহান ১৩৯৪ খৃ. জৌনপুরে শারকী সুলতান বংশ প্রতিষ্ঠা করার পর চারি বৎসর রাজত্ব করেন; তৎপর স্বীয় পালিত পুত্র মুবারাক শাহের হস্তে ১৩৯৮ খৃ. রাজ্যভার অর্পণ করেন। তিনি ১৩৯৯ খৃ. পরলোক গমন করেন। সুতরাং খান জাহান 'আলী ও শারকী সুলতান খাওয়াজাঃ জাহান একই ব্যক্তি হইতে পারেন না।

যাহা হউক, এই কথা সত্য যে, খান জাহান 'আলী খান যশোর-খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য অনেক সাধনা করিয়াছিলেন এবং তিনি একজন জনহিতৈষী ও জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোন রাজ কর্মচারী ছিলেন বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বাগেরহাটে তাঁহার বাসস্থান ছিল। ইহা 'খালীফাবাদ' নামে খ্যাত ছিল। কিন্তু তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করেন নাই। তিনি প্রথমে যশোর জিলার বারবাজার নামক স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন। সেখান হইতে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করেন। স্থানীয় অধিবাসিগণ অনেকেই তাঁহার নিকট ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাঁহার জনহিতকর কার্যে যোগদান করে। এই অনুচরদিগের সহায়তায় তিনি এই অঞ্চলে অনেক রাস্তা নির্মাণ, জলাশয় খনন এবং মসজিদ ও মাদ্রাসাঃ স্থাপন করেন। তাঁহার এইরূপ জনহিতকর কার্যের জন্য তিনি স্থানীয় জনগণের প্রিয়পাত্র হন এবং 'খাঞ্জালী পীর' নামে পরিচিত হন। তাঁহার নির্মিত রাস্তা 'খাঞ্জালীর জাঙ্গাল' এবং দীঘি 'খাঞ্জালীর দীঘি' নামে এখনও প্রসিদ্ধ। যশোর জেলার বিদ্যা-নন্দকাটি, বারবাজার প্রভৃতি স্থানে, খুলনা জিলার বাগেরহাট অঞ্চলে তাঁহার এইরূপ কীর্তি-চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। বারবাজার হইতে বাগেরহাট পর্যন্ত প্রায় ৭০ মাইল দীর্ঘ রাস্তা এখনও 'খাঞ্জালীর রাস্তা' নামে পরিচিত। বাগেরহাটের 'ষাট গম্বুজ মসজিদ' তাঁহারই কীর্তি। এই মসজিদের নাম ষাটগম্বুজ মসজিদ হইলেও ইহার গম্বুজ সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে ৭৭। এই মসজিদ হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে এই দরবেশ শাসকের অন্তিম শয়নভূমি অবস্থিত। তাঁহার কবরে উৎকীর্ণ লিপি তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ২৬ যু'ল-হি'জ্জাঃ, ৮৬৩ হি.,(২৫ অক্টোবর, ১৪৫৯ খৃ.) বহন করিতেছে। তাঁহার একটি সেনাদল ছিল বলিয়াও কথিত হয়। কিন্তু এই সেনাদলের সাহায্যে তিনি দেশ জয় করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। চট্টগ্রামের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল বলিয়া জানা যায়। স্থাপত্য কার্যের জন্য তিনি সেখান হইতে নদীপথে প্রস্তর আনাইতেন। খুলনায় জাহাজঘাটা নামক স্থানে তাঁহার মালপত্র নৌপথে আসিয়া পৌঁছাইত। তিনি নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি যশোর-খুলনা অঞ্চলে সেই সময়ে বিশেষ প্রতাপ-শালী ব্যক্তি ছিলেন। এখনও এই অঞ্চলে লোকেরা কাহারও আড়ম্বর-প্রিয়তা দেখিলে বলিয়া থাকে "বেটা যেন খাজে খাঁ!" ইহা খান-ই-জাহান খান নামের অপভ্রংশ। ঢাকায় একটি উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায় যে, সুলতান নাসি'র উ'দ্-দীন মাহ'মূদ শাহের আমলে খাওয়াজাঃ জাহান নামক একজন খান কর্তৃক একটি মসজিদের ফটক নির্মিত হইয়াছিল। এই লিপির তারিখ ১৩ জুন, ১৪৫৭ খৃ.। Prof. Brockelmann-এর মতে সম্ভবত এই খাওয়াজাঃ জাহান এবং খান জাহান 'আলী খান একই ব্যক্তি।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Bengal District Gazetteers, Jessore, p. 23-25, Report of the Archaelogical survey of India 1903-04 ; (২) সতীশ চন্দ্র মিত্র, যশোর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড ; (৩) Inscription of Bengal IV by Shamsuddin Ahmed ; (৪) Cambridge History of India, Vol. iii, cp. x ; (৫) Notes on Arabic and Persian Inscription, J. A. S. B. Part I.,1872. p. 107—108।

মুহম্মদ রিযাউর রহীম

খাম্‌র (خمر), মদ্য, সুরা। এই শব্দটি প্রাচীন 'আরবী কবিতায় বহুল ব্যবহৃত।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর যমানায় মক্কা, মদীনা তথা সমগ্র 'আরবের অধিবাসিগণ যে কোন উৎসব উপলক্ষে প্রায়ই মদ্যপানের ব্যবস্থা করিত। তাহারা মদ্যপানের ফলে মাতাল হইয়া অনেক কেলেঙ্কারী করিয়া বসিত। আবার এই মদ্যপানের সঙ্গে সঙ্গে জুয়া খেলার প্রতি তাহারা আসক্ত হইয়া উঠিত। এই উভয় কাজকেই হযরত মুহ'াম্মাদ (স') নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব হইতে দূষণীয় জ্ঞানে ঘৃণা করিতেন। হ'াদীছে' বর্ণিত আছে যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর চাচা হ'াম্‌যাঃ ইব্‌ন 'আবদু'ল-মুত্ত'ালিব একদা মদের নেশার ঘোরে হযরত 'আলী (রা)-এর দুইটি উটের অঙ্গ ছেদন করেন (আল-বুখারী, পাক-ভারতীয় সং, পৃ. ৩১৯—২০, ৪৩৪—৩৫, ৫৭১)। সূরাঃ ৪ : ৪৩-এ বলা হইয়াছেঃ "ওহে মুসলিমগণ! তোমরা নেশার ঘোরে থাকা অবস্থায় স'ালাতের নিকটবর্তী হইও না যে পর্যন্ত না তোমরা বুঝিতে পারো যে, তোমরা কি বলিতেছ।" ইহার তাফসীরে বলা হয় যে, যখন মদ্য হ'ারাম করা হয় নাই তখন কোন একজন স'াহ'াবী মদের নেশার ঘোর থাকা অবস্থায় স'ালাত আদায় করিতে গিয়া কু'রআন তিলাওয়াতে ভুল করেন। অনন্তর এই আয়াত নাযিল হইলে স'াহ'াবীদের মধ্যে যাঁহার মদ্যপানের ইচ্ছা হইত তিনি রাত্রিতে শুইবার সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে মদ্যপান করিতেন না।

মদ্যপান হঠাৎ নিষিদ্ধ করা হয় নাই। সর্বপ্রথম কু'রআনের ২ : ২১৯-এ বলা হয়, "তাহারা তোমাকে মদ্য এবং জুয়া (মায়সির) সম্পর্কে বিধান জিজ্ঞাসা করে। তুমি তাহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, মদ্য এবং জুয়া ভীষণ পাপের কাজ, ইহাতে মানুষের জন্য কিঞ্চিৎ উপকারও রহিয়াছে, তবে উহাদের উপকারিতা অপেক্ষা উহাদের অনিষ্টকারিতা অনেক বেশী গুরুতর।" প্রকৃতপক্ষে এই ওয়াহ'য়ি দ্বারা মদ্য পানকে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই। ইহাতে শুধু মদ্যপানের ক্ষতির দিকে মু'মিনদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর অনেকেই মদ্যপান পরিত্যাগ করেন। ইহার পর সূরাঃ ৪ : ৪৩ আয়াত নাযিল হয়, "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা মাতাল অবস্থায় স'ালাতের নিকট আসিও না যে পর্যন্ত তোমরা যাহা বল তাহা বুঝিতে সক্ষম না হও" ইত্যাদি। এই

ওয়াহ্'য়িতেও মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করা হয় নাই। তবে যেহেতু মাতাল অবস্থায় স'লাত নিষিদ্ধ হইল সেইজন্য অনেকেই মদ্যপান ত্যাগ করিল এবং যাহারা পান করিত কেবলমাত্র 'ইশার স'লাতের পরে শুইবার পূর্বে পান করিত; ফলে মদ্যপানের উপর কতকটা বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়। অতঃপর সূরাঃ ৫ : ৯০ নাযিল হইল এবং মদ্যপান নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এই আয়াতে বলা হইল, "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিশ্চিত জানিয়া রাখিও মদ্য, মায়সির (জুয়া), পাথরের বেদীমূলে পশু বলি এবং তীর চালনাযোগে ভাগ্য গণনা হইতেছে পাপ এবং শায়ত'ানের নিকৃষ্টতম কাজ। অতএব তোমরা তাহা পরিহার কর যেন তোমরা কৃতকার্য হইতে পার।"

মদ্যপান সম্পর্কে ওয়াহ্'য়ির এই ধারাবাহিকতা হ'াদীছ' দ্বারা প্রমাণিত এবং তাফসীরকারগণ কর্তৃক স্বীকৃত (আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, মুস্নাদ ২খ, ৩৫১ প.; ত'াবারী, তাফসীর, সূরাঃ ৪ : ৪৩; ৫ : ৯০ দ্র.)।

মদ্যপান নিষেধের ব্যাপার বিস্তারিতভাবেও বিবেচনা করা যাইতে পারে, কেননা ইসলামই একমাত্র একত্ববাদী ধর্ম নহে যাহা মদ্য পান নিষিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; বরং বাইবেল পুরাতন নিয়ম (Old Testament, গণনা পুস্তক, ৬খ,৩ প.) হইতে জানা যায় যে, নাযারাইত-গণ তাহাদের ধর্মযাজকগণের অনুসরণে পবিত্র ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের পূর্বে মদ্যপান হইতে বিরত থাকিতেন (লেভি ১০/৯)। ডাইওডোরাস সিকুলাস (১৯ : ৯৪, ৩)-এর মতে নাবাতিয়াগণও মদ্য-পান হইতে বিরত থাকিত এবং তাহাদের দেবতাগণের মধ্যে "যিনি মদ্যপান করেন না তাহাকে মহান দেবতা" বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইত। আবার অনেক খৃস্টান সন্ন্যাসীর মধ্যে মদ্যপান হইতে বিরত থাকার নিয়ম প্রচলিত ছিল।

কু'রআনে উল্লিখিত মদ্যপানের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে মুসলিম আইনজ্ঞগণ যথাযোগ্য আলোচনা করিয়াছেন। সুন্নীদের সকল মায্'হাবে এবং শী'আঃ মায্'হাবেও মদ্যপানকে হ'ারাম ঘোষণা করা হইয়াছে এবং মদের ব্যবসায়কে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। শাফি'ঈ মতের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য আন-নাওয়াব'ী, 'মিন্হাজ' V.d. Borg সং. ৩খ, ২৪১; হ'ানাফী মতের জন্য ফাত্ওয়া 'আলামগীরী, (কলিকাতা ১৮৩৫ খৃ.) ৬খ, ৬০৪ প.; মালিকী মতের জন্য যুর-ক'ানী কর্তৃক মুওয়াত্ত'ার ব্যাখ্যা (কায়রো ১২৮০ হি.) ৪খ, ২৬; শী-'আঃ মতের জন্য আল-হি'ল্লী, শারাই'উ'ল-ইসলাম (কলিকাতা ১৮৩৯ খৃ.), পৃ. ৪০৪ দ্র.। ইসলামে মদ্যপান অন্যতম ম 'পাপ (কাবীরাঃ গুনাহ্)।

মদ্যপান যে একটি গুরুতর পাপ—এ সম্পর্কে বহু হ'াদীছ' রহিয়াছে। যথা: মদ্য সর্বপ্রকার পাপের মূল (আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, মুস্নাদ, ৫খ, ২৩৮; ইব্ন মাজাঃ, আশ্রিবাঃ, বাব ১)। "যে ব্যক্তি এই জগতে মদ্যপান করিবার পরে মদ্যপান হইতে তওবা করে না, সে পরকালে উহা পান করিতে পাইবে না" (বুখারী, আশ্রিবাঃ, বাব ১; মুসলিম, আশ্রিবাঃ, হ'াদীছ'. ৭৩, ৭৬—৭৮)। "যে ব্যক্তি মদ্যপান করে অথবা কাহাকেও মদ্যপান করায় অথবা মদ্য বিক্রয় করে বা ক্রয় করে সে অভিশপ্ত" (আবু দাউদ, আশ্রিবাঃ বাব ২; ইব্ন মাজাঃ, আশ্রিবাঃ, বাব ৬; আহ'-মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ১খ, ৩১৬; ২খ, ২৫, ৬৯, ৭১, ৯৭, ১২৮ ইত্যাদি)। "যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এক ঢোক মদ্যপান করে তাহাকে কি'য়ামাতের দিন পূ'জ পান করিতে হইবে" (ত'ায়ালিসী, ১১৩৪)। "যে ব্যক্তি মদ্যপান করে তাহার স'লাত আল্লাহ্র নিকট ক'বূল হয় না" (নাসাঈ, আশ্রিবাঃ, বাব ৪৩; দারিমী, আশরিবাঃ, বাব ৩)। "মদ্যপায়ী মদ্যপানকালে মু'মিন থাকে না" (বুখারী, আশ্রিবাঃ, বাব ১; নাসাঈ, আশ্রিবাঃ, বাব ৪২; ৪৪)। হ'াদীছে' মদ্যকে ঔষধ হিসাবে পান করা হইতে নিরুৎসাহিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, মদ ঔষধ হইতে পারে না। উহা বরং রোগ উৎপাদন করে (মুসলিম, আশ্রিবাঃ হ'াদীছ' ১২; আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল ৬ : ৩৯১; তাজ ইত্যাদি)। মদ্যকে (লবণ, পিঁয়াজ ইত্যাদি যোগে) সির্কায় পরিণত করিবার অনুমতি আছে (মুসলিম, আশ্রিবাঃ, হ'াদীছ' ১১; তিরমিয'ী, বুয়ু', বাব ৫৯; আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৩ : ১১৯ : ২৬০)। হ'াদীছে' ইহাও বলা হইয়াছে, "কি'য়া-মাতের পূর্ব লক্ষণসমূহের মধ্যে কতিপয় লক্ষণ এই যে, (ইসলাম সম্বন্ধে) তখন অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইবে ও জ্ঞান কমিয়া যাইবে, ব্যভি-চার প্রকাশ্যে হইতে থাকিবে, মদ্য (বহুল পরিমাণে) পান করা হইবে..." (বুখারী, আশ্রিবাঃ, হ'াদীছ' ৩)।

ইসলামের সকল মায্'হাবের সকল ইমাম ও 'আলিম কু'র-আনের ৫ : ৯০ আয়াত মতে মদ্যপান হ'ারাম বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন যে, যাহাই নেশা উৎপাদন করে তাহাই মদ্যের অন্তর্ভুক্ত ও হ'ারাম। রাসূল (স') বলি-য়াছেন, "যে পানীয়ই নেশা আনয়ন করে তাহাই হ'ারাম (বুখারী, পাক-ভারত সং. পৃ. ৩৮)। 'আলিমগণ আরও স্বীকার করেন যে, যাহা অধিক পরিমাণে পান বা আহার করিলে নেশা উৎপাদন করে তাহার অল্প পরিমাণ পান বা আহার করাও হ'ারাম (মুস্নাদ, আহ'মাদ ও সুনান চতুষ্টয়)।

যে সময়ে 'খাম্র' (মদ্য) হ'ারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয় সে সময় মদীনায় (১) আঙ্গুরের মদ, (২) তাজা খেজুরের মদ, (৩) পাকা খেজুরের মদ, (৪) মধুর মদ্য, (৫) যবের মদ ও (৬) গমের মদ প্রচলিত ছিল, এবং 'খাম্র' নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হইয়া এই সর্ব প্রকার মদই হ'ারাম ঘোষিত হয় (বুখারী, কিতাবু'ল-আশ্রিবাঃ)। চাউলের মদ পান করিতে রাসূল (স') নিষেধ করেন (মুওয়াত্ত'া, ইমাম মালিক, কিতাবু'ল-আশ্রিবাঃ), উহাও হ'ারাম। হযরত 'উমার (রা) তাঁহার কোন এক খুত্'বায় বলেনঃ পবিত্র কু'রআনে যে সময়ে মদ্যপান নিষিদ্ধ হয় সেই সময়ে ইহা পাঁচ প্রকার বস্তু হইতে প্রস্তুত হইত। যথা: খেজুর, আঙ্গুর, মধু, গম এবং যব। তিনি আরও বলেনঃ মদ্য তাহাই যাহা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে (আল্-খাম্র মা খামারা'ল-আক্'ল; বুখারী, আশ্রিবাঃ, বাব ২)। আঙ্গুর হইতে মদ্য ব্যতীত আর এক প্রকার পানীয় সিরিয়ার অধিবাসিগণ প্রস্তুত করিয়া উহা পান করিত। তাহারা আঙ্গুরের রস আগুনে জ্বাল দিয়া যখন উহার তিনভাগের দুইভাগ কমিয়া গিয়া একভাগে পরিণত হইত এবং ঘোলা গুড়ের মত হইত, তখন তাহারা উহা পান করিত। হযরত 'উমার (রা) তাঁহার খিলাফাতকালে সিরিয়া গমন করিলে সিরিয়ার অধিবাসিগণ সেখানকার অস্বাস্থ্যকর আর্দ্র আবহাওয়ার অভিযোগ করিয়া বলে যে, একমাত্র এই পানীয় দ্রব্যই তাহাদিগকে সুস্থ রাখিতে পারে। তখন হযরত 'উমার (রা) তাহাদিগকে ঐ শরবত ব্যবহার না করিয়া মধু পান করিতে বলেন। তারপর তাহারা আবার বলে যে, শুধুমাত্র মধু তাহাদিগকে সুস্থ রাখিতে পারিবে না। অনন্তর সিরিয়াবাসী তাঁহাকে বলে, "আমরা কি আপনার জন্য অনুরূপ কিছু তৈয়ার করিতে পারি? ইহা পানে কোন নেশা হয় না।"

তিনি বলিলেন, "আচ্ছা।" তখন তাহারা আঙ্গুরের রস আগুনে জ্বাল দিয়া যখন উহার তিন অংশের দুই অংশ বাষ্পীভূত হইয়া এক-অংশ অবশিষ্ট রহিল, তখন উহা হযরত 'উমার (রা)-এর নিকট আনয়ন করিল। হযরত 'উমার (রা) নিজ অঙ্গুলি উহাতে প্রবেশ করাইলেন। তারপর হাত তুলিয়া লইয়া (গরমের কারণে) আঙ্গুল কামড়াইতে থাকিলেন এবং বলিলেন, "ইহা তো আঠাল মালিশ।" ইহা তো উটের তি'লার ন্যায়।" (তি'লা আলকাতরার ন্যায় এক প্রকার দ্রব্য। উহা উটের পাঁচড়ায় মালিশ করা হয়)। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে উহা পান করিবার অনুমতি দিলেন (মুওয়াত্তা' ইমাম মালিক, আশ্‌রিবাঃ)। অথচ ইহারই প্রথম অধ্যায়ে প্রথম হ'াদীছে' বলা হইয়াছে যে, এই তি'লা পান করিয়া মাতাল হওয়ায় জনৈক লোককে হযরত 'উমার (রা) শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। আঙ্গুরের টাট্‌কা রসে নেশা আনয়ন করে না বলিয়া উহা পান করা যেমন হ'ালাল, সেইরূপ ঐ জ্বাল দেওয়া রস টাট্‌কা অবস্থায় পান করিলে তাহাতে নেশা হয় না বলিয়া 'উমার (রা) সিরিয়াবাসী-দিগকে উহা পান করিবার অনুমতি দেন। আবার আঙ্গুরের রস নির্দিষ্ট সময় পার হইলে মদে পরিণত হয় বলিয়া উহা পান করা যেমন হ'ারাম, সেইরূপ ঐ জ্বাল দেয়া রস কিছুকাল পরে পান করিলে নেশা হয় বলিয়া তখন উহা মদ্যে পরিণত হয় এবং এই কারণেই হযরত 'উমার (রা) ঐ জ্বাল দেয়া আঙ্গুর রস পানকারীকে শাস্তি দিয়াছিলেন।

তারপর সুরাসার বা alcohol-এর কথা। হ'ানাফী মায্‌হাব ছাড়া আর সকল মায্‌হাবে সুরাসারকে মদ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং সেই কারণে সুরাসার পান করা হ'ারাম বলা হইয়াছে।

কিসমিস, খেজুর, খুরমা পানিতে ভিজাইয়া রাখিয়া সা'হা'াবীগণ এক প্রকার শরবত তৈয়ার করিতেন। ঐ শরবত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পান করিলে তাহাতে নেশা হয় না এবং ঐ অবস্থায় উহাকে 'নাবীয' বলা হয়। কিন্তু বেশ কিছু কাল রাখিয়া উহা পান করিলে তাহাতে নেশা হয় এবং তখন উহা মদে পরিণত হয় বলিয়া হ'ারাম হয়।

মদের ক্রিয়ার তীব্রতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে অথবা দিন দিন বৃদ্ধি পায় এই উদ্দেশ্যে আরবগণ বিশেষভাবে প্রস্তুত ভাণ্ডে মদ্য রাখিত। এই উদ্দেশ্যে তাহারা সাধারণত যে সকল পাত্রে মদ্য রাখিত তাহা হইতেছে শুক লাউয়ের খোল, সবুজ রঙে রাঙানো এক প্রকার মেটে কলস, আল্‌কাতরা মাখানো পাত্রাদি ও খেজুর গুঁড়ি অথবা কাঠের পাত্র। পক্ষান্তরে মদের তেজে চামড়া ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া তাহারা চামড়ার পাত্রে মদ রাখিত না।

অনন্তর মদ হ'ারাম হইলে মদ রাখিবার জন্য যে সকল পাত্র ব্যবহৃত হইত সেই সকল পাত্রে "নাবীয" প্রস্তুত করিতে রাসূল (স') নিষেধ করেন এবং একমাত্র চামড়ার পাত্রে "নাবীয" প্রস্তুত করিবার অনুমতি দেন। রাসূল (স') বলেন, "তোমরা লাউয়ের খোলে "নাবীয" প্রস্তুত করিও না, আলকাতরা মাখানো পাত্রেও না, সবুজ কলসেও না আর খেজুর গুড়ির পাত্রেও না" (বুখারী, পাক-ভারতীয় সং, পৃ. ৮৩৭, আনাস ও আবূ হুরায়রাঃ বর্ণিত)।

বুখারীতে (পৃ. ১৩ ও ৬২৭, ইব্‌ন 'আব্বাস বর্ণিত) একটি হ'াদীছে' বলা হইয়াছে (মদ হ'ারাম হইবার পরে): 'আবদু'ল-কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রাসূল (স')-এর নিকট আসিয়া বলিল, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা রাবী'আঃ গোত্রের লোক। আপনার এবং আমাদের মধ্যে মুদ'ার গোত্রের কাফিরগণ বাস করে বলিয়া আমরা যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসগুলি (আশ্‌হুরু'ল-হ'ুরুম) ছাড়া অন্য কোন সময় আপনার নিকট আসিতে পারি না। সুতরাং আপনি আমাদিগকে এমন কয়েকটি কথা বলুন যাহা আমরা আমাদের গোত্রীয় লোকদিগকে বলিতে পারি এবং যাহা পালন করিলে আমরা জান্নাতে যাইতে পারিব।" তাহাতে রাসূল (স') তাহাদিগকে কতিপয় বিষয় পালন করিবার জন্য আদেশ করেন। আর সেই সঙ্গে চারি প্রকার পাত্রে নাবীয' প্রস্তুত করিতে নিষেধ করেন। এই চারি প্রকার পাত্র হইতেছে: (১) দুব্বা (লাউয়ের খোল), (২) হ'ান্‌তাম্‌ (সবুজ রঙে রাঙানো মেটে কলস), (৩) মুযাফ্‌ফাত্‌ (আলকাতরা মাখান পাত্র) ও (৪) নাকী'র (খেজুর গুঁড়ির পাত্র)। সা'হী'হ' মুসলিম (পাক-ভারতীয় সং, ১খ, ৩৫, আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) বর্ণিত)—এই ঘটনাটি সম্পর্কে বুখারীর অনুরূপ বিবরণ দিবার পরে বলা হইয়াছে: ঐ প্রতিনিধি দল বলিল, "নাকী'র কি?" রাসূল (স') বলিলেন, "তোমরা খেজুর গাছের গুঁড়ি খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে খোরমা ফেলিয়া দাও এবং তাহার উপর কিছু পানি ঢালিয়া দাও। তারপর উহার গাঁজন যখন বন্ধ হইয়া যায় তখন তোমরা উহা পান কর। আর তাহার ফলে তোমাদের কেহ কেহ আপন চাচাত ভাইকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিয়া বস।" তাহাদের মধ্যে এমন একজন লোক ছিল যে, এই ধরনের তরবারির আঘাত খাইয়াছিল। সে পরে বলিত, "তখন আমি লজ্জায় আমার হাতটি রাসূল (স') হইতে ঢাকিয়া রাখিতেছিলাম।" সে বলে: আমি অতঃপর বলিলাম, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহা হইলে আমরা কোন্‌ পাত্রে (নাবীয' প্রস্তুত করিয়া) পান করিব?" তিনি বলিলেন, "চামড়ার পাত্রে যাহার মাথার শেষ অংশে কিছুটা উল্টাইয়া দুমড়াইয়া বাঁধিয়া দিবে।" তাহারা বলিল, "হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদের দেশ ইঁদুরে পূর্ণ, চামড়ার কোন পাত্রই আস্ত রাখা যায় না।" নবী (স') বলিলেন, "যদিও ইঁদুরে ইহা খায়, যদিও ইঁদুরে ইহা খায়, যদিও ইঁদুরে ইহা খায় (তবুও তাহাই করিতে হইবে)।" উল্লিখিত মদ্য ভাণ্ডগুলিতে "নাবীয" প্রস্তুত করা কিছু কাল বন্ধ থাকে। অনন্তর অন্য পাত্র ও চামড়ার পাত্রের অভাববশত সা'হা'াবীগণ মদ্য ভাণ্ডগুলি ব্যবহার করিবার অনুমতি চাহিলে রাসূল (স') আলকাতরা লাগান হয় নাই এমন মেটে কলস ব্যবহারের অনুমতি দেন (বুখারী, আশ্‌রিবাঃ, বাব ৮; মুসলিম হ'াদীছ' ৬৩-৬৬ ই.)। সকল প্রকার মত্ততা উৎপাদক বস্তুর কম ও বেশী সকল পরিমাণই হ'ারাম। ইহা ফিক্‌হের অনেক পুস্তকেই উল্লেখ করা হইয়াছে (বুখারী, নাসা'ঈ, বাব ৬০; মুসলিম, আশ্‌রিবাঃ, হ'াদীছ' ৬৭-৭৫; আহ'মদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১ : ১৪৫; ২ : ১৬; ৩ : ৩৮; ৪ : ৮৭; ৫ : ২৫ প., ৬ : ৩৬ ই.)।

হ'ালাল নাবীয' ও হ'ারাম মদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের উপায় সম্বন্ধে হ'াদীছে' আছে, 'আইশাঃ (রা) বলেন, "আমরা সন্ধ্যায় খেজুর, খুরমা বা কিশ্‌মিশ, মুনাক্কা চামড়ার পাত্রে রাখিয়া উহাতে পানি ঢালিয়া রাখিতাম। তাহাতে যে নাবীয' প্রস্তুত হইত তাহা রাসূল (স') সাধারণত সকালে পান করিতেন এবং আমরা সকালে যাহা পানি দিয়া প্রস্তুত করিতাম সেই "নাবীয" তিনি সন্ধ্যায় পান করিতেন" (মুসলিম, পাক-ভারতীয় সং, ২খ, ১৬৮)। ইব্‌ন মাজাঃ-র সুনানে ইহা আরও একটু বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে, রাসূল (স') কখনও একই 'নাবীয' তৃতীয় দিন পর্যন্ত পান করিতেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, "সন্ধ্যায় খুরমা ইত্যাদি ভিজাইয়া

রাখা হইলে রাসূল (স') ঐ নাবীয' পরদিন সকালে ও রাত্রিতে, তাহার পরের দিন সকালে ও রাত্রিতে এবং তাহার পরের দিন 'আস্'র পর্যন্ত পান করিতেন এবং তখন কিছু অবশিষ্ট থাকিলে তাহা খাদিমদিগকে পান করিতে দিতেন এবং তাহার পরে যাহা থাকিত তাহা ফেলিয়া দিতেন" (মুসলিম, পাক-ভারতীয় সং, ২খ, ১৬৮)।

ইজ্‌মা' অনুসারে মদ্য এবং সকল প্রকারের মাদক দ্রব্যই নিষিদ্ধ (হ'ারাম)। মদ্য সম্পর্কে ছয়টি হুকুম আছে : (১) ইহার যে কোন পরিমাণ পান বা ব্যবহার করা হ'ারাম ; (২) ইহার হ'ারাম হওয়া অস্বীকার করা কুফ্‌র ; (৩) ইহা ক্রয়-বিক্রয় বা উপহার প্রদান হ'ারাম ; (৪) যে ব্যক্তি মদ্য নষ্ট বা ধ্বংস করে তাহাকে উহার জন্য অভিযুক্ত করা চলিবে না। মদ্যে কাহারও মালিকানা স্বত্ব বর্তে না ; কারণ উহা মাল বলিয়া গণ্য হয় না। (৫) ইহা নাজিস বা অপবিত্র ; যেমন রক্ত এবং মূত্র অপবিত্র। কোন মুসলিম যে-কোন পরিমাণই পান করুক না কেন সে তদ্দরুন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

অধিকাংশ ফাক'ীহের মতে তি'লা (উপরে দ্র.) বা মুছ'াল্লাছ' (তিনভাগের একভাগে পরিণত আঙ্গুর রস) এবং নেশাযুক্ত 'নাবীয'' পান করা যায়। সুতরাং আঙ্গুরের রস যাহার দুই-তৃতীয়াংশ বাষ্পীভূত হয় তাহাও পান করা যায়। মুহ'াম্মাদ আশ-শায়বানী (দ্র.) এই সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

মদ্যপানকারীদের শাস্তি সম্পর্কে হ'াদীছে' বর্ণিত আছে যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এবং হযরত আবু বাক্‌র (রা) খেজুর গাছের দুইটি শাখা একত্র করিয়া উহা দ্বারা কিংবা জুতা দ্বারা মদ্যপানকারীকেচল্লিশ ঘা প্রহারের আদেশ দেন। হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফাতের সময় খালিদ (রা) ইব্‌ন ওয়ালীদ এই মর্মে অভিযোগ করিলেন যে, লোকেরা নিষিদ্ধ পানীয় পান করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন হযরত 'উমার (রা) স'াহ'াবীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অভিযুক্তদের আশি ঘা বেত মারার হুকুম দেন। যাহারা চারিজন লোকের সাক্ষ্য ছাড়া মুহ্'স'ানাঃ অর্থাৎ সতী নারীর বিরুদ্ধে যিনা-এর অভিযোগ করে তাহাদের শাস্তি আশি ঘা প্রহারের কথা কু'রআনে উল্লেখ রহিয়াছে (২৪ : ৪)। ঐ শাস্তির অনুকরণে এই আদেশ দেওয়া হয়। হ'ানাফী, মালিকী ও হ'াম্বালী মায্'হাবে হযরত 'উমার (রা)-এর অনুসরণে মদ্যপান-কারীদের জন্য আশি ঘা বেত মারার শাস্তির বিধান দেওয়া হইয়াছে। অপরাধী ক্রীতদাস হইলে আশি বেত্রাঘাতের অর্ধেক চল্লিশ বেত্রাঘাত সাব্যস্ত করা হইয়াছে। কারণ কু'রআনে ক্রীতদাসের যিনার জন্য স্বাধীন স্ত্রীলোকের অর্ধেক শাস্তি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে (৪ : ৩৫)। শাফি'ঈ মায্'হাবে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এবং হযরত আবু বাক্‌র (রা)-এর আচরণ গ্রহণ করা হইয়াছে যাহার ফলে মদ্যপায়ীর শাস্তি যথাক্রমে চল্লিশ এবং বিশ বেত্রাঘাত নির্দিষ্ট হইয়াছে (যুরক'ানী ৪খ, ৪২ ; নাওয়াব'ী, মুসলিমের শার্হ্' ৪খ, ১৫৬)। এই নিয়ম ভঙ্গ-কারীর সংখ্যা অনেক হইলেও তাহা আইনকে প্রভাবান্বিত করে না। মরমীয়া সূ'ফীদের সাহিত্যে মদ্য (শারাব) একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কিন্তু সেখানে মদ্য রূপকভাবে ভাবাপ্লুতার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার Philo-এর সময় হইতেই ভাবাবিষ্ট অবস্থা নেশার ঘোরের সহিত উপনীত হইয়া আসিতেছে (বিশেষভাবে তাহার De Vita Contemplativa দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Freytag. Einleitung in das Studium der arabischen Sprache (Bonn 1861), p. 272 প. ; (২) G. Jacob. Studien in vorisalmischen Dichtern, iii., 2nd ed., Berlin 1897. p. 96 প. ; (৩) A. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922, index ; (৪) I. Goldziher, Muhammedanische Studien, i. 19—33 ; (৫) ঐ লেখক, in ZDMG, xii. (1887), 40, 95 প. ; (৬) Zeitschr. f. vergl. Rechtswiss., viii. (1889), 408 ; (৭) Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, i. 182, 3 ; 199, note I. 3 ; (৮) Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, gen. Index. s. v. wijn ; (৯) Th. W. Juynboll, Handbuch des isl. Gesetzes, p. 178 প. 304 ; 3rd ed., in Dutch, p. 172 প., 308 ; (১০) আল-মুরগ'ীনানী, হিদায়াঃ, মুজতাবাঈ, দিল্লী ১৯৩৭ ; (১১) আন-নাওয়াব'ী, শারহ' মুসলিম, বৈরূত ১৯৭২ খৃ., ১৩ : ১৫২।

A. J. Wensinck(S.E.I.)/আবুবকর সিদ্দীক

খরগুশী (خرگوشی ; খারগূশী) আবু সা'দ (বা সাঈদ) 'আবদু'ল-মালিক ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ, একজন প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক (এইজন্যই তিনি আল-ওয়া'ইজ' বলিয়া অভিহিত) এবং সূ'ফী ছিলেন। তিনি নিশাপুরের খারগূশ নামক মহল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। আল-খারগূশী তাঁহার নামের 'আরবী রূপ। হ'াজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে তিনি (৩৯৩/১০০২) বাগদাদ গমন করেন ; অতঃপর কিছুদিন মক্কা অবস্থানের পর নিশাপুর ফিরিয়া আসেন। তথায় ৪০৬/১০১৫ বা ৪০৭/১০১৬-এ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনটি গ্রন্থ তাঁহার রচনা বলিয়া উল্লেখ করা হয় (Brockelmann, GAL, 2, i. ২১৮, Suppl. i. ৩৬১)। তাঁহার প্রথম পুস্তক হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর জীবনী, তবে ইহা আসলে ৮ খণ্ডে রাসূল সম্পর্কিত হ'াদীছে'র শ্রেণী-বিন্যাসকৃত সংকলনমাত্র। ইহা শারাফু'ন-নাবী (আল-মুস্'ত'ফা, আন-নুবুওয়াঃ) বা দালাইলু'ন-নুবুওয়াঃ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। মাহ'মূদ মুহ'াম্মাদ আর-রাওয়ান্দী ফারসী ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন (Storey, Persian Literature, p. 175-6)। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'আল-বিশারাঃ ওয়া'ন-নিয'ারাঃ ফী তা'বীরি'র্-রু'য়া' একটি স্বপ্ন ব্যাখ্যা সম্পর্কিত পুস্তিকা। তৃতীয় এবং তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হইল 'তাহ্‌য'ীবু'ল-আস্‌রার', ৭০ অধ্যায়ে সূ'ফী মতবাদ সম্পর্কে রচিত। ইহা এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে (বার্লিন, সংখ্যা ২৮১৯)। এই শেষোক্ত গ্রন্থ সরাসরি আল্-খারগূশীর রচনা নহে। তিনি তাহা আবু 'আবদুল্লাহ্ আশ-শীরাযী নামক একজন বাকপটু সূ'ফীর (মৃ. ৪৩৯/১০৪৭, যিনি আক'ারবায়-জানের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন) আবৃত্তি হইতে সংগ্রহ করেন। এই কারণে এবং অন্যান্য কারণে এই পুস্তকের বিশেষ উচ্চ মর্যাদা দেওয়া যায় না। আরও দেখান হইয়াছে (তু. A. J. Arberry, in BSOS, ১৯৩৮, পৃ. ১, ৩৪৫-৯) যে, ইহা সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা নহে, ইহার অংশ আস-সার্‌রাজের কিতাবু'ল-লুমা' নামক গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে। তবে এই পুস্তকে সূ'ফী মতবাদের ইতিহাস সম্পর্কে এমন তথ্য রহিয়াছে যাহা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না এবং এইজন্য ইহার গুরুত্ব অবহেলা করা যায় না।

A.J. Arberry (S.E.I.)/আবু বকর সিদ্দীক

খারাজ (خراج) খারাজ শব্দের অর্থ 'জমির উৎপন্ন দ্রব্য'। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে ভূমি-রাজস্ব বাবত অমুসলিম প্রজাদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যের আকারে যাহা আদায় করা

হইত মূলত তাহাকে খারাজ বলা হইত। অমুসলিম প্রজার রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য তাহার নিকট হইতে যে রক্ষাকর আদায় করা হইত তাহাকে যেমন জিয্য়াঃ বলা হইত, তেমনি অমুসলিম প্রজার নিকট হইতে ভূমি-রাজস্ব বাবত যাহা লওয়া হইত তাহাকে খারাজ বলা হইত। আর মুসলিমদের নিকট হইতে ভূমি-রাজস্ব বাবত লওয়া হইত 'উশ্‌র ('উশ্‌র দ্র.)।

বিভিন্ন দেশ বিজয়ের পর নূতন অধিকৃত দেশের অধিবাসীদিগকে তাহাদের নিজ নিজ জমি যখন নির্বিবাদে ভোগদখল করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইত তখন এই আদেশ জারী করা হইত যে, তাহারা তাহাদের জমির জন্য নির্দিষ্ট কর দিতে বাধ্য থাকিবে। তদনুযায়ী উক্ত অধিবাসিগণ ফল-ফসলের মৌসুমে নির্ধারিত পরিমাণ ফল-ফসল মুসলিম বায়তু'ল-মালে (রাজকোষ) জমা দিতে বাধ্য থাকিত, এমন কি তাহারা পরে ইসলাম গ্রহণ করিলেও উক্ত নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব দিতে হইত (দ্র. কার প্রবন্ধ)। এই ধরনের ভূমি-রাজস্ব পূর্বেও বায়যান্টাইন ও পারস্য সম্রাটদের আমলে প্রচলিত ছিল। পরবর্তী-কালে মুসলিমগণ শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে এই প্রথা গ্রহণ করেন। এই ভূমি-রাজস্ব সাধারণত দ্রব্যাকারে দেওয়া হইত। নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য বা খাদ্যদ্রব্য গ্রামে গ্রামে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জিলাওয়ারী হিসাবে নির্ধারিত করা হইত। মুসলিম কর্মচারি-গণ উহা বিক্রয় করিয়া মুদ্রায় রাজকোষে জমা রাখিতেন। পরবর্তীকালে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিবর্তে উহার মূল্য রাজস্বরূপে নির্ধারিত হয়। হি. প্রথম শতাব্দীতে এইভাবে মুসলিম রাজকোষে প্রচুর অর্থের সমাগম হইতে থাকে।

'আব্বাসী যুগে আমরা দেখি যে, বিভিন্ন মুসলিম 'আলিমগণ (যেমন আবূ য়ূসুফ, আল্-খাস্‌সাফ এবং য়াহ্‌য়া ইব্‌ন আদাম) তাঁহাদের পুস্তকে এই খারাজ সম্পর্কে রাসূল (স)-এর হাদীছ এবং সাহাবীদের আমলে প্রচলিত ব্যবস্থাসমূহ সংকলন করেন। তৎকালেও খারাজ আদায় সম্পর্কিত নিয়মাবলী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। বিজিত দেশের অধিবাসিগণ ক্রমশ ইসলাম গ্রহণ করিলে খারাজ লওয়া বন্ধ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে খাজনা হিসাবে জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ আদায় করা হইতে লাগিল এবং শেষের দিকে সর্বত্র খারাজ লওয়ার প্রচলন প্রায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আল্-মাওয়ারদী মুসলিম শাসন প্রণালী বিষয়ে রচিত তাঁহার বিশিষ্ট গ্রন্থে খারাজ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী: কার' প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ, (১) A. von Kremer, Culturgeschichte des Orients, i. 75 প., 175 প.; (২) M. van Berchem, La propriete territoriale et l'impot foncier, etude sur l'imot du kharag, Diss. Loipzig 1886; (৩) J. Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz, Berlin 1902, p. 18 প., 168 প.; (৪) C. H. Becker, Beitrage z. Gesch. Agyptens, ii. 83 প., 124 প.; (৫) ঐ লেখক, Die Entstehung von 'Usr- und Harag-Land in Agypten, in ZA, 1904/1905, xviii, 301-319; (৬) ঐ লেখক, Papyri Schott—Reinhardt, i., Heidelberg 1906, p. 37 প.; (৭) E. Fagnan, Abou Yousof Ya'koub, Le livre de l'impot foncier, Paris 1921; (৮) Fr. Lokkegaard, Islamic Taxation in the classic Period, Copenhagen 1950.; (৯) আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম, কিতাবু'ল-আমওয়াল, হামিদ ফাকী মুদ্রিত, কায়রো হি. ১৩৫৩; (১০) য়াহ্‌য়া, ইব্‌ন আদাম, কিতাবু'ল-খারাজ, আহ্‌মাদ শাকির মুদ্রিত, কায়রো ১৩৪৭ হি.।

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/আবূ বকর সিদ্দীক

খারিজী (خارجى: খারিজী, ব. ব. খাওয়ারিজ) প্রথম দল-ত্যাগী সম্প্রদায়। খিলাফাত বিশ্বাস বা কর্মের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়া তাহারা নিজেদেরকে আলাদা করিয়া ফেলে। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহারা প্রধান যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা ছিল পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ সংগঠন এবং সাময়িকভাবে কোন অঞ্চল দখল করত গণ্ডগোল সৃষ্টি করা। হযরত 'আলী (রা)-এর খিলাফাতের শেষ দুই বৎসর এবং উমায়্যাঃ আমলে তাহারা মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল এবং পরোক্ষে হযরত 'আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে হযরত মু'আবিয়াঃ (রা)-কে এবং উমায়্যাঃদের বিরুদ্ধে 'আব্বাসীগণকে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সাহায্য করিয়াছিল।

১। খারিজী আন্দোলনের সূচনা

হযরত 'উছমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ড লইয়া সিফ্‌ফীনের সমর [সাফার, ৩৭/জুলাই, ৬৫৭; দ্র. 'আলী (রা) প্রবন্ধ] মু'আবিয়াঃ কর্তৃক হযরত 'আলী (রা)-এর নিকট কু'রআন মুতাবিক রায় দেওয়ার জন্য দুইজন মধ্যস্থ লোকের নাম প্রস্তাব করা হয়; সেই উপলক্ষে খারিজী বিভেদের সূত্রপাত হয়। হযরত 'আলী (রা)-এর অধিক সংখ্যক সৈন্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু একদল সৈন্য, বিশেষ করিয়া তামীম গোত্রীয় সৈন্যরা ধর্মীয় বিষয়ের উপর মানুষের মধ্যস্থতার তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন করিল। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই রা'য় নির্ভর করে" ("লা হুক্‌মা ইল্লা লিল্লাহ") এবং সেনাবাহিনী ত্যাগ করিয়া কূফার অনতিদূরে হারূরা' নামক গ্রামে বাস করিতে লাগিল। 'আব্দু-ল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব আর-রাসিবী নামক এক অখ্যাত যোদ্ধাকে তাহারা তাহাদের দলের নেতা নির্বাচিত করিল। এই প্রথম দলত্যাগীরা আল-হারূরিয়্যাঃ বা আল-মুহাক্কিমাঃ নাম গ্রহণ করিল (অর্থাৎ যাহারা উপরিউক্ত বাক্যাংশ উচ্চারণ করে; তু. RSO, ৮খ, ৭৮৯, নোট ১)। এই নাম পরবর্তী খাওয়ারিজের বেলায়ও প্রয়োগ করা হয়। এই ক্ষুদ্র দল ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বিশেষ করিয়া 'আলী-পক্ষীয়দের অনেকের আশার প্রতিকূলে যখন মধ্যস্থতার রা'য় প্রকাশ পাইল (সম্ভবত রমাদান বা শাওওয়াল, ৩৭/ফেব্রুয়ারী বা মার্চ, ৬৫৮); তখন হযরত 'আলী (রা)-এর পক্ষভুক্ত অনেক লোক গোপনে কূফা হইতে (যুদ্ধ বিরতির পর সৈন্যগণ সেখানে গিয়াছিল) ইব্‌ন ওয়াহ্‌বের দলে যোগদান করার জন্য চলিয়া গেল (খারাজা)। ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব এই সময় দজলা নদীর বাম দিকে জুখা অঞ্চলে অব-স্থান করিতেছিলেন। এই জুখা হইতে ফারস অঞ্চলের কয়েকটি নিস্ক্রমণ পথের উপর এবং সেখানকার সেতুমুখের উপর সহজেই আধিপত্য বিস্তার করা যাইত। সেই স্থলে অবস্থিত ক্ষুদ্র গ্রাম বাগদাদ পরবর্তীকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজধানী হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিদ্রোহীদের ঘাঁটি নাহরাওয়ান খাল বরাবর ছিল। বিদ্রোহীদের নামকরণ সম্পর্কে কথিত হয় যে, কূফা হইতে নিস্ক্রমণ বা চলিয়া যাওয়া হইতেই এই খারিজী ("যাহারা চলিয়া গিয়াছে") নামকরণ করা হইয়াছে। প্রাথমিক যুগের শেষের দিকে ইহাদের নামকরণের অন্য ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং বর্ণিত হই-য়াছে যে, মু'মিনদের দল ত্যাগ করার দরুন তাহাদের এই ধরনের

নামকরণ হইয়াছে। প্রথম খাওয়ারিজ এবং তাহাদের পরবর্তী অনুসারীদের উপর দেয়া আরও একটি নাম "আশ-শুরাত্" আরোপিত হয়। দেখা গিয়াছে যে, তাহারা নিজেরাও নিজেদেরকে এই নামে অভিহিত করিয়াছে। আশ-শুরাত (শারী-এর ব.ব.) অর্থ বিক্রেতা অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র জন্য নিজেদেরকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। এইরূপ বিক্রয় ধারণা কুরআনের কয়েকটি আয়াতের মধ্যেও দেখা যায়।

শীঘ্রই কতগুলি চরম ঘোষণা এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাধ্যমে খারিজীদের উগ্র ধর্মোন্মত্ততা প্রকাশ পাইল। তাহারা হযরত 'আলী (রা)-এর খিলাফাতের দাবী বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিল এবং সমভাবে হযরত 'উছ'মান (রা)-এর আচরণেরও নিন্দা করিল। কিন্তু তাঁহার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে বিরত রহিল। তাহারা আরও অগ্রসর হইয়া যাহারা তাহাদের ধর্মমত সমর্থন করিল না, তাহাদিগকে অবিশ্বাসী ঘোষণা করিল এবং হযরত 'আলী (রা) ও হযরত 'উছ'মান (রা) উভয়কেই খলীফা হিসাবে অস্বীকার করিল। অতঃপর তাহারা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হত্যাকাণ্ডে মাতিয়া উঠিল। ক্রমশ খারিজীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বহু ধর্মোন্মাদ এবং হাঙ্গামাপ্রবণ ব্যক্তি তাহাদের দলে আসিয়া জুটিল, তদুপরি বহু অনারবও তাহাদের সাম্যনীতির প্রতি আকৃষ্ট হইল। মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর সহিত শান্তিচুক্তি লঙ্ঘিত হওয়ায় 'আলী (রা) এই বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু আসন্ন বিপদ তাঁহাকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিল। তিনি খারিজী দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং তাহাদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করিলেন। উক্ত যুদ্ধে অধিকাংশ সৈন্যসহ ইব্ন ওয়াহ্বকে হত্যা করা হইল (নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধ, সা'ফার ৯, ৩৮/জুলাই ১৭, ৬৫৮)। কিন্তু এই বিজয়ের জন্য হযরত 'আলী (রা)-কে উচ্চ মূল্য দিতে হইয়াছিল। ইহাতে বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমিত না হইয়া কয়েকটি অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল এবং হি. ৩৯ ও ৪০ সন পর্যন্ত তাঁহাকে বিব্রত রাখিল। অবশেষে তিনি নিজেই 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন মুল্জাম আল-মুরাদীর তরবারির আঘাতে শহীদ হন। উক্ত 'আবদু'র-রাহ'মান নাহ্রাওয়ানবাসিনী জনৈকা স্ত্রীলোকের স্বামী ছিল। নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধে উক্ত স্ত্রীলোকের পরিবারের প্রায় লোকই নিহত হইয়াছিল। এই আব্দু'র-রাহ'মান ও অপর দুইজন খারিজী এই মর্মে এক ষড়যন্ত্র করে যে, তাহারা একযোগে হযরত 'আলী (রা), মু'আবি'য়াঃ (রা) এবং মিসরের শাসনকর্তা 'আম্র ইব্নু'ল-'আস্'-(রা)-কে হত্যা করিয়া নাহ্রাওয়ানের প্রতিশোধ লইবে।

ইহার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, 'আরব ঐতিহাসিকগণের মধ্যে খারিজীদের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক মতানৈক্য দেখা যায়। অপর পক্ষে 'মধ্যস্থতা'র প্রকৃত ধরন এবং তাহার তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। Wellhausen-এর মত (Lammens এবং Caotani কর্তৃক অনুসৃত) যে ঘটনা বিবরণী উপরে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সমর্থন করে না। তিনি মনে করেন যে, খারিজী বিদ্রোহ এবং মধ্যস্থতার মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। মধ্যস্থদের রা'য় দেওয়ার পূর্বেই নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

২। উমায়্যাঃদের সময় খাওয়ারিজী যুদ্ধ

হযরত 'আলী (রা)-এর শাসনের পর হযরত মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর বিচক্ষণ রাজনৈতিক তৎপরতা খারিজী বিদ্রোহ কিছুটা দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহাদিগকে নির্মূল করিতে পারে নাই, অপর দিকে শী'আঃদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ অবদমনও সম্ভব হয় নাই। জানা যায় যে, মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর বিশ বৎসর (৪০—৬০/৬৬০-৬৮০) খিলাফাতকালে কূফার এবং বসরায় কয়েকবার বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল। এই সব বিদ্রোহ দ্রুত দমন করা হয়, কিন্তু তাহাতে নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণ খারিজী আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়, বিশেষ করিয়া বসরার শাসনকর্তা যিয়াদ ইব্ন আবীহি এবং তাঁহার পুত্র 'উবায়দুল্লাহ্-র আমলে কেবল বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ দমনের উল্লেখই দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন মিরদাস ইব্ন উদায়্যাঃ আত-তামীমী আবু বিলাল। তিনি নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ক্ষিপ্র গতিতে আক্রমণ চালাইয়া গেরিলা যুদ্ধে অভ্যস্ত করিতেন। তাঁহার অশ্বারোহীদের তীব্র গতি প্রবাদরূপে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল (তাহাদের কতগুলি অশ্বের নাম 'আরবী অশ্ববিদ্যার গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে)। হঠাৎ তাহারা বাহির হইত এবং ছড়াইয়া পড়িত। অরক্ষিত শহর অতর্কিতে আক্রমণ করিত, কিন্তু সরকারী সৈন্য-দলের মুকাবিলা করিতে পারিবে না বলিয়া তাড়াতাড়ি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িত। তাইগ্রীস নদীর বাম দিকে বসরা এবং জুখাকে কেন্দ্র করিয়া বাত'াইহ' নামক জলাভূমি খারিজী আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেইখান হইতেই এক সময় তাহাদের আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং পরাজয় বরণ করিলে তাহারা সেইখান হইতে ইরানের পার্বত্য অঞ্চলসমূহে সহজে আশ্রয় লাভের সুযোগ পাইত।

প্রথম য়াযীদের মৃত্যুর পর ভীষণ গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই গোলযোগের সুযোগে খারিজী আন্দোলন জোরালো হইয়া উঠিল এবং বিপজ্জনক রূপ পরিগ্রহ করিল। তাহারা 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) অধিকৃত প্রদেশগুলিকে তাঁহার দখলে রাখা অতিশয় কণ্টকর করিয়া তুলিল। ইব্নু'য্-যুবায়রের পতনের পর উমায়্যাঃ শাসনকর্তাগণকে এই দুর্ধর্ষ শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। এই সময় হইতে খারিজীগণের মধ্যে অর্ধ-রাজনৈতিক ও অর্ধ-ধর্মীয় বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু এই সব বিভাগের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। য়াযীদের মৃত্যুর পর হঠাৎ বসরায় তাহাদের উগ্র দলের উদ্ভব ঘটনাস্রোতের পরিবর্তনে সম্ভব হইয়াছে। যাহাই হউক, সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে খারিজী আন্দোলন অতঃপর প্রবলভাবে দেখা দিল (সিরিয়া এই সকল গণ্ডগোল হইতে দূরে ছিল এবং আফ্রিকা 'আব্বাসীদের শাসনকালেই কেবল তাহাদিগের সম্পর্কে জানিত)। এই অঞ্চলে যে ভীষণ বিদ্রোহ দেখা দেয় তাহাতে যাহারা নেতৃত্ব দান করিত তাহাদের নামানুসারেই দলসমূহের নামকরণ হয়। যথাঃ আযারিক'া বা আয্রাকী, আবাদিয়্যাঃ বা (সঠিক) ইবাদিয়্যাঃ (ইবাদি'য়্যাঃ দ্র.) এবং সু'ফরিয়্যাঃ। এই দলসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ, হিংস্র এবং বিপজ্জনক ছিল নাফি' ইব্নু'ল-আয্রাকে'র দল। তাহাদের কারণে মুসলিম সাম্রাজ্যের ঐক্য বিনষ্টের আশঙ্কা দেখা দিল। আযরাক'ী দল সাময়িকভাবে কিরমান, ফারিস্ ও পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি প্রদেশ দখল করিয়া লইল; তাহাতে বসরা এবং ইহার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের নিরাপত্তা বিশেষভাবে ব্যাহত হইল। প্রথমে আল-মুহাল্লাব ইব্ন আবী সু'ফ্রা এবং পরে আল-হ'াজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফ ৭৮ বা ৭৯/৬৯৮ বা ৬৯৯ সনে

বহু বৎসরের চেষ্টার পর তাহাদের শেষ সাহসী নেতা ক'াত'ারী ইবনু'ল-ফুজা'আকে পরাজিত ও হত্যা করিয়া তাহাদিগকে দমন করেন। শাবীব্ ইব্ন য়াযীদ আশ-শায়বানী (৭৬-৭৭/৬৯৬-৬৯৭) আরও একটি বড় রকমের বিদ্রোহের দুর্দান্ত নেতা ছিল; এই বিদ্রোহ উর্ধ্ব তাইগ্রীস অঞ্চলে নিস'ীবীন ও য়ারদীনের মধ্যবর্তী স্থলে ঘটে। তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য কূফা নগরী দখল ও ধ্বংস করা। শাবীবের পক্ষের কয়েকশত অশ্বারোহীর কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র দল অগ্রসর হইত; এই সমস্ত দলের সঙ্গে বহু বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতি-কারীও যোগদান করিত। তাহারা সারা ইরাক প্রদেশে অসন্তোষের বীজ ছড়াইয়া দিল। আল-হ'াজ্জাজের সৈন্যদল ইহাদের দ্বারা বার বার পর্যুদস্ত হইয়াছিল। অবশেষে সিরিয়া হইতে সংগৃহীত বাছাই করা এক সুদক্ষ সৈন্যদল আসিলে হ'াজ্জাজের শক্তি বৃদ্ধি হইল এবং খারিজীরা পরাজিত হইল। শাবীব স্বয়ং কিরমান পর্বতে পৌঁছিবার চেষ্টা করিলে দুজায়ল নদীতে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহার উত্তরাধিকারিগণ দ্বিতীয় য়াযীদ এবং হিশামের রাজত্বেও গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

ইব্ন যুবায়রের খিলাফাতকালে ৬৫/৬৮৪-৫ এবং ৭২/৬৯১-২-এর মধ্যে আরব দেশ খারিজী তৎপরতার অপর একটি কেন্দ্রে পরিণত হইল। খারিজী নেতা আবু ত'ালুত, নাজ্দা ইব্ন 'আমির এবং আবু ফুদায়ক পরপর য়ামামাঃ, হ'াদ'রামাওত, য়ামান এবং ত'া'ইফ শহর দখল করিল। শুধু ধর্মীয় মনোভাবের দরুন তাহারা পবিত্র শহরসমূহ দখল বা আক্রমণ হইতে নিবৃত্ত থাকিল। আল-হ'াজ্জাজের হস্তক্ষেপের ফলে খারিজীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহারা ভবিষ্যত আন্দোলনের বীজ বিশেষ করিয়া উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে রাখিয়া যায়।

আল-হ'াজ্জাজের শক্তি ও সাহসের ফলে খারিজী আন্দোলন সম্পূর্ণ প্রশমিত হয়। ধর্মোন্মত্ততা ও অসহিষ্ণুতা বিদ্রোহীদের পতনের অন্যতম কারণ। অনেক ধর্মীয় বিবাদ তাহাদের মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি করিত, এমন কি তাহাদের নীতি বা মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে অসমর্থ হইলে তাহাদের শক্তিশালী নেতাদেরও অপসারিত করা হইত। 'আরব এবং মাওয়ালীদের মধ্যে যে বিবাদ ছিল তাহাও তাহাদের পতনের আর একটি কারণ। বিশেষ করিয়া ক'াত'ারী ইব্ন ফুজা'আর মৃত্যুর ফলে আয্রাক'ীদের অবশিষ্ট অংশ ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। উমায়্যাঃ বংশের শেষ খলীফাদের আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম অধঃপতনের ফলে খারিজীগণ আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। এই সময় অধিক সংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়া তাহারা লুটতরাজ আরম্ভ করিল। এই সময়ে দুইটি ভীষণ বিদ্রোহ দেখা দেয়; এইগুলিতে নেতৃত্ব দান করিয়াছিল জাযীরায় আদ-দ'াহ্হ'াক ইব্ন ক'ায়স আশ-শায়বানী এবং ইরাকে ত'ালিবু'ল-হ'াক্'ক' নামে পরিচিত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন য়াহ্'য়া এবং 'আরবে আবু হ'াম্যাঃ (এই সময় মদীনা দখল করা হইয়াছিল)। এই সব বিদ্রোহ প্রশমিত হইয়াছিল। তবে ইহা সত্য যে, তাহাদের বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের কারণে উমায়্যাদের পূর্বাঞ্চলের শক্তি বিনষ্ট হয় এবং 'আব্বাসী বিপ্লবকে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সহজে অনুপ্রবেশে সাহায্য করে।

'আব্বাসীদের আমলে খারিজী 'আন্দোলন মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত-ভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠিত (L. Veccia Vaglieri in R S O, ২৪,৩১-৪৪ প্র.), কিন্তু মেসোপোটেমিয়া ছাড়া ইহারা আর কোথাও বিশেষ বিপদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় নাই। তারপর কেবল ইহারা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রাণশক্তি বা বিস্তার লাভের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় নাই। পূর্ব-'আরব এবং অপর দিকে উত্তর আফ্রিকা এবং পরে পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে খারিজীদের একটি অংশ, ইবাদি'য়্যাঃ (আবাদি'য়্যাঃ) রাজনীতিতে এবং পরে ধর্মীয় নীতিতে অংশ গ্রহণ করে। সেখানে বর্তমানেও তাহারা বিদ্যমান রহিয়াছে (ইবাদি'য়্যাঃ দ্র.)।

৩। খারিজীদের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় মত

খারিজীদের সামরিক এবং রাজনৈতিক তৎপরতা বস্তুতপক্ষে সমন্বিত ছিল না; এমন কি উল্লেখযোগ্য কোন নীতিমালাও তাহাদের ছিল না। তাহাদের নীতি সম্পর্কীয় বক্তব্য তাহাদের দল-উপদলের স্বাধীন মতামতের সমষ্টি ('মিলাল' সংগ্রহে প্রধান অপ্রধান প্রায় বিশটি মতামতের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয়)। ইহাদের কিছু সংখ্যক ধর্মীয় মত, কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক আন্দোলন সংক্রান্ত মত, আবার কিছু সংখ্যক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত অভিমত, তবে খিলাফাত সম্পর্কিত প্রশ্নে সকলেই ঐক্য পোষণ করে। এই প্রশ্নটিই ইসলামে বিভেদ সৃষ্টির সূচনা করে। এই প্রশ্নে খারিজীগণ শী'আঃদের বংশগত ইমামাত দাবী এবং মুরজিআদের ঔদাসীন্য নীতির তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করে। একদিকে তাহারা স্বীকার করে যে, ইমাম সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত হইলে মু'মিনগণের কর্তব্য তাঁহাকে অবৈধ ঘোষণা এবং পদচ্যুত করা। অপর দিকে তাহারা ঘোষণা করে যে, নৈতিক চরিত্রে এবং ধর্মীয় আচরণে নির্দোষ হইলে এমন কি একজন নিগ্রো দাসও সম্প্রদায় (জামা'আত) কর্তৃক ইমাম নির্বাচিত হইতে পারে। ফলে তাহাদের মধ্যে প্রায় সকল নেতাকে তাহারা 'আমীরু'ল-মু'মিনীন' বলিয়া অভিহিত করিত—যদিও তাহাদের মধ্যে কেহ কু'রায়শ বংশীয় ছিল না। তাহাদের নিজস্ব নেতৃবৃন্দ ছাড়া তাহারা শুধু হযরত আবু বাক্র (রা), হযরত 'উমার (রা) (ইঁহাদিগকে তাহারা বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন করিত), হযরত 'উছ'মান (রা)-কে তাঁহার খিলাফাতের প্রথম ছয় বৎসর এবং হযরত 'আলী (রা)-কে সিফ্ফীনের যুদ্ধ পর্যন্ত যথার্থ খলীফা হিসাবে গ্রহণ করে।

খারিজীদের আর একটি প্রাচীন নিয়ম এই যে, কর্ম ব্যতীত শুধু ধর্ম বিশ্বাসের মূল্য নাই। যে কাবীরাঃ গুনাহ্ করে তাহাকে তাহারা মু'মিন বলিতে অস্বীকার করে এবং তাহাকে মুর্তাদ্ (বা ইসলামত্যাগী) বলিয়া ঘোষণা করে। আর তাহাদের চরমপন্থী আযরাক'ীদের মতে যে এইভাবে কাফির হইয়াছে সে পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করিতে পারে না এবং তাহাকে তাহার স্ত্রী এবং সন্তানসহ হত্যা করিতে হইবে। অবশ্য সকল অ-খারিজী মুসলিমকে তাহারা ধর্মত্যাগী বলিয়া মনে করে। খারিজী আন্দোলনের সূচনা হইতেই ইস্তি'রাদ' (ধর্মীয় হত্যা)-এর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে দৃষ্ট হয় অমুসলিমদের প্রতি খারিজীদের আশ্চর্য সহনশীলতা। তাহাদের মধ্যে অনেকের মতে য়াহূদী এবং খৃস্টানরা যদি কালিমাঃ শাহাদাতের কিছু অংশ পরিবর্তিত করিয়া বলে, "হযরত মুহ'াম্মাদ (স') 'আরববাসীর জন্য আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ, কিন্তু আমাদের জন্য নহে", তাহা হইলে তাহাদেরকেও তাহারা মুসলিমদের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করে। খারিজীদের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রনীতির মধ্যে যে কঠোরতা দৃষ্ট হয় তাহা তাহাদের নৈতিক নিয়ম-কানুনেও লক্ষিত হয়। তাহাদের মতে—'ইবাদাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য দৈহিক পবিত্রতার সহিত মানসিক পবিত্রতাও অপরিহার্য। তাহাদের মধ্যে

একদল বলে যে, কু'রআান শারীফ হইতে সূরাঃ ১২ (সূরাঃ য়ূসুফ) উঠাইয়া দেওয়া উচিত ; কেননা উক্ত সূরায় সে সব পার্থিব এবং লঘু বিষয়বস্তু রহিয়াছে তাহা আল্লাহ্‌র বাণীর উপযুক্ত নহে। অপর পক্ষে তাহারা বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তির জন্য প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা সমর্থন করে না।

সাধারণ নীতি এবং কিছু সংখ্যক বিশেষ ব্যাপারে অভিমত ব্যতীত একমাত্র ইবাদি'য়্যাঃ ছাড়া খারিজীদের আইন ও ধর্মনীতি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে তেমন কিছু জানা যায় নাই। 'ইবাদি'য়্যাঃগণ আজিও তাহাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য বজায় রাখিয়াছে। ইবাদ'িয়্যাঃগণ (যেমন, অপর দিকে সু'ফরিয়্যাঃগণ) মধ্যপথ অনুসরণ করেন এবং তাহাদের বর্তমান মতামত এবং ধর্মীয় নীতি অন্যান্য মুসলিম কর্তৃক প্রভাবান্বিত। সাম্প্রতিক ইবাদি'য়্যাঃ এবং মু'তাযিলাঃ-দের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে কিছুটা সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে (C. A. Nallino, RSO, ৭ : ৪৫৫—৪৬০)। মনে করা যাইতে পারে যে, মু'তাযিলাঃগণ কয়েকটি বিষয়ে খারিজীদের দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, (যেমন Wellhausen-ও মনে করেন), খারিজীগণ মুসলিম ধর্মীয় মতামতের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ-ভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে (ধর্মীয় সমস্যাদি সম্পর্কে গভীর অনু-ধ্যানের মাধ্যমে) বিশেষ এক ভূমিকা পালন করে।

খারিজী আন্দোলন মূলত গণ-আন্দোলনরূপে প্রতিভাত হইলেও তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীর অভাব ছিল মনে করা উচিত নহে ; বরং তাহাদের ধ্যান-ধারণার মৌলিকতা অনেক জ্ঞানী লোককেও আকৃষ্ট করিয়াছিল, বিশেষ করিয়া 'আব্বাসী আমলের প্রথম ভাগে তদানীন্তন উন্নত সাংস্কৃতিক চর্চার ও যুক্তিবাদিতার প্রভাবে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি খারিজী মত পোষণ করিতেন, কিন্তু ইহা তাহাদের উচ্চ সমাজে মেলামেশা এবং রাজদরবারে অনুগ্রহ লাভে বাধাস্বরূপ হইত না। প্রসিদ্ধ দার্শনিক আবূ 'উবায়দাঃ মা'মার ইব্‌ন মুছ'ান্না এই সমস্ত খারিজী মতবাদীদের অন্যতম। ইব্‌ন খাল্লিকান তাঁহার গোঁড়ামী সম্পর্কে একটি গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (১ : ৫০৭, ১৩১০ হি. সংস্করণ ; কাবোদ্ধৃতি আল-মুবাররাদ'ার আল-কামিল ৩ : ৮৮—৮৯ হইতে সংশোধনসাপেক্ষ)। খারিজীদের মধ্যে কবিতা ও বাগ্মিতার চর্চা হইত। ইহার কারণ সম্ভবত এই যে, ইহাদের অধিকাংশ নেতাই—বিশেষত প্রাথমিক যুগের কূফা এবং বসরার বেদুঈন সামরিক গোত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। খারিজী নেতাদের খুত্‌বাঃ বা বক্তৃতাসমূহের সংকলন করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে যেগুলি বর্তমান রহিয়াছে তাহাতে তাহাদের অভিমত ছাড়াও তাহাদের উচ্চমানের বাগ্মিতার পরিচয় লাভ করা যায়। তাহাদের রচিত অসংখ্য কবিতা-খণ্ড রহিয়াছে। উহা বিশেষ দীওয়ানে সংকলিত করা হইয়াছিল। 'ইমরান ইব্‌ন হি'ত্ত'ান (যাহাকে একই সঙ্গে খারিজী ফিক্‌'হের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়) এই কবিদের অন্যতম। জাহি'জ' কর্তৃক খারিজী বক্তা, কবি এবং ফাক'ীহদের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রণীত হয় (বায়ান, কায়রো ১৩১৩ হি., ১খ, ১৩১—১৩৩, ২খ, ১২৬—১২৭)।

খারিজীদের যুদ্ধের ইতিহাস প্রথম হইতে 'আরবী ইতিহাস-সমূহে সংকলিত হইয়াছিল। এই সমস্ত বিবরণী সম্পূর্ণভাবে আমা-দের হস্তগত হয় নাই। যাহা হউক, প্রখ্যাত কয়েকজন ঐতিহাসিকের (যথাঃ আবূ মিখ্‌নাফ, আবূ 'উবায়দাঃ এবং আল-মাদাইনীর) মূল বক্তব্য নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক সূত্র এবং পরবর্তীকালের 'ইবাদি'য়্যাঃ-দের রচনা হইতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের জন্য (১) আল-মুবাররাদ, আল-কামিল ; (২) আত'-তাবারী, ১খ, ৩৩৪১ প., ২খ, স্থা. ; (৩) আল-বালাযু'রী, আনসাবু'ল-আশরাফ, RSO, ৬খ, ৪৮৮—৪৯৭ ; (৪) L. Caetani, Annali dell' Islam, ix. 541—556, x. 76-151, 168-195 ; (৫) ঐ লেখক, Chronographia Islamica, i. ; (৬) R. E. Brunow, Die Charidschiten unter den ersten Omayyaden, Leiden 1884 ; (৭) J. Wellhausen, Die religios-politischen Oppositionsparteien im alten Islam, i. Die Chavarig (Abh. G. W. Gbtt., New Series, 1901, v. 2) ; (৮) H. Lammens, Le caliphat de Mo'avia Ier (reprint from the MFOB), p. 125—140 ; (৯) G. Levi della Vida RSO, 1913, vi. 474-488 ; (১০) L. Veccia Vaglieri, Il Conflitto 'Ali—Mu'awiya e la secessione kharigita in Annali dell' Istituto Universitario Orientale di Napoli, iv. 1—94 (1952)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের জন্য : (১১) আশ-শহ্‌রাস্তানী, পৃ. ৮৫—১০৩ ; (১২) ইব্‌ন হ'ায্‌ম, ৪খ, ১৪৮—১৯২ ; (১৩) আবদু'ল-ক'াহির আল-বাগ্‌দাদী, পৃ. ৫৪—৯২ এবং ২৬৩—২৬৫ ; (১৪) I. Goldziher, Vorlesungen uber den Islam², Heidelberg 1925, p. 191—196, (first ed., p. 204—208 ; French transl. by F. Arin, p. 159—164)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের জন্য : (১৫) M. Th. Houtsma, De strijd over het Dogma in den Islam tot op al-Ash'ari, Leiden 1875 ; (১৬) I. Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, Heidelberg 1910, Index ; (১৭) W. Thomson, Kharijitism and the Kharijites, in Macdonald Presentation Volume ; (১৮) A. J. Wensinck, The Muslim Creed, see Index ; (১৯) A. S. Tritton, Muslim Theology, London 1947 ; (২০) L. Gardet and M.M. Anawati, Introduction a la Theologie Musulmane, Paris 1948. ; (২১) W. N. Watt, Free will and Predestination in early Islam, p. 32—35.

খাল্ক (خلق) কু'রআানে (২ : ১৬৪ ; ৪০ : ৫৭ ; ৬৭ : ৩ ...) আল্লাহ্‌র সৃজনমূলক কার্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা আল্লাহ্‌র পক্ষে নাস্তি হইতে কেবল মৌলিক সৃজনই বুঝায় না, বরং বিশ্বমানব এবং যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে এবং যাহা কিছু ঘটিতেছে সকল কিছুরই সৃষ্টি বুঝায়। খালাক'া এবং খাল্লাক'া ক্রিয়া পদ দুইটি কু'রআান শারীফে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।

কু'রআান শারীফে উল্লিখিত আল্লাহ্‌র সুন্দরতম নামগুলির (তু. ৫৯ : ২৪) অন্তর্গত আল-খালিক', ৬ : ১০২ ই., আল-খাল্লাক' (১৫ : ৮৬ ; ৩৬ : ৮১), আল-বারী (৫৯ : ২৪ ; ২ : ৫৪) এবং আল-মুস'াওবি'র নামগুলি এবং সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ প্রভৃতি গুণাবলী স্রষ্টার প্রতি আরোপ করা হয়। এইগুলির অর্থ সুপরিস্ফুট। কিন্তু কু'রআানে যেখানে আছে যে, আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন "বিল-হা'ক্‌'কি" (১৬ : ৩ ; ৩১ : ৫ ; ৪০ : ৩৯ ; ৪৬ : ৩) অথবা আল্লাহ্‌ হইতেছেন হা'ক্ক' (২২ : ৫ প.), সেখানে কোন কোন ভাষ্যকার

পণ্ডিতের নিকট অর্থ সুস্পষ্ট হয় নাই (তু. H. Grimme, Mohammed, ii. 44, 47)। কিন্তু কু'রআন হইল তত্ত্বজ্ঞানের আকর, তত্ত্বজ্ঞানে মহাসত্য এবং মূর্ত সত্য অভিন্ন (তু. St. John's Gospel. xiv. 6; also S. v. d. Bergh, Die Epitome der Metaphysik des Averroes, p. 218 প.)। তাই আল্লাহ্‌র এক নাম হা'ক্'ক' বা সত্য।

আল্লাহ্ সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা (৬ : ১০১ ই.), তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন (৩৬ : ৮২ ই.)। কু'রআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ধূলা, মাটি, কাদা, বীর্য-বিন্দু ও জমাট রক্ত হইতে মানব সৃষ্টি হইয়াছে (২২ : ৫; ২৩ : ১৪ ই.) এবং আরও বলা হইয়াছে যে, কি'য়ামাতের দিন মৃতের পুনরুত্থান হইবে এবং এই নব সৃষ্টি আদি সৃষ্টির চেয়ে অধিকতর আশ্চর্যজনক নহে (২ : ২৮ ই.)। মানব সৃষ্টি যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাহা প্রতীয়মান হয় কু'রআনের (৯৬ : ১, যাহাকে প্রথম ওয়াহ্'য়ি বলিয়া ধরা হয়, তাহার) বর্ণনার মধ্যে, যথাঃ "পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন জমাট রক্ত হইতে।" "ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে সবই মানুষের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে" (২ : ২৯ ই.), বিশেষত জীবজন্তুসমূহ (১৬ : ৫)। সৃষ্টির পর্যায়সমূহ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সৃজন কার্য নিম্নতম স্তর হইতে ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়ে উঠিয়াছে। বিশ্ব সৃষ্টি ছয় দিনে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দুই দিনে পৃথিবী, পরবর্তী দুই দিনে পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস এবং শেষ দুই দিনে সপ্ত আকাশ সৃষ্ট হইয়াছে। আল্লাহ্‌কেই শুধু যথাবিধি আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা বলা হয় (৬ : ১০১)। সৃষ্টির গূঢ় তত্ত্ব হিসাবে বলা হইয়াছে যে, আসমান-যমীনের সৃষ্টি মানব সৃষ্টি হইতেও গুরুতর কার্য (১১ : ৫৭ ই.)। ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, নাস্তি হইতে আসমান-যমীনের সৃষ্টি, কিন্তু মানব ধূলি হইতে সৃষ্ট।

আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন সৃষ্টিকর্তা নাই। তিনি একক (১৩ : ১৬; ২৩ : ১৪)। তিনি কোন সন্তানের জন্ম দেন না, কেবল বস্তু ও সত্তাসমূহ সৃষ্টি করেন। ইহাদের মধ্যে কিছুই তাহার তুল্য নহে (সূরাঃ ১১২)। কিন্তু সূরাঃ ১৫ : ২৯, ৩৮ : ৭২-এ বলা হইয়াছে যে, মানব সৃষ্টির পরে আল্লাহ্ তাঁহার পক্ষ হইতে রূহ' ফুৎকার করিয়া দিয়াছেন।

মানব সৃষ্টির মধ্যে সর্বোপরি আল্লাহ্‌র কু'দ্রাত এবং সৃষ্ট বস্তুকে মানবের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার করুণা প্রকাশ পাইতেছে। ৬৭ : ৩-এ সপ্ত আকাশের সুসামঞ্জস্যের উল্লেখ আছে। মানব আকৃতির সৌন্দর্য অপূর্ব (৬৪ : ৩)। আল্লাহ্ সমস্ত জিনিস একটি ক'াদার বা পরিমাণ মত সৃষ্টি করিয়াছেন (৫৪ : ৪৯)। তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন "একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য" (৪৬ : ৩) যাহা সম্ভবত কি'য়ামাতে পরিসমাপ্ত হইবে।

কু'রআনে যেমন মানব ও সমুদয় বিশ্বজগতের উপর আল্লাহ্‌র আধিপত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে তদ্রূপ সমুদয় সুন্নী ধর্মতত্ত্বে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে ব্যবধানকেই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। জগতের নশ্বর প্রকৃতি হইতে ইহাই সাব্যস্ত করা হইয়াছে যে, ইহার স্রষ্টা চিরস্থায়ী। আল্লাহ্‌র সর্বশক্তিমান গুণের সম্মুখে প্রাকৃতিক কার্য-কারণ, নিয়ম এবং মানবীয় কার্য-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা না হইলেও যথাসম্ভব প্রদমিত করা হইয়াছে। প্রাথমিক জাবারিয়্যাগণের (তু. জাবারিয়্যাঃ) মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি জাহ্'ম আল্লাহ্‌র সংজ্ঞা দিয়াছেন : সর্বশক্তিমান স্রষ্টা; ইব্‌ন হা'য্‌ম (কিতাবু'ল-ফাস্'ল্, ১ : ৩৯; ২ : ১৬১) বলেন যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র সম্বন্ধেই বলা যায় যে, তিনি চিরস্থায়ী, অদ্বিতীয়, সত্য, স্রষ্টা (আল্-আওওয়াল, আল-ওয়াহি'দ, আল-হা'ক্ক', আল-খালিক')। কারণ এই সমস্ত গুণের দ্বারাই তিনি সৃষ্ট জগৎ হইতে পৃথক।

কিন্তু আল্লাহ্ এবং সৃষ্টির মধ্যে এই চরম প্রভেদমূলক ধারণার বিষয়ে ইসলামে তিনটি বিভিন্ন শাখায় কতকটা পরিবর্তন দেখা দেয়। যথাঃ মু'তাযিলী, সূ'ফী এবং দার্শনিক। মু'তাযিলীগণ সৃজন কার্যে আল্লাহ্‌র সর্বশক্তি সত্তা এবং ইচ্ছা অপেক্ষা তাঁহার বিজ্ঞতার উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহাদের মতে, যাহা সৎ আল্লাহ্ কেবল তাহাই সৃষ্টি করেন এবং মানুষ তাহার স্বকর্মের কর্তা। নাজ্'জ'াম বলেন যে, আল্লাহ্ কেবল যাহা সৎ তাহাই সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহার সৃজন কার্য হইল একটি ভাবমাত্র, যথার্থভাবে ইচ্ছা কর্ম নহে। আবু'ল-হুযা'য়ল, মু'আম্মার প্রমুখের মতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হইল স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে একটি মধ্যবর্তী অবস্থার ন্যায়। আল-জাহি'জ' বলেন যে, আল্লাহ্ সৃষ্ট জগৎ ধ্বংস করিতে পারেন না (ইহা প্লেটোর অনুসরণে ফিলো প্রমুখ দার্শনিকের চিন্তাধারার অনুরূপ)।

বিশ্ব-জগৎ এবং মানবের কার্যাবলী সম্বন্ধে এই অভিমতের প্রতিকূলে সূ'ফী মতবাদ ইহকালের সব কিছুকেই অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে। সূ'ফীগণ এই জগৎকে আল্লাহ্-প্রাপ্তির একটি সোপান বলিয়া মনে করেন। তাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল আত্মার আধ্যাত্মিক জীবনকে সাধনা দ্বারা আল্লাহ্‌র সৃজনমূলক কার্য-কলাপের উপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা (L. Massignon, La passion d'al-Hallaj, p. 513 প.)।

দার্শনিকগণের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায় আছে : (১) প্রাচীন—যাঁহারা neo-Platonic মতবাদঘেঁষা (যেমন ইখ্ওয়ানু'স-স'াফা)। ইহাদের মতে, স্থূল জড় জগৎ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ হইতে অনুক্রমিক আত্মিক সত্তাসমূহ প্রকাশিত হয়। (২) দ্বিতীয় সম্প্রদায় এরিস্টটলীয় মতবাদঘেঁষা, বিশেষত ইব্‌নু সীনা, ইব্‌ন রুশ্‌দ ইত্যাদি। ইঁহাদের মত হইল যে, বুদ্ধিজগৎ এবং জড় জগতের ক্রমোন্নতি স্তরে স্তরে সাধিত হয়। আল্লাহ্‌র সত্তা হইতে আদি 'আক্'লের উদ্ভব ব্যতীত ইহাদের কোন প্রারম্ভ নাই এবং নজীর নাই। উভয় সম্প্রদায়ই মনে করে যে, আল্লাহ্ একমাত্র আদি কারণ, তাঁহার কার্য এবং এই জগতের মধ্যে অনেক মধ্যবর্তী স্তর আছে।

এই সমস্ত ভাবধারা সম্বন্ধে প্রচলিত সুন্নী মনোভাব কালক্রমে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে গড়িয়া উঠে। "খাল্'কু'ল-আফ্'আল" সম্বন্ধে মু'তাযিলী মতবাদ কেবল পরিমার্জিতভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। আশ্'আরীগণের কাস্‌ব অথবা মাতুরীদীগণের ইখ্তিয়ার খাল্‌কে'র পরিবর্তে মানুষের প্রতি আরোপিত হইল। দার্শনিকগণের অনাদি জগতের ধারণা একেবারে পরিত্যক্ত হয়। সূ'ফীবাদের সহিত বহু বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা সুন্নীদের পক্ষে সহজ ছিল। কারণ সূ'ফীবাদে সর্বদাই আল্লাহ্ই একমাত্র স্রষ্টা—এই কথার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইত। বাস্তব জগত এবং মানবীয় কার্যাবলী সৃষ্টির গুরুত্ব অপেক্ষা "আল্লাহ্ মানবকে তাঁহার নিজরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি মানবের মধ্যে তাঁহার আত্মা ফুৎকার করিয়া দিয়াছেন" এই কথার গুরুত্ব সূ'ফীগণের নিকট অধিকতর ছিল (দ্র. প্রবন্ধ

ক'দা'া এবং "কাদার", তু. Massignon, পূ. গ্র., p. 599 প.)।

মু'তাযিলী ও দার্শনিক মতবাদের সংঘর্ষে এবং আংশিকভাবে সূ'ফীবাদের সহযোগিতায় সুন্নী মতবাদ গড়িয়া উঠে। ফলে, আশ্'আরী সম্প্রদায়ই বৃহত্তম সফলতা লাভ করে। তাহাদের মতে, আল্লাহ্ অনাদিকাল হইতে সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছা করিলেই সৃষ্টি করিতে পারেন এবং যাহা ইচ্ছা ও যখন ইচ্ছা তখনই সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহার সৃজন কার্য তাঁহার নিজের জন্য নহে; জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি ইহাকে স্থান ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়াছেন এবং প্রতি মুহূর্তে ইহাতে নব-সৃষ্টির সূচনা করিতেছেন। সৃজন বাক্য বিশেষত কু'রআনের সৃজন বাক্যের মর্ম হিসাবে আল্লাহ্ চিরন্তন সবাক, তাই তিনি চিরন্তন সৃজনশীল। কিন্তু যদি মু'তাযিলী মতের বিপরীতে "বাক্যের চিরন্তনতা" স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তবে সৃজন কর্মের কর্তা হিসাবে আল্লাহ্কে "একমাত্র চিরন্তন সৃজনকারী" বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় কিরূপে? সেজন্য তাঁহার সত্তার চিরন্তন গুণাবলী হইতে পার্থিব সম্পর্কযুক্ত তথাকথিত "সি'ফাতু'ল-ফি'ল" (যথাঃ খাল্ক', রিয্ক' ইত্যাদি)-কে পৃথক করা হয়। এই দিক দিয়া মাতুরীদীর মতবাদ আশ্'আরীদের শিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র। তিনি তাক্ব'ীন বা সৃজনমূলক উৎপাদনকে আল্লাহ্র চিরন্তন গুণ মনে করেন। ইহার অর্থ দার্শনিকগণের নিম্নোক্ত ধারণার কাছাকাছি: পরিণতিহীন কারণ নাই। আল্লাহ্ আদি কারণরূপে অনাদি কাল হইতে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই তিনি প্রকৃতপক্ষে চিরন্তন স্রষ্টা; তাঁহার সত্তা এবং কার্যাবলী সমভাবেই অপরিবর্তনীয়। কোন কোন দার্শনিক এবং অনেক সূ'ফী এই মতবাদের অসুবিধা দূর করিবার জন্য এরূপ ধারণা করিয়াছেন যে, সৃষ্টি প্রকাশের পূর্বে "চিরন্তন স্রষ্টা" আল্লাহ্র মধ্যে গুপ্ত ছিল (তু. Massignon, পূ. গ্র., p. 657)।

আল-গ'াযালী (র)-এর মধ্যে নিষ্ঠাবান আশ্'আরী মতবাদের সঙ্গে মা'রিফাতপন্থী সূ'ফী চিন্তাধারার যোগসূত্র পাওয়া যায়। একদিকে তিনি বলেন যে, বিশ্বের ঐহিক সৃজন আল্লাহ্র স্বাধীন কার্য। চিরন্তন স্বাধীন সিদ্ধান্তের পর আপন করুণা গুণে আল্লাহ্ এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কি'য়ামাত পর্যন্ত সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। তিনি মানুষের কার্যাবলীর সৃষ্টিকারী, মানুষ শুধু কাস্বের অধিকারী। অন্যদিকে আল-গ'াযালী সূ'ফীদিগের মধ্যবর্তিতা মতবাদের পক্ষপাতী। আল্লাহ্ এবং মানুষের সম্বন্ধ শুধু স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্বন্ধ নহে। বিশ্ব-জগৎ আলামু'ল-খাল্ক' ও 'আলামু'ল-আম্র দুইভাগে বিভক্ত (১৭ : ৮৫ সম্বন্ধে আল্-মাদ'নূনু'স-স'াগ'ীর, তু. ৭ : ৭৪)। 'আলামু'ল-খাল্ক' হইল স্থানময় জড় জগৎ এবং আলামু'ল-আম্র হইল ফিরিশ্তা এবং মানবাত্মাসমূহের স্থানাতীত জগৎ ('আলামু'ল-খাল্ক'কে ইহ্'য়া' পুস্তকে [৬৪, ২০ প.] 'আলামু'ল-মুল্ক ওয়া'শ-শাহাদাঃ বলা হইয়াছে এবং 'আলামু'ল-আম্রকে 'আলামু'ল-গ'ায়ব ওয়া'ল-মালাকূত বলা হইয়াছে)। আধ্যাত্মিক জগতের অংশ হিসাবে মানুষ তাহার সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলীর দিক দিয়া আল্লাহ্র গুণাবলীর ছায়াস্বরূপ (আল-মাদ্'নূনু'স-স'াগ'ীর-এ উল্লিখিত হ'াদীছ' যাহাতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ বা রাহ্'মান আদাম ('আ)-কে তাঁহার স্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন)। মানব দেহে (ক্ষুদ্র-বিশ্ব) মানবাত্মার ইচ্ছা যেরূপ ক্রিয়াশীল, মহাবিশ্বের উপর আল্লাহ্ও তদ্রূপ ক্রিয়াশীল। উপরে উল্লিখিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এবং অতীন্দ্রিয় জগতের বিভাগ বর্ণনা ছাড়াও আল্-গ'াযালী (র) ত্রিবিধ জগতের বর্ণনা দিয়াছেন আ'দ-দুররাতু'ল-ফাখিরাঃ, পৃ. ২ প.; কু'রআন ৫ : ১৭ ই. যেখানে 'স্বর্গরাজ্য, মর্ত্যরাজ্য এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে, তাহার উল্লেখ আছে), 'আলামু'দ-দুন্য়াব'ী (আল-মুল্ক), 'আলামু মালাকূতী এবং 'আলাম জাবারূতী (দ্র. জাবারূত)। সুতরাং মানুষ ত্রিজগতের অধিবাসী বলিয়া মনে হয়। ইহা মা'রিফাঃ বিদ্যার স্বীকৃত স্বর্গীয় ব্যবস্থাতন্ত্রে দেহ, জীবাত্মা ও অধি-আত্মা এই বিভাগত্রয়ের অনুরূপ। মুল্ক, মালাকূত ও জাবারূতের জন্য দ্র. NUPLOTEG, apni, Eovolal (St. Paul Ep. to Col., i. 16)। আল-গ'াযালীর মতে, আল্লাহ্র সহিত সম্বন্ধযুক্ত মানবসত্তা কেবল এই জড় জগৎ এবং ফিরিশ্তা ও জিন্নগণের আধ্যাত্মিক জগতের পরেই নহে বরং উচ্চতম স্তরের ফিরিশ্তাগণের আধ্যাত্মিক জগতের পরেও টিকিয়া থাকিবে।

ইসলামের এইরূপ একজন প্রবীণতম ব্যক্তির অভিমত সত্ত্বেও এই বিষয়ে ধারণার ক্রম বিকাশ অব্যাহত থাকে। আল-গ'াযালীর মতের বিরুদ্ধে ইব্ন রুশ্দ প্রচার করেন (তাহাফুতু'ত-তাহাফুত) যে, বিশ্ব-জগতের কোন আদি নাই। আর-রাযী (মৃ. ৬০৫/১২০৯) হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ধর্মতাত্ত্বিক তথাকথিত এরিস্টটলীয় মতবাদ নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করেন। ইব্নু'ল-'আরাবীর মত চরমপন্থী সূ'ফীগণের মতে হ'াক্ক' (স্রষ্টা) এবং খাল্কে'র (সৃষ্টির) প্রভেদ দূরীভূত হইয়া পরম স্বয়ং সত্তায় মিশিয়া গিয়াছে (তু. আল-ইন্সানু'ল-কামিল)। উপসংহার, মতাবলীর বিভিন্নতা বিবেচনা করিয়া বলিতে পারা যায় যে, সৃজন সমস্যার প্রশ্নে চারিটি বিভিন্ন উত্তর প্রদত্ত হয়। হ'াদীছ'পন্থিগণের মতে আল্লাহ্ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করেন, মু'তাযিলীগণের মতে তিনি সৎ জ্ঞান দ্বারা, সূ'ফীগণের মতে প্রেম দ্বারা এবং দার্শনিকগণের মতে বুদ্ধি দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন (তু. Tj. de Boer, The Moslem Doctrines of Creation, in Proceed. of the 6th Internat. Congr. of Philosophy, New York 1927, p. 597 প.)।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত দ্র. (১) M. Worms, Die Lehre von der Anfangslosigkeit der Welt bei den mittelalterlichen arabischen Philosophen des Orients und ihre Bekampfung durch die arabischen Theologen (Beitr. Z. Gesch. der Philos, des Mittelalters, iii. 4); (২) A. Rohner, Das Schopfung's problem bei Moses Maimonides, Albertus Magnus und Thomas von Aquin, ibid., xi. 5, Munster 1913; (৩) Tj. de Boer, Die Widerspruche der philosophie nach al-Gazzali und ihr Ausgleich durch Ibn Rosd, Strassburg 1894; (৪) ঐ লেখক, De Wijsbegeerte in den Islam, Haarlem 1921; (৫) A. J. Wensinck, The Muslim Creed, Index দ্র. Creation—আল্লাহ্ ও সি'ফাত শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ও দ্র.।

Tj. de Boer (S.E.I.)/মুহম্মদ রিযাউর রহীম

খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) (خالد ابن الوليد : খালিদ ইব্নু'ল-ওয়ালীদ) ইব্ন মুগ'ীরাঃ আল-মাখ্যূমী, ইনি হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর একজন বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি ছিলেন। উহ'দের যুদ্ধে তিনি মক্কার সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দলের অধিনায়ক

ছিলেন এবং সংকট মুহূর্তে তাঁহার হস্তক্ষেপের ফলে রাসূল কারীম (স)-এর শত্রু বাহিনী পরাজয় এড়াইতে সক্ষম হয়। উহুদের যুদ্ধেই তিনি সর্বপ্রথম সৈন্য পরিচালনায় অদ্ভুত প্রতিভা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। উত্তরকালে তাঁহার দক্ষতায় মুসলিমগণ বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি 'আমর (র) ইবন 'আস-এর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করার পর অষ্টম হিজরীতে মুতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুসলিম সৈন্যদের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন এবং সৈন্যদিগকে সফলতার সহিত মদীনায় ফিরাইয়া আনেন। এই সাফল্যের প্রতিদানস্বরূপ রাসূল কারীম (স) তাঁহাকে আল্লাহ্‌র তরবারী (সায়ফুল্লাহ্) উপাধিতে ভূষিত করেন। এই বৎসরই তিনি মক্কা বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের পর হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নির্দেশ অনুসারে তিনি পৌত্তলিকদের দেবী আল-'উয্যার মন্দির ধ্বংস করেন। কিছুদিন পরে তাঁহাকে বানূ জাযীমাদের নিকট দূতরূপে পাঠান হয়। তিনি পরবর্তী বৎসর রাজাব মাসে (অক্টোবর/নভেম্বর, ৬৩০) দূমাতু'ল-জান্দালের খৃস্টান রাজা উকায়দিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন। দশম হিজরীর প্রথম ভাগে হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁহাকে নাজরানে প্রেরণ করেন; উদ্দেশ্য ছিল বানূ হারিছ ইবন কা'বকে ইসলামে দীক্ষিত করা। রক্তপাত ব্যতীত তিনি এই কাজ সমাধা করেন। পরবর্তী বৎসর হযরত আবূ বাক্র (রা) তাঁহাকে তুলায়হা ইবন খুওয়ায়লিদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তিনি বুযাখা নামক স্থানে তাহাকে পরাজিত করেন; অতঃপর ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী বানূ তামীমের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন। মালিক ইব্ন নুওয়ায়রার অধীনে একটি গোত্র তখন অন্যদের সহিত বিবাদে লিপ্ত ছিল। অন্য গোত্রগুলি বশ্যতা স্বীকার করিলে মালিক অস্ত্র সম্বরণ করে,—তথাপি তাহাকে হত্যা করা হয়। খালিদ (রা) তাঁহার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। খলীফার দরবারে খালিদ (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইলে খালিদ (রা) বলেন যে, ভুলবশত এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। কথা ভাষায় পার্থক্যহেতু বেদুঈনরা তাঁহার হুকুমের ভুল অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল। সে যাহাই হউক, হযরত আবূ বাক্র (রা) তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াই ব্যাপারটির অবসান ঘটান এবং হযরত 'উমার (রা)-এর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে স্বীয় পদে বহাল রাখেন। কিছুদিন পরেই খালিদ (রা) ভণ্ড নবী মুসায়লিমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। আল-য়ামামার সীমান্তে "আক্রাবা" নামক স্থানে মুসায়লিমাঃ পরাজিত ও নিহত হয় এবং তাহার অনুসারীরা বশ্যতা স্বীকার করে ১২/৬৩৩)। তৎপর খালিদ (রা)-কে পারস্য বিজয়ে প্রেরণ করা হয়। তিনি আল-হীরা জয় করিয়া ফোরাত নদীর তীরবর্তী সমস্ত অঞ্চল অধিকার করেন। বায়যানটাইনগণ ইহার পর ফোরাত নদী অতিক্রম করিলে তাহাদিগকে আল-ফিরাদ (যু'ল-কা'দাঃ, ১২/জানুয়ারী, ৬৩৪) নামক স্থানে পরাজিত করা হয়। ইহার পর খালিদ (রা) সিরিয়া অভিযানে অগ্রসর হন। ত্রয়োদশ হিজরীর জুমাদা'ল-উলা অথবা জুমাদা'ছ-ছানীয়াঃ (গ্রীষ্মকাল ৬৩৪) বায়যানটাইনগণ আজনাদায়ন নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া দামিশকে প্রত্যাবর্তন করে। খালিদ (রা) তাহাদিগকে পুনরায় পরাজিত করিয়া অবরুদ্ধ করিলে চতুর্দশ হিজরীর রাজাব মাসে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ৬৩৫) দামিশক নগরী শেষ পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করে। এই সময় খালিদ (রা)-কে সর্বাধিনায়কত্ব হইতে পদচ্যুত করা হয় এবং তাঁহার শূন্য পদে আবূ 'উবায়দাঃ (রা) ইব্নু'ল-জাররাহ্‌কে নিযুক্ত করা হয়। খালীফার এই আদেশ তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন এবং নূতন সেনাধ্যক্ষের অধীনে সিরিয়ার যুদ্ধাভিযানে অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন।

য়ারমূকের যুদ্ধে (রাজাব ১২, ১৫/আগস্ট ২০, ৬৩৬), তিনি অশ্বারোহীনীর অধিনায়ক ছিলেন এবং তাঁহার নৈপুণ্যের দরুন মুসলিমগণ বিজয় লাভে সক্ষম হইয়াছিল। কিছুদিন পরেই হিম্‌স্ পুনরায় দখল করা হয়। ইহার পর খালিদ (রা) সসৈন্যে কিন্নিস্‌রীনের দিকে অগ্রসর হন এবং মীনাসের পরিচালনাধীনে বায়যানটাইন সৈন্যবাহিনী তাঁহার হস্তে পরাজিত হইলে কিন্নিসরীন নগরী আত্মসমর্পণ করে। খালিদ (রা) এই নগরীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। কিছু দিনের জন্য সিরিয়ার কোন এক অংশের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহাকে পরে পদচ্যুত করা হইয়াছিল। তিনি হিম্‌সে অথবা মদীনা শারীফে (২১/৬৪১-৪২) ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হিশাম, পৃ. ২৭৩ প.; (২) আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, ed. Wellhausen, পৃ. ৭৭ প.; (৩) ইব্ন সা'দ, ৪/২ ১ প.; (৪) ইব্ন কুতায়বাঃ, আল-মা'আরিফ, ed. Wustenfeld, পৃ. ১৩৬; (৫) আল-বালাযুরী, পৃ. ৩৮ প.; (৬) আল-য়া'কূবী, ২খ, ৪৮-১৮০; (৭) আল-মাস'উদী, ১খ, ২১৬-২২২; ৪খ, ২১১; (৮) আল-আগানী, সূচী; (৯) ইব্নু'ল-আছীর, আল-কামিল, ২ খ.; (১০) ঐ লেখক, উস্‌দু'ল-গাবাঃ, ২খ, ১০১-১০৪; (১১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবাঃ, ১খ, সংখ্যা ২১৯০; (১২) Weil, Gesch. der Chalifen, i. 18 প.; (১৩) Muller, Der Islam im Morgenund Abendland, i. 124, 145, 150 প., 165, 177 প., 26-237, 250-257; (১৪) Muir, The Caliphate, its Rise, Decline and Fall (new ed. by Weir), p. 16 প.; (১৫) Wellhausen Reste arabischen Heidentums 2, 36 প.; (১৬) ঐ লেখক, Skizzen und Vorarbeiten, vi. 9 প., 37-65; (১৭) Caetani, Annali dell' Islam, i-iv., see Indices; (১৮) Huart, Histoire des Arabes, i. 30 প.।

খিতান (ختان : খিতান) ত্বকচ্ছেদ, খাত্না। লিসানু'ল-'আরাব ختن ধাতুতে প্রদত্ত অর্থ মতে শব্দটি সম্পূর্ণভাবে পুরুষদের ত্বকচ্ছেদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। নারীদের ত্বকচ্ছেদের জন্য "খাফ্দ" শব্দটিই সঠিক শব্দ। এই বর্ণনা সঠিক হইলে আল-খিতানান "দুইটি ত্বকছিন্ন স্থান" (অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের) শব্দটি হইবে কৃত্রিম দ্বিবচন। শব্দটি হাদীছে পাওয়া যায় : "যদি দুই ত্বকছিন্ন স্থান পরস্পরকে স্পর্শ করে তাহা হইলে গুসল করয হইবে" (বুখারী, গুস্‌ল, বাব ২৮; মুসলিম, হায়দ হাদীছ নং ৮৮; আবূ দাউদ, তাহারাঃ, বাব ৮১, ৮৩)। خ-ت-ن ধাতু হইতে উৎপন্ন কতগুলি শব্দ দ্বারা শ্বশুর, জামাতা, পুত্রবধূ (খাতান, খাতানাঃ) অথবা বিবাহ করা (খুতুনা) বুঝায়। ধাতুটি নিশ্চয়ই প্রাচীন সামী ভাষায় হইবে, কারণ ঐ শব্দসমূহ অনুরূপ আকারে উত্তর সামী ভাষাতেও বর্তমান।

খাত্নাঃ প্রাচীন 'আরবের একটি সাধারণ প্রচলিত রীতি। প্রাচীন 'আরবী কাব্যে (হ্য'লী, ফারাযদাক ও অন্যান্য কবির দীওয়ান দ্র.) এবং হাদীছে উহার উল্লেখ আছে। প্রাচীন সাহিত্যে অ-ত্বকছিন্ন ব্যক্তির জন্য একটি বিশেষ শব্দ (আগ্‌রাল্ বিক্‌ 'আরেল) রহিয়াছে।

'হ'াদীছে' বলা হইয়াছে যে, ইব্রাহীম ('আ)-এর অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে খাত্না হইয়াছিল (বুখারী আন্বিয়া', বাব ৮; মুসলিম, ফাদ'াইল, হ'াদীছ' নং ১৫১)। বাইবেলেও ইহার উল্লেখ আছে। ইব্ন সা'দ কর্তৃক বর্ণিত একটি হ'াদীছ' মুতাবিক হযরত ইবরাহীম ('আ)-এর ১৩ বৎসর বয়সে খাত্না হইয়াছিল (ত'াবাক'াত ১/১খ, ২৪)।

হ'াদীছে' সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কোষ্ঠির গণে খাত্নার উল্লেখ আছে (বুখারী, বাদ্'উ'ল-ওয়াহ্'য়ি, বাব ৬)। হিরাক্লিয়াস নক্ষত্র দেখিয়া খাত্নাকারীদের রাজার সংবাদ জানিতে পারেন। তখন গ'াস্সানের রাজার একজন দূত আসিয়া মুহ'াম্মাদ (স')-এর ইসলাম প্রচারের সংবাদ জ্ঞাপন করিল। এই দূত স্বয়ং খাত্নাকৃত ছিল বলিয়া জানা যায় এবং সে সম্রাটকে জানাইয়াছিল যে, আরবদের মধ্যে খাত্না একটি প্রচলিত রীতি।

হ'াদীছে' ইহাও স্বীকৃত যে, খাত্না একটি ইসলাম-পূর্ব যুগের প্রথা। হ'াদীছে' যেখানে প্রাকৃতিক ধর্মের (আল-ফিত্'রাঃ) বিষয় বর্ণিত আছে সেখানে নখ কাটা, দাঁতন করা, গোঁফ ছাটা, দাঁড়ি রাখা ইত্যাদির সহিত খাত্নারও উল্লেখ আছে (বুখারী, লিবাস, বাব ৬৩; মুসলিম, ত'াহারাঃ, হ'াদীছ' নং ৪৯, ৫০; তিরমিয্'ী, আদাব, বাব ১৪ ইত্যাদি)। সম্ভবত এই হ'াদীছে' নারীদের খাত্নার পরোক্ষ উল্লেখ আছে। আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বালের মুস্নাদের একটি হ'াদীছ' (৫ : ৭৫) অনুসারে পুরুষের খাত্না সুন্নাত এবং নারীর খাত্না মুস্তাহ'াব।

খাত্নার নিয়ম সম্বন্ধে কয়েক মায্'হাবে কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। বিভিন্ন মত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ না করিয়া এই সম্বন্ধে ইমাম নাওয়াব'ীর মুসলিমের শার্হ্' পুস্তকে হ'াদীছ' নং ৫০ (কায়রো ১২৮৩, ১ : ৩২৮)-এ উল্লিখিত অংশটির অনুবাদই হইবে যথেষ্ট—বিশেষত উহাতে খাতনা করার বর্ণনাও রহিয়াছে।

"ইমাম শাফি'ঈ ও অন্যান্য বহু পণ্ডিতের মতে খাত্না ওয়াজিব, ইমাম মালিক ও অন্যান্য ইমামের মতে উহা সুন্নাত। ইমাম শাফি'ঈর মতে, বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য উহা সমানভাবে ওয়াজিব। বালকের বেলায় লিঙ্গাগ্র ভাগ আচ্ছাদনকারী সমস্ত ত্বক কাটিয়া ফেলা প্রয়োজন যেন সমগ্র লিঙ্গাগ্র ভাগই অনাচ্ছাদিত থাকে। বালিকাদের বেলায় তাহাদের জননেন্দ্রিয়ের সর্বোচ্চ স্থান হইতে সামান্য একটু চর্ম কর্তন করা কর্তব্য। আমাদের (শাফি'ঈ) মায্'হাবের সঠিক মত, যাহা আমাদের বহু সংখ্যক বন্ধুদেরও মত—তাহা এই যে, যৌবনকালে খাত্না করা জাইয, ওয়াজিব নহে। বিশেষ মত এই যে, বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই তাহাকে খাত্না করান ওয়ালীর জন্য বাধ্যতামূলক। অপর একটি বিশেষ মত এই যে, বালকের দশ বৎসর বয়সের পূর্বে খাত্না করা নিষেধ। আমাদের মতে সঠিক মত এই যে, জন্মের সপ্তম দিবসে খাত্না করা মুস্তাহ'াব। সপ্তম দিবসের মধ্যে জন্মের দিনটিও শামিল কিনা এ বিষয়ে দুইটি মত আছে।"

ফিক্'হ গ্রন্থগুলিতে খাত্নাকে তেমন কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। জনমতে ইহাকে খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। Snouck Hurgronje বলেন, অশিক্ষিত সাধারণ মুসলিম এবং অমুসলিম যাহারা বাহ্যিক আচারের উপরই অত্যধিক জোর দেয়—তাহাদের মতে শূকর মাংস না খাওয়া ও খাত্না করাটাই ইসলামের একমাত্র মানদণ্ড বলিয়া বিবেচিত হয়। এই কারণেই কোন কোন স্থানে ইহাকে 'মুসলমানী' বলা হয়। অথচ এই দুইটির সমশ্রেণীর আরও বহু বিধি-নিষেধ ইসলামে আছে; কিন্তু তাহারা সেইগুলির প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করে না (De Islam, in Verspr. Geschriften. ১, ৪০২; তু. ৪/১ : ৩৭৭)। বহু ইসলামী দেশে অনুষ্ঠানটিকে শুধু সুন্নাত বলা হয়।

আচিনে (ইন্দোনেশিয়ায়) বিধর্মীর খাত্না করাকেই ইসলাম গ্রহণের চিহ্ন বলিয়া মনে করা হয় (Snouck Hurgronje, The Achehnese, i. 398)। রাসূল (স')-এর খাত্নাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করার (ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ১/১ : ৬৪) হ'াদীছ' হইতেও খাত্নার গুরুত্ব বুঝা যায়। উত্তর আফ্রিকায় সংকীর্ণ ত্বকসহ শিশুর জন্মগ্রহণকে সৌভাগ্যসূচক গণ্য করা হয়। অজ্ঞাত কারণে সময় সময় জন্মের পরও সামান্য চাপে বা অন্য কোন সামান্য উপলক্ষেই শিশুর ত্বক খসিয়া পড়িতে দেখা যায়। এই প্রকারের ত্বকচ্ছেদকে পায়গ'াম্বারী সুন্নাত বা পায়গ'াম্বারী খাত্না বলে।

মক্কায় এই প্রথাকে ত'াহারাঃ (পবিত্রতা) বলা হয়। এখানে ৩ হইতে ৭ বৎসর বয়সের মধ্যে শিশুর খাত্না করা হয়। বালকদের বেলায় খুব ধুমধামে উৎসব করা হয়, কিন্তু বালিকাদের বেলায় বিনা আড়ম্বরেই তাহা সম্পন্ন করা হয়। খাতনার পূর্বদিন বালককে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরাইয়া অশ্বপৃষ্ঠে নগরের রাস্তা পরিভ্রমণ করান হয়। সে যেন ঘোড়া হইতে পড়িয়া না যায় সেইজন্য তাহার দুই পার্শ্বে কয়েকজন লোক হাঁটিয়া চলে এবং সুগন্ধি রুমালের সাহায্যে তাহাকে উৎফুল্ল রাখে। তাহার আগে আগে কতকগুলি লোক ঢোল, দাফ প্রভৃতি বাজাইয়া চলে এবং আর কতকগুলি লোক যি'ক্র করিতে করিতে চলে। বালকের পা ঘেঁষিয়া বালকের পিতার একজন বয়স্ক হ'াবশী দাসী মস্তকে একটি জ্বলন্ত কয়লাপূর্ণ পাত্র লইয়া যায়। ইহাতে সুগন্ধি ও লবণ পোড়ান হয়। মিছিলের দ্বিতীয়াংশে থাকে বালকের বন্ধু-বান্ধবগণ। তাহারা অশ্বপৃষ্ঠে থাকে। মিছিল 'আসরের সময় সদর রাস্তা ধরিয়া চলে এবং মাগ'রিবের পূর্বেই যাত্রাস্থলে ফিরিয়া আসে। পরিবারের মহিলারা তাহাদের আত্মীয়দের সহিত গীতের আসরে সন্ধ্যাকাল যাপন করে। পরদিন প্রাতে হ'াজ্জাম আসিয়া খাত্না করিয়া দেয়। বালককে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া একটি চিমটা দ্বারা ত্বক চাপিয়া ধরা হয়। সেই সময় তাহার মাতা তাহাকে মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া ভুলাইয়া রাখার চেষ্টা করে। ত্বকচ্ছেদের পর ক্ষতের উপর পট্টি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে ক্ষত শুকাইয়া যায়। খাত্নার পরই আত্মীয়-স্বজনকে নাশ্তা খাওয়ান হয়। হ'াদ'রামাওতের অধিবাসিগণ এখনও তাহাদের পুরাতন প্রথা অনুযায়ী জন্মের চল্লিশতম দিবসে শিশুর খাত্না করিয়া থাকে (Snouck Hurgronje, Mekka. ২, ১৪১ প.)।

মিসরে বালকদিগকে ৫/৬ বৎসর বয়সে খাত্না করান হয় (বা হইত)। খাত্নার পূর্বে বালককে মিছিল করিয়া রাস্তায় পরিভ্রমণ করান হয়। সময় সময় খরচ কমাইবার জন্য বিবাহ মিছিলের সহিত এই মিছিল মিলিত করিয়া দেওয়া হয়। তখন বালক ও তাহার সঙ্গীরাই মিছিলের পুরোভাগে থাকে। তাহাকে জাঁকজমকপূর্ণ বালিকার পোশাকে সজ্জিত করা হয় (Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, Chapter on Infancy and Education.)।

D'Ohsson তাঁহার Tableau de l'empire othoman,

Paris 1787, i. 231 প., গ্রন্থের "Circoscision, sunneth" শিরোনামায় তুরস্কে কিভাবে খাত্‌না হয় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই "সুন্না" শব্দ হইতে তুরস্কে খাত্‌নাকারীকে সুন্নাৎজী বলা হয়। কোনও মসজিদের ইমামের উপস্থিতিতে খাত্‌না করা হয়। তিনি বালকের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া দু'আ' করেন। সাধারণত সাত বৎসর বয়সেই বালকদের খাত্‌না করা হয়। সম্রাটের পুত্রদের খাত্‌না মহাধুমধামে করা হইত।

উত্তর আফ্রিকায় জন্মের ৭ম দিবস হইতে ত্রয়োদশ বৎসর বয়সের মধ্যে বিভিন্ন বয়সে বালকদের খাত্‌না করা হয়। হ'জ্জাম ছুরি অথবা কাঁচি দ্বারা খাতনা করে। Doutte, Merrakech, পৃ. ৩৫১-এ উদ্ধৃত Dan-এর উক্তি অনুসারে পূর্বে পাথরের ছুরি দ্বারা খাত্‌না করা হইত, আজকাল এই প্রথা লুপ্ত হইয়াছে। মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় এক সঙ্গে কয়েকজন বালককে খাত্‌না করান হয়। এই উৎসবের ব্যয়ভার সবচেয়ে ধনী বালকের পিতাই বহন করেন।

জাভায় খাত্‌নার সহিত খত্‌মও পড়ান হয়। এই দ্বীপপুঞ্জে খাত্‌না বিভিন্ন নামে অভিহিত হয় (দ্র. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, IV/i. 205 প.)। জাভার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বয়সে ছেলেদের খাত্‌না করা হয়। শারী'আঃ অভিজ্ঞদের মধ্যে ১০ বৎসর বা তদপেক্ষা কম বয়সে এবং রক্ষণশীলদের মধ্যে ১৪—১৫ বৎসর বয়সে খাত্‌না হয়।

আচিনে সাধারণত "মুদেম" (সম্ভবত মুআল্লি'ম) কর্তৃক ৯/১০ বৎসরে কু'রআান পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পরই খাত্‌না করা হয়। এখানে সম্পূর্ণ আচ্ছাদনকারী ত্বক কাটিয়া ফেলা হয়, জাভায় কোন কোন স্থানে শুধু ত্বক চিরিয়া দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে সাধারণত এই প্রথাকে খাত্‌না, সুন্নৎ ও মুসলমানী করান বলে। সাধারণত যে ব্যক্তি খাত্‌না করায় তাহাকে ওস্তা (ওস্তাদের অপভ্রংশ?) ও হ'জ্জাম বলে। এই দেশে সাধারণত ৫ হইতে ৮ বৎসর বয়সের মধ্যেই খাত্‌না করা হয়। খাত্‌নার সময় বালককে বসাইয়া একজন তাহার দুই চক্ষু আবৃত করিয়া রাখে ও একজন বালকের দুই উরুর নীচে দিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া থাকে। হ'জ্জাম একটি চিমটা দিয়া ত্বক আঁটিয়া ধরিয়া ক্ষুরের সাহায্যে ক্ষিপ্রতার সহিত ত্বকচ্ছেদ করিয়া ক্ষত বাঁধিয়া দেয়। পাড়া-গ্রামে পূর্বে কাপড় পোড়া ছাই ক্ষতের উপর দিয়া দেওয়া হইত। ইহাতে তৎক্ষণাৎ রক্তপাত বন্ধ হইয়া যাইত। বর্তমানে আইওডিন, ডেটল প্রভৃতি আধুনিক বীজানুনাশক ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ ডাক্তার দ্বারাও খাত্‌না করাইয়া লয়।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/আ. কা. মুহম্মদ আদমুদ্দীন

খিয্‌র (خضر : খিদ্'র বা খাদি'র) খিদ্'র নাম সকলের নিকট সুপরিচিত। বিভিন্ন প্রাচীন কাহিনী ও গল্পে তাঁহার নামের বিশেষভাবে উল্লেখ আছে, আল-খাদি'র শব্দটি উপাধিবাচক (অর্থ সবুজ ব্যক্তি)। কালক্রমে এই শব্দটির ব্যবহার পরিত্যক্ত হয় এবং "খিদ্'র" শব্দের (যাহার অর্থ সবুজ) প্রচলন হয় (বুখারীতে খাদি'র, কিতাবু'ল-আম্বিয়া')।

খিদ্'র সম্বন্ধে কু'রআান শারীফে (১৮ : ৬০—৮২) বর্ণনা আছে। সংক্ষেপে উহা নিম্নরূপ :

একদিন মূসা (আ) তাঁহার ভৃত্য (ফাতা)-কে সঙ্গে লইয়া মাজ্‌মা'উ'ল-বাহ'রায়ন-এর সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। বহদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, যে মাছটি তাঁহারা সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন এবং অসতর্ক মুহূর্তে কোন এক স্থলে মাছটি পানিতে চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহারা সেই স্থলের উদ্দেশ্যে ফিরিয়া চলিলেন। সেইখানে তাহাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র এক খাস বান্দার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মূসা ('আ) জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁহার সহগামী হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র এই খাস বান্দা এই শর্তে রাযী হইলেন যে, মূসা ('আ) কোন বিষয়ে তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিতে পারিবেন না। অতঃপর তাঁহারা ভ্রমণ শুরু করিলেন। পথে আল্লাহ্‌র এই বান্দা আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত ধরনের তিনটি কাজ করিলেন। মূসা ('আ) প্রতিবারই ধৈর্যহারা হইলেন এবং প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহাতে আল্লাহ্‌র বান্দাটি বলিলেন, "আমি কি আপনাকে বলি নাই যে, আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিবেন না?" অতঃপর তিনি মূসা ('আ)-কে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তবে যাইবার পূর্বে তাঁহার আচরণাদির তাৎপর্য বুঝাইয়া দিলেন। মূসা ('আ) উপলব্ধি করিলেন যে, ঐ বান্দার প্রতিটি কার্যই যুক্তি-সঙ্গত ছিল।

অধিকাংশ কু'রআান ব্যাখ্যাকারী আল্লাহ্ তা'আালার এই বান্দাকে খাদি'র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

খিদ্'র সম্বন্ধে কু'রআানের বর্ণনা অবলম্বন করিয়া টীকাকার, মুহ'াদ্দিছ' এবং ঐতিহাসিকগণ প্রভূত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রথম আলোচ্য প্রশ্ন এই যে, উল্লিখিত আখ্যানের প্রধান চরিত্র কি 'ইমরানের পুত্র মূসা, অথবা মূসা ইব্‌ন মীশা (মানাস্‌সেহ্) ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন য়া'কূ'ব অর্থাৎ য়া'কূ'ব ('আ)-এর জনৈক বংশধর (আর-রাযী মাফাতীহ'ুল-গা'য়ব, ৪খ, ৩৩৩; আয্‌-যামাখ্‌শারী, কাশ্‌শাফ, ৫৯ আয়াতের তাফসীর)। টীকাকারগণ প্রথমোক্ত জন সম্পর্কে (মূসা সম্পর্কে) একমত। তাঁহাদের অভিমতের ভিত্তি হইতেছে নিম্নোক্ত বর্ণনাটিঃ একদিন নবী মূসা ('আ) যখন ইস্‌রাঈলের বংশধরদিগের নিকট ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তাঁহার চেয়েও অধিকতর জ্ঞানী ব্যক্তি কেহ আছেন কিনা। উত্তরে তিনি "না" বলাতে আল্লাহ তাঁহার নিকট প্রত্যাদেশ করিলেন যে, তাঁহার মুত্তাক'ী বান্দা খিদ্'র মূসা অপেক্ষাও জ্ঞানী। এই ঘটনার পর তিনি খিদ্'রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন। এই ঘটনাটি য়াহূদী সূত্রেও পাওয়া যায়, 'আরবী ভাষায় লিখিত বহু সংখ্যক পুস্তকেও এইরূপ উল্লেখ আছে (বুখারী, 'ইল্‌ম, বাব ১৬, ১৯, ৪৪; আম্বিয়া', বাব ২৭; তাফসীর, সূরাঃ ১৮, বাব ২—৪; মুসলিম, ফাদ'াইল, হ'াদীছ' নং ১৭০—১৭৪; তিরমিয'ী, তাফসীর, সূরাঃ ১৮, বাব ১; ত'াবারী, ed. de Goeje, ১ : ৪১৭; তাফসীর, ১৫ : ১৬৫ প.; ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী, পূ. দ্র., ৪ : ৩৩৩)।

মাছটি পথের সন্ধান দেয়; যেখানে মাছটি হারাইয়া যায় অথবা পানির সংস্পর্শে আসিয়া পুনর্জীবন লাভ করে, সেই স্থানটিই জীবনের উৎস; আল-খিদ্'র এইখানে বাস করেন(আত'-ত'াবারী, ১ খ, ৪১৭)।

মাজ্‌মা'উল-বাহ্'রায়ন স্থানটি বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে পূর্বাঞ্চলে যে স্থানে পারস্য সাগর ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে ঠিক সেই স্থানটি (আল-বায়দ'াবী, সূরাঃ ১৮ : ৬০; আত'-ত'াবারী, তাফসীর ১৫ : ১৬৩)। এই মতের পরিপ্রেক্ষিতে সুয়েজ যোজককে সেই স্থান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সিরিয়া উপকূল যে সর্বাপেক্ষা পশ্চিমে এরূপ ধারণাও এই সূত্র হইতে

পাওয়া যায় (See A.G. Wensinck, Bird and Tree as Cosmological Symbol in Western Asia, in Verh. AK. Amsterdam 1921, p. 17 প.)। কাহারও কাহারও মতে এই স্থানটি ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে মহাসাগরের সঙ্গমস্থল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে (ত'নজা, ইফ্রিকি'য়্যা, আত'-ত'াবারী, তাফসীর, ১৫ : ১৬৩; আয-যামাখ্শারী)। এই তথ্য অনুসারে জিব্রাল্টার প্রণালীকে পশ্চিম প্রান্তে ধরা হয়। ইহার একটি কষ্টকল্পিত রূপক ব্যাখ্যাও দেওয়া হয় : বলা হয় যে, দুইটি সমুদ্রের মিলন অর্থ মূসা ('আ) এবং খিদ্'রের সাক্ষাৎকার। কেননা মূসা ('আ) এবং খিদ্'র উভয়ই ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র (দ্র. আদ-দামীরী, হ'ায়াতু'ল-হ'ায়াওয়ান, ১ খ, ৩১৮)।

মূসা ('আ)-এর সঙ্গে খিদ্'রের সাক্ষাৎকার হয় উল্লিখিত দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে। তখন দেখা গেল একটা পাখী সমুদ্রের পানি পান করিতেছে। খিদ্'র মূসা ('আ)-কে বলিলেন : আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় আপনার জ্ঞানের পরিমাণ তেমনি অকিঞ্চিৎকর যেমন সমুদ্রের তুলনায় পাখীটির দ্বারা পীত পানির পরিমাণ (আত'-ত'াবারী, ed, de Goeje, ১খ., ৪১৮; আল-বুখারী, তাফসীর, সূরাঃ ১৮, বাব ৩; আর-রাযী মাফাতীহ''ল-গ'ায়ব, ৪ খ, ৩৩৩ প.)। খিদ্'র একটি দ্বীপে বাস করেন (আত'-ত'াবারী, ১খ, ৪২২) অথবা সমুদ্রবক্ষে একটি সবুজ গালিচার (ত'নফিসা) উপর থাকেন (علی كبد البحر; আল-বুখারী, তাফসীর, সূরাঃ ১৮, বাব ৩)।

ভাষ্যকারগণ মূসা ('আ)-এর ধৈর্য পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। এই সম্পর্কে সূরাঃ ১৮ : ৬০-এর টীকা এবং গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত ইতিহাস এবং আখ্যানগুলি দ্র.।

কেহ কেহ খিদ্'র এবং আলেকজাণ্ডারের আব-হ'ায়াত অনুসন্ধান আখ্যানের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করিয়াছেন।

আলেকজাণ্ডারের কাহিনীর অনুবাদ 'আরবী সাহিত্যে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই (তু. Weymann, দ্র. Bibliography)। পক্ষান্তরে আলেকজাণ্ডারের উপাখ্যানের অন্যান্য বিভিন্ন রূপ অনুবাদ প্রচলিত আছে। Friedlander এই সব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। কু'রআন শারীফের উক্তি হইতে এই সমস্ত পুস্তকের বিবরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ এই পুস্তকগুলিতে আছে খিদ্'র যু''ল-ক'ারনায়নের সঙ্গী ছিলেন এবং কু'রআন শারীফের উল্লিখিত 'ফাতা' সম্বন্ধে এই সব পুস্তকে কোন উল্লেখ নাই। আল-খিদ্'রকে আমরা আলেকজাণ্ডারের আব-ই-হ'ায়াত সন্ধান অভিযানে তাঁহার অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়করূপে দেখিতে পাই। আস'-সু'রীর বিবরণীতে তাঁহাকে রাজমিস্ত্রী বলা হইয়াছে এবং রাজার পরিবর্তে খিদ্'রকেই কাহিনীর প্রধান নায়করূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। 'উমারাতে তাঁহাকে আলেকজাণ্ডারের জ্ঞাতি ভ্রাতা বলা হইয়াছে; একই সময় একই অবস্থায় উভয়ে মাতৃগর্ভে আসেন এবং ভূমিষ্ঠ হন। ধারা বর্ণনা অনুসারে আব-ই-হ'ায়াতের সন্ধানে আলেকজাণ্ডার এবং খিদ্'র ভিন্ন ভিন্ন পথে গিয়াছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় খিদ্'রের সঙ্গে মাছটি ছিল। তিনি একটি অলৌকিক কূপ দেখিতে পাইলেন। সেই কূপের পানির স্পর্শে মাছটি জীবন লাভ করিল। অন্যান্য মতে মাছটির কোন উল্লেখ নাই। খিদ্'র কূপটি অন্য কোন চিহ্ন দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। অন্যান্য সূত্রে পাওয়া যায় খিদ্'র কূপটির গুণাগুণ না জানিয়াই উহাতে ডুব দিয়াছিলেন (যথাঃ আত'-ত'াবারী, ১খ, ৪১৪)। নিজ'ামীর এক বিবরণীতে পাওয়া যায়, খিদ্'র আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যান নাই; তিনি গিয়াছিলেন ইল্য়াসের সঙ্গে এবং দুইজনেই উহার পানি পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

খিদ্'র নামটির বর্ণনামূলক অর্থ স্পষ্ট। অনেকেই তাঁহার নাম বাল্য়া ইব্ন মাল্কান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আল-মাস'উদী (মুরূজ, ৩খ, ১৪৪) মালকানকে ক'াহ্'ত'ানের ভাই বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং এই কারণে দক্ষিণ 'আরবের কুণ্ঠিনামায় তাঁহাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। সম্ভবত মাল্কান এবং মালকাম (I Chronicles, viii. 9) একই ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দক্ষিণ 'আরবের একজন গোত্রপতি ছিলেন এবং বংশ-তালিকা অনুসারে তিনি ফালাগ্' ও 'আবিরের মাধ্যমে সাম-এর বংশধর বলিয়া পরিচিত (আত'-ত'াবারী, ed. de Goeje, ১খ, ৪১৫; আল-মাস'উদী, মুরূজ, ১খ, ৯২; আন-নাওয়াব'ী, মুসলিমের স'াহ'ীহ'-এর টীকায় ৫ : ১৩৫)। এই বাল্য়া শব্দটি হয়ত ইলিয়া শব্দের অপভ্রংশ এবং ইলিয়া সিরিয়া ভাষায় এলিজাহ (ইল্য়া) নামের রূপান্তর। পক্ষান্তরে এলিজাহ নামটি ইসলামী নামকরণ মতে ইল্য়াস এবং উহাই খিদ্'রের আসল নাম। তাঁহাকে এলিশাহ, জেরেমিয়া (তু. Gods words in Isaba, p. 887), খাদ্'রূন নামেও অভিহিত করা হয় (সম্পা. ঐ, আত'-ত'াবারী, ১খ, ৪১৫; আদ-দিয়ারবাক্রী, তা'রীখু'ল-খামীস, ১খ, ১০৬; and Faried-lander's Chadhirlegende, p, 333. under Chadhir)।

খিদ্'রের নাম, পরিচয়, বংশ-তালিকা এবং জীবনকালের বহু পরস্পরবিরোধী বিবরণ পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে সব কিছুর উল্লেখ সম্ভব নয় (দ্র. ইব্ন হ'াজার, ইস'াবাঃ, পৃ. ৮৮৩, ৮৮৭)।

প্রাচ্য দেশীয় পুস্তকে তাঁহার নামের বিভিন্ন তাৎপর্য বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি আব-ই-হ'ায়াতের ঝরনায় ডুব দিয়াছিলেন বলিয়া সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম খিদ্'র হইয়াছে (Ethiopic Alexander romance; তু. Friedlander, পূ. গ্র., p, 235 প.)। পূর্বেই বলা হইয়াছে, তিনি কোন এক দ্বীপে বাস করিতেন (আদ-দামীরী, পূ. গ্র., পৃ. ৩১৭); তিনি দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে গমন করিয়া আল্লাহ্র 'ইবাদাত করিতেন (আস'-সু'রী দ্র. Friedlander, পূ. গ্র., পৃ. ১৮৩; আছ'-ছ'া'আলাবী, পৃ. ১৯৭)। এই সব কারণে আল-খিদ্'রকে সমুদ্রের অধিবাসী বলা চলে। নিম্নোক্ত বিবরণসমূহও একই ইঙ্গিতবাহী। তাঁহাকে সমুদ্রগামী মানবের পৃষ্ঠপোষক বলা হয় (তা'রীখু'ল-খামীস, ১খ, ১০৭)। ঝড়-বৃষ্টি হইতে থাকিলে সিরিয়ার উপকূলে নাবিকেরা তাঁহার দোহাই দিয়া থাকেন। পাক-ভারত ও বাংলাদেশে তিনি দরিয়ার পীর খাওয়াজাঃ খিদ্'র (র.) বা খোয়াজ খিদ্'র বলিয়া পরিচিত এবং মাছের পিঠে সমাসীন থাকেন। Clermont-Ganneau এবং Friedlander খিদ্'র সম্পর্কিত আদি সূত্র নির্ণয়ের জন্য অনুরূপ উপাখ্যানটি বিবেচনা করিয়াছেন। Fried-lander এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়াছেন যে, গ্রীক Glaukos কাহিনী মুসলিমদের নিকট সিরীয় সূত্রের মাধ্যমে পৌঁছিয়াছে (পূ. গ্র., পৃ. ১০৭ প.)। কিন্তু আল-খিদ্'র এবং Glaukos-এর মধ্যে কোনই সম্পর্ক নাই এবং আমরা মধ্যবর্তী কোন সূত্রও সনাক্ত করিতে পারি না। তাহা ছাড়া ইহাতে খিদ্'রের একটি দিকমাত্র বুঝা যায়। বস্তুত খিদ্'রের ন্যায় একজন জটিলতাপূর্ণ ব্যক্তিকের

মূল ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করা ঠিক কিনা সে সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কারণ তাঁহার সহিত Utnapishtim, আলেক-জাণ্ডারের পাচক এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তির সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে।

অন্যান্য আরও বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই নামটির বহু 'আরবী ব্যাখ্যায় সমুদ্রের সহিত সম্পর্ক না দেখাইয়া বরং উদ্ভিদ জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। তিনি একখানা সাদা চামড়ার উপর বসিয়াছিলেন, আর উহা সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়াছিল (নাওয়াব'ী, স'হ'ীহ্ মুসলিমের, শারহ্', ৫খ, ১৩৫; আত্-ত'াবারী, তাফসীর ১৫ : ১৬৮)। আন-নাওয়াব'ী আরও বলিয়াছেন, এই চামড়াই ভূপৃষ্ঠের ত্বক। আদ-দিয়ার-বাক্‌রী (১ : ১০৬) আরও নিশ্চিত করিয়া বলিয়াছেন, "এই চামড়াই পৃথিবীর পৃষ্ঠ, তাহাতে ঘাস গজায় এবং নগ্নতার পরে সবুজের মেলা বসে।" 'উমারার মতে খিদ্‌রকে আব-ই-হ'ায়াতের ঝরনার নিকটে বলা হইয়াছিল, "আপনি খাদি'র, আপনার পদদ্বয় যেখানে তুমি স্পর্শ করিবে সেখানে পৃথিবী সবুজ হইয়া উঠিবে" (Friedlander, পূ. গ্র. পৃ. ১৪৫)। তিনি যেখানেই দাঁড়াইবেন বা স'ালাত আদায় করিবেন সেই স্থানই সজীব সবুজ হইবে (আন-নাওয়াব'ী, আর-রাযী, মাফাতীহ'ল-গ'ায়ব, ৪খ, ৩৩৬)।

খিদ্‌র চরিত্রে নানা বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা আরোপের ফলে তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামতের উদ্ভব হইয়াছে। তিনি যদি রাসূল হন (দ্র. ইস'াবাঃ, পৃ. ৮৮২) তাহা হইলে তিনি কোন কিতাব পাইয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে (আন-নাওয়াব'ী, পৃ. ১৩৫)। তাঁহার মানবীয়, স্বর্গীয়, পার্থিব এবং ফিরিশতাসুলভ গুণাবলী ছিল (আত্-ত'াবারী, ed. de Goeje ১খ, ৫৪৪, ৭১৮)। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ এবং সূ'ফীগণ তাঁহাকে ওয়ালী বলিয়া স্বীকার করেন। একটি সূ'ফী মত অনুসারে প্রতিটি যুগেই একজন খিদ্‌র আসেন, আর সেই যুগের ওয়ালীদের সরদার সেই খিদ্‌র (ইস'াবাঃ, পৃ. ৮৯১)। ওয়ালী হিসাবে খিদ্‌রের নিকট তিনবার আকুল আবেদন জানাইলে খিদ্‌র মানুষকে চুরি, পানিতে নিমজ্জন, অগ্নিদহন, রাজরোষ, শায়ত'ানী প্রভাব এবং সর্প-বৃশ্চিকের উৎপাত ও ভীতি হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন (তা'রীখু'ল-খামীস, ১খ, ১০৭; ইস'াবাঃ, পৃ. ৯০৩)। আকাশ, সমুদ্র এমন কি পৃথিবীর সর্বত্র তাঁহার ক্ষমতা কার্যকর। পানিতে তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা এবং যমীনে তিনি তাঁহার ওয়াকীল। তিনি ইচ্ছামত অদৃশ্য হইতে পারেন (Umara, Friedlander, পূ. গ্র., পৃ. ১৪৫); তিনি শূন্যে বিচরণ করেন; আলেকজান্ডারের বাঁধের উপর Elijah-এর সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁহার সঙ্গে একত্রে প্রতি বৎসর হাজ্জ করিতে মক্কা গমন করেন (ইস'াবাঃ, পৃ. ৯০৪ প.)। প্রতি শুক্রবার তিনি যামযাম কূপ হইতে এবং সুলায়মানের জলাশয় হইতে পানি পান করেন, "সিলোআ" কূপে ওযূ করিয়া থাকেন (তা'রীখু'ল-খামীস, ১খ, ১০৭; Friedlander, পূ. গ্র., পৃ. ১৪৮ প., ১৫১); তিনি মাটির তলদেশের পানির সন্ধান জানেন এবং দুনয়ার সমস্ত ভাষায় কথা বলিতে পারেন (al-Suri in Friedlander, p. 184)।

তাঁহার অমরত্বের কথা বিশেষ জোর দিয়া বলা হয় (তু' Ruckert's poem "Chidher"; Umara in Friedlander, পূ. গ্র., p. 145; আবূ হ'াতিম আস-সিজিস্তানী, কিতাব আল-মু'আম্মারীন, পৃ. ১; ইস'াবাঃ, পৃ. ৮৮৭ প. ৮৯২, ৮৯৫); ইব্‌ন হ'াজার খিদ্‌র ও মুহ'াম্মাদ (স')-এর সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বহু উক্তি করিয়াছেন (ইস'াবাঃ, পৃ. ৮৯৬ প.); পরবর্তীকালে বহু লোকের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে (দ্র. ঐ, পৃ. ৯০৮ প.); তাঁহার জন্য আসমান হইতে খাদ্য প্রেরিত হইয়াছে (দ্র. ঐ, পৃ. ৯১৯) ক'াদিসিয়ার যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন (দ্র. মুরূজু'য-য'াহাব, ৪খ, ২১৬)।

তিনি জেরুযালেমে বাস করেন। তিনি প্রতি শুক্রবার মক্কা, মদীনা, জেরুযালেম ও কু'বা' এবং মায়তুন পাহাড়ে স'ালাত আদায় করেন। তাঁহার খাবার হইতেছে কৃষ্ণাভ ছত্রাক এবং এক প্রকার জলজ শাক (তা'রীখু'ল-খামীস, ১০৭; ইস'াবাঃ, পৃ. ৮৮৯ প. ৯০৪)।

কু'রআন শারীফে হযরত মূসা (আ) ও "আল্লাহ্‌র বান্দা" সম্বন্ধে যে আখ্যানটি বর্ণিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য শুধু হযরত মূসা (আ)-কে কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রদান। আল্লাহ্ তা'আলা নবীদিগকে এরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং এইটুকুর জন্য সেই "আল্লাহ্‌র বান্দা"র নাম, গোত্র, তাঁহার অমরত্ব, বিবাহ, বাসস্থান ইত্যাদি বর্ণনার কোনই প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা কু'রআনে সেগুলির আভাষমাত্র দেন নাই। অবশ্য হ'াদীছ' দ্বারা আমরা কতকটা নিশ্চয়তার সহিত জানিতে পারি যে, তাঁহার নাম ছিল খিদ্‌র।

আধুনিক য়ুরোপীয় লেখকগণ যেহেতু (ক) কু'রআনকে ওয়াহ্'য়ি বলিয়া স্বীকার করেন না, (খ) কু'রআন হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর রচিত বলিয়া মনে করেন এবং (গ) তিনি য়াহূদী, খৃস্টান ও পৃথিবীতে প্রচলিত যাবতীয় ভাষায় ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, কিংবদন্তী, উপন্যাস, মহাকাব্য প্রভৃতি হইতে উপাদান লইয়া এই কু'রআন রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন—এইজন্য তাঁহারা কু'রআনে ও ইসলামে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ, নাম, অনুষ্ঠান এবং গল্পের (parables) মূল ঐ সকল উপাদানে সন্ধান করেন। এক্ষেত্রেও তাঁহারা ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই। অথচ প্রবন্ধটি আগাগোড়া পাঠ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এই উপাখ্যানটির যতটুকু অংশ কু'রআনে বর্ণিত হইয়াছে তাহা গিল্‌গামেশ্ মহাকাব্য, যু'ল-ক'ারনায়ন উপাখ্যান এবং য়াহূদী রেবাই যোসিওয়ার উপাখ্যান কোনটার সহিতই মিলে না। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই জানা উচিত যে, কু'রআনে যাহা বর্ণিত হইয়াছে পৃথিবীর অন্যত্র তাহা হুবহু অথবা পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। এরূপ গল্প প্রচলিত থাকিলেই যে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') সেগুলি পড়িয়া ও অনুবাদ করিয়া কু'রআনে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ইহার জন্য প্রমাণ থাকা প্রয়োজন। অথচ হযরত (স')-এর সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, তাঁহার নিজের শিক্ষা-দীক্ষা এবং স্বয়ং বিরোধীদের আচরণ এসবই ইহার প্রতিকূল।

আমাদের কতক মুফাস্‌সিরগণের প্রবণতা এই যে, অনেক ক্ষেত্রে কু'রআনের মূল উদ্দেশ্য অবহেলা করিয়া এইজন্য তাঁহারা প্রথমেই য়াহূদীদের কল্পকাহিনীকে সত্য মনে করিয়া তাহা হইতে নির্বিচারে উপাদান গ্রহণ করেন এবং তাফসীরের কলেবর বৃদ্ধি করেন। ইহাও আধুনিক য়ুরোপীয় লোকদের মতলব সিদ্ধির পথে যথেষ্ট সাহায্য করে। খিদ্‌র সম্বন্ধে কু'রআনোক্ত বর্ণনায় অতিরিক্ত যাহা কিছু তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা এই শ্রেণীর কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

খিদ্‌রের অমরত্ব, নুবুওওয়াত, দরিয়ার পীর "খোওয়াজ খিদি'র"-

এর কল্পনা প্রভৃতির সহিত কু'রআন ও স'াহ'ীহ' হ'াদীছে'র কোন সম্পর্ক নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কু'রআনের তাফসীরসমূহ, সূরা: ১৮ : ৬০—৮২ ; ২ : ২৫৯ ; ১১ : ৮৫ ; ২৭ : ৪০, এবং হ'াদীছ' ও ইতিহাসের পুস্তকসমূহ যাহা প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে ; (২) আছ'-ছা'আবী, কি'স'াস'ু'ল-আন্‌বিয়া', কায়রো ১২৯০ হি., পৃ. ১২৫, ১৯০ প. ; (৩) আদ্‌-দিয়ারবাক্‌রী, তারীখু'ল-খামীস, কায়রো ১২৮৩ হি., ১খ, ১০৬ প. ; (৪) ইব্‌ন হ'াজার, ইস'াবা:, কলিকাতা ১৮৫৬—৯৩ খৃ., পৃ. ৮৮২ প. ; (৫) আদ্‌-দামীরী, হ'ায়াতু'ল-হ'ায়াওয়ান, কায়রো ১২৭৪ হি., ১খ, ৩১৭ প. ; (৬) আন-নাওয়াব'ী, তাহ্‌য'ীবু'ল-আস্‌মা', সম্পা. Wustenfeld, p. 228 প. ; (৭) আবূ হ'াতি'ম আ'স্‌-সিজিস্‌তানী, কিতাবু'ল-মু'আম্‌মারীন, সম্পা. Goldziher, in Abh. zur arab. Philologie, ii, I ; (৮) আল-মাস'ঊদী, মুরূজু'য্‌-য'াহাব, সম্পা. প্যারিস, ৪খ, ২১৬ ; (৯) ফির্‌দাওসী, শাহ-নামা:, সম্পা. Mohl, v. 216 প. ; সম্পা. Macan, iii. 1340 ; (১০) নিজ'ামী, সিকান্দারনামা: (সিকান্দার কর্তৃক অমৃত বারি অন্বেষণ প্রসঙ্গে) Fr. Spiegel, Die Alexandersage bei den Orientalen, Leipzig 1851 ; (১১) Ethe, Alexanders Zug zum Lebensquell, in S. B. Bayr Ak. Wiss., 1871, p. 313-405 ; (১২) Clermont-Ganneau, Horus et Saint Georges d'apres un bas—relief inedit du Louvre, in Revue d'archeologie, vol. xxvii.—xxxiv. ; (১৩) S. I. Curtiss, Ursemit. Religion in Volksleben des heut. Orients, Leipzig 1903, register, দ্র. Chidr ; (১৪) Dyroff, Wer ist Chadhir ?, in ZB, 1892, vii. 319—327 ; (১৫) I. Friedlander, Zur Geschichte der Chadhirlegende, in AR, 1910, xiii, 92 প. ; (১৬) ঐ লেখক, Alexanders Zug nach dem Lebensquell und die Chadhirlegende, in AR, xiii. 161 প. ; (১৭) ঐ লেখক, Die Chadhirlegende und der Alexanderroman, Leipzig 1913 ; (১৮) M. Lidzbarski, Wer ist Chadhir ?, in ZA, 1892, vii. 104—116 ; (১৯) Noldeke, Beitrage zur Geschichte des Alexanderromans (Denkschr. Ak. Wien, xxxviii., No. 5 ; (২০) K. Vollers, Chidher, in AR, 1909, xii. 234—284 ; (২১) G. Zart, Chidher in Sage und Dichtung (Sammlung gemeinverst. wiss. Vortrage, No. 280, 1897) ; (২২) Weymann, Die athiopische und arabische Ubersetzung des Pseudokallisthenes, Kirchhain 1901 ; (২৩) R. Paret, Sirat Saif ibn Dhi Jazan, Hanover 1924, Index I, দ্র. ; (২৪) G. W. I. Drewes, Drie Javansche Goeroes, Leyden Diss. 1925, p. 56 প., 195 প.।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

খিয্'লান (خذلان) خـذـل ধাতু হইতে ক্রিয়া বিশেষ্য। ইহার অর্থ বিপদে বা অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করা। মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইহা এক পরিভাষা। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাহারও উপর হইতে তাঁহার করুণা বা সাহায্য উঠাইয়া লন তখন এই শব্দ শুধু তাঁহার সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়। ক'দার (দ্র.) সমস্যা যখন বিতর্কের সৃষ্টি হয় তখনই সর্বপ্রথম এই শব্দ সম্বন্ধেও বাদানুবাদের সূত্রপাত হয়। ৩ : ১৬০ আয়াত হইতেই এই ব্যাপারে আলোচনা শুরু হয়। যথা: "কিন্তু তিনি যদি তোমাদিগকে সাহায্য করা হইতে বিরত থাকেন (يخذلكم) তাহা হইলে তাঁহার পর কে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? সুতরাং বিশ্বাসিগণ আল্লাহ্‌তেই বিশ্বাস স্থাপন করুক।" এ সম্বন্ধে রাযী বলেন, "স'াহ'াবীগণ এই আয়াত হইতে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ঈমান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যের ফল, পক্ষান্তরে কুফ্‌র বা অবিশ্বাস তাঁহার খিয্'লানের ফল। উক্ত আয়াতটি ইহাই স্পষ্ট নির্দেশ করে যে, বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হাতে।"

ইব্‌ন হ'ায্‌ম আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন (৩ : ৫০০), "সুপথ প্রদর্শন এবং সাহায্য দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনকে সেই মঙ্গলের জন্য প্রস্তুত (تيسير) করিয়া দেন, যে মঙ্গলের জন্য তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে খিয্'লান দ্বারা তিনি ফাসিক'কে সেই অমঙ্গলের জন্য প্রস্তুত করিয়া দেন যে অমঙ্গলের জন্য সে সৃষ্ট হইয়াছে। আভিধানিক ব্যবহার, কু'রআন, যুক্তি, ফাক'ীহগণের এবং প্রাচীন হ'াদীছ' বর্ণনাকারী স'াহ'াবী, তাবি'ঈ ও তাব' তাবি'ঈদের, এমন কি সমগ্র মুসলিম সমাজের মনোভাব এ সম্বন্ধে অভিন্ন। শুধু কয়েকজন বিপথগামী যথা: আন-নাজ্'জ'াম, ছু'মামা:, আল-'আল্লাফ এবং আ'ল-জাহি'জ' ইহাতে দ্বিমত পোষণ করেন।" অতঃপর তিনি যুক্তি দেন: আল্লাহ্ মানুষকে দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তি দিয়াছেন, যথা: তাম্‌যীয (تمييز) (ভাল মন্দের পার্থক্য নির্ণয়কারী), "হাওয়া" (هوى প্রবৃত্তি, বাসনা) ; যখন আল্লাহ্ তা'আলা আত্মাকে রক্ষা করেন তখন তাময়ীয তাঁহার সাহায্যে প্রাধান্য লাভ করে ; কিন্তু যখন তিনি আত্মাকে পরিত্যাগ করেন (خذل) তখন প্রবৃত্তি শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহার অর্থই হইল বিপথগামী করা (اضلال)।

সুতরাং ইব্‌ন হ'ায্‌মের মতে খিয্'লান সৎ পথ প্রদর্শনের (هدى) এবং توفيق বা শক্তি প্রদানের বিপরীত ; সেই কারণে উহা বিপথগামী করার (اضلال) সমতুল্য। মু'তাযিলীগণ (ইব্‌ন হ'ায্‌ম-এর কথা দ্বারা যেমন পরিষ্কার বুঝা যায়) ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলার সুবিচারের সহিত বিরোধ দেখিতে পান। তাহাদের মতে আল্লাহ্ কখনই মানুষকে অসৎ কার্য করিতে তাড়না করেন না। সুতরাং তাঁহাদের পরিভাষায় খিয্'লানের অর্থ অনুগ্রহ দানে আল্লাহ্‌র অস্বীকৃতি। পক্ষান্তরে আশ্‌'আরীদের মতে খিয্'লানের অর্থ "অবাধ্যতা করার শক্তি সৃষ্টি করা।"

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফাখ্‌রু'দ-দীন আর-রাযী, মাফাতীহ'ু'ল-গ'ায়ব, ২খ, ২৯৬ ; (২) কাশ্‌শাফ ইস'তি'লাহ'াতি'ল-ফুনূন, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ., পৃ. ৪৪৯ ; (৩) De strijd over her dogma in den Islam, Leden 1875, p. 58 ; (৪) Wensinck, The Muslim Creed, p. 213.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/আ. ফা. মুহম্মদ আমসুদ্দীন

খিয়ার (خيار) ইচ্ছা, সাধারণভাবে কোন ঘোষণা প্রত্যাহার করিবার অধিকার, বিশেষভাবে এক পক্ষের কোন চুক্তিকে বাতিল অথবা বলবৎ করার অধিকার। এই অধিকার অবস্থা বিশেষে আইনত আপনা আপনি আসিতে পারে অথবা চুক্তির উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারেও হইতে পারে।

আইনত এই অধিকার বিক্রয় (এবং ভাড়া লওয়ার) ব্যাপারে ক্রেতার (বা ভাড়া গ্রহীতার) পক্ষে বস্তুটি দেখার (খিয়ার'র-রু'য়াঃ) সময়ই আইনে বর্তমান থাকে। ইহা বস্তুর ত্রুটি (خيار العيب) অথবা বাঞ্ছিত গুণের অভাব বা বিভ্রান্তি (خيار التغرير الفعلي) অথবা প্রতারণা (خيار الغبن) প্রভৃতির ক্ষেত্রেও বর্তায়। কোন কারিগরকে নিযুক্তির ব্যাপারে চুক্তিতে বিপরীত সিদ্ধান্ত করার অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ আইন আছে। সাধারণত ত্রুটি অথবা চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে উহা প্রত্যাহার করিবার পক্ষে আইন স্পষ্ট, যদিও উহাকে খিয়ার নামে অভিহিত করা হয় না। বিবাহ ভঙ্গের দাবীকেই প্রকৃতপক্ষে খিয়ার প্রয়োগ বলিয়া ধরা হয়। হ'নাফী আইন অনুসারে যদি কোন স্ত্রীলোককে তাহার পিতা বা দাদা ব্যতীত অপর কেহ তাহার বালিগ' হওয়ার পূর্বে বিবাহ দেয় তাহা হইলে বালিগ' হওয়ার পর বিবাহ বলবৎ রাখার অথবা ভঙ্গ করার অধিকার (خيار البلوغ) ঐ স্ত্রীলোকের থাকে (নিকাহ' দ্র.)। অনুমোদিত প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধেও এইরূপ আইনগত অধিকার আছে।

ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারে কোন পক্ষ, উভয় পক্ষ অথবা তৃতীয় পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই অধিকার (خيار الشرط) দেওয়া যায়। তাহা ছাড়া বিক্রয়ের ব্যাপারে ক্রেতাকে কতগুলি বস্তুর মধ্য হইতে পসন্দ করিবার অধিকার (خيار التعيين) এবং বিক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য প্রাপ্তিরও শর্ত (خيار النقد) বিদ্যমান থাকে।

এতদ্ব্যতীত কোন স্ত্রীলোককে তাহার স্বামী তালাকে'র অধিকার (تفويض الطلاق) দিলে তাহা প্রয়োগ করার অধিকারকেও খিয়ার বলা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Dimitroff, Asch-Schaibani, in MSQS, Vol. xii. 2nd Section, p. 60 প., (২) Hooper, The Civil Law of Palestine and Trans-Jordan, Vol. ii., p. 113 প.; (৩) G. Bergstrasser, Grundzuge des Islamischen Rechts, Berlin und Leipzig 1935, See Index; রায়' প্রবন্ধও দেখুন, (৪) হা'দীছ' ও ফিক্'হ্ গ্রন্থসমূহের খিয়ার অধ্যায় দ্র.।

J. Schacht (S.E.I.)/আ. কা. মুহ'ম্মদ আদমুদ্দীন

খিরকা'ঃ (خرقة) 'বস্ত্রখণ্ড', সূ'ফীর মোটা পশমী আলখাল্লা বা লম্বা ঢিলা জামা। কারণ ইহা প্রথমে কাপড়ের টুকরা জোড়া দিয়া প্রস্তুত হইত (প্রতিশব্দ মুরাক্'কা'আঃ)। হুজ্বী'রী বলেন, অভ্যন্তরীণ প্রবণতাই (হা'কা') সূ'ফীর প্রকৃত পরিচয়, তাঁহার বাহ্যিক পোশাক (খিরকা'ঃ) নহে। খিরকা'ঃ সূ'ফী কর্তৃক ফাক'রী (দারিদ্র্য) অবলম্বনের বাহ্যিক চিহ্ন। প্রথমে ইহা সাধারণত নীল রংয়ের ছিল, কারণ উহাই শোক-বস্ত্রের রং ছিল। কোন কোন সূ'ফী অবশ্য বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধানের বিরোধী। তাঁহারা বলেন, যদি আল্লাহ্‌র জন্যই এই প্রকার বৈশিষ্ট্যমূলক বস্ত্র পরিধান করিতে হয় তবে তাহা অনাবশ্যক, কারণ এই পোশাকের ভিতর কি আছে তাহা আল্লাহ্ তা'আলা উত্তমরূপেই অবগত। আর যদি উহা মানুষের জন্য হয় তাহা হইলে নিম্নোক্ত সমস্যা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না : দরবেশ যদি সত্যিকারের ধর্মসাধক হন তবে উহা নিছক বাহ্যাড়ম্বর কিংবা দরবেশী যদি ভান হয় তবে উহা কপটতা। যাহাই হউক, এই পার্থক্যমূলক পোশাক মোটামুটি গৃহীত হইয়াছে। শিক্ষানবীস তাহার তিন বৎসর শিক্ষানবীসী কাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে এই পোশাক পাইতে পারে না। পীর কর্তৃক মুরীদকে খিরকা'ঃ প্রদান একটি অনুষ্ঠান। সুহরাওয়ারদী তাঁহার 'আওয়ারিফু'ল-মা'আরিফ গ্রন্থে বলেন, "এই পোশাক পরিধান সত্যের পথে সূ'ফীর প্রবেশ লাভ করার, অতীন্দ্রিয় জগতে তাহার অনুপ্রবেশের এবং সে যে আত্মত্যাগের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে নিজকে তাহার পীরের হস্তে সমর্পণ করিতেছে তাহারই বাহ্য ও দৃশ্যমান লক্ষণ।" দুই প্রকারের খিরকা'ঃ আছে : প্রধানত, খির্কা'তু'ল-ইরাদাঃ (সদিচ্ছার পোশাক)। ইহা গ্রহণের জন্য মুরীদকে তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয় এবং পীরের প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। দ্বিতীয়, খির্কা'তু'ত-তাবাররুক (আশীর্বাদের পোশাক)। পীর যাহাকে তাস'ওউফের পথে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত মনে করেন তাহাকেই এই খির্কা'ঃ প্রদান করেন, অনুষ্ঠানের তাৎপর্য অনধাবনের প্রয়োজন তাহাদের হয় না। প্রথমোক্ত খির্কাঃ স্বভাবতই দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্তরের। উহা সূ'ফী দলভুক্ত অন্যান্যদের মধ্য হইতে প্রকৃত সূ'ফীকে চিহ্নিত করিয়া দেয় (E. Blochet, Etudes sur l'esotetisme musulman. in Museon. X, 1909, p. 176 প.)।

রাসূল (স')-এর জুব্বাঃ খির্কা'ঃ-ই-শারীফ নামে তুরস্কে 'উছ'মানীয় সুলত'ানদের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ছিল বলিয়া দাবী করা হইত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-হুজ্ব'ইরী, কাশ্ফু'ল-মাহ্'জুব, (২) H. Thorning, Beitrage zur kenntnis des islam. Vereinswesens. (Turkische Bibliothek, xvi.), index, (৩) S. de Sacy, Pendnameh, p. Ixiii. in NE, xil. 305, (৪) Cl. Huart, Konia, la ville des derviches tourneurs, p. 204.

Cl. Huart (S.E.I.)/আ. কা. মুহ'ম্মদ আদমুদ্দীন

খুত্বা (خطبة ; খুত্'বাঃ) ভাষণ, পারিভাষিক অর্থে ধর্মোপদেশ, খাত'ব কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা। মুসলিমগণের ধর্মানুষ্ঠানে খুত্'বার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে, যেমন জুমু'আর সা'লাতে, দুই 'ঈদের সা'লাতে এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনা—যেমন চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সা'লাতে (সা'লাতু'ল-ইস্তিস্কা'), জুমু'আর সা'লাতে ইহা সা'লাতের পূর্বে দেওয়া হয়। প্রাথমিক যুগের শাফি'ঈ 'আলিম আশ্-শীরাযী (তানবীহ, সম্পা. Juynboll, p. 40) খুত্'বার নিয়মাবলী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :

(ক) জুমু'আর সা'লাত বৈধ বলিয়া গণ্য হইবার একটি শর্ত হইল যে, দুইটি খুত্'বাঃ দ্বারা ইহার সূচনা হইবে। খুত্'বাঃ দুইটির বৈধতার শর্ত হইতেছে : খাত'ব উযূ, প্রয়োজনে গু'সল দ্বারা পবিত্র হইবেন, তাঁহার পোশাক সুন্নাহ্ মুতাবিক হইবে, তিনি দুইটি খুত্'বাঃ দণ্ডায়মান হইয়া প্রদান করিবেন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কিয়ৎকাল বসিবেন এবং জুমু'আর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তি শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন। আর খুত্'বাঃ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় হইল : আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তন, দরূদ, উভয় খুত্'বার মুসলিমগণের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ, মুসলমানদের জন্য দু'আ', প্রথম খুত্'বার অথবা কাহারও মতে উভয় খুত্'বার কু'রআন হইতে কিয়দংশ পাঠ করা। খাত'বের

জন্য সুন্নাত হইল যে, তিনি মিম্বার অথবা অন্য কোন স্থানে দাঁড়াইবেন, শ্রোতৃবৃন্দের দিকে মুখ করিয়া তাহাদিগকে সালাম দিবেন, মু'আয্'যি'ন যতক্ষণ আয'ান উচ্চারণ করিবেন ততক্ষণ উপবিষ্ট থাকিবেন, ধনুক, তরবারি বা যষ্টির উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইবেন, শ্রোতৃবৃন্দের দিকে মুখোমুখি হইয়া থাকিবেন ; মুস'ল্লীদের জন্য দু'আ করিবেন এবং খুত্'বাঃ সংক্ষিপ্ত করিবেন।

(খ) উৎসবের ('ঈদের) দিনগুলিতে প্রদত্ত খুত্'বাঃ সম্বন্ধে উক্ত লেখক বলেন (পৃ. ৪২) যে, এইগুলি শুক্রবারের খুত্'বার অনুরূপ, শুধু তফাত এই যে, এক্ষেত্রে খাত'ীব স'লাতের পর খুত্'বাঃ দিবেন। তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে 'ঈদু'ল-ফিত্'রের খুত্'বায় সি'য়াম ও ফিত্'রাঃ সম্বন্ধে এবং 'ঈদু'ল-আদ্'হ'ার খুত্'বায় কুরবানী সম্বন্ধে উপদেশ দান করিবেন। খুত্'বাঃ বসিয়া পাঠ করাও তাঁহার জন্য জাইয। গ্রহণের স'লাত উপলক্ষে প্রদত্ত খুত'বাঃ সম্বন্ধে আশ-শীরাযী বলেন (পৃ. ৪৩) যে, খাত'ীব শ্রোতৃবৃন্দকে আল্লাহ্কে ভয় করিতে শিক্ষা দিবেন। অনাবৃষ্টির স'লাত উপলক্ষে প্রদত্ত খুত্'বার প্রথমটিতে তিনি নয়বার এবং দ্বিতীয়টিতে সাতবার আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। এতদ্ব্যতীত তিনি রাসূল (স')-এর নামে কয়েক বার দরূদ পড়িবেন, কয়েক বার ইস্তিগ'ফা'র পড়িবেন, ৬৬ : ৯ আয়াত আবৃত্তি করিবেন এবং হস্ত উত্তোলন পূর্বক দু'আ' মুহ'ম্মাদী (ইহা শীরাযী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন) পড়িবেন। তিনি দ্বিতীয় খুত'বার মধ্যস্থানে কি'ব্লাঃমুখী হইয়া তাঁহার চাদরের অবস্থান বদলাইবেন অর্থাৎ উহার ডান দিক বামে ও বাম দিক ডানে এবং উপর দিক নীচে দিবেন। রাসূল (স')-এর নির্দেশ অনুযায়ী খুত্'বাঃ জুমু'আর স'লাতের পূর্বে পড়া হয় এবং 'ঈদ ও অন্যান্য বিশেষ স'লাতের পরে পড়া হয়। মুসলমান-দের জন্য দু'আ' (দু'আ' লি'ল-মুসলিমীন)-এর ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য হইল যে, জুমু'আর স'লাতের খুত্'বায় শাসনকর্তার নামোল্লেখ করার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। বিশেষত রাজনীতিক অব্যবস্থার সময়ে এই প্রথার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইত। দু'আ'য় উল্লিখিত শাসনকর্তার নাম হইতে ইমামের রাজনীতিক মত বা দলীয় অন্তর্ভুক্তির কথা জানা যাইত। আইন অনুসারে শাসনকর্তার নামোল্লেখ করা প্রয়োজনীয় না হইলেও এইরূপ পরিস্থিতিতে কোন ইমাম শাসনকর্তার নামোল্লেখ না করিলে শাসনকর্তার সন্দেহভাজন হইতেন। যে সমস্ত দেশে মুসলিমগণ অমুসলিম শাসনকর্তার অধীনে বাস করেন সেখানে খাত'ীব অমুসলিম শাসকের পার্থিব কল্যাণের জন্যও দু'আ' করিলে অন্য মুসলিমগণের সন্দেহভাজন হইতে পারেন (তু. Snouck Hurgronje, Islam und Phonograph, in Verspr. Geschr., ii., 430 প., do. Mr. L.W. C. van den Berg's beoefoning van het mohammedaansche recht, in Verspr. Geschriften, ii. 214 প.)।

ফাক'ীহগণ কর্তৃক নির্ধারিত খুত্'বার বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি বিবরণ হ'াদীছে'ও পাওয়া যায়। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') খুত্'বার প্রারম্ভে হ'াম্দ ও স'লাত-এর পরে বলিতেন, "আম্মা বা'দ" (أما بعد) (বুখারী, জুমু'আঃ, বাব ২৯)। হ'ামদালার (মুসলিম, জুমু'আঃ, হ'াদীছ' ৪৪, ৪৫) সঙ্গে সঙ্গে শাহাদাতও পড়া হয় (আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ২ : ৩০২, ৩৪৩, "শাহাদাতবিহীন খুত্'বাঃ একটি কর্তিত হস্তের ন্যায়")। বহু সংখ্যক হ'াদীছে' বলা হইয়াছে যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') খুত্'বায় কু'রআনের অংশ পাঠ করিতেন (দ্র. মুসলিম, জুমু'আঃ, হ'াদীছ' ৪৯—৫২, আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৫খ, ৮৬ প., ৮৮, ৯৩)। "তোমরা স'লাত দীর্ঘ কর এবং খুত্'বাঃ ছোট কর" (মুসলিম, জুমু'আঃ, হ'াদীছ' ৪৭)—হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর এই কথা অনুযায়ী খুত্'বাঃ ছোট হওয়া উচিত। যে উদ্দেশ্যে স'লাত আদায় হইতেছে খুত্'বাঃও সেই উদ্দেশ্যমূলক হইবে (ক'াস্'দান্, মুসলিম, জুমু'আঃ, হ'াদীছ ৪৯)। শ্রোতৃবৃন্দ নীরব এবং শান্ত থাকিবে ("যে তাহার পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিকে বলে "শোন" সেও একটি নিরর্থক কথা বলে", বুখারী, জুমু'আঃ, বাব ৩৬)। খাত'ীব দুই খুত্'বাঃ দাঁড়াইয়া দিবেন এবং মধ্যবর্তী সময়ে বসিবেন। ইহা হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত (বুখারী, জুমু'আঃ, বাব ২৭ ; মুসলিম, জুমু'আঃ, হ'াদীছ' ৩৩—৩৫ ; আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ২খ, ৩৫, ৯১, ৯৮)। আয'ানের সময় তিনি মিম্বরের উপর বসিয়া থাকিতেন যখন তিনি (স'লাতের জন্য) নামিয়া আসিতেন তখন ইক'ামাঃ বলা হইত। আবূ বাক্র (রা), 'উমার (রা) কর্তৃক এই ক্রম প্রণালী রক্ষিত হইয়াছিল (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৩খ, ৪৪৯)।

কু'রআনে খুত্'বাঃ পদ অথবা ইহার ক্রিয়াবাচক শব্দ খাত'াবা কোথাও পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কু'রআনে যেখানে (৬২ : ৯—১১) জুমু'আর স'লাত ত্যাগ না করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেখানেও শুধু স'লাতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু খুত্'বাঃ সম্বন্ধে এই নীরবতা হইতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সময়ের খুত্'বাঃ উপাসনা ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল না—ইহা মনে করা ভুল হইবে। হ'াদীছ' হইতে জানা যায় যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর খুত্'বাঃসমূহের সহিত পরবর্তী যুগের গতানুগতিক খুত্'বাঃসমূহের অল্পই সাদৃশ্য আছে (দ্র. আবূ দাউদ, কিতাবু'দ-দিয়াঃ, বাব ৩ ; আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৩খ, ৫৬ ইত্যাদি ; মুসলিম, 'ঈদায়ন, হ'াদীছ' ৯ ; ঐ, জুমু'আর হ'াদীছ', ৫৪—৬০)।

এই সমস্ত হ'াদীছ' হইতে অন্তত পক্ষে ইহার নিশ্চিত ধারণা করা যাইতে পারে যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর জীবদ্দশায় শেষভাগেই জুমু'আঃ ও দুই 'ঈদের স'লাতের সুনির্দিষ্ট নিয়ম গড়িয়া উঠিয়াছিল।

মদীনায় হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খুত্'বাঃ ইব্ন ইস্হ'াকে'র সীরাঃতে (ed. Wustenfeld, p. 340) লিপি-বদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার শেষ খুত্'বাঃ বুখারীর কিতাবে (স'াহ'ীহ', জুমু'আঃ, বাব ২৯) পাওয়া যায়। বক্তৃতা দানকালে তাঁহার ভাবা-বেগের বিবরণ পাওয়া যায় মুসলিম, জুমু'আঃ, হ'াদীছ' ৪৩-এ। (দুই খুত্'বার ইংরেজী অনুবাদসহ জুমু'আ'র স'লাতের সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় Lane, Manners and Customs, ch. iii Religion and Laws পুস্তকে)।

Berhn-এর staatsbibliothek পুস্তকাগারে হযরত 'আলীর নামে প্রচলিত একটি খুত্'বাঃ সংগ্রহ রক্ষিত আছে। ইহাতে আলিফ অক্ষর বর্জিত একটি খুত্'বাঃও আছে।

খাত'ীবের পদ যখন একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যাপারে পরিণত হইল তখন লিপি-শিল্পিগণের হাতে চারুলিপির যে সম্বন্ধে ছিল খাত'ীবগণের হাতে খুত্'বার অবস্থাও তাহাই হইল। লিপি-শিল্পী তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ করিতেন লিপির মাধ্যমে এবং খাত'ীব তাহা প্রকাশ করিতেন ছন্দোবদ্ধ গদ্যে। প্রায়ই খুত্'বাঃসমূহ

মাসের ক্রমানুযায়ী সাজান হয়, যেমন প্রতি মাসের জন্য চারিটি খুত্'বাঃ এবং দুই 'ঈদের জন্য খুত্'বাঃ এবং রাসূল (স')-এর জন্মদিনের জন্য একটি এবং মি'রাজের জন্য একটি (দ্র. Ahlwardt, Verzeichnis der arab. Hss., iii., p. 437)।

ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কোন কোন মসজিদে খুত্-বার কিয়দংশ 'আরবীর পরে স্থানীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়। খুত্'বাঃ সম্বন্ধে হ'াদীছ'গুলি অধ্যয়ন করিলে নিশ্চিত ধারণা জন্মে যে, (১) রাসূল (স') ও খলীফাগণ সাময়িক সমস্যাদি সম্বন্ধে মৌখিক খুত'বাঃ দিতেন। (২) তাঁহাদের কোনও দুইটি খুত্'বাই এক প্রকার নহে। মুসলিমগণ (৩) তাঁহাদের খুত্'বাঃ শ্রবণ করিয়া তাহা বুঝিয়াছেন ও তদনুসারে কাজও করিয়াছেন। (৪) তাঁহাদের সময় যেহেতু সকল মুসলিম 'আরবী বুঝিত তাই 'আরবীতেই খুত্'বাঃ দেওয়া হইত। এইজন্য দেশের আধুনিক 'উলামা সম্প্রদায় মনে করেন যে, খুত্'বার উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে খুত্'বার, অন্তত উপদেশের অংশটি শ্রোতার বোধগম্য স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ হওয়া সমুচিত এবং বর্তমানে গতানুগতিকভাবে যে লিখিত খুত্'বাঃ পাঠ করা হয় তাহা সুন্নাহ্সম্মত না হইলেও জাইয। রক্ষণশীল 'আলিমগণের মতে খুত'বায় 'আরবী ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Juynboll, Handleiding tot de kennis van de Moh. Wet, Leiden 1925, p. 71 প.; 109 প.; (২) শায়খ্ নিজ'াম, আল্-ফাতাওা' আল্-'আলামগীরিয়্যাঃ, কলিকাতা, ১৮২৮ খৃ., ১খ, ২০৫ প., ২১০ প., ২১৪ প.; (৩) আল্ মুহ'াক্কি'ক্' আবু'ল-ক'াসিম আল-হি'ল্লী, কিতাব শারাই' আল-ইসলাম, কলিকাতা ১৮৯৩ খৃ., ১খ, ৪৪, ৪৮; (৪) C. H. Becker Islamstudien, ১খ, ৪৫০ প., ৪৭২ প.; (৫) E. Mittwocth, Zur Entstehungsgeschichte des islamischen Gebets und kultus in Abh. Pr. Ak. W., 1913, No. 2; (৬) Brockelmann, GAL, i. 92; Supp. i. 149; (৭) আবু'ত-ত'য়্যিব স'াদিক' আল-বুখারী, আল-মাও'ইজ'া'ল-হ'াসানাঃ বিমা য়ুখ্ত'াব ফী শুহুরি'স-সানাঃ, ভূপাল ১২৯৫ হি.; (৮) হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহে জুমু'আঃ ও 'ঈদায়নের অধ্যায়সমূহ।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ রিয়াউর রহীম

খুবায়ব ইব্ন 'আদী আল-আনস'ারী (রা) (خبيب بن عدى الانصارى) ইসলামের প্রথম শহীদগণের অন্যতম। বর্ণনাসমূহের মাধ্যমে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে যে সাধারণ ও প্রধান বিষয়গুলি জানা যায় তাহা এই ঃ উহ'দ যুদ্ধের কিছুদিন পর রাসূল (স') ১০ জন সাহ'াবীর একটি ক্ষুদ্র দলকে কাফিরদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা মক্কা এবং 'উস্ফানের মধ্যবর্তী আর-রাজী' নামক স্থানে হযায়ল গোত্রীয় ১০০ (বা ২০০) জন লিহ্য়ানী কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। এই ক্ষুদ্র দলের অধিনায়ক 'আসি'ম ইব্ন ছ'াবিত আল-আন্সারী (রা) (অন্য মতে আল-মারছাদ) আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মত হন। তিনি ও অপর ছয়জন সঙ্গী কাফিরদের সাথে বীরত্বের সহিত লড়িয়া শহীদ হন। খুবায়ব, যায়দ ইব্ন আদ-দাছি'নাঃ (রা) এবং তৃতীয় আর এক ব্যক্তি বন্দী হইলেন। শেষোক্ত ব্যক্তিও পরে নিহত হন। খুবায়ব ও যায়দ (রা) মক্কায় নীত হইলেন এবং সেখানে তাহাদিগকে বিক্রয় করা হইল। খুবায়ব (রা)-কে হ'ারিছ' ইব্ন 'আমির ইব্ন নাওফাল ইব্ন 'আবদ মানাফের উত্তরাধিকারীর হস্তে ন্যস্ত করা হয়। আল-হ'ারিছ'কে খুবায়ব (রা) বাদ্র যুদ্ধে হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তাহারা হ'ারাম (নিষিদ্ধ) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাঁহাকে হ'ারাম শারীফের বাহিরে আত-তান্'ঈম নামক স্থানে লইয়া গেল এবং সেখানে তাঁহাকে একটি খুঁটির সহিত বাঁধিয়া বর্শাঘাতে শহীদ করে। খুঁটির সহিত বাঁধিবার পূর্বে খুবায়ব দুই রাক্'আঃ স'ালাত আদায়ের অনুমতি চাহেন। ইহা হইতেই শহীদের নিহত হইবার পূর্বে দুই রাক'আত স'ালাত আদায়ের প্রথা প্রচলিত হয়। স'ালাত আদায়ের পর খুঁটির সহিত বাঁধিলে তিনি দুইটি বায়ত পাঠ করেন। উহার অর্থ, "আমি যখন মুসলিমরূপে নিহত হইতেছি তখন আল্লাহ্র পথে আমি যে কাতেই শয়ন করি না কেন তাহার কোন পরোয়াই করি না। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ একত্র করিয়া তাহাতে করুণা বর্ষণ করিতে পারেন।" কবিতা আবৃত্তির পর তিনি যে কু'নূত পড়িয়াছিলেন তাহাও রক্ষিত আছে। তিনি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্ যেন ইহার প্রতিশোধ লন। সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল ইহাতে তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কথিত আছে যে, আবু সুফ্য়ান তাঁহার বালক পুত্র মু'আবি'য়াকে ঐ অভিসম্পাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ক্ষিপ্রতার সহিত মাটিতে চাপিয়া ধরে এবং সা'ঈদ ইব্ন আল-'আমির যখনই ঐ দৃশ্য স্মরণ করিত তখনই অজ্ঞান হইয়া পড়িত। স'াহ'ীহ' বুখারীতে আছে যে, খুবায়ব (রা) যখন হ'ারিছে'র গৃহে বন্দী ছিলেন তখন একদা ক্ষৌর-কার্যের জন্য হ'ারিছে'র কোন এক কন্যার নিকট হইতে ক্ষুর চাহিয়া লন। সেই সময় ঐ রমণীর একটি পুত্র তাহার অসতর্কতার ফলে খুবায়ব (রা)-এর নিকট গমন করে। তখন খুবায়ব (রা) তাহাকে তাঁহার উরুর উপর বসান। সেই সময় তাঁহার হাতে সেই ক্ষুরও ছিল। রমণী ব্যাপার দেখিয়া শিশুর অমঙ্গল আশঙ্কায় অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়ে। খুবায়ব (রা) ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে নিশ্চয়তা দিলেন যে, তাহার ভীতা হইবার কোনই কারণ নাই। তিনি শিশুর কোনই অনিষ্ট করিবেন না। ঐ রমণী পরে বলিতেন যে, খুবায়ব (রা)-এর ন্যায় ভদ্র ও শান্ত কয়েদী তিনি কখনও দেখেন নাই।

বন্দী অবস্থায় থাকাকালে দেখা যাইত যে, তিনি আঙ্গুর ভক্ষণ করিতেছেন। অথচ সে সময় আঙ্গুর মক্কা, ত'াইফ বা অন্য কোথাও পাওয়া যাইত না। তিনি বলিতেন—ইহা আল্লাহ্র দান, আল্লাহ্ তাঁহাকে উহা প্রদান করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বুখারী, জিহাদ, বাব ১৭০; (২) ত'াবারী, ১খ, ১৪৩৬ প.; (৩) ইস'াবাঃ, ১খ, ৮৬২; (৪) আহ্মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, মুহ্রীর অথবা আবূ হুরায়রা (রা)-এ হ'াদীছ', মুসনাদ, ২খ, ২১৪ প., ৩১০ প.; (৫) ইব্ন ইসহ'াকে'র বর্ণনা (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৬৩৮ প.); (৬) আল-ওয়াকি'দী, Tr. Wellhausen, p. 156 প. (তু. 226 প.); (৭) ইব্ন সা'দ, ২/১খ, ৩১ প., ৩/২খ., ৩৩ প.; (৮) আদ-দিয়ারবাক্রী, তা'রীখু'ল-খামীস, কায়রো ১২০৩, ১খ, ৪৫৪. প.; (৯) ইব্ন হ'াজার, ইস'াবাঃ, ১খ, ৮৬০ প.; (১০) ইব্ন আছ্'ীর, উসদু'ল-গ'াবাঃ, ২খ, ১১১ প.; (১১) Caetani, Annali dell' Islam. Anno 4, 7, 8; Anno 6. 2.; (১২) Wensinck, Hand-book, দ্র.।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/আ. কা. মুহম্মদ আদমুদ্দীন

খুররামিয়্যাঃ (خرمية) একটি সম্প্রদায় বিশেষের নাম। সাম্'আনীর মতে ফার্সী খুররাম শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি। খুর-

রাম শব্দের অর্থ প্রাহ্য বা গ্রহণীয়। যাহা কিছু এই সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হইত তাহাকেই তাহারা আইনসঙ্গত মনে করিত। এরূপ নীতি হইতেও শব্দটির উৎপত্তি হইতে পারে। আবার আরদাবীল জিলার অন্তর্গত খুর্রাম অঞ্চলেই এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল বিধায় এই স্থানের নাম হইতেও "খুররামিয়্যাঃ" নামের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। মাস্'উদীর মতে (মুরূজ, ৬খ, ১৮৬) ১৩৭/৭৫৫ সনে খুরাসানের আবূ মুসলিমের হত্যাকাণ্ডের পরেই খুর্রাম সম্প্রদায় প্রভাবশালী হইয়া উঠে। এই সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি আবূ মুসলিমের মৃত্যুকে বিশ্বাস করিতে অস্বীকার করে। তাহাদের মতে আবূ মুসলিম দুন্য়ায় ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবশ্যই প্রত্যাগমন করিবেন। কিন্তু সম্প্রদায়ের অপর অংশ তাঁহার মৃত্যুকে স্বীকার করিয়া তাঁহার কন্যা ফাতি'মাঃ-র নেতৃত্ব মানিয়া লয়। বিশ্বাসের এই ব্যতিক্রম হইতেই এই সম্প্রদায়ের মধ্যে "মুসলিমিয়্যাঃ" এবং "ফাতি'মিয়্যাঃ" মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হয়। খুরাসানের জনৈক সান্বায' আবূ মুসলিমের হত্যার প্রতিশোধে এক বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। কিন্তু সত্তর দিনের মধ্যেই এই বিদ্রোহ পর্যুদস্ত হয়। মা'মূনের শাসনকালে এই সম্প্রদায়ের পুনরাবির্ভাব ঘটে। খুর্রামিয়্যাঃ সম্প্রদায়ের বাবাক নামক জনৈক অনুসারী মা'মূনের শাসনকালে মুসলিম হ'কূমাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং আয'ারবায়জান এবং আর্রানের মধ্যবর্তী বায্'য্' নামক এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন করে। এই ঘাঁটিতে সে হি. ২০১ হইতে ২২৩ অব্দ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিতে সক্ষম হয়। অবশেষে মু'তাসি'মের জনৈক কর্মচারীর (নাম আফ্শীন) নেতৃত্বে তাহার এই দুর্গ অধিকৃত হয়। এই সংঘর্ষে খুর্রামিয়্যাঃ বাবাক নিজে ধৃত হইয়া সামার্রায় প্রেরিত হয়, সেখানে ভীষণ অত্যাচারের সঙ্গে তাহাকে হত্যা করা হয়; কিন্তু বিস্ময়কর ধৈর্যের সঙ্গে সে এই নির্যাতন সহ্য করিয়া মৃত্যুবরণ করে (আত-তানূখী, নিশ্ওয়ারু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, পৃ. ৭৫)। বাবাকের এক কন্যাকে মু'তাসি'মের হ'ারীমের অন্তর্ভুক্ত করা হয় (য়াকূ'ত, ইর্শাদু'ল-আরীব, ১ খ, ৩৬৯)। আবূ তাম্মাম এবং বুহ'তুরীর লিখিত বহু ক'াস'ীদায় এই দুর্গের বিজেতাদের ইসলামের খাদিম হিসাবে প্রশংসিত হইতে দেখা যায়। মাস'উদীর সময় (৩৩২ হি.) রায়, ইস্'ফাহান, আয'ারবায়জান, কারাজ, বুরূজ্ এবং মাসাবায'ান অঞ্চলসমূহে খুর্রামিয়্যাঃ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মাস্'উদী গ্রন্থ রচনার কিছুকাল পূর্বেই এই সম্প্রদায়ের করতলগত কয়েকটি দুর্গ 'আলী ইব্ন বুওয়ায়হি কর্তৃক আক্রান্ত হয় (মিস্কাওয়ায়হ, ১খ, ২৭৮)। ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরেও তীম এবং মুকরানের নিকটবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি ঘাঁটি খুর্রামিয়্যাঃদের অধিকারে ছিল। কিন্তু ও সমস্ত ঘাঁটিও তাহারা পরবর্তীকালে আদু'দু'দ-দাওলার প্রতিনিধি 'আবিদ ইব্ন 'আলীর হস্তে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয় (ঐ, ২ খ, ৩২১)।

খুর্রামিয়্যাঃ সম্প্রদায়ের অনুসৃত মতবাদসমূহের যে বিবরণী মুত'াহ্হার ইব্ন ত'াহির লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। মুত'াহ্হার ইব্ন ত'াহিরের উক্তি মতে, তিনি নিজে এই সম্প্রদায়ের অনুসারী মাসাবায'ান এবং মিহ্রিজান-ক'াস'াক' এই দুই জনের সঙ্গে তাহাদের নিজ বাসস্থানেই সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মুত'াহ্হার ইব্ন ত'াহিরের বিবরণীটি নিম্নরূপ (Livre de la creation, ed. Huart v. 30) : এই সম্প্রদায়টি বিভিন্ন উপ-সম্প্রদায় এবং শাখা-সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কিন্তু ইহাদের সকলেই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস পোষণ করে। অবশ্যই এই জন্মান্তর কিংবা দেহান্তরবাদের ব্যাপারে তাহারা মনে করে যে, প্রত্যাঙ্গতের নাম এবং দেহের পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। তাহাদের মতে পয়গ'াম্বারগণ নিজেদের ধর্মীয় বিধান ও বিশ্বাসে পৃথক হইলেও একই আত্মা কর্তৃক অনুপ্রাণিত এবং ঐশী বাণী অবিরাম নাযিল হইতে থাকে। খুর্রামিয়্যাঃগণ এইরূপও মনে করে যে, কোন ব্যক্তির ধর্মমত যাহাই হউক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সৎকাজের পুরস্কার এবং দুষ্কর্মের শাস্তিতে বিশ্বাসী ততক্ষণ সে অবশ্য সঠিক পথে আছে, এরূপ লোককে কোন প্রকারে অপদস্থ কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করার নীতি তাহারা সমর্থন করে না, যদি খুর্রামিয়্যাঃ সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি সাধনের কিংবা তাহাদের ধর্ম-ব্যবস্থাকে আক্রমণের প্রয়াস তাহারা না পায়। প্রকাশ্য বিদ্রোহ ব্যতীত রক্তপাতকেও তাহারা সযত্নে পরিহার করিয়া চলিবার চেষ্টা করে। আবূ মুসলিমকে তাহারা অত্যন্ত সম্মানের পাত্র হিসাবে গণ্য করে এবং তাহাকে হত্যা করিয়াছে এই অভিযোগে আল্-মান্সূ'রকে তাহারা অভিশপ্ত বলিয়া মনে করে। মাহ্দী ইব্ন ফীরূয আবূ মুসলিমের কন্যা ফাতি'মার বংশধর হওয়াতে খুর্রামিয়্যাঃগণ তাহার জন্য সর্বদাই আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। খুর্রামিয়্যাঃগণ তাহাদের সম্প্রদায়গত বিরোধাদির ব্যাপারে নিজেদের ইমামের শরণাপন্ন হয়। তাহাদের ইমামগণকে তাহারা ফারসী শব্দ 'ফিরিশতা" বলিয়া আখ্যায়িত করে। তাহাদের মতে এই ইমামগণ পর্যায়ক্রমে তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসেন। মদ ও মাদক পানীয়কে তাহারা সৌভাগ্যবহনকারী দ্রব্য হিসাবে গণ্য করে। আলো এবং অন্ধকারকে তাহারা তাহাদের ধর্ম ব্যবস্থার ভিত্তি বলিয়া মনে করে। আমরা মাসাবায'ান এবং মিহিরজ'ান-ক'াস'াকে' যে সমস্ত খুররাম-পন্থীদের সাক্ষাৎ লাভ করি তাহাদিগকে পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যেমন অত্যন্ত উৎসাহী দেখিতে পাইয়াছি, তেমনি তাহাদিগকে জনসাধারণের মন জয় করার জন্য বিভিন্ন প্রকার দয়া এবং সেবামূলক কার্যে রত হইতেও দেখিয়াছি। যৌন ব্যাপারে মেয়েদের সম্মতি থাকিলে তাহারা বাছ বিচারহীন যৌন সম্ভোগ অনুমোদন করিত। এ বিষয়ে তাহাদের মত এই যে, "কাহারও উপর কোন ক্ষতিকর কারণ না থাকিলে যে কোন স্বাভাবিক কামনা এবং তাহার ভোগকে অনুমোদন করা চলে।"

ইস্'ত'াখ্রীর (পৃ. ২০৩) রচনায়ও এই সম্প্রদায় সম্পর্কে অনুরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইস্'ত'াখ্রীর বিবরণটি নিম্নরূপ : গ্রামগুলিতে এই সম্প্রদায়ের মসজিদ দৃষ্ট হয়। তাহারা কু'র্আনও পাঠ করিয়া থাকে; তবুও বলা হয় যে, তাহারা কোন বিশেষ ধর্মমতকেই মানিয়া চলে না" (ইবাহ'াঃ)। সম্ভবত ইস্'ত'াখ্রীর এই বিবরণ রচনাকালে এই সম্প্রদায় ইমামাতের ব্যাপারে সুন্নী মতবাদের সহিত ঐকমত্য পোষণ করিত না। ইমামাতের প্রশ্নে তাহারা বিশ্বাস করিত যে, ইমামাত কেবল আবূ মুসলিমের বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরদিকে যৌন নির্বিচারের ব্যাপারটি যথার্থ হইলে উহাকে শী'আঃ সম্প্রদায়ের মুত্'আঃ-সদৃশ বলিয়া ভাবা চলে। ইহা ব্যতীত আবূ মুসলিম জীবিত রহিয়াছেন এবং তাহার কন্যাই কেবল তাহার আধ্যাত্মিক গুণাবলী উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিবে, এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও খুর্রামিয়্যাঃ সম্প্রদায় বিভিন্ন শী'আঃ সমাজের সমতুল্য ছিল। যেহেতু এই সম্প্রদায়ের অনুসারীদের মধ্যে বাবাক সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, এইজন্য তাহার মতবাদই বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। বস্তুত খুর্রামিয়্যাঃ বাবাকের

বিষয়ে ওয়াকি'দ ইব্ন 'আম্‌র আত-তামীমী একটি ঐতিহাসিক বিবরণী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ফিহ্‌রিস্ত গ্রন্থে এই বিবরণীর উদ্ধৃতি দৃষ্ট হয়। এই বিবরণী আসলে বাবাক সম্পর্কে কতগুলি উপাখ্যানের সঙ্কলন। Flugel এগুলির অনুবাদ করেন (Flugel : ZDMG. xxiii. 351 প.)। বাবাকের আবির্ভাব নামক এক পূর্বসূরি ছিল। ওয়াকি'দী এ ব্যাপারে ত'াবারীর সঙ্গে একমত। আল-বাগ'দাদী বলেন যে, বাবাকের অনুসারিগণ তাহাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে ইসলাম-পূর্ব যুগের একজন যুবরাজ বলিয়া মনে করিত; এই যুবরাজের নাম ছিল শার্‌ব'ীন এবং তাঁহার পিতা ছিলেন একজন যানূজ্ আর মাতা ছিলেন পারস্য-রাজের কন্যা। প্রকৃতপক্ষে আল-বাগ'দাদীর এই কাহিনী ইব্ন ইস্‌ফান্দিয়ারের বর্ণিত কাহিনীরই একটি ভিন্নরূপ বলিয়া অনুমিত হয়। (ইসফান্দিয়ারের অনুবাদ : E. G. Browne, পৃ. ২৩৭)। ইব্ন ইস্‌ফান্দিয়ারের কাহিনীটি এইরূপ : জনৈক শা্‌রব'ীন ইব্ন সুর্‌খাব প্রথম নিজেকে "পর্বতরাজির সম্রাট" বলিয়া ঘোষণা করে। ইস্‌ফান্দিয়ারের বর্ণনামতে পর্বতসমূহের শীর্ষদেশে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ এমন একটি ভোজোৎসবের আয়োজন করে যাহাতে অবাধ লাম্পট্য-লীলা চলিতে থাকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইসলামের অনুষ্ঠানসমূহকে তাহারা বাহ্যত মানিয়া চলে।

কিন্তু প্রাচীন পারসীয় মায্‌দাকীদের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক স্থাপনের যে চেষ্টা করা হয় তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না।

D. S. Margoliuth (S.E.I.)/সরদার ফজলুল করিম

খোজাহ্ (خوجه : খুজাঃ) ভারত উপমহাদেশীয় একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম। তাহাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসারে তাহারা পূর্বে নিম্ন সিন্ধু, কচ্ছ এবং গুজরাট অঞ্চলের লোহানা হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ঐ সমস্ত অঞ্চলে ও পশ্চিম ভারতের অন্যান্য স্থানে সেই সকল আদি হিন্দু সম্প্রদায় এখনও বহু সংখ্যায় বিদ্যমান। পারস্য দেশীয় ইস্‌মা'ঈলী প্রচারক পীর সা'দ্‌রু'দ-দীন কর্তৃক খোজাঃগণ ইস্‌মা'ঈলী শী'আঃ মতে দীক্ষিত হয়। পীর স্বয়ং তাহাদিগকে এই নাম দিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা মনে করে। ইহা একটি ফারসী শব্দ খাওয়াজাঃ; মূল হিন্দু শব্দ "ঠাকুর" বা "ঠাক্কর" শব্দের পরিবর্তে প্রবর্তিত হইয়াছিল। উভয় শব্দের অর্থই প্রভু। এই শব্দটি এখনও তাহাদের মধ্যে লোহানা ও খোজাঃদিগকে সম্বোধন করিতে ব্যবহৃত হয়, কারণ লোহানাগণকে ক্ষত্রিয় মনে করা হয়।

সে সময় ইরানে ইস্‌মা'ঈলীগণ নির্যাতিত হইত বলিয়া নব-দীক্ষিতগণ হয় বাহ্যত হিন্দুই থাকিত অথবা কঠোর তাকি'য়্যাঃ (দ্র.) অবলম্বন করিয়া ভান করিত যে, তাহারা সুন্নী অথবা ইছ্‌না 'আশারিয়্যাঃ। ইছ্‌না 'আশারিয়্যাঃ শী'আঃগণ বহু বিষয়ে প্রায় সুন্নীদের অনুরূপ হওয়ার কারণে ভারতের সুন্নী শাসকগণ তাহাদিগকে অপসন্দ করিতেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোজাঃদলের মধ্যে অনেক সময় তাহাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি পালন করিবার মত উপযুক্ত লোকও পাওয়া যাইত না। এইজন্য বিবাহ, জানাযাঃ প্রভৃতি কাজে সুন্নী 'আলিমদিগকে তাহারা আহ্বান করিত। বহু খোজাঃ তাহাদের দীক্ষার ধর্মেই থাকিয়া যাইত; কিন্তু কিছু সংখ্যক বিচ্ছিন্ন পরিবার ছদ্মবেশে যে সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিত, কালে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ হয় খাঁটি সুন্নী—নয় খাঁটি ইছ্‌না 'আশারিয়্যাঃ হইয়া যাইত। এই কারণে বর্তমানে তিন শ্রেণীর খোজাঃ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিযারী ইস্‌মা'ঈলী (ইহার পর তাহাদিগকে শুধু খোজাঃ বলা হইবে, কারণ সরকারী কাগজপত্রে ও সাধারণ সংবাদপত্রে তাহারাই খোজাঃ); ইহারা আগা খানের মুরীদ। দ্বিতীয়ত অল্প সংখ্যক সুন্নী খোজাঃও আছে; তাহাদের অধিকাংশই বোম্বাইয়ে বাস করে। তৃতীয়ত কয়েক সহস্র ইছ্‌না 'আশারিয়্যাঃ খোজাঃও রহিয়াছে। ইহারা প্রধানত বোম্বাই, করাচী ও যাঞ্জিবারে বাস করে। পরবর্তী দুই দল আগা খানের মুরীদ নহে।

এই তিন শ্রেণীর খোজাঃদের প্রত্যেক শ্রেণী তাহাদের অ-খোজাঃ সম-ধর্মাবলম্বিগণ হইতে কিছুটা পৃথক। এই পার্থক্য শুধু সেই সমস্ত ব্যাপারেই দেখা যায় যাহা তাহারা হিন্দু পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে লাভ করিয়াছে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ নিজেদেরকে হিন্দু বলিয়া ভান করার ফলে তাহাদের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। এই প্রথাগুলি সাধারণত বিবাহ ও দায়ভাগ সংক্রান্ত। ভারতের 'আদালতে আইনত এই প্রথাগুলি স্বীকৃত। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই প্রথাগুলি তাহাদের ধর্মের সহিত সম্পর্কিত নহে। ইস্‌মা'ঈলীদের ভারতীয় নিযারী শাখা ব্যতীত "খোজাঃদের ধর্ম" বা "খোজাঃ মতবাদ" বলিয়া কিছুই নাই (ইস্‌মা'ঈলিয়্যাঃ দ্র.)। অ-খোজাঃ কোন ব্যক্তি তাহাদের ধর্মে দীক্ষিত হইলে সে খোজাঃ হয় না, সে একজন নিযারী ইসমা'ঈলী হয়। খোজাঃ শুধু জন্মগত অধিকারেই খোজাঃ হয়। সে যদি ইস্‌মা'ঈলী বা ইসলাম ব্যতীত অপর কোন ধর্মমত গ্রহণ করে, সে আর ইসমা'ঈলী বা মুসলিম থাকে না, কিন্তু সে খোজাঃ থাকিয়া যায়। যদি কোন খোজাঃ কোন অ-খোজাঃ সম্প্রদায়ের কন্যা বিবাহ করে তাহা হইলে স্ত্রীলোকটি ইস্‌মা'ঈলী হইলেও বিবাহ সম্পর্ক দ্বারা খোজাঃ হয় না। তবে এই বিবাহের সন্তান-সন্ততি খোজাঃ বলিয়া স্বীকৃত হয়।

আগা খানের সকল মুরীদের প্রতি খোজাঃ নামটি প্রয়োগ করিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তাঁহার অ-ভারতীয় মুরীদগণই যে শুধু অ-খোজাঃ তাহা নহে, ভারত উপ-মহাদেশীয় নিযারী ইসমা'ঈলীদের মধ্যেও এমন সব বিভিন্ন দল আছে যাহারা ধর্ম-বিশ্বাসে, আচার-ব্যবহারে—এমন কি ভাষাতেও খোজাঃদের অনুরূপ হইলেও তাহারা খোজাঃ নহে। সিদ্ধপুরের মোমনা, গুজরাটের গুপ্তি (কুনবী)-গণ এবং পাঞ্জাবের শাম্‌সীগণ এই প্রকারের মুরীদ। ইরান, মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তান এবং সিরিয়া প্রভৃতি দেশের ইস্‌মা'ঈলীগণ শুধু ভারত উপমহাদেশীয় খোজাঃদের সহিত সম্পর্কশূন্য নহে; বরং খোজাঃদের ধর্মীয় সাহিত্যের সহিতও তাহাদের পরিচয় নাই। খোজাঃদের ধর্মীয় সাহিত্য সিন্ধী ও গুজরাটী ভাষায় লিখিত।

ইস্‌মা'ঈলী খোজাঃদের সঠিক সংখ্যা পাওয়া দুরূহ। কারণ তাহাদের সম্পর্কে সরকারী পরিসংখ্যান আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। ভারতীয় আদমশুমারী রিপোর্টে তাহাদের যে সংখ্যা দেওয়া হয় তাহা অনেকটা আজগুবি। খোজাঃদের প্রধান বাসস্থান হইল বোম্বাই, কচ্ছ, কাথিয়াওয়াড়, নিম্ন সিন্ধু, গুজরাট, যাঞ্জিবার ও পূর্ব আফ্রিকা। এতদ্ব্যতীত বড় বড় ব্যবসায় কেন্দ্রে—যথা : কলিকাতা, মাদ্রাজ, করাচী, রেঙ্গুন, ঢাকা এবং পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের অন্যান্য ছোটখাট শহরেও তাহারা বাস করে। সম্ভবত তাহাদের সংখ্যা দুই লক্ষের কিছু বেশী হইবে। পূর্বে খোজাঃদের বিভিন্ন দলের মধ্যে সম্প্রদায়গত বন্ধন দৃঢ় ছিল এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হইত। বর্তমানে এইরূপ বিবাহের দৃষ্টান্ত বিরল।

খোজাঃগণ ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হিসাবে অন্যান্য নিযারী ইসমা'ঈলী অপেক্ষা কৃষ্টিগতভাবে এবং সাংগঠনিক দিক দিয়া অনেক উন্নত। যে প্রদেশেই যথেষ্ট সংখ্যক খোজাঃ থাকে সেখানেই তাহাদের একটি সর্বোচ্চ কাউন্সিল বা পরিষদ থাকে। এই কাউন্সিল সাধারণত সম্প্রদায়ের মঙ্গল ও শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখে। তাহা ছাড়া যে সব ব্যাপারে শুধু খোজারাই জড়িত সেই সব ব্যাপারের বিচার-মীমাংসাও এই পরিষদ করিয়া থাকে। জিলাসমূহে ইস্মা'ঈলীদের জিলা পরিষদ আছে। তাহারা উর্ধ্বতন প্রাদেশিক পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। স্থানীয় প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র খোজাঃ সম্প্রদায় একটি জামা'আত খানাহ্ বা মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হয়। ইহার তত্ত্বাবধান করে একজন "মুখী" নামে অভিহিত এক শ্রেণীর ধর্মীয় নেতা এবং একজন কামাদি'য়া (উচ্চারণ কাম্‌রিয়া) বা হিসাব রক্ষক। স্থানীয় খোজাগণ নির্বাচনের মাধ্যমে ইহাদের নাম প্রস্তাব করে এবং জিলা পরিষদ অথবা সরাসরি আগা খান তাহাদের নিয়োগপত্র জারী করেন। পূর্বে খোজাগণ তাহাদের ধর্মমত ও সাহিত্য অতি সাবধানে গোপন রাখিত। এখন সময়ের পরিবর্তনে এই নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহাদের বহু গ্রন্থ গুজরাট ও সিন্ধী ভাষায় মুদ্রিত এবং প্রকাশ্যে বিক্রি হইতেছে। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই ইহাদের সাময়িক পত্রিকা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বোম্বাই-এর সাপ্তাহিক পত্রিকা (ইংরেজী বিভাগসহ গুজরাটি ভাষায়) "ইস্মা'ঈলী" বৃহত্তম। বোম্বাইয়ে আরও পত্রিকা আছে—যথা: "ইস্মা'ঈলী আফ্তাব," "ফিদাঈ" ইত্যাদি (সবই গুজরাটি ভাষায়)। পূর্ব আফ্রিকা হইতে কয়েকটি ইংরেজী পত্রিকাও প্রকাশিত হয় (Ismaili Voice ইত্যাদি)। আগা খান বা আকা খান একটি উপাধি। ইরানের প্রাথমিক যুগের কাজার বংশীয় শাহগণ সময় সময় এই উপাধি বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিতেন। যে ব্যক্তি বর্তমানে এই উপাধিতে সমগ্র বিশ্বে পরিচিত তিনি হইলেন শাহ্যাদাঃ কারীম আগা খান। পাকিস্তান, ভারত, ইরান, মধ্য এশিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের নিযারী ইস্মা'ঈলীগণ (ইস্মা'ঈলিয়্যাঃ দ্র.) তাঁহাকে ৪৯-তম ইমাম বলিয়া মান্য করে। তাঁহার বংশ-তালিকার জন্য "ইস্মা'ঈলিয়্যাঃ" প্রবন্ধ দ্র.। এই উপাধি সর্বপ্রথম তাঁহার প্রপিতামহ হাসান 'আলী শাহকে প্রদত্ত হয়; পারস্যের ফাতহ্ 'আলী শাহ কাজার ১৮৩৪ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে যুবক হাসান 'আলীকে আকা খান উপাধিতে ভূষিত করেন। যুবক আকা খানের সহিত শাহ তাঁহার এক কন্যারও বিবাহ দেন এবং তাঁহাকে কিরমান প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ফাতহ্ 'আলী শাহের উত্তরাধিকারী দুর্বল-চেতা মুহাম্মাদ শাহের রাজত্বকালে প্রধানমন্ত্রী হাজ্জী আকাসী-র ষড়যন্ত্রে যুবক আকা খান পদচ্যুত হন। তিনি ইস্পাহানের উত্তরে মাহাল্লাত-এ তাঁহার স্বীয় জমিদারীতে বাস করিতে যান। কিন্তু সেখানেও তিনি শান্তিতে বাস করিতে অক্ষম হন। পরিস্থিতি বিপজ্জনক দেখিয়া তিনি মক্কা গমনের সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহার গতিবিধিকে বিদ্রোহ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় এবং বহু কষ্টে আফগানিস্তান হইয়া ১৮৪২ খৃ.-এ সিন্ধুতে উপনীত হন। ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করার পর তিনি অবশেষে বোম্বাই প্রদেশে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। এখানেই তিনি ১৮৮১ খৃ.-এ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র 'আলী শাহ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ১৭ এপ্রিল, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে 'আলী শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার অষ্টম বর্ষীয় পুত্র সুলতান মুহাম্মাদ (জন্ম ২ নভেম্বর, ১৮৭৭ খৃ.) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তাঁহার মাতা বেগম 'আলী শাহ (শামসুল-মুলূক খানুম, ফাতহ্ 'আলী শাহ শাহ কাজারের পৌত্রী) কর্তৃক প্রতিপালিত হন। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে তিনি প্রথম য়ুরোপ গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া কিছুকাল ভারত ও আফ্রিকায় বাস করার পর তিনি পুনরায় য়ুরোপে যান। সেইখানেই তিনি সাধারণত বাস করিতেন, তবে প্রায় প্রত্যেক শীত ঋতুতেই তিনি ভারতে আগমন করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল, 'আলী শাহ ও সাদরুদ্দীন। তিনি কতগুলি গ্রন্থের প্রণেতা। উহার মধ্যে India in Transition গ্রন্থখানি (লণ্ডন ১৯১৮ খৃ.) সর্বাধিক পরিচিত। ১৯৫৭ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পৌত্র (জ্যেষ্ঠ পুত্র 'আলী শাহের পুত্র) শাহ্যাদাঃ কারীম আগা খান তাঁহার জীবিতকালের নির্দেশ অনুসারে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। বর্তমানে ইনিই নিযারী ইস্মা'ঈলীদের নেতা।

W. Ivanow (S.E.I.)/আ. কা. মুহম্মদ আদমুদ্দীন

গ

গওছ (غوث : গাওছ) গাওছ শব্দের অর্থ সাহায্য, মুক্তি। সূফী সাহিত্যে গাওছ কুত্‌বগণের বিশেষণাত্মক শব্দ। সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত দরবেশগণের প্রধানকে কুত্‌ব বলে। গাওছ তাঁহাকে তখনই বলা যায় যখন লোকের ধারণা জন্মে যে, তাঁহার সাহায্য চাহিলে পাওয়া যাইতে পারে। কুত্‌বগণের স্বভাব এইরূপ যে, বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহাদের সাহায্য কামনা করিলে সর্বদাই তাহা পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণভাবে বলিতে গেলে গাওছ কুত্‌বের পরবর্তী উর্ধ্বতন পর্যায়। কেহ কেহ অবশ্য বলেন যে, সূফীতত্ত্বের অনুক্রমধারায় গাওছ কুত্‌বদের নিকটতম পরবর্তী অধঃস্তন স্তর (দ্র. বাদাল)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জুরজানী, তা'রীফাত (কায়রো ১৩২১ হি.), পৃ. ১০৯; (২) Dict. of Techn. Terms, 141, 1091, 1167.

(৩) Lane's Lexicon দ্র., p. 2306a ; (৪) Hughes, Dict. of Islam, p. 139a ; (৫) হুজবীরী, কাশ্ফুল-মাহ্‌জূব, tr. Nicholson, p. 214 ; (৬) A. V. Kremer, Gesch. der. Herrschenden Ideen des Islams (1868), p. 172 প. ।

D. B. Macdonald (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

গনীমত (غنيمة : গানীমাঃ) আভিধানিক অর্থ "লব্ধ বস্তু"। ইসলামী পরিভাষায় অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া জয়ী হইলে শত্রুদের যাহা কিছু মুসলিমদের হস্তগত হয় তাহাকে গানীমাঃ বলা হয়।

গানীমাতের মাল সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের হস্তগত হয়। ঐ যুদ্ধে মুসলিমগণ মুশরিকদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র, উষ্ট্র, ঘোড়া প্রভৃতি অস্থাবর বস্তু লাভ করেন এবং মুশরিকদের সত্তরজন লোককে বন্দী করেন। তখন গানীমাত বণ্টন সম্পর্কে কুরআনের ৮ : ৪১ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। উহাতে বলা হয়, "তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কিছু গানীমাঃ হিসাবে লাভ করিয়াছ (মা গানিমতুম্) তাহার পাঁচ ভাগের একভাগ আল্লাহ্‌র, রাসূলের (স), (রাসূলের) নিকট-আত্মীয়দের, য়াতীমদের, নিঃসম্বলদের (মিস্‌কীনদের) ও পথচারী অভাবগ্রস্তদের জন্য।" এই বিধান অনুযায়ী রাসূল (স) বাদ্‌র যুদ্ধে লব্ধ অস্ত্রশস্ত্র, উট, ঘোড়া প্রভৃতির পাঁচভাগের চারিভাগ মুসলিম সেনাবাহিনীর লোকদের মধ্যে বণ্টন করেন এবং বাকী একভাগ উক্ত আয়াতের বিধান অনুসারে ব্যয় করেন। আর যুদ্ধ বন্দীগণও ঐ গানীমাতের অন্তর্ভুক্ত হইলেও রাসূল (স) ইসলামের স্বার্থের খাতিরে তাহাদিগকে অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেন। এই কারণে অধিকাংশ 'আলিম বলেন যে, অস্ত্রশস্ত্র, উট, ঘোড়া প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি এবং যুদ্ধবন্দী গানীমাতের অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে মুসলমানদের শত্রুদের অন্যতম বানূ নাদীর গোত্রের জমিজমা, ঘরবাড়ী আসবাব-পত্র প্রভৃতি স্থাবর-অস্থাবর যাহা কিছু বিনা যুদ্ধে মুসলিমদের হস্তগত হয় তাহাকে কুরআনের ৫৯ : ৬—৭ আয়াত দুইটিতে 'ফায়' (মা আফাআ আল্লাহ্) বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই কারণে অধিকাংশ 'আলিমের মতে (ক) বিনা যুদ্ধে লব্ধ সকল প্রকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিকে এবং (খ) যুদ্ধের ফলে লব্ধ স্থাবর সম্পত্তিকে (খায়বার যুদ্ধ) 'ফায়' বলা হয় (ফায় দ্র.)।

যে সকল মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীতে শরীক থাকেন তাঁহারা কার্যত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করুন আর নাই করুন তাঁহাদের সকলের মধ্যে গানীমাতের পাঁচভাগের চারিভাগ এইভাবে বণ্টন করা হইত যে, প্রত্যেক অশ্বারোহী প্রত্যেক পদাতিকের দুই গুণ পাইত (ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে অশ্বারোহীর জন্য তিনভাগ)। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ক্ষেত্রে কোন মুসলিম যে শত্রুকে যুদ্ধে হত্যা করিত তাহাকে ঐ নিহত শত্রুর অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম (সালাব্) দেওয়া হইত।

অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ সরকারী তহবিলে (বায়তুল-মালে) রাখা হইত এবং কুরআনের ৮ : ৪১ আয়াত অনুসারে রাসূল (স) উহা আল্লাহ্‌র নামে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয় নির্বাহার্থে ও আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে ব্যয় করিতেন।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পর খুলাফা' রাশিদাঃ ঐ পঞ্চমাংশকে ঐভাবেই ব্যয় করিতেন। হযরত আবূ বাক্‌র (রা) ও হযরত 'উমার (রা) ঐ পঞ্চমাংশকে পাঁচ ভাগ করিয়া রাসূল (স)-এর ভাগটি যুদ্ধের উপকরণ ক্রয়ে ব্যয় করিতেন এবং বাকী চারিভাগের একভাগ রাসূল (স)-এর নিকট-আত্মীয়দিগকে, একভাগ য়াতীমদিগকে, একভাগ মিস্‌কীনদিগকে ও একভাগ পথচারী অভাবগ্রস্তদিগকে দান করিতেন।

পরবর্তীকালে এই বণ্টন সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম শাফি'ঈ (র) ও ইমাম মালিকে (র)-এর মতে ঐ পঞ্চমাংশ পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া খুলাফা' রাশিদূনের যামানার যেভাবে ব্যয় করা হইত সেইভাবে ব্যয় করা হইবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে রাসূল (স)-এর ভাগ এবং তাঁহার নিকটাত্মীয়দের ভাগ রহিত ধরিয়া ঐ পঞ্চমাংশ তিন ভাগে বিভক্ত হইবে এবং ঐ তিন ভাগের একভাগ য়াতীমদিগকে, একভাগ মিস্‌কীনদিগকে ও একভাগ পথচারী অভাবগ্রস্তকে দেওয়া হইবে।

যুদ্ধবন্দীগণও গানীমাতের অন্তর্গত। মুসলিমগণ ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী যে সকল লোককে যুদ্ধে বন্দী করিয়া আনিতেন তাহাদের পাঁচ ভাগের চারিভাগকে নরনারী-শিশু নির্বিশেষে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। মুসলিম সৈন্যবাহিনী যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে তাহাদের অংশ পাইবার হক্‌দার হইলেও ঐ হাক্ক তাহাদের জন্য অবধারিত ছিল না। ইমাম ইচ্ছা করিলে যুদ্ধবন্দীদিগকে অন্য যে কোন প্রকারে কাজে লাগাইতে পারিতেন। মুসলিমগণের স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া মুক্তিপণের বিনিময়ে তাহাদিগকে মুক্তি দিতেও পারিতেন, বন্দী মুসলিমগণের সহিত তাহাদের বিনিময়ও করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের যুদ্ধক্ষমদিগকে হত্যাও করিতে পারিতেন।

অধিকাংশ মুসলিম 'আলিমের মতে গানীমাত বণ্টন ব্যবস্থার নিয়ম কানুন বিজিত দেশসমূহের ভূমি বিভাগ সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে ("ফায়" দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কুরআন, ৮ : ৪১ আয়াতের তাফসীর, তাফসীর গ্রন্থসমূহে এবং হাদীছ ও ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহে "জিহাদ" অধ্যায়গুলি ; (২) মাওয়ারদী, আল-আহ্‌কামুস-সুলতানিয়্যাঃ (ed. M. Engor Bonn 1853), p. 217, 226 প. ; (৩) আত-তাবারী, কিতাবু ইখ্‌তিলাফিল-ফুকাহা', ed. Schacht, Leiden, 1933, p. 68. প. ; (৪) F. F. Schmidt, Die Occupatio im islamischen Recht (Isl., i 300 প.), ; (৫) Th. W. Juynboll, Handbuch des islam. Gesetzes (Leyden 1910), 4th ed. (Datch), Leiden 1930, p. 344 প. ।

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

আল-গাযালী (الغزالى), তাঁহার পূর্ণ নাম আবূ হামিদ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আত-তূসী আশ-শাফি'ঈ (দ্র. JRAS, 1902, p. 18—22 and OM. XV, p. 58)। তিনি ছিলেন ইসলাম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তানায়ক এবং ধর্মশাস্ত্রবিদ।

১। **জীবন-চরিত :** ৪৫০/১০৫৮ সনে আল-গাযালী তূস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় তূস নগরেই। তিনি নায়সাবূর নগরে, বিশেষত ইমামুল-হারামায়ন আল-জুওয়ায়নীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল (৪৭৮/১০৮৫) পর্যন্ত আল-গাযালী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার মধ্যে সংশয়ের মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। সূফী পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবাধীন থাকিয়া সূফী ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করা সত্ত্বেও তখন সূফী মনোভাব তাঁহার মনে শিকড় গাড়িতে পারে নাই। তিনি 'আকাইদ এবং ফিক্‌হের সূক্ষ্ম বিষ-

য়াদি সম্পর্কে গবেষণা করিতে ভালবাসিতেন যখন তাঁহার বয়স বিশ বৎসরও হয় নাই। তিনি প্রথম যৌবনেই তাক্'লীদ (দ্র.) পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নায়সাবূর ত্যাগ করিয়া তিনি সালজূক ওয়াযীর নিজ'ামু'ল-মুল্ক-এর দরবারে আইনজ্ঞ 'আলিম হিসাবে অমাত্যপদ গ্রহণ করেন। এই পদে তিনি ৪৮৪/১০৯১ সাল পর্যন্ত বহাল ছিলেন। অতঃপর তিনি বাগদাদের নিজ'ামিয়্যাঃ মাদ্রাসায় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি শুধু ধর্ম-তত্ত্বে নয়, বরং নিশ্চিত জ্ঞানলাভের ব্যাপারে পুরাপুরি সংশয়বাদী হইয়া উঠেন। দর্শনশাস্ত্রে তিনি কোন দিনই সংশয়বাদ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বাগদাদে তিনি ফিক্'হ বিষয়ে অধ্যাপনা এবং পুস্তক প্রণয়ন করিতেন। তিনি তা'লীমীদের (বাতি'নীয়াঃ, ইমামিয়্যাঃ, ইসমা'ঈলিয়্যাঃ) বিরুদ্ধে (নিজ'ামু'ল-মুল্ক এবং মালিক শাহ্ উহাদের দ্বারা ৪৮৫/১০৯২ সালে নিহত হন) কয়েক-খানা বিতর্কমূলক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ধর্মীয় এবং বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন ব্যাপারে তিনি কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন এবং ৪৮৩ হইতে ৪৮৭ হি. (১০৯০-১০৯৪ খৃ.) পর্যন্ত সমসাময়িক বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেন। পরিশেষে তিনি সর্বান্তঃকরণে সূ'ফী সাধনার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। নিছক বুদ্ধিবৃত্তি তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। সূ'ফী সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি আল্লাহ্, নুবুওওয়াঃ এবং আখিরাত সম্পর্কীয় বিশ্বাসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন অথবা তাঁহার কথায়, আল্লাহ্ তাঁহাকে এই বিশ্বাসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিচার দিবসের ভয় তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল। ৪৮৮/১০৯৫ সালের রাজাব হইতে যু'ল-কা'দাঃ মাস পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্‌র ভয়-জনিত মানসিক পরিবর্তনের তীব্র বেদনা অনুভব করেন যাহাতে মানসিক ও শারীরিক বিপর্যয় ঘটে। অবশেষে যু'ল-কা'দাঃ মাসে পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিভাবানের মর্যাদা পরিত্যাগ করিয়া বাগদাদ নগর ছাড়িয়া তিনি দরবেশের বেশে বহির্গত হইলেন এবং সংসারত্যাগী ভ্রাম্যমাণ সাধকের জীবন গ্রহণ করিয়া আত্মার শান্তি এবং নিশ্চিত জ্ঞানের অনুসন্ধানে লিপ্ত হন। তিনি এই সাধনায় সাফল্য লাভে সমর্থ হন। তৎপর হইতে তিনি প্রয়োগবাদী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন যে, বুদ্ধিবৃত্তির উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপনের প্রবণতাকে বিনষ্ট করার কাজেই বুদ্ধিবৃত্তি প্রযুক্ত হওয়া উচিত এবং অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান। নিছক দর্শনাশ্রয়ী কোন ভিত্তি জ্ঞানের নাই। এই ব্যাপারে Hume-এর ন্যায় তাঁহার যুক্তিধারা ছিল বিশেষভাবে অনমনীয়। তাঁহার মতে—চিন্তাশ্রয়ী ধর্মতত্ত্ববিদগণের পদ্ধতির মধ্যেও কোন বুদ্ধিবৃত্তিক নিশ্চয়তা নাই, যদিও তাঁহাদের মতবাদ সত্য। "দূরকল্পী" যুক্তির সাহায্যে কোন দার্শনিক মতবাদ প্রমাণ করা যায় না। আল্লাহ্ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা খৃস্টানদের হৃদয়কে প্লাবিত করেন কেবলমাত্র সেই জ্ঞান দ্বারাই উহা উপলব্ধি করা যায়। এই ধরনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (معرفة) দ্বারাই নবীগণের নিকট অবতীর্ণ প্রত্যাদেশের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং যথার্থ 'আক'াইদ-তত্ত্ব নির্ধারণ করা যায়। তথাপি ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, গাযালীর চিন্তাধারা তাঁহার দার্শনিক অধ্যয়নও অনুসন্ধানের ফলে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার সাহচর্যে গ্রীক যুক্তিতর্কের রীতিপদ্ধতি অবশেষে মুসলিম চিন্তাজগতে স্বীকৃতি লাভ করে। আশ্'আরী যে কার্য অনেকটা অর্ধ-সচেতনভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন, গাযালী তাহা পূর্ণজ্ঞানে সমাপ্ত করিলেন। অধিকন্তু গ্রীক যুক্তিপ্রণালী ব্যবহার করিয়া তিনি স্বকীয় মৌলিকতা বলে একটি প্রায়োগিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রবিদগণ তাঁহার ভাবধারা কখনও কখনও বুঝিতে পারেন নাই এবং অনুসরণ করেন নাই। আল-মুন্কি'য মিনা'দ-দ'আলাল গ্রন্থে তিনি নিজে এ সম্বন্ধে যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। ব্যক্তিগতভাবে গাযালীর নিজের জন্য এবং ইসলামী চিন্তাধারার বিকাশের জন্য দর্শনের প্রয়োজন ছিল সুস্পষ্ট।

ফাখ্‌রু'ল-মুল্ক ৪৮৮/১০৯৫ সালে সালজূক শাসনকর্তা হইলেন। গাযালী স্বাভাবিক কর্মজীবন ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুসন্ধানে বহির্গত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বার্‌কিয়ারুক তাঁহার চাচা তুতুশকে হত্যা করেন। যে খলীফার দরবারে গাযালী (র) উচ্চপদে আসীন ছিলেন, সেই খলীফা তুতুশের পক্ষাবলম্বন করিলেন। ৪৯৯/১১০৫ সালে তিনি পুনরায় কর্মজীবনে প্রবেশ করিবার পূর্বেই ৪৯৮/১১০৪ সালে বার্‌কিয়ারুক মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রায় দুই বৎসর সিরিয়াতে অবসর জীবন যাপনের পর ৪৯০/১০৯৭ সালের শেষভাগে তিনি হ'াজ্জ করিতে যান। অতঃপর তিনি নয় বৎসর যাবৎ এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান। এই সময়ে মাঝে মাঝে তিনি পরিবার-পরিজনবর্গের সাহচর্যে আসিতেন এবং জাগতিক কাজকর্ম করিতেন। এই সময় তিনি ইহ্'য়াউ'ল-'উলূমি'দ-দীন এবং অন্যান্য কয়েকখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন, বাগদাদে প্রচার কার্য করেন এবং বাগদাদ ও দামিশ্‌কে "ইহ্'য়া" গ্রন্থের ভিত্তিতে অধ্যাপনা করেন। তদানীন্তন সুলত'ান তাঁহাকে নায়সাবূরের নিজ'ামিয়্যাঃ মাদরাসায় অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন (মুন্কি'য, ১৩০৩ সংস্করণ, পৃ. ৪২)। তিনি ৪৯৯/১১০৫ সালের যু'ল-ক'া'দাঃ মাসে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন। এই সময়ে প্রবল সংস্কার প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল এবং আল-গাযালী (র) স্বয়ং উহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি এমন একজন পরাক্রমশালী ধার্মিক শাসকের একান্ত প্রয়োজন উপলব্ধি করেন যাঁহার কর্তব্য হইবে নাস্তিকতা এবং অবিশ্বাস দূরীভূত করা। বার্‌কিয়ারুক'র ভ্রাতা মুহ'াম্মাদই ছিলেন দৃশ্যত এইরূপ শাসনকর্তা যিনি ৪৯৮/১১০৪ সালে সালজূক প্রধান হইলেন। ফারসী ভাষায় লিখিত কিতাব তিব্‌রু'ল-মাস্‌বূক যাহাতে রাজা-বাদশাহগণের জন্য নৈতিক নির্দেশাবলী বিবেচিত হইয়াছিল, এই মুহ'াম্মাদকে উদ্দেশ্য করিয়াই রচিত হইয়াছিল। গাযালীকে পুনরায় কর্মক্ষেত্রে আহ্বানের মূলে ছিল তাঁহার সাবেক পৃষ্ঠপোষক নিজ'ামু'ল-মুল্কের পুত্র ফাখ্‌রু'ল-মুল্কের প্রভাব। ইনি নায়সাবূরে খুরাসানের শাসনকর্তা সান্‌জারের মন্ত্রী ছিলেন। আল-গাযালী (র) দীর্ঘ দিন রাজদরবারে অবস্থান করেন নাই। নির্জনবাস ও ধ্যানসাধনার প্রতি গভীর আগ্রহ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি অতঃপর তূ'স নগরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কয়েকজন বিশেষ অনুরক্ত শিষ্যসহ নির্জনবাস আরম্ভ করিলেন, সেখানে একটি মাদ্‌রাসাঃ এবং একটি খানক'াহ-এর ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫০৫ হি. ১৪ জুমাদা'ল-ছ'ানিয়া/১১১১ খৃ. ১৯ ডিসেম্বর তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

২। তাঁহার মতবাদ এবং প্রভাব : তিনি ফিক্'হ-এর গঠন যুগের একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন 'আলিম ছিলেন। তিনি

ফিক্হ-এর কূটতর্কের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচার আরম্ভ করেন। কালাম সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ নীতিই অবলম্বন করেন এবং জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে বিন্যস্ত কতগুলি 'আকাইদ-সূত্রে পরিণত করার প্রবণতাকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করেন। তাঁহার মায্হাব-এর প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর অনুসরণে তিনি এই কাজে অগ্রসর হন। তিনি মুতাকাল্লিমগণের অসহিষ্ণুতারও নিন্দা করেন এবং প্রচার করেন যে, যাহারা ইসলামের মূল নীতিমালা স্বীকার করিয়া চলে তাহারা মু'মিন। তাক্রিক'ঃ নামক পুস্তকে তিনি ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ইলজাম (১৩০৩ সং, পৃ. ৩১, ৩২, ৫১, ৬২) এবং মুন্কিয' (১৩০৩ সং, পৃ. ৪২) নামক পুস্তকদ্বয়ে বলিয়াছেন যে, অজ্ঞ জনসাধারণের ধর্ম রক্ষায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সচেষ্ট থাকা উচিত। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন 'আলিম এবং জনপ্রিয় প্রচারকরূপে স্বীকৃতি লাভ করার কারণে তাঁহার সংস্কার নীতিগুলি কার্যকরী হইয়াছিল। তাঁহার প্রস্তাবিত নীতিগুলি তৎকালীন 'আলিমগণের ঐকমত (ইজ্মা') লাভ করিয়াছিল। তিনি শুধু সেই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও সংস্কারক হিসাবেই নয়, বরং সুষ্ঠু ভিত্তির উপর ইসলামের পুনঃস্থাপক হিসাবে মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। দর্শনকেও গাযালী প্রকাশ্যে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং দর্শনকে কেন্দ্র করিয়া যে রহস্যাবরণ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাকে নস্যাৎ করিয়াছিলেন। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, দর্শন নিছক একটি চিন্তাধারা, যে-কোন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ইহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম। অধিকন্তু তাঁহার মতে দর্শনের মাধ্যমে চরম ও পরম সত্তায় পৌঁছানো অসম্ভব এবং নিছক চিন্তাকে ভিত্তি করিয়া অধিবিদ্যা (metaphysics) গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাঁহার এই মতবাদ পরবর্তী আশ'আরী চিন্তাধারায় পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ লাভ করে। ইতিবাচক কর্মের ক্ষেত্রে তিনি আল-কু'শায়রীর কার্যক্রম জারি রাখিয়াছিলেন এবং সূফী মতবাদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে আল-গাযালী দ্বিতীয় নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; প্রথম নবযুগ সূচিত হইয়াছিল আল-আশ'আরী কর্তৃক মানৃতি'ক (যুক্তিবিদ্যা)-এর সাহায্যে 'আকা'ইদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টার মাধ্যমে। গাযালীর মতে, ধর্মীয় নিশ্চয়তার আদি ভিত্তি হইল আনন্দজনক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (ecstatic experience)। এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি নিজে এবং যাঁহারা "আরিফ" (যাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান লাভ ঘটিয়াছে; 'আরিফ শব্দটি মনে হয় gnostic-এর প্রতিশব্দ, তু. Bauer, Dogmatik al-Ghazali's, p. 35) তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, পূর্বসূরি মুসলিম (السلف)-গণের ধর্মীয় ধ্যানধারণা ছিল সত্যভিত্তিক। তাঁহারা আরো বুঝিতে পারেন কিরূপে ঐ সত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তিনি সেই সরল বিশ্বাসীদের যুগের দিকে উৎসুক চিত্তে ফিরিয়া তাকাইতেন। ফলে, তিনি কু'রআন এবং হাদীছে'র অনুধ্যান আরম্ভ করেন নূতন পরিদৃষ্টিতে এবং আল্লাহ্-প্রীতি এবং তাঁহার শাস্তির ভয়ের উদ্রেক করিয়া সনাতন ইসলামের প্রতি মানুষকে আহবান করিতে লাগিলেন। জনগণের মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় ধারণা সম্বন্ধে তাঁহার কিছুটা অসহিষ্ণুতা থাকিলেও তিনি ছিলেন উদারপন্থী, মুক্তজ্ঞান সাধনা এবং অনুসন্ধিৎসার উৎসাহদাতা। তিনি য়ুরোপীয় চিন্তাধারায় পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন এবং আধুনিকতম ভাবধারায় সে প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহার ভাবধারা য়ুরোপে প্রথমে অনুপ্রবেশ লাভ করে Ramon Martin-এর লিখিত Pugio Fidei পুস্তক মারফত। ইহা দ্বারা প্রথমে প্রভাবিত হন Thomas Aquinas এবং পরবর্তীকালে Pascal।

৩। আন্তরিকতা : তাঁহার সমসাময়িকগণও তাঁহার ধর্মীয় চেতনায় পরিবর্তনের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ছিলেন তর্কপ্রিয়, সন্দিগ্ধচিত্ত, ধর্মীয় বিষয়ে প্রগাঢ় 'আলিম ব্যক্তি এবং পরে হইলেন অনুপ্রেরণাদীপ্ত সূফী। তাঁহার যুক্তিতর্কে অভিভূত পরবর্তী দার্শনিকগণ কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, গাযালী (র)-এর ন্যায় একজন দর্শন-জ্ঞানী ব্যক্তি অন্তত প্রচ্ছন্নভাবে হইলেও দার্শনিক ব্যতীত আর কিছু হইতে পারেন। গাযালী (র)-এর রচনার মধ্যে তাঁহারা তাঁহাদের উক্ত ধারণার সমর্থন সন্ধান করিতে থাকেন। তাঁহার বিবিধ রচনাবলী তাঁহাদের এই সন্ধান কার্যে সহায়তা করিয়াছিল। (১) প্রথমত, তাঁহার রচিত 'আল-মাদ্নূন বিহী 'আলা গা'য়র আহ্লিহি" নামক একখানা পুস্তক। এই পুস্তকের নামের অর্থ "যাহারা যে গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে না তাহাদের নিকট তাহা গুপ্ত থাকিবে।" এই পুস্তকে অবিশ্বাসমূলক কোন ধর্মীয় মতবাদ স্থান পায় নাই। তাঁহার লিখিত আর একটি গ্রন্থ ইম্লা' তাঁহারই রচিত ইহ্'য়া' পুস্তকের বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রত্যুত্তর। এই পুস্তকে তিনি রাসূল (স) এবং সাহ'াবীগণের উদাহরণ উপস্থাপন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, কতিপয় বিশেষ ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি এবং ধর্মীয় ধারণার উন্নয়ন সাধারণ্যে প্রকাশ অসঙ্গত; কারণ তাহারা উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মীয় কার্যাবলীতে আস্থা হারাইয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবে (কায়রো ১৩১১ হি. ছাপা ইত্হাফু'স-সাদাঃ পুস্তকের হাশিয়ায় মুদ্রিত, পৃ. ৪৫, ১৫৯—১৬৪, ২২৫ প., ২৪৭ প.)। ব্যবহারিক রীতিনীতির অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় পাওয়া যায় তাঁহার লিখিত আরবা'ঈন নামক পুস্তকে (১৩২৮ হি. সং, পৃ. ২৫ প.); জাওয়াহির (১৩২৯ হি., সং, পৃ. ২৫ প. বিশেষত ৩০ প.) পুস্তকে তাঁহার রচিত পুস্তকাবলীর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সুশৃঙ্খল বিন্যাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। 'মিশকাত' (১৩২২ হি. সং, পৃ. ৫৪ প.) এবং "মীযানু'ল-'আমাল" (১৩২৮ হি. সং, পৃ. ২১২ প.) পুস্তকদ্বয় মায্হাব সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে। ঐ পুস্তকগুলিতে কোন মানুষ তাহার ধর্মবিশ্বাসের কতটুকু অপ্রকাশ্য রাখিবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এমন কি শাফি'ঈ (র) যিনি কালাম অস্বীকার করিয়াছেন, তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে, বিরুদ্ধবাদীর মুকাবিলায় ধর্মকে সমর্থন দানের জন্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে কালামশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। ইব্ন খালদূনের মতবাদও অনুরূপই ছিল, তবে সেই যুগে ইহার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইয়াছিল (ed. Quatr., iii. 43 ; de Slane, iii. 63); তখন ইহা শুধু ফার্দ' কিফায়াঃ ছিল, ফার্দ' 'আয়ন ছিল না এবং মূলত ইহার উদ্ভব ছিল আল-আশ্'আরীর "বিজ্ঞা কায়ক"-এর মতই। উচ্চতর ধর্মতত্ত্ব পরস্পর বিরোধী নহে; বরং ক্রমাগত উন্নততর পথে অগ্রসর হয় এবং সাধারণ ধর্মবিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। যে কোন যোগ্য ব্যক্তি প্রয়োজনবোধে ইহার সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য তৎপর হইতে পারে। পরিশেষে অবস্থার বিপাকে ইহা ইব্ন রুশ্দের "দ্বৈত সত্তা" মতবাদে পরিণত হইল। সত্যের যে বিভিন্ন রূপ ইসলাম স্বীকার করিয়াছে উহা তাহারই একটি বিশেষ দৃষ্টান্তমাত্র। (২) দ্বিতীয় প্রকারের রচনাতেও তাঁহারা অনুসন্ধান চালাইলেন। ধর্মীয় সত্যের

যে রূপটি গাযালী (রা) আবেগময় মুহূর্তে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই তিনি রূপকের ভাষায় প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সর্বদা প্রচার করিতেন যে, এমন সব ধারণা বিদ্যমান আছে যাহা যথাযথ পরিভাষার অভাবে ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার, তবে উহা চিত্রের অর্থাৎ রূপকের মাধ্যমে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। এই ধরনের প্রকাশ-ভঙ্গীকে যখন বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং উহাদিগকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে হুবহু প্রকাশ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তখনই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। তাই মিশ্‌কাত (পৃ. ৫৫)-এ রূপক বর্ণনায় সূর্যের ব্যবহার দেখিয়া ইব্‌ন রুশ্‌দ এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছিলেন যে, গাযালী হয়ত নিউ-প্লাটোনিক emanation (صدور) মতবাদ উপস্থাপন করিয়াছেন। ইহা আদৌ সত্য নহে। আল্লাহ্‌র সহিত পৃথিবীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার জন্য প্রায়ই গাযালী (র) এই রূপক ব্যবহার প্রয়োগ করিতেন। এই বিষয়ে এবং "মিশ্‌কাত" সম্বন্ধে W. H. T. Gairdner-এর তরজমা দ্র.। প্রধানত মুন্‌কি'য'-এর ভিত্তিতে J. Obermann মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গাযালী তাঁহার চিন্তাধারায় ইসলামী পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু A. Th. van Leeuwen এই ধারণার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি H. Kraemer-এর সিদ্ধান্ত অনুসরণে এবং "আক'া'ইদ" ও "তাহ'াফুত"-এর বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, গাযালী কোনদিনই ইসলামের মৌলিক ধারণা হইতে এতটুকু বিচ্যুত হন নাই।

৪। গাযালীর রচনাবলী : ইমাম গাযালী(র)-এর প্রণীত পুস্তকাদির মোট সংখ্যা এবং তাহাদের রচনা-পরম্পরা সম্বন্ধে অদ্যাপি আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ, রচনার সময়ের ত কথাই উঠে না (তু. Bouyges in the introduction to his ed. of Tahafut and Massignon, Recueil de textes, p. 93)। সায়্যিদ আল-মুর্তাদ'া-এর "ইত্'হাফু'স-সাদা" (ইহ্'য়া পুস্তকের ভাষ্য, ed. Cairo 1311, Vol. i. pp. 41-44) পুস্তকে সংযোজিত উপক্রমণিকাতে (সুব্‌কীর রচনাভিত্তিক) প্রদত্ত গাযালীর রচিত পুস্তকগুলির প্রায় পরিপূর্ণ একটি তালিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং Brockelmann (GAL[2], i. 535 প.; Suppl., i. 744 প.)-এও এইরূপ একটি তালিকা রহিয়াছে। তাঁহার রচিত "ইহ্'য়া 'উলূমি'দ-দীন" তাহার দার্শনিক প্রণালীর সংক্ষিপ্ত সারসম্বলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তক, যদিও ইহাতে দর্শন, কালাম বা সূ'ফীবাদের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয় নাই। এই পুস্তক প্রণয়নের সময় উপরে বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত : প্রতিটি খণ্ড আবার দুইটি চতুর্থাংশে (ربع) বিভক্ত ; প্রথম খণ্ডে ধর্মনিষ্ঠা এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের বাহ্যিক রূপ বর্ণিত হইয়াছে, আর দ্বিতীয় খণ্ডে মানবের আধ্যাত্মিক জীবন ও হৃদয়বৃত্তির ভাল মন্দ দিক আলোচনা করা হইয়াছে। চারিটি চতুর্থাংশ হইল : (ক) রুব্'উ'ল-'ইবাদাঃ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার প্রতি সৃষ্টের কর্তব্য কার্যাবলী, (খ) রুব্'উ'ল-'আদাঃ অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলী, (গ) রুব্'উ'ল-মুহ্‌লিকাত অর্থাৎ মানবের জন্য ধ্বংসকারী বস্তুসমূহ, এবং (ঘ) রুব্'উ'ল-মুন্‌জিয়াত অর্থাৎ পরিত্রাণকারী বস্তুসমূহের বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক চতুর্থাংশ আবার দশটি "কিতাব"-এ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই চল্লিশটি পরিচ্ছেদের প্রথমটি 'ইল্‌ম অর্থাৎ জ্ঞান সম্বন্ধে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ কালাম সম্বন্ধে, শেষ পরিচ্ছেদ পরকালতত্ত্ব সম্বন্ধে। এতদ্ব্যতীত সকল পরিচ্ছেদই অভিজ্ঞতামূলক, সনাতনপন্থী এবং বাস্তবভিত্তিক। D.B. Macdonald দ্বিতীয় চতুর্থাংশের অষ্টম পরিচ্ছেদ তরজমা করিয়াছেন (in JRAS, 1909-02); এই পরিচ্ছেদে সূ'ফী ভাবাবেগের সহিত সঙ্গীত বিদ্যা ও গীতের (سمع) সম্পর্ক আলোচনা করা হইয়াছে; তিনি তৃতীয় চতুর্থাংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃতিসহ মানব হৃদয়ের বিস্ময়কর অনুভূতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন (তাঁহার Religious Attitude পুস্তকের ৭ম হইতে ১০ম বক্তৃতায়); এবং ষষ্ঠ কিতাবের চতুর্থ রুব্'উ-তে আল্লাহ্-প্রেম বিশ্লেষণ করিয়াছেন (Hasting's Dict. of Religions, Vol. ii. pp. 677-680)। ইহ্'য়া' পুস্তকের অনেকাংশ Miguel Asin তাঁহার Algazel পুস্তকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, H. Bauer কয়েকটি অধ্যায় অনুবাদ করিয়াছেন। সাধারণভাবে "ইল্‌ম" সম্বন্ধে একটি ছোট ভূমিকা গাযালী(র)-এ "ফাতিহ'াতু'ল-'উলূম" কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহ্'য়া পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদের সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অন্যান্য মুদ্রিত পুস্তক নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় :

১। ফিক্'হ এবং উসূ'ল : কিতাবু'ল-ওয়াজীয, ফিক্'হ-শাস্ত্রে তাঁহার মুদ্রিত পুস্তিকা, আল-মুস্‌তাস্'ফা মিন 'ইল্‌মি'ল-উসূ'ল (ed. of 1322, i, p. 3 প.)। শিফা'উ'ল-'আলীল।

২। তর্কশাস্ত্র এবং দার্শনিকগণের বিরুদ্ধে লিখিত গ্রন্থাদি : মি'য়ারু'ল-'ইল্‌ম—তর্কশাস্ত্র বিষয়ে বিস্তারিত পুস্তক; মিহ্'ক্ক'ন-নাজ'ার, একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক; মাক'াসি'দু'ল-ফালাসিফাঃ, ইহাতে আছে কেবল অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণযোগ্য বিষয় ব্যতীত দার্শনিকগণ সর্ববিষয়ে যাহা শিক্ষা দিতেন তৎসমুদয় সম্বন্ধে বিবৃতি, ইহা হি'কায়াঃ বা হুবহু বর্ণনার দাবী করে (সংকলন, কায়রো ১৩৩১); তাহাফুতু'ল-ফালাসিফাঃ—একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ যাহাতে দেখান হইয়াছে যে, যুক্তিতর্ক দ্বারা দার্শনিকগণ তাঁহাদের মতবাদসমূহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই (তু. de Boer, Widerspruche der Philosophie; there are translations also in Asin's Algazel, pp. 735—880, also a translation begun by Carra de Vaux in Museon. vol. xviii), ed. with introduction and analysis by P. Bouyges (Bairut 1927)।

৩। বাতি'নী মত খণ্ডনকারী পুস্তক : আল-কি'স্‌ত'াসু'ল-মুস্‌তাক'ীম; Goldziher, Streitschrift des Gazali gegen die Batinijja-Sekte (Leyden 1916), Die Streitschrift des Gazali gegen die Ibahiya in pers. Text, herausgeg. und ubers. von O. Pretzl, Munchen 1933.

৪। 'ইল্‌মু'ল-কালাম : আর-রিসালাতু'ল-কু'দ্‌সিয়্যাঃ কিতাবটি ক'াওয়াইদু'ল-'আক'াইদ নামে ইহ'য়ার অন্তর্ভুক্ত (an abridged translation of it in H. Bauer, Die Dogmatik al-Ghazali's, Halle 1912); আল-ইক্'তিস'াদ ফি'ল-ই'তিক'াদ, ইহা পূর্বোল্লিখিত পুস্তকের বিস্তারিত সংস্করণ এবং কালামের সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত আলোচনা (M. Asin Palacios, EL justo medio en la creencia, Madrid 1929).

৫। যে-সব পুস্তক সাধারণ পাঠকের জন্য উপযোগী নহে : আল-মাদ'নূন্ বিহী 'আলা গায়্‌র আহ্‌লিহি, আল্লাহ্

তাঁহার সৃষ্টি (ফিরিশ্‌তা, জিন্ন ইত্যাদি), নবীগণ এবং তাঁহাদের মু'জিযাঃ এবং পরকালতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিত; আল-মাদ'নূন আস্'-সাগ'ীর ভিন্ন নাম আল-আজ্‌বিবাতু'ল-গা'যালিয়্যাঃ ফি'ল-মাসাইলি'ল-উখ্‌রাবিয়্যাঃ (analyses and translations from these in Asin's Algazel, pp. 609—733); মিশ্‌কাতু'ল-আন্‌ওয়ার—জ্যোতিরূপে আল্লাহ্‌র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এবং আল্লাহ্‌র দিকে অভ্যন্তরীণ আলোকের পথ-নির্দেশমূলক গ্রন্থ, জীবনের শেষ দিকে রচিত (Translation by W. H. T. Gairdner, London, 1924)।

৬। কু'রআন ও হা'দীছ' অবলম্বনে পূর্ব পুরুষগণের ধর্মবিশ্বাস ব্যাখ্যাবিষয়ক পুস্তক : জাওয়াহিরু'ল-কু'রআন; কিতাবু'ল-আরবা'ঈন প্রথম পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ; আল-মাক্‌স'াদু'ল-আস্‌না ফী আস্‌মা'ই'ল্লাহি'ল-হু'সনা, আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামগুলি অনুকরণের উদ্দীপনামূলক গ্রন্থ; আল-হি'ক্‌মাঃ ফী মাখ্‌লূকা'তিল্লাহ, আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা সম্বন্ধে সৃষ্টের সাক্ষ্য; আদ-দুর্‌রাতু'ল-ফাখিরাঃ (text and translation by L. Gautier); আল-কাশ্‌ফ ওয়া'ত-তাব্‌য়ীন ফী গু'রূরি'ল-খাল্‌ক' আজ্‌মা'ঈন—মানব জাতি কি প্রকারে আল্লাহ্‌র আনগত্য হইতে বিপথগামী হইয়াছে; ইল্‌জামু'ল-'আওয়াম্‌ 'আন 'ইল্‌মি'ল-কালাম; রিসালাঃ ফি'ল-ওয়া'জ' ওয়া'ল-ই'তিক'াদ, আর একখানা ইল্‌জাম।

৭। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ : আর-রিসালাতু'ল-লাদুন্নিয়্যাঃ, যে-জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে লাভ করা যায় (translation by Marg. Smith, JRAS, 1938); কীমিয়া-ই-সা'আদা, মূল পুস্তক ফারসী ভাষায়, ইহ্‌য়া' পুস্তকের সংক্ষিপ্তসার (translation by Ch. Field; partially by H. Ritter, Jena 1923); আয়্যুহা'ল-ওয়ালাদ, জ্ঞানের সহিত আর কি কি কর্মের প্রয়োজন (text and translation, G. H. Scherer, Beirut 1936); মুকাশাফাতু'ল-কু'লূব (হি. ১৩০০ সালের বুলাক' সংস্করণটি মুখ্‌তাস'ার বা সংক্ষিপ্ত); বিদায়াতু'ল-হিদায়াঃ; মীযানু'ল-'আমাল (Hebr. transl. of Abraham bar Chasdai, ed. J. Goldenthal, Leipzig 1839); খুলাস'াতু'ত-তাস'ানীফ ফি'ত-তাস'াওউফ, তাস'াওউফের সারবস্তু (পারস্য ভাষা হইতে গৃহীত, অকৃত্রিম হইলে এই পুস্তকটি তাঁহার জীবনের শেষভাগে লিখিত); মিন্‌হাজু'ল-'আবিদীন তাঁহার শেষ পুস্তক, স্বহস্তলিখিত (the prologue is translated by Asin in his Algazel, pp. 881—899)।

৮। বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক গ্রন্থসমূহ : আল-ইম্‌লা' 'আন্‌-ইশ্‌কালাতি'ল-ইহ্‌য়া'—ইহা ইত্‌হা'ফু'স-সাদাঃ-র হা'শিয়ায় মুদ্রিত (Vol. i. pp. 41-252); আত-তাফ্‌রিক'াঃ বায়না'ল-ইসলাম ওয়া'য-যান্‌দাক'াঃ; আল-মুন্‌কি'য মিনা'দ-দ'লাল—উহা ৫০০ হিজরীর পরে রচিত (translation by Barbier de Meynard in J. A. vii. vol. ix এই গ্রন্থখানির একখানির বঙ্গানুবাদ "সত্যের সন্ধানে" নামে বাংলা একাডেমী, ঢাকা হইতে ১৯৬৩ খৃ.-এ প্রকাশিত হইয়াছে)।

৯। বিবিধ পুস্তক : আত-তিব্‌রু'ল-মাস্‌বূক'—বাদশাহ্‌গণের নীতিমালা, উপরে দেখুন; সিররু'ল-'আলামায়ন ওয়া কাশ্‌ফু মা ফি'দদারায়ন—পার্থিব কৃতকার্যতা লাভের বিষয়ে বাদশাহ্‌গণের জন্য লিখিত নিত্য ব্যবহার্য গ্রন্থ, খুব সম্ভব তাঁহার প্রতি আরোপিত; Antworton auf Fragen, die an ihn gerichtet wurden, ed. from Hebrew version in 1896 by Heinrich Malter, নিশ্চয়ই অপ্রামাণ্য; আত-তাহ'বীর ফী 'ইল্‌মি'ত-তা'বীর—স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যার মূলনীতিমূলক পুস্তক; আর-রাদ্দু'ল-জামীল লি ইলাহিয়্যাতি 'ঈসা বি স'ারীহি'-ল-ইন্‌জীল (ed. and translation by R. Chidiac, Paris 1939); গা'যালী কর্তৃক রচিত একটি ক'াস'ীদাঃ সম্পর্কে, তু. Mart. Schreiner in ZDMG, xlviii, 43 প., also Steinschneider, Die hebr, Ubers. i. 347; মা'আরিজু'ল-কু'দ্‌স্‌, কায়রো ১৩৪৬।

গ্রন্থপঞ্জী : গা'যালী সম্বন্ধে পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী অতিশয় দীর্ঘ হইবে; সুতরাং শুধু কয়েকখানি আধুনিক পুস্তকের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। Schmoelders এবং Gosche-এর কাল অতীত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থকারের লেখার উপর ভিত্তি করিয়া বিশ্বকোষ ও দর্শনের ইতিহাসসমূহে যে-সব সাধারণ জনপ্রিয় লেখা ছাপা হইয়াছে তাহা নির্ভরযোগ্য নহে। গা'যালী (র)-এর জীবনের ইতিহাসের প্রধান সূত্র তাঁহার "মুন্‌কি'য" নামক পুস্তক এবং সায়্যিদ মুর্‌তাদ'ার ইত্‌হা'ফ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২—৫৩ পৃ. ও ভূমিকায় প্রদত্ত তথ্যসমূহ। এই সকল তথ্যকে সুবিন্যস্ত করিবার জন্য সুবকীর ত'াবাক'াত (৪ : ১০১—১৮২) এবং Mehrens Expose-এ উদ্ধৃত ইব্‌ন 'আসাকির-এর বর্ণনা দেখুন। এই সমস্ত সূত্রে তাঁহার গ্রন্থসমূহের রচনার ক্রম ও তারিখ সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে (কতকগুলির জন্য উপরে দেখুন), কিন্তু এগুলি পূর্ণভাবে সংগৃহীত এবং পরীক্ষিত হয় নাই। যথারীতি লিখিত জীবন-চরিতগুলি এই : (১) D. B. Macdonald, Life of al-Gazzali with special reference to his religious experiences and opinions: JAOS for 1899, Vol. xx., p. 71—132 (তু. also chap. iv. of the same writer's Development of Muslim Theology, 1903); (২) Miguel Asin Palacios, Algazel, dogmatica, moral, ascetica, Zaragoza 1901; (৩) ঐ লেখক, La espiritualidad, de Algazal y su sentido cristiano, Madrid-Granada 1934—41, 4 vols.; (৪) Carra de Vaux, Gazali, Paris 1902; (৫) H. Frick, Ghazali's Selbstbiographie. Leipzig 1911; (৬) W. H. T. Gairdner, An account of Ghazzali's Life and Works, Madras 1919; (৭) S.M. Zwemer, A Moslim Seeker after God, London 1920; (৮) J. Obermann, Der philosophische Subjektivismus des Ghazali, Vienna 1921; (৯) E. F. Tscheuschner, Monchsideale des Islams Gutersloh 1933; (১০) H. Kraemer, Enkele grepen uit de moderne apologie van de Islam (Tijdschr. Bat. Gen. K. en W. 1935); (১১) A. J. Wensinck, La Pensee de Ghazzali, Paris 1940; (১২) A. Th. van Leeuwen, Gazali als apologet van de Islam, Leiden 1947; (১৩) Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, by index, and esp. pp. 117; (১৪) D. Boer, Geschichte

der Philosophie im Islam, p. 138—150 also by Index; তু. also Goldziher in Kultur der Gegenwart, i. 5, p. 62 প.; (১৫) Prantl, Geschichte der Logik, ii. 361 প. (based on a mediaeval Latin translation of the Makasid); (১৬) Nicholson, Literary History of the Arabs, p. 338 প., 380 প., and by index; (১৭) Browne, A Literary History of Persia, by index; (১৮) Jewish Enc., v. 649 প.; (১৯) L. Massignon, in REI. 1933; (২০) Asin, Un Faqih Siciliano, contradictor de al-Gazzali, in Centenario di Michele Amari, vol. ii, p. 216—244; (২১) মুহাম্মাদ যাকী মুবারাক 'আবদু'স-সালাম, আল-আখলাক' ইন্দাল-গাযালী, কায়রো ১৯২৪ (তু. Snouck Hurgronje in Verspr. Geschr., vi. 206 প.); তাহার বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কে মতবাদের জন্য; (২২) A. J. Wensinck in Med. Kon. Ak. Wet. Amst. vol. 75, Series A, No. 6.

গা'য়বাঃ (غيبة) غ-ى-ب ধাতু হইতে অসমাপিকা ক্রিয়া (مصدر), অর্থ অনুপস্থিতি, কখনও মনের অনুপস্থিতি বা উদাসীনতা, নির্লিপ্ততা ইত্যাদি অর্থও বুঝায়, সূফীগণ শেষোক্ত অর্থের সম্প্রসারণ করিয়া ইহা দ্বারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছু হইতে অন্তরের অনুপস্থিত বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন; অন্যদিকে হ'দু'র (حضور) অর্থাৎ আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিতি ইহার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফানা'র মাক'ামে অর্থাৎ অস্তিত্বের পূর্ণ অবলুপ্তির স্থানে পৌঁছিবার পথে গা'য়বাঃ একটি মান্যিল বা ঘাঁটি। এই ধারণার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আরও তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : আল-হুজ্‌ব'ীরির কাশ্‌ফু'ল-মাহ্‌জূব; যাকারিয়্যা আল-আন্‌স'ারী ও আল-'আরূসীর টীকাসহ আল-কুশায়রীর "রিসালাঃ" বূলাক' সং হি. ১২৯০, ১খ. পৃ. ৬৬ প., সায়্যিদ আল-মুরতাদ'ার ব্যাখ্যাসম্বলিত আল-গাযালীর ইহ্'য়া, ৭ম, পৃ. ২৪৮ এবং ম্যাকডোনাল্ডের Religious Attitude and Life in Islam, পৃ. ২৬০, ২৬২।

গা'য়বাঃ শব্দের একটি সাধারণ অর্থ হইল অদৃশ্য হওয়া, যথাঃ غابت الشمس অর্থাৎ সূর্য অদৃশ্য হইয়াছে যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অগোচর এবং জ্ঞান-বুদ্ধির অগম্য তাহা গা'য়বাঃ বা গা'য়ব্। আল্লাহ্র নিকট কিছুই অদৃশ্য বা অজানা নাই, তাই তিনি عالم الغيب (৫৯ : ২২) অর্থাৎ মানুষের অদৃশ্য ও অজ্ঞাত বস্তুও আল্লাহ্র জ্ঞাত। গা'য়বের উপর ঈমান (২ : ৩) অর্থ অদৃশ্য বস্তুসমূহে অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরের বস্তুসমূহে ঈমান। এইগুলি নবী রাসূলগণের মারফতই জানা সম্ভব, যথাঃ আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী, জান্নাত ও জাহান্নাম, কি'য়ামাত, ফিরিশ্‌তা, অদৃষ্টের বিষয়াদি, আস্‌মানী কিতাব ইত্যাদি (আর-রাগি'ব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফ্‌রাদাত ফী গ'ারীবি'ল-কু'রআন, করাচী ১৯৬১ খৃ., পৃ. ২৭২ প.)।

আল্লাহ্ কর্তৃক কাহাকেও লোকচক্ষুর অন্তরালে নেওয়া ও অলৌকিকভাবে এই অদৃশ্য (গা'য়বাঃ) অবস্থায় তাহার জীবনকে দীর্ঘায়িত করার জন্যও এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইল শী'আঃ সম্প্রদায়ের ইছ্‌না 'আশারিয়্যাঃ শাখার গুপ্ত ইমাম বা মাহ্‌দী। তাঁহাদের বিশ্বাসমতে তিনি সাধারণত অদৃশ্য হইলেও পৃথিবীতে জীবিতাবস্থায় আছেন, (আল-মাহ্‌দী দ্র.), সময়ে সময়ে কাহারও নিকট দৃশ্যমান হন, কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং তাঁহার অনুসারীদের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন (Goldziher, Vorlesungen, পৃ. ২৩২ প.; ২৬৯ প.; ঐ. Arabische Philologie, ii. p. lxii প.); তু. ইব্‌ন বাবূয়ার ফী ইছ্‌বাতি'ল-গা'য়বাঃ, Moller সম্পা. (Beitr. zur Mahdilehre des Islam, I)।

D. B. Macdonald ((S.E.I.)/আ. ত. ম. মুছ্‌লেহ উদ্দীন

গ'ালী (غالى) শব্দের বহুবচন গু'লাত। উহার অর্থ অতিরঞ্জনকারী অথবা সীমা অতিক্রমকারী, বিশেষত কোন ব্যক্তির প্রতি ভক্তির আধিক্য, বিশেষত হযরত 'আলী (রা) এবং তাঁহার বংশধরদের প্রতি ভক্তির আধিক্য এবং তাঁহাদিগকে আল্লাহ্র অবতার বলিয়া স্বীকৃতি দান। কোন্ শ্রেণীর নেতা-ব্যক্তিকে "গু'লাত" বলা হইবে তাহা মতপ্রকাশক বা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। সাধারণত ধর্মীয় পরিভাষায় যাহারা উক্ত অর্থ প্রকাশের জন্য এই শব্দটি প্রয়োগ করেন, তাঁহারা অবতার, পুনর্জন্ম প্রভৃতি মতবাদ পোষণকারীকে বুঝাইবার জন্যই "গু'লাত" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, কারণ এই সমস্ত মতবাদ ইসলামী বিশ্বাস বহির্ভূত।

ক্রিয়া পদে শব্দটির ব্যবহার কু'রআন মাজীদের কয়েক স্থানে যথাঃ ৫ : ৮০ আয়াতে দেখা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : Friedlander, JAOS, xxix. 12.

Ananymous (S.E.I.)//মুহাম্মদ আবদুর রহীম

গিরীশচন্দ্র সেন (১৮৩৫/৩৬—১৯১০)। ভাই গিরীশচন্দ্র সেন নামেও পরিচিত। পিতা মাধবরাম সেন, সাং পাঁচ দোনা, জিলা নরসিংদি। ছাত্রজীবনে ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ময়মনসিংহে ডেপুটি ম্যাজিস্টেটের কাছারিতে নকল-নবীসের কাজ করিতেন। পরে কিছুদিন ময়মনসিংহের জিলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৮৭১ সনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের নববিধান শাখায় দীক্ষিত হইয়া প্রচারক ব্রত গ্রহণ করেন। সর্বধর্ম সমন্বয়ে উৎসাহী গিরীশচন্দ্র কেশবচন্দ্রের আদেশে ইসলাম ধর্ম অনুশীলন করেন। 'আরবী ভাষা ও ইসলাম ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ৪২ বৎসর বয়সে ১৮৭৬ সনে লক্ষ্ণৌ যান। সেখানে তিনি কোনো বিজ্ঞ মওলবীর কাছে 'আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া ছয় বৎসরের (১৮৮১ ৮৬) অক্লান্ত পরিশ্রমে আল-কু'রআনের সঠিক বঙ্গানুবাদ করেন। ইহাই আল-কু'রআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ আর বাংলা ভাষায় তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

ইহা সমেত তিনি সর্বশুদ্ধ ৪২ খানা পুস্তক বাংলায় রচনা ও প্রকাশ করেন। তৎপ্রণীত সমস্ত বাংলা ইসলামী পুস্তকই মুসলিম সমাজে সমাদৃত হয়। কারণ তিনিই বাংলা ভাষায় আল-কু'রআন ও হ'াদীছ' শারীফের প্রথম অনুবাদক, মুসলিম আওলিয়াদের প্রথম জীবনী প্রচারক। তাঁহার নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) শায়খ সা'দী বিরচিত গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁর মূল ফারসী গ্রন্থ হইতে অনূদিত হিতোপাখ্যানমালা (১ম ও ২য় ভাগ)। ইহা পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট ছিল, ১৮৬৭-১৯১০ সন পর্যন্ত বইটির ১৩টি সংস্করণ হয়। (২) শায়খ ফারীদু'দ-দীন 'আত্'ত'ারকৃত তায'কিরাতু'ল-আওলিয়া' অবলম্বনে রচিত ৯৬ জন আওলিয়ার জীবনী সংবলিত 'তাপসমালা' (১৮৮০—

১৬) ; (৬) 'তত্ত্ব-রত্নমালা' (ইহা শায়খ ফারীদু'দ-দীন 'আত্‌ত'ারকৃত মানতি'কু'ত্‌-ত'ায়র ও রূমীর মাছ্‌নাবী শারীফ গ্রন্থ দুইটি হইতে গৃহীত কতিপয় নীতিমূলক গল্পের ভাবানুবাদ, (৪) মিনকাত শারীফ (আংশিক অনুবাদ), (৫) তত্ত্বকুসুম (১৮৮২) ; (৬) মহাপুরুষ মোহাম্মদের (স') জীবন চরিত (১৮৮৫-৮৭) ; (৭) দরবেশদিগের ক্রিয়া (১৮৭৫), (৮) হাফেজ (১৮৯১) ; (৯) চারিজন ধর্মনেতা (১৯১৩) ; (১০) এমাম হাসান ও হোসায়নের জীবনী (১৯১১) ; (১১) মহাপুরুষ চরিত (দুই খণ্ড) (১৮৮২-৮৭) ; (১২) চারিটি সাধ্বী মুসলমান নারী ; (১৩) নীতিমালা (কিমিয়া-ই-সায়াদাত-এর আংশিক অনুবাদ ; (১৪) মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম ; (১৫) ধর্ম বন্ধুর প্রতি কর্তব্য ; (১৬) রামকৃষ্ণ ও পরমহংসের উক্তি ও জীবনী ; (১৭) রাম মোহন রায় রচিত ইসলাম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ তুহফাতুল মুওয়াহ্‌হিদীন (বঙ্গানুবাদ 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় প্রকাশ করেন) ; (১৮) 'বনিতা বিনোদন' (স্কুলে অধ্যয়নকালে স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা প্রচারকল্পে প্রকাশ করেন), মাসিক 'মহিলা' (১৩০২ ব.) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

তিনি 'সুলভ সমাচার' ও 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। ১৯১০ সনের ১৫ই আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড), ১৯৮২ সং ; (২) ৩২। এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯ হইতে সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান' প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৭৬ সং, পৃ. ১২৫ ; (৩) নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার ঢাকা-১ হইতে প্রকাশিত 'বাংলা বিশ্বকোষ', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৫ সং, পৃ. ৩২৩ ; (৪) বি-এফ-এইচ পাবলিশিং হাউস, তেজগাঁ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ঢাকা হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই প্রণীত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', প্রথম সংস্করণ—১৯৫৪, পৃ. ১৯। (৫) বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রকাশিত 'চরিতাভিধান', প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৮৫, পৃ. ৮৮।

মুহম্মদ ইলাহি বখশ

গোলাম মোস্তফা (غلام مصطفى : গু'লাম মুস'ত'াফা), ১৮৯৭—১৯৬৪ খৃ., বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষক।

যশোহর জিলার মনোহরপুর গ্রামে গোলাম মোস্তফার জন্ম। তাঁহার পিতা ছিলেন কাজী গোলাম রব্বানী। কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে তৎকালে তাঁহারও বেশ সুখ্যাতি ছিল। তাঁহার দাদা কাজী গোলাম সরওয়ার 'আরবী-ফারসীতে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। শরীফ এবং শিক্ষিত পরিবার হিসাবে এই পরিবারটি ছিল অল্প সংখ্যক খান্দানী পরিবারের অন্যতম। এই পরিবারের আদি নিবাস ছিল ফরিদপুর জিলার পাংশা থানার নিবেকৃষ্ণপুর গ্রামে।

আনুষ্ঠানিকভাবে গোলাম মোস্তফা লেখাপড়া শুরু করেন কাজিরপুর গ্রাম্য পাঠশালায়। পরে তিনি শৈলকুপা হাই স্কুলে ভর্তি হন ও সেই স্কুল হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি আই. এ. পাস করেন দৌলতপুর কলেজের ছাত্র হিসাবে ১৯১৬ ইং সালে। ইহার পরপরই গোলাম মোস্তফা উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন বঙ্গ প্রদেশের রাজধানী কলিকাতা গমন করেন। এইখানেই গোলাম মোস্তফা বহু জ্ঞানী-গুণীর সংস্রবে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কলিকাতার রিপন কলেজ হইতে তিনি বি. এ. পাস করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আর্থিক কারণে গোলাম মোস্তফাকে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করিতে হয়।

১৯২০ খৃস্টাব্দে ব্যারাকপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে শিক্ষক হিসাবে তাঁহার কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি বি. টি. পাস করেন ১৯২২ খৃস্টাব্দে, অতঃপর তিনি কলিকাতার হেয়ার স্কুল, কলিকাতা মাদ্রাসা এবং বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট ডিমনেস্ট্রেশন হাই স্কুলে শিক্ষকরূপে কাজ করেন। শেষোক্ত স্কুলে তিনি প্রথমে সহকারী প্রধান এবং পরে প্রধান শিক্ষকরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তৎকালে কলিকাতার কোন হাইস্কুলে গোলাম মোস্তফাই ছিলেন প্রথম মুসলমান হেডমাস্টার। ১৯৪০ খৃস্টাব্দে তিনি বদলী হন বাকুড়া জিলা স্কুলে। ফরিদপুর জিলা স্কুল ছিল গোলাম মোস্তফার শিক্ষক জীবনের শেষ কর্মস্থল। ১৯৫০ খৃস্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি পাকিস্তান আমলে পূর্ব-বাংলা ভাষা কমিটির সচিবরূপে কাজ করেন।

গোলাম মোস্তফা ছিলেন মূলত কবি। কিশোর বয়সেই তিনি কবিতা লিখিতে শুরু করেন। তাঁহার প্রথম কাব্য প্রয়াস ছিল জনৈক সহপাঠীর কাছে লিখিত একটি ছন্দোবদ্ধ চিঠি। তিনি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র (১৯১১ খৃ.)। গোলাম মোস্তফার প্রথম কবিতা 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার' প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খৃস্টাব্দে মাসিক মোহাম্মদীতে। তখন তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র। কলিকাতায় থাকাকালে গোলাম মোস্তফা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মত বাংলা সাহিত্যের বড় বড় মনীষীর সাহচর্যে আসার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কলিকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং একজন আধুনিক মুসলিম কবি হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

স্বজাতি এবং স্বধর্মের প্রতি ভালবাসাই ছিল গোলাম মোস্তফার কাব্য-ভাবনার প্রধান উৎস। এই দিক হইতে গোলাম মোস্তফা ছিলেন ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর ভাবশিষ্য। তাঁহার ইসলামী জাগরণমূলক কবিতাগুলির পাশাপাশি প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলিও বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁহার কাহিনী-কাব্যগুলি তৎকালে আত্মবিস্মৃত বাঙালী মুসলমানের অন্তরে বিশেষ সাড়া জাগাইয়াছিল। গোলাম মোস্তফার প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'রক্তরাগ'-এর প্রকাশ কাল ১৯২৪ খৃস্টাব্দ। অনুবাদের জগতেও তাঁহার গতি ছিল স্বচ্ছন্দ। ইক্‌বালের বেশ কিছু কবিতা তিনি ভাষান্তরিত করিয়াছেন। সংগীতজ্ঞ ও সুরশিল্পী হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার নিজের সুর দেয়া কয়েকটি গানের রেকর্ডও বিদ্যমান আছে।

১৯২২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁহার প্রথম কিশোরোপযোগী কবিতা 'কিশোর' কলিকাতার মাসিক 'কিশোর' পত্রিকায়। তাঁহার রচিত 'আলোকমালা' এবং 'আলোক মঞ্জুরী' সিরিজগুলি শিশু সাহিত্যে তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান। অধিকন্তু বাংলায় তাঁহার রচিত পাঠ্য-পুস্তকের খুব সমাদর ছিল।

গোলাম মোস্তফার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বিশ্বনবী (১৯৪২) বহুল সমাদৃত। তাঁহার প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ বারটি : রক্তরাগ (১৯২৪), হাস্নাহেনা (১৯২৭), খোশরোজ (১৯২৯), কাব্যকাহিনী (১৯৩২), সাহারা (১৯৩৬), মুসাদ্দাস-ই-হালী (১৯৪১), তারানা-ই-পাকিস্তান (১৯৪৮), বুলবুলিস্তান (১৯৪৯), আল-কুরআন (১৯৫৭), কালামে ইকবাল (১৯৫৭), বনি আদম (১৯৫৮), শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া (১৯৬০)। তাঁহার গদ্য-গ্রন্থ ছয়টি : ইসলাম ও কমিউনিজম, ইসলাম ও জেহাদ, আমার চিন্তাধারা, বিশ্বনবী, রূপের নেশা(উপন্যাস) ও ভাংগা বুক (উপন্যাস)।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬০ খৃ. তদানীন্তন সরকার তাঁহাকে সিতারাঃ-ই-ইমতিয়ায উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে ১৩ অক্টোবর গোলাম মোস্তফা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জসীম উদ্দীন, 'কবি গোলাম মোস্তফা', মাসিক মাহে নও, ১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুন, ঢাকা ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ২; (২) মুনীর চৌধুরী, 'কবির চিন্তাধারা ও শব্দরীতি', ঐ, পৃ. ১৯; (৩)। বন্দে আলী মিয়া, কবি গোলাম মোস্তফা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ.; (৪) গোলাম মোস্তফা (প্রবন্ধ), বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ., ২খ, পৃ. ৩২৫; (৫) ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ৩২৭; (৬) আলী আশরাফ (সম্পা.), গোলাম মোস্তফা কাব্য সংকলন, প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৬ খৃ.; (৭) সৈয়দ আলী আহসান (সম্পা.), বাংলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ঢাকা, ১৩৭২ বাংলা; পৃ. ২৯, (৮) ত্রৈমাসিক 'কলম', সাজ্জাদ হোসাইন খান (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল, ঢাকা ১৯৮০ খৃ., পৃ. ৬৩; (৯) গোলাম মোস্তফা কাব্য গ্রন্থাবলী, প্রথম প্রকাশ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৭৩ খৃ.।

সাজ্জাদ হোসাইন খান

গোসল (غسل : গু'স্ল) শারী'আতের নিয়মানুসারে সর্ব-শরীর প্রক্ষালনকে গু'স্ল বলে। শারী'আতে জুনুব অর্থাৎ শাস্ত্রমতে যে অতি নাপাক অবস্থায় রহিয়াছে তাহার জন্য গু'স্ল অবশ্য কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছে। গু'স্লে সমস্ত শরীর ধৌত করিতে হয়। গু'স্লের পূর্বে নিয়্যাত অবশ্যই করিতে হইবে এবং শুধুমাত্র অপবিত্র জিনিস দেহ হইতে বিদূরণ করিলেই চলিবে না, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং দেহ, এমন কি চুলও পশম পর্যন্ত পানি দ্বারা বিধৌত করিতে হইবে। স্ত্রী সহবাস, স্বপ্নদোষ বা অন্য যে কোন প্রকারে শুক্রক্ষরণ (জানাবাঃ), স্ত্রীলোকের ঋতু ও সন্তান প্রসবজনিত স্রাবের (নিফাস) মেয়াদ গত হওয়ার পর গু'স্ল অবশ্য কর্তব্য। গু'স্লের নিয়ম : সংশ্লিষ্ট অঙ্গ হইতে অপবিত্রতা ধৌত করিবে। অতঃপর হস্তদ্বয় ধৌত করিয়া যথারীতি ওযূ-(ত'াহারাত দ্র.) করিবে (স'ালাতের ওযূ-হইতে এই ওযূ-র পার্থক্য এই যে, ইহাতে কুল্লি করা ফরয), তারপর সমস্ত দেহে অন্তত একবার (তিনবার শ্রেয়) পানি প্রবাহিত করিয়া দিবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কোন স্থান যেন অধৌত না থাকে। স্ত্রীলোকের চুল বেণী বা খোঁপাবদ্ধ থাকিলে সমস্ত চুলের গোড়া ভিজিলেই চলিবে, তাহা খুলিয়া চুল ভিজাইবার প্রয়োজন নাই। জানাবাত অবস্থায় স'লাত আদায়, কু'রআন মাজীদ পড়া বা উহা স্পর্শ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ।

গ্রন্থপঞ্জী : হ'াদীছ' ও ফিক'হ্গ্রন্থসমূহের পবিত্রতার (ত'াহারাত) অধ্যায়সমূহ।

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

চ

চিশ্তিয়াঃ (چشتية) ভারত উপমহাদেশের একটি অতি জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী সূ'ফী ত'ারীক'াঃ।

চিশ্ত গ্রামটি হারাতে (খুরাসানে) অবস্থিত। চিশ্তী ইহারই সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য পদ। এই চিশ্ত গ্রামে এই ত'ারীক'ার প্রতিষ্ঠাতা খাওয়াজা আবূ ইস্হ'াক' তাঁহার মুর্শিদ খাওয়াজা মাম্শাদু'দ-দীনাওয়ারীর নির্দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। অন্য বর্ণনানুসারে তিনি সিরিয়ায় বাস করিতেন ও একর নামক স্থানে সমাহিত হন। কাহারও কাহারও মতে এই ত'ারীক'ার প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন বান্দাহ্ নাওয়ায, তাঁহার মাযার গুলবার্গে অবস্থিত। আবার কাহারও মতে চিশ্তের খাওয়াজা আহ্'মাদ আব্দাল (মৃ. ৩৫০/৯৬৫—৬) ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

খাওয়াজা মু'ঈনু'দ-দীন চিশ্তী (র.) দ্বাদশ শতাব্দীতে সূ'ফী-বাদের এই সিল্সিলাঃ ভারত উপমহাদেশে আনয়ন করেন এবং আজমীরে ইহার প্রথম কেন্দ্র স্থাপন করেন। এখান হইতে এই ত'রীক'ার শিক্ষা-দীক্ষা ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে ও ভারতীয় মুসলিমদের আধ্যাত্মিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

খাওয়াজা মু'ঈনু'দ-দীন চিশ্তীর অন্যতম খলীফা ছিলেন খাওয়াজা কুত্'বু'দ্-দীন বাখ্তিয়ার কাকী (মৃ. ৬৩৩/১২৩৫—৬) দিল্লীতে কু'ত্'ব্ মিনারের নিকট সমাহিত হন। তদীয় খলীফা বাবা ফারীদ শাকারগান্জ (মৃ. ৬৬৮/১২৬৮-৯)-এর দারগাহ্ মন্টগোমারীর (পাঞ্জাব) পাকপত্তন নামক স্থানে অবস্থিত। তাঁহার আত্মীয়বর্গ ও সন্তানদের বংশধরগণ এবং শিষ্যমণ্ডলী একটি বিশেষ সম্প্রদায়রূপে গড়িয়া উঠে। উক্ত সম্প্রদায় নিম্ন শতদ্রু বিধৌত

অঞ্চলে এবং প্রধানত মন্টগোমারী জিলায় দৃষ্ট হয় (Ibbetson, Panjab Castes, 1916, p. 224)।

বাবা ফারীদের দুইজন প্রধান শিষ্য ছিলেন ঃ 'আলী আহ্'মাদ স'াবির ও নিজ'াম'দ্-দীন আওলিয়া' (৬৩৬—৭২৫/১২৩৮—১৩২৪)। 'আলী আহ্'মাদ স'াবিরের শিষ্যগণ স'াবির চিশ্তীরূপে পরিচিত এবং তাঁহার দরগাহ্ রূড়কীর নিকটবর্তী পিরান কালিয়ার-এ অবস্থিত। নিজ'াম'দ্-দীন আওলিয়ার শিষ্যগণকে নিজ'ামী বলা হয়। তাঁহার দিল্লীস্থিত সমাধি সম্পর্কে উর্দূ পুস্তক "আছ'ার-ই-দিহ্লী"-তে (দিল্লী, ১৯১১ খৃ.) বর্ণনা আছে।

অনুমিত হয় যে, মন্টগোমারী চিশ্তীদের পূর্বপুরুষগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাবুল হইতে লাহোরে আগমন করেন এবং উহার পরে মন্টগোমারীতে চলিয়া যান। বহুকাল পর্যন্ত তাঁহারা যাযাবর ছিলেন এবং নিজদিগকে কু'রায়শ বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবী করিতেন।

ত'ারীক'ার রীতিনীতি ঃ ইল্লাল্লাহ্ শব্দের উপর তাঁহারা সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁহারা কণ্ঠসঙ্গীত ব্যবহার করেন এবং গেরুয়া বস্ত্রাদি পরিধান করেন। মুরীদকে (দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে) দুই রাক'আত স'ালাতের পরে কতিপয় নির্দেশ দান করা হয়; যথাঃ ফাক'ৗর, ফাক'াহ্ (দারিদ্র্য), ক'ানা'আঃ (সন্তোষ), য়াদ আল্লাহ (আল্লাহ্‌র স্মরণ), রিয়াদ'াঃ (কঠোর তপস্যা) শব্দাবলীর ভাবার্থ তাহাকে পালন করিতে হইবে। অতঃপর তাহার নিকট কতিপয় ইস্ম-এর (আল্লাহ্‌র নামের) রহস্য প্রকাশ করা হয়, এবং তাহাকে একটি দরগাহে যাইতে ও তথায় চল্লিশ দিনব্যাপী সি'য়াম পালনের নির্দেশ দেওয়া হয় উহাকে চিল্লাকাশী বলা হয়। অবশেষে সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক শাজারাহ (মুরশিদ খলীফা-পরম্পরা) তাহাকে প্রদান করা হয়, ইহার পর তাহার পক্ষে রূহ'ানী জগতের কিছু কিছু স্বপ্নে দর্শন করার কথা।

নেশাকর দ্রব্যাদি, যথাঃ ভাঙ্, চরস, তামাক এবং মদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সম্প্রদায়ের ইতিহাস ঃ Crooke (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০২ ; নীচে দেখুন)-এর মতানুসারে এই সম্প্রদায় শায়খ সালীমের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের জন্মদান করিয়াছে, যিনি এই সম্প্রদায়ের জীবনে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার দু'আর সম্রাট আকবর-এর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার নাম সালীম রাখা হয়। কিন্তু আক্‌বরনামায় (Beveridge-এর অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০২) উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ থাকিলেও এই শায়খকে চিশ্তী বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই ; এমন কি গ্রন্থকার তাঁহাকে চিশ্তী সূ'ফীদের তালিকায়ও উল্লেখ করেন নাই (আঈন-ই-আক্‌বারী, অনুবাদ ঃ Jarrett, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬১)। একদা এই সম্প্রদায় বাহাওয়ালপুরে (উত্তর রাজপুতনায়) বিপুল প্রাণশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। এখানে নকরগঞ্জের পৌত্র তাজু'দ্-দীন চিশ্তীর উত্তর-পুরুষগণ কর্তৃক "চিশ্তিয়ান" নামে একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আন্দোলনটি মৃতকল্প হইয়া পড়িলে কারাল উপজাতির অনেক পুনওয়ার রাজপুত কি'বলাঃ-ই-'আলাম খাওয়াজাঃ নূর মুহ'াম্মাদ কর্তৃক ইহা পুনর্জীবিত হয়। ইহার পাঁচটি উপ-সম্প্রদায়ের নাম—যথাঃ ১। যায়দী (খাওয়াজাঃ 'আবদু'ল-আহ'াদ ইব্‌ন যায়দ-এর নামানুসারে); ২। ইয়াদ'ী (খাওয়াজাঃ ফুদ'ায়ল ইব্‌ন ইয়াদ'-এর নামানুসারে); ৩। আদ্‌হামী (ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আদ্‌হাম-এর নামানুসারে), ৪। হবায়রী ও ৫। (শুধু) চিশ্তী।

সম্প্রদায়ের সাহিত্য ঃ তাঁহাদের বহু গান (ক'াফিয়া) আছে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই ক'াফিয়াগুলিকে "আত্মার খাদ্য" বলিয়া গণ্য করা হয়। বুধা শাহ্, গু'লাম শাহ্ এবং খাওয়াজাঃ গু'লাম ফারীদকে উহাদের প্রধান কবি বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and N. W. Frontier Province (লাহোর ১৯১১, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩০, ৫৩১) পুস্তকে তাহাদের দরগাহসমূহের একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স'াবিরী দরগাহ্ কারনাল জিলার থাসকা মিরানজ-এ অবস্থিত এবং উহা ১১৩১ হি./১৭১৮—৯ খৃ.-এ মুহ'াম্মাদ শাহের নাওয়াব রাওশানু'দ্-দাওলাঃ কর্তৃক স্থাপিত হয়। তাঁহাদের দরবেশদেরও একটি তালিকা প্রদান করা হইয়াছে (উক্ত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩১—৫৩৮ দ্র.); তাঁহাদের শ্রেণীবিভাগ Crooke কর্তৃক Tribes and Castes of N.W. Provinces and Oudh. (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০২) নামক পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রধানত এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে উল্লিখিত তথ্যাবলী সংগৃহীত হইয়াছে।

চিশ্তী দরবেশদের তালিকাসমূহ মুহ'াম্মাদ মুবারাক কির্‌মানী রচিত 'সিয়ারু'ল-আওলিয়া' এবং মুফ্‌তী গু'লাম সারওয়ার লাহোরী লিখিত খাযীনাতু'ল-আস'ফিয়া' নামক গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

চিশ্তী (چشتی) ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃত সূ'ফী ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দরবেশ হইলেন খাওয়াজা মু'ঈনু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ চিশ্তী (র)। তৎপ্রতি প্রদত্ত উপাধি "আফতাব-ই-হিন্দ" বা "ভারত সূর্য" নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। মু'ঈনু'দ-দীন (র) সীস্তানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ৫৩৭/১১৪২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পঞ্চদশ বর্ষ বয়সকালে তাঁহার পিতা গি'য়াছু'দ-দীন ইন্‌তিকাল করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি খুরাসানের বিভিন্ন শহরে বাস করেন এবং পরে বাগদাদে আগমন করেন। এই সময়ে তিনি নাজ্‌মু'দ-দীন কুব্‌রা, শিহাবু'দ-দীন আস-সুহ্‌রাওয়ার্দী এবং আওহ'াদু'দ্-দীন কিরমানীসহ যুগের প্রসিদ্ধতম সূফীদের সহিত পরিচিত হন। ৫৮৯/১১৯৩ সনে তিনি দিল্লী আগমন করেন, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আজমীরে চলিয়া যান। এখানে তিনি ৬৩৩/১২৩৬ সনে জান্নাতবাসী হন। আজমীরস্থ তাঁহার মাযার নিরতিশয় জনপ্রিয় যিয়ারাতগ'াহে পরিণত হইয়াছে। বিখ্যাত সম্রাট আকবার এই মাযার-এর উদ্দেশ্যে পদব্রজে তীর্থ যাত্রা করিতেন। তাঁহার কবরের উপরে নির্মিত সুরম্য দারগাহ শারীফ অদ্যাবধি অগণিত ভক্ত যিয়ারাত্ করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, এই তাপসপ্রবর ভারতের একমাত্র চিশ্তী নামধারী দরবেশ ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে আকবারের সমসাময়িক সালীম চিশ্তীর নামোল্লেখ করা যায়। ফতেহপুর সিক্রিতে অবস্থিত তাঁহার দারগাহও অনুরূপভাবে বিপুল শ্রদ্ধার সহিত যিয়ারাত্ করা হইয়া থাকে। 'চিশতী নিস্‌বাঃ' গ্রহণকারী অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই দুই দরবেশের নামানুসারেই উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবু'ল-ফাদ্'ল, আক্‌বার নামাহ্, কলিকাতা সং, ২খ, ১৫৪ প. ; (২) আঈন-ই-আক্‌বারী, অনুবাদ, Jarrett, ৩খ, ৩৬১ ; (৩) তা'রীখ-ই-ফিরিশ্‌তাহ্, ২খ, ৭১১ প.।

Anonymous (S.E.I.)/আবুল কালাম মুস্তাফা

ছ

ছ'নাবি'য়্যাঃ (ثنوية) দ্বৈতবাদ, আলো এবং অন্ধকার হইতেছে দুইটি নিয়ম সৃষ্টিধর্মী সত্তা—এই মতবাদ। ইসলামে ছ'নাবি'য়্যাঃ নামে কোন সম্প্রদায় বা মায্'হাব নাই। একটি বিশেষ চিন্তাধারার প্রবক্তা ও সমর্থকরূপে এই শব্দটি তিনজন অমুসলিম এবং তাহাদের শিষ্যমণ্ডলীর সহিত সংশ্লিষ্ট। উক্ত তিন ব্যক্তির নাম ঃ ইব্ন দায়স'ান, মানী এবং মায্দাক।

পারস্যবাসীদের ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণের ফলে দ্বৈতবাদের প্রতি পারসিকদের দীর্ঘদিনের প্রবণতার জন্য ইসলামের একটি প্রকট সমস্যা অত্যাসন্ন হইয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইব্নু'ল-মুক'াফ্ফা-'র মত বিলুপ্ত গ্রন্থ সৃষ্টিকারী একটি লোকের আবির্ভাবের ফলে 'আব্বাসী খিলাফাতের সূচনায় যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছিল তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইব্নু'ল-মুক'াফ্ফা' মু'তাযিলাপন্থী যায়দী আল-ক'াসিম ইব্ন ইব্রাহীম ত'াবাত'াবা কর্তৃক কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হন (আর-রাদ্দ 'আলা'য্-যিন্দীক' আল-লা'ঈন ইব্রাহীম আল-মুক'াফ্ফা', ed. M. Guidi, Rome 1927)। ধর্ম-বিশ্বাস সংক্রান্ত মতবাদের ক্রমবিকাশের পরবর্তী স্তরে তাকিকদের একদল অপর দলকে দ্বৈতবাদের অপরাধে অভিযুক্ত করিতে থাকে। তৃতীয়/নবম শতাব্দীতে কতিপয় উগ্র শী'আঃ এইরূপ আক্রমণের শিকার হন। এই প্রসঙ্গে আবূ হ'াফ্স' আল-হ'াদ্দাদ, ইব্ন যা'রূর আস'-স'ায়রাফী এবং আবূ 'ঈসা আল-ওয়াররাকে'র নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ব্যক্তি কুফ্র বা ধর্ম বিরোধিতা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ, তিনি আদিতে ছিলেন একজন মাযদাকী। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি তাঁহার রচনাবলীতে ছ'নাবি'য়্যাঃ মতবাদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে "মানী" পন্থীদের অন্তর্ভুক্ত করার পশ্চাতে যে কারণ রহিয়াছে তাহা অধিবিদ্যা সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের সহিত তাঁহার মতের মিলের জন্য। যেমন হত্যা নিষিদ্ধ, এই ব্যাপারে মতৈক্য। রাফিদ'ী আবূ শাকির আদ্-দায়স'ানী যে কারণে ছ'নাবি'য়্যাদের একটি উপদল হইতে তাঁহার নামে প্রচলিত বিশেষণটি লাভ করিয়াছিলেন। যতদূর জানা যায় সে কারণটি এই যে, তিনি আল্লাহ্‌কে দেহধারীরূপে ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা দ্বৈতবাদ নয়। সম্ভবত এইজন্যই ফিহ্‌রিস্ত (ed. Flugel, 338, 8) তাঁহাদিগকে অধিকতর ব্যাপক অর্থে "গুপ্ত যিন্দীক" দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকে। বস্তুত দেহের উদ্ভব কৃষ্ণ ও শ্বেত উপাদান হইতে ঘটিয়াছে বলিয়া দায়স'ানীদের যে স্বতন্ত্র মতবাদ রহিয়াছে (দ্র. মাক'ালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন, ed. Ritter, p. 349) তাহা আবূ শাকিরের রচনাবলীতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, কোন বিষয়ে মতদ্বৈততা এমন কি আনুষঙ্গিক ব্যাপারে মত পার্থক্যের জন্য বিপক্ষ দলের লোককে 'কাফির' আখ্যাদান মুসলিম গোঁড়া মতবাদের অতি উৎসাহী প্রবক্তাগণের একটি সাধারণ ও বিভ্রান্তিকর রীতি ছিল।

আবূ হ'াফ্স' আল-হ'াদ্দাদ, ইব্ন যা'রূর আস'-স'ায়রাফী এবং আবূ 'ঈসা আল্-ওয়াররাকে'র প্রতি উক্ত দ্বৈতবাদ মত আরোপের অভিযোগ আল্-খায়্যাতে'র "কিতাবু'ল-ইন্‌তিস'ার", Le Livre du Triomphe (ed. Nyberg, Cairo, 1344, p. 150, 4, 149, 9, 155, 10, 14; তু. also the index under the names mentioned here and below) হইতে গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার অভিমতের প্রকৃত মূল্যায়ন প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, তাঁহার মতব্যাদি ইব্ন রাওয়ান্দীর উপর প্রতিআক্রমণস্বরূপ। ইব্ন রাওয়ান্দী নিজে তদীয় "কিতাবু ফাদ'ীহ'াতি'ল-মু'তাযিলা"র কতিপয় মু'তাযিলী (দ্র.)-কে দ্বৈতবাদীরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহা অনস্বীকার্য যে, এই সব মহলে ছ'নাবি'য়্যাঃ মানী মতবাদী এবং দায়স'ানীদের বিরুদ্ধে বহু তর্কবাদীদের উদ্ভব ঘটিয়াছে। কিন্তু মু'তাযিলীগণ যেখানে বলিয়াছেন আল্লাহ্ অন্যায়ের উদ্ভাবক নন, আর্-রাওয়ান্দী সেইখানেই তাহাদিগকে আক্রমণের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। বলা হয় যে, আল্-জাহি'জ'ও দাবী করিয়াছেন ঃ "শরীরসমূহ উহাদের প্রকৃতি অনুসারে বিকাশপ্রাপ্ত হয়" এবং "আল্লাহ্ উহাদের বিনাশ ঘটাইতে পারেন" (পূ. গ্র., পৃ. ১৬৮)। কিন্তু এতদ্বারা তিনি একত্ববাদী মতবাদের সম্মুখে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। আল-জাহি'-জে'র শিক্ষক ইব্রাহীম আন্-নাজ্'জ'াম ছ'নাবি'য়্যাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেও ইব্ন রাওয়ান্দী তাঁহা:ক মানী মতবাদী এবং দায়স'ানী দ্বৈতবাদীরূপে বিশেষিত করিয়াছেন (পূ. গ্র., পৃ. ১৭, এবং পৃ. ৩৮, ৪০, ৪৩)। ইব্রাহীম আন-নাজ্'জ'ামকে এইরূপে দ্বৈতবাদী বলিয়া ধিকৃত করার প্রধান কারণ এই যে তিনি "হালকা" ও "ভারী" এই দুইয়ের বিপরীত মানী সম্প্রদায়ের ন্যায় "ভাল" ও "মন্দ"-এর পূর্ণ বৈপরীত্যের ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার মূল রচনাবলী না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার বিপক্ষদলীয় অভিমতের যে উদ্ধৃতি আবূ-রাওয়ান্দী দিয়াছেন এবং যে অস্পষ্ট ব্যাখ্যা আল্-খায়্যাত' কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

মু'তাযিলীগণ নিজদিগকে খাঁটি তাওহ'ীদপন্থীরূপে ঘোষণা করিতে গৌরব বোধ করেন। তৎসত্ত্বেও উপরিউক্ত বিরুদ্ধবাদী রচনাসমূহ

আরও অনেকেই মু'তাযিলীদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন; অপরপক্ষে শুধু মু'তাযিলীগণই নহে, অন্যরা সন্দেহের পাত্ররূপে বিবেচিত হইয়াছিলেন, যথা: 'আলী আল-আসওয়ারী এবং আবূ বাক্র আল-আস'াম্ম্ (তু. also de Boer, Geschichte der Philosophie im Islam, Stuttgart 1901, p. 47; Horten, Die philosophichen Systeme der spakulativen Theologen im Islam, Bonn 1912, and his other works by index under Dualismus) কু'রআন অসৃষ্ট অবিনশ্বর, উহা আল্লাহ্র ব্যক্তিসত্তার সঙ্গেই গুণসত্তারূপে অনাদিকাল হইতে বিরাজমান—সুন্নীদের এই দাবীকে মু'তাযিলীগণ বিশেষভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে।

আন-নাজ্জ'ামের কতিপয় শিষ্য কর্তৃক স্পষ্টভাবেই দ্বৈতবাদের শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে বলিয়াও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের সম্বন্ধে আরও বলা হয়, ইহারা আন-নাজ্জ'ামের শী'ঈ প্রবণতাকে উগ্র হইতে উগ্রতর রূপ দিতে গিয়া নিজেরাই উগ্র শী'ঈ হইয়া পড়েন। অপর দিকে তাঁহাদের সম্বন্ধে একথাও বলা হয় যে, তাঁহারা খৃস্টীয় "লগোস" থিওরীকে 'আল্লাহ্ ও "আল্লাহ্র আদেশ" (আম্র্) এই দুই স্রষ্টার মতবাদে বিকশিত করেন। আল্লাহ্র আম্র আর 'ঈসা মাসীহ'কে যখন একই মনে করা হয় তখন একত্ববাদের সঙ্গে উহার চরম অসঙ্গতি বুঝায় না, কারণ তখন ইহা (আম্র্) হইয়া উঠে একটি সৃষ্ট স্রষ্টা বা নশ্বর স্রষ্টা—স্রষ্টা ও সৃষ্টির একটি মাধ্যম। ইব্ন হ'াযম প্রমুখ তাত্ত্বিকদের মতে এই মতবাদটি কুফ্রের শামিল। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, উপরিউক্ত মত পোষণকারীদের নাম সঠিকভাবে জানা যায় না। অবশ্য এই প্রসঙ্গে শাহ্রাস্তানী তদীয় গ্রন্থে (ed. Cureton, p. 42, 6) ইব্ন রাওয়ান্দীর বরাতে দুইটি নাম উল্লেখ করিয়াছেন: আল-ফাদ'ল আল-হ'াদাছ'ী এবং আহ্'মাদ ইব্ন খা'ইত'। মাস'উদীর মুরূজের (ed. Barbier de Meynard) ৩: ২৬৬-তে অপর একটি শ্রেণী-বিন্যাসে দ্বিতীয় নামটি রহিয়াছে। ইব্ন হ'াযমের ফাস্'ল গ্রন্থে (Cairo, 1331, iv. 197, 20 প.), আহ্'মাদ ইব্ন খাবিত' এবং আল-ফাদ্'ল আল-হ'ারবী (তু. Nyberg, p, 222 প., on Khaiyat, p. 148 and Friedlander, The Heterodoxies of the Shiites, in JAOS, xxix, [1909], p. 10 and index) এই প্রসঙ্গে দ্র.। উগ্রপন্থী শী'আঃ আল্-বায়ান ইব্ন সিম'আন আত-তামীমী কু'রআন মাজীদের ৪৩শ সূরার ৮৪শ আয়াতের এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া বলা হয় যে, আসমানে এক খুদা এবং পৃথিবীতে তদপেক্ষা নিম্নমানের আর এক খুদা রহিয়াছেন। আবু'ল-খাত্ত'াব বাযীগ' এবং অনেক আস-সুব্রী তাঁহার সহিত একমত হইয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে (আল-কাশ্শী, মা'রিফাত আখ্বারি'র-রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭, পৃ. ১৯৬ প.)। ইহা দ্বারা সেই উগ্রপন্থী শী'আদের (দ্র. নুস'ায়রী) প্রবণতা বুঝায় যাহারা হযরত 'আলীকে খুদার অবতাররূপে ততটা দেখে না যতটা মহামহিম আল্লাহ্র অধীনস্থ একজন স্রষ্টার প্রতীকরূপে দেখিয়া থাকে। ধর্মবিদ এবং দার্শনিকগণ প্রায়ই জোরের সহিত বলিয়া থাকেন যে, মহান আল্লাহ্র পর দ্বিতীয় শক্তিরূপে নক্ষত্রসমূহ কর্তৃক নিসর্গের পরিচালনায় অংশ গ্রহণের ধারণা দ্বৈতবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়, আর এইজন্যই উহা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অবিসংবাদিত কর্তৃত্বভিত্তিক নাস্তিক্যবাদ অপেক্ষা কম অধর্মাচরণ নয় (তু. ইব্ন হ'াযম, ফাস্'ল, ৪খ, ৩৭; আরও দ্র. Schreiner, in ZDMG, lii [1898], p. 479 প. and Nallino in the Encyclopaedia of Religion and Ethics, ii. 91 প.)।

যে ইসলাম একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর সেই ইসলামে দ্বিত্ববাদের অনুপ্রবেশের অর্থই হইতেছে অদ্বিতীয় আল্লাহ্ ধারণারই বিলুপ্তি সাধন (দ্র. সূরাঃ ১৬ : ৫১ সম্পর্কে আর-রাযী, মাফাতীহ'ুল-গ'ায়ব (কায়রো ১৩০৮), ৫ : ৩২৭, ২৪, ৩৬; আল-বায়দ'াবী, আনওয়ারু'ত-তানযীল (ed. Fleischer, পৃ. ৫১৭, ১২; আন-নায়সাবূরী, তাফসীর, [ত'াবারীর তাফ্সীরের হ'াশিয়ায়, বূলাক ১৩২৩] ১৪ : ৭৪)। এইভাবে ছ'নাবিয়্যাঃ একটি নিন্দাসূচক শব্দে পরিণত হয়। সুতরাং পারিভাষিক ব্যবহারে ইহা সম্পূর্ণরূপে দ্ব্যর্থবোধকতাশূন্য নহে; বরং অধর্মাচারী যিন্দীক্' শব্দ দ্বারা যে আরো সাধারণ ও ব্যাপকতর অর্থ বুঝাইয়া থাকে ছ'নাবি'য়্যাঃ শব্দেও কতকটা সেইরূপ বুঝাইয়া থাকে। এরিস্টটলের দর্শন মুসলিম কালাম শাস্ত্রে দ্বিত্বমূলক অধিবিদ্যার ধারণা আমদানী করে। গ'াযালী উহার (কালামশাস্ত্রের) পরস্পরবিরোধী ভাবধারায় মধ্যপন্থী আপোষমূলক প্রচেষ্টার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলেন, উহার একদিকে রহিয়াছে তাওহ'ীদের প্রতি খাঁটি বিশ্বাস, অপরদিকে দাহ্রিয়্যাঃ কর্তৃক প্রচারিত নাস্তিকতা ও প্রকৃতিবাদ; ইহা সত্য যে, উহা ভ্রান্তিপূর্ণ কিন্তু বোধগম্য: দার্শনিকগণ মনে করেন—পৃথিবী অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী, কিন্তু একথা বলিয়াও তাহারা ধরিয়া লন যে, স্রষ্টাও একজন আছেন, ইহা এক স্ববিরোধী প্রস্তাবনা ব্যতীত আর কিছু নহে।

অভিজ্ঞতাই সকল জ্ঞানের উৎস—এরিস্টটলীয় দর্শনের এই মতের পোষকতায় যখন নব্য-প্ল্যাটোনী উদ্ভাবন (emanation) মতবাদ হইতে ইখওয়ানু'স-স'াফা'র অনুকরণে আল্লাহ্ এবং সৃজিত বিশ্ব-জগতের মধ্যবর্তী আর একজন সৃষ্ট স্রষ্টার সন্ধান করিয়া বেড়ায় (যাহার ফলে দুই অবিনশ্বর স্রষ্টার ধারণা জন্মায়), তখন গ'াযালী জোর দিয়া মন্তব্য করেন, "উহা দুর্বোধ্য সমস্যার সমাধান নহে বরং উহা সমস্যা লইয়া লুকোচুরি মনোবৃত্তির পরিচায়ক" (দ্র. তাহাফুতু'ল-ফালাসিফাঃ [ed. with the works of the same name by Ibn Rushd and Khwadjazada, Cairo, 1319], p. 33, 27 and thereon, J. Obermann, Der philsophische und religiose Subjektivismus Ghazalis [Vienna-Leipzig, 1921], p. 43 প., 57 প., 63 প.)। এই সঙ্গে গ'াযালী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, ফারাবী অথবা ইব্ন সীনার এরিস্টটলীয় নব্য-প্ল্যাটোনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাওহ'ীদ প্রমাণ করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং "দ্বিতীয় একটি আবশ্যক সত্তার" অনুভূত বিপদ অপসারণের জন্য ইব্ন সীনা যে চেষ্টা করেন, তাহা ইমাম গ'াযালীর হৃদয়ে কোনই রেখাপাত করিতে পারে নাই (দ্র. Horten, Die Metaphysik Avicennas [Halle, 1907], p. 542 প.; esp. p. 551 on ইব্ন সীনা, কিতাবু'শ-শিফা', ৪)। ইব্ন সীনা তাঁহার "কিতাবু'ন-নাজাতের" সঙ্কীর্ণতর পরিসরে সৃষ্ট পদার্থের আদি বিন্যাস স্রষ্টা নিরপেক্ষ স্বাধীন ব্যাপার, এই স্বীকৃতি দিয়া যে তাওহ'ীদ প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছেন তাহার প্রভাব আরও অনির্ভরযোগ্য, পদার্থের আদি বিন্যাস একটি স্বাধীন ব্যাপার—এই স্বীকৃতি ইব্ন সীনার দ্বৈতবাদী নৃতত্ত্বেও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

ইসলামের খাঁটি তাওহ'ীদবাদের উপর ইসলামের বহির্দেশ হইতে আমদানীকৃত প্রভাবের সংক্রমণ সুন্নী আশ'আরীদের উপর

বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা 'আবদু'ল-ক'াহির আল্-বাগ্'দাদীর রচনায় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। আন-নাজ্'জ'াম স্বয়ং উগ্র দ্বৈতবাদী মত পোষণ করা সত্ত্বেও (ফারক', পৃ. ১২০, ১২; তাহ'ক'ীক', [বি-'আয়নিহি] ক'াওলু'হ'-হ'ানাবি'য়্যা) হ'ানাবি'য়্যা এবং মানী মতবাদীদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় (p. 117, 5, 120, 123 ult. 124, 8) ইব্ন রাওয়ান্দী অপেক্ষাও (দ্র. খায়্যাত', পৃ. ৩০) অধিকতর বিদ্রূপাত্মক বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন 'আব্দু'ল-ক'াহির বাগ্'দাদী তদীয় আল-ফারক' বায়না'ল-ফিরাক' গ্রন্থে (Cairo 1328)। আল্-বাগ'দাদী 'উস্'মু'দ্-দীন (Istambul, 1928, p. 54)-এ হ'ানাবি'য়্যাদের সহিত আন-নাজ্'জ'ামকে প্রত্যক্ষভাবে ইসলাম বহির্ভূত বলিয়াছেন। অন্যান্য কুফর তত্ত্ববিশারদগণের (Heresiologists) বিপরীত তিনি মারসিওনীদিগকেও অসতর্কতাহেতু হ'ানাবি'য়্যাঃ দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি বাতি'নী (দ্র.)-দিগকে কোন কারণ না দর্শাইয়াই দ্বিত্ববাদীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন (পৃ. ৩২৩)। তিনি বলেন, "তাহারা ছিল মূলত মাজূস এবং হ'ানাব'ী। অতঃপর মা'মূনের রাজত্বকালে তাহাদের প্রবক্তা 'আবদুল্লাহ ইব্ন মায়মূন আল্-ক'দ্দাহ্' এবং হ'াম্দান ইব্ন ক'ার্মাত' প্রভৃতি প্রচার করেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে স্রষ্টা দুইজন, প্রথম স্রষ্টা ও দ্বিতীয় স্রষ্টা। কিন্তু ইহা ছিল মূলত হ'ানাবি'য়্যাদের 'আলো' ও 'অন্ধকার' মতবাদের সারকথা। আর ইহাই মাজূসদের য়ায্দান ও আহ্রামান সম্পর্কে ধারণার সার-নির্যাস। দুই স্রষ্টা বলিতে যথার্থভাবে কাহাদিগকে বুঝান হইয়াছে উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ আলোচনা হইতে তাহা নিশ্চিতরূপে সাব্যস্ত হয় না। ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বাতি'নিয়্যাদের উপর মাজূসী প্রভাব প্রতিপন্ন করার জন্যই আল-বাগ্'দাদী "নির্গমন ধারায়" (series of emanations) মধ্য হইতে শুধু নূর শা'শা'আনী এবং নূর জু'লামীর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন (দ্র. ক'ার্-মাতি'য়্যাঃ)। বাতি'নী নাসি'র-ই-খুস্রাওয়ের সুপরিচিত তাওহ'ীদ প্রবণতায় (যাদ্-ই-মুসাফিরীন, Berlin 1923, p. 74 প. 150 প., 160 প.) এইরূপ দ্বিত্ববাদের সমর্থন মিলে না (তু. also Schaeder, Die islamische Lehre vom vollkommenen Menschen, in ZDMG, N. S., iv [1925], p. 222 প., esp. p. 231)। বাতি'নীদের দ্বিতীয় স্রষ্টার অধীনতা দেখাইবার জন্য বাগ'দাদী মাজূসদের সহিত যে তুলনা উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা সামঞ্জস্য-পূর্ণ; কিন্তু শুধু ইহাই মুসলিম কুফ্র তত্ত্ববিশারদগণের পরি-ভাষায় প্রকৃত দ্বিত্ববাদরূপে অভিহিত হইতে পারে না। তাঁহারা প্রবন্ধের গোড়ায় উল্লিখিত তিন শ্রেণী হইতে মাজূসদের স্বাতন্ত্র্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে হ'ানাবিয়্যাঃ শ্রেণীর বাহিরে রাখিয়াছেন। মাজূসী মতবাদে য়ায্দান (আলোই) মধ্য সৃষ্টি আর আহ্রামান (অন্ধকার) য়ায্দানের একটি গৌণ সৃষ্টি; আবার একটি যোরোস্ত্রিয়ান্ উপদলের মতে উভয়ে পরস্পর সমান, কিন্তু তাঁহারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত যে সমস্ত প্রবন্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলিতে উল্লিখিত গ্রন্থগুলিও (দ্র.)।

R. Strothmann (S.E.I.)/মোহাম্মদ আবদুর রহমান

ছ'ামূদ (ثمود) আরবের সেই সব প্রাচীন জাতি-সমূহের একটি নাম যাহারা 'আদ, ইরাম (আরম) বি'বার (জোবারিতি ?) জাতিগুলির ন্যায় রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর আবির্ভাবের পূর্বে কোন এক সময়ে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনতর অনার-বীয় ও অন্যান্য বিবরণেও ছ'ামূদ নামের এবং ছ'ামূদ জাতির ঐতিহাসিক অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃস্টপূর্ব ৭১৫ অব্দের সারগণ (Sargon) শিলালিপিতে আমরা "তামূদ" জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহারা আসিরীয়গণের অধীনস্থ হইয়া পূর্ব 'আরব ও মধ্য 'আরবে বসবাস করিতেছিল। আমরা আরিস্তো, টলেমী এবং প্লিনীর লেখাতেও ছ'ামূদেনিসের উল্লেখ দেখিতে পাই। শেষোক্ত লেখক ছ'ামূদাইগণের বসতি স্থলরূপে দোমাথা (Domatha) এবং হেগ্রার (Hegra) উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুই স্থানকে সম্ভবত "জোফ"-এর দূমাতু'ল-জান্দাল এবং আল-'ইলা'র উত্তরে অবস্থিত হি'জায রেলওয়ের আল-হি'জ্রের সহিত অভিন্ন স্থানরূপে সনাক্ত করা যায়। প্রাচীন 'আরবীয় লোক-কাহিনীতে ছ'ামূদ জাতির বসতি শেষোক্ত স্থানেই নির্দেশ করে। 'আরবের প্রাচীন কবিগণ পার্থিব গৌরবের ক্ষণস্থায়িত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ 'আদ জাতির সহিত ছ'ামূদ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। এই কবিদের মধ্যে আল-আ'শা এবং উমায়্যাঃ ইব্ন আবি'স'-স'াল্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা তাঁহাদের কাহিনীতে কতিপয় প্রচলিত উপাখ্যান উদ্ধৃত করি-য়াছেন। কু'রআনে 'আদ জাতির সহিত ছ'ামূদ জাতির ভাগ্যকে পরবর্তীদের জন্য হুশিয়ারীস্বরূপ পেশ করা হইয়াছে। কু'রআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি এই : ৭ : ৭৩-৭৯; ১১ : ৬১-৬৮; ১৫ : ৮০-৮৬; ৪৬ : ২৩---৩১।

ছ'ামূদ জাতির পতন কাহিনী কু'রআনের ভিত্তিতে 'আরবীয় ঐতিহ্যে এবং তাফসীরকারগণের রচনায় বিকাশ লাভ করিয়াছে। উহা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

'আদ ক'াওমের মধ্যে যেমন হূদ ('আ) নামে এক নবী ছিলেন তেমনি ছ'ামূদ ক'াওমের মধ্যে একজন নবী ছিলেন, তাঁহার নাম স'ালিহ' ('আ) (ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন 'আমির ইব্ন সাম)।

তাঁহার বিরোধী অবিশ্বাসিগণের নেতা ছিল জুন্দা' ইব্ন 'আম্র। তাঁহার নুবুওয়াতের নিদর্শন দেখিতে চাওয়ায় স'ালিহ' ('আ) অলৌকিকভাবে পাহাড়ের মধ্য হইতে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বাহির করিলেন। আল্লাহ্র এই উষ্ট্রী পবিত্র এবং অবধ্য ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও অবজ্ঞাকারীদের দ্বারা বাচ্চাসহ উহার পায়ের পেশী-বন্ধ কর্তিত হইল। এই হঠকারিতার জন্য শাস্তিস্বরূপ সমগ্র জাতি বিধ্বস্ত হইল। এই ধ্বংসের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কু'রআনের ৭ম সূরায় ৭৪ তম আয়াতে বলা হইয়াছে, "রাজিফাঃ"—ভূমিকম্প, আর ৪১ সূরার ১৩শ ও ১৭শ আয়াতে বলা হইয়াছে স'া'ইক'াঃ—বজ্রপাত।

কু'রআনু'ল-কারীমের অনবদ্য ভাষায় ছ'ামূদ জাতির প্রতি স'ালিহ' ('আ)-এর সত্যের প্রতি আহ্বান, উক্ত জাতির হঠকারিতা-পূর্ণ আচরণ এবং উহার পরিণতি সম্পর্কে বিভিন্ন সূরায় যে ইঙ্গিতপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে—স্পষ্টতর ধারণা গঠন এবং পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য উহার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"এবং ছ'ামূদ জাতির নিকট (নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম) তাহাদের ভ্রাতা স'ালিহ'কে। তিনি বলিয়াছিলেন : "হে আমার জাতি!

তোমরা 'ইবাদাত করিবে, আনুগত্য করিবে আল্লাহ্‌র, তিনি ব্যতীত তোমাদের উপাস্য প্রভু আর কেহ নাই, তোমাদিগকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে এবং সেইখানেই তিনি তোমাদিগকে বসবাস করাইয়াছেন, সুতরাং তোমরা তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন কর, নিশ্চয়ই আমার প্রভু নিকটেই আছেন, তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।" তাহারা বলিল, "হে সা'লিহ'! তুমি তো ছিলে ইতিপূর্বে আমাদের আশাস্থল। এখন কি তুমি আমাদিগকে নিষেধ করিতেছ 'ইবাদাত করিতে সেই সকলের, যাহাদিগের 'ইবাদাত করিয়াছিল আমাদের পিতৃপুরুষেরা? বস্তুত তুমি আমাদিগকে যাহার প্রতি আহ্বান করিতেছ আমরা সে সম্বন্ধে সন্দিহান"—(সূরাঃ হূদ: ৬১ ও ৬২ আয়াত)।

ছা'মূদ জাতির আবেদন অনুসারে আল্লাহ্‌র নিদর্শনরূপে উষ্ট্রী আসিল। সা'লিহ' নবী ('আ) এই উষ্ট্রীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া উহাকে আল্লাহ্‌র নিদর্শনরূপে গ্রহণপূর্বক তাঁহার আনুগত্যের আহ্বান জানাইয়া সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন এইভাবে:

"দেখ, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট এক সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে; আল্লাহ্‌র এই উষ্ট্রী তোমাদের পক্ষে নিদর্শনস্বরূপ হইবে, অতএব তোমরা উহাকে মুক্ত থাকিতে দিও, আল্লাহ্‌র যমীনে উহা চলিয়া বেড়াইতে থাকুক, আর কুমতলবে উহাকে স্পর্শ করিও না, অন্যথায় এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদিগকে পাকড়াও করিয়া ফেলিবে।" সা'লিহ' ('আ) আরও বলিলেন, "তোমরা সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়া দেখ, 'আদ জাতির পর যখন তিনি তোমাদিগকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিলেন ও তোমাদিগকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, তোমরা তাহার কোমল (মৃত্তিকা) দ্বারা 'ইমারাত তৈয়ার করিতেছ এবং পাহাড় কাটিয়া তাহার মধ্যে গৃহ নির্মাণ করিয়া থাক, অতএব আল্লাহ্‌র এই নি'আমতগুলি স্মরণ রাখিও আর পৃথিবীতে ফাসাদ করিয়া বেড়াইও না।" (আ'রাফ: ৭৩ ও ৭৪ আয়াত)।

কিন্তু তাঁহার কাওম তাঁহার কথা ত মানিলই না, বরং উল্টা চরম হঠকারিতার পরিচয় দিয়া উষ্ট্রীটিকে মারিয়া ফেলিল, তাহাদের প্রভু প্রতিপালকের নির্দেশ পালনে পরাঙমুখ হইয়া গেল এবং (অবশেষে) বলিল: "হে সা'লিহ'! তুমি যদি (সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র) রাসূল হও, তাহা হইলে যে ('আযাবের) ভয় আমাদিগকে দেখাইয়া আসিতেছ তাহা আনিয়া ফেল।" ফলে তাহারা ভীষণ ভূমিকম্পের কবলে পতিত হইল আর তাহাদের প্রভাত হইল নিজ নিজ আবাসে তাহাদের অধঃমুখে ভূপাতিত অবস্থায়" (আ'রাফ: ৭৮ ও ৭৯ আয়াত)।

অন্যত্র বলা হইয়াছে, "আর দেখ, ভূমিকম্পের প্রচণ্ড নির্ঘোষ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, তাহাদের প্রভাত হইল নিজ নিজ আবাসে ভূপাতিত অবস্থায় (এমনভাবে) যেন সে দেশে কখনও তাহাদের বসবাস ছিল না; (আল্লাহ্‌র রাহ্'মাত হইতে) দূরে অপসৃত হইয়া গেল ছা'মূদ জাতি" (সূরাঃ হূদ: ৬৭ ও ৬৮ আয়াত)।

কু'রআনের এই বর্ণনাসমূহ ছা'মূদ জাতির পতনের কারণরূপে বর্ণিত আগ্নেয়গিরির লাভা নিঃসরণের সেই প্রচলিত কাহিনীকেই সত্য সম্ভাবিত করিয়া তোলে। এই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে আরবে "হ'ররা" নামে অভিহিত বিস্তীর্ণ লাভা ক্ষেত্রের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। আল্-হি'জ্‌রের পশ্চিম দিকে অন্যতম বৃহত্তম 'হ'ররা' আজও বিদ্যমান রহিয়াছে (দ্র. B. Moritz, Arabien, Hanover 1923, p. 28)। Glaser মনে করেন, ছা'মূদ জাতি লিহ্'য়ান (Pliny যাহাকে Lochieni বলিয়াছেন) জাতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তিনি এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, হুযা'য়লদিগের আজও লিহ্'য়ান নামে যে দুই গোত্র বিদ্যমান তাহাদেরও প্রাচীন নাম ছিল ছা'মূদ এবং পরবর্তী নাম লিহ্'য়ান।

তাঁহার মতে ৪০০ হইতে ৬০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে লিহ্'য়ান রাজত্বের অবসানের সহিত ছা'মূদ জাতির পতনের সময়কাল মিলিয়া যায়। [কু'রআন বর্ণিত ছা'মূদ জাতির ধ্বংস ইহার পূর্বে হইয়াছে।] Huber, Euting প্রমুখ আল-'উলা', আল-হি'জ্‌র এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার পাহাড়ে যে শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন শিলালিপিবিদগণ উহা লিহ্'য়ান বা ছা'মূদীয় বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী: উপরে উদ্ধৃত কু'রআনের আয়াতগুলির ব্যাখ্যা; (১) ত'াবারী, ১ খ, ২১৯ প.; (২) আল-মাক্'দিসী, বাদ'উ'ল-খাল্‌ক', ed. Huart, ৩ খ, ৩৯ প.; (৩) মাস্'উদী, মুরূজ, ৩ খ, ৮৪ প.; (৪) আবু'ল-ফিদা', Historia anteislamica, ed. Fleischer, register; (৫) Caussin de perceval, Histoire des Arabes, i. 24 প.; (৬) Sprenger, Alte Geographie Arabiens; (৭) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 103—106.

H. H. Brow (S.E.I.)/মোহাম্মদ আবদুর রহমান

জ

জা'ইয—জায়েয (جائز) সাধারণত পঞ্চ আদেশের অন্যতম গণ্য করা হয় (আল্-আহ্'কামু'ল-খাম্সা ; Goldziher, Zahiriten, পৃ. ৬৬ প. ; তু. Dict. of Techn. Terms. ১খ, ৩৭৯ প. ; T.W. Juynboll, Handbuch, পৃ. ৫৯ প.) এবং মুবাহ' (অর্থাৎ অনুমিত)-এর সমার্থবোধক বিবেচিত হয়। তবে মুবাহ' দ্বারা এমন কর্ম বুঝায় যাহা নিষিদ্ধ নয়, আদিষ্ট নয় কিংবা অনুমোদিত নয় ; যাহা সম্পাদনের জন্য পুরস্কার নাই, অসম্পাদনের জন্য শাস্তিও নাই। কিন্তু জা'ইয অত্যন্ত ব্যাপক ; এই শব্দের "প্রচলিত" "অনুমোদনীয়" অর্থ দ্বারা শুধু মুবাহ'কেই বুঝায় না, আইনগত বাধা নাই এমন কোন কার্য বা বিষয়কেও বুঝায়। ফলে ওয়াজিব, মান্দূব (পসন্দনীয়) ও মাক্রূহ ইহার অন্তর্গত হইয়া পড়ে। অধিকন্তু আইনগত অর্থ ছাড়াও শব্দটি যুক্তিগত তাৎপর্যও বহন করে, তখন ইহার অর্থ দাঁড়ায় "যাহা অচিন্তনীয় নয়, তবে তাহা আবশ্যকীয়, সম্ভাব্য কিংবা সম্ভবপর যাহাই হউক না কেন" (Dict. of Techn. Terms, i. 207 প.)।

গ্রন্থপঞ্জী : নিবন্ধের যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

জানাবা : (جنابة) নারী সঙ্গমের দরুন যে অপবিত্র অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাকে জানাবাঃ বলে এবং এইরূপ অপবিত্র ব্যক্তিকে জুনুব বলে। জানাবাঃ-কে গুরু অপবিত্রতা গণ্য করা হয় এবং গু'স্ল দ্বারাই আবার পবিত্রতা অর্জন করা যায় ; গু'স্লের পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করিলেও চলে। লঘু অপবিত্রতার বেলায় উযূ বা (পানির অভাবে) তায়াম্মুমের বিধান রহিয়াছে। জুনুব সম্পর্কে কু'রআনের ৫ : ৬ আয়াতে উল্লেখ আছে : "যদি তোমরা সঙ্গমজনিত অপবিত্রতায় থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হইবে—তোমরা যদি স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হও এবং পানি না পাও তবে বিশুদ্ধ মাটির দ্বারা পবিত্র হইবার সংকল্প করিবে এবং ঐ মাটি তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাইবে" (অর্থাৎ তায়াম্মুম করিবে)। শারী'আত অনুযায়ী যে কোন প্রকারে রেতঃপাত হইলেও যে কোন ব্যক্তি জুনুব হইয়া পড়ে।

জুনুব তাহার অপবিত্রতার কারণে স'লাত আদায় করিতে পারে না, পবিত্র কা'বাঃ ত'াওয়াফ করিতে পারে না কিংবা বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে মসজিদে অবস্থান করিতে পারে না। তদুপরি কু'রআন স্পর্শ করা বা কু'রআন তিলাওয়াত করাও তাহার জন্য নিষিদ্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী : ফি'ক্হ' কিতাবে ও হ'াদীছে' পবিত্রতা সম্পর্কিত অধ্যায়সমূহ। I. Goldziher, Die Zahiriten (Leipzig 1884), পৃ. ৪৮—৫২।

জানাযাঃ (جنازة : জানাযা :) মূল ধাতু ج-ن-ز যাহার অর্থ ঢাকা, আবৃত করা, লুকান। জানাযাঃ শব্দের অর্থ (১) খাট বা খাটিয়া, (২) খাটিয়ার উপর রক্ষিত মৃতদেহ বা লাশ, (৩) দাফন-কাফন বা ধর্মীয় শেষকৃত্য। তৃতীয় অর্থে জিনাযাঃ শব্দেরও ব্যবহার আছে। ইসলাম ধর্মে দাফন-কাফন সংক্রান্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গুরুত্ব রহিয়াছে।

কু'রআন মাজীদে দাফন-কাফন সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ উল্লেখ নাই। কিন্তু হ'াদীছে'র উপর নির্ভর করিয়া ফিক্'হের কিতাবসমূহে দাফন-কাফনের বিস্তৃত বিধি-নিষেধ প্রদত্ত হইয়াছে।

কোন মুসলিমের মৃত্যু হওয়ার পরেই তাহাকে খাটিয়ার উপর কি'ব্লামুখী করিয়া শোওয়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর গু'স্ল করান হয়। ইহার জন্য নিয়্যাতের প্রয়োজন নাই। গু'স্ল (দ্র.)-এর নির্দেশ ফিক্'হের কিতাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেওয়া আছে। প্রতি অঙ্গ বেজোড় (তিন, পাঁচ ইত্যাদি) সংখ্যক বার ধৌত করা হয় (বুখারী, জানা'ইয, বাব ৮ ও ৯)। তৎপর লাশকে কাফন পরিধান করান হয়। কাফনের বস্ত্রখণ্ডের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহে এক, দুই বা তিনটি বস্ত্রখণ্ডের উল্লেখ আছে (বুখারী, জানা'ইয, বাব ২০, ২৭, ৯৪)। ফিক্'হের বিধান মতে পুরুষের জন্য তিন খণ্ড এবং মহিলাদের জন্য পাঁচ খণ্ড করিয়া কাফনের কাপড় ব্যবহার করিতে হইবে। তবে পুরুষকেও পাঁচ খণ্ড বস্ত্রে আবৃত করা যায়, যদিও ইহা শ্রেয় নহে। কি প্রকারের কাফন পরাইতে হইবে সেই বিষয়ে 'আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। স'াহ'ীহ' মুসলিম-এর (জানা'ইয, হ'াদীছ' ৪৫) এক হ'াদীছ'-এ বর্ণিত আছে, "নবী কারীম (স')-কে সাহল (য়ামনের একটি শহর)-এর তিন খণ্ড শ্বেত বস্ত্রে আবৃত করা হইয়াছিল যাহার মধ্যে ক'ামীস'ও ছিল না, ইমামাও ছিল না।" মালিকী মায্'হাব অনুযায়ী ক'ামীস'ও 'ইমামাঃ কাফনের অন্তর্ভুক্ত, তবে রাসূলুল্লাহ (স')-এর বেলায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল (দ্র. উদ্ধৃত হ'াদীছ' সম্পর্কে নাওয়াব'ীর ভাষ্য)। শাফি'ঈ এই রীতি (ক'ামীস' ও 'ইমামার ব্যবহার) সুপারিশ করেন নাই, তবে উহার অনুমতি দিয়াছেন। কাফনে দামী কাপড় ব্যবহার করা হ'াদীছে' নিরুৎসাহ করা হইয়াছে। যথাঃ ইমাম মালিক-এর জানা'ইয সম্পর্কে ৬নং হ'াদীছ' যাহা হযরত আবু বাক্র হইতে বর্ণিত হইয়াছে, "নূতন কাপড়ের প্রয়োজন মৃত ব্যক্তির চাইতে জীবিত ব্যক্তির অধিক।" হ'ল্লাঃ-ই শ্রেষ্ঠ কাফন : একটি রিদা' (চাদর যাহা উত্তর স্কন্ধ আবৃত করে), একটি ইযার (কটি আবৃত করিতে), উপরন্তু একটি লিফাফাঃ, যাহা প্রকৃত অর্থে কোন জামা নহে, বরং সমস্ত দেহ জড়াইয়া ঢাকিবার একটি বহির্বাসমাত্র। মহিলাদের কাফনে থাকে একটি দির্' (এক ধরনের ক'ামীস'), একটি ইযার, একটি খিমার (মুখাবরণ) এবং একটি লিফাফাঃ। অনেক ক্ষেত্রে সীনাঃবান্দের (বক্ষাবরণ) ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

হ'ানাফীদের মতে প্রয়োজন হইলে একটিমাত্র বস্ত্রখণ্ডেও কাফন দেওয়া চলে। কাফন শ্বেত রঙের হওয়াই উত্তম, ব্যতিক্রম হিসাবে

অন্য রঙের কাপড়ও ব্যবহৃত হয়। যথাঃ কাল (লিসানু'ল-'আরাব, ১খ, ৪৫৫), সবুজ ও লাল (Snouck Hurgronje, Mekka, ii, 194)।

ইহ্'রামের অবস্থায় কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার কাফনে সেলাই থাকিবে না এবং মস্তক আবৃত করা হইবে না (বুখারী, জানা'ইয, বাব ২৭)। ইহা ইহ্'রামে পরিধেয় বস্ত্রের বিধান অনুসারে।

কাফন পরিধান করাইবার পর জানাযার স'ালাত আদায় করা হয়। জানাযার স'ালাতে প্রধানত মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ' করিবার ব্যবস্থা আছে। ফিক্'হের কিতাবে জানাযার স'ালাতের সবিস্তার বিধি-বিধান দেওয়া আছে। জানাযার স'ালাত মসজিদের অঙ্গনে বা খোলা মাঠে আদায় করা হয়। (আরও দ্র. স'ালাত—৪)।

কাফিরের জন্য জানাযার স'ালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। এরূপ ব্যক্তিকে গু'সল করান হইবে না। তবে তাহাকে কবরস্থ করা যায়। শহীদকে গু'সল করান হয় না। যে রক্তের চিহ্ন তাঁহার শাহাদাতের সাক্ষ্য তাহা ধুইয়া অপসারিত করিবার প্রয়োজন নাই। মৃতদেহের কাছে আলো জ্বালাইয়া রাখা একটি প্রাচীন সেমেটিক প্রথা বলিয়া কথিত (e. g. Pesahim iv. 14), কিন্তু হ'াদীছে' বিনা প্রয়োজনে আলো জ্বালান নিষেধ করা হইয়াছে (নাসাঈ, জানা'ইয, বাব. ১০৪)। উপরিউক্ত কৃত্যাদি সমাপ্ত হওয়ার পর কবরস্থানের দিকে জানাযার মিছিল যাত্রা শুরু হয়। লাশের খাটিয়া পুরুষেরা কবরস্থানে বহিয়া লইয়া যায়। স্ত্রীলোকের লাশও পুরুষেরা বহন করে। বহন কাজটি সাবধানে করিতে হয়। মহিলাদের লাশ সযত্নে সাধারণের দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। জানাযাঃ রাস্তা দিয়া লইয়া যাইবার সময় দর্শকদের দাঁড়াইতে হইবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') জানাযাঃ যাইবার সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এইরূপ হ'াদীছ' বর্ণিত আছে (মুসলিম, জানা'ইয, হ'াদীছ' ৭৩)। (ইহার দুইটি কারণও উল্লেখ করা হইয়াছে: ১। ফিরিশতাদের সম্মানে যাহারা জানাযার অগ্রভাগে গমন করেন, ২। মৃতের সম্মানে। অপর একটি হ'াদীছে' বলা হইয়াছে, যে, জানাযার সম্মানে দাঁড়াইবার আদেশ রহিত করা হইয়াছে। ইমাম মালিক, আবূ হ'ানীফাঃ ও শাফি'ঈ (র) শেষোক্ত মতের সমর্থক। ইমাম আহ্'মাদ ইবন হ'াম্বাল (র) এই বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। জানাযার মিছিলে শরীক হওয়া প্রশংসনীয় (মুস্তাহ'াব্ব), তবে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মিছিলের অনুসরণ করা নিষিদ্ধ।

মৃতের লাশ কবরে রাখার কাজটি বেজোড় সংখ্যক লোকেরা সম্পন্ন করেন। লাশ কবরের মধ্যে কি'বলাঃমুখী করিয়া শোয়ান হয়। তৎপর উপস্থিত লোকদের সকলেই তিন তিন মুষ্টি করিয়া মাটি কবরের উপর নিক্ষেপ করেন। এই উপলক্ষে মৃতের কানে কালিমাঃ ত'াইয়্যিবাঃ শুনানো হয় (তাল্ক'ীন), উদ্দেশ্য এই যে, কবরের মধ্যে মুন্কার ও নাকীর যখন এই বিষয়ে প্রশ্ন করিবে সে যেন ঠিক উত্তর দিতে পারে। মালিকী মায'হাব অনুসারিগণ তাল্ক'ীন সমর্থন করেন না। কখনও কখনও সূরাঃ ফাতিহ'া এবং মু'আওবি'য'াতান (কু'রআন শারীফের সর্বশেষ সূরাঃদ্বয়) পাঠ করা হয় (আল-কু'শমী. পৃ. ৩২)। দাফনের সময় মহিলার কবর চাদর দ্বারা ঢাকিয়া লওয়া হয়। শাফি'ঈ মতে পুরুষের কবরও ঢাকিতে হয়।

ফিক্'হের বিধান মতে কবরকে অলংকৃত করা, এমন কি উহার উপর শিলালিপি স্থাপন করাও অনুমোদিত নহে। কেবলমাত্র মৃতের মস্তক বরাবর স্থানটি একটি প্রস্তর বা কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা চিহ্নিত করা যাইতে পারে। তবে ফিক্'হশাস্ত্রের নিষেধ সত্ত্বেও বহু মাযার ও সমাধি-সৌধে বিচিত্র কারুকার্যের সমাবেশ দেখা যায় এবং উহা সাধারণ লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কবর যিয়ারাত করা প্রথমে নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল, পরে উহা অনুমোদন করা হইয়াছে (মুসলিম. জানা'ইয, হ'াদীছ' ১০৫, ১০৮)।

মৃতদেহ দাফন করার পূর্বে ও পরে শোক ও সমবেদনা প্রকাশের জন্য মৃতের পরিবার-পরিজনের গৃহে গমন করিবার বিধান রহিয়াছে। ফিক্'হের কিতাবে এই সম্পর্কে বিস্তৃত নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন কি বলিয়া সান্ত্বনা দিতে হইবে ইত্যাদি (দ্র.- তা'যিয়াঃ)। দাফনের দিনের পরে গরীব-মিসকীনদের জন্য ভোজ দিবারও সুপারিশ আছে। এরূপ ক্ষেত্রে পবিত্র কু'রআন পাঠ করা হয় এবং উহার ছ'াওয়াব মৃতের আত্মার প্রতি পৌঁছাইবার দু'আ' করা হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) হ'াদীছ' সংগ্রহে এবং ফিক্'হের পুস্তকসমূহে স'ালাত 'আলা'ল-মায়্যিত ও কিতাবু'ল-জানা'ইয; (২) ইবন সা'দ, ত'াবাক'াত, ২/২খ. ৬০ প. (নবী করীম (স')-এর দাফন কার্য); (৩) ইবন আবি'ল-হ'াজ্জ, মাদখাল, খ. ১৯২৯. পৃ. ২ : ২২ প., ২২১ প. ৩ : ২৩৪—২৮০ (মধ্যযুগ), (৪) M. Galab, in Isl. 31 (1953 C) 147—173, 32 (1955 C) 79-104, 168-194 (৫) A. S. Tritton, in BSOS, ix, 653-661; (৬) A. J. Wensinck, Handbook, দ্র. Biers; (৭) ঐ লেখক, Some Semitic Rites of Mourning and Religion, in Verh. KAW, New Series xviii, no. i.; (৮) Paule Kahle, Die Totenklage im heutigen Agypten in Festschrift H. Gottingen 1923; (৯) J. L. Burckhardt, Notes Gunkel, on the Bedouins and Wahabys, p. 280; (১০) Snouck Hurgronje Mekka, ii, p. 188—198; (১১) d'Ohsson, Tableau de l'Empire Othoman i, p. 235, 259; (১২) A. Jaussen, Coutumes Palestiniennes (i., Nablus), p. 333—345; (১৩) ঐ লেখক, Coutumes des Arabes du pays de Moab, p. 95—105; (১৪) S. G. Wilson Persian Life and Customs, p. 209—212; (১৫) A. Musil, The Manners and Customs of the Rwala Bedouins, p. 670; (১৬) Snouck Hurgronje, The Acheneso i. p. 418—430; (১৭) ঐ লেখক, Verspr. Geschr. iv. i., p. 241—245 (Java); (১৮) E. Westermarck, Ritual and Belief in Morocco, vol, ii.

জান্নাত (جنة : জান্নাঃ) শব্দটির আভিধানিক অর্থ উদ্যান। যে সব মু'মিন ইহকালে সৎকার্য করেন পরকালে তাহাদিগকে সুখ সম্পদপূর্ণ উদ্যানে অর্থাৎ বেহেশ্তে থাকিতে দেওয়া হইবে। কু'রআন ও হ'াদীছে' জান্নাত শব্দটি প্রায়শ বেহেশ্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জান্নাতের বিভিন্ন স্তর আছে, বেহেশ্তবাসিগণ নিজ নিজ সৎ কর্ম অনুসারে যোগ্য আসন লাভ করিবেন। কু'রআনে বেহেশ্ত বুঝাইতে নিম্নোক্ত আটটি শব্দ-সমষ্টি ব্যবহৃত হইয়াছে; যথাঃ দারু'ল-খুল্দ, দারু'ল-মাক'াম, দারু'স-সালাম, জান্নাতু'ল-'আদ্ন, দারু'ল-ক'ারার, দারু'ন-না'ঈম, জান্নাতু'ল-মা'ওয়া, জান্না-

তু'ল-ফিরদাওস। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, বেহেশ্‌তের সংখ্যা আটটি এবং তন্মধ্যে জান্নাতু'ল-ফিরদাওস সর্বশ্রেষ্ঠ। কু'রআনে বেহেশ্‌তের বর্ণনায় সুরম্য অট্টালিকা, স্নিগ্ধ ছায়া, স্বর্ণসিংহাসন, নদীপ্রবাহ, দুগ্ধ-মধু-মদিরা স্রোত, ফল-মূলের প্রাচুর্য, সুকোমল গালিচা, সুন্দরী হূ'র, চিরকিশোর গি'লমান ইত্যাদি কথা রহিয়াছে। কেহ কেহ কু'রআনের এই বর্ণনাকে রূপক বা মিছ'াল বলিয়া মনে করেন।

জান্নাত সম্পর্কীয় কয়েকটি আয়াতের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইলঃ

"কেহ জানে না, তাহাদের সৎ কাজের প্রতিদানে নয়নমোহন কি পুরস্কার রক্ষিত রহিয়াছে" (সূরাঃ সিজ্‌দাঃ, ১৭)।

"ধর্মনিষ্ঠগণ নদীবিধৌত স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিবে যোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান বিশ্বপতির সন্নিধানে" (সূরাঃ ক'মার, ৫৪--৫৫)।

"ধর্মনিষ্ঠদের জন্য যে স্বর্গোদ্যানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার উপমা হইতেছে—সেখানে রহিয়াছে স্বচ্ছতোয়া নদী, অবিকৃত স্বাদ দুগ্ধধারা, সুস্বাদু মদিরা স্রোত আর নির্মল মধু-নির্ঝর, তদুপরি তাহাদের জন্য রহিয়াছে যাবতীয় ফল-সম্ভার আর প্রভুর ক্ষমা" (সূরাঃ মুহ'ম্মাদ, ১৫)।

"সেইদিন বেহেশ্‌তীগণ আনন্দে মগ্ন থাকিবে; স্নিগ্ধ ছায়ায় সঙ্গিনীসহ তাহারা সিংহাসনে হেলান দিয়া বসিবে। সেইখানে তাহাদের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে যাবতীয় ফল-মূল ও বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু, আর সেইখানে করুণাময় প্রভুর পক্ষ হইতে তাহারা "শান্তি" সম্ভাষণ শুনিতে পাইবে" (সূরাঃ য়াসীন, ৫৫—৫৮)।

"বিশ্বাসী নর ও নারীকে যে স্বর্গোদ্যানের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ দিয়াছেন তাহার পাদদেশে নদীস্রোত বহিয়া যাইতেছে। সেইখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে আর চিরস্থায়ী সেই উদ্যানে উত্তম বাস-স্থান রহিয়াছে, কিন্তু সর্বোত্তম প্রাপ্তি হইতেছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি-লাভ, ইহাই মহাসাফল্য" (সূরাঃ তাওবাঃ ৭২)।

"জান্নাতের বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর মত" (সূরাঃ হ'াদীদ: ২১)।

"তাঁহারা হেলান দিয়া স্বর্ণসিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখী হইয়া বসিবে, তাহাদের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে চিরকিশোরেরা পান-পাত্র, কুঁজা ও সুরাপূর্ণ পেয়ালা লইয়া। সেই সুরাপানে তাহাদের শিরঃপীড়া হইবে না। তাহারা জ্ঞানহারাও হইবে না। সেই কিশোরেরা পরিবেশন করিবে তাহাদের পসন্দমত ফলমূল এবং তাহাদের ঈপ্সিত পক্ষিমাংস। সেইখানে তাহাদের জন্য থাকিবে আয়ত-লোচনা হূ'র, সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ, তাহাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ। সেইখানে তাহারা কোন অসার কথা ও পাপবাক্য শুনিবে না, কেবল শুনিবে "সালাম, সালাম" (শান্তি, শান্তি) (সূরাঃ ওয়াকি''আঃ ১৫—২৬)।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) Wensinck, CTM, vol. I; (২) ঐ লেখক, Hand book, দ্র. Paradise; (৩) ইব্‌রাহীম হ'াক্'কী, মা'রিফাত নামাহ্, বূলাক' ১২৫১, ১২৫৫। জান্নাঃ সম্পর্কিত কু'রআনের বহু আয়াত ও হ'াদীছে'র বাবসমূহ।

জা'ফার (جعفر) ইব্‌ন মুহ'ম্মাদ দ্বাদশ ইমামের ষষ্ঠ ইমাম। তিনি আস'-স'াদিক' (বিশ্বাসভাজন) নামেও অভিহিত হইতেন। জা'ফার ৮০/৬৯৯—৭০০ কিম্বা ৮৩/৭০২—৭০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইমাম হিসাবে তদীয় পিতা মুহ'ম্মাদ আল-বাকি'র-এর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি রাজনীতিতে কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। অন্যপক্ষে হ'াদীছ'শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র, আল-কেমি ও অন্যান্য গূঢ় বিজ্ঞান চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত রাখিতেন। তবে তাঁহার রচিত বলিয়া কথিত বহু পুস্তক পরবর্তীকালের জাল রচনা। তিনি ১৪৮/৭৫৬ সালে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। ইমামীয়াঃ সম্প্রদায় তাঁহার (জা'ফারের) সময় পর্যন্ত ইমামাতের পরম্পরা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার বৈধ উত্তরাধিকারী সম্পর্কে একমত নহেন; তাঁহার বহু সন্তান ছিল এবং উহাদের মধ্যে চারিজন (মুহ'ম্মাদ, 'আব্‌দুল্লাহ্, মূসা এবং ইসমা'ঈল) ইমামাত দাবী করিয়াছিলেন। সপ্ত ইমাম হিসাবে তাঁহার পুত্র মূসা আল-কাজি'ম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সদস্য কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) ত'াবারী, ৩য়, ২৫০৯ প.; (২) ইব্‌নু খাল্লিকান, ১২৮ নং (de Slane-এর অনুবাদ), ৩০০ প.; (৩) শাহ্‌রাস্তানী, পৃ. ১৬, ১২৪ (Haarbrucker, পৃ. ২৪, ১৮৭; (৪) নাওবাখ্‌তী, ফিরাকু''শ-শী'আঃ,. (Bibl. Isl, 4), সূচী; (৫) GAL Suppl., i. 104।

জাফর আহমদ উছমানী (ظفر احمد عثمانی : জ'াফার আহ্'মাদ 'উছ্'মানী) জন্ম ১৮৮৭ খৃ. মৃ. ১৯৭৪ খৃ.। তিনি ভারতের মাওলানা আশ্‌রাফ 'আলী থানাব'ীর ভাগিনা এবং ভারতের উত্তর প্রদেশের থানা ভবনের অধিবাসী। ছোটবেলা হইতেই তিনি মামার নিকট থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করেন। প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ থানা ভবনে খানকাহ-ই-ইমদাদিয়্যায় থাকিয়া কিভাবে ধর্মীয় পুস্তক রচনা করিতে হয় এবং ফাত্‌ওয়া লিখিতে হয় শিক্ষা করেন। ছয় খণ্ডে প্রকাশিত "ইমদাদু'ল-আহ্'কাম" নামক বিরাট ফাত্‌ওয়ার কিতাবখানা তাঁহারই শ্রমের ফলশ্রুতি।

১৯৩৮ খৃস্টাব্দে তাঁহার শিক্ষক মাওলানা মুহ'ম্মাদ ইস্‌হ'াক' বর্ধমানী (র)-এর ইন্তিকালের পর মাওলানা উছ্‌মানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৮ সন পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি ঢাকা 'আলীয়াঃ মাদ্‌রাসার হেড্ মাওলাব'ীর পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৫২ খৃ. পর্যন্ত তিনি কৃতিত্বের সহিত কাজ সমাধা করিয়া পাকিস্তানের টণ্ড আল্লাহ্ য়ার খান দারু'ল-'উলূম মাদ্‌রাসার মুহ'াদ্দিছ' হিসাবে যোগদান করেন। তিনি রাজনীতিবিদও ছিলেন। পাকিস্তান অর্জনে তাঁহার দান কম নহে। তৎসঙ্গে তিনি ধর্ম প্রচার ও ধর্মীয় কিতাব রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত কতকগুলি মূল্যবান পুস্তকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:

১। ইমদাদু'ল-আহ্'কাম, ৬ খণ্ডে লিখিত ফাতওয়ার কিতাব।

২। ই'লা'উ'স-সুনান, ২০ খণ্ডে লিখিত হ'াদীছে'র একটি মূল্যবান কিতাব।

৩। ইব্‌ন মান্‌সূ'র—(মান্‌সূ'র হ'াল্লাজের জীবনী)।

৪। সাফার-নামাহ্-ই-হি'জায।

জাব্‌রিয়্যাঃ (جبرية) একটি সম্প্রদায় বিশেষের নাম; তাঁহারা ক'াদ্‌রিয়্যাঃদের মতবাদের বিপক্ষে ইচ্ছার স্বাধীনতা অস্বীকার করেন এবং এই বিষয়ে মানুষ ও জড়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করেন না; কারণ তাঁহাদের মতে মানুষের কার্যাবলী আল্লাহ্‌র জাব্‌র বা বাধ্যবাধকতার অধীন। এই মতের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ

প্রবক্তা হইতেছেন জাহ্ম ইব্ন স'াফ্ওয়ান (দ্র.)। নাজ্জারিয়াঃ, দি'রারিয়াঃ, কুল্লাবিয়াঃ এবং বাক্রিয়াঃদেরকেও জাব্রিয়াঃ হিসাবে গণ্য করা হয়, মু'তাযিলী লেখকগণ অবশ্য গোঁড়া আশ্'আরিয়্যাঃকেও জাব্রিয়্যাঃ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, কিন্তু শাহ্রাস্তানী যথার্থভাবে দেখাইয়াছেন যে, এইরূপ ধারণাকে সঠিক বলা যায় না। কারণ তাঁহারা ইচ্ছার স্বাধীনতা অস্বীকার করিলেও তাঁহাদের মতে মানুষ কার্যের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে (দ্র. কাস্ব)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শাহ্রাস্তানী, পৃ. ৫৯ প.; (২) Horten, Die philosophischen Systeme der Spekulativen Theol. im Islam, পৃ. ৫৪ প.।

জাবারূত (جبـروت), একটি পারিভাষিক শব্দ যাহা নব্য-প্ল্যাটোনিক দার্শনিকগণ, বিশেষ করিয়া দীপক দর্শন (الاشراق = আল্-ইশ্রাক) মতবাদী সূফীগণ ব্যবহার করেন। শব্দটির গঠন 'আরবী নহে। ইহা মালাকূত (ملكوت) শব্দের মতই হিব্রু শব্দ এবং সেইভাবেই ব্যবহৃত হয়। জাবারূত হিব্রু শব্দ গেবুরাঃ (অর্থাৎ ক্ষমতা)-র সমার্থক। জাবারূতের বিশ্ব (عالم الجبروت) আল্লাহ্র সর্বময় শক্তির জগৎ। ইহা মালাকূত জগত (عالم الملكوت) অর্থাৎ আল্লাহ্র কর্তৃত্বের জগতের ন্যায় এমন একটি অঞ্চল যাহা পার্থিব বিষয়বস্তুর উর্ধ্বে এবং বিভিন্ন পার্থিব বস্তুর উপরে। প্ল্যাটোনিক দর্শনের "ধারণার জগতে"র (world of ideas) সঙ্গে সাদৃশ্যসম্পন্ন। শব্দটি বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন। 'আলামু'ল-জাবারূত বা জাবারূতের জগৎ কেহ কেহ "মধ্যজগৎ" বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন অর্থাৎ ইহার উপরে আল্লাহ্র সত্তা (লাহূত—لاهوت)-এর জগৎ এবং নীচে আল্লাহর কর্তৃত্ব (আল-মালাকূত الملكوت)-এর জগৎ। তু. ইস্'তিলা-হ'াতু'স-সূ'ফিয়্যাঃ আল-ওয়ারিদাঃ ফি'ল-ফুতূহ'াত আল-মাক্কিয়্যাঃ (اصطلاحات الصوفية الواردة فى الفتوحات المكية) নামক শব্দকোষে যাহা জুর্জানীর তা'রীফাত (تعريفات)-এর শেষে মুদ্রিত হইয়াছে।

সুহ্রাওয়ার্দী মাক্'তূল একজন নব্য-প্ল্যাটোনিক দার্শনিক ছিলেন (প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বলিয়া তাঁহাকে ৫৮৭/১১৯১ সনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়)। তাঁহার মতে, ক্ষমতার জগৎ (জাবারূত) সেই জগৎ যাহা মহাজ্ঞানিগণ ভাবোল্লাসের (وجد) সময় দেখিতে পান। তিনি বলেন, তাঁহারা সম্ভবত দেখিতে পান যে, দিব্য জ্যোতি সমস্ত ক্ষমতার জগতে এবং কর্তৃত্বের জগতে বিস্তার লাভ করিতেছে। যেই জ্যোতি দেখিয়াছিলেন হারমিস ও প্লাটো (Hermes and Plato)।

মা'রিফাত নামাহ্ (معرفت نامه) নামে তুর্কী ভাষায় একটি অভিধান আছে যাহাতে সমস্ত বিশ্ব-জাহানের একটা নক্শা দেওয়া আছে। উহাতে জাবারূতকে মধ্যস্থলে দেখাইয়া আল্লাহ্র কুরসী-র (كرسى) উপরে এবং 'আরশ (عرش)-এর নীচে স্থাপন করা হইয়াছে। কুর্সী (বা সিংহাসন)-এর নীচে কর্তৃত্বের জগৎ (মালাকূত—ملكوت)। ঐ দুই জগৎ (জাবারূত এবং মালাকূত)-এর নীচে আছে নশ্বর জগৎ স্বর্গ যাহার অন্তর্ভুক্ত। সূফী 'আবদু'র-রায্যাক আল-কাশানী (৭৩০/১৩২৯-৩০) তাহা সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে, জাবারূত-এর জগৎ আল্লাহ্ নির্ধারিত ভাগ্যের (কা'দ'র দ্র.) অবস্থান-স্থল। ইহা পবিত্র আত্মার জগৎ যাহা আত্মার জগতের উর্ধ্বে। লেখক এইখানে জাবারূত-এর অর্থ করিয়াছেন "বাধ্যবাধকতা"। সেই জগতে অবস্থিত বস্তুগুলির সাধারণ আকৃতি কিরূপ পরিমাপে নিম্নতর বিশ্বে বস্তু-বিশেষকে তাহার স্বকীয় পরিপূর্ণতার উপলব্ধি আরোপ করে। এই ব্যাখ্যাকারী শক্তির ধারণা দীপকদর্শনেও দেখা যায়, উহাতে বলা হয় যে "বিজয়ী জ্যোতি" অন্ধকারকে পরাজিত করে। ইব্ন গেবিরল (Ibn Gebirol's)-এর দর্শন একই ধরনের (দ্র S. Karppe, Etude sur les origines et la Nature du Zohar, Paris 1911, p. 177—179)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Carra de Vaux, La Phiolsophie illuminative d'apres Suhrawardi Meqtoul, in JA, 1902, p. 16 (78); (২) ঐ লেখক, Fragments d'eschatologie musulmane (Brussels 1895), p. 27 প., with an explanation of the diagram in the Ma'rifet-Name; (৩) رسالة فى القضاء والقدر—عبد الرزاق الكاشانى, ed. Guyard, 1879, p. 3; (৪) A. J. Wensinck, On the Relation between Ghazali's Cosmolgy and his Mysticism, in Med. Kon. Ak. Wetensch. Amst., Vol. 75, ser. A., No. 6.

আল-জামরাঃ (الجمرة) শাব্দিক অর্থ কাঁকর, প্রস্তরখণ্ড, ব. ব. আল-জিমার (الجمار)। 'আরব দেশের মক্কা শারীফের অদূরে মিনা৷ উপত্যকায় অবস্থিত তিনটি নির্দিষ্ট স্থান আল-জামরাঃ নামে পরিচিত। এইখানে হ'াজ্জের সময় 'আরাফাত ময়দান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হ'াজ্জীগণ অবস্থান করেন এবং ধর্মীয় নির্দেশ অনুসারে কাঁকর নিক্ষেপে শরীক হন। এই স্থানের নাম আল-জামরাঃ রাখা হইয়াছে হয়ত এইজন্য যে, এখানে কাঁকর নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে কিংবা এইজন্য যে, অসংখ্য হ'াজ্জী দ্বারা নিক্ষিপ্ত কাঁকরে স্থানটি বিরাট কংকর স্তূপে পরিণত হয় (লিসান ج-م-ر ধাতুর অধীন)। 'আরাফাত হইতে যাত্রা করিয়া হ'াজ্জীগণ প্রথমে আল-জাম্রাতু'ল-উলা৷ (বা আদ্-দুন্য়া৷)-তে পৌঁছেন। সেখান হইতে প্রায় ১৫০ মিটার অগ্রসর হইলে আল-জামরাতু'ল-বুস্'তা৷ (الوسطى)-য় উপনীত হন। উভয় স্থান এক চতুষ্কোণ প্রস্তর স্তম্ভ ও এক একটি ক্ষুদ্র পরিখাবেষ্টিত। পরিখার মধ্যে নিক্ষিপ্ত কাঁকর পতিত হয়। এই স্থান হইতে ১১৫ মিটার অগ্রসর হইলে ডান দিকে একটি পথ দেখা যায়, (যাহা মিনা৷ উপত্যকা হইতে বাহির হইয়া পাহাড়ের উপর দিয়া মক্কার দিকে গিয়াছে) এই স্থানে তৃতীয় জাম্রাঃ—জাম্রাতু'ল-'আক'াবাঃ (العقبة) অবস্থিত। হ'াদীছে উহাকে আল-জাম্রাতু'ল-কুব্রা৷ (الكبرى) বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। এইখানে একটি দেয়াল এবং একটি গর্ত আছে। এই তিনটি স্থানকে সমষ্টিগতভাবে আল-মুহ'াস্'স'াব (المحصب) বলা হয়, তবে মুহ'াস্'স'াব মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী সমতল-ভূমির নামও বটে। হ'াজ্জের জন্য প্রস্তর নিক্ষেপ চার ফিক্'হী মায্'হাবেই ওয়াজিব এবং প্রত্যেক মায্'হাবেই ইহার বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উহার ব্যতিক্রমে কাফ্ফারাঃ দিতে হয়। এই কাফ্ফারাঃ যাহা মিস্কীনকে খাদ্যদান হইতে শুরু করিয়া পশু কু'রবানী পর্যন্ত হইতে পারে।

১০ যু'ল-হি'জ্জাঃ তারিখে কু'রবানীর পূর্বেই প্রত্যেক হ'াজ্জীকে সাতটি করিয়া কাঁকর জাম্রাতু'ল-'আক'াবার উপর নিক্ষেপ করিতে হয়। ১১ তারিখে সাধারণত মধ্যাহ্নের পরে ও সূর্যাস্তের পূর্বে প্রত্যেক জাম্রাতে পরপর গমন করিয়া সাতটি করিয়া কাঁকর

নিক্ষেপ করিতে হয়। ১২ তারিখেও ইহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। যাহারা ১৩ তারিখে মিনা-তে বাস করিবেন ঐদিনও তাঁহারা কাঁকর নিক্ষেপ করিবেন। এই সব কাঁকর মুয্দালিফাঃ হইতে সংগ্রহ করাই রীতি। কাঁকরগুলি খেজুরের বীচি অথবা সিমের বড় বীজের আকারের হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেকটি কাঁকর নিক্ষেপের সময় বলিতে হয়ঃ বিস্‌মিল্লাহ্ আল্লাহু আক্‌বার (بسم الله الله أكبر) অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। জাম্‌রাঃগুলির আশেপাশে উৎসাহী হ'াজ্জীদের ভীষণ ভিড় থাকে। তাঁহারা এক জাম্‌রাঃ হইতে অপর জাম্‌রার দিকে দলবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতে থাকেন। সম্প্রতি সা'উদী সরকারের পক্ষ হইতে জাম্‌রাতু'ল-'আক'াবায় পৌঁছিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আল-জাম্‌রায় কাঁকর নিক্ষেপ আসলে শায়ত'ানকে মারার উদ্দেশ্যেই। কথিত আছে যে, তিন জাম্‌রাঃ সেই তিন স্থান যেখানে হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-কে শায়ত'ানের মুকাবিলা করিতে হইয়াছে। শায়ত'ান তাঁহাকে হযরত ইস্‌মা'ঈল ('আ)-এর কু'রবানী করা হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। তিনি শায়ত'ানের সর্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করত বিতাড়িত করেন। সমুদয় নবী জীবনী ও হ'াদীছ' সংগ্রহে আল-জিমারে প্রস্তর নিক্ষেপ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত উল্লেখ দেখা যায় (যথাঃ ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১৭০; ওয়াকি'দী, Wellhausen, পৃ. ৪১৭, ৪১৮ প., ইব্‌ন সা'দ ২খ, ১, ১২৫, ৮খ, ২২৪ (الجمار), সি'হ'াহ' সিত্তাঃ; দেখুন মিফ্‌তাহ' কুনুযি'স্-সুন্নাঃ, আল-জিমার প.; ধাতুর অধীন)। হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর সময় হইতে এই প্রস্তর নিক্ষেপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবরাহীম রিফ্'আত পাশা, মিরআতু'ল-হ'ারামায়ন, কায়রো ১৯২৫ খৃ., সচিত্র; (২) Gaudofrgy-Demombynes, Le Pelerinage a al. Mekka, Paris 1923 C.; (৩) Lane, Arab. Lex., i. 453; (৪) Muqaddasi, in BGA, iii. 76; (৫) Bakri, Mu'djam (ed. Wustnfeld), p. 245; (৬) Yaqut, Mu'djam (ed. Wustenfeld), iv. 426 প., 508; (৭) বুখারী কিতাবু'ল-হ'াজ্জ, বাব রাম্‌য়ু'ল-জিমার; (৮) তিরমিয'ী, জামি' (দিল্লী ১৩১৫ হি.) ১খ, ১০৯ প.; (৯) Azraqi (ed. Wustenfeld: Chroniken der Stadt Mekka I.), p. 402-405; (১০) Burckhardt, Reisen in Arabien, p. 414 প.; (১১) Burton, Pilgrimage. ch. xxviii.; (১২) Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, p. 159—161, 171 প.; (১৩) van Vloten, in Feestbundel aan de Goeje (1891), p. 33 প. and in WZKM, vii, 176; (১৪) Houtsma, in Versl. Med. Ak. Amst., 1904, Atd. Letterkunde Reeks 4. vi. 154 প.; (১৫) Wellhausen, Reste arab. Heidentums, 2nd ed., p. lll; (১৬) Juynboll, Handbuch. des islamischen Gesetzes (Leyden 1910), p. 155-157; (১৭) Wensinck মিফ্‌তাহ' কুনুযি'স্-সুন্নাঃ, মুহ'াম্মাদ ফুআদ 'আব্‌দু'ল-বাক'ী হইতে 'আরবী তরজমা, আল্-জিমার ধাতুর অধীন এবং আল্-মু'জামু'ল-মুফাহ্‌রাস, জাম্‌র ধাতুর নীচে।

জামালু'দ-দীন আল-আফগ'ানী (جمال الدين الأفغاني) আ'স-সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন স'াফদার ছিলেন উনিশ শতকে মুসলিম বিশ্বের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। E.G. Browne-এর মতে তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, গ্রন্থকার, বাগ্মী ও সাংবাদিক। কিন্তু সর্বোপরি তিনি ছিলেন এমন একজন রাজনীতিবিদ যাঁহাকে বিরোধিগণ বিপজ্জনক আন্দোলনকারী বলিয়া গণ্য করিত। বিগত কয়েক যুগে বিভিন্ন মুসলিম দেশে স্বাধীনতা ও সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের জন্য যে সব আন্দোলনের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের উপর তিনি প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। তিনি মুসলিম দেশগুলিকে পাশ্চাত্য প্রভাব, প্রভুত্ব ও শোষণ হইতে মুক্ত করিতে উদারপন্থী প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করত অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন সাধন করিতে এবং একই খিলাফাতের অধীন সমুদয় মুসলিম রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করিতে আন্দোলন চালাইতেন, যাহাতে এমন একটি শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য গঠিত হয় যাহা পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র ও হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে। বৈদেশিক শৃঙ্খল হইতে মুসলিম দেশগুলিকে মুক্ত করিয়া ইসলামী বিশ্বের ঐক্য সাধনই ছিল তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্য। একই লক্ষ্যে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন, মননশীলতা, লেখনী, বাগ্মিতা ও চারিত্রিক প্রভাব কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় ও ব্যবহারে এমন একটি আকর্ষণীয় শক্তি ছিল যাহাতে, যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিত সে তাঁহার ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও চিন্তাধারার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িত। মুহ'াম্মাদ 'আব্‌দুহু (র.)-র মতে তিনি ছিলেন উচ্চতম আদর্শ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অসীম সাহসের অধিকারী। Blunt-এর মতে তিনি স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধন-সম্পত্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই চাহেন নাই; বরং নির্বাসন ও পদে পদে বিভিন্ন প্রকারের নির্যাতনের সম্মুখীন হইয়াছেন। তাঁহার সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টির আশংকায় তিনি আজীবন বিবাহ করেন নাই এবং সমুদয় শক্তি-সামর্থ্য মুসলিম জাতির পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে উৎসর্গ করিয়াছেন।

মশ্‌হূর মুহ'াদ্দিছ' 'আলী আত্-তিরমিয'ীর মাধ্যমে তাঁহার পরিবার হযরত হ'সায়ন ইব্‌ন 'আলী (রা)-র বংশধর। তাই তাঁহারা সায়্যিদ' উপাধি ব্যবহারের অধিকারী। স্বকীয় বিবরণ অনুসারে তাঁহার জন্ম হয় আফগানিস্তানের কাবুল জিলায় কানার-এর নিকট আস্-'আদাবাদে ১২৫৪/১৮৩৮—৯ সালে এক হ'ানাফী মায্'হাব অনুসারী পরিবারে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, তাঁহার জন্ম হয় পারস্যের হামাদান-এর নিকট আস'আদাবাদে। ইঁহাদের মতে জামালু'দ-দীন আফগান নাগরিকত্ব দাবী করিয়া পারস্যের স্বৈরাচারী উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। সে যাহাই হউক, তাঁহার শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবন আফগানিস্তানেই কাটিয়াছে। তিনি কাবুলে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন ইসলামী বিদ্যার উচ্চ স্তর পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। মুসলিম প্রাচ্যের ঐতিহ্য অনুসারে একই সঙ্গে তিনি দর্শনশাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়নেও মনোনিবেশ করেন। তৎপর এক বৎসরের অধিক তিনি ভারতবর্ষে কাটান এবং আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে মক্কা শরীফে হ'াজ্জ সমাপন করেন (১২৭৩/১৮৫৭)। হ'াজ্জের পর আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আমীর দোস্ত মুহ'াম্মাদ খান-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। হিরাত-এর বিরুদ্ধে অভিযানে তিনি আমীরের সঙ্গী ছিলেন। আমীরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে আত্মকলহ শুরু হয়। তিনি মুহ'াম্মাদ আ'জ'ামের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং কিছুদিন তাঁহার উযীর হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই শাহ্‌যাদাঃ আমীর শের 'আলী সিংহাসন দখল করেন। তখন জামালু'দ-দীন আফগ'ানী দেশ ত্যাগ করাই নিরাপদ

মনে করেন। ১২৮৫/১৮৬৯ সনে তিনি দ্বিতীয়বার হ'াজ্জ যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি ভারতে গমন করিয়া সেখানে প্রায় দুই মাস অবস্থান করেন। বৃটিশ সরকার তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র ভারত ত্যাগে বাধ্য করে। তিনি মিসরের কায়রো শহরে পৌঁছেন এবং তথায় চল্লিশ দিন অতিবাহিত করেন। এইখানে তিনি আল-আয্হার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আলিমদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করেন। কায়রোতে স্বীয় বাসস্থানে বসিয়াই তিনি সমবেত বিদ্যানুরাগীদের সম্মুখে বক্তব্য রাখেন ও মূল্যবান আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। পরে তিনি ইস্তাম্বুলে পৌঁছেন (১২৮৭/১৮৭১)। ইহার পূর্বেই তাঁহার খ্যাতি সেখানে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। কাজেই তুর্কী রাজধানীতে সমাজপতিগণ তাঁহাকে বিপুল ও আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। অচিরেই তাঁহাকে শিক্ষা পরিষদে নিয়োগ করা হয়। শিক্ষা বিভাগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আয়াস্'ফিয়া এবং সুলত'ান আহ্'মাদের মসজিদে খুত্'বাঃ দিবার আমন্ত্রণ জানান হয়। তাঁহার অসাধারণ সাফল্য বহু লোকের ঈর্ষার উদ্রেক করে। দারু'ল-ফুনূন-এ তিনি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ 'আলিমগণ, বিশেষত শায়খু'ল-ইসলাম হ'াসান ফাহ্মী, উহার এত কঠোর ও বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন যে, তিনি তুরস্ক ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ করা হয় যে, তিনি নাকি বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান (دراية)-কে হ'াদীছে'র সাধারণ বর্ণনা (رواية)-এর উপর প্রাধান্য দিতেন।

মিসরের কায়রোতে পুনরায় গমন করিলে কর্তৃপক্ষ ও বিদ্বান সমাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। সরকার তাঁহাকে বার্ষিক বার হাজার মিসরীয় কু'রূশ মূল্যের বৃত্তি মান্জু'র করেন। তবে তাঁহার উপর কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করা হয় না। দলে দলে তরুণ ভক্তগণ তাঁহার গৃহে সমবেত হইতে থাকে। তিনি তাহাদিগকে ইসলামী দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও সাংবাদিকতা ইত্যাদি বিষয়ে স্বাধীনভাবে শিক্ষা দিতে থাকেন এবং সাহিত্য সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহার শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার প্রভাবে তরুণদের দৃষ্টি ও চিন্তাধারা প্রসারিত হয় এবং তাহারা সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের ভালমন্দ বিচারে দক্ষতা অর্জন করে। ফলে তাহারা বৈদেশিক প্রভাব ও শোষণ হইতে দেশকে মুক্ত করিতে ও বিশ্ব-মুসলিম ঐক্য সাধনে কৃতসংকল্প হয়। তাঁহার অগ্নিস্রাবী বক্তৃতা ও প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির প্রভাবে মিসরের জাতীয় আন্দোলন ১৮৮২ খৃ. শীর্ষ পর্যায়ে উপনীত হয়। ফলে আলেকজান্দ্রিয়ায় বোমা বর্ষণ এবং তেল্ল আল-কাবীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাঁহার কার্যকলাপ একদিকে যেমন ইংরেজ প্রতিনিধিদের রোষের কারণ হয় অপরদিকে ইসলামী দর্শন সম্পর্কে তাঁহার মতবাদ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর রক্ষণশীল 'আলিমদের বিরাগ সৃষ্টি করে। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি মিসর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহাকে ভারতবর্ষে পাঠান হয়। প্রথমে তিনি হায়দরাবাদে ও পরে কলিকাতায় প্রেরিত হন। মিসরে 'আরাবী'-র বিদ্রোহ দমন না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজগণ তাঁহাকে ভারতবর্ষ ত্যাগের অনুমতি দেয় নাই। হায়দরাবাদে অবস্থানকালে তিনি "রাদ্দে দাহ্রিয়্যীন" নামে একটি পত্তক রচনা করেন (দ্র. দাহ্রিয়্যাঃ)। ফারসী ভাষায় লিখিত এই পুস্তকটি পরে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহু 'আরবীতে তরজমা করেন এবং ইহা "রিসালাতু'র-রাদ্দ 'আলা'দ-দাহ্রিয়্যীন" নামে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি প্রথমে ডারউইনের বিবর্তনবাদ খণ্ডন করেন এবং পরে দাবী করেন যে, একমাত্র ধর্মই মানব সমাজের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও জাতীয় শক্তি নিশ্চিত করিতে পারে। অপর দিকে ধর্মহীনতা ও বস্তুতন্ত্র অবনতি ও ধ্বংসের কারণ। পুস্তকের শেষের দিকে ইসলামের বিরুদ্ধে আধুনিককালে যে সব অভিযোগ আরোপ করা হইয়াছে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তাহার অখণ্ডনীয় জবাব দেন এবং ইসলাম ধর্মের সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন।

১৮৮৩ খৃ. তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য লণ্ডনে অবস্থান করিতে দেখা যায়। অল্পকাল পরেই তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ও বন্ধু পরে মিসরের মুফ্তী মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহুর সহিত তিনি প্যারিসে বাস করিতে থাকেন। এই সময় সাহিত্যিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ব্যাপারে ইংরেজদের অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে থাকেন। প্রধান প্রধান ও প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধগুলি অবাধে স্থান লাভ করে। রাশিয়া ও ইংলণ্ডের প্রাচ্য নীতি, তুরস্ক ও মিসরের অবস্থা এবং তৎকালে সূদানে যে নূতন মাহ্দী আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে উহার তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁহার মতামতের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষ গুরুত্ব দান করিতেন। Ernest Renan-এর সহিত তাঁহার মসীযুদ্ধ এই সময়েই শুরু হয়। রেনাঁ সোরবোনে (Sorbonne) "ইসলাম ও বিজ্ঞান" সম্পর্কে এক বক্তৃতায় বলেন যে, ইসলাম বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতা সমর্থন করে না। জামালু'দ-দীন এক প্রবন্ধে এই অভিযোগ সফলভাবে খণ্ডন করেন। প্রবন্ধটি প্যারিসের Journal des Debats পত্রিকায় ছাপা হয়। উহা জার্মান ভাষায়ও অনূদিত হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অল্পকাল পরে রেনাঁর বক্তৃতাটি 'আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন হ'াসান আফিন্দী 'আসি'ম এবং উহার খণ্ডন (রাদ্দ)-সহ কায়রোতে লিথো প্রক্রিয়ায় মুদ্রিত হয় (তারিখের উল্লেখ নাই)।

এই সময়ে জামালু'দ-দীন আফগ'ানীর সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত ছিল "আল-'উর্ওয়াতু'ল-উছ্'ক'া" নামক একটি পত্রিকা প্রকাশনায় যাহা কতিপয় ভারতীয় মুসলমানের অর্থানুকূল্যে 'আরবী ভাষায় প্যারিস হইতে মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহুর সহযোগিতায় প্রকাশিত হইত। ইহাতে মুসলিম দেশগুলিতে বিশেষত ভারতবর্ষে ও মিসরে ইংরেজদের নীতির তীব্র এবং অসংকোচ সমালোচনা প্রকাশিত হইত। উহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৫ জুমাদা'ল-উলা, ১৩০১/১৩ মার্চ, ১৮৮৪। ইংরেজ সরকার প্রাচ্য দেশে উহার প্রচার বন্ধ করে। মিসর ও ভারতবর্ষে উহার প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কেবলমাত্র বন্ধ লেফাফায় পুরিয়া উহা ঐসব দেশে ডাকে সীমিত সংখ্যায় পাঠান যাইত। এই সব প্রতিবন্ধকতার দরুন উহা বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। আট মাসে মাত্র ১৮টি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে উহার প্রভাব ছিল অপরিসীম। "আল-'উর্ওয়াতু'ল-উছ্'ক'া"র নব নব সংস্করণ এখনও প্রাচ্যের বিভিন্ন 'আরবী ছাপাখানায় মুদ্রিত হইতেছে। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, জামালু'দ-দীনের বাণী এখনও মুসলিম মনে প্রেরণা যোগাইতেছে।

তাঁহার ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের কথা জানা থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদগণ W. S. Blunt-এর মধ্যস্থতায় সূদানের মাহ্দী আন্দোলন দমন করিবার উদ্দেশ্যে জামালু'দ-দীনের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, তবে বাস্তবে

এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। বিশ্বের মুসলমানদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার আন্দোলন পৃথিবীর দূরদূরান্তরে বিস্তৃত হইতেছিল। এমন সময় তিনি পারস্যের শাহ্ নাসি'রু'দ-দীনের দরবার হইতে তারযোগে তেহরানে যাইবার দা'ওয়াত প্রাপ্ত হন। সেখানে পৌঁছিলে তাঁহাকে বিরাট অভ্যর্থনা ও উচ্চতর সম্মান জ্ঞাপন করত উচ্চ রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু পরে শাহ্ তাঁহার ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও জনপ্রিয়তায় সন্দিহান হইয়া পড়েন। ফলে স্বাস্থ্যের অজুহাতে তিনি পারস্য ত্যাগ করেন।

এইবার তিনি রাশিয়া গমন করেন এবং তথায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনায় লিপ্ত হন। তিনি যারের নিকট হইতে রাশিয়ার মুসলমানদের জন্য কু'রআন শারীফ ও অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনার অনুমতি অর্জন করেন। ১৮৮৯ খৃ. পর্যন্ত তিনি রাশিয়ায় অবস্থান করেন। পরে প্যারিসের বিশ্বমেলা (Paris World Fair) দর্শন করিতে যাওয়ার পথে জার্মানীর মিউনিখ শহরে ইরানের শাহের সহিত তাঁহার আবার দেখা হয়। শাহ তখন য়ুরোপে ছিলেন। তিনি তাঁহাকে আবার ইরানে প্রত্যাবর্তন করিতে সম্মত করান। তিনি আবার চঞ্চলমতি শাহের পরিবর্তনশীল ব্যবহারের অভিজ্ঞতা নূতন করিয়া লাভ করেন। প্রথমে শাহের পূর্ণ আস্থা ও অনুগ্রহ লাভ করিলেও অচিরেই অবস্থার পরিবর্তন হয়। ওয়াযীরে আ'জ'াম মিযা 'আলী আস্'-গ'ার খান এবং আমীনু'স-সুলত'ানের ষড়যন্ত্রে শীঘ্রই জামালু'দ্-দীনের প্রতি শাহের অবিশ্বাস উদ্রিক্ত হয়। তিনি সুষ্ঠু প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন উহা শাহের সন্দেহে ইন্ধন যোগায়। আসন্ন বিপদের মুখে জামালু'দ্-দীন তেহরান-এর অদূরে শাহ-'আবদু'ল 'আজ'ীম-এর খানক'াহে আশ্রয় নেন। উক্ত স্থানটিকে অলঙ্ঘনীয়-আশ্রয়স্থল বলিয়া গণ্য করা হইত। এইখানে তিনি তাঁহার গুণগ্রাহীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সাত মাস অবস্থান করেন। অধঃপতিত ইরানের সংস্কার সম্পর্কে লোকেরা তাঁহার মতামত মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিত। কিন্তু ওয়াযীর আ'জ'মের উস্কানিতে শাহ ১৮৯১ খৃ.-এর প্রথম দিকে পাঁচ শত সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিয়া উক্ত নিরাপদ আশ্রয়স্থল হইতে তাঁহাকে অসুস্থতা সত্ত্বেও গ্রেফতার করেন এবং শৃঙ্খলিত অবস্থায় ঘোর শীত মৌসুমে তুরস্ক-পারস্য সীমান্তে অবস্থিত খানিক'ীন শহরে পাঠাইয়া দেন। এখান হইতে বসরায় গিয়া অল্প দিন অবস্থানের পর তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন। সেইখানে বক্তৃতা ও প্রবন্ধের সাহায্যে তিনি ইরানের সন্ত্রাসময় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন চালাইতে থাকেন। পারস্য হইতে জামালু'দ-দীনের নিষ্ঠুর বহিষ্কারকে কেন্দ্র করিয়া সেখানের সংস্কারকামী দলগুলি একত্র হইয়া প্রকাশ্যে আন্দোলন চালাইতে থাকে। জামালু'দ-দীন প্রভাবশালী লোকদের নিকট চিঠি-পত্র লিখিয়া আন্দোলনকে উৎসাহিত করিতে থাকেন। ১৮৯০ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে পারস্য সরকার একদল ইংরেজ পুঁজিপতির অনুকূলে তামাকের ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা প্রদান করায় সরকার বিরোধী আন্দোলন বিশেষ শক্তি অর্জন করে। কারণ উহা দ্বারা রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস বিদেশী ফটকাবাজদের হাতে তুলিয়া দেয়। ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া জামালু'দ-দীন বসরা হইতে সামাররার প্রধান মুজ্তাহিদ মির্যা হ'াসান শীরাযীকে একটি আবেগপূর্ণ পত্র লেখেন। উহাতে সরকারী সম্পদ কিভাবে ইসলামের শত্রুদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে সেইদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। পূর্বেই য়ুরোপীয়রা নানাবিধ সুবিধা আদায় করিয়া পারস্যে আর্থিক প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। এখন তামাকের একচেটিয়া অধিকার অবস্থা আরও সঙ্গীন করিয়া তুলিবে। তিনি সরকারের, বিশেষ করিয়া 'আলী আস্'গ'ার খানের কুশাসন ও নিষ্ঠুরতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ইসলামের নামে এই উচ্চ ধর্মীয় নেতা ও তাঁহার সহযোগীদিগকে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করেন (এই পত্রটি 'আরবীতে 'মানার' পত্রিকা ১০ : ৮২০ প. এবং ইংরেজীতে পু. উ. Browne-এর পুস্তকে পৃ. ১৫—২১ দ্র.)। এই পদক্ষেপের আশু ফলস্বরূপ মুজ্তাহিদ একটি ফাত্ওয়া জারী করিলেন এই মর্মে যে, যতদিন পর্যন্ত সরকার ইংরেজদেরকে প্রদত্ত তামাকের একচেটিয়া সুবিধা দানের চুক্তি রহিত না করিবেন ততদিন প্রত্যেক মু'মিনের তামাক সেবন নিষিদ্ধ। এইভাবে জনগণের প্রতিরোধের ফলে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দান করত সরকারকে চুক্তি বাতিল করিতে হয়। ইরানের সংস্কার আন্দোলন ইহার পর বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ধর্মীয় নেতারা উহাকে প্রবল সমর্থন দান করেন। বলা বাহুল্য যে, এই সংস্কার আন্দোলন জামালু'দ্-দীনের আন্দোলনের সহিত সম্পৃক্ত ছিল। জামালু'দ্-দীনের শিষ্য মির্যা মুহ'াম্মাদ রিদ'া কর্তৃক শাহের হত্যা (১১ মার্চ, ১৮৯৬) উহার পরিণতি।

১৮৯২ খৃ. জামালু'দ-দীন যখন অল্পদিনের জন্য লণ্ডনে অবস্থান করিতেছিলেন তখন রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। সেই সময় তখনকার তুর্কী রাষ্ট্রদূত রুস্তম পাশার মাধ্যমে সুলত'ান 'আব্দু'ল-হ'ামীদের একটি লিখিত আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হন ইস্তাম্বুলে তাঁহার মেহমানরূপে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য। কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সুলত'ানের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। মাসিক ৭৫ তুর্কী পাউণ্ড ভাতা ছাড়াও নিশানটাশ পর্বতের উপর সম্রাটের ইল্দিয প্রাসাদের নিকট একটি মনোরম গৃহ তাঁহার বাসের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এইখানে তিনি রাজকীয় আরামে বাস করিতেন এবং যাহারা তাঁহার প্রেরণাজনক বাক্যালাপে অনুপ্রাণিত হইতে ইচ্ছুক তাহাদের সহিত দেখা করিতে পারিতেন। এইখানে তিনি জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর যাপন করেন। একদিকে ছিল 'আব্দু'ল-হ'ামীদের অনুগ্রহের নিদর্শন এবং অপরদিকে সুলত'ানের দরবারীদের পক্ষ হইতে অসংখ্য বিরোধী ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল। যদিও তিনি বহুবার অন্যত্র গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু সেই অনুমতি কখনও পান নাই। কাজেই তাঁহাকে সুলতান প্রদত্ত মনোহর প্রাসাদে বাধ্য হইয়া বাস করিতে হয় যেন এক সোনার খাঁচায় বাস করিতেছেন।

১৮৯৬ খৃস্টাব্দের জুন মাসে জনৈক জার্মান সাক্ষাৎকারী উপরোক্ত ভাষায় জামালু'দ-দীনের অবস্থাবর্ণনা করিয়াছেন। শত্রুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যেই ধরনের ষড়যন্ত্র ফাঁদিত তাহার আভাস পাওয়া যায় অপর একজন জার্মান সাক্ষাৎকারীকে প্রদত্ত জামালু'দ-দীনের বিবৃতি হইতে, "তরুণ খাদীব' 'আব্বাস-পাশা প্রথম বারের মত ইস্তাম্বুলে আগমন করেন। তিনি আমার সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শত্রুরা ইহাতে বাধা দিতে চাহে। আমি জানিতাম না যে, কেহ খাদীব'কে বলিয়াছিল যে, তখনকার দিনে প্রতিদিন অপরাহ্নে 'সুইট ওয়াটার্স (sweet waters)-এ যাওয়ার আমার দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল। খাদীব' যেন ঘটনাক্রমে সেখানে পৌঁছিয়া যান এবং

আমার কাছে আসিয়া নিজের পরিচয় দেন। আমরা প্রায় পনর মিনিট কথাবার্তা বলি। ইহা সুলত'ানের গোচরে আনা হয় এবং বলা হয় যে, এই সাক্ষাৎকার ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। যাহা হউক, সুলত'ান তখন এই ষড়যন্ত্রে প্রভাবিত হন নাই।"

দিন দিন তাঁহার অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে থাকে বিশেষত ইরানের শাহের হত্যার পরে। পারস্যে তাঁহার শত্রুগণ প্রকাশ্য-ভাবেই অভিযোগ করে যে, তিনি এই ষড়যন্ত্র নিজেই ইস্তাম্বুল হইতে পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার একজন ভক্ত শিষ্যকে এই কাজে উস্কানি দিয়াছেন। সুলত'ান যদিও তাঁহার বহিঃসমর্পণে (extradition) রাযী হন নাই তবুও দুশমনদের অপকৌশল ক্রমে ক্রমে অধিক ফলপ্রসূ হইতে থাকে। তাঁহার শত্রুদের মধ্যে সব চেয়ে বিপজ্জনক ছিল সুলত'ানের দরবারের প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা কুখ্যাত আবু'ল-হুদা, যাহার কথায় সুলত'ান কান দিতেন। ৯ মার্চ, ১৮৯৭ খৃ. জামালু'দ-দীন চিবুকের কর্কট রোগে (যাহা পরে অন্য স্থানে প্রসারিত হইয়াছিল) ইন্তিকাল করিলে লোকেরা সাধারণভাবে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, আবু'ল-হুদার উস্কানিতে প্রদত্ত বিষ প্রয়োগের দরুনই মারাত্মক রোগের উদ্ভব হইয়াছিল। নিশান-তাশের কবরস্থানে জামালু'দ-দীনকে দাফন করা হয়।

ইসলামী দর্শন ও দীনিয়াত সম্পর্কে অগাধ ব্যুৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও জামালু'দ-দীন এসব বিষয়ে বেশী কিছু লেখেন নাই। বস্তু-তান্ত্রিক দর্শনের বিরুদ্ধে তিন ভাষায় লিখিত তাঁহার পুস্তিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে (দ্র. দাহ্রিয়্যাঃ) তিনি "তাতিম্মাতু'ল-বায়ান" নামে একটি সংক্ষিপ্ত আফগান ইতিহাসও লিখিয়াছিলেন (লিথো কায়রো, তারিখহীন, ৪৫ পৃ.)। বুত্রুস আল-বুস্তানীর দাই'রাতু'ল-মা'আরিফ (বিশ্বকোষ)-এ তিনি বাবীদের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেন। অগ্নিস্রাবী রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করাই তাঁহার প্রধান কর্ম তৎপরতা ছিল। 'আল-'উরওয়াতু'ল-উছ্'ক'া' ছাড়াও তিনি 'দি'য়া'উ'ল-খাফিক'ায়ন' (দুই গোলার্ধের দীপ্তি) নামক একটি দ্বিভাষিক ('আরবী ও ইংরেজী) মাসিক পত্রের যুক্ত প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যবসায়ী লেখক ছিলেন। উহাতে আস-সায়্যিদ আল-হ'সায়নী নামে তিনি শাহ্ ও তাঁহার ওয়াযীরদের এবং তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রবলতম আক্রমণ চালাইতেন এবং সর্বদা শাহের অপসারণ দাবী করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) E. G. Browne, The Persian Revolution of 1905—1909 (Cambridge 1910) ইহাতে আছে জামালু'দ-দীনের বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য জীবনী এবং পূর্ণ বয়াতসহ তাঁহার কীর্তির মূল্যায়ন, আরও আছে তাঁহার একটি প্রতিকৃতি প্রথম পৃ.; (২) রাশীদ রিদ'া, তা'রীখু'ল-উস্তায আল-ইমাম আশ-শায়খ মুহ'াম্মাদ 'আবদুহু ('আরবী),কায়রো ১৩২৫/১৯৩১ খৃ., ইহাতে দস্তাবেজ, জীবনী হইতে নির্বাচিত অংশ, জামালু'দ-দীন আফ-গ'ানীর প্রবন্ধগুলি, আল-'উরওয়াতু'ল-উছ্'ক'াতে মুদ্রিত নিবন্ধগুলি একত্র করিয়া পেশ করা হইয়াছে। এই সংগ্রহ পুস্তকাকারে অনেকবার ছাপা হইয়াছে, প্রথম মুদ্রণ বৈরূত ১৩২৮; (৩) Vollers, in ZDMG, xliii. 108; (৪) L. Massignon, in RMM. xii. (1910), p. 561 প.; (৫) Ernest Renan, L'Islamisme et la science, in Discours et conferences 6th ed. p. 37⁵ · (৬) Refutation of Renan's allegation by Jamal al-Din in Journal des Debats, 18 May, 1883; (৭) Berliner Tageblatt (German) 23 June, 1896 (evening edition), (৮) Beilage zur Allgemeinen Zeitung (German) Munich, 24 June, 1896; (৯) Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt (London 1933). p. 4—17; (১০) জামালু'দ-দীন আফগ'ানী, আর-রাদ্দ 'আলা'দ-দাহ্রিয়্যীন (বস্তুবাদীদের যুক্তি খণ্ডন), প্রথম মুদ্রণ বৈরূত ১৮৮৬ খৃ.; (১১) একই লেখক, মাক'ালাত জামালিয়্যাঃ, সম্পা. লুত্'ফুল্লাহ আসাদ আবাদী, তেহরান (তারিখ হীন); (১২) একই লেখক ও মুহ'াম্মাদ আবদুহু, আল-উরওয়াতু'ল-উছ্'ক'া, কায়রো মুদ্রণ ১৯২৮ খৃ.; (১৩) একই লেখক, আল-ক'াদ'া ওয়া'ল্-ক'াদ্‌র, আল-মানার প্রেস, কায়রো ১৯২৩ খৃ.; (১৪) Georges Cotchy, Djamal Eddine al-Afghani et les Mysteres de sa Majeste, Imperial Abdul Hamid II. Cairo তারিখহীন; (১৫) Goldziher, Jamal al-Din Afghani in Ency. of Islam, 1st ed. Leiden (English); (১৬) জুর্জী যায়দান, মাশাহীরু'শ-শারক', কায়রো ১৯১০ খৃ.; (১৭) W. S. Blunt. Gordon at Khartoum, London 1911 A. C. (English). W. S. Blunt, Secret History of the English Occupation of Egypt, New York, 1922 A.C. (English); (১৮) Almanach de Kabul, 1323 H., 344—347 (Pushtu); (১৯) 'আবদু'ল-ক'াহির আল-ক'ায়নাব'ী, তাহ'রীরু'ল-উমাম মিন কালবি'ল-'আজাম, কায়রো, তারিখহীন; (২০) মুহ'াম্মাদ সাল্লাম মাদ্‌কুর, জামালু'দ-দীন আফগ'ানী, বা'ইছু'ন-নাহ্দাতি'ল-ফিকরিয়্যাঃ ফি'শ্-শারক', কায়রো ১৯৩৭, মুস্'ত'াফা 'আবদু'র-রায্যাক' লিখিত ভূমিকাসহ; (২১) মুহ'াম্মাদ আল-মাখ্যুমী পাশা, খাতি'রাত জামালু'দ-দীন, বৈরূত ১৯৩১ খৃ. ('আরবী), আহ্'মাদ আমীন, যু'আমাউ'ল-ইস্লাহ্ ফি'ল-'আস্'রি'ল-হ'াদীছ, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৫৭—১২০ ('আরবী); (২২) মাক'ামু জামালু'দ-দীন আফগ'ানী নাফীস একাডেমী, করাচী ১৯৩৯ (উর্দূ); (২৩) রিদ'া হামাদানী, জামালু'দ-দীন আফগ'ানী, লাহোর ১৯৫১ খৃ. (উর্দু); (২৪) মুসতাফীজুর রহমান, জামালুদ্দীন আফগানী, ঢাকা ১৯৫৫ (বাংলা); (২৫) রেনাঁর (Renan) বক্তৃতার জার্মান অনুবাদ জামালু'দ-দীনের জবাব এবং রেনাঁ প্রদত্ত সেই জবাবের জবাব,, Ernest Renan রচিত Der Islam und die Wissenschaft ইত্যাদি, Basle ১৮৮৩ খৃ. (জার্মান); (২৬) জামালুদ'-দীন আফগ'ানীর দুইটি বক্তৃতা (শিক্ষা ও ব্যবসায় সম্পর্কে) মিসর পত্রিকায়, আলেকজান্দ্রিয়া হি. ১২৯৬, ফি'ল-হ'কূমাতি'ল-ইস্তিব্ দাদিয়্যাঃ, স্বৈরাচারী শাসন সম্পর্কে দুইটি বক্তৃতা, আল-মানার (পত্রিকা), ৩য় খণ্ড।

জালালু'দ-দীন রূমী (جلال الدين رومى) মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মরমী কবিদের অন্যতম। জন্ম হয় খুরাসান-এর অন্তর্গত বালখ্-এ ৬০৪/১২০৭ সালে। তাঁহারা হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর বংশধর বলিয়া দাবী করা হয়। বৈবাহিক সূত্রে খাওয়ারিযম-এর রাজ পরিবারের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন। তিন বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা তাঁহাকে নীশাপুরে লইয়া গিয়া (৬০৭/১২১০) বর্ষীয়ান (ফারীদু'দ-দীন) 'আত্ত'ারের খিদমতে হাযির করেন। কথিত আছে যে, তিনি তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেন এবং তাঁহাকে স্বীয় 'রহস্যপুস্তক' প্রদান করেন। এই সময়ে

তাঁহার পিতা বাহাউ'দ-দীন ওয়ালাদকে বাল্খ ত্যাগ করিতে হয়। কারণ তিনি খাওয়ারিযমের শাসক কুত্‌বু'দ-দীন খাওয়ারিযম শাহ্‌-এর রোষানলে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি তরুণ জালালু'দ-দীনকে সঙ্গে লইয়া যান এবং বাগদাদ, মক্কা, দামিশ্‌ক, মালাতিয়া, আর্‌যানজান এবং লারান্দা ভ্রমণ করিয়া তুরস্কের কোন্‌য়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (৬২৩ বা ৬২৫/১২২৬ বা ১২২৭)। এইখানে সালজুক শাহ্‌যাদা আলাউ'দ-দীন কায়কুবাদ তাঁহার রক্ষণের দায়িত্ব নেন। বাহাউ'দ-দীন সেইখানে অধ্যাপকের পদে নিয়োজিত হন। ৬২৮/১২৩০—৩১ সনে তিনি ইন্‌তিকাল করিলে জালালু'দ-দীন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। স্বল্পকালীন সফর ব্যতীত তিনি আর কোন্‌য়া ত্যাগ করেন নাই। প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোন্‌য়ায় বাস করিতেন বলিয়া তিনি "রূমী" আখ্যা লাভ করেন। বিখ্যাত সূফী শামসু'দ-দীন তিব্‌রীযীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার জালালু'দ-দীনের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবলতম প্রভাব বিস্তার করে। শামস্‌ তিব্‌রীয নানা স্থান ভ্রমণের পথে কোন্‌য়ায় আসিয়াছিলেন। এইখানে রূমীর সহিত তাঁহার মুলাকাত হয়, যাহার প্রভাব রূমীর পরবর্তী জীবনে পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে রূমীর কবিত্ব ও আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎস ছিলেন শাম্‌স তিব্‌রীয। স্বীয় কাব্য সাধনার একটা প্রধান অংশ শাম্‌স তিব্‌রীযের নামে উৎসর্গ করিয়া রূমী তাঁহার এই রূহানী পীরের কাছে স্বকীয় ঋণের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের সাক্ষাৎকারের ফলেই রূমী বিজ্ঞানচর্চা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে সূফী সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মাওলাবী সংঘ (নৃত্যশীল দরবেশ) নামক সূফীদের সাধনা পদ্ধতির প্রবর্তক। ইঁহাদের অনুশীলনী পদ্ধতিতে সঙ্গীতকে স্থান দেওয়া হইয়াছে যাহা সাধারণ মুসলিম রীতির বিরোধী। তিনি কোন্‌য়ায় ইন্‌তিকাল করেন ৬৭২/১২৭৩ সনে।

সুপ্রতিষ্ঠিত খানকাহের এলাকাতেই তাঁহার মাযার অবস্থিত। এই সমাধিসৌধের স্থাপত্য অপূর্ব সূক্ষ্ম সৌন্দর্যমণ্ডিত। মস্‌জিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রহিয়াছে কারুকার্যমণ্ডিত ঝাড়, অতি মূল্যবান গিলাফ, ঝালর এবং চমৎকারভাবে খোদিত অনেক শিলালিপি। তাঁহার খলীফাদিগকে তাঁহারই কাছাকাছি দাফন করা হয়। কোন্‌য়ায় বসবাসকারী রূমীর বংশধরদের মধ্য হইতেই এই তারীকার শায়খ বা নেতা হইয়া থাকেন। এই নেতাকে "চেলেবী" বলা হয়। জালালু'দ-দীনকে মাওলানা নামে সম্বোধন করা হয়।

রূমীর প্রধান গ্রন্থের নাম মাছ্‌নাবী ফারসী ভাষায় ছয় খণ্ডের এক বিরাট কাব্য। ইহাতে সূফী মতবাদ ও সাধন-প্রণালী ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজবোধ্য করিবার জন্য রহিয়াছে অসংখ্য বাস্তব ও কল্পিত কাহিনী, উপকথা, নীতি-গল্প, রূপক কাহিনী এবং গভীর চিন্তাধারার সমাহার। কেহ কেহ দাবী করেন যে, ফারসী ভাষায় কুরআনী শিক্ষার নির্যাস রহিয়াছে এই মাছ্‌-নাবীতে। তাঁহার সচিব ও প্রথম খলীফা হুসামু'দ-দীনের উৎসাহেই তিনি উহা রচনায় ব্রতী হন। এই কাজে তিনি চৌদ্দ বৎসর ব্যস্ত থাকেন। তিনি একটি দীওয়ান (কাব্য সংগ্রহ) এবং 'ফীহি মা ফীহি' নামক একটি গদ্য গ্রন্থও রচনা করেন। শেষোক্ত পুস্তকটি পারস্যে অপরিচিত হইলেও ইস্তাম্বুলের অনেক গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। জালালু'দ-দীন ছিলেন প্রথম শ্রেণীর কবি ও নানাবিধ অপূর্ব গুণের অধিকারী। বৈচিত্র্য, কল্পনার মৌলিকতা, সম্ভ্রম ও পরিমিতিবোধ, স্বচ্ছতা, পাণ্ডিত্য ও সাবলীল আকর্ষণ এবং অনুভূতি ও চিন্তার গভীরতা ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য। কাহারো মতে মাছ্‌নাবীর রচনা-শৈলী খানিকটা অসংবদ্ধ। কোন বিন্যাস ছাড়াই গল্পের পর গল্প সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোন উদাহরণ চিন্তার উদ্রেক করে, আবার সেই চিন্তা অন্য উদাহরণের অবতারণা করে। এইভাবে মাঝখানে দীর্ঘ অবান্তর আলোচনা কাহিনীর গতি ব্যাহত করে। তবে এই আপাতবিচ্ছিন্নতা বোধ হয় গীতিধর্মী আবেগ ও প্রেরণার প্রচণ্ড গতিরই ফল। পাঠক উহার সহিত তাল মিলাইতে পারিলে কাব্যের রসাস্বাদনে কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

কবি রূমী যতটা মৌলিক ছিলেন, দার্শনিক রূমী ততটা মৌলিক ছিলেন না। তাঁহার শিক্ষা সূফীবাদেরই শিক্ষা, তবে অধিকতর উদ্যমের সহিত প্রকাশিত। তিনি তাঁহার দার্শনিক মতামত সুবিন্যস্তরূপে ব্যাখ্যা করেন নাই এবং অনেক সময় গীতিধর্মী আবেগে ভাসিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দর্শন পুনর্গঠন করিতে হইলে পুস্তকের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি সংগ্রহ করত বিন্যস্ত করিতে হইবে।

অন্যান্য সূফী লেখকদের মতই রূমীর রচনাতেও অনেক নব্য-প্ল্যাটোনিক ভাবধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কোন কোন ধারণা খৃস্টান মরমীয়াদের অনুরূপ মনে হইতে পারে। কোন কোন ধারণা সাহসিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, কাব্যিক বিন্যাসের খাতিরেই যা মার্জনীয়, উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত ধারণার উল্লেখ করা যায়: এমন কি পাপও আল্লাহ্‌র মহিমা প্রতিষ্ঠা করে, ইহা তাঁহার পরিপূর্ণতার অংশ। Theodicy মতেও ইহা একটি দুঃসাহসিক ধারণা। পাপের অস্তিত্বে অনুমতি প্রদান আল্লাহ্‌র ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ, এই মতবাদকে theodicy বলা হয়। যে চিত্রকর কুৎসিত আঁকিতে চাহিয়া উহাকে বীভৎসরূপে অংকন করিতে পারেন উহাতে তাহার দক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কুৎসিত বলে, "হে রাজন, হে কুৎসিতের সৃষ্টিকর্তা! তুমি সুন্দর সৃষ্টি করিতে যেমন শক্তিমান, যে কুৎসিতকে ঘৃণা করা হয়, তাহার সৃষ্টিতেও তেমনি শক্তিমান।" আর একটি অতি দুঃসাহসিক ধারণা এই: একজন শায়খের যিনি হাজ্জে গমনেচ্ছু। সূফী মুরীদ বলেন: "আমার তাওয়াফ কর, উহা কা'বাহ তাওয়াফ করিবার সমতুল্য হইবে, ধর্মীয় আচার পালনের জন্য আল্লাহ্‌ যদিও কা'বাকেই তাঁহার গৃহ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন, তাহা সত্ত্বেও আমার অস্তিত্ব কা'বার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর, কারণ ইহা তাঁহার রহস্যের আধার।" হযরত মূসা ('আ) ও পশু পালকের কাহিনী বারংবার উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে গ্রন্থকার বোধ হয় ইহাই শিক্ষা দিতে চাহেন যে, ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশের প্রণালীর বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই আচার-অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ কিছু নহে বরং অনুভূতিই সর্বস্ব। "বাক্য আমার কি করিতে পারে?" আল্লাহ্‌ হযরত মূসা ('আ)-কে বলেন, "আমি চাই উদ্দীপ্ত অন্তর, অন্তরকে প্রেম দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কর, ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর জন্য চিন্তা করিও না।"

প্রাকৃতিক ক্রমোন্নতিব্যঞ্জক কবির উক্তি সুপরিচিত। "প্রস্তর-রূপে মৃত্যুর পর উদ্ভিদরূপে জন্ম নিলাম; উদ্ভিদরূপে মৃত্যুর পর প্রাণীরূপে জন্ম নিলাম। প্রাণীরূপে মৃত্যুর পর মানবরূপে জন্ম নিলাম . . ., মানবরূপে মৃত্যুর পর আবার পুনরুত্থিত হইব ফিরি-শতারূপে . . . আমি ফিরিশতাকেও অতিক্রম করিয়া যাইব, এমন কিছু হইব যাহা কোন মানব দেখে নাই। তৎপর আমি হইব অস্তিত্বহীন শূন্য"। সর্বশেষে তাঁহার আপাতসর্বেশ্বরবাদী উক্তি.

যাহাতে তিনি—প্রকৃতির সহিত একাত্মতা ঘোষণা করেন : "আমি সূর্য কিরণের ধূলিকণা, আমি সূর্যের গোলক, আমি প্রভাতের আলোক, আমি সন্ধ্যার বায়ু. . .ইত্যাদি।"

মাছ্'নাব'ীর অনেক ভাষ্যকার রহিয়াছেন, তুর্কী ভাষায় আল-আন্ক'ারাব'ী, পারস্য ভাষায় বাহ্'রু'ল-'উলূম। 'আরবী এমন কি উর্দূ ভাষায়ও ইহার ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে। তুর্কী ভাষায় একটি পদ্যানুবাদ আছে।

জালালু'দ-দীন প্রবর্তিত দরবেশদের ঘূর্ণায়মান নৃত্যকে আকাশ-মণ্ডলীর গ্রহনক্ষত্রের আবর্তনের পূর্ণতা ও ঐকতানের নব প্ল্যাটো-নিক ধারণার বহিঃপ্রকাশরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। এই প্রকার ধারণার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ইব্ন তু'ফায়ল রচিত হ'ায়্যি ইব্ন য়াক্'জ'ান নামক উপাখ্যানে।

ভারত-বাংলা উপমহাদেশে রূমীর মাছ্'নাব'ী ফারসী ভাষার অন্যতম জনপ্রিয় কাব্য হিসাবে অধীত ও সমাদৃত হইয়া থাকে। ধর্মীয় বক্তাগণ মাছ্'নাব'ীর বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের বক্তব্য সরস ও সহজবোধ্য করিয়া থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মাছ্'নাব'ী, সুলায়মান নাহি'ফীর তুর্কী অনু-বাদসহ (বূলাক' ১২৬৮); (২) মাছ্'নাব'ী, আন্ক'ারাব'ীর ভাষ্য-সহ ৬ বালামে (Imprimerie Amire 1289); (৩) G. Rosen, Mesnewi oder Doppelverse des Scheich Mewlana Dschelaled-Din Rumi (Leipzig 1849) (transl. of Book 1.); (৪) transl. of Bk. i. by Sir James Redhouse (London 1881) in verse; (৫) an abridged transl. of the whole poem by E. H. Whinfield, London 1887 and 1898, edition and translation by R. A. Nicholson, in GMS, 1925-37, 6 vols.; (৬) von Rosen-zweig, Auswahl aus den Divanen des grossten mysti-schen Diehters Persiens (Vienna 1838); (৭) Ruc-Aus dem Diwan (1819; (৮) Ges. Werke, herausgeg. von Laistner, iii., p. 246-258); (৯) Tholuck, Bluten-sammlung. p. 53-191; (১০) Moise et le. Chevrier apologue persan, transl by F. Baudry, in Magasin Pittoresque, 1857, p. 242; (১১) The Masnavi, Book ii, by E. H. Wilson (London 1901), 2 vol. (vol. i. transl., vol. ii, Commentaries); (১২) Mathnawi 'l-attal ("Mathnawi for children)" a volume of selections with illustrations, Printed in Persia 1309; (১৩) E. G. Browne, A Literary History of Persia. ii. 515 প.; (১৪) P. Horn, Geschichte der persischen Litteratur (Leipzig 1901), p. 161-168; (১৫) Carra de Vaux, Gazali (Paris 1902), p. 291-306; (১৬) ঐ লেখক, Les Penseurs de l'Islam, iv. (Paris 1923), p. 317-328; (১৭) Clement Huart, Koniah, la ville des Derviches Tourneurs; (১৮) Faridun b. Ahmad Sipahsalar, Ahwal-i Mawlana Djalal al-Din Maw-lawi, ed. Sa'id Nafisi, Tihran 1325 (1946).

জালূত (جالوت), অনারবী, ফিলিস্তীনের এক অধিপতির নাম (লিসানু'ল-'আরাব, جلس ধাতু), বাইবেলে যিনি গোলিয়থ (Goliath) নামে উল্লিখিত। কু'রআন মাজীদে ত'ালূত (র.) ও জালূতের যুদ্ধের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ত'ালূত সৈন্যবাহিনী লইয়া জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাহির হইলে পথে তাঁহাদের একটি নদী অতি-ক্রম করিতে হইয়াছিল। সৈন্যদিগকে আনুগত্যের পরীক্ষাস্বরূপ নদীর পানি পান করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল, প্রয়োজনে শুধু এক কোষ পানি পান করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। বেশী সংখ্যক সৈন্যই এই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পানি পান করে, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র দল যাহারা প্রদত্ত আদেশ মান্য করিয়াছিল তাহারা জালূতের সঙ্গে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হয় ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাহারা জালূতের বাহিনীকে পরাভূত করে এবং দাউদ (র.)-এর হাতে জালূত নিহত হন (২ : ২৪৯—২৫১)।

ঐতিহাসিক মাস'উদীর বর্ণনা অনুসারে ফিলিস্তীন কোন এক প্রাচীনকালে বার্‌বার্‌দের বাসস্থান ছিল এবং জালূত তাহাদেরই এক নৃপতি; জালূতের পিতা মালূদ, পিতামহ দালাজ, প্রপিতামহ হ'াত্তান যিনি ফারিসের পুত্র। জালূত বার্‌বার্ গোত্রের সাহায্যে ইসরাঈলীদের রাজ্য আক্রমণ করেন। পরবর্তীকালে ত'ালূত-জালূতের যুদ্ধে জালূতকে বালক দাউদ গুলতি মারিয়া হত্যা করেন। গুলতির বর্ণনাটি Old Testament হইতে গৃহীত (I Samuel, xvii. 48, 49)। এই যুদ্ধ গো'র অঞ্চলের বায়সানে অথবা জর্ডানের নিম্ন উপত্যকায় সংঘটিত হইয়াছিল। বায়সানের নিকট একটি ঝর্ণা ও একটি উপত্যকা আজও জালূতের ঝর্ণা ('আয়ন জালূত) ও উপত্যকা নামে পরিচিত।

মুখ্‌তাস'রু'ল-'আজা'ইব গ্রন্থে (Abrege des Merveil.es অনুবাদ, Carra de Vuax, পৃ. ১০১) জালূতকে কান্'আনী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কান্'আনীরা হইতেছেন হ'ামের পুত্র কান্'আনের বংশধর। কাহারও মতে কু'রআন মাজীদে দুর্দান্ত সম্প্রদায় (قوما جبارين ৫ : ২২) বলিয়া যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারাই হইতেছে কান্'আনী। ঐতিহাসিক ত'াবারী জালূতকে 'আদ ও ছ'ামূদের বংশধর বলিয়াছেন (Persian Synopsis অনুবাদ, Zotenberg)। জালূত স্যামুয়েলের পূর্বে ইস্‌রাঈলীদের উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। তিনি ইস্‌রাঈলী পুরোহিত এলির পুত্রগণকে হত্যা করেন এবং ইস্‌রাঈলীদের পবিত্র সিন্দুক (তাবূত) ছিনাইয়া লইয়া যান (Judges, ch. vi)। তাফসীরের কোন কোন গ্রন্থে জালূতকে 'আমালিক'াঃ জাতির সর্দার বলা হইয়াছে। দাউদ ('আ)-এর পূর্বে যে বা যাহারা ইসরাঈলীদের উপর অত্যাচার করিয়াছে সে বা তাহারা জালূত নামে অভিহিত হইয়াছে অর্থাৎ রূপক অর্থে জালূত ফিলিস্তীনবাসী অত্যাচারী (I Samuel, iv)।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ, (১) কিতাবু'ত-তীজান, হায়দ্রাবাদ ১৯২৮ খৃ., পৃ. ১৭৮ প.; (২) আল-য়া'কূ'বী, তা'রীখ, পৃ. ৫১ প.; (৩) আত-ত'াবারী, ১খ, পৃ. ৩৭০—৩৭৬; (৪) আল-মাস'উদী মুরূজ, ১খ, পৃ., ১০৫—১০৮, ৩খ, পৃ. ২৪১ (৫) আল-কাসাঈ, (ক'াস'াসু'ল-আন্বিয়া') Vita Prophe-tarum, পৃ. ২৫০—২৫৪।

জাহ্ম (جهم), পূর্ণ নাম জাহ্‌ম ইব্ন স'াফ্ওয়ান আবূ-মুহ্'রিয, তিনি বানূ রাসিব-এর আশ্রিত ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কেহ আত-তিরমিয'ী এবং কেহ কেহ আস-সামারক'ান্দী নামে অভিহিত

করিয়াছেন। একজন মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। উমায়্যাঃ শাসনের শেষ পর্যায়ে খুরাসান বিদ্রোহের সময় তিনি "কৃষ্ণ পতাকাধারী" হ়ারিছ় ইব্ন সুরায়জ-এর দলভুক্ত হন এবং পরিণামে সাল্ম ইব্ন আহ্ওয়ায কর্তৃক ১২৮/৭৪৫-৪৬ সালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ধর্মতত্ত্ববিদ হিসাবে তিনি কিছুটা স্বাধীন মত পোষণ করিতেন; ঈমান যে অন্তরের ব্যাপার এই মুরজি'আঃ ধারণার সহিত তাঁহার মতৈক্য ছিল এবং মু'তাযিলীদের মত তিনি আল্লাহ্র উপর কোন মানবীয় গুণ আরোপের (anthropomorphism) বিরোধী ছিলেন; আবার অন্যপক্ষে তিনি জাব্র-এর (বাধ্যবাধকতার; দ্র. জাব্রিয়্যাঃ) ঘোর সমর্থক ছিলেন। আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্যে তিনি আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং স্রষ্টা ইহাই শুধু স্বীকার করিতেন, কারণ কোন সৃষ্ট জীবকে এই দুই বিশেষণে বিভূষিত করা যায় না। বেহেশ্ত ও দোযখ চিরস্থায়ী ইহাও তিনি মানিতেন না। তাঁহার নামানুসারে তাঁহার অনুসারিগণকে জাহ্মিয়্যাঃ বলা হইত; এই দলটি পঞ্চম/একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকিয়াছিল এবং তৎপরে আশ্'আরী দলভুক্ত হইয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, ২খ, ১৯১৮ প.; (২) শাহ্রাস্তানী, পৃ. ৬০ প.; (৩) Horton, Die Philosophischen Systeme der Spekulativen Theologen im Islam, পৃ. ১৩৫; (৪) আল-আশ'আরী, মাক'ালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন (সম্পা. Ritter, Istanbul-Leipzig ১৯২৯), ১খ, ২৭৯ প.; (৫) W. M. Watt, Free will and Predestination in early Islam, লণ্ডন ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৯৯—১০৪, (৬) 'আবদু'স-সুব্হ'ান, Al-Jahm bin Safwan and his Philosophy, in Isl. Culture, xi, 221—27.

জাহান্নাম (جهنم) অর্থ নরক, দোযখ, ইসলামী বিশ্বাস মতে পাপাচারীদের শাস্তির জন্য পরলোকের অগ্নিকুণ্ড। "যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি" (৬৭ : ৬)। "কিন্তু যাহার পাল্লা ওযনে হাল্কা হইবে তাহার জননী হইবে হাবিয়াঃ। আর কী সে তোমাকে বুঝাইবে তাহা কী? (তাহা) জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড" (১০১ : ৮—১১)। আবার সূরাঃ হুমাযায় আছে: "সে (পাপী) অবশ্যই হু'তামায় নিক্ষিপ্ত হইবে। আর কী সে তোমাকে বুঝাইবে যে হু'তামাঃ কী? ইহা আল্লাহ্র প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা যাহা হৃদয় পর্যন্ত গ্রাস করিয়া ফেলিবে আর তাহাদিগকে দীর্ঘ বিস্তৃত স্তম্ভে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে" (১০৪ : ৪—৯)। সূরাঃ তাকাছুর-এ আছে: "তোমরা নিশ্চয়ই জাহ'ীম অর্থাৎ জাহান্নামের অগ্নি প্রত্যক্ষ করিবে, অতঃপর চাক্ষুষ প্রত্যয়ে তাহা দেখিবেই" (১০২ : ৬—৭)।

জাহান্নাম কথাটি কু'রআনের অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। শব্দটি হিব্রু gehinnom (যশুয়া, ১৫ : ৮) হইতে 'আরবী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে।

কু'রআনে দোযখ-যন্ত্রণার স্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে। নরক তাহার অধিবাসীদের জন্য খাদ্যরূপে উপস্থিত করিবে যাক্কূম বৃক্ষের কণ্টকিত ফল, তীব্র তিক্ত "দ'ারী'" এবং পানীয়রূপে ফুটন্ত পানি ও পুঁজ (৩৭ : ৬২—৬৭; ৮৮ : ২—৭; ৪৪ : ৪৩—৪৮; ৫৬ : ৫২—৫৫), এইখানে পাপীরা শৃঙ্খলিত থাকিবে (১৪ : ৪৯—৫০), অগ্নির তৈরী পোশাক পরিধান করিবে, আর তাহাদের চর্ম দগ্ধ হইয়া নূতন গজাইবে (৪ : ৫৬)। মরণান্তিক যন্ত্রণার পরেও সেখানে মৃত্যু হইবে না (১৪ : ১৭; ২০ : ৭৪; ৮৭ : ১৩)।

কু'রআনে দোযখের তত্ত্বাবধায়করূপে উনিশজন ফিরিশতার উল্লেখ রহিয়াছে (৭৪ : ৩০—৩১)। দোযখ বুঝাইবার জন্য কু'রআনে সাতটি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যথা: জাহান্নাম, হু'ত'ামাঃ, হাবি'য়াহ্, জাহ'ীম, সা'ঈর (৬৭ : ৫), সাক'ার (৭৪ : ৪২) ও লাজ়া (৭০ : ১৫)। ইহা হইতে তাফসীরকারগণ অনুমান করেন যে, দোযখের সংখ্যা সাতটি। এতদ্ব্যতীত সাধারণভাবে দোযখ বুঝাইতে কু'রআনে আন্-নার (النار) শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়।

দোযখ বাস চিরস্থায়ী কিনা সে সম্পর্কে 'আলিমদের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। কু'রআনে ২৩ : ১০৩ আয়াতে আছে: "যাহাদিগের পাল্লা হালকা হইবে তাহারাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, জাহান্নামে তাহারা চিরদিন থাকিবে।" আবার অন্যত্র (১১ : ১০৬—১০৭) দেখা যায়: "অতঃপর যাহারা হতভাগ্য তাহারা থাকিবে অগ্নিতে এবং সেখানে তাহাদের জন্য থাকিবে চীৎকার ও আর্তনাদ; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন।" তাফসীরকারগণ মনে করেন যে, পাপাচারী বিশ্বাসীদের জন্য জাহান্নাম সংশোধনাগারস্বরূপ হইবে, কিন্তু পাপী মুশরিকগণ সেখানে চিরদিন অবস্থান করিবে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আত-তিরমিয'ী, আল-জামি', পত্র ৬৬—৬৯ 'উমূমী কিতাব খানাহ, সংখ্যা ১০৩৫; (২) আবু হ'ামিদ আল-গ'াযালী, আদ-দুররাতু'ল-ফাখিরাঃ ফী 'উলূমি'ল-আখিরাঃ (কিতাব খান'হ-ই-ফাতিহ', সংখ্যা ২৬১৭ পত্র ৩০—৪৪), (৩) ইব্ন হ'ায়্যান, আল-বাহ্রু'ল-মুহ'ীত', কিতাব খানাহ-ই-ফায়দু'ল্লাহ, সংখ্যা ৪৭; (৪) আন-নাসাফী, 'আক'াইদ (ইস্তাম্বুল ১৩২৬ হি.) পৃ. ১৩৮; (৫) আস-সুয়ূত'ী, আল-ইতক'ান, মিসর, ৪খ, ২৫২; (৬) Carra de vaux, La Doctrine de l' Islam, Paris 1909, ch. ii.; (৭) ঐ লেখক, Fragments d'Eschotologie Musulmane, (Brussels 1895); (৮) Wensinck, The Muslim Creed, সূচী দ্র. Hell; (৯) E. Cerulli, Il "Libro della Scala" Vat. City, 1949.

জাহিলিয়্যাঃ (جاهلية) একটি পারিভাষিক শব্দ যাহা ج-ه-ل মূল ধাতু হইতে উৎপন্ন। কর্তৃকারকরূপ শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। জাহিলিয়্যাঃ-র অর্থ রাসূল (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে 'আরবদের অবস্থা (রিসালাতু'ল-'আরাব), ইসলামের আহ্বানের বিশেষ করিয়া নবী (স)-এর হিজরাতের পূর্বকাল। কেননা এই সময়ে 'আরব দেশে 'আরব-মুশরিকদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক আইন প্রচলিত ছিল, যাহা কোন ওয়াহ্'য়ি বা প্রত্যাদেশের অনুসারী ছিল না। এইজন্য ঐ সময়টা ছিল "অজ্ঞান ও প্রবৃত্তি"র কাল (আল্-কাশ্শাফ ৫ : ৫ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে)। কু'রআন মাজীদে জাহিলিয়্যাঃ শব্দটি চার বার ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা: ৩ : ১৫৪, ৫ : ৫০, ৩৩ : ৩৩, ৪৮ : ২৬।

অজ্ঞানতা ব্যতীতও জাহ্ল শব্দের আরও কয়েকটি অর্থ আছে, যথাঃ কঠোরতা, দয়াহীনতা, বর্বরতা, রূঢ়তা, অশিষ্টতা, আল্লাহ ও আল্লাহ্র আইন-কানুন সম্পর্কে অজ্ঞানতা, আল্লাহ্র প্রতি অবিশ্বাস, মূর্তি পূজা ইত্যাদি। জাহ্ল-এর বিপরীত শব্দ 'ইল্ম এবং হি'ল্ম উভয়ই। হি'ল্ম-এর অর্থ সহনশীলতা, ধৈর্য-স্থৈর্য ও ক্ষমাশীলতা।

জাহিলী যুগের 'আরবগণ সাধারণত ধৈর্যহীন ও অসহিষ্ণু ছিল, জাহিলিয়্যাঃর আর এক অর্থ অংশীবাদ এবং আল্লাহ সম্বন্ধে অজ্ঞ। (কাশ্শাফ ৩ঃ ১৫৪ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে)।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে, হ'ামুরাবীর আমল (খৃ. পূর্ব সপ্তদশ শতাব্দী) পর্যন্ত মানব সভ্যতা উন্নতির দিকে অগ্রসর ছিল। তৎপর আরম্ভ হয় অবনতির চক্র। জাহিলিয়্যাঃ যুগের 'আরবদের অধিকাংশ ছিল বেদুঈন এবং নিরক্ষর। উহারা গোত্রবদ্ধ জীবন যাপন করিত। বদান্যতা ও বীরত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চরিত্রে ছিল হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা ও পরশ্রীকাতরতা, তাহাদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ, হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা চলিতে থাকিত। কোন কোন গোত্রে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। কু'রআান মাজীদেও ইহার উল্লেখ আছে (৮১ঃ ৮—৯)। 'আরব সর্দারদিগের মধ্যে গর্ব, আত্মম্ভরিতা এবং গোত্রজ আনুগত্য প্রবল ছিল। অত্যাচার, অবিচার, হত্যার বিনিময়ে নির্বিচারে হত্যা, জুয়াখেলা, মদ্যপান এবং কুসংস্কার জাহিলী সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এমন কি সৎ মাতাকে বিবাহ করিবার রীতিও প্রচলিত ছিল, ইসলাম প্রচারের পর এই সব পাপাচার ও দুর্নীতি বিলুপ্ত হয়।

ইহা সত্ত্বেও জাহিলিয়্যাঃ আমলে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চা ছিল। উহাদের মধ্যে ভাষা, কাব্য, বাগ্মিতা, বংশজ্ঞান, জনশ্রুতি, প্রবাদ বাক্য ও লোক-কাহিনী উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যা, পশু চিকিৎসা, জ্যোতিষ, চেহারা দৃষ্টে চরিত্র নির্ণয়, গণৎকারী, বায়ুপ্রবাহের দিক্‌নির্ণয় এবং বৃষ্টিপাতের সময় নির্ণয় বিষয়ে 'আরবদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। ঐ সময় কাব্যচর্চা উচ্চস্তরে উপনীত হইয়াছিল। জাহিলিয়্যাঃ আমলে মেহমানদারী বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সম্মান ও প্রতিপত্তি রক্ষাকল্পে শক্তি প্রয়োগ এবং ভীতি সঞ্চার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ ও অত্যাচার করিতে তাহাদের দ্বিধা ছিল না। যুহায়র ইব্‌ন আবী সুলমা তাঁহার বিখ্যাত মু'আল্লাকায় বলিয়াছেন: "যে ব্যক্তি স্বীয় অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করে না তাহাকে অধিকার ও মর্যাদা হইতে বঞ্চিত করা হয় এবং যে এই উদ্দেশ্যে অত্যাচার ও রূঢ়তা পরিহার করে, তাহার প্রতি অত্যাচার ও রূঢ়তা প্রদর্শন করা হইয়া থাকে।" গোত্র প্রধানের আনুগত্য ও নির্দেশ পালন অপরিহার্য গণ্য করা হইত। অপর পক্ষে গোত্রের সমষ্টিগত দাবী ও জিদের কাছে অনেক সময় গোত্র প্রধানকে নতি স্বীকার করিতে হইত। দুরায়দ ইব্‌ন আস-সিম্মাঃ-র উদাহরণ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, এক যুদ্ধে যখন স্বগোত্রের লোকেরা উহার কথা গ্রহণ করিল না তখন সে তাহাদের মতই গ্রহণ করিল যদিও তাহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, গোত্রের মত ছিল ভ্রান্ত।

অনেক বিদেশী রাজ্যের সহিত জাহিলী 'আরবদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল। ইরান, ভারত, সিরিয়া এবং রোমান দেশে তাহাদের বাণিজ্যিক কাফেলা যাতায়াত করিত। বদান্যতা, আতিথেয়তা, সাহস, বীরত্ব ও সহিষ্ণুতার দরুন জাহিলিয়্যাঃ যুগে মুরুওওয়াঃ (মানবিকতা-مروءة) অর্থাৎ বীরত্বপূর্ণ সৌজন্যের একটি বিশিষ্ট আদর্শের উদ্ভব হইয়াছিল, এই আদর্শের অনুসরণে তাহারা বদান্যতা ও সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিত এমন কি এই ব্যাপারে সাধ্যের সীমা লঙ্ঘন করিত। তাহাদের মধ্যে গীতবাদ্যের চর্চাও জনপ্রিয় ছিল। ঐ সময় দাসদাসীর ক্রয় বিক্রয় প্রচলিত ছিল। তাহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য হাটবাজার বসিত। মূর্তি পূজার প্রসার ছিল ব্যাপক। প্রত্যেক গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ছিল। লোকেরা উলঙ্গ হইয়া কা'বার ত'াওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিত। ইসলামের আগমনে সর্বপ্রকার পাপাচার ও কুপ্রথার বিলুপ্তি ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) উমার ফার্‌রূখ, তা'রীখু'ল-জাহিলিয়্যাঃ, বৈরূত ১৯৬৪ খৃ.; (২) জাওওয়াদ 'আলী, তা'রীখু'ল-'আরাব ক'াব্‌লা'ল-ইস্‌লাম; (৩) জুর্জী যায়দান, আল-'আরাব ক'াব্‌লা'ল-ইসলাম, কায়রো ১৯৫৭ খৃ.। (৪) মুহ'াম্মাদ মাব্‌রূক নাফি', 'আস্'র মা ক'াব্‌লা'ল-ইসলাম, কায়রো ১৯৫৬ খৃ.; (৫) মুহ'াম্মাদ আহ্'মাদ জাদু'ল-মাওলা, আয়্যামু'ল-'আরাব ফি'ল্-জাহিলিয়্যাঃ, কায়রো ১৯৪২ খৃ.; (৬) সা'ঈদ আল-আফগ'ানী, আস্‌ওয়াকু'ল-'আরাব ফি'ল-জাহিলিয়্যাঃ, দামিশ্‌ক ১৯৬০ খৃ., (৭) মুহ'াম্মাদ শুক্‌রী আল-উলূসী, 'আদাতু'ল-'আরাব ফী জাহিলিয়্যাতিহিম, বৈরূত ১৯২৪ খৃ.; (৮) মুহ'াম্মাদ রুশ্‌দী, মাদানিয়্যাতু'ল-'আরাব ফি'ল-জাহিলিয়্যাঃ ওয়া'ল-ইসলাম, মিসর ১৯১১ খৃ.; (৯) আদীব লুহ্'দ, হ'াদ'ারাতু'ল-'আরাব ফি'ল-জাহিলিয়্যাঃ ওয়া'ল-ইসলাম, বৈরূত ১৯৫২ খৃ.; (১০) নাসি'রু'দ-দীন আল-আসাদ, আল্-কি'য়ান ওয়া'ল-গ'ান্না' ফি'ল-'আস্'রি'ল-জাহিলী, বৈরূত ১৯৬০ খৃ.; (১১) একই গ্রন্থকার, মাস'াদিরু'শ-শু'আরা'ই'ল-জাহি'লী ওয়া ক'ীমাতুহাতি'ত-তা'রীখিয়্যাঃ, কায়রো ১৯৫৬ খৃ.; (১২) 'আলী মাজ্'হার, আল-'আস'াবিয়্যাঃ 'ইন্‌দা'ল-'আরাব ফি'ল-জাহিলিয়্যাঃ ওয়া'ল-ইসলাম, কায়রো ১৯২৩ খৃ.; (১৩) মুহ'াম্মাদ 'আব্‌দু'ল-জাওওয়াদ আল-আস'মাঈ, তা'ওক'ু'ল-'আরাব ওয়া'ল-'আস'াবিয়্যাঃ ফী আত্'ওয়া-রি'ল-জাহিলিয়্যাঃ, কায়রো; (১৪) 'আলী আল্-আ'জ'ামী তা'রীখু'ল মুলূকি'ল্-হ'ীরাঃ, কায়রো ১৯২০ খৃ.; (১৫) Noldeke, উমারা' গ'াস্‌সান, 'আরবী অনুবাদ, বৈরূত ১৯৩৩ খৃ.; (১৬) ইব্‌ন হ'াযম, জাম্‌হারাতু আন্‌সাবি'ল-'আরাব, মিসর ১৯৬২ খৃ.; (১৭) 'আব্‌দুল্লাহ্ 'আফীফী, আল-মারআতু'ল-'আরাবিয়্যাঃ ফী জাহিলিয়্যাতিহা ওয়া ইস্‌লামিয়্যা, প্রথম খণ্ড মিসর ১৯২১ খৃ.; (১৮) Brockelmann, তা'রীখু'ল-আদাবি'ল-'আরাবী, প্রথম খণ্ড; (১৯) 'আব্‌দু'ল-হ'ালীম আন-নাজ্জারকৃত 'আরাবী অনুবাদ, মিসর ১৯৫৭ খৃ.; (২০) D. S. Margoliouth. The Relations between 'Arabs and Israelites prior to the Rise of Islam, London 1924 C. E.

জিন্ (جن) মুসলিমদের বিশ্বাসে জিন অগ্নিদেহী (আজ্‌সাম), বুদ্ধিমান ও অদৃশ্য জীব। তবে তাহারা বিভিন্ন আকারে আবির্ভূত হইতে সক্ষম এবং কঠোর কায়িক পরিশ্রমও করিতে পারে (বায়দ'াব'ী, ভাষ্য ৭২ঃ ১ আয়াতের উপর; দামীরী, হ'ায়াওয়ান দ্র.)। নির্ধূম অগ্নিশিখা হইতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে (সূরাঃ ৫৫ঃ ১৫), আর মানুষ ও ফিরিশতা যথাক্রমে মাটি ও আলো হইতে সৃষ্ট। জিন্ আপন কর্মগুণে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইতে পারে। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাহাদের প্রতিও প্রেরিত হইয়াছিলেন (দ্র. সূরাঃ জিন্ন), বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, সূরাঃ আর-রাহ'মান মানুষ ও জিন উভয়কে লক্ষ্য করিয়া অবতীর্ণ। মানুষের মতই জিন্‌দের একদল পুণ্য কর্মের দরুন পরকালে বেহেশ্‌তবাসী হইবে এবং একদল পাপাচারের কারণে দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে। কুর-আনের ১৮ঃ ৫০ আয়াতে ইব্‌লীসকে জিন্‌দলের অন্তর্ভুক্ত করা

হইয়াছে। কিন্তু ২ : ৩৪ আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সে নিজের পুণ্য গুণে ফিরিশ্তাদের দলে স্থান পাইয়াছিল।

'আরবী অভিধান সংকলকদের কেহ কেহ জিন্ন শব্দ ইজ্তিনান শব্দ (অর্থ : লুক্কায়িত হওয়া) হইতে উদ্ভূত বলিয়া ধারণা করেন (তু. Lane এবং ২ : ৮ আয়াতের উপর বায়দ'াব'ীর ভাষ্য; সম্পা. Fleiesher, i, 22, 1. 13)। বিশেষ একজন জিন্ন বুঝাইতে জিন্নী শব্দ ব্যবহৃত হয়; আবার জান্ন্ শব্দ জিন্ন্-এর সমার্থবোধক (দ্র. Lane, Lexicon, পৃ. ৪৯২), শ'ল, 'ইফ্রীত, সি'লাত হইতেছে জিন্ন্ জাতির শ্রেণীবিভাগ।

জিন্ন্ সম্পর্কীয় আলোচনাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) ইসলাম-পূর্ব আরবে জিন্ন্ সম্পর্কে ধারণা : জিন্ন্কে মরু অঞ্চলের পরী ও বনদেবতা মনে করা হইত। তাঁহারা মানুষের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন বলিয়া ধরা হইত। দ্র. Robertson Smith, Hastings, Encycl. of Rel. and Ethics-এ i. পৃ. ৬৬৯, Noldeke রচিত on Ancient Arabs নিবন্ধ, Wellhausen, Reste। কিন্তু হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর নুবূওয়াতের প্রাক্কালে জিন্ন্ নৈর্ব্যক্তিক দেবতার একটা অস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। আল্লাহ্‌র সঙ্গে উহারা সম্পর্কিত বলিয়া মক্কাবাসীরা দাবী করিত (৩৭ : ১৫৮); উহাদিগকে আল্লাহ্‌র অংশীদার বিবেচনা করিত (৬ : ১০০), উহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিত (৭২ : ৬)।

(২) ইসলামে জিন্ন্-এর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত : জিন্ন্ ও মানুষের মধ্যে প্রেমঘটিত ব্যাপার লইয়া বহু জনপ্রিয় কাহিনী রচিত হইয়াছে। ফিহ্‌রিস্তে (পৃ. ৩০৮) এই ধরনের যোলটি গল্পের উল্লেখ আছে। জিন্ন্ ও মানবের সম্পর্কিত বহু মতও পাওয়া যায় (দ্র. Macdonald's Religious Attitude and Life in Islam, পৃ. ১৪৪ প.)। বাদ্রু'দ্-দীন আশ্-শিব্‌লী (মৃ. ৭৬৯/১৩৬৮, কায়রো, ১৩২৬) রচিত আকামু'ল-মারজান ফী আহ'কামি'ল-জান্ন" এই সব কাহিনীর ভাল সংকলন। মু'তাযিলীরাও জিন্ন-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, তবে তাঁহারা জিন্ন্-এর প্রকৃতি ও কর্মক্ষমতা সম্পর্কে ভিন্নতর তত্ত্ব উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইসলামের প্রাচীন দার্শনিকগণ, এমন কি আল্-ফারাবীও, অস্পষ্ট কথার অবতারণা করিয়া জিন্ন্ সম্পর্কিত প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইব্‌ন সীনা সরাসরি জিন্ন্-এর বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। পরবর্তী মুসলিম দার্শনিকগণ এই বিষয়ের বর্ণনায় আংশিক ব্যাখ্যামূলক ও আংশিক অধিবিদ্যক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ইব্‌ন খাল্‌দূন জিন্ন সম্পর্কীয় কু'রআনের আয়াতসমূহকে মুতাশাবিহ অর্থাৎ রূপক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন যাহার সঠিক অর্থ একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন (সূরাঃ ৩ : ৭)। জিন্ন্ সম্পর্কে এই সব বিভিন্ন মত Dict. of Techn. Terms, i. (২৬১ প.) পুস্তকে সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে (তু. রাযী, মাফাতীহ'; সূরাঃ ৭২ সম্পর্কে)।

(৩) লোককাহিনীতে জিন্ন্ : যাদুবিদ্যার জিন্ন্-এর ব্যবহার দ্বারাই স্বভাবত জিন্ন্ লোকসাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। ফিহ্‌রিস্তে অনুমোদিত ও অননুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ প্রাচীনকাল হইতে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হইয়াছে এবং গ্রীক, হ'ায্‌রানীয়, ক্যাল্‌ডীয় এবং ভারতীয় উৎসের উল্লেখ রহিয়াছে। তা'ব'ীয' দ্বারা জিন্ন্-কে ভৃত্যরূপে নিয়োগ সংক্রান্ত পুস্তকাদি বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়। লোকসাহিত্যেও জিন্ন্-এর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরব্য-রজনীর বহু গল্পে জিন্ন্ স্থান পাইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) CTM, (২) দামীরী, হ'ায়াওয়ান; (৩) কা'য্‌ব'ীনী, 'আজা'ইব, পৃ. ৩৬৮ প. (Wustenfeld সম্পা.), (৪) Lane, Modern Egyptians, index Ginn; (৫) Lane, Arabian Nights, ভূমিকা, নোট ২১, অধ্যায় i, নোট ১৫ ও ২৪; (৬) Goldziher, Arabische Philologie, i. সূচী, (৭) ঐ, Vorlesungen, পৃ. ৬৮, ৭৮ প., (৮) Doutte, Magie et Religion, (৯) Macdonald, Religious Attitude and Life in Islam, অধ্যায় ৫, ১০, এবং সূচী, (১০) A. J. Wensinck, the Etymology of djinn, Versl. Med. Ak. Amst, Ser. V, Vol. 4.

জিব্‌রাঈল—জিব্‌রীল (جبرئيل ا : জিব্‌রাঈল) প্রধান চারি ফিরিশ্তার অন্যতম এবং মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কার্য সম্পর্কে কু'রআনে ২ : ৯৭ আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে "যে কেহ জিব্‌রাঈলের শত্রু সে জানিয়া রাখুক সে (জিব্‌রাঈল) আল্লাহ্‌র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কু'রআন পৌঁছাইয়া দিয়াছে, যারা উহার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যাহা বিশ্বাসীদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও শুভ সংবাদ।" তাঁহার মর্যাদা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : "ইহা (কু'রআন) প্রেরিত হইয়াছে সম্মানিত ফিরিশ্তার মাধ্যমে যে সামর্থ্যশালী, 'আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, যাহাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন" (৮১ : ১৯—২১)। এই জিব্‌রাঈল-ই পূর্ববর্তী সকল নবীর নিকট আল্লাহ্‌র বাণী বহন করিয়াছিলেন। কু'রআনে তাঁহাকে "রূহু'ল-কু'দুস্" (পবিত্র আত্মা, ২ : ৮৭) এবং "রূহু'ল-আমীন (বিশ্বস্ত আত্মা, ২৬ : ১৯৩) আখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। য়াহূদী ও খৃস্টীয় ধর্মগ্রন্থে Gabriel (গেব্রিয়েল) নামে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (স') দুইবার তাঁহাকে স্বরূপে দেখিয়াছিলেন। "সে (রাসূলুল্লাহ্) তো তাহাকে (জিব্‌রাঈলকে) স্বচ্ছ দিগন্তে দেখিয়াছে" (৮১ : ২৩)। "সে (জিব্‌রাঈল) নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিল, ঊর্ধ্ব দিগন্তে, অতঃপর সে তাহার (রাসূলুল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হইল, অতি নিকটবর্তী, ফলে তাহাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল। তখন আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিবার তাহা প্রত্যাদেশ করিলেন। . . . . নিশ্চয় সে তাহাকে আরেক বার দেখিয়াছিল প্রান্তবর্তী কুল বৃক্ষের নিকট, জান্নাতু'ল-মা'ওয়া যাহার সন্নিকটে অবস্থিত" (৫৩ : ৬—১০, ১৩-১৫)।

হ'াদীছে' উল্লেখ আছে যে, কোন কোন সময় জিব্‌রাঈল মানুষের বেশেও রাসূলুল্লাহ্‌র দরবারে আসিতেন এবং ধর্ম সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। এই প্রশ্নোত্তর দ্বারা উপস্থিত স'াহ'াবীগণ উপকৃত হইতেন। হ'াদীছে' উল্লেখ আছে যে, মি'রাজের রাত্রে জিব্‌রাঈল রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর সঙ্গীরূপে এক নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত গিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : নিবন্ধে উল্লিখিত কু'রআনের আয়াতসমূহ এবং উহাদের তাফসীর, (১) Gospel of St. Luke, i 19, (২) মুখ্তাসা'রু'ল-'আজা'ইব (Abrege des Merveilles, transl.

Carra de Vaux), (৩) ত'াবারী, (transl. (Zotenberg)।

জিয্য়া ঃ (جزية) ব.ব. জিযা (جزى), জাযা' (جزاء) শব্দ হইতে উৎপন্ন (লিসান ج-ز-ى ধাতু), অর্থকর, মাথা পিছু ধার্য কর, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের (আহ্লু'য্-যিম্মাঃ) উপর ধার্য কর। আলুসী শব্দটির উৎপত্তি প্রসঙ্গে আল-খাওয়ারিযমীর মতের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন, ইহা ফারসী গিয্য়াত' (অর্থ খাজনা) হইতে গৃহীত (রূহু'ল-মা'আনী কায়রো, ১০ম, ৭৮ ; Lane, I : 422)। তাফসীরকার আয-যামাখ্শারীর মতে যিম্মীগণ (যিম্মাঃ দ্র.) এই কর প্রদান করিয়া নাগরিক হিসাবে তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি অংশ হইতে অব্যাহতি লাভ করে বলিয়া ইহার নাম জিয্য়াঃ (আল-কাশ্শাফ, কায়রো, ১৯৪৬, ২য়, ২৬২)।

ফিক্'হশাস্ত্রের জিহাদ অধ্যায় জিয্য়ার আলোচনা স্থান পাইয়াছে, জিয্য়াঃ গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। ইসলামী রাষ্ট্র এই করের বিনিময়ে অমুসলিম নাগরিকদের জীবন ও ধন-সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে, অথচ তাহাদিগকে দেশরক্ষার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেয়। 'উমার (রা)-এর খিলাফাত কালে মুসলিম বাহিনী শত্রুর আক্রমণ মুখে হি'ম্স' (শাম) হইতে রণকৌশল হিসাবে পশ্চাদপসরণ করিলে হি'ম্সে'র অমুসলিম অধিবাসীদের (য়াহূদী ও খৃস্টান) জানমাল রক্ষা করা মুসলিমদের পক্ষে সম্ভব হয় না, ফলে আবূ 'উবায়দাঃ (রা) তথাকার অমুসলিমদের নিকট হইতে আদায়কৃত জিয্য়াঃ ফেরত দিয়াছিলেন।

৯ ঃ ২৯ আয়াতে জিয্য়ার হুকুম বিদ্যমান ঃ যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহে বিশ্বাস করে না ও পরকালেও নহে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিষিদ্ধ করে না—তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ স্বহস্তে জিয্য়াঃ দেয়।

যুদ্ধ ব্যতীত শুধু সন্ধিসূত্রে যে অমুসলিম সম্প্রদায় ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হয় তাহাদের জিয্য়াঃ কর সন্ধির শর্তানুযায়ী ধার্য হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (স') নাজরানের খৃস্টানগণের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিলেন। তাহারা বৎসরে এই কর বাবত ১ হাজার ২ শত পরিচ্ছদ প্রদান করিত। মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত অমুসলিম সম্প্রদায়ের বেলায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান এই করের পরিমাণ নির্ধারণ করেন, তখন এই ব্যাপারে অমুসলিম-দের মতামত বিবেচনা করা হয় না। তবে ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র)-মতে 'এই প্রকার যিম্মীদের ধনী ব্যক্তির ৪৮ দির্হাম, মধ্যবিত্ত ব্যক্তির ২৪ দির্হাম ও দরিদ্র শ্রমজীবীর ১২ দির্হাম বাৎসরিক জিয্য়াঃ ধার্য হইবে। এই করের সম্পূর্ণ অর্থ বৎসরের শেষে অথবা ন্যায়সঙ্গত পরিমাণে মাসিক কিস্তিতে আদায় করা যায় (আবূ য়ূসুফ, কিতাবু'ল-খারাজ, পৃ. ৬৯)। ইমাম আহ'মাদ (র)-এর মতে রাষ্ট্রপ্রধানই যুক্তিসঙ্গতভাবে এই করের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন। ইমাম মালিক (র)-এর মত হইল জিযয়াঃ ৪ দীনার অথবা ৪০ দির্হাম হইবে। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য ইহা এক দীনার এবং প্রাপ্তবয়স্ক সকল যিম্মীর উপর ইহা প্রযোজ্য ; পুরুষ নারী এমন কি উন্মাদ, বৃদ্ধ, অন্ধ ও সন্ন্যাসীও ইহা হইতে বাদ যাইবে না (কিতাবু'ল-উম্ম ৪ ঃ ৯৮)। কিন্তু হ'ানাফী মতে যে সকল যিম্মী যুদ্ধ করিতে পা'র না তাহাদের উপর জিয্য়াঃ কর নাই অর্থাৎ নারী, শিশু, খঞ্জ, অন্ধ, উন্মাদ, সম্বলহীন সংসারত্যাগী ইত্যাদি এই করের আওতায় পড়ে না (আবূ য়ূসুফ, পৃ. ৬৯)। ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর মতে যে সকল মঠের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রহিয়াছে উহাদের বাসিন্দাদেরও এই কর দিতে হইবে। তাহাদের ধর্মানুযায়ী শপথ করিয়া তাহারা যদি দারিদ্র্যের দাবী করে তবে তাহারাও এই কর হইতে অব্যাহতি পাইবে। দাসদের উপর এই কর ধার্য হয় না। এই কর উসূ'লের জন্য করদাতাকে দৈহিক শাস্তি দেওয়া নিষিদ্ধ। নগদ অর্থের পরিবর্তে অন্য কোন বিক্রয়যোগ্য বস্তুও জিয্য়াঃ হিসাবে গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

কোন্ কোন্ ধর্মাবলম্বীর উপর জিয্য়াঃ ধার্য হইবে তাহা লইয়া 'আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। সকলেই একমত যে, আহ্লু'ল-কিতাব (দ্র.) এবং মাজূস (দ্র.) জিয্য়াঃ প্রদান করিয়া নিরাপত্তা লাভ করিতে পারে (৯ ঃ ২৯ , আবূ 'উবায়দ, কিতাবু'ল-আমওয়াল, ৩২ ও ৩৩), মতানৈক্য অন্যান্য অবিশ্বাসীর বেলায়। ইমাম আবূ হ'ানীফার মতে আরবদেশের পৌত্তলিক ব্যতীত অন্য সকল দেশের পৌত্তলিকগণ হইতেও জিয্য়াঃ গ্রহণ করা যায়। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে জিয্য়াঃ আহলু'ল-কিতাব ও মাজূসদের জন্য শুধু নির্দিষ্ট। ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর বলেন, আরব ছাড়া অন্যান্য দেশের কিতাবী ও মুশ্রিকগণ (অংশীবাদী) হইতে জিয্য়াঃ লওয়া হইবে ; কিন্তু আরবদেশের কিতাবীদেরও যুদ্ধ অথবা ইসলাম যে কোন একটি গ্রহণ করিতে হইবে। ইমাম মালিক (র)-এর মতে মুরতাদ্দ (দ্র.) ব্যতীত সকল অবিশ্বাসী হইতে জিয্য়াঃ গ্রহণ করা যায়।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে জিয্য়াঃ ও খারাজ (ভূমি-কর) প্রায় সমার্থক ছিল (লিসান, ج-ز-ى ধাতু)। বিজিত দেশের ভূমি রাজস্বও যাহা সকলের উপর এক সঙ্গে ধার্য হইত তাহাও জিয্য়াঃ নামে অভিহিত হইত। আল-বালাযু'রী উল্লেখ করিয়াছেন, আরব ব্যতীত অন্যান্য দেশের ভূমি রাজস্ব জিয্য়াঃ (ফুতূহ'ল-বুলদান, ৩৫৯)। কিন্তু ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) তাঁহাদের মাথা পিছু খারাজ বা কর (خراج رؤ سهم) কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতে সুস্পষ্ট যে, কৃষি ভূমির বিবরণে খারাজ বা জিয্য়াঃ যাহাই ব্যবহৃত হউক উহার অর্থ ভূমি কর আর راس (মাথা)-এর সঙ্গে ব্যবহৃত খারাজ শব্দ দ্বারা জিয্য়াই বুঝান হইয়াছে (আল-জিয্য়াঃ ওয়া'ল-ইসলাম, পৃ. ৪২)।

জিয্য়াঃ কর এই সকল বিজিত দেশে সাসানী ও বায়যান্টাইন-দের আমলেও বর্তমান ছিল। মুসলিম শাসন আমলে ইহা শুধু অমুসলিমদের নিকট হইতে গৃহীত হয়। ইসলাম গ্রহণ করিলে এই কর মওকূ'ফ হইয়া যায়। এমন কি অবিশ্বাসিগণ দেশরক্ষার কাজে অংশ গ্রহণে রাযী হইলে নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও জিয্য়াঃ হইতে রেহাই পাইতে পারে।

উমায়্যাদের আমলে খালীফাঃ 'আব্দু'ল-মালিক (৬৮৫—৭০৫) আরবদের নিকট হইতে ইসলাম গ্রহণ করার পরও জিয্য়াঃ গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু খালীফাঃ 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয (৭১৭—৭২০) ইহা রহিত করেন। 'আব্বাসী আমলে ইসলামী আইন (ফিক্'হ) চূড়ান্ত রূপ লাভ করায় জিয্য়াঃ সম্পর্কিত নিয়মাবলীও বিশদভাবে প্রণীত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিক্'হ্শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের জিহাদ অধ্যায়, (২) ইমাম আবূ য়ূসুফ, কিতাবু'ল-খারাজ, বুলাক

১৩০২ হি. ; (৩) য়াহ্'য়া ইব্‌ন আদাম, কিতাবু'ল-খারাজ, কায়রো, ১৩৪৭ হি. ; (৪) আবূ 'উবায়দ আল-কা'াসিম ইব্‌ন সাল্লাম, কিতাবু'ল-আমওয়াল, হা'মিদ আল-ফাকী কর্তৃক প্রকাশিত, কায়রো ; (৫) আশ-শাফি'ঈ কিতাবু'ল-উম্ম, ৪র্থ, ৮২ প. ; (৬) মাওয়ারদী, আল-আহ'কামু'স-সুলতানিয়্যাঃ. স্থা. ; (৭) আত-তা'বারী, কিতাবু ইখতিলাফি'ল-ফুকাহা', ed. Schacht, Leiden, 1933 ; পৃ. ১১৯ প. ; (৮) কাওযী ফাহীম জাদুল্লাহ্, আল-জিয্য়াঃ ওয়া'ল-ইসলাম, বৈরূত, ১৯৬০ খৃ. ; (৯) হা'সান হা'বাশী, আহ্‌লু'য-যিম্মাঃ ফি'ল-ইসলাম, দারু'ল-ফিকরি'ল-'আরাবী কর্তৃক প্রকাশিত, কায়রো, Lokkegaard, Islamic taxation in the classic Period, Copenhagen 1950 ; (১০) Tritton, the Caliphs and their Non-Muslim Subjects, 1930 ; (১১) N. P. Aghnides, Mohammaden theory of Finance, Columbia University Press.

জিহাদ (جهاد) চেষ্টা, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ধর্মযুদ্ধ ج-ه-د ধাতু হইতে উৎপন্ন। ক্রিয়াপদ جهد অর্থ চেষ্টা করিল, পরিশ্রম করিল এবং جاهد অর্থ সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিল, অধ্যবসায় সহকারে কাজ করিল, সংগ্রাম করিল ইত্যাদি। জিহাদ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত অস্ত্রযুদ্ধের সংস্রব অবিচ্ছেদ্য নহে। আল-কু'রআনু'ল-কারীমের বহু আয়াতে ইহার নজ'ীর পাওয়া যায়, যথা : "যাহারা আমাদের (সান্নিধ্য বা সন্তুষ্টি লাভের) জন্য কঠিন পরিশ্রম করে (جاهدوا فينا) আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে আমাদের (সান্নিধ্যের) পথের সন্ধান দিয়া থাকি ; আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সহিত (সহযোগী) থাকেন" (২৯ : ৬৯)। মুহ'াম্মাদ (স')-এর মক্কায় প্রচার জীবনের সময়কালীন অবতীর্ণ আয়াতে, যেখানে جهاد শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে সেখানে কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অর্থে এই শব্দের ব্যবহার হয় না। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে সৎকর্ম সাধনে প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় অর্থেই জিহাদ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। সাধারণ মানুষের পশু প্রবৃত্তি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন এবং সৎকর্ম সাধনে বাধা সৃষ্টি করে বলিয়া প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, ইহাও "জিহাদ" শব্দটি ব্যবহারের অন্যতম তাৎপর্য। বস্তুত হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এক যুদ্ধাভিযান হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা ছোট জিহাদ (অস্ত্রের যুদ্ধ) হইতে বড় জিহাদ (الجهاد الأكبر-প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ) ফিরিয়া আসিয়াছি।" প্রসিদ্ধ কবি আবু'ল-'আতাহিয়া-র একটি চরণের প্রথমাংশ : أشد الجهاد جهاد الهوى অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা কঠিন যুদ্ধ প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ধাতব অস্ত্রের প্রয়োগ নাই। "তোমরা কাফিরদের আনুগত্য করিও না, বরং ইহার (به অর্থাৎ কু'রআনের) সাহায্যে তাহাদের সহিত বড় জিহাদ (جهادا كبيرا) করিয়া যাও" (২৫ : ৫২)। এই ক্ষেত্রে জিহাদের অস্ত্র কু'রআনে বিবৃত যুক্তি ও প্রজ্ঞা, এই অর্থে "জিদাল" শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয় : "তোমার প্রভুর পথের দিকে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের (بالحكمة والموعظة الحسنة) মাধ্যমে এবং প্রকৃষ্টতর উপায়ে তাহাদের সহিত বিতর্ক কর" (جادلهم بالتي هي أحسن ১৬ : ১২৫)। চাপ প্রয়োগ অর্থেও জিহাদ শব্দটির ব্যবহার রহিয়াছে : "যদি তোমার পিতামাতা তোমার জ্ঞান-বুদ্ধির অজ্ঞেয় অংশীবাদ স্বীকার করিবার জন্য তোমার সহিত জিহাদ করে (جاهدك) অর্থাৎ জোর চাপ প্রয়োগ করে তবে তুমি তাহাদের অনুগত হইও না" (২৯ : ৮, ৩১ : ১৫)। হযরত (স') বলিয়াছেন, "অত্যাচারী শাসকের মুখের উপর হক্ কথা (كلمة حق) বলা, ইহাই কঠিনতম জিহাদ" (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইব্‌ন মাজাঃ, মিশকাত, কিতাবু'ল-ইমারাঃ দ্র.)।

কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি বা নির্দেশের ক্ষেত্রে সাধারণত قتال শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যথা : "যাহারা ঈমান আনে, তাহারা আল্লাহ্‌র পক্ষে যুদ্ধ করে (يقاتلون) ; যাহারা কুফরের পক্ষ ধরে তাহারা طاغوت অর্থাৎ আল্লাহ্‌বিরোধী শক্তির পক্ষে (يقاتلون) যুদ্ধ করে ; সুতরাং যুদ্ধ কর (فقاتلوا) শায়ত'ানের বন্ধুগণের বিরুদ্ধে" (৪ : ৭৬)। সর্বপ্রথম যুদ্ধের অনুমতিবহ আয়াতেও (أذن للذين يقاتلون) জিহাদ নয় বরং "কি'তাল" শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে (২২ : ৩৯) "যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (يقاتلون) করিতেছে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (قاتلوا) কর, সীমা লঙ্ঘন করিও না" (২ : ১৯০)। "কা'তল্ কি'তাল" এই উভয় শব্দের ব্যবহার এইরূপ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ; সূরাঃ বাকা'রায় ১৯০—১৯৩ পর্যন্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আয়াতগুলিতে একবারও "জিহাদ" শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। কু'রআন মাজীদে كتب عليكم القتال দেখা যায় ; যথা : ২ : ২১৬, ২৪৬ ; কিন্তু كتب عليكم الجهاد দেখা যায় না, যে ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ অর্থাৎ যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শুধু কাফিরের বিরুদ্ধে নহে, সংগ্রাম মুসলিমদের বিরুদ্ধেও হয় "যদি মু'মিনদের দুই পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়।" এই বিষয়েও قتل এবং قتال-এর ব্যবহার দেখা যায় (৪৯ : ৯)। এতদ্ভিন্ন অমুসলিমগণের সহিত যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনায় বিশেষ কতগুলি শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, যথা, نفور অভিযান (৯ : ৩৮, ৩৯, ৪১) কিংবা خروج বহির্গমন বা অভিযান, (৯ : ৪২, ৪৬—৪৭, ৮৩)। সূরাঃ তাওবার ৮১ তম (আয়াতটিতে كرهوا أن يجاهدوا) এবং (لا تنفروا) نفور উভয় শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় একত্রে। হা'দীছে' سرية ও غزوة এই দুইটি শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে। মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহাকে غزوة বলা হয়। جهاد হইতে যেমন (مجاهد) মুজাহিদ তেমনি غزوة হইতে (غازي) গাযী, ব. ব. غزى (৩ : ১৫৫) এবং যাহারা প্রাণ হারাইয়াছেন তাঁহারা "শাহীদ", ব. ব. শুহাদা'। শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবার জন্য যে ছোট ছোট দল প্রেরণ করা হইয়াছিল বিভিন্ন দিকে, সেইরূপ দলকে বলা হয় سرية (দ্র. মিশকাত, কিতাবু'ল-জিহাদ), শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ সংক্রান্ত আরও কতগুলি শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, যেমন اثخان অর্থাৎ রক্তপাত করা, ضرب الرقاب অর্থাৎ গর্দান মারা (৪৭ : ৪, ৮ : ১২), قوة অর্থাৎ শক্তি,

رباط الخيل অর্থাৎ সীমান্ত রক্ষার জন্য অশ্বারোহী সৈন্যের চৌকি বা ছাউনীর ব্যবস্থা করা (৮ : ৬০)। উপরোক্ত আলোচনা হইতে এই কথাটি পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কেবল جهاد শব্দের ব্যবহার কাফিরের সহিত শক্তির লড়াই সূচনা করে না বরং এই অর্থ প্রকাশের জন্য কু'রআনে جهاد শব্দের সহিত قتال শব্দের ব্যবহার, ক্ষেত্র বিশেষের চাহিদা অনুযায়ী আরও কতক বিশেষ শব্দের ব্যবহার এবং আরবী ভাষায় প্রচলিত বাকরীতির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে; جهاد শব্দের পরিবর্তে বরং قتال-এর ব্যবহারই বেশী। অন্য কথায় শক্তি প্রয়োগব্যঞ্জক বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহার না পাওয়া গেলে কু'রআনে ব্যবহৃত جهاد দ্বারা এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই কেবল বুঝাইবে অর্থাৎ যথাসাধ্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আদিষ্ট জীবন-পন্থা অনুসরণ করাই বুঝিতে হইবে। ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের উপযোগিতার দরুন, "জিহাদ" শব্দে অস্ত্রযুদ্ধও ক্রমে শামিল হইয়া যায়; কারণ যুদ্ধের মধ্যে শ্রম, অধ্যবসায় এবং পরিণামে চরম ত্যাগের অর্থাৎ জীবন দানেরও প্রয়োজন পড়ে। এই কারণে হ'াদীছে এবং ফিক্'হে পারিভাষিকভাবে জিহাদ শব্দটি ইসলাম হননে বদ্ধপরিকর শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, "কিতাবু'ল-জিহাদ" শিরোনামে যুদ্ধ সংক্রান্ত হ'াদীছ এবং আলোচনা বিন্যস্ত হইল। তখন হইতে জিহাদের পারিভাষিক অর্থটি ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে ছাড়াইয়া গেল। তবে কু'রআনে "জিহাদ" শব্দের প্রত্যেকটি ব্যবহারের অন্তরালে কাফির বধের বিভীষিকা কল্পনায় আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নাই। অন্যপক্ষে কু'রআনে "কাফির" এবং "মুশ্‌রিক" শব্দের সাধারণ অর্থের (যথাক্রমে অবিশ্বাসী এবং অংশীবাদী) সহিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে "মুসলিম নিধনে কৃতসংকল্প শত্রু" কথাটিও অনুচ্চারিত রহিয়াছে। হযরত (স')-এর জীবদ্দশায় তাহারা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে ইসলামের প্রতি খড়গহস্ত ত ছিলই, তাঁহারা তাহাদের যাজক সম্প্রদায়ের প্রচারণা ও প্ররোচনায় সেই সংকল্পকে রূপ দেওয়ার বহু ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা চালাইয়াছে। শুধু কাফির বা মুশ্‌রিক বলিয়া নহে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা হইয়াছিল এইজন্য যে, তাহারা ইসলাম ও মুসলিমের বিলোপ সাধন মানসে মুসলিমকে আঘাত করিয়াছিল।

কু'রআন নিছক ক্ষাত্রশক্তি প্রদর্শন, গোত্রগত গৌরব রক্ষা বা দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ অনুমোদন করে না। আত্মরক্ষা (২ : ১৯০), জনগণের জানমাল, আবরু রক্ষা (৪ : ৭৫), বিবেকের স্বাধীনতা তথা ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা (২২ : ৪০), فتنة অর্থাৎ সমাজে বিশৃঙ্খলা রোধ (২ : ১৯৩) ইত্যাদির জন্য কু'রআন ইহার অনুসারিগণকে যুদ্ধে (قتال) অবতীর্ণ হইবার নির্দেশ দেয় এবং কু'রআনের বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশভঙ্গীতে ইহাকে বলা হইয়াছে جهاد فى سبيل الله এবং ইহাতে জানমাল (انفس و اموال) কু'রবান করিবার প্রেরণা যোগায়, জান্নাতের প্রত্যয় দান করে এমন কি শত্রুপক্ষের জনশক্তি দশ গুণ (দোগুণ দ্বিগুণ, ৮ : ৬৫) অথবা দ্বিগুণ (পরবর্তীতে, ৮ : ৬৬) হইলেও। হযরতের সময়ে স্বভাবতই প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তির জন্য সাক্ষাতভাবে যুদ্ধ করা অথবা যুদ্ধ উদ্যোগের যোগান দেওয়া, সীমান্ত প্রহরায় অংশ গ্রহণ ইত্যাদি ছিল فرض عين বা অপরিহার্য কর্তব্য (৮ : ৬); কারণ হযরত এবং তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুসারিগণকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য যাহারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ছিল বিপুল, আয়োজনও ছিল বিরাট এবং ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল য়াহূদীর কূট মন্ত্রণা এবং কুসীদলব্ধ সম্পদ (৫ : ৬৪ كلما اوقدوا نارا للحرب الاية)। যাঁহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই জিহাদে অংশ গ্রহণ করিতেন তাঁহাদের বিস্তর সুখ্যাতি কু'রআন ও হ'াদীছে বিধৃত; "যাঁহারা শহীদ হইয়াছিলেন তাঁহারা মৃত নহেন, বরং জান্নাত তাঁহাদের জন্য অবধারিত" ইত্যাকার ঘোষণা কু'রআনের বহু সূরায় রহিয়াছে (যথা ২ : ১৫৪), যাহারা কোন কারণে জিহাদে পশ্চাৎপদ হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে নিন্দাবাদ নাযিল হইয়াছে (৯ : ১১৮) এবং সা'হ'াবীগণ তাহাদের সহিত অসহযোগিতা অবলম্বন করিয়াছেন; 'উমরাঃ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রায় যাঁহারা হযরতের সহগামী হন নাই সম্ভাব্য যুদ্ধের ভয়ে, তাঁহাদের সম্বন্ধেও নিন্দাসূচক আয়াত অবতীর্ণ হয় (৪৮ : ১৫)। অপক্ষ অথচ সম্পদশালী নও-মুসলিম, যাহারা নানা অজুহাতে হযরতের "তাবূক" অভিযানে যোগদানে বিরত থাকে তাহাদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তির বাণী নাযিল হইয়াছিল (৯ : ৯০, ৯৪ ইত্যাদি), পরবর্তী যুদ্ধে যোগদানের জন্য এতদুত্তর দলের অনুমতি প্রার্থনা নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং শেষোক্ত দলের চাঁদা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল (৯ : ৫৩)। এই দলে মুনাফিক'গণও শামিল ছিল। মুসলিম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবার পর জিহাদ فرض كفاية-রূপে গণ্য হইল অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক এই দায়িত্ব পালন করিলে অন্যেরা দায়িত্বমুক্ত হইয়া যায়।

হযরত (স') এবং তাঁহার অনুসারীরা যুদ্ধাভিলাষী ছিলেন না (২ : ২১৬) বরং যুদ্ধ তাঁহাদের অপসন্দনীয় (كره) ছিল, কারণ (ক) জনশক্তির স্বল্পতা, (খ) সংবদ্ধ এবং সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর অভাব, স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যদের উপর এবং তাঁহাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন অস্ত্র রসদ ও বাহনের উপর নির্ভরশীলতা, (গ) সমরোপকরণের অভাব, (ঘ) মুহাজিরদের মধ্যে অনেকের পরিজন এবং দেশত্যাগে অসমর্থ কিছু সংখ্যক লোকের তখনও hostage-এর মত মক্কায় অবস্থান (এই কারণে জনৈক সরল বিশ্বাসী সা'হ'াবী আপন পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার আশায় হযরত (স')-এর মক্কা অভিযান প্রস্তুতির সংবাদ অতি সংগোপনে মক্কায় প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, تسرون اليهم بالمودة ৬০ : ১) ইত্যাদি। হযরত (স') যুদ্ধ এড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, যথা : য়াহূদী, মুসলিম এবং মুশ্‌রিক সকলকে একটি সমন্বিত জাতিরূপে ঘোষণা করিয়া মদীনার নগর-রাষ্ট্রের পত্তন করিয়াছিলেন, মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এলাকার কয়েকটি বেদুইন গোত্রের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন, অসুবিধাজনক শর্তে হু'দায়বিয়ায় সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দান করিয়াছিলেন, কিন্তু অপরপক্ষ তাঁহার উপর যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াছিল। বিরুদ্ধ সমালোচকগণ বলিতে চাহেন, মদীনায় হিজরতের পর মুহ'ম্মাদ (স') বাণিজ্য কাফেলা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি অভিযান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে সিরিয়া হইতে প্রত্যাগমনকারী কু'রায়শের বাণিজ্য কাফেলা লুটের অভিপ্রায়ে অভিযান পরিচালনা করেন; এই অভিযানগুলিই যুদ্ধবিগ্রহের সূত্রপাত ঘটায় (বাদ্‌র দ্র.)।

বাস্তবিকপক্ষে হযরতের মক্কী জীবনেই দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার (state of war) উদ্ভব হইয়াছিল। "যাহাদের সহিত যুদ্ধ করা হইতেছিল তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইল এইজন্যই যে, তাহারা

উৎপীড়িত এবং অবশ্যই আল্লাহ্ তাহাদিগকে জয়যুক্ত করিতে সক্ষম" (২২ : ৩৯)। মদীনায় আসিয়া তাঁহাকে সদা সতর্ক, সন্ত্রস্ত এবং অতন্দ্র থাকিতে হইয়াছিল; কারণ মক্কার কুরায়শ সরদারগণ মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল এবং মদীনার মুনাফিক ও য়াহূদীদের সহিত যোগসাজসে আক্রমণের পূর্বাহ্নে মদীনা রাষ্ট্রে অন্তর্বিপ্লব সৃষ্টির আয়োজন করিয়াছিল, ইতিমধ্যে মক্কাবাসীদের প্রেরিত একটি ঝটিকা অভিযান মদীনা সন্নিহিত চারণক্ষেত্র হইতে পশুপাল লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। সুতরাং "আল্লাহ্ই একমাত্র উপাস্য—শুধুমাত্র এই কথা বলার অজুহাতে বিনা অধিকারে যাহাদিগকে ভিটামাটি হইতে উৎখাত করা হইয়াছিল" (২২ : ৪০) সেই পক্ষকে সংঘর্ষের জন্য দায়ী করার যুক্তি বোধগম্য নহে।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ পরিচালনার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল (স') যে সমস্ত ফরমান জারী করিয়াছিলেন তাহাতে আন্তর্জাতিক আইনের তথা যুদ্ধরত শত্রুর মানবাধিকারের একটি অতি সুস্পষ্ট, ন্যায়বিচারভিত্তিক, উদার এবং অদ্যাবধি অনবদ্য নীতিমালার প্রবর্তন হইয়াছিল। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রদত্ত হইল :

(ক) হযরত (স') অভিযাত্রীগণকে নির্দেশ দিতেন : لا تغلوا বাড়াবাড়ি করিও না, প্রবঞ্চনা করিও না, لا تقتلوا و لا تغدروا মৃত শত্রুর অঙ্গচ্ছেদ করিও না, لا تقتلوا وليـدا শিশু বধ করিও না (মুসলিম, মিশকাত, কিতাবু'ল-জিহাদ দ্র.)। বৃদ্ধ এবং মেয়ে মানুষ হত্যাও তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন (আবূ দাঊদ, মিশকাত, ঐ বাব দ্র.)।

(খ) হযরত (স')-এর আরও নির্দেশ ছিল : যুদ্ধারম্ভের পূর্বে শত্রুকে হয় ইসলাম গ্রহণ নতুবা বশ্যতা স্বীকার করিয়া জিয্য়াঃ প্রদান করিবার আহ্বান জানাইও অর্থাৎ শত্রুকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিও না। শত্রু যে কোন একটি গ্রহণ করিলে অস্ত্র সংবরণ (كف عنهم) করিও। শত্রু মুহাজিরদের (অর্থাৎ রাসূলের) দলে যোগদান করিতে রাযী হইলে তাহাকে জানাইবে, সে মুহাজিরের উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে (মুসলিম, মিশকাত, কিতাবু'ল-জিহাদ দ্র.)।

(গ) "তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত 'ফিতনাঃ' নির্বাপিত না হয় এবং আল্লাহ্র দীন অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ ন্যায়নীতিভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়; শত্রু যখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতে বিরত হয় তখন বিশেষ দণ্ডযোগ্য জা'লিম ছাড়া অন্য কাহারও উপর অত্যাচার (عدوان) অর্থাৎ অস্ত্র প্রয়োগ চলিবে না" (২ : ১৯৩)।

(ঘ) "যুদ্ধরত কোন মুশরিক আশ্রয় চাহিলে তাহাকে আশ্রয় দিও যাহাতে সে আল্লাহ্র কালাম শোনে, (এবং চিন্তা করিতে পারে তাহার পক্ষে মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ যুক্তিযুক্ত কি না; যদি সে শত্রুতা পরিহার না করে), অতঃপর তাহাকে তাহার পক্ষে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দাও; এই নির্দেশ এইজন্য যে, ইহারা একটি অজ্ঞ সম্প্রদায়" (৯ : ৬) অর্থাৎ আশ্রয়প্রার্থী শত্রুকে বধ করা কিংবা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নিষেধ।

(ঙ) "যখন তোমরা সমরে কাফিরদের সম্মুখীন হও তখন ضرب الرقاب গর্দান মারা তোমাদের জন্য বৈধ; রক্তক্ষরণ শেষ হইলে (শত্রু যখন অস্ত্র ত্যাগ করিবে) তখন তাহাদিগকে বন্দী কর (فشدوا الوثاق), অতঃপর হয় দয়া প্রদর্শন (فاما منا بعد) অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে (و اما فداء) তাহাদিগকে মুক্তি দান করিবে; এই নীতি চলিবে حتى تضع الحرب اوزارها যতদিন যুদ্ধ ইহার হাতিয়ার ত্যাগ না করে (৪৭ : ৪)।

হযরত (স')-এর নির্দেশ : استوصوا بالاسارى خيرا বন্দীদের সহিত সৌজন্যমূলক ব্যবহার কর। মুসলিমদের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : "তাহারা আল্লাহ্র প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া মিসকীন, য়াতীম এবং বন্দীগণকে খাদ্য দান করে (৭৬ : ৭)। বিজয়ী রাসূলের সাহাবাঃ (রা) নিজেরা পায়ে হাঁটিয়া বাদ্র যুদ্ধের বন্দীগণকে উটের পিঠে তুলিয়া মদীনায় আনয়ন করেন, নিজেরা শুষ্ক খেজুর খাইয়া তাহাদিগকে রুটি খাইতে দেন এবং এই বন্দীগণকে সামান্য মুক্তিপণের বিনিময়ে এবং কয়েকজনকে বিনাপণে মুক্তি দেন। রাসূল (স')-এর সহিত প্রায় আট বৎসর ব্যাপী যুদ্ধে বড় জোর ছয় কিংবা সাত শত জন কাফির নিহত হইয়াছিল, কিন্তু একদিনে তিনি একটিমাত্র যুদ্ধে ধৃত "হাওয়াযিন" গোত্রের যোদ্ধাদের মধ্যে বিতরিত ছয় হাজারের বেশী বন্দীকে মুক্তি দানের প্রস্তাবে সাহাবাকে রাযী করাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁহাদের ভাগের বন্দীকে, অনেকেই বিনা পণে মুক্তি দিয়াছিলেন, আর মক্কা বিজয়ের দিনে তো হযরত (স') সাধারণ ক্ষমাই ঘোষণা করিয়াছিলেন।

(চ) "যদি শত্রুপক্ষ শান্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় (جنحوا للسلم), তুমিও তৎপ্রতি আকৃষ্ট হও এবং আল্লাহ্র উপর নির্ভর (توكل) কর,..... যদি তাহারা প্রতারণার ইচ্ছা পোষণ করে, তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট" (৮ : ৬১—৬২) অর্থাৎ কপট শান্তি প্রস্তাবও গ্রহণ করিতে হইবে। "যতদিন তাহারা চুক্তি রক্ষায় অবিচল থাকে তোমরাও অবিচল থাকিও" (৯ : ৭) (فاستقيموا) "যদি তাহারা চুক্তি রক্ষায় হেরফের না করে, তবে মিয়াদ পর্যন্ত চুক্তি রক্ষা করিও" (৯ : ৪), "তাহারা (অর্থাৎ ধর্ম বিশ্বাসের জন্য উৎপীড়িত মুসলিমগণ) যদি তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে ধর্মরক্ষার ব্যাপারে, তবে তোমাদের কর্তব্য তাহাদিগকে সাহায্য করা, الا على قوم بينكم و بينهم ميثاق "কিন্তু তোমাদের সহিত যে সম্প্রদায়ের চুক্তি রহিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে নহে।" চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন অজুহাতে অস্ত্রধারণ করা যাইবে না যদি তাহারা চুক্তি মানিয়া চলে।

পরিতাপের বিষয়, হযরতের প্রতিপক্ষ বারে বারে চুক্তি ভঙ্গ এমন কি বিশ্বাসঘাতকতা করিল (৮ : ৫৬)। য়াহূদীরা ইহাতে সিদ্ধহস্ত ছিল। আল্লাহ্র নির্দেশ : "যদি তুমি চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা কর তবে فانبذ اليهم সে চুক্তিপত্র তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ কর" (৮ : ৫৮) অর্থাৎ প্রকাশ্যে চুক্তি বাতিল ঘোষণা কর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, মুসলিম রাষ্ট্র বরাবর ঐ নীতিমালার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। পারস্য এবং বায়যানটাইন সাম্রাজ্যের সহিত সুদীর্ঘকাল ব্যাপী সংঘর্ষে এবং প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ ক্রুসেড চলাকালীন হযরতের উম্মাত নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন নাই, বিজিত শত্রু যখনই সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছে, তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন অথচ প্রতিপক্ষ বরাবর প্রথম সুযোগে সন্ধিভঙ্গ করিয়াছে এবং

নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছে।

এক শ্রেণীর বিরূপ সমালোচক বলেন বা ইঙ্গিত করেন, Pagan, য়াহূদী, খৃস্টান ইত্যাদি জাতির মধ্যে প্রচলিত কতগুলি ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানকে মুহ'াম্মাদ (স.) তাহার রচিত কু'রআনে একটি নূতন ধর্মের রূপ দিয়াছিলেন। যদি তাই হয়, তবে উপরোল্লিখিত অভূতপূর্ব যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতিমালা তিনি কোন্ সূত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন? Pagan জগতে ত ইত্যাকার বস্তু অকল্পনীয়। বাইবেলের God of Israel বরাবর তাহার Prophet-দের মাধ্যমে তদীয় annointed রাজন্যবর্গকে Moabite, Hittite, Amalekite ইত্যাদি জাতির সহিত নৃশংস যুদ্ধের এবং তাহাদের আবালবৃদ্ধবনিতার নির্বিচার হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়াছিলেন। Gospel-এর যীশু ত কোন যুদ্ধই করেন নাই; বরং য়াহূদীরা তাহাদের বিশ্বাস মতে তাঁহাকে শূল বিদ্ধ করিয়াছিল (?)। তাহা হইলে মুহ'াম্মাদ (স') এমন অনবদ্য নীতিমালা কোথায় পাইলেন? এবং কোন সূত্রে?

উপরিউক্ত নীতিমালা হইতে যুদ্ধমূলক জিহাদের উদ্দেশ্য এবং في سبيل الله কথাটির তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। "যদি আল্লাহ্ একদল লোকের দ্বারা অপর দলের প্রতিরোধ ব্যবস্থা না করিতেন তবে মঠ, মন্দির, গির্জা, সিনাগগ, মসজিদ, যেইগুলিতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক কীর্তিত হয়, এই সবই চুরমার হইয়া যাইত" (২২ : ৪০)। এই আয়াতে পরোক্ষে কু'রআনের অনুসারীদের উপর ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় রক্ষার জন্য যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গির্জাধ্যক্ষের অনুমতি সত্ত্বেও হযরত 'উমার (রা) বিজিত রাজ্যের খৃস্টানদের গির্জায় সালাত অনুষ্ঠানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন পাছে মুসলিমগণ ইহাকে মসজিদে পরিণত করে। প্রথম দিকে তিনি 'ইরাক 'আরব-এর সীমানা অতিক্রমের অনুমতি দেন নাই, ভূমধ্যসাগরে নৌবহর সৃষ্টির অনুমতি প্রার্থনাও নাকচ করিয়াছিলেন; কারণ তিনি তখনও ইসলাম এবং মুসলিম সমাজের নিরাপত্তার জন্য এই দুই পদক্ষেপের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করেন নাই। এক ব্যক্তি হযরত (স')-কে বলিলেন, "কেহ যুদ্ধ করে লুটের মালের জন্য, কেহ খ্যাতির জন্য, অন্য কেহ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য; তাহাদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র পথে?" হযরত (স') বলিলেন, "যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে যাহাতে আল্লাহ্‌র কালিমাঃ (كلمة) ঊর্ধ্বে থাকে, সেই আল্লাহ্‌র পথে" (বুখারী ও মুসলিম, মিশ্কাত, কিতাবু'ল-জিহাদ দ্র.)। বাইবেলের ভাষায় ইহাকে Kingdom of God প্রতিষ্ঠা এবং ইহার রক্ষণ বলা যাইতে পারে।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স') ও তাঁহার অনুসারিগণ যে উচ্চ আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে জিহাদ পরিচালনা করিয়াছিলেন মানব জাতির ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না। Papacy পরিচালিত Holy War বা Crusade মূলত Holy-ই ছিল না, কারণ এই যুদ্ধের উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য খৃস্টান চার্চ হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর নামে (বিকৃত নাম Mohaud, Mammet, Maumet ইত্যাদি) এমন জঘন্য কলংক লেপন করিয়াছিল যে, অদ্যাবধি খৃস্ট জগতের কৃতবিদ্যগণের পক্ষেও সেই মিথ্যা প্রচারণার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করা সম্ভবপর হয় নাই। পরবর্তী বহু খৃস্টান লেখক তাহাদের এই মিথ্যা প্রচারণা এবং Crusader-দের যুদ্ধকালীন নৃশংসতা, চুক্তিভঙ্গ ইত্যাদির জন্য তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : কু'রআনের তাফসীর, হ'াদীছ', মাগাযী ও সিয়ার গ্রন্থসমূহ; (১) Dictionary of Islam, p. 243 প., full on Kur'an, traditions and details of Hanafi Law; (২) মাওয়ারদী, আল-আহ'কাম'স-সুলত'ানিয়াঃ (ed. Cairo 298); (৩) আত'-ত'াবারী, ইখ্তিলাফু'ল-ফুক'াহা', ed. Schacht, Loiden, 1933, p. 1 প.।

(৪) রাশীদ রিদা, আল-মানার, (৫) আল-ক'াসিমী, তাফসীর আল-ক'াসিমী, (৬) ও হিবাতু'য-যুহ'ায়লী, আছ'ারু'ল-হ'ারব ফি'ল-ফিক'হি'ল-ইসলামী, দামিশক ১৯৬২; (৭) ইব্ন তায়মিয়াঃ, রিসালাতু'ল-কি'তাল দার মাজমূ'আঃ রাসা'ইল ইব্ন তায়মিয়াঃ, মাত'বা'আঃ আস্-সুন্নাতু'ল-মুহ'াম্মাদিয়াঃ ১২৯৪ খৃ.; (৮) 'আব্বাস মাহ'মূদ আল-'আক'কাদ, হ'াক'া'ইকু'ল-ইসলাম ওয়া আবাত'ীলু খুস'মিহি, কায়রো; (৯) 'আবদু'র-রাউফ 'আওয, আল-ক'ানূনু'ল-হ'ারবী ফী দ'দরি'ল-ইসলাম, দারু'ল-মা'আরিফ, মিসর ১৯৬১ খৃ.; (১০) Majid Khadduri: War and Peace in the law of Islam, London 1955; (১১) Arnold, Preaching of Islam.

আল-জুওয়ায়নী (الجوينى) আবু'ল-মা'আলী 'আবদু'ল-মালিক, ইমামু'ল-হ'ারামায়ন এই সম্মানিত উপাধিতে সর্বত্র সুপরিচিত, শাফি'ঈ মায্'হাবের ফিক'হের মূলনীতি (উসূ'লু'ল-ফিক'হ) সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থকার। নীশাপুরের নিকটস্থ মুস্তা-নিকান নামক গ্রামে ১৮ মুহ'াররাম ৪১৯/১২ ফেব্রুয়ারী, ১০২৮ সনে তাঁহার জন্ম। বিশ বৎসর বয়সের পূর্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। 'আক'া'ইদের ক্ষেত্রে তিনি আল-আশ্'আরী-র মতবাদ গ্রহণ করেন। সালজূক' তুগ্'রিল বেগের ওয়াযীর 'আমীদু'ল-মুলক আল-কুন্দুরী যখন এই প্রকার 'আক'া'ইদী বিদ্'আতীদের বিরুদ্ধে (যেমন রাফিদ'ীদের বিরুদ্ধে অভিশাপের ব্যবস্থা ছিল) মিম্বর হইতে অভিশাপ (لعنة) দিবার ব্যবস্থা করেন তখন তিনি (জুওয়ায়নী) আবু'ল-ক'াসিম আল-কু'শায়রীর সহিত জন্মস্থান পরিত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি বাগদাদে এবং পরে তথা হইতে ৪৫০/১০৫৮ সনে হি'জাযে গমন করেন। হি'জাযে অবস্থানকালে তিনি চার বৎসর পর্যন্ত পবিত্র মক্কা ও মদীনায় অধ্যাপনা করিয়া ইমামু'ল-হ'ারামায়ন এই সম্মানিত উপাধি প্রাপ্ত করেন। সালজূক' সাম্রাজ্যে যখন ওয়াযীর নিজ'ামু'ল-মুলক ক্ষমতাসীন হন তখন তিনি আশ্'আরীদের প্রতি সদয় হন এবং দেশত্যাগীদের দেশে প্রত্যাগমনের অনুরোধ জানান। ইহার ফলে যাঁহারা নীশাপুরে ফিরিয়া আসেন আল-জুওয়ায়নী ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। নিজ'ামু'ল-মুলক বিশেষ করিয়া জুওয়ায়নীর খাতিরে এই স্থানে একটি মাদ্রাসাঃ স্থাপন করেন। বাগদাদে স্থাপিত অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মত ইহার নাম রাখা হয় নিজ'ামিয়্যাঃ। আল-জুওয়ায়নী আমৃত্যু এই মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করিতে থাকেন। তিনি স্বীয় জন্মস্থানে ২৫ রাবী'উছ'-ছ'ানী, ৪৭৮/২০ আগস্ট, ১০৮৫ সনে ইন্তিকাল করেন। রোগ আরোগ্যের আশায় তিনি নিজের গ্রামে গিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা-সম্ভার এত বিশাল যে, সুবুকী (তাবাক'াত, ২খ, ৭৭, ২০)-এর মতে উহা কেবল একটি অলৌকিক প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। তাঁহাকে উচ্চতম সম্মান দেওয়া সত্ত্বেও

তাঁহার কোন গ্রন্থই খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। তাঁহার কিতাবু'ল-বুরহান ফী উস্‌'লি'ল-ফিক্‌'হ (كتاب البرهان في اصول الفقه) যাহা এখন টিকিয়া নাই, এক অভিনব পন্থায় পরিকল্পিত হইয়াছিল। ইহা এত বেশী কঠিন ও দুরূহ ছিল যে, সুব্‌কী (ত'াবাক'াত, ৩ : ২৪৬) ইহার নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন লাগ্‌যু'ল-উম্মাঃ— لغز الامه (জাতির প্রহেলিকা)। তাঁহার রচিত কিতাবু'ল-ইর্‌শাদ ফী উস্‌'লি'ল-ই'তিক'াদ (كتاب الارشاد في اصول الاعتقاد) পুস্তকটি J. D. Luciani কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত হয় (প্যারিস ১৯৩৮)। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কিতাবু'ল-ওয়ারাক'াত ফী উস্‌'লি'ল-ফিক্‌'হ (كتاب الورقات في اصول الفقه)। ইহার ভাষ্য হিজ্‌রী একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংকলিত ও মাজ্‌মূ মুতূন উস্‌'লিয়্যাঃ লি আল্‌হার মাশাহীর 'উলামা'ই'ল-মায'াহিবি'ল-আরবা'আঃ-য় মুদ্রিত হইতে থাকে (দামিশ্‌ক', তারিখহীন)। আহ'মাদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস আল-কারাফী রচিত তাহাক্‌তু'ল-ফুস্‌'ল ফি'ল-উস্‌'ল (نهاية الفصول في الاصول, কায়রো ১৩০৬ হি.) পুস্তকের হ'াশিয়াতেও উহা মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খাল্লিকান, ৩৩১ নং ; (২) সুব্‌কী, ত'াবাক'াত, ৩খ, ২৪৯—৮৩ ; (৩) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, ১০ : ৭৭ (anno 485) ; (৪) ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, পৃ. ৭৭১ ; (৫) Wustenfeld, Die Akademien der Araber, no 38 ; (৬) Schreiner in Gratz Monatsschrift xxv., 314 প. ; (৭) Garder en Anawati, Introduction a la Theologie musulmane (Paris 1948), index.

জুনায়দ (الجنيد) আবু'ল-ক'াসিম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌নি'ল-জুনায়দ আল-খায্‌যায আল-ক'াওয়ারীরী আন-নিহাওয়ান্দী, সুবিখ্যাত সূ'ফী আস্‌-সাক'াত'ীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহার শিষ্য (মুরীদ), বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। আবূ ছ'াওরের শাগরিদরূপে তিনি ফিক্‌'হ অধ্যয়ন করেন এবং হ'ারিছ' আল-মুহ'াসিবী (র)-র সাহচর্যে অবস্থান করেন। প্রকৃতপক্ষে পথে চলিতে চলিতে তিনি আল-মুহ'াসিবীর সঙ্গে সূ'ফীবাদ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার প্রশ্ন আলোচনা করিতেন। মুহ'াসিবী তাঁহার প্রশ্নের উপস্থিত মত উত্তর দিতেন এবং পরে পুস্তকাকারে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেন। (আবূ নু'আয়ম, হি'ল্‌য়াতু'ল-আওলিয়া', Leyden পাণ্ডুলিপি, পত্র নং ২৮৪ ক)। ২৯৮/৯১০ সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন। মুহ'াসিবীর সঙ্গে সঙ্গে জুনায়দকেও অনুরূপ সূ'ফীবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষণশীল প্রবক্তা বলিয়া গণ্য করা হয়। পরবর্তীকালে তিনি যেই সব সম্মানসূচক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কত গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার উপাধি, যথাঃ সায়্যিদু'ত'-ত'া'ইফাঃ (সূ'ফীদের সর্দার), ত'াউসু'ল্‌-ফুক'ারা' (সাধুদের ময়ূর বা শ্রেষ্ঠ), শায়খু'ল-মাশা'ইখ (পীরদের পীর)। ফিহ্‌রিস্ত (Flugel সম্পা., পৃ. ১৮৬) তাঁহার রাসা'ইল (পুস্তিকাসমূহের) উল্লেখ করেন। উহাদের অধিকাংশ একটি একক কিন্তু অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত আছে (See Brockelmann, GAL, Suppl. i., p. 354—5), ইহাতে রহিয়াছে বিশিষ্ট লোকদের নামে লিখিত চিঠিপত্র (সার্‌রাজ নমুনার উদ্ধৃতি দিয়াছেন) এবং সূ'ফীবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকা ; শেষোক্ত শ্রেণীর কিছু সংখ্যক পুস্তক কু'রআন মাজীদের কোন কোন আয়াতের তাফসীররূপে লিখিত। তাঁহার রচনাশৈলী জটিল ও দুর্বোধ্য। হ'াল্লাজের (র.) উপর তাঁহার প্রভাব সুস্পষ্ট। একটি পত্রে জুনায়দ উল্লেখ করিয়াছেন যে, নিঃসন্দেহে কোন ধর্মান্ধ ব্যক্তি তাঁহার 'আক'ীদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহের অপচেষ্টায় তাঁহার পূর্বলিখিত কোন পত্র পথিমধ্যে খুলিয়া পড়িয়াছে। সম্ভবত এইরূপ বিপদের আশংকার প্রেক্ষিতেই প্রধানত জুনায়দের সমসাময়িক সমস্ত সূ'ফী লেখকই ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁহাদের রচনায় অত্যধিক সতর্কতার আশ্রয় লইয়াছিলেন। জুনায়দই প্রথম যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, যেহেতু প্রত্যেক জিনিসের উৎস আল্লাহ্‌ তা'আলা, সুতরাং বিচ্ছিন্ন (তাফ্‌রীক') হইবার পর পরিণামে উহাকে আল্লাহর সত্তায় মিলিত হইয়া (জাম্‌') তাহাতে অবস্থান করিবার জন্য অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। জুনায়দ প্রায়ই মতবাদটির পুনরাবৃত্তি করিতেন। সূ'ফীগণ ফানা'-র পর্যায়ে উপনীত হইলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। আধ্যাত্মিক (রূহ'ানী) মিলন সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন, "কেননা তখন তোমাকে সম্বোধন করা হইবে অথচ তুমিই সম্বোধনকারী, তোমার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে, অথচ তুমি নিজেই প্রশ্নকর্তা, সেই সঙ্গে বারাকাত ও ফাওয়া'ইদের প্রচুর প্রবৃদ্ধি হইবে এবং উভয় পক্ষ হইতে প্রত্যয়ন ও তাস'দীক' চলিতে থাকিবে, ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং অবিরাম রাহ'মাত বর্ষিত হইবে (রাসা'ইল, পত্র ৩/ক—খ)। নিজের বাতি'নী অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "আমি যাহা বলিতেছি তাহা অবিচ্ছিন্ন দুর্দশা ও যন্ত্রণার ফলে আমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে এবং এমন এক অন্তর হইতে নির্গত হইতেছে যাহার মূল ভিত্তি পর্যন্ত আলোড়িত হইয়াছে এবং নিজের মধ্যে নিজেরই দ্বারা অনন্ত দহনে দগ্ধ হইতেছে, যেই দহন-যন্ত্রণা উহার মধ্যে আপনা আপনি উৎপন্ন হয়, সেই অন্তরে না আছে উপলব্ধির স্থান, না বাক্যের, না ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির, না আধ্যাত্মিক অনুভূতির, ইহাতে না আছে গতি, না আছে স্থিতি এবং না আছে কোন পরিচিত বা বোধগম্য উপমা, কেবল আছে অনন্ত যন্ত্রণার তীব্র আক্রমণ— অকল্পনীয়, অবর্ণনীয়, অসীম এবং অসহ্য (পত্র ১/ক)। আবূ য়াযীদ আল-বিস্‌ত'ামী ও হ'াল্লাজের ন্যায় প্রমত্ত সাধকদিগের অসংযত ও দুঃসাহসিক ভাষা, যাহা রক্ষণশীল এবং সংযত সূ'ফীদিগকে সন্ত্রস্ত ও আতংকিত করিয়াছিল ; তিনি তাহা পরিহার করেন এবং স্বীয় স্বচ্ছ উপলব্ধি এবং পরিপূর্ণ আত্মসংযমের সাহায্যে সূ'ফী সাধনার এমন একটি ভিত্তি স্থাপন করেন যাহার উপর নির্ভর করিয়া পরবর্তী ত'ারীক'াঃসমূহ গঠিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) A. H. Abdel-Kader, The Life, Personality and Writings of al-Junayd in GMS xxii, NS. London 1962 (ইহাতে রাসা'ইল এর ইস্তাম্বুল পাণ্ডুলিপির মূল পাঠ এবং অনুবাদ উভয় রক্ষিত আছে) ; (২) আহ্‌'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল্‌-ওয়াতরী, রাওদ'াতু'ন-নাজি'রীন, মিসর ১৩০৬ হি. ; (৩) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, আল-কামিল ; (৪) ওফায়াতু'ল-আ'য়ান, ১খ, ১১৭ ; (৫) আবূ 'আব্‌দি'র-রাহ'মান আস্‌-সুলামী, ত'াবাক'াতু'স-সূ'ফিয়্যাঃ ; (৬) ইব্‌নু'ল-জাওযী, সি'ফাতু'স'-স'াফও, ২খ, ২৩৫ ; (৭) তা'রীখ বাগ'দাদ, ৭খ, ২৪১ ; (৮) আস্‌-সুব্‌কী, ত'াবাক'াত, ২খ, ২৮—৩৭ ; (৯) ইব্‌ন আবী-য়া'লা, ত'াবাক'াতু'ল-হ'ানাবিলাঃ, পৃ. ৮৯ ; (১০) আল্‌-মানাব'ী, ১খ, ২১২, ইহাতে তাঁহার বাণী সংকলিত রহিয়াছে ; (১১) আশ-শা'রানী, লাওয়াকি-

‘উ’ল-আন্ওয়ার, ১খ, ৭২ ; (১২) জামী, নাফাহ'াতু’ল্-উন্স্ ; de Sacy, Notices et Extraits, ১২খ ; (১৩) ফারীদু’দ-দীন আল-‘আত্ত'ার, তায্'কিরাতু’ল-আওলিয়া’, ২খ, ৫ প ; (১৪) Pavet de Courteille, Memorial des Saints, p. 200 ; (১৫) আল-হুজব'ীরী, কাশ্ফু’ল-মাহ'জুব ; (১৬) দা. মা. ই., ৭খ, পৃ. ৪৮৪।

আল-জুম‘আ (الجمعة : আল-জুমু‘আঃ ; বিকল্প আল্-জুম্‘আঃ, আল্-জুমা‘আঃ)। কু'রআন—মাজীদে আল-জুমু‘আঃ রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে (৬২ : ৯), সুতরাং আল-জুমু‘আঃ বলাই শ্রেয়, সাধারণ জামা‘আতের দিন শুক্রবার। এই সাপ্তাহিক পবিত্র দিনে স'ালাতু'জ্-জু'হরের পরিবর্তে জুমু‘আর জামা‘আতে শরীক হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। শুক্রবারের বিশেষ স'ালাতকেও জুমু‘আঃ বলা হয়। কু'রআনে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে : “যখন তোমাদিগকে শুক্রবারের স'ালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের (যি'ক্র) উদ্দেশ্যে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখ।” এই আয়াতের নির্দেশানুসারে প্রত্যেক বালিগ', পুরুষ ও স্বাধীন মুসলিমের উপর জুমু‘আর জামা‘আতে শরীক হওয়া ফর্য যদি সে এমন জনপদে মুক'ীম হয় যেখানে মসজিদ আছে। এই সাপ্তাহিক পবিত্র দিনে মুসলিমগণ কাজকর্ম হইতে বিরত থাকে না যেমন য়াহূদীদিগের থাকার কথা শনিবারে এবং খৃস্টানদিগের রবিবারে।

জুমু‘আর স'ালাত দুই রাক‘আতবিশিষ্ট এবং উহা মস্জিদে জামা‘আতে আদায় করিতে হয়। এই স'ালাতের পূর্বে খাত'ীব খুত্'বাঃ দেন। জুমু‘আর স'ালাতের পূর্বে ও পরে সাধারণত চার চার রাক‘আত সুন্নাত স'ালাত আদায় করা হয়। শাফি‘ঈ মায্'হাব অনুসারে অন্তত চল্লিশ জন মুস'াল্লী মসজিদে উপস্থিত না থাকিলে জুমু‘আর স'ালাত শুদ্ধ হয় না। কিন্তু হ'ানাফী ও মালিকী মায্'হাবে এইরূপ চল্লিশের সীমা অপরিহার্য নহে। তাঁহাদের মতে কোন শহরে বা বড় বস্তীতে জুমু‘আর জামা‘আত অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। শাফি‘ঈ (র) এবং অন্য অনেক ফাক'ীহের মতে একই শহরে একাধিক জুমু‘আর জামা‘আত নিষিদ্ধ, যদি একই মস্জিদে সকলের স্থান সংকুলান হওয়া অসম্ভব না হয়।

হিজরাতের পর নবী কারীম (স') সর্বপ্রথম জুমু‘আর স'ালাত আদায় করিয়াছিলেন বানূ সালিম ইব্ন ‘আওফ-এর বস্তীতে (ইব্ন হিশাম, ২খ, ১৩৮ প.)। ইমাম বুখারী (র)-বর্ণনা মতে মস্জিদ নাবাব'ীর পরে সর্বপ্রথম যেখানে জুমু‘আর স'ালাত আদায় করা হয় উহা ছিল বাহ্'রায়ন অঞ্চলে জাওয়াসী নামক শহরের ‘আব্দু’ল-ক'ায়স মস্জিদে (বুখারী, ১খ, ১১০)। যেই মস্জিদে জুমু‘আর জামা‘আত হয় তাহাকে জামি‘ মসজিদ বলা হয়।

জুমু‘আর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক হ'াদীছ' বর্ণিত হইয়াছে। একবার হযরত নবী কারীম (স') বলিয়াছেন যে, জুমু‘আর দিনটি সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এই দিন আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত আদাম (‘আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই দিনেই তিনি জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন, এই দিনেই তাঁহার তওবা কবুল হইয়াছে, এই দিনেই কি'য়ামাত হইবে, আবার এই দিনে এমন একটি সময় আছে কোন মু’মিন সেই সময় আল্লাহ্‌র কাছে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই কবুল হইবে (মুসলিম, কিতাবু’ল-জুমু‘আঃ, হ'াদীছ' ১৭ ও ১৮)। আর এক হ'াদীছে' আছে : আল্লাহ্‌র নিকট জুমু‘আঃ সর্বশ্রেষ্ঠ দিন।

এক বর্ণনানুযায়ী ইমাম আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) বলিয়াছেন যে, শুক্রবার ‘ঈদ অনুষ্ঠিত হইলে ‘ঈদের স'ালাতের জন্য জুমু‘আর স'ালাত বর্জিত হইবে। কিন্তু ইসলামের অন্যান্য ‘উলামা’ তাঁহার সহিত একমত নহেন। তাঁহারা বলেন শুক্রবার ‘ঈদ হইলে উভয় স'ালাত (‘ঈদ ও জুমু‘আঃ) পড়িতে হইবে (ইব্নু’ল-‘আরাবী, পৃ. ১৭৯৭)। কিছু সংখ্যক হ'াদীছ'বেত্তার মতে জুমু‘আর জন্য দুই আয'ান শুদ্ধ নহে। কেননা ইমাম বুখারী (র) (১ : ১১২) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী (স'), হযরত আবূ বাক্র (রা) ও হযরত ‘উমার (রা)-এর আমলে প্রথম আয'ান তখনই দেওয়া হইত যখন ইমাম খুত্'বার জন্য মিম্বরের উপর আসন গ্রহণ করিতেন। কিন্তু হযরত ‘উছ্'মান (রা)-এর সময়ে লোকের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় আর একটি আয'ান যোগ করা হইয়াছিল। তবে হযরত ‘আলী (র)-এর সময়ে রাসূল (স') ও প্রথম দুই খলীফার সুন্নাত পুনরায় অনুসৃত হয় (আদ্-দুর্রু’ল-মান্ছূ'র, ৬খ, ২১৯ প.)। জুমু‘আর স'ালাত শুধু ‘ইবাদাত নহে, বরং ইসলামী সংহতি প্রতিষ্ঠার একটি সার্থক উপায়।

গ্রন্থপঞ্জী : হ'াদীছ' সংগ্রহ এবং ফিক্'হের কিতাবসমূহে স'ালাত পরিচ্ছেদ ; (১) দিমাশ্ক'ী, রাহ'মাতু’ল-উম্মাঃ ফী ইখ্তিলাফি’ল-আ'ইম্মাঃ (বুলাক' ১৩০০ হি.), পৃ. ২৯ প. ; (২) C. H. Becker, Zur Geschichte des islamischen Kultus (Isl., iii., 1912), p. 374 প. ; (৩) ঐ লেখক, Die Kanzel im Kultus des alten Islam (Noldeke-Festschrift) ; (৪) I. Goldziher, Die Sabbathinstitution im Islam (Gedenkbuch fur David Kaufmann), p. 86-105 ; (৫) ঐ লেখক, Islamisme et Parsisme (RHR, xliii, 1901), p. 27 প. ; (৬) ঐ লেখক, Muhamm, Studien, ii. 40-44 , (৭) ঐ লেখক, in ZDMG, 1895, xlix. 315 , (৮) C. Snouck Hurgronie, Islam und Phonograph, p. 9-12 (Verspr. Geschr. ii., 419-448) ; (৯) E. W. Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, chapt. iii. ; (১০) A. J. Wensinck, Mohammed en de Joden to Medina (Leyden 1908), p. 110 প.।

তওবা (توبة : তাওবাঃ) ('আ), অনুতাপ ; অনুশোচনা ; মূলত ইহার অর্থ প্রত্যাবর্তন। ইহা "তাবা" হইতে ব্যুৎপন্ন একটি ক্রিয়া বিশেষ্য। কু'রআনে ইহার ক্রিয়া ও ক্রিয়া বিশেষ্যের বহু ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্ন নির্দেশিত আয়াতগুলি দ্র. : ৪ : ১৭, ১৮ ; ৯ : ১০৪ ; ৪২ : ২৫।

উহার ক্রিয়ার ব্যবহার কখনও হয় বিযুক্তভাবে (অন্য শব্দের সহিত সংযোজনমুক্ত) ; কখনও "ইলা" (إلى)-এর সহিত সংযুক্তভাবে। মানুষের বেলায় তখন উহার অর্থ হইবে যখন যে অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে বা ঝুঁকে (কু'র্-আন ৪২ : ২৫ সেই আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের তরফ হইতে তাওবাঃ বা অনুতপ্ত চিত্তে প্রত্যাবর্তন কবূল করিয়া থাকেন ; ২ : ৫৪—তোমরা অনুতপ্ত হৃদয়ে তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরিয়া যাও) ; কখনও উহা 'আলা (على)-এর সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (আল্লাহ্‌র সহিত প্রয়োগ স্থলে উহার সহিত 'আলা অব্যয় যুক্ত হইবে) এবং উহার অর্থ হইবে আল্লাহ্ অনুতপ্ত মানুষের তাওবাঃ কবূল করেন [কু'রআন ২ : ৩৭ তখন আল্লাহ্ তাঁহার (হযরত আদম (আ)) প্রতি ক্ষমাপরবশ হইয়া প্রত্যাবর্তিত হইলেন মার্জনা করিলেন] কারণ তিনি "আত-তাওওয়াবু'র-রাহ'ীম" অর্থাৎ অর্থাৎ অত্যন্ত মার্জনাশীল—করুণাময়।

তাওবার কার্যকারিতা ৩টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল : ১। অন্তরে পাপের পূর্ণ প্রতীতি, ২। অনুতাপ জ্বালার অনুভূতি (নাদাম) এবং ৩। ভবিষ্যতে পাপ কার্য হইতে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প (গাযালী ; ইহ'য়া', ৪র্থ খণ্ড ; সেখানে এই বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে)। এই শর্ত ৩টি পূর্ণ হইলে আল্লাহ্ সর্বদাই তাওবাঃ কবূল করিয়া থাকেন। অবশ্য আল্লাহ্ তাহা করিতে বাধ্য নহেন যেমন মু'তাযিলীগণ বলেন, বরং তিনি তাঁহার শাশ্বত ইচ্ছাশক্তি অনুসারেই উহা করিয়া থাকেন। অপরদিকে মৃত্যু-শয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে যে তাওবাঃ করা হয় তাহা নিষ্ফল (৪ : ১৮) পাপ যেহেতু আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে একটি অপরাধ, সুতরাং পারলৌকিক মুক্তির জন্য তাওবাঃ অপরিহার্য। কিন্তু ইব্‌ন হা'ম্বাল ও তাঁহার মতাবলম্বীগণ তাওবার অপরিহার্যতা স্বীকার করেন না (Massignon, La Passion d' al-Hallaj, p. 666.)।

সূ'ফীগণ শারী'আতসুলভ ধারণার ঊর্ধ্বে আরোহণ করিয়া তাওবার প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবেচনায় তাওবার পরিভাষাগত বিশেষ তাৎপর্য হইতেছে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ; যাঁহারা "ত'ারীক'াঃ" অবলম্বন করিতে চাহেন তাঁহাদের জন্য তাওবাঃ হইবে উহাতে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ এবং উহা ঐশী অনুগ্রহের একটি প্রতীক নিদর্শন। গভীর তাত্ত্বিক তাওবাঃ পাপের স্বীকৃতি এবং পাপ কার্য বর্জন ততটা নহে যতটা তাওবাকারীর সমগ্র সত্তাকে আল্লাহ্‌র দিকে উন্মুখ করা ; কারণ একমাত্র এই অবস্থাতেই অনুতপ্ত তাওবাকারীর পক্ষে আল্লাহ্‌র দিকে একাগ্রভাবে নিবিষ্ট চিত্তে প্রত্যাবর্তন সম্ভব। তাঁহাদের মতে সর্বক্ষণ পাপের স্মৃতি অথবা অনুশোচনার অনুভূতি ক্ষতিকর। স্মরণ অর্থই আল্লাহ্‌র বিস্মরণ আর আত্মচিন্তা নিকৃষ্টতম পাপ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) হুজ্‌ব'ারী, কাশ্‌ফু'ল মাহ'জুব, ed. Schukovski, পৃ. ৩৭৮ প. ; (২) ঐ অনুবাদ Nicholson, in GMS, xvii., 294 প. ; (৩) R. Hartmann, al-Kuschairis Darstellung des Sufitums, p. 107—110 ; (৪) M. Smith, Rabi'a the mystic, 1928, p. 53—58 ; (৫) R. A. Nicholson, Mystics of Islam, p. 20—22, এতদ্ব্যতীত হ'াদীছ' গ্রন্থগুলির সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলি দ্র.।

R. A. Nicholson (S.E.I.)/আবদুর রহমান

তরীকা (طريقة : ত'ারীক'াঃ) 'আরবী, ব. ব. ত'ারা'ইক'। অর্থ রাস্তা, পথ, মায্‌'হাব অবস্থা। ইসলামী আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের পরিভাষায় ইহা দুইটি আনুক্রমিক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যথা—(১) আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত নৈতিক মনস্তত্ত্বের প্রণালীকে খৃস্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে ত'ারীক'াঃ বলা হইত, (২) একাদশ শতাব্দীর পর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ইহা ধর্মানুষ্ঠানাদির পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির রূপ পরিগ্রহ করে। মুসলিমদের ধর্মজীবনের বিভিন্ন স্তরের শ্রেণীভেদ এই শতাব্দীতেই আরম্ভ হয় এবং এই ধর্ম জীবন পরিচালনার জন্যই তখন ধর্মানুষ্ঠানাদির পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি প্রণীত হয়।

প্রথম অর্থে (দ্র. জুনায়দ, হ'াল্লাজ, সার্‌রাজ, কু'শায়রী, হুজ্‌ব'ারীকৃত গ্রন্থসমূহ) "ত'ারীক'াঃ" শব্দটি এখনও অস্পষ্ট এবং ইহা তাত্ত্বিক ও আদর্শ পদ্ধতি বুঝায়। এই পদ্ধতি দ্বারা আধ্যাত্মিক সাধক তাঁহার মুর্শিদের নির্দেশিত পথে শারী'আতের বিধিসমূহ যথাযথ পালন করিয়া বিভিন্ন মাক'ামের (মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়ের) মাধ্যমে পরম সত্যের দিকে পরিচালিত হইতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক জগতের স্তরসমূহ আল্লাহ্‌প্রদত্ত আইনের (শারী'আতের) বাস্তব রূপায়ণেরই নামমাত্র—এই সকল দাবীর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার উদ্ভব হইল এবং তদুপরি ব্যবহার শাস্ত্রবিদগণের নির্যাতনও আরম্ভ হইল।

এক কারণে সুলামী ও মাক্কী হইতে ইব্‌ন ত'াহির মাক্‌'দিসী (স'াফ্‌ওয়াঃ) ও গ'াযালী পর্যন্ত আধ্যাত্মিক শাস্ত্রবিদগণ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করিলেন এবং অধিকতর

নিষ্ঠার সহিত তাঁহারা নিজেদের কার্যকলাপ প্রচলিত ধর্ম-মতানুসারে সংযত করিতে সচেষ্ট হইলেন। এতদ্ব্যতীত সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে তাঁহারা আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের বিধানাবলী সংকলন করিলেন (আদাবু'স-সূফিয়্যাঃ)। প্রকৃত সত্তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে (ফাত্হ) তাঁহাদের সাধনার চরম লক্ষ্য হিসাবে ঠিক রাখিয়া বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সঙ্গীতের আসরে (সামা') যোগদানের স্বাধীনতা তাঁহারা ক্রমশ বর্জন করিলেন। কারণ সঙ্গীত যে শুধু উন্মাদনার সৃষ্টি করে তাহাই নহে, বরং ইহার ফলে শ্রোতা অধিকাংশ সময় এমন উক্তি করে যাহা ধর্মের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। সুতরাং তৎপরিবর্তে কু'রআনোক্ত প্রার্থনা বাক্যের (যি'কর) নিয়মিত আবৃত্তিতে তাঁহারা লিপ্ত থাকেন। এইরূপে সাধক একাগ্রতার (তাফাক্কুর) এমন এক পর্যায়ে উপনীত হন যাহার ফলে আবৃত শব্দের আবরণ উন্মোচন করিয়া বিভিন্ন জ্যোতি (আনওয়ার) তাঁহার নিকট নির্জনে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং তাঁহার হৃদয় উহাতে উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। এমত অবস্থায় উপনীত হইলে সেই ব্যক্তি তখন যি'করের অনুপম মাধুর্য অনুভব করিয়া থাকেন (যি'করু'য-যা'াত বি তাজাওহুর নূরু'য-যি'কর ফি'ল কা'লব, সুহরাওয়ার্দী, 'আওয়ারিফ, ২৭শ অধ্যায়, ২ঃ ১৯১)। পরিশেষে ত'রীকা'ঃ বলিতে সাধারণ জীবন যাপন প্রণালী (মু'আমালাঃ) বুঝায়। সাধারণভাবে পালনীয় ইসলামের কার্যাবলীর অতিরিক্ত এই জীবন-পদ্ধতি কতকগুলি বিশেষ বিধানের উপর ভিত্তি করিয়া প্রণীত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সিদ্ধি লাভ (ফাক'ীর, দরবেশ) করিতে হইলে ধর্মসাধককে (মুরীদ, শাগ্রিদ) পীরের (শায়খু'স-সাজ্জাদাঃ, ফার্সী-পীর; তুর্কী-বাবা; মুর্শিদ, মুকাদ্দাম, নাকীব, খালীফাঃ, তুর্জুমান, ফার্সী—রিন্দ, রাহ্বার ইত্যাদি) নিকট দীক্ষা (বায়'আত, তালক'ীন, খাদ্দ) গ্রহণ করিতে হয়। ভ্রাম্যমাণ পর্যায়ের সাধক হইলেও (সিয়াহা'ঃ) তাহাকে পীরের খানকা'াহে (রিবাত', যাবি'য়াঃ; ফার্সী—খানকা'াহ, তুর্কী Tekkiyo) সময় সময় হাযিরা দিতে হয়, ('উয্লাঃ, খালওয়াঃ, আরবা'ঈনিয়াঃ, ফার্সী—চিহিল বা (চিল্লাহ)। এই খানকা'াহের ব্যয়ভার পুণ্যের নিয়্যাতে প্রদত্ত দান (হাদিয়া) দ্বারা বহন করা হইয়া থাকে। এমন খানকা'াহ সাধারণত কোন সম্মানিত সূফী সাধকের সমাধির সন্নিকটে তৈয়ার করা হয়; প্রতি বৎসর সেই সমাহিত সাধকের বার্ষিক উৎসব (মাওলিদ, 'উরস) উদ্যাপন করা হয় এবং লোকেরা তাঁহার আশিস (যিয়ারাঃ, বারাকাঃ) প্রার্থনা করিয়া থাকে।

খানকা'াহে আগত এই সকল ধর্মভাইগণের (ইখওয়ান, তুর্কী আখীলের, ইহা দ্বাদশ শতাব্দী হইতে প্রচলিত একটি আনাতোলীয় শব্দ; ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে কেবল মিসর ও সিরিয়াতে নারীদের জন্য খানকা'াহে গৃহ তৈয়ার করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছিল) সাধারণ জীবন যাপনের বৈশিষ্ট্য ছিল অতিরিক্ত আরাধনা, রাত্রি জাগরণ (সাহ'র), রোযাঃ (সি'য়াম), দু'আ' বা যি'কর (বি'র্দ, যেমন য়া লাত'ীফ, এক শত বা হাজার বার বলা), তাস্বীহ' (যি'কর, হি'য্ব), বিশেষত কোন কোন উৎসব উপলক্ষে (বারাআঃ, রাগা'াইব, কা'দ্র-এর উপাসনাদির জন্য নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদিতে); তদুপরি কোন কোন আনুষ্ঠানিক কর্ম হইতে অব্যাহতি (রুখ্সা'ঃ), দান-খায়রাত সংগ্রহ (কাশ্কুলে সংগৃহীত কা'সামাঃ) এবং গোপন সম্মেলন (হা'দ্'রা, ওয়াজ'ীফা, খেরদা)। এই সকল গোপন সম্মেলন নির্জনে তাস্বীহ' তাহ্লীল-এর জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ধর্ম-সাধকের বাস্তব আনুষ্ঠানিক দীক্ষা কা'রমাত'ীয়দের বা[illegible] সংঘের দীক্ষাসদৃশ। Kahle বলেন, সম্ভবত কা'রমাত'ীয়দের নিকট হইতেই খৃ. দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহা গ্রহণ করা হইয়াছে (Taeschner, Islam, vi. 169-172, Published a Turkish mini[illegible] of the xviith century representing the scene)। ১২২৭ খৃ. হইতে প্রচলিত (ইব্ন আবী উস'ায়বি'আঃ, 'উয়ূনু'ল-আন্বা', ২খ, ২৫০ দ্র.) দীক্ষার উপাধি পত্র (ইজাযাঃ) হা'দীছ' শাস্ত্রবিদগণের সনদ-পত্রের অনুকরণ। এই প্রকার সনদ-পত্র দ্বারা নব দীক্ষিত ব্যক্তিকে ত'ারীকায় অন্তর্ভুক্তির ও দীক্ষাদানের অনুমতি (সিল্সিলাঃ, শাজারাঃ) দেওয়া হয়। এতদ্সঙ্গে তাহাকে এক জোড়া আল্খিল্লাও (খির্কা'তু'ল-বি'র্দ ও খির্কা'তু'ত-তাবারুক) প্রদান করা হইয়া থাকে। এই খির্কা'দ্বয় তাঁহার দ্বিবিধ শপথ গ্রহণের ('আহ্দু'ল-য়াদ ওয়া'ল-ইক্'তিদা = তালক'ীন এবং 'আহ্দু'ল-খির্কা'ঃ), দ্বিবিধ পরিচয় গ্রহণের, তাঁহার উপদেশ দান অধিকারের (বিধি-নিষেধের মৌখিক তা'লীমের) এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভের (আত্মিক জ্যোতি প্রাপ্তির) পরিচায়ক। আজ্ঞাবহ থাকার প্রতিশ্রুতি দানের কারণেই তিনি এই খির্কা'ঃদ্বয়ের অধিকারী হইয়া থাকেন।

ত'ারীকা'র মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ে যে নূতন নূতন প্রথার (বিদ্'আঃ) উদ্ভব হইয়াছে তৎ-সম্বন্ধে প্রাচীনপন্থী ফাক'ীহগণ অবিরাম বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া আসিয়াছেন। নূতন প্রথাসমূহ এই; ত'ারীকা'ঃ অবলম্বিগণের অতিরিক্ত উপাসনা অর্চনা এবং কতিপয় প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান হইতে তাহাদের অব্যাহতি, তাহাদের বিশেষ বেশভূষা (বৈশিষ্ট্য)-মূলক বিভিন্ন রঙের শিরস্ত্রাণ (কুলাহ্, তাজ ইত্যাদি), তাহাদের উত্তেজক দ্রব্য (কফি ইত্যাদি) ব্যবহার, তাহাদের ভোজবাজি, তালক'ীন ও বারাকাতে ঈপ্সিত ফল দানের অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস (ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং দায়িত্বহীন ধর্মনেতার বিভ্রমধর্মী শিক্ষা)। দীক্ষা সনদের সমালোচনামূলক ইতিহাসের প্রতি এই সব ফাক'ীহগণ গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলেন এবং ত'ারীকা'তপন্থীদের বহু ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করেন (তাস'াওউফ প্রবন্ধ দ্র.)। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা ইস্নাদ ইলহামীর বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন করিলেন। নিতান্ত রহস্যময় ও অমর আল-খিদি'র (দ্র.) নামক এক পুণ্যাত্মার অপচ্ছায়ার উপর ভিত্তি করিয়া কোন কোন ত'ারীকা'র বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক ত'ারীকা'তপন্থীই আল-খিদি'রকে ত'ারীকা'র অবিসংবাদিত নেতা বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। কারণ হযরত মূসা (আ)-কে শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া (কু'রআন, ১৮ঃ৬৫—৮২) তিনি আধ্যাত্মিক সাধককে পরম সত্যের (হা'ক'ীকা'ত) দিকে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতে পারেন।

শী'আঃদের সহিত সাহচর্যের কারণে তুরস্ক সরকার ত'ারীকা'তপন্থিগণকে প্রায়ই নির্যাতন করিয়া আসিয়াছে। 'আবদু'ল-হা'মীদ যখন প্যান-ইসলামিক মতবাদ প্রচার করিতেছিলেন তখন তাহাদিগকে কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের উপর নির্যাতন [illegible] জন্য স্থগিত থাকে। কিন্তু অনতিবিলম্বে ১৯২৫ খৃ.-এ প্রতি[illegible] ষড়যন্ত্রের দায়ে [illegible]দিগকে নির্মূল করা হয়। নীতি ([illegible]) বা

মুক্তির (আলজেরিয়া) দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা চলিলেও অন্যান্য সকল মুসলিম দেশেই তাহাদের পতন অব্যাহত রহিয়াছে। তারীকাতপন্থী কিছু সংখ্যক নিম্ন পর্যায়ের ধড়িবাজ ব্যক্তির ভেলকিবাজি এবং তাহাদের নেতৃবৃন্দের অনেকের নৈতিক অধঃপতনের কারণে ইহাদের বিরুদ্ধে আধুনিক মুসলিম জগতের বিদ্বানমণ্ডলীর এত বিরূপতা ও ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে।

যাহাই হউক, তারীকাঃকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। প্রাথমিক যুগের সূফীগণ যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন ইহার তুলনায় বর্তমান যুগের কতিপয় তারীকাতপন্থীদের সাধারণ নৈতিক মান বহু নিম্নে হইলেও তাঁহারা মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন জীবনের উপর অবিরত যে অসামান্য ও অর্থপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন গবেষকগণ তাঁহাদের বিধিবিধান ও রচনাবলী সম্যক পর্যালোচনা করিলে এতদ্বিষয়ে তাঁহারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ইহাদের মধ্যে সর্বেশ্বরবাদী এবং ইসলাম পরিপন্থী অন্যান্য বহু মতবাদ অনুপ্রবেশ করিয়াছে। মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ তারীকাঃসমূহের প্রামাণ্য ইতিবৃত্ত হইতে তুলনামূলক লোক-কাহিনী ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কেও কিছু জানিবার আছে (Mel. R. Basset, 1923, i. 259—270 and Journal de Psychologie. 1927, p. 163—168 দ্র.)।

তারীকাঃসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : যথাযোগ্য ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই তালিকাকে সন্নিবেশিত করিতে গেলে সংক্ষেপে বলা আবশ্যক যে, ইসলামে সাধারণ এক জীবন পদ্ধতি (তাসাওউফ প্রবন্ধ দ্র.) নির্ধারণের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা চলিয়াছিল, ফলে মাত্র ৮১৪ খৃ. ইহার সুদক্ষ অনুসারিগণ শ্রেণীগতভাবে "সূফিয়াঃ" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন (আলেকজান্দ্রিয়া, কূফা)। ৮৫৭ (মুহাসিবী) সনের পর আধ্যাত্মিক সাধকের সকলকেই 'ইরাকে সাধারণভাবে এই নামে অভিহিত করা হইত ('ইরাকে সমধিক দলবদ্ধ ব্যক্তি সমষ্টিকে সালিমিয়াঃ, হাল্লাজিয়াঃ বলা হইত)। তৎপর সূফী শব্দ বৈষম্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দুই শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ "মালামাতিয়্যাঃ" নামের পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। খুরাসানের অধিকতর সক্রিয় ও নিষ্ঠাবান মরমীবাদীকে 'মালামাতিয়্যাঃ' বলা হইত। তাঁহারা নিন্দা-ভর্ৎসনার প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন এবং নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা ও সঙ্গীতপ্রিয়তার জন্য সূফীগণকে তিরস্কার করিতেন।

এই প্রাচীন যুগের জন্য নিম্নোক্ত তালিকা অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ মুসলিম ধর্মগ্রন্থ প্রণেতাগণ খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে কৃত্রিম উপায়ে এই সব তালিকা সংকলন করিয়াছেন (সুতরাং তারিখ বা কাল সম্পর্কে এইগুলি নির্ভুল নহে) এবং এই তালিকায় প্রামাণিক মতবাদের ধারক দলসমূহের নামও সংযোজিত করিয়াছেন, তবে ভুলবশত এইগুলিকে ধর্মের বিভিন্ন শ্রেণীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকন্তু ইমামী ধর্মতত্ত্ববিদগণের কল্পিত মতবাদসমূহের নামও ইহাতে সংযুক্ত করা হইয়াছে। অপরপক্ষে তালিকায় প্রদত্ত দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী তারীকাঃসমূহ নির্ভুলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নরূপ : সূফিয়াঃ খাফীফিয়াঃ তারীকার অন্তর্গত কাযারূনিয়াঃ তারীকার উদ্ভব হয় (১৩০৪) এবং সূফিয়াঃ জুনায়দী তারীকাঃ ইরাকের শ্রেষ্ঠ মহামনীষিগণের (জুর্জানী, কার্মানী, নাসরাবাজ, আহমাদ গাযালী) পরিচালনাধীনে এক বৃহত্তর তারীকার উদ্ভব হয়; পরিশেষে ইহাই আবার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে, যথাঃ খাওয়াজা গান (য়ুসুফ হামাযানী, মৃ. ১১৪০), কুব্রাবীয় (কুব্রা, মৃ. ১২২১) ও কাদিরিয়্যাঃ (যদিও শেষোক্ত শাখার প্রতিষ্ঠাতা ১১৬৬ খৃ.-এ পরলোক গমন করেন, অর্ধশতাব্দী পর তাঁহার নামানুসারেই এই শাখার নামকরণ হইয়াছিল)। পরবর্তী দুইটি শাখার সহিত আহমাদ ইবনুল-কাদী (কাওয়াইদ ওয়াফিয়্যাঃ, তু. Laleli MS. 1478 দ্র.) আরও তিনটি শাখা যোগ করেন, যথাঃ রিফাইয়্যাঃ, মাদানিয়্যাঃ, (ভাবী শাযিলিয়্যাঃ) ও চিশ্তিয়্যাঃ। এইরূপে এই তিনটি শাখা প্রাচীন পাঁচ খিরকায় বিভক্ত হইয়া পড়ে।

অনতিবিলম্বে অন্যান্য আরও বহু তারীকার উদ্ভব হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কালান্দিরিয়্যাঃ, আহমাদিয়্যাঃ, মাওলাবিয়্যাঃ তারীকাঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে বিক্তাশিয়্যাঃ, নাকশবান্দিয়্যাঃ, সাফাবিয়্যাঃ, খালওয়াতীয়াঃ তারীকার উদ্ভব হয় এবং এইগুলি আবার বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাযূলী মাগরিবে সংস্কার সাধন করেন। সেই সময় সুমাত্রা ও পাক-ভারতে শাত্তারিয়্যাঃ তারীকার উদ্ভব হয়। পরিশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাগরিবে কাদিরিয়্যাঃ ও শাযিলিয়্যাঃ তারীকার সংস্কার সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তিজানিয়্যাঃ, দারকাওয়া ও সানুসিয়্যাঃ তারীকার সৃষ্টি হয়।

সানুসিয়্যাঃ ও মাওলাবিয়্যাঃ তারীকাঃ ব্যতীত অপর কোন বৃহৎ তারীকাঃই বর্তমানে এক কেন্দ্রের অধীন নহে। যে বন্ধন দ্বারা তারীকাতপন্থীগণকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় তাহা তত মযবুত ও স্থায়ী নহে; বরং প্রায়ই ইহা অত্যন্ত শিথিল। সাধারণত তারীকাতপন্থিগণের সংখ্যা কোন মুসলিম দেশেই সেই দেশের মোট জন সংখ্যার শতকরা তিনের অধিক নহে। বর্তমানে সর্বাধিক বিস্তৃত তারীকাসমূহ এই : কাদিরিয়্যাঃ (ইরাক, তুরস্ক, বাংলাদেশ, পাক-ভারত, তুর্কিস্তান, চীন, নুবিয়া, সুদান, মাগরিব), নাকশবান্দিয়্যাঃ (তুর্কিস্তান, চীন, তুরস্ক, বাংলাদেশ, পাক-ভারত, মালয় দ্বীপপুঞ্জ), শাযিলিয়্যাঃ (মাগরিব, সিরিয়া); বিক্তাশিয়্যা (তুরস্ক, আলবেনিয়া); তিজানিয়্যাঃ (মাগরিব, ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা, চাদ); সানুসিয়্যাঃ (সাহারা, হিজায); শাত্তারিয়্যাঃ (পাক-ভারত, মালয় দ্বীপপুঞ্জ)।

'আবদুল-হামীদের যুগে বিভিন্ন তারীকাঃকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করা হয়। ফলে অদ্ভুত এক পীর-সংঘের সৃষ্টি হয়। এই সংঘের চারিজন সার্বজনীন সদস্য; যথাঃ রিফাঈ (সভাপতি), জীলানী বাদাবী ও দাসূকী; তৎসঙ্গে সমসাময়িক আবদাল এবং কুতবও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত।

এই গ্রন্থে মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত সকল তারীকাঃ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। এইজন্য প্রধান প্রধান তারীকার নাম, ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা ও পুনর্বিভাগ, ইহার ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু তারিখ (খৃস্টাব্দ)-সম্বলিত একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। তারকাচিহ্নিত তারীকাঃ-সমূহ বর্তমান কালেও প্রচলিত আছে। (প্রধান তারীকাঃগুলির নিম্নে রেখাচিহ্ন দেওয়া হইল।) যে গ্রন্থসমূহ অবলম্বনে নিম্নলিখিত তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রধান হইতেছে : হুজবীরী, কাশফুল-মাহজূব, ed. Shukovski 1926, p. 218—340 এবং অনুবাদ Nicholson, ১৯১১, পৃ. ১৭৬, ২৬৬ (১১ নাম); 'উজারবী

(মৃ. ১৭০২), ফাহ্রাসাঃ পাণ্ডুলিপি, এম. ফার্সি (8০ নাম), সানূসী (মৃ ১৮৫৯) সাল্সাবীল মু'ঈন, পাণ্ডুলিপি, Massignon (8০ নাম), মা'সূ'ম 'আলী শাহ, ত'রা'ইকু'ল-হ'াকা'া'ইক', lith. Teheran 1319, ii, 136 প. (১৭ নাম), d'Ohsson, Tableau general de l'empire Othoman, Paris 1788, ii, 294—316 [in Hughes, Dictionary of Islam, p. 117, Brown, Darwishes, ed. Rose, 1927, p. 267—271 (32 names)], Gumushkhani, Djami' usul......Cairo 1319, p. 3 প. (40 names); L. Rinn, Marabouts et Khouan, Algiers 1885 (31 names) (দ্র. also Le Chatelier, Confreries musulmanes du Hedjaz, Paris 1887; Depont—Coppolani, Confreries religieuses musulmanes, Algiers 1897, Montet in Encyclopaedia of Religion and Ethics, x. 719—26), Malcolm, History of Persia, 1815, ii. 271 (5 names), Massignon, Annuaire du Monde Musulman, 2nd ed. 1926.

তালিকা

আদাহামিয়্যাঃ—তুরস্ক ও সিরিয়া দেশের পঞ্চদশ শতাব্দীর কৃত্রিম সনদযুক্ত জনৈক সিদ্ধ পুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (মৃ. ৭২৬)।

আহ্'মাদিয়্যাঃ—মিসর দেশীয় ত'ারীক'াঃ (তান্ত'া বাদাব'ী, মৃ. ১২৭৬), ইহা বহু শাখায় বিভক্ত, যথাঃ শিন্নাবি'য়্যাঃ, মাযাযিক'াঃ, কান্নাসিয়্যাঃ, আন্বাবিয়্যাঃ, হ'াম্মুদিয়্যাঃ, * মানাইফিয়্যাঃ, সাল্লামিয়্যাঃ, হ'ালাবিয়্যাঃ, যাহিদিয়্যাঃ, শু'আয়বিয়্যাঃ, তাস্কি'য়ানিয়্যাঃ, 'আরাবিয়্যাঃ, * সুত্'হি'য়্যাঃ, বুন্দারিয়্যাঃ, মুসলিমিয়্যাঃ (=শুরুনবুলালিয়্যাঃ), * বায়্যুমিয়্যাঃ।

'আয়দারুসিয়্যাঃ—কুব্রাবি'য়্যাঃ ত'ারীক'ার য়ামান দেশীয় শাখা (পঞ্চদশ শতাব্দী)।

আক্বারিয়্যাঃ=হ'াতিমিয়্যাঃ।

'আলাবি'য়্যাঃ কৃত্রিম সনদযুক্ত চতুর্থ খলীফার সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

* 'আম্মাবি'য়্যাঃ—দারক'াওয়াঃ ত'ারীক'ার আলজেরিয়া দেশীয় শাখা (মুস্তগানেম—বিন আলিওয়া, ১৯১৯ হই.ত)।

* আমীর্গ'ানিয়্যাঃ—ইদ্রীসিয়্যাঃ ত'ারীক'ার নুবিয়া দেশীয় শাখা (মৃ. ১৮৫৩)।

* 'আম্মারিয়্যাঃ—ক'াদিরিয়্যাঃ ত'ারীক'ার আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়া দেশীয় শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

* 'আরূসিয়্যাঃ—ক'াদিরিয়্যাঃ ত'ারীক'ার ত্রিপলী দেশীয় শাখা (Zliten, ১৯শ শতাব্দী)।

* 'আশিকি'য়্যাঃ—ইসলামবিরোধী মতবাদ।

আশ্রাফিয়্যাঃ—ক'াদিরিয়্যাঃ ত'ারীক'ার তুরস্ক দেশীয় শাখা (ইযনিক)—(মৃ. ১৪৯৩) = ওয়াহি'দিয়্যাঃ।

* আওয়ামিরিয়া—'ঈসাব'ীয়াঃ ত'ারীক'ার তিউনিসীয় দেশীয় শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

* আযুযিয়্যাঃ—তিউনিসিয়া দেশীয় ক্ষুদ্র ত'ারীক'াঃ (১৯শ শতাব্দী)।

বাব্বাঈয়্যাঃ—তুরস্ক দেশীয় ত'ারীক'াঃ (আদ্রিয়ানোপল) (মৃ. ১৪৬৫):

বাদাবি'য়্যাঃ—আহ্'মাদিয়্যাঃ।

* বায়রামিয়্যাঃ—স'াকাবি'য়্যাঃ ত'ারীক'ার তুরস্ক দেশীয় শাখা (আন্গোরা)-(মৃ. ১৪৭১)। প্রশাখাসমূহঃ হ'াম্যাবি'য়্যাঃ, নাসরিয়্যাঃ, খাওয়াজা, হিম্মাতিয়্যাঃ।

বায়্যুমিয়্যাঃ—আহ'মাদিয়্যাঃ ত'ারীক'াঃ দ্র.।

* বাক্কাঈয়্যাঃ—ক'াদিরিয়্যাঃ ত'ারীক'ার সুদান দেশীয় শাখা (মৃ. ১৫০৫)। শাখাসমূহ (কুন্তা): ফাদ্লিয়্যাঃ, আল-স'ঈদিয়্যাঃ।

বাক্রিয়্যাঃ—সি'দ্দীকি'য়্যাঃ ত'ারীক'াঃ দ্র.।

বাক্রিয়্যাঃ—কোন কোন সময় বায়তু'ল-বাক্রীকে প্রদত্ত নাম (১৬শ শতাব্দী হইতে কায়রোর শুয়ূখ'স-সূফিয়্যাঃ)।

বাক্রিয়্যাঃ—শাযি'লিয়্যাঃ ত'ারীক'ার সিরিয়া ও মিসর দেশীয় শাখা (মৃ. ১৫০৩)।

বাক্রিয়্যাঃ—খাল্ওয়াতিয়্যাঃ ত'ারীক'ার মিসর দেশে সংস্কার সাধিত ত'ারীক'াঃ (মৃ. ১৭০৯)।

* বানাওয়াঃ—দাক্ষিণাত্যে ক'াদিরিয়্যাঃ ত'ারীক'ার শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

* বিক্ত'াশিয়্যাঃ—আনাতোলীয়াঃ (১৩৩৬ খৃ.-এর পূর্ব পর্যন্ত) ও বলকান দেশীয় ত'ারীক'াঃ (১৯২২ খৃ. হইতে আলবেনীয়া দেশীয় স্বতন্ত্র শাখা, আকসি হি'স'ার)।

* বীবারিয়্যাঃ—সিসিলিয়া দেশীয় ক্ষুদ্র ত'ারীক'াঃ (১৯২৪)।

বিস্ত'ামিয়্যাঃ—১৫শ শতাব্দীর তুরস্ক দেশীয় কৃত্রিম সনদযুক্ত (তায়ফূরিয়্যাঃ ত'ারীক'াঃ দ্র.)।

* বু'আলিয়্যাঃ—ক'াদিরিয়্যাঃ ত'ারীক'ার আলজেরিয়া ও মিসর দেশীয় শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

* বুনুহি'য়্যাঃ—(বুনিয়্যিন): দক্ষিণ মরক্কো দেশীয় ক্ষুদ্র ত'ারীক'াঃ (RMM. lviii. 141 দ্র.)।

বুর্হানীয়াঃ (বা বুর্হামিয়্যাঃ)—মিসর দেশীয় ত'ারীক'াঃ (ইব্রাহীম দাসূক'ী, মৃ. ১২৭৭)।

শাখাসমূহঃ—শাহাবি'য়্যাঃ, শারানিবাঃ।

দার্দীরিয়্যাঃ—খাল্ওয়াতিয়্যাঃ ত'ারীক'ার মিসর দেশীয় শাখা (১৭৮৬)।

* দারক'াওয়াঃ—শাযুলিয়্যাঃ ত'ারীক'ার আলজেরিয়া ও মরক্কো দেশীয় শাখা (মৃ. ১৮২৩)। শাখাসমূহঃ বুযীদিয়্যাঃ, কিত্তানিয়্যাঃ, হ'ারাক্কি'য়্যাঃ, 'আম্মাবি'য়্যাঃ।

দাসূকি'য়্যাঃ—বুর্হানিয়্যাঃ।

যাহাবিয়্যাঃ—কুব্রাবি'য়্যাঃ ত'ারীক'ার পারস্য দেশীয় নাম।

জাহ্রিয়্যাঃ—য়ামান দেশীয় ত'ারীক'াঃ (১৫শ শতাব্দী)।

* জাহ্রিয়্যাঃ—চীন ও তুর্কিস্তানে যে ত'ারীক'া (ক'াদিরিয়্যাঃ) প্রকাশ্য যি'ক্রের অনুমতি প্রদান করে, দ্র. খাফীয়াঃ ত'ারীক'াঃ—(১৯শ শতাব্দী)।

* জালালিয়্যাঃ-বুখারিয়্যাঃ—সুহ্রাওয়ার্দীয়াঃ ত'ারীক'ার পাক-ভারতীয় শাখা (মাখ্দুম-ই-জাহানিয়ান, মৃ. ১৩৮৩)।

* জালওয়াত'ীয়াঃ—স'াকাবি'য়্যাঃ ত'ারীক'ার তুর্কী শাখা, (ব্রুসা, পীর উফতাদাঃ মৃ. ১৫৮০) শাখাসমূহঃ হাশিমিয়্যাঃ, রাওশানিয়্যাঃ, ফানাঈয়াঃ, হদা'ঈয়্যাঃ।

জামালিয়্যাঃ—সুহ্রাওয়ার্দিয়্যাঃ ত'ারীক'ার পারস্য দেশীয় শাখা (আরদিস্তানী, মৃ. ১৫শ শতাব্দী)।

জামালিয়্যাঃ—তুরস্ক দেশীয় ত'ারীক'াঃ—ইস্তাম্বুল (মৃ. ১৭৫০)।

* জাররাহি'য়্যাঃ—খাল্ওয়াতিয়্যাঃ ত'ারীক'ার তুরস্ক দেশীয় শাখা। (মৃ. ১৭৩৩)।

জাযূলিয়্যাঃ—শাযিলিয়্যাঃ তারীকার সংস্কার সাধিত মরক্কো দেশীয় রূপ (মৃ. ১৪৬৫)। ইহার শাখাসমূহ: দার্কাওয়াঃ, হামাদিশাঃ, 'ঈসাবিয়্যাঃ, শার্কাওয়াঃ, তায়বীয়াঃ।

জিবাবিয়্যাঃ—সা'দীয়াঃ।

জীলালাঃ—কাদিরিয়্যাঃ তারীকার মরক্কো দেশীয় নাম।

জুনায়দিয়্যাঃ—একাদশ শতাব্দীতে বাগদাদে যে সূফী মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা (মৃ. ৯০৯)। এই তারীকাঃ হইতে খাওয়াজাগান, কুব্রাবিয়্যাঃ ও কাদিরিয়্যাঃ তারীকার উদ্ভব হয়। ১৬শ শতাব্দীতে কৃত্রিম সনদের একটি যিক্রের জন্য জুনায়দিয়্যাঃ তারীকাঃ পুনর্জীবিত হয়।

ফিরদাওসিয়্যাঃ—কুব্রাবিয়্যাঃ তারীকার পাক-ভারতীয় নাম।

* গাওছিয়্যাঃ—শাত্তারিয়্যাঃ তারীকার পাক-ভারতীয় শাখা (গাওছ, গোয়ালিয়র মৃ. ১৫৬২)।

গায্যালিয়্যাঃ—গাযালীর মতবাদ অবলম্বী সম্প্রদায়। (মৃ. ১১১১)।

গাযিয়্যাঃ—দক্ষিণ মরক্কো দেশে শাযিলিয়্যাঃ তারীকার শাখা (মৃ. ১৫২৬)।

* গুলশানিয়্যাঃ—রাওশানিয়্যাঃ।

* গুর্য্মার—কাদিরিয়্যাঃ তারীকার পাক-ভারতীয় শাখা।

* হাবীরিয়্যাঃ—তাফিলেলত-এর শাযিলিয়্যাঃ তারীকার শাখা (মৃ. ১৭৫২)।

* হাদ্দাওয়াঃ—তাগ্যির্ত-এ (১৯শ শতাব্দী [illegible]রক্কো দেশের ভ্রাম্যমাণদের তারীকাঃ।

* হাফ্নাবিয়্যাঃ—খালওয়াতিয়্যাঃ তারীকার মিসর দেশীয় শাখা (মৃ. ১[illegible])।

হায়দারিয়্যাঃ—কালান্দারিয়্যাঃ তারীকার পারস্য দেশীয় শাখা (১২শ শতাব্দী)।

* হায়দারিয়্যাঃ—খাক্সার। পারস্য দেশীয় কারিগরদের সংঘ (১৯শ শতাব্দী)।

হাকীমিয়্যাঃ—হাকীম তির্মিযীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃ. ৮৯৮)।

হাল্লাজিয়্যাঃ—হুসায়ন ইবন মানসূর আল-হাল্লাজের মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃ. ৯২২); ১৩শ শতাব্দীতে যিক্রের কৃত্রিম সনদের জন্য এই নাম পুনর্জীবিত হয়।

হামাযানিয়্যাঃ—কুব্রাবিয়্যাঃ তারীকার কাশ্মীরী শাখা ('আলী হামাযানী, মৃ. ১৩৮৫)।

হামাদিশাঃ—মেরহূনে প্রচারিত জাযূলিয়্যাঃ তারীকার মরক্কো দেশীয় শাখা (১৮শ শতাব্দী)। ইহার প্রশাখাসমূহ এই: দাগূগিয়্যাঃ, সাদ্দাকিয়্যাঃ, রিয়াহিয়্যাঃ, কাসিমিয়্যাঃ মেকনীন ও সেলী অঞ্চলে।

হাম্যাবিয়্যাঃ—বায়রামিয়্যাঃ ও মালামিয়্যাঃ তারীকাঃ দুইটির মিশ্রণে গঠিত।

* হান্সালিয়্যাঃ উরান ও মরক্কো দেশীয় একটি ক্ষুদ্র তারীকাঃ (মৃ. ১৭০২),

হান্সালিয়্যাঃ—নাসিরিয়্যাঃ তারীকার শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

হারীরিয়্যাঃ—রিফা'ঈয়্যাঃ তারীকার হাওরানিয়্যাঃ শাখা (মৃ. ১২৪৭)।

হাতিমিয়্যাঃ—ইব্ন 'আরাবীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃ. ১২৪০)।

হদা'ইয়্যাঃ—খালওয়াতিয়্যাঃ।

হুলমানিয়্যাঃ—দশম শতাব্দীর হুলূলিয়্যাঃ সম্প্রদায়।

হুলূলিয়্যাঃ—ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

হুরূফিয়্যাঃ—ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

ইবাহিয়্যাঃ—ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

* ইদ্রীসিয়্যাঃ—'আসীরে অবস্থিত খাদিরিয়্যাঃ তারীকার শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

ইগিত-বাশিয়্যাঃ—খালওয়াতিয়্যাঃ তারীকার তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃ. ১৫৪৪)।

ইশ্তিশাশিয়্যাঃ—কুব্রাবিয়্যাঃ তারীকার খুরাসান দেশীয় শাখা (ইস্হাক খাত্তালানী, মৃ. ১৫শ শতাব্দী)।

* 'ঈসাবিয়্যাঃ—মেক্নিসে জাযূলীয়াঃ তারীকার মরক্কো দেশীয় শাখা (মৃ ১৫২৪)।

ইশ্রাকিয়্যাঃ—সুহ্রাওয়ারদী হালাবীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃ. ১১৯১)।

* ইস্মা'ঈলিয়্যাঃ—কুর্দুফানে নুবিয়া দেশীয় তারীকাঃ (১৯শ শতাব্দী)।

ইত্তিহাদিয়্যাঃ—ইসলামবিরোধী মতবাদ।

* কাদিরিয়্যাঃ—জুনায়দীয়াঃ তারীকাঃ হইতে উদ্ভূত বাগদাদের তারীকাঃ ('আবদুল-কাদির জীলানী, মৃ. ১১৬৬); ইহা বহু শাখায় বিভক্ত, যথা: য়ামান ও সোমালিয়া দেশে য়াফি'ঈয়্যাঃ (১৪শ শতাব্দী), মুশারি'ঈয়্যাঃ, 'উরাবিয়্যাঃ; পাক-ভারত ও বাংলাদেশে বানাওয়া ও গুরয্মার; আনাতোলিয়ায় আশ্রাফিয়্যাঃ, হিন্দিয়্যাঃ, খুলুসিয়্যাঃ, নাবুলুসিয়্যাঃ, রূমিয়াঃ ও ওয়াস্লাতিয়্যাঃ; মিসরে ফারীদিয়্যাঃ ও কাসিমিয়্যাঃ (১৯শ শতাব্দী); মাগরিবে 'আম্মারিয়্যাঃ, 'আরূসিয়্যাঃ, বু'আলিয়্যাঃ ও জিলালাঃ; পশ্চিম সুদানে বাক্কা'ইয়্যাঃ।

* কালান্দারিয়্যাঃ—পারস্য দেশে উদ্ভূত ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী লোকদের তারীকাঃ (সাবিজী, মৃ. ১২১৮); সিরিয়া ও পাক-ভারত বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে (১৪শ শতাব্দী হইতে ১৬শ শতাব্দী)।

* কার্রা'ইয়্যাঃ—তিউনিসিয়া দেশীয় ক্ষুদ্র তারীকাঃ (১৯শ শতাব্দী)।

* কার্যাযিয়্যাঃ—তাফিলেলত-এ শাযিলিয়্যাঃ তারীকার শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

কাস্সারিয়্যাঃ—নবম শতাব্দীর মতবাদের সম্প্রদায়-মালামা[illegible]তিয়্যাঃ।

কাযারূনিয়্যাঃ—[illegible]রাযে খাফীফিয়্যাঃ তারীকাঃ হইতে উদ্ভূত পারস্য দেশীয় তারীকাঃ (মৃ. ১০৩৪)।

খাদিরিয়্যাঃ (খিদ্রিয়্যাঃ) ম[illegible]ক্কা দেশীয় তারীকাঃ (ইব্নু'দ-দাব্বাগ, মৃ. ১৭১৭)। ইহা হইতে আমীরগানিয়্যা, ইদ্রীসিয়্যাঃ ও সানূসিয়্যাঃ শাখাসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে।

খাফীফিয়্যাঃ—ইব্ন খাফীফের মতাবলম্বী দল (মৃ. ৯৮২), একটি কৃত্রিম ইস্নাদের জন্য পুনর্জীবিত হয়।

খাফিয়্যাঃ—চীন ও তুর্কিস্তানে নাক্শবান্দিয়্যাঃ তারীকার উপনাম (১৯শ শতাব্দী)। জাহ্রিয়্যাঃ তারীকাঃ দ্র.।

* খালীলিয়্যাঃ—তিউনিসিয়া দেশীয় ক্ষুদ্র তারীকাঃ (১৯শ শতাব্দী)।

* খালাওয়াতিয়্যাঃ—সুহ্‌রাওয়ার্দিয়্যাঃ ত'রীক'ার শাখা। খুরাসানে ইহার (জ'হীরু'দ-দীন, মৃ. ১৩১৭) উদ্ভব হয় এবং তুরস্কে ইহা বিস্তার লাভ করে। বহু প্রশাখায় ইহা বিভক্ত; যথা: আনাতোলিয়ায় জ'ার্‌রাহি'য়্যাঃ, ইশি'ক্‌বাশিয়্যাঃ, 'উশ্‌শাকি'য়্যাঃ, নিয়াযিয়্যাঃ, সুনবুলিয়্যাঃ, শাম্‌সিয়্যাঃ, গুল্‌শানিয়্যাঃ এবং শুজা'ইয়্যাঃ; মিসরে দ'ায়ফিয়্যাঃ, হাফ্‌নাবি'য়্যাঃ, সাবা'ইয়্যাঃ, স'াবি'য়্যাঃ-দাদ্'ঈয়্যাঃ, মাগ'াযিয়্যাঃ, নুবিয়া, হি'জায ও সোমালিয়ায় স'ালিহি'য়্য'ঃ; কাবায়লিয়ায় রাহ্'মানিয়্যাঃ।

* খাম্‌মূসিয়্যাঃ—তিউনিসিয়া দেশীয় ত'ারীক'াঃ (১৯শ শতাব্দী)।

খার্‌রাযিয়্যাঃ—আবু সা'ঈদ খার্‌রাযের (মৃ. ৮৯৯) মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের ত'ারীক'াঃ, তৎপর ১৫শ শতাব্দীতে তুরস্কের কৃত্রিম সনদে পরিচিত।

খাওয়াতি'রিয়্যাঃ—মাদানিয়্যা ত'ারীক'ার হি'জাযী শাখা (ইব্‌ন 'আর্‌রাক', মৃ. ১৫৫৬)।

খাওয়াজাগান—জুনায়দিয়্যাঃ ত'ারীক'াঃ হইতে উদ্ভূত পারস্য দেশীয় ত'ারীক'াঃ, তুর্কিস্তানে (য়াসাবি'য়্যাঃ) ইহা বিস্তার লাভ করে (য়ূসুফ হামায'ানী, মৃ. ১১৪০)।

কুব্‌রাবি'য়্যাঃ—জুনায়দিয়্যাঃ ত'ারীক'াঃ হইতে উদ্ভূত খুরাসান দেশীয় ত'ারীক'াঃ (নাজ্‌ম কুবরা, মৃ. ১২২১); শাখাসমূহ: 'আয়দারূসিয়্যাঃ, হামায'ানিয়্যাঃ, ইগ্‌'তিশাশিয়্যাঃ, নূরবাখ্‌শিয়্যাঃ, নূরিয়্যাঃ, রুক্‌নিয়্যাঃ।

কু'নিয়্যাবি'য়্যাঃ—স'াদ্‌র রূমীর (মৃ. ১২৭৩) মতাবলম্বী সম্প্রদায়, হ'াতিমিয়্যাঃ ত'ারীক'াঃ হইতে ইহা উদ্ভূত।

কু'শায়রিয়্যাঃ—কু'শায়রীর (মৃ. ১০৭৪) সহিত সম্বন্ধযুক্ত ১৬শ শতাব্দীর কৃত্রিম সনদ।

মাদানিয়্যাঃ—শাযি'লিয়্যাঃ ত'ারীক'া-র প্রাথমিক নাম।

* মাদানিয়্যাঃ—মিস্‌রাতার দার্‌ক'াওয়া ত'ারীকা'র ত্রিপলী দেশীয় শাখা (মৃ. ১৮২৩)।

মাদারিয়্যাঃ—গৃহত্যাগী পাক-ভারতীয় ভ্রাম্যমাণ লোকদের ত'ারীক'াঃ (শাহ্‌ মাদার, মাকানপুরে মৃ. ১৪৩৮)।

মাগ্‌'রিবিয়্যাঃ—সম্ভবত পারস্য কবি মাগ্‌'রিবীর শিষ্যগণের সম্প্রদায় (মৃ. ১৪০৬)।

মালামাতিয়্যাঃ—খুরাসানের একটি সম্প্রদায় (৯ম—১১শ শতাব্দী), ইহা ইরাকের সূ'ফিয়্যাঃ ত'ারীক'ার বিরোধী। ১৬শ শতাব্দীতে কৃত্রিম সনদের জন্য এই নাম পুনর্জীবিত করা হইয়াছে।

মালামিয়্যাঃ—(হ'াম্‌যাবি'য়্যাঃ) তুরস্কের বায়রামিয়্যাঃ ত'ারী-ক'ার শাখা (মৃ. ১৫৫৩)।

মানসু'রিয়্যাঃ-হ'াল্লাজিয়্যাঃ।

মারাযিক'াঃ—আহ্‌'মাদিয়্যাঃ ত'ারীক'ার শাখা (১৪শ শতাব্দী)।

মাশীশিয়্যাঃ—মরক্কো দেশের সিদ্ধ পুরুষ ইব্‌ন মাশীশের শিষ্য-গণের সম্প্রদায় (মৃ. ১২২৬), প্রথমে শাযি'লিয়্যাঃ ত'ারীক'ার সহিত মিলিত ছিল। তৎপর ১৬শ শতাব্দীতে পৃথকভাবে দলবদ্ধ হইয়াছে।

* মাত্‌বূলিয়্যাঃ—মিসর দেশীয় ক্ষুদ্র ত'ারীক'াঃ (মৃ. ১৪৭৫)।

মাওলাবি'য়্যাঃ—আনাতোলিয়ার ত'ারীক'াঃ (জালালু'দ-দীন রূমী, কো'নিয়ায় মৃ. ১২৭৩)। শাখাসমূহ: পুস্তনিশীনিয়্যাঃ, ইর্শাদিয়্যাঃ।

মিস্‌'রিয়্যাঃ-নিয়াযিয়্যাঃ।

মুহ'াম্মাদিয়্যাঃ—কোন মধ্যস্থতা ব্যতীত হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ধর্মপরায়ণ সম্প্রদায়ের কৃত্রিম উপাধি। ১৬শ শতাব্দীতে 'আলী খাওওয়াস' এবং শা'রানী এই ত'ারীক'াঃ ব্যবহার করেন। জাযূলীকৃত 'দালা'ইল' আবৃত্তি প্রসঙ্গে এই ত'ারীক'ার উল্লেখ করা হয়।

মুহ'াসিবিয়্যাঃ—হ'ারিছ' মুহ'াসিবীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃ. ৮৫৯)।

মুরাদিয়্যাঃ—ইস্তাম্বুলের তুরস্ক দেশীয় শাখা।

মুশারি'ইয়্যা—ক'াদিরিয়্যাঃ ত'ারীকার য়ামানী শাখা, ১৫ শতাব্দী। মুত'াবি'আঃ-আহ্‌'মাদিয়্যাঃ।

* নাক্‌'শাবান্দিয়্যাঃ—ত'ায়ফূরিয়্যাঃ ত'ারীক'াঃ হইতে উদ্ভূত বলিয়া কথিত তুর্কিস্তানের ত'ারীক'াঃ। ইহার শাখাসমূহ চীন, তুর্কিস্তান, কাযান, তুরস্ক, পাক-ভারত ও জাভায় প্রচলিত আছে। (বাহা'উ'দ-দীন, মৃ. ১৩৮৮)।

নাকশবান্দিয়্যাঃ – খালিদিয়্যাঃ। তুরস্কে সংস্কার সাধিত। (১৯শ শতাব্দী)।

* নাসি'রিয়্যাঃ—শাযি'লিয়্যাঃ ত'ারীক'ার দক্ষিণ মরক্কো দেশীয় শাখা, তামগ্রুতে (১৭শ শতাব্দী) ইহার তিউনিসিয়া দেশীয় শাবুবীয়াঃ প্রশাখাও প্রচলিত আছে।

* নি'মাতাল্লাহিয়্যাঃ—কিরমান দেশে পারস্য দেশীয় শী'আঃ সম্প্রদায়ের একমাত্র তা'রীক'াঃ। ক'াদিরিয়্যাঃ—য়াফি'ইয়্যাঃ ত'ারীক'াঃ হইতে উদ্ভূত (মৃ. ১৪৩০)।

নিয়াযিয়্যাঃ—খাল্‌ওয়াতিয়্যাঃ ত'ারীকা'র তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃ. ১৬৯৩)।

নুবুবি'য়্যাঃ—সিরিয়া দেশে কারিগরদের ত'ারীক'াঃ (১২শ শতাব্দী)।

নূরু'দ-দীনিয়্যাঃ—জার্‌রাহি'য়্যাঃ।

নূরবাখ্‌শিয়্যাঃ—কুব্‌রাবি'য়্যাঃ ত'ারীক'ার খুরাসান দেশীয় শাখা (মুহ'াম্মাদ নূরবাখ্‌শ, মৃ. ১৪৬৫)।

নূরিয়্যাঃ—নূরীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃ. ৯০৭)।

নূরিয়্যাঃ—রুক্‌নীয়া ত'ারীক'ার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী শাখা (১৫ শতাব্দী)।

নূরিয়্যাঃ—ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

পীর-হ'াজাত—আফগান দেশীয় ত'ারীক'াঃ; এই ত'ারীক'া-বলম্বিগণ নিজদিগকে আন্‌স'ারী হারাব'ীর (মৃ. ১০৮৮) ত'ারীক'া-বলম্বী বলিয়া মনে করে।

* রাহ্‌'হ'ালিয়্যাঃ—মরক্কো দেশীয় ভেল্‌কিবাজদের ত'ারীক'াঃ (১৬শ শতাব্দী)।

* রাহ্‌'মানিয়্যাঃ – কাবিলিয়ার খালওয়াতিয়্যাঃ ত'ারীক'ার শাখা (১৭৯৩)।

* রাশীদিয়্যাঃ—আলজেরিয়া দেশীয় ক্ষুদ্র ত'ারীক'াঃ। মুসুফিয়্যা ত'ারীক'ার বিরুদ্ধাচরণে ইহা গঠিত হইয়াছে (১৯শ শতাব্দী)।

* রাসূলশাহিয়্যাঃ—গুজরাটের ভারতীয় ত'ারীক'াঃ (১৯শ শতাব্দী)। রাওশানিয়্যাঃ—তুরস্ক ও কায়রোর খাল্‌ওয়াতিয়্যাঃ ত'ারী-ক'ার শাখা (গুল্‌শানী, মৃ. ১৫৩৩)।

রাওশানিয়্যাঃ—সুহ্‌রাওয়ার্দিয়্যা ত'ারীক'ার আফগান শাখা (বায়াযীদ আন্‌স'ারী, ১৬শ শতাব্দীর শেষের দিকে মৃত্যু)।

* রিফা'ইয়্যাঃ—দক্ষিণ 'ইরাক' দেশীয় ত'ারীক'াঃ (মৃ. ১১৭৫)

ইহার বাস'স্থান কেন্দ্র হইতে দামিশ্‌ক ও ইস্তাম্বুলে পরিব্যাপ্ত। সিরিয়া দেশীয় শাখা : হ'রীরিয়্যাঃ সা'দিয়্যা, সায়্যাদিয়্যাঃ ; মিসর দেশীয় শাখা : বাখিয়্যাঃ, মাজিকিয়্যাঃ ও হ'াবীবিয়্যাঃ (১৯ শতাব্দী)।

রুক্‌নিয়্যাঃ—কুব্‌রাবি'য়্যাঃ ত'ারীক'ার বাগ্‌'দাদী শাখা ('আলাউ'দ-দাওলাঃ সিম্‌নানী, মৃ. ১৩৩৬)।

রুমিয়্যাঃ=আশ্‌রাফিয়্যাঃ।

সাব'ঈনিয়্যাঃ—ইব্‌ন সাব্‌'ঈনের (মৃ. ১২৬৮) মতাবলম্বী গৃহ-ত্যাগী সম্প্রদায়।

× সা'দিয়্যাঃ—রিফা'ইয়্যাঃ ত'ারীক'ার সিরিয়া দেশীয় শাখা (সা'দু'দ-দীন জিবাব'ী, মৃ. ১৩৩৫)। শাখাসমূহ : 'আব্দু'স-সালামিয়্যাঃ, আবু'ল-ওয়াফা'ইয়্যাঃ।

× স'াফাবি'য়্যাঃ—আর্দবীলের সুহ্‌রাওয়ারদিয়্যাঃ ত'ারীক'ার আযেরী শাখা (মৃ. ১৩৩৪)। ইহা হইতে পারস্য দেশীয় স'াফাব'ী রাজবংশের কি'যিলবাশীয় ত'ারীক'াঃ উদ্ভূত হয়। অধিকন্তু ইহা হইতে তুরস্ক দেশীয় আরও বহু ত'ারীক'ার উৎপত্তি হয়।

সাহ্‌লিয়্যাঃ—সাহ্‌ল তুস্তারীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (সাহ্‌ল তুস্তারী, মৃ. ৮৯৬)। কৃত্রিম সনদের জন্য ১৬শ শতাব্দীতে এই নাম পুনর্জীবিত করা হয়।

সাক'াতি'য়্যাঃ—১৬শ শতাব্দীর তুরস্ক দেশীয় কৃত্রিম সানাদ (সাক'াত'ী, মৃ. ৮৬৭)।

সালামিয়্যাঃ—'আরূসিয়্যাঃ।

সালিমিয়্যাঃ—সাহ্‌লিয়্যাঃ (প্রথম অর্থে)।

× সাম্মানিয়্যাঃ—খালি'দিয়্যাঃ ত'ারীক'ার মিসর দেশীয় শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

× সানানিয়্যাঃ—ক্ষুদ্র ত'ারীক'াঃ (১৯শ শতাব্দী)।

× সানূসিয়্যাঃ—সৈন্যদের ত'ারীক'াঃ পূর্ব ; দেশীয় সাহারায় প্রথমে জাগ্‌বুব ও তৎপর কুফরায় খাদিরিয়্যাঃ ত'ারীক'াঃ হইতে উদ্ভূত (মৃ. ১৮৫৯)।

সাসানিয়্যাঃ—সিরিয়া ও আনাতোলিয়া দেশে কারিগরদের ত'ারীক'া (১২শ—১৬শ শতাব্দী)।

সায়্যারিয়্যাঃ—দশম শতাব্দীর মতাবলম্বী ত'ারীক'াঃ।

× শা'বানিয়্যাঃ—কাস্তামুনির খাল্‌ওয়াতিয়্যাঃ ত'ারীক'াঃর তুরস্ক দেশীয় শাখা। (মৃ ১৫৬৯)।

× শাযি'লিয়্যাঃ—তেল্‌মসেনবাসী আবূ মাদ্‌য়ান (মৃ. ১১৯৭) ও তিউনিসবাসী 'আলী শাযি'লী (মৃ. ১২৫৬) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ত'ারীক'াঃ। মাগ্‌রিবের শাখাসমূহ : দ'ারিয়্যাঃ, হ'াবীবিয়্যাঃ, কার্যাযিয়্যাঃ, নাসি'রিয়্যাঃ, শায়খিয়্যাঃ, যুহায়লিয়্যাঃ, যুসুফিয়্যাঃ, যারুক়ি'য়্যাঃ ও মিয়ানিয়্যাঃ ; মিসর দেশীয় শাখাসমূহ : বাক্‌রিয়্যাঃ, খাওয়াতি'রিয়্যাঃ, ওয়াফাইয়্যাঃ, জাওহারিয়্যাঃ, মাক্‌কিয়্যাঃ, হাশিমিয়্যাঃ, সাম্মানিয়্যাঃ, 'আফীফিয়্যাঃ, ক'াসিমিয়্যাঃ, 'আরূসিয়্যাঃ. হান্দুশিয়্যাঃ, ক'াউক'জিয়্যাঃ ; ইস্তাম্বুল, রুমানিয়া, নুবিয়া এবং কোমোরেসেও ইহার কতিপয় শাখা প্রচলিত আছে।

শাহ্‌মাদারিয়্যাঃ—মাদার = মাদারিয়্যাঃ।

× শায়খিয়্যাঃ—শাযিলিয়্যাঃ ত'ারীক'াঃকে প্রদত্ত নাম ; ওয়ানিয়ার উলাদ সীদী শায়খ (১৯শ শতাব্দী)।

শাম্‌সিয়্যাঃ—খাল্‌ওয়াতিয়্যাঃ ত'ারীক'ার তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃ. ১৬০১)=নূরিয়্যাঃ—সীওয়াসিয়্যাঃ।

× শারক'াওয়াঃ—বূজাদের জাযূলিয়্যাঃ ত'ারীক'ার মরক্কো দেশীয় শাখা (১৫৯৯)।

শারক'াবি'য়্যাঃ—খাল্‌ওয়াতিয়্যাঃ ত'ারীক'ার মিসর দেশীয় শাখা (১৮শ শতাব্দী)।

শাত্ত'ারিয়্যাঃ—পাক-ভারত, সুমাত্রা ও জাভা দেশের ত'ারীক'াঃ ('আবদুল্লাহ্‌ শাত্ত'ার, মৃ. ১৪১৫ বা ১৪২৮)। শাখাসমূহ : গ'াওছি'য়্যাঃ, 'উশায়ক়ি'য়্যাঃ।

শূযি'য়্যাঃ—সাব্‌'ঈনিয়্যাঃ ত'ারীক'ার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ শতাব্দীর স্পেন দেশীয় গৃহত্যাগীদের ত'ারীক'াঃ।

সি'দ্দীকি'য়্যাঃ প্রথম খালীফার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কৃত্রিম সানাদ (১৩শ শতাব্দীতে ইব্‌ন 'আতা'উল্লাহ্‌ কর্তৃক উদ্ভাবিত)।

সিনান-উম্মিয়্যাঃ—তুরস্ক দেশীয় ত'ারীক'াঃ (মৃ. ১৬৬৮)।

সুহায়লিয়্যাঃ—শাযি'লিয়্যাঃ ত'ারীক'ার আলজিরিয়া দেশীয় শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

× সুহ্‌রাওয়ারদিয়্যাঃ—'আবদু'ল-ক'াহির সুহ্‌রাওয়ার্দী (মৃ. ১১৬৭) ও 'উমার সুহ্‌রাওয়ার্দী (মৃ. ১২৩৪) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাগ'দাদী ত'ারীক'াঃ। প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়কে সিদ্দীকি'য়্যাঃ অর্থাৎ প্রথম খলীফার বংশধর বলা হয়। আফগ'ানিস্তান ও পাক-ভারতে এই ত'ারীক'াঃ, জামালিয়্যাঃ, খাল্‌ওয়াতিয়্যাঃ, রাওশানিয়্যাঃ, স'াফাবি'য়্যাঃ ও যায়নিয়্যাঃ।

× সুলত'ানিয়্যাঃ—তুর্কিস্তানের ত'ারীক'াঃ (১৯শ শতাব্দী)।

× সুনবুলিয়্যাঃ—খালওয়াতিয়্যাঃ ত'ারীক'ার তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃ. ১৫২৯)।

× তাজ্জানিয়্যাঃ—তিউনিসিয়া দেশীয় ত'ারীক'াঃ (২১শ শতাব্দী)।

× ত'ায়বিয়্যাঃ—উয়েযানে অবস্থিত জাযূলিয়্যাঃ ত'ারীক'ার মরক্কো দেশীয় শাখা (মৃ. ১৭২৭)।

× ত'ায়ফূরিয়্যাঃ—দাসিতানী ও খুর্ক'ানীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (১১শ শতাব্দী)। প্রতিষ্ঠাতাগণ আবূ য়াযীদ ত'ায়ফূর বিস্তামীর (মৃ. ৮৭৭) বংশ সম্ভূত।

× ত'ালিবিয়্যাঃ—সেলীর (sale) মরক্কো দেশীয় ক্ষুদ্র ত'ারীক'াঃ (১৯শ শতাব্দী ; RMM, lviii, 143 দ্র.)।

ত'াল্‌ক'ীনিয়্যাঃ—ইসলামবিরোধী মতবাদ।

× তিজানিয়্যাঃ—আলজিরিয়া ও মরক্কো দেশীয় ত'ারীক'াঃ (মৃ. ১৮১৫)। তেমাসিন ও 'আয়ন মাহ্‌দী হইতে ইহা পূর্ব ও পশ্চিম সুদানে প্রসারিত।

× চিশ্‌তিয়্যাঃ—ভারত ও আফগ'ান দেশীয় ত'ারীক'াঃ, আজমীরে ইহার কেন্দ্র (মৃ. ১২৩৬)।

তুহামিয়্যাঃ = ত'ায়বিয়্যাঃ।

'উল্‌ওয়ানিয়্যাঃ—১৬শ শতাব্দীর তুরস্ক দেশীয় কৃত্রিম সনদ। ৮ম শতাব্দীর জিদ্দার জনৈক সাধক পুরুষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

উম্মী-সিনানিয়্যাঃ—তুরস্ক দেশীয় ত'ারীক'াঃ (মৃ. ১৫৫২)।

'উরাবিয়্যাঃ—ক'াদিরিয়্যাঃ ত'ারীক'ার শাখা (১৬শ শতাব্দী)।

'উশায়কি'য়্যাঃ—শাত্ত'ারিয়্যাঃ ত'ারীক'ার পাক-ভারতীয় শাখা (আবু য়াযীদ 'ইশ্‌ক'ী, মৃ. ১৫শ শতাব্দী)।

* 'উশ্‌শাকি'য়্যাঃ—খাল্‌ওয়াতিয়্যাঃ ত'ারীক'ার তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃ. ১৫৯২)।

উওয়ায়সিয়্যাঃ—১৬শ শতাব্দীর তুরস্ক দেশীয় কৃত্রিম সনদ, জনৈক স'াহ'াবীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

* ওয়াফাইয়্যাঃ—শাযি'লিয়্যা) ত'ারীক'ার সিরিয়া ও মিসর

দেশীয় সংস্কার সাধিত ত'রীক'াঃ (মৃ. ১৩৫৮)।

ওয়াহ'দাতিয়্যাঃ—ইসলামবিরোধী মতবাদ—উজুদিয়্যাঃ—হ'াতিমিয়্যাঃ।

ওয়ারিছ' 'আলী শাহিয়্যাঃ—১৯শ শতাব্দীর শেষের দিকের পাক-ভারতীয় ত'রীক'াঃ। অযোধ্যা প্রদেশে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

উস্'লিয়্যাঃ—ইসলামবিরোধী মতবাদ।

য়াসাবি'য়্যাঃ—তুর্কিস্তানে খাওয়াজাগান ত'রীক'ার শাখা (য়াসাব'ী. মৃ. ১১৬৭)।

য়ুনুসিয়্যাঃ—সিরিয়া দেশীয় গৃহত্যাগীদের ত'রীক'াঃ (শায়বানী, মৃ. ১২২২)।

o য়ুসুফিয়্যাঃ—মিলিয়ানার শাযি'লিয়্যাঃ ত'রীক'ার মাগ্'রিবী শাখা (১৬শ শতাব্দী)।

যার্‌রুকি'য়্যাঃ—ফেজের শাযি'লিয়্যাঃ ত'রীক'ার শাখা (মৃ. ১৪৯৩)।

যায়নিয়্যাঃ—কুর্সার সুহ্‌রাওয়ার্‌দিয়্যাঃ ত'রীক'ার তুরস্ক দেশীয় শাখা (খাওয়াফী, মৃ. ১৪৩৫)।

o যিয়ানিয়্যাঃ—শাযি'লিয়্যাঃ ত'রীক'ার মাগ্'রিবী শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

গ্রন্থপঞ্জী : পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী ছাড়া, (১) G. Pfannmuller, Handbuch der Islam-Literature 1923, p. 292-315। বেক্‌তাশিয়্যাঃ, চিশতিয়্যাঃ, দের্‌ক'াবি'য়্যাঃ দার্‌বেশ, যি'ক্‌র, ফুতুওয়া, হ'াল্লাজ, ক'াদিরিয়্যাঃ, ক'ালান্দারিয়া, কাযারুনী, মাওলাবি'য়্যাঃ, নাক্'শ্‌বান্দ, নূরবাখ্‌শিয়্যাঃ, রাহ্'মানিয়্যাঃ, রিফা'ঈ, সা'দিয়্যাঃ, সালিমিয়্যাঃ, সানূসী, শাদ্দ, শাযি'লিয়্যাঃ, শাত্'হ', শাত্ত'ারিয়্যাঃ, তীজানিয়্যাঃ, যাবি'য়্যাঃ প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্র.।

L. Massignon (S.E.I.)/আবদুল খালেক

ত'আম (طعام :) অর্থ আহার্য, পানাহার ও ধর্মের অঙ্গ বিশেষ। কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের সমান। এইজন্যই আহার্য আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তৎসম্বন্ধীয় নিয়মকানুন নীতিবিদদের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অত্যধিক রোযা রাখা নিষিদ্ধ। কারণ তাহাতে লোকের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করিবার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়া থাকে। কু'রআনের মতে পৃথিবীর সকল উত্তম (হ'ালাল) বস্তুই আহার করা যায়। প্রথম দিকে অবতীর্ণ (৩৬ : ৩৩) আয়াতে শস্য অন্যতম খাদ্য হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। অপবিত্র বস্তু নিষিদ্ধ (৭ : ১৫৭)। কু'রআনে নিম্নোক্ত বস্তুসমূহকে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে : মায়তাঃ (দ্র.) অর্থাৎ মৃত পশু-পক্ষী, রক্ত, শূকর মাংস এবং যাহা প্রতিমার সম্মুখে উৎসর্গ করা হইয়াছে (১৬ : ১১৫)। 'মায়তাঃ' অর্থে প্রথমে বুঝায় স্বাভাবিক মৃত প্রাণীর শব এবং পরে যে প্রাণীর দেহ হইতে রক্ত নির্গত হয় নাই। অন্য আয়াতে হ'ারাম রক্তের বিশেষণ হিসাবে প্রবহমান শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে (৬ : ১৪৫)। ত'াবারী বলেন, যে রক্ত কম বেশী মাংসে পরিণত হইয়াছে (যকৃত ও প্লীহা) এবং নির্গত হওয়ার পর দেহে অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা বৈধ। এই প্রসঙ্গে য়াহূদীদের অপেক্ষা মুসলিমগণ অনেকখানি উদার। পুনরায় অন্য স্থলে 'মায়তাঃ' অর্থে শ্বাসরোধ, লগুড়াঘাত, পতন, অন্য পশুর শৃঙ্গাঘাত অথবা জন্তুর দ্বারা নিহত পশুকেও বুঝান হইয়াছে। শারী'আতসম্মত উপায়ে (পরে দ্র.), য'াবৃহ' হয় নাই তাহাও মৃত বলিয়া গণ্য।

যে সকল বস্তু সুস্পষ্টভাবে হ'ালাল বা হ'ারাম বর্ণিত হয় নাই, আইনবিদগণ তাহা শ্রেণীবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রাসূল (স')-এর যামানায় যে সব খাদ্য বৈধ বা অবৈধ গণ্য হইত, সাধারণত তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ফাক'ীহগণ হ'ালাল হ'ারাম নির্ধারণ করিতেন, তবে অপবিত্র প্রাণীর শ্রেণী হইল : হিংস্র পশু ও হিংস্র পাখী, যে সকল প্রাণী বুকে হাঁটিয়া চলে, যে সকল প্রাণীকে হত্যা করিবার জন্য মানুষ আদিষ্ট হইয়াছে এবং যে সকল প্রাণী হত্যা করা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ। আহার্য বস্তু সম্পর্কে মায্'হাবসমূহ বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকে। গৃহপালিত গাধা ও খচ্চর খাওয়া যায় না। ইমাম শাফি'ঈ (র) শৃগাল ও হায়েনার গোশ্‌ত আহারের অনুমতি দেন। তিনি অশ্ব-গোশ্‌তও বৈধ মনে করেন। অথচ ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) ও ইমাম মালিক (র) ইহা নিষিদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা ইহাকে সরাসরি হ'ারাম বলেন না, বরং ইহা আহারের অনুমতি তাঁহারা এইজন্যই দেন না যে, তাহাতে সৈন্যদলের জন্য অশ্বাদি সরবরাহ হ্রাস পাইবে।

হ'াদীছে' আছে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') নিজে গিরগিটি খান নাই, তবে অন্যদেরকে উহা খাইতে নিষেধও করেন নাই। পঙ্গপাল খাওয়া বৈধ। যে সকল প্রাণী পানিতে অথবা পানি দ্বারা জীবন ধারণ করে, ইমাম মালিক (র) তাহা হ'ালাল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ফাক'ীহগণের অনেকেই মাছ ছাড়া অন্য কিছুর অনুমতি দেন না।

অন্য সমুদয় প্রাণীই আহারযোগ্য যদি ইহাদিগকে যথাবিধি য'াবৃহ' করা হয়। নিয়ম হইল আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিয়া কি'বলাঃমুখী শায়িত পশুর কণ্ঠনালী ধারাল বস্তুর সাহায্যে কাটিতে হইবে। ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন যে, যে কোন মুসলমান আল্লাহ্‌র নামে য'াবৃহ' করিতে পারে। এমন কি য'াবৃহ' করিবার সময় আল্লাহ্‌র নাম ভুলিয়া গেলেও তাহা হ'ালাল হইবে। অন্যান্য মায'হাবের ইহাতে মতানৈক্য বিদ্যমান।

গলায় চারিটি প্রধান শিরা আছে, শ্বাসনালী, কণ্ঠনালী এবং দুইটি রক্তবাহী শিরা। ইমাম মালিক (র) বলেন, এই চারিটিই কাটিতে হইবে। ইমাম (র) শাফি'ঈ মনে করেন, শ্বাস ও কণ্ঠনালী কাটাই যথেষ্ট। ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) বলেন, যে কোন তিনটি ছিন্ন করা দরকার। ইহাই 'য'াকাত' বা বিধিসম্মত য'াবৃহ'। শারীরিক গঠনের প্রয়োজনে ধড়ের সংযোগস্থলে গলা কাটিয়া উট য'াবৃহ' করা হইয়া থাকে। ইহাকে 'নাহ'র' বলা হয়। কোন "আহ্‌ল কিতাব" (য়াহূদী ও খৃস্টান)-কে ডাকিয়া আনার চাইতে যে কোন স্ত্রী-লোকের পক্ষে প্রয়োজনীয় য'াবৃহ' কার্য নিজে সমাধা করিয়া লওয়া ভাল। যদি কোন প্রাণী এমন গর্তে পড়িয়া যায় যেখানে উহার গলা কাটা অসম্ভব, তবে যে কোন উপায়ে উহার শরীরের রক্ত নির্গত করিয়া দিতে পারিলে য'াবৃহ' সিদ্ধ হইবে। আহ্‌ল কিতাবদের তৈরী খাদ্য হ'ালাল।

মাছ য'াবৃহ' করিবার প্রয়োজন নাই। উহা ধরাই য'াবৃহ' করার সমান। যে সকল মাছ স্বাভাবিকভাবে মরিয়া পানির উপর ভাসিতে থাকে তাহা খাওয়া নিষিদ্ধ। অবশ্য ইমাম মালিক (র) ইহা খাওয়ার অনুমতি দেন। একটি হ'াদীছে' আছে, সমুদ্র উপকূলে প্রাপ্ত একটি মৃত মাছ আহার করিয়া একদল সৈন্য এক মাস অতিবাহিত করিয়াছিল। মৃত পঙ্গপাল খাওয়া ঠিক নহে। ইহার ঘাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কিংবা আগুনে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া লওয়া ভাল।

শিকারের ব্যাপারেও মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য এখানে

সমুদয় চুলচেরা বিশ্লেষণের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। শিকারী যদি তীর ছুঁড়া বা কুকুর ছাড়িয়া দেওয়ার সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে তবে শিকারকৃত পাখী ও পশু হ'লাল বলিয়া গণ্য হইবে। কুকুর যদি যথারীতি শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়, তবে শিকারের মৃত্যুর পূর্বে উহাকে য'বহ্' করিয়া লইলেই বৈধ হইবে। যে কোন অবস্থায় গলা কাটিয়া লওয়াই নিয়ম।

মাদকদ্রব্য ব্যতীত সমস্ত হ'রাম বস্তু ঔষধ হিসাবে বা একান্ত অভাবের সময় জীবন রক্ষার প্রয়োজনে ন্যূনতম পরিমাণে আহার করা যায়।

পরহেযগার মুসলিমগণ খাদ্যের ব্যাপারে খুবই বাছবিচার করেন। খাদ্য যাহাতে যথানিয়মে তৈরী এবং হ'লাল পয়সা দ্বারা অর্জিত হয় তাঁহারা তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।

আহার সুন্দরভাবে এবং সুনিয়মে হওয়া উচিত। জনৈক ব্যক্তিকে রাস্তার ধারে আহার করিবার জন্য ভর্ৎসনা করা হইয়াছিল। আল্লাহ্‌র নাম লইয়া খাওয়া শুরু এবং শেষ করিতে হইবে। বসিয়া আহার করা উচিত, হেলান দিয়া নহে। খাওয়ার জন্য শুধু ডান হাত ব্যবহার করিতে হয় এবং যে খাদ্য সর্বাপেক্ষা নিকটে পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা হইতেই গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য ফলমূল বাছিয়া খাওয়া দোষের নহে।

A. S. Tritton (S.E.I.)/গোলাম সামদানী কোরায়শী

তা'ওয়াফ (طواف) 'তা'ফা' হইতে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। ইহার পরে 'বি' অব্যয় যুক্ত হইলে ইহা স্থানের জন্য নির্দিষ্ট হয়। 'তা'ওয়াফ'-এর আভিধানিক অর্থ পরিবেষ্টন, ধর্মীয় আচারের পরিভাষায় উহার অর্থ কোন পবিত্র বস্তুর চারিদিকে দৌড়ান বা প্রদক্ষিণ করা। হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর সময় হইতে মক্কাবাসীদের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে সমগ্র 'আরববাসীদের মধ্যে হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত কা'বাঃ গৃহের তা'ওয়াফ প্রচলিত ছিল। ইসরাঈলীদের মধ্যেও এই প্রথার প্রচলন ছিল। (তু. especially Ps. xxvi. 6; xxvii. 6, lxx.)। দ্বিতীয় মন্দিরের যুগে (in the time of the second temple) ইসরাঈলীদের আখড়ার ভোজনোৎসবের প্রথম ৬ দিবসে প্রত্যহ একবার করিয়া এবং সপ্তম দিবসে ৭ বার বেদী প্রদক্ষিণের উল্লেখ পাওয়া যায়। পারস্যবাসী, ভারতবাসী, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, রোমান এবং অন্যান্যদের মধ্যেও এই প্রদক্ষিণ প্রথা প্রচলিত ছিল। সুতরাং ইহা যে প্রায় সকল জাতিরই একটি অতি প্রাচীন ধর্মীয় প্রথা, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

প্রাচীন 'আরবদের ধর্মীয় উৎসবে তা'ওয়াফকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হইত। আমরা তা'ওয়াফের সম-অর্থবোধক শব্দ দাওয়ার-এর (দারা হইতে ক্রিয়া বিশেষ্য) ব্যবহারও প্রাচীন 'আরবী সাহিত্যে দেখিতে পাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মু'আল্লাকা'ঃ-এর অন্যতম কবি ইমরুউ'ল্-কা'য়স তদীয় মু'আল্লাকা'র ৬৩তম শ্লোকে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। মক্কার পবিত্র কৃষ্ণ প্রস্তরসম্বলিত কা'বাঃগৃহের তা'ওয়াফ অতি প্রাচীনকাল হইতেই অনুষ্ঠিত হইত। ইসলামের অন্যতম অবশ্য কর্তব্য (রুকন) হা'জ্জের আনুষ্ঠানিক নিয়মসমূহে পৌত্তলিকগণ নিজেদের তরফ হইতে যে সকল নিয়ম সংযোজিত করিয়াছিল সেইগুলি বাদ দিয়া হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর পদ্ধতিতে হা'জ্জ সম্পাদন করিবার জন্য ইসলামে নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে ইব্‌রাহীমী রীতি অনুসারে কা'বার চারিদিকে প্রদক্ষিণের ব্যবস্থাটি যথানিয়মে বজায় থাকে। ঐতিহাসিক ইব্‌ন হিশাম তদীয় গ্রন্থের ৮২০ পৃষ্ঠায় এবং তা'বারী তাঁহার ইতিহাসের ১ ঃ ১৬৪২ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ রাসূল (স') ৮ম হিজরীতে বিজয়ী বেশে যখন মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন তখন উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক কা'বাঃ গৃহ প্রদক্ষিণ করেন। তিনি তাঁহার মাথা-বাঁকা লাঠি দ্বারা রুক্‌ন (কা'বাঃ-গৃহের পূর্বকোণ যেখানে কৃষ্ণ প্রস্তর সংরক্ষিত ছিল) স্পর্শ করেন। ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা মতে রাসূল (স') তাঁহার ওফাতের অব্যবহিত পূর্বে যে বিদায় হা'জ্জ সম্পন্ন করেন তাহা হইতে তা'ওয়াফের বিস্তারিত নিয়ম পদ্ধতি স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া যায়। রাসূল (স') পৌত্তলিকদের অনুসৃত নীতিবিগর্হিত সমস্ত প্রথা বাতিল করিয়া দেন; যথাঃ 'আরবের মুশরিকগণ উলঙ্গ অবস্থায় তা'ওয়াফ করিত। রাসূল (স') ঘোষণা করেন যে, কেহ উলঙ্গ অবস্থায় তা'ওয়াফ করিতে পারিবে না (বুখারী, ভারতীয় সংস্করণ, ২২০ পৃ., দ্র. ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৫১, ১০)। কা'বাঃ গৃহের তা'ওয়াফের ইসলামী পদ্ধতি এই ঃ কা'বা গৃহের চতুষ্পার্শ্বে পরপর সাত চক্কর দিতে হইবে। প্রথম তিনবার দ্রুততর গতিতে তা'ওয়াফ করিতে হইবে। কৃষ্ণ প্রস্তরের নিকট হইতে শুরু করিয়া সেখানে ফিরিয়া আসিলে এক চক্কর গণ্য হইবে। দৌড়ের সময় কা'বাঃ গৃহকে বামে রাখিতে হইবে। তা'ওয়াফকারীকে কৃষ্ণ প্রস্তর চুম্বন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, কিন্তু তাহা সম্ভব না হইলে তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাও সম্ভব না হইলে ঐ দিকে ইশারা করিতে হইবে। হজ্জে যে তা'ওয়াফ ফরয তাহাকে তা'ওয়াফু'য-যিয়ারাঃ বলা হয়। 'উমরাঃ অনুষ্ঠানেও তা'ওয়াফ অবশ্য কর্তব্য। তাহা ছাড়া আর সকল তা'ওয়াফই সুন্নাত বা মুস্তাহা'ব। যথাঃ তা'ওয়াফু'ত-তাহি'য়্যাঃ বা তা'ওয়াফু'ল-কু'দূম (সম্বর্ধনা বা প্রথম উপস্থিতির তা'ওয়াফ, দ্র. হজ্জ) সুন্নাত এবং তা'ওয়াফু'ল-ওয়াদা' (বিদায় তা'ওয়াফ) সুন্নাত, মতান্তরে ওয়াজিব। তাহা ছাড়া আর সকল তা'ওয়াফই নফল। কা'বার চারিপার্শ্বস্থ যে স্থান দিয়া তা'ওয়াফ করা হয় তাহাকে বলা হয় আল্-মাতা'ফ। কা'বাঃ গৃহের উত্তর-পশ্চিম দিকে যে বৃত্তাংশের মত দেওয়াল রহিয়াছে তাহার ভিতরের অংশকে বলা হয় আল-হা'তী'ম। আল-হা'তী'মকে কা'বাঃ গৃহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। এইজন্য এইখানে আসিয়া আল-হা'তী'মের বহিঃপার্শ্ব দিয়া তা'ওয়াফ করিতে হয়—কা'বা-র প্রাচীর ঘেঁসিয়া নহে।

হা'জ্জের অংশ হিসাবে তা'ওয়াফু'য্-যিয়ারাঃ-এর সাত চক্কর ফরয বা বাধ্যতামূলক। এই তা'ওয়াফ বাদ দিলে হা'জ্জই হয় না (যেমন 'আরাফায় অবস্থান না করিলে হা'জ্জ সিদ্ধ হয় না)। কা'বার তা'ওয়াফ ভিন্ন অন্য কোন স্থানের তা'ওয়াফ নিষিদ্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semites 1889, p. 321; (২) Secftelowitz, in MGWJ, lxv. (1921), p. 118 প.; (৩) Wellhausen, Reste arab. Heidentums, p. 67', 47, 141; (৪) Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, p. 108; (৫) Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes, 1910, p. 148, 150, 156 প.; আয্‌রাকী, ed. Wustenfeld, in Die Chroniken der Stadt Mekka, i. স্থা.; (৬) Wensinck, Handbook of Early Muhammadan Tradition, দ্র.; (৭) Gaudefroy-Demombynes, La pelerinagea la

Mekke, 1923 ; এতদ্ব্যতীত হ'াদীছ' ও ফিক্'হ গ্রন্থসমূহের সংশ্লিষ্ট বাব দ্র.।

F. Buhl (S. E. I.)/আবদুর রহমান

তাওরাত (توراة : তাওরাঃ) হিব্রু তোরা। কু'রআন শারীফে কয়েকটি মাদানী সূরায় তাওরাত (তু. য়াহূদী কবি সাম্মাকের প্রতি আরোপিত একটি কবিতা, ইব্ন হিশাম, পৃ. ৬৫৯) উল্লিখিত হইয়াছে, এই নাম হযরত ইব্রাহীম ('আ) (৩ : ৬৫) এবং ইস্রাঈলের (য়া'কূ'ব, ঐ, ৩ : ৯৩) যামানার পরে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মগ্রন্থকে দেওয়া হইয়াছে। পরে ইহা হযরত 'ঈসা ('আ) কর্তৃক অনুমোদিত হয় (ঐ ৩ : ৫০; ৫ : ৪৬; ৬১ : ৬)। ইহাতে হ'ক্মুল্লাহ (ঐ, ৫ : ৪৬) অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধান আছে। তাওরাত বাইবেলের পুরাতন অংশের (Old Testament) অন্তর্ভুক্ত। কু'রআনে ১৭ : ২ আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে : "এবং আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহা বানূ ইস্রাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক করিয়াছিলাম।" অন্যত্র বলা হইয়াছে : (৩ : ৩) "তিনি তোমার প্রতি সত্য সহকারে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা উহার পূর্বের কিতাবের সমর্থক।" তিনি পূর্বে মানব জাতির সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ করেন তাওরাত ও ইন্জীল এবং তিনি ফুর্কানও অবতীর্ণ করিয়াছেন।" যাহারা ইহার আনুগত্য করে সেই সকল কিতাবীদের জন্য বেহেশ্তে পুরস্কার আছে (কু'রআন, ৫ : ৬৫)। আর যাহাদিগকে তাওরাতে অর্পণ করা হইয়াছিল, অতঃপর উহা পালন করে নাই তাহাদিগের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ (৬২ : ৫)। তাওরাতে এক উম্মী (নিরক্ষর) নবীর অর্থাৎ হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী আছে (৭ : ১৫৭) এবং ইহাতে বিশ্বাসীদের জন্য বেহেশ্তের অঙ্গীকার আছে (৯ : ১১১)। তাওরাতের বচন (যথা : Exodus ২১ : ২৫ ইঃ) কু'রআন শারীফে (৫ : ৪৫) উল্লিখিত হইয়াছে। কু'রআন শারীফে (৪৮ : ২৯) তাওরাত এবং ইনজীল হইতে একটি উপমা উদ্ধৃত হইয়াছে ; কিন্তু ইহা বর্তমান তাওরাতে ও ইন্জীলে নাই। কিন্তু ইহার ভাব স্তোত্র গ্রন্থের (psalm) ১ : ৩ ; ৭২ : ১৬ ; ৯২ : ১৪ বচনে পাওয়া যায়। কু'রআনের ৩ : ৯৩ আয়াতে য়াহূদীদিগকে তাওরাত পড়িতে বলা হইয়াছে ; এই আয়াতের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে, "তাওরাত অবতীর্ণ হইবার পূর্বে ইসরাঈল নিজের জন্য যাহা হ'ারাম করেন তাহা ব্যতীত (মুসলমানদের জন্য হ'ালাল) সকল খাদ্য বানূ ইসরাঈলের জন্য হ'ালাল ছিল।" এই বৃত্তান্ত তাওরাতের আদি পুস্তকের ৩২ অধ্যায়ের ৩২ বচনে পাওয়া যায়। কু'রআন শারীফের ৫ : ৩২ আয়াতে বানূ ইসরাঈলের সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বর্তমান তাওরাতে পাওয়া যায় না, কিন্তু মিশ্না সান্হেদ্রীন্ (Mishna Sanhedrin)-এ (৪ : ৫) পাওয়া যায়। তাওরাতের এই সমস্ত উল্লেখ ভিন্ন কু'রআন শারীফে হযরত মূসা (আ)-এর পঞ্চপুস্তকের (pentateuch) কতগুলি উপাখ্যান বার বার উল্লিখিত হইয়াছে। কু'রআন শারীফে উক্ত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বাণী ইব্রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহ'াক', য়া'কূ'ব, মূসা, 'ঈসা (আ) এবং অন্যান্য নবীর উপর অবতীর্ণ করেন (৩ : ৮৩), কিন্তু কু'রআনে তাওরাত, যাবূর, ইন্জীল এবং ইব্রাহীম ও মূসার স'াহ'ীফাঃ ভিন্ন (৮৭ : ১৯) অন্য কোন পুস্তকের নামোল্লেখ নাই। ইহা সত্য যে কু'রআনে বর্ণিত আখ্যান-গুলির সহিত বাইবেলের আখ্যানগুলির বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু বাইবেল যে অভ্রান্ত নহে এবং সম্পূর্ণ নহে, তাহা আধুনিক সমালোচকেরা প্রমাণিত করিয়াছেন। বাইবেল, হিব্রু, আরামীয় এবং গ্রীক ভাষায় লিখিত অনেকগুলি পুস্তিকার সংগ্রহ। ইহার Old Testament বা পুরাতন অধ্যায়ের প্রথমাংশ তিন হাজার বৎসরেরও আগের এবং শেষাংশ দুই হাজার বৎসরেরও আগের অর্থাৎ বাইবেলের (New Testament) বা নূতন অধ্যায়ের কয়েক শতাব্দী পূর্বের।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, বাইবেল একটি অসম্পূর্ণ সংকলন। গণনা পুস্তকের ২১ : ১৪ বচনে বলা হইয়াছে, "এইজন্য সদাপ্রভুর যুদ্ধ পুস্তকে উক্ত আছে, এই যুদ্ধ পুস্তক পাওয়া যায় নাই।" অধিকন্তু য়াহূদী এবং খৃস্টানগণের মান্য বাইবেল গ্রন্থে কয়েকটি পুস্তকের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব নাই, যথা : ১। বংশাবলী, ২৯ বচনের সমূয়েল দর্শকের পুস্তক, নাথন ভাববাদীর পুস্তক এবং গাদ দর্শকের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে ; তাহাদের অস্তিত্ব নাই। সমূয়েল ২ : ১৮ বাচনে যশেরের (Jasher) গ্রন্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই পুস্তকের অস্তিত্ব নাই। হ'াদীছ' গ্রন্থে তাওরাতের নাম বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। কয়েকটি স্থানে হযরত মূসা ('আ)-কে ইহার পালনকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (বুখারী, তাফ্সীর, সূরাঃ ২ : ১ ; ঐ তাওহ'ীদ ১৯ : ২৪ ; মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' সংখ্যা ৩২২ ; ইব্ন মাজাঃ, যুহ্দ ৩৭)। য়াহূদীগণ একদিকে যেমন তাওরাতকে এক মহা ধনভাণ্ডার বলিয়া গর্ব করে (তিরমিয'ী, তাফসীর, সূরাঃ ১৭, হ'াদীছ' নং ১২ ; তু. বাইবেল, Proverbs 8 : ২), অন্যদিকে ইহাও দেখায় (তিরমিয'ী, 'ইল্ম, ৫) যে, ইহা তাহাদের কোন উপকারে আসে নাই এবং তাওরাতে উম্মু'ল-কু'রআনের অর্থাৎ আস-সাব'উ'ল-মাছ'ানীর অর্থাৎ সূরাঃ ফাতিহ'ার সদৃশ কিছুই নাই (তির্মিয'ী, তাফসীর, সূরাঃ ১৭, হ'াদীছ' ৩ ; ফাদ'াইলু'ল-কু'রআন, অধ্যায় ১)। তাওরাতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর যে বর্ণনা ছিল তাহা বুখারীর মতে (তাফসীর, সূরাঃ ৪৮, অধ্যায় ৩) সূরাঃ ৩৩ : ৩৪ এবং সূরাঃ ৪৮ : ৮-এ উক্ত হইয়াছে। উহা বর্তমান প্রক্ষিপ্ত তাওরাতে দৃষ্ট হয় না বটে কিন্তু যিশইয়া নবীর পুস্তকে ৪২ অধ্যায় ১-৪ বচনে উহা দৃষ্ট হয় (তু. অনুরূপ বাক্য সকল ইব্ন সা'দ, ১/২ : ৮৭ প.)। ইহা সম্ভব যে বুখারীতে যাহা তাওরাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহা যিশইয়ার পুস্তক। আল-কু'রআনে সমস্ত পুরাতন নিয়মকে (Old Testament) তাওরাত নামে অভিহিত করা হয়। যাবূর হইতে কু'রআন শারীফে প্রায় হুবহু উদ্ধৃতি আছে (দ্র. যাবূর)। বুখারীতে (মানাকি'ব, অধ্যায় ২৬, তাফসীর সূরাঃ ৩, অধ্যায় ৬ ; তাওহ'ীদ, অধ্যায় ৫১) বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স') য়াহূদীদিগকে ব্যভিচারের শাস্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা মিথ্যা উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাওরাতের যে স্থানে ব্যভিচারের শাস্তি (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু)-এর আদেশ আছে (দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ২২, বচন ২৩ প.) তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য হয় নাই। ইব্ন মাজাঃ (আত্'ইমাঃ, অধ্যায় ৩৯) অনুসারে তাওরাতে উক্ত হইয়াছে, "ওযূ আহারের বারাকাত।" আহারের পূর্বে হস্তদ্বয় ধৌতকরণ তাওরাতের আদেশ বলা হইয়াছে। তাওরাতের য়াহূদী পাঠকগণও তাহা তাওরাতের নির্দেশ বলিয়া দাবী করে (Hullin, ১০৬ ক)।

কু'রআনে এই সকল উল্লেখ মুসলিম 'উলামাকে তাওরাতের

উত্তম জ্ঞান লাভ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ইহাতে কু'রআান ও তাওরাতের বচনে যে কিছু অনৈক্য ছিল তাহা প্রকাশিত হয়। এই সম্পর্কে রাসূল (স') যে হ'াদীছ' বলেন তাহা বুখারীতে কয়েকবার উদ্ধৃত হইয়াছে, (তাওহ'ীদ, অধ্যায় ৫১, ই'তিস'াম, অধ্যায় ২১, তাফসীর, সূরাঃ ২, অধ্যায় ১১)। কিতাবীগণ হিব্রু তাওরাতকে মুসলমানগণের নিকট 'আরবীতে ব্যাখ্যা করিত। ইহাতে রাসূল (স') স'াহ'াবীগণকে উপদেশ দেন, "তোমরা কিতাবীদের উক্তিকে সত্য কিংবা মিথ্যা বলিও না। কিন্তু বলিবে, আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্‌কে এবং তিনি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে।" এই উক্তি বুখারীতে একটি অনুচ্ছেদের শীর্ষরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। হ'াদীছে' এবং অন্য উপদেশমূলক পুস্তকে অনেক উদ্ধৃতি আছে যাহা হযরত মূসা! ('আ)-এর পাঁচ পুস্তকে দেখা যায় না। ইহা হইতে Cheikho (MFOB, iv. 39 প.) ইহা বলিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন যে, য়াহূদীদের নিকট প্রচলিত হিব্রু তাওরাত হইতে ভিন্ন একটি তাওরাত ছিল যাহা হইতে এই সমস্ত উদ্ধৃতি লওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই মত গ্রহণীয় নয়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বর্তমান তাওরাত সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল গ্রন্থ নহে। এ সম্বন্ধে হ'াদীছ' উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইব্‌ন ইস্‌হ'াক' (মৃ. ১৫০/৭৬৭) তাঁহার মাগ'াযীতে বাইবেলের কাল নির্দেশ সম্বন্ধে এমন কতকগুলি কালক্রমিক কিংবা বংশানুক্রমিক বর্ণনা দিয়াছেন যাহা হইতে মনে হয় যে, তাওরাতের কোন কোন অংশের মূলের সহিত তাঁহার নিবিড় জ্ঞান ছিল। অধিকন্তু ইব্‌ন হিশাম (মৃ. ২১৩/৮২৮) তাঁহার কিতাবু'ত-তীজানে ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ (মৃ. ১১০/৭২৮) হইতে উদ্ধৃত করিয়া বাইবেলে উল্লিখিত কয়েকটি নাম কেবল হিব্রু ভাষায় নয়, সিরিয়াক্‌ ভাষাতেও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি যে মুসলিম ঐতিহ্যমূলক উক্তিগুলি বাইবেলের মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছিলেন তাহা ইব্‌ন কু'তায়বাঃ (মৃ. ২৭৬/৮৮৯) তাঁহার কিতাবু'ল-মা'আরিফে (পৃ. ১৩) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি আদি পুস্তক হইতে আক্ষরিক অনুবাদ এই পুস্তকে দিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য পুস্তকে বাইবেলের যে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মূলের সহিত সম্পূর্ণ মিল নাই। জাহি'জে'র "আর-রাদ্দ 'আলা'ন-নাস'ারা" পুস্তকের উদ্ধৃতি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। অন্য পক্ষে ইব্‌ন কু'তায়বাঃ-র জনৈক সমসাময়িক নবদীক্ষিত মুসলিম 'আলী ইব্‌ন রাব্বান আত'-ত'াবারী রচিত "ধর্ম ও সাম্রাজ্য বিষয়ক পুস্তক"—এতে Old testament-এর নানা স্থান হইতে আক্ষরিক অনুবাদ আমরা দেখিতে পাই। এই পুস্তক ২৪০/৮৫৪—৫৫-এ লিখিত হয় (সম্পা. A. Mingana)। তবে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায় না যে, ইহা তাঁহার রচিত (দ্র. Bouyges, MFOB, ১০ : ২৪২ প.); কতক উদ্ধৃতি 'আবদু'ল-মাসীহ' ইব্‌ন ইসহ'াক' আল-কিন্দীর রিসালাঃ পুস্তকে দৃষ্ট হয়। 'আলী ইব্‌ন রাব্বানের ন্যায় নবদীক্ষিতগণের পক্ষে বাইবেল গ্রন্থ অনায়াসে লভ্য ছিল। কিন্তু জন্মগত মুসলিম গ্রন্থকারগণ বাইবেলের উদ্ধৃতি য়াহূদী বা খৃস্টানের নিকট হইতে লিখিয়াছিলেন কিংবা বাইবেলের কোন 'আরবী অনুবাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আহ'মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন সালাম আল-ইন্‌জীলী [তাঁহাকে রাসূল (স')-এর সময়ের য়াহূদী ধর্ম হইতে নবদীক্ষিত মুসলিম 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালামের সহিত নিশ্চিতরূপে স্থাপন করা যায় না] সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি তাওরাতের এইরূপ এক অনুবাদ করেন। ফিহ্‌রিস্ত-এর (পৃ. ২২) মতে এই অনুবাদ হারূনু'র-রাশীদের রাজত্বকালে সম্পন্ন হয়। মাস'উদী (তান্‌বীহ, পৃ. ১১২) আরও তিনটি অনুবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে নিস্‌তরীয় সম্প্রদায়ের হ'নায়ন ইব্‌ন ইসহ'াক' (মৃ. ২৬০/৮৭৩—৪) Septuaginta (বাইবেলের গ্রীক অনুবাদ)-এর ভিত্তিতে একটি অনুবাদ করেন এবং অন্য দুইটি অনুবাদ করিয়াছিলেন দুইজন য়াহূদী আবু কাছ'ীর (মৃ. ৩২১/৯৩৩ এবং ৩২৯/৯৪১-এর মধ্যে) এবং সা'ঈদ ইব্‌ন য়ূসুফ আল-ফায়্যূমী যিনি সা'আদিয়া গাও (মৃ. ৩৩১/৯৪৩) নামে অধিকতর প্রসিদ্ধ। এই দুই অনুবাদ মূল হিব্রু হইতে করা হয়। এই সমস্ত অনুবাদের মধ্যে কেবল সা'আদিয়ার অনুবাদ বিদ্যমান আছে (সম্পা. Derenbourg, Paris 1893)। ঐ সময়ের আর একটি মাত্র অনুবাদ বর্তমান আছে, তাহা স্পেনে ৩৪৫/৯৫৬ সালে ল্যাটিন ভাষা হইতে অনূদিত হইয়াছিল। কি'ব্‌ত'ী সিরিয়াক এবং হিব্রু ভাষা হইতে সমস্ত পরবর্তী অনুবাদের বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী Herzog-এর Realenzyklopad ic. গ্রন্থের Bibelubersetzungen, Arabische প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে।

৭ : ১৫৫ আয়াত হইতে মুসলিমগণের এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাওরাতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। প্রথম হইতে (নিম্নে দ্র.) ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে : তৃতীয় শতাব্দীর পরে মূসা! ('আ)-এর পঞ্চ পুস্তক (Pentateuch) এবং পুরাতন নিয়মের (Testament) অন্যান্য গ্রন্থ হইতে নির্দিষ্ট প্রবচনগুলির আক্ষরিক অনুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছিল এবং সেইগুলি হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। ইব্‌নু'ল-জাওযী তাঁহার কিতাবু'ল-ওফা' পুস্তকে ইব্‌ন কু'তায়বার একটি নামপত্রহীন রচনা হইতে এ ধরনের কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং অনেকগুলি বাক্য এই সময়ে 'আলী ইব্‌ন রাব্‌বান আত'-ত'াবারী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে (উপরে দ্র.)। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে ইসলামের অনুকূল পুস্তকে এবং বিতর্কমূলক পুস্তকে ন্যূনাধিক পূর্ণতার সহিত এই সব বারবার উল্লিখিত হইয়াছে। মূসা! ('আ)-এর পঞ্চপুস্তক হইতে নিম্নলিখিত বচনগুলি এই সকল বিতর্ক পুস্তকে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, যথা : আদি পুস্তক ১৬/৯-১২; ১৭/২০; ২১/২১; দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৮; ৩৩/২, ১২; যেহেতু আদি বিবরণ ২১/২১ প্রবচনে ইস্‌মা'ঈলের বসতি ফারান বলা হইয়াছে এবং সূরাঃ ২ : ১২ অনুযায়ী তিনি মক্কায় ছিলেন সেইজন্য ফারান ও মক্কাকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। এই পরিচয়ের ভিত্তির দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩/২-এ হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যেমন ১৮ : ১৮, ৩৩ : ১২ প্রবচনে খাতামু'ন-নুবুওয়াঃ অর্থাৎ শেষ নুবুওয়াঃ উল্লেখ রহিয়াছে।

এমন কি কু'রআানে আমরা দেখি যে, য়াহূদীগণকে তাওরাতের বাক্যকে প্রসঙ্গ হইতে স্থানান্তরিত করার জন্য তিরস্কার করা হইয়াছে (৪ : ৪১; ৫ : ১৩, ১৪) এবং ৪ : ৪১-এ ইহার একটি উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু তাহাদের প্রতি যাহা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিল (৫ : ১৩, ৩ : ৬৯, ৬ : ৯১) তাহার বিস্মরণের কিংবা আংশিকরূপে গোপনের দোষারোপও তাহাদিগকে করা হইয়াছে। আমরা ইতঃপূর্বে হ'াদীছ' হইতে এইরূপ প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত দিয়াছি; য়াহূদীগণ তাওরাতে ব্যভিচারের শাস্তি যে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের কথা আছে তাহা হযরত মুহ'াম্মাদ (স') হইতে গোপন রাখিতে চাহিয়াছিল।

বাক্যের পরিবর্তন সম্বন্ধে তিরস্কারের অর্থ বুখারী শাহাদাত অধ্যায় ২৯ বচনে বিশেষরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, কিতাবীগণ স্বহস্তে আল্লাহ্‌র গ্রন্থ পরিবর্তন করিয়াছে এবং তাহারা বলে, এই পরিবর্তিত অংশ আল্লাহ্‌র। মধ্যপন্থী লেখকগণ য়াহূদীগণকে অর্থ বিকৃতকরণের দোষারোপ করেন। কঠোর মতবাদের সমর্থনকারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত প্রতিনিধি হইতেছেন ইব্‌নু হ'ায্‌ম (মৃ. ৪৫৬/১০৬৪)। তিনি তাওরাতের ৫৭টি বাক্য সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং এই সবের মধ্যে যে অসম্ভবত্ব এবং অসঙ্গতি পাইয়াছেন তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন (দ্র. প্রবন্ধ তাহ্'রীফ)।

গ্রন্থপঞ্জী : (যে সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ এ প্রবন্ধে করা হয় নাই) : (১) W. Rudolph, Die Abhangigkeit des Qorans vom judentum und Christentum, p. 13, 52 প ; (২) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin-Leipzig 1926, p. 71 ; (৩) ঐ লেখক, in Isl., xii. 298 ; (৪) M. Steinschneider, Die polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache ; (৫) I. Goldziher, in ZDMG, xxxii., 341 প. ; (৬) ঐ লেখক, in REJ xxviii. 79 ; xxx. I প. ; (৭) ঐ লেখক, in ZATW, xiii. 315 প. ; (৮) Grunbaum, Neue Beitrage zur semitischen Sagenkunde, p. 100 প. ; (৯) M. Lidzbarski, De propheticis quae dicuntur legendis, Leipzig 1893, ; (১০) G. Rothstein, De chronographo arabe anonymo, p. 49 প. ; (১১) A. Sprenger, Leben und Lehre Muhammads, i. 56 ; (১২) G. Graf. Die christlich-arabische Literatur ; (১৩) M. Steinschneider, Die arabische Literatur Juden, 23 ; (১৪) M. Schreiner, in ZDMG, xlii, 591 প. ; (১৫) ঐ লেখক, in Kohut Memorial volume, p. 496 প. ; (১৬) C. Brockelmann, ZATW, xv. 138 প. ; (১৭) H. Hirschfeld, in Jewish Quarterly Review xiii. 230 প. ; (১৮) M. W. Bacher, op. cit., p. 543 ; (১৯) Graf, in Biblische Zeitschrift, xv. 193 প., 291 প. ; (২০) Di Matteo, in RSO, ix. 301 প. ; (২১) Bessarione, xxxviii. 64 প.

J. Horovitz (S.E.I.)/মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

তাওহ'ীদ (توحيد), (و-ح-د),-ধাতুমূলের সমন্বয়ে তাফ্'ঈল (تفعيل)-এর ওয়াযন-এ গঠিত ক্রিয়া বিশেষ্য। ইহার শাব্দিক অর্থ : 'এক করা' (Lane, p. 2927)। ধর্মীয় পরিভাষায় এই শব্দটি আল্লাহ্‌র একত্বের (ওয়াহ্'দানিয়্যাঃ, তাওয়াহ্'হু'দ) অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'লিসান' নামক প্রসিদ্ধ অভিধান গ্রন্থে (৪ : ৪৬৪, ১৬—৪৬৫, ৪ নীচ হইতে) এই ধাতুমূল হইতে গঠিত বিভিন্ন শব্দ আল্লাহ্ ও মানুষের প্রতি যেভাবে ব্যবহার করা হয় তাহার বিস্তারিত শব্দ-তাত্ত্বিক আলোচনা দেওয়া হইয়াছে। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ্‌র একত্ব এবং তাঁহার গুণাবলী সম্পর্কিত বিজ্ঞানকেই ('ইল্‌মু'ত-তাওহ'ীদ ওয়াস-সি'ফাত) 'ইল্‌মু'ল-কালাম বা ধর্মতত্ত্বনায় বলা হয় (কালাম প্রবন্ধ দ্র.)। আর উহাই ইসলামে ঈমান বা বিশ্বাসের যাবতীয় নীতির মূল ভিত্তি (দ্র. 'আকা'ইদু'ন-নাসাফীর তাফ্‌তাযানী কর্তৃক রচিত ভূমিকা, কায়রো ১৩২১ হি, পৃ. ৪ এবং উহার টীকা ও হ'াশিয়াঃ, Dict. of techn. terms, p. 22)। কিন্তু মু'তাযিলীগণ তাওহ'ীদের উপরিউক্ত সংজ্ঞা হইতে আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে বাদ দিয়া শুধু তাঁহার সত্তার এককত্বকেই 'ইল্‌মু'ত-তাওহ'ীদ বা কালামশাস্ত্রের বুনিয়াদরূপে গ্রহণ করেন।

আল্লাহ্ নিজের মধ্যে নিজেই একক, তাঁহার সত্তা একাধিক অংশের সমন্বয় নহে। তিনি এমন একক সত্তা যাঁহার অস্তিত্বই একমাত্র বাস্তব ও অনিবার্য (আল্-হ'াক্'ক')। তিনি ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব অপ্রকৃত ও আনুষঙ্গিক। কাহারও কাহারও মতে ইহার তাৎপর্য অদ্বৈতবাদিতাও হইতে পারে অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই সর্ব বস্তুতে বিরাজিত সত্তা। আবার আল্লাহ্‌র একত্বের জ্ঞান দুই প্রণালীতে লাভ করা যাইতে পারে, শৃঙ্খলাবদ্ধ ধর্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভের দ্বারা ('ইল্‌ম) অথবা মরমীতত্ত্ব জ্ঞানের অভিজ্ঞতার (মা'রিফাঃ মুশাহাদাঃ) সাহায্যে। আবার উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের অভিজ্ঞতার মূলে ঐকান্তিক অনুধ্যান কিংবা যুক্তিনির্ভর দার্শনিক অনুমান থাকিতে পারে। মোটকথা, অধিকাংশ 'আলিমের মতে তাওহ'ীদের তাৎপর্য হইতেছে ইসলামের মূলমন্ত্র, "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।" কিন্তু একদল সূ'ফীর মতে তাওহ'ীদের অর্থ অদ্বৈতবাদ। Dict. of Techn. Terms গ্রন্থের ১৪৬৮—১৪৭০ পৃ. এই সব সম্ভাব্য অর্থের ক্রমবিকাশের সুস্পষ্ট বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে (also p. 1463-1468)। প্রথমোক্ত অর্থই কু'রআনে সমর্থিত, বাকীগুলি কল্পকল্পিত। গ্রীক দর্শনের ভিত্তিতে সাধারণত সূ'ফীগণ এইগুলির উদ্ভাবন করেন।

কু'রআনে তাওহ'ীদ শব্দের সমার্থক এবং একই ধাতু হইতে উৎপন্ন 'আহ'াদ' এবং 'ওয়াহি'দ' শব্দদ্বয়ের বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। নিম্নে শুধু ওয়াহি'দ শব্দের কতিপয় ব্যবহারের বরাত উল্লিখিত হইল, ২ (বাক'ারাঃ) : ১৬৩ ৪ (নিসা') : ১৭১, ৫ (মাইদাঃ) : ৭৩, ৬ (আন্'আম) : ১৯, ১৬ (নাহ্'ল) : ২২, ১৮ (কাহাফ) ১১০, ২১ (আম্বিয়া') : ১০৮, ২২ (হ'াজ্জ) : ৩৪, ৩৭ (ও আস-স'াফ্‌ফাত) : ৪, ৩৮ (স'াদ) ৫, ৬৫, ৩৯ (যুমার) : ৪।

ইহা ছাড়া তাওহ'ীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় কু'রআন মাজীদে বহু আয়াত রহিয়াছে। এই সকল আয়াতে তাওহ'ীদবিরোধী দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, বহুঈশ্বরবাদ, অংশীবাদ, সাকারবাদ ও সাদৃশ্যবাদকে সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে। বস্তুত কু'রআন মাজীদের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষাই হইতেছে তাওহ'ীদ। পৃথিবীতে প্রচলিত অন্য কোন ধর্মে আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কে ইসলামের ন্যায় স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এবং সহজবোধ্য ব্যাখ্যা নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে বরাতের উল্লেখ আছে।

D. B. Macdonald (S.E.I.)/মোহাম্মদ আবদুর রহমান

তাক্'লীদ (تقليد) শব্দের অর্থ হার পরান, গলায় অথবা কাঁধে কোন কিছু ঝুলাইয়া দেওয়া। পরিভাষা হিসাবে ইহার তিন প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

১। মক্কার নির্দিষ্ট পবিত্র স্থান (মিনা)-য় কু'রবানীর উদ্দেশ্যে যে পশু (হাদ্‌য়ি) লইয়া যাওয়া হয় সেই পশুর গলায় কোন বস্তু লটকাইয়া দেওয়া। এই কার্যকে তাক'লীদ বলা হয় এবং ঐ ঝুলান জিনিসটিকে কি'লাদাঃ বলা হয় (ব. ব. ক'লাইদ)। হ'াজ্জ অনুষ্ঠানের কর্তব্যসমূহের বিবরণ প্রসঙ্গে কু'রআনের ২ : ১৯৬ আয়াতে হাদ্‌য়ি এবং ৫ : ২, ৯৭ আয়াত হাদ্‌য়ি ও ক'লাইদ-এর উল্লেখ রহিয়াছে। পশুটিকে কু'রবানীর জন্য চিহ্নিত করিবার নিমিত্ত

কি'লাাদার ব্যবহার হয়। উটের কুব্জের বাম দিকের চামড়া সামান্য কাটিয়া দেওয়ার (ইশ্'আার) রীতি এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রচলিত ছিল। একটি পাদুকা বা এক টুকরা চামড়া কি'লাাদারূপে পশুর গলায় লটকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। হ'াজ্জ শেষে মিনায় ঐ পশুকে কু'রবাানী দেওয়া হয়।

কোন ব্যক্তি নিজে হ'াজ্জে না গিয়া কু'রবানীর জন্য এইরূপ কোন পশু পাঠাইতে পারেন। সেক্ষেত্রে ঐ পশুর গলায় ঐরূপ কি'লাাদাঃ পরান যাইতে পারে। ইহা মুস্তাহ'াব্ব, ফরয বা ওয়াাজিব নহে।

সুফ্য়াান ছ'াওরী ও আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মতে হ'াজ্জের নিয়্যাতে বুদ্না (উট বা গরুর গলায়) কি'লাাদাঃ বাঁধিয়া ইহাকে সঙ্গে করিয়া হা'জ্জ যাত্রা করিলে তাল্বীয়াঃ উচ্চারণ না করিলেও তিনি ইহ্'রাামকারী হিসাবে পরিগণিত হইবেন। কোন কোন ইমাামের মতে কি'লাাদাঃ ইহ্'রাামের জন্য যথেষ্ট নহে, আনুষ্ঠানিক ইহ্'রাামও পালন করিতে হইবে। শাাফি'ঈ, হ'াম্বালী, ইমাাম আবু ছ'াওর ও ইমাাম দাাউদ (র)-এর মতে ছাগল ও ভেড়ার গলায়ও কি'লাাদাঃ পরান মুস্তাহ'াব্ব। হ'ানাফী ও মাালিকীদের মধ্যে কেহ কেহ ছাগল ও ভেড়াকে 'হাাদ্য়ি' বলিয়াই গণ্য করেন না। কাজেই তাঁহাদের মতে ছাগল-ভেড়ার গলায় কি'লাাদার প্রশ্নই উঠে না। যখন হইতে মিনায় কু'রবাানীর পশুর বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হইতে হ'াজ্জযাত্রীদের সঙ্গে কু'রবাানীর পশু লইয়া যাওয়ার প্রথাও হ্রাস পাইতে থাকে। তাহা ছাড়া পশু সঙ্গে লইয়া গেলে কু'রবাানী করার পূর্বে ইহ্'রাাম হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। অন্যপক্ষে 'উম্রার নিয়্যাতে মক্কায় উপনীত হইয়া 'উম্রাঃ পালনের পর ইহ্'রাাম ছাড়িয়া হ'াজ্জের জন্য অপেক্ষা করা যায়। ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু কু'রবাানীর পশু সঙ্গে লইয়া গেলে ইহ্'রাামে থাকিয়া হ'াজ্জের সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। ইহা অনেকটা কষ্টকর (হ'াজ্জ দ্র.) এবং দূরদেশের হ'াজ্জযাত্রীর পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা-জনক। এই সকল কারণে হ'াজ্জযাত্রীদের সঙ্গে করিয়া 'হাাদ্য়ি' লইয়া যাওয়ার প্রথাই প্রায় রহিত হইয়াছে বলিয়া এই তাক্'লীদ প্রথা বর্তমানে নাই বলিলেই চলে।

২। তাক্'লীদের দ্বিতীয় অর্থ সেনাবাহিনীর কোন পদে অন্তর্ভুক্তির সময় কোমরে তরবারী লটকাইবার অভিষেক। পরবর্তী-কালে শাসন সম্পর্কিত যে কোন পদে, এমন কি কাযীর পদেও অভিষিক্ত হওয়াকে তাক্'লীদ বলা হইতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Lane, Lexicon.; (২) থানাব'ী, কাশ্শাাফ; (৩) Sprenger, Dictionary of the Technical Terms দ্র.।

৩। তাক্'লীদের তৃতীয় অর্থ ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামতের অনুসরণ; অন্যের কথা ও কাজের নির্ভুল হওয়া সম্পর্কে কোন যুক্তি-প্রমাণের সন্ধান না করিয়াই ঐগুলিকে নির্ভুল বিশ্বাস করত প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা। 'তাক্'লীদ' এই অর্থে ইজ্তি-হাাদের বিপরীত। বিভিন্ন মায্'হাব সৃষ্টির সঙ্গে তাক্'লীদ জড়িত এবং ইহা বিশিষ্ট আইনবিদদের প্রতি আনুগত্যের মধ্য দিয়া উদ্ভূত। ইমাাম শাাফি'ঈ (র) তাঁহার রিসাালাঃ পুস্তিকায় (৮ : ১৮) 'তাক্'লীদ' শব্দটিকে প্রায় এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ত'াহ'াব'ীর মতে কোন মায্'হাবের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া ফিক্'হের বিধান নির্ণয় প্রসঙ্গে হ'াদীছে'র প্রতি লক্ষ্য রাখিলেও উহা তাক্'লীদ বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার পর তৃতীয় শতাব্দীতে মুজ্তাাহিদ (মূল হইতে ফিক্'হের বিধান নির্ণয় ব্যাপারে যোগ্য ব্যক্তি) সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গঠিত হইতে থাকিলে এবং পরবর্তী ইজ্তিহাাদ মুত্'লাক' (যাবতীয় বিধান সম্পর্কে ইজ্তিহাাদ) এবং প্রাসঙ্গিক ও অন্যান্য ইজ্তিহাাদের অগ্রগতি রহিত থাকিলে পরবর্তী শিক্ষিত জনসাধারণ পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞদের তাক্'লীদ করিতে আরম্ভ করে। অধিকাংশ সুন্নী মুসলিমের মত এই যে, গত কয়েক শতাব্দীর এবং বর্তমানের মুসলিমগণ তাহাদের পূর্বপুরুষের প্রামাণ্য শাস্ত্রানুশাসন মানিতে বাধ্য। ফিক্'হশাস্ত্রে কাহারও পক্ষেই পূর্ববর্তী-দের প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজস্ব কোন মত প্রকাশের অধিকার নাই। পরবর্তী সকলকে তাই মুক'াল্লিদ (অর্থাৎ যে তাক'লীদ করিয়াছে) বলা হয়। এই মতের সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয় যে পূর্ববর্তী ফাক'ীহ-গণই শুধু ফিক্'হশাস্ত্রের সূত্র নির্ধারণ এবং নিজস্ব মতামত প্রদান ব্যাপারে উপযুক্ত পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন।

শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধারণ লোকের জন্য তাক'লীদ জরুরী হওয়ার সার্বজনীন ধারণা সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে ইহা দাবী করা হয় যে, তাঁহারা যেন দলীল-প্রমাণযোগে নিজ নিজ মুজ্তা-হিদের ইজ্তিহাাদের নির্ভুল হওয়া সম্পর্কে অবহিত থাকেন। একাধিক মুজ্তাহিদ থাকায় মুক'াল্লিদের পক্ষে ইচ্ছামত তাহাদের মধ্যে যে কোন একজনকে অনুসরণ করা চলিবে। ইমাাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মতে কে কোন্ মুজ্তাহিদকে অনুসরণ করিবে তাহা সে প্রথমে স্থির করিয়া লইবে এবং পরে সে পুরোপুরি-ভাবে তাঁহারই অনুসরণ করিবে। আইনত মুক'াল্লিদের পক্ষে বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন মুজ্তাহিদের অনুসরণ করা চলে। ইহাতে সাধারণত সুবিধাবাদের আশ্রয় নেওয়া হয় বলিয়া দোষাবহ। কিন্তু কার্যত লোকে সাধারণভাবে চারি মায্'হাবের যে কোন একটিকে মানিয়া চলে। এক মায্'হাব ছাড়িয়া অন্য মায্'হাব গ্রহণের বেশ কিছু সংখ্যক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। অবশ্য এই প্রকার মায্'হাব পরিবর্তন অনুমোদনযোগ্য কিনা সেই বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। প্রায়ই এইরূপ হয় যে, কোন একটি বিশেষ সমস্যায় মানুষ অন্য মায্'হাবের মতামতের সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। ফিক্'হ গ্রন্থাদিতেও কখনও কখনও ইহার সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তাক্'লীদের প্রয়োগ ফিক্'হের বিধানসমূহের অনুসরণ সম্পর্কেই হইয়া থাকে। ধর্মমতের মৌলিক ব্যাপারসমূহে অর্থাৎ 'আক'াইদ ব্যাপারে (যথাঃ আল্লাহ্র অস্তিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে) 'তাক্'লীদ' সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। এক দলের মতে ইহাতেও তাক্'লীদ অবশ্যই করিতে হইবে। অপর একদলের মতে ইহাতে তাক্'লীদ অবাঞ্ছনীয়।

তৃতীয় দল দৃঢ়তার সহিত দাবী করেন যে, 'আক'াইদ-এর ব্যাপারে তাক্'লীদ সম্পূর্ণরূপে অচল। কারণ এই ব্যাপারে বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন, অথচ তাক্'লীদ দ্বারা ইহার আশা করা যায় না। আইনের ব্যাপারে তাক্'লীদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইলেও যাবতীয় সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে ইহা নির্বিবাদে কার্যকরী করা হয় নাই। পরবর্তীকালেও বহু বিশেষজ্ঞ সকল যুগেই ইব্ন দাক'ীক' আল-'ঈদ অথবা সুয়ূত'ীর ন্যায় একজন মুজ্তাহিদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। আল-জুওয়ায়নী ও সুয়ূত'ী অবাধ ইজ্তিহাাদ করার অধিকার দাবী করিয়াছেন। নীতির খাতিরে অন্যান্য দিক হইতেও তাক্'লীদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে।

একথা সত্য যে, ইমাম গ'াযালী (র) শুধু বাতি'নী শী'আঃ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই তাক্'লীদের আপত্তি তোলেন নাই, যেমন সচরাচর বলা হইয়া থাকে ; বরং তাঁহার আপত্তি বাদশ ইমাম-পন্থীদের বিরুদ্ধেও দেখা যায়। তাঁহার মতে কোন একজন বিশেষ লোককে অভ্রান্ত ইমাম বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং সুন্নীদের কোন বিশ্বস্ত লোককে পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করা এক নহে। [যদিও ইসমা'ঈলী সম্প্রদায় এই ব্যাপারে যুক্তি দেখাইয়া থাকে যে, ইমামগণ তাহাদের ইচ্ছাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে (নাস্'স্') ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আদেশ পালনের ব্যাপারে তাক্'লীদের প্রশ্ন অবান্তর]। যাহা হউক, দাউদ ইব্‌নু 'আলী, ইব্‌ন হ'াযম ও অন্যান্য জ'াহিরী বিশেষত তাক্'লীদের নিন্দা করেন এবং তাঁহারা পরবর্তী শাস্ত্রজ্ঞদের জন্য ইজতিহাদকে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দেন। এইজন্যই জ'াহিরী সম্প্রদায় বহু সূ'ফী সাধকের সহানুভূতি লাভ করিয়াছেন, কারণ শারী'আতের ব্যাপারে সূ'ফীদের দৃষ্টিভঙ্গি তাক'লীদের অনুকূল নহে।

মহান পূর্বসূরিদের (সালাফু'স-স'ালিহ্'ীন) সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ফিক্'হশাস্ত্রে পরবর্তীকালে সংযোজিত বহু বিষয় ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ (র) এবং ইব্‌ন ক'ায়্যিম আল্-জাওযীয়ার ন্যায় মনীষিগণ বর্জন করেন এবং প্রচলিত গতানুগতিক তাক্'লীদ প্রথার নিন্দা করেন। ওয়াহ্‌হাবী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ওয়াহ্‌হাবী সম্প্রদায়—যাহারা সাধারণত হাম্বালী মায্'হাবের অনুসারী, তাক'লীদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। ওয়াহ্‌হাবীগণ ও তাঁহাদের বিরোধীদের মধ্যে ইজ্‌তিহাদ ও তাক'লীদ-এর প্রশ্নই বিচার-বিতর্কের প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। সংস্কারপন্থী সালাফিয়্যাঃ আন্দোলনের মধ্যেও তাক্'লীদের সমর্থন পাওয়া যায়। তাক্'লীদ অস্বীকার ব্যাপারে ওয়াহ্‌হাবীগণই তাহাদের চরম বিরোধী আধুনিকপন্থীদের জন্য পথ পরিষ্কার করেন। পরে উভয় দলই তাক্'লীদের নিন্দা করে এবং নূতন ইজ্‌তিহাদের দাবী জানায়। তৎপর আধুনিকপন্থিগণ ইজ্‌তি-হাদ ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের শর্ত ও নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করিয়া যথেচ্ছা ইজ্‌তিহাদে প্রবৃত্ত হয়।

অন্যদিকে সম্প্রতি মিসরের আইন পরিষদ যতদূর সম্ভব প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থাদির উপর ভিত্তি করিয়া শারী'আতের অতি আধুনিক সমস্যারও সমাধান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। অবশ্য এই পন্থা গতানুগতিক তাক্'লীদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; ওয়াহ্‌হাবীদের ন্যায় ঐ একই কারণে ইবাদি'য়্যারাও তাক্'লীদকে অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মুজ্‌তাহিদগণ সম্মিলিতভাবে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাকে ইজ্‌মা' দ্বারা সমর্থিত বলিয়া মনে করা হয়।

সর্বশেষে শী'আঃগণ তাক্'লীদের প্রাচীন প্রথা হইতে ভিন্নতর মত পোষণ করিয়া থাকে। দ্বাদশপন্থীদের মতে গুপ্ত ইমামের গোপন থাকাকালে তাঁহার স্থলবর্তী হিসাবে মুজ্‌তাহিদগণ জাতিকে পথ দেখাইবেন। ধর্মীয় ব্যাপারে মুজ্‌তাহিদগণ শিক্ষকরূপে সর্বদা উপস্থিত থাকার কারণে মৃত ব্যক্তির তাক্'লীদ নিষিদ্ধ। এই সম্বন্ধে খুঁটিনাটি আলোচনা বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে॥

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Lane, l. c., (২) কাশ্‌শাফ, প্রাগুক্ত ; (৩) Juynboll, Handleiding, 3rd ed., p. 23 প. and Note 13 ; (৪) Snouck Hurgronje, Versprei de Geschriften, ii, passim ; (৫) Goldziher, Vorlesungen uber den Islam (দ্র. the index), (৬) ঐ লেখক, Streitschrift des Gazali, p. I. প., (৭) Asin Palacios, Abenhazam, i. p. 141 প. ; (৮) R. Hartmann, Die Krisis des Islam ; (৯) 'ইবাদ'ীদের জন্য Milliot and Giacobetti, in REI, 1930, p. 222, (১০) ইছ্'না 'আশারিয়্যাঃ শী'আদের জন্য C. Frank, in Islamica, ii, p. 171 প.।

J. Schacht (S.E.I.)/গোলাম সামদানী কোরায়শী

তাক্‌লীফ (تكليف) অর্থ কাহারও উপর দাবী-দাওয়া বা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা। ইহাতে এমন কিছু করিতে বলা হয় যাহার মধ্যে আয়াস ও কষ্ট বিদ্যমান। (Lane, Suppl., 3002c, লিসান, ১১ : ২১৮ : আমারাহু বিমা য়াশুক্'কু 'আলায়হি)। কু'রআনে এই ক্রিয়াটি বিভিন্নরূপে সাতবার আসিয়াছে (২ : ২৩৩, ২৮৬ ; ৪ : ৮৪, ৬ : ১৫২ ; ৭ : ৪২ ; ২৩ : ৬২ ও ৬৫ : ৭)। ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, কাহারও সামর্থ্যের বাহিরে কোন কাজ করিবার আদেশ দেওয়ার ইচ্ছা আল্লাহ্‌র নাই। ধর্মীয় পরিভাষা হিসাবে ইহার অর্থ হইতেছে, আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ অনুসারে বান্দাদের বিশ্বাস ও কর্তব্য পালনের প্রয়োজনীয়তা ; তাই অধিকাংশ শাস্ত্রবিদ ইহার আইনানুরূপ যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতেছে : এমন কোন কাজ করিতে বলা, যাহাতে আয়াস ও কষ্ট বিদ্যমান। এই সংজ্ঞা অনুসারে ইহা শুধু অবশ্য করণীয় এবং নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রযোজ্য। কিন্তু কতিপয় শাস্ত্রবিদ ইহার সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন যে, কোন কাজকে শারী'আতের অন্তর্গত বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য দৃঢ়ভাবে বলা। এই সংজ্ঞা অনুসারে তাক্‌লীফ মুস্‌তাহ'াব্‌ব্, মাকরূহ এবং মুবাহ' বিষয়েও প্রযোজ্য হয়।

অতঃপর এই ঐশী আদেশের অন্তর্ভুক্ত বা 'মুকাল্লাফ' কাহাকে বলা যায়, তাহা লইয়া কিছুটা মতভেদ বিদ্যমান। গৃহীত মত এই যে, প্রত্যেক সুস্থ, বুদ্ধিমান এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই মুকাল্লাফ। অবশ্য জিন্‌জাতিও এই তাক্‌লীফের অন্তর্গত। অন্তত হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর নুবুওয়াতের আওতায় জিন্‌দেরকেও শামিল করা হইয়াছে। কারণ জিন্‌দের প্রতিও মুহ'াম্মাদ (স') প্রেরিত হইয়া-ছিলেন। অন্যদের ভাগ্যে ইহা ঘটে নাই। একইভাবে ফিরিশ্‌তারাও ইহার অন্তর্ভুক্ত ; যদিও তাঁহাদের আনুগত্যের উপরেই শুধু তাক্‌লীফ প্রযোজ্য। কেননা বিশ্বাস তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃতিগতভাবেই অপরিহার্য। অনেকে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, যেহেতু আনুগত্য স্বাভাবিক-ভাবেই তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের প্রতি হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর নবী হওয়ার অর্থ এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কিছু নহে (জি তাশ্‌রীফি [হিমত্তু'ল-য়ার-বুরী], আল্-ফাদ'ালীর কিফায়াঃ-এর ব্যাখ্যা, কায়রো ১৩১৫, পৃ. ১৩)। মাতুরিদীগণ পূর্ব বর্ণিত কু'রআনের আয়াতের অনুসরণ করিয়া বেশ দৃঢ়তার সহিত বলেন, কোন বান্দার সাধ্যের অতীত কাজ করিবার জন্য আল্লাহ্ আদেশ করেন না ('আক'াইদ নাসাফী)। আল-'ঈজী তাঁহার মাওয়াকি'ফ্ (বুলাক সংস্করণ, ১২৬৬, পৃ. ৫৩৫-৫৩৭-এর মধ্য) গ্রন্থে আশ্'আরী মতের অনুসারী হিসাবে সমস্যাটিকে সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বলেন যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং কাজ কোন প্রকারেই সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। তাঁহার উপর কোন বাধ্যবাধকতা নাই এবং তাঁহার দ্বারা কোন মন্দ অনুষ্ঠিত হয় না। মুসলমানদের মধ্যে ইহা একটি সাধারণ গৃহীত মত যে, আল্লাহ্ কোন মন্দ (কাবীহ') করেন না এবং কোন প্রয়োজনীয় (ওয়াজিব) কাজ ত্যাগ করেন না।

মু'তাযিলীদের ধারণা এই যে, তাঁহার নিকট যাহা মন্দ তাহা তিনি করেন না এবং যাহা তাঁহার অবশ্য করণীয় তাহা তিনি করেন। বিস্তারিত জানিতে হইলে উপরে বর্ণিত মাওয়াকি'ফ এবং 'আক'াইদ নাসাফী গ্রন্থ দ্র.। সেখানে আল-'ঈজী এবং তাফ্তাযানী কর্তৃক এই সকল বিষয় পাণ্ডিত্য সহকারে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে উদ্ধৃত গ্রন্থগুলির সহিত Dictionary of technical terms গ্রন্থের তাক্দীর প্রবন্ধটি (পৃ. ১২৫৬) যোগ করুন।

D. B. Macdonald (S.E.I.)/গোলাম সামদানী কুরায়শী

তাকি'য়্যাঃ (تقية) অর্থ সতর্কতা, ভীতি (ত'াবারীর শব্দার্থ কোষে ত-ক'-অ শব্দ দ্র.), অথবা গোপনীয়তা অবলম্বন ; পারিভাষিক অর্থে অবস্থার চাপ অথবা ক্ষতি এড়াইবার জন্য ধর্মীয় কর্তব্য হইতে সাময়িক অব্যাহতি লাভের উপায়।

হযরত মুহ'ম্মাদ (স') ধর্মীয় ব্যাপারে আবেগের প্রশ্রয় দিতেন না। ধর্মনীতিতে তিনি প্রয়োজনবোধে ব্যতিক্রমের সুযোগ দানের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়াও প্রয়োজনের সময় ঈমান গোপন করা (১৬ : ১০৬), বিধর্মীদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন (৩ : ৩৮) এবং প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে নিষিদ্ধ খাদ্য আহারের অনুমতি (৬ : ১১৯) প্রদানের মধ্যে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু একই সময়ে তিনি তাঁহার প্রবর্তিত মত প্রকাশের অপরিহার্যতার উপর জোর দিয়াছেন এবং পূর্ববর্তী নবী, রাসূল ও সূ'ফীদের বীরত্বব্যঞ্জক আদর্শ সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন (৭৪ : ৭ ; ৫ : ৬৭ ; ৩ : ১৫২ প্রভৃতি)। ইহাতে বুঝা যায় যে, মূল লক্ষ্য হইতে কখনই ভ্রষ্ট হওয়া যাইবে না এবং লক্ষ্য-ভ্রষ্ট না হইয়া প্রয়োজনবোধে ইসলামের সাধারণ নিয়ম-কানুনের এক বা একাধিক ভঙ্গ করা অর্থাৎ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

খারিজী (দ্র.) সম্প্রদায়ের গোঁড়াপন্থীরাও তাকি'য়্যাঃ অননুমোদিত মনে করে নাই। যদিও আয্রাকি'দের মধ্যে ভীতির স'ালাতের (স'ালাতু'ল-খাওফ) প্রশ্নে প্রায়ই এই উদাহরণ উপস্থিত করা হয় যে, কোন ব্যক্তিই যেন স'ালাতের সময় তাহার ঘোড়া বা অর্থ চুরি যাওয়ার ভয়ে স'ালাত ভঙ্গ না করে। আবার ইবাদি'ী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সম্পর্কীয় ধারণা এত দূর গড়াইয়াছে যে, তাহাদের মতে তাকি'য়্যাঃ বিশ্বাসীদের পরিচ্ছদ, যাহার তাকি'য়্যাঃ নাই তাহার কোন ধর্ম নাই (জুমায়িল, ১৩ : ১২৭ প.)।

সুন্নী শাস্ত্রবিদদের মধ্যে এই প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অবশ্য ত'াবারী ১৬ : ১০৬ আয়াত সম্পর্কে (তাফসীর, বূলাক' ১৩২৩ প., ২৪ : ১২২) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি বাধ্য হইয়া মুখে ঈমানের কথা অস্বীকার করে কিংবা শত্রুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য তাহার অন্তরে ঈমান গোপন করিয়া রাখে, তাহার উপর দোষ বর্তাইবে না ; কারণ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগকে তাহাদের অন্তরের বিশ্বাস অনুসারেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। উপরিউক্ত আয়াতের এই যুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে 'আম্মার ইব্ন য়াসির (র) সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। কারণ, তিনি বাধ্য হইয়া মূর্তিপূজার পক্ষে এবং হযরত মুহ'াম্মাদ (স.)-এর বিরুদ্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেন, এই আয়াতের দ্বারা তিনি তজ্জনিত মানসিক গ্লানি হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে হিজরাতের ব্যাপারটির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বিশেষ কতক অবস্থার ফলে কোন মুসলিম যদি তাহার ধর্মবিশ্বাসের প্রকাশ্য স্বীকারোক্তিসহ কোন স্থানে বসবাস করিতে সমর্থ না হয়, তবে তাহাকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে হইবে, কেননা আল্লাহ্র পৃথিবী বিস্তৃত। স্ত্রীলোক, শিশু, আঁতুর এবং যাহারা ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণে আবদ্ধ তাহাদের জন্য তাকি'য়্যাঃ-র অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোন স্বাধীন স্বাবলম্বী ব্যক্তির পক্ষে কোন সুযোগ গ্রহণ অথবা হিজ্রাতে বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত হইবে না যদি অত্যাচার সহ্য সীমা অতিক্রম না করে। যেমন, কাহাকেও যদি অস্থায়ীভাবে কয়েদ বা বেত্রাঘাত করা হয় যাহাতে তাহার মৃত্যুর আশংকা থাকে না। যাহা হউক, তাকি'য়্যাঃ-কে এইভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে যে, অবস্থা বিশেষে ইহার অনুমতি পাওয়া যায় মাত্র, কোন অবস্থাতেই ইহা অবশ্যকরণীয় নহে। 'মুসায়লামা'-র হস্তে বন্দী দুইজন মুসলিমের কাহিনীতে বলা হইয়াছে, 'তাহাদের একজনকে বাধ্য করার ফলে, সে রাসূল (স')-এর বিরোধী দলকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, অথচ অন্যজন রাসূল (স')-এর জন্য জীবন দিয়াছিল। তাহাদের সম্পর্কে হযরত (স') বলিয়াছিলেন, "মৃত-ব্যক্তি তাহার সাধুতা এবং ঈমানের নিশ্চয়তা লইয়া গত হইয়াছে এবং গৌরব অর্জন করিয়াছে, তাহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। কিন্তু আল্লাহ্ অন্য ব্যক্তিকে অবকাশ দিয়াছেন, তাহার কোন শাস্তি হইবে না।"

শী'আঃ সম্প্রদায়ের নিকট তাকি'য়্যাঃ-র বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে ; প্রকৃতপক্ষে তাকি'য়্যাঃ-কে তাহাদের বৈশিষ্ট্য বলিয়া বিবেচনা করা হয়, যদিও স্বরূপ বিবেচনা অনেক সময় ন্যায়সঙ্গত নহে, যেমন নাস'ীরু'দ-দীন তূ'সী তাল্খীসু'ল্-মুহ'াস্'স'াল-এ ইমাম রাযীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন (১৩০৫ খৃস্টাব্দে মিসর হইতে প্রকাশিত 'মুহ'াস্'স'াল আফ্কারু'ল-মুতাক'াদ্দিমীন ওয়া'ল-মুতা'আখ্খিরীন-এর ১৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্র.)। শী'আঃ-দের মত এক উৎপীড়িত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সময়ের বীরত্বব্যঞ্জক বিদ্রোহ তাহাদিগকে খারিজীদের চাইতেও অধিকতর তাকি'য়্যাঃর ও ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত স্থাপনের সুযোগ দান করিয়াছে। এমন কি ইসমা'ঈলী সম্প্রদায়, যাহারা সাধারণত তাহাদের ধর্মমত গোপন রাখিতে উস্তাদ, তাহারাও নিজেদের ইমামদের সম্মুখে এই দাবী পেশ করিয়াছে, "যিনি তাঁহার অধীনে চল্লিশজন লোক থাকা সত্ত্বেও আপন দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন না তিনি ইমাম নহেন।" যায়দী সম্প্রদায় মনে করিত, বাদ্র যুদ্ধে উপস্থিত মুসলিম সৈন্য সংখ্যার সমান অনুচরসংখ্যা থাকিলে ইমামের পক্ষে তাকি'য়্যাঃ-র প্রয়োজন নাই। শী'আঃদের গ্রন্থাদি হইতে জানা যায়, তাহাদের বিরুদ্ধে সুন্নীদের একটি বিতর্কমূলক অনুযোগ এই যে, শী'আঃ সম্প্রদায় যেহেতু সক্রিয় মুজাহিদদের অনুসারী, তাই তাকি'য়্যাঃ-এর উপর নির্ভর করা তাহাদের জন্য উচিত হয় নাই। অন্য পক্ষে দ্বাদশ ইমামপন্থীরা তাহাদের ইমামদিগকে দৃঢ়তার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও প্রথম তিন খলীফার আমলে হযরত 'আলী (রা)-এর আচরণ এবং ইমাম মাহ্দীর আত্মগোপনকে তাকি'য়্যাঃর বিশেষ দৃষ্টান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ঈমান হৃদয়, মুখ এবং হাত দ্বারা প্রকাশ করিতে হয়। তবে কী ধরনের সত্যিকার বিপদে কিংবা বিপদাশংকায় "আল্লাহ্কে যাহা সন্তুষ্ট করে তাহা করার আদেশ এবং আল্লাহ্কে যাহা অসন্তুষ্ট করে তাহার নিষেধাজ্ঞা" ব্যতিক্রম হইতে পারে সে বিষয়ের উপর বহু যুক্তিতর্ক সহকারে একটি সম্ভাব্য বিধি প্রণীত হইয়াছে। যদি কেহ নিশ্চিত হয় যে, তাহার নিজের উপর, তাহার সম্পদ ও সহধর্মীদের উপর বিপদ বা ক্ষতি নামিয়া আসিবে তবে তাহার হাত ও

জিহ্‌বা দ্বারা ঈমান প্রকাশের বাধ্যবাধকতা হইতে সে মুক্ত হইবে।

'আত্মগোপন' শী'আঃ জীবনী গ্রন্থাদির একটি বৈশিষ্ট্য। স্বীকৃতির জন্য কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ না করিয়া বলা হইয়াছে যে, বীর ব্যক্তিরাও বাধ্য হইয়া নিষিদ্ধ মদ্যপানের দ্বারা ইসলামের নীতি লংঘন করিয়াছেন। সুন্নীদের ধারণা এই যে, কোন নবীর পক্ষে তাঁহার কর্তব্য বিষয়ে তাকি'য়্যাঃ অবলম্বন করা সম্ভব নহে, কেননা ইহাতে ওয়াহ্'য়ি সম্পর্কিত ধারণা অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে। শী'আঃ-দের নিকট তাকি'য়্যাঃ স্বেচ্ছামূলক আদর্শ নহে (খাওয়ান্‌সারী, 'রাওদা'তু'ল-জান্নাত, তেহরান ১৩০৬, ৪র্থ, ৬৬ প.); কিন্তু যে কোন ব্যক্তির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক জিহাদ হইতে বিরত থাকা এবং ধর্ম ও সহধর্মীদের জন্য নিজেকে রক্ষা করা উচিত।

শেষ কথা এই যে, তাকি'য়্যাঃ-র মূল ভিত্তি হইল সংকল্প (নিয়্যাঃ)। এইজন্য এ প্রসঙ্গে সর্বদাই আমরা সংকল্পের (নিয়্যাঃ) প্রতি মনোযোগী হওয়ার কথা পাইয়া থাকি। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে ঈমান প্রকাশের বৈধতার সহিত শুধু ইহাকে সম্পর্কিতই করা হয় নাই; বরং ইহা একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। সুতরাং বাধ্য হইয়া ঈমান-বিরোধী কোন কাজ বা বিধর্মীদের সহিত পূজা-অর্চনা করিলে সে ক্ষেত্রে নিয়্যাতেরই বিবেচনা হইবে।

তাকি'য়্যাঃ-র মধ্যে নৈতিক সঙ্কট প্রচুর। কিন্তু ইহা অন্যান্য ধর্মের অনুরূপ বিষয়ের সহিত তুলনীয়, এমন কি সূ'ফীদের মধ্যে প্রচলিত অনুরূপ বিষয়াদির সঙ্গেও। বাধ্য হইয়া মিথ্যা বলা আসলে মিথ্যা কিনা, বাধ্য হইয়া ঈমান অস্বীকার করা আসলে ঈমানের অস্বীকৃতি কিনা—এই প্রশ্নটি আত্মগোপনকারীর উত্থাপন করার কথা নয়; কারণ তখন এই মিথ্যা বা অস্বীকৃতির ফলে কী নষ্ট হইতে পারে, সে সম্পর্কে খুব একটি নিশ্চিত ধারণা তাহার থাকে না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Goldziher, in ZDMG, lx (1906), p. 213-226, সেখানে আরও সূত্রের উল্লেখ আছে। সুন্নী বরাতসমূহ : (২) বুখারী, কিতাবু'ল-ইকরাহ; (৩) আল-কুশ্‌রী, মুখ্‌তাসা'র, কাসান ১৮৮০, পৃ. ১৬২; (৪) আন-নাওয়াব'ী, মিন্‌হাজু'ত-তা'লিবীন, ed. van den Berg, Batavia 1812—1884, 2 : 433; খারিজী বরাতসমূহ : (৫) আল-বাসীব'ী, মুখ্‌তাসা'র, জাঞ্জিবার ১৩০৪, পৃ. ২২৩; (৬) জুমায়্যিল ইব্‌ন খামীস, কা'মূসু'শ-শারী'আঃ, জাঞ্জিবার ১২৯৭—১৩০৪, ১৩ : ১২৭ প., ১৫৭; যায়দী বরাতসমূহ : (৭) পাণ্ডু-লিপি, বার্লিন ৯৬৬৫, পত্র ৩৫ ক; (৮) ৪৮৭৮, পত্র ১৬ খ; (৯) van Arendonk, De Opkomst van het Zaidietische Imamaat in Yemen, Leyden 1919, দ্র. Index; (১০) Strothmann, Das Staatsrecht der Zaiditen, Strassburg 1912, p. 90 প.; ইমামীগণের বরাতসমূহ : (১১) জা'ফার ইব্‌নু'ল-হ'সায়ন আল-হি'ল্লী, শারাইউ'ল-ইসলাম, St. Peter'sburg 1862, পৃ. ১৪৯ প.; (১২) ইব্‌নু'ল-মুত'হ্‌হার আল-'আল্লামাঃ আল-হি'ল্লী, মুখ্‌তালা-ফু'শ-শী'আঃ, তেহরান ১৩২৩, ২য়, ১৫৮ প.; (১৩) Horovitz, in Isl, ৩ : ৬৬-৬৭; দ্রূজদের বরাতসমূহ : (১৪) Manuser. Berlin Mg 814 (not in Ahlward), fol. 11 b; (১৫) ইব্‌ন হা'যম, আল-ফিস'াল ফি'ল-মিলাল, কায়রো ১৩১৭, ৩য়, ১১২ প.; ৪র্থ, ৬; (১৬) আশ-শা'রানী, মীযান, প্রশ্নটি সম্পর্কে আধুনিক সাধারণ গবেষণা মাহ'মূদ শুকরী আলূসী মুখ্‌তাসা'রু'ত্‌-তুহ্'ফা-তি'ল্-ইছ্‌না 'আশারিয়্যাঃ, বাগ'দাদ ১৩০১, পৃ. ১৮৮—১৯৪।

R. Strothmann (S.E.I.)/গোলাম সামদানী কোরায়শী

তাজ্‌ব'ীদ (تجويد) ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সুন্দর করা, সজ্জিত করা। পারিভাষিক অর্থে কু'রআন তিলাওয়াত বিদ্যা বা 'ইল্‌ম কি'রাআঃ। প্রতিটি বর্ণকে অনায়াসে এবং স্বাভাবিকভাবে যথাযথ উচ্চারণ করিবার প্রণালী। তাজ্‌ব'ীদ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) তার্‌তীল বা ধীর পঠন, (২) হা'দ্‌র বা দ্রুত পঠন, (৩) তাদ্‌ব'ীর বা সাবলীল পঠন। তাজ্‌ব'ীদ বা পঠন-অলংকার পবিত্র ভাষা উচ্চারণে জিহ্‌বাকে ত্রুটিমুক্ত রাখে। ব্যঞ্জনবর্ণের যথাযথ উচ্চারণ বিবেচনা করা ছাড়াও এই বিদ্যা যতি, শৃঙ্খলা, 'ইমালাঃ' বা আলিফ ও 'য়া' ধ্বনির সঙ্গতি প্রবণতা এবং ইহার সংকোচন সম্পর্কে আলোচনা করিয়া থাকে।

সমুদয় ব্যঞ্জন বর্ণ দুইটি ভাগে বিভক্ত : (১) মুস্‌তা'লিয়্যাঃ সমুন্নত। এই বর্ণসমূহ উচ্চারণে জিহ্‌বা তালুর দিকে উন্নীত হইয়া থাকে। ইহারা ظ-ط-ض-ص-خ-ق-غ। ইহাদের প্রতিটিই জোরালো। তন্মধ্যে ظ-ط-ض-ص অধিকতরভাবে এই ধর্মী। (২) মুস্‌তাফিলাঃ 'অবনমিত', কারণ এই বর্ণগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্‌বা তালুর নিম্নে অবস্থান করে। এইগুলিকে সরল ব্যঞ্জন বলা হয় অর্থাৎ এইগুলি জোরালো নহে। অবশ্য 'রা' এবং 'লাম্‌' নিম্নের প্রসঙ্গসমূহে জোরালো হইয়া থাকে। 'রা' যখন 'দা'ম্মাঃ' বা 'ফাত্‌হা'ঃ' দ্বারা উচ্চারিত হয়, তখনই জোর বা দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। 'রা' যদি কোন মূল বা 'বরগত' কাস্‌রাঃ-দ্বারা উচ্চারিত হয়, যদি অনুচ্চারিত ও মূল কাস্‌রাঃ-এর অনুগত হয়, সর্বশেষে যদি 'রা' ও কাস্‌রাঃ একই শব্দের অন্তর্গত এবং ইহার পরে কোন মুস্‌তা'লিয়্যাঃ ব্যঞ্জনবর্ণ না থাকে, তবে ইহাতে জোর বা দৃঢ়তা প্রকাশ পায় না। 'লাম' ব্যঞ্জনবর্ণটি 'আল্লাহ' ও 'আল্লাহুম্মা' শব্দদ্বয়ে তখনই জোরালো হয়, যখন ইহারা 'ফাত্‌হা'ঃ' বা 'দা'ম্মাঃ' দ্বারা পরিবর্তিত কোন ব্যঞ্জন বর্ণের অনুগত হইয়া থাকে। যেমন : قال الله يقول الله, اللهم, يقول الله, قال اللهم। শব্দান্তের নূন ও তান্‌ব'ীন যদি ছয়টি কণ্ঠ্যধ্বনি (ع-ح-غ-خ-ء-ه)-এর যে কোন একটি দ্বারা অনুসৃত হয়, তবে ইহাদের যথার্থ উচ্চারণ রক্ষা পাইয়া থাকে। অনুচ্চারিত নূন ও তান্‌ব'ীন পরবর্তী ى, ر, ل, و এবং ن বর্ণের সহিত সমীকৃত হয়। এই সমীকরণ ر ছাড়া অন্যত্র অনুনাসিকতার (غنة) সৃষ্টি করে। যদি নূন ও তান্‌ব'ীনবিশিষ্ট শব্দটি উপরিউল্লিখিত বর্ণাদি ব্যতীত অন্য বর্ণে শেষ হয়, তবে ইহাদের প্রকৃত উচ্চারণ রক্ষিত হয় না এবং সেই ক্ষেত্রে সমীকরণ সম্পন্ন নহে। এই নিয়মে অনুচ্চারিত م যাহা পরবর্তী م-এর দ্বারা সংকুচিত হয়, তাহার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, অবশ্য ইহা যদি কোন উচ্চারিত ر-র অগ্রগামী হয়, তবে এই নিয়মের পরিবর্তন ঘটে। অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহার যথার্থ উচ্চারণ রক্ষিত হয়।

সংকোচন দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) অধিক—যেখানে উভয় ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণবিশিষ্ট, যেমন مالك كم (সূরা ৭৪ : ৪২), সেখানে ইহার উচ্চারণ হয় মা্‌ সালাক্কুম। (২) সামান্য—যেখানে প্রথম ব্যঞ্জনটি অনুচ্চারিত এবং দ্বিতীয়টি উচ্চারিত হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নির্দিষ্ট কারক অব্যয় (ال)-এর ل বর্ণটি যদি 'শাম্‌সী' বর্ণাদির পূর্বে থাকে তবে তাহা সমীকৃত হয়। শাম্‌সী হরফগুলি এই (ط-ظ-ل-ن-ت-ث-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض)। শব্দান্ত গত ا, و, ى-এর পূর্বে যদি যথাক্রমে সমশ্রেণীয় স্বরবর্ণ থাকে, তাহা হইলে স্বর দীর্ঘ হওয়া উচিত; ا, و ও ى-এর পূর্বে

যদি ফাত্হ'াঃ থাকে, তবে ইহারা কোমল স্বরে পরিণত হয়। হাম্যাঃ উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত উভয়ই হইতে পারে। শেষের পর্যায়ে ইহার স্বরকে পূর্বের অনুচ্চারিত ব্যঞ্জনের সহিত যোগ করিতে হইবে। হাম্যাঃ যদি অনুচ্চারিত হয়, (অবশ্য অন্ত্যস্বর লোপের ফলে নহে) তবে ইহার পূর্ববর্তী বর্ণের সমপর্যায়ী কোন দীর্ঘবর্ণে পরিবর্তিত হইতে পারে। যদি কোন হাম্যাঃ-এর পূর্বে হ'ার্কাতযুক্ত হামযাঃ থাকে এবং উহা অনুচ্চারিত হয়, তবে দ্বিতীয় হামযাঃটির উচ্চারণ অসম্পূর্ণভাবে কোমল হইয়া থাকে এবং স্বরধ্বনি তখন 'সুকূন'-এ পর্যবসিত হয় যদি পূর্ববর্তী হামযা যথাক্রমে দ'াম্মাঃ, কাস্রাঃ এবং ফাত্হ'াঃ বিশিষ্ট হয়, তবে পরবর্তীটি و 'ى এবং ا-এ পরিণত হইয়া থাকে, যেমন যথাক্রমে اوتى ,ايناء ,آلى। যদি উভয় হামযার স্বর এক হয়, তবে দ্বিতীয়টি লোপ পায় এবং পরবর্তী দুইটি শব্দের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, যেমন جاء اجلكم।

কু'রআানের আয়াতসমূহ যদিও চিহ্নাদির দ্বারা পৃথক করা হইয়াছে, তথাপি এই সকল চিহ্নে বিশেষ বিশেষ বিরাম ব্যতীত পাঠ করা যায় না। অবশ্য পূর্ণ বিরাম তখনই সম্ভব, যখন কোন আয়াত কিংবা আয়াতসমূহের অর্থ সম্পূর্ণ হয় এবং একটা সর্বাঙ্গীন ঐক্য লাভ করে। কু'রআানের শুদ্ধতম অনুলিপিগুলিতে, যে সকল স্থানে বিরাম অনুমোদন করা হয় নাই, তথায় 'লা' (لا = না) চিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম রহিয়াছে। যদি 'আম্মা, মিম্মা, হুম্মা ইত্যাদি শব্দে পূর্ণ বিরাম ঘটে, তবে শেষে একটি অনুচ্চারিত ه যোগ করিবার রীতি বিদ্যমান। এই ه-কে অনুচ্চারিত ه বলা হয়। কিছু সংখ্যক 'ক'ারী' অবদমিত অন্ত্য ى উচ্চারণ করিয়া থাকেন। যেমন 'ওয়াাকি'ন্', 'হাাদিন' ইত্যাদি। অন্য দিকে অনেকে ইহার 'সুকূন' এবং স্বরকে ত্যাগ করিয়া থাকেন, যেমন 'ওয়াাক'', 'হাাদ' ইত্যাদি। যদি কোন শব্দের অন্তে হাম্যাঃ থাকে এবং ইহার পূর্বস্বর ى কিংবা و হয়, তবে পূর্ববর্তী বর্ণের সহিত ইহার সমীকরণ হইয়া থাকে, যেমন অনেকে برى-র স্থলে برى বলেন, বিশেষভাবে হামযার পরে। কর্তৃ কারকের তানব'ীনের 'আন'-এর স্থলে আলিফ হয়।

স্ত্রীলিঙ্গের একবাচনিক শব্দের অন্ত্য 'তা' (ة) অনচ্চারিত 'হা' (ه)-তে পরিণত হয়। শব্দান্তের স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনের স্বর লোপ পায়। অনেক সময় ইহা 'রাওম' দ্বারা অর্ধোচ্চারিত এবং অনেক সময় ফরাসীর শেষ প্রান্তে অবস্থিত 'ও' ধ্বনির ন্যায় (ইশ্মাম) উচ্চারিত হইয়া থাকে। যদিও উচ্চারণের এই শেষোক্ত নিয়মটি অন্তে কাসরাঃ-শিষ্ট শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। অনেকে বলেন, 'রাওম' এবং 'ইশ্মাম' শুধু দ'াম্মার ক্ষেত্রে কার্যকরী হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সুয়ূত'ী, আল-ইত্ক'ান, কায়রো ১৩০৬, ১খ, ৮৭—১০৫; (২) খানাব'ী, কাশ্শাফু'ল-ইস্তি'লাহ'াত, Constantinople, ১/২১৬; (৩) 'আলী ইব্ন সুল্ত'ান আল-ক'ারী, আল-মিনাহু''ল-ফিকরিয়্যাঃ 'আলা মাত্নি'ল-জাযারিয়্যাঃ, এবং হ'াশিয়ায় যাকারিয়্যা আল-আন্স'ারী, আদ'-দাক'াইকু''ল-মুহ'কামাঃ ফী শারহি''ল-মুক'াদ্দিমাতি'ল-জাযারিয়্যাঃ, কায়রো ১৩৪৪; (৪) সুলায়মান আল-জাম্যূরী, ফাত্হ''ল-আক'ফাল বি শার্হ' তুহ'ফাতি'ল-আত্'ফাল এবং ইহার পর অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত ফাত্হু''র-রাহ'মান ফী তাজব'ীদি'ল-কু'রআান, কায়রো ১৩৪৩; (৫) শায়খ তা'াহির আল-জাযাাইরী, তাদরীবু'ল-লিসান 'আলাা তাজ্ব'ীদি'ল-বায়ান, ৩২১ হি., সমাপ্ত, বৈরুত সং. শায়খ মুতাওয়াল্লী, ফাতহু''ল-মু'ত'ী ওয়া গু'ন্য়াতু'ল-মুক্'রী ফী শার্হ' মুক্'াদ্দিমাঃ ওয়ার্শ আল-মিস'রী, কায়রো ১৩০৯ হি.; (৬) আবূ রীমাঃ, হিদায়াতু'ল-মুস্তাফীদ ফী আহ্'কামি'ত-তাজ্ব'ীদ, কায়রো ১৩৪৪ হি.; (৭) জুরজাানী, তা'রীফা'াত, দ্র. প্রবন্ধ তারতীল; (৮) বুখারী, মুহ'ীতু'ল-মুহ'ীত', দ্র. সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ, ১খ, ৩১৪; (৯) 'আবদু'ন-নাবী ইব্ন 'আবদি'র-রাসূল, জাামিউ'ল-'উলূম, হায়দ্রাবাদ হি. ১৩২৯, ১খ, ২৭৪; (১০) ইবনু'ল-ক'াসি'হ', সিরাজু'ল-ক'ারী আল-মুব্তাদী ওয়া তায'কারাঃ আল-কারী আল-মুন্তাহী, শার্হ'হির্যি'ল-আমানী ওয়া ওয়াজ্হি'ত-তাহানী লি'শ-শাতি'বী, কায়রো ১৩৪১ হি., বিশেষ করিয়া পৃ. ৩৬-১২০; (১১) O. Pretzl, Die Wissenschaft der Koranlesung, Islamica vi (1933—4); (১২) G. Bergstrasser, Koranlesung in Cairo, in Isl. xx, xxi (1932—3); (১৩) J. Cantineau et L. Barbes, La Recitation Coranique a Damas set a Alger, in AIEO vi (Alger 1942—7), 66—107.

Moh. ben chenab (S.E.I.)/গোলাম সামদানী কোরায়শী

তাফসীর (تفسير) ব.ব. তাফাসীর অর্থ ব্যাখ্যা ভাষ্য; বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা অর্থে ব্যবহৃত পরিভাষা, "শারহ্'" শব্দের বিকল্প; যেমন এ্যরিস্টটলের গ্রীক এবং 'আরবী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শারহ্' ব্যবহৃত হয়।

ইসলামে শব্দটি বিশেষভাবে কু'রআানের ব্যাখ্যা এবং পবিত্র গ্রন্থের ভাষ্য বিজ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে 'ইলমু'ল-কু'রআান ওয়া'ত-তাফ্সীর নামক জ্ঞানের শাখাটি হ'াদীছে'র বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ইহা মাদ্রাসাঃ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাফ্সীর নামে অভিহিত বিষয়াদির মধ্যে সাধারণ বিষয় অতি সামান্য। অধিকাংশই ধারাবাহিক ভাষ্য যাহাতে যথাক্রমে পবিত্র গ্রন্থের আয়াতের অংশ এবং অনেক সময় শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বহু ভাষ্যের মধ্যে ত'াবারী, যামাখ্শারী, ফাখরু'দ-দীন রাযী এবং বায়দ'াব'ীকৃত ভাষ্যগুলি অধিক সুপরিচিত (সংশ্লিষ্ট নিবন্ধাবলী দ্র.)।

'ইল্ম তাফ্সীর ইসলামের প্রারম্ভ কালেই উদ্ভূত হইয়াছিল। যেমন ইব্ন 'আব্বাস (মৃ. ৬৮ হি.) এই বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার এই বিষয়ে একটি গ্রন্থও রহিয়াছে। সাম্প্রতিককালে Goldziher, Lammens প্রমুখ সমালোচক এই সমুদয় বিরাট সংকলনে সংগৃহীত হ'াদীছ'সমূহের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। প্রাথমিক যুগে সংগৃহীত হ'াদীছ'গুলির তেমন সমালোচনা না হইলেও পরবর্তী যুগে হ'াদীছ' সমালোচনা পদ্ধতির উন্নতি হয় এবং ফলে এই সমস্ত গ্রন্থে সংগৃহীত হ'াদীছ'গুলি বাছিয়া লওয়া সম্ভব। এইগুলির মধ্যে কিছু কিছু দুর্বল হ'াদীছ' থাকিলেও অধিকাংশ হ'াদীছ'ই গ্রহণযোগ্য। সাম্প্রতিককালে শায়খ মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকের দ্বারাই আধুনিক যুগোপযোগী এবং সংস্কারধর্মী দৃষ্টিভঙ্গীর বাহন হিসাবে কতিপয় নূতন তাফ্সীর গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে।

মূলে তা'ব'ীল শব্দটি তাফ্সীরের সামর্থক ছিল। কিন্তু কালক্রমে শব্দটি কু'রআানে বর্ণিত বিষয়াদির হ'াদীছ' নিরপেক্ষ ব্যাখ্যার পরিভাষা হিসাবে পরিচিত হইয়া পড়ে। অন্যদিকে তাফ্সীর শব্দটি ভাষার তাত্ত্বিক টীকাসহ ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কতিপয় দল যেমন, ইখ্ওয়ানু'স'-স'াফা, সূ'ফী এবং শী'আঃ

সম্প্রদায় তাঁহাদের অনুসারীদের নিকট কু'রআনের বিষয়বস্তুকে গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য নিজেদের মতানুসারে তা'ব'ঈলের সাহায্য গ্রহণ করেন। ফলে কু'রআনের বাতনিক ব্যাখ্যার সমপর্যায়ে একটি রূপক ব্যাখ্যার সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে বহু অসংলগ্ন চিন্তা-ধারণা কু'রআনের মূল বচনের অর্থ হিসাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল রূপক ব্যাখ্যার কিছু কিছু বিষয়, যেমন Goldziher নির্দেশ করিয়াছেন, আলেকজান্দ্রিয়াবাসীদের নিকট হইতে এবং বিশেষভাবে গ্রীক দার্শনিক ভাবধারা হইতে আগত প্রভাবের অন্তর্গত। য়াহূদী সূত্রেও কিছু কিছু বর্ণনা ও ব্যাখ্যা তাফসীরে অনুপ্রবেশ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সুয়ূত'ী, ইত্'ক'ান (কায়রো ১২৮৭ হি.) ২খ, ২০৪-৬ ; (২) Goldziher, Muhammedanische Studien, ii, (Halle 1890), 206 ; (৩) ঐ লেখক, Die Richtungen der islamischen Koranauslegung (Leiden 1920); (৪) ঐ লেখক, Streitschrift des Gazali gegen die Batiniya—Sekte (Leiden 1916), p. 50 ; (৫) Carra de Vaux, Les Penseurs de l'Islam, vol. iii. (Paris 1923). Chap. xi. ; (৬) Noldeke-Schwally, Gesch. d. Qorans, Vol. ii. ; (৭) Blachere, Introduction au Coran (Paris 1947), pp. 221—240 ; (৮) A. Jeffery, Islam xx, pp. 301—8.

B. Carra de Vaux (S.E.I.)/গোলাম সামদানী কুরায়শী

তাবূক : (দ্র. মুহ'াম্মাদ স')।

তানাসুখ (تناسخ) ইহার অর্থ আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি, জন্মান্তর। মৃত্যুর পর আত্মা দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, ইহা হিন্দুদের সুদূরপ্রসারী বিশ্বাস এবং মুসলিম বিশ্বের কতিপয় মুলহি'দ সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই বিশ্বাস বিদ্যমান। যে সকল মুসলিম গ্রন্থকার এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এই বিশ্বাসকে বাংলা-পাক-ভারতের হিন্দুদের উপর আরোপ করিয়াছেন, পিথাগোরীয়দের উপর আরোপ করেন নাই।

আল-বীরূনীকৃত কিতাবু'ল-হিন্দ গ্রন্থে 'জন্মান্তর' সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট অধ্যায় আছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস যেমন ইসলাম ধর্মের মূলনীতি, তদ্রূপ পুনর্জন্মে বিশ্বাসও হিন্দু ধর্মের মূলনীতি। তিনি বাসুদেব, পতঞ্জলি হইতে উদ্ধৃত করত Plato, Proclus ও সূ'ফীগণের মতবাদের সহিত তাহাদের মতবাদের তুলনা করেন এবং হিন্দু দার্শনিকগণের এই মতবাদ লিপিবদ্ধ করেন : জগতের বহুবিধ বস্তুসম্ভার উপভোগ ও উপলব্ধির জন্য একটিমাত্র আয়ুষ্কাল অতি সংকীর্ণ।

শাহ্‌রাস্তানী স্বীয় জন্মান্তরবাদী মানব গোষ্ঠী প্রবন্ধে 'জন্মান্তরবাদ' শব্দটিকে অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে পুনর্জন্ম শব্দটি দ্বারা জীবন-পরম্পরা ও জগতের পুনর্জন্ম বুঝায়। তিনি বলেন, সকল জাতির মধ্যে হিন্দুগণই বিশেষভাবে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তাহারা অগ্নিতে জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাওয়ার পর ছাই হইতে উত্থিত রূপকথার ফিনিক্স (phoenix) পাখীর গল্প বর্ণনা করে এবং বলে যে, নিখিল বিশ্বেও এই একই নিয়ম কার্যকরী রহিয়াছে ; নির্দিষ্ট সংখ্যক আবর্তনের পর খগোল-মণ্ডল ও জ্যোতিষ্করাজি একই স্থানে প্রত্যাবর্তন করে এবং বিশ্ব পুনর্জন্ম লাভ করে। তাহাদের কাহারও কাহারও মতে এই আবর্তন-কাল ত্রিশ হাজার বৎসর ; আবার কাহারও কাহারও মতে তিন লক্ষ ষাট হাজার বৎসর। মাস'উদীও (মুরূজ, ১ : ১৬৩) এই বিরাট বিবর্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই কালচক্রকে সত্তর হাজার বৎসর বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রীস দেশীয় জ্যোতির্বিদগণও এই বিষয়ে অজ্ঞাত ছিলেন না এবং তাঁহারা ইহাকে 'মহাবর্ষ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

অপর মতে 'তানাসুখ'-এর অর্থ আমাদের এই নশ্বর জগতের সকল জীবে ঐশী সত্তার পরিব্যাপ্তি ও বিতরণ। শাহ্‌রাস্তানী বলেন, শী'আঃদের চরমপন্থিগণ (গু'লাত) তানাসুখে বিশ্বাস করিত এবং কোন কোন মানবদেহে ঐশী আত্মা বা আত্মার অংশ-বিশেষের অবতরণ বা ঐশী আত্মার মানবদেহ গ্রহণের মতবাদ (হু'লূল) তাহারা স্বীকার করিত। বহু জাতির এই প্রকার তানাসুখে বিশ্বাস আছে। মাযদাকী মেজাই (Magi), ভারতীয় ব্রাহ্মণ, দার্শনিক ও স'াবিঈনদের নিকট হইতে তাহারা এই বিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছে। হুজ্‌ব'ীরী এক শ্রেণীর সূ'ফী সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাহাদিগকে তিনি 'হু'লূলী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহারা মনে করে যে, সত্তা একমাত্র একটি, ইহা শাশ্বত এবং ঐশ্বরিক। এই সত্তাই বিভিন্ন দেহে গমন করে ও পরিব্যাপ্ত হয়। হুজ্‌ব'ীরী বলেন, বহু খৃস্ট ধর্মাবলম্বী এই মত পোষণ করে, যদিও তাহারা ইহা স্বীকার করে না। সাধারণত ভারতীয় হিন্দু এবং তিব্বত ও চীনের অধিবাসিগণ এই মত পোষণ করিয়া থাকে। অধিকন্তু শী'আঃ, ক'ারমাত'ীয়াঃ ও ইস্‌মা'ঈলীয়াঃ সম্প্রদায়ের মধ্যেও কিছু কিছু এই মত পোষণকারী লোক রহিয়াছে। জন্মান্তরবাদের চারিটি স্তর আছে, যথা : নাস্‌খ (নিশ্চিহ্ন হওয়া), মাস্‌খ (পরিবর্তিত হওয়া), ফাস্‌খ (পৃথক হওয়া) ও রাস্‌খ (দৃঢ় হওয়া)।

আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে, জন্মান্তর সম্বন্ধে জনসাধারণে প্রচলিত এই মতবাদে বিশ্বাস কোন কোন শী'আঃ সম্প্রদায়ে রহিয়াছে। শাহ্‌রাস্তানীর মতানুসারে মু'তাযিলাঃ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াইতে'র শিষ্যগণ বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম এক প্রকার জীব বেহেশ্‌তে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপর অবাধ্যতাদোষে দুষ্ট জীবদিগকে তিনি তাহাদের পাপের তারতম্যানুসারে কাহাকেও মানবাকারে আবার কাহাকেও পশুর আকারে আমাদের এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। পরে তাহারা নিজেদের পাপের স্খালন না হওয়া পর্যন্ত এক দেহ হইতে অপর দেহে বিচরণ করিতে থাকে।

ইসমা'ঈলীগণ পশুর দেহে মানবাত্মা গমন করে বলিয়া বিশ্বাস করে না। কিন্তু তাহারা পর্যায়ক্রমিক জীবন বিশ্বাস করে। তাহারা মনে করে যে, ইমামের পরিচয় লাভ না করা পর্যন্ত আত্মা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ভ্রমণ করিতে থাকে, ইমামের পরিচয় প্রাপ্তির পর আত্মা জ্যোতির্ময় জগতে প্রবেশ লাভ করে।

নুস'ায়রীগণ বিশ্বাস করে যে, তাহাদের ধর্মাবলম্বী গুনাহগার য়াহূদী, সুন্নী মুসলমান ও খৃস্টানরূপে জগতে প্রত্যাবর্তন করিবে। যাহারা 'আলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, এমন অবিশ্বাসিগণ উট, খচ্চর, গাধা, কুকুর অথবা এই প্রকার কোন জীবরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে। নুস'ায়রীদের মতানুসারে জন্মান্তরের সাতটি সোপান আছে। যে বিশ্বাসী আত্মা সাতটি সোপান অতিক্রম করিয়াছে সে প্রারম্ভে যে জ্যোতিষ্ক হইতে অবতরণ করিয়াছিল তাহাতে প্রত্যাবর্তন করিবে। অন্‌জ (Anz) ও দূস্‌সাউদ্ (Dussaud) এই মতবাদের সহিত এই মত সংযোজন করিয়াছেন যে, সপ্তস্বর্গ অতিক্রমপূর্বক

আত্মা সর্বোচ্চ সোপানে উন্নীত হইবে। ব্যাবিলন দেশে এই সম্ভবর্গ মতবাদের সৃষ্টি হইয়া পারস্য দেশের ধর্ম বিশ্বাসে এবং নব্য-আফ্লাতূ'ন ও মরমিয়াদের (Gnostics) মধ্যে বিস্তার লাভ করে। দুরুজগণ তাহাদের কতিপয় জনপ্রিয় ধর্মবিশ্বাস নুস'ায়রীদের নিকট হইতে গ্রহণ করে, অথচ উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হ'াম্যাঃ নুস'ায়রী তাহাদের বিরোধী ছিলেন। তাহারা বিশ্বাস করে যে, 'আলীর শত্রুদের আত্মা কুকুর, বানর ও শূকরের দেহে জন্মগ্রহণ করিবে। কুর্দ ও রাযীদীগণ মানব ও পশুর আকৃতিতে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে এবং তাহারা ইহাও বিশ্বাস করে যে, ৭২ বৎসর অন্তর অন্তর পুনর্জন্ম হইয়া থাকে। সায়্যিদ শারীফ জুরজানীর মতে (তা'রীফাত) আত্মার নবদেহ গ্রহণ করাকে তানাসুখ বলে; এই দেহান্তর গ্রহণে কোন বিরাম বা বিরতি থাকে না, বরং দেহের প্রতি প্রবল আকর্ষণের কারণেই আত্মা উহাতে প্রবেশ করে।

আস-সামারকান্দী নাস্খ (বিকল্পে নাসুখ) সম্বন্ধে বিস্ময়কর কাহিনীসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইতঃপূর্বে যাহারা রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহাদের বংশ হইতে বানর, শূকর ও অপরাপর জীবজন্তুর উদ্ভব হইয়াছে। কথিত আছে যে, সুহায়ল (Canopus-অগস্ত্য) তারকা ও যুহ্রা (venus-শুক্র) গ্রহ এককালে রাজা ও রাজকুমারী ছিল। তাহাদের পাপের দরুন আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে তারকামণ্ডলে স্থান দান করিয়াছেন। তৎপর 'আরব্য উপন্যাসে ও অন্যান্য গল্পে বর্ণিত দেহ রূপান্তরের কাহিনীসমূহ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মোটকথা, সুন্নী মুসলিমদের মতে তানাসুখ বা পূর্বজন্মে কিংবা পুনর্জন্মে বিশ্বাস ইসলাম-বহির্ভূত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-বীরূনী, কিতাবু'ল হিন্দ tr. Sachau, London 1910, ৫ম অধ্যায়; (২) শাহ্রাস্তানী, কিতাবু'ল-মিলাল ওয়া'ন-নিহ'াল, ed. Cureton, London 1842, ২খ, ২১৭ স্থা.; (৩) হুজ্‌বীরী, কাশ্‌ফু'ল-মাহ্‌জুব, Transl. R. A. Nicholson, in GMS, Leyden and London 1911, p. 260 প.; (৪) R. Dussaud. Histoire et religion des Nosairis, Paris 1900, p. 120 প.; (৫) W. Anz Zur Frage nach dem Ursprung des Gnostizismus, in Texte und Untersuchugen by v. Gebhardt und Harnack, xv. Leipzig 1897, (৬) St. Guyard, Ungrand Maitre des Assassins au temps de Saladin, JA, Paris 1877 (tales), (৭) নাস্'র ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আস্-সামারকান্দী, বুস্তানু'ল-'আরিফীন, মক্কা ১৩০০ হি., পৃ. ২৪০; (৮) J. Menant, Les Yezidis, in Annales du Musee Guimet, Paris 1892, p. 87.

B. Carra de Vaux (S.E.I.)/আবদুল খালেক

ত'াবারী (الطبری : আত'-ত'াবারী) আবু জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইব্ন জারীর একজন বিখ্যাত 'আরব ইতিহাসবিদ (মুফাস্সির ও ইমাম) সম্ভবত ৮৩৯ খৃ. (২২৪ হি. শেষের দিকে অথবা ২২৫ হি. প্রথম দিকে) ত'াবারিস্তানের আমুল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি অল্প বয়সেই লেখাপড়া আরম্ভ করেন এবং জানা যায় যে, মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি সমগ্র কু'রআন শারীফ মুখস্থ করেন। নিজ শহরে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর তিনি তাঁহার বিত্তশালী পিতার নিকট হইতে মুসলিম শিক্ষা কেন্দ্রগুলি দর্শন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থপ্রাপ্ত হন। তিনি 'রায়' এবং ইহার নিকটবর্তী স্থানে গমন করেন। তারপর তিনি ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর নিকট শিক্ষালাভের জন্য বাগ্দাদ গমন করেন; কিন্তু বাগ্দাদে পৌঁছিবার কিছুকাল পূর্বেই আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) ইন্তিকাল করেন। অল্প কিছুদিন বাস্'রা এবং কূফায় বাস করিবার পর তিনি বাগ্দাদে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন; তৎপর তিনি মিসর যাত্রা করেন। পথিমধ্যে হ'াদীছ' শিক্ষা করিবার নিমিত্ত সিরিয়ার শহরসমূহেও অবস্থান করেন। মিসরে অবস্থানকালে তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মাত্র দুইবার ত'াবারিস্তানে গমন (দ্বিতীয়বার ২৮৯-৯১/৯০২, ৯০৩) ছাড়া ৩১০/৯২৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি বাগদাদেই বাস করেন।

ত'াবারী পণ্ডিতসুলভ শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং চরিত্রগুণের অধিকারী ছিলেন। প্রথম অবস্থায় তিনি 'আরব এবং মুসলিম ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং পরবর্তীকালে অধ্যাপনা এবং গ্রন্থ রচনায় সময় অতিবাহিত করেন। যদিও তাঁহার নিজের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না তথাপি তিনি সকল প্রকার আর্থিক সাহায্য এবং এমন কি উচ্চ সরকারী পদমর্যাদা গ্রহণ করিতেও অস্বীকার করেন। এইভাবে তিনি সৃজনধর্মী এবং বহুমুখী সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে সক্ষম হন। তাঁহার প্রধান বিষয়সমূহ ইতিহাস, ফিক্'হ, কি'রাআত এবং কু'রআনের ব্যাখ্যা ছাড়াও তিনি কবিতা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানও বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। মিসর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রায় দশ বৎসর তিনি শাফি'ঈ মায্'হাবের অনুসারী ছিলেন। পরে তিনি নিজেই একটি মায্'হাব প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মায্'হাবের অনুসারিগণকে তাঁহার পিতার নাম অনুসারে জারীরিয়্যাঃ বলা হইত। কিন্তু দেখা যায় যে, শাফি'ঈ মায্'হাবের প্রচলিত নীতির সঙ্গে ইহার বিরোধ তেমন প্রকট ছিল না, যদিও বাস্তবক্ষেত্রে মাস্আলা-মাসাইলের ব্যাপারে বেশ কিছুটা পার্থক্য দৃষ্ট হইত। কিছুকালের মধ্যেই এই মায্'হাবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। তিনি ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বল (র)-কে হ'াদীছ'বিদ হিসাবে স্বীকৃতি দেন, কিন্তু ফিক্'হের ব্যাপারে তাঁহাকে স্বীকার করে নাই। সেইজন্যই হ'াম্বালীদের সহিত তাঁহার বিরোধের সূত্রপাত হয়। আত'-ত'াবারী কু'রআনের ১৭ : ৮১ আয়াতের হ'াম্বালী তাফ্সীরের সমালোচনা করিয়া তাঁহাদের এই বিরোধিতার উদ্রেক করেন।

ত'াবারীর গ্রন্থসমূহ সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। উদাহরণস্বরূপ তিনি যে সব গ্রন্থে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত মায্'হাবের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করেন সেই সমস্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে তাঁহার কু'রআন শারীফের তাফসীর (জামি'উ'ল-বায়ান ফী তাফসীরি'ল-কু'রআন অথবা সংক্ষেপে তাফসীর) এখনও বর্তমান রহিয়াছে। এই ত'াবারীই প্রথম তাফসীর সম্পর্কীয় প্রচুর হ'াদীছ' সংগ্রহ করেন এবং একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্তী কু'রআন ব্যাখ্যাকারিগণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট ঐতিহাসিক এবং সমালোচনামূলক গবেষণার জন্য বিশেষভাবে তথ্যসমৃদ্ধ। তিনি নিজে যে সমস্ত হ'াদীছ' সংগ্রহ করেন তাহাতে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তাহা-

তাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং তথ্য নির্ভরভিত্তিক। তিনি ঐ সব ধর্মীয় নীতি এবং আইন সম্পর্কীয় ব্যাপারেও পর্যালোচনা করেন যাহা কু'রআান হইতে গ্রহণ করা যায় এবং তিনি অনেক সময় কোন প্রকার ঐতিহাসিক সমালোচনার উপর নির্ভর না করিয়া নিজের অভিমত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন।

পৃথিবীর ইতিহাস (তা'রীখু'র-রুসুল ওয়া'ল-মুলূক) ত'াবারীর প্রধানতম গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ Leyden সংস্করণ এই বিরাটকায় মূল গ্রন্থের সার-সংক্ষেপমাত্র। উহা মূল গ্রন্থের এক-দশমাংশ কিন্তু তবুও যদিও উহা সাড়ে বার খণ্ডে বিভক্ত। এমন কি এই সার-সংক্ষেপও সম্পূর্ণ নয়। পরবর্তীকালে যে সমস্ত লেখক ত'াবারীর বিশ্ব ইতিহাস ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদের রচনা হইতেই এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ পরিপূরণ করিতে হইয়াছিল।

এই গ্রন্থ প্রাচীন বংশ, নবীগণ এবং প্রাচীন শাসকগণ (১ঃ ১) ঐতিহাসিক পরিচিতিসহ আরম্ভ হয়, তারপর যথাক্রমে স্যাসানীয় যুগ (১ঃ ২), হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এবং প্রথম চার খলীফার যুগ (১ঃ ৩—৬), উমায়্যাদের ইতিহাস (২ঃ ১—৩) এবং পরিশেষে 'আব্বাসীদের ইতিহাস (৩ঃ ১—৪) বর্ণিত হইয়াছে। মুসলিম যুগ হইতে বিষয়বস্তুগুলি হিজরী সাল অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে সাজান হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনা ৩০৩ হিজরীর মুহ'ার্‌রাম/৯১৫ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে শেষ হয়।

তিনি হ'াদীছে'র প্রামাণ্য গ্রন্থকার হিসাবে যাঁহাদের গ্রন্থ ব্যবহার করেন, ত'াবারীর তা'রীখু'র-রিজাল পাঠে তাঁহাদের সম্বন্ধে জানা যায়। এই গ্রন্থ প্রথমে ত'াবারীর ইতিহাসের পরিশিষ্ট হিসাবে (য'ায়ল) প্রচলিত ছিল। একটি অসম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত বিবরণ ত'াবারীর Leyden সংস্করণের শেষাংশে (৩ঃ ২২৯৫—২৫০১) প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, GAL, i. 148 প., Suppl, i, 217—519; (২) য়াকূ'ত, ইরশাদু'ল-আরীব, ed. Margoliouth, ৬ষ্ঠ, ৪২৩, ৬২ (GMS vi, 6); (৩) সাম'আানী, কিতাবু'ল-আনসাব, পত্র সংখ্যা ৩৬৭ ক (GMS xx); (৪) ইব্‌ন খাল্লিকান, সংখ্যা ৫৪২; (৫) ফিহ্‌রিস্ত, ed. Flugel, পৃ. ২৩৪ প.; (৬) I. Goldziher, Die literarische Tatigkeit des Tabari nach Ibn 'Asakir, in WZKM ix, 1895, p. 359—371, তাঁহার কু'রআান শারীফের বিরাট তাফসীর ১৩২১ হিজরী সনে কায়রোতে ৩০ খণ্ডে ছাপা হইয়াছে; (৭) O. Loth, Tabari's Korankommentar, in ZDMG xxxv., 1881, p. 588—638; (৮) Noldeke—Schwally. Geschichte des Qorans, ii., Leipzig 1919, p. 139—142, 171—173, 184; (৯) I. Goldziher, Die Richtungen der islamischen koranauslegung, Leyden 1920, p. 85—98, 101 প.।

R. Paret (S.E.I.)/আবূ বকর সিদ্দিক

তাবি'ঈ (تابعى) ('আ.) ব. ব. তাবি'ঊন, অনুসরণকারী, রাজার অনুসরণকারী, গুরুর শিষ্য; কোন মতবাদের অনুসারী; ইহার ক্রিয়ারূপ তাবি'আ, অথবা তাবা'আ যেমন তাবা'আ জালিনূস, সে জালিনূসের অনুসরণ করিল (চিকিৎসাবিদ্যায়)। হাদীছ'শাস্ত্রে এই শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। যাঁহারা হযরত (স')-এর স'াহ'াবীগণ (রা)-এর পরবর্তী পর্যায়ের ব্যক্তি তাঁহাদিগকে তাবি' বলা হইয়াছে। তাবি'ঈ তাঁহারা, যাঁহারা হযরত (স')-এর পরবর্তী যুগের লোক অথবা যাঁহারা হযরত (স')-এর সমসাময়িক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন না; তবে তাঁহার কোন স'াহ'াবীর সহিত পরিচিত ছিলেন। যাঁহারা তাবি'গণের কাহাকেও জানিতেন তাঁহারা তাবি'ঈ তাবি'ঈন বা দ্বিতীয় পর্যায়ের লোক। কোন হ'াদীছে'র মূল বর্ণনাকারী একজন প্রাথমিক যুগের স'াহ'াবী, না একজন গণ্যমান্য প্রসিদ্ধ তাবি' তাহারই উপর হ'াদীছ'টির গুরুত্ব নির্ভর করে। এইভাবে প্রসিদ্ধ (মশ্‌হূর) শ্রেণীর হ'াদীছ' হইল তাহাই, যাহা সূত্র সনদ পরম্পরায় প্রাথমিক যুগের একজন তাবি'ঈ পর্যন্ত গিয়াছে এবং দ্বিতীয় যুগের কয়েকজন তাবি'ঈ এবং তাঁহাদের পরবর্তিগণ কর্তৃক বর্ণিত ও হস্তান্তরিত হইয়াছে (দ্র. হ'াদীছ')। অনুরূপভাবে কু'রআান পাঠ সম্বন্ধীয় হ'াদীছ' এবং অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ক হ'াদীছ'সমূহের জন্যও বর্ণনাকারী পরম্পরা রহিয়াছে। প্রাথমিক যুগের একজন বিখ্যাত তাবি'ঈ হইলেন হ'াসান আল-বাস্'রী (র)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি; (২) Carra de Vaux, Les Penseurs de l'Islam, Paris 1923, Vol. iii., p. 176, 282 প.; (৩) হুজ্‌বি'রী কাশফু'ল্-মাহ্'জূব, transl. R. A. Nicholson. Leyden—London 1911.

V. Carra de Vaux (S.E.I.)/ফিরাউর রহীম

তা'যিয়াঃ (تعزية) ('আ.),

১। সাধারণ অর্থে শোক প্রকাশ।

২। শী'আঃ সম্প্রদায়ের শোকাবেগসঞ্চারী অনুষ্ঠান তা'যিয়াঃ শব্দটি তাফ'ঈল-এর ওযনে ع-ز-ى হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। কু'রআানে ঠিক এই শব্দটি নাই (তবে দ্র. 'ইযীন ৭০ ঃ ৩৭)। কিন্তু ফিক্'হের সব গ্রন্থেই জামা'আতে স'ালাত শীর্ষক অধ্যায়ে অথবা আল-জানাইয শীর্ষক পৃথক অধ্যায়ে যেখানে মুসলিমদিগকে মৃত ব্যক্তির বিয়োগ-বিধুর আত্মীয়বর্গের সঙ্গে সমবেদনা জ্ঞাপনের কথা বলা হইয়াছে সেখানে এই শব্দটি পাওয়া যায়। কিন্তু শী'আদের মধ্যে এই তা'যিয়াঃ শব্দ দ্বারা প্রধানত শাহাদাতপ্রাপ্ত ইমামগণের জন্য শোক প্রকাশ বুঝায় যাহা শহীদদের মাযারে কিংবা বিলাপকারীদের গৃহে করা হয়; তবে ইহা দ্বারা বিশেষ করিয়া ইমাম হ'সায়ন (রা)-এর জন্য শোক প্রকাশকে বুঝায়। 'হ'রীহ''-এর এক কৃত্রিম সংস্করণ তাবূত বা না'শ অর্থাৎ কারবালায় অবস্থিত হ'সায়নের সমাধির প্রতিকৃতিকেও সাধারণের ভাষায় তা'যিয়াঃ বলা হয়। অনেক সময় সুসজ্জিত ও জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় হ'সায়ন (রা)-এর শোক প্রকাশ অনুষ্ঠানে এইরূপ প্রতিকৃতি বা নমুনা সমাধির প্রদর্শনী করা হয় (দ্র. Mrs. Meer Hassan Ali, Observations on the Mussulmanns of India. ed. Crooke. 1917, পৃ. ১৮ প.। বিশেষ অর্থে তা'যিয়াঃ দ্বারা মরসিয়া নাট্যরচনাকেও বুঝাইয়া থাকে। উক্ত নাটকের অভিনয়ের সময়কাল হইতেছে মুহ'র্‌রাম মাসের প্রথম দশ দিবস এবং বিশেষ করিয়া দশম দিবস রূম-ই-ক'াত্‌ল, যে দিবস হ'সায়ন (রা)-কে শহীদ করা হয় এবং যে দিবসে 'আশূরা' (দ্র.) পর্ব প্রতিপালিত হয়। ইরান ও ইরাকের শী'আঃ প্রধান অঞ্চল এবং বাংলা-পাক-ভারতে প্রচলিত স্থানীয় উৎসবের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বৃহত্তর ক্ষেত্রে হ'সায়ন (রা)-এর অবসহ আরও বহু অশ্বারোহীর যাত্রা, হ'াসান (রা)-এর পুত্র ক'াসিমের সহিত হ'সায়ন (রা)-এর কন্যা ফাতি'মার বিবাহ মিছিল, নকল সমাধিস্থল পর্যন্ত তাবূত সহকারে শোভাযাত্রা ছাড়াও আরও বহু জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের সমারোহ দেখা যায়; এমন কি কর্মসূচীতে গভীরতম

বেদনার অভিব্যক্তির পাশাপাশি কৌতুক অভিনয়ও বাদ পড়ে না।

সর্বশেষে তা'যিয়াঃ দ্বারা বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়ও বুঝায়। ইহাকে ইহা সাধারণত শাবীহ (সদৃশ) নামে অভিহিত হয়; কারণ ইহাতেও অংশগ্রহণকারিগণ নিজদিগকে নাটকোক্ত চরিত্রসমূহের সদৃশ করিয়া তোলেন। সর্বসাধারণের সমাগম স্থলে, পান্থশালায়, এমন কি মসজিদ প্রাঙ্গণে এবং এই উৎসবের জন্যই বিশেষভাবে নির্মিত ইমাম-বারাসমূহে মঞ্চ তৈয়ার করা হয়। উক্ত মঞ্চ নির্মাণ এবং উহার সাজ-সজ্জার যে সব উপকরণের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে প্রধান এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্তু হইতেছে মশালধারকসহ একটি সুবৃহৎ তাবুত এবং হ'সায়ন (রা)-এর তীর-ধনুক, বর্শা-বল্লম ও পতাকা। অভিনেতাগণ ছাড়াও অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে রাওয় খা নামে একজন কবি-প্রবক্তা অবশ্যই থাকিবে। তাহার কাজ শহীদগণের প্রশস্তি কীর্তন। সে নাটকের পটভূমিকা বর্ণনা এবং শোকব্যঞ্জক বহু 'হ'াদীছে'র" উদ্ধৃতি ও বিলাপের সুরে একটি হৃদয়স্পর্শী খুত্'বাঃ (দ্র.) আবৃত্তি করিয়া শোনায়। তাহার চতুস্পার্শে থাকে একদল বালক গায়ক; ইহাদিগকে বলা হয় পেশ খান অর্থাৎ ঘোষক। নিকটেই থাকে বিলাপকারিণী নারীর শোক-পোশাক পরিহিত আর একটি দল; নুওয়াহ' বা হ'ায়ানা নামে অভিহিত এই দলটি শোক বিধুরা নারী ও জননীদের বিলাপ প্রকাশ করিতে থাকে।

নারী ও পুরুষভেদে দর্শকদের জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা করা হয়। তাহাদের হাতে দেওয়া হয় মুহ্র বা তুর্বাঃ—এইগুলি হইতেছে কারবালা হইতে সংগৃহীত পিষ্টকসদৃশ (মৃগনাভি) সুরভিত ও সিলমোহরকৃত মৃত্তিকার পিণ্ড। তাহারা ঘৃণা ও বেদনা মিশ্রিত ভাবাবেগে উহা দ্বারা কপালে আঘাত করে। অপরদিকে আসন্ন শাহাদাতের সম্মুখীন শহীদগণের ক্ষুধাক্লিষ্ট ও পিপাসা-কাতর মর্মভেদী অবস্থাকে মঞ্চে রূপায়িত করা হয়। সেই সময় দর্শকদের মধ্যে পানি এবং বিবিধ মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। এই মঞ্চাভিনয় এবং উহার সহিত সম্পর্কিত প্রতিটি ব্যাপারের ব্যয় নির্বাহের জন্য (যথাঃ কবি ও অভিনেতাদের পারিতোষিক প্রভৃতি) দান খায়রাত করা ধনবানদের শুধু অবশ্য কর্তব্য নয়, বরং উহা অতীব পুণ্যজনক ধর্মীয় কাজ বলিয়া গণ্য হয়। যে ব্যক্তি অভিনয়ের জন্য মঞ্চ রচনায় সাহায্য করে "সে তদ্দ্বারা নিজের জন্য বেহেশতে একটি প্রাসাদ রচনা করে।" এই সব উৎসবে সায়্যিদ বংশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হ'সায়ন (রা)-এর বংশধর হওয়ার গৌরবে দাতব্য বস্তুসমূহের উপর তাহাদের বিশেষ দাবী জন্মায়।

উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য এবং বহুলাংশে ভাষাগত মিল সত্ত্বেও এমন বহু নাট্যগ্রন্থ রহিয়াছে যাহাতে কবিগণ তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অঙ্কিত স্বতন্ত্র পথে ঘটনার ক্রমবিকাশ ঘটাইয়াছেন (তু. the catalogues of MSS.)। সর্বাধিক মারছি'য়্যাঃ গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় রচিত। তবে 'আরবী এবং তুর্কী ভাষাতেও শোকগাথা রহিয়াছে। এই সমস্ত নাটকে কোন কোন সময় ৪০ হইতে ৫০ পর্যন্ত পৃথক পৃথক দৃশ্যাবলীর সমাবেশ ঘটে। শুরু হইতেই কাহিনীর ঘটনা-বলীর বিশেষ করিয়া হ'সায়নের শাহাদতের ভবিষ্যদ্বাণী হয়; ভবিষ্যৎ-বক্তাদের মধ্যে থাকেন জিব্রাঈল, পূর্ববর্তী নবীগণ এবং স্বয়ং হযরত মুহ'াম্মাদ (স')।

ফিরিশতাগণ ছাড়াও নাটকের বহু চরিত্র প্রধানত পুরাতন ও নব বিধানে বাইবেল ও খৃস্টীয় পাপ বিমোচন ও পরিত্রাণের ইতিহাস হইতে গৃহীত। তাঁহদের (নবীগণের) ভাগ্য প্রতিরূপকভাবে প্রায়শ শহীদে আ'জ'াম হ'সায়ন (রা)-এর ভাগ্যের সহিত তুলিত হয়। নবী য়া'কূ'ব এবং য়ূসুফ ('আ) স্বীকার করেন যে, হ'সায়ন (রা) এবং তাঁহার সন্তান-সন্ততি তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক দুর্ভোগ ভুগিয়াছেন। বিবি হ'াওওয়া', রাহিলা (Rachel) এবং মার্য়াম বিবি ফাতি'-মার (রা) মাতৃহৃদয়ের শোকাবেগ হৃদয়ঙ্গম করেন। হযরত মুহা'ম্মাদ (স')-এর নিকট মৃত্যুদূত 'আযরাঈল কর্তৃক এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা হয়, তদীয় শিশু-পুত্র ইব্রাহীমকে নতুবা শিশু দৌহিত্র হ'সায়নকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। মুহ'াম্মাদ (স') সমর্পণ করেন ইব্রাহীমকে যাহাতে হ'সায়ন পবিত্রাত্মারূপে শাহাদাত বরণের জন্য বাঁচিয়া থাকিতে পারেন।

নাটকে মুহ'াম্মাদ (স') এবং 'আলী (রা)-কে উপস্থিত করা হয় শুধু হ'সায়নের পরিপূরক হিসাবে। হ'সায়ন (রা) শৈশবেই উভয়ের চিন্তাজগতে প্রধান হইয়া উঠেন, এমন কি তাঁহাদের অন্তিম মুহূর্তেও তাঁহার কথা তাঁহারা ভাবিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ'াসান (রা)-কে এবং তদীয় অনুজ হ'সায়ন (রা)-এর সহিত তাঁহার সম্পর্ককে অতীব মধুর এবং আদর্শরূপে দেখানো হয়। অভিনয় দৃশ্যে তাঁহার পর-লোকগত মাতার বিদেহী আত্মা ছাড়াও, তাহার ভগিনী উম্মু কুলছূ'ম ও যায়নাব, তাঁহার স্ত্রী পারস্য সম্রাট তৃতীয় য়াযদজির্দের কন্যা শাহ্রবানু এবং যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত তাঁহার পুত্র 'আলী আক্বারকে আনয়ন করা হয়। চরম বিপৎপাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হ'াসান (র)-এর পুত্র আল-কা'াসিমের সহিত শাহ্রবানুর কন্যা ফাতি'মার বিবাহ অনুষ্ঠানের দৃশ্য এবং বিবাহের পর মুহূর্তেই বরের বাসর শয্যাতেই মৃত্যু বরণের দৃশ্য অতীব জনপ্রিয়। হ'সায়ন (রা)-এর বক্ষে ধৃত তদীয় শিশু পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের শত্রু পক্ষের তীরের নিষ্ঠুর আঘাতের মৃত্যু বরণের দৃশ্য দর্শক হৃদয়ে অতি করুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সংযোজিত।

দুর্ঘটনার পর হ'সায়ন (রা)-এর ছিন্ন মস্তক এবং বন্দী নারী ও শিশুদের খলীফা প্রথম য়াযীদের দরবারে স্থানান্তরিত করার সময় পথের শোক-মিছিলে হ'সায়ন (রা)-এর জীবিত পুত্র যায়নু'ল-আবিদীন 'আলীকে সর্বপ্রধান ভূমিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই মিছিল পথে এক খৃস্টান মঠে রাত্রি যাপন করে। দেখা যায় মঠাধ্যক্ষ হ'সা-য়ন (রা)-এর ছিন্ন মস্তক সম্মুখে রাখিয়া কলেমা পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। য়াহূদী ও পৌত্তলিকদিগকে লইয়াও অনুরূপ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়। খলীফার দরবারেও খৃস্টান রাজদূত অনুরূপভাবে ইসলাম কবূল করেন। শহীদের ছিন্ন মস্তকের প্রতি একটি সিংহের বিনয়াবনত শ্রদ্ধা নিবেদন এই নাট্যের অপর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিকতর গুরুতর কথা এই যে, এই সব দৃশ্য ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির শী'আঃ-প্রবণ মনোভাবের সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা দর্শক মনে তুলিয়া ধরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দৃশ্যগুলি দেখিয়া মনে হয় বিশিষ্ট স'াহ'াবী সালমান ফারসী, আবূ য'ার্র, বিলাল ও আল-হু'র (য়াযীদের সেনাপতি) হ'সায়নের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। আবার কোন কোন স'াহ'াবীকে সম্পূর্ণভাবে শত্রুপক্ষীয়রূপে দেখান হয়; হযরত আবূ বাক্র ও হযরত'উমার (র) শত্রুদলের অন্তর্ভুক্ত। এই দুই খলীফাকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয় যেন তাহারা ফাতি'মাঃ (রা)-কে নিষ্ঠুরভাবে 'ফাদাকের' মরূদ্যানের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অ-শী'আদের মধ্যে কোনই ভেদরেখা টানা হয়

না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'আলী (রা)-এর হন্তা ইব্ন মুল্জামকে খারিজী (দ্র.)-রূপে চিহ্নিত করা হয় না। 'আলী (রা)-র হত্যার জন্য সুন্নীদিগকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়। শত্রুপক্ষীয় সেনাধ্যক্ষ 'উমার ইব্ন সা'দ, মরণ আঘাতদাতারূপে কথিত শিম্‌র (শামির) এবং বিশেষভাবে প্রথম খালীফাকে মহাপাপীরূপে চিহ্নিত করা হয়। সুন্নীদের বিরুদ্ধে মনে বিক্ষোভ এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে, সেই অবস্থায় অ-মুসলিম লোকদিগকে সহনীয়রূপে গ্রহণ করা চলে; কিন্তু অ-শী'আঃ মুসলিমকে কিছুতেই বরদাশত করা যায় না। হ'সায়নের বিধবা স্ত্রী শাহরবানুর পারস্যে তদীয় পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন এবং একজন পারসিক রাজা কর্তৃক উড়িষ্যা যৌবনা ফাতি'মার উদ্ধার সাধনের দৃশ্যগুলিতে 'আরবদের বিরুদ্ধে (এবং তুর্কীদের বিরুদ্ধেও) জাতীয় বিদ্বেষ প্রকট হইয়া উঠে।

প্রশান্ত রাজায্ ছন্দে লিখিত কবিতার দৃশ্যগুলির উদ্ভব ঘটাইয়াছে বিভিন্ন উৎস হইতে। কিন্তু উপকরণ এবং শব্দসমূহ প্রায়শ প্রাচীন। যথাঃ কু'রআনের আয়াত শী'আঃ দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ব্যাখ্যাকৃত এবং পুরাতন কিছু হা'দীছ' শী'আঃ পক্ষপাতপ্রবণ; উহা দর্শকদের হৃদয়ে রেখাপাত করার মত উপযোগী ভাষায় রচিত। খুত'বার বাক্যগুলি ত'াবারীর ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থ হইতে গৃহীত। সমুদয় ভাষণ, অভিসম্পাত এবং মুনাজাত প্রাচীন শী'ঈ সাহিত্যে (দ্র. শী'আঃ) যথাঃ ইব্ন বাবুয়াহ, কুলায়নী, শায়খ তু'সী ইত্যাদির রচনায়, বিশেষ করিয়া তীর্থযাত্রা ও ইমামাত সম্পর্কিত পুস্তকের যিয়ারত অধ্যায়ে এবং মাক'াতিল সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাইবে। বহু স্তুতি-গানও রচিত হইয়াছিল এবং এখনো বহু মার্‌ছি'য়াঃ রচিত হইতেছে। এই আবেগপূর্ণ নাটকের ভাবগম্ভীর উপসংহাররূপে থাকে শাহাদাতের ৪০শ দিবসে আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা সহকারে কারবালার দিকে তীর্থযাত্রা। ইহাকে বলা হয় "রাস-ই-'আরবা'ঈন" বা 'মারাদ্দু'র-রা'স' অর্থাৎ হ'সায়নের দেহে তাঁহার মস্তকের পুনঃসংযোগ দিবস।

দর্শক মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির দিক হইতে তা'যিয়াঃ একটি অতীব মর্মস্পর্শী দৃশ্য। ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনে অক্ষম বিদেশী আগন্তুকগণ ইহার ঘটনাবৈচিত্র্যে, বিশেষ করিয়া শেষ অঙ্কে যখন হ'সায়ন (র)-এর ছিন্ন শির প্রধান বক্তা ও অভিনেতারূপে আবির্ভূত হয় তখন বিরক্তি অনুভব করিতে পারেন। তাহাদের এই ধারণা জন্মিতে পারে যে, দর্শকগণ মযলুমের বেদনা ও নিষ্ঠুরতার আনন্দ উপভোগ করিতেছে। কিন্তু সংলাপের উক্তিগুলি সংস্কারমুক্ত মনে বিচার করিয়া দেখিলেই উহাদের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই নাটকগুলি শী'আঃ উৎসজাত হা'দীছ'সমূহের গুরুত্বব্যঞ্জক শাস্ত্রগুলিতে পরিপূর্ণ। সম্ভবত নাটকের পুরাকালীন আঙ্গিকে আকর্ষণ ও উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই মর্মস্পর্শী দৃশ্যাবলী সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু নাটকের প্রধান বক্তব্যই হইল মুক্তিলাভ-তত্ত্ব এবং এই সুর সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে অনুরণিত হইয়াছে। আমরা সেই নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই যাহা Chodzko-তে (দ্র. Bible) সহজেই পাওয়া যাইত।

মুক্তিবহ এই শাফা'আতের ধারণা কিরূপ প্রাচীন তাহা কারবালার দুর্ঘটনার মাত্র চারি বৎসর পর হ'সায়ন (রা)-এর মাযারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুলায়মান ইব্ন সু'রাদের নেতৃত্বে অনুতপ্ত ব্যক্তিদের প্রার্থনা হইতে অনুধাবন করা যায়। তাহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহারা হ'সায়ন (রা)-এর নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে উমায়্যাঃদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। শহীদে আ'জ'াম হ'সায়ন (রা)-এর সঙ্গে থাকিয়া সংগ্রামে অংশ গ্রহণ অথবা মৃত্যুবরণ না করিয়া তাহারা নিজেদের উপর যে অপরাধ টানিয়া আনিয়াছে, এইভাবে তাহারা উহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহে। এই দলের অন্যতম ব্যক্তি 'আব্দুল্লাহ ইব্ন ওয়ালী আত-তায়মী বিচার দিবসে হ'সায়ন, তদীয় ভ্রাতা হ'াসান এবং পিতা 'আলী (রা)-কে আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক স্থাপনের যোগসূত্র (ওয়াসী'লা)-রূপে অভিহিত করেন। ত'াবারী তদীয় গ্রন্থের ৫৪৭ পৃষ্ঠায় এই রিওয়ায়াত আবূ মিখনাফ হইতে, তিনি সালামাঃ ইব্ন কুহ'ায়ল নামক একজন শী'আঃপন্থী বিশেষজ্ঞ হইতে, তিনি 'আলী (রা)-এর প্রপৌত্র এবং হ'সায়ন (রা)-এর পৌত্র মুহ'াম্মাদ আল-বাকি'র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সালামাঃ ইব্ন কুহ'ায়লকে সাধারণত উগ্র শী'আঃপন্থী না বলিয়া উদারপন্থী যায়দীরূপে অভিহিত করা হয়।

তা'যিয়ার বহু-বিস্তৃত রূপটি আধুনিক। এমন এক সময় ছিল যখন উহার মূল আচার-সর্বস্বতা এবং ধর্মবিরোধী আনুষঙ্গিক নৃত্য ও শোভাযাত্রার জন্য রক্ষণশীল 'আলিমদের পক্ষ হইতে উত্থাপিত বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। Adam Olearius ১৬৩৭ খৃস্টাব্দে অর্দাবিলে (Ardabil) মুহ'ার্‌রামের এক মহোৎসব স্বচক্ষে দর্শন করেন এবং তাহার বর্ণনা প্রদান করেন। কিন্তু তাহার বর্ণনায় তা'যিয়ার উল্লেখ নাই। J. B. Taverniere দ্র. Vierzig—Jahrige Reisebeschreibung, Nurnberg 1681, p. 178 প.), ১৬৬৭ খৃস্টাব্দে ইস্‌ফাহানে তাঁহার স্বচক্ষে দেখা উৎসবের বর্ণনায় কোন বিশেষ নাট্যানুষ্ঠানের উল্লেখ করেন নাই। অপরপক্ষে J. Morier ১৮১১ খৃস্টাব্দে তেহরানে অনুষ্ঠিত উৎসবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত তাম্মুয্ (Tammuz) এবং আদনীস (Adonis)-পন্থীদের পৌরাণিক উৎসবসমূহের প্রাচীন অনুষ্ঠানাদি পরবর্তী নাটকে স্থান লাভ করে। ভারতের কোন কোন সুন্নী এবং হিন্দু সম্প্রদায়ও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে উহা গ্রহণ করে। মিছিলে যে পতাকা এবং ক্ষমতাসূচক দণ্ড বহন করা হয় উহাকে এখন হ'সায়নের কর্তিত হস্তের প্রতীকরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। এইভাবে উহা পৌরাণিক কাহিনীর চিহ্ন বা নমুনা বহন করিয়া চলিয়াছে। অনুষ্ঠানের পবিত্র বস্তু-উপকরণাদির তাৎপর্য যে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে তাহা অনুধাবন করা যায় এই ব্যাপার হইতে যে, শী'ঈ তাতারগণের মধ্যে এখন তাবূতকে বলা হয় ক'াসিমের বিবাহ বাসর। অনেক স্থলে আনুষঙ্গিক এমন কতিপয় আচার পরিদৃষ্ট হয় যাহা 'পানি'র সহিত সংযুক্ত। এইগুলি ছিল মূলত স্থানীয় সংস্কার। দৃষ্টান্তস্বরূপ পানিতে 'তাবূত'-এর বিসর্জন প্রথাটিকে ভারতীয় শী'আগণ হিন্দুদের দুর্গা-দেবী প্রভৃতির বিসর্জন রীতি হইতে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এমন কি শোকের চিহ্নস্বরূপ কাল পোশাক পরিধানের রীতিও আংশিকভাবে পুরাতন আচার দ্বারা প্রভাবান্বিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই আবেগধর্মী আলোচিত নাটক হইতেছে ধর্মীয় অনুভূতির অভিব্যক্তি যাহার মূল শিকড় কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেই নিহিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) W. Litton, Das Drama in Persien, Berlin 1929 (with reproduction of lithographed texts), (২) A. Chodzko, Theatre persan, Paris 1878, (৩) Lewis Pelly, The Miracle Play of Hasan and Husain, 2 vols., London 1879, (৪) Ch. Virolleaud, La passion de l'imam Hosseyn, Paris

1927 ; (৫) J. Morier, Second Voyage en Perse, Paris 1818 ; (৬) M. de Gobineau, Les religions et les philosophies dans l'Asie Centrale², Paris 1866 ; (৭) J. Lassy, The Muharram Mysteries among the Azerbijan Turks of Caucasia, Helsingfors 1916 ; (৮) E. G. Browne, A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924, p. 172 প. and thereon H. Ritter in Isl., xv. (1926), 107 ; (৯) B. D. Eerdmans, Der Ursprung der Ceremonien des Hosein-Festes (ZA, ix., 1894) ; (১০) G. van Vloten, Les drapeaux en usage a la fete de Hucein a Teheran (Internationales Archiv fur Ethnographie, v. [1892], 3) ; (১১) E. Aubin, Le chiisme et la nationalite persane (RMM, vi., 1901).

R. Strothmann (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহমান

তা'যীর (تعزير) আরবি ع-ز-ر ধাতু হইতে تفعيل ওযানে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। তা'যীর শব্দের মূল অর্থ সাহায্য করা তথা শত্রু হইতে রক্ষা করা (কু'রআন, ৭ : ১৫৭ ইত্যাদি)। তারপর ইহা নিষেধ করা, বাধা দেওয়া এবং ভৎ'সনা ও তিরস্কার সহকারে কাহাকেও আইন পালনে রত করা (আত-তাওক'ীফ 'আলা'ল-ফারাইদা ওয়া'ল-আহ্‌কাম) অর্থে ব্যবহৃত হয়। শারী'আতের পরিভাষায় যে সকল অপরাধ ও অন্যায়ের জন্য কু'রআনে অথবা হ'াদীছে' কোন বিধিবদ্ধ শাস্তির (হ'াদ্দ) উল্লেখ নাই সেই সকল ক্ষেত্রে যে সংশোধনী শাস্তির ব্যবস্থা শারী'আতে করা হইয়াছে তাহাকে তা'যীর বলা হয়। সাধারণভাবে ইহা বিধিবদ্ধ শাস্তি অপেক্ষা লঘুতর হয় এবং ইহার উদ্দেশ্য অপরাধীকে ভবিষ্যতে অন্যায় কার্য হইতে বিরত রাখা (মান্'উনু'ল-জানী 'আন মু'আাওয়াদাতি'ল-যান্‌ব) এবং আইনানুগ করা।

তা'যীর (শাস্তি) এবং তা'দীবের (সংশোধন) মধ্যে পার্থক্য করা যাইতে পারে। তা'যীর শব্দ প্রথমত একটি পারিভাষিক শব্দে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, তা'যীর বিষয়ে আমীরু'ল-মু'মিনীন অথবা সমসাময়িক শাসনকর্তা অর্থাৎ কেবলমাত্র সরকারই আইন রচনা করিতে পারেন এবং ইহার পর সমসাময়িক শাসনকর্তা অথবা তাহার প্রতিনিধি (যথাঃ ক'াদ'ী অথবা অন্য কর্মচারী) পাপের প্রকৃতি নির্ধারণ করার পর উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিতে পারেন। পক্ষান্তরে তা'দীব আইন অনুযায়ী শাস্তি নহে, যথাঃ শিক্ষক তাঁহার ছাত্রকে অথবা পিতা পুত্রকে শাস্তি দিলে তাহা তা'দীব হইবে।

ইসলামী শারী'আতে শাস্তি তিন প্রকার হয়, (১) যাহা আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করার ভার অপরাধী বান্দার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, ইহার মধ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কাহারও নাই। যথা বিভিন্ন প্রকার কাফ্‌ফারাঃ। (দ্র. 'কাফ্‌ফারাতু আয়মানিকুম' ইত্যাদি, কু'রআন ৫ : ৯২)। (২) যাহা শাসক, কাযী ইত্যাদি কর্তৃক অর্থাৎ সরকার কর্তৃক কার্যে পরিণত করা হয়। ইহা আবার দুই প্রকার (ক) ঐ সমস্ত শাস্তি যাহা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব অথবা রাসূল কারীম (স')-এর সুন্নাত দ্বারা সাব্যস্ত ও নির্দিষ্ট হইয়াছে। শারী'আতে ইহাকে হ'াদ্দ (বিধিবদ্ধ শাস্তি) বলা হয়। ইহাতে শাসক অথবা কাযীর নিজস্ব অভিমতের কোন স্থান নাই। যেমন ব্যভিচারের শাস্তি। (খ) যাহা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব অথবা রাসূলুল্লাহ্‌র সুন্নাত দ্বারা নির্দিষ্ট হয় নাই ; বরং সমসাময়িক শাসনকর্তা অথবা তাঁহার পক্ষ হইতে কাযী অবস্থা অনুযায়ী বা প্রয়োজনানুযায়ী নির্দিষ্ট করিতে পারেন। এই প্রকার শাস্তির জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারের আছে। এই প্রকার শাস্তিকে শারী'আতে তা'যীর বলা হয়। অন্য কথায় বলিতে গেলে হ'াদ্দ এবং কি'স'াস' পর্যায়ের শাস্তি ব্যতীত অন্য যে শাস্তি সমসাময়িক শাসনকর্তা স্থির করেন তাহাই তা'যীর।

হ'াদ্দ এবং তা'যীরের মধ্যে আর একটি পার্থক্য দেখান হইয়া থাকে। প্রথমোক্তটি আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারভুক্ত বলিয়া গণ্য এবং শেষোক্তটি বান্দার অধিকারভুক্ত। ইহা এই হিসাবে বলা হয় যে, হ'াদ্দে বান্দা কোন পরিবর্তন করিতে পারে না। কিন্তু তা'যীরের মধ্যে দুইভাবে পরিবর্তন সাধন করা যাইতে পারে। প্রথমত, অবস্থাভেদে এবং অপরাধীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভেদে শাস্তির পরিমাণ কম-বেশি করা এবং শাস্তির প্রকারের পরিবর্তন করা চলে (যেমন বেত্রাঘাতের সংখ্যা অথবা জেল ইত্যাদি), দ্বিতীয়ত, যেহেতু ইহা বান্দার অধিকার সেজন্য উৎপীড়িত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পারে এবং এইভাবে অপরাধী শাস্তি হইতে মুক্তি পাইতে পারে। এই হিসাবে কি'স'াস'কে হ'াদ্দের মধ্যে গণনা করা হয় না। কারণ ইহাও বান্দার হ'াক্'ক' এবং বান্দার স্বাধীনতা আছে যে, সে পাপীকে ক্ষমা করে। কু'রআন কারীমে কি'স'াস' সম্বন্ধে স্পষ্টত উল্লিখিত হইয়াছে (আল-বাহ'রু'র-রাইক', ৫ : ২)।

ইসলামী শারী'আতে শাস্তির উদ্দেশ্য হইল প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাগণকে পাপীর অনিষ্টকারিতা হইতে রক্ষা করা (শার্‌হ' ফাত্‌হ'ি'ল-কাদীর, ৪র্থ, ১১১)। কারণ ইসলাম পৃথিবীতে হাঙ্গামা সৃষ্টিকে এবং সামাজিক জীবনে অশান্তিকে অত্যন্ত অপসন্দ করে। শাস্তি বিধানের (প্রাণদণ্ড ব্যতীত) দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল মানুষের আত্মসংশোধন, যাহাতে পাপ প্রবণতা স্থায়ী হইতে না পারে। সংশোধনের ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম সমান। শারী'আতী শাস্তির ফলে মুসলিমগণ পরকালের শাস্তি হইতে মুক্তি পায়, কি'য়ামাতের দিন ইহার সম্বন্ধে পুনর্বিচার হইবে না। এই কারণেই ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোন মুসলিম কোন অপরাধ করিয়া ফেলিলে তিনি অপরাধ স্বীকার করিয়া নিজেই শাস্তি চাহিয়া লইতেন। কি'স'াসে'র ও তা'যীর বিষয়ক শাস্তির আরও একটা দিক আছে। উহা এই যে, মানব প্রকৃতিতে প্রতিশোধ গ্রহণের যে স্পৃহা আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে ক্ষমাগুণে পরিণত করিয়া ইসলাম সদগুণাবলী অর্জনের দিকে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। সংক্ষেপে, ইসলামী শাস্তি বিধানে-নীতি বিজ্ঞানে স্বীকৃত তিন উদ্দেশ্যই নিহিত আছে অর্থাৎ শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্য একই সঙ্গে প্রতিশোধমূলক, প্রতিরোধমূলক এবং সংশোধনমূলক (ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে)।

গ্রন্থপঞ্জী : (প্রবন্ধে উল্লিখিত পুস্তকসমূহ) হ'াদীছ' ও ফিক্'-হের কিতাবসমূহে বিশেষত কাসানী, বাদাই' আস'-স'ানাই', কায়রো, ১৯১০খৃ., ৭ম, ৬৩ প. পুস্তকে কিতাবু'ল-হ'দূদ পরিচ্ছেদ ; (১) খালীল, মুখ্‌তাস'ার, অনুবাদ Santillana, Milan 1919, ii. 742 ; (২) মাওয়ারদী, আল-আহ্'কামু'স-সুলত'ানিয়্যাঃ, Enger, Bonn 1853, p. 399 প. ; অনুবাদ, Fagnan, Algiers 1915, p. 469 প. ; (৩) শা'রানী, মীযান, কায়রো ১৯২৫, ২য়, ১৭৫ প. ;

(৪) Juynboll, Handbuch des Islam. Gesetzes, Leyden 1910, 65, 3rd ed. (Dutch), 1925, 68 ; (৫) Kresmarik Beitrage zur Beleuchtnug des Islam. Strafrechts, ZDMG, lviii. (1904) 65, 556 প. ; (৬) J. P. M. Mensing, De bepaalde straffen in het Hanbalietische recht,, Leiden 1936 ; (৭) G. Bergstrasser, Grundzuge des islamischen Rechts, 1935, index. হাদীছের কিতাব-সমূহের জন্য দ্র. ; (৮) Wensinck, Handbook of Early Muhammadan Tradition, Leyden 1927, দ্র. Punishment.

W. Heffening (S.E.I.)/মু. রিযাউর রহীম

তায়াম্মুম (تيمم) মাটির সাহায্যে ত'াহারাত (দ্র.) লাভ করা। পানির পরিবর্তে পাক স'াফ মাটি দ্বারা আনুষ্ঠানিক ত'াহারাত লাভ করার অনুমতির ভিত্তি কু'রআান মাজীদের দুইটি আয়াত। প্রথমটি চতুর্থ সূরাঃ (আন-নিসা')-এর ৪৩ আয়াত। দ্বিতীয়টি পঞ্চম সূরাঃ (আল-মাইদাঃ)-এর ৬ষ্ঠ আয়াত। দ্বিতীয় আয়াতাংশের অনুবাদ এইঃ "আর তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক, কিংবা তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যদি মলত্যাগের স্থান হইতে আস অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস করিয়া থাক, কিন্তু (সেই অবস্থায়) পানি না পাও তাহা হইলে তোমরা (এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে) পাক-স'াফ মাটির চেষ্টা করিবে। তৎপর উহা হইতে নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলিকে মাস্হ' করিবে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে কোন অসুবিধায় ফেলিতে চাহেন না। পরন্তু তিনি তোমাদিগকে পাক-পবিত্র করিতে অভিপ্রায় রাখেন যাহাতে তোমরা সকলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।" ৪ঃ ৪৩-আয়াত কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ; কিন্তু তায়াম্মুমের বিধান-সংক্রান্ত অংশের ভাষা উভয় আয়াতেই অনুরূপ, শব্দমালাও অভিন্ন। কেবল উদ্ধৃত আয়াতে যেখানে রহিয়াছে—"উহা হইতে নিজেদের মুখমণ্ডলে ও হাতগুলিকে মাস্হ' করিবে", ৪ঃ ৪৩ আয়াতে সেখানে 'উহা হইতে' শব্দদ্বয় বাদ পড়িয়াছে। শাফি'ঈ মায্'হাব অনুসারে 'উহা হইতে' কথাটির তাৎপর্য হইতেছে হাতে মাটির কিছু অংশ অবশ্যই থাকিবে। অপর দিকে হ'ানাফীগণের অভিমত এই যে, একটি মসৃণ পাথরেও হস্ত স্পর্শিত হইলে তায়াম্মুম সিদ্ধ হইয়া যাইবে।

শা'রানী তদীয় 'মীযানু'ল-কুব্রা' গ্রন্থে (কায়রো ১২৭৯ হি. ১খ, ১৪৩ প.) তায়াম্মুমের শর্ত, প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে এই ধরনের ১৪টি মতপার্থক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করিয়া এই মতবিরোধ দেখা দিয়াছেঃ

১। তায়াম্মুমের উপাদান মাটি, বালি, পাথর প্রভৃতি ;

২। পানি অনুসন্ধানের বাধ্যবাধকতা ;

৩। মুখমণ্ডল ও হাতের কি পরিমাণ অংশ মাস্হ' করিতে হইবে এবং ফরয, সুন্নাত প্রভৃতির কোন্ পর্যায়ে পড়িবে ;

৪। তায়াম্মুম করিয়া স'ালাত শুরু করার পর পানি পাওয়া গেলে কি হইবে ;

৫। একই তায়াম্মুম দুইটি ফরয স'ালাত সমাধা করার পক্ষে যথেষ্ট কিনা ;

৬। যাহারা পানি দ্বারা উদূ সম্পন্ন করিয়াছে তাহাদের স'ালাতের ইমামাত সেই ব্যক্তি করিতে পারিবে কিনা যে তায়াম্মুম করিয়াছে ;

৭। সফরে না থাকিয়াও কেহ ঈদের এবং জানাযার স'ালাত তায়াম্মুম করিয়া আদায় করিতে পারিবে কিনা ;

৮। এক ব্যক্তি সফরে নয় অথচ পানি পাওয়া যাইতেছে না আর এদিকে স'ালাতের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে, কাজেই সে তায়াম্মুম করিয়া স'ালাত আদায় করিয়া লইল ; কিন্তু তারপরই পানি পাওয়া গেল ; সে এই অবস্থায় উদূ করিয়া পুনর্বার স'ালাত আদায় করিবে কিনা ;

৯। পানি সামান্য রহিয়াছে যাহা পূর্ণ উদূর জন্য যথেষ্ট নহে, ঐ স্বল্প পানি দ্বারা আংশিক উদূ করিয়া বাকী অংশের জন্য তায়াম্মুম করা চলিবে কিনা ;

১০। উদূর অঙ্গগুলি আহত ও ক্ষতবিক্ষত থাকিলে কি করিতে হইবে ;

১১। যে চারি অবস্থায় (কু'রআানের অনুমোদনক্রমে) তায়াম্মুম করিয়া স'ালাত্ সমাধা করা হইয়াছে সেই সব স'ালাত পুনরায় পড়িতে হইবে কিনা।

ইমামগণ সম্পূর্ণ একমত যে, মুখমণ্ডল এবং দুই হাত মাস্হ' করাই তায়াম্মুম এবং ইহা সমভাবে উদূ এবং গ'সূল উভয়েরই বিকল্প ব্যবস্থা (আন-নাওয়াবী, মুসলিমের স'াহ'ীহ'-এর ভাষ্য, কায়রো ১২৮৩হি. ১খ, ৪০৬)।

কতিপয় হ'াদীছ' হইতে স্পষ্টত বুঝা যায়, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস্'উদ এবং খালীফাঃ 'উমার ইবনু'ল-খাত্ত'াব (রা) জুনুব অর্থাৎ নাপাকী অবস্থায় তায়াম্মুম করিয়া স'ালাত আদায় করার সিদ্ধতা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলেন (বুখারী, তায়াম্মুম, বাব ৭, মুসলিম, হ'ায়দ', হ'াদীছ' নং ১১০)। শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ে তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ ছিল না।

হযরত 'উমার ও 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস্'উদ (রা) সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দুইটি হ'াদীছ' নিম্নে উল্লিখিত হইলঃ

১ম হ'াদীছ'ঃ এক ব্যক্তি আমীরু'ল-মু'মিনীন হযরত 'উমার ফারূক' (রা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া নিবেদন করিলঃ আমি না-পাক হইয়া গেলাম, পানি পাইলাম না এই অবস্থায় আমাকে কি করিতে হইবে ? হযরত 'উমার (রা) বলিলেনঃ এই অবস্থায় স'ালাত আদায় করা চলিবে না। হযরত 'আম্মার (রা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; বলিলেনঃ আমীরু'ল-মু'মিনীন! আপনার কি স্মরণ নাই, আমি এবং আপনি এক সৈন্যদলে ছিলাম, আমরা উভয়ে জুনুব (নাপাক) হইয়া গেলাম এবং আমরা পানি না পাওয়ায় আপনি তো স'ালাত আদায় করিলেন না। কিন্তু আমি মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া পাক-স'াফ হইলাম এবং স'ালাত সমাধা করিলাম। আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূল (স')-এর খিদমতে হাযির হইলাম এবং সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমরা এইরূপ করিলেই যথেষ্ট হইত"—এই বলিয়া রাসূল (স') তাঁহার দুই হস্তের তালু মাটিতে ঘর্ষণ করিলেন, তৎপর উহাতে ফুঁ দিলেন এবং উহা দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাস্হ' করিলেন (আহ'মাদ, তাফসীর ইব্ন কাছ'ীরের উর্দূ অনুবাদ, ৫ম পারা, ৩৮ পৃ.)।

বুখারীতে 'আম্মার (রা) বর্ণিত অনুরূপ হ'াদীছে' শুধু "সেই অবস্থায় স'ালাত পড়া চলিবে না" হযরত 'উমার (রা)-এর এই উক্তি নাই। বাকী সমস্তই একরূপ (মিশ্কাত, ইংরেজী অনুবাদ, ফজলুল করীম, ১ম খণ্ড, ৭২৫—২৬ পৃ.)।

দ্বিতীয় হ'াদীছ'ঃ হযরত আবূ মূসা (রা) কর্তৃক 'আব্দুল্লাহ্

ইবন মাস'উদ (রা)-এর নিকট এইরূপ নাপাকী অবস্থায় তায়াম্মুমের সিদ্ধতা সম্পর্কে রাসূল (স')-এর অনুরূপ একটি হ'াদীছ' উল্লেখ করা হইলে ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বলিলেন, "কিন্তু হযরত 'উমার উক্ত বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করেন নাই।" ইহা শুনিয়া আবূ মূসা সূরাঃ নিসা'-র সংশ্লিষ্ট আয়াত আবৃত্তি করিলেন। ইব্‌ন মাস'উদ (রা) উহা এড়াইয়া গিয়া বলিলেনঃ "লোকদিগকে এইভাবে তায়াম্মুমের সুযোগ সুবিধা প্রদান করিলে তাহারা অত্যধিক শীত অনুভূত হইলেই তায়াম্মুম শুরু করিয়া দিবে" (আহ'মাদ হইতে ইব্‌ন কাছ'ীর কর্তৃক উদ্ধৃত দ্র. ঐ উর্দূ অনুবাদ, ৫ম পারা, ৩৮ পৃ.)।

অপরদিকে স'াহ'াবী আবূ য'ারর (রা)-এর মনেও প্রথম দিকে অনুরূপ সন্দেহ ছিল। কিন্তু পরে তাঁহার সন্দেহ অপনোদিত হয় এবং তিনি বলিলেনঃ রাসূল (স')-এর এই হ'াদীছ' দ্বারা সব সন্দেহের নিরসন হইয়াছে : "যদি কেহ ১০ বৎসর সন্ধান করিয়াও পানি না পায় তবে পাক-স'াফ মাটিই তাহার পবিত্রতালাভের উপায়" (আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুস্‌নাদ, ৫ ঃ ১৪৬ প.)।

এক জিহাদ অভিযান হইতে মুসলিমগণের প্রত্যাবর্তনের সময় উযূর পরিবর্তে তায়াম্মুমের অনুমতিজ্ঞাপক আয়াত অবতীর্ণ হয়। উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, পথে হযরত 'আইশা (রা)-এর কন্ঠহার হারাইয়া যায়। উহার সন্ধান উপলক্ষে সমস্ত সেনাবাহিনী একটি স্থানে একরাত্রির জন্য আটকা পড়িয়া যায়। পানি নিঃশেষিত হওয়ায় এবং উক্ত স্থানে পানির সন্ধান না পাওয়া অবস্থায় এই আয়াত প্রত্যাদিষ্ট হয়। (বুখারী, আহ'মাদ, ইব্‌ন জারীর প্রভৃতিতে বিস্তৃত বিবরণ দ্র.)।

য়াহূদীদের তালমূদে (Berakot, fol. 15a) পানির অভাবে কু'রআনের মতই মাটির ব্যবহারের অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে। মাটি দ্বারা খৃস্ট ধর্মাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদনের নজীরও দৃষ্ট হয়। Cedrenus, Annales, ed. Hylander, Basle, 1566-এর ২০৬ পৃষ্ঠায় মরুভূমির মধ্য দিয়া অতিক্রমকালে (পানির অভাবে) এইরূপ খৃস্ট ধর্মাভিষেকের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আরও দেখুন কু'রআান মাজীদের সূরাঃ ৪ ঃ ৪৩ ও সূরাঃ ৫ ঃ ৬ আয়াতের ব্যাখ্যা ; (১) Noldeke—Schwally, Geschichte des Korans, i. 199 ; (২) A. Geiger, Was hat Moh. aus dem Judenthume aufgenommen ?, p. 86 ; (৩) Th, W. Juynboll, Handleiding etc., Leyden 1925, p. 58 ; 8A. J. Wensinck, A Handbook of Early Muhammadan Tradition, দ্র. Tayammum.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/আবদুর রহমান

তারাবীহ (تراويح ঃ তারাাব'ীহ') তারব'ীহ'াঃ (বিরাম) শব্দের বহুবচন। রমযান মাসে রাত্রিকালে যে বিশেষ স'ালাত আদায় হয় তাহাকে তারাাব'ীহ' বলা হয়। হ'াদীছ'-এ বর্ণিত আছে যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এই স'ালাতকে অতিশয় পুণ্যজনক বলিয়া ঘোষণা করেন। অপর পক্ষে তিনি এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করেন যাহাতে এই স'ালাত ফরয না হয় (বুখারী, তারাাব'ীহ' ঃ হ'াদীছ'—৩)। মদীনার মসজিদে প্রথম অবস্থায় মুসলিমগণ একাকী বা দলে দলে এই স'ালাত আদায় করিতেন, তখন ৮ কিংবা ১২ রাক'আত পড়ার রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। তাহাদিগকে হযরত 'উমার (রা)-ই সর্বপ্রথম এক ইমামের পিছনে এক জামা'আতে ২০ রাক'আতে তারাাব'ীহ' পড়িবার ব্যবস্থা দেন (বুখারী, তারাাব'ীহ', হ'াদীছ'—২)। আরও যাঁহারা রাত্রির শেষভাগে এই স'ালাত আদায় করিতে না পারেন তাঁহাদের পক্ষে রাত্রির প্রথমাংশে এই স'ালাত আদায়কে তিনি উৎকৃষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

তদনুযায়ী সাধারণত 'ইশা'-এর স'ালাতের অব্যবহিত পরেই তারাাব'ীহ্'-এর স'ালাত আদায় করা হয়। দুই দুই রাক'আত করিয়া দশসালামে, এই স'ালাত কুড়ি রাক'আত হয়। প্রতি চার রাক'-আতের পর সামান্য বিরাম লওয়া হয় বলিয়া এই স'ালাতের নামকরণ করা হইয়াছে তারাাব'ীহ্'। মালিকী মায্'হাব মতে এই স'ালাত ছত্রিশ রাক'আত পড়িতে হয়। ইহা সুন্নাত স'ালাতের অন্তর্ভুক্ত এবং রমযান সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানগুলির ন্যায় ইহা ব্যাপকভাবে সম্পন্ন করা হয়। শী'আঃ ফিক্'হশাস্ত্রে সম্পূর্ণ রমযান মাসে অতিরিক্ত এক হাযার রাক'আত স'ালাত আদায়ের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

এই স'ালাতে কু'রআান তিলাওয়াতকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সারা রমযান মাসে এই স'ালাতে সাধারণত অন্তত একবার কু'রআান খাত্'ম করা হয়। হ'াদীছে' বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স') প্রত্যেক বৎসর রমযানে সেই সময় পর্যন্ত অবতীর্ণ কু'রআান জিবরাঈল ('আ)-কে একবার করিয়া শুনাইতেন (কু'রআান দ্র.)। তাঁহারই অনুসরণে তারাাব'ীহ' স'ালাতে এক খাতম কু'রআান শোনাবে মুস্তাহ'াব্ব বলা হয়। এই স'ালাতে ইমাম সারা রমযানে এক বা একাধিক বার সম্পূর্ণ কু'রআান পাঠ করিয়া থাকেন বলিয়া এই স'ালাত জামা'আতে সম্পাদন করা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে এমন কি তারাাব'ীহে'র স'ালাতের পরেও বহু লোক অতিরিক্ত 'ইবাদাতের জন্য জাগ্রত থাকে।

এই তারাাব'ীহ' স'ালাতের মর্যাদা ও মূল্য সম্পর্কে রাসূল (স') বলেন, "তারাাব'ীহ' স'ালাতকে সুন্নাত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া যে ব্যক্তি ইহা সম্পাদন করে তাহার পূর্বকৃত গুনাহ্ মা'আফ করা হয়" (বুখারী, ঈমান)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বুখারী, তারাাব'ীহ', শারহ্' সহ ; (২) মালিক মুওয়াত্'তা', স'ালাত ফী রামাদ'ান, যুরকানীর শারহ'সহ ; (৩) আবূ ইসহ'াক' আশ-শীরাযী, তান্‌বীহ, ed. Juynboll, পৃ. ২৭ (৩) আর-রামলী, নিহায়াঃ, কায়রো ১২৮৬, ১খ, ৫০৩ প. ; (৪) ইব্‌ন হ'াজার আল্-হায়তামী, তুহ্'ফাঃ, কায়রো ১২৮২ হি., ১খ ২০৫ প. ; (৫) আবু'ল-ক'াসিম আল-হি'ল্লী, শারাই'উ'ল-ইস্‌লাম কলিকাতা ১২৫৫ হি., পৃ. ৫১ ; (৬) Caetani, Annali, A. H 14, 229 প. ; (৭) Juynboll, Handleiding, Leyden 1925 register ; (৮) Snouck Hurgronje, Mekka, ii. 81 প. (৯) ঐ লেখক, De Atjehers, i. 247 প. ; (১০) d'Ohsson Tableau general de l'empire othoman, Paris 1787, 214 প. (সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে) ; (১১) Lane Manners and Customs of the Modern Egyptians London and Paisley 1899, p. 481.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/আবদুল খালেক

ত'ারিক' ইব্‌ন যিয়াদ (طارق بن زياد) ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ স্পেন বিজেতা ও উহার প্রথম গভর্নর (ওয়ালী) (শাওওয়াল, ৯২/১ জুলাই, ৭১১ হইতে জুমাদা'ল-উলা, ৯৩/মার্চ-এপ্রিল, ৭১২ বিশ্বের খ্যাতনামা সেনানায়কদের অন্যতম। তিনি স্বল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া য়ুরোপের বৃহৎ সাম্রাজ্য স্পেন জয় করিয়াছিলেন এবং তথায় মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপে

রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন ধর্মভীরু, কর্তব্য-পরায়ণ ও অসীম সাহসী। তিনি তাঁহার সততা ও চরিত্র মাধুর্যের জন্য জনসাধারণ ও সেনাবাহিনীর শ্রদ্ধার পাত্র এবং প্রিয়ভাজন ছিলেন।

তাঁহার বংশ পরিচয়ের বর্ণনায় বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। ইদ্রীসীর মতে তিনি যানাতা-র বার্বার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইব্ন খালদূন তাঁহাকে তা'রিক' ইব্ন যিয়াদ আল-লায়ছ'ী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি ইরানী বংশোদ্ভূত হ'ামাদান-এর অধিবাসী ছিলেন। ইব্ন 'আয'ারী প্রদত্ত বংশ-তালিকা অনুযায়ী তিনি বানূ নাফ্যা-র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে ইহা ঠিক যে, তিনি ছিলেন ইফরীকি'য়্যার শাসক (৯৩/৭১২—৯৫/৭১৪) মূসা ইব্ন নুস'ায়র-এর আযাদকৃত গু'লাম (মাওলা) এবং তাহার ব্যক্তিগত সহকারী।

তা'রিক' মূসা ইব্ন নুস'ায়র-এর ন্যায় খ্যাতনামা সমরবিশেষজ্ঞ ও সেনানায়কের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তিনি শীঘ্রই সমরবিদ্যায় দক্ষ হইয়া উঠেন। তাঁহার সমরকৌশল ও বীরত্বের চর্চা হইতে থাকে। সমর পরিকল্পনা রচনায় তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। অসাধারণ ধী-শক্তি, দূরদর্শিতা ও চিত্তের দৃঢ়তা-সম্পন্ন নেতা হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। স্পেন অভিযানের পূর্বে তাঁহার প্রশাসনিক যোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁহাকে ত'ান্জা-র গভর্নর (ওয়ালী) নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

স্পেনীয় নৌ-শক্তি আফ্রিকার মুসলিম শাসনে নানা রকম বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। ইহাছাড়া আরও অন্যবিধ কারণে মূসা ইব্ন নুস'ায়র স্পেন বিজয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি শত্রুপক্ষের শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতার অনুসন্ধান এবং তাহাদের সামরিক পদ্ধতি সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য রামাদ'ান, ৯১/জুলাই, ৭১০ সনে চারশত মুজাহিদের একটি অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করেন। এই দলের নেতা ছিলেন ত'ারীফ ইব্ন মালিক আন্-নাখাঈ। তিনি দক্ষিণ স্পেনের যেইখানে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানটি তাঁহার নামানুসারে জাযীরাঃ-ই-ত'ারীফ নামে পরিচিত। ত'ারীফ সেই স্থান হইতে খাদ্'রাঃ দ্বীপ আক্রমণ ও জয় করেন। এই অভিযানের সাফল্য লাভের পর মূসা ইব্ন নুস'ায়র সাত হাজার (মতান্তরে বার হাজার) সৈন্যসহ স্বীয় সরকারী তা'রিক' ইব্ন যিয়াদকে স্পেন অভিযানে প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর মধ্যে বার্বারী সৈন্যদের আধিক্য ছিল। এই অভিযানে তা'রিক' কাউন্ট জুলিয়ানের সামুদ্রিক জাহাজ ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই জাহাজগুলি মুসলমানদের সঙ্গে কাউন্ট জুলিয়ানের একটি চুক্তির ভিত্তিতে জুলিয়ান কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল। মুসলিম বাহিনী ৫ রাজাব, ৯২/৭১১ সালে স্পেনের সমুদ্র উপকূলে অবতরণ করে। তা'রিক' যে পাহাড়ের নিকট অবতরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নামানুসারে উহা জাবালুত্-তা'রিক' নামে অভিহিত হয়। য়ুরোপীয় ভাষায় উহা রূপান্তরিত হইয়া জিব্রাল্টার (Gibralter) রূপ পরিগ্রহ করে। অতঃপর তা'রিক' কারত'াজানা দুর্গ অধিকার করেন।

তা'রিক' যুদ্ধের জন্য সামরিক দিক বিবেচনা করিয়া মুসলিম বাহিনীর জন্য একটি অধিকতর নিরাপদ স্থান নির্বাচন করেন। এই স্থানটির নিকটেই দ্রব্য-সামগ্রী ও পানি সরবরাহের সুবন্দোবস্ত ছিল। স্থানটি ওয়াদী রিবাত'-এর নিকটবর্তী ছিল (ইহার অপর নাম ওয়াদী বাকার)। মুসলিম বাহিনীর পিছন দিকে ছিল লা-জান্দা নদী যাহাকে আল-বাহ'ীরাঃ বলা হইত। তা'রিক' সৈন্যদের উদ্দেশ্যে তাঁহার ঐতিহাসিক ভাষণে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের সামনে শত্রু এবং পিছনে বিশাল বারিধি।" এই বলিয়া তিনি আল-বাহ'ীরার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সেইখানে তা'রিক'-এর জাহাজ নোঙ্গর করা হইয়াছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে তা'রিক' জাহাজগুলি পোড়াইয়া ফেলিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সৈন্য বাহিনীকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, এই সুদূর বিদেশ বিভূঁয়ে তাহাদের জন্য মাত্র দুইটি পথই খোলা আছে: মৃত্যু অথবা বিজয়। বৃহত্তর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে তা'রিক' নিকট ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ও শহরগুলি অধিকার করেন। এই সমস্ত এলাকা হইতে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যসামগ্রী অর্জিত হয়। এই অঞ্চলের গভর্নর ছিল তাদ্‌মীর (থিয়োডমির—Theodomir)। তিনি স্পেনের গথিক (قوطى) রাজা রডারিক (لزريق)-কে তা'রিকে'র অভিযান সম্পর্কে অবহিত করেন। রডারিক তা'রিক-এর মুকাবিলা করিবার জন্য দুর্ধর্ষ এক সৈন্য-বাহিনী লইয়া রিবাত' নদীর তীরে তাঁবু স্থাপন করেন। ইত্যবসরে মূসা ইব্ন নুস'ায়র কর্তৃক প্রেরিত ৫,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী তা'রিক'-এর বাহিনীর সহিত আসিয়া মিলিত হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে তা'রিক' সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশে যে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়াছিলেন, ইসলামী সাহিত্যে তাহা বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। আটদিন ক্রমাগত যুদ্ধের পর স্পেনীয় বাহিনী পরাজিত হয় (২৮ রামাদ'ান, ৯২/১৯ জুলাই, ৭১১)। রাজা রডারিক পলায়ন করেন। কথিত আছে, নৌকাযোগে পলায়নের সময় রাজা রডারিক নদীবক্ষে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ হারান। ইহা ছিল মুসলমানদের জন্য এক বিরাট বিজয়। ইহার পর স্পেনীয় বাহিনী দ্বিতীয়বার একত্র হইয়া মুসলিম শক্তির মুকাবিলা করিবার প্রয়াস পায় নাই। তা'রিক'-এর জন্য ময়দান এখন নিষ্কন্টক। তিনি স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া ক'াদিস প্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর শায়ূ'নাঃ অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ক'ারমূনাঃ ইশ্‌বীলিয়া (Seville), ইস্তাজাঃ, কর্দোভা (قرطبة) (এই শহরটি ৯৩/অক্টোবর, ৭১১ সনে তা'রিক'-এর নির্দেশে মুগীছ' কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল), মালাগা (Malaga), এলবীরা (Elvira), রায়্যা, আরিউলা, টলেডো (طليطلة)-য় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত অঞ্চল বিজয়ের পর তিনি উত্তর স্পেনের দিকে অগ্রসর হন এবং সেইখানে ইস্তারক'া ও জালীক'ীয়া অধিকার করেন। বলা হয় যে, এই সমস্ত যুদ্ধে অনেক সম্পদ তা'রিক'-এর হস্তগত হইয়াছিল। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে মাইদাঃ-ই-সুলায়মান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গথিক রাজা রডারিকের পরাজয় এবং তা'রিক'-এর বিস্ময়কর বিজয়ের সংবাদ মূসা ইব্ন নুস'ায়র-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি স্বীয় পুত্র 'আবদুল্লাহ্‌কে ইফরিকি'য়্যার শাসনভার অর্পণ করিয়া ১৮,০০০ সৈন্য সহ স্পেনের দিকে যাত্রা করেন এবং খাদ্'রা' দ্বীপে অবতরণ করেন। তিনি যে পাহাড়ের নিকট অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহা 'জাবালু-মূসা' নামে অভিহিত হয়। তাঁহার বাহিনীতে সিরীয় ও 'আরবীয় সৈন্যের আধিক্য ছিল। তিনি তা'রিক'-এর বিজিত অঞ্চল-গুলি পরিত্যাগ করিয়া অনধিকৃত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। অতঃপর তিনি শায়ূ'নাঃ, ক'ারমূনাঃ ও সারদাঃ জয় করেন।

৯৪/৭১৩ সনে টলেডো নামক স্থানে তা'রিক'-এর সহিত মূসা ইব্ন নুস'ায়র-এর সাক্ষাত হয়। তাঁহারা বিজিত অঞ্চলসমূহের

তখনকার অবস্থা পর্যালোচনা করেন। অভ্যন্তরীণ শাসনের স্থিতিশীলতা এবং আরও নূতন নূতন দেশ জয়ের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। নব অভিযানে বাহির হওয়ার আগে মূসা সৈনিকদের প্রতি যে ফরমান জারী করিয়াছিলেন, সামরিক সাহিত্যে তাহা অতীব গুরুত্বের দাবীদার। তিনি ল্যাটিন ও 'আরবী লিপি-উৎকীর্ণ মুদ্রা চালু করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তর সেনাপতিই অনেক নূতন দেশ জয় করেন। স্পেনের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছাড়াও দক্ষিণ ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হইয়া তিনটি প্রসিদ্ধ শহর আরবুনা, লুদুন এবং উয়ুনুন (وشقة ،) অধিকার করেন। ইহার পর তাঁহারা স্পেনের উত্তর-পূর্ব অংশে সৈন্য প্রেরণ করেন।

মূসা এবং ত'ারিক'-এর অভিযান অবিরাম চলিতে থাকে। এমন সময় ওয়ালীদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক-এর প্রেরিত দূত তাঁহাদের উভয়কে অতি শীঘ্র দামিশ্‌কে ফিরিয়া যাইবার আদেশ লইয়া উপস্থিত হয়। মূসা চলমান কয়েকটি অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে খলীফার নির্দেশ পালনে একটু বিলম্ব করেন। তিনি দামিশ্‌কে ফিরিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্পেনের অনেক অভিযানে অংশগ্রহণকারী তাঁহার পুত্র 'আবদু'ল-'আযীযকে স্পেনের শাসনভার অর্পণ করেন। অতঃপর ত'ারিক'-কে সঙ্গে করিয়া ৯৫/৭১৫ সালে যুদ্ধলব্ধ অনেক সম্পদসহ চিরদিনের মত স্পেন হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। দামিশ্‌কে পৌঁছার পর মহান বিজয়ের এই নায়কদ্বয়ের সামরিক জীবনের অবসান হয়। এক নিদারুণ মর্মপীড়া লইয়া মূসা ইব্‌ন নুস'ায়র এবং ত'ারিক' ইব্‌ন যিয়াদ-এর জীবনাবসান ঘটে। মূসা এবং ত'ারিক' যদি দামিশ্‌কের দরবারের অবিবেচনার শিকার না হইতেন, তাহা হইলে হয়ত স্পেনের ইতিহাস ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., ১খ, ৮; (২) Dozy, Recherches, ১খ, ১—৮৩; (৩) E. Saavedra, Sobola invasion de los Arabes, মাদ্রিদ, ১৮৯২; (৪) দা. মা. ই., আল-আন্দালুস, ৩খ, ৩৩৭—৩৮ প.; (৫) নাস'ীর আহ'মাদ নাসি'র, তারীখ-ই-হিস্‌পানীয়া, লাহোর ১৯৬১খৃ.; (৬) সায়্যিদ রিয়াসাত 'আলী, তারীখ-ই-আন্দালুস, ২ খ, আজমগড় ১৯৫০—৫১খৃ.; (৭) G. C. Murphy, History of the Mohametan Empire in Spain, লন্ডন ১৮১৬খৃ.; (৮) Conde, History of the domination of the Arabs in Spain, ইংরেজী অনুবাদ, Janathan Fostor, ৩খ, ১৮৩৪—১৯০০খৃ.; (৯) Dozy, Spainish Islam, অনুবাদ E. G. Stokes; (১০) S. P. Scott, History, of the Moorish Empire in Europe, লন্ডন ১৮১৫ খৃ.; (১১) George power, History of the Empire of the Musalmans in Spain and Portugal, লন্ডন ১৮১৫ খৃ.; (১২) H. E. Watts, Spain, ১৯২০; (১৩) ইব্‌ন 'আবদি'ল-হা'কাম, ফুতুহ' মিস'র, প্রকা. C. Torrey, Yale oriental Series, ১৯২২ খৃ.; (১৪) আখবার মাজমূ'আঃ ফী ফাতহি'ল-আন্দালুস, মাদ্রিদ ১৮৬৭ খৃ, মূল পাঠ, পৃ. ৪ প., অনু. ১৮ প.; (১৫) ইব্‌নু'ল-কূত'িয়া, ইফতিতাহু'ল-আন্দালুস, মাদ্রিদ ১৯২৬ খৃ; (Historia dela Conquista de Espana de Abenalcata el Cordebes, অনু. J. Ribera) মূলপাঠ, পৃ. ৩ প., অনু. পৃ. ১ প.; (১৬) আদ-দা'বী, বুগ'য়াতু'ল-মুলতামিস, Bibliotheca Arabico Hispana, ৩ খণ্ড, মাদ্রিদ, ১৮৮৫ খৃ, সংখ্যা ৮৬৪, পৃ. ৩১৫; (১৭) ইব্‌ন 'আয'ারী, আল-বায়ানু'ল-মুগ'রিব, প্রকা. Dozy ২খ, ৪—২৩ প.; (১৮) আল-ইদ্‌রীসী, সি'ফাতু'ল-মাগ'রিব, পৃ. ১৭৬; (১৯) ত'ারিক' (প্রবন্ধ), Encyclopaedia of Islam, লাইডেন; (২০) আল-মাক্‌ক'ারী, নাফহ'ু'ত-ত'ীব, ১খ, ১০৮; (২১) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, আল-কামিল, ৪খ, ২১২ প.; (২২) এ. এইচ. এম. শামছুর রহমান, স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস, খুলনা ১৯৭৭খৃ.।

(দা. মা. ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

তারীখ (تاريخ : তা'রীখ) মাস, সন, শতাব্দী ও কাল নিরূপণ বিদ্যা। উহার মূলগত অর্থ : তা'রীখ দেওয়া। ঘটনার কাল ও ক্রমিক বিন্যাস, ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং ইতিহাস অর্থেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এইভাবে ঘটনাপঞ্জীর বিবরণ পুস্তক অর্থেও ইহার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে মুসলিম পঞ্জিকা বা বর্ষপঞ্জী অর্থে ইহার আলোচনা করা হইবে।

সময় নিরূপণের প্রাচীন আরবীয় পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান স্বল্পসংখ্যক প্রাচীন 'আরবী কবিতার উপর নির্ভরশীল। উক্ত জ্ঞান সীমিত; সুতরাং সকল দিক বিবেচিত হয় না।

কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন—প্রকৃত প্রস্তাবে চান্দ্র ও সৌর বর্ষের সংমিশ্রণে প্রাচীন 'আরবীয় বর্ষ গণনা করা হইত এবং য়াহূদীদের 'তিশ্‌রী' বর্ষের সহিত উহার কতকটা মিল ছিল। এই অভিমতের সমর্থনে বেশ কিছু বক্তব্য রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অধিকাংশ মাসের প্রাচীন নামের অর্থের দিকে দৃষ্টি দিলে (স'াফার ১, ২, রাবী' ১, ২, জুমাদা ১, ২, রাজাব, শা'বান, রামাদ'ান, শাওওয়াল, যু'ল কা'দাঃ, যু'ল-হি'জ্জাঃ) উহার সমর্থন মিলে। অবশ্য পুরাকালে 'আরবের সর্বত্র একই ধরনের সময় নিরূপণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। 'আরবের বেদুঈন গোত্র এবং অন্যান্য যাযাবর শ্রেণীর মধ্যে অতি প্রাচীনকালে চন্দ্রকে ভিত্তি করিয়াই বর্ষপঞ্জী প্রচলিত ছিল এবং উহা তথাকথিত 'খাঁটি চান্দ্র বর্ষ'-রূপে গণ্য হইত। পরবর্তী যুগে সৌরবর্ষের সহিত উহার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। এই ধারণা বহু মুসলিম পণ্ডিতের বিবরণ দ্বারা সমর্থিত (JA. 1858 ser, v, Vol. xi-এ প্রকাশিত মাহ'মূদ আফেন্দীর প্রবন্ধ দ্র.)। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আল-বিরূনী (আছ'ারু'ল-বিলাদ, Suchau, Leipzig 1878) আবু মা'শার জা'ফর ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-বালখীর (কিতাবু'ল-উলূফ ফী বুয়ুতি'ল-'ইবাদাঃ) সঙ্গে একমত হইয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, হিজরীর দুই শতাব্দী পূর্বে য়াহূদী বর্ষের প্রভাবে 'আরবীয়দের মধ্যে খাঁটী চান্দ্র বর্ষ হইতে চান্দ্র-সৌরবর্ষ গণনা পদ্ধতির প্রচলন ঘটে।

অপর এক মতে হিজরী বর্ষের অব্যবহিত পূর্বে খাঁটি চান্দ্র বর্ষেরই অস্তিত্ব ছিল বলিয়া দাবী করা হয়। F. K. Ginzel (Chrnologie, i, 248) মাহ'মূদ আফেন্দী (Mem, des savants etrangers del' Academie royale de Belgique, xxx., 1861 হইতে এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উপরিউক্ত মতের মুকাবিলায় এই অভিমতটিকে একটি অকাট্য যুক্তিনির্ভর অভিমতরূপে উল্লেখ করা চলে না। কারণ ৫৭১ খৃ. এর মার্চমাসে সংঘটিত বৃহস্পতির সহিত শনিগ্রহের সংযোগ 'ধর্মের সংযোগ' (কি'রানু'দ-দীন) মহানবী (স)-এর জন্মের বাস্তবিকই পূর্বের ঘটনা—একথা যথাযথভাবে প্রমাণিত নয় এবং পরবর্তী সংযোগ এখানে আমাদের আলোচ্য নয়।

য়াহূদী চান্দ্র-সৌর বর্ষের ন্যায় 'আরবীয়দের চান্দ্র-সৌর বর্ষ শরৎ ঋতুতে শুরু হইতে। ১২ মাসে সাধারণ বর্ষ পূর্ণ হইত। অধি-বর্ষ (Leep year) ১৩ মাসে ধরা হইত। এক হিলাল (নবচন্দ্র) হইতে অপর হিলাল পর্যন্ত মাস হিসাব করা হইতে।

বর্ষের ১ম মাসটিকে সৌর-বর্ষের নির্দিষ্ট ঋতুতে স্থির রাখার উদ্দেশ্যে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতি ২ বা ৩ বৎসর পরপর অতিরিক্ত ত্রয়োদশ মাসের সংযোগ ঘটান হইত। Moberg সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন (Axel Mobeıg, An-Nasi, in der islamischen Tradition, Land 1931) যে, কু'রআানের নবম সূরার (সূরাঃ তাওবা) ৩৭ আয়াতের বহু বিতর্কিত 'নাসী' শব্দের ব্যবহার দ্বারা উক্ত ত্রয়োদশ মাসের সংযোগের কথা সমর্থিত হয়। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') ১০ হিজরীতে (৯ : ৩৭) সর্বপ্রথম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই সংযোগ নিষিদ্ধ করিয়া দেন।

কু'রআানের ৯ : ৩৬—৩৮ আয়াত অনুসারে আল্লাহ্ই এই অতিরিক্ত মাসের সংযোগের বিভ্রান্তি বিদূরিত করেন। বস্তুত আল্লাহ্র নির্ধারণ অনুসারে সৃষ্টির প্রথম সূচনা হইতেই মাসের সংখ্যা ১২টি। বিশ্ব জগতের উপকরণ, গগনমণ্ডলের চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের গতি ও স্থিতি, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, পরিক্রম পথ সমস্তই সেই মহাপ্রভু ও বিশ্ব-নিয়ন্তা আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই প্রাকৃতিক নিয়ম মতে মাসের সংখ্যা দ্বাদশটি নির্ধারিত হইয়াছে। কু'রআানের সংশ্লিষ্ট আয়াতের মর্ম এই :

"আকাশ ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টির দিবস হইতে আল্লাহ্র নিকটে আল্লাহ্র নির্ধারণ মতে মাসের সংখ্যা হইতেছে বারটি, তন্মধ্যে চারিটি হইতেছে নিষিদ্ধ মাস। . . . . নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ মাসকে অন্য মাসে পিছাইয়া দেওয়ার রীতি (নাসী) কুফরের সংযোগ ভিন্ন কিছুই নহে, ইহা দ্বারা বিভ্রান্ত করা হয় কাফিরদিগকে। তাহারা কোন বৎসর এক মাসকে বৈধ বলিয়া গণ্য করে, কোন বৎসর উক্ত মাসকে নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য করে। যাহাতে তাহারা আল্লাহ্ যেগুলিকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা বৈধ করিতে পারে। তাহাদের অসৎ কাজসমূহকে (এই মনগড়া ব্যবস্থা দ্বারা) সুশোভিত করিয়া তোলা হইয়াছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

প্রাচীন 'আরব সমাজ যু'ল-ক'া'দাঃ, যু'ল-হি'জ্জাঃ, মুহ'ার্রাম ও রাজাব মাসকে পবিত্র মাস বলিয়া গণ্য করিত, উহাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ বলিয়া সাধারণত মানিয়া লইত এবং লুটতরাজ হইতেও নিবৃত্ত থাকিত। কিন্তু নিজেদের প্রয়োজনমত এক স্থানের বা এক ক'বীলার (গোষ্ঠীর) গোষ্ঠীপতিরা নিজেদের ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ সিদ্ধি কিংবা লোভ চরিতার্থতার জন্য একটি নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দিত। এই ব্যবস্থার ফলে নিষিদ্ধ মাস তাহাদের জন্য সাধারণ মাসের মতই যুদ্ধবিগ্রহ ও লুটতরাজের জন্য সিদ্ধ মাসরূপে গণ্য হইত। বিপক্ষদল উক্ত নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহে যোগদান করিতে দ্বিধাবোধ করিত; ফলে একপক্ষ অন্যপক্ষের উপর প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করিত। উপরে উদ্ধৃত কু'রআানী আয়াতে এই অশোভন কাজকে কুফ্রের মত ঘোরতর অন্যায় কাজরূপে অভিহিত করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্র দৃষ্টিতে বার মাসেই বর্ষ নির্ধারিত— এই কথা স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১০ হি.-এর বিদায় হ'াজ্জের সময় চান্দ্র-সৌর মিশ্র বর্ষের পরিবর্তে চূড়ান্তভাবে খাঁটি চান্দ্র বর্ষকে ইসলামের ধর্মীয় বর্ষরূপে সুনির্দিষ্ট করিয়া দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা জানান হয়। মোটামুটি ৩৩ বৎসরে চান্দ্র মাস বৎসরের সব ঋতু ঘুরিয়া আসে। (মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ, 'তফসীরুল কোরআন', ২ : ৭১৮—৭১৯ ও ৭২৬ 'আল্লামাঃ 'আব্দুল্লাহ্ য়ূসুফ 'আলী, The Holy Qur'an, ১ : 8৫০—8৫১)।

সৌরবর্ষের হিসাব অনুসারে শুরুতে হ'াজ্জব্রত (দ্র.) প্রতি বছর শরৎকালে অনুষ্ঠিত হইত অর্থাৎ সৌরবর্ষ অনুসারে তা'রীখ নির্ধারণের ফলেই ইহা সম্ভব হইত। এই তা'রীখ মহাজাগতিক নিয়ম (নাও', ব. ব. আন্ওয়া') অর্থাৎ চন্দ্রের ২৮টি মান্যিলের কোন বিশেষ একটির সহিত সংযোগ রাখিয়া নির্দিষ্ট হইত। এইভাবে সৌরবর্ষীয় তা'রীখ নির্ধারণের প্রথা পরবর্তীকালেও দৃষ্টিগোচর হয় (তু. the 'Calendrier de Cordoue de l' aannee 961' ed. Dozy, Leyden 1873)। আমরা পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও পুরাকালে এই পদ্ধতির প্রচলন দেখিতে পাই (চীন, ভারত-বর্ষ, মিসর)। কিন্তু হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সময়ে চান্দ্র-সৌরবর্ষের অনুসরণ ও অতিরিক্ত সময় সংযোজনকরণের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ফলে চান্দ্র-সৌরবর্ষ খাঁটি সৌরবর্ষের এত অধিক অগ্রগামী হইয়া পড়ে যে, বর্ষের প্রথম মাস, মুহ'ার্রাম উহার পূর্ববর্তী যু'ল-হি'জ্জাঃ মাস এবং হ'াজ্জের সময় বসন্তকালে (শরৎকালের পরিবর্তে) গিয়া পতিত হয়।

আয়্যামু'ল-জাহিলিয়্যাঃ-এর (জাহিলী যুগের) শেষ পর্যায়ের মাসের নাম যেরূপ নির্ধারিত ছিল, মুসলিম যুগেও আমরা সেইরূপই দেখিতে পাই। পার্থক্য শুধু এই যে, স'াফার ১-এর স্থান গ্রহণ করে মুহ'ার্রাম। জাহিলিয়্যাঃ (দ্র.) যুগে মাসগুলির নাম ছিল এইরূপ : স'াফার ১, সাফার ২, রাবী' ১, রাবী' ২, জুমাদা ১, জুমাদা ২, রাজাব, শা'বান, রামাদ'ান, শাওওয়াল, যু'ল-ক'া'দাঃ, যু'ল-হি'জ্জাঃ। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, বছরের প্রথম অর্ধে ছিল ৩টি ডাবল মাস, কিন্তু আল্-বীরূনী প্রাচীন 'আরবীয় মাসসমূহের যে নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপরে উল্লিখিত মাসের স্থলে সেই মাসগুলি ছিল : আল-মু'তামীর (স'াফার), নাজির, খাওওয়ান, বুস্সান, হ'ান্তাম অথবা হ'ানাম (উচ্চারণ অনিশ্চিত), যাব্বা' অথবা যুব্বী,, আল্-আস'াম্ম, 'আদিল, নাফিক', ওয়াগ'ল, হওয়া', বুরাক। এখনও ইহার কোন-কোনটি বর্তমানে প্রচলিত মুসলিম মাসের গুণবাচক নামরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা রাজাবের জন্য আল-আস'াম্ম, শা'বানের জন্য 'আদিল। এতদ্ব্যতীত আল-বীরূনী ও আল-মাস্'উদী আরও বহু নামের উল্লেখ করিয়া-ছেন, সাবিয়ানদের শিলালিপিতেও বহু নাম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিভিন্ন উৎস হইতে প্রাপ্ত ও বিভিন্ন লোকে প্রচলিত মাসের নামগুলিতে এত অধিক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় যে, সেই সব নাম হইতে প্রাচীনতম যুগের 'আরব পঞ্জিকা সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব।

Wellhausen-এর মতে (Reste arabischen Heidentums. Borlin 1897, p. 96 প.,) গোড়ার দিকে বৎসরকে তিন ঋতুতে বিভক্ত করা হইয়াছিল : বর্ষা, অনাবৃষ্টি কাল ও গ্রীষ্মকাল। প্রাচীন 'আরবীয় কবিতায় আমরা চারি ঋতুর সন্ধান পাই, খারীফ বা রাবী', শিতা', স'ায়ফ এবং ক'ায়জ। এইগুলি মোটামুটিভাবে আমাদের শরৎ, শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের সমতুল্য। সম্ভবত ৬ ঋতুর অস্তিত্বও তাহাদের মধ্যে ছিল : রাবী' (শেষ শস্য কর্তন

মৌসুম), খারীফ (শরৎ), শিতা' (শীতকাল), রাবী'উ'ছ'-ছ'ানী (অগ্রবর্তী শস্য কর্তন মৌসুম), স'ায়ফ (প্রাক-গ্রীষ্ম) এবং ক'ায়জ' (গ্রীষ্মকাল) ।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে ৭ দিবসে সপ্তাহ গণনার রীতি পৌত্তলিক 'আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। আল্-বীরূনীর মতে (আাছ'ার, ৬৪ পৃ.) পুরাকালে প্রচলিত সপ্তাহের দিবসগুলির নাম ছিল : আওওয়াল (রবিবার), আহ্ওয়ান, জুবার, দুবার, মু'নিস. 'আরূবা ও শিয়ার। অবশ্য একথা ধারণা করা উচিত নয় যে, আরবরাই সপ্ত দিবসে সপ্তাহ গণনার আবিষ্কারক, বরং একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, এই গণনা রীতি ব্যাবিলনিয়া হইতে অথবা য়াহূদীদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, ব্যাবিলনের অধিবাসিবৃন্দ এবং য়াহূদীদের মধ্যে উহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল।

প্রতি মাসের দিবসগুলিকে ১০ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি তিন দিবসের জন্য একটি করিয়া পৃথক নাম রাখা হয়। নবচন্দ্র হইতে শুরু করিয়া এইগুলির নামকরণ হইয়াছিল : ১। গু'রার, ২। নুফাল, ৩। তুসা', ৪। 'উশার, ৫। বীদ', ৬। দুরা', ৭। যু'লাম, ৮। হ'নাদিস অথবা দুহ্ম, ৯। দা'আাদি' এবং ১০। মিহ'াক' (দ্র. আল-বীরূনী, পূ. গ্র., পৃ. ৬৩ প.)। য়াহূদীরা এবং পরবর্তী যুগে মুসলমানগণও সূর্যাস্তের পর হইতে দিবসের শুরু গণনা করিত। প্রাক-মুসলিম যুগে দিবসকে ২৪ ঘণ্টায় বিভক্তি-করণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বর্ষ গণনার সুবিধার জন্য জাাহিলী যুগে সুনির্দিষ্ট কাল বিভাগ বা অব্দ প্রবর্তনের নির্দিষ্ট প্রারম্ভ অসংখ্য ছিল। আল্-বীরূনী যুদ্ধ-বিগ্রহ, স্মরণীয় ঘটনা, কা'বার মেরামত বৎসর প্রভৃতি বিভিন্ন ক'াবীলার নির্দিষ্ট অব্দরূপে উল্লেখ করিয়াছেন (পূ. গ্র., পৃ. ৩৪)। বিদ্রোহ দিবস বা বিশ্বাসঘাতকতার দিবস আয়্যামু'ল-ফিজাার (সম্ভবত ৫৮৫ হইতে ৫৯১ খৃ.-এর মাঝে) এবং হস্তী বর্ষ 'আামু'ল-ফীলকে (সম্ভবত খৃ. ৫৭০) সমধিক প্রচলিত অব্দরূপে গণ্য করা হইত।

ইসলামে পঞ্জিকা বা কাল নিরূপণ পদ্ধতি :

পূর্বেই বলা হইয়াছে দশম হিজরীতে নাস্ঈ বা মাসকে সরাইয়া দেওয়ার রীতি কু'রআান কর্তৃক নিষিদ্ধকরণের পর হইতেই খাঁটি চান্দ্রমাসের নিয়মে সময় গণনার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়া যায়। ইহা ইসলামের একক বৈশিষ্ট্য। (একটি খাঁটি চান্দ্র মাসের সময়ের পরিমাণ হইতেছে ২৯ দিবস, ১২ ঘণ্টা, ৪৪ মিনিট, ৩ সেকেণ্ড। এইরূপ ১২ চান্দ্র মাসের যোগফল দাঁড়ায় ৩৫৪ দিবস ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড)। মুসলিম বর্ষ প্রতি বৎসর সৌরবর্ষের প্রায় ১১ দিবস পশ্চাতে পড়িয়া যায়, কিন্তু কম-বেশী ৩৩ বৎসরে নির্দিষ্ট সৌর ঋতুর সাক্ষাৎ মিলে। সুতরাং ৩৩ চান্দ্রবর্ষ প্রায় ৩২ সৌরবর্ষের সমান। এই আনুপাতিক হিসাব হইতে আমরা মোটামুটি হিজরী সাল হইতে খৃস্টাব্দ এবং খৃস্টাব্দ হইতে হিজরী সাল বাহির করার নিম্নোক্ত সূত্র পাই :

খৃস্টাব্দ—$\frac{৩২}{৩৩}$ হিজরী সাল + ৬২২) অথবা হিজরী সাল—$\frac{৩৩}{৩২}$ (খৃস্টাব্দ—৬২২)। সঠিক হিসাবের জন্য—Vergleichungstabllen by Wustenfeld and Mahler পুস্তকটির ব্যবহার অপরিহার্য।

আল-কু'রআান (১০ : ৫ ই) চন্দ্রকেই সময়ের পরিমাপকরূপে স্পষ্টভাবে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। উক্ত মতে মাস এবং বৎসরের সূচনা প্রাচীন যুগের ন্যায় অবশ্যই হিলাল বা নূতন চন্দ্র দেখিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম জনসমাজে এই নিয়মই আজ পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। বোধগম্য কারণেই ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতে একটি বিশেষ পৌনঃপুনিক গণনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। দুই চন্দ্রের পরিমাণকাল মোটামুটি ৫৯ দিবস এই ধারণা হইতে চান্দ্র মাসগুলিকে একের পর এক ৩০ ও ২৯ দিন ধরা হয়। এই হিসাবে ১ম (মুহ'ার্‌রাম), ৩য়, ৫ম, ৭ম, ৯ম ও ১১শ মাসকে ৩০ দিবসে এবং ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম ও ১২শ মাসকে ২৯ দিবসে গণনা করা হয়। এইভাবে সাধারণ চান্দ্র বর্ষ ৩৫৪ দিবসে ধরা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আকাশে চন্দ্রের উদয়াস্তের হিসাব মতে জ্যোতির্মিক চান্দ্রবর্ষ আরও ৮ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড দীর্ঘতর থাকায় এই পার্থক্য দূর করার জন্য প্রতি ৩০ চান্দ্র বর্ষে অতিরিক্ত ১১ দিবস (yawm al-kabs) যোগ করা হয়। মুসলিম রাজ্যসমূহে এই ১১ দিবস যোগ করার জন্য সর্বাধিক ব্যাপক যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে তাহা হইতেছে এই ৩০ বর্ষের চক্রে ২য়, ৫ম ৭ম, ১০ম, ১৩শ, ১৬শ, ১৮শ, ২১শ, ২৪শ, ২৬শ, এবং ২৯শ বর্ষে ১ দিবস করিয়া যোগ করা। সর্বদা যু'ল-হি'জ্জাঃ মাসেই এই সংযোজন ঘটান হয়। সাধারণ বর্ষে উহার দিবস সংখ্যা ২৯ আর সংযোজিত বর্ষে হয় ৩০ (সংযোজনের অন্যান্য পদ্ধতি বিশেষ করিয়া তুর্কী অষ্টচক্রের জন্য দ্র. Ginzel, Chronologie i. 255)।

আয়্যামু'ল-জ্জাহিলিয়্যাতে দিবস সূর্যাস্ত হইতে গণনা করা হইত। আল-ফার্গ'ানী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিয়াছেন, এই পদ্ধতিতে দিবস গণনার রীতি এইজন্যই প্রবর্তিত হইয়াছিল যে, মাসের প্রথম দিবস হিলালের (নবচন্দ্রের প্রথম দর্শন) দ্বারা নিরূপিত হয় আর হিলাল সর্বদাই সূর্যাস্তের সময় পরিদৃষ্ট হয়। দিবসকে ২৪ ঘণ্টায় বিভক্তকরণ অবশ্য গ্রীক প্রভাবেরই নিদর্শন। সাধারণ্যে প্রচলিত ঘণ্টার পরিমাণ হইতেছে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিবাভাগের $\frac{১}{১২}$ ভাগ আর সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত রাত্রি-ভাগের $\frac{১}{১২}$, ভাগ পৃথক পৃথকভাবে। কিন্তু অপরপক্ষে জ্যোতির্বিদগণ প্রায়শ বিষুবীয় ঘন্টা ব্যবহার করিয়া থাকেন অর্থাৎ দিবস ও রজনীর মোট সময় ২৪ দিয়া ভাগ করিয়া ঘন্টা বাহির করেন এবং উক্ত ঘন্টাকে বিষুবীয় ঘন্টারূপে নির্দেশিত করেন।

সপ্তাহের দিবসগুলির পুরাতন নামের পরিবর্তে আমরা ইসলামে ১, ২, ৩ প্রভৃতি মৌলিক সংখ্যাভিত্তিক নামরূপে দেখিতে পাই (রবিবার হইতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত)। শুক্রবারের নামকরণ হয় য়াওমু'ল-জুমু'আঃ বা সমাবেশ দিবস আর শনিবারের নাম রাখা হয় য়াওমু'স-সাব্ত। নব রূপান্তরিত নামগুলি এই : য়াওমু'ল-আহ'াদ (রবিবার), য়াওমু'ল-ইছ্'নায়ন (সোমবার), য়াওমু'ছ'-ছ'লাছ'া (মঙ্গলবার), য়াওমু'ল-আর্বা'আা (বুধবার), য়াওমু'ল-খামীস (বৃহস্পতিবার), য়াওমু'ল-জুম'আঃ (শুক্রবার) এবং য়াওমু'স-সাব্ত (শনিবার)। সপ্তাহের দিবসগুলি সম্বন্ধে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, য়াওমু'ল-আহ'াদ (রবিবার) আরম্ভ হয় আমাদের শনিবারের সন্ধ্যায়। য়াওমু'ল-ইছ্'নায়ন (সোমবার) শুরু হয় রবিবার সন্ধ্যায়, এইভাবে অন্যান্য দিবসগুলিও ধরিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আরবীয় এবং য়ুরোপীয় দিবসের নাম বলিতে ২৪ ঘন্টার একই সমাবেশকে বুঝায় না।

যে বৎসর মহানবী (স) মক্কা হইতে য়াছ্'রিবের (মদীনা) দিকে হিজরাত করেন সেই বৎসরের পহেলা মুহ'ার্‌রাম হইতে

হিজরী সালের শুরু ধরা হয়। (যে দিবস মক্কা হইতে হিজরাত করিয়াছিলেন অথবা যে দিবস মদীনায় পৌঁছিয়াছিলেন সেই দিবস হইতে নয়, সাধারণ মতে তিনি ৮ রাবী'উ'ল-আওওয়াল (২০ সেপ্টেম্বর, ৬২২ খৃ.) মদীনায় পৌঁছিয়াছিলেন। হিজরীর প্রকৃত তারিখ হইতেছে ১৫ জুলাই, ৬২২ খৃ. বৃহস্পতিবার অর্থাৎ য়াওমু'ল-খামীস (in the Julian reckoning by days, day I, 948, 439)। হিজরী সালের প্রবর্তন হয় খলীফা 'উমার (রা)-এর খিলাফাত আমলে।

হিজরী অব্দ অনুসারে বর্ষ গণনার নিয়মের পাশাপাশি বিভিন্ন বৈদেশিক অব্দের ব্যবহারও প্রচলিত দেখা যায়, যেমন আলেকজেন্ড্রীয় অব্দ (তা'রীখু'ল-কিব্ত' বা তা'রীখু'শ-শুহাদা) Seleucid (তা'রীখু'র-রূম বা তা'রীখু যি''ল-ক'ারনায়ন)। কতিপয় মুসলিম দেশে, যথা মিসরে শাসন কর্তৃপক্ষ ভূমি-রাজস্ব বর্ষ (সানাঃ খারাজীয়াঃ) প্রবর্তন করিতে বাধ্য হন। একই কারণে 'উছ্'মানীয়াঃ তুর্কীগণ কর্তৃক ১০৮৭/১৬৭৭ হইতে আর্থিক বৎসর (সানা-ই-মালীয়া) প্রচলিত হয়। ১৯২৬ খৃস্টাব্দে তুরস্কে Gregorion বর্ষ পঞ্জিকা সরকারীভাবে গৃহীত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-বাত্তানী, কিতাবু'ল-যীজ আস'-সাবি'ঈ (Opus Astronomicum) ed. A. Nallino, i—iii (Milan 1899—1907), (২) আল-বীরূনী, আছ'ার (Chronology of ancient nations) ed. Sachau, Leipzig 1878, (৩) F. K. Ginzel, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, 1. Leipzig 1906, (৪) R. Dozy, Le Calendrier de Cordoue de l' annee 961, Leyden 1873, (৫) Wustenfeld—Mahler, Vergleichungstabellen der Muhammedanischen und christlichen Zeitrechnung, Leipzig 1926, (৬) J. Mayr. Osmanische Zeitrechnugen, in F. Babinger, Die Geschichtschreiber der Osmanen, Leipzig 1927, (৭) ঐ লেখক, Umrechnungstafeln fur Wandeljahre (Astron. Nachr, ccxlvii, 2/3. Kiel 1932); (৮) S. B. Burnaby, The Jewish and Muhammadan Calender, London 1931.

W. Hartner (S.E.I.)/মুহম্মদ আব্দুর রহমান

তাল্বিয়াঃ (تلبية) শব্দ লাব্বা (لبى) ক্রিয়ার ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য। এই ক্রিয়া হইতেই 'লাব্বায়ক' (لبيك) শব্দ গঠিত। এই ক্রিয়াপদের অর্থ হইল 'লাব্বায়ক' বাক্য উচ্চারণ করা। 'আরবী অভিধান লেখকগণ লাব্বায়ক' শব্দকে 'লাব্বুন' শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করেন। 'লাব্বুন' শব্দের অর্থ 'ভক্তিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা' এবং 'লাব্বায়ক' অর্থ 'আপনার আনুগত্যাধীন'। 'আরবী বৈয়াকরণগণের মতে 'লাব্বায়' পৌনঃপুনিক অর্থবোধক দ্বিবচন। سعديك ইহার অনুরূপ।

এই সূত্রটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকারে ব্যবহৃত হয়। রাসূল (স') নিম্নোক্তরূপ তাল্বিয়াঃ উচ্চারণ করিতেন : লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক, লাব্বায়কা লা' শারীকা লাকা লাব্বায়ক, ইন্না'ল-হ'ামদা ওয়া'ন-নি'মাতা লাকা ওয়া'ল-মুল্ক, লা শারীকা লাক, (বুখারী, হ'জ্জ, বাব ২৬)। (হাযির আছি, হে আল্লাহ্ হাযির আছি। তোমার কোন শারীক নাই, হাযির আছি, নিশ্চয় তোমারই জন্য সমস্ত তা'রীফ এবং রাজত্ব। তোমার কোন শারীক নাই)।

ইহা সংক্ষিপ্ত আকারেও দেখা যায় : লাব্বায়ক আল্লাহুম্মা, লাব্বায়কা ওয়া সা'দায়ক ইত্যাদি। ইহা সাধারণত আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়। রাসূল (স') সম্বন্ধে বা কোন সাহায্যকারীর সম্বন্ধে কেবল লাব্বায়ক শব্দ (যেমন বুখারী, মুস্'আত, বাব ৪, মুসলিম, যাকাত, হ'াদীছ' ৩২, তিরমিযী,—কিয়ামাত, বাব ৩৬) এবং 'য়া লাব্বায়ক' শব্দ (যেমন মুসলিম জিহাদ, হ'াদীছ' ৭৬) ব্যবহৃত হয়। স'াহ'ীহ' মুসলিমের এক হা'দীছ' অনুসারে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সমসাময়িক অমুসলিমগণ ভুল আকারে ইহা পাঠ করিত। হ'াজ্জের প্রথমাংশে ইহ্'রাম বাঁধার সময় বিশেষ-ভাবে তাল্বিয়াঃ পড়া হয়। ইহা এইভাবে পড়া হয়, "লাব্বায়কা বি-হ'াজ্জাতিন ওয়া 'উম্‌রাতিন" (বুখারী, হ'াজ্জ, বাব ৩৪) অথবা "লাব্বায়কা বি 'উম্‌রাতিন ওয়া হ'াজ্জাতিন" (তিরমিযী, হ'াজ্জ, বাব ১১) অথবা কেবল হ'াজ্জ-এর উল্লেখ করা হয় (বুখারী, হ'াজ্জ, বাব ১৫)। কথিত আছে, হযরত 'আইশাঃ (রা) 'উমরার প্রারম্ভে এই সূত্র উচ্চারণ করিতেন, লাব্বায়ক বি 'উমরাতিন" (আবু দাউদ, মানাসিক, বাব ২৩)।

তাল্বিয়াঃ হ'াজ্জের সময় মিনাতে প্রথম দিনের কংকর নিক্ষে-পের পূর্ব পর্যন্ত ক্রমাগত উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে হয় (আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১ : ১১৪, ৫ : ১১২)।

তালবিয়াঃ ওয়াজিব কি সুন্নাত এ বিষয়ের আলোচনার জন্য দেখুন আন-নাওয়াবীকৃত মুসলিমের ভাষ্য, হ'াজ্জ, হ'াদীছ' ২২।

A. J. wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ রেজাউর রহীম

ত'ালহাঃ ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ (রা) (طلحة بن عبيد الله) একজন বিশিষ্ট স'াহ'াবী, জীবিতাবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের অন্যতম ('আশারাঃ মুবাশ্‌শারাঃ দ্র.)। তিনি কু'রায়শ গোত্রের তায়ম ইব্‌ন মুররাঃ-র বংশোদ্ভূত। তাঁহার বংশানুক্রম— ত'ালহ'াঃ ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্‌ন 'উছ'মান ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম ইব্‌ন মুররাঃ। তাঁহার উপনাম আবু মুহ'াম্মাদ। তিনি প্রাথমিক সময়ের খ্যাতনামা ক'ারীদের অন্যতম। পিতা-পুত্র উভয়েই উটের যুদ্ধে (জঙ্গে জামাল) শহীদ হন। হযরত ত'ালহ'াঃ (রা) ইসলামের দা'ওয়াতের শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হ'াদীছে'র বর্ণনানুযায়ী কু'রায়শ-দের অনেক অত্যাচার-নিপীড়ন তিনি সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স')-এর সঙ্গে মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন। তখন হইতেই ত'ালহ'াঃ (রা)-কে হযরত (স')-এর পরামর্শদাতা এবং একনিষ্ঠ স'াহ'াবী হিসাবে গণনা করা হয়। বাদ্‌র যুদ্ধের সময় তাঁহাকে মক্কাবাসীদের ক্রিয়াকলাপের সংবাদ সংগ্রহের জন্য তথায় পাঠান হইয়াছিল এবং তিনি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে ফেরত আসিতে না পারায় বাদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অন্যান্য মুহাজিরের মত তাঁহাকেও গ'ানীমাঃ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)-এর অংশ দেওয়া হইয়াছিল। উহ'দের যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং বিপদের সময় রাসূলুল্লাহ (স')-এর নিরাপত্তার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে হযরত ত'ালহ'াঃ (রা) ২৪টি আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং একটি আঘাতে তাঁহার হাতের দুইটি আঙুল কাটিয়া গিয়াছিল। এইজন্য হযরত রাসূলুল্লাহ (স')-এর জীবদ্দশায় ও তাঁহার ইন্তিকালের পর ত'ালহ'াঃ (রা)-এর বীরত্ব ও একনিষ্ঠতার বিশেষ মর্যাদা ছিল। উহ'দের যুদ্ধের পরও

রাসূলুল্লাহ (স')-এর সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে তা'লহা: (রা) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। বায়'আত-ই-রিদ্'ওয়ান-এও তিনি উপস্থিত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর হু'নায়ন-এর যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

হযরত তা'লহা: (রা) যেমন সম্পদশালী ছিলেন, তেমনই ছিলেন উদার ও দানশীল। তাঁহার বীরত্বসূচক ক্রিয়াকলাপের জন্য রাসূলুল্লাহ (স') তাঁহাকে 'তা'লহা'তু'ল-খায়র' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স')-এর যুদ্ধাবলীর খরচের জন্য তিনি নিজের যথাসর্বস্ব হযরত (স')-এর দরবারে উপস্থিত করিতেন। মুসলমানদের প্রয়োজনে তিনি একটি পানির কূপ ক্রয় করিয়া ওয়াক্'ফ (দান) করিয়া দিয়াছিলেন। গায্'ওয়া-ই-তাবূক-এ তিনি প্রচুর খরচ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই উদার খিদমতের জন্য রাসূলুল্লাহ (স') তাঁহাকে 'তা'লহা'তু'ল-ফায়্যাদ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। হযরত কা'বীস': ইব্‌ন জাবির (রা) বলেন, তিনি বহুদিন পর্যন্ত হযরত তা'লহা: (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি আর অন্য কাহাকেও এমন উদার হস্তে দান করিতে দেখেন নাই।

একবার হযরত তা'লহা: (রা) হা'দ'রামাওত হইতে সাত লক্ষ দিরহাম প্রাপ্ত হন। সমস্তই তিনি মুহাজিরীন ও আনসা'রদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। তাঁহার স্ত্রীর অংশে মাত্র এক হাযার দিরহাম পড়ে। একবার এক বেদুঈন হযরত তা'লহা: (রা)-এর নিকট তাঁহার এক আত্মীয়ের পরিচয় দিয়া সাহায্য চাহিল। হযরত তা'লহা: (রা) বলিলেন, "ইতিপূর্বে আর কোন লোক এই আত্মীয়ের পরিচয় দিয়া কোন কিছু চাহে নাই। আমার নিকট জমি আছে এবং হযরত 'উছ'মান (রা)-এর নিকট হইতে ইহার পরিবর্তে তিন লক্ষ দিরহাম অগ্রিম গ্রহণ করিয়াছি। তুমি যদি চাও জমি নিতে পার অথবা ইহার মূল্য নিতে পার।" বেদুঈন নগদ অর্থ গ্রহণ করিল। অনুরূপভাবে একবার তাঁহার নিকট চার লক্ষ দিরহাম আসিলে তা'লহা: (রা) সম্পূর্ণ অর্থই স্বীয় গোত্রের লোকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। হযরত হা'সান বাস্'রী (র) বলেন: একবার তা'লহা: (রা) তাঁহাকে সাত লক্ষ দিরহাম প্রদান করেন। এত দিরহাম পাওয়ায় হা'সান বাস্'রী (র)-এর রাত্রে ঘুম হয় নাই। পরদিন সকালে তিনি সমস্ত দিরহাম আল্লাহ্‌র রাস্তায় বণ্টন করিয়া দেন (দা. মা. ই., ১২ : ৫২৯ সিয়ারু আ'লামি'ন্‌-নুবালা', ১ : ১৮—২০-এর উদ্ধৃতি দিয়া)।

হযরত তা'লহা: (রা) তায়ম গোত্রের গরীব ও অভাবী লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, ঋণীদের ঋণ শোধ করিয়া দিতেন এবং গোত্রের গরীব মেয়েদের বিবাহ-ব্যয় বহন করিতেন। উম্মু'ল-মু'মিনীন হযরত 'আইশা: (রা)-এর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। হযরত তা'লহা: (রা) প্রতি বৎসর হযরত 'আইশা: (রা)-কে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করিতেন। হযরত তা'লহা: (রা) মেহমান-দারীর জন্যও বিশেষ খ্যাত ছিলেন (পূ. গ্র., ১ : ২১)।

হযরত তা'লহা: (রা)-এর জীবিকার্জনের উপায় ছিল ব্যবসা। মদীনায় হিজরাতের পর কৃষিকার্যও শুরু করিয়াছিলেন। খায়বার-এর জমি ছাড়াও ইরাকে অনেক জমি প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। বিশটি উট জমিতে পানি দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হইত। জমির উৎপাদিত ফসল হইতে প্রতিদিন এক হাযার দিরহাম আমদানী হইত।

হযরত আবূ বাক্‌র (রা) এবং 'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে তা'লহা: (রা) তাঁহাদের অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন এবং তাঁহার পরামর্শের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হইত। 'উমার (রা)-এর শাহাদাত-এর পর ছয়জন সা'হা'াবীর নাম খিলাফাতের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছিল; হযরত তা'লহা: (রা) তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত 'উছ'মান (রা)-এর শাহাদাত-এর পর তা'লহা: (রা) (যুবায়র [রা]-এর সঙ্গে) শাহাদাত-এর কি'সা'স' দাবী করিয়াছিলেন। 'উছ'মান (রা)-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত উটের যুদ্ধে হযরত তা'লহা: (রা) শাহাদাত বরণ করেন। এই সময় হযরত তা'লহা: (রা)-এর বয়স ছিল ৬২/৬৪ বৎসর। তাঁহার শাহাদাতে হযরত 'আলী (রা) গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন (পূ. গ্র., ১ : ২৩)। হযরত তা'লহা: (রা) ভূসম্পত্তি ছাড়াও কয়েক লক্ষ দিরহাম, দীনার এবং অনেক স্বর্ণ-রৌপ্য রাখিয়া যান (পূ. গ্র.)।

হযরত তা'লহা: (রা) বিভিন্ন সময় কয়েকটি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীদের মধ্যে হা'মনা: বিন্‌ত জাহ্'শ (রা), উম্ম কুলছূ'ম বিন্‌ত আবী বাক্‌র সি'দ্দীক' (রা), সু'দা: বিন্‌ত 'আওফ (রা), উম্ম আবান বিন্‌ত শায়বা: ইব্‌ন রাবী'আ: (রা) এবং খাওলা: (রা) বিন্‌তি'ল-কা'কা'-এর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই স্ত্রীদের গর্ভে ১০ জন কন্যা এবং চারজন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার সন্তানগণ কয়েক পুরুষ পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার কন্যা উম্ম ইস্'হা'াক'-এর সঙ্গে 'আলী (রা)-এর পুত্র হা'সান (রা)-এর বিবাহ হইয়াছিল। হা'সান (রা)-এর মৃত্যুর পর হু'সায়ন (রা)-এর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভেই ফা'তি'মা: বিন্‌ত হু'সায়ন-এর জন্ম হয় (ইব্‌ন হা'য্‌ম, জামহারাতু আনসাবি'ল-'আরাব, পৃ. ১৩৮)। আবূ বাক্‌র (রা)-এর পৌত্র 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ্'মান (রা), মুস্'আব ইব্‌নি'য্-যুবায়র ইব্‌নি'ল-'আওয়াম (রা) তা'লহা: (রা)-এর জামাতা ছিলেন (ইব্‌ন হা'বীব, আল্-মুহ'ব্বার, পৃ. ৬৬)। মক্কায় হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর সঙ্গে ও মদীনায় হযরত উবায়্যি ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর সংগে তাঁহার মুওয়াখাত (ভ্রাতৃত্ববন্ধন) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাকা'াত, ১/৩ : ১৫২ প.; (২) আয্-যাহাবী, তা'রীখু'ল-ইসলাম, ২খ, ১৬৩ প.; (৩) ঐ, সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা', ১খ, ১৫—২৬; (৪) আল-বালাযু'রী, আনসাবু'ল-আশরাফ, ১খ,; (৫) ইব্‌ন হা'য্‌ম, জাওয়ামি'উ'স-সীরা:, সূচী; (৬) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, উস্‌দু'ল-গা'াবা:, ৩খ, ৫৯; (৭) ইব্‌ন হা'জার, আল-ইসা'াবা:, ৩খ, ২৯০; (৮) মু'ঈনু'দ্-দীন নাদাবী, মুহাজিরীন, ২য় সং., আজমগড়, ১৯৫১ ইং., ১খ, পৃ. ৯৩ প.; (৯) ইব্‌ন হা'য্‌ম, জামহারাতু আনসাবি'ল-'আরাব, পৃ. ১৩৮ প.; (১০) মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন হা'বীব, কিতাবু'ল-মুহা'ব্বার, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, পৃ. ৬৬; (১১) কা'দী-হা'বীবু'র-রাহ'মান, আশারা:-ই-মুবাশ্'শারা:, লাহোর ১৯৭৩ খৃ., পৃ. ১৩৪—১৪৩; (১২) মোহাম্মদ শরীফুল্লাহ মনসুর ইসলামাবাদী, আশারা মুবাশ্‌শারা, এমদাদিয়া প্রেস, ঢাকা খৃ. ১৯৭৯, পৃ. ২৭৩—৮৭।

দা. মা. ই./এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

তালাক (طلاق : তা'লাক') অর্থ স্বামী কর্তৃক স্ত্রী পরিত্যাগ, শব্দটির মূল তাৎপর্য হইল (কোন বন্ধন হইতে) মুক্ত হওয়া, ছাড়া পাওয়া।

(ক)

এই স্থানে মুসলিম আইনের বিভিন্ন শ্রেণীর তা'লাক' বর্ণিত হইবে।

১। একপক্ষের দ্বারা বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার জাহিলী যুগের 'আরববাসীদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের করায়ত্ত ছিল। হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর বহু পূর্ব হইতেই তথায় ত'ালাকে'র প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহা দ্বারা বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর উপর স্থিরীকৃত স্বামীর যাবতীয় দাবী তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হইতে (Robertson Smith এবং Wellhausen বিপরীত মত পোষণ করিয়া থাকেন)।

২। ত'ালাক' সম্পর্কে আল-কু'রআন সম্যক পূর্ণতার সহিত আইন-কানুন বিধিবদ্ধ করিয়াছে এবং এই ব্যাপারে এমন সব নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে যাহা ইতিপূর্বে সমসাময়িকদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। ত'ালাকে'র মাধ্যমে সাধারণত অভিভাবক ও স্বামী যেভাবে স্ত্রীলোকের প্রতি নির্যাতন ও তাহাদের স্বার্থ হরণ করিত কু'র-আন তাহাতে বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। এইজন্য স্ত্রীর নিকট হইতে বলপূর্বক কোন কিছু আদায় করিবার নিমিত্ত ত'ালাক'-কে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করিয়া মুসলিম আইন বিধিবদ্ধ হয়। (৪ : ২০ পূর্ববর্তী আয়াতে মৃতের আত্মীয়-স্বজনের অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে) "তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে চাও এবং তাহাদের মধ্যে কাহাকেও যদি বিস্তর কিছু দিয়া থাক (মাহ্র অথবা যৌতুক হিসাবে), তবে তাহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিও না; তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা উহা গ্রহণ করিবে?" (এখানে কু'রআন ত'ালাক'কে আইনানুগ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে)। ত'ালাক' সম্বন্ধীয় পরবর্তী আয়াতগুলিতে একটি নূতন বিধি সন্নিবেশিত হইয়াছে; তাহা হইল প্রতীক্ষাকাল বা 'ইদ্দাত। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে একদিকে ত'ালাক'প্রাপ্তা কর্তৃক প্রসূত সন্তানের পিতৃত্ব সম্পর্কে সর্বপ্রকার সন্দেহ দূরীকরণ এবং অন্যদিকে হঠাৎ প্রদত্ত ত'ালাক' উঠাইয়া লইয়া স্বামীকে সংশোধনের সুযোগ প্রদান। ২ : ২২৮ আয়াতে আছে, "ত'ালাক'প্রাপ্তা স্ত্রী তিন 'কু'রূ' কাল (এই শব্দটি নানারূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; যাহা হউক, ইহা ঋতুস্রাবের সহিত সম্পর্কিত) পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে। আল্লাহ্ তাহাদের গর্ভে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা গোপন রাখা বৈধ নহে যদি তাহারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে। এই সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে পুনঃ গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার স্বামীদের রহিয়াছে, যদি তাহারা আপোষ করিতে চায়। অবশ্য নারীদের তেমনই ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে" [এই প্রতীক্ষাকালের মধ্যে স্ত্রীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে পুনঃগ্রহণের (রাজ্'আঃ) অধিকার স্বামীকে দেওয়া হইয়াছে]।

স্বামিগণ এই অধিকারের অপব্যবহার করিত। প্রতীক্ষাকাল পূর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে তাহারা স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করিয়া আবার নূতন ত'ালাক' দিত এবং এইভাবে তাহাকে সর্বদা প্রতীক্ষাকাল ('ইদ্দাঃ) যাপন করিতে বাধ্য করিত, যাহাতে সে মাহ্রের অর্থ ফেরত কিংবা অন্য আর্থিক স্বার্থ ত্যাগ করিয়া এই অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিত। এই কারণে ২ : ২২৯ এবং পরবর্তী আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় : "এই ত'ালাক' দুইবার; অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করিয়া দিবে। তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ, তাহা হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য ন্যায়সঙ্গত নহে .... ২ : ২৩০। অতঃপর সে যদি তাহাকে ত'ালাক' দেয়, তবে সে তাহার জন্য হ'ালাল হইবে না যতক্ষণ না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে; যদি পরবর্তী স্বামী তাহাকে ত'ালাক' দেয়, তবে তাহাদের একে অপরের নিকট ফিরিয়া আসা অপরাধ হইবে না, যদি তাহারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া মনে করে।" সম্ভবত ২৩০ সংখ্যক আয়াতের দ্বিতীয়াংশের বিষয়টি কোন বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রবর্তিত হইয়াছে, যাহাতে কোন তিন ত'ালাক'প্রাপ্তা স্ত্রী দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ এবং তাহার নিকট হইতে ত'ালাক'প্রাপ্তা হইয়া পুনরায় প্রথম স্বামীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল।

'ইদ্দাতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিবার অপব্যবহার রোধের জন্য প্রবর্তিত উপরিউক্ত নিয়ম বাস্তবে প্রয়োগ করিতে গিয়া যে সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা ২৩১ সংখ্যক আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে : "যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে ত'ালাক' দাও এবং তাহাদের সময় উত্তীর্ণ হয় তখন তোমরা হয় তাহাদিগকে যথাবিধি গ্রহণ করিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করিয়া দিবে, কিন্তু নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাহাদের ক্ষতি সাধনের জন্য তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিও না। যে এইরূপ করে সে শুধু নিজেরই ক্ষতি করিয়া থাকে; আল্লাহ্র আয়াতকে বিদ্রূপের বস্তু করিও না।" স্ত্রীকে মিথ্যা আপোষের ভাঁওতা দিয়া শুধু তাহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিতে এবং টাকা-পয়সা দিয়া এই অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহাকে বাধ্য করিতে ফিরাইয়া আনা এখানে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সম্ভবত সমসাময়িক ২৩২ সংখ্যক আয়াতে ত'ালাক'প্রাপ্তা স্ত্রীর অভিভাবকদের প্রতি ভর্ৎসনাসূচক সাবধান বাণী উচ্চারিত হইয়াছে।

২ : ২২৮ আয়াত নাযিলের পরে কিন্তু হি. পঞ্চম বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই ৬৫ সংখ্যক সূরার নিয়মাবলী অবতীর্ণ হয় : (১) "হে রাসূল! তুমি যখন তোমার স্ত্রীকে ত'ালাক' দাও তাহা যেন 'ইদ্দাত অনুযায়ী হয়; ('আরবী বাকভঙ্গি অনুসারে মনে হয়, ত'ালাক' এমন সময় দিবে যাহাতে সহজেই প্রতীক্ষাকাল গণনা করা যায় অর্থাৎ ঋতুস্রাবের সময় নহে), যথার্থভাবে 'ইদ্দাত গণনা কর এবং তোমার প্রভু আল্লাহ্কে ভয় কর। তাহাদিগকে তাহাদের ঘরের বাহির করিয়া দিও না; তাহারাও যেন স্বেচ্ছায় বাহির না হয় যদি না তাহারা প্রকাশ্য কদাচারে লিপ্ত হয় (অর্থাৎ ব্যভিচার)...। তুমি জান না হয়ত ইহার পর আল্লাহ্ কোন উপায় করিয়া দিবেন (পুরুষের মনোভাবের পরিবর্তন করিয়া দিবেন যাহার ফলে সে স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিতে পারে)।

(২) "উহাদিগের 'ইদ্দাত পূরণের কাল আসন্ন হইলে তোমরা হয় যথাবিধি উহাদিগকে রাখিয়া দিবে, না হয় উহাদিগকে যথাবিধি পরিত্যাগ করিবে এবং তোমাদিগের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে; তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ রাখিয়া সাক্ষ্য দিবে। ইহা তাহাদের জন্য উপদেশ যাহারা আল্লাহ্ ও পরকাল বিশ্বাস করে...।"

(৩) নৈতিক শিক্ষাসমূহ পালন করার আরও উপদেশ।

(৪) "যে সমস্ত স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব রহিত হইয়াছে (তাহাদের 'ইদ্দাত সম্বন্ধে) যদি তোমাদের মনে সন্দেহ জন্মে তবে তাহাদের 'ইদ্দাতের মিয়াদ হইবে তিন মাস। যাহারা ঋতুবতী হয় নাই এই নিয়ম তাহাদের জন্যও। আর গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রসব পর্যন্ত হইবে তাহাদের 'ইদ্দাত।

(৫) আরও উপদেশ।

(৬) "তোমরা তোমাদিগের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ বাড়ীতে বাস

কর তাহাদিগকেও সেইরূপ বাড়ীতে বাস করিতে দিও, তাহাদিগকে উত্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে সঙ্কটে ফেলিও না; যদি তাহারা গর্ভবতী হয়, তবে প্রসবকাল পর্যন্ত তাহাদিগের ব্যয় নির্বাহ করিবে।" (এখানে ত'ালাক-প্রাপ্তা স্ত্রী কর্তৃক সন্তান পালনের নিয়মাবলী বর্ণিত হইয়াছে)।

এই সকল আয়াতে স্ত্রীদিগের 'ইদ্দাতকালীন বাসস্থান ও ভরণ-পোষণের ব্যাপারে পুরুষের উপর বিশেষ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে পুরুষের অন্যায় আর্থিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে স্ত্রীলোকের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে যাহা ৪ : ২০ আয়াতে আরম্ভ হইয়াছিল। ৩৩ : ৪৯ আয়াত পঞ্চম বৎসরের শেষের দিকের, "হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা বিশ্বাসী স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহ কর এবং ইহার পর তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে ত'ালাক' দাও, তবে তাহাদিগকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতীক্ষা ('ইদ্দাত পালন) করিতে বলিতে পার না; তাহাদিগকে কিছু সম্বল প্রদান কর এবং সৌজন্যের সাথে তাহাদিগকে বিদায় দাও।" এই স্থানে বর্ণিত এই সাধারণ নিয়মটি ২ : ২৩৫ আয়াতে অধিকতর বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, "যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়াছ অথবা তাহাদের জন্য মাহ্র ধার্য করিয়াছ, তাহাদিগকে ত'ালাক' দিলে তোমাদের কোন পাপ নাই। তোমরা তাহাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করিও। বিত্তবান তাহার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী বিধিমত সংস্থানের ব্যবস্থা করিবে। ইহা সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের কর্তব্য।" ২৩৭—"যদি তোমরা স্ত্রীদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বেই তাহাদিগকে ত'ালাক' দিয়া থাক এবং তাহাদিগের মাহ্র নির্দিষ্ট করিয়া থাক তাহা হইলে ঐ নির্দিষ্ট মাহ্রের অর্ধেক (তোমরা তাহাদিগকে দিবে) যদি না তাহারা ইহা ক্ষমা করিয়া দেয় (অর্ধেক গ্রহণ না করে) অথবা সেই ব্যক্তি ক্ষমা করে, যাহার হস্তে বিবাহ বন্ধন রহিয়াছে (অর্থাৎ স্বামী, তাহার প্রাপ্য অর্ধেক)। যদি তোমরা পূর্ণ মাহ্র দাও তাহা হইলে উহাই হইবে ধর্মভীরুতার নিকটতম কর্ম।" এই বিষয়টিও কোনও বাস্তব ঘটনার সহিত সম্পর্কযুক্ত মনে হয়। দম্পতির মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হইলে ৪ : ৩৫ সংখ্যক আয়াতে দুইজন আপোসকারী নিযুক্তির কথা বলা হইয়াছে। তাহাদের একজন স্বামীর এবং অন্য একজন স্ত্রীর পরিবারের লোক হইবে; যাহারা তাহাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে পারে।

ইহাছাড়াও ৩৩ : ২৮ সংখ্যক (পঞ্চম বৎসরের শেষের দিকের) ও ৬৬ : ৩—৫ সংখ্যক (মদীনায় শেষের দিকের) আয়াতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর স্ত্রীদিগকে যদি তাঁহারা ইহলোকের সুখৈশ্বর্য কামনা করেন তাহা হইলে তাহা প্রদানের প্রতিশ্রুতি এই শর্তে দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আল্লাহ্ ও রাসূলকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৩। হ'াদীছে' ত'ালাকে'র কথা কু'রআন অপেক্ষা কম আলোচিত হয় নাই। কু'রআনের সুপরিচিত আদেশসমূহের বারংবার উল্লেখসহ বহু হ'াদীছ' বিদ্যমান, উহার আলোচনা এইক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। ইহাছাড়াও এমন কিছু সংখ্যক হ'াদীছ' আছে, যদ্দারা ত'ালাক'-সম্বন্ধীয় আইন-কানুন পূর্ণতর রূপ লাভ করিয়াছে। যে কতিপয় হ'াদীছে' যথাসম্ভব ত'ালাকে'র একটি সীমা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, সেইগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী রাখে। "অনুমোদিত বিষয়সমূহের মধ্যে ত'ালাক' আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য।" কোন স্ত্রী নিজ স্বার্থে অন্য স্ত্রীকে ত'ালাক' দিবার দাবী স্বামীর উপর করিতে পারে না। যে স্ত্রী উপযুক্ত কারণ ব্যতীত স্বামীর নিকট ত'ালাক' প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাহাকে শাস্তি দিবেন।

একই সময়ে তিন ত'ালাক' দেওয়ার ফল কি দাঁড়াইবে এই সমস্যাটি কু'রআনে বর্ণিত হয় নাই। হ'াদীছে' এই প্রসঙ্গে মতবিরোধ রহিয়াছে। সেখানে এইরূপ ত'ালাকে'র অনুমোদন যেমন পাওয়া যায়, তেমনি কঠোর ভাষায় ইহার নিন্দাও দৃষ্ট হয়। এমনকি কখনও কখনও ইহাকে বাতিল বলিয়াও গণ্য করা হয়। একটি হ'াদীছে' বলা হইয়াছে যে, হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফাতের পূর্ব পর্যন্ত এই প্রকার ত'ালাক'কে এক ত'ালাক' বলিয়া ধরা হইত। হযরত 'উমার (রা)-ই সর্বপ্রথম ইহার তিন ত'ালাকে'র মর্যাদা আইনের পর্যায়ে আনেন। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল, লোকেরা যাহাতে অনভিপ্রেত পরিণামের ভয়ে ত'ালাকে'র এই প্রকার অপব্যবহার হইতে বিরত থাকে।

কু'রআন ও হ'াদীছে' বিধিসম্মত ত'ালাক' (ত'ালাকু'-সুন্নাঃ)-এর শর্তাদি বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রীর স্রাবের সময় ত'ালাক' দেওয়া চলিবে না (৬৫ : ১ আয়াতের সর্বসম্মতিক্রমে এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে) এবং যে পবিত্রতাকালে (তু'হর) তাহাকে ত'ালাক' দিবে তাহাতে অবশ্যই স্ত্রীসঙ্গম করিবে না।

তিনবার ত'ালাক' প্রাপ্তাকে বিবাহ করা এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে ত'ালাক' দেওয়া যাহাতে সে তাহার পূর্ব স্বামীকে বিবাহ করিতে পারে,—এইরূপ কার্য (তথাকথিত 'তাহ্লীল') দৃঢ়তার সহিত অননুমোদিত হইয়াছে, এমন কি অভিশপ্ত বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। তাহাছাড়া স্ত্রীলোকটিকে তখনই তাহার পূর্বস্বামীর জন্য হ'ালাল বলিয়া গণ্য করা যাইবে, যখন তাহার বিবাহ যথারীতি সঙ্গমসহ সম্পূর্ণ হয়।

তুচ্ছ কারণে ত'ালাক' দান নিরোধের জন্য ঠাট্টাচ্ছলে উচ্চারিত ত'ালাক'কেও আইনসঙ্গত ও অবশ্য পালনীয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। অন্যদিকে ত'ালাকে'র অর্থ যেহেতু বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা, সেইজন্য বিবাহ পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে উচ্চারিত ত'ালাক' কোন মূল্যই বহন করে না। তিন ত'ালাক'-প্রাপ্তা কোন স্ত্রী প্রতীক্ষাকালের জন্য স্বামীর নিকট খোরপোষের দাবী করিতে পারে কিনা, সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ কু'রআনে নাই। প্রাথমিক যুগে এই সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা যায়। কোন কোন হ'াদীছে' ত এই প্রকার দাবীর কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইয়াছে, অন্যদিকে কতকগুলিতে শুধু বাসস্থান এবং অন্য কতকগুলিতে ভরণপোষণের কথাও স্বীকার করা হইয়াছে।

দাসদাসীদের ত'ালাকে'র নিয়ম কু'রআনে বিধিবদ্ধ হয় নাই। হ'াদীছে' দাসকে ত'ালাকে'র ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু (অন্যান্য আইনের ন্যায়) মাত্র দুইবার। একই কারণে দাসীর প্রতীক্ষাকাল দুই 'কু'র' ধরা হইয়াছে। যদি কেহ ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাহার চারিজনের অধিক স্ত্রী থাকে, তবে মাত্র চারিজনকে রাখিয়া অন্যান্যদিগকে ত'ালাক' দিতে হইবে। যদি কেহ দুই সহোদরাকে বিবাহ করে তবে তন্মধ্যে একজনকে ত'ালাক' দিবে।

৪। প্রাচীনতম আইনবিদগণ (মায্হাব সৃষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) ত'ালাক' সম্পর্কে তাহাদের মতবাদ উপরি উল্লিখিত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ গুলি পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইল :

সুন্নী মতে ত'লাকে'র আইন এবং তৎসম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে গর্ভকালীন সময়কেও শামিল করা হয়। একই সময় উচ্চারিত তিন ত'লাক'কে প্রবল মতাধিক্যে পাপ মনে করা সত্ত্বেও ইহাকে তিন দফায় তিন ত'লাকে'র ন্যায় কার্যকরী বলিয়া ধরা হয়। কখনও কখনও এই মতকে একমাত্র বৈধ মত যাহার বিরুদ্ধে অন্য কোনও মত অজ্ঞাত বলিয়া দাবী করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এইরূপ ক্ষেত্রে একটি মাত্র ত'লাক' কার্যকরী হওয়ার ধারণা পোষণকারী আইনবেত্তাও ছিলেন। অধিকাংশের মতে তিনবার উচ্চারিত ত'লাকে'র পরে স্ত্রী স্বামীর জন্য নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অন্য কাহারও স'হিত বিবাহিতা ও তৎকর্তৃক ত'লাক'প্রাপ্তা না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব স্বামী তাহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না। ২ : ২২৯ আয়াতের মর্মানুসারে দুই ত'লাক' উচ্চারণের পরে 'ইদ্দাতের মধ্যে স্ত্রীকে গ্রহণ না করিলে উহা ত'লাক' বাইন-এ পরিণত হইবে। হ'লালা করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিবাহকে যৌন মিলন দ্বারা সম্পূর্ণকরণ সর্বসম্মতিক্রমে দাবী করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর সময়ে সহবাসের পূর্বে তিন ত'লাক' দিলে তাহা এক ত'লাক' বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু সহবাসের পর কি বিধান হইবে তাহা স্পষ্ট না থাকায় হযরত 'উমার (রা) বিধান দেন যে, এক সময়ে তিন ত'লাক' দিলে তিন ত'লাক'ই হইবে, তাহা সহবাসের পূর্বে হউক বা পরে হউক। এই বিধান সকল স'হ'াবী মানিয়া লন। সুতরাং ইহা স'হ'াবীগণের ইজ্মা'। সুন্নাত জামা-'আতের ইমামগণ—যথা : আবূ হ'নীফা, মালিক, শাফি'ঈ এবং আহ'মাদ (র) এই মতাবলম্বী। পরবর্তীকালে আহ্লু'ল-হ'াদীছ' সম্প্রদায়ের ইমাম ইব্ন তায়মিয়া: ইহাকে এক ত'লাক' বলিয়া মত প্রকাশ করেন। আহ্লু'ল-হ'াদীছ' সম্প্রদায় তদনুসারে চলিয়া থাকেন।

ঠাট্টাচ্ছলে উচ্চারিত ত'লাকে'র কার্যকরী হওয়া সুস্পষ্টভাবে নিশ্চিত এবং সাধারণভাবে গৃহীত হইয়াছে। একটি সর্বসম্মত নিয়ম এই যে, দ্ব্যর্থবোধক উচ্চারণের ক্ষেত্রে বক্তার মতানুসারেই অর্থ নির্ধারিত হইবে। অবশ্য কোন্ বিশেষ উচ্চারণকে দ্ব্যর্থ-বোধক মনে করা যায় ও কোন্‌টিকে যায় না এবং বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে বা নেশার ঘোরে উচ্চারিত ত'লাক' কার্যকরী হয় কিনা, তাহা লইয়াও প্রচুর মতানৈক্য বিদ্যমান। এই সমুদয় হইতেছে এমন এক ক্ষেত্রে নিয়মাবলী প্রয়োগ সমস্যা—যাহার বাস্তব গুরুত্ব এই সকল নিয়ম উদ্ভাবনের ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অনেক বিশেষজ্ঞ যৌন মিলন দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণকরণের পূর্বে উচ্চারিত ত'লাকে'র কার্যকারিতা হ'াদীছে'র নির্দেশানুসারে অস্বীকার করিয়াছেন। অন্যদিকে বিবাহ শর্তে উচ্চারিত ত'লাক' (আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি, তবে তুমি ত'লাক' প্রাপ্তা হইবে) অনেকের মতে সিদ্ধ ; আবার অনেকে তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। যৌন মিলন দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণকরণের পূর্বে উচ্চারিত ত'লাক' ফাক'ীহ্গণের মতে অখণ্ডনীয়। তিন ত'লাক'প্রাপ্তা স্ত্রীর বাসস্থান ও ভরণপোষণের প্রসঙ্গে হ'াদীছো'ক্ত মতানৈক্য এখানেও বিদ্যমান।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে স্ত্রী স্বাধীনা বা দাসী যাহাই হউক না কেন, দাসের জন্য দুইটি মাত্র ত'লাক' দেওয়ার অধিকার রহিয়াছে। অন্য দিকে অনেকের মতে স্ত্রীর মর্যাদাই এই ক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য। সুতরাং প্রত্যেক দাসীর স্বামী, সে দাস বা স্বাধীন যাহাই হউক না কেন, মাত্র দুইটি ত'লাক' দিতে পারিবে। কু'রআনের কু'রু' শব্দ (২ : ২২৮) কাহারও মতে ঋতুকাল এবং কাহারও মতে পবিত্রতা কাল হিসাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ২ : ২২৮ ও ৬৫ : ১, ২, ও সংখ্যক আয়াতের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা সম্পর্কীয় মতানৈক্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নহে। স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামী কর্তৃক ত'লাক' প্রত্যাহার করিবার অধিকার সর্বসম্মত।

৫। পরবর্তীকালের ফিক্'হ শাস্ত্রের ত'লাক' সম্পর্কীয় শিক্ষা, যাহা উপরে বর্ণিত বিষয়বস্তুর উপর গড়িয়া উঠিয়াছে সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

স্বামী কোন কারণ না দর্শাইয়া তাহার স্ত্রীকে ত'লাক' দিতে পারে। অবশ্য উপযুক্ত কারণ ব্যতীত তাহার এই প্রকার ত'লাক' মাক্রূহ (অপসন্দনীয়) বলিয়া গণ্য। হ'নাফীগণ ইহাকে হ'ারাম (নিষিদ্ধ)-ও বলিয়া থাকেন। 'বিদ'ঈ' ত'লাক' অর্থাৎ যাহাতে সুন্নী ত'লাকে'র (উপরে দ্র.) প্রয়োজনীয় নিয়ম পালন করা হয় না, তাহাকেও হ'ারাম বলিয়া গণ্য করা হয়। যদিও ত'লাকে'র কার্যকারিতায় ইহাতে বিন্দুমাত্র তারতম্য আসে না।

ত'লাক' দিবার জন্য স্বামীকে অবশ্যই বালিগ' (প্রাপ্তবয়স্ক) ও সুস্থমস্তিষ্ক হইতে হইবে। ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) বর্ণিত একটি বিবরণী হইতে জানা যায় যে, নাবালিগে'র ত'লাক'ও সিদ্ধ হইতে পারে। স্বামী যদি আইনত অযোগ্য সাব্যস্ত হয় তবে অভিভাবক তাহার পক্ষ হইয়া ত'লাক' দিতে পারে। ত'লাক' একটি ব্যক্তিগত অধিকার, স্বামী নিজেই তাহা উচ্চারণ করিবে অথবা বিশেষভাবে নিযুক্ত কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে তাহা প্রয়োগ করিবে। সে নিজ স্ত্রীকেও আদেশ দিতে পারে ; তখন স্ত্রী স্বীয় স্বামীর পক্ষ হইতে নিজেকে ত'লাক' দিবে।

ত'লাকে'র কার্যকরী হওয়ার জন্য আইনসিদ্ধ বিবাহ বর্তমান থাকা দরকার। বিবাহ সম্পূর্ণ হইলে ত'লাক' কার্যকরী হইবে, এই শর্তে প্রদত্ত ত'লাক' (উপরে দ্র.) শাফি'ঈ ও হ'াম্বালীদের মতে সিদ্ধ (মালিকী মতে যদি ত'লাক' সাধারণভাবে অর্থাৎ 'যে কোন স্ত্রীলোককে আমি বিবাহ করি, তাহাকেই ত'লাক' দিলাম", বলা হয়, তবে সিদ্ধ নহে)।

প্রলাপোক্তি দ্বারা অথবা পাগল কর্তৃক প্রদত্ত ত'লাক' বাতি'ল। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির ত'লাক' লইয়া সকল মায্'হাবেই দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। শাস্তিযোগ্য মাদক দ্রব্য পানে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির ত'লাক' অধিকাংশের মতে সিদ্ধ। কাহারও চাপে পড়িয়া প্রদত্ত ত'লাক' হ'নাফী মতে সিদ্ধ ; কিন্তু শাফি'ঈ, মালিকী ও হ'াম্বালী মতে অবৈধ বলিয়া গণ্য।

দ্ব্যর্থহীন ও সরাসরিভাবে ত'লাক' শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত শব্দাবলী ত'লাক'কে কার্যকরী করে, ইহাতে বক্তার ইচ্ছা যাহাই থাকুক না কেন। যদি ত'লাক' দাতা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে, তবে হ'নাফী, শাফি'ঈ ও হ'াম্বালীদের মতে ইচ্ছা (নিয়্যাত) থাকা প্রয়োজন ; কিন্তু মালিকীদের মতে ইচ্ছার কোন দরকার নাই। দ্ব্যর্থ ভাষা ও ইঙ্গিতের ক্ষেত্রে বক্তার ইচ্ছাই একমাত্র ফল নির্ধারক। ব্যক্তিগত ঘটনার প্রেক্ষিতে এই সমুদয় ব্যাপারে বিভিন্ন মায্'হাবের মধ্যে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান। শর্ত সাপেক্ষে প্রদত্ত ত'লাক' (উপরে বর্ণিত ঘটনা ছাড়াও) সিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন মতানৈক্য রহিয়াছে। হ'নাফী ও শাফি'ঈদের মতে শর্ত পূরণ হওয়া মাত্র সাধারণত এই প্রকার ত'লাক' কার্যকরী হইবে। মালিকীদের মতে শর্তের প্রকারভেদে ইহা কার্যকরী হইয়া থাকে। ফলে কখনও সিদ্ধ, কখনও বাতিল হয়।

ত'লাকে'র পর মুহূর্ত হইতে স্ত্রীলোকের 'ইদ্দাত শুরু হয়। অবশ্য যৌন মিলন দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে প্রদত্ত ত'লাকে'র ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে। কারণ সেখানে সন্দেহের অবকাশ নাই। এইজন্যই ঐরূপ ত'লাক'প্রাপ্তার 'ইদ্দাত পালন করিতে হয় না; বরং সে পূর্ব নির্দিষ্ট মাহ্‌রের অর্ধাংশ মাত্র দাবী করিতে পারে (যদি পূর্ণ মাহ্‌র তাহাকে দেওয়া হইয়া থাকে; তবে সে অর্ধাংশ ফেরত দিবে) অথবা মাহ্‌র নির্দিষ্ট হইয়া না থাকিলে স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন দান; (সাধারণত বস্ত্র, উপরে দ্র.) ইহাই তথা-কথিত মুত'আঃ। ইহা ব্যতীত রাজ্'ঈ ও বাইন ত'লাকে'র মধ্যে পার্থক্য করা হইয়া থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে বিবাহকে ইহার সমস্ত অধিকারসহ বর্তমান বলিয়া গণ্য করা হয় এবং স্ত্রী তাহার প্রতীক্ষাকালের জন্য স্বামীর নিকট বাসস্থান ও ভরণ-পোষণের দাবী করিতে পারে। অন্য দিকে স্বামীও সমস্ত প্রতীক্ষাকালের মধ্যে যে কোন সময়ে ত'লাক' প্রত্যাহার করিতে পারে। যদি সে তাহার এই অধিকার প্রয়োগ না করিয়া সময় উত্তীর্ণ হইতে দেয়, তাহা হইলে সময় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ত'লাক' নিশ্চিতভাবে কার্যকরী হইবে। যদি তখনও মাহ্‌র আদায় করা না হইয়া থাকে, তবে তাহা দেয় বলিয়া গণ্য হয় যদি না ইহা আদায় করিবার জন্য অন্য কোন সময় নির্ধারিত হইয়া থাকে। যদি ইহার পরও উভয় পক্ষের মধ্যে আপোস-মীমাংসা হয় এবং তাহারা পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চায়, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই নূতন মাহরসহ পুনর্বিবাহ করিতে পারে।

অন্য দিকে বাইন ত'লাকে'র ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া যায় (অবশ্য একটি মাত্র ব্যতিক্রম ব্যতীত; মৃত্যু-শয্যায় শায়িত কোন ব্যক্তির প্রদত্ত ত'লাক' স্ত্রীর উত্তরাধিকার নষ্ট করিতে পারে না। হ'নাফী, মালিকী ও হাম্বালীদের ইহাই মত। শাফি'ঈগণ ইহার বিপরীত মতকে উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে করেন)। যাহা হউক, এইরূপ ত'লাক'প্রাপ্তা স্ত্রীকেও প্রতীক্ষাকাল যাপন করিতে হয়। ইতিমধ্যে সে নূতনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না। এই সময়ে সে স্বামীর উপর শুধু বাসস্থানের দাবী করিতে পারে; যদি গর্ভবতী হয়, তবে ভরণ-পোষণেরও দাবী করিতে পারে। স্বামী কর্তৃক মাহ্‌র আদায়ের ব্যাপারটি রাজ্'ঈ ত'লাকে'র ন্যায়। যতক্ষণ না স্ত্রী অন্য কোন ব্যক্তির সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সেই বিবাহ সম্পূর্ণতা লাভ করে ততক্ষণ পূর্ব স্বামীর সহিত বিবাহ সম্ভব নহে।

স্বাধীনাদের জন্য তৃতীয় ত'লাক' এবং দাসীদের জন্য দ্বিতীয় ত'লাক'কে বাইন বলিয়া ধরা হয়। স্বাধীন পুরুষ কর্তৃক দাসীকে বিবাহের ক্ষেত্রে (বা ইহার বিপরীত ক্ষেত্রে) মালিকী, শাফি'ঈ ও হ'াম্বালী মতে পুরুষের মর্যাদাই ত'লাকে'র মান নির্ধারণ করিবে। কিন্তু হ'নাফীদের মতে স্ত্রীর মর্যাদা এই ক্ষেত্রে ধর্তব্য। হ'নাফীদের নিকট এক ত'লাক'ও যদি বিশেষ জোরের ভাষায় (لا كــل সহ) উচ্চারিত হয় তবে তাহা বাইন বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু ইহাতে পুনর্বিবাহ রুদ্ধ হয় না। স্বাধীনা স্ত্রীর 'ইদ্দাত তিন কু'রূ' অর্থাৎ মালিকী ও শাফি'ঈদের মতে তিনটি পবিত্রতা কাল এবং হ'নাফীদের মতে তিনটি ঋতুস্রাব। যদি সে ঋতুবতী না হইয়া থাকে কিংবা ঋতুস্রাব উত্তীর্ণা হয় তবে তিন মাস। আর গর্ভবতী হইলে প্রসব পর্যন্ত। দাসীর জন্য প্রসব অবস্থায় দুই কু'রূ', দ্বিতীয়টিতে দেড়মাস এবং গর্ভবতী হইলে প্রসব পর্যন্ত 'ইদ্দাত।

অনিশ্চিত ত'লাক'প্রাপ্তা স্ত্রীর সহিত 'ইদ্দাতের মধ্যে সহবাস করা হ'নাফী এবং হ'াম্বালীদের উৎকৃষ্টতর মতে অনুমোদনযোগ্য। কিন্তু শাফি'ঈ, মালিকী এবং হ'াম্বালীদের অন্য এক মতে নিষিদ্ধ। প্রথম দলের মতানুযায়ী ইহাকে প্রত্যেক ব্যাপারেই ত'লাকে'র প্রত্যাহার বলিয়া গণ্য করা হয়। মালিকীদের নিকট ইহা তখনই সিদ্ধ হইবে যদি স্বামী ইহার দ্বারা প্রত্যাহারের ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু শাফি'ঈদের নিকট ত'লাক' প্রত্যাহারের জন্য স্বামীর মৌখিক স্বীকৃতির প্রয়োজন।

৬। উপরে এ পর্যন্ত ত'লাক' সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহার খুঁটিনাটি ব্যাপারে মাত্র সুন্নী মতের সহিত শী'আঃ মতের পার্থক্য রহিয়াছে। ৬৫ : ২ আয়াতের কিছুটা কড়াকড়ি ব্যাখ্যার ফলে যে কোন ত'লাক' সিদ্ধ হওয়ার জন্য দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতি অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে; অথচ সুন্নীদের নিকট ইহার প্রয়োজন নাই। সকল প্রকার বাগাড়ম্বর ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ও ভঙ্গির কোন গুরুত্ব শী'আদের নিকট নাই; ইহাতে বক্তার ইচ্ছা যাহাই হউক না কেন।

৭। পারিবারিক আইন হিসাবে ত'লাক' বাস্তব ক্ষেত্রে মুসলিম আইনের মূলনীতিকে যথাযথ অনুসরণ করে। তুচ্ছ কারণে বারংবার তালাকে'র ব্যবহার এবং একসঙ্গে তিন ত'লাক' দান নিম্নের প্রথাগুলির উদ্ভব ঘটাইয়াছে। তৃতীয় ত'লাকে'র পরও যদি দম্পতি একে অন্যকে পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহারা এমন একজন লোকের তালাশ করে, যে নির্দিষ্ট কিছু পাইবার লোভে স্ত্রীকে বিবাহ এবং তৎক্ষণাৎ ত'লাক' দিতে রাযী থাকে। ইহা সম্পূর্ণ হইলে স্ত্রীলোকটি ('ইদ্দাত অন্তে) তাহার পূর্ব স্বামীর জন্য হ'লাল হইবে। এই কাজটিকে তাহ'লীল এবং যে ইহা করে, তাহাকে মুহ'াল্লিল বলা হয়। অন্তর্বর্তী বিবাহে যদি তাহ্'লীল শব্দটি ব্যবহার করা না হয়, তাহা হইলে এই পন্থার বিরুদ্ধে বলিবার মত কিছু নাই। হ'নাফীগণ ইহার আইনগত বৈধতা স্বীকার করিয়াছেন (যদিও এইরূপ হ'লাল করা মহাপাপ, কেননা হ'াদীছে' বলা হইয়াছে যে, হ'লালকারী এবং যাহার জন্য হ'লাল করা হয়, উভয়ে মাল'উন অর্থাৎ অভিশপ্ত। কিন্তু মালিকী ও শাফি'ঈগণ এই ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে। হ'াম্বালী মতের অনুসারী ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ (র) ইহাকে অসিদ্ধ বলিয়া মনে করেন এবং তাহার একটি বিশেষ রচনায় তিনি তাহ'লীলের সমালোচনা করিয়াছেন। আহ্‌লে হ'াদীছ' সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণও এই মত পোষণ করেন)।

শর্ত সাপেক্ষ (তা'লীক') ত'লাক' প্রদানের বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি নিজের বা স্ত্রীর দ্বারা কিছু করাইতে, নিজেকে বা স্ত্রীকে কোন কিছু হইতে বিরত রাখিতে কিংবা নিজ প্রদত্ত কোন বক্তব্যকে জোরদার করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ ত'লাক' উচ্চারণ করিতে পারে।

বাংলা-পাক-ভারতের কিছু অংশে এবং ইন্দোনেশিয়ার বহু অঞ্চলে বিবাহ অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে শর্ত সাপেক্ষ ত'লাক' প্রদান একটি সাধারণ প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীর উপর এমন কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়, যাহা পূর্ণ না করিলে স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী ত'লাক'প্রাপ্তা হইয়া থাকে।

শারী'আতের বিধান অনুসারে বিভিন্ন দেশের সামাজিকতার সহিত

তাল রাখিয়া ত'ালাকে' যে ক্ষেত্রে সকল প্রথা প্রচলিত হয় সে সম্পর্কে জানিতে হইলে তথাকার জাতিবিদ্যা সংক্রান্ত এবং পরিব্রাজকদের বর্ণনা পাঠ করা প্রয়োজন।

(খ)

খুল্' একটি বিশেষ ধরনের ত'ালাক' যদ্দ্বারা স্ত্রী মাহ্রের বা অর্থের বিনিময়ে স্বামীর নিকট হইতে ত'ালাক' গ্রহণ করে। শব্দটির মূল অর্থ হইতেছে : কোন পদবী কিংবা দায়িত্ব অর্পণবোধক প্রতীকরূপী পোশাক উন্মোচন বা পরিত্যাগ করা। অবশ্য জাহিলী যুগেও ইহা বহুকাল সাধারণভাবে আইনানুগ সম্বন্ধ ছিন্নকরণ অর্থে ব্যবহৃত হইত। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সময়েই প্রায়ই স্ত্রীকে মাহ্রের একাংশ ফেরত দিয়া স্বামীর নিকট হইতে ত'ালাক' গ্রহণ করিবার ঘটনা ঘটিত। এই প্রকার অন্যায় হস্তক্ষেপ কু'রআনের ৪ : ২০ ও ২ : ২২৯ সংখ্যক আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয় যাহাতে অচিরেই দম্পতির বিচ্ছেদের জন্য যথার্থ চুক্তির মাধ্যমে কিছুটা ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ২ : ২২৯ আয়াতের নিম্নবর্ণিত আদেশের দ্বারা এই প্রয়োজন পূর্ণ হয়,—"যদি না তাহারা উভয়েই আল্লাহ্র আদেশ পালন করিতে পারিবে না বলিয়া ভয় করে; কাজেই যদি তোমরা আশংকা কর যে, তাহারা আল্লাহ্র আদেশ পালন করিতে পারিবে না, তবে স্ত্রী যদি ত'ালাকে'র বিনিময়ে কিছু দিতে রাযী হয়, তাহা হইলে তাহাদের কোন অন্যায় হইবে না।"

খুল্'আর ব্যাপারে বিশ্বস্ত হ'াদীছ'সমূহে ছ'াবিত ইব্ন ক'ায়সের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী এই প্রক্রিয়ায় নিজকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণসহ মূল ঘটনাটি এই যে, স্ত্রীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য হযরত (স') স্বামীকে আদেশ দিলেন এবং স্ত্রীলোকটিকে এক কু'রূ' কাল 'ইদ্দাত পালন করিতে বলিলেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য হইতে পারে, তবুও স্ত্রীলোকটির নামের বিভিন্নতা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যাপারেও বিভিন্নতার দরুন এই হ'াদীছ'টির একাধিক সংস্করণের একটিকেও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

প্রথম দিকে ফিক্'হ শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল খুল্' বিবাহ বিচ্ছেদ (ত'ালাক'), না বিবাহ বাতিল (ফাস্খ)। এই পার্থক্য আইনের দিক দিয়া অপ্রাসঙ্গিক নহে। ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ ও ইমাম মালিক এবং তাঁহাদের অনুসারিগণ, যায়দ ইব্ন 'আলী ও তাঁহার অনুসারিগণ' ইব্ন আবী লায়লা, ইমাম শাফি'ঈ-এর এক মতে ও ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বালের মতে (কোন প্রকার ঐতিহাসিক বিচার-বিবেচনা ছাড়াই) খুল্' বিবাহ বিচ্ছেদ। আবূ ছ'াওর, দাউদ আজ'-জ'াহিরী ও তাঁহার অনুসারিগণ, ইমাম শাফি'ঈর অন্য মত এবং ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বালের সুপরিচিত মত খুল্' হইল বিবাহ বাতিল। এই সম্পর্কে শাফি'ঈর মত দ্বিধাবিভক্ত। খুল্' তে স্ত্রীর প্রদত্ত অর্থ যদি মাহ্রের বেশী হয়, তবে অনেকেই ইহাকে সুন্নাতানুযায়ী খুল্' বলিয়া মানিতে চাহেন না। এজন্য এই প্রকার কোন চুক্তি হ'ানাফী ও হ'াম্বালীদের মতে মাক্রূহ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে; অবশ্য তথাপি ইহা আইনসিদ্ধ (স'াহ'ীহ')।

ফিক্'হ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে খুল্'-কে মু'আাওয়াদ'াঃ (معاوضة : সম্পত্তি বা অধিকার বিনিময়) চুক্তি বলিয়া গণ্য করা হয়, অবশ্য নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতাসহ। পরিপূর্ণ মু'আাওয়াদ'াঃ চুক্তির চাইতে ক্ষতিপূরণ (বাদ্ল, 'ইওয়াদ' ও খুল্' নামেও পরিচিত)-এর বেলায় কিছুটা উদার দাবী-দাওয়ার নিয়ম রহিয়াছে। কোন তৃতীয় পক্ষও ইহা স্ত্রীর পক্ষ হইতে আদায় করিতে পারে। খুল্'-এর ক্ষতিপূরণ অনুমোদনযোগ্য না হইলেও ত'ালাক' কার্যকরী হইবে। খুল্'-কে যাহারা ত'ালাক' বলিয়া গণ্য করে, তাহাদের নিকট ইহা একটি বাইন ত'ালাকে'র মূল্য বহন করে। শাফি'ঈদের মতে খুল্'-এর সাহায্যে প্রদত্ত ত'ালাকে'র রাজ্'ঈ ও বাইন হওয়ার ব্যাপারটি প্রধানত ক্ষতিপূরণের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। রাজ্'ঈ ত'ালাকে'র প্রত্যাহারের অধিকারও ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ত্যাগ করা যায়।

এতদ্সঙ্গে আমরা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছাড়াই চুক্তি দ্বারাও ত'ালাক' প্রদানের সম্ভাবনা দেখিতে পাই। ইহাতে সম্পত্তির উপর হইতে পরস্পরের দাবী ত্যাগ করা হয়। ইহাকে মুবারাআঃ (পরস্পর মুক্তি প্রদান) বলা হয়। স্ত্রী ইচ্ছা করিলে তাহাকে ত'ালাকে'র ক্ষমতা প্রদান (তাফ্ব'ীদ') দ্বারাও ইহা হইতে পারে। এই সমুদয় হ'ানাফীদের মত ও পরিভাষা। মালিকীদের নিকট অসম্পূর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খুল্' সম্পাদনকে মুবারাআঃ বলা হয়। বিনিময়বিহীন চুক্তি দ্বারা ত'ালাক' প্রদানের অন্যান্য ক্ষেত্রে (যাহা তাঁহাদের মতে মাক্রূহ, কেননা সুন্নাঃভিত্তিক নহে) তাঁহারা 'তাম্লীক'ত'-ত'ালাক'' শব্দটি অর্থাৎ স্ত্রীর নিকট ত'ালাকে'র ক্ষমতা অর্পণ ব্যবহার করে। শাফি'ঈদের নিকটও বিনিময় বিহীন খুল্' গ্রহণযোগ্য এবং তাঁহারা ইহাকে রাজ্'ঈ ত'ালাক' বলিয়া মনে করেন; ত'ালাকে'র ন্যায় খুল্'ও বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। উপমহাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ায় খুল্' ত'ালাকে'র ব্যবহার সম্পর্কে Bousquet in REI, 1938, p. 231 237 এবং উম্মু-ওয়ালাদ নিবন্ধ দ্র.।

(গ)

আধুনিক অর্থে ত'ালাক' 'ফাস্খ'-এর সমপর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ বিবাহকে বাতিল ও অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য করা হয় ('ফাস্খ' পরিভাষাটি সাধারণভাবে চুক্তি বাতিল অর্থেও ব্যবহৃত হয়)। ইহাকে (তাফ্রীক') অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদও বলা হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা মাত্র এক পক্ষ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় : স্বামী দ্বারা নহে যাহার হাতে ত'ালাকে'র ক্ষমতা বিদ্যমান, বরং অভিভাবকের দ্বারা— স্বামী স্ত্রীর সমমর্যাদাসম্পন্ন না হইলে স্ত্রীর অভিভাবকের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার রহিয়াছে কিংবা দাসী অবস্থায় যে স্ত্রীর বিবাহ হইয়াছিল সে মুক্তিলাভ মুহূর্তে ইচ্ছা করিলে বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারে। নিয়মানুসারে ত'ালাকে'র কারণ উল্লেখপূর্বক দরখাস্ত করিবার পর এবং ক্ষেত্র বিশেষে আপোসের জন্য যে অবকাশ দেওয়া হয়, তাহা ফলপ্রসূ না হইলে কাযী এই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় ত'ালাক' অবস্থাবিশেষে বাইন ও রাজ'ঈ উভয়ই হইতে পারে। যদি বিবাহ সম্পূর্ণ না হইয়া থাকে, তবে কোন মাহ্র দিতে হইবে না। এই ক্ষেত্রে যদি মাহ্র পূর্বে আদায় করা হইয়া থাকে, তবে সম্পূর্ণ ফেরত দিতে হইবে। যদি বিবাহ সম্পূর্ণ হয় এবং স্বামীর দোষ প্রমাণিত হওয়ায় ত'ালাক' অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তবে মাহ্র দিতে হইবে। যদি স্ত্রীর দোষ প্রমাণিত হওয়ার ফলে ত'ালাক' সংঘটিত হয় তবে মাহ্র দিতে হইবে না এবং পূর্বে আদায় করা হইয়া থাকিলে, ফেরত দিতে হইবে।

যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণে (যে সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন মায্'হাবের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রহিয়াছে) বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার ঐচ্ছিক অধিকার (খিয়ার) পাওয়া যায় তাহা

হইতেছে ঃ (১) বিশেষ পুরাতন রোগ (কুষ্ঠ, গোদ, মস্তিষ্ক বিকার) এবং শারীরিক অক্ষমতা যাহা দম্পতির যৌন মিলনে অক্ষমতা সৃষ্টি করে (পুরুষত্বহীনতা), অন্তত হ'নাফীদের নিকট এই সকল বিষয়ের ক্ষেত্র পুরুষের চাইতে স্ত্রীলোকের স্বপক্ষেই অধিকতর বিস্তৃত ; কেননা পুরুষের হাতে ত'লাকে'র ক্ষমতা রহিয়াছে। (২) বিবাহ সম্পূর্ণ হওয়ার (স্ত্রী সহবাসের) পূর্বে মাহ্‌র আদায় না করা (বিবাহ সম্পূর্ণ হওয়ার পর ইহা শুধু হ'নাফী ও হ'াম্বালী মায্‌'হাবের নিকট বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হয়, কিন্তু শাফি'ঈ ও মালিকীগণ তাহা মনে করে না)। (৩) স্ত্রীর ভরণ-পোষণে অক্ষম হওয়া (শুধু সাধারণভাবে এই কর্তব্য পালন না করিলে, প্রথম অবস্থায় পালন করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়) স্ত্রীর 'ইদ্দাত কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই ত'লাক' কার্যকরী হয় না। (৪) বিবাহ চুক্তির বিশেষ শর্ত ও দায়িত্ব পালন না করা (সকল ক্ষেত্রে নহে)। (৫) স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার (দ'ারার), যদি দুর্ব্যবহার গুরুতর প্রকৃতির হয় এবং প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই ত'লাক' রাজ'ঈ ও বাইন উভয়ই হইতে পারে। (৬) স্ত্রী যদি অবাধ্য (নুশূয) হয় অথবা যদি স্বামীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রকৃতির হয় এবং দম্পতির মধ্যে নিত্য মনোমালিন্য (শিক'াক') যদি বিদ্যমান থাকে। এই বিষয়ে ৪ ঃ ৩৫ আয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া বিশেষ নিয়ম বিদ্যমান (উপরে ক ঃ ২ দ্র.)। কাযী স্বামীর পরিজন হইতে একজন এবং স্ত্রীর পরিজন হইতে একজন মোট দুইজনকে মধ্যস্থ হিসাবে নিযুক্ত করিবেন। তাহারা প্রথমে আপোস-মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিবে। ইহাতে ব্যর্থ হইলে ত্রুটি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। ইহাতে যদি স্ত্রীর দোষ সাব্যস্ত হয়, তবে কু'রআনে বর্ণিত নিয়মানুসারে (ভৎর্সনা, আটক, হালকা মারপিট দ্বারা) স্ত্রীকে বাধ্য করার ক্ষমতা স্বামীকে দেওয়া হইবে। আর যদি স্বামীর দোষ সাব্যস্ত হয়, তবে মধ্যস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা বিবাহ বাতিল স্থিরীকৃত হইবে। যদি দোষ উভয় পক্ষেরই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বিবাহ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং মধ্যস্থতাকারিগণ মাহ্‌র সম্বন্ধে (মাহ্‌র আদায় কিংবা ফেরত লওয়ার ব্যাপারে) সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে। তাহাদের এই সকল সিদ্ধান্ত কাযী কর্তৃক অনুমোদিত হইবে। এখানে আমরা আদালত কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদের প্রমাণ পাই। বিবাহে বাধাপ্রদান এবং মাহ্‌র সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্য, যাহা প্রমাণ করা অসম্ভব, ইত্যাকার অবস্থায়ও উপরিউক্ত প্রক্রিয়া কার্যকরী হইতে দেখা যায়। সাধারণভাবে মনে হয়, যে সকল কারণে স্ত্রী ত'লাক' প্রার্থনা করিতে পারে, তাহা স্বল্প সংখ্যক এবং তাহা প্রমাণ করা কঠিন।

(ঘ)

লি'আান অর্থাৎ এমন একটি শপথ যাহাতে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া হয়। ইহাতে উভয় পক্ষই নিজেকে নির্দোষ বলিয়া চারি বার এবং পঞ্চমবারে দোষী হইলে তাহার নিজের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত পড়িবে বলিয়া ঘোষণা করে। ইহা দ্বারা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের পিতৃত্ব স্বামী অস্বীকার করিতে পারে। ইহা ঠিক স্বতন্ত্র কোন ত'লাক' নহে, কিন্তু ইহার ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে।

(১) ২৪ ঃ ৬ এবং পরবর্তী আয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া লি'আানের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়াছে—"যাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন সাক্ষী নাই, তবে তাহারা চারিবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে যে, সে যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য ; (৭) এবং পঞ্চমবার বলিবে যে, সে যদি মিথ্যা বলে, তবে তাহার উপর যেন আল্লাহ্‌র অভিশাপ নামিয়া আসে। (৮) অবশ্য স্ত্রী শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবে, যদি সে চারিবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলে যে, সে (স্বামী) মিথ্যা বলিতেছে ; (৯) এবং পঞ্চমবার বলে যে, তাহার উপর গ'াদ'াব (গযব) নামিয়া আসিবে যদি সে (স্বামী) সত্য বলিয়া থাকে।"

এই সকল আয়াত কু'রআানের এমন এক অংশের অন্তর্গত, যাহা স্পষ্টত একই সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ব্যভিচার সম্বন্ধীয় নানাবিধ বিধিব্যবস্থা বিদ্যমান এবং ২৪ ঃ ১—১০, ২১-২৬ আয়াতগুলিও রহিয়াছে। লি'আানের বিধান প্রধানত ইসলামী এবং 'আরবীয় ; পৌত্তলিকতার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। সেখানে এই প্রকার লি'আানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। লি'আান শব্দটি কু'রআান হইতে আগত ; জাহিলী যুগের কাব্যে ইহা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

লি'আান সম্পর্কীয় হ'াদীছ'গুলির অধিকাংশই ব্যাখ্যামূলক, সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ নাযিলের উপলক্ষ্য বর্ণনা করে।

২। এই ব্যাপারে আইনঘটিত যে প্রশ্ন দেখা দিয়াছিল তাহা হইতেছে ; লি'আান স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদকে অত্যাবশ্যকীয় করে কিনা ? রাসূলুল্লাহ্‌ (স') বাস্তব ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত দিয়াছিলেন তাহাতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। পরবর্তী প্রশ্ন হইতেছে, লি'আানের ফলে উদ্ভূত এই বিবাহ বিচ্ছেদ কি উপায়ে কার্যকরী হইবে ? (ক) স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তিন ত'লাক' প্রদান দ্বারা অথবা (খ) কাযীর দ্বারা যাহার সম্মুখে 'লি'আান' অনুষ্ঠিত হইয়াছে অথবা (গ) স্বয়ং লি'আান দ্বারা ? এই বিষয়ে ইমামদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রহিয়াছে। তবে অধিকাংশের মতে কাযী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইবেন।

হ'াদীছে' লি'আান সম্পর্কীয় অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নহে। সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নের বিবেচনায় এই প্রসঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত এই যে, স্বামী লি'আানের পরবর্তী কোন সময়ে স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে না ; লি'আান গর্ভাবস্থায় অনুষ্ঠিত হইতে পারে (পরবর্তীকালে এই হ'াদীছে'র ব্যাখ্যায় আইনানুগ ইখ্‌তিলাফ সন্নিবেশিত হইয়াছে) এবং সন্তান শুধু তাহার মাতার আত্মীয়তা ও উত্তরাধিকার লাভ করে অর্থাৎ তাহার জন্ম আইনসঙ্গত নহে বলিয়া ধরা হয়।

৩। বিভিন্ন মায্‌'হাবের শিক্ষা ইহাদের প্রাচীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুসরণে মতামত গড়িয়া তুলিলেও তাহা সম্পূর্ণ সমধারায় অগ্রসর হয় নাই [যেমন 'মুওয়াত্ত'া' হইতে এই ধারণা হওয়া সম্ভব যে, ইমাম মালিক (র) লি'আানের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কীয় ব্যাপারে দ্বিতীয় মতটি অনুসরণ করিতেন (উপরে দ্র.), অথচ তাঁহার অনুসারিগণ পরবর্তীকালে সম্পূর্ণভাবে তৃতীয় মতটি অনুসরণ করিয়াছেন]। লি'আান সম্পর্কে ফিক্‌'হ শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিধি-ব্যবস্থা নিম্নরূপ ঃ আইনানুগ প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীতই যদি স্বামী তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের (যিনা) অভিযোগ আনয়ন করে অথবা তাহার সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে এবং স্ত্রীও যদি স্বামীর অভিযোগ অস্বীকার করে, তবে লি'আানের ধারা অনুসারে ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হইবে। স্বামী যদি তাহার জন্য

নির্ধারিত লি'আান সূত্র উচ্চারণ করিতে অস্বীকৃত হয়, তবে সে কাযাফের অর্থাৎ প্রমাণহীন অপবাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিতে হইবে যতদিন না সে তাহা যথারীতি উচ্চারণ করে অথবা সে তাহার মিথ্যা কথনের স্বীকারোক্তি করে। প্রথম অবস্থায় তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় সে কাযাফের শাস্তি ভোগ করিবে। আর যদি স্ত্রী সংশ্লিষ্ট সূত্র উচ্চারণ করিতে না চায়, তবে তাহাকে ব্যভিচারের নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আবূ হানীফাঃ ও আহ্মাদ ইবন হাম্বালের শুদ্ধতর মতানুসারে—তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিতে হইবে যতদিন না সে যথারীতি লি'আান উচ্চারণ করে অথবা তাহার অন্যায়ের কথা স্বীকার করে। প্রথম অবস্থায় তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় সে ব্যভিচারের নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করিবে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন অথবা উভয়ে মুসলিম, স্বাধীন বা ন্যায়নিষ্ঠ ('আদল) না হওয়ার অবস্থায় লি'আান প্রযোজ্য কিনা, তৎসম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। স্ত্রীর গর্ভকালে গর্ভস্থ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করিবার জন্য লি'আানের আশ্রয় লওয়া যায় কিনা সে সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে।

লি'আানের সাহায্যে বিবাহ বিচ্ছেদ সংঘটনের ব্যাপারে মালিকীদের (ইমাম মালিকের সঙ্গে এই বিষয়ে তাহাদের মতভেদসহ উপরে দ্র.) মতে ও ইমাম আহ্মাদ ইবন হাম্বাল (র) বর্ণিত এক হাদীছ অনুসারে স্ত্রীর লি'আান, শাফি'ঈদের মতে স্বামীর লি'আান্ তালাক নির্ধারণ করে, কিন্তু আবূ হানীফাঃ ও আহ্মাদ ইবন হাম্বাল (র)-এর শুদ্ধতর একটি মতানুসারে উভয়ের লি'আান উচ্চারণের পরে কাযী প্রদত্ত রা'য় দ্বারা তালাক স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। লি'আান অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে স্বামী কর্তৃক তাহা উঠাইয়া লওয়ার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির আইনগত ফলাফল কি দাঁড়াইবে, তাহা লইয়াও মতানৈক্য রহিয়াছে। ইমাম আবূ হানীফাঃ ও আহ্মাদ ইবন-হাম্বালের মতানুসারে এই ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে নূতন করিয়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহ্মাদ ইবন হাম্বালের শুদ্ধতর একটি নির্দেশ মতে তাহা সম্ভব নহে। প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে একমাত্র সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে প্রথম মতের সমর্থক হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশই দ্বিতীয় মতাবলম্বী। আওযা'ঈ এবং সুফ্য়ান আছ্-ছাওরীও এই মত পোষণ করেন।

পরিশেষে লি'আান শুধু বাচনিক অথবা (বোবা লোকের ব্যাপারে) অঙ্গভঙ্গির দ্বারাও অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব কিনা, তাহাও তর্কসাপেক্ষ বিষয়। বুখারী তাঁহার 'কিতাবুত-তালাক' গ্রন্থের পঞ্চিশতম অধ্যায়ে এই বিষয়ের আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তি-প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। লি'আানের ব্যাপারে শী'আঃ সম্প্রদায়ের মতামতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

(ঙ)

বিবাহ বিচ্ছেদের একটি প্রাচীন পন্থা ঈলা' নামে খ্যাত। ইহাতে স্বামী একটি শপথের সাহায্যে বিবাহগত যৌন সম্পর্কের সমাপ্তি ঘোষণা করে। হঠকারিতাপ্রসূত বিবাহ বিচ্ছেদ রোধ করিবার উদ্দেশ্যে ২ঃ ২২৬ আয়াত (সম্ভবত সংলগ্ন আয়াতসমূহের সমসাময়িক) স্বামীকে কিছুদিন চিন্তা করিয়া দেখিবার অবকাশ দিয়াছেঃ "যাহারা তাহাদের স্ত্রীদের সহিত সংগত না হওয়ার শপথ উচ্চারণ করে, তাহারা চারিমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে; অতঃপর যদি তাহারা প্রত্যাগত হয় তবে আল্লাহ্ মার্জনাকারী ও দয়ালু। (২ঃ২২৭) আর যদি তাহারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে তবে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

মুসলিম আইনে ঈলা'কে অন্য একদিক হইতে বিবেচনা করা হয়, ইহাতে স্বামী কর্তৃক দাম্পত্য সম্পর্ক পরিত্যক্ত হওয়ার ফলেই তালাক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি চারিমাস (অথবা কোন অনির্দিষ্ট কাল) যৌন মিলন হইতে বিরত থাকিবার শপথ করে এবং তাহার প্রতিজ্ঞা পালন (অথবা চারিমাসের অধিককাল তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা) করে, তবে হানাফীদের মতে ইহা বাাইন তালাকের সমপর্যায়ভুক্ত হইবে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য শপথের ন্যায় সে ইহা ভঙ্গও করিতে পারে। অবশ্য ইহার জন্য তাহাকে শপথ ভঙ্গের নিমিত্ত নির্দিষ্ট আইনানুগ প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্ফারাঃ) অথবা শপথে উল্লিখিত শপথ ভঙ্গের এ জরিমানা (জাযাা') আদায় করিতে হইবে। অন্য তিনটি মায্হাবের মতে নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্বামী হয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে অথবা একটি (রাজ্'ঈ) তালাক উচ্চারণ করিবে। মালিকীদের মতে এবং আহ্মাদ ইবন হাম্বালের একটি বচন অনুসারে ঘৃণা করিয়া স্ত্রীর সহিত চারিমাসের অধিককাল যৌন মিলনে বিরত থাকিলেও শপথ পালনের ন্যায় ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়া থাকে। যে সকল ঘটনায় স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ অবস্থার দরুন যৌন মিলন বিরতি শপথ কার্যকর হয় না, সেই সম্পর্কে এবং দাসদাসীদের জন্য নির্ধারিত নিয়ম ও তদসংক্রান্ত বিস্তারিত বিধি সম্পর্কে বহু মতানৈক্য রহিয়াছে। যাহা হউক, পৌত্তলিক যুগের এই প্রথাটি মুসলিম জগতে বহু পূর্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং ইহাকে পাপাচার বলিয়া মনে করা হয়।

(চ)

বিবাহ বিচ্ছেদের অন্য একটি প্রাচীন 'আরবী প্রক্রিয়া হইল 'জিহার' অর্থাৎ উচ্চারণ করা, "তুমি আমার নিকট আমার মাতার পৃষ্ঠদেশ (জাহর) তুল্য (হারাম)।" কুরআান ৫৮ঃ১ আয়াত এবং তৎপরবর্তী (মদীনার শেষের দিকের সূরায়) ইহার উল্লেখ রহিয়াছে, "আল্লাহ্ তাহার কথা শুনিয়াছেন যে, তাহার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সহিত বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং আল্লাহ্র নিকট অভিযোগ করিতেছিল ...। (২) যাহারা জিহারের সাহায্যে তাহাদের স্ত্রীদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে, তাহারা জানিয়া রাখুক যে, তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের মাতা নহে; তাহাদের মাতা তাহারাই, যাহারা তাহাদিগের জন্মদান করিয়াছে; তাহারা অসঙ্গত ও মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে.......। (৩) যাহারা জিহারের সাহায্যে তাহাদের স্ত্রীদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে এবং অতঃপর তাহারা যাহা বলিয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করে, তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্তঃ তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করিতে হইবে ...। (৪) কিন্তু তাহার যদি ইহা করিবার (সামর্থ্য) না থাকে, তবে পরস্পরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে সে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিবে। যদি ইহাও করিতে (রোযা রাখিতে) অসমর্থ হয়, তবে ষাটজন ভিক্ষুককে আহার্য দিতে হইবে।"

উপরিউক্ত দ্বিতীয় আয়াতের ন্যায় ৩৩ঃ৪ আয়াতেও জিহারের নিন্দা করা হইয়াছে। মনে হয়, ৫৮ঃ১ আয়াতের বিবরণী কোন বাস্তব ঘটনার ফলে অবতীর্ণ। হাদীছে এই ঘটনার বিস্তারিত

বর্ণনা রহিয়াছে (স্বামীর নাম 'আওস ইব্ন আস'-স'ামিত বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে বর্ণিত হইয়াছে)। মুসলিম আইন অনুসারে জি'হার একটি পাপপূর্ণ বাক্য। ইহার ফলে স্বামী-স্ত্রীর সর্বপ্রকার যৌন মিলন অবৈধ হইয়া যায় যদি না কু'রআানে বর্ণিত শপথ ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত পালন করা হয়। ইহার বিবরণ বিশেষভাবে দেওয়া হইয়াছে।

হ'ানাফীদের মতে শপথ ভঙ্গের পর জি'হার বিবাহ বন্ধনের মধ্যে আইনানুগ কোন ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিতে পারে না এবং যে ব্যক্তি বিবাহ বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়, কাযী তাহাকে কাফ্ফারাঃ প্রদান করিবার জন্য বাধ্য করিতে পারেন। মালিকী ও শাফি'ঈগণ জি'হারকে ঈলা'র ন্যায় গণ্য করে (বিস্তারিত বিধিব্যবস্থায় সামান্য মতানৈক্যসহ) যদি স্বামী তাহা শপথ ভঙ্গের দ্বারা প্রত্যাহার না করে। পৌত্তলিক যুগের এই এই প্রথাটি মুসলিম জগতে এখন প্রায় অপ্রচলিত।

(ছ)

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন দাস হিসাবে অন্যের (স্বামী বা স্ত্রীর) অধিকারে চলিয়া যায় অথবা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তবে বিবাহ আপনা হইতেই বাতিল হইয়া যায়। পাক-ভারত, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়া তথা যে সকল দেশে য়ুরোপীয়দের শাসনের ফলে ধর্ম ত্যাগের জন্য শারী'আত অনুযায়ী কঠোর শাস্তি দেওয়া সম্ভব নহে, সেখানে আইনের এই বিধানসমূহ স্ত্রীলোক কর্তৃক অস্থায়ী ধর্মত্যাগের দ্বারা বিচ্ছেদের সুযোগ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, যে সুযোগ তাহারা অন্যভাবে পাইতে পারিত না (উপরের তিন সংখ্যক অনুচ্ছেদ দ্র.)। আইন বিশেষজ্ঞরাও এই ধরনের কৌশলের ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়া হইতে আমরা এই বিষয়ের পরিপুর্ণ নজীর পাইতে পারি; সেখানে ত'ালাকে'র এমন ঘটনাও পাওয়া যায়, যাহা শারী'আতী 'আদালাতের প্রশ্রয়ে ধর্মত্যাগ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যদিকে অবশ্য যুক্তিসঙ্গত কারণেই ইন্দোনেশিয়ার শারী'আতী 'আদালাতসমূহে এই ধরনের বিবরণ গ্রহণের প্রতি একটা অনিচ্ছার ভাব পরিলক্ষিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ হ'াদীছ' ও ফিক্'হ গ্রন্থসমূহে ত'ালাক' অধ্যায় ; (১) Robertson Smith, Kinship and Marriage in early Arabia, 2nd. ed. p. 112 প., (২) Wellhausen, Die Ehe bei den Arabern (Nachr. d, Kgl, Ges. d. Wiss, Gottingen 1893) p. 452 প., (৩) Gertrude H. Storn, Marriage in early Islam, London, 1939, p. 127 প., (৪) Wensinck, Handbook, দ্র. Divorce; (৫) থানাব'ী, কাশ্শাফ ইস্'তি'লাহ'াতি'ল-'উলূম ওয়া'ল-ক'ানূন (ed. Spronger) কলিকাতা, সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ; (৬) Juynboll, Handleiding, 3rd. ed, p. 203 প.; (৭) Santillana, Istituzioni, i, 201 প.; (৮) G. Bergstrasser, Grundzuge, p. 84 প., (৯) Uback u. Rackow, Sitte und Recht in Nordafrika, passim; (১০) Lane, Manners and Customs of the modern Egyptians, ch. iii. and iv; (১১) Jaussen, Coutumes des Arabes au pays de Moab; (১২) ঐ লেখক, Coutumes des Fuqara, 4; (১৩) Snouck Hurgronje, De Atjehers, i, 382 প., (১৪) ঐ লেখক, Verspr. Geschr. iv. i. 300 প., iv./ii, 380; (১৫) G. F. Pijper, Fragments Islamica, p. 74—94.

J. Schacht (S.E.I.)/গোলাম সামদানী কোরা[illegible]

ত'ালূত (طـالـوت) ইস্রাঈল বংশীয় সম্রাট শৌল-(Saul) ত'ালূত নামে অভিহিত করা হইয়াছে (কু'রআান ২ ঃ ২[illegible] ২৪৯)। বাইবেলের যে সকল নাম কু'রআানে বর্ণিত হইয়[illegible] তন্মধ্যে এই নামটিই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে (শ'আয়[illegible] নামে কোন পরিবর্তন হইয়াছে কিনা, এই বিষয়ে সন্দেহ আছে[illegible] সমান ধ্বনিবিশিষ্ট 'জালূত' শব্দের সহিত মিল রাখিয়া 'ত'া[illegible] (দীর্ঘ হওয়া) ক্রিয়া হইতে 'ত'ালূত' নামের উৎপত্তি হইয়[illegible] বলিয়া স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় (ইহাতে শৌলের দীর্ঘাকৃ[illegible] প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে I. Sam. x. 23)। বাইবেলে বর্ণিত গোলিয়াথ কু'রআানে 'জালূত' নামে অভিহিত করা হইয়াছে (২ ঃ ২৪৯-২৫১)। হারূত-মারূত, হাবীল-ক'াবীল, য়াজূজ-মাজূজ, এমন হারূন-ক'ারূনের ন্যায় ত'ালূত-জালূত মিত্রাক্ষরবিশিষ্ট যুগল ন[illegible] প্রকাশ করিতেছে।

কু'রআানে ত'ালূত সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা আছে (২ ঃ ২৪৬-২৫২)। হযরত মূসা ('আ)-এর তিরোধানের পর ইস্রাঈলী[illegible] একজন বাদশাহ চাহিল। আল্লাহ্ ত'ালূতকে বাদশাহ নিযু[illegible] করিলেন। কিন্তু ইস্রাঈলীগণ তাঁহাকে সিংহাসনের উপযুক্ত বলি[illegible] মনে করিল না, কারণ তিনি দরিদ্র ছিলেন। ত'ালূত স্বীয় জ্ঞানে[illegible] শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তিনি তাঁহার বৃহৎ শারীরি[illegible] গঠনের জন্যও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন। মূসা ('আ) ও হার[illegible] ('আ)-এর স্মৃতিচিহ্ন যে তাবূতে (আধারে) রক্ষিত ছিল সাকীন (দ্র.) সহ তাহা ফিরিশতাগণ কর্তৃক ফিরাইয়া আনা তাঁহার যোগ্যত[illegible] চিহ্ন বলিয়া ধরা হইয়াছিল।

ত'ালূত স্বীয় লোকদিগকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করিলেন যাহারা এই নদীর পানি পান করিল তাহারা তাঁহার অনুসরণ করি[illegible] না। ইস্রাঈলীগণ জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। হযর[illegible] দাঊদ ('আ) জালূতকে বধ করিলেন।

এই বিবরণ হইতে বাইবেলে বর্ণিত কাহিনীর সহিত পার্থ[illegible] সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। স্যামুয়েলের প্রথম পুস্তকে বর্ণিত আ[illegible] যে, ইস্রাঈলীগণ একজন বাদশাহ চাহিল (viii), কিন্তু তাহা[illegible] নবনিযুক্ত রাজার প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করিল না (x ঃ 27 xi. 12)। যে পবিত্র সিন্দুককে কু'রআানে শৌলের (ত'ালূত যোগ্যতার নিদর্শনস্বরূপ বলা হইয়াছে—বাইবেলের বর্ণনা অনুসা[illegible] ইহা তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে পুনরায় অধিকার ক[illegible] হইয়াছিল। বাইবেল অনুযায়ী পানি পান দ্বারা যে পরীক্ষা পরিচালি[illegible] হইয়াছিল শৌল তাহা করেন নাই; বরং গিদিয়ন তাহা করিয়াছিলে[illegible] (Judges, VII. 5—7)। বাইবেলের অভ্রান্ততা প্রমাণিত নহে সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া কু'রআানের কোনও উপাখ্যা[illegible] সম্বন্ধে কোন মন্তব্য সঙ্গত নহে।

পরবর্তী ইসলামী গ্রন্থসমূহের (ত'াবারী, হ'া'লাবী, আল-কিসাঈ[illegible] বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে, বাদ্র যুদ্ধের মুজাহিদ স'াহ'াবীগণে[illegible] সংখ্যা ছিল ৩১৩। ত'ালূতের পানি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকদে[illegible] সংখ্যাও ৩১৩ ছিল। পরবর্তীকালের মুসলিমগণের কিংবদন্তী গুলিতে এই বিষয়ের আরও অধিক বর্ণনা আছে। এইসক[illegible] বর্ণনায় কু'রআানের উক্ত উপাখ্যানের ব্যাখ্যাও রহিয়াছে এব[illegible] নূতন নূতন বিস্তারিত বর্ণনাও স্থান লাভ করিয়াছে। পরবর্ত[illegible]

লেখকগণও (ত'াবারী, ছা'লাবী, ইব্নু'ল-আছ'ীর, আবু'ল-ফিদা) কীশের পুত্র শাউল নামের সহিত পরিচিত ছিলেন। 'ত'ালূত' নামের ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, এই সময় হইতে ইসরাঈলীদের ভাবী রাজা তাঁহার দৈহিক উচ্চতা দ্বারা পরিচিত হইবেন (ছা'লাবী), স্যামুয়েল ইহার পরিমাণ নির্ধারণ করিলেন। কিন্তু ইসরাঈলীদের মধ্যে ত'ালূত ব্যতীত অপর কেহই এই নির্ধারিত উচ্চতায় পৌঁছায় নাই। ত'ালূতের নির্বাচন যে ঠিক হইয়াছে ইহার প্রমাণস্বরূপ একটি অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করা হইয়া থাকে। তাহা এই, ত'ালূত যখন তাঁহার হারানো গর্দভী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য স্যামুয়েলের (Samuel) নিকট গমন করিয়াছিলেন তখন রাজ্যাভিষেক তৈল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ত'াবারীর তাফসীরে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশকে ত'ালূতের নির্বাচনের ন্যায্যতার অন্যতম নিদর্শন-স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে।

ত'ালূতকে বাদশাহ ঘোষণা করা হইলে ইসরাঈলীগণ তাঁহাকে স্বীকার করিতে চাহিল না। কারণ তিনি রাজলোক জুদাহ অথবা পুরোহিত গোত্র বা বংশের ছিলেন না। তিনি একটি সাধারণ পরিবার, বিনয়ামীনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাবূত সম্বন্ধে তাফ্সীরের গ্রন্থাদিতে কিছু বিস্ময়কর বর্ণনা আছে (মূলত এইসব য়াহূদী সূত্র হইতে লওয়া হইয়াছে)। যথা: এই সিন্দুকটি হযরত আদাম ('আ)-এর কাল হইতে বংশ-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে। ইহাতে সাকীনাঃ, তাওরাতের ফলক, হযরত মূসা ('আ)-এর 'আস'া (লাঠি) এবং হযরত হারূন ('আ)-এর পাগড়ী ও শাসন দণ্ড ছিল। এই সিন্দুকটি 'আমালিক'ার রাজা জালূতের দখলে আসে; কিন্তু সিন্দুকটি যেখানেই রাখা হয় সেখানেই এবং আশপাশের এলাকায়ও মহামারী দেখা দেয়। ফলে 'আমালিক'া জাতি ভীত হইয়া পড়ে এবং এক য়াহূদী বন্দীর পরামর্শে সিন্দুকটি একটি গরুর গাড়ীতে রাখিয়া গাড়ীটিকে গাড়োয়ান ছাড়াই তাহারা হাঁকাইয়া দেয়। তখন আল্লাহ্র হুকুমে ফিরিশ্তাগণ গাড়ীটি ইসরাঈলী এলাকায় পৌঁছাইয়া দেয়। সিন্দুকটির পুনঃপ্রাপ্তি ইসরাঈলীদের নিকট বারাকাতের বিষয় ছিল। ইহা ফেরত পাইয়া তাহারা অন্তরে শান্তি (সাকীনাঃ) লাভ করে এবং ত'ালূতের যোগ্যতা সম্পর্কে তাহাদের মনের সন্দেহও দূর হয়।

ত'ালূত দাউদ ('আ)-কে তাঁহার কন্যা প্রদান করেন। অতঃপর এক সময়ে ত'ালূত আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে শরীক হওয়ার সংকল্প করেন। সুতরাং তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পুত্রগণসহ আল্লাহ্র পথে মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, ed. de Goeje, ১ : ৫৪৯, ৫৫৯, ১২৯৭, ১২৯৮ (বাদ্র); (২) ত'াবারী, তাফসীর, কায়রো ১৩২১, ২ : ৩৫৭—৩৭৫; (৩) ছা'লাবী, কি'স'াস'ু'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩২৫, পৃ. ১৬৭—১৭৩; (৪) ইব্নু'ল-আছ'ীর, তা'রীখু'ল-কামিল, ১ : ১৫০ পৃ.; (৫) কিসাঈ, কি'স'াস'ু'ল-আম্বিয়া', ed. Eisenberg, Leyden 1923, ii, 250—258; (৬) Weil, Biblische Legenden der Muselmanner, Frankfurt a/M. 1845, p. 192—208; (৭) Grunbaum, Neue Beitrage, Leyden 1893, p. 185—189, 192—195; (৮) Noldeke-Schwally, Gesch. des Qorans, i. 184; (৯) Speyer, Die bibl. Erzahlungen im Qoran, p. 363—371, নাম সম্পর্কে; (১০) Goldziher, Der Mythos bei den Hebraern, p. 232—234; (১১) Joseph Horovitz, in Hebrew Union College Annual, ii, Cincinnati 1925, p. 162, 163; (১২) ঐ লেখক, Koranische Untersuchungen, 1926, p. 81—84, 106, 123.

B. Heller (S.E.I.)/আবদুল বাসেক

তাশ্বীহ (تشبيه) সদৃশ বস্তুতে পরিণতকরণ (মানুষের সহিত আল্লাহ্র) তুলনাকরণ, আল্লাহ্র প্রতি মানবসদৃশ দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির আরোপণ। অপরপক্ষে তা'ত'ীল-এর অর্থ হইতেছে (আল্লাহকে সমুদয় গুণাবলী হইতে) বিযুক্তকরণ। এই শব্দদ্বয় আল্লাহ্র স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে পরস্পর বিপরীত দুইটি মতবাদের নাম। সুন্নীদের মতে এই দুই মতবাদই কুফ্রের অন্তর্ভুক্ত এবং গুরুতর পাপরূপে বিবেচিত হয়। এই দুই মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া অতীতে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কু'রআন সম্পর্কিত সুন্নী মতবাদেও উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। আল্লাহ্র য'াত ও সি'ফাত ইসলামী মতবাদের মধ্য-বিন্দু; এইজন্য উহা লইয়া দীর্ঘ আলোচনা ও গুরুতর মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে আর এই মতভেদের কারণ (প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্য লেখকের মতে) কু'রআনেই মওজুদ রহিয়াছে, উহাতে দৃঢ়তার সঙ্গে আল্লাহ্র পরম একত্বের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে; আবার সঙ্গে সঙ্গে নরত্বারোপের ভাষায় তাঁহার দৈহিক অবয়বের উল্লেখও করা হইয়াছে। সেই বর্ণনায় তাঁহার মুখাবয়ব, চক্ষু-হস্তের উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাঁহার বাক্যালাপ ও উপবেশনের কথাও বলা হইয়াছে। কু'রআনের ভাষ্যগ্রন্থসমূহে এইসব বর্ণনার বহু বিচিত্র ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। ইব্ন জারীর ত'াবারী তদীয় তাফসীর গ্রন্থে আয়াতু'ল-কুর্সীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে (২ : ২৫৫, তু. also Goldziher, Vorlesungen², Heidelberg, 1925, p. 102 প.; Died Richtungen der islamischen Koranauslegung, Leiden 1920, passim) ভিন্ন ভিন্ন মতের বহু উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন যাহার অধিকাংশই বর্তমানে যাচাই করা সম্ভব নহে। উহার একদিকে রহিয়াছে আক্ষরিক অর্থের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ, অপরদিকে রূপক ব্যাখ্যার দিকে প্রবণতা।

তাশ্বীহ্ শব্দের প্রয়োগ অতি প্রাচীন। মানুষের সম্বন্ধেই সাধারণত ইহার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। আল্লাহ সম্পর্কে ইহার প্রয়োগ একটি দ্ব্যর্থবোধক বাক্যধারার কারণে কেহ কেহ বর্জিয়া থাকেন। তবে ইহার পরিবর্তে ইহার (সমার্থবোধক) 'তামছ'ীল' শব্দের প্রয়োগও আমরা কু'রআনের ৪২ : ১১ আয়াতে দেখিতে পাই যেখানে আল্লাহ্র অনুরূপ অপর কিছুর অস্তিত্বের সম্ভাবনা দ্ব্যর্থহীনভাবে অস্বীকার করা হইয়াছে (লায়সা কামিছ'লিহী শায়ুন—তাঁহার মত আর কোন বস্তুই নাই)। অপর দিকে ش ب ه ধাতুর কর্মবাচ্যের ক্রিয়ারূপ কু'রআনের কেবল ৪ : ১৫৭ আয়াতেই পরিদৃষ্ট হয়। ওয়ামা ক'াতালূহু ওয়ামা স'ালাবূহু ওয়ালাকিন শুব্বিহা লাহুম)। এখানে হযরত 'ঈসা ('আ)-এর আসমানে উত্তোলিত হওয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

কু'রআনে উল্লিখিত তা'ত'ীল ৩ : ৭, ১২ : ৬, ৪৪ ইত্যাদি শব্দের ধাতুরূপ ل - و - ء এর অর্থে কোনরূপ দোষাই ভাব নাই। তা'ত'ীল (আল্লাহ্র গুণাবলী শূন্যকরণ অর্থাৎ তাঁহাকে নির্গুণকরণ)-এর লক্ষ্যে পৌঁছার একটি পন্থা ও প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তা'ত'ীল শব্দটি পরবর্তীতে ব্যবহৃত হইয়াছে। কু'রআনে আল্লাহ্র উপর নরত্বারোপবোধক শব্দসমূহের রূপক ও যুক্তি-নির্ভর ব্যাখ্যা

জন্য ক্রমে ক্রমে ইহা একটি বিশেষ পরিভাষারূপে গৃহীত হয়।

এই বিষয়ের যথার্থ পর্যালোচনা অত্যন্ত কঠিন। কারণ কোন মুসলিম শাস্ত্রবিদই আল্লাহ্ সম্পর্কে উপরের দুই মতবাদের কোন একটির স্বপক্ষেই পরিষ্কার করিয়া কিছু বলেন নাই। সানাঈ ঃ হ'াদীকাঃ, লাখনৌ খৃ. ১৮৮৭, পৃ. ৩১-এ বলিয়াছেন, তাঁহার স্তুতি মুখরতা তান্যীহ্ এবং ইহা হইতে নীরব থাকা তা'ত'ীল; বরং প্রত্যেকে এই কথাই দাবী করেন যে, তিনি 'তান্যীহ্'-এর সমর্থক অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্কে মানুষের সদৃশকরণ হইতে মুক্ত রাখিতে চান এবং তিনি তা'ত'ীলের বিপক্ষে। তানযীল অর্থাৎ প্রত্যাদৃষ্ট কালামের ভিত্তিতে আল্লাহ্র গুণ-সত্তার নিশ্চিত প্রতিষ্ঠার (তাছ'বীত) দাবী করেন। তাহারা উপরন্তু উভয় মতবাদকে অথবা কেহ একটি, কেহ বা অপরটিকে সীমালঙ্ঘনের দোষে অভিযুক্ত করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি পারিভাষিক ব্যবহার সম্পূর্ণ আপেক্ষিক এবং উহাদের তথাকথিত প্রবক্তাগণের শ্রেণীবিভাগও সমভাবে আপেক্ষিক। সত্য সত্যই সুনির্দিষ্টভাবে মু'আত্তি'লাঃ এবং মুশাব্বিহাঃ বলিয়া কোন দলের অস্তিত্ব কোনকালেই ছিল না। অপরপক্ষে আল্লাহ্র স্বরূপ (য'াত) ও গুণ (সি'ফাত) সম্পর্কে যে মত-পার্থক্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আল্লাহ্ সম্পর্কে অন্যান্য বিবরণের সমান্তরালে অগ্রসর হয় না। 'আক'ীদাগত এবং ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সহিত উহার (স্বরূপ ও গুণ সম্পর্কে পার্থক্যের) সামঞ্জস্য অতি অল্প।

প্রথম মু'আত্তি'লরূপে কথিত জা'দ ইব্ন দির্হাম সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। ইব্ন তায়মিয়্যাঃ আল-ফুরক'ানে তাঁহাকে (দ্র. মাজমূ'আতু'র-রাসাইল আল-কুব্রা, কায়রো ১৩২৩, ১ ঃ ১৩৭/১৪ প.) সর্বশেষ উমায়্যাঃ খলীফার পতনের জন্য দায়ী করিয়াছেন। এই খলীফাকে স্পষ্টভাবে জা'দীরূপে আখ্যায়িত করা হয়। আবার তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বৈপরিত্যমূলক কথাও পাওয়া যায়, যথাঃ হ'াশ্শাশীন তথা বাতি'নীয়াদের এবং সিরীয় রাফিদ'ীয়াদের আবির্ভাবের জন্য তাঁহাকে দায়ী করা হয়।

তা'ত'ীলের ব্যাখ্যাতারূপে সর্বাধিক যাহার নাম উল্লিখিত হয় তিনি হইতেছেন অপেক্ষাকৃত কমবয়স্ক জাহ্ম ইব্ন স'াফওয়ান আর-রাসিবী। তিনি ১২৮/৭৪৫ সনে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। শী'ঈ ইবনু'র-রাওয়ান্দী তাঁহাকে মু'তাযিলী একেশ্বরবাদী (মুওয়াহ্'হি'দ)-রূপে অভিহিত করিলেও মু'তাযিলী আবু'ল-হ'সায়ন আল-খায়্যাত' কর্তৃক তদীয় কিতাবু'ল-ইন্তিস'ার-এ (Le Livre du triomphe, ed. Nyberg Cairo 1925, p. 133 ult, 134, 4) ইহা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং তাঁহাকে মুশাব্বিহার ইমামরূপে উল্লেখ করা হয়। তাঁহার এই অভিমতের ভিত্তি বিশর ইব্নু'ল-মু'তামিরের একটি কবিতা, যাহাতে তাঁহাকে অভিসম্পাত করা হইয়াছে (আমরা তাহাদিগকে আমাদিগের দল হইতে বাহির করিয়া দিলাম, এবং আমরাও তাহাদের দলে নহি, তাহারাও আমাদের দলভুক্ত নহে। আমরা তাহাদের উপর সন্তুষ্ট নহি ইত্যাদি—আল-ইন্তিস'ার, ৩৪)। শী'ঈ ইব্নু'ল-হ'াকামের সহিত তাঁহার একটি মাত্র নীতিগত বিষয়ে মিল ছিল, উভয়ে এ বিষয়ে একমত যে, বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ্র জ্ঞান তখনই জন্মে যখনই উহা সৃষ্টি হয়। এই ঐক্যমতের জন্যই তিনি (জাহ্ম) তাঁহার (শী'ঈ ইব্নু'ল-হ'াকাম) সহিত মুশাব্বিহাঃ প্রধানরূপে উক্ত দলের শ্রেণীভুক্ত হন। নাবিতা তথা 'উছ'মান-প উমায়্যাঃ দলকে (p. 145 প.) আল-খায়্যাত' সদৃশবাদী মত বাদের জন্য দায়ী করেন। ইব্ন হ'াযম (ফাস'ল, কায়রো ১৩২ ৪ ঃ ২০৫/১৫) আল-আশ'আরীর সহিত একমত হইয়া জাহ্মে মুর্জিয়া শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। শাহরাস্তানী (ed. Cureton. p 60 প.) এবং ইবাদ'ী আবূ সিত্তাঃ মুহ'াম্মাদ আল-ক'াস্'বী তাঁহাে (আনাউ'নী, কিতাবু'ল-ওয়াদ", কায়রো ১৩০৫, পৃ. ৭০, হ'াশিয়া ত'াকদীরের উপর নিরঙ্কুশ আস্থাবাদী জাব্রীয়াঃ দলের অন্তর্ভু করিয়াছেন। যদিও মু'আত্তি'লরূপে জাহ্মকে আখ্যায়িতকরণ খুব ব্যাপক বলিয়া মনে হয়, তবু কুফ্র আখ্যাদানকারীদের বর্ণনাে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত খাশীশ আন্-নাসাঈ (d. 253/867; দ্র. Massignon, al Hal laj, martyr mystique de l' islam, Paris 1922, p. 63 and note 2) যেখানে জাহ্মের 'আক'ীদাকে তাখ্মীম-(সৃ বস্তুর গুণাবলী হইতে আল্লাহ্কে পবিত্রকরণ)-রূপে অভিহি করিয়াছেন, যেখানে আশ'আরী মাক'ালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন-এ (ed Ritter, p. 280 প.) এবং অনুরূপভাবে বাগ'দাদী ফারক' বায়না'ল ফিরাক'-এ (Cairo 1328, p. 199) শুধু এই কথাই বলিয়াছে যে, জাহ্ম তাশবীহের আশঙ্কায় 'আল্লাহ্ একটি বস্তু' এই শিক্ষ দান পরিহার করিয়াছেন। ইবন্ হ'াযমও নেতিবাচক অস্বীকৃ উদ্ধৃত করিয়াছেন; বরং সঙ্গে সঙ্গে 'অবস্তু নহেন'-ও উদ্ধৃ করিয়াছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ একটি বস্তু—ইব্ন হ'াযম একথ যেমন অস্বীকার করেন, 'তিনি একটি বস্তু নন', একথাও তেমি অস্বীকার করিয়াছেন। ইব্ন হ'াযম সম্ভবত জাহমের এ ধরনের উক্তিই উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে আল্লাহ্কে নির্গুণ করণ সম্পর্কে ঐ একই উদ্বেগ পরিদৃশ্যমান অথবা তা'ত'ী অপেক্ষাও অধিক গুরুতর ও আপত্তিকর শব্দ 'ইবৃত'াল' অর্থা বিধ্বস্তি, নিশ্চিহ্নকরণ শূন্যতাবাদ সম্পর্কে জাহ্মের উদ্বেগ প্রকাশমান

জাহ্মের বিরুদ্ধে লিখিত বহু সংখ্যক পুস্তিকার মধ্যে ইব্ হ'াম্বলের 'আ'র-রাদ্দ 'আলা'য-যানাদিক'াঃ ওয়া'ল-জাহ্মিয়্যাঃ' এখনও দেখিতে পাওয়া যায় (দ্র. Ilahiyat Fakultesi mecmuasi 1927, p. 313—327)। ইব্ন হ'াম্বল তাঁহার প্রতিপক্ষদিগকে অতি অল্প কথাই বলার সুযোগ দেন, আর প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রতিপক্ষগণে কথাকে অধিকতর সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যতিরেকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। আশিস্প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বেহেশ্তে আল্লাহ্কে দেখিতে পাইবেন জাহ্ম একথা অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয় তিনি নাকি এই কথাও অস্বীকার করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ মূসা ('আ) এর সঙ্গে স্বয়ং কথা বলিয়াছেন এবং তিনি সিংহাসনের উপর উপবেশন করেন।

আল্লাহ্র সত্তাকে, কু'রআনে শাব্দিক অর্থে নরত্বারোপ ভাবে নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ করার বিষয়ে জাহ্ম যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, ইব্ন হ'াম্বাল (র) উহার বাহ্যিক অর্থের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া এই ব্যাখ্যা করিতে চান যে, জাহ্মীদের মত স্বীকার করিয়া লইলে উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ্ তাহাদের দেহে, শূকরের পেটে, এমন কি মলত্যাগের স্থানেও বিদ্যমান। কিন্তু আল্লাহ্ মানুষের সঙ্গেই আছেন—এই মর্মে কু'রআনে যে সব আয়াত রহিয়াছে, যেমন ৫৮ ঃ ৭ "তাঁহারা যেখানেই থাকুক আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গেই আছেন"; ২০ ঃ ৪৬ "তোমরা (হে মূসা এবং হারূন

ফির'আওনের নিকট গমন করিত) ভীত হইও না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের সঙ্গেই আছি।" ৯:৪০ [রাসূল-(স) হ'াওর গিরিগুহায় হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন], "তুমি চিন্তিত হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমাদের সঙ্গেই আছেন", এইসবের রূপক ব্যাখ্যা প্রদান করা তাহার পক্ষে উচিত ছিল। ইহাতেই প্রতীয়মান হয়, দুই মতের মধ্যে বিভেদের সীমারেখা অঙ্কন কত দুরূহ ব্যাপার। একদিকে সুন্নী দলের শাব্দিক ব্যাখ্যা, অপরদিকে মু'তাযিলীদের রূপক ব্যাখ্যা। জাহ্‌মীরাও ইব্‌ন হ'াম্বাল (র)-কে আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহাদের নিকট হইতে ইব্‌ন হ'াম্বাল (র)-কে এই শ্লেষাত্মক অভিযোগ শুনিতে হইয়াছে যে, তিনি (ইব্‌ন হ'াম্বাল) খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদ অর্থাৎ 'তিন-এর সমবায়ে এক'—এই মতবাদের অনুকরণে গুণাবলীর সমবায়ে আল্লাহ্‌র পরম সত্তার রূপ ধারণা করিয়াছেন।

আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (র) তাশ্‌বীহ এবং তা'ত'ীলের বিরুদ্ধে প্রধান সুন্নী প্রবক্তারূপে পরিগণিত হইয়াছেন। আল-আশ'আরী (দ্র.) আল্লাহ সম্বন্ধে স্বীয় 'আক'ীদা গঠনে তিনি পরম বিশ্বস্ততার সহিত ইব্‌ন হ'াম্বাল (র)-এর উপর নির্ভর করিয়াছেন (s. Spitta, Zur Geschichte Abu l'Hasan al-As'ari's, Leipzig 1876. p. 133 প.; Macdonald, Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory, New York 1903, p. 293 প.; তু. also Makalat, p. 290—297)। তিনি উক্ত বিষয়ে, বিশেষ করিয়া আল্লাহ্‌কে দর্শন করার সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁহার বহু বিশেষ রচনায় স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি আল্লাহ্‌র হস্ত ও মুখমণ্ডল, তাঁহার উপবেশন প্রভৃতি "কেমন ও কিভাবে এই প্রশ্ন না তুলিয়া" (بلا كيف) স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী নিরন্তর দাবী করিয়া থাকেন যে, ইহার দ্বারা তিনি দুই বিরুদ্ধ মতের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া উহার সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। কিন্তু ইব্‌ন হ'াযম উহা মানিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি বরং আল-আশ'আরীর অভিমত সম্পর্কে এই অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন, "উহা আল্লাহ্‌র নরত্বারোপ মতবাদেরই প্রবেশদ্বার।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ইব্‌ন হ'াযম ইব্‌ন হ'াম্বাল (র)-কে মহাপণ্ডিতরূপে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন (২:১৬৬, ১৭—১৯)। ইব্‌ন হ'াযম মু'তাযিলীদিগকে আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাহারা তাশবীহ-এর স্থলে বর্ণহীন তা'ব'ীল পন্থা অবলম্বন করিয়া উহাকে বরং খর্ব করিয়াছেন (তু. ii, 166, 16 প. to 167, 6 প.)। ইবাদ'ীগণ যে আশ'আরীদের আল্লাহ্‌র প্রকৃতি সম্পর্কীয় মতবাদকে সর্বদা তাশ্‌বীহরূপে ধারণা করিয়া আসিয়াছেন, এ কথা অতি সাম্প্রতিককালে আল-ক'াসিম ইব্‌ন সা'ঈদ আশ-শাম্মাখী' তদীয় আল-ক'াওলু'ল-মাতীন ফি'র-রাদ্দ 'আলা'ল-মুখালিফীন (কায়রো ১৩২৪, দ্র., বিশেষ করিয়া পৃ. ৬৭ প.) গ্রন্থে প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। আল-ক'াসিমের মন্তব্য তাশ্‌বীহ সম্পর্কে ইব্‌ন তূমারত-এর মতামত অপেক্ষা আদৌ কোমল নহে (দ্র. Le Livre de Mohammed Ibn Toumert ed. Goldziher, Algiers. 1903, p. 261, 3, 232/8)। আল-কাতিব আল-খাওয়ারিযমীর বিবেচনায় (মাফাতীহ'ল-'উলূম, ed. van Vloten, p. 27) আশ'আরীরা সুস্পষ্ট মুশাব্বিহ।

মাতুরীদীগণ যথাসম্ভব ইব্‌ন হ'াম্বালের মত নৈকট্য অবস্থানের প্রয়াসে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাশ্‌বীহ্‌-এর সন্দেহ এড়াইয়া যাওয়ার মানসে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে নেতিবাচক মতামতের প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

তাঁহারা এই নীতি অনুসারেই বলেন: আল্লাহ্‌ অসীম, অদ্বিতীয়, অবিভক্ত, অবিমিশ্র। আবূ হ'াফস' আন-নাসাফীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য (তু. Macdonald পূ. গ্র., p. 309)। এই কারণে তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহাদিগকে সি'ফাত বিবর্জক তা'ব'ীল-এর পক্ষপাতী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। যেমন লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্বসূরি বিশ্‌র আল-মারীসী 'উছ'মান ইব্‌ন সা'ঈদ আদ-দারিমীর নিকট হইতে এবং ইমাম গ'াযালী, ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়্যার নিকট হইতে (পূ. গ্র., পৃ. ৪২৫ প.)। কিন্তু হ'াম্বালী মায'হাবের ধর্মবেত্তাগণও সকলে একমতে থাকিতে পারেন নাই। "দাফ' শুবুহাতি'ত্‌-তাশ্‌বীহ্‌ ওয়া'র-রাদ্দ 'আলা'ল-মুজাস্‌সিমাঃ" (সম্পা. হ'সামু'দ-দীন আল-কু'দ'সী দামিশক ১৩৪৫, বিশেষত পৃ. ৫ প.) গ্রন্থে ইব্‌নু'ল-জাওযী সমমায'হাবী তিন ব্যক্তিকে তাঁহাদের 'আক'ীদায় অস্বচ্ছতার জন্য আক্রমণ করিয়াছেন। ইব্‌নু'ল-জাওযীর স্বনামধন্য ছাত্র ইব্‌ন তায়মিয়্যার মত লোকও এইরূপ আক্রমণের শিকারে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে ইব্‌ন বাত্‌'তু'তার এই উক্তির ভিত্তিতে (ed. Paris 1893, i., 217) "আমি যেরূপ (মিম্বার হইতে) অবতরণ করিলাম ঠিক এইভাবে আল্লাহ্‌ ঊর্ধ্বদেশ হইতে অবতরণ করেন।" ইব্‌ন তায়মিয়্যাকে আবূ 'আমির মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সা'দূন আল-কু'রাশীর মত লোকের সঙ্গে একজন বিশুদ্ধ মুশাব্বিহ (আল্লাহ্‌র নরত্বারোপ বিশ্বাসী)-রূপে গণ্য করা হইয়াছে। হ'সামু'দ-দীন (ইব্‌নু'ল-জাওযী পূ. গ্র., p. 48, note) এই মন্তব্যের উপর যে টীকা লিখিয়াছেন তাহা চমকপ্রদ। ইহা অপেক্ষাও চমকপ্রদ কথা এই যে, ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়্যা (র) স্বয়ং তদীয় পুস্তকে মুশাব্বিহদের উক্তি, "আমার মতই চোখ, আমার মতই হাত"-এর ঘোর প্রতিবাদ ও কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন (কুরআন, ১:১১৯, ১৩)। তদুপরি "আল্লাহ্‌ মানুষের সঙ্গেই আছেন" এই কথার যে ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছেন উহাকে যুক্তিনির্ভর তা'ব'ীলরূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র নরত্বাদ্যাত্মক বর্ণনাগুলির প্রত্যেকটির তিনি রূপক অর্থ প্রদানের নিরন্তর চেষ্টা করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সশরীর অবতরণ সম্পর্কীয় হ'াদীছ'গুলি আহলে সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন ও হাস্যাস্পদ করিয়া তোলার অশুভ উদ্দেশ্যে যিন্দীক'গণের মনগড়া জাল হ'াদীছ' বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। একথাও অনস্বীকার্য যে, সাধারণভাবে তিনি ছিলেন তাশ্‌বীহ ও তা'ত'ীলের নিরবচ্ছিন্ন সমালোচক (i, 270, 14 প.; 395, 2 প.;), অন্তত ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিগত প্রত্যয় উদ্‌ঘাটনের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু আবূ মুহ'াম্মাদ হিশাম ইব্‌নু'ল-হ'াকামকে লইয়া (মৃ. ১৭৯/৭৯৫ অথবা ১৯৯/৮১৪) গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। কারণ তাঁহার কোন গ্রন্থই আমাদের নিকট নাই। তবে আল-আশ'আরীর মাক'ালাত্‌ গ্রন্থে (পৃ. ৩১ প.) তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহাতে পরস্পর বিরোধী ভাবধারাই প্রকটমান। উহার একটিতে সাক্ষ্য বিদ্যমান যে, তিনি ছিলেন প্রকৃত তাশ্‌বীহ হইতে মুক্ত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আশ'আরী তাঁহার গ্রন্থে 'তাশ্‌বীহ' শিরোনামে যে পরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছেন উহার শুরুতে এই হিশামীয়ার পরিচয়স্বরূপ লিখিয়াছেন, "তাহারা

আরাধ্য প্রভুকে বস্তু বলিয়া মনে করে।' পরবর্তী ঐতিহাসিকদের মধ্যে নির্বিচারে যত্রতত্র কুফ্রী আখ্যাদানের যে রেওয়াজ পরিদৃষ্ট হয় আমরা উপরিউক্ত নিদর্শন হইতে উহার মূল উৎসের কিছুটা আভাস পাই।

এই বিষয়ে তত্ত্ব উদ্ঘাটনে শী'আঃগণ বিশেষ ও বিস্তৃত যে সব আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা পরস্পর বিরোধী। তাহাদের মধ্যে অপর এক হিশাম ইব্ন সালিম আল-জাওয়ালীকী'কে সর্বাধিক স্থূলদৃষ্টির পরিচয় দিতে দেখা যায়। কারণ "আল্লাহ মানুষকে তাঁহার প্রতিচ্ছবিরূপে পয়দা করিয়াছেন" এই হা'দীছে'র উদ্ধৃতি দিয়া এবং উপরিউক্ত নিম্নরেখ 'তাঁহার' শব্দটিকে আল্লাহ্র সর্বনামরূপে ধরিয়া লইয়া তিনি প্রচার করেন যে, আল্লাহ্র অঙ্গ, অবয়ব এমন কি মাথার চুল পর্যন্ত রহিয়াছে (কাশ্শী, মা'রিফাত আখবারি'র-রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭, পৃ. ১৮৩, আস্তারাবাদী, মানহাজু'ল-মাকা'াল ফী তাহ'ক'ীকি'র-রিজাল, তেহরান হি. ১৩০৬, পৃ. ৩৬৭)। অপর পক্ষে ইছ্'বাতের প্রতি আগ্রহ এবং ইবত'াল সম্পর্কে বিরাগের ও আশঙ্কার মনোভাব অস্পষ্ট শব্দ বস্তুর (শায়') পরিবর্তে দেহ (জিসম) শব্দ ব্যবহার হিশাম ইবনু'ল-হ'াকামকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। তিনি নরত্বারোপবাদের ধারণা হইতে নিজেকে দূরে রাখার জন্য সর্বতোভাবেই চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার তাজ্সীম অর্থাৎ আল্লাহ্র অবয়ব ধারণাকে বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় না দিলে তাশ্বীহ (অর্থাৎ আল্লাহ্কে মানুষের সদৃশ ভাবা)-এর পর্যায়ে ফেলা চলে না। কারণ "আল্লাহ্র দেহ আমাদের দেহের ন্যায় নয়" এই কথা স্বয়ং তিনি এবং তাঁহার সমমতাবলম্বিগণ তাজ্সীমের সঙ্গে সঙ্গেই সংযোজন করিয়া থাকেন। পরবর্তী শী'আগণ তাহাদের পূর্ব-পুরুষদের ললাট হইতে কুফ্রের কালিমা মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আস্তারাবাদী (পৃ. ৩৬৬, ৮) আজও দায়স'ানী আবূ শাকিরের (দ্র. প্রবন্ধ ছ'ানাবি'য়্যাঃ) ছাত্ররূপে তাঁহার উপর আরোপিত অপবাদের বোঝা বহিয়া চলিয়াছেন। সম্ভবত আশ'আরীর মন্তব্যই সর্বাধিক সংকেতপূর্ণ (পৃ. ৩৩, ৮)। তিনি বলিয়াছেন, হিশাম ইবনু'ল-হ'াকাম এক বৎসরের সঙ্কীর্ণ পরিসরে আল্লাহ্র স্বরূপ সম্পর্কে পাঁচ প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার মত অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব, ইহা শী'আঃ উৎসেই বিবৃত। তিনি এমন এক সময় ইমাম জা'ফার আস'-স'াদিকে'র শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যখন আল্লাহ্ সম্পর্কে 'আক'ীদাগত ধারণাসমূহ ছিল অবিন্যস্ত। সেই সময় ঐ একই পরিমণ্ডলে এমন বহু তার্কিকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল যাহারা একের বিরুদ্ধে অপরে বিতর্কে প্রবৃত্ত হইত, দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই হিশামের কথা উল্লেখযোগ্য। এইভাবে শী'আঃগণ নিজেরাই অন্তর্বিরোধে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইব্ন হ'ামদান আল-খাস'ীবীকে ও তাঁহার অনুসারী নুস'ায়রীগণকে শ্রেণী নিষ্ক্রমণ (emanation) মতবাদের জন্য তাহাদের বিপক্ষদল কর্তৃক মুশাব্বিহ শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করা হয়। বাত্বি'নীগণ তথা তাহাদের প্রবক্তা নাসি'র-ই-খুস্রাও ('আলাম-ই-আম্র) সৃষ্টিশীল জগত এবং ('আলাম-ই-খাল্ক') সৃষ্ট জগতের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ-রেখা অঙ্কিত করেন। তাহাদের মতে স্রষ্টা বা উদ্ভাবক (স'ানি' অথবা বারী) একটি সূক্ষ্ম পরম সত্তা (জাওহার লাত'ীফ) এবং তিনিই বিশ্বপ্রাণ (নাফ্স-ই-কুল্ল)। অবশ্য তিনি অন্য নামেও অভিহিত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি 'বিশ্ব প্রজ্ঞা'র ('আক্লু'ল-কুল্ল) নিম্নে। তাঁহার এবং বস্তু জগতের মধ্যে একটি নিবিড় সংযোগ ও নিগূঢ় স্বজাত্য সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু আল্লাহ্ এত ঊর্ধ্বে অবস্থিত যে, সেই ঊর্ধ্বস্তরে পৌঁছিয়া কাহারও পক্ষে তাঁহার অনুরূপত্ব অথবা সমশ্রেণীত্ব (মুশাকিল ওয়া মুজানিস) লাভ অসম্ভব (যাদ-ই-মুসাফিরীন, বার্লিন ১৩৪১, পৃ. ১৬৮ প., ১৭৪; ওয়াজহ-ই-দীন, বার্লিন ১৩৪৩, পৃ. ২৭ প., ৩৭)। কাব্যিক উচ্ছ্বাসে অবশ্য খুসরাও মানুষের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন:

'তোমার গুণাবলী আল্লাহ্র গুণসত্তা
তুমি দর্শন কর আল্লাহ্কেই
যখন তুমি পর্যবেক্ষণ কর নিজেকে' (রওশনাই নামা, সাফার-নামার সহিত সংযুক্ত, বার্লিন ১৩৪১, পৃ. ১৭ ও ২২)।

দ্বাদশ ইমামপন্থিগণ তা'ত'ীল এবং তাশ্বীহের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম করিয়াছেন। এই সংগ্রামে তাঁহারা ইছ্'বাতের উপর যথারীতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু তাশ্বীহ-এর মর্যাদা স্থাপন সম্পর্কে তাহাদের মনোভাবে ছিল মু'তাযিলাঃসুলভ সন্দিগ্ধতা। মাজ্লিসীর বিশ্বকোষ বিহ'ারু'ল-আন্ওয়ারে (দ্বিতীয় খণ্ড, তেহরান ১৩০৬ পৃ. ৮৯—১০৫) আল্লাহ্ সম্পর্কিত মতবাদ "আল্লাহ্র দেহ, গঠন ও তাশবীহের অস্বীকৃতি" আর "দেশ, কাল, গতি ও স্থান পরিবর্তনে অস্বীকৃতি" শিরোনামে পাওয়া যাইবে। আমরা শুধু কুলায়নী, ইব্ন বাবওয়ায়হ এবং তু'সী ও তাঁহাদের পরবর্তী লেখকগণের মাধ্যমেই তাঁহাদের সম্বন্ধে উল্লিখিত বিবরণ যাচাই করিয়া দেখার সুযোগ পাই। হিশাম ইবনু'ল-হ'াকাম বিচিত্র উপায়ে যে সঙ্কট এড়াইতে চাহিয়াছিলেন তাহা আল্লাহ্র সত্তাগত মতবাদের "দুই প্রান্ত-সীমা" অন্তর্নিহিত অসুবিধার ইঙ্গিতবাহী। এই দুই প্রান্তিক মতবাদের সমস্যাটি এমন সহজ নয় যে, আল্লাহ্র পরিচিতি লাভ সম্পর্কিত দ্বিবিধ বিতর্কের উপস্থাপনা দ্বারা উহা (সমস্যা) মোটামুটি স্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করিবে। একদিকে আল্লাহ্র আধ্যাত্মিক সত্তার পরিচিতি অন্যদিকে তাঁহার ব্যক্তিসত্তার পরিচিতি—কোন কোন মতবাদকে এই দুই-এর একটিতেও ফেলা চলিবে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আশ'আরীদের স্থান এই অবস্থায় কোথায় নির্দেশ করা যাইবে? মুসলিম কালামশাস্ত্রের ইতিহাস হইতে নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক আশ'আরী মতাবলম্বী তাহার ইমামকে এইরূপ সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র দুই শ্রেণীর কোন একটির অন্তর্ভুক্তিকরণে আপত্তি উত্থাপন করিবে। তাশ্বীহকে পৌত্তলিকতা এবং প্রকৃতি-পূজার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন সূচনা এবং তা'ত'ীলকে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদের দিকে প্রাথমিক পদক্ষেপরূপে ভীতিপ্রদ মনে করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী: মুহাদ্দি'দের ও ধর্মতাত্ত্বিকদের ইতিহাস লেখকগণের গ্রন্থে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদগুলি উদ্দেশ্যমূলক ও কুৎসামূলক বলিয়া পরিত্যাগ করা ঠিক হইবে না। পক্ষান্তরে ঐগুলি দ্বারা কোন্ কোন্ পক্ষে মত গঠিত হইয়াছিল তাহারও একটা আভাস পাওয়া যায়। তর্কমূলক গ্রন্থগুলি দ্বারা যাহাদিগকে আক্রমণ করা হয় তাহাদের মতবাদ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। ঐগুলিকে তর্কমূলক গ্রন্থ রচয়িতাদের মতামতের প্রামাণ্য উৎস বলিয়া গণ্য করা যায়, ঠিক যেমন কাহারও কু'রআনের নিজস্ব ব্যাখ্যাই তাঁহার তাফ্সীর ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় মতামতের একমাত্র কষ্টিপাথর বলিয়া ধরা যায়। উদাহরণত (১) গ'াযালীর ইহ্'য়া' 'উলূমি'দ-দীন, ১খ, ২; (২) কা'ওয়া'ইদু'ল-'আক'া'ইদ, ৪খ, ৫ এবং ৬; (৩) আত-তাওহ'ীদ ওয়া'ত-তাওয়াক্কুল এবং আল-মুহ'াব্বাঃ; (৪) দ্র. H. Bauer, Die Dogmatik

al-Ghazalis, Halle 1912, 48 প.; (৫) J. Obermann, Der philosophische und religiose Subjectivsismus Ghazalis, Vienna 1921, ১৯৭-২০০, ৯২৭; (৬) আল-আশ-'আরী, মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন (Bibl. Isl. 1); (৭) আবূ মানসূর 'আবদু'ল-কাহির আল-বাগদাদী, উসূলু'দ-দীন, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., ১খ. ৭৩—১৩০ (তাঁহার পূর্বোল্লিখিত ফারক বায়না'ল-ফিরাক গ্রন্থের ন্যায় ইখতিলাফ সম্পর্কে রচিত বিশেষ ধারাবাহিক গ্রন্থ নহে)।

R. Strathmann (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহমান

তাস্‌বীহ্‌ (تسبيح) মূলে সুবহ্‌; ('আ) সেব্‌হা-ও উচ্চারিত হয় (তুর্কীতে তেসবীহ্‌): অর্থ, তস্‌বী (যি'করে ব্যবহৃত মালা বিশেষ)। বর্তমানে কেহ কেহ ইহাকে বিদ'আত বলিয়া অনুমোদন করেন না। সর্ব প্রথম ইহা সূফী মহলে ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় (Goldziher, Le Rosaire dans l'Islam in RHR, xxi, p. 296); খৃ. ১৫শ শতাব্দীতে যখন সুয়ূতী ইহার সমর্থনে একটি কৈফিয়াতমূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তখন ইহার বিরোধিতা প্রকাশিত হয় (Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৬৫)। বর্তমানে ইহা সাধারণত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি (দ্র. Mez, Die Renaissance des Islams, p. 441) ও দরবেশগণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

তাস্‌বীহ্‌তে কাঠ, হাড় ও মুক্তা প্রভৃতির নির্মিত গুটিকাগুলি তিনটি বিভাগে বিভক্ত। এই বিভাগগুলি সামান্য বৃহদাকারের আড়া-আড়িভাবে ন্যস্ত দুইটি গুটিকা (ইমাম) দ্বারা পৃথকীকৃত, আবার অতি বৃহৎ এক খণ্ড গুটিকা এক প্রকার হাতলের ন্যায় (যাদ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr. iii, 135)। প্রত্যেক বিভাগে বিভিন্ন সংখ্যক গুটিকা থাকে (যথা ৩৩+৩৩+৩৪ অথবা ৩৩+৩৩+৩১); শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইমাম ও যাদ গুটিকারূপে পরিগণিত হয়। আল্লাহ্‌ ও তাঁহার ৯৯টি সুন্দর নাম মুতাবিক গুটিকার সর্বমোট সংখ্যা একশত নির্ধারিত হইয়াছে। তাস্‌বীহ্‌ এই সকল নাম গণনার কার্যে ব্যবহৃত হয়। আবার হ'াম্‌দ, যি'ক্‌র এবং সালাত শেষে দু'আ'-দুরূদ গণনাতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। Lane, (Manners and Customs, Register) লাশ দাফনের সময়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' এক সহস্রের তিন গুণ পুনরাবৃত্তির জন্য ব্যবহৃত এক হাজার গুটিকাসম্বলিত একটি সেব্‌হা'র (হাজার দানার তাস্‌বীহে'র) উল্লেখ করিয়াছেন।

খৃ. ৮ম শতাব্দীতে মাসাবীহে'র (মিসবাহ'-এর ব. ব.) উল্লেখ দেখা যায় (তু. A. Mez, Die Renaissance de Islams, p. 318)। Goldziher (Vorlesungen, পৃ. ১৬৫)-এর বিশ্বাস তাস্‌বীহ্‌ ভারত হইতে পশ্চিম এশিয়া গমন করিয়াছে। তবুও তিনি স্বয়ং কতকগুলি হ'াদীছে'র উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে হ'ামদ যথাঃ তাকবীর, তাস্‌বীহ্‌ গণনার জন্য ক্ষুদ্র প্রস্তর ও খর্জুর বীজ ব্যবহারের উল্লেখ রহিয়াছে।

এই সকল হ'াদীছে'র মধ্যে নিম্নোক্তটি উল্লেখযোগ্য : সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস্‌ (রা) কর্তৃক বর্ণিত . . . একদা তিনি রাসূল (স') সমভিব্যাহারে এক মহিলার নিকট গমন করেন। মহিলাটি তাহার হ'ামদ সম্মুখস্থ খর্জুর বীজ কিংবা ক্ষুদ্র প্রস্তরের সাহায্যে গণনা করিত। রাসূল (স') তাহাকে বলিলেন, "আমি কি তোমাকে সহজ ও লাভজনক উপায়ের কথা বলিব ?" 'আল্লাহ্‌র মহিমা' (সুবহ'ানাল্লাহ্‌) পৃথিবীতে তিনি যত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সংখ্যানুযায়ী; 'আল্লাহ্‌র মহিমা' স্বর্গলোকে তিনি যত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সংখ্যায়, 'আল্লাহ্‌র মহিমা' এতদুভয়ের মধ্যস্থ বস্তুর সংখ্যানুযায়ী, তিনি যাহা কিছু সৃষ্টি করিবেন তদনুযায়ী এবং একই পন্থায় 'আল্লাহ আক্‌বার' 'আল্‌-হ'ামদুলিল্লাহ্‌' এবং 'আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন কিছুতেই শক্তি বা ক্ষমতা নাই' (আবূ দাাউদ, বি'ত্‌র, বাব ২৪; তিরমিযী, দা'আওয়াত, বাব ১১৩)।

এই হ'াদীছ'টির প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নের আরেকটি হ'াদীছ' কর্তৃক বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে, সাফীয়্যাঃ (রা) বলেন : "একদা রাসূল (স') আমার কক্ষে প্রবেশ করেন। তখন আমার সম্মুখে চারি সহস্র খর্জুর বীজ রক্ষিত ছিল যাহা আমি তাস্‌বীহ্‌ পাঠে ব্যবহার করিতাম। আমি বলিলাম : "আমি এইগুলিকে তাস্‌বীহ্‌ পাঠে ব্যবহার করি।" তিনি উত্তরে বলিলেন, "আমি তোমাকে আরও অধিক সংখ্যকের শিক্ষা দিব। বল : 'আল্লাহ্‌র মহিমা' তিনি যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সংখ্যানুযায়ী" (তিরমিযী, দা'আওয়াত, বাব ১০৩)।

হ'াদীছে' উল্লিখিত এক ভিন্ন রীতি অনুসারে রাসূল (স') 'তাসবীহ্‌ গণনা করিতেন' (নাসাঈ, সাহও, বাব ৯৭)। এখানে ক্রিয়ারূপে 'আকাদা ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার অর্থ 'গণনা করা' এইজন্যই হইয়াছে যে, অভিধানে অন্যগুলির মধ্যে এই অর্থটিও প্রদত্ত হইয়াছে। সম্ভবত উপরিউক্ত ও নিম্নোক্তের ন্যায় হ'াদীছে'র উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত : "একদা রাসূল (স') আমাদিগকে (আল-মদীনার মহিলাদিগকে) বলেন, তাস্‌বীহ্‌, তাহলীল ও তাক্‌দীস পড় এবং এই সকল ক্ষেত্রে নিজেদের আঙ্গুলে গণনা কর, কারণ ইহাদিগের হিসাব দিতে হইবে" (আবূ দাাউদ, বি'ত্‌র, বাব ২৪; তিরমিযী, দা'আওয়াত, বাব ১২০)। Goldziher-এর মতে, এই সকল হ'াদীছে'র আঙ্গুলে তাস্‌বীহ্‌ পড়া প্রস্তর ইত্যাদির সাহায্যে গণনা করার বিরোধী। এই প্রসঙ্গে আরেকটি হ'াদীছ' রহিয়াছে যাহা আলোচ্য উক্তিগুলিতে 'আকাদা-এর অর্থ সব সময় গণনা করা এবং উহার সঠিক মর্ম গিট দেওয়া কি না তাহাতে সংশয় সৃষ্টি করিয়াছে। ইব্‌ন সা'দ (৮খ, ৩৪৮) কর্তৃক সংরক্ষিত এই হ'াদীছ'টির মর্মানুযায়ী ফাতি'মাঃ বিন্‌ত্‌ হ'সায়ন গ্রন্থিযুক্ত সুতার (বি খুয়ূতিন্‌ মা'কূদিন ফীহা) সাহায্যে তাস্‌বীহ্‌ পাঠ করিতেন।

কিন্তু হ'াদীছে' তাস্‌বীহ্‌ অর্থে সুব্‌হ'াঃ শব্দের ব্যবহার অবর্তমান, ইহা বরং প্রায়শ নফল সালাত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যথাঃ সুব্‌হ'াতু'দ-দু'হা (মুসলিম, মুসাফিরূন, হ'াদীছ' ৮১)।

আন-নাওয়াবী নাফিলাঃ দ্বারা শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন (মুসলিমের সাহীহ'-এর ব্যাখ্যা, কায়রো ১২৮৩, ২ : ২০৪)। কিন্তু ইব্‌নু'ল-আছীর, নিহায়াঃ-তে উক্ত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেনঃ কিরূপে নাফিলাঃ ও সুব্‌হা'র ধারণা সদৃশ হইল ? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন : সুব্‌হাঃ অপরিহার্য সালাতের অতিরিক্ত বিষয়। সুতরাং প্রয়োজনাধিক সালাত সুব্‌হাঃ নামে অভিহিত হইয়াছে।

ইব্‌নু'ল-আছীরের অভিমত সঠিক হইলে সুব্‌হা'র শব্দিক ক্রমবিকাশ দুইটি দিক অবলম্বন করিয়াছে :
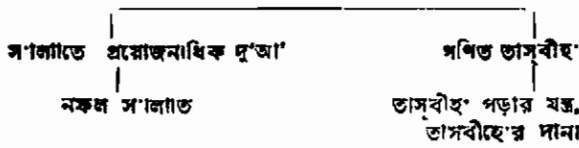
A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

তাস'ওউফ্ (تصوف) ১। শব্দ ব্যুৎপত্তি বাব তাফা'উলের تفعل ওয়াযনে মূল (ধাতু) সু'ফ হইতে উৎপন্ন। সু'ফ অর্থ পশম আর তাস'ওউফের অর্থ পশমী বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস (লাব্‌সু'স্'-সু'ফ)-অতঃপর মরমীতত্ত্বের সাধনায় কাহারও জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় তাস'ওউফ্। যিনি নিজেকে এইরূপ সাধনায় সমর্পিত করেন ইসলামের পরিভাষায় তিনি সু'ফী নামে অভিহিত হন।

অতীতে এবং বর্তমান যুগে এই 'সু'ফী' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে আরও যে সব উক্তি করা হয় উহার সবই প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যেমন, 'আহ্‌লু'স্'-সু'ফ্‌ফাঃ' [নবী (স')-এর সময় মদীনার মসজিদ সংলগ্ন স্থানে অবস্থানরত সংসার-নির্লিপ্ত সাধক ব্যক্তি-গণ], "স'ফ্‌ফ আওওয়াল্" (স'লাতে দণ্ডায়মান মু'মিনগণের প্রথম কা'তা'র) 'বানু সু'ফাঃ (একটি বেদুইন গোত্র), স'ওফানাঃ (এক প্রকার শাক-সব্‌জী) স'ফ্‌ওয়াতু'ল-কি'ফা (মাথার পিছনে ঘাড়ের দিকের কেশগুচ্ছ), 'সু'ফিয়া' (সফা' ধাতু হইতে মাদ'ী মাজহূল-কর্মবাচ্য ফু'ইলার ওয়াযনে গঠিত, অর্থ বিশোধিত হওয়া। প্রাচীন যুগে খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে 'সু'ফী' শব্দ হইতে গঠিত অভিন্ন উচ্চারণে দুই বা ততোধিক ভিন্নার্থক শ্লেষ-অলংকার-রূপে এই কর্মবাচ্যের প্রয়োগ (পশমীবস্ত্র পরিহিত সু'ফী, সু'ফীয়া) পরিদৃষ্ট হয় এবং গ্রীক Sophos (Theosophia) শব্দ হইতেও তাস'ওউফ শব্দ গঠনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। Noldeke শব্দ ব্যুৎপত্তির এই শেষোক্ত অভিমতটি এই বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন যে, নিয়মিতভাবে গ্রীক সিগ্‌মা (Sigma) 'আরবী সীনে (স'াদে নয়) রূপান্তরিত হয়, আর গ্রীক Sophos এবং 'আরবী সু'ফী শব্দদ্বয়ের মাঝে আরামীয় (ভাষা) মধ্যবর্তী কিছু নাই।

ব্যক্তিবিশেষের নামের সহিত আস্'-সু'ফী উপনাম বা উপাধির প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় খৃস্টীয় অষ্টম, শতকের দ্বিতী-য়ার্ধে। এই সময় কূফার শী'আঃ কীমিয়াবিদ রাসায়নিক আল-জাবির ইব্‌ন হ'য়্যান এবং উক্ত শহরেরই স্বনামখ্যাত মরমী আবূ হাশিম ব্যক্তিগতভাবে আস'-সু'ফী উপনামে পরিচিত হন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাঁহার নিজস্ব বৈরাগ্যসূচক মত প্রচার করেন (দ্র. খাশীশ নাসাঈ, মৃ. ২৫৩/৮৬৭)। আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি ক্ষুদ্র অভ্যুত্থান উপলক্ষে ১৯৯/৮১৪-এ সু'ফীর বহুবচন সু'ফিয়্যাঃ শব্দের প্রয়োগে দেখিতে পাওয়া যায় (আল-কিন্দী, কু'দাত মিস্'র, ed. Guest, p. 162, 440)। মুহ'াসিবী, (মাকাসি'ব, ফারসী পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৮৭) এবং জাহি'জ' (বায়ান, ১খ, ১৯৪)-এর মতে ঐ একই সময়ে কূফায় আবির্ভূত একটি মরমীবাদী আধা-শী'আঃ সম্প্রদায়ের উপরও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের সর্বশেষ নেতা নিরামিষাশী ইমামাতপন্থী শী'আঃ 'আব্‌দাক আস'-সু'ফী ২১০/৮২৫ সালে বাগ্‌দাদে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন পর্যন্ত সু'ফী শব্দের ব্যবহার কূফার চতুঃসীমাতেই সীমাবদ্ধ থাকে।

সু'ফীবাদ সম্ভাবনাময় এক ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষমান ছিল। ৫০ বৎসরের মধ্যে সু'ফী বলিতে ইরাকের (খুরাসানের মালা-মাতীয়া মরমীদের বিপরীত) সমস্ত মরমীদিগকে বুঝাইত। দুই শত বৎসর পর বহুবচন 'সু'ফিয়্যাঃ' শব্দ সমগ্র মুসলিম মরমী সম্প্রদায়ের উপর প্রযুক্ত হইতে লাগিল যেমন আধুনিককালে ইংরেজী ভাষায় 'Sufi' ও 'Sufism' শব্দদ্বয় এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, ১০০/৭০৯ হইতে উপরিউক্ত সময় পর্যন্ত সু'ফ বা সাদা পশমী পোশাক পরিধানের রীতি বিজাতীয় এবং খৃস্টান মূলোদ্ভূত প্রথারূপে নিন্দিত হয় (এই পোশাক পরিধানের জন্য হ'াসান বাস্'রীর শিষ্য ফার্‌ক'াদ সাবাখী তিরস্কৃত হন)। কিন্তু দুই শত বৎসর পর হইতে অদ্যাবধি উহা একটি অন্যতম বিশেষ মুসলিম জীবন-রীতিরূপে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে।

২। উৎপত্তি : কু'রআনের সু'ফী ধর্মীয় তাফ্‌সীর এবং রাসূল (স)-এর অন্তর্জগৎ সম্পর্কীয় তত্ত্বগর্ভ হ'াদীছ'সমূহ (যে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ) অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের সংকলন ও রচনা। সুতরাং উহাদের বিশ্বস্ততা সংশয়পূর্ণ। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশ ও সব জাতির ভিতর মরমী জীবনের প্রতি যে প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়, হিজরীর প্রথম দুই শতাব্দীতে ইসলামেও উহার অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। পরবর্তীকালের এতদ্‌সংক্রান্ত কাহিনী-গুলি বাদ দিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, জাহি'জ' এবং ইব্‌নু'ল-জাওযী এই যুগের কিঞ্চিদধিক ৪০ জন খাঁটি সংসারবিরাগী সু'ফীর নাম আমাদের জন্য সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। উপাসনার আনুষ্ঠানিক আচার-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎ-পর্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপই ছিল ইহাদের মরমী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') স্বাভাবিক কারণেই মুসলিম সমাজ হইতে সংসার বৈরাগ্য বিদায় দিয়াছিলেন। "লা রাহ্‌বানিয়্যাতা ফি'ল-ইসলাম", এই প্রসিদ্ধ হ'াদীছ'টি—Sprenger যাহার অর্থ করিয়াছেন, 'ইসলামে বৈরাগ্যের (monasticism) স্থান নাই". কু'রআনের ৫৭তম সূরার ২৭শ আয়াতেরই ব্যাখ্যা। কু'রআনে বলা হইয়াছে, "কিন্তু বৈরাগ্য—ইহা তো উহারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আমি উহাদি-গকে ইহার বিধান দিই নাই।" [মনে রাখিতে হইবে যে, ইসলাম-সম্মত যুহ্‌দ (দ্র.) হইল নফলসহ 'ইবাদাতগুলি সম্পাদন ও সর্বপ্রকার জাগতিক বস্তুর উপর এতটা আকর্ষণ না থাকা যাহাতে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলিয়া যায়। সুতরাং তদ্দ্বারা নফল 'ইবাদাতেরও অত্যধিক বাড়াবাড়ি যথা : সারা জীবন সি'য়াম পালন, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যকে অবহেলা করতঃ সারারাত্রি স'লাতে রত থাকা, সংসারবিরাগী হইয়া বিবাহ না করা ইত্যাদি কোন কালেই ইসলাম সমর্থন করে নাই (মিশ্‌কাত, পৃ. ২৭, বুখারী, ২খ, ৭৫৭]।

পক্ষান্তরে খৃস্টীয় রাহ্‌বানিয়্যাঃ বা বৈরাগ্য বলিতে বুঝায় কতগুলি লোক (স্ত্রী ও পুরুষ) বিবাহ না করিয়া নিজদিগকে কোন মঠের সহিত সংশ্লিষ্ট করা। ইহাদের পুরুষগণকে monk বা সন্ন্যাসী এবং স্ত্রীগণকে nun বা সন্ন্যাসিনী বলা হয়। ইহারা আজীবন কুমার কুমারী থাকে। পবিত্র বিবাহ বন্ধন ও স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনকে খৃস্টীয় ধর্মযাজকদের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়াই এই

প্রথার উদ্ভব। ইসলাম এই প্রকার সন্ন্যাসবাদকেই নিষেধ করিয়াছে। যথাঃ হ়াদীছে উক্ত হইয়াছে ঃ

النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني–

"বিবাহ আমার সুন্নাত, যে আমার সুন্নাতকে অবহেলা করিবে সে আমার দলভুক্ত নহে।" উপরে উদ্ধৃত কু'রআনের আয়াতে (৫৭ ঃ ২৭) পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, খৃস্টান সন্ন্যাসবাদকে তাহাদের নিজেদের দ্বারা উদ্ভাবিত বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। ইহা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা নহে। ইসলামের প্রধান সূ'ফীগণের অনেকেই বিবাহিত ও সংসারী অথচ কঠোর সংযমী ও যাহিদ ছিলেন। কিন্তু প্রথম তিন শতাব্দীর ভাষ্যকারগণের মধ্যে মুজাহিদ এবং আবূ ইমামাঃ বাহিলীর ন্যায় মুফাস্সিরগণ (তু. Massignon, Essai, p. 123—133) আর সূ'ফীদের পূর্বসূরিগণের মধ্যে সর্বাধিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ (তু. Djunaid, Dawa) ৫৭ ঃ ২৭ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাহবানিয়্যাঃকে জাইয এমন কি অনুমোদিত মনে করিয়াছেন যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাহা অবলম্বন করা হয়। পরবর্তী ভাষ্যকারগণ বিশেষত যামাখশারী রাহবানিয়্যাতের বিরোধিতা করিয়াছেন।

সা'হা'বীগণের মধ্যে আবূ য'রর (রা) এবং হ'য'রফাঃ (রা)-কে (উওয়ায়স এবং সু'হায়ব সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা চলে না) সূ'ফী মতবাদের প্রকৃত অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের পর একের পর এক বহু তাপস (নুস্সাক, যুহ্হাদ) অনুশোচক বা বিলাপকারী (বাক্কাউন) এবং চারণ কথক এবং ধর্মপ্রচারক (কু স্'-সা'স)-এর আবির্ভাব ঘটে। গোড়ায় জনসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন, পরে ধীরে ধীরে মুসলিম চিন্তাধারার অন্যান্য শাখার সুদক্ষ ব্যক্তিদের ন্যায় প্রধানত দুইটি পৃথক সম্প্রদায়ে তাঁহারা শ্রেণীবদ্ধ হন। আরবীয় মরু অঞ্চলের মেসোপটেমিয়া সীমান্তের বর্ধিষ্ণু দুইটি শহর বস্'রা এবং কূফার এই দুই সম্প্রদায়ের পৃথক কর্মকেন্দ্র গড়িয়া উঠে।

বসরার আরব্য উপনিবেশিকগণ ছিলেন তামীমী (গোত্র) মূলোদ্ভূত প্রকৃতিগতভাবে বাস্তববাদী ও সমালোচক। তাঁহারা ব্যাকরণে যুক্তিশীলতা, কবিতায় বস্তুবাদিতা এবং হ'াদীছ' ও সুন্নায় বিচার-বিশ্লেষণের পক্ষপাতী ছিলেন। 'আক'ীদাঃ সংক্রান্ত মতবাদে তাঁহাদের প্রবণতা ছিল মু'তাযিলাঃ এবং কা'দরিয়্যাদের দিকে। তাঁহাদের সূ'ফীবাদের গুরু ছিলেন আল-হ'াসান আল-বাস্'রী (মৃ. ১১০/৭২৮), মালিক ইব্ন দীনার, ফাদ্'ল আর-রাক্'কা'শী, রাবাহ' ইব্ন 'আমর আল-কা'য়সী, সা'লিহ' আল-মুর্‌রী এবং 'আবদু'ল-ওয়াহি'দ ইব্ন যায়দ (মৃ' ১৭৭/৭৯৩)। শেষোক্ত সূ'ফী ছিলেন 'আব্বাদানের সংঘবদ্ধ সামাজিক শাখার প্রতিষ্ঠাতা। অপরদিকে কূফার 'আরবীয় উপনিবেশিকগণ য়ামানী মূলোদ্ভূত। তাঁহারা ছিলেন আদর্শবাদী এবং প্রকৃতিগতভাবে ঐতিহ্যানুরাগী। ব্যাকরণে শাওয়ায (কদাচিৎ ব্যবহৃত শব্দ অর্থ), কবিতায় আক্ষরিক'নী আদর্শ অনুসারী, হ'াদীছে'র প্রকাশ্য অর্থের প্রতি অনুরাগী, ধর্মবিশ্বাসে মুর্জিয়া প্রবণতাযুক্ত শী'আঃ-পন্থী। ইহাদের সূ'ফীতত্ত্বের উসতাদ ছিলেন রাবী' ইব্ন খায়্ছ'াম (মৃ. ৬৭/৬৮৬)। আবূ ইস্রা'ঈল মুলা'ঈ (মৃ. ১৪০/৭৫৭), জাবির ইব্ন হ'ায়্যান, কুলায়ব আস-সায়দাব'ী, মানসূ'র ইব্ন 'আম্মার, আবু'ল-'আতাহিয়্যাঃ এবং 'আবদাক। শেষোক্ত তিনজন তাঁহাদের শেষ জীবন মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদে অতিবাহিত করেন। বাগদাদ ২৫০/৮৬৪-এর পর মুসলিম মরমী আন্দোলনের কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সনেই সর্ব প্রথম মরমীর আলোচনা এবং যি'ক্র-আয্'কারের হ'াল্কাঃ অনুষ্ঠানের জন্য মিলনায়তনের উদ্বোধন করা হয়। ইহা ছাড়া মসজিদগুলিতেও সূ'ফীবাদের উপর প্রকাশ্য আলোচনা এবং বক্তৃতাদানের সূচনা হয়।

এই যুগেই শারী'আতপন্থী ধর্মতাত্ত্বিকদের সহিত মরমী সূ'ফীদের মতবিরোধ সর্বপ্রথম প্রকটিত হয়। ক্রমে ক্রমে এই বিরোধ চরমে পৌঁছার ফলে যু'ন্নূন আল-মিস্'রী (২৪০/৮৫৪), নূরী ও আবূ হ'াম্যাঃ (২৬২/৮৭৫ এবং ২৬৯/৮৮২ সালের মধ্যবর্তী সময় ইব্ন জাওযীর তাল্বীস, ১৮৩ পৃ.) এবং হ'াল্লাজ বাগদাদের কাযীদের নিকট অভিযুক্ত হন।

৩। মুসলিম সমাজে সূ'ফীবাদের ভূমিকা ঃ প্রাথমিক সূ'ফীগণ একথা ভাবিতেই পারেন নাই যে, তাহাদিগকে মুসলিম সমাজের শাসন কর্তৃপক্ষীয়দের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইবে। স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যের মাঝে সংসারনির্লিপ্ত জীবন অতিবাহনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের নিমিত্ত কু'রআনের (তাক'ররাআঃ তাসা'ওউফের সাবেক প্রতিশব্দ) উপর ধ্যান ও অনুধাবন করার অধিকতর সুযোগ ও সামর্থ্য অর্জন। সূ'ফীব্রত অবলম্বন সাধারণত সামাজিক অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বিবেকের অন্তর্বিদ্রোহেরই ফলশ্রুতি। এই বিদ্রোহ শুধু সমাজের অপরাপর লোকের অনাচারের বিরুদ্ধেই নয়, বরং প্রথমত এবং প্রধানত নিজের দোষত্রুটির বিরুদ্ধেই। অভ্যন্তরীণ পরিশোধনের পর সূ'ফী আল্লাহ্কে যে কোন মূল্যে পাওয়ার জন্য তীব্র ব্যাকুলতায় উন্মুখ। অন্তরের এই আকুল বাসনা হ'াসান আল্-বাস্'রীর জীবনী, দৃষ্টান্ত এবং ভাষণাবলীর মধ্যে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা (তু. Schaeder, Isl, xiv. 1—72, and Massignon, Essai,, p. 152-179) গেলেও দুইজন মহান সূ'ফী সাধকের চিত্তগ্রাহী আত্মজীবনী মুহ'াসিবীর ওয়াসা'য়া গ্রন্থে (Transl. in Massignon. p. 216—218) এবং গাযালীর মুনকি'য' (Transl. Barbier de Meynard) অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সময় পর্যন্ত, শাসন কর্তৃপক্ষের আচরণ যতই গর্হিত হউক না কেন, সূ'ফীবাদ উহাকে সরাসরি আশংকাগ্রস্ত করে নাই।

কিন্তু ফুক'াহা' ও মুতাকাল্লিমূন (ব্যবহার শাস্ত্রকার ও ধর্মতাত্ত্বিকগণ) সূ'ফীদের 'আক'ীদা ও আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের এই বিরক্তির পশ্চাতে যে সব কারণ ক্রিয়াশীল ছিল তাহা এই ঃ

সূ'ফীদের প্রচারণার ফলে লোকেরা বিবেকের নির্দেশ কি, তাহারই সন্ধানে রত হয় এবং সেই ব্যক্তিগত নির্দেশের বিচারে প্রবৃত্ত হয়। সূ'ফীদের মতে ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন অপেক্ষা মনের সঙ্কল্পই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, শারী'আতের আক্ষরিক অনুসরণ অপেক্ষা আচরণের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা অন্তর দ্বারা আনুগত্য বরণই শ্রেয়। এইরূপ বিশ্বাস ও আচরণকে স্পষ্টই কু'রআন বিরোধীরূপে আখ্যায়িত করিয়া ফিক্'হ ও কালামশাস্ত্র বিশেষজ্ঞগণ এ কথাই প্রমাণের চেষ্টা করিলেন যে, সূ'ফীদের এই মতবাদ এবং আচরিত জীবন পদ্ধতির শেষ পরিণতি কুফর ভিন্ন আর কিছুই নয়।

মুসলিম মায্'হাবসমূহের মধ্যে খারিজীগণই সর্বপ্রথম সূ'ফীদের বিরোধিতায় অগ্রসর হন। তাঁহারা হ'াসান আল্-বাস্'রী (র)-র বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। অতঃপর শী'আঃ ইমামীগণ (যায়দী দ্বাদশ ইমামপন্থী এবং চরমপন্থী গু'লাত) হিজরীর তৃতীয় শতাব্দীতে সূফী জীবন-

ধারাকে দোষাশ্রিত ও নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষণা করেন। কারণ তাঁহাদের মতে সূফীগণ মুসলিমদের ভিতর এক প্রকার অস্বাভাবিক জীবন-পদ্ধতির (সুফ্‌ফ, খানক্বাহ) অবতারণা করিয়াছেন, যাহার ফলে তাঁহারা জীবনের সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তোষ (রিদ'া) অবলম্বন করেন এবং দ্বাদশ ইমামের প্রতি আনুগত্য হইতে বিরত থাকেন।

সুন্নীগণ ধীরতর গতিতে সূফীবাদ সম্পর্কে তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার প্রতি দোষারোপে তাঁহারা কোনদিনই একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের দুইটি দলের পক্ষ হইতে সূফীবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ আসিয়াছে : একটি হইতেছে রক্ষণশীল মহল। আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) সূফীবাদকে এই বলিয়া দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, সূফীরা মৌখিক প্রার্থনা জ্ঞাপনের শারী'আতসম্মত নিয়মের স্থলে ধ্যান-তপস্যার অভিনব পদ্ধতির প্রবর্তন ও উহার বিকাশ ঘটাইয়াছেন। আল্লাহ্‌র সহিত রাহে'র, পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার, ব্যক্তিগত বন্ধুত্বমূলক (খুল্লা:) সম্পর্ক স্থাপনের অবস্থা কামনা করিয়াছেন এবং এইজন্যই শারী'আত ব্যবস্থিত আচার-অনুষ্ঠানের দায়িত্ব হইতে ব্যক্তিসত্তাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর দুই প্রত্যক্ষ শিষ্য খাশীশ এবং আবূ যুর'আঃ সূফী মতবাদকে যিন্দিক'ী কুফ্‌রের একটি বিশেষ উপশ্রেণীর (রূহ'ানিয়্যাঃ) অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

অপরপক্ষে মু'তাযিলী এবং জ'াহিরীগণ স্রষ্টাকে তাঁহার সৃষ্টির সহিত একাত্মকারী প্রেম ('ইশ্‌ক')-এর মতবাদকে অবাস্তব ও অসম্ভব বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কারণ তত্ত্বগতভাবে ইহা বুঝায় আল্লাহ্‌র প্রতি নরত্বারোপ (তাশ্‌বীহ) এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বুঝায় স্রষ্টা ও সৃষ্টির সংযোগ এবং পারস্পরিক অনুপ্রবেশ বা অবতারবাদ (মুলামাসাঃ এবং হ'লূল)।

প্রকৃত প্রস্তাবে মধ্যপন্থী সূফীবাদ সুন্নী ইসলাম কর্তৃক কোনদিনই ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত বিবেচিত হয় নাই; বরং সুন্নী ইসলাম ইব্ন আবী'দ্-দুন্‌য়ার (মৃ. ২৮১/৮৯৪) জনপ্রিয় ক্ষুদ্র পুস্তিকাসমূহ হইতে শুরু করিয়া আবূ ত'ালিব আল-মাক্কীর (মৃ. ৩৮৬/৯৯৬) প্রণীত 'কূ'তু'ল-কু'লূবের' ন্যায় মহাগ্রন্থ পর্যন্ত রচনা হইতে এবং বিশেষ করিয়া গ'াযালীর 'ইহ্'য়া' গ্রন্থ হইতে সূফীদের ব্যবহারিক নীতি এবং প্রার্থনার জীবন গ্রহণ করিয়াছে। ইব্নু'ল-জাওযী, ইব্ন তায়মিয়্যাঃ এবং ইব্নু'ল-ক'ায়্যিমের ন্যায় যে সব বিদ্বান সুন্নী সূফীবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন তাঁহারাও গ'াযালীর বিরাট নৈতিক প্রাধান্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। কেবলমাত্র ইব্নু'ল-'আরাবীর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক প্রচারিত অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধেই পরবর্তী সুন্নী শাস্ত্রবিদদের অসন্তোষ বিরাটভাবে প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। সূফীবাদের প্রতি প্রতিকূল ধারণা পোষণ করিলেও ওয়াহ্হাবী মতবাদের প্রবর্তক মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্দু'ল-ওয়াহ্হাব স্বয়ং সূফী শাক'ীক' হ'াতিম আল-আস'াম্ম-এর জন্য 'ওয়াসিয়্যাঃ' নামে যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহার ভাষ্য রচনা করেন।

৪। আধ্যাত্মিক মিলনবাদের বিবর্তনের ইতিহাস : নিম্নবর্ণিত দুইটি স্বীকার্য বিষয়ের উপর আদি সূফীবাদ প্রতিষ্ঠিত : (১) 'ইবাদাতের ঐকান্তিক অনুশীলন আত্মাতে এমন কতকগুলি মঙ্গলজনক অবস্থা সৃষ্টি করে যাহা অশরীরী কিন্তু বোধগম্য সত্য (এই স্বীকার্যটি হ'শ্‌বি'য়্যাগণ অস্বীকার করেন)। (২) অধ্যাত্মবিদ্যা ('ইল্‌মু'ল-কু'লূব) আত্মাতে প্রজ্ঞা (মা'রিফা'ত) জন্মায়। ইহাতে আল্লাহ্‌র আশিস লাভের জন্য সাধকের ইচ্ছাশক্তি উদ্দীপ্ত হয়। (এই স্বীকার্য মু'তাযিলীগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, তাহারা তাত্ত্বিক মনস্তত্ত্বে সন্তুষ্ট) সূফীগণ বলেন, অধ্যাত্মবিদ্যার প্রগতিশীল প্রকৃতি সাধকের খোদা-প্রাপ্তির যাত্রাপথকে নির্দিষ্ট করিয়া দেয় এবং এই যাত্রাপথকে নানাটি স্তরে (মাক'ামাত) ও ধাপে (আহ্'ওয়াল) বিভক্ত করে। সাধনার দ্বারা কতিপয় গুণ অর্জন করিতে হয়—আবার আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহও তাঁহার নিকট হইতে লাভ করিতে হয়। এই অর্জনযোগ্য গুণাবলী ও লভ্য অনুগ্রহরাশির তালিকায় বিভিন্ন লেখকের (যেমন সার্‌রাজ, কু'শায়রী, গ'াযালী) মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সকল তালিকাতেই তাওবাঃ, স'াব্‌র, তাওয়াক্কুল, রিদ'া' প্রভৃতি কতিপয় সুপরিচিত শব্দ রহিয়াছে। এই আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের অভিজ্ঞান সম্পর্কে ব্যক্তিগত মতবৈষম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া চূড়ান্ত লক্ষ্যের পরিচয় প্রদানই ছিল সূফীদের প্রধান উদ্দেশ্য। তখনই জড়দেহের প্রতি আকর্ষণকে দমিত ও নিজিত করিয়া আত্মা যে সত্যকে পাওয়ার জন্য ব্যগ্র, সেই পরম সত্যকে (আল-হ'াক্‌ক') পায়। ('আল-হ'াক্‌ক'' এই শব্দটি সূফী সাহিত্যে তৃতীয় শতাব্দীতে পাওয়া যায়)।

অতঃপর সূফীতত্ত্বনিষ্ঠগণ সূফীবাদের পারিভাষিক শব্দরূপে তদানীন্তন ধর্মতত্ত্বে প্রচলিত কতিপয় শব্দ গ্রহণ করেন। ইহা ছিল তাঁহাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাঁহারা কতিপয় পারিভাষিক শব্দ ধার করিয়া উহার অর্থ কিছুটা বিকৃত করিয়া দেন, কিন্তু সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করেন না। এইভাবে শাক'ীক' আনয়ন করেন 'তাওয়াক্কুল' শব্দ, মিস্'রী এবং ইব্ন কার্‌রাম আনেন 'মা'রিফাঃ', মিস'রী এবং বিস্‌ত'ামী আনেন 'ফানা' (বিপরীত শব্দ বাক'া, কু'রআন ৫৫ : ২৬ ও ২৭), খার্‌রায আনেন 'আয়নু'ল-জাম', তির্‌মিয'ী বিলায়াঃ (দ্র.) ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই পদক্ষেপের দ্বারা প্রাথমিক মুসলিম সূফ'ীগণ আদি কালামশাস্ত্রবিদদের দর্শনশাস্ত্রের ফাঁদে নিজদিগকে জড়াইয়া ফেলেন। মুতাকাল্লিমদের দর্শনের এই সব ফাঁদ হইল দর্শনে পরমাণুতত্ত্ব, জড়বাদ ও আকস্মিকতা। এই ফাঁদে পড়িয়া তাঁহারা আত্মার আধ্যাত্মিকতা এমন কি উহার অমরত্বের কথাও অস্বীকার করিয়া বসেন। ফলে তাঁহারা অধিবিদ্যার তত্ত্বগত একত্বের সহিত সংখ্যাগত এককত্বের তালগোল পাকাইয়া ফেলেন। ঠিক এই কারণেই আদি সূফী সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যামূলক বক্তব্যকে হ'লূলিয়্যাঃ (আল্লাহ্‌র অবতারবাদ) কুফ্‌রের পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে।

মানবাত্মার প্রতি শাশ্বত পরমাত্মার যথার্থ অনুরাগের উপর কার্‌রামিয়্যাগণ গুরুত্ব প্রদান করিতে চায় বলিয়া আশ্'আরীগণ তাঁহাদিগকে চিরন্তন সত্তায় নবোদ্ভূত গুণের অনুপ্রবেশ ঘটানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। সালিমিয়্যাগণ 'আগ্রহব্যাকুল আত্মা ঐশী সত্তায় সংলগ্ন থাকিতে সক্ষম', বলিতে চায় বলিয়া হ'াম্বালীগণ তাঁহাদিগকে যি'ক্‌রকারীর জিহ্বায় আল্লাহ্‌র আবির্ভাব ঘটাইতে চায় এই অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। সর্বশেষ হ'াল্লাজিয়্যাগণ বলে, 'সূফী তাহার সাধনা দ্বারা আল্লাহ্‌র সহিত ভাবোচ্ছ্বাসযুক্ত বাণী বিনিময় করে। এইরূপ সংলাপে সাধকের অন্তরাত্মায় তখন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিবর্তনের এক অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত হয়।' ইহা হইতে হ'াল্লাজিয়্যাগণ এই সিদ্ধান্তে আসে যে, এইভাবে ওয়ালী-দরবেশগণকে আল্লাহ্ তাঁহার জীবন্ত সাক্ষী (শাওয়াহিদ)-রূপে

উপস্থাপিত করেন। এই মতবাদকে স্রষ্টার প্রতি অবজ্ঞাজনক এবং অবাস্তব মতবাদরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ইহা দ্বারা নশ্বর দেহধারী মানবকে অবিনশ্বর সত্তায় অনধিকার প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা অসম্ভব, কারণ দুই বাস্তব মৌল সত্তা একই সময়ে একই স্থানে অবস্থান করিতে পারে না।

প্রাথমিক ক'াররামাতিয়াঃ তত্ত্বজ্ঞগণ এবং চিকিৎসক রাযী হইতে শুরু করিয়া ইব্ন সীনা৷ পর্যন্ত মরমীবাদে গ্রীক দর্শনের যে অনুপ্রবেশ ক্রমশ বর্ধিত হইতেছিল তাহার ফলে হিজরী চতুর্থ শতাব্দী হইতে সূ'ফী সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ও যথার্থ অর্থবহ দার্শনিক শব্দমালার আমদানি ঘটে। ফলে আত্মার (রূহ') ও প্রাণের (নাফ্স) অশরীরিতা, সাধারণ তত্ত্বসমূহের বিচার-বিবেচনা, কার্যকারণের অবিচ্ছিন্ন সূত্র প্রভৃতির স্পষ্টতর ধারণা গঠন ও ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব হয়। কিন্তু এই ধরনের শব্দাবলী এরিস্টটলের কল্পিত ধর্মতত্ত্ব, প্লেটোর আদর্শবাদিতা এবং Plotinus-এর নির্গমন মতবাদের সহিত সংমিশ্রিত থাকায় সূ'ফীবাদকে উহার উত্তরোত্তর বিকাশে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। আলোচ্য যুগের বিজ্ঞ মরমিগণ আধ্যাত্মিক মিলনের তিন প্রকার ব্যাখ্যায় দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

(ক) ইত্তিহ'াদিয়্যাঃ

ইব্ন মাসাররাঃও ইখ্ওয়ানু'স'-সাফা৷ হইতে ফারাবী ও ইব্ন ক'াস্য়ী পর্যন্ত প্রদত্ত ব্যাখ্যায় আধ্যাত্মিক মিলনের অর্থ সক্রিয় বুদ্ধির অভ্যন্তরীণ সক্রিয়তায় ধারণার সংগঠন, নিষ্ক্রিয় আত্মার উপর ঐশী নির্গমনের অবতারণা—মানবাত্মা ও পরমাত্মার এই মরমীয় সংযোজনই ইত্তিহ'াদিয়াঃ আধ্যাত্মিক মিলন। (এই ঐশী নির্গমন ক'ার্‌রামাতিয়্যাঃ ও সালিমিয়্যাগণের 'নূর মুহ'াম্মাদীর' সহিত অভিন্নার্থক)।

(খ) ইশ্‌রাকি'য়্যাঃ

সুহ্‌রাওয়ার্দী, হ'াল্লাব'ী এবং জিলদাকী হইতে দাওওয়ানী এবং স'াদরু'দ-দীন সিরাজী পর্যন্ত সকলেই আধ্যাত্মিক মিলনের অর্থে বুঝাইতে চান যে, আত্মাতে বুদ্ধির রশ্মির দ্বারা ঐশী স্ফুলিঙ্গের প্রজ্বলন ঘটায় এবং ইহা আল্লাহ্‌র সত্তায় একীভূত হয় (তাজাওহর : تجوهر)।

(গ) উস্'লিয়্যাঃ

ইব্ন সীনা৷ হইতে ইব্ন তু'ফায়ল ও ইব্ন সাব'ঈন পর্যন্ত ইঁহারা শুধু এই কথা বলিয়াই নীরবতা অবলম্বন করেন যে, আত্মা তাহার সাধনার যাত্রাশেষে আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছার পর এমন এক চেতনা লাভ করে, যে চেতনার অনুভূতিতে একাধিক কোন অস্তিত্ব কিংবা প্রভেদত্বের কোন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, ইমাম গ'াযালী (মাক্‌স'াদ, পৃ. ৭৪) ইত্তিহ'াদিয়্যাঃ মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। ইব্ন সীনা৷, তাঁহার 'নাজাত' গ্রন্থে (কায়রো, পৃ. ৪০২, ৪৮২) এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার 'ইশারাত' গ্রন্থে (৯ম অধ্যায়, পৃ. ১১৮ তু. ইব্ন 'আরাবী, তাজাল্লিয়্যাত) প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আর ইব্ন সাব্'ঈন আল্লাহ্‌র ভিতর সকল সৃষ্ট বস্তুর আকার (সু'রাত) অনুধাবন করিয়াছেন।

সূ'ফীবাদের বিকাশের তৃতীয় শেষ যুগ শুরু হয় ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে। সূ'ফী মতবাদের তদানীন্তন সম্প্রদায়কে উহার সর্বপ্রধান বিরোধিগণ যথার্থ নামকরণ করিয়াছেন 'ওয়াহ্'দাতীয়া' (বা উজূদিয়্যাঃ)। কারণ এই মতবাদিগণ শুধু সত্তার একত্বেরই (ওয়াহ্'দাতু'ল-উজূদ) মতবাদ প্রচার করিয়া থাকেন। উজূদিয়্যাঃ মতবাদ দীর্ঘ উত্তরাধিকার সূত্রের দাবী করিয়া থাকে। এই মতবাদীরা তাহাদের দাবীর সমর্থনে পেশ করেন (ক) কু'রআানের কতিপয় আায়াত (২ : ১১৫, ২৮ : ৮৮, ৫০ : ১৬) (খ) প্রাথমিক আশ্'আরীদের কালামে, যেখানে প্রতিটি আধ্যাত্মিক ঘটনাকে আল্লাহ্‌র (আম্‌র) প্রত্যক্ষ কর্মরূপে অভিহিত করা হইয়াছে এবং (গ) বিস্‌ত'ামী ও হ'াল্লাজের ন্যায় প্রাথমিক মরমীদের উচ্ছ্বাসময় অসংযত উক্তি ('আয়নু'ল-কু'দ'াত আল-হামাযা'নী তাঁহার তাম্‌হীদাত গ্রন্থে ওয়াজ্‌দ হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ উজূদ শব্দের সংকলন করিয়াছেন সেখানে উজূদ শব্দে ভাবোচ্ছ্বাসজনিত প্রাণচাঞ্চল্য বুঝায়। উহার অর্থ আল্লাহ্ কর্তৃক কোনও সৃষ্ট বস্তুকে শক্তিসম্পন্ন-করণ, 'কাওন' অর্থাৎ স্থানবিস্তৃতিতে তাহার সম্প্রসারিত থাকা সত্ত্বেও)।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিজরীর তৃতীয় শতাব্দীতে মুসলিম অধ্যাত্ম-বাদীদের প্রস্তাবিত 'নূর-ই-মুহ'াম্মাদী' মতবাদের সহিত গ্রীকদের নির্গমন (emanation) মতবাদের সক্রিয় বুদ্ধি ('আক্'ল ফা'ইল)-এর অভিন্নতা প্রদর্শনের প্রচেষ্টায় 'ওয়াহ্'দাতু'ল-উজূদ' শব্দের আম-দানি ঘটিয়াছে। (ইব্ন রুশ্দ স্বয়ং এই ধারণাবিমুক্ত নন। তিনি তাঁহার 'তাহ্যাফুত'-এ প্রমাণের প্রয়াস পাইয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র পূর্ব-জ্ঞানসত্তা সর্ব বস্তুসত্তার আদি উৎস ও সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায় এবং উক্ত জ্ঞান সত্তার সক্রিয় বুদ্ধির সহিত একক নিষ্ক্রিয় বুদ্ধিরূপে মানবাত্মা নিশ্চিত-ভাবে মিলিত হইবে)। ইব্ন 'আরাবী (মৃ. ৬৩৮/১২৪০) সর্বপ্রথম এই অভিন্নতার মতবাদকে সুনির্দিষ্ট আকারে উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন, সৃষ্টিসত্তা ও স্রষ্টা-সত্তার কোন পার্থক্য নাই। উহা এক ও অভিন্ন (উজূদু'ল্-মাখ্‌লূক'াত 'আয়ন উজূদু'ল্-খালিক')। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি এই কথাই প্রচার করেন যে, তাঁহার মতে আল্লাহ্‌র পূর্ব-জ্ঞানসত্তার ভাবরূপে বস্তুর আদি-সত্তা বিরাজমান ছিল (ছু'বূত)। সেই ভাবরূপ আদি-সত্তা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উহা কালস্রোতের ৫টি পর্যায়ের মধ্য দিয়া জীব-সত্তায় আত্মপ্রকাশ করে। আবার বিপরীত পর্যায়ের মাধ্যমে মানবাত্মা এক যুক্তিভিত্তিক নিয়মানুগ পদ্ধতিতেই মূল ঐশী সত্তায় পুনর্মিলিত হয়।

ফারগ'ানী এবং জীলী এই মূল মতবাদের সহিত কিঞ্চিৎ সবিস্তার বর্ণনা সংযোজিত করিয়াছেন। উহাই অদ্যাবধি মুসলিম মরমী সম্প্রদায়ের পরিগৃহীত মতবাদরূপে চলিয়া আসিয়াছে। এই মতবাদেরই ব্যাখ্যায় পারস্যের কবিগণ সহস্র কথায় আকর্ষণীয় সুর-তানে অবিরাম সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। ইঁহারই অন্যতম মুখপাত্র কবি 'আত্ত'ারের ভাবধারাকে কু'নিয়াব'ী নিম্নোক্তভাবে সাজাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন :

"আল্লাহ্ স্বয়ং সত্তা, এই সত্তা যেমন সর্বব্যাপক, তেমনি যে কোন শর্তের বন্ধনমুক্ত।" উহা তরঙ্গমালার নিম্নে সাঁতার-প্রবাহের ন্যায় ব্যক্তিসত্তার মধ্য দিয়া ধাবমান স্রোতে সদা প্রবহমান। খৃস্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষ পাদে কাওরানী ও নাবুলুসী তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, এই অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা ইসলামী তাওহ'ী-দের মর্মকথা এবং ইসলামী 'আক'ীদার একমাত্র বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা (তু. Massignon, হ'াল্লাজ, পৃ. ৭৮৪—৯০)। ফলে তাঁহারা সুন্নী মুসলিমগণের বিশ্বাসভাজন হন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ইসলাম যে 'শাহাদাঃ' শব্দ দ্বারা একক আল্লাহ্‌র অবিমিশ্র সর্বব্যাপকতার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে—তাহার তাৎপর্য হইতেছে সমুদয় সৃষ্টির অভ্যন্তরে আল্লাহ্‌র পূর্ণ পরিব্যাপ্তি। অপর কথায় সর্ব-

বস্তর সামগ্রিক সত্তা উহাদের সমুদয় ক্রিয়াসহ ঐশী শক্তিরূপে প্রতিভাত ও প্রশংসনীয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মার অনন্যতার ধারণা-জাত 'প্রশান্তির দর্শন' (Quietism, যাহা আইনবিধির উপর ঐশী বিধানের প্রাধান্য প্রদান করিয়াছে) সূ'ফীদিগকে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে এই আজগুবি মত পোষণেও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে যে, ইব্লীস (জীলী কর্তৃক সমর্থিত) এবং ফির'আওনের (ইব্ন 'আরাবীর প্রখ্যাত মতবাদ) ন্যায় অপরাধীদেরও মার্জনা ও পুনর্বাসন মিলিবে।

(৫) সূ'ফীবাদের অপরাপর বৈশিষ্ট্য এবং উহার উৎস-তথ্যের পর্যালোচনা : সূ'ফী মতবাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখযোগ্য :

(ক) ইস্নাাদ অর্থাৎ হ'াদীছ' বর্ণনার বর্ণনাকারী ব্যক্তিপরম্পরা সূত্রের ন্যায় (মহানবী মুহ'াম্মাদ (স') পর্যন্ত) তালিকা। সর্বপ্রথম ইস্নাাদের কথা (ফিহ্রিস্ত, পৃ. ১৮৩) যাহা জানা গিয়াছে তাহা হইতেছে, খুলদীর (মৃ. ৩৮৪/৯৫৯) তালিকা। এই তালিকাটি নিম্নরূপ : জুনায়দ (৭), সাক'াত'ী (৬), মা'রূফ আল্-কার্খী (৫), ফার্ক'াদ (৪), হ'াসান আল-বাস'রী (৩), আনাস ইব্ন মালিক (২), রাসূলুল্লাহ্ (স') (১)। বিশ বৎসর পর দাক্'ক'াক' (মৃ. ৪০৫/১০১৪ তু. কু'শায়রী, পৃ. ১৫৮) অপর সমস্ত নামের তালিকা যথাস্থানে ঠিক রাখিয়া কার্খীর পূর্বে দাউদ আত্'-ত'াঈ (৪)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন ইস্নাাদের চূড়ান্ত বিন্যাস হয় খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (ইব্ন আবী উস'ায়বি'আঃ, 'উয়ূন, ২খ, ২৫০)। তদবধি প্রধান প্রধান সমস্ত সূ'ফী ত'ারীক'াঃ (দ্র.) কর্তৃকই উক্ত ইস্নাাদ স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই তালিকায় জুনায়দের (৭) পর রহিয়াছে রূয্'বারী (৮), আবূ 'আলী কাতিব বা যাজ্জাজী (৯), মাগ্'রিবী (১০) এবং গুরগানী (১১)। এই তালিকার ঊর্ধ্বদিকে দাউদ আত্'-ত'াঈ (৪)-এর পূর্বে রহিয়াছেন হ'াবীব 'আজামী (৩), হ'াসান আল্-বাস্'রী (২), 'আলী (১)। ইব্নু'ল-জাওযী এবং যাহাবী এই তালিকা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তালিকার প্রথম চারিজনের সংযোগ সূত্র সঠিক নয়। কারণ ইঁহাদের একের সহিত অপরের কোন সাক্ষাৎকারই ঘটে নাই। কোন কোন সূ'ফী ত'ারীক'াঃ এমন একটি সংযোগ-সূত্রের ব্যবহার করেন যাহাতে (মা'রূফ আল্-কার্খীর পূর্বে) প্রথম ৯ জন শী'আঃ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সানাদ অধিকতর অপ্রামাণ্য এবং বিশ্বাসের অযোগ্য।

(খ) বিশ্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের সমবায়ে গঠিত অদৃশ্য শাসনতন্ত্র (রিজালু'ল-গ'ায়ব) : নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রহরারত তাপসমণ্ডলীর মিলিত সুপারিশের বদৌলতে বিশ্বজগত কায়েম রহিয়াছে। ইহাদের এক-জনের মহাপ্রয়াণ ঘটিলে অবিলম্বে উহার শূন্য স্থান পূর্ণ করা হয়। ইঁহাদের ভিতর রহিয়াছেন ৩০০ জন নুক'াবা', ৪০ জন আব্দাল, ৭ জন উমানা', ৪ জন 'আমূদ এবং তাঁহাদের কু'ত্'ব (মরমী মেরু-অক্ষ-গ'াওছ')।

(গ) সূ'ফীদের সমাজ-জীবন যে সব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং অব্যাহতির (রুখ্স'াত ব.ব. রুখাস') উপর প্রতিষ্ঠিত (তু. তরীকাঃ) প্রায়শ উচ্ছৃঙ্খল ও অসাধারণ প্রকৃতির এই সব অব্যাহতি ও বিশেষাধিকার প্রাচীন যুগের বিস্ত'ামী, শিব্লী ও আবূ সা'ঈদ হইতে আধুনিক যুগের কম বেশী দায়িত্বহীন ও অসংযত 'মাজ্যূ'বীন' পর্যন্ত চলিয়াছে। সূ'ফীগণ তাঁহাদের হ'ালক'ায় এক বিশেষ ধরনের কবিতা আবৃত্তি করেন। এই ধরনের সাহিত্য সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে বিকাশ লাভ করিয়াছে। ফলে স্বভাবতই উহা অনেক স্থলেই নিরস ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে মানসিক উত্তেজনা সৃষ্টির মাধ্যমে এক প্রকার কৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাস বা উন্মাদনা এই সব কবিতার উদ্দেশ্য।

এই কাব্য সাহিত্যে মরমী ভাষায় দুইটি বস্তর অজস্র প্রশংসা করা হইয়াছে। উহার একটি হইতেছে মদ্য (খাম্র), যাহা শারী'আত কর্তৃক এই জগতে নিষিদ্ধ; দ্বিতীয়টি হইতেছে মুহ'াব্বাতের পেয়ালা (কা'সু'ল-মুহ'াব্বাঃ) যাহা মদ্য পরিবেশিকা (সাক'ী, শাম্মাদ-দারর-Tersabeco) ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিবেশন করে। এই বস্তগুলির এমন আনন্দ রসঘন রূপক বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে যে, উহার পাশ্চাত্য অনুবাদকগণ বিবেচনার সহিত তাহা পরিহার করিয়া থাকেন। এই সব কবিতার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ :

'আরবী ভাষায় ইব্নু'ল-ফারীদ' এবং শুশ্তারীর কবিতা, ফার্সী ভাষায় আবূ সা'ঈদের চতুষ্পদী শ্লোক, 'আত্ত'ার এবং রূমীর সুবৃহৎ মাছ্'নাব'ী (তাঁহার অদ্বৈতবাদী মরমী কবিতা) ('ওখানে কে? তুমি ভিন্ন আর কেহ নয়' প্রভৃতি), হ'াফীজে'র গ'াযাল এবং জামির বহুবিধ কবিতা, তুর্কী ভাষায় নেসীমী এবং নিয়াযীর রচনাবলী। উর্দূ এবং মালয়ী সাহিত্য উক্ত ভাবধারাকে আপন করিয়া লইয়াছে। নিকট প্রাচ্যে এখন উহা অন্তর্হিত হইলেও উক্ত দুই ভাষায় আজও উহার অস্তিত্ব বিরাজমান। অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায় ক্রমেই বর্ধিত হারে উহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন।

সূ'ফীবাদের উৎসমূলের সূক্ষ্ম পর্যালোচনা অদ্যাপি সম্পূর্ণ হয় নাই। ইসলামের প্রথম পর্যায়ের গবেষকগণ অদ্বৈতবাদী সূ'ফীবাদ এবং সনাতন ইসলামের ভিতর বিশ্বাসগত দুস্তর পার্থক্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া পড়েন। এই পার্থক্যের জন্যই তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, সূ'ফী মতবাদ বিজাতীয় উৎস-সম্ভূত না হইয়া পারে না। তাঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উহা সিরীয় সন্ন্যাসবাদ (Merx), গ্রীক নব্য প্লেটোীয় মতবাদ, পারসিক দ্বিস্বরবাদী মতবাদ অথবা ভারতের বেদান্ত দর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছে (Jones)। কিন্তু Nicholson দেখাইয়াছেন যে, সূ'ফীবাদের সহজ পদ্ধতিতে অপর কোন ধর্মের অনুকরণের ধারণা পোষণ অযৌক্তিক। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইসলামের সূচনা হইতেই মুসলিমগণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বহু সমস্যা ও জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে কু'রআান ও হ'াদীছে'র একাগ্র পাঠ ও অনুধ্যানের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাধক মহলে মরমীসুলভ ধ্যান-ধারণা স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, সূ'ফীবাদের মূল কাঠামোর উপাদান সুনিশ্চিতরূপে মুসলিম এবং 'আরবীয় উৎস হইতে আহরিত হইলেও উক্ত কাঠামোর উপর সংযোজিত সাজসজ্জার মাল-মসলা অন্য ধর্ম ও অন্য দেশ হইতে আমদানীকৃত এবং সূ'ফী-সাহিত্যে বিশেষ বিকাশপ্রাপ্ত। এই পথে অগ্রসর হইয়া আধুনিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের পক্ষে দুইটি জিনিস আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে, ১। সূ'ফীবাদের সাধন ভজন প্রক্রিয়ার কতক উপাদান খ্রীস্টীয় সন্ন্যাসবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে (Asin Palacios, Wensinck, T. Andrae), ২। গ্রীক দর্শনের কতিপয় পারিভাষিক শব্দ সিরিয়ার মাধ্যমে অনূদিত হইয়াছে। সূ'ফীবাদের সহিত ইরানীয় মতের সামঞ্জস্যের প্রশ্ন (Suggested by Blochet) সম্যক্ পরীক্ষিত হয় নাই বলিলেই চলে। ভারতীয় উপাদান সম্পর্কে বলিতে গেলে, উপনিষদ কিংবা যোগসাধন পদ্ধতির সহিত সনাতন সূ'ফীবাদের আদর্শগত

সাদৃশ্য সম্পর্কে আল-বীরূনী এবং দারা শিকোহ্ যে অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এ পর্যন্ত উহাতে অতিরিক্ত বিশেষ কিছু যুক্ত হয় নাই। অপরপক্ষে অধুনা প্রচলিত হ'াল্‌ক'াসমূহে (স'ূফী সমাবেশ) যি'ক্‌রর‌ত মরমীদের ছন্দোবদ্ধ দেহ সঞ্চালন সমীক্ষা করিলে হয়ত দেখা যাইবে যে, উহাতে হিন্দু যোগ সাধনার কতিপয় প্রক্রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাস'াওউফ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক লিখিত পুস্তকাবলীর এক তালিকা অত্যন্ত যত্ন সহকারে G. Pfannmuller তাঁহার Handbuch der Islam-Litteratur, Leipzig 1923, p. 266—292 পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দীর্ঘ তালিকায় সমগ্র বিষয়টি লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে, এমন পুস্তকসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টগুলির নাম ঃ

(২) R. A. Nicholson, The Mystics of Islam, London 1914 : (৩) Studies in Islamic Mysticism, Cambridge 1921 ; (৪) The Idea of Personality in Sufism, Cambridge 1923 ; (৫) A. J. Arberry, Sufism, 1950.

তাস'াওউফের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ দ্রষ্টব্য। তাস'াওউফের উৎপত্তি সম্বন্ধে (৬) Goldziher লিখিত প্রবন্ধসমূহ Revue de l'Histoire des Religions, xxxvii. 34 ; (৭) WZKM, xiii. 35 : ZDMG, lxviii. 544 : (৮) Der Islam, ix. 144 : (৯) Massignon, Essai sur les Origines du Lexique technique de la mystique musulmane, Paris 1922 ; এবং (১০) La Passion d'al-Halaj, martyr mistique de l'Islam, Paris 1922. গ'াযালী সম্বন্ধে Asin Palacios Algazel. Saragossa 1901 এবং Cultura espanola, 1901, p. 209 ; (১১) MFOB 1914, p. 67 ; (১২) Obermann, Der philosophische und religiose Subjektivismus Ghazalis, Vienna 1921. ইবনু'ল-ফারিদ' সম্বন্ধে ; (১৩) Nallino (Di Matteo-র উত্তরে Rivista degli studi orientali 1919-1920)। ইবন 'আরাবী সম্বন্ধে Asin Palacios, Elmistico Murciano Abenarabi, in Bol. Ac. Hist., Madrid 1925—8. ১৭শ শতাব্দীর হিন্দু মরমীবাদ সম্বন্ধে দ্র. von Kremer, Journal Asiatique 1869, p. 105 এবং তাস'াওউফের সাধনা পদ্ধতি সম্বন্ধে ঃ (১৪) Eflaki-এর দলীলসমূহ (Les Saints des derviches tourneurs, Paris 1918 পুস্তকে Huart কর্তৃক অনূদিত) এবং D. B. Macdonald, The Religious Attitude and Life in Islam, Chicago 1908-এ মন্তব্যসমূহ। মূল পুস্তকের অনুবাদ ঃ Nicholson কর্তৃক সার্‌রাজ, 'আত্ত'ার, ইবন 'আরাবী এবং রূমীর অনুবাদ, Richard Hartmann-কৃত কু'শায়রীর অনুবাদ ; (১৫) Huart-কৃত Dara Shikuh-এর অনুবাদ (Journal Asiatique, 1926 P. 285) ; (১৬) Gairdner-কৃত আল-গ'াযালী (র)-এর মিশ্‌কাতু'ল-আনওয়ার-এর টীকা, (লণ্ডন ১৯২৪) ; (১৭) Horten-কৃত সুহ্‌রাওয়ার্দী হ'ালাবীর টীকা (Die Philosophie der Erleuchtung nach Suhrawardi, Halle, 1912) ; কাপরুলুযাদা মুহ'াম্মাদ ফু'আদ-কৃত প্রাথমিক তুর্কী সু'ফীগণ সম্বন্ধীয় পুস্তক (তুর্ক আদবিয়তন্ দে ইলক মুতাস'াওবি'ফলের, ইস্তাম্বুল ১৯১৯) ; (১৮) Nyberg কৃত ইবন 'আরাবীর টীকা (Kleinere Schriften des Ibn al-'Arabi, Leyden 1919) ইত্যাদি। 'আরবীতে মুহ'াসিবী, মাক্কী, গ'াযালী এবং ইবনু'ল-'আরাবী কর্তৃক লিখিত মূল পুস্তকগুলি তাস'াওউফের অনুকূল ; (১৯) এবং ইব্‌নু'ল জাওযী (তালবীস ইব্‌লীস, কায়রো, ১৩৪০) এবং ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ লিখিত পুস্তক বিরোধিতামূলক।

L. Massignon (S.E.I.)/মুহম্মদ আব্দুর রহ'মান

তাহ্'রীফ (تحریف) ইহার অর্থ কোন আসমানী কিতাব অথবা অপর কোন দলীলকে এমনভাবে বিকৃত করা যাহাতে উহার মূল ভাবটি পরিবর্তিত হইয়া যায়। ইহা বিভিন্নরূপে হইতে পারে। যথা ঃ (ক) লিখিত মূলটিরই পরিবর্তন দ্বারা ; (খ) উহার অংশ বিশেষ বর্জন দ্বারা ; (গ) উহাতে অতিরিক্ত কিছু সংযোজন বা প্রক্ষেপণ দ্বারা ; (ঘ) উহার লিখিত মূলে কোন পরিবর্তন সাধন না করিয়াও উহা সরবে পাঠকালে বিকৃত উচ্চারণ দ্বারা এবং (ঙ) উহার বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান দ্বারা। কু'রআনে ২ ঃ ৭৫ আয়াতে 'য়ুহ'ার্‌রিফূনাহু' এবং ৪ ঃ ৬ ; ৫ ঃ ১৩ ও ৪১ আয়াতগুলিতে 'য়ুহ'ার্‌রিফূন' শব্দযোগে বলা হইয়াছে যে, আহ্‌লু'ল-কিতাব অর্থাৎ য়াহূদী ও খৃস্টানগণ যথাক্রমে তাওরাত ও ইনজীলের মূল বিভিন্নরূপে তাহ্'রীফ করিয়াছেন। তাহ্'রীফের অন্যতম রূপ বিকৃত উচ্চারণ করাকে কু'রআনে 'লাওয়া' (৩ ঃ ৭৮, ৪ ঃ ৪৬) এবং মূলে পরিবর্তন সাধনকে 'তাব্‌দীল'ও বলা হইয়াছে (২ ঃ ৫৯, ৭ ঃ ১৬২)। কু'রআনে বারংবার ঘোষণা করা হয় যে, য়াহূদী ও খৃস্টানদিগকে তাওরাত ও ইন্‌জীল গ্রন্থে যাহা জানান হইয়াছিল তাহারই সত্যতা প্রমাণকারীরূপে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে পায়গ'াম্বার করিয়া প্রেরণ করা হয় (২ ঃ ৪১, ৮৯, ৯১, ৯৭, ১০১ ; ৩ ঃ ৩, ৮১ ; ৪ ঃ ৪৭ ; ৫ ঃ ৪৮ ; ৩৫ ঃ ৩১ ; ৪৬ ঃ ৩০ ; ৬১ ঃ ৬) ; কিন্তু য়াহূদী ও খৃস্টানগণ তাহাদের কিতাবে 'তাহ্'রীফ' সাধন করিয়া উহা বিকৃত করিয়া ফেলে। এ সম্পর্কে কয়েকটি আয়াতের অর্থ দেওয়া হইতেছে। ৩ ঃ ৮১ আয়াতে বলা হইয়াছে, পূর্ববর্তী নবীদের নিকট আল্লাহ্ এই মর্মে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন, "আমি তোমাদিগকে কিতাব ও হি'কমাত দান করিলাম। অতঃপর তোমাদের সঙ্গে যাহা রহিয়াছে তাহার সমর্থকরূপে একজন রাসূল তোমাদের নিকট আসিলে তোমরা তাহার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে।" আল্লাহ্ (তারপর তাহাদিগকে বলেন, "তোমরা কি ইহা স্বীকার করিলে এবং এই ব্যাপারে আমার সহিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলে?" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা স্বীকার করিলাম।" ইহার তাৎপর্য এই যে, পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী তাঁহার উম্মাতকে পরবর্তী নবীগণের অনুসরণ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়া যান।

৬১ ঃ ৬ আয়াতে বলা হইয়াছে,—মার্‌য়ামের পুত্র 'ঈসা (আ') বলেন, "হে ইস্‌রাঈল বংশীয়গণ ! আমার সম্মুখে যে তাওরাত রহিয়াছে তাহার সত্যতা জ্ঞাপনকারীরূপে এবং আমার পরে 'আহ'মাদ' নামে যে 'রাসূল' আসিবেন তাঁহার শুভাগমনের সংবাদদানকারীরূপে আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রেরিত।"

৪৬ ঃ ২৯-৩০ আয়াতে বলা হইয়াছে, (হে রাসূল !) আমি একদল জিন্‌কে কু'রআন শুনিবার জন্য তোমার দিকে পরিচালিত করিলাম। অতঃপর তাহারা যখন উপস্থিত হইল তখন তাহারা (পরস্পরকে) বলিল, 'চুপ থাক।' তারপর যখন (কু'রআন পড়া) শেষ হইল তখন তাহারা তাহাদের জাতির দিকে সতর্ককারী

রূপে ফিরিয়া গেল। তাহারা বলিল, "হে আমাদের ক'ওম! নিঃসন্দেহে আমরা এমন একটি কিতাব শুনিলাম যাহা মূসা ('আ)-এর পর অবতীর্ণ করা হইয়াছে যাহা তাহার পূর্ববর্তী কিতাব (অর্থাৎ তাওরাত ও ইন্‌জীলের) সত্যতাজ্ঞাপক।"

কু'রআনে আরও বলা হয়, পরবর্তী য়াহূদী ও খৃস্টানগণ তাহাদের কিতাবে ঐ ব্যাপারগুলি বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ২ঃ ৭৫ আয়াতে বলা হইয়াছেঃ একদল য়াহূদী এমন ছিল যে, তাহারা আল্লাহ্‌র কালাম (তাওরাত) শুনিত। তারপর তাহারা উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার পরে উহা পরিবর্তন (তাহ্‌রীফ) করিয়া ফেলিত। ৪ঃ ৪৬ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ "যাহারা য়াহূদী হইয়াছিল তাহাদের একদল শব্দ ও বাক্যসমূহকে তাহাদের স্থান হইতে সরাইয়া দিয়া পরিবর্তন (তাহ্‌রীফ) সাধন করিত।" ঐ আয়াতে আরও বলা হইয়াছে, "তাহারা (নবী সকলকে) 'রা'ইনা' (আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন) বলিতে গিয়া শব্দটির বিকৃত উচ্চারণ করিত। (উহার ফলে ঐ উচ্চারিত শব্দটি গালি-বিশেষে পরিণত হইত)। ৫ঃ ১৩-এ বলা হইয়াছে, য়াহূদীগণ (তাওরাতের) শব্দ ও বাক্যকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহ্‌রীফ করিত। ৫ঃ ৪১ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, য়াহূদী ('আলিমগণ) শব্দ ও বাক্য-বিশেষকে স্থানচ্যুত করতঃ তাহ্‌রীফ করিয়া (সাধারণ য়াহূদীদিগকে) বলিত, "তোমাদিগকে যদি এইরূপ বিধান দেওয়া হয় তবে গ্রহণ করিও আর যদি এইরূপ বিধান দেওয়া না হয় তাহা হইলে উহা হইতে দূরে থাকিও।" ৩ঃ ৭৫ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, কিতাব-ধারীদের একদল আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বলে। ৩ঃ ৭৮-এ বলা হইয়াছে "আহ্‌লু'ল-কিতাবদের (য়াহূদী ও খৃস্টানদের) মধ্যে এক-দল এমনও আছে যাহারা তাহাদের কিতাব পাঠের সময় জিহ্বাকে এমনভাবে দুমড়াইয়া উচ্চারণ করে যে, তোমরা উহাকে কিতাবের অংশ বলিয়া মনে করিবে, অথচ উহা কিতাবের অংশ নহে এবং তাহারা বলে যে, উহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আগত, অথচ প্রকৃত-পক্ষে উহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আগত নহে। তাহারা জানিয়া বুঝিয়াই আল্লাহর নামে মিথ্যা বলিয়া থাকে।"

কিতাবধারী 'আলিমগণ যেমন নিজেদের প্রক্ষিপ্ত উক্তি দ্বারা য়াহূদী জনসাধারণকে গুমরাহ করিত, সেইরূপ প্রকৃত মূল গোপন করিয়াও তাহাদিগকে বিপথে চালিত করিত। তাহাদের এই কার্যের ভয়ানক পরিণামের কথা কু'রআনে বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে। ২ঃ ৭৮ আয়াতে বলা হইয়াছে, "সর্বনাশ ঐ সকল লোকের, যাহারা নিজেরা নিজ হাতে (প্রক্ষিপ্ত বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়া) কিতাব লিখে এবং তারপর তাহারা উহা দ্বারা (পার্থিব) নগণ্য মূল্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বলে, "ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আগত।"

২ঃ ৪২ আয়াতে বলা হইয়াছে, "ওহে ইস্‌রাঈল বংশীয়গণ! তোমরা জানিয়া বুঝিয়া সত্য গোপন করিয়া থাক, তোমরা এই-রূপ করিও না।" তারপর ২ঃ ১৫৯, ১৭৪ প্রভৃতি আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সত্য ও ন্যায়কে যাহারা গোপন করে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি অবধারিত।

৬ঃ ৯১ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, "তোমরা মূসা ('আ)-এর আনীত কিতাব, যাহা মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশ ছিল — যা তোমরা কাগজ পত্রে লিখিয়া কিছু প্রকাশ কর এবং তোমরা উহার অনেক কিছু গোপন কর।" ইহার অর্থ এই যে, তাহারা তাহাদের ধর্মগ্রন্থের যে সমস্ত নকল প্রস্তুত করিত তাহাতে তাহারা হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর নুবুওওয়াতের সমর্থনমূলক অংশসমূহ বাদ দিয়া লিখিত।' ২ঃ ৫৮ এবং ৭ঃ ১৬১-তেও তাহাদের বিকৃত করার কথা বলা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, তাহারা 'হিত্ত'াতুন্' শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল। উহার ফলে তাহাদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হইয়াছিল।

গোপনকৃত অংশগুলির মধ্যে বিশেষভাবে তাওরাতে যে আইনে ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত করা হইয়াছিল তাহা (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩৯৪ প.) এবং যাহাতে প্রত্যাশিত নবীরূপে মুহ'ম্মাদ (স')-এর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল (ঐ পৃ. ৩৫৩) তাহা অন্যতম। খৃস্টানগণ সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে যে, তাহারাও তাহাদের পবিত্র গ্রন্থের অংশসমূহ গোপন করিয়াছে যাহাতে হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর নুবুওওয়াতের সত্যতা বর্ণিত হইয়াছিল (দ্র. সূরাঃ ৬১ঃ ৬)। ২ঃ ১৪৬ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, কিতাবধারী ('আলিম)-গণ নিজ পুত্রদের যেমনভাবে চিনে ঠিক তেমনি তাহারা নবী মুহ'ম্মাদ (স')-কেও চিনে। কিন্তু তাহাদের একদল জানিয়া বুঝিয়া সত্য গোপন করে। ৩ঃ ৬৪, ৭৯ আয়াতদ্বয়ে কিতাবীদের প্রতি অনুরোধ বিষয় দ্র. এবং 'হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর আবির্ভাব সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী' ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩৮৮ দ্র.। মক্কার মুশরিকগণ কু'রআনকে আল্লাহ্‌র কালাম বলিয়া মানিত না। তাহারা উহাকে হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর রচিত বলিয়া মনে করিত। তাই তাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ (স')-কে অন্য একটি নূতন কু'রআন আনিতে কিংবা তাহা পরিবর্তন করিতে বলে। তাহাতে কু'রআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয় যে, কু'রআন মুহ'ম্মাদ (স')-এর প্রতি আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট বাণী, তাঁহার সাধ্য নাই যে, তিনি ইহাতে কোনও পরিবর্তন করেন (১০ঃ ১৫)। সূরাঃ ১৬ঃ ১০১-এ বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌ তাঁহার এক বাণীর স্থলে অন্য বাণী পাঠান। ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের কোন কোন বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করেন। যেমন য়াহূদীদের সাপ্তাহিক পবিত্র দিন শনিবার ও খৃস্টানদের সাপ্তাহিক পবিত্র দিন রবিবারের পরিবর্তে কু'রআনে শুক্রবারকে স'ালাতের জন্য বিশেষ সাপ্তাহিক জামা'আতের দিন ঘোষণা করা হইয়াছে। মুসলিমগণ এই দিনকে পবিত্র দিন বলিয়া মনে করে। তাওরাত ও ইন্‌জীল গ্রন্থে 'তাহ্‌রীফ' এবং 'তাব্‌দীল-এর যে অভিযোগ কু'রআন শরীফে করা হইয়াছে, তাহা প্রমাণিত। দ্র. ইন্‌জীল এবং তাওরাত প্রবন্ধদ্বয়।

বাইবেলের পুরাতন পুস্তক ও নূতন পুস্তক সম্বন্ধে তাহ্‌রীফ (বিকৃতকরণ), তাব্‌দীল (পরিবর্তন) ও তাগ্‌'ঈর (উল্টান)-এর রূপ সম্পর্কে পরবর্তী যুগের মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ ইসলামের প্রাথমিক তিন যুগে প্রচলিত মতবাদ অর্থাৎ য়াহূদীগণ মূল গ্রন্থের মধ্যেই পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল; (২ঃ ৭৯; ৪ঃ ৪৬; ৫ঃ ১৩) এই মত পোষণ করেন। এই মতের একজন সমর্থক ছিলেন স্পেনীয় আবূ মুহ'ম্মাদ 'আলী ইব্‌ন হ'াযম (মৃ. ৪৫৬/১০৬৪)। কেহ কেহ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে য়াহূদী ও খৃস্টান-গণের ধর্মপুস্তক অবিকৃত ছিল, কিন্তু তাহারা ইহার ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা অর্থ বিকৃত করিয়াছিল (৩ঃ ৭৮; ২ঃ ৪২)। এই মতবাদের একজন সমর্থক ছিলেন য়ামানের যায়দীপন্থী আল-ক'াসিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (মৃ. ২৪৬-৮৬০)। পরবর্তী পণ্ডিত-গণের মধ্যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্‌ন খালদূন এই মত পোষণ

করিতেন। প্রকৃত ব্যাপার এই, কু'রআান মাক্কীদের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, কিতাবীগণ মূল হইতে কিছু অংশ বাদ দিয়া, মূলে কিছু সংযোজিত করিয়া, মূলের অংশ বিশেষের স্থলে নিজেরা কিছু লিখিয়া, উচ্চারণের বিকৃতিযোগে ভুল বুঝাইয়া এবং ভুল ব্যাখ্যা দিয়া তাহাদের কিতাবে 'তাহ্'রীফ' সাধন করে; ইহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। তারপর ঐ তাহ্'রীফের পরিমাণ সম্পর্কে অধিকাংশ মুসলিম 'আালিমের মত এই যে, কিতাবীগণ তাঁহাদের মূল পুস্তকের কোন কোন স্থলে পরিবর্তন করিয়াছিলেন মাত্র,—অধিকাংশ মূলই অবিকৃত অবস্থায় ছিল। কিন্তু ঐ গ্রন্থগুলির কোন্ অংশ বিকৃত ও কোন্ অংশ অবিকৃত তাহা নিশ্চিতভাবে জানিবার কোন উপায় নাই বলিয়া মুসলিম 'আালিমগণ ঐ গ্রন্থগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন (মাজ্মা'উ'ল-বিহ'ার, হা'রফ শব্দ)। তবে ঐ গ্রন্থগুলির যে সকল বিবরণ কু'রআানের অথবা সা'হী'হ' হা'দীছে'র বিবরণের অনুরূপ হয় অথবা পরিপন্থী না হয় সেই গুলিকে অবিকৃত বলা যাইতে পারে। খৃস্টানগণের ধারণা এই যে, মুসলিমগণ সমস্ত বাইবেলকেই বিকৃত বলিয়া মনে করে। পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহের মূল সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে—এই ধারণা গৃহীত হইলে উক্ত গ্রন্থসমূহের মূল্য অনেক লঘু হইয়া যায়। তাহার ফলে এই মতের পরিপোষকগণ প্রায়ই উক্ত গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা অস্বীকার করেন এবং উহাদের ব্যবহার নিষেধ করেন। কিন্তু ইহাতে তাহাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের একটি প্রশ্নে বিভ্রাট দেখা দেয়। ইহা হইল বাইবেলে (Deut., xviii. 15) বর্ণিত নবীরূপে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইতে হইলে বাইবেলের যে অংশে ইহা আছে তাহার সত্যতা স্বতঃই প্রমাণিত হয়। এখানে একথা বিবেচ্য যে, মুসলিমগণ সমগ্র বাইবেলই যে বিকৃত তাহা মনে করেন না। ইহার বিশেষ বিশেষ অংশ বিকৃত, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। কাজেই হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর আগমনের যে ভবিষ্যদ্বাণী হযরত 'ঈসা ('আ) করিয়া গিয়াছেন তাহা কু'রআানে (সূরাঃ ৬১ঃ ৬) পাওয়া যায় বলিয়া বাইবেলে নূতন নিয়মে—যেখানে উহার উল্লেখ আছে, তাহা অবিকৃত গণ্য করা যাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) Goldziher, ZDMG xxxii. 341 প., on Steinschneider, Polemische u. apologetische Literatur in arabischer Sprache (Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes, vol. vi., No. 3); (২) M. Schreiner, Z. Gesch. etc., ; ZDMG xlii. 591 প.; (৪) Di Matteo, Tahrif od alterazione della Biblia secundo il Muselmani, Bessarione, Anno xxvi, vol. xxxviii. 64—111.

ইসলামে তাহ্'রীফ সম্বন্ধেঃ (৫) Goldziher, Muh. Stud., ii 158, 382 প.; (৬) ঐ লেখক, Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung. p. 272. 281.

F. Buhl (S.E.I.)/মুহম্মদ রেজাউর রহীম

তাহাজ্জুদ (تهجد) ('আ) শব্দটি তাফা'উল-تفعل এর মাস্'দার। ইহার মূল (هجد) অর্থ নিদ্রা। কিন্তু উক্ত বাব-এর বিশেষত্ব অনুযায়ী 'তাহাজ্জুদ'-এর অর্থ জাগরিত থাকা, জাগরণী পালন করা, রাত্রে সা'লাত আদায় করা অথবা কু'রআান পাঠ করা। সা'লাত আদায় করা অর্থই ইসলামে অধিক পরিচিত। কু'রআানে শব্দটি একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে (সূরাঃ ১৭ঃ ৭৯) "এবং রাত্রে সা'লাত আদায় কর, ইহা তোমার জন্য স্বেচ্ছামূলক কার্য"... ইত্যাদি। অবশ্য অন্যত্র এই সম্পর্কে বহু উল্লেখ বিদ্যমান। পুণ্যবানদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা রাত্রে অতি সামান্যই নিদ্রা যান এবং ভোরবেলা মার্জনার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেন। ২৫ঃ ৬৪ আয়াতে এই সমস্ত লোকের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা রাত্রিকালে সিজ্দায় কাটান এবং তাঁহাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান থাকেন। ৭৬ঃ ২৫ আয়াতে "তোমার প্রভুর নাম স্মরণ কর সকালে এবং বিকালে; (২৬) রাত্রে তাঁহাকে সিজ্দাঃ কর এবং পূর্ণ রাত্রি তাঁহার প্রশংসা কর।" ১১ঃ ১১৪ আয়াতে "দিনের উভয় অংশে এবং রাত্রির প্রথমাংশে সা'লাত আদায় কর।" হা'দীছ' হইতে নিঃসন্দেহে পাওয়া যায় যে, কোন সংক্ষিপ্ত অথবা দীর্ঘকাল (প্রকৃতপক্ষে এই সময়ের নির্দিষ্ট উল্লেখ 'দশ বৎসর' বলিয়া তাফসীর ত'াবারীতে রহিয়াছে ২৯ঃ ৬৪) ব্যাপিয়া 'ইবাদাতের জন্য রাত্রি জাগরণ এমন নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হইত যে, হযরত (স') এবং তাঁহার সঙ্গীদের পদসমূহ স্ফীত হইয়া যাইত। সা'লাতের এই প্রাচীন নিয়ম ৭৩ সংখ্যক সূরার প্রথমাংশের নির্দেশ অনুসারে প্রবর্তিত হয় বলিয়া কথিত আছে। তাহা এই "(১) হে আচ্ছাদিত ব্যক্তি, (২) রাত্রির সামান্য অংশ ব্যতীত অন্য সময়ে দণ্ডায়মান হও, (৩) অর্ধরাত্র কিংবা তদপেক্ষাও কম, (৪) কিংবা তদপেক্ষা বেশী। ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কু'রআান পাঠ কর।"

যাহা হউক, শেষের দিকে এই প্রকার কঠোর ব্রত হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সঙ্গীদের জন্য অতিশয় কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল। ৭৩ সংখ্যক সূরার ২০ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় এই ব্যাপারের কঠোরতা হ্রাস পায়। "তোমার প্রভু জানেন যে, তুমি কখনও রাত্রির দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ জাগরণ কর 'ইবাদাতের জন্য এবং তোমার সঙ্গীদের কয়েকজনও। কিন্তু আল্লাহ রাত্র ও দিনের পরিমাণের সঠিক হিসাব রাখেন; তিনি জানেন যে, তোমরা ইহার হিসাব রাখিতে সক্ষম নও। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইয়াছেন। কাজেই তোমাদের জন্য যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকু কু'রআান পাঠ কর।" দিনে পাঁচবার সা'লাত আদায়ের নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ায় তাহাজ্জুদের অপরিহার্যতার দিকটি লোপ পায় (দ্র. আবূ দাউদ, তাত'াওউ', ১৭ অধ্যায় এবং বায়দা'াব'ী, সূরাঃ ৭৩ঃ২০), যদিও হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে রাত্রি জাগরণ ত্যাগ করিতে বলা হয় নাই (আবূ দাউদ, তাত'াওউ', ১৮ অধ্যায়)। হা'দীছ' এবং ফিক্'হ শাস্ত্রে যাঁহারা এই সা'লাত পালন করিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের জন্য ইহা পরিত্যাগ নিন্দনীয় বলিয়া মনে করা হইয়াছে (মুসলিম, সি'য়াম, ১৮৫ সংখ্যক হা'দীছ'; নাসাঈ, কি'য়ামু'ল-লায়ল, ৫৯ অধ্যায়, বাজূরী, হা'শিয়াঃ ১ম, ১৬৫)। সাধারণভাবে এই সা'লাত আদায়কে সুন্নাত মনে করা হয়। হযরত দাউদ ('আ) এই অনুষ্ঠান পালনে রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ কাটাইতেন বলিয়া কথিত আছে (মুসলিম, সি'য়াম, ১৮৯ হা'দীছ'; আবূ দাউদ, স'াওম, ৬৭ অধ্যায়)। তাহাজ্জুদ রামাদ'ান মাসে এবং দুই 'ঈদের পূর্ব রাত্রে খুবই ছ'াওয়াবের কাজ বলিয়া মনে করা হয় (ইব্ন মাজাঃ, সি'য়াম, ৬৮ অধ্যায়; নাসাঈ, কি'য়ামু'ল-লায়ল, ১৭ অধ্যায়, এখানে 'ইহ'য়াউ'ল-লায়ল' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হইয়াছে; তারাব'ীহ' দ্র.)।

এমন কি বর্তমানেও কোন কোন দেশে মধ্যরাত্রির অব্যবহিত পরেই মু'আয্'যি'ন বিশেষ নিয়ম সম্বলিত আযা'ানের দ্বারা রাত্রির স'ালাতে (জোড় রাক'আতবিশিষ্ট এবং এইজন্য ইহাকে 'শাফ্'' বলা হয়; তু. বি'তুর) আহ্বান জানায় (Lane, Manners and Customs, chapter iii. 'Religion and laws')।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে উল্লিখিত গ্রন্থরাজি ছাড়াও দ্র. (১) Sprenger, Das Leben und dic Lehre des Mohammad, i. 321 প.; (২) M. Th. Houtsma. lets (over den dagelijkschen calat der Mahammedanen, in Theol. Tijdschrift 1890. p. 137 প.; (৩) R. Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, London 1926, p. 143; বিভিন্ন ফাক'ীহদের ধারণা সম্বন্ধে দ্র. (৪) খালীল, মুখ্তাস'ার, Trans. Guidi, Milan 1919, i. 97; (৫) আবূ ইস্'হা'াক' আশ্-শীরাযী, আত্-তানবীহ্, ed. A. W. T, Juynboll. p. 27; (৬) আর-রাম্লী, নিহায়াতু'ল-মুহ্'তাজ, ১ খ, ৪৮৮ প.; (৭) ইব্ন হ'াজার আল-হায়তামী, তুহ্'ফাঃ, ১খ, ২০১ প.; (৮) আবু'ল-ক'াসিম আল-হি'ল্লী, কিতাব শারাই'ই'ল-ইসলাম, কলিকাতা ১৮৩৯ খৃ., ১ খ, ২৭; (৯) A. Ouerry, Droit Musulman, Paris 1871, i. 52 প.; (১০) নিজ'াম, আল্-ফাতাওয়া' আল্-'আলামগীরিয়্যাঃ, কলিকাতা ১২৪৩ হি., ১খ, ১৫৭।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/গোলাম সামদানী কোরায়শী

তা'হারাত (طهارة) ('আ)—ব্যাকরণ অনুসারে ইহা 'মাস্'দার' এবং অর্থ পবিত্রতা। আনুষ্ঠানিক ও সাধারণ পবিত্রতা ও পবিত্রকরণের পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম ধর্মে পবিত্রতা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কারণ 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ'; ইহা হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর উক্তি (মুসলিম, তা'হারাঃ, ১৬ হ'াদীছ')। 'আলিমগণ পবিত্রতাকে দৈহিক ও মানসিক এই দুইভাগে ভাগ করেন এবং তাঁহারা ইহাকে প্রকৃত (হ'াক'ীক'ী) ও ধর্মীয় (হু'কমী) এই দুইভাগে বিভক্ত করেন। ফিক্'হ শাস্ত্র দৈহিক পবিত্রতার বিষয়ই বর্ননা করিয়া থাকে। স্ত্রী সহবাস, ঋতুস্রাব, এবং সন্তান প্রসবের পর শরীরে অশুচিতার সৃষ্টি হয়। প্রকৃত অপবিত্রতার (নাজিস দ্র.), ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকার বিদ্যমান। এইগুলি ইহারা মদ্য, শূকর ও কুকুর এবং এইগুলি হইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তু; মৃতদেহ (মানুষ, খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত প্রাণী, যে সব প্রাণীর দেহে রক্ত নাই যেমন কীট-পতঙ্গের দেহ ছাড়া) এবং মলমূত্র ইত্যাদি। পাঁচটি বস্তু অপবিত্র নহে। ইহারা হইতেছে : ময়লা ধৌত করার পর ধৌতস্থানে ময়লা নাই কিন্তু ময়লার দাগ রহিয়াছে তাহা, পথের ধুলি ও কাদা, জুতার তলদেশ (নাাপাকী নাই সাধারণত এই অবস্থায়), রক্ত-শোষী কীটের উদরপূর্তির পর নিঃসৃত রক্ত এবং ফোঁড়া, ফুস্কুড়ি বা রক্তমোক্ষণে নির্গত রক্ত বা পুঁজ যদি প্রবাহিত না হয়। অশ্রু, ঘর্ম, থুথু এবং শ্লেষ্মা অপবিত্র নয়।

পবিত্রকরণের নিয়মসমূহ কঠিন নহে। সাধারণত পানির সাহায্যে এবং মলমূত্র ত্যাগের পর ঢিলা-কুলুখ দ্বারাও পবিত্রতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। পানি যদি প্রবহমান হয়, যদি একশত বর্গহাত পরিমিত কোন জলাশয় হইতে লওয়া হয় কিংবা ক্ষুদ্রতর জলাধার—যাহাতে পানির স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ বিকৃত হয় নাই এবং নাাপাকী পড়িয়াছে বলিয়াও জানা নাই—তাহা হইতে লওয়া হয়, তবে তাহা পবিত্র। বিভিন্ন অবস্থার জন্য বিস্তারিত নিয়ম-কানুন বিদ্যমান।

মলমূত্র ত্যাগের পর প্রাথমিক পরিচ্ছন্নতা মাটি বা পাথর সহযোগে (ইস্তিজ্মার) এবং পরে একবার পানির দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয় (ইস্তিন্জা')। (হাত-মুখ ধোয়া বা স্নানের জন্য ওযূ ও গু'সল দ্র.)। যখন কোন পানি পাওয়া যায় না, রোগ কিংবা অন্য কোন কারণে ইহার ব্যবহার ক্ষতিকর মনে হয়, তখন মৃত্তিকা ব্যবহার করা যায় (তায়াম্মুম দ্র.)। শী'আঃ সম্প্রদায়ের অনুসৃত রীতিনীতি সুন্নীদের নিয়মাবলী হইতে পৃথক। কবরে মৃতদেহ বহনে সাহায্য করিবার পর ওযূ করা মুস্তাহ'াব। শী'আদের মতে ইহার জন্য দুই 'কু'ল্লা', (ইহার কোন নির্দিষ্ট অর্থ নাই, তবে সাধারণত বড় কলসী অর্থে ব্যবহৃত হয়) পরিমাণ পানি ব্যবহার প্রয়োজন।

পবিত্রকরণের এই সমুদয় নিয়ম নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে পালিত হওয়া উচিত নহে। প্রথমে নিয়্যাত (সংকল্প) করিতে হইবে এবং তৎসহ আল্লাহ্র নাম ও দু'আা' অবশ্যই থাকিবে। দু'আা' স্থান ও কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। 'আলিমগণ এই ধারণাটির আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, পবিত্রতা অর্জনের চারিটি স্তর বিদ্যমান : দৈহিক অপবিত্রতা বিদূরণ, রিপু সংযম, কুমন্ত্রণা হইত মুক্ত থাকা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সবকিছু হইতে মনকে মুক্ত রাখা। খাত্নাঃ এবং তৎসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানাদির (খিতান দ্র') সাধারণ নাম হিসাবেও তা'হারাঃ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিক্'হ ও হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহে তা'হারাঃ ও নাজাসাঃ সম্পর্কীয় অধ্যায়সমূহ; (২) গ'াযালী, ইহ্'য়া', ১খ, তৃতীয় অধ্যায়; (৩) আবূ তা'ালিব আল-মাক্কী, কু'তু'ল কু'লূব, ২খ, ৯১; (৪) Th. W. Juynboll, Handleiding tot de kennis van de Moh. wet, Leyden 1925, p. 165 প.; (৫) A. J. Wensinck, Der Ursprung der musl. Reinheitsgesetzgebung, in Isl., V. 62 প.; (৬) ঐ লেখক, Hand book, দ্র. Purity.

A. S. Trittlon (S.E.I.)/গোলাম সামদানী কোরায়শী

তা'াহির (طاهر) অথবা শাহ তা'াহির দাক্কানী হ'সায়নী, পারস্যবাসী জনৈক ধর্মতত্ত্ববিদ এবং রাজনীতিজ্ঞ। তিনি ৯২৬/১৫২০ সালে ভারতবর্ষে আসেন। আহ্'মাদ নগরের বুরহান নিজ'াম শাহ (১৫০৮—৫৩)-এর কূটনৈতিক কার্যে জীবন অতিবাহিত করেন এবং (৯৫২—৫৬/১৫৪৫—৪৯)-এর মধ্যে কোন এক সময়ে সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি কিছু সংখ্যক প্রামাণিক গ্রন্থ এবং বহু সংখ্যক কবিতা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে যতদূর জানা যায়, ইন্শা' (রচনা) সম্পর্কীয় তাঁহার একটি পুস্তক মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; ইহা আদর্শ পত্রাবলী সংগ্রহ। তাঁহার অসাধারণ সাফল্যের কারণ হইল, সুন্নী মতাবলম্বী বুরহান নিজ'াম শাহকে শী'আঃ সম্প্রদায়ের ইছ্'না' 'আশারিয়্যাঃ মতে দীক্ষিত করা। তদুপরি নিজ'াম শাহ ১৫৩৭ খৃস্টাব্দে উক্ত শী'আঃ মতকে তাঁহার রাজ্যের সরকারী ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেন।

সম্প্রতি বাদাখ্শান-এ প্রাপ্ত কিছু সংখ্যক দলীল-দস্তাবেজ হইতে শাহ তা'াহিরের জীবন সম্পর্কীয় কতকগুলি অপ্রত্যাশিত ঘটনার কথা জানা গিয়াছে। ইহাতে মনে হয়, তিনি তাঁহার অনুসারী সম্প্রদায় কর্তৃক নিযারী ইস্মা'ঈলী ইমাম হিসাবে বিবেচিত হইতেন এবং এই

ইমামই আলামূতের ইমামদের উত্তরাধিকারী (দ্র. ইসমা'ঈলিয়্যাঃ)। যাহাই হউক, নিযারী ইসমা'ঈলীদের এক বিরাট সংখ্যাধিক্য মনে করে যে, এই দলটি একটি মতবিচ্ছেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আওরংযেবের সময়ে ইহা লোপ পায়।

উক্ত শী'আঃ দলের ঐতিহ্য অনুসারে আলামূতের শেষ ইমাম রুক্‌নু'দ-দীন খুরশাহ, তৎপুত্র শামসু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ এবং তৎপুত্র মু'মিন শাহ ; ইনি চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার পরবর্তী ইমামগণের নাম : শামসু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ (২য়), 'আলাউ'দ-দীন মু'মিন শাহ (২য়), 'ইয্‌যু'দ-দীন শাহ ত'াহির (১ম), রাদ'ীউ'দ-দীন মুহ'াম্মাদ, 'ইয্‌যু'দ-দীন ত'াহির (২য়), রাদ'ী-উ'দ-দীন 'আলী এবং শাহ ত'াহির দাক্কানী যিনি বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য ব্যক্তি। তৎপুত্র হ'ায়দার (রাদ'ীউ'দ-দীন) এবং পরে স'াদরু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ, খুদা বাখ্‌শ, 'আযীয, 'আবদু'ল-'আযীয এবং সম্ভবত শাহ মীর মুহ'াম্মাদ মুশার্‌রাফ (যিনি ১৭০০ খৃস্টাব্দের দিকে জীবিত ছিলেন) প্রমুখ ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। অবশ্য তিনি প্রকৃতই ইমাম ছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিত নহে। শেষ পর্যন্ত তাঁহার অনুসারীদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে এবং পাক-ভারত-বাংলাদেশে এই দল বিদ্যমান আছে কিনা সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। আহ'মাদ নগর, বিজাপুর এবং গুলবর্গায় বর্তমানে এই ব্যক্তির কোন স্মৃতিই বিদ্যমান নাই। কিন্তু সিরিয়া তথা মাস্'য়াফ, ক'াদ্‌মূস এবং তৎপার্শ্বস্থ কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার প্রায় চার হাজার শিষ্য বিদ্যমান। পূর্বে সিরিয়ার ইস্‌মা'ঈলী সম্প্রদায়ের সকলেই এই নিযারী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে অন্য দলে যোগদান করে।

এই দলের মতবাদ মুস্তা'লী এবং পারস্যবাসী নিযারীদের মতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। দলমত সম্পর্কীয় তাহাদের যাবতীয় পুস্তক 'নুস'ায়রী' দলের সঙ্গে যুদ্ধকালে ১৯১৯ এবং ১৯২০ খৃস্টাব্দে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যতদূর জানা যায়, ভারতে এই দলের একটি মাত্র রচনা 'জামা'আতু'ত-ত'াহিরীন' বিদ্যমান। এই গ্রন্থটি সুবৃহৎ এবং পদ্যে রচিত ; ইহা আসলে সূ'ফীবাদ ও ইছ্'না 'আশারিয়্যাঃ মতবাদের পরিভাষার যে রচয়িতার দলীয় মতেরই ব্যাখ্যা। কয়েক শতাব্দী পূর্বে উর্ধ্বতন আমূদারয়্যাঃ (Upper Oxus)-র আশে-পাশে এই দলটির অনুসারীর সংখ্যা অধিক ছিল। ফার্‌সী ভাষায় 'আলী কু'দ্দূযী কর্তৃক রচিত মাত্র একটি পুস্তিকার (ইর্‌শাদু'ত'-ত'ালিবীন) কথা জানা যায় ; তিনি ইহা আনুমানিক ৯২৪/১৫১৮-এ রচনা করেন।

W. Ivanow (S.E.I.)/গোলাম সামাদানী কোরায়শী

তিজানিয়্যাঃ (تيجانية) একটি ত'ারীক'ার নাম। (তিজানি এবং তিজ্রানী নামও দেখা যায়)। এই ত'ারীক'াঃ আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুখ্‌তার ইব্‌ন সালিম আত-তিজানী (১১৫০—১২৩০/১৭৩৭—১৮১৫) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠাতার জীবনী

লাগ'ওয়াত হইতে ৭২ কিলোমিটার পশ্চিমে এবং তাহ্‌মুত হইতে ২৮ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত 'আয়ন মাদ'ী নামক গ্রামে তিজানিয়্যাঃ ত'ারীক'ার প্রতিষ্ঠাতা আবু'ল-'আব্বাসের জন্ম হয়। তাঁহার পরিবার সীদী শায়খ মুহ'াম্মাদের আওলাদ, বংশধর। তাঁহার পিতামাতা উভয়েই ১১৬৬/১৭৫৩ সালে প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মারা যান। স্বীয় জন্মস্থানে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর তিনি ১১৭১/১৭৫৮ সালে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ফেয-এ গমন করেন, তথা হইতে তিনি আব্‌য়াদ' গমন করেন এবং ৫ বৎসর সেখানে অবস্থান করেন। ১১৮১/১৭৬৮-তে তিনি তেলেম্‌সান এবং সেখান হইতে ১১৮৬/১৭৭৩-এ মক্কা ও মদীনায় গমন করেন ; অবশেষে সেখান হইতে কায়রো গমন করেন। উল্লিখিত সকল স্থানেই তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন শায়খদের নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষালাভ করেন। কায়রোতে মাহ'-মূদ আল-কুর্দীর উপদেশক্রমে একটি নূতন ত'ারীক'াঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ইতঃপূর্বে তিনি ক'াদিরিয়্যাঃ, ত'ায়বিয়্যাঃ, এবং খাল্‌ওয়াতিয়্যাঃ ত'ারীক'ায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত তিজানিয়্যাঃ শেষোক্ত ত'ারীক'ার একটি শাখারূপে অভিহিত হয়। অতঃপর তিনি 'মাগ্'রিব'-এ প্রত্যাবর্তন করেন। ফেয ও তেলেমসান পরিভ্রমণের পর ১১৯৬/১৭৮২-তে তিনি স'াহ'ারা-এর বুসেমগুনে গমন করেন। স্থানটি গেরীভিল-এর দক্ষিণে এক মরূদ্যান। এখানে অবস্থানকালে তাঁহার মনে এই প্রতীতি জন্মিল যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর নিকট হইতে তাঁহার ত'ারীক'াঃ প্রচারের কার্যে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'আলী আল্-হ'ারাযিম নামক তাঁহার এক শিষ্য তাঁহার ফেযে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব পেশ করিলেন। ১২১৩/১৭৯৮ সালে তিনি তথায় গমন করেন। সেখানে 'হ'াওশু'ল-মারায়াত' নামীয় প্রাসাদ তাঁহার দখলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাঁহার ত'ারীক'াঃভুক্ত জামা'আতের বিধি-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁহার পরবর্তী জীবনের অধিকাংশ সময় নানাস্থানে ভ্রমণে ব্যয়িত হইলেও তাঁহার মৃত্যু অবধি ফেযই তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র থাকিয়া যায়। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ উক্ত শহরের যাবি'য়া-য় দাফন করা হয়।

২। **তিজানিয়্যাঃ মতবাদ ও সাধন প্রণালী** : এই ত'ারী-ক'ার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদিগকে বলা হয় আহ্'বাব বা বন্ধুবর্গ। অন্য কোন ত'ারীক'ায় যোগদান ইহাদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সাধারণত দিবসের কয়েকটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন ওয়াজ'ীফা-র পুনরাবৃত্তিই (সাধারণত ১০০ বার) ছিল তাঁহাদের যি'ক্‌র। Depont et Coppolani-এর গ্রন্থের ৪১৭ পৃষ্ঠায় এই ওয়াজ'ীফার অনুবাদ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহাদের মতবাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি আনুগত্য। এইজন্যই দেখা যায়, আলজিরিয়ায় ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁহারা ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত মোটামুটি সৌহার্দ্যমূলক ভাব বজায় রাখিয়া চলেন।

৩। **ত'ারীক'ার ইতিহাস** : ১২৩০ হি. সালে উক্ত ত'ারী-ক'ার প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র মাহ'মূদ ইব্‌ন আহ্'মাদ আত-তূনিসী নামক এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে আসেন। উক্ত দুই পুত্রের নাম মুহ'াম্মাদ আল-কাবীর এবং মুহ'াম্মাদ আস'-স'াগ'ীর। মাহ'মূদের পর আল-হ'াজ্জ 'আলী ইব্‌ন 'ঈসা তাঁহাদের অভিভাবক-রূপে অভিহিত হন। ইনি তেমাসিনের একটি তিজানিয়্যাঃ যাবি'য়ার নেতৃপদে বরিত ছিলেন এবং উক্ত ত'ারীক'ার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক মনোনীত হইয়াছিলেন। ফেযের 'আয়ন মাদ'ী' প্রাসাদ (যাহা ইতিপূর্বে ত'ারীক'ার প্রতিষ্ঠাতা আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদের দখলীভুক্ত ছিল) একজন নূতন আমীর যায়দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম কর্তৃক অধিকৃত হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আবু'ল-'আব্বাসের দুই পুত্রকে তাঁহাদের নূতন অভিভাবক 'আলী ইব্‌ন 'ঈসা ফেযে 'আয়ন মাদ'ী প্রাসাদে আনয়ন করেন। যাবি'য়ার উপর দুই ভ্রাতার ভার অর্পণ করিয়া তিনি তেমাসিনে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিষ্ঠাতার জীবনকালেই ত'ারীক'ার

আহ'ব্যাবগণের মধ্যে বিভেদ পরিদৃষ্ট হয়, বিচ্ছিন্নতাবাদীগণ তাজ্জা-জিনা বলিয়া অভিহিত হন এবং তাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক 'আয়ন মাদ'ী হইতে বহিষ্কৃত হন। ১২৩৫/১৮২০ সালে এই বিরোধীদল ওরান-এর বে (Bey) হ'াসানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি 'আয়ন মাদ'ী অবরোধ করিয়া বসেন। কিন্তু বিস্তর অর্থের প্রলোভনে এবং তাঁহার ঝটিকা আক্রমণ ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ায় তিনি প্রস্থান করিলেন। দুই বৎসর পর তিতেরীর বে (Bey) এই উপ-নিবেশটির উপর আক্রমণ চালান। কিন্তু তিনিও ব্যর্থতা বরণ করেন। আক্রমণ প্রতিরোধের এই সামরিক সাফল্য প্রতিষ্ঠাতার দুই পুত্রকে মাস্কারার তুর্কীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনায় উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু ১২৪১/১৮২৬ এবং ১২৪২/১৮২৭ সালে পরিচালিত দুই-দুইটি অভিযানেই তাঁহারা অকৃতকার্য হইলেন এবং শেষের অভিযানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুহ'াম্মাদ জীবন হারাইলেন।

এখন 'আয়ন মাদ'ীর পূর্ণ দায়িত্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুহ'াম্মাদের উপর ন্যস্ত হইল। সীদী 'আলী ইব্ন 'ঈসা তেমাসিনেই অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহারই নির্দেশ ও পরিচালনায় মুহ'াম্মাদ তাঁহাদের ত'ারীক'ার প্রচারকার্যে অগ্রসর হইলেন। স'াহ'ারা এবং সুদানে এই তৎপরতা বিশেষভাবে জারী রহিল। এইসব প্রচেষ্টা বিপুল সাফল্য অর্জন করিল, সঙ্গে সঙ্গে তিজানী সম্প্রদায়ের শক্তি এবং সম্পদও বর্ধিত হইল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও 'আলী অথবা মুহ'াম্মাদ কেহই কোন সামরিক অভিযান পরিচালনার সাহস পাইলেন না। তাই দেখা যায় ফরাসীগণ কর্তৃক আলজিরিয়া দখল করার পর দারুক'াব'ী মুক'াদ্দাম যখন ফরাসীদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধে (জিহাদ) তিজানীদের সাহায্য চাহিলেন, তখন তাহা প্রত্যাখ্যাত হইল।

১২৫১/১৮৩৬ সালে ফরাসীদের বিতাড়ন উদ্দেশ্যে আমীর 'আব্দু'ল-ক'াদির তিজানীদের সামরিক সাহায্য লাভের জন্য চেষ্টা করেন। তিজানী প্রধান উত্তরে জানাইয়া দেন যে, ধর্মীয় জীবনের শান্ত পরিবেশে বাস করাই তাঁহার লক্ষ্য। দীর্ঘ দিনের ব্যর্থ পত্রালাপের পর আমীর 'আবদু'ল ক'াদির এক সেনাবাহিনী সঙ্গে লইয়া 'আয়ন মাদ'ীর নগর-প্রাচীরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তিজানী প্রধা-নের বশ্যতা দাবী করিলেন। এই দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় যুদ্ধ শুরু হয় এবং যোদ্ধা সংখ্যার অসমতা সত্ত্বেও তিজানী প্রধান দীর্ঘ আটমাস পর্যন্ত উপনিবেশটির সংরক্ষণে সমর্থ হইলেন। এই সময়ের মধ্যে উক্ত স্থানটি দখলে আনয়নের জন্য আমীর বহু কলাকৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিজানী প্রধান ও তাঁহার উপদেষ্টাগণের চাতুর্যপূর্ণ ব্যবস্থার মুকাবিলায় সমস্তই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া গেল। অতঃপর স্থানটির প্রতিরক্ষা করা আর কোনক্রমেই সম্ভব নয় বুঝিয়া তিজানী প্রধান লাগু'আতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘ প্রতিরোধ সামর্থ্যের জন্য তিজানী জামা'আতের সুখ্যাতি সুবিস্তৃত হইয়া পড়ে। ফলে পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৮৪০ খৃস্টাব্দে তিজানী প্রধান ফরাসী নায়ক মার্শাল ভালি-কে আমীর 'আবদু'ল-ক'াদিরের বিরুদ্ধে তাঁহার নৈতিক ও সক্রিয় সমর্থন প্রদানের প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন। তেমাসিনে অবস্থানকারী 'আলী ইব্ন 'ঈসা ও ফরাসীদের বিরুদ্ধে আয়োজিত প্রতিরোধ ব্যবস্থায় যোগদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি তিজানী সম্প্রদায়ের পরিচালনার দায়িত্বভার প্রতিষ্ঠাতার সর্বশেষ জীবিত পুত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া যান। ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে এই শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় 'আলী ইব্ন 'ঈসার পৌত্র মুহ'াম্মাদ আল-'আঈদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

দলের তৃতীয় প্রধানের মৃত্যুর সময় তাঁহার দুই পুত্র আহ'মাদ এবং আল-বাশীর ছিলেন অপরিণত বয়স্ক। ফলে রায়্যান আল-মাশ'আরী নামক এক ব্যক্তির অভিভাবকত্ব তাঁহাদিগকে বরণ করিতে হয়। তিনি 'আয়ন মাদ'ীর যাবি'য়াটিকে তেমাসিনের প্রভাবমুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁহার কর্মপন্থা স্থির করেন। এই নীতি অনুসরণের ফলে দুই যাবি'য়ার সম্পর্ক সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। অবশ্য সুস্পষ্ট বিচ্ছেদের মধ্যে ইহার পরিণতি ঘটে নাই। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে ফরাসী রাজশক্তির প্রতি উভয় যাবি'য়ার আনুগত্য সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়ে। ফলে উহাদের দুই প্রধান ধৃত হইয়া আলজিয়ার্সে প্রেরিত হন। যাহা হউক, তাঁহারা পরে ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত সন্ধি স্থাপনে কৃতকার্য হন। অতঃপর তিজানী প্রধানগণ ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখিয়া চলেন।

৪। জামা'আতের বিস্তৃতি ঃ তিজানিয়্যাঃ জামা'আতের সর্বাধিক সমৃদ্ধির যুগে ইহার প্রচারকবৃন্দ মিসর, 'আরব এবং এশিয়ার অন্য অঞ্চলে কিছু সংখ্যক লোককে উক্ত মতের অনুসারী করিয়া তুলিতে পারিলেও উহার প্রধান বিস্তৃতি লাভ ঘটে ফরাসী আফ্রিকায়। মুহ'াম্মাদ আল-হ'াফিজ' ইব্ন মুখ্তার ইবন হ'াবীব 'ওরফে বাদ্দী নামে পরিচিত এক ব্যক্তি ১৭৮০ খৃস্টাব্দে তিজানিয়্যাঃ ত'ারীক'ার প্রতিষ্ঠাতার সহিত মুলাক'াত করিয়া মরক্কোর সর্বদক্ষিণে অবস্থিত স'াহ'ারার মরুবাসীদের মধ্যে উক্ত মতবাদ প্রচারের নির্দেশ প্রাপ্ত হন।

"শিংগুয়েতি এবং তিজিক্জা হইয়া জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক তিনি তিজানী মতবাদের সমর্থনে পূর্ণ উদ্যমে সক্রিয় প্রচার কার্য পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর তিনি ১৮৩০ খৃস্টাব্দে 'ইদা ওউ 'আলী' গোত্রের ছোট-বড় সকলকে তিজানী জামা-'আতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহাতে ক'াইম রাখিয়া যাইতে পারার তৃপ্তি লইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন" (Paul Marty RMM, xxxi, 239)। তাঁহার উত্তরাধিকারীর আমলে (মৃত্যু ১৯৩৭) এই মতবাদের প্রতি অনুরাগ ক্রমশ বাড়িয়া চলে। এই সম্প্র-দায়ের সদস্যগণ পূর্ণ আনুগত্য সহকারে মক্কায় হ'াজ্জ পালন করে ; ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে ফেয-এ গমন এবং প্রতিষ্ঠাতার মাযার পরিদর্শনের রেওয়াজও প্রচলিত হইয়া যায়। সাধারণত হ'াজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রার পূর্বে এই যিয়ারত সম্পন্ন করা হইত। আল-হ'াজ্জ 'উমার কর্তৃক এই মতবাদ ফরাসী গিনীতে প্রচারিত হয়। তিনি মক্কা হইতে ডিঙ্গুইরে-তে প্রত্যাবর্তনের পর উহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রচার কার্য শুরু করিয়া দেন। কালক্রমে উক্ত স্থল এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় শহরে পরিণত হয়। তিজানিয়্যাঃ মতবাদ প্রায় সর্বত্রই ক'াদিরিয়্যাঃ ঐতিহ্যের স্থান দখল করিয়া লয়।" (ঐ, xxxvi, 202)।

৫। এই ত'ারীক'ার সাহিত্য কর্ম ঃ তিজানী মতবাদ ও উহার নিয়ম-বিধির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের নাম ঃ জাও-য়াহিরু'ল-মা'আনী ওয়া বুলূগু'ল-আমানী ফী ফায়দি'শ-শায়খ আ'ত-তিজ্জানী।' ইহা 'আল-কুন্নাশ' নামেও পরিচিত (কায়রো ১৩৪৫)। এই গ্রন্থটি হ'ারাযিম নামক এক শিষ্যের নিকট প্রতিষ্ঠাতার মুখনিঃসৃত বাণী সংকলনরূপে কথিত এবং উহা ত'ারীক'ার প্রতিষ্ঠাতার জীবন চরিতের প্রধান উপকরণ। Depont et Coppolani (p. 418) এবং Levi Provencal, (Les

Historiens des Chorfa Paris 1922, p. 377), অন্যান্য গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত জামা'আতের বিশিষ্ট সদস্যগণের চরিতাভিধান 'কাশ্ফু'ল-হি'জাব 'আন্ মান্ তালাক'া মা'আ'ত-তিজ্জানী মিনা'ল-আস'হ'াব' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্ন আহ'মাদ আল-'আয়্যাশী সুকায়রিজ (ফেয, ১৩২৫ ও ১৩৩২)। মুহ'াম্মাদ আল-'আরাবীর কাব্য মুন্য়াতু'ল-মুরীদ-এর মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আশ-শাওজীতী-কৃত ভাষ্যগ্রন্থ 'বুগ্'য়াতু'ল-মুস্তাফীদ'-এ এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার বহু শিষ্যের জীবন-চরিত স্থানলাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত পুস্তকে ত'রীকাঃ সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ও রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) RA. 1861 and 1864 (articles by Arnaud). L. Rinn Marabouts et Khouan, p. 416—451, Depont et Copplani, Confreries, p. 413—441 ; (২) Abbe Rouquette, Les Societes secrets chez les Musulmans, 1899, 311—372 ; (৩) P. Marty in RMM, (cited above) ; (৪) Henry Garrot, Histoire generalc de l' Algerie. Algiers 1910 ; (৫) F. G. Pijper, Fragmenta Islamic, Leiden 1934, p. 97 প. ।

D. S. Mhrgoliuth (S. E.I.)/মুহাম্মদ আব্দুর রহমান

তিতুমীর, সায়্যিদ মীর নিছার 'আলী (سيد مير نثار علی) বাংলায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদী আন্দোলনের নেতা, হ'াফিজ'-ই-কু'রআন, তাপস ও একজন খ্যাতনামা পাহলোয়ান। জন্ম—১৪ মাঘ, ১১৮৮/১৭৮২ ইং, সালে ২৪ পরগণা জিলার বাশীরহাট মহকুমার চাঁদপুর নামক গ্রামে। পিতার নাম মীর হ'াসান 'আলী এবং মাতার নাম 'আবিদাঃ রুক'ায়্যাঃ খাতুন। কথিত আছে যে, তিক্ত ঔষধের প্রতি তাঁহার আসক্তি ছিল বলিয়া তাঁহাকে তিতামিঞা ডাকা হইত। এই তিতা মিঞাই পরবর্তীকালে তিতুমীর নামে পরিচিত হন (সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর, পৃ. ১৫)।

তিতুমীর-এর পূর্ব পুরুষ ছিলেন হযরত 'আলী (রা)-এর বংশধর। তাঁহারা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে 'আরবদেশ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে আগত তাঁহার পূর্ব-পুরুষদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন সায়্যিদ শাহাদাত 'আলী। তাঁহার পুত্র সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ দিল্লীর শাহী দরবার কর্তৃক জাফরপুরের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া মীর ইনস'াফ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। সেই হইতে শাহাদাত 'আলীর বংশধরেরা মীর সায়্যিদ উভয় উপাধিই ব্যবহার করিতেন।

নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিতুমীর স্থানীয় মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। তিতুমীর তাঁহার (মাদ্রাসার) শিক্ষা জীবনে একজন 'আলিম ও হ'াফিজ' উস্তাদের সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট তিতুমীর কু'রআন শরীফ হি'ফজ করেন। তিনি হ'াদীছ'-শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। আঠার বৎসর বয়সে তাঁহার মাদ্রাসার শিক্ষাজীবন শেষ হয়। 'আরবী, ফারসী ও বাংলা ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। এই তিনটি ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন (পু. গ্র., পৃ. ১৪)। তাহাছাড়াও তিনি ফারসী সাহিত্য, ফারা'ইদ,' ইসলামী দর্শন, তাস'া-ওউফ, মানতি'ক' এবং 'আরবী ও ফারসী কাব্যশাস্ত্রের অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন (পু' গ্র.)।

তিতুমীর একজন খ্যাতনামা পাহলোয়ান ছিলেন। মাদ্রাসায় শিক্ষার সাথে সাথে তিনি উস্তাদ সায়্যিদ নি'মাতুল্লাহ-র উৎসাহে স্থানীয় আখড়ায় শরীর চর্চার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতার সমসাময়িক কালের কয়েকজন খ্যাতনামা পাহলোয়ান 'আরীফ 'আলী, মীর লাল মুহ'াম্মাদ প্রমুখকে পরাজিত করিয়া একজন বিখ্যাত পাহলোয়ানরূপে পরিচিত হন।

১৮২২ খৃস্টাব্দে তিতুমীর হ'াজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ করেন। তথায় মাওলানা সায়্যিদ আহ'মাদ শাহীদের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। তিতুমীর তাঁহার মুরীদ হন। কিছুদিন তাঁহার সান্নিধ্যে সাধনার পর মদীনায় রাসূল্লাহ্ (স')-এর রাওযাঃ-শরীফ যিয়ারাত-কালে তিতুমীর তাঁহার মুরশিদের নিকট খিলাফাত প্রাপ্ত হন।

তিতুমীর মাওলানাা সায়্যিদ আহ'মাদের নিকট হইতে শারী'আত ও ত'রীক'াত-এর দীক্ষার সাথে সাথে মুসলিম জাতির আযাদী লাভের জিহাদী প্রেরণা ও লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন হইতে শিরক-বিদ'আতের উৎখাত এবং সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন। হিন্দু কৃষক সম্প্রদায়কে জমিদার ও নীলকরদিগের অত্যাচার প্রতিরোধে একতাবদ্ধ হইতে এবং বাংলাদেশ হইতে ইংরেজদের বিতাড়নের সংগ্রাম চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলিতেন, মুসলমানদেরকে কথায় ও কাজে, আচার-ব্যবহারে পুরাপুরি মুসলমান হইতে হইবে এবং সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করিলে মাজ'লুমের সাহায্য করিতে হইবে।

মুসলিম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণ সায়্যিদ আহ'মাদ ও তাঁহার ভক্ত খালীফাদেরকে ওয়াহ্হাবী (দ্র. ওহ্হাবিয়্যাঃ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই বর্ণনাটি ভ্রমাত্মক এবং মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রণোদিত। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের এই মত সমর্থন করেন নাই। কারণ সায়্যিদ আহ'মাদের মুরশিদ ছিলেন দিল্লীর খ্যাতনামা 'আলিম শাহ 'আবদু'ল-'আযীয মুহ'াদ্দিছ'-ই-দেহ্লাব'ী, এবং মাওলানাা সায়্যিদ আহ'মাদ ছিলেন তাঁহারই অতীব ভক্ত খালীফাঃ।

এই সময় স্থানীয় হিন্দু জমিদার ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়। জমিদার মুসলমানদের দাঁড়ি, গোঁফ, মাস্জিদ ও মুসলমানী নামের উপর কর আরোপ করিলে তিতুমীর ইহার প্রতিবাদ করেন। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া তিতুমীর ও জমিদারের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। জমিদার তিতুমীরকে ওয়াহ্হাবী প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি প্রয়াস পান। কিন্তু মুসলমানগণ জমিদারের শঠতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। ফলে মুসলমানদের উপর জমিদারের অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়।

তিতুমীর অতীব ধৈর্যের সহিত হিন্দু জমিদারের আক্রমণ ও প্রতিহিংসা প্রতিহত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় নীলকর ইংরেজদের সহায়তায় তিতুমীরের ভক্তদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার চালাইতে থাকে। তাহাদের আক্রমণে তিতুমীরের কয়েকজন ভক্ত শাহীদ হয়। বাধ্য হইয়া মুসলিম মুজাহিদগণ তিতুমীরের ভক্ত ও ভাগিনেয় গু'লাম মা'সু'মের নেতৃত্বে একটি প্রতিরোধী মুজাহিদ দল গড়িয়া তোলেন এবং নারকেলবাড়িয়ায় একটি বাঁশের কিল্লা নির্মাণ করেন। তিতুমীর ইংরেজ রাজত্বের বিলুপ্তি এবং মুসলিম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলেন। সমগ্র চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও ফরিদপুর জিলা তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল ৪/৫ হাজার। জমিদারের ও কলিকাতা হইতে প্রেরিত ইংরেজ সেনাদল মুসলিম মুজাহিদদের হাতে পুনঃপুনঃ পর্যুদস্ত

হয়। পরিশেষে লর্ড বেন্টিঙ্ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্ট-এর নেতৃত্বে একদল ঘোড় সাওয়ার গোরা সৈন্য, তিনশত পদাতিক দেশীয় সৈন্য ও দুইটি কামানসহ তিতুমীর ও তাঁহার দলকে শায়েস্তা করিবার জন্য পাঠান। ১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর ইংরেজ বাহিনী মুসলিম মুজাহিদদিগকে আক্রমণ করে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর মুকাবিলায় ঢাল-সড়কিধারী মুজাহিদগণ টিকিতে পারিলেন না। ইংরেজ বাহিনী কামানের গোলার আঘাতে তাঁহাদের বাঁশের কিল্লাটি ধ্বংস করিয়া দিল। অনেক ভক্তসহ তিতুমীর কামানের গোলাতে শাহীদ হইলেন (১৮৩১ খৃ.)। ৩৫০ জন মুজাহিদ বন্দী হন। তন্মধ্যে ১৪০ জনের কারাদণ্ড এবং গু'লাম মা'সু'মের মৃত্যুদণ্ড হয়। তিতুমীরের শাহাদাত এখনও মুসলিম সমাজে জিহাদী প্রেরণার উৎস হইয়া রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বিহারীলাল সরকার, নারকেলবাড়িয়ার লড়াই, কলিকাতা ১৩০৪ বাং.; (২) নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ, ৭ম ভাগ, কলিকাতা, ১৩০৩ বাং; (৩) আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৭৫ বাং.; (৪) Dr. Azizur Rahman Mallik. British Policy and the Muslims in Bengal, 1757—1856, A Study of the Development of the Muslims in Bengal with Special Reference to Their Education. Dhaka, 1961; (৫) Dr. Abdul Bari, A History of the Freedom Movement, Karachi. 1958, I, 551; (৬) Dr. Muin-ud-din Ahmed Khan, History of the Faraidi Movement in Bengal, Karachi 1965; (৮) ঐ লেখক, Titumir and His Followers, Dhaka 1980; (৯) W. W. Hunter, The Indian Mussalmans, 3rd ed., The Comrade Publications, Calcutta, 1945; (১০) বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ.।

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

তির্মিয্'ী (ترمذی) আবূ 'ঈসা মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন সাওরাঃ ইব্ন শাদ্দাদ; অন্যতম হ'াদীছ' সংগ্রহ গ্রন্থের সঙ্কলক। তির্মিয্'ী একটি নিস্বাত, উহা তাঁহাকে তির্মিয্' নামক স্থানের সহিত সম্পর্কিত করে। স্থানটি বাল্খ হইতে ৬ লীগ (১৮ মাইল) দূরে উর্ধ্বতন আমূ দারয়ার তীরে অবস্থিত। ২৭৯-৮৯২—৩-এ তথায় তিনি পরলোকগমন করেন বলিয়া কথিত হয়। অপর মতে তির্মিযে'র উপকণ্ঠে বুগ' নামক পল্লীতে ২৭৫/৮৮৮-৯ কিংবা ২৭c/৮৮৩-৪ সালে তিনি মারা যান।

তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। কথিত আছে যে, তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। কিন্তু অন্য মতে তিনি বার্ধক্যে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলেন। তিনি 'ইরাক, হিজায এবং খুরাসান ব্যপকভাবে সফর করেন। এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল হ'াদীছ' শিক্ষা ও সংগ্রহ। তাঁহার বহু উস্তাদের মধ্যে আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, (র) মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইস্মা'ঈল আল-বুখারী (র) এবং আবূ দাঊদ সিজিস্তানী (র)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার বহু গ্রন্থের মধ্যে মাত্র দুইটি কিতাব মুদ্রিত হইয়াছে। শাহ্ 'আব্দু'ল-'আযীয মুহ'াদ্দিছ' দেহ্লাব'ী (র) বলেন, হ'াদীছ' শাস্ত্রে তাঁহার বহু গ্রন্থ আজও তাঁহার স্মৃতি বহন করিয়া চলিয়াছে। তন্মধ্যে জামি'উ'ত-তির্মিয্'ী ৬টি বিশুদ্ধ হ'াদীছ' গ্রন্থের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। এতদ্ব্যতীত তাফ্সীর, ফিক্'হ, ইতিহাস, 'ইল্ম যুহ্দ, রাব'ীদের নাম, উপনাম (কুন্য়াঃ) প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি আরও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (বুস্তানু'ল-মুহ'াদ্দিছ'ীন)।

তাঁহার মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে জামি'উ'ত-তিরমিয্'ী নামক হ'াদীছে'র সংগ্রহ গ্রন্থ এবং শামা'ইল নামক রাসূলুল্লাহ (স')-এর ব্যক্তিজীবন, চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে হ'াদীছ' সঙ্কলন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। (উহাদের বিভিন্ন সংস্করণ ও ভাষ্যসমূহের জন্য দ্র. Brockelmann, GAL ,i, 169; Suppl. i, 268)। Brockelmann ৪০টি হ'াদীছে'র এক ক্ষুদ্র সংগ্রহের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এই সঙ্কলনটি তিনি নিজে করিয়াছিলেন, না অপরের কৃত তাহা বুঝা যায় না। 'আরবী উৎস হইতে জানা যায় যে, সূ'ফীতত্ত্ব, নাম ও কুন্য়াঃ, ফিক্'হ, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তিনি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বলিয়া এই সকল গ্রন্থের কোনটাই এখন দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাঁহার হ'াদীছ' সংগ্রহটির ১২৯২ সালে কায়রো হইতে প্রকাশিত সংস্করণে 'সা'হ'ীহ'' বিশেষণ সংযোজিত হইয়াছে অর্থাৎ উহার নামকরণ সা'হ'ীহ' তির্মিয্'ী হইয়াছে। কিন্তু অন্যত্র প্রকাশিত গ্রন্থের নাম শুধু জামি'উ'ত্-তির্মিয্'ী। শেষোক্ত বিশেষণটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত (তু. Goldziher, Muhammedanische stud., ii, 231, notez), কারণ ইহাতে শারী'আঃ সংক্রান্ত হ'াদীছ' ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েরও হ'াদীছ' রহিয়াছে। এই হ'াদীছ' গ্রন্থের অধ্যায়গুলির দিকে একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেই দেখা যাইবে যে, গ্রন্থের প্রায় অর্ধাংশেই 'আক'াইদ (ক'াদ্র, কি'য়ামাঃ, জান্নাঃ, জাহান্নাম, ঈমান, কু'রআন) ফিতান, রু'য়াঃ, যুহ্দ, তাজব'ীদ আল-কু'রআন, দা'ওয়াঃ, আচরণ ও শিক্ষা (যথা ইস্তি'য'ান—অনুমতি গ্রহণ, আদাব) এবং ধর্মবেত্তাগণের, বিশেষত সা'হ'াবীগণের জীবন চরিত (মানাক্বি'ব) সংক্রান্ত হ'াদীছ' সঙ্কলিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জামি'উ'ত-তির্মিয'ীতে মোট ৩৮১২ টি হ'াদীছ' সঙ্কলিত হইয়াছে। হ'াদীছ'গুলি ৪৬টি অধ্যায় (কিতাব) এবং ২৪১৪ টি পরিচ্ছেদে (বাব) সন্নিবেশিত হইয়াছে (মাওলানা 'আব্দুল্লাহিল কাফী, তার্জুমানুল হাদীছ, ৮ম বর্ষ, পৃ. ১৬৮)।

বুখারী অথবা মুসলিম অপেক্ষা অনেক কম হ'াদীছ' এই গ্রন্থে রহিয়াছে, কিন্তু অপর পক্ষে পুনরুক্ত হ'াদীছে'র সংখ্যা এই গ্রন্থে অনেক কম (মাত্র ৮৩টি)। দুইটি অধ্যায় বিশেষভাবে বিস্তারিত, যথা ঃ মানাক্বি'ব ও 'তাফসীরু'ল-কু'রআন' অধ্যায়দ্বয়; অপর ৩টি সুনানে এই দুইটি অধ্যায় নাই (অপর সুনান ৩টির নাম আবূ দাঊদ, নাসাঈ, এবং ইব্ন মাজাঃ, তির্মিয'ীও প্রসিদ্ধ চারি সুনানের অন্যতম)। ইহাতে হযরত 'আলী (রা)-এর প্রতি অনুরাগপ্রবণ হ'াদীছে'র সংখ্যা যেমন নেহায়েৎ নগণ্য নয়, তেমনই হযরত আবূ বাক্র, 'উমার এবং 'উছ'মান (রা)-এর সম্বন্ধে হ'াদীছ'ও বাদ পড়ে নাই।

তবে তির্মিয'ীর গ্রন্থ দুইটি বিষয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রথমত সানাদ সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য এবং দ্বিতীয়ত প্রত্যেক হ'াদীছে'র বর্ণনা শেষে বিভিন্ন মায্'হাবের ইখ্তিলাফ এবং তাহার সমর্থনে প্রমাণের উল্লেখ রহিয়াছে। শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য আমাদের নিকট বিদ্যমান গ্রন্থগুলির মধ্যে মায্'হাবী ইখতিলাফ সম্পর্কে

জামি'উ'ত-তিরমিয·ীই সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর 'কিতাবু'ল-উম্ম' অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী অসম্পূর্ণ এবং সর্বক্ষেত্রে প্রামাণ্য নহে।

শাহ্ 'আবদু'ল-'আযীয তির্‌মিয·ীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ

এই হ·াদীছ· গ্রন্থ সুসজ্জিত এবং উহার হ·াদীছ·গুলি সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত এবং পুনরুক্ত হ·াদীছে·র সংখ্যা নগণ্য। ইহাতে (বিভিন্ন মায·হাবের) ফাকী·হগণের মতামত উল্লেখ এবং প্রত্যেক মায·হাবের প্রমাণসমূহেরও বিশ্লেষণ রহিয়াছে। ইহাতে হ·াদীছে·র প্রকারভেদ, যথাঃ স·াহ·ীহ·, হ·াসান, দ·া'ঈফ, গ·ারীব, মু'আল্লাল প্রভৃতি নির্দেশিত হইয়াছে। ইহাতে রাব·ীদের নাম, উপাধি, উপনাম এবং রিজাল শাস্ত্র সম্পর্কিত অন্যান্য বহু মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শাহ ওয়ালী'উল্লাহ্ (র) ও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ফলকথা, হ·াদীছে·র জ্ঞান-সাধকগণের জন্য ইমাম তির্‌মিয·ী এই হ·াদীছ· গ্রন্থে প্রয়োজনীয় কিছুই বাদ রাখেন নাই। এইজন্যই বলা হয়, জামি'উ'ত-তিরমিয·ী মুজ্‌তাহিদ ও মুক·াল্লিদ উভয়ের প্রয়োজন মিটাইতে যথেষ্ট। শায়খু'ল-ইসলাম আবূ ইসমা'ঈল হারব·ী, হ·াফিজ· ইবনু'ল-আছ·ীর প্রমুখও তির্‌মিয·ীর উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শ্রেষ্ঠত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন (দ্র. বুস্‌তানু'ল-মুহাদ্দিছ·ীন, পৃ. ১২১-২২; তায্‌কিরাতু'ল-হ·ুফ্‌ফাজ·, তর্জুমানু'ল হাদীছ, ৮ম বর্ষ, পৃ. ১৬৬ প.।

Goldziher কর্তৃক গৃহীত 'তাক্‌রীব'-এর উদ্ধৃতি অনুসারে (Muhamm. stud. ii, 252, note) তির্‌মিয·ীর গ্রন্থের হস্তলিখিত কপিগুলি সনদ সম্পর্কে গ্রন্থকারের মন্তব্যের (অর্থাৎ স·াহ·ীহ·, হ·াসান, গ·ারীব, হ·াসান স·াহ·ীহ·, হ·াসান গ·ারীব, স·াহ·ীহ· গ·ারীব ইত্যাদি) অনুলিখন একরূপ নহে। সনদের এই প্রকারভেদ কোন্ নীতির ভিত্তিতে করা হইয়াছে গ্রন্থকার তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন নাই। প্রতিটি হ·াদীছে·র মূল রাব·ী হইতে শেষ রাব·ী পর্যন্ত বর্ণনা শৃঙ্খলে প্রত্যেকের নাম সনদে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি হ·াদীছ· বর্ণনার পর উহার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য দেওয়া হইয়াছে।

এ পর্যন্ত জামি'উ'ত-তিরমিয·ীর বহু ভাষ্য বিরচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাষ্য এইগুলি ঃ

১। 'আরিদ·াতু'ল-আহ্‌ওয়ায·ী, লেখক ক·াযী আবূ বাক্‌র (মুহ·াম্মাদ ইব্‌ন) আল-'আরাবী মালিকী (৪৬৮-৫৪৩ হি.); ২। হ·াফিজ· আবু'ল-ফাত্‌হ· মুহ·াম্মাদ ইব্‌ন মুহ·াম্মাদ য়া'মুরী-র ভাষ্য (মৃ. ৭৩৪); ৩। হ·াফিজ· 'উমার ইব্‌ন 'আলীর (৭২৩ - ৮০৪) ভাষ্য, ৪। আল-'আর্‌ফু'শ-শায·ী' 'আলা জামি' তিরমিয·ী'— লেখক সিরাজু'দ-দীন 'উমার ইব্‌ন রিস্‌লান (মৃ. ৮০৫); ৫। হ·াফিজ· আবু'ল-ফারাজ যায়নু'দ-দীন 'আবদু'র-রাহ·মান ইব্‌ন আহ·মাদ (৭০৬—৭৯৫)-এর ভাষ্য, ৬। "আল-লুবাব ফী মা য়াকূ·লু'ত-তিরমিয·ী ফি'ল-বাব" হ·াফিজ· ইব্‌ন হ·াজার 'আস্‌ক·ালানী কর্তৃক রচিত (৭৭৩-৮৫২); ৭। 'আল-কূ·তু'ল-মুগ্‌তায·ী 'আলা জামি' তির্‌মিয·ী', হ·াফিজ· জালালু'দ-দীন সুয়ূত·ী কর্তৃক রচিত (৮৪৯—৯১১), ৮। 'আল্লামাঃ মুহ·াম্মাদ ইব্‌ন ত·াহির সিদ্দীক·ী (৯১৪—৯৮৭) কর্তৃক রচিত ভাষ্য, ৯। শায়খ সিরাজ আহ·মাদ সারহিন্দী কর্তৃক লিখিত ভাষ্য, ১০। আবু'ল-হ·াসান ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাদী সিন্দী মাদানীর ফার্সী ভাষায় রচিত ভাষ্য, ১১। 'আল্লামাঃ মুহ·াম্মাদ 'আবদু'র-রাহ·মান মুবারাকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩) কর্তৃক বিরচিত তুহ·ফাতু'ল-আহ্‌ওয়ায·ী, ১২। মাওলানা শামসু'ল-হ·াক্‌ক· 'আজ·ীমাবাদী কর্তৃক রচিত 'আল-হিদায়াতু'ল-লাওয়াইব ইলা নুকাতি'ত-তিরমিয·ী'।

ইমাম তিরমিয·ীর অপর একটি গ্রন্থের নাম 'কিতাবু'ল-'ইলাল', এই গ্রন্থে হ·াদীছে·র অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম দোষত্রুটি নিরূপণ সম্পর্কে ইমাম তির্‌মিয·ীর গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় রহিয়াছে। এই সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতা সাধারণ জ·ার্‌হ· এবং তা'দীল-এর উর্ধ্বে। পুস্তকটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও 'ইল্‌মে হ·াদীছে·র সাধকগণের নিকট ইহার মূল্য অত্যধিক (বাংলাদেশের আহলু'ল-হ·াদীছ· জামা'আতের প্রকাশিত পত্রিকা তর্জুমানুল হাদীছ, ৯ম বর্ষ, ২১—২৩ পৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) প্রবন্ধে বর্ণিত গ্রন্থাদি ছাড়াও দ্র. আস-সাম'আনী, কিতাবু'ল আনসাব, GMS. xx, fol. 106 ক; (২) য·াহাবী, ত·াবাক·াতু'ল-হ·ুফ্‌ফাজ·, ed. Wustenfeld, ৩খ, ৫৭ নং ৩; (৩) ঐ লেখক, মীযানু'ল-ই'তিদাল, কায়রো ১৩২৫, ৩খ, ১১৭, নং ১০২১; (৪) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৬২৪; (৫) ইব্‌ন হ·াজার আল্-'আস্‌ক·ালানী, তাহ্‌যী·বু'ত-তাহ্‌যী·ব, হায়দরাবাদ ১৩২৬ হি., ৯খ, ৩৮৭—৩৮৯, নং ২৩৬; (৬) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত-তাহ্‌যী·ব, পাথরে ছাপা, দিল্লী, সন উল্লেখ নাই, পৃ. ২৩০ খ; (৭) ইব্‌ন খাত·ীব আদ-দাহ্‌শাঃ, তুহ·ফাতু য·াবি·ী'ল-'আরাব, ed. T. Mann, p. 143; (৮) I. Goldziher, Muhammedanische Studien, ii. 250 প.; (৯) তির্‌মিয·ীর সবগুলি হ·াদীছ·ই Wensinck-এর CTM-এ গৃহ·ীত হইয়াছে।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহমান

তু·লায়হ·াঃ (طليحة) ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন নাওফাল আল-অসাদী আল-ফাক্‌'আদী, রিদ্দাঃ যুদ্ধে যে ভণ্ড নবী হিসাবে গোত্রীয় নেতাদের মধ্যে ছিল অন্যতম।

৪র্থ হিজ্‌রীতে তাহার ভাই সালামা-র সহিত বানূ আসাদ-এর নেতৃত্ব করে। ক·াত·ান-এর যুদ্ধে সে মুসলমানগণ কর্তৃক পরাজিত হয়। পর বৎসর (পঞ্চম হিজরীতে) সে (খান্দাকের যুদ্ধে) মদীনা অবরোধে অংশ গ্রহণ করে। ৯ম হিজরীর প্রথম দিকে আসাদীদের দশজনের অন্যতম হিসাবে, সম্ভবত গোত্রের একটি দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তু·লায়হ·াঃ মদীনায় আগমন করে এবং হযরত মুহ·াম্মাদ (স·)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করে। সূরাঃ ৪৯ ঃ ১৪—১৭ আয়াতে হঠকারিতার জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করা হয়। কিন্তু একটি বর্ণনামতে তু·লায়হ·াঃ ধর্ম গ্রহণ অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণে আত্মসমর্পণ করে। ঐ দলের মধ্যে তাহাকেই কেবল ধর্ম গ্রহণকারী হিসাবে মনে করা হয়, কারণ রিদ্দাঃ যুদ্ধকে ধর্মীয় দলত্যাগ হিসাবে গণ্য করা হয়।

১০ম হিজরীতে তু·লায়হ·াঃ বিদ্রোহ করে। পায়গ·াম্বারের ভূমিকা গ্রহণপূর্বক সে তাহার সৈন্যদলকে সামীরা-য় একত্র করে এবং কথিত আছে যে, হযরত মুহ·াম্মাদ (স·)-এর সহিত চুক্তি করার জন্য সে শর্তাদি প্রেরণ করে। হযরত মুহ·াম্মাদ (স·) তাহাকে দমন করিবার জন্য দি·রার ইব্‌ন আয্‌ওয়ার-কে প্রেরণ করেন। হযরত মুহ·াম্মাদ (স·)-এর জীবদ্দশায় তাহার সহিত কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় নাই। এই সময় তু·লায়হ·াঃ বানূ ফাযারাঃ-দের এবং বানূ ত·ায়-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের সমর্থন লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর যু'ল-ক·াস্‌স·ার যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া সে মধ্য 'আরবের বিদ্রোহে যোগদান করে।

১১ রাজাব খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তু'লায়হ'ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ভীতি প্রদর্শন করিয়া বানূ ত'য়ের অধিকাংশ লোকের সমর্থন আদায় করেন। বুযাখা-য় এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বানূ ফাযারা-র প্রধান 'উয়ায়নাঃ ইব্ন হি'স্ন-এর দলত্যাগের ফলে তু'লায়হ'াঃ যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়; বলা হয় যে, অনুকূল ওয়াহ্'য়ি না আসায় 'উয়ায়নাঃ নিরাশ হইয়া তু'লায়হ'া-র সঙ্গ ত্যাগ করে। তু'লায়হ'াঃ এবং তাহার স্ত্রী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে।

বুযাখার যুদ্ধের পর তু'লায়হ'াঃ ত'া'ইফ অথবা সিরিয়ায় কিছুদিন গোপনে বাস করে। আসাদ, গ'াত্'ফান এবং 'আমির গোত্রের আত্মসমর্পণ করিবার পর তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তিনি যখন মদীনার মধ্য দিয়া 'উম্রাঃ সমাপন করিবার জন্য যাইতেছিলেন তখন হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর নিকট তাঁহার উপস্থিতি উল্লেখ করা হয়, কিন্তু তিনি অনুকম্পাবশত তাঁহাকে উৎপীড়ন করেন নাই। হযরত 'উমার (রা)-এর নির্বাচনের পর তিনি তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিবার জন্য মদীনায় গমন করিয়াছিলেন; খালীফাঃ বুযাখার যুদ্ধে 'উক্কাশাঃ ইব্ন মিহ্'স'ান এবং ছ'াবিত ইব্ন আক্রামকে হত্যা করার জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন তাঁহার ওয়াহ্'য়ি-র কি বাকী আছে? তু'লায়হ'াঃ বিনয় সহকারে উত্তর দিলেন, "হাপরের এক বা দুই ফুৎকার।"

তাহার পরবর্তী সামরিক জীবন বেশ দীর্ঘ এবং প্রশংসনীয়। গোত্রের প্রধান হিসাবে বীর বিক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া ক'াদিসিয়্যা-তে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন, জালুলা-র যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন এবং তাঁহার নির্ভুল আক্রমণ পরিকল্পনার জন্যই মুসলিমগণ নিহাওন্দের যুদ্ধে জয় লাভ করিতে সমর্থ হন। সাধারণত বলা হয় যে, তিনি এই যুদ্ধে (২১ হিজরীতে) মারা যান, কিন্তু দেখা যায় যে, ২৪ হিজরীতেও তাঁহার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই সময় ক'াযুব'ীনের দুর্গে অবস্থিত ৫০০ মুসলিম সেনার মধ্যে তিনিও ছিলেন। ফলে তাঁহার মৃত্যুর তারিখ অনির্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। ২১ হিজরী তাঁহার মৃত্যু তারিখ বলিয়া নির্ধারিত হয় সম্ভবত এই কারণে যে, সেই বৎসর খালিদ, নু'মান ইব্ন মুক'াররিন এবং 'আমর ইব্ন মা'দীকারিব মারা যান।

তাঁহার আসল নাম ত'াল্হ'াঃ; তু'লায়হ'াঃ ক্ষুদ্রতা বাচক শব্দ, অবজ্ঞার ভাব প্রকাশক [তু. মাস্লামাঃ—মুসায়লিমাঃ]। তাঁহার ওয়াহ্'য়ি যাহা তিনি দূত (জিব্রাঈল ('আ) অথবা যু'ন্নূন)-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন বলিয়া দাবী করিতেন সেই সম্পর্কে বেশী কিছু জানা যায় নাই। এই ওয়াহ্'য়ি-র একটি সিরিয়া এবং ইরাক বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত এবং অন্যটিতে যুদ্ধ জয়ের সাধারণ প্রতীক যাতার প্রস্তরের উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি বাস্তবিক একজন গণক হিসাবেই আবির্ভূত হন। কারণ তাঁহার কতিপয় পরিচিত উক্তিতে শুধু কয়েকটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়, কোন ধর্মীয় নীতিনীতি দেখা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আত'-ত'াবারী, ed. de. Goeje, ১খ, ১৬৮৭, ১৭৯৫, ১৮৮২, ১৮৯১ (২) য়াকূ'ত, মু'জাম, ed. Wustenfeld ১খ, ৬০২; ৬খ, 8৮৭; (৩) ইব্নু'ল-আছ'ীর, উসদু'ল-গ'াবাঃ, ৩খ, ৬৫; (8) আয'-য'াহাবী, তাজ্রীদ, ১খ, ২৯১; (৫) ইব্ন হিশাম, ed. Wustenfeld, পৃ. 8৫২; (৬) বালাযু'রী, ed. de, Goeje, পৃ. ৯৫, ৯৬, ২৫৮, ২৬১, ২৬8, ৩২২; (৭) Caetani. Annali dell' Islam, A. H. 10 : 67; A. H. 11 : 127—164; A. H. 12 : 98; A. H. 16 : 21, 27, 31, 53, 69, 78, 157, 162; A.H. 21 : 46, 63, 337—338; (৮) Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, vi. 9—11, 97.

V. Vacca (S. E. I.)/আবূ বকর সিদ্দীক

দ

দওসা (دوسة দাওসাঃ বা দোসাঃ), শাব্দিক অর্থ পদদলিতকরণ। ইহা একটি উৎসবের নাম। সা'দী দরবেশ সম্প্রদায়ের শায়খ কায়রো নগরীতে হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর, আশ্-শাফি'ঈ, সুলত'ান হ'ানাফী (কায়রোর একজন স্বনামধন্য দরবেশ, তিনি ৮৪৭/১৪৪৩ সালে ইন্তিকাল করেন; 'আলী পাশা মুবারাক, আল-খিত'াতু'ল-জাদীদাঃ, ৩খ, ৯৩; 8 : ১০০), শায়খ দাসূক'ী (বা দ'াসূ'কী, অপর একজন দরবেশ; দ্র. Lane, Modern Egyptians, অধ্যায় ২৫ এবং খিত'াতু'ল-জাদীদাঃ, ৩খ, ৭২, ১৩৩; 8খ, ১১১) এবং শায়খ য়ূনুস-এর জন্মদিবসে এই সব উৎসব পালন করিতেন। এইসব উৎসব দিবাভাগে অনুষ্ঠিত হইত। দাসূক'ী-র জন্মদিনে অনুরূপ উৎসব শায়খ আল-বাক্রী রাত্রিতে উদ্‌যাপন করিতেন। Lane এই উৎসবের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই সব উৎসবে উক্ত সংঘের প্রায় তিনশত দরবেশ সমবেত হইতেন, তাঁহারা মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িতেন এবং শায়খ তাঁহাদের পিঠের উপর দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেন। উক্ত সংঘের বিশেষ কারামাতের (দ্র.) কারণে কেহ কোন প্রকার ব্যথা পাইতেন না এবং এইরূপ শারীরিক সংস্পর্শের মাধ্যমে শায়খের আশীর্বাদ (বারাকাত) তাঁহাদের উপর বর্ষিত

হইত। এবংবিধ উৎসব অন্যত্রও অনুষ্ঠিত হইত। Lady Burton দামিস্‌কের সন্নিকটে বারয়া নামক স্থানে এই উৎসব দেখিয়াছেন (Inner life of Syria, Chap. x.)। অন্যান্য সংঘের মতে শায়খের পদ-ঘর্ষণে—এমন কি তাঁহার পদস্পৃষ্ট ধূলিকণা স্পর্শে আশীর্বাদ লাভ ঘটে। সা'দীগণ কর্তৃক অশ্ব ব্যবহার প্রসঙ্গত উক্ত সংঘের প্রতিষ্ঠাতার হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর বংশধরগণের সমমর্যাদা লাভের প্রতীক। কায়রোর দোসাঃ-র উৎপত্তির বিবরণ অপরিজ্ঞাত। এ সম্বন্ধে প্রচলিত আখ্যান নিম্নরূপঃ সা'দী ত'ারীক'ার প্রতিষ্ঠাতা সা'দু'দ-দীন আল-জিবাব'ীর পুত্র শায়খ য়ূনুস কায়রো নগরীতে আগমন করিলে সা'দী দরবেশগণ তাহাদের জন্য কোন একটি বিদ্‌'আত হ'াসানা' (সুন্দর নূতন প্রথা) প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ জানান, এই নূতন প্রথার আচরণ যেন সেই সংঘের কারামাতরূপে পরিগণিত হইয়া তাঁহার ওয়ালী পদের এবং সংঘের পবিত্র উৎস-মূলের প্রমাণস্বরূপ বিরাজমান থাকে। তৎপর তিনি তাহাদিগকে কাঁচ-পাত্র মাটিতে সারিবদ্ধভাবে পাতিয়া রাখিতে নির্দেশ দান করেন। অতঃপর শায়খ য়ূনুস স্বয়ং উহাদের উপর দিয়া অশ্বারোহণে অতিক্রম করিলে একটি পাত্রও ভাঙ্গে নাই। তাঁহার বংশধরগণ এইরূপ কারামাত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, তাই ভঙ্গুর কাঁচের পরিবর্তে দরবেশগণ নিজেরাই মাটিতে শুইয়া পড়িতেন (Goldziher in ZDMG, xxxvi. 647 প.; মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ্‌, ত'ারীখ, কায়রো ১৩২৪, ২খ, ১৪৭)। বাবু'ন-নাস্‌'রে (Goldziher), ভিন্নমতে 'আব্বাসীয়ার পথে উক্ত বাবু'ন-নাস'র-এর বহির্ভাগে (খিত', জাদ, ২খ, ৭২) শায়খ য়ূনুস সমাহিত হইয়াছেন। সা'দী এবং রিফা'ঈ দরবেশগণের মধ্যে উৎপত্তি-বিষয়ে বিসংবাদ ছিল। সম্ভবত য়ূনুসী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মাজ্‌যূ'ব শায়খ য়ূনুস আশ্‌-শায়বানী (মাক্‌'রিযী খিত'াত', প্রথম সংস্করণ, ২খ, ৪৩৩; দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩০৪ প.)-এর নামের সহিত ভ্রম ঘটার কারণেই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। সা'দু'দ্‌-দীন সপ্তম হি./১৩শ খৃ.-এর দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন বলিয়া সাধারণত মনে করা হয়।

মিসরের প্রধান মুফতীর ফাত্‌ওয়াকে ভিত্তি করিয়া খিদীব মুহ'াম্মাদ তাওফীক' ১৮৮১ খৃ. দোসাহ্‌ উৎসব চিরতরে রহিত করেন। এই অনুষ্ঠানে মুসলিমদের হেয় করা হয় বিধায় ইহা বিদ'আত ক'াবীহ'াঃ (মন্দ প্রথা) বলিয়া বিবেচিত হয়। সা'দীগণ শুধুমাত্র শায়খ য়ূনুসের জন্মদিনে দোসাহ্‌ অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, উহাও প্রত্যাখ্যাত হয়। বর্তমান যুগে এই উৎসবের এইটুকুই অবশিষ্ট রহিয়াছে যে, জন্মোৎসব দিনগুলিতে সকালবেলা শায়খ তাঁহার দরজার সম্মুখে যে সব দরবেশকে শায়িত অবস্থায় দেখিতে পান তিনি তাহাদের উপর দিয়া হাঁটিয়া যান (A. Le Chatelier, Confreries musulmanes, p. 225)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি, (১) 'আলী পাশা মুবারাক, আল-খিত'াত্বু'ল-জাদীদাঃ আত-তাওফীকিয়্যাঃ, ৪খ, ১১২; (২) Depont et Coppolani, Confreries religieuses musulmanes, p. 329 প.।

D. B. Macdenald (S.E.I.)/মুহাম্মদ আব্দুর রহীম

দরবেশ (درویش ঃ দারব'শ্‌) ফার্‌সী ভাষা হইতে উদ্ভূত শব্দ বলিয়া ধরা হয়। উহার আভিধানিক অর্থ দরজা অনুসন্ধান করা অর্থাৎ সংসারবিরাগী ধর্মানুসন্ধানী (Vullers, Lexicon, i., p. 839 a, 845 b; Grundr. der iran. Phil, I/i., p. 260, ii., p. 43, 45)। এই শব্দের পরিবর্তিত রূপ 'দার্‌য়োশ' ইহার প্রতিকূল অর্থ বহন করে, আর ইহার প্রকৃত উৎপত্তি অজ্ঞাত বলিয়া মনে হয়। ইসলামী পরিভাষায় দরবেশ শব্দটি ব্যাপকভাবে ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘের সভ্য অর্থে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ফার্‌সী এবং তুর্কী ভাষায় ইহার অর্থ আরও সংকুচিত করা হইয়াছে এবং 'আরবী ভাষায় ফকীর অর্থাৎ ভিক্ষুক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মরক্কো এবং আলজিরিয়াতে ব্যাপক অর্থে দরবেশ শব্দের পরিবর্তে ইখ্‌ওয়ান্‌ অর্থাৎ এক সমাজভুক্ত ভ্রাতৃবর্গ (খাওয়ানরূপে উচ্চারিত) ব্যবহৃত হয়। এই ভ্রাতৃসংঘগুলি (তু'রুক', ত'ারীক'াঃ শব্দের বহুবচন, অর্থ পথ অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতি, দীক্ষা এবং ধর্মীয় সাধনা) ইসলাম ধর্ম অনুসারে ধর্মীয় জীবন যাপন পদ্ধতির সুসংগঠিত এক একটি প্রতিষ্ঠান। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই ধরনের ধর্মীয় জীবন যাপন প্রণালী (তু. তাস'াওউফ্‌) ব্যক্তিগত আচরণের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। যে সব লোক ব্যক্তিগত জীবনে জাগতিক ব্যাপারে বীতস্পৃহ থাকিয়া অথবা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়া আত্মার মুক্তির জন্য সাধনা করিতেন, তাঁহারা ছাড়াও একদল শিক্ষা-দীক্ষার গুরু ছিলেন এবং তাঁহারা শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। এবংবিধ গুরু বা মুরশিদের মৃত্যুর পরেও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী দুই-এক পুরুষ পর্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিত এবং তাহাদের পুরোধা হইত সেই মুরশিদের কোন অভিজ্ঞ শিষ্য। এতদসত্ত্বেও এই শ্রেণীর কোন প্রকার স্থায়ী সংস্থা গড়িয়া উঠে নাই। হিজরী ষষ্ঠ/খৃ. দ্বাদশ শতকে যে বিপর্যয়পূর্ণ সময়ে সালজুক' সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইতেছিল তখন স্থায়ী সংস্থা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। 'আব্‌দু'ল-ক'াদির জীলানী (র) (দ্র.) 'ক'াদিরী সংস্থা নামে যে সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন উহার উৎপত্তির নিশ্চিত ঐতিহাসিক ভিত্তি রহিয়াছে। ইহার পর হইতে এই প্রকার অসংখ্য সংস্থা গড়িয়া উঠিতে লাগিল; ইহাদের মধ্যে কতকগুলি স্বাধীন দরবেশগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর কতকগুলি পুরাতন সংস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন দরবেশগণ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এইভাবে উহার মৌলিকতা সংরক্ষিত, সেই কারণে এই মতবাদের পরম্পরা হযরত মুহ'াম্মাদ (স') হইতে (বরং আল্লাহ্‌-জিব্‌রাঈল-রাসূল হইতে) বহু খ্যাতনামা দরবেশের মাধ্যমে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বা পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়। ইহাকেই সিল্‌সিলাঃ বা বিশিষ্ট ত'ারীক'ার পরম্পরা বলা হয়। অপর সকল অনুরূপ সিল্‌সিলাঃ প্রধান প্রচারক পরম্পরাসহ উহার প্রতিষ্ঠাতা হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রসারিত। প্রত্যেক দরবেশ তাঁহার নিজস্ব সিল্‌সিলার সহিত সুপরিচিত, সিল্‌সিলাঃ তাঁহাকে আল্লাহ তা'আলার সহিত যুক্তকারী। দরবেশ অবশ্যই প্রগাঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে তাঁহার সংঘ প্রচারিত ধর্ম-বিশ্বাসই ইসলামের গূঢ়-তত্ত্ব বহন করে এবং তাঁহার সংঘের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-পদ্ধতি স'ালাতের ন্যায়ই বিধিসম্মত। পীর (শায়খ, মুর্‌শিদ, উস্‌তাদ) হইতেছেন সিল্‌সিলার সহিত তাঁহার সম্পর্কের মাধ্যম। পীর তাঁহাকে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করেন 'আহ্‌দ বা প্রতিশ্রুতির মারফত। প্রতিশ্রুতির (ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা এবং প্রতিজ্ঞার) আঙ্গিক বিভিন্ন সংঘে বিভিন্ন ধরনের। উত্তরকালে নবদীক্ষিতকে (মুরীদ, অর্থ—ইচ্ছুক, প্রত্যাশী) হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ দীক্ষা-পদ্ধতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। কোন কোন সময় এমনও দেখা গিয়াছে যে, মুরশিদ তাঁহাকে সংবিষ্ট (hypnotise) করিয়া তাঁহার সহিত একাত্ম সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। ধর্মতত্ত্ববাদ সর্বদাই সূ'ফীবাদের একটি রূপ-বিশেষ। কিন্তু পৃথক পৃথক ত'ারীক'ায় উহার চেহারা বিভিন্ন। ত'ারীক'াঃ অনুসারে উহা বৈরাগ্যসুলভ ঔদাসীন্য হইতে অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত প্রসারিত। এইভাবে

পারস্য দেশে (বরং সকল দেশেই) দরবেশ সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত : এক সম্প্রদায় বা-শারা' অর্থাৎ ইসলামী বিধানের অনুসারী, তাঁহারা ইসলামের আইন-কানুন বিধি-নিষেধ মানিয়া চলেন; অপর সম্প্রদায় বে-শারা' বা নিয়ম-কানুন বিবর্জিত অর্থাৎ তাঁহারা ইসলামের আনুষ্ঠানিক এবং নৈতিক নিয়ম-কানুন-সঠিকভাবে মানিয়া চলেন না। সাধারণভাবে বলিতে গেলে সিরিয়া, 'আরব অথবা আফ্রীকাবাসিগণের তুলনায় পারস্য ও তুরস্কবাসিগণ ও বাংলা-পাক-ভারতীয় বে-শারা' সূ'ফীগণ ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। আর একই ত'ারীক'াঃ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে। আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াসমূহ সর্বদা আবেগময় ধর্মজীবনের উপর অধিকতর জোর দেয় এবং সংবেশন ও উন্মাদনার (হ'াল বা জায'বাঃ) সৃষ্টি করে। খালওয়াতী ত'ারীক'ার বৈশিষ্ট্য এই যে, সংঘের প্রত্যেককেই বৎসরে একবার যথাশক্তি রোযা রাখিয়া নির্জন-বাসে থাকিতে হয় এবং অসংখ্যবার কালিমাঃ যি'ক্র করিতে হয়। স্নায়ুতন্ত্র এবং কল্পনার উপর উহার ফল অত্যন্ত লক্ষণীয়। সকল সংঘেরই ধর্মীয় অনুষ্ঠান হইতেছে যি'ক্র (দ্র.) (অর্থাৎ স্মরণ অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ, সূরাঃ ৩৩ : ৪১)। উহার উদ্দেশ্য উপাসককে অদৃশ্য জগত এবং সেই জগতের উপর তাহার নির্ভরশীলতা সম্পর্কে সম্যক্ পরিচিতিদান। সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, যি'করের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় আনন্দোল্লাস এবং সুখকর তন্ময়তা আসে। তন্ময়তার সঙ্গে সৃষ্টি হয় উত্তেজনা এবং তৎপ্রসূত হ'াল বা দশা। পাশ্চাত্য মহল এই দরবেশদের উক্ত হ'াল বর্ণনায় নর্তন-কূর্দন, ক্রন্দন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। জালালু'দ-দীন রূমী (মৃ. ৬৭২/১২৭৩, দ্র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাওলাব'ী (দ্র.) দরবেশগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া উন্মাদনার উদ্রেক করেন। সা'দীগণ তাঁহাদের অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করিতেন এবং এখনও তাঁহারা দরগাহসমূহে বাম নামক এক প্রকার ছোট ঢোল বাজাইয়া থাকেন, ইহা মিসরের মসজিদসমূহে বিদ'আত বলিয়া নিষিদ্ধ (মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহ, তা'রীখ ২খ, ১৪৪ প.)। সা'দী, রিফা'ঈ এবং আহ'মাদীগণ নিজ নিজ ত'রীক'াঃ মুতাবিক অলৌকিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার, জীবন্ত সর্প, বৃশ্চিক বা কাঁচ ভক্ষণ, শরীরে সূঁচ বিদ্ধকরণ এবং চক্ষে শলাকা প্রবিষ্টকরণ, এই সব প্রদর্শনী আংশিক চাতুর্য এবং আংশিক তন্ময় অবস্থার কারণেই সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতীত বহু দরবেশ যে আলোক-দৃষ্টি, আলোক-শ্রবণ এবং নিজ দেহ ভরশূন্যকরণ ইত্যাদি ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, সেইগুলির প্রতি অদ্যাবধি যথোপযুক্ত মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। এবংবিধ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ মনোনীত দরবেশগণের (ওয়ালী) মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং তাহা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে কৃত কারামাত হিসাবে উহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়। সংঘগুলির অল্প সংখ্যক খান্ক'াহ অবস্থানকারী পূর্ণ সভ্য ব্যতীত আরও বহু সাধারণ সভ্য থাকে; তাহারা সংসারে বাস করে তবে তাহাদের একমাত্র কর্তব্য প্রত্যহ কয়েকবার যি'ক্র করা আর সময় সময় খান্-ক'া-য় যি'ক্র-এর জন্য সমবেত হওয়া। পূর্ণ সভ্যগণ খান্ক'ায় (রিবাত', যাবি'য়াঃ, তাকিয়া বা তাক্য়া) বাস করে অথবা ভিক্ষুক-সন্ন্যাসীর ন্যায় (ক'ালানদারী বেক্তাশী দলের সহিত সম্পৃক্ত; তাঁহারা অনবরত ঘুরিয়া বেড়ান) ঘুরিয়া বেড়ান। এমন এক যুগ ছিল যখন দরবেশগণের সংখ্যা বর্তমান যুগের চাইতে অনেক বেশী ছিল। মামলূক বাদশাহদের আমলে, বিশেষভাবে মিসর দেশে খান্-ক'ার সংখ্যা ছিল প্রচুর এবং সে সবের জন্য প্রভূত সম্পত্তি বরাদ্দ ছিল। তখন তাঁহাদের মর্যাদা এখনকার চাইতে অধিক ছিল। বর্ত-মান যুগে শারী'আতপন্থী আইনবেত্তাগণ এবং ধর্মতত্ত্ববিদগণ ('উলামা') উভয়েই তাঁহাদের প্রতি কিছুটা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। এখন সংঘগুলির অধিকাংশ সভ্য আসে সমাজের নিম্নস্তর হইতে এবং তাহাদের নিকট খান্ক'াহ্গুলি আংশিক ধর্মশালা এবং আংশিক ক্লাব বলিয়া বিবেচিত হয়। খান্ক'াহের সহিত তাহাদের সম্পর্ক মসজিদের চাইতে অধি-কতর ব্যক্তিগত, ফলে অধুনা সরকার খান্ক'াহ্গুলির কিছুটা পরোক্ষ শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। মিসরে এই ক্ষমতা শায়খ আল-বাক্রী প্রয়োগ করেন; তিনি সমস্ত দরবেশ সংঘের প্রধান (দ্র. কিতাব বায়তু'স'-সি'দ্দীক', পৃ. ২৭৯)। অন্যত্র প্রতিটি শহরে অনুরূপ প্রধান আছেন। কেবলমাত্র সানুসীগন (দ্র.) আরব এবং উত্তর আফ্রীকার মরু অঞ্চলের গভীরে চলিয়া গিয়া প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্যদের অনধিগম্য রাখিয়াছেন এবং তাঁহারা নিজেরা এইরূপ নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রহিয়াছেন। অন্য সংঘগুলি অপেক্ষা তাঁহাদের সংঘগুলির সভ্যগণ অধিকতর সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন। সাধারণভাবে ইসলামে ধর্মীয় মর্যাদায় নারী পুরুষের সমকক্ষ বিধায় বহু নারী দরবেশও আছেন। শায়খ তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন এবং সচরাচর তাঁহারা নিজেরা একত্রে যি'ক্র করেন। ইসলামে মধ্যযুগে নারী দরবেশগণ নির্জন বাস করিতেন, ফলে নারীপ্রধান দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এবং খান্ক'াহ্ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে ঐগুলি তৃতীয় শ্রেণীর সংঘ বা প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য। সংঘগুলির পূর্ণ তালিকার জন্য ত'ারীক'াঃ প্রবন্ধ দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী : এই বিষয়ে গ্রন্থপঞ্জী অনেক বড়। নিম্নের গ্রন্থপঞ্জীটিতে শুধু বাছাই করা কিছু গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে : (১) Depont et Coppolani, Les confreries religieuses musulmanes (Algiers 1897); (২) A. le chaetlier, Les confreies musulmanos du Hedjaz (Paris 1887); (৩) Goldziher, Vorlesungen, p. 168 প., 195 প.; (৪) Lane, Modern Egyptians, Chapt. x., xx., xxiv., xxv; (৫) J. P. Browne, The Derwishes, or Oriental spiritualism (London 1868); (৬) Hughes, Dictionary of Islam, দ্র. Faqir; (৭) D'Ohsson, Tableau general de l'Empire Othoman, ii. (Paris 1790); (৮) Sir Charles N. E. Eliot, Turkey in Europe (London 1900); (৯) E. G. Browne, A Year among the Persians (London 1893); (১০) T. H. Weir, Shaikhs of Morocco (Edinburgh 1904); (১১) B. Meakin, The Moors (London 1902), Chap. xix.; (১২) H. Vambery, Travels in Central Asia (London 1864) and all Vambery's books of travel and history; (১৩) W. H. T. Gardner, The "Way" of a Muhammadan Mystic (in Moslem World for April 1912 প.); (১৪) Macdonald's article Dervish in Encyclopaedia Britannica, XIth ed. but to correct by above; (১৫) ঐ, Religious Attitude and life in Islam (Chicago 1909) and Aspects of Islam (New York 1911), both by index.

D. B. Macdonald (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

দাজ্জাল (الدجال : আদ-দাজ্জাল) অথবা আল-মাসীহ'দ-দাজ্জালকে আল্-কায্য'যা'ব (বুখারী, ফিতান, বাব ২৬) এবং মাসীহ'দ'-দ'লালাঃও (ত'য়ালিসী, সংখ্যা ২৫৩২) বলা হইয়াছে। দাজ্জাল শব্দটি কু'রআানে ব্যবহৃত হয় নাই। হ'দীছে' উহার উল্লেখ রহিয়াছে। 'আরবী ভাষায় دجل ক্রিয়া পদের অর্থ প্রতারণা করা। দাজ্জাল উহার আতিশয্যজ্ঞাপক বিশেষণরূপ, অর্থ মহা-প্রতারক, মহা-প্রবঞ্চক।

হযরত মুহ'ম্মাদ (স') দাজ্জাল সম্বন্ধে নিম্নরূপ বিবরণ দিয়াছেন :

(ক) দাজ্জালের দেহ স্থূল, বর্ণ লোহিত, কেশ কুঞ্চিত ও দক্ষিণ চক্ষু কানা হইবে। তাহার কানা চোখটি একটি ভাসমান আঙ্গুরের ন্যায় দেখাইবে (বুখারী, পাক-ভারতীয় ছাপা, পৃ. 8৩০, 8৭০, 8৮৯, ৬৩২, ৯১২, ১০৫৫ ও ১১০১)। তাহার কপালে কাফির (অবিশ্বাসী) লিখিত থাকিবে এবং কেবলমাত্র মু'মিনই তাহা দেখিতে পাইবে (ঐ, পৃ. ১০৫৬, ১১০১)।

(খ) দাজ্জাল খুরাসান হইতে বাহির হইবে (ইব্ন মাজাঃ পাক-ভারতীয় ছাপা, পৃ. ৩০৫ ; ইব্ন হ'ম্বাল, ১খ, 8, ৭)। তাহার অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্বে তিন বৎসর অজন্মাজনিত ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইবে (ইব্ন হ'ম্বাল ৬খ, ১২৫, 8৫৩)। দাজ্জালের কোন সন্তান-সন্ততি হইবে না (মুসলিম, পাক-ভারতীয় ছাপা, ২খ, ৩৯৩)। তাহার অনুসারী হইবে য়াহূদীগণ (মুসলিম, ফিতান) ও মুনাফিক'গণ (ইব্ন হ'ম্বাল, ৩খ, ২৩৮)।

(গ) এই প্রতারক বলিতে থাকিবে, "আমি তোমাদের রাব্ব।" দাজ্জাল যখন বাহির হইবে তখন তাহার সহিত আগুন ও পানি উভয়ই থাকিবে। লোকে যাহা বাহ্যত আগুন দেখিবে তাহা প্রকৃতপক্ষে শীতল পানি এবং যাহা বাহ্যত পানি দেখিবে তাহা প্রকৃতপক্ষে জ্বলন্ত আগুন হইবে (বুখারী, ঐ, পৃ. 8৯০, ১০৫৬)। কোন মুসলিম তাহাকে রাব্ব বলিয়া অস্বীকার করিলে তাহাকে সে তাহার আগুনে নিক্ষেপ করিবে, কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে মহা-শান্তি লাভ করিবে। আর যে ব্যক্তি তাহাকে রাব্ব বলিয়া স্বীকার করিবে তাহাকে সে তাহার পানির মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সে জ্বলন্ত আগুনে পুড়িতে থাকিবে। দাজ্জালকে আল্লাহ্ তা'আলা এই ক্ষমতা দিবেন যে, সে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তাহাকে একবার মাত্র পুনর্জীবিত করিতে পারিবে। পুনর্জীবিত হইবার পর তাহাকে দাজ্জাল দ্বিতীয়বার হত্যা করিতে সক্ষম হইবে না (বুখারী, ঐ, পৃ. ১০৫৬)। দাজ্জাল মক্কা ও মদীনা ছাড়া পৃথিবীর সকল নগরে প্রবেশ করিবে। সে মদীনায় প্রবেশ করিবার জন্য মদীনার নিকটবর্তী প্রস্তরময় ভূখণ্ডে অবতরণ করিবে। মদীনায় ঐ সময় সাতটি প্রবেশদ্বার থাকিবে ; কিন্তু দাজ্জাল তাহার কোন দ্বার দিয়াই প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইবে (বুখারী, ঐ, পৃ. ২৫২-২৫৩, ১০৫৬)। দাজ্জাল 8০ বৎসর বা 8০ দিন ক্ষমতাসীন থাকিবে। তারপর মারয়াম পুত্র 'ঈসা ('আ) প্যালেস্টাইনে অবতরণ করিয়া দাজ্জালকে হত্যা করিবেন (মুসলিম, ২খ, 8০১)।

দাজ্জাল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য মুসলিম ২য় খণ্ড, ৩৯৯-৩০৪ পৃ. দ্র.। হযরত (স') একদা দাজ্জালের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন "প্রত্যেক নবী তাঁহার ক'ওমকে দাজ্জাল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। নূহ' ('আ)-ও তাঁহার ক'ওমকে এ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া যান। কিন্তু দাজ্জাল সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে এমন এমন একটি কথা বলিব যাহা কোন নবী তাঁহার ক'ওমকে বলিয়া যান নাই। তাহা এই যে, দাজ্জালের দক্ষিণ চক্ষু কানা হইবে ; আর ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ কানা নন। কাজেই তাহার রাব্ব হওয়ার দাবী স্পষ্ট মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না' (বুখারী, পাক-ভারতীয় ছাপা, পৃ. 8৩০, 8৭০, ৬৩২, ৯১২, ১০৫৫, ১১০১)।

M. Bousset দেখাইয়াছেন যে, প্রাথমিক যুগের খৃস্টানদের সাহিত্যে যীশুখৃস্ট বিরোধী যে ব্যক্তির অবতারণা করা হয় তাহার বিবরণ নিম্নরূপ :

(ক) সে হইতেছে দাজ্জাল শায়ত'ান ; আল্লাহ্র চিরশত্রু, (খ) সে ধর্মবিরোধী একজন রাজা হইবে, (গ) য়াহূদীগণ তাহার অনুসারী হইবে। সে তাহার অনুসারীদিগকে যীশুখৃস্টের অনুসারীদের বিরুদ্ধে সমবেত করিবে। (ঘ) সে 'দান' গোত্রের স্বেচ্ছাচারী রাজা হইবে। জেরুযালেমে সে নিজ রাজ্য স্থাপন করিবে এবং সেখানেই সে সৈন্যসামন্তসহ যীশুখৃস্টের হাতে নিহত হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Wensinck, Handbook, দ্র. Dajjal ; (২) Tabari, Persian Synopsis, ed. Zotenberg, i., 67 প. ; (৩) D. A. Attema, De Mohammedaansche opvattingen omtrent het tijdstip van den jongsten dag, Amsterdam, 1942.

A. J. Wensinck & B. Carra de Vaux (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

দা'ঈ (داعى) শব্দের আভিধানিক অর্থ (লোককে) আহ্বানকারী (ভাল কাজের জন্য অথবা ধর্মের দিকে) ; ইহা দা'আ ক্রিয়াপদ হইতে নামবাচক কর্তৃপদ ; কু'রআান শরীফে বিভিন্ন স্থানে এতদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। গুপ্ত প্রচারণা-কার্যে নিয়োজিত (বিশেষ করিয়া উমাইয়া খিলাফতের শেষ বৎসরগুলিতে 'আব্বাসীয় প্রচার-কার্যে নিয়োজিত) কতিপয় শী'আ সম্প্রদায়ে এবং ইসমা'ঈলী ক'রমাতি'য়া ও পরবর্তীকালে দুরায সম্প্রদায়ে দা'ঈ শব্দটি একটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের প্রচারক-গণকে, বিশেষত দূরাঞ্চলের প্রচার সংগঠকগণকে দা'ঈ আখ্যা প্রদান করা হইত। মাগ'রিব্ প্রদেশে ফাতি'মীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা আবু 'আব্দিল্লাহ্ এইরূপ একজন সংগঠক ছিলেন। ফাতি'মীয় বংশের খিলাফতের সময় প্রচার সংস্থা রাষ্ট্রের প্রধান বিভাগে পরিগণিত হইয়াছিল। উহার পুরোধা ছিলেন প্রধান দা'ঈ (দা'ঈ'দ-দু'আত), পদমর্যাদায় তিনি ছিলেন উযীর এবং প্রধান কাযীর অব্যবহিত পরে। পরে তাঁহার এবং প্রধান কাযীর কার্য প্রায়শ একত্র করা হইয়াছিল। দুরাযগণের শাসন-ব্যবস্থায় দা'ঈ ছিলেন নীচু মর্যাদার মন্ত্রিগণের প্রধান কর্মকর্তা।

B. Carra de Vaux (S. E. I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

দাউদ (داؤد) ইংরেজী বাইবেল গ্রন্থে তাঁহার নাম David (ডেভিড)। কু'রআান শরীফে একাধিক আয়াতে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। তিনি আল্লাহ্র খলীফা (সূরাঃ ৩৮ : ২৬), বাদশাহ-নবী দাউদ ('আ) সম্বন্ধে ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে কু'রআান শরীফের বিভিন্ন আয়াতে অন্যান্য নবীর প্রসঙ্গে বর্ণিত প্রচলিত ঘটনাসমূহের ন্যায় এই ঘটনাও বহন করিতেছে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম প্রভাবের নিদর্শন।

দাউদ ('আ) জালূতকে হত্যা করিয়াছিলেন (সূরাঃ ২ : ২৫১)

এবং তিনি পাইয়াছিলেন আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অনেকগুলি ওয়াহ্‌'য়ি। এই ওয়াহ্‌'য়ি সমন্বয়ে সংগঠিত হইয়াছিল একখানি মহাগ্রন্থ। এই মহাগ্রন্থই চারিখানি মহাগ্রন্থের অন্যতম যাবূর। দাঊদ ('আ) ছিলেন সুলায়মান ('আ)-এর ন্যায় বিজ্ঞ (সূরাঃ ২ঃ২৫১; ৩৭ঃ১৫)। কতকগুলি ভেড়া একদিন কোন ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট করিলে তাঁহারা দুইজনে সমবেতভাবে সেই ঘটনার যে বিচার করিয়াছিলেন তাহা সর্বজনবিদিত (সূরাঃ ২১ঃ৭৮ ও তৎপরবর্তী)। ভাষ্যকারগণ বলিয়াছেন, যদিও সুলায়মান ('আ)-এর বয়স তখন একাদশ বৎসর মাত্র, তথাপি সেই বয়সেই তিনি পিতার রায় সংশোধন করিয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। অন্য আর একটি ঘটনায় দুইজন অভিযোগকারী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহারা আসিয়াছিলেন দাঊদ ('আ)-এর কাছে তাঁহার বিচার প্রার্থনার ছলে এবং তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া তাঁহার অন্দরমহলের ব্যক্তিগত 'ইবাদাতখানা-য় অতর্কিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন (৩৮ঃ২১-২৬)। হযরত দাঊদ ('আ) মনে করিলেন যে, তাঁহার কোন ত্রুটির জন্যই আল্লাহ্‌ তাঁহাকে এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে ফেলিয়াছেন; এইজন্য তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা-প্রার্থী হইয়াছিলেন (সূরাঃ ৩৮ঃ২৪)। হযরত দাঊদ ('আ) লৌহ-নির্মিত বর্মের প্রচলন করেন; লৌহ তাঁহার হাতে নমনীয় হইয়া যাইত (সূরাঃ ১২ঃ৮০, ৩৪ঃ১০-১১)। তিনি অতিশয় সুস্বরে যাবূর পাঠে সক্ষম ছিলেন। পাহাড়-পর্বত এবং পক্ষীকুলকে আল্লাহ্‌ তাঁহার প্রভাবাধীন করিয়া দিয়াছিলেন (২১ঃ৭৯; ৩৪ঃ১০; ৩৮ঃ১৮), আয়াতগুলির আক্ষরিক অর্থ ছিল স্পষ্টত এইরূপ, 'যখন দাঊদ ('আ) যাবূর পাঠ করিতেন তখন পাহাড়-পর্বত এবং মাঠের পশুপক্ষী তাঁহার সঙ্গে শামিল হইত।' আয়াত ৫ঃ৭৮ পাঠ করিলে জানা যায় যে, দাঊদ ('আ) বানী ইসরাঈলের বিদ্রোহী দলকে তাহাদের অপকর্মের জন্য অভিশাপ দিয়াছিলেন।

দাঊদ ('আ) সম্পর্কে উল্লিখিত ঘটনা বিবরণী ভাষ্যকারগণের হাতে বহুল পরিমাণে পরিবর্ধিত হইয়াছে। ঐ বিবরণীগুলি মূলত বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাবলীর সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই মিলিয়া যায়। ত'াবারীতে নিম্নোক্ত ঘটনাবলী প্রধান আলোচ্য বিষয়ঃ 'আদ ও ছ'ামূদ বংশোদ্ভূত জালূত ত'ালূতকে আক্রমণ করিলে দাঊদ ('আ) জালূতকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া নিহত করেন। তিনি ত'ালূতের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন এবং তাঁহার রাজত্বের অংশী হন। তাওরাতে দাঊদ ('আ)-এর চরিত্র সম্পর্কে (উরিয়ার স্ত্রী বাথসেবা সংক্রান্ত) কটাক্ষ রহিয়াছে, কিন্তু কু'রআান মাজীদের বর্ণনায় তিনি পূত-চরিত্র ও ধর্মনিষ্ঠ নেতা ছিলেন।

কু'রআানের বর্ণনায় দাঊদ ('আ) একাধারে রাজা ও নবী ছিলেন। বাইবেলে (দ্র. Samuel, Bk I & II) তিনি ছিলেন রাজা। অবাধ্যতার দরুন God of Israel রাজা ত'ালূত হইতে তাঁহার অনুগ্রহ প্রত্যাহার এবং দাঊদের প্রতি তাহা অর্পণ করেন এবং নবী স্যামুয়েলের মাধ্যমে ত'ালূতের অগোচরে দাঊদ ('আ)-কে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরাঈলীদের রাজারূপে অভিষিক্ত (annoint) করেন। তখন হইতে রাজা ত'ালূত অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতে থাকেন God তাঁহাকে একটি দুষ্টযোনীর (evil spirit) প্রভাবাধীন করিয়া দেন যাহাতে তিনি উহার প্রভাবে মাঝে মাঝে অসুস্থ এবং অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িতেন। বাঁশী (harp) বাজাইয়া সেই ভূতের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্বে দাঊদ ('আ) ত'ালূতের সেবকরূপে নিয়োজিত হন (Samuel, Bk. I, Ch. 16 : 21-23)। Philistine-দের বিরাট বপু বীর জালূত (Goliath)-এর কপালে গুলতির সাহায্যে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিবার কৃতিত্বে দাঊদ ('আ) ত'ালূতের একজন সেনাপতির পদে উন্নীত হন। ক্রমাগত কয়েকটি অভিযানে জয়যুক্ত হইয়া জনপ্রিয়তায় দাঊদ প্রভু ত'ালূতকে ছাড়াইয়া যান। ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া ত'ালূত দাঊদের জীবন নাশের বহু নিষ্ফল প্রচেষ্টার পর মৃত্যু বরণ করেন। দাঊদ ('আ) তখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং বিশাল সাম্রাজ্য ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হন।

কু'রআানে বর্ণিত দাঊদ ('আ) ছিলেন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, আল্লাহ্‌ভক্ত সাধক, লৌহবর্ম নির্মাণের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনকারী স্বনির্ভর নবী। পাহাড়, তরুলতা, পশুপক্ষীও উপাসনায় তাঁহার সহিত যোগদান করিত। অন্যপক্ষে বাইবেলে David জেরুযালেমের রাজপ্রাসাদে বহু স্ত্রী এবং অসংখ্য উপপত্নী পরিবেষ্টিত জীবন উপভোগ করিতেন। Bathsheba নাম্নী এক সুন্দরী রমণীর সহিত তাঁহার অবৈধ সম্পর্ক ঘটে (Samuel, Bk. II, Ch. 11., 1-4) এবং তাহাকে নিরংকুশভাবে লাভ করিবার জন্য তিনি এই রমণীর স্বামীকে অসম সমরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণনাশের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে God ক্রুদ্ধ হন।

উল্লেখ্য, বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী অবৈধভাবে গৃহীত স্ত্রী বাথশেবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন রাজা Solomon।

দাঊদ ('আ) জেরুযালেমে যে মিহ'রাব নির্মাণ করিয়াছিলেন মাস্'ঊদী সে সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই ঐতিহাসিকের সম-কালেও উহা বিরাজমান ছিল। তিনি বলিয়াছেনঃ সেই নগরীতে ঐটিই ছিল সর্বোচ্চ ইমারত। উহাতে আরোহণ করিলে মরুসাগর এবং জর্দান নদী দেখা যাইত। এই অনুপম প্রাসাদ ছিল দাঊদ ('আ)-এর ইমারত বা দুর্গ। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত খৃষ্টানদের ন্যায় মুসলমানগণও বেথেলহামে দাঊদ ('আ)-এর সমাধি আছে বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার সমাধিস্থল সম্বন্ধে অন্যান্য ঐতিহাসিক বিবরণীও তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় জেরুযালেমের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণস্থ পাহাড়ে যে সমাধি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল উহাকে দাঊদ ('আ)-এর সমাধি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। নবম শতাব্দীতে মুসলমানগণ ঐ স্থান দখল করেন। আজ পর্যন্ত তাঁহারা উহা পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য করেন। (তু. আল-মাশ্‌রিক', ১২ খ, ৮৯৮—৯০২; Kahle, in Palastina-Jahrbuch, VI. 74 and 86)।

কুর্দিস্তানে দাঊদ ('আ)-এর অনুগামী এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এখনও বসবাস করিতেছে। বাগদাদের উত্তরে মান্দালায় খানিক'ীন-এর সন্নিকটে পার্বত্য জিলা কিরনিদে তাহারা বাস করে। তাহাদের মতে দাঊদ ('আ) সকল নবী হইতে শ্রেষ্ঠ (তু. le Pere Anastase, La Secte des Davidiens, in Mashriq, 1903, No. 2, P. 60-67)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ কু'রআান এবং নবীকাহিনীর গ্রন্থসমূহ ছাড়াও, (১) মাস্'ঊদী, মুরূজ ১খ, ১০৬—১১২; (২) আল-হুজব'ীরী, কাশ্‌ফু'ল-মাহ'জূব, Transl. Nicholson (GMS 1911) p. 197, 402 প.; (৩) আল-কিসা'ঈ, কি'সা'সু'ল-আম্বিয়া (ed. Eisenberg) পৃ. ২৫০ প.; (৪) ছা'লাবী, কি'সা'সু'ল-আম্বিয়া, (কায়রো ১৩২৫ হি.), পৃ. ১৭০—১৮০; (৫) Weil, Biblische Legenden der Muselmanner; (৬) Grunbaum, Neue Beitrage zur

semitischen Sagenkunde, p. 189 প.; (৭) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 109 প.।

দাউদ ইব্‌ন খালাফ (দ্র. আজ-জ'াহিরীয়াঃ)।

B. Carra de Vause (S. E. I.)/মুহাম্মদ আব্দুর রহীম

দা'ওয়া (دعوى : দা'ওয়া) দাবী বা অভিযোগ, পারিভাষিক অর্থে দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিধানের আওতায় দাবী আদায় অথবা অধিকার হরণের জন্য আইনগত শাস্তির দাবী উত্থাপন। মুসলিম আইন অনুসারে ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে যে কোন মোকদ্দমা আংশিকভাবে অদ্যাবধি ব্যক্তিঅনুগ ব্যাপার, কারণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী (কিন্তু কোন কর্তৃপক্ষ নয়) ইচ্ছা করিলে অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পারে অথবা তাহার শাস্তিবিধান প্রার্থনা করিতে পারে। আইনের বিচারে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার (হ'াক্'ক' আদামী) এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য (হ'াক্'কুল্লাহ) এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। উদাহরণত মানুষ ন্যায়বিচার চাহিয়া দাবী করিতে পারে নরহত্যার ক্ষতিপূরণ (দিয়াত), কোন বিক্রিত দ্রব্যের মূল্য বা চোর কর্তৃক হৃত বস্তুর প্রত্যর্পণ। অপর পক্ষে কোন মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় নাই অথচ শুধু আল্লাহ্‌র হুকুম লংঘিত হইয়াছে, এরূপ ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি বিধান আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য বলিয়া গণ্য। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে কোন মুসলিম পাপকার্য সম্পাদনকারীকে বিচারক্ষম ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বিচারকের রায় (তা'যীর) তাহার উপর প্রয়োগ করিতে সহায়তা করার অধিকার রাখে। এই ধরনের অভিযোগকে 'দা'ওয়া'ল-হি'সবাঃ' বলে; আর মুহ'তাসিব কর্মচারী হাট-বাজারে বাণিজ্যিক কাজ-কারবার পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনবোধে সরকারী উকিলের কার্যও করেন। আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্যকারীকে শাস্তির জন্য বিচারালয়ে সোপর্দ করার এই অধিকার হইতে উক্ত পদ উদ্ভূত হইয়াছে। দা'ওয়া'ল-হি'সবাঃ হা'দ্দ শাস্তির উপযুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে কোন কারণে কোন ব্যক্তি সন্দেহভাজন হইলে, বিচারক স্বয়ং উক্ত ঘটনা তদন্ত করিবেন এবং অপরাধীর অপরাধ আইনত ও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইলে তাহাকে আইনের সঠিক নির্দেশমত শাস্তি প্রয়োগের আদেশ দিবেন। কিন্তু যদি অন্যভাবে এইরূপ অপরাধ-প্রবণতা বন্ধের ব্যবস্থা করা যায় তবে যতদূর সম্ভব অপরাধীকে শাস্তি হইতে অব্যাহতি দান পুণ্যের কাজ।

কোন ব্যক্তির নিজস্ব অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে অভিযোগ আনয়ন করা হইলে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। অভিযোগকারী (আল-মুদ্দা'ঈ) তাহার অভিযোগ যথারীতি উপস্থাপিত করিয়া বুঝাইয়া দিবার পর বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাব শ্রবণ করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ আসামী অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে আর কোন প্রমাণ দরকার হয় না। পক্ষান্তরে অপরাধী অভিযোগের প্রতিবাদ করিলে সাধারণত অভিযোগকারী তাহার উক্তির সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত না করা পর্যন্ত বিচারক রায় দানে বিরত থাকেন। বিচারক স্বয়ং মোকদ্দমার তথ্যাদি অবগত থাকিলে তিনি বিশেষ অবস্থায় কোন পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে আপন অবগতির কারণে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে পারেন, কিন্তু পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ যথাবিধি বৈধ অথচ তাঁহার জ্ঞাত তথ্যের বিপরীত হইলে তিনি কিছুতেই রায় দান করিতে পারেন না। মোকদ্দমার গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য হইতেছে স্বাধীন বয়স্ক মুসলিম কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য; এই প্রকার সাক্ষ্যদাতাকে 'আদ্‌ল বলা হয়। লিখিত দলীল নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যদাতা কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে আইনত বৈধ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না।

অভিযোগকারী প্রমাণ দিতে না পারিলে এবং আসামী হলফ করিয়া অপরাধ অস্বীকার করিলে উক্ত মোকদ্দমা বাতিল হইবে। আসামী হলফ করিতে অস্বীকার করিলে ফরিয়াদী হলফ করিয়া অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে ফরিয়াদী সত্যবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কোন অভিযোগ যদি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে অভিযোগকারী অনেকদিন পর্যন্ত অবহেলা করিয়া ন্যায্য দাবী পেশ না করিয়া থাকে, তবে বিচারক উক্ত অভিযোগ বাতিল করিবেন, কারণ এমতাবস্থায় বুঝা যায় যে, দাবী ভিত্তিহীন। এইরূপ ক্ষেত্রে সময়ের সীমারেখা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা হয় নাই। কোন কোন ফাক'ীহ-এর মতে ইহা পনর বৎসর আর কাহারও কাহার ও মতে ত্রিশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব।

গ্রন্থপঞ্জী : হা'দীছ' সংকলন গ্রন্থ, ফিক'হ গ্রন্থ এবং Juynboll-এর Handbuch des islamischen, Gesetzes-এর বিচার অধ্যায় ছাড়াও; (১) Sachau, Muhamm. Recht nach Schafiit. Lehre, p. 683 প.; (২) C. Snouck Hurgronje, in ZDMG. liii (1899), 163—166 and in TBGKW, xxxix. (1897), 431—457 (=Verspreide Geschriften, ii. 410—413 and 327—348); (৩) Bergstrasser, Grundzuge des islamischen Rechts (Berlin-Leipzig 1935), p. 108 প.; (৪) J. Wellhausen, Reste arab. Heidentums (2nd ed.), p. 186—195.

Th. W. Juynball (S. E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

দাব্বাতু'ল-আর্দ (دابة الارض) কু'রআন মাজীদে ২৭ : ৮২ আয়াতে আছে :

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْاَرْضِ

تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ٥

"যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদের নিকট আসিবে তখন আমি মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে নির্গত করিব এক জীব যাহা মানুষের সহিত কথা বলিবে, বস্তুত তাহারা আমার নিদর্শনে ছিল অবিশ্বাসী।"

হা'দীছে' এ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের পূর্বে মক্কার সা'ফা পর্বত বিদীর্ণ হইবে এবং ইহা হইতে গুরুবারে ৬০ গজ দীর্ঘ একটি প্রাণী (دابة) বহির্গত হইবে। উহার সহিত সুলায়মান ('আ)-এর সীল ও মূসা ('আ)-এর যষ্টি থাকিবে। সেই যষ্টি দ্বারা মু'মিনদিগকে আঘাত করিলে তাহাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে এবং সকলেই তাহাদিগকে মু'মিন বলিয়া চিনিতে পারিবে। সে ঐ সীল দ্বারা কাফিরদের নাকের উপর 'কাফির' শব্দ সীলমোহর করিয়া দিবে, ফলে তাহাকে সকলেই কাফির বলিয়া চিনিতে পারিবে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কু'রআন, ২৭ : ৮২, আয়াত সংক্রান্ত ব্যাখ্যা তাফসীর গ্রন্থসমূহে; (২) তিরমিয'ী, দিল্লী, ২খ, ১৫০; (৩) ঐ, হা'শিয়ার মাজ্‌মা'উল-বিহ'ার-এর উদ্ধৃতি।

আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

দারুক'াওয়া : (دراقوه) দারুক'াব'ী শব্দের বহুবচন।

একটি সূ'ফী ত'রীক'ার সভ্যগণকে সমষ্টিগতভাবে দারক'াব'ী বলে। মূলায় আল্-'আরাবী আল-দারক'াব'ীর অনুগামিগণ দ্বারা এই সংস্থা গঠিত। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলে, বিশেষত মরক্কো এবং আল-জিরিয়াতে উহাদের প্রভাব বিস্তৃত। এক একজন সদস্যকে দারক'াব'ী বলা হয় এবং উহার বহুবচন দারক'াওয়াঃ। তাঁহাদিগকে শাযি'লিয়্যাঃ দারক'াওয়াঃ-ও বলা হয়। তাহাদের সংঘ প্রাচীনতম শাযি'লিয়্যাঃ ত'রীক'ার একটি শাখা। মাগ'রিবী সূ'ফী আবু'ল-হ'াসান 'আলী আশ-শাযি'লী উক্ত সংঘ স্থাপন করেন।

দারক'াওয়ার উৎপত্তি ঃ ইদ্রীসিয় শারীফ, 'আলী ইব্ন 'আব্দি'র-রাহ্'মান আল-জামাল নামীয় এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম দারক'াওয়াঃ মতবাদ প্রচার করেন। তিনি ফাস (Fas) নামক স্থানে আবু 'আব্দিল্লাহ জাস্সূস-এর নির্দেশনাধীন সূ'ফীতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। শাযি'লী মতবাদের শিক্ষক আবু'ল-মাহ'ামিদ সিদি আল-'আরবী ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ মা'আন্ আল-আন্দালুসী-র সঙ্গে তিনি পরবর্তীকালে যোগদান করেন। মাহ'ামিদ সিদির মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ফাসের অন্তর্গত হুমাতু'র-রামীলাঃ নামক স্থানে একটি যাবি'য়াঃ বা খানক'াহ নির্মাণ করেন। তিনি একশত পাঁচ বৎসর বয়সে ১১৯৩/১৭৭৯ সালে, ভিন্নমতে ১১৯৪/১৭৮০ সালে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার বহু শিষ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে তাঁহারা উত্তরাধিকারী মূলায় আল-'আরবী আদ-দির্ক'াব'ী (যাঁহার নামানুসারে সংঘের নাম রাখা হইয়াছে) ছিলেন সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন। শেষোক্ত আবূ হ'ামিদ মূলায় আল-'আরবী ইব্ন আহ্'মাদ ইব্নু'ল-হ'সায়ন ইব্ন মুহ'ম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন আহ'মাদ একজন ইদ্রীসী 'শারীফ' ছিলেন। তিনি দির্ক'াব'ী শারীফদের ঐ শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁহারা মরক্কোর যারওয়াল গোত্রের মধ্যে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই শারীফগণকে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ য়ূসুফ ইব্ন য'ান্নূন-এর উপনাম আবূ দারক'া (অর্থাৎ চর্ম-ঢালবাহী) অনুসারে দার্ক'াব'ী বলা হইত। ১১৫০/১৭৩৭ সালের পর মূলায় আল-'আরবী জন্মগ্রহণ করেন এবং বানূ যার-ওয়াল গোত্রের মধ্যে তাঁহার বুবারীহ' যাবি'য়াতে ১২৩৯/১৮২৩ সালে ইন্তিকাল করেন। মূলায় আল-'আরবীর শায়খ 'আলী ইব্ন 'আব্দি'র-রাহ'মান আল-জামাল শিক্ষা দিয়াছেন যে, পার্থিব সম্পদ পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং মূল সূ'ফীবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, বিশেষভাবে শাযি'লী মতবাদ অবলম্বন করিতে হইবে। মূলায় আল-'আরবী আদ-দারক'াব'ী তাঁহার গুরুর ন্যায় কড়া ছিলেন এবং সুধীজনের নিয়ম-পদ্ধতি মানিয়া চলিতেন। একদিন ফেয (Fez) নগরীর রাস্তায় এক দোকানের সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁহার সহিত ধন্যাধন্য সূ'ফী সিদি আল-'আরবী আল-বাক্'ক'াল-এর সাক্ষাৎকার ঘটে। তখন সিদি আল-বাক্'ক'াল আধ্যাত্মিক ভাবাবেগে উত্তেজিত ছিলেন; তাঁহার চতুর্দিকে লোকজন সমবেত হইয়াছিল এবং তিনি তাহাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছিলেন। মূলায় আল-'আরবী তখন তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই আলোকোদ্ভাসিত দরবেশ তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া হাত ধরিয়া আলিঙ্গন করতঃ তাঁহার মুখগহ্বরে জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া চুষিতে বলিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে পূর্ব-পশ্চিমের উপর পরিচালন ক্ষমতা অর্পণ করিলাম।" অতঃপর মূলায় আল-'আরবী চলিয়া গেলেন, কিন্তু কয়দিন পর উক্ত দরবেশ ইন্তিকাল করেন। পরবর্তীকালে এইরূপ দীক্ষা-পদ্ধতি কতিপয় দার্ক'াব'ীদল পুনঃবর্তন করেন (বিশেষত হাব্রীয়া দল)।

সংঘের পুরোধা হইয়া মূলায় আল-'আরবী সংঘকে দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, অনুগামীর সংখ্যা বর্ধিত করেন এবং লিখিত রাসা'ইল (চিঠি) মারফত চাল-চলনের নিয়ম-ক'ানূন প্রবর্তন করেন। এই সব নিয়ম-ক'ানূনের ফলে উক্ত মতবাদের ঐক্য সুনিশ্চিত হয়। এই সংঘের খাওয়ান অর্থাৎ ভ্রাতৃবর্গ দারক'াওয়াঃ বলিয়া (দারক'াব'ীর অনুগামী) পরিচিত হইয়া উঠে এবং তাহাদের বিশেষ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। হযরত মূসা ('আ)-এর অনুকরণে তাহারা লাঠির উপর ভর করিয়া চলিত, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর স'াহ'াবী আবূ হুরায়রাঃ (রা)-এর অনুকরণে তাহারা কণ্ঠে কাঠের গুটির মালা পরিধান করিত, আবূ বাক্র (রা) এবং 'উমার (রা)-এর অনুকরণে লম্বা দাড়ি রাখিত এবং দক্ষিণ মরক্কোর কেহ কেহ জীর্ণ পোশাক পরিধান করিয়া সবুজ পাগড়ী ব্যবহার করিত। তাহাদের শায়খ নিম্নোক্ত নির্দেশাদিও প্রদান করেন ঃ নাচিয়া নাচিয়া আল্লাহ্র প্রশংসা কীর্তন করা, একা অথবা মরুভূমিতে স'ালাত আদায় করা, সাধারণ জুতা পরিয়া অথবা খালি পায়ে হাঁটা, ক্ষুধায় ধৈর্যধারণ করা, প্রায়ণ রোযা পালন দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন করা, ক্ষমতাসীনদের সাহচর্য পরিহার করা এবং কেবল ধর্মনিষ্ঠদের সান্নিধ্যে বাস করা। এই সব সাধনা কঠোর হইলেও বাস্তব দীক্ষা দান অতি সহজ। শায়খ মুরীদের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া কু'রআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতগুলি আবৃত্তি করেন (সূরা ১৬ ঃ ৯১) ঃ "আল্লাহ্র সহিত যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইতেছ উহা বিশ্বস্ততার সহিত প্রতিপালন কর; যে প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলে, উহা লঙ্ঘন করিও না, আল্লাহ্কে সাক্ষ্য মানিয়াছ এবং তিনি অবগত আছেন তোমরা যাহা কর।" শায়খ তখন তাহাকে প্রত্যহ সকালে-বিকালে ইস্তিগ্'ফার দু'আ' একশতবার করিয়া পড়িতে হুকুম করেন। ইস্তিগ'ফার দু'আ' এইরূপ ঃ "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই; তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন অংশীদার নাই; তাঁহারই জন্য সর্বক্ষমতা এবং প্রশংসা; তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী।" নব-দীক্ষিতকে নিম্নোক্ত দু'আ' একশতবার পড়িয়া স'ালাত সমাপ্ত করিতে হয়, "আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই।" ইহাই সংঘের নিয়মানুযায়ী যি'ক্র (দ্র.) এবং উহা অবশ্য প্রতিপালনীয়। দীক্ষান্তের পর উপস্থিত ভ্রাতৃবর্গ হ'াদ্'রা-তে একত্র হয়; হ'াদ্'রা হইতেছে নব দীক্ষিতের সম্মানার্থে পবিত্র সম্মিলন। উহাতে নাচ-গান করা হয়। কতিপয় প্রধান গোত্র দার্ক'াওয়াঃ সংঘের ধর্মীয় রীতি-নীতি গ্রহণ করে এবং তাহাদের প্রভাবে সংঘ কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। কোন কোন শাখা রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং প্রথমত তুর্কীদের এবং পরবর্তীকালে ফরাসীদের বিরোধিতা করে। সামান্য পরিবর্তন সহকারে ইহা মরক্কোতে কতিপয় ধর্মীয় দলের সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ দলসমূহের রীতিনীতিতে আরও কড়াকড়ি ছিল। এইরূপ দুইটি দল হইল কিত্তানিয়্যূন (সিদি মুহ'াম্মাদ আল-কিত্তানীর শিষ্যবৃন্দ, তিনি 'স'ালাওয়াতু'ল-আন্ফাস্' গ্রন্থের রচয়িতা) এবং হ'ার্রাকি'য়ূন (যাহারা ছিল প্রকৃতপক্ষে রাজদ্রোহী, সিদি মুহ'াম্মাদ আল-হ'ার্রাক'-এর শিষ্য। তিনি মূলায় আল-'আরবী [illegible] দার্ক'াব'ীর তৃতীয় স্থলাভিষিক্ত)। উক্ত দলগুলির প্রভাব-প্রতিপত্তি ফেয (Fez) এবং উহার পরিবেশের বাহিরে বিস্তার লাভ করে নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. Basset, Recherches sur les sources de la salouat al-Anfas (Algiers 1905), প. প., ; (২) আবূ হ'ামিদ মুহ'াম্মাদ আল-'আর্বী আল-[illegible], [illegible]

'আতু'ল-মাহ'াসিন (ফাস ১৩২৩), স্থা.; (৩) মুলায় আল-'আরবী দ'ারক'াব'ী, রাসাইল (ফেয ১৩১৮), স্থা.; (৪) আস-সালাব'ী, কিতাবু'ল-ইস্তিক'স'া' (কায়রো ১৩১২), ৪খ, ১৪০ প.; (৫) আল-কিত্তানী, স'ালাওয়াতু'ল-আন্ফাস (ফেয ১৩১৬). স্থা. বিশেষত ১খ, ১৭৬, ২৬৭, ৩৫৮; (৬) A. Cour, Establissement des dynastics des Cherifs (Paris 1904), p. 227 প.; (৭) Depont et Coppolani, Les Confreries Musulmanes (Algiers 1897), p. 503 প.; (৮) E. Doutte, L' Islam en 1900 (Algiers 1901) স্থা.; (৯) Feraud, Hist. de Gigelli (Constantine 1870), স্থা.; (১০) De Grammont, Hist. d'Alger (Paris 1887), p. 349 প.; (১১) Lacroix, Les Derkaoua d'Hier et d'Aujourd'hui (Algiers 1902); (১২) Montet, De l'Etat Present et de l' Avenir de l'Islam (Paris 1910), p. 96 প.; (১৩) ঐ, Les Confreries Religieuses de l'Islam Marocain, in RHR, 1902, vol. xlv., p. 16 প.; (১৪) Nehlil Notice sur la Zaouiya de Zegzel (Algiers 1910); (১৫) Rinn, Marabouts et khouan (Algiers 1884), p. 233 প.; (১৬) Rousseau, Chronique du Beylik d'Oran (Algiers 1354). স্থা.; (১৭) Delpech, Resume Historique sur le Soulevement des Derk'aoua de la Province d'Oran, in Revue Africaine, vol, xviii., p. 39 প.; (১৮) L. Voindt, Confreries et Zawiya au Maroc, in Bulletin de la soc. d. Geogr. d'Oran, fasc 204—206.

A. Cour (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

দারাযী [الدرزى (= الدرزى) درزى] দ্রূযদের (দ্র.) ধর্ম-প্রবর্তকগণের অন্যতম, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ নন; হ'াম্যাঃ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দারাযী নাম হইতেই এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। মুসলিম এবং খৃস্টান বহু ঐতিহাসিক তাঁহার সম্বন্ধে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; দ্রূযদের পুস্তকাদিতে তাঁহার নাম উল্লেখ আছে। দুঃখের বিষয়, বিভিন্ন সূত্রগুলি হইতে প্রাপ্ত বিবরণীসমূহের মধ্যে আদৌ মিল নাই।

ইহা নিশ্চিত মনে হয় যে, দারাযী একজন বাতি'নী ধর্ম-প্রচারক ছিলেন অর্থাৎ দা'ঈ (দ্র.) হিসাবে প্রচার শুরু করিয়াছিলেন। খৃস্টান ঐতিহাসিক John of Antioch এবং আল-মাকীন (প্রথমোক্ত জন তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন) বলিয়াছেন, তাঁহার নাম ছিল মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইস্মা'ঈল এবং তিনি পারসিক বংশোদ্ভূত। দ্রূযদের পুস্তকাদিতে তাঁহার নামের সঙ্গে তুর্কী ভাষার নেশ্তেগীন শব্দ রহিয়াছে। ঐসব পুস্তকে তাঁহার নামের উচ্চারণ দারাযী দেওয়া আছে।

৪০৮/১০১৭ সালে তিনি মিসর গমন করেন। ইহার পূর্ব বৎসর ৪০৭/১০১৬ সালে, তিনি হ'ামযা-কে ইমাম বলিয়া স্বীকার করেন। কারণ হ'াম্যা-র লিখিত চিঠিপত্রে পাওয়া যায় যে, দারাযীকে একত্ববাদী ধর্মমতে মা'মূ'ন (নীচু পদমর্যাদার ধর্ম-প্রচারক) 'আলী ইব্ন আহ'মাদ হ'াব্বাল দীক্ষা দান করেন।

কায়রো নগরীতে খলীফা আল-হ'াকিম বিআম্রিল্লাহ্-র দরবারে তিনি চাকুরী গ্রহণ করিয়া প্রথম দিকে খলীফার অনুগ্রহ লাভ করেন এবং হ'াম্যা-কে অপসারণ করিতে চেষ্টা করেন; ৪০৯/১০১৮ সাল পর্যন্ত বেশ কিছু লোক তাঁহার পক্ষভুক্ত হইলে (তাঁহার নামানুসারে আখ্যায়িত দারাযীগণ) হ'াম্যাঃ তাহাদিগকে উৎপীড়ন করেন; তাহাদের মধ্যে খ্যাতনামা ছিলেন বারদা'ঈল। অদ্যাবধি হ'াম্যাঃ কর্তৃক লিখিত বিবরণী বর্তমান আছে; উহাতে তিনি দারাযীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন। তিনি তাহাকে 'উদ্ধত শায়ত'ান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তিনি ইমাম বিরোধী অর্থাৎ তাঁহার বিরোধী; তিনি অভিযোগ করিয়াছেন, "তিনি ইমামের ছত্রছায়া হইতে সরিয়া গিয়া 'সায়ফু'ল-ঈমান' অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসের তরবারী উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন (৪০৯/১০১৮)।

দারাযী সর্বপ্রথমে খলীফা হ'াকিমের খোদাই প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করেন। তাঁহার মতানুসারে পৃথিবীর আদিকালে হযরত আদাম ('আ) ছিলেন সৃষ্টি-কারণের মূর্ত-প্রতীক এবং তাঁহার পরে তাঁহার বংশধর ফাতি'মী খলীফাগণের মধ্যে উহা সঞ্চারিত হয়। এই মতবাদ পরিস্ফুট করিয়া তিনি একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন; আসলে এই মতবাদ পূর্ববর্তী বাতি'নী পদ্ধতিরই বাস্তব প্রয়োগ। কায়রোর জামি' মাসজিদে তিনি তাঁহার গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া শুনাইলে হ'াকিম উহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই বটে, কিন্তু তাহা জনমনে ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার করে। কথিত আছে, তিনি মদ্যপান এবং নিষিদ্ধ বিবাহ বৈধ ঘোষণা করেন এবং পুনর্জন্মবাদ শিক্ষা দেন।

'আব্দু'ল-মাহ'াসিন বলিয়াছেন, দারাযী সম্বন্ধে যে লোক-নিন্দা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে তিনি সিরিয়ায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। সেখানে পর্বতবাসিগণের নিকট, বিশেষভাবে তায়মুল্লাহ্ উপত্যকা এবং বানিয়াস অঞ্চলে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন। তুর্কীগণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধিলে তাহাদের সহিত এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

John of Antioch এবং তাঁহার পরবর্তী আল-মাকীন দারাযীর এবংবিধ পরিণতির কোন বিবরণী প্রদান করেন নাই। তাঁহারা বলেন, দারাযীর শিক্ষায় কায়রোতে জনবিক্ষোভের ফলে হ'াকিমের বাহনে পথ অতিক্রমকালে তুর্কী বালক ভৃত্যগণ কর্তৃক তিনি নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গৃহ লুণ্ঠিত হয়, নগরীতে তিনদিন-ব্যাপী দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলে এবং নগরের সিংহদ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যে তুর্কী তাঁহাকে হত্যা করে সে ধৃত হয় এবং অন্য অজুহাতে তাহার প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। দ্রূযদের নিকট হইতে প্রাপ্ত মূল বিবরণী পাঠ করিলে বিশ্বাস হয় যে, হ'াম্যার প্ররোচনায় তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল (৪১০/১০১৯), তাঁহার অনুসারিগণের অনেকেই (বারদা'ঈল সমেত) তাঁহার ন্যায় পরিণতি লাভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) S. De Sacy, Expose de la Religion des Druzes, vol i., Introduction, p., ccclxxxiii.—ccclxxxiv., vol. ii, p. 157 প. 170, 190; (২) John of Antioch, Chronique, ed. Cheikho Carra de Vaux and Zayat; (৩) কামিলু'ল-ত'ব্বাখ, নাহারু'য-যাহাব, ১খ, ২১৪, হ'ালাব ১৯২৬ খৃ.; (৪) ইব্ন তাগ'রীবিরদী, আন্-নুজূমু'য-যাহিরাঃ, ৪খ, ১৮৪; (৫) আয-যুহ'বী, মুরাস'াতু'ল-আহ'ার, ৩খ, ২৬৮; (৬) ইবরাহীম আল-আসওয়াদ, তানব'ীরু'ল-আয'হান, ২খ, ১১০—১২৬, বৈরূত ১৯২৫ খৃ.; (৭) বানদলী জাওযী, তা'রীখু'ল-হ'ারাকাতি'ল-ফিকরিয়্যাঃ ফি'ল-ইসলাম, ১খ, ৮৯—১২৯; (৮) কিরদ 'আলী, খিত'াতু'শ-শাম, ৬খ, ২৬৮—২৭৩; (৯) দা.মা.ই. ১খ, ২৫২—২৫৪।

B. Carrade Vaux (S.E I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

দারিমী (الدارمى : আদ-দারিমী) আবূ মুহ'াম্মাদ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্দি'র-রাহ'মান ইব্নি'ল-ফাদ্'ল ইব্ন বাহরাম ইব্ন 'আব্দি'স্'-স'মাদ আত-তামীমী, মুহ'াদ্দিছ', ১৮১/৭৯৭—৮ সালে সমরকন্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৮ অথবা ৯ যু'ল-হি'জ্জাঃ, ২৫৫/১৮ বা ১৯ নভেম্বর, ৮৬৯ সালে তদীয় জন্মস্থানে ইন্তিকাল করেন।

হ'াদীছে'র সন্ধানে তিনি খুরাসান, সিরিয়া, ইরাক, মিসর এবং হিজায প্রভৃতি বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং আবু'ল-য়ামান আল-হ'াকাম ইব্নু'ন-নাফি', য়াহ'য়া ইব্ন হ'াসসান, মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ আর-রাকাশী, মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-মুবারাক, হি'ব্বান ইব্ন হিলাল, য়াযীদ ইব্ন য়াহ'য়া ইব্ন 'উবায়দ আদ-দিমাশক'ী, ওয়াহ্ব ইব্ন জারীর প্রমুখ মুহ'াদ্দিছ'গণের নিকট তিনি হ'াদীছ' অধ্যয়ন করেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে মুসলিম, আবূ দাউদ, আত্-তির্মিয'ী, আন্-নাসাঈ (তাঁহার 'সুনান' ব্যতীত), 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, 'ঈসা ইব্ন 'উমার আস্-সামারক'ন্দী এবং আরো অনেকে ছিলেন।

তিনি সমরকন্দের ক'াদ'ী পদে নিযুক্ত হইয়া কেবলমাত্র একটি মোকদ্দমার বিচার করিয়াই পদত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক, উৎসাহী, তীক্ষ্ণমেধা এবং দরিদ্র।

তিনি নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন : (১) আল-মুস্নাদ : হ'াদীছ' সংকলন, দৈনন্দিন কার্যকলাপের বিবরণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত, ফিক্'হ্শাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায় অনুযায়ী হ'াদীছ'সমূহ শ্রেণী-বিভক্ত। যদিও ছয়খানি প্রসিদ্ধ স'াহ'ীহ' হ'াদীছ' গ্রন্থের সমতুল্য নয়, তথাপি এই সংকলন বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছে এবং পরবর্তীকালে পুনর্লিখিত হইয়াছে। ২। আত্-তাফসীর ও ৩। কিতাবু'ল-জামি'। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) য'াহাবী, তায'কিরাতু'ল-হ'ফ্ফাজ' (হায়দরাবাদ n. d.), ২খ, ১১৫; (২) ইব্নু'ল-ক'ায়সারানী, আল-জাম'-বায়না কিতাবায় আবী নাস'রি'ল-কালাবায'ী ওয়া আবী বাকর আল-ইস্বাহানী (হায়দরাবাদ ১৯২৩), ১খ, ২৭০; (৩) ইব্নু'ল-আছ'ীর, আল-কামিল (কায়রো ১৩০৩), ৭খ, ৭১; (৪) আদ্-দিয়ারবাক্রী, তা'রীখু'ল-খামীস (কায়রো ১২৮৩), ২খ, ৩৪১; (৫) আবু'ল-ফিদা', তা'রীখ (কনস্টান্টিনোপল ১২৮৬), ২খ, ৪১; (৬) Brockelmann, GAL, i. 163 (2nd. ed. i. 172) and suppl., I. 270; (৭) Goldziher, Muh. studien, ii. pp. 258—260.

Moh. ben Cheneb (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

দারু'ল-ইসলাম (دارالاسلام) ইসলামের আবাসভূমি ঐ দেশকে বলা হয় যেখানে ইসলামী আইন-ক'ানূন বলবৎ থাকে এবং যে দেশ মুসলিম সার্বভৌম শাসকের অধীন। ঐ দেশের বাসিন্দা মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ই হইতে পারে। এইরূপ অমুসলিমগণকে যি'ম্মী বলা হয়। অমুসলিমগণও মুসলিম শাসনের অনুগত থাকে। কোন কোন বিষয়ে যি'ম্মীদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে এবং এই শর্তে তাহাদের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলিম রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়া থাকে (দ্র. যি'ম্মা)। (দারু'ল-হ'ারব, দারু'স-সু'লহ' প্রবন্ধ এবং সেখানে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)।

D.B. Macdonald (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

দারু'ল-হ'ার্ব (دار الحرب) দা'রু'ল-হ'ারব কথাটি কু'রআন ও হ'াদীছে' উল্লেখ নাই; তবে কতিপয় ইসলামী আইনজ্ঞের মতে পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথাঃ দারু'ল-হ'ারব এবং দারু'ল-ইসলাম। যে দেশ মুসলিম শাসনাধীন, সেই দেশই দারু'ল-ইসলাম (ইসলামের আবাসভূমি)। যে দেশ মুসলিম শাসনাধীন নয় তাহা মুসলিমদের দ্বারা যতদিন পর্যন্ত বিজিত হইয়া দারু'ল-ইসলামে (ইসলামের আবাসভূমি) পরিণত না হয় ততদিন পর্যন্ত সেই দেশ কার্যত অথবা মূলত মুসলিমদের জন্য দারু'ল-হ'ার্ব বা যুদ্ধ এলাকা (এই সূত্রের ব্যতিক্রমের জন্য দারু'স-সু'লহ' দ্র.)। দারু'ল-হ'ার্বকে দারু'ল-ইসলামে পরিণত করাই জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য এবং এই মতবাদ অনুসারে প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র ও অমুসলিম জগতের মধ্যে মূলত যুদ্ধমান অবস্থা বিরাজমান। কাহারও কাহারও মতে শত্রুতা-মূলক কারণ ব্যতীত অমুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মনোভাব পোষণ করা ইসলাম পরিপন্থী (সূরাঃ ২ : ১৯০; ২২ : ৩৯—৪০)। মুসলিম শাসকগণ বস্তুত অমুসলিম জগতের সহিত অবিরত যুদ্ধাবস্থায় থাকিতে পারে না, তাই এই পরিস্থিতির মুকাবিলা করার জন্য যুক্তিপূর্ণ উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে। দারু'ল-ইসলামে (ইসলামের আবাসভূমি) এক সময়ে অন্তর্ভুক্ত কোন দেশে নিম্নোক্ত তিন অবস্থা পাওয়া না গেলে উহা দারু'ল-হ'ার্বে (যুদ্ধ এলাকা) পরিণত হইবে না; (১) যদি ইসলামের বিধান মুতাবিক সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করা হয় এবং অবিশ্বাসীদের সিদ্ধান্ত বলবৎ করা হয়, (২) যে দেশ দারু'ল-হ'ার্বের অব্যবহিত সন্নিকট এবং উভয় দেশের মধ্যে কোন মুসলিম দেশ না থাকে, (৩) যেখানে মুসলিমদের এবং তাহাদের যি'ম্মীদের কোন রক্ষা ব্যবস্থা না থাকে (যি'ম্মাঃ দ্র.)। এই তিন অবস্থার মধ্যে প্রথম অবস্থাটিই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেহ কেহ স্বীকার করেন যে, কোন দেশে যদি ইসলামের একটি নির্দেশও (হু'ক্ম) প্রতিপালিত হয় তবে সেই দেশ দারু'ল-হ'ার্ব হইতে পারে না। সফলতার বিশেষ আশা না থাকিলে এবং মুসলিম শাসনকর্তা কর্তৃক পরিচালিত না হইলে কার্যত জিহাদ ঘোষণা করা আইনসঙ্গত হইবে না। উক্ত শর্তসমূহ পূরণ করা হইলে ইসলামের আবাসভূমির উপর অবিশ্বাসীর শাসন পরিচালনা অসঙ্গত ও অবাঞ্ছিত। কোন মুসলিম দেশ দারু'ল-হ'ার্বে পরিণত হইলে সেই দেশের সকল মুসলিম অধিবাসীর কর্তব্য সে দেশ বর্জন করা। যদি স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে দেশত্যাগ করিতে অস্বীকার করে তবে সে আইনত পরিত্যক্তা বলিয়া পরিগণিত হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, p. 343; (২) Snouck Hurgronje, Politique Musulmane de la Hollande, p. 14 (=verspr. Geschr. iv/ii., 232); (৩) Hughes Dictionary of Islam, p. 69 প.; (৪) W. W. Hunter, Indian Musulmans; the last two on the Indian Situation; (৫) সায়্যিদ আবু'ল-আ'লা মাওদূদী, সূদ (উর্দূ ও বঙ্গানুবাদ); (৬) মুহ'াম্মাদ জা'ফরু'দ-দীন, ইসলাম কা নিজ'াম-ই-আমান, আ'জমগড় ১৯৬৬ খৃ.; (৭) হ'ায়দার য়ামান সি'দ্দীক'ী, ইসলাম কা নাজ'রিয়াঃ-ই-জিহাদ, লাহোর ১৯৪৯ খৃ.।

D. B. Macedonald (S.E.I)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

দারু'স্'-সু'লহ' (دار الصلح) কোন কোন মায্'হাবের 'আলিমগণ দারু'ল-হ'ারব এবং দারু'ল-ইসলাম ব্যতীত তৃতীয় একটি দার-এর (আবাসভূমি) অস্তিত্ব স্বীকার করেন—উহা হইল দারু'স্'-সু'লহ' বা দারু'ল-'আহদ। যে দেশ মুসলিম শাসনাধীন

নয় অথচ ইসলামের সহিত উহার কুরদ-সম্পর্ক বর্তমান, সেই দেশকে দারু'স্-সু'লহ' বলা হয়। ইসলামী আইন-কানুনে এ সম্পর্কে সু'লহ'ান অর্থাৎ চুক্তি মুতাবিক শব্দটি ('আনওয়াতান অর্থাৎ জোর-পূর্বক শব্দের বিপরীত অর্থবোধক) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই প্রকার মর্যাদার দুইটি ঐতিহাসিক উদাহরণ এবং এই মতবাদ গ্রহণের বাহ্যত মূল কারণ হইতেছে নাজ্রান এবং নুবিয়া। নাজ্রানের খৃস্টান অধিবাসীদের উপর হযরত মুহ'াম্মাদ (স') স্বয়ং কর ধার্য করিয়া এবং তাহাদের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করিয়া তাহাদের সহিত একটি সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন। এই করকে কেহ কেহ খারাজ (দ্র°) এবং কেহ কেহ জিয্য়াঃ (দ্র.) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন (তু' সমগ্র ব্যাপারটি সম্বন্ধে বালাযু'রী, ফুতূহ', ed. de Goeje, p. 63 প.; Sprenger, Leben Mohammads, iii. 502 প.)। নুবিয়ার ব্যাপারটি কিছুটা অন্য ধরনের। নুবিয়াবাসিগণ 'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন ('আহ্দ)। ঐ চুক্তি অনুসারে তাহাদিগকে কর আদায় করিতে হইত। অপরদল স্পষ্টভাবে দারু'স্-সু'লহ' মতবাদের বিরোধিতা করেন। তাঁহাদের মতে যে দেশ যুদ্ধে বিজিত বা ইসলামী শাসনে নীত হয় নাই সেই দেশের সঙ্গে সু'লহ' বা 'আহ্দ হইতে পারে না; বরং হুদ্নাঃ বা ব্যবসা-চুক্তি হইতে পারে এবং পণ্যদ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা করা যাইতে পারে (বালাযু'রী, ফুতূহ', ed. de Goeje, p. 236 প., Weil, Gesch. d. Chalifen, i. 16 প.; Lane Poole, Hist. of Egypt, p. 21 প.; Torrey, ইব্ন 'আবদি'ল-হ'াকাম হইতে অনুবাদ, in Yale Bibl. and Sem. Studies, p. 307 প.)। এইরূপ ধারণাই সম্ভবত পরবর্তীকালে খৃস্টান রাষ্ট্রের সহিত মুসলিম রাষ্ট্রের চুক্তি সম্পাদনের বৈধতার মূল ভিত্তিরূপে গৃহীত হয় এবং ঐ সকল রাষ্ট্র হইতে প্রেরিত উপহারাদি গৃহীত হইতে থাকে। এই ব্যাপারে গঠনতান্ত্রিক ব্যবস্থা মা'ওয়ারদী আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যে সকল দেশে মুসলিমগণ বিভিন্ন ধরনের প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তন করিতে সমর্থ হন, সেইসব দেশকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) যুদ্ধের মাধ্যমে যেসব দেশ করায়ত্ত হইয়াছে, (২) যে সব দেশ পূর্বতন শাসকগণের পলায়নের ফলে বিনা যুদ্ধে আয়ত্তে আসিয়াছে, (৩) এবং যেসব দেশ সন্ধিক্রমে (সু'লহ') গৃহীত হইয়াছে। তৃতীয় প্রকারটি আবার ভূমির স্বত্বাধিকার হিসাবে দুই রকমের হইতে পারে: (ক) যাহা মুসলিমদিগকে ওয়াক্'ফ হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে অথবা (খ) যাহা মূল মালিকগণেরই অধীনে রাখা হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় দেশের আদি অধিবাসিগণ যি'ম্মী হিসাবে খারাজ ও জিয্য়াঃ দিয়া তাহাদের জমি ভোগ-দখল করিতে পারিবে এবং সেই দেশ দারু'ল ইসলামরূপে পরিগণিত হইবে। দ্বিতীয় অবস্থায় চুক্তির শর্ত এইরূপ হইবে যে, মূল মালিকগণই জমির মালিক থাকিবে এবং উৎপন্ন ফসল হইতে খারাজ পরিশোধ করিবে। এই খারাজই জিয্য়াঃ বলিয়া গণ্য হইবে। তাহাদের কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে ঐ খারাজ রহিত হইবে। এই প্রকার দেশকে দারু'ল-ইসলামও বলা যায় না, দারু'ল হ'ারবও বলা যায় না; বরং ঐ দেশকে দারু'স্-সু'লহ' বলা হয় (দারু'ল-'আহ্দও বলা চলে)। এইরূপ দেশের ভূমি মালিকদের নিজস্ব সম্পত্তি হইবে এবং উহা বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা তাহাদের থাকিবে। এই ভূমি মুসলিমদের হস্তগত হইলে খারাজ আদায় করা চলিবে না, ('উশ্র লওয়া হইবে)। জমির অধিকারিগণ যতদিন পর্যন্ত চুক্তির শর্তসমূহ পালন করিতে থাকিবে ততদিন এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে এবং তাহাদের নিকট জিয্য়াঃ আদায় করা হইবে না। কারণ তাহাদের দেশ দারু'ল-ইসলাম নয়। ইমাম আবূ হ'নীফাঃ (র)-এর মতে সন্ধিপত্রের কারণে ঐ দেশ দারু'ল-ইসলাম হইবে, ঐ দেশের অধিবাসিগণ যি'ম্মী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহাদের নিকট হইতে জিয্য়াঃ আদায় করা হইবে। তাহারা ঐ সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করিলে কী করা হইবে সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে উহার পরে তাহাদের দেশ জয় করা হইলে সেই দেশ বলপূর্বক অধিকারভুক্ত দেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু উহা জয় করিয়া অধিকারে আনা না হইলে উহা দারু'ল-হ'ার্ব থাকিবে। ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) বলেন, সেই দেশে একজন মুসলিমও বসবাস করিলে অথবা তাহাদের দেশ এবং দারু'ল-হ'ার্বের মধ্যস্থলে কোন মুসলিম দেশ অবস্থিত থাকিলে উক্ত দেশ দারু'ল-ইসলাম বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং অধিবাসিগণ চুক্তিভঙ্গ করিলে বিদ্রোহী (বুগ'াত) বলিয়া স্বীকৃত হইবে। এইরূপ কোন অবস্থা বিদ্যমান না থাকিলে উক্ত দেশ দারু'ল-হ'ার্ব বলিয়া গণ্য হইবে। অপর ইমামদের মতে ঐ উভয় অবস্থাতেই ঐ দেশ দারু'ল-হ'ার্ব বলিয়া গণ্য হইবে (মা'ওয়ারদী, আহ'কামু'স্ সুল্ত'ানিয়্যাঃ, কায়রো ১২৯৮ হি., পৃ. ১৩১ প.)। মা'ওয়ারদী মুসলিম দেশসমূহ (বিলাদু'ল-ইসলাম) নির্ধারণকালে দারু'স্-সু'লহ'কে উহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (একই পুস্তক, পৃ. ১৫০ এবং ১৬৪), কিন্তু বালাযু'রী খারাজ প্রণালী বর্ণনা প্রসঙ্গে এরূপ কোন পার্থক্যের উল্লেখ করেন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) প্রবন্ধে সূত্র দেওয়া আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিষয়টি খুব কম আলোচনা করিয়াছেন। যাহা হউক, দেখুন: (২) Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, p. 340, 348 এবং সেখানে ৩৪৪—৩৪৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত গ্রন্থপঞ্জী। আরও (৩) য়াহ'য়া ইব্ন আদাম, কিতাবু'ল-খারাজ (ed. Juynboll), p. 35 প. (৪) আত্-ত'াবারী, কিতাবু ইখ্তিলাফি'ল-ফুক'াহা' (ed. Schacht, Leiden 1933, পৃ. ১৪ প.।

D. B. Macdonald (S.E.I.)/মুহ'ম্মদ আবদুর রহীম

দাসূকী (دسوقي) বা দুসূক'ী, ইব্রাহীম ইব্ন আবি'ল-মাজ্দ 'আবদু'ল-'আযীয (অথবা 'আবদু'ল-মাজীদ) (৬৩৩—৬৭৬/১২৩৫—১২৭৮), মিসরের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত গারবিয়্যাঃ জিলার অন্তর্গত দুসূক' নামক গ্রামের অধিবাসী। তিনি দুসূক'ী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। তদীয় হি'য্ব (দল) সম্বন্ধে বর্ণনাকারী-ভাষ্যকারের মতে (হ'াসান শাম্মাঃ, মাসাররাতু'ল-'আয়নায়ন বি শারহ' হি'য্ব আবি'ল-'আয়নায়ন, কায়রো) নীল নদের অপর তীরবর্তী মরক্'স (মারকুস?) নামক গ্রামে তাঁহার পিতা বসবাস করিতেন। তিনি নিজে একজন ওয়ালী ছিলেন এবং তাঁহার মাতাও আবু'ল-ফাত্হ' আল-ওয়াসিত'ী নামক অপর একজন ওয়ালীর কন্যা। কথিত আছে, ইব্রাহীম সূ'ফীবৃত্ত অবলম্বন করিবার পূর্বে শাফি'ঈ ফিক্'হ অধ্যয়ন করেন এবং দাসূকে তাঁহার খাল্ওয়াতে দশ বৎসরকাল অবস্থান করেন এবং কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই সমস্ত পুস্তকের কতকগুলি হইতে তাঁহার আত্মচরিতের বিস্তারিত বর্ণনাসমূহ উদ্ধৃত করা হয়। (পুস্তকের নাম: আল-হ'াকা'ইক', আল-জাওয়াহির, আল-জাওহারাঃ)। এইগুলির বর্ণনা মুহ'াম্মাদ আল-বুরুক'ানী তৎপ্রণীত ত'াবাক'াতু'শ-শায়খ আহ'মাদ আশ্-শারনূবী (কায়রো ১২৮০) গ্রন্থে দিয়াছেন। বর্ণনাগুলিতে অবশ্য প্রচুর অতিরঞ্জন রহিয়াছে। যেমন, তিনি যখন এক বৎসরের শিশু ছিলেন তখন ফিরিশ্তাগণকে ধরিতে পারিতেন; দুই বৎসর বয়সে

জিন্নদিগকে কু'রআন শিক্ষা দিতেন ইত্যাদি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি কবিতায় তিনি বলিয়াছেন, মিসরের সুলত'ান সৈন্য-সামন্তসহ তাঁহার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলেন। তখন বহু দরবেশ তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফলে, তিনি মিসর ও ইরাকের সুলত'ান হইলেন। জিন্ন্ এবং মানবের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। শা'রানী তাঁহার রচিত লাওয়াকি'হ''ল-আনওয়ার নামক গ্রন্থে (কায়রো ১২৯৯, ১খ. ২২১-২৪৫ ; 'আলী পাশা মুবারাক কর্তৃক ব্যবহৃত একমাত্র জীবনীগ্রন্থ, আল-খিত'াত়ু''ল-জাদীদাঃ আত-তাওফীকি'য়্যাঃ, বুলাক' ১৩০৫ হি., ১১খ, ৭) দাসূক'ী সম্বন্ধে লিখিত অতিশয়োক্তির উল্লেখ করিয়া ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন। ঐসব উক্তির মধ্যে রহিয়াছে : অন্যান্য সকল দরবেশকে খির্কা'ঃ প্রদানের জন্য তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি ফিরিশ্তাগণকে হুকুম করিলে তাঁহারা হুকুম প্রতিপালন করিতেন। এই সব বিষয় সম্পর্কে স'ালিহ' ইব্ন মাহ্দী-র আল-'আলামু'শ্-শামিখ (কায়রো ১৩২৮ হি., পৃ. ৪৭৬) নামক পুস্তকে কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার সুযশ দিগ-দিগন্তে বিস্তৃতি লাভ করে। তাবু'ল-'আরূস কিতাবের লেখক তাঁহাকে চারজন প্রসিদ্ধ কু'ত়্'ব-এর অন্যতম হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন (অন্য তিনজন যথাক্রমে 'আবদু'ল-ক'াদির আল-জীলানী, আর-রিফা'ঈ এবং আহ'মাদ আল-বাদাব'ী) ; তিনি আরও বলেন যে, তিনি তাঁহার সমাধি দুইবার মেরামত করিয়াছিলেন। Leyden-এ প্রাপ্ত একখানা পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার কয়েকটি ধর্মোপদেশ-সম্বলিত বক্তৃতা রহিয়াছে এবং তাঁহাকে বুর্হানু'ল-মিল্লাঃ ওয়া'দ্-দীন (Catal., iv. 333) আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। হ'াসান শাম্মাঃ বলিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত দুসুকে' দুইবার উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়, এবং 'আলী পাশা মুবারাক বলিয়াছেন, ঐ উৎসব কিবতী মাসসমূহে (বারমুডাহ, তুবাহ এবং মিসরা-তে) তিনবার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শেষোক্ত উৎসব আট দিন ব্যাপী চলে, সেখানে মেলায় বহু লোকের সমাগম হয় এবং বিভিন্ন প্রকার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হয়।

A. le Chatelier (Les Confreries Musulmanes du Hedjaz, Paris 1887, p. 190) দাসূক'ী সম্বন্ধে আরও তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনকালের তারিখ সম্বন্ধে এক শতাব্দী ভুল নির্ধারণ করিয়াছেন ; শা'রানীর উদ্ধৃতি হইতে তিনি বারবোর ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি সপ্তম শতকে (খৃ. ত্রয়োদশ শতকে) বাস করিতেন। তাঁহার ধর্মোপদেশ প্রচারের বিষয়বস্তু ছিল সুন্নীমত এবং নৈতিকতার কঠোর বিধি-নিষেধ। তাঁহার হি'যুব (প্র.) ছিল আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন। তিনি দাবী করিয়াছেন যে, তিনি সমস্ত সূরার ত'ালাসিম অর্থাৎ মন্ত্র-শক্তি আয়ত্ত করিয়াছিলেন ; এই কারণেই সম্ভবত অলৌকিক কার্যকলাপের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

D. S. Margoliouth (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

দাহ্রিয়্যাঃ (دهرية) কু'রআনের ৪৫ : ২৪ আয়াতে কাফির-দিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "তাহারা বলে এই জীবন ব্যতীত মানুষের আর কোন জীবন নাই। আমরা বাঁচিয়া থাকি এবং এবং মরিয়া যাই। কাল (আদ্-দাহ্র)-প্রবাহই আমাদিগকে ধ্বংস করে।" যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব, তৎকর্তৃক জগৎসমূহের সৃজন ও জগৎসমূহের পরিচালনের কথা, ধর্মের অনসৃত মতবাদ (অর্থাৎ ঐশী বিধানাবলী, পারলৌকিক জীবন এবং পাপের শাস্তি) অস্বীকার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেয় যে, কাল ও বস্তু উভয়ই অবিনশ্বর এবং জাগতিক সমস্ত ঘটনাবলীর মূল কারণ হইতেছে প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ (অথবা জ্যোতিষ্কসমূহের গতি) তাহা-দিগকে কু'রআনের উপরিউক্ত আয়াতমতে দাহ্রিয়্যাঃ নাম দেওয়া হয় (জাহি'জ', কিতাবু'ল-হ'ায়ওয়ান, কায়রো ১৩২৫ হি., ৭ম : ৫)। তাহাদের প্রদত্ত শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই : কালের আরম্ভ নাই। উহা অনাদি (মাফাতিহ''ল-'উলূম, সম্পা. van Vloten পৃ. ৩৫, ৪০)। এই নীতির উপর তাহারা জোর দেয় এবং ইহার উপরই তাহাদের অন্য সব বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। ইসলামী সাহিত্যে দাহ্-রিয়্যাঃ শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহার সঠিক অনুবাদ সহজ নহে। 'যিন্দীক' শব্দের ন্যায় দাহ্রিয়্যাঃ শব্দের ব্যবহার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অর্থবাচক কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। দাহ্রিয়্যাগণের প্রদত্ত শিক্ষার বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধে ধর্মতাত্ত্বিক সাহিত্যে বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শাহ্রাস্তানী এক অনুচ্ছেদে (পৃ. ২০১, ছত্র-৭) তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাহারা জ্ঞান দ্বারা বোধগম্য বস্তুসমূহের (মা'কূ'লাত) অস্তিত্ব অস্বীকার করে, এবং কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধগম্য বস্তুসমূহের (মাহ'সূসাত) অস্তিত্বই স্বীকার করে। দাহরিয়্যাঃ শব্দের এমন একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায় যাহাতে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে বলা হইয়াছে যে, মহাশূন্যে দ্রুত ঘূর্ণায়মান পরমাণুসমূহের উদ্দেশ্য-হীনভাবে মিলনই জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ। এইজন্য তাহা-দিগকে পরমাণুবাদীও বলা যায় (জামালু'দ-দীন আল-ক'াযব'ীনী, মুফীদু'ল-'উলূম ওয়া মুবীদু'ল-হমূম, কায়রো ১৩১০ হি., পৃ. ৩৭)। দাহরিয়্যাঃ শব্দের অনুবাদে 'জড়বাদী' বা 'নিসর্গবাদী' শব্দই ইহার অর্থের সর্বাধিক নিকটবর্তী। 'অদৃষ্টবাদী' শব্দটি ইহার সঠিক প্রতিশব্দ নয়। (৪৫ : ২৩ আয়াতের অর্থ : "যে তাহার প্রবৃত্তিকে তাহার প্রভু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে"-অনুসারে) তাঁহা-দিগকে সাধারণ অর্থে নাস্তিক প্রকৃতিবাদী এবং জীবন সম্বন্ধে ভোগ-সুখবাদী বলিয়া অভিহিত করা হয় : "সে (দাহ্রী) মানুষ এবং পশুর মধ্যে কোন প্রভেদ বুঝে না, যাহা কিছু তাহার কামনা পূরণের পরিপন্থী, তাহাই তাহার পক্ষে মন্দ, তাহার নিকট সব কিছুই তাহার আনন্দ ও বেদনার প্রশ্নের সহিত জড়িত। যাহা কিছু তাহার পক্ষে সুবিধাজনক তাহাতে যদি সহস্র লোকের প্রাণ যায় তবুও তাহাই তাহার নিকট ন্যায়সঙ্গত।" দাহরিয়্যাঃ মতবাদের মূলনীতি-গুলি হইতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা লোক-প্রচলিত কুসং-স্কারে, দৈত্য, জিন্ন্ ও ফিরিশতাগণের অস্তিত্বে, স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এবং যাদুর কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে না (জাহি'জ', ঐ, ২য়, ৫৩, ৪ প.)। আবার অন্যদিকে তাহাদের অনেকেই যুক্তির ভিত্তিতে মানুষের পশুতে রূপান্তরিত (মাস্খ্) হওয়ার সম্ভাবনায় বিশ্বাসী বলিয়া কথিত হয় (ঐ, ৪র্থ, ২৪, ৫ প.)। মুতাকাল্লিমগণের ন্যায় আরবীভাষী য়াহূদী ধর্মতাত্ত্বিক সা'আদীয়াহ (মৃ. ৯৪২)-ও দাহ্রিয়্যা-গণের পুনঃপুনঃ বিরোধিতা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে তাঁহার সিফ্র আস'ীরাঃ (Sefer Jesirah) নামক পুস্তকের ভূমিকায় (সম্পা. Lambert, Paris 1891) এবং পরে তাঁহার 'কিতাবু'ল-আমানাত ওয়া'ল-ই'তিক'াদাত' পুস্তকের প্রথম খণ্ডে (সম্পা. Landauer, Leyden 1880, p. 63–65) দাহ্রিয়্যাদের মতবাদ খণ্ডন করেন। প্রথম ক্ষেত্রে যাহারা কাল-সীমার মধ্যে বিশ্ব-সৃষ্টির কথা অস্বীকার করেন তাহাদের প্রতিবাদ করেন এবং দ্বিতীয়

ক্ষেত্রে 'বোধগম্য বস্তু' বলিতে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু বুঝায় ইহার সমালোচনা করেন। বাইবেলের Book of Job-এর অনুবাদে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ২২ঃ ১৫-এর বৈশিষ্ট্য দাহ্‌রিয়্যাগণের মধ্যে পাওয়া যায় এবং মূলের 'উর়াখ-'উলাম' (Orach 'Olam) কথার অনুবাদ 'মাযহাবু'দ-দাহ্‌রিয়্যীন' করিয়াছেন। তাঁহার Proverbs-এর টীকার কয়েকটি অনুচ্ছেদও তুলনীয় (B. Heller, in REJ, xxxvii. 229)।

দাহ্‌রিয়্যাগণের উৎপত্তি গ্রীক দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি হইতে হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা যায়। গ'াযালীর মতে দাহ্‌রিয়্যাঃ সম্প্রদায় ত'াবী'ঈগণ (طبيعيون) হইতে ভিন্ন (আল-মুনকি'য' মিনা'দ'-দ'ালাল, কায়রো ১৩০৯)। কারণ ত'াবী'ঈগণ একজন সৃজনকারী ও নিয়ামক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে তবে তাহারা আত্মার অস্তিত্ব এবং ইহার অবিনশ্বরতা স্বীকার করে না। আবার তাহারা ইলাহীয়ূন ধর্মতাত্ত্বিকগণ (Theologi, সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল) হইতেও ভিন্ন। প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতগণের উপর য়ুরোপীয় প্রকৃতি-বিজ্ঞানসমূহের এবং ডারউইনের মতবাদের প্রভাবের ফলে (শিব্‌লী শুমাইলু'ল-লুব্‌নানী কর্তৃক Buchner-এর Kraft und toff পুস্তকের 'আরবী অনুবাদ, আলেকজান্দ্রিয়া ১৮৮৪, এবং 'আল-হ'াক'ীক'াঃ' নামক আল-লুব্‌নানীর স্বরচিত পুস্তিকা, কায়রো) জড়বাদী দর্শনের নীতিসমূহও ভারতীয় প্রকৃতিবাদ দাহ্‌রিয়্যাঃ নীতি বলিয়া পরিচয় লাভ করে। বিশিষ্ট আফগান 'আলিম জামালু'দ-দীন আল-আফ্‌গ'ানী (দ্র.) ইহার প্রতিবাদে একখানা পুস্তিকা লেখেন। মূল পুস্তিকাটি ফারসী ভাষায় প্রকাশিত হয় (বোম্বাই ১২৯৮ হি. লিথো)। পরে ইহা উর্দূতে (কলিকাতা ১৮৮৩ খৃ.) এবং আরও পরে নূতন সংস্করণে কায়রোতে (১৩১২ হি.) ছাপা হয়, কায়রো সংস্করণে (মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ্ অনূদিত) পুস্তিকাটির নাম رسالة فى ابطال مذهب الدهريين وبيان مفاسدهم واثبات ان الدين اصل المدنية والكفر فساد العمران -

ইহা মুসলিমদিগের মধ্যে বহুলভাবে প্রচারিত হয়। 'আব্দুল্লাহ আলাউ'দ্‌-দীন আল-বাগ'দাদী আদ-দীহ্‌লাব'ীকৃত, পুস্তক الدرة السنية فى الرد على المادية واثبات النواميس الشرعية بالادلة العقلية

(কায়রো ১৩১৩ হি.)-ও এই বিষয়ে লিখিত হয়। ইহা হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, এই প্রসঙ্গে 'মাদ্দিয়্যা' (জড়বাদ) এবং 'দাহ্‌রিয়্যাঃ' শব্দ দুইটি একার্থবোধক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষাতাত্ত্বিকগণ বলেন, সম্পর্কবোধক পদ গঠন প্রক্রিয়ায় স্বরবর্ণের পরিবর্তন করিয়া দাহরিয়্যাঃ শব্দটি দুহ্‌রিয়্যারূপেও উচ্চারণ করা যায় (সীবাওয়ায়হ, সম্পা. Derenbourg, ii. 64, 1921)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) রাসা'ইলু ইখওয়ানি'স-স'াফা (বোম্বাই ১৩০৬ হি.), ৩খ, ৩৯; (২) জাহি'জ'. পূর্বোক্ত, সা'আদয়াহ পূর্বোক্ত, (৩) শাহ্‌রাস্তানী, কিতাবু'ল-মিলাল Dictionary of Technical Terms etc. (Bibl. Ind.) পৃ. ৪৮০; (৪) Ed. Pococke, Notae miscellaneae Philolog Bibl., p. 251 (Leipzig 1705 p. 239); (৫) দ্র. W. L. Schramaier, Uber den Fatalismus der vorislamischen Araber (Bonn 1881), p. 12—22; (৬) M. Horten, Die Philosophischen systeme der Spekulativen Theologen im Islam (Bonn 1912), Index, দ্র. Dahriten.

I. Gotdziher (S.E.I.)/মুহম্মদ রেযাউর রহীম

দিয়াত (دية ঃ দিয়াঃ) অথবা 'আক্'ল—রক্তমূল্য বা মানুষকে হত্যা অথবা যখম করার কারণে দেয় ক্ষতিপূরণ।

'আম্‌র ইব্‌ন হ'াযম বলেন, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') দিয়াত সম্পর্কে য়ামানবাসীদের উদ্দেশ্যে যে পত্র লিখেন তাহাতে ছিল, "কেহ যদি কোন মু'মিনকে বিনা অপরাধে হত্যা করে এবং ঐ হত্যা প্রমাণিত হয় তাহা হইলে তাহাতে প্রাণদণ্ড হইবে; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছ'গণ যদি অন্য কোনভাবে রাযী হয় তবে আর প্রাণদণ্ড হইবে না। আর মানষের প্রাণের জন্য দিয়াত হইতেছে একশত উট।"

পূর্ণ রক্তমূল্য দেয় হইবে যদি নাক সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া ফেলা হয়, উভয় চক্ষুই নষ্ট করা হয়, জিহ্‌বা কাটিয়া ফেলা হয়, উভয় ওষ্ঠই কাটিয়া ফেলা হয়, পুরুষাঙ্গ কাটিয়া ফেলা হয়, উভয় অণ্ডকোষই নষ্ট করা হয়, মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং সব দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

এক পায়ের জন্য পূর্ণ রক্তমূল্যের অর্ধেক, মাথায় আঘাতের ফলে মস্তিষ্কাবরণী আহত হইলে পূর্ণ রক্তমূল্যের এক-তৃতীয়াংশ, পেটে কিছু বিদ্ধ করার ফলে উহা পেটের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছিলে রক্তমূল্যের এক-তৃতীয়াংশ, আঘাতের ফলে কোন হাড় স্থানচ্যুত হইলে তাহাতে পনর উট, হাত বা পায়ের যে-কোন একটি আঙ্গুলের জন্য দশ উট, একটি দাঁতের জন্য পাঁচ উট এবং মাথা ও মুখ ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গে আঘাতের ফলে হাড় দৃশ্যমান হইয়া উঠিলে তাহাতে পাঁচ উট দেয় হইবে।

নিহত স্ত্রীলোকের কারণে পুরুষ হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড দেওয়া চলিবে।

হত্যাকারীর যদি স্বর্ণমুদ্রা থাকে তবে তাহার উপর রক্তমূল্য হিসাবে এক হাজার দীনার দেয় হইবে (আহ'মাদ, আবূ দাঊদ, নাসা'ঈ ইত্যাদি)।

'আম্‌র ইব্‌ন শু'আয়ব বর্ণিত হ'াদীছে' বলা হয় যে, নবী কারীম (স')-এর যামানায় রক্তমূল্যের পরিমাণ ছিল আট শত দীনার অথবা আট হাজার দিরহাম (আবূ দাঊদ)। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বর্ণিত হ'াদীছে' বলা হয় যে, রাসূল (স')-এর যামানায় কোন একজন লোক অপর একজনকে হত্যা করে। তাহাতে নবী কারীম (স') তাহার রক্তমূল্য বারো হাজার দিরহাম ধার্য করেন (সুনান চতুষ্টয়)। সেইকালে 'আরবদের নিজস্ব মুদ্রা ছিল না, বাজারে মিসরীয়, সিরীয় এবং ইরাকী মুদ্রা ব্যবহৃত হইত এবং এই সকল মুদ্রার মান ও ওজন বিভিন্ন ছিল। এই কারণেও দিয়াত নির্ধারণে তারতম্য হইয়াছিল।

ফলকথা, ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং ইচ্ছাকৃত প্রতীয়মান হত্যার ব্যাপারে অসাবধানতা ও ভ্রমের তারতম্যের কারণে নবী কারীম (স') অবস্থা বিশেষে আট শত দীনার, আট হাজার দির্‌হাম, দশ হাজার দির্‌হাম ও বারো হাজার দির্‌হাম ধার্য করেন।

রক্তমূল্য ব্যাপারে সকল হ'াদীছে'ই একশত উটের উল্লেখ থাকিলেও অনুরূপ কারণে উটের বয়স সম্বন্ধে তারতম্য করা হইত। অতঃপর 'উমার (রা) এক শত উটের মূল্যমান নিরূপণ করেন এক হাজার দীনার অথবা বার হাজার দির্‌হাম, দীনার প্রদান করিবে যাহারা দীনার প্রচলিত দেশে বাস করে (মিসর, সিরিয়া) এবং দির্‌হাম দিবে যাহারা রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত দেশে (ইরাক) বসবাস

করে। উহা পরিশোধের মেয়াদ তিন হইতে চারি বৎসর পর্যন্ত করা যাইবে। নগরবাসীদের নিকট হইতে অর্থের পরিবর্তে উষ্ট্র গ্রহণ করা হইত না। সেইরূপ রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত দেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রা এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত দেশ হইতে রৌপ্যমুদ্রা সাধারণতঃ আদায় করা হইত না। তাঁবুতে বসবাসকারিগণের নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা আদায় করা হইত না, তাহাদিগের নিকট হইতে উট্রই আদায় করা হইত। এই উটগুলি নির্ধারিত বয়সের হইতে হইবে। ইচ্ছাকৃত নরহত্যার চতুর্থ বৎসরে পদার্পণকারিণী উষ্ট্রী ত্রিশটি, পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারিণী উষ্ট্রী ত্রিশটি এবং গর্ভবতী উষ্ট্রী চল্লিশটি দেয় হইবে (আবূ দাউদ, তিরমিয্'ী)। ভ্রমক্রমে অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার জন্য দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণকারিণী উষ্ট্রী বিশটি, তৃতীয় বৎসরে পদার্পণকারিণী উষ্ট্রী বিশটি, চতুর্থ বর্ষে পদার্পণকারিণী উষ্ট্রী বিশটি, পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারিণী উষ্ট্রী বিশটি এবং তৃতীয় বর্ষে পদার্পণকারিণী উষ্ট্র বিশটি দেয় হইবে (সুনান চতুষ্টয়)।

যে সকল আঘাতে এক শত উষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দিয়াত দেয় হয় তাহাতে আহত স্ত্রীলোক আহত পুরুষের সমান দিয়াত পাইবে, কিন্তু দিয়াতের পরিমাণ যদি একশত উষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশের অধিক হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোক পুরুষের অর্ধেক দিয়াত পাইবে। এই নিয়ম মালিকী মায্'হাব অনুসারে প্রযোজ্য, শাফি'ঈ মায্'হাব মুতাবিক কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকগণ পুরুষের অর্ধেক দিয়াত পাইবে, যেমন আঙ্গুল বিনষ্ট করা হইলে দশ উষ্ট্রের স্থলে স্ত্রীলোক পাঁচ উষ্ট্র পাইবে (দ্র. Lane 'আক'ল্)। অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা উম্মাদ সাধারণত নিজে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী নয়। পাগলের দিয়াত রাষ্ট্রীয় খাজাঞ্চীখানা হইতে প্রদত্ত হইবে। যদি একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক একত্রে কোন মুসলিমকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে তবে প্রাপ্তবয়স্কের প্রাণদণ্ড দেওয়া যাইতে পারে এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক দিয়াতের অর্ধেক দিবে। অনুরূপভাবে কোন ক্রীতদাস এবং আযাদ ব্যক্তি একত্রে কোন ক্রীতদাসকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করিলে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাইতে পারে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি নিহত ক্রীতদাসের মূল্যের অর্ধেক প্রদান করিবে।

কোন ক্রীতদাসকে আহত করায় হাড় বাহির হইলে ক্রীতদাসের মূল্যের বিশভাগের একভাগ দিয়াত দেয় হইবে। ক্রীতদাসের মস্তিষ্ক অথবা পেটে গভীর ক্ষত করিলে ক্রীতদাসের মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ এবং অনুরূপভাবে ক্ষতির আনুপাতিক অংশ তাহার বাজারদর মাফিক দেয় হইবে। স্বাধীন লোকদের পরস্পরের মধ্যে যেভাবে শাস্তি বিধান করা হয় ক্রীতদাসের পরস্পরের মধ্যেও সেইভাবে শাস্তি বিধান করা হইবে। যথাঃ কোন ক্রীতদাস অপর একজন ক্রীতদাসকে হত্যা করিলে নিহত ক্রীতদাসের মনিব হত্যাকারী ক্রীতদাসের প্রাণদণ্ড অথবা স্বীয় নিহত ক্রীতদাসের মূল্য দাবী করিতে পারে অথবা হত্যাকারী ক্রীতদাসের মালিক ক্ষতিপূরণ বাবদ ঐ ক্রীতদাসকে নিহত ক্রীতদাসের মালিককে প্রদান করিতেও পারে। কোন মুসলিম ক্রীতদাস কোন য়াহূদী অথবা খৃস্টানকে আহত করিলে তাহার মনিব উহার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে। এই ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়া যদি সেই ক্রীতদাসকে বিক্রয়ও করিতে হয় তবে তাহার মনিব তাহাকে বিক্রয় করিবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাহাকে ঐ য়াহূদী অথবা ঐ খৃস্টানের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

যি'ম্মী খৃস্টান অথবা য়াহূদীকে যদি কোন মুসলিম হত্যা করে তাহা হইলে তাহা শাফি'ঈ-মতে একজন স্বাধীন মুসলিমকে হত্যা করার দণ্ডের অর্ধেক দণ্ড দেওয়া হইবে। কোন মুসলিম যদি কোন অমুসলিমকে হত্যা করে এবং উহা যদি বিশ্বাসঘাতকতামূলক না হয় তাহা হইলে তাহাতে ঐ মুসলিমকে শাফি'ঈ-মতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে না। পারসিক ধর্মযাজককে হত্যা করা হইলে আট শত দিরহাম ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এই তিন শ্রেণীর যি'ম্মীদিগকে সামান্য আঘাত করা হইলে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ দেয় হইবে। কিন্তু হ'ানাফী-মতে যি'ম্মী হত্যার দণ্ড মুসলিম হত্যার অনুরূপ।

অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার কারণে অথবা আহত করার কারণে যে দিয়াত দেয় হয় তাহার জন্য কেবলমাত্র দুষ্কৃতিকারীই দায়ী হইবে। কিন্তু সে উহা প্রদানে অসমর্থ হইলে উহা তাহার নামে কর্জ বাবদ থাকিবে এবং তাহার আত্মীয়-স্বজন ইচ্ছা করিলে শান্তি রক্ষার্থে উহা পরিশোধ করিতে পারিবে। এই ব্যাপারে তাহার নিকটতম আত্মীয় হইল একই পিতার ঔরসজাত ভ্রাতা এবং তৎপর তাহার পিতামহ-প্রপিতামহ-গণের পুরুষ বংশধরগণ।

হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে না এবং নরহত্যা-দিয়াতেরও উত্তরাধিকারী হইবে না। কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার লাভের জন্য হত্যার মনোভাব জন্মিতে পারে।

দিয়াত দুই প্রকার ঃ দিয়াতু'ল-'আম্দ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত আঘাতের ক্ষতিপূরণ এবং দিয়াতু'ল-খাত'া' অর্থাৎ ভ্রমক্রমে আঘাতের ক্ষতিপূরণ।

নারী এবং শিশুগণের উপর দিয়াত ধার্য করা হয় না, কারণ গোত্রের পরিচালনা, প্রতিরক্ষা এবং পারস্পরিক সাহায্যের দায়িত্ব তাহাদের উপর বর্তায় না। অল্পবয়স্ক শ্রমিকেরা কার্যরত অবস্থায় আহত হইলে উহার জন্য কার্যে নিয়োগকারিগণ দায়ী হইবে। দুই দলে দাঙ্গা বাঁধিলে আহত বা নিহত ব্যক্তির জন্য অপর পক্ষ 'আক্'ল আদায়ের জন্য দায়ী থাকিবে। জীবজন্তুর জন্য উহার মালিকগণ এবং যাহারা উহাদের দ্বারা দুর্ঘটনা ঘটায় তাহারা দায়ী। অনেক প্রকারের আঘাত আছে যাহার জন্য কোন দিয়াত নির্ধারণ করা হয় নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের নিকট ঘটনা পেশ করিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুওয়াত্'ত'া' ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, 'উক্'ল সম্পর্কিত অধ্যায়, (২) বুখারী, দিয়াত সম্পর্কিত অধ্যায়, (৩) আল-মারগ়ীনানী, হিদায়াঃ, দিয়াত সম্পর্কিত অধ্যায়, (৪) Th. W. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, p. 294—300.

T. H. Weir (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

দীন (دين) ('আরবী) ইহা তিন অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ (১) প্রতিফল, বিচার (১ ঃ ৩)। (২) প্রথা, রীতি-নীতি (১২ ঃ ৭৬)। এই অর্থে দীন শব্দ হিব্রু mishpat এবং shaphat শব্দের অনুরূপার্থক। (৩) ধর্ম (৩ ঃ ১৮) (তু. Noldeke, note 2 in ZDMG, xxxvii., p. 534)। জাহিলী যুগ হইতে 'আরবী ভাষায় দীন শব্দটি এই তিন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। উল্লেখিত তিনটি অর্থের কোন না কোন একটি দ্বারা কু'রআন মাজীদের আয়াতগুলি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধর্মশাস্ত্র মতে দীন একটি স্বর্গীয় বিধান (ওয়াদ'উ'ল-ইলাহ ঃ وضع الاله)। বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্বকীয় বিবেকবলে উহা গ্রহণ করিলে ঐ বিধান মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবে। সেই বিধানে বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির রীতিনীতি সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। (Dict. of Tech. terms, p. 503)। মিল্লাত (দ্র.) (ধর্মীয় জাতি), মায্'হাব (ধর্মীয় আইন-কানুন-পদ্ধতি) এবং

শারী'আঃ (দ্র.) (আল্লাহ্ তা'আলার আইন-কানূন) প্রভৃতি হইতে দীনের পার্থক্য দেখানোর জন্য উহাদের পৃথক পৃথক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হইয়াছে। যে কোন ধর্ম বুঝাইবার জন্য দীন শব্দ ব্যবহার করা চলে। কিন্তু ইসলামের বিধান মতে আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত ধর্ম ইসলাম (সূরা ৩ : ১৮)। উহাতে তিনটি বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে : (১) ইসলামের পাঁচটি মৌলিক নীতি : (ক) আল্লাহ তা'আলা এক, অদ্বিতীয় এবং মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার নবী, এই বিশ্বাস পোষণ করা, (খ) সা'লাত, (গ) যাকাত, (ঘ) সা'ওম, (ঙ) হ'াজ্জ ; (২) ঈমান—বিশ্বাস (দ্র.) ; (৩) ইহ্'সান-সুষ্ঠুরূপে কর্তব্য সম্পাদন, এই তিনটি মূলনীতি সমন্বয়ে দীন ইসলাম গঠিত। এইগুলির উপর কিভাবে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') জিব্রাঈলের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়াছেন, তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট হ'াদীছ' দ্র. (শাহ্রাস্তানী, ২৭ পৃ.)। এইভাবে যুক্তিগত জ্ঞান ছাড়া সর্ব প্রকার ধর্মীয় জ্ঞান, যথাঃ কু'রআন, হ'াদীছ', ফিক্'হ, উসূ'ল, তাফসীর ও তৎসংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ের জ্ঞানকে আল-'উলূমু'দ-দীনিয়্যাঃ বলা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও Juynboll, Handb. des islamischen Gesetzes, p. 40, 58.

D. B. Macdonald (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

দীন মুহাম্মাদ খান, মুফ্তী (مفتی دین محمد خان : দীন মুহ'াম্মাদ খান, মুফ্তী) একজন নির্ভীক 'আলিম, বিখ্যাত মুফাস্সির, অন্যতম হ'াদীছ'বিশারদ ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ।

তিনি ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তাঁহার পিতা বৃটিশ সেনাবাহিনীর ক্যাপটেন নূরু'ল্লাহ খান সীমান্ত প্রদেশের বাজুর এলাকার অধিবাসী ছিলেন। ১৮৯১ খৃস্টাব্দে মণিপুরে গৃহযুদ্ধ শুরু হইলে ইংরেজরা হস্তক্ষেপ করে এবং এই উপলক্ষে তিনি এই দেশে বদলী হইয়া আসেন। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করিতে থাকেন। এইখানে তিনি মুমিনশাহী জিলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে ইংরেজী ১৯০০ সনের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় দীন মুহাম্মাদ খান জন্মগ্রহণ করেন।

দীন মুহাম্মাদ খান প্রাথমিক কিতাব হইতে হ'াদীছে'র সিহ'াহ' সিত্তাঃ পর্যন্ত তৎকালে চকবাজার মাস্জিদে অবস্থানরত মাওলানা ইব্রাহীম পিশাওয়ারীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি দেওবান্দের বিখ্যাত দারু'ল-'উলূম মাদ্রাসায় পাঁচ বৎসরকাল হ'াদীছ', তাফ্সীর, ফিক্'হ ও অন্যান্য বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। দিল্লীর বিখ্যাত আমিনিয়াঃ মাদ্রাসার মুফ্তী কিফায়াতু'ল্লাহ দিহ্'লাব'ীর নিকট হইতেও হ'াদীছে'র সনদ লাভ করেন। প্রসিদ্ধ মুহ'াদ্দিছ' আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীও তাঁহার হ'াদীছে'র উস্তাদ ছিলেন। ১৯২০ সাল পর্যন্ত হিন্দুস্তানে লেখাপড়া করিয়া তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দীন মুহাম্মাদ খান 'আরবী, ফারসী ও উর্দূ ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে ব্রহ্মদেশ গমনের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা হাম্মাদিয়াঃ মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন দীনী প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষা প্রদান করেন।

এই সময়ে বিখ্যাত মুবাল্লিগ' (ইসলাম প্রচারক) 'আব্দু'ল-কারীম মাদানীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সভায় মাদানীর 'আরবী বক্তৃতার অনুবাদক হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। তাঁহার যথার্থ অনুবাদ এবং ললিত বর্ণনাভঙ্গীতে মাওলানা মাদানী এতই মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, ধর্ম প্রচার কার্যে রেঙ্গুন গমনের সময় তিনি দীন মুহাম্মাদকে সঙ্গে লইয়া যান। সেইখানে তিনি বাঙ্গালী সুন্নী জামি' মাস্জিদে ইমাম ও মুফ্তী পদে নিয়োজিত হন। তথায় তিনি পবিত্র কু'রআনের তাফ্সীর শুরু করেন এবং কয়েকবার ৩০ পারা তাফ্সীর সমাপ্ত করেন। রেঙ্গুনে তাফ্সীরের দারসে প্রত্যহ বহু লোক উপস্থিত হইত। তথায় তিনি মুফাস্সির, মুফ্তী এবং বাগ্মী 'আলিম হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ১৯৪১ খৃস্টাব্দে তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ঢাকার চকবাজার মস্জিদে তাফসীরের দারস শুরু করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই কাজে নিয়োজিত থাকেন। ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা হইতে অগণিত ধর্মপ্রাণ লোক তাঁহার দারসে সমবেত হইত।

তিনি ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে ঢাকা 'আলিয়াঃ মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। ১৯৫০ খৃস্টাব্দে লালবাগে জামি'আঃ কু'রআনিয়াঃ 'আরাবিয়্যাঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সেইখানে হ'াদীছ' ও তাফ্সীরের দারস দিতে থাকেন। তিনি ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'নাজি'মে আ'লা' (সেক্রেটারী) ছিলেন।

মুফ্তী দীন মুহাম্মাদ খান বিখ্যাত বক্তা ছিলেন। তিনি বহু ধর্মীয় সভায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পবিত্র কু'রআন ও হ'াদীছে'র উদ্ধৃতি দিয়া বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার বক্তৃতা ছিল অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী এবং প্রাণবন্ত।

মুসলিম সমাজে রাজনীতি ক্ষেত্রেও মুফ্তী সাহেবের অবদান ছিল অসামান্য। খিলাফাত আন্দোলনে তিনি আসামে কারাবরণ করেন। পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁহার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি 'বাংলাদেশ উলামায়ে ইসলাম'-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঢাকায় সীরাতুন্নাবী কমিটি গঠনের পুরোধা হিসা'ব মুফ্তী সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সাবেক রেডিও পাকিস্তান-এর 'কুরআনে হাকীম ও আমাদের জিন্দেগী' শীর্ষক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একজন নিয়মিত কথক ছিলেন। তৎরচিত সূরাঃ য়ুসুফের তাফ্সীর এবং দু'আ'-দরূদ ও তাস'াওউফ সম্বলিত দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

মুফ্তী সাহেব বিত্তশালী লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার ধন-দৌলত সমাজ কল্যাণকর কাজে এবং দীনী প্রতিষ্ঠানসমূহে অকাতরে দান করিতেন। অনেক গরীব ছাত্রকে তিনি মাসিক ভাতা প্রদান করিতেন। ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭৪, রোজ সোমবার, রাত ১২-৩৫ মিনিটে আকস্মিকভাবে তিনি ইন্তিকাল করেন। ঐ দিনও তিনি একটি ধর্মীয় সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরদিন লালবাগ কিল্লার মাঠে তাঁহার জানাযার স'ালাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রায় লক্ষাধিক লোক যোগদান করে। তাঁহাকে লালবাগ শাহী মাস্জিদ প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৬, ১খ, ৩৪০ ; (২) বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ; ১৯৭৩, পৃ. ৩খ, ৬১১।

মোঃ শামসুল হক

দু'আ (دعا : দু'আা) 'আরবী, অর্থ মঙ্গল কামনা, প্রার্থনা, ফিক্র 'বেরাকা'-এর ন্যায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, এইজন্য ইহা (لِ অব্যয় সহ ব্যবহৃত হইলে) মঙ্গল কামনা অর্থ বুঝায়। দু'আ এবং স'ালাত পুরাপুরি সমার্থক নহে। পারিভাষিক অর্থে স'ালাত একটি আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাত এবং দু'আ-ও এই 'ইবাদাতের অংশ বলিয়া দু'আকে স'ালাতও বলা হয়।

সূরাঃ (সূরাঃ ফাতিহ'াঃ)-র সি'রাত মুস্তাক'ীমের দু'আ-এর উল্লেখ আছে বলিয়া সূরাতু'দ-দু'আ' বলে। অবশ্য বিভিন্ন উপলক্ষে অন্য প্রকারের আরও অনেক প্রার্থনা আছে; দু'আ বা হি'য্ব নামের তালিকায় এইগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে আল-জাযূলীর (মৃ. ৮৭০/১৪৬৫) প্রার্থনা সংগ্রহের ন্যায় আশ-শাযি'লীর হি'য্বু'ল বাহ্'র অত্যন্ত জনপ্রিয়।

যি'ক্র, হি'য্ব স'লাত ও বিরূদ প্রবন্ধাদি দ্র.।

Anonymous (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

দ্রূয (دروز) প্রধানতঃ লেবানন ও এন্টিলেবাননে দামিশ্‌কের চতুষ্পার্শ্বে ও হ'াওরানের পর্বতমালায় বসবাসকারী একটি সম্প্রদায়। তাঁহাদের নিজস্ব কতগুলি মতবাদ আছে। 'উছ'মানিয়া সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় তাঁহাদের একটি বিশেষ স্থান ছিল।

দারাযীর (দ্র.) নাম হইতে তাঁহাদের নাম উদ্ভূত। তাঁহাদের নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি অস্পষ্ট, ইহা সম্ভবপর যে, তাঁহাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তাঁহাদের স্বতন্ত্র জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা এমন কোন প্রাচীন জাতির বংশধর হইতে পারে, যাহারা শত্রুর আক্রমণকালে পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই সব নিরাপদ স্থানে থাকিয়া বরাবর তাহাদের স্বাধীনতা কিছুটা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। কখনও কখনও তাহারা পারসিক উপনিবেশিকদের বংশধর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ১২৯১ খৃষ্টাব্দে মিসরের সুলত'ান আল-আশ্‌রাফ একার (Acre) অধিকার করিয়া পুণ্যভূমিতে য়ুরোপীয় ক্ষমতার সর্বশেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করেন, তখন যে সকল লাটিন খৃস্টান একারের হত্যাকাণ্ড এড়াইয়া পলাইয়া যায়, সপ্তদশ শতাব্দীতে এই সমস্ত লাটিন খৃস্টানকে দ্রূয বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু ইহাতে দ্রূযদের অভ্যুদয়ের তারিখ এত পিছাইয়া আসে যে, তাহা সম্ভবপর নহে; কাজেই এই শেষোক্ত কিংবদন্তী স্পষ্টত ভিত্তিহীন, তবে ইহা এজন্য কৌতূহলোদ্দীপক যে, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্রূয নেতারা নিজদিগকে Godfrey de Bouillon-এর বংশধর বলিয়া যে দাবী করিতেন তাহার সহিত ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে।

একজন আমীর বা হ'াকাম দ্রূযদের নেতা। তাহাদের ইতিহাসে দুইজন আমীর অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেন: সপ্তদশ শতাব্দীতে আমীর ফাখ্‌রু'দ-দীন (যাঁহার জনপ্রিয় নাম ছিল ফাখার-দীন) ও উনবিংশ শতাব্দীতে আমীর বাশীর আশ্-শিহাবী। ফাখ্‌রু'দ-দীন মা'ন পরিবারের লোক; তাঁহার বংশধরেরা ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত দ্রূযদের শাসন করিতে থাকেন; অতঃপর শাসন ক্ষমতা মা'ন পরিবার হইতে শিহাব পরিবারের হস্তগত হয়।

ধর্ম: দ্রূয ধর্ম হইতেছে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্ম-ব্যবস্থা, দ্রূযদের সমস্ত লোকের ইহা জানা নাই। যাহারা জানে, তাহাদিগকে 'উক'ক'াল (বিদ্বান) বলে, অন্যেরা জুহ্‌হাল (অজ্ঞ)। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাতে তাহাদের ধর্মসভা বসে, কেবল 'উক'ক'ালেরাই তাহাতে যোগদান করেন। সভাস্থলকে খাল্‌ওয়াঃ (নির্জন স্থান) বলে। সর্বাপেক্ষা গুণান্বিত 'উক'ক'ালদের আজাবি'দ্ (নিখুঁত) বলা হয়। তাঁহাদের অনুপাত পঞ্চাশে এক। ইঁহারা হইতেছেন ধর্মনৈতিক সর্দার। সর্বপ্রধান সর্দার হ'াওরানের কানাওয়াতে বাস করেন।

পুনর্জন্ম-বিশ্বাস দ্রূযদের মধ্যে ব্যাপক, সৎলোকেরা পুনরায় শিশুরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে, কিন্তু দুষ্ট লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে কুকুরের দেহে। বহু বিবাহের অনুমতি আছে এবং সময় সময় ভাই-ভগিনীতে বিবাহ হয় বলিয়াও কথিত আছে। কিন্তু ইহা আইনে নিষিদ্ধ, (তু. de Sacy ২য়, ৭০০ পৃ.)। দ্রূযদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্ম বাত্বি'নী (দ্র.) পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। ফাতি'মী খলীফা হ'াকিমের আমলে (৩৮৬/৯৯৬—৪১১/১০২১) হ'াম্‌যাঃ (দ্র.) ও দারাযী (দ্র.) কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। য়ুরোপের পুস্তকালয়সমূহে প্রাপ্তব্য শতাধিক গ্রন্থ হইতে আমরা ইহা জানিতে পারি। এই সকল ধর্মগ্রন্থের কয়েকটি হ'ামযার রচিত। এইগুলির বিষয়বস্তু হইতেছে: ধর্মমতের প্রকাশ্য ঘোষণা, ধর্মনীতির ব্যাখ্যা, সমাজের প্রতিষ্ঠান, বিবিধ কর্মকর্তার অভিষেকের উপাধিপত্র, চিঠি-পত্র এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিতর্ক (এই প্রতিপক্ষ হইতেছে নুস'ায়রীগণ, মুতাওয়াল্লীগণ, ইসমা'ঈলীগণ এবং ধর্মনীতি বিকৃতিকারিগণ)। এই ধর্মবিরোধীরা ইন্দ্রিয়পরায়ণ নীতি প্রচার ও গো-বৎস পূজার সহায়তা করে বলিয়া অভিযোগ করা হয়। দ্রূযদের অনুষ্ঠানে বাস্তবিকই একটা গো-বৎসের মূর্তি দৃষ্ট হয় এবং কতিপয় গ্রন্থকারের মতে তাহারা ইহার পূজা করে। কিন্তু ইহা সম্ভবপর যে, মূল ধর্মে গো-বৎস শায়ত'ানের প্রতীক এবং শুধু অভিশপ্ত বস্তু হিসাবেই উহা হাযির থাকে।

আল্লাহ্ সর্বযুগে মানব দেহ ধারণ করিয়াছেন, ইসমা'ঈলী নীতি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ স্বয়ং অথবা অন্তত সৃজন-শক্তি, পরস্পর হইতে উদ্ভূত কয়েকটি নীতি দ্বারা গঠিত বলিয়া কল্পিত হয়। এই সকল নীতির প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে মূর্তরূপ পরিগ্রহ করে। দ্রূয ধর্মশাস্ত্রে এই সব ধারণা রক্ষিত হয়। এতদনুসারে খলীফা হ'াকিম আল্লাহর একত্বের মূর্তরূপ; এজন্যই হ'াম্‌যাঃ তাঁহার ধর্মকে 'একত্ববাদী' আখ্যা দেন। হ'াকিম পূজিত ও 'আমাদের প্রভু' বলিয়া আখ্যাত হন। তাঁহার খামখেয়ালী ও নিষ্ঠুরতার রূপক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। তিনি আল্লাহ্‌র সর্বশেষ অবতার। তাহারা তাঁহাকে মৃত বলিয়া স্বীকার করে না। তিনি শুধু 'গোপন অবস্থা'য় লুক্কায়িত আছেন এবং মাহ্‌দীবাদী ধারণা অনুযায়ী একদিন পুনরায় আবির্ভূত হইবেন। হ'াকিমের নীচে পাঁচজন প্রধান কর্মকর্তা আছেন, তাঁহারা আল্লাহ হইতে নির্গত নীতির অবতার। প্রথমজন হইতেছেন সার্বজনীন বুদ্ধিমত্তার ('আক'ল) অবতার, দ্বিতীয়জন সার্বজনীন আত্মার (নাফ্‌স) অবতার। সার্বজনীন আত্মার ও সার্বজনীন বুদ্ধিমত্তার ধারণা দর্শন হইতে গৃহীত। তৃতীয়জন কথার (কালিমাঃ) অবতার, কথা বুদ্ধি দ্বারা আত্মা হইতে উৎসারিত হয়। চতুর্থ কর্মকর্তাকে বলা হয় দক্ষিণ-পক্ষ বা অগ্রগামী এবং পঞ্চম কর্মকর্তা বাম-পক্ষ বা অনুচর। একত্রে তাহাদিগকে হ'দূদ অর্থাৎ সীমা বা অনুশাসন বলা হয়। তাঁহাদের অন্যান্য রূপক নামও আছে। সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার মূলে কর্মকর্তারা ছিলেন যথাক্রমে প্রতিষ্ঠাতা হ'াম্‌যাঃ, সম্প্রদায়ের অন্যতম গ্রন্থকার ইস্‌মা'ঈল ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আত-তামীমী, মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ওয়াহ্‌হাব, সালামাঃ ইব্‌ন 'আব্‌দু'ল-ওয়াহ্‌হাব আস-সামুররী ও আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্‌ন আহ'মাদ আস্-সামূকী।

এই সকল প্রধান কর্মকর্তার নীচে নিম্নতর কর্মকর্তাও আছেন, তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহারা শাশ্বত নীতির অবতার নহেন, তাঁহারা হইতেছেন কর্মচারী, প্রচারক ও সমাজের নেতা, শ্রেণী-বিন্যাস অনুযায়ী তাহাদিগকে দা'ঈ (দ্র.) বা প্রচারক, মা'যূন বা অনুমতিপ্রাপ্ত ও মুকাস্‌সির বা ধ্বংসকারক, নামান্তরে, নাকীব বলা হয়। বাত্বি'নীরা কিঞ্চিৎ পৃথক বিন্যাসে একই শব্দরাজি ব্যবহার করেন।

আল্লাহ্র প্রকৃতি ও তাঁহার গুণরাজির জ্ঞান এবং কর্মকর্তাদের দেহে মূর্তিমান নীতি-ধারায় আল্লাহ্র মূর্ত বিকাশ লইয়া এই ধর্মের নীতিমালা গঠিত। ইহার নৈতিক পদ্ধতি সাতটি অনুশাসনের সমষ্টি : (১) সত্যকে ভালবাসা (কিন্তু কেবল বিশ্বাসীদের মধ্যে) ; (২) সক্ষম ব্যক্তিরা পরস্পরের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ; (৩) পূর্বের ধর্ম ত্যাগ করা ; (৪) শায়ত'ান ও ভ্রান্ত জীবন যাপনকারীদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করা ; (৫) সর্বযুগে মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র একত্বের মূর্তিমান অস্তিত্ব স্বীকার করা ; (৬) 'আমাদের প্রভু'-র (হ'াকিম) যাবতীয় কার্যাবলীতে সন্তুষ্ট থাকা ; (৭) তাঁহার ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, এই ইচ্ছা তাঁহার কর্মকর্তাদের মারফতে যতদূর প্রকাশ পায় ততদূর বুঝায় বলিয়া মনে করা হয়। এই সব উপদেশ নর ও নারী সকলের প্রতিই বাধ্যতামূলক।

গ্রন্থপঞ্জী : বহু পরিব্রাজক দ্রুযদের সম্পর্কে লিখিয়াছেন : (১) Bon I. Taylor, La Syrie, la Palestine et la Judee (Paris 1855), p. 76—83, 35—40 ; (২) Lamartine, Voyage en Orient (1832—1833), Chapters on the Emir Bashir and on the Druzes ; (৩) Mrs. Charles Roundell, Lady Hester Stanhope (London 1909), p. 54, 91, 216 ; (৪) cte F. Van den Steen de Jehay, De la Situation legale des Sujets Ottomans non-Musulmans (Brussels 1906), chapter on the Druzes ; (৫) C. H. Churchill, Mount Lebanon 1842—1852 (London 1853) ; (৬) The Druzes and the Maronites under Turkish rule, from 1840 to 1860 (London 1862) ; (৭) F. Tournebize, Les Druzes, in Etudes des Peres de la Cie de Jesus, 5 Oct. 1897 ; (৮) Max Freiherr von Oppenheim, Vom Mittelmeer zum Persischen Golf ; (৯) Magasin Pittoresque, 1841, p. 367 (costumes), and 1861, p. 226 ; (১০) Francois Lenormant, L'Histoire des Massacres de Syrie en 1860 ; (১১) A. de la Jonquiere, Histoire de l'Empire Ottoman (Paris 1881), p. 491—505, and p. 521—525. দ্রুয সাহিত্য ও ধর্মনীতি সম্পর্কে দ্র. Silvestre de Sacy Expose de la Religion des Druzes (2 vol., Paris 1838) ; (১২) Regnault, Catechisme a l'usage des Druses djahels (ignorants, Paiens) qui veulent etre inities, in Bulletin de la Societe de Geographie, vii. 22—30 ; (১৩) C. F. Seybold, Die Drusenschrift Kitab al—Noqat wal-Dawa'ir (Tubingen 1902) ; (১৪) Philip K. Hitti, The Origins of the Druze People and Religion (New York 1928), N. Bouron, Les Druzes (Paris 1930) ; (১৫) M. Sprengling, The Berlin Druze Lexicon, AJSL, lvi. (1939) p. 388 প.।

Carra de Vaux (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

দেওবন্দ, দারুল উলূম (دیو بند دار العلوم : দীওবান্দ দারু'ল-'উলূম) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উপমহাদেশের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ইহাকে 'এশিয়ার আযহার'-রূপেও অভিহিত করা হয়। ইহা ভারতের উত্তর প্রদেশে সাহারানপুর জিলার 'দেওবন্দ' নামক শহরে ১৫ মুহ'াররাম ১২৮৩ হি./৩০ মে ১৮৬৬ খৃ. প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐ সময় ভারতের মুসলিমদের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের অসাফল্যে ভারতের মুসলিমরা সর্ব দিক দিয়া অসহায় হইয়া পড়িয়াছিল। এই পরিস্থিতিতে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার চেতনাকে জাগরূক রাখা এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলামবিরোধী মতাদর্শের মুকাবিলায় মুসলিম শক্তিকে সুসংহত করার সুমহান উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত 'আলিম, শিক্ষাবিদ ও মুজাহিদ মাওলানা ক'াসিম নানূতাবী'র নেতৃত্বে (১২৪৮/১৮৩২—১২৯৭/১৮৮০) দেওবন্দের ছাত্তা মসজিদে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ প্রথম শুরু হয়। এই মহান কার্যে তাঁহার সহযোগী ছিলেন সিপাহী বিপ্লবের শামিলী যুদ্ধের সেনানায়ক হ'াজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (১৮০৫-১৮৯৯ খৃ.), রাশীদ আহ'মাদ গাঙ্গুহী (১৮২৯—১৯০৫ খৃ.), হ'াজী 'আবিদ হু'সায়ন, যু''ল-ফাক'ার 'আলী দেওবান্দী, ফাদ্'লু'র-রাহ'মান 'উছ'মানী প্রমুখ। ইহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন মুল্লা মাহ'মূদ দেওবন্দী আর প্রথম ছাত্র ছিলেন মাহ'মূদু'ল-হ'াসান (যিনি পরবর্তীকালে শায়খু'ল-হিন্দ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ; ইনিই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রেশমী রুমাল আন্দোলনের নায়ক ছিলেন)। প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসরেই ইহার সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং ক্রমেই তাহা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে ইহার নিজস্ব ভবন নির্মাণের তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রেক্ষিতে প্রখ্যাত মুহ'াদ্দিছ' আহ'মাদ 'আলী সাহারানপুরীর হাতে ১২৯৩/১৮৭৬ সালে ছাত্তা মসজিদের সন্নিকটে ইহার নিজস্ব ভবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। (তা'রীখ-ই-দেওবান্দ, পৃ. ৮২—৮৩)।

ইহার পরিচালনার বিষয়ে মাওলানা ক'াসিম নানূতাবী'ী আটটি মূলনীতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। এইগুলি 'উসূ'ল-ই-হাশ্ত-গানাঃ' অর্থাৎ 'অষ্ট মূলনীতি'-রূপে প্রসিদ্ধ। বর্তমানেও ঐ নীতিসমূহ অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হইল, সরকার ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের প্রভাব হইতে মাদ্রাসাটিকে মুক্ত রাখা। যেহেতু বৃটিশ সরকারের কোন মঞ্জুরী ও অনুদান ইহার জন্য গ্রহণ করা হয় নাই। (আনওয়ার-ই-ক'াসিমী, ১খ, ৩৭৪—৭৫)। আজ পর্যন্ত দানশীল মুসলিমদের চাঁদা, এককালীন দান ও ওয়াক্'ফই ইহার আয়ের প্রধান উৎস।

একটি উপদেষ্টা পরিষদের উপর মূলত ইহার পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে। মুহ্তামিম (রেক্টর) ইহার প্রশাসনিক দায়িত্ব আর স'াদ্রু'ল-মুদার্রিসীন ইহার শিক্ষাসংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেন। ইহার প্রথম মুহ্তামিম ছিলেন হ'াজী 'আবিদ হু'সায়ন (র) ও প্রথম স'াদরু'ল-মুদার্রিসীন ছিলেন মাওলানা মুহ'াম্মাদ য়া'কূ'ব (র)।

আট বৎসর মেয়াদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর দাওরা-ই-হ'াদীছ' পর্যন্ত আরো আট বৎসরের কোর্স। এই আট বৎসরে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, দর্শন, ফিক্'হ, উসূ'ল-ই-ফিক্'হ, হ'াদীছ', উসূ'ল-ই-হ'াদীছ', তাফ্সীর, উসূ'ল-ই-তাফসীর, ফারা'ইদ', 'আক'া'ইদ, কালাম, মুনাজ'ারাঃ, জ্যোতির্বিদ্যা কি'রাআত, তাজ'বীদ ছাড়াও ফার্সী ভাষা এবং সাহিত্যও শিক্ষা দেওয়া হয়। দাওরা-ই-হ'াদীছে'র পর এক বৎসর মেয়াদের তাক্মীল-ই-তাফসীর, তাক্মীল-ই-মা'কূ'লাত, তাকমীল-ই-দীনিয়্যাত ও ফাত্ওয়া প্রশিক্ষণ ; দুই বৎসরের তাক্মীল-ই-আদাব ও

চার বৎসরের ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান কোর্স রহিয়াছে। এইখানে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম উর্দূ।

হিজরী ত্রয়োদশ শতক অর্থাৎ খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে দিল্লী, লখনৌ ও খায়রাবাদে যে তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী তিনটি ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই সবগুলির সমন্বয় ঘটিয়াছিল দারুল 'উলূম দেওবন্দের পাঠ্যক্রমে (দা. মা. ই., ৯খ, ৬১২) দিল্লী কেন্দ্রের তাফসীর ও হ'াদীছ' চর্চা লাখনৌ কেন্দ্রের ফিক্'হ চর্চা ও খায়রাবাদ কেন্দ্রের কালাম ও দর্শনচর্চার সমন্বিত পাঠ্যক্রম এখানে প্রবর্তন করা হয়। তবে হ'াদীছ' চর্চার জোর ও গুরুত্ব এইখানে সবচেয়ে বেশী (দা. মা. ই., ৯খ, ৬২২)।

ভারত ব্যতীত আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, কুয়েত, ইরান, পাকিস্তান, সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাম্বিয়া, সৌদী আরব, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল, ফ্রান্স, মিসর প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতি বৎসর বহু ছাত্র হ'াদীছে' উচ্চশিক্ষালাভের জন্য এইখানে আগমন করে। পনরশত ছাত্রের বসবাস উপযোগী ছাত্রাবাস ভবন, একটি বিরাট মসজিদ, গ্রন্থাগার ভবন, প্রশাসনিক ভবন ও শ্রেণীকক্ষের জন্য ভবনসহ ইহার বিশাল অট্টালিকাশ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে। দারু'ল-হ'াদীছ' ও তাফ্সীর ভবনটি মুসলিম স্থাপত্য-শিল্পের একটি অনুপম নিদর্শন।

সাধারণভাবে সকল ছাত্রের থাকা-খাওয়ার ব্যয়ভার মাদ্রাসা কর্তৃক বহন করা হইয়া থাকে। ইহার গ্রন্থাগারে ভারতের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ইসলাম-বিষয়ক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহ বিদ্যমান। 'আরবী, ফার্সী, উর্দূ প্রভৃতি ভাষায় প্রায় সত্তর হাজার ইসলামী গ্রন্থের সম্ভার এখানে রহিয়াছে। (দা. মা. ই., ৯খ, ৬২৩)।

মুসলিম জাহান, বিশেষত ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় পুনর্গঠন, ইসলামী শিক্ষা বিস্তার, দা'ওয়াত ও তাবলীগে'র ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইহার অনুসারী বহু সহস্র ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এইগুলি সাধারণত ক'াওমী (খারিজী, সরকারী নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত) মাদারিস নামে প্রসিদ্ধ। ধর্মবিমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন ও সংস্কৃতির অনিষ্টকর প্রভাব হইতে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির হিফাজতের ক্ষেত্রে, বিশেষত আযাদী আন্দোলনে এই দারু'ল-'উলূমের অবদান অনস্বীকার্য।

শায়খু'ল-হিন্দ মাহ'মূদু'ল-হ'াসান (১৯২০ খৃ.), শায়খু'ল-ইসলাম হ'সায়ন আহ'মাদ মাদানী, 'আল্লামাঃ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, হ'াকীমু'ল-উম্মাঃ আশরাফ 'আলী থানাব'ী (১৮৬২—১৯৪৩ খৃ.) খালীল আহ'মাদ সাহারানপুরী, মুফতী কিফায়াতু'ল্লাহ, 'উবায়দু'ল্লাহ সিন্ধী (১৮৭২—১৯৪৪ খৃ.), শাব্বীর আহ'মাদ 'উছ'-মানী, সায়্যিদ মানাজি'র আহ'সান গীলানী, হি'ফ্জু'র-রাহ'মান সীওহারব'ী, মুফতী মুহ'াম্মাদ শাফী', মুহ'াম্মাদ ইলয়াস কান্ধলাবী, আতহার আলী, শামসুল হক ফরিদপুরী, শায়খ 'আবদু'র-রাহ'ীম, 'মুশাহিদ আলী, প্রমুখ 'উলামা', মাশাইখ, শিক্ষাবিদ, লেখক, সমাজ-সংস্কারক ও রাজনীতিকগণ এই দারু'ল-'উলূমেরই উজ্জ্বল কতিপয় রত্ন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সায়্যিদ মাহ'বূব রিদ়ব'ী, তা'রীখ দীওবান্দ, দিল্লী হি. ১৩৭৩; (২) সায়্যিদ মানাজি'র আহ'সান গীলানী, সাওয়ানিহ' ক'াসিমী, লাহোর ১৯৬৯; (৩) আনওয়ারু'ল-হ'াসান ক'াসিমী, আনওয়ার ক'াসিমী, দীওবান্দ ১৯৫৮; (৪) মুফতী 'আযীযু'র-রাহ'মান, তায্'কিরাঃ মাশা'ইখ আদ-দীওবান্দ, ১৯৬৪; (৫) মুহ'াম্মাদ মিয়ান, 'উলামা'-ই-হ'াক'ক' কে মুজাহিদানাঃ কার-নামে, মুরাদআবাদ; (৬) ঐ লেখক, 'উলামা'-ই-হিন্দ কা শানদার মাযী, দিল্লী ১৯৪৬; (৭) হ'সায়ন আহ'মাদ মাদানী, নাক্'শ-ই-হ'ায়াত, দিল্লী ১৯৫৩; (৮) আবু'ল-হ'াসানাত নাদাব'ী, হিন্দুস্তান কী ক'াদীম দারসগাহে, আ'জ'মগড় ১৯২২; (৯) সায়্যিদ আস'গ'ার হ'সায়ন, হ'ায়াত-ই-শায়খু'ল-হিন্দ, সাহারানপুর ১৯৪৮; (১০) আন-ওয়ারু'ল-হ'াসান হাশিমী, মুবাশ্শারাত-ই-দারু'ল-'উলূম দেওবন্দ, ৩য় মুদ্রণ ১৯৮১; (১১) মুফতী মুহ'াম্মাদ জ'াফরু'দ-দীন, দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ, হি. ১৪০০; (১২) দাইরা-ই-'মা'আরিফ ইসলামিয়াঃ, লাহোর ৯খ, ৬২২।

ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ

ন

নওয়াব আলী (نواب علی ঃ নাওওয়াব 'আলী) চৌধুরী, সায়্যিদ, ময়মনসিংহের ধনবাড়ীতে বিখ্যাত জমিদার পরিবারে ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সায়্যিদ জানাব আলী চৌধুরীর পুত্র। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী ও সাহিত্যব্রতী।

গৃহশিক্ষকের কাছে তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে এবং কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষালাভের পর তিনি কর্মজীবনে অবতীর্ণ হন।

১৯০৬ খৃ. হইতে শুরু করিয়া তৎকালীন বাংলাদেশের মুসলিম-সমাজের কল্যাণের জন্য গঠিত প্রত্যেকটি সংগঠনের তিনি ছিলেন সংগঠক অথবা সর্বাপেক্ষা উৎসাহী সমর্থক। তিনি মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন (১৯০৭ খৃ.)। লক্ষ্ণৌ চুক্তির পর তিনি মুসলিম লীগ

ত্যাগ করেন।

মুসলিমগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনার শুরু হইতে তিনি একজন কমিটি-সদস্য হিসাবে ইহার সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসাম মুসলমান শিক্ষা সমিতির সম্পাদক এবং হর্নেল শিক্ষা কমিটির সদস্য ছিলেন (১৯১৪ খৃ.)।

আইন পরিষদের সদস্য হিসাবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসাম ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য (১৯০৬—১৯১১), ইণ্ডিয়ান লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য (১৯১৬—১৯২০), বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য (১৯১২১—১৯২৯) ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির কেবিনেট মন্ত্রী ছিলেন (১৯২১—১৯২৩)। বাঙ্গালী মুসলিমগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মন্ত্রীপদ অলংকৃত করেন।

নওয়াব আলী চৌধুরী সিমলা ডেপুটেশন ও নাথান কমিশনের (১৯২২ খৃ.) সদস্য ছিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি ছিলেন ক্যালকাটা মোহামেডান এসোসিয়েসনের সদস্য ও আনজুমান-ই-ইসলামিয়া ময়মনসিংহের সহ-সভাপতি (১৯২৩ খৃ.)।

সাহিত্যব্রতী নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত ঈদুল আযহা (১৯০০ খৃ.) এবং মৌলুদ শরীফ (১৩২২ হি.) প্রকাশিত হয়। মুসলিম জনমণ্ডলীকে 'ঈদু'ল-আয্-হ'ার তাৎপর্য এবং নবী জীবনের শিক্ষা ও মাহাত্ম্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় করাইয়া দেওয়ার জন্য তিনি পুস্তক দুইটি রচনা করেন। তাঁহার রচনার ভাষা প্রাঞ্জল এবং ক্লাসিকধর্মী; বিশেষত শেষোক্ত পুস্তকটিতে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা খুবই উচ্চমানের সাহিত্যগুণসম্পন্ন। তাঁহার দুইটি ইংরেজী পুস্তক Vernacular Education in Bengal ১৯০০ সালে এবং Primary Education in Rural Areas ১৯০৬ ইং. সালে প্রকাশিত হয়।

তাঁহার সাহিত্য-নিষ্ঠা কেবল পুস্তক রচনাতে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। তিনি বহু সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকিয়া মুসলিমগণের মধ্যে বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসকে জোরদার করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি (১৯০০ খৃ.) এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির পৃষ্ঠপোষক (১৯১১ খৃ.) ছিলেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার এই সমস্ত মূল্যবান অবদানের জন্য ১৯০৬ খৃ. বৃটিশ সরকার তাঁহাকে খান বাহাদুর, ১৯১১ খৃ. নওয়াব, ১৯১৮ খৃ. সি. আই. ই. এবং ১৯২৪ খৃ. নওয়াব বাহাদুর খিতাবে ভূষিত করেন।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ১৯০৭ সালের ৪ঠা এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ঢাকার এক অনুষ্ঠানে নওয়াব সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন:

"ময়মনসিংহ জিলার ধনবাড়ীর জমিদাররূপে এবং আপনার শিক্ষা ও জ্ঞান প্রভাবে আপনি আপনার সমাজে নেতার স্থান অধিকার করিয়া আছেন, বিশেষত মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে আপনি পরিশ্রম করিয়াছেন। ......গভর্নমেন্ট আপনার সাহায্য করিতে আনন্দবোধ করিতেছেন।"

নওয়াব আলী চৌধুরীর পৌত্র মুহাম্মদ আলী (বগুড়া) পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী এবং পুত্র নওয়াবজাদা হাসান আলী চৌধুরী সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী ছিলেন।

নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯২৯ সালের ১৭ই এপ্রিল দার্জিলিং-এ ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ২য়, ঢাকা, ১৯৭৩ ইং.; (২) 'নওয়াব আলী চৌধুরী', সৈয়দ মুকাররম আলী, মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ বাং.; (৩) Proceedings of the Bengal Legislative Council, 33rd Session (Cal.), April, 1929, পৃ. ১৫।

শাহেদ আলী
ও
মোহাম্মদ সিরাজুল হক

নক্শবন্দ (نقش بند : নাক্শবান্দ), মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মদ বাহা'উ'দ্-দীন আল-বুখারী (৭১৭-৭৯১/১৩১৭-১৩৮৯) নাকশ্-বান্দী সূ'ফী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার নামের অর্থ চিত্রকর। তাঁহার নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "ঐশী জ্ঞানের অনুপম চিত্রাঙ্কনকারী" (J. P.. Brown, The Darvishes, 2nd, ed., p. 142)। উহার অধিকতর গূঢ় অর্থ "প্রকৃত পূর্ণতার রূপ হৃদয়ে ধারণকারী" (মিফ্তাহ'ল-মা'ঈয়াঃ, উদ্ধৃত করিয়াছেন Ahlwardt, Berlin Catalogue, No. 2188)। রাশাহ'াত-এ উল্লিখিত একটি শোক-গাথায় তাঁহাকে 'আশ-শাহ' উপাধি দেওয়া হইয়াছে। শাহ-এর অর্থ 'আধ্যাত্মিক নেতা'। তাঁহার নিস্বাঃ আল-উওয়ায়সী ইহাই প্রতিপাদন করে যে, তাঁহার প্রচলিত পদ্ধতি উওয়ায়স আল-ক'রানী-র পদ্ধতির অনুরূপ। তাঁহার জনৈক অনুগামী স'লাহ' ইব্নু'ল-মুবারাক 'মাক'ামাত সায়্যিদিনা আশ-শাহ নাক্'শবান্দ' নামক গ্রন্থে তাঁহার বচনগুলি সংকলিত করিয়াছেন। উহা হইতে রাশাহ'াত 'আয়নু'ল-হ'ায়াত (৮৯৩/১৪৮৮) গ্রন্থের রচয়িতা তাঁহার পুস্তকের মাল-মসলা সংগ্রহ করেন। উহার বহু উদ্ধৃতি কার্যত নাক্'শ্ বান্দদের নিজ ভাষায় রচিত। ফার্সী হইতে 'আরবীতে অনূদিত, 'আবদু'ল-মাজীদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-খানী কর্তৃক প্রণীত 'আল-হ'াদাইকু'ল-ওয়ারদিয়্যাঃ ফী হাক'াইক' আজিল্লা' আন-নাক্'শ্বান্দিয়্যাঃ' (কায়রো ১৩০৬) নামক আধুনিক গ্রন্থে উহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বুখারা হইতে এক ফার্সাখ দূরবর্তী এক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঐ গ্রামের নাম কুশ্ক হিন্দুওয়ান এবং পরে উহার নাম রাখা হয় কুশ্ক 'আরিফান। আঠার বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে রামীত'ান হইতে এক মাইল দূরবর্তী এবং বুখারা হইতে তিন মাইল দূরবর্তী সাম্মাস নামক গ্রামে মুহ'াম্মাদ বাবা আস-সাম্-মাসীর নিকট সূ'ফী মতবাদ শিক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়। এই গুরুর পদ্ধতি অনুসারে যি'ক্র উচ্চৈঃস্বরে করা হইত। নাক্'শ্বান্দ 'আলা'দ-দাওলাঃ 'আব্দু'ল-খালিক' আল-গু'জ্দাওয়ানীর (মৃ. ৫৭৫ হি.) ন্যায় মনে মনে যি'ক্র করা পছন্দ করিতেন। ফলে আস-সাম্মাসীর অন্যান্য ভক্তের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে। কথিত আছে, সাম্মাসী পরে স্বীকার করেন যে, নাক্'শ্বান্দের পদ্ধতিই উপযুক্ত এবং মৃত্যুকালে তাঁহাকে তাঁহার খলীফা নিযুক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নাক্'শ্-বান্দ সামারকান্দ গমন করেন এবং সেখান হইতে বুখারায় যান। বুখারায় তিনি বিবাহ করেন এবং পরে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে স্বীয় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নাসাফ

গমন করতঃ সেখানে আমীর কুলাল নামক সাম্মাসীর একজন খলীফার নিকট অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তৎপর তিনি কিছু-কাল বুখারার নিকট যিওয়ারতুন্ এবং আন্বীক্তা গ্রামে বাস করেন। সেখানে সাত বৎসর পর্যন্ত আমীর কুলালের জনৈক 'আরিফু'দ-দীক-কিরানী নামক খলীফার নিকট অধ্যয়ন করেন। তারপর বার বৎসরকাল সুলত'ান খালীলের অধীনে চাকুরী করেন। এই সুলত'ানের রাজ্য লাভের বর্ণনা দিয়াছেন ইব্ন বাত্'তূ'তাঃ (৩ঃ ৪৯)। সামারক'ান্দ এই সুলত'ানের রাজধানী ছিল। সুলত'ানের পতনের পর (৭৪৭/১৩৪৭) তিনি যিওয়ারতুনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে সাত বৎসর যাবত পরোপকার ও জীব জন্তুর সেবা করিয়া কাটান; আরও সাত বৎসর রাস্তা-ঘাট সংস্কারের কার্যে ব্যয় করেন। জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি জন্মস্থানে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয় বলিয়া রাশাহ'াত বর্ণনা করিয়াছেন। Vambery (Travels in Central Asia, 1864) বলেন, বুখারা হইতে দুই লীগ দূরবর্তী বাভেদ্দীন গ্রামে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে। চীনের সুদূরতম অঞ্চল হইতে তীর্থ-যাত্রিগণ তাঁহার সমাধিতে আগমন করেন এবং বুখারার অধিবাসিগণ সেখানে সপ্তাহে একবার সমবেত হন। যাতায়াত করার জন্য তিনশত গাধা নিযুক্ত ছিল। ইহাদের দ্বারা প্রধান নগরীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা হইত।

তাঁহার জীবন-চরিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার সম্পর্ক ছিল বিভিন্ন স্থানের এবং বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে। হিরাতে আমীর হ'সায়ন (ইব্ন গি'য়াছি''দ-দীন আল্-গু'রী, তু. ইব্ন বাত্'তূ'তাঃ) তাঁহার সম্মানার্থে এক ভোজের আয়োজন করেন, কিন্তু 'উক্ত খাদ্য সৎভাবে উপার্জিত' আমীর কর্তৃক এইরূপ নিশ্চয়তা দান সত্ত্বেও নাক্'শ্বান্দ উহা ভোজন করিতে অস্বীকার করেন। তখন সমস্ত খাদ্য ফকীর-মিসকীনকে বিতরণ করা হয়। সারাখ্স্-এ তিনি এই শাসনকর্তার সহিত বাস করেন। তিনি বাগ'দাদ, নায়সাবূর এবং তায়াবাদে দুই-তিনবার গমন করেন। 'আলা-'উদ্-দীন 'আত্'ত'ার আল-বুখারীর (মৃ. ৮০২ হি.) অনুরোধে মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-হ'াফিজ'ী আল-বুখারী তাঁহার বাণীসমূহ সংগ্রহ করেন (Brit. Mus. Add. 26294)। হ'াদা'ইক' গ্রন্থে ফার্সী ভাষায় লিখিত তাঁহার রচনাগুলির উল্লেখ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও (১) নাফাহ'াতু'ল-উন্স, নং ৪৪২; (২) আশ-শাক'া'ইকু'ন-নু'মানিয়্যাঃ, Transl. Rescher, p. 165.

D. S. Margoliuth (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

নজরুল ইসলাম, কাজী (قاضى نذر الاسلام : ক'াযী নায্'রু'ল ইসলাম) সাধারণত বিদ্রোহী কবি নামে পরিচিত। বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে তিনিই শ্রেষ্ঠ কাব্য প্রতিভা। তিন সহস্রাধিক গানের রচয়িতা ও সুরকার। এই সঙ্গীত সৃষ্টির জন্য তিনি অনেকের কাছে 'বুলবুল কবি' বলিয়াও খ্যাত। তাঁহার কবিতায় বিদ্রোহের সুর ও বাণী থাকিলেও সে বিদ্রোহ ছিল অন্যায়, অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। উপমহাদেশের মুসলমানদের জাগ্রত করিবার জন্য তিনি অসংখ্য ইসলামী কবিতা ও গান লিখিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে মুসলিম রেনেসাঁর কবি বলিয়াও চিহ্নিত করা হয়। কেবল চিন্তা ও ভাবনায় নয়, তিনি বাঙলা ভাষায় অসংখ্য 'আরবী-ফারসী শব্দ অসাধারণ শিল্প-কুশলতায় প্রয়োগ করিয়াছেন। এইভাবে সংস্কৃত শব্দ প্রভাবিত বাংলা ভাষার গতানুগতিক রূপ বদলাইয়া বাঙলা ভাষাকে তিনি করিয়াছেন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী।

তাঁহার কবি-প্রতিভা বিচিত্র-ধর্মী। তিনি একাধারে কবি গীতি-কার, সুরকার, বাদক, গাল্পিক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, গায়ক ও অভিনেতা। বাংলা ও ইংরাজী ভাষা ছাড়াও তিনি কিছু কিছু 'আরবী, ফারসী, উর্দু, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষাও জানিতেন। এইজন্যই তাঁহার কবিতায় একদিকে যেমন শেলী, বায়রন, কীট্স, সুইনবার্ন ও হুইটম্যানের আদল লক্ষ্য করা যায়, তেমনি প্রভাব দেখা যায় রূমী, হ'াফিজ', 'উমার খায়্যাম ও ইক্'বালের। তিনি দীওয়ান-ই-হ'াফিজে'র অনেকগুলি কবিতা এবং রুবা'ইয়্যাত-ই-হ'াফিজ' এবং রুবা'ইয়্যাত-ই-'উমার খায়্যাম মূল ফারসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তিনি 'আরবী ও ফারসী ছন্দেও কিছু কবিতা রচনা করিয়াছেন এবং কিছু গানে 'আরবী, ইরানী ও তুর্কী সঙ্গীতের সুর সংযোজন করিয়াছেন। বাঙলা ভাষায় তিনিই সার্থক গ'াযল ও ক'াওয়ালীর স্রষ্টা [আবদুল কাদীর (সম্পা.), নজরুল রচনা সম্ভার; প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল]। বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামই রাজনৈতিক এবং সামাজিক চেতনামূলক কাব্য ও সাহিত্যের প্রধান স্রষ্টা। অসহযোগ ও খিলাফাত আন্দোলনের যুগে তাঁহার প্রকৃত সাহিত্য-জীবনের শুরু। তিনি বৃটিশবিরোধী আন্দোলনকে রাজনৈতিক জাগরণী কবিতা লিখিয়া জোরদার করেন। কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ছাড়া সমাজকর্মী এবং রাজনৈতিক কর্মী হিসাবেও তাঁহার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তরুণ জীবনে তিনি একাধারে জামালু'দ্-দীন আফগ'ানীর 'প্যান ইসলামিক' চিন্তাধারা এবং কামাল পাশা-র জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন এবং তাঁহার সাহিত্যে ইহার প্রতিফলন ঘটান। রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলনও তাঁহাকে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার সমস্ত সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মূলত ইসলামী আদর্শ ও চিন্তাধারাই তাঁহার মানবিক আবেদনমূলক কবিতার প্রকৃত উৎস।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ/১৮৯৯ খৃস্টাব্দের ২৪ মে পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জিলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কাযী ফকীর আহমদ ও মাতার নাম যাহিদাঃ খাতুন। পিতামহের নাম কাযী আমানুল্লাহ্ এবং মাতামহের নাম তুফায়িল 'আলী। কাযী ফকীর আহমদের দুই স্ত্রী, সাত পুত্র এবং দুই কন্যা ছিল। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর দ্বিতীয় পুত্র। কাযী ফকীর আহ'মাদের প্রথম পুত্র কাযী সাহিবজান-এর পর চার চারটি পুত্রের শৈশবেই মৃত্যুবরণের পর নজরুল ইসলামের জন্ম হয়। এইজন্য তাঁহার ডাক নাম রাখা হয় 'দুখু মিয়া'। কবির বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁহার পিতা মারা যান (ডক্টর রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবন ও কবিতা)।

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, কবির পূর্বপুরুষেরা সম্রাট শাহ্ 'আলামের রাজত্বকালে পাটনার হাজীপুর হইতে বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক পূর্বপুরুষ মোগল আমলে প্রতিষ্ঠিত এক বিচারালয়ের কাযীর পদ লাভ করেন এবং প্রচুর

'আয়মা' সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন (পৃ. দ্র.)। কবির পিতামহ ও পিতা উভয়েই এই স্থানের এক মাযার শরীফ ও মস্‌জিদের খাদিম ছিলেন।

দশ বৎসর বয়সে নজরুল ইসলাম গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইহার পর তিনি উক্ত মক্তবে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন এবং এক পর্যায়ে মাযার শরীফের খাদিম ও মস্‌জিদের ইমামাতেরও কাজ করিতে থাকেন। 'আরবী ও ফারসী ভাষার প্রথম পাঠ কবি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার মক্তবের শিক্ষক ফযল আহ্‌মাদের নিকট। তাঁহার এক চাচা বাযলে কারীম 'আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং 'আরবী-ফারসী মিশ্রিত শব্দে তিনি বাঙলা কবিতা লিখিতেন। কবির শৈশবের রচনার উপর ইঁহাদের প্রভাব পড়িয়াছিল।

কবির জীবন দারিদ্র্যক্লিষ্ট ছিল, তাই তাঁহার জীবনে কোথাও স্থির থাকিয়া লেখাপড়া করা সম্ভব হয় নাই। তিনি মক্তব ছাড়িয়া 'লেটো' (পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান অঞ্চলের দৃশ্যপটহীন এক ধরনের যাত্রাদল) দলে যোগ দিয়া গান করিতেন। পরে 'লেটো' দল ছাড়িয়া বর্ধমানের মাথরুন হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এইখানেও আর্থিক অনটনে লেখাপড়া করিতে না পারিয়া তিনি স্কুল ত্যাগ করেন ও কবিগানের আখড়ায় যোগ দেন। সেইখান হইতে বাহির হইয়া আসানসোলের এক রুটির দোকানে কিছুদিন চাকুরী করেন। এখান হইতে কবিকে উদ্ধার করেন ময়মনসিংহের অধিবাসী কাজী রফিজ উল্লাহ নামক এক সদাশয় দারোগা এবং তিনি তাঁহাকে ময়মনসিংহের দরিরামপুর হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া দেন। পরে ১৯১৫ খৃ. তিনি বর্ধমান জিলার শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯১৭ খৃস্টাব্দে দশম শ্রেণীর প্রি-টেস্ট পরীক্ষাকালে কবি সেনাদলে নাম লেখাইয়া পেশাওয়ারের কাছে নওশেরাতে চলিয়া যান। সেইখানে তিনি তিন মাস সামরিক ট্রেনিং গ্রহণের পর করাচী সেনানিবাসে ফিরিয়া আসেন। কর্মদক্ষতার বদৌলতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি 'ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার' পদে উন্নীত হন। ১৯২০ খৃস্টাব্দে বাঙালী পল্টন ভাঙ্গিয়া যাইবার পর তিনি সেনাবাহিনী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন। ১৯১৯ খৃ. হইতে তাঁহার সত্যিকার সাহিত্য জীবন শুরু হয়। তাঁহার প্রথম গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' এবং কবিতা 'মুক্তি' বাংলা ১৩২৬ সালে প্রকাশিত হয়।

১৯২০ খৃস্টাব্দে 'মোসলেম ভারতে' ক্রমান্বয়ে তাঁহার 'শাতইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম' এবং হ্যাফিজে'র কবিতার অনুবাদ 'বোধন' ও 'বাদল প্রাতের শরাব' প্রকাশিত হয়। একই বৎসর একই পত্রিকায় তাঁহার 'বাঁধনহারা' নামক পত্রোপন্যাস প্রকাশিত হয়। ঐ সময় তিনি শেরে বাংলা ফজলুল হক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'নবযুগ' নামক পত্রিকার সম্পাদনার কার্যে যোগদান করেন। ১৯২১ খৃস্টাব্দে কবির 'বিদ্রোহী' কবিতা একই সঙ্গে সাপ্তাহিক 'বিজলী' ও মাসিক 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয়। এই সময় তুর্কীর জাতীয় নেতা কামাল পাশার উপর লিখিত তাঁহার 'কামাল পাশা' নামক কবিতাটিও 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয়।

১৯২২ খৃস্টাব্দে কবি 'ধূমকেতু' নামক একটি অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটিতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে কবিকে এক বৎসরের জন্য কারাবরণ করিতে হয়। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে তিনি আশালতা সেনগুপ্তাকে বিবাহ করেন যিনি প্রমীলা নজরুল নামে পরিচিতা। ইতিপূর্বে তিনি সৈয়দা আখতার বানু উরফে নার্গিস নাম্নী একজন মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অজ্ঞাত কারণে কবি তাঁহাকে 'আক্‌দ-এর পরপরই ত্যাগ করেন।

১৯২৫ খৃস্টাব্দে কবির পরিচালনায় 'শ্রমিক প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়'-এর মুখপত্র সাপ্তাহিক 'লাঙল' প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যায় তাঁহার আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতা 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ খৃস্টাব্দের প্রথমদিকে গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে কবির যোগাযোগ ঘটে এবং ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে কবি গ্রামোফোন কোম্পানীর পূর্ণকালীন সঙ্গীত রচয়িতা নিযুক্ত হন। ১৯৪০ খৃস্টাব্দের অক্টোবরে শেরে বাংলা ফজলুল হকের তত্ত্বাবধানে পুনরায় 'নবযুগ' প্রকাশিত হয় এবং নজরুল ইসলাম ইহার প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫/১৯২৮ সালে কবির মাতা ইন্তিকাল করেন। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র অসাধারণ স্মৃতিধর 'বুলবুল' ইন্তিকাল করে। কবি গভীর শোকে মুহ্যমান হন। শুরু হয় তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন। কয়েক বৎসর পর ১৯৩৯ খৃ. কবি-পত্নী প্রমীলা পক্ষাঘাতগ্রস্তা হন। চিন্তাগ্রস্ত কবির স্বাস্থ্যক্ষয় শুরু হয়। অবশেষে ১৯৪২ খৃস্টাব্দের ১০ জুলাই হইতে কবি স্তব্ধবাক হইয়া যান। ১৯৭৬ খৃস্টাব্দের ২৯ আগস্ট তাঁহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি অনুরূপ অবস্থায় ছিলেন। ১৯৪৫ খৃ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে জগত্তারিণী পুরস্কার প্রদান করে। ১৯৬০ খৃ. ভারত সরকার কবিকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান করে। ১৯৬৯ খৃ. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মান-সূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান করে।

১৯৭২ খৃস্টাব্দে কবিকে বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ঢাকায় আনয়ন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৪ খৃ. কবিকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭৬ খৃ. কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় এবং ২১ ফেব্রুয়ারী পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৭৬-এর ২৪ মে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কবিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 'আর্মীক্রেস্ট' উপহার দেন।

২ রামাদ'ান, ১৩৯৬/২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ সালে রোজ রবিবার সকাল ১০টা ১০ মিনিটে ঢাকার পি. জি. হাসপাতালে কবি ইন্তিকাল করেন। ঐদিন অপরাহ্নে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জামি' মাস্‌জিদ প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়।

কবির প্রসিদ্ধ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ : ১। অগ্নিবীণা (১৯২২ খৃ.); ২। দোলনচাঁপা (১৯২৩); ৩। বিষের বাঁশী (১৯২৪); ৪। ছায়ানট (১৯২৪); ৫। সাম্যবাদী (১৯২৫); ৬। সর্বহারা (১৯২৬); ৭। সিন্ধুহিন্দোল (১৯২৭); ৮। জিঞ্জীর (১৯২৮); ৯। সঞ্চিতা (১৯২৮); ১০। চক্রবাক (১৯২৯); ১১। সন্ধ্যা (১৯২৯); ১২। নতুন চাঁদ (১৯৪৫); ১৩। মরু ভাস্কর (১৯৫৭); ১৪। শেষ সওগাত (১৯৫৮)।

তাঁহার বিখ্যাত গীতিগ্রন্থ : ১। বুলবুল (১৯২৮ খৃ.); ২। চোখের চাতক (১৯২৯); ৩। নজরুল-গীতিকা (১৯৩০); ৪। সুরসাকী (১৯৩১); ৫। জুলফিকার (১৯৩২); ৬। বনগীতি (১৯৩২); ৭। গুল-বাগিচা (১৯৩৩); ৮। গীতি শতদল (১৯৩৪); ৯। গানের মালা (১৯৩৪)।

তাঁহার গল্পগ্রন্থ : ১। ব্যথার দান (১৯২২ খৃ.); ২। রিক্তের বেদন (১৯২৫); ৩। শিউলী মালা (১৯৩১)।

তাঁহার উপন্যাস : ১। বাঁধনহারা (১৯২৭); ২। মৃত্যুক্ষুধা

(১৯৩০); ৩। কুহেলিকা (১৯৩১)।

তাঁহার নাটক: ১। ঝিলিমিলি (১৯৩০); ২। আলেয়া (১৯৩১)।

তাঁহার প্রবন্ধগ্রন্থ: ১। যুগবাণী (১৯২২), ২। দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬); ৩। রুদ্র-মঙ্গল (তারিখবিহীন)।

কবির অনূদিত কাব্যগ্রন্থ: ১। রুবাইয়্যাৎ-ই-হাফিজ (১৩৩৭ বাং.); ২। রুবাইয়্যাৎ-ই-ওমর-খৈয়াম (১৯৫৯ খৃ.)।

কবির অন্যতম কীর্তি হইল কু'রআনু'ল-কারীমের 'আমপারার সরল পদ্যানুবাদ 'কাব্য আমপারা' (১৯৩৩ খৃ.)। তাঁহার অন্তরে বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে কু'রআনের মূল ভাবের সহিত পরিচয় করাইবার অত্যন্ত আকুলতা ছিল। 'কাব্য আমপারা'-র ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন, "ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র—পুঁজি ধনরত্ন মণি-মাণিক্য—সব কিছু কোর-আন মজীদের মণিমঞ্জুষায় ভরা, তাও আবার আরবী ভাষার চাবি দেওয়া। ...আজ যদি আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই কোর-আন মজিদ, হাদিস, ফেকা প্রভৃতির বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন তাহ'লে বাঙালী মুসলমানদের তথা বিশ্ব-মুসলিম সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন। অজ্ঞান-অন্ধকারের বিবরে পতিত বাঙালী মুসলমানদের তারা বিশ্বের আলোক-অভিযানের সহযাত্রী করার সহায়তা করবেন। সে শুভদিন এলে আমার মত অযোগ্য লোক এ বিপুল দায়িত্ব থেকে সানন্দে অবসর গ্রহণ করবে।" (নজরুল-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৮৩/১৯৭৬)। কু'রআনের অনুবাদ বিশেষত পদ্যানুবাদ খুবই দুরূহ। কাজী কবি কু'রআনের ভাব ও ভাষা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আশ্চর্য কুশলতার সহিত এই দুরূহ কাজটি সম্পাদন করেন। 'কাব্য আমপারা' রচনা ও প্রকাশের সম্পূর্ণ ইতিহাসের জন্য দ্র. আবদুল মুকীত চৌধুরী (সম্পা.), নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৪০২/১৯৮২।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবন ও কবিতা, প্রথম প্রকাশ, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা ১৩৮৯; (২) প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল, কলিকাতা ১৯৫৫; (৩) আবদুল কাদির (সম্পা.), নজরুল-রচনাবলী, ১ম-৪র্থ খণ্ড, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ১৯৬৬ খৃ. ১৯৭৭ খৃ.; (৪) আবদুল আজীজ আল-আমান (সম্পা.), নজরুল কিশোর সমগ্র, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা ১৯৮২ খৃ.।

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

আন্-নজ্জাম (النظام: আন-নাজ্‌জা'ম) ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সায়্যার ইব্‌ন হানি' ইব্‌ন ইস্‌হা'াক' বাস'রার মু'তাযিলী সম্প্রদায়ের একজন ধর্মশাস্ত্রবিদ। তিনি বাস'রায় লালিত হন এবং শিক্ষালাভ করেন, জীবনের শেষাংশ বাগ'দাদে অতিবাহিত করেন এবং ক্ষমতার উচ্চাসনে আসীন থাকাকালে সেখানেই ২২০ ও ২৩০ হিজরীর (৮৩৫-৮৪৫ খৃ.) অন্তর্বর্তীকালে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন প্রতিভাবান কবি, প্রসিদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক, সর্বোপরি তীক্ষ্ণধী তার্কিক ও বাগ্মী; 'আব্বাসীয় যুগের কৃষ্টি ও তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। ইসলামী ধ্যান-ধারণার উন্নয়ন কর্মে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে।

আবু'ল-হুয'ায়ল আল-'আল্লাফ-এর মজলিসে তিনি 'ইল্‌ম কালাম অধ্যয়ন করেন, কিন্তু শীঘ্রই পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র মায্‌হাব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শিক্ষক 'মানী'-দের বিরুদ্ধে যে বিতর্ক শুরু করিয়াছিলেন তাহা তিনি সাফল্যের সহিত চালাইয়া যাইতে থাকেন, তবে দাহ্‌রী দর্শনের মতবাদ (যে সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল) খণ্ডনের জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এই ক্ষেত্রে আন্-নাজ্‌জা'ামই সার্থক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং ইহা ইসলামে বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিতে থাকে এশীয়-গ্রীক দর্শনের বিরুদ্ধে; এই আন্দোলনের সনাতন দলীল হইল আল-গা'যালীর তাহাফুত। বাগদাদে মুরজি'ই এবং জাবারী ধর্মতত্ত্ববিদ, মুহা'দ্দিছ' এবং ফাক'ীহগণের সহিত তিনি জোরালো বিতর্কে প্রবৃত্ত হন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ করেন। ফলে সুন্নী 'আক'া'ইদের ইতিহাসে ইহার বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অন্যদিকে তাঁহার মতবাদসমূহ বাগদাদের মু'তাযিলী পণ্ডিতমণ্ডলীর উপর তাঁহাদের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আন-নাজ্‌জা'াম সর্বোপরি একজন ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার চিন্তাধারায় দুইটি প্রবণতা প্রাধান্য লাভ করে: তাওহ'ীদের প্রতি গভীর অনুরাগ (তাওহ'ীদের অর্থ কঠোরতম একত্ববাদ) এবং কু'রআনের প্রতি অনুরাগ। দ্বিতীয় অনুরাগের কারণে ধর্মতত্ত্ব এবং নীতিবাদের অন্যান্য উৎস তিনি পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ধর্মানুরাগ ছিল পুরাপুরি বুদ্ধিভিত্তিক। তাহাতে আবেগের ভূমিকা ছিল সীমিত। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁহাকে দাহ্‌রী (দ্র.) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ধর্মতত্ত্বমূলক রচনাদির মৌলিক ভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্যই ইহা করা হইয়াছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও ইহা সত্য যে, দাহ্‌রিয়াদের সহিত বিতর্কের ফলেই তাঁহার মনে ধর্মতত্ত্বের মূলনীতিগুলি বদ্ধমূল হয় এবং এই সব মূলনীতির কাঠামো স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়। ফলে তাঁহার হাতে ইসলাম এক অভিনব রূপ লাভ করে। ধর্মীয় মত প্রকাশে তাঁহার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির দরুন সমগ্র মুসলিম সমাজ, এমন কি মু'তাযিলীগণ পর্যন্ত তাঁহার নিন্দা করে। তিনিই সর্বপ্রথম সুন্নী নীতির প্রধান সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করেন। তাঁহার রচনা প্রায়ই বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কিছু কিছু অংশ প্রধানত তাঁহার শিষ্য আল-জাহি'জে'র পুস্তকাবলীতে সংরক্ষিত আছে। প্রচলিত ধর্মবিরোধী যে সব মত তাঁহার নামে নানা পুস্তকে স্থান পাইয়াছে সেগুলি তাঁহার ছাত্রদের মারফত বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। খায়্যাত' এইগুলির যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিতাবু'ল-ফারক'-এ আল-বাগ'দাদী তাঁহার ধর্মশাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা সম্ভবত ইব্‌ন আর-রাওয়ান্দীর। ইহা ইচ্ছাকৃত ভ্রান্ত ব্যাখ্যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার প্রদত্ত ধর্মতত্ত্বের এবং মায্‌হাবের প্রধান বৈশিষ্ট্যের সমস্যাগুলির উপর কতিপয় মন্তব্য নিম্নে প্রদান করা হইল:

১। আস্‌-সু'ত-তাওহ'ীদ: দাহ্‌রিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে সৃষ্টি-তত্ত্ব বিষয়ে কু'রআনের উক্তি সমর্থন করা নাজ্‌জা'ামের প্রধান লক্ষ্য। দাহরিয়াঃ মতে—মূল পদার্থ অনন্তকাল চলমান, সুতরাং জড়জগত অনন্তকাল স্থায়ী। তিনি এতদুদ্দেশ্যে জু'য্‌'র এবং কুমূন মতবাদ উদ্ভাবন করেন। উহা সম্পূর্ণ দাহ্‌রিয়াঃ মত বিরোধী এবং আবু'ল-হুয'ায়ল আল-'আল্লাফ উহা বহু পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেহ এবং দৈহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁহার ভাবধারা এবংবিধ প্রচেষ্টার ফল এবং 'মানী' (مانى Mane, ২১৫-৭৬ প্রবর্তিত আলো-অন্ধকারমূলক দ্বৈতবাদ) মতবাদ বিরোধী বিতর্ক দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত। আন-নাজ্‌জা'াম 'মানী' মতবাদের মৌলিক প্রশ্নগুলি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাখ্যায় আত্মাস্তুবাদের রেশ বিদ্যমান বলিয়া মাঝে মাঝে মনে হয়; সৃষ্টি হইল চলমান গতি এবং সৃষ্ট পৃথিবী অবিরত গতিশীল (এমন কি বিরামও গতিশীলতার একটা ভিন্নরূপ মাত্র)। আল্লাহ্ স্বয়ং গতিহীন কিন্তু তিনি আদিম চালক শক্তি। স্রষ্টা অর্থাৎ স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য নেতিবাচকভাবে প্রকাশমান। আল্লাহ্‌র বাণী একটি বস্তু (সুতরাং সৃষ্ট), কিন্তু মানুষের বাণী একটি আপতন। কু'রআন মু'জিয (অলৌকিক), কারণ ইহাতে অতীতের তথ্য নিহিত এবং উহা গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করে, কিন্তু ভাষাশৈলী (Style) অলৌকিক নয়। মানুষকে আল্লাহ্ নিবারণ না করিলে সে কু'রআনের (Style) স্টাইল অনুসরণ করিতে পারিত (বাস্তবিকই আন্-নাজ্'জ'ামে কোন বৈপরীত্য [মু'আরাদ'াঃ] নাই)। 'ইক্‌রিমাঃ, কাল্‌বী, সুদ্দী বা মুক'াতিল ইবন সুলায়মান প্রমুখ মুহ'াদ্দিছ' কু'রআনের যে যথেচ্ছ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন আন-নাজ্'জ'াম তাহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং অবিকল ব্যাখ্যা দাবী করেন। নুবুওওয়াত সর্বদা বিশ্বজনীন; অন্য কথায় সকল নবী—শুধু মুহ'াম্মাদ (স') নহেন, সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য প্রেরিত (মুহ'াদ্দিছ'গণের বিরোধী মতবাদ)। আন-নাজ্'জ'াম মুহ'াম্মাদ (স')-এর নুবুওওয়াত প্রাপ্তি অস্বীকার করেন নাই।

২। আস্'লু'ল-'আদ্‌ল : আন্-নাজ্'জ'ামের মতে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সীমিত। ইহাতে আশ্'আরী ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। মানুষের সব কর্মই গতি, সুতরাং উহা আপতনিক বা আকস্মিক, আর এই গতি মানুষের নিজের সহিতই শুধু সম্পর্কিত। বাহিরে যে ক্রিয়া লক্ষিত হয় তাহা তাহার নিজস্ব কারণে নহে, বরং সে প্রাকৃতিক শক্তি আল্লাহ তাহার দেহে প্রদান করিয়াছেন তাহারই ফলে (তাওয়াল্লুদ অস্বীকার)। মানুষই রূহ' এবং এই রূহ্' দেহাভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে; দেহ আবার রূহে'র অক্ষমতা (আফাঃ) প্রকাশ করে। বলিতে গেলে, শরীরটাই (যাহা মানুষ বা রূহ' হইতে স্বতন্ত্র) মানুষ (রূহ'), যে কাজ করিতে সমর্থ সেই কাজকে কার্যকরী করে মাত্র। ইহা হইতে অনুধাবন করা যায় যে, কাজ সম্পাদিত হইবার পূর্বে (আল্-'ইস্‌তিত'া'আঃ ক'াব্‌লা'ল-ফি'ল) মানুষ (রূহ') উহা সম্পাদনক্ষম, কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত হইবা মাত্র মানুষ আর সে কাজের ক্ষমতা রাখে না।

৩। আস্'লু'ল-ওয়া'দ ওয়া'ল-ওয়া'ঈদ : ফিক্'হশাস্ত্রের বাস্তব সমস্যাসমূহে আন-নাজ্'জ'ামের গভীর আগ্রহ ছিল। স'ালাত, প্রক্ষালণা এবং আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে আমরা অবহিত (এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি অদ্ভুত ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন)। উস্'ল শাস্ত্রের তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি আস'হাবু'র-রায় ওয়া'ল-কি'য়াস-এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রচারাভিযান চালান। সুতরাং এই আক্রমণ মুর্জি'ঈ প্রতিনিধি হ'ানাফীদের বিপক্ষেও বলা যায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় রা'য় এবং কি'য়াস অস্বীকার করেন এবং স'াহ'াবীদের মধ্যে যে সব মহান ব্যক্তি তাঁহার মতে উহা প্রয়োগ করিয়া অপরাধ করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও আক্রমণ করিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই। সমভাবে তিনি ইজ্'মা'-রও তীব্র সমালোচনা করেন, কিন্তু আংশিকভাবে ইজমা' মানিয়া লন। এই সব কার্যকলাপের মাধ্যমে তিনি দাউদ আজ্'-জ'াহিরী এবং জ'াহিরিয়্যাঃ সম্প্রদায়ের পথ সুগম করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-জাহি'জ', কিতাবু'ল-হ'ায়াওয়ান, কায়রো ১৩২৫ হি. (বিশেষতঃ ১খ, ১৬৭—১৬৯, কু'র্আনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে এবং ৫খ, ১—৩১, জু'হূর ও কুমূন সম্বন্ধে); (২) আল-খায়্যাত', কিতাবু'ল-ইন্‌তিস'ার, ed. Nyberg, Cairo 1925, index; (৩) ইব্‌ন কু'তায়বাঃ, তা'বী'ল মুখ্‌তালিফি'ল-হ'াদীছ', কায়রো ১৩২৬, পৃ. ২০—৫৩; (৪) আল-আশ্'আরী, মাক'ালাত, ed. Ritter, index; (৫) আস-সায়্যিদ আল-মুর্‌তাদ'া, কিতাবু'ল-আমালী, কায়রো ১৩২৫, ১খ, ১৩২-১৩৪; (৬) আল-বাগ'দাদী, কিতাবু'ল-ফার্‌ক', কায়রো ১৯১০ খৃ., পৃ. ১১৩—১৩৬; (৭) কিতাবু'ল-ফিহ্‌রিস্ত, in, WZK, ৪খ, ২২০—২১; (৮) ইব্‌ন হ'ায্‌ম, কিতাবু'ল-ফাস্'ল, কায়রো ১৩১৭, হি. আশ-শাহ্‌রাস্‌তানী, কিতাবু'ল-মিলাল ওয়া'ন-নিহ'াল, ed. Cureton, পৃ. ৩৭—৪১; (৯) ইব্‌ন আবি'ল-হ'াদীদ, শার্‌হ' নাহ্‌জু'ল-বালাগ'াঃ, কায়রো ১৩২৯, ২খ, ৪৮—৫০ (ইহাতে আন-নাজ্'-জ'ামের কিতাবু'ন-নুকাতের কিছু উদ্ধৃতি আছে); (১০) আল্-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, তা'রীখ বাগ'দাদ, কায়রো ১৩৪৯, ৬খ, ৯৭-৯৮; (১১) ইব্‌নু'ল-মুর্‌তাদ'া, আল-মু'তাযিলাঃ, ed. Arnold Leipzig 1902, পৃ. ২৮—৩০; (১২) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আস্‌ক'ালানী, লিসানু'ল-মীযান, হায়দরাবাদ ১৩২৯, ১খ, ৬৭; (১৩) মু'তাযিলাঃ প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জীও দ্র.; (১৪) A. S. Tritton, Muslim Theology, London 1947, p 89 প.।

H. S. Nyberg (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

আন্-নজ্জার (النجار : আন-নাজ্‌জার) আল-হ'সায়ন ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আবূ 'আব্‌দিল্লাহ্ আন্-নাজ্‌জার খালীফাঃ আল-মা'মূনের সময়ের একজন মুর্জি'আঃ ও জাবারিয়াপন্থী ধর্মতাত্ত্বিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিশ্‌র আল-'মারীসীর শিষ্য ছিলেন। আবু'ল-হুয'ায়ল আল-'আল্লাফ এবং আন্-নাজ্'জাম বিশ্‌র-এর মতবাদের বিরোধিতা করেন। সম্ভবত তিনি বাম্‌ম নামক স্থানে বাস করিতেন এবং বস্ত্র বয়ন করিতেন।

তাঁহার মতে, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী তাঁহার সত্তার সহিত অভিন্ন। আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন শুধু তাঁহার ক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্ভব হয়, যাহার ফলে দর্শকের চক্ষু অন্তরে পরিণত হয় এবং ইহা উপলব্ধি-ক্ষমতা লাভ করে। আল্লাহ্‌র বাণী সৃষ্ট। যখন ইহা লিখিত হয় তখন ইহা একটি আপতন, যখন ইহা লিখিত হয় তখন ইহা একটি বস্তু। আল্লাহ্ তা'আলা অনাদিকাল হইতে সমস্ত জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত, তাঁহার ইচ্ছাতেই ভাল-মন্দ, বিশ্বাস (ঈমান), অবিশ্বাস (কুফ্‌র) সব কিছু ঘটে। আল্লাহ তা'আলার এক গুপ্ত সত্তা (মাহিয়াঃ) আছে। তাঁহার মধ্যে করুণার এক গুপ্ত ভাণ্ডার আছে। ইহা সমস্ত অবিশ্বাসিগণকে (কাফিরগণকে) তাঁহার দিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যথেষ্ট। বস্তু ও আপতনের সম্পর্ক কল্পনা করিলে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয় তাহাদের রূপরেখা এই, অণু—আপতন (accident, اعراض), বস্তু তাই আপতনসমূহের সমাহার (দি'রার)। আপতনগুলি পাশাপাশিভাবে বিদ্যমান, একে অন্যের ভিতর অনুপ্রবেশ করে না (ইহা নাজ্'জ'ামের মুদাখালাঃ মতবাদের বিপরীত)। আপতনসমূহ ক্ষণস্থায়ী। আন্-নাজ্‌জার তাঁহার ধর্মতত্ত্বভিত্তিক প্রবণতার প্রভাবেই সমস্যাবলীর পুনর্বিন্যাস করিয়াছেন। জগতে যাহা কিছু ঘটে তাহা আল্লাহ্‌র অবিরত ও অবারিত কার্য হইতেই উৎপন্ন। তিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত সত্তা বা শক্তি নাই। তিনি

মানবের কর্মসমূহের সৃষ্টিকর্তা। তিনি প্রত্যেক সৎকার্যে সহযোগিতা করেন এবং প্রত্যেক মন্দকার্যে সহযোগিতা পরিহার করেন। এই সহযোগিতা এবং সহযোগিতার পরিহার হইল কার্য প্রচেষ্টা যাহা প্রত্যেক কার্যের সঙ্গে থাকে (আল-ইস্‌তিত'াা'আঃ মা'আ'ল ফি'ল, ইহা মু'তাযিলী মতবাদের বিপরীত)। মানুষের কর্ম হইল আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে কাজে লাগান (কাস্‌ব)। মানুষ একটি ইস্‌তিতা'আঃ (ক্ষমতা) দ্বারা একটি কার্যই করিতে পারে: কার্যের গৌণ ফল (আল-মুওয়াল্লাদাাত) মানুষের উপর নির্ভর করে না; আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে (ইহা মু'তাযিলীগণের তাওয়াল্লুদ মতবাদের বিপরীত)। ধর্ম-বিশ্বাস বা ঈমান হইল আল্লাহ সম্বন্ধে তাঁহার রাসূলগণের সম্বন্ধে এবং তাঁহার আদেশাবলীর সম্বন্ধে জ্ঞান এবং এই জ্ঞান মুখে প্রকাশ করা। ঈমানের কয়েকটি বিশেষত্ব (খিসাাল) আছে, ইহাদের প্রত্যেকটি একটি আনুগত্যের কার্য (তা'াা'আঃ)। সকল আনুগত্য-কার্যের সমাহারই পূর্ণ ঈমান। ঈমান বর্ধিত হইতে পারে কিন্তু হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। কেবলমাত্র নাস্তিকতা দ্বারাই ইহা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি কোন কাবীরাঃ গুনাহ (গুরুতর পাপ) করে এবং তাওবাঃ (অনুতাপ) না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় সে জাহান্নামে নীত হয়; ইহা হইতে সে আবার মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে, কিন্তু অবিশ্বাসী (কাাফির) মুক্তি পাইবে না। আন-নাজ্জাার কবরের শাস্তি ('আযাাব) স্বীকার করিতেন না। আন-নাজ্জাার তাঁহার শিক্ষক বিশ্‌র-এর ন্যায় সংশোধিত ও মার্জিত জাহ্‌মিয়্যাঃ মতবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই মতবাদের উপর মু'তাযিলাঃ ধর্মতত্ত্বের প্রভাব সুস্পষ্ট। অপরদিকে মু'তাযিলাঃ মতবাদই, বিশেষত বাগদাদের মু'তাযিলাঃ মতবাদ, তাঁহার বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁহার সম্প্রদায় হইতে বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। আন্‌-নাজ্জাারের কতকগুলি মতবাদ পরবর্তীকালে আল-আশ্'আরীর মধ্যে পাওয়া যায়। নাজ্জাারীয়াগণ রাই ও জুর্জানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহা তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল; (১) আল-বুরগু'ছি'য়্যাঃ, ইঁহারা মুহ'াম্মদ ইব্‌ন 'ঈসাা বুরগু'ছে'র অনুসরণকারী ছিলেন; (২) আয-যা'ফারাানিয়্যাঃ, ইঁহারা আবু 'আবদিল্লাহ ইবনু'য-যা'ফারাানীর অনুসারী ছিলেন; (৩) আল-মুস্‌তাদ্‌রিকাঃ, একটি সংস্কারক সম্প্রদায়। ইঁহারা আল্লাহ্‌র বাণী সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মত প্রচার করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-ফিহ্‌রিস্‌ত, সম্পা. Flugel, p. 179 (তাঁহার রচনাবলীর তালিকাসম্বলিত); (২) আল-মাক্‌'দিসী, BGA, iii. 37-38, 126, 365, 394-395; (৩) আস-সাম্'আানী, আন্‌সাাব, পত্র ৫৫৪; (৪) আল-খায়্যাাত', কিতাাবু'ল-ইন্‌তিসাার, ed. Nyberg, s. index; (৫) আল-আশ্'আরী, মাকাালাাতু'ল-ইসলাামিয়্যীন, ed. Ritter, s. index; (৬) আল-বাগ্‌দাাদী, পৃ. ১৯৫-১৯৮, ২০১; (৭) আশ-শাহ্‌রাস্তাানী, পৃ. ৬১—৬৩; (৮) A. S. Tritton, Muslim Theology, London 1947, p. 71 প.; (৯) W. M. Watt, Freewill and predestination in early Islam p. 106 প.।

H. S. Nyberg (S.E.I.)/মুহম্মদ রিযাউর রহীম

নফ্স (نفس : নাফ্স) ('আ) আত্মা। প্রাথমিক যুগের আরবী কাব্যে নাফ্‌স্ শব্দটি আত্মা অথবা ব্যক্তি বুঝাইবার জন্য আত্মঘটিত পদরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, আর রূহ' শব্দ শ্বাস, বাতাস অর্থে। কু'রআান শরীফে নাফ্স আত্মা অর্থেও প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং রূহ' বিশেষ ফিরিশ্‌তা, দূত জিব্‌রাঈল ('আ) এবং বিশিষ্ট স্বর্গীয় দান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কু'রআান শরীফ অবতীর্ণ হইবার পরবর্তী যুগের সাহিত্যে নাফ্স এবং রূহ' শব্দ দুইটি একটির পরিবর্তে অপরটি প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং উভয়ই মানুষের আত্মা এবং ফিরিশ্‌তা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১। কু'রআান শরীফে প্রয়োগ :

(ক) নাফস এবং ইহার বহুবচন আন্‌ফুস এবং নুফুস শব্দগুলির দুই প্রকার প্রয়োগই প্রচলিত : ১। আত্মঘটিত পদ : (ক) প্রায় সর্বত্র মানুষের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে প্রযোজ্য, উদাহরণঃ যথা- ৩ : ৬১; "আইস আমরা...আমাদের নিজদিগকে এবং তোমাদের নিজদিগকে আহ্বান করি," আরো ১২ : ৫৪; ৫১ : ২১। (খ) ছয়টি আয়াতে নাফ্‌স্ শব্দ আল্লাহ সম্পর্কে ব্যবহৃত : ৫ : ১১৬ 'ঈসাা ('আ) বলেন, "আপনি (আল্লাহ) নিশ্চয়ই জানেন আমার নিজের অভ্যন্তরে কি আছে, কিন্তু আমি জানি না আপনার অভ্যন্তরে কি আছে (নাফ্‌সিক)", ৩ : ২৬, ৩০; ৬ : ১২, ৫৪ এবং ২০ : ৪১। আর একটি স্থানে ২৫ : ৩ (১৩ : ১৬) দেবদেবীকে উল্লেখ করা হইয়াছে, "তাহারা (আলিহাঃ) নিজেরা (আন্‌ফুসিহিম) আদৌ কোন ক্ষতি বা উপকার করার অধিকারী নয়।" (গ) সূরাঃ ৬ : ১৩১-এ দুইবার নাফ্স শব্দটি বহুবচনে প্রয়োগ করা হইয়াছে মানুষ এবং জিনের দলকে লক্ষ্য করিয়া : "আমরা আমাদের (আন্‌ফুসানাা) বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিয়াছি।"

২। নাফ্স মানুষের আত্মা অর্থে ব্যবহৃত; সূরাঃ ৬ : ৯৪, "যখন ফিরিশতারা হস্ত প্রসারিত করিয়া (বলেন) তোমরা আত্মাগুলিকে (আনফুস) বাহির কর"; আরো সূরাঃ ৫০ : ১৬; ৬৪ : ১৬; ৭৯ : ৪০ ইত্যাদি। এই আত্মার তিনটি রূপ বিদ্যমান : (ক) ইহা আম্‌মাারাঃ অর্থাৎ অসৎ কার্যে আদেশ দান করে (সূরাঃ ১২ : ৫৩)। হিব্রু nofesh শব্দের অনুরূপ ইহার মৌলিক ধারণা, "দৈহিক ক্ষুধা" গলীয় ব্যবহারে (PSUKHE) এবং English New Testament-এ flesh। ইহা প্ররোচনা দেয় (৫০ : ১৬), ইহা 'আল-হাাওয়াা' শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং ইহা "ইচ্ছা" অর্থে সর্বদাই মন্দ। ইহাকে অবশ্যই সংযত (সূরাঃ ৭৯ : ৪০) এবং ধৈর্যশীল করিতে হইবে (১৮ : ২৪) এবং ইহার প্রলোভনকে জয় করিতে হইবে (৫৯ : ৯)। (খ) নাফ্‌স্ লাওওয়াামাঃ অর্থাৎ ইহা তিরস্কার করে (৭৫ : ২), সত্য-ধর্মত্যাগীদের আত্মা (আন্‌ফুস) সংকুচিত (অর্থাৎ ক্লিষ্ট) হয় (৯. ১১৮)। (গ) আত্মাকে মুত'মা'ইন্নাঃ অর্থাৎ প্রশান্ত বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে (৮৯ : ২৭)। এই তিনটি আখ্যা পরবর্তীকালে মুসলিমগণের নীতি-শাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, নাফ্‌স্ শব্দ ফিরিশ্‌তাদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় নাই (দ্র. R. Blachere, Notes sur le substantif "nafs" dans le Coran, in Semitica, i, 1948)।

(খ) রূহ' শব্দটির পাঁচটি ব্যবহার আছে : ১। আল্লাহ্ তৎসৃষ্ট রূহ' ফুৎকার করিয়া (নাফাখা) দিলেন, (ক) আদামের অভ্যন্তরে এবং তাঁহার প্রাণ-সঞ্চার করিলেন (১৫ : ২৯; ৩৮ : ৭২; ৩২ : ৯), (খ) মার্‌য়ামের অভ্যন্তরে, 'ঈসাা ('আ)-কে গর্ভে ধারণ করিবার নিমিত্ত (২১ : ৯১; ৬৬ : ১২)। এখানে রূহ' রীহ্' (বায়ু) তুল্য এবং উহার অর্থ জীবন-বায়ু (দ্র. Gen. ii, 7), উহার সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। ২। চারিটি আয়াতে রূহ' অর্থ আল্লাহ্‌র আম্‌র (আদেশ বা ব্যাপার)-এর সহিত সম্পর্কিত এবং রূহ' ও

আম্র উভয়ের অর্থ প্রসঙ্গে মতভেদ বিদ্যমান। (ক) সূরাঃ ১৭ঃ ৮৫-তে উক্ত আছে ঃ "তাহারা আপনাকে হে মুহ'াম্মাদ (স')! রূহ' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, বলুন, "রূহ' আমার প্রভুর আম্র বা আজ্ঞা বিশেষ, (আর-রূহ' মিন্ আম্রি রাব্বী) আপনাকে সে সম্বন্ধে অতি অল্পই জ্ঞান দান করা হইয়াছে।" (খ) সূরাঃ ১৬ঃ ২-এ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের যাহার নিকট ইচ্ছা ফিরিশ্তাদিগকে তাঁহার অনুজ্ঞারূপ রূহ' (আর-রূহ' মিন্ আম্রিহি) অর্থাৎ ওয়াহ্'য়ি-সহ অবতীর্ণ করেন যাহাতে তাহারা এই মর্মে সতর্ক করে যে, "আমি ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই, সুতরাং আমাকেই ভয় কর।" (গ) সূরাঃ ৪০ঃ ১৫, আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন। ওয়াহ্'য়ি (আর-রূহ' মিন্ আমরিহি) তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর, যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে। (ঘ) সূরাঃ ৪২ঃ ৫২, "আমরা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি (আওহ'ায়না রূহ'াম্ মিন্ আম্রিনা), তুমিত অবগত নহ কিতাব কি অথবা বিশ্বাস কি, পক্ষান্তরে আমরা উহাকে আলোক-স্বরূপ করিয়াছি যদ্দ্বারা আমরা আমাদের বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পথ প্রদর্শন করি।" 'আম্র' এবং 'মিন্' শব্দের অর্থ যাহাই হউক না কেন, পূর্বাপর প্রসঙ্গ রূহ' শব্দটিকে সম্পর্কিত করে (ক) উদাহরণে জ্ঞানের সহিত, (খ) উদাহরণে ফিরিশ্তা এবং সৃষ্ট জীবের সহিত, সতর্ক করিবার জন্য, (গ) উদাহরণে সৃষ্ট জীবের সহিত, সতর্কতার জন্য এবং (ঘ) উদাহরণে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সহিত, জ্ঞান, ধর্মবিশ্বাস, আলো এবং পথ প্রদর্শনের জন্য। সুতরাং এই রূহ' আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ভবিষ্যদ্বাণী বহন কার্যের জন্য বিশিষ্ট উপায়স্বরূপ। ইহাতে Bozalel-এর কথা বিশেষভাবে মনে করাইয়া দেয়। তিনি জ্ঞানে, বিজ্ঞতায় এবং বোধ-শক্তিতে আল্লাহ্‌র তেজে পরিপূর্ণ ছিলেন (Exodus, xxxv. 3031), ৩। সূরাঃ ৪ঃ ১৭১, হযরত 'ঈসা ('আ)-কে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আগত রূহ' বলা হইয়াছে, ৪। সূরাঃ ৯৭ঃ ৪, ৭৮ঃ ৩৮ এবং ৭০ঃ ৪-এ আর-রূহ' ফিরিশ্তা-গণের সঙ্গী, সহচর, ৫। সূরাঃ ২৬ঃ ১৯৩-এ 'আর-রূহ'ল-আমীন, বিশ্বাসী 'রূহ'' কু'রআান অবতীর্ণ করিয়াছে তোমার (মুহ'াম্মাদের) হৃদয়ে।' সূরাঃ ১৯ঃ ১৭-তে আল্লাহ্ মার্য়ামের নিকট 'আমাদের রূহ'' প্রেরণ করেন, তিনি তাঁহার নিকট একজন সুঠাম মানবরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন, সূরাঃ ১৬ঃ ১০২, রূহ''ল-কু'দুস, উহা (কু'রআান) অবতীর্ণ করিয়াছে তোমার প্রতি-পালকের নিকট হইতে বিশ্বাসিগণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। অন্য তিন স্থলে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ হযরত 'ঈসা ('আ)-কে রূহ''ল-কু'দুস দ্বারা সহায়তা করেন (২ঃ ৮৭, ২৫৩ এবং ৫ঃ ১১০)। নাম এবং কর্মের এই অন্তর্নিহিত সম্পর্ক দ্বারা সংবাদ-বহ ফিরিশ্তার পরিচয় সূচিত হয়, তিনি ৪র্থ উদাহরণের রূহ'ও হইতে পারেন। তাই কু'রআানে রূহ' শব্দে সাধারণ ফিরিশ্তাগণ, মানুষের ব্যক্তি-সত্তা অথবা তাহার আত্মা অর্থজ্ঞাপন করা হয় নাই। এই শব্দের বহুবচনও ব্যবহার করা হয় নাই।

গ। নাফাস শব্দের অর্থ শ্বাস এবং বাতাস। ধাতুগতভাবে উহা নাফ্সের অনুরূপ এবং কোন কোন অর্থে রূহে'র অনুরূপ। এই উভয় অর্থে ইহার ব্যবহার কু'রআানে নাই, তবে প্রাথমিক যুগের কাব্যে উহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল (F. Krenkow, The poems of Tufail and at-Tirimmah, London 1927, p. 32)। ঐ শব্দ হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া 'তানাফ্ফাসা' (সূরাঃ ৮১ঃ ১৮) এই অর্থ হইতে উদ্ভূত। একই মূল হইতে উৎপন্ন কু'রআানে ব্যবহৃত অন্য একটি রূপ 'ফাল্‌য়াতানাফাসি'ল মুতানাফিসূন' (৮৩ঃ ২৬) এবং ত'াবারীতে উহার ব্যুৎপত্তি 'নাফিসা' (অর্থ—কামনা করা) হইতে নির্ণীত হইয়াছে (জামি'উ'ল-বায়ান, কায়রো ১৩২১ হি., ৩০খ, ৫৭)।

২। উমায়্যা যুগের কাব্যে রূহ' মানবাত্মা অর্থে প্রথম প্রয়োগ করা হয় (কিতাবু'ল-আগ'ানী, সং, ১২৮৫ হি., ১৩খ, ১২৩ দেখ এবং Cheikho, Le Christianisme, Bairut 1923, p. 338)। কু'রআানে নাফ্স শব্দ উপরে উল্লিখিত ২য় উদাহরণের অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩। প্রাথমিক হ'াদীছ' সংগ্রহে ইমাম মালিক (র)-এর আল-মুওয়াত্ত'া' গ্রন্থের ত'ালাক' খণ্ডে ৯৫ নং হ'াদীছে' নাসামা ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু কু'রআানে উহার ব্যবহার নাই এবং (সং কায়রো ১৯৩৯ খৃ., ২খ, ২৬২) আত্মা অথবা তেজের পরিবর্তে নাফ্স ব্যবহার করা হইয়াছে। ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মুস্নাদে নাসামা (৬খ, ৪২৫), নাফ্স (১খ, ২৯৭) এবং নাফ্স ও রূহ' (৪খ, ২৮৭, ২৯৬) ব্যবহৃত হইয়াছে। মুসলিমের আস'-সাহ'ীহ' (কন-স্টান্টিনোপল ১৩৩১ হি., ৮খ, ৪৪, ১৬২ প.) এবং বুখারীর আস'-স'াহ'ীহ' (কায়রো ১৩১৪ হি., ৪খ, ১৩৩) গ্রন্থদ্বয়ে রূহ' এবং আর্ওয়াহ' মানব-আত্মা অর্থে ব্যবহৃত।

৪। অভিধান গ্রন্থসমূহের মধ্যে তাজু'ল-'আরূসে (৪খ, ২৬০) নাফ্স শব্দের ১৫টি অর্থ তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে এবং লিসানু'ল-'আরাব হইতে আরও ২টি অর্থ সংযোগ করা হইয়াছে। উহাদের কয়েকটি ঃ জীবনীশক্তি, রক্ত, শরীর, ঔদ্ধত্য, কুদৃষ্টি, উপস্থিতি, নির্দিষ্ট সত্তা, আত্মা, আত্মম্ভরিতা, উদ্দেশ্য, ঘৃণা, অনুপস্থিত ব্যক্তি বা বস্তু, কামনা, শাস্তি, ভাই, মানুষ। বলা হইয়াছে, অধিকাংশ অর্থই আলংকারিক, লিসানে (৮খ, ১১৯-১২৬) কাব্য এবং কু'রআান হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। Lane's Lexi-con-এ বিস্তৃতভাবে সমস্ত বিষয়বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে (পৃ. ২৮২৭ খ)। নাফ্স শব্দের আভিধানিক ব্যবহারে কতকগুলি বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে ঃ ১। আল্লাহ্‌র সম্পর্কে ব্যবহৃত নাফ্স শব্দ আত্মা, বা জীবনীশক্তি অর্থে প্রয়োগ বর্জন করা হইয়াছে, ২। (ক) মানবের সহিত সম্পর্কিত হইলে নাফ্স ও রূহ' একার্থক শব্দ কিংবা (খ) নাফ্স দ্বারা মন এবং রূহ' দ্বারা প্রাণ বুঝায় অথবা (গ) মানুষের দুইটি নাফ্স বা দুইটি আত্মা আছে। একটি জীবনী-শক্তিসম্পন্ন এবং অপরটি পার্থক্য নির্ণয়কারী। (ঘ) পার্থক্য নির্ণয়-কারী আত্মা আবার দ্বিমুখী, কখনও কখনও আদেশ প্রদান করে এবং কখনও কখনও নিষেধ করে।

৫। কু'রআান অবতীর্ণ হইবার পর নাফ্স এবং রূহে'র ব্যবহারে খৃস্টান এবং নব-আফ্লাতূনী ভাবধারার প্রভাব বিশেষভাবে পরি-লক্ষিত হয়। উঁহারা রূহ', মানসিক, ফিরিশ্তা সংক্রান্ত এবং ঐশী অর্থে প্রয়োগ করেন। অধিকন্তু এরিস্টটলের মনো-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই একেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 'আরবের প্রাথমিক দার্শনিকদের আল-কিন্দী আত্মা সম্বন্ধে নব-আফ্লাতূ'নী (Neo-Platonic) মতবাদ প্রবর্তন করেন। The Theology of Aristotle নামক পুস্তিকায় 'আবদু'ল-মাসীহ' আন-না'ইমার অনুবাদ তিনি সংশোধন করেন। এই পুস্তকে Plotinus-এর Enneads হইতে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করা হয়। মুসলিমগণ তখন জানিতে

পারেন যে, মানবাত্মা আদিকারণ হইতে নির্গত হইয়াছে। প্রথমত জীবনীশক্তি বা ধীশক্তির মাধ্যমে এবং তৎপর বিশ্ব-আত্মার মাধ্যমে। উহা এই বিশ্ব-আত্মারই অংশ। সুতরাং মানবাত্মা অবিনশ্বর স্বর্গীয় বা বোধগম্য সত্তা। উহার মুক্তি নির্ভর করে পার্থিব জগতের দেহজ কলুষ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরস্থায়ী আত্মিক-সত্তা জগতে প্রত্যাবর্তনে। ইহাই হইল আত্মার প্রকৃতি এবং পরিণাম সম্বন্ধে মতবাদ। এই মতবাদ পরবর্তী মুসলিম সূ`ফীবাদেরও অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু।

আত্মা এবং আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক যে মতবাদ মুসলিমদিগকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা ধর্মীয় তর্কশাস্ত্রে স্পষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ক। আল-আশ্'আরী (H. Ritter, Die dogmatischen Lehren der Anhänger des Islam von Abu'l Hasan 'Ali bin Isma'il al-As'ari, Istambul 1929) উল্লেখ করেন যে, রাফিদি'য়্যাঃ মতবাদ অনুসারে রূহ'ল্লাহ্ হযরত আদাম ('আ)-এ মূর্ত হইয়াছে এবং পরে পায়গাম্বরগণ এবং অন্যান্যদের মধ্যে (পৃ ৬, ৪৬) দেহান্তরিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও বিতর্কমূলক মতবাদ এই যে, মানুষ দেহমাত্র (জিস্ম), দেহ এবং রূহ'মাত্র (পৃ. ৬১, ৩২৯ প.) তাঁহার বর্ণিত সুন্নী মতবাদে (পৃ. ২৯০—২৯৭) মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন উক্তি নাই।

খ। আল-বাগ্দাদী (র.) (আল-ফারক্' বায়না'ল-ফিরাক', কায়রো ১৩২৮) মানব প্রকৃতি সম্পর্কে একইরূপ নাস্তিক মতবাদ লিপিবদ্ধ করেন (পৃ. ২৮, ১১৭ প., ২৪১ প.)। তিনি বলেন, দেহান্তর মতবাদ Plato এবং য়াহূদীগণ (পৃ. ২৫৪) পোষণ করে এবং তিনি হ'লুলিয়্যাঃ সম্প্রদায়ের অবতারবাদী (তু. হ'লূল) মতবাদও বর্ণনা করেন। তাঁহার মতে হ'ায়াতিয়্যাগণও তাহাদের অন্তর্গত (পৃ. ২৪৭)। তাঁহার মতবাদ এইরূপঃ আল্লাহ্র জীবনের জন্য রূহ' এবং পরিপুষ্টির দরকার হয় না, সব আর্ওয়াহ'ই সৃষ্ট। উহা খৃস্টানী বিশ্বাস পিতা, পুত্র এবং আত্মার অনন্ত সত্তার সম্পূর্ণ বিপরীত (পৃ. ৩২৫)।

গ। মানুষের আত্মা অর্থে কিতাবু'ল-ফাস্'ল ফি'ল মিলাল (৫ খণ্ডে, কায়রো ১৩১৭-১৩২১, ৫ : ৬৬) গ্রন্থে ইব্ন হ'াযম (র.) নাফস এবং রূহ' উভয়ই প্রয়োগ করেন। যাহারা মানুষের আত্মা অন্য দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় জন্ম লাভ করে বলিয়া স্বীকার করে তাহাদিগকে তিনি ইসলামের গণ্ডীর বহির্ভূত বলিয়াছেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চিকিৎসাবিদ দার্শনিক মুহ'াম্মাদ ইব্ন যাকারিয়্যা আর-রাযীকে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেন (১খ, ৯০ প., ৪খ, ১৮৭ প.)। কোন কোন আশ্'আরিয়্যা অবিরত রূহ' পুনঃসৃষ্টির যে মত গ্রহণ করেন তিনি তাহা পুরাপুরি বর্জন করেন (৪খ, ৬৯)। তিনি বলেন, সকল আদাম সন্তানের আত্মা আল্লাহ্ ফিরিশ্তাগণকে, আদামকে সিজ্দা করিতে নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে (সূরাঃ ৭ : ১৭১) এক সঙ্গে সৃষ্টি করেন এবং সকল আত্মা প্রথম আসমানে বার্যাখে (র.) অবস্থান করে। তারপর যথাসময়ে ফিরিশ্তাগণ তাহাদিগকে ভ্রূণের মধ্যে ফুঁ দিয়া প্রবেশ করায় (৪খ, ৭০)।

ঘ। আশ্-শাহ্রাস্তানী (কিতাবু'ল-মিলাল ওয়া'ন-নিহ'াল, Cureton সম্পা., প্রথম খণ্ড, লণ্ডন 1842) পৌত্তলিক 'আরবদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভে বিশ্বাস সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া নাফ্স বা রূহ' শব্দের প্রয়োগ করেন নাই; বরং তিনি বলেন, রক্ত বুবুক্ষ পাখী হইয়া প্রতি শতাব্দীতে কবর দেখিতে আসে। উক্ত গ্রন্থের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে (পৃ. ২০৩—২৪০) তিনি রূহ' সম্পর্কে সুন্নীমত এবং বিরোধী মতবাদ বর্ণনা করেন। এখানে তিনি হ'নাফা' অর্থাৎ সঠিক পথাবলম্বী স'াবি'আদের বাক-বিতণ্ডাও বর্ণনা করেন। আস'-স'াবি'আগণ দ্বিত্ববাদী, নির্গমনবাদী এবং নাস্তিকতাবাদী। স'াবি'আ মত সম্বন্ধে তাঁহার প্রদত্ত বর্ণনায় ইখ্ওয়ানু'স'-স'াফা-র মত অবিকল প্রতিফলিত হইয়াছে (রাসা'ইল, ৪ খণ্ড, বোম্বাই ১৩০৫)। উহাতে বলা হইয়াছে যে, মানুষ দেহধারী অবয়ব এবং বিদেহী নাফ্সের সমন্বয়ে গঠিত (১/১১, ১৪) এবং নাফ্সের মূল বস্তু (জ'াওহার) আকাশমণ্ডল (আল-আফ্লাক) হইতে আগত। রূহ'ানী শব্দটি তিনি ভাল-মন্দ সব আত্মা সম্পর্কে প্রয়োগ করেন এবং (পৃ. ২১৩) মানব প্রকৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষের আত্মা তিন প্রকারঃ উদ্ভিজ্জ, জৈব, মানবিক; প্রত্যেক প্রকারের নিজস্ব উৎস, প্রয়োজন, স্থান ও শক্তি নির্দিষ্ট। এই বর্ণনা ইখ্ওয়ানু'স'-স'াফার অনুরূপ (রাসা'ইল, ১খ, ১১, ৪৮ প.)। শাহ্রাস্তানী নব-আফ্লাতূ'নী ভাবধারা বর্জন করেন। উক্ত ভাবধারা মতে মানবাত্মা (নুফুস) অলৌকিক জগতের আত্মার উপর নির্ভরশীল (আন-নুফুসু'র-রূহ'ানিয়্যাত, পৃ. ২১০-২২৪ প.)। তিনি হেরামেটিক মতবাদও বর্জন করেন। উক্ত মতবাদ অনুসারে নাফ্স আসলে পাপপূর্ণ, আর রূহে'র মুক্তিলাভ ঘটে জড়দেহ হইতে উহার মুক্তিলাভে (পৃ. ২২৬ প.)। এরিস্টটল মানবাত্মার যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা De Anima-তে দেখান হইয়াছে এবং Alexander of Aphrodisias এবং Prophyry কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। 'আরবের দার্শনিক আল-কিন্দী, আল-ফারাবী প্রমুখ উক্ত দার্শনিক-তত্ত্ব অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই এক-একখানি কিতাবু'ন-নাফ্স লিখিয়াছেন আর 'ইব্ন সীনা' লিখিয়াছেন দুইখানা; ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ লিখিয়াছেন 'তাহ্য'ীবু'ল-আখ্লাক'। উক্ত কিতাবের বিষয়বস্তু অন্য কিতাবগুলির অনুরূপ অপার্থিব (পৃ. ১)। আনুষ্ঠানিক মনস্তত্ত্বের নৈতিকসূত্র নাফ্স এবং রূহ' শব্দ বিভিন্ন প্রকার অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে গ্রীক এবং খৃস্টান ইতিবৃত্তে এবং কু'রআন ও হ'াদীছে'। শাহ্রাস্তানী উহার বহুল প্রয়োজনানুভূত ব্যাখ্যা দান করেন। তাঁহার সমর্থন সত্ত্বেও দার্শনিকগণ গ্রীক মনস্তত্ত্বের ভাবধারা সনাতন ইসলামের ভাবধারার উপর জোর করিয়া চাপাইতে পারেন নাই। মুতাকাল্লিমগণ (কালাম প্রবন্ধ দ্র.) এবং আরো বহু মুসলিম কু'রআনের পরিভাষা বিবৃত করিয়াছেন, কিন্তু আত্মা আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ সৃষ্টি এবং উহা বিভিন্ন গুণের অধিকারী, এই সনাতন মতই তাঁহারা পোষণ করেন।

৬। এরিস্টটলের মতে আত্মা অশরীরী। ইসলামী শাস্ত্রে প্রধান ধর্মতত্ত্ববিদ আল-গ'াযালীর (র.) প্রভাবে এই মত মুসলিম মতবাদে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করিয়াছে। তাহানাব'ীর পরিভাষা অভিধানে (সম্পা. Sprenger, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ.) মানবের রূহ' এবং নাফ্স সম্বন্ধে গ'াযালীর মতবাদ বিষয়ক প্রবন্ধ সন্নিবেশ করা হইয়াছে। গাযালী বলেন, মানুষ একটি আধ্যাত্মিক বস্তু (জাওহার রূহ'ানী), জড়দেহে সীমিত বা অংকিতও নয়, উহার সহিত সংযুক্তও নয়, উহা হইতে বিচ্ছিন্নও নয়। উহার অস্তিত্ব ঠিক আল্লাহ্র অস্তিত্বের ন্যায়, আল্লাহ্ জগতের মধ্যেও নহেন অথবা জগতের বাহিরেও নহেন। ফিরিশ্তাগণের অস্তিত্বও অনুরূপ। আত্মার জ্ঞান এবং অনুভব শক্তি আছে, সুতরাং আত্মা আপতনিক বা আকস্মিক নহে (পৃ. গ্র., পৃ. ৫৪৭, তু. তাহাফুতু'ল-ফালাসিফাঃ,

কায়রো ১৩০২, পৃ. ৭২)। আর-রিসালাতু'ল-লাদুন্নিয়্যার (কায়রো ১৩২৭ হি., পৃ. ৭—১৪) দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাফ্স, রূহ' এবং ক'ল্ব (হৃদয়) সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যে সত্তা বুদ্ধিবৃত্তির যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের আদিস্থল এই নামগুলি তাহারই পরিচায়ক। ইহা জৈব আত্মা হইতে পৃথক। জৈব আত্মা সূক্ষ্মানুভূতিশীল কিন্তু নশ্বর। জৈব আত্মা রিপুর বাসভূমি। তিনি অশরীরী রূহ'কে কু'রআনে উল্লিখিত 'আন-নাফ্সু'ল-মুত'মা'ইন্নাঃ' এবং 'আর-রূহ''ল-আম্রী'র সহিত অভিন্ন দেখিয়াছেন। তারপর তিনি নাফ্স শব্দটি মানুষের জৈব অর্থাৎ নিম্নস্তরের প্রকৃতি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। এই জৈব বা নিম্নস্তরের প্রকৃতিকে চরিত্রের নৈতিকতার জন্য সংযত রাখা প্রয়োজন।

৭। গ'াযালীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সাধারণত আস্তিক দার্শনিকদের পর্যায়ভুক্ত। তিনি কোন কোন মু'তাযিলাঃ এবং শী'আঃ মতবাদও সমর্থন করিতেন, কিন্তু উহা কোনদিন ইসলামে প্রাধান্য লাভ করে নাই। প্রখ্যাত বিশ্লেষণবাদী দার্শনিক ধর্মতত্ত্ববিশারদ ফাখরু'দ্-দীন আর-রাযী তাঁহার ঐ মত গ্রহণ করিতে অসম্মত ছিলেন। তৎ-প্রণীত মাফাতীহ'ল-গ'ায়ব পুস্তকের ৫খ, ৪৩৫ পৃষ্ঠায় সূরাঃ ১৭ : ৮৭ আয়াতের টীকায় তিনি গ'াযালীর তাহাফুত হইতে তাঁহার মতামত সম্বন্ধীয় উক্তি করেন (পৃ. ৭২; তু. রাযীর মুহ'াস্'স'াল, কায়রো ১৩২৩ হি., পৃ. ১৬৪), কিন্তু মাফাতীহ'-এর ৪৩৪ পৃষ্ঠায় নাফ্স যে দেহযুক্ত—এই তত্ত্বের সত্যতা তিনি স্বীকার করেন। মুহ'াস্'-স'ালের হ'াশিয়ায় তদীয় মা'আলিম উস্'লি'দ্-দীনে (পৃ. ১১৭ প.) তিনি ঐ সকল দার্শনিকের মত ভিত্তিহীন (বাতি'ল) বলিয়া মত প্রকাশ করেন যাহারা বলেন যে, নাফ্স একটি পদার্থ (জাওহার), কিন্তু উহা দেহবিশিষ্ট (জিস্ম) বা দৈহিক নয়।

৮। আল-বায়দ'াবী'র (র.) বিশ্ব-সৃষ্টিতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব পদ্ধতি তৎপ্রণীত ত'াওয়ালি'উ'ল-আনওয়ার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে (লিথোগ্রাফ সংস্করণ, আবু'ছ'-ছ'ানা' আল-ইস্'ফাহানীর ভাষ্যসহ এবং আল-জুরজানীর শব্দার্থসহ, ইস্তাম্বুল ১৩০৫, পৃ. ২৮৫ প.)। উক্ত গ্রন্থে তিনি নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির অবতারণা করেন: ১। বিদেহী পদার্থের শ্রেণীবিভাগ; ২। আসমানী জ্ঞান; ৩। বিভিন্ন আসমানী গোলকের আত্মা; ৪। মানবাত্মার দেহহীনতা; ৫। আত্মার সৃষ্টিতত্ত্ব; ৬। দেহের সহিত আত্মার সম্পর্ক; ৭। আত্মার অবিনশ্বরতা। তাঁহার বিশ্ব-সৃষ্টিতত্ত্ব নিম্নরূপ: যেহেতু আল্লাহ অদ্বিতীয়, তাই তিনি সৃজন করিলেন একটি মাত্র প্রজ্ঞা ('আক্'ল)। এই প্রজ্ঞা যাহা প্রথমে আল্লাহ্ হইতে উদ্ভূত হইল, তাহাই সমস্ত শক্তি-সম্ভাবনার আদি কারণ ('ইল্লাঃ); ইহা দেহ (জিস্ম) নহে, ইহা মৌলিক পদার্থও (হায়ূলী) নহে এবং ইহার কোন আকার (সূ'রাত্) নাই। ইহাই আত্মা (নাফ্স) এবং 'ফালাক' (কক্ষপথ) সম্বলিত অপর একটি প্রজ্ঞার গৌণ কারণ (সাবাব)। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রজ্ঞা হইতে তৃতীয় পর্যায়ের প্রজ্ঞার উদ্ভব, আর এই প্রকারেই দশম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। দশম পর্যায়ে প্রজ্ঞার নাম রূহ', যে রূহ' সম্বন্ধে সূরা ৭৮ : ৩৮ আয়াতে উল্লেখ আছে (তু. আল-বায়দ'াবী'র আনওয়ারু'ত-তান্যীল, সম্পা. Fleischer, ২খ, ৩৮৩, ১, ৪)। জড় জগতে এই রূহে'র সক্রিয় প্রভাব বিদ্যমান এবং উহাই মানব-আত্মার (আরওয়াহ') উৎপাদক। এই প্রজ্ঞার পরবর্তী স্তরে রহিয়াছে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফিরিশ্তাগণ, (দার্শনিকগণ তাঁহাদের নাম দিয়াছেন আন্-নুফূসু'ল-ফালাকিয়্যাঃ) এবং যাহারা নিম্ন পর্যায়ের নুফূস তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: পার্থিব ফিরিশ্তা (যাহাদের নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে সাধারণ উপাদানসমূহ এবং পার্থিব আত্মাসমূহ, যেমন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা (আন-নুফূসু'ন-নাতি'ক'াঃ) যাহা ব্যক্তিসত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এতদ্ব্যতীত (পৃ. ২৮৫) দেহহীন সত্তাও [illegible], যাহাদের প্রভাব বা প্রতিপত্তি নাই; ইহারাই ফিরিশ্তা ও জিন্ন; ফিরিশ্তাদের কেহ কেহ উত্তম (আল-কুররাবিয়ূন), কেহ কেহ অধম (আশ-শায়াতী'ন)। আর জিন্নরা ভাল মন্দ উভয় কার্যের ক্ষমতা রাখে। আল-বায়দ'াবী সূরাঃ ২ : ২৮ আয়াতের ভাষ্য প্রসঙ্গে (-২৬; সম্পা. Fleischer, ১খ, ৪৭) এরূপ শ্রেণীবিভাগ করেন (অধিকাংশ তাফসীরকারগণ ইহা গ্রহণ করেন না)। তাঁহার মনস্তাত্ত্বিক অভিমত গ'াযালীর অভিমতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং গ'াযালীর কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ২৯৪)। আত্মার দেহহীনতা বিষয়ে (তাজার্রুদু'ন-নাফ্স) তিনি পাঁচটি যুক্তিপূর্ণ হেতুবাদ উপস্থাপন করেন, উহার চারিটি কু'রআনের আয়াত এবং একটি হ'াদীছ'। তাঁহার সমালোচকগণ মন্তব্য করেন যে, (পৃ. ৩০০) তাঁহার উক্তিসমূহ দ্বারা শুধু প্রমাণিত হয় যে, আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র। তৎপর তিনি এই যুক্তি প্রদান করেন যে, দেহ সম্পূর্ণ হইলেই নুফূস সৃষ্টি হয়। নাফ্স দেহের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং উহার সহিত ঘনিষ্ঠও নহে, তবে তাহাদের সম্পর্ক প্রেমিক-প্রেমিকার আকর্ষণসদৃশ। রূহে'র সহিত নাফ্সের সম্পর্ক রূহ' হৃদয় হইতে উদ্গত এবং সূক্ষ্ম সারবান অণু-পরমাণু দ্বারা গঠিত। যুক্তি-বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন নাফ্স এক প্রকার শক্তি উৎপাদন করে, সেই শক্তি রূহে'র সঙ্গে সর্বশরীরে প্রবহমান থাকিয়া প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথ ক্রিয়া-কলাপ চালু রাখে। এবংবিধ ক্রিয়াকর্মের শক্তি অনুভবক্ষম, আর এইগুলিই বাহ্যপঞ্চেন্দ্রিয় এবং অভ্যন্তরীণ পঞ্চশক্তি অর্থাৎ অনুভূতি-যোগাযোগ পরিবহনশক্তি, যথাঃ কল্পনাশক্তি, অনুধাবনশক্তি, স্মৃতিশক্তি, বিচারশক্তি এবং কর্মশক্তি (আল-মুহ'াররিকাঃ) যাহা ইচ্ছাপ্রসূত (ইখ্তিয়ারিয়্যাঃ) এবং স্বভাবসিদ্ধ (ত'াব্'ইয়্যাঃ, পৃ. ৩০৮)।

৯। রূহ' এবং নাফ্সের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে প্রচলিত মুসলিম অভিমত ইব্ন ক'ায়্যিম আল্-জাওযিয়্যাঃ প্রণীত কিতাবু'র-রূহ' (হায়দরাবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২৪ হি.) নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের একবিংশতি অধ্যায়ের মধ্যে ঊনবিংশতিতম অধ্যায়টিতে নাফ্সের বিশিষ্ট প্রকৃতির সমস্যাদি আলোচিত হইয়াছে (পৃ. ২৭৯-৩৪২)। তিনি আল-আশ'আরী (পূ. গ্র., পৃ. ৩৩১-৩৩৫) এবং আর-রাযীর (মাফাতীহ'ল-গ'ায়ব, ৫খ, ৪৩১-৪৩৪) অভিমতের সারাংশ উদ্ধৃত করেন। মুতাকাল্লিমগণ মনে করেন, 'মানুষ শুধু অনুভূতিশীল দেহসর্বস্ব জীব'. আর-রাযীর এই অভিমত তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, সকল ধীশক্তিসম্পন্ন মানুষই বিশ্বাস করে যে, মানুষ আত্মা এবং দেহের সমন্বয়ে গঠিত।

তাঁহার মতে রূহ' এবং নাফ্স অভিন্ন, রূহ' নিজেই দেহী, অনুভূতিক্ষম দেহ হইতে সূক্ষ্মতার জন্য স্বতন্ত্র, আলোকের স্বভাব-বিশিষ্ট, উন্নত, ওজনে হালকা, জীবন্ত, চলমান এবং গোলাপ ফুলের অন্তর্গত পানির ন্যায় দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। উহা সৃষ্ট কিন্তু চিরস্থায়ী। নিদ্রাকালে উহা সাময়িকভাবে শরীর ত্যাগ করিয়া যায়; দেহের মৃত্যু ঘটিলে উহা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং মুনকার ও নাকীর (র.)-এর প্রশ্নের জবাব দানের নিমিত্ত আবার দেহে প্রত্যাবর্তন করে, কিন্তু নবী এবং শহীদগণের রূহ' এইভাবে পুনরায় দেহে ফিরিয়া আসে না। তৎপর, রূহ' কিয়ামত

পর্যন্ত কবরে অবস্থানপূর্বক বেহেশ্‌তী সুখ অথবা দোযখ-যন্ত্রণার পূর্বস্বাদ ভোগ করে। ইবন হ'াযমের মতে আদাম সন্তান-সন্ততির রূহ'ল-বার্‌যাখে অবস্থান করে যতদিন পর্যন্ত না তাহাদিগকে ভ্রূণের মধ্যে প্রবিষ্ট করান হয়। ইব্‌ন ক'াইয়িম এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন (পৃ. ২৫৬)। তিনি রূহে'র দৈহিকতা সম্পর্কে ১১৬টি প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন, বিরোধী যুক্তিতর্কের ২২টি খণ্ডনমূলক উত্তর দিয়াছেন এবং ২২টি প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন। তিনি সনাতন ইসলামের পক্ষে মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

১০। সূ'ফীবাদের গোড়ার দিকে সূ'ফীগণ রূহে'র জড়দেহিতা স্বীকার করিতেন। আল-কু'শায়রী (দ্র.) (আর-রিসালাঃ, যাকারিয়্যা আল-আন্‌স'ারীর ভাষ্যসহ এবং আল-'আরূসীর টীকাসহ, বুলাক' ১২৯০, ২খ, ১০৫ প.) এবং আল-হুজ্‌ব'ীরী (কাশ্‌ফু'ল-মাহ্‌'জূব, সম্পা. Nicholson, লণ্ডন ১৯১১ খৃ., পৃ. ১৯৬, ২৬২) উভয়ে বলেন, রূহ' সূক্ষ্ম সৃষ্ট পদার্থ ('আয়ন) বা দেহ (জিস্‌ম), অনুভূতিশীল শরীরে সংস্থাপিত, ঠিক যেমন রস সংস্থাপিত হয় সবুজ বৃক্ষলতায়। নাফ্‌স (আর-রিসালাঃ, পৃ. ১০৩ প.; কাশ্‌ফু'ল-মাহ্‌'জূব, পৃ. ১৯৬) সর্বপ্রকার দোষযুক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিন্তু সব কিছু মিলিয়াই মানুষ গঠিত।

আল-গ'াযালী রূহে'র অভৌতিকতা সম্বন্ধে দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণ প্রদান করা সত্ত্বেও অপর একটি অধ্যাত্মমূলক ব্যাখ্যা প্রসার লাভ করে। ইবনু'ল-'আরাবী (দ্র.) (H. S. Nyberg, Kleinere Schriften des Ibn al'Arabi, Leyden 1919, p. 15, 11 প.) বস্তুসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন: আল্লাহ যিনি স্বয়ম্ভু ও স্রষ্টা, পৃথিবী এবং একটি তৃতীয় জগত। এই তৃতীয় জগতের কোন নিশ্চিত সংজ্ঞা নাই, উহার আছে দৈবাধীন স্থিতি, যে স্থিতি অনন্ত বাস্তবতার সহিত বিজড়িত এবং সকল বস্তুর ও পৃথিবীর বিশিষ্ট প্রকৃতির আদি উৎস। সমস্ত বাস্তবতার মধ্যে ইহাই বিশ্বজনীন সার বাস্তবতা। মানুষ মধ্যবর্তী সৃষ্টি (বার্‌যাখ) হিসাবে ঐশী সত্তা ও সৃষ্টি জগতের মধ্যে যোগ সাধন করে এবং 'খালীফাঃ' হিসাবে শাশ্বত গুণাবলী এবং সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। তাহার জৈব আত্মার (রূহ') উদ্ভব ঐশী প্রাণবায়ু অনুপ্রবেশের দরুন, বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন আত্মার (নাফ্‌স নাতি'ক'াঃ) উদ্ভব সর্বব্যাপ্ত আত্মা হইতে (আন-নাফ্‌সু'ল-কুল্লিয়্যাঃ) এবং দেহের উদ্ভব জাগতিক উপাদান হইতে (পৃ. ৯৫ প.)। মানুষের খালীফাঃ হিসাবে মর্যাদা এবং দিব্যসত্তার সহিত তাহার সাদৃশ্য সর্বব্যাপ্ত সত্তা হইতে উদ্ভূত; উহা বহু নামে পরিচিত: পবিত্র-আত্মা (রূহ'ল-কু'দুস), সর্বোচ্চ জ্ঞান (পৃ. ৫১), প্রতিনিধি (খালীফাঃ), পরিপূর্ণ মানব (আল-ইনসানু'ল-কামিল, পৃ. ৪৫) এবং নিয়ন্ত্রিত জগতের রূহ' ('আলামু'ল-আম্‌র)। 'আলামু'ল-আম্‌রকে আল-গ'াযালী আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ সৃষ্টি বলিয়া বিবেচনা করেন (পৃ. ১২২)। তৎপ্রণীত ফুস্‌'স' কিতাবে (লিথোগ্রাফ সংস্করণ, আল-ক'াশানীর ভাষ্যসহ, কায়রো ১৩০৯, পৃ. ১২ প.) তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ স্বয়ং নিজের নিকট এইরূপে আত্মপ্রকাশ করেন যে, সেই আত্মপ্রকাশই তাঁহার সত্তার বিকাশস্থল। এই 'স্থলে' থাকে একটি রূহ', তিনিই হযরত আদাম ('আ), আল্লাহ্‌র খালীফাঃ এবং পরিপূর্ণ মানব। তিনি রূহে'র মূল সত্তা এবং স্বরূপ (proportics) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন (Nyberg, পূ. গ্র., পৃ. ১২৯ প.)। তিনি যে সকল অভিমত উদ্ধৃত করেন উহাদের অধিকাংশ আল-গ'াযালীর আত-তাহাফুত হইতে সংগৃহীত। মতবাদের বিভিন্নতায় তিনি আপত্তিকর কিছু আছে বলিয়া মনে করেন না, কারণ সকলেই একমত যে, রূহ' সৃষ্ট। নাফ্‌স এবং রূহ' সম্বন্ধে লিখিত পুস্তিকায় (M. Asin Palacios, Tratado acerca del Conocimiento del Alma y del Espiritu, in Actes du XIV eme Congres international des Orientalistes, Paris 1906, iii. 167-191)। কি উপায়ে রূহে'র গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন করিয়া এবং নাফ্‌সকে দমন করিয়া মানুষ পূর্ণ মানবের মর্যাদা অর্জন করে তাহা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনু'ল-'আরাবীর সমকালীন কবি ইবনু'ল-ফারিদ' (Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge 1921, Chap. iii) সময় সময় তাঁহার নিজের রূহ'কে এমন বস্তুর সহিত অভিন্ন মনে করেন যাহা হইতে তার সব কিছু উৎসারিত হয় (আত-তা'ইয়াতু'ল কুব্‌রা, দীওয়ানের হ'াশিয়ায়, কায়রো ১৩১৯ হি., ২খ, ৪ প.) এবং এমন মেরুর সহিত, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আস্‌মানসমূহ আবর্তন করে (পৃ. ১১৩, ১১৫)। আত-তা'ইয়ার ভাষ্যকার আল-ক'াশানী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এই সনাক্তকরণ হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ রূহ' (রূহ''ল-আর্‌ওয়াহ') এবং সর্বোচ্চ মেরুর সহিত। দীওয়ানের ব্যাখ্যা-সমূহ সংকলনকারী বলেন, (২খ, ১৯৬), আল্লাহ্‌র অবতার (হ'লূল) হওয়া এবং তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে যুক্ত হওয়া (ইত্তিহ'াদ) অসম্ভব, কিন্তু বিলুপ্ত (ফানা') হইয়া আল্লাহ্‌র নাফ্‌সের সহিত রূহ' এবং নাফসের মিলন (ওয়াস্‌'ল) সম্ভবপর, কারণ আল্লাহ্‌র নাফ্‌সই সমুদয় মানবের নাফ্‌স।

'আবদু'ল-কারীম আল-জীলানী (দ্র.) এইরূপ একাত্ম স্থিতিকে সরাসরি সর্বেশ্বরবাদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আল-ইন্‌সানু'ল-কামিল (কায়রো ১৩৩৪) গ্রন্থে উল্লিখিত রূহ''ল-কু'দুস, রূহ''ল-আর্‌ওয়াহ' এবং রূহ'ল্লাহ্‌ ঐশী সত্তার (আল-হ'াক্‌'ক') বিভিন্ন দিকে বিশেষ প্রকাশ বুঝায়, এই সব অসৃষ্ট এবং 'কুন্‌' (হও) আদেশের অন্তর্গত নহে। জ্ঞান ও অনুভূতিসম্পন্ন সমস্ত অস্তিত্বের আত্মাসমূহ এই আধ্যাত্মিক ঐশী সত্তার মধ্যে নিহিত। সর্ব-অস্তিত্ব আল্লাহ্‌র নাফ্‌সে স্থিতিশীল এবং তাঁহার নাফ্‌স ও তাঁহার মূল সত্তায় (য'াত) স্থিতিশীল। অধিকন্তু অনুভূতিসম্পন্ন বস্তুমাত্রই সৃষ্ট আত্মার (রূহ') অধিকারী। ৪২:৫২ আয়াতে বর্ণিত 'রূহ'াম্‌ মিন্‌ আমরিনা' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আম্‌র বা অনুজ্ঞা হিসাবে পরিচিত ফিরিশ্‌তা (যাহা আল্লাহ্‌র সত্তার একটি বিশেষ দিক) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর রূহে' সংযোজিত করিয়া দেওয়া হয়। ফলে সেই রূহ'-ই ইলাহী 'হ'াক'ীক'াত-ই-মুহ'াম্মাদিয়্যাঃ' রূপে প্রকাশ পায় এবং সেই কারণেই তিনি 'পূর্ণ মানবে' (الانسان الكامل) পরিণত হন। এই রূহ' হইতেছে মানবীয় নাফ্‌সের একটি সুনির্দিষ্ট স্বভাব এবং ইহার পাঁচটি পরিচিতি বিশেষণ রহিয়াছে: জৈব (হ'ায়াওয়ানিয়্যাঃ), অন্যায় আদেশকারী (আম্‌মারাঃ), স্বতঃপ্রবৃত্ত (আল-মুল্‌হিমাঃ), ভৎর্সনাকারী (লাওওয়ামাঃ) ও প্রশান্ত (মুত্‌'মা'ইন্নাঃ)। আর ঐশী গুণরাজি যখন নাফ্‌সের মধ্যে প্রতিভাত হয় তখন সেই নাফ্‌সের অধিকারীর ('আরিফের) নাম পরিজ্ঞাত পরম সত্তার (মা'রূফ) (পৃ. ১৩০ প.) নাম, গুণ ও সত্তায় পরিণত হয়।

১১। খড়ি-পাতিয়া গণনা বিদ্যায় ('ইল্‌মু'র-রাম্‌ল) উম্মাহাতের প্রথম 'ঘরটি' (বায়ত)-র নাম নাফ্‌স। কারণ এই ঘর হইতে শুরু হয় জিজ্ঞাসু-আত্মা সম্বন্ধে সম্পৃক্ত সমস্যাবলীর সূচনা এবং কার্যাবলীর আরম্ভ (মুহ'াম্মাদ আয-যানাতী, কিতাবু'ল-ফাস্‌'ল ফী 'ইল্‌মি'র-

রামল, কায়রো নতুন সং, পৃ. ৭, তু. Henr. Corn. Agrippae, Opera, Lyons, n. d., but early xviith cent., p. 412 : Nam primus domus personam tenet quaerentis)।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী ছাড়াও দ্র. (১) D. B. Macdonald, The development of the Idea of Spirit in Islam, in Acta Orientalia, 1931, 307-351 (reprinted in MW, 1932, 25—42, 153-168) ; (২) I. Friedlander, The Heterodoxies of the Shiites etc. in JAOS, xxviii. 1—80 ; xxix, 1—183 ; (৩) S. Landauer, Die Psychologie des Ibn sina, in ZDMG, XXiX. 335—418 ; (৪) F. Rahman, Avicenna's Psychology, Oxford, 1952 ; (৫) M. Horten, Die Philosophischen Systeme im Islam, Bonn 1912 ; (৬) T. J. De Boer, The History of Philosophy in Islam, London, 1903.

E. E. Calverely (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

নবী (نبي : নাবী) ('আ) সংবাদবাহক, পায়গাম্বর, হিব্রু ভাষাতে নাবী এবং আরামাইক ভাষাতে নাবী'আ। ইহা এক বচন, বহুবচনে নাবিয়্যুন এবং আন্‌বিয়া' কু'রআনে ব্যবহৃত। আবু উমামাঃ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সা'হা'বী আবু য'ার্‌র (রা) হযরত মুহা'ম্মাদ (স')-কে জিজ্ঞাসা করেন, "নাবীগণের সংখ্যা কত?" তাহাতে তিনি বলেন, "তাঁহাদের সংখ্যা এক লাখ চব্বিশ হাজার, তাঁহাদের মধ্যে রাসূলের সংখ্যা ৩১৫ জন" (মুসনাদ, আহ্'মাদ)। কু'র্‌আান মাজীদে নিম্নলিখিত নাবী (ও রাসূল)-গণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে :

আদাম (বাইবেলে Adam), ইদ্‌রীস (বা. Enoch), নূহ' (বা. Noah), হূদ, সা'লিহ', ইব্‌রাহীম (বা. Abraham), লূত' (বা. Lot), ইস্‌মা'ঈল (বা. Ishmael), ইস্‌হা'ক' (বা. Isaac), য়া'কূ'ব (বা. (Jacob), য়ূসুফ (বা. Joseph), মূসা (বা. Moses), হারূন (বা. Aaron), 'উযায়র (বা. Ezra). শু'আয়ব (বা. Jethro), য়ূনুস (বা. Jonah), আয়্যূব (বা. Job), দাঊদ (বা. David), সুলায়মান (বা. Solomon), ইল্‌য়াস (বা. Elijah, Elias), আলয়াসা' (বা. Elishah), যু'ল-কিফ্‌ল, যাকারিয়্যা (বা. Zacharies), য়াহ্'য়া (বা. John), 'ঈসা (বা. Jesus), মুহা'ম্মাদ (স')।

ইঁহাদের মধ্যে হযরত আদাম ('আ) প্রথম মানব এবং নাবী, (মুস্‌নাদ আহ্'মাদ) এবং হযরত মুহা'ম্মাদ (স') সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী (কু'রআান ৩৩ : ৪০)। তাঁহাদের মধ্যে য়াহূদী এবং খৃস্ট ধর্মশাস্ত্রে নিম্নলিখিত নাবীগণের নাম উল্লিখিত হয় নাই : হূদ, সা'লিহ' ও যু'ল-কিফ্‌ল।

কু'রআান-মতে প্রত্যেক জাতির নিকট নাবী বা রাসূল পথ-প্রদর্শকরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন (কু'রআান ১৩ : ৩৩, ৪০ : ৭৮ ৩৫ : ২৪, ১৬ : ৭ ১০ : ৪৭)। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে এবং বহু সংখ্যক নাম উল্লিখিত হয় নাই (কু'রআান ৪ : ১৬৪ এবং ৪০ : ৭৮)। এই সমস্ত নাবী তাঁহাদের দায়িত্ব পালনে যাহা কিছু বলেন বা করেন সমস্তই আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী (কু'রআান ২১ : ২৭)। কু'রআান শরীফে লুক'মানের বৃত্তান্ত (সূরাঃ ৩১) উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, "এবং নিশ্চয়ই আমি লুক্'মানকে হি'ক্‌মাঃ (বিশেষ জ্ঞান) দিয়াছিলাম (৩১ : ১২)", কিন্তু তিনি নাবী ছিলেন কিনা এই বিষয়ে মতভেদ আছে।

কু'রআান শরীফে নাম না উল্লিখিত হইলেও খাদি'র (খিযির) নামক আল্লাহ্‌র এক অনুগৃহীত ব্যক্তির (নাবী নহেন) বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে (১৮ : ৬০-৮২)।

বুখারীর হা'দীছে' (কিতাবু'ল-আম্বিয়া') খাদি'র-এর নাম উক্ত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন নাম উল্লিখিত না হইলেও ইঊশা' (Joshia, কু'রআান ৫ : ২৩, ১৮ : ৬০), সামূঈল (বা. Samuel, কু'রআান ২ : ২৪৬), উর্‌মিয়াঃ (বা. Jeremah, কু'রআান ২ : ২৪৩) এবং হিয্‌ক'ীল (বা. Ezekiel, কু'রআান ২ : ২৫৯) নাবীগণের বৃত্তান্ত আছে। নাবী-রাসূলদের মধ্যে নূহ' ('আ), ইব্‌রাহীম ('আ), মূসা ('আ), 'ঈসা ('আ) এবং মুহা'ম্মাদ (স') প্রধান এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ ধর্মবিধান (শারী'আত) দেওয়া হইয়াছিল। কু'রআানে উক্ত হইয়াছে, "তিনি তোমাদের জন্য সেই ধর্মকে সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছেন, যাহা তিনি নূহ' ('আ)-এর প্রতি বিধান করিয়াছিলেন এবং যাহা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি এবং যাহা আমি ইব্‌রাহীম ('আ), মূসা ('আ) ও 'ঈসা ('আ)-এর প্রতি নির্দেশ দিয়াছিলাম। তাহা এই যে, তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে এবং তাহাতে মতভেদ করিবে না" (৪২ : ১৩)। তাঁহাদের মধ্যে পূর্বোক্ত পাঁচজন নাবীর নাম বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ৩৩ : ৭ আয়াতে (দ্র. রাসূল)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Wensinck, Acta Orientalia, ii. 173 প. ; (২) Lidzbarski, De propheticis quae dicuntur legendis ; (৩) Horovitz, in ZDMG., IV., 519 প. ; (৪) ঐ লেখক, Koranische Untersuchungen, Berlin and Leipzig 1926, p. 44 প.।

J. Horavetz (S. E. I.)/ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

নমরূদ (نمرود : নামরূদ) বা নিম্‌রূদ (বাইবেলে আছে নিম্‌রোদ) শব্দ মুসলিম কিংবদন্তী ও হাগ্‌গাদাতে হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর বাল্যকালের কাহিনীর সহিত জড়িত। কু'রআানে এই নামের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু নিম্নলিখিত আয়াতগুলিতে তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে, মনে করা হয়। "তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখ নাই যে ইব্‌রাহীম ('আ)-এর সহিত তাঁহার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন ? যখন ইব্‌রাহীম ('আ) বলিলঃ তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সে বলিলঃ আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইব্‌রাহীম ('আ) বলিলঃ আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক হইতে উদয় করান, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদয় করাও। অতঃপর যে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল" (২ : ২৫৮)। কু'রআানের তাফ্‌সীরকারগণের মতে এই বিতর্ক হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) ও নাম্‌রূদের মধ্যে হইয়াছিল। তাঁহাদের মতে হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) নামরূদের প্রতিমা পূজা না করায় ও তাহাকে আল্লাহ্ বলিয়া না মানায় সে তাঁহাকে শাস্তি দিতে চাহিয়াছিল এবং হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। "তাহারা (নামরূদের অনুচরবৃন্দ) বলিল : যদি তোমরা কিছু করিতেই চাও তবে তাহাকে পোড়াইয়া ফেল এবং তোমাদের দেবতাগুলিকে সাহায্য কর", এবং আমি (আল্লাহ্)

বলিলাম : "হে অগ্নি! ইব্‌রাহীম ('আ)-এর জন্য সুশীতল ও শান্তিদায়ক হও" (২১ : ৬৮, ৬৯)। ইব্‌রাহীমের লোকজন কি উত্তর দিল? তাহারা কেবল বলিল : "তাহাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর", কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন (২৯ : ২৪); তাহারা (নাম্‌রূদের অনুচরবৃন্দ) বলিল : তাহার জন্য একটি কাষ্ঠস্তূপ নির্মাণ কর এবং তাহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর (৩৭ : ৯৭)।

ত'াবারীর মতে, সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ ('আ) যু'ল-ক'ার্‌নায়ন, যাঁহারা সমগ্র পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন এইরূপ তিন কিংবা (বাখ্‌ত-নাস'স'ারকে গণনা করিলে) চারিজন রাজার অন্যতম নাম্‌রূদ। নাম্‌রূদের জ্যোতিষীগণ তাহাকে বলিয়াছিল যে, একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিবে যে তাহার রাজত্ব জয় করিবে এবং তাহার প্রতিমাগুলি ধ্বংস করিবে। এইরূপে ইব্‌রাহীম ('আ) জন্ম-মুহূর্ত হইতে যাঁহারা উৎপীড়ক কর্তৃক নির্যাতিত হইয়াছেন সেই বীরগণের অন্যতম ছিলেন। এই উৎপীড়কগণই পরিণামে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। আযার অথবা তারিখের (তেরাখ) স্ত্রী উশা নাম্‌রূদ এবং তাহার অনুসন্ধানী দল হইতে আত্মগোপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) একটি গুপ্তস্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। পরে তিনি নাম্‌রূদের সহিত ধর্মীয় বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন এবং বলেন, নাম্‌রূদ আল্লাহ্ নহে, কারণ আল্লাহ্ জীবন-মৃত্যুর অধিকারী। নাম্‌রূদ উত্তর দিল যে, সেও ইহা করিতে পারে; সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে হত্যা করিতে পারে অথবা মুক্তি দিতে পারে। নাম্‌রূদ হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, কিন্তু ইহা তাঁহার জন্য একটি শান্তিদায়ক স্থানে পরিণত হয়। একজন ফিরিশ্‌তা হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-কে শীতল রাখিলেন। ইহাতে (বাখ্‌ত নাস'স'ারের ন্যায়) (Daniel, iii., 24 প.) নাম্‌রূদ আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল। নাম্‌রূদ হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর আল্লাহ্‌কে তাঁহার স্বর্গে আক্রমণ করিতে মনস্থ করিল। সে চারিটি তরুণ ঈগল পক্ষীকে মদ্য ও মাংস দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া বর্ধিত করিল। তৎপরে ইহাদিগকে একটি বাক্সের চার কোণায় বাঁধিয়া দিল এবং ইহার মধ্যে নিজে উপবেশন করিল এবং প্রত্যেক কোণায় বর্শাগ্রে এক খণ্ড গোশ্‌ত বাঁধিয়া দিল। ঈগল পাখীগুলি গোশ্‌ত লাভের আশায় ক্রমশ উপরে উঠিতে লাগিল। এইরূপে আরোহণ করিতে করিতে পর্বতগুলি উই-ঢিবির ন্যায় মনে হইতে লাগিল এবং শেষে সমগ্র পৃথিবী পানির উপর ভাসমান জাহাজের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। তৎপর সে হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছাইবার জন্য একটি বুরূজ (صرح অর্থাৎ সুউচ্চ Tower বা পর্যবেক্ষণ মিনার) নির্মাণ করিল। তৎপরে ভাষাবিভ্রাট দেখা দিল। একটি সিরীয় ভাষার স্থলে ৭৩টি ভাষার উদ্ভব হইল। আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাগণ নামরূদকে সদুপদেশ দিলেন। কিন্তু সে তথাপি আল্লাহ্‌র সহিত যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য প্রস্তুত করিতে লাগিল। আল্লাহ্ একটি বিরাট মশার ঝাঁক প্রেরণ করিলেন। তাহারা নাম্‌রূদের লোকজনের রক্ত-গোশ্‌ত পানাহার করিল। একটি মশা নাম্‌রূদের নাসিকা-পথে মস্তকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। চারি শতাব্দী যাবৎ সে তাহার অত্যাচারী শাসন কায়েম রাখিয়াছিল এবং ইহার পর সে এই মশার দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিল। অবশেষে ইহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

মুসলমান পণ্ডিতগণের মতে নাম্‌রূদ শব্দ 'তামাররাদা' শব্দ হইতে উৎপন্ন; ইহার অর্থ (যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে) বিদ্রোহী। ইহার ব্যুৎপত্তির আরও একটি উৎস আছে, যথা: 'নাম্‌রাঃ' অর্থাৎ বাঘিনী। এই ব্যুৎপত্তি হিসাবে নাম্‌রূদকে বাঘিনী দুগ্ধপান করাইয়া শৈশবে প্রতিপালিত করিয়াছিল। এই বিবরণ Romulus ও Remus-এর গল্পের ন্যায় (Jean de l'ours) এবং ইহার পরিণতি Oedipus কাহিনীর অনুরূপ; নাম্‌রূদ অজ্ঞাতভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালে নিজের পিতাকে হত্যা করিয়া মাতাকে বিবাহ করিয়াছিল। আল-কিসা'ঈ এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। *আনতারের আশ্চর্য কাহিনীর ভূমিকায় ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

নাম্‌রূদের পিতা কানা'আন ইব্‌ন কূশ একটি স্বপ্ন দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নের অর্থ ছিল যে, তাহার পুত্র তাহাকে হত্যা করিবে। পুত্রের জন্ম হইলে একটি সর্প তাহার নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিল, ইহা একটি কুলক্ষণ। কানা'আন এই পুত্রকে হত্যা করিতে মনস্থ করিলে মাতা সুল্‌খা' গোপনে তাহাকে একটি মেষ-পালককে দান করিলেন। এই কৃষ্ণবর্ণ চ্যাপ্টা নাকবিশিষ্ট শিশুটিকে দেখিয়া তাহার মেষপাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। মেষ-পালকের স্ত্রী তাহাকে পানিতে ফেলিয়া দিল, কিন্তু তরঙ্গ তাহাকে তীরভূমিতে নিয়া ফেলিল এবং তথায় এক বাঘিনী তাহাকে স্তন্যপান করাইল। বালক হিসাবেই সে ভয়ংকর ছিল; যৌবনে দস্যুদলের সরদার হইল এবং কানা'আনকে দলবলসহ আক্রমণ করিয়া হত্যা করিল। কানা'আন যে তাহার পিতা তাহা সে জানিত না। সে তাহার মাতাকে বিবাহ করিয়া দেশের রাজা হইল এবং পরে দুনিয়ার রাজা হইল। (কু'রআনে বর্ণিত হযরত ইব্‌রাহীমের পিতা) আযার তাহার জন্য একটি আশ্চর্য প্রাসাদ নির্মাণ করিল এবং ইহাতে দুগ্ধ, তৈল ও মধু প্রবাহিত হইত এবং যান্ত্রিক পক্ষীসমূহ গান গাহিত। এই সকল হইল বাইযানতিয়মে (Byzantium) Chrysotriklinium-এর মধ্যযুগীয় কাব্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়। ইদ্‌রীস ও হের্‌মেস হইতে প্রাপ্ত জ্যোতিষবিদ্যা সে ইদ্‌রীসের শিষ্যবর্গের নিকট হইতে বলপূর্বক শিক্ষা করে। ইব্‌লীস (দ্র.) তাহাকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দেয়। সে নিজে তাহার পূজা প্রবর্তন করিল। ইহার পর স্বপ্ন, অদৃশ্য কণ্ঠ এবং অশুভ লক্ষণ সকল দেখিয়া সে ভীত হইল। নাম্‌রূদের সকল নিষ্ঠুর আদেশ সত্ত্বেও হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর জন্ম হইল। তিনি দিন দিন বাড়িয়া উঠিলেন এবং নাম্‌রূদের প্রতি লোকের বিশ্বাস চূর্ণ করিয়া দিলেন। আল্লাহ্-বিশ্বাসী লোকজনকে নাম্‌রূদ ক্ষুধার্ত বন্য জন্তুর মুখে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু ইহারা তাহাদিগকে স্পর্শ করিল না। সে তাহাদিগকে অনাহারে রাখিল, কিন্তু মরুভূমির বালুকা তাহাদের জন্য শস্যে পরিণত হইল। প্রতিটি দানার উপর লেখা ছিল 'আল্লাহ্‌র দান'। নাম্‌রূদ হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-কে অগ্নিতে ফেলিয়া দিল, কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোনই ক্ষতি হইল না। নাম্‌রূদ একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করিল, ইহার জ্বলন্ত শিখায় বহুদূর পর্যন্ত পক্ষীসকল পুড়িয়া গেল, ইহার নিকট যাওয়াও অসম্ভব ছিল। ইব্‌লীসের বুদ্ধি অনুসারে একটি ক্ষেপণ-যন্ত্র নির্মিত হইল। ইহা হইতে হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-কে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল। সেখানে হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) পুষ্পিত বৃক্ষ ও তরঙ্গায়িত নদীর মধ্যে তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দের দিন কাটাইলেন। অতঃপর নাম্‌রূদ হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর আল্লাহ্‌কে স্বর্গে আক্রমণ করিতে মনস্থ করিল। ঈগল-বাহিত বাহনে সে ঊর্ধ্বযাত্রা

করিল ; এই যাত্রাপথে সে অদৃশ্য কণ্ঠ শুনিতে পাইল যে, প্রথম স্বর্গ বা আকাশ পাঁচশত বৎসরের পথ এবং এই আকাশ হইতে পরবর্তী আকাশের দূরত্ব পাঁচশত বৎসর আর তৎপর মহাশূন্য। নাম্‌রূদ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে একটি তীর নিক্ষেপ করিল, ইহা রক্তে রঞ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। তখন হঠাৎ সে পক্ষিতকেন্দ্ বৃদ্ধে পরিণত হইল এবং মাটিতে আসিয়া পড়িল। কিন্তু সে আল্লাহ্‌কে হত্যা করিয়াছে বলিয়া গর্ব করিতে লাগিল। তৎপর একটি মশক তাহার জীবন সংহার করিল।

নাম্‌রূদ সংক্রান্ত কিংবদন্তীর ইতিহাস—বাইবেলে এই বিষয়ে খুব সামান্যই পাওয়া যায়। কু'রআনের উপাখ্যান বর্ণনাকারিগণ নামরূদকে বিদ্রোহী, (জাব্‌বার) অত্যাচারী বলিয়াছেন। বাইবেলে Gibbor শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (Gen. x 6); Geiger-এর মতে কু'রআনের 'জাব্বারুন্ 'আনীদ্' (১১ : ৫৯) বাক্যাংশ নামরূদ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ত'াবারী (১ : ২১৭) নাম্‌রূদকে মুতাজাব্বির বলিয়াছেন। মুসলিম কিংবদন্তীতে যাহা প্রাচীন বাইবেল কিম্বা হাগ্‌গাদা জাতীয় বাইবেল-ভাষ্য হইতে গৃহীত (Targ. Sheni on Esther I, i., Midr. Hagadol, ed. Schechter. p. 180—181 ; Gaster, Example of the Rabbis, N. I) নাম্‌রূদকে জগতের শাসনকর্তা বলা হইয়াছে। নাম্‌রূদের নাম বাবিলের স্তম্ভের সহিত এবং বিশেষভাবে হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর বাল্যকালের সহিত ও তাঁহার অগ্নি হইতে পরিত্রাণের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় কাহিনী হাগ্‌গাদা হইতে গৃহীত (Gen. Rabba, xlix. I); মশক দ্বারা নাম্‌রূদের মৃত্যুর বিবরণও হাগ্‌গাদার উপরই প্রতিষ্ঠিত। হাগ্‌গাদা অনুসারে জেরুযালেম মন্দিরের ধ্বংসকারী Titus-ও অনুরূপভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাখ্‌ত নাস্‌'স'ারেরও অনুরূপ ভাগ্য-বিপর্যয় হইয়াছিল (দ্র. Grunbaum, Neue Beitrage, p. 97—99)। 'আন্‌তারের বীরত্বগাথায় পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব-বিশিষ্ট আকাশ অভিযানের বিবরণ তালমুদে বাখ্‌ত নাস্‌'স'ারের স্বর্গারোহণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় (Chagiga, p. 13a). কিন্তু ফিরদাওসী বর্ণিত শাহ কায়-কাউস-এর আরোহণের সহিত ইহার অধিকতর সাদৃশ্য রহিয়াছে (ed. Mohl, ii. 31—34)। নাম্‌রূদ-কিংবদন্তী নানা উৎস হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ত'াবারী উল্লেখ করিয়াছেন যে, নাম্‌রূদ ও পারস্যের দ'াহ্‌'হ'াক অভিন্ন ব্যক্তি (Annales, i, 253) বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু তিনি এই ধারণা সমর্থন করেন নাই (Annales. i, 323, 324)। বাইবেল, হাগ্‌গাদা ও পারস্য কাব্যে আলোচিত এই বিষয়টি আরও রঞ্জিত করা হইয়াছে। সীরাত 'আন্‌তারে নাম্‌রূদ রূমনামের নায়ক। নাম্‌রূদ সংক্রান্ত মুসলিম কিংবদন্তী পরবর্তী যুগের হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) সংক্রান্ত য়াহূদী কিংবদন্তীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। Bernard Chapira এইরূপ একটি কিংবদন্তী হিব্রু ও 'আরবী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কা'বু'ল-আহ্‌'বারকে ইহার রচয়িতা মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। ইহা কল্পনাপ্রসূত অজস্র গল্পের একটি। কিন্তু হাগ্‌গাদা ও মুসলিম কিংবদন্তীর পারস্পরিক প্রভাব অনস্বীকার্য। M. Grunbaum পরিষ্কারভাবে দেখাইয়াছেন যে, পরবর্তীকালের বাইবেল-ভাষ্য, Midrash, Pirk R. Elieser, Tanna de be Eliyahu Midrash Haggadol, Sefer haiyashar, shebet Musar (স্মার্নার R. Eliyah Hakkohen প্রণীত)-এর হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) ও নাম্‌রূদ সংক্রান্ত অংশগুলি মুসলিম সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) তাফসীর, সূরাঃ ২ : ২৬০ ; ২১ : ২৩ ; (২) ত'াবারী, সম্পা. de Goeje, ১খ, ২১৭, ২১৯, ২২০, ২৫২-২৬৫, ৩১৯-৩২৫ ; (৩) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, তা'রীখ, ১খ, ২৯, ৩৭-৪০ ; (৪) ছা'লাবী, কি'সাসু'ল-আম্বিয়া', সম্পা. Eisenberg, i :141 ; (৫) সীরাত 'আনতার, কায়রো ১২৯৯, ১খ, ৯-৭১ (১৩০৬, ১খ, ৪—৩৪) ; (৬) মাস'ঊদী, হ'াদাই'কু'ল-হ'াকাইকবান, দ্র. নাস্‌র ; (৭) Geiger, Was hat Mohammad . . . 2, 1902, p.—112 প., 115 প., 121 ; (৮) M. Grunbaum, Neue Beitrage, p. 90—99, 125—132 ; (৯) Bernard Chapira, Legendes bibliques attribuees a Kab el-ahbar, in REJ, 1919, lxix. p. 86—107, 'আরবী ও হিব্রু মূল পাঠ ১৯২০, ৭০ : ৩৭—৪৪ ; (১০) B. Heller, Die Bedeutung des arabischen 'Antar Romans fur die vergl. Litteraturkunde, Leipzig 1921, p.—16—21 ; (১১) S. Sidersky, Les origines des legendes musulmanes, Paris 1933, p. 31—35 ; (১২) Speyer, Die bibl. Erzahlungen im Qoran, 1931, p. 116—118, 263, 283, 356, 475, 477.

B. Heller (S.E.I.)/মুহম্মদ রেযাউর রহীম

নমায (نماز : নামায) দ্র. সালাত।

নয্‌র (نذر : নায্‌'র) নায্‌'র বা মানতের প্রচলন জাহিলী 'আরবে ছিল। ইহা সংশোধিত আকারে ইসলামে স্থান লাভ করিয়াছে। 'উৎসর্গ' শব্দটি 'আরবী 'ন-য্‌'-র' ধাতুর সহিত সংশ্লিষ্ট। দক্ষিণ 'আরবী, হিব্রু, আরামীয় এবং আংশিকভাবে আসিরীয় ভাষাগুলিতেও ইহা দৃষ্ট হয়। 'আরবদিগের নিকট প্রাণীও উৎসর্গের বস্তু হইতে পারিত। যেমন, তাহারা নায্‌'র হিসাবে তাহাদের পশু-পালের একাংশ রাজাব মাসে 'আতীরাঃ ভোজের জন্য উৎসর্গ করিত (লিসানু'ল-'আরাব এবং জাওহারী); এই উৎসর্গকার্য সূত্রের আকারে ভাব-গম্ভীর পবিত্র বাক্যে প্রকাশ করা হইত এবং ইহার তাৎপর্য এই হইত যে, এইরূপ পশুগুলিকে পার্থিব বিষয় হইতে পৃথক করিয়া পবিত্র বিষয়ের জন্য রাখা হইল।

সাধারণত কোন বিশেষ বিষয়ে সৌভাগ্য অর্জনের জন্য এইরূপ উৎসর্গ বা কু'রবানী করা হইত। পশুর সংখ্যা একশতে পৌঁছিলে একটি পশু উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা পশুপালের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করিত বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত। কথিত আছে যে, 'আব্দু'ল-মুত্'ত'ালিব তাঁহার দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে এবং জীবিত থাকিলে তন্মধ্যে একটিকে কা'বা গৃহের সম্মুখে বলি দিবেন বলিয়া মানত করিয়াছিলেন, (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৭১ প.) কিন্তু তাহার নায্‌'র প্রতিপালনের জন্য পরিবর্তে একশত উষ্ট্র কু'রবানী করা হয়। সন্তানহীনা নারীও এই মানত করিতে পারিত যে, তাহার সন্তান জন্মিলে সে তাহাকে বিশেষ কোন পবিত্র স্থানে ধর্মীয় কাজের জন্য উৎসর্গ করিবে (ঐ, পৃ. ৭৩)। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়সের ব'াদীছ' অনুসারে তাঁহার পিতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার একটি পুত্র হইলে পঞ্চাশটি ভেড়া কু'রবানী করিবেন (য়াকূ'ত, ১খ, ৭৫৪ ; আবূ দাঊদ, আয়মান, বাব ১৯ ; ইব্‌ন মাজাঃ কাফ্‌ফারাত, বাব ১৮)। সন্তানের পীড়া হইলে তাহার আরোগ্য লাভের শর্তে মাতা প্রতিজ্ঞা দ্বারা আহ্‌'মাসস্বরূপ (হ'ম্‌স শব্দ হইতে) ইহাকে

উৎসর্গ করিতে পারিতেন (আয্‌রাক'ী, পৃ. ১২৩ প.)। নায্'র দ্বারা সর্বপ্রকার দুর্ভোগ হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করা হইত। যুদ্ধের সময় উট উৎসর্গ করা যাইত (ওয়াকি'দী, Wellhausen পৃ. ৩৯)। মরুভূমির মধ্যে পথিক বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিত (দ্র. Lane ও লিসানু'ল-'আরাব)। সমুদ্রে বিপদাপন্ন হইয়া আল্লাহ্ অথবা কোন সাধু পুরুষের উদ্দেশ্যে কোন বস্তু উৎসর্গের প্রতিজ্ঞা করা হইত অথবা নিজে কোন সৎকার্য—যেমন রোযা পালন করার মানত করা হইত (সূরাঃ ১০ : ২২, ২৯ : ৬৫, আবূ দাউদ, আয়মান, বাব ২০, দ্র. Goldziher, Muh. Stud., ii. 311)। একবার অনাবৃষ্টির সময় হযরত 'উমার (রা) প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন বৃষ্টিপাত না হইবে ততদিন তিনি ঘৃত, দুগ্ধ অথবা গোশ্‌ত ভক্ষণ করিবেন না (ত'াবারী ১খ, ২৫৭৩)। সাধারণ ধর্ম-কার্য যেমন হ'াজ্জ পালনকে উৎসর্গের মানত হিসাবে গ্রহণ করা হইত (সূরাঃ ২২ : ২৯)। ইহাতে বিশেষ অনুষ্ঠানাদিও পালন করা হইত, যেমন কা'বা শরীফ পর্যন্ত পদব্রজে গমন অথবা নগ্ন পদে গমন (বুখারী, জাযাউ'স'-স'ায়দ, বাব ২৭, তিরমিয'ী, আন-নুযু'র ওয়া'ল-আয়মান, বাব ১৭)। ই'তিকাফ করার নায্'র (মানত)-ও করা হয়। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 'উমার (রা) মক্কার কা'বাঃ গৃহে নৈশ ই'তিকাফের মানত করিয়াছিলেন (বুখারী, মাগ'াযী, বাব ৫৪, আয়মান, বাব ২৯)। দৈনন্দিন জীবন হইতে নিজেকে বিশেষভাবে পৃথক রাখার মানত প্রাচীন 'আরবে বেশ প্রচলিত ছিল। কবি লাবীদ বনের নিঃসঙ্গ পুরুষ হরিণকে একজন মানত উদ্‌যাপনকারীর (ক'াদ'ীন-নুয্'র) সহিত তুলনা করিয়াছেন।

নিঃসঙ্গ বাসের লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক একাগ্রতা সাধন করা এবং আত্মাকে শক্তিমান করা। কোন মহৎ কার্য, বিশেষত যুদ্ধাদির প্রস্তুতির জন্য তাই সংযম সাধনা করা হইত। 'আরবগণ কোন বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারে যতদিন প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে না পারিত ততদিন 'সুগন্ধি ব্যবহার, স্ত্রী-সংসর্গ, মদ্যপান ও সর্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদ বর্জন করিত' (হ'ামাসাঃ, পৃ. ৪৪৭, V-5 schol)। হ'াজ্জ ও ই'তিকাফের ন্যায় সংযম সাধনার অনুষ্ঠানগুলিও নায্'রের বিষয় ছিল। এইরূপ নায্'র বা ব্রত এইভাবে প্রকাশ করা হইতঃ "যতদিন ১০০ আসাদীকে হত্যা না করি ততদিন মদ্য ও নারী আমার জন্য হ'ারাম" (আগ'ানী, ৮খ, ৬৮, ২য় সং, পৃ. ৬৫) এই ব্যাপারে সময়ও নির্দিষ্ট করা হইত। যেমন, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ৩০ দিন মদ্যপানের বিরতি (ক'ায়স ইবনু'ল-খাত'ীম, ed. Kowalski, ৪খ, ২৮)। যোদ্ধা বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিলে বলা হইত যে, সে নায্'র (বা সমার্থবাচক) নাহ্'র (সূরা : ৩৩ : ২৩, ওয়াকি'দী-Wellhausen, পৃ. ১২০) পূর্ণ করিয়াছে। যে সমস্ত বিষয়ে সংযম পালন করা হইত সেগুলি হইতেছে যেমন, গোশ্‌ত অথবা সর্বপ্রকার খাদ্য, মদ্য, প্রলেপ, স্নান ও স্ত্রীসংসর্গ বর্জন (আগ'ানী, ৬খ, ৯৯, ২য় সং, পৃ. ৯৭, ৮খ, ৬৮, ২য় সং পৃ. ৬৬, ১৫খ, ১৬১, ২য় সং পৃ. ১৫৪, হ'ামাসাঃ, পৃ. ২৩৭, ৫খ, ৪ প., ইবন হিশাম, পৃ. ৫৪৩, ৯৮০, ওয়াকি'দী-Wellhausen, পৃ. ৭৩, ৯৪, ১০৫, ২০১, ৪০২)। কোন ইচ্ছা পূরণ হইলে কৃতজ্ঞতাসূচক ব্রতও উদ্‌যাপন করা হইত (ওয়াকি'দী, পৃ. ২৯০)।

মানতকারী মানত পালন দ্বারা ঐশী শক্তির সহিত সম্পর্ক লাভ করিত। নায্'র একটি 'আহ্‌দ (সূরাঃ ৯ : ৭৫, ৩৩ : ২৩, ৪৮ : ১০) যদ্দ্বারা সে নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিত। নায্'রের অবহেলা দেবতার বিরুদ্ধে পাপস্বরূপ (ইম্‌রা'উ'ল ক'ায়স্, ৫১, ১০)। জীবন ধারণের পবিত্র দায়িত্ব একটি নায্'র যাহা লক্ষ্যহীন ঘুরাফিরার পরিবর্তে পরিপূর্ণ করা (ক'াদ'া) উচিত (লাবীদ, ৪১, ১)। বাধ্যকারী প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে (দ্র. লিসানু'ল-'আরাব, যেখানে 'নায্'র'-এর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 'আওজাবা' দ্বারা ব্যাপার্থে, 'আস্'মা'ইয়াত', ৭, ২), এবং বস্তু উৎসর্গের গুরুত্ব ক্রমশ কমিতে থাকে। এইরূপে সংযমের অর্থ দাঁড়াইল একদিকে দেবতার প্রীতিকর কার্যাবলী সাধন এবং অন্যদিকে ব্রতকারীর, স্বেচ্ছাকৃত অপ্রীতিকর আত্মনিগ্রহ'। নায্'রে অন্তর্নিহিত বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে বলিয়া ইহার সহিত শপথের সম্বন্ধ নিকটতম (দ্র. ক'াসাম)।

শপথ দ্বারা নিজ পরিবারকেও বন্ধন করা যায়। মাতা শপথ করেন যে, যতক্ষণ না পুত্র অথবা কন্যা তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করে ততক্ষণ তিনি কেশবিন্যাস করিবেন না অথবা ছায়াতলে যাইবেন না (আগ'ানী, ১৮খ, ২০৫, ২য় সং পৃ. ২০৫, ইবন হিশাম, পৃ. ৩২৯, ২খ, ৯০)। এই জাতীয় শপথের শক্তি নির্ভর করে দুই পক্ষের সম্বন্ধের উপর। যদি মুমূর্ষু ব্যক্তি শপথ করে যে, তাহার গোত্র তাহার জন্য প্রতিশোধস্বরূপ ৫০ জনকে হত্যা করিবে তবে ইহা সমস্ত গোত্রের জন্য পালনীয় (হ'ামাসাঃ, পৃ. ৪৪২ প.)। কাহারও অপূর্ণ মানত পালনের দায়িত্ব বংশধরগণের প্রতি কতখানি, এই সমস্যার আলোচনা ফিক্'হশাস্ত্রে রহিয়াছে (মুসলিম নায্'র হ'াদীছ' ১, বুখারী, ওয়াস'ায়া, বাব ১৯, দ্র. Goldziher, Zahiriten, p. 80)।

ইসলামে মানত এবং শপথ একত্রে পর্যালোচনা করা হয়। কু'রআনে এই ব্যবস্থা আছে যে, শপথে উচ্চারিত বাক্য অনবধানপ্রসূত নয় (লাগ'ও), তাহা ভঙ্গ করিলে তজ্জন্য কাফ্‌ফারাঃ দিতে হইবে (সূরা ২ : ২২৫, ৫ : ৯১)। বর্জন সংক্রান্ত মানতে, বিশেষত খাদ্য ও নারীর প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে। এই প্রকারের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঈলা'ও জি'হার নামে পরিচিত (দ্র. ক'াসাম)। কোন ক্রিয়া দ্বারা মানত হইতে মুক্ত হওয়ার নীতি য়াহূদীদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। তবুও ইহা একটি মৌলিক 'আরবী প্রথা। ইসলামে এই ধারণার উদ্ভব হয় যে, নুযু'র নিরর্থক, কারণ এইসব আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না (বুখারী, আয়মান, বাব ২৬, ক'াদার বাব ৬, মুসলিম, নায্'র, হ'াদীছ' ২)। সেজন্য মানত পরিপূর্ণ করার অনুকূলে উভয় প্রকার হ'াদীছ'ই পাওয়া যায়। হ'াদীছে'র সূত্র ধরিয়া এই বিষয়ে একটি সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়, যেমন নায্'রু'ত-তাবারুর (ধর্মীয় কার্যের মানত), যাহার উদ্দেশ্য হইল ধর্মীয় কার্য সম্পাদন করিয়া পুণ্য (ত'া'আঃ) অর্জন করা এবং শপথসম্বলিত মানত, যাহা শর্তসম্বলিত হওয়ায় প্রেরণাদানকারী, নিবারণকারী অথবা শক্তিদানকারী হয়। শেষোক্ত প্রকার মানতকে বলা হয় নায্'রু'ল-লাজাজ ওয়া'ল-গ'াদ'াব। এইগুলি অনুমোদনযোগ্য, কিন্তু তবু এইগুলিকে শপথস্বরূপই গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ শপথ কোন পাপমূলক বিষয়ে করা যাইবে না। কাহারও মতে এইরূপ মানত অসিদ্ধ, কাহারও মতে সিদ্ধ, কিন্তু ইহা ভঙ্গ করা কর্তব্য। মানতকারী ও শপথকারী মুকাল্লাফ হইবে এবং স্বেচ্ছায় ইহা করিবে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) J. Wellhausen, Reste arabischen

Heidentums, Berlin 1897, p. 122 প.; (২) W. Robertson Smith, Religion of the Semites ed. S.A. Cook (1927), p. 332, 481 প.; (৩) Th. W. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes Leyden 1930, p. 273 প.; (৪) খালীল ইবন ইস্‌হা'াক', মুখতাস'ার, অনুবাদ, I. Guidi (1919) p. 371-383; (৫) D. Santillana, Istituzioni di diritto Musulmano Malichita i., Rome 1925, p. 212—15; (৬) Johs. Pedersen, Der Eid bei den Semiten, Strassburg 1914, index, দ্র. Gelubde; (৭) W. Gottschalk, Das Gelubde nach alterer arabischer Auffassung. Berlin 1919; (৮) The hadith material in Wensinck, Hand-book, দ্র. Vow.

J. Pederen (S.E.I.)/মোহম্মদ রেযাউর রহীম

নযীর হুসায়ন, সায়্যিদ (نذير حسين، سيد : নায'ীর হ'সায়ন, সায়্যিদ) তাঁহার জন্ম হয় ভারতের বিহার প্রদেশের মুঙ্গের জিলায় ১২২০/১৮০৫ সনে। তাঁহার পিতার নাম সায়্যিদ জাওয়াদ 'আলী। নায'ীর হ'সায়ন কিছু অধিক বয়সে বিদ্যাশিক্ষা শুরু করেন। এইজন্য তিনি ১২৩৭ হি. সালে ১৭ বৎসর বয়সে পাটনা গমন করেন। সেখানে তিনি মাওলানা বি'লায়াত 'আলীর খালীফা মাওলানা শাহ্ মুহ'াম্মাদ হ'সায়নের নিকট মাত্র ছয় মাসকাল প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এই সময় সায়্যিদ আহ'মাদ বেরেলাব'ী (র)-এর সংগ্রামী ক'াফিলাঃ পাটনায় পৌঁছে। সায়্যিদ নায'ীর হ'সায়ন এই সুযোগে সায়্যিদ আহ'মাদ বেরেলাব'ী (র) ও শাহ ইসমা'ঈল (র)-এর সহিত সাক্ষাত করেন। এই সময় দিল্লীতে শাহ 'আব্দু'ল-'আযীয (র) (মৃ. ১২৩৯/১৮২৩) শিক্ষাদান কার্যে রত ছিলেন। সায়্যিদ নায'ীর হ'সায়ন তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের জন্য দিল্লী যাওয়ার সংকল্প করেন। তদনুসারে তিনি পাটনা হইতে গাজীপুর, বেনারস, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান হইয়া ১২৪৩ হি. সনে দিল্লী পৌঁছেন। পথে বেনারস ব্যতীত এই সকল স্থানে প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের নিকট বিবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু দিল্লীতে উপনীত হইবার পূর্বে ১২৩৯ হিজরী সনে শাহ 'আবদু'ল-'আযীযের ইন্তিকাল হইয়াছিল।

দিল্লীতে পৌঁছিয়া তিনি মাওলাব'ী 'আবদু'ল-খালিক', মোল্লা আখন্দ শের মুহ'াম্মাদ (মৃ. ১২৫৭ হি.), মাওলাব'ী জালালু'দ-দীন হারাব'ী, সীরাতে আহ'মাদিয়ার লেখক মাওলানা কারামাত 'আলী ইস্‌রা'ঈলী, মাওলাব'ী সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ বাখ্‌শ মুহান্‌দিস্ (গণিত-বিশারদ) প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতগণের নিকট 'আরবী, ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, উস্'ল, মানতি'ক', গণিতশাস্ত্র, তাফসীর প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি শাহ 'আবদু'ল-'আযীযের দৌহিত্র শাহ মুহ'াম্মাদ ইস্‌হ'াকে'র (মৃ. ১২৬৩/১৮৪৭) নিকট তাফসীর, হ'াদীছ' প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন।

মাওলানা শাহ ইস্‌হ'াক' মদীনায় হিজরত করিলে সায়্যিদ নায'ীর হ'সায়ন দিল্লীতে আওরঙ্গযাদী মসজিদে শিক্ষাদান কার্যে রত হন। ১২৭০ হি. পর্যন্ত তিনি সকল ইসলামী শাস্ত্রই সমভাবে শিক্ষা দিতেন; পরবর্তীকালে তিনি শুধু তাফসীর, হ'াদীছ' ও ফিক্'হ শাস্ত্রে অধ্যাপনা করিতেন। অতঃপর তিনি শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহ'াদ্দিছে'র মাদ্‌রাসাতেই অধ্যাপনা কার্যে রত হন এবং দীর্ঘ ৬০ বৎসরকাল সেই মাদ্‌রাসার শায়খু'ল-ইসলামের পদ অলংকৃত করেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অগণিত শিক্ষার্থী ছাড়াও তিব্বত, বর্মা, আফগানিস্তান, হিরাত, নাজ্দ, হিজায, মিসর প্রভৃতি দেশ হইতে বহু সংখ্যক ছাত্র তাঁহার নিকট ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগমন করেন। তাঁহার নিকট শিক্ষা সমাপন করিয়া এই সব শিক্ষার্থী প্রত্যেকেই এক-একটি রত্নে পরিণত হন এবং নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাবলীগ ও মুসলিম সমাজের সংস্কার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। গ্রন্থ রচনা এবং শিক্ষাদানের কাজেও কেহ কেহ মনঃসংযোগ করেন।

নায'ীর হ'সায়নের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে গ্রন্থ রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন তন্মধ্যে আবু দাঊদের ভাষ্য 'আওনু'ল-মা'বুদ-এর লেখক মাওলানা শামসু'ল-হ'াক'ক' আযীমাবাদী; তিরমিয'ীর শার্'হ' তুহ'ফাতু'ল-আহ'ওয়ায'ীর রচয়িতা মাওলানা 'আবদু'র-রাহ্'মান মুবারাকপুরী, বহু গ্রন্থের লেখক মাওলানা বাদীউ'য-যামান, মাওলানা ওয়াহ'ীদউ'য-যামান হায়দারাবাদী, মাওলানা মুহ'াম্মাদ হ'সায়ন বাটালাব'ী, মাওলানা 'আবদুল্লাহ্ গাজীপুরী, মাওলানা মুহ্'য়ি'দ-দীন লাহোরী ও আহ্'সানু'ত-তাফসীরের লেখক ডেপুটি সায়্যিদ আহ'মাদ হ'াসানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে ইঁহাদের পন্থা অনুসরণকারী অনেক খ্যাতনামা লেখকের আবির্ভাব ঘটে। তন্মধ্যে মাওলানা হ'ানা'উল্লাহ অমৃতসরী, রাহ'মাতুল-লিল্ 'আলামীনের খনামধন্য লেখক পাতিয়ালার সেশন জজ 'আল্লামাঃ ক'াদ'ী মুহ'াম্মাদ সুলায়মান মান্‌সূ'রপুরী, তারীখ আহ্‌লি'ল-হ'াদীছে'র লেখক মাওলানা মীর ইব্‌রাহীম শিয়ালকোটি, মাওলানা মুহ'াম্মাদ জুনাগড়ী, মাওলানা 'আব্বাস 'আলী ও মাওলানা আবু'ল-ক'াসিম বেনারসীর নাম উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাদানকার্যে অত্যধিক মনোযোগী হওয়ার ফলে নায'ীর হ'সায়ন স্বয়ং গ্রন্থ রচনায় তেমন মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা সম্পর্কে যে সমস্ত বিধান (ফাত্'ওয়া) দিয়াছিলেন বা রিসালাঃ (পুস্তিকা) রচনা করিয়াছিলেন সেইগুলিকেই একত্র করিয়া পরবর্তীকালে 'ফাত্'ওয়া-ই-নায'ীরিয়্যাঃ' নামক গ্রন্থ সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। ইহা ব্যতীত তিনি 'মি'য়ারু'ল-হ'াক্'ক'' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১২৮০/১২৮১ হিজরী মুতাবিক ১৮৬৩/৪ খৃ.-এ আম্বালার কুখ্যাত ওয়াহ্‌হাবী মামলার সহিত সায়্যিদ নায'ীর হ'সায়নকেও জড়িত করা হয় এবং তাঁহাকে এক বৎসরকাল রাওয়ালপিণ্ডি জেলে আটক রাখা হয়। ১৩০০/১৮৮৩ সালে হ'াজ্জে গেলে সেখানেও তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং তিনি নির্যাতিত হন। এতদসত্ত্বেও তিনি মিনায় পর পর তিনদিন বক্তৃতা করেন। সায়্যিদ নায'ীর হ'সায়নকে ২১ মুহ'াররাম ১৩১৫./২২ জুন, ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশ সরকার 'শামসু'ল-'উলামা' উপাধি দান করেন। তিনি ১০ রাজাব ১৩২০ হি./১৩ অক্টোবর ১৯০২ সোমবার ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবু য়াহ্'য়া খান, তারাজিমে 'উলামায়ে হ'াদীছ'; (২) ক'াদ'ী মুযাফ্‌ফার হ'সায়ন, আল-হ'ায়াত বা'দা'ল-মামাত।

আ. কা. মু. আদমুদ্দীন ও মুহম্মদ আবদুর রহমান

আন্-নাওয়াবী (النووى অথবা النواوى আন-নাওয়াব'ী বা আন-নাওয়াব'ী) মুহ'য়ি'দ-দীন আবু যাকারিয়্যা য়াহ্'য়া আল-হি'যামী আদ-দামিশ্'ক'ী একজন শাফি'ঈ আইনজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি ৬৩১ হিজরীর মুহ'াররাম মাসে, খৃ. ১২৩৩ সনের অক্টোবর মাসে

জাওলানের অন্তর্গত দামিশ্কের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত 'নাওয়া' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য বয়সেই তাঁহার তীক্ষ্ণ মেধা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ৬৪৯ হি. দামিশ্কে'র অন্তর্গত রাওয়াহি'য়াঃ মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়া দেন। প্রথমে তিনি সেখানে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং অনতি-কাল মধ্যে ইসলামী বিদ্যা আয়ত্ত করিতে শুরু করেন। ৬৫১ হিজরীতে তিনি পিতার সহিত হ'াজ্জে গমন করেন। ৬৫৫ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে লেখনী ধারণ করেন। তখন দামিশ্কে' অবস্থিত হ'াদীছ' অধ্যয়নের বিদ্যালয় আশ্রাফিয়াঃ মাদরাসার আবু শামাঃ ইন্তিকাল করিলে ঐ শূন্যপদ পূরণের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী জীবন যাপন করিতেন এবং বেতন গ্রহণ করিতেও অস্বীকার করি-তেন। তাঁহার সুনাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তিনি সাহসে ভর করিয়া সুলতা'ান বায়বারসকে কয়েকটি অনুরোধ করেন,—দামিশ্ক-বাসীদের বাজেয়াপ্তকৃত বাগানগুলি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে, সিরিয়ার জনগণের উপর যুদ্ধকর রহিত করিতে এবং শিক্ষকগণকে বেতনহ্রাস জনিত সংকট হইতে রক্ষা করিতে। তাঁহার আবেদন ফলপ্রসূ হয় নাই বরং কর ধার্যকরণ বিধিসংগত বলিয়া ফাত্ওয়া দস্তখত করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হইলে একমাত্র তিনি উহাতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন। তখন বায়বারস তাঁহাকে দামিশ্ক হইতে বহিষ্কার করেন। নাওয়াব'ীর এই ঘটনা সীরাতু'জ-জ'াহির, বায়বারস, কায়রো ১৩২৬, 8১ ঃ ৩৮ নামক জনপ্রিয় উপকথায় স্থান লাভ করিয়াছে। উহাতে উক্ত আছে যে, নাওয়াব'ী অভিসম্পাত করিলে বায়বারস কিয়দ্দিনের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া অন্ধ হন। তিনি জীবনে দার পরিগ্রহ করেন নাই। ৬৭৬ হিজরীর ২8 রাজাব/১২৭৭ খৃ. ২২ ডিসেম্বর বুধবার নাওয়াস্থ পৈতৃক গৃহে তিনি ইন্তিকাল করেন। সেখানে তাঁহার সমাধি অদ্যাবধি সকলের শ্রদ্ধাস্থল।

আন-নাওয়াব'ীর সুবিস্তৃত যশোরাশি অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ। হ'াদীছে' তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং হ'াদীছ' যাচাইয়ের ব্যাপারে পরবর্তী মুসলিম মনীষীগণ অপেক্ষা উন্নততর মানদণ্ড তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচখানি হ'াদীছ' গ্রন্থ সি'হ'াহ্'-এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন। ইবন মাজাঃ-র সুনানকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় আহ'মাদ ইবন হ'াম্বালের মুসনাদের পর্যায়ভুক্ত বলিয়া প্রকাশ করেন। (তুলনা করুন তাঁহার রচিত শারূহ' মুসলিম ১খ. ৫ ; আয্'কার, পৃ. ৩)। মুসলিমের হ'াদীছ' গ্রন্থের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি বুখারীর গ্রন্থকে উচ্চতর মর্যাদা দান করেন (তাহ্য'ীব, পৃ. ৫৫০)। স'াহ'ীহ' মুসলিমের প্রধান ব্যাখ্যাগ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন (পাঁচ-খণ্ডে মুদ্রিত, কায়রো ১২৮৩)। শারূহ' মুসলিমের ভূমিকা লিখিতে গিয়া তিনি এই গ্রন্থের বর্ণনাকারী পরম্পরার ইতিহাস এবং হ'াদীছ' বিজ্ঞানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। তিনি শুধুমাত্র ইস্নাদের উপর মন্তব্য এবং হ'াদীছ'সমূহের ব্যাকরণসম্মত ব্যাখ্যাই প্রদান করেন নাই, বরং ধর্মীয় এবং বিধানসম্মত সমালোচনাও করেন। প্রয়োজনবোধে তিনি প্রধান বিভজনের এবং আল-আওযা'ঈ, 'আত'া' প্রমুখ প্রাচীনতম ব্যবহার-শাস্ত্রবিদগণের উক্তির উদ্ধৃতিও প্রদান করেন। মুসলিম শরীফের শিরোনামগুলি তিনি সংযোজন করেন। তিনি কিতাবু'ল-আর্বা'ঈন গ্রন্থের বহুআংশের ব্যাখ্যা করেন (মুদ্রিত, বূলাক' ১২৯৪ এবং তৎপর প্রায়ই), বুখারীর এবং আবু দাউ-দের কিছু অংশেরও ব্যাখ্যা লিখেন (GAL, Suppl. i. 261); ইব্ন স'ালাহ'-এর 'উলূমু'ল-হ'াদীছ' গ্রন্থের সারাংশ রচনা করেন আত-তাক্'রীর ওয়া'ত-তায়সীর নামক পুস্তকে। উহার কিয়দংশ অনুবাদ করেন Marcais JA, ser. 9, xvi—xviii পত্রিকায়। আস-সুয়ূত'ী তাদ্রীবু'র-রাব'ী নামে উহার একখানি ব্যাখ্যা লিখেন, এই ব্যাখ্যাসহ গ্রন্থখানি কায়রোতে হি. ১৩০৭-এ মুদ্রিত হয়।

ফাক'ীহ হিসাবে আন-নাওয়াব'ীর মর্যাদা সম্ভবত অধিকতর। তৎপ্রণীত মিন্হাজু'ত'-ত'ালিবীন (৬৬৯-এ সমাপ্ত, মুদ্রিত কায়রো ১২৯৭) পুস্তকের জন্য তিনি শাফি'ঈ মায'হাবে আর-রাফি'ঈ-র ন্যায় সর্বজনসমাদৃত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। হি. দশম শতক হইতে তাঁহার পুস্তকের দুইখানি ব্যাখ্যা পুস্তক, ইবন হ'াজার-এর তুহ্'ফাঃ এবং আর-রাম্লীর নিহায়াঃ শাফি'ঈ মায্'হাবের আইন পুস্তক বলিয়া গণ্য। রাফি'ঈ-র মুহ'াররার হইতে বহু উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়া পুস্তকটি সংকলিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উক্তিমতে পুস্তকখানি মুহ'াররার গ্রন্থের ব্যাখ্যা। পুস্তকখানির এত উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ উহার আলোচ্য বিষয় আর-রাফি'ঈ এবং আল-গ'াযালীর মাধ্যমে ইমামু'ল-হ'ারামায়ন-এর সহিত সম্পর্কিত তাঁহার লিখিত পুস্তকের অন্যতম রাওদ'াঃ ফী মুখতাস'ার শারূহি''র-রাফি'ঈ (গ'াযালীর ওয়াজীযের ব্যাখ্যা, মুদ্রিত দিল্লী ১৩০৭) ৬৬৯ হিজ্রীতে সমাপ্ত। উহার বহু ব্যাখ্যা প্রায়শ লিখিত হইয়াছে। শীরাযীর আল্-মুহায্'য'াব এবং আত-তাম্বীহ্ (মুদ্রিত কায়রো ১৩২৯) এবং আল-গ'াযালীর আল-ওয়াসীতে'র ব্যাখ্যা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার শিষ্য ইবনু'ল-'আত্'ত'ার তাঁহার ফাত্ওয়াসমূহ একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন (কায়রো ১৩৫২)।

জীবনী এবং ব্যাকরণ অধ্যয়নের ফলস্বরূপ তিনি তাহ্য'ীবু'ল-আস্মা' ওয়া'ল-লুগ'াত (প্রথম অংশ নাম সম্বন্ধে, সম্পাদিত Wustenfeld, Gottingen 1842—1847, দ্বিতীয় অংশ মুদ্রিত, কায়রো n.d., দ্র. Levidella Vida, Elenco dei–Ms. arabi Islamici della Bibl. Vaticana, p. 99, ইবনু'ল-'আত'ত'ার কর্তৃক অসম্পূর্ণ গ্রন্থাদির তালিকাভুক্ত করা এবং ইহাতেও কিছু কিছু বাদ পড়িয়াছে) লিখেন। এই বিষয়ে তাঁহার আত-তাহ্'রীর ফী আল্ফাজি''ত'-ত'ান্বীহ ৬৭১ হিজ্রীতে সমাপ্ত। তিনি কু'শায়-রীর রিসালাঃ সংক্রান্ত বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং অন্যের নিকট বর্ণনা করেন। তাঁহার সূ'ফীবাদের প্রতি কিছু ঝোঁক থাকার জন্য তিনি কিতাবু'ল-আয্'কার' প্রণয়ন করেন। উহা ৬৬৭ হিজ্রীতে সমাপ্ত (মুদ্রিত কায়রো ১৩৩১ এবং পরে প্রায়ই)। তদ্রূপ উপাসনা সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার গ্রন্থ রিয়াদু''স'-স'ালিহ'ীন (৬৭০ হি. সমাপ্ত, মুদ্রিত মাক্কাঃ ১৩০২, ১৩১২) ও অসম্পূর্ণ বুস্তানু'ল-'আরিফীন ফি'য-যুহ্দ ওয়া'ত-তাস'াওউফ (মুদ্রিত, কায়রো ১৩৪৮)। তাঁহার প্রায় ৬০ খানা পুস্তকের একটি পূর্ণ তালিকা দিয়াছেন Heffening, l.c., p. 171—88, আর যে সব পুস্তক এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে আছে উহার তালিকা প্রণয়ন করেন Brockelmann (GAL, i, 496 প; Suppl. i. 680 প. and index)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-'আত্'ত'ার (মৃ. ৭২৪/১৩২৪), তুহ্'ফাতু'ত'-ত'ালিবীন ফী তারজামাতি শায়খিনা আল-ইমাম আন-নাওয়াব'ী (বহু যারহি'য়াঃসহ), পাণ্ডুলিপি, Tubingen, No. 18; (২) আস-সাখাব'ী (মৃ. ৯০২/১৪৯৬-৭), তারজামাত

কু'ত্'ব্'ল-আওলিয়া'.........আন-নাওয়াব'ী, পাণ্ডুলিপি, বার্লিন, Wetzstein, ii. 1742. fol. 140—207 (Ahlwardt, No. 10125), (৩) আস-সুয়ূত'ী, আল-মিনহাজ ফী তারজামাতি'ল-নাওয়াব'ী, পাণ্ডুলিপি Berlin. Wetzstein, ii. 1807. fol. 53r-68r (Ahlwardt, No. 10126); (৪) আস-সুব্কী, ত'াবা-ক'াতু'শ-শাফি'ইয়্যাতি'ল-কুব্‌রা, কায়রো ১৩২৪, ৫খ, ১৬৫-১৬৮; (৫) আয'-য'াহাব'ী, তায্‌কিরাতু'ল-হ'ফ্ফাজ', হায়দ্রাবাদ n. d., ৪খ, ২৫৯-২৬৪; (৬) আল-য়াফি'ঈ, মির্‌আতু'ল-জানান, হায়দ্রাবাদ ১৩৩৯, ৪খ, ১৮২-১৮৬; সূত্রের অন্যান্য জন্য দ্র. (৭) Wustenfeld, Uber des Leben und die Schriften des Scheich Abu Zakarija Jahja el-Nawawi, Gottingen 1849; (৮) Snouck Hurgronje, Verspr. Geschriften, ii. 387 প.; Scoriften Heffening, Zum Leben u. zu den Schriften al-Nawawi's in Isl. xxii. (1935), p. 165-90; xxiv, (1937), p. 131—50.

W. Heffening (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

আন্‌-নাজাফ (النجف) মাশ্‌হাদ 'আলী, ইরাকের অন্তর্গত একটি শহর ও তীর্থস্থান, কূফা হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে। ইহা মরুভূমির প্রান্তে একটি অনুর্বর টিলায় অবস্থিত। এইজন্য ইহার নাম আন-নাজাফ (উচ্চভূমি) হইয়াছে (A. Musil, The Middle Euphrates, পৃ. ৩৫)।

প্রচলিত বিবরণ মতে হযরত 'আলী (রা) ইব্‌ন আবী ত'ালিবকে (দ্র.) কূফার কাছেই সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। জায়গাটি ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর বাঁধ হইতে বেশী দূরে নয়। এই বাঁধই শহরকে প্লাবনের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং এই জায়গাতেই পরে আন-নাজাফ শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল (য়াকূ'ত, মু'জাম. Wustenfeld সম্পা., ৪ঃ ৭৬০)। ইহাকে নাজাফু'ল-কূফাও বলা হয় (য়ামাখ্‌শারী, Lexicon Geographicum, Salverda de Grave সম্পা., পৃ. ১৫৩)। উমায়্যা আমলে কূফার নিকট কবরের জায়গাটিকে গোপন রাখিতে হইয়াছিল। ফলে বিভিন্ন জায়গায় পরে ইহার সন্ধান করা হইয়াছিল। অনেকের মতে ইহা কূফাতেই মসজিদের কি'বলার পার্শ্বে কোন একটি কোণায়; আবার অন্যদের মতে কূফা হইতে ২ ফারসাখ (প্রায় ১৬ কিলোমিটার) দূরে (আল্‌-ইস্‌ত'াখ্‌রী, de Goeje সম্পা., BGA, ১খ, ৮২ প.; ইব্‌ন হ'াওক'াল, ঐ, ২খ, ১৬৩)। তৃতীয় এক বর্ণনামতে মদীনায় হযরত ফাতি'মাঃ (রা)-এর কবরের নিকটই হযরত 'আলী (রা)-কে কবর দেওয়া হইয়াছিল (আল-মাস্‌'উদী মুরূজু'য'-য'াহাব, Berbier de Meynard, সম্পা., ৮খ, ২৮৯), চতুর্থ বর্ণনায়, ক'াস্‌'রু'ল-ইমারা-তে (Caetani, Annali dell' Islam, ১০, ১৯২৬ খৃ., পৃ. ১৬৭ প.; হি. ৪০, ৯৯)। খুব সম্ভবত আন-নাজাফ-এর কথিত পবিত্র স্থানটি প্রকৃতপক্ষে হযরত 'আলী (রা)-এর সমাধিক্ষেত্র নয়। তবে জাহিলী যুগ হইতেই ইহাকে একটি পবিত্র সমাধিস্থল হিসাবে গণ্য করা হইত, বিশেষত সেখানে হযরত আদাম ('আ) ও হযরত নূহ' ('আ)-এর সমাধি অবস্থিত বলিয়া মনে করা হইত (ইব্‌ন বাত্'তু'ত'াঃ, তুহ্'ফাঃ, Defremery and Sanguinetti সম্পা., ১খ, ৪১৬; G. Jacob in A. Noldeke, Das Heiligtum al-Husains zu Kerbela, বার্লিন ১৯০৯ খৃ., পৃ. ৩৮, টীকা-১)। মাওসি'ল-এর হ'াম্‌দানী শাসনকর্তা আবু'ল-হায়জা'র সময় হযরত 'আলী (রা)-এর কবরের উপর দামী কার্পেট ও পর্দা দ্বারা সুসজ্জিত বড় কু'ব্‌বাঃ, এমন কি দুর্গও নির্মিত হয় (ইব্‌ন হ'াওক'াল, পূ. দ্র., পৃ. ১৬৩)। শী'আঃ বুওয়ায়হী সুলত'ান 'আদু'দু'দ্‌-দাওলাঃ ৩৬৮/৯৭৯-৯৮০ সালে একটি সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন, হ'াম্‌দুল্লাহ মুস্‌তাওফী-র সময় পর্যন্ত তাহা বিদ্যমান ছিল। তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্র শারাফ ও বাহা'উ'দ-দাওলাকে সেখানে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। ২,৫০০ পদক্ষেপের পরিধি লইয়া ইতিমধ্যে নাজাফ একটি ছোট শহরে পরিণত হইয়াছিল (ইব্‌নু'ল-আছ'ীর Tornberg সম্পা., ৮খ, ৫১৮; হ'াম্‌দুল্লাহ মুস্‌তাওফী, নুয্‌হাতু'ল-কু'লূব, Le Strange সম্পা., পৃ. ৩২; ৩৬৬/৯৭৬-৯৭৭ সালে) মাশ্‌হাদ 'আলীর প্রতিরোধ প্রাচীরটি হ'াসান ইব্‌নু'ল-ফাদ্'ল নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ৪১৪/১০২৩-২৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, ৯খ, ১৫৪)। বাগদাদের ধর্মান্ধ জনতা মাশ্‌হাদটি পোড়াইয়া ফেলিয়াছিল ৪৪৩/১০৫১—১০৫২ সালে। তবে পরে শীঘ্র পুনর্নির্মিত হইয়াছিল। সালজুক'ী সুলত'ান মালিকশাহ এবং তাঁহার উযীর নিজ'ামু'ল-মুলক (যিনি ৪৭৯/১০৮৬—১০৮৭ সালে বাগদাদে ছিলেন) হযরত 'আলী (রা) এবং হ'াসান (রা)-এর পবিত্র সমাধিটি যিয়ারত করিয়াছিলেন (ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, ১০ খ, ১০৩)। হ'াম্‌দুল্লাহ মুস্‌তাওফীর মতে ঈলখান গ'াযান (১২৯৫—১৩০৪) নাজাফে একটি দারু'স-সিয়াদাঃ এবং একটি দরবেশী আস্তানা (খানক'াহ্) নির্মাণ করিয়াছিলেন। বাগদাদের মঙ্গোলীয় গভর্নর ১২৬৩ খৃস্টাব্দে ফুরাত (ইউফ্রেটিস) হইতে নাজাফ পর্যন্ত একটি খাল কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পলি পড়িয়া উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পরে শাহ ইস্‌মা'ঈলের আদেশে ১৫০৮ খৃস্টাব্দে পুনরায় উহা পরিষ্কার করা হইয়াছিল। মূলত এই খালটিকে নাহরু'শ-শাহ বলা হইত (বর্তমানে আল-কি'রা) (লুগ'াতু'ল-'আরাব, বাগ'দাদ, ২, ১৯৩০—১৯৩১, পৃ. ৪৫৮)। স'াফাব'ী বংশীয় এই শী'আঃ বাদশাহ কারবালা ও নাজাফ-এর উভয় মাশ্‌হাদে নিজেই গমন করিয়াছিলেন। মহানুভব সুলায়মান ৯৪১/১৫৩৪—৩৫ সালে এই পবিত্র জায়গাগুলি দর্শন করিয়াছিলেন। ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে একটি নূতন খাল খনন করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও তাড়াতাড়ি পলি পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়, যেরূপভাবে যেরী আল-শায়খ ও আল্‌-হ'ায়দারিয়াঃ খাল দুইটি শুকাইয়া গিয়াছিল। শেষের খালটি দ্বিতীয় 'আব্দু'ল-হ'ামীদের আদেশে খনন করা হইয়াছিল। ফুরাত নদী হইতে নাজাফে পূত পানি আনয়নের জন্য ১৯১২ খৃস্টাব্দে লোহার নল বসানো হয় (লুগ'াতু'ল-'আরাব, ২খ, ৪৫৮ প., ৪৯১)।

আরবীয় ভৌগোলিকদের মতে, নাজাফের উঁচু জমিতে হ'ীরাঃ অবস্থিত (আল-য়া'কূ'বী, কিতাবু'ল-বুলদান, de Goeje সম্পা. BGA, ৭খ, ৩০৯)। Massignon মনে করেন (MIFAO, xxviii, 21, note 1) যে, নাজাফের বর্তমান স্থানেই হ'ীরাঃ অবস্থিত, কিন্তু A. Musil (The Middle Euphrates, পৃ. ৩৫, টীকা ২৬) হ'ীরার ধ্বংসাবশেষের কেন্দ্রভূমি নির্দেশ করেন (al-Knedre) আল-খাদ্‌রা-এর টিলার দক্ষিণ-পূর্বাংশে, যাহা কূফা ও খাওয়ার-নাকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ইব্‌ন বাত্'তু'ত'াঃ ৭২৬/১৩২৬ সালে বাবু'ল-হ'াদ্‌'রার ভিতর দিয়া মাশ্‌হাদ 'আলীতে প্রবেশ করেন। এই বাবই সোজা মাশ্‌হাদ পর্যন্ত গিয়াছে তিনি বিস্তারিত-ভাবে শহর ও পবিত্র স্থানটির বর্ণনা দিয়াছেন। আল্‌-য়া'কূ'বীর মতে (পূ. স্থা.) নাজাফ যে উঁচু ভূমিতে অবস্থিত সে স্থানই এক-

কালে সমুদ্রের তটভূমি ছিল। সমুদ্র প্রাচীনকালে এই স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইব্‌ন বাত্‌তূ‌তা ইহার জনসংখ্যা ও স্থাপত্য-সৌকর্যের দিক দিয়া ইরাকের শহরগুলির মধ্যে ইহাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখন ইহার জনসংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার (ইরানী ও 'আরবী)। এখানে শী'আদের একটি কলেজ আছে। ওয়াদি'স্-সালামে বিখ্যাত গোরস্থান আছে। নাজাফের নিকট দায়র মার ফাছ'য়ূন (য়াকূ'ত, মু'জাম, ২খ, ৬৯৩), দায়র হিন্দ আল-কুব্‌রা' (য়াকূ'ত, ২খ, ৭০৯), আর-রূহ্'বাঃ (শহর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৫ ঘণ্টার পথ, য়াকূ'ত, ২খ, ৭৬২; A. Musil, The Middle Euphrates, পৃ. ১১০, টীকা ৬১) এবং ক'াস্'র আবি'ল-খাস'ীব (য়াকূ'ত, ৪খ, ১০৭) অবস্থিত ছিল। প্রাচীন অনেক মানচিত্রে চিহ্নিত নাজাফ হ্রদটি বহু পূর্বেই একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে (Nolde, Reise nach Innerarabien, পৃ. ১০৫)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইবনু'ল-আছ'ীর, কামিল, Tornberg সম্পা., Index ২খ, ৮০৮ (মাশ্‌হাদ 'আলী), ৮৯৭ (আন-নাজাফ); (২) আত্‌-তা'বারী, de Goeje সম্পা., Indices, পৃ. ৭৮৪; (৩) আবু'ল ফারাজ আল-ইস্'ফাহানী, কিতাবু'ল-আগ'ানী, বুলাক ১৩২৩, ২খ, ১১৬; ৫খ, ৮৮, ১২১; ৮খ, ১৬১; ৯খ, ১১৭; ১১খ, ২৪; ২১খ, ১২৫—১২৭; (৪) আল-ইস্'তা'খ্‌রী, BGA, ১খ, ৮২; (৫) ইব্‌ন হ'াওক'াল, BGA, ৩খ, ১৬৩; (৬) আল-মাক্'দিসী, BGA, ৩খ, ১৩০; (৭) ইবনু'ল-ফাক'ীহ্, BGA ৫খ, ১৬৩, ১৭৭, ১৮৭; (৮) ইব্‌ন রুসতাঃ, BGA, ৭খ, ১০৮; (৯) আল-য়া'কূ'বী, BGA, ৭খ, ৩০৯; (১০) আবু'ল-ফিদা', Reinaud সম্পা., পৃ. ৩০০, Guyard অনূদিত, ১১/২খ, ৭৩; (১১) আল-ইদ্‌রীসী, নুয্‌হাঃ, ৩খ, ৬; (১২) ইব্‌ন জুবায়র, de Goeje সম্পা., পৃ. ২১০; (১৩) য়াকূ'ত, মু'জাম, Wustenfeld সম্পা., ৪খ, ৭৬০; (১৪) আল-বাক্‌রী, মু'জাম, Wustenfeld সম্পা., পৃ. ১৬৪, ৩০২, ৩৫৪, ৩৬৪, ৫৭৩; (১৫) ইব্‌ন বাত্‌তূ‌তা, তুহ'ফাঃ, Defremery-Sanguinetti সম্পা., ১খ, ৪১৪—৪১৬; (১৬) হ'াম্‌দুল্লাহ মুস্‌তাওফী আল-ক'াযুব'ীনী, নুয্‌হাতু'ল-কু'লূব, Le Strange সম্পা., পৃ. ৯, ৩১, ১৬৫ প., ২৬৭; (১৭) Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien u. a. Umliegenden Landern, Copenhagen 1778, ii. 254—64, inscriptions: 263; (১৮) J. B. L. J. Rouseau, Description du pachalik de Bagdad, Paris 1809, পৃ. ৭৫-৭৭; (১৯) Nolde, Reise nach Innerarabien, Braunschweig 1895, পৃ. ১০৩-১১১; (২০) M. v. Oppenheim, Vom Mittelmeer zum Persischen Golf, বার্লিন ১৯০০ ২খ, ১৩৭-২৭৪, ২৮১; (২১) G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, কেম্‌ব্রীজ ১৯০৫ (পুনঃ মুদ্রণ), ১৯৩০ খৃ., পৃ. ৭৬—৭৮; (২২) A. Noldeke, Das Heiligtum al-Husains zu Kerbela, বার্লিন ১৯০৯ (-Turk. Bibl., xi) স্থা.; (২৩) H. Grothe, Geographische charakterbilder aus der asiatis chen Turkei, Leipzig 1906, p. xiii and table lxxv.—lxxxi. with illustr. 132—34. 137; (২৪) L. Massignon, Mission en Mesopotamie (1907—1908) কায়রো ১৯১০ খৃ., ১খ, ৫০—৫১; ২খ, ৮৮, টীকা ১, ১১৪, ১৩৮, টীকা (-MIFAO, xxviii, xxxi); (২৫) G. L. Bell, Amurath to Amurath, লণ্ডন ১৯১১ খৃ., পৃ. ১৬০, ১৬২; (২৬) St. H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Oxford 1925, Index, পৃ. ৩৭২ (নাজাফ); (২৭) A. Musil, The Euphrates, Newyork 1927, পৃ. ৩৫, টীকা ২৬ (-American Geographical Society, Oriental Explorations and Studies, No. 3); (২৮) D. M. Donaldson, The Shi'ite Religion, লণ্ডন ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ৫৪ প.।

E. Honigmann (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

নাজাস, নাজিস (نجس) আ. অপবিত্র; তা'াহির শব্দের বিপরীত, তু. ত'াহারাঃ, আন-নাওয়াব'ি কর্তৃক বিন্যস্ত (মিন্‌হাজ, ১খ, ৩৬ প.; তু. গ'াযালী, আল-ওয়াজীয, ১খ, ৬ প.) শাফি'ঈ মতানুসারে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি স্বধর্মেই অপবিত্র (নাজাসাত্)ঃ মদ্য ও অন্যান্য সুরাসার জাতীয় পানীয়, কুকুর, শূকর, মায়তাঃ (মৃতদেহ), রক্ত এবং মলমূত্র; যে জন্তুর গোশত হারাম তাহার দুগ্ধ।

এই বিষয়গুলি সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা যাইতে পারেঃ মদ্য ও অন্যান্য সুরাসারঘটিত পানীয় সম্পর্কে খাম্‌র ও নাবীয' প্রবন্ধদ্বয় তু.। কু'রআনে কুকুরকে অপবিত্র বলা হয় নাই, অন্যপক্ষে কু'রআনে নিদ্রিত ব্যক্তির বর্ণনায় কুকুর অন্তর্ভুক্ত (১৮ঃ ১৮, ২২)। হ'াদীছে অবশ্য কুকুরের বিরুদ্ধে সাধারণ ধারণা অত্যন্ত প্রবল, (তু. কাল্‌ব্ প্রবন্ধ)। অবশ্য এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, য়াহূদীরাও শূকরের মত কুকুরকেও নাপাক প্রাণী হিসাবে রায় দিয়াছে। শূকরকে কু'রআনে (২ঃ ১৭৩; ৫ঃ ৩; ৬ঃ ১৪৫; ১৬ঃ ১১৫) হ'ারাম বলা হইয়াছে। মায়তাঃ (মৃতদেহ) সম্পর্কে ঐ নামীয় প্রবন্ধ তু.। কু'রআনে (২ঃ ১৭৩, ৫ঃ ৩; ৬ঃ ১৪৫; ১৬ঃ ১১৫) রক্ত হ'ারাম বলিয়া উল্লিখিত। এই নিষেধাজ্ঞার ধর্মীয় পটভূমিকার জন্য মায়তাঃ প্রবন্ধ তু.। প্রত্যেক মায্'হাব-এর বৃহৎ আইন গ্রন্থে ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

এই বিষয় লইয়া মায'হারগত যে মতভেদ, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উল্লেখ করা যাইতে পারে। হ'ানাফীদের মতে সুরাসারঘটিত পানীয় অপবিত্র নয় (তু. নাবীয')। মালিকীদের মতে জীবন্ত শূকর অপবিত্র নয়। শী'আরা উপরিউল্লিখিত জিনিসগুলির সহিত লাশ ও মুশ্‌রিকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। য়াহূদীদের মতে লাশ হইতেছে অপবিত্রতার অন্যতম প্রধান উৎস (তু. গণনা-পুস্তক, পরিচ্ছেদ ১৯)। মুশ্‌রিকদের অপবিত্রতার ভিত্তি হইতেছে কু'রআন ৯ঃ ২৮, যেখানে অংশীবাদীদিগকে (মুশ্‌রিক) অপবিত্র (নাজাস) হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। তবে এই অপবিত্রতা তাহাদের 'আক'ীদার অপবিত্রতার জন্য। মানুষ হিসাবে তাহারাও পবিত্র। এইজন্য তাহাদের উচ্ছিষ্ট পানি পাক।

উপরিউল্লিখিত অপবিত্র জিনিসগুলি বিশুদ্ধ করা যায় না। অপবিত্রকৃত জিনিসগুলি (মুতানাজ্জিস) ইহার ব্যতিক্রম। অবশ্য মদ্য বাদ দিয়া, কারণ সির্‌কা করিলেই তাহা পবিত্র হইয়া যায় এবং হালাল জন্তুর চামড়াও পাক করিলে পবিত্র হয়। বিশুদ্ধিকরণ সম্বন্ধে তু. ত'াহারাঃ, গু'স্‌ল, উদূ' প্রবন্ধদ্বয়।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আল-ফাতাওয়া'ল-'আলামগীরিয়াঃ, কলিকাতা ১৮২৮ খৃ., ১খ, ৫৫-৬৭; (২) আল-মার্‌গ'ীনানী, হিদায়াঃ,

বোম্বাই ১৮৬৩ খৃ., ১খ, ১৫ প. ৪১ ; (৩) খালীল ইব্ন ইস্হাক', মুখ্তাস'ার, প্যারিস ১৩১৮ (১৯০০), পৃ. ৩ প. ; (৪) I Guidi অনূদিত, মিলান ১৯১৯ খৃ., ১খ, ৯-১২ ; (৫) আল-গ'াযালী, আল-ওয়াজীয, কায়রো ১৩১৭ হি., ১খ, ৬ প. ; (৬) আন-নাওয়াব'ী, মিন্হাজু'ত'-ত'ালিবীন, Batavia ১৮৮২ খৃ., ১খ, ৩৬ প. ; (৭) আর-রাম্লী, নিহায়াঃ, কায়রো ১৩০৪ হি., ১খ, ১৬৬ প, ; (৮) ইব্ন হ'াজার আল-হায়তামী, তুহ্'ফাঃ, কায়রো ১২৮২ হি., ১খ, ৭১ প. ; (৯) 'আবদু'ল-ক'াদির ইব্ন 'উমার আশ-শায়বানী, দালীলু'ত্'-ত'ালিব, মার্'ঈ ইব্ন য়ূসুফের টীকা-ভাষ্যসহ, কায়রো ১৩২৪—১৩২৬ হি., ১খ, ১১ প. (হ'াম্বালী) ; (১০) আবু'ল-ক'াসিম আল-মুহ'াক্'কি'ক', শারা'ই'ল-ইসলাম, কলিকাতা ১২৫৫ হি., ১খ, ৯২ প. ; (১১) A. Querry, Recueil de lois concernant les musalmans schyites, Paris 1871, i. p. 42 প. ; (১২) আশ-শা'রানী, মীযান, কায়রো ১২৭৯ হি., ১খ, ১২৩—১২৮ ; (১৩) Th. W. Jnynboll, Handleiding tot de kennis d. mohammedaansche wet, Leyden 1925, p. 56, 165 প. ; (১৪) Goldziher, Die Zahiriten, p. 61 প. ; (১৫) ঐ, Islamisme et Parsisme in RHR, xliii. 17 প. ; (১৬) ঐ, La misasa, in RA, 1908, নং ২৬৮, পৃ. ২৩ প. ; (১৭) A. J. Wensinck, Die Entstehung der muslimischen Reinheitsge etzgebung in Ist., ৫খ, ৬২ প. ; (১৮) ঐ, Handbook, দ্র. Dogs.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

নাজিমুদ্দীন, খাজা (خواجہ ناظم الدین : খাওয়াজাঃ নাজিম'ু'দ-দীন) ছিলেন বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশীয় রাজনীতির অংগনে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। প্রভাবান রাজনীতিবিদ ও সমাজদরদী হিসাবে তিনি পরিচিত। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ১৯ জুলাই ঢাকার নওয়াব পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম খাজা নিজামুদ্দীন। তাঁহার মাতা শাহার বানু ছিলেন নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্ (দ্র.)-এর ভগিনী। খাজা নাজিমুদ্দীন প্রথমত আলীগড় এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজে ও পরে ডানস্টাবল গ্রামার স্কুল, কেমব্রিজের ট্রিনিটি হল ও লিংকন্স ইন-এ লেখাপড়া করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কেমব্রিজ হইতে এম. এ. এবং লিংকন্স ইন্ হইতে বার-এট-ল ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে খাজা নাজিমুদ্দীন শাহ বানু নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিবাহ করেন। ১৯২২ খৃস্টাব্দে তিনি মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ১৯২৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চেয়ারম্যান পদে বহাল ছিলেন। এই সময় হইতেই তিনি রাজনীতির সহিত সম্পৃক্ত হইয়া যান। ১৯২৩ হইতে ১৯২৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯২৯ খৃস্টাব্দে তিনি অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন এবং শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। এই সময় তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল পাস হয়। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে তিনি বঙ্গ প্রদেশের নির্বাহী পরিষদ (Executive Council)-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে সুদখোর মহাজনদের কবল হইতে দেশের মজলুম কৃষক সমাজকে রক্ষা করার জন্য বংগীয় ঋণ সালিসী বোর্ড বিল ও ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে পল্লী উন্নয়ন বিল তাঁহার বিশেষ উদ্যোগে গৃহীত হয়। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় খাজা সাহেব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি উক্ত মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করেন। ১৯৪২—৪৩ খৃস্টাব্দে বংগীয় আইন পরিষদে তিনি বিরোধী দল (মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি)-এর নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের ৩ এপ্রিল খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে বাংলা প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়। তিনি হন উক্ত মন্ত্রী পরিষদের মুখ্যমন্ত্রী। ইহা ছাড়াও তিনি স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে তিনি জেনেভায় অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (League of Nations) শেষ অধিবেশনে উপমহাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৪ আগস্ট উপমহাদেশের মুসলিমদের আকাঙ্ক্ষিত আলাদা আবাসভূমি পাকিস্তানের জন্ম হয়। খাজা নাজিমুদ্দীন হন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ক'া'ইদ-ই-আ'জ'ম মুহ'াম্মাদ 'আলী জিন্নাহে'র ইন্তিকালের পর খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৫১ খৃস্টাব্দের ১৬ অকটোবর পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী লিয়াক'াত 'আলী খান নিহত হইলে খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ খৃস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল পাকিস্তানের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল গ'লাম মুহ'াম্মাদ অবৈধভাবে তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। ১৯৫৩ খৃস্টাব্দ হইতে ১৯৬২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত খাজা নাজিমুদ্দীন সক্রিয় রাজনীতি হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন রাখেন। ১৯৬২ খৃস্টাব্দে তিনি পুনরায় রাজনীতির অংগনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতা হইতে 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' নামে মুসলিমগণের প্রথম ইংরেজী দৈনিক খবরের কাগজ প্রকাশিত হয়। তিনি কলিকাতার মুসলিম বণিক সভার ভিত্তি স্থাপন করেন।

ক্রীড়া সংগঠক হিসাবেও তাঁহার পরিচিতি রহিয়াছে। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দ হইতে ১৯৪৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৩৮ হইতে ১৯৪০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। মৎস্য শিকারে তাঁহার ঝোঁক ছিল।

১৯২৬ খৃস্টাব্দে বৃটিশ সরকার তাঁহাকে সি. আই. ই. ও ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে কে. সি. আই. ই. খিতাবে ভূষিত করে। কিন্তু সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে দুইটি খিতাবই তিনি বর্জন করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট খাজা নাজিমুদ্দীনকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ বেসামরিক খিতাব 'নিশান-ই-পাকিস্তান' প্রদান করেন। ১৯৫২ খৃস্টাব্দে খাজা নাজিমুদ্দীন কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের 'অনারারী ফেলো' নির্বাচিত হন। দীর্ঘ কর্মবহুল জীবনে খাজা নাজিমুদ্দীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনমূলক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেশ ও জাতির খিদমত করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমিক। নিজের সমাজ ও সমাজের মানুষকে তিনি অন্তর দিয়া ভালবাসিতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, উদারচিত্ত ও ধর্মপ্রাণ। ব্রিটিশ ভারতে মুসলিম জাগরণের

অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন তিনি। উপমহাদেশের মুসলিমদের আযাদী আন্দোলনে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। পেশাগত-পরিচ্ছেদে ও ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন খাঁটি মুসলিম। তিনি পবিত্র হ'াজ্জ পালন করেন। তাঁহার চারিত্রিক মাধুর্য সকলকে মুগ্ধ করিত। গণতন্ত্রের প্রতি ছিল তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি গণতন্ত্রের পক্ষে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী। বাংলাদেশের অনেকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার নাম যুক্ত রহিয়াছে। ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের ২২ অক্টোবর আল-হ'াজ্জ খাজা নাজিমুদ্দীন ৭০ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ঢাকার ময়মনসিংহ গেইটের পার্শ্বে (বর্তমান শিশু একাডেমীর নিকটে) তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৭৫ খৃ.; (২) তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, ঢাকা, ১৯৮১ খৃ.; (৩) আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ.; (৪) বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা ১৯৭৩ খৃ.; (৫) ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ২য় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮১ খৃ.; (৬) পাকিস্তানের ইতিকথা, ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা ১৯৭০ খৃ.।

হাসান আবদুল কাইয়ূম

নাফি' ইবনু'ল-আয্‌রাক' (نافع بن الازرق) আল-হ'ানাফী আল-হ'ানজ'ালী, আবূ রাশিদ, কোন কোন বর্ণনামতে কোন দাসত্বমুক্ত গ্রীক কর্মকারের পুত্র (বালাযু'রী, de Goeje সম্পা., পৃ. ৫৬); চরমপন্থী খারিজীদের (দ্র.) প্রধান। তাঁহার নামানুসারে ইহাদিগকে আযরাক'ী বলা হয়। খারিজী মতবাদ গ্রহণের পর তিনি প্রথমে আহ্‌ওয়ায গমন করেন এবং পরে মক্কায় 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর সহিত যোগ দেন। অবশ্য শীঘ্রই তিনি এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী পবিত্র শহর ত্যাগ করেন এবং বসরায় উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহারা জনগণের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে থাকেন। ফলে লোকেরা দলে দলে শহর ত্যাগ করিতে থাকে। অবশ্য আল্-মুহাল্লাব তাঁহাদেরকে পারস্যে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা আহ্‌ওয়াযে কিছুদিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহারা তাঁহাদের মতবাদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ইস্‌তি'রাদ' (নিম্নে দ্র.) অনুশীলন করেন। মুসলিম ইব্‌ন 'উবায়সের বিরুদ্ধে সংঘটিত দূলাবের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে (৬৪ অথবা ৬৫/৬৮৩—৬৮৪)।

তাঁহার মতবাদের বিশেষত্ব নিম্নরূপ :

(১) শান্তিবাদীদের (আল-ক'া'আদা) সহিত সম্পর্কচ্ছেদ (বারাআত);

(২) যাহারা তাঁহার দলে যোগ দিতে চায় তাহাদের পরীক্ষা (মিহ্‌না);

(৩) যাহারা হিজরাত করিয়া তাঁহার কাছে না আসে তাহাদিগকে অবিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা;

(৪) বিপক্ষীয়দের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা হত্যা করা বৈধ (ইস্‌তি'রাদ') বলিয়া ঘোষণা।

ইহা আল-আশ'আরীর বর্ণনা যাহা আশ-শাহ্‌রাস্‌তানীর (পৃ. ৯০) বর্ণনা হইতে কিছুটা স্বতন্ত্র।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-আশ'আরী মাক'ালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন, Ritter সম্পা. ইস্‌তাম্বুল ১৯২৯, পৃ. ৮৬ প.; (২) 'আব্দু'ল-ক'াহির আল-বাগ'দাদী, পৃ. ৬২—৬৭; (৩) ইব্‌ন হ'াযম, ৪খ, ১৮৯; (৪) আশ-শাহ্‌রাস্‌তানী, Cureton সম্পা., পৃ. ৮৯—৯১; (৫) আত'-ত'াবারী, de Goeje সম্পা., নির্ঘণ্ট দ্র.; (৬) Ahlwardt, Anonyme arabische Chronik, পৃ. ৭৮ প., ৯০ প.; (৭) বালাযু'রী, de Goeje সম্পা., পৃ. ৫৬; (৮) আবূ হ'ানীফা আদ-দীনাওয়ারী, Guirgass ও Kratchkovsky সম্পা., পৃ. ২৭৯, ২৮২, ২৮৪; (৯) মাস'উদী, মুরূজ, ৫খ, ২২৯; (১০) য়াকূ'ত, Wustenfeld সম্পা., ২খ, ৫৭৪, ৬২৩; (১১) আল-মুবাররাদ, আল-কামিল, Wright সম্পা., নির্ঘণ্ট দ্র. (পৃ. ৯৪৩); (১২) ইবনু'ল আছ'ীর, কামিল, Tornberg সম্পা., নির্ঘণ্ট দ্র.; (১৩) আল-য়া'কূ'বী, Houtsma সম্পা., ২খ, ৩১৭, ৩২৪; (১৪) M. Th. Houtsma, De strijd over het dogma in den Islam, Leyden ১৮৭৫, পৃ. ২৮ প.; (১৫) Wellhausen, Die religiospolitschen oppositionsparteien, in Abh, G. W. Gott, N. S. v. 2, ১৯০১, পৃ. ২৮ প., ৩২; (১৬) R. E. Brunnow, Die Charidschiten unter den ersten. Omaiyaden, Leyden ১৮৮৪; (১৭) Caetani, Chronographia Islamica, পৃ. ৭৬২; (১৮) G. Weil, Geschte der Chalifen, নির্ঘণ্ট দ্র.।

A. J. Wensinck (S,E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

নাফিলা (نافلة : নাফিলা) বহুবচন নাওয়াফিল। ইহা ن-ف-ل ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন। ইহার অর্থ, প্রয়োজনাতিরিক্ত কাজ।

১। শব্দটি কু'রআনে দুই স্থানে আছে। ২১ : ৭২ আয়াতে আছে : "এবং আমি তাহাকে (ইব্‌রাহীমকে) দান করিলাম ইস্‌হ'াক'কে এবং অতিরিক্তভাবে (ইস্‌হ'াকের পুত্র) (নাফিলাতান) য়া'কূ'বকে"; ১৭ : ৭৯ আয়াতে তাহাজ্জুদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : "রাত্রির একাংশে তাহাজ্জুদ পালন কর। ইহা তোমার জন্য অতিরিক্ত কার্য।"

এই অর্থে হ'াদীছে' ইহার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। "তাঁহার [হযরত মুহ'াম্মাদ (স.)-এর] অতীত এবং ভবিষ্যত পাপসমূহ ক্ষমা করা হইয়াছিল এবং তাঁহার (উপাসনার) কাজগুলি ছিল তাঁহার জন্য অতিরিক্ত কাজ" (আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বল, ৬ : ২৫০)। অন্য একটি হ'াদীছে' রামাদ'ান মাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, "আল্লাহ্ ইহার পুরস্কার এবং ইহার নাওয়াফিল ইহার আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই লিখিয়া রাখেন" (আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বল, ২খ, ৫২৪)। নিম্নলিখিত হ'াদীছ' কু'দ্‌সীটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—"যখন আমার বান্দা নাফ্‌ল কার্যের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভে অগ্রসর হয় তখন আমি তাহাকে বিশেষভাবে ভালবাসি। যখন আমি তাহাকে ভালবাসি তখন আমি তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় হই যদ্দ্বারা সে শ্রবণ করে, তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় হই যদ্দ্বারা সে দর্শন করে, তাহার হস্ত হই যদ্দ্বারা সে ধারণ করে, তাহার পদ হই যদ্দ্বারা সে গমন করে" বুখারী, রিক'াক', বাব ৩৮)।

নিম্নলিখিত হ'াদীছ'টিও প্রণিধানযোগ্য : "যে ব্যক্তি এই উপায়ে উদূ' (দ্র.) করে (অর্থাৎ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত উপায়ে) সে বিগত পাপসমূহের মার্জনা লাভ করে এবং তাহার স'ালাত ও মস্‌জিদে গমন তাহার জন্য নাফ্‌ল স্বরূপ" (মুসলিম, ত'াহারা, হ'াদীছ' ৮, মালিক, ত'াহারা, হ'াদীছ' ৩০), একই ধরনের আর একটি

হ'াদীছে' (মুসলিম, ঐ, হ'াদীছ' ৭) 'কাফ্ফারাঃ' (প্রায়শ্চিত্ত) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই 'কাফ্ফারাঃ' শব্দটি অতিরিক্ত উপাসনা-কার্যসমূহের ফলের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে অর্থাৎ এইগুলি দ্বারা লঘু পাপগুলি মোচন হইয়া যায় (দ্র. আন্-নাওয়াবী'কৃত শারহ' মুসলিম, কায়রো ১২৮৩, ১খ, ৩০৮)।

ধর্মতাত্ত্বিক পরিভাষায় নাফিলাঃ পদ সাধারণ অর্থে অতিরিক্ত উপাসনা কার্য বুঝায়, যাহা নিয়মিত উপাসনাকার্যে পরিণত হইয়াছে তাহা বুঝায় না, শেষোক্তগুলিকে সুন্নাতু মু'আক্কাদাঃ এবং প্রথমোক্ত-গুলিকে সুন্নাতু যা'ইদাঃ বলা হয়।

ধর্মতত্ত্বে নাফ্ল কার্যের কি স্থান তাহার সংজ্ঞা 'ওয়াসি'য়্যাতু আবী হ'ানীফাঃ' নামক পুস্তকে (ধারা ৭) নিম্নলিখিতরূপ দেওয়া হইয়াছে ঃ

"আমরা স্বীকার করি যে, কার্য তিন প্রকারের ঃ বাধ্যতামূলক, অতিরিক্ত ও পাপমূলক। প্রথম প্রকারের কাজ আল্লাহর অভিপ্রায়, ইচ্ছা, খুশী, সিদ্ধান্ত, বিধান, সৃজন, জ্ঞান, নির্দেশ এবং লাওহ' মাহ'ফূজে'র লিখন অনুযায়ী হয়। দ্বিতীয় প্রকার কার্য আল্লাহর বাধ্যতামূলক আদেশের অন্তর্গত নহে, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রেত। উপরিউক্ত বিবরণে অতিরিক্ত কার্য বুঝাইতে নাফিলাঃ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, ফাদি'লাঃ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। হ'াদীছে নাফিলাঃ শব্দে প্রথমত নাফ্ল স'ালাত বুঝায় (বুখারী, 'ঈমান, বাব ১১; তাহাজ্জুদ, বাব ৫, ২৭)। প্রায়ই ইহা অন্য শব্দের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় দেখা যায়, যেমন স'ালাতু'ন-নাফিলাঃ (ইব্ন মাজাঃ, ইক'ামাঃ, বাব ২০৩) এবং স'ালাতু'ন্-নাওয়াফিল (বুখারী, তাহাজ্জুদ, বাব ৩৬)। ফিক'হেও এই শব্দটি দেখা যায়। অতিরিক্ত স'ালাত বুঝাইবার অন্য আর একটি পদ হইল স'ালাতু'ত-তাত'াওউ' (আবূ ইসহ'াক' আশ-শিরাযী, ed Juynboll, পৃ. ২৬)। এই শব্দটি কু'রআনে ব্যবহৃত হইয়াছে (২ ঃ ১৫৮, ১৮৪; ৯ ঃ ৭৯) এবং হ'াদীছে'ও পাওয়া যায়। (আবূ দাউদ তাঁহার কিতাবু'স-সুনানে এক পরিচ্ছেদের নাম রাখিয়াছেন কিতাবু'ত-তাত'াওউ')। সাধারণত সকল প্রকার অতিরিক্ত স'ালা-তের নাম নাওয়াফিল। যে সকল স'ালাত নাওয়াফিল নামে পরিচিত তাহার তিনটি শ্রেণী আছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে নামগুলির পরিচয় পাওয়া যাইবে ঃ

নাওয়াফিল (ফাতাওয়া 'আলামগী'রিয়্যাঃ, ১খ, ১৫৩, হ'ানাফী)	সুন্নাঃ মান্দূবাঃ তাত'াওউ'
সুনান্ (Fagnan, Additions পৃ. ২৩, মালিকী)	মু'আক্কাদাঃ রাগ'ীবাঃ নাফিলাঃ
নাওয়াফিল, (খালীল, অনুবাদ Guidi, p. 95, মালিকী)	সুন্নাঃ মু'আক্কাদাঃ মান্দূবাঃ
নাওয়াফিল, (গ'াযালী, ইহ'য়া, ১খ, ১৭৪, শাফি'ঈ)	সুন্নাঃ মুসতাহ'াব্বাঃ তাত'াওউ'

মাক্তুবাঃ (ফার্দ-) স'ালাতের পূর্বে বা পরে অতিরিক্ত স'ালাত-কে সাধারণত রাওয়াতিব নামে অভিহিত করা হয়।

শী'আঃ-ফিক্'হ অনুসারে নাওয়াফিল অতি বিস্তৃত নাম। দৈনিক এবং অন্য অতিরিক্ত উপাসনাসমূহকে মুরাগ'্গাবাত বলে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ওয়াসি য়্যাতু আবী হ'ানীফাঃ, হায়দরাবাদ ১৩২১ হি., পৃ. ৮-১০; (২) Sell, The Faith of Islam, London 1888, p. 199; (৩) Wensink, The Muslim Creed, Cambridge 1931, p. 126, 142 প.; (৪) Th. W. Juynboll, Handleiding tot de kennis v. d. Moh. wet, Leyden 1925, p. 382 প.; (৫) আল-গ'াযালী, ইহ'য়া' 'উলূমি'দ-দীন, কায়রো ১৩০২ হি., ১খ, ১৭৭ প.; (৬) আন-নাওয়াবী, মিনহাজু'ত-ত'ালিবীন, Batavia 1882, ১খ, ১২১; (৭) খালীল ইব্ন ইসহ'াক', মুখতাস'ার অনুবাদ I. Guidi, Milan 1919, ১খ, ২১, টীকা ৫৫, পৃ. ৯৫; (৮) Fagnan, Additions aux dictionnairs arabes, Algiers-Paris 1923; (৯) ইব্নু'ল-ক'াসিম আল-মুহ'াক্কিক', কিতাবু শারা'ই' 'ইল-ইসলাম, কলি-কাতা ১২৫৫ হি., ১খ, ২৫, ৫১, transl. Querry, i. 49 প., 52 প., 100 প., আর দ্র. খাত'ী'আঃ; স'ালাত ৩য়।

A. J. Winsinck (S.E.I.)/মুহ'ম্মদ রিয়াউর রহীম

নাবীয' (نبيذ) খেজুর ও আঙ্গুর ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত মাদক পানীয়ের সাধারণ নাম। প্রাচীন 'আরবে এই জাতীয় কয়েক ধরনের পানীয় প্রস্তুত হইত, যেমন—মিয্র (বার্লি হইতে), বিত' (মধু হইতে; বুখারী, মাগ'াযী, বাব্ —৬০; আশ্রিবাঃ, বাব ৪; আদাব, বাব ৮০; অথবা গমজাতীয় শস্য হইতে। আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৪খ, ৪০২), ফাদ'ীখ (বিভিন্ন ধরনের খেজুর হইতে; বুখারী, আশ্রিবাঃ, বাব ৩, ২১)।

কথিত আছে যে, 'আরবে আঙ্গুর দুর্লভ হওয়াতে মদীনায় সাধারণত বিভিন্ন ধরনের খেজুর হইতে 'মদ্য' প্রস্তুত করা হইত (বুখারী, আশ্রিবাঃ, বাব ২, ৩; মুসলিম, আশ্রিবাঃ, হ'াদীছ' ৩, ৬)। কিন্তু এই হ'াদীছ'গুলি একটি প্রশ্ন সম্পর্কে সংশয়ান্বিত করিয়া তোলে; তাহা হইতেছে, "মাদক পানীয় মদ্যের নিষিদ্ধকরণের বিধানের অন্তর্ভুক্ত কিনা?" সাধারণভাবে হ'াদীছ' এই বিষয়ে হাঁ-বাচক উত্তর দিয়াছে এবং এই কথাও অত্যন্ত আগ্রহের সহিত উল্লেখ করিয়াছে যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কর্তৃক নিষিদ্ধ খাম্র-এর মধ্যে নাবীয'ও অন্তর্ভুক্ত।

এই শ্রেণীর পানীয় কতটুকু পরিমাণে নেশা সৃষ্টিকারী তাহা বলা কঠিন। কারণ তাহা আংশিকভাবে 'গাঁজান' ক্রিয়ার সময়ের উপর নির্ভরশীল। কতিপয় হ'াদীছ' পাওয়া যায় যেখানে 'আ'ইশাঃ (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর জন্য কিরূপ নাবীয' প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং কখন তাহা পানের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল (দ্র. খাম্র)। অন্য হ'াদীছে'ও আছে যে, পূর্ব নিষিদ্ধ কয়েকটি পাত্রের (হ'ান্তাম, মুযাফ্ফাত ইত্যাদি) উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হইল এবং সব রকমের পানপাত্র বৈধ বলিয়া ঘোষিত হইল। শর্ত এই যে, ঐ পাত্রে প্রস্তুত পানীয় মাদকতা সৃষ্টিকারী হইবে না (মুসলিম, জানা'ইয, হ'াদীছ' ১০৬; আশ্রিবাঃ, হ'াদীছ' ৬৩-৬৫, ৬৭-৭৫, ইত্যাদি)। হ'ানাফীরা তাঁহাদের মতের স্বপক্ষে কতকগুলি হ'াদীছ' প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেন যাহাতে মদ্যপান-নিষেধের আওতায় নাবীয' পড়ে না; সেই-গুলি আন-নাসা'ঈ-র সুনানে পাওয়া যাইবে (আশ্রিবাঃ; বাব-৪৮ আরও দ্র. খাম্র প্রবন্ধ)। প্রকৃতপক্ষে এই নাবীয' গাঁজিয়া যাইবার পূর্বাবস্থায় ছিল; সুতরাং উহা মাদকে পরিণত হইবার পূর্বেই ব্যবহৃত

হইত, কারণ তখন উহা হালাল থাকে। হাদীছে উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক নেশার জিনিস হারাম।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) খাম্‌র প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী তু.; অন্যান্য সূত্র : (২) ফাতাওয়া 'আলামগীরী, কলিকাতা ১২৫১ (১৮৩৫), ৬খ, ৬০৭; (৩) খালীল ইব্‌ন ইসহাক, মুখতাসার, অনুবাদ Santillana, ২খ, ৭৩৯ প.; (৪) ইব্‌ন হাজার আল-হায়তামী, তুহফাঃ, কায়রো ১২৮২, ৪খ, ১১৮ প.; (৫) আবু'ল-কাসিম আল-মুহাক্‌কিক্‌, কিতাব শারা'ই' 'ইল-ইসলাম, কলিকাতা ১২৫৫ হি., পৃ. ৫২২; (৬) Querry, Recueil delois conc. les musulmans Schyites, প্যারিস ১৮৭২ খৃ., ২খ, ২৭৭ প.; (৭) Th. W. Juynboll, Handleiding tot de Kennis van de moh. wet, Leyden ১৯২৫ খৃ., পৃ. ১৭৩; (৮) Snouck Hurgronje, Het mekkaansche Feest, Leyden ১৮৮০ হি., পৃ. ১৬৯ (Verspr. Geschr. ১খ, ১১১); (৯) Gaudefroy-Demombynes Le pelerinage a' La Mekke. প্যারিস ১৯২৩ খৃ., (Annales du Musee Guimet, Bibl. d'etudes, ২৩ সংখ্যক), পৃ ৭০ প.; (১০) আল-আয়রাকী, Wustenfeld সম্পা., পৃ. ৩৩৫ প.।

A. J. Wensinck (S.E.I)/নূরুদ্দীন আহ্‌মদ

আন-নাসা'ঈ (ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان النسائى আবু 'আব্দির-রাহ্‌মান আহ্‌মাদ ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন বাহ্‌র ইব্‌ন সিনান আন-নাসা'ঈ) ছয়টি সাহীহ্ হাদীছ গ্রন্থের একটির সংকলক (দ্র. হাদীছ)। তিনি ৩০৩/৯১৫ সালে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি মিসরে বসতি স্থাপন করেন এবং কিছুকাল পরে দামিশ্‌কে আসেন এবং তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহারের ফলে তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। হযরত 'আলী (রা)-এর প্রতি সহানুভূতিশীলতা এবং উমায়্যাগণের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রদর্শনের অভিযোগে তাঁহার সহিত অন্যায় ব্যবহার করা হয়। কেহ বলেন দামিশ্‌কে, কেহ বলেন রাম্‌লাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে তাঁহাকে শহীদ বলা হয়। তাঁহার সমাধি মক্কায় অবস্থিত। মুসলিম হাদীছ-সংগ্রহ গ্রন্থ সম্পাদনায় তাঁহার হাদীছ সংগ্রহ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার হাদীছ গ্রন্থ ৫১টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রতিটি অধ্যায় আবার কতগুলি 'বাব'-এ (উপ-অধ্যায়) বিভক্ত, আনুষ্ঠানিক কার্যাবলী ('ইবাদাত) বিষয়ক হাদীছ দ্বারা পুস্তকের যথেষ্ট স্থান পরিপূর্ণ। অন্য কোন হাদীছ সংগ্রহে ইহ্‌বাস (ওয়াক্‌ফ), নুহ্‌ল রুক্‌বা বিভিন্ন প্রকারের দান এবং 'উম্‌রা সম্বন্ধে কোন অধ্যায় নাই। এই সব অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অবশ্য অন্যান্য সংগ্রহে আংশিকভাবে বিভিন্ন শিরোনামায় পাওয়া যায়। পরকালতত্ত্ব সম্পর্কীয় বাবগুলি (ফিতান, কিয়ামাঃ প্রভৃতি), বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশংসাসূচক বাব (মানাকিব প্রভৃতি) এবং কুর'আন সম্বন্ধে কোন অধ্যায় এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

Brockelmann (GAL, i., 170; Suppl., i. 269 প.) নাসা'ঈ কর্তৃক প্রণীত আরো দুইখানি পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই দুইটি প্রকাশিতও হইয়াছে : ১। ফী ফাদ্‌ল 'আলী, কিতাব খাসা'ইস আমীরি'ল-মু'মিনীন 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব নামে (কায়রো ১৩০৮ হি.) এবং ২। কিতাবু'দ-দু'আফা', বুখারীর আত-তা'রীখু'স-সাগীর-এর সংযোজন হিসাবে (Lith. আগ্রা ১৩২৩ হি.; এলাহাবাদ ১৩২৫ হি.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন খাল্লিকান, সং ২৮; (২) আয-যাহাবী, তা'যকিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ, ২খ, ২৬৬ প.; (৩) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, হায়দরাবাদ ১৩২৫ হি., ১খ, ৩৬ প.; (৪) আস-সাম'আনী, কিতাবু'ল-আনসাব; GMS, xx. fol. 559; (৫) Goldziher, Muhammedaniche studien, ii. 141, 249 প.; (৬) ঐ in ZDM, G. i. l. 112; (৭) Wustenfeld, Der Imam el Schafi'i. und seine Anhanger, in Abh. GW. Gott., xxxvii. 108 প.।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

আন-নাসাফী (النسفى) কতিপয় বিখ্যাত লোকের নিস্‌বাঃ (সম্বন্ধবাচক নাম) ইঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায় : ১। আবু'ল-মু'ঈন মায়মূন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাকহূল... 'আল-হানাফী আল-মাকহূলী (মৃ. ৫০৮/১১১৪), ধর্মতত্ত্ববিদ (মুতাকাল্লিম)-দের অন্যতম। ধর্মতত্ত্বে ('ইল্‌ম কালামে) তাঁহার স্থান ছিল কালামের প্রাচীন পণ্ডিত 'আবদু'ল-কাহির আল-বাগদাদী (দ্র.)—যিনি কালামের বিষয়বস্তুকে একটি সুবিধাজনক বিন্যাস এবং যথেষ্ট ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার এবং পরবর্তী মুতাকাল্লিম, যাঁহাদের হাতে উপস্থিত মত ব্যবহারের জন্য দরকারী সূত্রসমূহ রহিয়াছে, এই উভয় দলের মধ্যে। তাঁহার সর্বাপেক্ষা পরিচালিত গ্রন্থসমূহের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :

(i) তাম্‌হীদ লি কাওয়া'ইদি'ত-তাওহীদ (কায়রো পাণ্ডুলিপি ২৪১৭, পত্রাঙ্ক ১-৩০; দ্র. ফিহ্‌রিস্ত মিসর, ২খ ৫১)। এই গ্রন্থের মধ্যে ইসলামী বিশ্বাসের বিষয়বস্তুসমূহ মুতাকাল্লিমদের পদ্ধতিতে প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে মা'রিফাত সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং শেষ অধ্যায়ে ইমামাত সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। একটি মুরশিদাঃ দ্বারা উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে, উহাতে সংক্ষেপে আল্লাহ্-তত্ত্ব রহিয়াছে।

(ii) তাবসিরাতু'ল-আদিল্লাঃ (কায়রো, পাণ্ডুলিপি ২২৮৭, ৬৬৭৩, তু. ফিহ্‌রিস্ত—মিসর, ২খ, ৮), অনেকটা তাম্‌হীদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে ধর্মীয় মতবাদের বিশদ আলোচনা।

(iii) বাহ্‌রু'ল-কালাম ১৩২৯ (১৯১১) সালে কায়রোতে মুদ্রিত। পূর্বোল্লিখিত দুইটি গ্রন্থের সহিত ইহার পার্থক্য রহিয়াছে, কারণ তিনি ইহাতে প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী মতবাদ এবং তর্কসংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করেন। ইহা এবং মুবাহাছাত আহলি'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ মা'আল-ফিরাক আদ-দাল্লাঃ ওয়া'ল-মুবতাদি'আঃ (Leyden, cod. or. 862) পুস্তকটি অভিন্ন। অনেক গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থ উক্ত কোন একটি নামে সংরক্ষিত আছে (Brockelmann, GAL, i. 547, Suppl. i., 757)।

গ্রন্থপঞ্জি : (১) প্রবন্ধে আছে, আরও তু. হাজ্জী খালীফাঃ, ed. Flugel, index, No 6453.

২। আবু হাফ্‌স 'উমার নাজমু'দ-দীন (মৃ. ৫৩৭/১১৪২) আইনশাস্ত্রবিদ এবং ধর্মতত্ত্ববিদ। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে একমাত্র 'আকা'ইদ যাহা সম্পাদনা করা হইয়াছে। ইহা ধর্মীয় শিক্ষামূলক পুস্তকের ন্যায়। ইহা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে এবং ইহার বহু ব্যাখ্যা-পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহার কারণ সম্ভবত এই যে, মুতাকাল্লিমদের মতানুসারে লিখিত সুন্নীদের ইহাই সর্বপ্রথম সংক্ষিপ্ত 'ইল্‌ম কালামের গ্রন্থ।

Cureton-এর সম্পাদনার মাধ্যমে (The Pillar of Creed, সংখ্যা—২) ১৮৪৩ সালে যুরোপে ইহা পরিচিতি লাভ করে।

গ্রন্থপঞ্জী : Brockelmann, GAL, I. 548, Suppl. I. 758-760, এবং সেখানে প্রদত্ত সূত্রসমূহ।

৩। হাফিজু'দ-দীন আবু'ল-বারাকাত 'আবদুল্লাহ ইবন আহ'মাদ ইবন মাহ'মূদ, একজন প্রখ্যাত হ'ানাফী ফাক'ীহ ও ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি সগদিয়ানার নাসাফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শামসু'ল-আ'ইম্মাঃ আল-কারদারী (মৃ. ৬৪২/১২৪৪-১২৪৫), হ'ামীদু'দ-দীন আদ-দারীর (মৃ. ৬৬৬/১২৬৭-১২৬৮) এবং বাদরু'দ-দীন খাওয়াহেরযাদার (মৃ. ৬৫১/১২৫৩) শাগরিদ ছিলেন। তিনি কিরমানের আল-কুত'বিয়াঃ আস-সুলত'ানিয়াঃ মাদরাসায় অধ্যাপনা করিতেন। হি. ৭১০ সালে তিনি বাগদাদে আসেন এবং সম্ভবত ঈযাজ-এ (খূযিস্তানে) প্রত্যাবর্তন করার সময় রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৭১০ হি./আগস্ট ১৩১০ খৃ. তাঁহার মৃত্যু হয় এবং সেখানেই তাঁহাকে কবরস্থ করা হয়। 'মাজমা'উল-বাহ'রায়নের গ্রন্থকার মুজাফফারু'দ-দীন ইবনু'স-সা'আতী (মৃ. ৬৯৪/১২৯৪-১২৯৫) এবং হিদায়ার ব্যাখ্যাকারী হ'সামু'দ-দীন আস-সিগ'নাক'ী (মৃ. ৭১৪/১৩১৪-১৩১৫) তাঁহার শাগরিদ ছিলেন।

তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের মধ্যে কিতাবু'ল-মানার ফী উসু'লি'ল-ফিক'হ অন্যতম। ইহাতে আইনের মৌলিক নীতির বিবরণ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের বহু ব্যাখ্যা-পুস্তক পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া তিনি নিজেও দুইখানি ব্যাখ্যা লিখেন। ইহাদের একখানি কাশফু'ল-আসরার (দুই খণ্ড, বুলাক ১৩১৬)। আল-মারগি'নানীর হিদায়ার ব্যাখ্যা লিখিবার তাঁহার যে মূল পরিকল্পনা ছিল, তাহা হইতে কিতাবু'ল-ওয়াফী নামক গ্রন্থ সংকলিত হয়। হি. ৬৮৪ সালে তিনি এই গ্রন্থের একখানি বিশদ ব্যাখ্যা-পুস্তক প্রণয়ন করেন। উহার নাম কিতাবু'ল-কাফী, (ইহা হি. ৬৮৯ সালে কিরমানে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা)। তিনি পূর্বে কানযু'দ-দাকা'ইক' (কায়রো হি. ১৩১১, লক্ষ্ণৌ ১২৯৪, ১৩১২ ইত্যাদি) নামে আল-ওয়াফীর একখানি সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইবনু'স-সা'আতী হি. ৬৮৩ সালে (ইহাই নিঃসন্দেহে কাফফাব'ীর ৬৩৩-এর সংশোধিত পাঠ) কিরমানে তাঁহার এই বক্তৃতা শ্রবণ করেন। এই সংক্ষিপ্তসার ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিক পর্যন্ত দামিশ্ক এবং কায়রোর আল-আযহারে ব্যবহৃত হইত (v. Kremer, Mittel-Syrien u. Damaskus, Vienna 1853, p. 136; ঐ Agypten, Leipzig 1863, ২খ, ৫১)। কানযের প্রসিদ্ধতম মুদ্রিত ব্যাখ্যা-গ্রন্থসমূহের মধ্যে (ক) আয-যায়লা'ঈ (মৃ. ৭৪৩/১৩৪২-১৩৪৩)-এর তাবয়ীনু'ল-হ'াকা'ইক' ৬ খণ্ডে সমাপ্ত (বুলাক হি. ১৩১৩-১৩১৫)। (খ) আল-'আয়নীর (মৃ. ৮৫৫/১৪৫১) রামযু'ল-হ'াকা'ইক' দুই খণ্ডে সমাপ্ত (বুলাক হি. ১২৮৫ এবং ১২৯৯); (গ) মোল্লা মিসকীন আল-হারাব'ীর তাবয়ীনু'ল-হ'াকা'ইক' (কায়রো হি. ১২৯৪, ১৩০৩, ১৩১২); (ঘ) আত-তা'ঈ (মৃ. ১১৯২/১৭৭৮) কর্তৃক রচিত তাওফীকু'র-রাহ'মান (কায়রো হি. ১৩০৭) ইত্যাদি; (ঙ) এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ইব্‌ন নুজায়মের (মৃ. ৯৭০/১৫৬২-১৫৬৩) আল-বাহ'রু'র-রা'ইক' আট খণ্ডে সমাপ্ত (কায়রো হি. ১৩৩৪)।

তিনি কতিপয় ব্যাখ্যা-পুস্তকও প্রণয়ন করেন, যথাঃ নাস'রু'দ-দীন আস-সামারকান্দী (মৃ. ৬৫৬/১২৫৮)-এর কিতাবু'ন-নাফি' সম্পর্কে 'আল-মুস্তাস'ফা' এবং আল-মানাফি' নামক দুইটি গ্রন্থ, ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর এবং তাঁহার দুই শিষ্যের, ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর এবং ইমাম মালিক (র)-এর মতভেদের বিষয়গুলি সম্পর্কে নাজমু'দ-দীন আবূ হ'াফস আন-নাসাফী (মৃ. ৫৩৭/১১৪২-৪৩)-এর মানজ'মাঃ-এর (বা ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থের) ব্যাখ্যা-পুস্তক আল-মুস্তাস'ফা নামক গ্রন্থ এবং মুসাফফা নামক উহার একখানি সংক্ষিপ্তসার (হি. ৬৭০ সালে ২০ শা'বান মাসে সমাপ্ত)। দ্র. Brockelmann, GAL, I. 550; এতদ্ব্যতীত আখসীকাতী (মৃ. ৬৪৪/১২৪৬-১২৪৭)-এর মুনতাখাব ফী উসু'লি'দ-দীন (ইবন আবরী-বিদী, হ'াজ্জী খালীফাঃ, সংখ্যা ১৩০১৫) গ্রন্থের ব্যাখ্যা-পুস্তক প্রণয়ন করেন। অপরপক্ষে তিনি ইবন কু'তলুবুগা এবং হ'াজ্জী খালীফা-র ৬খ, ৪৮৪ বর্ণনামতে [দ্র. আল-ইতকানীর (মৃ. ৭৫৮/১৩৫৭) বর্ণনা হ'াজ্জী খালীফাঃ ৬খ, ৪১৯ এতে আল-ওয়াকীর উৎপত্তি সম্পর্কে] হিদায়ার কোন ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন নাই। তিনি মাদারিকু'ত-তানযীল ওয়া হ'াকা'ইকু'ত-তা'বীল (দুই খণ্ডে মুদ্রিত, বোম্বাই হি. ১২৭৯, কায়রো ১৩০৬, ১৩২৬) নামক একখানি কু'রআন শরীফের তাফসীর রচনা করেন।

কালাম সম্পর্কে তাঁহার গ্রন্থে আল-'উমাদ ফী উসু'লি'দ-দীন (বাহ্যত আল-মানার ফী উসু'লি'দ-দীন নামেও পরিচিত, কু'রাশী ও ইবন দুক'মাক) গ্রন্থে নাজমু'দ-দীন আন-নাসাফীর 'আক'াইদ-কে (উপরে দ্র.) ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেন। ইহার উপর তিনি আল-ই'তিমাদ ফি'ল-ই'তিক'াদ নামে একটি বিশেষ ব্যাখ্যাপুস্তক প্রণয়ন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-কু'রাশী, আল-জাওয়াহিরু'ল-মুদ'ীআ, হায়দরাবাদ হি. ১৩৩২, ১খ, ২৭০; (২) ইবন দুক'মাক, নাজ'মু'ল-জুমান ফী ত'াবাক'াত আস'হ'াবি'ন-নু'মান, MS. Berlin Pet, ii., 24, fol. 147r; (৩) ইবন কু'তলুবুগা, তাজু'ত-তারাজিম, ed. Flugel, Leipzig 1862, No. 86; (৪) ইবন তাগ'রীবিরদী, আল-মানহালু'স-সাফী, MS. Paris, Bibl. Nat., Arabe 2071, fol. 16r; (৫) আল-কাফফাব'ী, ই'লামু'ল-আখয়ার, MS. Berlin, Sprenger, 301, fol. 282r—283v (extract : আল-লাখনাব'ী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়াঃ, কায়রো হি. ১৩২৪, পৃ. ১০১); (৬) হ'াজ্জী খালীফাঃ, কাশফু'জ-জু'নূন, ed. Flugel, index; (৭) Flugel, Classen d. hanafit. Rechtsgelehrton, Leipzig 1860, p. 276, 323; ইহাতে মৃত্যু তারিখ ভুল দেওয়া আছে; (৮) Brockelmann, GAL, ii. 250 প.; (৯) Suppl. ii, 263—268; (১০) Sarkis Dictionnaire de Bibliogr. arabe col. 1852 প.; (১১) Nicolas p. Aghnides, Mohammedan Theories of Finance, New York 1917 p. 176, 181.

W. Heffining (S.E.I.)/আবু বকর সিদ্দীক

নাসারা (نصارى : নাসারাঃ)

(ক) হযরত মুহাম্মাদ (স)-আবির্ভাবের পূর্বে

'আরবের খৃস্টানদের প্রাথমিক ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। খৃস্ট ধর্ম সিরিয়া ও ইরাক হইতে মূলত প্রসার লাভ করিয়া থাকিলেও বাস্তবপক্ষে গ'াস্সানী 'আরবদের খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর হইতেই ইহার ইতিহাস আরম্ভ হয়। আল-হ'ারিছ' ইবন জাবালাঃ একজন নিষ্ঠাবান একসত্তাবাদী (monophysite) খৃস্টান ছিলেন এবং ৫৪২ বা ৫৪৩ খৃ. এডেসা ও বুসরাতে বিশপ নিযুক্ত

করিতে তিনি বাইজেন্টাইন সম্রাজ্ঞীকে সম্মত করেন। নেস্তোরীয় খৃস্ট ধর্ম উহার পূর্বেই হ'ীরায় 'আরবদের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং যেখানে ৪১০ খৃ. যাজকদের একটি মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ বৎসরই ঐ মঠে একজন বিশপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তৃতীয় আল-মুন্‌যি'র (মৃ. ৫৫৪) নিজে পৌত্তলিক থাকিলেও তাঁহার একজন খৃস্টান মন্ত্রী ছিলেন এবং হ'ীরার কতিপয় বিখ্যাত ব্যক্তিও খৃস্টান ছিলেন। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধের ফলে একসত্তাবাদী খৃস্টানগণ হ'ীরায় বিতাড়িত হয়। ৫১৮ খৃ. তাহারা হ'ীরায় একটি মঠ স্থাপন করে এবং ৫৫১ খৃ. তথায় একজন বিশপ নিযুক্ত হন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। নেস্তোরীয় খৃস্টানগণ ৫৯৩ খৃ. আন-নু'মানকে তাহাদের ধর্মে দীক্ষিত করে। বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পরে ধর্ম প্রচার সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪২৪ খৃ. 'উমানে ও ৫৭৫ খৃ. বাহ্'রায়নে বিশপ নিযুক্ত হন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। দুইটি উপাখ্যানে বর্ণিত আছে যে, হ'ীরাবাসিগণ নাজ্‌রানবাসীদিগকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করে এবং অপর এক কাহিনীতে উক্ত আছে যে, সম্ভবত ৪০০ খৃস্টাব্দের পূর্বে ধর্ম প্রচারকগণ সিরিয়া হইতে নাজ্‌রানে আগমন করিয়াছিলেন। আবিসিনিয়াবাসিগণ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ 'আরব জয় করে। তাহাদের প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই জনৈক য়াহূদী নেতা নাজ্‌রান ও হাদ্'রামাওতে খৃস্টানদিগকে আক্রমণ ও নির্যাতন করে। আবিসিনিয়াবাসিগণের দ্বিতীয় অভিযানের ফলে উক্ত য়াহূদী নেতা পরাজিত হইলে তথায় আবিসিনিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পারসিকগণ দক্ষিণ 'আরব জয় করিলে তাহারা নেস্তোরীয় খৃস্টানদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিতে থাকে এবং ৮০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত স'ান্'আায় একজন বিশপ থাকিয়া যায়। খৃস্ট ধর্ম সীমান্ত অঞ্চল হইতে ক্রমশ দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করিতে থাকে। আয়লাঃ, দূমাঃ ও তায়মা'য় বিশপ নিযুক্ত ছিলেন এবং উত্তর অঞ্চলের অধিকাংশ গোত্রই খৃস্ট ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু না কিছু অবহিত ছিল।

(খ) মধ্যযুগে মুসলিম শাসনের অধীনে

(১) ইতিহাস : কু'রআানের ২ : ৬২, ৫ : ৫৯ এবং ২২ : ১৭ আয়াতে য়াহূদী ও স'াবি'ঈন সম্প্রদায়ের সহিত খৃস্টানদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম মুশ্‌রিকদের তুলনায় খৃস্টানদের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহশীল ছিল। য়াহূদী ও খৃস্টান উভয়ই আহ্‌লু'ল-কিতাব ছিল বলিয়া ইসলাম প্রথম দিকে তাহাদিগকে মুশ্‌রিকদের তুলনায় ইসলামের অধিকতর নিকটবর্তী বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু পরে য়াহূদী ও খৃস্টানগণ যখন মুশ্‌রিকদের সহিত যোগ দিয়া মুসলিমগণের বিরোধিতা করিতে প্রবৃত্ত হয় তখনই কু'রআানে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিধান অবতীর্ণ হয়। অতঃপর হযরত (স') ও মুসলিমগণ তাহাদের বিরোধী হইয়া উঠেন। খৃস্টান রাষ্ট্রের বিরোধিতার ফলেই মুসলিমগণের আচরণে এইরূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। মাসীহ্' আল্লাহ্‌র পুত্র, খৃস্টানদের এই বিশ্বাসের কঠোর সমালোচনা করা হয় (কু'রআান, ৯ : ৩০) এবং খৃস্টানগণ যে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে তৎপ্রতিও ইঙ্গিত করা হয় (কু'রআান, ৫ : ১৪)। খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদের তীব্র নিন্দা করা হয় (কু'রআান, ৪ : ১৭ ও ৫ : ৭৩)। নাজ্‌রানের খৃস্টানদের প্রতি হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সম্পর্কের কথা ভাষ্যকারদের মতে কু'রআানের ৩ : ৬১ আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত (স')-কে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন খৃস্টানগণকে এক পরীক্ষার জন্য আহ্বান করেন। তাহা এই, স্বয়ং হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার নিকট-আত্মীয়দের সঙ্গে লইয়া এবং খৃস্টানগণ তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে লইয়া একত্রে আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রার্থনা করিবে যে, যাহারা মিথ্যাবাদী তাহারা ধ্বংস হউক (ইব্‌তিহাল)। কিন্তু খৃস্টানগণ উপস্থিত হয় নাই। অধিকাংশ স্থলে য়াহূদীদের সহিত খৃস্টানদিগকেও কিতাবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; অথচ সত্য ধর্মের অধিকারীরূপে তাহাদের দাবী খণ্ডন করা হইয়াছে (কু'রআান ২ : ১১১, ১১৪, ১৩৫, ১৪০ ; ৯ : ২৯)। আরও উক্ত হইয়াছে যে, খৃস্টানগণকে আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন (কু'রআান ৫ : ১৮) এবং তাহাদের সঙ্গীয় কোন সম্প্রদায়ই অব্যাহতি পাইবে না (কু'রআান, ৫ : ৫১)। আরও বলা হইয়াছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) য়াহূদীও ছিলেন না এবং খৃস্টানও ছিলেন না (কু'রআান ৩ : ৬৭)। অপরপক্ষে য়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যকার শত্রুতার কথাও সকলের জানা ছিল। য়াহূদীগণ বলিত, "খৃস্টানদের ধর্মের কোন ভিত্তিই নাই", আর খৃস্টানগণ বলিত, "য়াহূদীদের ধর্ম একেবারে ভিত্তিহীন" (কু'রআান ২ : ১১৩)। হযরত (স')-এর জীবদ্দশায় তাঁহার অধীনে খৃস্টান প্রজা ছিল এবং বিভিন্ন গোত্রের সহিত সম্বন্ধ নিষ্পত্তি-চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইত। এক চুক্তি অনুসারে নাজরানের খৃস্টানগণ যতদিন জিয্‌য়াঃ (বিশেষ কর) দিবে এবং মুসলমানদিগকে সাহায্য করিবে ততদিনের জন্য তাহাদিগকে ধর্মের স্বাধীনতা ও তাহাদের নিজেদের বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা হইবে। এই সময়ই জিয্‌য়াঃ না দেওয়া পর্যন্ত কিতাবীদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কু'রআানে নির্দেশ দেওয়া হয় (কু'রআান ৯ : ২৯)। হযরত 'উমার (রা)-এর শাসনকালে মুসলিম রাজ্য বিস্তার লাভ করিলে নাজ্‌রানের চুক্তিকে মোটামুটিভাবে অনুসরণ করিয়া তিনি বিজিত দেশসমূহের সহিত চুক্তি সম্পাদন করেন। এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন শহরবাসিগণ মুসলিম অধিনায়কগণের সহিত মিত্রতাচুক্তিতে আবদ্ধ হন। চুক্তির শর্তাবলী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার হইলেও জিয্‌য়াঃ প্রদানের শর্ত প্রতিটি চুক্তিতেই বর্তমান ছিল। মিসরের রাজধানী মুসলিমদের অধিকারে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশই মুসলিমদের অধিকারভুক্ত হয়। বড় বড় নগর ও প্রদেশসমূহের শাসনভার মুসলিম শাসনকর্তাদের উপর ন্যস্ত হয়; জনসাধারণ পূর্বের ন্যায় কর দিতে থাকে এবং তাহাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। কোন কোন সময় কোন কোন অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করিলে তথাকার গির্জাই মসজিদে পরিণত হয়। মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্রই সম্পত্তির অধিকার প্রচলিত নিয়মানুসারে রক্ষা করা হইত। ইরাকবাসীদিগকে তাহাদের ভূমি মুসলিমগণের সমষ্টিগত স্বার্থে চাষাবাদ করিতে দেওয়া হয়। নাজ্‌রানের খৃস্টানদিগকে ইরাকে স্থানান্তরিত করা হইলে তাহাদের কেহ কেহ ইরাকে না গিয়া মদীনাতেই বসবাস করিতে থাকে। খৃস্টানদের বর্ণনা হইতেই জানা যায় যে, হযরত 'উমার (রা) অমুসলিম প্রজাদের প্রতি দয়ার্দ্র ছিলেন। কোন কোন শাসনকর্তার ব্যক্তিগত খামখেয়ালের ফলে পরবর্তীকালে খৃস্টানদের প্রতি প্রদত্ত মর্যাদা ও আচরণে অসংগতি পরিলক্ষিত হইলেও 'আরবের বিভিন্ন শহরে গির্জা নির্মিত হইয়াছিল; এডেসার গির্জা পুনঃস্থাপনে খলীফা সাহায্য করিয়াছিলেন। আল-ওয়ালীদ প্রয়োজনবোধে দামিশকের প্রধান গির্জা

মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন। উমায়্যা যুগে খৃস্টানগণ সরকারী উচ্চ পদসমূহ অধিকার করিতে পারিত। হযরত মু'আবি'য়া (রা)-এর খৃস্টান সেক্রেটারী ছিল। 'আবদু'ল-মালিকের শাসনকাল পর্যন্ত সিরিয়া ও মিসরে রাষ্ট্রের হিসাব-পত্র গ্রীক ভাষায় রাখা হইত। খৃস্টানগণ মুসলিম সৈন্য বিভাগেও কাজ করিত এবং জিয্য়াঃ হইতে অব্যাহতি পাইত। য়াহূদীগণ মুসলিম অধিকৃত কয়েকটি শহরেই বাস করিত, কারণ তাহারা খৃস্টানদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। ঊর্ধ্বতন ধর্মীয় নেতা নির্বাচনে কোন কোন সময় খলীফা হস্তক্ষেপ করিতেন। ইরাকের 'আরব বংশীয় খৃস্টানগণ (বানূ তাগ্'লিব) স্বতন্ত্র একটি শ্রেণী ছিল, তাহারা জিয্য়ার পরিবর্তে দ্বিগুণ যাকাত দিত। মুসলিমগণ অধিকাংশ সময়ই খৃস্টানদের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন ছিল এবং খলীফা খৃস্টান কবিগণকে সরকারী কার্যে নিযুক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না; বিশেষত আল-আখ্তালকে সভা-কবি নিযুক্ত করা হয়। খলীফা আবদু'ল-মালিক মিসর, সিরিয়া ও ইরাকে কর পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি অমুসলিমদের উপর ব্যক্তিগত কর ধার্য করেন। এই কর আদায়ের রশীদ ছিল সীসার চাক্তি। উহা সাধারণত করদাতার গলায় বা হাতের কব্জীতে বাঁধিয়া দেওয়া হইত। দ্বিতীয় 'উমার (রা) সকল অমুসলিমকে সরকারী চাকুরী হইতে পদচ্যুত করিবার আদেশ জারী করেন। কিন্তু ঐ সময় এমন এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, উহার ফলে উক্ত আদেশ কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। তিনি এমন কতকগুলি জরুরী সাময়িক আইন প্রণয়ন করেন, যাহা প্রথম 'উমার (রা) প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করা হয়। এই সাময়িক আইন দ্বারা অমুসলিম প্রজাদের উপর কয়েকটি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হইয়াছিল এবং তাহাদের পরিচয়স্বরূপ তাহা-দিগকে বিশেষ কোমরবন্দ (যুন্নার) পরিধানের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ২য়/৮ম শতাব্দীর শেষের দিকে অমুসলিম প্রজাদের (যি'ম্মী) শাসন সংক্রান্ত আইনের প্রধান প্রধান ধারাসমূহ নির্ধারিত করা হয়। এইরূপে এক সময়ে এই নীতি গৃহীত হয় যে, কোন নূতন গির্জা প্রস্তুত করা যাইবে না, তবে পুরাতন গির্জা মেরামত করা চলিবে। হারূনু'র-রাশীদ খৃস্টানদিগকে মুসলিমগণের ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতে নিষেধ করিয়া এক জরুরী সাময়িক আইন জারী করেন। কিন্তু মামূনের রাজত্বকালে কাল পোশাক পরিহিত খৃস্টান সর্দার শুক্রবারে জাঁক-জমকের সহিত অশ্বারোহণে মসজিদ পর্যন্ত গমন করিত এবং তৎপর তাঁহার প্রতিনিধিকে সালাতে যোগদানের জন্য তথায় রাখিয়া চলিয়া আসিত। কখনও কখনও মুসলিম জনসাধারণ খৃস্টানদের অশ্বা-রোহণের প্রতিবাদ করিত। ফলে তাহাদের ধর্মীয় মিছিলের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হইত। স্থান বিশেষে কর বৃদ্ধি করা হইত। খৃস্টান চিকিৎসকগণ রাজদরবারে প্রিয়পাত্ররূপে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে, কিন্তু তাহাদের প্রভাব সর্বদা ভালরূপে কার্যকর হইত না। বহু খৃস্টান সরকারের বিশ্বাসভাজন হইয়া দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের সেক্রেটারী একজন খৃস্টান ছিলেন, অপরপক্ষে নবম শতাব্দীতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে কতকগুলি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ লিখিত হয়। 'আলী ইব্ন সাহ্ল রাব্বান আত্'-ত'াবারী (মৃ. ৮৬০) এবং আবু 'ঈসা মুহ'াম্মাদ আল-ওয়ার্-রাক (মৃ. ৯০৯)-এর প্রবন্ধসমূহ দৃষ্টান্তস্বরূপ এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ফলে ২৩৬/৮৫০ সনে আল-মুতাওয়াক্কিল দমনমূলক আইনগুলি তীব্রতর করেন। তিনি আইন করেন যে, গৃহের বাহিরে খৃস্টান পুরুষকে হলুদ রঙের গলবস্ত্র (ত'ায়লাসান) ও যুন্নার (কোমরবন্দ) এবং মহিলাকে ঘরের বাহিরে হলুদ রঙের চাদর পরিধান করিতে হইবে। অশ্বারোহণ করিতে খৃস্টানদিগকে কাষ্ঠনির্মিত পা-দান ও জিনের পশ্চাতে দুইটি গোলক অবশ্যই রাখিতে হইবে। পুরুষদিগকে (বা ক্রীতদাসদিগকে) বিশেষ ধরনের পরিচ্ছদ (গি'য়ার) পরিধান করিতে হইবে। বেসামরিক সরকারী চাকুরী হইতে খৃস্টানদিগকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল। সকল নূতন গির্জা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইত এবং উৎসবাদিতে প্রকাশ্যভাবে ক্রস পরিধান করিতে পারিত না, কবরভূমিকে সমতল করিতে হইত। এই আইন জারী করার চারি বৎসর পর তাহাদিগকে অশ্বারোহণ করিতে নিষেধ করা হইল এবং দুইটি হলুদ রঙের দুর্‌রা'আঃ (ফাতূয়া) পরিধান করিবার জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইল। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এই সকল আইন সর্বদা কার্যকরী করা হইত না; কারণ খৃস্টানগণ সকল সময়ই বেসামরিক সরকারী চাকুরীতে তো নিযুক্ত ছিলই, অধিকন্তু তাহারা সৈন্য বিভাগেও নিযুক্ত ছিল। বুওয়ায়হী ও ফাতি'মীগণ সর্বপ্রথম খৃস্টানদিগকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। খৃস্টান সেক্রেটারীদের অসাধুতা সম্বন্ধে বিশেষত অর্থ-বিভাগে সর্বদাই অভিযোগ হইত, অথচ এই বিভাগে নিয়োগের প্রায় একচেটিয়া অধিকার তাহারাই ভোগ করিয়া আসিতেছিল। এই ব্যবস্থা মিসরে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। বুওয়ায়হী ও ফাতি'মীদের পরবর্তীকালে শাসনকর্তাগণ প্রায়ই জনসাধারণ অপেক্ষা অধিক পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। মধ্যযুগের শেষের দিক পর্যন্ত মেসোপ-টেমিয়া মুসলিম সাম্রাজ্যের খৃস্টানদের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

(২) আইনগত মর্যাদা: অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও আদর্শ-বাদীদের নিয়ম-পদ্ধতির সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার সংগতি দেখা যায় না। আদর্শবাদীরা জনসাধারণের শৈথিল্য ও শাসনকর্তাদের স্বেচ্ছাচারিতার নিন্দা করেন।

আইন অনুসারে প্রায় সকল দিক দিয়াই মুসলিমগণ অপেক্ষা যি'ম্মীগণ কম মর্যাদাসম্পন্ন। আইন যি'ম্মীর জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করে বটে, কিন্তু আইনত তাহার সাক্ষ্য মুসলিমের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য নহে। এক প্রাথমিক মতে নিম্নলিখিত আটটি কার্যের যে কোন একটির কারণে যি'ম্মীরা রাষ্ট্রের আইনগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকে না। যথা: মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অঙ্গীকার, মুসলিম রমণীর সহিত ব্যভিচার, মুসলিম মহিলা বিবাহ করিবার প্রচেষ্টা, কোন মুসলিমকে ধর্মান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা, রাজপথে মুসলিমের উপর দস্যুবৃত্তি, কাফিরদের গুপ্তচররূপে বা পথপ্রদর্শকরূপে কার্য করা অথবা কোন মুসলিমকে হত্যা করা।

(৩) সামাজিক মর্যাদা: খৃস্টানগণ অন্যান্য যি'ম্মী সম্প্রদায়ের মত রাজ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইত। খৃস্টানদের লোকসংখ্যার আধিক্য, শাসন ব্যাপারে তাহাদের প্রভাব এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিতে বিশেষত চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাহাদের আধিপত্যের কারণে তাহাদের আইনগত অক্ষমতার গুরুত্ব কতকটা শিথিল হইতে থাকে। বহু শহরে একমাত্র যি'ম্মীই চিকিৎসক ছিল। সুদের কারবার মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ বলিয়া বণিক ও পোদ্দার-রূপে যি'ম্মীদের অত্যন্ত সুবিধা ছিল এবং এই কারণেই স্বর্ণকার ও জহরীর ব্যবসায়ে তাহাদের একচেটিয়া অধিকার লাভ হয়। কোন কোন যি'ম্মী ধনী ছিল এবং তাহাদের ধনৈশ্বর্যের ধৃষ্টতাপূর্ণ

[illegible]নীর ফলে কখনও কখনও মুসলিম জনসাধারণ তাহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিত। নাগরিকদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব তো ছিলই, তদুপরি খৃস্টীয় নববর্ষ উদ্‌যাপন এবং প্রধান সন্ন্যাসাশ্রমের পৃষ্ঠপোষক সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন উৎসবাদির সার্বজনীন অবাধ উদ্‌যাপন হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, খৃস্টান ও মুসলমানগণ সাধারণত বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ তাহাদের গ্রন্থে খৃস্টানদের প্রণীত গ্রন্থাবলীর সমর্থনসূচক উল্লেখ করিতেন। যি'ম্মীর হত্যাকারী মুসলমানকে আইনানুসারে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইত, বল-পূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ বৈধ নহে, এই অজুহাতে কোন কোন সময় স্বধর্মত্যাগী মুসলিমকেও (মুর্‌তাদ্দকে) ক্ষমা করা হইত। খৃস্টানগণ ব্যবসায় ক্ষেত্রে মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করিত এবং তাহাদের মুসলিম দাস-দাসীও থাকিত। মুসলিমগণ খৃস্টান রমণী বিবাহ করিত।

(গ) তুরস্ক সাম্রাজ্যঃ তানজ়ীমাত যুগের প্রারম্ভ হইতেই (১৮৩৯ খৃ.) তুরস্ক সাম্রাজ্য মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক পুরাতন রীতিনীতি ক্রমশ বর্জন করিতে আরম্ভ করে এবং উহার ফলে মুসলিম রাষ্ট্রের অধীন খৃস্টানদের প্রতি আচার-ব্যবহারে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্যে মোটামুটি হ'নাফী মায্‌'হাব মতে যি'ম্মীদের প্রতি অনুষ্ঠেয় আচার-ব্যবহার খৃস্টানদের প্রতি প্রযুক্ত হইত। খৃস্টানদিগকে 'জিয্‌য়াঃ ই-গেবেরান' (পারসিকদের ন্যায় জিয্‌য়াঃ) দিতে হইত। ইহাকে তুরস্কে অধিকাংশ সময় খারাজ বলা হইত (জিয্‌য়াঃ ও খারাজ প্রবন্ধ দ্র.)। করদাতার আর্থিক সামর্থ্যানুসারে এই কর তিন শ্রেণীর লোকের উপর ধার্য করা হইত। D'Ohsson (Tablean, iii. 4 প.) বলেন যে, তাঁহার সময়ে (১৮০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়) অমুসলিমদের নিকট প্রতি বৎসর কর আদায়ের ষোল লক্ষ ফরম বিলি করা হইত, তন্মধ্যে ৩০,০০০ রাজধানীতেই বিলি হইত। খৃস্টানদের গির্জা নির্মাণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আইন নীতিগতভাবে প্রতিপালিত হইত। হ'নাফী মায্‌'হাব মতে স্বাভাবিকভাবে নষ্টপ্রাপ্ত গির্জা মেরামত করার অনুমতি থাকায় উহা মেরামত করা হইত। কিন্তু যে গির্জা খৃস্টানগণ কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত তাহা পুনঃস্থাপন করা হইত না। যাহা হউক, শায়খযাদাঃ 'মুল্‌তাক'া'-র ব্যাখ্যায় (মাজ্‌মা'উ'ল-আন্‌হুর, কনস্‌ট্যান্‌টিনোপল ১২৭৬ হি., ৪১৫ পৃ.) অভিযোগ করেন যে, তাহার সময়ে (১৬৬৬ খৃ.) এই নীতিগত পার্থক্য যথাযথভাবে পালন করা হইত না। অবশ্য ষোড়শ শতাব্দী হইতে গির্জা নির্মাণ ও ইহা মেরামত বিষয়ে বৈদেশিক খৃস্টান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ পুনঃপুনঃ হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। তুর্কী বিজয়িগণ কোন গির্জাকে মসজিদে পরিণত করিয়া থাকিলে উহা সাধারণত ইসলামের যুদ্ধ আইন অনুসারেই করা হইয়াছিল। কনস্‌ট্যান্‌টিনোপলে কোন খৃস্টান অধিবাসী না থাকায় ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে আয়া-সোফিয়া গির্জাকে মসজিদে পরিণত করা হইয়াছিল।

তুরস্কের 'ক'ানুন-ন্যামাহ্‌'গুলি প্রত্যেক যুগের শায়খু'ল-ইসলাম কর্তৃক শারী'আতসম্মত বলিয়া সমর্থিত হইবার পরে কার্যে পরিণত করা হইত। ঐগুলিতে অমুসলিমদের সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ ধারা থাকিত। প্রথম সুলায়মানের আমলের এক ক'ানুন-নামায় বর্ণিত আছে যে, যে সকল অপরাধের শাস্তিস্বরূপ জরিমানা করা হয় এমন কতিপয় অপরাধে অমুসলিমদের উপর জরিমানা মুসলমানদের উপর ধার্যকৃত জরিমানার মাত্র অর্ধেক হইবে (TOEM-এর পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত দ্বিতীয় ক'ানুন-ন্যামাহ, ৩খ, ৩, ৪, ৬)। উক্ত ক'ানুন-নামায় অমুসলমানদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও নির্দেশাবলী রহিয়াছে।

অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসীদের ন্যায় তুরস্ক সাম্রাজ্যেও খৃস্টানগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল। যাহা হউক, তুরস্ক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইল, যাহার ফলে তথাকার খৃস্টান প্রজাদের অবস্থা তদানীন্তন অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্রের খৃস্টান প্রজাদের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া উঠিল। বিথিনিয়ার অভিজাত খৃস্টানদের সহিত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা 'উছ'মান ও ওরখানের বহু লেন-দেন ছিল এবং তাহাদের কেহ কেহ অনতিবিলম্বে নব-বিজেতাদের স্বার্থ ও নীতি মানিয়া লইল। এশিয়া মাইনরে তখনও খৃস্ট ধর্ম বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল এবং রূমের (এশিয়া মাইনরের) তুর্কীগণ শারী'আত-বিরোধী যে মরমীবাদকে ইসলামের সহিত জড়িত করে তাহার সহিত তথাকার খৃস্টানগণ নিজেদেরকে খাপ খাওয়াইয়া লয়। ফলে সেখানে বহু লোক দীর্ঘকাল যাবৎ খৃস্ট ধর্ম ও ইসলামের মিশ্রণে গঠিত ধর্মমতে বিশ্বাসী থাকে। ইহা পরিলক্ষিত হয় সিমাওনা ওগ'লু বাদ্‌রু'দ-দীনের নেতৃত্বে দরবেশ বিদ্রোহে (তু. Babinger, in Isl., xi), বেক্‌তাশীগণের বিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠানাদিতে এবং খৃস্টান ও মুসলিমদের সমবেতভাবে কতিপয় সাধুপুরুষের বন্দনায় (তু. Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans, Oxford 1929)। এইরূপ খৃস্টীয় ইসলাম মিশ্র ধর্মমত, স্তেবিযদের তথাকথিত ক্রিপ্‌টো খৃস্টানদের মধ্যেও দেখা যায় (তু. Hasluck, in Journal of Hellenic Studies, xli, 199 প.)। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুরস্ক সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে সুলত'ানগনের শাসন-পদ্ধতিতে খাঁটি ইসলামী ধর্মমত প্রাধান্য লাভ করে। সুলত'ানগণ বারবার অনিষ্ঠাবান ধর্মমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এই যুগেই তুরস্ক সাম্রাজ্য য়ুরোপের খৃস্টান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি অধিকতর সংখ্যায় স্বীয় রাজ্যভুক্ত করে। পূর্ব থ্রেস, উত্তর ম্যাসিডোনিয়া, বোসনিয়া এবং ক্রীট ব্যতীত কোন বিজিত অঞ্চলের প্রজারাই অধিক সংখ্যায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় নাই। য়ুরোপে মুসলিমগণ নিতান্ত সংখ্যালঘু ছিল। সরকার ও শাসক সম্প্রদায় শক্তিশালী থাকা অবধি এই সংখ্যালঘুতা রাজনৈতিক পদ্ধতিতে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু এই শাসকমণ্ডলীর মধ্যে এবং তাঁহাদের শক্তিশালী সৈন্যবিভাগ জানিসারিদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় য়ুরোপের গ্রীক ও স্লাভ জাতীয় খৃস্টানদিগকে নিয়োগ করা হইত এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যাহারা ইসলামে দীক্ষিত হয় নাই তাহাদের সহিতও অধিকাংশ সময়ই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা হইত। (এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু আছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় মুহ'ম্মাদের অধীনস্থ জান্দারলী খালীল পাশার দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।)

খৃস্টানদের অধিকাংশের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইত। বহু খৃস্টান রাষ্ট্রের বিচারালয়ের বিভাগসমূহে নিয়োজিত থাকিয়া গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পাদন করিত (Crusius, Turcograecia, p. 14)। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রের বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তির, এমন কি স্বয়ং সুলত'ানগণেরও, তাঁহাদের হেরেমের মধ্যস্থতায় সাম্রাজ্যে ও সাম্রাজ্যের বাহিরে বহু খৃস্টান আত্মীয় ছিল। সুতরাং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে প্রায়ই পরমত-সহিষ্ণুতার এমন ব্যবস্থাদি গৃহীত হইত যাহা ইসলামী আইনের

অনুশাসনের বেশ কিছুটা বিরোধী ছিল। বিজয়ের প্রাথমিক অবস্থার পর্যগোলের পর কনস্ট্যান্টিনোপল ও তথাকার খৃস্টান অধিবাসীদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় মুহাম্মাদ স্বীয় নূতন রাজধানীকে গ্রীক দেশীয় খৃস্টান দ্বারা পুনরায় জনপূর্ণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। অধিকন্তু তিনি সেখানে বিজয়ের অব্যবহিত পরেই একজন সর্বোচ্চ খৃস্টান ধর্মযাজক নির্বাচনের ব্যবস্থাও করেন (দ্র. Fr. Giese, Die Stellung der christlichen untertanen im Osmanischen Reich, in Isl., xix., 1931, p. 264 প.)। ষোড়শ শতাব্দীতে মাঝে মাঝে খৃস্টানদিগকে মুসলিম করিবার অথবা গির্জাগুলিকে মসজিদে পরিণত করিবার আকাঙ্খা কোন কোন মুসলিম সুলতানের অন্তরে উদয় হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা কখনও কার্যে পরিণত হয় নাই। সময় সময় এইরূপ ভাবাবেগ আত্মপ্রকাশ করিলেও তুরস্ক সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরধর্ম-সহিষ্ণুতাই বিরাজমান ছিল। রাজধানীর ফানার মহল্লায় গ্রীকদেশীয় এক ধনী অভিজাত সম্প্রদায় বাস করিবার অনুমতি পায়। "খৃস্টানদের স্তম্ভ" বলিয়া পরিচিত Michael Kantkuzenos-এর ন্যায় প্রভাবশালী ব্যক্তি ষোড়শ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন (Jorga, GOR. iii. 211) এবং এই সুবিখ্যাত ফানারীয় (Phanariote) বংশ হইতেই তুরস্ক সরকার পোর্টি'তে দোভাষী এবং দানিউব রাজ্যগুলির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

যতদিন পর্যন্ত খৃস্টানদের পারিবারিক, ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়াদি জনসাধারণের শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত করে নাই ততদিন পর্যন্ত তাহাদের এই সকল বিষয় সরকারী নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। সরকারের এইরূপ মনোভাবের কারণেই ষোড়শ শতাব্দী হইতেই রোমান ক্যাথলিক প্রচারকগণ প্রাচ্য-খৃস্টানদিগকে তাহাদের মতে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রেরিত হইতে থাকে। খৃস্টানদের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি সরকার কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করেন নাই। হাঙ্গেরীতে তুরস্ক দেশীয় পাশাগণ রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের ধর্ম-কলহে সহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করিতেন (R. Gragger-এর প্রবন্ধ Turkisch—Ungarische Kulturbeziehungen, Literaturden kmaler aus Ungarns Turkenzeit, in Ungarische Bibliothek, i., no. 14, Berlin 1927)। অপর পক্ষে যাজকগোষ্ঠীর অনুসরণকারী গ্রীকদের মধ্যে গুরুতর দলগত অন্তর্দ্বন্দ্ব বাঁধিলে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ধর্মযাজক Cyrillus Lucaris-এর দল রোমান ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে এক সুনির্দিষ্ট মনোভাব গ্রহণ করে, ফলে তুরস্ক সরকারের পক্ষে এ সম্পর্কে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা সম্ভব হয় নাই। কারণ সেই সময় তুরস্ক সরকার ব্যতীত অপর কেহই গ্রীকদের রক্ষাকর্তা ছিল না। খৃস্টানদের প্রতি তুরস্ক সরকার মোটামুটি উদার মনোভাব পোষণ করিত।

অবশেষে যে সকল খৃস্টান রাষ্ট্রের সহিত তুরস্ক সরকার বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতেছিল তাহারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধিবাসী খৃস্টানদের স্বার্থে অতিশয় তৎপর হইয়া উঠিল। ইহার ফলেই পরিশেষে তুরস্ক সরকারের উদার মনোভাবে পরিবর্তন দেখা দিল। প্রথমে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল বিদেশী খৃস্টান সামুদ্রিক বন্দরে অবস্থানের অনুমতি পাইয়াছিল তাহারা মুস্তা'মিন (অভয়প্রাপ্ত) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইত। তৎকালে আইনের চক্ষে ধর্মের নাম ও জাতিতে বিশেষ কোন পার্থক্য বিদ্যমান ছিল না, বরং ধর্ম ও জাতি উভয়কেই 'মিল্লাত' নামে অভিহিত করা হইত। সুতরাং কোন বিদেশী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ামাত্রই সে সম্পূর্ণরূপে সুলতানের অধীনস্থ মুসলমান প্রজার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িত। কালক্রমে তুরস্ক সাম্রাজ্যে খৃস্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায় বুঝাইতেও 'মিল্লাত' শব্দ ব্যবহৃত হইতে থাকিল। বৈদেশিক শক্তির মধ্যে ভ্যাটিকান সর্বপ্রথম তুরস্কের খৃস্টানদের মুক্তির জন্য অগ্রসর হয়। তুরস্কের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের প্রস্তুতির ব্যাপারে পোপদের সুনির্দিষ্ট অংশ গ্রহণে ইহা বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। রোমে পোপের মন্ত্রণাসভার অন্যতম সদস্য Protottore di Levante তাঁহার প্রতিনিধির মধ্যস্থতায় পেরা অঞ্চলের ল্যাটিন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। অপরাপর খৃস্টান সম্প্রদায়ের ন্যায় এই সম্প্রদায়ও কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের পর প্রশাসনিক স্বাধীনতা উপভোগ করে। খৃস্টানদের ধর্ম সংরক্ষণ তাহাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী হইত। সেই সময় তুরস্ক সরকার তাহাদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন (G. Young, Corps de Droit Ottoman, Oxford 1905, ii., 124) এবং খৃস্টান প্রজাদিগকে অধিকতর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিবার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন নাই। এই উদার নীতির কারণেই তুরস্ক সরকার খৃস্টানদের অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী অপর রক্ষাকর্তা ফ্রান্সের রাজার প্রতিবাদ অনায়াসে গ্রহণ করেন। ১৫৩৫ খৃস্টাব্দের চুক্তি সম্পাদিত হইবার পূর্ব হইতেই ফ্রান্সের রাজা জেরুযালেমের ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকস্থ অঞ্চলসমূহের ও তুরস্কের রোমান ক্যাথলিকদের প্রতিনিধি-সালিশরূপে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। ফরাসী পাদরী ও ধর্ম-প্রচারক এবং ফরাসী খৃস্টান-বন্দী ভিন্ন অন্য দেশীয় পাদরী, ধর্ম-প্রচারক ও বন্দীর ক্ষেত্রেও ফ্রান্সের এই হস্তক্ষেপ সমভাবে বরদাশ্ত করা হইত। এই কারণেই তুরস্কের সহিত ফ্রান্সের কূটনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি য়ুরোপের খৃস্টানদের নিকট সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়। রোমান ক্যাথলিকগণ ব্যতীত অন্য খৃস্টানগণও সময় সময় ফ্রান্সের আশ্রয় প্রার্থনা করিত। ১৬৩৯ খৃস্টাব্দে সার্বভৌম ধর্মযাজক স্বয়ং ফরাসী রাজার নিকট এই আবেদন জানান যে, তিনি যেন নিজেকে প্রাচ্যের গির্জাসমূহের রক্ষাকারী-রূপে ঘোষণা করেন। ১৬৭৩ খৃস্টাব্দে বিদেশী রোমান ক্যাথলিকদের রক্ষকরূপে ফরাসী রাজার দাবী স্বীকৃত হয়। ১৭৪০ খৃস্টাব্দে ১৬৭৩ খৃস্টাব্দের শর্তাবলী দৃঢ়তর হয় (দ্র. G. Pelissie du Rausas, Le Regime des Capitulations dans l' Empire Ottoman, Paris 1911, i., 80 প.)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশ সম্রাট গ্রীসদেশীয় নিষ্ঠাবান খৃস্টানদের তৃতীয় শক্তিশালী রক্ষকরূপে হইয়া উঠেন। কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের অব্যবহিত পরে মহান আইভান নিজেকে রোম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য করিতে থাকেন। ধর্ম বিষয়ে রুশ সরকারের মনোনিবেশের ফলে জেরুযালেমের খৃস্টান প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এই নগরের দুর্বল যাজক-গোষ্ঠী বিশেষ সুবিধা লাভ করে। অপরপক্ষে রুশ সরকার নিষ্ঠাবান খৃস্টানদিগকে শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে যত্নবান হয়। অবশেষে তুরস্ক সাম্রাজ্যের খৃস্টানদের পক্ষে রুশের কূটনৈতিক প্রতিনিধির হস্তক্ষেপের অধিকার কুইউক কায়নার্জের (Kuouk Kainardje) শান্তি চুক্তিতে (১৭৭৬) স্বীকৃত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুরস্ক সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িলে তথাকথিত 'ধর্মরক্ষণ' তুরস্কের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশে ভয়ঙ্কর হইয়া

দাঁড়ায়। রাষ্ট্র সম্পর্কে মুসলিমদের ধারণা ছিল যে, রাষ্ট্রের অমুসলিমগণ নিজেরাই তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলের যিম্মাদার। কিন্তু দ্বিতীয় মাহ্'মূদের রাজত্বকালে খৃস্টানগণের ভিতর বিপজ্জনক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হওয়ার পর ইহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে, রাষ্ট্র সম্পর্কে মুসলিমদের পূর্বমত পরিবর্তিত হওয়া উচিত। ইহাই তান্জ'ীমাত প্রবর্তনের প্রধান কারণ। খৃস্টান প্রজাদিগকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণাধীন রাখিবার জন্য তুরস্ক সরকার এখন হইতে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের প্রতি একই প্রকার সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে থাকে। তদনুসারে গুলখানের খাত্'ত'-ই-শারীফ (১৮৩৯) মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রাণ, সম্মান ও সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তা ঘোষণা করে। পরবর্তী কতিপয় বৎসরের মধ্যে তদনুযায়ী কিছু কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। অপরপক্ষে খৃস্টানদের ব্যাপারে বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ অব্যাহত থাকে এবং ইহার ফলে বহু ঘটনা সংঘটিত হয়, তম্মধ্যে ১৮৫৩ খৃস্টাব্দের ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে তুরস্ক সরকার ফরাসী ও ইংরেজ রাষ্ট্রদূতকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিতে বাধ্য হইল যে, ইসলাম ধর্ম যাহারা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে না (Young, পূ. গ্র., ii., 11 প.)।

খৃস্টান প্রজাদের প্রতি তুরস্ক সাম্রাজ্যের নীতির ইতিহাসে ১৮৫৫ খৃস্টাব্দের ১০ মে তারিখের আইন সুবিখ্যাত। এই আইনে অমুসলিমদের উপর মাথাপিছু কর রহিত হয় এবং সৈন্য বিভাগে তাহাদের নিয়োগের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয় (জিয্য়াঃ প্রবন্ধ ও ঐ প্রবন্ধের গ্রন্থবিবরণী দ্র.)। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারী তারিখের খাত্'ত'-ই-হুমায়ূন দ্বারা এতদ্সম্পর্কিত ব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করে। এই খাত্'ত'-ই-হুমায়ূনকে তুরস্ক সাম্রাজ্যে অমুসলিমদের অধিকারের ম্যাগনাকার্টারূপে গণ্য করা যাইতে পারে। এই প্রসিদ্ধ নির্দেশনামায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে। সৈন্য বিভাগে অমুসলিমদের কার্য সম্পর্কে এই নির্দেশনামায় উক্তি আছে যে, 'মুক্তিকর' প্রদান করিলে তাহারা সৈন্য বিভাগের কার্য হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। এই কর 'বেদেল' নামে অমুসলিমদের উপর নিয়মিতভাবে ধার্য হইয়া আসিতেছিল। খাত্'ত'-ই-হুমায়ূনের মর্মানুসারে এখন হইতে সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যে বসবাসকারী বহু খৃস্টান সম্প্রদায় তুরস্ক সাম্রাজ্যের আইনের দৃষ্টিতে সরকারীভাবে স্বীকৃত হইল। তম্মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়সমূহের জন্য বিস্তারিত অধ্যাদেশ প্রণীত হইল (এই গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়গুলি 'মিল্লাত' নামে অভিহিত হইত); ১৮৬০ খৃস্টাব্দে আর্মেনিয়া দেশীয় গ্রেগরী সম্প্রদায়ের জন্য এবং ১৮৬২ খৃস্টাব্দে গ্রীক খৃস্টানদের জন্য। ১৮৭০ খৃস্টাব্দে তুরস্ক সরকারের সহযোগিতায় বুলগেরিয়ার খৃস্টানদের জন্য অধ্যাদেশ অনুরূপভাবে রচিত হইল। কালক্রমে এই সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে এবং অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় সম্পর্কে অধিকতর বিস্তারিত ব্যবস্থাসম্বলিত বহু আইন, আদেশ, নিয়ম-পদ্ধতি প্রভৃতি জারী করা হইল। শেষোক্ত সম্প্রদায়সমূহ এই: এন্টিয়ক ও জেরুযালেমের যাজক সম্প্রদায়, মাউন্ট এথ্স, সারবিয়ার গির্জা, নেস্তোরীয় সম্প্রদায়, ল্যাটিন সম্প্রদায়সমূহ এবং রোমের সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন গির্জা, (আর্মেনিয়ান, ক্যালডীয়, মারোনাইট ও মিলকাইট গির্জাসমূহ)। খৃস্টানদিগকে পরিপূর্ণভাবে তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রজারূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই বহুলাংশে এই বিধানাবলী রচিত ও বিঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত উক্ত সম্প্রদায়সমূহ স্বায়ত্ত শাসনাধীনে ছিল বলিয়া এবং বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের ফলে এই বিধানাবলী কার্যকরীকরণে অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। খাঁটি ধর্ম-সংসদসমূহকে যথাসম্ভব ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ধর্ম-নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই ছিল সরকারের প্রধান নীতি। এই নীতির ফলে অশেষ গোলযোগের সৃষ্টি হইল। নূতন নূতন নির্দেশ জারী করতঃ শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য অবিরাম চেষ্টা চালান হইল। মিদ্হ'ত পাশা-র (১৮৭৬) শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই অপর ঘোষণায় প্রচারিত হইল যে, সাম্রাজ্যে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যে কোন ধর্ম অবলম্বনে কোন প্রকার বাধা-নিষেধ নাই এবং বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়কে প্রদত্ত সকল অধিকার অবশ্যই রক্ষা করা হইবে (ধারা ১১)। নবম ধারা দ্বারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের সকল প্রজার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সপ্তদশ ধারা দ্বারা আইনের চক্ষে তাহাদের সমতা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা হইল।

সংস্কার সাধনের যুগে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের মধ্যে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের বিষয় তুরস্ক সরকারকে সর্বদা বিবেচনা করিতে হইত। ইহার ফলে অমুসলিমদের প্রতি আইনগত সমব্যবহারের নীতি কার্যকর করা বহুক্ষেত্রে কঠিন হইত। খৃস্টানদের স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে সংস্কার সাধনের জন্য সরকার কখনই কোন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তুরস্ক-সাম্রাজ্য স্বীয় অমুসলিম প্রজাদের প্রতি সমব্যবহার করিবে, এই চুক্তি আবার বার্লিনের সন্ধিপত্রের (জুলাই ১৩, ১৮৭৮) ৬২তম ধারায় উল্লিখিত হয়। ইহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির সাক্ষ্যই আদালতে গৃহীত হইবে।

পক্ষান্তরে খৃস্টানদের পক্ষ লইয়া বিদেশী খৃস্টান শক্তির হস্তক্ষেপের ফলে তাহারা স্বীয় আইনসঙ্গত তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার মনোভাব ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে প্রেরণা লাভ করে। বিভিন্ন দলকে আত্মীকরণের যথাসাধ্য চেষ্টা সরকার করিলেও বিভেদের কারণসমূহ পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইয়া উঠে। মুসলিমদের ও খৃস্টানদের মধ্যে, বিশেষত শহরসমূহে, মেলামেশায় যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তাহা পরিবর্তন হইয়া এখন হইতে পরস্পরের মধ্যে ধর্ম-বিদ্বেষের সৃষ্টি হইতে লাগিল। অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে আর্মেনিয়ার গোলযোগই ছিল সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক। ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে আর্মেনীয় প্রদেশসমূহে এই সকল গোলযোগের সূচনা হয় এবং মুসলিম কুর্দ ও আর্মেনিয়া দেশীয় খৃস্টানদের মধ্যে বহু দিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক শত্রুতা চলিতে থাকে। এই সকল কারণেই আর্মেনিয়াবাসিগণ বারবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চেষ্টা করে। উহার ফলেই ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপলের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

অবস্থার এইরূপ বিবর্তনের ফলে খৃস্টান প্রজাদের সহিত আচরণের ব্যাপারটি আর নিছক ধর্ম-সমস্যা রহিল না, বরং ইহা জাতীয় সমস্যারূপে দেখা দিল (নূতন অর্থে মিল্লাত) এবং ইহা সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পরিণত হইল। ১৯০৮ খৃস্টাব্দের বিপ্লব ও মিদ্হ'ত পাশা-র শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। সাম্রাজ্যের সকল প্রজাকে তুর্কী জাতিতে পরিণত করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা চলিতে লাগিল। প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদগুলিতে কিছু সংখ্যক খৃস্টান সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল এবং কোন কোন সময় খৃস্টান মন্ত্রীও নিযুক্ত করা হইত। অব-

শেষে ১৯১৪ খৃস্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। এই সময় অমুসলিমগণকে বহন সংখ্যায় তুরস্কের সৈন্য বিভাগে ভর্তি করা হইল; সঙ্গে সঙ্গে নব্য তুর্কীদের অভ্যন্তরীণ নীতিতে ধর্মনীতিবর্জিত বিবর্তন দেখা দিল। তুর্কী জাতীয়তার ভাব প্রাধান্য লাভ করিল। তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আংশকায় সীমান্ত অঞ্চল হইতে খৃস্টানদিগকে অপসারণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহার ফলে আর্মেনিয়াবাসিগণ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুদ্রোসের সন্ধির পরবর্তী ঘটনাসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, খৃস্টান অধিবাসীদের অধিকাংশই তুরস্কের সহিত জড়িত থাকা অপেক্ষা স্বাধীনতা লাভ অথবা কোন খৃস্টান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকেই অধিক পছন্দ করিত। অপর পক্ষে তুরস্কের অধিবাসিগণও খৃস্টান প্রজাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে প্রস্তুত ছিল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রীসে বসবাসকারী তুর্কীদের সঙ্গে তুরস্কের গ্রীকদের বিনিময়ের চুক্তি ১৯২৩ খৃস্টাব্দে লূজানে সম্পাদিত হইল। কেবল কনস্ট্যান্টি-নোপল ও কতিপয় দ্বীপের বেলায় এইরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাসমূহের ফলে এশীয়-তুরস্কে আর্মেনিয়ান ও অন্যান্য খৃস্টানের সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইল এবং অতি নগণ্য সংখ্যক সংখ্যালঘু খৃস্টানদের সহিত তুরস্ক সরকারের সংস্রব রহিল। এই খৃস্টানদের অধিকাংশই কনস্ট্যান্টিনোপলে বাস করিত। ১৯২৩ খৃস্টাব্দের লূজানের চুক্তির ৩৭—৪৫ ধারা অনুসারে সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের সহিত তুরস্কের অন্যান্য প্রজার অনুরূপ ব্যবহার করা তুরস্ক সরকারের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। নিজেদের আইনগত বিধান অনুসারে সংখ্যালঘুগণের জীবন-যাত্রা নির্বাহের অধিকার উক্ত চুক্তিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯২৮ খৃস্টাব্দের ৫ এপ্রিল শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের ফলে পূর্বে যে ধারা অনুসারে ইসলাম রাষ্ট্রধর্মরূপে নির্ধারিত হইয়াছিল উহা বাতিল হওয়ায় রাষ্ট্র একেবারে ধর্মনিরপেক্ষ হইয়া পড়ে (দ্র. Tarih, Istambul 1931, IV, 213)।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) Tor Andrae, Der Ursprung des Islams und das Christentum, 1926; (২) Rothstein, Die Dynastie der Lahmiden in Hira, 1899; (৩) Noldeke, Geschichte der Araber und Perser zur Zeit der Sassaniden, 1879; (৪) Cheikho, Christianisme en Arabie avant l'Islam, 1919; (৫) Nau, Arabes Chretiens 1933; (৬) Moberg, The Book of the Himyarites 1924; (৭) Dussaud, Les Arabes en Syrie avant l'Islam 1907; (৮) Lammens, Les Chretiens a la Mecque (BIFAO, 1918); (৯) Tritton, The Caliphs and their non-Muslim Subjects, 1930; (১০) Mez, Die Renaissance des Islam, 1922; (১১) Arnold, The Preaching of Islam, 1913; (১২) Gottheil, Dhimmis and Muslims in Egypt (Harper Studies, ii, 353) 1908; (১৩) Belin, Une Fetoua, in JA. 1851; (১৪) Margoliouth, The Early Development of Muhammedanism, 1914; (১৫) Hirschberg Judische und Christliche Lehren im vor-und fruhislamischen Arabien, Cracow 1939.

J. H. Kramers (S.E.I.)/আবদুল বাকের

নিকাহ' (نكاح : নিকাহ') ('আ.) অর্থ বিবাহ। আভি-ধানিক অর্থ যৌনমিলন। কিন্তু কু'রআনে উহা খাস করিয়া বিবাহ চুক্তি অর্থে ব্যবহৃত। এই প্রবন্ধে আইনত বৈধ অনুষ্ঠান হিসাবে বিবাহের আলোচনা করা হইবে। বিবাহ প্রথার জন্য 'উর্স দ্র.।

১। মুসলিম বিবাহ আইনের কোন কোন বিশেষ অঙ্গ 'আরবদের প্রাচীন প্রচলিত রীতির অংশবিশেষ। ইসলামপূর্ব যুগে অঞ্চল বিশেষে এবং ব্যক্তি বিশেষের বিবাহ সম্পর্কে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকিলেও বিবাহের নিয়ম-কানুন পিতৃ-প্রধান পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে পুরুষগণ প্রভূত স্বাধীনতা ভোগ করিত। তাহা সত্ত্বেও বিবাহের ব্যাপারে প্রাচীন মাতৃ-প্রাধান্যমূলক ধারণা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই। জাহিলী যুগেও বিবাহ সম্পর্কে উন্নত ধারণা পোষণ করা হইত বটে, কিন্তু নারীর মর্যাদা তখন অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। পাণি-প্রার্থী, বর এবং কন্যার অভিভাবকের মধ্যে তখনকার দিনে বিবাহ-চুক্তি সম্পাদিত হইত, অভিভাবক হইতেন কন্যার পিতা অথবা নিকটতম পুরুষ আত্মীয়। কনের মতামতের কোন প্রয়োজন হইত না। ইসলামের পূর্বেও প্রচলিত নিয়মানুসারে কন্যার যৌতুক তাহার নিজের প্রাপ্য ছিল—তাহার অভিভাবকের নয়। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নারী স্বামীর পূর্ণ আধিপত্যের অধীন হইত। কেবলমাত্র তাহার নিজ পরিবার-পরিজনের সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারিত। স্বামীর মতামতের উপর বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। স্বামীর মৃত্যু ঘটিলেও তাহার আত্মীয়-স্বজন বিধবা পত্নীর উপর দাবী করিতে পারিত।

২। অপরিহার্য অঙ্গগুলি রাখিয়া ইসলাম বিবাহ সম্পর্কীয় প্রাচীন রীতিনীতির সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধন করে। অপরাপর সামাজিক বিধান প্রবর্তনের ন্যায় বিবাহ ব্যাপারেও ইসলামের প্রধান লক্ষ্য ছিল নারীর মর্যাদার উন্নতি সাধন। বিবাহ সম্পর্কে নীতিগত সুষ্ঠু বিধি-বিধান চতুর্থ সূরায় (সূরাঃ নিসা') লিপিবদ্ধ আছে (উহুদের যুদ্ধের পরবর্তী যুগের) ৪ : ৩ তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, তোমরা অনাথদের প্রতি ন্যায় আচরণ করিতে পারিবে না, তবে ঐ সব স্ত্রীলোককে বিবাহ কর—যাহাদিগকে বিবাহের জন্য ভাল বলিয়া মনে কর, দুইজন অথবা তিনজন অথবা চারিজনকে; কিন্তু যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তোমরা তাহাদের মধ্যে সুবিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে বিবাহ কর মাত্র একজনকে অথবা যে তোমাদের অধিকারে আছে তাহাকে (অর্থাৎ ক্রীতদাসীকে); ৪ : ৪ আর তোমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্ত্রীদিগকে তাহাদের মাহ্‌র প্রদান কর; কিন্তু তাহারা যদি স্বেচ্ছায় উহার অংশবিশেষ তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেয় তবে উহা স্বচ্ছ চিত্তে উপভোগ কর। ৪ : ২২ ঐসব স্ত্রীলোককে বিবাহ করিও না যাহাদিগকে তোমাদের পিতা, পিতামহ ও ঊর্ধতন পুরুষগণ বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু যাহা অতীতে ঘটিয়াছে তাহার কথা ছাড়িয়া দাও। কেননা এরূপ বিবাহ করা লজ্জাকর, অতিশয় ঘৃণ্য এবং নিকৃষ্ট আচরণ। ৪ : ২৩ (বিবাহের জন্য) তোমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ করা হইল তোমাদের মাতা, মাতামহী, পিতামহীগণ, তোমাদের কন্যাগণ, তোমাদের ভগিনিগণ, তোমাদের ফুফুগণ, তোমাদের খালাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ভাগিনেয়িগণ, যে স্ত্রীলোকগণ তোমাদিগকে স্তন্যদান করিয়াছেন তাহারা, তোমাদের স্তন্যপান সম্পর্কের ভগ্নিগণ, তোমাদের বিবাহিতা স্ত্রীদের মাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীর (অপর স্বামীর ঔরসজাত) কন্যা তোমাদেরই তত্ত্বাবধানে রক্ষিতা যদি তোমরা ঐ স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়া

থাক তবে, কিন্তু যদি ঐ স্ত্রীর সহিত সহবাস না করিয়া থাক তবে তাহার গর্ভজাত কন্যাকে বিবাহ করিতে কোন পাপ নাই. তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ এবং দুই সহোদারকে এক সঙ্গে বিবাহ করা, কিন্তু যাহা পূর্বে ঘটিয়াছে (তাহার কথা ছাড়িয়া দাও), আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু। ৪ : ২৪ এবং অপর স্ত্রীলোকের মধ্য হইতে যাবতীয় সধবা রমণিগণ (তোমাদের পক্ষে হারাম করা গেল) কিন্তু তোমাদের ক্রীতদাসীর কথা স্বতন্ত্র। ইহাই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিধান করিয়াছেন। এই তালিকাভুক্ত স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্য সকলকে বিবাহ করিবার অনুমতি তোমাদিগকে এই শর্তে দেওয়া হইল যে, তাহাদিগকে তোমরা তোমাদের ধন (মাহ্‌র) প্রদান করত বিবাহিতারূপে গ্রহণ কর—ব্যভিচারীরূপে নহে। উহাদিগের মধ্যে যাহাদিগকে তোমরা (বিবাহ করতঃ) উপভোগ কর তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত প্রাপ্য মাহ্‌র প্রদান কর, কিন্তু নির্ধারিত মাহ্‌র ব্যতীত সন্তুষ্ট চিত্তে অতিরিক্ত কিছু প্রদানে কোন দোষ নাই, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ এবং বিজ্ঞ। ৪ : ২৫ যদি তোমাদের কাহারও স্বাধীনা মু'মিনাঃ রমণীকে বিবাহ করিবার সঙ্গতি না থাকে তবে সে বিবাহ করিতে পারে মু'মিনা ক্রীতদাসীকে। আল্লাহ্ সকলের চেয়ে ভাল জানেন তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে। অতএব তাহাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে বিবাহ কর এবং তাহাদিগকে তাহাদের মাহ্‌র যথাযথভাবে দান কর, বিবাহিতারূপে গ্রহণ করিয়া, ব্যভিচারিণী বা গুপ্ত-প্রণয়িনীরূপে নহে। আরও সূরাঃ ২ : ২২১-তে অবিশ্বাসী স্ত্রী বা পুরুষের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে (তু. সূরাঃ ৬০ : ১০), সূরাঃ ৩৩ : ৫০-এ নবী (স')-এর জন্য একটি ব্যতিক্রমের বিধান রহিয়াছে। সূরাঃ ৫ : ৫-এ আছে, ঐসব নারীকে বিবাহ করার হুকুম দেওয়া গেল, যাহারা কিতাবিয়্যাঃ। কু'রআনের অন্যান্য যে সব অংশে বিবাহের নৈতিক দিকের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল সূরাঃ ২৪ : ৩, ২৬, ৩২ এবং সূরাঃ ৩০ : ২১। হ'াদীছে' বিবাহ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন দিক আলোচিত হইয়াছে এবং বিবাহের অত্যাবশ্যক বিধি-বিধানগুলির পরিপূরকও রহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল এক সঙ্গে চারিজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি। সূরাঃ ৪ : ৩-তে এক সঙ্গে চারি স্ত্রী গ্রহণের বিধান আছে। উহার এইরূপ ব্যাখ্যা প্রথম হইতেই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। হ'াদীছে'ও এক সঙ্গে চারি স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি রহিয়াছে। রমণীর জন্য মাহ্‌র, তাহার স্বীকৃতি ও অভিভাবকের সহযোগিতা অপরিহার্য বিবেচনা করা হইয়াছে এবং যে ব্যক্তির বিবাহ প্রস্তাব এখনও অমীমাংসিত তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

৩। মুসলিম আইনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি (শাফি'ঈ মায্'হাব অনুসারে) নিম্নরূপ :

বর এবং কনের ওয়ালীর (অভিভাবক) মধ্যে বিবাহচুক্তি সম্পাদিত হইবে। ওয়ালী অবশ্যই হইবেন মুসলিম, স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, ন্যায়বান ('আদিল, হ'ানাফী এবং মালিকী মতে যেখানে ওয়ালীর প্রয়োজন সেখানে তাহারা শেষোক্ত গুণটিকে শর্তরূপে গ্রহণ করেন না)। কেবলমাত্র হ'ানাফী মায্'হাব অনুসারে বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক নিজেই ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ সম্পাদন করিলে উহা বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইবে। বর আইনগত কতিপয় শর্ত পালন করিলে কন্যার দাবী মুতাবিক ওয়ালী বিবাহচুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করিতে বাধ্য। নিম্নে বর্ণিত ক্রম অনুসারে কোন এক ব্যক্তি ওয়ালী হইতে পারিবে :

১। নিকটতম ঊর্ধ্বতন যে কোন পুরুষ; ২। পিতার দিক হইতে যে কোন নিকটতম অধঃস্তন পুরুষ আত্মীয়; ৩। ঐরূপে পিতামহের দিক হইতে অধঃস্তন যে কোন নিকটতম পুরুষ আত্মীয়; ৪। মুক্তিপ্রাপ্ত রমণীর মাওলা অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রদানকারী ব্যক্তি আর মাওলার অবর্তমানে মাওলার 'আস'াবাঃ হইতে ক্রম অনুসারে যে কোন পুরুষ (তু. মীরাছ'); ৫। সরকারের প্রতিনিধি (হ'াকিম) যাহাকে এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়। বহু দেশে কাযী বা তাহার প্রতিনিধি। যেখানে কোন ভারপ্রাপ্ত হ'াকিম (প্রশাসন বিভাগীয় সরকারী কর্মচারী) না থাকে সেখানে বর ও কনে ইচ্ছা করিলে কাযীর স্থলে যে কোন উপযুক্ত মুসলিমকে ওয়ালী নির্বাচন করিতে পারে এবং এইরূপ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। একমাত্র ওয়ালীই কনের সম্মতিক্রমে তাহার বিবাহ সম্পাদন করিতে পারে এবং এই ব্যাপারে কুমারী কনের নীরবতাকেই স্বীকৃতি বলিয়া গণ্য করা হইবে; শাফি'ঈ মতে কনে যদি কুমারী হয় তাহা হইলে (সে প্রাপ্তবয়স্কাই হউক আর অপ্রাপ্তবয়স্কাই হউক) তাহার পিতা বা পিতামহ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার বিবাহ দিতে পারে (এই কারণে তাহাদিগকে ওয়ালী মুজ্‌বির, জবরদস্তি করার ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়ালী বলা হয়), এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্য কনের স্বার্থ রক্ষা। আইনের চক্ষে অপ্রাপ্তবয়স্কার ইচ্ছা ঘোষণার কোনই মূল্য নাই বলিয়া তাহাকে একমাত্র ওয়ালী মুজ্‌বিরই বিবাহ দিতে পারে। হ'ানাফী মতে রক্তের সহিত সম্পর্কিত যে কোন আত্মীয় ওয়ালী হইয়া অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাকে তাহার স্বীকৃতি ব্যতীতই বিবাহ দিতে পারিবে। কিন্তু এইরূপভাবে বিবাহিতা কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে এবং তাহার পিতা ও পিতামহ ব্যতীত অপর কেহ তাহাকে বিবাহ দিয়া থাকিলে তাহার নিজস্ব মত প্রয়োগের (খিয়ারু'ল বুলূগ'-এর) অধিকার থাকিবে অর্থাৎ সে বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া কাযীর সাহায্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে পারিবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককেও ওয়ালী মুজ্‌বির বিবাহ দিতে পারে। স্বামী স্ত্রীর উপর অধিকার প্রাপ্তির বিনিময়ে তাহাকে যৌতুক (মাহ্‌র, স'াদাক'াঃ) দিতে বাধ্য, মাহ্‌র বিবাহ-চুক্তির একটি অপরিহার্য অংশ। বিবাহের পক্ষদ্বয় তাহাদের ইচ্ছামত মাহ্‌র নির্ধারণ করিতে পারে। আইনে যে কোন বস্তু বা শ্রমের মূল্য আছে তাহাই শাফি'ঈ মতে মাহ্‌র হইতে পারে। বিবাহচুক্তি হইবার সময় যদি মাহ্‌র নির্ধারণ করা না হয় এবং দুই-পক্ষ একমত হইতে না পারে তাহা হইলে তাহার জন্য মাহ্‌র মিছ্'ল নির্ধারিত হইবে। এই মাহ্‌র সাধারণত কন্যার ভগিনী, ফুফু প্রভৃতি পিতৃকুলের স্ত্রীলোকদের মাহ্‌রের উপর ভিত্তি করিয়া কন্যার রূপ, বয়স, গুণ ও কৌমার্য বিবেচনা করিয়া তদনুপাতে নির্ধারিত হয়। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই মাহ্‌র আদায় করা অবশ্য জরুরী নহে। সচরাচর স্ত্রী-সংসর্গের পূর্বে মাহ্‌রের একাংশ আদায় করা হয় (মাহ্‌র মু'আজ্জাল) এবং অবশিষ্টাংশ স্ত্রীর দাবীক্রমে যে কোন সময় অথবা ত'ালাক' বা মৃত্যুর কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিলে দেয় হয়। বিবাহের পর মিলন ঘটিলে নির্ধারিত মাহ্‌র বা মাহ্‌র মিছ্'ল সম্পূর্ণ দেয় হয়। কিন্তু মিলনের পূর্বেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিলে এবং স্ত্রীর মাহ্‌র নির্ধারিত হইয়া থাকিলে স্ত্রী নির্ধারিত মাহ্‌রের অর্ধেক পাইবার হাক্'দার হইবে, কিন্তু মাহ্‌র পূর্বে নির্ধারিত হইয়া না থাকিলে স্ত্রী স্বামী কর্তৃক স্থিরীকৃত মুত্'আঃ (এক প্রস্থ পোশাক) পাইবে। (সূরাঃ ২ : ২৩৬, ২৩৭ তু. ৩৩ : ৪৯)। বিবাহ-চুক্তি সাধারণত শুরু হয় খিত্'বাঃ বা শাদি প্রার্থনার মাধ্যমে। পরবর্তী ব্যাপার হইতেছে ঈজাব ও ক'াবূল (প্রস্তাব ও স্বীকৃতি)। এই উপলক্ষে একটি খুত্'বাঃ দান সুন্নাত। বিবাহ আইনত কমপক্ষে দুইজন যোগ্য সাক্ষীর সম্মুখে

নিষ্পন্ন করিতে হইবে। বিবাহ বৈধ হইবার জন্য দুই জন সাক্ষীর সাক্ষ্য অপরিহার্য। মালিকী মতে বিবাহের অপরিহার্য অঙ্গ হইল জনসাধারণ্যে বিবাহ প্রকাশনী এবং উহা সাক্ষীর উপস্থিতি ব্যতীত অন্যান্য মাধ্যমেও সম্পন্ন হইতে পারে। বিবাহে সরকারী কর্তৃপক্ষের কোন সহযোগের প্রয়োজন নাই। বিবাহ-চুক্তি সিদ্ধ হওয়ার উপরে বিবাহের বৈধতা নির্ভর করে এবং বিবাহ-চুক্তি সিদ্ধ হওয়া ব্যাপারে কতকগুলি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সমাধা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই কারণে সাধারণত এই প্রকার গুরুত্বপূর্ণ আইনসম্মত কাজ সুনিপুণ 'আলিম ব্যক্তির সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। তিনি উভয় পক্ষকে বিবাহ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন বলিয়া দেন অথবা কোন পক্ষের উকীল হইয়া প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সব দক্ষ 'আলিম সরকারী কর্মচারীর পদে নিযুক্ত হন (উদাহরণত মিসরের মা'যূন)। আইনসম্মত বিবাহ সম্পাদনে তাহাদের সাহায্য অত্যাবশ্যক। বিবাহ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতিবন্ধক: ১। রক্তের সম্পর্ক : যথা: বিবাহ-ইচ্ছুক ব্যক্তি এবং তাহার ঊর্ধ্বতন বা অধঃস্তন সম্পর্কের নারী, তাহার ভগ্নী, তাহার ভাই বা ভগ্নীর কন্যা, তাহার খালা বা ফুফুর মধ্য; ২। স্তন্যদান সম্পর্ক (রাদ'া'আঃ): রাদ'া'আঃ কু'রআনের আয়াত ও হ'াদীছ' মাধ্যমে ব্যাখ্যাত হইবার পর রক্তের সম্পর্কের ন্যায় সমভাবে বিবাহের প্রতিবন্ধক; ৩। বৈবাহিক সম্পর্ক : বিবাহেচ্ছুক ব্যক্তির শাশুড়ী, পুত্রবধূ, যে স্ত্রীর সহিত মিলন সম্পন্ন হইয়াছে সেই স্ত্রীর গর্ভজাত অপর স্বামীর কন্যা, একত্রে দুই সহোদরার সহিত, খালা ও বোনঝিকে একত্রে, ফুফু ও ভাইঝিকে একত্রে বিবাহ করা নিষিদ্ধ; ৪। পূর্ব-বিবাহ বলবৎ থাকাকালে, এমন কি 'ইদ্দাতের (দ্র.) মধ্যেও স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং স্বাধীন ব্যক্তির জন্য একসঙ্গে চারিজনের অধিক নারী বিবাহ করা চলে না; ৫। তিন ত'ালাকে'র পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ এবং ঐ স্বামীর মৃত্যু অথবা ত'ালাকে'র 'ইদ্দাত গত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব স্বামী তাহাকে বিবাহ করিতে পারে না। বিবাহেচ্ছু পুরুষ ও নারীর সামাজিকভাবে যথাসম্ভব সম-পর্যায়ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে অসম পক্ষদ্বয়ের বিবাহ আইনত অসিদ্ধ নয়। কোন স্বাধীন মুসলিম স্বাধীনা স্ত্রীর মাহ্র দিতে অসমর্থ হইলে শাফি'ঈ মতে সে অপর কোন ব্যক্তির ক্রীতদাসীকে বিবাহ করিতে পারে। হ'ানাফী মতে অন্যের ক্রীতদাসীকে বিবাহ করিতে এইরূপ কোন শর্ত নাই। স্বাধীন মুসলিম নিজ ক্রীতদাসীকে এবং স্বাধীনা মুসলিম রমণী নিজ ক্রীতদাসকে বিবাহ করিতে পারে না; ৭। ধর্মমতে পার্থক্য : কাফির পুরুষের সহিত মুসলিম রমণীর এবং কাফির স্ত্রীলোকের সহিত মুসলিম পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ (২ : ২২১)। মুসলিম পুরুষের সহিত কিতাবিয়্যাঃ রমণীর বিবাহের যে অনুমতি রহিয়াছে (৫ : ৫) তাহাতে শাফি'ঈ মতে কতকগুলি শর্ত আরোপ করা হইয়াছে; ৮। সাময়িক বাধা : যেমন ইহ্'রাম (দ্র.) অবস্থা। আইনত সিদ্ধ বিবাহের জন্য কোন নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা নাই। কোন বিবাহ-চুক্তির মধ্যে বিধিসম্মত কোন নিয়ম-কানুন পালিত না হইলে উহা শাফি'ঈ মতে মোটেই সিদ্ধ হইবে না। হ'ানাফী এবং বিশেষভাবে মালিকীগণ এ সম্পর্কে অবৈধ (বাতি'ল দ্র.) এবং অশুদ্ধ (ফাসিদ) বিবাহের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অনুষ্ঠানে মৌলিক ব্যাপারে কোন বিধান পালিত না হইলে ঐ বিবাহ বাতিল বা অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন অপ্রধান বিধান পালিত না হইলে ঐ বিবাহ অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। প্রথম ক্ষেত্রে সকলের মতেই বিবাহ আদৌ সিদ্ধ নয়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বৈধতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। (মালিকী মতে) বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটিলে এই প্রকার অপ্রধান ত্রুটি বিদূরিত হয়। বিবাহ দ্বারা স্বামী বা স্ত্রীর সম্পত্তির মালিকানার কোন তারতম্য হয় না এবং বিবাহিতা রমণী নিজ সম্পত্তি স্বেচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে। মালিকী মতে এই ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা আরোপ করা হইয়াছে। উক্ত মতানুসারে স্ত্রী স্বামীর অভিভাবকত্বে বসবাস করে। কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে (দ্র. মীরাছ')। পুরুষ একাই সংসার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার বহন করিবে এবং স্ত্রীকে তাহার মর্যাদানুযায়ী ভরণপোষণ (নাফাকাঃ) দিবে। সে ঐরূপ করিতে অসমর্থ হইলে স্ত্রী কাযীর সাহায্যে তালাক দাবী করিতে পারে। পুরুষ স্ত্রীর নিকট হইতে শারী'আত সম্মত যৌন মিলনের জন্য সম্মতির এবং তাহার বাধ্য থাকার দাবী করিতে পারে। সে সব সময় অবাধ্য হইলে ভরণপোষণের দাবীর অধিকার হারাইবে এবং পুরুষ তাহাকে শারী'আতসম্মত শাস্তি দিতে পারিবে। পুরুষের পক্ষে 'স্ত্রী সহবাস করিবে না' এরূপ প্রতিজ্ঞা করা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ (ঈলা' এবং জি'হার দ্র.)। বিবাহ সুসিদ্ধ হইবার অন্তত ছয়মাস পর সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সেই সন্তান বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ বিবাহ বিচ্ছেদের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে শাফি'ঈ মতে চারি বৎসরের এবং হ'ানাফী মতে দুই বৎসরের অনধিককালের মধ্যে কোন সন্তান জন্মিলে ঐ সন্তান ঐ পুরুষের বৈধ সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে। ইক্'রার (দ্র.) মাধ্যমেও পিতৃত্ব নির্ধারণ করা যায়; ক্রীতদাস তাহার মনিবের সম্মতিক্রমে বিবাহ করিতে পারিবে। কারণ মনিবই বিবাহ ব্যাপারে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও ব্যয় নির্বাহ করিতে বাধ্য। হ'ানাফী, শাফি'ঈ এবং হ'াম্বালী মায্'হাব অনুসারে পুরুষ ক্রীতদাস ঊর্ধ্বপক্ষে এক সঙ্গে দুইজন স্ত্রী রাখিতে পারিবে; কিন্তু মালিকী মায্'হাব অনুসারে চারিজন রাখিতে পারিবে।

৪। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে আইনে যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, বিবাহ অনুষ্ঠানে কোন পক্ষ উহার কোন প্রকার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। অন্যান্য ব্যাপারে বিবাহিত দম্পতি ব্যক্তিগত স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং কাবিননামায় উহার কোন উল্লেখ থাকার প্রয়োজন নাই। বিবাহিতা রমণীর বাস্তব মর্যাদা সকল মুসলিম দেশেই স্থানীয় অবস্থা এবং বিশেষ বিশেষ ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল। আধুনিক মুসলিম জাহানে বিবাহ এবং বহু বিবাহ প্রসঙ্গে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে রক্ষণশীল দল এবং আধুনিকদের মধ্যে বিতর্ক ও আলোচনা বিশিষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে অমুসলিম রমণীর সহিত মুসলিমদের বিবাহ রাষ্ট্রীয় আয়ত্তে আনয়নের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু দুই পক্ষই মুসলিম হইলে তাহাদের বিবাহ শারী'আত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫। প্রাচীন 'আরবের বিবাহ প্রথার শিথিলতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উহার স্বাভাবিক পদ্ধতির লক্ষ্য ছিল সংসার প্রতিষ্ঠা এবং সন্তান উৎপাদন। সাময়িক অস্থায়ী বিবাহও প্রচলিত ছিল; এই প্রকার বিবাহ-ব্যবস্থায় বিবাহিত দম্পতি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সাময়িক ভিত্তিতে একত্রে বসবাস করিত। যে সকল লোককে মুসাফির হইয়া বিদেশে কিছুদিনের জন্য বসবাস করিতে হইত প্রধানত তাহারাই এই প্রকার দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হইত। এই প্রকার

বিবাহকে মুত্'আঃ 'যৌন তৃপ্তির জন্য বিবাহ' বলা হয়। এ কথা কোনক্রমেই বলা চলে না যে, সূরাঃ ৪ঃ২৪ আয়াতে এরূপ বিবাহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কারণ মুত্'আঃ বিবাহ পরিভাষাটি উক্ত আয়াতের কোন শব্দের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। হাদীছ হইতে ইহা জানা যায় যে, নবী করীম (স) প্রথম প্রথম প্রচলিত প্রথা অনুসারে মুসলিমদিগকে দীর্ঘ প্রবাসে থাকাকালে মুত্'আঃ-র জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি উহা চিরতরে নিষিদ্ধ করেন। খলীফা 'উমার (রা) মুত্'আঃ-কে কঠোরভাবে বিধি-বহির্ভূত বলিয়া নির্দেশ দেন এবং উহাকে ব্যভিচার (যিনা) বলিয়া ঘোষণা করেন। মুত্'আঃ বিবাহ বর্তমানে কেবলমাত্র কোন কোন শী'আঃ সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈধ বলিয়া গৃহীত হয়। পক্ষান্তরে সকল সুন্নী সম্প্রদায়ই ইহাকে অবৈধ বলিয়া গণ্য করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাদীছ ও ফিক্হ গ্রন্থসমূহে কিতাবুন-নিকাহ ও তন্মধ্যস্থ বিভিন্ন বাব; (২) G. A. Wilken. Het matriarchaat bij oude Arabieren. (German translation; (৩) Das Matriarchat bei den alten Araborn. Leipzig 1884); (৪) W. Robertson Smith. Kinship and Marriage in Early Arabia; (৫) Wellhausen, Die Ehe bei den Arabern (NGW Gott 1893); (৬) Lammens, Le Berceau de l'Islam, p. 276 প.; (৭) Wensinck, Handbook, Marriage; (৮) Gertrude H. Stern, Marriage in early Islam, London 1939; (৯) Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, Vol. iv, index, দ্র. Huwelijk; (১০) Juynboll, Handleiding tot de Kennis van de Mohammedaansche wet (3rd ed.) p. 174 প.; (১১) Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita, vol. i, p. 150 প.; (১২) J. Lopez Ortiz, Derecho musulman, p. 154 প.; (১৩) J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1950; (১৪) Lammens, Mo'awia ler, 306 প.; (১৫) R. Levy, Sociology of Islam, vol. i. p. 131 প.; (১৬) Snouck Hurgronje, Mekka in the Latter part of the 19th century, Index, দ্র. marriage; id., Verspreide Geschriften, Vol. IV/i., p. 218 প.; (১৭) Polak, Persien, Vol. i., p. 194 প.; (১৮) Goldziher, Richtungen der islamischen Koranauslegung, p. 360 প.; (১৯) Paret, Zur Frauenfrage in der arabisch-Islamischen Welt., Stuttgart 1934; (২০) Kernkamp, De Islam en de vrouw, Amsterdam 1935; (২১) H. Bauer, Islamische Ethik, fasc. ii.; (২২) Mez, Die Renaissance des Islams, p. 276 প.; (২৩) ঐ লেখক, El Renacimiento del Islam, p. 355 প.; (২৪) C. H. Becker, Islam studien, Vol. i., p. 407.

J. Schacht (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

নিছারুদ্দীন আহমদ (نثارالدين احمد : নিছারুদ-দীন আহমাদ) বাংলাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ পীর, ধর্ম প্রচারক ও সমাজ সংস্কারক। জন্ম বঙ্গাব্দ ১২৭৯ (আনু. ১৮৭২ খৃ.) বরিশাল জিলার অন্তর্গত স্বরূপকাঠি থানাধীন শর্ষিণা গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম সাদরুদ্দীন আহমদ। তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাবান গ্রাম-প্রধান ছিলেন। তিনি মারহূম হাজ্জী শারী'আতুল্লাহর পুত্র হাজ্জী সা'ঈদুদ-দীনের মুরীদ ছিলেন।

পীর সাহেবের বাল্যশিক্ষা নিজ গ্রাম্য পাঠশালায় শুরু হয়। বাল্যজীবনে তিনি সরল, সুবোধ, বিদ্যানুরাগী ও ধীরস্থির স্বভাবের ছিলেন। ধার্মিক পিতামাতার প্রভাবে বাল্য জীবনে তাঁহার ধর্মীয় অনুরাগের স্ফুরণ ঘটিয়াছিল। শৈশবেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। অতঃপর মাতার চেষ্টায় তিনি শিক্ষালাভ করেন। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মাদারীপুরের একটি মাদ্রাসায় তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা অর্জন করেন। পরে তিনি ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় মাধ্যমিক মানের মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা 'আলিয়াঃ মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন।

কলিকাতা মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে তিনি উপমহাদেশের খ্যাতনামা পীর হুগলী জিলার ফাওলানা শাহ সূফী মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ 'উরফে আবূ বক্র সিদ্দীকী (র)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি নিয়মিতভাবে তাঁহার সাহচর্যে তারীকাতের শিক্ষালাভ করেন।

এইভাবেই তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি তাঁহার মুরশিদের নির্দেশে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শ প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি 'ইল্ম-ই-মা'রিফাতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন এবং পীরের নিকট হইতে খিলাফাত লাভ করত সূফী তারীকায় দীক্ষাদানের অনুমতিপ্রাপ্ত হন।

হিদায়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করত মুসলিম সমাজের অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দর্শনে বিশেষভাবে মর্মাহত হন এবং শিক্ষা ব্যতীত এই সমাজের উন্নতি সাধন সম্ভব নহে—এই সত্য উপলব্ধি করেন। অতঃপর তিনি নিজ বাড়ীতে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁহার পীর সাহেবের নির্দেশক্রমে ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকেন। তাহা হইল, নিজ ও পার্শ্ববর্তী জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে হিদায়াত ও তাবলীগ করা, বাংলা ভাষায় ধর্মীয় কিতাবাদি প্রণয়ন ও বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন। পরবর্তীকালে তিনি একজন কামিল পীর হিসাবে সর্বত্র খ্যাতি অর্জন করেন। বহু সংখ্যক লোক তাঁহার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁহার আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ধর্মানুরাগ সারাদেশে ইসলামী আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সভা-সমিতির মাধ্যমে তিনি বহুবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামী কার্যকলাপ দূর করেন। তিনি দেশের লোকদিগকে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন এবং খলীফা ও ভক্তগণ এই মহান দীনী খিদমতে তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকেন। তিনি নিজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাটিকে আপ্রাণ চেষ্টায় ক্রমান্বয়ে একটি সর্বোচ্চ মানের ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রে উন্নীত করেন। সরকার পরিচালিত কলিকাতা মাদ্রাসার পরেই অবিভক্ত বাংলায় ইহাই সর্বপ্রথম বেসরকারী কামিল মাদ্রাসা। ইহা একটি বৃহৎ আবাসিক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এইখানে বহু শত শিক্ষার্থীর ফ্রী আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা রহিয়াছে। মাদ্রাসাটি প্রধানত দেশবাসীর আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। সরকারও মাদ্রাসাটির উন্নয়নে প্রচুর অর্থ ব্যয়

করেন। ধর্মীয় ওয়া'জ'-নাস'ীহ'াত, শিক্ষা-দীক্ষা ও দেশের সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে একটি বার্ষিক মাহ্ফিলের আয়োজন করেন। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের চৌদ্দ, পনর ও ষোল তারিখে এই মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি নিয়মিতভাবে প্রতি বৎসর মাদ্রাসার বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। মাদ্রাসার উন্নতি বিধান, ইসলামী শিক্ষার সমস্যাদি পর্যালোচনা, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারই এই মাহ্ফিলের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থাদি প্রণয়নের জন্য তিনি 'আলিম সমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ও নির্দেশে বহু ইসলামী পুস্তক রচিত হয়। তন্মধ্যে তারীকু'ল-ইসলাম, তা'লীম-ই-মা'রিফাত, আল-জুমু'আঃ, মাসা'ইল-ই-আরবা'আঃ, নারী ও পর্দা, মাযহাব ও তাকলীদ, ফতোয়া-ই-সিদ্দীকীয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি দেশে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপকভাবে বিস্তারের লক্ষ্যে বহু সংখ্যক বিভিন্ন মানের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এইগুলির সংখ্যা প্রায় শতাধিক। বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি জিলার বিভিন্ন এলাকায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত।

পীর সাহেব অনেকগুলি সাহায্য তহবিল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হি'মায়াত-ই-ইসলাম তহবিল, ইহ্'য়া'-ই-সুন্নাত তহবিল উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত তহবিলে সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন সমাজকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয়িত হইত।

তিনি লোকের সঙ্গে অতি আন্তরিকতার সহিত মেলামেশা করিতেন। ধনী-দরিদ্র সকলকেই তিনি সমানভাবে দেখিতেন এবং আদর-আপ্যায়ন করিতেন। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহে ইসলামী আদর্শ রূপায়িত করিতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। শারী'আত-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানাদির বিলোপ সাধনে তিনি সারা জীবন নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালান।

তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকিলেও দেশের বৃহত্তম কল্যাণ ও স্বার্থ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন, বিশেষ করিয়া তৎকালের নিপীড়িত ও পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজের কল্যাণের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত মুসলিম নেতৃবৃন্দের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিতেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (র.), মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (র.), ক'া'ইদ-ই-আ'জ'াম মুহ'াম্মাদ 'আলী জিন্নাহ' (র.), হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী (র.), খাজা নাজিমুদ্দীন (র.) প্রমুখ নেতার সঙ্গে মুসলিম স্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে তিনি সরাসরি যোগাযোগ ও পত্রালাপ করিতেন। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের অনেকেই পীর সাহেবের সহিত দেখা-সাক্ষাত করিতেন এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও মত বিনিময় করত তাঁহার সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করিতেন।

পীর সাহেব ইসলামী আইন-কানুন মুতাবিক সরকার গঠন ও শাসন প্রতিষ্ঠার দাবীতে ১৯৪৭ সালের ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর শর্ষিণাতে ঐতিহাসিক 'উলামা' সম্মেলন আহ্বান করেন। তদানীন্তন পূর্ব বাংলার প্রতি কেন্দ্র হইতে বিশিষ্ট 'আলিম-'উলামা' ও রাজনীতিকগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচারকার্য নির্বাহের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলায় মাহ্'কামা-ই-ক'ায-া' প্রতিষ্ঠার দাবীসম্বলিত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯৫২ সনের ৩১শে জানুয়ারী রোজ শুক্রবার উনআশি বৎসর বয়সে পীর সাহেব ইন্তিকাল করেন।

তিনি বাংলাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ 'আলিম ও পীর ছিলেন। বাংলাদেশের ভিতরে ও বাহিরে তাঁহার অসংখ্য ভক্ত ও মুরীদ রহিয়াছে। পীর সাহেব চারি তারীকার কামিল ছিলেন। তিনি জাম'ইয়্যাত-ই-'উলামা'-ই-বাংলা-র সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র রাখিয়া যান।

নূরুদ্দীন আহমদ

আন-নিফ্ফারী (النفري) মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-জাব্বার। তিনি একজন সূ'ফী। খ্যাতনামা সূ'ফী জীবনীকারগণ তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি হিজরী চতুর্থ/খৃ. দশম শতকে পূর্ণ গৌরবে বাস করিতেন এবং খাতীব আল-বাগদাদীর মতে ৩৫৪/৯৬৫ সালে ইন্তিকাল করেন। 'ইরাকের নিফ্ফার শহরের নামানুসারে তাঁহার নিস্বাঃ। তাঁহার পুস্তকাদির এক পাণ্ডুলিপিতে নিশ্চিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, নিফ্ফার এবং নীল নামক স্থানে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার রচনা ২ খানা গ্রন্থে নিবদ্ধঃ মাওয়াকি'ফ এবং মুখাত'াবাত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কতকগুলি টুকরা রচনাও আছে। তিনি স্বয়ং নিজের লেখা সম্পাদনা করিয়াছেন—ইহা বলা যায় না। তাঁহার প্রধান ব্যাখ্যাকারক 'আফীফু'দ-দীন আত্-তিলিম্সানী (মৃ. ৬৯০/১২৯১)-র বর্ণনা যে, তাঁহার পুত্র বা দৌহিত্র তাঁহার বিক্ষিপ্ত রচনাবলি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নির্দেশিত বিন্যাস-রীতি (তারতীব) অনুসারে প্রকাশ করিয়াছেন। মাওয়াকি'ফ ৭৭ টি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রতিটি অধ্যায় প্রকারভেদে দীর্ঘ বা হ্রস্ব; উহার আলোচ্য বিষয় সূ'ফীবাদের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এবং এই সব আল্লাহ কর্তৃক অনুপ্রেরিত এবং নির্দেশিত। মুখাত'াবাতের বিষয়বস্তু অনুরূপ এবং ৫৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। সূ'ফীবাদে তাঁহার বিশিষ্ট অবদান ওয়াক'ফাঃ মতবাদ। উক্ত শব্দ তিনি বিশিষ্ট পরিভাষারূপে ব্যবহার করিয়াছেন। উহার তাৎপর্য হইতেছে, সূ'ফীর অন্তরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহার ফলে তিনি আল্লাহ্র বাণী প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করিতে পারেন এবং সম্ভবত তাঁহার অন্তরে উক্ত বাণী আপনা-আপনি অঙ্কিত হইয়া যায়। সূ'ফীর এমন অবস্থার নাম মাওকি'ফ। ওয়াক'ফাঃ অবস্থা মা'রিফার চাইতে উচ্চ শ্রেণীর এবং মা'রিফা 'ইলমের ঊর্ধ্বতন স্তরের। ওয়াকি'ফ অন্য সব কিছু অপেক্ষা আল্লাহ্র অধিকতর সান্নিধ্য লাভ করেন, এমন কি বাশারিয়্যার অবস্থার চাইতেও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেন। তখন একমাত্র তিনিই সমস্ত সীমার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করেন। নিফ্ফারী নিশ্চয়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, এই নশ্বর পৃথিবীতে আল্লাহ্-দর্শন সম্ভব। তিনি বলেন, ইহজগতে আল্লাহ্-দর্শন পরজগতে আল্লাহ্-সন্দর্শনের প্রস্তুতিমাত্র। তাঁহার রচনার বিভিন্ন স্থানে তিনি মাহ্দী-মতবাদের সুস্পষ্ট অবতারণা করেন এবং নিজেকে মাহ্দী বলিয়া প্রচার করেন—অবশ্য যদি সেই সব বাক্যাংশ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নিজস্ব রচনা হয়। যাবীদী যখন তাঁহাকে স'াহি'বু'দ-দা'ওয়া ওয়া'দ-দ'াল্লাল (দাবীদার এবং ভ্রান্ত) বলিয়া আখ্যা দেন তখন স্পষ্টত তাঁহার মনে এই দাবীর কথাই বিদ্যমান ছিল। তিলিম্সানী অবশ্য এই সমস্ত কথা নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থকারের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের সহিত এই প্রকার আতিশয্যপূর্ণ দাবীর সামঞ্জস্য দেখা যায় না। রচনার মাধ্যমে তাঁহাকে আমরা নির্ভীক এবং মৌলিক চিন্তাশীল ব্যক্তিরূপে পাই। তিনি নিজে যদিও স্বীকার করেন নাই তথাপি নিঃসন্দেহে তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী আল-হ'াল্লাজ কর্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজস্ব উদ্দেশ্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহার পরিপূর্ণ প্রত্যয়

জন্মিয়াছিল। ইব্ন 'আরাবী তাঁহার রচিত আল-ফুতূহ'াতু'ল-মাক্কিয়্যাঃ পুস্তকে বহু স্থানে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বহুল পরিমাণে তাঁহার নিকট ঋণীও বটেন। তাঁহার সংগৃহীত লেখাগুলি ১৯৩৫ খৃ. প্রকাশ করা হইয়াছে এবং A. J. Arberry উহার তর্জমা করিয়াছেন (GMS, n. s. ix)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) D. S. Margoliouth, Early Development of Muhammedanism, p. 186—198 ; (২) R. A. Nicholson, The Mystics of Islam.

নিযামুদ্দীন (نظام الدين : নিজ'ামু'দ-দীন) আওলিয়া', তাঁহার আসল নাম ছিল মাওলানা নিজ'ামু'দ-দীন মুহ'ম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন 'আলী আল-বুখারী। তাঁহার উপাধি ছিল সুলত'ানু'ল-মাশা'ইখ। তিনি সাধারণত 'নিজামুদ্দীন আওলিয়া' নামেই খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ 'আলী আল-বুখারী এবং মাতামহ খাওয়াজাঃ 'আরাব—উভয়ে মধ্য এশিয়ার বুখারা হইতে আসিয়া লাহোরে কিছুকাল অবস্থান করেন। অতঃপর তথা হইতে তাঁহারা বাদায়ূনে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। নিজ'ামু'দ-দীনের পিতার নাম ছিল সায়্যিদ আহ'মাদ। নিজ'ামু'দ-দীন বাদায়ূনে ১২৩৬ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাস, মুতাবিক স'াফার ৬৩৪ হি.-তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবেই পিতৃহীন হন। বাদায়ূনেই তাঁহার পিতার কবর অবস্থিত। তিনি একটু বড় হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে শিক্ষার জন্য মকতবে প্রেরণ করেন। এখানে তিনি কু'রআান মাজীদ পাঠান্তে প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তকগুলি সমাপ্ত করেন। অতঃপর দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি ভাষা ও সাহিত্যের গ্রন্থাদি পাঠ সমাপ্ত করেন। ইহার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য দিল্লী আগমন করেন। এখানে তৎকালীন স'াদ্র-ই-বি'লায়াত শামসু'ল-মুল্কের নিকট 'মাক'ামাত আল-হ'ারীরী,' হ'াদীছ'শাস্ত্র ও অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা, অনুসন্ধিৎসু স্বভাব ও শিক্ষকের সহিত বিতর্ক করার প্রবণতার জন্য সমপাঠিগণ তাঁহাকে "তার্কিক নিজামদ্দীন" নামে অভিহিত করে। ইহার পর তিনি মুরীদ হওয়ার উদ্দেশ্যে শায়খ ফারীদু'দ্-দীন গানজে-শাক্কারের নিকট যান, তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বৎসর। এখানে আসিয়া তিনি শায়খ ফারীদু'দ্-দীন গানজে-শাক্কারের নিকট কি'রা'আতসহ ছয় পারা কু'রআান মাজীদ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি শিহাবু'দ্-দীন সুহ্রাওয়ার্দী (মৃ. ১২২৪ খৃ.) কৃত তাস'াওউফের গ্রন্থ "আওয়ারিফু'ল-মা'আরিফ' পুস্তকের ছয় অধ্যায় তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন; এতদ্ব্যতীত তিনি আবু শুক্র সুল্মাকৃত 'তাম্হীদ' ও অন্যান্য কতকগুলি গ্রন্থও তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন। শায়খ ফারীদু'দ্-দীন গানজে-শাক্কারের জীবনকালে তিনি তাঁহার সহিত তিনবার সাক্ষাত করেন। অতঃপর তাঁহার নিকট খিলাফাত লাভ করিয়া তিনি দিল্লী আগমন করেন ও গিয়াছপুর মহল্লায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। এখানে তিনি শাহী দরবারে ও জনসাধারণ্যে বিপুল সম্মান লাভ করেন। প্রসিদ্ধ ফারসী কবি আমীর খুস্রূ (১২৫৩—১৩২৫) তাঁহার মুরীদ ছিলেন। মু'ঈযু'দ্-দীন কায়কো'বাদ (১২৮৬—১২৮৮) গিয়াছপুরে নূতন শহর স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলে সেখানে বাদশাহ্, আমীর-উমরা' ও অন্যান্য শ্রেণীর অসংখ্য লোক যাতায়াত করায় স্থানটি জনবহুল ও কোলাহলময় হইয়া পড়ে। ইহার ফলে তিদি সেখান হইতে অন্যত্র গমনের ইচ্ছা করেন। কিন্তু পরে এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া সেখানেই অবস্থান করেন। এখানেই তিনি ৭২৫ হি. ১৩ রাবী'উ'ছ্-ছ'ানী বুধবার (১৩২৫ খৃ.) সূর্যোদয়ের পর ইন্তিকাল করেন ও সেখানেই সমাহিত হন। পরবর্তীকালে এই স্থানের নামই হয় বস্তী-ই-'নিজামুদ্দীন আওলিয়া'। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের বহু স্থান হইতে বহু মুসলিম আজও তাঁহার সমাধি যিয়ারাত করিতে আগমন করিয়া থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) শায়খ 'আবদু'ল-হ'াক্'ক' দিহ্লাব'ী, আখ্বারু'ল-আখয়ার, পৃ. ৫৪—৬০ ; (২) রাহ'মান 'আলী, তায্'কিরাঃ-ই-'উলামা-ই-হিন্দ, পৃ. ২৪০ ; (৩) T. W. Beale, An Oriental Biographical Dictionary, p. 302a. ; (৪) সায়্যিদ আবু'ল-হ'াসান 'আলী নদবী, তারীখ-ই-দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাত, ৩খ, লাখ্নৌ ; (৫) উক্ত পুস্তকের বাংলা তরজমা, ইসলামী রেনে'সাঁর অগ্রপথিক, ৩খ., আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৬, ২য় সংস্করণ।

নিয়্যাত (نية 'আ.) অর্থ সংকল্প, অবশ্যকরণীয় বা ইচ্ছাধীন আনুষ্ঠানিক কার্যগুলি সম্পাদনার পূর্বে কর্মকর্তার পক্ষে পূর্বসংকল্পের (নিয়্যাতের) দরকার। এইরূপ সংকল্প মনে মনে স্থিরীকৃত হইলে তাহাকে নিয়্যাত বলে। নিয়্যাত কথায় উচ্চারণ অপরিহার্য নয়। বিনা নিয়্যাতে 'আমল (কর্ম) বাতিল হইয়া যায়।

ওযূ, গু'স্ল, স'ালাত, যাকাত, স'াওম, হ'াজ্জ, কু'রবানী প্রভৃতি 'ইবাদাতমূলক কার্য সম্পাদন করিবার পূর্বে নিয়্যাত-এর প্রয়োজন। গ'াযালী (র) বলেন, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম নিয়্যাত ব্যতীত শুদ্ধ হয় না (ইহ্'য়া', কায়রো ১২৮২ হি., ৪খ, ৩১৬)। বিভিন্ন 'ইবাদাতের জন্য নিয়্যাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ফাক'ীহ্গণের মতামত পরীক্ষা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, নিয়্যাতের অপরিহার্যতা সম্পর্কে ঐকমত্য একমাত্র স'ালাতের বেলাতেই পাওয়া যায়। অন্যপক্ষে যে-কোন কল্যাণমূলক কাজে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের নিয়্যাত থাকিলে তাহা 'ইবাদাতে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় মু'মিন সর্বক্ষণ 'ইবাদাতে নিয়োজিত থাকেন (৭০ : ২৩)।

এ বিষয়েও সকলে একমত যে, কার্যের অব্যবহিত পূর্বে অবশ্যই নিয়্যাত করিতে হইবে। সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নিয়্যাত কর্মের সহিত সম্পৃক্ত থাকিবে (আবু ইস্হ'াক' আশ-শীরাযী, তান্বীহ্, ed. Juynboll, পৃ. ৩)। উহার উৎস হইতেছে হৃদয়, যাহা মানবের ধীশক্তি এবং মনোযোগের কেন্দ্রস্থল। সুতরাং পাগলের দ্বারা কোন নিয়্যাত সম্ভব নহে।

নিয়্যাত আইনসম্মত একটি স্বতন্ত্র কার্য। সাধারণত ইহাকে অবশ্যকরণীয় বলা হইলেও কোন কোন কার্যে, যেমন মৃতকে গু'স্ল করান প্রভৃতি ব্যাপারে নিয়্যাত অপরিহার্য নহে ; বরং উহাতে নিয়্যাত প্রশংসনীয়।

নিয়্যাত শব্দটি কু'রআানে ব্যবহৃত হয় নাই। নিয়্যাত অর্থ বুঝাইবার জন্য কু'রআানে 'ইরাদাঃ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। হ'াদীছে' নিয়্যাত শব্দটির এবং ঐ শব্দ হইতে গঠিত অন্যান্য শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

সংকল্প অর্থে নিয়্যাত শব্দের গুরুত্ব অত্যধিক। ইমাম বুখারী তাঁহার স'াহ'ীহ' হ'াদীছ' গ্রন্থের শুরুতেই নিয়্যাত সম্পর্কিত হ'াদীছ'টি সন্নিবিষ্ট করিয়া নিয়্যাতের গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। ঐ হ'াদীছ'টি স্পষ্টত মৌলিক আদর্শরূপে গৃহীত। হ'াদীছ'টি এইরূপ, 'কার্যের ফলাফল নিয়্যাত অনুযায়ী বিচার্য' (ইন্নামা'ল-আ'মালু বি'ন-নিয়্যাত)। স'াহ'ীহ' হ'াদীছ' সংগ্রহসমূহে এই হ'াদীছ'টি পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই হ'াদীছে'র অন্তর্নিহিত ধর্মীয় এবং নৈতিক মান আইনের নৈতিক মান অপেক্ষা উচ্চতর। কোন 'ইবাদাত আইনসম্মতভাবে পূর্ণমাত্রায় সম্পাদিত হইলেও উহার মূল্য বা ছ'াওয়াব নির্ভর করে কর্মকর্তার নিয়্যাত বা সংকল্পের উপর। আর

যে কোন সৎকার্য সম্পাদনের মূলে এই নিয়্যাত বা সংকল্প অসদুদ্দেশ্যমূলক হইলে সমগ্র কর্মটি মূল্যহীন হইবে। উক্ত হ'াদীছে আরো বলা হইয়াছে, "মানুষ যে নিয়্যাত বা সংকল্প লইয়া কাজ করে তাহার ফলাফল তদনুযায়ী লাভ করে।" অপর এক হ'াদীছে বলা হইয়াছে, "যে যেরূপ সংকল্প করিবে সে সেইরূপই পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইবে" (মালিক, জানাা'ইয, হ'াদীছ' ৩৬)। 'কতদিন পর্যন্ত হিজরত চালু থাকিবে' এই প্রশ্নের উত্তরে হ'াদীছে' উক্ত আছে, "মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা হইতে) আর কোন হিজরত নাই; কিন্তু জিহাদ (সংগ্রাম) এবং নিয়্যাত বিদ্যমান থাকিবে" (বুখারী, মানাাকি'বু'ল-আনসাার, বাব ৪৫, জিহাদ, বাব ১; ২৭; মুসলিম, ইমারাঃ, হ'াদীছ' ৮৫, ৮৬ ইত্যাদি)। ভাল নিয়্যাত সহকারে কোন ভাল কর্ম করিতে গিয়া ঐ কার্য যদি কোন কারণে সম্ভবপর না হয় তবুও ঐ সৎকার্যের সৎ নিয়্যাত আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে এবং তজ্জন্য ঐ ব্যক্তি পুরস্কৃত হইবে। আবার অসৎ সংকল্প হইতে বিরত থাকাও সৎকার্য বলিয়া বিবেচিত হয় (বুখারী, রিকা'াক', বাব ৩১)। ফলে এই হ'াদীছ' অনুসারে বিশ্বাসীর নিয়্যাত তাহার কার্যের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ (লিসানু'ল-'আরাব, ২০খ, ২২৩; তু. গ'াযালী, ইহ'য়া', ৪খ, ৩৩০ প., যেখানে এই হ'াদীছ' সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে)। সৎকার্যের সহিত অথবা মুবাাহ' কার্যের সহিত সৎ নিয়্যাত যুক্ত হইলে সৎকার্য ও সৎ নিয়্যাত উভয়ের জন্যই পুরস্কৃত করা হইবে এবং উহাদের সহিত অসৎ নিয়্যাত যুক্ত হইলে উভয় প্রকার কাজই মূল্যহীন বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পক্ষান্তরে অসৎ কার্যের সহিত যতই সৎ নিয়্যাত যুক্ত হউক না কেন, উহা অসৎ কার্যই থাকিবে। উহা কোনক্রমেই বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না। নিয়্যাত ও ইসলাম পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। (সম্ভবত এই কারণেই ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীর কাবীর গ্রন্থে সূরা আল-বাকা'রাঃ, ১১২ নং আয়াতে ইহ'সান তথা ইখলাাস' প্রসঙ্গে নিয়্যাত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-বাজূরী, হ'াশিয়াঃ, কায়রো ১৩০৩ হি., ১খ, ৫৭; (২) আশ-শা'রানী, আল-মীযানু'ল-কুবরা, কায়রো ১২৭৯ হি., ১খ, ১৩৫, ১৩৬, ১৬১; ২খ, ২, ২০, ৩০, ৪২; (৩) আল-গ'াযালী, কিতাবু'ল-ওয়াজীয, কায়রো ১৩১৭ হি., ১খ, ১১, ১২, ৪০, ৮৭, ১০০ প., ১০৬, ১১৫; (৪) ঐ লেখক, ইহ'য়া', ৪র্থ ও ৭ম; (৫) C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, i. 50, ii. 90; (৬) Th. W. Juynboll, Handleiding, Index; (৭) Wensinck, Handbook, দ্র. Intention; (৮) ঐ লেখক, De Intentie ... der semietische volken, in Versl. Med. Ak Amst, Ser. v., vol. iv 109 প.।

A.J. Wensinck (S.E.I.)/মুহ'ম্মদ আবদুর রহীম

নুস'ায়রী (نصيرى) সিরিয়ার চরমপন্থী শী'আঃ সম্প্রদায়ের নাম।

১। এই নামের ধাতুরূপ ও শব্দরূপ সম্পর্কে মতদ্বৈততা আছে। সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই যে, শব্দটি একটি নিস্বাঃ, ইব্‌ন নুস'ায়র হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন নুস'ায়র নামীরী 'আবদী, ('আবদু'ল-কায়স, বাকর গোত্র), তিনি ছিলেন এই সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম ধর্মতত্ত্ববিদ।

বস্তুতপক্ষে এই দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ খাস'ীবী (মৃ. ৩৪৬/৯৫৭)-এর সময় হইতে 'নুস'ায়রী' আখ্যাটি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইতোপূর্বে এই সম্প্রদায় নামীরিয়াঃ নামে পরিচিত ছিল (তাহারা নিজেদেরকে 'মু'মিনূন' নামেও আখ্যায়িত করিতেন)। 'নুস'ায়রী' সাম'আনী এবং ইবন্আাসীরঃ (ed. Derenbourg, p. 145, 286)-এর রচনায় সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি অঞ্চলের আংশিকভাবে দীক্ষিত একটি সম্প্রদায়ের প্রতিই কেবল প্রযোজ্য নহে; বরং যে চরমপন্থী শী'আঃ সম্প্রদায় মিসরে ও কুফাস্থ নদীর অববাহিকায় বাস করিতেন তাঁহাদের প্রতিও প্রযোজ্য। শী'আঃ লেখক ইবনু'ল-গ'দা'াইরী (মৃ. ৪১১ হি.) হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্নী লেখক ইবন হাযম পর্যন্ত বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কীয় গ্রন্থ রচনাকারিগণ (hersiographers) এই আখ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে একমত।

২। শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত : প্রশাসনিক, সামাজিক এবং ধর্মীয়।

(ক) প্রশাসন : সিরিয়ার আনস'ারীর পর্বত (প্রাক্তন জাবাল লুক্কাম), অরনটেসের (Orontes) পূর্বদিকের জাবালিস'কিয়ার (প্রাক্তন লিওয়া), যাহা দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত এবং ১৯২০ খৃ. হইতে ১৯৪৫ খৃ. সন পর্যন্ত 'আলাব'ীদের রাষ্ট্র ছিল (৬, ৫০০ বর্গকিলোমিটার, ১৯৩৩ সনের শেষভাগে ৩, ৩৪, ১৭৩ জনসংখ্যা, জনসংখ্যার ২,১৩,৩৬৬ জন নুস'ায়রী, ৬১,৮৩৭ জন সুন্নী স'াহয়ূনের উত্তরে এবং বাানিয়াাসে, ৫,৬৬১ জন ইসমা'ঈলী ক'াদমূস এবং মাস'য়াফে, ৫৩, ৬০১ জন গোড়াপন্থী খৃস্টান আল-হি'স'ন এবং ত'ারতূ'সের উত্তরে), রাজধানী লাযি'কিয়া (২২,০০০); দেশটি সহিষ্ণু প্রকৃতির কৃষিজীবীর আবাসভূমি (তামাক, রেশমের গুটি পোকা)। এই অঞ্চলের স্থানগুলির নামের অন্তরালে এম, হার্টম্যানের [M. Hartmann, ZDPV, xiv. (1891), 151-255] গবেষণায় দুইটি প্রভাব লক্ষিত হইয়াছে : একটি আরামিয়া ভাষার প্রভাব, অন্যটি বৃত্তিমূলক আলোচনায় ব্যবহৃত 'আরবী ভাষার প্রভাব। এই নামগুলির পিছনে আঞ্চলিক ধর্মীয় মতবাদের কোন প্রভাব পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হয় না, তবে আধুনিক শী'আঃ মতবাদ যার অন্তরালে পৌত্তলিক বা খৃস্টীয় কৃষ্টির ছাপ লক্ষণীয় নহে—তাহার প্রভাব দেখা যায়। নৃতত্ত্ব এবং লোকসাহিত্য সম্পর্কে অঞ্চলটিতে অনুসন্ধান এখনো আরম্ভ করা হয় নাই। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বাধা-নিষেধ দেখা গিয়াছে (Niebuhr. পূ. স্থা.; Dupont, JA. 1824, p. 134; Bakura, p. 57); কতকগুলি সাধারণ নিষিদ্ধ খাদ্য (উট, খরগোশ, ঈল-মাছ ইত্যাদি) এবং কতকগুলি শায়খিয়াদের নিকট বিশেষভাবে নিষিদ্ধ (স্ত্রী-জাতীয় জীবজন্তু, বিকলাঙ্গ জীবজন্তু, হরিণ, শূকর, কাঁকড়া, ঝিনুক জাতীয় প্রাণী, কুমড়া, ঝাম্মিয়া এবং টম্যাটো)। সেখানকার কুটীরশিল্প হইতেছে শুধু ঝুড়ি নির্মাণ।

(খ) সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে নুস'ায়রী শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন বংশোদ্ভূত সম্প্রদায়কে বুঝায়, ইহাদের প্রায় সকলেই 'আরবী ভাষাভাষী এবং নুস'ায়রী বিধিমতে জীবন যাপন করে। যথাঃ

১। 'আলাব'ী রাষ্ট্রের (২,১৩,০০০) অধিবাসিগণ খুব সম্ভব য়ামানের হামদানি এবং কিন্দাঃ (য়া'কূ'বী, BGA, ৭ খ, ৩২৪), গ'াস্সান, বাহ্‌রা ও তানূখ (হামদানী, সি'ফাঃ পৃ. ১৩২) বংশসমূহ হইতে উদ্ভূত এবং শী'আঃ মতে দীক্ষিত এবং ট্রিবোলিয়াস ও জাবাল 'আমিল (সেখানে এখনও মুতাওয়ালীগণ আছে) হইতে আলেপ্পো পর্যন্ত বিস্তৃত, ত'ায়্য এবং গ'াস্সান হইতে আগত উদ্বাস্তুগণ দ্বারা সংখ্যা বর্ধিত (নবম শতকের শেষভাগ)। তাহারা

ক্রুসেডের সময় বিতাড়িত হইয়া আমীর হ'াসান ইব্ন মাক্যূনের (মৃ. ৬৩৮/১২৪০, হ'াদ্দাদীনের পূর্বপুরুষ) সঙ্গে সিন্‌জার পর্বত হইতে আগমন করে এবং উক্ত এলাকায় তাহাদের শাসক-বংশ তাহাদের গোষ্ঠী এবং নৃতাত্ত্বিক গঠন অনুপ্রবিষ্ট করায় (M. B. Ghalib, Tawil. p. 356)। প্রধান বংশগুলির তালিকা পরে দেওয়া যাইতেছে (map in RMM. xlix: 6; তু. পূ. গ্র., xxxvi, 278; and Tawil, p. 349-52); উহা চারিটি দলে বিভক্ত :

১। কালবিয়া (কারদাহ'াতে, নাওয়্যাসি'য়াঃ, ক'ারাহি'লাঃ, জুল্লারকি'য়াঃ; রাশাবি'নাঃ, শালাহিমা, রাসাজিনাঃ, জুরদিয়াঃ, বায়তু'শ্-শিল্ফ, বায়ত মুহ'াম্মাদ এবং দারাবি'সাঃসহ) ২। খায়্যাত'ীন (মার্ক'াবে, স'ারামিতাঃ, মাখালিসাঃ, ফাক'াবি'রাঃ, 'আমামিরাঃ ['আব্দু'ল-ক'ায়সের সঙ্গে মিশ্রিত] সহ, ৩। হ'াদ্দাদীন (আমীর হ'াসান ইব্ন মাকযূনের (Makzun) গোত্র : মাহালিবাঃ, বানী 'আলী রাশ্‌তি'য়াঃ, 'আতারিয়াঃ, মাশালিবাঃসহ), এবং ৪। মাতাবি'রাঃ (নুমায়লাতিয়াঃ' আলেপ্পোর সাওয়্যারিক, স'াও-য়্যারিমাঃ, মাহ'ারিযাঃ যাহারা হাশিমী বলিয়া দাবী করে এবং বাশারিগ'াঃসহ)। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে তাহাদের রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত হইল আক্রমণকারিগণের অত্যাচার, (খৃস্টান ক্রুসেড যোদ্ধাগণ, বায়বার্স ইনি দেশকে মসজিদ দিয়া ছাইয়া ফেলেন, সা'ঈদু'ল-আন্‌স'ারের কন্যা দুর্‌রাতু'স'-স'াদাফের উপাখ্যান, [আলেপ্পোতে সা'ঈদের কবর আছে], ইনি তীমূরকে দামিশ্‌ক ধ্বংস করিতে প্ররোচিত করেন); সুলত'ান প্রথম সেলীমের সময় হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি এবং গৃহযুদ্ধ; তাহাদের নিজেদের মধ্যে এবং তুর্কীদের সহিত মিলিত হইয়া ক'াদমূস (ইহা একবার স্বল্পকালের জন্য ইহাদের হস্তচ্যুত হয় এবং ১৮০৮ খৃ. মাহ'ারিয়াঃ কর্তৃক পুনরাধিকৃত হয়) ও মাস্'য়াফের ইসমা'ঈলীদের বিরুদ্ধে।

২। আলেকজান্দ্রেতার সানজাকে (৫৮,০০০; এন্টিয়কে ১/৩), জুওয়্দীয়ি, সুওয়্দীয়ি, 'আয়দীয়ি, জিল্লীয়ি;

৩। সিরিয়া রাষ্ট্রে (২৯,৬২৩): হ'ামাহ্ এবং হি'ম্‌সে', আলেপ্পোর দুই অংশে; জিস্‌রের নিকট এবং হ্'লি হ্রদের উত্তরে (আয়ন ফীত্: ৩.০৬০);

৪। ফিলিস্তীনে (২,০০০): নাবুলুসের উত্তরে;

৫। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে সিলিসিয়াতে (ত'ারসূস এবং আদানাতে ১৯২১-এ ৮০,০০০, এখন তুর্কীভূত);

৬। ফুরাত নদীর তীরে: কুর্‌দিস্তান এবং পারস্যে চরমপন্থী শী'আঃভাবাপন্ন লোক বাস করে, তাহারা একই মত পোষণ করে বলিয়া তাহাদিগকে নুস'ায়রী ['আলী ইলাহী বা আহ্‌ল-ই-হ'াক্'ক' (দ্র.)-দের মধ্যে গণ্য করে] বলা হইত।

৭। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত লেবাননে (কিস্‌রাওয়্যানে) অনেকে বাস করিত।

(গ) ৩। ধর্ম : নুস'ায়রী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা এখানে অধিকতর বিস্তারিত পর্যালোচনা করিব।

সৃষ্টিতত্ত্ব এবং পরকালতত্ত্ব : নুস'ায়রীগণের মতে অনির্বচনীয় খোদায়ী সত্তার অব্যবহিত পরেই রহিয়াছে 'স্বর্গীয় সৃষ্টি'র আধ্যাত্মিক জগত (অথবা নক্ষত্র)। উহা তাঁহারই সত্তা হইতে পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত ক্রমানুসারে উদ্ভূত; ইসম, বাব এবং অন্যান্য প্রথম সাত শ্রেণীর আহ্‌লু'ল-মারাতিব উহা 'বিরাট আলোকোজ্জ্বল জগত' ('আলাম কাবীর নূরানী); উঁহারা যখন নীচে আবির্ভূত হয়, তখন 'ক্ষুদ্র আলোক জগতকে' ক্রমে ক্রমে স্বর্গলোকের দিকে ফিরাইয়া লইয়া যায়। এই ক্ষুদ্র আলোক জগত হইল পতিত সত্তা, অর্ধ-জড়ীভূত, দেহে কারারুদ্ধ এবং দেহই উহাদের সমাধি; এই প্রক্রিয়া পতিত সত্তাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে, উহাই তাহাদিগকে স্বর্গধামে ফিরাইয়া লইয়া যায় এবং তাহাদিগকে শেষ সাত আহ্‌লু'ল-মারাতিবের শ্রেণীসমূহে উন্নীত করে। তৎপর হইল 'অন্ধকারময় ক্ষুদ্র জগত' (জু'ল্‌মানী), নির্বাপিত আলোকমালা, যে সকল আত্মা পতনের কারণে রমণী এবং জীবজন্তুর দেহাভ্যন্তরে জড়ত্ব ধারণ করে (ক'ুম্‌স'ানু'ল-মাসূখিয়াঃ), সর্বশেষে অবস্থিত 'বৃহৎ তিমির জগৎ', উহা সকল রকম আলোকোজ্জ্বল জগতের বিরুদ্ধ বস্তুর (আদ্'দ'াদ) সমন্বয়ে গঠিত দানব-দৈত্য, যাহারা নিহত মানব এবং নিধনকৃত জীব-জন্তুর মৃতদেহের অগণিত পরিবর্তনের ফলে মৃত্যুর পরেও বিকম্পিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া পরে নিষ্ক্রিয় জড় পদার্থে রূপান্তরিত হয় (গঠিত ধাতুর)। এই পতন যেমন সাতটি স্তরে (স্বর্গীয় আবির্ভাব সন্দেহ) ঘটে, ঠিক সেই প্রকারে নির্বাচিতগণের প্রত্যাবর্তন ঘটে সাতটি চক্রের বা স্বর্গীয় নির্গমের (আদ্‌ওয়্যার-এর) মাধ্যমে।

প্রত্যাদেশ মতবাদ : অদৃশ্য (গ'ায়ব) ইলাহী 'ইবাদ'াতের যোগ্য, কিন্তু তাহা অবর্ণনীয় বিধায় উহার প্রথম বিকাশ নামের মাধ্যমে (ইস্‌ম)। নাম হইতেছে উচ্চারণযোগ্য ওয়াহ্'য়ির বাণী (নাতি'ক') বা ইলাহী কর্তৃত্বের ভাবার্থ (মা'না): আদিতে এই প্রকার মত প্রচারিত ছিল। ইসমা'ঈলী এবং নুস'ায়রী উভয়ের সাধারণ শিক্ষক ছিলেন উক্ত মতবাদ প্রচারক আবু'ল-খাত্'ত'াব। তাঁহার শিষ্য মায়মূন আল-ক'াদদাহ' মনে করিলেন যে, বস্তুর মাধ্যমে ইলাহীত্বের প্রকাশ উহার তাৎপর্য বা মা'না। (যাহা বাক্যহীন ধারণামাত্র) অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। মা'না তাঁহার মতে গ'ায়ব হইতে স্বতন্ত্র। তিনি উহাকে 'স'ামিত'-এর সহিত অভিন্নরূপে ধারণা করেন (নির্বাক ইমাম, নাতি'কে'র বিপরীত) এবং উহাকে মূল সত্তার (ইস্‌মের) নিম্নে আকস্মিক ব্যাপার হিসাবে গণ্য করেন। তৎপর উক্ত মত-বাদের প্রতিক্রিয়ার ফলে মাশ্‌শার, শা'ঈরী প্রমুখ খাত্'ত'াবিয়াগণ মা'না = স'ামিত-এর সমীকরণ রক্ষা করিয়া মা'নাকে 'ইসম'-এর উপর অগ্রাধিকার দান করেন। আবু'ল-খাত্'ত'াব প্রচার করেন; মুহ'াম্মাদীয় চক্রে অবর্ণনীয় ইলাহীত্বের গূঢ় তত্ত্ব পাঁচটি আশিসপ্রাপ্ত আস্‌মা'র মাধ্যমে প্রকাশিত মুহ'াম্মাদ, 'আলী', ফাতি'ম (ফাতি'মাঃ শব্দের পুংলিঙ্গরূপ, কারণ তাহাদের মতে স্ত্রীলোকের আত্মা বলিয়া কিছু নাই, এই কারণে নব দীক্ষিতগণের মধ্যে আপ্যায়নের জন্য তাহারা উপহারের অংশ কেন হয় তাহা বুঝা যায়), হ'াসান এবং হ'সায়ন (ইহাদের রহস্যময় একত্ব সমভাবে বিঘোষিত)। সমপর্যায়ের এই পাঁচটি নামের সমষ্টিতে মুবাহালার পাঁচজন পাওয়া যায় (তু. Massignon, Salman Pak, No. 7 of the Publ. de la Soc. des Etudes Iraniennes, 1933, p. 40-42)। মায়মূনের হাতে এই পাঁচজন অধঃক্রম অনুসারে পাঁচটি জাগতিক নামে পরিবর্তিত হইয়াছে। (দুরুযগণ বলেন, পাঁচটি ঐশী সংজ্ঞার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উহা অপেক্ষা নীচ প্রকৃতির): নাতি'ক' (= মীম), আসাস (= 'আয়ন), দা'ঈ, মা'যূ'ন, মুকাসির; ইহা হইতেই খারিজী ওয়ারজালানী মন্তব্য করেন, মীমের প্রাধান্য সর্বোপরি (তু. নূর মুহ'াম্মাদী), অথচ বাশ্‌শারের মতে পাঁচজনই

ছিলেন সমান এবং তাঁহারা মুহ'াম্মাদ, ফাতি'মা, হ'াসান, হ'সায়ন, মুহ'সীন; 'আলীকে মনে করা হয় যে, তিনি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকল যুক্তিতর্কের বাহিরে এবং অতিশয়োক্তির মাধ্যমে তাঁহাকে মা'নার সহিত অভেদ বলিয়া স্বীকার করা হয়। শেষোক্ত তালিকাটি নুস'ায়রীগণ গ্রহণ করেন। এই প্রকারে 'আলী তাহাদের ধর্মবিশ্বাস মতে ক্রমে প্রধানে পরিণত হন। ইহাই তাহাদের প্রভু, 'আলী' এই বিশ্বাসের উৎপত্তি। ইহা হইতে এই বিশ্বাস আগত কিনা তাহা সিরিয়ার পৌত্তলিকতা এবং দুরূযদের অবতারবাদে অনুসন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন। বাশ্শার এবং উলয়াঈয়াঃ (বা 'আয়নিয়াঃ), নুস'ায়রীগণ যাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সোজাসুজি মায়মূনের তালিকা অনুসরণ করেন এবং মীম ও 'আয়নের মধ্যে প্রাধান্যক্রম পরিবর্তন করিয়া স'ামিতকে (= মা'না) নাতি'ক' (= ইস্ম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। নীচে একটি দ্বিত্বমূলক তালিকা প্রদান করা গেল :

(ক) জু'হূরাত য'াতিয়ার সপ্ত-চক্রে ('আনওয়ার, কি'বাব যাহাকে কবিগণ নারীরূপে মানিয়া লইয়াছেন): ১। হাবীল, আদাম; ২। নূহ', শীছ'; ৩। য়ূসুফ, য়া'কূ'ব; ৪। য়ূশা', মূসা; ৫। আস'াফ, সুলায়মান; ৬। শাম্'উন, 'ঈসা; ৭। 'আলী (= আবূ তুরাব, আমীর আন-নাহ'ল), মুহ'াম্মাদ। খাস'ীবী স্বীকার করেন যে, আরো চুয়াল্লিশটি (৬৩-১৯) জু'হূরাত (মিছ'-লিয়াঃ) এই সপ্তচক্রের অন্তর্গত, (খ)—সাত্'রু'ল-আ'ইম্মা-তে (খাস'ীবী কর্তৃক স্বীকৃত, ইব্ন নুস'ায়র কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক তালিকার পরিবর্তে গৃহীত বারজন চিরায়ত ইমাম, প্রত্যেক ইমাম পূর্ববর্তীজনের ইস্ম থাকায় মা'নাতে উন্নীত হন। দুইটি স্বর্গীয় আবির্ভাবের প্রকাশ পদ্ধতি কায়াহীন দেহরূপ পর্দার অন্তরালে (তাগ্'য়ীব, ইহ্'তিজাব সংঘটিত হয়, ইহাই নুস'ায়রীগণের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি, এই দেহই বিশ্বাসীর অন্তর, সাময়িকভাবে উদ্ভাসিত হইবার আধার, দুরূযী মতানুসারে উহা কেবল মায়া (সারাব) এবং ইস্হ'াকি'য়াদের মতে উহাই বাস্তব, ক্রমাগত বিশুদ্ধকরণের ফলে দেহে রূপান্তরিত।

প্রশ্নোত্তর মতবাদ

আবু'ল-খাত্'ত'াব প্রচার করেন, ইস্মের পাঁচ ব্যক্তিকে এক বা একাধিক অনুপ্রাণিত ফিরিশতা স্বভাব মধ্যবর্তীজন (আস্বাব রূহ'ানীয়্যূন) বিশ্বাসীদের নিকট পরিচিত করাইয়াছেন (তাহাদের মধ্যে প্রথম হইতেছেন সালসাল, বা আস-সীন মুহ'াম্মাদীয় চক্রে সালমান; তু. সালমান পাক, পৃ. ৩৬)। তদীয় শিষ্য মায়মূনের মতে এই সকল মধ্যবর্তীগণ আস্মা'র পাঁচজন আধ্যাত্মিক প্রতিসম সত্তারূপে পরিগণিত হন ('আক্'ল সাল্মান; নাফ্স মিক্'দাদ; জাদ্দ্-আবূ য'ার্র; ফাত্হ' 'উছ'মান ইব্ন মাজ্'উন; খায়াল-'আম্মার ইব্ন য়াসির : এইভাবে দুরূয প্রশ্নোত্তরবাদের ৬০ নং পর্যন্ত)। নুস'ায়রীগণের মধ্যে এই পাঁচজন শিক্ষাদাতা সমান থাকিলেন এবং ইস্মের বহু নিম্নস্তরে অবস্থিত হইলেন এবং ইহারাই পাঁচজন আয়তাম (মিক্'দাদ, আবূ য'ার্র, 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহ'াঃ, 'উছ'মান ইব্ন মাজ্'উন এবং ক'ান্বার), সাল্মান তাঁহাদের সকলের উপরে, মা'না এবং ইস্মের পরেই তিনি তৃতীয় বাব। নুস'ায়রীয় ত্রয়ীবাদের মূল ভিত্তি এইরূপ, 'আয়ন-মীম্-সীন (মা'না-ইস্ম-বাব), উহাতে সিরিয়ার মৌলিক পৌত্তলিক ত্রিত্ববাদের চন্দ্র, সূর্য, আকাশ-এর প্রভাব আবিষ্কার নিষ্প্রয়োজন। জ্যোতির্ময়ীয় সাদৃশ্য নুস'ায়রী কবিদের প্রিয় বিষয় এবং কূফার শী'আঃ প্রশ্নোত্তরবাদে উহা হ'ার্রানী সা'বি'ঈন সম্প্রদায়ের প্রভাবে প্রবেশ লাভ করে; আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সূর্যের মুহ'াম্মাদে রূপান্তর এবং চন্দ্রের 'আলীতে রূপান্তর (চন্দ্র-ইমামের ন্যায় বৈধ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, তু. সাল্মান, পৃ. ৩৬, টীকা ৪); এই মতবাদ মুগ'ীরাঃ (মৃ. ১১৯ হি.) কূফাতে প্রকাশ করেন। Dussaud-এর অনুমান মতে, যদি পৌত্তলিকতার রেশ জ্যোতিষী আধ্যাত্মিকতার মূলে রহিয়া থাকে তাহা হইলে জাবাল লুক্কামের অশিক্ষিত কৃষকদের মধ্যে নহে; বরং হ'ার্রানের নগরবাসীদের মধ্যেই উহা বিদ্যমান রহিয়াছে।

বাবের ব্যক্তিসত্তার তালিকা নিম্নরূপ :

ক। সপ্তচক্রে (তাহারা বাস্তবিকপক্ষে ছয়জন, সাল্মান, দীর্ঘজীবী রূযবিহ): মাক'ামাত : ১। জিব্রাঈল; ২। য়ামীন; ৩। হ'াম ইব্ন কূশ; ৪। দান ইব্ন আস্'বাঊত; ৫। 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সিম্'আন; ৬। রূয্বিহ।

খ। সাত্রু'ল-আ'ইম্মাতে (এখানে মাত্র ১১) মাত'াজি' : ১। সালমান; ২। ক'ায়স ইব্ন ওয়ারাক'াঃ রিয়াহ'ী (সাফীনাঃ); ৩। রুশায়দ হাজারী (মৃ. ৫৮ হি.-এর কাছাকাছি); ৪। ক'ান্বার ইব্ন আবী খালিদ কাবিলী; ৫। য়াহ্'য়া ইব্ন মু'আম্মার ইব্ন উম্মি'ত'-তা'বী'ল (মৃ. আনু. ৮৩ হি.); ৬। জাবির ইব্ন য়াযীদ জু'ফী (মৃ. ১২৮ হি.); ৭। আবু'ল-খাত্'ত'াব মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী যায়নাব মিক'লাস আসাদী কাহিলী (মৃ. ১৩৮ হি.; তু. কাশী, পৃ. ১৯১); ৮। মুফাদ্'দা'ল ইব্ন 'উমার জু'ফী (মৃ. আনু. ১৭০ হি.); ৯। মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুফাদ্'দ'াল জু'ফী; ১০। 'উমার ইব্নু'ল-ফুরাত (জু'ফী, ২০৩ হি. ইব্রাহীম ইব্নু'ল-মাহ্দী কর্তৃক নিহত); ১১। মুহ'াম্মাদ ইব্ন নুস'ায়র 'আব্দী (বাব, আনু. হি. ২৪৫, মৃ. ২৭০ হি.)। সাত নম্বর হইতে শুরু করিয়া এই সকল ব্যক্তি বাস্তবিকপক্ষে দলের নেতৃত্ব করিয়াছেন (৯—১০ নম্বর ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুহ'াম্মাদ ইব্ন সিনান); দশ নম্বর ব্যক্তির ভাগিনেয়, উযীর ইব্নু'ল-ফুরাতের পিতামহ ছিলেন ইব্ন নুস'ায়রের প্রধান সমর্থনকারী।

বাবের নীচেই পঞ্চ আয়তামের স্থান। আয়তামকে তিনি সৃষ্টি-উপাদানের প্রভু এবং দীক্ষার মাধ্যমে আত্মার উদ্ভাবন কাজে 'বাব'-এর সহায়তাকারীরূপে গণ্য করেন। উপরে প্রদত্ত নুস'ায়রী আয়তামদের তালিকা (সাল্মানের দুরূয হ'দূদ "প্রভাশীজা কুমারীর" তালিকা; নুস'ায়রী আয়তামের ন্যায় দীকু'ল-'আরশ-এর দাজাজাত সাল্মান) শায়মীর (আস্তারাবাদী, মানহাজ, পৃ. ২২৫) এবং শামিরের খাত'ত'াবিয়দের তালিকার সহিত তুলনা করা উচিত (REI, 1932, পৃ. 442, তর্জমা. Ivanow)।

৪। দীক্ষা

দীক্ষার তিনটি স্তর আছে (নাজীব, নাক'ীব, ইমাম)। প্রথম স্তরে আছে ভাব-গম্ভীর প্রতিজ্ঞা ('ইক'াদ, খিত'াব, ত'াল্লাক' মু'আল্লাক'সহ; এই আধ্যাত্মিক উদ্বাহের [নিকাহ'স-সামা'] কিছুই প্রকাশ করা হয় না)। ইহাতে দীক্ষা দানকারীর বাক্য দীক্ষা গ্রহণকারীর আত্মাকে তিন পর্যায়ে উর্বরতা দান করে; উহার আনুষ্ঠানিক কার্যাবলী চরমপন্থী শী'আঃ সম্প্রদায়ের ক্রিয়া পদ্ধতির সহিত সম্পর্কিত এবং তাহাদের ও হ'ার্রানের স'াবিয়ানদের সম্প্রদায়ের মাধ্যমে এশিয়ার প্রাচীন রহস্যবাদের সহিত সম্পর্কিত (তু. শাদ্দ Dussand, পৃ. ১০৩—১১৯; বাকূরাঃ, পৃ. ২৭—৭, ৮১)। দীক্ষাকালে মেহেন্দ্রের

প্রত্যাশাস্বরূপ মদের পেয়ালায় ('আব্দু'ন-নূর নামে অভিহিত, Cat. No. 91) মদ্যপান করা হয়।

দীক্ষাকালীন উপদেশ মূলত ইসলামের সাত ধর্মবিধির (দা'আ'ইম) উগ্র শী'আঃ প্রতীক (তা'বীল)। ঐগুলির (দা'আইম) প্রতি ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যথাঃ ১। স'লাত ঃ পাঁচ আওকাত হযরত মুহ'াম্মাদ (স') দ্বারা (জু'হ্র, ইসহ'াকি'য়াদের মধ্যেও একইরূপ), ফাতি'মা, হ'াসান, হ'সায়ন এবং মুহ্'সিন (ফাজ্র; দুরূয এবং পামিরের খাত্'ত'াবিয়দের মধ্যে; নুক'াবা', আবূ য'ার্র্, মিক্'দাদ, সাল্মান দ্বারা)। অনুরূপ সাতের (তৎপর ৫১) রাক্'আহ্; ২। স'াওম; ত্রিশজন পুরুষের নাম (দিন) এবং ত্রিশজন নারীর নাম (রামাদ'ানের রাত্রি) সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়; ৩। যাকাত ঃ সাল্মান দ্বারা; ৪। হ'াজ্জ ঃ "পবিত্র ভূমি চতুর্দিকে বিস্তৃত বার মাইল", ইহাই সম্প্রদায়, বায়ত-ইস্ম; কৃষ্ণ প্রস্তর-মিক্'দাদ, সপ্ত আশওয়াত'-সপ্তচক্র; ৫। জিহাদ-বিরোধীদের উপর অভিশাপ (বাকূরাঃ, পৃ. ৪৪) এবং গূঢ় তত্ত্বের শৃঙ্খলা বিধান; ৬। বি'লায়াত-'আলী বংশের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাহাদের শত্রুদের প্রতি ঘৃণা; ৭। শাহাদাঃ 'আয়ন-মীম্-সীন মূল-সূত্রের সহিত সম্পর্কিত। কু'রআনের শিক্ষা 'আলীর প্রতি অনুরাগের দীক্ষা, সালমানই (জিব্রাঈল নামে) মুহ'াম্মাদকে কুর'আন শিক্ষা দেন'।

বাৎসরিক উৎসবের অন্তর্গত ঃ শী'আঃ চান্দ্রমাসিক উৎসবসমূহ, ফিত্'র, আদ্'হ'া, গ'াদীর, মুবাহালাঃ ফিরাশ, 'আশূরাঃ, ৯ই রাবী-'উ'ল-আওওয়াল ('উমারের শাহাদাত), পনরই শা'বান (সাল্মানের মৃত্যু); আর কতিপয় সৌর মাসিক উৎসব ঃ নাওরোয এবং মিহ্রজান, খ্রীস্টমাস এবং এপিফেনি; ১৭ই আযা'ার (মার্চ), সেন্ট বার্বারা। এই সকল উৎসবের অন্তর্গত কতিপয় যীশু সম্পর্কীয় উৎসব, ভ্রান্তভাবে উহাদিগকে Masses নামে অভিহিত করা হয় (কু'দ্-দাস্'ত'-ত'ীব, আল-বাখুর, আল-ইশারাঃ)।

৫। সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ঃ সম্প্রদায়ের যাবতীয় দীক্ষা সম্পর্কীয় ইস্নাদ খাস'ীবী হইতে ইব্ন নুস'ায়র পর্যন্ত দুইজন মধ্যবর্তী মুহ'াম্মাদ ইব্ন জুন্দাব এবং মুহ'াম্মাদ আল-জান্নান আল-জুমুবুলানী মারফত প্রচলিত। ইব্ন নুস'ায়র ছিলেন বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং 'আস্কারীর শিক্ষক। দশম শী'ঈ ইমাম ছিলেন 'আলী নাক'ী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহ'াম্মাদ তাঁহার পূর্বে ২৪৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ২৪৫ হিজরীতে নুস'ায়র নিজেকে তাঁহাদের বাব বলিয়া বিঘোষিত করেন। ২৪৯ হিজরী, ইব্ন নুস'ায়রের মতে মাহদীর অন্তর্ধানের বৎসর (ইব্ন বাবাওয়ায়হ, গ'ায়বাঃ, পৃ. ৬২, ছত্র ১২, ইহা নাওবাখ্তী, ফিরাক', পৃ. ৭৭, ৮৩ হইতে গৃহীত; হ'াম্দানীয় আমীর আবূ ফিরাস তখনও এইরূপ বিশ্বাস করিতেন, দীওয়ান, ১৮৭৩ খৃ., পৃ. ৩৯)। একমাত্র খাস'ীবী বলেন যে, ইব্ন নুস'ায়র একাদশ ইমামের সহিত যোগদান করিয়া (নূরী, নাফাস, পৃ. ১৪৪) তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন হ'াসানকে মাহ্দীরূপে স্বীকার করেন।

ইব্ন নুস'ায়রের দুইজন স্থলবর্তীর দ্বিতীয়জন, খাস'ীবীর ন্যায়, কূফা এবং ওয়াসিত'-এর মধ্যবর্তী জুমুলায় বাস করিতেন। ঐ স্থান ছিল যান্জ এবং কারমাতি'য়া বিদ্রোহীদের কেন্দ্রস্থল (ত'াবারী, ৩য়, ১৫১৭, ১৯২৫, ২১৯৮; মাস্'ঊদী, তান্বীহ, পৃ. ৩৯১) এবং ইব্ন ওয়াহ্'শীয়ার জন্মস্থান। হু'সায়ন ইব্ন হ'াম্দান খাস'ীবী (উচ্চারণ য'াহাবী, মুশ্তাবিহ কর্তৃক সমর্থিত, পারস্য এবং ইরাকে এক্ষণে ভুলক্রমে হ'াদি'নীরূপে উল্লিখিত) ৩৪৬/৯৫৭ অথবা ৩৫৮/৯৬৮ সালে আলেপ্পোতে দেহত্যাগ করেন (কবর উত্তর দিকে, উহার নাম শায়খ বায়্রাক'); তিনিই নুস'ায়রী সম্প্রদায়ের প্রকৃত স্থাপয়িতা ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হ'াম্দানীদের ন্যায় তিনি ও কূফা (৩৪৪ হিজরীতে আস্তারাবাদীর মতে; উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১২ ব.) এবং আলেপ্পোর মধ্যবর্তী কোন এক স্থানে বসবাস করিতেন, তাঁহাদের নামে তিনি তৎপ্রণীত হিদায়াঃ উৎসর্গ করেন; তাঁহার রিসালাঃ রাস্তবাশিয়াঃ (ত'াব'ীল, পৃ. ১১৬ প., ২৪০, ২৫৭) তুলনা করুন। তাঁহার একান্নজন শিষ্যের মধ্যে সমধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী জিল্লী। তিনি এন্টিয়কের নিকট জিল্লীয়াতে বসবাস করিতেন, যেখানে হ'ায়দারীদের প্রধান অদ্যাবধি বাস করেন। তাঁহার সরাসরি শিষ্য ছিলেন সা'ঈদ মায়মূন ত'াবারানী (মৃ. ৪২৭/১০৩৫), লাতাকিয়ার ইস্হ'াক'ীয় প্রধান আবূ দাহীবাঃ ইসমা'ঈল ইব্ন খাল্লাদের বিরুদ্ধে তিনি বহু বিতর্কমূলক পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার পরেই উল্লেখযোগ্য 'ইস্'মাত আদ্-দাওলা, হ'াতিম ত'াওবানী (মৃ. ৭০০/১৩০০, প্যারিস পাণ্ডুলিপি ১৪৫০, পত্র ১১২ ক; ত'াব'ীল, পৃ. ৩১৫, তিনি রিসালাঃ কু'ব্-রুসীয়াঃ-এর গ্রন্থকার), 'আনাঃ এলাকার হ'াসান আজ্রাদ, তিনি লাতাকিয়াতে ৮৩৬/১৪৩২ অব্দে (ত'াব'ীল, পৃ. ৩১৭) মৃত্যুবরণ করেন। তৎপর উল্লেখযোগ্য কতিপয় দলীয় নেতা, যথাঃ ক'াম্মারী কবি মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়ূনুস কালাযী (১০১১/১৬০২), ইনি এ্যান্টিয়কের নিকট বাস করিতেন, 'আলী মাখূসী, নাসি'র নায়স'াফী এবং য়ুসুফ 'উবায়দী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কথিত চারি নুস'ায়রী সম্প্রদায় মিলিত হইয়া দুইটিতে পরিণত হয়; উত্তরের সম্প্রদায়টি (শাম্সিয়্যাঃ কারণ উহা মীমিয়্যাঃ, শামালিয়্যাঃ হ'ায়-দারিয়াঃ; 'আলী হ'ায়দারীর নাম হইতে উদ্ভূত, যিনি ইহার প্রধান ছিলেন নবম হি. পঞ্চদশ খৃস্টীয় শতকে-গ'ায়বিয়্যাঃ) এবং দক্ষিণেরটি (কি'বূলিয়্যা, কারণ উহাই সেখানে প্রবল) 'আয়নিয়্যাঃ তৎপর ক'াম্মারিয়্যাঃ।

নুস'ায়রীয়গণের মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ১৭৮০ খৃস্টাব্দে Niebuhr যে চারিজন মুক'াদ্দামের কথা উল্লেখ করেন তাঁহারা (লাতাকিয়ার নিকট বাহ্লুলীয়, সিমেরীয় খাওয়াবী স'াফীতা এবং জাবাল ক'াল্বীয়) পার্থিব শাসনকর্তা ছিলেন। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে সেখানে দুইজন আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন; সিন্নিসিয়াতে বাদ'চিবাশী (শাম্সী) এবং কার্-দাহাতে খাদিম আহ্লু'ল-বায়ত (ক'াম্মারী), (১৯৩৩-এ স্লিমান আল-আহ্'মাদ, তিনি ছিলেন নুমায়লাতিয়ার অধিবাসী)। ১৯২০ খৃস্টাব্দে দক্ষিণের জা'ফারী শী'ঈ কাযীগণ নুস'ায়রী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান লাভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নুস'ায়রী ও মুসলিম সূত্র ঃ দুরূযদের ন্যায় (দ্র. de Sacy and Seybold) নুস'ায়রীর কোন প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ নাই। কিন্তু Catalago 80 খানা বাতি'নী গ্রন্থের একটি তালিকা (JA, 1876) দিয়াছেন। ঐগুলির মধ্যে ২৯ খানা ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে এবং ১১ খানা কবিতা গ্রন্থ (উহার নমুনার অনুবাদ করিয়াছেন Huart. JA. ১৮৭৯) আমরা ২০ নং কিতাবু'ল-মাজ্মূ'-এর স'লাতের জন্য ১৬টি সূরার (বাকূরাঃ, পৃ. ৭—৩৪ ও Dussand, পৃ. ১৮১—১৮৯, অনুবাদসহ) উল্লেখ করিতে পারি। এতদ্ব্যতীত

১৯নং তাবারানীর কিতাব মাজমূ'ল-আ'য়াদ, JA, ১৮৪৮-এ এবং RMM, xlix, ৫৭-৬০-এ বিশ্লেষণকৃত গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। এই তালিকা (apocrypha in Paris MSS 1449—1450 etc.) আরও বর্ধিত করা যায়। এই সম্প্রদায়ের লেখকদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জীর একটি সংগ্রহ আছে। উহা Ivanow কর্তৃক প্রকাশিত ইসমা'ঈলী লেখকদের সম্পর্কে রচিত গ্রন্থের অনুরূপ। নুসায়রী লেখকগণ উদারপন্থী শী'আদের গ্রন্থ যথেষ্ট ব্যবহার করেন (ত'াবারানী কর্তৃক মুফীদ উদ্ধৃত হইয়াছে), এমন কি তাঁহারা কয়েকখানি শী'ঈ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, যথাঃ খাস'ইবীকৃত হিদায়াঃ। এই গ্রন্থ এখনও ইরানে পঠিত হয়। দুইখানি নুসায়রী প্রশ্নোত্তরমূলক গ্রন্থ অধীত হইয়াছে। তা'লীম দি'য়ানাতি'ন-নুসায়রীয়াঃ, ১০১টি প্রশ্নসহ (Paris MS. 6182; Wolf কর্তৃক ZDMG, iii. 302-309-এ বিশ্লেষিত। সেখানে নং ৮৮ নাই)।

এইখানি আধুনিক খৃস্টানদের বিরুদ্ধে লিখিত এবং আঃ বায়ত'ার কর্তৃক লিখিত প্রাচীন বিধিপুস্তক বলিয়া কথিত (Niebuhr কর্তৃক Reisen, ii. 440-444-এ বিশ্লেষণকৃত)। নুসায়রীদের অনুষ্ঠানরীতি সম্পর্কে (যদিও নিরপেক্ষ ও নির্ভুল নহে) একখানি মূল্যবান গ্রন্থ ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে বৈরুতে জনৈক খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত নুসায়রী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ব্যক্তি ছিলেন আদানার সুলায়মান (তাঁহাকে হত্যা করা হয়)ঃ বাকুরা সুলায়মানীয়াঃ (১১৯ পৃ.; Salisbury কর্তৃক আংশিক অনূদিত JAOS-এতে, 1868, p. 227-308; তু. ত'াব'ীল, পৃ. ৩৮৬; ইহার প্রথম অংশ কোন একটি প্রামাণ্য সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ হইতে গৃহীত, উহাতে দীক্ষার কোন অধ্যায় নাই। তু. MS. তায়মুর, 'আক, নং ৫৬৪)। আদানার আল আত'-ত'াবি'ঈের মুহ'াম্মাদ আমীন গালিব (মৃ. ১৯৩২ খৃ.) কর্তৃক তা'রীখু'ল-'আলাব'ীয়ীন নামক একখানি জনপ্রিয় ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা লাত্তাকিয়ার তারাক্'ক'ী হইতে ১৩৪৩/১৯২৪-এ ৪৭৮ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছিল। দুইখানি অভিযোগ খণ্ডন পুস্তক প্রসিদ্ধ; একখানি দুরুযী, উহার লেখক হ'াম্যাঃ (রিসালাঃ দামিগা; গ্রন্থাবলীর ১৬ নং; সম্ভবত উহা Catalago-এর তালিকায় ৯ নম্বর গ্রন্থের খণ্ডনকারী) এবং আর একটি সুন্নী, উহার লেখক ইব্‌ন তায়মিয়া (ফাত্ওয়া, পৃ. ৯৪—১০২, মাজমূ', কায়রো ১৩২৩; অনুবাদ Guyard, in JA. ser. 6, vol. xviii., 1871, p. 158)।

২। পাশ্চাত্য গ্রন্থসমূহঃ R. Dussaud, Histoire et religion des Nosairis, Paris 1900, pp. 35-213 (তু. Goldziher, in ARW, 1901, p. 85-96), এই গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জী ১৮৯৯ খৃ. পর্যন্ত বিস্তৃত। H. Lammens in Etudes Religieuses, Paris 1899, p. 461; ROC, 1899, p. 572; 1900, p. 99, 303, 423; 1901, p. 33; 1902, p. 442; 1903, p. 149; JA, 1915, p. 139-159; তু. his Syrie, 1921, i. 184, কৃত Dussaud-এর গ্রন্থ অবলম্বনে R. Basset রচিত প্রবন্ধ [in Hasting's, ix (1917), 417-419], মানচিত্র, তালিকা ও চিত্র, General Nieger কৃত, L. Massignon কর্তৃক RM. xxxvi (1920), p. 271-280 এবং xlix. [1922], p. 1-69-প্রকাশিত; G. Samne, La Syrie, 1921, p. 337-342; J. de la Roche (in 'La Geographie', xxxviii, 1922, p. 279, and "Asie francaise", 1931, p. 166); A. Brun (in La Geographie", xliii [1925], p. 153; P. May, L'Alaouite (Plate, Bairut, [1931]); Paul Jacquot, L'Etat des Alaouites (Second ed., 1931, 264 pp.); E. Janot, Des croisades au mandat, Lyons 1934; J. Weulersse, in BEt—Or. 1934; ঐ লেখক, Le Pays des Alaouites, Paris 1940; L. Massignon, in Eranos-Jahrbuch 1937; ঐ লেখক, in ZDMG 1938; ঐ লেখক, in Melanges Dussaud; R. Strothmann, in Isl. 1946 and NGW. Gott, 1950.

৩। আরবীতে আধুনিক গ্রন্থগুলিঃ কুর্দ 'আলী, খিত'াতু'শ-শাম (১৯২৮), ৬ষ, ২৫৮—২৬৪; কামিল গায্যী নাহ্‌রু'য-য'াহাব (আলেপ্পো ১৩৪২ হি., ১ম, ২০৪—২০৫); আরও দ্র. বৈরূত পত্রিকা (আহ্'রার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ খৃ.) ও দামিশ্‌ক পত্রিকা (আয়্যাম, ২৯শে মার্চ, ১৯৩৩)।

L. Masignon (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

নূর (نور) ('আ.) অর্থ জ্যোতি। "আল্লাহ্‌ই জ্যোতি এবং তিনি স্বীয় জ্যোতিতে সমস্ত বিশ্বে ও মানুষের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকেন", এই মতবাদ বহু প্রাচীন এবং প্রাচ্যের ধর্মসমূহে এবং গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রে ইহা পরিব্যাপ্ত। এ স্থলে ইহার প্রাথমিক ইতিহাস পর্যালোচনা করা সম্ভব নহে। বাইবেলে অনুরূপ মতবাদের প্রতি ইঙ্গিত আছে, উহা উল্লেখ করিলেই এ স্থলে যথেষ্ট হইবে, (eg. Gen. 1.3; Isaiah, Lx. 1, 19; Zach., iv.; John. 1. 4-9; iii. 19; v. 35, viii., 12; xii. 35 and Rev. xxi. 23 প.)।

কু'রআনে এই জ্যোতি সম্পর্কে বহু আয়াত রহিয়াছে, (কু'রআন ২৪ : ৩৫ আয়াত আন্-নূর; ইহার সহিত তু. ৩৩ : ৪৬ [মুহ'াম্মাদ (স') প্রদীপরূপে প্রেরিত], ৬১ : ৮ (ইসলাম আল্লাহর নূর), ৬৪ : ৮ (কু'রআন অবতীর্ণ নূর)। আয়াতু'ন-নূর এই : "আল্লাহ্ আকাশ ও ভূ-মণ্ডলের জ্যোতি, তাঁহার জ্যোতির উপমা যেমন কুলুঙ্গী, উহার মধ্যে প্রদীপ, সেই প্রদীপ কাঁচের মধ্যে, সেই কাঁচ যেন অত্যুজ্জ্বল তারকা, (সেই প্রদীপ) মঙ্গলময় যায়তুন বৃক্ষের (তৈল) দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হয় যাহা (যে যায়তুন) না পূর্ব দেশীয় আর না পশ্চিম দেশীয়, ইহার তৈল এমন (স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল) যে, উহা নিজেই প্রায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, যদিও উহাকে অগ্নি স্পর্শ করে না; জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে স্বীয় জ্যোতির দিকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; আল্লাহ্ মানুষের জন্য রূপক ব্যবহার করেন এবং তিনি সমস্ত বিষয়ে অবগত আছেন।"

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে ইহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে যে, ধর্ম-জ্ঞানের জ্যোতি সম্পর্কে এবং যে সত্য আল্লাহ্ স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে তাঁহার সৃষ্ট মানবকে বিশেষত মু'মিনদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন, সেই সত্য সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত (কু'রআনে, ২৪ : ৪০ তু.)। ইহা নিছক আলোক, আলোকের উপর আলোক, অগ্নির (নার) সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। যায়তুনের তৈলে ইহা প্রজ্জ্বলিত হয়, সম্ভবত ইহা পার্থিব বস্তু নহে (তু. A. J. Wensinck, Tree and Bird as Cosmological Symbols in Western Asia, in Verh. Ak. Amst., 1921, p. 27 প.)। পরিশেষে আল্লাহ্‌ই সর্বতভাবে মানুষকে উপদেশ প্রদান করেন এবং

তিনিই তাহাদিগকে তাঁহার প্রত্যাদেশের আলোকের দিকে পরিচালিত করেন (কু'রআন, ৬৪ : ৮ তু.)। এখানেই যে অতীন্দ্রিয় ধারণার সন্ধান মিলে ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু বাস্তববাদী ধর্মশাস্ত্রবিদগণ স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির তুলনা বর্জন অথবা অবাস্তব অতীন্দ্রিয়বাদিগণকে প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র জ্যোতিকে তাঁহার সুপথ প্রদর্শনের প্রতীকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাখ্যা ব্যাপারে দার্শনিকগণ অপেক্ষা এই ধর্মশাস্ত্রবিদগণই কু'রআনের প্রকাশ্য অর্থের অধিকতর নিকটবর্তী কু'রআনে আল্লাহ্‌কে সর্বজ্ঞ ('আলীম) ও পথপ্রদর্শক (হাদী) বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে ব্যাখ্যার জন্য গভীর চিন্তার প্রয়োজন হয় না। আল-আশ'আরী বলেন, (মাক'ালাত, ed. Ritter, ২ : ৫৩৪) মু'তাযিলাঃ সম্প্রদায়ভুক্ত আল-হ'সায়ন আন-নাজ্জার আয়াত নূরের এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীবাসীকে সুপথ প্রদান করিয়া থাকেন। যায়দীগণও নূরকে আল্লাহ্ কর্তৃক সুপথ প্রদর্শন বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আনুমানিক হিজরী, ১০০ সন হইতে ইসলামী দর্শনশাস্ত্রে নূর সম্পর্কে মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মতবাদ অনুযায়ী আল্লাহ্ মূলত জ্যোতি, আদিম আলোক এবং এজন্যই তিনি সকল সৃষ্টি, সকল প্রাণ এবং সকল জ্ঞানের মূল উৎস, বিশেষ করিয়া অতীন্দ্রিয়বাদিগণের আবেগপ্রসূত চিন্তাধারায় সকল সত্তা, সংজ্ঞা ও ধারণার সমন্বয় ঘটিয়া তাহাদের মধ্যেই উক্ত ধারণা বিকাশপ্রাপ্ত হয়। কু'রআনের নূর সম্পর্কিত আয়াতসমূহ সম্বন্ধে চিন্তা, পারসিক ভাবোদ্দীপনা, অতীন্দ্রিয়বাদিগণের প্রশ্নাবলী ও পরিশেষে গ্রীক-দর্শন এই নূতন ভাবধারার উপাদান যোগাইয়াছিল। কুমায়ত (মৃ. ৭৪৩ খৃ.) এই ধুয়া তোলে যে, উক্ত জ্যোতি হযরত আদাম ('আ) হইতে আরম্ভ করিয়া হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর মধ্যস্থতায় হযরত 'আলী (রা)-এর পরিবারে অনুপ্রবেশ করে (শী'আঃ প্রবন্ধ দ্র.)। সাহ্‌ল আত-তুস্‌তারী (মৃ. ৮৯৬ খৃ.) নূরের মতবাদ সম্পর্কে যুক্তিতর্ক সহকারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন (Massignon, Textes ined, p. ৩৯ এবং সাহ্‌ল আত্-তুস্‌তারী প্রবন্ধ দ্র.)।

ইসলামে নূর-দর্শনের প্রথম প্রবক্তাগণকে শাশ্বত সত্তারূপে নূর ও জু'ল্‌মাতের (অন্ধকার) দ্বৈতবাদের দরুন লোকে মানীর (পারস্যের জনৈক ধর্মপ্রবর্তক, মৃ. ২৭৩ অথবা ২৭৪ খৃ.) অনুসারী বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিল। আল্লাহ্ মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া সৃষ্টি করিলেন, অতঃপর তিনি তাহার নূরের অংশবিশেষ পতিত করিলেন; যাহার উপর ঐ নূর পড়িল সে সুপথ পাইল, (তিরমিয'ী, কিতাবু'ল-ঈমান, বাব ১৮)। চিকিৎসক রাযী (মৃ. ৯২৫ অথবা ৯৩২ খৃ.) গ্রীক দার্শনিকের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও পারস্যের মতবাদ গ্রহণ করেন এবং এইজন্যই বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রবিদ ও দার্শনিকগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন বা তাঁহাকে মন্দ বলেন। এই দ্বৈতবাদের কারণে অনেক সূ'ফীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে।

খৃস্টীয় নবম শতাব্দী হইতে নূর সম্পর্কে আলোচনা নব্য আফ্‌লাতূ'নী মতবাদিগণের অদ্বৈতবাদী মতবাদের মাধ্যমে প্রবল সমর্থন লাভ করিতে থাকে। ইসলামের অদ্বৈতবাদের সহিত নব্য আফলাতূ'নী-দের মিল রহিয়াছে। এই মতবাদের জনক প্লেটো (Plato) (মৃ. খৃ. পূ. ৩৪৭) তাঁহার Politeia পুস্তকে (506 D. প.) অতীন্দ্রিয় জগতের 'সৎ' স্বরূপ মতবাদকে জড় জগতের আলোকরূপ সূর্যের সহিত তুলনা করেন। সুতরাং এই তুলনা আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে নহে; বরং ইহা মনোজগতের সঙ্গে উহার প্রতিচ্ছবি জড় জগতের তুলনা। ঊর্ধ্ব জগতের আলোক বিশুদ্ধ, অতি উজ্জ্বল; নিম্ন জড়-জগতের এই আলোক কথঞ্চিৎ অন্ধকার মিশ্রিত। নব্য আফ্‌লাতূ'নী-দের মতে 'সৎ'-এর ধারণাই হইতেছে মহান আল্লাহ্‌র ধারণা এবং উহাই হইতেছে পবিত্র আলোকের ধারণা। এরিস্টটলের (Aristotle) (মৃ. খৃ. পূ. ৩২২)-এর মতে আলোক শরীরী নহে (De anima, ii. 7, 418); সুতরাং তাঁহার এই মতবাদেও উক্ত প্রভেদ-ধারণা সহজতর হইয়া উঠে। উপরিউক্ত মতবাদ সম্পূর্ণ স্পষ্ট না হইলেও ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এরিস্টটল আলোককে সক্রিয় শক্তি হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। যাহা হউক, এস্থলে ইহার কোন গুরুত্ব নাই। নব্য পিথাগোরীয় ও নব্য আফ্‌লাতূ'নীগণ এরিস্টটলের বর্ণিত অনেক শক্তিকে ও আফলাতূ'নী মতবাদকে কোন কোন সময় শক্তি, আবার কখনও কখনও সত্তারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এরিস্টটলের মতে অন্ধকার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নহে; বরং ইহা আলোকশূন্যতাকেই বুঝায়।

এই মত হইতেই আরবীতে 'এরিস্টটলের ধর্মতত্ত্ব'-এর বিকাশ পাইয়াছে। ইহার সূচনার দিকেই বলা হইয়াছে (ed. Dietorici, p. 3), আদিম কারণ সৃষ্টিকর্তা আলোকের শক্তিকে (কু'ওওয়াঃ নূরীয়াঃ) 'আক্'ল (বোধি) সংক্রামিত করেন এবং 'আক্'ল কর্তৃক উহা বিশ্বাত্মায় সংক্রামিত হয়, তৎপর 'আক্'ল হইতে বিশ্বাত্মার মধ্যস্থতায় উহা প্রকৃতিতে সংক্রামিত হয় এবং বিশ্বাত্মা হইতে প্রকৃতির মধ্যস্থতায় সৃষ্ট নশ্বর বস্তুতে সংক্রামিত হয়। সৃষ্টি-বিকাশের এই পদ্ধতি গতিবিধি ব্যতীতই অবিশ্রান্তভাবে চলিতেছে। কিন্তু যে আল্লাহ্ আলোকের শক্তি নিঃসারিত করেন, তিনি নিজেও আলোক (নূর; হ'সুন ও বাহা'), আদি আলোক (পৃ. ৫১) বা (পৃ. ৪৪) আলোকের আলোক। আল্লাহ্‌র আলোক তাঁহার সত্তার মধ্যে নিহিত (পৃ. ৫১), উহা তাঁহার গুণস্বরূপ (সি'ফাত) নহে; কারণ গুণ বলিয়া তাঁহার কিছু নাই। কাজেই তাঁহার আলোক তাঁহার সত্তার (হুব'ীয়ার) মাধ্যমেই কার্যকর হইয়া থাকে। সমস্ত জগত জুড়িয়া বিশেষভাবে মানব জগতের ভিতর দিয়া এই আলোক প্রবাহ চলিতে থাকে। অতীন্দ্রিয় মজ (পৃ. ১৫০) হইতে প্রথম মানুষে, প্রথম মানুষ (ইনসানে 'আক্'লী) হইতে ইহা দ্বিতীয় মানুষে (ইন্‌সানে নাফ্‌সানী) অনু-প্রবেশ করে এবং তৎপর দ্বিতীয় মানুষ হইতে তৃতীয় মানুষে (ইন্‌সানে জিস্‌মানী) সংক্রামিত হয়। এই সমস্তই তথাকথিত বাস্তব মানুষের মূল। অবশ্য জ্ঞানী ও সৎ ব্যক্তিদের আত্মাতেই এই আলোক সর্বাধিক অবিমিশ্ররূপে পাওয়া যায় (পৃ. ৫১)। ইহাও লক্ষণীয় যে, আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে (রূহ'ানী 'আক্'লী) নূর এবং অগ্নি এক নহে। কারণ অগ্নির একমাত্র জড় বস্তুকে দাহনের শক্তি রহিয়াছে (পৃ. ৮৫)। অবশ্য অপর সকল বস্তুর ন্যায় অগ্নিরও অতীন্দ্রিয় উৎসমূল রহিয়াছে। কিন্তু আলোক অপেক্ষা জীবনের সহিতই ইহার সম্পর্ক অধিক। গ্রীক দর্শনের এই মতবাদের সহিত কু'রআন ও ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই।

আলোকের সৃজনধর্মী অধোগতি সম্পর্কে যে ক্রম রহিয়াছে জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বজগতে আত্মার উন্নীত হওয়ার ক্রমও তদ্রূপ (পৃ. ৮)। এই প্রত্যাগমনকালে (رجوع الى الله) আত্মা 'আক্'লের রাজ্য অতিক্রম করিলে তথায় অবিমিশ্র আলোক ও আল্লাহ্‌র অনুপম সৌন্দর্য তাহার দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাই সকল সূ'ফীর লক্ষ্যস্থল।

Liber de causis-এর গ্রন্থকার যদিও বলিয়াছেন যে, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, তবুও তিনি তাঁহাকে আদি কারণ এবং

ততোধিক স্পষ্টভাবে অবিমিশ্র আলোকরূপে অভিহিত করিয়াছেন (5. ed. Bardenhewer, p. 69) এবং এইজন্যই তিনি তাহাকে সকল প্রাণী ও সকল জ্ঞানের মূল উৎস (আল্লাহ্‌তে উজুদ অর্থাৎ সকল অস্তিত্ব মা'রিফাঃ, 23. p. 103 দ্র.) বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

আল্লাহ্ কর্তৃক নিঃসৃত জ্যোতিকে স্বতন্ত্র সত্তারূপে গণ্য করিলে বিশ্ব-সত্তার বিভিন্ন অংশে ইহা বিদ্যমান বলিয়া বিবেচনা করা যায়। অধিকাংশ দার্শনিক ও ধর্মশাস্ত্রবিদ ইহাকেই রূহ্‌' বা 'আক্‌'লের সহিত সংযুক্ত বলিয়া থাকেন অথবা ইহাকেই রূহ্‌' বা 'আক্‌'ল বলিয়া থাকেন। আবার তাঁহারা কখনও কখনও উহাকে জীবনের (হ'য়াত) সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এ বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক।

আল-ফারাবী ও ইব্‌ন সীনা৷ প্রমুখ বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিকগণ আলোকের মতবাদকে সাধারণ দর্শনশাস্ত্রে ও মনস্তত্ত্বশাস্ত্রে 'আক্‌'-লের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। আল-ফারাবী আল্লাহ্‌র নূর ও 'আক্‌'লের বহু সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (বাহা' ইত্যাদি, See e. g. Der Musterstaat, ed. Dieterici, p. 13 প.)। ইব্‌ন আবী উস'ায়বি'আঃ রচিত গ্রন্থে আল-ফারাবীর এক প্রার্থনা বাক্যের উল্লেখ আছে। এই প্রার্থনায় আল্লাহকে তিনি সকল পদার্থের আদি কারণ এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের জ্যোতি-স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন ('উয়ূন, ed, Muller, ii. 134-140)। আল-ফারাবীর ন্যায় ইব্‌ন সীনা৷ও ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করেন এবং ইহার অধিকতর সম্প্রসারণ করেন। তাঁহার মন তাত্ত্বিক প্রবন্ধসমূহে তিনি আলোককে আত্মা ও দেহের যোগসূত্ররূপে গণ্য করিয়াছেন (এস্থলে সূ'ফী সাহ্‌ল আত-তুস্‌তারীর অভিমত লক্ষণীয়। তিনি মানবের উপাদান চতুষ্টয়ে ত'ীনের (মৃত্তিকা) এবং রূহে'র মধ্যবর্তীতে নূরের স্থান নির্ধারণ করেন)। এমন কি এরিস্টটলের শিষ্যগণের 'আক্‌'লের মতবাদকে তিনি তাঁহার কিতাবু'ল-ইশারাতে কু'রআনের নূর-আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ গ্রহণ করেন (ed.. Forget, Leyden 1895, p. 126 প.)। তাঁহার মতে আলোক হইল 'আক্‌'ল বি'ল-ফি'ল, আর অগ্নি হইল আক্‌'ল ফা'আল ইত্যাদি। সুতরাং আল্লাহ্‌র নূর এরিস্টটলের (Aristotle-এর) Nous সদৃশ। ইব্‌ন সীনা৷র এই অভিমতই. গ'াযালীর চিন্তায় রূপায়িত হয় (মা'আরিজু'ল-কু'দ্‌স ফী মাদারিজ মা'রিফাতি'ন-নাফ্‌স, কায়রো ১৯২৯, পৃ. ৫৮ প.)।

নূর সম্বন্ধে বিশেষত ফাক'ীহ ও সূ'ফীগণের মতে তদতিরিক্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য ক'ার্‌মাতি'য়া ও তাস'াওউফ প্রবন্ধ দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Clermont-Ganneau, La lampe et l'olivier dans le Coran (in RHS. Lxxxi., 1920, p. 213-259), (২) W. H. T. Gairdner, al-Ghazali's Mishkat al-Anwar and the Ghazali's Problem (in Isl. 1914, p. 121-153), (৩) ঐ লেখক, al-Ghazali's Mishkat al-Anwar, transl. with introduction, London 1924, (৪) তু. also the articles 'আক্‌'ল এবং আল-ইন্‌সানু'ল-কামিল।

Tj. de Boer (S.E.I.)/আবদুল খালেক

নূর কুত্‌ব-ই-'আলাম (نور قطب عالم) (র), প্রকৃত নাম নূরু'দ্‌-দীন নূরু'ল-হ'াক্‌'ক' (র)। সুলত'ানী আমলে বাংলার মুসলিম সমাজ যখন নিদারুণ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় সংকটের সম্মুখীন, তখন এই অনন্যসাধারণ ধর্মগুরু সেই সংকটের মুকাবিলা করিয়া অগ্রগতির পথ নির্দেশ করেন। তাঁহার সঠিক জন্ম-তারিখ কোথাও দৃষ্ট হয় না। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে, সম্ভবত ১৩৫০ খৃ.-এর কিছু পূর্বে তিনি তদানীন্তন বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়ের ইলয়াস শাহী বংশের তৃতীয় ও শ্রেষ্ঠ সুলত'ান গি'য়াছু'দ্‌-দীন আ'জ'ম শাহ (রাজত্বকাল ১৩৯৮—১৪০০ খৃ.) ছিলেন তাঁহার সহপাঠী ও বন্ধু। রাষ্ট্রীয় কর্মে এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে সুলত'ান গি'য়াছু'দ্‌-দীন আমৃত্যু নূর কু'ত'ব-ই-'আলামের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন বলিয়া জানা যায়।

যোধপুরের বিখ্যাত পীর ক'াদ'ী হ'ামীদু'দ্‌-দীন নাগোরী (১২৫৬—১৩৬০ খৃ.) ছিলেন তাঁহার শিক্ষাগুরু। পরবর্তীকালে তিনি তাঁহার পিতা বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম ও সূ'ফী শায়খ 'আলাউ'ল-হ'াক্‌'ক' (র)-এর নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। চিশতিয়াঃ নিজ'ামিয়াঃ সিলসিলায় আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উৎকর্ষ লাভ করায় তাঁহার পিতা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'নূর কু'ত'ব-ই-'আলাম' (বিশ্ব কু'ত'বের জ্যোতি) উপাধি দান করেন। নিজ'ামু'দ্‌-দীন আউলিয়া' (র)-এর প্রখ্যাত শিষ্য আখী সিরাজু'দ্‌-দীন (র) পাণ্ডুয়াতে আসিলে 'আলাউ'ল-হ'াক্‌'ক' (র) তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আখী সিরাজ ছিলেন নূর কু'ত'ব-ই-'আলাম-এর দাদা পীর।

নূর কু'ত'ব-ই-'আলামের মাতার নাম হ'াফিজ' বিবি যামান। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি সায়্যিদ বাদরু'দ্‌-দীন পীর বাদ্‌র-ই-'আলাম বিহারী (র)-এর ভগ্নী ছিলেন। নূর কু'ত'ব-ই-'আলামের দাদার নাম শায়খ 'উমার ইব্‌ন আস'আদ লাহোরী (র)। তিনি গৌড়ের সুলত'ান সিকান্দার শাহের অর্থ সচিব ছিলেন। হ'াজ্জী শামসু'দ-দীন ইলয়াস শাহ (১৩৪২—৫৭)-এর পূর্বপুরুষ 'আরব হইতে বাংলায় আসেন। নূর কু'ত'ব-ই-'আলামের দাদা শায়খ আস'আদ (র)-ও একই সময় লাহোর ও দিল্লী হইয়া বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় আসেন। মুল্লা মুহ'াম্মাদ ক'াসিম প্রণীত তারীখ-ই-ফিরিশতা-র বক্তব্য অনুযায়ী তিনি ছিলেন 'আরবের কু'রায়শী বানূ মাখযূম গোত্রের মহাবীর খালিদ (রা) ইব্‌ন ওয়ালীদের অধঃস্তন পুরুষ। নূরু'দ-দীন নূর কু'ত'ব-ই-'আলামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আ'জ'ম খান ছিলেন সুলত'ান গি'য়াছু'দ্‌-দীন আ'জ'ম শাহের প্রধান মন্ত্রী।

আইন-ই-আকবারী-তে তিনি লাহোরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইলেও মনে হয় তিনি পাণ্ডুয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। কারণ তাঁহার জন্মের পূর্বে বা পরে তাঁহার পিতা 'আলাউ'ল-হ'াক্‌'ক' (র)-এর বাংলার বাহিরে কোথাও বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সুলত'ান পুত্রের সহপাঠী হইলেও নূর কু'ত্'ব-ই-'আলাম-এর শিক্ষাজীবনে রাজকীয় বিলাসিতার কোন প্রভাব পড়ে নাই। তাঁহার মধ্যে প্রবল ধর্মানুরাগ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন। পিতার নির্দেশে নূর কু'ত'ব-ই-'আলাম কঠোর সাধনার জীবন বাছিয়া লন। পিতার খানক'াহ্‌ ও তৎসংলগ্ন লঙ্গরখানা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হয়। এই দায়িত্ব পালনের জন্য নূর কু'ত'ব-ই-'আলামকে কঠোর কায়িক পরিশ্রম করিতে হইত। ফাক'ীর, ভিখারী, মুসাফিরগণের কাপড় ধোওয়া, তাহাদের ওযূ-ও গোসলের জন্য পানি গরম করা, খানক'াহের মেঝে ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হইতে শুরু করিয়া তৎসংলগ্ন পায়খানা সাফ করিবার কার্যও তাঁহাকে করিতে হইত। এমন কি দূরের বন-জঙ্গল হইতে কাঠ সংগ্রহ ও বহন করিয়া আনিতে হইত।

নূর কু'ত'ব-ই-'আলামের এই কায়িক পরিশ্রম দেখিয়া তাঁহার মন্ত্রীভ্রাতা আ'জ'াম খান তাঁহাকে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু জাগতিক সুখের প্রতি নিরাসক্ত নূর কু'ত'ব-ই-'আলাম সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

সেবা, নির্লোভ জীবনযাত্রা এবং আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে নূর কু'ত'ব-ই-'আলাম আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। ইসলামী শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার খ্যাতি বাংলার সীমানা ছাড়াইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার পিতার ইন্তিকালের পর তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ইসলামী জ্ঞান পিপাসুগণ পাণ্ডুয়ায় আসিত। সোনারগাঁয়ের হযরত শারফু'দ্-দীন আবূ তাওয়ামাঃ (র)-এর মাদ্রাসার ন্যায় পাণ্ডুয়ায় নূর কু'ত'ব-ই-'আলাম পরিচালিত মাদ্রাসাও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানানুশীলনের কেন্দ্র ছিল। মানিকপুরের শায়খ হ'সামু'দ্-দীন, লাহোরের শায়খ কাকু, আজমীরের শায়খ শামসু'দ্-দীন, নূর কু'ত'ব-ই-'আলামের দুই পুত্র শায়খ রাফাকাতু'দ্-দীন ও শায়খ আনওয়ার এবং তাঁহার পৌত্র শায়খ যাহিদ ছিলেন এই মাদ্রাসার ছাত্র। তাঁহার পাণ্ডিত্য, ধর্মশাস্ত্রে অসামান্য জ্ঞান, আত্মিক উৎকর্ষ ও নিঃস্বার্থ জনসেবামূলক কার্যের জন্য মুসলিম সমাজ তাঁহাকে নিজেদের ধর্মীয় নেতা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুলত'ান গি'য়াছু'দ্-দীনের মৃত্যুর মাত্র চার বৎসর পর অমাত্য ভাতুড়িয়ার জমিদার গণেশ বা কংশনারায়ণ চক্রান্তপূর্বক গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং মুসলমানদের উপর দারুণ অত্যাচার শুরু করেন। বিখ্যাত গ্রন্থ রিয়াদু'স্-সালাত'ীনের বর্ণনা অনুযায়ী রাজা গণেশ বহু সংখ্যক 'আলিম ও দরবেশকে হত্যা করেন। তাঁহার অত্যাচার ও নিপীড়ন হইতে মুসলমানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নূর কু'ত'ব-ই-'আলাম জৌনপুরের শাসনকর্তা ইব্রাহীম শারক'ীকে বাংলা আক্রমণ করিয়া গণেশকে উৎখাত করিবার জন্য পত্র লিখেন। ইব্রাহীম শারক'ী সসৈন্যে বাংলাদেশের সীমান্তে উপস্থিত হইলে রাজা গণেশ শঠতার আশ্রয় লইয়া নূর কু'ত'ব-ই-'আলামের শরণাপন্ন হন। তিনি মুসলমান হইতে চাহেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী তাহাতে রাজী না হওয়ায় গণেশ তাঁহার পুত্র যদুকে মুসলমান করিয়া সিংহাসনে বসাইতে রাযী হন। নূর কু'ত'ব-ই-'আলাম গণেশের পুত্র যদুকে মুসলমান করিয়া জালালু'দ্-দীন নাম দেন এবং তাঁহাকে গৌড়ের সিংহাসনে বসান। তিনি অতঃপর ইব্রাহীম শারক'ীকে আর বাংলা আক্রমণ করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া জানান। ইব্রাহীম শারক'ী সৈন্য-সামন্ত লইয়া জৌনপুরে ফিরিয়া যান। ইব্রাহীম শারক'ী বাংলা ত্যাগ-করিবার পরপরই গণেশ স্বমূর্তি ধারণ করেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে সুবর্ণধেনু ব্রতের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনরায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন এবং মুসলমানদের উপর পূর্বাপেক্ষা কঠোরভাবে অত্যাচার চালাইতে থাকেন। তিনি নূর কু'ত'ব-ই-'আলামের পুত্র শায়খ আনওয়ার ও পৌত্র যাহিদকে সোনারগাঁয়ে নির্বাসন দেন। সেইখানে শায়খ আনওয়ারকে হত্যা করা হয়। রিয়াদু'স্-সালাত'ীনের বর্ণনা অনুযায়ী যেইদিন এবং যে মুহূর্তে আনওয়ার শহীদ হন সেইদিনই রাজা গণেশের মৃত্যু হয়।

পিতা কর্তৃক জালালু'দ্-দীন পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হইলেও তিনি মনে মনে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। তাই রাজা গণেশের মৃত্যুর পর নূর কু'ত'ব-ই-'আলাম যদুকে পুনরায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং জালালু'দ্-দীন মুহ'াম্মাদ শাহ্ নাম দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

নূর কু'ত'ব-ই-'আলামের মৃত্যু-তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তায্'কিরাতু'ল-আউলিয়া'র বর্ণনামতে ১৪৪৭ খৃস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। আইন-ই-আকবারীর বর্ণনা মতে তাঁহার মৃত্যু ১৫০৫ খৃ.। কিন্তু আইন-ই-আকবারীর মত এইজন্য গ্রহণযোগ্য নহে যে, রাজা গণেশ ঐ সময়ের বহু পরে সিংহাসনে বসেন। 'মিরআতু'ল-আসরার' নামক একটি ফারসী গ্রন্থে তাঁহার ইন্তিকাল-এর তারিখ ৮১৮ হি. (১৪১৫ খৃ.), ৯ই যু'ল-কা'দাঃ বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক এইচ. ব্লকম্যান (H. Blokman) তাঁহার মৃত্যুর তারিখ নির্দেশক একটি শিলালিপিতে উৎকীর্ণ শব্দসমূহের সাংখ্যিক মান ৮৫১ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই ৮৫১ হিজরীকে তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ধরিলে তায্'কিরার বর্ণনাই সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তবে বাংলা বিশ্বকোষে (ফ্রাংকলিন বুক্স প্রোগ্রাম্স) বর্ণিত মৃত্যু-তারিখ ১৪১৫ খৃ.। পাণ্ডুয়াতে তাঁহার পিতার কবরের পাশে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

শিষ্যদের প্রতি তিনি যে উপদেশ দিতেন, তাহার কয়েকটি নিম্নরূপ:

(১) মহাবিচারের পূর্বে নিজের বিচার কর।

(২) যে অসত্য বলে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৩) ফাক'ীরের 'ইবাদাত নফ্সের বিরোধিতা করা।

শিষ্য শায়খ হ'সামু'দ্-দীনকে তিনি এই বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন যে, 'সূর্যের মত দাতা হও, পানির মত নম্র হও, আর মাটির মত হও ধৈর্যশীল' (Saiyid Athar Abbas Rizvi, A History of Sufism in India, p. 467)। তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পত্রও লিখিয়াছিলেন। 'আখবারু'ল-আখ্য়ার'-এ প্রকাশিত তাঁহার একটি পত্রের অংশবিশেষ নিম্নরূপ:

"দরবেশের প্রশান্তি তাঁহার অস্থিরতার মধ্যে নিহিত। আল্লাহ্র উপাসনার অর্থ দরবেশের পক্ষে অন্য সব কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুতে উৎসর্গের অর্থ মূর্খতা ও তুচ্ছতাতে লিপ্ত হওয়া; আল্লাহ্র চিন্তায় আত্মবিলুপ্ত না হওয়া আল্লাহ্র প্রতি যে মুনাজাত, সে মুনাজাত অসার; বাহ্যিক দয়া প্রদর্শন শয়ত'ানী। গভীর দুর্দশা ও যন্ত্রণার সংগে জড়িত হওয়া মহত্ত্ব এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর সব কিছুর প্রতি চোখ বুজিয়া থাকা মস্ত আশীর্বাদ। সাধারণ মানুষ পবিত্র করিবার চেষ্টা করে তাহার শরীর এবং সাধু পবিত্র করার চেষ্টা করেন তাঁহার অন্তর বা হৃদয়। দূষিত ময়লা জিনিস বাহিরের পবিত্রতাকে ধ্বংস করে, আর অন্তরের পবিত্রতাকে ধ্বংস করে শয়ত'ানী চিন্তা।"

গ্রন্থপঞ্জী: (১) Saiyid Athar Abbas Rizvi, A History of Sufism in India, New Delhi, 1978, p. 467; (২) আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ইং. ১৮৯০; (৩) বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, ফ্রাংকলিন বুক্স প্রোগ্রাম, ঢাকা ১৯৭৬ খৃ; (৪) মাওলানা আতহারউদ্দীন মোল্লা, নূর কুতব-ই-আলম, (প্রকাশিতব্য), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা; (৫) আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, আমাদের সূফী-সাধক, ১ম সং, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৭৭ খৃ., পৃ. ২০৮।

শাহাবুদ্দীন আহমদ

নূর বাখ্শীয়া: (نور بخشيه) একটি সম্প্রদায় বা ধর্মীয়

তারীকাঃ। নূর বাখশ নামে পরিচিত মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ (৭৯৫-৮৬৯/১৩৯৩-১৪৬৫)-এর নামে এই সম্প্রদায় পরিচিত।

১। **প্রবর্তকের জীবনী ঃ** তাঁহার বিস্তৃত জীবনী প্রকৃতি নুরুল্লাহ আশ-শুশতারী কর্তৃক প্রণীত মাজালিসু'ল-মু'মিনীন নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। (Bodleian MS., Ous. 366, আরও দ্র. Brit. Mus. Catalogue of Persian MSS.)। মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আস-সামারকান্দী লিখিত তাযকিরাঃ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। তাঁহার পিতা কাতীফে এবং পিতামহ আল-হাসায় জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্য তিনি তাঁহার কোন কোন কবিতায় নিজেকে আহসাবী বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার পিতা জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া কুহিস্তানের কাইনে হিজরত করেন, সেখানে এই পুত্রের জন্ম হয়। নূর বাখশ ছিলেন ইসহাক আল-খুত্তালানীর শিষ্য এবং খুত্তালানী নিজে ছিলেন সায়্যিদ 'আলী আল-হামাদানীর শিষ্য (তাঁহার জীবনীর জন্য দ্র. খাযীনাতু'ল-আসফিয়া' লক্ষ্ণৌ ১৩২২ হি., ২খ, ২৯৩)। একটি স্বপ্নানুসারে ইসহাক তাঁহার শাগরিদের নাম নূর বাখশ (আলোক প্রদানকারী) রাখিয়াছেন এবং 'আলী আল-হামাদানীর খিরকাঃ তাঁহাকে প্রদান করেন। কথিত আছে, তিনি ইমাম মূসা আল-কাজিমের বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তিনি মাহদী উপাধি লাভ করেন এবং বহু অনুগামী তাঁহাকে খালীফাঃ বলিয়া ঘোষণা করে; এমন কি তাঁহার গাযালসমূহের শিরোনামায় (Brit. Mus. Add. 16779) তাঁহাকে নিখিল মুসলিমের 'ইমাম' ও 'খালীফা': বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। জনৈক শাগরিদের নিকট এক পত্রে (Brit, Mus. Add., 7688) তিনি দাবী করেন যে, তিনি জাগতিক ও ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভূত পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন এবং প্লেটোর অংকশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে পারিতেন। তিনি সমসাময়িক ব্যক্তিকে তাঁহার জন্য গর্ব অনুভব করিতে ও তাঁহার সমর্থনে কাজ করিয়া যাইতে উৎসাহ দান করেন। সুলতান শাহরুখ (তিমুরী বংশীয় ৮০৭—৮৫০/১৪০৪-১৪৪৬) তাঁহার এই সমস্ত ভণ্ডামিতে বিক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার প্রতিনিধি বায়াযীদ খুত্তালানের নিকটবর্তী কুহতিরি দুর্গে তাঁহাকে বন্দী করেন; এই স্থানে তিনি ৮২৬ হিজরীতে গিয়াছিলেন। বন্দী করিয়া প্রথমে তাঁহাকে হিরাতে এবং পরে শীরাযে পাঠান হয়। শীরাযে ইবরাহীম সুলতান তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। বসরা, হিল্লা, বাগদাদ এবং শী'আঃ পবিত্রস্থান সমূহ যিয়ারাত করার পর তিনি কুর্দিস্তানে গমন করিলে সেখানে তাঁহাকে খালীফাঃ বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং তাঁহার নামাংকিত মুদ্রা প্রচলিত হয়। শাহরুখের নির্দেশে পুনরায় তাঁহাকে বন্দী করিয়া আযার-বায়জানে আনা হয়। সেখান হইতে তিনি পলায়ন করিয়া বহু ক্লেশ স্বীকার করত খাল্খাল্ আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় পুনরায় তিনি ধৃত হইয়া শাহরুখের নিকট প্রেরিত হইলে শাহরুখ তাঁহাকে হিরাতে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি মিম্বরে আরোহণ করিয়া খিলাফাতের দাবী প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। তিনি শুধু শিক্ষাকার্যে ব্যাপৃত থাকিবেন—এই শর্তে তাঁহাকে ৮৪৮ হিজরীতে মুক্তিদান করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সন্দেহভাজন হইয়া পড়িলে তিনি তাবরীয-এ, তৎপর শিরওয়ান-এ এবং তথা হইতে গীলানে প্রথমে প্রেরিত হন।

শাহরুখের মৃত্যুর পর তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং রায়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সুলফান নামক গ্রামে বসবাস করিতে থাকেন। সেখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

২। **তাঁহার ধর্মীয় মতবাদ ঃ** তাঁহার স্বরচিত কবিতার (গাযাল, মাছনাবী এবং রুবাঈ) তিনি স্বীয় ব্যক্তিগত গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং সেই সঙ্গে সূফী সর্বেশ্বরবাদের উপরও জোর দেন। তাঁহার রচিত গদ্য-পুস্তক (সম্ভবত ফারসী ভাষায়) রিসালাঃ-ই-'আকীদাঃ, এবং 'আরবী ভাষায় লিখিত আইন পুস্তিকা আল-ফিকহু'ল-আহওয়াত। পুস্তক দুইখানির একখানিও য়ুরোপে পৌঁছিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শেষোক্ত পুস্তিকাখানির উদ্ধৃতিগুলি মাজালিস পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে, উহা শী'আঃ মতপুষ্ট। তাঁহার মতে ইমামের বিশেষ গুণাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি অবশ্যই 'আলী এবং ফাতিমা (রা)-র বংশধর হইবেন। ক্ষুদ্র জিহাদের জন্য এই গুণগুলা যথেষ্ট; কিন্তু বৃহত্তর জিহাদের নিমিত্ত তাঁহাকে অবশ্যই একজন উচ্চতম মর্যাদার ওয়ালী হইতে হইবে। রাসূল করীম (স)-এর জীবদ্দশায় প্রচলিত ছিল বলিয়া তিনি মুত'আঃ বিবাহ আইনসংগত বলিয়া মনে করেন। লেখক সমস্ত অভিনবত্ব (বিদ'আত) বিদূরীত করিয়া হযরত (স)-এর যুগের প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার পুনঃপ্রবর্তন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কু'রআন এবং সুন্নাঃ-র কোনখানে নির্দেশ না থাকার কারণে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টন ব্যাপারে 'আওল নীতির প্রয়োগ অস্বীকার করেন।

৩। **সম্প্রদায়ের পরবর্তী ইতিবৃত্ত ঃ** মাজালিস গ্রন্থে নূর বাখশের দুইজন উত্তরাধিকারীর (খালীফাঃ) নামোল্লেখ আছে। শামসু'দ্-দীন মুহাম্মাদ ইবন য়াহ্য়া আল-লাহ্জানী আল-গীলানী, তিনি আসীরী নামেও অভিহিত হইতেন। তিনি একখানা দীওয়ানের প্রণেতা—যাহার এক কপি বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। তিনি শীরাযে একটি খানকাহ্ নির্মাণ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় খলীফা তাঁহার পুত্র শাহ কাসিম ফায়দ বাখশ। তাঁহার নাম প্রথমে শোনা যায় ইরাকে। আক-কুয়ুনলু আস-সুলতান য়া'কূবের (৮৮৪—৮৯৬) নির্দেশে তথা তাহা হইতে খুরাসান গমন করিয়া তথাকার শাসনকর্তা হুসায়ন মির্যাকে 'বারাকাত' দানে রোগমুক্ত করিতে তাঁহাকে সুযোগ দান করা হয়। তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মীয় মতবাদের কারণে তিনি সাফাবী বংশীয় ইসমা'ঈলের (৯০৭—৯৩০) অনুকম্পা লাভ করেন। ফিরিশতা জাফার-নামাঃ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলেন, শাহ কাসিমের মীর শামসু'দ-দীন নামক জনৈক শিষ্য আনুমানিক ৯০২ হিজরী ইরাক হইতে কাশ্মীর গমন করেন। তথাকার সুলতান ফাত্হ খান তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া রাজ-অধিকারভুক্ত বাজেয়াপ্ত-ভূমি তাঁহাকে প্রদান করেন। অল্পকালের মধ্যে বহু কাশ্মীরী, বিশেষত চুক গোত্রের অনেকেই নূর বাখশী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়ে (ফিরিশ্তা, transl. Briggs, কলিকাতা ১৯১০ খৃ.)। তা'রীখে রাশীদীর গ্রন্থকার মির্যা হুসায়নের উক্তি অনুসারে জানা যায়, কাশ্মীরীগণ পূর্বে হানাফী মাযহাব অনুগামী সুন্নী মুসলমান ছিল (তা'রীখ-ই-রাশীদী, তর্জমা E.D. Ross, লণ্ডন ১৮৯৫ খৃ., পৃ. ৪৩৫)। মির্যা হুসায়ন উক্ত দেশ অধিকার করিবার পর হিন্দুস্তানী 'উলামা'কে আল-ফিক্হু'ল-আহওয়াত সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা উক্ত পুস্তক ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিলে তিনি নূর বাখশীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং তাহাদের সম্প্রদায়টির মূলোচ্ছেদ করিতে সচেষ্ট হন। এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁহার গোঁড়ামিপূর্ণ বিবরণী কোন কোন য়ুরোপীয় গ্রন্থকারকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। তাঁহার উৎপীড়ন সত্ত্বেও এই সম্প্রদায়টি টিকিয়া ছিল এবং J. Biddulph-এর মতে (Tribes of the Hindoo-

koosh, Calcutta 1880) উক্ত সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা (২০,০০০) বিশ হাজারেরও অধিক ছিল ; বালুতিস্তানের শিগার এবং খাপেলোরে তাহাদের অনেকেই বসবাস করিত। কেহ কেহ এখন কিশত্ওয়ারেও বাস করে। গোলাব সিং বাল্তিস্তান অধিকার করিলে তাহারা বিতাড়িত হইয়া সেখানে গিয়াছিল।

শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে তাঁহাদের প্রচলিত রীতিনীতির বিবরণী পাওয়া যায়। এই বিবরণী স্থানীয় উপাখ্যানসমূহের সহিত বিমিশ্রিত। সুতরাং আল-ফিক্‌হ'ল-আহ্'ওয়াত' পাঠ না করিলে নিম্নলিখিত উক্তিটির যথার্থতা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। উক্তিটি এই : এই পদ্ধতি সুন্নী এবং শী'আঃ মতবাদের মধ্যবর্তী পন্থা উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাদি।

C. S. Margoliouth (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

নূর মুহ'ম্মাদী (نور محمدی) হিজরী তৃতীয় শতাব্দী/ খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে সুন্নী সম্প্রদায়ের সূফীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম এই মতবাদ উদ্ভাবিত হয় যে, ইহলোকে আবির্ভাবের পূর্বে হযরত মুহ'ম্মাদ (স.)-এর আত্মাকে আল্লাহ্‌র নূর হইতে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিরূপে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয় এবং সেই আত্মা হইতে পূর্ব নির্ধারিত সকল আত্মা নিঃসৃত হয়।

তৎপর ইহা ক্রমশ জনসাধারণের উপাসনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে (সাহ্‌ল তুস্‌তারী ও হ'াকীম তিরমিয'ী, in Massignon, Recueil..., 1929. p. 34. No. 39 and p. 39) ; আবু বাক্‌র ওয়াসিত'ী উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা 'হ'ামীম আল-কি'দাম' হাল্লাজকৃত ত'াওয়াসীনের প্রথম অধ্যায়ের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হয় (তু. Massignon, Passion, p. 830-840)। কীলানীর মতে হযরত মুহ'ম্মাদ (স') সৃষ্টির কেন্দ্রে চক্ষুতারার প্রতিচ্ছবি (ইন্‌সান 'আয়্‌নু'ল-উজূদ)। ইহাকেই ইব্‌ন 'আরাবী হা'ক'ীক'াঃ মুহ'ম্মাদিয়্যাঃ নামে অভিহিত করিয়াছেন। স'ার্‌স'ারী ও বি'ত্‌রী প্রমুখ কবিগণ এবং জাযূলী প্রমুখ সূ'ফীগণ তাঁহাদের রচনায় এই মতবাদেরই প্রশংসাগীতি গাহিয়াছেন। এইজন্যই হযরত আদাম ('আ) হইতে হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর পবিত্র বংশবিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে (তাঁহাদের কবিতার জন্য মাওলিদ দ্র.)। নূর মুহ'ম্মাদী সম্পর্কে হা'শ্‌ব্'ীয়াঃগণ নানা প্রকার কাহিনী রচনা করিয়াছে।

শী'আঃগণের মধ্যে এই মতবাদ পূর্বেই দেখা দেয়। তাহাদের মতে এই আত্মা যুগ হইতে যুগান্তরে এবং এক নির্বাচিত ব্যক্তি-সত্তা হইতে অপর নির্বাচিত ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে মুগ'ীরাঃ ও জাবির এই মত ব্যক্ত করেন যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর ভাস্বর প্রতিচ্ছায়া ['জি'ল্‌', ইহা 'শাবাহ' (জড়দেহ)-এর বিপরীত] সর্বাগ্রে জন্মলাভ করেন। সূচনা হইতেই ইস্‌মা'ঈলী সম্প্রদায় এই মতবাদকে তাহাদের মৌলিক বিশ্বাসরূপে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন (আস-সাবিক' নূর মহ'াম্মাদ-আল্‌-মীম)। এই মতবাদ অপরিবর্তিতরূপে 'আলাব'ীগণ বা সকল ও'ালিবী শী'আদের মধ্যে প্রসার লাভ করে। ইমামগণের নিষ্পাপ হওয়ার ধারণাসহ নুস'ায়রী শী'আদের মধ্যে এমন কি ধার্মিক ইমামী গ্রন্থকারদের মধ্যেও নূর মুহ'াম্মাদীর সর্বাগ্রে উদ্ভবের মতবাদ (কুলীনী, কাফী, পৃ. ১১৬) বিস্তার লাভ করে।

হযরত মুহ'ম্মাদ (স') (তাক্‌'দীর, ওয়াস্‌'লাঃ, খালক' অনুসারে) সর্বপ্রথম এবং (ঈজাদ, নুবুওয়াঃ, বা'ছ' অনুসারে) সর্বশেষ। কিন্তু পূর্ববর্তী খৃস্টান মরমীয়াদের এবং মানী সম্প্রদায়ের উদ্দীপনা দ্বারাই এই মতবাদ পরিপুষ্ট হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Goldziher, Neuplatonische und gnostische Elemonte im Hadith, in ZA. xzii. (1908), p. 317-344 ; (২) T. Andrac, Die Person Muhammads., 1917, p. 313-326 ; (৩) V. Ivanow, L'Ummu'l-kitab in REI, 1932, p. 444-451.

L. Massignon (S.E I.)/আবদুল খালেক

নূর মোহাম্মদ আ'জমী (نور محمد اعظمی : নূর মুহ'ম্মাদ আ'জ'মী), মাওলানা ফেনী জিলার অন্তর্গত নেয়াজপুর গ্রামে এক শায়খ পরিবারে ১৯০০ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জন্ম। পিতার নাম শায়খ 'আলী আ'জাম। পিতার নামানুসারে তিনি আ'জ'ামী নামে পরিচিত, তিনি চট্টগ্রাম দারু'ল-'উলূম মাদ্রাসা হইতে ১৯২৫ খৃস্টাব্দে উলা (ফাদি'ল) পরীক্ষা পাস করেন। তিনি ১৯২৮ হইতে ১৯৪৩ খৃ. পর্যন্ত ফেনী 'আলীয়াঃ মাদ্‌রাসার মুদার্‌রিস ছিলেন। তৎপর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ খৃ. এই দুই বৎসর তিনি কলিকাতা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী ও কলিকাতা 'আলীয়াঃ মাদরাসাঃ লাইব্রেরীতে পড়াশুনা ও গবেষণা করেন। মুসলিম মনীষীদের মধ্যে শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্‌র আদর্শে তিনি সর্বাধিক অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশের মাদ্‌রাসাঃ শিক্ষা সংস্কারের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন এবং ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে তিনি মাদ্‌রাসাঃ শিক্ষা সংস্কারের উপর উর্দুতে (মাদারিস-ই-'আরাবিয়্যাঃ কা নিজ'ামে তা'লীম) একটি পুস্তক রচনা করেন। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জাম্'ইয়্যাতু'ল-মুদাররিসীন (মাদ্‌রাসা শিক্ষক সমিতি) নামক প্রতিষ্ঠানের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯৫৫—৫৮ খৃস্টাব্দে জাম্'ইয়্যাতু'ল-মুদাররিসীনের মুখপত্র ফেনী হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক তা'লীম-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ত'ালাবায়ে 'আরাবিয়্যার সভাপতিও (১৯৬০ খৃ.) ছিলেন।

তিনি বাংলা ও উর্দুতে বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 'মাসিক মোহাম্মদী'-তে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বাংলা, উর্দু ও 'আরবীতে বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১। হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা।

২। মিশ্‌কাত শরীফের ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ ; (দশ খণ্ডে সমাপ্ত করার পরিকল্পনা ছিল, সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।) ঢাকা ;

৩। ইসলামী রাষ্ট্রে অ-মোছলমানদের অধিকার ;

৪। ইছলামের সমাজ ব্যবস্থা ;

৫। নিজ'ামে তা'লীম (উর্দু), কলিকাতা হইতে ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত ;

৬। শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্‌র হ'জ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগ'াঃ-এর বঙ্গানুবাদ, (বাংলা একাডেমী কর্তৃক গৃহীত, এখনও প্রকাশিত হয় নাই।) ;

৭। 'আরবীতে লিখিত তা'রীখ ফানু্নি'ত্-তাফসীর (তাফসীর-শাস্ত্রের ইতিহাস) গ্রন্থটি অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বহু শত তাফসীর গ্রন্থের উপর আলোচনা স্থান পাইয়াছে। তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকিতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি পঠন ও লিখন কার্য

কখনও ত্যাগ করেন নাই। এই জ্ঞান-তাপস ১৯৭১ সালে নিজ গ্রামে ইন্তিকাল করেন ও পারিবারিক গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : দৈনিক স্বদেশের ১৯, জানুয়ারী, ১৯৬৭ খৃ. তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত 'আমার জীবন' প্রবন্ধ ;

আ'জ'মী স্মৃতি কমিটি, ফেনী কর্তৃক প্রকাশিত 'আমার জীবন কাহিনী', ১৯৭৩ খৃ.।

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন

নূহ্' (نوح) ('আ) বাইবেলে তাঁহাকে Noah (নোয়াহ্) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কু'রআনে ও মুসলমানদের পৌরাণিক কাহিনীতে নূহ্' ('আ) অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি। ছা'আলবী তাঁহার পনরটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। নবীগণের মধ্যে তিনি একজন প্রসিদ্ধ নবী ছিলেন। বাইবেল নোয়াহ্‌কে নবী বলিয়া গণ্য করে না। কু'রআনে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার উপর ওয়াহ্'য়ি (স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হইয়াছিল (কু'রআন, ১১ : ৩৬) এবং তাঁহার যুগেই মানুষ সর্বপ্রথম শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। তৎপর হযরত হূদ ('আ), হযরত স'ালিহ' ('আ), হযরত লূত' ('আ), হযরত শু'আয়ব ('আ) ও হযরত মূসা ('আ)-এর যুগে লোকে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) ছিলেন তাঁহার অনুসারীদের অন্তর্গত (কু'রআন, ৩৭ : ৮৩)। হযরত নূহ' ('আ) ছিলেন প্রকাশ্য ভীতি-প্রদর্শনকারী (নায'ীরুম-মুবীন, ১১ : ২৫ ; ৭১ : ২), আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত রাসূল (রাসূলুন আমীন, ২৬ : ১০৭), আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ দাস ('আব্‌দুন শাকূর, ১৭ : ৩)। হযরত ইব্‌রাহীম ('আ), হযরত মূসা ('আ) ও হযরত 'ঈসা ('আ) হইতে গৃহীত ওয়া'দার ন্যায় হযরত নূহ' ('আ) হইতেও আল্লাহ্ একটি ওয়া'দাঃ গ্রহণ করেন (কু'রআন, ৩৩ : ৭)। তাঁহাকে শান্তি ও বেহেশতী দানের আশ্বাস প্রদান করা হইয়াছে (৩৭ : ৭৯, ১১ : ৪৮) ; হযরত ইব্‌রাহীম ('আ), হযরত মূসা ('আ), হযরত হারূন ('আ) এবং হযরত ইল্‌য়াস ('আ)-এর ন্যায় (S. Speyer, Die bibl, Erzahlungen im Qoran) তাঁহার উপরও উভয় জগতে সালাম (শান্তি) বর্ষিত হইয়াছে (৩৭ : ৭৯)। হযরত ইব্‌রাহীম ('আ), হযরত মূসা ('আ), হযরত 'ঈসা ('আ)-এর যে উদ্দেশ্য ছিল, এমন কি হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রতি ওয়াহ্'য়ি অবতীর্ণ হওয়ার যে উদ্দেশ্য—ছিল হযরত নূহ' ('আ)-এর জীবনের উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল (৪২ : ১৩)। হযরত ইব্‌রাহীম ('আ), হযরত মূসা ('আ) এবং হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর ন্যায় হযরত নূহ' ('আ)-ও আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, (১০ : ৭২)। অনেক সময় হযরত মুহ'াম্মাদ (স') নিজেকে নায'ীরুম-মুবীন (স্পষ্ট সতর্ককারী) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (Speyer, p. 93, Note. 7 দ্র.)। হযরত নূহ্' ('আ) স্বীয় মাতাপিতা ও মু'মিনরূপে তদীয় গৃহে আগত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন (৭১ : ২৬—২৮)। হযরত নূহ্' ('আ)-কে কাফিরগণ নিম্নলিখিতভাবে অপবাদ দিয়াছিল : হযরত নূহ' ('আ) ভ্রান্ত (৭ : ৬০), তিনি মিথ্যা বলিতেছেন ও প্রবঞ্চনা করিতেছেন (৭ : ৬৪), তাঁহাকে জিন্ন-এ প্রভাবিত করিয়াছে (৫৪ : ৯), কেবল নিতান্ত নীচ লোকই তাঁহার মতাবলম্বন করে (১১ : ২৭, ২৬ : ১১১)। হযরত নূহ' ('আ) উত্তরে বলেন : আমি যে তোমাদের মধ্যে বাস করি ইহা কি তোমাদের নিকট দুঃসহ? আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না, আল্লাহ্‌র নিকটই আমার পারিতোষিক (১০ : ৭১—৭৩ ; ১১ : ২৯), আল্লাহ্‌র সম্পদের অধিকারী বলিয়া আমি দাবী করি না ; তাঁহার গুপ্ত রহস্য জানি বলিয়া এবং নিজকে ফিরিশ্‌তা বলিয়াও আমি দাবী করি না ; আর তোমরা যাহাদিগকে ঘৃণা কর তাহাদিগকে আমি বলিতে পারি না, আল্লাহ তোমাদিগকে কখনই মঙ্গল দান করিবেন না (১১ : ২৯—৩১)। কু'রআনে আরো আছে, আল্লাহ পাপীদের নিকট হযরত নূহ' ('আ)-কে প্রেরণ করেন। কু'রআন শারীফের ৭১তম সূরাঃ (সূরাঃ নূহ') তাঁহারই নাম বহন করে। এই সূরাতে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করত বর্ণোপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। এইরূপ বর্ণোপদেশ প্রদানের অন্যান্য দৃষ্টান্তও দেখা যায়। লোক নূহ'কে উপহাস করিল, আল্লাহ ওয়াহ্'য়িযোগে তাঁহাকে একটি বৃহৎ জাহাজ নির্মাণের আদেশ দিলেন। অনন্তর চুল্লী হইতে পানি প্রবল-বেগে উঠিল (১১ : ৪০, ২৩ : ২৭)। পানি সব কিছু ডুবাইয়া ফেলিল, কেবল প্রত্যেক প্রকার জীবের এক এক জোড়া এবং মু'মিনগণ বাঁচিয়াছিল। তাহাদিগকে হযরত নূহ্' ('আ) তাঁহার সহিত জাহাজে উঠাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু অতি অল্প লোকেই ঈমান আনিয়াছিল। হযরত নূহ্' ('আ) বৃথাই তাঁহার পুত্রকেও আহ্বান করিলেন ; সে এক পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং তৎপর ডুবিয়া মরিল। ইহার পর যখন পানিকে থামিতে আদেশ করা হইল তখন জাহাজ জূদী পর্বতে থামিল (১১ : ২৫—৪৯) কেবল হযরত নূহ্' ('আ)-এর উক্ত পুত্রই নহে ; বরং তাঁহার স্ত্রীও (হযরত লূত'-এর স্ত্রীর ন্যায়) পাপী ছিল (৬৬ : ১০)।

হযরত নূহ্' ('আ) সম্বন্ধে কু'রআনের পরবর্তী কাহিনী দ্বারা অনেক শূন্যস্থান পূরণ করা হইয়াছে ; কু'রআনে যে সকল নামের উল্লেখ নাই উহা সরবরাহ করা হইয়াছে এবং বহু বিষয় সংযোজিত করা হইয়াছে, যেমন, হযরত নূহ্' ('আ)-এর স্ত্রীর নাম ছিল ওয়ালিয়াঃ এবং তাঁহার পাপ ছিল এইটুকু যে, হযরত নূহ্' ('আ)-কে তাহার জাতির নিকট সে মাজনূন (পাগল)-রূপে পরিচয় দেয়। হযরত নূহ্' ('আ)-এর পুত্রদের নাম ছিল সাম, হাম ও য়াফিছ'। আরবগণ তাঁহার পাপিষ্ঠ পুত্রকে 'য়াম' বলে। সে উক্ত প্লাবনে মারা যায়। কু'রআনে বর্ণিত আছে যে, তিনি সর্বমোট ৯৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন (২৯ : ১৪)। অপরপক্ষে ঐ গণনার উপর ভিত্তি করিয়াই হযরত নূহ্' ('আ)-কে প্রথম মু'আম্মার (দীর্ঘজীবী)-রূপে নির্ণয় করা হইয়াছে। আবূ হ'াতিম আস-সিজিস্তানীর কিতাবু'ল-মু'আম্মারীন (ed. Goldziher, p. 1) অনুযায়ী হযরত নূহ্' ('আ) ১৪৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। হযরত নূহ' ('আ)-কে দিয়াই তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ হয়। এরূপ দীর্ঘায়ু লাভ করা সত্ত্বেও ইন্তিকালের সময় হযরত নূহ্' ('আ) স্বীয় জীবনকে দুই দরজা বিশিষ্ট এমন এক গৃহের সহিত তুলনা করেন যাহাতে কোন ব্যক্তি এক দরজা দিয়া প্রবেশ করামাত্রই অপর দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসে। কোন কোন মুসলিম লেখকের নবী-কাহিনী জাতীয় গ্রন্থে হযরত নূহ্' ('আ)-এর জীবনী ও বয়স এবং তাঁহার পুত্রগণের নাম যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বাইবেল হইতে গৃহীত। আল-কিসা'ঈ-এর গ্রন্থে হযরত নূহ্' ('আ)-এর জীবন বৃত্তান্ত কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। হযরত নূহ্' ('আ) যাহাদের নিকট দীন প্রচার করেন, তাহারা ছিল ক'াবীল ও শীছ'-র বংশধর। তাহারা হযরত নূহ্' ('আ)-এর সতর্কবাণী প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে কাঠ দ্বারা বৃহৎ জাহাজ নির্মাণ করিলেন ; এই কাঠের বৃক্ষসমূহ তিনি নিজেই রোপণ করিয়াছিলেন। হাতুড়ি পিটিয়া জাহাজ তৈয়ার করিতে দেখিয়া লোকে তাঁহাকে বিদ্রূপ

করত বলিতে লাগিল, "এতকালের নবী কি এখন সূত্রধর হইল ? এই স্থলভাগের জন্য জাহাজ তৈয়ার করিতেছেন ?" জাহাজটির মোরগের ন্যায় মাথা ও লেজ এবং পক্ষীর ন্যায় দেহ ছিল (ছ'া'লাবী)। জাহাজটি কিরূপে নির্মিত হইয়াছিল ? কথিত আছে, শিষ্যগণের ইচ্ছাক্রমে যীশু নূহ' ('আ)-এর পুত্র সামকে (বা হ'ামকে) মৃতদের মধ্য হইতে জীবিত করিয়া উঠাইলেন এবং তিনি উক্ত জাহাজ ও উহার বিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিলেন্। জাহাজের নীচের তলায় ছিল চতুষ্পদ জন্তু, দ্বিতীয় তলায় ছিল মানুষ এবং সর্বোচ্চ তলায় ছিল পক্ষী। হযরত নূহ' ('আ) সর্বপ্রথম পিপীলিকাকে এবং সর্বশেষে গাধাকে জাহাজে উঠাইলেন। নেকড়ে বাঘের সঙ্গে ছাগল বা শিকারী পক্ষীর সঙ্গে ঘুঘু কিরূপে রহিল ? এইরূপ প্রশ্নের জবাবে বলা যাইতে পারে যে, আল্লাহ্ ইহাদের প্রবৃত্তি দমন করিয়া রাখিলেন। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে জাহাজে সাত হইতে আশিজন মানুষ ছিল। (ভিন্ন মতে ৮৩ জন)। মু'মিনগণের সঙ্গে 'উজ ইব্ন 'আনাক'ও বাঁচিয়াছিল। ক'াবীলের বংশ ডুবিয়া মরিল। হযরত নূহ' ('আ) তাঁহার সহিত হযরত আদাম ('আ)-এর দেহও লইলেন। সমস্ত পৃথিবী পানিতে প্লাবিত হইল। কেবলমাত্র কা'বাঃ শরীফ (এবং আল-কিসাঈর মতে জেরুযালেমের পবিত্র স্থানও রক্ষা পাইল। কা'বাকে ঊর্ধ্বজগতে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল এবং হযরত জিব্রীল ('আ) হ'াজারু'ল-আস্ওয়াদ হিফাজত্ করিয়াছিলেন। আল-কিসাঈর মতে এই প্রস্তর প্লাবনের সময় পর্যন্ত বরফের ন্যায় সাদা ছিল। হযরত নূহ' ('আ) দাঁড়কাককে সংবাদের জন্য জাহাজের বাহিরে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু দাঁড়কাক কিছু গলিত পচা মাংস দেখিয়া হযরত নূহ' ('আ)-কে ভুলিয়া রহিল। তৎপর তিনি কবুতর পাঠাইলেন। ইহা ঠোঁটে করিয়া জলপাই গাছের পাতা ও পায়ে কাদা লইয়া ফিরিল। পুরস্কারস্বরূপ ইহাকে গলার হার প্রদান করা হইল এবং সে গৃহপালিত পক্ষীতে পরিণত হইল। 'আশুরার দিনে সকলেই জাহাজ হইতে নামিয়া আসিল। সেই দিন সকলেই আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করিল।

পরবর্তীকালে মাদকতার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লোকগাঁথাও হযরত নূহ' ('আ)-এর সঙ্গে জড়িত করা হইয়াছিল। হযরত নূহ' ('আ) যে আঙ্গুর লতা রোপণ করিয়াছিলেন ইহার উপর ইব্লীস কতিপয় প্রাণীর (বাঘ ও শূকরের) রক্ত ঢালিয়া দিয়াছিল। অতএব যে ব্যক্তি মদ্যপান করে সে ঐ সকল প্রাণীর স্বভাবপ্রাপ্ত হয়। রাওদা'তু'ল-'উলামা' গ্রন্থ হইতে দামীরী এই কাহিনী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ত'াবারী, ছা'লাবী প্রমুখ পূর্বতন তাফসীরকারগণ এই বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

হযরত নূহ' ('আ) যে নবী ছিলেন উহা Tannaitic Seder Olam xxi-এ ইতোপূর্বেই পাওয়া গিয়াছে। The Vetus Itala on Tobit গ্রন্থের iv. ১৩ (Neubauer, The book of Tobit, lxxiv)-এ বর্ণিত আছে যে, নূহ' ('আ)-এর নুবুওয়াত ইতোপূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে ("Noeprophetavit prior")।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, ১খ, ১৭৪—২০১, (২) ইব্নু'ল-আছ'ীর, আল-কামিল, ১খ, ২৭—২৯; (৩) ছ'া'লাবী, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩২৫, ৩৪—৩৮; (৪) আল-কিসাঈ, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া'. ed. Eisenberg, ১খ, ৮৫—১০২; (৫) Geiger, Was hat Mohammed...1902, 2, p. 106-111; (৬) M. Grunbaum, Neue Beitrage, p. 79-90; (৭) J. Horovitz, Hebrew Union College Annual, ii., 1925, p. 151, (৭) ঐ লেখক, Koranische Untersuechungen, 1926, esp. p. 146; (৮) J. Walker, Biblical Characters in the Koran, p. 113-121; (৯) Sidersky, Les origines des legendes musulmanes, Paris 1933, p. 26 প.; (১০) Speyer, Die Bibl Erzahlungen im Qoran, p. 84-115, নূহ' ('আ)-এর নাম সম্পর্কে; (১১) Goldziher, in ZDMG, xxiv. (1870), 207-211, দীর্ঘজীবী হিসাবে নূহ' ('আ), (১২) Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie, II., Leyden 1899, p. lxxxix and p. 2.

B. Heller (S.E.I.)/আবদুল খালেক

সূচীপত্র

সূচী	পৃষ্ঠা
আ	
আইন	১
'আইশা (দ্র. 'আয়িশা)	২
আওস্তাদ	২
আওরঙ্গযেব	২
আক্‌বর	৪
আকরম খাঁ, মোহাম্মদ	৫
'আকিল	৭
'আকিলা	৭
'আকীকা	৮
'আকীদা	৮
আখিরাত	৯
আখিরী চাহার শম্বাঃ	১০
আগা খান	১০
আত্‌হার আলী	১২
'আদ	১৩
'আদত	১৩
'আদত আইন	১৩
আদম ('আ)	১৫
আদম বায়োঁড়ী	১৫
'আদ্‌ল	১৭
আন্‌স'ার	১৭
আন্‌সার বাহিনী	১৭
আনাস ইব্‌ন মালিক, (রা) আবূ হ'াম্‌যাঃ	১৮
আবজাদ	১৮
'আব্‌দ	১৯
আব্‌দালা	২৩
আবদুর রহীম, শেখ	২৩
'আবদু'র-রাউফ দানাপুরী	২৩
'আবদু'র-র‌াহ'মান (রা) ইব্‌ন 'আওফ	২৪
আবদুল ওয়াহ্‌হাব	২৭
আবদুল করীম	২৭
'আবদু'ল-কাদির আল-জীলী (র) (জীলানীবা গীলানী)	২৯
'আবদু'ল-কারীম ইব্‌ন ইবরাহীম আল-জীলী	৩২
'আবদু'ল-মুত্ত'ালিব ইব্‌ন হাশিম	৩২
আবদুল লতীফ, নবাব	৩২
আবদুল হামিদ খান ভাসানী	৩৪
'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা) ইবনি'ল-খাত্ত'াব	৩৭
'আবদুল্লাহ ইব্‌নু ওয়াহ্‌ব আর-রাসিবী	৩৮
'আবদুল্লাহ ইব্‌নু মায়মূন	৩৮
'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'য্‌-যুবায়র (রা)	৩৮
'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'ল-'আব্বাস (রা)	৩৯
'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'ল-মুবারাক (র)	৪০
আবদুল্লাহিল কাফী, মাওলানা মুহাম্মদ	৪০
আবদুল্লাহিল বাকী, মাওলানা মুহাম্মদ	৪১
'আব্বাস আলী	৪২
'আব্বাস (রা) ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুত্ত'ালিব	৪২
আব্‌রাহাঃ	৪৩
আবুল হাশিম	৪৪
আবুল হোসেন ভট্টাচার্য	৪৫
আবূ 'উবায়দা ইবনু'ল-জার্‌রাহ' (রা)	৪৬
আবূ জাহ্‌ল	৪৬
আবূ ত'ালিব	৪৭
আবূ দাউদ আস-সিজিসতানী	৪৭
আবূ নসর মুহাম্মদ ওয়াহীদ, শামসু'ল-'উলামা'	৪৮
আবূ বকর সিদ্দীকী (র)	৪৯
আবূ বাক্‌র সি'দ্দীক' (রা)	৫১
আবূ য'ার্‌র আল-গি'ফারী (রা)	৫৩
আবূ লাহাব	৫৪
আবূ সুফ্‌য়ান (রা)	৫৫
আবূ হ'ানীফাঃ (র)	৫৫
আবূ হুরায়রাঃ (রা)	৫৭
'আম্‌র ইব্‌ন 'উবায়দ আবূ 'উছ'মান	৫৮
'আম্‌র (র) ইব্‌নু'ল-'আস' আস্‌-সাহ্‌মী	৫৮
আমিনাঃ	৫৯
'আমীমু'ল-ইহ'সান, মুফ্‌তী	৫৯
আমীর 'আলী, সাইয়িদ	৬০
আমীরু'ল-মু'মিনীন	৬১
'আমরাসীন	৬১
আযাদ, আবুল কালাম, মওলানা	৬২
আযাদ সুব্‌হ'ানী	৬৫
আযান	৬৭
'আযাব	৬৮
আযার	৬৯
আয়াত	৭০
'আইশাঃ (রা)	৭১
আয়্যুব ('আ)	৭১
আল-আর্‌কাম	৭৩
'আরবী বর্ণমালা	৭৪
'আরাফাঃ, 'আরাফাত	৭৫
'আরিয়াঃ	৭৫
'আলাউদ্দীন আযহারী	৭৫
আল্লাহ	৭৬
'আলী (রা) ইব্‌ন আবী ত'ালিব	৭৮
'আলী বংশ	৮১
আল-আন্‌'আরী, আবূ মূসা (রা)	৮২
আল-আশ্‌'আরী, আবু'ল-হ'াসান 'আলী	৮২
আল-'আশারাতু'ল-মুবাশ্‌শারাঃ (রা)	৮৪
আশরাফ 'আলী থানব'ী (র)	৮৪
'আশূরা	৮৫
আল-আস্‌ওয়াদ	৮৬
আল-'আস্‌'র	৮৬
আস'হ'াবু'ল-উখদূদ	৮৭
আস'হ'াবু'ল-কাহ্‌ফ	৮৭
আস'াফ ইব্‌ন বারাখ্‌য়া	৮৯
আসিয়া (র)	৮৯
আহ্‌ছান উল্লা	৮৯
আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল	৯০
আহ'মাদ খান, সায়্যিদ	৯৩
আহ'মাদ আল-বাদাব'ী সীদী	৯৩
আহ'মাদ শাহীদ, সায়্যিদ	৯৬
আহ'মাদ (র), শায়খ, মুজাদ্দিদ আল্‌ফ-ই-ছ'ানী	৯৭
আহ'মাদিয়্যাঃ	৯৭
আহ্‌লু'ল-কিতাব	৯৯
আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ'	৯৯
আহ্‌লু'স-সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আত	১০০
আহ্‌লু'স-সু'ফ্‌ফাঃ	১০২
আহ্‌মেদ হক	১০২
আহ্‌মেদ হাদীহ	১০৪
আহ্‌সান উল্লাহ	১০৭
আহ্‌সানুল্লাহ, খাজা, নওয়াব, স্যার	১০৭
ই	
ইক'বাল 'আল্লামাঃ	১০৮

সূচী	পৃষ্ঠা
ইক্'রাার	১১০
ইক'াম্যাত	১১০
ইখ্তিয়্যারু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ বাখ্তিয়ার খালজী	১১১
ইখ্তিলাাফ	১১২
ইখ্লাাস'	১১২
ইছ'না 'আশারীয়াঃ	১১২
ইজ্তিহাাদ	১১৩
ইজমাা'	১১৪
ই'তিক'াদ	১১৫
ই'তিকাাফ	১১৫
ইত্তিহ'াদ	১১৬
'ইদ্দত	১১৬
ইদ্রীস	১১৭
ইন্জীল	১১৭
ইনসানু'ল-কামিল	১১৮
'ইফ্রীত	১২০
ইব্ন 'আত'াউল্লাাহ্	১২০
ইব্ন 'আরাবী	১২০
ইব্ন ইসহ'াক'	১২১
ইব্ন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ	১২২
ইব্ন খালদূন	১২৩
ইব্ন খালাওয়ায়হ্	১২৫
ইব্ন খাল্লিকাান	১২৫
ইব্ন জুবায়্র	১২৬
ইব্ন তায়্মিয়্যাঃ (র)	১২৭
ইব্ন তুমারত	১৩২
ইব্ন বাাজাঃ	১৩৪
ইব্ন বাাবাওয়ায়হ্ অথবা বাব্ওয়ায়হ	১৩৫
ইব্ন মাাজাঃ	১৩৬
ইব্ন মাস'উদ, 'আব্দুল্লাাহ (রা)	১৩৮
ইব্ন রাজাব	১৩৯
ইব্ন রুশ্দ	১৪০
ইব্ন সা'দ	১৪৪
ইব্ন সীনাা	১৪৪
ইব্ন সীরীন	১৫৪
ইবনু'স-সুন্নী	১৫৫
ইব্ন হ'াওক'াল	১৫৫
ইব্ন হ'াজার আল-'আস্ক'ালাানী	১৫৬
ইব্ন হ'াজার আল-হায়্তামী	১৫৭
ইব্ন হ'ায্ম	১৫৮
ইব্ন হি'ব্বান	১৬০
ইবনু'ল-আছ'ীর	১৬০
ইবনু'ল-'আরাবী	১৬১
ইবনু'ল-ক'াাসিম	১৬২
ইবনু'ল-জাওযী	১৬২
ইবনু'ল-জাযারী	১৬৪
ইবনু'ল-ফাারিদ	১৬৫
ইব্রাাহীম ('আ)	১৬৫
ইবরাাহীম ইব্ন আদহাম (র)	১৬৭
ইব্লীস	১৬৮
'ইবাাদাত	১৬৯
ইবাাদি'য়্যাঃ	১৬৯
'ইম্রান	১৭২
ইমাম	১৭২
ইমাামবাারাঃ	১৭৪
ইমাাম শাাহ	১৭৪
ইর্মিয়াঃ	১৭৫
ইহ্রাম	১৭৬
'ইল্ম	১৭৭
ইল্য়াাস ('আ)	১৭৮
ইল্হাাম	১৭৯
ইলাাহ	১৮০
ইস্তিখাারাঃ	১৮১
ইস্তিন্জাা'	১৮১
ইস্তিনশাাক'	১৮১
ইস্তিস্ক'াা'	১৮২
ইস্তিস্'হ'াব	১৮২
ইস্তিস্'হ'সাান ও ইস্তিস্'লাাহ'	১৮২
ইস্নাাদ	১৮৪
'ইস্'মাত	১৮৪
ইসমাঈল হোসেন সিরাজী	১৮৫
ইসমাা'ঈল ('আ)	১৮৫
ইসমাা'ঈল শাহীদ, মাওলাানাা	১৮৬
ইসমাা'ঈলীয়া	১৮৭
ইসরাাঈল ('আ)	১৯১
ইসরাাফীল ('আ)	১৯১
ইসলাাম	১৯২
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ	১৯৬
ইস্হ'াাক' ('আ)	২০০
ইস্হাক, মাওলানা	২০১
ইহ্'রাাম	২০২

ঈ

সূচী	পৃষ্ঠা
ঈজাাব	২০৩
আল-ঈজী	২০৩
'ঈদ	২০৩
'ঈদু'ল-আদ'হ'াা	২০৪
'ঈদু'ল-ফিত'র	২০৫
ঈমাান	২০৫
'ঈসাা ('আ)	২০৬

উ

সূচী	পৃষ্ঠা
উওয়ায়স আল-ক'ারানী (র)	২১৩
উকীল	২১৭
উকূ'ফ	২১৭
'উছ'মাান (রা)	২১৭
উম্মাত	২১৯
উম্মী	২১৯
উম্ম কুল'ছূ'ম (রা)	২২০
উম্মু'ল-ওয়ালাদ্	২২০
উম্মু'ল-কিতাাব	২২১
'উমরাঃ	২২২
'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয (র)	২২৩
উমার ইবনু'ল-খাত্'ত'াব (রা)	২২৪
আল-'উয্যাা	২২৬
'উযায়র	২২৭
উশ্র	২২৭
'উর্স	২২৮
'উলামাা'	২৩৩
'উশ্র	২৩৩
উসূ'ল	২৩৫
উহুদ	২৩৯

ও

সূচী	পৃষ্ঠা
ওকীল (দ্র. উকীল)	২৪১
ওয়াক্'ফ	২৪১
ওয়াাসি'ল ইব্ন 'আত'াা'	২৪৭
ওয়ারাক'াঃ ইব্ন নাওফাল	২৪৮
ওয়ালিয়্যুল্লাাহ, শাাহ	২৪৯
ওলী	২৫০
ওসিয়্যাত	২৫২
ওহী	২৫৪
ওহ্হাবীয়া	২৫৯

ক

সূচী	পৃষ্ঠা
কত্ল	২৬৬
কলিকাতা মাদ্রাসাঃ	২৬৯
কসম	২৭২
কাওছ'ার	২৭৪
ক'াদারিয়্যাঃ	২৭৫
ক'াদার	২৭৫
ক'াাদিরিয়্যা	২৭৬
কান'আান	২৭৮
কানীসাঃ	২৭৯
কাফ্ফাারাঃ	২৭৯
কাফাালাঃ	২৭৯
কাাফির	২৮০
কা'ব ইব্ন মাালিক (রা)	২৮১
ক'াব্র্	২৮২
কা'বাঃ	২৮২

সূচী	পৃষ্ঠা
কাবীর	২৮৮
ক'য-া	২৮৯
কায'ফ	২৯০
কাযারূনী	২৯০
কাযী	২৯১
কায়কোবাদ, মহাকবি	২৯২
ক'য়নুক'া'	২৯৩
কায়সানিয়্যাঃ	২৯৪
ক'য়স'র	২৯৫
ক'রামিত'াঃ	২৯৬
কার্‌রামিয়্যাঃ	৩০২
কারামত	৩০৩
কারামত 'আলী, জৌনপুরী	৩০৪
কারূন	৩০৬
কাল্‌ব	৩০৬
ক'লান্দারিয়্যাঃ	৩০৭
আল-কালাবাঘ'ী	৩০৮
কালাম	৩০৮
কাশ্‌ফ	৩১৩
আল-ক'াসত'াল্লানী	৩১৪
কাস্‌ব	৩১৪
কাহিন	৩১৫
কি'ত'ফীর	৩১৬
কিত্‌মান	৩১৭
কি'ত্'মীর	৩১৭
কি'ব্‌লাঃ	৩১৭
কিয়ামত	৩১৯
কি'য়াস	৩২২
কি'রা'আত	৩২৩
কি'স'াস'	৩২৩
আল-কু'দ্‌স	৩২৫
কু'নূত	৩২৭
কু'ত্বাতু'স'-স'াখ্‌রাঃ	৩২৮
আল-কু'র্‌আন	৩৩০
কু'রবান	৩৩৯
কুরসী	৩৪০
কু'রায়জ'াঃ	৩৪০
আল-কু'শায়রী	৩৪১

খ

সূচী	পৃষ্ঠা
খতম	৩৪১
খতীব	৩৪২
খলীফা	৩৪৩
খাত্'ত'াবীয়াঃ	৩৪৮
খাতা	৩৪৯
খাত'ী'আঃ	৩৫০
খাদীজা (রা)	৩৫২
খান জাহান আলী খান	৩৫৩
খাব্‌র	৩৫৩
খরতুলী	৩৫৬
খারাজ	৩৫৬
খারিজী	৩৫৭
খাল্‌ক্'	৩৬০
খালিদ (রা) ইব্‌ন ওয়ালীদ	৩৬২
খিতান	৩৬৩
খিদ্‌র	৩৬৫
খিয্'লান	৩৬৮
খিয়ার	৩৬৮
খিরক'াঃ	৩৬৯
খুত্‌বা	৩৬
খুবায়ব ইব্‌ন 'আদী আল্-আন্‌স'ারী (রা)	৩৭১
খুররামিয়্যাঃ	৩৭১
খোজাহ্‌	৩৭৩
গওছ	৩৭৪
গনীমত	৩৭৫
আল-গ'াযালী (র)	৩৭৫
গ'ায়বাঃ	৩৮০
গ'াযী	৩৮০
গিরীশচন্দ্র সেন	৩৮০
গোলাম মোস্তফা	৩৮১
গোসল	৩৮২

চ

সূচী	পৃষ্ঠা
চিশ্‌তিয়াঃ	৩৮২
চিশ্‌তী	৩৮৩

ছ

সূচী	পৃষ্ঠা
ছ'নাবি'য়্যাঃ	৩৮৪
ছ'মূদ	৩৮৬

জ

সূচী	পৃষ্ঠা
জা'ইয-জায়েয	৩৮৮
জানাবাঃ	৩৮৮
জানাযাঃ	৩৮৮
জামাত	৩৮৯
জা'ফার	৩৯০
জাফর আহমদ 'উছমানী	৩৯০
জাবরিয়্যাঃ	৩৯০
জাবারূত	৩৯১
আল-জাম্‌রাঃ	৩৯১
জামালু'দ-দীন আল-আফগ'ানী	৩৯২
জালালু'দ-দীন রূমী	৩৯৫
জালূত	৩৯৭
জাহ্‌ম	৩৯৭
জাহান্নাম	৩৯৮
জাহিলিয়্যা ঃ	৩৯৮
জিন্ন	৩৯৯
জিব্‌রাঈল-জিব্‌রীল ('আ)	৪০০
জিয্‌য়াঃ	৪০১
জিহাদ	৪০২
আল-জুওয়ায়নী	৪০৫
জুনায়দ (র)	৪০৬
আল-জুম'আ	৪০৭

ত

সূচী	পৃষ্ঠা
তওবা	৪০৮
তরীকা	৪০৮
ত'া'আম	৪১৫
ত'াওয়াফ	৪১৬
তাওরাত	৪১৭
তাওহ'ীদ	৪১৯
তাক'লীদ	৪১৯
তাক্‌লীফ	৪২১
তাকি'য়াঃ	৪২২
তাজ্‌ব'ীদ	৪২৩
তাফ্‌সীর	৪২৪
তাবূক (দ্র. মুহ'াম্মাদ স')	৪২৫
তানাসুখ	৪২৫
ত'াবারী	৪২৬
তাবি'ঈ	৪২৭
তা'যিয়াঃ	৪২৭
তা'যীর	৪৩০
তায়াম্মুম	৪৩১
তারাবীহ	৪৩২
ত'ারিক ইব্‌ন যিয়াদ	৪৩২
তারীখ	৪৩৪
তাল্‌বিয়াঃ	৪৩৭
ত'াল্‌হ'াঃ ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ (রা)	৪৩৭
তালাক	৪৩৮
ত'ালূত	৪৪৬
তাশ্‌বীহ	৪৪৭
তাস্‌বীহ'	৪৫১
তাস'াওউফ্‌	৪৫২
তাহ্'রীফ	৪৫৭
তাহাজ্জুদ	৪৫৯
ত'াহারাত	৪৬০
ত'াহির	৪৬০
তিজানিয়্যাঃ	৪৬১
তিতুমীর, সায়্যিদ মীর নিছার 'আলী	৪৬৩
তিরমিয'ী, ইমাম	৪৬৪
তু'লায়হ'াঃ	৪৬৫

সূচী	পৃষ্ঠা
দ	
দওসা	৪৬৬
দরবেশ	৪৬৭
দাজ্জাল	৪৬৯
দা'ঈ	৪৬৯
দাঊদ ('আ)	৪৬৯
দাঊদ ইব্‌ন খালাফ (দ্র. আল-জ়াহিরীয়াঃ)	৪৭১
দা'ওয়া	৪৭১
দাব্‌বাতু'ল-আর্‌দ'	৪৭১
দাবক'াওয়াঃ	৪৭১
দারাযী	৪৭৩
দারিমী, ইমাম	৪৭৪
দারু'ল-ইসলাম	৪৭৪
দারু'ল-হ'ারব	৪৭৪
দারু'স'-সু'লহ'	৪৭৪
দাসূক'ী	৪৭৫
দাহ্‌রিয়্যাঃ	৪৭৬
দিয়াত	৪৭৭
দীন	৪৭৮
দীন মুহ'ম্মাদ খান, মুফ্‌তী	৪৭৯
দু'আ	৪৭৯
দুরূদ	৪৮০
দেওবন্দ, দারুল উলূম	৪৮১
ন	
নওয়াব আলী	৪৮২
নকশ্‌বন্দ	৪৮৩
নজরুল ইসলাম, কাজী	৪৮৪
আন্‌-নজ্জাম	৪৮৬
আন্‌-নজ্জার	৪৮৭
নফ্‌স	৪৮৮
নবী	৪৯৩
নমরূদ	৪৯৩
নমায (দ্র. স'ালাত)	৪৯৫
নয্‌র্	৪৯৫
নযীর হুসায়ন, সায়্যিদ	৪৯৭
আন-নওয়াবী	৪৯৭
আন-নাজাফ	৪৯৯
নাজাস, নাজিস	৫০০
নাজীমুদ্দীন, খাজা	৫০১
নাফি' ইব্‌নু'ল-আযরাক'	৫০২
নাফিলা	৫০২
নাবীয'	৫০৩
আন-নাসা'ঈ	৫০৪
আন-নাসাফী	৫০৪
নাসারা	৫০৫
নিকাহ	৫১১
নিছারউদ্দীন আহমদ	৫১৪
আন-নিফ্‌ফারী	৫১৫
নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র)	৫১৬
নিয়্যাত	৫১৬
নুসায়রী	৫১৭
নূর	৫২১
নূর কুত্‌ব-ই-আলম (র)	৫২৩
নূর বখ্‌শীয়া	৫২৪
নূর মুহ'ম্মাদী	৫২৬
নূর মোহাম্মদ আ'জমী	৫২৬
নূহ' ('আ)	৫২৭

ইফাবা—২০০৬-২০০৭—প্র/৬৮২৫(উ)—৩,২৫০